

শিব পূজা

লক্ষীবিলাস প্রেস, লিমিটেড, কলিকাতা।

শিল্পী— শ্রীচারচক্র সেন।



৬ষ্ঠ বর্ষ

# বৈশাখ-১৩৩৯

১ম সংখ্যা

# নৰবহেৰ্

বৈশানে নৃতন বছর আসিল-পুরাতনকে বিদায় দিয়া নৃতন পাইবার সময় মান্ত্র মাতেরই মন আশা আনন্দে ভরিয়া উঠে—গত দিনের তুঃথ বেদনা, অভাব অভিযোগ, নৃতনের আগমনে ধুইয়া মুছিয়া গিয়া আশা আনন্দের উদয় হইবে ভাবিয়া মনে উল্লাস আদে—এই উল্লাসের প্রেরণায়ই নৃতনকে আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করি। ইহাই চিরাচরিত প্রথা-কিন্তু আজ আমরা নৃতনকে বরণ করিতেছি শুধু আশা **জানন্দের সঙ্গে ন**য়—এ নৃতন বরণ করিবার মধ্যে তার চেয়ে বেশী আছে আশস্কা ও ভীতি। মহাযুদ্ধের পর হইতে জগতের অবস্থার ক্রত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কত রাজ্য, সামাজ্যের ওলোট পালট হইয়া গিয়াছে—এখনো জগৎ জুড়িয়া नाना विकाछ ठलियाए। वर्छमान वानिका, মুজানীতি, সভ্যতা, যুদ্ধসজ্জা সব জিনিষ লইয়াই প্রবল জাগতিক বিক্ষোভ চলিয়াছে। গত ছই বংসর হুইতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সকল ক্ষেত্রেই ভারতের উপর দিয়া ভীষণ ঝঞ্চা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। ছুই বংসরের এই ঝঞ্চা সহিয়া এখন সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে ইহার পরিণামের দিকে চাহিয়া আছে। কি হয়, কি হয়—সদাই এই আশস্কা! বর্ত্তমান নববর্ষ ১৩৩৯ সালের আগমন হইতেছে এই আশক্ষার মধ্য দিয়াই।

তবু বর্ত্তমান বর্ষে 'পুষ্পপাত্র'কে আমরা যথাসম্ভব
সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। যাঁহারা পুষ্পপাত্রকে
স্নেহচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের স্নেহ
আমরা বরাবরই চাই। আজ পুষ্পপাত্রর
গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে সহস্র ধক্তবাদ জানাইতেছি। পুষ্পপাত্রকে
বাঁহারা নানা রচনায় সমৃদ্ধ করিতেছেন সেই
লেখক-লেখিকাদেরও অজস্র ধক্তবাদ দিতেছি—
তাঁহাদের অনুগ্রহ চিরদিনই আমাদের কাম্য।

নববর্ষ শুভ হউক্—সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে ভারতীয়ের প্রতিভা দীপ্ত হউক্—মানবতার মহামিলনে সে স্থানে স্থ-প্রতিষ্ঠিত হউক্—। বি, এ, প্রীক্ষার পর মায়ের পুন: পুন: আহ্বানে নগরের নিত্য ন্তন আমোদ-প্রযোদ ও বঙ্গণের মায়াপাশ কাটাইয়া দ্রলকে প্লীগ্রামে ফিরিতে হইল।

ছেনেকে নিকটে পাইয়া না চাপিয়া ধরিলেন, লেখাপড়া ত একরকম শেষ হল বাবা! এইবার আমার
সাধটি পূর্ব কর। মার অকথিত সাধের সহিত সরলের
অনেক দিন হইতেই পরিচয় ছিল, পাঠ্যাবস্থায় বিবাহের
অপকারিতা সম্বন্ধে নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সরল
এতদিন মাকে থামাইয়া রাথিয়াছিল কিন্তু এখন আর
থামাইবার তেমন আগ্রহ নাই। ক্লাশে সংস্কৃত কাবাালোচনায় তরুণ হ্লয়ম্বারে একথানি স্কুলর শান্তি পূর্ণ
মুখ বারুবার উকি কুঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সরল সংস্কৃত াহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিতা লাভ করিলেও তাহার আদর্শ দেকালের শাহুন্তলা, প্রিয়ম্বনা নহে। একালের স্করেশা স্বরুচিসম্পন্না স্থশিক্ষিতা উপতাদের একট স্থলরী নায়িকাকেই সে সদ্য পটে আঁকিয়া রাধিয়াছিল।

মার অফ্রোধে সরল হাসিয়া বলিল, "তোমার সাধ ভ অনেক দিন থেকেই শুনে আসচি মা, কিন্তু সাধ আমামি পূর্ণ করতে চাইলেই কি সাধের জিনিস মিলে যাবে ?"

সংলের ম:তর পরিবর্ত্তনে মা অত্যস্ত পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মাগো ছেলের কথা শোন! সাধের দ্বিনিস নাকি পাওয়া যায় না? একবার "হাঁ" করলে হাদ্বার হাদ্বার মেয়ের বাপ মেয়ে মাথায় করে তোর পায়ে এসে ল্টিয়ে পড়বে। আমার বলে বলচিনে। এমন অবস্থা, এমন লেখা-পড়া দ্বানা পাত্তর বাংলা মুল্লুকে কটা আছে?"

"তোমার ত কম অহলার নেই মা! তোমার ছেলের জুড়ি বাংলা মূলুকে কটা আছে বলে বস্লে!

ভারী গৌরব, এমন বি, এ পরীক্ষা দেওয়া লাথ লাথ ছেলে অলিতে-গলিতে গড়াগড়ি দিছে। আর সম্পত্তির ভেত্তর এখানকার যা একটু আর বালিগঞ্জের বাড়ী এমন অনেকেরই থাকে।"

মা দৃপ্ত কপ্তে কহিলেন, "হাঁা, থাকে না থাকে। এ গাঁয়ের ভেতরই আমার ছেলের মত ছেলে আমার অবস্থার মত অবস্থা আর একটি দেগা দিকিন?"

মার সন্তান গর্কে সরল আত্মপ্রদাদ :লাভ করিয়া প্রীত হইল। সেদিনের মত কথাটা বেশীদ্র অগ্রসর না হইলেও মাভ্লিলেন না।

সরল বাল্যেই পিতৃহীন, মার শাসনে স্থব্যবস্থায় তাহার চারিটি ভ্রাতা ভগিনী বাল্যের কোঠা উত্তীর্ণ অসময়ে মহাপ্রস্থান পিতা নিতার করিলেও তাহাদের নিমিত বালিগঞ্জের ত্রিতল বাড়ী গ্রামের কৃদ্র সপ্তত্তি রাথিয়া গিয়াছিলেন। ভাহারই সাহাযো মা ছেলেদের মাত্র্য করিয়া তুলিতে-ছিলেন। বছর ছই হইল একমাত্র কল। সতীকে স্থপাত্রে বিবাহ দিয়াছেন। স্থশান্ত ও সমীর স্থান।য স্থলেই লেখা পড়া শিখিতেছে, বি**তাশিকার নি**মিত্ত সরলকে বিদেশে থাকিতে হয়। বালিগঞ্জের বাড়ীর ত্রিতলট। নিজেদের ব্যবহারের জ্বন্ত রাথিয়া অপর তৃই অংশ ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রিতলে পুরাতন ভূতা রাম্শ্রণকে লইয়া স্রলের রাজ্য। কালীদর্শন উপলক্ষ্যে মধ্যে মধ্যে বালিগঞ্জে আসিলেও দীর্ঘদিন থাকিতে পারেন না। সপ্তিটুকুর তত্তাবধান, বিগ্রহ গোপীনাথের দেবাভার অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিশ্বাস হয় না। কারণ পৈত্রিক সম্পত্তিটাই যে তাহার অনাথ সন্তানদের নির্ভরস্থল। আর গোপী-নাথ অনাথিনার পারের সম্বল।

করেক দিন পর সেদিন সন্ধ্যায় পরল বাড়ী ফরিয়া দেখিলে মা প্রফুল্ল মৃথে কিলের একটা ফদ্দ বিতেছেন। সরকার তাঁহার আদেশ অন্থায়ী তুলট কাগছে লিখিয়া লইতেছে। সমীর মার কোলের কাছে বসিয়া বালচপলতা বশতঃ মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেতে, "আচ্ছা পরকার দাদা, পাচ মণ দইতে কয় গাড়ি দই হয় ৪ এক মণ কই মাছ কটা।"

এ তালিক। যে কিসের তাহা ব্ঝিতে সরলের বিলম্ব হইল না। সরলের হৃদ্ধে একটা পুলকের শহরণ তুলিল। সহসা দূর দিগন্ত হইতে থৌবন মমীরণ উক্তুসিত হইয়া চারিদিক বাসন্তী শীতে বিভূষিত চরিল। সরল বিশ্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, চাহারি নিমিত্ত এত সমারেছে, উংসব-আয়েছিল, কন্তু সেই কেবল জানেনা মা কাহাকে আনিতেছেন। চাহাকে পাইলে তাহার জীবন-পাত্র আনন্দে রসে চরিয়া যাইবে পুসরলকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই মা কি হাহার আভাস পাইয়াছেন প

সরল শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া ভাকিল, "স্মী বেশ জো করে যে গল শোনা হচ্ছে, আজ বুঝি পভা-শোনানেই ?"

"কাল বৈ রবিবার দাদা, পড়বো কি ? শনিবারের নতে তুমিই যে পড়তে বারণ করে দিয়েচ।" বলিতে লিতে সমীর দাদার কাচে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরল বিছানায় বসিয়া বালিসটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া চূপে চূপে জিজ্ঞাসা করিল "শনিবারের চথা আমি ভূলে গিয়েছিলাম সমী, ওথানে মা কিসের দক্ষি করছেন রে ? ঘটাকরে একটা পূজো-টুজো হবে বুঝি ?"

সমীর মাথা ছলাইয়া হাসিতে হাসিতে জবাব হরিল, "পুজো না পুজো। তোমার বিয়ের বৌ ভাতে ক হবে তাই মাঠিক করচেন।"

"বিয়ে, বৌ ভাত ? দ্র নিছে কথা।"

সমীর রাগিয়া কহিল "আমি বুঝি মিছে কথা কইচি তামার বিষে হবে; তুমি জানো না, তাই বল।
বাধীদির সজে ঠিক হয়ে গেছে—তা সকলেই জানে!

"পাথীদি? সে আনোর কে? মাজুষর নাম আবার পাখী হয় ৪ জুই বডচ ফ¦জলামি করতে শিংথছিদ ৪"

প্রথমে মিথাকিলার শোষারোপ, তারপর ফারলামির অপবাদ সমীর নির্বিবাদে সহ করতে পারিল না। চোথ ঘুরাইয়া, হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল "আংমি কি ফারিল ছেলে যে ফ:জলামি করি? নিজে গাঁয়ে থাক না, কারুর নাম জানো না তাই বল। পাখী মদি মান্থারে নাম নাই হবে তাহলে হিরুদার মাস;তো বোনের নাম পাথী হল কি করে? মা তাকে বৌ করবে কি করে? আমি মাকে ছেকে আমিছি, মার কাছে শোন মান্থারে নাম পাথী হয় কিনা।"

স্বল প্রস্থানোদ্যত ছোট ভাইটর হাত ধরিয়া ভাহাকে শাস্ত করিয়া কংল "থামি অমন নাম কথনো শুনিনি বলেই বলছি, ভাতে কি রাগ করে সমী ? যে না জানে তার কণায় রাগ করতে হয় না, মাকে ডাকতে হয় না। িকদার বোন এথানে এসেছিল কি করেরে ? ে ব্রিবেশতে ভাল ? তাই মা—"

দাদার আদরে সমীর প্রস্থ হইল। সে যাং। জানে
দাদা এত বড় হইগাও তাংগ জানে না ভাবিতেই
বালকের খুসীর সীমা রহিল না। সে দাদার গা
ঘেঁদিয়া আরো একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, বিশ্বদার
ছেলের ভাতে পাধীনি ঠাকু মার সাথে এসেছিল।
মা তাকে ডেকে এনে থাবার দিতেন, চুল বেঁধে দিতেন,
পাধীদির মা নাই বলে মা তাকে খুব ভাল বাসেন
দাদা,—তোমার চেয়ে, মেজ িদির চেয়ে, দিনির চেয়েও।"

সরল সকৌ তুক প্রশ্ন করিল "তোর চেয় কি মা তোর পাণাদিকে ভালবাদেন 
পুতুই কেবলি ভালবাদার কথা বলছিদ, যাকে ভাল বাদেন সে কেমন তাতো বলছিদ না 

শ

মা সমীরকে সর্বাণেক্ষা ভালবাদেন বলিলা তাহার মনের মধ্যে একটা অহত্বরে ছিল। সেই অহত্বারে আঘাত লাগা মাত্র সমার গন্তীর হইলা বিজের মত বলিল, আমার চেয়ে মা আবার কাকে ভালবাদকে ছং। পাখীনির মা নেই, তাই মা একটু ইলে করেন। পাধীনি আমার কিছু পুর ভালবাদে দানা। ভারী একটা মজ। হয়েছিল—ও বাড়ীর নেপা বিল থেকে অনেক পদ্ম তুলে এনেছিল। আমার সঙ্গে আড়ি কিনা, তাই আমায় না দিয়ে দ্বাইকে দিলে। তাই দেখে পাথীদি নেপার গালে একটা চড় বদিয়ে দিয়ে আমায় নিয়ে পদ্মবিলে গেল। আমিত ভাল সঁতার জানি না, ওবা দাঁতার দেয় হাঁদের মত, অমন আর কাফকে দিতে হয় না।"

সরল উৎস্ক হইরা জিজাস। করিল, সাঁতার কেটে তোকে বুঝি ফুল এনে দিলে ?

"দেবে না আবার! মাঝবিলের মধ্যপানে পিয়ে 
এক বোঝা মস্তমন্ত ফুল এনে আমায় দিলে। আমি
তথুনি ছুটে নেপাকে দেখালাম, নেবা জল। পাখীদি
তথু ভাল সাঁতার জানে তা নয় দাদা, গাছে চড়তেও
বেশ পারে। গায় যা জোর পালোয়ানের মতন।
হাবুদের পেয়ারা গাছের মগ ভালে কয়েয়টা পেয়ায়া
পেকেছিল। একদিন ছপুর বেলা লুকিয়ে আমায় সেতথলাও পেড়ে দিয়েছিল। পাখীদি ধাসা মেয়ে আমি
তকে থব ভালবাসি দাদা।"

সমীরের সরস বর্ণনায় সরল তেমন আরুষ্ট হইতে পারিল না। কোথায় স্থানরী শিক্ষিতা তরুণী, কোথায় শিক্ষাহীনা তুরস্ত প্রকৃতি এক গ্রাম্য বালিকা। কিন্তু তব্ও দে মন হইতে সেই অপরিচিতা চপল নেয়েটিকে সরাইয়া দিতে পারিল না। তাহার ক্ষিত মূর্ত্তি রূপ কথার সোনার কাঠির তাম সরলের স্থপ্ত হ্লয় জাগ্রত করিয়া সোনার কাঠির তাম সরলের স্থপ্ত হ্লয়

রাত্রে ছেলেকে আহারে বসাইয়।ম। বলিতে লাগি-লেন "ঘুঘু ভালার নিরঞ্জন বাবুর মেয়েকে আমি তোর সঙ্গে ঠিক করলাম। সে আমাদের হিরুর মাসভুত বোন, ২রা বৈশাধ বিয়ের দিন ঠিক করেছি। তুই কাল ভিনটের গাড়ীতেই সভীকে আন্তে যা। মাঝে আর কটা দিন মাত্র, দেরী করলে চলবে না।"

সরল মাথা ভাতগুলিকে লইয়া নাড়িতে লাগিল।
মার প্রতি তাহার অভিমানের অন্ত রহিল না। সে
কাহাকে চায়, কেমন চায় দেটাও কি মায়ের জানিবার
করকার ছিল না । পাকা করিয়া তবে বলিতে আদিয়া-

ছেন। অভিমানের ভিতর একটি কথা স্মরণ হইল—
বাল্যাবধি এ পর্যান্ত মার ব্যবস্থাতেই তাহার সব
হইয়াছে। এত কাল মা যাহা করিয়াছেন, তাহাই
যে তাহাকে মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে।
এক্ষেত্রেও মার দেওয়া জিনিস সরলের আানন্দে গ্রহণ
করা উচিত।

ছেলের নীরবতার মা চকিত হইয়া জিজ্ঞাপা করিলেন, চুপ করে রইলি কেন সরল? তোর ভয় নাইরে, মা তোকে মন্দ কিছুই নেবেনা। পাথী বেশ মেয়ে, আমার ধব পছন্দ হয়েছে।

এবার আর সরল মৌন হইয়া থাকিতে পারিল না। মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ মেয়ে বইকি মা, পরের গাছের ফল চুরী, পল্লবিলে সাঁতার কাটা, ছেলের দলে কোমর বেঁধে গিয়ে তাদের ঠেঙ্গান, বর্ণ-জ্ঞানশ্য এমন কচি খুকিটা তোমার পছন্দ না হলে হবেই বা কাকে ?"

যা হাসিলেন—"নারে, সে কচি খুকি নয়। মাথেরা ছোট চাইলেও ছেলেরা যে তা পছল করে না। সেটা আমার জানা আছে। হিন্দু ঘরের চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়েকে কচি খুকি বলে কে ? গাছে চড়া, সাঁতার জানা সেত গুণ সরল। সাত চড়ে মুখে রা নেই—মিন মিনে ভিজে বেড়াল আমি ভাল বাসি না। আমার জমিগারের ঘর তেজম্বিনা ভানপিটে মেয়ের দরকার। বাজানশৃত্য বলহিদ, তার বর্ণ জ্ঞান হয়েচে, কিন্তু বেশী কিছু শেখেনি। বাপ বার্মাস বিদেশে থাকে, দা নেই, ভাই, বোন নেই, বুড়ো ঠাকুরমার কাছেই মান্ন্থ। তাই ঠাকুর মার আদরে একটু অশাস্ত । তাতে কি হয়েছে ? আমিই তাকে দব শিথিয়ে নেব। আমার সতী বিয়ের আগে কি জানতো ? এখন কিনা শিখেচে, কিনা জানে ?" বলিতে বলিতে প্রবাদী তনয়ার মুখছেবি শ্ববণ করিয়া মা কফণায় বিগলিত হইলেন।

দীশহীন নিজ্জন ঘরে আজ সরলের ঘুম আসিল না, প্রথমে সমীরের নিকটে পরে মায়ের মুথে পাখীর প্রসঙ্গ যতটুকু তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ ক্রিয়াছে, তাহাতে ক্রিরোছে, তাহাতে ক্রিরোছে নার্লের মান্স নমনে একত্র্দান্ত চপল বালিকার গতিভঙ্গী ভাদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রত্যুবে শ্যা ত্যাগ করিয়া সরল যথন প্রাবিলের ধারে বেড়াইতে বাহির হইল, তথনো দিনের আলো ঘনপল্লবিত আদ্রুক্তে ভালরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। গোপালের পশ্চাতে তুই একটা রাখাল কেবল চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, পাখীরা প্রভাত বন্দনায় কানন প্রান্তর ম্থরিত করিতেছে। দিগন্ত প্রধারিত মাঠের মধ্যদেশে অতলম্পানী পল্লবিল। তিনদিকে খ্যামল ক্ষেত্র। পর পারে ক্ষেত্রের শেষসামায় অম্পন্ত প্রামরেখা দিক চক্রহালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। শান্ত জলাশ্য তথনো নিজামগন। তীরের প্রভিলি গোফ বাছুর ও মাহুবের অত্যাচারে নির্দাল প্রায়। দ্রে গভীর জলে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাঁপড়ীর ঘোমটায় মুথ ঢাকিয়া পল্লহ্বরারা হুর্গ্যের প্রতীক্ষায় উর্দ্ধে চাহিয়া আছে। প্রভাত বায়ুহিলোলে কালোজল উছলিত ইইতেছে।

তীরতফর ছায়ায় বিদিয়া সরল অক্টিত
ফ্লগুলির প্রতি চাহিয়া রহিল। পূপ লোভাতুর। যে
ছঃসাহিদিকা বালিকা লজ্জাভয় পরিতাগ করিয়া
শীতল জলে ঝাপ নিয়ছিল; সরল তয়য় ইইয়া তাহারি
কথা ভাবিতে লাগিল। সে কয়টা পদ্ম তুলিয়াছিল 
সে পদ্মগুলি কত বড়? কি বর্ণের পুস্পগুড় অঞ্চলে
বাঁধিয়া জলদেবীর ভায়ে কোন ঘাটে সে ভাসিয়া
আাসিয়াছিল । সিক্ত মৃত্তিকায় বনলক্ষীর কোনল পদচিত্র এখনো কি খুঁজিলে পাওয়া যায়!

অরুণের সোনার রথ আকাশের পূর্বপ্রান্তে দেখা দিতে না দিতেই চারিদিকে জাগরণের সাং। পাওয়া গেল। সরকের নিভতে ধ্যান কর। হইল না। মনে পড়িল সেতো কাহাকেও বলিয়া আসে নাই। মাচা লইয়াহয় তো ঘরে ঘরে তাহাকে খুজিয়া বেড়াইতেছেন।

সরল জ্রুত পদক্ষেপে বাড়ীর পথ ধরিয়া পথের বাকে হাব্দের শাধা বহুল পেয়ারা গাছের তলায় আসিয়া প্রাচীন বৃক্ষটির আগাগোড়া পর্যাবেকণ করিতে লাগিল। হঠাৎ পশ্চাং হইতে সমীর আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "লালা তুমি এখানে পেয়ারা খুঁজে বেড়াচ্ছ, ওলিকে চা জুড়িয়ে গেল। ন'পিনী পেয়ারা পাড়লে বড্ড বকে, তুমি পাড়লে বকবে না, আঁকনী-খানা আনবো দালা।"

দরল হাদিয়া কহিল, "আজ থাক আর একদিন তোকে অনেক পেয়ারা পেড়ে দেব। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, চল চা থাইগো।" সমীর ক্ষুপ্ত হইয়া পেয়ারার দিকে চাহিতে চাহিতে দাদার অন্তুসরণ করিল।

সেই দিনই অপরাহে সরল ভগ্নিপতির **কর্মন্থল** পশ্চিমে সতীকে আনিতে চলিয়া গেল।

কণ্ণেক দিন পর সতীর আগমনে এবং সরলের প্রতি সতীর কৌতৃক-উপহাদে নিরানন্দ গৃহ আসন্ন আনন্দের উক্সাসে উক্স্সিত হইল।

নির্দিষ্ট দিনে বিবাহাত্তে উজ্জ্বল আলোক ও গগনডেদী বাদ্য ধ্বনির মধ্যে নব বধ্ খণ্ডরালয়ে প্রথম পদার্পন করিল।

বধ্র নাম তড়িতা। জন্মের অনতিকাল পূর্বে জননী ফাঁকি দিয়া চালিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া পিতা-মহী শিশুর নামকরণ করিয়াছিলেন, "ফাঁকি" বর্ষের সাথে সাথে ফাঁকি পাধীতে রূপাস্তরিত হইয়াছিল।

পাণীর বর্ণ গোর না হইলেও উজ্জ্বল, বয়সের
অফুপাতে বাড়ন্ত গড়ন। চকু ত্ইটি কিন্ত আশতর্য
ত্ই খণ্ড বৃহৎ হীরার মত ঝক ঝক করিতেছে।
সে চোথে নবববৃত্বলভ লজ্জা কুণ্ঠার স্থান নাই।
বিহাৎ বেন মেয়েটির চোথে মুথে সর্কালে ক্রীড়া
করিয়া বেড়াইতেছে। সরল ভাবিল কল্পনার ওই মুথ
খানি নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া করি উহারই হাসিকে
মাণিক, কালাকে মুক্তার উপমা দিয়াছিলেন ? সতাই
পাণীর মুখখানি বড় স্কল্বর, বড়ই স্থমিষ্ট।

মনে মনে এ খটি স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া ফুল শ্যার মাধ্বী নিশীথে বধ্র হাত হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সরল ক্লিয়ব্বের কহিল "পাধী" তুমি ভারী মিষ্টি, ভারী স্থলর এমন আর কেউ নয়। তোমাকে দেখামাত্র আমি ভাল বেঙ্গে কেলেছি। আনি তোমার মত অত স্থন্দর নর। তুমি কি আমায় ভালবাসতে পারবে পাধী ?"

বধৃ তাহার ধরা হাত খানা সজোরে টনিয়া লইয়া ক্ষপ্তরে কহিল, "আঃ জালাতন কর কেন ? আমার ঘুম পেয়েছে। আমায় ঘুমুতে দাও! আমি তোমায় ভাল-টালো বাসতে পারবো না বাপ।"

ভরা পালের নৌকা ধেমন বিপরীত বাতাসে চড়ায়
থামিয়া যায়, তেমনি করিয়াই সরলের হৃদয়ের স্পন্দন
যেন থামিবার উপক্রম হইল। নিমেযে মাধবী রজনীর
অপরূপ মায়াজল অন্তর্হিত হইয়া সরলের আশার সৌধাবলী ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

একটি পঞ্জরভেনী দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া অনেককণ পরে সরল কহিল আমায় ভালবাসতে পারবে না পাখী? না পারলে, আমি তোমার ভালবাসা চাই না। কিন্তু একটি কথা জানতে চাই, সেখ'নে ভুমি কাকে ভাল বেসেহিলে? ভার নাম কি? বহস কত?"

বধ্ বিরক্তির সহিত প্রত্যুত্তর ক্ষিল "তাদের কার কত বয়স আমার অত শত মনে নাই, নাম তাদের পটোল, দাস্থ, বিপিনে, উমা, লক্ষ্মী। আমি ওদেরি ভাল বাস্তাম, ওরা আমার থেলুড়ি কিনা!"

সরলের ছদয়ের কাল মেব তিরোহিত হইয়া সেথানে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইল। সরল পুনরপি জিজ্ঞাস। করিল, "ভাদের সাথে কি থেলা খেলতে পাবি ?

"কি আবার! চোর, গোর! বৌ বৌ এই সব।"

সরল পাথীর একথানা হাত পুনরায় হাতের ভিতর বন্দী করিয়া আদরের সহিত কহিল, "এাজ আমার সঞ্চে একটু থেলবে পাথী? আমি ত বর আছিই, তুমিও বৌ আছে, বেশ থেলা হবে।" এমন অসম্ভব প্রস্তাবে পাথীর হাস্ত লোত আর বাধা মানিল না। হাসিতে হাসিতে পাথী কহিল, "এত বড় বুড়ো মান্তবের সাথে আবার বৌ বৌ খেলা যায়? তুমি সর, আমার গয়ে হাত নিও না, ভাল লাগে না। বড় পুম পেয়েচে।" বলিয়া বধু বিছানার এক পার্শে সরিয়া গিয়া অর্কণ্ডের মধ্যেই যুমাইয়া পড়িল।

मत्रन एकमनि एक इंदेश तहिन, जाहात कर्छत

ফুলের মালা তাহাকে বিজ্ঞপ করিতে লাগিল। বাহিরে সতীর চাপা হাসির সহিত সমস্ত বিধ যেন উপহাসের হাসি হাসিতে লাগিল।

বিনিদ্র রাত্রি মনের থেনে কাটাইয়া রাত্রি শেষে সরল তক্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল। একটা কলরবে যথন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তথনো বেলা বেশী হয় নাই।

প্রভাতের সোনার রৌজ বনানী শীর্ষে সবে স্বর্ মুক্ট পরাইয়া দিতেছে। দ্বার উন্মৃত, বধু শ্ব্যা ত্যাপ করিয়া বাহিরে গিয়াছে।

দরল শুইয়া শুইয়াই ডাকিতে লাগিল, "দতী, কি হয়েচেরে! দকাল বেলা তোরা এত গোল মাল করছিল কিসের 
কুঁ কুণকাল পর সতী গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল 
"দকাল বেলা গোলমালের কথা শুনবে দালা? কিছু ।ই 
নয়গো, তোমারি, তোমারি। "তোমার বনের পাণী 
চপল আঁথি, বনেতে পালায়।" ফাল ফ্যাল ক্রে 
চেয় আছ ব্রুতে পারছ না । পারবেই বা কি করে । 
এদিকে তুমি ঘুমে অজ্ঞান ওনিকে বৌ ঘুণুডালার 
পথ ধরেছিল। ঝি ভোরবেলা কাজে আসছিল, রাতায় 
বৌকে দেখে ধরে এনেচে। কি দিস্য মেয়েগো, ভয় 
লজ্ঞা কিছু নেই আবার বলা হচ্ছিল "ঠাকুরমার 
জন্মে ভাল লাগছিল না, ঠাকুরমার কাছে যাচ্ছিলাম।"

বধ্র প্রতি সরলের বাঁকা মনটা আরে। খানিকটা বাঁকিয়া গেল।

সেইদিন হইতে মা বধুকে আপন শ্যায় শোওয়াইয়।
বালিকার আত্মীয়বিচ্ছেদ ব্যথা বিদ্রিত করিতে
চেষ্টা করিলেন। সরলের নিকটে রাত্রে বধুকে রাখিতে
মার সাহস হইল না। ছেলেকে ফাঁকি দিয়া পাখী
দি জাবার পথের বাহির হয়, এম্নি প্রতিবেশীনীরা
হাসিতেছে, কতকি বলিতেছে। যে অবুঝ তাহাকে
সাবধানে না রাখিলে চলিবে কেন ?

মার ব্যবস্থায় সরল সমস্ত সংসারের উপর চটিয়া
আণ্ডন হইয়া রহিল। সময় কিন্তু তাহার রাগের ধার
ধারিল না। প্রভাতে কর্ম-কোলাহলের মধ্যে দিবসারস্থ
হইয়া রজনীর অন্ধকারে বিলীন ছইতে হইতে বধ্
পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। গেলেটে পাশের সংবাদ দেবিয়া

এম, এ ক্লাসে ভাই হইবার জন্ম সরলকেও বান্ধ বিছান। বাধিয়া কলিকাতায় রওন। হইতে হইল।

স্থ হংগ হাসি অশ্র মধ্যে কয়েকটা মাস গড়াইয়া ভ্রশরংকাল আসিল জলে স্থলে ভীরে নীরে আগ্যনীর ললিতথর ধ্বনিত প্রতিধানিত হইতে লাগিল।

কলেজের ছুটি হইবার পূর্বে সরল মাকে লিখিল, তাহার শরীর তেমন ভাল নয়। পূজার ছুটিতে সে পশ্চিমে সতীর কাছে যাইবে। মা লিখিলেন, তোমার শরীর ভাল নয় জানিয়া বড়ই চিস্তিত আছি। তুমি সম্বর বাড়ী রওনা হও অল্লথা ক্রিও না। এখন এখানকার স্বাস্থ্য ভাল। কিঞ্দিন এখানে থাকিলেই তোমার শরীর ভাল হইবে।

বৌমাকে আনাইয়াছি, এখন তাহার অনেকটা বৃদ্ধি হইয়াছে।" মার পত্তের শেষ লাইনটি সরলের অশান্ত অন্তরে হ্রধা বর্ষণ করিতে লাগিল। কুহকিনী আশা কানে কানে কহিল দে এখন বৃদ্ধিতে শিথিয়াছে, অন্তপ্ত তিত্তে তোমারি আশা পথ পানে চাহিয়াছে:"

সরল বিলম্ব করিতে পারিল না। ছোট ভাই ও পাথীর নিমিত্ত কয়েকটে সৌথিন জব্যু কিনিয়া সেই রাত্রেই গৃহাভিমুথে ছুটিল।

আবার সেই ফুলশ্যার ঘর, সেই গাট-বিছান। নীরব নিস্তর শরৎ বামিনী, সেই আশার আখাসে কম্পিত বক্ষ।

সরলের বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না। সর-লের ঘরে চুকিবার এক চুপরেই বর্ উপস্থিত ইইন। সরল ঘুইচকু বিক্ফারিত করিয়া পাখীর পানে চাহিয়া রহিল। এই কয় মাসেই পাখী অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, উজ্জ্বল বর্ণ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বতর হইয়াছে। চক্ষু হইটি এখনো তেমনি চঞ্চল বিহাৎব্যী, রাঙ্গা অধরোঠে একটা কঠিন অপ্রসন্ন ভাব ফেন লুকান রহিয়াছে।

সে মৃথ বিষয় কি প্রদান অতটা তলাইয়া দেণিবার দরলের অবকাশ ছিল না। দরলের মনে হইতেছিল আজ কোন বাধা নাই, অস্তরায় নাই, তাহার যুগ– গুগাস্কের মানসী প্রিয়া জ্বস্ত বিরহের পর তাহারই বার্থা বাহু বন্ধনে ধরা দিতে আদিয়াছে। সরল মুহুর্ত্ত নিজের অন্তিম্বস্ত ভূলিয়া গেল। পাণীর সন্মুীন হইয়া চোথের পলকে পাখীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয় মুগ্ধকর্তে কহিল "পাথি, এসেছ, এস, এস, আমার আরো কাছে এস।"

পাখী একটানে স্বামীর বাল্পাশ মূক্ত করিয়া পশ্চাতে সরিয়া ঝাঁঝের সহিত বলিল, "আর এস, এস বলে ডাকতে হবে না। স্থামার ভাল লাগে না। ছুফি পশ্চিমে না গিয়ে এখানে এলে কেন? ভুমি না একে এত তাড়াতাড়ি এরা আমায় এখানে স্থানতো না। বেশ মজা হ'তো।"

সরল ক্ষণেক মৌন থাকিয়া ছড়িত কঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল; "তোমার মন্ধার থবর আমার জানছিল না বলেই এমেছি। আচ্ছা কালই আমি এখানথেকে চলে যাব। তুমি মন্ধা করে বাপের বাড়ীগিয়ে থেকো।"

পাথী কিন্নংকাল ভাবিয়া অগ্যমনস্থ ভাবে ঘাড় নাজিল "না," এখন আর তা হবেনা; তুমি চলে গেলেও এরা আমায় এখন পাঠাবে না। খালি বকবে, ঠাকুমাও বক্বে। সব চেয়ে ভাল হত তুমি না এলে।"

একথার পর সরল কোন কথাই বলিতে পারিল না, বলিবার প্রবৃত্তিও হইল না। নিজের বিড়ম্বিত জীবনের গ্লানিতে সমস্ত অন্ত:করণ তিক্ততায় ভরিয় গেল।

সেই দিন হইতে সরল আপেনার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া পাণীর সহিত কথা-বার্তা বন্ধ করিল।

বধ্ব পলায়নের লক্ষণ না দেখিয়া মা অনেকটা আখন্ত ইইলেন। ভাবিলেন, বনবিহগীকে ক্ষেহের খাঁচায় প্রিয়া ধীরে ধীরে পোষ মানাইয়া লইবেন। কিন্তু পুত্রের মলিন মুখ মার বুকে পীড়া দিতে লাগিল। তিনি সরলকে কি আনিয়া দিলেন? অমৃতের পরিবর্ত্তে এ যে গ্রল। সন্তানের ছংখে মার মুখের হাসি শুকাইয়া গেল।

পাথার হৃদয়ে কিন্ত বিষাদের রেখাপাত হইল ন।। উচ্চধবন, উচ্ছুসিত হাসি, কলকঠের হৃমিট ঝলারে

পাথী বাড়ীট। মাথায় করিয়া তুলিল। লক্ষাহীনা वध्व वृक्षिशीन आहत्राण या त्यन यत्राय यतिया त्रालन। আয়তের বাহিরে হল্পরিচয়ে যাহার চাঞ্চলা তাঁহাকে অভিভত করিয়াছিল, অল্লদিনেই সেখানে নিদারুণ বিরক্তি আদিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রের ছাড়া ছাড়া ভাবে, বধুৰ অন্তত ব্যবহারে মা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া থির করিলেন ছেলের সৃহিত বৌকে বালিগঞ্জে পাঠাইয়। স্থলে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। স্থলে বিভাশিক্ষা করিয়া একাকী স্বামীর নিকটে থাকিয়া বিম্না বালিকা স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিবে, নারীর কর্ত্তব্য শিখিবে। বালিগঞ্জে বধুর মাসী থাকেন, তিনি উহাকে দেখা-শোনা করিবেন, বিশ্বত ভূত্য রামশরণের অকৃত্রিম সেবা-ঘতে অস্থবিধার সম্ভাবনা নাই। অবকাশ সময়ে তিনি নিজে গিয়া উহাদের দেখিয়া শুনিয়। আসিবেন। চির দিনের মতনই মার এ ব্যবস্থা সরল স্বীকার করিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইল।

পাথী এতথানি বয়দে একবারও কলিকাতা দেখে নাই। সহরের আজব গল্প শুনিয়া কলিকাতায় যাইবার আগ্রহে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

কিন্তু এ আনন্দ স্বায়ী হইল না। বালিগঞ্জে আদিয়াই সরল সর্বাত্তে পাখীকে বালিকা বিভালয়ে ভর্তি করিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিম্ত হইল। কোথায় রহিল ছায়াস্থশীতল পদ্ধীর নিভ্ত নিকেতন। কোথায় রহিল অশাস্ত উদাম সন্ধীর দল।

দে দিন রবিবার। সন্ধ্যাবেলা সরল পাখীকে মাসীর বাড়ী বেড়াইতে লইয়া গেল। জলাবধি পাখীর সহিত মাসীর পরিচয় ছিল না। গন্তীর মূর্ত্তি মাসীকে পাখীর তেমন ভাল না লাগিলেও তাংবার উন্থান বেষ্টিত তপোবন সদৃশ গৃহ পল্লীবক্ষ বিচ্যুত তৃষিত বালিকাকে একটি অপরূপ মায়ার বন্ধনে বাধিয়া ফোলিল। এখনকার যা কিছু সবই যেন সেই খানের মত, সেই বৃক্ষে বৃক্ষে জড়া জড়ি, লতায় লতায় গলাগিল, পাতায় পাতায় মর্ম্মর ধ্বনি, ভেজা মাটীর আর্ম্য

গন্ধ সমস্ত মিলিয়া সারা পল্লীকে থেন অন্তরের মাঝ-থানে ফিরাইয়া আনিতে চায়।

পাধীর এখানে ভারী ভাল লাগিতে লাগিল।
স্বচেরে ভাল লাগিল মাদীর বড় মেয়ে উষাকে।
উষা পাখীর বছর তিনেকের বড়, মাস ছয়েক হইল
উষার বিবাহ হইয়াছে। সৌন্ধ্যে আনন্দে মেয়েটি
যেন পুশিতা লতার ভায় ঝল মল করিতেছে।

মাসী মেয়ে জামাইকে না থাওয়াইয়া পাঠ।ইলেন না।

আহারান্তে বিদায়ের সময় পাখী বাঁকিয়া বসিল, সে আজ যাইবে না। কিছুতেই না।

অগতা। ক্ষু মনে সরলকে একাকীই কিরিতে হইল। কিন্তু একে একে স্থলীর্ঘ তিনটা দিনের মধ্যেও পাথীর আবিভাব হইল না দেখিয়া সরল স্থির থাকিতে পারিল না। যে বিহলী তাহার হৃদয়ে নীড় বাঁধিয়াছে তাহার কলকুজনে খঞ্জন নয়নের অমৃত বর্ষণ বিনা নীড় যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। বধ্র নিজিত নারী প্রকৃতি সজাগ না হইলেও তাহাকে লইয়া সরলের প্রবাসের দিনগুলি মন্দ কাটিতেছিল না।

দে দিন অপরাহে কলেজ হইতে ফিরিয়া পরিপাটী বেশভ্যা করিয়া গায়ে আতর মাথিয়া সরল বধুকে লইতে আসিল। বধু তথন ছায়া ঢাকা কুল্ল কাননে ছোট ডাই ভগ্নিদের সহিত মহানদেল কুকাচুরী খেলিতেছে। তথনো তাহার চুল্বাধা হয় নাই ঝাঁক্ড়া ঝাক্ড়া একরাশ কালো চুল চোথে মুথে পড়িয়া সেই মুথ থানি পাতায় ঢাকা গোলাপের মত স্কল্লর দেথাইতেথিল। সময়টও স্কল্লর, দিবা যায় যায় সন্ধ্যা আগত, দ্রের তালি বনের মাথায় হুর্যা অভাচলে চলিয়াছেন, হুর্যোর রক্তিমছায় আকাশের থানিকটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। সেই হুর্যা রক্ষা হেন অলক্ষ্য আসিয়া সরল্য ভাব প্রবণ রাক্ষা হ্রম্যটাকে গাঢ়লালে অক্লব্লিত করিতে লাগিল।

লুকোচুরীর চোর উষার মেজভাই তরুণ চোরের সীমার বাহিরে আদিয়া পাখাকে ডাকিয়া কহিল "ও পাথিদি, অত দৌড়চ্ছিস কেন আমি ভোকে ধরতে: আসি নি। দেখ ভাই পিছনে চেমে দেখ, কে এসেছে ?" পাধী ঘাড় ফিরাইয়া তীরকঠে বাদার দিয়া উঠিল "তুমি যে আবার এখানে এসেচ ? স্বথানেই দ্বাল তন করা, ভাল লাগে না। আনি যাব না, কথনো সাব না। তুমি চলে যাও, এখুনি চলে যাও।"

পাধীর তর্জন-গর্জনে বালক বালিকার। হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। উহাদেরই অনতিদ্রে ঝি কলতলায় বাসন মাজিতে বসিয়াছিল, হাসির উচ্ছাদে সে তাড়াতাড়ি মুখে অঞ্ল চাপিয়া ধরিল।

লজ্জায় অপমানে সরল সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। কাহারো পানে চাহিতে পারিল না। নুকভরা মাশা লইয়া যে পথে দে আসিয়াছিল, নতমহকে সেই গথেই তাহাকে ফিরিতে হইল।

সেই রাত্রেই সরল একথানি উপনিষদ কিনিয়া রিষারের টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে গিয়া বদিল। াাত্রাকালে মাকে চিঠি লিথিয়া ঘাইতেও সরলের ক্রাটী ইল না। লিথিল, "মা, সাধুসঙ্গের উদ্দেশে আমি রিষারে চলিলাম। তুমি আমার জক্তে চিন্তা করিও ।। আমি দূরে থাকিলেও স্থশান্ত, সুমীর তোমার চাছে রহিল। তোমার বৌ তার মাসীর কাছে বেশ নের আনন্দে আছে।"

মাসীর কাণে ঘটনাটা পঁহছিতে বিলম্ব হইল ন।।
তনি জামাইকে ডাকিতে পাঠাইয়া শুনিলেন সরল
গীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছে। মাসী ক্ষ্ম হইয়া পাথীকে
তরস্কার করিতে লাগিলেন। উষাও চুপ করিয়া রহিল
।।

কিন্ত কিন্দে কি হইল কে জানে? সেইদিন ইতেই পাথীর হাদয় নদীতে একটা বিপরীত ভাবের রক্ষ বহিতে লাগিল। দিনে দিনে পাথী সঙ্গী, মাসী ইতে বিচ্ছিল হইয়া পড়ল। এখন নির্জ্জনে বসিলেই থিীর হাদয়-দর্পণে ফুটিয়া উঠে একথানি সরল স্থালর ধ। সেই কাল অপরাহ্ন, লুকোচুরী খেলা ভারপর াহারই কণ্ঠনিংফত কঠোর বাক্যবাণ। ভাই বোনদের বিজ্ঞপূর্ণ উচ্চ হাসি। পাথী বেশী ভাবিতে পারে না, প্রস্থানোগুত সরলের লচ্ছার রক্তিম বেদনার বিবর্ণ মুখ্যানি স্মরণ পথে আসা মাজ তংহার বক্ষ যন্ত্রণায় টন টন করিতে থাকে।

কয়েক নিন যাইতে না বাইতেই মাসী সনিশ্বয়ে লক্ষ্য করিলেন, পাণী যেন অন্তর্মপ হইয়া যাইতেছে। থেলায় উৎসাহ নাই, ছষ্টামিতে আনন্দ নাই। রাম শরণের নিকট হইতে স্বামী হস্তের রেগান্ধিত তাহারই নাম লেখা পাঠ্যপুস্তক ক'খানা আনাইয়া মাসীর মেয়েদের সহিত স্কুলে যাইতেছে। অশাস্ত বালিকা শাস্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে। লেখাপড়া শিখিতে যত্ন করিতেছে।

এই শিধিবার চেষ্টার মাঝথান দিয়। মাদগানেক কাটিয়া গেল। পৌষে লক্ষীর স্বর্ণ ঝাপি খুলিবার দঙ্গে সঙ্গেই বড় দিনের বদ্ধে উধার হামী মিহির শুগুর বাড়ী বেড়াইতে আদিলেন। মিহির রাজসাহা কলেজের নবীন অধ্যাপক, দেখিতেও তেমন স্থপুরুষ নহে, প্রকৃতিও অত্যন্ত গভীর।

জামাতার আগমনে গৃহে আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। সর্বাপেকা উন্নসিত হইল উষা, সে যেন আনন্দ সাগবে স্নান করিয়া আনন্দের মদিরা পানে বিহ্বল। হইয়া উঠিয়াছিল।

পাখী উষার প্রসন্ধ হাসি নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্যা হইয়। চাহিয়া থাকে। মিহিরের ভিতর কি আছে! বাহাকে নিকটে পাইয়া উষার এত আনন্দ, এত তৃপ্তি! মিহিরের চোধে চোথ মিলিলে উষার চক্ষে বিভাও থেলে :কেন! মিহিরকে খাওয়াইতে, তৃপ্তি দিতে উষার এত ব্যাকুলতা কেন! কিন্তু মিহিরের চেয়ে স্থলর মধুর পাখীর কি কেছ ছিল না? পাখী তাহাকে কি দিয়াছে? কি বলিয়া ছার হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে পাখী যেনকেমন হইয়া যায়, নিজের ছুল নিজের ছিঁড়িতে ইছ্ছা হয়, নির্দিয় ভাবে নিজেকে আঘাত করিতে ইছ্ছা হয়, নির্দিয় ভাবে নিজেকে আঘাত করিতে ইছ্ছা হয়, নির্দেয় ভাবে নিজেকে আঘাত করিতে ইছ্ছা হয়, নির্দেয় ভাবে নিজেকে আঘাত করিতে ইছ্ছা হয়, নির্দেয় ভাবে নিজেকে আঘাত করিতে ইছ্ছা হয়। পাখী আনন্দে যোগ দিতে পারে না, মিহিরের সামনে বাহির হইতে শারে না।

ক্ষেকদিন পর পুলকের হিলোল প্রশমিত হইল।
মিহির চলিয়া গেলেন। প্রভাতের দীপ্ত উষা বিশ্বহের
মেঘে মান হইল। পাখী স্বস্তির নিঃখাস ফেলিয়া
বাঁচিল। উৎসব আনন্দ এখন তাহার ভাল লাগেনা,
এখন দে ছঃখের প্রয়াসী হইয়াছে।

আরও মাদ খানেক পর রামশরণ আসিয়া একদিন হাসি মুখে জানাইয়া গেল, কাল সকালেই তাহার দাদাবাবু আসিতেছেন। মা কাশিবাসিনী হইবেন বলিয়া ভয় দেখানতেই দাদাবাবুর ঘরে ফিরিবার মরজি হইয়াছে।

এ সংবাদে কেন কি জানি পাণীর চক্ষ্ ছটি জলে ভরিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে মাদী বলিলেন "আজ সরলের আস্বার কথা, ছেলেদের কাউকে পাঠিয়ে দরলকে এখানে ভেকে আন উষা!"

উষা কহিল "না মা, এবেলা কান্ধ নেই। টেংগ এসে সে বেচারা হয় তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ বেলা নিজের বাড়ীতেই নেয়ে থেয়ে ঘুমাক। বিকেলে তুমি আমি ছন্ধনা গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে আসবো। পাথী যে কাণ্ড করেছিল, তারপর তুমি নিন্ধে না গোলে ও আসবে নামা।"

মেয়ের যুক্তিতে মা সায় দিয়া গেলেন।

স্থূলের বেলা হইলে ছেলে মেয়েরা স্থূলে ছুটিল। উবাপাথীকে আজ দূলে যাইতে দিল না।

আহারাস্তে ম। দিবানিদ্রায় মগ্ন হইলে উষা পাখীকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া মনের মত করিয়া সাজাইতে লাগিল।

বিস্মিত পাথী জিজ্ঞাসিল "আজ কাদের বাড়ীতে আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবে দিদি! এত সাজ কিনের ভাই!"

উষা পাথীর রাজা গাল ছটি টিপিয়া আরও খানিকটা রাজা করিয়া দিয়া কহিল, "কিছু যেন জানেন না, এত সাজ কিদের ভাই! এ সাজ হচ্ছে বর আসার জন্ম পাথি! আমি থানিক শাগেই খবর নিমে জেনেচি সরল এসেছে। বর যে কি ভাতো এ কয় মাসেই হাড়ে হাড়ে বুঝে নিমেছিস, ধবরদ্ধার আর ছষ্টামি করিস নে। আমি এখুনি ঝিকে দিয়ে তোকে সরলের কাছে পাঠাছি, ঝি তোর বাড়ীর সিঁড়ি পর্যান্ত দিয়ে আস্বে—তুই ঘরে চুকে সরলের ছ'পা জড়িয়ে ধরে বলবি "আমি অবোধ তোমার ম্ল্য ব্ঝিনি, ভোমাকে চিনি নি, তুমি আমায় মাপ করে পায়ে স্থান দাও। আর আমি ভোমার অবাধ্য হয়ে কই দেব না।"

পাথী অঞ্চলে মূথ ঢাকিয়া মাধা ত্লাইয়া জানাইল সে এ সব কিছুই পারিবে না। তাহার ভারী লজ্জা করিবে।

উষা সম্প্রহে পাথীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিতে লাগিল "এ তোকে পারতেই হবে লিন্ধ, না পারলে তোমার অনেক ছঃথ আছে। তোর দোষের কমা হবে না। ভনেছিদ তো তোর শাভায়ীর কথা! তিনি কেমন রেগে আছেন, রাগের মাথায় ছেলেকে আবার বিয়ে দিতেও পারেন। কাল পরশুর ভেতর তিনি এখানে জাসবেন, তাঁর আসার আগে সরলকে খুদী করতে হবে।"

পাণী তেমনি মৃথ ঢাকিয়া অক্ট কঠে কহিল
"তুমি যেয়ে তাকে ভেকে আনো দিদি, আমার লজ্জা
করে, আমি যেতে পারবো না।"

"তোকে পারতেই হবে পাথি, তুই থেয়ে মাপ না চাইলে সে আমাদের ভাকে আসবে না। তুই এথন যা, সক্ষো কেলা আমি মাকে নিয়ে তোদের আনতে যাব। লজ্জা করিদ নে, এটা তোর লজ্জার সময় না।"

ইহার পর পাথীর আপত্তি করা হইল না।
শাশুড়ী রাগিয়া ছেলেকে পুনরায় বিবাহ দিতে পারেন
কথাটা তাহাকে ঠেলিয়া সরলের দিকে লইয়া চলিল।
পাথী এখন সংসারের জ্ঞানহীনা চপলা বালিকা নহে,
বিবহ বিধুরা তরুণী।

উষার শিক্ষাস্থ্যায়ী ঝি পাখীকে দরলের বাড়ীর দিঁড়ি পর্যান্ত পৌছাইয়া প্রস্থান করিলে, পাখী দেই-খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বিজন দ্বিপ্রহর চরাচর শুর । দ্র হইতে ঘুঘুর কান্ত করুণ শ্বর ভাসিয়া আদিতেছে। মাঘের শেষ, প্রাঙ্গণে সরলের সাধের কাঁচ। মিঠা আমের গাছটি মুক্লে ভরিয়া সিয়াছে। আমুকুলের স্থমিষ্ট গদ্ধে বায়ু স্বরভিত।

ভাড়াটিয়ারা সকলেই বিশ্রাম স্থথে শয়ান। রন্ধন-শালার পার্ধে এক পাল কাক কলরব করিতেছে।

পাখী আর দাঁড়াইতে পারিল না। যন্ত্র চালিতের গ্রায় সব কটা সোপান অতিক্রম করিয়া একেবারে ব্রিতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সামনেই সরলের শয়ন কক্ষা, এদিকে রামশরণের চিহ্নও নাই। পাখী আন্তে আত্তে গ্রহে প্রবেশ করিল।

থাটের উপর সরল শুইয়া আছে; চকু নিমিলিত মুখধানি শুক মলিন। পাখী এক দৃষ্টে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল, চাহিতে চাহিতে অশ্রুক্তে পাখীর দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল। এই পাখীর স্বামী! ইহাকেই সে এত ছঃখ দিয়া দেশ ত্যাগী করাইয়াছিল ৮ জীবনের ছ্টাই ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়।ছিল! আর জ এ বিশাল বিখে উহালেক্ষা প্রিয় পাণীর যে আর কিছুই নাই। সেই কথাটে সে কেমন করিয়। ব্যক্ত করিবে । হালমের কর্মনার খুলিলেও কঠের ভাষা বে ফুটিতে চায়না।

হঠাৎ পদতলে মৃদ্ধপ্রদে সরল চমকিয়া চাহিল, একি, অভাবিত অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! সেই ত্রস্ক চঞ্চল বালিকার মধ্যে এ ক্ষমাপ্রাথ প্রেম ভিথারিনা তক্ষণী কোথা হইতে আসিল প বনের পাথী বনের মায়া কাটাইয়া পতির প্রেম-শ্খলে মাদ্ধ ধরা দিতে আসিয়াছে।

সরল বিছানায় বসিয়া রক্ষপ্তরে কহিল "পাথি, আমি তোতোমায় ডাকিনি p তুমি কার সংক্ষ এলে p"

পাথী কিছুই বলিল না। বলিতে পারিল না। উষার উপদেশ তুলিয়া তাহার অবাধ্য অঞ্জল অন্তা-পের লজ্জা ঢাকিবার জ্বন্ত সরলের পায়ে মুখ লুকাইল।

# শিব

শ্ৰীজগং মোহন দেন, বি-এদ-দি, বি, ই, ডি,

দ্রে শাস্ত নীলাকাশে কান্ত মনোহর, তোমারে দেখেছি আজি সন্ধ্যায় স্থলর ! শুল-অল্ল-জটাজুটে কুল-ইন্স্-লেথা ফুটে, রঞ্জিল কিরণে মোর বিম্থ-সম্ভর; তোমারে নয়ন ভরি দেখিত্ব স্থলর।

অন্তরাগে রক্ত-রবি রঞ্জিল তোমায়, নন্দিল বিহণ-কণ্ঠ গীতি-বন্দনায়; বলাকা গাঁথিল হার ফুল্ল বন-মল্লিকার ভূষিতে ও সিতি-কণ্ঠ সিত-ক্ষমায়; বন্দিল বিহল-কণ্ঠ ছন্দো-বন্দনায়। নাদারদ্ধে শান্তখাদ নিগ্ধ-দমীরণ;
নীরবে নমিল বনে বনপ্রতিগণ।
অকম্প প্রদীপ-শিথা,
রহিলে গগনে লিথা,
অবিচল আঁথি পাতা ধ্যান-নিমগন,
দম্বনে নমিল তোমা বনপ্রতিগণ।

তোমারে দেখেছি আজি সন্ধ্যায় স্থন্দর !
ভরেছিলে গরিমায় সায়াহ্ন অন্বর ।
প্রশান্ত নয়নে তব,
ছিল ছবি অভিনব,
ভরিল কিরণে তার বিমৃগ্ধ অন্তর ;
তোুমারে নয়ন ভরি হেরিছ স্থন্দর ।

# त्रावी राष्ट्रणा त्री रामारे (मरामर्था)

#### **— 21 本 3 1**

অন্তকার যে বাঙলা তাহা বাঙলা না হউক, বেঙ্গল বটে! অন্তকার বাঙলা একটা মিশ্র বাঙলা। এই বাংলার রূপে তাহার স্বরাজের ছাণ নাই। তাহার চিত্তে শ্রন্ধা নাই স্বকীয়তার প্রতি। আজিকার বাঙ্গালীর মন তাহার স্বদেশের শদ্য শামল আবেইনীর দীমা রেথায় স্থান্থির আছে কিনা, সে সম্বন্ধে দলেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। বর্ত্তমান বাংলাই পূর্ণতর কিনা, সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা উপস্থিত করিতেছি না, কিন্তু একটা যে থাটি ও অমিশ্র বাংলা ছিল, ইহা সত্য। পুরাণী বাঙলায় সেই স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত বাংলার পরিচয় গ্রহণ করিব।

পুরাতন বাঙলা ভাল হউক, মন্দ হউক তাহার একটা নিজস্ব রূপ ছিল। সেই রূপের একটা প্রতিচ্ছবি আঁকিয়া রাখা ভাল। এবং উচিত ও হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এমন এক আশকা জাগিয়াছে বে অচীরকাল মধ্যে বাঙলা এক ফেরক বাঙলা হইয়া উঠিবে।

থে বাঙলার কথা কহিতে যাইতেছি, তাহা
শতান্দী পূর্বের দেশ নহে। প্রস্কতাদ্বিক মুগের বাঙালী
ও বাংলার কথা আলোচনা করিয়া একটা বিতপ্তার
কথা যাহা বরোর্জিগুকজনের মুখে শুনিয়াছি এবং
তাহাদের আচারে ব্যবহারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই
বিবৃত করিতে যাইতেছি। কেবল তাহাই নহে,
আমাদের বাল্য জীবনে মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বংসর পূর্বে
যাহা দেখিয়াছি, তাহার কথাও পুরাতন বলিয়া মনে
করি, তাই দেই কথা গুলিও আকিয়া রাগিব।

পুরাতনের প্রতি মানবের একটা স্বাভাবিক প্রভা

আছে। সেই জন্ম প্রায় প্রত্যেক জাতি নিজেদের প্রাতন কথা সমত্রে লিথিয়া রাথে। কেহ রাথে প্রস্তাত্বিক কৌত্হলের বশে, কেহ বা রাথে স্বকীয়তার প্রতি প্রকার ফলে। যাহা হউক, রাথে ও রাথিতে হয়। আমরাও রাথিয়া আদিয়াতি, বর্ত্তমানেও বাথিব।

নিজেদের পুরাণী কথা আঁকিয়া রাখিবার যে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বক্ষ্যান বিষয় আলোচনা করিতেছি, তাহা ঐতিহাদিক কুতৃহলী মনোবৃত্তি নহে; তাহা স্বজাত্যাভিমান, তাহা নিজস্বতার প্রতি শ্রন্ধা। পরকীয়তার যে কুহেলিকায় আমাদের নিজস্ব রূপ আছের হইয়া পভিতেছে, তাহাকে মৃক্ত কর প্রয়োজন।

নিজের রূপ দেখিলে আপনার কথা মনে পড়ে নিজের প্রতি ভালবাদা জাগে। যে দিন আদিয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর্থ্রীতিত দুরের কথা আপনাদের প্রতি অবজাই জাগিতেছে। পরের মত দাজিতে বলিতে কহিতে, জীবন-মাত্রার খুটিনাটে অংশগুলিবে পর্যান্ত পরকীয়তায় মজাইয়া তুলিতে অহুপ্রাণিত হইয়াছি। হিন্দুকলেজ ও ডিরোজিওর সময়ে ওল্ড ফুল বলিয় একটা কথা উঠিয়াছিল। দে দিন যাহা উঠিয়াছিল আজ তাহা সম্পূর্ণ। পুরাতনকে আজ আর ফুল্বলিয়াই ক্ষান্ত নহি ভাহাকে অবজ্ঞার পাষাণ-পেষণে নিম্পিষ্ট করিয়া উৎথাত করিতে চাহিতেছি। তাই পুরাতনের যবনিকা উন্মোচন ক্ষরিয়া দেখিব সেক্ষেক দিন মাত্র পূর্বেও আমরা কেমন ছিলাম: পিতৃ-পিতামহগণ কোন ধারায় জীবন নির্বাহ করিতেন! একশত হইতে দেও্শত বংসরের মধ্যে দেখেব

ষে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, গত পঞ্চাশ বংসরের মধ্যে ভদপেকা অধিক পরিবর্ত্তন হইয়। গিয়াছে। হিন্
কলেজের দিনে বধন সাহেব সাজার ধৃম চলিতেছিল,
তথনও পৃর্বে পশ্চিমে, অতীতে বর্ত্তমানে একটা
সবদ্ধ ছিল। তথনও মাইকেল মধুস্থানের পাশে
ভ্লেবকে দেখিতে পাইতাম। মাইকেলও হইয়াছিলেন
বাহিরে ভিতরে ছিলেন মধুস্থান। তাই খ্টিয়ান,
ইংরেজী স্বপ্প দেখা মধুস্থানের লেখনী ম্গে উংসারিত
হইল:—নাচিছে কদম্মলে

বাজায়ে মুরলী রে! রাধিকা রমণ!

চল স্থি স্থরা করি দেখিলে প্রাণের হরি
বাধিকা ব্যাণ

এ কথা যাউক। বলিয়াছি গত অর্দশতাব্দীর মধ্যে দেশের অন্তরে বাহিরে যে পরিবর্ত্তনটা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বড়ই ক্রত। শুধু ক্রত নহে, নিতান্তই সাংঘাতিক।

বাংলায় ইংরেজ শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজী শিক্ষার উপর অত্যধিক মমতা দেখা দিল। এই মমতাটা যে অক্সাং আসিয়াছিল, তাহা নহে। রাজনৈতিক চাতুর্য্যের একটা প্রধান কৌশল শিক্ষা সংসাহন Educational Penetration এদেশের নব ষ্মাবিভূতি রাষ্ট্রকর্তাগণ রঙ্গনীতিক ক্ষেত্রে আলোঘ আর প্রয়োগ করিলেন। ফলে, শিক্ষার ভিতর দিয়া দেশবাদী আশ্ববিত্ঞ হইয়া উঠিতে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আমলে বাঙ্গালী জাতি যে শিকা পাইল তাহা তাহার বৃদ্ধি প্রতিভাকে একান্ত ভাবে সম্মোহিত করিতে পারিল না। বন্ধিম রুঞ্-**চরিত্র আঁকিলেন ভূদেব আচার প্রবন্ধ লিখিলেন**, নবীন কুক্কেতে মহাভারতের কথা কহিলেন, বুত্রসংহার ক্রিলেন। দে সন্থেও প্রামে প্রামে পাঠশাল। हिन. हिंग छा (परी প্রতিম। ছিলেন. পদ্মতে লোক ছিল, বালকের মনে স্বদেশে ও স্বজাতির প্ৰতি মুখতা ছিল।

শিক্ষার প্রসারের সকে সকে কিন্তু এই অবস্থ। পরিবর্জিত হইতে লাগিল। ক্রমণ: লোকের পলীর প্রতি অবজ্ঞা দেখা দিল। নগবে বাস করাকে প্রথমে বিলাস ও শেষে সৌভাগা মনে করিল। এখন সেই অবস্থাই চলিতেছে। পল্লী-বিত্ঞা একটা উপদর্গ মাত্র, মূল ব্যাধি আত্ম বিশ্বতি।

পল্লী ভাঙ্গিতে লাগিল, তাহার সহিত প্রাম্য পাঠশালা ও দেবদেউল বিল্টিত হইতে লাগিল। দেশের
আচার আচরণের প্রতি অবজ্ঞা নেথা দিল। আজ
সাহিত্যে পর্যান্ত সেই আত্ম-বিশ্বতির প্রকাশ। যে বন্ধ
সাহিত্য অতি আধুনিক হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে
নামে বান্ধালী অনেক থাকিলেও প্রাণে বান্ধালী একজনও
নাই। আধুনিক বন্ধ সাহিত্যের এক অন্ধ্য প্রতিছিব।
বান্ধালী রমণী ভাইভেন্তিসেরও পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিতে
ছেন। আন্তর্জাতিক বিবাহের ও যে উপযোগিতা
আছে। তাহাও উপলব্ধি করিতেছেন। এক কথায়
পশ্চিম সমূলে যে তরন্ধভন্ধ উথিত হইতেছে,
তাহারই ভান্ধা চেউগুলি আসিয়া প্রাচ্যের বেলা বৃক্ষে
আছড়াইয়া পভিতেছে।

এমন অবস্থায় পুরাণী বাঙ্গলার রূপের একটা প্রতিচ্ছবি আঁকিয়া রাখা, নিতান্ত অশোভন ও অসমত হইবেনা। হয়ত বা নিজের রূপ দেখিতে পাইলে নিজের প্রতি যে ভালবাদা বিলীয়মান হইয়া আদিতেছে, তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। এবং ভাহাতেই আমাদের নব জীবনের আশা আকাজনা পরিপূর্গ হইবে।

## বাঙলার পল্লী

অঝণী অপ্রবাসী হওয়াকেই এদেশের লোক আশী-ব্রাদ বলিরা মনে করিত। এই ভাব গত পঁচিশ ত্রিশ বংসর পূর্ব্বেও দেশের লোকের মনে বন্ধমূল ইইয়াছিল। কাজেই বাপের ভিটায় পড়িয়। থাকিয়া যে পৈত্রিক ক্রিয়া-কর্ম বজায় রাথিতে চেটা করিত, সেই নিজকে ধন্ম বলিয়া মনে করিত। ঘাহারা বৈষয়িক কর্ম উপলক্ষ্যে প্রবাদে থাকিতেন, তাঁহার। স্থবিধা পাইলেই গ্রামে আসিতেন এবং ঘাহা অবস্থা কর্মীয় ক্রিয়া কর্ম, তাহা বাস্ত-ভিটাতেই সম্পন্ন করিতেন। এই সম্বন্ধে যে সত্য কাহিনীগুলি জানি ও শুনিয়াছি এখানে তাহারই ছই একটি বিবৃত করিতেছি। এবং তাহা হইতে বৃনিতে পারিবেন,—কিছুকাল পূর্বেও বাঙ্গালীর পল্লীগ্রীতি কি গৃঢ় ছিল এবং ছিল কিরূপ আগুরিক।

প্রায় ষাট সত্তর বংসর পূর্ব্বে রাঢ়ের কোনও গ্রাম্য ব্যক্তি কলিকাতার গ্যাস কোম্পানীতে কর্ম করিয়া এবং গুড়ের ব্যবসা করিয়া প্রাচুর অর্থাজন করিয়া-ছিলেন। আজিকালিকার দিনে তত ধন উপার্জন বাঁহারা করেন, তাঁহারা পল্লী ত দ্রের কথা কলিকাতা-কেই বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে করেন। প্যারিদ, বালিন, লণ্ডন, চিকাগো নহিলে তাঁহাদের মনে ধরেনা। যাহা হউক, এমনি এক প্রকাণ্ড ধনী ব্যক্তি তাঁহার স্প্রামে আসিয়া ফ্রিয়াকর্ম করিতেন। এবং প্রতিবারই কলিকাতা হইতে হইতে প্রচুর পরিমাণ মিষ্টার আনয়ন করিতেন। আর যত পরিমাণ মিষ্ট সন্দেশ কলিকাতা হইতে আনয়ন করিতেন, তাহার দ্বিগুণ লইতেন গ্রাম্য মোদকদের নিকট হইতে।

ইহাতে উক্ত ধনী ব্যক্তির আত্মীয়থজন বিশ্বিত ইইতেন, ক্রমশ: সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন তাঁহাকে এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে বাহিরের ব্যবসামী তাঁহার অর্থ লইয়া ধনী হইবে, আর তাঁহার নিজ গ্রামবাসী ও প্রতিবাসীরা তাঁহার অর্থের অংশ পাইবে না! এমন কথাও শোনা যায় যে উক্ত ধনবান ব্যক্তি যত দিন বিদেশে থাকিতেন, ততদিন গুড় ছাড়া অন্ত কোন মিষ্টার আহার করিতেন না।

ইহা হইতেছে সে কালের বঙালীর স্বদেশ প্রীতির কথা। ইহা পেট্রিটজিম্ না হউক ইহাই হইতেছে গাঁটি স্বাদেশীকতা। পল্লীভূমির উপর মমতা, গ্রাম্য শ্রম শিল্পের প্রতি দরদ, স্বদেশ প্রেমের ইহা অপেক্ষা আর কি মহনীয় অভিব্যক্তি থাকিতে পারে? আর একজন বড়-লোকের কথা শুনিয়াছি যে তিনিও তাঁহার বিপুল শ্রম্ম স্থেও কথনও ঢাকা বা শান্তিপুরের কাপড় প্রেন নাই। তাঁহার গ্রামের মুগী ও তাঁতির প্রস্তুত কাপড়ই পরিধান করিতেন। এমন কত দৃষ্টান্তই যে আছে, তাহা আর বলিবার নহে। আর কেই বা সে সকল কাহিনী মৃতির ফর্ণ পেটিকায় শ্রন্ধা সহকারে রকা করিয়াছে।

পল্লীর বাঁহারা বয়োর্দ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই ছিলেন গ্রাম্য
মঙল। গ্রাম্য মঙলের দৃষ্টি ছিল পল্লীর সর্ববাণারের প্রতি।
তাঁহারা শুরু পঞ্চাইতি করিতেন না, ইহাও দেখিতেন
যে কে কোথায় খাইতে পাইতেছে বা পাইতেছে না,
কে নিংসহায় বা কাহার অর্থ উপদ্রক যুক্ত হইতেছে।
আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন যে উচ্চ বর্ণের
হিন্দুরা নিম্ম বর্ণের প্রতি উপদ্রব যুক্ত ছিলেন, কিন্তু
তাহাদের দৃষ্টি কিন্নপ মমতাপূর্ণ ছিল, তুই একটী
দৃষ্টান্তে তাহার পরিচয় দিতেছি।

একটা ক্ষুদ্র পল্লীতে এক গ্রাম্য মণ্ডলের প্রাতাবাদী জাতীর কোনও যুবতীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। উক্ত যুবতীর অভিভাবক পঞ্চামেৎ সমক্ষে অভিযোগ করিলে মণ্ডলের যিনি প্রাতা, তিনিও অন্ত অপরাধীর সহিত সমান শান্তি পাইলেন। এইথানে একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে, উক্ত মণ্ডল ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তিনিই ছিলেন পঞ্চায়েতের শীর্ম স্থানীয়, এখন যাহাকে বলে প্রেসিডেন্ট। এইও গেল সাম্য বৈষম্যের কথা। দরদের কথা, আধুনিক ভাষায় যাহাকে বলে সাম্য, তৎ সম্বন্ধে একটা ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এবং ঘটনাটি চাকুষ করা ঘটনা।

বাংলার প্রায় প্রতি গ্রামেই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ
বর্ণের বাসস্থানের পার্থেই নিম্নবর্ণের বাসস্থান নির্দিষ্ট
হইত। এই সব নিম্নবর্ণেরা হলে, বাঙ্গী, হাড়ি, ডোম,
মূচী প্রভৃতি। কোন জমিদার গৃহিণী প্রত্যেক ক্ষিয়
প্রাতঃকালে উক্ত হলে পাড়ায় বেড়াইয়। আসিয়া
ভাহাদের স্থ্য হংথের থবর লইতেন। কাহার বি
থাইতে ইচ্ছা, কাহার জামাই আসিয়াছে, কে রোগ
ভোগের পর পথ্য করিয়াছে, কাহার হাঁড়িতে চাল
নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং গৃহে ফিরিয়া ক্রা
প্রভৃতিকে রন্ধনের উপদেশ দিতেন। তাহার পর
মধ্যায় ভোজনের পর নির্দিষ্ট জয়ব্যঞ্জন লইয়া যাহার

াহা প্রয়েজন, স্বয়ং গ্রন্ধা তাহা পরিবেশন করিয়া মাদিতেন। ছই দিন উপবাদ করিয়া আত্মহত্যা করিল এমন দংবাদ এখন দংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় কখন দেখিতে । কিন্তু এমন উপেক্ষিত জন দে দিনের বাঙ্কণায় কহ থাকিতে পাইত না। শাহারা সমাজপতি ছলেন, তাঁহারা পল্লীর প্রত্যেকেরই আঁতের থবর গইতেন। পঞ্চাশের উদ্দে যাঁহাদের বয়দ হইমাছে এবং গহারা বাল্য ও যৌবন পল্লী ভবনে অতিবাহিত হরিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার জীবস্তু দাক্ষ্য।

এইসব হইতেছে আত্মীয়তার কথা। যে আত্মীয়ভা ও মিত্রতার অভাবে অদ্যকার মানব জাতি নিতান্তই উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে গ্রামাত। যেন না বলি। এই আত্মীয়তাই হইতেছে সমাজ স্থিতির মূল। াউক এ কথা। এই আত্মীয়ত। সম্পর্কে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে, পদ্ধীর নর নারী উভয়েই ছিলেন মানব মিত্র। যে অগুবর্গনকে কুসংস্কার বলিয়া আমর। তুইবেনা গালি পাড়ি, সেই গুঠনের একটা সঙ্গত সীমা ছিল। তরুণী বধুরাই শীলতার আবরণে আচ্ছাদিতা রহিতেন। যাঁহারা ঘরণী গৃহিণী, যাঁহারা তারুণ্যের আবেগকে একট এড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন, গ্রামে তাঁহাদের গতি-বিধির কোনই প্রতিবন্ধকতা ছিলন।। এই অবরোধ थ अवश्वर्थत्तत्र कथा शदत वितः प्रशास्त भन्नी-আত্মীয়তার আর একটি চিত্র দেখাইয়া বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিব।

গ্রামে কাহারও বাড়ী কোনও কাজ; বিবাহ বা উপনয়ন বা পূজা। এথনকার রীতি সহরে এবং

গ্রামে একই প্রকার-প্রসা দিয়া লোক আনাইয়া কর্ম করান হয়। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে ব্যবস্থা অষ্য প্রকার। পঙ্গার উত্তর তীর নিবাসী প্রেচকে দেখিয়াছি তিনি গ্রামের কাহারও গৃহে ক্রিয়। কার্যা উপস্থিত হইলে গৃহস্থের আহ্বানেই তাহাদের ক্রিয়া কর্মের হইতে না হইতে তিনি করিতেন। প্রত্যুষ গহস্থের দারে গিয়া ডাকাডাকি করিয়া ভাহাদের উঠাইয়া দিতেন এবং কর্মারম্ভ হইতে শেষ পর্যাস্ত সমস্ত তত্তাবধান করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। কথা এই যে কৰ্মবাড়ীতে তিনি জল গণ্ডুষ গ্ৰহণ করিতেন না।

অর্থনীতিক স্থদামঞ্জন্তে দাম্য ও মৈত্রির পরিচয় পাওয়া যায় ৷ এসম্বন্ধে বাংলার রীতি নীতি অফুধাবন বোগ্য! পঁচিশ ত্রিশ বংসর পূর্বেপ্ত যে সব অর্থনীতিক-সমতা পল্লী জীবনে অফুষ্টিত হইত, এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি। জোত্র জনা ও মূলধন অভিজাত উচ্চ বর্ণের হঠৈউই ছিল সতা। কিন্তু ধনী ব্যক্তির। কখনও কাহাকেও শোষণ করিতেন না। বাল্যের স্মৃতি যাক্স মনে আছে, তাহাতে দেখিয়াছি যে মধাবিত এবং ধনীরা শ্রমিক সম্প্রদায়কে জমিজায়গার ভাগ দিতেন। যে নিতান্ত ছন্নছাড়া, তাহাকে ঘর করিয়া দিয়া, বিবাহ দিয়া সংপারী করিতেন। যাহার। চাষ করিতে তেমন দক্ষ নহে, তাহাদেঁর গোরুর গাড়ী করিয়া দিয়া জীবি-কার উপায় করিয়া দেওয়া হইত। গ্রামে ছুই এক ঘর লোককে বদতি করানর রীতি ছিল। উচ্চ বর্ণই হউক আর নিম্ন বর্ণই হউক জায়গ। জমি দিয়া, গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়া কোনও লোককে স্থিত ভিত করা প্রত্যেক গহস্তের লক্ষ্য ছিল।

পঁচিশ বংসর পূর্বের এসব ব্যাপার আমরাও দেখিযাছি। এবং দেখা ব্যাপারই লিপিবদ্ধ করিতেছি। আজ
কাল আমাদের মনোর্ত্তি এমন লঘু হইয়াছে যে, ঘরের
কথা ও নিজের কথা বিখাস হয় না। বিখাস হওয়া
ত দ্রের কথা, ডাহার উপর অবজ্ঞাই স্থপ্রচুর। প্রতীচ্য
ঐতিহাসিকরী ধাহা বিলেন, তাহা নিন্দা ও অবজ্ঞা

মিশ্রিত - হইলেও । উহাকে ইতিহাস বলিয়। মনে করি এবং সন্ধান করি। অথবা পশ্চাত্য ইতিহাস বিজ্ঞান অফ্রেমানিত প্রত্নতিক গোঁড়া গাঁড়া অফ্রসন্ধান হইলেই সেগুলিকে মাল্য করি। ইহার একটা কারণও আছে। সে কারণ হইতেছে আমারা আর ঘরের লোককে কিছু শোনাইতে চাইন।। চাহি প্রতীচ্যের অফ্রেমানন। তাই পাশ্চাত্য রীতি পদ্ধতিই হইরাছে আমানের একমাত্র গ্রাহ্য।

এধানে ঘরের কথাই কহিব এবং খুব দীর্ঘদিনের কথা কহিব না, সেইজন্ম যাহা জানি ও পূজ্যজনের নিকট যাহা জনিয়াছি, ভাহাই বিবৃত করিব। আগরা কেমন ছিলাম, পিতৃপিতামহগণের জীবন পদ্ধতির ধারা কিরপ ছিল, এ ধন্বদ্ধে যাহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাহাদির জন্মই এই কাহিনী। এতদপেক্ষাও ইহার প্রয়ো-

জনীয়তা বোধ করিতেছি যে, যুতির মণিমঙ্গুণায় বাঙলার সকীয় রূপক রক্ষা করা। তান্ধার যে হন্দ্র মৃষ্টি দেখা দিয়াছে, তাহাতে হয়ত আগামী পঞ্চাশ বংসরের মধ্যে বঙ্গালীকে আর বান্ধালী বলিয়া চিনিতে পারা ঘাইবে না। হয়ত এক কেরন্ধ বাঙলা চণ্ডিদাস জয়দেব রামপ্রসাল কমলাকান্ত স্মৃতিপুত বন্ধ ভূমিকে কলম্ভিত করিবে। তখন যদি স্মৃতির পেটিকা হইতে উল্লোচন করিয়া স্বরূপের ছবিখানি প্রত্যক্ষ করি, তখন হয়ত বৃন্ধাবনকে মনে পড়িতে পারে। এবং স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত—হুইবার সাধ জাহিতে পারে।

আগামীবারে বাঙলার অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও তাহার
সমাজ নীতির কথা কহিব। জানিনা, পুরানী কথা
কহিতে কহিতে নবীনের গৃহহার। মন ঘরের প্রতি
শ্রহ্মাবান হইয়া উঠিবে কিনা? জিঞ্জাস! করিতেছি
উঠিবে নাকি?



অণিমার বাপের চেহারা ছিল অনেকটা গ্রীকদেবতা অ্যাপোলোর মতন। মুখের আকারে, শরীরের গড়নে দীর্ঘতায় তাঁর মতন স্থনী স্থগঠিত বাঙালী পুরুষ প্রায় দেখা যায় না। ফলে, তাঁর যেমন গর্ব ছিল আপনার রূপের, তেমনি চর্চ্চা ছিল সেই রূপ রাথবার: নিজেরও এবং ছেলে মেয়েদেরও।

তার স্তী অবশ্র সময়ে অর্থাৎ কম বয়সে বেশ স্থন্দরী ছিলেন বলা যেত: কিন্তু দেখা গেল ৪ ৫টী ছেলে মেয়ে হবার পর তাঁর বয়স যথন ডিশ গার হয়ে গেছে, তখন কেমন একট মোটা হয়ে প্ডলেন। অবশ্য সামান্ত—এ বয়সে মাতজনোচিত যেমন হওয়া উচিত তেমনি। কিন্তু তাই নিয়ে তাঁর স্বামীর ভাবনার, অস্বন্তির, পরিহাসের, অন্থোগের শেষ ছিল না। তিনি সময় নেই অসময় নেই, বলতেন, ঐ যে তুমি একটু বেঁটে মাহুষ কিনা যদি একটু লম্বা হ'তে তাহলে আর এই রকম করে মোটা হয়ে চেহারাটীর স্বরনাশ হ'ত না— নম্বত—ভাগ্যে অমুটা তোমার মতন গেঁটে হয় নি— দেখো ওর কেমন স্থন্দর চেহার। থাকবে। এমনি নানাবিধ কথা।

স্ত্রী বেচারী ভারি সাদাসিদে ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল 'বিয়ে হয়ে গেলে আর রূপের দরকার কি-'? এবং মা হয়ে গেলে আবার রূপের কথা তোলা কেন ? অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তিনি কেবলি বলতেন, 'হা। তোমার যেমন কথা! বুড়ো হলুম ছেলের বউ ও জামাই আসবার কথা! আমার আবার বেঁটে লম্বা মোটা কি প ছেলে মেয়ের সামনে 'ফিগারের' চর্চা আর রূপের খালোচনা তাঁকে অভান্ত অপ্রস্তুত করত।

স্বামীর অনেকটা সেই জয়ও বটে আর ও বিষয়ে চিচার ঝোঁক থাকার জক্তও ওঁকে দেখলেই মেয়ের নাকি? নিজেদের কথা ব্যি মনে নেই ?'

সঙ্গে আর ছেলেদের সঙ্গে, বাঙালী জাত তার নৈহিক বিপুলতা, পরিধি, দৈর্ঘ্যের অভাব, প্রস্থের প্রাচুণ্য, বিশেষ বিশেষ স্থানের বিশালতা এই নিয়ে আলোচনার শেষ হ'ত না।

ক্ষর মার এদানী গা সভয়। হয়ে গিয়েছিল, কোনল ভাবে শুধু হাসতেন।

দিনের পর দিন কেটে যায়। প্রদার অভাব ছিল ন। ভদ্রলোকের—পৈত্রিক বাড়ী, কিছু 'কাগন্ধ' আর নিজে লাট সাহেবের দপ্তরে মোটা মাইনেতে কাজ করতেন। থাকার ধরণ ছিল অহিন্দর মতন। কাজেই ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বৌ জামাই আনবার জন্মে ঐ বাঙালীর মেয়েটী অত্যস্ত উংস্থক হলেও यागीत तम (हहा अंदिकवादत हिल ना ।

অত্র প্রায় ১৬ বছর বয়স হল, অত্ত মায়ের কে'লের মন্থান। তার ওপরের তিনটী ছেলে, বড় বিলেভ গেল পড়তে, মেজ **ছো**ট ও পড়চে পরে। কর্ত্তার না ছেলের বিয়ের নাম না মেয়ের--একটী মাজ্র মেয়ে তবু;—

অমুর মা কেবলি ভাবেন একি সং ? নিজের তো २० वहरत विरम्न हरम हिल, अथन स्थाकात ना स्थाक तफ त्मकत आत थुकित एक विरयत भूरता वसम इरस्र ह । থুকির বয়সে ওঁর প্রভাত হয়েছে।

অবশেষে বল্লেন একদিন,—'হ্যাগা, অভুর বিয়ের কি করছ? প্রভাতকে তো দিলে বিলেভ পাঠিয়ে— অমুর আর ওর এক সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ইতো উচিত ছিল ৷' কর্তা অটু হাত্তে ঘর ভরিয়ে দিলেন 'ঘোলো বছরের মেয়ের বিয়ে ? উনি কি কেপে গেছেন ?'

ন্ত্রী রাগ করলেন—'বোলো বছরের মেয়ে কি থুকি

87735 ASMATIC SOCIETY

অমুর বাবা একটু হেংসই জবাব দিলেন "দে কাল আর এ কাল ? আর তাছাড়া আমি অমুর বিয়ে দোব অনেক পরে, এখন নয়। বাঙালীর মেয়েদের সৌন্দর্যোর ও একটা আদর্শ স্থল হবে। বিয়ে দিলে কি আর সৌন্দর্য্য শ্রী থাকবে! দেখনি সেই চপলাকে কেমনটী ছিল এরি মধ্যে ছেলে হ'তে আরম্ভ করেছে!—

'কে বাবা ?' বলে ছেলে মেয়েরা ঘ**রে** চুকল।

মা চুপ করলেন, সে কালের সংস্কার তাঁর ওসব বিষয়ে ওদের সঙ্গে কথা কইতে দেয় না।

বাপ বল্লেন 'ওবে, ঐ তোর মার খুড়তুতে। বোনের মেয়ে—তোদের চেয়ে কিছু বড়—ভারি স্থানরী স্থানী ছিল চপলা—দেখলি না দেদিন—বেশ মোটা হচ্ছে!'

স্ত্রীর দিকে চেয়ে সহাস্যে বলেন 'ও সব হচ্ছে না আমার মেয়ের বেলায়। ওর চেহারাটী বাঙালীর মেয়ের আদর্শ করে তুলতে হবে! ও বিয়ে করবে ৩২ বছর বয়সে, তথনো এমন থাকবে, যে লোকে বিলিতী মেয়েদের দেখে যেমন মুগ্ধ হয় তেমনি হবে!'

অন্থর মা স্থির শাস্ত মান্ত্য হলেও এবার রেগে গেলেন। উঠে যেতে থেতে বল্লেন 'ই্যা, ত্নিয়ায় আর কাজ নেই!'

কর্ত্তা হাসলেন, ছেলে মেয়েরাও হাসলে অমুকম্পার ভাবে, অমুদের মা এ সব কিছু বোঝেন না! যাই হোক,—অণিমা যে স্থলারী আর স্থলী ভাতে যেমন সন্দেহও নেই তেমনি মা বাপ ভাইদের সর্পেরও শেষ ছিল না। ফলে, অণিমারও মনের মধ্যে নিজের সম্বায়ে একটা বেশ ধারণা ছিল।

একটা একটা বসন্ত শরৎ তার পুশিত ঐশর্য নিয়ে চলে যায়। যেন অণিমার গায়ে তার পুশাঞ্চলির সৌরভ লাগে, আভাস লাগে সর্বাঙ্গে, আর রূপের আর সীমা থাকে না।

অশোক তার ঠোঁটে করপল্লবে; কুন্দ তার রংয়ে, রজনীগন্ধা তার তম্ম দেহে রূপ ধরে, কার মতন স্বটা যে বর্ণনা করা যায় না। অণিমা অপরূপ

এক এক করে আঠারো উনিশ কুড়ি হয়ে বাইশ বছর পার হয়ে গেল। মাহন ব্যস্ত। বাপ হ'ন গৰ্মিত।

আর আশ-পাশের প্রিচিত অপরিচিত মহলে তার স্তাবকের পাণিপ্রার্থীর, ছেলের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত মা বাপের অণিমার জন্ম জিজ্ঞাসার অবধি থাকে না।

মা রাগ করেন। মেয়ে কি অমনি তালগাছ হয়েই থাকবে ? ওতে হবে কি ?'—

বাপ হাদেন বলেন, তাহলে কি কাঁটাল গাছ হয়ে ফলে ফলে ভরে উঠ্তে থাকবে? তাহলেই বা কি হবে তোমার?'

কিছু হোক না হোক মার রাগ হয় প্রচুর, কথা বেরোয় না একটাও।—

এমনি করতে করতে অনিমার কলেজের পড়া সাঙ্গ হয়। পাণিপ্রার্থীর কত জনের বিয়ে হয়ে যায়। ভাই আসে বিলেত থেকে তার বিয়ে হয়ে সে কাজের জায়গায় চলে যায়। বৌ কিন্তু অণিমার মতন হয় না।—

বাপের কন্স। গর্ম্বের সীমা থাকে না। কালের স্রোতের চেউদ্বের একটু ধাকাও তার দেহে লাগে নি। আরও যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্ছে।

অনিমার মা আর হতাশ হয়ে, রাগ করে বিয়ের
কথা তোলেন না। ভাল ছেলের বিয়ে হয়ে যায়।
মেয়ে ঘরে বসে থেকে স্থানরী থাকলেই বা কি আর
না থাকলেই বা কি? রাপ নিয়ে কি ধুয়ে থাবে?
উনি বা ওঁরা ছজন চোধ বুজলে কি হবে? এই
সংসারের ছিরি হয়ে রইল। তিনি মান মনে শুধু
ভাবেন, আর প্রশোত্তর মালায় আপনিই কথা কন,
বেন।

ওঁর। চোথ বুজলে কি হবে ? একদিন বল্পেন।

হামী বলেন, "সে সেকাল গেছে গো, চোধ বৃদ্ধলে আবার কি হবে! জানো, ওব নামে কত টাকা আলাদা করে রেখেছি! ওর যেদিন বিয়ে করতে ইচ্ছে হ'ব সেদিন কত লোক এসে খোসামোদ করবে ওকে!

মা একটু রেগেই জবাব দিলেন, 'হাতী করবে! ধোলামোদ করবে কিলের জতো! ভাল ছেলে কি পড়ে কিবে ! তারা মেয়ের জল্ঞ চেয়ে চেয়ে ব্যেদে আরও ছাট হতে থাকবে ! মেয়ের চেয়ে ছোট ছেলেরাই বিকরে !

অট্টহাস্যে স্বামী বল্লেন, 'তোমার মাথাটা খারাপ ্রে গেছে। হোলোই বা ছোট, বিলেতে এমন কত ্য।'

হোকগে বিলেতে। কেন ঐ প্রকাশ ঐ ছেলেটা কমন ভাল, বিলেত থেকেই ডাফ্ডার হয়ে এলো ওর কেলাও নাথুকির বিয়ে!

"ওর সব ভাল একটু লম্বা কম।"

'দেখ ঐ করতে করতে তে:মার মেয়ের নিকে আর কউ ফিরেও দেখবে না', বলে আবেকো চলে গেলেন।

অন্তর বয়দ বোধহয় ২৬।২৭ পার হয়ে এলো। হনকালে হঠাৎ একদিন অন্তর মা বিনা অন্তথ, বিনা কোনো কথা নোটাশ কিছু না দিয়ে চোথ বুঝলেন।

ছোট ছেলের। ছজন বিলেতে। বড়টী বিদেশে। ৪ধু স্বামী আর কলাকে পাশে রেথে তিনি চলে গেলেন। অণুর বাবা একেবারে অসহায় হয়ে পড়লেন। হারও বয়দ হয়েছিল।

পরামর্শ করবার, তর্ক করবার, ভাববার ভাবনার ভাপ নেবার চিরকালকার পরিচিত সঙ্গিনীটা চলে গিয়ে এখন খেন তাঁর অবস্থিতিটা কতথানি তাঁর উপদেশটা তাঁর কথাগুলি কত দরকার মনে হয়। তাঁর খানের শুক্ততার পরিমাণ হয় না আর খেন।—

সবচেয়ে মনে হয় অণিমার কথা।

ভাহলে অন্নুর বিয়ে নাদিয়েই তিনি গেলেন। যদি এবারে-উনি যান ?—

—আর মনে হয় না', গেলেই বা'!—'অয়র টাকা
আছে!'—আত্তে আতে মনের কোণে জাগে, থাক্লই
বা টাকা, থাকলই বা রূপ, তার উপয়োগিতা প্রয়োজনীমতা কি!—

ত্তীর কথা মনে হয়, 'টাকা নিয়ে ধুয়ে থাবে':—
'রূপ নিয়ে কুলুকি তে, তুলে রাধবে।' কিন্তু কেউতো আর নেই;--

অহকে ভালবাসতে শুব করত যে ছেলেরা তারা?

তারা কই ? সত্যেশ, স্থাীর, প্রমোদ বিষে করেছে—।

সরিৎ কিছু রোজগার করে না। স্থরেন, বিমল ও বিষে
করছে বোধহয়। এদেশেতে। নেই, ঠিকানাও জানেন না।

আচ্ছা প্রকাশ ? প্রকাশ আছে কোথায় সীমান্তে।

সেই বিষে করেনি, কিন্তু সেতো এখন আসতে পারবে না।

কিন্তু অহু কি তাকে পছলে করে? আছে৷ অহুর কি কারুর ওপর ভালবাসা আছে ?

ব্যাকুল পিতা শুধু আরও ব্যাকুল হ'ন, কন্যাকে কিছু স্পষ্ট জিজ্ঞাদা করতে সংখ্যাচ হয়:

অন্তর মার কথা মনে হয়। তিনি থাকলে কত সহজ হ'ত সব! যদি—অন্ত কোনো ছেলে বিয়ে করে? বোগ্য পাত্র ঘেন দেখতে পাওয়া যায় না।— আগে যেন ওরা অনেক ছিল।

স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, সতাই তো বয়সে ছোটবাই রয়ে গেল সব!

শরং বসস্ত থেন আর আসেনা, এখন বংসর থেন ভাসনো পাতার ভারে মর্মার স্থরে অজানা দেশের আমস্ত্রণ বার্তা নিয়ে এসে তাঁদের হয়ত তাঁরই, কিছ ওঁর মনে হয় স্বারি ছ্যারে এসে দাঁড়ায়—। অম্বর কপালে কুল ছুলেও আলোর খেলা আজো আছে; ঠোটে অশোক কিংভাক; কিছা!—

বাবা ওধু ভাবেন কিম্ব ;—

ছেলেরা বিশ্বৈত থেকে এলো। ছোট বোন এখন যেন দিদি, প্রায় গৃহিণী। বৃদ্ধ বাপের, ছোট ভাষের দিদি। তেমনি রূপদী অণিমা, তরণী অণিমা, তথী অণিমা, কিন্তু সকলের মনে হয় যেন অণিমা বড়, অনেক বড আর যেন অক্সদংজ্ঞা মানায় না।

—ভাইদের বিষের ঠিক হয়েই ছিল, বড় ভাইয়ের কোন পিপ্তুতে। শালীর সঙ্গে একজনের আর অভ্য কোন একটী মেয়ের সঙ্গে।

মাতৃহীন সংসারে ননদ ভাজে বিয়ের আয়োজন উল্ভোগ চলে।

পিতা বলেন, একবার জ্যেষ্ঠকে, আচ্চা অহর জয় কাকে ঠিক করা যায় ? জ্যেষ্ঠ পুত্র একটু অবাক হয়ে চাইলেন 'অছ এখন আর কাকে বিয়ে করবে? ওর জিশ বছর বন্ধন হোলো!—আমিতো ওর বিয়ের কথা জানতাম হবে না।' অপ্রস্তুত বাবা বল্লেন 'না আমি ভাবছি তাহলে কি করে ও তিরদিন'—মার কথা শেষ করলেন না।

উৎসবের রাত্রি।—

রূপণী, স্থানী, অরূপ। নানাবিধ মেনের ভিড়ে বাড়ী অলক্ষত। পুরুষের ভিড়ও বড়কম নয়।

— অনিমা কাজের তদারকে এদিক ওদিক করছিল।—

খানিক পরে শ্রান্ত হয়ে—আর—হয়ত মায়ের কথ।
মনে পড়ছিল, চুপকরে এসে বারান্দার একটা তাল
গাছের টবের পাশে দাঁড়িয়ে—সে বাইরের কোলাহল মুখরিত আলােকিত বাগানের দিকে চেয়ে রইল।
হঠাং কানে গেল,—'অণিমাদি' ভাই কি স্থন্দর—না।
—আমার ইচ্ছে করে আনার দানার সঙ্গে ওর বিয়েহয়,
দানারও ভারি পছনা।

জবাব শোনা গেন তা। ভাজের গলার—বিজ্ঞা হান্তে তিনি বল্লেন বয়স ত জানিস ? বয়সের গাছ পাধর আছে।—তোর দাদার দিদি হয়!

অবাক হয়ে নেয়েট বলে, 'বা: ঠাট্টা কঞ্চ, আমার মনে হ'ল, আমার বয়ুগী—'

জালাস্নে। থুকি সেজে থাকলেও তো আর ছেলে-মানুষ হয় না। আমার চেয়ে বড় ওর আর বিয়ে হবে!

হিরকান হাড় জানাতে—বাড়ে পড়া থ্বড়ী হয়ে থাকবে।—

আর রূপ নিয়ে করবেন কি। রূপের কপালধানা!' ভাজ নিজে হুন্দরী ছিলেন না।

অণিমার মুখ পাঙাদ দাদা হয়ে গেল।

বয়েসে সে ভাজের চেয়ে বড়নয়, সমবয়সী; কিন্তু হাড় জ্ঞালাতন সে কি করেছে তাঁর ু আর খুকি সাজা। ছি: ু তারচেয়ে তিনি নিজে কি কম সাজেন।

হঠাৎ সেই অন্থ মেমেট বল্লে, 'চল স্থাদি, বারান্দায় একটু হাওয়ায়ে দাড়াই গে! বাইরেটা কেমন সাজানে। হয়েছে দেখি!' তারা বেরিয়ে এলো।

অণিমা আন্তে আন্তে ফিরে দাড়ালো। কাগজের

মত সালা বিবর্ণ মুথে উৎসবের বাড়ীর আলো

ঘরের দরজা জানলা থেকে এসে পড়ল। টবের পাতার

আড়ালে তার মুথ আর তাকেও আগে দেখা যায় নি।

এমন সবুজ রঙের পাশে তার সালা মুথ যেমন স্থলর

তেমনি কিরকম যেন দেখাছিল।

ভাঙ্গ আর ভাঙ্গের সন্ধিনী একেবারে আছ় ইহরে গেল! 'ঠাকুঝি এখানে! তোনার কি অস্ত্র্য করেছে ভাই ৪'

শুক মুগে হাসি টেনে এনে অণিমা বল্লে, 'না, গরম হ'চ্ছিল তাই এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'কখন এলে দেখলাম নাতো ?'--

'এই এখুনি আদছি।—আছে। তোমরা বোদো, আমি দেখিগে ওদিকে কাজকর্ম একবার।'

— মণিমা আন্তে আন্তে রাণীর মত গান্তীর্ধ্যে পা ফেলে ঘরের মাঝে চলে গেল।

কিন্তু ওদের সমস্ত গল্পের কথার রদ নই হয়ে গেল। যদি শুনে থাকে, ছি, ছি;—যদি বাবার কাছে বলে কিছু!—

অণিম। আন্তে আন্তে আপনার ছরে গিয়ে ভয়ে
পড়ন। আনো নিবাবার আনে আলমারীর প্রকাণ্ড
আর্দিথানাতে দেখা গেল একবার আপনাকে। রূপ
তার সত্যি আছে।—কিন্তু।

কিন্তু ভাজ বলেছেন, 'রূপের কপালধানা! কি হবে রূপ নিয়ে ৫'—

অপিমার চোধ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।--

ইটা, বয়স তার প্রায় জিশ হ'ল। এখানে তার আঙিনার আকাশে উৎসব নেই, দিকদিগন্তের অরণ্যে আনন্দ নেই, ধরিজীতে লীলালোক নেই; তার অঞ্জন নেই, তার স্বপ্ন হ'থ হৈছেই নেই! তার স্বভা সাদা কাগদ্বের মতই সাদা শৃষ্ঠ । ••

এই তার স্বজন ? এরা ?… মাকে মনে পড়ে, মা আজ থাকলে বুঝতে পারতেন, ভানলে তাঁর কত ছাথ হ'ত। যেন প্রকাশকেও মনে পড়ে।...ছাঁট করে মনে পড়ে এই রূপের দীমা একদিন তাকে পার হ'তে হবেই, হয়ে যাবেই—দেদিন— ?—দেদিন কিহবে ?—কি করবে দেদিন ও? রূপ যথন থাকবেনা, স্বজন বলে যথন কেউ থাকবে না, বাবাও না, দেদিন কারা থাকবে কি থাকবে ওর ? ওঁণের কাছে থাক্বে ? অণিমা শিউরে ওঠে যেন। দেতো আর বেশী দিন নয়!—মনে হয় অভালোকেরা কি করে ? তোথের দামনে আগেই ভেসে আদে মায়ের প্রৌঢ় হুন্দর হাদি মুথ খানি, প্রৌঢ়া জননীর জীবন-যাত্রা রিগ্ধ নিজেদের সংসার্থানি।—

অন্থ চুপকরে শুয়ে থাকে। বাইরের উৎসবের মাঝে ওরা ওকে কেউ কেউ থোঁজে, হয়ত ভাবে কোনো কাজেই আছে। চাকররা এক একবার ডাকতে ভাকতে অক্সদিকে যায়।

কোঁটা কোঁটা করে চোথ দিয়ে জল পড়ে। ভঠাং পিতার আহ্বান শোনা গেল।—

অণিনা রঙ্গীন বারানসী সাড়ী ছেড়ে সাদ। একখানি সাধারণ সাড়ী পরে নেমে গেল, নীচের উঠোনে বাবা ডাকছেন—কোথায় ছিলে ?—সত্ত্বথ করেছে? সাদ। কাপড়ে কেন মা? বাপ জিঞ্জাসা করলেন।

মেয়ে বল্লে, 'এই খানেই ছিলাম তো; বড় গ্ৰম

তাই সাদা পরিছি; ভাইয়েরা, ভাঙ্গ, বাবা সব কি বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন।

স্থ-সজ্জিতা অপ্রত্ত ভাজ একটু অবাক হয়ে ননদের দিকে চেয়েছিল।

ঠাকুঝি শরীর ভাল নেই 🛌 ভাজ জিজাসা করলেন। 'না, ভালই আছি।' অণিনা কাছে গিয়ে দাঁড়োল।

পরা**মর্শ শেষ হ**য়ে গেল।

উঠোনের উজ্জ্বল শুল্র আলোতে সাধারণ সাদ। সাড়ী পর। অণিনাকে কিরকম বিষয় মর্মর মূর্তির মন্তন দেখাতে লাগল।

নিমন্ত্রিতাদের গাড়ীতে তুলে দেবার জন্তে সে সেথানে অপেকা করতে লাগল।

বারবার যাতায়াতে শুর্ পিতার মনে হ'তে লাগস, অণিনার যেন কি হয়েছে, দে অণিনা যেন আর নেই, অণিনার কি বয়স তবে অনেক হয়েছে।

ভাবেন, উৎসবের আলোর মতন ও অমন নিরা-ভরণ উজ্জ্বা নিয়ে কেন দাঁড়াল? ওয়েন তাঁর অণিমা বালিকা মেয়ে নশ, যেন প্রতিমা; যেন গড়ানো দেবী! মনের কোন কোণে কাঁটা ফোটে, কোলাহলের মাঝেও দে ভাবনা যায়না।

মনে হয় এ প্রতিমা যেন বিসজ্জনের প্রতিমা;— রূব? রূপ আছে কিন্ত:—বাপ শুধু ভাবেন।

## গান

শ্রীরাদবিহারী মল্লিক

মনের মত সাজাই যত তোমার সিংহাসন— যেন আরও আছে বাকি হয়নি সমাপন। প্রদীপ যেন হয়নি জালা,' গুলিয়ে গেছে ফুলের মালা, কাদ্চে যেন আধার-পুরে আমার আবেদন।



মাইল সাতেক দ্রের গাঁ। থেকে সকালবেলায়ই কল এসে হাজির। পীরপুরের জোতদার সনাতন ঘোষালের ছেলের কাল থেকে রক্তবমি স্থক হয়েছে— ডাক্তার বাবুকে এথুনি সেখানে যেতে হ'বে। পান্ধি তৈরি করে' পাঠিয়েছে—যতো টাকা ভিজিট লাগুক্, সনাতন পেছপা নয়।

ধবরটা পেয়ে সত্যব্রত লাফিয়ে উঠলো। তারপর কলমের জগায় যা এলো ঝটু পট্ প্রেসকপ্শান লিথে হাতের কগীগুলোকে বিদায় করে', টেথিক্ষোণ্টাকে মালায় মতো গলায় ঝুলিয়ে পদ্দ। সরিয়ে সোজা শোবার ঘরে এসে চুকলো। বীণার হাতে যথনকাজ থাকে না তথন সে টেবিল গুছোয়, নয় টাফ থেকে তার শাভির প্তপুণ বার করে ফের ভাজকরতে বদে। ঘর সাজাতে পারলে তার আর কিছু চাইনে

সভাবত বাস্ত হ'য়ে বল্লে,—একটা জরুরি কল্ পেলাম
— এক্সনি বেরুতে হ'বে। সেই পীরপুর—ফিরতে কোন্
না তুপুর বারোটা হ'বে। প্রাাকটিদ্ প্রায় জমিয়ে
ফেলেছি—কী বলো ?

ষীণা ঠোঁট কুঁচকে বললে,—কিন্তু এদিকে আমি মরছি শুকিয়ে। আমার ত' কোন চিকিৎসাই হচ্ছে মা দেখছি—

তাড়াভাড়ি তাকে ছই বাহুর মধ্যে ধরতে যেতেই শীণা পালিছে গেল, মৃচকে ছেলে বল্লে,—থাক্। কিন্তু এত টাকা করে' তুমি কী করবে !

### —টাকা লোকে কেন করে <u>!</u>

— আরামের জন্ম। সকাল আটিটার বেরিয়ে সাত সাত চোদ মাইল মাঠ যদি চহতে হয় তবে আরাম কোনধানটায় ? আর আমি বেচারা জান্দা দিয়ে কঠি-ফাটা রোদ্রের দিকে চেয়ে থেকে-থেকে চোথ হুটো ক্ষয় করে' ফেলি। একটা কেউ কোথাও নেই যে হ' দণ্ড সময় কাটাই—তুমি যেন কী!

বলে'ই স্বামীর প্রাদারিত বাছর কামনা থেকে সে ফের ছুটে পালায়।

তবু সামীকে সে নিশ্চয় আঁচলের খুটে বেঁধে রাখতে চায় না। যা তিনি রোজগার করে আনবেন তা ও-ই হাত পেতে নেবে, বাজে সাজিয়ে রাখবে, প্রতিটি পয়ন। হিসেব করে খরচ করবে,—য়ামীর উপার্জ্জ.না উপর ওর অসীম কর্তৃয়। অবাধ হাধীনতা। গরিব বাপের বাড়িতে একটি পয়ন। নিয়েও ,ও নাড়া-চাড়া করতে পায় নি।

সভাবত পান্ধিতে গিয়ে উঠলো—সঙ্গে ব্যাগভরা ওষ্ধ, য়লপাতি। মুখোমুথি বদ্লো এসে সনাতনের মুছরি। বেয়ারারা কছই ছ্লিয়ে-ছ্লিয়ে ছম্ ছম্ করতে করতে বেরিয়ে গেলো।

বীণার চোণে জান্লার ওপারে নির্জন ফাঁকা মাঠ রৌদ্রে নিম্ ঝিম্ করছে। আকাশ ভরে বিরংহর স্থানর শৃ্যাতা। ডানা মেলে একটা শঙ্খটিল উড়ে চলেছে –তার ওড়ার অঞ্ত শক্ষে আকাশের স্তর্গত। আরো মন্তর হ'য়ে এলো।

কাজ অবখি তার অনেক—পাশের সাব-রেজিট্রার বাব্র বাড়িতে গেলেই দে কথা করে' গাঁপ ছাড়তে পারে। নতুন সে-উপয়াদটা এখনো তার শেষ হয় নি, দেটাও পড়তে পারে অনায়াসে। চিঠি লিখবার আর লোক নেই —এইটেই মস্ত অম্ববিধে। স্বামী যথন প্রথমটায় বিদেশ থাকতেন চাকরির থোঁজে, তথন চিঠি লিখে লিখে নিংশক তুপুর ও অত্তর্জ্ব বি দে তার অশ্রুসিক কোণল দৃষ্টির মত্তেপ করুণ

করে' তুল্ত—ছপুর এখন অতিমাত্রায় রুক্ষ, রাত্রি সর্কান্ধ-পরিপূর্ণ গুরুষ স্পর্শের মতো স্পন্নময়। সে-লাবণ্যটি আর নেই। তার জন্মে সে সংসার গুটিয়ে বাপের বাড়ির বনবাদে থেতে চায় না।

শশুর-ঠাকুর তাদের সঙ্গে বাড়ির থোদ ঠাকুর ও তুটিয়া চাকর দিয়ে দিয়েছেন। তারা এত বেশি কর্ণঠ ও কুশলী যে বীণাকে রাত্রি-দিন ভরে' থালি ছংসহ আলম্ভ ভোগ করতে হয়। থালি জান্লা দিয়ে চেয়ে থাকো—কথন তিনি আসবেন, আর যধন উনি এলেন তগন সব সময় কান খাড়া করে' থাকো—কথন আবার ক্লীর ডাক আসে! বিকেলে মাঠেও সে একটু স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে পারে না, কোন্ ক্লী নাকি সময় ব্বে আক.শ-অন্তরালের অক শরে বেড়াতে চলেছে! সামনে কোথায় নাকি একটা পাহাড়ে নদী আছে—বীণার চোথের মতো কালো তার জলের রঙ, সাম্পানে করে' সেথানেও তার আজ অবধি বেড়ানো হ'ল না।

অগত্যা বীণা স্নান করতে গেল। বেড়া দিয়ে ঘেরা পুকুরে নেমে সে গাথের কাপড় খুলে রাজহংসের মত সাঁতার কাটছে। কলমী-লতাটির মত খামল ভার গায়ের রঙ, সাবানের মতো নরম আর পাথরের থালার মতো ঠাওা! জলে সাঁতার কাটতে কাটতে সর্বাঙ্গে ভার লীলার বন্ধা, মৃহুর্ত্তে-মৃহুর্ত্তে রেথার টেউ!

তারপর—স্নান ত' সে করলো, চুল আঁচড়ে' সিঁথিতে সি ত্র দিলে, মুথে পাউডার ঘষলে, ঘোমটা খদিয়ে পিঠন্য চুল ছড়িয়ে সে বদলো এসে স্বামীর বদবাব ঘরে। জান্লা ছুটো বন্ধ করে' দিলো—জান্লা ছুঁয়েই রাস্তা। সামনের দরজাটা অথক্তি খোলা—পথের খানিকটা মাত্র আভাস আসে। বসে বসে সে পড়তে লাগলো কালকের রাতের উপ্রাস্টা নয়—মোটা ডাক্তারি একটা বই—ছবি গুলিই অবক্তি বীণার কাছে ইন্টারেষ্টিং লাগছে।

ঠাকুর জিগগেস করে' গেল এখুনি সে খেয়ে নেবে কিনা। বেলা আগগুনের মতো বেড়ে চলেছে। ঠাকুরের কথা শোন একবার! বীণা বল্লে,— তোমরা থেয়ে নাও গে। আমাদের ভাত হাঁড়ির মধ্যে থাক, উনি ফিরলে পরে বেডে নেব'খন।

কিন্তু ফির্বার ওঁর নাম নেই।

এত টাকা নিয়ে উনি করবেন কী! একটবার কোথাও যে বেড়াতে যাবেন ওকে নিয়ে সেদিকে বিদ্যাত্র উৎসাহ নেই। বলেন, রুগী দিতে পারো সেখানে, নিয়ে যাচ্ছি। অন্তত টেন আর হোটেল-ভাড়াটাও ত' উঠে আসা চাই। বিনে পয়সার ছুটি নিলে চলবে কেন ?

অথচ বীণার এই ক্ল. স্তিকর দীর্ঘ ছুটের সমাপ্তি নেই। বারোটা কথন বেজে গেছে। বাইরে তাকান যায় না, চোথে কানা জড়িয়ে আসে। স্বামীর ফিরতে তব্ দেরি হচ্ছে বলে' ডাক্তারি ছবিওলো অতিমাত্রায় অর্থ-হীন হ'যে ওঠে।

কাগজে রটিংএ টেবিলটা একাকার হ'য়ে আছে—
তাই বরং গুছোনো থাক্! এমনি সময় ঠিক চলন্ত একটা
মোটবের ব্রেইক্-কসার মতে:—গুব জোরে ছুটতে গিয়ে
আচম্কা পেনে থাবার মতো—একটি যুবক খোলা
দরজা দিয়ে ঠিক বীণার টেবিলটার সামনে ছড়ম্ড করে'
পড়লো। পড়েই দে সামলে নিলে। বলা-কহা নেই
দরজাটা দিলে দে বন্ধ করে'।

মূহতে বীণার গামের রক্ত জল হ'য়ে পেলো, টু'টি চেপে ধরে' কে যেন তার পলার স্বর বন্ধ করে' দিয়েছে। চেমায় ছেড়ে উঠে পর্যান্ত সে দীড়াতে পারলো না। পা হুটোর স্থার কোনো চেতনানেই।

যুবকটি তাড়াতাড়ি ফিবে বিনয়-স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ কমনীয় করে আন্লে—তারপর হাত তুলে বীণাকে নমস্কার করে বল্লে—দরজাটা বন্ধ করে' দিলাম বলে' ভয় পাচ্ছেন ? ভীষণ প্রম হাওয়া,—ধ্লো উড্ছে—বলেন ত' এই থ্লে দিছিছ।

বলে দরজা থোলবার সামাত তম চেটাও ন। করে সে জনায়াসে একটা চেয়ারে পরম আরামে বীণার মুখোমুধি বসলো।

চোধ তুলে পরিপূর্ণ করে? বীণা এবার আগস্তুকের দিকে চাইতে পারছে। মাথার চুল রক্ষ, পরণের কাপড়- জামা ঘামে-ময়লায় অপরিছেয়, পায়ের স্থাওেলের দ্রাপ একটা ছেঁড়া, এক হাঁটু ধূলো। চেয়ারে বসে' কাপড়ের কোঁচায় নির্ব্বিবাদে গলার ও জাম। সরিয়ে বুকের থানিক-টার ঘাম মৃছছে। চওড়া কপালের নাচে ছটো প্রকাণ্ড গর্তের ভেতর থেকে ছ'টো আগগুনের ঢেলা জলন্ত দৃষ্টির ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করছে। ঝড়ের মতো এখুনিই যেন সব কেড়ে-কুড়ে দলে-পিয়ে লঙ্ভও করে' একাকার দেবে। ভার ঐ ছই চোথে সে এই ছপুরের সমস্ত রোদ জমা করে এনেছে। সান করে' উঠেও বীণার সর্ব্ব শরীরে ঘাম দিল।

ভবু বীণা সাহস সঞ্য করে' প্রশ্ন করলো—কী চান এখানে ?

যুবকটি নির্লিপ্তের মতে। হাদলে, ডান হাতট। ম্থের কাছে তুলে একটা ভিঙ্গি করে' বললে,—এক গ্লাশ জল থেতে পারি। রোদে সবটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

এইবার চোপ থেকে ভাষের কুয়াসা কাটিয়ে বীণা প্রকৃতিস্থের মতো লোকটার দিকে চাইতে পারছে। ভারও চোথের দৃষ্টি কেমন মেঘে আচ্ছন হ'য়ে এলো। বীণা ভাড়াতাড়ি উৎস্থক কঠে বল্লে,—তুমি রতন, না ?

যুবকটি হেদে তার দক্ষিণ তজ্জনীটি মুদ্রিত ওঠাধরের উপর রেথে একটা ভঙ্গি করে' বল্লে,—চুপ। রতন নই, রাজেন। আর তুমি ত' বীণা—তা আমি আগে থেকেই জানি।

পরে একটা দীর্ঘ নিখাস ফেলে বললে,—ছুটে এখানে যথন এলাম, তথন আমার কেন-জানি আগে থেকেই মনে হয়েছিলো কোনো আলীয়ের দেখা পাবো। ভাগা ভালো, বীণা, নইলে এ-রোদে কি জল পাবার আশা রাখি?

পরে ঘরের চারিদিকে দেয়ালে-মেঝেয়, টেবিলে-আলমারিতে, বীণার সারা দেহের উপরে চকিতে চোগ বুলিয়ে রাজেন বল্লে,—তা তুমি এথানেই আছ,—বিয়ে হয়েছে,বেশ। স্বামীটি বুঝি ডাক্তার। কই, জল আনলে না।

বীণা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, আম্তা-আম্তা করে' বল্লে,—তুমি ত' বতন, রাজেন কী বল্ছ ? রাজেন শিশুর মতো হেসে উঠলো, বল্লে—নামেতে কী আসে-যায়! একটা কিছু বলে' চিন্তে পারলেই ও' হ'ল! নাই বা কিছু হলাম—তাই বলে' কি এক প্লাশ জল পাবো না তোমার কাছে ?

বীণার তবু স্বস্তি হ'ল না, চেয়ারের পিঠটা ধরে সামান্ত একটু ঝুঁকে পড়ে শুধোল: তুমি সেই হরকুমার বাবুর ছেলে, না? আমাদের বাড়ীর পাশে বিনি পাকতেন, মোক্তার ছিলেন—

— একেবারে বাপের নাম ধরে' টানাটানি স্থক করলে যে! বাপের নাম কি স্থার মনে স্থাছে নাকি—
বাপের নাম কবে স্থালিয়ে ছেড়েছে। বাড়ীর পাশে
পাকাটাই বৃদ্ধি বড়ো কথা, তোমার পাশে এসে বে বসেছি
সেইটে বৃ্বি কিছু নয়! বিয়ে করে'ও তোমার বিশেষ
কিছু উন্নতি হয়নি দেগছি।

—তবু—বীণা কী যে বলবে কিছু ভেবে থেলে না।

রাজেন বল্লে,—তোমার স্থামী বাড়ি আছেন নাকি? তাঁর নামে আমার যেমন ইন্টারেষ্ট নেই, তেমনি আমার নামেও তাঁর কৌত্হল থাকা উচিত নয়। কী বলো? তোমার যা ইচ্ছা তাই বলে আমার পরিচয় দিয়ো। যথন চিনতে একবার পেরেছ তথন রতনই হই আর রাজেনই হই, কিছু আমে যায় না। কী নাম—রতন! আমাকে তুমি হাদিয়ো না বলছি। অনেক দিন হাদবার অভ্যেস নেই, হাদতে গেলে ভেতরটা কেমন-যেন বাথা করে উঠে।

্দেথতে-দেগতে সে-মুথ কেমন ভারি হ'য়ে উঠলো।
ম্থের সে-ভাব না-কাটিয়েই রাজেন বল্লে,—জল
দেবে না এক গ্লাশ ?

—আন্ছি। বীণা ভেতরে চলে' গেলো।

কাঁচের প্লাশে করে, কুঁজোর ঠাণ্ড। জল এনে সে হাত বাড়িয়ে দিলে। বীণার আবৃল ক'টে বাঁচিয়ে রাজেন প্লাশি তুলে এক টোকেই স্বটা পেয়ে ফেল্লে, গলাম হাত বুলিয়ে বললে,—গলাটা ফেকবারে কাঠ হ'য়ে ছিলো। কিছু বীণা, আমি এমনি লোভী ধে এক-প্লাশ জল পেয়ে একেবারে এক-পুকুর জল চেমে বসেছি। তোমাদের এখানে স্নান করতে পাবে। ?

বীণা এতক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বল্লে,
— পাবে, কিন্তু কোথেকে তুমি আসছ আগে বলে।।

——আসছি অনেক দ্র থেকে। তার আগে দরজটা খুলি।

—না, না, ভীষণ গরম হাওয়া—ও থাক বন্ধ। বলো, তোমার এমন হর্দশা কেন প

হেদে রাজেন বল্লে,— হর্দণা কই ? এই জামা কাপড় দেপে বলছ ? এ আবার একটা হর্দশা নাকি ? পিপাদায় জল পেলাম, স্থান করতে পাচ্ছি— তুমি বলো কী বীণা ? দব বলবো। স্থান করে, ধেতে বদে' দব বলবো তোমাকে।

একটু থেমে বীণার মূথের দিকে চেয়ে সে বল্লে'
—তোমার স্বামী নিশ্চয়ই বাড়ী নেই। তাঁর ভাতটাই
আমি থেতে পারবো, তাকে পরে না-হন্ন রে'দে দিয়ো।

সামান্ত লচ্ছিত হ'য়ে বীণা বললে,—তার জন্তে তোমার ভাবতে হ'বে না। আমরা কেউ এগনো পাইনি।

—তা হ'লে আর দেরি করে' লাভ নেই। রাজেন উঠে দাঁড়ালো। গল্প করবার সময় পরে ঢের পাওয়া যাবে—কা বলো? ধেয়ে-দেয়েই ত এক্ষনি পালাচ্ছি নে।

ষ্পভিভূতের মত বীণা রাজেনের দিকে তাকালো।
সহজে সে এখন চোথ তুলে তাকাতে পারছে যাহোক্। রাজেনের মৃথ-চোথের সেই কক্ষ উগ্রা অসহিঞ্
ভাবটা—যে-ভাবটা তার ক্লিপ্ত ম্থের দীর্ণ ক্ষ্পিত রেখায়
ছুরির ফলার মতো স্পষ্ট হ'য়ে এসেছিলো— মাস্তেআস্তে কখন জুড়িয়ে এসেছে। এখন তার ম্থের দিকে
চাইলে চোথ ভয়ে বা ছ্বায় আহত হয় না, স্মতি
সহজে চাওয়া যাচ্ছে বলে' বরং লক্ষায় ক্ষিত হ'য়ে
আসে।

রাজেন বল্লে, তার আগে দাড়িটা ক্মিয়ে নিলে হ'ত। তোমার স্থামীর কামাবার সরঞ্জামগুলে। নিরে এসো না—হাা, জানি, অনেকে অন্তেরটা দিয়ে কামাতে পছল করে না, কিন্তু কী করব বলো, ভিক্ককের চাল কাড়া না-কাড়া ভাৰবার অধিকার কী।

. 8

কথাটা বলে'ই সে হেসে ফেল্লে। বললে,— তোমাকে আমি বিপদে ফেলছি নাকি ?—

না, এ আবার বিপদ কিসের ! ভেতরের ঘরে এগো— জিনিস পত্র টেবিলের উপর সব গোছানো আছে।

রাজেন বাণাদের শোবার ঘরে এদে উপস্থিত হ'ল।
চারিদিকে চোথ বুলিয়ে ঢোঁক গিলে সে বললে,—
শোবার তোমাদের এই একথানাই ঘর নাকি?
ভাষাকে তবে কোণায় বিছানা করে' দেবে ?

আম্তা-আম্তা করে' বীণা বল্লে,— ও-পাশে আরেকথানা ঘর আছে। তোমার ভাবনা নেই—আমি চাকরটাকে দিয়ে ততকণে ঘরটা সাফ করে' ফেলছি। বলৈ' দে অদুগু হ'ল।

না,—এ তারই মৃথ বৈ কি, শাতের ঝরা পাতার মতো পাণ্ডর, বিবর্গ। সেই বিবর্গতা গাঢ় হতাশার, মৃত্যুকে যার। বার্থ বলে' ভাবে সেই অমাহ্যুকি ছর্কলতার। নিজের জন্ম নিজেরই তার ভারি মারা করতে লাগলো। সে হঠাং এমন গন্ধীর ও কমনীয় হ'রে উঠলো কেন ? তার মুথ দেখতে এখনো হুকুমার, ঠোঁট ছটি পাংলা—বে-কথা উচ্চারিত হয় তার পেছনে অর্দ্ধেক থাকে সঙ্কেত, দৃঢ় চোয়ালে ছন্মনীয় ব্যক্তিছের আভাস—যে ব্যক্তিছ জোর করে' জাহির করতে হয় না, ভার দৃষ্টির তীক্ষভায় সে ব্যক্তিছ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। এখনো এই মুথ দেখে মেয়েরা প্রেমে পড়তে পারে। কিন্তু বিষাদের ভাগ করতে গেলেই সে-মুথের দৃঢ়ত। ফিকে হ'য়ে আসবে—এবং কোমলভাই হচ্চে প্রেমের পরিপন্থী। শব্দ, আয়নায় নিজের মুথের দিকে তাাকয়ে বিষল না হ'য়েই বা তার উপায় কী!

দাড়ি-কামানো দেবে গালে হাত বুলিয়ে রাজেন বল্লে,—এখন তেমন মন্দ দেখাছে না—কী বলে !

ৰীণা না বলে' পারলে না—মন্দ আবার তুমি কবে দেখতে ছিলে!

— এখনো তেমনি স্থানর আছি নাকি ? হ'বে। বলে' রাজেন আয়নায় ফের মুধ দেখলে। কপালের কর্কশ কুটিল রেখা, শীর্ণ গাল, শুকনো ঠেঁটে, কোটর থেকে ঠিকরে পড়া জলন্ত চোথ ছটোর কুধা— কিছুই বীণার চোথে পড়েনি। মে:য়রা কি তলিয়ে কিছু দেখতে পারে ? কিছ, —রাবেন চোথ কচলে আয়নায় আবার তাকালো — অজানতে কখন তার নিজেকেই স্থানর বলে' মনে হচ্ছে। এখনো সময় যায় নি।

সময় যায় নি! সে বাগার দিকে চোথ ফেরাতেই দেখতে পেলো হ'তে তেলের শিশি, সাবান স্পন্ধ তোয়ালে, কাপড়, গেঞ্জি—এক রাশ জিনিদ নিয়ে হাজির। বল্লে, —সাতার কাটতে জানো ত'? না, তোলা জলে স্নান করবে?

—পুণুরে নামলে যদি ডুবে যাই! অত সহজে মরতে চাইনে।

স্থান সেরে রাজেন একেবারে ভদ্রলোক বনে' গেল। বীণ হেদে হল্লে,—তুমি রতন না হ'য়েই যাও না।

রাজেন হেসে বল্লে,—রতনেই রতন চেনে—কী বল ? কিন্তু তোমার স্থামীর এইসব জামা-কাপড় বে আমার গায়ে চাপালে—ওজ্বলোক যদি কিছু মনে করেন ? আমাকে কি এ-সবে মানায় ? তোমার কি মত্

—আমার মত হচ্ছে এখন থেতে চলো।

থেতে বদে' রাজেন বল্লে,—তুমিও ও-পাশে আসন পেতে বদে' যাও না—

ৰীপা বল্লে,—না, আমার এখনো থিদে পায়নি, উনি আগে ফিফন।

— ও! আমার সে-কথা মনেই ছিলো না। আমার
মনে হচ্ছিল এ-বাড়িতে আমরা ছাড়া আর কেউ
নেই। কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ।
বলে বড়-বড় হাঁ করে সে ভাত গিলতে লাগলো।

খেয়ে, আঁচিয়ে, পান চিবোতে-চিবোতে তৃথ প্রমুল
মুখে রাজেন আরনার সামনে এসে দাঁড়ালো। সত্যিকারের সে কোথায় চাপা পড়ে' গেছে—কিম্বা কে জানে
এই তার সভি্তারহের চেহারা কি না।

হঠাং তার মনে হ'ল, ত্দিন আগেকার আর-আর
দিনের মতো দে দুপুর বেলায় কলেজ করতে যাছে—
দে-সব দিনের কোথাও এতটুড় পরিবর্তন হয় নি।
কলেজ যেতে রাস্তার ধারের দোতলা বাড়ির জানালায়
চকিতে যে একটি অংরিচিতা মেয়ে দেখা যেত—বীণা
যেন দেই মেয়েটির মতোই বছ দুরের মেয়ে।

পাশের ঘরে বীণা বিছানা করে রেথেছে—শিষরে টুলের উপর কাঁচের গ্লাশে জল আর রূণোর ভিবেষ পান। সাবানের ফেনার মতো নরম বিছানার মধ্যে ভূবে গিয়ে রাজেন বল্লে,—ছুমি এখন কী করবে?

অসক্ষোচে বীণা হল্লে,—এই চেয়ারটায় থানিক বসছি—ভোমার গল্প ভনি এবার। খুব প্রম হচ্ছেকী! একটা পাধা এনে দি।

একটা পাথা নিয়ে এসে গায়ের উপর আত্তে-আতে চালাতে-চালাতে বীণা রাজেনের গল্প শুনতে বসে।

এবং তথুনিই রোদে তেতে-পুড়ে সতাপ্রত তেতরের বারানায় এনে পঞ্ছে। ফাঁসির আসামীকে ফাঁসি কাঠে চড়াবার আগে যদি দেখা যায় যে সে ভয়ে আগে থেকেই মথে আছে তথন আবিষ্ঠার মুখের যে-চেহারা হয় রাজেনের মুখ তেমনি সাদা হ'য়ে গেলো। আর, বিক্তি না করে পাখাটা হাত থেকে ফেলে রেখে বীণা স্বামীর কাছে ছুটে এলো।

সত্যব্রতকে মুথ ফুটে কিছু প্রশ্ন করতে হলো না।

বীণা বল্লে,—ও আমাদের দেশের চেনা—হরকুমার বাব্ মোক্তার ছিলেন, তার ছেলে। েন্ন-ব্নে সম্পর্কও ও একটা বা'র করা যায়। বাপ ত মোক্তারি' করে' বিত্তর টাকা জমিয়েছে,—ছেলে নাকি তার একটি প্রসাও ছোঁয় নি, বাশের হকে কগড়া করে' স্চ্যাসী সেজে বেরিয়ে পড়েছে। থিদের জ্বালা আর সইতে না পেরে প্রথকালে হঠাং এবেনে এসে হাজির। আমি ত'অবাক। প্রথম ত'ভালো করে' চিনতেই পারলাম না।

সতারত নিংশব গাস্তার্থ্যে টাই কলার খুলতে থাকে।
বীণা তাড়াতাড়ি স্থামীর জুগো-শুন্দ, পা ছটো কোলের
কাছে টেনে এনে জু:তার ফিতে খুনতে-খুনতে হেদে
বল্লে,—স্বাই অম্নি সংল্যাদি সাজে! তুমিও ত' একবার
সংল্যাদি সাজ্বে বলৈছিলে।

সতাত্রত নির্নিপ্ত কর্মে বললে,—সাজনেও থিলে মেটাবার জ্বতো ছবুর বুঝে গৃহস্থ বাড়িতে চুকে কক্থনো বিছানায় গড়াগড়ি দি তাম না। স্কাউণ্ডেল।

বীণার সাঙ্ল ক'টি অসাড় হয়ে এলো। স্বর নামিয়ে বললৈ,—ছি! কী বলছ তুমি যা-তা। শুনতে পাবে যে— যাতে না শোনে দরজাটা গিয়ে বন্ধ করে এসো।

বীণা অপ্রতিভ হ'য়ে বলনে,—রোদে মাথা তোমার গরন হয়ে উঠেছে দেখচি।

মৃথ ভেঙ্চে সত্যব্রত বললে—না, মাথাট গলে বরক হ'যে যাবে। আমার বাড়িটা কি একটা সল্লোসির ভেরা নাকি ? নধর বাবুট সেজে মোলায়েম বিছানায় ভয়ে থোদ মেজাজে হাই তুলবেন!

— তুমি দস্তরমতো অভদ্র হচ্ছ দেখছি। কোথায় এর মধ্যে দেখেটা আছে শুনি ? বুঝিঃ দাও অ মাকে। একজ্ঞন প**িচিত দ্র-সম্পর্কের আত্মীয় ভদ্র**লোক যদি অভ্তুক্ত অবস্থায় এদে ছ'টী পেতে চায় তাকে তাড়িয়ে দি;ত হ'ে? মান্ত্র মেরে-মেরে তুমি না-হয় কলাই হৈছে, কিন্তু অমন বুনোর মতো আমি কথা বলতে গারিনা।

সভারত একটানে কোটট। খুলে ফেলে বল্লে, ~-ভ:ব ্যাও ও-বরে, পাধার হাওয়া করোগে—এথানে এফেচ্ কেন ?

বীণার মুখের ওপর কে যেন সপাং করে' চাবুক মাবলে, হঠাৎ ভার চোথ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো।

স্ত্যব্রের গ্লার স্থর থানিকটা নর্ম হ'লো, ধল্লে,—কবে যাবে বল্লে?

মূপ ঝাম্টা দিয়ে বীণা বলে' উঠলো,—তুমি নিজে গিয়ে জিগগেস করতে পারো না ?

— আবার জিগগেদ করতে হ'বে নাকি ? সোঁজা ঘাড় ধরে বাড়ির বা'র করে দেব। এবং তা এখুনিই। বলে সতাত্রত রাজেনের ঘরের দিকে অগ্রস্য হলো।

প্রাপণে চোপ ব্দে, মুখাভাস ধ্যানলীন বৃদ্ধের মুখের মতো সোধ্য প্রশাস্ত করে' রাজেন তার সমস্ত চেতনা ভিমিত করে আনলে।

শেছন থেকে বাধা দিয়ে বীণা বললে,—ছি, এখন বলবে কী! এখন একটুখানি উনি ঘুমুদ্ছন—কত নিন নাকি চোধে এক কোটা ঘুম আসে নি। বিকেলে বঞাবলো। এটুকু সময় আর সবুব করতে পারো না?

সভ্যত্ত থমকে দীড়ালো। চাপা জুর কর্তে **ভধু** বল্.ল,—হঁ!

বিকেলে মেহেরখালি থেকে এক কল্ এসে হাজির
—কিন্তু ঐ অভ্যাগতকে তাড়িয়ে তবে সভ্যব্রতর অক্স
কাজ। ঐ লোকটা তাদের জীবনের অবারিত প্রবাহের
মানে একটা কুৎসিত ছলোহানি—ক্ষেক গণ্টায়ই সে
সভ্যব্রতর শারীর-প্রক্রিয়ায় অনেক সব বিকৃতি ঘটিয়েছ।
কণী ফেলে রৈখে সভ্যব্রত সোজা রাজেনের ঘরে
চুকলো। বীণা মান মুখে ঘরের কাজকর্ম করে যেতে
লাগলো, কিন্তু কান রইলো সজাগ হ'য়ে।

রাজেন বি**ছানা**য় চুপ করে' বদে' অছে।

্দত্যত্ত ঘরে চুক্তেই রাজেন হাত তুলে নমস্কার করে' বল্লে—আফ্ন। আরো আগে অপনার দেখা পাবো ভেবেছিলাম।

সত্যত্রত রুক্ষরে বললে,—দেখা পাবার এত কী দরকার!

একট্ও কুঠিত না হ'য়ে রাজেন বল্লে,— আপনি ভাকার, আপনি ছাড়া কে আর দেখবে বলুন।

অবাক হ'য়ে সত্যত্ৰত বল্লে,—কেন, কী ২য়েছে 🕈

বিরস গলার রাজেন বল্লে,—সমন্ত গায়ে ব্যথা, মাথাটা ছিড়ে পড়ছে, দেখুন গায়ে ছাত দিয়ে— একেবারে দাউ-দাউ করে' জলছে। কী করা যায় বদুন তো?

-- वरनन कि ?

সত্যব্ৰত <sup>\*</sup>বিছানায় এক পাশে ব'নে রাজেনের

জামা তুলে গায়ে হাত দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে। বললে,—বদে' আছেন কেন? শুয়ে পড়ুন। শীত করছে নাকি ? দাঁড়ান ষ্টেথিস্বোপটা নিয়ে আসি।

দরজার কাছেই বীণার সঙ্গে দেখা। সত্যব্রত বললে,—মোটা একটা-কিছু চাদর ওকে গায়ে দিতে দাও, ভীষণ জর এসে গেছে। পড়া গেলো হাঙ্গামে —সিকানা জেনে বাপকে টেলি করে' দাও একটা।

মান হ'য়ে বীণা জিগ্গেস করলো,—অহ্থ থ্ব কঠিন নাকি ?

—নাই বা হ'ল কঠিন। পরের ঝক্তি মাথা পেতে নিতে কার এমন সাধ হয় ? বাপ এসে নিয়ে যাক্।

তব্ ভালো। স্বামী তা হ'লে অতিথিকে আর তাড়াতে পারলেন না—অতিথিকে কর জেনে তাঁর গৃহস্থ চিত্তের স্কীর্ণত। মানবহিতৈষীর মহাপ্রাণতার কাছে প্রাভৃত হয়েছে।

বীণা বললে,--কল-এ গেলে না ?

—না, ভোমাকে নিয়ে আজ এক্টুবেড়াতে থাবো ভাবছি।

কথাটায় দশুরমতো চমক আছে। বীণাকে বেড়াতে
নিয়ে যাবে বলে' নয়, কণীর আহ্বান উপেকা করলো
বলে'। তবু এর কারণটা যেন বীণার দৃষ্টি এড়ালো
না। কল-এ চলে' গেলে বীণা কোন্না চুপি-চুপি
রাজেনের শিষরে গিয়ে বস্বে, আর শিয়রে গিয়ে
বসলে তার জরো কপালে কোন্না হাত রাধবে!
ভাবতেই সভাবতর সমন্ত স্বায়্-শিরা কেঁচোর মতো
কিল্বিল্ করে' উঠলো।

তবু বাইরে ফুর্তির ভাগ না করে' বীণার উপায় ছিলো না।

সত্যব্রত নিচু গলায় বল্লে,—কিন্তু আমাণের শোবার ঘরটা তালা দিয়ে বন্ধ করে' মেতে হ'বে।

বীণা মানেটা ব্রাতে পারলো না, বল্লে,—কেন ?

—কেন কী! কোথাকার কে লোক—মদি এই ফাকে সব চুরি করে' চম্পট দেয়! বলা ধায় না তো। দেখতে ত' একটা 'লোফার্।'

कथाहे। बीनात अमध नागरना, सामारना भनाव

বল্লে,—তোমার কত সম্পত্তি আছে যা চুরি করবার জয়ে ওঁর ঘুম হচ্ছে ন।। তোমার মতো পঞ্চাশটা ডাক্তারকে ও কিনতে পারে।

স্ত্রীর কথায় কান না পেতে সত্যত্রত দরজায় তালা লাগালো, চাকরকে ছংম দিয়ে গেল ঘরের দিকে কডা নিজর রাথতে।

বীণা বললে,—তা হ'লে আমি যাবে। না।

মৃথ কুটিল করে' সতাব্রত বললে,—অন্তত এ-সম্পতিটি
ত' আমি নিজের জিমাতেই রাখি। লড়াই ত' অন্তত করতে হ'বে। অগত্যা বীণা আর প্রতিবাদ করতে পারে না। বলে,—কগী ছেড়ে হঠাৎ তোমার এ কী সধাহলো আজ ?

সত্যত্রত উদাসীনের মতো বল্লে,—সমেসি না সাজকে কি আমাদের একটুও সৌখিন হ'তে নেই ?

পর দিন সকালে রুগী দেখতে না বেরলেই নয়।

যাবার সময় সভাত্রত বলে' গোলো ঘরে চুকে ওকে

যেন বিরক্ত করে। না, দেখো। হাটের অবস্থা ভালো

নয় বিশেষ। ও এখন যতো চুপ করে' থাকতে পারে

ততই ভালো। ওমুধ পথ্য যা দরকার আমি ফিরে

এসেই খাওমাতে পারবো, ব্রালে ? ততক্ষণ তুমি আমার

জন্মে ছটো ফতুয়া দেলাই করে' রেখো—ঘরে লং-রুথ ত'
আচেই।

সত্যব্রত বেরিয়ে গোলো। এতকণে রাজেন ছুটি পোলো, এতকণে তার জর নেমেছে!

ডাকলে,-বীণা।

বীণা ষেন তার ডাকের জঞ্চে প্রস্তুত ছিলো। তাড়াতাড়ি তার ঘরে গিয়ে বল্লে,—এখন **আছে** কেমন ?

—থুব ভালো আছি।

—ভালো আছ কী। বাণা তার কপালে হাত বেথে বল্লে,—গা যে তোমার পুড়ে' যাছে। জরটা সকালেও নামশোনা।

হেদে রাজেন বৃদ্দে,—তুমিও দেখছি তোমার স্বামীর ম/তা মাতকা ডাক্তার হ'লে উঠেছ। আল নামে নি কী! গায়ে কি-রকম ঘাম দিয়েছে দেখতে পাছে! আমি ভাবছিলাম তুমি পাশে বদে' আজো আমাকে চারটি ভাত থাওয়াবে।

वौगा वन्त,--भागन बाद-कि !

- -তবে এক মাদ জল থাওয়াও না-হয়-
- —তেষ্টা পেয়ছে? তা এনে দিচছ।

বীণা জল নিয়ে এলো। আঙুল ক'টি বাঁচিয়ে রাজেন জলের মাশটা গ্রহণ করলে।

বীণ। বল্লে,—তোমার বাড়িতে একটা ধবর পাঠাই। আমাদের এধানে কি আর তেমন দেবা-ভশ্মধা হ'বে ?

- -- नारे वा र'न।
- --পরের ছেলেকে এমনি করে' মরতে দিতে পারি নাকি প

হেসে রাজেন বল্লে,—পারো না ? আশ্চর্যা ত'! কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোস না।

পাশে বদে' বীণা বল্লে,—খুব কট ছচেছ ? মাথাটা টিপে দেব ?

- --না। খুব ভালো আছি।
- তবু দিই না।
- —তুমি আমার মাথায় হাত রাখলেই বরং কট হ'বে। বীণা হঃথিত হ'য়ে বল্লে,—তবে ঠিকানা দাও, তোমার বউকেই বরং আদতে লিখে দিই।

শুকনো শী। মুথে হাসি ভেসে উঠলো। রাজেন বল্লে,

— বউ প বিয়ে একটা করলে মন্দ হ'ত না। তা হ'লে

কৌর জন্মে উদ্বেগনা করে এমনি বিছানায়ই শুয়ে থাকতে

বারতাম। কী বলো প

- --- কিছ তুমি কোথায় যাচ্ছিলে বলো দিকি ?
- (काथाय आवात यादा १ गतरा याकिलाम।
- भत्र छ १ वीना हमतक छेठेरना।

হেদে রাজেন বললে,—পৃথিবীতে কে না মরতে লেছে ? ভূমি অত অবাক ছচ্ছ কেন ?

বীণ। ব্যন্ত হ'য়ে বললে—উনি কিক্ষন, আজই আমি ভাষার বাড়িতে টেলি করে' দেব।

—তার এখনো দেরি আছে।

বলে' চোথ বুজে রাজেন আতে আতে নিখাস টানতে লাগলো।

ভয় পেয়ে বাণা মূথের উপর ঝুঁকে পড়ে' ডাকলে —রতন-দা।

রাজেন চোক চেয়ে হাসলে, বল্লে,—আমাকে তোমার রতন-দাই বলে' মনে হয় নাকি ? ভালো করে' চেয়ে দেখ তো।

वीशा वल्दल,--- नि\*हत्र ।

- —রতনদ। বলে'ই যদি নিশ্চিত হও, আমার আপত্তি কী! কিন্তু কাউকে যেন বলো না রতন বলে এখানে কেউ এদেছে। যদি কেউ নেহাৎ জিগগেদ করে, বলোরাজেন না কে রাজমোহন বলে' একজন এদেছিলো।
- —-রাজেন বুঝি তোমার ভালো নাম ? **আমার** একদম মনে পড়ছে না।
- হাঁা, বাইরের লোককে কি ডাক-নাম বলতে আছে ? এটা গোপনে ডাকবার নাম—কী বলো ?
- —কিন্ত তুমি এখন চূপ করলে পারে।। তোমার হার্টনাকি তুর্বল।
- হোক ছবল, তবু এত সহজে মরতে এসেছি বলে কি তোমার মনে হয় ? সে তুমি চট্ করে বুঝাবে না—সভাত্রত বাবুর ফেরবার বুঝি সময় হ'ল ?

অপ্রত হয়ে বীণা বল্লে,—না, না, আমি বসছি তোমার কাছে। তোমার বালি এনে দেব ? খিদে পায় নি ?

রাজেন হেদে বললে—না, উনি আগে ফিকুন।

কিন্তু,—সত্যত্রত অনেক দিন বাঁচবে,—বলা মাত্রই সে চলে এসেছে। মোর্টকথা কলে সে আজ মোর্টে বেরোয়ই নি,—বাঞার এমনি একটু পাইচারি করে অকুমাং বাড়ির মধ্যে চুকে পড়েছে।

ঢুকে পড়েই তার চকু স্থির।

নিলক্ষের মতো স্ত্রীকে সে মুখের ওপর ধমক দিয়ে উঠলো—এই তুমি আমার ফতুরা দেলাই করছ ?

বীণা নীর্বে রাজেনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামীর শোবার ঘরে চুকলো। তেজী গুলায় বল্লে,— বাড়ীতে এমন একজন কৃগী, আর আমি বৃদে দেলাইর কল্ চালাবো ?

— কিন্তু দিবিত দেখছি কৃষীর সঙ্গে বক্বক্ করছ। তোমাকে বারণ করে' দিয়ে গেলাম না ?

কিন্তু জল চাইলে এক মাণ জনও আমি দিতে পারবো না নাকি ? সাত জন্মে এমন কথা ত'কোনোদিন শুনি নি।

—ঠাও। জল দিয়েছ ত'? সত্যত্ত মুধ-চোথ কঠিন করে' বল্লে,—সব তাতে তুমি কেন ফোপর দালালি করতে আস। তুমি ডাক্তারির বোঝ কী!

ঠোট উল্টে বীণা বল্লে,—তুমিও ছাইয়ের ডাক্তার।
তুমি বলছ ক্মীর অবস্থা থারাপ, আর ক্ষণী ও দিকে
দিব্যি চাঞ্চাহ'য়ে কথা কইছে।

—চাক্স। ওকে কে করলে ? আমার ওযুধ, না আর কাকর ? বলে সত্যত্তত রাজেনের ঘরে চুকে সৌজন্তের কিছুমাত্র ভণিতা না করে বললে,—কেমন আছেন এখন ?

প্রশ্নতি শুনে রাজেন বিশ্নিত হ'ল। সকালে উঠে বেরবার আগেই সত্যব্রত একবার তাকে পরীকা করে? গেছে। আবার এখুনি তার কী দরকার হ'তে পারে ঠিক ব্যুতে না পেরে রাজেন বল্লে,—বেশ ভালই আছি।

—ভালে! যথন আছেন তথন আন্তে-স্থত্থ বেরিয়ে পাতুন মণাই। বেশি ভালো থাকা এথেনে আর চলবে না। বলে'ই সত্যত্রত বাইরের ঘরে রুগীর গন্ধ পে'য় ভাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো।

বীণা দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা প্রান্ত একটু কামড়ে মুখের ভাবকে তার পক্ষে যতগ্র সম্ভব হিংত্র করে? তুদলে। স্বামী অন্তর্হিত হ'তেই বীণা কোনোদিকে না ভাকিয়ে দোজা রাজেনের ঘরে এলো। তার কপালে ছাত রেথে বল্লে,—আমি, বীণা। ভয় নেই, ভোমাকে ভাজিয়ে দিতে আসি নি। বলতে এলাম, তোমার বালি এবার নিয়ে আসবে। ?

ল্পাজেন বল্লে,—ডাক্তারবার যথন বলবেন তথনই নিয়ে এলে চলবে।

- —কিন্তু তুমি যেন রাগ করে' বেরিয়ে থেয়ো না।
- cacেরাতে গেলেই ত' তুমি ছ' হাত বাড়িয়ে ধরে'

ফেলবে। মৃথের কথা বললেই ত' আর বেরুনো যায়

- নিশ্চয় না। বাজ়ি ত' থালি একমাত্র আমার
  আমীর নয়; আমারো। আমার কথায়ই বা থাকবে না
  কেন! আমি বলছি ভূমি থাকো। যদিন না ভালো
  হও।
- নিশ্চয় । রাজেন হেসে বল্লে, ভোটের সংখ্যা ছ পাকেই সমান, আমার কাস্টাং ভোট দিয়ে তোমাকে জিতিয়ে দিলাম । কিন্তু যদিন না ভালে। হই—মনে থাকে যেন।

শামান্ত অপ্রতিভ হ'য়ে বীণা বল্লে,—ভালো তুমি শিগগিরই হ'বে।

- —বা, ভালো ত' আমি এখনই হবেছি। আমার জন্মে তোমার ভাবনা হয় নাকি ?
  - —তাহয় না?
  - কেন হয় ?
- —ধরো তোমার বাড়িতে গিয়ে যদি আমার অত্থ হ'ত, তোমার ভাবনা হ'ত না। আমার দেবা করতে না ? বলে বীণা রাজেনের কপালের ওপর থেকে লম্বা চুণগুলি তুলে তুলে কানের পিঠের কাছে গুঁজতে লাগলো।

পেছনে কার ছায়া পড়েছে। পড়ুক। বীণা একটিবার চেয়েও দেখবে না। তার সমস্ত মন বলছে, ক্লগীর সেবা করার মধ্যে কোথাও এতটুকু অপরাধ নেই। তবুপেছন ফিরে স্বামীকে সে বল্লে, বালি এখন খেতে দেব নাকি ?

—তা তুমিই জানো। তুমিই ত এখন বড়ো ডাজ্ঞার। বলে' সভাত্রত শোবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে ধপ্ করে' বসে' পড়লো।

রাজেন বল্লে,—তুমি এখন ঘাও,—স্বামীর সজে ঝগড়াকরতেনেই।

— আমি কোথায় ওঁর সংক থগড়। করতে গোলায়।
তুমি ত' থকর্ণে সবই জনতে পাছে। বল ত' কার দোয়।
রাজেন হেনে বল্লে,—তোমানের ঝগড়ায় আমাকে
সালিশ মামছ নাকি ?

—হাা, ক্ষেত্তি কী।

দোষ তোন।রই। অচেন। লোককে তুমি কেন সেবা করবে!

— ই্যা, তুমি আমার অচেনা বৈ কি। চুপ করো

দিকি দয়া করে। পুরুষ হয়ে পক্ষপাতিত্ব তুমি করবে
না ? জানি না তোমাদের ?

— जाता ना कि ? आदि हाँ।, यहि दाना, जामि याछि ना।

ছপুরে ওমুল কাপ্ত ঘটে গোলো যা-হোক্। সত্যবত যতো স্ত্রীকে শাসন করতে আসে ততোই সে মুথের প্রথম কথা ছুঁড়ে মারে—িছহার বল্গা আর কেউ টেনে রাখতে পারে না—পরস্পরের উপর কথার তীব্র কশাঘাত চলতে থাকে। সত্যবত তার স্ত্রীকে হুর্বাল চরিত্র বলে গাল দেয়, আর বীণা স্বামীর চিন্তলারিদ্রার থেকে নৈতিক অধাগতির সিদ্ধান্ত করে' তাতে যে কিছুই ভুন হয়নি তা সপ্রমাণ করবার জন্ম কঠস্বরকে অতিরিক্ত স্পাই করে তোলে।

বাড়িতে নেহাংই একটা অপরিত্বিত লোক রোগ
শব্যায় পড়ে আছে, নইলে সত্যত্রত স্ত্রীর গাংয় দস্তরমতো
হাত তুলতো। ঈর্ষায় তার গায়ের রক্ত জলস্ত অঙ্গারের কণার মতো তাকে দগ্ধ করছে। আরেকট্ হলে সে রাগের মাথায় বীণার টুটিটাই হয়তো টিপে ধরত।

আর রতন-দা যদি অমনি অস্ত হয়ে পড়ে না থাকতেন, তবে বীণাই বা এমনি চুপ করে থাকতো নাকি ? দস্তর মতো রতন-দার হাত ধরে বলতো আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। ইয়া, বলতো বৈ কি,—ম্থ দিয়ে অনায়াসে বার হয়ে আসতো—রতন-দা ওকে তথন সঙ্গে করে নিতেন বা না নিতেন! বলতে ত আর বাধ্তোনা।

বিকেলের সদ্ধে সক্তে ঝগড়ার ঝাঁজটা জুড়িয়ে এলো- এবং রাত্রিতে সত্যত্ত ও বীণা একট শর্মা গ্রহণ করলে। অভিমানের কুয়াসাটা কাটিয়ে উঠতে দেরি হ'ল না। তারপর তুজনই পড়লো সুমিয়ে। কিন্তু মাঝরাতে বীণার ঘুম ভেক্ষে গেলো। মনে হলো পাশের ঘরে কে ঘেন চাপা গলায় আর্তনাদ করছে। কার দে-আর্তনাদ বীণার ব্রতে আর দেরি হলো না। তাড়াতাড়ি লগুনটা সে জালিয়ে টিপি টিপি পা ফেলে পাশের ঘরে চলে এলো।

পাশের ঘরে কেউ কোথাও নেই। বিছানাট।
শৃহা। সেদিনের কাপড় জামাগুলি ফেলে থেথে নিজের সেই ময়লা জামা কাপড় পরেই রাজেন রাতের অন্ধকারে কোথায় চলে গেছে।

তবু নীচু হয়ে বীণা অনুঝের মতো তজ্ঞপোষের তলাটা খুঁজতে লাগলো।

পেছন থেকে ভারি গলায় সত্যত্তত বল্লে,— ও বুঝি উথানে গিয়ে লুকোল ?

স্বামীকে দেখে ব'ণা কর করে করে কেঁদে ফেল্লে। বল্লে,—রতন-দা কোথায় চলে পেছেন।

—সত্যত্তত কর্কশ গলায় বল্লে,—কী করে টের প্রেলে ভুনি গ

—এমনি একবার এনেছিলাম স্থাপ্র মধ্যে তার গোঙানি ওনে। ভাবলাম হস্ত্রণা খুব বেড়ে গেছে হয় তং কিন্তু এসে দেখি ঘরে তিনি নেই। তুমি অমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন সত্যি একবার থোঁজ করে দেখনা—কোথায় গেলেন! এই অস্থা—এক গাজর নিয়ে—

সত্য বৃত্ত শুধু বল্লে,—হঁ! দাও দিকি লছনটা। বলে ঘরের আনাচ কানাচ সে খুঁজতে লাগ্লো? বল্লে,—ব্যাটা এণেনেই কোথায় লুকিয়ে আছে? বলেই হাঁক পাড়লে ভিখন!

ভিথন্ এক লাঠি নিয়ে এসে হাজির ? কিন্তু না-ঘরে না-বাইরে—রাজেনকে কোথাও খুজে পাওয়া গেলো না?

তিন দিন পরে বাঙলা দৈনিক খবরের কাগজধানা বীণারই হাতে পড়লো আগে। সত্যত্ত ঘুম থেকে উঠেই শাম্পানে করে' বেরিয়েছে। খবরের কাগজ খুটিয়ে খুটিয়ে পড়া ছাড়া বীণার আর কাজ কই ?

একটা থবরে এসে তার তুই চোথ সহসা আটুকে (भन। नार्टेन (र्हरन पांत्र तम अर्भाएक भावतना ना। নামটা স্পষ্ট লেখা—মনে মনে বীণা বানান বরে পড়ে' जुल *(नहे--*ठिक, जानल। पिरा वाहरत একবার চেয়ে আবার কাগজের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে व्यानत्न-ष्ठिक,-श्रीतारकक्त इयन वश्- इत कूमात वाबुता বস্থই তো ঠিক ? হাা, যতদুর তার মনে পড়ে। বাবা তাঁকে হরকো বোদ বলেই ড' ঠাট্টা করে' ডাকতেন। পত্রিক। ভুল নাম লিখতে যাবে কেন? তাদের স্বার্থ কী! বীণা হেড-লাইন ছেড়ে নিচে নামলে। ই।।,--त्रारकस ज्यन-की, की करतरह ? यून करतरह। थून করে' এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। বীণা আবার থামলে, চোথে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। রাজেন সত্যিই চলে' গেছে এ-সত্য যথন সাব্যস্ত হ'ল তথন স্বামী ট্রান্ধ-বাক্স উল্টে-পালটে তছনছ করে' দেখছিলেন কিছু সে সরিয়ে নিয়েছে কি ন। না, কারুর কিছ চরি করেনি,—খুন করেছে। খুন করে' এত দিন সে নান। জারগার পালিয়ে বেডাচ্ছিল। সম্প্রতি সে ধর। পড়েছে। ধরা যথন পড়ে তথন তার গায়ে একশো চার ডিগ্রি জর---পেছনে তাড়া করলে সে পালাবার একটও চেষ্টা করে নি। জর ?—বীণা তার ডান হাতথানি

নিজের কপালের ওপের এনে রাখলো! তার কপাল বরফের মত ঠাণ্ডা—মাথা যেন চিন্তার ভার বইতে পারছে না। কাকে খুন করলো; কবে; বীণ খবরের কাগজের ওপর মুুুুুুুুুক্ত পড়লো। খুন করেছে এব স্ত্রীলোককে—প্রায় দিন পনেরো মাগো। স্ত্রীলোককে: স্থামীও সেদিন তার ঘাড়ের ওপর হাত রেগেছিলো—ম্মার একটু চাপ দিলেই সে মরে যেতো। কে সেন্ত্রীলোক; চোধ মেলে মনে-মনে বীণা বানান করে' পড়তে লাগলো—সেন্ত্রীলোকটি চরিত্রহীনা।

দ্র করে' কাগজট। ছুঁড়ে কেলে দিয়ে বীণা উঠে দাঁড়ালো। ঘতো সব আজগুবি মিথাা কথার কারবার করে' কাগজগুলো ব্যবসা ফাঁপায়। ঘুণায় বীণা কাগজ-টাকে একটা লাধি মারগে।

কিন্তু কে জানে থবরটা ওঁর চোথে পড়তে পারে ! বীণা ভাড়াভাড়ি কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে ফের পড়লো। পড়ে' কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে উন্থনে ফেলে দিয়ে এলো।

বাঙালা-দেশে রাজেক্সভূষণ বলে' লোকের আবার অভাব নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই এ তার রভন-দাদা নয়। কাগজটা পুড়ে ফেলে সে ভালোই করেছে, নইলে সামীর চোথে পড়লে তিনি এ থেকে প্রকাণ্ড এক মহাভারত ফাঁপিয়ে তুলতেন। কান পেতে বীণা তার রতন-দার সেই কলক্ষ কথা শুনতে পারতো না।

## আশীৰ্কাদ

শ্ৰীঅমলা দেবী

দিবস ঢেকেছে মৃথ কাজল আঁচরে বৃস্ত হ'তে পুপ্প দল ধূলা কোলে হরে। শুমান কানন হ'তে মর্ম্মরিয়া আসে উদাস বাতাস থানি ক্লান্ত দীর্ঘধাসে। সারাটি গগন মাঝে শুমাচল থানি দিয়েছে ছড়ায়ে। আজ ভাষাহারা বাণী

উত্তলা বাতাস সাথে বার বার আসি
কি কথা বলিয়া যায় কলকঠে হাসি।
খ্যামল আঁচল থানি করি থান থান
চকিতে চমকি মোরে করিছে আহ্বান।
বার বার ডেকে যায়। এস এস আজি
হে নির্বাক, চির মুগ্ধ নব বেশে সাজি।

জীবনের রৌদ্র দগ্ধ তপ**ক্ষার শে**ষে এল কি আশীষ তব শ্রাবণের বেশে!

# পরাধীন দ্বীপসাত্রাজ্য

শ্রীস্বধাংশু কুমার মিত্র, বি-এস সি

আমাদের যা একান্ত প্রজ্যেক্সন তার অতিরিক্ত কিছু পেতে হলে অপরের হরণ করতে হবে এটা একান্ত যাভাবিক! পৃথিবীতে আকাক্ষা মেটাবার জিনিষের পরিমাণ সমানই আছে। সেজভ কোন বিশেষ শ্রেণীকে তার ছাব্য পাওনার উপর পেতে হলেই অপরের জিনিষে হাত দিতে হয়। ফলে তুর্কলের ওপর বলবানের অ্যান্থ্যিক অত্যাচার পৃথিবীতে একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ফিলিপাইন দ্বীপর্জ ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
যুরোপীয় শাসনাধীনে আসে! সেই সময় যুরোপীয়
জাতিদের মধ্যে স্পেনিস্রা সবচেয়ে বলবান ছিল। এরা
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রত্নসম্ভাবে লুক হয়ে দেশটাকে দথল করে। তারপর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্পেন ও আমেরিকার সন্ধি অন্নাবে, এই দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার অ্দীনে আসে!



ফিলিপাইন বাসীর। দেশীয় প্রথায় রদ বাহির করিতেছে।

পাশ্চান্ত্য জগতের যন্ত্র-তান্ত্রিক সভ্যতার থোরাক যোগাতে অনেক তুর্বল, প্রাচ্য-জাতিকে স্বাধীনতা হারাতে হয়েছে। এনেরই এক হতভাগ্য দেশের কথাই আলোচনার বিষয়।

জগতে বৃটাশ সামাজ্যই সবচেরে বড়। বৃটাশ সামাজ্যের মধ্যে ধেমন ভারতবর্ব, আফ্রিকা, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ বর্তমান সেই রকম আমেরিকার বৃক্ত-প্রদেশের অধীনেও এক বিশাল সামাজ্য ভ্লাছে। এই সামাজ্যের নাম কিলিপাইন বীপপ্ত।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে স্পেনের শাসনাধীনে পাকা কালীন ফিলিপাইন স্বীপপুঞ্জের অবস্থা থুব উন্নত ছিল না। সেই সময় জাহাজ জাহাজ মাল রপ্তানি করা হত বিদেশে!

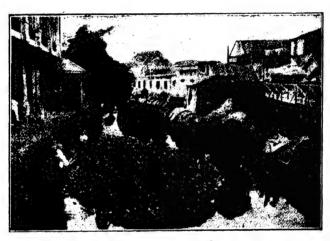
কিন্তু ও দেশের কোন উন্নতি করবার চেষ্টা বা তারাও যাতে বাণিজ্যে উন্নতি করতে পারে তারও চেষ্টা করা হতনা। ফিলিগাইবাসীরা প্রায়ই গরীব ছিল—স্পেন গভর্ণমেন্টর উদ্দেশ্য শোষণ সর্বাভাবে সার্বাভ হয়েছিল।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আগ্নেয়গিরির প্রাত্তাব খুব বেশী। সেজ্ঞ ঘনঘন ভূমিকম্প হয়। এই কারণে এথান-কার ঘরদোরে বিশেষত্ব আছে। আবার এর ক্ষতি পুরণ স্বরূপ ভগবান কত যোগাড় করে দিয়েছেন। ওথানকার কাঠ ও মাট খুব ভাল, ফিলিপাইনে ৪০,০০০ বর্গ মাইল জুড়িয়া বন আছে। তাতে অসংখ্য দামী গাছ আছে।

ফিলিপাইনের আবহাওয়। যে পরিমাণে গ্রম হওয়া উচিত সেরকম কিন্তু নয়, কারণ সাগরবেষ্টিত দীপপুঞ্জ সমুদ্রের শীতল হওয়ার কিছু ঠাঙা থাকে।

রোমান ক্যাথোলিক। এছাড়াও চীন, জাপান ও স্পেন দেশীয় লোক সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। একদেশে এইরূপ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও মতাবলম্বী লোকদের বাদ থাকলেই যেরকম মারামারি লাঠালাঠি বাধা স্বাভাবিক এদেশেও দেই স্বাভাবিকতাটা বেশ বজায় ছিল!

অনেকদিন এক সঙ্গে বসবাস করার ফলে আজ-চীনা ও অন্যান্ত জাতীয়দের সঙ্গে ফিলি-পাইন দেশীয় ছেলে-মেয়ের বিবাহ হতে আরম্ভ করেছে। এতে আশা করা যায় কিছকাল পরে মারামারির কারণ কমে আসবে। সম্প্রতি নিধিল



হাজার হাজার নারিকেল এই রকমভাবে নদী ও নৌকার সাহায়ে বিদেশে রপ্তানি হয়।

শ্লেপন সরকারের শাসনকালে ঐদেশে ম্যালেরিয়া ও ভারত মহিলা সভার প্রশ্ন উঠেছিল Inter-communal অক্সান্ত ব্যাধির প্রকোপ ছিল। কিন্তু এখন যতদর জানা যায় সেই অবস্থার শত করা ১০ ভাগ উন্নতি হয়েছে আমেরিকানদের হাতে গিয়ে! এখন ফিলিপাইন দ্বীপে আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে থালবিল পুকুর খনন করা হয়েছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে লোকসংখ্যা এক কোটীর किছ कम। जात मर्था त्वभीत जागरे शृष्टे धर्मावलकी श्रद्धोरकत मध्य আবার তু'শ্রেণী আছে-একদল 

marriage। তার স্থালের মধ্যে দেখান হয়েছিল বে এই সব সামাজিক নিয়ম প্রবর্তনের পর হিন্দু-মুসলমানের মারামারি আর তেমন হবে না। এই ধারণাটা কতটা সত্য এটা এদের মধ্যে দিয়েই কিছুদিনের মধ্যে প্রমাণিত হবে ৷

किलिशाहेन घीशशुरक नातीरनत मरधा आव कर बालाहे নেই। কিন্তু আজকালকার পাশ্চাত্য রীতি অমুধারী भत्राक करण अरमत्र तिकार (व-**षावक वना करन**) ওদের সাজপোযাকের 🗝 জন্ম মেয়েদের অনেক টাকা মাডোয়ারীদের মতন।

থরচ হয়। মেয়েদের মধ্যে গয়ন। পরবার সথ অবশ্য প্রিয়। প্রত্যেক পাড়ায় গান-বাজনার একটা দল স্ব জাতির মধ্যেই স্মান। তবুও তাল তাল সোন। আছেই আছে ও ঘরে ঘরে বীণা বা পিয়ানো নিশ্চয়ই রূপোর গহনা পরার স্থ ওদের ঠিক আমানের দেশের পাওয়া যায়। স্বভাবত ইহারা নাট্ট কলার প্রতি বেশী আগ্রহারিত।



ফিলিপাইন দম্পতি

আন্তি রাইট নামে একজন পণ্ডিত বলেন—"ফিলি-পাইনদের আাত্মসংযমের তুলনা হয় না। ইহারা সচরাচর অমায়িক মাছ্য। ইহারা দয়ালু, বিনয়ী ও कार्यानीन । युत्राभीय भर्याहेक मकन अराद कारह जान থাবহার পায়। এদের মধ্যে জাতি-বিচারের কোন থালাই নেই। ইহারা অতিথি-সংকার পরায়ণ এমন কি অনেকের ঘর সকল রকম অতিথির জন্ম সব সময় থোলা থাকে।"

আর একজন পণ্ডিত বলেন-"এই জাতিটা সদীত-



কিলিপাইন দেশে ভদ্র যুবতীরা

ফিলিপাইনদের মাতৃভাষা বিশেষ উন্নত বলে মনে হয়না। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে এমন কি যে জাদের মাতৃভাষার লোপ ঘটেছে। "তাগালোগ" একটা ভাষা কতক লোক বাবহার করে। এতে তাদের কেবলমাত্র কথা-বার্তা হয়। এই ভাষা লিখবার জন্ম কোন বর্ণমালার অন্তিম্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ফিলিপাইনবাসীরা সকলেই একটু একটু ইংরাজি ভাষা লিখতে পারে। স্পেন সরকারেব অধীনে थाका कालीन यनि वा এकটু তাদের ভাষার ব্যবহার ছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীনে সেটুকুও লোপ भारताह । **उर्थन (धरक हैश्त्रांकि जातात्र वावहात करम**हे বেড়ে চলেছে। "বিজয়" (visonya) নামে একটি ভাষা উন্নত সম্প্রলায়ের মধ্যে চলিত আছে বলে খনা যায়।



ফিলিপাইন দেশে অপ্রাধের শাস্তি

ফিলিপাইনে "মিনপালাও" নামে একখেণীর লোক আছে। তারা ভয়ানক তেড়ী ও স্বদেশপ্রিয় বলে শুনা বায়। এরাও এই "বিজয়" ভাষা বাবহার করে। স্বদেশের উন্নতি সাধনে যতগুলো ফিলিপাইন বীর-

পুরুষদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে শতকরা ১০টী এই শ্রেণী হতে আসে। সেজগু শাসক সম্প্রদায়ের চোখে সম্প্রদায়টা বিশেষ স্থনজরে নেই এটা বলা'ই বাছলা। পরাধীন দেশে কোন বৃদ্ধিমান ব্যক্তি, শ্রেণী বা জাতির অন্তিম্ব কোনমতে শাসক সম্প্রদায় সহা করতে রাজি নয়। এই স্বাভাবিক নিয়মের বাতিক্রম কোন প্রাধীন দেশে হয়েছে বলে জানা যায় না।

ফিলিপাইন খীবমালা শক্তিমান জাতিগুলির সকলের আদরের সম্পত্তি হবার কারণ হল ঐ. প্রদেশের স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ঘেষৰ দেশে নারিকেল প্রাচর পরিমাণে জন্মায়—তার মধ্যে ফিলিপাইন ছাপপুঞ্জ হল একটা, বংসরে অস্তত ৩৬৭, ০০০, ০০০ ভাম্বি ও ৫, ১০০, ০০০, ০০০ চুকুট দেখান খেকে বিদেশে রপ্তানি হয়। যুদ্ধের সময় যে স্বদেশ নারিকেলের ব্যবসা করত তাদের অস্কবিধা হওয়ায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এই ব্যবসার বিশেষ রূপ উন্নতি লক্ষিত হয়। দিন দিন নারিকেল বাবসা বেশ



অপরাধের আর এক রকম

লাভন্তক ব্যবদায় পরিণত হক্তে। এক এক বছরে সময় সময় ১০০,০০০ টন নারিকেল তেলও প্রস্তুত হয়েছে। অংশও নেহাং কম নয়। ১৯১৮ সালে এদেশে ১৯৬

প্রায় ১,১০০ এ দাঁড়িয়েছিল। এদেশে অক্যায় উৎপদ্মের ১৯১৮ সালের শেষ ভাগ পর্যাস্ত কারবানার সংখ্যা টন কোকো ও ৭২১ টন কফি উৎপন্ন হয়েছিল। এখানে চিনি, কাপড়, চুরুট প্রভৃতির কারখান। আছে।

ফিলিপাইনদের ভিতর শিক্ষিতের সংখ্যা নেহাং কম নয়। অনেকে বলেন, এদের বোধশক্তিও খুব তীকু। এরা কলকজা ও হাতের কাজ খুব শীঘ্র আয়ত্ত করতে পারে। এই কাজে তাদের একটা ভগ্বান্দত্ত বৃদ্ধি



মহিষের গাডি

আছে। দেশ শাসনে অনেক কর্মচারী দেশা লোক। কিন্তু শিক্ষা বিভাগ ফিরিন্সিদের একচেটে।

রেদ রান্তা প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপাইনে দেশের খনিজ পদার্থের বিশেষ উন্নতি হয়েছে। যেথানে যেথানে খনিজ পদার্থ বর্ত্তমান সে সব দেখে গিয়ে ঐ শব জিনিয় নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়ার অনেক স্ক্রিধ। হয়েছে! এই পনিজ ব্যবদা বিদেশীর হাতে। এথানে অজন্র রকমের পনিজ পদার্থ পাওয়া যায় যেমন, লোহা, সোনা, রূপা, তামা, পেতল, ইত্যাদি। এসবেদটন, মারবেল পাথরের ব্যবদাদিতেও আংমেরিকার ধনিপণ অজন্র টাকা বায় করেছে। এই প্রসঙ্গে একজন



বিলের উ র ফিলিপাইন দেশের একটা গ্রাম

বিশেষজ্ঞ বলেন—"ফিলিপাইনরা স্বায়ত্তশাসন পেয়েও যদিও না এই খনিজ দ্রব্য ব্যবসায়টী হাতে পায় তাহলে এদের স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার কোন জ্বর্থ বা সার্থকতা নেই।

তারা চায় স্বায়ত্ব শাসনের কায়া ছায়া নয়।



"আজে আপনার গরীব ছঃখীর প্রতি অসীম দয়া—শুনেই আপনার কাছে এসেছি—এই বতা সাহায্য ভাণ্ডারে—কিছু দেবেন কি ?

"নিশ্চই! এই নাও—এই হাজার টাকার চেক্ দিলুম।"

"আপনি মহৎ ব্যক্তি—কিন্তু মাফ্ কর্বেন—চেকে নাম সই কর্ত্তে ভুলে গেছেন!"

"সে আমি জেনে শুনেই করিনি—ব্ঝেছ—লোককে দান কর্ব—আর

ঢাক পিটে বেড়াব—তা আমি কর্ত্তে চাইনা—নাম কেনার জন্ম দান করা

আমি পছন্দ করিনা!—আমি অজ্ঞাতভাবেই দান করে থাকি—সেই জন্ম
নাম সই করিনি —বুঝেছ ?—

ঐবিনয় কৃষ্ণ বস্থ

## বিধবা পত্নীর প্রতি

#### শ্ৰীজগদীশ গুপ্ত

ভোমাতে আমাতে ছিল ভালবাসাবাসি। বাসা নিছি তাই, প্রিয়ে, নিম গাছে আসি'। জীবস্ত মল্লের পাঠে হয়েছিল বিয়ে। সে চির-বন্ধন মৃত্যু কাটিবে কি দিয়ে॥ **দিবানিশি চক্ষ্**'পরে রহিয়াছ তুমি। বৈশবের থেলা-ঘর প্রিয় জন্মভূমি॥ দক্ষিণা বাতাসে নডে তিত নিম-পাতা। তারি মাঝে রহে মোর চক্ষ্ হ'টি পাতা। আহার করিনা বেশী ঘুচিয়াছে ঘুম। বসিয়া থাকিতে পারি হইয়া নিঝুম ॥ • পারশ্রমে দেহে নাহি দেখা দেয় ঘাম পাইয়াছি ফুল্ম দেহে অনন্ত বিশ্রাম। একাদনে বদে' থাকি বৃক্ষটির ভালে। স্বাস্থ্যকর বায়ু থাই সকালে বিকালে॥ গা ঘেসিয়া বসে কাক রচন্বরে ভাকে। কোকিল অথিলপ্রিয়-ন্সে-ও এসে থাকে। আমি বসে থাকি একা, নিস্পন্দ নয়ানে। চাহি ভোমাদের এই গৃহস্থালী পানে॥ ঘোরাফেরা করে। তুমি এ-ঘর ও-ঘর। কখন সহাস্থ মু**খ ক**খন কাতর॥ যে ভয় করিতে তুমি আমি বিশ্বমানে। সে ভয় এখনা দেখি আছে তব প্রাণে॥

তথনো গোপন ছিল এখনো গোপন। আভাদে তা' বুঝা যেত' কচিৎ' কখন।। সামী বিনা রমণীর কে আছে সংসারে। আশ্রিয় ভরসা বল সে-ই একাগারে॥ হলেও নিকটাত্মীয়া আত্মীয়বংসলা। স্বামী বিনা নারী একা সহজে তর্বল।॥ প্রাণে তব সদা ভয় দারুণ সংশয়। পরাশ্রিতা বলি পাছে কট কেহ কয়। উঠানেতে ঢাকী দে'য়া ছিল মোর শব। (कॅरन (कॅरन करबंडिटल यसना रच मत्। অৰ্থাৎ এ বৈধব্যেতে কি হবে উপায়। এ ঘোর আঁষারে পথ দেখা নাছি যায়॥ এখন নিশ্চিন্ত আমি দেখিয়া তোমারে। পরাধীনা কিন্তু স্থী দাদার সংসারে॥ অর্থাৎ আঁধার আর নাহিক তেমন। সম্মুখে পেয়েছ পথ-বসন অশন॥ দেখিয়া নিমের ভালে গা হলাই আমি। কখন আনন্দ ভরে হই অধোগামী॥ উঠানেতে নেমে আদি জ্যোৎস্থার রেতে। তোমার নাকের ডাক শুনি কাণ পেতে। কভু কও ঘুমঘোরে কথা আধ আধ। কথনও তানি তুমি স্বপ্ন দেখে কালে।॥

বিদরে আমার অস্থি মাংসহীন বুক।
মরিয়া দিয়েছি তোমা' অস্তহীন তুপ॥
আর শুন, মংীনের মন ভাল নয়।
ও-বাড়ীতে যাতায়াত কম যেন হয়॥
পরিশিষ্টে ইচ্ছা মোর করিব প্রকাশ।
কই মাছ ভাজা কেতে বড় অভিনাম॥
তুমি ত' বিধবা হ'য়ে ছোঁওনা আমিষ।
কায় মনে শুদ্ধাচারে আছে অহ্নিশ॥

তোমার কথার বাধ্য শ্রীমান্ গণেশ।
তার দ্বারা গোপনেতে কাজ হবে বেশ।
সে যদি সন্ধ্যার পর গাছের তলায়।
গোটা ছুই কই ভাজা রোজ রেথে যায়।
তা হলে আমার বড় হয় উপকার।
শ্রাকে যাহা দিয়েছিলে নাই তাহা আর ।
দেহ নাই, কিন্তু যথা রয়েছে মমতা।
তেমনি রয়েছে, প্রিয়ে, হজম ক্ষমতা।
আসি তবে, কথা রেথ'—ভাজা কই মাছ।
তুমি ও গণেশ আর এই নিমগাছ।

আগামী সংখ্যা পুষ্পপাত্তে যাইতেছে

শ্রীবৃদ্ধদেব বহুর গল্প

'কিশোক্তা-প্রেম'

বর্ত্তমান উপস্থাদের গতাস্থগতিকতায় ও বাস্ত-বতার নামে অতি অস্বাভাবিকতায় যাঁহারা বিরক্ত তাঁহারা পুষ্পপাত্রে রাণী স্কুরুচি বালা চৌধুরাণার 'ফ্রাক্রিক্স ক্রেন্সা' উপস্থাস পাঠ করুন।





## প্রবন্ধ-সাহিত্য

কেবলমাত্র বক্তব্য বিষয়ের যুক্তিমূলক বিবৃতিই ষে সাহিত্য নহে, একথা বাঙ্গালা গছের শৈশবাবস্থার লেখকগণও বৃঝিয়াছিলেন। ঈশরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কেবল কবি ছিলেন না, বর্ত্তমান্যুগের সাহিত্য ধারার সত্তপাত তাঁহার রচনা হইতেই। রাম্মোহনকে ঠিক সাহিত্যিক বলিয়ানা ধরিলে গ্রত-সাহিত্য ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকর হইতেই আরম। গুপ্তকবি শন্ধালকারের ঘটা ও চুটার ছারা সর্কবিধ বক্তব্যকে সাহিত্যে রূপাস্তরিত করিতে চাহিতেন। লোকশিক্ষক মহামনীষী অক্ষয় কুমার দক্ত মহাশয় নানা বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, তিনি কোনপ্রকার সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রবন্ধকেও সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করিতে পারা যায় এবং বক্তব্যবিষয় তাহাতে সরস ও অক্ষয় হইয়াই উঠে। তাঁহার 'বপ্ল-দর্শন' এই সাহিত্যবৃদ্ধির ফল। তাঁহার সময়কার শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করাই ওঁহোর উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্ল-দর্শনের ছলে রপকের সাহায্যে দে মস্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা সরস সাহিত্য হইয়া উঠিবে, অস্ততঃ ইহা তিনি বুঝিয়া ছিলেন। 'বাহ্যবস্তুর সৃহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের' লেথকের বিচার-প্রবন্ধকে সাহিত্যে রূপদানের ইহাই ইঙ্গিত।

বিভাসাগর মহাশয়ের মৌলিক সাহিত্যরচনার প্রমাস বিশেষ ছিল না। 'সাহিত্য' কাহাকে বলে ভাহা ভিনিও বেশ ব্ঝিভেন,—ব্ঝিভেন বলিয়াই ঈশপের অত্যংক্ট সাহিত্যের অষ্ট্রাদ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ছুইখানি উৎকৃষ্ট নাটককে বাংলাগতে রূপদান করিয়াছিলেন। নিজম্ব বক্তব্যকে সাহিত্যে রূপায়িত করিবার প্রবৃত্তি বা অবসর তাঁহার হয় নাই।

সাহিত্য-রচনার জন্মই তাঁহার প্রতিষ্ঠা নহে।
ভাষাগঠনের মহাশিলী বিভাষাগর ভাষাকে সাহিত্যগঠনের
উপযোগী করিয়া গিয়াছেন। রবীক্রনাথ বলিয়াছেন—

"সৈতদলের দারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার
দারা নহে। জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত
করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন।
বিদ্যাপাগর নাংলাগদাভাষার উচ্চুছাল জনতাকে
স্থবিভক্ত, স্থবিত্তম্ব, স্থপরিচ্ছন এবং স্থায়ত করিয়া
তাহাকে সহজ্ব গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন।
এখন তাহার দারা, অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের
কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব
ক্ষেত্র আবিদ্ধার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন।"

এযুগের লেখকদের রচনা পড়িলে মনে হয়—ওঁাহার। বোধ হয় শব্দাড়ঘর ওবাক্যের শাব্দিক ঐথর্যকে সাহিত্যের প্রধান অক্স্পরূপ মনে করিতেন। সাধারণ চিরপরিচিত সহজ কথাকে স্থলভ অলহারে ভূষিত ও শব্দিহীয় দীর্ঘায়ত করিয়াতাই সাহিত্যের রূপ দিতে প্রয়াস পাইতেন। কাদ্ধরীর অন্থ্বাদক তারাশহরও বিভাগাগরকেই অন্থ্যুবর্গ করিয়াছেন।

বহিষদত্র বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন—
সরস করিয়া না বলিতে পারিলে কোন বক্তব্যই
সাহিত্যের রূপ ধরে না। তিনিই সর্ব্বপ্রথম
বিজ্ঞাসাগর মহাশ্যের ভাষাকে সাহিত্যের কাজে
লাগাইলেন। বৃদ্ধিবারু আপনার সকল বক্তব্য, মন্তব্য ও

সিদ্ধান্তকেই সাহিত্যের রূপ দেন নাই সত্য,—সকল ক্ষেত্রে তাহা সন্তব্ও হয় নাই।

বৃদ্ধিমবাবু তাঁহার বৃদ্ধব্যকে ন্বন্ধ ভদিতে স্রুদ ক্রিয়া প্রবাশ ক্রিবার চেষ্টা ক্রিয়াছেন। তাঁহার ভদিগুলির এখানে সামান্য আভাস দিই।

- ১। কমলাকান্তের দপ্তরের ভঙ্গি। এই ভঙ্গি বেমন সরস তেমনি অপূর্ব। বঙ্গশহিতো কৌতৃক-বৃদ্ধির (wit) প্রয়োগে রসময়ী বাঞ্জনাময়ী ভঙ্গির নবপ্রবর্তন।
- ২। 'গগন-পর্যাটনের' ভঙ্গি। বিজ্ঞান-রহস্য, ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের মত রসলেশশৃভা বিষয়কে সরস করিয়। লিথিবার এই ভঙ্গি বঙ্গিমের প্রবর্ত্তি।
- । ছরহ তবকথাকে সরদ সাহিত্যের রূপ দেওয়ার জন্ম 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার' ঝুলিতে ও ধর্মতত্ত্বে তিনি কথোপকথনের ভঙ্গির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।
- ৪। রাজনীতি ও সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিবয়ে কৌতৃক রসে হৃত্ত করিয়। বক্তব্যপ্রকাশের ভঙ্গি বঙ্কিমেরই প্রবৃত্তিত।
- ৫। বিভালয়ের ছাত্রগণের উপয়ুক্ত নিবন্ধকেও
   তিনি সরস সাহিত্যের রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।
   'রৃষ্টি'-নামক নিবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে।
- ৬। তিনি যে ব্যঙ্গরসাত্মক ভঙ্গিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভারতব্যীয় গবেষণা ও ঐতিহাদিক সত্যাবিন্ধার-চেষ্টার সমালোচনা করিয়াছেন তাহাও সাহিত্যের রূপ ধরিয়াছে।

বৃদ্ধির আবিভাবের পূর্বের গল্প রচনা সহক্ষেরীক্রনাথের অভিযত এখানে উল্লেখযোগ্য—

"তথনকার বাংলা গলে সাধু ভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তথন মাহারা মাসিকপতে লিখিতেন, তাঁহারা ওক সাজিয়া লিখিতেন এইজন্ম পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই।"

বৃদ্ধিমচন্দ্র যুক্তিপরস্পরাকে প্রাধান্ত দিয়া বহু প্রবন্ধ লিথিয়াছেন। সেগুলিকে আমরা সাহিত্যের পদবীতে স্থান দিতেছি না। যেগুলি তিনি সরস বিচিত্র ও মনোরঞ্জন ভঙ্গিতে লিথিয়াছেন, সেইগুলিকেই আমরা প্রবন্ধসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিতেছি। বহিম চন্দ্রের এই ভলির সরসতার হেতৃ তাঁহার স্বভাবদিদ্ধ কোতৃক-রিদিকতা। রবীক্রনাথ বলিয়াছেন—"নির্মাণ শুলুসংযত হাস্থ বহিমই সর্মপ্রথমে বল্প-সাহিত্যে আনমন করেন।" হাস্থ রসের প্রাবল্য থাকিলেই সাহিত্য হয় না—বহিমের স্বভাবদিদ্ধ শুলুসংযত হাস্থরসই তাঁহার বহু প্রবন্ধকে সাহিত্যের পদবীতে উন্ধীত করিয়াছে।

মনে হইতে পারে যে বিছমচন্দ্রের প্রতিভা নৈয়ায়িক বৃদ্ধির দারা পরিচালিত, যুক্তির সাহায্যে সত্যাবিদ্ধারই যে কৃষ্ণচরিত্র-লেথকের জীবনব্রত, তাঁহার লেখনীতে হাস্যরস্সিক্ত ভঙ্গি কি করিয়া আদে? ইহার উত্তর রবীক্রনাথ দিয়াছেন—"যে পরিদ্ধার যুক্তির আলোকের দারা সমস্ত আতিশয়্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ হইয়া পড়ে হাস্থরস্বসেই কিরণেরই একটি রিশ্মি। কত্দ্র পর্যান্ত গোলে একটি ব্যাপার হাস্থজনক হইয়া উঠে, তাহা সকলে অন্থভব করিতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা হাস্থরস্বসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে, ফ্লারা তাঁহারা সকল সময়ে, নিজের না হইলেও, অপরের কথাবার্ত্তা, আনুচারব্যবহার ও চরিত্রের মধ্যে স্বসঙ্গতির ক্লাবার্ত্তার স্বাট্রু সহজে নির্গ্র করিতে পারেন।"

পূর্দের বিখাস ছিল, হাজ্যরস, নাটক-কবিতা-উপত্যাসাদি
মূলসাহিত্যাঙ্গেরই উপজীবা। প্রবন্ধরচনায় যে হাজ্যরস
চলিতে পারে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেখান জর্থাৎ
শুদ্রমণ্ডক হাজ্যরসে অভিষিক্ত করিলে যে সকল
বক্তবাই সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে, তিনি তাহা
সর্ব্ধেথম আবিক্ষার করেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—
"বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দৃষ্টাস্টের দারা প্রমাণ করিয়াছেন
যে, এই হাজ্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের
গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও
রমণীয়তারই বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ ও গতি
যেন স্বন্দ্রস্করপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম
বন্ধসাহিত্যের গভীরতা হইতে অঞ্চর উৎস উন্মুক্ত
করিয়াছেন, সেই বঙ্কিমই আনন্দের উদয়্মশিধর হইতে
নবজাগ্রত বন্ধ সাহিত্যের উপর হাজ্যের আলোক বিকীর্ণ
করিয়া দিয়াছেন।"

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার পালামো-প্রবাদকাহিনী যে ভঙ্গীতে বিবৃত করিয়াছেন—তাহা তাঁহার নিজস্ব। এই ভঙ্গি অভিনব এবং সরসতায় ভরা। সে যুগে এই ভঙ্গির কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

কালী প্রসন্ধ ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে আবেগ, উচ্ছাস ও অস্থভৃতির মাধুর্য্য যোগ করিয়া সাহিত্যরূপ দিতে প্রেয়াস পাইয়াছেন। ফলে, তাঁহার রচনা অনেক-স্থলে গদ্যকাব্যের মত সরস হইয়া উঠিয়াছে, এই ভঙ্গি অভিনব নয়। বিদ্যাবার্র কোন কোন রচনা-তেই এই ভঙ্গি পুর্বেই অস্কুস্ত হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বাবুর ত্রিধারা গ্রন্থের নিবন্ধগুলিতে ঐ ভঙ্গি বরং অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। অক্ষ সরকার মহাশ্যের কোন কোন রচনা সম্বন্ধেও এই কথা থাটে।

চক্রশেধর মনোবেগের উচ্ছাসের আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার বক্তব্যগুলিকে কৌশলে চালাইয়াছেন। উদ্ভান্ত-প্রেমের এই কৌশলটি উল্লেখযোগ্য।

হেমচক্স বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কবি—কিন্তু তাঁহার আশাকাননকে ঠিক কাব্য বলা চলে না। ছন্দে লেথা হইলেও উহা প্রবন্ধ-রচনারই এক প্রকার সরস পদ্ধতিরপে গণ্য করা যাইতে পারে। জ্বাস্কুমারের 'স্প্রদর্শন' হইতেই অবশ্য এ পদ্ধতির স্ত্রপাত হইয়াছে।

ভূদেববার্র নামটি বাদ গেল। বাদ যাইবারই
কথা—প্রবন্ধে তিনি যুক্তি-পরস্পরার প্রাধান্তকে ত্যাগ
করিতে পারেন নাই—অভিনব ভঙ্গিরও প্রবর্ত্তন করেন
নাই—অক্ত প্রবর্ত্তিত সরস ভঙ্গির অমুসরণও করেন নাই।

রাজনারায়ণ বস্থ ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আত্ম-জীবনচরিতে জীবনের কথাগুলি সরস করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু নবীনচক্রই এবিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ আদিলেন। প্রবন্ধ রচনায় ইনি অন্ন কাহারো ভিন্দি অন্নসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে ধ্য না। ইনি আপনার মন্তব্য ও বক্তব্য প্রকাশে নবনব ভিন্দির প্রবর্তন করিয়াছেন। চিরপ্রচলিত ভিন্দিতেও ইনি অভিনবত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। সত্যের প্রতিষ্ঠা বা একটা ধ্রুবদিশ্বান্তে উপনীত হওয়াই রবীক্র

নাথের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে-রসম্প্রির দারা সত্যের ইঙ্গিত করা ও পাঠক-চিত্তের চিন্তাপুঞ্জকে আলোড়িত করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক প্রবন্ধটি সরদ সাহিত্য, অথচ বিষয়াস্তরের উপাদানে গঠিত বাঞ্জনায় পরিপর্ণ—নিঃশেষ હ করিয়া বক্তব্যকে বলাই নয়,—সতাসন্ধানে লক্ষ্য আগ্রহস্ষ্ট ও প্রবৃত্তিদানই লক্ষ্য। যে কথাগুলিকে সর্বস্ করিয়া বলিতে পারিবেন না, রবীন্দ্রনাথ তাহা বলেন না---সেজনা বজ্ববোর মাঝে মাঝে ফাঁক থাকিয়া যায়। সেই ফাঁক পুরণ করিবার ভার পাঠকের উপর। পাঠকের বৃদ্ধিবিতার প্রতি ইহাতে তাঁহার শ্রন্ধাই স্থচিত হয়। রবীক্সনাথের রচনার প্রত্যেক পংক্তিটি সরস, অলঙ্কত ও স্কভাষিত—কাব্যেরই স্থোদর। স্ত্যের আবিষ্ণার**ই** তাঁহার প্রবন্ধের বড় কথা নহে—সত্যের আনন্দ লাভই বড় কথা, এই ভঙ্গি বঙ্গসাহিত্যে নৃতন। কেহ যদি সত্যের আনন্দ উপল্পি করিতে না-ও পারেন,রবীক্সনাথের প্রত্যেক প্রবন্ধকে যুক্তিমূলক নীর্ম ভঙ্গিতে রূপান্তরিত ক্রিয়া লইয়াও ব্ঝিতে পারেন, তাঁহারও মনোবাই। পূৰ্ণ হইবে।

এই ভঙ্গি ছাড়াও রবীক্রনাথ অত্যাত্ত বহু ভঙ্গিরও প্রবর্মন করিয়াছেন—এথানে কয়েকটির উল্লেখ করি—

- ১। সাহিত্য-সমালোচনা যে নিজেই 'সাহিত্য' হইয়া উঠিতে পারে—রবীক্রনাথ সরসভন্দির সমালোচনা প্রবর্ত্তন করিয়া ভাষা দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'প্রাচীন-সাহিত্য' 'ও লোকসাহিত্যের' বিশেষ করিয়া উল্লেখ করি।
- ২। তাঁহার 'পঞ্চভূতে' মৈত্রীময় ভাবের আদান-প্রদান, কথোপকথন ও বাদারুবাদের ভদিতে বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ করার অভিনব ভদি উল্লেথযোগ্য।
- গত্রের ছলে যে বক্তব্যকে দরস করিয়া প্রকাশ
   করা যায় তাহার প্রমাণ দিবে 'ছিল্লপত্র' ও 'পত্রধারা'।
- ৪। ঘটনাবৈচিত্য্যয় জীবনকথার বিবৃতি না করিয়া ভাবঘন ও অরুভূতিময় জীবনস্থতির বিবৃতি করিয়াছেন বলিয়া জীবনস্থতির ভঙ্গিকে অপূর্ব্ব বলিতেছি না। সরস বিবৃতির পদ্ধতিটিই অপূর্ব্ব। ঐ বিবৃতিতে যে ক্রমণারম্পর্য্য অঙ্কুসরণ করিয়াছেন, তাছা একটি বিরাট

মনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাদেরই উপযোগী। এসকল কণা চিরপ্রচলিত প্রবন্ধাকারেই ব্যক্ত করিতে হয় সকলে তাহাই জানিত।

 ৫। কণিকার ভঙ্গি একটি অপূর্ব্ব ভঙ্গি। ইহাকে গ্রু কাব্য বলা শাইতে পারে।

রবীক্সনাথের পাশাপাশি ও পরেও নবনবভঙ্গিতে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা চলিয়াছে।

রামেন্দ্রস্থলর ও জগদানন্দ বৈজ্ঞানিক প্রদঙ্গকে সূর্য ক্রিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

উচ্ছাসময় বক্তৃতার ভঙ্গিতে প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা বোধ হয় কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও কৃঞ্প্রসা হইতেই স্থক ইইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র অনেকটা দেই ভঙ্গির অন্থনরণ করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্থনরণে সরস ভঙ্গিতে রচিত ললিতকুমারের কোন কোন প্রবন্ধ সাহিত্যের মর্গ্যাদালাভ করিয়াছে।

বৈঠকী আলাপের অনাড়ম্বর ও সর্ব ভার্সতে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়, হরপ্রসাদশান্ত্রী মহাশয়ের রচনাতে। ভৌগোলিক ও ভূবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় তথ্যকে কতদ্র সর্ব্ব করিয়া প্রকাশ করা যায় জগদীশচন্দ্র তাহা দেগাইয়াছেন,—তাঁহার 'ভাগীর্থীর উৎসদ্ধানে।'

কৈতিহাসিক তথাকে সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার উপস্থাসিক ভঙ্গি অবলহনের প্রথা রসেশচন্দ্র ও বৃষ্ণিচন্দ্রেই স্থ্রপাত হইয়া ছিল। কিন্তু তাঁহাদের রচনায় ঐতিহাসিকতার প্রাক্তা ছিল। কাজেই বৃষ্ণিচন্দ্র পর্মাই অধিকতর প্রকট ছিল। কাজেই বৃষ্ণিচন্দ্র ও রমেশ চন্দ্র উপস্থাস রচনা করিবার জন্থ ঐতিহাসিক উপকরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিলেই ঠিক বলা হয়। আর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিবৃত্তকেই সরস করিয়া বলিবার জন্ম উপস্থাসের ভঙ্গি অবলম্বন করিয়া ছিলেন। তাঁহার শশান্ধ ও ধর্মপাল এই ভঙ্গির শ্রেষ্ঠি রচনা। তিনি নীরস প্রত্মত্তব্দেও সরস করিয়া বিত্ত করিবার চেন্টা করিয়াছেন—তাঁহার 'পাষাণের কথা'র কথা স্মরণ করিতে বলি। শান্ধী মহাশ্রের 'বেনের মেয়ে' ও সভ্যেক্তনাথের 'ভঙ্গা নিশানের' নাম এই প্রাক্তে

এ যুগের আরও ২।৪ খানি উপস্থাদের নাম করা 
যাইতে পারে যাহা উপস্থাস হিদাবে দম্পূর্ণ দার্থকতা 
লাভ করে নাই, কিন্তু দে গুলিকে সমাক্ষতন্ত, দাম্পত্য 
জীবনের রহস্ত, পারিবারিক সমস্থা, রাষ্ট্রনীতি, অপরাধতত্ত্ব, পল্লীসমস্থা, অর্থনীতিক সমস্থা, হিন্দু জীবনের সংস্কার 
বৈচিত্রা ইত্যাদির সরস বিবৃতি বলা যাইতে পারে।

কৌতৃকরসে অভিষিক্ত করিয়া ও আলকারিক ক্রম অন্থ্যরণ করিয়া নিবন্ধ রচনার অপূর্ব্য ভিন্ধর সাকাৎ পাই বীরবলের রচনায় । ভাগার দিক হইতে বীরবলের রচনায় অপূর্ব্য আছে। তাঁহার অপূর্ব্য ভাষার সহিত অভিনব সরস ভঙ্গির যোগ হইয়া বঙ্গ সাহিত্যে গছ রচনার অভিনব পদ্ধতিরই প্রবর্ত্তন লইয়াছে। ব্যঙ্গাত্মক, কোতৃক-রস-ভূষিষ্ঠ, শ্লেষাত্য অলঙ্গত ভঙ্গিতে বক্তব্য ষে কতটা সরস ও হছত হইয়া উঠিতে পারে বীরবল তাহা দেখাইয়াছেন। নীরস ভৌগোলিক বিবৃত্তিকেও তিনি সরস করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ভঙ্গিতে শঙ্গালকারে ও অর্থালকারে অপূর্ব্য মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের মৃত্তের কথোপকথনে একটি অভিনৰ ভঙ্গির সাকাৎ পাই। Landor এর Imaginary Conversation এই শ্রেণীর।

চারুচন্দ্র রায় মহাশ্রের 'কমলাকান্তের পত্তের' রচনা-ভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রেই অফুসরণ, কিন্তু সার্থক অফুসরণ বটে। অতুলচন্দ্র গুণ্ডের কাব্যজিজ্ঞাসার রচনাভঙ্গিতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাভিন্ধর সহিত বীরবলের রচনাভিন্ধর কিছু মিল আছে। বীরবলের রচনা-ভিন্দর ক্রম আলঙ্কারিক এবং বীরবলের রচনায় অর্থালকারের সংযত ও স্থসমঞ্জস প্রয়োগ আছে—সেজভা বৈচিত্র্য যথেষ্ট। কেদারবাবৃধ্ব ভিন্দিট কৌতৃক মধূর ও শব্দালকার-ভৃষ্টিছা। কিছু ক্রমটি আলঙ্কারিক নয়—জীবনের অভিজ্ঞতাকেই ভিনি প্রাধান্য দেন এবং ঐ অভিজ্ঞতাই তাঁহার রচনার ক্রমনির্দেশ করিয়াছে। আপনার জীবনের অভিজ্ঞতাকে কথা-সাহিত্যের ছলে বিবৃত করিবার ক্কৃতিব তাঁহার আছে। তাঁহার উপভাস প্রবন্ধ-সাহিত্যেরই অন্ধর্ণত।

সতীশচক্রের 'গাছের কথা'র কথা ভূলি নাই। বৈজ্ঞানিক বিষয়কে এরূপ সর্ম ভাঙ্গতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা আজকাল বড় দেখা যায় না।

সাম্য্রিক প্রান্ধকে সরস করিয়া বিবৃত করিবার ক্ষমতা উপেক্ষনাথের মত কাহারও নাই।

অন্নদাশন্ধরের 'পথে প্রবাদে'র রচনাভঙ্গি আমাদের ভাল লাগিয়াছে—হদিও ঐ ভঙ্গি রবীক্রনাথেরই অন্তক্তি।

'শনিবারের চিঠির' অপূর্ব্ব রচনাভদির বৈশিষ্ট্রকে প্রশংসা না করিয়া পারি না। এই মুন্সিয়ানা যদি স্থায়ী সাহিত্য রচনায় প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ্ যথেষ্ট বাড়িয়া ষাইত। এ প্রবন্ধে আমরা ভদ্দিরই আলোচনা করিতেছি—ভদ্দির চাতুর্য্যের জন্ম লেখককে আমরা প্রশংসা করিতে বাধ্য। এ ভঙ্গি বঙ্গ-সাহিত্যে অভিনব। প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মূল্য কে অস্বীকার করিবে প

বাঁহাদের কথা বাদ গেল, সময়মত তাঁহাদের কথা আলোচনা করা যাইবে।

#### গল্পদাহিত্যের কথা .

মিটাইবার আকাজ্যা সাম্থা আমাদের নাই, আমরা কল্পনায় দেই আকাজ্ঞা মিটাইতে চাই। দে আকাজ্ঞা যে মিটাইতে পারিয়াছে তাহার গল্প ভনিতে ভালবাসি। এ সংসারে মাছযের সকল সাধ মেটে না, পীড়া আছে, দৈত আছে, জর। আছে, মরণ আছে, আরো কত কি বাধা আছে। মাহুষ তাই মরণের পারে স্বর্গ কলনা করিয়াছে, रयथारन अन्ता-भौड़ा किছूहे नाहे, जीविका व्यक्तरनत ক্লেশস্বীকার করিতে হয় না। যেথানে অফুরস্ত ভোগ্য বস্তু, অফুরস্ত সম্ভোগের অধিকার, ভোগের ধারায় কোন দিন ছেদ-বিশ্বাম পড়িবে না। মানুষ এই স্বর্গকে কল্পনায় মনের মত করিয়া দাজাইয়াছে। বাদনাই বিখাদের জননী। কল্পনাকে তাই। সে সত্য করিয়া তুলিয়াছে, সত্য বলিয়া যে নিজে বুঝে নাই--সেও সভা বলিয়া পুরুকে বুঝাইয়াছে। শেষে হুৰ্গ এমনি কাম্যবন্ধ হুইয়া উঠিয়াছে যে তাহার আশার সাত্ত্ব ইহসংসারের ভোগ্যকেও পারে

ঠেলিতে শিথিয়াছে। মাহুংষর সমাজ-গঠন-রক্ষণে ও নীতিধর্মের অহুশীলনে এই 'স্বর্গ' কতই না মুগে মুগে দাহায্য করিয়াছে।

মান্থবের অপরিতৃপ্ত বাসনা এমনি করিয়া কল্পতক, উচ্চৈপ্রেবা, পশিরাজ, ইত্যাদি এমনি কত স্টিই না করিয়াছে। স্বপ্রকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বপ্রবিলাসীর দল কত তর্কই না করে কত স্কোকই না রচনা করে অথবা আবৃত্তি করে—কত চেষ্টাই না করে।

যে সকল কাণ্ড মাহুষের ক্ষমতার অতীত—মাহুষ যে সকল কাণ্ড ঘটাইতে পারে না বলিয়া কুঃ— সে সকল কাণ্ডের অতিএঞ্জিত বা রসরঞ্জিত গল্প শুনিয়া সে অসম্পূর্ণ শক্তির ক্ষোভ নিবৃত্তি করে। সেই জক্ত কত দেব দেবী, দৈত্যদানব, অপার-কিল্লর, ছনী-পারী, ভূত-প্রেত, যক্ষ রক্ষঃ, অতিকায় জীবজন্ধ, বিক্তাক্ষ নর-বানরের স্পষ্ট হইয়াছে। তাহাদের লইয়া কত অলৌকিক গল্পেরই না স্প্টি হইয়াছে। কত অপারূপ রূপলাবণ্যের কথা, কত শতহতীর ক্ষত বলবীর্য্যের কথা, কত কুবেরের ভাঙারের কথা, মণিমুক্তা-সোনাদানার ছড়াছড়ি—বৈজ্ঞানিকযুগের আগের মাহুবকে ত্থি দিয়াছে।

হর্পন শিশুর আকাজ্জার সীমা খুব বিস্তৃত নয়—
কিন্তু যে সকল সাধ আকাজ্জা তাহার মনে জাগে,
তাহার কোনটিরই পরিতৃত্তি-সাধনের ক্ষমতা তার
নাই। শিশুর মৃদ্দনে যে সব সাধ জাগে, তাহা
যেমন আজগুবি, তেমনি অসম্ভব। তাই তাহার জ্ঞা
রচিত গল্প সবই আজগুবি। শিশুর গল্প শুনিবার
তৃষ্ণাও অফুরস্ত। নিজের সাধ্যাতীত বলিয়া যে কোন
কাণ্ড-কারখানা অবলয়নে রচিত গল্পই তাহার প্রীতি
উৎপাদন করে। বিশ্বাস করিবার ক্ষমতা তাহার অসীম,
তাহাকে ভ্লাইবার, তাহার হুর্পনতা ও অক্ষমতাকে
স্তৃত্তিত ও চমকিত করিবার জ্ঞা গল্পের অভাব
হয়না।

দরিদ্র ধনরত্বের ছড়াছড়ির, ভোজন-লোলুণ ভোজা-দ্রবোর প্রাচুর্যোর, কাপুরুষ অলোকিক শৌর্যোর করনা করিতে ও গীর ভনিতে ভাল বাসে। শিশু যত বড় হইতে থাকে—যত তাহার জ্ঞানোদয় হয়—তাহার অভুত অসম্ভব আজগুবি সাধ আর
থাকে না সত্য, কিন্তুন্তন ন্তন আকাজ্জা তাহার মনে
অক্ক্রিত হইতে থাকে—সকল আকাজ্জাই তাহার
মিটে না—তাহার শ্রোতব্য গল্পের তাই রূপাতর হয়,
কিন্তুগল শুনিবার তৃষ্ণা তাহার কমে না।

এ-সংসারে আদর্শ-পুরুষ খুব অরই মিলে। আদর্শ পতিব্রতা নারীও পথে ঘাটে পাতিব্রত্যের চরম দৃষ্টাস্ত দেখাইয়াও ঘুরে না—অথচ মান্ত্রের বড়ই ইচ্ছা আদর্শ নরনারী দেখিতে, নিজে যাহা সে হইতে পারে নাই তাহাই চায় সে গল্পে দেখিতে। মান্ত্র্য নিজে যতই পাপ কক্ষক—তাহার বড়ই ইচ্ছা ধর্ম পুরস্কৃত হউক—পাপ লাঞ্চিত হউক, ধর্মের সহিত অধর্মের সংগ্রামে ধর্ম্মই জয়ী হউক। কিন্তু হায় এ সংসারে তাহাতো হয় না। মান্ত্রের এ জন্ত ক্ষোভের অন্ত নাই। এই ক্ষোভ সে নিটায় গল্পের নায়কনায়িকার জীবনে। মিদ্ ধর্মের যথোচিত পুরস্কার ও অধর্মের যথোচিত শান্তি না হইল তবে গল্প শোনা কেন? অধর্মের দণ্ড হইতে অব্যাহতি-তো চোধের সাম্নেই সে দেখিতে শাইতেছে।

ইতিহাদের মাছ্যগুলির যদি শক্তিদামর্থ্য আমাদেরই মত—অসম্পূর্ণ হয়, তবে তাহাদের কথা শুনিয়া আমাদের তৃত্তি হয় না। তবে আমাদের চেয়ে অধিকতর-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি কেহ যদি, আমরা যাহা পারি না তাহাই পারিয়া থাকে, তবে তাহাদের ইতিহাসটা আমাদের ভাল লাগে। তাহারা যতটা অঘটনই ঘটাক, অলোকিক কিছুত করিতে পারে না। ইতিহাসেও অভুতক্ষা লোক যুব বেশী পাওয়া যায় না। তাই ইতিহাস অপেক্ষা উপত্যাসকেই আমরা বেশি ভালবাসি—সত্য অপেক্ষা উপত্যাসকেই আমরা বেশি ভালবাসি—সত্য অপেক্ষা কল্পানকেই আমরা বেশি আর্মান প্রত্র পরিমাণে কল্পানসংযোগে যদি ইতিহাস অর্ধ্বোপত্যাস হইয়া উঠে, তাহা হইলে ইতিহাসও আমরা গ্লাধঃকরণ করিয়া থাকি। রণক্ষেত্রে মৃত্যু-মাত্রকেই যদি দেশ বা ধ্যের জন্ত প্রাণোৎসূর্গ বলিয়া ক্লীক্তিত করা যায়, তবে রণভীক্ষ চিরপরাধীন কাপুক্ষয

জাতির বড়ই প্রীতিকর হয়। যে ইতিহাসে এই রূপ একটা কিছু আদর্শ থাড়া না করা হয়, সে ইতিহাস পরীক্ষার জন্ম পাঠ্য,—চিত্তবিনোদের জন্ম নহে।

কেহ কেহ বলেন--

"জীবনে অবাধ ইন্দ্রিয়-লালসার তৃপ্তির উপায় নাই।
যাহারা ইন্দ্রিয়-লালসায় অধীর, অথচ সমাজের বিধি
বন্ধনের জন্ম লালসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে না
—কেবল মনে মনে লালসাতৃপ্তির কল্পনা করে, তাহারা
কামকেলিময় গল্ল রচনা করে অথবা পাঠ করে।
জীবনে যাহাদের পরিতৃপ্তির স্থবিধা হয় নাই, বিনাইয়া
বিনাইয়া তাহারই বর্ণনা করিয়া তাহারা গল্ল রচনা
করে। সমাজের যে সকল রীতিপ্রথা বা বাধা-বাধনের
জন্ম অবাধ পরিতৃপ্তি সন্তব হয় না—গল্লে সেইগুলিকে
প্রাণপণে নিন্দা করে। আর যাহারা গল্ল-রচনা
করিয়া অতৃপ্ত বাসনার চরিতার্থতা সাধন করিতে
পারে না, তাহারা সেগুলি পড়িয়া মনের থেদ মিটায়।"

একথা আমাদের ও সতা বলিয়াই মনে হয়।

শিক্ষাসভ্যতার সমুন্নতির সঙ্গে সংক্ষ মাহুষের চিত্তবৃত্তি মার্জিত হইতেছে, সেই সঙ্গে গল্প আর, কল্প ও জল্লের মাঝামাঝি একটা কিছু অর্থাৎ 'কল্পিত জ্বা মাত্র নয়—এখন গল্প বলা একটা বিশিষ্ট শিল্পকলা বা আর্ট হইয়া উঠিয়াছে। অক্সাক্ত নিকট আমরা যাহা প্রত্যাশা করি-গল্পের কাছেও ঠিক তাহাই প্রত্যাশ। করি। এখন আর আ**মরা** গল্পের মধ্যে যাহা ঘটিলে ভালো হইত, যাহা হইলে আমাদের কোভ মিটিত তাহাই চাই না,—যাহা নিত্য ঘটিতেছে - যাহ। কঠোর সত্য, যাহ। অবাঞ্চিত বাস্তব তাহাকেও রদাত্মরঞ্জিত ও কলাশ্রী-মণ্ডিত রূপে দেখিয়া তুপ্তিলাভ করি। সভাতা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কল-বাসনাও সংযত হইগাছে-মালুষের শক্তির সীমা বানিতে পারিয়াছি—বিশাস করিবার শক্তিও কমিয়াছে—তাই অসম্ভৱ বা অনৌকিকতাতে আমরা আর ভাল বাদি না। এখন আর গল্পে আমরা আমাদের অপরিতৃপ্ত বাসনা বা আশা আকা ক্ষারই পরিতৃপ্তি খুঁজি না,—আদর্শ পাতিব্রত্য, কুবেরের অর্থসুম্পদ, এককথায়

যাহা কিছু ছল ভ হুৰ্গম অথচ চিরাভীপ্সিত তাহাই খুঁ জি
না। আমরা খুঁ জি যাহা সাহিত্যের প্রধান সম্পদ
তাহাই অর্থাং ক্রাসন। অন্তপ্ত বাসনার চরিতার্থতা
সাধন একেবারে গল্পে চলেন। তাহা হয়, তবে ভাহা
ততটুকু, যতটুকু শিল্পকলার সহিত অসমঞ্জদ নয়—যতটুকু
তাহার রদস্প্রির প্রে সম্পূর্ণ অন্তক্তন।

#### কাব্য বিচার

"রথ চলেছে সমারোহে বাজ্ছে শানাই ঢোল, উড়ছে নিশান হাজার লোকে তুল্ছে কলরোল। হলু দিয়ে পুরাসনা লাজ বরিষে পথে,

সবই আছে, নেইক কেবল রথের ঠাকুর রথে।"

শ্বীমাদের সাহিত্যে কাব্যবিচারের দশাও তাই।
ভাষার কথা উঠে, ভঙ্গির কথা উঠে, ছন্দের কথা উঠে,
চেরাপুঞ্জী-গোবিসাহারা-মার্কা শাণিত পংক্তির কথা উঠে,
ছংথবাদ, নেহাত্মবাদ ইত্যাদি নানাতত্ত্বের কথা উঠে—
কেবল উঠে না কাব্যের আত্মার কথা।

কবির কথার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে হয়— রদের কথা হেণা কেহ ত বলে না •

করে শুধু মিছে কোলাহল। রসসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল।

ভিন্ধি, ছন্দ, ভাষা অপুর্বে বা অসাধারণ রক্ষের না হইলেও, কোন একটা সমস্থা বা তত্ত্বের কথা না থাকিলেও বে কবিতা রসদম্পদ হিসাবে সার্থক হইতে পারে, তাহা আজকালকার নবাঙ্ক্রিত প্রতিভার সমালোচকরা ত ভূলিয়াও বলেন না।

রবীন্দ্রনাথের পর কেহ কেহ পদলালিত্য ও ছন্দো বৈচিত্র্যকে প্রাধান্ত দিয়া কবিতা লিখিলেন। Poetic Convention গুলির Permutation Combination করিয়া কিছু কিছু চাতুর্য্য দেখাইলেন। তাঁহারা রসকেই কাব্যের প্রাণস্থরূপ মনে করিয়া সাধনা করেন নাই।

আবার একদল ইদানীং আসিয়াছেন—তাঁহারা সব Convention-এর বিরুদ্ধে বিজোহ-বোষণা করিয়াছেন, কাব্যের ভাষাকে গদ্যাত্মক করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী। ইহারা কাব্যে একটা তত্ত্ব বা 'বাদ' ফুটলেই বা কোন একটা তথাকথিত সত্যের আভাস থাকিলেই কাব্য সার্থক হইল মনে করেন ও—মাঝে মাঝে গোটাকতক শাণিত পংক্রি ও মাজিয়া ঘষিয়া কাব্যের মধ্যে পৃরিদ্ধা দেন। স্মালোচকগণ বলেন, ঐ পংক্তিগুলির মধ্যেই কবির সর্বধি ভরা আছে। ইহারাও রসকে কাব্যের প্রাণস্থরপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

'উভয়দলই কাব্যের উপকরণ লইমাই ব্যস্ত,—উপকরণ গুলিকেই কাব্যের সর্বাধ মনে করিয়া খন্দের স্বাধী করিয়াছেন। এই দৈত ভাবের সহজেই সামঞ্জস্য হইতে পারে রসকে কাব্যের প্রাণাশ্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করার অধৈতবৃদ্ধিতে।

উপকরণকেই স্ষ্টের চরম লক্ষ্য মনে করিয়া তন্গত থাকা সত্ত্বেও উভয়দলের কবিরা মাঝে মাঝে অসতক হইয়া পড়িয়াছেন—তাহাতে মাঝে মাঝে এব-আধটি রস্ঘন প্রকৃত কবিতার জন্ম হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ইহাদের তপোডক্ষ ঘটিয়াছে, তাই ছোট-ছোট শক্তলার জুন্ম হইয়াছে। কবিরা সেই গুলিকে অনাদর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত রস-স্মালোচকের করিয়া সেইগুলিকে স্মতে প্রতিপালন কয়া।

চাই প্রকৃত স্নালোচক—যে জানে, রসই কাব্যের স্ন্র্র্না। সে স্নালোচক—একটা শানিত পংক্তির আহাতেই মুর্চ্ছা যাইবেন না—সে স্নালোচক ছন্দের জলতরক্ষ শুনিয়াই নিজায় বিভোর হইবেন না—নিলজ্জিকামলাল্যার মনিরতার স্বান পাইয়াই নেশায় বিজ্ঞার হইবেন না—কোন একটা অর্দ্ধ-নাশনিক অর্দ্ধবৈজ্ঞানিক চিরপুরাতন তত্ত্বের আভাস পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন না—তিনি কবিতায় খুজিবেন রস, কবির সমগ্র কাব্য-জীবনে খুজিবেন একটা ব্রত বা message.

কাব্যের বহিরক্ষের চমংকারিত। ও ছন্দোমাধুর্থ্যর প্রতি অনেকের সহজ বিষেষ আছে। বিদ্নেষর কারণ, এদেশে এমন কবিতা জন্মিত যাহাতে কেবল ইহাই ছিল, আর-কোন পদার্থ ছিল না। বহিরক্ষের চমংকারিতার কোন অপরাধ নাই। ইহা রসস্প্রতির অহুকূল ছাড়া প্রতিকূল নয়ু। যদি কেহ বহিরক্ষের চমংকারিতার সক্ষে অস্তর্জেও কিছু দিতে পারে—অর্থাৎ রসস্প্রতি করিতে; পারে—তবে কি বহিরক্ষের চমৎকারিতার অপরাধেই উাহার রচনা অস্পুশু হইয়া থাকিবে ?

পক্ষান্তরে—অনেকের বিশ্বাদ বহিরক্ষের সোঁঠব না থাকিলে কাব্যই হয় না—এ ধারণা তাঁহাদের রবীক্স কাব্যের পূর্ববর্ত্তী কবিতাবলীর হুর্দশা দেখিয়া বোধ হয় জনিয়াছে। বহিরক্ষের সোঁঠব ও ছন্দোবৈচিত্র্য ছাড়াও যদি কেহ রসস্থাই করিয়া থাকে তবে তাহার রচনা নিশ্চয়ই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। রসজ্ঞ ব্যক্তি সে শ্রেণীর রচনাকে কথনও অনাদর করিতে পারেন না।

অনেকের বিশ্বাস কাব্যের উপাদান অস্থরের স্থকুমার অস্কৃতি। তথ্য, তত্ত্ব, সমসাা বা বৃদ্ধিগমা বিষয় ক'ব্যের উপাদান হইতে পারে না। স্থকুমার অস্কৃতি যত সহঙ্গে কাব্য হইয়া উঠে, এগুলি তত সহঙ্গে কাব্য হইয়া উঠে না। তাই বলিয়া এইগুলিকেও রসে পরিণত করিতে পারা যায় না তাহা নহে। রবীক্রনাথ তাহা পারিয়াছেন। যদি কেহ ত'হা পারেন, তবে বৃদ্ধিগমা বলিয়া রসজ্ঞ ব্যক্তি কথনও তাহা উপেক্ষা করিবে না।

যাহারা কাব্যকে সত্যের বিবৃতিমাত্র মনে করেন, তাঁহারা আদৌ রসজ্ঞ নহেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, — বাঁহারা কাব্যের Technique ও রসপ্টির কোঁশলটি একেবারে বোঝেন না— তাঁহারা কাব্যের উপাদান স্বরূপ গৃহীত সত্যকেই কাব্যের প্রতিপাদ্য সত্য মনে করেন এবং যে রচনায় কোন সত্য বিবৃত্ত বা ঘোষিত হইমাছে তাহাকেই সংকাব্য মনে করেন। আজকাল এই শ্রেণীর সমালোচকের অভাব নাই। বাঁহারা অতুলবাব্র কাব্যজিজ্ঞাসা পড়িয়াছেন— তাঁহারাও এই তুল করেন। কাব্যজিজ্ঞাসা রসের আদর্শ কি ব্রাইয়াছে — কিন্তু কাব্যের Technique বা কাব্যক্টির কৌশলটি যে কি ভাহাত বলে নাই।

ঠিক ইংগদের বিপরীতশ্রেণীর সমালোচকগণ উপাদানরসকেই কাব্যের উদ্দিষ্ট রস মনে করেন। কারুণা
কাব্যের উদ্দিষ্ট দেই ব্রহ্মস্থাদ-সংহাদর রস নম—কারুণা
কাব্যের উপাদানমাত্র—অভ্যান্ত উপাদান-রসের মত
কার্ক্ষণ্যকে অবলম্বন করিয়া সংকাব্যের সৃষ্টি হুইতে পারে,
মধি উহা কাব্যের উদ্দিষ্ট রসও জাগাইতে পারে।

কিন্তু এই সমালোচকের দল ঐ কারুণ্যকেই কাব্যের প্রাণস্থরূপ মনে করেন অর্থাৎ দেহকেই আত্মা মনে করেন।

মোটকথা, প্রকৃত সমালোচকের অভাবে এই সকল ভ্রান্তি তথাকথিত সমালোচকদের ধারণায় থাকিয়া গিয়াছে। চাই প্রকৃত সমালোচক—কাব্য একেবারে তুল্ভি নয়, কিন্তু রম্জ্ঞ সমালোচক ক্ষত্যন্ত তুল্ভি।

### প্রাকৃত তুঃথ ও কাব্যের তুঃথ

প্রাক্কত হংথের ঘটনা বা ঘটনার বিবৃতি আমাদিগকে বেদনা দেয়—কিন্তু কাব্যের হংথ আমাদিগকে আনন্দই দেয়। তাহা যদি না দিত, তাহা-হইলে আমরা ককণরসাত্মক কবিতা এত আগ্রহসহকারে পড়িতাম না—টাকা ধরচ করিয়া ট্রাজিডির অভিনয় দেখিকতও যাইতাম না। যে হংথ আমাদিগকে বেদনা দেয়—সেই হংথই কাব্যের উপাদান হইয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়,—ইহা কিরপে সন্তবে ?

কবি ছংখকে কাব্যে উপভোগ্য করিয়া তোলেন বলিয়াই আমরা তাহা হইতে আনন্দ পাই। কবির রচনাকৌশলে, কবির লেখনীর মাধুরী-স্পর্শে চিরবর্জনীয় চির অনীপ্দিত ছংখও উপভোগ্য হইয়া উঠে। অন্য সকল রস-উপাদানের পক্ষে উপভোগ্য হইয়া উঠায় বৈচিত্রা কিছু নাই—অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কিছু ছংখ যে কখনও উপভোগ্য হইতে পারে, তাহা সাধারণ-বৃদ্বিতে আসে না—প্রত্যাশাই করা যায় না যে সে উপভোগ্য হইবে। কাজেই সে যখন উপভোগ্য হয়,—তখন আর সকল রসোপকরণকে পে হারাইয়া দেয়।

ছঃথ উপভোগ্য হইয়া উঠে বলিয়া,—ছঃথ যত গভীর হইবে—তাহা তত বেশী উপভোগ্য হইয়। উঠিবে, একথা কিন্তু সত্য নয়। ছঃথ যত গভীর হইবে, যত প্রাক্তত হইবে—যত বাস্তব হইবে—তাহাকে উপভোগ্য করিয়া তোলা তত কঠিন—এককথায় একপ স্থেই উপভোগ্য হইয়া উঠে না দাঠককে ঠিক আনন্দ দেয় না—পাঠকের অস্তবে কাব্যরস-সঞ্চার করে না—সঞ্চার করে সমবেদনা। পাঠকের চোধে বে জল বারে—তাহা সমবেদনায়,—দে বে রচনার স্থ্যাতি করে

তাহা রসবোধের আনন্দের ফলে নয়—কবির সহাছ-ভূতিময় দরদী চিত্তের জন্ম। সমবেদনার নাম রসবোধ নয়—দরদী চিত্তের প্রশংসা কবির প্রশংসা নয়। সমবেদনার গভীরতা রসবোধের গভীরতা নষ্ট করিয়া দেয়।

কৌশলী কবি ছংথকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার জ্ম্ম 'ব্যথার' নির্কাচনে খুব সতর্ক। মর্মভেদী ব্যথাকে কবি বর্জন করিয়া চলেন। মান্ত্রের ছংথ উপভোগ্য করা কঠিন বলিয়া কবিরা প্রকৃতির সহায়তা লইয়াছেন। প্রকৃতির নানা-বৈচিত্রো—বিবিধ অক্ষে—নানারপে তাঁহারা মানবিকতা আরোপ করিয়াছেন। মানবের বেদনাকে কবিরা প্রকৃতির কল্লিত জীবনে আরোপ করিয়া ছংথকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাই কবির কাব্যে—পাথী, ফুল, চন্দ্র, স্থা, তারা, নদী, তরু, লতা, প্রান্তর, গিরি ইত্যাদির বেদনার অস্ত নাই। এ বেদনা কাব্যে উপভোগ্য হয়,—সম্বেদনার লোনা ছলে এই বেদনার রুস বিস্থাদ হইয়া উঠে না।

বান্তব মান্ত্ষের প্রাক্ত বেদনাকে উপভোগ্য করা যায় না বলিয়া কবিরা যুগে যুগে কর্নার নরনারীর স্পষ্টি করিয়া তাহাদের কল্লিত বেদনাকেই কাব্যের উপাদান করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে একেবারৈ সমবেদনা যে জাগে না তাহা নহে। সমবেদনা একেবারে না জাগাইতে পারিলে রসস্পৃষ্টই সম্ভব হইত না। তবে সে সমবেদনা পাঠকচিত্তকে ব্যথিত বা পীড়িত করে না— রসাভাস ঘটায় না—তাহার বৃত্তে আনন্দের কুষ্মই ফুটিয়া উঠে।

কল্পিত নরনারীর বেদনার পরই ইতিহাসের নরনারীর বেদনার কথা। যাহারা ক্ললোকে বাস করে, তাহাদের কথা আর যাহার। শ্বতিলোক বা স্বপ্রলোকে বাস করে তাহাদের কথার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

যাহারা সকল হঃখবেদনার অতীত লোকে চলিয়া গিয়া চিরদিনের জন্ম তাহাকে এড়াইয়াছে, তাহাদের বেদনার কথাও চিত্তকে অভিরিক্ত পীড়িত করে না।

কবি যখন কল্পিত বা 'প্রেত' নরনারীর বেদনার কথা লইয়া কাব্য রচনা করেন, তখন ছংখকে উপভোগ্য করিয়া ভোলার অভ্য ছংখের সঙ্গে সান্ধনা ও আখাসও জুড়িয়া দেন--লাঞ্ছিতের পুরস্থারের ও লাঞ্নাকারীর দণ্ডেরও ব্যবস্থা করেন।

যে শ্রেণীর নিদারুণ যন্ত্রণায় মানবাত্মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, যে শ্রেণীর গভীর ত্রংথে- মামুদের মন্তিদ্ধ বিক্বত হয় বা চৈত্তাবিলোপ হয়, সে শ্রেণীর তুঃথকে বর্জন করিয়া কবিগণ কল্লিত নরনারীর জীবনের ছোট थाटी इ:थटकरे कारवात छेशानानयत्र धर्ग करत्र। দেইজ্ঞাই বোধ হয় প্রেমের বেদনা ও বিরহের ব্যথাই কাব্যে এত বেশী স্থান অধিকার করিয়াছে। বেদনাকে আশ্রয় করিয়া অমর কাব্য মেঘদুত বিরচিত इहेश्रारक्ट—(म (वनना अक्टब्रन (वनना नग्न वनिश्रा কাবে৷ উপভোগ্য বেদনা-বিলাস হইয়া উঠিয়াছে এবং যুগে যুগে এত আনন্দ দান করে। মহাকাব্যের মধ্যে অনেক নিদারুণ যম্বণাভোগের চিত্র আছে— মহাকাব্যকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্ম তাহার প্রয়োজনও হইয়াছে; — কিন্ধ মহাকাব্যের সেই স্কল চিত্রগুলি কি অপূর্ব্ব কাব্য হইয়া উঠিয়াছে ? যদি ভাহাও হইয়া থাকে—তবে ঐ যন্ত্রণাভোগের সৌভাগ্যময় পরিণতির সাজনা ঐগুলির সহিত বিজড়িত হইয়াই যন্ত্রণাকেও উপভোগ্য করিয়া তুলিতেছে বলিতে হইবে।

গীতিকাব্যের কবি আত্মজীবনের নিজস্ব হংথাস্কৃত্তিকে কাব্যের উপাদান করিয়। তুলেন। নিজেই নিজের হংথকে উপভোগ করিতে না পারিলে কাব্যেও ভাহাকে উপভোগ্য করিতে পারেন না। যে হংথে কবির জীবন জর্জারিত, যে হংথে তাঁহার কল্পনাবৃদ্ধি হত-চেতন,যে হংথে তাঁহার আত্মা আর্তনাদ করিয়া উঠে—সে হংথ লইয়া কবি কাব্য লেথেন না,—লিখিলেও হংথকে উপভোগ্য করিয়া তৃলিতে পারেন না এবং তাহা ঠিক কাব্য হইয়াও উঠে না—হংথের বিবৃতি মাত্র হয়। নিজের হংথ হইলেও যাহার বিবৃতিতে কবি নিজে আনন্দ পান—তাহাই কাব্যে উপভোগ্য হইয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিগণ নিজ্ञ নিজ্জ জীবনের ছোটগাট অতীত হংথের বারাই শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করিতে পারিয়াছেন। যে হংথ অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই হংথের স্বৃতিকেই উপভোগ্য করা। চলে। বর্তমানের যে বেদনা কবিকে কাব্য কষ্টিতে বাধা দেম—পাঠক-চিত্তে সেই

বেদনাই রসসভোগেও বাধা দেয়। কোন কোন কবি
নিজ নিজ জীবনের গভীর হৃঃথ অবলম্বন করিয়াও শ্রেষ্ঠ
কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কথন ? গভীর
হৃঃথের বিক্ষোভ ও আলোড়ন যথন থামিয়া গিয়াছে—
যথন চিত্তে আবার প্রসল্লতা, শাস্তি ও প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়া
আাস্য়িছে—চিত্তের শাস্ত রসম্রোতে যথন গভীর হৃঃথের
মৃতিটুকু কেবল প্রতিবিশ্বিত হইয়া আছে অর্থাৎ মথন
গভীর বেদনা 'মৃতিবিলাদে' পরিণত হইয়াছে।

পাঠকের পক্ষে কাব্যের রসভোগ,—কাব্যকে আপন মনের মাধুরী দিয়া পুনর্গঠন। রসভোগও এক প্রকারের 'কবিক্বভি'। যে হৃঃথ কবির রস-স্টিতে বাধা দেয়, সে হৃঃথ পাঠকের চিত্তে কাব্যের পুনঃস্টিতে বে বাধা দিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? স্থকবি পাঠক-চিত্তে এমন বেদনার স্টি কখনও করিবেন ন;—বাহাতে ঐ স্টির ব্যাঘাত জন্ম।

ত্বঃথের কথা হইলেই পাঠক-চিত্তে বেদনা জাগিবে এমন কোন কথা নাই। ত্বংখের কথাকে কবি যদি বিনাইয়া বিনাইয়া এমন করিয়া বলেন, যাহাতে করুণ অতিকরুণ বা অকরুণরূপে করুণ হইয়া উঠে—পাঠকের চিত্তে রদক্ষরণ অপেকা যদি নেত্রে অশ্রুকরণই কবির উদ্দেশ্য হয়, তাহ। হইলে পঠিকচিত্ত কেন ব্যথিত হইবে না ? মামুষ স্বভাবতঃ সহাত্তভূতিশীল—তাহার সহাত্তভূতি জাগাইবার প্রচেষ্টা করিলে তাহা জাগিবেই—আনন্দ জাগিবার অবসরই পাইবে না। সেজনা কবির লেখনীতে চাই সংযম। কবির পকে প্রকল কেত্রেই সংযম পরম ধর্ম-বিশেষতঃ কাব্যের উপাদান যদি হয় হংথ,—তখন সংষম ছাড়া কিছুতেই ভাহাকে উপভোগ্য করিয়া ভোলা যায় না। ছ:থের কথাকেও এমন ভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে, যাহাতে ছঃধ পাঠকচিত্তে ভীরের মত না বিধিয়া কেবল রসানন্দের উৎস-মুখটি খুলিয়া দিবে। অবারিত জল ধারায় শক্ত ভাসিয়া যায়, আলবালের বন্ধন ছাড়া শস্ত বাঁচে না। রদের শস্ত সম্বন্ধেও সেই কথা।

এই সংযম শুধু ছঃপামুভ্তিরই সংযম নয়—প্রকাশ-ভলিরও সংযম। কাব্যের অক্সায়্ত অকের সৌঠব, শোভনতা, শৃঞ্লা, সামঞ্জুস্ত ও মাধুগ্য স্ট করিতে গেলেই এই সংযম আপনি আবে। ছংখের কাহিনী সহজেই পাঠকচিত্ত বিগলিত করিবে এই ভরসায় ছন্দোবন্ধ, আলন্ধারিকতা, ব্যঞ্জনা, কলাচাতুর্য্য ইত্যাদি কাব্যের বহিরক্ষের দিকে উদাসীন হইলেত চলিবে না। তু:খের কাহিনী বলিয়া করুণা করিয়া রসলক্ষী সমস্ত ক্রটীবা অভাব মার্জনা করিবে না। বরং ছঃখ <sup>যথ</sup>ন কাব্যের উপাদান, তথন বহিরক্বের চমৎকারিতা সম্পাদন আরও বেশী করিয়াই চাই—নতুবা ছ:খ উপভোগ্য হইয়া উঠিবে কেন ? যিনি সংক্বি, তিনি এ কথা বুঝেন। তাই তিনি প্রকাশভঙ্গিকে চিন্তাকর্ষক করিয়া, কাব্যের বহিরক্ষের অপূর্ব্ব সেচিব সম্পাদন করিয়া—চিত্ততর্পণ কলাকৌশলের সাহায্যে তঃথক্লেশকে উপভোগ্য করিয়া তোলেন—লোনাজলকেও ডাবের জল করিয়া তোলেন— অবাঞ্চিতকেও বাঞ্নীয় করিয়া তোলেন। তাই অজ-বিলাপ রতিবিলাপও উপভোগ্য হইয়া উঠে। তাই তাঁহাদের কাব্যের 'উপকরণ' যদি বা কোন পীড়া দেয় 'অলঙ্করণ' সে পীড়াকে আনন্দে পরিণত করে।

হঃথকে কাব্যের উপাদান করিতে এতই যদি বিজ্বনা,
—এতই যদি সতর্কতার প্রয়োজন—তবে যুগে যুগে কবিরা
হঃথকেই কাব্যের উপাদান করিয়াছেন কেন? পাঠকই
বা করুণরসের কবিতারই এত পক্ষপাতী কেন?
তাথার কারণ—হঃথের মত মানবচিত্তের স্থপরিচিত
চিরবর্জ্জনীয়, চির অবাঞ্চিত অহুভৃতিটিকে উপভোগ্য
করিয়া তুলিতে কবিরও যত আনন্দ, উপভোগ্যরূপে
পাইতে পাঠকেরও তত আনন্দ। আনন্দের যে চির বিরোধী
তাহাকে আনন্দে পরিণত করাতেও থেমন ক্রভিদ্ধ
—সে আনন্দ উপভোগেও তেমনি অপ্র্বতা। পদ্ধ রে
পদ্ধজে পরিণত হইয়াছে ইহাতে অস্তার ক্রতিত্ব যেমন অপ্রব্ধ
—এই চিস্তাতেও আমাদের মনে বিশ্বয়, আনন্দ ও তৃথিও
জন্মে তেমনি অপ্র্বা।

প্রাক্কত হংগ কেবল অশ্রসরোবর—কবিতায় এই হংগই যথন উপভোগ্য হইয়া উঠে তথন অশ্রসরোবর ভরিয়া উঠে রসের পঞ্চল-মালায়।



## তুরক্ষের পূর্ব্ব পরিচয়

সে রাম নাই আর সে অযোধ্যাও নাই এই প্রবাদ বাক্যটী বর্ত্তমান তুরস্ক সম্বন্ধে সর্ববাংশেই প্রয়োজ্য। সহস্র রজনীর খলিফাদের বসরা ও বাগদাদ হইতে প্রভূত্ব অন্তর্হিত হইয়া গেলে মধ্য এশিয়া হইতে একদল তুর্কি সৈম্ম তাহাদের দলপতিদের অধীনে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করিয়া বিখ্যাত শেলজ্ঞকদ বংশ ধ্বংস করিয়া নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। এই সময়ে ইউরোপেও রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হয়। হন কর্ত্তক রোম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, কনষ্টানটীনোপলে রোম-সামাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। হারাশ-উল-রিসদ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণকে যেমন রোমের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল, নব প্রতিষ্ঠিত তুর্কী সামাঞ্চ্যকেও সেইরূপ এই পূর্বে রোম-সামাজ্যের সাহিধ্যে আসিয়া শক্তি পরীক্ষার জন্ম প্রস্তাত হইতে হয়। চেকিস্থান কৰ্তৃক তুকীগণ কতকটা বিধান্ত না হইলে এই পূৰ্ম-দেশীয় রোম-সামাজ্যের পতন শীঘ্রই হইয়া ঘাইত। চেক্সিখান দেশ-বিদেশ জয় করিয়া স্বদেশে প্রভাগেমন করিলেই অতি অল্ল সময়ের মধ্যে এই নৃতন জাতি তাহাদের বিধান্ত শক্তি পুনর্বার প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রবল रहेश खेळ ।

কনটাটনোপলের রোম সাথ্রাজ্যে শ্রীক প্রাবাগ্যই
পরিলক্ষিত হইত। প্রাচীন গ্রীকগণ স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ ও শান্তিপ্রিয় জাতি ছিলেন। রোমের জিগীযা
প্রবৃত্তি—তাহাদের মধ্যে জ্বরই লক্ষিত হইত। ইহা
ছাড়া বছ প্রাতন বনিয়াদীবংশ সমূহ আত্মকলহে মগ্ন
ইইয়া পরস্পর যেমন পরস্পরের ধ্বংসের কারণ হইয়া

দাঁড়ায়, এই প্রাচ্যদেশীয় রোম-সাম্রাজ্যেরও সেই দশা ঘটিল। গৃহ-বিবাদ ও জ্ঞাতি-বিস্নোধ এই অভঃসার শৃষ্ঠ সাম্রাজ্যকে আরও তুর্বল করিয়া তুলিল। অবশেষে ১৪৫০ খুষ্টাব্দে তুরদ্ধের স্থলতান প্রথম মহম্মদ অল্লায়াসেই কন্টান্টীনোপল দখল করিয়া, প্রাচীন রোমের অন্তিপ্ত ধরা-পৃষ্ঠ হইতে চিরদিনের জন্ম মৃছিয়া ফেলিলেন।

মধ্য এশিয়া ইইতে নবাগত তুকীর বিভিন্ন দলগুলি জড়োপাসকই ছিল। তাহারা আরব দেশে নিজেদের প্রাধান্ত বিস্তার করিতে গিয়া আবার মুসলমান ধর্ম ও আদর্শের সংস্পর্শে আদিয়া, সেমিটিক ধর্ম ও কাল্চার গ্রহণ করে। তুকীগণ জেতা হইলেও বিজিত আরব-গণের ভাষা ও তাহাদের আচার-ব্যবহার সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ তাহাদের সমাজে স্থান লাভ করিল। এই প্রথাই ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মৃত্যাফা কামাল তুকীকে একটী স্বাধীন জাতিতে পরিণত করিবার মানসে তুরস্ক হইতে আরবের ধর্ম ও ভাষাকে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।

গৃথিবীর ইতিহাসে আমরা যথন দেখি যে কোন জেতা বিজিতদের ধর্ম ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতে-ছেন, তথনই তাঁহারা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জম্ম কি ধর্ম সংক্রান্ত কি সমাজ সংক্রান্ত নৃত্ন অভিজাত শ্রেণীও সৃষ্টি করিয়া লইতেছেন। কিন্তু তুর্কীর স্বলতানগণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেও পৃথক অভিজাত শ্রেণী তৈয়ারী করিবার জন্ম কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। বসরা বা বাগদাদের মুসলমান সম্রাটগণ হজরতের বংশধর হিলারে আপনাদিগকে তাবং মুসলমান সম্প্রদায়-গুলিরই গুলু বলিয়া দাবী করিতেন। উচ্চা বংশগ্রের পতন হইলে ঐ সন্মান মিশরের স্থলতান লাভ করেন।
কালক্রমে মিশর ত্রস্কের অধীনতা স্বীকার করিলে,
ত্রস্কের স্থলতান 'থলিফা' উপাধিটী গ্রাংণ করেন বটে
কিন্তু উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কোন বিশেষ
অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস একেবায়েই করেন
মাই।

সকল সাম্রাজ্যকেই জাতিবিশেষ বা খেণীবিশেষের বাহুবল ও বৃদ্ধিমন্তার উপর আত্মনির্ভর করিতে হয়। উন্নতিশীল স্কল সামাজ্যই একটা বিশিষ্ট মুখপাত্র হইয়া তাহার শক্তি বিকাশ করে। তুরস্কের স্থলতানগণ এই শক্তি অর্জন করিবার জন্ম পুরাতন মিশরীয় প্রথা অবলম্বন করেন। প্রাচীন মিশর জাতি পরাজিত দেশসমূহ হইতে বৃদ্ধিমান বালক-সংগ্ৰহ করিয়া আনিয়া মিশরীয় শিক্ষাদান করিয়া ভবিষ্যতে তাহাদিগকে রাজ্যের বিশেষ শক্তিরূপে পরিণত করিয়া লইতেন। তুরস্কের সম্রাটগণ নানা বিভিন্নজাতি ও জনপদের অধীশ্বর হইয়া উহাদিগকে চিরকালের জন্ম পদানত রাথিবার মানসে তাহাদের মধ্য হইতে শক্তিমান যুবকগণকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য ও যুদ্ধ-বিশ্বা শিক্ষা দিতেন। ইহাদিগকে জেনা-দেরিদ বলা হইত। এই জেনাদেরিদগণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সংগৃহীত হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার সংস্কীৰ্ণতা একেবারেই দেখা ঘাইত না। পরিচয় দিতে পারিলেই জেনাসেরিদগণের যে কেহ তরম্বের প্রধান সচিব অবধি হইতে পারিতেন বলিয়া, কোনরপ সংখীর্থতা তাহাদের মনের মধ্যে আদপেই স্থান পাইত না। এই জেনাসেরিদগণের বাহুবল ও বৃদ্ধিমতার উপর নির্ভর করিয়াই ভবিষ্যতে তুরস্ব সাম্রাজ্য বহু শাখা-প্রশাখায় স্থশোভিত হইযা প্রকাণ্ড মহীক্ষহে পরিণত হয়।

পঞ্চনশ শতাকীতে ইউরোপ শতভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তথায় আধিক ও রাজনৈতিক সমস্তা অপেক্ষা ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারই ক্রমশঃ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছিল। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট খুষীয় ধর্মের তুইটি শাখা। এই উভন্নবলের বিরোধু ও বৈরীভাব ক্রমশঃ এমনি উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল যে,

উহাদের কলহের মীমাংদা করিয়া দিবার জভ্য একটি নিরপেক্ষ শক্তির একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। তুর্কীর সমাটিগণ স্বয়ং মুসলমান হইলেও ধর্মসংক্রান্ত কোন প্রকার গোঁডামী তাহাদের ছিল না। পরাজিত খন্তান জাতিগণকে তাঁহার। সকল সময়েই সকল প্রকার উদারত। প্রদর্শন করিবার জন্ম প্রস্তুত ছিলেন। বিদেশীয় বাসিন্দাগণকে তুর্কী দানাপ্রকার বিশেষ স্থবিধা প্রদান করিতেন। তাহারা যাহাতে স্বাস্থ জাতিগত আইন-কাতুন কর্ত্তক শাসিত হইতে পাঝে, সে বিষয়ে তুর্কীর সমাটগণের বিশেষ নব্দর ছিল। এই জন্মই যেখানে প্রটেষ্টান্টগণ রোমান ক্যার্থলিকগণের গলা টিপিয়া ধরিতেছিল কিছা বোমান ক্যাথলিকগণ প্রটেষ্টাননিগকে একান্ত বক্ত পশুর ন্যায় হত্যা করিতেছিল, দেখানে উদার মতাবলম্বী তুর্কী শাসন, শাস্তি ও সাম্যতার বার্তা বহন করিয়া আনায় অনেক থুৱান-জাতিই এই তুর্কী শাসনকে ভগবানের আশীর্বাদ হিসাবে শির নত করিয়া মানিয়া লইয়াছিল। খুব অল্পময়ের মধ্যে তুরস্ক সামাজ্য যে অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল. ইহাই তাহার এক প্রধান কারণ।

তৃকীর স্থলভান প্রথম মহম্মদ একজন দেশ-বিজয়ী বীর ছিলেন। তাঁহার শাসনকালের মধ্যেই সার্ভিয়া এথেন্স, মোরিয়া, এজিন দ্বীপপুঞ্জ, ওয়ালেফিয়া, হারজোগো-ভেনিয়া ও বেলনিয়া তৃরস্ক সামাজ্যভুক্ত হয়। ভেনিসের সহিত্ত সংঘধ হইবার উপক্রম হইলে, স্থলতান মহম্মদ তাঁহার সৈত্য সামস্ত সংগ্রহ করিতে ব্যন্ত হয়েন কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ইটালীর রাজ্যগুলি রক্ষা পাইয়া যায়।

ক্ষলতান সংখাদের মৃত্যুর পর ত্রক্ষের রাজনপু লইয়া তাঁহার পুত্রদ্বের মধ্যে ভীষণ ভাত-বিরোধ ঘটে। মহম্মনীয় উত্তরাধিকারতত্ব খুব স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ না থাকায়, ম্সলমান সমাজে এইরূপ জ্ঞাতিল্যােই পৃথিবীর সর্বতই সংঘটিত ইইয়াছে। কিছুনিনের সংঘর্ষের পর জ্যোষ্ঠপুত্র বজাজেদ কনিষ্ঠ ভাতাকে পরাত্ত ও নিহত করিয়া শাসননপু গ্রহণ করেন। তিনি সর্বাংশেই পিতার অহুপ্রত্ত পুত্র ছিলেন। যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তিই তাঁহার প্রিয় ছিল। সমরক্ষেত্র তাঁহার অপ্রিয় হওয়ায়, হেরামের

বিলাস কক্ষণ্ডলিকেই তিনি শ্রেয়: বলিয়া স্থির করেন। হর্ধর্য তুর্কীজাতির হাদয় হইতে রণোলাস তথনও দুরীভূত হয় নাই। তাহাদের রণ-তৃষ্ণা তখন অবধি পূর্ব্ববং প্রবল থাকায় এই শান্তিপ্রিয় সম্রাট তাহাদের চক্ষশুল হইয়া উঠেন। সামাজ্যের গুল্পরূপ জেনাসিরিদগণ যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া আত্মোত্মতি করিতে পারিত বলিয়া তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহের কামনা করিত। অবশেষে এই যুদ্ধপ্রিয় জাতি স্থলতানের বিরুদ্ধে প্রকাশভাবে বিদ্রোহ (घारण कतितन, ममाटित (काष्ठेशुक अथम तमलम উপाधि গ্রহণ করিয়া পিতাকে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ১৫১২ সালে তুরস্ক সমাট প্রথম দেলিম পিতৃপরিত্যক্ত তুরস্ক-মদনদে আরোহণ করেন। পিতামহের পদাক অমুসরণ করিয়া নুত্র সম্রাট দেশ-বিজয় করিবার জন্ম সমস্ত মন-প্রাণ নিয়োগ করিলেন। অতি অলসময়ের মধ্যেই তুরস্ক বাহিনী পারশ্রকে পরাস্ত করিয়া মেনোপটামিয়ায় তুরস্ক-শাসন প্রবর্ত্তন করে। মেনোপটা-মিয়া একটি বহু পুরাতন রাজ্য। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাবিলন, আদেরিয়া এই রাজ্যেরই অন্তর্গত। এইখানেই আরব্যোপ্রাস বর্ণিত থালিফগণ রাজ্ত করিতেন। তাহার পর তুরস্কের বিজয়-বাহিনী মিশর দেশে প্রবেশ করিয়া উহাও তুরস্ক সামাজ্যের অন্তভুক্তি করিয়া লয়। ১৫২০ খুষ্টাব্দে এই দিক-বিজয়ী বীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সলিমান দি মাগনিফিসেন্ট তুকীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ক্লতান সলিমান ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই তুর্কী সামাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। ভিনি ভেনিসের সাধারণতন্ত্রকে পরান্ত করিয়া তাহাদের অধিকৃত ভূমধ্যসাগরন্থিত দ্বীপগুলি ত্রক্বের অধিকারজ্বক করিয়া লয়েন। সমস্ত গ্রীসদেশে তাহার শাসন ক্প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন অধ্বীয়া সামাজ্য ধংস করিবার জন্ম তিনি একদল সৈত্য প্রেরণ করিয়া ক্প্রসিদ্ধ রাজধানী ভিয়েনা নগরী অবরোধ পর্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার বিধানে তুর্কী সৈত্য পরাজ্বিত ইয়া যায়। এইখানে ক্লতানের বাহিনী সফলকাম ইইতে পারিলে পৃথিবীর ইতিহাস আজ্ব অন্ত প্রবাদ্ধ আকার ধারণ করিত।

সলিমান ও তাঁহার বংশধরগণ আপনাদিগকে তিনটি মহাদেশ ও ছুইটি সমুদ্রের সর্বময় অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এইরূপ গর্ব করিবার কারণও যথেষ্ট ছিল। এশিখা মহাদেশে সমগ্র এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া, আরব, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, ক্ষেড্ডা ও মেসোপটামিয়া তুরস্ক সমাটের শাসনাধীন ছিল। আফ্রিকায় মিশর, ত্রিপোলী, টিউনিস ও মরকো ফলতানের শাসন মানিয়া লইয়াছিল। ইউরোপ মহাদেশে সাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, বোদনিয়া, হারদিগোভিনিয়া, গ্রীস ও এজিন দ্বীপপুঞ প্রভৃতি জনপদগুলিতে তুকী শাসন স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভূমধ্য দাগর ও লোহিত্সাগরে স্থলতানের প্রভূত্ব এরপ স্থদ্যভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে যে কাল্ক্রমে এই পথ দিয়া যে ব্যবসা-বাণিজ্য সংঘটিত হইত উহা তরস্কের বণিক-গণের করতলগত হইয়া যাওয়ায় ভেনিসের বণিক্রণ তাহাদের নিকট হইতেই প্রাচ্যের পণ্য থরিদ করিমা পশ্চিম ইউরোপে বিক্রয় করিতেন।

## তুরস্ক সাত্রাজ্যের পতন

উন্নতি ঘটলেই পতনও একদিন অবশুদ্বাবী হইয়া দাড়ায়। এই সনাতন প্রথায়যায়ী স্থাসিদ্ধ তুরস্ক সাম্রাজ্যও কাল পরিবর্তনের সহিত ধ্বংসের পথে আসিয়া দাড়াইতে লাগিল।

ত্রক্ষের স্থলতানগণ যে পরিমাণে ছর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন, ঠিক সেই পরিমাণেই জেনাদিরিজগণের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্থলতান তৃতীয় সেলিম সৈনিকগণের ক্ষমতা হ্রাস করিবার বিশেষ চেষ্টা করিলেও সফলকাম হইতে পারেন নাই। এদিকে জেনাদিরিজগণ অধিকতর প্রভুছ প্রিয় হইয়া উঠায় তাহায়া স্থলতানের পর স্থলতান পরিবর্তন করিয়া চলিল। স্থলতান তৃতীয় সেলিমের মুহ্য হইলে তাঁহার ভাতৃস্ত্র চতুর্থ মুন্তাফা নাম গ্রহণ করিয়া তৃরক্ষের মসনদে আরোহণ করেন। সৈল্পগণের মনস্কটি সম্পাদন করিতে অক্বতকার্য হওয়ায় অবাধ্য দৈল্পগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাহারই এক ভ্রাতাকে উক্ত মস্নদ প্রদান করে। নৃতন স্থলতান ছিতীয়

মহন্দ দৈনিকগণ কর্ত্ত নির্বাচিত হওয়ায় একেবারেই তাহাদের হত্তের ক্রীড়নক হইয়া পড়েন।

সমাটকে গৃহবিবাদে ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়া তুরক্ষ-শাসিত প্রদেশগুলির শাসনকর্ত্তাগণও একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পদা অমুসরণ করিতে লাগিলেন। মিশরের শাসনকর্তা মহম্মদুআলী ক্রমশঃ প্রবল হইয়া এশিয়া মাইনর পর্যান্ত আক্রমণ করেন। মোলভেডিয়া ও ওয়ালিচিয়ার শাসন কর্তাগণ নিজের। মুদ্রমান হইলেও স্বাধীন নুপতি হইবার বাসনায় রাশিয়ার শরণাপন্ন হয়। উত্থানের সময় তুরস্কের স্থলতান-গণ জেনাসিরিজদের উপরেই সর্বতোভাবে নির্ভর করিয়া-ছিলেন। এই জেনাসিরিজগণ বিদ্রোহ করিলে তাহা-দিপকে দমন করিতে পারে এমন কোন শক্তিই রাজা মধ্যে না থাকায় সমস্ত রাজশক্তি কালক্রমে এই জেনাদেরিজগণের করতলগত হইয়া যায়। এই ক্ষমতা বংশগতভাবে অধিকারভুক্ত করিবার মানদে, নৃতন নুত্র জেনাদিরিজ সংগ্রহ করিবার প্রথা একেবারে লোপ করিয়া দিয়া তাহারা উহা কুলগত বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া লয়। রাজ্যের তাবং উচ্চপদগুলি আপনাদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইয়া কুলগত করিয়া লওয়ায় ক্রেনাসিরিজনের মধ্যে যে কর্মনক্ষতা ও উদারতা (मथ। याहेळ, তाह। একেবারেই লুপ্ত হইতে থাকে। এই জন্মই অর্থ ও সম্মান লাভ করিবার জন্ম পরাধীন জাতিগুলির উপর অত্যাচার করা এখন হইতে আরম্ভ হয়! রেশারেশি বৃদ্ধির সহিত জাতিগত পার্থক্যও স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে থাকে। দক্ষিণ ইউরোপের অধিকাংশ জাতিই আর্য্যবংশ দস্তৃত। তুর্কীগণ মঙ্গলীয় ঘংশজাত। তাহাদের ধর্ম ও আচার ব্যবহার সেমিটিক म्बाजा रहेर्ज भूरीच रहेग्राहिन। এই विधिन्नम्थी লভ্যতা তুইটীর মধ্যে কলহ বৃদ্ধির সহিত পার্থক্যও বেশ স্পষ্টভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিতে পরাধীন সমাট সর্বতোভাবে কতকগুলি জেনাসিরিজ পরিবারের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ায় আয় ও স্থবিচার **চির্দিনের জন্য তুরস্ক হাইতে বিদায় গ্রহণ ক**রে।

জাতীয়তার অভিব্যক্তির সহিত ইউরোপের শক্তিপুঞ্চ

তুরন্ধকে চিরদিনের জন্ম ইউরোপীয় মহাদেশ হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্ম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েন। রাশিয়ার জারগণ এই সমস্ত বিদ্রোহীদের নেতা হইয়া মথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সমরে গ্রীদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, ইউরোপের ভাবৎ শক্তিই প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে গ্রীসকে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ম সাহায্য করিতে লাগিল। এই গোল-যোগের সময় জেনাসিরিজগণের উপর নির্ভর করা কোনরকমেই যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া স্থলতান ঐ প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিয়া ইউরোপীয় প্রথায় দৈক্তদলগঠন করিবার প্রয়াদ পাইতে লাগিলেন। অতি অল্ল সময়ের মধ্যেই তিনি আধুনিক যুদ্ধ-বিভায় স্থাক্ষিত ও বর্ত্তমান অল্প শক্তে স্থান্থাই লক্ষ দৈন্তও সংগ্রহ করেন। রাশিয়া বা খুষ্টান শক্তি-পুঞ্জের সহিত সংঘর্গ উপস্থিত হইলে, গৃহ শত্রুগণকে দমন করিতে পারিবেন না কিয়া হয়ত তাহাদেরই প্রাধান্ত ঘটিতে পারে, এই আশকায় স্থলতান রাশিয়াকে কৃষ্ণ সমূত্রের উপর্ব তাহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া উহার ° সহিত সধ্যতাহতে আবদ্ধ হয়েন। মোরেডিয়া, সার্ভিয়া ও ওয়ালেচিয়া প্রভৃতি প্রদেশগুলি বিজ্ঞোহ ঘোষণা করিলে তাহাদিগকে কতকটা স্বাভন্ত প্রদান করিয়া তুরস্কের করদরাজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়েন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলওকে সম্ভষ্ট করিবার জন্ম গ্রীদের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন। ১৮৩৯ খুষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহম্মন দেহভাগে করিলে, তাঁহার পুত্র আবতুল মজিদ তুরক্ষের গদিতে আবোহণ করেন। এই সময়েই তুরক্কের সহিত রাশিয়ার আবার ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। ফ্রান্স ও ইংলত্তের মধ্যব্যহার এই বিরোধের অবসান হইলেও, রাশিয়া তুরককে ইউরোপ হইতে বিভাড়িত করিয়া দিয়া কনষ্টান্টী-নোপলে রাশিয়ার পতাকা উত্তোলন করিতে দুঢ়সংকর করেন। তুরস্ক সামাজ্যের মধ্যে যে বিজ্ঞোহানল তাহার পিতার জীবদশায় ধুমায়মান মাত্র ছিল, এখন তাহা ৰহি আকার ধারণ করিলে, স্থলভান ভীত হইয়া রাশিক্ষার সহিত মিত্রতা করিবার জন্ম বিশেষ ব্যক্ত इहेश। পछ्न। क्रमणः ममस्य मानिखेव श्राप्तम तानिशात <del>হুৱে অর্পণ করিয়া উহার সহিত একটা আপো</del>ষ কবিয়া লয়েন। মোলডেডিয়া ও ওয়ালেচিয়া ৰাশিয়ার নেত্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, স্থলতান উহাদিগকে याशीनछ। अमान करतन। ১৮৬১ शृहोस्क स्वाजान আধাবত্রণ মজিদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবত্তল আজিজ তরম্বের স্থলতান হ'ন। ভাঁহার অভিষেকের সহিত তুর্কীশাসিত বুলগেরিয়া, বোদনিয়া, হারজোগোডেনিয়া, ক্রিয়েট প্রভৃতি প্রদেশ গুলিতে দাবানলের আয় বিজ্ঞাহ বহি প্রজ্ঞালিত হইমা উঠিলে তুর্কী-দৈত্তপণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যত করিয়া স্থলতান বংশের একব্যক্তিকে দিতীয় আমুরাস উপাধি প্রদান করিয়া ওসমানবংশের রাজভক্ত প্রদান করে। এই হতভাগ্য স্থলতান সিংহাসনে পদার্পণ করিবা মাত্রই দৈলগণ কৰ্মক নিৰ্মাদিত হ'ন। বিদ্ৰোহী দৈনিক-গণ তথন পদচ্যত হুলতান আযুরাসের এক ভাতাকে বিতীয় আব্হল হামিদ উপাধি প্রদান করিয়া তর্ত্তের মসনদ প্রদান করে। তরক্ষের এই জন্তবিপ্লব উপলক্ষ ক্রিয়া রাশিয়ার সমাট ক্যানিয়ার মধা দিয়া ক্র্রান্টী-নোপল দখল করিয়া লইবার জল্প এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন। অন্তঃসারহীন তুরস্ক-সাম্রাজ্যের এমন শক্তি ছিল না যে এই বাহিনীর গতিরোধ করিতে পারে: কনষ্টানটানোপল রাশিয়ার করতলগত হইলে ইউরোপের দক্ষিণে খ্লাভ জাতির প্রাধান্ত ৰন্ধি পাইবে এই আশ্রায় ইংল্ড ও ফ্রান্স বত কটু স্বীকার করিয়া পতনোৰুপ ভুরস্ক সামাজ্যকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা कदत्रन ।

এতদিন অবধি তুরস্ক সাম্রাজ্য থৃষ্টান ইউরোপের
চক্ষ্পুল ছিল। রাশিয়া ধীরে ধীরে তাহার অধিকার
রিদ্ধি করিয়া লইয়া যথন তুরস্ক সাম্রাজ্যকে তুর্বল
করিয়া দিতেছিল, পশ্চিম ইউরোপের জাতিবৃন্দ তাহাতে অনেকটা উল্লাস প্রকাশ করিয়া আদিতেছিল।
কিন্তু ইউরোপের মান্টির হইতে তুরন্তের নাম একেবারে মুছিয়া দিলে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রাশিয়ার
প্রাধান্ত বৃদ্ধি পাইবে, এই আশ্বার ইংলঙ, ফ্রান্স ও জার্মানি তুরস্কের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্ত বন্ধপরিকর ১৮৭২ খুষ্টাব্দে তুকী সামাজ্যকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এক সন্ধিপতা প্রণয়ন করা হয়। এই সন্ধি অন্নুযায়ী তরস্ককে সভিয়া, রুমানিয়া এবং বলগেরিয়াকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া এবং বোসনিয়া ও হারজোগোডিলিয়া নামক প্রদেশ হুইটীকে অষ্ট্রীয়ার হস্তে অর্পণ করিতে হয়। এসিয়া মাইনরস্থিত বাট্য ও কার্স নামক প্রদেশ তুইটীকে রাশিয়ার হত্তে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহা ব্যতীত ইংলণ্ডের সহিত তুরক্ষের এক স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপিত হয়। এই দক্ষি সর্ভান্থগায়ী তরক্ষ নিজের অধীনম্ব প্রদেশে শাসন সংস্থার করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং ইংগও তুরস্ক-সামাজ্যের অবশিষ্ট রাজ্যগুলি রক্ষা করিবার জন্ম অঙ্গীকার করেন। এই সন্ধিরই একটা সর্ত্ত অফুসারে ভ্রম্যাসাগর**ন্থিত সইপ্রা**স ষীপটী ইংলণ্ডকে প্রধান করিতে হয়।

নবীন তুরস্ক ( Young Turks )

দেশের এই পতনোমুখ অবস্থা একদল তুর্কী-যুবককে বিশেষ বাথিত করে। তাহারা বদেশকে রক্ষা করিবার জন্ম একটা নতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে. তাহার নাম রাথা হয় নবীন তুরস্ক। ম্যাটিসিনির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা তুরস্কের তাবৎ জাতিগণের নিকট সংজ্যবদ্ধ হইয়া এক জাতিতে পরিণত হইবার জন্ম সামুনয় নিবেদন জ্ঞাপন করে। এই দলের নেভাগণ সকলেই সৈলদলের অধিনায়ক ছিলেন। তুরক্ষের স্থলতানগণ পরাজিত খুষ্টান ও ইচদি জাতিগণকে কথনই দৈল শ্ৰেণীতে প্ৰবিষ্ট হইতে দিতেন না। এইজন্ম বাবসা-বাণিজ্য তাহাদের হত্ত লতঃ থাকায় ভাহারা ক্রমশ:ই বিত্তশালী হইয়া উঠিতে থাকে। তুর্কীর নেতাগণ উপর্যাপরি আত্ম-স্রোহে ক্রমশ:ই নি:স্ব হইয়া পড়িতে থাকে। রাজধানীর विरमय विरमय जात्न चाउछ। शांकिया विरमें विषक्रभग বিস্তারিত ভাবে আপনাদের কারবারের শাখা-প্রশাখা **रिलाब प्राप्त विद्याविक क्रिया मियात करन जूबरहर** নেতুগণের আপর্থিক অবস্থা ক্রমশংই ভীষণ শোচনীয়

হইয়া দাঁড়ায়। ছদিশাগ্রন্ত হইয়া জেতা তুকীরাজপুরুষ-গণ বিজিত জাতিগুলির উপর অর্থের জন্ম বিবিধ অত্যাচার করা আরম্ভ করিলে তুকীর শাসনের যে স্থনাম ছিল তাহা চিরকালের জন্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়!।ছ তুরস্ক সাম্রাজ্যে কোন অভিজাত শ্রেণী ছিল না। "বে" "পাশা" ইত্যাদি সমান স্কুচক উপাধি প্রচলন থাকিলেও উহারা অনেকটা রাজ-কর্মচারীদের পদবী মাত্রই ছিল। উহাদের সহিত ষাভিদ্যাত্যের কোন গন্ধ ছিলনা। তুর্কীদ্যাতি তুরস্কে বসবাস করিবার পূর্কে আরবের বেত্ইনদের মতন করিয়া বেড়াইতে বলিয়াই অনেকটা গায়াবরী উহাদের সমাজে কোন প্রকার বদ্ধমূল সংস্কার বা প্রথা ছিল না। আরবের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও সনাতনী ইসলাম ধর্মের সহিত তুরস্কের মুসলমান ধর্মের অনেকটা পার্যক্য লক্ষিত হইত। বলপুর্বক কাফেরদিগকে মুসলমান ধর্মে দিক্ষিত করিবার জ্ঞা তুর্কীরা কথনই চেষ্টা করে নাই। আচার-ব্যবহারে তুকীরা চিরকালই সাম্যবাদী ছিল। প্তনোনুথ অবস্থায় স্থাটগণ তুর্বল হইয়া পড়িলে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ কি হু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও প্রক্তপক্ষেধনী সম্প্রদায় তাহাদের মধ্যে ছিলন। বলিলেও কোনরূপ অত্যুক্তি করা হইবে না। জেনাদিরিজের প্রভুত্ব শেষ হইলে তুরস্কের নবীন দেনা নায়কগণ তুরস্ক-সামাজের কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইল। পাশ্চাত্য শক্তি পুঞ্জের সংস্পর্শে আসিয়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্থশিক্ষিত হইয়া এই সেনানায়ক মণ্ডলী সর্বাংশেই ভাষাপন্ন হয়েন। রাশিয়ার নিকট পরাস্ত হইয়া এবং রাশিয়াকে তাহাদের চিরশক জ্ঞানে উহার ক্ষমতার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যেই 'নৃতন তুরস্ক' দল সংঘটন করেন। এই দলের সহিত সমাটের কোন সম্বন্ধ না ধাকিলেও এই নৃতন দলকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার জন্ম সম্রাট পক্ষ হইতে কোন প্রকার উচ্চোগই করা হয় নাই। জাতীয়তার অভিব্যক্তি হিসাবে তুর্কীফেজ এই দল কতৃ কই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা উচ্চ রাজকর্মচারীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় এবং তুর্কী জনসাধারণ অজ্ঞ এবং নিরক্ষর হওয়ায় উন্ধতিশীল দলের ধ্যান ধারণার সহিত সহায়ভৃতি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা সাধারণ তুর্কী প্রজার একেবারেই ছিলনা। এই জ্য়ই জাতীয়তা-আন্দোলন থুব প্রবল ভাবে পরিচালিত হইলেও সমস্ত দেশমধ্যে উহা ছড়াইয়া পড়িতে পারিল না। তুর্কীর যুবক দেনানায়কর্মণ উচ্চ আদর্শে অম্প্রাণিত হইয়া মহান ধারণা হলয় মধ্যে পোষণ করিতেন, তাঁহাদেব অধীনস্থ দৈল্লগণ তাহার কোন আম্বাদই উপভোগ করিতে পারিত না। এই জ্য় এই আন্দোলন মাত্র শিক্ষতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়, ব্যাপক ভাবে সম্গ্র দেশ মধ্যে কথনও ছড়াইয়া পড়ে নাই।

স্থলতান আবহুল হামিদের অনেকগুলি সদ্গুণ ছিল। তিনি দেখিতে যেমন স্থপুরুষ ছিলেন, তেমনি বিচক্ষণ ও স্থবিবেচক ও ছিলেন। সেনানায়কগণ উঁহার উদ্ধতিন তুইজন স্থলতানকে উপযুৰ্তপরি সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে অন্তরে অন্তরে অত্যস্ত ভয় করিতেন। প্রধান সচিব সাদাৎ পাশাকে সমস্ত •চক্রান্তের মূল কারণ স্থির করিয়া স্থলতান সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে কারাক্তর করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ সালের সন্ধি অন্থায়ী ইংলণ্ডের আদর্শে তুরস্ককে নৃতন পালামেণ্ট প্রদান করিবার কথা হইয়াছিল! উক্ত পাল বিমেণ্ট হুই একবার ডাকা হইলেও পাছে সমস্ত ক্ষমতা উহার হস্তে গ্রস্ত হইয়া পড়ে এই আশকায় তিনি পাল**িমেণ্ট তুলি**য়া দিয়া অতি সম্ভর্গনে স্বহন্তে রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করেন। জন সাধারণের মধ্যে তুরস্কের সম্রাট ভগবানের অবতারক্রপে এখনও পৃজিত হওয়াম এই সমস্ত পরিবর্ত্তনে তাহারা কোন প্রকারই অসম্ভোষ প্রকাশ করিল না। তুই চারিজন উচ্চ রাজকর্মচারী যাহার। সমাটকে প্রতিশ্রুতি ভক করিতে দেখিয়া কুদ্ধ হ'ন, কিন্তু অপরাপর সন্ধিদের সহাত্তভূতি না পাইয়া.নীরবেই উক্ত রোষ হাদয় মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে বাধ্য হয়।

#### কামালের বাল্যকাল

:৮৮০ খুষ্টাব্দে সালোনিকার নিকট একটি নিভত পল্লীতে কামাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আলিরেজা যে এবং মাতার নাম জ্বেদা হাতুম। তুর্কীক্ষাতি পারিবারিক গৌরব অপেক্ষা tribe বা দলের গৌরবকেই অধিক সম্মান প্রদান করিত বলিয়া, কামালের পুর্বপুরুষগণের কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়। যায় না। অহুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এই অবধি বুঝিতে পারা যায় যে কামালের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এশিয়া মাইনর প্রদেশস্থিত অনাটোলিয়া প্রদেশে বসবাস করিতেন এবং কৃষিই তাঁহাদের একমাত্র জীবিক। ছিল। কামালের পিতা হইতে ছুই তিন পুরুষ পূর্বেক কেই সালোনিকায় আসিয়া বাস স্তুক করেন। কামালের পিতা পাশ্চাতা শিক্ষায় স্থশিকিত না হইলেও উক্ত শিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রগাট ভক্তি ও অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি অন্তরের সহিত বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজে প্রচলিত সনাতনী প্রথাগুলি প্রাচীন কালের জীবনু-যাতার জ্ঞ স্বিশেষ উপ্ৰোগী হইলেও বৰ্ত্তমান যুগে উহারা বিশেষত্ব-হীন হইয়া যাওয়ায় একেবারেই উদ্দেশ্যহীন হইয়া দাঁড়োইয়াছে। উন্নতশীল তুকাঁর মস্তক যথন রাশিয়ার নিকট অবনত হইয়া পড়ে তথন তুকীকে স্কাংশে ইউরোপের শিক্ষায় স্থশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্ম যে দমন্ত নেতা বন্ধপরিকর হ'ন, আলবেগ তাঁহাদেরই একজন হইবার ইচ্ছায় উক্ত দলে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা অল্ল হওয়ায় এবং অবসরও যথেষ্ট না থাকায় ইচ্ছামুযায়ী কর্ম্ম করিরার স্থবিধা বা স্থযোগ করিয়া লইতে পারেন নাই।

তুর্কীরা সকলেই রাজকার্য্যকে সম্মানজনক জ্ঞান করিত বলিয়া, আলি বেগও প্রথম জীবনে কাষ্ট্রম হাউদে সামান্ত চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথনকার প্রথাম্থায়ী বেতন অল্পই ছিল, কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ করিবার যথেষ্ট অবসর ছিল। আলিবেগ উৎকোচ গ্রহণ করাকে জ্বায়ের সহিত দ্বাণা করিতেন বলিয়া সামাত্র বেতনেই কোনরূপে সংসার্থাত্র। নির্বাহ করিতেন। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্থানিক্ষত করিয়া তুলিবার দারূল উচ্চাশা হৃদয় মধ্যে উদিত হওয়য় আলিবেগ সম্মান জনক রাজকায়্য পরিত্যাগ করিয়া লাভজনক কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ব্যবসাস্তর গ্রহণ করায় রাস্তবিকই অর্থস্কছলতা ঘটে। আলিবেগ তুকীর রাজকর্মচারিদের ত্যায় পোষাক-পরিচ্ছদে বাবু ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ইউবোপীয় পোষাকে সজ্জিত হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। এই জন্ম তাঁহার বয়ও য়থেই হইত।

কামালের মাত। জুবেদা হাস্থম একেবারে প্রচীনকালের মুদলমান মহিলা ছিলেন। তাঁহার ধর্মে যেরপ
অগাণ ভক্তি ছিল, সম্ভানগণের প্রতি স্নেহও সেইরপ
প্রগাঢ় ছিল। পতিপ্রাণা জুবেদা স্বামীকে সাক্ষাং দেবতা
বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহার মনস্তুষ্টির জ্ঞা
সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন। তুরস্কে অবরোধ প্রথা তথন
খুব প্রবল ছিল। প্রকাশ্য রাজপথে কোন তুরস্ক
মহিলাই বিনা 'বরধায়' চলাচল করিতে সাহ্স করিতেন
না। সন্ধ্যার পর কোন রম্গীকেই রাজপথে বা নগরউত্থানগুলিতে দেখিতে পাওয়া যাইত না।

জুবেদা হান্ত্ম দেখিতে স্থাননী ছিলেন। তাঁহার
মাত্র একটি পুত্র ও একটি কলা হওয়ায় তিনি উভয়কেই যথেষ্ট আদর ও যত্র করিবার স্থায়াও স্ববিধা
পাইয়াছিলেন। স্বাভাবিক গান্তীয়্য কামালের মাতার
ম্থকে সর্বাদা আর্ত করিয়া রাখায় হাল্ডের লাস্য তাঁহার
বদন-মণ্ডলে কখনই ভাসিয়া না উঠিলেও, ঐ গান্তীয়্যর
মধ্যে এমন মনোমুয়্তকর এক মাধুয়্য ছিল মাহা
কামালের বাল্যকালকে মধুয়য় করিয়া রাখিয়াছিল।
দে সময় কোন মুললমান রমণারই শিক্ষা-গ্রহণ করিবার স্থবিধা ছিল না, কাজেই কামালের মাতাও নিরকরা ছিলেন।

স্থলতান হামিদ পার্লামেন্ট আহ্বান করা বন্ধ করিয়া দিলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা যাহাতে দেশমধ্যে প্রচলন করিতে পারা যায়, তাহার জন্ম চেষ্টার কটি করিতেন না। পাছে আপনার সার্শ্বভৌম শক্তির হাস হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নবীন ত্রন্ধের দলকে দেশ-মধ্যে শির-উত্তোলন করিয়া আাত্মপ্রকাশ করিবার অবসর প্রদান না করিলেও, ত্রন্ধের যুবকগণকে প্রত্যেক বংসর ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে প্রেরণ করিয়া নৃতন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আনাইতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিবার জন্ম ছই-একটি বে-সরকারী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহাদিগকে অর্থ সাহর্য্য করিতেন। আধুনিক শিক্ষায় স্থশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্ম সৈনিকগণের একটি সামরিক স্থল ও কলেজ স্থাপন করেন। উক্ত বিভালয় ও কলেজের তাবং ব্যয়ই স্থাট বহন করিতেন।

কামালের পিত। কামালকে ঐ রূপ একটি বেসর-কারী প্রতিষ্ঠানে প্রবিষ্ট করাইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। বিধবা জ্বেণা হাত্ম পুত্র-কন্তা লইয়া সহরে বাস করিতে গেলে অর্থাভাব ঘটিবে এই আশকায়, নগরের বাসস্থান তুলিয়া দিয়া এক স্থান্ত পালীতে কোন আত্মীয়ের আশ্রেরে গমন করেন। এই ভাগ্য-বিপ্র্যায়ের সহিত কামালের শিক্ষালাভ করাও স্থাতিত হইয়া য়ায়।

জ্বেদার আশ্রমদাতা একজন বর্দ্ধিয়্ রুষক ছিলেন।
সহরের হছ্প বা রাজনীতি তাঁহার নিকট বাতৃলতানাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইত! কামালকে আপন
আয়াত্রাধীনে পাইয়া তাহাকে একজন বিত্তশালী রুষক
করিবেন বলিয়া স্থির করেন। বাল্যকাল হইতেই
কামাল বাক্যসংঘমী ও নির্জ্জনতাপ্রিয় হওয়য়, পল্লীর
নিভ্ত মাঠগুলিতে বিসয়া য়৻ঀয়্র ভাবিবার ও চিন্তা
করিবার স্থায়েগ লাভ করিলেন। পল্লীর শ্রী ও
শান্তি তাঁহার হৃদয়ে মোহ আনিতে না পারিলেও
থানিকটা শান্তি আনিয়া দিয়াছিল। দিনের পর দিন
চলিয়া পেল, চায়ীর কায়্য তাহার উপয়ুক্ত পেশা নয়
এইরূপ অভিযোগ করিতে কামালকে কোনদিন কাহারও
নিকটেই শুনা পেল না।

জুবেদা হাস্থম কিন্তু স্বামীর অভিপ্রায় বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন। কোনরক্ষে সামান্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া কামালকে একদিন আপনার সন্নিধানে আংকান করিয়া বলেন যে সে সহরে জুবেদা হাস্থমের কোন আত্মীয়ার নিকট থাকিয়। অধ্যয়ন করুক, ইহার জন্ম যে অর্থ প্রয়োজন হইবে তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া দিবেন। উচ্চাশী কামালের নিকট এই অন্থরোধ দেবতার বরের আয়ই প্রতীয়মান হইয়াছিল। তিনি আর একদিনও অপেক্ষা না করিয়া শহরে তাহার মাতার আত্মীয়ার গৃহে উপস্থিত হন এবং একটি বে-সরকারী বিভালয় যেথানে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষাদান করা হয়, সেধানে ভর্তি হ'ন।

## কামালের ছাত্র-জীবন

কামাল যে স্কুলে প্রবেশ করিয়। অধ্যয়ন স্কুক্র করিলেন, উহা একটা সাধারণ প্রতিষ্ঠান, সরকার পক্ষের সহিত তাহার কোন সংশ্রবই ছিল না। কামাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন, কিন্তু সাধারণের সহিত চলাফেরা করিবার বা সহপাঠাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্তা কহিবার শক্তি তাঁহার একেবারেই ছিল না। স্থ্রিধা বা সময় পাইলেই কামাল কোন নির্জ্ঞানস্থানে বিদয়া গভীর চিন্তায় নিময় হইয়া পড়িতেন। দেশের হ্রবস্থার কথা তাঁহার কলয়ে শেলদম বিদ্ধ হইত। তাঁহার কোন সহযোগী কামালকে সর্ক্রনাই এইরূপ চিন্তাময় অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিয়াছিল, "তুমি সর্ক্রদাই কি চিন্তা কর ? আমি দেখিতেছি তুমি তুর্লীর স্থলতান না হইয়া ছাড়িবে না।"

এই বিভালয়ে কামালের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার প্রেই একটা ছর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। কামাল একদিন ভাহার কোন সহপাঠার সহিত মনোমালিকা হওয়ায় ভাহাকে মারপিট করিয়া বসেন। আরবী শিক্ষক গরীব কামালের স্কল্পে তাবং দোষ অর্পণ করিয়া সমস্ত ক্লাশের সম্মূর্থে কামালকে অভান্ত অপমানকর ভাবে শান্তি প্রদান করেন। তথন কামালের বয়দ মাত্র বার বংসর। কিন্তু মানাপমান জ্ঞান তথনই তাঁহার ধূব প্রবল ছিল। সাজা লইবার সময় কামাল প্রকাশ্যে কোন প্রকার বিদ্যোহী ভাব না দেখাইলেও গৃহে প্রভ্যাপমন করিয়া তিনি স্থির করেন ধে, স্কল্ব পদীতে থামারের কুলী-

নীবনও এইরূপ বর্ধরতার অপেক্ষা অনেক অংশেই শ্রেয়। ক্রমশঃ বেধানে ভায়-অভায় বিচার পাওয়া যায় না সইরূপ ঘণ্যকর পাপজনক স্থানে আর কাল অভিবাহিত চরিবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'ন।

**ष्यत्मक मग**ग्न (प्रथा यात्र (य कूर्यात्रात्र मधा पिशांह রথ-স্থাবিধা আসিয়া থাকে। এই ক্ষদ্র শহরের নগণা বৈখালয়ে কামাল যোগাতার সহিত উত্তীৰ্ণ হইলে ভবিষাতে হয়ত কেৱাণী জীবনকেই বৰণ কৰিয়। লইতে ইত। ভাবী যোদ্ধা কাষালকে প্রকৃত-পথে পরিচালিত চরিবার জন্মই বোধ হয় অদষ্ট তাহার সহিত এইরূপ নর্দ্ধর ব্যবহার করিলেন। কামাল পোয়াক-পরিচ্ছদে রশোভিত দেনানিগণকে দেখিয়া ঐরপ স্বসজ্জিত ্ইবার আশা বছদিন ২ইতেই জদয়ে পোষণ করিয়া মাসিতেছিলেন। স্লেহময়ী জননী একমাত্র পত্রকে চক্ষের মন্তরাল করিতে যথেষ্টই কট্ট অমুভব করিতেন। চামাল সৈতাদলে প্রবেশ করুক এইরূপ ইচ্ছা কামাল-সন্নীর কোন দিনই ছিল না। মাতার নিকট গ্রুমতি ভিক্ষ। করিতে গেলে বার্থ-মনোরথ হইবেন ৈ৷ স্থির জানিয়া, সৈতাদলে প্রধ্রেশধিকার লাভ করিবার দ্বতা কামাল তাঁহার এক পিত-বন্ধর শরণাপন্ন হ'ন। এই ভদ্রলোকটা বহুদিন সৈতাদলে থব যোগ্যতার সহিত চাজ কবিহাচিলেন। তাঁহারই সাহায়ে কামাল মনিষ্টারের ামরিক বিজালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অভ্যমতি গাভ করেন। পরীক্ষায় মথেষ্ট স্থপ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ টেলা কামাল মাতার বিনা অন্তমতিতেই সমর-বিগালয়ে ্দনা-নায়কদের শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্ম প্রবেশ क्तिर्वात । यथा नगरम এই कथा कामान-क्रातीत कर्न-গোচর হটলে ফিরাইয়া আনিবার আর কোন স্পবিধা নাই এবং এইরূপ করিতে গেলে পুত্র ব্যথিত হইবে এই আশুদ্ধায় তিনি সম্মতিই প্রদান করিনেন। এই স্থলে কাৰ্যালকে কোন প্ৰকার ব্যয়ই প্ৰদান করিতে হইত না। কেন্মা উছার তাবং খরচাই সরকার কর্তৃক প্রাদত ইইত। সামাজ্য হাতথরচ বা নাগরিকদের পোধাক পরিচ্চাদাদি ধরিদ করিবার যে সামাক্ত অর্থের প্রয়োজন হইত, কামাল তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাইতে লাগিলেন। উপায় নাই দেখিয়া জুবেদা হাছম পত্যস্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান স্বামীর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় এবং অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল হওয়ায় কামাল-জননী তাঁহার পুত্রকে বেশ ভালভাবেই সাহাফা করিতে লাগিলেন।

অর্থকট্ট দুরীভূত হওয়ায় এবং সহযোগীদের সহিত স্থান ভাবে জীবন-যাপন কবিবার অবসর পাইয়া কামাল তাঁহার সমস্ত মন পার্চের উপর বিশেষ ভাবে সল্লিবেশ করেন। অল্লদিনের মধ্যে মহাবীর নেপলিয়নের ভাষ কামালের গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ ধী-শক্তি প্রকাশ পাইল। গণিতের অধ্যক্ষ তাঁহার উপর এতনুর সস্তুষ্ট হ'ন যে তিনিই তাঁহাকে 'কামাল' বা শ্ৰেষ্ঠ এই উপাধি প্রদান করেন। সময়ে সময়ে এই তরুণ ছাত্রকে তাঁহারই সহযোগীদের অধ্যাপনা কাথ্যে নিযুক্ত করা হইত। প্রতিভার পরিচয় দিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া কামান তাহার সদব্যেই করিয়া চলিলেন। কালক্রেমে সর্ক্রোচ্চ পরীক্ষায় বিশেষ স্থ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মাত্র অষ্টাদশ বংসর ব্যবে কাপটেন উপাধি লাভ করিয়া কামাল রাজধানী কন্টান্টানোপলের সর্ব্বোচ্চ সাম্রিক শিক্ষালয়ে সর্ব্বোচ্চ সাম্বিক শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকার লাভ কবিলেন ৷

## কনস্টানটানোপল

কনষ্টানটিনোপল সহরটী ইউরোপ ও এশিয়া এই উভয় মহাদেশের দদিস্থলে অবস্থিত। এই জন্মই বিংশ শতান্ধির প্রারম্ভেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই ছই সভ্যতার সমন্ধ্যে এখানে এক অপূর্ব্ব ভাবের স্পষ্ট হইয়াছিল। তৃকীদের সহরের নাম ছিল ইন্তাম্থল, কন্টানটীনোপল খ্টানদের শহর ছিল। এশিয়া মহাদেশের অধিবাসী আরব, আর্শেনিয়ান, দিরীয়ান; ইউরোপ মহাদেশীয় লাভ, রোমেনিয়ান, ইটলিয়ান, টিউটন প্রভৃতি জাতিব্ন এবং আফ্রিকা মহাদেশের নানা প্রকার জাতির সংমিশ্রণে এই, প্রাচ্য শহরটী এক অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিত। তুর্কীগণের মাধায় ফ্রেক থাকিত বিশ্বা

অপরাপর জাতিগণ হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া চিনিতে পারা যাইত।

তুকী জাতির বিশিষ্ট ও সম্রান্ত অধিবাসিগণ এই শহরেই বসবাস করিতেন। স্থলতান হামিদ তাঁহার পুর্বতন সমাটগণের পদচাতির কথা কথনই বিশ্বত হুইতে না পারায় কাহারও উপরে বিশ্বাস ভাগন করিতে সাহস পাইতেন না। এই জন্মই মলতানের গুপ্তচর সর্বতেই ঘরিয়া বেডাইত। পোষাক-পরিচ্ছদে কর্ম্মচ†রিগণ মূল্যবান হইয়া থব জাঁক-জনকের সহিত বাদ করিলেও ভয় ও সন্দেহ সর্বদাই তাঁহাদের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তলিত! সামান্ত মাত্র কারণে এবং কোন গুপ্তচরের গুপ্ত ইঙ্গিতে কোন ফকীর যেমনি একদিনেই কোন ওমরাহ হইতে পারিত তেমনি বছ পুরাতন ও বিশ্বাসী ও জনপুজ্ঞা ওমরাহ ঐরপ সামাত্ত কারণেই দকল প্রকার সম্মান হইতে চ্যুত হইয়া একদিনেই নির্বাসিত হইয়া যাইত।

শিক্ষিত তুর্কীগণের মধ্যে ঠিক এই সময়েই 'নবীন তুরস্ক' সম্প্রদায়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, হামিদের মসনদের উপর তাহাদের কোন লক্ষ্য না থাকিলেও শাসনসংশ্পার করিবার জন্ম তাহারা বদ্ধপরিকর হ'ন। এই প্রতিষ্ঠানে সমস্ত শিক্ষিত তুরস্ক রাজপুক্ষগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন। পারিস ও বার্লিন নগরী এই দলের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। দেশের যে সমস্ত উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী স্থলতানের থেয়াল অন্থ্যায়ী পদচ্যত বা অপমানিত হইতেন, তাঁহারাই তিহার কার্য্যকরী সভায় দক্ষতার সহিত্রকার্যা পরিচালন করিতেন।

তুকী স্থলতানের আবাসন্থানের নাম ছিল নৈক্ষত্র প্রাসাদ।' এই প্রাসাদটী একটী বড় নগর ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহার মধ্যে নানা প্রকার বাগিচা, বড় বড় রাজপণ, স্বসংখ্য ছোট ছোট প্রাসাদ, ঝরণা, থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদি অবস্থিত ছিল। তুকী সমাটের ভোজা প্রস্তুত করিবার জন্ম প্রত্যুহ আটশত বাব্র্চিকে মেহনং করিতে ইত। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে শ্রেষ্ঠা স্কুন্দরিগণকে সংগ্রহ করিয়া সেরাগনিও বা তুরস্ক রাজের হেরামের কক্ষপ্তনি স্থাভিত করা হইয়াছিল। স্বয়ং স্মাট এই বিস্তৃত প্রাসাদের প্রাণ ছিলেন। স্বর্জই তাঁহার দৃষ্টি

প্রথব ছিল। দামান্য একটা ছুঁচ পড়িয়া গেলেও ঐ সংবাদ তাঁচার কর্নে গিয়া পৌছাইত।

সুলতান হামিদ বিশেষ বুদ্ধিমান ও বিবেচক ।ছলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার ক্রমশংই মতিভ্রম ঘটিতে থাকে। তুকীর যুবকগণকে ইউরোপের বিবিধ দেশে প্রেরণ করিয়া নানা প্রকার বিভায় তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্ম তিনি অকাতরে অর্থবায় করিতেন সতা কিন্তু ঐ সমস্ত যুবক দেশে প্রত্যাগমন করিয়া পঠিত বিভাকে কার্য্যকরী করিবার জন্ম প্রয়াস পাইলেই তাঁহাদিগকে শত্রুজান করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। দেশের মধ্যে সভাতার যন্ত্রস্থরূপ মোটর বা ইলেটিক প্রচলন করিতে তিনি যথেষ্ট সহায়তাই করেন কিন্তু সমস্ত প্রকৃতপঞ্জকে সেই সপ্ত-শতাব্দীর আইন-কাম্বনে বাঁধিয়া পরিশ্রম করিতে দ্বিধা জ্ম করিতেন না। সময়ের গতি কিরুপ দ্রুত পরিবর্তিত-হইতে হইতেছে. সভাতাও একস্তর এই সমস্ত সংবাদ স্থলতানের কিরূপ চলিয়াছে নিকট অবিদিত না থাকিলেও শাসনসংস্কার বা আধনিক বিজ্ঞান মধ্য যুগের ধ্যান-ধারণা নষ্ট করিয়া দিয়া থলিফা-স্থলতানের সার্বভৌম ক্ষমতার হাস করিয়া দিতে পারে, এই ধারণার বশীভূত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ধর্ম করিয়া রাথিবার জন্ম তিনি দৈনিকগণ আধুনিক চেক্সা করিতেন। সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে ইউরোপীয় শক্তি-পঞ্জের নিকট তাহারা একান্ত ক্রীড়নক মাত্র হইয়া যায় এইজন্ম তাহাাদগকে সর্ব্বতোভাবে স্থশিক্ষিত করিতে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও দর্ম প্রকার কুসংস্কার ধ্বংসকারী বিজ্ঞানকে তিনি প্রাধান্ত দান করিতে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন ন।। বরং লুপ্ত ও ধবংসোমুখ পুনরোদ্ধার আশায় জেড্ডার সহিত খুব ঘনিইভাবে সংলগ্ন হইবার আশায় নুতন একটি রেলপথ উন্মুক্ত করেন। থলিফা যে তাবং মুদলমান-দেরই নম্দ্য এবং গুরু এইমত প্রচার করিবার জন্ম বুত্তিভোগী প্রচারক নিযুক্ত করেন। কাজেই সম্ভবের সহিত অসুম্ভবের মিল করিয়া দিতে গেলে ধেরূপ হাস্তাম্পদ হইতে হয়, বিজ্ঞান ও বর্ত্তমান সভ্যতার স্হিত পুরাত্ন স্নাত্নীকে সংযুক্ত করিতে যাইয়া স্থলতান আবহল হামিদকে ও সেইরূপ উপহাসের পাত্র ছইতে হইয়াছিল।

## ব্যবসা বাণিজ্য

ভারতীয় বণিক সমিতির পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতি মিঃ জামাল মহম্মদের অভিভাষণ ঃ—

নিল্লী বিষবিদ্যালয়ের হলে ভারতীয় বণিক সমিতি সংজ্ঞার এম বার্ষিক বিধিবেশনে সজ্জের সন্তাপতি মিঃ জামাল মহম্মন উপস্থিত জিলেন না। লিয়া মিঃ বালটাদ হারাটাদ তাঁছার লিখিত বন্ধুতা পাঠ করেন। এই । জুতার তিনি বলেন,—

সনবেত জ্ঞেমহোদরগণ, আমি আপনাদিগকে সাদর সন্তাহণ ক্তাপন শৈক্ষেত্র ১৯০১ সাল নানাদিক দিয়াই গুরুত্বস্থাক ঘটনাপূর্ণ।
ব্রথমেই গান্ধী-আরুইন চুক্তির কপা মনে পড়ে। শাসনতন্ত্র রচনার তিহাসে ইহা একটি বিশেষ শার্ণীয় ঘটনা। এই চুক্তির ফলে গোল-টবিল বৈঠকের বিতীয় অধিবেশনে মহান্ত্রা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র বিভিনিধিকপে যোগদান করেন।

আপনারা জানেন, আমানের এই সত্ত্ব ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের পক ইতে স্থার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, মি: বিভলা ও আমাকে গোল-ট্বিল বৈঠকের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া**ছিলে**ন। লণ্ডনে মহাস্থা ান্ত্রীর সংস্পর্লে থাকিয়া আপনাদের প্রতিনিধিগণ শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলির আলোচনা বিশেষভাবে লক্ষা করেন। এই সময় অক্সাৎ ঐটিশ গ্রেণ্টের সম্মধে এক দারণ অর্থসঙ্কটে উপস্থিত হয়। ইতার াতিকারকল্পে এক জঞ্জরী মন্ত্রিদভা গঠন করা হয়। বৃটিশ রাজনীতিক-াণ তথন ঝদেশের সমস্তা লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়েন। ইতিপুর্বের গহারা ভারতীয় সমস্তা সমাধানে বিশেষ অব্যাত হুইয়াছিলেন বটে, ক্ত অৰুত্মাৎ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় শেষ পর্যান্ত তেমন মনোযোগের াহিত ভারতীয় সমস্তার আলোচনা করা সম্ভবপর হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্ ঠিন কমিটি এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠ কমিটীর কাজে নানা বিদ্ন ঘটিয়াছিল। ংখ্যাৰ্থিষ্ঠ সম্প্ৰদায় সম্প্ৰিত সমস্তাৱ সমাধান না হওৱায় শিল্প-বাণিজা েকান্ত গুরুতর সমস্ভার আলোচনা সরলভাবে হইতে পারে নাই। <sup>ৰঠক</sup> প্ৰায় শেষ হট্যা কাখিলে অত্যন্ত তাডাতাড়ি এই সমস্ত বিষয় শালোচনা করা হইয়াছে। সেই সমন্ত্র লক্ষ্য করা পিয়াছিল যে, বিস্তৃত াবে এই সমস্ত জটিল সমস্তার আলোচনা করিবার অবসর কিমা ইচ্ছা াটীশ রাজনীতিকগণের নাই। কারণ, তাঁহারা তথন মণেশের সমস্তা াই গাই বিবৃত হইলাভিলেন।

এই সমস্ত বিষয় আলোচন। করিলে আমার মনে হয়, বেভাবে গোলটেবিল বৈঠকের কাজ শেষ হইয়াছে, তাহাতে নিরাশ হইবার কারণ নাই। অবশিষ্ট কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করিলে শেষপর্যাস্ত গোলটেবিল বৈঠকের সম্বোদ্ধদনক পরিণতির সম্ভাবনা আছে।

আপানার জানেন যে, গোলটেবিল বৈঠক কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটির কাজ চলিতেছে। কিন্তু দেশের এখন যে অবস্থা, তাহাতে ধীরভাবে কোন বিষয় বিবেচনা করা সন্তবপর নহে। পর্বপ্রেণ্ট কর্তৃক দমননীতি অবলম্বন, একটার পর আর একটি করিয়া অভিযাল জারী এবং এই সমস্ত অভিয়াল অভিশন্ন কঠোরতার সহিত কার্য্যে প্রয়োগ করার ফলে দেশে এক অনিশিচত অবস্থার স্থান্ট ইইয়াছে। এক্সপ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহামুভূতির ভাব আগত না হইলে বাবসায়-বাণিজ্য অক্টান্ড হয়। আমি তাই আশা করি, শাসন সংক্ষার সংক্রান্ত গুরুত্বর বিষয়ের মীমাংসা করিবার প্রান্ধালে গ্রন্থনিত আপোবের নীতি অবলধন করিবেন। এবংস্রের অক্টান্ত ঘটনার ক্রণা আরম্ভ করিবান্ন পূর্কেব আমি গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপিত তুই একটী সমস্তার কথা উল্লেখ করিতে চাই।

পৃষ্টিশ পাল মিণ্ট বলেন দে, কয়েকটা সর্বাধীনে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত জানৈক মন্ত্রীর হতে দেশের অর্থ ব্যবস্থার ভার দেওয়া হইবে। তাঁহাদের মতে এরপে না করিলে, ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনৈতিক মন্যাদা হাদ পাইবে। আমরা ইহার কারণ ব্যিনা। বৃটিশ প্রবর্ধনেণ্ট কর্তৃক মনোনীত একজন মন্ত্রী যদি অর্থ ব্যবস্থার প্রিচালক হন, ভাহা হইলেই তিনি এদেশের মন্যাদা রক্ষার বিশেষ যত্নবান্ হইবেন, আর দেশীয় মন্ত্রী তেমন যত্নবান্ হইবেন না, ইহা আমারা বিশাস করি না। বৃটীশ গ্রণমেন্টের আসল উদ্দেশ্য ইহা নয়, প্রকারান্তরে তাঁহারা এদেশের অর্থব্যস্থার কত্ত্বি হাতে রাণিতে ইচ্ছা করেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইংলওে প্রণমাণ পরিত্যক্ত হওয়ার পর ভারত গর্বপ্রেন্ট এপেনেশর স্বার্থবক্ষার এক্স অভিজ্ঞাপ জ্ঞারী করিয়া স্বাবিক্রয়ের দায়িত্ব ইইতে সকলকে অব্যাহতি দেন। কিন্তু করেক দিন না ঘাইতেই ভারতস্বচিষ ইহাতে হন্তক্ষেপ কবেন এবং ভারতসরকারের নীতি উন্টাইয়া দিয়া পাউত্তের সন্থিত টাকাকে গাউছড়া বাঁধিয়া বেওয়া হয়। বুটনের সার্থের খাভিত্র কিরুপে এদেশের সার্থ বিসঞ্জন করা হয়, ইয়া তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আর একটা প্রয়েজনীয় বিষয় হইল—ব্যবদা-বাধিজ্যে অধিকার ভেদ। বিদেশীকে এদেশবাদীর সমান অধিকার দেওয়া হইবে মা এক্ষপ একটা কথা উঠিয়াছে। আমার মনে হয়, আমল উদ্দেশ্য ভাষা নহে। ভবিষ্যতে এদেশের আ।বিক উন্নতির কক্ষ যে কোন ক্ষার সক্ষত ব্যবস্থা করিবার অধিকার আইন সভার থাকিবে, ইহাই ব্যবসায়-বাধিজ্যে অধিকার ভেদের মূল কথা। আমি এই হুযোগে, বুটিশ ব্যবসায়ীদিগকে বলিভেছি, এদেশের ভবিষ্যং গ্রবর্ণমেন্টকে বিখাদে করা ভাষাদের কর্ত্তব্য এইরূপ বিখাদের ব্যব্যার প্রকৃত্পকে ভাষারা বর্দ্ধ ও সহাম্ভৃতির ভাব বর্দ্ধিত করিবেন। ভাষাতেই উভয় দেশের ব্যবসায়-বাধিল্য উন্নতি লাভ করিবে।

গোলটেবিল বৈঠকে নিৰ্ক পরামণ সমিতির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দেখিতে পাই,—রেলওয়ে বোর্ডকে আইন দ্বারা গঠিত একটী স্থানী বোর্ডে পরিণত করা উচিত। ভারতের নানাস্থানে যাতারাত করা এবং জিনিষপত্রাদি প্রেরণ করার পক্ষে রেলপণ একটী প্রধান উপায়। শিল্পবাদিজ্যের উন্নতিকলে জিনিষপত্র এক স্থান ইংতে অপর স্থানে প্রেরণ করা অত্যাবশুক। স্পত্রাং এই রেলপথের উপর দেশের উন্নতি অনেকথানি নির্ভর করে। নৃত্রন শাসনতন্তের আমলে যানবাহন ও চলাচল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হারা এই সমস্ত রেলপথে পরিচালিত হইবে। সেইরূপ ব্যবহা করাই সর্ক্রণ বাঞ্জনীয়। তাহা না করিয়া এখনই রেলওয়ে বোর্ডকে আইন দ্বারা কালেন করিবার প্রভাব অত্যন্ত অত্যুত বিলয়া মনে হয়। বর্ত্তমান বংসরের ঘটনাবলার আলোচনা করিতে গিয়া আর্থিক জনটনের কথাই মনে পড়ে। মধ্যে একট্ট আশার ক্ষিপ্রত হইবেও ভাহা স্থায়ী হয় নাই।

এবার সর্বত বায়-সক্ষাত কমিটি গঠিত হইতে শেখা গিয়াকে। এই কমিটগুলি আপনাদের সজ্বের সহিত প্রালাপ করিয়াছিলেন। নানা প্রকার প্রস্তাব করা হইরাছিল। কিন্তু শেষ প্র্যান্ত দেখা শেল, গ্রন্থনিট কিছুই করিতে রাজী নহেন।

ভারত-সচিব কর্ত্বক পাউও ও টাকার সম্পর্ক ছারী রাখার ব্যবস্থা হওয়ার এ:দশ হইতে প্রচুর স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে এবং হইতেছে। ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯০২ সালের ক্ষেক্রয়ারী পর্যন্ত প্রায় ে কোটী টাকার স্বর্ণ বিদেশে গিয়াছে। লাভ করিবার মান্ত এদেশের লোক স্বর্ণ বিক্রয় করে না। অক্তান্ত দেশের মত এদেশে ব্যান্তের স্থবিধা নাই। স্থতরাং এদেশে কেছ গোনা মন্ত্র করিয়াও রাধে না। এদেশের যাহা কিছু সোনা তৎসম্ভত্তী গহনা। এই প্রহুলা স্ত্রীধন। সহকে গোকে ইয়া বিক্রম করে না। নিভান্ত গারে পড়িদাই এই শেষ দশলটুকু তাহারা হাতছাড়া করে। এদেশ হইতে দোনা চলিয়া যাইতেছে, ইহাতেই দেশের আর্থিক ছুর্গতির কথা প্রমাণিত হইতেছে।

গবর্ণমেন্টকে অনেক বলা হইরাছে। তথাপি তাহারা ইহা বন্ধ করিতেছেন না। ইছার পরিণাম ভাল ছইবে না। কেবল ভাল ছইবে না, তাহাই বলিতেছি। এই ভারতবর্ধে পৃথিবীর এক-প্রক্ষাংশ লোক বাস করে। ক্রমাগত স্ব-রপ্তানী করিলা ভাহারা যদি কপ্দিক্ষীন দরিক্র হইরা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর নানা দেশের উৎপন্ন পণ্য কে ক্রম করিবে? ভারতবাদী দরিক্র হইলে পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নাই হইবে।

পরিশেষে আমি কৃষকদের অবস্থার প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। উৎপন্ন জিনিধের দাম কমিয়া পিয়াছে। কিন্তু রেল ও আছাজের ভাড়া কমে নাই। জিনিধপত্র এক ছান হইতে অক্স স্থানে প্রেরণ করিবাধ হবিধা করিয়া না দিলে কৃষিগীবীদের অবস্থার উন্নতিহইবে না। ভূমির রাজস্ব সম্পর্কেও বিবেচনা করিতে হইবে। সাম্মিক ভাবে রাজস্ব হাম অথবা মঞ্জুর করিলে চাধীদের স্থায়ী উপকার হয় না। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি সাম্প্রক্ত রাধিয়া রাজপের পরিমাণ হ্লাস করিতে হইবে।

বড়ই ছুংপের বিষয় যে, ভারত গবর্গমেন্ট এখনও আঘব্যারের সনতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। নুক্তন টাক্স এবং সার ট্যার ইত্যাদি হারাও ঘাট্টিত পূরণ হয় নাই। এই বৎসারের পেরে প্রায় ১৩ কোটি টাকা ক্ষটিত পড়িবে। সামরিক বায় হ্লাস করা এবং শাসনকার্য্যের বায়—বিশেষভাবে কর্ম্মচারীদের বেতন হ্লাস করা একান্ত প্ররোজন। এনেশে যে সৈষ্ঠ রাখা হয়, তাহা হারা রুটেন অস্ট্রেজিয়া, নিউজিলেও, দক্ষিণ আফ্রিকা। কেনিয়া এবং পূর্ব্ব আফ্রিকার ম্যাওেট প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের উপকার হয়। স্ক্তরাং এই সেনাবাহিনীর ব্যরভার কেবল ভারতের হাড়ে না চাপাইয়া উপরোক্ত সেশগুলির উপরও আংশিকভাবে চাপান উচিত।

## বর্ত্তমান নীতির পরিবর্তন চাই:---

ভারতীয় সন্মিলিত বণিক সভার শেব অধিবেশনে নিয়োক্ত প্রভাবটি গৃহীত হইয়াছে:—এই কেডারেশন মনে করেন বে, বিগত গোলটোবিল বৈঠকে বে সমুদায় আলোচনা হইয়াছে, তাহা মোটেই সম্ভোরজনক বা জাতীয় বার্থ সংস্কেশের পকে হিতকরী নহে। এই সম্বন্ধে ক্ষেডারেশন প্রভাব করিতেছেন যে, সরকার পক্ষ হইতে বর্ত্তনান নীতির পরিবর্ত্তন, ভারতীয় অর্থ-নৈতিক বাতয়্তা, রক্ষাকবত ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকার সংস্ক্রেণের ব্যবহা করিতে হইবে এবং অর্থ-নিতিক সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশাবনী সম্বন্ধে ও ব্যবসাবাণিজ্যের অর্থ-নিতিক রক্ষাকবত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশাবনী সম্বন্ধে ও ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকার এবং অর্থ-নিতিক রক্ষাকবত সম্পর্কিত প্রথাবনী সম্বন্ধে বিশেবরূপে ভালোচনা করার পূর্ব অধিকার সরামর্শ কমিটাকে

নৈতে হইবে; উক্ত বিষয়গুলি স্থান্ধে বিবেচনা করিবার জন্ম সমান খোক ব্রিটীশ ও ভারতীয় ক্ষেক্জন উপ্যুক্ত স্ভা লইয়া এক ামিটী গঠন ক্রিতে ইইবে। অবগ্র ভারসীয় সভাবৃন্দ এরূপ হওয়া টুই, ঘাঁহাদের উপ্র কেডারেশন সম্পূর্ণ নির্ভ্র ক্রিতে পারেন।

### স্বর্ণ-রপ্তানি ও করবৃদ্ধি:---

গত ১৯শে মার্চ্চ মাদ্রাজে দক্ষিণ-ভারত বণিক সভার বার্ষিক াধারণ অধিবেশনে নিঃ জনোল মহন্মর সভাপতির অভিভাষণে ঃবিতের আধিক অবছা সম্মান্ধ বলেন যে, বছ দেশে স্বর্ণের অভাবেই লগংব্যাপী অর্থসন্কট স্থৃচিত হয়। বর্ত্তনান আর্থিক ছব্রবস্থার দিনে াথন প্রত্যেক দেশেই নিজের স্বর্ণ-ভাগ্তার পূর্ণ হাথিবার চেষ্টা চ্বিতেছে, তখন ভারতের পুরুষপ্রস্পাধার স্কিত স্বা বিদেশে চ**লি**য়া ্রাইতেছে। স্বর্ণানী বন্ধ করিবার একান্ত আবশুক্তা পরিকার-মপে ভারত-গ্রব্মেণ্টকে বল। হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে গ্রব্মেণ্ট ালতে কোন প্রকার হস্তদেপ করিতেছেন না, ইহা অভ্যস্ত ছঃখের বিষয়। লোকে অর্থাভাবের পীড়নে সোনা বিজয় করিতেছে, কিন্ত দ স্বৰ্ণ ভারতের বাহিরে ঘাইতে না দেওয়াই গ্ৰৰ্ণমেণ্টের উচিত। প্রক্র "রিজার্ভ বাল্লে" গঠনের জন্ম অর্ণ সঞ্চয় ক্রডাবিশ্রক। হতরাং জনদাধারণের বিক্রীত স্বর্ণ গ্রুণনেটের কিনিয়া মজুত করা ্চিত। ষ্টার্লিং এর তুলনায় টাকার মূল্য নির্দারণ ব্যবস্থার নিন্দা চরিয়া মি: জামাল মহম্মদ বলেন বে. এই ব্যাপারে স্মাণ্ডিনেভিয়া ও অন্ত কংয়কটী দেশের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। কিন্ত একণা ানে রাপা আবশ্যক যে, ঐ সকল দেশ হৈচ্ছায় নিজেদের স্থবিধার ুক্ত নিজেদের মুদ্রাকে পাউতের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। কিন্ত হারতে বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ কুত্রিম বাট্টা-নীতি অভান্ত ক্ষতি করিতেছে। বর্ত্তমানে গ্রথমেণ্ট কন্ত্রক করবৃদ্ধির সম্পর্কে ডিনি বলেন ছে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর হইতে যথন ৰোঝা কমান অত্যাকভক, তপন এইক্লপ ক্সবৃদ্ধি অত্যন্ত দু:থের বিষয়। গ্রন্মেণ্ট অবভা ব্যারহাদ করিয়াছেন, কিন্তু করবৃদ্ধির পরিবর্তে আরও মানক ব্যাহাদ কর। গ্রথমেণ্টের উচিত। দেশকে বাঁচাইবার জন্ম এই আর্থিক তুরবন্ধার সময় আমশিল ও ব্যবদাবাণিজ্যে বোঝা দর্ব-প্রকারে হালুকা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য :—
বিটণ হারতের ফেক্সমামী মাসের আমদানি রপ্তানির হিসাবে

দেখা যায় যে, জাতুষারী মাদের তুলনার আমদানী ও রপ্তানি উভয়ই হাদ পাইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাদে ১ কোটী ১৫ লক টাকার মাল আমদানী হইয়াছে, অর্থাৎ জাকুরারী মানের তলনার ৯৮ লক **টাকা** হ্রাস পাইয়াতে। র**গ্রানির** পরিমাণ ১২ কোটা ৩৮ লক টাকা, অর্থাৎ জাতুয়ারীর ভুলনায় ৮২ লক টাকা কম। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারীর তুলনার এবংসর ফেব্রুয়ারী মাসে খাল্লুরা, পানীয় এবং তামাকের আমদানী ১ কোটা ৯০ লক্ষ টাকা ছাস পাইয়া ১ কোটী ৪০ লক টাকার দ'ডাইয়াছে। কারখানাকাত প্রোর আমদানী ১ কোটা ৯৩ লক টাকা হ্রাস পাইয়া ৬ কোটা ১৯ লক টাকার এবং কাঁচা মালের আমদানী ১৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২ মোটী ১২ লক টাকার পৌছিরাছে। চিনি, খাতা শক্ত, মরদা মতা এবং দিগারেট প্রভৃতির আমদানীর হাদ পাওয়ার ফলেই খাত্য-দ্ৰব্য প্ৰভৃতির থাতে আমদানী এত কম হইয়াছে। গত বংসব ফেব্রুরারী মাসে ২ কোটা ১০ লক **টা**কায় ৯৬ ছাজার টন জাভা চিনি আসিয়াছিল। এবংসর আসিয়াতে ৪৯ লক্ষ টাকায় ৩৮ ছাক্রাব টন। বীট চিনি ও মূলা হিসাবে ২০ লক টাকা এবং ওছনে ২২ হাজার টন হাদ পাইরাছে। দিগারেটের আমদানী ওলনে ৩ লক্ষ্য ১৯ হাল্পার পাউত্ত হইতে হ্রাস পাইয়া ৪৯ হাজার পাউত্তে এবং মূল্যে ১০ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া মাত্র ২ লক্ষ টাকার নামিরাছে। মছের আমদানী পরিমাণে ৮ লক ১২ হাজার গালিন হইতে ৪ লক ১৪ হাজার গাাণনে এবং মূল্য হিসাবে ৪২ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৭ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। কাঁচ। মালের মধ্যে কেরোসিনের আমাদানী ৪০ লক টাক। হইতে ৬৭ লক্ষ টাকার উঠিয়াছে। কারখানাজাত মালের মধ্যে হতা ও স্থতি জিনিবের আম্দানী ২২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইরাছে। মোটর গাতীর আমদানী ২৬ লক টাকা এবং মোটর বাদের আমদানী ১৭ লক টাকা হাদ পাইয়াছে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চাউলের পরিমাণ ১ লকা ৪৬ হাজার টন হইতে ২ লকা ৪১ হাজার টনে —মলা ভিদাৰে ১ কোটী ২৯ লক টাকা হইতে ১ **২ে**টী ৯৬ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। গম ও চায়ের রপ্তানি বহল পরিমাণে কমিয়াছে। তুলার র**থানি পরিমাণে ৪৮ হাজার** টন এবং মূল্যে ২ কেটো ৭০ লক্ষ টাক। হ্রাস পাইরাছে। পাটের রপ্তানি ৮৪ লক্ষ টাকায় ৫০ হাজার টন হইতে ৪৪ লক্ষ টাকায় ২১ হাজার টনে নামিয়াছে।



( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(52)

জৈষ্ট্যের গোড়ায় মীনার হাজারি-বাগ যাওয়ার কথা ছিল; সেই অন্থলারে শুলাংশু যতীকে বাড়ীতে রেথে নিজেই তাকে নিতে এসেছিলেন। বিষের পরে এসে পর্যান্ত তার জার যাওয়ার স্থবিধা এ পর্যান্ত ঘটে ওঠেনি। এবারে মীনা নিজেও খুব বাল্ড হয়ে উঠেছিল, অবিজি বাইরে তার কিছুই বোঝা যেত না। শুলাংশু যেদিন এসে পৌছলেন, তার ছদিন পরেই মীনার যাওয়ার দিন—কিন্তু ভগবান থাকী, এবারেও তার যাওয়া হল না। যাওয়ার জ্মাগের দিন সকালে, অসময়ে তার একটা ছেলে হল। জগগোহন কি করবেন ভেবে না পেমে ছোট খুড়ীকে ডেকে এনে তাঁর হাতে মীনার ও ছেলের ভার ও একতাড়া নোট্ দিয়ে কেবলই ঘর বাহির করে বেড়াতে লাগলেন।

মীনাকে একটু স্থান্তির করে এসে ঠানদি গুলাংগুর কাছে সন্দেশ চেয়ে বস্লেন। মীনাকে নিয়ে যাবার মত টাকা ছাড়া আর টাকা তাঁর কাছে ছিলনা। তিনি সেই টাকা থেকে ২০, ঠানদির হাতে দিয়ে দিলেন। এখন তো আর মীনা যেতে পাবেনা গুধু বসে থেকে কি হবে, ভেবে, সেই রাত্রে যাওয়াই ঠিক করলেন। যাওয়ার আগে মীনাকে দেখতে গিয়ে তিনি একটু মুন্ধিলেই পড়ে গেলেন। গুধু হাতে তো আর মীনার ছেলেটিকে দেখা বায়না উপুন্তিত কিছু হাতেও নেই। তেবে চিস্তে তিনিনিজের হাতের আংটী

থুলে ছেলের মুথ দেখলেন, বলেন "এখন আমার আংটীটা, তোর ছেলের কাছে বাঁধা রইলো মীন্ত, পরে আমি ছাড়িয়ে নেব। আছে। তা'হলে এগন যাই। মাকে গিয়ে বলিগে। পূজোর সময় প্রভাতের সঙ্গে যাদ, ব্যালি? আমিও লিখব। ওকি! চোখ মুছছিদ যে আছে। পাগল তো? তোরই তো ভাল হল, ছেলে নিয়ে আমাদের ভ্লেই যাবি, আবার প্রভাত ও তো আসছে।

"বড়লা—তোমার থোকা কেমন হয়ে.ছ—বল্লে নাতো!"

"তুই জিজেনা করেছিন্? নিজের নিরেই অন্থির! ওই হয়েছে এক রকম—দেখলে মামুষের বাচ্চা বলে চেনা যায়—বাস্ তুই ঠিক ঠাক হয়ে থাকিন্! আর খবর টবর যাকে হয় ধরে লিখিয়ে দিন্।" বলে ভজাংভ ঘরের বার হয়ে গেলেন।

নন্দা ও ঠানদি এসে ঘরে চুকলেন। বল্লেন "ছ্বার তোর হাজারি বাগ যাওয়া বন্ধ হলো, ছেলেটার বৃদ্ধি আছে। তোর থ্ব রাগ হচ্ছে নারে ?"

"আহা—যত নটের গোড়াতো আপনি! বেশ চলে যেতাম! তা, না, আজ দিন ভাল না, কাল সময় খারাপ করে আপনিই তো এটা ঘটালেন! যেমন ঘটিয়েছেন, তেমনি এখন ভূগুন! আমি নড়ব নাতো মোটে, ভয়ে ভয়ে কেবল ছকুম করে আপনাকে খাটাবো! সধ্মেটাচ্ছি ভাল করে।" "ব্রেই পিয়েছে আমার থাট্তে । যে থাট্বার সেই থাট্বে এসে।"

"নিন্ ঝগড়া পরে কর্বেন—এখন খেতে টেভে দেবেন, নাকি? নিজের তো বেশ এক পেট গাওয়া হয়েছে, আমার এদিকে সব হজম হবার জোগাড়।"

"পাবনা! ছেলে হল তোমার, আর উপোস কর্ব আমি! এত ভালবাসায় কাজ নেই। যথন ভালবাসার কথা মনে থাক্বে তথন আমাকে তার একটাও বল্বেনা সব জমা করে রাথবে। আর এখন উপোসের বেলায় আমি? না?"

"কে বলছে আপেনাকে উপোস করতে? নিজের হবেলা, আমার হবেলা এই চারবেলার পোরাক সব ধান-তার আগে আমাকে থেতে দিন।"

"থাই—আনি" বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

নন্দা বসে বসে নতুন ছেলেটিকে দেখে বল্লে

"কার মত হবে দিদি ? তোমার সঙ্গে তো কিছু মিল
নেই, মৃত্ব হেদে মীনা বল্লে "কি জানি! তোর পাওয়া

হয়েছে ?"

"হাঁন— এই আঁতুড় ঘরে বদে বদেও তুমি কি
মামার থবরদারী করবে নাকি? তা আর হচ্ছেনা—
ঠানদি বলেছেন, এবার তুমি আমার হাতে! আমি
যা' মথন থেতে দেব থেতে হবে। 'না' বললেই
ঠান্দিকে ভাক্তে হবে। বাবা, থোকা পেটে তুমি
যা' জালিয়েছ আমায়।"

"তুই ও না হয় আমাকে দেটা শোধ দিস্। তা হলে তো হবে।"

"যাও। তোমার কথা শুনলে গা জলে যায়। দিদি তৃমি বের হলে আমি একবার রাইপুর যাব। না হলে এর পরে তৃমি চলে যাবে, আমার আর যাওয়া হবে না।"

"হাঁয়—আর ঠাকুরপোরও আসার সময় হবে তথন।"

"হাা—আগ্ছে! চিঠিতে তো কই লেখেনা কিছু!"

"না **লিখু**ক এদে পড়বে ঠিক! দেখিস্—তখন <sup>ব</sup>লিস্।"

"তাই—যদি হয় তবে তুমি প্জোর সময় বাবে কিকরে ?" "কে যাচ্ছে?" "কেন—বড়দা যে বলে গেলেন, পুজোর সময় তোমাকে নিয়ে যাবেন!"

"আমি যাবনা, প্জোর সময়ে কি বাড়ী ছেড়ে যাওয়া হয়? তারপর ঠাকুরপো যদি আদেন তে। কবে যাব তারই ঠিক নেই।"

"তাই করো দিদি! পূজোর সময় তুমি যাবে শুনে আমার ভালই লাগছিল না।"

ঠান্দি ঘরে এসে চুকলেন—হাতে মন্ত বড় এক বাটী হুণ-সাগু। সেইটা মীনার সামনে ধরে দিয়ে বল্লেন "থাও"। মুখে তুলে এক চুমুক থেয়ে সে বললে "একি চিজ্ বানিয়েছেন ঠান্দি? বাদসাহী সরবং না নবাবী লপাসৃ?"

"ওই থেতে হবে—তুমি কি ভেবেছিলে, তোমার জন্তে গ্রম গ্রন লুচী ভাজ্তে গিয়েছিলান? এখন কদিন ওই বাদ্শাহী সর্বং থেতে হয় দেখ।—"

"আপনার কথার আড়ম্বরেই তো আমার অর্দ্ধেক উৎসাহ চলে যাচ্ছে, ঠান্দি! একটু কম করে থেলে হবেনা ?" "না, সবটাই থেতে হবে। নন্দা, দেখিস্ তো দিদি, ফুেলে টেলে না দেয়! আমি একবার বাড়ী যাই—অবনীকে চা করে দিতে হবে—বড় বৌদির ভর হয়েছ।—"

"ছে। ড়দির চিঠি পেয়েছেন ? সে করে আস্তে " মীনা জিজাসা করলে।

কিছুদিন হল শিউলী তার মায়ের কাছে গিয়েছিল। ঠান্দি বল্লেন "আসবে তো, কিন্তু আনে কে ? সেই নরেনের ছুটি তাকিয়ে চেয়ে আছি। ঝুলনে যদি ছুটি পায় তো আবল মাসে আস্বে, না হলে সেই পুজায় ছাড়া আর সময় কই ?"

"এখন ছোড়দি থাক্লে বেশ হত। নন্দার এক।
এক। সব কাজ করতে হবে—দে থাক্লে খানিক
সাহায্য হত! জানেন, ঠান্দি, ঠাকুরপে। বোধহয়
'ভাদর' মাসেই এদে পড়বেন।" "সভ্যি নাকি ? ওলো,
ও নন্দা ? তাই তোর মূথে আক্ষকাল হাসি! আমি
বলি ছেলেটা হয়েছে তাই বুঝি!"

"बाहा! ठीन्पित कि कथा! बारा रयन पामि दकेंद्र दकेंद्र है स्विष्टिष्ट है ?" "বালাই! ষাট্! কাদবে কেন ? তোমাদের এমনি হাসি মুখ দেখে যেন আমি মরতে পারি।"

"এখুনি মরবেন? ঠাকুরদ। যে অনাথ হবেন।"
"তা, হোক্—তোরাক' বোনে মিলে সাম্লাবি!" মীনা
ও নন্দা একসকে বললে "বুড়ো সামলাতে আমরা
পারবোনা।"

"আমার বুড়ো আমি সাম্লাব—তোদের ছোঁড়াদের তোরা সামলাদ্!" বলে তিনি চলে গেলেন।

হাজারিবাগে তে৷ শুলাংশ্বই খবর নিয়ে গেলেন, প্রভাতের কাছে টেলিগ্রামও চলে গিয়েছে, এখন প্রণবকে একটা থবর দিতে পারলে হ্য, জগমোহন এই-ই বদে বদে ভাবছিলেন। প্রভাতের মা যথন মারা যান, তথন প্রভাস মাস কয়েকের ছেলে। সেই অবোধ ছেলে যে মার দাহায় ছাড়া নাক্ষ হতে পারেনা ধীরে ধীরে জগমোহনের হাতে মাত্র্য হয়ে আজ গোল বছরের হয়েছে, প্রভাত, প্রণবের বিয়ে হয়েছে, অধিক কি, প্রভাত আজ সন্থানের পিতা, এই যে অসহ ম্বধের ভাগ, তিনি কাকে জানাবেন? আজ তো সংসার 'ভরপুর' হয়ে উঠেছে, শুধু তাঁরই মনে ধে অভাব, তা চিরদিনই স্মান রইলো! 'মন্দাকিনি! মন্দাকিনি! আর কি একদিনের জন্মেও আস্তে পারোনা ? আর কি একবারও আগের মত এদে আমার স্থপ, হুংখ, বিধাদ, আনন্দ, তৃপ্তি অতৃপ্তির ভাগ নিতে পারো না? আর কি এক মিনিটের জ্ঞেও দেখা দিয়ে তুমি বল্তে পারোনা যে তোমারও আমার জত্যে শান্তি নেই, স্থ নেই, তৃপ্তি নেই। ভগবানের পায়ে গিয়েও তুমি মাতুষ আমাকেই পাবার লোভ করছো! যেদিন আমাকে ছেড়ে গিয়েছ, সেই দিন থেকে সমানে আজ পর্যন্ত আমার মনের দাহ জলেই আসছে। একটুও কমেনি।" প্রোঢ় জগমোহনের চোখে, ধারার পরে ধারা নেমে, তাঁর যোল বছরের ভকনো চোথকে রাঙা করে বুক বেয়ে নেমে চল্ল —

প্রভাতকে জগমোহন তার ছেলে হওয়া থবর দিয়ে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তার উত্তর দিলে প্রশাস্ত। দিখলে "পূজোর সময় আমার চারদিন টুটী ছাড়া আর

ছুটি নেই—তথন গিয়ে থোকা হওয়ার সন্দেশ খাব। ছোড়দাও তথন এসে যাবে। আমরা ভাল আছি— আপনারা কেমন ?" ইত্যাদি। চিঠিটা পড়ে জগমোহন একটু হেদে বাজে রেথে দিলেন।

আখিনের প্রথমেই সেবার পূজা। ছেলে হঁওয়।
থবর পেয়ে পর্যান্ত প্রভাত আর বাড়ীতে কাকেও
চিঠি পত্র লেখেনি। প্রাবণ, ভাত হটো মাদ চোধ
বুজে কাটিয়ে, পূজার অনেক আগেই ছুটি নিয়ে দে
বাড়ী এল।

মীনার সঙ্গে যথন দেখা হল, তথন তাকে সে কি কথা বল্বে তা ঠিক করতে পারলেনা। আগের মত করে কথা আর আগেনা যেন! কিন্তু চুপ করেই বা কতক্ষণ থাকা যায়! নিজের অজ্ঞাতেই সে ধীরে ধীরে ছেলের বিছানার পাশে গিয়ে বদ্ল! আন্তে আন্তে, চুরি করার মত করে তার যে হাতটা বালিশের ওপর আলগা হয়ে পড়েছিল, সেই হাত থানার ওপর ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল। প্রভাতের এই চুরি দেখে মীনার খুব হাসি এল; কিন্তু কিছুই না বলে সে গন্তীর হয়ে বসে রইলো। ধীরে বিছানার ওপর মুক্রে পড়ে প্রভাত ছেলেকে দেখতে লাগল।

অনেকক্ষণ চূপ করে থেকে প্রভাত বলে "এই! চিঠি লেখনি কেন ?" "বাং! তুমি লিখেছিলে? এই ইমাদ আমাকে কম ভাবিয়েছ?"

"চিঠি আমি লিখেছিলাম; কিন্তু ডাকে দেওয়া হয় নি। দেধবে ?" বলে প্রভাত ধাটের নীচ থেকে তার স্থটকেদটা বের করে পাঁছ ছ' থানা চিঠি মানার হাতে দিলে।

সেগুলো সরিয়ে দিয়ে মীনা বলে "চাইনে আমি এসব! যথন দরকার ছিল, তথন পেলাম না—এখন কি হবে! রেথে দেও হুমি পড়ো।"

"আমি তো তবু লিথেছিলাম, তুমি কি করেছ!
এই হ'মাস বোধহয় এই নতুন খেলনাটা নিয়েও বাব
ছিলে, না ? পুরোনোটা আর মনেই পড়েনি ? না ?"

"মোটেই মনে পড়েনি, ভাকে বললে? কিৰ চিঠিলেথ নি বলে রাগও খুব হ'ত।" "এ:! এটা আবার কোথা থেকে আমার 'ভাগীদার' হয়ে এল ?" বলে প্রভাত ছেলের গালে আঙুল দিয়ে মৃত্ আঘাত করলে। ছেলে কেঁলে উঠলো।

"দিলে কাঁদিয়ে ? তুমি বড় হিংস্ক তো!" বলে মীনা ছেলে কোলে তুলে নিয়ে তাকে চুপ করাতে লাগলো।

"বাং, বেশ দেখা ছে! একেবারে গণেশ জননী!'

"যাও, অমন করলে কিন্তু মজা দেখতে পাবে।''

"কি মজা—শুনি! আমাকে ডিভোস করবে ?''

"সে তো সোজ। কথ। হল, যা করব, তা তুমি ভাবতেও পারবেনা।" "কি করবে শুনি!—"

"কথাও বল্বনা, আর এটাকে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে চলে যাব।"

প্রভাত ভয় পাওয়ার ভাগ করে বস্লে "দোহাই তোমার, অমন কাজও করোনা—তার চেয়ে এস— সন্ধি। জান, আমি আবার কাল পরশুই যাচ্ছি— প্রণবকে আন্তে।"

"তাহলে একেবারে তাঁকে নিয়েই অস্তে! আবার ছদিনের জন্ম এলে কেন ?—''

"কেন এলাম ? যদি বলি তোমাকে দেখতে ?—"

"তাহলে, বল্ব মিধ্যা কথা।" "আছে।, যদি বলি
এই 'ব্যঙাচি' টাকে দেখতে ?—"

"কতকটা সত্যি! কিন্তু 'ব্যঙাচি' কেন ?" "ত। বই কি' যে কিল বিল কর্ছে! রাগ করলে? আছো, ব্যাঙাচি না, পূর্ণ মাহুব, আমার সোনা, মানিক" বলে প্রভাত হাত বাড়ালে—মীনা তার কোল থেকে ছেলে তুলে নিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিলে, প্রভাত সেই কচি শিশুকে বুকের ওপর চেপে ধর্লে—আনন্দ ও গৌরবে মীনার চোধের কোলে জল চক্ চক্ করতে লাগল।

ছনিন হলো পেতাত কলকাতায় গিয়েছে, প্রণবকে থানিকটা আগিয়ে নেবার জন্মে। আজ তার টেলিগ্রাম এলো ছই ভাইয়ে বাড়ীতে রওনা হয়েছে—জগমোহন ভিতরে ভিতরে অশাস্ত হয়ে উঠেছিলেন—প্রায় এক বছরের ওপর হল, ছেলেকে তিনি দেখেননি, কতগণে

নির্বিল্লে সে বাড়ী এসে পৌছবে এই ছিল তার মনের কথা। কোন ঘর্থানায় সে থাকবে কোথায় বদ্বে, এদে কি খাবে, এ স্বই একরকম ঠিক হয়ে গিয়েছিল। নন্দার বাবা, রাইপুরের জমিদার, তাঁর কাছে চিঠি লিখে জেনে নিয়েছেন, কোনু সময় লাগাৎ প্রণবের বাড়ী আসার কথা। তাঁর। স্বামী স্ত্রীতে তাহলে ८मই সময়ে এয়ে জামাইকে দেখে ভবে য়াবেন। প্রত্যে চটা জিনিস হাজার রকম করে সাজিয়ে, গুলিয়ে খাবার জিনিস গুলির যোগাড় নিজ ছাতে করে রেখেও তাঁর মনে হচ্ছিল হয়তো ঠিক মত কিছু হলনা। প্রবাদী ছেলের স্থথ স্থবিধার আয়োজন য'দ আজ মন্দাকিনী থাকতেন তবে হঃতে৷ আরো বেশী, স্থানর ও শোভন করে করতে পারতেন। কিন্তু হায়। **আজ** নোলে। বছর যে তিনি তাঁকে ছেড়ে গিয়েছেন। 'মন্দা-কিনী। আশীর্কাদ করে। তোমার ছেলেদের সংসার যাত্রার পথ পুশ্সময় হয়েই থাক।"

বিকেলে প্রভাত ও প্রণব বাড়ী এসে পৌছল।
রাস্তাতেই জগমোহন দাড়িয়ে ছিলেন—সেইথানেই প্রণব
তাকে প্রণাম করে পায়ের ধূলে। নিলে। কন্ধবাক্ হয়ে
তিনি তথু প্রণবকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। পরে
কোনো রকমে মুথ ছুটে বললেন "বাড়ী যাও বাবা
—আমি একবার ছোট খুড়োকে বলে আসি।"

বাড়ী যাবার এই স্থপ্ট ইঞ্চিত ব্ঝতে প্রণবের একটুও দেরী হলনা। মনটা একবার হলে উঠল— নন্দা! আঃ এক বছর পরে দেখা! না জানি সে এতদিনে কেমন হয়েছে! কিন্তু, না, তার জন্মে রাতের নিরালা সঞ্চিত থাকু। মুখে সে বললে "সে কি বাবা। ঠাকুরদার কাছে আমিও যে যাব একবার। না হলে ভিনি কি আর আমাকে আত্তরাধবেন? বাড়ী পরে যাব।"

"তবে এস প্রণব, প্রভাত তুমি বাড়ী যাও, বিখাম করোগে।" বলে জগমোহন, প্রণবকে সঙ্গে নিয়ে তার কাকার বাড়ী গেলেন।

শিরীষ চক্রের তথন বৈকালিক দাব। থেলার সময়। ছকটি পেতে সৰে বসেছেন, এমন সময় প্রণব ও জগমোহনকে আসতে দেখে বললেন "বাহা! একি তুমি কখন এলে প্রণব ?"

"এই তো আসছি" বলে প্রণব তাঁকে প্রণাম করলে। "ভেতরটা ঘুরে আসি" বলে প্রণব চলে গেন। জগমোহন ও শিরীষচক্রে সাংসারিক কথা বার্তা হতে मार्गा ।

"কই, ঠানদি কোথায়" বলে হাঁক দিয়ে প্রণব বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল।

"এই যে দাদা, কথন্ এলে ?' বলে ঠানদি বেরিয়ে এলেন, তার হাতে হাতে একখানা মাছর। সেইটা विছिয় निয় ভিনি বললেন, "বদো। কেমন ছিলে, কেমন দেশ সব গল করে।। দাঁড়াও তার আগে আমি একট মিষ্টি মুখ করাই!" বলে উঠে গিয়ে একথানা বেকাবীতে লুচা, ভাজা, কিছু ফল, ও একগ্লাদ জল নিয়ে ফিরে এলেন। থেগুলো তার সামনে ধরে দিয়ে বল্লেন, "আজ তো আর কিছু নেই। কোনো ইকমে এটুকু মুখে দেও-কাল সকালে কিন্তু এথানেই থেয়ে।"

थावात छालात मिटक टहरम अगव वरह "हेम्! করেছেন কি ? আমি তো এত খাইনে!"

"এ আর বেশী কি ? ছোট বেলার কথাগুলো কি ভূলে গেলি? সকলের থাবার চুরি করেই যে থেয়ে নিভিদ ?"

"তুলব কেন ঠান্দি! থাবার থাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতের মিষ্টি কান মলাও মনে আছে। বাবা! এখনও মনে হলে কাণ জালা করে।"

"সবটুকু যদি না থাস তো এখনও এই বুড়ো বয়সে कानग्रना थादि ! नन्तात्र मरत्र ८१था इराइर्छ ?"

"নাঃ! সে সব পরে হবে। আগে ঠানদির স<del>ক্ষে</del> দেখা করে নিই! কাকিমা কই ? কাকা কই ?"

"কাকিমা খাটে গিয়েছে, আর অবনী কোথায় আছে কি জান।"

"ও ঠানদি—বৌদিরা कि আছও আমার সাম্নে আস্বেন না ? কতদিন পরে এলাম ! খদি আর না-ই আসতে পেতাম!"

প্রণবকে দেখে যা।" অদিতাকে ডাক্তে তাঁর সাহস হলনা, কারণ দে এসৰ বেহায়াপণা পছন্দ করে না। ঠান্দির ডাকে শিউলী ঘর থেকে বেরিয়ে এল; "কেন, ঠাকুরপো কি জাপান থেকে নতুন রকমের কিছু হয়ে এদেছেন' যে দেখতে আসতে বল্ছেন!"

"বেতে থেতে মুথ তুলে প্ৰণৰ বললে "আজ বছপুণ্যির জোর দেখছি—ছোট বউদি যে আমার দামনে!"

"কি আর করি বলুন! আপনারা যখন ছাড়ছেন না, তথন আর কতদিন অপ্রকাশ থাকবো! তার পর, কেমন ছিলেন, কি দেখলেন, কি আনলেন সব বলুন!"

"আচ্ছা, এখন তো কিছুদিন আছি, ধীরে ধীরে সব ভনবেন—এক দিনে ভন্লে সব শেষ হয়ে ঘাবে যে! এখন উঠি তা হলে ঠাকুমা, কি বলেন, অস্থমতি দিচ্ছেন তো!

"ওরে, হ্রা-বল যে এখন ঘর মুগোমন হয়েছে! তার আবার অত ফন্দী-ফিকির কি ?" হাস্তে হাস্তে প্ৰণৰ উঠে দাঁড়াল।"

দে চলে থেতেই অসিতা বেরিয়ে এদে বল্লে, "ছোট বৌ ! ভুই তো খুব সাহসী মেয়ে ! ও বাড়ীর ঠাকুরপোর भक्त कि वरल कथा यन्ति ?"

"কেন, তিনি কি বাঘ না ভালুক, যে আমাকে খেয়ে ফেলবেন!".

"হোক বাপু! প্রভাত ঠাকুরপোর বৌএর হাওয়া তোকেও লেগেছে দেখছি! ঠাকুরপো যদি কিছু বলে ? ভয়ও তো নেই প্রাণে ?"

'মীনার হাওয়া যদি আমার গায়ে লেগেই থাকে দিদি, তে। আমি মাত্র হয়ে যাব এবার।" আর মাত্র্যের সঙ্গে কথা বল্লেই বা বক্বে কেন ? ভাস্থর ঠাকুরের বুঝি মানা আছে, তাই বৃঝি, তুমি এদের কারো দক্ষে কথা বল না "

ঠোটটা উল্টিয়ে অদিতা বল্লে, "ইস্! আমাকৈ गाना कंत्रत्व (क ? जात कत्रत्वहे वा अन्हि (क ? जानि निटक्ट कथा बलित्न, अ मत त्वहाग्रा ठीए जामात जान मार्थ मा।"

"আমার ভাল লাগে দিদি। আমার ভাইদের দক্তি "বালাই, ষাট! আয় না, ও শিউলী তোরা আয় যথন কথা বলি, তখন ঠাকুরপোর্দের সক্তে বল্বও। উর্বে



7 6

চন্দ্রার

16

निद्यो-शिहरयन्त्रनाथ प्रजूपनात ।

লন্দ্রীবিলাস প্রেস, লিঃ, কলিকাতা।



এতদিন বলিনি, ছোট ছিলাম বলে; এতে যদি কেউ আমাকে বকে বা নিন্দে করে, তার সঙ্গে আমার বোঝা-পড়া আছে।"

মৃথথানা অন্ধকার করে অদিত। বল্লে, "কেউএর কি আর ক্ষমত। আছে তোমাকে বক্বার! কটা চামড়ায় আর ওই 'হিজিবিজির' অক্ষরে যে ভূলিয়ে রেথেছ একেবারে!"

শিউলি রাগ করতে গিয়ে, হেসে ফেলে বল্লে, "সেও তো একটা কমতা! আপন স্বামীকে বশ কর্তে পারা একটা কম ক্ষমতার কথা নয় দিদি! ভাস্থরও তো কম ভালবাদেন না, ভোমার সেদিক থেকে হঃখু করবার কিছু নেই।

'থামী ভালোবাদেন,' একথা নিজের মনে খুব ভাল করে জান্লেও, তাঁর, এবং অস্তের মুথ থেকে দেটা ভনতে পেলে যেন আরে। আননদ হয়; তাই অসিতা, শিউনীর কাছে পদে পদে হেরে গিয়েও, তার এই শেষ কথাটায় মনে মনে খুদী হলেও,বাইরে সেটাকে প্রকাশ না করে ঘরে উঠে যেতে যেতে বললে "আমি কালো মায়্রয়। আমাকে আবার ভালবাদা কি! নেহাৎ এক বাড়ীতে থাক্তে হয়, তাই!'

শিউলি তার কাণ্ড দেখে মনে মনে হাদলে।

রাত প্রায় নটা হবে। প্রণব টেবিলের ওপর আলোটা রেথে সামনে একটা বই খুলে, জানালার ভিতর দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যাচ্ছিল, তারই দিকে চেমেছিল। আলোটা খুব জোরেই, দপদপ, করে জল্ছিল।

এই একবছরের, না দেখা নন্দা, আজ তার সামনে কিরূপ নিয়ে, কেমন মন নিজে আসবে, এই চিন্তাই তার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

খুট্ করে শব্দ হলো—প্রণব পিছন ফিরে তাকালো।
নেখলে মীনা হাতে এক প্লাস কল নিয়ে খরে ছুক্ছে—
চিয়ার খেকে উঠে দাঁড়িয়ে দে বল্লে "আপনি আবার কট করে কল আম্লেন কেন? দরকার হলে আমিই নিয়ে
আসতাম। আপনার খাওয়া হয়েছে? কই আমাদের ধান্টানৈক তো দেখুতেও পেলাম না একবার!"

টেবিলের ওপরে জলের প্লাসটা রেখে, একথানা ছোট

বেকাবী দিয়ে সেটা ঢেকে দিতে নিতে মীনা বললে—
"থোঁজ করেছিলেন? তার তো এখনও হাত পা স্থ-বশে
আদেনি, তাহলে আপনাকে দেখতে আসতো। যাক্,
টেবিলের ওপরে লোক দেখানো করে বইথানা খুলে
রেখে, মনটাকে আশে-পাশে দৌড় না করিয়ে, বরং
দরজার পাশে এর থেকে 'ইণ্টারেষ্টিং' কিছু আছে কিনা,
সেটা পরীক্ষা করে দেখলে পারতেন! বেশী দ্র যেতে
হবে না—দরজার পাশেই পাবেন।"

—কাজ নেই আমার এমন 'ইন্টারষ্টিংএ'। যিনি দরজা পর্যান্ত এসেছেন, তিনি আর একটু এগিয়ে এলেই তোপারতেন!"

"তাই কি হয় ? তৃষ্ণাকেও এগিয়ে গিয়ে জল পুঁজতে হয় —জলই সব সব সময় তৃষ্ণা গোঁজে না। বুঝলেন ?"

"তাই নাকি? আছো, তবে আপনি যথন মাননীয়া আর বিশেষ করেই বারে বারে বল্ছেন; তথন দেখাই যাক্ এর পরে আর কি রহস্ত প্রকাশিত হবার অপেকা কর্ছে!—"বলেইনেস একলাফে ঘরের বাইরে এসে, বেথানে স্থাননা দিছিলে লজা, সংলাচ ও আননা কাপছিল সেইথানে দাড়াল। পরে নন্দার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে কোমল ভাবে চেপে ধরে, তাকে টেনে আনতে আন্তে বলে, "একে বৌদি? ঘরের দরজার কাছে দাড়িয়ে আমাদের শুপ্ত কথা না শুনেছে! অমুমতি করেন তো পরিচয় নিই!"

"হা।—নিন্—ভাল করে পরিচয় না পেলে ছেড়ে দেবেন না—আমাকে দরকার হলে জানাবেন।" বলে মীনা হাসতে হাসতে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। যে স্বামীসোভাগ্যবতী হয়, সে কগনো অস্তের সেই সোভাগ্য দেখে হিংসা করে না, তাই মীনা প্রণবের এই সমন্ত কথায় আমাদ পাছিল খুবই। তার নিজের ঘরেও যে আর একটা তরুণ হার, আশা, আকাজনায় বিনিম্মনয়নে, তাকেই কামনা করছে—সেটা তার অজ্ঞানা ছিল না; তাই তাড়াও তার নিজের দিক থেকে কিছুক্ম ছিল না। প্রণবের ঘর থেকে বেরিয়ে সে এক রক্ম ছুটেই নুজের ঘরে গেল।

বন্ধ করে দিয়ে বেশ কায়েমী হয়ে চেয়ারে বস্লো—
নন্দা তথনে। কাপছে। পিছন থেকে একটানে ঘোমটা
খুলে দিয়ে প্রণব বল্লে "ঢের হয়েছে—কলা-বৌ ঘোমটা
থোল।"

"আ:! কিয়ে কর! দিদির সাম্নে কি কাণ্ডটা করলে বল তো? লজ্জায় মরি!"

"তোমার আবার লজ্জার কমটা হোল কোন্থানে? বেশ তো একগলা ঘোম্টা দিয়ে ছিলে!" নদা দেখলে স্থামী তার কিছুই বদলায় নি! ঠিক সেই ছেলেমাহ্যই আছে। তাকে কথা বল্তে না দেখে প্রণব ব:ল, "কি কথা বল্ছ না যে!—রাগ হয়েছে? আচ্ছা, আমিও তো নেহাং বেরসিক! কোথায় এতদিন পরে তোমাকে পেয়ে কত কি বল্ব, কর্ব, তা না তোমাকে হয়তো রাগিয়েই তুল্ছি! দাও তো আমার কাণ ছটো মলে!"

নন্দার এবার হাসি এল। বল্লে, "মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে নাকি? দাঁড়াও তোমাকে আমার প্রণাম করা হয়নি।" বলে নীচু হয়ে প্রণাম করতে যেতেই প্রণব তাকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিলে। বলে, "ছিং! তোমার আমার সম্বন্ধে প্রণাম চলে কি? তার চেয়ে যা' চলে, তারই চেটা দেখ়।" বলে নন্দার চোথের কালে। দৃষ্টির ভিতরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, ধীরে ধীরে গভীর ভাবে তার গালের ওপর আদরের ছাপ এঁকে দিলে। নন্দাও দেখলে, স্থামার চোথের দৃষ্টিতে কি যেন ফুটে উঠছে। আগের সে শিশুর মত সরলপ্রাণ কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। সে শিউরে উঠে ধীরে ধীরে মাথাটা নীচু করলে। কাণের কাছে কি যেন একটা এমনি ভাষায় গুঞ্জন উঠছিল—

"—তৃমি জ্ঞানী, গুণবান;
তব দাসী হতে নাহি বোধ বল
তাই সদা কাঁদে প্রাণ।
তামি এ অবলা নারী
নীরবে চুম্বন ছাড়া কি আর করিতে পারি ?"

ক্রমশ:

# প্রিয় মোর

ঞ্জীঅমলা দেবী

জানি তুমি লবে বাঁধি হে প্রিয় আমার সঘন বাছর বাঁধে। সমস্ত সংসার বিস্মিত চাহিয়া রবে মিলন-বাসরে স্নেহ সিক্ত মালা গাঁথি মোর কণ্ঠ পরে কথন প্রায়ে দেবে। নিংশব্দ নিরবে চির শান্তি স্লিঞ্জ করে প্রশিষা যাবে ক্লান্ত ললাটের পরে। তুল আন্তি মায়া
চঞ্চল জীবন মাঝে শত আলো ছায়া
স্নান করে দেবে বন্ধু তব দীপ্ত জ্যোতি।
নিমিষে সম্পূর্ণ হ'বে যত ক্ষয় কতি
তোমার অক্ষয় দানে। নত শিরে আছি;
এবার পরায়ে যাও তব মালা গাছি।



### ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধি :--

ইঙ্গ-জাই রিশ সন্ধি লইরা তীর বাদ-গতিবাদ চলিতেছে। নিম্নে উপনাক সন্ধির যথায়ণ পূর্ব বিবয়নী প্রদত্ত ছইল ঃ—বিটিশ সামাজ্য নামে পরিচিত বিভিন্ন জাতিসাজ্যর মধ্যে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যেও ও দুবিন আজিকার গ্রহ্মেন্টের তুল্য আয়ল্যও সমান মর্যাদাসম্প্রম শাদ্দরতত্ব পাইবে। এই ছক্ত আয়ল ওের একটী পালা-মন্ট থাকিবে এবং আয়ল্যওর শান্তি, শৃষ্ঠালা ও ফুশাসনের নিমিত্ত এই পালাতেট মাইন এগান করিতে পারিবেন। এতভিন্ন আইরিশ পালমেন্টের নিকট দায়া একটি শান্ত-প্রিবদ্ধ থাকিবে এবং এই গ্রেদ্যেক্টকে আইরিশ ফা ঠেট নামে অভিহিত করা হইবে।

- (২) পরে যে সংস্ত চুতির উল্লেখ করা ইইবে, তন্তির বিটিশ গ্রবন্দিট ও ক্রিটিশ পাল্ডিনট সম্পর্কে কানাডা রাজ্যের অফুরূপ মর্য্যালা আইরিশ জী স্টেটের থাকিবে এবং রিটিশ রাজ্যের কিয়া উহার প্রাকৃতিনিধির কিয়া ব্রিটিশ পাল্ডিনটের সহিত যে সম্পর্ক থাকিবে এবং সেই সম্পর্ক যে সমস্ত আইন ও শাসনতন্ত্রগত নিয়ম-কামুনের বারা নিয়ন্ত্রিক হইবে, তৎ বিষ্ক্রে আইরিশি জী ষ্টেটের কানাডা রাজ্যের অকুরূপ অধিকার থাকিবে।
- (৩) কানাড়া রাজ্যে থে ভাবে গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন, কায়ল তেও ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতিনিধি সে ভাবে নিযুক্ত হইবেন এবং এই পদ নিয়োগের সময় উক্তরূপ নিয়মকাফুন মানিয়া চলা ২ইবে।
- (৪) আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের পার্লামেন্টের সদস্থাণ আমুগত্যের বে শণাথ গ্রহণ ক: বেন, তাহা নিম্নলিখিত আকারের ছইবে:—

আফি...আইন অমুদারে প্রতিষ্ঠিত কাইরিশ ঐ টেনের শাসন-ত:নর নিকট বিশ্বস্ত ও অমুবক্ত থাকিব বলিরা পবিত্রতাঃ সহিত্ত দপথ গ্রহণ করিতেছি এবং আমি আরও শপথ কারতেছি বে, বিভিন্ন ভাতির সমষ্টি লইয়া বে বৃটিশ সাম্রাভ্য গাঁটিত হইগাছে, উহার সক্ত হিসাবে এবং আরল্ভ ও গ্রেটবুটেনের মধ্যে সম্পর্কের দরণ স'ধারণ নাগরিক হিসাবে আমি মহামাক্ত রাজা প্রথমজ্জ কিয়া আইন অন্সারে যিনি তাঁহার উওরাধিকারী বা হুলাভিসিক হইবেন, তাঁহার প্রতিও বিষয়ে ও অনুসক্ত থাকিব।

- ( ॰) অংশের হইতে ইউনাইটেড কিংড্মের (ইংলও আরলও ও ফটলও) সরকারী ঝণের জন্ম এবং বর্ত্তমন সময়ে যে সমরকণ আছে তজ্জম তাইরিশ এটা টেট দারী থাকিবেন এবং তারার
  এই সমস্ত কণের স্থায়া অংশ প্রদান করিবেন। কতক টাকার
  কংশ তাহার পরিশোধু করিবেন, যদি তাহা লইবা ভবিষ্যতে দাবী
  ও পাণ্টা দাবী ইথিত হয়, তবে, বৃট্টিশ সংমাজ্যের এক কিছা
  একাধিক নাগরিক লইহা উহার মীমাংনার হয় সালিশ নিযুক্ত
- (৬) নে প্রাপ্ত উছয় বেশের মধ্যে একটা চুক্তিদ্বারা আইরিশ
  দূর প্রেটি সীয় সমূদ্রতার রক্ষার জল্প আনলাবার বাবস্থা না করেন,
  ততদিন প্রাপ্ত মহামাল্য বৃটিশ রাজ্যের দেনাগল আবালেজির নৌপথ
  রক্ষা করিবেন। কিন্তু শুক্ত কিন্তা মৎস বাবসালের রক্ষার এলা
  মদি আইরিশ ক্রা প্রেটের জাহাজ রংখার দরকার হয়, তবে এই
  চুক্তিশারা উহার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা ইইবে না। অল্য
  হইতে ৫ বৎসর পর বৃটাশ ও আইরিশ গ্রশ্নেটের প্রতিনিধিকে
  লইয়া একটি সংগ্রলন হইবে এবং তাহাতে এই চুক্তির আলোচনা
  করিয়া দেখা ইইবে এবং আয়লতি যাহাতে অকীর সমুদ্রতীর রক্ষার
  হল্প বাহস্থা কারতে পালে, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই উক্ত সংগ্রলন
  আক্রান করা হইবে।
- (৭) শান্তির সময় আইরিশ দ্রা টেট বুটাণ রাজ্যের সৈক্ত-দলের নিকট এমন সমস্ত বন্দর ও গ্রান্ত শ্বিধা অর্পন করিতে এক্তত থাকিংরন, বেগুলি উভর দেশের গ্রগ্নেটের মধ্যে আপো-বের দ্বিরীঞ্ত হইবে এবং কোন বেদেনিক শাক্তর বিঞ্জে বৃদ্ধ বা বিবাদের সময় ৩৯ বুটিশ গ্রগ্নেটের প্রয়োজন অন্সারে উপলোজ-রূপ বন্দর ইত্যাদি খ্রহার ক্রিতে দিতে সম্ভত থাকিবেন।

(৮) অক্তশস্ম হ্রাস করা বিধয়ে যদি আয়র্জ্জাতিক মূলনীতি মানিরা চলিবার উদ্দেশ্য লইরা আইরিশ কী টেট গবর্ণমেন্ট আরু-বক্ষার জন্ম দেনাদল গঠন করেন, তবে গ্রেটবুটেনের যেরূপ সামরিক বাবদা আছে, আয়লভেরও লোক দংখ্যা হিদাবে তমপেকা অধিকত্র সামরিক বাবস্থা থাকিবে না। (১) গ্রেটবুটেন ও আইরিশ কী ট্রেটের বশরসমূহে যথাযথভাবে শুক্ষ ও বন্দরের অক্সায় बाजना इंडानि निलाहे रेबलिनिक जाराज मगुर वाधीनভाव अरब-শের অধিকারী থাকিবে। (১০) গবর্ণমেট পরিবর্তিত হওয়ার দরণ যে সমস্ত জল, অফিসার, পুলিশ কর্মচারী কিয়া অঞ্চল্প मुत्रकाती कर्माती कर्महाठ किया अवमत ११.११ नाथा इहेरबन, की द्वेटित धवर्गमण्डे डीशिमिक्क डेशयुक श्रिमान कि छिश्रव पिरवन এবং এই বিষয়ে ১৯২০ সনে যে আইন হইয়াছিল; তদপেকা इस क छि भूदन मिला हिलार ना, कि ख मारायाकाती भू निभवारिनी এবং রয়েল আইবিশ কনেষ্টবুলারী''র সদস্তদের প্রতি এই চক্তি খাটিবে না। এই সমত্ত ব্যক্তিকে বদি কোন ক্ষতিপূরণ বা পেক্ষন দিতে হয়, তবে বৃটিশ গ্ৰণ্মেণ্টই তাহা দিবেন।

১১। এই চুক্তি পালানেটের আইনের হারা গৃহীত হইবার পর একমাস অতীত না হওয়া পর্যন্ত আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের কমত। উত্তর আয়ল্ডের পক্ষে প্রযুদ্ধ হইবে না। উত্তর আয়ল্ভের সহিত ১৯২০ সনের আয়ল্ভি শাসন আইনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তাহা প্রাপ্রিক্রপে বজার থাকিবে এবং উত্তর আয়ল্ভির পালানেটের অন্তর্গত উত্তর পরিষদের সিদ্ধান্ত বাতীত উক্ত এক মাস শেষ হইবার প্রেক্ উত্তর আয়ল্ভি হইতে আইরিশ ফ্রীষ্টেট পালনিটের কোন সক্ষ্য নির্কাটিত হইতে পারিবে না।

১২। যদি উক্ত একমান শেব ইইবার পূর্বে উত্তর আয়লতিত্ব পালামিন উপরোক্ত মর্ম্মে ব্রিটিশরাজের নিকট আবেদন করেন, তবে আইরিশ কী ষ্টেটের গবর্ণনেই উত্তর আয়লতিত্ব পক্ষে প্রযুত্তা হইবে না এবং উত্তর অব্যলতিত্ব সম্পর্কিত ১৯২০ সনের ধারাগুলি পূরোপুরিভাবে বজার ধাকিবে। যদি এই প্রকার আবেদন করা হয়, তবে, নিম্নলিগিত ও জনকে লইয়া একটা কমিশন পঠিত হইবে—আইরিশ ক্রী ষ্টেটের ১জন প্রতিনিধি উত্তর আয়লতের প্রবর্শমেন্টর একজন প্রতিনিধি এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের একজন প্রতিনিধি। এই কমিশন জনসাধারণের ইচ্ছা ও ভৌগলিক এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দীমা নির্দেশ করিয়া দিবেন।

- (১৩) আইরিশ শাসনপরিবদের সদক্ত নির্বাচনের ক্ষমত।
  আইরিশ ফ্রীটেট পাল মেন্টের থাকিবে।
- (১৪) উপরোক্ত ১মাদের পর যদি ঐ প্রকার আবেদন না করা হয়, তবে, ১৯২০ সনের আইরিশ শাসন আইনের বারা যে, ক্ষতা তাঁহাদিসকে দেওরা হইরাছে, তাহাই তাঁহারা ভোগ করিতে

খাকিবেন। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতা নাই, সেগুলির ব্যাপারে আইরিশ ফী ষ্টেট ক্ষমতা পরিচালন করিবেন।

- (১৫) অতঃপর ওতার ও দক্ষিণ আনালাভের মধ্যে । টী বিভিন্ন বিষয়ে (এইগুলি এখানে উল্লিখিত হইল না) রকাকবচ ও সর্ভ নির্দারণের জন্ম সময় সময় বৈঠক হইতে পারিব।
- (১৬) ধর্ম সংক্রান্ত বিগয়ে কোন প্রকার বৈষম্য করিয়া উত্তর কিমা দক্ষিণ আয়লভ্রের গ্রথমেণ্ট কোনপ্রকার আইন রচনা করিতে পারিবেন না।
- (১৭) আইরিশ ফ্রী টেউ গঠন না করা পর্যন্ত সাম্রিকভাবে শাসনকার্য্য চালাইবার জন্ম একটি অস্থায়ী গ্রন্মেন্ট গ্রন করা হউবে এবং উক্ত গ্রন্মেন্ট অস্তা হউতে বার্মানের বেণী স্থায়ী কটবেনা।
- (১৮) উভয় দেশের পার্লুমেন্টে এই চুক্তিপতা দাখিল করিয়। সমর্থন করিয়া লইডে হইবে।

ডি' ভ্যালেরার মন্তব্য ঃ— এই সন্ধিপতে আন্নলতের পক্ষ হইতে মাইকেল কলিক সাক্ষর করিলাছিলেন। তিনি ইহার পর নিহত হন। ডি' ভ্যালের এই সন্ধিপত অস্বীকার করেন এবং বলেন বে, আন্নলতের স্বাধীনতাম বিদ্দীর কোন প্রকার হতকেপ তিনি মানিতে সম্মত্নতেন।

ইংলাওশ্বনীর হৃদেশ প্রেমিকতা ঃ—লভনের অরুকোর ট্রীটে দাধারণতঃ দরিত্র লোকদের উপযোগী অরুম্কোর জিনিষ বিক্রম হয়। ইংলওখনী নিজে এই অঞ্চলে উপস্থিত হল এবং ৫ শিলিং ন্দুলোর ১টা ব্যাগ, ইং শিলিং ন্দোর একটা হাতব্যাগ, ৬ শিলিং ন্দোর কতকগুলি চায়ের সংস্থাম ও কতকগুলি থেলনা ক্রম করেন। এই সমস্ত জিনিষই ইংলওে তেয়ারী। দোকানদারগণ স্বয়ং রাগীকে এই সব জিনিষ ক্রম করিতে দেখিয়া পুব বিশ্বিত হয়। তবে উহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইংলতের লোকেরা রাগীর অনুকরণ করিয়। এই সব জিনিব পুব বেশী পরিমাণে ক্রম করিতেছে। দোকানগুলিতে বিটিশ জাত যে সব অক্তাক্ত পণ্য ছিল, তাহা দেখিয়াও রাগী পুব তারিফ করেন।

তুকীর স্বদেশী প্রীতি ঃ— মাডাজের 'হিন্দু' প্রিকার
মিঃ বি, শিবরাও বদেশভাত এবের ব্যবহারের প্রসার সম্বদ্ধ
লিখিতেছেন যে যতবারই গোকানে প্রয়াদি থরিদ করিতে যাওয়
হইবে ততবারই যদি দোকানদারকে জিল্পাসা করা যায়,...'ইঙা কি
ব্যবদী প্রয়া'; তবেই অতি ীত্র দোকানদারের থরিদ্ধারকে দেখির'
তাহার প্রয়োগ পুর্বেই বলিতে আরম্ভ করিবে ''ইছা ভারতে প্রস্তুত্ত তুকির বদেশী মীতি সম্বদ্ধে প্রর তেজবাহাত্রর সঞ্চ তাহার অভিজ্ঞত
যে বিহৃতি দিয়াছেন, দেখক তাহা নিয়ে উদ্বৃত করিলাছেন:—

করেক বংশন পূর্বে সার তেজ বাহাছুর সঞ্চ একবার তুরুবে গমন করেন। তিনি মুস্তাফা কামাল পাশার বড় ভক্ত ছিলেন। 
ডাহার ট্রেনখানি দীমান্তে পৌছিবামাত্রই শুক বিভাগের কর্মচারীগণ তাহার কামরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জ্ঞর তেজ বাহাছুর
সঞ্চ পুর সিগারেট ভালবাসিতেন। তিনি ঐ সময় বিদেশী দিগারেট বাহির করিলেন। উক্ত কর্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ শাস্তভাবে সমস্ত
সিগারেটগুলি বাহির করিয়া কইয়া তৎপরিবর্ত্তে তুরুব্দে প্রস্তক্ত
সিগারেট রাখিয়া দেন। এইরূপ বাবহারের কারণ জিজ্ঞানা করায়
উক্ত কর্মচারিগণ সঞ্জকে বলিলেন—"তুরুব্দে তুরুব্দের প্রস্তুত নিগারেটেই আপনাক্ষেপান করিতে হইবে।"

ভারতেও কি আমরা এরপে কথা বলিতে পাবি না বে, যথনই আমিরা কোন জব্যধ্রিদ করিতে যাইনাকেন আমিরাভারতীয় দ্বাই লইব ?

নব্যুগের হেলেন ঃ—কোন মুদ্র দোকানের জন প্রেদ মামক এক ব্যক্তির একটা অসাধাংণ কুল্মরী স্ত্রী আছে। স্ত্রীলোকটীর রূপ এডটু অপুর্ব যে, ভাহাকে নব্যুগের "হেলেন" ংলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। ক্যাফিজের ডাঃ চাল্স পিয়াস নামক একজন চিকিৎসক এই হেলেনকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া এতই অক্ট হন দে রোগিণীর সহিত ভাহার প্রগাঢ় বন্ধত্ব হয় এবং রোগ ছাডিল বটে, কিন্তু ডাক্তার ভাহাকে ছাডিল না। "বেলেন"ও ডাক্তারের সহিত মোটর অভিযানে यथन जथन वाहित इहेंगा याहेल शास्त्र। करल, "त्हरल-নের'' সামী জন প্লেদ উক্ত ডাক্তারের বিক্তমে স্ত্রীকে ফুসলাইয়া াইর। যাইবার অভিযোগে ক্তিপ্রণের মামলা দায়ের করে। বিখাতি শবিবাহিত বিচারপতি মি: ম্যাককাডির এজলাসে এই চাঞ্চলাকর মানলার শুনানী হয়। মি: জাষ্টিদ ম্যাককার্ডি ডাক্তারের পক্ষে এই মর্পে রায় দিলাছেন. "আইনে স্পষ্টকপেই দেখা ঘাইতেতে যে. বিবাহিতা নারী তাহার ইচ্ছাস্ত সামীর গৃহ ছাডিয়া ঘাইবার দম্পূর্ণ অধিকারী। এই ক্ষেত্রে আইন তাহাকে বাধা দিতে পারে না।" বিচারপতি আরও মনে করেন যে, নীতি-শাল্লের সমস্তার সহিত এই বিবয়ে তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই এবং আধুনিক আইনকামুনের ফলে সমাজে ব্রীলোকের অবস্থার বিপ্লবান্ত্রক পরিবর্ত্তন चित्रांटक ।

নারীর অধিকার :— এমতী আশালত। বিষাস আদানদালের প্রাইছ অম্ল্য কুমার বিষাদের পরী। আশালতার বিষ্ণ হং। তাহার পিতা কলিকাতার বাস করেন। আশালতা তাহার পিতাকে লিখিয়াছিল বে, তাহার বামী তাহার প্রতি অতি ছুর্ব্যাবহার করেন। দে আর তাহা সহ্য করিতে পারে সা; অতথ্র শীল্প তাহাকে লইরা বাইবেন। আশালতার

পিতা সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। তিনি আশার মাম। ও সরকারকে व्यामानरमाल (अवन करतन। मामा व्यामानरमारलव माक्तिरहेट वाव বাহাছৰ হীরালাল রায়ের নিকট আশাকে স্বামীর অধানতা হইতে মুক্তি দিবার জন্ম এক দরপান্ত দেন। গত ৪/। মার্চ্চ আশা আদা-লতে হাজির হইয়া সামীর ভ্রমাবহারের বর্ণনা করিয়া পিতোলয়ে যাইবার জন্ম প্রথমা করে। স্বামী বলেন, তিনি কথনও স্ত্রীর উপর দৌরাম্ম করেন নাই। ভাহার প্রীবড়লোকের কঞা। সে স্থামীর অসচ্ছল নংসারে সক্তম চিত্রে পাকিতে পারে না। বাপের বাড়ী যাইবার জন্ম ব্যাকুল। সে যাহা হউক, আমি এই একরার করিতেছি যে, গ্রীর উপর কথনও হুর্ব্যবহার করিব না। আংশ-লতা স্বামীর প্রতিশ্রুতিতে বিখাস না করিয়া বাপের বাড়ী যাইবার জতা প্রার্থন। করিল। মাজিটেট এই রায় দিয়াছেন যে, বয়ুন্ধ। আশালতার স্বামী এই একরার করিয়াছেন যে, তিনি প্রীর উপর দুৰ্বস্বহার করিবেন না। তবু দ্বী সামীর বাড়ীতে যাইতে অম্বীকার করিয়াছে। আশালতা প্রাপ্তবংশ্ধা স্ত্রীলোক, স্বতরাং সে বেখানে ইচ্চা ঘাইতে পারে।" আশালতা তাহার মানার দক্ষে ভলিকাতার পিতালরে আদিয়াছে। এই মোকদ্দমার বভান্ত পাঠ করিয়া বাঙ্গ-লার স্থামীদের চৈত্র হওয়। উচিত। এমন একদিন ছিল, যথন স্বামী প্রীর উপর যথেচছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। স্ত্রীরা স্ব নিৰ্ণাতন সহা কৰিত। সে দিন চলিয়া ঘাইতেছে। খ্ৰীকেও স্মতে রাখা সামীদের কর্ত্তব্য, নতুবা সংসার অচল হইবে। 'সঞ্জীবনী'

### নারীর সঙ্গে লডিব নাঃ—

মি: আর, ডি, পার্কিল কমল সভার একজন সদস্ত। উছার বরস হইয়াছে অনেক এবং তিনি বিবাহ করেন নাই। উছার সৌভাগ্য এই যে, ডাহার নিজের বিমানপোত আছে এবং তাহা তিনি নিজেই চালাইয়া থাকেন। আছে তিনি এক বজুতার নারী বিমানচারিণীদিগকে যে প্রশ্রম দেওয়া হইয়াছে এবং গ্রন্থেটের বারে ওাহাদিগকে উড়িতে ও বিমানপোত চালাইতে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার তীর নিক্ষা করেন। তিনি বলেন, "এদেশের সকলেই একথা ভাল করিয়া জানেন যে, বিমানমার্গেনারীর দল ভয়কররণে বিশজনক এবং তাহাদের দক্ষতা আছি সামাল্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি বরং আমার গায়ে পাথা লাগাইয়া উড়িব, তবুনারী বিমানচারিণীর সহিত উড়িতে চাই না।"

## টলষ্টয়ের গ্রন্থাবলী:---

বর্ত্তমানে ক্রিরার সোভিরেট গ্রপ্দেটের উজ্যোগে এবং টল্টরের বন্ধু রাডিমির সারকভের তথাবধানে উল্টেরের গ্রন্থাবলীর একটি নৃত্র সংস্করণ বাহির হইজেছে। টল্টরের অনেক লেখা বিপ্রব-মূলক বলিলা জাত, গ্রপ্দেটের আমলে এবং টল্টরের জীবিতকালে ভাহা প্রকাশ হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান প্রভাবলীতে এই সমস্ত লেখা এবং টনষ্টরের অগণিত চিটি, ডারেণ ও নোট প্রকৃতি ছান পাইবে। প্রকাশ বে, টাষ্টর জাবিতকালে দশহাজার চিটি লিখিলাছেন এবং বাহিবের লোকের কাছ হইতে ৪০ হাজার চিটি পাইরাছিলেন। এই প্রস্থাবলীতে টলইরের 'এনে কেবেনিনা' নামক প্রশিক্ষ উপ-ভাসের একটি অপ্রকাশিত অধ্যার এবং "ফর এভরি ডে" প্রভৃতি ক্ষিপের নৃত্ন পুত্তক ছান পাইবে। মোটমাট সমগ্র প্রস্থাবলী ৯০ খণ্ডে সমাধ্য হইবে। উহার মধ্যে ৪২ খণ্ড সমাগ্য হইরাছে। এবং ৮ খণ্ড বাজারে বাহির হইরাছে। বাকী খণ্ডগুলি ১৯০৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে আশা করা বার।

#### পরলোকে নরসিংহ স্বামী:--

মাজাজের বিখ্যাত হঠ্যোগী নরসিংহ স্বামী রেকুণ হাসপাতালে প্রলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছদিন পূর্বে কলিকাতার এবং মাদ্রাজে বিশিষ্ট বৈঞ্চানিকগণের সম্পুথে মারাত্মক বিব, কাঁচের টকরা, পেরেক ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া সকলের বিষায় উৎপাদন **করিরাভিলেন।** ইনি রেঙ্গুনের বহু লোকের সমূথে নানাপ্রকার বিব, কাঁচের টুকরা ও পেরেক ইত্যাদি ভক্ষণ কংরন। ইহার করেক ঘটা পরেই অনুষ্ম হইয়া পডেন। তৎকণাৎ তাঁহাকে হাস-পাতালে প্রেরণ করা হয়; কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হয় না, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। হঠ যোগের অলৌকিক শক্তি দেখাইবার সময় নরসিংহ ভামী নাকি এক গ্রেণ নাইট্রক এসিড, এক ডাম বিশুদ্ধ দালফিউরিক এনিড, এক গ্রেণ পোটাসিয়াম সামনায়েড এবং কয়েকখানি কাঁচের টুকরা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ডাক্তারেরা बरमन (य. के कनिरनत्र दिवक्तिया मर्साटक वाश इहेना পড़ियांकिन। ভাহাতেই হঠবোগীর মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ যে, বিষ, পেরেক ও কাচ ইত্যাদি ভক্ষণের পর নরসিংহ স্বামী নান। প্রক্রিয়া করিয়া এই সমস্ত হলম করিতেন। গতকলা এই সমস্ত প্রক্রিরা করিতে উাহার একটু বিলম্ হইরাছিল, ইত্যবসবে তাঁহার শরীরে বিষক্রিয়া বাধি হইয়া পডিয়াছিল।

## প্রতিনিধি নির্বাচন ঃ—

মুস্গমানদের প্রনিনিধি মাশ্রবর আগা থাঁ, অবনত শ্রেমীর প্রতিনিধি ডাক্টার আম্মেণকার, প্রভৃতি রাউওদেবিল কনফারেন্সের সভ্য নিমুক্ত হইরা ইংলঙে গিয়াছিলেন। ইইারা মিলিত হইরা ভারতের কোন প্রদেশে কতলন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীর, এংলো ইতিয়ান ও ভারতীর ধরীন ব্যবহাপক সভার সভ্য হইবেল, তাহা নির্দারণ করেন এবং রাউওটেবিল কনকারেন্সে উপত্তিভ করেন।

বাংলা ও আনাম সহতে ইইানের নাবী বে, বাজালার ব্যবস্থান সভার সভাসংখ্যা হইবে ২০০। তরংখা হিন্দু উচ্চতৈশীর হিন্দু সভা ৩৮, অবনত শ্রেণীর ছিলু ৩৫, মুসলমান ১০২, ইউরোপীরান ২০, এংলো ইতিয়ান ৩, ভারতীয় খুটান ২।

জাসাম ব্যবস্থাপক সভার সভা সংখ্যা ইইবে ১০৫। গুলাধো উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ৩৮, জবনত শ্রেণীর হিন্দু ১৩, মুনকমান ৩৫, ইউবোপীয় ১০৫ এংলো ইপ্রিয়ান ১, ভারতীয় গ্রীষ্টান ৩।

জাতি ও ধর্ম অফুসারে যদি সভা সংখ্যা নির্দারণ করিতে হর, তবে উপরি উক্ত নির্দারণ যে স্থার সঙ্গত হর নাই, তাহ। নিশ্চরই বীকার করিতে হইবে।

### মাতৃভাষায় শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা

বাঙ্গলার হাইকুলগুলিতে পাঠা বিষয়ের সংকার করার জক্ত যে কমিটি নিয়োপ হইয়াছিল, সেই কমিটি সিনেটের বিবেচনার জক্ত এই রিপোট দাখিল করিয়াছেল। যে, ইংরাজী ব্যতাত সমস্ত বিষয় মাতৃ াধায় পড়াইতে ও পরীকা লইতে হইবে। ইংরাজী, মাতৃভাষা, গণিত, ইতিহাদ ও ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান (জড় বিজ্ঞান ও রসায়ন) এবং কোন প্রাচীন সাহিত্য অবশ্য পাঠা বিবন্ধ হইবে। বর্ত্তমানে ম্যাটিক ছাত্রগণ যে অতিরিক্ত বিষয় পাঠ করে, তাছা তাহার আৰম্ভকতার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ফুতর কেতকগুলি অভিডিক্ত বিষয়ের মধ্য হইতে অন্ধিক ছুইটি বিষয় প্রতেক ছাত্রকেই পাঠ করিতে হইবে। এই সমস্ত অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে—হিসাব, জরিপ, প্র'ণীতত্ব, ব্যবসায় পদ্ধতি, ব্যবসায়িক ভূগোল, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি থাকিবে। ছাত্র ও ছাত্র দের শিক্ষা বিভিন্ন ধরণের হওয়া আবশুক। এ পর্যান্ত ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে একই প্রভার শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। ছাত্রীদের জন্ম সঙ্গীত ও গার্হস্ববিদ্যা অতিরিক্ত বিষয়ের অন্তর্গত করা হউক। সিনেট বদি এই রিপোর্ট গ্রহণ করে তবে উহা ১৯২০ দাল হইতে তৃতীয় শ্রেণী হইতে কার্ণো পরিণত করা হইবে এবং বর্ত্তমানে যে ছাত্র তৃতীর শ্রেণীতে পড়িতেছে, তাহাকে ১৯৩৬ সালে নুতন নিয়মে ম্যাট্রিক পরীকা দিতে হইবে।

## গ্রন্থ-পরিচয়

তারুরাগ কবিতাগ্রন্থ। শীকনকলতা ঘোষ প্রণীত। দাম
আট আনা। কনকলতা এই বইথানি তাহার পরলোকগত বানীকে
উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রথম কবিতা উৎসর্গ সেই উদ্দেশেই লেখা।
ছলন-ভরা অমুরাগে সিকু শারন-উবার শেকালীটিরই মত-পতিহারার
অমুরাগ কত গভীর এই কবিতাটিই তাহার প্রমাণ। এই প্রক্রে
এক্সিশটি কবিতা আছে। স্বস্থলি কবিতাই উচ্চভাবে এবং প্রাণের
একাত অমুরাপে অভিবিক্ত। বামীর ভালবাসা ইহার অস্তরে কিক্সণ
রেখাপাত করিলা আছে বাঙ্গিগতভাবে সে বিক্ত কবিতাগুলিতি

যেমন ফুটিরাছে, শাৰতভাবে স্বামী-স্ত্রা-সম্পর্ক কত নিবিড় তাহাও প্রকাশ পাইরাছে। 'আঁবিজল, 'কেমনে রইব হেখা' 'প্রতীক্ষা' প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। পতি-বিয়োগ-বিধুরা কনকলতা সাহিত্যের শারণে কোন রক্ষে ভুলিয়া থাকিবার ও শান্তির আাশ্রর থুঁজিতেছেন। আন্মর তাহার সাহিত্য-সাধন্যর সাকল্য কামনা করি।

'লামাদের দেশ তিবেতে' ঞ্ছিলনাথ মিত্র প্রণীত।
প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউদ্, ২২,৬ কর্ণপ্রয়ালিদ্ ট্রাট,
কলিকাতা। দাম আট আনা। নানা কট্ট সহিয়া কি করিয়া তিনজনে
তিক্তের রাজধানী লাদা নগরে পৌছিল তাহারই অভি মনোজ্ঞ, পরম
কৌত্হলোদ্দাপক চিত্র। লেথক বইখানি বাংলার ছুরস্ত ও শাস্ত্র শিশুদের হাতে উৎসর্গ করিয়াছেন। শিশুরা অবস্থ এ বই পড়িয়া
পুরই মজা পাইবে, এমনি ছুঃখ কট্ট সহিয়া নানাদেশ দেখিবার
প্রস্তিও তাহাদের জাগিবে—শিশুদের সঙ্গে তাহাদের অভিভাবকদেরও
এ বইখানি বিশেব আনন্দ দিতে পারিবে। লেখার সচ্ছন্দগতি,
রসোক্ষ্যে কথোপক্ষন ও মস্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায়
এমন দেশস্তর যাত্রার শিশুপাঠ্য কাহিনী বেশী নাই এমনধারা
বই দে অভাব কিছু পূর্ব করিতে পারিবে। বই খানিতে কয়েক
গানি ছবি আছে—ছবিগুলি ভাল, ছাপা:কাগজ ফুল্র।

'বিচার' প্রীণামোণর প্রমান কবিরাগ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যচার্থ কাব্যপাপ্তী প্রণীত। মূল্য ৮/০০। এই পুত্তিকার কবিরাগ
নহাশয় 'তরুণ সাহিত্যে অযৌক্তিক আক্রমণের' বিচার করিরাছেন—
এবং বহু প্রাচীন কবিধের শূসার রসান্ধক কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া
নেথাইয়াছেন। সে সব যখন সাহিত্য হইয়াছে তথন তরুণ
সাহিত্যের তথাকবিত অল্পীলতা সাহিত্য হইবে না কেন ?
কবিরাল মহাশয় শেষকালে বলিয়াছেন 'গাহিত্য সমালোচনায়
অন্পালতায় ম্থ্য লক্ষ্য রাথলে সমালোচনার দাবী হতে সেটা
শাশ্বলিত হয়ে পড়ে। কাজেই রস-সাহিত্যের সমালোচনা ব্রণমিচ্ছুক
সমালোচকের বিভ্রনা মাত্র। শূগাকের মতই হতথাসে সাহিত্য বুকের
মধ্ররস্টীকেও অল্প বলেই তাদের বিমুথ হতে হবে; অল্পীল

হলেই সেটা দোষ-পর্যায় তুক হয় না; এবংবিধ সাহিত্যবিচারের
নির্দেশ। ইতি' সাহিত্য বিচারের নির্দেশ হইলেও পামোদর প্রসাদের
শেষ বাণী ভাল বোধগম্য হইল না। কালিদাস, আনদাস, চঙীদাস,
সেক্সপিরর, বাইরন প্রভৃতি অস্নীল লিখিয়াও মন্ত সাহিত্যিক
হইলেন কি করিয়া আর তরুপেরা কেহ খল ত্র'চার পাতা
লিখিয়াই অল্লীল হইলেন কি করিয়া ইহা বিচারের বিবর হইতে
পারে কিন্তু সময়ই এ বিচারের ফলাফল নির্দেশ করিছে। যে
শর্মচন্দ্রকে লেখক ছল বিশেষে নজীর ধরিয়াহেন ভাঁহার লেখার
ছল বিশেষ প্রথমে কেহ অঙ্গীল মনে করিলেও এখন হয়তা
মোটেই ভাহা করেন না। বড় বড় কবির সব শৃঙ্গাররসাম্মক
কবিতা জড় করিয়া দেখাইলেও যাহাদের প্রতি অল্লীলতার আরোপ
হইয়াছে ভাহাদের ভৎস্থলে অভিবাজির সময়ক পরিচয় প্রদান না
করিলে কি করিয়া আপবাদ খণ্ডন হইতে পারে? কবিয়াল
দামোদর প্রসাদ এ বিষয়ে আরো বিশ্বত আলোচনা করিলে
ব্যাপারটা বোঝা যাইবে।

আক্ষর ন - শীঙ্গগদীশচন্দ্র গুপ্ত। এই পুরিকাথানিতে ১ • চি কৰিছা। আচে--একটি বাদ সবগুলিই সনেট। মূল্য ছব প্যসা মাত্র।

তনেকেই জানেন না, জগদীশ বাবু কবিতা লিখিতে পাৰেন।

ন্ববীক্স জন্মন্তী উৎসৰ্গ এছে জগদীশ বাবু কবিওক্সকে কবিতার

অপ্ললি দিয়াছেন। আমাদের এই সংখ্যা পূম্পাশতে উ।হার একটী
কৌতুক কবিতা প্রকীশিত হইতেছে।

এই সনেটগুলিতে কবির বস্তবা বেশ রস্থান হ**ইরাছে। 'মা** বলে ঐ ভাক দিলে কে'—নামক কবিতাটি একটি **হুলর লিরিক।** লেখকের কাতে আমরা আরও ভাল ভাল কবিতা চাই।

জয়ন্তী— এপ্রতাপ চল্ল দেন বি, এদ, দি। ববীল কর্মনী উপলক্ষে লেথক নিজের করেন্ডটি কবিত। জয়ন্তী নামে প্রকাশক করিরাছেন—পরিচায়িকা নিথিয়াছেন কবি ক্রীকালিদাস রার। কালিদাস বাব লিখিয়াছেন—"এই তরুণ কবি কাব্যেত বহিরক্ষের দিকটার গশাতীত চনৎকারিতা সম্পাদন করিরাছেন—অনুশীলমে অবহিত হইলে ব্যােবৃদ্ধির সহিত ক্রের্য অন্তর্জের ঐবর্যাও বে জানার অধিগত হইবে এ ভ্রসার ইন্দিত কবিতাগুলির মর্মপুটের মধ্যেই বর্তমান।"

আমরা কালিদাদ বাবুর সঙ্গে একষ্ড।

# स्थारिया रनिषाः राजिता रनिषाः

চারিদিক নিশুকা নির্জ্জন। অত্যন্ত নির্জ্জন। নির্জ্জনতা ব্যন খাদ রোধ করিয়া ধরিতে চায়, বুকের উপর পাথর হইয়াবদে।

চারিদিকে ভীষণ উত্তাল জলরাশি এদিকে নয় মাইল, ওদিকে সাত মাইল জুড়িয়া বিস্তৃত। প্রকাণ্ড বিল! গ্রীশ্ব, বর্গা, শ্রুং, হেমস্ত, শীত বসস্ত সব সময়ে সে ভীষ্ণ ভয়ানক! মাঝে মাঝে আকুল জনবাশি নাচিয়া উঠে, থেলা করে, ছই নিকে দূরে বহুদূরে পাহাড় ঘেরা প্রাচীরের গায়ে লাফাইয়া পড়ে আনন্দে আবদারে। ঠিক এইখানে, এই উন্মুক্ত জল রাশির মাঝখানে, একটা ছোট উঁচু জমির উপর একটা ঘর—ছোট্ট, সেইখানে খোলা বারান্দায ব্দিয়া থাকে একটা রুমণা। স্থানীর্ঘ সাত বংসর সে কাটাইয়াছে এই নিজনতায়, জগতের সঙ্গে সমস্ত কারবার বন্ধ করিয়া, সমস্ত দাবী দাওয়া চুকাইয়া দিয়া, পৃথিবীর সকলের সহিত সকল সম্পর্ক শেষ করিয়া, জীবনের খেলা-ধল। সাঞ্চ করিয়া নিজের ইচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে সে এই নির্জন কারাবাস। সাতটী কাল বৈশাধীর ঝড় সে থেলিয়া যাইতে দেখিয়াছে এই জলের বুকের উপর দিয়া। প্রবল উত্তাল চেউয়ের উল্লাস সে দেখিয়াছে চোথের সামনে, শত প্রলয় নাদে করতালি দিয়া গর্জন করিয়া তাহার ছোট আশ্রয়টুকু গ্রাস করিবার আয়োজন করিতে, দে তাহাতে ভয় পায় নাই, আনন্দে জানাইয়াছে ভাহার প্রাণের আকুল আহ্বান। বধার ধৃসরতায় সে দেখিয়াছে নীল জলের উপর গাঢ় কালো ছায়া, ডাহারই উপর ছুইয়া যাওরা পাগল হাওয়ার মাতামাতি, আর দেই শিহরণের পুলক দঞ্চার দেই ছোট ছোট তেউএর উপর। শत्र ଓ दश्मरस्त्र निर्मन भाकारमत्र नीरह दम दम्बियाद দির্ব অচঞ্চল জলের স্থান্দর গভীর নীলিমা। গণ্ডীর
নির্জ্জন সন্ধ্যায় সে বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়াছে; কতদিন,
কতক্ষণ দেই মৌন গান্তীর্য্যের উদ্দেশে। শীতের কুয়াশার
আবরণে দে হারাইয়া মিশিয়া যাইতে দেখিয়াছে ঐ বিরাট
জলরাশিকে প্রকৃতির অসীম শৃত্যতায়। আর বসম্ভের
মৃঞ্জরিত পল্লবিত প্রভাতে, সে দেখে নাই নবীন মঞ্চরী,
শোনে নাই পাখীর কাকলী, পায় নাই জীবনের সাড়া,
শুধু জল—জন—সে দেখিয়াছে শুনিয়াছে শুধু জল, জলের
গর্জন, জলের রহস্তাময় অবোধ্য ভাষা, আর পাইয়াছে
শুধু জগত ভরিয়া একটা বিশ্ব ক্রন্দনের সাড়া।

দঙ্গে তাহার একটা বৃদ্ধ চাকর আর একটা বৃদ্ধা দাসী।
এক মাদ পরে পরে দে একটা ছোট নৌকা বাহিয়া যায়
দূরে সাত মাইল দূরে পন্নীর বাজারে, দেখান হইতে দে
আবশুকীয় জিনিদ লইয়া ফিরিয়া আইদে।

রমণীর মাথার চুলগুলি প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে।
বার্দ্ধকা তাহার সারা অন্ধে, মৃথে সময়ের দাগ হৃষ্ণাই
আঁকিয়া দিয়াছে—তাহাতেও তাহার সৌলর্ম্যের হানি
হয় নাই। বরং তাহার সমস্ত জীবনের সব কিছু
অভিজ্ঞতা, হথ, হংথ বেদনা তাহাকে দান করিয়া
গিয়াছে অস্বাভাবিক একটা ঔজ্জা। হংথ কেশ
বেদনা তাহার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে অনেকবার। আনন্দও তাহাকে বঞ্চিত করে নাই একেবারে,
কিন্তু জীবন তাহার হংথের দাহনে জলিয়া জলিয়া সোনা
হইয়া গিয়াছে। হংথই জীবনের সফলতার মৃল, হংধই
নাকি মায়্যকে সম্পূর্ণ করিয়া তোলে, উয়ত করে, সকল
কালিমা মুছাইয়া দিয়া উজ্জল করিয়া ভোলে অস্তর বাহির।
হংধেও তৃপ্তি আছে, শাস্তি আছে, তাহারই ভিতর

বিখের আনন্দ লুকাইয়া আছে—তাই বুঝি শোকে ত্যুপে ভরা পৃথিবীটা মাস্কুষের এত প্রিয়। ত্রংথকে চির-সাথী করিয়া তাই দৈইয়া দে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়া-ছিল, তঃথকে সে ছাড়িতে চাহিত না, ভূলিতে চাহিত না, কারণ এই ছঃখই তাহার জীবনের একমাত্র উন্তম, আশা আনন্দ, বাঁচিয়া থাকিব।র জীবনীশক্তি। তাহার সমস্ত জীবনের সমস্ত কথা সে রোজ ভাবে, তাহাতে ব্যথা পায়, বক ভাঙ্গিয়া যায়, প্রতি পঞ্জর ধ্বসিয়া পড়ে তিলে তিলে, কিন্তু তবু লে আঁকিড়িয়া ধরিয়া আছে ঐ হ:খকে। তাহা তাহার জীর্ণ তন্ত্রী গুলিতে আবার ধ্বনিয়া তোলে কত ছন্দ, কত ভাষা, কত রাগিণী, তাই সে ভাবে, রোজ রোজ-প্রতিদিন। নিংসঙ্গ জীবনের চির হৃংথের আনন্দে ভরা দিনগুলিকে তাহার শব্দি করিয়া লইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অপেকায় অপেকায়। সে কোন স্থদুরের, কোন মিলন-বাদরের অপেক্ষায়। কালের ছায়। স্পর্শ করিয়াছে তাহার জীবন, কিন্তু তবু তাহার এ-ছ:থের ভরাপশরালইয়া দে কি মিশিয়া ঘাইবে ঐ জলরাশির সহিত। শুলু কি তাহা হইবে না ? বুঝি আসিবে না দে, দব বুঝি ব্যর্থ হইল, অপেক্ষায় অপেক্ষায়। চুল কি আরো সাদা হইয়া যাইবে একেবারে, চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া ঘাইবে একেবারে তখন কি প্রিয় আসিবে? কে বলে সময় নাই? বাহির তাহার শুক্ত হইলেও অস্তর যে তাহার এখনো সবুজ আছে, বাহির তাহার কালের ছোঁয়া পাইলেও অস্তর তাহার এখনে। নবান তরুণ—তাহাই থাকিবে বুঝি ভাহা ভাহার অপেকায় যভদিন না ভাহার সকল প্রতীক্ষা সফল হইয়া উঠে।

নিজের যত স্থার জন্তার, ভূল মিধ্যা সবই মূর্ত হইয়া উঠে তাহার চোথের সমূথে, সে ভূলিতে চায় না, ভূলিতে পারে না—কারণ সে জানে নিজেকে প্রবঞ্চনা করিয়া কোন লাভ নাই, তাহাতে শান্তি পাওয়া যায় না, তাহাতে ম্থ নাই। নিজেকে এতদিন সে চিনিতে পারে নাই। সারা জীবনটা তাহার একটা ফাঁকির ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই যে তাহার আজ নির্জন বাস ইহা যাহাতে একেবারে ফাঁকি না হইয়া য়ায় সেইজন্ত সে সব ভাবনা দত্তন করিয়া ভালে বার বার। জার চাছিয়া থাকে

থোলা জানালা দিয়া ঐ বিস্তৃত বছরূপী জলরাশির দিকে।
কতদিন চলিয়া গিয়াছে এইখানে তাহা সে গোণে নাই।
তাহার সমস্ত ভুল ক্রটি দোষ জমা ধরচ করিয়া, হিসাব
মিলাইতে না পারিয়া সে যেদিন আশুয় লইয়াছে এইখানে, সেদিন—সেই দিন হইতে সে আর বংসর গুণিয়া
দেখে নাই। জীবনের এই পাতাগুলি একেবারে সাদা
করিয়াই রাথিয়াছে সে, তাহাতে কালির আঁচর এউটুকুও
কটিয়া দেয় নাই।

তারও আগে—তারও আগে—আরো—আরো সমস্ত ঘটনাই স্পষ্ট তাহার মনে পড়ে। প্রতি পল, প্রতি মুহূর্ত প্রতি ঘটা—আর কতগুলি পুরাণো থাত। খুলিয়া সে নিজের মনে পড়ে:—

স্থরমা ধনীর কন্তা, ধনীর পুত্রবদু—শিক্ষিত ধনীর পদ্মী। সংসারের বা সমাজের যত রকম বিলাসিভায় রাতদিন ডুবিয়া থাকিত সে। বহু মূল্য শাড়ী প্রতিদিন ভাহার অঙ্গ ঘিরিয়া সার্থকতা লাভ করিত। কোন রকমের আনন্দ উল্লাস তাহাকে স্পর্শ না করিয়া চলিয়া যায় নাই। তাই সে যেদিন স্ব ছাড়িয়া দিয়া বাছিয়া লইল এই নিজ্জন বাসস্থান সেদিন অনেকে আশ্চয়্য ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃথি নিজেও। কিন্তু এই ছঃখই তাহাকে আনিয়া দিয়াছে শাস্তি—ভ্য়িঃ। বিরহের ব্যথা তাহার সকল মিলনকে নিবিড্তর করিয়া তুলিতে চায়—তাই অপেকা—অপেকা—অপেকা—

জীবনের সুথ তৃঃধ ধেরা দিন গুলি তাহার চোথের সম্পুথে ভাদিয়। উঠে প্রতিদিন জলন্ত হইয়া, আগুনের তুলিতে আঁকা ছবির মতন। বাল্যের পবিত্র দৃষ্টির সামনে মেলিয়া ধরা জগতের দৃষ্ঠ কত স্থানর ছিল! পিতামাতার স্নেহ ভালবাসার রত্ন-থচিত বেদীতে বিসরা যে সে পুত্রের ধেলাবর পাতিয়াছিল—তাহাও তেমনি আনান্দ উৎসব ম্থরিত হইয়া তাহার কোমল প্রাণে কোন এক ভবিয়্যং স্থানীতিকার গুল্পরণ ধ্বনিয়া তুলিয়াছিল। মনে পড়ে বাল্যমণী কণিকার কথা—আবো সঙ্গে সঙ্গে বাল্যমণী কণিকার কথা—আবো সঙ্গে সঙ্গে বাল্যমণী বিশ্বের কথা। সেই কণিকা আর সেই বিশ্বেয় তাহার ধেলা-বরের সাথী হইয়াও আবার যে তাহারা ভিয়ক্সপে তাহার বান্তব ঘরের সাথী

হইতে আসিবে তাহা যদি সে তথন জানিতে পারিত—!
মাহ্য যদি ত্রিকালজ্ঞ হইত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবী
অক্স রকম হইয়া ৰাইত।

মান্ত্র নাকি ভাবে এক আর হয় আর। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া যথন একদিন স্থরমা নিজেকে চির-২ন্ধনের স্থতায় বাঁধিয়। ফেলিল, ঠিক তার কিছদিন পরেই সে বুৰিল, হইয়া গিয়াছে, আর ভাগ্য সে মানে না কিন্তু তাই বলিয়া তো অনেক কাজের কারণ থুঁজিতে গিয়াও ভাহার যুক্তি তর্কে ভরা মনটা কারণের খেই হারাইয়া, গোল পাকাইয়া অবশেষে সেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই নিজেকে প্রবোধ দিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণের কারণও দে থ জিতে চার কিন্তু পায় না। "কারণ সমস্রে" হাবুড়ব থাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সে সেই অদুষ্টের বালুচরে আসিয়া আবার আশ্রয় নেয় ৷ কতগুলা 'কেন' এক সঙ্গে চীংকার করিয়া তাহার কাছে উত্তর চায়, কিন্তু উত্তর কাহারও সে দিতে পারে না, নিজের প্রশ্নের জালে নিজেই জডাইয়। অন্তির হইয়া উঠে, তারপরে নিজেই নিজের প্রশ্নের সঙ্গে ম্বর মিলাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে—"কেন! কেন!! (क्न ॥"

ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে তাহার কেন যে প্ৰবল একটা ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছিল কে জানে? বেশ তো ছিল সে। বাপ মায়ের সাধের মেয়ে, নয়-त्तत्र भगि, तरकत त्रक । त्यथाभषा ७ तथा भिथि एक हिन, কোন অভাব মানসিক বা সাংসারিক, তাহাকে কথনো ব্যথিত করিতে পারে নাই। বাপমায়ের স্নেহভরা রতভাঞারের অধিকারিণী সে চুই হাতে সে রত্বরাজির অপ্রায় করিয়াও তো সে তাহা নিংশেষ করিতে পারে নাই কোনদিন। আনন্দের ঝরণাধারায় নিতা শ্লাম করিয়া সে খেলিত, স্থথের পশরাভরা থেলনা লইয়া, তাই বুঝি জীবনটাকেও সে তেগনি হাস্কা ভাবে চালাইয়া লইতে গিয়াছিল। সংসারটা বুঝি এমনিই নে ভাবিয়াছিল, এমনি লঘু চপল গতিতে, ্ৰশ্নি অবলীল ভদিতে, অনাৰিল ভাবে বুঝি স্বার দিন কাটে, ভাহারও কাটিবে। তাহার ভালা হইতে ছখের ফুল গুলি সে যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে

ছড়াইয়া বিলাইয়া. ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে, তবু ভাছার
অফুরক্ত ভালা বুঝি থাকিবে চিরকাল ভর বুর । কিন্ত
ক্রমে সে মর্শ্মে ব্ঝিল—না গো না – নিজের হাতে
ক্রথের ঘর একবার ভালিয়া দিলে আর ভাহা গড়িয়া
উঠেনা।

কেমন করিয়া একদিন তাহার বিবাহ হইয়া গেল তাহা তাহার ক'ছে ৩ধু ধেলার মত মনে হইত। বয়সে নেহাং ছোট না হইলেও সংসারের জালা যন্ত্রণা তাহাকে কোনদিন স্পূর্ণ করে নাই বলিয়া ১৯ বছর বয়সেও তাহার মন্টী ছিল সংসারনভিজ্ঞ। বারে। বছরের বালিকার মত। সানাইয়ের মধুর তান, ফলের সৌরভ, বন্ধালঙ্কারের মেলা সবই তাহার কাছে সেদিন স্থাকর মনে হইলেও, পরে বুঝিয়াছিল→ কতথানি সতা সেই আনন্দ উৎসবের ভিতর ছিল, ও সেই দিনের সেই গান, গেই স্থর, সেই হাসির কলরোল, ফলের সৌরভ সকলের জীবনে কতদিন-ব্যাপী স্থথ-স্থপ বহন করিয়া আনে। ক্ষণিক! ওগো--ক্ষণিক। আর কাহারও জীবনে তাহা হয়তো আনি-য়াছে কিন্তু তাহার জীবনে দে স্থায়ীষ্টুকু বেশী দিন ছিল না তো। তাহাদের স্বল্পন্থায়ী স্থাথের মাদকতা লইয়া, সেইদিনই তাহার নবজীবনের প্রারম্ভেই ভাহারা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছিল-কে জানে? অসাড় বস্ত্রালকার তাহাকে জীবনে শুধু উপহাসই করিয়া আসিয়াছে এতটুকু সার্থকতা কেনদিন ভাহাকে আনিয়া भिशांकिल कि ?

স্বামীকে সে প্রথম হইতে ভালবাসিয়াছিল মনে
প্রাণে। কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে কোন প্রতিদান
তাহার মৃতিমন্দিরের গ্রার কোনদিন পুলিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। দীর্ঘদিন ধরিয়া
দ্বার প্রতীক্ষায় সে কত রাত্রি কাটাইয়াছে, স্বামী
তাহার আসিয়াছে,—ইা আসিয়াছে কিন্তু সে আসা
তাহার বাাকুল চিত্তে মিলনের শান্তি-প্রতেলপ লেপন
করিয়া দেয় নাই। এক এক দিনের প্রটিনাটি ঘটনা
মনে পড়ে। শীতকাল। রাত্রি—চারিদিক কুর্মাশায়
ঢাকিয়া দিয়াছে। তব্ও নির্ক্তন বালিগ্রু ক্রপাশায়

পথেও মোটরের বিরাম নাই। স্বামীর অপেকায় অপেকায় বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া করমা আর একবার পাশের টিপয়ের উপর ছোট ঘডিটির দিকে চাহিয়া দেখিল ১২টা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে। একটা দীর্ঘ নিশাস চাপিয়া, হাতের বইখানি বন্ধ করিয়া তারপরে অক্সমনক ভাবে বেড স্থইচ টিপিয়া, বাতিটি নিবাইয়া চাহিয়া রহিল শৃত্য দৃষ্টিতে জ্মাট বাঁধা গাঢ় অন্ধকারের দিকে। কতক্ষণ সে এইভাবে চহিয়া-চিল বঝিতে পারে নাই—ইহার ভিতর কত চিন্তা এলোমেলো ভাবে তাহার অস্তর নিহিত শ্বতির তল-দেশ অলোড়িত করিয়া চলিয়া গেল। নৃতন নহে, এ নিত্যকার প্রতিদিনকার ঘটনা। তবুও কেন কি জানি, সেই একঘেমে চিস্তাধারার হাত হইতে সে নিজেকে ছাডাইতে গিয়া আরো বেশী করিয়া তাহা-ভেট জড়াইয়া পরে। সে সময়ে ভাহার বল-বিবাহিত জীবনের মাত্র তিনটি বংদর এই ভাবেই কাটিয়াছে---তাহাতো অতি সত্য। স্বপ্ন, গান বা কবিতার এতটক কণাও তো তাহার সে জীবন ধারার গতিরোধ করিয়া একটা পরিবর্ত্তনের উন্নাদনা আনিয়া দেয় নাই কোন দিন ? তবে কেন আজো দে এমনি ব্যর্থ প্রতীক্ষা করিয়া রাত্তি কাটায় ? আজে৷ কেন অধীর অপেক্ষায় নিজেকে এমনভাবে উপহাস করে সে? স্বামী তাহার কাছে তিন বছরের পরিচিত হইলেও, রাজীব তাহার কাছে অপরিচিত ছিল্না-সে যে তাহাকে বছদিন হইতে চিনিত। ভাবি স্বামী রাজীব বোদকে দেবেশ ভাল করিয়া চিনিবার বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল অনেকদিন হইতে। তবে সে চেনা জানার ভিতর কি স্বটাই ांकि ছिল? तम कांकिंग तक कांशांक मित्राहिल? াজীব তাহাকে—না সে নিজের মনকে—তাহা সে আজও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। রাজীবের এইটাই ছিল তাহার কাছে তাহার ব্যক্তিম; এই ছিল তাহার সৌন্দর্যা—আর এখনকার স্বামীর এই দবার চাইতে বড় অক্সায়—নিষ্ঠুর অবিচার! তবে কি হরমা তাহ'র নিজের মনকেই ভূল ব্ঝিয়াছিল अमिन १ (यमिन छोरांत्र जीवदनत्र मर्स्वथमान भथ-

নির্ণয়ের ভার বাপ মা তাহার নিজের উপরেই তুলিয়া
দিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহারই ইচ্ছা মানিয়া লইয়াছিলেন ?
সেদিন স্থরমা থেলাচ্ছলে তুক্ষভাবে অত বড় একটা
জীবন-মরণের কঠিন মীমাংসা মৃহর্তে করিয়াছিল কেন ?
বাস্তবটাকে দ্রে সরাইয়া কল্পনার ছবি আঁকিয়া সে
নিজের মনে, নিজের ইচ্ছায় নানা রং ফলাইয়া স্থলর
করিয়া তুলিয়াছিল যাহা তাহাই যে হইয়াছিল তাহার
সবার চাইতে বেশী মিথাা। সেদিনের সে ছবি ঠিকই
আছে, শুধু আজ সে নিজে দেখিতে শিথিয়াছে কতটা
অনভিজ্ঞ ছিল সে দেদিন, কত ক্রাট, কত ভূল রহিয়া
গিয়াছে সে ছবিতে, আজ ষাহা ভূল, একেবারে ভূল—।
ছবি আঁকা তাহার কিছুই হয় নাই, হইয়াছে শুধু রং
তুলি লইয়া বিরাট একটা শিশু-পেলা। আজ সে ছবির
ভূল সংশোধন করিতে গেলে ধুইয়া মৃছিয়া একেবারে
সাদা করিয়া ফেলিতে হয়।

বাহিরের বড় ঘড়িটায় চং চং করিয়া চুইটা বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে চিরপরিচিত মোটর হর্ণ বাজাইয়া ফটকে প্রবেশ করিল। স্বরুমার বৃক্টা অজ্ঞাতদারে একটু কাপিয়া উঠিল, অলক্ষ্যে একটী হস্তির নিখাদ ফেলিয়া দে পাশ ফিরিয়া ভইল। স্বস্তি কিদের ভাহার প সে জাগিয়া থাকুক কি নাই পাঙ্ক—কেহ ভো দেখিতে আসিবে না, তবুও এ স্বস্তির তৃথি ভরা আখাদ কেন প অকারণে? তাহা দে নিজেই জানে না!

## 爱型

পরদিন রাজীব নিত্য অভ্যাসমত বেলা দশটার সময় উঠিয়াছে। স্থরনা আগে চা ও থাবার পাঠাইয়া দিল, তারপরে নিজে ঘরে চুকিয়া থানিককণ এটা ওটা নাড়া-চাড়া করিল, টেবিলের উপরের বইগুলা একটু ঠিক করিয়া মেজে হইতে একটুকরা কাগজ তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, ভারপরে যেথানে বসিয়া রাজীব একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছিল, সেইথানে আসিয়া দাঁড়াইরা পেরালায় চা ঢালিতে ঢালিতে জিজ্ঞাস। করিল—"কাল ক'টায়

কাগজ না তুলিয়া রাজীব বলিল "কি জানি অত ঘডিধরে সময় দেখিনি!"

স্থরমা চামের পেয়ালা হইতে মনোঘোগ সহকারে একটা পাতা চামচে দিয়া তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"তুমি দেখনি, কিন্তু আমি দেখেছি, রাত হটো—দিনকে দিন তোমার সময় বেড়েই মাছে দেখতে পাই আজকাল—"

বিরক্তির স্করে উত্তর হইল "দেখতে পাও তো বেশ ভালই, তাতে আমার কিছু আসে যায় না।"

"স্বন। চাষের পেয়ালাটা একটু আগাইয়া দিয়া বলিল—"তোমার আসে যায় না তা জানি, কিন্তু আমার আদে যায় কারণ তোমার প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে এবং আমার প্রতিও তোমার তেমনি একটা কিছু আছে তা মানো বোধহয়?"

থববের কাগজ সরাইয়া স্বামী বলিল—"তা মানি নিশ্চয় কিন্তু কর্ত্তব্যের জ্রটিটা আমায় কোথায় দেখছ তুমি ? তোমাকে বোধহয় আমি কোনদিন কোন কট দিই নি, কোন কিছুর অভাব ব্রতে দিইনি।"

স্থ্রমার মৃথ বিয়া কথা বাহির হইল না—বেন কি একটা বলিতে গিয়া সে নিজেকে দামলাইয়া লইল।

রাজীব চাটুকু শেষ করিয়া বলিল—"দেখো, আমি তোমাকে কথনো কোনরকম কট দিই নি, তবে যেটুকুর জন্ত তোমার অভাব অভিযোগ তা আমি বুঝি। কিন্তু সেটুকুর জন্ত আমায় দোষ দেওয়া তোমার অভায়, আমি তোমাকে কোনদিন ঠকাতে চাইনি, বিয়ের আগে আমাকে তুমি যথেট জানবার অবসর পেয়েছিলে, তথনো আমি কোনোদিন সাধুর মুধোস পরে তোমার সামনে আসিনি, তবে আজ কেন জোমার অভিযোগ।"

স্থারমা কক্ষণ্ণর পরিষ্ণার করিয়। বলিল—"ত। ঠিক, কিছ আমাকে তাহলে তোমার বিনে করা উচিত ছিল না,—আমিও তোমাকে এমন কিছু পায়ে ধ'রে সাধতে যাইনি। যদি তোমার মনের ভাব এই ছিল, যদি তুমি তথন আমার সঙ্গে এই ব্যবহারই করবে ঠিক করে রেখেছিলে, তবে—তবে—এর চেয়ে ডের বেশী মহাব্যত্তর প্রিচ্ম দিতে একেবারে বিছে না করলেই—"

রাজীব মৃত্ হাসিয়া বলিল,—থামো অত শিগণির আমার মহয়ত্বের বিচার করতে বসোনা। তুমি পায়ে ধরে সাধনি ঠিক—কিন্ত আমিই কি পায়ে ধরে সাধতে এসেছিলম ।"

"পায়ে ধরে সাধনি নিশ্চয়, কিন্ত তুমি তথন এমন কোন ভাবও দেখাওনি যাতে আমি অস্ত: বুরতে পারতুম যে তোমার এই ইচ্ছাই মনের গোপন কোণে লুকোনো ছিল। তাহলে কি আমি—"

বাধা দিয়া রাজীব বলিল—"শোন, শিষ্টাচার, ভদ্রতা গুলোই তোমরা মেরেরা প্রেমের অপরূপ চিহ্ন বলে ধরে নাও, তা আমার জানা ছিল না, আমি তোমার সঙ্গে মিশতুম মাত্র বন্ধুর মতন, তাছাড়া তোমার দিক থেকেও তো কোন আপত্তি বা বাধা আমি কোনদিন পাইনি।"

স্থ্যমার আ্থাভিমানে কে বেন লাঠি মারেল, তাহার মুথ লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল—"তবে—তবে কি তুমি বলতে চাও যে আমার সঙ্গে মেশার ভিতর ভালবাসার বন্ধন বিন্দুমাত্র ছিল না ? তবে কেন আমাকে বিয়ে ক্রলে ? দ্যা—না অক্কম্পা ?"

"মৃত্ হাদিয়া রাজীব বলিল "রাগ করে। না, দয়া
বা অত্কম্পা নয় হরমা! যদি বলি ভালবাসার বন্ধনের
বাইরে থেকে হাওয়ার সনে এমন কতগুলি কথা আমার
কানে ভেসে এসেছিল তথন যে আমি দেখলুম তোমাকে
বিয়ে করা ছাড়া তোমার হ্বনাম রক্ষা হয় না।
তারপরেই সেই জন্ম আমি তোমার বাবার কাছে
তোমাকে চাইলুম।

দৃচ্হরে হ্ররমা বলিল—"আমার সম্মান বা মর্যাদার ভার আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলুম কি ? সে বিচারটা তথন না করলেই, আমার পক্ষে বেশী ভাল হত।" একটু থামিয়া আবার হ্ররমা বলিল—"কিছ —আমি তথন ব্রতে পারিনি যে মিনতির সঙ্গে তোমার এতটা ঘনিষ্ঠতা আছে!"

রান্ধীব হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না।—একটু পরে বলিল—"ঐ খানেই তোমার ভূল! ভাল করে ভেবে দেখো অ্বমা, সেদিন রাত্রে তোমাদের বাড়ীর বারান্দায় আম্ আমার জীবনের চরম তুর্বলতার কথা চরম অপরাধের কথা সব বলেছিলুম, এক রতি মিথাা বলিনি সেদিন, একটা কথাও লুকাইনি। কিন্তু সেদিন তুমি হেসে বলেছিলে, ও সবে আমি আপত্তি করিনা, পুরুষ মান্ত্ব তুমি, একবার ভুল করলে সে ভুলের কি কমা নেই ? তাই সেদিন আমি অনেকথানি শ্রদ্ধাও নিবেদন করে দিয়েছিলুম তোমাকে।—তারপরেও আর এখন আমাকে দোঘ দেওয়া তোমার পকে কি থ্ব স্থবিচার করা হচ্ছে ? সেদিন তুমি যদি আমাকে বৃরিয়ে দিতে যে আমার এ ভুল ব। তুর্বলত। তুমি অপরাধ বলে ধরে নিয়েছ তাহলে আমি বোধহয় তোমাকে বিয়ে করবার তুঃসাহস করতুম না।"

তীব্রম্বরে হ্রেমা উত্তর দিল—"ভূল তে। শেষ হয়ে গিয়েছিল তা করার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ত। বলে যে তুমি সেই ভূল প্রতিদিনই করে যাবে, ত। ভূল জেনেও দোষ জেনেও, অভায় জেনেও, এমন কোন কথা তো ছিল না।

রাজীব শাস্তম্বরে বলিল "ছিল বৈকি-মানার সমস্ত কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে, বলেছিল্ম—'তোমাকে আমার করে নেবার আগে আমাকে আমার জীবনের কতগুলি কথা বলতে দাও স্থরমা, তারপরে বিচার করে ভেবে দেখে তুমি রায় দিও'-বলিনি ? বাব। মারা যাবার পর উনিশ বছর বয়সেই এত বড সম্পত্তির মালিক হলুম, তা বলে নয়, মাথাটা আমার ঠিকই ছিল, কারণ আমি বেশ শাস্তভাবেই আমার কাজের ভার মাথায় তুলে নিয়েছিল্ম, এবং একদিনও আমার কোন কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছি বলে মনে হয় না। যাক্ তারপরে, কয়েক মাদ পরে একদিন ভনলুম একটা লোক সঙ্গে একটা মেয়ে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে. আশ্রম চায়---দেনার দায়ে যা কিছু সম্বল ছিল স্ব গেছে—তাই আজ নিরাশ্রয়—নইলে বংশ তার নেহাৎ নীচুছিল না। দেই অবধি মিনতি ও তার বাবা आभात्र वाफ़ीटक ब्रहेन। भिन्छ समती वानविश्वा, বয়স তার তথন ছিল সতেরো কি বোল। বছর ানিক পরে বিমতির বাবা একদিন তাকে আমার

হাতে তুলে দিয়ে মার। গেল।—তার জন্মও নয়,
কিন্তু, তার পরে আরম্ভ হ'ল বিরাট একটা ভূলের
অধাায়, যাবার জন্ম আজ আমি ধর্মের চোথেও বন্দী—
আর মিনতিকেও ছাড়তে পারিনা। মনে পড়ে তোমার
এসক কথাওলো ?

স্থান থানিক ভাবিয়া উত্তর দিল—মনে পড়ে, কিছ প্রেমার কথা কটা বোধহয় তুমি আজকেই প্রথম বললে—"
এইবার রাজীবের আয়াভিমানে আঘাত লাগিল
—দে কঠোরস্বরে বলিল—"দেখো, আমাকে তুমি কি
মনে করেছ স্থরমা? আমি কি তোমার বা তোমার
টাকার কাঙাল ছিলাম যে মিথার আশ্রুয় নিয়ে তোমাক
লাভ করবার চেষ্টা করেছি,—বা এখনো আমার মিণ্যা
বলবার কোন দরকার আছে ? তোমাকে আর মা
কিছু করি কিছু ভর করি না,এটা স্থির জেনে রেখো।"

স্তরমাও বেশ একটু জোরের সহিত বলিল—'তা জানি। কিন্তু তোমার আমার Courtship ট। যথন লেখাপড়া করে রাখা হয়নি বা বিয়ের সময় agreementও একটা করা হয়ন, তখন আজ এ নিয়ে মারামারি করে লাভ নেই। সে যাই হোক, আমার কথা হচ্ছে,—বেশ, ভুল একটা হ্যেছে, হয়েছে—কিন্তু এখনো ভার সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা করবার তো দরকার দেখি না, বা তাকে পথে বের করে দিতেও বলিনা, একটা ম্লাতিখনাতে দিয়ে তুমি তাকে রেখে দাও দ্রে। এইটুক্ই আমি চাই।—"

রাজীব জুদ্ধরের বলিল "মিনতি সম্বন্ধে তোমার কাছ থেকে আমি কোন উপদেশ চাই না। মিনতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও আমি ছাড়তে পারি না, কারণ আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—"

রাজীব ঘর হইরে বাহির হইয়া গেল। আবার স্থ্রমা স্তব্ধ হইরা সেইখানে বদিয়া রহিল।

অভিসারিক। সন্ধ্যা অনেক আগে, ধরার বাসরে ফুলের বিছানা পাতিয়াছে। জুই বেলের স্থরভি মাথিয়া, সন্ধ্যারাণীর আকুল নিঃখাস বহিয়া বাতাস যেন ছুরিয়। ফিরিতেছিল কোন অজানা প্রিয়ের অবেষণে। রাজীব বোদের প্রকাণ্ড্র বাড়ীটা নিন্তর শাস্ত শোভার জাবেশ মাথিয়া কিদের মোহে চুলিয়া পড়িয়াছে। ঘরগুলিতে

तिभी वाणि जानाता हिन्ता। श्वितिकत वात्राकाणिय চাঁদের আলো সম্ভর্পনে অ্যাচিত ভাবে আসিয়া লুট।-ইয়া পড়িয়াছে অধীর আবেগে। স্থরমা সেইখানে বসিয়া তাবিতেছিল।—ধেন একঘেষে নিজেবি ব্ঝিতে পারিতেছিল না কিছতেই কি করিয়া সে তাহার এই পরিহাসময় জীবনের ভার বহিয়া প্রদীর্ঘ দিনগুলি কাটাইয়া দিবে। রাজীব যে কথাগুলি সকালে তাহাকে বলিয়াছিল, দে কথাগুলি চলচেরা বিচার করিয়া তো সে কোনদিন দেখে নাই। "মিনভিকে ছাডতে পারি না"-এ কথা গুলি রাজীব দেদিন বলুকু আর নাই বলুক, অথব। দে দেই দিন শুমুক আর নাই ভমুক,-কিন্তু মিনতির অন্তিত্ব তাহার অজ্ঞাত ছিল না **ইহা নিশ্চয়। তবু দে কেন অত বড় ব্যাপারটাকে** অনায়ানে অবহেলা করিয়াছিল? মনে পড়িতেছিল তাহার মায়ের কথা। যে দিন রাজীব স্থবমার পানি প্রার্থন। করিল দেই দিনই তাহার ম। তাহাকে ডাকিয়। জিজাসা করিয়াছিলেন "রাজীবকে বিয়ে করতে আপত্তি আছে কিছু তোর ?" স্থরমা তৎক্ষণাৎ মাধা নাড়িয়া জানাইয়াছিল "ন। ম।।" ম। আশচ্বা হইয়া विनित्तन "नश्चि भारत यादशक, विरावत नारम এक हे লজ্জাও হ'ল না কিন্তু সব দিক বুৱো বেশ ভাল करत (मथ, विरम्धे। (थना नम्, वा वारमास्क्रांभ, थिरम्धे।त যাওয়া নয়। জীবনটা অত হাল্পা নয় স্কুর্ম। ভেবে (मर्थ।

স্থবমা এউটুকু ইউন্তত না করিয়া বলিল "ভেবে দেখেছি মা!" মা বলিলেন "এক মিনিটেই ভাবা হ'য়ে গেল? যাকে নিয়ে সারা জীবনটা কাটাতে হবে, তার ভধু রূপ বা টাকা হলেই হয় না, আরো অগ্র কিছু চাই। চিরজীবন—স্থবমা চিরজীবনের একটা াসন্ধান্ত এমন ধেলাছেলে এক মৃহুর্ত্তে ক'রে ফেলিস্ না—আমার ভয় হয়। এখন না কিছুদিন পরেই উত্তর দিস্!"

তারপরে যেদিন হ্রমা ভাবিয়া চিফিয়া মাকে
গিয়া উত্তর জানাইল দেদিনও মা বলিয়াছিলেন—"লানি
না, তোর উপর সারা জীবনের পথ বৈছে নেবার

ভার ফেলে দিয়ে ক্যায় করলুম কি অক্যায় করলুম আমরা কিন্তু মনে হয় তোর ভুল বোধহয় হয়নি। রাজীব ভাল ছেলে, কিন্তু তোর দিক থেকে বলছি স্থ্যমা, তোর মনের ভালবাসার কি এত দৃঢ়তা আজ এসেছে, যা তোকে স্থাধ্য ত্রাধ্য অটল রেখে জীবনের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ? এই সময়ের গাময়িক মনের বিকারকে ভালবাসা ব'লে ভল করিদ নি ভো ?—ভেবে দেখেছিদ ?" স্থরমা দহত্ব স্থুরেই উত্তর দিয়াছিল "হাা, মা।" একবার ভাহার মনে হইয়াছিল মিনভির কথা বলিবে, কিন্তু তারপরেই সে নিজেকে ধিকার দিয়া সামলাইয়া লইয়াছিল। কারণ এই সামান্ত একটা কথা বলিয়া সে রাজীবের অপমান করিবে না, অথবা নিজেকেও নীচ করিবে না। কল্পনার প্রেম করিতে পারে ভ্যাগ, করিতে পারে আত্মবিসর্জন, কিন্তু বাস্তবে বুঝি তাহা সহজ-সাধ্য হইয়া উঠে না। তাই সেদিন সে প্রেমের কল্পনায় স্থরমা ভাবিয়াছিল অতি মহং অতি উচ্চ রাজীবকে। করুণাভরে দেখিয়াছিল অনাথিনী, অনাপ্রিতা, রূপা-প্রার্থিনা মিনতিকে, দেখাইতে চাহিয়াছিল তাহার হৃদ্য নিহিত উদার মহস্বকে। দেখে নাই যে তাহার সেই ফুলের মত স্থরতি চিন্তাধারাই আজ সাপের মতন শত ফণ। তুলিয়া আদিবে তাহারই সমস্ত অন্তিম্বকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে। দে ভবিষ্যতের অন্ধকার তাহার প্রেমাজ্জন চোথের দুরদৃষ্টি ভেদ করিতে পারিয়াছিল কি 

- স্থরমা নিখাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁডাইল—। না পারে নাই. পারে নাই।

হঠাং সে মোটরের শব্দ শুনিয়া রেলিং ধরিয়া নীচের
দিকে চাহিয়া দেখিল রাজীবের মোটর বাড়ীর ফটকে
প্রবেশ করিতেছে। সে একটু অবাক হইল। এখনো
তো দশটা বাজে নাই, তবে আজ এতো শিগ্ গির
ফিরিবার মানে? সিঁড়িতে তার পরেই পদশব্দ শুনিয়া
সে যাইতে যাইতে দাঁড়াইল, একটু পরেই সে শুনিছে
পাইল রাজীব ডাকিতেছে "স্থরমা—" সকালের বাজ্ববিতপ্তার শেষ কথাগুলি তখনো তাহার কানে বাজিতেছিল নির্দ্ধিভাবে, তাই সে কোন উত্তর না দিয়া ভ্রইংক্ষে
প্রবেশ করিল, রাজীব ঠিক সেই সময় তাহাকে পুঁজিয়াই

,,

আর এক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। তথন তাহার মুখে সকালের সে বিরক্তিভাব ছিল না, তার পরিবর্ত্তে ছিল একটা স্লিগ্ধ, শাস্ত, কমনীয়তা। রাজীব স্থপুক্ষ, স্থরমা এক মুহূর্ত্তে তাহার চিরপরিচিত মুথের দিকে চাহিয়া চোথ ফিরাইয়া লইল। রাজীব আগাইয়া আসিয়া বলিল—"এই যে স্থরমা, সকালের কথা গুলো ভূলে যাও, এসে। বদো, একটা কথা বলি, একটা গান গাওনা।"

স্থরম। শুধু বলিল,—"আজ মিনতির ওথান থেকে চলে এলে এত শিগগির ? কেন ?"

রাজীব একটা কৌচে বিদিয়া বলিল—"আচ্ছা কেন তুমি বলতো, তোমার মিনতির উপর এত রাগ, এত হিংসা? সমানে সমানেই হিংদা, বিদ্বেষ হয় জানি, কিন্তু দে তোমার চেয়ে কত নীচে, সে তোমার দয়ার ভিখারী, আর তুমি আমার বংশের কুলবধ্, এ বাড়ীর একমাত্র গৃহলন্দ্রী তুমি, আমার বংশের নাম বহন করবার একমাত্র অধিকার তোমারি। তোমাতে অত হীনতা মানায় না স্থরমা—বদো।"

স্থরমা বদিল, কিন্তু একটু দ্রে। রাজীব তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু জাকুঞ্চিত করিল। স্থামা বলিল—"গৃহলন্ধী ও কুলবধূ হয়েও অনেক সময় জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাওয়া যায় না, সবার চাইতে যা বড় তাই তুমি দিয়েছ তাকে, তুমি মিনতিকে ভালবাস!"

রাজীব উচ্চ হাসিয়া বলিল,—"ভালবাসা? স্থরম। ওগুলো হচ্ছে ফাঁকা কথা, সত্যি করে ওতে কিছু লাভ হয় না। তুমি কি চাও ঐ ফাঁকা হটো কথা ব'লে তোমাকে ভূলিয়ে রাথবা? তাতে তোমার কোন লাভ হবে না। তুমি যা আছ—তাই আছ ও চিরকালই থাকবে। তবে ও সব শুধু বাজে কথা নিয়ে মাধা ঘামিও না মিছিমিছি।"

স্থবমা উত্তরে কিছু বলিল না। এমন দিন সে অনেক পাইরাছে, কিন্তু রাজীবের প্রাণহীন ভালবাসার ভাগ বা আদর তাহাকে আনন্দের পরিবর্ত্তে পীড়াই দিয়া আনিরাছে বেশী। তাহার মনে হইত ভালবাসার গভারতা বে মিললকে নিবিক করিয়া ভূলিতে না পারিল সে মিলনের সার্থকতা কিছু আছে কি ? হউক স্বামী, তবু তাহার প্রাণের নিভৃত্তম প্রদেশের ডন্ত্রী যদি না বাজিয়া উঠিল উল্লাসের সপ্তস্থারে, তাহা হইলে ভাগু লালসার আগুন জালাইয়া িজকে পুড়াইয়া ছাই করিয়াই বা লাভ কি ? ব্যর্থ তাহার স্বই ব্যর্থ! জীবনের পুজা করা তাহার হয় নাই কোনদিন, হইয়াছে ভাগু রাশি রাশি ফুল চন্দন আর অর্ঘ্য লইয়া থেলা।

রাজীব আবার বলিল—"স্থরমা, সকালের কথায় কি সত্যি রাগ করেছ ?"

স্থরমা সহজ স্থরে উত্তর দিল—"কোনটা উচিত বকো তুমি মনে কর 📍 রাগ করা—না না করাটাকে ?"

রাজীব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপরে হ্রমার একটী হাত নিজের হাতে লইয়া বলিল—"রাগ না করাটাকেই—হ্রমা! কারণ বলেছি একবার তার সঙ্গে তোমার রাগের সম্পর্ক নয়।"

স্থ্রমা হাত ছাড়াইয়া লইল—"রাপ না করলে যে আমার মন্থ্যভটাকে অপমান করা হয়, কারণ আমি মানুষ, নেহাং বৈহায়া পশু নই।"

রাজীব গন্তার হইয়া উঠিল। থানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া বলিল—"বেশ, তবে থাকো তুমি তোমার রাগ ও মনুষ্যবের অভিমান নিয়ে, তার জন্ত আমি আমার নিজের মনুষ্যত্তীকে বিস্প্রকান দিতে পারবোনা।"

স্থরমা প্রশ্ন করিল—"তবে মিনতিকে ছাড়বে না ?" দৃঢ়ধরে রাজীব বলিল—"না।"

স্থ্যমাও উঠিয়া দাঁড়াইল, সে বলিল—"তবে তুমিও তোমার মহগ্যত্ব নিমে থাকো, আমি তোমার থেশার পুতৃশ হয়ে থাকতে পারবো না।"

রাজীব দৃপ্তথবে বলিল—"থাকতে পারবে না তো বেশ থেকোনা, কারো খোদামোদ করা আমার স্বভাষ নয়। তবে মনে রেখো—এই সঙ্গে আমার যেটুকু কোমলতা ছিল, সবটুকু আজ তুমি নিজের হাতে বিষাক্ত করে দিলে।"

হুরমাও বেশ একটু জোর দিয়া বলিল—"ঠিক। কিন্তু আমি বিবাক্ত ক'রে দিপুদ কি তুমি বিৰাক্ত ক'রে দিলে সেটা বিচার সাপেক। আমি তোমাকে কোনরকম অস্তায় অফুরোধ করিনি, বিষয় সামাস্ত— আর তা বলবার আমার বোধ হয় যথেষ্ট দাবীও আছে, কিন্তু তুমি যখন তোমার জেদটাই বজায় রাধবে— রাখো, তবে আমিই বা কোন নিজেকে তোমার কাছে নীচু করি?"

রাজীব একটা দিগারেট ধরাইয়া বলিল—"আমার অমুরোধটাও নেহাং অভায় ছিল না—বার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে, আর যা প্রথম থেকে তোমার অজানাও ছিল না, সেটাকেই বা তুমি আজ মেনে নিতে চাইছ না কেন ? এও সামাতা। যাক্ এ তর্কের মীমাংদা হবার নয়।"

্ স্থরমা উত্তর দিল—"না, হবার নয়, তা জানি, কাজেই বোধ হয় আমাদের পক্ষে যে যার পথে চলাই স্থবিধা।"

"তাই চলুক, কিন্তু এর পরেও আর আমার দোয দিও না।" রাজীব বাইতেছিল কিন্তু স্থরমা আবার ডাকিল। সেই দিন অনেক রাত পর্যান্ত তর্ক করিয়াও ডাহারা কোন মীমাংসার জাসিতে পারে নাই, আর আসিতে পারিত কিনা তাহা স্থরমার জাজও জানা ছিল না।

ইহার পর দিন চলিয়। যাইতেছিল এক ভাবেই।
স্থান্য তাহার নিজের মান লইয়া চুপ করিয়া রহিল।
মুথে সে থাহার বলুক মনটা কিন্তু তাহার বারবারই
আকুল হইয়া রাজীবের সায়িধ্য খুঁজিয়া বেড়ায়। মাঝে
মাঝে তাহার কথাগুলি ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিত—
সতাই যদি সে তাহাকে আর এতট্কুও না চায়!

প্রথমে তাহার অভিমান হইল। চিরকাল দে 
ছকুম করিয়াই অভ্যন্ত, তাহার সামাত্ত ইচ্ছাও সাদরে
পূর্ণ করিয়াছে তাহার পিতা ও মাতা—কিছ স্বামী
তাহার ত্যায় অন্তরোধও উপেক্ষা করিল একটা রাস্তার
সামাত্ত স্ত্রীবেও তাহার পর হইতে
থাম থেয়ালীর মাত্রা আরে৷ বাড়াইয়া দিল—দে প্রায়
সারাদিন বাড়ীতে থাকিত না। স্থরমার সঙ্গে কথা
ব্লা দূরে থাকুক, দিনান্তে একবারও দেখা হইড কিনা

সন্দেহ। স্থরমার ত্র্বল হান্য এক একবার আশনা হইতে অবনত হইয়া পড়িতে চাহিত, তাহারই অন্যায়াচারী স্বামীর কঠোর সঙ্করের কাছে, কিন্তু আবার আত্মাভিমানের প্রাচীরে বাধা পাইয়া তাহা ফিরিয়া আসিয়া বিশুণ আর্ত্তনাদে লাফাইয়া পড়ে তাহারই বুক। দে আর পারিতেছিল না। তার চাইতে থাকুক মিনতি, থাকুক রাজীবেরই সব—শুধু সেই নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিক প্রেমাস্পদের স্থেখর পদতলে। মনে হইত, অন্যায় কি তাহারও হইয়াছে কিছু? সেই কি সেদিন অনাবশুক ভাবে কতকগুলা কথা বলিয়া রাজীবকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল । না স্বামীরই দেশ ? কিন্তু কার দোষ কে বলিয়া দিবে ?

তর্কের মীমাংসা না হইলেও, তাহাদের **অস্তরের** মীমাংসা হইয়। গিয়াছিল সেদিন যাহাতে ভিতরের ব্যবধান আরো বাড়িয়া গিয়াছিল অনেকথানি বেশী।

### ভিন

কয়েক মাস পরে একদিন স্থরমা কোন এক আত্মীয়ার বিবাহ-উৎসবে গিয়া বছদিন পরে তাহার ভারাক্রান্ত মনটা একটু হাস্কা করিয়া লইয়া বাড়ী সেদিন তাহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। বার বার নিজের বিবাহের কথাই মনে পড়িতেছিল তাহার, সেই ফুল, হাসির ছড়াছড়ি, সেই প্রাণ-মাতানে। মোহম্মী উৎসবের মাতামাতি, দানাইয়ের করুণ স্থর উল্লাসকে গাঢ়তর করিয়া বাজিয়া ফিরিতেছিল অনাহত হইয়া, তাহা আর কাহাকেও না হউক স্থরমাকে বেন লইয়া গিয়াছিল কোন অচিনের স্বপ্রপুরে, কোথায় কতদুরে, দেইখানেই বুঝি চিরকাল বসতি করিতে চায় সে। মাঝে মাঝে মনে করিতেছিল, এই আনে**লের** পরিণতি কোণায়, এই আনন্দ কি নববিবাহিভার कौवन-वीगाय, अर्थान मुद्धना श्वनिया कृतित्व वित्रक्ति? অথবা এই একদিনের সার্থকতা লইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িবে অচিরেই-আর এ জীবনে যাহা বালিয়া উঠিকে ना कानविन !

त्य नविभित्क चूतिया द्वकृष्टित्किन, माल्ब माल्क

্ক ত বলিলে একটু কাজকর্মণ্ড করিতেছিল। সেই শম্ম আননেকের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। একজন তাহাকে দেখিয়া বলিল—"হ্বো নাকি! ওমা কিছিরিই হয়েছে, অহ্থ করেছিল নাকি? সে গালভরা গদি তোর কোথা গেল রে ?"

ক্রম। শুক্ষ হাসিয়া বলিল—"কি ক'রে বলবে। বল ? কাথাও হারিয়ে গেছে হয়তো আর থুঁজে পাচ্ছি না।"

বন্ধুটী হ্রমাকে আদের করিয়া বলিল—"খুঁজে পাছিছেন া কেন বে ? Love marriage করলি তব্ও খুঁজে াছিল না ?"

স্থ্যমা মৃথ মুরাইয়া বলিল—"যাং, এখন বুড়ো বয়সে মার হাসে না, ও সব হাসি তামাসার দিন চ'লে গেছে।"

শান্তি হাসিয়া বলিল—"ইন্—তাই নাকি—এত ড়ো হয়ে গেলে এর ভেতর। তাতো হবেই। সেই ন্মাই তো বলি love marriage হ'লে লোকেদের বয়েতেই সব romance শেষ হয়ে যায়, তার চেয়ে যামাদের চের ভাল, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই romance যারভা সব চেয়ে কোনটা ভাল বলতো ?"

স্থরমা একটু ভাবিয়া বলিল—"কি জানি আমার তে love marriage ও হবে, আর romance ও কিবে, সেইটাই ভারো।"

শান্তি বলিল—"বাং ঠিক বলেছিদ, হুটে। দাঁওই মারা টি।"

বিনকে কে একজন ডাকিতে শান্তি চলিয়া গেল।
বিনা সকলের সঞ্চে মৌথিক শুধু কথাবার্তা বলিলেও
কলের সামনে ভাহার সারা দেহ মন কিন্তু কুঠিত
কচিত হইয়া হুইয়া পড়িতেছিল। লজ্জার ভাহার মনে
ইতেছিল সকলেই জানে রাজীবের কথা, মিনভির
ম্থা, আর সকলে সেইজক্তই ভীর দৃষ্টিতে ভাহার
মভিত্বটাক্ষেই উপহাস করিয়া বৃথি হাসিতেছে। সেইম্প্রাজনীয় সহায়ভূতির ধারা ঢালিয়া দিতেছে ভাহার
মপ্রয়োজনীয় সহায়ভূতির ধারা ঢালিয়া দিতেছে ভাহার
স্পরে। ভাহার আত্মাভিমানী মন অপ্রান্তের আহার
ভিদায় ভাহার আত্মাভিমানী মন অপ্রান্তের আহার
ভিদায় ভাহার পভিয়া সাতীর সংক্ বিশিলা ঘাইছে

চাহিতেছিল। নিজেকে সে ষেন অনাবশুক ভাবেই এখানে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, দয়া সহাত্মভৃতি ও অপমানের সপ্তর্থীর মাঝখানে। হঠাৎ বাল্যস্থী কণিকার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। কণিকাকে সে দেখিল স্থা, অত্যন্ত স্থা, স্থের আতিশ্যো সে নিজেকে যেন স্থির রাখিতে পারিতেছিল না। তৃপ্তির দীপ্তি, উচ্চুশিত আনন্দের লাবণ্য তাহার সর্জাঙ্গ ঘিরিয়া যেন নৃত্য করিতেছিল। সে অনেক কথা বলিল—"উ:, কতদিম পরে দেখা, সেই স্থুল, কলেজ, মনে পড়ে স্থুরো ?—কি স্থের দিনই ছিল—"

স্থরমা উত্তর দিল—"ছিল বই কি ভাই—কিছ এখন"—

কণিকা তাহার কথার ভাব ব্রিল না, ম্থের কথাটা কাড়িয়া লইয়াই, যেন আপন মনে বলিল—"হাঁা, আর এখন, এ এক আলাদা স্থণ, আলাদা জীবন না তাই ? সত্যি সংসার জুড়ে এত আনন্দ ছড়িয়ে রয়েছে—ছেলে পিলে ক'টি ?"

স্থ্রম। একটু হাসিল মাত্র—
কণিক। উচ্ছ্সিত হইয়া বলিল—"ও—হবে নাকি?
এই কি প্রথম ?

স্থরমা মাথা নাড়িয়। বলিল—"আর তোর ?

"আমার ? আমার কোলে একটা মেরে—এই আট মানের। খুব স্থানর হয়েছে দেখতে, একদিন আয়না আমার ওধানে বীগুকে দেখবি।"

ছই বন্ধুতে নিভতে বসিয়া সেদিন অনেক কথাই হইল। কণিকার অফুরস্ত স্থাথর কাহিনী, স্থানার মধুর লাগিলেও মাঝে মাঝে কোধার যেন দে একট্ বেদনা অফুভব করিতেছিল,—তাহা হিংসা নয় বা পর-শ্রীকাতরতা নয়, শুধু কিদের একটা আক্ষেপ, কিসের একটা অস্থানাচনা মাত্র। দে বিঃশ্য কিছু বলিতে পারে নাই সেইদিন, স্ব ক্থার তলদেশ হইতে তাহার সারা হাদয় কাপিয়া উঠিতেছিল "মিনভি—মিনতি।" স্ক্শেষ ক্রিয়াছিল—"স্থারা, এমন হয়ে সেছিল কেল ভাই ? শে হাদি দে ক্লপ গেল কোথায় ?"

ভারপর হইতে দে কণিকার দলে অবাধে মিলিতে

লাগিল। প্রায় রোজ দেখা হইত তাহাদের, হয় সুরমা যাইত, নর কণিকা আসিত। কয়েকদিন পরে সেদিনও কণিকা আসিয়াছিল সুরমার বাড়ীতে।

ঠিক বিকাল বেলা ভাহারা বসিয়াছিল স্থরমার বসিবার ঘরে। বীণু মোটা মোটা হাত পা, একগাল হাদি আর ঝাঁকরা চুল লইয়া আন্ত ঘরময় হামাগুড়ি দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, নানা রকমের ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবার বার্থ চেষ্টা করিয়া। স্থরমা মাঝে মাঝে তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমু দিয়া, আদর করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় চা আদিল। স্থরমা চা ঢালিয়া পুকীকে কোলে লইয়া বিস্কৃট খাওয়াইয়া দিল।

কণিকা বলিল—"বেশী দিসনে ভাই, আবার অস্থ করবে, বাচ্চাদের অস্থ হ'লে মহা অশাস্তিতে পড়তে হয়।"

স্বনা থুকীর মুথ মুছাইতে মুছাইতে বলিল—"ও অভিজ্ঞতা আমার নেই, তোর কাছ থেকে শিথে নেবো কি বলিদ ?

বীণু বিস্কৃত থাইয়া আনন্দে আবার মেঝের উপর নামিয়া একটী টেবিলের নীচে বিদিয়া অজানা রাগিণীতে গান ধরিয়া দিল। স্থরমা থানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া একটু হাদিয়া বলিল—"লোকে বলে যে ছেলেরাই বাড়ীর আনন্দ তা ঠিক।"

কণিকা চা শেষ করিয়া বিদিন,—"কথাটা ঠিক, আর দেই আনন্দই যে তোর ঘরেও নেমে আসছে, এটা আরো আনন্দের কথা। কিন্তু আমাকে একটা কথা বলবি? আমার মনে হয় তোর জীবনের কোথায় যেন কিসের একটা ছায়া লুকিয়ে রয়েছে,—আমায় বলবি দেটা কি?"

স্থরমা একটু ভাবিয়া ইতগুতঃ করিয়া সব বলিল। কণিকা শুনিয়া স্বাশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সত্যি ? ছি ছি ! জোর স্বামী এতটা নীচে নেবে গেছে"—

স্থরমা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"কিন্ত কণা, আমি যে তার কথা বিষের আগে থেকেই জানতুম, উনি আমাকে সব বলেছিলেন।" তাহার কি জানি কেন অপরের সামনে স্বামীকে কিছুতেই থাটো করিবার ইচ্ছা হইতে ছিল না—মার সঙ্গে সঙ্গে যে তাহাকেও অনেকথানি নীয়ে নামিয়া যাইতে হয়।

কণিকা আরো আশ্চর্য হইয়া বলিল—আর তবুং তুই বিষে করলি ? ছি! হুরো! তোর কি আর বঃ ছুটতো না ? অন্ততঃ গলাম দড়িও তো ছুটতো ? বি আর বলবো—অধু মুথেই তোর সব, ভেতরে বুদি এতটুকুও নেই!"

"সত্যি নেই ভাই কণা! তখন আমি ভাবতুম তাতে আর হয়েছে কি ? সে আছে থাক—আমি থাকবো— আমার নিজেকে নিয়ে, কিন্তু এখন দেখছি নিজের মনটাই আমার উল্টো হ্বর ধরেছে। সত্যি নিজেকেই চিনতে পারলুম না এতদিনেও অহাকে আর চিনবো কি করে ?"

এমন সময় বীণু পড়িয়া গিয়া চীংকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কলিকা উঠিয়া বীণুকে কোলে তুলিয়া চুপ করাইয়া বলিল—"আমি সব ব্রেছি হুরো—কিন্তু ঐ ভাবনা নিয়ে জীবনটাকে নই করতে বসেছিস। বাকিটুকু আর ভেবে নষ্ট করিস না! দেখ, একটা কথা বলি, মনটাকে হুংথের ভারে যতই চেপে রাথবি, ততই ও ম্মরে পড়বে। ঠিক গাছপালা যেমন হুর্যোর আলো না পেলে হুর্বল হয়ে নিজের সজীবতা হারিয়ে ফেলে, মনও তেমনি আনল না পেলে কথনই সবুজ থাকতে পারে না।"

স্থরমা বলিল,—"আনন্দ যখন বিবাহিত জীবনে কথনো আমার কাছ ঘেঁসে গেল না, তার সঙ্গে যথন বহুদিন থেকে আমার কোন পরিচয়ই নেই, তথন তাকে পাবার আশা কি করে করি ভাই ?"

"পাগল! আনন্দ কখনো নিজে ধরা দেয় না, তাকে ধরতে হয়, চিনে নিতে হয়। কি তুই ? স্বামীর ভালবাগা পেলিনে ব'লে এই রকম অন্তরে গুম্রে গুম্রে মরে যাবি ? কেন ? তুই ও আমোদ কর না! দেখবি মনের অনর্থক ভারের চাপে জীবনটাকে অত দ্বর্ষহ ব'লে কখনো মনে হবে না।"

"আমোদ ? কি ক্রবো ভাই ? আমোদের ইচ্ছে হয় না বে—ভাছাড়া—" "তাছাড়া কি ? আমি তোকে কোনরকম কুপরামর্শ দিচ্ছিনে। নির্দেষ আমোদে দোষ কি ? থিয়েটারে ।, বায়োস্বোপে যা, দশ পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা কর, নানারকম আলোচনা কর, কথাবার্তা ক'। তুই তো মুর্থ নোস, দেখবি আনেকটা শান্তি পাবি। ও একটা মাহুদের জন্ম কেঁদে কেঁদে জীবনটা ব্যর্থ করে দেওয়ায় কোন পৌক্ষ নেই, বরং ওটা তুর্বলতা!"

"কিয়—"

"কিন্তু কি ? যদি উনি রাগ করেন তো করবেন।
রাগ না করে উনি এখন যা করছেন, তার চেয়ে আ্র
বেশী কি করবেন ? তোর মুখের দিকে এতদিনে একবার
ফিরে দেখেছেন ? তবে তুই-ই বা চাইবি কেন ? তাকেও
একটু ব্রুতে দে না, যে মেয়েমায়্র হলেই ঘরের কোণে
ব'সে যে শুধু কাঁদতে হবে তা নয়। হ'লই বা বিয়ের
মাগে বলেছিলেন সব, তব্ও এতদিন ধ'রে এ অ্যায়ের
প্রশ্রম দেওয়া কারোই উচিত নয়। কি অধিকার আছে
বলতো একটা নির্দোষ মেয়েকে বিয়ে ক'রে বাড়ী এনে
তার কোমলতম ভাবের তারে ক্রমাগত এমন নির্মম ভাবে
যাঘাত করবার এই পুরুষদের ? আর কোধাকার একটা
রাশ্যর বাজে স্ত্রীলোক ভোর সমান মর্য্যাদার আসনে বসে
আছে—তুই চপ করে আছিস স্বরো ?"

"দহ্য না ক'রে কি করি ভাই ?"

"ওই তো বলন্য—সহা তুই তো করিস না। একে কি সহা করা বলে? সহা করছিস—বলতুম যদি এ সব তোর মনে কোন রকম ছাপ না বসাতো। উপরে লোক দেখানো সহা করতে সিয়ে—ভিতরটাকে যে শুকিয়ে কভ্মি ক'রে দিয়েছিস। তার চেয়ে সত্যিকারের যদি ক ক'রে স্থেপ থাকতে চাস্ তো মনটাকে অভানিকে কিরিয়ে দে। সংসারে বৈচে থাকবার অনেক কিছু উপাদান আছে—শুধু দোষ গুণ বুঝে, বেছে নিতে গারা চাই।—শোন, অত মনমড়া হয়ে থাকিস না—তোর ম্য না হোকু,আর একটা জীবন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠছে যা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠ একটু Societyতে মেশ্—প্রানো, অর্গান শুলো দেখি বন্ধ হ'য়ে রয়েছে কতদিন থকে, বইঞ্লোর পাড়াও বোধ হয় ধালিস নি ক্রমেনে

এ গুলোর একটু সন্ধাবহার কর---- দেখবি ভাবা টাব। সব চুলোয় যাবে।"

অন্যান্ত কথার পর স্থরমা কণিকাকে তাহার বাজীতে পৌছাইয়া দিতে গেল। গাড়ীতে স্থরমা মৃহ হাসিয়া ক্বিজ্ঞাসা করিল—"তোর স্বামী তো তোঁকে খুব ভাল-বাসেন।" সগর্বে কণিকা উত্তর দিল—"এটা আশ্চর্য্যের কথা নয়, ভাল না বাসাটাই আশ্চর্যা। আর স্বামীর মত স্বামী হ'লে তিনি দেবতা, নইলে মাটীর ডেলামাত্র।"

কণিকার স্বামী প্রবর্গেণ্ট অফিসে বেশ বড চাকরী করিত। ভাহার অবস্থাও ভাল ছিল। কণিকা স্থরমাকে জোর করিয়। তাহার বাড়ীতে নামাইল। শরং তথন তাহার অফিসে বসিয়া কি কাজ করিতে-ছিল। কণিক। হুরমার কোলে থুকিকে বদাইয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল। শরৎ লোকটা দোহারা গড়ন, ফর্সা। দেখিলে বেশ সরল ও কৌতুকপ্রিয় বলিয়া মনে হয়—এবং স্থরমার মনে হইল একটু নিরীহও বোধহয় ভাহা না হইলে কণিকার এমন দোর্দণ্ড প্রতাপ হইবে কৈন ? এর পুর্বের তাহাদের আর বেশী আলাপ হয় নাই। শুধু দূর হইতে একটা নমস্কার অথবা তুই একটা-কথা, এই প্র্যান্তই। দেদিন কিন্তু স্থরমা অনেকগণ বসিয়া গল করিল। থানিককণ অন্যান্ত কথার পর বলিল—"স্লরো। আমি একটি Party দিচ্ছি দামনের মাদে—একটী ছোট acting করাবার ইচ্ছে আছে, তোকে একটু সাহায্য করতে হবে।"

স্থরমা দোৎসাহে বলিল—"বেশতো। সাধামত সাহায্য করবো।"

কণিক। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—পুরুষের সাহায্য ন। নিয়ে একেবারে শুধু মেয়েদের দিয়ে হবে—মানে আমরাই সব করবো—ব্রাদে ?''

শরৎ হাসিয়। বলিল—"সিনগুলোও কি ডোমরা টানবে না কি ?"

কণিক। বলিল—"তা কেন ? ওসব ছোট খাটে। কাজের জ্বস্তুই ভোমাদের ডাকা হবে। আর কিছুর জ্বস্তুন।" ১

<sup>থেকে</sup>, বইগুলোর পাতাও বোধ হয় ধুলিস নি কতদিন।--- শর্থ সন্ধোরে বাধা নাড়িয়। বলিল—"উ হ, সেটি

হচ্ছেনা। আমরা মোটেই তোমাদের ওদবে হাত দেবো না।'

কণিকা সদর্পে বলিল—"বেশতে। করোনা—জানে। আজকালকার মেয়ের। পুরুষদের মুখাপেকী হয় ন। কোন কাজেই—"

শরৎ কৃত্রিম গাস্তীর্য আনিয়া বলিল "ইদ্—তাইতে। বচ্চ ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল—"

স্থ্যমা শরতের মৃথের ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিল।
শূরু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"দেখলেন, মিদেস
বোম! আপনার বন্ধুর অবিচার? আপনিও কি ওর
পূরুষ বয়কট্ প্রোপগ্যাণ্ডায় যোগ দেবেন নাকি?"
স্থায়া উত্তর দিবার আগেই কণিকা বলিল—"উনি যথন
পুরুষ নন্, তথন যোগ দেওয়া উচিত বইকি!"

শরং তৎক্ষণাং সায় দিয়া বলিল—''নিশ্চয় উচিত। কিন্তু বিপদ দেখলে হাত ধরতে ছুটে আসবে না তো?''

কণিকা বলিল—"কগনো না, আমরা কি রকম লাঠি তরোয়াল থেলতে শেখাচ্ছি মেয়েদের। দেখনা এর পরে বীর নারীতে দেশ ছেয়ে যাবে। বিপদ আমাদের কাছেও আসবে না—"

শরং বলিল—"তা দেই জন্মই তো পালোয়ান মেয়েদের কাছ পেকে দ্রে সরে থাকতে চাই ।—কিন্তু তোমরা দেখি তাও দেবে না। তোমরা পালোয়ানও হবে কুন্তিও লড়বে, আবার আমাদের ঘাড়েও চেপে থাকবে। এমনি অবলার ভারেই "পরিক্রাহি ডাক ছাড়তে হয়। তার উপর ভীষণ মাংসপেশী সম্বলিতা এক একজন অবলা হলে সে ভারটী কত বড় হবে বল ?"

কণিকা ও স্থরমা ছইজনেই হাসিয়া উঠিল। কণিক। বলিল—"সে ভয় নেই, সাংসপেশী নিয়ে তোমাদের দাড়ে চাপৰো না,—অস্ততঃ আমি তে। না।"

শরৎ বলিল, "তবে কোন পালোয়ানের ঘাড়েই চেপো—"

কণিক। অপ্রস্তত হইয়। বলিল—"যাও! যা তা বলতে মুথে বাধে না আর কি! এতো বাজে বকতে পার—স্থরো—একটা কিছু বাজা না ভাই! বেশ তো গাইতিস আর্গে—"

শ্বৎ বলিল—"বেশ, বেশ তাই হোক—মিদেস বোস! যদি আপত্তি না থাকে অগ্যানটা খুলে দেবো ?" স্থরমা বলিল—"আচ্ছা, আপনি কি মেয়েদের এনব
শিক্ষাপছন্দ করেন না?" শরং এইবারে সহজ্ঞাবে
বলিল—"পছন্দ ধে একেবারে না করি তা নয়। তবে
কি জানেন, আমরা মনটা একটু কোমল এবং আমি
একটু আরাম প্রিয়। মেয়েদের ভিতর সলজ্জ কমনীয়তা,
কোমলতা এই গুলোই দেখতে ভালবাদি। যদি সকলে
মিলে লাঠি খেলতে আরম্ভ করে তা'হলে দেশ খেকে
সঙ্গে সমস্ত আট শিল্পকলা একেবারে উঠে যাবে
ধে। আর রয়েছে যখন এই ভারতবর্ধেই সহিষ্ণু নারী
জাতি, যেমন মারাঠা গুজরাট, পাঞ্জাব, মধাপ্রদেশ এদের
জ্লাই ও কাজ্জটা থাক না, তারাও তো ভারতেরই গৌরব।
আর বাঙ্গলার মেয়েদের জ্লা থাক শুর্—গান, কবিতা
আর আর্টের ক্ষাত্রম মাধুর্ব্যের ধারা—"

কণিকা সজোরে বাধা দিল—"থাক্—বরং তেমেরাই উগুলো নিয়ে থেকো, আমরা প্যান প্যানে গান আর কবিতা নিয়ে থাকছি না, এই করেই তো গেলে তোমরা—'

শরং চমকাইয়া উঠিয়া আবার বদিয়া পড়িল—"উ: বাবাঃ! আর কিছুর না হোক; ধমকাবার গলা তোমার থ্ব আছে কণা! তুমি বরং তোমার নারী বাহিনীর Commandress-in-Chief হয়ো।"

স্থ্যমা হাদিল বলিল "কণা, সত্যি, আমরও অভটা ভাল, লাগে না ভাই।''

শরৎ সজোরে টেবিল চাপড়াইয়া বলিল "ব।স্— আমার দলে মিদেস বোস আছেন।"

কণিকা বলিল—"আমি তোমার দলে কথনো বাবো না" স্থরনা আরে। ত্'একটি কথার পর উঠিয়া বলিল— "রাত হয়েছে আজ উঠি ?"

কণিকা বলিল, "দেখতো কাজের কথা কিছুই হ'ল না, শুধু বাজে কথা ব'লে সময় গেল। স্থারো actingটা ঠিক করতে হবে, আর তোকে বাজাতে হবে ভাই, বলি একেবারে paretice না থাকে তবে ইতিমধ্যে একটু ক'রে নিস্। আর আমি পরশু তোর ওথানে গিয়ে সব ঠিক করবো।" স্থারমাকে নীচে গৌছাইতে শরং ও কণিকা তুইজনেই নামিয়া গেল। কণিকা বলিল—"নিসেস মুখার্জির "At Home" Card পেয়েছিস্ স্থারো? এবারে refuse করতে পারবি না, যেতে হবে কিন্তু—আছো—" অনেকদিন পরে থানিকটা হাসিয়া স্থারমা জনেকটা সোয়ান্তি পাইল।

# শৈল-স্মৃতি

### শ্রীজনিল চন্দ্র রায় বি-এ

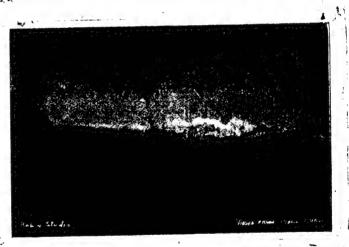
ফাস্থন-শেষে বর্ধা আপনার সজল নিবিড় মেঘ ইয়া আননদ গর্জনে বহুকালবিস্থত শৈলরাজীর উপর াসন্ন বর্ধণের ছায়া গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে—আনন্দ-লালীর দীর্ঘ অদর্শনে গিরিরাজের বুঝি অশু উদ্দে-তে হইয়া উঠিয়াছে; জানলা থূলিয়া এই দৃশু দেখিতে-লোম—হঠাৎ কানে আসিল 'আজ হোলি খেলুং পরপ্রের প্রম্ঞানাই।"

বৃন্দাবনে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ফাগের সরস্তায় ন্তরালোক উদ্তাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন—ব্ছয়্গ ভীত হইলেও তাহারি সরস্তাটুকু আজও এই হুর্জ্জয়-

নকের পাষাণ-প্রাচীর প্রাণের ফুরস্ত হিলোলে রক্তিম করিয়।
নতেছে। খেত শুল্র পোষাকে
নাচ্চাদিত হইয়া আনন্দাময়
ন্দ্র কুল্র পাহাজী বালকগণ
ভাকার ভাবে হাত ধরিয়া
নিচতে নাচিতে গান গাহিয়া
নিয়াছে—পশ্চাতে অপেক্ষাক ও
য়য়গণ কেরাদ্ ধরিয়া আবীর
ভাইয়া পথ লাল করিয়া
ফলিভেছে। একটি জনাহত
নানন্দরেগ মনোরম পার্বভ্য
রদ্দেশে ঝক্কত হইয়া উঠিয়াছে,
বভার হইয়া এই দৃশ্য দেখি-

হিমালয়ান রেলওয়ের বিভিন্ন প্রথপ্তলি দর্শকের চিন্ত-ক্ষেত্রে অহরহ আনন্দরসের সঞ্চার করিলেও শ্রীরের অঙ্গপ্রতন্ধ এবং মেরুদণ্ড যেন বাহম্পী দৌন্দর্যা শিপাস্থ মনের সহিত বিবাদের সৃষ্টি করিতে চায়।

গিরিরাজের সহিত প্রথম পরিচয়ের সক্ষোচ বহুদিন হইল ছিন্ন হইয়াছিল—পাষাণের অন্তনিহিত প্রীতিমিঞ্জ মোহপাশ আমাকে বহুবার আকর্ষণ করিয়াছে—সময় বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়া সাড়াও দিতে হইয়াছে কিন্ত বিচিত্র বর্ণামুর্জিত ল্ডাপাডামণ্ডিত সান্নিট্যা-রিমটি প্রতিবারই আনন্দ্রম ক্রপ্র মণ্ডিত গৃহের ভাষ



ম্যাল হইতে দৃখ্—

তিছি এমন সময় তানিটোরিয়নে থাবার ঘণ্টা বাজিয়া

টিল। সমতদিনের পথশ্রমে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছল।—কলিকাতা হইতে দার্জিলিং প্রমণ ফ্পদায়ক,নম্নাভরাম পার্বজ্ঞারবা নৈলবকে বিভিন্ন পর্জ্ঞানশাভিত
গামল বৃক্ষরাজী এবং সর্বোপরি মানব মন্তিকের অপূর্বা
গবেষণাপ্রস্থৃত ইংরাক কাতির গর্ববৃত্ত হার্জিকিং

( রবিন हे छि ७, मार्क्जिनिং )

আমানিগকে অভ্যর্থনার মঙ্গলভার লইয়া পরিত্ত করিয়াছে।

শামরা তিনটি বন্ধু একদরে থাকিতাম—শাষাদের ধেরাল বা প্রবৃত্তির কোন অসমত প্রগতি ছিল না; প্রতিরাত্তেই ঝাহারাত্তে তিনকনে উচ্চঃবরে গান ধরিতাম—স্কীতচর্চর এই বিরাট অছ্ঠানে তথাতুর ব্যক্তিগণ বিশেষ রাজি ছিলেন না এবং আমাদের শ্রোতার মধ্যে পার্থস্থ কুকুরগুলির অধিকাংশই সমস্বরে



লেবং রেস কোর্স-- (রবিম ট্রুডিও, দার্জিলিং)

আমাদিগের সহিত ত্বর মিলাইং। অভিনন্দন জানাইত। আমাদের মধ্যে ভৌমিক হিলেন ম্যাজিসিয়ান অর্থাং

অত্যাশ্চর্য্য প্রক্রিয়া দেখাইয়।

—সাধারণকে হতর্দ্ধি করান—
তিনি বিপ্রহরে নর্ভনের
আয়োজন করিতেন; পদব্বের
নথাগ্র হইতে মস্তিক্ষের সর্ব্ধ
ছানে প্রবল কম্পনের সাড়া
দেখাইয়া তিনি ঘরের সর্ব্ধ
প্রদক্ষিণ করিতেন, আমরা
মাঝে মাঝে দীর্ঘস্বরে বাহ্বা
ব্যঞ্জক শন্ধাদির বারা তাঁহাকে
আপ্যাম্থিত করিতে ত্রুটী
করিতাম না। এইরূপ সন্ধীত,
নর্জনের মধ্যে আমাদের অলস

ক্মবিহীন দিনগুলি আনন্দের প্রবাহের মধ্য দিয়া ভাহিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি উজ্জল রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে— দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর স্থাদেব
থেন পরম পুলকে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন,
পাহাড়ীরা পৃষ্ঠদেশে বোঝা লইয়া গান করিতে করিডে
চলিয়াছে:— অদ্রে মেয়মুক্ত তুষারার্ত কাঞ্চনজ্জ্যা
স্থাকিরণে রজত শুভ আকার ধারণ করিয়া উজ্জল
হইয়া উঠিয়াছে। শিশির স্নাত বিচিত্র পুষ্প শোভিত
গাছগুলির উপর রৌজকিরণ ঝলমল করিডেছে। এই
মনোরম প্রভাতে নাগাধিরাজ আপনার মহিমা বিস্তার
করিয়া প্রদন্ধ-গৌরব-হাস্তে চারিদিক উদ্বাদিত করিয়া
তুলিয়াছেন—বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাংলা মায়ের
এ শ্রী বাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা সভাই ভাগাহীন।

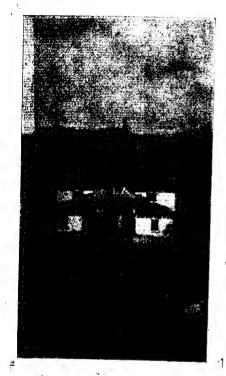
ঘর হইতে কিদের অকর্ষণে আমরা বাহির হইয়া
পড়িলাম—আজিকার প্রভাতের রৌদ্রের মধ্যে একটি সবল
মাধুর্যা ছিল-শীতল বায়প্রবাহে শরীর রোমাঞ্চ বোধ
হইতে লাগিল। ম্যাকেনজি রোড্ দিয়া ঘূরিতে ঘূরিতে
টোরাস্তা অভিমূপে চলিলাম—বহু নরনারী বিচিত্র
পোষাকে আচ্চাদিত হইয়া উৎফুল্ল অন্তঃকরণে ভ্রমণে
বাহির ইইয়া পড়িয়াছে। রবিন ইুডিওর স্বভাধিকারী
স্বস্থবর স্থবেক্তনাথ স্থপ্রভাত জানাইলেন, কার্যা নিবন্ধন



বার্চহিল হইতে তুষারের দৃখ--

(त्रविन हे फिछ, मार्किनिश)

তিনি আমাদের সহ্যাত্রী হইতে পারিলেন না সে জ্বল্ল ছঃখপ্রকাশ করিলেন। ম্যাল রোড দিয়া চৌরান্তায় উপস্থিত
হইলাম—ইহা দার্জিলিংয়ের একটি উচ্চতম স্থান, এখান
হইতে পারিপাধিক দুগু— মতি স্থানর উত্তরে কে



ঘুনের বৌদ্ধবিহার (রবিন টুডিও, দার্জ্জিলিং)

থেন স্থবিস্থত পর্বতরাশিকে উজ্জ্ল রৌপামণ্ডিত
করিয়া দিরাছে—মেঘচ্ছটাবিহীন স্থল্পট হিমালয় ত্বার

করীট পরিধান করিয়া কর্মপ্রবন বিশ্বের মধ্যে নির্লিপ্ত
আনাহত এবং মৌন হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ণশোভিত এবং
রেসকোসের গোলাকার ক্ষুত্র বিন্দৃবং মাঠটি আমাদিগকে দ্র

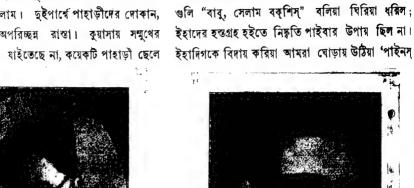
হটতে হাজছানি দিতেছিল—আমরা তিনজনে খোড়া লইয়া
নেবং অভিমুধে চলিলাম; চৌরাস্তা হইতে রন্দিত রোড়
ধরিয়া চলিলাম; খাদের নিয়াভিমুথী রান্ডায় খোড়াডলিকে ধীরে ধীরে চালাইতে হইল—য়াত্যাট আঁকিয়া
ব্যাক্ষা প্রিয়া পুরিয়া প্রায় প্রায়াত হাড়ান্ডরের মধ্য দিয়াই

চিনিয়াছে—ছোট ছোট পাছাড়ী ছেলেমেমণ্ডলি খোড়া

तिथिया पृत **रहेर्ड हाउँ**जानि मिर्डिंह, हेरास्त्र मना-আনন্দিত রক্তিম-মুখনী পাহাড়ীদের বাৎসল্যের উৎস জোগাইয়াছে। বাম পার্ষে সারি সারি আপেল গাছ— এখান হটতে লেবংয়ের দোকান ঘরগুলি স্পষ্ট দেখাই-তেছে—উভয়পার্শ্বে সৈনিকদিগের থাকিবার আন্তানা। বেসকোসে আদিবামাত্র ভৌমিকের এবং আমার অপর বন্ধটির ঘোডা বেপরোঘাভাবে ছটিতে আরম্ভ করিল— ঘোড়া তুইটি রেসের ছিল স্বতরাং ক্ষেত্র বুঝিয়া তাহারা বিগভাইয়াছে, বেচারীদের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া কষ্ট অণেক্ষা আমার হাসি পাইতে লাগিল: এদিকে আমারটিরও মধ্যে কিঞ্চিং চাঞ্চল্যের ভাব দেখায় আমি আত্তে আত্তে নামিয়া পডিলাম। সহিস আসিয়া ঘোডা-গুলিকে যুখন ধরিল তখন উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পডিয়াছে—ভৌগিক অবস্থা স্থবিধা না বৃশ্বিয়া ঘে'ড়া ছাডিয়া দিয়া মোটরে দাজিলিং অভিমুখে রওনা ইইল— পরে স্থানিট্যারিয়ামে দেখা হইলে বলিলাম "আপনি magic wand লইয়া থান নাই সেইজগুই এই বিভাট ঘটিয়াছিল।"

প্রদিন রৌদ্রতপ্ত মধ্যাক্তে ঘোড়ায় চড়িবার হর্দমনীয় বাসনা আমাদিগকে পাইয়া বসিল-পুনরায় ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া তিনজনে 'ঘুম' অভিমূখে চলিলাম, বলিতে ভূলিয়া গিয়াছি ভৌমিক এবারে ঘোড়া মনোনয়ন করিয়া লইয়া-हिलान-कांगकांठी द्वार्छत अन-वित्रम शतिष्ठत त्राचांछि বসস্তের আনন্দ উদ্দীপনায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল-কিছুদুর অগ্রসর হইয়া ঘোড়া কদমে ছুটাইয়া দিলান। বাঁকের পর বাঁক ঘুরিয়া রান্ড। ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া গিয়াছে, দূর হইতে দার্জিলিংয়ের লাল বাড়ীগুলি বুক্ষণোভিত বিহন্ধনীড়ের স্থায় অমুভূত হইতে লাগিল। ষভই উপরে উঠিতে লাগিলাম কোথা হইতে কুয়াসা আসিয়া খিরিয়া ধরিতে লাগিল—বাতাসের বেগও বর্দ্ধিউ হইতে লাগিল, পর্বতে অরণ্যানীর মধ্যে বাতাসের সন্ সন্ শক্ষ যেন বহদুরাগত কাছাদের আর্ত্তনাদ। নিমে রেজা-লোক্ষতিত কার্টরোডের রেলের লাইনগুলি সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—উপরে মেঘ ও নীচে त्रीलालाक-इंहारमञ्ज नीमाठकन . कीडा डेनरफांगा।

রাস্তা ক্রমে নীচ হইয়া 'বুমের' টেশনে গিয়াছে-এথান इहेट (माजा हिल्लाम। इहेशार्स भाराजीए त एमकान, মাঝে অপ্রশন্ত, অপরিচ্ছন রাস্তা। কুয়াসায় সন্মুথের রাস্তা ভাল দেখা যাইতেছে না, কয়েকটি পাহাড়ী ছেলে





লেখক

ঘোডা রাথিবে বলিয়া আমাদের পিছু লইল; মন্দিরের সন্মুখে আদিয়া ঘোড়া থানাইলাম; অসংখ্য কারুকার্য্য-শোভিত মন্দির অভান্তরে ধ্যানমূর্ত্তি বুদ্ধদেবের বিরাট প্রতিকৃতি রহিয়াছে-সম্মুথে বন্দনার ঘত-প্রদীপ সারির পর সারি জলিতেছে। এই পুরাতন বিহারে অতীত দিবদের এক বিপুল কাহিনী জড়িত আছে—বৈদান্তিক মানাবাদীর আদর্শ অভ্যন্তরে ধ্যানী বুদ্ধ কর্মের বারতাই (यन वहन कतिराज्या ।



বিহার হইতে ফিরিবামাত্র ছোট্ট পাহাড়ী ছেলেমেলে

আ.লাক চিত্ৰ শিল্পী

cetcbcen" উপস্থিত :इहेनांग—उथाय हा, कृष्टि हेलांनि পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া দাজিলিং অভিমূপে রওনা হইলাম-গৃহাভিনুখান স্থাকিত ঘোড়াগুলি কদমে ছুটিতে লাগিল, পশ্চাতে কুয়াসাবৃত তুষারশীতল 'শ্বুম' অজানা রহস্তপূর্ণ স্বপ্নময় দেশের মত বোধ হইতে লাগিল।



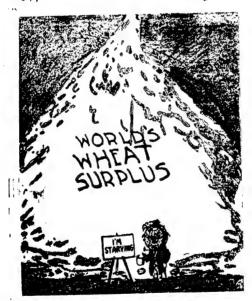


'তেখন

\Q

এখনু'

'Star'



নব্য অর্থনীতি জগতে ৰাষ্ট্রন্তব্যের অতি প্রাচূর্য্য এদিকে সামূদ্যের অশ্কালন অনশন জমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

'World-Telegram'

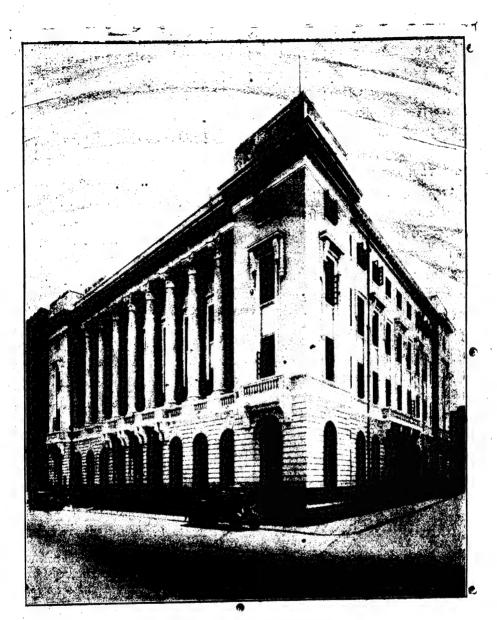
# বীমাক্ষেত্রে কৃতী বান্ধালী

অলস, কর্ম-বিমুখ জাতি পাশ্চাত্যের বিক্কত আদর্শে পরিচালিত হইয়া শুধু মেক্লম্ভবিহীন অশ্রুভারাক্রান্ত যৌবনের কৃষ্টি করিতেছে—মাহারা স্বপ্লময় ব্যর্থতার মধ্যে আলাদীনের আশ্রুগ্র-প্রদীপের কল্পনার সন্ধানে করিয়াছে—মন্থ্যান্তর এই শোচনীয় কল্পালের মধ্যে সবল উন্নত প্রথমাকারের পরমাশ্চর্য্যপ্রকাশ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দেনের কর্ম্মকাহিনী অজ্ঞ শক্তি ও শান্তি বহন করিয়া ফিরিতেছে। ব্যবসায়ক্তেরে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ, বাঙ্গালীর দ্বারা ব্যবসায় সম্ভবপর নয়— এই দাসত্ত ক্রন্দনের উপর অবিনাশচন্দ্র জীব্র কর্শাদাত করিয়াছেন, এবং নিজের কর্ম্মনারা প্রমাণ করিয়াছেন যে একাগ্রতা, সত্তা এবং যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে কোন জাতিকে পরাভব করিতে পারে।

১৮৭০ খুষ্টাব্দে নোয়াথালিতে অবিনাশচক্রের জন্ম হয়—তিনি বাল্যকালেই মাত৷ এবং কনিষ্ঠ ভ্ৰাতাকে বিদর্জন দেন। মাতৃহীন বালক জীবন্যাত্রার প্রারভেই-মাতৃত্বেহাশীয় মন্তকে ধারণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন— সমস্ত তুঃধ-বিপদের ঘোর ঝঞ্জাবাতের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র তাঁহারি দীপ্ত চক্ষুর অভয়লাভ করিয়া সাধনাক্ষেত্রে শেষ পৃষ্ঠ ভাগালন্দ্রী কর্ত্ত পরিত্যক্ত হন নাই। বোল বংসর বয়ক্রমকালে তিনি পিতৃহীন হন—তথন পরিবারের মধ্যে তিনিই বং:জোষ্ঠ স্কুতরাং সকলেই তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তরুণ বালক সেই অল্লবয়সেই দায়িত্ব বঝিয়া আসাম গ্রন্মেন্টের অধীনে কার্যা গ্রহণ করিলেন এবং এই সময়ে বিবাহস্ত্তে আবদ্ধ হইলেন। সাধারণ বান্দালী-জীবনের সব কার্যাই পূর্ণ হইয়াছিল-মাসাত্তে মোটা বেতনও আসিতেছিল কিন্তু এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্ৰের নিশ্চিম্ভ নির্ভরতা তরুণ যুবকের অফুরম্ভ প্রাণশক্তিকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

বাছিরের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র তাঁহাকে হাতছানি দিতেছিল। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী এবং অগ্রতম আত্মীয় শ্রীযুক্ত জগৎচক্স দাসের ঐকান্তিক ইচ্ছায় তিনি উচ্চ
সরকারী চাকুরীতে ইন্ডফা দিরা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে
কলিকাতায় আদিলেন। ব্যবসায়ের প্রাথমিক স্বত্রগুলি
আয়ত্ত করিবার জন্ম তিনি কোনও সদাগরী আদিসে
ভর্ত্তি হইলেন—'there is dignity in labour' অবিনাশ
চক্র ইহা জানিতেন এবং সরকারী উচ্চ পদ পরিত্যগ করিয়া এই সামান্তপদে তিনি অধ্যবসায় ও পরিশ্রমসহকারে
কার্য্য করিতে লাগিলেন; তিনি পরবর্ত্তীকালে সৌভাগ্যের
যে শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন তাহার মূলে এই পরিশ্রম,
অধ্যবসায় ও সততা ছিল।

ত্যাশতাল এজেনির স্বতাধিকারী শ্রীযুক্ত হর্গামোহন দানের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দাস বার-এাট-ল মহাশয় বন্ধ, বিহার, উড়িয়া ও আসামের জন্ত—এম্পায়ার অব্ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চীফ এজেন্সি লইয়াছিলেন এবং চায়ের ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অবিনাশচন্দ্রের কর্মা প্রিয়তা ও সততার বিষয় লাস মহাশয় অবগ্ত হইয়া তাঁহাকে নিজের ব্যবসায়ের অংশীদার করিয়া লইলেন। তথন স্থপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী কোম্পানী-গুলির সহিত প্রতিযোগিতা করা বড়ই শক্ত ছিল— চাও বীমার ব্যবসায়ে মন্দা পড়িল, দাস মহাশয় বিপদ ব্রিয়া সম্ভ বন্ধ করিয়া দিতে চাহিলেন কিন্তু অবিনাশ চক্র দুক্পাত করিলেন না বিপদে স্থির হইয়া থৈর্য্যের সহিত কাষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন—সততা ও পরি-শ্রমের মূল্য পৃথিবীতে আছেই। তিন লক্ষ টাকার কার্য্য ১৯০৭ খুটানে ১২ লক্ষ টাকায় রূপান্তরিত হইল, এই बावनारमञ्ज करमाम्नजित गर्धा नान गरानम अख्य ध्यमन করিলেন। অবিনাশচন্ত্রের ক্ষমে সমস্ত ভার অর্পিত হইল-বংসরের পর বংসর ঘাইতে লাগিল, ব্যবসায়ের কেন্দ্র ক্রমশঃ বিস্তৃত ইইতে লাগিল। আপিনের জন্ম তাঁহাকে নৃতন স্থান সংগ্রহ করিতে হইল। (ম্যাকলিওড হাউস) এম্পান্নারের ব্যবসা তিন লক্ষ হইতে ৭০ লক্ষে পরিবর্তিত



ভাশনাল ইনসিওৱেন্সের নব নিশ্বিত প্রাসাদ

হইল, ছয়টি চায়ের কোম্পানী হইতে ৩০টিতে দাঁড়াইল।
এই অপূর্ব্ব পরিবর্তনে বাহির হইতে মনে হয় যেন কোনও
আলাদীনের আন্চর্ব্যপ্রদীপ ইহা সম্ভব করাইয়াছে কিন্ত
ইহার মূলে রহিয়াছে কোন ভক্ষণ মূবকের প্রাণপাত
পরিপ্রম, ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সভ্তা।

যৌবনের বিপুল প্রাণশক্তি আজও অবিনাশচন্দ্রকে পরিত্যাগ করে নাই—৫৪ বংশর বয়সে তিনি পত্নীসহ বিলাতের বছ অঞ্চল পরিজ্ঞমণ করিয়া পরিণত জীবনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। আজ বিজয়-লক্ষীর বর্ষাল্য গলে পরিধান করিয়া অবিনাশচন্দ্র অতীতের সংগ্রামণুর্গ দিনগুলির দিকে চাহিয়া নিজ প্রথম পুত্রকে জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী বীরের তায় চলিবার শিক্ষা দিয়াছেন। অমিয়কুমার পিতার পদতলে বসিয়া—ব্যবসায়ের প্রেষ্ঠ গুণগুলি যাহার সংযোগ আলাদীনের প্রদীপের অপেক্ষা আশুর্যাক্তনক হইয়া উঠে তাহাই আয়ত্ত করিতেছেন।

তথু ব্যর্থায়ী ব্যক্তি হিসাবে নহে—নিরাভরণা বিধবার ও আত্মীয়-সহায়হীনের জন্ম অবিনাশচ্চ্দ্রের অবদান বাংলার দরে ঘরে, বালালীর গৃহে ও প্রবাদে চির্দিন উজ্জ্লরূপে মুদ্রিত থাকিবে।

আজ জীবন-অপরাকে বৌবনের স্থণীর্ঘ সংগ্রাদের শেষে সমাহিত শান্তির মধ্যে কৃতজ্ঞ দেশবাদীর সহিত আমরা অবিনাশচক্রের শতায় কামনা করিতেছি।

((मधनाने)

## বিচিত্রা

ওরিক্সানটাল গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাই ফ এসিওরেন্স

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বোধাইতে স্থাপিত ওরিয়ানিটাল্ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষখানীয়—কোম্পানি স্থাপিতা-বিধি কর্ত্ব, ক্ষ জীবন-বীমার প্রকৃত আদর্শ লইয়া স্বার্থাপরিচালনা করিতেছেন। এজন্ম কার্য্যের অসম্ভব প্রসার হইলেও কোম্পানির ব্যয়ের হার ক্ষতি সামান্মই স্লহিনা গিয়াছে। ১৯৩০ এর গবর্ণমেন্ট ব্লু বুক হইতে আমরা জানিতে পারি ভারতীয় কোম্পানিগুলির সন্মিলিত বীমা তহবিল ১৮৯ কোটী টাকা উন্তর্গে একাকী পরিয়ানটালেরই নৃত্ত কোটী টাকা ইভিনাং মানদণ্ডের একনিকে সমগ্র ভারতীয় কোম্পানিগুলি অপের দিকে একাকী পরিয়ানটাল !

কোম্পানির ১৯৩০ এর ত্রেরাবার্থিক হিসাব নিকাশে
১, ১৬, ২৩ ৫৪ ৩ টাকা উদ্ধৃত প্রকাশিত ইইরাছে—
ইহার মধ্যে হইতে অংশীদারনিগকে প্রত্যাংশ দিয়াও
রিসার্ভ ফতে সঞ্চয় রাবিয়া স্বাধীবনব্যাপী বীমার হাজার
করা ২৫ টাকা এবং শেয়ালী বীমার ২০ টাকা
বোনাস্ ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতের জীবন-বীমার
ইতিহাসে ইহা অপূর্ব এবং পৃথিবীর যে কোন
প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি ইহাতে গৌরব স্কৃত্তব করিতে
পারেন।

নিম হইতে কোম্পানির ক্রন্ত উন্নতির ইতিহাস দেখা যাইতে পারে— বংসর পলিসির সংখ্যা নৃতন কার্য্যের পরিমাণ-চাঁদার আয় ৩১-১২-১৯২৬- ১৭,৩৭১- ৩,৯১,৩৯১১২— ২২,৪১,৫৩১ ৩১-১২-১৯২৭- ২১, ৪১৪ ৪, ৬৪, ১৪, ১৭৫-২৬,৪৪, ৩১০ ৩১-১২-১৯৩০ ২৬,৪৮১ ৫,৪৪, ১৮,৮৯৬ ২৯,৯১, ৩৬৯

সাধারণ জীবন-বীমা কোশ্পানিওলি আই পর্যন্ত যে সকল পারিবারিক সমস্থার সমাধান করিছে পারে নাই, নবগঠিত "ক্যালকাটা ফিনাল এও প্রজেশি সিভিকেট লিং" কতকগুলি অভিনৰ পদ্ধতি আবিকার করিয়া উহার সমাধানে সচেট হইয়াছেন।

ক্যালকাটা ফিনান্স এও এজেন্সি সিভিকেট

প্রস্ক পক্ষতির মধ্যে বালিকানের বিবাহের পূর্বে অভিবাকনিগকে ভাওয়ারী কার্ড ইননিওরেনের পক্ষিতির অ্যোগে বিবাহের উপযুক্ত ব্যয় সরবরীহের সহায়ভা করিতেছেন। এড়কেশন বা ইটইন্ লাইফ কার্ডের পদ্ধতিতে বালক বালিকার উপযুক্ত স্থানিকার স্ববন্দাবত করা যাইতে পারে। মেটারনিটি বেনিফিট কার্ড ইন্সিওরেন্সের বারা যুবকগণ অয়সংখানের বারা পারিবারিক স্থাশান্তি প্রদান করিবে। সার একটি



শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন



উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে এই কোম্পানির সহিত দংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বিনা খরচে স্থৃচিকিৎসকের সাহায্য পাইবেন ও পরে ধাত্রী, স্থশ্রমাকারিণীর সহায়তা লাভ করিবেন।

কেম্পানির বোর্ড অব্ ট্রাষ্টের সভাপতির পদে দেশপ্রিম ষতীক্রমোহন নিযুক্ত আছেন ও ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ এস্, এন ব্যানার্জি বীমা-জগতে ফুপরিচিত। কোম্পানির জেনারেল সেক্টোরী মিঃ এস্ ঘোষ উচ্চশিক্ষিত, কর্মপ্রিম যুবক—তাঁহাদের আস্তরিক চেষ্টায় কোম্পানি যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রোভাগে ঘাসিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

#### ম্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি

১৯০৬ গৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই কোম্পানি জন্মলাভ করে এবং বর্ত্তমানে ইং। ভারতীয় প্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম বলিয়া বিবেচ্য। কোম্পানির বীমা-তহবিলের পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি টাকা হইবে এবং ইহার বার্ষিক আয় প্রায় ৩৬ লক্ষ্টাকার উপর—ভাশনালের এই গৌরবময় দিনে পায়ালালের অবদান ক্রতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতে হইবে।

১৯৩০ খৃষ্টান্দে কোম্পানির যে হিসাব নিকাশ
শ্বাছে ভাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই ১৫,০৯,
।৪৭ টাকা উদ্বন্তরপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং
বংশষজ্ঞের অন্তুমোদনে কোম্পানি আজীবনব্যাপী
াীমাপ্রতি হাজার করা ১৫ টাকা এবং মেয়াদী বীমায়
।০ টাকা বোনাস ঘোষণা করিয়াছে।

কোম্পানির চাঁদার হার স্মতি সামান্ত এবং দাবীর াকা সন্তর পরিশোধ করিয়া স্থনাম অর্জন করিয়াছেন —কোম্পানির হেড অপিসের নবনির্মিত গৃহ নয়নাভিরাম।

নিম হইতে কোম্পনির ক্রত উন্নতির ইতিহাস ব্ঝিতে শারা যায়—

ংসর বীমা-তহ্বিল কার্য্যের পরিমাণ চাঁদার আয়
১৯২১--- ৪২, ৫০, ৩৫৬ ২,৫৭, ২৯, ৫৫৬ ১২,২৫, ২২৫

\$\$\$, 90, 030 0,45,20, 568 \$1,60,568 \$2, 90, 508,604,604,605,608,604,605,604

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ও প্রুডেনশিয়াল এসিয়োরেন্স

১৯ ০ খৃষ্টাব্দে প্রলোকগত বিখ্যাত নেতা ক্ষেত্রজন। মেটাকে সভাপতির পদে স্থাপন করিয়া এই কোম্পানি গঠিত হয়। বর্ত্তমান ডিরেক্টারবৃন্দের মধ্যেও দেশের বছ খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন।

কোম্পানির কার্যাধারা তুই অংশে বিভক্ত;

- (ক) ধনী এবং মধ্যবিত্তের জন্ম সাধারণ বিভাগ-
- (খ) মজ্ব এবং অন্যান্যদিগের জন্য 'ইন্ডাঞ্ট্রাল বিভাগ'—এই বিভাগে আড়াইশত টাকার পলিসি দেংয়া হয়। সভাদিগের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে ত্ইজন করিয়া ডিরেক্টার নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা আছে।

কোম্পানি গঠিত হইবার পর হইতেই দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে—কার্য্য পরিচালনে ব্যয়-সংযত হইয়া কর্ত্তপক্ষগণ দুরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

১৯০১ সালের হিসাব-পত্র হইতে দেখা যায় যে কোম্পানির বীমা—তহবিল ২০, ৩০, ২১৬ টাকা—৭ জানা—১ পাই হইতে ২৪, ৬৪, ১৯৩—১৪-৭ এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ভির রিসার্ভ ফাণ্ড হিসাবে ১,০৬,৮ ৬৬ টাকা ৬ জানা ২-৩ ফ্লের রিসার্ভ ফণ্ডেরপে ১,০৯,৯৭৩ ৪-০ স্বভন্তররপে আছে। কোম্পানির স্বদৃঢ় ভিত্তি সংস্কেও পরিচালকবৃন্দ প্রয়োজনাতীত সতর্কতা লইয়া নিশ্চিম্ভ হইয়াছেন।

নিম হইতে কোম্পানির জত উন্নতির ইতিহাস দেখা যাম:—

ব সর পলিসির সংখ্যা নৃতন কাথ্যের পরিমাণ চাঁদার আয়

টাকা টাকা

৩১-১২-১৯২৪ ৬২৩ ১১, ৭১, ৭৫০ ৬৪,০৭৪

৩১-১২-১৯২৫ ৫৯৭ ১৩, ৬৫ ৭৫০ ৮৩,৪৩২

৩১-১২-১৯৩০ ২১১৯ ৪৪,৪৬,২৫০ ২,৪৬০৭৪,
১২-আনা



( ঐবিঞ্দাস )

সন ১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষ ভক্টর মৃহত্মদ শাহীছলাহ এম-এ ই:র একটা কবিতা দিয়াছেন। কবিতাটির নাম "পত্র।" (হাফিব হইতে। মূলের ছন্দের অমুকরণে।")

স্থার কবি হাফিয় হয়ত কথনও কল্পনা করিতে পারেন নাই, বিংশ শতান্ধীর এক "ডাক্তার সাহেবের" হাতে এক চৈত্রের দিনে তাঁহার একটা কবিতার এমন দশা হইবে। অফুকরণ সকল সময় নিযুঁত হয় না ইহা জানি; কিছ অফুকরণের নামে মূলককেও যে এমন জ্বাই করা যায় একথা জানিতাম না। হায় কবি হাফিয় একটু নমুনা দিই—

লিথিম্ দিলের খুনে ইন্স্টুরে প্রিশানি পলয়ে বিয়োগ তব প্রাক্তন মালি পতনেই এইরপ। বাকী অংশের কথা আর বলিলাম না। এমন হইবার কারণ অবশু খোদ্কারী নয় হাতুড়ে বিছা।

ছন্দের দশা দেখিয়। মূলের ভাবের সহিত এই নকলের কেমন মিল আছে তাহার আন্দাঞ্চ পাওয়া যাইবে।

ক্বিতাটিতে শব্দ ব্যবহারও তারিফ করিবার মত। ছুই একটা এথানে না চাড়িলে বুঝিতে পারিবেন না।

- >। "বিশানি নয় कि চোথে-"
- ২। "মেঘ সরায়ে বেরুল স্বরজধানি।" স্বরজ কি কুর্ব্বা মেঘ সরাইয়া বাহির হইবে কেন ?
- ৩ : "পরাণী বদল দিয়ে—"পরাণী বোধহয় পরাণ ?
  পরাণের আহলাদীরূপ বৃঝি পরাণী ?

- ৪। "পিয়িতে মেহেরবাণি" মেহেরবাণি কথাটি
   ফারসী। বানান "পানির" মতই হওয়া উচিত।
  - শভিতরে দগদিগি ঘা—"
     এরপ অবস্থায় আমরাও বলি—
     ওরে হায়! কট্কটি থায় হকীমে কর্বে কিবা?
     ("দে গফর গা ধুইয়ে" ছন্দের অমুকরণে রচিত।)
     আার একটা কবিতা পাঠ করিলাম, শ্রীরামেন্
    ভর। "শীতের শেষে"—বেশ লাগিয়াছে। কিন্তু—

দত্তের। "শীতের শেষে"—বেশ লাগিয়াছে। কিন্তু— "শিশির ফোঁটায় ঐ যে টোপায় তোরি চোখের জল!"

ইহার প্রথম কলির "টোপার" শক্টির অর্থ "টণ টপ্রারিতেছে" নাকি ? তাহা হইলে ভোঁতায় – ভোত করিতেছে, বোটায় – বোটা হইতেছে চলিবে ত ?

আরও একটা কবিতা পাঠ করিলাম, শ্রীরাধার্মা দেবীর "সায়াহের অভিসার।" কবিতাটি বোধহয় পান উত্তর। নিভৃতে গোপনে দিলেই ঠিক হইত। যাহ হউক, বেশ হইয়াছে।

গল্প পাঠ করিয়াছি সাতি। প্রথম গল্প শ্রীকাশী গুপ্তের "যে জীবন দীন।" "মানদা, সরষ্, হাবলা মা, জংলীর মাসী" এই চারটি ছংখিনীর জীবনের ছংখ্য চিত্র। প্রথমটা বেশ। কিন্তু উপসংহারে অক্তাধিরঙ চড়ানো হইরাছে। জংলীর মাসী দীনা, নির্ধাণ্ড বজীবাসিনী হইলেও সে মাছ্য বিশেষতঃ নারী তাহার হৃদ্য কোমল। সে যে সরষ্র কামীর অক্তথে সময় তাহাকে সাহায্য করিবে ইহা স্বাভাবিক। বি

ংইতে খেনারৎ আনায় করিয়া সরষ্কে নাহায্য করিতে ঠাহার ছেলের মোটর গাড়ীর নীচে জংলীর মানী স্বেচ্ছায় পড়িল। (গলা বাঁচাইয়া ও একটু কায়না করিয়া) এ কথায় তাহার মহাস্কৃত্বতা প্রমাণিত হইলেও গরের Effect নষ্ট হইয়াছে।

ছিতীয় গল শ্রীঅশোকা ঘোষের "আশ্রয়।" ইহাও একটী দরিত্তের কাহিনী। জামাইকে দরিদ্র খণ্ডর অর্থাভাবে দস্তরমত আহারে ও মত্রে পরিতৃষ্ট করিতে পারিবে না, এই ছশ্চিস্তার নিদারুণ তাড়নায় গ্রামের মহাজনের নিকট হইতে টাক। কজ করিতে যায়। মহাজনের নিকট সে পূর্বে ঋণী থাকায় সফলকাম হয় না। কিন্তু তাহার গোমস্তার অফুপস্থিতিতে থোলা বাক্স হইতে দশটাকার একথানি নোট চুরি করে। তুর্ভাগ্যের বিষয় এই টাকা কয়টি সে তাহার জামাইয়ের ভোগে লাগাইতে পারে না,—টাকা লইয়া প্লায়ন করিবার কালে, ঘটনাক্রমে জ্মীনারের কাছারীতে গিয়া পড়ে এবং বাকী থাজনার দকণ জমীদারের মামলা ও পেয়ালা টাকা কয়টি কাড়িয়া লয়। অবশ্য বিনা প্রতিদানে নয়, ঘা'কতক উত্তম-মধাম দিবার পর। গতঃপর দেখান হইতে হতভাগ্য শশুর পোষ্ট অফিদে যায় ও পোষ্ট মাষ্টারের হাত হইতে টাকা ছিনাইয়া লইয়া প্লাইবার পূর্বেই ধৃত হয়। বেচাবার জামাই-ভোজন ব্যাপারটা আর ঘটিতে পায় না। বলা বাছল্য, ঐ অসং কর্মের দক্ষণ "রাজা তাহাকে আশ্রম দিলেন।" কাজেই গল্পের নাম হইল—আশ্র এবং তাহা আশ্র পাইল ভারতবর্ষে আমাদের গল্পরস পিপাসা মিটাইতে। গল্পটির নাম "খণ্ডরের বিজ্ছনা" দিলে, অস্ততঃ নামের ণিক দিয়া মানাইত। বিষয়বস্ত যাহাই হউক, লিখিবার ভন্নীতেই রুসাল হইয়া উঠে, নতুবা যাহা হয়, তাছা আ বৰ্জনা।

ভৃতীয় গল্প শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "মণির নাহে জীবন দহে।" পাঠে ভৃত্তি পাই নাই।

চতুর্থ গল্প এথিকুল কুমার মণ্ডলের "পুরাণো দথর।" গল্প নয় গবেষণা। কাজেই ইকা হটতে গলপাঠের আনন্দ পাই নাই।

পঞ্চম গল্প শ্রীহাদিরাশি দেবীর "বে-মানান।" গণিকা

গুংহর চিত্র এ পর্যান্ত কোন লেখিকা আঁকিয়াছেন
বলিয়া মনে পড়ে না। চিত্রখানি হয়ত নিথুত হইয়াছে।
গলাটর উদ্দেশ্য গণিকাজীবন আছন নয়, ভাহাদের
মাঝে কেমন করিয়া বিনোদিনীর মত দরিজ্বের ক্যা
গিয়া পড়ে এবং কিরপে প্রলুক হইয়া পাপের পথে
ভাসিয়া যায় তাহাই।

ষষ্ঠ গল শীস্থকুমার রঞ্জন দাস এম-এর "শনি কবচ।" গলটের মধ্যে একটা নৃতন না হোক, ভাল প্রট ছিল। কিন্তু শক্তির অভাবে একদম মাটি। ওতাদের হাতে পড়িলে সরস হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। লেথকের লিথিবার ধারাও "সেকেলে";—ভাষা বেগহীনা। পড়িয়া মনে হয়—

"হীরার আয়ী বুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি—"; গর লিখিয়া নাম কিনিবার চেষ্টাও বোধহয় শনির দশা!

সপ্তম গল্প শ্রীরামপদ মৃধোপাধ্যায়ের "লোভী।' গল্প নম্ন ভাবুক্তা। ভাবগুলি কঠিন শব্দের স্থাদৃত্ বর্ষে আচ্ছাদিতী অন্তর্কে স্পর্শ করে না, বুদ্ধিকে পীড়ন করে। বোধহম ইহাদের উৎস্কাদ্যে নম্বুদ্ধি।

রঙিন ছবি দেখিলাম চারখানি।

সন ১৩৩৮ সালের ফাল্কন মাসের বস্থুমতীতে ছোট গল্প পাঠ করিলাম সাতটি।

প্রথম গল্প শ্রীশরদিন বন্দোপাধ্যায়ের "হুই দিক।" গল্পতি বেশ। Tone বেশ healthy, কিন্তু দিন-কাল বড় ঝারাপ। লেথক মহাশয় নিশ্চয় সংবাদপত্র পাঠ করেন ? পদ্মাপারে হর্গেশনন্দিনীর অভিনয় বন্ধ হইয়াছিল। সেইন্ধপ কোন মন্ধার কারণে রোমশুক্ত কলিকাভাত্তেও কিছুনা ঘটো।

িছিতীয় গল্প জীলোরীজ মোহন বন্দে।পোধ্যায়ের "রামচক্রের মোহর।" চলনসই।

তৃতীয় গর শ্রীবরদাপ্রসর দাসগপ্তের "দীপতারা।" (বিদেশী গল হইতে অন্দিত।)

পাঠের চতুর্থ গ্রু, শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক (এম-এ, বি-এল) ক্রিক এই "ভক্ত ও চাষা।" সরস রচনা। অবশ্র চাষার দিকটাই ফুটিয়াছে। ভদ্ৰের দিকটা অন্ধকারে থাকিলেও ভদ্র পাঠক নিজকে দিয়াই মিলাইয়া লইবেন।

কিন্তু "বাঘ যে আগুন দেখে ভয় পায়, এ সত্যটা পর্যাস্ত এদের কাছে অজ্ঞাত।" এ কথাগুলি অতিশয়োজি। জন্ত-জানোয়ারের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ভন্তগণের অপেকা অধিক।

পঞ্চম গল্প কুমার প্রীধীরেক্স নারায়ণ রাম্নের "চলে নীল সাড়ী—'' মন্দ লাগে নাই। গ্রাম কর্তার। যদি সভ্যই গ্রামাঞ্জী ফিরাইয়া তাহাকে স্থথময় স্থান করিতে পারিতেন, ভাহ। হইলে বাঙালী একটা কাজের মত কাজ করিতে পারিত। কিন্তু লেখায় ও কাজে প্রভেদ যে অনেক্থানি।

ষষ্ঠ গন্ধ সৌরীনবাব্র "বিধবা-বিবাহ।" সংবাদপত্তে যে ধরণের বিধবা-বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়, দে ধরণের নয়। তাহাতে মজা নাই, ইহাতে আছে। পড়িয়া (লিপি) চাতুর্য্যের তারিফ না করিয়া থাকা যায় না।

সপ্তম গল্প শ্রীমতিলাল দাশের "দীক্ষা।" রসহীন রচনা। তবে ভক্তের ভাল লাগিতে পারে। কাম-গন্ধহীন প্রেমের বার্তা ইহাতে পাওয়া যাইবে। এই অবস্থাটা উপলব্ধি না করা গেলেও "আহা," "উহ"র ছড়াছড়িতে ব্যাঘাত ঘটবে না। উচ্চ মার্গের ব্যাপার। নব ভক্তমাল গ্রন্থে স্থান পাইবার উপযোগী।

এই সাতটির পরও একটা আছে; সেটিও গ**র** এবং আমরা সবটুকু পাঠের চেষ্টাও করিয়াছি। তাহা

এীতারক নাথ সাধুর (রায় বাহাছয়) "ফলরেথা।"
রঙিন্ছবি দেখিলাম তিনধানি।

সন ১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যার প্রবাসীতে ছোট গল্প পাঠ করিয়াছি চারটি।

প্রথম গল্প শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "যাজা।" গান নয় গমন। নবোঢ়া বিবাহের পরদিন পতি-গৃহে যাত্রা করিতেছে। একথানি চিত্র। বেশ লাগে। ইহাতে বর্ণ সমাবেশও আছে নানা। সবচেয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে কারুণা।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীক্ষীরোদ চক্স দেবের "ভিথারী।" একটী ফরাদী গল্প হইতে।

তৃতীয় গল্প শ্রীক্ষিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রায়ন্তিত। ।' প্রবাদীর ছোট গল্পের ভাণ্ডার কি শৃত্য, ন এটিকে পৃষ্ঠাপূরণে মুক্তিত করা হইয়াছে ? রচনাটি তৃতীয় শ্রেণীর তো নয়ই, তাহার আরও ক্ষেক ধাণ নীচে ফেলিলেও যেন ঠিক হয় না।

চতুর্থ গল্প প্রীন্ধবোধ বন্ধর "ছবি।" বেশ লাগে ভাষা বার বারে এবং লেখনী বেশ সংষত। গলটি মধ্যে একটি প্রট থাকিলেও তাহাতে অবশ্য নৃতনত্ব কি। নাই। প্রটই থে গল্পের সর্কাশ্ব এবং তাহাতে নৃতন্ত থাকিতেই হইবে, এমন কথাও বলা চলে না!

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি দেখিলাম তুই চারখানি।





### পরলোকে প্রভাত কুমার ৪-

বাংলার খ্যাতনামা গল্পকেও ঔপস্থাসিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। রবীজনাথের যুগে যে ৩।৪ জন গল্পকে নিজ বিশেষত্ব গল্প-সাহিত্যে আপনাদের আসন স্থপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন প্রভাতকুমার তাঁহাদের মধ্যেই প্রধান একজন ছিলেন। এমন স্থন্দর হাস্ত-রুসোজ্জল গল্প যে-কোন সাহিত্যেরই অলমার। প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থলি ১৩১৬ সাল নাগাৎ প্রবাদী পত্তে বাহির হইয়াছিল, তাঁহার গল্প-গ্রন্থ 'ষোড়নী', 'দেশী বিলাতী' প্রভৃতি অতি বিখ্যাত। রবীক্সনাথ ছাড়া আর কাহারও গল্পের বই বোধ হয় এত বেশী বিক্রী হয় নাই। প্রভাতবাবুর 'রমাফুলরী' 'সিঁছর কোটা,' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিও অতি হুন্দর। প্রভাতকুমার অতি অমায়িক স্থরসিক লোক ছিলেন। বাহিরে তাঁহাকে থুব গন্তীর দেখাইত, যাহাদের দঙ্গে অন্তরকতা ছিলনা তাহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেও পারিতেন না. কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অন্তরক ছিল তাঁহাদের শহিত ইনি প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। প্রভাতকুমার কিছুদিন রংপুর ও গ্যায় ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন, পরে কলিকাতায়ই স্থায়ীভাবে বাস করেন ও সাহিত্য সেবা ५ न' करलस्क अधाभरकत्र कार्या करत्रम । हिन अधुन।-্রপ্ত 'মানসী ও মর্শ্ববাণীর' সম্পাদক ছিলেন। প্রভাত-কুমারের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের বে ক্ষতি হইল াহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরী তাঁহার শোক-শম্বপ্ত পরিবারবর্গকে সহায়ভূতি জানাইতেছি।

#### বঞ্জিম স্থৃতিঃ--

সাহিত্য গুরু বল্পিচন্দ্রে মৃত্যুর পর ৩৮ বণ অতি-বাহিত হইয়া গোল। 'বন্দেনাতরম' মন্ত্রের ঋষি বল্পিমের স্থাতিপুলা সেনিন সাহিত্য-পরিষাদ হইয়াছে। বাঙ্গালীর নৈন্দিন জাবনে বল্পিয়ের প্রভাব সামান্য নহে। আজিকার দিনে আমরা সাহিত্য গুরু বলিমচক্রেকে শ্রহাবনত চিত্তে স্থানিগ করিতেছি।

#### সার গ্রানলৈ জ্যাকসন:-

বাংলার জনপ্রিয় শ সনকর্তা স্যুর টান্লি জ্যাকসন বাংলা পরিত্যাগ করিয়া বলেশ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার শাসনকালে নানাপ্রকার বঠোর শাসনতার প্রাহার সহরতার পরিচয় সর্প্রত্বই পাওয়া ঘাইত। সারকুলার রোডের নিকট শিব-মন্দির লইয়া সরকার পক্ষের সহিত সাধারণের কলহ হইবার হত্রপাত হইলেই সার ষ্টান্লি ঐ বিবাবের বীজ অন্ধ্রেই বিনাশ করেন। শ্রীযুত স্থভাষচন্দ্রকে ব্রন্দেশ হইতে মৃত্তি প্রদান করিয়াক্লিকাভায় আসিবার সময় নিজের লঞ্চ প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ নদীয়া অকালে মৃত্যু-পথের যাত্রী হইলে, তিনি তাঁহার শোকসভায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং বাংলা পরিত্যাগ করিয়া ঘাইবার ছই চারি নিন প্রেম আইন সভার গৃহে তাঁহার হৈলচিত্র উন্মৃক্ত বরেন। স্যার ষ্টান্লির অন্থর অভি উন্নত ও মহান ছিল। আমরা উহিরে ক্রিকা ভার ক্রিকা ভারত ও মহান ছিল। আমরা উহির ক্রিকা ভারত ভারত ভারত ছিল। আমরা

#### সার জন এগুরসন ৪-

কর্ম-জীবনে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়া অপেক্ষা-কত অল্ল বয়সেই সাবে জন এণ্ডারসন বাংলার শাসন-তল্পের কর্ণধার হইয়াছেন। আমরা তাঁহার অসাধারণ কর্ম-নিপুণতার কথা শুনিয়াছি। মথন ভারতবর্ষের নৃতন ইতিহাস লিখিত হইতে চলিয়াছে, তখন এইরূপ একজন যোগা শাসন কঠার যে বিশেষ প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কোন মতভেদই থাকিতে পারে না। স্যুর জন সামাগু গৃহস্থের সম্ভান। সিভিল সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপনিবেশ শাসন-তত্তে যোগদান করিয়া তথাকার অনেক সরকারী অক্সপ্নানের যথেষ্ট উন্নতি করেন। ইংলত্তের সরকার তাঁহার গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া খদেশে লইয়া গিয়া প্রথমে আয়ুলাণ্ডের শাদনকার্য্যে ও পরে ইংলভের স্থায়ী আণ্ডার-সেকেটারী পদে নিযুক্ত করেন। স্যার জনসমাট কর্তৃকি নানা প্রকার উপাধি ভৃষিত হইয়াছেন। ১৯২০ সালে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার একটা পুত্র ও কন্তা ভীবিত আছে, শাসনকর্তার পতী না থাকিলে অনেক রাষ্ট্রীয় অমুষ্ঠানে নানাবিধ অস্তবিধা হইতে পারে বলিয়া যাঁহারা আশকা করিতেছেন তাঁহারা হয়ত শুনিতে পাইবেন যে মিষ্টার ম্যাক্ডোনাল্ড যেমন তাঁহারা কভার সাহায্যে পত্নীর শৃত্তস্থান পূর্ণ ক্রিয়া লইতেছেন ভবিষাতে দার জনের ক্যাও হয়ত সেইরূপ করিবেন। সম্প্রতি কতা তাঁহার সহিত বাংলায় আদেন নাই। আমরা নব-নিযুক্ত বাংলার শাসনকর্তা স্যুর জনের নিকট সহায়ভৃতি ও স্থ-শাসন পাইবার জ্বাশা করি।

### নুত্ৰ নিৰ্কাচন ৪-

করেকদিন গত হইল ভারত-সচিব সার সামুদ্রেল হোর
ঘলিয়াছিলেন যে ভারতব্যে নৃতন করিয়া নির্কাচন
করিবার সময় আসিয়াছে। নৃতন নির্বাচনে জন-সাধারণের
বিশাস কোন দলের উপর কতটা তাহা বেশ ব্যিতে পারা
ঘাইবে। সমস্ত নির্বাচন দল যদি সাম্প্রদায়িকতা ও নানাবিধ
কুল কুল্ল আর্থের ঘাত-প্রতিঘাতের উপর নিয়্রিত করিতে
পারা যায় ভবে সাম্প্রদায়িক কলছেরও অনেকট্রা মীমাংসা

হইতে পারে এই কথাটা প্রচার হইবার সহিত কাউন্সিল গুলির নৃতন নির্বাচন হইবে বলিয়া জোর বাজার গুজব ভনা যাইতেছে। মন্ত্ৰীগণ ও যাঁহারা শাসন-তন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট তাঁহারা অনেকটা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মনে হয় দরকার পক্ষ এখন নৃতন নির্বাচন করিবার জক্ত আদেশ দিলে আশামুরূপ ফলোদয় इटेरिंग। कात्रण জনসাধারণ নানাপ্রকার প্রত্যেক নির্মাচনই আর্থিক তর্ষ্যোগে ব্যতিবস্ত। यरथं हे वाग्र मार्थक । वर्जभारत एवं ममस्य मनमार्गन आहेत-পরিষদে নানাপ্রকার সংকার্যা করিতেছেন, তাঁহারা হয়ত অর্থাভাবে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। শাসন-সংস্কার বিলটী এখনও পার্লামেণ্টে পেশ করা হয় নাই। পাল মেণ্টে উক্ত বিলটা পেশ করিলে ঐ বিলটা যদি কাউন্সিলগুলি সমর্থন করিতে না পারে তবে উহাদিগকে ভঙ্গ করিয়া নতন নির্বাচন আহ্বান করাই Parliamentary প্রথা। এখন নির্কাচন করিয়া আবার এক বংস্রের মধ্যে নৃতন নির্ন্নাচন প্রবর্ত্তন করিতে গেলে সদ্সাগণের যথেষ্টই অস্কবিধা হইবে। সচিব যদি অমুমান করেন যে এখন নির্বাচন করিয়া লইলে সরকার পক্ষ সমর্থনকারী কতকগুলি দল স্ঞ্জন করিয়া লইতে পারিবেন, যাহারা ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিবেন। ইহাই যদি নৃতন নির্বাচনের একমাত্র কারণ হয়, তবে আমাদের মনে হয়, এ উদ্দেশ্য সফল হইবারও কোনরূপ আশা দেখিতেছি না! কেন ना लारहारत मुत्रलिम लीरगत अधिरवशस्न मृत्रलमानगं ম্পষ্ট বলিয়াছেন যে তাঁহাদের প্রস্তাবে সরকার পক স্বীকৃত না হইলে তাঁহারাও কংগ্রেদ পক্ষের ছায় বয়কট চালাইবেন। মুসলমানদের দাবীগুলি ভায়সকত হউক আর নাই হউক, উহার সমস্তপুলি মানিয়া লইয়া দেশে বে শান্তির সহিত শাসন কার্যা চালাইতে পারা বাইবে না এই ধারণা ভারত-সচিব মহাশয়ের নিশ্চয়ই আছে তাহা না হইলে তাঁহাদিগকেও ধমকাইয়া দিয়াছেন কেন। মুতরাং এখন নির্বাচন হন্দ প্রবর্ত্তন করিলে কভকওলি कलरहत्रहे अवछात्रना कता हहेरव माळ विनशा आभारतव ধারণা হয়।

#### তাপোষ গুজন:-

বাজারে গুজুব যে সরকার পক্ষ কংগ্রেস দলের সহিত মিট্রমাট কবিবাব জন্ম আবার তোডজোড করিতেছেন। পণ্ডিত নালৰীয়, নিদেস নাইড় এই কাৰ্যো অগ্ৰসৰ হুইয়াছেন। এই প্রচার হওয়ার সহিত্ই সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে উহার মূলে কোন সভা নাই, কংগ্রেসের স্থিত স্থাসূত্রে আবদ্ধ হইতে কোন আপত্তি না থাকিলেও সরকার পক্ষ কংগ্রেসের শেষ দাবী-দাওয়া মানিয়া লইতে আদপেই প্রস্তুত নহেন। কংগ্রেস যে বে-আইনী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয তাহা সরকারীভাবে খুব স্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে। এই কথা প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও মিদেস নাইডকে ফজলি হোমেন সাহেবের বাড়ীতে অধিষ্ঠান থাকিতে দেখিয়া অনেকে এইরপ ভাবিতেছেন যে সরকার পক্ষ গতবারে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের কার্যাকরী সভাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার সহিত দন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা সেইরূপ ভুল না করিয়া কংগ্রেসের সহিত কথাবার্তা কহিবার দার উন্মুক্তই রাখিতেছেন কাজেই সন্ধি করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। ইতিমধ্যে দিল্লীতে কংগোদের অধিবেশন হুইবে ও প্রথিত ঘালবীয় সভাপতি হইবেন গুজুব বটে কিন্তু সরকার কংগ্রেসের স্থান না দেওয়ায় আপাততঃ তাহাও বন্ধ স্মৃতরাং ব্যাপার ধুমাচছঃই রহিল। সরকার পক্ষ কংগ্রেসের সহিত সাহচর্য্য করিবার জন্ম ব্যগ্<u>র</u> কিনা জানা না যাইলেও ইহা সতা যে কংগ্রেস বাদ দিয়া কোন শাসন্তন্ত্র গঠন করিলে ভবিষাতে উহা সর্ববাদিসমত ভাবে গৃহীত হইতে না পারে এই আশহায় তাঁহারা নিশ্চয়ই একট চিস্তিত বোধ হয়। এই জন্ম তাঁহারা হয়তো চাহেন কংগ্রেদ তাঁহাদের সাহায্য করুক, আর যদিই তাহা সম্ভব না হয়ত কংগ্রেসকে দাবাইয়া রাখিতে পারে এমন নৃত্**ন প্রতিষ্ঠান হউক।** 

### লোথিয়ান কমিটা:-

লোথিয়ান কমিটি বা ভোটাধিকার প্রদান করিবার জন্য যে কমিটি সংগঠন করা হইরাছিল প্রায় ছইমাস

কার্যা করিবার পর ভাঁহারা তাঁহাদের পরিদর্শন ও সাক্ষা গ্রহণ কার্যা শেষ করিয়া তাঁহাদের গবেষণা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ভারতে হিন্দু মুদলমান সমস্থা উপর নির্ভর করিলেই এই কমিটির সিদ্ধান্তের হইয়া যাইবে বলিয়া কি করিতেছেন। ভারতবর্গে হিন্দ মুসল্মান বর্ত্তমানে যেরূপ ভাবে দেখা দিয়াছে পূর্বে তাহা ছিল না, কয়েক শতাব্দি পূর্বের ভারতব্য মুসলমানগণ কর্ত্তক শাসিত হইলেও হিন্দুগণ যে অধিকার পাইতেন বর্ত্তমানে মুসলমানদলের নেতগণ সেই সমস্ত অধিকারও হিন্দুগণকে প্রদান করিতে অম্বীকার করিতেছেন। এই কলহের মল ভিজি সম্পত্তিগত পার্থকা। এই ভেদ-নীতি দুর করিতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা সার্কজনীন ভাবে বিস্তৃত করিয়া দেওয়ার সহিত সরকার পক্ষকেও একট কঠোর হইয়া উহাদের অসম্ভব আবদার মানিয়া না লইয়া যোগ্যতার কঠিন দত্তে দাবী গুলিকে ওজন করিয়া লইতে হইবে। যোগ্তাই মানবকে উন্নত করে, অযোগ্যের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলে অনেক সময়েই উহা অস্বাস্থ্যকর হইয়া দাঁডায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মূসলমান--নেদিন বাংলার আইন সভায় মুদলমান সভাগণ কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় তাঁহাদের স্বধর্মাবলম্বীর সংখ্যার অল্লভার কথা তুলিয়া ছৃঃধ প্রকাশ করিয়াছেন। এীযুত খ্যামাপ্রদাদ বলিয়াছেন যে বিশ্ববিভালয়ে হিন্দুগণ প্রায় অৰ্দ্ধকোটী টাকা প্ৰদান করিয়াছেন, সেই বিভালয়ে মুসল-মানগণের দান মাত্র ১১০০০ এগার হাজার টাকা। জাতির আর্থিক দান জাতির যোগ্যতার মাপকাটি নয় इंश श्रीकात कक्षिया नदेत्त ७ इंश मछा ८४ व्यार्थिक मार्त माङ्गरवत अष्ठःकत्ररावत পतिष्ठय श्रामान करता। বকীয় মুসলমান সমাজ শিক্ষিত হইয়া আজ উন্নত হইবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও ঐ শিক্ষাকে তাঁহাদের স্ববশে আনিবার জন্ম যতটা হাদয়তা থাকা আৰশ্ৰক তাহা কি তাঁহাদের আছে? একজন মুসল্মান সভ্য বলিয়াছেন যে তাঁহারা দরিত্র, দান করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থুবই অর। কিন্ত পূর্মা

বাংলায় মুসলমান জমিদার ও জোংদারের সংখ্যা খুব কম নয়। কল্টোল। অঞ্লে অনেক লক্ষণতি মুদলমান বিদেশী হইলেও কলিকাতায় পুরুষাত্মত্তান বনবাদ করিতেছেন। এই সমন্ত ভুলমহোদ্যুগ্ৰ যদি তুগলীর দান্বীৰ মদিনেৰ আদর্শে অমুপ্রাণিত ইইয়া তাঁহাদের স্মাজের ঘ্রক্রণকে উৎসাহিত করিবার জন্ম তাহানিগেরই জন্ম বিশেষ বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ভাহা হইলে কি বর্ত্ত-মানের অপেকা তাঁহানের শিক্ষিতনের সংখ্যা বন্ধি পাইত নাণ আসল কথা মুগলমান সমাজ ইংরাজের নিকট পরভার স্বীকার করিয়া তাঁহাদের আভিজাতা বিশ্বত হইতে না পারিয়া হিন্দুগণের সহিত ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে অস্থীকার করায় তাঁহারা বর্ত্ম'নে শিক্ষায় অনেকটা পশ্চাতে পডিয়া গিয়াছেন। হিন্দর সহিত সমানভাবে পা ফেলিতে গেলে যোগাতা করাই বাজনীয়, কতক্টা বিশেষ রাজ-অফুগ্রহ লাভ করিলে উহা ব্যক্তি বিশেষের উভোগ্য হইবে কিন্তু সমস্ত মত্রেলায় যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়। याहेरज, नवीन गुप्रलगान पुरुषाह व दिवश है वक्तात ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

### ভীন জাপান:-

চীন-জাপান যুদ্ধের অব্যান ঘটিল দেখিয়া যাঁহার। স্বস্থির নিশাস ফেলিভেছেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে যেখানে স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের উপর কোন শান্তির প্রছাব গৃহীত হয়, শান্তি ক্ষণকা লয় জন্ম সেথানে প্রভিষ্ঠিত হইলেও, চিরকা:লর জন্ম নিশ্চয়ই শাস্তি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। জাপান তাহার অভিত্তের হল মাঞ্রিয়ায় প্রভূষ চাহে। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ জাপানকে এই প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন ষদি জাপান থাস চীনে তাহার লোলুপদৃষ্ট নিকেপ নাকরে। চীনের জাতীয়তাবাদ জাপান ও পাশচাতা শক্তিপুঞ্জ কাহাকেই পছন্দ করে না। এই শক্তির অভাদয় ঘটিলে উভয়েরই আধিপতা কুর হইতে পারে। জাপান চীনের হিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া উক্ত জাতীয়তা-বাদকে থানিকটা থর্ক করিতে গিয়াছিল মাত্র।

#### অসভ্যোমের বহা :--

ভাবী মহাসমরের পূর্ব হুচনা স্বব্ধ সারা বিশ্বে একটা ঘোরতর অসজোষের বতা বহিয়া যাইতেছে। ১৯১২ সালে চীনে স্বাধীনতা-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ভইলেও চীনের আভাম্বরিক শাস্তি আজ ২০ বংসরেও স্থাপিত হইল না। স্পেনের শাসনতম্ভ কয়েক বৎসর হইল সংশোধিত হইয়াছে, কিন্তু উহার গোলঘোগ আঙ্কও পূর্ববংই বহিয়াছে। রাজশক্তির বিনাশের সহিত এই অশান্তির নিবৃত্তি হইবে গাঁহারা ভাবিয়াছেন, আজ কয়েক মাস হইল রাজ শক্তির ধ্বংশ সংসাধিত হইলেও নোলযোগ একভাবেই থাকায় তাঁহারা অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। অশান্তির ফল্ক রাশিয়ায় ও তীব্রবেগে বহিয়াই চলিয়াছে। আয়লাভের নৃতন নির্বাচন ছন্দ এক অভিনব সমস্থা বুটাশ সাম্রাজ্যের সন্মুথে উপস্থিত করিয়াছে। জার্মানিতে প্রজাতম প্রতিষ্টিত হইলেও তথাকার শাসন দও কডকগুলি বণিকের কর্তনগত রহিয়াছে বলিয়া ভীষণ অশাস্তি ধুমায়মান অবস্থায় বহিয়াছে। আমেরিকার বাজেট বিভাট তাহাকে ভীষণ বাস্ত করিয়াছে। হভার যে মোরেটারিয়ম ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার মেয়াদ বোধহয় অবসান হইয়া াসিল। জার্মাণি এবারে ভাসেলিজ সন্ধির সর্গাম্বায়ী টাক। দিতে পারিবে না বলিয়া ঘোষণা করিলেই ফ্রান্সের সন্মধে মহাসমস্থার উদয় হইবে।

### ইংলভের আর্থিক সুবিথা:--

স্থাপর বিষয় ইংলণ্ডের সরকার তাহাদের আর্থিক
বিথবের প্রবল আক্রমণ হইতে আয়রকা করিতে
সমর্থ হইয়াছেন। পাউওের মূল্য ডলারের তুলনায়
নিতাই হ্রাস পাইতেছিল। এখন পাউও ডলারের
সহিত উহার হাভাবিক মূল্যই প্রাপ্ত হইয়াছে।
ইংলণ্ডের ধনীগণ অসাধারণ ড্যাগ স্বীকার করিয়া
নানাবিধ করে প্রপীড়িত হইয়া বর্ত্তমান বৎসরে আয়বায় হিসাবে বায় অপেকা আয়ের সাধিকা ঘটাইতে
সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিকা
নিশ্চয়ই অনেক স্থবিধাকনক অবস্থাম আসিতে পারিরে।

কিন্তু হভার মোরাটেরিরমের অবদান ঘটলে, ইংলগু আমেরিকাকে কি বলিবেন।

#### সামরিক ব্যয়:-

জেনেভার সর্বজাতি দশ্মিলনে সমর্খণের প্রত্যাধান করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া একটা বৈঠক বসাইলে কেমন হয় ? অস্ত্র নিয়ন্ত্রিত করা যেমন জাতিগুলির একটী মহাকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, জেনেভার মহা-মজা হইতে কর প্রপীড়িত জাতিগুলিকে সমর হইতে **অব্যাহতি প্রদান করিলেই জগতের আর্থিক অবস্থা** আবার সক্তলতার পথে প্রবর্ত্তিত করিতে পার। যায়। আমেরিকার সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য দেখিয়াই এই কথাট। আপনা হইতেই মনে হয়। আমেরিকায় অর্থ-সঙ্কোচ ঘটিয়াছে বলিলে কেহই ষীকার করিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যে পণোর আদান প্রদান কমিয়া যাওয়ায় বাণিজ্ঞা শুল্কের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। মহাজনদের আয় কম হওয়ায় আয়-করও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আয়কর ও বাণিজ্য ভ্রু সমন্ত সভ্য দেশের প্রধান রাজন্ব। ব্যয়ের কোনরূপ হাস না করায় উক্ত প্রধান আয়ের পস্থা তুইটা ঘটাতেই আজ বজেটে এই ঘাট্তি। এই ঘাটতি অপসরণ করিতে গেলেই আয় বৃদ্ধির বায়েরও হাস করিতে ब्हेर्द । জন্তই আমরা বলিতেছিলাম যে জাতীয় মহাসক্তেম অন্ত্র-দমস্থার একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারিলে মিলিটারি সাজ-সরঞ্জাম বাবদে যে অর্থ বায় করা হয় তাহার অনেক লাঘব হইতে পারিবে। সমর-ঝণ হইতে জাতিগুলিকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিলেই বণিকদের ও জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি ঘটিবে. তাহা হইলেই আয়কর ও বাণিজ্ঞা শুল্ক মারফতে যে আয়ের অল্পতা ঘটিয়াছে উহার অনেকটা লাঘব ঘটিবে। কিন্তু জাতির স্বার্থের নিকট বাজিগত স্বার্থ বলি দিতে হইবে। এই আদর্শ এককালে পাশ্চাত্যে খুবই व्यवन हिन। এখন উহা अत्मक्तीहे कृत इहेगारह। পশ্চিম কি তাহার বহু পুরাতন আদর্শচীকে জাবার প্রভিষ্টিত করিতে পারিবে না গ

#### আইরিস সমস্তা:--

ইংলণ্ডের সামাজ্যবাদীগণ ডি-ভেলেরাকে মহামস্কিলে পড়িয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের পর আয়লাওকে की दहें विनया श्रीकांत कतिया लक्ष्या श्रहेतन, अक्नम মধাপম্বী উহার রাজদত্ত গ্রহণ করিয়া এতদিন উহা পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন। আইরিস বীর ডি-ভেলেরা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিবার প্রধান সহায়ক হইলেও মধ্যপন্থী সরকার তাঁহাকে এতদিন নির্বাসিত ও অপদস্থ করিয়া রাথিয়াছিলেন। ক্রমশঃ মত পরিবর্তনের সহিত আয়লাতে জাতীয় ভাব ন্তন ভাবে দেখ। দেওয়ায় কদ্গ্রেভ সরকারকে হটাইয়া দিয়া ডি-ভেলের। আয়লাত্তের রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে গেলেই আপনার দলের বিশিষ্টত। রক্ষা করিবার জন্ম কোনো না কোন Slogan এর প্রয়োজন হয়। ডি-ভেলেরা শপথ গ্রহণ করা হইবে না এবং ইংলণ্ডকে ভূমিকর প্রদান করা হ্ইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়া ছিলেন। রাজক্ষতা হল্তে পাইয়া তাঁহাকে এই তুইটী সর্ত্রপালন করিবার জন্ম, শপ্রথ ও ভূমিকর আইরিস পার্লামেণ্টের অন্থমোদন লইয়া তুলিয়া দেওয়। হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শপথ গ্রহণ বর্জন করিলে বাহতঃ ইংলণ্ডের কোন প্রকার ক্ষতি না হইলেও উহার নৈতিক ফল সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর স্থবিধাজনক হইবে না। আজ আয়ুৰ্গাণ্ডকে শপুৰ গ্ৰহণ প্ৰথা পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেই, কালক্রমে তাবৎ উপনিবেশগুলিই উক্ত প্রথার অমুসরণ করিতে পারে। ১৯২৬ সালে ঔপনিবেশিক বৈঠকে উপনিবেশ গুলিকে স্বতম্ব রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও ইংরাজ-রাজকে তাহাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এই দর্ভ পাকায় বুটনের সৃহিত উহার একটা আন্তরিকতা রক্ষা করা হয়। এই শৃপ্থ গ্রহণ বর্জন कतिरामे थेहे थाशात मुरमारक्षम ब कता इहेरत। गामाको धानकारबर्धन मग्रह होहरू हेश्त्राक अधिकाउ-গণ দলে দলে আয়লাতে প্রমন করিয়া তথায় তাঁহাদের কমিদারী বা টেট ভাগন করিয়া আসিতেছিলেন।

चारेतीन विधानीनन चामारनत स्टान ज्यारीन প্রজা হিসাবে জমির আবাদ করিত মাত্র। আইরীয ক্রিষ্টেট ঘোষণাকালে আয়লাগুকে সম্পূর্ণক্রপে স্বাধীনতা প্রদান করিবার ফলে আয়লাত্তির অধিবাসীগণ জমির মালিক হয়েন সভা কিন্তু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংলণ্ডের অভিজ্ঞাতগণকে একটা বার্ষিক কর প্রদান কর। হইবে এইক্ৰপ ৰাবস্থা করা হয়, উহারই নাম Land annuity বা ভূমিকর। এই কর প্রদান করিতে অস্বীকার <u> পাথিক</u> ক্তিও হইবে। ইং**ল**েণ্ডর ইংলত্তের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী ডি-ভেলেরাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে উক্ত. সর্ত ছুইটা ভক্ত করিলে আইরীয় ক্রী ষ্টেটের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল উহার অব্যাননা করা হইবে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভয় দেখাইয়াছিলেন যে তাঁহারা আয়লাঁতের সহিত সমস্ত বাবসা-বাণিজা বন্ধ করিয়া দিবেন। এই দিবিধ ভীতি প্রদর্শনে ডি-তেলেরা বিশেষ ভয় পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে শপথ বর্জন বা ভূমিকর প্রদান বন্ধ করিলে আয়ল তিওর সহিত ইংলণ্ডের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার কোন উক্ত সন্ধিপত্ৰ সর্ত্তে অপলাপ করা হইবে না। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ পণ্ডিত श्वाष्मत्रकात्रीरमत्रहे এ क क न নাকি ডি ভেলেরার উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। ব্যবসা ৰাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলে ইংলণ্ডেরই ক্ষতি অধিক হইবে বলা হইয়াছে কেননা বুটনের সহিত আয়ল ডিগুর বে সমস্ত পণা দ্রব্যের আদান-প্রদান হইয়া থাকে উহাতে রপ্তানি অপেক্ষা আম্দানি ত্রব্যেরই আধিকা অধিক। দেখা যাক ডি-ভেলেরা তাঁহার প্রতিজ্ঞা মত ভাল করিতে পারেন কি না ?

### প্রাথমিক শিক্ষা বিল

সেদিনকার আইন পরিষদের একটা অধিবেশনে
শিক্ষা-সচিব মি নাজিমউদিনকে প্রাথমিক শিক্ষা
বিলটার কি হইল জিজানা করায় তিনি বলিয়াছেন
উক্ত বিলটির কথা তিনি বিশ্বত ক্ষেন নাই।
সম্ভ্রমারের ভীকা অর্থ-স্ভোচ উপস্থিত হওলায় উহাকে

কার্য্যকরী করিতে পারা যাইতেছে না। সম্প্রতি তিনি
মনে করিতেছেন যে জেলা বোর্ডগুলির সহিত একটা
বন্দোবস্ত করিয়া ঐ বিলটার সর্গ্রান্থ্যায়ী কার্য্যক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হইবেন। দেশকে উন্নত করিতে গেলে
দেশের জনসাধারণকে অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন রাথিয়া
দিলে কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারা যাইবে
না। ব্যয় সন্ধোচ করা যেমন একটা মামূলী প্রথা
হইয়া দাঁড়াইয়াছে ভবিষ্যতে যে সরকার পক্ষ উহা
বর্জন করিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। এই জন্মই
মনে হয় অপেক্ষা করিতে গেলে চিরকালই অপেক্ষা
করিতে হইবে।

## রটিশ ইণ্ডিয়ানে জমিদার-সম্প্রদায় :–

গত ৩০শে মার্চ্চ বৃটীশ ইণ্ডিয়ান নামক অভিজাতসজ্ঞের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। মামুলী প্রথায় গত বৎসরের সভাপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশগ্র তাঁহার বার্ধিক বির্রিণী পাঠ করিয়াছেন। আগামী বৎসরের সভাপতি শ্রীযুত প্রফুলচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়কে নৃতন কিছু বলিতে শুনিলাম না। উভয়েই বলিয়াছেন আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে। সরকার পক্ষকে জমিনারগণের ভবিষাতের জন্ম অবহিত হইবার জন্ম আহবান করা হইয়াছে। জমিদারগণই বাংলার স্বাভাবিক নেতা। বাংলায় ইংরাজ রাজ্য প্রবর্তিত হইবার পূর্বে এবং প্রবর্ত্তিত হইবার পরও কয়েক বংসর জমিদারগণই জন সাধারণের পক্ষ হইতে নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। পাশ্চাত্য সভাতার আবহাওয়ায় আত্ম-জ্ঞান বিশ্বত হইয়া জমিদারগণ যথন হইতে তাঁহাদের তাবৎ কর্তব্য আমলাদের উপর শুল্ড ক্রিয়া কলিকাতার আসিয়া বিলাস-বাসনে আত্মোৎসর্গ করেন তথন হইতেই তাঁহাদের নেতৃত্ব ক্রমশঃ জন করেব আইন-জীবি ও ডাক্তারগণের হতে গিয়া পড়ে। এই मधाविख (अंगेषय क्रिमात्रामत मक आश्रनामिश्रहक অভিনাত শ্রেণীভূক্ত করিয়া লইবার বস্ত প্রকার 👫 অবলঘন করিয়া জমিদারগণের বিকলে বুদ গোলা চরেন। তাহারই ফলে আজ জমিদারগণ তাঁহাদের সম্মান ন্দক পদ হারাইয়াছেন। ইহার প্রতীকার করিতে গেলে ্লিকাতার বিলাসী ধনী সম্প্রদায়ে পরিণত দেশের <u> গমিজারগণ কলিকাতায় বসিয়া দলবদ্ধভাবে হা-ভতাশ</u> চরিয়া সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করিলে কোন চলোদয়ই হইবে না; তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্বস্থ আবাসে ফরিয়া যাইতে হইবে, পল্লীর সমস্ত অমুষ্ঠান গুলির সহিত ঃতপ্রোততাবে আপনাদিগকে মিশাইয়া দিতে হইবে। গশিমবাজারের মহারাজের তায় নবীন সম্প্রদায়ের নকট এইরূপ আশা করিতে পারা যায় নাকি। জ অধিবেশনে কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের হযোগ্য পুত্র প্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয় বেশ গুটি ায়েক কথা বলিয়াছেন। স্থন্তর বনে আবাদ প্রতিষ্ঠিত ্রিবার জম্ম ১৮২৯ সাল হইতে ১৮৫২ সালের মধ্যে রকার পক্ষ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক জমি বলি করেন। আবাদ কার্য্যকে জনসাধারণের প্রিয় ্রিবার জন্ম থাজনার হার বিঘা প্রতি আট-আনার াধিক ধার্য্য করা হয় নাই। এখন স্থন্দরবনের হিংস্র ান্ত অধ্যুষিত অংশগুলি অর্দশতাব্দির চেষ্টায় ও অধ্যুবসায় নধাত্তে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সরকার পক্ষ নৃতন ettlement এর অজুহাতে যে তালুকের বার্ষিক কর র্বের মাত্র ৯০০ টাক। মাত্র ছিল, উহার স্থলে এখন াগার হাজার ১৯,০০০ টাকা ধার্য করিয়াছেন। নৃতন ারের হার স্বর্জাই এই অমুপাতে বুদ্ধি করা হইয়াছে। াই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জমিদারগণের পক্ষ হইতে আন্দোলন া হইলে মোট আদায়ের উপর শতকরা ৩৭ টাকা রিয়া কর ধার্য্য করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে রঞ্জামি থরচা শতকরা ১৫১, রাস্তা, পথ, ঘাট, সাঁকো ার্মাণ ইত্যাদি কার্য্যের জন্ম শতকরা ২০, প্রত্যেক रमदत्रत अनामात्री २० होका धत्रित्म, ध्वमख करत्रत्र होत्र তকরা ১৭, টাকায় গিয়া দাঁড়ায়, ইহার প্রতিবিধান বিবার জন্ম জমিদারগণকে তাঁহাদের বিভিন্ন শ্রেণী ভলিয়া য়া সমবেত ভাবে আন্দোলন করিবার জন্ম আহ্বান বিয়াছেন। শ্রীযুত মিত্র বলেন জমিলারদের মধ্যেও নাকি ীষণভাবে জাতিভেদ আছে। বাঁহাদের বার্ষিক আয়ু পাঁচ

লক্ষ বা ততোধিক তাঁহার। উহাদের মধ্যে মহাকুলীন।
গাঁহাদের আয় এক লক্ষের নিম্নে তাঁহারা মৌলিক মাত্র,
এই শ্রেণী বিভাগের আরও একটী দিক আছে। যে
সমস্ত জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভোগ করেন তাঁহারা
এক শ্রেণী। গাঁহার। নিরানব্বই বংসরের সন্থ উপভোগ
করেন তাঁহার। আর একশ্রেণী। গাঁহারা মাত্র চল্লিশ
বংসরের উপস্বত্ব ভোগ করেন, তাঁহারা একটী শ্রেণী।
অভিজাতদের গুর বিশিষ্ট শ্রেণীবিভাগই বটে!

#### প্রাস্থ্য-সমিতি:--

কলিকাতার পদ্ধীগুলিতে প্রত্যেক বৎসরেই স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খোলা হইয়া থাকে। বার্ষিক বিবর্ণী পাঠ করিলে আনুরা শুধুই দেখিতে পাই যে তাঁহারা কতকগুলি হোগের প্রতিবিধান করিবার জন্ম প্রাণপণ করিয়াছেন মাত্র। Health Association প্রলি যদি বোগ প্রতি-বিধান করার সহিত উহার নিরাকরণ করিবার পছ। ও অবলম্বন করেন তাহ। হইলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। এই দিকে আমরা কর্তুপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি তাঁহাদিগকে আমাদের আর একটী বলিবার বিষয় আছে Health Association গুলির বার্ষিক বিবর্গী পাঠ করিলে অনেক প্রকার সংক্রামক ব্যাধিরই নাম পাওয়া যায়, কিন্তু যৌন ব্যাধিগুলির কোন প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। যোন ব্যাধি অনেক সময়েই স্বেচ্চাকত হইলেও উহা যে ভীষণভাবে আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছে তাহাতে। অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে থেমনব্যাধির প্রতিকার করিবার জন্ম বিশেষ বন্দোবন্ত আছে। কলিকাতা করপোরেশনকে এই বিষয়ে একট মনোযোগ প্রদান করিবার জন্ম আমরা অমুরোধ করিতেছি।

### মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন ;-

অক্সান্ত বংশরের ভাষ এ বংশরও কলিকাতাতেই
মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের বার্ধিক অধিবেশন বসিয়াছিল।
বিশেষজ্ঞগণ নানাপ্রকার অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিবরিণী পত্র পাঠ
করিয়াছেন। জনসাধারণের সহিত তাহাদের অবশ্রই
কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। এই অধিবেশনের এবারকার

বিশেষত্ব নাকি এই যে তাবং চিকিংসকই স্বদেশে প্রস্তুত ঔষধাদি ব্যবহার করিবার জন্ম বন্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর আমরা ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রায় ছই কোটা টাকার ঔষধাদি আমদানি করিয়া থাকি! ইহা ব্যতীত রাসায়নিক ত্রব্যাদি আমদানী করা হয়। आभारतत रात्म यथन পथितीत जावर खेरविष्टे जेरशज्ञ हरा, তথন তাবং ঔষধই এথানে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলে শুধুই যে আমাদের আর্থিক উন্নতি হইতে পারে তাহা নয়, বিদেশ হইতে আগত ওষধাবলী অনেক সময়েই আমাদের শরীরের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত হয় না. ব্দামাদের ব্যবহার্য্য ঔষধাদি এখানে প্রস্তুত করিতে পান্বিলে এই লোষটী নিশ্চয়ই খণ্ডন করিতে পারা যাইবে। এখণাও সভা যে ভুমধাসাগর ও লোহিত সাগরের মধা দিয়া আসিবার সময় অনেক ঔষধ ভীষণ গ্রীম্মের প্রভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এই সমন্ত রূপান্তরিত ঔষধ অনেক সময়েই দেহের ক্তিকর হয়।

### ভৌলফোনে লেখাও চলিবে :-

Television এর পর Telephone এ Typewriting আাসয়া দেখা দিতেছে। শুনা যাইতেছে হুই এক মাসের মধ্যেই কলিকাতার টেলিফোন কোম্পানী একপ্রকার নৃত্তন টেলিফোনের বাজ্ঞ যোগান দিবেন যাহাতে টেলিফোনের হাতলটা তুলিয়া বাজ্ঞের উপর কোন প্রকার লেখা ছাপিলেই নির্দিষ্ট স্থলে বাজ্ঞের উপর ঐ সমন্ত লেখা খোদিত হইমা উঠিবে। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হইলে, উকীল, ডাক্ডারদিগকে থবর দিবার এবং উহাদিগের নিক্ট হইতে প্রামর্শ লইবার যথেষ্ট স্থবিধা হইবে।

### প্রেমের খেলা :--

বাঁহারা ভাবেন যে যুবক যুবতীরাই প্রেমে মুগ্ধ হ'ন বা বয়স প্রেমের প্রকৃত প্রতীক তাঁহারা শুনিয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্যান্থিত হইবেন ষে ১৯৩০ খুষ্টান্থে ইংলণ্ডে উনবিংশ হইতে একবিংশ বয়ক্ষ পাঁচান্তর জন যুবক পাঁচিশ হইতে চল্লিশ বংপর বয়দের যুবতীগণের পাণি পীড়ন করিয়াছেন।
আবার কুমারী অপেক্ষা বিধবাগণই অবিবাহিত যুবকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে অধিক সক্ষম বলিয়া
প্রকাশ। উক্ত সালে ১৬,১৯৪ জন বিধবার বিবাহ
হইয়াছে উহাদের মধ্যে ১০৫০৭ জনের বয়স ৩৫ হইতে
৬০ বংসবের মধ্যে। এই সমস্ত বিবাহের বিবৃতি পাঠ
করিলে মনে হয় অদৃষ্টের পরিহাস ব্যতীত আর কি
হইতে পারে ?

#### স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা:--

মহীশুরেশ্ব দেওয়ান সার মীক্ষা মহম্মদ ইস্মেল একজন সন্ধান্ত মুদ্দমান। তিনি নাকি সম্প্রতি বলিয়াছেন যে পণ্ডিত মদনমোহনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দোষ আছে বলিয়া যাহা শুনা মার তাহা একেবারেই অম পূর্ণ। তবে একথা সত্য যে পণ্ডিজী একজন পুরাদস্তর Pro-Indian বা বিশেষ স্বদেশ ভক্ত। আমরা আমাদের মুস্লমান নেতুগণকে এই উক্তিটির সম্বন্ধে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে বলি।

#### কলাপ্র:-

আফ্রিকার অসভা দেশগুলিতে বিবাহ করিবার জন্ম কলা-পণ প্রদান করিতে হয়। সভ্যদেশ সমূহে অর্থ-ক্লছতা উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করায় উহার ফলাফল উক্ত অসভাদেশ গুলিতেও গিয়া পৌছাইয়াছে। সেইজয় অনেক যুবক বিবাহ করিবার বয়স গেলেও অর্থের অভাবে বিবাহ করিতে পারিতেছে না। ইহাদিগকে বিবাছ করিবার সময় अव হিসাবে পিতাকে গোধন দান করিতে হয়। কন্তার পিতাগণ এই বৎসর এই নিয়ম করিয়াছেন যে যতদিন না অর্থের স্বচ্চলতা সমাজে ফিরিয়া আসে ততদিন বিবাহপ্রাধী যুবক একটা গোধন দিয়া কল্পা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং অবশিষ্ট গরুগুলি বৎদরে একটা করিয়া দিয়া ensy payment করিবে। ব্যবস্থা অবস্থামুঘায়ীই হইয়াছে।



# সতীশাদক মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৬ষ্ঠ বর্ষ

त्र एट <del>वि</del> स्थित

३য় मःখ্যा

পূ

ব

ভীষতীন্দ্ৰ নাথ মিত্ৰ এম-এ

প

শিচ্য

ইংলণ্ডের রাজকবি কিপলিং সাথাজ্যবাদের মূলমন্ত্র হিনাবে প্রকাশ করিয়াছেন, East is East and West is West, the twain shall never meet. ক্যাটার মধ্যে একটা সনাতন সত্য প্রচ্ছন্নভাবে আত্ম-গোপন করিয়া আছে তাহা হয়ত তিনিও অহভব করিতে গারেন নাই। প্রাচ্যের জাতিবৃন্দ সাথাজ্যবাদীর এই উলিতে অনেকটা মর্মাহত হইয়াই উহার ভীষণ প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু উহার মধ্যেও যে মহান সত্য প্রচ্ছন্ন গহিলাছে তথন তাহারাও ব্ঝিতে পারে নাই।

প্রাচ্যই সভ্যতার জন্মভূমি, জ্ঞান-উষার আবির্ভাব প্রথম প্রাচ্যদেশ সমহেই হয়। ভারতবর্ষ, চীন, বাবীলন ও মিশবই সভাতার আলোক প্রথম প্রাপ্ত হইয়।ছিল। সভাতার অভাদয়ের সহিত মানবের স্থাধৈধ্য যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে সেই পরিমাণে একদল অভিজাত স্বষ্ট হইতে থাকে ঘাহারা ক্রমশং সমগ্র মানব জাতির মুখপাত্র হিদাবে সভাতার ধারক ও বাহক হইয়া এক তার হইতে অন্ন ভরে মানব-সমাজকে আগাইয়া লইয়া চলে। এই অভিজাত-দুম্পাদায়ই কালক্রমে শাসক-সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া তুর্বল ও পতিতদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। প্রাচ্যে এইরপেই বিবিধ বংশের আবিভাব হয়, যাহাদিগকৈ সাধারণ জনুমানুব দেবভার অংশ হিদাবে ভক্তির অঞ্জলি দিতে থাকে। ভবিষ্যতে এই ভক্তির পূজা বাধ্যতায় আসিয়া দাঁড়ায়, অভিজাত-সম্প্রদায় উচ্চশ্রেণী বা দেবসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া পতিতদের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করে। প্রাচোর জাতিভেদ ও বিবাহপ্রথা এই বিষয়েরই জল্ভ উদাহরণ। প্রাচ্যের অভিজাত-সম্প্রদায় বিবাহ-বিধি বলে এমন একটা সংকীণ উন্নত জাতিতে পরিণত হয় যে, পতিভরা চির-কালই পতিত থাকিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা কোন

কালেই উন্নত হইয়া অভিগাতদের সমকক হইবার আশা পর্যন্ত পরিত্যাগ করে।

গ্রীদের হারলোট, ভারতের শুদ্রগণকে কোন প্রকার মানব জাতির অধিকার দেওয়া হইত না। সমাজের অঙ্গ বলিয়া এবং সমাজ তাহাদের পরিশ্রমের উপরও অনেকট। নির্ভর করিত বলিয়া তাহাদিগকে জীবনধারণ উপযোগী ভরণ-পোষণ দেওয়া হইত মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমাজে তাহাদের কোন স্থানই ছিল না। একটা জাতকে চিরকাল অম্বকার কুপে আবদ্ধ করিয়। আপনাদের সামাজিক অবস্থা স্বশৃঙ্খলিত করিতে গেলে যাহা হয়, ভারত, চীন, বাবীলন ও মিশর দেশেও তাহাই হইয়া-অভিজাতগণকে কোন প্রকার প্রতিম্বন্দি-তার সম্মুখীন হইতে না দেওয়ায় তাহাদের মধ্যে adventureএর প্রভাব কমিয়া সম্প্রদায়ই স্থা-স্বাচ্ছন্দোর কোলে জন্ম হইতে লালিত-পালিত হওয়ায় তাহাদের শারীরিক ও মানসিক তর্মলতা আসিয়া পড়ে। নৃতন কিছু করিবার ক্ষমতা যথন মানবের কমিয়া যায়, আশা যথন মানবের নিকট নিত্য নূতন মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া দেখা দেয় না. তথনই মানব ছোট হইয়া পড়ে. তখনই মানব আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া যাহা কিছু পুরাতন তাহাকেই মহান সত্য বলিয়া জাপটাইয়া ধরে, পর্বাপুরুষকে দেবতার পদে বসাইয়া পূজা স্থক্ষ করিয়া দেয়, এবং কেহ ন্তন কিছু করিতে গেলে ভাহার পরম শক্ত হট্যা দাঁডায়, মোট কথা সকল প্রকার adventureই তাহার কাছে ও তাহাদের সমাজের কাছে ভীষণ প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে হয়।

মাস্থবের জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা সাধারণত: তুইটী জিনিষ দেখিতে পাই, আড্ভেন্চার ও রোমান্স। এই তুইটী ছাড়িয়া দিলে মানব-জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়, উহার কোন অর্থ ই থাকে না। প্রাচ্যের অভিজাতগণ যখন দেশ ও দশের উপ্পতির জ্বন্থ তাহাদের তাবৎ শরীর ও মন বিশেষ ভাবে নিয়োজিত করিয়াছিল, তথন তাহাদের শিরায় শিরায় বেরামাজ্য ও আড্ভেন্চ্যুরের টেউ বহিয়া যাইত। তথনি আমরা দেখিতে পাই পিতৃস্ত্যু পালনের জ্বন্থ রাজপুত্র বনবাস স্বেক্ষায় বরণ করিয়া

লইতেছে, সৌন্দর্য্যের উপাসক হিসাবে রাক্ষসরাশ তাবং স্থান্দর জিনিষ দিয়া তাঁহার রাজ্য অলঙ্গত করিতেছেন যুদ্ধবিজ্ঞাহের ভয় কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই যে সমস্ত রাজ্ময় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান হইত তাহার। মূলে ঐ আড্ডেন্চ্যুর ও রোমান্সের প্রেরণা ছিল।

ঐতিহাসিক যুগেও অশোক রোমান্স ও আড্ছেন্চারের
বশীভূত হইরাই বৌদ্ধর্মের মূলতত্ব প্রচার করিবার জন্ন
পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচারক প্রেরণ করেন। ক্রমণঃ
এই রোমান্স আড্ছেন্চার প্রাচাদেশসমূহ হইতে অদৃশ্
হইয়া যায়। রাষ্ট্রে অভিজাতগণের প্রাধান্ত যেমন বিন
প্রতিদ্বিতায় সর্ক্রবাদি সম্মত ভাবে স্বীকৃত হইতে লাগিল
সেই পরিমাণে প্রাচ্যজাতিবৃন্দ পুরাতনের ভক্ত ও নৃতনের
শক্র হইয়া গাঁডাইতে লাগিল।

প্রাচ্যের সভাতার আলোক পাশ্চাতো মাত্র কয়েব শতাকী হইল প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে স্বই নূতন রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালন থেমন অভিনব কৌশল বলিয় ষীকৃত হইল, এ রাষ্ট্রের প্রসারণও তেমনি এক ন্তন সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। প্রাচ্য সভ্য হইয়া রাষ্ট্র-গঠন করে সত্য কিন্তু প্রসারণ ভাহার ইভিহাসে নাই। পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এই সত্যটী মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিতে বাধ্য হয়, কেননা তাহারা যথন সভ্য হয় তথন পথিবীর শ্রেষ্ঠ অংশগুলি প্রাচ্যজাতির হস্তগত। প্রাচ্যের ন্যায় পাশ্চাতোও অভিজাত শ্রেণী ও একার শাসক সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। কিন্তু ভাহারা প্রাচ্যের আদর্শে ভোগকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও ঐ মুখ্য বস্তু পাইবার জন্ম প্রাচ্যের সহিত প্রতিমুম্বীতায় বন্ধ-পরিকর হয়। গ্রীদের অভিযান ও পারশ্র-বিজ্ঞয়, রোমের দিকবিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে নৃতন তত্ত্ব। প্রাচ্যের জাতিবুন্দ সমসাময়িক জাতিবুন্দের সহিত মিলিবার চেটা कत्रियाटक व्यत्नको कान्ठाद्यत्र मध्य निया। वावीनन ভারতকে শিক্ষা দিয়াছে জ্যোতিষ, ভারত তাহার পরিবর্ষে বাবীলনকে ধর্মের সত্য তত্বগুলি শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীন কালে সভা চীন, সভা ভারতে আসিয়া ভাবের আমান-প্রদান করিয়াছে, অত্তের মুথে তাহাদের পরিচয় হয় নাই! গ্রীদের দিকবিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে অভিজাতপাৰে

এক নৃতন সত্য দেখাইয়া দেয়। দেশের ভোগ্যবন্ধ যতই থাকুক তাহার পরিমাণ সংখ্যায় পণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু দিকবিজয় করিয়া নানা জাতিকে পদদলিত করিতে পারিলে উহার সংখ্যা যে অসীম হইয়া দাঁড়ায় তাহা তাহারা বেশই দেখিতে পাইল।

পাশ্চাত্যের দিকবিজ্যের পর্বে প্রাচ্যও দিকবিজ্যে বাহির হইত। রমু দিকবিজয় উপলক্ষ্যে মধ্য এসিয়ার অনেক রাজতেই গিয়াছিলেন, পাওবগণও রাজত্য যজ্ঞ देशनाय व्यानक नृशिक्तिक युद्ध व्यास्तान कतियाहितन, পারস্তা গ্রীসকে আক্রমণ করিয়াছিল, মিশর ও এসিয়া মাইনরে আধিপতা করিবার চেষ্টা করিত। সেওলির মল উদ্দেশ্য ভিল কিন্তু হয় পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হওয়া না হয়ত সার্বভৌম উপাধিমাত্র লাভ করা। কলোনী হিসাবে রাজ্যশাসন করিবার উদ্দেশ্য কোন প্রাচ্য-বীরেরই ছিল না। গ্রীদের রাজ্যপ্রসারণ ইচ্ছাই কলোনী ম্বাপন করিবার জন্ম তাহাকে বাধ্য করে। রোমের প্ররাজ্যহরণ স্পৃহাই তাহাকে কেলার ভায় তাবৎ সামাজ্যে কলোনী স্থাপন করায়। পাশ্চাত্যের জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত যথন দেখিল যে সে কুন্ত্র, সজ্ঞাবদ্ধ না হইতে পারিলে, একজিত হইয়া একষোগে কার্য্য করিতে না পারিলে পৃথিবী চিরকালই তাহার নিকট অহুর্বার রহিয়া যাইবে, তথন হইতে ভাহারা সভ্যবদ্ধ হইয়া একযোগে কাজ করিতে লাগিল। তাহার পর তাহাদের অভিযান স্বৰু হয়। রোমান্দ ও আড্ভেন্চ্যর তাহাদের শরীরের প্রত্যেক অণু ও পরমাণুকে ওতপ্রোতভাবে সজীব ক্রিয়া তলিতে লাগিল। সামাত্ত পালের জাহাজ লইয়া ক্লম্বদ আমেরিকা আবিস্কার করিল। প্রাচ্যের বাঙ্গদ ও কামান পাশ্চাত্যের হন্তে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। শীবন-মৃত্যু তাহাদের নিকট পায়ের ভূত্য হইয়া দাঁড়াইল।

প্রাচ্য বিশাল। তাহার জনমগুলী তাহারই মভিজাত কর্ত্বক পশুবৎ বিবেচিত হইরা আদিতেছিল। শতাব্দির পর শতাব্দি গত হইল কেই যথন অভিজাত-গণকে প্রতিষ্থলিতা সমরে আহ্বান করিল না, তথন তাহারা স্থাপ্থিমেই হীনমনা আ্যাসপ্রিয় শ্রেণীতে পরিণত হইল। এই সময়ে সভ্যবদ্ধ পাশ্চাত্য তাহার শিক্তিজনতাকে চালিত করিয়া প্রাচ্যের উপর অভিযান করিয়া প্রাচ্যকে শৃদ্ধালিত করিল। যথন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুখ্য উপিছত হর তথন প্রাচ্যের জ্ঞানোদ্য হওয়া উচিত

ছিল, কিন্তু বছ শতাব্দির স্থবৈশ্বর্য তাহাদের সমন্ত শিরাপ্রশিরাকে ত্বল করিয়া রাথিয়াছিল, তাহারা পাশ্চাত্যের
বীর্যাকে ন্তন চক্ষে না দেখিয়া তাহাদের সহিত্ত
প্রতিধন্দিতায় ধরণীকে ভোগ করিবার জ্বন্ত বন্ধারিকর
না হইয়াই আপনাদের অতীত গৌরবে আত্মবিহরল
হইয়া রহিল এবং পাশ্চাত্যকে বন্ধর উপাধি দিয়া
তাহাদের হন্ত হইতে আপনাদের সমাজকে রক্ষা করিবার
জ্বন্ত নিতা নব ভায়ের বিধান রচনা করিতে লাগিল।

এমনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্য একই য**ির ছুই**প্রান্তের ছুইটা বিন্দুর হায় হইয়া দাড়াইল। প্রাচ্য
সমাতনী হইয়া আত্মপ্রাদ লাভ করিল। পাশ্চান্ত্য
বিদ্রোহী হইয়া আত্ম-শাসন বাড়াইয়া চলিল। প্রাচ্য
পুরাতনের পূজা ক্লক করিয়া দিয়া তাহার ছরল্টি কমাইয়া
দিল, বিজয়ী পাশ্চাত্য নিত্য ন্তনকে বরণ করিয়া
প্রকৃতির রহস্থ উদ্লাচন করিয়া ক্রমশঃ মহাসত্যের দিকে
আগাইয়া চলিল।

পাশ্চাত্য যতই অগ্রসর হইয়া চলিল, প্রাচ্য ততাই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে লাগিল, ক্রমশঃ উহাদের পার্থক্য এমনই স্পান্ত হইয়া উঠিল যে উহাদের মিলন একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, তথনই কবি বলিয়াছেন, "East is East, West is West the twain shall never meet."

ইহার অর্থ প্রাচ্য সনাতনী, পাশ্চাত্য নুতনের ভক্ত। প্রাচ্যের বংশ মর্য্যাদা আছে, তাহাদের 'পেডিগ্রি' তিন হাজার হইতে চারি হাজার বংসর ব্যাপিয়া দ্বহিয়াছে, পাশ্চাত্য তাহার উত্তরে বলে আমাদের বংশধরগণ বহুশতাব্দি ধরিয়া ভবিষ্যতে তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া যে 'পেডিগ্রি' রচনা করিবে তাহা কড উজ্জ্ব হইবে। প্রাচ্য পুরাতনের ডক্ত। পিতা তাহার স্বৰ্ণ। পিতামহ স্বৰ্গ অপেক্ষাও বড়। পাশ্চাত্য হাসিয়া বলে আমার পিতা ছোট হইতে পারে তাহাতে কি হইবে, কিন্তু আমিত তোমার শাসক, আমার বর্গ আমার ভবিষ্যত বংশধরগণ, তাহারা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া তাহাদের লীলান্দেত্র বিস্থার করিবে। প্রাচ্য চায় ধর্ম বংশ-মর্যাদা, শৃষ্থলিত জীবন। প্রতিষ্দীতা হীন. অভিনৰতা হীন একদেয়ে ব্যবস্থা। পাশ্চাত্য চায় স্বল প্রাণ, दिशामुक पाज-প্রভিষ্ঠা। সকল প্রকার বিশৃঝলা, স্কল প্রকার অনাচার, স্কল প্রকার উপত্রব, যাহার মধ্যে নিত্য নৃতনের আস্বাদ পাইতে পারে।

ক

Call

র

**জীবুদ্ধদেব বস্থ** 

(2

ম

চোখের সাম্নে বই খুলে' রেবা চুণ করে' বলে' আছে। একট লক্ষ্য করনেই বোঝা যাবে যে সে নিজের কাছে পড়্বার ভাণ করছে। নিজের কাছেই —কারণ ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। চোগ তার বইয়ের পাতার থাক্লেও মন বিচরণ কর্ছে অগুত্র। তা-ও চোথও যে মাঝে-মাঝে ঘোরাফেরি না করছে, এমন নয়। তু' মিনিট পর পরাই তার চোথ বইয়ের পাতা থেকে টেবিলস্থিত টাইমপীন্-এর ওপরে গিয়ে পড়ছে। ঘড়ির কাটাকে যেন ভূতে পেয়েছে আজ— किहू (७३ न ए १६ न। न रेल माए नही वाक (७ এতক্ষণ লাগে! ন'টা তো বেক্সেছে দে—ই কথন্— তারপর একবছর কেটে গেছে, মনে হয়। আর ও-ই বা কেমন! সাড়ে ন'টা বলেছে বলে' কি কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে-ন'টাই কর্তে হবে ! হ' চার মিনিট আগে বুঝি আর করা যায় না! রেবা সাড়ে নটা সময় দিয়েছিলো-কারণ, এটাই সব চেয়ে স্থবিধের। বাবা ঘান স্নান কর্তে, মা ব্যস্ত থাকেন রান্নার তাদারকে, মণ্ট্র আটক থাকে তার মাষ্টারের কাছে। ওপরটা একেবারে খালি থাকে—টেলিফোনে যত কথাই বলে।, কেউ শুন্তে আস্বে না। বলা যায় না, হঠাৎ মন্টুটা যদি লাফাতে লাফাতে এসে উপস্থিত হয়। ওর আবার এক বিশ্রী অভ্যেস—সব কথাই মা-কে গ্রিয়ে বলা চাই ৷ মণ্টকেই রেবার সব চেয়ে বেশি ভয়। ছেলেটা এমন ইয়ে! ওকে যদি আদর করে খুব মিষ্টি স্থরে বলা যায় 'লক্ষী, মণ্টু, নেধে এসো তোমা কী কর্ছেন।' তা হলেই ও যেন একেবারে পেয়ে বসে—কিছুতেই সে-ঘর থেকে আর

বেরোবে না, হাঁ করে' বদে' কথা গিল্বে। কী থে রাগ হয়, তা বলা যায় না।

তবু হা হোক এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। ভোর-বেলাই সে স্থান সেরে রেখেছে; দশটার সময় আবার তার ইম্বলের বাদ আদ্বে; কোনরকমে খাওয়ার হ্যাঙ্গামটা চুকিয়ে দশটার আগেই সে: তৈরি হ'য়ে থাক্তে পার্বে। কিন্তু ছাই সময়ই যে কাট্ছে না! ওকে সওয়। নটা বল্লেও হ'তে। ! ও-ই বা কী-একটু মাগেই যদি রিং করে, তা হলে যেন মহাভারত **অশুদ্ধ হ'**য়ে যাবে ৷ যা-ই বলো, পাংচুয়েলিটি নিয়েও বাড়াবাড়ি করা যায়! রাগ করে দে বই পড়্বারই চেষ্টা কর্লো। এতগণে তার থেয়াল হলো যে তার সামনে থোলা বইটা হচ্ছে অ্যালেজেব।। দূর ছাই—এখন অ্যাল্জেব। निरंश की इत्व ? ठीम करत बहुँछ। वस करत (म स्मृष्टी স্রিয়ে রাথলো। একটানে অন্ত একটা বই আন্দাজে টেনে আন্লো। সেটা খুল্তেই অনেক দিনের বাসি একটা গোলাপের পাপড়ি বেরিয়ে পড়্লো। রেখা একবার আলুগোছে, আঙ্গুল দিয়ে সেটা স্পর্শ কর্লো। দেদিনের কথা তার মনে পড়্রো, ঘেদিন ও এই ফুল তাকে এনে দিয়েছিলো—টক্টকে লাল একটা গোলাপ। ভারি স্থন্দর। দেবার সময় চু'জনের আঙ্গুল লেগে গিয়েছিলো; ওর মুখের হাসি রেবার এখনো মনে পড়ে। ফুলটা পরের দিনই শুকিয়ে গেলো; হ'দিনেই তার পাপ্ডিগুলো খদে' পড়তে লাগ্লো, রেবা তথন সেগুলো তার বইয়ের পাতার মধ্যে গুরু द्वरथ नित्न ।

শুকিয়ে-যাওয়া, কালে। সেই পাপ ড়ির দিকে তাকিয়ে থাক্তে-থাক্তে সে অনেকক্ষণ ঘড়ি দেখ্তে ভূলে গিয়েছিলো; হঠাং দেখ্লো, ন'টা পঁচিশ। যাক্ এচকণে ঘড়িটা একটু ভদ্রলোকের মত চলেছে। বই বন্ধ করে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে গেলো। টেলিফোনটা আবার সিঁড়ের ওপরকার ল্যান্ডিং-এ—এমন বিশ্রী কেউ ওপরে উঠে আদ্তে থাক্লেই কথা শুন্তে পায়। আর, এথান দিয়ে সব সময় লোকের আসা–যাওয়া—এমন থোলাথুলি জায়গায় কেউ টেলিফোন রাধ্যেরবা কথনো দ্যাধে নি। বাবার কি যে সব থেয়াল!

বেবা টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাড়ালো—ভকে যেন একট্রও অংশক্ষা করতে না হয়। একেবারে থামকা দাভিয়ে থাকলে থারাপ দেথায়, তাই সে ডাইরেক্টরিটার পাত। ওন্টাতে লাগলো।...এতক্ষণে পাচ মিনিট কেটেছে নিশ্চয়ই ? কী আশ্চর্যা, টেলিফোন वाष्ट्र ना तकन ? की कब्र्ह्स ७ ? जूल यात्र नि ए । ? রেবার বুকের কাছে হঠাং একট। খোঁচা লাগ্লো। ভূলে' গেছে—না, হতেই পারে ন।। তা হলে— हैः, কতক্ষণ সে অপেকা করছে, আর পার। যায় না। আম্বক না ও একবার—রেবাই কি এর প্রতিশোধ না নেবে! হঠাং বলবে, 'ঘাই একটু মিছুদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি'। একদিন, গুণু একদিন ওকে একা বদিয়ে রেখে রেবাকে থেতে হয়েছিলো মিহ্নদের বাড়ি; মা গেলেন কিনা, তাই ভাকেও যেভেই হলো, না গিয়ে সে পারতোই না-- গিয়ে কতকণই বা ছিলো, পনেরো মিনিটও নয়- অথচ তা-ই নিয়েও এমন মুখ-ভার করে রইলো যে—যা-তা! যেন সে ইচ্ছে করে গিয়েছিলো, যেন মিলুদের বাড়ি যেতে ওর ভালো লেগেছিলো! লোকে যথন না বুঝে'-স্থঝে' রাগ করে তথনি রেবার সব চেয়ে রাগ হয়! আর, এখন ও যে টেলিফোন কর্তে ভুলে' যাচ্ছে, সেটা বুঝি কিছু নয়! দাঁড়াও না—আবার কি আস্বে না ও তথন এমন জব্দ কর্বে, মিহুদের বাড়ি গিয়ে একবার যে বদ্বে, আর উঠবেই না।

—ক্রিং ক্রিং।

টেলিফোনটা তুল্তে গিয়ে রেবার হাত কেঁপে গেলো, বুক টিপ্টিপ্ কর্তে লাগলো। প্রথম কথা সে বল্লে, 'এত দেরি কর্লে যে ?'

'কই, না।'

'না ? উ:, কতক্ষণ ধরে'—

'কী ?'

'কিছু নয়।'

'वर्णा ना।'

"আমি ভাব্ছিলাম, তুমি বুঝি ভুলে' গিয়েছো।" 'পাগল।' 'কোখেকে কথা বল্ছো ?'

'এক বন্ধুর বাড়ি থেকে।'

'কোপায় ?'

'হদ্টেলের কাছেই।'

হঠাং ছ' জনেই চুপ। এত কথা বল্বার আছে যে কোন কথাই বলা হয়ে ওঠে না। তারপর রেবা জিজ্ঞেস কর্লে:

'कान कथन वाफ़ि किब्र्ल ?'

'ও-প্রায় দশটা।'

🤻 'ट्यामारनत्र इन्टिल्वत ट्याइट् वक्ष इराव यात्र ना।'

'ওতে কিছু আট্কায় না।'

'থাবার তো ঠাণ্ডা হয়ে যায় 🥍

'গেলোই বা /

'কী অভাষ! রোজ তুমি ঠাণ্ডা ভাত থাবে বুঝি ?'

'রোজ বৃঝি ? কতদিন তো তোমাদের ওথান থেকে থেয়েই আসি।'

'ইস, সেদিন ৯মজাই হ'লো। একসকে বস্লে গলই হয়, খাওয়া আর হয় না।'

'আমি চলে' আসবার পর তুমি আবার থে**রেছিলে** বুঝি ?'

'याः की त्य वतना!'

'তোমাকে দেখ্লে আমার থিদে-টিদে সব চলে যায়।'
'আমারো তা-ই। কী-রকম যে হয়—কিছু থাওয়া
যায় না:'

'কীরকম হয় ?'

'তুমি তা জানো না ?'

'অডুত !'

'কী অদুত ?'

'সবি ৷—অমুত নয় ?'

রেবা চুপ।

'भारना।'

'বলো।'

'কাল রাত্তিরে এক স্বপ্ন দেখেছি—ভারি মন্তার।'

'কী বলো,তো?'

'তাতে তুমি ছিলে।'

'at: !'

'ধা: বললে কেন ?'

'अम्नि।-की (मथ्ल ?'

'ত্মি আর আমি বাস্-এ করে শ্রামবাজার থেকে কালিঘাট যাক্তি—'

'e, a—€!'

'শোনই না। বাস ভর্জি লোক; আর, স্বাই চীৎকার করে' কথা কইছে।—বিঞী লাগ্ছে আমাদের।'

'সবাই চীংকার করে' কথা কইছে কেনু ?'

'বা, এ না হলে আর স্বপ্প কী ?' ওপার থেকে একটু হাসির শব্দ শোনা গেলো; রেবাও হেদে উঠলো বল্লে, 'যাক—তার পর ?'

'ভিপোর কাছাক।ছি এনে বাস্ একেবারে থালি হয়ে পোলা, তৃমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই। কিছ ভিপোর এনে বাস্ থাম্লে। না—ভীষণ জােরে ছুট্তে আরম্ভ কর্লা। নতুন সব রাতা; নতুন এক দেশ, মনে হ'লা। ছ'দিকে মাঠের পর মাঠ; মাঝখান দিয়ে রাতা গেছে—আর সেই রাতায় আমাদের বাস্ উর্জাশে ছটে চলেছে।'

'তারপর আকৃসিডেণ্ট, হ'লো ?

'না—আদক্সিডেণ্ট্ হ'লো না। বদিও বাস্-এর ডুাইভার কি কণ্ডক্টর কেউ নেই।'

'নেই গু তবে গু'

'তবে আবার কী ? গাড়ী নিজ থেকেই চলেছে।
মাঝে-মাঝে রান্তার পাশে দাঁড়ানো সব লোক হাত
তুলছে, কিন্তু বাস্ কারো: জন্তেই থাম্ছে না। আমি
ভাবলাম—বাং, এতো বেশ মজা! তুমি জিজেস
কর্লে, 'আমরা কথন ফির্বো ?' আমি বল্লাম, "ফের্বার জন্ত তাড়া কী ?'' তুমি বল্লে, "মা যে ভাব্বেন।"
'তারপর ?'

'ভারপর খুম ভেঙে গেলো। জেগে মনে হ'লো এক্টা পছা লিখি—কথা ছিলো এক বাসেতে কেবল ভূমি আমি—'

রেবা হেসে উঠলো।

'--কিন্তু মন এত খারাপ লাগ্লো য়ে মুম ভেঙে যাৰার পরও অনেকণ ভয়ে রইলাম।' 'মন খারাণ লাগ্লো? কেন?'

'ৰথ ভেতে গেলো বলে।'

রেবা লাল হ'য়ে উঠলো'; কোনো কথা বল্তে পার্লে না। একটু পরে মৃত্ আদরের মত একটা কথা তার কানে এসে বাজ লো, 'ডালিঙ্।'

রেবার কান ঝাঁ। ঝাঁ কর্তে লাগ্লো। এমন অসম্ভব হঃসাহস ও আর কথনো করে নি। আরো শৌন্বার জন্ম সে চুপ করে' রইলো।

'এই—চুপ করে আছো কেন ?'

'তুমিই বলো।'

'আমি তো বল্লাম। এবার তোমার পালা।'

'की बन्दा ।'

'বলো, ডার্লিঙ্। একবার বলো না।'

८५वा हुन ।

'এখানে অক্স-কেউ আছে নাকি ?'

'वारह।'

'श:--वाटक कथा।'

'মোটেও নয়।' রেবার ভারি মঞ্চা লাগ ছিলো।

'আচ্চা, তা হলে মনে মনে একবার বলো।'

'মনে-মনে তো—'

'की ?'

'ৰুঝ্তে পারো না ?'

থ্'দিকেই নীরবতা। তারপর রেবা একবার চারদিকে তাকিয়ে অত্যন্ত মৃত্ত্বরে ডাক্লে 'ডাদিঙি, ।'

আবার চুপচাপ। টেলিফোনের চেয়ে ক্**ল কো**নে। যক্ত হলে ছ'লনে ছ'লনের ফ্লয়ের শব্দ ভন্তে পেতো।

'তা হ'লে এখন—'

'একটু।' রেবা বাধা দিলে, 'স্থাবার কবে স্থাস্বে গ' 'যেদিন বলবে।'

'আমি কী বৰ্বে। ? বেদিন ভোমার স্থ্ৰিণে হয়।' 'আমার স্থ্ৰিণে রোজই।'

'আৰকে আস্বে ?'

'वाजरे ?'

'ভাতে কী ?'

"আছা, যাৰো া— ভোমার ইশ্বলের সমন্ন হ'লো না !"

'হাঁ, হ'য়ে এলো।'

'তা হ'লে এখন ছেড়ে দিই ?'

'আক্লা-এসো কিছ।'

'निष्ठप्रदे।'

রেবা, তিন লাফে নি জি ডিঙিয়ে হাঁপাতে হাপাতে নীচে গিয়ে বল্লে, 'বেলা হয়ে গেলো, মা; লাগ গির থেতে লাও।'

কলেন্দ্র থেকে ফিরে নারেন দেখ্লো তার জন্মে তাকে এক সংখ্যা 'পতাকা' এসেছে। অমনি তার ব্কের ভেতরটা টিপ, করে উঠলো। এবার—এবার তা হলে ওরা তার কবিন্তা ছেপেছে। তাড়াতাড়িতে মোড়ক খুল্তে গিয়ে সে মলাটের থানিকটা ছিড়েফ ফেল্লো। স্চীর ওপর চোথ ব্লোতেই অত নামের মধ্যে তার নামটা স্পষ্ট হয়ে, উজ্জ্বল হয়ে ফুটে' উঠলো। ছাপার অকরে তার নাম যে অত স্থলার দেখায়, তা তার ধারণা ছিলোনা।

পাত। উল্টিয়ে সে ভার কবিতা ৰার করলো। একটা ধারাবাহিক উপস্থাদ শেষ হবার পর কয়েক ইঞ্জি জারগা ছিলো: দেখানটায় ত্রুলমে বিভক্ত হয়ে বর্জাইস অক্ষরে তার কবিতা শোভা পাচেছ। মুগ্ চোথে সে অনেক দণ তাকিয়ে বুইলো। এ কবিতা তার, তার নেখা আজ মাসিকপত্তে ছাপা হয়েছে। একজন লোক তার হাতের নেখা দেখে-দেখে কম্পোজ করেছে, আর একজন সেই লেখার সক্তে মিলিয়ে প্রফ দেখেছে। এ কাগজের প্রাহক সংখ্যা অন্ততঃ হ'হাজার: তার কবিতা অন্ততঃ দশ হাজার লোকের চোখে পড়বে; কমপকে হাজার খানেক লোক-আশা করা যায় তার কবিতা পড়বে। বাঙলাকেশে বেশির ভাগ লোকই কবিতা পড়ে না। তবু-এক হালার পাঠক! जारा यात्र ना । निरम्ब वरमत नदीन जीमा **অভিক্রম করে' হঠাৎ এ কোন বিশাল রাজ্যে সে** প্রোমোশোন পেলো! কবিতা সে লিখছে অনেক দিন. কিন্তু অতি গোপনে; কাউক্তে তার রচনা-এয়াস দেখার নি-ভার অভি <del>অভরক বন্ধু রণজিং--</del>বার

বাড়ী থেকে আজ সকালে সে টেলিফোন করেছিলো

—জাকে নয়; এমন কি রেরা, রেরাকেও নয়। রেরার
কাছে সে মাঝে মাঝে পরিহাস-ছলে পভ লেখার কথা
বলেছে বটে, কিন্তু সে বে সভ্যি-সভ্যি কিছু লেখে
এমন কোন আভাষ তাকে দেয় নি। তার ইচ্ছে
ছিলো, য়খন ছাপা হবে, তখনি রেবাকে দেখাবে।
বহদিন ধরে সে তার কবিতা ছাপাবার চেটা করছে—
ব্যর্থ চেটা করছে। শেষটায় হঠাং আজ এই সৌভাগা!

বিছানার উপর বদেও পড়েও নীরেন তার কবিতাটা পজ্বার চেটা কর্লে। প্রথমবার সে কিছুই বৃথ্তে পার্লে না। তার রচিত শল-সমাবেশ সে স্থসজ্জিত ছাপার অক্ষরে দেওছে, এই চেতনাই তার মত্তিককে আছের করেও রাখ্লো। ছিতীয় চেটায় সে কবিতাটি পড়তে পার্লো। তারপর আর-একবার পড়লো। বাং, মন্দ হয়নি তো কবিতাটা—বেশ হয়েছে। বেশ ভালোই হয়েছে। একবার সে জোরে-জোরে পড়েও দেখলো আরো,ভাল লাগ্লো। ছাপার অক্ষরে একটা জিনিম বেন অনেক বেশি ভালো লাগে! কবিতাটি প্রথম য়খন লেখে, ঠিক ব্রতে পারে নি, কেমন হয়েছে। মাস তিনেক আগে রেবা একদিন একটা নীল শাড়ী পরেছিলো—তা-ই নিয়ে মুখলদয় নীরেন এক কবিতা লিখেও ফেলে। কবিতার নামই নীল শাড়িও এবং আরক্ষটা এই রকম:

তার' নীল শাড়ি অ'াধারের মত কড়ার ভা'রে, এলো কালো চুল খরিছে মিৰিড় মেথের ভারে; তারার বতন কোটে তা'র মুখ

তা'র এই স্বতি—হঠাৎ নীরেনের মনে হ'লো—রেবা কি ব্রুতে পার্বে না ? এর চেয়ে স্পাই করে' কী করে' বলা বার ? কবে দে নীল শাড়ি পরেছিলো, রেবার কি মনে আছে ? না থাব্লেও, এ কবিতা পড়ে' মনে না হরেই পারে না। নিশ্চরই দে সবি ব্যুবে। হয়-তো পড়তে-পড়তে সজ্জার লাল হ'লে উঠাবে—নীরেন তথন কোন্ দিকে তাকাবে,ভেবে পাবে না। হয়তো একটু মূহ তৎসনার করে বল্বে, 'থাও—কী সব যা-তা লিখেছো।' না-হয় রক্তিম মুখে গভীর চোথ তুলে' একবার তাকাবে—উ:, এক-এক সময় ও যে কী রকম করে' তাকায়, সহ করা যায় না। রেবা, রেবা—নিঃশব্দে নিজের মনে নীরেন ভাক্লো—ডালিং। রেবাও আজ ও-কণাটা উচ্চারণ করেছে—টেলিফোনে-শোনা সেই মৃত্ত্বর নীরেন আবার শুন্তে পেলো—ডালিং! হঠাৎ তার সমস্ত গা কাঁটা দিয়ে উঠ্লো।

সংস্কার সময় নীরেন চক্রবেড়ের মোড়ে বাদ্ থেকে নাব,লো। রেবাদের বাড়ীর ষতই কাছে আদ্ছে, ততই তা'র বুক হড়্ছড় কর্ছে; যতই সে চেষ্টা করুক্ কিছুতেই শাস্ত হয় না, যতই অন্ত কথা ভাববার চেষ্টা করুক, রেবার কাছে তার মন ফিরে আসে: আজ্ঞকর মত নীরেনের পৃথিবীতে রেবা ছাড়া আর কিছু নেই।

রাস্তা- থেকে সে দেখ্লো, বাড়ীটা চুপচাপ, আজ এই অতি-পরিচিত বাড়ী তা'র কাছে কেমন-থেন রহস্তময় লাগলো। চোক্বার আগে সে একটু অপেক্ষা করলো; কোনো সাডা-শব্দ পাওয়া যায় কিনা। সব চুপ। আশ্চর্য্য, এ সময়ে তো বাড়ীটা এত শাস্ত থাকে না। তাবে কি বাডীতে কেউ নেই? না, তা কি করে' হয় ? রেবা ধে বললে 'এসো কিন্তু।'…দে ভেতরে ঢুকে পড়লো। নীচের ঘরগুলো সব অন্ধকার। তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগ্লো; নি:খাস জোরে-জোরে পড়ছে; একবার সে ঢোঁক গিললো। হঠাৎ তার মনে হ'লো সে যেন এক অপরাধ কর্তে যাচেছ। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁভিয়ে সে খানিককণ ইতন্ততঃ কর্লো; জুতোর শব্দ করলো যদি কোনোথান থেকে কেউ বেরিয়ে আসে। কেউ এলো না। সাধারণতঃ, রেবার মা-র সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়; তার সঙ্গে কথা বলে, মণ্টর সঙ্গে গল্প করে—ভারি মধ্যে রেবা এসে উপস্থিত হয়—হঠাৎ যেন নিজেরি অজাত্তে দে ওপরে উঠে আদে, একটু পরে, যেন নিজেরি অজাতে, আসে রেবা। কত অহুবিধে, কিছতেই দু'জনে একা হওয়া যায় না; কত কথা বলা हम ना, कछ कथा अधु cola नित्य वन् ए रेम, कछिनन

রেবার মা সারাক্ষণ ওদের সঞ্চে বসে থাকেন, তাঁর অবিবাহিত জীবনের গল কতবার যে ভন্তে হয়! তবু-তা-ই ভালো। নীরেন এমন ভাব কর্বার চেষ্টা করে যে বেবার প্রতি তার বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই. এবং তা প্রমাণ করবার জন্ত — একবার যথন রেবা ওর মামাবাডী সাতদিনের জন্ম বেড়াতে গিয়েছিলো, নীরেন সেই সপ্তাহে তিনবার এসে ওর মা-র সঙ্গে দীর্ঘ গল করে' গেছে। সেটা খুব স্থারে হয়-তে। হযনি, কিন্ত ত্র-এ-ই ওর ভালো। আজ কাউকে দেখতে না পেয়ে সে ভড়কে গেলো, কি কর্বে, বুঝতে পার্লো না। ফিরে চলে যাবে ?…না—তা কি হয় ? রেবা হয়-তো ওপরে আছে; আর তার হাতে সেই মাসিকপত্র, যেখানে তা'র নীল শাড়ির কবিত। বেরিয়েছে। বোকার মত এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি ? ওপরে গেলেই তো হয়। তবু দ্বিধা সে মন থেকে একেবারে ভাড়াতে পার্লে না; নিঃশব্দে, চোরের মত পা টিপে'-টিপে' ওপরে উঠে এলো।

কোণের ঘরটায় আবো জল্ছে; আর, একরাশ বই-খাতা-ছাড়ানো টেবিলে বসে আছে রেবা।

নীরেন ঢুকেই বললে, 'বাঃ, বাড়িতে আর কেউ নেই '

রেবা চেনার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বল্লে, 'মা মণ্টকে নিয়ে একটু মিন্থদের বাড়ী গেছেন।'.

'তুমি গেলে না যে ?'

'ইচ্ছে কর্লো না।'

'নীচে কাউকে না দেখে ভাবলান, বাড়ীতে বৃঝি কেউ নেই।'

'সত্যি ও-কথা ভেবেছিলে ?' বলে' রেবা এমন ভাবে তাকালো, যা সহু করা যায় না। নীরেন চোধ নাবিয়ে নিলে।

ত্ব'জনে এমন একা হ'বার স্থযোগ ওদের স্থার হয়নি; পরস্পরের এমন বাধাহীন সান্নিধ্য ওরা স্থার পায় নি; ত্ব'জনেই একটু অস্বস্তি বোধ কর্তে লাগলো।

রেবা বল্লে, 'বোসো না।' নীরেন বল্লে, 'তুমি বোসো।' कल इ'ज्ञान माजिय बहेला।

একটু পরে রেবা জিজেন কর্লে, 'তোমার হাতে ওটা কি?

'একটা মাসিক পত্রিকা।'

'पिशि।'

নীরেন নীরবে সেটা রেবার হাতে দিলে। যে কথাটা বল্বে বলে সে বিকেল থেকে তৈরী হ'য়ে আসছে তা কিছুতেই বল্তে পার্লো না। কিন্তু বলে না দিলে, অতবড় কাগজের ভেতর থেকে পাদপূরণে ছোট অক্ষরের দেই কবিভা কি রেবার চোথে পড়বে । রেবা আন্দাজে পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছে—একটু পরে হয় তো রেথেই দেবে। না এ-ই সময়। ঝা করে এক্মনি বলে ফেল্তে হবে। মনে-মনে সে অনেকবার বল্লে, 'ওতে আমার একটা কবিতা বেরিয়েছে।' রেবা কাগজটা বন্ধ কর্বার উপক্রম কর্ছে। হঠাৎ নীরেন তার নিজের কণ্ঠস্বর ভন্তে পেলো 'ওতে আমার একটা কবিতা বেরিয়েছে।'

রেবা অন্তমনম্ব ছিলো; বললে 'উঁ?'

নীরেনের প্রায় ঘাম বেরিয়ে গেলো। যাক্, এখন মার পেছন হট্বার উপায় নেই। 'ওতে আমার একটা কবিতা বেরিয়েছে।' সে পুনরার্ত্তি করলে।

'তোমার গু'

नीरतन गांधा नाफ्रल।

'তুমি সন্তিয় কবিত। লেখো তাহ'লে । এতদিন বলে। ন কেন ! কী অন্তায় তোমার।'

লজ্জায়, আনন্দে, গৌরবে অভিভৃত হ'য়ে নীরেন ম্মাল দিয়ে কপাল মৃছলো।

'কই, দেখি ?' রেবা হুড়মুড় ক'রে পাতা উন্টাতে গাগলো।

'দাও, আমি বার করে দিচ্ছি।'

পৃষ্ঠাটা বার করে দিয়ে নীরেন নিঃশব্দে রেবার
াথের দিকে তাকিয়ে রইলো। কবিতাটি পড়তে যেটুক্
ামর লাগা উচিত, তার আনেক, অনেক বেশি
াময় রেবা সেই পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে রইলো,
বকবারও চোধ তুল্লো না! তার ম্থের দিকে
চাকিয়ে নীরেন কিছুই ব্রুতে পার্লোনা। সে-ম্থে
ারিচয়ের আলো নেই, লজ্জায় তা লাল হয়ে ওঠে নি,
মানন্দের দীপ্তিতে হুচ্ছ হয়ে পিয়ে তা সমস্ত মনকে
প্রকাশ করছে না। যেমন ছিলো, তেম্নি আছে।

নীরেনের মন জমে' হিম হয়ে বেতে লাগলো? এ-ও কি সম্ভব, ও ব্যুতে পারে নি ? এ-ও কি সম্ভব, কবিতার নীল শাড়ী ওকে কিছুই মনে করিয়ে দিচ্ছে না ? ও একটু রাগও তো কর্তে পারতো, এ-কথাও তো বলতে পারতো, 'যাও:—এ-সব কী লিখেছো, আমার ভালো লাগে না।'

কোনো কথা না বলে' রেবা আত্তে-আত্তে কাগজখানা টেবিলের ওপর রেখে দিলে। নীরেন এক ভয়ানক হতাশার দক্ষে যুদ্ধ করতে-করতে একবার শেষ চেষ্টা কর্লে। অতি ক্ষীণম্বরে জিজ্ঞেস কর্লে: 'কেমন লাগলো ?'

উত্তরে রেবা অজ্ঞ কথার কলরোলে উচ্ছুদিত, প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমে ছ:সহ-স্থলর চোথ তুলে' একবাব নীরেনের দিকে তাকালো; তারপর হঠাৎ নীরেনের এক হাত নিজের হাতে তুলে' নিয়ে মুহুর্ত্তের জন্ম তা'র বুকের ওপর রাখ্লো। মুহুর্তের জন্ম নীরেন এক অজানিত, অকল্পিত, উঞ্চ কোমলতা অমুভব করলে, মৃহত্তের জন্ম তা'র সমস্ত শরীর দিয়ে লক্ষ বিহাৎ খেলে' গেলো; তা'র মাধ। ঝিম্ঝিম্ কর্ছে, তা'র চোখের সাম্নে আবছায়া, তা'র সমস্ত চেতনা নেশায় আচ্ছন, অবসর; মনে হলো, দে এখনি মরে যাবে। সে আর क्यां कथा वनात ना ; निष्क वूबर्फ भावतन ना, कथन রান্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁট্তে হাঁট্তে মৃত্স্বরে সে বল্তে লাগলো, 'রেবা, রেবা, রেবা।' সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী যেন স্তৰ হ'মে তা'র হৃৎস্পাননের এই একাক্ষরা সদীত শুন্ছে; 'রেবা, রেবা, রেবা।' তা'র এত আনন্দ-এত আনন্দ নিয়ে সে কী কর্বে ? সহত্র চাকার কাজের বিশাল यह ছুটে' চলেছে; আলোয় ভরা, কলরোলে ভরা শহরের পথ, মাত্র পয়দা করছে, পয়দা ওড়াচ্ছে, পরস্পারের শক্রতা করছে, যশ কুড়োচ্ছে— ধরস্রোতে ফেনার মত সব মাহুষ এক অলক্ষ্য শক্তির টানে অন্ধভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে—এর মধ্যে কোথায় তার স্থান, त्काथाय (न छात्र और मूहर्खरक ताथरत ? प्रश्ना नमग्ररक ফাঁকি দিয়ে কোন্ অজ্ঞাত গভীরতায় এই মুহুর্তের আনন্দকে সে বুকিয়ে রাখবে? সে আর সহ করতে পারছে না; সে পাগল হয়ে যাবে। তা'র ত্' চোথ দিয়ে र्ठो९ अंत्रअंत करत' जन পড्ड नागरमा।



# অর্থনীতি ও দামাজিকতা

ইতিহাস-বিজ্ঞান বলিয়া সম্প্রতি যে একটা নৃতন বিজ্ঞান মুরোপীয় জাতি কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে, বাংলার পুরাণী কথা কহিতে সে বিজ্ঞানের সহায়তা লইবার আবশ্রকতা নাই। কারণ ইহাতে ঘটাঘটি বলিয়া কিছু নাই। পুরাণী বাঙলার কাহিনী ছোটখাট এবং নিতান্তই সেকেলে জীবন-কাহিনী। পুর্বেষ যে ক্ষেকটি প্রত্যক্ষ ঘটনা উল্লেখ করিয়াছি, সেইরপ ঘটনা ও কাহিনী এই পুরাণী কথার অধিকাংশই ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

পঁচিশ ত্রিশ বছর পূর্বেও দেখিরাছি যে, বাঙসার ক্ষেত্ত-খামারই ছিল বালালী সাধারণের বিত্ত-সম্পত্তি। চাষই ছিল অর্থাজ্ঞনের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এই প্রধান অর্থনৈতিক ব্যাপারটা কিন্তুপ প্রধালীতে পরি-চালিত হইত তাহার কিছু পরিচয় দিতে চাই। এবং তাহা আজিকার ধনসাম্যবাদের দিনে সমগ্র বিশ্ব মানবতার নিকট হয়ত বা একটা আশার আলোক রেখা ফেলিতে পারে।

ক্ষেত্র মধ্যবিত্ত ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের হাতেই চিরকাল ছিল। কিন্তু তাঁহারা মার্কিনী রীতিতে সমগ্র
অমি নিজে কর্ষণ করিয়া বিপুল বিত্তশালী হইবার চেটা
করিতেন না। প্রায় অধিকাংশ জমি-জায়গা ভাগে
ক্ষেত্রয় হইত। যাহাকে বলে ভাগ-জোত। অস্ততঃ
পশ্চিম বাঙ্গলায় এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, এখনো
আছে। যিনি বা বাহারা নিজে চাব-আবাদ করিতেন,
তাঁহানেরও যদি কাহারো পঞ্চাশ বিঘা জমি থাকিত,
তবে পচিশ বিঘা ভাগে দিতেন, গচিশু বিঘা নিজে
করিতেন।

এই ব্যবস্থার মূলে ছুইটি অন্থপ্রেরণা ছিল। এক—
সংস্থারগত স্বাভাবিক মৈত্রী। দিতীয়—আভিন্ধাত্যের
শ্লাঘা। দশন্তনকে প্রতিপালন ক্রা, ইহা পুরাণী-বাংলার
আভিন্ধাত্যের একটা বিশিষ্টতা। যাহার গৃহে দশ্ধানা
পাতা পড়ে না, দশন্তন আত্মীয়-কুট্র লইয়া যে ঘর-করণা
করে না, সে যেন গৃহস্থ নামের যোগাই নহে। এই
আভিন্ধাত্য বৃদ্ধি বান্ধানীর প্রত্যেক অর্থনৈতিক
অন্তানকে নিয়ন্তিত করিত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গ্রামে ন্তন অধিবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করা'নর চেষ্টা, একটা বিশেষ চেষ্টা ছিল। ব্রাহ্মণ সজ্জনকে ভূমি দান, গৃহ দান, ইহাও হিন্দু বাঙালীর স্বাভাবিকী; ইহা ব্যতীত তুলে, বালি, হাড়ি, ভোম প্রভৃতি নিম জাতি এবং নবশাথ প্রভৃতি উচ্চ সম্প্রদায়কেও ভূমিদান ও গৃহদান করিয়া গ্রামে বাস করান হইত। বাংলায় উচ্চ ও অভিজাত-সম্প্রদায়ই ধনী সম্প্রদায়, কিন্তু মজার কথা এই যে ভূসম্পত্তি—চাষের জমি অধিকাংশই প্রায়

সন্তর আশী বা একশত বৎসরের কণা গ্রাম্য বৃদ্ধ কিছা বর্ষীয়ান আত্মীয়গণের নিকট শুনিয়াছি যে ভূষামী স্বয়ং আসিয়া গৃহের চালে জমির পাট্টা গুঁজিয়া দিয়া যাইতেন। কবল্তি পাইলেন কি না পাইলেন তাহার কোন তত্তই রাখিতেন না। যে জমি আজ দশটাকা খাজনায় পাওয়া যায় না, সেই জমি দশবিদা দশটাকায় বিলি করা হইয়াছে ইহাও দেখিয়াছি। এইখানে রাজার ও প্রজার নিলেডিতার সহদ্ধে একটা কাহিনী কহিতেছি।

রাচে কাল্নার নিকট বাঘ্নাণাড়া নামে একধানি গ্রাম আছে। উক্ত গ্রাম গোলামী রামচক্রের প্রতিষ্ঠিত। রামাই ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদ্মী জাহ্নবা দেবীর ধর্মপুত্র। ঘটনাটী ছুইশত বংসর পুর্বের। ঠাকুর রামাই তিরোধান করিলে তাঁহার ভাতুপুত্রগণ তং প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবার উত্তরাধিকারী হন। দেবদেবক-গণের ধর্মভাবে আরুষ্ট হইয়া তলানীস্তন ক্রফনগরের মহারাজা ছলবেশে দেবদর্শনে আসেন এবং সেবাইতগণকে প্রচর ভূমিবিত্ত একখানি দানপত্রে দান করিয়া গোপনে প্রস্থান করেন। প্রদিন উক্ত দানপত্রখানি কোনও দেবকের হন্তগত হইলে সকলে অত্যন্ত ব্যতিব্যন্ত হইয়া পডেন এবং দাতা মহারাজ কুঞ্নগরাাধপতি জানিয়া তৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া বিষয়টী প্রত্যাধান করেন। তুই পক্ষেরই উপরোধ অমুরোধ। দাতা ফিরিয়া লইবেন না, গৃহিতাও গ্রহণ করিবেন না। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে এই ঠিক হইল যে বার্ষিক একটাকা মাত্র থাজনায় উক্ত জমি গ্রহণ করা হইবে। দক্ত জমির পরিমাণ সহস্র বিঘারও অধিক। উক্ত দেবোত্তর मल्लिब नाम नविभिः हलू (वव हर्षा। कान्न। महत्वव উত্তরে গ্রনার পরপারে উহ। অবস্থিত।

অর্থনীতিক সম্মটা কেমন সহস্ক ও হাত ছিল, তাহা त्याहेवात अन्तरे छे क घटेनात छ स्त्रथ क तिनाम। अथारन আরও তুই একটি ছোটখাট ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুরাণী বাঙালায় একল। কেহ খাইতে জানিত না ও থাইত না। গাছে নতন ফল শশু ফলিলে, পুন্ধরিণাতে মংস ধরিলে, আত্মায়-কুটুম্বের গৃহ হইতে তব আদিলে আত্মীয়-স্বন্ধন এবং পাড়া-প্রতিবাসার মধ্যে বিলাইয়া थाउबार हिन बौछि। अथन महत्व छ वटिरे जनक সহরের নিকটবতা প্রামেই পাশ করিয়া মাছ ধরিবার গীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এ রীতি ছিলনা। ধাহার পুরুর থাকিত ও পুরুরে মাছ থাকিত, দে অবাধে শকলকেই মাছ ধরিতে দিত। এমনও দেখিয়াছি যে কোনও পুন্ধরিণীতে মংস্ত ধরিয়া একটা স্বতম্ব ভাগ রাখা হইত এবং সেই ভাগ হইতে পাড়ার সকলকে বিভরণ क्रा इहेड। चाम नातिरकन প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফলের राशिद्व अधिन अक्टा बीकि किन।

वाश्नात्र वर्षनीजिक व्यवहा शृद्ध अमन विषेत्र हिन ना ।

জীবনবাপনের বাহল্য না থাকায় অভাবের ভাড়না ছিলন।
এবং প্রত্যেকের প্রত্যেকের প্রতি একটা হল্য ও বিশ্বাদের
ভাব বর্ত্তমান ছিল। চাহিলেত পাইতই না চাহিলেও
পাইবার রীতি পদ্ধতি ছিল। সহজ্ব জীবনযাপনের
ফলে দৈয়া কথনও ভাহার বিকট মৃত্তি প্রকাশ করিতে
পারে নাই। পূর্ববেশ একটা কথা প্রচলিত আছে
বে, নি নাওয়ের শতক নাও। অর্থাং যাহার একথানিও
নৌকা নাই তাহার একশতথানি নৌকা আছে।
কেননা, গ্রামের প্রত্যেকের নৌকা ব্যবহারেরই দে
অধিকারী। বাংলার সর্ব্বিত্ত এই রীতি প্রচলন ছিল
এবং তাহার কতক কতক আমরাও দেখিয়াছি।

#### <u>সামাজিকতা</u>

সমাজই হইতেছে বাংলার প্রাণধর্ম্মের সর্বান্ধ ।
বান্ধালীর জীবন সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িরা
উঠিয়াছিল। কাজেই প্রত্যেক ব্যষ্টি মানব যথার্থ রূপে
সামাজিক হইবার চেষ্টা করিত। এইরূপে যাহা সমাজ
শৃশ্বলার বিধি, তাহা ক্পপ্রতিপালিত হইত এবং বাহা
অবিধি তাহা বিশেষ ভাবে পরিবর্জ্জিত ইইত। গ্রামের
মধ্যম্বলে বা উপকর্পে তাড়িখানা বা ভাঁড়ির দোকান
দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মহকুমার সদরে মদের
দোকান থাকিত এবং যাহারা মাদক ব্যবহার করিত
তাহার। সমাজে নিতান্ত নিন্দিত হইত। এক ঘরে
করাই ছিল তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত শান্তি। একঘরের ভক্ত ভাষা সামাজিক অসহযোগ।

এই বিধি-বিধানের ফলে যাহাদিগকে অন্তাজ বলা হয়, তাহারাও সদ্গৃহত্ত্বের মত জীবনযাপন করিত। ব্যভিচার, পানাসজি ছিল না বলিলেই ভাল হয়। আল যাহাদের পতিত জাতি বলিতেছি, তাহাদের বিধবারাও উক্ত বর্ণের বিধবার মত নিষ্ঠা-পূর্ণ বৈধব্য ব্রত পালন করিত। নিজারিণী নামি এক ছলের মেয়েকে দেখিয়াছি। তাহাকে আময়া মালি বলিতাম। তাহার কাজ ছিল নববিবাহিতা ক্লার শতর বাড়ীতে ঝি হইয়া যাওয়া। অভ শময়

টাক। জমাইয়াছিল। পরে সে কানী, গয়া, বৃন্দাবন,
মথুরা প্রভৃতি তীর্থে গমন করে এবং তীর্থ হইতে
ফিরিবার পর একটা বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়। নিতারিণা যে একটি গ্রামের একটি মাত্র নারী তাহা নহে,
বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এমন ব্রত্নীল। নারী অনেক
ছিলেন। এই বালালীর স্বস্থ সমাজ বিক্যাসের পরিণাম।

বাল্যে দলাদলির বড়ই বাড়াবাড়ি দেখিয়াছি। আজও
বুঝিতে পারিতেছি না তাহা ভাল কি মন্দ। কারণ,
ঐ সব দলাদলির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর এক সতেজ
জীবন ভঙ্গিমা প্রশুটেত হইতে দেখা যাইত। আজ
দলাদলি নাই, ঐক্যাও নাই। আছে বিশ্লেষমুখী এক
অবসাদ। কেহ কাহারও সাতে-পাচে থাকিতে চাহে
না, ভাল মন্দের ভাগী হয় না। ফলে সব বিশ্লিষ্ট সতীদেহের মভ নব্য বঙ্গের পদ্দীদেহ ঘেন খণ্ড খণ্ড
হইয়া খিসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু দলাদলির দিনে এমনটি
ছিল না। একটা উনাহরণ লইলেই বিষয়টির ভালমন্দ্রভাল করিয়া বোঝা যাইবে।

পদ্মনোচন এক অনাথ যুবক। সে উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়।
পৈতৃক তৃইচারি বিঘা জোত্র জমা যাহা ছিল, তাহা
উড়াইয়া পুড়াইয়া দিতে চাহে। তাহার পিসির অঘরে
বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া গ্রামের একটা দল তাহার
উপর বিশেষ সম্ভই নহে। এখন যাহার। বিপক্ষল,
তাহারা বিকন্ধ দলের বিপক্ষতা করিবার জন্তই পদ্মনাচনের বিবাহ দিল। জমি জায়গা যাহাতে বিক্রয়
না হয়, সে বিষয়ে চেয়া করিতে লাগিল। বিবাহের
বৌতুকে একথানি দোকান করিয়া দিয়া তাহাকে
স্কিতৃভিতু করিল। দলাদলির ফল হইল একটি
বিপথগামী যুবকের স্কয়্ব গার্হস্ব জাবনে প্রতিষ্ঠা।
এইরূপ যে কত ঘটনার উল্লেখ কর। যাইতে পারে
ভাহার আর ইয়্বা নাই।

অঘরে কথাটার উল্লেখ করিয়াছি, উহা যে কি
তাহা হয়ত এখন অনেকেই বুঝিবেন না। ইহা কৌলিম্বপ্রথার অন্তর্গত বিষয়। বংশমর্য্যাদায় অপেকারত
ন্যান ঘরে ক্যাদান করিলেই তাহা অঘরে দান করা
হইত। এবং তাহা সামাজিক বিধানে নিতান্তই

অমর্গ্যাদাকর। এখন একদিন ছিল যখন এই ঘর ও অঘর লইয়া পল্লীজীবনে দলাদলির ঘূর্ণাবাত্যা বহিয়া যাইত।

সামাজিকভাষ দলাদলির কথা বলিয়াছি। উহা যে
সর্ক্ষক্ষেত্রেই সমর্থন যোগ্য, একথা বলিতেছি না।
তবে, বর্ত্তমানের অসাড়তার অপেক্ষা উহার উপষোগিতা ছিল। দলাদলির ফলে গ্রামে অনেক ভাল কাজ
অফুন্তিত হইয়া যাইতে। একটা ব্যাপারের কথা এখনো
বেশ মনে আছে, যাহা উল্লেখ করিলে বিষয়টির বাস্তব
উপকারিতা বোঝা যাইবে। কোনও গ্রামে পূর্ক
পাড়ার দল সরস্বতী পূজার খুব সমারোহ করিল।
দশ বারো দল ইংরাজী বান্ধ আনিয়া, খুব লোকজন
খাওয়াইয়া পূজা করা হইল। পশ্চিম পাড়ার দল
এসব কিছু না করিয়া পূজা নামে মাত্র সারিয়া ছই
তিন কোশবাপী রাস্তা নির্দাণ করাইয়া দিল! ঐ
পথটি হাটে যাইবার রাস্তা ছিল! ফলে অনেক লোক
উপক্রত হইল।

তথনকার দিনে মানবের ব্যক্তিগত ব্যাপারও সামাজিকতার সহিত ওতঃপ্রোত ছিল। বিবাহ, উপ-নয়ন, প্রাদ্ধ এই সব ক্রিয়াকর্মে লোকে যথাসাধ্য সামাজিক মকল কর্মণ্ড করিয়া ঘাইতেন। এইরূপ রীতি ছিল। দেখিয়াছি কোনও বড়লোক তাঁহার পিতৃপ্রাদ্ধে সমারোহ সহকারে লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়া আবার মহকুমা আইবার পথে একটি বৃহৎ সেতৃ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। ঐ পথে মধ্যে ভন্ন্ক্রা নামে একটি নদী প্রবাহিত ছিল। বর্ষায় ঐ পথে যাতারাত জ্বতীব ছুর্গম ছিল। সেতৃ নির্মিত হওয়ায় এখন লোক চলাচলের যেমন স্ববিধা হইয়াছে, তেমনি হইয়াছে ব্যবসা বাণিজ্যের।

সেদিনে লোকে যে কোনও কাজ-কর্ম করিও তাহাকেই শারণীয় করিয়া রাখিতে চাহিত। এই ক্লম একটা উপহার দেওয়া রীতি ছিল। বাহার বেমন সামর্থ্য থাকিত, তিনি তেমনই দান করিতেন। কেই পিতলের সামলায় তৈল বিলাইতেন, কেই মাটিয় সরায় সন্দেশ মিষ্ট দিতেন, খুব সঞ্চতিপন্ন বাহাল্ল, শাল-দোশালা পর্যন্ত বিলাইতেন। লোকে এই ক্রম

ব্যবহারকালে দাতার নাম উল্লেখ করিয়া ব্যবহার করিত। মুখুজ্জেদের ঘড়া, রায়েদের গামলা, মিত্রদের থালা গৃহস্ব বাড়ী তাব্যাদি ব্যবহারকালে এই সব কথার উল্লেখ শোনা যাইত। ইহার অর্থ ঘাঁহাদের বাড়ী হইতে ঘাহা পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নাম করিয়াই ঐ সব বাসনের নাম-করণ হইত।

সামাজিকতা বলিলে এখন হয়ত কিছুই বোঝায় না। ঘাহা বোঝায়, তাহারও বিশেষ কোনও মূল্য নাই। করেকজন লোক মাত্র সংখ্যায় অল্প বা অধিক একত বদবাস করা—ইহাই অভ্যকার দিনের সমাজ। প্রের্বে সব পদ্লীতে সামাজিকতার একটা জীবস্তরপ ছিল। গ্রামে একজন কাছারও বিবাহ হইলে তাহাতে সারা থ্রামে আনন্দের সাভা পড়িয়া ঘাইত। কলার বিবাহ হইলে জামাত নিমন্ত্রণ এবং পুত্রের বিবাহ হইলে বউ দেখা। জামাই খাওয়ানো ও বউ-দেখা কথা ছইটার আজ হয়ত আর অর্থ বোঝা যায় না। কিন্তু কিছুকাল পূর্বেও গ্রামে নৃতন জামাই আসিলে গ্রামন্থ আত্মীয়-ষদ্দন পাড়া-প্রতিবাদী প্রত্যেকেই নব দ্বামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। খাওয়ানোটা বড কথা নহে,—আত্মীয়তার সম্পর্কটাই হইতেছে বিশেষ বস্তু। বিশেষ বিষয় হইতেছে আত্মীয়তার সম্পর্ককে নিগুঢ় করিয়া তোলা। ভুমি তোমাকে লইয়া থাকিলে এবং শামি আমাকে লইয়া মত্ত থাকিলে তোমার এবং আমার মহুষাজের তাহাতে মহিমা নাই। মানবতাকে একট ব্যাপক ও বিস্তুত করিতেই পুরাণী-বাঙ্গার রীতি-পদ্ধতি একট্ৰ প্ৰসাৱিত হইয়াছিল।

বাহাদের মধ্যে অরপানীয়ের আদান-প্রদান নাই,
তাহারা নানাবিধ মিষ্টার ও ফলসুল পালার সাজাইয়।
উপহার দিত। এমনও দেখিরাছি বে, জামাই পাইবেন
বলিয়া হয়ত একটা বৃহৎ মৎস্য দিয়া গেল। ময়রা উৎরুষ্ট
ফলেশ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিল। বউ দেখাও
ইহারই অফুরূপ। তবে নিয়্লাতীয়গণের পুয়ের বিবাহে
উচ্চবর্ণেরা সাম্প্রমত অলঙ্কারাদি বৌতুক দিতেন ইহাও
দেখিয়াছি। আমাদের প্রামে হিক স্ক্রার নামে একজন
বাগদী লাঠিয়াল ছিল। সে গ্রামে চৌকি দিত এবং

বরবধ্র সাথে লাঠি কাঁধে করিয়া গমন করিত। গ্রামে: বিত্তবানেরা হিন্দর দারা অনৈক উপকার পাইতেন। তাহার প্রতাপে গ্রামে ডাকাতি হইতেই পারিত না। এই হিন্দর ছেলে মধ্র বিবাহে তাহার বধ্ এত অলকার থাতুক পাইয়াছিল, যে অগ্লকার দিনের একজন সম্পর গৃহত্বের বধু বা ক্যার গাত্রেও তত অলকার থাকে না।

একটা প্রশ্ন উঠিবে বলিয়া মনে হইতেছে থে, এই সব তুচ্ছ কথা, ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া একেবারেই যাহা অকিঞ্চিংকর, তাহা এত বিভূত করিয়া ফুলাইয়া ফাপাইয়া বলিবার প্রয়োজন কি? ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কি? উত্তরটা এখানে বলিয়া রাখা ভাল।

ব্যক্তি বা জাতির বৃহত্তর কর্মেই তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। জাতি-জীবনের কৃদ্র ক্রে কর্ম—যাহাকে একান্তই তুচ্ছ বলিয়া ননে হইতে পারে, এমন কর্মেই ব্যক্তি ও সমষ্টি মছুয়ের প্রকৃত পরিচয় পরিফাট হইয়াউঠে। দশের প্রশংসার বিনিময়ে যে দান করে, সেহয়ত তাহার সমাজের মধ্যে অত্যন্ত স্বার্থপর। সংগ্রাম ক্রেরে যে বীর, গ্রহে হয়ত সে অত্যন্ত নিষ্ঠর! আলোচনাকে বাড়াইয়া লাভ নাই। তবে ইহাই সত্য যে, মানবের নিত্যকার সহজ জীবন প্রণালী দেখিয়া বৃথিতে পারি তাহার চরিত্রবন্তাকে। যখন মেগাছিনিসের বিবরণ পাঠে জানিতে পারি যে ভারতীয় আর্থাজাতির ভিতর গৃহের অর্গল বন্ধ করিবার রীতি ছিল না; তথনই ব্রিতে পারি—ভারতের জাতীয় জীবন ছিল কি মহিম সম্পর।

প্রাণী বাঙলার সমগ্র কথাই ছোট কথা—সহজ্ঞ জীবনের কথা। ইহা মোটেই ঐতিহাসিক চরিত্র বিশিষ্ট নহে। আর তাহাকে ঐতিহাসিক রঙে রালাইয়া তুলিবার প্রোজনীয়তাই দেখিতেছি। কারণ অভকার এই মিশ্রতার পিছল প্রবাহের পূর্বে বাঙলার যে ঘচ্ছ রূপ ছিল, তাহাই দেখিবার প্রয়াস পাইয়া এই আলোচনার অবতারণা। পুরাণী বাঙলাকে দেখিতে গিয়া তাহার বাসন মাজা, কাণড়-কাচার পর্যান্ত পরিচয় লইতে হইবে। অকলীভূত (Anglicised) কাতির হয়ত তাহা ভাল লাগিবে না। কিন্তু গাঁহারা নিজেকে ভালবাসেন, অকীয়তার শাঘায় যাহারা উদ্দীপ্ত তাহার অন্ততঃ আপনার রূপ বলিয়া পুরাণী বাঙলার পরিচয় লইবেন। আগামী বারে দেখিব পুরাতন দিনের বালালীর ঘর ও গৃহস্থালী কেমন ছিল।

যা	শ্রীঅশোককুমার রায়	অ
র		ৰে
रि		ক
তা		ত্
র		ব
		टि

হঠাৎ কিছু ঘটলেই লোকে ব'লে, ওটা যে হ'বে তা' আমর। আগেই জানতাম। যাঁরা এসব আগেই জানতাম। যাঁরা এসব আগেই জানতেন তাঁদের অস্থাটা তুচ্ছ নয়। তাই যখন সরমা সরমে রাঙা হ'য়ে ঘরে এসে ধিল দিল তথন তার রন্ধ বাপ তারই ঘরের পাশের ঘরে, চেয়ারে বলে টেবিলে মাধা গুঁজে মুখ্মান আর তাঁর পায়ের তলার মাটি ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে দেঁতিয়ে উঠছিলো। ব্যাপারটা হয়তে। হংধ নয় তো কিছু। কিন্তু মরার উপর খাঁড়ার যা দিতে লোকের রসনা এতটুকুও সংযত হয়নি, লোকে বলবেই বা না কেন প

ব্যাপারটা কিছুই নয় ! সরমার বয়স উনিশ। বি,এ
পড়ে; এখনও বিয়ে হয় নি। দেখতে সে ক্ষমরী হয়তো
নয়; তার রংটা বেশ ফর্সা; এই য়াকে বলে টোকা
দিসে গায়ে লাল টেকা ফুটে ওঠে। নাকটা বেশ ম্পাই
অর্থাৎ থেঁদা নয়। চোথ ফুটো পটলচেরা না হলেও পুটি
মাছের গড়নের মত আয়ত, তার মধ্যে যে হ'টো ঝক্
ঝকে কালো পাথর বসানো আছে, তা' যদি নিতীক
স্থির না হয়ে থঞ্জনের মত চঞ্চল হ'তো, তবে ভোমরা
বলে তুল হওয়াই স্বাভাবিক। মুখটা ঈষৎ লখা ছাঁচের
হওয়াতে গ্রাবাটুকু বেন শাকের আভাষ দিত। মাধা
আর কাধের ব্যবধান বেশ দ্র হওয়াতে লে একটু হেঁট
মাধাতেই থাকতো, তবে একে রাজহংবের কণ্ঠ বলে
কি মা, ঠিক বুলতে পারিনি। ভাগর সমন্ত দেহটা পা

থেকে সরল হ'য়ে উঠে, উগার দিকে ধহুকের মত হয়ে পড়েছিল, যেন স্থ্যুমুখী গাছটি ভরা সন্ধ্যায়।

বাপের কাছেই মেরের শিক্ষা স্থক হয়। আর এত দিনের শিক্ষকতায় সরমার কাছে বাপ আর শিক্ষক এক হ'য়ে মিশে গিয়ে উপদেই। আর বন্ধুতে এসে পরিণত হ'য়ে গেছে। তাই ষধন, একদিন সরমা এসে তার বাপকে জানালে যে তা'র জীবনপথে আর এক দোসর মিলেছে, ষা'র কাঁধে সে একাছাই নির্ভর করতে চায়, তথন তার বাবা ভুরু বলেছিলেন—"কোত্হলই জাগে প্রথম, রংএর চটক এ। যখন লোকে এই প্রথম মোহ কা'টিয়ে ওঠে তথন সে খোঁছে মাধুর্য্য, আস্বাদ। কিছু আনেক বিষয় যখন স্থাদে আরত থাকতে পারে তখন তা'কে ঠিকমত ব্রাতে হ'লে বিশ্লেষণ করতে হয়, পরীক্ষা করতে হয়। মোহ হচ্ছে আবেশ, আর মত্তা হছে বৃদ্ধিভ্রম্ভ অবয়।"

এ কথার উত্তরে সরম। নাকি জানিয়েছিল "য়ে দেনা-পাওনা অশরীরি অভ্তুত, তা'র হিসেব-নিকেশ কর্তে হ'লে কি সেই কায়াহীনের ভাষাই সব চেয়ে বড় নয়!

এর উত্তরে সে এই জেনেছিল যে, "কালের বিপণিতেই সব জিনিষের যাচাই হয়। তাই তাড়াতাড়ি যারা কিছু ক'রে বদে, তা'রা আপাত লাভের আশায় বড় লোক-সানই ক'রে।"

এই উপদেশে রুষ্ট সরমা কৃষ্টি পাথরে ক্ষে দেখতে গেছল, তা'র সেই নবপ্রাপ্ত স্থবর্গর পিগুটাকে। এই মহৎ কাঘে প্রতারিত হওয়ায়, লোকের রসনায় বক্তব্যের প্রেরণা এল। যাক্, কেমন করে রটল, আর কেমন ক'রে ঘটল, তা এবার বলতে স্থরু করি। তবে এই প্রেরণার প্রথম উল্মেষ্টা আগের জানিয়ে রাখি।

তরণ ব'লে এক ছোকরা সভ এম, এ পাশ করে মুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। দিবিয় ফুটকুটে চেহারা, শুধু, তার মুখে মানায় না বর্দা চুকট শার টরটয়েজ শেলের গোল কাঁচওয়ালা চশমা। বেশ চটপটে আর ঠোঁট ছটো খুব চাপ। কিন্তু যথন কথা কয় ভখন ঘেন থৈ ফোটে। চুলটা ভার শুধু স্থানের পর বেশ শাচড়ানো দেখতে পাওয়া বেড; আর দিনের মধ্যে ্ধনই যেখানে দেখা হোক নাকেন, তা'কে সেই একই বেশে দেখতে পাওয়া যেত। তবু সে ছিল ধনীর ছেলে।

এমন যে তরুণ সে একদিন বাসে আসতে আসতে দেখতে পেল একটি মেয়ে সেই বাদেই উঠে এদিক-ওদিক তাকাচেছ শুক্ত বেঞ্চির আশায়। নিরাশ হ'য়ে মেয়েটি लकरणंत्र भारमञ्ज वरम পড़ला, त्वम वावधान (त्रस्थ। গানিককণ পরে একটা বেঞ্চি খালি হ'রে যাওয়াতে, যেই সে মেয়েটি উঠতে যাবে, অমনি হাতে দুঢ় চাপের সঙ্গে সকে সেও দেখানে ব'নে পড়লো। বিশ্বিত ও কুন্ধ চোথ তলে যথন মেয়েটা হাতের অধিকারির দিকে তাকাল তথন তরুণ অতি শিষ্ট হাসি মাধান মুধে বললো-"আপনার উপর জোর করবার বেয়াদপী মাপ করবেন। তবে পাশ থেকে উঠে গিয়ে পাশের লোককে অপমান করবারও আপনাকে অধিকার দেওয়া হয়নি। আপনার পকে এ-আসনও যা ও-আসনও তা। তবে আমাদের পাশাপাশি বসায় আমাদের যতথানি ব্যবধান, সামনের আসনে পশ্চাতের আসনে বসাতেও ঠিক তাই থাকে। অন্তরের খুৎথুঁতুনি নিয়ে বাস করা মানে, লোকের মনে ব্যথা দিয়ে চলা।" দেদিন সর্মা কাঠের পুতুলের **নত চপ করে এই লোকটারই পাশে বদে গন্তব্যস্থান** পর্যান্ত গেছল। তারপর ?

ভক্ষণ একদিন পথে চলতে চলতে পাশের বাভায়নে দৃষ্টিপাতে স্মিত হাস্থে থমকে দাঁড়াল। একটু পরেই গট গট করে এগিয়ে সেই বাড়ীর দরক্ষায় জোরে করান্যাত ক'রতে লাগলো। একজন চাকর এসে দরকা থুলে দিয়ে জিজ্ঞাস্থভাবে তাকাতেই তরুণ বললে—"ভোমাদের বাবুকে ডেকে দিতে পার ?"

ছত্য জানাল "বাবু তে তো বাড়ীতে নেই।"
তঙ্গণ শুধু বললে "আচ্ছা। তোমাদের দিদিমণিকে
বলগে জামি বসব, না চলে যাব?"

চাকর তরুণকৈ বাইরে ঘরে বস্বার বন্দোবন্ত করে দিয়ে, উপরে প্রাহান করলে। তরুণ ঘরেব এদিক ওদিক ভাকাতে তাকাতে টেবিলের উপর একথানা বই দেখতে পেলো। বইটা খুলে সে ভাতে নিবিষ্ট হ'য়ে পড়ল।'

ज्जा जारा वर्षन जानांग त्व "निनिमिन वनत्वन,

বাবুকে সন্ধার সময় পাবেন।" একণা ওনে তর বিকলো— "আছিল তাই আসবোনাহয়। তবে এ বইণানি দেখিয়ে জিজ্ঞানা ব'বে এনো আমি নিয়ে যেতে পারি কিনা? পড়েই ফেরং দেব।"

চাকর আবার ফিরে এসে জানালো। "৮টা বারু কিনে এনেছেন, এখনোও পড়া শেষ হয় নি।"

"তাবেশ! আমি আর ছদিন বাদে এসে প্ডুডে নিমে যাবো। আছো আসি।" বলেই ডরণ উঠে দাড়িয়ে পথের দিকে পা চালিয়ে দিল। এইটা হচ্ছে আদি, পরে উছোগ পর্ব।

রান্তার ধারে ধোলা জানালা দিয়ে ভেতরে দেখা থাছে একজন সেম্যিদর্শন প্রেট্ একজন তরুণ যুবকের সজে কথা বলছেন। বক্তা হচ্ছে তরুণ শ্রোতা হচ্ছে প্রেট্। অথচ হ'জনের মধ্যে অভিনিবেশের ভাব ঘন গন্তীর। সময় তথন নিজুক অমাবক্তা রাজি; ভুধুপথের আলো ভারার মত জলজল করছে।

বক্তা বলছে—সাহিত্য হচ্ছে কলা কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই এর স্থাদ না পেয়ে খোসায় পা ফেলে আছাড় খাচ্ছে।"

খোতা জিজাসা করলেন, "কেন—?"

বক্তা বললেন—"তার কারণ, সাহিত্যের ভিত্তি কর্মনায় নয় কামনায় নয়, ত্যাগে! ত্যাগ থেকে ভাবে ওঠা, কর্মনার কথামালা। তার মানে এই নয় যে, যা আছে তা' ত্যাগ করতে হ'বে। শুধু ছাড়তে হ'বে সংস্কারটা; মানে বেটা শুধু সংস্কার। সংস্কার হচ্ছে জভ্যাস, নিয়ম নয়।"

শ্ৰোতা বলুলেন—"যেমন ?"

বক্তা বললেন—বেমন নিট্লের Anti-Christian Prapaganda (ক্রিষ্টিরান সংস্কার আন্দোলন)। তিনি তো ধর্মটাকে ভাড়তে চান নি; অধ্চ তা'র কথার ভাবে ভালনের স্থরই কানে এসে ঠেকে। ভিনি যা'
বলতে চান ভা' হ'চেছ এই যে, জামাদের ধর্ম অধর্মের
মাপকাঠিটা আরও বড় ক'রে গড়তে হ'বে। যে কোনও
ধর্মমতই Average এর (গড়পড়তা) মাপকাঠিতে মাপা
হয়েছে। এই উপায়ের বড় অস্থবিধাটা হচ্ছে এই যে
সার্ম্বজনীন হ'লেও সমস্ত সাধারণের স্থবিধা হয়নি।

শ্রোতা বল্লেন—"আপনার শেষের কথাট হেঁয়ালী নম কি ?"

বক্তা হুরু করলেন—"Massএর যা প্রয়োজন তা কি individualএর অভাব ঘোচায় ?"

শোতা ঘাড় নেড়ে হেসে বললেন, "সকলের তুষ্টি কি সম্ভব ?"

বক্তা আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন—"অসম্ভব ভেবে মার্য তে। অনিশ্চিতকে রেহাই দেয় নি; যদি দিতে। তা হ'লে, আল্লস্ আজও ত্লজ্যা থেকে যেত, সম্ভ্র আজও অনতিক্রান্ত থাকতো, আকাশে আজও ডানা মেলতে পারতাম না, বিদ্রেশকে ঘরের মধ্যে বসে দেখবার হযোগ পেতাম না। অসম্ভবই মান্ত্রের চিরস্তন শক্ত আর হ্যোগ হচ্ছে সন্ধিপত্র। মান্ত্র্যকে বড় হয়ে উঠতে হবে, এই পণ যেন বীজ থেকে গাছের আকাশে মাথা ক্রমেই উঁচু কর।……

এমন সময় সরমা সেই ঘরে চুকে প্রোচ্কে নির্দেশ ক'রে বললে—"বাবা, তোমার মত নির্দ্ধাক শ্রোতা তরুণ বাবু কথনও পাননি, তাই ও'র আর না পায় ক্ষিদে না পায় ঘূম। তুমি কোনও উত্তর দাও না ব'লে উনি ভাবেন, তুমি বুঝি ওঁর মতামতে সম্মতি দিচ্ছ।"

প্রোচ, শ্রী স্থরেশ চ্যাটার্জি, ঘাড় নেড়ে, কি একটা উত্তর দিতে যাবার আগেই তরুণ একটা প্রগল্ভ হাসি হেসে, বলে উঠল—"প্রেশবাবৃ, মেয়েদের যত বিছেই বাডুক না কেন, তারা কোনোদিনই কালের সঙ্গে পা ফেলে চলবে না। চিরকালই পেছনে পড়ে থাকবে। এই সরমার কথাই দেখুন, বিংশশতাব্দিতে যে এতবড় আহামক আছে মামি আগে ভাবতেও পারিনি।"

স্থরেশ বাবু মেয়ের পিঠে হাত ব্লোতে বুলোতে বলেন—"ওর ছেলেমামুবীটাই আমার মিটিং লাগে তরুণ

ভাবে ভাঙ্গনের স্থরই কানে এসে ঠেকে। তিনি যা' ছুমি ওর কথাটাকে অত গভীরভাবে না তলিয়ে অগ্রাহ্য বলুকে চানু জা' ব'লেচ এই যে, আমাদের ধর্ম অধর্মের করলেই পার।"

> তরুণ অপ্রতিভ ভাবটা চেপে, ব্যক্ষের স্থর সম্পূর্ণ গোপন রেখে বললে, "বয়স হ'লেও যারা ছেলেমাছ্যী করে তাদের যেন কি বলে । আচ্ছা তা' হ'লে আছ আসি।" এই বলে ছোট একটা নমস্কার করে, সরমার দিকে আড়চোখে একবার চেয়েই, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

> সরমা বল**লে—**"তুমি বাবা ওকে বড় প্রশ্রম দিছে। বড়ড বাজে বকে, না "

> স্থরেশ বাবু বল্লেন—"ও যা' বলে তা ও বন্ধসেরই ধর্ম। তবে লোকটার মধ্যে বেশ গুণ আছে।"

সরমা ভধু বললে—"গুণ আছে না ছাই, ঘুণ ধরেছে।"
সেদিন সন্ধ্যায় হ্বরেশ বাবু বেঞ্চবার আগে, মেয়েকে
সংস্লহে বল্পেন, "তরুণ তো কদিন আসেনি। হঠাৎ যদি ও
আসেই, তবে তার কাছে philosophyর (দর্শনের)
বিষয়ে তুমি কথা তুলো। তা'তে তোমার পাঠ্য প্রেকটা
অনেক সরস ও সহজ হয়ে আসবে। আমার বেমন দিন
ঘনিয়ে আসছে, তর্মলতাও প্রশ্রম পাছে। তোমাকে
তো আমি উদার মত দিতে পারি না; এখন যে আমার
প্রাণোকে আঁকড়ে ধরার সময় এসেছে। নানান
মাহুবের নহুন নির্দেশ, তোমার নিজের পথের দৈয় ও
মহার্যতাকে নিজের বিচারবৃদ্ধিতে সহজ হয়ে ধরা পড়বে।
যত শিখবে ততই যে জানবার স্পৃহা বেড়ে ওঠে, মা।"

সরমা সেদিন ঘাড় হেঁট করে একটা মৌন সম্মতি জানিয়েছিল। পিতার পদধ্বনি যথন ক্ষীণতম হ'য়ে মিলিয়ে গেল, তথন সরমা মনের ম্থোস খুলে, রেগে উঠে বলতে লাগলো—"ভারী তরুণ! আঘাতেই ঘা'র আনন্দ। চাই না আমি ওর কাছে শিথতে! আহ্বক না; আমি বলব বাবা নেই; আজু আর আড্ডা— এমন সময় নীচে তরুণের গলা শোনা গেল, সে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো—

"বাবু নেই। ওঃ তা' হলে তারী অস্থবিধে হ'লে দেখছি। আমি তাঁর সলে আৰু Resurrection দেখতে যাব' মনে ক'রে তু'ধানা টিকিট কিনে নিয়ে এসেছি তাইতো একথান। টিকিট কি করি পু আরার একটু পরে শোনা গেল, "তোমাদের দিনিমণিকে ডেকে জার দরকার নেই। ছবি তো শুধু গল্পটাকে প্রতাক্ষ করা নয়, দেখতে হয় সেই সল্লাসীর কলমকে ছাপিয়ে জালোছায়ায় কত বেশী রূপ প্রকট হয়েছে। আচ্ছা আমি তা'হ'লে চল্লাম; তোমাদের বাবু এলে ব'লো—।

এমন সময় সরম। অগ্রাহ্যের ভাব নিয়ে এদে তরুণকে যেন হঠাৎ দেখে ফেলে—"আপনি কথন এলেন? বস্থন, বাবা হয়তো শীঘ্রই আসবেন।" তরুণ চট্ ক'রে পান্তিন গুটিয়ে ঘড়িটায় এক নিমেষ দৃষ্টি দিয়ে বল্লে—"বেশীক্ষণ তো অপেকা করতে পারবো না। মোটে কুড়ি মিনিট সময়; ঠিক ছটায় কি না?"

সরম। জিজ্ঞাস। করলে "ঠিক ছটায় কি ক বাব। থাকলে তো যাবার জন্মে এত ছটফট করতেন না।" "ছটায় বায়স্কোপ স্থক্ষ হ'বে। বসি একটু—এলে জ্জনেই যাবে। " এই অভিযানে সরমার স্থান না থাকাতে সেমনে আনাত খুবই পেল, তবু হাসির রেশ রেপেই বললে "তবে একটু চা আনিগে বলে অন্দরের দিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। যথন সে চা নিয়ে ফিরে এল তখন দেখলে তরুণ চলে গেছে। শুধু চাকরটা জানিয়ে দিল—"বাবু বলে গেলেন আর বস্তে পারবেন না।" সরমা চায়ের ট্রেটা বাইরের ধরের টেবিলে বসিয়ে বেথে স্থিতিগদে উপতের এদে, গাটেতে উপত হয়ে শুয়ে বালিশে মাধা গুলিছে দিল।

হরেশ বাবুর সে দিন বাড়ী ফেরবার পথে একজন প্রতিবেশী সন্তদ্য হ'য়ে তাঁকে বললে—"আপনাদের বাড়ীতে ধ্বর বাড়ুয়ে এটণীর ছেলে তরুণ আসে। আপনারা ধ্বাই তার সঙ্গে—হেহে ব'ল না খাম খুড়ো, স্থরেশ বাবুর বরাথ জোরট। ভালই।——তবে" স্থরেশবাবুর এর বেশী শোনবার বাসনা না থাকায়, "তাইতো বাড়ীতে ধ্ব-জারি। তা আর একদিন আসবো," বলেই, জোরে ধ্রের দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

সরমার ঘরে এসে দেখলেন, সে বালিশে মাথা ওঁজে অসময়ে ভয়ে আছে, চাকরটা তাঁকে থাগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে ভরুণ বাবু চা না খেয়েই চলে গেছেন। চায়ের ট্টোকেও তিনি বাইরের টেবিলে পড়ে থাকতে দেখে এসেছেন। ঘরে চুকেই বুঝতে পারলেন, মেয়ের আজ কী বলবার আছে। বক্তবাটুকু আগেই জানিয়ে দিয়েছি: তবে স্থারেশ বাবুর উপদেশটা আবার জানিয়ে রাখি। তিনি বলেছিলেন—"মোহ হচ্ছে আবেশ, আর নত্তা হচ্ছে বিজ্ঞ অবস্থা।"

সেদিনকার ব্যাপারে সরমার লক্ষ্য যতথানি ভেঙ্গে-ছিল ততথানিই বেড়েছিল সাহস। এবার সে হেন্ডনেন্দ্র করবার দ্বগ্যে বেপরোয়া হয়ে উঠলো। সে ভেবে ঠিক ক'রলো, চেপে গাওয়ায় হয়তো চাপাই রয়ে যাছেই; এক্ষেত্রে প্রকাশ করারই একট্ প্রয়োজন। তার এই নতুন প্রত্যাদেশ মত নিজেকে প্রস্তুত করে তুললে, যা'তে আর অপ্রস্তুত না হতে হয়।

তরুণ আগতেই হ্বরমা সেদিন মুগ্ধ থাসিতে তাকে অভার্থনা করলে। তরুণ এ ভাবাস্তরটা গ্রাহা করলে না। নীরস ভাবেই ব'লে উঠলে—"হ্বরেশ বাবু বুঝি বাড়ী নেই। তাইতো—"

সরম। বলে উঠল—"না না বাড়ীতে রয়েছেন থে" তারপর মিনতি-গাঢ়ম্বরে বললে—আমরা কি আপনার সক্ষে আলোচনা করবারও অফুপ্যক্ত।

তক্ষণ তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে বললে "আমি এ ঘৰে বস্ছি, স্থাৰণ বাৰুকৈ একট় জামাবেন কি।" এক মুহুৰ্ভেই স্বমাৰ মন মুসড়িয়ে পড়লো। সে খবিত ঋলিত চৰণে অপুসূত হল।

চাকবের কাছে খবর পেয়ে, চটি ফটফট করতে করতে স্বরেশ বাবুবাইরের ঘরে এসে জুটলেন; হাতে থ খবরের কাগজ। উভয়েরই মুখে সম্বয়ের হাসি ফুটে । উঠলো; সরমা আড়াল থেকে দেখে সরে গেল।

স্থারশ বাবু প্রথম কথা কইলেন, বললেন—"নেখছো, দিনের পর দিন কত মেঘলা হ'য়ে উঠছে এই দেশের ই আকাশ ?"

তক্তণ বললে—"ঝড়ের আঘাত যথন লাগে তথনই শাস্তিব আশাসাগে।"

স্থরেশ বাবু নিরতিশয় স্লিগ্ধ স্থারে বল্লেন, "আশাটা হয়তো স্বাভাবিক; তবে তা' ফলে যাবার সম্ভাবনা ভক্ষণ হাসলে; পরে `গন্তীর মূখে বলে উঠলো— "মেটা ধৈর্যোর উপর নির্ভর করে।"

স্থরেশ বাবু বল্লেন-- "অর্থাৎ ?"

তক্ষণ বললে— যতথানি পাওয়ার আশা নিয়ে ক্রীড়া স্থক্ক হয়, ততথানি না পেয়েও যদি আপনি ভাবেন পেয়েছেন, তা' হ'লে সবটুকু পাবার অধিকার আপনার শেষ হ'য়ে যায়।"

স্থরেশ বাবু বল্লেন—"বড় বেশী ঘোরালো হ'লো কথাটা। তুমি যদি——"

সরমা ঘরে চুকছিলো; পিছনে ভূত্যের হাতে চায়ের ট্রেডে পরিপূর্ণ সরঞ্জাম। সরমা শেষ কথাটা শুনে আচমক। বলে বসলো, "বাবা, তরুণ বাব্র নীতিটাই ওই। উনি সরল সহজ্ঞটাকে ছেড়ে ঘুরে বেড়ানটাকেই পছন্দ করেন।"

তরুণ এ কথার জ্বাব না দিয়ে, 'স্থরেশ বাবুকে বদলে—"আমাকে আমি জটীল করার প্রশ্রম দিই না; ভবে অস্তরের ভাবকে প্রকাশের উপযুক্ত ভাষার দৈল্ল পদে পদে অস্তত্ব করি, স্থরেশ বাবু। হয় আমি ঠিক বুঝি না নিজে আর নয় পারি না পরকে বোঝাতে। আরও একটা কথা, আমার কাছে যা' অনায়াস, আপনারই হয়তো তা শক্ত ঠেকে। এর মধ্যে দোষ কারও নেই। আছে পার্থকা।"

সরমা ভাবলে তরুণ তাকেই উত্তর দিলে। তাই সে হেসে এক কাপ চা ঢেলে তরুণের দিকে হাসি মুখে পেরালাটা বাড়িয়ে ধরলে। তরুণ বল্লে—"টেবিলেই রাখুন, আমার আবার চা একট ঠাণ্ডা থাওয়া স্বভাব।"

সরমা টেবিলে পেয়ালাট। নামিয়ে রেখে, স্থরেশবাবুকে
এক পেয়ালা চা ঢেলে দিয়ে, একটা চেয়ার টেনে এনে
ম্থোম্থি হ'য়ে বস্লে। আজ সরমা তার সব চেয়ে
পছন্দের শাড়ী রাউজে, আয়নার সামনে কড়া সমালোচকের
চোথ দিয়ে নিখুত করে সেজে এসেছিল।

হুরেশ বাবু মেয়ের এই সজ্জার বহর দেখে ভাধালেন— "তোমার বুঝি আজ কোথাও নেমস্তন্ন আছে ?"

স্থরমা হাসির ঝিলিক হেনে, বললে "না, বাবা। এমনিই ইচ্ছে হ'লো। একটু বেড়াতে যাৰে ?" স্থরেশ বাবু—"এখন কোথায় হাই। আছে। তক্তন, কোন বায়োস্থোপে গেলে হয় না।" তক্তন চায়ে চুমুক দিচ্চিল। পেয়ালা থেকে মুখ সরিয়ে বল্লে—"বায়স্থোপের সব ছবি তো ঠিক দেখার উপযুক্ত নয়। তা'র চেয়ে যান না একট ইডেন গাডেনে বেড়াতে!"

সরমা বল্লে—"All Quiet বইটা সবাই ভাল বলছে; সেখানেই চল না বাবা।"

সুরেশ বাবু বল্লেন—"চল তরুণ, আজু আমরা ওটাই দেখে আসি।"

তরুণ তাড়াতাড়ি পেয়ালাটাকে নিংশেষ ক'রে নিয়ে বললে—"ও বইথানা এখনও পড়ি নি। না পড়ে, না কল্পনার চোখে ও ছবিটা এঁকে আমি তো থেতে পারি না। আমি যাচ্ছি আজই ও বইথানা কিনে পড়ে ফেলব। আচ্ছা তাহ'লে আজু আসি, আপনারা যান।" বলে সভ্যিই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো।

তরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে পর স্থরেশ বার্ বললেন—"আতি পাগল। আঘোদ-প্রমোদের মধ্যেও নিজেকে ফাঁকি দেয়না।"

সরমা কঠে শ্লেষ এনে, উত্তর ক'রল—"ওসব কিছু নয়, খামথেয়ালী!"

স্থরেশ বাবু একটু মৃহ হাসলেন মাত।

সরমা অনেক দিন থেকেই স্থযোগের প্রত্যাশায় ছিল।
তাই আজ যথন সেটা আচমকাই মিলে গেল, তথন
সাবধানের গণ্ডীটা না জেনেই টপকে পার হল।

তরুণ এসে বাইরের ঘরে বসে ছিল। কি জানি একটা ইংরাজী কবিতার বই তন্ময় হ'য়ে পড়ছিল। এমন সময় প্রথম প্রেমের কবিতার মত, শাস্ত সঙ্কৃচিত হয়ে চুকলো সরমা। আজ সে নিজেই এসেছে চায়ের টে আর থাবারের থালা নিয়ে। চা ঢেলে খাবারের থালাটা তরুণের সামনে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে, নিজের জন্তা চালতে ঢালতে মিহি হারে সে বললে—"তরুণ বার্, খাবার চা আর পত্ম এ তিনটেতেই মনোযোগ ক'রলে ভাল হ'ত নাকি?" তরুণ প্রথম সরমার মুখের দিকে তাকাল, ভারপর দেখল খাবারের থালাটা। পেরালার আংটায় আছুল গলিয়ে মুখের কাছে তুলে নিয়ে, জিজ্ঞাসা করলে—"হারেশ বারু কোথায়!"

সরমা বললে—"বাবা না এলে কি সভা অচল !"
তক্ষণ শুধু বললে—"অচল হবে কেন ? তবে কথা
বলে আনন্দ পাই এই যা।"

দরমা রহস্তের ছলে জিজ্ঞাদা করলে—"আমার দক্ষে কথা বলতে কি আপনার ভাল লাগে না তরুণ বাবু।"

তরুণ বইটাতে মনোযোগ করেছিল, মাথা না তুলেই বললে—"ভারী স্থন্দর চা করেছ ভো।"

স্থরমা খুসী হ'য়ে অন্তনয়ের ভঙ্গীতে বললে—"ও গোসামোদ রাখুন। এ'খাবারগুলো খাবে কে ?"

তরুণ মাথা তুলে একবার চেয়ে দেখলে; পরে গালে একটা থাবার ফেলে চিবানর সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলো— "বা: থাসা থাবার। কোন দোকানের তৈরী ?"

দরম। বললে— "আমরা কি আমর ওসব পারি। দোকান ছাড়াকি ভাল থাবার হয়!"

তরুণ বললে — "ওঃ তোমার তৈরী। বাং বড় **স্থ**ন্দর তো!"

তরুণের প্রশংসায় তার মনও ভবে উঠছে, উত্তেজনাও বেড়ে চলেছে। তাই সে আর এক ধাপ এগিয়ে এল। বললে,—"তরুণ বাবু আপনার মুখে ও টর্টয়েজ শেলের চশমা মানায় না।"

তরুণ বললে—"বটে !"

স্থরম। বললে—"আচ্ছা বাবে সেদিন আপনি অমন ক'রে হাত চেপে ধরেছিলেন বা কেন আর সেদিন আমায় দেখেই বা এ বাড়ীতে চুকলেন কেন ?"

তঙ্গণ বললে—"কৌতৃহল হ'য়েছিল"

হুরমা বিশ্বয়ের হ্বরে বললে—"ভুধু কৌতৃহল"

তরুণ বললে—"তুমি কি এর অন্ত কিছু কারণ পেয়েছ

স্থরমা বললে—"না আমি কিছু ভাবি নি।' তবে মাজ আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, কদিনই বা আপনার সঙ্গে মাধানের আলাপ অথচ মনে হয় যেন চিরকালের জানা।" তরুণ বললে—"অচেনাকে চেনাই ভো হচ্ছে মাসুবের

<sup>৪৭ ও জ্ঞান।''</sup>
সরমা বললে—"তা হ'লে আপনাকে নিশুণ আর

<sup>মানহীন</sup> বলভে হয়।''

তরুণ বিশ্বিত হ'য়ে বললে—"কি বললে সরমা ।" সঙ্কৃচিত হয়ে সরম। বল্লে—"আপনার কথাতেই আপনি বোকা প্রমাণ হচ্চেন।"

তরুণ জিজ্ঞাসা করলে—"কেন •ৃ"

সরম। সমস্ত সাহস নিয়ে বললে—"আমাকে তো আপনি আজও চিনতে পারেন নি।"

তঞ্ব বললে—"থুব পেরেছি।"

সরম। জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করলে—"কি বুঝেছেন বন্দুন দেখি ?"

তরুণ হাঁ হ'মে গেল। বলে কি ? সরমাকে চিনি না ? থুব চিনি! ও আবার হেঁমালী বলছে। তরুণ ভাববার জন্তে উঠে পায়চারী করবার ইচ্ছাম উঠতেই, সরমা তাকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলে; বল্লে— "সেই বাদের ব্যবহারের প্রতিশোধ।"

তরুণ একথায় তত মনোথোগ না দিয়েই বল্লে—
"দরমা আমি কি ব্রুতে পারি নি', তা' আমায় ব্ঝিলে
বল না?"

সরম। ব্যক্ষভরা করে বললে, "হা তাই বলি আবর আপনি আমায়—" ক্রমার যথন কথাটা শেষই করেৰে না ব্রবে, তথন তরুণ উৎকণ্ঠায় সারা হ'য়ে গিয়ে, বললে "আমি তোমায় কি করবো সরম।?"

সরমা স্বগতোক্তির মত, বলে উঠলো—"না কাজ নেই। ওই দোষেই শূর্পণথার নাক-কাটার ব্যবস্থা হয়েছিল।"

তক্রণ বিশ্বিত চাহনী নিয়ে বললে "তোমায় আজা ক্ষোলীতে পেয়েছে। আচ্ছা আজ তা হ'লে চলাম।" বলেই সে উঠে পড়লো। দরজার কাছে এসে টের পেলে যে তার জামা পেছন থেকে টেনে ধরেছে সরমা। বিপুল জোরে জামাটা ছাড়িয়ে নেবার চেটায় বফল হ'য়ে সে ফিরে দাড়াল ম্থোমুখী হ'য়ে। স্থরমা প্রদীপ্তম্থে আন্ধারের স্বরে বললে "বদ না ?"

তক্ষণ বললে—"না!"

স্থরমা বললে—"ঠিকই তো; চাওয়ার আগেই পোলে আর সে দ্বিনিষের দাম থাকে না।"

**जरू** कारा बागिया, मृज्यस वनान-- वाहा-

লতার সীমা আছে; আজ দেখছি তুমি আমায় ধৈৰ্য্যচৃতি
না ক'রে ছাড়বে না। আজ আমি এইখানেই দাঁড়ি
টানতে চাই।' বলে দে যাবার জন্মে ফিরল। সরমা
সামনে এদে পথ রোধ করে দাঁড়াল। উত্তেজিত হয়ে
দে বললে—"সংহার ছাড়া স্ষ্টি কখনই তোমাদের দিয়ে
সম্ভব হয়নি।" বলেই দে নিমেষের মধ্যে দেখান থেকে
অপস্ত হ'ল।

তরুণের চনকটা ভাঙ্গতেই, সে দেখলে হারেশ বার্ অপ্রসন্ধ মুখে ঘরে চুকছে। ঘরে চুকেই তিনি বললেন "তরুণ!"

তরণ বললে—"আজ আমার দবই গুলিয়ে যাছে হবেশ বাবু; কাল আপনি আমার দকে বাড়ীতে দেখা করবেন।" বলেই সে এতে দেখান থেকে দরে গড়ল। তরণ বুঝেছিল, সরমার শেষ কথা হবেশ বাবুর কালে পৌছেছে নিশ্চয়।

তক্ষণ রাস্তায় নেমে এক টু বেতেই কেন জানি পিছন ফিরে সরমানের বাড়ীর দিকে তাকাল। ও বাড়ীর জানলায় আলো সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলে প্রতিবেশীদের মধ্যে গু'চার জনের অঙ্গুলি-সঙ্কেত-নির্দিষ্ট হয়েছে সে। আরও গু'ণা এগোতেই, একজন লোক জনাহত তার নাম ধরে ডেকে, আলাপ জুড়ে দিলে— "হেঁ হেঁ তরুণ বাবু! স্থারেশ বাবুর বাড়ী থেকে আসছেন বৃঝি।"

তরুণ সংক্রেপে জবাব দিল—"আজে হাঁ।"

লোকটা বল্ল—"নেশ! বেশ! তবে কিনা ওর নেমেটা বড় বাচাল। একটু সামলে চলবেন। পুরুষের বড় গা ঘেঁসা। গ্রা, মেয়ে বিয়ে করতে হয় তো আমার ভাইঝি, কি রূপ কি—" তরুণের তথন কনের থবরের বিশেষ প্রয়েজন না থাকায় সে আবার চলা স্কুরু করলে, পথে যেতে অনেক কিছু ভাবলে, শেষে ঠিক করলে, পরের দিনই সে স্ক্রেশ বাবুর কাছে ভিক্ষা চেয়ে বসবে। মনটাকে দে দৃঢ় করে নিলে মায়ের কাছে মিনতি করে অনুমতি পাবার।

বর্ত্তমান উপস্থাসের গতারুগতিকতায় ও বাস্তব-তার নামে অতি অস্বাভাবিকতায় যাঁহার। বিরক্ত তাঁহারা পুস্পপাত্রে প্রতিমাসে রাণী স্তর্কচিবালা চৌধুরাণীর 'ফাঁকিন্ত্র নেশা' উপন্যাস পাঠ করুন। বৈশাথ হইতে চলিতেছে।

খ্যাতিমান পণ্ডিত স্থকবি কালিদাস রায়ের সাহিত্য-প্রসঙ্গ প্রতিমাসে পুষ্পপাত্তে পাঠ করুন। দেখিবেন সাহিত্যের এরূপ রস-আলোচনা বাংলায় সম্পূর্ণ নৃতন কি না ?



# বজ্বস্থা

—-উপত্যাস—

শ্রীপ্রমীলা রায়

( প্রব্রপ্রকাশিকের পর।

١.

ছুটীর দিনগুলি এক এক করে কেটে আসছিল— এবার প্রভাতের ছুটী ফুরোলে মীনা তার সঙ্গে কল্কাতা প্রান্ত যাবে; সেখান থেকে হাজারিবাগ যাবে, এই ঠিক ধ্য়েছিল। অনেকদিন পরে মায়ের কাছে যাবে বলে, ভার আর আন্দের শেষ ভিল না।

কিন্ত নামুষ গড়ে, ভগবান ভাঙেন একথাট। চিরকাল ধরেই থেটে আস্ছে: তাই প্রভাতের ছুটী ফুরোতে বথন মার দিন হুই বাকী, তথন হঠাৎ শুদ্রাংশুর টেলিগ্রাম এলো "মার কলেরা হয়েছে—মীনাকে অবিলম্বে পাঠাও।"

বাপের বাড়ী যাওয়ার আনন্দ বিদায় দিয়ে চোথ
মৃছতে মৃছতে মীনা, ছেলেটাকে কোলে নিয়ে পাকী চড়ে
রসল। জগমোহন নদীর ঘাট পর্যান্ত সঙ্গে পোলেন;
বর্লেন "ভয় নেই—ভগবান কক্ষন্ গিয়ে তুমি তাঁকে একট্ট
ভলেই দেখ—আমার দাদা ভাইএর যত্ন করো। একট্
স্বন্থ হলেই চলে এসো—তোমরা ঘুরে এলেই দাত্র অনপ্রাণন হবে।" মীনা কিছু বল্তে পাব্লে না—তার
চোবে তথন প্রাবণের ধারা নেমেছে—'কলেরার ক্ষণী
ঘার ছিদনের পথ! কে জানে মোটেই দেখতে পাব
কিন! ভগবান্—আমার সকল আনন্দের উৎসের
৪পরেই, এমন করে পাথর চাপা দাও কেন •

উৎকণ্ঠায় ছ'দিন কাটিয়ে মীনা দেড় বছর পরে যথন মাবার হাজারিবাগে ফিরে এল, তথন শুলাংশুর খালি শিও গলার 'কাচা' তাকে তার মাতৃহীনতার থবর দিলে। চীৎকার করে কাঁদতে একবার ইচ্ছে হোল বটে কিন্তু গলা চেপে গেল—কোনো বুরই ফুটলো না।

স্ধাংশু, হিমাংশু দ্লানমূথে এসে তার পাশে দাঁড়ান—

শীবে ধীরে তার কোন থেকে ছেলেটীকে তুলে নিলে।

একটা অসহ আর্জনাদে তার বুকের ভিতরটা এপারধ্বার হয়ে চিরে যাজিল। কিন্তু,মূথে তার ভাষা ছিল

না, জড়ের মত সে এক জায়গাতেই পড়ে ছিল। সমস্ত অন্তর ভরে একটা হর করুণভাবে বলে যা**চ্ছিল** 'মা' 'মা' 'মা'।

ছই ইট্র মধ্যে মৃথ গুলে সে বসেছিল। মলিনা তার পানে এসে বদ্ল। পিঠের ওপর হাত রেখে ধীরে ধীরে সে ডাকলে 'মীরু' 'মীনা'! অধীর হচ্ছ কেন ভাই? স্বামী হুরিয়ে যাকে বেঁচে থাকতে হয়, তার সে বাঁচায় কোনো প্রয়োজন নেই, তা তো আর আজ জান্তে তোমার বাকী নেই। বাবা যাওয়ায় পর থেকেই মা বাইরে ঠিক থাক্লেও ভেতরে তাঁর কি য়য়ণা সহ করতে হত, তা তুমি একটু একটু তো দেখেই গিয়েছিলে। ভেতরে ভেতরে করের গিয়েছিলেন বলেই, এই সামান্ত পেটের অস্থ্টা কলেরায় দাঁড়াল আর তা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা তাঁর হল না। বাবা, গোওয়ার এইটুকুমাত্র পরে তিনি গেলেন, তাতে আমাদের যত কটই হোক না কেন, তিনি এ জন্মের মত বেঁচে গেলেন।"

মীনা মূখ তুলে লাল চোথ ছটো মলিনার দিকে ফিরিয়ে বল্লে "আমার বাবা নেই, মা নেই, আমার যে কেউ থাক্লো না—মা—মালো।"

ন্নিগ্ন কঠে মলিন। বল্লে "বাবা, মা, চিরকাল কারোই থাকে না মীত্ব; আমারও তো বাবা, নেই। তোমার তো পরম আশ্রয় স্বামী আছেন, ছেলে আছে; এখন এদের দেবাতেই তুমি আস্থা-নিয়োগ কর। আমরা তো পরের জঞ্চেই জল্লাই—পর নিয়ে স্থাপন করি।"

একদিন, হদিন করে করে শতদলের আদ্ধ হয়ে গেল। এইবার মীনার যাওয়ার পালা; একবার পিয়ে-ছিল রমাপতির আদ্ধের পরে, আবার যাবে শতদলের আদ্ধের পরে। সেবারে মা' ছিলেন—এবারে মা নেই। হাজারিবাগে আবার কৰে আদবে, কেমন ভাবে আদ্বে—দে চিস্তা তার মনে এখন থেকেই হচ্ছিল। ওদিকে জগমোহনের শরীর ধারাপ হয়ে উঠছে, প্রভাতের চিঠিতে এই খবর পেয়ে সে আর ধাক্তেও পারছিল না।

আশৈশবের চেনা বাড়ীঘর ফেলে, এবার মীনা নতুন করে যেন খণ্ডরবাড়ী গেল—তার যাওয়ার সময়ের ছঙ্গছলে চোথ ছটোকে গুলাংগু কিছুদিন ধরে ভুলতে भाश्रत्मन ना। सूर्धाः ७, हिमाः ७ लुकिस्म लुकिस्म त्कॅरम বেড়ালো। আর ঘতী! সে ভাবলে রমাপতি তাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, তিনি গেলেন, তার পরে যিনি মায়ের মত ক্লেহে তাকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন, তিনিও গেলেন, মীনা তো স্বামী, পুত্র নিয়ে সংসারী, তবে কেন আর কিসের টানে এখানে পড়ে থাকা ? সদক্ষোচে সে ভ্রভাংতর কাছে বিদায় প্রার্থনা করলে, তিনি বল্লেন. "বাবা গেলেন, মা গেলেন, তুমিও গেলে, এই পাধাণ পুরীতে আমি কি করে টি কব ভাই? হাঁপিয়ে উঠব যে! আর কিছুদিন যাক্-বিয়ে থা' কর, করে আমাদের একজন হয়ে থাক। হঠাৎ যদি আমি মরে যাইতো স্বধাংও হিমাংও বে অকূল পাথারে পড়বে! বাবা যে তোমাকে পুদ্রাধিক মেহ করতেন তাকি ভূলে र्शल ?

একটু দ্লান হেদে যতী বল্লে "তবে তাই হোক বড়দা। আপনার লেহাকাজ্জী হয়ে, স্থাংগু, হিমাংগুর হিতকাজ্জী বড় ভাই হয়ে, এ সংসারেই আমাকে মিলিয়ে যেতে দিন্। তবে সংসার আমি পাত্বো না—সে আমার সহা হবে না।"

ভ্রাংশ তাকে বলবার মত কোনো কথা আর খুঙ্গে পোলেন না।—

যাগুয়ার সময় মীনা যতীকে তেকে বল্লে, "যতীলা, বিয়ে করো—তোমাকে সংসারী দেখলে আমরা সবাই স্বথী হব। তুমি এমনি উড়ে উড়ে বেড়াবে—সে কি দেখতে আমাদেরই ভাল লাগে; কি অভাব তোমার, তাই যে তুমি বিয়ে করবে না? রাজী হও যতীলা—পাত্রার ভার আমি নিলাম।"

মান হেসে যতী বললে, "অভাব ? না অভাবই বা কিসের ? বিয়ে করা আমার পোষাবে না! তা এক কাজ করনা কেন মীন্ত্র, পাতীর ভার বদি তুমি নিলে তো বিয়ের ভারটাও তুমি নেও না কেন ?"

"বিষের ভারও আমি নিচ্ছি যতীদা—তুমি শুধু বিষে করে এদো—মা নেই—তোমাকে যত্ত্ব করবার কেউ নেই —যদি বিষে করো, তবে আমি বুঝৰ বড়দাকে দেখবার জত্তে যেমন বৌদি রইলো, তোমাকেও সব সময়ে দেখবার তেমনি একটা লোক হয়েছে।"

"সে হয় না মীয়—ভগৰান না করুন্ সে রক্ষ দরকার হলে বোন্ বলে ভোমার দরজাতে গিয়ে দাঁড়াব, তুমি আমায় দেখবে না ?" ঘাড়ের ওপর মীনার ছেলেটা ধরা ছিল, তাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে কোলে নিয়ে চুম্ খেতে খেতে বললে "আর এই বেটা ? এ বেটা বুঝি তার মামাকে দেখবে না—দরজা থেকেই তাড়িয়ে দেবে? কেমন রে খোকা?"

মীনার চোপ ছটে। জলে ভরে উঠল—আর সময় ছিল না—প্রভাত তাগাদা জুড়েছিল। তবুও মোটরে উঠে বল্লে, "যতীদা, পাগলামি ছেড়ে দেও ভাই—বিয়ে করো।"

সামনের সীটে উঠে বদতে বস্তে ষতী বল্লে,—
"তুমি আমাকে মাপ কর মীনা, বিয়ে করার কোনো
প্রবৃত্তিই আমার নেই—যদি কথনো তা হয়, তাহলে
তোমাকে আগে থবর দেব।"

ছ, ছ করে মোটর চল্লিশ মাইল চলে ষ্টেশনে এদে পৌছাল। ট্রেণের আর বেশী সময় ছিল না—টিকিট করাই ছিল—উঠে বদে, মীনা আবার বল্লে, "আমার কথা মনে রেথা, যতীদা সময় হলে থবর দিও।"

ছণ্ট। পড়লো—গাড়ী চলতে আরম্ভ কর্লো—যতী
প্রান্টফরমেই দাঁড়িরে রইলো। একটা দীর্ঘনিঃখাস ফেলে
বল্লে, "না জেনে, না বুঝে আমার মনের কোন্
জায়গাটা তুমি ছুরি চালিয়ে ক্ষত বিক্ষত কর্লে মীনা
তার খবর তুমি এ জন্মেও পাবে না। তুমি তো ব্ঝবে
না যে আমার বিয়ে না করার কারণ কি! এক ফুলে কি
হ্বার প্জোহয়! আজ স্বামী প্রের কল্যাণী, মক্লম্মী
আমার এ কপ্ত তুমি হয়তো ব্ঝতে পার্বে না—বোঝাতে
তা আমি চাইওনা ভোমাকে, কিন্তু যখন সময় ছিল,
তখনও তো বোঝাবার চেপ্তা করিনি—আজ তুমি আমার
জীবনে অন্ত রক্মে এসেছ বলেই কি মনের কথা মুছে
ফেলে দেব? যাও মীনা—তুমি তোমার স্বামীর সক্লে
তার ঘরে; আর তুমি আমার সামনে এলো না। ব্ঝতে
পারছি এখন, 'ল্যান্থ' কত বেদনায় বলেছিলেন—Son
of Alice Call their I'ather."

গাড়ীতে বসে মীনা কিন্তু স্থান্থির হতে পার্ছিল না মোটেই। ছাইমি করে করে ছেলে যথন ঘুমিয়ে পঙ্ল, প্রভাতের কোলে থেকে তাকে নিয়ে বেঞ্চের ওপর বিছানা পেতে ভাইয়ে দিলে। প্রভাত বরাবরই মীনাকে লক্ষ্য করছিল। ছেলে ভাইয়ে দিয়ে, তার পাশে বসে জানলার কাচের ভিতর দিয়ে বে বাইরের দিকে চেয়েছিলো। তার এই নীরবত। প্রভাতের মনকে খুব দরদের সক্ষে

ল্পর্শ করলে। ধীরে ধীরে সেও তার পাশে এসে বল্লে—
গলাটা জড়িয়ে ধরে, কাঁধের ওপর মাধাটা রেথে দিয়ে
মৃহ স্বরে সে জিজ্ঞাসা কর্লে, "কি হোল তোমার মীয় ?—
মামাকে বলো—তোমার হৃঃথ, তোমার অঞ্চ সব মৃছে
নেবার জন্মে আমি যে সব সময়েই ব্যগ্র হয়ে থাকি!—
মামার হাতের মধ্যে হলে, তোমাকে কথনো হৃঃথ দেব
না।—এ কি, তুমি কেঁপে উঠছ কেন ? বল আমায়।"

অতর্কিত মাত্রবিয়োগ, তাঁকে না দেখতে পাওয়া, হাজারিবাগ থেকে এই অল্পদিনের মধ্যেই চলে আসা. যতীর দক্ষে কথাবার্তা-স্ব কিছু মিলেই তার মনকে তোলপাড় করে তুলছিল। যতীর বিয়েতে অসমতে কেন তা বৃঝতে মীনার দেরী হয়নি একটও, সেই জ্ঞেই তার মনটা আনরো খারাপ হচ্ছিল এই ভেবে যে যা নিষিদ্ধ তাতেই মামুষের এত লোভ কেন ? যতী তো ভাল करतरे जात्न रह रम এখন অপরের স্ত্রী, প্রিয়া, धর্ম্মপত্নী, তারই সন্তানের জননী! তবে কেন সে ছোটবেলার কথা, যা থেলাচ্ছলেই স্থির হয়েছিল আবার থেলাচ্ছলেই তেঙে গিয়েছিল, সেই বিয়ের কথা ভূলে যায় না ? यिन দে বিয়ে করে দংসারী হ'ত, তবে হয়তো মীনা মনে করতে পারত যে সে তাদের দেওয়া বেদনার কথা ভূলেছে—জীর ভালবাদায়, স্বামীর কর্তুব্যে আপনাকে ভূবিয়ে **রেখেছে। কিন্তু তা তো** হবার নয়। এবার মীনা ভালকরেই বুঝেছে যে যতী বিয়ে করবে না। আর তাই তার এত ১৮৪। ছিল তাকে রাজী করাবার কিন্তু কিছুই হল না। তার হঃখটা যে কত গভীর তামীনা যেন বুঝতে পারছিল; কিন্তু ভার মনে ভো কোনো হঃধই নেই--এমন ক্লেহময় স্বামী, ননীর পুতুলের মত ছেলে যার ভার আবার ছ:থ কি । এই তো স্বামীর মেহ শীতল হাতথান। তার গলা জড়িয়ে ধরে আছে, এই তো তার প্রতি নিখাদটীও সে অফুভব করতে পারছে 1

প্রভাতের বৃক্তের মাঝে মাথা রেথে মীনা, ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, অনেকক্ষণ কেঁদে সেণান্ত হল। এ কালা কেন, কার উদ্দেশে তা সে নিজেও ভাল করে বৃথতে পারলে না, প্রভাত তো নয়ই। মেঘ করেছিল—বর্ষণ করে গুমোট কেটে গোল, নির্মাল হাসি মীনার মূথে থেলা করতে লাগল। ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রভাত বলে "কাদলেকন মীয়, আমার কোন ব্যবহার কি ভোমাকে কট দিয়েছে—? না? ভবে কেন কাদলে? তুমি তো নিষ্ছিলে—কিন্ধ জান কি, তোমার চোথের জল; আমার কি বেয়ে যতটা গড়িয়ে যাজিল, রক্তটাও আমার, ততটা হয় হয়ে যাজিল; কোন গভীর ছংথ পেয়েছ সম্বেষ্

নেই, কিন্তু সেইটাকেই তো রাজা করে রাথতে হবে না—
আমাকে বল্লে হয়তো আমি কোনো উপায় করতে
পারি।

"কিই বা তো মাকে বলব! জানো ডো মে বাবার একবার খেয়াল হয়েছিল, মতীদাকে জামাই করবার— তারপরে তো মাকে পেয়ে পর্যান্ত সে কথা তো, আর একবারও শুনিন। মতীদা কিন্ত সেই আবছায়া রকম শোনার পর থেকেই আর বিয়ে গাওয়া কর্বে না বলে 'ভীন্মের প্রতিজ্ঞা' করেছে। বাবা থাক্লে হয়তো এর একটা উপায় হতো—এবারেও আমি খুব অন্তর্মাধ করেছিলাম বিয়ে কর্বার জন্তে কিন্তু তার সেই ধহুক ভাঙা পণ— 'দরকার হলে বিয়ে করব।' এ আপত্তি কেন তা কি আমি বৃঝি না? আর বৃঝি বলেই, এইটা. আমাকে পীডা দিছে।"

"ভুলমীনাভুল। যতীবাবর ওপর শ্রহ্মা আমার আরো বেডে গেল। ভাল, মাতুষ, জীবনে একবার বাদতে পারে-ভবার কি দশবার ভালবাসা যায় नা। স্নেহ ভক্তি, শ্রদ্ধা এ সব ভালবাসারই বিভিন্ন স্তর। এ সব এক সঙ্গে দশ জনের সঙ্গে আদান-প্রদান করা যায়, কিন্তু প্রেম একজনের, আর এ জিনিস্থদি কেউ একবার পায় তো কিছতেই ছাডে না—আমংণ সাথে রাখে— গোপন রত্বের মত লকিয়ে ফেরে। যতী বাব বিয়ে করবে কি করে? যাকে বিয়ে করবে তার ওপর যদি ঠিক মত কর্ত্তব্য পালন না করতে পারে তবে সে বিয়েও তো মহাপাপ !— যতী ভোমাকে আমংণ ভাল বাস্ক্রক, তাতে আমার ক্ষোভের কোনো কারণ নেই---বাগানে ফুল ফুটলে তার সৌন্দর্যা ও গল্পে কত লোক ম্থ্র হয়—কিন্তু ফুলে অধিকার শুধু সেই যার বাগান তার। সেই রকম ভাগ্যক্রমে আমি তোমাকে পেয়েছি বলে কি অপরে তোমাকে ভালবাস্থার স্থযোগটকও পাবে না-এমন হিংম্বক আমি নই, তোমার সর্বময় অধিকারী আমি। কিন্তু নীরব পূজা যদি কেউ করে তাতে বাধা দেবার অধিকার আমার তো নেই মীমু-বিশেষ যথন তাতে করে আমাদের কিছু ক্ষতি হচ্ছে না।"

"কিন্তু কেন? আমি যথন তোমার ধর্মপত্নী, তথন কেন অন্তে আমাকে পূজা বল, স্নেহ বল, ভালবাসা বল, করবে? কেন? এইটাই আমি সইতে পারছি না। যতীদার যদি বৌ থাক্তো তবে কি ওর আর এই সব মনে থাক্তো? না সে-ই মনে রাথতে দিতো? আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তোমার কাছে অপরাধিনী হচ্ছি।"

"মোটেই না মীছ! তুমি এই সামান্ত কথা নিয়ে মাৰা ঘামিলো নী—জগতে থাক্তে গেলে কত রকম দেধ্তে হয়—এও তারই একটা আংশ বলে ধরে নেও না!" বলে প্রভাত আরো নিবিড় করে মীনাকে জড়িয়ে ধরে "পারবে কি তোমার যতীদা, তোমাকে আমার এই বাধন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে? কেউ পার্বে না মীয়— এক যম ছাড়া।" যমরাজ বোধ হয় দেদিন প্রভাতের এই কথা শুনে মুখ টিপে হেদেছিলেন।

"অনর্থক কি একটা কথা নিয়ে গগুগোল সময় কাটালে বল্ তো! এমন নির্জ্জনতা, এমন স্থানর সব দৃখা—এর মাঝে ও সব কথার স্থান কোথায়? তার চেয়ে তুমি একটা গান কর শুনি, কাণের ও মনের তৃথি হোক্!

মীনাও যেন এ আলোচনা থেকে মৃক্তি পেয়ে বাঁচল। বেলের চলার ছনেন, ছনেন, সুর মিলিয়ে মৃত্কঠে সে গেয়ে গেল;—

"ফুল তো আমার ফ্রিয়ে গেছে, শেষ হল মোর গান—
এবার প্রভু লও গো আমার, শেষের দিনের গান।
অঞ্চ জলের পদ্মথানি চরণ তলে দিলাম আনি
এই হাতে তুমি লওগো মোরে, লও গো আমার প্রাণ।
ঘুচিয়ে দাও গো সকল লজ্জা, চুকিয়ে দাও গো ভয়
বিরোধ আমার যত আছে সব করে লও জয়।
লও গো আমার নিশীধ রাতি, লওগো আমার প্রেমের বাতি
এবার প্রভু লওগো মোরে, লওগো আমার প্রাণ"—

যতক্ষণ মীনা গানটা করলে প্রভাত চুপ করে ভানে গোল। গানের এই আাত্মনিবেদনের ভাব তাকে মুগ্ধ করেছিল। গান শেষ হলে সে দেখলে মীনার চোথে জল টল টল কর্ছে, তার চোথও তথন শুকনোছিল না। স্ত্রীর মাথাটা বুকের মাঝে চেপে ধরে প্রভাত বল্লে "চোথের এই গঙ্গা-যমুনা ধারাকে সাক্ষা রেখে, আজ থেকে এসো প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা হৃষ্ণনে কেউ কাউকে ভুল বুঝবো না—"য়া' সোজা, সরল ও শিব, তাই খুঁজে নেব। লুকোচুরি কিছু থাক্বে না। চোথের ভিতর দিয়েই, আমরা আমাদের মন বুঝে নেব।" মীনা একটা স্বস্থির নিশাস ফেল্লো।

কল্কাতায় মাত্র একদিন পরেশবাবুর বাসায় থেকে
মীনা প্রশান্তর সঙ্গে দেশে চলে গেল। পরেশবাবুর
বাসায় এবারে আর মাধবী ছিল না। আই, এ, পাশ
করার পরে সে একটা অস্থায়ী কাজ নিয়ে দাজিলিঙে
চলে গেছে। এ থবর মীনা মোটেই জ্বান্ত না—
স্থ্যার কাছে মাধবীর ঠিকানা নিয়ে—সে আবার তাকে
চিঠি লিখ বে ঠিক করেছিল।

সেই বাড়ী ঘর, কিন্তু কিছুই যেন ভাল লাগে না! কাজকর্ম সবই আগের মত চল্ছে! তুপুর বেলা ঘুমুর করুণ স্থারে মনটা এমন উদাস হয়ে যায়—ছোটবেলার মত মীনা মায়ের কোল খুজতে যায়! কিন্তু হায়! মা কই! চোধের জলে সব মৃছে একাকার হয়ে যায়! মীনা কাঁলে, ছোটমেয়ের অকারণ কালার মত কেবলি কাঁলে—
এ কালা, এ আকুলতার কি বিরাম নেই? মা মা
আমার! শেষ দেখাও যে দেখতে পেলাম না মা—
মনে তো করতে পারিনে তুমি নেই! আজ আমার
যামী, পুত্র আত্মীয়ে ভরা সংসারের কথা কাকে বলে
শান্তি পাব মা! শুনেই বা কে আনন্দ করবে? মেয়ে
বলে একবারও কি মনে হোলো না?

দেদিনও মীনা এমনি ঘরে বদে বদে কাদ্ছিল। হঠাৎ প্রভাস ও নন্দা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বল্লে "শিগ্ণীর চল তুমি—বাবা কেমন কচ্ছেন।"

"সে কি ?" বলে ছই চোধ কপালে তুলে মীনা তাদের আগেই ছুটে বেরুলো খণ্ডরের ঘরে গিয়ে দেখলে সমন্ত হাত-বেঁকে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন—চোথের তারা ছটী স্থির—মুথ িয়ে কেবলই ফেনা ভাঙছে। দেখেই তো সে ভয়ে অস্থির হলেও প্রভাসকে সাহস দিয়ে বয়ে "থোকা, যাও তো ভাই, ও বাড়া। কাকাবারু কি ঠাকুরদা যাকে হয় ডেকে নিয়ে এমো। বলো বাবার অস্থা হয়েছে!"

পাথা রেথে নন্দা উঠে গেল। অন্ত দরজা দিয়ে অবনী ও শিবীষচন্দ্র একসঙ্গেই ঘরে চুকে জগমোহনের অবস্থা দেথে চম্কে গেলেন। লাঠিটা নামিয়ে শিবীষ তাঁর নাথার কাছে বস্লোন—অবনী গেলেন ডাক্ডার আন্তে।

"কতক্ষণ এ রকম হয়েছে ?" শিরীষ মীনাকে প্রণ করলেন।

"বেশীক্ষণ নয় ঠাকুরদা— এই তো ঘণ্টাথানেক হল আমি এঘর থেকে উঠে গিয়েছি— বাবা তথনো কাগজ পড়ছিলেন — তারপরে নন্দাকে পাঠিয়েছিলাম ঘুমোচ্ছেন কি না দেখতে—-সে ও থোকা এক সঙ্গে ছুটে গিয়ে আমাকে ডেকে আনে, আমি এসে দেখি এই ব্যাপার। খোকা এই ঘরে ছিল সেই ঠিক বলতে পারবে।"

"হঁ" বলে শিরীষ চুপ কর্লেন। ডাক্তার এল— যথারীতি পরীকা হল—শেষে রিপোর্ট বেরুলো, 'সর্বাদ-ব্যাপী পক্ষাঘাত। আরোগ্য। তা কতদিনে হবে ঠিক নেই। হতেও পারে। তবে যতক্ষণ খাস ততক্ষণ আশা'

প্রভাগকে ডেকে খাম পোষ্টকার্ড বের করে মীনা বললে "খোকা, একটা কাজ কর। সব খবর খুলে কলকাতায় চিঠি লিখে দেও—মায় ভাক্তারের কথা পর্যন্ত ! এখানে আমরা মেয়েমামুষ আর তুমি একা! আমরা কি করব।—

"হাঁ। তাই লিখি বলে প্রভাস ধাম পোষ্টকার্ড নিমে বাইরে গেল।

## শরীর-রক্ষার্থে ব্যায়ামের প্রয়োজন

ঞীবিষ্ণুচরণ ঘোষ বি-এস-সি, বি-এল



পা ছ'থানি সম্পূর্ণ সোজ। করিয়া কোমর **হইতে** দেহের উর্দ্ধাংশ নিয়াংশের সহিত সমকোণ **করিয়। গাঁড়ান**। ৫-ক চিত্র দেখুন।

e-ক চিত্ৰ

পা বা দেহ না নড়াইয়া ( ওধু হাতের জোরে ) বারবেলটিকে এতদ্র উঠান যাহাতে বারবেলের রড্টি বুক স্পর্শকরে। ৫-২ চিত দেখুন।

হঠাৎ বারবেলটিকে নামান—এবং ইহাতে যে ঝাঁকুনি লাগিবে তাহা ল্যাটিসিমাস পেশী তুইটি বারা গ্রহণ করুন। ধ্বন বারবেল তুলিবেন তথন সব পেশীগুলিকে শক্ত করিবেন। এই প্রকার করেক বার করিবেন। এই বায়ামটি করিবার সময় যখন বারবেলটিকে তুলিবেন তথন যেন কর্মই গ্রহটি যথাসম্ভব উপরের দিকে থাড়া হইয়া পাকে এবং যথাসাধ্য উপরে উঠে।

ইহাতে এই কমেকটি পেশী বৰ্দ্ধিত হয় যথা—ল্যাটি-দিমাস ডাসি অৰ্থাৎ দেহের ছই পার্যে বগলের বাহিরের পেশীহর এবং পিঠের এক পার্য হইতে অন্ত পার্য পর্যান্ত দমত পেশীক্ষা ।

বারবেলের ওজন আবিজ্ঞক—৪০ পাউও। এই ব্যারাম কৃতিবার করিছে হইবে।



€—**५** हिंख



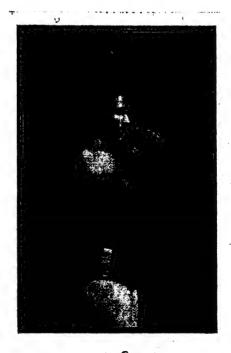
৬-ক চিত্ৰ

৬—ক চিত্রের মত দাঁড়ান। হাতের তালু চিং করিয়া বারবেলের রড্টি হই হাতে মৃষ্টিবদ্ধ করিয়া ধকন। হাত তৃইটি দেহে লাগিয়া থাকিবে না; কাঁধ ছুইটি নামাইয়া বারবেলটিকে হাত যতদ্র যায় ততদ্রে উক ছুইটির কাছে (না ছোঁয়াইয়া) ধরিয়া রাখুন।

হাত তুইটিকে সর্বাদা দেহ ছাড়া করিয়া রাখিয়া বারবেলটাকে কাঁদের সমান পর্য্যন্ত উঠান; কাঁদের চওড়া হাড় ছইটি দিয়া কাঁদের পেশী (ট্রাপেজিয়াস্) ছইটিকে সর্বাদা উপর দিকে ঠেলিয়া রাখিবেন।

৬—থ চিত্রের মত করিয়া ফিগার শেষ করুন।
ইহাতে এই শেশীগুলি বদ্ধিত হয় যথা—কাঁধের
উপরের ট্রাপেজিয়াস্ পেশীষম এবং বাছর বাইদেপস্
পেশীষম।

বারবেলের ওজন আবশুক—২০ পাউগু। ক্রিতে হইবে—১০ বার।



७-- थ हिंख

### বঙ্গ-সাহিত্যে শরৎচক্তের প্রভাব

#### শ্ৰীকনকলতা ঘোষ

কিছুকাল পূর্বে বাঙ্লার সাহিত্যাহরাগী পাঠকসমাজ
"শ্রীঅনিলা দেবীর" ছল্মনামে বাঁহার স্থলর রচনা পাঠ
করিয়া বিশ্বয়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনিই যে বস্তমান
যুগের কথা সাহিত্যের খ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচক্র চট্টোপাধ্যায়, একথা তথন কে জানিত ?

আর কেইবা বিশ্বাস করিতে পারিত যে আজ যিনি
নারীর ছল্লনামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আপনার
বাণী পূজার নৈবেত স্থণীপাঠক সমাজে বিতরণ করিতেছেন, কাল তিনিই হইবেন শ্রেষ্ঠ উপত্যাসিক, বর্ত্তমান
কথা সাহিত্যের একছত্র সম্রাট!

কালের গতি এমনই—মান্তরিক সত্যনিষ্ঠা ও একারা সাধনার বলে মাত্র্য পথের ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া রত্ত্ব-সিংহাসনে আরোহণের অধিকার লাভ করে, সেই সত্যনিষ্ঠাকে এহকারে পদদলিত করিয়া সাধনাকে বিদায় দিয়াই আবার যশের উচ্চশিধর হইতে নামিয়া বিজ্ঞপের ক্যাছাতে জর্জাবিত হইতে হয়।

বাধ্য হ'ন আমি তাঁহাদের অপ্রজ্ঞা করি না, কারণ মনে হয় হয়ত সে সময় য়শ-ভাগ্য না থাকার জয়ই কার্য্যকালে তাঁহাদের মতিত্রম হয়। আর বাঁহারা আয়ৢয়য়য়তার বলে একাগ্র সাধনায় পথের ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া সগৌরবে রয় সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হ'ন তাঁদের আমি অস্তরের সহিত প্রজা করি, তাঁহারা চিরদিন আমার নমন্ত। শুদ্ধের শরৎচক্রকে আমি এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করি হতরাং তিনিও যে আমার নমন্ত, ইহা বলা বাইল্য মাত্র। শার্মচক্র যে বজুলাহিত্যের পাঠক সমাজের অস্তরের পূজা পাইয়াছেন, তাহা য়াত্র তাহাদের গুণগ্রাহী উদার চিত্তের পাই নহে, আপনার অক্রত্রিম দর্মী হলমের গুণে। যে সৌম্য শাস্ত প্রেমম্য প্রাণের পরিচয়, বে স্ক্রাভিডম বিচার

বুদ্ধি এবং যে অপূর্ব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ শক্তি, "পদ্ধীসমাজ", "গৃহদাহ," "চরিত্রহীন" "দত্তা", "দেবদাস", "দেনা-পাওনা প্রভৃতি উপন্তাসের মধ্য দিয়া পাঠকের মনশ্চকুর সন্ধ্র স্পরিক্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে হাদ্যের শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়া বরণ করিয়া না লইয়া থাকা সম্ভব নহে।

শরংচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যের বিশাল প্রাঙ্গণে যে অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নৃতন ও অভিনব, তাহাকে অবহেল। করিবার শক্তি শিক্ষিত পাঠকের নাই।

শরংচন্দ্র মানব-মনের এমন এক রহস্তময় প্রপ্ত অর্থচ চিরন্তন সত্য ভাবকে সাহিত্যের মধ্যে রূপ দিয়া লোক-চক্র সম্বে প্রাণিত করিয়া দিয়াছেন, পুর্বে যাহার সাহিত্যে প্রবেশ এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল বলিলেও হয়। (বৃদ্ধিম সাহিত্য ও রবীক্স সাহিত্যে এই ভাব একেবারে প্রবেশ করে নাই ইহা বলা যায় না, তবে যতটা প্রবেশ করিয়াছিল অতি ধীরে সঙ্গোচের সহিত। শরৎসাহিত্য ইহার পূর্ণ প্রকাশ দেখা গিয়াছে ) সেই ভাবকে, অর্থাৎ মনের মিলন নিংমার্থ প্রেমের রুদ্ধ স্রোতকে অপ্রতিহত গতিতে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়। শরৎচন্দ্র নবীন সাহিত্যিকগণের সাহিত্য-সাধনার পক্ষে পরম সহায় হইয়াছেন এবং রস্থাহী পাঠকের চিন্তাধারাকে এক নৃতন পথে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। আজিকার কথা সাহিত্যিক তাঁহার রচনা হইতে অমুপ্রেরণা পায়, এবং আজিকার পাঠক তাঁহার আশ্রহ্য মনতত্ত্ব বিলেষণ শাক্ত দেখিয়া চমৎক্বত হয়, সাহিত্যিকের পক্ষে সাধনায় সিদ্ধিলাভের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ 奪 थाकिए भारत कानि ना। मारूय भीन्तर्यात छेभानक. তাই জগতে যা কিছু স্থলর দেখে, তাহাতে মাসুৰ আছু হইয়া থাকে, ইহা ভাহার পকে∄খাভাবিক তথাপি কোনো ৴ शूक्य क्लार्सा नात्रीत वा क्लारमा नात्री क्लारमा शूकरपत

স্থানর দ্বাপ দেখিয়া যদি প্রশংসা করে, বা কেই কাহারো
স্বস্থানেন্দর্য্যে মৃশ্ব ইইয়া যদি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে,
সে ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃলার্থ ইইলেও তাহা লোকচক্ষে
ভীষণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়! মাছুষের অন্তরে অন্তরে
স্বে উচ্ছুসিত প্রেমের প্রবাহ নিঃশব্দে ফর্ম্বারার মত
বহিয়া চলিয়াছে। তাহা যদি কোনো প্রকারে বাঁধা-ধরা
প্র ছাড়িয়া প্রবাহিত ইইতে চায়, অমনি সীমা অভিক্রম
করিল, অনধিকার প্রবেশ ইইয়াছে ইত্যাদি রবে সমাজ
সংসার চীংকার করিয়া উঠিবে। কিন্তু কারণ ব্রিতে
চাহিবে না এবং মনগুত্ব বিলেশ্বণ করিবার আবশ্বকতা
অন্তর্ক করিবে না। এইরূপ বিচার পদ্ধতির জন্মই ইয়ত
ছিন্দু-সমাজ দিন দিন হানবার্য্য ইইয়া পড়িতেছে।

সামাজিক বন্ধন ব্যতীত কেহ কাহাকে ভালাদিলে, বিবাহ ব্যতীত কেহ কাহার প্রেমে আরুট্ট হইলে বাহিরের বিধি নিষেধের চাপে পড়িয়া সে প্রেম সার্থক হইতে পারে না সত্য কিন্তু তথাপি সেই নিঃস্বার্থ প্রেমকে মিথ্যা বিলয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, লালসা বিলয়া ছোট করা চলে না। অস্তরের দিক হইতে দেখিলে সেই প্রেমের আকর্ষণকে স্বেচ্ছাক্ত অপরাধ বলিয়াও গণ্য করা যায় না। যাহারা কোনো ঘটনা পরম্পরা বা কোনো গভীর ছৃঃখ-বেদনার মধ্য দিয়া ঐ প্রকার সামাজিক অধিকারহীন প্রেমের সাক্ষাং পায় তাহারা জানে ঐ প্রেমকে জীবনে সার্থক করিয়া তুলিবার কোনো সং উপায় নাই, বরং বছ ছৃঃখ-লাইনা ভোগ করিবার পথ প্রস্তুত আছে, তবু তাহারা কিছুতেই অস্তরের সভ্যকে অস্বীকার করিতে পারে না, প্রেমের এমনই মহিমা?

त्मद्दे त्थ्रमत्क, त्य त्थ्राम পहिन्छ। नाह मौमा निर्मिष्ठे नाह, निर्माण व्याह, উচ্চ্ व्यन्ण नाह, नीत्रव पाञाहि व्याह, याहात् व्याह, किंद्रवा नाह, नीत्रव पाञाहि व्याह, याहात् व्याह, व्

ক্ষ প্রেমের তীত্র বেদনা বক্ষে লইয়া বঁত মুকুলিত

ধৌবন নরনারী যে দিনের পর দিন অস্তরকে নিশেসিত করিয়া বাহিরের কোলাহলে আপনাকে ত্বাইয়া দিয়া কোনোমতে দিন কাটাইয়া যাইতেছে, কে তাহার সন্ধান রাথে? নিম্পান প্রায় সমাজ যে সত্যকে দেখিয়াও দেখে না ব্রিয়াও বোঝে না, উপরিউক্ত চরিত্রগুলি স্থলন করিয়া শরৎবাব সেই সত্যকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন বিস্মা

দেবদাস যদি যৌবনের প্রারম্ভে পার্ক্ষতীকে জীবনসন্ধিনী রূপে পাইত, রমেশ যদি পল্পীসংস্কার করিতে ধাইর।
রমাকে উৎসাহদাত্রীরূপে পার্থে পাইত, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের জীবন অপূর্ক্ষ মাধুর্য্য মণ্ডিত হইয়া উঠিড
এবং বহু দেশ ও সমাজ হিতকর কার্য্য তাহারা অনাযাসে
সম্পন্ন করিতে পারিত সন্দেহ নাই।

কিন্তু নানারূপ সামাজিক বিধি-নিষেধের চাপে পড়িয়া তাহানের অন্তরের অসাধারণত্বকে থর্ক করিয়া অতি সাধারণ পাঁচজনের মতই সংসাবে চলিতে ইইয়াছিল।

প্রেমের হতাশায় যে মাত্র্য কতথানি নিক্রংসাহ নিবীগ্য হইয়া পড়িতে পারে ঐ সকল চরিত্র পাঠ করিলে তাহা স্বস্পষ্টরূপে হলয়ঙ্গম করা যায়।

যে প্রেমের ব্যর্থতায় অচলা (গৃহদাহ), কিরণময়ী (চরিত্রহীন) অন্তরে তীব্র জালা অন্তর্ভব করিয়া হিতাহিত জ্ঞান শৃত্য হইয়াছিল, সেই প্রেমের স্পর্শেই সাবিত্রী (চরিত্রহীন) চন্দ্রমুখী (দেবদাস) আপনাদের হারানো নারীত ফিরিয়া পাইয়াছিল।

আমি কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিলাম, শরৎবাবু আরো বছ ফুলর চরিত্র স্থাষ্ট করিয়াছেন যাহা পাঠে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না!

আর বেশী আলোচনা করিতে যাইলে প্রবন্ধটির কলেবর বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে অতএব তাহার আবশুক নাই। পরিশেষে আর ছই একটি কথা বলিয়া ইহা সমাপ্ত করিতে চাই। শরংসাহিত্যে নারীর আসন অতিশয় শ্রদার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রত্যেক গ্রা উপস্থাবে নারী এমন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না, এবং নারীর মনতত্ব বিলেশশে তিনি পুরুষ হইয়া বে নৈপুণা দেখাইয়াছেন তাহা

অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। তিনি বছ বৈচিত্রপূর্ণ নারী চরিত্র স্থান্ট করের নাই, তাঁহার উপক্যাসের অনেককে একছাঁচে ঢালাই করেন নাই, তাঁহার উপক্যাসের নায়িকারা প্রত্যেকে যেন আপনাতে আপনি সম্জ্জন, স্লেহমমতায় পরিপূর্ণ অথচ নির্ভীক তেজস্বী, এইরূপ নারীই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ হইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে হর।

ব**ছ স্থদর নব নব চরিতের** প্রস্টা বলিয়াও মা**তু**:যর দনের গোপন বেদনার রূপকার অপূর্ব মনতত্ব বিদ্ বলিয়াই আজ শরংচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ঔপস্থাসিক, অপরাজ্যের কথাশিল্লী, মৃগ্ধ পাঠকের অন্তরে তাই তাঁহার জন্ম শ্রুদ্ধার আসন প্রতিভিত্ত। শরংচন্দ্র আপনার প্রতিভার অভিনব দানে বন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেছেন বিদ্যাই বন্ধ্যাহিত্যে তাঁহার অপরিসীম প্রভাবকে অন্থীকার কর। যায় না। বর্ত্তমান কথা সাহিত্যে শরংচন্দ্রের অভিনব দান ও প্রতিভার প্রভাবকে শ্রুদ্ধা ও গৌরবের সহিত স্থীকার করিয়া লইয়া আজিকার এই আলোচনা সমাপ্ত করিনাম।

### কথা-সাহিত্য

#### 274

"দাহিত্য" কথাটার ম্লগত অর্থের মধ্যে যে ব্যাপকতার ভাব আছে, বর্ত্তমানে উহা তদপেকা অনেক সঞ্চীর্
অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্য কথাটার দ্বারা আজকাল
আমরা যাহা বুঝি ও ব্ঝাই তাহা এই,—উপস্থাস, গল্ল,
কবিতা, নাটক ও এতৎসংশ্লিষ্ট আলোচনামূলক প্রবন্ধাদি।
তাই সাহিত্য-সম্মেলনের বিভিন্ন শাথার নাম দেওয়া হয়,
ইতিহাস-শাথা, দর্শন-শাথা, বিজ্ঞান-শাথা ও সাহিত্যশাথা। ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতিকে যেন আমরা সাহিত্যের
পর্যায় হইতে কতকটা পৃথক করিয়া ফেলিয়াছি। এইরপ
সন্ধীর্ণ অর্থে সাহিত্য শব্দীর প্রয়োগ হওয়ার ফলে, উপত্যাস
ও গল্প প্রভৃতির স্বাতন্ধ্য-রক্ষার্থে, কিছুদিন উহাদের নব
নামকরণ হইয়াছে "ক্র্থা-সাহিত্য।"

কথা-সাহিত্যের যথায়থ সংজ্ঞা নির্ণয় কর। বড় কঠিন।
ভবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে, যে সাহিত্য কোন
বিশেষ প্রয়োজন-মূলক নহে, মাছ্যের দৈনন্দিন জীবনের
ফুগ ছংথের চিত্র যাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, তাহারই নাম
কথা-সাহিত্য। কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্র এই হিসাবে
শত্যন্ত বিভূত। শানব মনের নিগৃত্ব রহন্ত এই কথানাহিত্যের মধ্য দিয়াই শাক্ষ-প্রকাশ করে। কথাটা একট্

প্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এম-এ, ডি-লিট

পরিকার করিয়া নালা যাউক। মামুবের স্ট বে কোন
পদার্থ মান্ত্র্যকে বাদ দিয়। টি কিতে পারে না। ইতিহাদ
মান্ত্র্যেরই অতীত চিস্তা ও কার্য্যের বিবরণ। দর্শন,
বিজ্ঞান সকলেরই ভিতি মান্ত্র্যের মনের উপর। সহজ্জিয়া
কবির সংজ উক্তির অন্ত্র্যরণ করিয়। বলিতে পারি, "স্বার
উপরে মান্ত্র্য সত্য, তাহার উপরে নাই।" শাল্ল, বিজ্ঞান,
চিকিৎসা, দর্শন, সবই মান্ত্র্যের স্কৃষ্টি,মান্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা
ইহার প্রত্যেকটীর সলে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত।
শাল্লে রচিত হইয়াছে মান্ত্র্যেক অসংপথ হইতে সংপথে
চালিত করিবার জন্ম, বিজ্ঞান মান্ত্র্যের আধিতৌতিক
জীবনের দৌকর্য্য সাধন করিতেছে, ইতিহাস দিতেছে
মান্ত্র্যকে অতীতের সংবাদ, দর্শন শাল্ল তাহার মনকে
জটিল তল্বের মীমাংসা করিয়া দিতেছে, আর সাধারণ
সাহিত্য বা "কথা-সাহিত্য" তাঁহাকে দেথাইতেছে মান্ত্র

গৃহস্থ বাটার মাচার উপর লাউগাছ লভাইয়া উঠে, তাহার খ্রাম স্লিগ্ধ লাবণ্যের মারা গৃহস্থামীর নয়ন মন চরিতার্থ করিবার, জন্ত নহে, তাহার পাকখালার প্রয়ো-জনীয়তা পুরবেশ জন্তঃ কিন্তু বাটার প্রবেশ পথে গেটের উপর যে লকাটী হাওয়ার ভরে হলিয়া ওঠে সে শুধু লোক্র্যেরই প্রতীক। প্রয়েজনীয়তার অন্থপতে ভাহার মৃল্য হয়ত এক কাণা কড়িও নহে। কিন্তু ভাই বলিয়া লে তৃচ্ছও নহে। আহার বিহারের আরামই মান্ত্রের চরম উপভোগ্য নহে। দেহের খোরাক যে বস্তুটী, তাহার কুল প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে মনের খোরাকের মিল 'হবহ' নাও হইতে পারে। মন যে বস্তুটী একান্তভাবে চাহে, ভাহা সৌক্র্যা। সৌক্র্যা শুরু বহিরক বস্তু মাত্র নহে, অন্তর্মণ্ড বটে। দেশকাল পাত্রভেদে সৌক্র্যেরও পার্থক্য লক্ষিত হয়। সৌক্র্যার মৃলে যে বস্তুটী থাকে তাহার নাম রস। এই রস স্পৃত্তিই কথা-সাহিত্যের প্রধান ধর্ম। বে আনন্দের অন্থেষণে মান্ত্রের মন দিবারাত্র পুরিয়ামরে, রসই তাহার একমাত্র প্রস্থবণ। এই জন্যই আমাদের শাল্পে ভগবানকে সর্ব্র রসের মূলী ভূত কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। "রসঃ বৈং সঃ।"

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্ণে আসার পর হইতেই বন্ধ ভাষায় প্রকৃতপক্ষে "কথা-সাহিত্যের" স্বচনা হইয়াছে। এখনকার দিনের ছোট গল বা উপভাসের মত বস্ত আমাদের দেশে একরপ ছিল না বলিলেই হয়। ইহার অন্তরূপ বে "আখ্যায়িকা" "আখ্যান" বা "উপাখ্যানাদি" প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার "ক্ণা" এই নাম দেওয়া গেলেও "কথা-সাহিত্য" তাহাকে কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের ত কথাই নাই. মুরোপেও "রেনেসাসের" পূর্ব্বযুগ পর্য্যন্ত "সাহিত্য" আর "স্থনীতি" একাপ্মবোধক ছিল। অর্থাৎ এক একটা নীতি শিক্ষা দিবার জন্মই এক একটা আখ্যাঘ্রিকার স্বাষ্ট হইত। পাপের শোচনীয় পরিণাম ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করা লেখক মাত্রেরই একাস্ত কর্ত্তব্য ছিল। সাহিত্যিকের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্ম আইন কামুন পর্যান্তরচিত হইয়াছিল। निरंदास्त्र गंधी भरत भरत रलथरकत चांधीन मनरक मङ्गिछ कतिया रक्तिछ। देशा कला जिन जिन अधु भन्नवशाशी দের সংখ্যাই বাড়িয়া চলিতেছিল। মৌলিক স্টির কার্য্য অগ্রদর হইতেছিল অতি মছর গতিতে।

কিন্তু মান্ত্ৰের মনকে বিধি নিরেধের নাগপাশে চিত্রকাল বাধিয়া রাখা যায় না। মুক্ত প্রকৃতির আহ্বান যথন তাহার কাণে পৌছে, বন্ধনের শৃদ্ধল তথন টুটিয়
যায়। আজিকার ষ্ণের কথা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে
"মাকুষ"কে তাহার কেন্দ্র করিয়া। কোন মাকুষকে সে
বাদ দেয় নাই, তাহার কাছে হোট বড় ভেদ ঘূচিয়া
গিয়াছে—প্রতি নরের মাঝে সে আজ নারায়ণকে
দেখিতে পাইতেছে। কাঞ্চন-কৌলীফোর মোহ তাহার
নাই, সে আজ শুপু অভিজাতের নহে, আজিকার
কথা-সাহিত্য জনগণের সাহিত্য, নব্যুগের নবীন জীবনের
অগ্রন্ত রূপে সে আপনার পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

কিছুদিন হইতে সাহিত্য লইয়া একটা বাদপ্রতিবাদের স্বাষ্ট্র ইইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, সাহিত্যের একটা আদর্শ থাকা চাই। সে আদর্শ হইতে লই হইলে চলিবে না। সাহিত্য শুধু নিছক ভাব বিলাগিতার বস্তু নহে, জাতীয় জীবন গঠনে উহার একটা অতি প্রয়োজনীয় অংশ রহিয়াছে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জ্বন্থ সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে। স্থতরাং "বস্তুতান্ত্রিকতার" দোহাই দিয়া সাহিত্যে যা' তা' জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিলে চলিবে না।

অপর পক্ষ বলেন, সাহিত্য আর sermon এক জিনিষ নহে। সাহিত্যের উদ্দেশ রস্প্টি। রসবোধের মধ্য দিয়াই মানব মনের স্ক্র অস্কুতিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তাহার জন্ম কতকঞ্জলি স্থূল নীতির বুলি না আওড়াইলেও কোন ক্ষতি নাই। "মরালিটীর" জন্ম "আটকে" হত্যা করার কোনই আবশ্রক নাই।

এই ছুইটা বিবদমান পক্ষের বিভিন্ন মতের ঐকা-সাধন কোন দিন হয় নাই এবং হওয়। সম্ভবও নহে। "ভিন্ন কচিহি লোক:।"

আধুনিক কথা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীগণের সর্বপ্রধান অভিযোগ এই যে, ইহাতে নাবি
সর্ব্ধিত্র রাগানিতা রক্ষা হইতেছে না। অভিবোগটার মধ্যে
অনেকটা সভ্য আছে। ছই একজন উপ্রণম্বী অভিআধুনিক কথা সাহিত্যিকের লেখায় হানে হানে "আটের্গ লোহাই দিরা যে সকল বিঞী বিষয়ের অবভারণী
করা হইতেছে, উহাকে "আট" বলা কোন মডেই বার্

1

না। আর্টের মধ্যে অ-স্থন্দর কোন কিছু থাকিতে পারে না। শিশুর নগ্নতার মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে বটে, তাই বলিয়া নগ্নতা মাত্রকেই স্থন্দর বলা চলে না। তবে এ কথাও সত্য যে কেত্র উর্বর হইলে ধাফাদি শস্তের সহিত অনেক আ-গাছাও জনিয়া থাকে! যাহা আ-গাছা তাহা যদ্বের অভাবে মরিয়া বায়, আর যত্ন পাইয়া ফদলের গাছ দতেজ হইয়া

উঠে। আধুনিক সাহিত্যে যাহা অ-স্থলর ভাহা আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, যাহা যথার্থ ক্ষের ভাহাই চিরকাল দীপ্রিমান হইয়া মানব মনের আনন্দ বিধান করিবে। ভক্রণ সাহিত্যকে গাঁহারা চোধ রাঙাইয়া ও গালিগালাজ পাড়িয়া দাবাইয়া রাখিতে চাহেন, এই কণাটি তাঁহারা মনে রাখিলে অনেকটা সান্ধনা পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

### প্রভাত-প্রয়াণে

#### শ্রীকিরণবালা দেবী সরস্বতী

মাাসক পত্তে প্রভাত বাবুর মধুর লেখা পড়িবার গুলু কি অধীর চিত্তেই না অপেকা করিতাম। পত্র-থানি বাড়ীতে আদিলে মোড়ক খুলিয়া প্রথমেই দেখি-তাম প্রভাত বাবুর লেখা বাহির হইয়াছে কি না, —তাঁহার লেখা দেখিলেই মন আনন্দে পর্ণ হইয়া উঠিত। কি সরল, কি স্বচ্ছ, কি সরস, কি জীবস্ত (श काहिनौ। कथन ७ आगारनत शृहस मःमारतत गृहि-নাটার চিত্র আঁহার মোহন তুলিকায় রঙ্গীন হইয়া উঠিত, কখনও বা ইঙ্গ-বঙ্গ স্মাজের বিচিত্র ঘটনা চণচিতের মত চোথের সম্মথে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। লেগনীর একটি আঁচড়ে তিনি একটি জীবস্ত মূর্ত্তি গড়িয়া তলিতেন, একটি কথার ভঙ্গীতে তিনি অফরস্ত গ্রাসির উৎস পুলিয়া দিতেন,—আর ত' দে লেখা শভিবার সৌভাগ্য হইবে না! 'মাসিক বস্থমতীতে ্খন তাঁহার 'বিদায়-বাণী' বাহির হইভেছিল, তখন া জানিত এই তাঁহার অসমাপ্ত চির-বিভায়-বাণী ? খভাত বাবু বিদায় লইয়াছেন,—রচনা করিয়া গিয়াছেন ন্ধ্র্যক্ত, নির্দোষ, অনাবিল, মার্চ্ছিত রস সাহিত্য, যাহ। গ্ৰসংখাচে ভক্ত্ৰ-ভক্ষণীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আসন কোণায় তাহার
বিচার করিবেন আমাপেকা বহু জ্ঞানী, স্থাবিদা মাছ্য
হুসাবে তিনি কেমন ছিলেন তাহার পরিচয় দিবেন
হাহার অন্তর্মন বন্ধুগণ। আমি তাঁহার স্বতি পূজার
গ্র্ এই অর্ঘটুকু নিবেদন করিতে চাই যে তিনি
মামাদের মত অন্ত শিক্ষিতা, অন্তঃপ্রহারিণীদিগকে
তিতা সেবার বেরপ উৎসাহ দিয়া গিরাছেন, সেরপ
ইংসাহ শ্বার বোধ হয় আমরা শাইৰ না। আবরা

স্থল কলেজে পড়ি নাই, বিশ্ববিগালয়ের ডিগ্রীলাভ ত' कतिई नाई,--वानिका वग्राम व्यवश्रिका वस्काल मःमारत প্রবেশ করিয়াছি, সেই অবধি ঘর সংসারের খুটিনাটী কাজ করিতে করিতেই সময় কাট্যা গেল, বাহিরের আলোক আর পাইলাম না। নানা কাজের অস্তরালে অতি গোপনে, অতি সংখাচে, কি জানি কেন আকাজ্ঞা इहेल, यिन त्कह वाली मिन्दितत १० (मथाइँमा निक তবে দুর হইতে ছটি ভক্তি অর্গ্য মায়ের চরণোদ্ধেশ অপণ করিতাম। কি হুরাকাজ্ঞা! যাহার বিভানাই, জ্ঞান নাই, বাহিরের জগতের সহিত পরিচয় নাই. দে করিতে চায় দাহিত্য দেবা! প্রভাত বাবু এই শ্রেণীর মহিলা দিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে কট্ট শীকার করিয়া ইহাদের লেখা সংশো-ধন করিয়া "মানসী-মর্ম্মবাণী"তে স্থান দিয়া গিয়াছেন। ক্রখনও অনবসরের অভিযোগ করেন নাই। বিরক্তি বা উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই বা চেড়া-কাগজের बुष्ट्रित पिरक प्रकृति निर्द्धम करतन नाहे। अधीन সম্পাৰক মহাশয়দের কঠিন মাপ কাঠিতে আমাদের নগণ্য লেখা প্রায়ই অমনোনীত হইয়া ফিরিয়া আসে! আবর্জনা সংস্থার করিয়া উদ্ধার করিবার প্রবৃত্তি, ধৈর্য্য বা অবসঃ তাঁহাদের নাই, - কিছু যতদুর জানি, প্রভাত वात थहे (धंनीत मिशाक अवछ। करतम माहे, हैश्नाह দিয়া উন্নতির পথে চালিত করিরাছেন। তাঁংহার অভাবে আজ এই কথাগুলিই বার বার মনে পড়িতেছে ও মন শ্ৰদ্ধা ও কৃতজ্ঞাৰ তাঁহার বর্গগত অ আর উদ্দেশে নত হইর। আসিতেছে। তাঁহার আত্মা চির শান্তি गांक कन्नक, वहे श्रापना।

### সমর-ঋণ





# **र्यमित्री सम्मा** अविधारण (वेरीवानी

#### চার

রাজীবের কলিকাতার বাড়ীটা খ্ব বড়। তেতলার উপর তুইটা শুইবার, তুইটা কাপড় পরিবার এবং একটা বিদিবার ঘর—আর বাকিটা মন্ত বড় ছান। লোতলায় চারিদিকে বারন্দা-ঘেরা ডুইং কম, লাইরেরী, রাজীবের ও হ্রমার বিভিন্ন দিটিং কম ও ডাইনিং কম—এইওলির দঙ্গে ছোট একটা করিডর দিয়া সংযুক্ত ভিন্ন আর একটা ছোট বাড়ী ছিল, তাহাতে পাঁচ ছয়টা বড় বড় ঘর অব্যবস্থত হইয়া পড়িয়ছিল। নীচে রাজীবের অফিন, সাধারণের ভিদিটিং কম ইত্যাদি, তাছাড়া ছই ভিনন্ধন কর্মচারীও থাকিত। বাড়ীটা উপর হইতে নীচ পর্যান্ত পরিপাটী রূপে দামী আদ্বাব দিয়া দালানো।

বিবাহের পর কিছ্দিন রাজীব ও স্থরমা এক বেড্কম ব্যবহার করিত, তারপরে একদিন স্থরমা পাশের
পরে বিছানা করিয়া প্রকারাহরে রাগীবকে জানাইয়া
দিল যে দে দেরী করিয়া আদার দক্ষণ তাহার ঘূমের
বাঘাত হয়,—দেইজয় এ ন্তন ব্যবহা—দেই হইতে
স্থরমা সেইঝানেই রহিল। প্রথমে ছই ঘরের মাঝের
দরজা খোলা গাকিত তারপরে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।
রাজীব এই বিষয় লইয়া কিছুই বলে নাই বা কোন মন্তব্যও
প্রকাশ করে নাই।

কণিকার সঙ্গে মিশিবার পর হইতে স্থরমার কয়েক দিন বেশ ভালো ভাবে কাটিয়া গেল। মাঝে সে ছুইটা At Home ও চায়ের পার্টিতে যোগ দিয়াছে এবং ছুই তিন্টা সমিভিরও সভ্য হইয়াছে। ছুই একদিন সিনেমায় দে কয়েক জন বন্ধু লইয়াও গিন্নাছিল। সে দেখিল এইসব লইয়া সে নিজেকে ভূলিয়া বেশ সুখেই আছে। বেশ একটা নৃতন উভয়, নৃতন চাঞ্চল্য ভাহার ভিতর বেন

একটা নৰ জীবনের সাড়া তুলিয়া দিল! স্থরমা সেদিন এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে তাহার ঘরের সামনে ছাদে পায়চারী করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল কণিক। ঠিকই বলিয়াছে, কাহার উপর সে রাগ করিয়া অভিমান করিয়া বদিয়া থাকিবে ? যে তাহার মর্ম্ম বুঝিল না, যে নারীর অভিমানের মধ্যাদা দিতে জানিল না, যাহার মর্মার হৃদয়-ভলে সে কোন রেখাই আঁকিতে পারিল না, ভাহাকে लहेशों कि कतिरव रम १ कथा ना विलिश मास्ति पिरव १ কিন্ত ভাহাতেই বা ভাহার কি হইবে ? সে যে ভাহার নিকট কিছই চাহে না---আদর বা উপেকা কিছুরই সে প্রত্যাশী নয়। পদে সঙ্গে তাহার মনে হইল মিন্তির ক্লা-নগণ একটা ভিক্ষককে সে দিয়াছে তাহারই সমান ম্যাদে। রাজীব হয়তে। মিনতিকে গিয়া তাহার করুণ কাকৃতি জানায়—আর তুইজনে হয়তে। তাহাকে লইয়া কত্ট নাবিদ্রপ করে। এয়ে খারো অস্থা। সে হয়তো তাহার এ অবস্থায় কত হাসিতেছে আজ-কত ব্যঙ্গ করিয়া ।

স্থামীর উপর প্রতিশোধ নেওয়া যায় কি করিয়া ? কিছ
তাহার দৃচ্তার কঠিন বর্মে আহত হইয়া তাহার সকল
সক্ষরই টুটিয়া যায় যে, এবং অবশেষে সে নিজেই লুটাইয়া
পড়িতে চায় ঐ পাষাণের কঠিনতায়। স্বরমা ভাবিল
অত চিন্তা তাহাকে একেবারে জর্জারিত করিয়া তুলিয়াছে
—এইবারে তাহার সব চিন্তা ভ্বাইয়া দিবে সে বিশ্বতির
অতল গর্জে,—বিশেষতঃ সে যখন মা হইতে চলিয়াছে।
প্রথম-মাতৃষের স্থায়ভৃতি তাহার সারা দেহে বিছাৎশিহরণ আনিয়া দিল—সে ভাবিল রাজীব জানে কি?
না বোধহয় জানে না—জানিলে কি করিবে সে? সন্তানস্বেছও কি তাহাকৈ তাহার কাছে আনিয়া দিতে পারিবে

না? আনেককণ তাহার একলা ভাল লাগিল না, একটু ঠাণ্ডাও বােধ হইল। ইচ্ছা হইল কাহারও বাড়ী একটু বেড়াইয়া আসে—তাহাও ভাল লাগিল না। সে উদ্দেশ-হীন ভাবে নীচে নামিয়া গেল। এমন সময় পুরাণা বেয়ারা মোহন থাবার প্রস্তুত জানাইয়া দিয়া গেল।

অল্ল কিছু খাইয়া স্থরমা তেমনি অনিদিষ্ট ভাবে মুরিয়া বেড়াইতে লাগিল সমস্ত ঘরময়। ছোট বড় ফ্রেমে আটা ছবি--রাজীবের, তাহার, রাজীবের বাবা মা'র বড় বড় তৈলচিত্র, বার বার দেখা ছবিগুলি সে আবার ঘুরিয়া पुतिया দেখিতে লাগিল। রাজীবের একটি ছবি ১৯/২০ **বছর বয়সের—স্থন্দর ছবিটি** পিয়ানোর উপর সাজানো ছিল। স্থরমা ফ্রেমণ্ডদ্ধ হাতে নিয়া দেখিয়া একট অবজ্ঞ।-ভরে আবার তাহ। ঠেলিয়া রাখিয়া দিল, তাহার মনে হইল ও দেই সময়কার ছবি, যে সময়ে মিনতি আসিয়াছিল। কিসের একটা ব্যথা তাহার সারা প্রাণ মথিত করিয়া চলিয়া থেল। মনে মনে সে গুণিল রাজীবের বয়স এখন ২৮,তাহা হইতে স্থুদীর্ঘ বংসর মিনতি তাহার জীবন-সঙ্গিনী হইয়াছে—তাও অবৈধ, অন্তায় ভাবে, আর দে মাত্র চার বংসর। যদি মিনতি তা থাকিত তাহা হইলে তাহার জীবনটা আজ কত স্থথের হইত। ফ্রেমে বন্দী রাজীবের ছবিগুলি কি স্থনর ! গভীর উজ্জ্ব চোথের স্থনিবিড় দৃষ্টিতে কি ভাষা লুকানো আছে, ঐ ঠোঁটের মোহময় বক্র রেখায় কি ভাব ব্যক্ত করে! সে তাহারই স্বামী-কিন্ত অন্তর তাহার প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—দে যে মিনতিরও। সে সেথান হইতে লাইব্রেরীতে চুকিল-দেয়াল জুড়িয়া বড় বড় কাঁচের আলমারী ভরা বই-স্থলর। হঠাং ওপাশে হুডৌল হুন্দর একটা দীর্ঘ ঋজু ছায়া দেখিয়া বুঝিল সে রাজীব—টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বসিয়া একমনে বই পড়িতেছে। পুরু কার্পেট নীচে পাতা থাকায় সে স্থরমার আগমন বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু চূড়ীর শব্দে মুথ ফিরাইল এবং শাস্ত সহজ ভাবে বলিল "কে ? স্থরমা! শোন, এদিকে একট এসে বোদ।" স্থরমার ্ব ভাবে ধরা পড়িবার ইচ্ছা ছিলনা। নিরুপায় ভাবে সে একটু কাছে গিয়া দাঁড়াইল। রাজীব নিজের চেয়ার ছাড়িয়া দিয়া বলিল "বোস" স্থরমা তবু বসিল না। রাজীব

মৃছ হাসিয়া বইটা হাত হইতে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"চেয়ারটা তো কোন অপরাধ করেনি—বোস।"

স্থ্রমা বলিল—"কি বলবে বলই না, আমি বসতে আসিনি।"

"বেশ বদতে না আদ, — কিন্তু আমি অহুরোধ করছি, তোমার সঙ্গে একট প্রামর্শ আছে।"

স্থ রম। বদিয়া জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে চাহিল। রাজীব ছোট চেয়ারটা টানিয়া বদিয়া বলিল—"তুমি যথন গৃহক্তী, তথন গৃহ সংক্রাস্ত ব্যাপারে তোমার মতামত নেওয়া উচিত। দিন দশেকের ভিত্তর পূথা আসছে। থাকবেও কিছুদিন—ঘর কোনটা তাকে দেবে দেটা ঠিক করতে হয়। তার ছটী ছেলে মেয়েও আসছে তাদেরও একটা ঘর দিতে হবে।"

পৃথা রাজীবের ছোট বোন, স্থরমা তাহাকে দেখিয়া-ছিল বিবাহের সময়, এবং মনে মনে তাহাকে ভালও বাসিয়াছিল। সে আনন্দিত হইয়া বলিল—"সত্যি? সে তেতলায় থাকবে - সিটিং ক্ষটা ছেলেদের বেড্রুম করে দিলে হবে।"

রাজীব আবার হাদিয়া বলিল—"চট্ ক'রে ব'লে ফেললে তেতলাম, কিন্তু তারণরে আরো যে ঘর দরকার, —আমারও family বাড়ছে যে"—

স্থরমা আরক্ত হইয়া বলিল—"কে বললে তোমার ?"
রাজীব সে কথার উত্তর দিল না, শুধু স্লিগ্ধ দৃষ্টিতে
একবার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"শোন, আমি
বলি ছোট বাড়ী তোমাদের থাক্। ও পাশে আলাদা
দিঁড়ি আছে, একটা portico আছে, ও কোয়াটারটা বেশ
নির্জ্জনও কি বল ?"

স্থবমা মাধা নাড়িয়া সক্ষতি দিল। রাজীব বলিন, "ঘর সব শুদ্ধ পাঁচটা আছে—তাহলে একটা তোমার বেড্কুম, একটা ডাইনিং, একটা সিটিং; একটাম্ব পৃথা— আর একটায় নাস, অস্থধ পত্র ইত্যাদি। পৃথার ছেলেদের তেতলার একটা ঘরে রাথতে পারবো—কিম্বা পৃথার সঙ্গেই তারা রইল। কিম্ব তোমার ড্রেসিংক্সম হল না আর baby—নাঃ—বাড়ীটা বাড়াতে হবে

দেখছি—নইলে কুলোচেছ না।" রাজীব হাসিয়া স্থরমার দিকে চাহিল।

স্থরমা পরে দেখিয়াছিল তাহার ঐটুকু কথার ভিতর কত মানে লুকাইয়া ছিল। "বাড়ী বাড়াতে হবে"—কত বড় স্থথের সংসার পাতিবার আশায় রাজীব বলিয়াছিল আশা আনন্দে ভরা ঐ কয়েকটী কথা! সে আবার বলিল "পৃথাকে আমি লিখেছিলুম আসতে,—এ সময়টা একলা নির্জ্জনে থাকা ভালো নয়, মাস হয়েক পর থেকে একজন নাস ও থাকবে।"

সুরম। বলিল—"একলাই থাকতে ভাল লাগে, অভ্যাস হয়ে গেছে, বিশেষতঃ সেইদিন থেকে—"

রাজীব বলিল—"তুমিই তো আমাকে উত্যক্ত ক'রে তোল হ্রেমা, নইলে আমি তোমার দক্ষে থারাপ ব্যবহার করতে চাই না।"

স্থরম। বলিল—"আমিও তো তোমাকে উত্যক্ত করতে চাই না,—তবে যদি সামান্ত কথায় বিরক্ত হও, তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলাই বিপদ"—তারপরে একটু থামিয়। বলিল—"আদ্বকাল মিনতির ওথানে যাও না ?"

রাজীবের জ মুহুর্তের জন্ম ঈধং কুঞ্চিত হইয়া আবার খাভাবিক আকার ধারণ করিল, সে বলিল—"তোমার এই অবস্থায়— মামি মিনতি সম্বন্ধে তোমার দঙ্গে কোন কথাই বলবো না।"

স্থ্রমা তবু বলিল—"আচ্ছা, তোমরা আমার কথা নিয়ে পুর হাস না ?"

রাজীব অবাক হইয়া প্রশ্নস্চক দৃষ্টিতে স্থরমার দিকে চাহিল। স্থরমা বলিতেছিল—"আমার মনে হয় তুমি আমার কথা গিয়ে ওধানে থুব বল, আর সেই নিয়ে থুব আলোচনা ক'রে হাস।"

রাজীব বলিল—"স্থরমা, তুমি পাগল হয়েছ? কেন
মিছামিছি ও সব উদ্ভট কল্পনাকে মনে স্থান দাও? আমি
বলেছি কিছু বলবো না সে সম্বন্ধে, তবে এইটুকু
বলতে পারি ষে ভোমার কথা নিয়ে কোনো আলোচনা
কোনদিন হয় না,—আর সে ভোমাকে মথেট শ্রহা
করে। এখন অক্ত কথা বল—একটা কিছু পড়বো—

ভানবে । কোন কবিভা—Shelly, Byron, Rossetti, অথব। Shakespeare, রবীদ্রনাথ—কি Eddison's Easay, কি History । কিছু একটা ভানবে ।" রাজীব উঠিয়া একটা আলমারীর কবাট সরাইয়া বই বাছিতে লাগিল।"

ञ्चत्रभात अञ्चत आवात विष्याशी श्रहेशा छेत्रिन। রাজীব কেন কৃচ্ছভাবে তাহার প্রাণটাকে লইয়া এই নিষ্ঠা খেলা খেলিতেছে ? সে কি ছেলে মাছৰ ? তাহার কি কথার একটা মৃল্য নাই। রাজাব মিষ্টি কথায় তাহাকে কত চলে মিথাা আদর জানায়, কিন্তু তার ভিতর থাকে তাহার প্রচ্ছঃ অবহেলা—তাচ্ছিলা। সে কি এতই উপেক্ষার বস্তু যে তাহার মিনতির সহিত স্থাীর্থ অবদর কালের ভিতর সে একবারও তাহার নাম উচ্চারণ করিতে পারে না ? বলিয়াছে সে "কোনদিন কোন আলোচনা হয় না" তাহা হইলে মিনতির সহিত আলোচনার যোগা বস্তু দে নয়? কেন রাজীব বলে না তাহার কথা ? কেন দে বলে না স্ত্রীর অধিকার ও সত্তা স্বামীর উপর কতথানি তাহা হইলে তো মুর্থ স্ত্রীলোকটা তাহার গুরুষ উপলব্ধি করিতে পারিবে। স্তর্মার সারা মন জলিয়া উঠিল। রাজীব তথন ফিরিয়া আদিয়াছে—হাতে Shelly. সে বই খুনিয়া বলিল— "Shelly তোমার প্রিয় ছিল-শোন"—

স্থ্রমা বলিল—"না, আমি চলে যাচ্ছি—"কিন্তু কাজে পারিল না—সে বসিয়া রহিল।—রাজীব তথন গন্তীর স্বরে ভাবের স্থাধারা ঢালিয়া পড়িতেছিল—

"Hail to the blithe spirit!

Bird thou never wert,

That from heaven, or near it,

Pourest thy full heart

In profuse strains of unpremeditated art."

"Like a high-born maiden
In a palace tower,

Soothing her love-laden
Soul in sceret hour
With music sweet as love,
Which overflows her bower.

"We look before and after,

And pine for what is not:

Our sincerest laughter

With some pain is fraught

Our sweetest songs are those
that tell of saddest thought."

বাজীব স্ত্রীর দিকে চাহিল,—স্থরমা তথন কল্পনার শ্বান্ধাল রচিয়া তুবিয়া গিয়াছিল বুঝি কোন এক স্থথের লাগরে। তাহার নিমিলিত চোথ ছটী রাজীবের স্থলর মুথের উপর স্থাপিত করিয়া দে হেলিয়া বদিয়া শুনিতেছিল—অমর কবির মোহময়ী সঙ্গীত—সব ভূলিয়া। ক্বিতা, গান বাজনা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিত, জাগৎ ভূলাইয়া দিত। রাজীব থামিল, সম্ভর্শনে একটা ছাত স্থরমার হাতের উপর রাখিয়া দে কোমল স্বরে জিক্সাসা করিল "আর একটা পড়বো—স্থরমা ?"

স্থরমা অফুট স্বরে বলিল—"চমৎকার! তোমার মুখে আবো চমৎকার,—পড়--আবার পড়।" রাজীব পড়িতে লাগিল, এবারে "চমনিকা" হইতেঃ—

> "জুমি মোরে ক'রেছে। সমাট্। তুমি মোরে পরামেছে। গৌরব-মৃকুট। পুশ্পভোরে সাজায়েছো কঠ নোর; তব রাজ্ঞীক। দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিথা অহনিশি। আমার সকল দৈশু লাজ, আমার কুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ তব রাজ-আন্তরণে।

হেখা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন, সদা বহি
সংসারের কুন্ত ভার,—কত অমগ্রাহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ;
সেই শত সহস্রের পরিচয় হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্মাণীন

মোরে তুমি লয়েছো তুলিয়া, নাহি জানি কি কারণে! অমি মহিয়সী মহারাণী তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান!

হে মহিমাময়ী মোরে ক'রেছ সমাট।'' রাজীব বই বন্ধ করিয়া মৃত্ত্বরে ডাকিল—"স্থ্রমা'' স্থুবমা আবেশে শিংরিয়া উঠিল।

এমন সময় অতি কর্কশস্বরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল সজোরে। রাজীব বিরক্তিম্চক একটা শব্দ করিয়া টেলিফোন ধরিতে উঠিয়া গেল. স্থরমা চোথ মুছিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বদিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাদা করিল—"কে?" রাজীব হুরমাকে কোন উত্তর দিল না.—েদে টেলিফোনে বলিতেছিল—"কে? ও! কি? আচ্চা, আমি আসছি—ভাক্তারকে থবর দাও।" স্বরমা আবার জিজ্ঞাসা করিল "কে? কোথায় যাবে ?" রাজীবকে একটু উদ্বিগ্ন দেখাইল,—সে একটু ব্যস্তভাবে বলিল "প্রুমা, আমার এক বন্ধু হঠাৎ অস্তু হয়ে পড়েছে—এক্ষ্ণি একবার আমার যাওয়া উচিত, তুমি এইখানেই বসে' কিছু একটা পড়, আয়াকে ডেকে স্থরমার সন্দিশ্ব প্রশা-দি? আমি এখুনি আসছি।" বলী—"কে? কোন ব্ ? কোথায় ? শুনিবার আগেই রাজীব ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে —এবং তার পরেই বাড়া হইতে মোটর বাহির হইয় গেল।

স্থ্যমা নিজের মনে নানাকথা ভাবিয়া থাণিকক্ষণ চূপ করিয়া বিদয়া রহিল তারপরে ধীরে ধীরে উঠিয় উপরে চলিয়া গেল। মিনতি কি টেলিফোনে ডাকিল গু এ প্রশ্নও তাহার মনে বার বার উপয় হইয়া তাহাবে ব্যথিত করিয়া তুলিল,—মাজ এ স্থাপ্তর অবসর তাহার কে এমন করিয়া নই করিয়া দিল—এমন ভাবে ফে খ্রু কমই পাইয়াছে—রাজীয়াক। কিন্তু তাহার ও আন্তরিকতা কি স্থায়াকে লক্ষ্য করিয়া, না তাহার অজ্ঞাত সন্থানকে?—তবে কি স্থায়াকে দিবার ভাহার আর কিন্তুই নাই? তাহার কুবেরের ঐশ্ব্য সে ঘূর্য হাতে বিলাইবে অক্তকে, কিন্তু তাহার জ্ঞারে জ্ঞার বি

নি:সম্বল, নি:স্ব হইয়া থাকিবে চিরকাল? স্থরমা শুইয়া পড়িল—ছুই ফোটা তপ্ত অশ্র গড়াইয়া পড়িয়া উপা-ধানের শুষ্কভার মিলিয়া গেল।

স্থরমা পরে শুনিয়ছিল, সে ডাক স্তাই আদিয়াছিল, মিনতির বাড়ী হইতে। মিনতি তথন টাইফয়েড ভূগিতেছিল—সেই দিন সে হঠাৎ মৃচ্ছা যায়। শুনিয়া স্থরমা অনেক কিছুই বলিয়াছিল রাজীবকে, কিন্তু রাজীব শুরু শাস্তভাবে বলিয়াছিল—"স্থরমা, একটু মাথা ঠাঙা ক'রে ভেবে দেখো—মিনতি ব'লে নয়,—এই সময়ে যে কেউ হোক্—তাকেই সকলের দেখা, সাহায্য করা উচিত। এটা মালুবের প্রতি মালুবের কর্ত্তবা—" স্থরমা অন্ত্যোগ করিয়াছিল "তবে মিথো বললে কেন ?" রাজীব উত্তর দিয়াছিল "মিথোটা অনেক সময় না বলে পারা যায় না, এতে অপরাধ হয়ন', শাস্ত্রেও আছে—তা ছাড়া আমি সেদিন মিথোবলিনি—স্থরমা ভেবে দেখো—মিনতি আমার বয়ও—"

খাবার স্থরমা পূর্কের মতন অভিমানে নিজেকে

শর ইয়া লইল দূরে! শত যুক্তি তর্ক দিয়াও সে

পারেনা নিজের অন্তরকে চাপিয়া রাখিতে,—বিজোহের
উত্তাল সাগরে ঝাঁপ দিয়া সে যেন নাচিয়া উঠিতে

চায় শত কলনাদে।

িন্দু এইবারে সে নিজেকে দ্রে দ্রাইলেও সে
লক্ষ্য করিল রাজীব যেন তাহাকে ঠিক যতথানি দ্রে
সে যাইতে চাহিতেছিল—ততথানি দ্রে যাইতে দিতেছিল না। সে অস্কুত্র করিল, বৃথিতে পারিল, রাজীব
অনক্ষ্যে থাকিয়া সর্ব্বনাই তাহার সংবাদ লয়। সে
ঠিক সময় মত থাইল কি না, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি
রাথে। তাহার মনে হইত মাঝে মাঝে বৃথি তথাবধানের মাজা অত্যধিক হইয়া উঠিতেছে। একটা
ছপ্তির সহিত সে একটু বিরক্তিও বোধ করিত,—
ভাবিত বাহ্নিক কতগুলা শিষ্টাচার ও নিয়ম রক্ষা
করিয়া সে কি তাহার কর্ত্তর্য সমাধা করিতেছে।
অধবা এ শুর্ সন্তান-স্নেহ। কিন্তু আর কি তাহার
করিবার, দেখিবার, বৃথিবার, কিছু নাই । না, নাই
বোধ হয়, তাহা না হইলে সে এখনো মিনতিকে

ত্যাগ করিল না কেন ? ঠিক প্রতিশোধ নেওয়া হইত বদি স্থরম। তাহার এ আতিশয় উপেক্ষা করিতে পারিত কিন্তু দেও তাহা পারে না, কারণ সে যে মা। ঠিক এইখানেই যে তৃইজনার উদ্দেশ্য একভাবে, এক ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, এক স্থানে, এইখানে উভয়ে সমান, উভয়ে এক। এবং ইহাও সে জানে এ নৃতনবন্ধনের পঞ্চি না হইলে হয়তো সেই একদিনের বিচ্ছেশই তাহাদের হইত চিরবিচ্ছেদ।

### MIS

হরমা তাংরর পূর্বভাবকে বেশ একটু জাের । রিয়া
ফিরাইয়া আনিয়! আবার নিজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত
করিয়া ফেলিল। পিয়ানো বাজাইতে গিয়া সে দেখিল
তাংগ অনেকটা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে—তাই সে
তাও দিন ক্রমাণত অভ্যাস করিয়া আবার তাহার
য়াভাবিক মধুর স্পর্শ ফিরাইয়া আনিল। সময়কে সে
আর অলস হইয়া বসিতে দিল না। সারাদিন সে বই
পড়িয়া, গাহিয়া, বাজাইয়া কাটাইয়া দিত। বাহিরের
সভাসমিতির কাজেও সে নিজেকে বেশ বাত্তরাখিত।
তার উপর রাজীবের ছােট খাট আদরগুলিও তাহার
য়্ব মিষ্টি লাগিত। সে দেগিল এই দিনগুলাতে স্থ
আছে, আনন্দ আছে! তার উপর, সবার উপর
মাত্রের গর্বা ও আনন্দ তাহাকে কণে কণে পুলকিত
করিয়া তুলিতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আরো
নৃতন করিয়া রাজীবকে ভালবাসিয়া ফেলিল।

একদিন স্থরম। একটু চায়ের আয়োজন করিয়া, কয়েকজন বৃদ্ধকে ডাকিয়া সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দে কাটাইয়া দিল। কণিকা বলিল—"বান্ধনাটা বেশ হয়েছে!"

বীণা কাছেই বসিয়া আবে। কয়েকজনের সজে আলাপ করিতেছিল। সে বলিল—"স্বরমার touchটী বড় স্থানর! কি বাজালে "Beethoven"এর "Minnet" না?

क्रतमा विमिन-"द्या-"

বীণা অন্তাদের দিকে ফিরিয়া বলিল "ইয়োরো-পিয়ান মিউসিকটা আমার মনে হয় সব চেয়ে কঠিন, আর বিজ্ঞান সমত—"

স্থরমা বলিল—"নিশ্চয়! তার আর ভূল আছে ?
একটা স্থরেই একসঙ্গে কত ভাবের সমাবেশ করে
রাথে তারা, যা শুনলে একেবারে অবাক হয়ে যেতে
হয়। প্রত্যেকটি স্থরের লহরী যেন কথা কয়, আর
তাদের সেই অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করে শোক, ছঃখ,
আশা আর আনন্দ। কি অভিনব রচনা—।"

ওদিকে কে একজন বসিয়াছিল, সে বৰিল—
"আমি কিন্তু তোমাদের কথায় মানছি না, তোমরা
বলতে চাও কি যে আমাদের ইষ্টার্ণ মিউসিক ওয়েষ্টার্ণের
তুলনায় কোন অংশে খাটো ?"

বীণা তীত্র প্রতিবাদ করিল—"নিশ্চয়!"

স্থবমা এত তীব্রভাবে প্রতিবাদ না করিলেও একটু
মৃত্ব ভাবেই বলিল—"তা বলতে পারি না, তবে
ওয়েষ্টার্গ মিউসিক অনেক বেশী 'রিচ', ভাল ক'রে বলতে
গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়, কিন্তু সোন্না কথায়
দেখতো ঐক্যতান ব'লে একটা জিনিষ নেই আমাদের
এদিকে! পঞ্চাশটা যন্ত্রে একটা ঐক্যতান বাজালেও
ঐ এক স্বর বাজবে আর একশোটা যন্ত্র বাজালেও
ঐ এক স্বর ছাড়া আর গতি নেই\*। কিন্তু ওদিকে
দেখ পঞ্চাশটা যন্ত্র পঞ্চাশ রকমে বেজে যাবে, কিন্তু

মণিকা বলিন—"হাা, ব্ঝেছি! আমাদের বীণার মত যন্ত্র একটীও ওদিকে আছে? অতগুলো তারের আলাদা করে স্থর বেঁধে তার ঐক্যতান ঝন্ধার—দেটা বুঝি কিছুই নয়?"

বীণা বলিল—"ও তে৷ হ'ল একটা যন্ত্ৰ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্ৰ দিয়ে harmony স্থাষ্ট করার কথাই বলছি, —এক একটা symphony কি চমৎকার—"

মণিকা বলিল—"ঐ পিয়ানে। নিয়েই যত কারিকুরি তো ওদের—কিন্তু ঐ পিয়ানোই হচ্ছে আমাদের বীণার নকল।"

बौगा विनन-"मिंग वना गंक-"

মণিকা উচ্ছুসিত হইয়া বলিতেছিল—"আমাদের দেশের নাচ বল, বাজনা বল, গান বল সবই স্থান্দর, তার ভিতর সেই হাজার হাজার বছর আগোকার সেই যুগ— সৌন্দর্য্য থেন এখনো ঘিরে রয়েছে। সেই সভ্যতা, সেই গোরব, সেই হিন্দুর শোর্য্য সবই তার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়। একটা পবিত্র মাধুর্য্যের ভিতর দিয়ে তা বেন শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বিকাশ করে।"

করুণ। বলিল—"দত্যি ভাই যা বলেছ ঠিক।" আদ্ধ কাল সকলেই নাচে কিন্তু শুধু হাত পা বাঁকালেই নাচা হয় না। প্রকৃত ভারতীয় নাচ শিখতে হ'লে হিন্দুর সব পৌরাণিক বৈদিক বইগুলি পড়তে হবে এবং হিন্দুর ধর্ম্মের সঙ্গে খুব বেশী ক'রে পরিচিত থাকতে হবে, তাই আত্র যার। দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হয়েছেন ভারতীয় নাচের জন্ম, তাঁরা ঠিক এই স্ত্র ধ'রে সেই আর্টের সাধনা করেছেন।"

মণিকা বলিল—"তা ঠিক, হিন্দুর ঘরে ঘরে এই যে আরতি, পূজো, সন্ধ্যাদীপ দেখানো, পূজোর নানারকম মুদ্রাগুলো সবেতেই খুব বেনী রকম নীচের ভঙ্গি আছে, আর আসল হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়েই তো়নাচের স্তনা—"

স্থারমা এতক্ষণ সকলকে চা ও খাবার দিতেছিল— সে বলিল—"তাতো ঠিকই। এখানে, আমি তোমাদের কথা মেনে নিচ্ছি—কিন্তু অন্তটা মানছি না—তোমাদেরও কিন্তু যার যেটা ভাল সেটা মেনে নেওয়া উচিত।"

মণিকা বলিল—"আবে তাতো মনে মনে থুব বুঝি, কিন্তু নিজের দেশকে কি ক'রে থাটো করি বল—? আর সত্যি থখন সে থাটো নয়—বেমন তোমার সাড়ীটা স্থন্দর—? কিন্তু দেথো আমারটীও স্থন্দর—দামী।

স্থরমা হাসিল।

করণা বলিল—"স্থবমা, এসো ভাই আমরা একট "ত্রৈষ্ট্রিক সন্মিলনী" খুলি, নাচ, গান, বাজনা একসদে শেখানো হবে। আমাদের নিজস্ব ব'লে আর কিছুই রইলো না, প্ব-পশ্চিম সবেতে একেবারে থিচুড়ি পাকিনে যাচ্ছে ? এটা কত বড় ছংথের কথা!—আমাদের চেষ্টা কর উচিত সে সব থেনো আবার ফিরিয়ে আনতে পারি!" কণিকা একটু আগে সেখানে আসিয়াছিল, সে বলিল—

"ও সব পরে হবে; আগে তো মেয়েদের আত্মরক্ষা
করতে শেখাও— তারপরে artএর চর্চা করো।"

মণিকা বলিল—"কি যে কণিকার idea! দব এক সঙ্গে গ'ড়ে তুলতে হবে—এও আমাদের একটা দম্পদ ঐথর্য্য, এটার জন্মই বা কেন আমরা জগতের চোথে দীন হ'য়ে থাকবো ় দব হবে—এবং একসঙ্গেই হবে। তুমি দেগে নিও।"

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সকলে গৃহক্তর্ত্তীকে ধ্রুবাদ দিয়া চলিয়া গেল। কণিকা তখনো বসিয়াছিল, সে বলিল—"এ ক'দিনে হুরো তোর চেহারা তনেকটা বদলে গেছে।"

স্থরমা একটু হাসিয়া বলিল—"মনটা একটু ভালোই আছে—"

লোকে যে বলে মনের সঙ্গে চেহারার খুব খনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সে কথাটা ঠিক, সেইজন্ম মনের কোণের গোপন আনন্দ বা ব্যথা কিছুতেই লুকানো যায় না।"

"যায় বই কি, এমন লোক আছে যারা নিজের মনের ভাবগুলোকে এমন লুকিয়ে রাখতে পারে যে তাকে যত রকম আলো ফেলে দেখতে বা ব্থতে চেষ্টা কর না কেন কিছুতেই তার মথের সন্ধানটী জানতে পাবে না।"

কণিকা একটু ভাবিয়া বলিল, "হাা এমন লোকও আছে বটে, কিন্তু থুব কম বোধহয়, কারণ আমি একটাও দেখিনি।"

স্বন্ধা বলিল—"আমার সঙ্গেই একজন আছে, তাকে যে কিছুতেই আমি বুঝতে পারলুম না।"

কণিকা হসিল—"বুঝতে পারলি না। এটা তোর অকতকাধ্যতা।"

"আকৃতকার্য্যতা আমার বুঝি ?"

"তা নয়তো কি। ওদের আর ব্যতে কি? ওরা তো মেয়েদের চোথের ইসারায় ঘোরে, হাতের ইসারায় চলে। মেয়েরা ইচ্ছে করলেই ওদের নাচিয়ে তুলতে পারে।

"হরমা অবিশাস ভরে মাথা নাড়িয়া হাসিল--"দ্র !"

"দূর ব্ঝি। ওদের চালাতে জানলেই ওরা ঠিক থাকে।"

স্থরমা আবার হাসিল, একটু পরে বলিল, "আছে। কণা সকলে ও কথাটা জানে বোধহয়।"

"কোন কথাটা ?"

"মিনতির—

কণিকা একটু ভাবিয়া বলিল—"তা জানে না বোধ হয়, বরং লোকে উন্টাটাই জানে। জানে তুই খুব lucky—রাজীব বোদের অত বড় নাম, position, আর অমন স্থন্দর চেহারা, তার সঙ্গে love marriage। কি রকম enviable position তোর।"

"আঙ্কা, তোর যদি আমার মত position হ'ত তে। কি করতিস৵"

"আমি? আমি হ'লে তুম্ল ঝগড়া ক'রে একদিনেই একটা এম্পার-ওম্পার করে তুলতুম।"

"আর বিষের আগে থেকে জানলে?"

"বিষের আগে থেকে জানলে বিষে করা দ্রের কথা, তার মুখও কথনোঁ দেপতুম না—"

"रेम् पूरे (य একেবারে strict officer"

"নি\*চয় <u>!</u>"

"আমার কিন্তু মনে কি হয় জানিস? মাঝে মাঝে ভাবি, ও তুর্বলতাটা থাকলোই বা, তাতে জামার কি। আমি তো লোকড: ধর্মাত: তার স্ত্রী—"

"লোকত: ধর্মত: অত শত জানি না। আমার দোজা কথা,—সোজা কারবার—tit দিলেই tatটা নিতে হবে—"

"আমি কিন্তু প্যান প্যানে পুরুষগুলোকে ত্চক্ষে দেখতে পারিনা। পুরুষ হবে ঠিক পুরুষেরই ম্ভন।"

কণিকা বলিল—"তা জানিনে—বরং প্যান্ প্যানে পুক্ষ সহা হয় কিন্তু মেরেদের চলচল প্যান্প্যানে ভাব আমার অসহা। আমার সব চেয়ে অসহা হ'য়ে ওঠে যখন পুরুষরা মেরেদের উপর প্রভুষ জানায়। আমার মনে হয়, তুমি যা,আমিও তা। আর ইচ্ছে হয় কি জানিস্। গুধুরাতদিন ওদের ধম্কে রাধি।"

স্থ্যমা হাসিয়া উঠিল-বলিল-"কিন্ত ভাই দেখ

যাকে ভালবাসা যায় তার ভিতর ঐ প্রভূষের ভাবটুকুই বেশ মিষ্টি লাগে, অনেক সময় প্রিয়ের কাছ থেকে একট্ শাসন, একট্ চোথ রাঙানি বেশ মধুর লাগে।'

"তই আছিস তোর Sentimentality নিয়ে। ওদের জানিস না তো, একট গানি চোপ রাঙাতে मिरलहे ब्रोडा टिगरथेंहे जाता हितकाल क्या वलरव, ভাই প্রথম থেকেই দেগতে হয় যাতে ওরা এতট্কুও চোথ রাঙাতে না পারে। মিষ্টি, মধুর আমি বুরি না, তবে যদি তুমি চোপ রাঙাও বেশ তবে আমিও রাঙাবো, তুমি আমারটা সহ্য কর, আমিও করবো। দেখো, ওদের আমরাই বড় বেশী উপরে তুলে দিয়েছি. ওদেরকে সংখাচ ক'রে, ভয় ক'রে, শ্রদা করে! কি করতে হয় জানিস। ওদের কোন কিছুতে importance দিতে নেই। থিয়েটার করবো, বেশ তো, খুব আনো. দেখো, আপত্তি নেই, নেহাং গোলমাল কর, বের করে দিতে পারি এ সাহস আছে। ওদের আগে থেকে ভয় क'रत मृद्य मन्त्रिय बाथवात (कान मनकात एमिश ना, তা'হলে equality claim করা হ'ল না। রাস্তায় যাচ্ছি, আমার গা হেনৈ পঞ্চাশ জন চ'লে যাক না, আযার তাতে কি? কিন্তু অভদ্রতা কয়েছ যদি তার উপযুক্ত শান্তিও দিতে পারি একটকু শক্তি আমার আছে। আমি চাই একেবারে equality তার চেয়ে একচুলও নীচ় হব না, অভটা importance নাই বা দিলুম! যতই ও সব করা যায় ততই ওরা পেয়ে বদে।"

স্থরমা বলিল—"স্বামীর সঙ্গেও equality।

"হাা, নিশ্চয়।"

"কিন্ধ ঐ যে বল্ল্ম প্রেমের জগতটা একটু অন্তরকম।" "অন্তরকম জানিনা, তবে আমার প্রেমও সমান। তুমি ভালবাদ—বেশ আমিও বাসছি, না বাদো, তো জোর করে ভালবাদাতেও পারবো।"

"সুরম। হাদিয়া বলিল—মনে হচ্ছে, কণা তোর বক্তুতাগুলো শুনে আমার বেশ সাহস বেড়ে যাচছে।"

"ভালো, ডালো—এই তো চাই---cheer up—আজ উঠি, অনেক রাত হ'ল—" "থেয়ে যা না ভাই—"

"হাঁন, আমি এখানে খেয়ে যাই, আর ওদিকে একজন ভকিয়ে পাকৃ—কথায় আছে—Be kind and good to all."

"যা: স্বামী বুঝি all এর ভিতর এলো।"

"তানা তো আবার কি। তোর দেখি বড্ড টান, তুই একটা S. P. C M. খুলে ফেল, আমিও তাতে যোগ দেবো এখন। বুঝলি। আচ্চো, আজ আদি। আনেক বকা গেল—Good night, আর নীচে আদিস না তুই।" কণিকা নীচে নামিয়া গেগ।

ञ्चतम। किनकारक विषाय निया ममन्त्र वाड़ी पूतिल, রাজীবের সন্ধানে, কিন্তু তাহাকে পাইল না, জিজাস। করিয়া জানিল রাজীব এখনো ফিরে নাই, দেবাহিরে গিয়াছে। দে ঘড়ি দেখিল-নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুৰ মনে একলাই কিছু খাইয়া, পিয়ানোটা খুলিয়া বাজাইল, তারপরে একটী বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বদিল। কতক্ষণ কাটিয়া গেল দে বুঝিতে পারে নাই, দে ড্বিয়া গিয়াছিল তথ্ন shellyর ক্বিতার মর্ম্মে মর্মে। অনেকক্ষণ পরে আনমনে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল,১১টা বাজিয়া গিয়াছে। একটা ক্লান্ত নিশাদ ফেলিয়া হাই তুলিয়া, বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাড়াইতে নীচে শুনিল গাড়ীয় শক্ত ভারণরই একট গোলমাল। স্থলমা কৌতৃহলবংশ সিঁড়ির উপরের প্রশস্ত বারন্দাটায় দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া নীচের দিকে দেখিল মোটর হইতে একটী লোককে রাজীব ও গুই তিনন্ধন চাকর নামাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছে। স্থ্যমা ব্যাপায়টা বুঝিতে পারিল না, দে খানিককণ দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিল লোকটাকে নীটের একটা ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল, সে হাঁটিতে পারিভেছিল, কিন্তু অন্তের কাঁথে ভর দিয়া। স্থরমার ইচ্ছা হইতেছিল, কাহাকেও ডাকিয়া জিজাদা করে কি হইয়াছে, কি কাহাকেও না দেখিয়া সে তেতলায় তাহার শুইবার দরে গিয়া শুইল না, আয়াকে বিদায় দিয়া একটা বই লইয়া বসিয়া রহিল রাজীবের অপেকায়।

অনেককণ পরে রাজীবের পদশব্দ শোনা গেল। রাজীব নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। স্থ্রমা বই রাধিয়া সামনের দরজায় গিয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল "কে ?"

স্থরমা মৃত্রুরে বলিল "আমি, স্থরমা।"

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া রাজীব বাহিরে আসিয়া বিলল—"হ্বনা! ঘুনোও নি এখনে। তুমি ? চলো দরে বসবে"—তাহাকে প্রায় ধরিয়া লইয়া রাজীব নিজের দরে একটা সোকায় বসাইয়া দিয়া একটা পাতলা চাদরে সমত্বে পা তৃইটা ঢাকিয়া দিয়া, নিজে বসিল না, প্রশ্নস্থচক দৃষ্টিতে স্থরমার দিকে চাহিল, যেন জিজ্ঞাদা করিয়া—'কি চাও, কেন এসেছ ?' মাস তিনেক পরে স্থামীর ঘরে অনাহত ভাবে আসিয়া সে বেশ একট্ অসোয়ান্তি অহ্বভব করিল। তাহার মনে হইল, সে কি নিজেকে অনেকথানি থাটো করিয়া ফেলিল ? রাজীব কি তাহাকে অন্ত কিছু ভাবিল ? সে একট্ থামিয়া বলিল—"তুমি বোস—"

রাজীব মৃত্ হাসিয়া আর একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল—"তুমি এভক্ষণও ঘুমোয়নি কেন? এত রাত জাগা উচিত কি?"

স্থার সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল"ও লোকটা কে? রাজীব থানিককণ চুপ করিয়া বলিল—"ও লোকটা— নাই বা জানলে স্থারমা! এ সময়ে ও সবে মন দাও কেন ?"

স্থারমা জালিয়া উঠিল—"সবই তুমি ওসব এ সময়ে ভাল নয়, ওটা উচিত নয়, ব'লে লুকিয়ে রাখবে আমার কাছ থেকে ? না বলতে হবে।"

রাজীবের মুখ একটুখানি কঠিন হইয়া উঠিল' সে বলিল

—"শুনতে চাও ভো শোন; তোমার কাছ থেকে কোন
কিছুই আমি লুকোতে চাই না—ও লোকটা আজ হঠাৎ

শামার মোটবের নীচে পড়ে যায়—"

হুরমা অবাক হইয়া বলিল—"তবে হাসপাতালে নিয়ে গলে না কেন ? এখানে নিয়ে এলে কেন ?"

"প্রথমতঃ দে কোনমতে হাসপাতালে যেতে চাইল না, মনেক কাদাকাটি ক'রে আমার কাছে বললো—দে ান্তায় পড়ে থাকবে তবু হাসপাতালে যাবে না, তার নজের কোন কারণ থাকতে পারে—" স্থারমা বলিল—"তা হ'লে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা কি হবে "

"বিশেষ কিছু আঘাত লাগে নি—বয়স বেশী নয় লোকটার, দেখতে নেহাং ছোটলোক ব'লে মনে হ'ল না —কিন্তু অত্যন্ত গ্রীব—ভার কান্না দেখে মান্না হ'ল সেইজন্ত এথানেই নিয়ে এলুম।"

"চিকিৎসা হবে না ?"

"সে ভাক্তার ডাকভেও বারণ করছে, আমার এখানে কিছু অস্থ্য ছিল; আমি তাই দিয়ে ব্যাণ্ডেঙ্গ বেঁধে দিয়েছি, বলছে কাল ভোৱে এখান থেকে সরে যাবে—"

স্থরমা বলিল—"লোকটা নিশ্চয় চোর কি দাগী আসামী তাই ধরা পড়বার ভয়ে হাসপাতাল খেতে চাইছে না—কোথায় এ ঘটনা হয়েছে ? প্রলিশ ছিলনা ?"

"না দেখানে পুলিশ ছিল না।" স্কুরমা অধৃহিঞ্ ভাবে বলিল "কোথায় বৃদলে না ?

রাজীব দে কথার উত্তর না দিয়া বলিল "স্থরমা ঘুমোও গিয়ে—একটা বাজে—"

স্থরমা স্থির হইুয়া বসিয়া রহিল—রাজীব আবার বিশ্বল

—"আমার নিজের গোপনীয় তোমার কাছে কিছু নাই,
কিন্তু যদি হল্পের কোন গোপন কিছু থাকে তা আমি
তোমার কাছে প্রকাশ ক'রতে পারি না হুরমা—তবে—
এটুকু যেন রেখো—এ লোকটাকে আমি এর আগে
আব কথনো দেখি নি।"

স্বন্ধা নিক্ষল অভিমানে বিক্ষুক্ক হইছা, চুপ করিয়া বিদিয়া, পায়ের উপর হইতে রাজীবের দেওয়া চালরটা টানিয়া কেলিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একটু জোরের সহিত বলিল—"আমি ব্রুতে পেরেছি, কেন তুমি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে ওকে এখানে নিয়ে এসেছ, কারণ যেখানে এ ঘটনা হয়েছে সে জায়গার নাম তুমি প্রকাশ করতে চাওনা—নয় ?

রাজীব বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল—"অনেকটা তাই বটে—কিন্তু স্বরমা শোন—'' স্বরমা চলিয়া: যাইডেছিল, রাজীব একটা আগাইয়া গিয়া তাহার একটা হাত একট্ চাপিয়া ধরিল—বলিল—"স্বরমা তোমাকে একদিন বলেছি—ভূমি আমার ওদিকটা কিথনো দৈপতে বেওনা, কারণ তাহলে তা হ'তে বৈ ব্যণা পাবে তা লাপব করার

সাধ্য আমার নেই। অব্ঝ হয়োনা, একদিন বলেছি তোমার সদে প্রথম থে'ক আমি কোন রকম প্রতারণা করি নি, তোমার সদে আমার অন্ত সম্পর্ক—-''

"আমি ওসৰ মানি না-"

বাজীব একটা কি উত্তর দিনে গিয়া থামিয়া গেল, ভারপরে বলিল, "কা ব'দে যাও। আর কাল সকালের টোনেই ূথা আহেছে, মনে আছে? আমি ষ্টেশনে আনতে বাৰ—" রাজীব ভাহাকে এক হাতে লঘুভাবে বেইন করিয়া ধরিয়া বলিল—"একটু কিছু থেয়ে যাও—একটু বানি—অত উত্তেজিত হয়ে। না—একটু লেমনেত বা—" রাজীব আবার তাহাকে বদাইয়া বলিল—"একটু বোস—আমি বেয়ারাকে ভাকছি—" দে আর উত্তরের অপেকা না করিয়া চলিয়া গেল।

স্থরমার আর উঠিয়। যাইবার শক্তি ছিল না, রাজীব যেন তাহাকে কোন যাহর প্রভাবে মৃগ্ধ করিয়া চলিয়। গেল, যাহা হইতে সে নিজেকে মৃক্ত করিতে পারিল না। তার উপর এতক্ষণ বচসা করিয়া সে একটু ক্লান্ত বোধ করিতে ছিল—সোফার কুশনে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বিসিয়া রহিল। অন্তরে তাহার বাধিয়া গিয়াছিল তুম্ল হন্দ। স্থামীর কঠোরতাকে সত্য মানিয়া সেও কঠোরতার আবরণে তাহার হদয়ের সর্ব্ব-কামনা ঢাকিয়া রাখিবে— না—তাহার কোমলতার আবেশভরা উপাধানে মাথা রাখিয়া রচিয়া তুলিবে সে বর্পময় অপ্র্ব্ব নন্দন কানন? ক্লিকা তুল বলে—ইহাকে কই সেতো ইচ্ছা মত চালাইতে পারে না। তবু এই ভালো—বুঝি এই ভালো—। মাঝে মাঝে পরাজয়ের লভ্জাও যে হয় ছলের ভূষণ, একথা কি কণিকা বুঝে না—? জয়ের উল্লাস অনেক সময় হে আনন্দের চাইতে লঙ্জাই আননিয়া দেয় বেশী করিয়া।

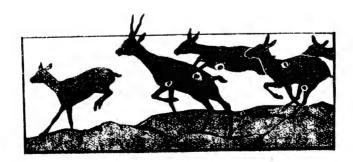
স্থরমা ক্রমে ডুবিয়া গেল তাহার অভিনব খণ্ণ রাজ্যে! কণিকা মন ইইতে কোথায় সরিয়া গেল। সে দেখিল কি স্থানর হথের রাজ্য পাতিয়া বসিয়াছে ভাহারা—রাজীব আর সে—। ঐ ষে রাজীব—ভাহারে ভাহার সবল স্থঠাম তুই বাহুর ভিতর টানিয়া লইঃ বলিতেছে, "স্থরমা ় এই তো আমি ভোমার কাছে ফিরে এসেছি"—

"আর—আর মিনতি ?"

''তাকে ছেড়ে এসেছি স্থরমা।—আজ এই বাস্থী রাতে—আজ এই ফুলের বাসরে তথু তুমি আর আমি—"

স্থবমা আনন্দে উচ্ছু সিত ইইয়া উঠিল। সতাই দে তাহার কোমল মৃত্ স্পশ অমুভব করিল। কানের কাছে কে তাহাকে ডাকিতেছে—"স্থবমা লেমনেড্ থাও—।" তাহার অর্দ্ধজাগরিত ওঠাধরের কাছে কে কি স্থধা তুলিয়া ধরিল। সে একটু স্পর্শ করিয়া আবার চুলিয়া পড়িল কাহার চিরপরিচিত, প্রিয় দৃঢ় বাছর আলিন্ধনের ভিতর। তারপরে সে শুনিল "স্থবমা এইগানে শুয়ে ঘৃনোও তবে—" তারপরে কে ধীরে ধীরে তাহাকে একটি ফুলের মত স্বয়েত্ব ভূলিয়া কোমল একটা বৃঝি ফুলেরই আন্তরণের উপর রাখিয়া দিল। আর—আর—সঙ্গে হারার ছটা মোহন ওঠের ঈষৎ পরশ তাহার ওঠ স্পর্শ করিয়া কিনের বারতা জানাইয়া দিতেছে—?

স্থরমা শিংরিয়া উঠিয়া আবার গভীর ঘুমে চুলিয় পড়িল।



2

তি

(M)

बीपूर्वभनी (परी

ধ

জুমনের বাঁশী আজও বাজছিল, সেই নির্জ্জন প্রান্তরে তরুবীথির স্লিশ্ধ ছায়াতলে, রোজকার মত।

কিন্ত বাঁশীর গানে আজ প্রাণ ছিল ন।। উচ্ছাসহীন স্থরটুকু তার নিঝুম মধ্যাহ-প্রকৃতির মতই যেন অলসতা-করে এলিয়ে পড়ছিল।

বাদক একান্ত উন্ননা। উদাস দৃষ্টি তার শৃল্যে নিবদ্ধ।
বন্ধস কৈশোর ছাড়িয়ে পেছে; ভামবর্ণ, স্বাস্থ্য পৃষ্ট, দৃঢ় পেশীবন্ধ স্থাঠিত দেহ, কিন্তু মুখখানি শিশুর মত স্থকুমার।
পরিধানে রঙীন লুকী, লম্বা কোকড়া চুলগুলো জুলফীর
আকারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। কাছে কেউ ছিল না, সে
একলা।

চৈত্রের উত্তলা বাতাদে সরু সরু হাল্কা বাব্লা পাতাগুলো সিন্ন্ সির্ করে কাঁপছিল। গাছ আলো-করা ইল্দে রংয়ের ফুল এক একটা করে ঝরে পড়্ছিল নিঃশব্দে।

কোথায় কোন্ অদৃত্য তরু শাথান্তরাল হতে ভেদে আসছিল মুঘ্র একটানা করুণ স্থর।

অদ্রে করমচার ঝোপের কাছে কয়েকটা ছাগল
আহার্য্য আহরণে রত। আর কেউ কোণাও নেই।

হঠাৎ অভ্যমনা জুমনকে চকিত করে পেছন থেকে এক থাঁচলা শুক্নো বাবলা ফুল তার মাথায় গায়ে ছড়িয়ে পড়্ল। সকে সকে হাসি! বালিকা কঠের সরল হাস্তো-ফুান, সে হাসি তার চির-পরিচিত।

—ৰোহরা!

च्यन रांनी (थरक पूर्व जूरन त्मर्थन जात अझ्यान

অভ্রান্ত—জোহরাই বটে, গাছের আড়ালে দুকিরে থাকলেও তার আশ্মানী রংয়ের ওড়না ঐ তো দেখা যার। এতক্ষণে——

জুমনের চোথ মৃথ উজ্জল হয়ে উঠল। নিতাকার অভ্যাসমত সে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল, কিছ হঠাৎ কি মনে করে কি জানি—উন্নত বাছধানা নামিরে নিয়ে মৃথ ফিরিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দিতে লাগল—অনাগ্রহের ভাবে।

—ব্যস্ব্যস্! তের হয়েছে! ভারি তো স্কর্মর বাশী—আহা! শুনলে কারাপায় যেন!—

অন্তরালবর্ত্তিনী হাস্তে হাস্তে এসে 'ঝুপ' করে জুমনের পাশে বসে পড়্ল।

ু তার দিকে আড়ে আড়ে তাকিয়ে ম্থধানা **অসম্ভব** গভীর করে জুমান।

—যার ভাল লাগে না, সে আসে কেন ? আমি তো কাউকে ডাক্তে যাইনি—আমার বাঁণী ভুন্তে—

বলেই বাণীটী ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তার ক**ওছরে** রাগের চেয়ে অভিমানই বেণী!

—ওরে বাদরে! এত রাগ!

আগাছার ভেতর থেকে বাঁশীটা উন্ধার করে **স্থোছরা** আবার **জু**মনের পাশে এদে বস্ল, তার হাতথানি **সাদর** করে ধরে, দরদ ভরা মিটি সুরে সে বল্লে—

জুমু ভাই! লক্ষীটী, তোর আজকাল হয়েছে কি বল্লেথি? কথায় কথায় খামথাই এমন রেগে উঠিন্— খামথাই! বল্তে একটু লজ্জাও হল না ভোমার?

তোমার! তবে তো আব্দকের রাগটা সামাশ্র নর!
অবশ্র রাগের কারণ একটু আছে বই কি! এবং এই
'একটু'ই যে জ্মনের কাছে যথেষ্ট, জোহরা তা নিজের
মনে বেশ জানে, কিন্তু তার কি দোষ? জ্মন ভূক ছটো
কুঁচকে তীক্ষ দৃষ্টিতে জোহরার সংকাচনত মৌন মুখের
পানে খানিক নীরবে চেয়ে রইল, তারপর দৃশ্য খরে
ভাকন—

—কোহরা।

সে দৃষ্টিতেঁ—সে বরে ওতমত থেলে গিলে জোহরা বলে ডা—সামি কি করব বল্প সামার কি দোব প আমি তো তথুনি চলে আদছিল্ম—মধন তুই ছাগল নিয়ে বেরোলি, কিন্তু ওরা আদতে দেয় না যে—

- ওরা কে ? রম্কান্ চাচা,— আর ?—
- —ইয়াসিন্ ভাই!

क्षान में करत वर्त छेठन।

ওঃ! ওর আম্পদ্ধা কম নয় তো! তোর ওপর হুকুম চায় ও কোনু সাহুসে কিনের জোরে—শুনি ?

ইয়াদিন যে কিদের জোরে কোন্ সাহদে তুকুমত চালায় তা জোহরার, চেয়ে জুম্মন বেশীই জান্ত, কিন্তু—সেটা মনে মনে স্বীকার করাও যে তার পক্ষে বিষম গ্লানিকর! দেই উদ্ভে এসে জুড়ে বসা আপদ কোথাকার—উ:!—

রুদ্ধ আক্রোশে ঠোঁট কাম্ডে দে বলে উঠল

বেকুব কোথাকার! বোঝে না সোঝে না—আছো, আমার কাছে তোকে দেখলে ও জলে যায় কেন বলতো? আমি কি তোকে থেয়ে ফেলব? এই সেদিন লোহা পিটতে পিটতে তেষ্টা পেয়ে গেল বলে তোর কাছে জল চেয়েছিলুম—তাতেই বাবুর কি তড়পানি! ইস্! ইচ্ছে হল তক্ষ্ণি এক হাতৃজ্ব খায়ে শ্য়োরটার মাথার খুলি উড়িয়ে দিই, দেবও কোনদিন তাই, যেরকম বাড়িয়ে ছুলেছে—নাঃ, আমার আর সহ হয় না জোহরা। সত্যি বল্ছি থোদা কসম্—

জুমনের কঠম্বর উন্ভাস্ত। চোথ ছটোয় যেন আগুনের ফিন্কী ফুটে বেরোচ্ছিল। জোহরা আতক্ষে শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি জুমনের হাত ছথানা চেপে ধরে সে কাকুতি করে বল্লে—

- —না না, রাগ করিস্ নে ভাই। আমার কথা শোন। আমি ওকে বুঝিয়ে দেব—তোর সঙ্গে যেন আর না লাগে। ও তো মন্দ লোক নয়,—তবে—
- —না:, বড়ত ভাল লোক! তুই তো তা বল্বিই রে!
  ও বে তোর অভ্যান শেষে শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল
  না। বে কথা মনে আনতেও শিরায় শিরায় রক
  চল্কে ওঠে, সে কথা মুথে আনা সহজ নয় তো।

জুম্মন মুধধান। এক্ষকার করে থানিক গোঁজ হয়ে বসে রইল। ভারপর হুদ্ করে জোরে একটা নিংশাস কেলে বল্লে— —বেশ! আমার এখানে থাকা আর পোষাবে না দেখছি। ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে একদিন বেরিয়ে পড়ব—

চুই চকে ব্যাকুল আগ্রহ ভরে জোহরা জিজ্ঞাস। করলে—

- —কেন ? কোথায় যাবি!
- যেখানে খুসী! আমার যাবার আর জায়গা নেই নাকি? না তোর বাপের দোকানে লোহা না পিট্লে খেতে পাব না? আমার কিসের পরওয়া? একলা প্রাণ, যেখানে মেহনং করব সেইখানেই...এদিন কবেই চলে যেতুম, শুধু তোর জলেয়, তোর জালায়—
  - —ফের!

জোহর। কাদ কাদ হয়ে বলে উঠ্ল ---

—আছে।, আমি তোর কি করেছি জুমু। সতি। করে বল তো ?

তার সে মিনতি-কাতর সরল প্রশ্নের উত্তরে অনেক-গুলো উদগ্র, উচ্ছাসময় রুঢ় বচন জুমনের গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছিল, কটে তা চেপে রেখে সে নরমভাবে উদাসস্থরে শুধু বল্লে—

—না: তুই আর কি করবি ? আমার কিস্ম**ং**!

আবার একটা বুক কাঁপানো তপ্ত দীর্ঘধান হৈত্র
মধ্যাহ্নের উক্ষথাসে মিশিয়ে গেল। কাছেই একটা শুক্নো
বাবলার কাঁটা পড়েছিল, জুম্মন কি মনে করে সেট।
তুলে নিলে। তারপর জোহরার কুম্ম কোমল কর দৃঢ়
মৃষ্টিতে ধরে কাঁটাটা তার হাতে আল্গাভাবে আত্তে
আত্তে ফোটাতে লাগল।

জোহরা শিউরে উঠ্ল—

—উ:! কি করিদ্ জুমু! লাগে যে!

লাগে ? এইটুকুতেই ? কিন্তু এমনি দশ বিশটা কাঁটা আমার কলিজায় ফোটে—ৰখন—ঐ শুয়োরকা বাচ্চাটা ভোকে—

আ: ় ওকে গাল দিয়ে কি হবে বল ? অববা ওবে আদর করে রেখেছেন বলেই—

—ই: রে ৷ বড্ড গায়ে লেগেছে না **?** বেশ করব, পুর দেব ওকে গাল ৷ তৃই শুন্তে না পারিস্ চলে যা এখান থেকে—
রাগে, জোহরার হাতখানা ঠেলে দিয়ে জুম্মন তিড়বিড় করে বলে উঠল—যাঃ! এক্স্নি যা! কে তোকে
ভেকেছিল ?

গলার স্বর কাঁপছিল তার, চোধের দৃষ্টি পাগলের মত বিভাস্ত।

জুমনের আজ হল কি? জোহরার কেমন গা ছমছম করতে লাগল, কি এক অজ্ঞাত আশক্কায়-—নির্জ্ঞন প্রান্তর কাছে-পিঠে কেউ নেই—

সে বিবর্ণ স্নানমূবে ভয়ে ভয়ে বল্লে—আজ ভোর ংয়েছে কি জুমু ভাই ?

किइ रम्भि। जूरे अथन गांवि किना?

জোহরার আর ভরদা হল না থাকতে; দে জুনুনের রোষদৃপ্ত মুখের পানে একটা চকিত করুণ দৃষ্টিপাত করে ক্ষমনে ফিরে চল্ল যে পথে এসেছিল দেই পথে আর কথাটি নাক্ষে।

জুমন বিক্ষারিত নেত্রে নিপালক হয়ে চেয়ে রইল।
ধীরে ধীরে ধীরে, জোহরার আশ্মানী ওড়নার
শেষ প্রান্ত, ঢিলা ইজারের গোলাপী আভাসটুকু,
শোহল্যমান স্থগোর হাত হথানি দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে
গেল—আর দেখা যায় না।

তথন জুমনের বেদনাভরা চোথ ছটে। জলে ভিজে উঠন।

ধীরে ধীরে নে থানিক এগিয়ে গিয়ে ভাকল—
গোধরা!

সে ডাক জোহরা হয়তো শুন্তে পেলে না, কিখা শুনেও ফিরল না। যাক গে! না এলে তো বয়েই গেল! ভারি ডো…

জুমনের ক্ষাচিত্তে অভিমানের বাধা উদ্বেশ হয়ে উঠেছিল। ফিরে এসে সে গাছতলায় শুয়ে পড়ল অলস প্রান্ত ভাবে।

উদাস বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠল—তার দরদী-প্রাণের ব্যথার গানে—

> नाक्षित्र ना था हैराय जूत्र्रक्। निन् स्टिक नेशी कत्र्ना,

মেহেরুম ইয়ে কিস্মত্কা ফের্ কিস্সে গিলা কর্না।

ছই

সেও একদিন ছিল।

যথন জুম্মনকে নইলে জোহরার একদণ্ড চলত না।
জুম্মন তাদের কামারশালায় কান্ধ করে, জোহরা কাছে
বলে দেখে।

ছোটখাট জিনিযগুলো হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করে সাধ্যমত। পরিপ্রান্তের তৃষ্ণায় জল, কুধায় জল মৃথে মৃথে যোগায়। অবসরকালে তৃষ্ণম যথন তাদের ছাগল নিয়ে মাঠে যায়—তথনও সে ছাড়েন। সঙ্গে সঙ্গে খোলা মাঠে ছুটোছুটী করে বেড়ায়। রোদের সময় গাছের ছায়ায় বসে জুমনের সাথে গল্প করে। জুমন বাঁশী বাজায় জোহরা তন্ময় হয়ে শোনে।

জোহরার যত আদর আব্দার, রাগ অভিমান জুম্মন সহা করে, নির্বান্ধব সংসারে এই মেয়েটাই ছিল তার একাস্ত আপন জন, একমাত্র ভালবাসার পাত্রী।

তাদের হজনের ছাড়াছাড়ি হত শুধু রাত্রিকালে। কারণ জুম্মনের রাত্রের স্বাস্তানা ছিল নিজের ঘরে। তার ঘর বলতে একখানা খড়ের ছাউনী দেওয়া জীণ কুঁড়ে, তাও শূত্র, তবু পৈতৃক ভিটে তো! ছাড়তে মায়া হয়।

জুম্মন দরিদ্র সন্তান। বাপ্কে মনেও পড়ে না তার, হুংখিনী মা চরখা কেটে দিন গুজুরাণ করত। জুমনের বয়দ যখন বছর তেরো, তখন তাকে জোহরার পিতা রমজান মিঞার জিম্মায় রেখে দেও চক্ষু বুলেছে।

গ্রামের মধ্যে রমজান মিঞার ধার্মিক ও দয়ালু বলে বেশ একটু খ্যাতি ছিল।

জোহরা তার একমাত্র আদরের ধন, নয়নের মণি, জোহরার মৃথ চেয়েই লোকটা ত্রীবিয়োগের পর আর 'নিকা' করতে পারে নি।

অনাথ বালক কৃষন অল্পদিনের মধ্যেই তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল,—নিজগুণে। সে নিরলস, কর্মাঠ, সরল ও সচ্চরিত্র। তাই জুন্মনকে বোকানের কাজকর্ম শিথিয়ে, দোকান ও একমাত্র স্নেহেরনিধিকে তার হাতে সমর্পণ করে, রাথতে পারবে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমনি একটা আশা রমজান মিঞা প্রথম থেকেই মনে মনে পোষণ করছিল, আশাপূর্ণ হতে কোনো বাধাই ছিল না, কিন্তু তার মত উল্টে গেল ইয়াসিনকে দেখে।

ইয়াসিন জুম্মনের মত পরিপ্রমী না হলেও দেখ্তে গুন্তে বেশ, সভ্য ভব্য, ফিটফাট। হবে না কেন? লাহোর সহরে থাকে, লেথাপড়াও কিছু শিথেছে, এবং দরেও কিছু সংস্থান আছে, জুম্মনের মত সে নিরক্ষর নিঃস্ব ও জংগী নয় তো।

তাছাড়। ইয়াসিনের সঙ্গে এদের আত্মীয়তার সম্পর্কও
একটা আছে নাকি,—সে রমজান মিঞার দূর সম্পর্কীয়
এক চাচাজাদ্ ভাইয়ের ছেলে। স্কুত্রাং পাত্র হিসাবে
জুম্মনের তুলনায় ইয়াসিন সর্কাংশেই শ্রেষ্ঠ ও বরণীয়।
তবে জুমনের মত অফুগত বাধা হয়ে থাকতে হয়তো
সে কোনোকালেই পারবে না। জুম্মন জোহরাকে কি
ভালবাসে! তার মত আন্তরিক ভালবাসতে ইয়াসিন্
পারবে কি? যদিনা পারে রমজান্ ভেবে ঠিক করতে
পারছিল না, তার এখন কি করা উচিত। অবশ্র
জোহরাকে নিজম্ব করে পাবার জন্ম ইয়াসিনের দিক
থেকেও কম আগ্রহ ছিল না, তয়ী কিশোরীর তরুণ
ক্রপঞ্জী তাকে বান্তবিক মুয়্ম আরুষ্ট করেছিল। সে একজন
সৌখীন যুবক এবং স্পুরুষও বটে, অতএব তার রুচি
মার্জিত হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু ঐ জুম্মনটা…

যাকে দোকানের একটা চাকর ভিন্ন আর কিছু ভাবা যায় না, তার সক্ষে বাড়ীয় মেয়ে জোহরার এত-থানি সলাগলি ভাব তথ্য তাই নয়, বাড়ীর কর্তার উপর ওর এতটা আধিপত্য ইয়াসিনের নজরে প্রথমাবধিই কেমন অংশাভন ও বিরক্তিকর ঠেকছিল। এ সম্বন্ধে কোনো অহুযোগ জানালে জোহরা বিশার প্রকাশ করে বলত। বারে । ও চাকর হতে যাবে কেন ? ও যে আমার স্কুমু ভাই !

রমজান তো হেসেই উড়িয়ে দিউ, জুম্মন ঘরের ছেলে, 'পর' তো নয় ? ছোটবেলা থেকেই ওরা ঘূটীতে একসঙ্গে ভাই বোনের মত মামুষ হয়েছে, স্থতরাং

দেখে গুনে গা গিস্ গিস্ করলেও ইয়াসিন জ্মনের সাক্ষাতে কিছু বলতে ভরসা পেত না। কারণ বয়সে ছোট হলে কি হয় ? নির্ভীক প্রকৃতি জ্মনের ব্যায়াম-পুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, লোহ। ভাঙ্গা লোহার মতই শক্ত হাত ছখানা তার তুলনায় ইয়াসিনের মত ছিপ্ছিপে 'বাবৃ' লোকের শক্তি যে কত তুচ্ছ তা বুঝতে বাকি ছিল না।

একটুখানি ইসারা পেলেই জুমন ভার উজ্জল চক্ষের দৃপ্ত দৃষ্টি দিয়ে যে ভাবে চেয়ে থাক্ত, দেখে ইয়াসীনের বৃক পর্যান্ত উকিয়ে উঠত। তবু, আড়ালে জোহরাকে জুমনের কাছ থেকে তফাৎ রাখতে ইয়াসিন সর্বাদাই চেষ্টিত ছিল। সে চেষ্টা তার আংশিকভাবে সফল হয়নি এমন নয়।

ইয়াসিনের সঙ্গ এখন জোহরাকে পীড়া দেয় না, বরং আনন্দ দেয়।

কিন্তু জুমনের অসন্তুষ্টিও তাকে কম ব্যথিত করে না। সে যে তার আবাল্যের সহচর, অন্তরন্ধ প্রিয় হছান্!

জোহরা যথন এমনি দোটানায় পড়ে, সেই সময় ভাগ্যবিধাতা তার জীবনধারার গতি নিয়ন্ত্রিত করে দিলেন অতি আশ্চর্য্য ও অপ্রত্যাশিত ভাবে।

সেদিন দোকানে অনেক কাজ এসে পড়েছে। রমজানকে কটী থেতে পাঠিয়ে জুম্মন তার অসমাপ্ত কাল তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেষ্টা করছিল। গ্রীম্মের তুপুর। রোদ ঝাঁ ঝা করছে। লোহার ছাদ দেওয়া দোকান ঘর্ষানা তাতে যেন আপ্তন!

সামনের অগ্নিকুণ্ডটা হাপবের ফুৎকারে ক্ষণে ক্ষণে প্রদীপ্ত হয়ে উঠছিল; তার উন্তাপে জুম্মনের ভামন মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, স্কাকে ঘাম ঝরছে দর্শর ক্রে। কুং পিপাসা আকঠ। এমনি সময়—

দোকান ও অন্দরের মাঝামাঝি দরজার টালানে।
'চটে'র পদিটি। সরিয়ে জোহরা চুপি চুপি বল্লে—আই ভাই! হল? আজ কখন ফটী খাবে বলো দেখি!

ইয়াসিনের ব্যবস্থায় জোহরা আঞ্চকাল যথন ভাষন বাইরে আস্তে পায় না, সে দিনের দিন সেরান হচ্ছে তো ৷ পদ্দার ফাঁক থেকে জোহরার হাসিভরা প্রিয় মৃথখানা
দেখে জুমনের সকল ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল যেন! গামছায়
মৃথের ঘাড়ের ঘাম মৃছতে মৃছতে সে একটু লিগ্ধ মধুর
হাসি হেসে বল্লে—

—এই যে যাই, আজ বড় বেলা হয়ে গেছে না কি করা যায়—এত কাজ, আমি না করলে যে রমজান চাচা এতক্ষণেও **ছুটা**…

জ্মন এপানে-দেখানে ছড়ানো লোহার ছোট টুক্রো কল্ঞা, ক্রু প্রভৃতি দরকারি জিনিসগুলো কাঠের বাক্সটায় ক্ষিপ্রহত্তে ভূল্ছে দেখে জোহরা আর থাকতে পারল না, পদ্দা থেকে বেরিয়ে এল, ভাকে সাহায্য করতে। আহা বেডারা কি রকম ছেমে উঠেছে! কত ক্ষিদে পেয়েছে তার, হপুর গড়িয়ে গেল—এখনো—সভিা, মান্তবের শরীর ভো! ইয়াদিন ঠাট্টা করে বলে, ভোমার ক্ষু ভাইয়ের দেহখানা লোহা দিয়ে গড়া। বাত্তবিক এত পাট্নী অন্ত ছেলে হলে...

জোহবা!

জোহরা ও জ্মান ত্জনেই চমকে উঠে দেখে— ইয়াফিন।

্যাসিন জোহরার দিকে চোক পাকিয়ে কুন্ধকণ্ঠে বন্লে—

কি আশ্চর্যা! কের এসেছ এখানে? তোমাকে আমি মানা করেছি না। একবার নয়, একশো বার, তবু ভন্বে না তুমি ?

সোহরা হাতের কাজ ফেলে মুথথানি চুণ করে বল্লে

—আমি তো ডাক্তে এসেছিল্ম ভুধু, জুন্ম ভাই এখনো
থায়নি তাই—

— ও:! জাহান্নমে যাক্ ভুন্ম ভাই। যার পেট জল্বে সে আপনিই থাবে, তার জন্মে আবার থোদামোদ করা কেন? কি মৃদ্ধিল! তবু দাঁড়িয়ে থাকে 'হাঁ' করে। আবে ভেতরে যাওনা—লক্ষা করে না এথানে এমন করে—

ইয়াসিন জোহরার হাত ধরে অস্ক্রার খরে বল্লে— <sup>বাও</sup>! ভেতরে যাও। এখানে আসবার ভোমার কোন দরকার নেই, বুঝলে? রোষ ক্যায়িত নয়নের শাণিত দৃষ্টি ইয়াদিনের মুখে: ওপর নিক্ষেপ করে জুম্মন তর্জ্জন স্বরে বলে উঠল—

কৃষ্ণাে যাবে না। ও বেশ করবে এথানে থাকবে।
তুমি ওকে মানা করবাব কে? থবন্ধদার। ফের যদি
কথনাে শাসন করতে এসেছ তাহলে…

জুশনের মৃষ্টিবদ্ধ হাত ছ্থানা উ.ক্ক উথিত হল।
মুথ চোথ তার আরক্ত, কিন্তু ইয়াদিনেরও আজ কম
রাগ হয়নি—দেও ভয় না পেয়ে কথে দাঁড়াল'—চোপ্
রও। 'টুক্রা' থানে ওয়ালা কুতা কোথাকার। আমার
'বিবি'কে আমি শাদন করব তাতে তোর কি ॰ তুই
চাকর, চাকরের মত পাকবি—কথাটা শেষ হবার আগেই
হারামী। শুয়োরকা বাচ্চা। বল্তে বল্তে লোহা পেটা
হাতৃড়ীটা কিপ্রহত্তে তুলে নিয়ে জুমন কুপিত সিংহের
মত ইয়াদিনের ওপর লাফিয়ে পড়ল। চক্লের নিমেষে
—একটা বিকট আর্ত্রনাদ করে ইয়াদিন মাটীতে পড়ে
গেল। তার মাথা কেটে রক্ত ছুটল ফিনকী দিয়ে।

মারবার সৃষ্য হাতৃড়ীটা হাত থেকে ফদ্কে গিয়েছিল, আঘাত গুরুতর হলেও মারাত্মক হয়নি, তাই ইয়াদিন সে যাত্রা বেঁচে গেল।

কিন্তু হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে বেচারা জুমনকে জেলে গেতে হল অল্লদিন নয় দীর্ঘ সাত্রৎসরের জন্ম।

তিন

নিস্তর রাজি।

এত অন্ধকার যে কোলের মাতৃষ চেনা যায় না।

শেটিয়ালা সহর থেকে ধবলান গ্রামের দিকে যে রেলের লাইন চলে গিয়েছে তার ছধারে জলল। দেই জলল থেকে আন্তে আন্তে বেরিয়ে এলো একজন লোক, তার মাথা ভর। রুল্ম ঝাঁক্ড়া চুল, পরণে থাঁকি কুওঁ। ও থাটো জালিয়া, তাও ছিল্ল ভিল্ল। বড় বড় চোথ ছটো আছকারে হিংঅ পশুর মত জলছে। অতি সন্তর্পণে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে লোকট। চুপি চুপি থোলা জায়গায় এদে দাঁড়াল। এক মূহুর্ভ উদ্দেশক দীও মুক্ত আকাশের পানে চেয়ে থেকে সে গভীর প্রান্তিভরে একটা সুনীর্ঘ নিঃখাস ফেলে আপন মনে ব্রেল—

—হা আলা! আর যে পারি না! ছত্তিশ ঘণ্টা হয়ে গেল—ক্যাপা কুকুরের মত জললে জললে ঘুরে মরছি, এতটুকু বিশ্রাম নেই, পেটে একটা দানা নেই,— এর চেয়ে জেলখানা যে হাজার গুণে ভাল ছিল। সেখান থেকে কেন পালিয়ে এলুম? কিসের লোভে? যার জন্তে আমার এ হুর্গতি তাকে একবার—কিন্তু কি হবে দেখে? সে হয়তো—হয়তো কেন নিশ্চয়ই স্বামীর সঙ্গে স্থে আছে,—কম্বজ্ জুমু ভাইকে হয়তো ভূলেও কথনো—উঃ! জোহরা! জান্ আমার!— অভাগা জুমানের হুচোধ ঝাপু সা হয়ে গেল।

—না:, আর গিয়ে কাজ নেই, ফিরে যাই—য়ে পথে এসেছি—কিন্ত এত কট্ট করে, এত দ্ব এসে একবার না দেখেই—শুধু একবার চোখের দেখা,—জীবনে এ স্থযোগ আর—

জুমন রেল লাইন ধরে চলতে লাগল, কিন্ত ছুপ।

গিয়েই হঠাৎ থম্কে থম্কে দাঁড়াল, ও কি १ ও কিসের

শব্দ ? কেউ লুকিয়ে পেছু নিয়েছে নাকি १ না,
একটা শেয়াল বনের ভেতর ছুটে পালাল। তাতেই এত

ভয়! হায়! একি বিভীষিকাগ্রস্ত অভিশপ্ত জীবন তার।
এর চেয়ে জেলের মধ্যে কয়েনী হয়ে থাকা—নাঃ, কাজ
নেই এমন 'আজাদী'তে, সে রাতারাতি ফিরে যাবে,
গিয়ে আপন হাতে ধরা দিলে হয়তো তার অপরাধের
গুরুত্ব কিছু লাঘব—কিন্ত সেই লোকটা—পলাবার সময়
বাধা দিতে এসেছিল বলে জুমন যাকে ভারি পাথর ছুড়ে
মেরেছে,সে যথম তো হয়েইছে তাছাড়া যদি একই আঘাতে
পঞ্চত্ব পেয়ে থাকে—তবেই তো—

তা হলে জুম্মন এখন খুনী, নরহস্তা! উঃ!

ক্ষণিকের জন্ম থৈগ্যহারা হয়ে, প্রলোভনে পড়ে সে কেন এমন অবুঝের মত কাজ করলে ? এতকাল ষে ভাবে কেটেছিল—তেমনি ভাবে মেয়াদের শেষ বছরটাও কেটে যেত—তারপর তো মুক্তি—মুক্তি! হায় ভায়া! মুক্তি তার একেবারেই মিলবে—সেই ফাঁসী কাঠে! হত্যাকারীর আর শান্তি কি ? ফাঁসী অনিবার্যা। এমন করে কতদিন আর অনাহারে অনিজ্ঞা বনে জন্মলে লুকিয়ে থাকা যায় ? ধরা সে পড়্বেই, তার চেয়ে নিজে

গিয়ে যদি ধরা দেয় ভাহলে ঽয়তো... কিন্তু মাছ্মবের জীবঃ যে বড় প্রিয়। তার কত সাধের এই নবীন জীবঃ অপরিতৃপ্ত তরুণ যৌবন, শেষে কি না ঘাতকের নির্দঃ করে—ইয়া মালিক। তোমার মনে এই ছিল।

ত্বনিয়ায় এসে তার একি—

ঐ আবার। ও ধারে ওকে ? পা টিপে টিপে বে আসছে না? পলাতক বন্দীকে শুধু তাই নয়—গুনী আসামীকে ধরতে—

না না, ওবে গাছের ছায়া বাতাসে তুল্ছে।

প্রতিপদে বাধা, প্রতি মুহুর্তে বিভীষিকা। তবু সে যাবে। জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ না করে গোলে সে ফে মরণেও শান্তি পাবে না।

জুম্মন আবার চল্ল—শ্রান্ত অবসন্ন দেহ—টল-মলে পা ছথানা টেনে নিয়ে, শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক্ ওদিক্ চেঃ রেল লাইনের ধারে ধারে—

তার দীর্ঘ সবল ছায়া খান¦…নিশীণের ঘন আঁধারে মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

#### চার

খাটিয়ায় পাতা মলিন শ্যায় শায়িত রুগ শিশুর পাশে বসে জোহরা গালে হাত দিয়ে কি ভাবছিল— সে ভাবনার অন্ত ছিল না। শিশুটা কেঁদে কেঁদে রুগত হয়ে এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘয়ে আর তৃতীয় প্রাণী নেই। শুধু কম্পিত দীপশিখার তালে তালে দেয়ালের শুক্র ছায়া গুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জোহরার গা ছম্ ছম্ করছিল।

কি জানি ইয়াসিন কত রাত্রে ফিরবে!

ছেলের ওয়ধ আন্বার বাহানায় সেই যে সজ্যে বেলা বেরিয়েছে, এখনো দেখা নেই। হয়তো মদ থেয়ে কোথাও আড্ডা দিচ্ছে বসে, ক্তির প্রাণ তার। স্ত্রীপ্রের ত্:খ, দরদ সেতো বোঝে না কথনো, বুঝলে বি এই দশা হয় তাদের।

জোহরার পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ওতদিন ইয়াসিন এতটা বাড়াবাড়ি করতে পারেনি, তার মৃত্যুর পর একেবারে চূড়াস্ক করে তুলেছে। তার অবিচারে, অত্যাচারে গরীব গৃহস্থ ঘরের করীশ্রীটুকু নিংশেষে অন্তর্হিত। তকণী প্রোহরার পরি-পূর্ণ যৌবন-প্রমা কীট দষ্ট কুম্বনের মত হতন্দ্রী। আব এই চ্প্রদোগ্য কচি শিশু নিম্পাণ নিরপরাধ, গোহবার কত হাথের, কত আনন্দের আদরের ধন সে! এ শান্তি তার উচ্চুছাল চরিত্র জনকের দোবে নাং গ্রেকিম্নীতে। স্পষ্টই বলে গেলেন।

কোলে তোলা যায় না, এমন শোচনীয় 'শ্বস্থা, 'শাহ। বাছারে।

কি জানি জোহরা তাকে ধরে রাথতে পারবে কিনা!

এ হ্রস্ত ব্যাধি যদি আরাম না হয়, জোহরার বৃকের
বন যদি না বাচে, তবে যে…

ঘূমের ঘোরে শিশু চমুকে ফুঁপিয়ে উঠল। জোহরা সঙ্গল চোথে, গাঢ় মমতায় তার শীর্ণ মুখথানি চুম্বন করে আত্তে আত্তে চাপড়াতে লাগল শিশু আবার ঘূমিয়ে পড়ল।

নিস্তব্ধ কক্ষে, নিদ্রিত পীড়িত সম্ভানের পাশে জেগে বসে রইল শুধু চিস্তাকুলা স্নেহময়ী জননী।

ইয়াসিন ফিরল—তখন নিশুতি রাত।

সে ঘরে পা দিতেই জোহরা ব্যতে পারলে তার কন্দেহসভা।

স্বামী তার ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

জোহরার আহত চিত্ত ধিকারে ভরে উঠল। সম্থান রোগশ্যাম পড়ে শুষ্ছে—দেখেও ফুর্ত্তি করতে প্রবৃত্তি

ছি! ছি! এমন অমান্থবের হাতেও পড়েছিল সে।
এর তুলনায় অশিক্ষিত মূর্থ জুম্মন বে—হায়! ব্যথার
ব্যথী বাল্যসাথী তার এ হৃংথের দিনে আজ সে কোথায় ?
কোন অন্ধ কারাগারে ?

অমৃতাপিতা জোহরার মর্মস্থল মধিত করে জোরে একটা নিঃশাস বেরিয়ে গেল।

উদাস গন্তীর মূখে ইয়াসিনের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করনে, ছেলের 'দাওয়াই' এনেছ ?

না, কি দিয়ে আন্ব ? পিয়সা— পয়সা তো আমি দিয়েছিলুম— — হঁ। তাতে কি হয় ? হাকিমজীব 'ফুস্কা' তো তোসহ**জ** নয় এই লম্বা—

্বশ। তাহলে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোও এখন। লক্ষাও করে না ভো—বেহাগা, বেদরম কোথাকার।

রালে, ঘুণায় মুখখানা বিক্লত করে জোহরা আবার ছেলের পাশে সিয়ে বস্থা। সে মনে করেছিল আজ স্থামীর সঙ্গে আছি। করে একটা বোঝগাড়া করবে, বিস্তু প্রবৃত্তি হল না।

— হঁ, তো গাল দেবেই, ছনিয়ায় কাষণাই যে এই। যতদিন হাতে প্যসা থাকে, ততদিনই সব—তক্দীর আমার।

অপ্রকৃতিস্থ দেহখান। বিছানায় এলিয়ে দিয়ে ইযাসিন ফোস করে একটা নিঃধাস ফেলে বল্লে—

— আর কিছু গুনেছ—নতুন ধবর**়** তোমার **জুমুভাই**—

জোহরার বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল। জুন্ম ভাই। এই মাত্রু যে তার কথাই মনে করছিল—কি হয়েছে তার ?

ব্যাকুল উৎস্থক চিত্তে ছুটী চোণে বিপুল আগ্রহ নিয়ে সে স্থামীর মৃথপানে চেয়ে রইল রুদ্ধ খাদে। ইয়াদিন গলার হার থাটো করে বল্লে—হাতাব যায় না মলে। এতকাল তো পেটেও ভোঁড়ার গোঁয়ান্তমি গেল না,— আবার একটা খুন করে—

चा। त्काथाय ? कारक थून कत्रल ?

- জেলের সেপাইকে। পালাবার সময় একে ধরতে গেছল বলে—
  - —তারপর ? ধরে ফেল্লে ?
  - —না, চম্পট দিয়েছে তক্ষ্নি, একেবারে উধাও।
  - —এ কবেকার ঘটনা!

এই পরত দিন, এখনো পাতা নেই। তন্দুম সহরে নাকি ট্যাড্রা দিয়েছে কয়েদীকে ধরে দিতে পারলে ছশো টাকা বক্সিম দেবে।

এক মৃহূর্ত্ত জোহরার বিবর্ণ মৃথে বাক্য নিঃসরণ হল না। সেতাক হয়ে তথ্ ভাবতে লাগল—জ্মন তাহলে খ্নী? সভিয় সভিয়ই? হায়! তার এ অধোগতির জন্ত দায়ী কে ? তথন জোহরা ছেলেমাছ্য ছিল—ব্ঝতে পারে নি, কিন্ত এখন তোবেশ ব্থতে পারছে,—

হতভাগা জুম্মন তার আশা উৎসাহ ভরা জীবনটাকে এ ভাবে হেয়, বিপন্ন করে তুলেছে কাহার জক্ত ?

জোহরার দিক্ থেকে সাড়া না পেয়ে ইসাসিন আপনা আপনি বলতে লাগল—

— এখুনি হয়েছে কি ? আরো কত খুন খারাপি করবে ও। আমি তো আগেই জেনেছিলুম— হোঁড়া একজন পাকা খুনে—হাঁা দেখ ইয়াসিন হঠাৎ সোজা হয়ে বসে শক্ষিত অরে বল্লে—

—আসার বড্ড ভয় কর্ছে কিন্তু! অন্ধকারে যথন
চলে আসছিলুম পথে কেউ ছিল না, তবু হঠাং কেমন
খট্কা লাগল—মনে হল কে যেন লুকিয়ে আমার পেছু
নিয়েছে। আশ্চর্য্যাকছু নয়। ছোঁড়াটার আমার ওপর
যে রকম আক্রোশ—একবার নিকেশ তো করেই ছিল—
ছাড়া পেয়ে আবার যদি এসে জোটে—জোহরার সারা
অকে কাটা দিয়ে উঠল।

—তাই কি। না না, সে যতই নিষ্ঠ্র হোক্, তার 
মারা এতবড় একটা নৃশংসতা—সম্ভব হতে পারে কি ?—
কিছ—না বলা যায়ই বা কি করে ? সেবার খুন করতে
তো বাকি রাখেনি কিছু, ইয়াসিনের নেহাত আয়ুবল
ছিল বলেই সে যাত্রা বেঁচে গেল।

এখন সে যদি আবার আসে, ছুরী হাতে ঘাতকের বেশে উ:। তাহলে জোহরা ছুটে গিয়ে বুক পেতে দেবে, জীবনে বিভূষণ ধরে গেছে তার।

ইয়াসিন ঘরের চারিনিকে সন্তর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে ফিস্
ফিস্ করে বললে—ধরা সে পড়বেই—কভলোক থোঁজ
করছে—টাকার লোভে—হুশো টাকা কম তো নয়?
ভামরা পেলে এ সময় বত্তে—

দরজার শব্দ হ'ল খট়। খট়। খট়। কে ও ? ইয়াসিন্—চম্কে উঠে বল্লে—কওন ছায়। সাড়া নেই।

জোহরা বল্লে---

—করিমের মা বৃঝি ? দোরটা খুলে দাও ভো—

হুঁ। তোমার এক কথা। রাত হুপুরে দে বুড়ী কি করতে আসবে? ও হয়তো বাতাস— আযার সেই শব্দ।

— ঐ দেপ নিশ্চয়ই করিমের মা। সে বলেছিল ওচের বাগান থেকে 'আনার' এনে দেবে রোগা ছেলের জ্বান্ত, বেচারি তাই বোদ হয় এত রাত্তে—জোহরা ব্যন্ত সমত্ত হয়ে নিজেই উঠে দোর খুলে দিলে, কিন্তু একি ? এ আবার কে ?

একটা অক্ট আওঁধননি করে সে ছহাত পেছিয়ে এলো। তার চক্ষে পলক নেই মুখখানা মৃতের মত পাংশু।

ইয়াসিন বিশ্বিত অন্ত হরে বললে—
কে রে বাবা। বল্লম দরজা খুলো না, তর্—

তার মুখের কথা মুখেই রইল, নেশার ঘোর ছুটে গেল, যথন বাহিরের লোকটা সরাসর ঘরে চুকে এসে' পরিচিত হারে ডাক্লে, জোহরা।

কতদিন কতকাল পরে দেখা—পরিবর্তন কম হর্ন।
তবু স্থামী-ক্রী ছলনেই চিনে কেলে—তারা এইমাত বার
কথা আলোচনা করছিল আগদ্ধক সেই জেলপলাতক
বন্দী জুমন। সর্কানাশ! ইয়াসিন থাটিরা ছেড়ে ধড়
মড় করে উঠে পড়ল, কিন্তু এক পা এগোতে, একটা
কথা বল্তে আর ভরসাহল না। হঠাৎ সামনে ভূত
দেখলে যাদশাহয় ইয়াসিনের তথন সেই অবস্থা।

জুমন খানিক তীক্ষ তীত্র দৃষ্টিতে ইরাসীনের ভীতি-বিহরল মুখের পানে তাকিয়ে রইল, পরক্ষণেই দৃষ্টি তার কোমল করুণ হয়ে এলো—খাটিয়ায় শায়িত রুয় শিশুটীকে দেখে, তার অস্থিচর্ম সার, ক্ষুদ্র দেহখানা যেন বিছানার মিশে গিয়েছে। আহা বেচারা।

তাড়াতাড়ি জোহরার দিকে চোধ ফিরিয়ে নিরে
একটা মর্মভেদী গভীর নিঃখাদ ফেলে, জুমন গাঢ় করে
বলে—কোহরা। আজ অনেক আশা নিয়ে এদেছিল্ম
প্রাণের মায়া না রেখে, কেন জানো ? তথু তোমাবে
একটি বার দেখতে—খাদী পুত্র নিয়ে তুমি স্থথে আদ মনে করেই,—কিন্তু এখন ভাবছি না দেখাই বুঝি ভাগ্
ছিল। তুমি যে এমন করে— বেপথুমানা জোহরার রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ থেকে কঠে উচ্চারিত হল—জুন্মুভাই। রহেম—

—ভয় নেই জোহরা। বেরহেম্ হলেও জুল্ম করতে আদিনি আমি, কেবল তোমাকে একবারটী দেখতে— বর্ম তো। তোমার বাচা—

—হাঁ।, ও আর বাঁচবে না জুন্ম।

জোহরার কম্পিত কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেক্নে পড়ছিল।
—আন্নার মন্ত্রী।

ঘন দীর্ঘণাদে বিকম্পিত বৃক্থানা তু'হাত ১৮পে জুমন বল্লে এ সময় কিছু টাকা পেয়ে গেলে উপকার হয় না ? যে রক্ম দেখছি—তোমার স্থামীকে যদি আমার সঙ্গে পাঠাতে পারো ভরদা করে—

কোথায় ?

থানায়। আমাকে ধরিয়ে দিলে ছবো টাকা বক্সিদ্ দেবে সরকার, শোনোনি কি ?

ইয়াসিন এতকণ নির্দ্ধাকভাবে দাড়িয়ে খর থর কাপছিল—এবার আর চুপ করে থাকতে না পেরে সে ভীতি ব্যাকুগ স্বরে বলে উঠল—না না, টাকার দরকার আমার নেই—

তার দিকে জ্ঞলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জুম্মন ধমক দিয়ে বল্লে—আ:। থামো। টাকার দরকার তোমার না পাকতে পারে, কিন্তু তোমার স্ত্রী-পুত্রের দশা। আমি ওলের জন্তেই বল্ছি—আমাকে থানায় নিম্নে চলো—সাংস হচ্ছেনা?—জোহরা, তুমি বলো, বিখাস না হয় তুমিও আসতে পারো সঙ্গে।

—না জুমু ভাই, না। টাকা আমি চাই না। তুমি পালাও, এই মুহুর্চে। এমন জায়গায় যেখানে গেলে বাচতে পারো—

— মসম্ভব। এমন বাঁচা না—ই বাঁচলুম জোহরা।

মরতে তো একদিন হবেই—একটু প্রতিশোধ তুলে

মরলে—

প্রতিশোধ।

ইা, চম্কে উঠলে যে? ভয় নেই, কিছু ভয় নেই।
এ প্রতিশোধ প্রাণ নিয়ে নয় প্রাণ দিয়ে। যাক্র ইয়াসিন।

গাবে ? ধরে নিয়ে থেতে হবে।

ইয়াসিনের হংকম্প উপস্থিত হল। দীন নয়নে

জোহরার পানে তাকিয়ে হাতে হাত ঘদতে ঘদতে বে কাতরভাবে বদ্দে-

—আমাকে বাঁচাও জোহরা। আমি এ**ই কাণ** ধর্মছি, ভোবা করছি আর যদি কোনোদিন ভো**মাকে**—

— চূপ ভীক্ষ কোণাকার। মরদ হয়ে জরুর কাছে—

লক্ষাও করে না? ভাল চাও তো এদো বল্ছি নইলে—

দেবারকার 'মার' মনে আছে ভো?

ৰাপ! তা আবু মনে নেই। সে কি ভোলবার কথা

ইয়াসিনের কাঁপুনী বেড়ে গেল। সে খালিত করে আর্তিশ্বরে বলে উঠল—চলো,—চলো আমি যাচিছ, কিছ আলার দোহাই—আমার কোনো দোষ নেই এতে— তুমি আমায় রাথো আর মারা—

কি মুক্ষিল। বল্ছি তো কোনো ভয় নেই তর্— এসো, আর দেরী করো না। কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলেই ফস্কে যাবে সব-—

জ্মন এগিয়ে গিয়ে ইয়াসিনের হাত ধরলো—বেচারা ইয়াসিনের আর 'না' বলবার শক্তি রইল না, সে বেন মন্ত্র বশীভূত সর্প।

জোহরার কাছে এসে রক্তলেশহীন বিবর্ণ মুখের পানে পলকের জন্ম চেয়ে থেকে জুমন সনিঃখাসে রুদ্ধপ্রায় কঠে বল্লে—আছে। তাহলে চন্ত্রম জোহারা, থোদা হাফিজ—

কথাটা জোহরার কাণে যেন গুম্বে ওঠা কারার মত শোনালো, কিন্তু মুখ থেকে একটা শব্দও বার হল না, তার জিভ যেন আড়াই হয়ে গেছে। ইয়াদিনের হাত ধরে খানিক পথ গিয়ে জুন্মন কি মনে করে একবার পেছন ফিরে দেখলে জোহরা চৌকাঠের ওপর কপাট ধরে গাঁড়িয়ে নিশ্চল ভাবে—ভার চোধেও বুঝি প্লক নেই।

— কোহরা। ঘরে যাও, ভয় কি ? তোমার জুমু
ভাই পাষও হতে পারে, কিন্তু বেইমান নয়। ধরা গলার
অতি করুণ আর্দ্রেরে কথাটা বলেই জুমু ৸ও চরণের গভি
ফত করে হনহনিয়ে চলো। লোহরার আর্কঠে আফুটভাবে উচ্চারিত হল। "জুমু ভাই।" উত্তর এলোনা।
তথন জনহীন আক্কার পথে, রজনার নিরুম অক্তাকে
আহুল করে ফেরারী আদামী নির্ভরে গান ধরেছে—
হায়! লিজিদ্ না থা ইয়ে জুম্কো দিল্লেকে দগা কর্না—



মুসলমান সাম্প্রদায়িকতায় হিন্দুনেতৃর্ন্দের বিবৃতি ২৩শে এপ্রিল বাঙ্গালা দেশের হিন্দু সমাজের নেতৃহানীয় ব্যক্তিগণ নিম্নিধিত বিবৃতি প্রচার ক্রিয়াছেন :--

- (১) ইহা অব্যন্ত হুংগের বিষয় যে, ভারতে সাল্পদায়িক সমস্তার সমাধান হইল না বিটিন মন্ত্রিসভাকে ঐ সমস্তার সমাধান করিতে হইবে। সন্তবতঃ এই কারণেই সাল্পদায়িকতাবাদী মুসলমানগণ সম্প্রতি ঠাহাদের দাবী দৃঢ় করিয়াছেন। জাহারা তথু বতন্ত্র নির্বাচন, বতন্ত্র প্রতিনিধির, খাতিরমূলক প্রতিনিধিরের অতিরিক্ত স্ববিধাই দাবা করিতেছেন না; বাক্ললা এবং পাঞ্জাবের্ত্তী বেধানে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তথায় তাঁহারা আইনে কারেমভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবা করিতেছেন। সরকারী চাকুরীতে—ইম্পিরিয়াল প্রভিলিয়াল, লোকাল এবং রেল বিভাগে বিশেষ প্রতিনিধির, সেনানা পদের শতকরা েটী পদ, আইনিদিদ্ধ বারত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, মিউমিদিপ্যালিটা, ডিট্রিক্ট বোর্ড এবং লোকাল বার্ড প্রস্তৃতিতে সংক্ষিত্র প্রতিনিধির এবং পার্বাকিক ক্লু ও সরকারী গাহারাপ্রাপ্ত কুল্মমৃত্রে তাঁহাদের প্রতিনিধির সংরক্ষিত করিয়ারেন।
- (২) এই দব দাবা গাঁব মানিয়া লওয়া হয়, ভাহা হইলে ভারতে গৰপা ও প্রতিনিধিইমূলক শাদনের গকল আশা লোপ পাইবে। আমরা দৃঢ্ভার দহিত এই কথা বলিতেছি যে, বাঙ্গাগা মুদলমানদের এই দব দাবী জাতীয়তার বিরোধী, স্বার্থমূলক এবং ঐগুলি আছার ও স্বিচারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আইন মোতাবেক পাকাপাকিভাবে বাঙ্গালা দেশের যুদলমানদের সংখ্যাগরিকে পাকাপাকিভাবে বাঙ্গালা দেশের যুদলমানদের সংখ্যাগরিকে দাবী যদি মানিরা লওয়া হয় ভাহা হইলে হিন্দুদিগকে চিরকালের জন্ত প্রের পায়ের নাচে পাড়্রা অক্ষমভাবে থাকিতে ইবে। সম্প্রবায়িক গ্রন্থেই গঠন ও প্রত্যাচারই ঐ গাবার লক্ষ্য। কোন সংখ্যাগরিক সাম্প্রবারকে আইনের ধারা রক্ষ্য ব্যবহা অপত্তের কোন শাসন্ত্রেই এ পর্যন্ত দেখা বার নাই।

- (৩) ভাহাদের দাবার পকে ভাহারা ভাহাদের রাজনীতিক গুরাই এবং (বাঙ্গলা দেশে) উাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবহা না হইলে যথোপবুজ প্রতিনিধিত লাভ করিবার পকে ভাহাদের অমুবিধার আশ্রা—এই সব কথা বলিতেছেন।
- (ক) আমাদের কর্ত্তির এই যে, বাঙ্গলা দেশের মুদলমানগণ বিশেষভাবে রাজনীতিক গুরুত্বর কোন দাবী করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা মূলতঃ হিন্দু জাতি হইতেই উদ্ভত এবং অক্সায় স্থানের মুসলমানদের দক্ষে তাঁহাদের তুলনা চলে না। তাঁহারা কোনদিন নেনাবিভাগে কাজ করেন নাই, অথবা সামাজ্য রক্ষার জম্ম কিছুই করেন নহি, পক্ষান্তরে শিক্ষা এবং রাজনীতিক যোগ্যতার দিক হইতে হিন্দুদ্দাজের শ্রেষ্ঠত, পৌরজনের অধিকার ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনে হিন্দুস্মাজের অবদান এবং অতীতে রাষ্ট্রশাসনের প্রত্যেক বিভাগে হিন্দুসমাজ যে সব কার্য্য করিয়াছে, তৎসমুদ্য এতই প্ৰিণিত যে, সেগুলির উল্লেখ নিপ্সরোজন। শিল সাহিত্য, বিজ্ঞান-এই সব বিষয়ে বাঙ্গালী হিন্দুরা সমগ্র ভারতে অগ্রণী, পক্ষান্তরে বাঙ্গালী মুদলমানের মধ্যে এপর্যান্ত এমন একজনেরও নাম করা যায় না, যিনি ঐদৰ বিষয়ে দুমগ্র ভারতে লক্ষপ্রতিষ্ঠিত अमनिक, निकालक वृश्वि-समन आहेन हिकिस्मा अवः है क्षिनिमानिः -- এপৰ বিষয়েও ঐ সমাজের অবস্থা নৈরাপ্তজনক। রাজনীতিক যোগ্তাকে জাতির জ্ঞান-সাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন করা বার না এবং রাজনীতি ক যোগ্যতায় বাঙ্গলার মুসলমানগণ হিন্দুদের অপেক। **प्यानक** नीटि । त्रार्ट्डेब वित्यव माशिष्पूर्ण ठाकूतीमसूरहत कथा यनि আমরা ছাডিয়াও দেই, তাহা হইলেও ইহা সর্বজনস্মকৃত সভাবে চাকুরীতে মুদলমানদিগকে লইবার পরীক্ষার নিরিধ বিশেষভাবে নীচু করা সত্ত্বেও মুদলমান দখাজ ছইতে কেরাণাগিরি এবং সাবর্ডিনেট मार्ভिम्पत जन्न लाक भाक्या गर्निमाने क्रिन स्ट्याटि ।
- (খ) নুদলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে,—গুণু এই যুক্তিও ভারতের ভবিহাৎ শাদনতত্ত্ব ভাহাদের আধাক্তের দাবা আবা বিচারদহ নহে। সকলেই জানেন বে, জগতের সর্ববিট অধুরত

## প্রথম পুরন্ধার



"নদীর পথে" শ্রীস্থরেন্দ্র নাগ ভাস্কর যশোর

# দ্বিতীয় পুরষ্কার ু



'ছেলেদের খেল।'

পু:—-২য় পুরস্কার প্রাপ্ত ফটো প্রেরকের নাম পাওরা যার নি। নাম সহ আবেদন করুন। ক্রটী মার্ক্জনীয়—কার্য্যদাক্ষ



সন্প্রদায়দমূহ সামাজিক, অর্থনীতিক এবং মানসিক ক্ষমতার তাহাদের তুলনার যাহারা অপেকাকৃত উন্নত, তাহাদের অপেকা জনসংখ্যার দত্তরভাবে বৃদ্ধিপ্রপ্ত ইইয়া থাকে। বাক্লাদেশ বর্তমানে যে ভাবে গঠিত, তাহাতে এখানে হিন্দুরা বে সংখ্যান লখিঠ, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত একথা ভূলিলে চলিবে না যে, হিন্দু-প্রধানকভাবাভাষী বহু জেলা বর্তমানে বিহার এবং আসানের অন্তর্ভুক্ত আছে, কিন্ত ভাষা এবং জাতিগত রীতিনীতির বিশিষ্টভার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহ যখন পুনর্গঠিত ইইবে, তথন ঐসব প্রদেশ বাক্ষলার মধ্যে আসিবেই। ঐ দিক হইতেই প্রদেশসমূহের যে পুনর্গঠন ইবে, ইহাও হানিভিত। আদমহ্বারীর হিসাব ইইতে জানা প্রাছে যে, মুসলমানদের সংখ্যাগরিউতা প্রধানত শিশু এবং যাহারা গাতীয় জীবন ইইতে ব্যবচ্ছিল্লভাবে পর্পার আড়ালে থাকেন, সেই সব নারীলিগকে লইয়া। প্রাপ্তবন্ধ পুক্রের সংখ্যার দিক হইতে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিউ। বাক্ষলা দেশে হিন্দুদের সংখ্যা লবিষ্ঠভা

- (গ) সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয় সহেও তাহার। যথোপসুক্ত প্রতিনিধিেরর স্থবিধালাত করিবেন না,—তাহাদের এই যে আশক্ষা, উহা

  হাতেই প্রকৃতপক্ষে তাহাদের রাজনীতিক অযোগ্যতা পাকৃত হইতেছে।

  যাহারা বর্জনানে রাজনীতিক ধোপ্যতার দিক হইতে অমুস্লত,

  ভবিষ্যত শাসনতন্তে তাহাদের রাজনীতিক প্রাবাজ্ঞের দাবী অযৌতিক্ষ

  এবং উন্তট । বাঙ্গলা দেশে হিন্দুরাই সর্বল। স্বাধীনতা-সংখ্যামে

  পর্মনা ইইরা আসিয়াছেন এবং আজ স্বায়তশাসনের যে অনুল্য

  শ্বিকার আমাদের হাতের মূঠার ভিতর আসিয়াছে, মুসলমান

  মন্ত্রগায়িকতাবাদিগ্র (রাষ্ট্রায় সংখ্যামে যাহাদের অবদান উপেক্ষণীয়)

  শাসনতন্ত্রর স্কীমকে ক্ষ্ম এবং বিকৃত করিয়া উহাকে গণতন্ত্রমূলক

  শাসনতন্ত্রর শিক হইতে মূলাহীন করিয়া তুলিবেন,—আমরা হহা

  হঠতে দিতে পারি না।
- (৪) আমরা সংখ্যালভি ছইলেও আমরা কোন বিশেষ ধ্বণা বা রক্ষাক্রচের দাবী করি না। উভর সম্প্রদারের মধ্যে শান্তি এবং প্রাতির অভিমাত্র গ্রন্থম আমরা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকি; কিন্তু বভর্তনাক্রিটানের অভ্যন্ত নীতি বাঙ্গলা দেশে শ্রার্রেণর শান্তি এবং রাষ্ট্রীর সংস্কৃতি বৃদ্ধির পক্ষে যে অনিষ্টকর ইয়া প্রতিপন্ন ইইরাছে। যভদিন পর্যান্ত ঐ প্রধার বিলোপসাবন করিয়া তংগলে বৃক্ত এবং আজীর নির্বাচন-প্রথা প্রবৃত্তিত না ইইরে, ১০টান পর্যান্ত উভর সম্প্রদারের মধ্যে ঐরপ শান্তি কিছা প্রতির গ্রন্থা করিয়া তংগলে করিয়া করিবলা সম্প্রদারের ইয়াই দৃঢ় বিশ্বাস। বর্ত্তনালের সম্প্রদারের ইয়াই দৃঢ় বিশ্বাস। বর্ত্তনালের সম্প্রদারের ইয়াই দৃঢ় বিশ্বাস। বর্ত্তনালের সম্প্রদারের করিয়া তুলিবে এবং উভর বিশ্বারার রজেনীতিক জীবন বিয়াক্ত করিয়া তুলিবে এবং উভর বিশ্বারাক্রক ছবিয়ানা বলে বিভক্ত করিয়ে। উন্নতিলীয়া সুস্কানানের মধ্যে প্রনেক ইতিস্বাহিত্ব। ই বিশ্ব উপলক্ষ করিয়াছেন।

- এবং এখন যুক্ত নির্বাচন রীতির পক্ষে সংগ্রাম করিতেছেন। আমা-দের মতে যুক্তনির্বাচন প্রধার প্রত্যাবর্ত্তন রাজনীতিক অগ্রগতির যে কোন স্বীমের একান্ত অপরিহার্য্য অঙ্গ ; পোর নীতি-বিগহিতভাবে ভোটদাতাদিগকে স্বত্র নির্বাচনের পেরেক-আঁটা কামরার মধ্যে ভর্ত্তি করা গণতারের মূল নীতির বিরোধী এবং উহার ফলে দলগত নীতির ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্মুলক প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নতি সাধন অসম্ভব না ছইলেও ফ্রেক্টিন হইলা পড়ে।
- (৫) তথাপি আমাদের মৃদলমান জাতাদের যুক্তিযুক্ত আশকা নির্দানের নিমিত্ত আমরা হিন্দু-মুদলমান যে কোন সম্প্রাধারের জক্ত কতকগুলি প্রতিনিধি সংখ্যা সংরক্ষিত রাধার বিরোধী নহি, কিন্তু বতর নির্বাচনপ্রথা যদি রহিত না করা হয়, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই লক্ষো-চুক্তি অনুযায়ী বর্ত্তমান প্রতিনিধি আসনবর্টনের রীতির (যাহা বিশেষ বিবেচনার পর উভন্ন সম্প্রদারের সম্প্রতিক্রমে হইয়ভিল) পরিবর্ত্তনে সম্প্রদারের সংখ্যা গরিষ্ঠতাতেই আমরা কোনক্রমে সম্মত হইতে পারি না, তাহার পক্ষে যে যুক্তিই প্রদ্শিত হউক না কেন।
- (৬) আনরা প্রদেশিক আইন সভায় পত্র নিকাচন-প্রধা বজায় রাখার বিরোধী। মুসলমান সাম্প্রশায়িকতাবাদিগণ সাম্প্রশায়িক কতার ঐ মুণিত নীতি স্বায়ন্তশাসনমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠাসমূহেও প্রবর্তিত করিবার জন্ম প্রতিষ্ঠায় অবতীর্ণ ইইয়াছেন; ওাছারা এওখারা ঐ সব বিকাশোমুধ প্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি জনসেবার যে সৌলাত্রামূলক প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা চাপিয়া মাবিবার চেষ্টা ক্রিতেছেন, ভাহাবের এই কার্য্যে আনরা আশক্ষিত হইয়াছি।
- (१) বিশেষ বৃত্তি, স্থলার সিপ শুভূতির দ্বারা মুসলমান সমাজের
  মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জায়া উৎসাহ প্রদানের আমরা সর্ক্তোভাবে
  সমর্থন করিয়া থাকি, কিন্তু গুসলমান সাম্প্রদায়িকভাবাদিগণ বিস্তায়ভন্যে পবিত্র এক্ষন ভাগাদের বিভেদমূলক এবং সাম্প্রদায়িক দাবী
  লইয়া প্রভিদ্রত করিতে উন্তাত হইয়াছেন, ইহা দেখিরা আমরা
  আত্তিকত হইয়াছি। বিশ্বিভালের হইতে এম্যা স্কুল, ন্যত রক্ষ
  শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সর্ক্রই আমরা, স্বৃতভাবে সর্ক্পপ্রকার সাম্প্রদায়িক নাতি অবলখনের বিরোধী।
- (৮) উপদংহাৰে আমরা পুনরায় এই কথা দৃত করিতেছি
  থে, ভবিষ্যত শাসনতক্স লাইয়া সাকল্যের সহিত কাজ করিতে
  হইলে উভয় সম্প্রণায়ের নথ্যে মৈলীর শুরুত্ব আমরা সম্পূর্ণরূপেই
  উপলিক করিয়া থাকি। আমাদের হুদ্দু মত এই যে, জ্ঞার এবং
  প্রবিচারের ভিত্তির উপরই শুদু এই শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে,
  এক সম্প্রণায়কে অপর সম্প্রণারের উপর প্রভূষর অধিকার প্রদানপূর্কাক সমগ্র জাতির দ্বার্গাবের বিনিময়ে সে শান্তি কর করা
  উচিত বছর।

মুসোলিনের পদত্যাগের কথা ঃ— "নিউল কনিকল" পজের রোমন্থিত সংবাদদার্গ জানাইতেছেন যে ইটানীর গাইনামক সিনর মৃসোলিনী সপ্তবতঃ শীঘ্রই পদত্যাপ করিবেন। আগামী অকোবর মাসে ওাহার কার্যাকাল দশ বংসর পূর্ণ হইবে। তিনি নাকি বলিতেছেন যে, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িছাছেন এবং এক্স ওাহার বিভামের প্রয়োজন। তবে ইউরোপীয় সমতার সমাধানের পূর্বে তিনি রাজন্ত পরিত্যাপ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। ভবিষ্যতে মুসোলিনীর স্থলে কে বসিবেন, তাহা লইয়াও গল্পনাকলনা হইতেছে। এই প্রসাঙ্গে মুসোলিনীর ক্লা এডার খণ্ডর সিনর কাল্পা সিন্নানো এবং পোপের মাজ্যে ইটালীর রাজন্ত সিনর ডি ভেকির নাম উঠিলাছে। সিনর কটালো বর্ত্তানেন ইটালীর

বরোদায় বাল্য-বিবাহ নিরোধক আইন ঃ—
বরোদা রাজ্যে শারণা আইনের অন্তর্নপ এক বাল্যবিবাহনিরোধক আইন পাশ হইয়াছে। বর্জনানে এই আইনের একটি
সংশোধক প্রস্তাব পাশ করিতে গ্রন্থনিট সক্ষম করিয়াছেন। এই
প্রস্তাব অনুসারে যদি ৪৫ বংসরের উর্দ্ধ বরক্ষ কোন লোক ১৮
বংসরের নিম্ন বরক্ষ কোন নেরেকে বিবাহ করে, তবে বিবাহ
অসিদ্ধ ইইরা যাইবে এবং বরক্ষার পিতামাতা এবং বিবাহে
সাহায্যকারিগণের ও প্রোহিতের ৬ মাস কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা
পর্যন্তে কবিমানা হইতে পারিবে।

শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৩ খানি নৃতন উপন্যাস রচনা—প্রাপ্তরে প্রকাশ যে, শ্রীর্ত শরচন্দ্র চট্টোপাধার সম্প্রতি তথানা নৃতন উপস্থাস রচনার মনোনিবেশ করিয়াছেন। উহার একথানা আগামী আবাঢ় মাসে 'ভারতবর্ধ' প্রিকার প্রকাশিত হইবে। শুনিতেছি, শরচন্দ্র কলিকাতায় একটি বাড়ী নির্মাণ করিতেছেন। উহা সম্পূর্ণ হইলেই তিনি স্বারী ভাবে কলিকাতায় ব্যবাস করিবেন।

মৌ: সৌকত আলির সাদিঃ—গত ২১শে এপ্রল বৈশ্বালে গিলাফৎ হাউসে ইংরেজ হুছিতা মিসেস রারানের সহিত মৌলানা সৌকৎ আলীর গুছ-বিবাহ সম্পন্ন হইরাছে। মিসেস রারান সম্প্রতি করাচীতে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতা হইরাছিলেন। বোম্বাইরের কালী সাহেব বিবাহ পর্ব্ব সম্পাদন করেন। কিছুদিন হর সংবাদ রিট্নাছিল যে, অচিরে এই বিবাহ-কিয়া সম্পন্ন হইবে। থিলাফতী মইলের কেহ কেহ এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মুসলমান আইনে এরূপ বিধান নাই, কিন্তু মৌলানার অভিমত উহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল। এনোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট তিনি বিল্লাছেন যে, গত ১৮ বংসর যাবত তিনি সুত্রদার আহিল এবং প্রশ্

বিৰাহের উজ্জল শ্বতি বক্ষে লউরা বেশ সম্ভই চিছেট ভীবনবাপন করিতেছিলেন। কিন্তু গত বংসর এই করণামরী, স্থানিকিতা ও সহার-ভূতি সম্পন্না মহিলার সহিত উচ্ছার পরিচয় হন এবং ডাঁছার মনে এই ধারণা জন্মে যে, এই মেয়েটি তাঁহার শেষ বরুসের অবলম্বন ও সকল কার্য্যে সাহায্যকারিণী হইতে পারিবেন। भिरमम त्रापान इंग्रर्कमाग्राह्मत्र अधिवामिनी। গোলটেবিল বৈঠকের প্রেলা অধিবেশনের শেষে ইনি মৌলানার সহিত ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। বাইকুলায় থিলাফং কমিটির আফিসের উপরে একটি কক্ষে সম্পূৰ্ণ বিনাডম্বরে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ-বাসরে মাত্র ৫া৬ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তক্মধো দুইজাৰ মুদলমান মহিলা ছিলেন। কাজি কোরাণ ইইতে একটি অংশ পাঠ করেন। উহাতে নাকি জিজ্ঞাস। করা হইয়াছে, উভয়ে উভয়কে বিবাহ করিতে সন্মত হইয়াছেন কিনা। উভয় পকা হইতে সম্মতিস্কাক উত্তর দানের পর কাজি রেজিষ্টারে উভরের নাম লিপিবন্ধ করেন। বর কনেকে e - - ১ টাকা বৌতক দিবেন স্থির হওরার পর বিবাহ-ক্রিয়া সম্পর হয়। মৌলানার প্রথম পক্ষের বিবাহের পুত্র মিঃ জাহিদ জালী, পিতার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার সংবাদে অতিশয় বিশায় প্রকাশ করেন এবং বিবাহে তাঁহার তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন বে, তিনি তাঁহার পিতাকে এই বিবাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার দয विद्रश्व (हरें) कविशाकित्वन ।

ি এই মেরেটির প্রথমে বিলাতে এক আরব ভদ্রলোকের সঙ্গে বিবাহ হইরাছিল; পরে ঐ ভদ্রলোক যথন মারা যান, ঐ সমর গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গে মৌলানা বহম্মদ আলী বিলাতে ছিলেন। মেরেটি বিপনা হইরা তাঁহার নিকট আগ্রয় লয়। মৌলানা মহম্মদ আলী বিলাতে মারা যাওয়ার পর মেরেটি মৌলানা সৌকৎ আলীর আগ্রয় লয়। মৌলানা সৌকৎ আলী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের সমর মেরেটিও তাঁহার সহিত ভারতে আসে। পরে বোঘাইয়ে আর একজন মুসলমানের সহিত ভারতে আসে। পরে বোঘাইয়ে আর একজন মুসলমানের সহিত ভারতে আসে। পরে বোঘাইয়ে আর একজন মুসলমানের সহিত ভারতে হয়েটি মৌলানা নৌকৎ আলীর প্রাইভেট সেক্টোরী হিসাবে ভাহার নিকট ছিল। ইতিমধ্যে গুজব রটিয়াছিল য়ে, মৌলানা সৌকৎ আলীর সহিত মেরেটির বিবাহ হইবে; কিন্তু মৌলানা ভিহা রহস্ত বলিয়া উড়াইয়। দিয়াছিলেন; এক্লেণে উহা সত্যে পরিশত হইল।]

বড়মিএগার কথাঃ— ''নারীর পদতলেই স্বর্গ''
শীমতী রায়ানের দহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওরার গর
মৌলনা সৌকৎ আলী 'টাইম্স অব্ ইতিয়ার প্রতিনিধির নিকট বলেন:—''তিনি একেবারে আমার ছাঁচে ঢালা এবং পুর সাহনী। বীর পুরুবের সহিত বীর নারীর মিলন হইল—আমি এ মিলন আগি করিব না। তিনি শিক্ষিতা এবং জ্ঞানবতী, নিঠাবতী সুস্কমান .৭বং আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আমি তাহার গরবে গরবী; আহি ডাহাতে মশ্ঞল। আমি স্সল্যান, আমি বিশাস করি বে. ताबीत भगकताके सर्ग । व्यक्तित बरमत भूत्र्य व्यामात धार्यम भूकीत বিষ্ণো আমি ছ**লছাড়া হইলা প**ড়ি। এই দীৰ্ঘকাল আমি পৰিত্ৰ ীবন যাপন করিয়াছি এবং বাাকুলচিতে কুল একখানি গৃহের আশ্রয় খাজিগ্রাছি। নিজের পরিবারে আমার কোন সাস্ত্রনাদারিনী জীবন-গুলিনী মিলিল না, ভাই তামি অকলাতের আশার প্রতীকা করিতে থাকি। আমার আয়েবা আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি কাল করিতে করিতে পূর্ণ সময়ে ইহধাম ত্যাগ করিতে চাই-কেচ আমার জন্ম গৃহ প্রস্তুত রাখিবে এই আশা করার অধিকার মানার আছে। বাঁহারা জনসেবক তাঁহাদের জীবনে গোপনীর কিছ নাট। আমার জীবন সম্পর্কিত এই অতি ওরতের বিষয়ে আমি আমার স্থবিধামত ভাবে সংবাদ সর্বসোধারণকে দিতাম ; জনসেবক হিসাবে আমি ভক্ত বাবহার পাইবার অধিকারী। কিন্ত হুট লোকেরা দোয়াভিতে থাকিতে দের না। আমার জীবনের সমন্তই, যাহা কিছু আমার জীবনে ভাল তাহা সমস্তই লাভ করিয়াছি আমি নারীর নিষ্ট হইছে। আমার ছোট ভাইএর (বর্গীর মহক্ষদ আলী) যখন মাত ২০ মাস বয়স, তথন আমাদের পিত্রিরোগ হয়। আমাদের মা আমাদিগকে লালন-পালন ও শিক্ষাদান করেন। আমার ২২ বংসর বয়স পর্যান্ত কোন মুক্তিলে পদ্ধিলেই আমি চাহার নিকট যাইতাম। তিনিই আমাকে সততা ও নারীকে দুখান করিতে শিক্ষা দেন। আমি বভাই করিয়া বলিতে পারি ্য, আমি কদাপি কোন নারীকে আঘাত করি নাই। মুসলমান হিলাবে আমি বিখাস করি যে, মারেদের পদতলেই সুর্গ। 'আমি ধামাৰ পুত্ৰ-কন্তাদিগকে ভালবাসি-পুত্ৰ লাহিদ আলীকে সৰ্ব্বাপেকা বেশী ভালবাসি। ভাহাকে মানিয়া চলিতে আমি আমার সন্তানবর্গকে শিকা দিয়াছি। আমি তাহাদিগকে শিকা দিয়াছি, তাহাদিগের ৰিবাহ দিয়াছি এবং এখন পৰ্য্যন্ত ভরণপোষণ করিয়াছি।' খাঁটি মুদলদান আইন অনুসারে আমি এক খাঁটি মুদলমান রমণীকে বিবাহ क्रिलांम। इसाम विश्वधर्य,--कालि-तर्पत्र विष्टम इसामधर्य नाहै। আমার স্ত্রী আরবী, পার্শি এবং উর্দ্দ শিক্ষা করিতেছেন। তিনি নামাকে ইংরাজী চিঠিপত্র লিখার কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। আমার থী প্রচার পছনদ করেন না। 'আমার পুত্র ভুল রিপোর্ট দিরাছে দেখিয়া আমি ছ:খিত। আমি তাছার প্রতি সন্থাবহারই করিরাছি। কিও পুতাই হউক, আতাই হউক, আত্মীয়ই হউক বা বৰুই <sup>হউক</sup>, আমার কার্য্যে আমি অপর কাহাকেও হতকেশ করিতে দিতে পারি না। খোদা ও রহল উভরেই সন্মানজনক বিবাহ সঞ্জ ক্রিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে সাক্ষী ক্রিয়া এই রম্পীর পাণি ্রার্থনা করিরাছি। এই রমণীকে আমি প্রদা করি। তিনি লামাকে াহণ করিরাছেন। আমার এই কার্ব্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার

কাহারও নাই। এসম্পর্কে অনেক মিখা। এবং জ্বস্তান্ত্র কণা প্রকা-শিত হইরাছে দেখিয়া আমি ড:খিত। এই সমস্ত মিখা। প্রচারের কলে আমার অনেক বন্ধ, বিশেষত মুসলমানগণের মনে আঘাত लांगित अवः योगामत अक्कामत मत्न छल्लामत मकात इहैता। কিন্তু আমি চিরদিনই যোদ্ধা, এবারেও বৃদ্ধ করিব। এই পবিত্র ব্যাপারে আমি যে জয় লাভ করিব, তাহাতে সন্দেহই নাই। ''কিছদিন পরে আমি আমেরিকার হাইব। আমার স্ত্রী খাঁটি মুসলমান এবং চিরদিন খাঁটি মুসলমান পাঞ্চিবেন-ভিনি আমার সক্ষে বাউবেন। আনামেবিকার আমি ইলান, মুলিন্দেশ, ভারতবর্ষ এবং অন্তাক্ত বিষয়ে সভা প্রচার করিব। আমার স্ত্রী আমাকে সাহায্য করিবেন। "কল্পেক দিন পুর্বেই আমার বিবাহ টিক হইরাছিল। পাঠান স্বেচ্ছাদেবকটী যে ইতিমধ্যে মারা যাইবে, আছা জানা ছিল না। বিবাহ অনাডম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। কোন উৎসব, কোন ভামাদা, কোন ভোজ হয় নাই। এই বিবাহ করিয়া আমি একটা কর্ত্বর কার্যা করিয়াছি। আমি বন্ধ, আমার সাতটি নাতি-নাতনি আছে। কিলুআমি আয়েসাকে বিবাহ **ভ**রিখা প্রগম্বরের পদাকট অনুদর্গ করিয়াতি। তিনি ৫১ বংসর বর্ষে निवाह कतिशाहित्सन।

সম্পাদকের শোচনীয় মৃত্যু : — এট বুটেনের বিখাতি সংবাদপত্র "ম্যাঞ্চেরার গার্ডিছানের" সম্পাদক মি: ই, টি, ক্ষটের স্তদেগ ইস্থারমীয়ার হৃদে পাওয়া গিয়াছে। মি: ক্ষট উাহার পুত্রকে কটয়া স্থার মধাবিত প্রমোদ-তরীতে আবোহণের জন্ম একগানা ডিক্সা করিয়া যান, কিন্তু ভিন্নীপানি ভূরিয়া যান এবং বালকটি উবার তলা ধরিয়া ভাসিতে থাকে। মি: ক্ষট সম্ভরণে গ্র পট্ ভিলেন, তিনি তীরের দিকে সাঁতোর কাটিতে থাকেন, ক্ষিত্র অক্সাং ভূবিয়া যান। মি: ক্ষটের পিতা মি: দি, পি, ক্ষটিও মাত্র ক্ষেক্রমাস আবো সাবা গিয়াছেন। তিনি বিলাভের একজন বিখ্যাত সম্পাক্ষক ছিলেন।

ভিদ্যানায় প্যাটেল :— এখানকার ভারতীরগণ এখানে একটি নাটা।ভিনর করেন। অভিনর দর্শনে উপান্তত রাজিবর্গ বখন প্রশংসাহচক ধ্বনি করিভেছিলেন, সেই সময়ে নাটা।ভিনরের উদ্যোজণ দেখিতে পান বে, একটা বল্পে শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেল বসিরা আছেন। উদ্যোজন বলেন, অত্যাচারে আর্থনাদরত ভারতীর জাতির জনক এখানে বিদ্যা আছেন। ঐ সময় শ্রীযুক্ত ইদর্মাহর উন্নিয়া শ্রীযুক্ত প্যাটেলকে অভিনম্পিক করেন। উদ্ভরে শ্রীযুক্ত প্যাটেল বলেন বে, "পদানত" ভারতবাসীর পক্ষে এই ধরণের অভিনর বাত্তবিকই প্রশংসাজনক।

বৃটিশ জনসাধারণের কাছে হংরাজ মনীবীর আবেদন :—লওনত্ব ইতিয়া লীগের সভাপতি মি: বার্টাও রাগেল বৃটিশ জলসাধারণের নিকট নিরলিখিত আবেদন করিলাছেল:—বৃটিশ

গবর্ণমেন্ট আপোষের যে হাবভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ। কঠোর অত্যাচারের ফলে ভিয়োহিত হইয়াছে। দমননীতি দারা **প্রফল**লাভ হ**ইবে** বলিয়া কোন বন্ধিমান বাস্তিই মনে করেন না এবং কোন সাধ বাজিটী, বিনি গমন্ত বিষয় অবগত আছেন—ইতা সমর্থন করিতে পারেন না। কিন্তু ইংলডের অধিকাংশ লোকই প্রকৃত ঘটনা স্থান্দে সম্পূর্ণ আজ্ঞা। আমার সম্পূর্ণ বিশাস, যদি তাঁহাদিগকে প্রকৃত ঘটনা অবগ্রত করান যায়, ভবে এই ভাষে বর্ত্তমান অবলম্বিত পথে চলিলে পরিণাম যে কি ভীষণ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহারাও শিহরিয়া উঠিবেন। অতএব ব্রিটিশ জন্মাধারণের নামে ভারতে যাহা করা ১ইতেছে, এ বিষয়ে সকলেরই অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের গ্রাপ-মে**ট লজ্জাক**র ও হাল্লাম্পদ ব্যবহার করিছেছেন। আমহা (এবং আমার মনে হয়, আমাদের দেশে অধিকাংশ ব্যক্তিই তামার মত অত্ব-মোদন করিবেন) এখন স্থির ইইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না এবং গ্রহ্মেণ্টের কাজের দায়িত গ্রহণ করিতে পারিনা। ভারতকে দমন করার বিষয়ে আমাদের কোন সহাত্ত্ততি নাই, ইহা গোষণা করিতে হইবে। আমরা কার্যা দারা গ্রেনিটের অবলম্বিত প্রার প্রতিবাদ করিব, ভারত জাতুক শুধু ভারত কেন, সমস্ত পৃথিবী জাতুক যে, আমাদের গ্র্থমেণ্ট ও ভারতের কর্ত্তপক্ষ যে নিগ্ছ চালাইতেছেন, তাহাতে বৃটিশ জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন নাই। দেশের জনসাধা-রণের পক্ষে কণা বলার যোগ্য ব্যক্তিগণকে জেলে আবদ্ধ মাথিয়া একট শান্তি শৃত্তালা হাপনের চেষ্টা হাস্তাম্পদ ছাড়ে। তার কিছই নহে। ভারত যাহ। চায়, অবশেষে দে নিজের চেষ্টায়ই তাহ। লাভ করিবেই। কিন্ত ইহা যদি আমাদের ভায়বৃদ্ধির ফল বরূপ না হইয়া শক্তি প্রয়োগের ফল স্বরপে আনে তবে উহা ওরতর জংখের কারণ হইবে। আমরা যুক্তির পথ অবলয়ন না করিয়া শক্তির প্রথ অবলয়ন করিব, একথা ভাবিতেও যেন মনে ঘুণা জলো। ভারতের রাজকর্মচারীদিগের উপর সহিষ্ণু মনোভাব বিস্তার করার মত শক্তি আমাদের গ্রন্থেটের নাই। আমাদের কর্ত্তব্য-(বে কোন ইংল্ডবাসীরই ইহা কর্ত্তব্য) আমাদের প্রবর্ণমেণ্ট যে সমন্ত কার্য্য করিতেছেন, তাহা আমাদের জনসাধারণের অমুমোদিত কার্যা নয় ইহা দেখাইয়া দেওয়া। শুধু নিরপেক থাকিয়া কিংবা মৌখিক সমবেদনা দেখাইয়া কোন ফল হয় না। ইহাতে আমরা ভারতে বুটিশ কর্ত্রক যে নির্ময়তা প্রকাশ করিতেছেন ও বাডাবাডি আবালু সংযম ও সেবার আবাশ লইয়া জীবন বাপন করা

করিতেছেন, তাহার সহিত সংশিষ্ট হই। ভারতে বর্ত্তনানে যে ধর্ষণনীতি চলিতেছে, তাহা ভারতের ইতিহাসেও কঠোর বলিয়া অভিহিত। আমাদের নিজের দেশের রাজনৈতিক স্বাপারে স্থিনি যে মভাবলমীয় হউন না কেন, আমি দেশের সমস্ত পুরুষ ও মহিলাকেই একটা লাভিঃ নিগ্রহের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে যোগদান করার জন্ম আধ্রান করিতেছি । স্থাবীনতা রকা করাই সমস্ত সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ইঙিয়া লীগের সভাপতিরূপে আমি জ্বাপনাদিগকে ভারতের এই বিপদে সাহায্য করার সংগ্রামে শোপদান করার জন্ম আহ্বান করিতেছি। আমরা আপনাদের অর্থ সহযোগিতা ও পরামর্শ পাইতে আশা করি।

বারটাও রাদেল। সভাপতি, ইণ্ডিয়া লীগ।

মহাত্মাজীর ৪টী অবদান :—ভার জাখিন হাজবেশু সম্প্রতি 'ভারতে নব্যুগ' নামক একথানা পুন্তক লিখিয়াছেন এই পুল্তকে তিনি বলেন যে. মহান্তা গান্ধী ভারতবর্ষকে চানিট মছৎ দান করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভারতবাদীর মনে সাংন আনিয়া দিয়াছেন এবং উহার ফলে ভারতবাসী নিজের শক্তি বুঝিতে সমর্থ ভট্টারাত। দ্বিতীয়ত: তিনি ভারতবাদীর মনে একটা এক-জাতীয়তবোধ জাগাইয়াছেন। তৃতীয়তঃ তিনি জাতীয় জীবনে ধর্মেন প্রয়োজনীকতাবোধ জাগাইরাছেন এবং আধুনিক মুগের ভোগবিলাদের নিন্দা করিয়া সকলকে আধ্যাত্মিকতার উপযোগিতা উপলব্ধি কর্মাইয়া-ছেন। চতুর্থতঃ তিনি ভারতবর্ষের বিষয়ে সমগ্র জগতেয় দৃষ্টি আবর্ষণ করাইয়াছেন। এবং এইজফাই আজ জগতের সকল জাতি ভায়তে কি হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেছে।

উপনয়নের উদ্দেশ্য কি ? মহাত্মাজীর অভিমত গুজরাট বিচ্যাপীঠের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মান্তলিকারের পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে মহাত্মাজী জারবেদা জেল হইতে আশীর্ম্বাদ করিয়া পাঠাইয়া-ছেন। এই উপলক্ষে মহাস্থানী বলেন, আজকাল উপনয়নের কিছু উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আর আমি মনে করিনা। তথাপি অনেক दैशास्त्र अभिविश्वार्था विविद्या मान करत्ने । व्यामान मान इस एत বালক সাবালক হইলেই তাহাকে উপনয়ন মেওয়া উচিত। উপনয়নের অর্থ ই নবজীবন লাভ। উহার পর হইতে প্রত্যেক লোকের উচিত,





## প্রজ্ঞ -দৃষ্টি, বোধ-দৃষ্টি ও রদ-দৃষ্টি

এই স্ষ্টির মধ্যে বহু দৈশু, বহু ক্রটি, বহু প্রকারের অসম্পূর্ণতা ও জঘ্মাতা সব্বেও জ্ঞানী যে দৃষ্টিতে ইহাকে দেখিয়া শোভন স্থানর ও স্থাসঞ্জান মনে করেন, তাহাই প্রজা-দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতেই ক্রডানশে নৃত্যরত নটরান্ধ এত ফ্লর, এই দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে রুদ্রের দক্ষিণ মুখ, এই দৃষ্টিতেই সেই মহাকালী মৃষ্টি—

"ভান হাতে যার খড়ুগা জলে বা হাত করে শকাহরণ,"
তাহাও কুলর ! এই দৃষ্টিতেই শঙ্ম ও পদ্মের সহিত
চক্র ও গদার সমন্বয় হইতে পারিয়াছে। এই দৃষ্টিতে
যে-বসস্ত ওপু ফোটা ফুলের মেলা নয়—ঝরা ফুলেরও
মুশান সেই বসস্তও স্থলর হইতে পারিয়াছে। কবি
যথন বলিয়াছেন—

স্থন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় রচিত,

থজা তোমার হে দেব বজ্ঞপাণি চরম শোভায় রচিত।
তথন এই দৃষ্টিতে দেখিয়াই বলিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে
দেখিলে যে নদী এক কুল গড়ে—আর এক কুল ভাঙ্গে,
সেই ভৈরবী মহানদীও স্থলর—পরস্পরবিরোধী পতুর
বৈচিত্র্য লইয়া বংসর-চক্রের আবর্ত্তনও স্থলর—
একাধারে নির্ম্মা ও মমতাময়ী বিশ্ব প্রকৃতিও মাতৃরপা।
এই দৃষ্টিতে দেখার ফলকে কবি ছন্দিত করিয়া বলেন—

মাত। আমাদের অরপূর্ণা পিতা বে মোদের চন্ত্রচ্ছ,
সংসার হ'তে পৃথক ক্রয়া কেমনে শাশান বহিবে দ্র ?
কল্ল বেনন শিবরূপ ধরি মিলে একদেহে গৌরীহর,
শাশানে এবং সংসারে মিলে জেমনি অর্জনারীনর।
এই প্রক্রান্তুতি রুসদৃষ্টি ও বোধদৃষ্টির উচ্চজর

াবে সমন্ত্র্য (Symblesis)। এ দৃষ্টি উপ্রেটিকার

দৃষ্টি নয়, ইহা শিল্পীর দৃষ্টি নয়, ইহা সর্ব্ববিধ ছিখা সংশয় অসামঞ্জের সমাধানের তৃপ্তিদান করে। তাহাতে আনন্দ আছে। কিন্তু সে আনন্দ আর রসানন্দ— শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ এক নহে।

বোধদৃষ্টি ও রসদৃষ্টি থেন পরম্পরবিরোধী। জগতের অধিকাংশ লোক স্পষ্টকে বোধদৃষ্টিভেই দেখে, তাহাতে বেদনাও আছে—আনন্দও আছে। তাহাতে যে আনন্দ আছে তাহা বোধানন্দ মাত্র! শিল্পী স্পষ্টকে দেখে রসদৃষ্টিতে—এবং পায় স্পষ্টির প্রেরণাও রসানন্দ। বোধদৃষ্টি প্রবল হইয়া ট্রুটিলে রসদৃষ্টিকে ক্ষীণ ও স্থিমিত করিয়া দেয়। রসদৃষ্টি থেমনই উপভোগ্যের আবিকার করে—বোধদৃষ্টি তাহার চারিপাশের ও অতীত ভবিষ্যতের খবর দেয় (সে looks before and after and pines for what is not), সে উপভোগ্যের অস্ত্রতের কথা,—তাহার উপাদান উপকরণের কথা তুলে—ভাহার মূল্য-মর্যাদার, স্থামিতের ও সারবন্তার পরিমাণাদি নির্বাহ্ব করে—কলে উপভোগ্য আর উপভোগ্য থাকে না।

বোধদৃষ্টির শক্তির সীম। আছে—তাহ। দেশে ও
কালে উপভোগ্যের উপরে নীচে ও চারিপাশে থানিক
দূর পর্যান্ত যাইতে পারে—দে দিদি দেশ ও কালকে
অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত—যদি স্পষ্টির অভ্যুক্ত
পর্যান্ত যাইতে পারিত—তবে তাহা প্রজ্ঞানৃষ্টি হইয়। পড়িত
এবং সকল বিরোধ ও অসামঞ্জের সমাধান করিতে
পারিত। কিন্ত সে থানিকটা মাত্র যায় বলিয়া বিরোধ
অসামঞ্জের ও ছন্ত-বৈবন্ধ্যেরই স্পৃষ্টি করে। ফলে চিত্তের
অপ্রসন্ধতা ও অভ্যুক্ত ঘটার—উপভোগের সকল
মাধুর্য্য হরণ করিয়া লয়। শিক্রিমন তাই বোধদৃষ্টিতে

চাহে—তাই শিল্পিন বোগদৃষ্টির রজ্জুদাম ছিল্ল করিয়া উপভোগ্যকে সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া তাহার রসস্জোগ করে। রসদৃষ্টিতে স্বাষ্টির পানে তাকাইতে হইলে অনেক কিছু ভূলিতে হয়, মন হইতে অনেককে বাহির করিয়া দিতে হয়, উপভোগ্যের অতীত, ভবিয়ৎ, উপকরণ, পারিপা।শ্বিকতা সমস্ভই কিছু কালের জয় ভূলিতে হয়—রসানন্দ লাতে জীবনের কতকগুলি মুহুর্ত্তও যে মধুময় হইল, রসিক তাহাকেই যথেষ্ট মনে করে।

রসদৃষ্টি যথন প্রজ্জকে উপভোগ করিতে চায় তথন যদি বোধদৃষ্টি তাহার চোথে প্রস্ক মাখাইয়া দেয় অথবা গলিত শৈবালে ক্লিল্ল জলাঞ্জলি ছড়াইয়া দেয়—তবে প্রজ্জের উপভোগ্যতা কোথা থাকে?

রমণী-সৌন্দর্য্যে যে মুগ্ধতা, তাহা কোন শিল্পীই অভিব্যক্ত করিতে পারিত না, যদি বোধদৃষ্টি তাহার দেহকে অস্থিরক্তমাংসে বিশ্লেষণ করিত অথবা তাহার পরিণামের কথা শারণ করাইয়া হরিনাম করিতে বলিত।

ইন্দ্রধন্থর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কথা মনে হইলে ইন্দ্রধন্থর মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য কিছুই থাকিতে পারে না

পদীশীর মাধুর্য উপভোগ কিছুতেই সম্ভব নয়—যদি নেই সঙ্গে বোধ দৃষ্টি পল্লীর ম্যালেরিয়া দৈল, হংথ, ইতরতা ইত্যাদির কথা মনে প্ডাইয়া রসভন্গ করিয়া দেয়।

রদিক তাহার উপভোগ্যকে সৃষ্টি হইতে িচ্যুত করিয়া দেখে—মহাকাল হইতে কতকগুলি মুহুর্ত্তকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপভোগ করে। নিজের চিত্তকে এই পাপ তাপ হংখ দৈক্সময় ধূলিমাটার ধরা হইতে অনেকটা উদ্বে তুলিয়া খরে—নিজের জীবনের অস্তরের ও বাহিরের রসবিরোধী যাহা কিছু সমস্তকেই ভূলিয়া যায়—এই বিশ্বে ফেম উপভোক্তা আর উপভোগ্য ছাড়া কিছু নাই। সে কেমন ? ক্বির ক্থায়—

দে কথা শুনিবে না কেছ আর নিজ্ত নিজ্জন চারিধার, তৃজনে মুখোমুখি গভীর তৃথে তৃথী, আকাশে জল ঝরে অনিবার জগতে কেহ খেন নাহি আর। বোধ দৃষ্টির চকুণে মুদ্রিত না করিতে পারিলে "জগতে কেহ বেন নাহি আর—"এই ভাবটুকু আদিতে পারে না।
শিলী এই ভাবে হাইকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপভোগ
করেন—তাঁহার হাইও তাই 'ভূতলের হর্গথণ্ডগুলির'
মত। যিনি ঐ স্থাই উপভোগ করিবেন—তাঁহাকেও
ঐ হাইকেই আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া পুনর্গঠন
করিয়া লাইতে হাইবে। শিল্পী মেমন করিয়া বোধদৃষ্টির
চক্ষকে মুদ্রিত করিয়া রসরচনা করিয়াছেন—শিল্পের
উপভোকাকেও তেমনি বোধদৃষ্টির নয়ন রুদ্ধ করিয়া
উপভোকা করিতে হাইবে—নতুবা রসাভাস ঘটিবে,
উপভোকা রসানন্দে বঞ্চিত হাইবে।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠে। বোধ-দৃষ্টি কি সকল সময়ই রসদৃষ্টির উপভোগ নষ্ট করিয়া দেয়? রসদৃষ্টি ও বোধদৃষ্টির যে পরম্পর প্রতিকৃলতার কথা বলা হইল তাহা সাধারণভাবে। বোধদৃষ্টি রসদৃষ্টির বিরুদ্ধে যায়, তাই বলিয়া কখনও রসস্টির সহায়তা করে না তাহাওত নয়। বোধদৃষ্টি যদি আমাদের চিত্তকে পদ্ধজ হইতে মুণালে লইয়া যায়—তবে সে ক্ষতি করে না. আরও নীচে নামাইলেই রসভঙ্গ ঘটাইয়া দেয়। যতক্ষণ পর্যান্ত রসভঙ্গ না ঘটে, যতক্ষণ পর্যান্ত সে দেশে ও কালে উপভোগ্যের অমুকৃল আবেষ্টনী বা পটভমিকার মধ্যে ঘুরিতে থাকে, যতক্ষণ পর্যান্ত সে त्रमृष्टित महि **रे**भको ७ महर्यानि । ताथिश हरल, ততক্ষণ পর্যান্ত রসানন্দ-সৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না। কিছ সে কি সীমা বা মাত্রার মহ্যাদা রাথিয়া চলিতে চায় ৽ তাই মনে হয় ─ রয়ঢ়য় য়ঀন বোধদয়য়য় স্বাধীন সন্তাকে হরণ করিয়া সম্পূর্ণ আপনার বশীভূত করিয়া লইতে পারে—আজাবহ করিয়া তুলিতে পারে— তথনই তাহা বোধদৃষ্টির সহযোগিভাতেই রুসানন্দের স্ষ্টি করিতে পারে।

বোধদৃষ্টিকে বশীভূত করিতে না পারিয়া অনেক সময় শিলী ভাবেন—রসদৃষ্টির সহিত বোধদৃষ্টির একটা সামঞ্জত সাধন করা যাক। কিন্ত হায়, তাহাতে রসক্টি হয় না—বোধদৃষ্টিতে লব্ধ ভাবাহুভূতির শোভন বিবৃতিমাত্র হয়—অথবা প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখার ভাশমাত্র প্রকাশ পায়। শিলী যে স্থাইকে উপভোগ করিয়াছেন

্রাহা বুঝা যায় না। বোধদৃষ্টির সহিত রসদৃষ্টির সামঞ্জস্ত লধনের একটি প্রয়াদের উদাহরণ দেওয়া ঘাইতেছে-খুশান ভোমারে কত না যতে সংসার মাথে বরণ করি. নানাভাবে তুমি কল্যাণই রচ কে বলে তোমায় কেবলি ডরি দিনে শতবার তোমা সনে দেখা বিভীষিকা তব গিয়াছি ভূলি দেবতা পঞ্জার অর্ঘ্যোপচার যোগায় তোমার কাঁথার ঝলি। ুঞ্চিত কেশে স্থন্দর কর অভিনেত্রীয় পলিতরূপ, চামর সমীরে দেবমন্দিরে বিলাও গন্ধ, জালাও ধপ। कोईटन जूमि निटन मृत्रक, विशाल द्यासिक वीदात अग्र, দুরিছ শঙ্খককালমুখে মাডৈ: নিনাদে দৈবভয়। সব সঙ্গীতে তুমি দাও তাল, সব সঙ্গতে তুমিই প্রাণ, যোগার আসন রচেছ অজিনে, গায়িছ দেবীর বোধন গান। তলাও শিশুর গলে বাঘনথ, পরাও সভীর শ্রীকরে শাঁথা, চিত্রশালার বিচিত্রভাও ভোমার সরস ভুরুতে আঁকা। কাটের জীবনতস্ততে তুমি রচ কৌষেয় ছুকুল খানি, তাহারি শোণিতে পেশল চরণ রাঙায় তোমার কুশলপাণি। নক্ষৌবনে কর চিত্রিত আঁকি গোরোচনা পত্রলেখা. দেহে দেহে তুমি বিলসিছ, নিতি গেহে গেহে তব পাই যে (F21)

রদ-সম্ভোগে সব মঙ্গলে জীবমমতায় তোমায় হেরি,
একী বিধাতার কুর পরিহাস জীবনের সাথে মরণে বেড়ি'!
গঙ্গলন্তের চারুপালকে রঙ্গোমের শ্যাস্থ্থে,
বাজার ছ্লালী ঘুমায় অংঘারে, প্রাসাদে না ? তব স্লেহের
বুকে ?

নন্ধীর করে কড়ির ঝাপিটি পূর্ণ তোমারে আনীর্বাদে, খাদের চূড়ার ময়ুরবাধাটে তুমি গুলে দিলে মোহন ছালে বিলাসিনীদের কণ্ঠ জড়ায়ে ধরেছ প্রবালমূক্তাদামে, তব কোটার কণ্ডুরীরস জিয়ায় আবার দল্প কামে।

এখানে সংসারের শ্রীপোষ্ঠবের উপকরণগুলির পানে চাহিয়া শিল্পার কেবলি মনে হইতেছে—এইগুলি মান্ত্র, পত, পকী, কাঁট, পতক অথবা বৃক্জতা, ইহাদের কাহারও না কাহারও শ্রশান হইতে আহত। এই কথা মনে পড়াতেই কোনটিই শিল্পার উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে না। তথন শিল্পা শ্রশানের সক্ষে সংসারের একটা সন্ধি করিতে চাহিল্লাছেন। সন্ধি স্থাপন একটা দেখানো হইয়াছে বটে

কিন্ত কোনটিই উপভোগ্য হইয়া উঠে নাই। শিলীর বোষদৃষ্টির গতি বেশীন্র যায় নাই—কাজেই প্রজা দৃষ্টিতেও উহা পৌছায় নাই।

আর হুই একটি উদাহরণ ধরা যাউক

যে বলে তোমার ধর্ম ধ্বংসমাত্র, বুঝে সেত স্থুল
ছক্ত শাসনে, বজু, প্রতিক্লে কর অফুকুল।
তব জয় বশীভূত সে যে হয় স্ষ্টির সহায়
মোরা তারে ধ্বংস ভাবি মূচকঠে করি হায় হায়।
শক্তি লভে রূপাস্তর তব তেজে। স্ষ্টির বাধক
তোমার মক্লব্রতে হয় তব উত্তরসাধক।
মক্লার হাতে থ্জা, মকলের হাতে তুমি শ্ল
আপনাকে বৃত্র ভাবি, বজ্ব মোরা নিতা করি ভূল।
অপবা—

তুমি শুধু মৃত্যু নহ, মৃত্যুঞ্জয় তুমি মহাকাল, তুমি ভাগু কল্ল নহ-শিব তুমি বিখলোকপাল। নহ শুধু ফণিধর—চক্রনেখা শোভে ভাল 'পরে नयदन कुनाय नाउँ कृषाकारन हिम्मका वादत । षष्ठे षष्ठे शास्त्रा वटहे—शामा छव कूटममू-सूम्मत्र, কঠে তুমি ধর বিষ, বাণী তরু অমৃত-নিঝর। শশানে সংদার তব-ইন্দ্র তবু পদ দেবা করে, চিরনিংম্ব দীন তুমি-অন্নপূর্ণা পত্নী তব ঘরে। হে স্মরারি ত্রিপুরারি, কিপ্তোদ্ধত দীপ্ত তব রোম. তবু তুমি ভোলানাথ দয়াময় চির আশুতোষ। হে সংহার, মহাকাল, কন্ত ভোমা নাহি আর ভরি. রচ বাহ্য আবরণে মধলের সূত্র আছ ধরি। ত্রিশুলে দুরিছ তুমি বিশ্ব হতে ত্রিতাপ অগুভে, নিত্যেরে অমৃত করি বিষ তব দহিছে অঞ্চৰে। অট্রাস্য উন্দি-ক্লেডে শহা তুমি জাগাবে কতই 📍 মাভি: দাশ্বনা তব নাচে তায় তাথই তাথই । তোমার চণ্ডিমা মাঝে বাৎদলোর চক্রমা ধে ভায়, খতোত-জাবন মম নিভে জলে ভয়ে ভরসায়। লালসার লোল বক্ষে নিত্য তব প্রচণ্ড তাণ্ডব, তোমার চিতাগ্নি-তৃষ্ণা তৃপ্ত করে দেহের পাণ্ডব। তোমার পিনাক হতে নিতা ছুটে বন্ধ অভিশাপ, বাষ্প হয় তন্ম হয় বিশ্বগ্রাসী বিশ্বগ্রাসী পাপ।

েহে শহর, ত্রাণ তুমি, মৃক্তি তুমি এ সংহার-লোকে,
ত্রিপুরের দ্রোহ হ'তে রাথ নিত্য আত্মার ত্যুলোকে।
বাসনা পিশাচী নিত্য পীড়িতেছে তোমার সন্তানে,
ক্রিপ্র করে তাই রুক্ত আকর্ষিছ তারে বক্ষ পানে।
ইহা কেবল প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে দেখার ফলকে ছলে বিয়ৃতি
মাত্র। এই কথাগুলিকে সরস করিয়া বিয়ৃত করিলেই
রসস্ষ্টি হিসাবে সার্থক হইয়া উঠিবে না।

মিখ্যা আমি তোমায় তরি মিখ্যা কাঁপি মৃত্যু স্মরি কর-করোট অমৃতে তব পূর্ণ,

মারণে তুমি কড়েছ জয় শরণে তব কিনের ভয় ? শক্র এ শক। কর চূর্ণ।

স্থান তব বিষাণ-রবে প্রলয় আদে ভীষণ, তবে বিশ্ব নব তাহাতে লভে স্থাটি।

মাভৈ বাণী গৰ্জি কহ শুনিতে শুধু শ্কাবহ । বজ ছলে জীবনই কর বৃষ্টি।

তৃতীয় আঁথে বহুছেট। বিধারে জলদচ্চিঘটা, গঙ্গা পুন: তোমারি জটাপুঞ্জে।

ইন্দু তব ললাটে জলে জনম দেয় প্রহন ফলে ওমধি মধু ভেষক গিরিকুলে।

অট্ট-রবে শহা রটে তবুও তা'ত হাস্থ বটে, অভ্ভরা শুভ যেন কযু,

উরগ শত অংক ধরি ঘুরিছ প্রেত সংক্ষ করি,
পিতৃমেহ লুকাবে কোথা শস্তু ?

জ্ঞধ্ব যে তাহারি তরে ক্সন্তুল তোমার করে, কাপুক ডরে ত্রিপুর, হেমলঙ্কা,

তোমার যারা শরণ লভে লভেছে ভারা মরণ কবে ? ঞ্বের ছায়া, মোদের কিসে শঙ্কা ?

করণা তব লভিল অহি, ধন্ম বিষ, কঞ্চেরছি, হনয় তব পাবে না প্রেম অঙ্ক ?

মুতেরো হেয় অন্থিতলি স্থাপন নেহে লইলে তুলি, জীবন কি গোহবে না নিঃশঙ্ক প্

প্রমণ পশু পিশাচগণ হইল তব আপন জন পাবে না ঠাই মাহ্য তব সম্মে ? বিষ ধৃত্বা চরণে তব লভিল চির শরণ, প্রভা,
নেবে না তুমি মোনের হুদি-পাম ?
মরণ লভি বনের ছীপা বহিয়া অন্ত-কীর্তি-লিপি,
কৃতিপটে শোভিছে তব অকে,
নিয় হায় ভাষা হ'ব.
তব ত তব অকে ব'ব

দগ্ধ হয়ে ভন্ম হ'ব, তবু ত তব আছে র'ব ডরি না তাই তোমার রোষ রঙ্গে।

ষা কিছু ভবে ত্যাঙ্ক্য হেয় তোমার ভূষণ ভোজা পেয় অধম আমি নিরাশ নহি তাই গো,

আমাতে তব অংশ যাহা পাবে না প্রভূ ধ্বংস তাহা, হাড়ের চেয়ে লভিবে উঁচু ঠাঁইগো।

চির অমৃত উষার লাগি রয়েছি পিতঃ আশায় জাগি, নাশ হে মম জীবন তমোরাতি,

কৃত আমি রুদ্রে র'ব, চুর্ণ হয়ে পূর্ণ হ'ব, বিশ হ'তে বিশ্বনাপে যাত্রী।

এই কবিতাটি প্রজ্ঞানৃষ্টিতে দেখার ফলের বিবৃতিমাত্র নহে ইহাতে ঐ ফসটিকে একটি প্রতীকের মধ্যে পৃথক্ করিয়া লইয়া রসনৃষ্টিতে দেখিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে।

এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন হইতেছে।
কবির নিজস্বই হউক আর অন্ত কোন দ্বারেই হউক প্রজাদৃষ্টিতে দেখার ফলকে শিল্পী একটি প্রতীক-স্বরূপ গ্রহণ
করিয়া রসদৃষ্টিতে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন।
কেবল তাহার বির্তি, ব্যাখ্যা বা পরিচয়ই রসানন্দ দান
করিবে না অর্থাৎ একেত্ত্রেও রসানন্দ স্থি প্রামাজাতেই
চাই। এইভাবে রসানন্দ-স্থি রবীক্রকাব্যে অজস্র। এ
সম্বন্ধে পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন আছে।

এই রপদৃষ্টিতে দেখিয়া জীবনের কতকগুলি মুহুর্তবে
মধুময় করিয়া তোলা—ইহাকে প্রজ্ঞানৃষ্টিপপার বাজিগণ
হয়ত বলিবেন—মায়া, অবিদ্যা, ভ্রাম্বি, অশাশত, ক্ষণিষ
ইত্যাদি—বোধনৃষ্টি মাহাদের প্রথর, তাঁহারা হয়ত বলিবেন
এটা বাতুলের স্বপ্ন-বিলাস ।

প্রজ্ঞানৃষ্টি অনেক সাধনার ধন—তাহা মানি। বোধদৃষ্টি মানব সভ্যতাকে গড়িয়াছে—ইহাকেও বহু আবানে
শাণিত করিয়া তুলিতে হইরাছে। আর এই রুপদৃষ্টি সং ব যাভাবিক। বিনা আয়ানে মান্ত্র ব্যভাবত ই ইবা বিধাতার কাছে লাভ করিরাতে। যাহা স্পৃধি সংক্ষি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহাই তবে মিধ্যা । — এ মিধ্যার জন্ধ স্বয়ং বিধা তাই দায়ী। তা ছাড়া, শিল্পীর বোধদৃষ্টির অভাব আছে—তাহাত নয়, সে বোধদৃষ্টিকে সংহরণ করিয়া রসদৃষ্টির সাহায়ে স্বষ্টিকে সম্ভোগ করে এবং সম্ভোগ করিয়া তুলে—সে চিরস্কলরের এই স্বৃষ্টির সৌন্দর্গ্যকে থণ্ড করিয়া উপভোগ করে। ইহাতে অপরাধ কি । সে এই জীবনের কতকগুলি মুহুর্ত্তকে মধুম্য করিয়া তুলিতে চায়—সবগুলিকে সে মাধুরী-মণ্ডিত করিতে পারে না বটে। ইহার মধ্যে মিধ্যা কোধায় ।

শিল্পী ত স্পষ্টই বলিতেছেন,---

ছদিন বাদে ফ্রিয়ে যাবে জাগ্ল এ বোধ যবে,

স্থের মোহে গল্ল নাক বুক।

ফ্রিয়ে যথন যাবে তথন সেই স্থেধ কি হবে।

এমনি করে গেল কতই স্থ।

ফ্রিয়ে যাবে জেনেই এবে স্থকে টানি কোলে,

ফ্রিয়ে গেলেও বয় না চোখে জল,

গান্ধনা পাই সফল হলো সরস হলো ব'লে,

এই জীবনের কতকগুলি পল।

এই বিশের স্থাষ্ট আমাদের কাছে মূলতঃ থণ্ড থণ্ড, জীবনের কালও আমাদের অথণ্ড নহে—আমাদের বোধ-শক্তিই থণ্ড-স্থাষ্ট ও ধণ্ডকালকে একস্ত্রে গাঁথিয়া রাধিয়াছে। দার্শনিক এই কালপ্রবাহ ও স্থাষ্টধারা লইয়া মনেক জল্পনা করিতে পারেন—কবি কিন্তু বোধশক্তির যে ছিন্ন করিয়া থণ্ড-স্থাষ্ট ও মূহুর্ত্তগলিকে রসমন্তিত ও উপভোগ্য করিয়া প্রণ্ড-স্থাষ্ট ও মূহুর্ত্তগলিকে রসমন্তিত ও উপভোগ্য করিয়া তুলেন। তাই কবি ক্লিকের গান গাহেন—সে গানকে বৃদ্ধি দিয়া বৃত্তিতে হয় না—হালয় দিয়া মৃহত্ব করিতে হয়। কবি তাই গাহিয়াছেন—

ওরে থাক থাক কাঁদনি
ছই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি
বে সহজ তোর রয়েছে সমূথে
আদরে তাহারে ডেকে নেরে বুকে,
আজিকার শত যাক্ যাক চুকে
যত অসাঁধ্য সাধনি

ক্ষণিক সুথের উৎসব আজি

ওরে থাক থাক কাঁদনি।

সকল বাঁধন ছিড়িয়া থণ্ড জীবনকে যে উপজোগ
তাহাই রসস্পৃষ্টির উপভোগ—কবির উপভোগ।

ইহা সুল বাস্তব সজোগ নয়—ইহা অতীক্রিয় মানস সজোগ। ইহাদের উপরেও যে তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি—যাহা ব্রন্ধক্রের পরা দৃষ্টি—সেই দৃষ্টিতে ব্রন্ধক্ত অনুভব করিয়া যে স্বাদ-স্থথ লাভ করেন,—বাহাদের বলিবার অধিকার আছে, তাঁহারা বলেন—সেই স্বাদস্থাবর প্র্বাভাস আছে ঐ রসাননে।

রদানন্দকে মিথ্যা বলিয়া থাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন-শিল্পী চিরদিনই তাঁহাদিগকে বলিবে-নির্ম্ম কুর সত্য চেয়ে মিথ্যা আমার ঢের ভালো, আঁধারও চাই, চাইনে তবু ঝলসায় চোথ যেই আলো। রবির কিরণ তড়িৎ প্রথর দেখায় যদি রন্ধ বিবর চাইনে তবে, স্বপ্নমায়ার ক্ষণিক জোনাক তাই জালো গড়েছি এই সাধের জীবন অলীকপুরের মাল দিয়ে, না-জানার সব ফাঁক ভরেছি সোণার স্থপন জাল দিয়ে। কর্কশেরে কাস্ত ক'রে বেঁধেছি দ্ব মান্নার ডোরে মাস্তলের কন্ধাল ঢেকেছি নায়ের রঙীন পাল দিয়ে। উর্নাভের মতই স্বতই রচেছি এই সংসারে. আমার প্রাণের স্বগ্নউষা দেছে অরুণ রঙ তারে। শামুক শাঁথের দেহের মত এ ঘর আমার অক্গত মৌলবীর আজান ডুবেছে কল্পবীণার ঝলারে। মিপ্যে সবি ? বয়েই গেল আনন্দ যে সভ্যময়, তৃপ্ত তৃষার তুষ্ট আশার মিথ্যে হ্বার নেইক ভয়। विश्व जात्राय भाष्टि ऋषा मध मिर्वाद लाएन कृषा 'পাকবে না স্থ' সভ্য হউক, 'প্রথে আছি' মিথো নয়। चार्मिंगार्म गंजीत खंश योग्नाक माथ मित्रे है कि. মিধ্যা হউক সত্য হউক যদিন থাকি রই স্থা। भेडा ब्रुट भागान अधू किरवा मक खेवा धृ धृ, भव नाधनात्र नाधक छ नहें, भाषा त्माट्हे तहे अंकि। कानाश्वत्तत्र भगाकां हि नित्य त्माशह या अ मत्या, बानिंग राज्यात गड़ा किना चारा डाहार हिक करता। कारकहे यथन शाखाय भगम तकि मायात त्रहीन क्रमम

স্থার স্থপন ভাঙবে জানি, হবেই শেষে সব ধুলে। তাই বলে কি ঘুরব পথে বাঁধব নাক চালচুলো পাচ্ছি যাহা হাতে হাতে ভুঞ্জি ভাহা আঁতে আঁতে, সফল তা'ত উড়বে শুধু ভুক্তশেষের ছাইগুলো। লীলাময়ের স্প্রিলীলার অভিনয়ের মঞ্চেতে, জ্যান্ত পুতুল বিশ্বে মোরা মিথ্যা ঘোরেই রই মেতে। আমূল আত্ম-বিশ্বরণে সাফল্য তাই নট-জীবনে, সত্যকে যে ভুলবে যত অভিনয়ে সেই জেতে। **गाग्रामुक्ष मःमातीत गठ भिन्नी চित्रमिन हे विनाद**— টানো মায়া ঘৰনিকা ভাল ক'রে, ঢেকে দাও দিক চক্রবাল, निविष् नौत्रम-कारल। तह रनत्व अक्षरनत्र याद् हेसकान। চাহি না অথও তত্ত্ব, থণ্ডের বিমোহে মত্ত, আহা বেশ আছি, যত প্রিমুজন আছ স্বপ্নের প্রমোদ কুঞ্চে এদ কাছাকাছি। কে হারাবে সাধ করে সীধুসিক্ত তন্দ্রাঘোরে মধু সম্মোহন ? হায় কি লুটিয়া লবে এত আশা ভালবাসা রুদ্র জাগরণ ? থুলো না দিগন্ত দার অন্তরের বাতায়ন, সত্য তেন্সোজালে

ঘুরব ছদিন শৃক্ষতাতে, যতই কেন ভুল ধর।

#### বিদ্বৎসমাজ ও রসিক-সমাজ

রদীন প্তক্ষুল মায়ার জোনাকী, দগ্ধ হ'বো পালে পালে।

মহাকবি ভবভূতি যথন বলিয়াছিলেন—
উৎপৎস্ততে জগতি কোহপি সমানধৰ্ম।
কালোহ্যং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথী

তথন তিনি একথ। নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন—যে জামার রচনা গুলি যদি ধ্বংস ন। পায়—সয়য়ে য়দি রক্ষিত হয়, তবে একদিন না একদিন সমানধর্মার ছারা সমাদৃত হইবে।

ভবভৃতি কাহাদের উপর নির্ভর করিয়া একথা বলিতে পারিয়াছিলেন ? দেশের রিসকসমান্ধ নির্বিচারে সকল দাহিত্যকে রক্ষা করেন না—তাঁহাদের রসোৎসবের দীপান্বিতা ফুরাইয়া গেলেই তাঁহারা কেবল তৈজন প্রদীপ গুলিকেই ধুইয়া মৃছিয়া তুলিয়া রাখেন—মৃৎপ্রানীপগুলিকে সম্মার্জনীর তাড়নায় দূর করিয়া দেন।

যুগে যুগে দেশে দেশে রসিক সমাজের রুচিপ্রবৃত্তি
ও রসবোধের আদর্শ যদি গরিবর্ত্তি না হইত-ভাহা

হইলে কোন কথা ছিল না। কবিও সব সময় রসিকসমাজের প্রতিনিধি হইয়া অথবা কাল বা দেশবিশেষের
অন্তরাত্মার কথা শুনাইতেই অবতীর্ণ হ'ল না। কবি
অনেক সময় যুগের অগ্রদ্ত হইয়া অবতীর্ণ হ'ন—'ভোর
না হইতেই ভোরের থবর' বলিতে থাকেন—নয়ত
চিরস্তনের বা বিশ্বমানবের অন্তরের সঙ্গীত তাঁহার কঠে
ধ্বনিত হইতে থাকে। আপন দেশের আপন যুগের
রসিকসমাজ যে তাঁহাকে চিনিতে পারিবেই এমন কিছু
কথা নাই।

রসিক সমাজ রসের উচ্চাদর্শ রসশান্ত হইতে পাইতে পারেন,—নিজের অন্তর হইতেও পাইতে পারেন। কিন্তু দেশে এমন কবিও জন্মগ্রহণ করেন—যিনি অভিনব কাব্যকলার স্পষ্ট করিয়া রসবোধের আদর্শই বদলাইয়া দিতে অবতীর্ণ হ'ন—রসিকসমাজ সহসা তাহাকে চিনিতে না পারিতেও পারে। এক এক সময় তাই মনে হয়, যে যুগের রসিকসমাজ বৌদ্ধ দিঙ্নাগের শিষ্যগণের দ্বারা গঠিত দে যুগের রসিকসমাজ বাহত্যের কি ফুর্দশা হইয়াছে—আবার যে যুগের রসিকসমাজ বাৎসায়নের শিষ্যগণের দ্বারা গঠিত, সে যুগে শান্তরসের সাহিত্যের কি দশা হইয়াছে।

ফলে এই দাঁড়ায়, কোন একটি দেশের কোন একটি 
যুগের রসিকসমাজের বিচারের উপর সংকাব্যের স্থায়িছ 
যদি নির্ভর করে, তবে রসজগতের বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা। 
বাহারা মৃংপ্রদীশ বলিয়া রাশি রাশি প্রদীপকে স্থার্জনী 
তাড়নায় দূর করেন—তাঁহারা কত শিথামসী-লিপ্ত তৈজ্ঞ 
প্রদীপকে যে দূর করিয়াছেন তাহার ইয়ন্ত। কি? পে 
ভূল যে তাহাদের হইতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধে সংরক্ষিত 
প্রদীপগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই দেখা যায়। 
আমাদের কি আজ মনে হয় না কত পিতলের দীপকে 
সোনার দীপ বলিয়া তাঁহার। রক্ষা করিয়াছেন?

মোটকথা, সকল যুগের সাহিত্যকে কতকটা নির্বিচারেই রক্ষা করাই উচিত। অস্ততঃ যে সাহিত্যের মূল্য সবদে কোন প্রকার বন্দ সংশয় থাকে—তাহাকে রক্ষা করিবার ব্যবহা করাই উচিত। এক যুগে ভাল লাগিল না বলিয়া অন্ত যুগেও ভাল লাগিবে না—এক দেশের লোকের মনে রপ সঞ্চার করিতে পারিল না বলিয়া অন্তদেশের লোকের মর্থাক্র্লার করিবে না—এমন কিছু কথা নাই। রসবোধের
আদর্শই কেবল বদলায় না—যুগধর্মের পরিবর্তন, জাতীয়
জীবনের বৈচিত্র্য, নবনব সঞ্চারী ভাবের সমাগম ও মানবচিত্তের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক যুগের অনাদৃত
সাহিত্য অন্তযুগে জনাদৃত হইয়া উঠিতে পারে। রসবিচারের আদর্শ যে যুগে যুগে বদলায়, কবিগুরু এ সত্য
বার্গছলে বলিলেও শ্বীকার করিয়াছেন। পরজন্ম সত্য
হ'লে—

আমার ভাগ্যে হব আমি দ্বিতীয় এক ভস্ম লোচন
আমায় হয়ত করতে হবে আমার লেখা সমালোচন।
কালের গতি চক্রাকারে,— তাহার সঙ্গে মহামানবের ক্ষচি
প্রকৃতি ও আদর্শও নাগরদোলার মত আবর্তিত। এক যুগে
বা একদেশে যাহার আদর হইল না—অক্স যুগ বা অক্স দেশ
তাহার আদর করিতে পারে। একযুগ বা একদেশ আদর
না করিতে পারে,—কিন্তু রক্ষা যদি করে—তবে ত পরবর্তী
যুগ বা দুরবর্তী দেশ তাহার বিচারের অবসর পাইবে ?

রসিকসমাজ উদাসীন হইতে পারেন—বিহুৎসমাজেরই কর্ত্রব্য যুগের সম্পাদকে রক্ষা করা। কোন কোন যুগের বিহুৎসমাজ তাহাই করিয়াছেন বলিয়া আমরা রসিক-সমাজের মারফতে যে সাহিত্য-সম্পাদের সন্ধান পাই নাই—
মঠ মন্দিরের ধূলা ঝাড়িরা সেই সাহিত্য সম্পাদের আবিহ্নার করিতে পারিতেছি। আমাদের দেশের বৈশ্বর কবিগণ চাহাদের কার্যসম্পাদের রক্ষার ভার ধর্ম্মের হাতে দিয়া ভালই করিয়াছিলেন—নতুবা কত সম্পাদ্ হইতে আমরা বিশ্বত হইতাম তাহা কে জানে? যে কোন যুগের রসিকসমাজের কার্যরস্বোধের আদর্শ সেইযুগের রচিত অলম্বারগ্রেম্ব পাওয়া যায়—নানা যুগের অলম্বার শাস্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিলে মনে হয়—বছ কবির প্রতি হয়ত অবিচার হইয়া গিয়াছে।

দেশের বিশ্বৎসমাজ অথবা আর কোন সমাজ যুগসম্পাদকে অবশ্বই বাঁচাইয়া রাখিবে এই ভরসাতেই ভবভৃতি ু স্পদ্ধাটক প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।

আঞ্চকাল যুগসম্পদকে সহত্বে রক্ষা করার স্থযোগ স্বিধা বেমন হইয়াছে। দেশের লোকের মনে সংরক্ষিণী প্রবৃত্তিও তেমনি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ঝুঁটা হোক থাটি হোক—কিছুকাল তাহা অরসিকের আশ্রয়েও বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে—পরবর্ত্তী যুগ দ্রবর্ত্তী দেশ কিংবা দ্র ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে। বিদ্দেশ্যাক অবশ্য বাঁচাইয়া রাখিতে পারে —অমরতা দিতে পারে না। যদি চিরন্ধীবী হইবার যোগ্য না হয় তবে একদিন ধ্বংস পাইবেই। কিন্তু তাহাকে বাঁচিবার জন্ম সংগ্রাম করিবার অবসর ও হ্যোগত দেওয়া হইবে—লাইকারগাসের পদ্ধতিকে কেহই আর সমর্থন করিবে না।

রসিক সমাজ বাঁচিবার অধিকার না দিলেও বিছৎ
সমাজ রক্ষা করিবে, সেই ভরসাতেই সাদের (Southey)
মত সাইস্কারে না ইউক, সবিনয়েই আজকালকার একজন
নপণ্য কবি বলিতে পারিয়াতেন—

অনাগত বন্ধ রসিক অজ্ঞাত মোর আজকে যারা. ভবিষাতের স্বপ্ন মাঝে স্বপ্ত আছু সংজ্ঞা হার।। তোমাদেরই জন্ম বঁধ কণায় কণায় জমাই মধু তোমাদেরই, জন্ম আমি ষাচ্ছি পুঁতে ফুলের চারা। নীরবে সই নিন্দা গ্লানি লাজনা লাজ আজকে সবি. অনাদৃত অবজাত আমি কাঙাল কুটীর-কবি। ভোমাদেরি আশায় তবু ছাডিনি এ ডন্ত্ৰী কতৃ, লক্ষযোজন দূরে থেকেও তোমাদেরি মৈত্রী লভি। ধলিবালির তলে ঢাকা পড়বে আমার প্রক্রিপাতি. দাবাবে তায় মাটির তলে অনেক অনাদরের লাথি। তবু জানি তোমরা এলে চুঁড়বে সে সব অনেক ক্লেশে, খঁড়বে মাটি আনবে টেনে আলোয় পুন: খু জিপাতি। কতজনের কত যে ধন বক্ষে ধরে আছেন ধরা, মাহুষের সেই হারাধনেই এ ধরণী বহুদ্ধরা। খুঁজে তোলার লোক মেলে নাই বিশ্ব আজো নিঃশ্বরে তাই আগের সাথে পরের যোগে ছিন্ন হলো পরম্পরা। সেদিন গেছে আৰু কেগেচে প্ৰত্নধনে যত্ন প্ৰীতি, তচ্চত্য সাধনাকেও হারায় না আজ কালের মৃতি। সকল সাঁচ্চা সকল মিছার তোমরা সধা করবে বিচার, আবর্জনার ভন্মতলেও জহরকণা খুঁজবে নিতি। বিশ্ব বিশাল শাখত কাল, ডিলি না তাই বর্ত্তমানে, সরস্ভীর মঠান্দন এই বাড়বে কত কেই বা লানে?

বাণী একা নয়ক কারো বাড়ছে সেবক, বাড়বে আরো
তাদের মাঝে তোমরা র'বে চেয়ে আছি সেদিন পানে।
কীবন আমার দেয়নি যা, তা মরণ দেবে সগৌরবে,
মরণের নীল পক্ষছায়ে ঈর্যা পীড়ন আর না রবে।
ভক্তমনের মধুর যোগে মধুর হয়েই লাগ্রে ভোগে,
বিলাসে যা চল্ল না আজ, চল্বে তাহা মহোংসবে।
জানি আমি তোমরা আমার সব অপরাধ করবে ক্ষমা,
প্রীতির শশিকলায় আমার ঘুচে যাবে মদীর অমা।
হবে আমার উপহরণ নবীন স্জন উপকরণ,
অনাদৃত কুপণসম—তাই পুঁজি মোর করছি জমা।
আজ তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—

হে আমার অজ্ঞাত অবজ্ঞাত স্বর্গত বন্ধুগণ, তোমাদের গ্রাণের বার্ত্তা হয়ত রসিকসমাজের কাছ পর্যান্ত পৌছায় নাই-হরত তোমাদের নিজ জনপদের রিদক সমাজ তোমাদের মন্ম বাণীর মর্ম বুঝে নাই, গ্রামের যোগী বলিয়া হয়ত ভিক্ষা পাও নাই—দ্বিতীয় জনপদের রসিক সমাজের কাছ পর্যন্ত হয়ত তোমাদের বাণী পৌছায় নাই। নয়ত রসিক-সমাজের অনাদর লাভ করিয়া,সেবাণী অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছে অথবা উপেক্ষায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হয়ত বিশ্বংসমাজ তোমাদের প্রাণের কাহিনীকে মঠ মন্দির চতুষ্পাঠীতে রক্ষা করিয়াছিল—কিন্তু বিষ্যা প্রতি-ষ্ঠানের ধারা-লোপে বা প্রবাহচ্ছেদে, বিদেশীয় বিজাতীয় বা বিধ্নমীর আক্রমণে, অগ্নিদাহে, কীটদত্তে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, বকা মহামারী হভিকে সব লোপ পাইয়াছে। ভাহাদের মধ্যে কি রম্ব ছিল, ছাই উড়াইয়া আমরা দেখিতেও পাইলাম না। তোমাদেৰ জন্ম কিছুমাত্র হংথ নাই---তোমরা রসিক্সমাজের অভিজাত্যের আঘাত পাইয়াও রস-স্ষ্টির আনন্দ নিশ্চয়ই লাভ করিয়া ব্রিগাছ। নিজেদের জন্মই একটা অজ্ঞেয় রহস্থায় বেদনা অফুভব করি— জানি না কি ধনে আমরা বঞ্চিত হইলাম। যদি তোমরা প্রাণের বাণী গাহিয়া গিয়া থাক তবে তাহা মাসুধের অস্তর নিশ্চয়ই স্পর্শ করিত। প্রতিবেশীদের ভাল না লাগিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে—নদীর পর পারের রাখাল-বালকের স্কীভের মত

আমাদের হয়ত ভালই লাগিত, আমরা তাহাতে হয়ত
কুংলেকুন্তিত স্বপ্লোকের মাধুরী পাইতাম।
আজ তোমাদের কথা স্মরণ করিয়া এ যুগের দর্মণ
কবির কঠে স্থর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—
ফুটে গন্ধ বিলিয়ে যারা পড়ল করে পড়ল গো
তাদের লাগি আকুল সারা কুঞ্জ যে,
গন্ধ বুকে লয়ে যে হায় অনাদরে ঝর্ল গো—
তাহার তরে কি কোন ভ্রমর গুঞ্জরে ?

মহারাজের পুত্র সে যে থাক্ল হয়ে ভূত্য গো পূৰ্ণবাদে কাটুল জনম হঃথেতে। গাভীবী হায় বৃহন্নলা মগ্ন লয়ে নৃত্য গো তৃণীর তোলা রইল শমী বৃক্ষেতে। শ্রীবৎসরাজ রইল মিশে কাঠুরিয়ার সঙ্গে গো নলরাঙ্গার কাট্ল জীবন রন্ধনে, কৌস্তভে হায় চিন্লে না কেউ উঠল না শ্রীক্ষঙ্গে গো। **চन्দন হায় লাগল ধরার ইন্ধনে।** পুণ্য মুকুল পারিজাতের ভকিয়ে গেল বৃস্তে গো, ষর্ণ মরাল কঠে ছিল পত্রটি, অমৃতের সে বার্তাবহ, পারলে না কেউ চিন্তে গো পেলে না কেউ পড়তে লিপির ছত্তটি। সে যে কালের জতুগৃহে দারুণ তাপটা সইল গো, কর্ল নাত দিনের তরে রাজ্যভোগ, বিরাটগৃহে কুত্র হয়ে রইল সে যে রইল গো জীবনে আর জাস্ল না তার ইল্লযোগ।

#### কাব্য ও চিত্ৰ-কাব্য

যে ভাল গান গাহিতে জানে সে তাহার সকল বাক্টে
মধুরামিত করিয়া বলিবে ইহাই আভাবিক। বে ভাল
নাচিতে পারে—তাহার সকল চলা কিরাই কোটবন্দ হইবে ইহাই আভাবিক। কবিও তাঁহার সকল কক্ষ্য,
সকল চিন্তা, সকল নিবেলন তাই সরস ক্ষরিয়া রক্ষেন।
ছল্ম কবির বলীভূত ভূভাের মত-তাই কবি ঐতানিকে
ছল্মে গুল্ফিত করিয়াই বলেন ছ্ম্মিত বালী সামাই কবিতা নয়-এ কথা কবি নিজে জানেন। যে বাণীটিকে वमलच्ची निष्क कवित मूथ निम्ना প্রকাশ করেন নাই---তাহাবে কবিতা নয় তাহা কবির চেয়ে বেশী কবিয়াকে জানিবে ? লোকে যদি কবির লেখনী-নি:সত চন্দিত বাণীকেই কবিতা বলিয়া মনে করে অথবা কবিতা বলিয়া ধবিষা লইয়। প্রক্লত কবিতার রসাদর্শে বিচার করিতে ব্যস এবং বিচারে উত্তীর্ণ না হইলে কবিকে নিন্দা করে-তবে কবির দোষ নাই—দোষ বিচারকেরই:

যাহা কবিতা হইয়া উঠিতেছে না—কবি তাহা রচনা করিবার ক্লেশ স্বীকার করেন কেন ৷ ইহার প্রথম কারণ. कवित मत्न ८ मकल हिन्छात छेनग्र इग्न वा ८ मा छाव वा অনুভৃতিগুলি কবি অর্জন করেন-সেগুলিকে বিশুখল গৌষ্ঠবহীন বা পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিতে বোধ হয় কবি বড় বেদনা ও অম্বন্তি অমুভব করেন—ভাই কবি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভত্য অর্থাৎ ছন্দকে ভার দেন সেগুলিকে চিত্তভাগুরে পরিপাট্য ও সেহিবের সহিত সাজাইতে-নতুবা ঐ সমন্ত ভার স্বরূপ হইয়া পড়ে। কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে কবি ছন্দেই উত্তর দিবে---

> বে জ্ঞান আমার ফুটলনাক জ্ঞানে সে জ্ঞান আমার ভার হ'য়ে রয় প্রাণে। যে সঞ্চিত হল না ঝক্ত. যে পুঞ্জিত হল না ছন্দিত. যে আয়োজন হল না মক্তিত মংগৎসবের বীণ মদক তানে সে সব আমার ভার হয়ে রয় প্রাণে ॥ যে ফুল নহে মালায় মনোর্ম যে মধুনয় কলগীতি-ক্ষম খরের গ্রীবায় চন্দ্রন ভার সম সেই আহরণ মাটির দিকেই টানে. সে সব আমার ভার হয়ে রয় প্রাণে॥ যে বিজ্ঞানে বাঁশীর আওয়াজ কাড়ে, মরচে ধরায় বীণার ভারে ভারে. চিন্তা যা যোর চিন্তামণির হারে নাচল না বা ছল্ল না তাঁর কাণে সে সব আমার ভার হ'য়ে রয় প্রাণে

দিতীয় কারণ, কবির এ বিষয়ে পূর্ণ আত্মকর্ভৃত্বও নাই— আপনার চিতা অমুভতি বিভা বা বক্তবা নানাকারণে অপরকে শুনাইবার স্বাভাবিক আগ্রহ তাঁহার আছেই। তিনি কোন কথা ছন্দে না গাঁথিয়া বলিতে পারেন না— তাহাতে আর কিছু না হউক—হ্রদয়ট। লঘু হয়-একটা আত্মতপ্তি লাভ করেন। প্রকাশের আনন্দট। ও ত কবির পক্ষে কম কথা নয়। কোনটি প্রকাশ করা সঙ্গত, কোনটি অসঙ্গত কবির দর্দী চিত্তে এ বিচার স্থান পায় না। কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে কবি উত্তরে যাহা বলিবে ভাহা এইরূপ— যা কিছু জেনেছি, যা কিছু ভেবেছি, যা কিছু পেয়েছি পাব, না করি বিচার সকলি তাহার ছন্দে গাঁথিয়া যাব।

ছন্দে রচিত জীবন-চরিত ছড়ানো পুঁথির পাতে, আমার কি শুধু ? কতটকু মোর তফাৎ তোমার সাথে গ সবি তা সরস কবিতা হইবে, এমন নাহিত কলা, কোনটি তত্ত্ব, কোনটি সত্যা, কোনটি ছন্দে বাথা। কোনটি মৃচ্ত্রা, বাকচপলতা, কোনটি শুধুই গীতি, কোনটি ব্যঙ্গ, ইঙ্গিত কেউ, কোনটি পুরাণো স্মৃতি। শিশু ও প্রোচ নবীন প্রবীণ সবে আছে মোর মাঝে অজ্ঞ বিজ্ঞ কবি ও অকবি স্বাই সেখানে রাজে। কে কবে কথন গেয়ে উঠে তার কিছুই নাহিক ঠিক. হাসে ফিক ফিক লুকায়ে, যথন লোকে করে ধিকধিক। ছন্দে গাঁথিয়া সৰ কথা বলি, গুচছ বাঁধিয়া রাখি. যার যাহা রুচে শুমুক সে তাই অসীমে মিশুক বাকী। আমার কল্প-কাননে সতত বিরাজিছে ঋতুরাজ, সকল গুলা লতিকা পরেচে উৎসবোচিত সাজ. কাঙালিনী মেয়ে ভিকার দান জড়ায়ে পরেছে গায়. পুঁই মেট্রির রঙীন রদে দে আল্তা এঁকেছে পায়, মাঠের মজুর শুধু রঙ ক'রে গামছা ফেলেছে কাঁধে, রাখাল শুধুই বাবরীতে চাপা গুঁজেছে নতুন ছাঁদে। তাই বলে আমি ভাবিতে পারি না তারা না আঞ্চনে রয় সবার মিলনে উৎসব এটা, ধনি ম**ন্দ**লিস নয়। ছন্দ:শিল্পী তাঁহার নির্বিচারে ছন্দোগ্রন্থনার জন্ম

দায়ী করিবেন অস্তরের ঋতুরাজকে। কিন্ধ এটা আসল কথা নয়। আসল কথা---

ছন্দে রচিত জীবন চরিত ছড়ানো পুঁথির পাতে,
আমারি কি শুরু! কতটুকু মোর তফাৎ ভোমার দাথে!
ছন্দ: শিল্পী ভাবেন,—"আমার জীবনের চিন্তা অমুভূতি
ইত্যাদির সহিত অপরের জীবনের চিন্তা অমুভূতি
ইত্যাদির বিশেষ কোন তফাৎ নাই। সেগুলিকে সরস
করিয়া বলিতে পারিলে কবিতা না হইলেও ভাল লাগিবে।

তাই ঋতুরাজের দোহাই দিয়া বলেন—
দোপাটীর বন লোপাট করিয়া শিমুলে নিমূল করি
জোণে দলি পায় অপেরাজিতায় পরাজিত করি জোরে,
বেলা চম্পকে মলীতে শুধু বনভূমি রবে সাজি

এ বিধি বিধানে আর যেই হোক ঋতুরাজ নয় রাজি। শুক্নো গাছের ভালে ভালে উঠে ঝিঙে ফুলও করে আলো এমনো দেবতা আছে যে গরল ধুতুরাই বাদে ভালো।

অর্থাৎ শিল্পী বলিতে চাহেন—আমি সবই ছলে গাঁথিয়া গোলাম, কবিতা বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও কাহারো না কাহারো ভাল লাগিতে পারে, গরল-ধৃত্রাকে ভালবাগে এমন দেবতাও যথন আছেন ঝিঙে ফুলও যথন শুদ্ধ তক্লকে মিঙিত করে—ভথন আমার রচনারও কোন না কোন পাঠক কুটিবে।"

শিল্পী জানেন-কোন ফুল যাবে তুদিনে ঝরিয়া, কোন ফুল বেঁচে রবে,
কোন ছোট ফুল আজিকার কথা কালিকার কানে ক'বে।

আপনার সকল চিস্তা সহভৃতি বক্তব্যকে ছাল গাঁথার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। শিল্পী প্রত্যাশা করেন যে আনন্দ তিনি পাইয়াছেন অস্তেও সে আনন্দ কিছু না কিছু পাইবে—

ভালবেসে যাহা ফুটেছে পরাণে সবার লাগিবে ভালো, যে জ্যোতিঃ হরিছে আমার আঁথার সবারে দিবে সে আলো।

কবি আপনার সকল বাণীকেই ছন্দে গ্রন্থিত করিয়া
যান বলিয়া তাহাদের সবই কবিতা নয়—কবিও কোনদিন সবগুলিকে কবিতা বলিয়া দাবি করেন না, পাঠককে
ফাকি দেওয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, সকলের সঙ্গেই
প্রাণের পরিচয় স্থাপন এবং আপনার জ্বীবনচরিতথানি
কবি ও কাব্যজীবনের ইতিহাস্থানি সকলকে দিয়া
যাওয়াই উদ্দেশ্য। যাহারা রসজ্ঞ তাঁহারা কবিতাগুলিকে বাছিয়া লইবেন—ইচ্ছা করিলে বাকীগুলি হইতেও,
রসানন্দ না হোক,অন্য এক প্রকার আনন্দ পাইতে পারেন।
—তাহা ছাড়া বাকীগুলির জন্ম জ্বরসিকগণত আছেনই।
আপন মনের মমতা ও মাধুবী মিশাইলে কাহার কাছে
কোনটি কি রপ ধরে তাহারই বা স্থিয়তা কি ?

বর্ত্তমান যুগে দেশের ত্রাণকর্তা বলিয়া বাঁহাদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীর নব্য ত্রস্কের প্রতিষ্ঠাতা মৃস্তাফা কামাল পাশার শ্রেষ্ঠ জীবনী প্রতিমাসে পুষ্পপাত্রে পাঠ করুন।

আগামী সংখ্যা পুষ্পপাত্তে কাহার গল্প থাকিবে ? আধুনিক গল্প-সাহিত্যের অফাতম জ্যোতিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্তের অতি রমণীয়, উজ্জ্বল গল্প 'শশাক্ষ কবিরাজের স্ত্রী'।

# বীমা ক্ষেত্ৰে কৃতী বান্ধালী

১৯১৩ খুষ্টাব্দে নাটোর ক্রীড়া-প্রাঙ্গলে—High Court vs Natore XI জীকেট খেলা হইতেছিল— ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ থেলোমাড্রুক লইয়া গঠিত অজেয় নাটোর টীমের বিরুদ্ধে তথনকার দিনে 'রাণ্' করা সহজ ব্যাপার ছিল না, High Court এর স্থানিপুণ থেলোয়াড়বুল ৫০ রাণের মধ্যে সমাপ্তি পাইবার উপক্রম হইল: এমন সময় একটি স্থাঠিত ভঙ্গণ যুবক ব্যাট হত্তে 'ক্লজে' প্রবেশ করিয়া নেপরোয়াভাবে hit করিতে আরম্ভ করিলেন-বিগ্যাত Bowler বৃন্দ বিপ্র্যায় গণনা করিলেন। Bowler পরিবর্ত্তন করিতে হই**ল কিন্ত কে**হই এই তীক্ন দৃষ্টি তঞ্পকে পরাভব করিতে পারিলেন না; সেদিন দর্শকর্লের করতালি ও উল্লাদের মধ্যে এই নিভীক যুবক মাঠের সর্পত্র hurricane hitting করিয়া ৫০ হইতে ১১৪ 'রাণ' নিমেষের মধ্যে তুলিয়। ফেলিলেন। এই ক্রীড়ানৈপুণো আরুষ্ট হইয়া পরলোকগত মহারাজ জগদিক্সনাথ---বাঙ্গলার ক্রীকেটের জন্মদাতা ৺সারদারঞ্জনকে বলিয়াছেন -"Here is a youngster who treats all our bowlers with scant courtsey" মহারাজের এই উক্তি দার্থক হইয়াছিল কারণ সেইবারই Bengali School vs Natore XI তরুণ যুবক পূর্ণচক্র অসাধারণ ক্তিত্ব দ্ধাইয়া বাঙ্গানীর মুধোজ্জন করিয়াছিলেন। বীমাকেত্রেও তাঁহার এই "Sporting career" এর । গ্রাদ। রকা করিয়াছেন—ওধু বাংলার স্ক্পুরাতন ীমাপ্রতিষ্ঠানের অধিনায়করূপে নহে—জীবনবীমার হুরুহ াটিল স্ত্রগুলি তিনি বেরূপে আয়ন্ত করিয়াছেন তাহা <sup>ক্বল</sup> বাংলায় নহে ভারতেও খুব ক্ম ব্যক্তিই তাহাতে ক্ষ হইবাছেন, এইজন্ত ভারতীর শ্রেষ্ঠ বীমাবীদ্গণের ক্টি ভিনি একাধারে ঋদা ও সন্ধান লাভ করিয়াছেন।

পূর্ণচক্র ১৮৮৪ খুষ্টাব্দে পাবনার উচ্চ বারেক্সবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্গ হইয়া কলিকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্ম আগমন করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেন্ডে ভর্ত্তি হন। তীক্ষ মেধাদপার, প্রত্যুৎপারমতিত্ব ও ক্রীড়ানৈপুণ্যের অভা সম্পাঠি বন্ধ ও অধ্যাপক মহলে এই স্বাধীনচেতা, আস্মনির্ভরশীল সরলপ্রাণ তরুণ অতি অল সময়েই একটা ভালবাসার আসন বিস্তার করিয়া ফেলিলেন-তারপর ক্রীডাক্ষেত্র প্রেদিডেন্সী কলেজের গৌরবের দিন আসিল-দেদিন পূর্ণ্যন্দ্রের নেতৃত্বে কলেজ টীয় উপযুদিরি পাঁচ বংসর "Elliot Shield" জয় করিয়াছিল। কলেজের এই ক্রীড়ার গৌরব তাঁহাকে হাতছানি দিয়া বাহিরে লইয়া আদিল এবং ১৯০৮ খুষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত Sporting union এর ফুটবলের Captain নিযুক্ত হইলেন। উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পূর্ণচক্ত शहेरकार्षे अकान को बावछ कतिरनन-वाक्रेनभूगा, বৃদ্ধি-মত্ত। এবং সভতার জন্য তিনি অ।ত অল সময়ের মধ্যেই প্রদিদ্ধি লাভ করিলেন-এই সমরে 'হাইকোট ক্লাব' তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতাপশালা হইয়া উঠিল — পূর্ণচক্র বছ বংসর গৌরবের সহিত ইহার অধ্যক্তার কার্য্য করিয়াছেন। এই ক্রীড়া-প্রাঙ্গণেই কলিকাতার ভৃতপূর্ব মেরর দেশপ্রিয় যতাক্রমোহনের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন এবং অসহযোগ ष्पात्मामत्नेत्र मगग्न हाहेत्कार्षे পরিত্যাগ করেন। খুষ্টাব্দে কলিকাতায় পরলোকগত দেশপুদ্ধা নেতা লালা লাজপতরায়ের সভানেতৃত্বে যে নিধিল ভারত কংগ্রেদের অধিবেশন হয় তাহাতে পুর্বচন্ত্র বেচ্চাসেবক বাহিনীর অধিনারকের কার্য্য পরিচালনা कतियारहन-धमनि कतियारे जारात श्रीक कार्यायतीत

মধ্য দিয়া বাংলার উচ্ছুসিত যৌবন-শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

ভারতবর্ষের বীমান্দেত্রে পর্ণচক্রের অবদান কৃত্ত চিত্তে সারণ করিতে হইবে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত কর্ম জীবনীর বিবৃতি প্রদান করিতে খাইয়া বীমা-বিষয়ক কোন পত্রিকা বলিয়াছেন—"His Writing have given a new orientation to Indian Insurance" সভাই স্ক্রদৃষ্টি, গুঢ় অন্তভৃতি ও মৌলিক গবেষণা করিয়া তিনি বিবিধ বীমা পত্তে যে সমস্ত সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অমূল্য। ভারতের শ্রেষ্ঠ বীমাস্ভ্রটি (Indian Life Offices Association ) পণ্ডিত কে, সন্তানম ( नन्धी ) ও পর্বচন্দ্রের সমবেত প্রচেষ্টার গড়িয়া উঠে। ১৯২৮ এ এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে "ওরিয়্যানটাল বিল্ডিং এ" বীমা সজ্যের যে উদ্বোধন সভা হয় তাহাতে পুর্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন ও সংখ্যের আইন কামুন গঠন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বসমতিক্রমে নিযুক্ত হন ও সজ্ম গঠিত হইলে তিনি তিন বংসর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হিসাবে বীমাসজ্বটিকে অনেক বিষয়ে সাহাধ্য করিয়া-চেন | Bengal National Chamber of Commerce; ও অন্যান্য অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বহু গঠনমূলক কার্য্যে পর্বচন্দ্র বহু বংসর আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

পূর্ণচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষ। কৃতিত্বের বিষয় হিন্দু মিউচ্যাল্ জীবন বীম।—কোম্পানিটকে পুর্নগঠিত ও স্বপ্রভিষ্ঠিত করা। ১৯২১ খুটান্দে সভাগণের আন্তরিক ইচ্ছার তিনি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে আন্থানিয়োগ করেন এবং দশ বংসর ব্যাপী অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া ইহাকে পদ্ধিলতার মধ্যে হইতে উদ্ধার করিয়া প্রথম শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠানের পরিণত করিয়াছেন—জীবন বীমার প্রকৃত আদর্শ, মিতব্যয়ীতা ও সততা—এই তিনটির সমন্বয়ে "হিন্দুমিউচাল" বীমা জগতে স্থনাম অজ্ঞন করিয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের এই পরিশ্রম "labour of love"—সেই জন্যই তিনি ভারতের বৃহৎ প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলির নিকট হইতে সম্মানজনক পদপ্রাপ্তির প্রস্তাব পাইয়াও পূরাতন প্রতিষ্ঠানটি পরিত্যাগ করেন নাই।

জীবন-অপরাহে দাঁড়াইয়া পূর্ণচন্দ্রের আজ এই সাস্থনা যে তাঁহারি নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বহন্তগঠিত কনিট লাত। শ্রীস্করেশচন্দ্র রায় বীমাক্ষেত্রে তাঁহার শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; প্রথম পুত্র কলিকাজা বিশ্ব বিভালয়ের এম-এস্ সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্ব্বোচ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। স্থখহুংখের অর্দ্যাঙ্গিনী বাংলার সাহিত্য জগতে প্রতিভাবতী মহিলা লেখিকাদের অ্যাঞ্ডাবে দণ্ডায়মান হইয়া বন্ধ সাহিত্য লক্ষ্যীর পদতলে পূম্পাঞ্চলি প্রদান করিতেছেন।

(মেঘনাদ)



## জীবন বীমা কোম্পানির তহবিল ত কোম্পানির কাগজের মূল্যহ্রাস

### बीस्थीख नान ताग्र अम्-अ

ভারতবর্ষের জীবন-বীমা কোম্পানিগুলির অধিকাংশ তহবিল কোম্পানির কাগজে বা গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী করা আছে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তক প্রকাশিত ১৯৩০ সালের সরকারি বীমা-রিপোর্টে দেখিতে পাই যে প্রায় ৬০টি ভারতীয় কোম্পানির মোট তহবিল ১৭ কোটি টাকার মধ্যে ১২ কোটি টাকাই গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটিতে আমানত আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি কোম্পানি আবার ভাহাদের তহবিলের প্রায় অধিকাংশ টাকাই ঐ প্রকারে লগ্নী করেন। কতকগুলি কোম্পানি আবার গভর্নেন্ট দিকিউরিটীতে কম টাকা রাধিয়া অধিক ম্বদের আশায় বেহিনীথতে টাকা ধার দিয়া থাকেন ও नानाविध कनकातथाना, চাवाशान ও कश्नातथनित কোম্পানির শেয়ার খরিদ করিয়া রাখিয়াছেন। এই শেষোক্ত প্রকার কোম্পনির এক্ষেণ্টগণ সাধারণকে বুঝাইয়া বেড়ান যে কোম্পনির কাগজের মূল্য এরূপ ভাবে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, থে সকল কোম্পানি গভর্মেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা রাখেন তাঁহারা অচিরে শমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

তথু এজেন্টগণ নহে, কোনও কোনও কোম্পানির বিজ্ঞা পরিচালকবর্গও বলিয়া থাকেন যে, গভর্গমেন্ট সিকিউরিটির স্থদ কম বিধায় বীমা কোম্পানির তহবিলের ছারা দেশের শ্রমশিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার পরিদ করিলে স্বদও অধিক পাওয়া ঘাইবে, আবার দেশের শ্রমশিল্পের শাহায্য করিয়া দেশেরও প্রভৃত কল্যাণ সাধন করা ইবৈ। অজ্ঞা সাধারণ ব্যক্তি এই সকল কথায় বিশাস হাপন করিবেন সে বিষয়ে আশ্রুষ্য কি ? অত্তএব আমরা মনে করি যে এই জটিল বিষয়টির সহক্ষে সহজবোধ্যভাবে আলোচনা করিলে সাধারণের ধারণা স্বস্পান্ত হইয়া উঠিতে পারে।

জীবন বীমা কোম্পানির তহবিল সম্বন্ধ এই কথাটা
সর্বাদা মনে রাখিতে হইবে, যে উহা "গচ্ছিত ধন।"
যাহারা বীমা কোম্পানি পরিচালনা করেন উাহারা
উহার হেপাজত করিতে বাধ্য। দেব-পূজার জন্য
নির্দিষ্ট "দেবোন্তরের" মত কিংবা "ওয়াক্ফ-সম্পান্তির
মত উহা স্বত্বে রক্ষিতব্য। বীমাকারীগণ কোম্পানির
পরিচালকবর্গের নিক্ট এ দাবী করিতে পারেন।

বীম। কোম্পানি বংসরে বংসরে যে চাঁদ। প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইতে খরচবাদে বক্রী টাকা দারাই ফণ্ড বা তহবিল গড়িয়া উঠে। এই তহবিল ও তাহার স্থদ ভবিষ্যং দাবী মিটাইতে ও প্রভার্পণ স্লাদি দিবার জন্য মজুত থাকে।

জীব ধেমন জলবায় ছাড়া বাঁচিতে পারে না, তেমনি মজ্ত তহবিলের হৃদ মারা গেলে জীবনবীমা কোম্পানির অক্সিজেনের অভাবে ক্রমশ: নাভিশাস উপস্থিত হইতে পারে। এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝা দরকার।

বীমা কোম্পানি যথন চাঁদার হার ছির করেন, তথন তাঁহারা ঐ টাক। লগ্নী করিয়া যে ন্যুনতম স্থদ অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে করেন সে স্থদটা বাদ দিয়া চাঁদা ধার্য্য করেন। চাঁদা ছিয় করার প্রণালীটা গণিতশাল্লের একটা কটিল কসরং। সে বিষরের আলোচনা এস্থানে সম্ভব বা সমীচীন নহে। কিন্তু সহজ দৃষ্টান্তের ছারা পাঠককে লামার বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রতি বংসরের প্রারম্ভে ১০০১ টাকা করিয়া লইয়া দশ বংসর পর ১০০০ দিতে পারা যায়। কিন্ত যে টাকাগুলি প্রতি বংসর পাওয়া যাইবে তাহা ঘরের দিন্দুকে কোনও বৃদ্ধিমান ব্যক্তি পুরিয়া রাখিবেন না। দেওলি যদি অন্ততঃপকে পোষ্টআফিদের দেভিংস বাাছে বাখা যায় তাহা হইলেও বাধিক শতকরা ৩. **ऋरात तम वः**मत পর ১১৬৫ টাকার পরিণত হইবে। ম্বতরাং দশ বংসর পর এক হাজার টাকা দিতে হইলে বৎসরে ১০০ - টাকা না লইলেও চলিতে পারে। বৎসরে যদি ৮৪ ুকরিয়া লওয়া যায়, এবং সে টাকা যদি পোষ্টআফিদে আমানত করা যায় ভাহ। হইলেও स्टाम जामरल मुभ वरमत अंत ১००० होका मिरात ক্ষমতা হয়। কিন্তু হঠাৎ যদি আমার ইচ্ছা যায় যে টাকাটা বেশী স্থদে লগ্নী করিয়া নিজের কিছু লাভ করিয়া নিই এবং সেই উদ্দেশ্যে যদি রামচন্দ্র মণ্ডলকে স্থাতে টাকা কৰ্জ দিয়া বসি. এবং উক্ত রামচন্দ্র মণ্ডল যদি পাট বিক্রয়ের অভাবে হাদ দেওয়া বন্ধ করে, ভবে দশ বৎসর পর যাহাকে এক হাজার সমর্পণ করিতে হইবে তাহাকে কি কৈফিয়ৎ দিব ?

বীমার চাঁদা উক্ত প্রকারেই স্থির হয়। মৃত্যুহারের অঙ্ক কষিয়া বাৎসরিক যে চাঁদা দাঁড়ায় সেই চাঁদার অঙ্ক হইতে কোম্পানী ভবিষ্যতে যে ন্যুনতম স্থদ অর্জন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন সেই অঙ্কটী বাদ দিয়া থাকেন। সাধারনতঃ শতকরা এটাকা বাধিক স্থদ চাঁদা (হইতে "বাটা" discount) দেওয়া হয়। কোনও কোনও কোম্পানী আরও সাবধান, তাহার শতকর ২০০ টাকা বাদ দেয়।

এখন বোধ হয় পাঠক ব্ঝিতে পারিবেন যে বীমাতহবিল যে শুধু স্থরক্ষিত রাধিতে হইবে তাহা নহে,
লক্ষ্য রাধিতে হইবে যে এই তহবিল প্রতিবংসর স্থদ
আনিতে পারে। এবং সেই কারণেই তহবিলটি নিরাপদ লগ্নীতে রক্ষা করিতে হইবে। কেননা নিরাপদ
লগ্নী সেইটাই, যাহার স্থদ কখনও মারা যাইবে না;
এবং যে লগ্নীর স্থদ মারা যায় না, সেধানে মূলধন
নাই হয় না।

জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত ইহাও একটা অর্থ-নৈতিক স্বতঃসিদ্ধ যে স্থান বেশী মূলধন মাটি হইবার আশাদ্ধা ও সেধানে তত অধিক। তথাচ, মূলধন যত নিরাপদ স্থানে হার সে লগীতে তত কম।

অর্থপাস্ত্রের ধন নিমোগ (investment) সম্বন্ধে এই মূলস্ত্রেটি মনে রাখিলে বীমা কোম্পানীয় তহবিলের আর্থ নিয়োগ সম্বন্ধে গভর্নেশ্ট সিকিউরিটির উপযুক্ততা হৃদ্যক্ষম করিতে কট্ট পাইতে হয় না।

স্বীকার করি কোম্পানীর কাগজের বাজার দর
আজ কমিয়া গিয়াছে। আর্থিক জগতের উত্থানপতনের
সজে সঙ্গে সে দর কমে ও বাড়ে। সে কথা প্রত্যেক
বীমাধুরন্ধর জানেন এবং জানিয়া তজ্জয়্ম মধোচিত
উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ব্যবদায় জগতে পতন
ও অভ্যাদয় দশশালা গতি মানিয়া চলে (trade cycle)
হিতোপদেশে পড়িয়াছি যে প্রাক্ত ব্যক্তি যেমন উপায়
চিন্তা করেন, তেমনি আপায় ও চিন্তা করেন। যে
সকল বীমা কোম্পানী গভর্গমেন্ট সিকিউরিটিতে টাকা
লল্পী করেন, তাঁহারা এই লক্পার বাজারদর কমবেশী
যে হইয়া থাকে তাহা স্মরণ রাথিয়াই নিজেদের ভ্যান্
স্মেশান নিশ্পয় করাইয়া থাকেন এবং সেই কারণেই
উাহারা ক্তিগ্রস্ত হ্যেন না।

কোম্পানীর কাগজের বাজার দর কমিয়। যাওয়ার
ফল এই যে আজ যদি কোম্পানীর কাগজ বিজয়
করিতে হয়, তবে যে মূল্যে উহা থরিদ করা হইয়াছে
সেই মূল্যে উহা বিক্রয় করা যাইবে না। স্থতরাং
লোকসান যাইবে। কিন্তু কোনও স্থপ্রতিষ্ঠিত ও
সচল জীবনবীমা কোম্পানীকেই সেরপ অবস্থায় পড়িতে
হয় না। যথন কোনও কোম্পানীর নৃতন কাল বয়
হইয়া য়ায় তখনই দাবী মিটাইবার জয় মজুত তহবিদে
হাত পড়িবার সন্তাবনা উপস্থিত হয়। যে কোম্পানী
স্থপরিচালিত, য়াহার চাাদার হার বিজ্ঞানসম্মত, য়াহার
তহবিল খাটাইয়া প্রতিবৎসর নৃতনতম ফদ নিয়মিত
ভাবে স্বরে আনে। য়াহার প্রতিবৎসরই নৃতন কাল
ক্রীভেছে,—সে কোম্পানীর কোনও দিনই নই হইবার

আশিকা দেখা যায় না—তহবিলে হাত পড়াত দ্রের কথা।

অতএব, কোম্পানীর কাগজের বাজার দর ঘাটতি ২৬য়ার, বীমা কোম্পানীর স্থায়িত্ব বা দঢ়তার কোনও গতি হইতেছে এরপ মনে করা ভুল।

পক্ষাস্তরে গভর্মেন্ট সিকিউরিটির মূল্য হাস হওয়ায় বীমা কোম্পানী ধন নিয়োগ ব্যাপারে কিঞ্ছিৎলাভ-বান হইতে পারেন।

প্রত্যেক বৎসরই বীমাকোম্পানীর হাতে থরচান্তে invest कतिया (कना मभी होन। अने बनवीमा পরি-চালকদের ইহাই এক বড সামস্থা। এবং পরিচালক-দের সততা কিংবা দুর্দশীতার অভাব হইলেই যত্র তত্র লগ্নী করার ফলে মুলধনটাই মারা যাইতে পারে। আজকালকার অর্থসম্বটের দিনে, নিরাপদ লগ্নীর একান্ত ভার। এ বাজারে ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল নয়; ব্যব-সায় স্কা হওয়ায় চটকলের, চাবাগানের ও ধনিজ ব্যবসায়ের আয় পর্যাপ্ত নয়; জমিদার ও ভূসামীরা টাকা ধার লইতে উদগ্রীব বটে, কিন্তু তাহার স্থদ চালাইবার ভবিষাৎ ক্ষমতা এবং মূলধন শোধ করিবার ভূবিষ্যং সাম্প্র অনেকস্থলেই সন্দেহ জনক। কাজেই এই বাজারে উক্ত পথে মদি বীমাতহবিল পরিচালিত করা হয়। তবে বলিতে হয় যে পরিচা**লকদে**র হঃসাহস আছে, সধু দ্ধি ও সন্ধিবেচনা নাই।

ফলে এ সময়ে গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটির কথাই ভাবিতে হয়। অন্থ সলামে তারিথে দেবিতেছি যে কলিকাভায় আও টাকা শতকরা স্থানের কোম্পানীর কাগজ ৬২৬০ দরে বিক্রেম্ন হইতেছে। এই দর পূর্বেম্বর হাস পাইয়াছিল। একশভটাকা মূল্যের ছইখানি কাগজ এখন ১২৫০ শর্ম করিলে ৭ স্থান বংসরে পাওয়া ঘাইবে। যে লগ্নী করিতেছে তাহার শতকরা বংসরিক স্থান্ধ পড়িবে কিঞ্চিন্ধিক ৫০ টাকা যে শ্বামা কোম্পানী এই সময় কোম্পানীর কাগজ কিনিনাছে, সে যদি শতকরা ৬ বাটা (discount) ধরিয়া

টাদা ধার্য্য করিয়া থাকে তবে শতকরা ২॥ টাকা মুনাফা দ্বীমূলে অর্জন করিবে। একদিকে লগ্নী নিরাপদ, অফাদিকে স্থাদে বেশ ভাল মুনাফা—বীমা কোম্পানীর পক্ষে ইছার অধিক আকিঞ্চন ভাল নছে। সন্তায় কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিবার স্থাগে অফ্ল সময়ে জুটিবেনা।

অর্থসঙ্কট যথন কাটিয়া যায় তথন কোম্পানীর কাগজের বাজার দর এখনকার মত কম থাকে না।

৭০।৭২ টাক! থাকেই। কাজেই আমি যদি আজ ২৫॥০ লগ্নী করি তবে কয়েক বংসর পর আমার সম্পত্তির মূল্য ২৪০।১৪২ দাঁড়াইবে। ফলে, আমার সম্পত্তি অহরেপ হিসাবে বদ্ধিত হইবে। বীমা কোম্পানীর পক্ষে ভবিষাতে এই লগ্নীমূলক মুনাফা (profit on investment)তাহার ভ্যালুয়েশানের সময় বিশেষ কাজে লাগিবে।

গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি থরিদ না করিয়া, এই সময়ে যদি বেক্স ফাশ্সাল বাাত্তের মত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার थितम करा इम्र छटा : (मधी मभीहीन कथनहे इहेटव না। আবার বন্ধকীম্বদে লগ্নীর জন্ম বংশেতে নালিশ করিতে হয়। এবং নালিশে থরচান্ত হইয়া পরিশেষে एनथा यात्र **ए**व मूलधन छ पदत्र फितिल न।। अनिग्राहि কলিকাতার এক জীবন-বীমা কোম্পানী করিমগঞ্চ চাবাগানকে লোখ টাকা ধার দিয়াছিলেন। এই চাবাগান আজ গতাস্থ। এই চাবাগানই তৎপূৰ্বে পাৰ-নার এক ব্যান্ধ হইতে ঐ পরিমাণে টাকা ধার লইয়া-ছিলেন। পাৰনার সেই ব্যাহ্ম টাকা অনাদায়ী হওয়ায় ফেল পডিয়াছে। বীমা-কোম্পানীর তহবিল ভরা তাই এই ক্ষতি সামলাইয়া গেলেন। কিন্তু যে বীমা-কোম্পানীর এইরূপ লগ্নী করাই অভ্যাস, তাঁহাদের অবস্থা বাবসায় যুখন মূল। পড়ে তখন কি আশকাঞ্চনক হইয়। উঠে न। ?

আশা করি আমর। দেধাইতে সক্ষম হইরাছি যে গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটির মূল্য হ্রাস হওয়ায় কোম্পানীর দৃচ্ভার হানি হয় না। তবে, বীমাকারী ও বীমাকোম্পানীর অংশীদারদের কিয়ৎকালের জন্ম লাভের কিঞ্ছিৎ ন্যনত! হয় বটে।

কেননা, বাজার দরের এই ঘাটতির দিনে যে কোম্পানীকে ভ্যালুয়েশান করিতে হয়, তাঁহারা যে তারিথে ভ্যালুয়েশান করান, সেইদিনের বাজার দরে সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হন। বিত্তের মূল্য হাস হওয়ায় দেনার অহু যথন তাহা হইতে বাদ দেওয়া হয় তথন উহুত্তের (surplus) পরিমাণ কমিয়া গাইবেই। ধরুন, যথন কাজের দাম ছিল ৭৭, তথন আমি ৭৭০০, টাকার কাগজ কয় করি। এবং ঐ পরিমাণ সম্পত্তি থাকায় আমি ৭০০০, দেনা করিয়া বিদ এই আশায় যে আমার দেনার পরিমাণ আমার সম্পত্তি অপেকা বেশী নহে। কিন্তু আজু দেখিতেছি যে, কাগজের বাজার দর কমিয়া যাওয়ায় আমার সম্পত্তির মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৬২০০, অর্থাৎ আমার দেনার পরিমাণ আমার সম্পত্তির মূল্য জাপার মূল্য ত্বিমাণ আমার সম্পত্তির মূল্য আপেক্ষা ৮০০, বেশী।

ফলে আমাকে এই ৮০০ টাকার বন্দোবন্ত যে কোন উপায়ে করিতে হইবে। পাঠক এবার বুঝিতে পারিবেন যে বীমা কোম্পানী যদি এই সময় ভ্যালুয়েশন করেন তবে উদ্বের পরিমাণ কমিয়া ঘাইবেই। ভবিষ্যতে প্রাপ্য চাদার আন্দান্ধ মোট ধরিয়া মন্ত্ত তহবিদের বর্তমান মূল্য গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যৎ দেনা যথন ভাহা হইতে বাদ দেওয়া হইবে তথন উদ্বের পরিমাণ কম হইবে। ফলে বোনাসের পরিমাণ প্র্মাপেক্ষা কমিয়া ঘাইবে ও আংশীদারের কম লাভ পাইবেন। কিন্তু অর্থ সন্ধট ঘুচিয়া গেলে প্নরায় যথন কোম্পানীর কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইবে, তথন বোনাস আবার প্রাপ্রি পাওয়া ঘাইবে, চাই কি বেশীও জ্বটিতে পারে। এই বোনাস বিষয়ের অন্থবিধাটুক্ ছাড়া কোম্পানীর কাগজের বাজার দর পড়তির জন্ম অন্য কোনও ক্ষতি বীমা কোম্পানীর হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না।

## বিচিত্ৰা

Insurance Association of Indiand সহঃ
সম্পাদকের নিকট হইতে উক্ত সমিতির সম্পাদক (Indian
Insurance Journal এর শ্রীবৈজনাথ বিশাস) কে
বহিত্বত করিবার কৈফিয়ৎ সম্বলিত একটি বিবৃতি আমরা
পাইয়াছি—Indian Insurance Institute অপেক্ষা
উক্ত Association অনেকাংশেই প্রতিনিধিমূলক ছিল
কিন্তু বর্ত্তমান সম্পাদকের হন্তে পড়িয়া উহার কার্য্যপ্রবাহ
বিশ্বাস মহাশ্যের সম্পাদিত কাগজের মতই মন্থর হইয়া
পিয়াছিল। Association এর সভাপতি মিঃ আই,
অলষ্টনের সভানেত্তে সেদিন এক অধিবেশনে Association এর সভাপতি মিঃ আই,
অলষ্টনের সভানেত্তে সেদিন এক অধিবেশনে Association এর সম্পর্কে বিশ্বাস মহাশ্যের গহিত কার্য্যবলীর
অন্ত উপন্থিত সভাবর্গ সকলেই তাঁহার বিক্তন্ধে আনাহামূলক প্রত্যাব পাশ করিয়াছেন ও সমিতি হইতে তাঁহাকে
suspend করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে Advance ও
Patrika তে বিশ্বাহিত্ব প্রচারিত হইয়াছে দেখিলাম।

এই অপরিদীম কলঙ্কের পর বিখাস মহাশয় কি বীমা-জগতে মুধ দেখাইতে পারিবেন ?

নিউ ইণ্ডিয়ার লাইফ সেকেটারী ডা: এস, সি রাঃ
সম্প্রতি ইউ2রাপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ডা: রায়ে
সহিত জামাদের 'ভারতের বীমার ভবিষ্যং' সম্বরে
বছ আলোচনা হইয়াছে। তিনি 'পুলপাত্রকে' যথাসাথ
সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কাগত্তে প্রকাণ
শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়ও শীঘ্র ইউরো
ভ্রমণে বাহির হইবেন। শ্রীযুক্ত সরকার India
Life Office Association এর সভাপতি—ভারতে
বীমার সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের লোকের ভ্রান্ত ধারণাকে তির্বি
সংশোধিত করিতে গারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি
বীমাক্ষেত্রে এই ফুইজন ক্রতী বালালীকে আমরা ভঙ্কা
ও অভিনন্ধন জানাইতেছি।



পাশ্চাত্যশিক্ষার একটা মুখ্য উদ্দেশ্য জীবনকে ব্যাপক-ভাবে ফুটাইয়া তোলা। তুকীর নবীনসম্প্রাদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ওতপ্রোত ভাবে এই নতন ময়ে দীক্ষিত হইয়া পড়িল। তাহাদের সমাজে ধর্মের বন্ধন বেমন ক্রমশঃ শ্লপ হইয়া আসিতে থাকে. সেই পরিমানে ব্হুকালের বন্ধমূল পুরাতন সংস্কারগুলি হীনবুল হইয়া উঠে। পূর্বে কোন তুরস্ক মহিলা বিনা 'বর্থায়' রাজ্পথে প্রকাশভাবে চলাচল করিতে সাহসী হইতেন এখন ছই-একজন বিনা 'বরখায়' রাজপথে চলাচল করা আরম্ভ করিয়া দিলেন। স্ঞাস্থ বংশীয়া বা উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ নৈশ-ক্লাবগুলিতে যোগ দিতে সক্ষোচহীন হইয়া উঠিলেন। যৌবন-সঞ্চারের সহিত প্রকৃতি দত্ত নিয়মাত্রসারে নরনারীর পরস্পারের অঙ্গ-লিপ্স। প্রবৃত্তি থুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল ও সতেজ হইয়া থাকে। এই সময়ে বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হইলে ভবিষাং ন্ত্র হইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় পাশ্চাত্যের অনেক নর নারীই বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হইতে চাহেন না। অল-নিপা-প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখা স্বাস্থ্যের বা মনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর জ্ঞানে উহাকে পুরা প্রাধান্তই দান করিয়া থাকেন। ফুলের ফুটস্ত অবস্থা থেমন স্বাভাবিক এই ্রেণীর নর-নারী যৌবনকেও সেইরূপ ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত সময় জ্ঞান করিয়া উহাকে পূর্ণভাবে তৃথির সহিত সম্ভোগ করিবার জন্মই সর্বাদা প্রস্তুত शास्त्र । क्रममः এहेक्न मजावनशे এकल्ल नद-नातौ তুরস্ক-সমাজেও দেখা দিল। কোন সনাতনী সমাজ নর-নারীর উদ্দাম-মিলন স্থায়সক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন না, তুরদ্বের বৃদ্ধগণ ইউরোপের সন্নিষ্টে বাস করা হেতু ন্ডন-নীতিকে খুৰ শ্ৰদ্ধার সহিত গ্রহণ না করিলেও,

প্রকাশ্যে বিশেষ বিক্ষাচরণ করিলেন না। তাঁহারা এই সমস্ত নব-বিধানগুলিকে অনেকটা পাশ্চান্ত শিক্ষার আমুবলিক ফল বলিয়া ধরিয়া ল'ন। ইহা ব্যতীত এই সমস্ত আচার-ব্যবহার দমন করিতে গেলে রাজশক্তি ব্যতীত, সনাতন ধর্মাশ্রমী অভিজাত শ্রেণীরও বিশেষ প্রয়োজন হয়। তুরস্ক সমাজে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ব্যতীত কোন বিশেষ অভিজাত শ্রেণী ছিল না, এই জগুই পাশ্চান্ত্য হাবভাব ধীরে ধীরে তুরস্ক সমাজে প্রবেশ করিলে কোন মারাম্মক বাধা আসিয়া তাহাদের সম্প্রে উপস্থিত হয় নাই।

এদিকে কন্ট্রানটানোপল শহরে বিংশ শতাকার প্রারন্তে সভাতার সমস্ত বিভিন্ন স্তরগুলিই পরিলক্ষিত হইত। বেদুইন আরবগণ কার্য্যোপলকে তথায় গমন করিলে যান হিসাবে যেমন অষ্ট্রশতান্দীর 'উট'ই ব্যবহার করিতেন, সেইরূপ তথাকার অধিবাসী দরিত্র স্ল্যাভঙ্গাতি ভাহাদের বহু পুরাতন কুকুর চালিত শকটে আরোহণ করিয়া রাজপথে গভায়াত করিত, স্থসভা ইউরোপীয়গণ মোটর বা অথবান বাবহার করিতেন। বন্দরগুলিতে মধ্যসুগের তুর্কীর ছোট ছোট মৎপ্র ধরিবার নৌকাগুলির সহিত সমুদ্রপথে ক্রতগমনশীল ৰাষ্ণীয়ণোত সমূহ, আধুনিক সমতা স্থপাছনাতায় স্থস্কিত হইয়া পোতাশ্রয়ের শোভা বর্জন করিত। ইলেকট্রীক ট্রেণ হইতে চতুর্দণ শতাব্দীর স্ত্রধরের সহিত আধুনিক পোষাক পরিহিত ও মন্ত্রপাতিতে হৃদক কারপেন্টার একই টেশনে অবতরণ করিত। কামাল যথন পল্লীর নগরী মনোধার হইতে অধায়ন করিবার অভ কন্টানটানোপলে আসিলেন তথন তাঁহাকে এই সমস্ত আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইয়াছিল।

#### সামরিক উচ্চ-বিভালয়

শহরে পদার্পণ করিয়াই কামাল নবীন-তুরস্কের দলে তাঁচার নাম লিখাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার অনেক সহপাঠীই এই গুপ্ত-সমিতির সভ্য ছিলেন। সেনানিগণ রাজদত্ত অলে পুষ্ট হইয়া আপনাদের মেদের মধ্যেই অনেক আপত্তিকর পুস্তক আদান-রাত্রে স্ব স্ব গ্রে দরজা বন্ধ প্রদান করিতেন। করিয়া গুপ্তসমিতির পরামর্শ সভা বসাইতেন। রেজা পাশা নামক এক ব্যক্তি এই সামরিক বিভালয়ের তত্তা-বধায়ক ছিলেন। তিনি এই গুপ্তসমিতির সভ্য না হইলেও নবীন-তুরস্কের কার্য্যকলাপ ভক্তির চক্ষে দর্শন করিভেন। তাঁহার তত্তাবধানে থাকিয়া ছাত্রগণ বে-আইনী রাজনীতি চর্চ্চা করিত এই সংবাদ যে তিনি একেবারেই পান নাই এরপ মনে হয় না। তিনি নিশ্চয়ই পাইতেন কিন্তু উক্ত সমিতির সহিত শক্ততা করিবার প্রবৃত্তি না থাকায় কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করিতেন না। এই জন্ম পরোকে বরং কতকটা তাঁহার কার্য্যকলাপ দারা উৎসাহিত হইয়া ছাত্রগণ ভাহাদের আন্দোলন থুব জোর চলাইতেন:

নারী যৌবনের মোহ। এই মোহকে সমূলে বিনাশ ক্রিয়া কোন নেতা বড় হইতে পারিয়াছেন বলিয়া ভনিতে পাওয়া যায় নাই। যৌবনে পদার্পণ করিলেই কামাল পাশার হৃদয়েও খুব স্বাভাবিক ভাবেই নারী-সন্ধ-লিপ্স। উদিত হয়। খুব অল্প বয়সেই ভিনি একটি বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রেমে পড়েন। এই উদাসভাব তাঁহাকে অনেক দিন বেশ থানিকটা উচ্ছ আল করিয়া তলিয়াছিল। কলেজ হইতে ফিরিয়াই পুস্তকাদি যথাস্থানে রাখিয়া তিনি বালিকাটির দর্শন লাভ করিবার জন্ম তাহার বাড়ীর দিকে গমন করিতেন এবং যতকণ প্র্যান্ত না তাহার দেখা পাইতেন ততক্ষণ পর্যান্ত রাভায় দাড়াইয়া থাকিতেন। বালিকাটী ক্রমশঃ কামালের মনোভাব ব্ঝিতে পারিয়া তাঁহাদের বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া কামালকে দেখা দিতেন। কামান নৈশ ক্লাব ইত্যাদিতেও যথেষ্ট যোগদান করিতেন। তথাকার

রমণীগণকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিতে গেলে যে সমহ হাব-ভাব ও আদব-কায়দার প্রয়োজন হয় সে সম্দরের জ্ঞান কামালের আদপেই ছিল না। ইহা ব্যতীত কামালও রমণী-বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া, কোমলতার মধ্যে মোহের স্বপ্নে আপনাকে বাধিয়া ফেলিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। উত্তর জীবনে কামাল বলিয়াছেন যে রমণীর রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই কেননা উহা তিনি যথেষ্ঠ ভোগ করিয়াছেন। রমণীর রূপ ভোগের জিনিষ, কর্মতিপ্ত জীবনে ক্লেশের লাহবকর মাত্র, উহাই মানব জীবনের মৃথ্য উদ্দেশ্য নয়, ইহাই ছিল তাঁহার স্থির বিশ্বাস। এই জন্মই কামালের স্থানর দ্বির বিশ্বাস। এই জন্মই কামালের ক্লের ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিবার প্রয়াস পাইলেও কামালের সাবধানতায় উহা সম্ভবপর হইয়া উঠিত না।

পিতার ভাষ কামালও 'কাপুড়ে বাবু' ছিলেন তাঁহার শার্ট ও কোট কথনই মলিন হইতে পারিত না নেক্টাই কথনই বাঁকিয়া যাইত না। মুখমওলে গোঁপ ব দাঁড়ী কথনই বিসদৃশ ভাবে গন্ধাইয়া উঠিতে পারিত না তাঁহার কমাল ও বুট সর্বাদাই পরিকার পরিচ্ছন্ন থাকিত এই চাকচিক্য বন্ধায় রাখিবার জন্ত যে অর্থের প্রয়োজ ইইত কামাল-জননী সেই অর্থ সর্বাপ্রকার ত্যাগ স্বীকা ক্রিয়া অম্লান বদনে বহন করিতেন।

কামালের একটা কনিষ্ঠা সহোদরা জিল। কামা
তাহাকে অত্যস্ত স্থেহ করিতেন। বাল্যকালে কামা
যখন তাঁহার মাতার আত্মীয়ের ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেন এ
বালিকাটী তাহার শ্রাতার পার্যে পার্যে পার্যে থাকিয়া সাহা
করিত। কনিষ্ঠার স্থলে অবস্থানকালে কামালা প্রত্যে
মাসে একবার পল্লী আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া মাতা
ভন্নীর সহবাস স্থপ অক্তব করিয়া আসিতেন। প্র
বৎসল মাতা পুত্রের সনিকটে বাস করিবাব জন্ম বিতী
বার পতিবিয়াগের পর কনস্থানটীনোপলে আসিয়া এক
বাসা করেন। কামাল ছাত্রাবাসে অবস্থান করিলে
মাতা ও ভন্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম প্রা
তাঁহাদের গৃহে গমন করিতেন। এইরূপ ষাতায়াত করি
করিতে ক্রমশঃ নবীন তুরক্ষের পরামর্শ সভা এশানে

বসাইতে আরম্ভ করিলে একদিন তাঁহার জননী গুপ্ততথ্য অবগত হইয়া কামালকে খুব স্পষ্টভাবে উহার সভ্যতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে কামাল ও যাহা প্রকৃত সত্য তাহাই মাতার সন্নিকটে প্রকাশ করেন। মাতার হৃদ্য এই অকপট সত্যবার্তায় পুরের ভবিষ্যং চিন্তা করিয়া বিশেষ আন্দোলিত হইয়া উঠিলেও, উক্ত গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শ ত্যাপ করিবার জন্ম পুত্রকে কোন প্রকার অন্থ্রোধই করিলেন না। সেহশীলা জননী কোনপ্রকারেই পুত্রের মনে ক্রেশ প্রদান করিতে চাহিতেন না।

সামরিক বিভালয়ের অধ্যক্ষ রেজ। পাশার সহিত সমস্ত হৈল-বিভাগের তথাবধারক ইসমেল পাশার কোন কালেই সম্ভাব ছিল না। সামরিক বিভালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত-সমিতির কথা ইসমেল পাশার কর্ণ-গোচর হইলেই তিনি তাঁহার প্রতিষ্দী রেজা পাশাকে অব্যানিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত সমিতির তাবং তত্ত্বই সমাট সকাশে প্রকাশ করিয়া দেন। <del>স্থলতান হামিদ চাহিতেন যে</del> তাঁহার প্রধান কর্মচারিগণের মধ্যে যেন কোন স্থাভাব না থাকে। পরস্পর পরস্পরের সহিত সর্বাদা কলহে প্রবৃত্ত থাকুক ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রেত। কাজেই ইসমেল পাশা যতটা আশা করিয়াছিলেন তাহার কিছুই হইল না। মাত্র একটী সাবধান বাণী প্রচার করিয়া কর্ত্তপক্ষ চপ করিয়া গেলেন। এদিকে ছাত্রগণ পরীকা আগত দেখিয়া পাঠ্য পুন্তকসমূহে মনোনিবেশ করিল। যথাসময়ে কামাল যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত তুর্কী সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই বিভালয়ে যোগদ:ন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যে কাপ্টেন উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল, উহা এখন তাঁহার পাকা হইল।

বিহ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়। কামাল ও সহযোগিগণ থুব উৎসাহের সহিত তাঁহাদের প্রচার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই সময় ফতি বে নামক একজন কর্মচাত সেনানায়ক এই গুপ্ত-সমিতিতে যোগদান করায় সমিতির কার্য্য বেশ উৎসাহ সহকারে চলিতে থাকে। ক্রমশং ইহার কার্য্যাবলীর কথা কর্তৃপক্ষগণের কর্ণগোচর হইলে, প্রকৃত ব্যাপারটী ভাল করিয়া ভদস্ক করিবার জন্ম কৌশলে একজন চর এই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া

পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অচিরে তাবৎ তত্তই এই গুপ্তচর কর্ত্তক প্রকাশিত হইলে তৃকীর এই নবীন সেনানায়কগণ পুলিশ কর্ত্তক বৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়। রেজা পাশা তাঁহার ভূতপর্ব ছাত্রগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্মাটের শ্রণাপল হ'ন: স্থাটও তাঁহাকে বিশেষ অমুগ্রহ করিতেন। রেজা পাশা স্থলতানকে বুঝাইয়া দেন যে তুকীর ভবিষাং স্বরূপ এই সমন্ত সেনামিগণকে বিনাশ করিলে সমূহ ক্ষতি হইবে। তাহাদের বর্ত্তমা**র** দোষকে যৌবনের থেয়াল বলিয়া উপেক্ষার চক্ষেই তবে উহাদের ভবিষ্যৎ নিণ্ড দেখা যুক্তিযুক্ত। করিয়া দিবার জন্ম, উহাদিগকে দলচ্যুত করিয়া সাম্রাজ্যের স্থান সীমানায় কর্মাভার প্রদান প্রথম প্রেরণ করিবার জন্ম পরামর্শ প্রদান করেন। সম্রাট এই যুক্তির সারবত্তা পানিকটা অন্মভব করিয়াই কামাল ও তাঁহার সহচরপণকে স্কুদুর তশিয়া মাইনর, আরব, মেদোপটেমিয়া প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে স্থদক্ষ দেনাপতিগণের অধীনে দৈল্ল-পরিচালনার ভারে দিয়া নির্দাসিত করেন। কামালকে দিরিয়া প্রদেশে একদল অশারোহী দৈন্তের দেনানায়ক হিসাবে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া ঘাইবার আদেশ দেওয়া হয়। সমাটের আদেশ অত্যায়ী কামাল সিরিয়ায় যাইবার জন্ম যথন জাহাজে উঠিতেছিলেন, তখন ঐ ব্দরের একটা নিভূতত্বলে কামাল-জননী ক্যার হস্ত ধারণ করিয়া বিদেশ গমনোন্মথ পুত্রকে দর্শন করিতেছিলেন।

#### ১৯০৮ সালের বিদ্রোহ

বছদিন ইইতে একদল নবীন কবি ও লেণক স্থা দেশকে প্রবৃদ্ধ করিবার জন্ম বিশেষ যত্ন করিয়া আদিতে-ছিলেন। তাঁহার। বেশ বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান বিংশ শতান্ধীতে বাদ করিতে গেলে গো-যানে এক প্রদেশ ইইতে অন্ম প্রদেশে গমনাগমন করিবার প্রয়াস যেমন বাতৃলতামাত্র সেইরূপ প্রাতন প্রথাগুলি অবলম্বন করিয়া থাকিতে গেলে মৃতপ্রায় তৃকীজাতির পক্ষেও মৃত্যু সেইরূপ—অবশুদ্ধাবী। রমনীগণকে যে মৃগে আবদ্ধ রাধিলে পুরুষদের মধ্যে হাতাহাতি কমিত সেইয়গেই

পদ্দাপ্রথার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। জনসাধারণ যথন কোন প্রকার পুত্তক পাঠ করিতে পারিত না. মোলা মৌলানার মুখে প্রচারিত ধর্মই তথন একমাত্র দেববাকা ছিল। কৃষিই যথন এক মাত্র সম্পদ ছিল, জমিদার ও প্রজা এই ছুইটা খেণী বিভাগ তথন প্রয়োজনীয় হইয়া-ছিল। সামাভ পাল-তোলা নোকাই যথন সমুদ্র্যাত্রার পক্ষে একমাত্র অবলম্বন ছিল, তথন বাণিজ্যপণ্যের এত হুড়াছড়ি ছিল না। পিতা বা অভিভাবকগণ কর্ত্তকই যথন ভবিষ্যৎ নিণিত হইয়া ষাইত, সমাজকে স্থির ও ধীর রাথিবার জন্ম বাল্য-বিবাহট তথন একমাত্র পদ্বা পাঠশালায়ই যথন বিভাশিকার চড়ান্ত হইয়া ঘাইত, পুস্তকাগারের তথন কোন প্রয়োজনই ছিলনা। সময়ের পরিবর্তনের সহিত, মানবের চিন্তার ধারা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার আচার-ব্যবহার ও সেইরূপ পরিবর্ত্তি হইতেছে বর্ত্তমান মুগে উন্নতিশীল অবস্তা রক্ষা করিতে গেলে বিজ্ঞানের সাহায্য অনিবার্য্য। নবীন তুরস্কের নবীন দেনানীগণ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়। নৃতন লেখকদের বর্ণিত তত্বগুলি বিশেষভাবেই হৃদয়ক্ষম করেন এবং কার্য্যতঃ সফল করিবার জ্বন্স ব্যথা হইয়া উঠেন।

জাপানের আদর্শে অমুপ্রাণিত হইয়া তুরস্কের সমাট আবত্ব হামিদ যদি এই নবীন তুরক্ষ দলের সহিত যোগ-দান করিতেন তবে তুরস্ব সামাজ্যের অবস্থা নিশ্চয়ই অভ্য আকার ধারণ করিত। বছপুরুষ ধরিয়া স্বয়ং ভগবান বলিয়া পঞ্জিত হইয়া আদা হেতু স্থলতান হামিদ জাঁচার সার্বভৌম ক্ষমতার কণামাত্র প্রাস্করিতে চাহি-COA ना। नवीन जुतक धर्यन देखेरतां शीव आमर्ट्स দেশের মধ্যে জাতীয়তার বীজ বপন করিয়া এক নবশক্তির উপাসনায় ব্যস্ত, স্থলতান তথন প্রাচীন ইসলাম ধর্মের সকল প্রকার গোঁডামী গুলাকে তাহার শক্তির অঙ্গ বলিয়। कार्योहेश ध्रित्न। जुत्रस्त नवीन एव मुश्राहित्क সিংহাসনচাত করিতে চাহেন নাই। জাপানের মিকাডোর মত তাঁহাকে কতকপুলি আইন-কামনের অধীন করিয়া দার্কভৌম ভাবেই তুর্কীর মদ্নদে বসাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। স্থলতান তাহাদের মনোভাব সমাক অবগত না হওয়ায় এই নৰীন দল সাধারণতম

প্রতিষ্ঠায় ষদ্ধবান বলিয়া সন্দেহ করিতেন এব তাহাদিগকে সমৃলে বিনাশ করিবার অবসর ও স্থান্ত।

ক্রমশঃ সামাজ্যের তাবৎ সেনানায়কট এট দলে সভা শ্রেণীতে নাম লেখান। এই দলের ছইটী শাখ যাহার৷ দ্রুত সংস্থারের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহাদের প্রধান আডে। ছিল পারিস নগরী। যাঁহার শংসারের পক্ষপাতী হইলেও, সময়ের জন্ম অপেকা করিছে চাহিতেন, তাঁহাদের প্রধান কর্মকেত্তে ছিল বালি নগরী। পর্বেকাক্ত দলের অধিকাংশ নায়কই লেখক কবি, রাজনৈতিক ছিলেন, শেষোক্ত দলের নায়কগণ কর্মচ্যত উচ্চ রাজকর্মচারী, বা বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্রোহ সংঘটিত করিবার জন্য উভয়দলই এখন একথোগে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। এই দল ছইটীর অসংখ্য শাখা তুরক্ষের প্রধান প্রধান নগর গুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইদমেল পাশার চক্রাস্তে—এই সমিতিরয়ের কতকগুলি সভা স্থানাস্তরিত হইলেও উহাদের কার্যাকলাপ কোনরূপেই ছাস পাইল না। সমিতিছা হাতেলেখা একখানা খবরের কাগজ বাহির করিত, উহা তাবং সভাদের মধ্যে চলাচল হইতে পারিত বলিয়া, সমিতির মতামতই তাবং সভ্যের নিকটেই প্রচারিত হইতে পাবিত।

কামাল নির্কাসিত হইয়া প্রাচীন দামস্কস নগরীতে আসিলেন। সহস্র রজনীর থলিফাগণের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াই উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কামাল বিশেষ মুধ্য হইয়া পড়েন। নির্কাসিত জীবন যেরূপ ছরুহ হইবে বলিয়া পূর্কের ধারণা করিয়াছিলেন এই স্বপ্ন কুহেলিকার আর্ত নগরীতে আসিয়া দেখিলেন তাহা তাঁহার একেবারেই ভ্রম। ন্তন স্থানে তাঁহার অক্তরেও কেমন ন্তন কার্যিকরী শক্তি আসিয়া দেখা দিল।

এখানে হর্দ্ধ আরব জাতির কোন একটা শাধার দলপতি আপনাকে হজরৎ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সম্রাটের অধীনতা অখীকার করিয়া বসে। তাহাকে দমন করিবার জ্বন্থ নবীন সেনাপতি কামানকে আদেশ দেওটা হয়। সামরিক বিভালয়ে আধুনিক যুদ্ধ বিভা শিশা



শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়

করিলেও প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত চাক্ষ্ম দেখিবার অবসর কামাল এইবার প্রাপ্ত হইলোন। এই যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া কামাল বেশ ব্ঝিতে পারিলেন যে সমগ্র মুসলমান জাতিগুলিকে এক পতাকার অধীনে আনমন করিবার জন্ম
স্থলতান পক্ষ হইতে যে উত্থোগ চলিতেছে উহা বাতৃশতা
মাত্র। ভবিষ্যতে যদি খুষ্টান পক্ষীয় কোন শক্তির
সহিত তুরস্কের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আরবের
বেদ্ইনগণ বিপদ্ধ স্থলতানকে কথনই সাহায্য করিবে না।
এই অভিক্ষতা তিনি এখান হইতেই অজ্ঞান করিয়াছিলেন।
এই শিকা তাহার উত্তর-জীবনে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল।

ব্যবার শাসনকর্ত্তা আর্বোপ্রাদেরই অভিনয় করিতেন। প্রাতঃকালে ছই-এক ঘণ্টা কার্য্য করিয়া ছি-প্রহরে নিজাম্বর্থ ভোগ করিতেন। সন্ধ্যার সময় বিখ্যাত নগর-উন্থানগুলিতে বাইজীগণের নৃত্যাদির সহিত মদিরার উৎস থলিয়া দিতেন। গুলবাগানগুলির স্বাভাবিক <u>পৌন্দর্য্যের সহিত বিবিধ জাতির স্থ</u>ন্দরীদের অপুর্ব্ব সমাবেশ হইত। কামাল শাসনকর্তার দরবারে প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন। স্বভাবত:ই গম্ভীর প্রকৃতির হইলেও কামাল এই সমন্ত আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে কোন প্রকার বিধাই অমুভব করিতেন না। কর্মবাত মন্তিমকে নৃত্তমত্ব প্রদান করিবার জন্ম কিছা কার্য্যান্ত হৃদয়কে ক্ষণকাল বিশ্রাম দিবার জ্ব্য ভোগের আবশুক ইহাই ছিল কামালের ধারণা। ভোগ কংনই মানুঘকে থর্ক করে না, বরং থানিকটা কর্মক্ষমই করিয়া তুলিতে পারে, যদি তাহা ক্ষণকালের জন্ম হয়। কামাল ভোগীকে ঘুণা করিতেন না কিন্তু ভোগের কীট হইতে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল।

তাঁহার উপর গ্রন্থ কশ্বের অবসান হইলে সালোনিকায় প্রত্যাগখন করিবার জন্ম কামালের হাদ্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সালোনিকার সেনাপতি তাঁহার পরিচিত ছিলেন। তথায় বদলি হইয়া ঘাইবার জন্ম তাঁহাকে স্থপারিশ ধরিয়া একখান। অন্ধনয়পত্র লেখেন। সেনাপতি মহাশয় কামালকে বিশেষভাবেই জানিভেন। কামাল সালো-নিকায় আদিলে আবার গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপে জড়িত

হইয়া পড়িবে এই আশহায় তাহাকে পত্তের উত্তরে ভুগু চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, এইটকু লিখিয়া পাঠান। কামান এই ছত্রটীর বিশেষ অর্থ কি তাহা জানিবার জন্ম কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়াই, ছদ্মবেশে বছক্ট স্বীকার করিয়া সালোনিকায় গিয়া উপস্থিত হন। সেনাপতি মহা**শ**য় কামালকে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপন্থিত দেখিয়া বিশেষ চিস্তিত হইয়া পড়েন। এদিকে কামাল স্বস্থান পরিত্যা<del>গ</del> করিয়া তাঁহার উপরিতন অধাক্ষগণের অমুমতি না লইয়াই সর্ব্ব ষড়যন্ত্রের পিঠস্থান সালোনিকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন সংবাদ কর্ত্তপক্ষগণের কর্ণগোচর হইলেই তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ শান্তি দিবার জাত বদ্ধ পরিকর হয়েন। সালো-নিকার সেনাপতি ও দামস্কদের সেনানায়ক উভৱে কামালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কামালকে রাজ-রোষ হইতে রক্ষাকরেন সত্য কিন্তু কাল বিলম্ব না করিয়া প্রস্থানে ফিরিয়া ঘাইবার জন্ম কামালকে কঠোর আজ্ঞা প্রদান করা হয়। অবাধ্যতার ফল পরিণামে ভীষণ হইলে পারে আশঙ্ক। করিয়া কামাল আবার গুপ্ত বেশে দামস্কলে প্রভাগেমন করেন।

সালোনিকার যুবক সেনানিগণ তাঁহাদের ষড়যন্ত্রকার্য্য বেশ সফলতার সহিতই চালাইতেছিলেন। সাধারণ সৈক্স-গণের সংস্পর্শে আসিয়া রাজ-বিছেষের বীজ বেশ ব্যাপক ভাবেই বপন করা হইতেছিল। এই সময়ে রাশিষা জাপানের হত্তে পরাজিত ও লাঞ্চিত হইয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি বলকান অঞ্চলে সন্নিবেশিত করেন। অন্ত্রীয়া তুরুক্ষের ক্ষেক্টি স্থান স্বাধিকারভুক্ত ক্রিয়া লইবার জ্বন্স ব্যক্ত হইয়। পড়েন। অধীনস্থ প্রদেশ মাগিডোনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। এই সমন্ত প্রদেশের রেলপথগুলি রক্ষা করিবার জন্ম একদল স্থাদক দেনানীর প্রয়োজন হইলে, স্বন্ধং সম্রাট কামালকে উক্ত কার্যো নিয়োগ করিয়া সালোনিকায় প্রত্যাগমন করিবার জন্ম আদেশ দেন। কামাল তাঁহার নৃতন কার্গ্যে যোগদান সমিতির অধিনায়কগণ স্থার পদ্মীতে প্রচার কার্যা চালাইবার জয় কামালকে অনুরোধ করেন। কালক্রমে এই সমস্ত গুপ্ত সংবাদ নক্ষ**ত্র প্রাসাদে** সমাটের কর্ণগোচর হইলেও, কে বা কাহারা এই বড়ব্যের

নায়ক এবং উহাদের কর্মক্ষেত্রই বা কোথায় বছ চেষ্টা করিয়াও ভাহার কোন অন্থসদ্ধান করিতে পারিলেন না। বছ অর্থ ব্যয় এবং অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াও যথন সমাট বিফল মনোরথ হইলেন, তখন এই সমস্ত বিদ্রোহী সেনানীদের সহিত সন্তাব স্থাপন কর।ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। এদিকে বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্ম যে সৈক্ষদল প্রেরিত হইয়াছিল, ভাহারা ভাহাদের সহক্ষ্মীদের উপর গুলিবর্ধণ করিতে স্পষ্টতঃ অন্ধীকার করিয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

বিদ্রোহীদের নেতা নিয়াজী বে ও আন ওয়ার পাশাকে হন্তগত করিবার জন্ম স্থলতান সর্ব্ধপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াও বিফল মনোরথ হ'ন। অবশেষে উপায়ান্তর নাই দেখিয়া ১৮৭৬ পৃষ্টাব্দের প্রতিশ্রুত শাসনসংস্কার প্রদান করিবার জন্ম শপথ করেন। বিদ্রোহী সেনানায়কগণ বিনা রক্তপাতে তাঁহাদের চেষ্টা অপ্রত্যাশিত ভাবে সাফল্য গৌরবে মণ্ডিত হইল দেখিয়া যারপর নাই উৎসাহিত হ'ন। পারিস ও বার্লিন নগরী হইতে নির্ব্বাসিত ও পলাতক রাজনৈতিকগণ স্বদেশে প্রত্যাশ্যন করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

#### সওকৎ পাশা

নবীন তুরস্কদলের অসাধারণ সফলতায় তাহাদের সভা সংখ্যা মাত্র এক শত হইতে খুব অল্লদিনের মধ্যেই একলক্ষে গিয়া দাঁড়াইল। স্বয়ং সমাট এই দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন এবং প্রচুর অর্থ সাহাম্য করিবার জন্ম প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। নির্বাদিত রাজনৈতিকগণ রাজদিও গ্রহণ করায় যাহারা প্রকৃত বিজোহানল প্রজ্জলিত করিয়া নব্যুগ আনমন করিল সেই সমস্ত নবীন সেনানায়কগণ তাঁহা-দিগের অজ্জিত সম্পন্ হস্তান্তর হইল দেখিয়া ক্ষ্ম হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ন্তন পালামেন্ট গঠিত হইল। নির্বাচনের জন্য নবীন তুরস্কের দল তাহাদের নামান্ধিত প্রবেশপত্র বাহির করিল। এই প্রবেশপত্র দেখাইয়া নবীন তুরস্কদলের মনোনীত ব্যক্তিগণ আইন সভায় ও শাসন পরিষদে প্রবেশ করিল। কামাল পাশা অনেকটা

বিরক্ত হইয়াই সালোনিকায় প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার নিজের কার্য্যে ব্যাপ্ত রহিলেন।

তুরক্ষে এতদিন একজন পুরুষের অত্যাচার সনাতনী প্রথার অঙ্গ বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল। সমাটের নিকট সমস্ত প্রজাই সমান হওয়ায় স্থায়-মর্যাদার অবসাননা প্রাঞ্চ তুরস্ক সামাজ্যে দেখা যাইত না। উচ্চ রাজকার্যে ষোগ্যতাই বিশেষ উপযুক্ত গুণ বলিয়া ক্সিবচিত হইত। স্থলতান কোন জ্ঞাতি বিশেষের উন্নতি স্থনদ্ধী দেখিতেন না। কাজেই সমাট পরিবারের একাধিণতা একেবারে ছিল না। এখন কতকগুলি মধ্য বিত্ত ব্যক্তি রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া ভায়ের মর্যাদা বিশ্বত হইলেন। আপনাদের ক্ষমতা অক্ষয় করিয়া রাথিবার উদ্দেশ্যে দেশের সর্ব্বত ভারাদের সমিতির শাখা বিস্তার করিয়া দলের লোক দারা ঐগুলি পর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজকার্যো কর্মচারী নিয়োগ করিবার সময়েও যোগ্যতার পরিবর্ত্তে অমুকম্পাই ফলপ্রদ হইয়া দাঁডাইল। ইহা বাতীত বিদেশ নেতাগণ ক্ষমতা স্বহস্তে প্রাপ্ত হইয়া আত্মোদর পূর্ণ করিবার যথেই স্ববিধা ও স্বযোগ পাইলেন। এই সমস্ত অনাচার ব্যাপকভাবে চলিলেও জাতীয়তার প্রবলবাত্যা তথ্ন দেশের উপর বহিয়া ঘাইতেছিল বলিয়াই জনসাধারণ বিদ্রোহী নেতাদের তাবৎ অমুশাসনই অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইল।

সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে একদল অগ্নসর হইয়া কর্মভার গ্রহণ করিলেই আর একটা বিক্ষরবাদী দল উহার শক্রতাচরণ আরম্ভ করিয়া দেয়। বিদ্রোহীদের বালিন নগরের শাখাটী মধাপদ্বী ছিল। উহাদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ধর্মাবলম্বী সভ্য থাকায় পাশ্চাভ্যের অমুকরণে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্ম মত তাঁহারা দিতে পারিলেন না। ক্রমশঃ এই দলের সহিত ত্রক্ষের প্রাচীন দলের স্থ্য হইয়া যাওয়ায় উভয়ে মিলিয়া নবীন ত্রক্ষের শাসক দলটীকে হীনপ্রভ করিবার জন্ম বড়ম্ম স্ক্রকরিয়া দিল।

বিজোহীদের যে দল প্যারিস হইতে আসিয়। রাজদও গ্রহণ করিল তাহারা সর্বাংশেই ইউরোপকে অমুকরণ করিতে চাহিলেন। স্থদ্র প্রাচ্যে জাপান ইউরোপী শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অতি অন্ধ সময়ের মধ্যেই বিশাল রাশিয়াকে পরাজিত ও অপমানিত করিতে পারিয়াছিল এই কথা তাঁহারা কিছুতেই বিশ্বত হইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা তুকীসমাজের আচার বাবহার, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি সমস্তই ইউরোপীয় আদর্শে গঠন করিবার প্রয়াসী হইয়া পড়েন। তুরস্ক সামাজ্যের মধ্যে নানা প্রকার ভাষার প্রচলন থাকিলেও একমাত্র তুরস্ক ভাষাকেই সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করা হইল, ফেজ উঠাইয়া দিয়া হ্যাটের প্রবর্তন করা হইল। পর্দ্ধা বা বর্ষণা তুলিয়া দিবারও কথা হইল। পর্শ্ব সম্বন্ধা অনেক গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিবার জ্ঞা নেকা দিবার জক্ম বিবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইল। শিক্ষা দিবার জক্ম বিবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইল।

সমুদ্ধ সমাজেই একদল সুনাতন পুৱী আছেন গাহারা নুতনকে আবিভূতি হইতে দেখিলেই আঁৎকাইয়া উঠেন, গুডের পর চিনি আবিষ্ণুত হইলেও গুড় দিয়াই দেবার্জন শান্তাভুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। **আ**লর নতন আমদানি হইলেও কচু দিয়াই ভোগ রন্ধন কবা আর সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। পুরাত্নের একান্ত অমুরক্ত একদল তথনকার তুরস্ব স্মাজেও বিভাষান ছিল। মোলা, মৌলানাগণ, অজ্ঞ ও নিব্দ্র প্রভাগণ, ক্ষ্মতাপ্রিয় তাবং উচ্চাশী ব্যক্তিগণ বালি নৈর এই দলভুক্ত ছিলেন। স্থযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহীদল আপুনাদিগকে উদার্থনতিক মতাবলম্বী বলিয়া **বোধণা করিয়া এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।** সনাত্নীদের সভিত এই দলের নানা বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও পাাধীদের রাজনৈতিক দলকে ধ্বংস করা সম্বন্ধে উহাদের মধ্যে কোন মতান্তর ছিল না। পাারিমের দল, এই সম্মিলিত দল ছুইটীর ২ন্ত হইতে আত্মরকা করিবার জন্ম 'ইউনিয়নিষ্ট' বা 'মিলনকারী' এই আখ্যা গ্রহণ করিল।

বৈশ্যনলকে হস্তগত করিতে না পারিলে কোনরপেই প্রবিধা করিতে পারা যাইবে না দেখিয়া তাহাদিগকে ইস্তগত করিবার জন্ম বিবিধ যড়মন্ত্র আরম্ভ হইল। প্যারিসের রাজনৈতিকদল তাবৎ রাজক্ষমতা হস্তগত

করিয়া লওয়ায় স্থলতান হামিদ তাঁহার নক্ষত্র প্রাসাদে প্রায় একরপ নির্বাদিত হইয়াই বাস করিতেছিলেন। স্থলতানের ক্ষমতা হাস প্রাপ্ত হুইলেও জাঁহার সন্মান ও প্রতিষ্ঠা তুরস্ক সমাজে বিন্দুমাত্র ক্ষমপ্রাপ্ত হয় নাই। এই রাষ্ট্রীয় তর্যোগে ইচ্ছা করিলে ফলতান আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহার পর্ববি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিবার জ্ঞান্ত চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু বার্দ্ধকা হেতু তাঁহার দে সাহস বা উৎসাহের একান্ত অভাব ্ঘটিল। কাজেই উদারনৈতিক বর্তমান শাসন প্রণালীর বিক্রছে জোব আন্দোলন চালাইলেও, স্থলতানের সৃহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধই রহিল না। মোলাগণ জনসাধারণকে বঝাইয়া দিল যে কতকগুলি আচারভ্রন্থ ও ভঞ নির্বাসিত অবস্থায় কাফেরদের সংস্পর্শে আসিয়া পরিত্র ইসলামধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন কবিয়া উভাৱ মুলোচ্ছেদ করিতে চাহিতেছে। এই সমস্ত ধর্মন্ত্রই ও ক্রিয়াকলাপহীন ভওদের হস্ত হইতে রাজক্ষমতা কাডিয়া লইতে না পারিলে ভধুই যে পবিত ইসলাম অবমাননা হইবে তাহ। নয় ভবিষাতে হয়ত বা খুট্টান ধর্মাই প্রবল হইয়া দাঁডাইতে পারে। ধর্মের নামে ডাক দিলে অজ্ঞাদের মধ্যে সমস্ত দেশেই সাডা পড়িয়। তথনকার তুরস্কের জনসাধারণের শতকরা নব্বই জন অজ থাকায় এই কৌশন অচিরেট সফল হইল, সৈল্যগণ বিজ্ঞাত ঘোষণা করিয়া ভাহাদের অধিনায়ক গণকে হত্যা করিয়া রাজধানী অবরোধ করিয়া বদিল।

এই বার্ত্ত। ক্রমণঃ সালোনিকার গিয়া পৌছাইলে তথাকার প্রধান সেনাপতি সওকং পাণ। বিশেষ আনন্দিতই হয়েন। ১৯০৮ সালের বিজোহ বেমন সেনানায়কগণ কর্তৃকই সংঘটিত হইয়াছিল, এক বংসর পরে ১৯০৯ সালের এই বিজোহ ভারতের সিপাহী বিজোহের স্থায় মাত্র সৈনিকগণের রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার প্রয়াস বলিলেও কিছুই অভ্যুক্তি করা হইবে না। উদারনৈতিকগণ এই বিজোহ সংঘটনে যথেই সাহায্য করিলেও উহাকে নিয়্মিত্ত করিয়া শান্ধি প্রতিষ্ঠাপুর্বাক রাজ্বও পরিচালন করিবার মত দক্ষতা তাহাদের কাহারই ছিল না।

ইউনিয়নিষ্ট নেতাগণই তাঁহাদের জীবন বিপন্ন করিয়া বিজোহী সৈন্যগণের সম্মুখীন হয়েন এবং তাহাদিগকে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ও শাসন সংস্থারের নৃতন ব্যবস্থা করা হইবে আখাস দিয়া সৈন্যাবাসগুলিতে প্রত্যাগমন করিবার অন্তরোধ করেন। স্থলতান হামিদ তাঁহার নক্ষত্রাবস হইতে এই বিজোহের তাবৎ ঘটনাবলীই খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলেও কোন পক্ষেই ষোগদান করিতে সাহসী হইলেন না।

সালোনিকার প্রধান সেনানী সওকৎ পাশা তাঁহার বাহিনী লইয়া রাজধানী অভিমূথে যাত্রা করিলেন। অতি অল্প আয়াসেই ইউনিয়নিইদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া রাজ প্রাসাদ অবরোধ করেন। স্থলতান প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সওকং পাশার শরণাপন্ন হইলে, সওকং পাশা তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া সপরিবারে রাজধানী হইতে নির্বাসিত করেন। তাঁহার এক ভ্রাতাকে পঞ্চম মহম্মদ উপাধি দিয়া তুর্কীর মসনদ তাঁহাকে প্রদান করেন। তাহার পর কমিটি অফ প্রযোগ নাম দিয়া সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া একটী শাসন পরিষদ গঠিত হয়।

কামাল দালোনিকায় তাঁহার পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। কামালের বৃদ্ধিমতার যথেষ্ট হ্রথ্যাতি না थांकिरनंड, এই ममछ विस्कारह कांमान সাহায্য করিতেন মাত্র, খুব ঘনিষ্ট ভাবে কথনই আপনাকে সংশ্লিষ্ট করেন নাই। তিনি বেশ জানিতেন যে স্নাত্ন প্ৰধাল্মী কোন একটা দেশকে আধুনিক যুগের শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত করিয়া তুলিতে গেলে হন্ন দেশের সমস্ত সম্প্রদায় গুলিকেই ভীষণ ভাবে স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, আর না হয় সমস্ত দেশকে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড প্রলয়ের মধ্য দিয়া খুব সার্ধানতার সহিত কইয়া যাইতে হইবে। ক্রম-পরিবর্তনের সাহায্যে যে কার্য্য সংঘটিত করিতে পারা যায় বিদ্রোহের সাহায্য জাহা সম্পাদন করিতে তিনি একান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। কিছ কি ক্রম-পরিবর্ত্তন বা বিদ্রোহ সংঘটন দারা উহা সম্পাদন করিবার জনা যে সমস্ত নেতা প্রাণপণে চেষ্টা সম্মুখে আসিয়া मांज़ान, জনসাধারণের করিয়া

সময়ের পরিবর্জনের সহিত তাঁহাদিগকে জনধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিতে হইবেই। বান্দীর শেষ দানের জন্য প্রস্তুত হওয়া কামালের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকায় এই সমস্ত খণ্ড বিজ্ঞোহে তিনি কথনই পরিদার ভাবে আত্ম প্রকাশ করিতে চাহিতেন না।

রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজকার্য্য উপলক্ষে
কামান্সকে প্যারিদে যাইতে হয়। কামান ফরানী
ভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এখানে আদিয়া
ইউরোপীয়দের কার্য্যকলাপ দেখিয়া উহাদের উপর
তাঁহার আজন্ম প্রতিপালিত ভক্তি বিশেষ ভাবেই
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইউরোপের দৈন্যগণের আদর্শে একদল
নৃতন তুরস্ক বাহিনী গঠন করিবার মানদে স্থদেশে
প্রত্যাগমন করিয়াই উক্ত কার্য্যে বিশেষ ভাবে আন্থনিয়োগ করেন।

তুরস্ক ক্রমশংই ছুর্বল হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া ইউরোপের শব্দিপুঞ্জ উহার আফ্রিকামহাদেশস্থ প্রদেশ গুলি হস্তগত করিবার মানসে ষড়যন্ত্র স্কক্ষ করিল। এই ষড়যন্ত্র হইতে উহাদের মধ্যে আত্ম জোহ ভীষণ ভাবে প্রকাশ পায়। রাশিয়া তাবং তুরস্ককেই গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদন করিয়া বিসল। ফ্রান্স মরকে। দখল করিয়া লইল। জার্মাণি মধ্য আফ্রিকার কতিপয় দেশ প্রাপ্ত হওয়ার ইউরোপীয় জাতিগণের তুরস্কাধিকারে কোন আপত্তিই করিল না। এদিকে বলবান শক্তিপ্রাও তুরস্ককে ছর্বল হইতে ও গৃহ-বিবাদে ব্যন্ত থাকিতে দেখিয়া সকলেই বিজ্ঞাহ ঘোষণা করিল। ১৯১০ সালে তুরস্কের ভিতর ও বাহিরে কোম রূপ শান্তি রহিল

এইরপ অক্ষমতার যথেষ্ট কারণও ছিল। বলকানের খুষ্টান শক্তিগণ পশ্চিম ইউরোপের আদর্শে অন্ত্রাণিড হইয়া নব আদর্শে জাতীয়তা গঠন করিবার জন্ম দেশে বার্থ ত্যগের প্রবল বক্তা জানয়ন করিতে সমর্থ হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে অভ্তত শক্তির সঞ্চার হয়। ত্রুরের সনাতন প্রথা এখনও বছমূল থাকায়, নেতায়া যেটুকু চেটা করিতেন তাহা অনেকটা তাঁহাদের নিজেদের আর্থ রক্ষা করিবার প্রয়াসমাত ছিল। সমগ্র জাতির সহিত এই

দলের মনের মিল না থাকায় আদর্শবিহীন, স্বার্থাৎে বী তুরন্ধের রাজশক্তি ক্রমশ: সর্ব্ধ স্থলেই অণ্মানিত হইরা হটিয়া আসিতে লাগিল। সাভিয়া, ক্মানিয়া, বুলগেরিয়া হইতে তুকীর প্রজাগণ বিভাজিত হইয়া তুরন্ধে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কামালের মাতা ও ভগ্না এই সমস্ত প্লায়িত প্রজাগণের সহিত তাঁহাদের পুরাতন আবাস পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইটালীর বাহিনীকে বাধা প্রদান করিবার জন্ম কামালকে জিপোলীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কামাল প্রাণণে যুদ্ধ করিয়া ইটালীর তাবৎ শক্তিকে সংঘত করেন কিছ দেশের মধ্যে বিজ্ঞোহানল প্রজ্ঞালিত হইয়া উঠিয়াছে শুনিয়াই তথাকার সৈক্ত পরিচালন ভার সহযোগী আনোয়ার পাশার উপর ক্রম্ম ত্রম্যে ভ্রম্য আসেন।

ইংলও ত্রস্ককে কখনই ধ্বংস করিতে চাহেন নাই।
বলকান অঞ্চলেব গোলযোগের অবসান করিবার জন্ত
ইংলণ্ডের রাজনৈতিকগণ লওন নগরীতে এক শাস্তি সভা
বসাইলেন। তথাকার সন্ধি অন্থয়ায়ী দান্দিনেলিজ ও
গালিপোলি ব্যভীত সম্দয় প্রদেশগুলি ও উহার আফ্রিকা
মহাদেশস্থ অধিকারগুলি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের হত্তে
প্রদান করিয়া সন্ধি ভিক্ষা করিয়া লন। ইংলণ্ডের সহিত
ত্কীর এক অত্রসন্ধি হইলে ইংলণ্ড ভবিষ্যতে তুরস্ককে
সর্ক্রপ্রকার বহি:শক্রের আক্রমন হইতে প্রভাগনন করিয়া
অানগুয়ার পাশা জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া
উঠায়, সমন্ত ক্ষমতা তাঁহার হত্তে চলিয়া যাওয়ায় তিনি
এখন হইতে তুরক্ষের সর্ক্রময় কর্তা হ'ন।

### ১৯১৩ সালের ইউরোপ

১৫ই জুন, ১৯১৩ সালে, সভকাৎ পাশা গুপ্ত ঘাতকের হতে প্রাণত্যাগ করেন। আনওয়ার পাশা, জামাল পাশা ও তালাৎ পাশাকে লইয়া একটা নৃতন শাসন-পরিষদ গঠন কর। হয়। এই ত্রমীর আনওয়ার পাশাই সকলের বয়োকনিষ্ঠ হইলেও, যথেই বংশ মর্য্যাদার সাহাব্যে এবং এক ফ্লতান ক্যাকে বিবাহ করা হেতু, তিনিই সর্বাপেক। জাধিক ক্ষাতার অধিকারী হইয়া পড়েন। ত্রমীর জপর

তুইজন ভালাৎ ও জামাল সামান্ত গৃহস্থের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুধু নিজেদের চেষ্টায় ও অধ্যবসার বলে উন্নতির চরন সীমান্ত আরোহণ কবিতে স্মর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাপ্ত ক্ষমকে। বক্ষা কবিকে সৈল্পলই প্রধান অবলম্বন জানিয়া আনওয়ার পাশা ক্ষমতা গ্রহণের সহিত সেনা সংস্থারে বিশেষভাবে মনোযোগ করিলেন। কামালের সহিত আন্তর্যারের কোনকালেই সৌহার্দ্য ছিল না। चान अग्रात का मानतक छेलगुक अचिषकी दिमारत मर्समारे বিশেষ আশক্ষা করিতেন। কামাল ও আনওয়ারকে হিংসা না করিলেও ভাহার প্রভুত্ব মানিয়া লইতে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। এইজ্লুই কামাল নৃতন বন্দোবন্ত হইয়া গেলেই নি:শব্দে সালোনিকায় প্রত্যাগমন করেন। এদিকে আনওয়ার পাশা জার্মানি হইতে সমর-বিভা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকরণকে আন্যান করিয়া নতন সৈতদল গঠন করিবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। **ফাব্দ** হইতে ্এচুর যুদ্ধ-শ**ন্তা**র আনমন করিয়া **হ**র্গগুলিকে স্থান্ত করিয়া তলিলেন প পড় শ্রেকীতে সংজ্যবন্ধ জার্মাণি ফ্রান্সকে যেরপ পদদলিত করিয়াছিল ঠিক সেই আদর্শ স্মুথে রাথিয়া রাশিয়াকে উপ্যুক্ত শিক্ষা প্রদান করিবার জন্ম আনুওয়ার পাশা তাঁহার প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া তোড়-জ্যেড করিতে লাগিলেন।

্চাবে বিভক্ত করিকে পারা যায়। পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি অর্গাৎ ইংলও, ফ্রান্স, জার্মাণি ও ইটালী প্রায় তাবং পৃথিবীই গ্রাস করিবার জক্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব ইউরোপের সাভিয়া, কমানিয়া, বৃলগেরিয়া ও গ্রীস নৃতন স্থাধীনতা লাভ করিয়া, স্থুখ স্বাচ্ছেল্যে পশ্চিম ইউরোপের জাতিগণের ত্থায় উন্নত হইয়া উঠিবার জক্ত বিশেষ ব্যগ্র ইইয়া পড়ে। রাশিয়া জাপানের হঙ্গে পরান্ধিত হইয়া তুরস্ককে গ্রাস করিবার জক্ত বন্ধ পরিকর হয়। গ্রীস প্রাচীন হেলেনিক সান্ধাজ্যের স্থানে বিভোর ইয়া এজিন সমূহের দ্বাপগুলির উপর ও এশিয়া মাইনরের দিকে তাহাব লুক দৃষ্ট ফেলিতেছিল। একটা ভীষণ যুদ্ধ অবশ্রমাবী স্থির করিয়া সমস্ত জাতিই উন্থোগনর্শের স্থায় শক্ষিম বিশেষ ব্যস্ত হয়। পশ্চিম ইউরোপের

বণিকগণ তাঁহাদের বাবদা বৃদ্ধির জন্ম নৃতন নৃতন জনপদ আবিষারে সচেষ্ট হ'ন। জন্মাণি পুণিবীর তাবৎ আবেছত দেশগুলিই হয় ফ্রান্স না হয় ইংল্ডের অধিকার পত দেখিয়া ইংলও ও ফ্রান্সকে চর্ণ করিবার মতলব করিতেছিল। সামাত ব্যাপারেই ধুমায়মান অগ্নি দাবানলে পরিণত হইয়া ইউরোপকে ভন্মতাপে পরিণত করিয়া দিতে পারে ব্যাপার যথন এমনি গুরুতর হইয়া দাভাইয়াছে, তথন গ্রীদ ও কুমানিয়া রাশিয়ার উত্তেজনায় বুলগেরিয়ার বিক্লা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ৰসিল। পুরাতন অধীলা সাম্রাজ্য রাশিয়ার চালাকি বৃঝিতে পারিয়া বৃষ্ণেরিয়াকে পরোকে সাহায্য করিতে লাগিল। এই সময়ে কামাল সোফিয়া নগরীতে ত্রক্ষের রাজদত হিসাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারই ইঙ্গিতে আনওয়ার পাশা খুষ্টান শক্তিগণের নিক্ট হইতে ত্রস্ব স্থাজ্যের হত্চাত কতকটা অংশ পুনরাধিকার করিয়া লন। বছদিন ইইতে তুরস্ব গৈল খুটানদিগকে একটা যদ্ধেও পরাছিত করিতে পারে নাই, এই ব্যাপারে ভাহাদের অনেকটা নৈতিক উন্নতি ঘটে।

#### মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাভাস

আনওয়ার পাশাই ১৯১৪ সালে প্রধান হোতা হইয়া তুরস্ককে জার্মাণির পক্ষ অবলম্বন করাইরা সমরক্ষেত্রে **অবতী**র্ণ করান। জার্মাণ আদর্শই আঁহার নিকট ঞাব সত্য ছিল। সেডানের যুক্তকত্ত যেমন জার্মাণিকে অলোকিক সাফল্য আনিয়া দিয়া সার। বিখে পুজনীয় ক্রিয়া ভোলে, আনভ্যার ও তাঁহার সহচরগণ এই মহা-সমরে যোগদান করিয়া জামাণির আফুংলো সেইরূপ একটা বড় যুকে বলকান রাজাগুলির সহিত রাশিয়ার সমন্ত ক্ষমতা ধূলিয়াৎ করিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। জার্মাণ ব্যবসায়ীগুণ তুর**স্ককে স্থপকে** শানিশার জন্ম প্রধাবধিই যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিতে-ছিলেন। বাহিন-বাগদাদ ভেল নির্মাণ কার্যো ও অক্যান্ত নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠানে বহু অর্থ তরক্ষে অকাতরে বায় কবিয়াছিলেন। বঁহোৱা বলিতে চাতেন যে আনওয়ার পাশার হঠকারিতাতেই তুরম্বের সর্বনাশ সংঘটিত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই সম্ভ তত্ত্তলি ভাল করিয়া অমুদ্রান ক্রিয়া দেখেন নাই, আনওয়ার পাশা বাহতঃ তুরস্কের

সর্ব্যয় কর্তা ইইলেও তালাৎপাশা ও জামাল পাশাকে পরিজ্ঞাগ করিয়া বা তাঁহাদের আদপেই কোনপ্রকার পরামর্শ না করিয়া এক পা অগ্রসর ইইবারও ক্ষমতাতাহার ছিল না। মুজের প্রারম্ভে সমর-পরিষদের অধিবেশন প্রায়ই বসিত। সেনানায়বগণের অনেককেই তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান ইইয়াছিল। কামালপাশা একজন বিশিষ্ট জ্যোতির্ব্বিদের তায় সর্ব্বদিক বিশেষভাবে থতাইয়া মধ্য ইউরোপের শত্তিগণের সহিত যোগদান করিছে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনজন মহাসমারোহের মধ্য দিয়া এক ক্ষমতাশালী তুরস্থ-সাম্রাজ্য গঠন করিবার হয় দেহিতেছিলেন হলিয়াই, তাঁহারা নিজেদের ক্ষমে সমন্ত দায়িত্ব লইয়া জার্মাণি ও তাহার সহযোগীগণের পক্ষাবল্ধন করিয়া মিত্র গক্ষার শতিগণের বিক্লকে মুদ্ধ ঘোষণা করিল।

যুদ্ধের প্রারভেই প্রায় লক্ষাধিক হৈ তা লইয়া পারশ্যের উত্তর প্রান্ত ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ধ আক্রমণ করিবার জন্ত হয়ং আনওয়ার হৈত্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দারণ শতে ও রাশিয়ার কশাক সৈত্যগণের ভীষণ আক্রমণে সৈত্যদল বিধ্বন্ত হইয়া যাওগ্য কনষ্টানটিনোপলে ফিরিয়া আসেন। এই ভাগ্য-বিপর্যয়ে আনওয়ারের গৌরব-তর্য্য অন্তর্গামী হইবে বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন তাঁহারা অচিরেই দেখিতে পাইনেব যে আনওরার পাশা প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইলেই জনসাধারণ জন্মধানি করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের নায়ক বলিয়া বরণ করিয়া লইল।

জার্মাণি কর্ত্ক রাশিয়া বিধ্বস্ত ও অন্তিম দশা প্রাপ্ত হইলে মিত্রশক্তিগণ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত একদল দৈল প্রেরণের স্থান ও স্থবিধা অহেষণ করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের নেতৃত্বে একদল দৈল্য নৌবহরের সহায়তায় দার্দানিলিজে পাঠান হয়। আনওয়ার পাশা এই যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন। যে এক্ষশস্ত্র বলবান শক্তিপুঞ্জের বিদ্ধানে ব্যবহার করা হইবে বলিয়া ন্তু পীকৃত করিয়া রাধা হইয়াছিল, এখন তাহার সং ব্যবহার চলিল। ক্ষেক্থানি বড় বড় রণপোত - স্টু ইইয়া গাওয়ায়, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দৈল্যগণ দার্দানিশ্যিক ভ্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

বার্থ মনোরও হইয়া ভুরম্বকে উপকৃক্ত শিকা দিবার

জন্ম ইংলণ্ড জলপথে তাহার বিপুল নৌবহর লইয়া আক্রমণ করিবার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ন। গ্যালিশোলি তর্ম্ব সামাজ্যের একটা পোতাশ্রয়। এই পোতাশ্রয়টা ধ্বংশ করিবার জন্ম ইংলত্তের বিপুল নৌ-বাহিনী আদিয়া পৌছাইলে, জার্মাণ দেনাপতি লিমানকে প্রধান দেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই প্রদেশে প্রেরণ করা হয়। কামাল তাহার সহকারী সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হন। এই-গ্রানে আসিয়া কামাল তাঁহার উপস্থিত বৃদ্ধি ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। একটা উচ্চপর্বত চূড়া দখল ক্রিতে পারিলেই রাজধানীতে যাইবার রাজপথ করতল-গত হইবে এই ধারণায় মিত্রশক্তি তাহাদের সমস্ত শক্তি এই অঞ্চলে স্মিবেশিত ক্রিলে কামাল সামাত্ত মাত্র দৈত্ত লইয়া বিপুল বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বি**ধ্বস্ত** করিয়া দেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি লিমান কামালের উপর এতদুর সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন যে নিজের হস্ত হইতে রিষ্ট-ওয়াচ খুলিয়া উহা কামালের হত্তে বাঁাধয়া দেন। অনর্থক লোকক্ষা হইতেছে দেখিয়া মিত্রশক্তি তাহাবের দৈল-গণকে এই স্থান হইতে তুলিয়া ল'ন।

### মহাযুদ্ধের উত্তর ভাগ

- 18

যুদ্ধের প্রারম্ভে জার্মাণগণ ফ্রান্সকে ধ্বংস করিয়া বুলগেরিয়া সাহায্যে রাশিয়াকে চুর্ব করিয়া দিয়া, এক বংসবের
মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিবেন এইরার আশা। করিয়াছিলেন। ক্ষুত্র বেলজিয়মই তাহাদের বিরাট করনার
প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্ত বেলজিয়মকে
সমূলে নিপাত করিয়া জার্মাণবাহিনা যপনপাশ্চম নিক দিয়া
ফ্রান্সে প্রবেশ করিবার জন্ত স্বিশেষ চেট্টা করিতেছিল,
সামান্ত মাত্র স্বর্মের মধ্যেই ফ্রান্সের চেট্টা করিতেছিল,
সামান্ত মাত্র স্বর্মের মধ্যেই ফ্রান্সের চেইরাজগণের সাহায্যে
বিজ্ঞা জার্মাণগণকে বাধা প্রদান করিবার বিশেষ শাক্ত
সর্জন করিয়া লয়। উভয়্বনের নৈন্যান উভয়্বলের
সমুধীন হইলে ফ্রান্সের শোর্ম্যের নিকট জার্ম্মাণ আক্রমণ:
ব্যর্থ হয়। এই দিক দিয়া বিশেষ সাফ্র্যান্ড সম্ম
গাপেক দেখিয়া জার্মাণ সেনানাগণ জ্বলেবে লয়েনের দিক

দিয়া আর একটা জার্মাণবাহিনা পরিচাননা করিয়। পুর্ব ক্রান্স আজমণ করে। এদিকে অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সাতশত মাইল ব্যাপী এক বিরাট সমরাঙ্গন তৈয়ারী করিয়া বসে। এ কথা সত্য বে ১৯১৫ সালের অবসানের সহিত জার্মাণ আক্রমণ বেশ ত্র্বল হইয়া যায়।

মধ্য ইউরোপে অখ্রীয়া রাশিরার নিকট হটিয়া ঘাইতেছে দেখিয়া, দেনাণতি হিভেনবার্গকে পর্ব্ধ-অঞ্চলে প্রের্ণ করা হয়। দক্ষ দেনাপতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পোলও জার্মানার অধিকার ভুক্ত করিয়া, বুলগেরিয়ার সহায়তায় সাভিয়া এবং ক্মানেয়াকে চুর্ণ বিত্র করিয়া ফেলেন। তুরস্কের কর্ত্ত্রাক্ষরণ মনে করিয়াছিলেন যে এই বিরাট বাহিনা তাঁহাদের দৈন্যনলের সহিত সম্মিলিড হইলেই এক বিরাট অভিযানে অগ্রসর হইবেন। কিছ পুর্বাঞ্চলে প্রায় এক সংস্র মাইল ব্যাপী সমরাশ্বন প্রস্তাত হইয়া যাওয়ায়, এবং একান্ত অতকিতভাবে ইটালা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ব্রিত্রপক্ষে যোগবান করায়, তুরস্ককে উপযুক্তভাবে সাহায্য করিবার স্থযোগ পাওয়া জার্মাণীর পক্ষে এইরার অসম্ভব হইয়াই দাঁডাইল। জার্মাণ সমাটকে তাবং বিষয় বি শ্রষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য সেনাপত্তি কামালকে যুবরাজের সহিত জার্মাণীতে প্রেরণ করা হুইল। কাইজার তুকীর রাজদূত ছুইজনকে যথেষ্ট আদর অভ্যবনা করিলেন, ভবিষ্যতে যে তাঁহানের বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন এমন কোনই আশা দিতে পারিলেন না। এই সময়ে জার্মাণার আর্থিক ও নৈতিক অবনতি যথেষ্ট হইয়াছিল। জার্মাণীতে অবস্থান কালে কামাল ম্বচক্ষে ভাহা প্রভাক্ষ করিয়া বর্ত্তমান মহাসমরে তুরস্ক যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহ। বুঝিতে তাহার আর কোন বাধাই রহিল না। খদেশে প্রত্যাগমন করিয়াই কামাল মিত্রপক্তিগণের সৃত্ত সন্ধি করিয়া मनदात व्यवमान कतिवाद जना कर्तृतकागणःक উत्राप्तन एमन । कामारणत পরামর্শাহর । যা কার্য্য করিলে রাজশক্তি इन्द्राज हरेया याहेत्ज भारत अहे आगवाय कर्नधात खरी তাঁহার পরামর্শে কোনরপ কর্ণপাতই করিলেন না।



( এীবিষ্ণু দাস)

বৈশাখ ১৩৩৯ সালের ভারতবর্ষে=

শ্রীবিরেশ্বর দেন "গীতার পরিচয়" পাইয়। তাহা ऋषी পাঠक সমাজে দান করিয়াছেন। यদি কেহ তাঁহার প্রতি "প্রখ্যাত হইবার উৎকট আগ্রহ" এই দোষারোপ করেন, তাহার জন্ম তিনি প্রবন্ধটির প্রারম্ভেই একছত্র কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা **এই যে.** যাহার যাহা প্রাপ্য যাহা তাহাকে **।** দবার "ইচ্ছা দার। প্রাণোদিত হইয়াই গীতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত হইয়াছি।" "এই **জ**ন্ম এই প্রবন্ধে" জাঁহার তিনটি বিষয় প্রতিপাল হইয়াছে। প্রথমটি গীত। মহাভারতে প্রক্রিপ্ত ; দ্বিতীয়টি, গীতার রচ্যিত। ছিলেন এক বঙ্গদন্তান, তৃতীয়টি তাঁহার নাম ছিল পদ্মনাভ দত্ত।" এবং দত্ত মহাশ্য বৈছকুল উজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন। সেন্মহাশয়ের প্রবন্ধটির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ সম্পাদক স্বয়ং কয়েকটি কুন্ত মন্তব্য ইহার তলদেশে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের সারবতা উপ-লব্বি করিয়া আমর।ও এ বিষয় কিছু বলিতে ক্ষাস্ত হইলাম ।

বস্তমান শতাকী sensation এর যুগ। কয়েক
বংসর পূর্বে জনৈক পণ্ডিত কবি কালিদাসকে কালনার
লোক বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।
ইহাতে কবি কালিদাস অমরাবতীর কুঞাে বসিয়া
হাসিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির সাড়ে তিনটি বল সন্তানকে লইয়। একটা সভা

করিয়া পরে কালনায় "mass meeting" ইইয়াছিল এই খবরটি সংবাদপত্তে পাঠ করিয়া আমরা তো খ্ব হাসিয়াছিলাম।

যাহা হউক, কালিদাস ও পদ্মনাভ দত্ত বাদালী হইলেও আপত্তি নাই, অবাদালী হইলেও থেদ নাই। তাঁহারা যে ভারতসন্তান, ইহাই আমাদের গোরবের পক্ষে প্রচুর, তা তাঁহারা বে কুলেই জন্মগ্রহণ কদন না।

শ্রীদিলীপকুমার রায় "ফের কলম" ধরিয়াছেন। পরশুরাম কুঠার ধরিয়াছিলেন ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিতে
শার এমুগে দিলীপবারু কলম ধরিয়াছেন কবিতাক্সন্দরীর
শ্রীত্রক মসীময় করিতে। কবিতাটির নাম "ইতিহাস।"
এবং এই কবিতাটি হিন্দী কবিতা anthology সংগ্রাহক নির্বাচন করেছেন তাঁহাদের অন্থবাদের জন্তা।"
এই "তলী ছত্রটি" পুর সম্ভব সম্পানকীয় নতে, ইয়া
দিলীপবারু স্বয়ং জুড়িয়া দিয়াছেন কবিতাটির দর
বাড়াইবার জন্ত। ইহাতে দর অবশ্র বাড়ে নাই কিছ
"হিন্দী কবিতা anthology সংগ্রাহকের নির্বাচনকৈ
তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি কবিছা
চিনিয়াছেন, কাব্য রসবেতাও বটে।

পড়িলাম—
"হায় প্রতিপদে' কেন অন্তর মাঝে
নামে মহার তক্রা !
কেন গুরু গুরু ছোত্রা স্থাকেক বাবে
শাক্ষা জ্বীসুতে মাক্রা ৪

ছায়া মৃদক যন্ত্রটি কি ছায়া-নির্দ্ধিত ? অবশু ইহা
অভিনব বস্ত হইলেও অসন্তব কিছু নয়; কেননা শুনিতেছি বেতারে সবই সম্ভব। উহাতে নাকি বিনা
সাবানে গায়ে সাবান মাথার ব্যবস্থা হইতেছে। এই
ছায়া মৃদকে কি হয় না, জীমৃত মক্রা শক্ষা গুরু গুরু
রাজে। জীমৃতও ব্রিলাম মক্রাও ব্রিতেছি আর
শক্ষায় বক্ষ সময়ে সময়ে গুরু গুরু করিয়া থাকে। কিছু
জীমৃত মক্রা শক্ষা ব্রিলাম না তো। মেঘ গুড় গুড়
করে, ভয়ে বক্ষ গুরু গুরু করে অতএব শক্ষা জীমৃতমক্রা! কি বৃদ্ধি! কি কবিত্ব শক্তি।

তারপর---

"গণে নিখিলের অমবস্থা প্রমোদ, স্থায় নিয়ত ফু সিয়া ;

"কেন, তক্তিত হিয়া মন্থনে চাঁদ উদিবে নয়ন তুষিয়া ?"

ওগো কেন ? কেন তদ্রিত হিয়া মন্থন করির। টাদ নমন তুষিয়। উদম হইবে ? কে ব্কিবে এই হেঁয়া-লীর অর্থ ?

"কণ্টক ষে গো গুমরি মরিল ! ফুল তবু তারে দহিবে •

কণ্টক কেমন করিয়া গুমরিয়া মরে পাঠক যদি
না দেখিয়া থাকেন হুপক কাঁটাল স্মরণ করুন যেন
কোন পক কাঁটালের (ইচোড়ের নয়) কণ্টকার্ত
দেহ এমন ফুলিয়া উঠে যে তাহা তৈল-মহন হইয়া
যায়। এই তো গেল কণ্টকের গুমরিয়া মৃত্যুর কথা।
"ফুল তবু তারে দহিবে," ইহার অর্থ কি? ফুল কি
করিয়া দহন করে? ইহা অবশ্য কঠিন প্রশ্ন। "ফুলের
ঘারে মৃক্ছা" যাওয়ার কথা অনেকেই জানেন। ইহার
সহিত একথাটিও জানিয়া রাখুন ফুল দোহন করে এবং
সময় সময় দহনও করিয়া থাকে?

"হবেলা কঠের" হ্বেলো কথাটা কোন দেশীর, আর "পকে পরাগ ফুটারে ভাহাও ধে বুঝিভেছি না। পরাগ যদি ফোটে ফুলের দশা হইবে কি? গাছে গাছে বে ফুলের বদলে পরাগ ফুটিয়া থাকিবে। গোলা ছাড়া কেবল বেল রস দিয়াই রসগোলার গুলি বাঁধা চলিবে। শ্রীহরিহর শেঠ "প্রাচীন কলিকাতার পরিচয়" দিতেছেন। এরূপ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা
সম্বন্ধে কাহারে। সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহাতে
কলিকাতার তথা বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ও কোন কোন প্রাতঃশ্বরণীয় বন্ধসন্তানের ক্ষুদ্র জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং
তৎসক্ষে তাঁহাদের প্রতিকৃতিও দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের সকলকে চাক্ষ্য দেখিবার সোভাগ্য আমাদের হয়
নাই। কিন্তু অনেকের প্রতিকৃতি দেখিয়াছি।

ভূদেব মুবোপাধ্যায়, শিবনাথ শাল্লী ও তারকনাথ
পালিত প্রভৃতি বান্ধালীর মুখোজ্জলকারী পুরুষসিংহগণের
যে প্রতিক্বতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের চেনা
কেননা াকাধিকবার দেখিয়াছি। এবং দেখিয়া বন
হইয়াছে তাঁহারা প্রৌঢ়াবস্থাও পার হইতে চলিয়াছেন।
কিন্তু এখন দেখিতেছি আমাদের ধারণা বিলকুল বদলাইতে হইবে। পক্ষ গুদ্দ শাল্লা শোভিত প্রতিক্বতিগুলি
তাঁহাদের ঘৌবনের। কিন্তু আমরা জানি ইহারা কেহই
অকালে পক্ষতা প্রাপ্ত হন নাই। তবে ঘৌবনাস্তে ঘৌবনের প্রতি টান মাস্থের বাড়িয়া উঠে—দে কারণ এ
ভুগটি লেখক কি আর কাহারো কে স্থানে ?

শীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের গ্রা "ৰিতীয় সংস্করণ।"
অবশ্ব প্রেম-সম্বন্ধীয়। তবুও আমরা এক নিঃশাসে
পড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। ইহা বোধহর গ্রাটর
দোষ নয়, দোষ আমাদের বয়সের। প্রারক্তেই দেখি,
পিসিমা সলিতা পাকাইতেছেন "তাকড়ার ফালি" দিয়া
এবং পায়ের উপর রাথিয়। তাঁহার গড়ন "নিটোল
নিরেট বাঁশের মতে।"—শেষাক্ত ছত্রটি পড়িয়াই আমাদের
গভ্যম মনে একট। কথা চট্ করিয়া দেখা ছিল,
লেখক বলিতেছেন "পিদিগা যেন একটী বাঁশা।"

আবৈশব বিধবা নিষ্ঠাবতী পিসিমা বলিভেছেন,
"ত্' হ'বছর বিয়ে হ'ল, এখনো বৌর কোল জুড়ে
একটা ছেলে হ'ল না। এ যে তোদের কী ফ্যাসান
হয়েছে—।" সতা সতাই পিসিমার জন্ম-সংরোধের
বিক্তমে এই কুল মস্তবাটুকুতে আমরা সাম দিই।
তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, ত্' একটা ছেলের পর মালা
খুনী কর না বাপু। তাঁহার কথা সকলেরই শিরোধার্য্য

করা উচিত। ভাল কথা, জন্ম সংরোধ ব্যাপারটা কি
পিদিমার জানা ছিল? তাঁহার প্রফেসর ভাতৃপুত্রটিও যে
এই পথেই চলিতেছে, এ খবরই বা তিনি পাইলেন
কোথা হইতে? অবশ্য ভাতৃপুত্রববৃটি তাহাদের এ অপরাধ
প্রকারাস্তরে তিনি উক্ত কথা বলিবার পর ওঁহার নিকট
স্বীকার করিয়া ফেলে। ইহা আমরাও স্বীকার করিতে
বাধ্য। লোকে কাজে যাহা করে, মৃথে তাহা বলায়
এমন কি দোষ থাকিতে পারে? আর লেখাতেই বা
এমন কি ক্লতি?

পিসিমার ভাতৃষ্পুত্রবধ্টির নাম শুভা; "গায়ের রঙ কালো, কিন্তু পাধরের মত ঠাগু ও বর্গার মেঘের মতো নরম সেই কালো রঙ্।" এরপ কবিত অবশু মৌলিকতারই পরিচায়ক। আর ইহার সময়দারের অভাব নাই। বন্ধদেশের বঙ্গ সন্তান পরিচালিত ইংরাজীও বাংলা দৈনিক আছে, আমরা আছি। গায়ের রঙ্জ "পাধরের মতো ঠাগু" ইহা সতাই অভিনব উপমা। এতকাল জানাছিল গা এই গ্রম বা শীতল হয়। আছো, এ রঙ্কি টিনে আদে, পিপেতে চালান হয়? এই রঙ্জ "মেঘের মত নরম"—টিপিলে আকুলে রস লাগে?

আবো আছে। কিন্তু স্থানাভাব ও সময়াভাবহেতু আমরা গল্লান্তরে গমন করেতেছি।

শ্রীবিজয় রত্ন মজুমনার গল্প লিখিয়াছেন "অতীত— বর্তমান—ভবিষ্যং!" কোন কালই বাকী রাখেন নাই। যাহার ভবিষ্যংও নাই, তাহার স্বই বৃধা। তাই এটিও একটা বার্থ রচনা।

কুমার জীধীরেক্স নারাহণ রায়ের "শক্তিশেল" গরাট দারুণ। নায়িকা কমলার কোমল বক্ষে এমন নিদারুণ ভাবে তাহা হানা হইয়াছে যে শেষ অবধি পাঠ করা যায় না। সর্বই পশ্চিমের দোষ; আর সেই দোবে বরু, তুমি-আমিও মরিতেছি!

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আলো-আঁথারি "গল্পটি স্থানর। প্রকাশ ভঙ্গীমা, প্লট, ভাষা এই তিন মিলিয়াছে বেশ। সর্ব্বোপরি সংঘম রচনাটিতে একটী শ্রী মাধাইয়া দিয়াছে।

**এ**ই সংখ্যাম त्रकीन् हिंब दिविलांग हात्रथानि ।

শ্রীত্র্গাশকর ভট্টাচার্য্যেঃ "কনে-বিদায়" ও শ্রীমজিত কৃষ্ণগুপ্তের "স্চী-শিল্ল" ছাড়া বাকী ত্রইথানি বেশ লাগিয়াছে।

## ১৩৩৯ সালের বৈশাথের প্রবাসীতে

শ্রীস্থার কুমার চৌধুরীর একথানি নৃতন উপভাষ দেখিলাম "শৃঙাল।" প্রারভেই খুব একটা সোরগোল আছে এবং ভাহা হইতে গরু বাছুরও বাদ পড়েনাই। ক্রমশ: দেখা যাক্—

শ্রীখনেক্স নাথ মিত্রের গল্প "শোধ" মন্দ লাগে না।
কিন্তু একটা নিঃসম্পর্কীয় বালক, যাহার প্রতি গল্পটির
প্রধান নায়ক কানাইয়ের একটা আক্রোশ ছিল, এক
মুহুর্তেই ভাহা জন হইয়া গিয়া ভাহার মৃত-পুত্রের কথা
স্মরণ করিয়া ভাহাকে কোলে তুলিয়া লওয়া অস্বাভাবিক
ঠেকে। তবে "গল্পে" অস্বাভাবিক ঘটনার অভাব থাকে
না। লেথকের শক্তির গুণেই পাঠকের চোখে মিথাও
সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এক জারগায় আছে, "লক্ষী তথন আছিনার এই প্রান্তে প্রদীপ রাথিয়া মাথা কুটিতেছে প্রবাদী কানাইদ্বের (তাহার স্বামী) জন্ম-।" তথন সন্ধ্যাকাল। পদ্দীগ্রাদে হিন্দুর গৃহে একটি তুলসীমঞ্চ থাকে। গৃহ লক্ষীর তাহার তলায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দেন। তাঁহারা মনের ছংখ-বেদনা সেই মাটিতেই মাথা রাথিয়া নিবেদন করেন। তবে লক্ষী থামথা "আছিনা প্রান্তে" মাথা কুটিতে বেল কেন? সে নিশ্চরই নমান্ত্র প্রতিতেছিল না?

শ্রীমনোজ বহুর গল "অরণ্য কাণ্ড" এক কাণ্ড
ব্যাপার। পড়িতে পড়িতে বৈধ্য থাকে না। ফেনাইয়া,
ফাপাইয়া গলটিকে হুন্দর করিতে যাইয়া পাঠকের শির:
পীড়ার কারণ স্থাষ্ট করা হইয়াছে। "কুধিত পাষাণের"
পর "নিশীথে" কিন্তু তাহার পর আর কিছু হয় নাই
এবং হইলও না। অবশ্য এ রচনাটিতেও মুজীয়ানার
অভাব নাই; ভাষার কসর্য আছে, ক্বিম্ব আছে, তুর্ছ
জিনিবকৈ প্রকাণ্ড ক্রিছা বলিবার শক্তিও ফুল্ট।

ত্রং রসেরও অভাব নাই। তবুও কেমন এক খেরে লাগে ক্ষডিত পাষাণ হয় ন'ই, অরণ্যকাওই হইয় ছে।

শীস্থবোধ কুমার দাসগুপ্তের গল্প টোণে একরাজি মনদ লাগে নাই। শেষে ছোট একটু প্লট। প্লটটুকু খেন চেনা চেনা, কোথায় যেন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। আব গল্পির রস ঐ শেষের দিকেই!

শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের "কিনশো প্রায়টির এক !"

কেলানি চিত্র, অতি করণ ও বাংব। এই একটি

নান দিন, একথানি মাত্র চিত্র হইতেই বাঙ্গলার চাযা
ভ্যার জীবনকে চিনিয়া লওয়া যায়। চনাটিতে রসেরও

অভাব নাই; অলচ লেগনী বেশ ধংযত। ভাষাও

সহল, সরল ও কর্বারে।

তিনখানি রঙিন্ ছবির মধ্যে প্রথমখানি প্রাচীন
চিত্র; দ্বিতীয়খানি শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর "বধুবরণ।" কিন্তু
ছবির বিষয়টি বধুবরণ নয়, আর কিছু। কেননা বধুকে
ববন করিবার কোন উপকরণ এবং সমবেত কুলললনা
গণের হাব-ভাবে সেরপ করিবার কোন লক্ষণই নাই।
কাজেই নাম বাদ দিয়া ছবিধানির যাহা থাকে তাহা
ভালই। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিবার আছে
এই বে, যে-বধুটিকে লইয়া সমবেত ললনাগণের ম্থ
হাজেজিল (ইহাদের তিন ভাগই রুদ্ধা;—কাজেই বলিতে
বয়, ম্থে খুসীর হাসি) তাহার পশ্চাতে আর একথানি
কমনীয় ম্থ প্রভাহীন চন্দ্রমার মত মদিন। বোধকরি,
উভয়ের সহিত তুলনা বা সমালোচনাই উহার কারণ।
শিল্পী বোধহয় সেই উদ্দেশ্য লইয়াই ছবিথানি আঁকিয়া
ছিলেন।

তৃতীয় ছবিখানি "ইন্দের রাজ্যাভিষেক।" প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা। সম্ভবতঃ "প্রবাসী প্রেস" এগানিকে মাকেন নাই। যিনি আঁকুন, ইল্লের রাজ্যাভিষেকের কালে কেবল অপসরাদেরই Free hand ছিল না. দেবগণও তথায় ছিলেন। তবে হীন মহুষাকুলে জন্মিয়। আমাদের ভাগ্যে দেব দর্শন সম্ভব নয়। কাজেই অপসরা দেখিয়াই সম্বাই রহিলাম। ১৩৩৯ সালের চৈত্রের বস্ত্রমতীতে

শ্রী স্তীপতি বিভাভ্যণের গল্প "বেতাহত" কলিকাতার জনৈক পুরোহত-পূক্ষবের চেলার চরিত কথা। পাঠ করিয়া প্রচুর অফ্লন্ডর পান করিতে না পারিকেও রচনাটিকে আগাগোড়া নিতাহ ফল বলা চলে না। ইছার কতক অংশ চিত্র; তাহ ইফল জমে নাই।

একটা ব্যাপার বড় মজার ঠেকে। শ্রীমান্ রমু থিনি গল্পের প্রধান নামক, তাঁহার হাতে থড়ি হইলেও বিভাশিক্ষা হইয়াছিল মংকিঞ্চিং। এবং তাহার সন্ধো-পান্ধ বা পরিবেষ্টনীও এমন ছিল না, যাংগর ফলেসে ম্বেশনার মত শিক্ষিত লোকের কাছে বিশ্ব-প্রেমের বাধা-বুলি আওড়াইয়া তাঁহার মডের স্থীনতা দ্রাইয়া দিতে পারে।

গল্লটির ভাষা বেশ সরল ও জড়ত শূন্য কিন্তুনামট। বড়বেমানান ≉ইয়াছে।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্যোর গল্প "ফিরে-পাওয়া" পাঠ করিয়া আমরা ছুপ্তি পাই নাই। মাণিকবারর হাত হইতে এমন নিকৃষ্ট রচনা বাহির হইতে পারে এ ধরেরা আমাদের ছিল না। মনে হয়, গলটী জোর করিয়া লেখা। প্লট অতি সাধারণ ও পুরাতন, ভাষাও বেগহীনা, প্রকাশভশীও ফলর নয়। তবে বহুমভীর উপযোগী বটে।

শ্রীমতী পৃষ্পলত। দেবীর গল্প "রংশের আতক্ক।" স্বামী কন্দর্পের মত ফ্লার কেবল গঠনেই নয়, রঙ্ও তাঁহার ফর্সা আর স্ত্রীরও গঠন স্কঠাম কিন্তু রঙ তাহার স্বামীর রং যে অফুপাতে গোর ছিল, ঠিক তাহার বিপরীত অফুপাতে কালো ছিল।" এই "বর্ণগত পার্থকাটাই একটা মহা সমস্তার সৃষ্টি করিয়ালিল।" বলা বাহল্য, এ সমস্তার পূরণ হয় নাই। অরুণা (স্ত্রা) "ভয়ে, আতক্কে" পরিশেষে ফল্লা রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যায় আর স্বামী ফ্লাইনীর কন্দর্পের মত রূপ লইয়া জীবিত থাকিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্যেণ আর বিবাহ করিবে না। অরুণার স্বামী তাহাকে ভালবাসিত, তথাপি তাহার মনে আত্র জ্ঞাণে!

রচনাটি যতথানি দীর্ঘ, ততথানি রসাল নয়। কুমার উইধীরেজং নারায়ণ রাবের পর "দিবা-অংগ"। পাঠে আমরা মুখ না হইলেও আরাম পাইরাছি। লেখা এক দরিজ চিত্র-শিল্পীর প্রেমকে একেবারে রাজবাড়ীর অব্দরে লইরা ফেলিয়াছেন। অনিল্যন্থলারী রাজকুমারীও শিল্পীর প্রতিত সংপ্রদাদ্ধি নিক্ষেপ করিতেন। মদন চির্কানই ছংসাহসী; তদপেক্ষাও ছংসাহস দেখা যায় লেখক-দের। বলা বাহল্যা, ব্যাপারটা দল্পর মাফিক পরিশেষে বিচ্ছেদের ফাঁকে ফাঁসিয়া যায়। গল্লটি বিয়োগান্তক বলিয়াই ভাল নম, ভাষা, প্রকাশ ভঙ্গী বর্ণনা, লেখকের অহুভৃতি প্রভৃতি প্রকাশ ভাল। কিন্তু "বাহিরে প্রকৃতির জীবন ধারায় বর্ষণ, ভিতরে নারী হৃদয়ের কৃদ্ধপ্রাতের ক্ষাক্র সেতৃবন্ধনাম না। "নারী হৃদয়ের কৃদ্ধপ্রোতের ক্ষাক্র সেতৃবন্ধনাম না। "নারী হৃদয়ের কৃদ্ধপ্রোতের ক্ষা সেতৃবন্ধনাম না। "নারী হৃদয়ের কৃদ্ধপ্রোতের ক্ষাক্র সেতৃবন্ধনাম না। "নারী হৃদয়ের কৃদ্ধপ্রে সেতৃ কি উপকরণে বন্ধন হয় জানিও না। লেথকের মত অভিজ্ঞ ইল্পনীয়ারগণই ব্রিতে পারিবেন।

(এ) প্রভাতকুমার মুখোপাধাায়ের গল্প "হুধ-মা" চমৎকার—প্রবাসীরও কোন গল্পের সহিত ইহার তুলনা হয় না। "গল্প" পাঠের আনন্দ ইহা হইতে লাভ হয় প্রচুর।

ভাত্ডী ডাক্তারের যশ, বিছা ও অর্থ ছিল প্রচুর কিন্তু তাঁহার কোন সম্ভানাদি ছিল না। একারণ ডাক্তার দম্পতি পরম অন্থী ছিলেন, একদিন নিশাশেষে-তাঁহার দরজায় কে যেন একটী সগুজাত শিশুকে রাথিয়া যায়। শিশুটিকে দেখিয়া ডাক্তার গৃহিণীর শৃত্য হদয়ে মাতৃ-স্বেহ জাগিয়া ওঠে; তিনি শিশুটিকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শিশুটি পরিশেষে ডাক্তার সাহেবের**ই** গ্রহে থাকিয়া যায়। প্রথমে তাহার পরিচর্য্যার ভার পড়ে, তাঁহাদের বুদ্ধা দাসীর উপর। তাহার পর দিন কয়েকের মধ্যেই ফুলটুসিয়া নামে এক আহীর যুবতীকে শিশুটিকে ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। ফুল'টুসিয়া ডাক্তার সাহেবেরই পাড়ার গির্জ্জার পাড়ী সাহেবের আয়ার মেয়ে। ফুল-টুসিয়া একটী সস্তান প্রসব করিবার ঘন্ট। কয়েক পরেই সস্তানটির মৃত্যু হয় ও সেও থুব অহাথ হইয়া পড়ায়, তাহাকে তাহার মাতা হাঁসপাতালে দিয়া যায়। ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসায় সম্বরই আরোগ্যলাভ করিলে, ডাক্সার সাহেব ভাহাকেই আনেন।

কালক্রমে শিশুটি বড় হইবার সংক্ষ সংক্র সে ডাজার গৃহিণী ও ফুলটুসিয়ার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে—ডাজার সাহেবেরও হৃদয়ে পিড়-স্লেহ জাঞাত হয়। শিশুটি য়েন তাঁহাদেরই এমনি ভার তাঁহারা তাহার প্রতি ব্যবহারে, নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তায় প্রকাশ করিতে থাকেন। ছেলের নামকরণ লইয়াও বেশ একটুমজাও হয়। ইতি মধ্যে পাজী সাহেবের স্তী একদিন ডাজার সাহেবের গৃহে বেড়াইতে আসিয়া ছেলেটিকে খুইান ধর্মে ব্যাপটাইছ করিবার প্রবেল ইচ্চা প্রকাশ করেন। এবং জাহা করিবায় পক্ষে তাঁহার মৃতিটাও ছিল সারগর্ভ। কিন্তু ডাজার সাহেবের স্ত্রী দে সকল কেবল মাত্র স্লেহের মৃতি দিয়াই অগ্রাফ করেন।

ফুলটুসিয়ার স্বামী থাকিত পাটনায় এক সাহেবের কুঠিতে। বৎসরে একবার করিয়া সাহেবের সভিত কলিকাতায় আসিত। সেবারও "থোকা" যথন এক বংসরের ভখন সে কলিকাতায় বদ্লী হইয়া আবাসিল। ফুলটুসিয়া কিন্তু তথনও তাহার কর্মে বহাল রহিয়া গেল। থোকার প্রতি তাহার টান এত গভীর এবং ধোকাও তাহার প্রতি এত আরুষ্ট যে হুইজনের হধন নিভূতালাপ হয়, তখন মনে হয় মা ও ছেলে। খোক। যখন বংসর ছয়েকের তথন জানা গেল, ফুলটু সিয়া সম্ভান সম্ভাবিতা। ডাক্তার গৃহিণী তাহাকে বিদায় করিলেন, যাইবার কালে সে ধোকার জন্ম থুব কালা-কাটি করিল। পরিশেবে ডাক্তার গৃহিণীর আখাস বাণীতে অগত্যা চকু ভাহার স্থানে একটা নৃতন ঝি নিযুক্ত কিন্তু সে চলিয়া ঘাইবার পরও খোকা বা সে কেই কাহাকেও ভূলিতে পারিল না। খোকা ভাহার জন্ম কাঁদে, বিশেষ করিয়া রাত্তে, দে মাঝে মাঝে আসিয়া (थाकारक प्रथिया याय। (थाकांत्र अग्र नृजन विद्रश ব্যবন্ধা ইইয়াছে। সে খোকাকে বেশ যত্ন করে; তা**হাকে** লইয়া ভ্রমণে বাহির হয়।

ভাহার পর সংবাদ পাওয়া গেল, ফুলটুসিয়ার একটি পুত্র সস্তান হইয়াছে। মাস এগারো পরের কথা;— কলিকাডায় বসস্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে।

করেকদিন পরে খোকারও জর ও গায়ে গুটিকা চিক

নেখা দিতেই ন্তন ঝি পলায়ন করিল। হাঁদপাতাল হুইতে নাস' আদিল। চিকিৎসা ও দেবা রীতিমতই চলিতে লাগিল। তথাপি রাত্তি-দিন খোকার কাছে থাকিবার জন্ম একজন ঝির অভাব অন্তত্ত হইল। বৃদ্ধা ঝির পরামর্শে ডাজার দম্পতি ফুলটুসিয়্বকে সংবাদ দিলেন। সে সংবাদ পাইবামাত্র তাহার মাতা ও স্বামীর নিমেধ উপেকা করিয়া কোলের ছেলেকে ফেলিয়াই ছুটিয়া আদিল। তাহার "অক্লান্ত সেবা-শুশ্রমা ও চিকিৎসা সত্তেও থোকা বাঁচিল না।" ডাজার গৃহিণী শোকে "শ্যালইলেন।" ফুলটুসিয়ার মর্শ্ব ভাঙিয়া থোকার জন্ম রোদনোচ্ছাস বাহির হইতে লাগিল।

খোকার দেহ সংকালের সময় এক কুন্তু সমস্তা উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার সমাধান হইল, এক বিচিত্র ব্যাপারের মধ্য দিয়া। সংকারের পূর্বের পাড্রী দাহেব আদিয়া মৃতদেহটি খুষ্টান প্রথামুষায়ী সমাধিস্থ করিতে চাহিলে ভাক্তার সাহেব তাহাতে সমত হন না। তিনি বলেন, "অনেক না হইলেও আমি উচার পিতা।" ডাক্টার ভাত্ড়ী হিন্দু তিনিই খোকাকে লালন পালন করিয়াছেন। উত্তরে পাদ্রী সাহেব কহিলেন. "আমি উহার পিতাম**হ।**" তারপর ডাক্তার সাহেবের বিশ্বয় অপনোদন করিয়া খোকার জন্মবুত্তান্ত বিবৃত করিয়া যান। **খোকা তাঁহারই পুত্র জোদে**ফের **ওরদে** আয়া কলা ফুলটু সিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; এবং পাদ্রী দাহেবেরই পরামর্শাহ্মসারে শিশুটি ডাক্তার সাহেবের <sup>দরজায়</sup> পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর ফুলটুসিয়া **খ**টনাচক্রে হাসপাতালে আসিয়! পড়ে ও খোকার ধাত্রী রূপে নিযুক্ত ংইয়া তাঁহার গতে যায়। ইহার পর পাদ্রীসাহেবের াতে মৃতদেহটিকে দিতে ডাক্তার শাহেবের আর আপত্তি

রহিল না। গাজী সাহেব খুটান মতে শিশুর দেহ সমাধিস্থ করিয়া, তাহার শিরোদেশে প্রস্তরফলকে খোদিত করিয়া দিলেন—"নামহীন, গোত্রহান ছই বংসর সাত মাস বয়স্ক শিশু প্রভূ যীশুর কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিল।"

শ্রীদেশিরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গল্প "তারাদ'দের বৈরাগ্য" অস্তঃসার শৃত রচনা। তবে বাধা থরিদদার ঠেকাইবার উপযোগী বটে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষের গল্প "শহা" পাঠ করিয়া মনে হইল লেখক যদি আটগানি পাতায় কেবলমাত্র আটটি বড় বড় প্রগ চিহ্ন ছাড়িয়া দিতেন তাহা হইলেও গল্প না লিখিয়াই তাঁহার কার্যাসিদ্ধ হইত। শহাকে শহা, ডকাকে ডকা, এ ছটির কোনটিই অপরাধ ঘটিত না।

ইনি হরবিলাস সন্দার উপর বিষম ক্রুক্ত হইয়াছেন। বলিতেছেন "বাল্যবিবাহের অশুভজনক ব্যাপার জাতির জীবনসঠনে বাধাপ্রাপ্ত হয় (এই পাক্তিটের অর্থ কি १) এ অপূর্ব্ব ধারণা কুনাহারও চিতকে বিক্র্ করে নাই এবং জাতিগঠন ব্যাপারে বাহারা এ যুগে অগ্রবর্ত্তী, তাঁহারা সকলেই বাল্যবিবাহের ফল।" এই উত্তাপ নিশ্চয়ই অর্দ্ধপক্ক ফলগুলিকে স্থারিপক্ক করিয়া হিছুল বর্ণে রঞ্জিত করিবে।

প্রীচাক্চক্স সেনগুপ্ত একথানি রঙীন ছবি আঁকিয়া-ছেন "বসংস্তর প্রজাপতি"— আমরা বলি কিন্তু "বৈশাখের নববধ্।" সাজ পোষাকও তেমনি, পরিবেটনীও ছাদনা-তলার মত, আর যিনি আঁকিয়াছেন তাঁহার মনেও ঐ ভাব।

শ্রীস্থাবন্দুবন চৌধুরীর একখানি পট ও শ্রীকিরণময় ধরের ছবি "নিভূত মিলন" ব্যর্থ চেষ্টা।





#### গুপ্তিত্তা

मच्चि (यमिनी श्रुद्वत या जित्हे हैं মি: ডগলাস জেলাবোর্ডের কার্য্য করিবার সময় আত্তায়ীর গুলিতে নিছত হ্রাছেন, তাঁহার প্রবর্তী ম্যাজিটেট মিঃ পেডিও এইভাবে নিহত হইয়াছিলেন। এই বাপারে আমরা বড়ই মর্মাহত হইয়াছি। এ ভাবের হতা বে (य-छ एक गर्डे कक़क ना तकन हैशा उप कि छ एक भा भिष्ठ ছইবে তাহাও বোঝা যায় না। প্রকাশ হত্যকারী সম্মেতে ধত ব্যক্তির কাছে এক চিরকুটে এইরূপ লেখা পাওয়া গিয়াছিল 'হিজলীর ঘটনার প্রতিশোধ'। অথচ হিজনীর ব্যাপারে মি: ডগলাস প্রত্যক্ষ ভাবে কোন অক্সায় করিয়াছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাজ-নৈতিক কারণে এইরূপ হত্যা হইলে তাহা ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক শুভ ফল আনিয়া দিবে এমন ধারণাও ভুল-বর্ঞ ইহাতে অশুভ ফল চইবে ইহাই সকলের ধারণা। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীধীরা ষ্থন ভারতের মঙ্গল ভাবিয়া নানা নির্ধাতিন বরণ করিয়া লইতেছেন তথন কয়েকজন লোকের এরপ অপরিণামদশী ধেয়ালে সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত। ভারতীয়দের দিক দিয়া এইরূপ হত্যাকাণ্ডের ভীত্র নিন্দা হইতেছে, দেশের গ্রন্মেণ্টও ইহা দমনের জন্ম নানা জরুরী আইন, ৰ্শাসম্ভব স্থরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—তব্ অৰুশাৎ এনন কাও ঘটিতেছে। যাহারা নিজের প্রাণের ভর করে না-পরিণাম ভাবে না, একাস্ক বেপরোয়া ভাছা দর কোন আইনেই দমন সম্ভব কি ? দেশের ভাত গৃহস্থাের ধন প্রাণ রকার জন্ত আংগ্রোজের পাশ পাওয়া স্নুকঠিন কিন্তু চোর, ডাকাত বা হত্যাকারীদের

বে-পাশে আর্য়েরার রাখা গবর্ণমেন্ট আদৌ বন্দ করিতে পারিয়াছেন কি ? তারপর কথা এই ধরণের লোকদের অভিযোগ কি এবং মানবতার দিক দিয়া তাহাব কতটা প্রতিকার করা সম্ভা তাহাও দেখিলে ক্ষতি কি ? দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের মতবাদ অহিংসা স্পতরাং তার উপর দোষ অনর্থক—কিন্তু এরূপ মর্ম্মন্ত দুর্ঘটনা যথন উপরি উপরি কয়টি ঘটল তথন শুধু এ উহার দোষ না দেখাইয়া সরকার ও দেশের নেতাগণ উভয়ে একযে গে ইহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে পারেন কি ?

#### সরকারের প্রভার

ভনিতেছি যে ভাবে 'হুলভ সমাচার', 'হক কথা' ইত্যাদির প্রচার হইয়াছিল তেমনি ভাবে নানা প্রিকা বিতরণ করিয়া প্রচার করা হইতেছে। দেশীয় সংবাদপত্র-গুলি দেশের কথা প্রচার করে কিন্তু সরকার পক্ষের কোন প্রচার যন্ত্র নাই বলিয়া মাঝে মাঝে হা-ছতাশ শোনা যায়। কংগজ বা প্রচারপত্র যাহাই হউক না কেন আৰ কালের দিনে একট জাতীয়তাবাদী না হইলে তা চলা শক্ত। সরকারকেও জনমতকে নিজের দিকে আনিটে इहेरन जातको। जाजीयशावामी इहेरजहे हहेरव--নিরপেক দেশহিতৈষী জাতীয়তাবাদী ভাবে সভ্য সরকারী পত্র যদি কিছু করা সম্ভব হয় তবে তাহা অচল হটবে না এবং ক্রমশঃ প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবে মনে হয়। এ বিষয়েও একটা স্থনির্দিষ্ট মতবার চ ই--সাময়িক ভাবে প্রয়েজন মত জনমতকে পদে লইবার জন্ত কাগজ বাহির করা বা পুস্তিকা প্রচার বরা ख्यु कार्यत्र कारवात्र माख महन हत्र। कात्र नद्रकार्द्रह শ্রেষ্ট প্রচার কার্য্য হইতে পারে তাহাদের কার্য্য দারা।
একটু দরা একটু মানবতা, জনসাধারণের নায়িত্ব সম্পন্ন
প্রতিনিধির উপর শাসন-দায়িত্ব অর্পণ করা এই সবের
দারা সরকারী ভাষপরায়ণতার কথা সব সংবাদপত্ত ও লোকের মুখে মুখে আপনা হইতেই সর্বত্ত বিভ্ত ইয়া পড়িতে পারে। বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম সকলকেই মানিয়া চলিতে হইবে। এই কথা বিশ্বত না হইলেই অনেক প্রশ্ন সহজ হইয়া আদিবে। সমস্থার জাটিলতা হ্রাস পাইবে।

#### সুচনা পর্ব্ব

কাল বৈশাখী আরম্ভ হইয়াছে। বাংলার চারিদিক হইতে ঝড়, বজ্রপাতের যে তাণ্ডব লীলার কথা শোনা যাইতেছে তাহাতে বর্ষ আরম্ভেই স্চনা বড় ভাল মনে হইতেছে না—ভগবান এই ত্রসময়ে আর ব্যেঝার উপর শাকের আঁটি না চাপাইয়া একটু করুণা নেত্রে চাহিয়া গেলেই মঞ্চল।

# ফরাসী প্রেসিডেন্টের হত্যা

ফরাসী প্রেসিডেন্ট মুসে ডুমার কোন রুষ আওতায়ীর
গুলিতে নিহত হইয়াছেন। মিশরের প্রধান মন্ত্রীকেও
হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। রাজনৈতক ক্ষেত্রে
একি ব্যাপার আরম্ভ হইল । জাপানেরও পাচ জন
বিখ্যাত লোক জনৈক কোরিয়াবানীর বোমার আঘাতে
শাহত ও নিহত। এই বি॰জ্জনক অবস্থা ১ইতে
মানব সমাজকে রক্ষা করিয়া জগতের মঙ্গলের জন্ম
মহাত্মা তাঁহার অহিংসার মন্ত্র দিয়াছেন। যে কোন
জাতিকেই আত্মরক্ষার জন্য ইহা গ্রহণ করিতে হইবে—
আজ না হয় নিকট ভবিষাতে।

# পারতে রবীদ্রনাথ

বিশক্ষি ব্ৰীক্ষনাথ ৭১ বংসর ব্যুদে বিশানবোগে পারতে গিয়া ভ্রথায় বিপুল রাজ্যনান ও পার্ভের আছি-থেয়তা উপভোল করিভেরেন। এবার কবি প্রাচ্যের বাণী প্রাচ্যকেই শুরাইতে গিরভেন। কবির খালা সমূল ইউক।

#### কংগ্রেস ও দেশ

দিলী কংগ্রেসের অধিবেশন হইল না। প**ণ্ডিড** मानवीय अधीयजी नाइफु छे न्या मिनिया এकটा अमस्य ঘটাইতে না পারিশেও কিছু একটা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে সরকার পক্ষ যে হাত দেখাইলেন ভাহাতে ইহাই অন্তনান হয় যে কংগ্রেসকে তাঁহারা বে-আইনী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা না করিলেও কংগ্রেস যতদিন না সরকার পক্ষের প্রস্তাবিত স**র্ত্তালিতে** সম্মতি প্রদান করিবেন, ততদিন তাহাদের দহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাথিতে প্রস্তুত নহেন। অচিরে**ই** অ**ডি**-নান্দের আয়ুদাল ফুরাইয়া আসিতেছে। জুলাই মাদে ভারতীয় আইন সভার একটি বিশেষ আধি-বেশন আহ্বান করিয়া উহার প্রমায় কাল বাডাইয়া লওয়া হইবে। কিন্তু ইহাও গুজৰ যে পূৰ্বোক্ত সংবাদ একবারেই ভিত্তিহীন। অভিনালের আযুদাল ফুরাইয়া গেলে সরকার পক্ষ কংগ্রেসের কার্য্যকারণ ও গতিবিধি বিশেষ ভাবে আকোচনা কার্যা সময় মত বিধান করি-আগামী দেপ্টেম্বর মাসে আবার নাকি গোল टिविल विश्वक वनान इटेंद्व। टेटा यीन मुख्य द्वा खर्ब कर्द्यम्यक अहे द्यान दहित्न देवहरू द्यान्नान कतिवात অব্দর প্রদান করা উচিত নয় কি ? প্রথম অধিবেশমে কংগ্ৰেদকে লওয়া হয় নাই বালয় ই দ্বিভায় বাবে গাছি-আরউইন প্যাক্ট করিতে ইইগাছিল। ব্যাপক**ভাবে** শাসনত স্ত্রর পরিবওন করিতে গেলে কংগ্রেসের সাহচ্চ্য कि विरमय প্রয়োজনীয় নহে ? याहाता व मर्क हास्त्र কংগ্রেদ ভারতীয় জনমতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান নছে, তাহারা ত একথা বলিতেই পারেন না যে আরে যে সমন্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে কংগ্রেসকে বাল দির। তাহাদের সমষ্টি ভারতের অনুমতের বৃত্তিক। মোটকথ। কংগ্রেদ সম্প্র ভারতের প্রতিষ্ঠান নয় বৃত্তিছা বাঁহারা কংগ্রেদকে ছোট করিতে চাহেন ভাঁহারা নিশ্চরই জানেন বে সারা ভারতে কংগ্রেস্ট এক্যাত্র জারুত প্রতিষ্ঠান। একথা আমরা অবশুই স্বীকার করি যে क्रस्थान व्यमकोति वा कृतिकोतित अर्किनिधि वनिया मात्री ক্রিলেঞ্জ, ভারাদের সহিত এখনও প্রথম তেমুন

ঘনিষ্ঠতাপত্তে আবন্ধ হইতে পারে নাই। অম্পৃগতা দ্র করিবার জন্ম কংগ্রেদ কতকটা চেষ্টা করিলেও, মাদ্রাজের জন-মাল জাতিগণ কংগ্রেদ হইতে এখনও পৃথক হই-য়াই আছে। কিন্তু উহা কংগ্রেদের পক্ষে খুব বিশেষ মারাত্মক নয়। কাঞ্জেই কংগ্রেদকে ছাটিয়া দিয়া যে-কোন শাদনভঞ্জের পরিবর্ত্তন হইবে এরপ মনে হয় না।

#### নানা সমস্তা

বাংলার নব-নিযুক্ত লাট মহোদয় বড়লাট সকাশে সিমলায় য তা। গিয়াছেন। তাঁহার যাতা করিবার কারণ लहेशा भारतानिक महत्ल (त्र शत्रम् । जित्र हिन्द । অনেকে অমুমান করিতেছেন যে বাংলার আইন-পরিষদের भागनकान वाफाइया त्रख्या इहेर्ड कि ना, माल्यनायिक সম্ভার কিরূপ স্থাধান করা হইবে এবং নৃতন ভারত শাসন আইন কথন পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যাইতে পারে, এই সমন্ত বিষয় লইয়াই নাকি তথায় বড়লাট মহোদরের সহিত বাংলার লাট মহোদয়ের কথাবার্তা হইটে। আইন-সভার প্রমায়্কাল বৃদ্ধি কারবার পক্ষে কতকগুলি যুক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও শাসন সংস্কার যদি অচিরেই প্রবর্ত্তি হয় তবে নৃতন নির্বাচন নিশ্চয়ই অবশ্বস্থাবী। তবে একথা সভ্য যে নৃতন শাসন সংস্থার व्यवर्त्तन कतिएक किছू विनष्ट इटेरवरे। व्यागाभी कून মানে ইংলভের মন্ত্রী সম্প্রধায় ইউরোপীয় রাজনীতি नहेशा वास थाकित्वन, त्कन ना এहे मभरत एंडात कर्ड़का প্রবর্ত্তি ঝণ অব্যাহতি সময়ের (Hoover's moratorium) अवनान घरित। जूनारे मान अरहे। वनकारत्रस्म অভিবাহিত হইবে। আগষ্ট মাস তাঁহাদের বিশ্রামের কাজেই সেপ্টেম্বরের পূর্বের ভারতবর্ধ সম্বন্ধে চিস্তা করিবার সময়ের অভাব। সেপ্টম্বরে অধিবেশন ৰসিলে, অক্টোবর ও নভেম্বর পর্যান্ত উহা চলিবে। এই ্রায়ার আমাদের মনে হয় ১৯৩০ সালের মার্চের পুর্বে कात्र नामन मध्कास (कान विनदे भानीयाले अन काष्प्रदे यागामा क्नारे করিতে পারা যাইবে না। মাস নাগাদ বিলটা পাশ হইলে ১৯৩৩ সা.ল নৃতন নিকাচন হইতে পারে। বর্তমান আইন পরিষদ যদি

ভালিয়া দিয়া আগামী নভেদরে নির্বাচন করা হয় জবে ঐ সভা মাত্র এক বংসর কাজ করিতে পারিবে। এক বংসরে কোন কাজই হয় না। সবচেটে বড় কথা যে প্রত্যেক নির্বাচনই ব্যয় পাপেক। দাক্রণ অর্থ সকটের দিনে মাত্র এক বংসরের জন্ম সভা হইবার মানসে কোন ভাল সদক্ষই এ সময় চেষ্টা করিবে না।

# বাংলায় যুক্ত-নিৰ্বাচন

সাম্প্রদায়িক সমস্থার অস্থাবধি কোন প্রকার মীমাংসাই হইল না। লোথিয়ান কমিটির রিপোর্ট শীঘ্র বাহির হইবার সম্ভাবনা। লোপিয়ান কমিটির সিদ্ধান্ত যাহাই হউব ना (कन हेर) व्हित्र (य वांश्लाय हिन्नू-मूमलमान ममलार কোন প্রকার সমাধান এখনও পর্যান্ত হয় নাই। এই দেদিনও বাংলার লাট মহোদয়কে অভিভাষণ প্রদান কালে বাংলার ছুইটি বিশিষ্ট মুসলমান প্রতিষ্ঠান অনেক গুলি বিশেষ রাজনৈতিক স্থবিধার দাবী পেশ করিয়াছেন লাট মংখাদয় তাঁহাদিপকে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতিই দিছে পারেন নাই। বাংলার বাহিরের হিন্দুগণ বাংলার স্বার্থের কথা বিশেষ করিয়া চিন্তা করেন না এ কথা সতা। বাংলায় মুদলমান জনসংখ্যা কয়েক লক্ষ অধিক এই অস্কুহাতে তাহারা বাংলার হিন্দুগণকে দাবাইয়া রাণিডে চাহেন। জয়েত ইলেকটরেট বা যুক্ত-নির্বাচন বাংশার বাহিরে যেখানে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য আছে সেখান ठाँहात्मत्र भक्त थुवहे ख्विधा जनक। किन्न वांश्नाम धन বৰ্দ্ধমান বিভাগ ও কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে সর্বত্তি मूत्रनमानत्तत त्रश्थाधिका। এই त्रश्थाधिकात कन वि ভাহা ড জেলা বোড গুলির নির্বাচনে আমরা বেশ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। মুসলমান-প্রধান <sup>কো</sup> গুলিতে কোন হিন্দুই সদস্তরপে প্রকাশ করিতে পারেন না। এখানে যুক্ত-নির্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পে: वाश्लात मर्क्क इश्एडरे मूम्लमान मन्छ्रभगरे निर्साणि दश्रवन, ७६ वर्षमान विज्ञात ७ क्निकाछा १**देए** मा हा শুটি কয়েক হিন্দু-সদত্ত নিৰ্বাচিত হইতে পাৰেবেন ৰণি। प्रशान कता थात्र। **এहेक्र** निर्माहत्तन करने किन मध्यमारमञ्जूषा काव कि जन्मनः विश्वित हरेला नी

ব্রুরের বাহিরে হিন্দু প্রধান প্রদেশ গুলিতে হিন্দু ভোটারের সংখ্যাধিক্যে হিন্দুই নির্মাচিত হইতে পারিলেও তথায় weitage वित्यम मूनलमान मुक्छ निर्वाहरनत करल কৃতকগুলি মুসলমান সদস্ত ও নির্বাচিত হইবেন। মোটের উপর মনে হয় যুক্ত নির্বাচন প্রথ। প্রবর্তিত করিলে অন্যান্ত श्राम श्रीनंत्र विरमय स्वितिश इटेरल वाश्लात हिन्तुगन একেবারেই সকল প্রকার রাজনৈতিক সমন্ধ চ্যত হইয়া প্ডিবেন। এই জন্মই মনে হয় কিছুদিন Joint electorate with reservation of seats অর্থাৎ যক্ত-নির্বাচন প্রণালীর সহিত সম্প্রদায় বিশেবের জন্ম আসন নির্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত। এরপ করিলে জ্যেন্ট নির্বাচনের যাহা গুণ অর্থাৎ কোন দলেরই গোঁডার। নির্বাচিত হইতে পারিবেন না কিন্তু সম্প্রদায় विश्लास्त्र ज्ञ जामन निक्षिष्ठ थाकित्ल, मकल श्रकांत्र স্বার্থের সমন্বয় ও সংঘটিত হয়। বাংলার নেতৃগণ গতামু-গতিকের ভাগ অভাভ প্রদেশবাদীদের সহিত গলা না মিশাইয়া এই বিষয়টি একটু চিন্তা করিবেন কি ?

# অর্থসঙ্কট

মধ্য ইউরোপে ও নৃতন প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সমূহে ভীষণ ভাবে অর্থক্সক্ততা দেখা দিয়াছে। এরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে। গত মহাযুদ্ধের পর অদ্ভীয়া হাঙ্গেরী শামাজ্যকে ভাকিয়া তিনটা কুত্র কুত্র রাজ্যে পরিণত করা হয়। জেকো শ্লাভোকিয়া, হাঙ্গেরী ও অখ্রীয়া এই রাজ্য তিনটি গঠিত হইলে কোন প্রকার অর্থ-নৈতিক সম্প্রার নিকে নজর রাথা হয় নাই। গ্রীক প্রাচীন হেলিনিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্টিত করিতে গিয়া কামালপাশার নিকট মার খাইয়া পিছাইয়া আছে। বুলগেরিয়া জার্মানির পক সমর্থন করিয়াছিল বলিয়া মি**ত্রশ**ক্তি তাহা-দিগকে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠিত পোলাও রাশিয়া, অপ্রিয়া ও জার্মানি হইতে বিচ্চিত্ৰ চইয়া আৰু অবধি তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্ঞা প্রতিষ্টিত করিয়। উঠিতে পারিল না। রাশিয়াকে ইউরোপ রবিণ্ডভে পরিণত করিরা দেশবার যে সমস্ত ৰদকান বাজাত ভাচার সহিত বাবদা-বাণিকা প্ৰে

আবদ্ধ ছিল তাহাদের ভীষণ অর্থ-বিপ্লব ঘটিয়াছে। বল-গেরিয়াত স্পাইই বলিতেছে যে তাহার। সমর ঋণ বহন করিতে পারিতেছে না। জার্মানি প্রাণপণে যদ্ধের সর্ত্তঞ্জলি পালন করিয়া আসিলেও উহা যে তাহার পক্ষে ভীষণ মারাত্মক হট্যা উঠিয়াছে—তাহা সে প্রকাশ্রেই ছোষণা করিয়াছে। আমেরিকার প্রধান প্রধান বাবদায়ীগণও ভাবিতেচেন যে অধমর্ণ দেশগুলিকে ঋণ হইতে অব্যাহতি প্রদান না করিলে পৃথিবীর বাজারে তাহাদের মাল-বিক্রয়ের কোন স্থবিধাই হইবে না। এই মতেরই কতকটা প্রতিধনি করিয়া ইংরাজ্ঞগণৰ বলিতেছেন সমর-ঋণের উপর যবনিকা টান্মা দেওয়ায় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্স কিন্তু এই প্রস্তাবে যোগদান করিতে পারিতেছে না। কেন না সমর-ঋণের সাহায্যেই আজ ফ্রান্স তাহার উত্তর-পশ্চিম-প্রব্ধ সীমাস্ত স্থান্ত করিয়া লইয়াছে। তাহার ব্যাঙ্কে স্থর্নের প্রাচর্য্য ঘটিয়াছে। তবে তাহার বাবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এখনও মন্দা।

# অভীয়ো সন্মিলনী

এতদিনে দেখিতেছি রাজনৈতিকগণের চৈত্তোদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা দমন্ত কার্যা স্থগিত রাথিয়া আগামী জুলাই মাদে কানাডার রাজধানী অটোয়া নগরীতে ইকন্মিক কন্ফারেন্স বসাইতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেকটা স্বার্থসিদ্ধি হইবে। গত নেপ্লিয়ন যুদ্ধের অব-সান ঘটিলে একা ইংলওই তাহার বিপুল অর্থ ও কল-কজার সাহায্যে বিপুল পরিমাণ পণ্য প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর তাবৎ দেশের বাজারগুলিই দখল করিয়া বসে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অন্য জাতিগুলির মধ্যে দেশাত্ম-বোধ ফিরিতে থাকে। জার্মাণ অর্থবিৎ পণ্ডিত ভাকার ফেডারিক লিষ্ট বিজ্ঞান সন্মত প্রোটেক্শন ( Protection ) প্রথা চালাইলে, প্রত্যেক দেশ ভাহাদের প্রয়োজন মত শিল্প প্রস্তুত করিতে থাকে। গত মহাযুদ্ধের সময় আর্মাণ সাব-মেরিণ সকল প্রকার সামুদ্রিক বাবসা বিপদসমূল করিয়া তুলিলে, প্রত্যেক দেশ শিল-वानित्का च च टाधान इडेवान मानत्त्र वित्नव

উম্মোগ ক্লক করিয়া দেয়, তাহারই ফলে জগতের ইতিহাস হইতে আজ সামুদ্রিক ব্যবসা উঠিয়া ঘাইতে বসিয়াছে। ব্রিটাশ সামাজ্যের তাবং অংশ যদি এক বিবাট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসিয়া প্রস্পার প্রস্পরের স্বার্থের বলিদান দিয়া প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে জাপটাইয়া ধরে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এক নৃতন আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এই অধিবেশনে ভারতকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ভারত ইংরাজের অধিকত দেশ তাই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্ম যে সমস্ত সভা নির্বাচিত হইয়াছেন छौहात्रा मकत्वरे मत्रकांत्र कर्ड्क मत्नानी छ टरेग्नार्ट्न। সিভিলিয়ান ধুরন্দর স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই দলের নেতা হইবেন। স্যার স্কুরাম চেটী, পদ্মরাজ জিন ওয়ালা, শেঠ হাজী আবত্রলা হারুণ, সাহিবজালা আবতুল সামাদ ধান ও স্যায় জব্জ রেনী षातीया कमकारतन छातरखत शक शहरख यांगनाम কবিবার জন্ম নির্বাচিত হইয়াছেন। ভারতীয় বণিক সক্তম সভা তালিকার নাম গুলি লইয়া ভীষণ ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। সরকার বলা হইয়াছে যে ভারতের বিভিন্ন স্বার্থের দিকে বিশেষ নজৰ বাখিয়া সেই স্বার্থ সমন্বয় করিবার জন্মই উক্ত ভদ্রলোকদের মনোনীত করা হইয়াছে। ভারতীয় হণিক সভ। বলেন যে তাঁহারা ভারতের কোন স্বার্থ বা দলেরই প্রতিনিধি নহেন, সরকার হইতে নির্বাচিত হইগা তাঁহার। সরকারের স্বার্থ রক্ষ। করিবার 🐲 বান্ত থাকিবেন। স্বতরাং এইরূপ সভ্য পাঠাইবার কি প্রয়োজন ছিল ? ইহা ব্যতীত তাঁহারা আর একটি সারগর্ভ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতের বহিবাণিজা ইংলত্তেতর দেশ ঞ্চলর সহিত উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইডেছে স্থতরাং এ ক্ষেত্রে জোর করিয়া ভারতকে ইংলও ও তাহার উপ্রিবেশ গুলির সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলে ভারতের विरंगर का इरेटा। यह क्यांने इंकि-फ़र्ट्स भून इहेरल अभागता अधु अहे कथा तनि य ভারতকে ইংলভের সহিত রাজনৈতিক হতে একত

সংবন্ধ থাকিতে হইবেই, স্বতরাং ঐ সমন্ধটা মাহাতে উভয় জাতির পক্ষেই আর্থিক ক্ষতিকর নাহ্য সেই রূপ কোন গবেষণা আটোমাতে হইলে ক্ষতি কি?

মিং বলডুইন এই কনফারেন্স সম্বন্ধে বেশ একটা সভ্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে অটোয়া সমস্ত ব্রিটাশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত। অটোয়া শহরটী ইংরাজ জাতির বাদের বিশেষ উপযোগী। উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অভ্যস্ত মনোমুগ্ধকর। এখন দেখা বাক যে যাহারা ইংরাজ জাতির রক্ত হইতে উৎপন্ন তাহারা ইংলণ্ডের সহিত এক অর্থনৈতিক হত্তে অবদ্ধ হইয়া পরস্পার পরস্পারের সার্থ-উন্নতি করিতে সম্বন্ধ পরায়ণ কিনা। এই কনফারেন্স যদি ব্যর্থ হয় এবং ইহাই যদি প্রমাণ হয় যে ইংলণ্ডের উপনিবেশ গুলি তাহার সহিত অর্থনৈতিক হত্তেও আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক নয়, তথন ইংরাজ জাতি জন্মের মত ভাহাদের সাহত সমস্ত আত্মীয়তা ভূলিয়া পূর্ব্ব-ইউরোপের জাতিগুলির সহিত সথ্যুক্তে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবে। কথাটা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়।

## আমেরিকায় ছেলে এরার ভয়

আমেরিকায় ছেলে-ধরার ভয় দেখা দিয়াছে। সেথানকার গুণ্ডারা কতকগুলি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাম্ব ও ধনী বংশজাত শিশু অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিতেছে। তাহার পর তাহাদের অভিভাবকদের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ গ্রহণ করিয়া আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহা দমন করিবার জন্ত বিশেষ আইন না থাকায় সকলেই বিশেষ চিস্কিত হইয়া পড়িতেছেন।

#### প্ৰেক্ততন্ত্ৰ

Psychic Knowledge বা প্রেডতত্ব আরু ইউরোপের
একটা বিশেব সম্পত্তি হইয়া পাড়াইয়াছে। বিশ্বংসর
পূর্বেও যাহারা দকল প্রকার ভূতে অন্ধ্রিশাস
ক্রিড তাহারই আরু উহাতে বিশেষ ভাজিমান হুইয়া
উঠিয়াছে। বিংশ শক্তাজীর প্রারজে স্যার জ্বিভার
ক্রি, কর্ণেন অন্ধর্কট ও ম্যাডাম রাজারি ইইবার্কা

প্রতত্ত্ব চর্চা স্কল্প করেন। এখন তথার অনেক নরনারীই এই বিভায় বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন।
সম্প্রতি শুনা ষাইতেছে যে বিচারকালীন কোন
ভদ্রমহিলার মধ্যে প্রেতের আবির্জাব হওয়ার তিনি
অক্সান হইয়া পড়িয়া মান। হাকিম না কি ইহাতে
বিখাস করেন নাই, এই জন্য ভিনি তাঁহার কার্যা
পূর্মাবৎ চলাইয়া যান। ইউরোপের এইরূপ মতাস্কর
ঘটিল কেন? আমাদের দেশে সাম, ঋক ও যজুবেদি
লিখিত হইবার পর অথব বেদ লিখিত হয়।
আমাদের মনে হয় মানবের এখর্যা লাভ ঘটলেই
উহাতে মমতা জন্মায়, তখন পরকাল ও আত্মার
উপর বিশাস আসিয়া দাঁড়ায়। সকল দিকে প্রতিষ্ঠা
লাভ করিয়া ইউরোপ এখন ভৃত্তের ভয় দেখিবে এবং
আ্মায় বিশাসবান হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

#### বলশেভিজয়

বলশিভিজম কি এবং অর্থ কি অনেকেই জানিতে চাহেন। বলশেভিক একটা রাশিয়ান শব্দ উহার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই বিপরীত অর্থ ব্যঞ্জক শব্দ মম-শেভিক। বলশেভিকগণ মহাযুদ্ধের পর **জা**রের ধ্বংস করিয়া গণতম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। কল-কারখানা রাজ্যের অন্তভুক্ত করিয়া লইয়া সমগ্র দেশের মধ্য হইতে ধনী সম্প্রদায়কে নির্বাসিত করিতে চাহিয়া-ছিল। কিন্তু অচিরেই তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া বণিকগণকে জমশঃ তাহাদের সম্ভ ও অধিকার ফিরাইয়া দিভেছে। Five year plan নামক একটা project লইয়া ভাহারা প্রাণপাত করিভেছে। ১৯৩৪ गाल এই প্লানের মেয়াদ ফুরাইবে। এই প্লান অহুষারী কাৰ্য্য হটলে না কি সমন্ত রাশিয়ায় অন-সাধারণ সমান ভাবে সমস্ত স্থা-স্বাচ্ছালের অধিকারী হইয়া উঠিবে। বর্তমানে রাশিয়াকে ঘাহারা ভগবান বিবেষী বলিয়া যোষণা করেন, ভাহারা খানিকটা সভ্য প্রকাশ করিয়া আরের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইয়া যধন দেশের ধর্ম-যাজকগণ সম্রাটেরই ম্প্রস্থার ভাষারা ভাষাদের বিরুদ্ধে দুঙার্মান হয়। তাহার পর কোন প্রকার ধর্ম মানিয়া লইতে সেলেই शिलाहे वाक्ति विद्रमस्यत श्रीवां योकांत कतिए हरेर्द বলিয়া ভাহারা Reason বা বিবেচনা বুদ্ধিকেই প্রাধান্ত দিলাছেন।

#### খেলার মাঠে ষ্টাডিরাম

কলিকাতা সহরে সারা বৎসর ধরিয়াই নানাপ্রকার বেলাধূলা হইয়া থাকে। এই সমস্ত বেলাধূলা দেখিবার জন্ত বিস্তঃ দর্শকের সমাবেশ হইয়া থাকে। এক ফুটবলের সময়ই এমন অনেকদিন যায় যেদিন প্রায় লক্ষাধিক দর্শকের সমাবেশ হয়। কিন্তু বড়ই ছু:থের বিষয় আজ মবধি কলিকাতায় কোন stadium বা দর্শক-মগুলীর দণ্ডায়মান হইয়া থেলা দেখিবার ছাওনী তৈয়ারী হইল না। টারফ্ ক্লাবের ছাওনীর মত একটী ছাওনী থাকিলে অনেকেই প্রকাহে টিকিট থরিদ করিয়া রাথিয়া প্রয়োজনমত উক্তর্গলে যাইতে পারেন। দিলীতে শুনা যাইতেছে—একটী stadium নির্শিত হইবে। কলিকাতায় কি এইরূপ একটী stadium নির্শিত হইবে। কলিকাতায়

#### (AO)

সন্ধার পর শ্রহারা বেতারের আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন তাঁহারা শুনিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন যে কলিকাতার নেতার-সম্ম রহিয়া গেল। তবে উহার আয় ও বায় প্রায়ই সমান। বেতারের সদক্ষ সংখ্যা নাকি ৫০০০ এবং গড়পড়ভা৮ টাকা হিসাবে আর্থ সংগৃহীত হইলে বার্ষিক আয় ৪০,০০০ টাকা হয়। কাইম্ ডিউটা বাবদ বেতার সংক্রমকে সরকার পক্ষ ৪০,০০০ টাকা বার্ষিক দেন। মোট আয় ৮০,০০০। উহার ধরচাও নাকি ঐ টাকাই। বেতারের অধ্যক্ষগণের উচিত বাংলার প্রীগুলিতে কোন প্রকার কার্য হয় করা। বাংলার প্রীগুলিতে কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা নাই। সেধানে বেতার আমোদের প্রভিটা করিতে পারিলে বেতারের আর্থিক কই দ্র হয় এবং প্রীগুলিরও উপকার করা হয়।

#### মিশ্রীয় সভাতা

মেসোপটামিয়ার কিথ নামক একটা নৃতন সহর আবিষ্কৃত ইইয়াছে। সহরটা নাকি থৃষ্ট পূর্বে ৩০০০ বংসর প্রেই ছাপিত হইয়াছিল। প্রস্কৃতত্ববিং পণ্ডিতগণ বিষয়টী লইয়া প্রেবণা ক্রিভেছেন। মেসোপটামিয়া পুরই

প্রাচীন ভূষ্প । পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা বায় যে মানবের আদিম জন্মভূমি লইয়া বিশেষ মতান্তর থাকিলেও মিশরনদীর উপকূলে, টাইগ্রেস ইউফ্রেজ নদী ছয়ের তীরে ও গলার ত্ই ধারে যে তিনটি জন সভ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারাই প্রাচীন মিশরীর, চালভিয়ান ও ভারতীয় আর্য্যংশ। মেনোপটামিয়ার চ্যালভিয়া রাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত ইলে ব্যাবিলোনিয়া ও তাহার পর আমেরিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে বিখাস করেন যে জ্যোতিষ শাজ্যের জন্ম হয় এই চ্যালভিয়া রাজ্য হইতেই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাবুফ্যাভনেদার ও আফ্র বাণী পাল এই অধনেরই রাজা ছিলেন।

#### প্রদেশ বিভেন্

এডেন বোদ্বাই প্রদেশের অংশভুক্ত ইইয়াই শাসিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে এডেনকে সিংহলের স্থায় একটা স্বতন্ত্র কলোণী রাজ্যে পরিশত করা হইবে। বোদ্বাই প্রদেশচ্যুত হইলে এডেন কি ধন-ধাস্থে পূর্ব ইয়া উঠিবে ? আসল কথা এই যে ইংরাজ ব্যবসামীরা ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যে আর বিশেষ স্থবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কাজেই এডেন বা ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন করিয়া লইতে পারিলে তাঁহাদের বিশেষ স্থবিধাই হয়। এই জন্মই ইংরাজ সরকারকে তাঁহারা এডেন ও ব্রহ্মকে স্বতন্ধ করিয়া লইবার জন্ম উত্তেজিত কবিতেছেন।

#### ভাষাগত প্রদেশ বিভাগ

ভারতের প্রদেশগুলি সংগঠিত হইবার সময় ভাষার দিকে নজর না রাখিলেও অনেকস্থলে ভাষার জক্তই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রা দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়মের ব্যক্তিকম ঘটয়াছিল শুধু উড়িয়ার বেলায়। এই প্রদেশের গঞ্জাম প্রভৃতি থানিকটা অংশ মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত, কটক ইত্যাদি কিছু বেহারের মধ্যে এবং থানিকটা বাংলার মধ্যেও রাথা হয়। এথন শুনা ষাইতেছে মথন ন্তন শাসন-তন্ত্র প্রবর্তিত হইবে তথন উড়িয়্যাকে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার জন্ত বাংলা হইতে সমস্ত মেদিনীপুর জেলাটীকে কর্ত্তন করিয়া লইয়া উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা হইলে নুতন বিধানে

বাংলা দেশকে ত্রিধা বিভক্ত করা হইবে। বাংলার মানভূম জেলাকে বেহারের মধ্যে রাথিয়া. মেদিনীপুরকে উভিষ্যার মধ্যে চুকাইয়া দিয়া, বাংলারই যে গুধু সর্বানাশ হইবে তাহা নয়, বাংলার হিন্দুগণ চিরকালের জন্ত মুসলমানগণের নিকট সংজ্ঞালিও জ্ঞাতি হিসাবে রহিয়া ঘাইবে। একমাত্র ভাষাই যদি প্রদেশের সীমানা নির্দেশক হর তবে বাংলার সমস্ত জেলাগুলি একত্রিত করিয়া প্রকৃত বাংলা গঠনা করা কেন না হইবে ?

## ইন্সিরিয়াল লাইভেরী

লর্ড কার্জনের একটা বিশেষ কীর্ত্তি ইম্পিরিয়াল লাইরেরী। সম্প্রতি এই লাইরেরীর কতকটা বামভার দিল্লী হইতে প্রদত্ত হইলেও ইহার স্থবিধা কলিকাভার যথন ভারত-সরকারের রাজধানী ছিল তথন ভারত-সরকারে এই পুস্তকালয়ের জন্ম আমানবদনে অর্থ-বায় করিতেন। রাজধানী দিল্লীতে স্থানাস্তরিত হওয়ার পর ইহাকে আনেকটা প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরায়, সম্প্রতি ইহার অর্থকপ্র দেখা দিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আমা ৮১,০০০ টাকা। উক্ত আম্বের সহিত সামঞ্জন্ম করিবার জন্ম উহার বায় প্রির করা হইয়াছে ৭৬,৫০০ টাকা। এত বড় এফটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই আমা ও বাংলার জনসাধারণের এই বিষয় মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়েজন।

## সরকারের শৈল বিহার ও ষ্টেটসম্যান

महर्याशी (हें हे भगान मतकात भरकत देशन-याजा नहें बा একটু ঠাট্ট। করিয়াছেন। এই দারুণ অর্থ-সন্ধটের দিনে যথন স্ব্ৰেত্ৰই অৰ্থ সংখাচ করা হইতেছে তথ্ন এই অতিরিক্ত আরামের জন্ম অতিরিক্ত ব্যয় কেন? সং-যোগী বলেন সভদাগর সাহেবদের বাষিক আয় অনেক দিভিলিয়ান শাসকদের অপেক্ষা ঘথেট্টই অধিক ত্র সওদাগরী সাহেবগণ যে আরাম উপভোগ না করিয়া কার্য্য চালাইতে পারেন তাঁহাদের অপেক্ষা অল ধনী সিভি-লিয়ান শাস্কগণ তাহা না পারিবেনই বা কেন ! সরকার পক্ষ হইতে সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে এই শৈল-বিহারের ব্যয় ষ্পেষ্টই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে,ভত্তাচ যেটকু আছে তাহাই বা না কমিবে কেন? সহযোগীৰ এ গাত্রদাহ—সওদারগর প্রীতি ও সিভিয়ানদের আরাম বিষেষ দেখিয়া একটু বিশ্বন্ন জাগে। সওদাগর সাহেবেরাই অবশ্র বিজ্ঞাপন মান্নফতে টেটসম্যানের সম্পদ্মবৃদ্ধি সহায়তা করেন একথাও মনে হয়।



''মাতৃস্লেহ"

লক্ষীবিলাস প্রেস লিঃ



# সভীশাদক্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৬ষ্ঠ বর্ষ

# আষাতৃ-১৩৩৯

৩য় সংখ্যা

সু

খ

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ত্যু

থ

তা হোলে এই স্থ-ছ:থের, এই তারতম্যের কারণ কি ?

সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতিসংযোগাৎ। আবার ঘ্চাং-মচাং আরম্ভ কোব্লে। না ডাড়িয়ে ছাড়বে না বল।

ভবে একটা গল্প বলি, শোন।

বল ৷

ভগবান ঈশা একদিন তাঁর শিষ্যদের সংক্র কোথায় বাচ্ছিলেন। পথে দেখ্লেন, কোন লোক ছ্রারোগ্য বোগে ভ্গছে। একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা কোর্লেন, প্রভু, এ এত ছ্ঃধ ভোগ কোর্ছে কেন—এ নিজে পাপ কোরেছে না এর বাবা ভগবান উত্তর কোর্লেন, এ-ও পাপ করেনি এর বাবাও পাপ করেনি। তবে ? ছনিয়াতে যে আদে স্থ-ছঃথ ভোগ কোবতে দে বাধ্য, কারণ, ছনিয়া স্থ-ছঃথে ভরা।

এক পাও এঞ্জাম বোলে ত মনে হচ্ছে না। বেহেতু
আমি ছংগ ভোগ কোণ্ছি, অতএব আমি ছংগ ভোগ
কোন্ছি—দেই একই কথা কি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা
ছোল না ভিন্টেই শোও আর পার্টেই শোও দেই
পায়ের দিকেই পাশ্তলা রোয়ে গেল।

তাই। তার চেয়ে বেশী কিছু বল্বার নেই।

কেন ? জন্মান্তর মান্লে কি এ সমস্তার মীমাংসা হয় না ?

বুঝ্তে পারলাম না।

তৃমি কি জন্মান্তর চাও না ?

জন্মান্তর মান্তে আমার স্থাপতি নেই। কিন্তু তাতে বর্তমান সমস্থার কি কোরে মীমাংসা হয় বৃঝ্তে পার্লাম না।

আমাদের স্থ-১:থের কারণ আমাদের পূর্বজনারত ধর্ম বা অধর্ম – এ কথা মান্লে কি আমাদের sense of justice চরিতার্থ হয় না ?

তা হোতে পারে, কিছু তাতে ধর্মকে অত্যস্ত থেলো করা হয়।

क् कारत?

টাকাকড়ি, ঘরনাড়ী, গাড়ীঘোড়া, নাম যশ ইত্যাদি
যাকে তুমি স্থা বোল্ছো, তাই হোমে দাঁড়ায় মানব
জীবনের চরম লক্ষ্য summum bonum—and-initself আর ধর্মটা উপলক্ষ্য মাত্র—means to an end ।
ধর্মের এর চেয়ে থেলে। ধারনা আর কিছু হোতে পারে
না। তার চেয়ে অধর্ম ভাল।

তবে তুমি জনাস্তর মান কেন ?

নিরবচ্ছিন্নতা প্রকৃতির নিয়ম, মানবজীবন সম্বন্ধে তার ব্যতিক্রমের কোন কারণই খুঁজে পাই না, তাই।

তা হোলে ধর্মের কি কোন পুরস্কার নেই ৽

আছে—itself 1

তার মানে ?

Virtue is its own reward—যা কিছু চরম, তারপর—further than that—আর কিছু থাক্তে

তা হোলে হ্রথ-তুঃথ কি mere accident—আমাদের কার্য্যকলাপের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই ?

ব্যক্তিগত ভাবে তাই। কিন্তু স্ষ্টির স্বটুকু একসঙ্গে ধারণা কোর্তে পার্নে তথন আর accident থাকে না, একটা কার্য্যকারণসম্পর্ক বেশ বুঝ্যতে পারা যায়।

কি রকম ?

মানব সমাজ যে পরিমাণে ধার্ম্মিক সেই পরিমাণে স্থী এবং vice versa, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে এ কথা এ ভাবে থাটে না।

তাতে কোরে ব্যক্তিগত মানবের উপর কি অবিচার করা হয় নি ?

না। তানা হোলে হোতো।

কেন ?

সে কথা ত আর একদিন বোলেছিলাম। এ জসং
জগদীখরের প্রেমের রাজ্য, তাই আমার স্থ্য তোমার
উপর নির্ভির করে, তোমার হঃথ আমার কর্মাধীন।
না হোলে এ জগৎ বেণের রাজ্যে পরিণত হোজো, লাভলোকসানটাই হোতো চরম লক্ষ্য, ইহ এবং পরজ।
আমরা নিজেদের কর্মের দোবে জগৎটাকে কভকটা তাই
কোরে তুলেছি—what man had made of man 1

তার মানে ?

টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে যেমন মারামারি, কাটাকাটি, মামলা মোকদ্বমা হয়, একজন আর একজনের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে না হয় ঠিকিয়ে নিচ্ছে, কোথাও বা বাহবলের কোথাও বা বৃদ্ধির লড়াই চলেছে, হয়ত ধর্ম নিয়েও তাই হোতো। একজন আর একজনকে ঠিকিয়ে বা মেরে-ধোরে একট্ঝানি ধর্ম কোরে নিত, থানিকটা স্থধ তার আট্রেক বাঁধা থাক্তো। তাকে কি তৃমি ধর্ম বোল্তে চাও ?

অবশ্ব না। কিন্তু এটা ত ধর্মের destructive side, এর একটা constructive side কি নেই ?

আছে। যথন আমরা বৃঝ্তে পারি যে, জগতের স্থেবই আমার স্থা, জগতের তৃঃথে আমারও তৃঃথ এবং সেইমত কাজ করি অর্থাৎ সকলের স্থাবৃদ্ধির ও তৃঃখ নিবারণের চেষ্টা করি, তথনই আমরা যথার্থ ধর্মের এবং স্থের পথে অগ্রসর হই।

তা হোলে ধর্মের মাপকাটি হব না হ্বথের মাপকাট ধর্ম ?

ধর্ম্মের মাপকাটি ধর্ম আগেই বোলেছি। আর স্থান্ত যদি যথার্থ স্থা হয় তার মাপকাটিও স্থা ছাড়া আর কিছু হোতে পারে না। বাবার উপর যতক্ষণ বাবা থাকে ততক্ষণ আমরা চরম বাবাকে পাই না।

তা হোলে চরম লক্ষা এক নয়, ছই বা বহু—ধর্ম, স্বধ, ইত্যাদি—তাই কি ?

ना, हत्रस इहे मिल्न शिष्ट ।

অর্থাৎ 🕈

भर्षारे ऋथ, ऋथरे धर्म।

তার প্রমাণ ?

অধপন্থীর কাছেও অধের পরিমাণ্ট যথেষ্ট নয়। তাঁকেও অধের qualityর কথা বোলতে হোয়েছে। ধর্মছাড়া আর কোনও কষ্টিপাধরের সাহায্যে এই quality নিরূপণ করা যায় কি?

বেশ। কিন্তু স্থকে যদি ধর্মই বলা হয়, তা হোলে কি কণাটার মানে বদলে যায় না? আমরা সাধারণত 'স্থ'কথাটা যে অর্থে প্রয়োগ করি, সে অর্থ কি বছার থাকে? না, তা থাকে না।

মুত্রাং ?

স্তরাং আমরা ধাকে স্থধ বলি তা হয়ত স্থথ নয়। কেবল কথার মার পাঁচাচ কোরে বোঝাতে চাও যে, সাদা সাদা নয়, কাল। আমরা কি তাই বিখাস কোর্বো না নিজের চোথ ছুটোকে বিখাস কোর্বো ?

নিজের চোথকেই অবশ্য বিশ্বাস কোরতে হবে।
তা হোলে যাকে স্থ বলি, তাকেই সুথ বোল্বো।
হচ্চদে।

কিন্ধ—

আবার কিন্ত কি ? নিজের চোথকে পর্যান্ত সন্দেহ কোরছো নাকি ?

ঠিক সন্দেহ কোর্ছি না। তবে চোধ্ছটোও যে মাঝে মাঝে ঠকায়, তাও অবিখাস করি না।

তা হোলেই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের চর্ম্মচক্ষু ব। চর্মশ্রোত final arbiter নয়। ওগুলো কেবল আমাদের প্রপারাগত অভ্যাস মাত্র।

তুমি কি বোলতে চাও, এই অভ্যাস "can teach the eyes to hear or the ears to see or the hyena to have a conscience?"

হাঁ। তার প্রমাণ সর্প ক্ষক্ষিশ্রবা। তা হোলে final authority কে ? চকুর চকু, শ্রোতের শ্রোত ।

সাদা বাংলায় ?

য়: পশ্চিস পশ্চি। Reason's ear—He that hath hear, let him hear.

কিন্তু আমরা যাকে স্থপ বলি অর্থাং প্রিয়-সংযোগ এবং অপ্রিয়-বিয়োগ যে স্থপ নয়, এ কথা মনে করবার কারণ কি ?

নিজের বাইরে যদি স্থপ খুঁজি, স্থের বদলে তদিপরীত পাবার**ই বেশী সম্ভাবনা**—

কেন ?

য। আমার নয় তাকে আমার কোর্ব কি কোরে? प<sup>3</sup>নাক্রমে আজ আমার হোলেও কাল যে আমার ধাক্বে তার নিশ্চয়তা কি ?

তা হোলে ?

আত্মোণলনি ছাড়া স্থ নেই। আত্মোণলনিই স্থ, স্তরাং ধর্মই স্থ।

অর্থাৎ কেবল হাম-আর-হাম। সবই আপ্কা ওয়ান্তে। অথচ বোললে, আমার স্থপ-ছঃথ তোমার কর্মাধীন, জগতের স্থথ-ছঃথের সঙ্গে আমার স্থপ ছঃথ জড়িত।

তাই। সেইধানেই ত উপলব্ধি। হাম্-আর-হাম্ আপ্কা-ওয়ান্তে ত উপলব্ধি নয়, উপলব্ধির অভাব।

ঠিক ব্রতে পারলাম না।

মনে কর, তুমি হেঁটে অন্ছো। তোমার যদি
মোটরে আস্তে ইচ্ছা করে অপচ ট্যাকে মোটে
পাচটি প্রদা পাকে, তা হোলে তোমার সে ইচ্ছা
পূর্ব হবে না। হেঁটে আসার কই, তার উপর অপূর্ব
ইচ্ছার কই। যদি বাদে বা ট্রামে আসতে চাও তা
হোলে তোমার ইচ্ছা হয়ত অপূর্ব পাকে না। কিন্তু
ঐ পাচটি প্রসাও যদি গাঁটকাটা কেড়ে নিয়ে থাকে
তথন ত হেঁটে আসা ছাড়া গত্যস্তর পাকে না।
হাঁটিটা আমার নিজন্ম, আমি যদি ইচ্ছে করে না
হারাই, সে শক্তি কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে
নিতে পারে না। কিন্তু মোটর বা ট্রাম আমার নিজন্ম
নয়, মোটরে বা ট্রামে চোড়তে রেস্ত চাই, সে রেন্তু
আমার পাকভেও পারে, না পাকতেওপারে। স্তরাং
ও-সব কামনা করা মানে হংধ বরণ করা।

তা হোলে কামনা ত্যাগ করাই ধর্ম, তাই কি স্থপ ?

এটা কি নৃতন কথা ? ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্।

কিন্তু কামনা ছাড়া কর্মও সম্ভব নয়। তা হোলে ঠুঁটো জগলাথই কি সব চেয়ে বড় আদর্শ ?

জগন্ধাথের ঠুটো হওয়া সাজে, কারণ তাঁর অসংখ্য হাত-পা আমরা আছি। তিনি না কোর্লেও করান, আমানের করাই ভার করা—নিমিত্ত মাত্রং ভব স্থ্য-সাচিন্। কিন্তু আমাদের পকে ঠুটো হোয়ে কর্মত্যাগ করা মোটেই সম্ভব নয়। আর কর্মত্যাগ কোর্তে তিনিও বলেন নি, আমিও বল্ছি না।

ভবে 🕈

যন্ত্রকর্মফ দত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।

খুরে ঘিরে সেই একই কথা দাঁড়াল। কর্মফল-ভ্যাপ করা মানেই কামনা ত্যাগ করা। কিন্তু নিজাম কর্ম কি সন্তব, দেটা কি Psychological impossibility নয় ? Kant এর categorical imperative কি জগৎ গ্রহণ করতে পেরেছে ?

না। তার কারণ তিনি গ্রহণ করাতে পারেন নি। ফলাকাজ্জা ত্যাগ করা মানে আকাজ্জার বর্জ্জন নয়, তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ তৎ কুফ্স মদর্পণম্।

Fine! জ্বলের মত সরল! কামনা ত্যাগ না ব্ঝলে
ব্ঝতে চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ
এখানে কল্পনাও বোধ হয় হার মানে। কোথায়
ঈশ্বর আর কোথায় আমার কামনা ? ক স্থ্য প্রভবো
বংশা, ক চাল বিষয়া মতিঃ!

কোথায় ঈশর মনে কোরলেই যত গণ্ডগোল, কিন্তু তিনি বিশ্বময় এ কথা ধারণ। কোর্তে পার্লে আর গোল থাকে না।

কিছু না, সব চ্যাপ ্টা হোমে যায়। কোরে যেও। আর তা যাদ বিশ্বময়ে কর্মফল অর্পণ করা মানে বিশ্বের হিতার্থে আমার হু-গালে হুই চড় মেরো।

কর্ম করা। তাতে বে আমারও হিত হবে না, এমন নয়, কারণ আমিত বিশ্বছাড়া নই। তাই বোল্ছিলাম, জগতের ত্মুপ তৃংথের সঙ্গে আমার স্থপ ছংথ জড়ান। তথু তাই নয়, জগতের স্থপ তৃংধ। যেমন আমার কর্মাধীন, আমার স্থপ-তৃংথও তেমনি অপরের কর্মাধীন।

বিখের হিতার্থে কর্ম করা মানে ? কথাটা একটু বেশী tall হোয়ে যাচ্ছে না কি ?

একটুও না। পরের স্থ-ছংগ নিজের বোলে বোধ করি এমন আর শক্ত কি ? তবে সেটা realise কোরতে পার্লে তদমুসারে কর্ম করাও শক্ত ঠেক্বে না।

কিন্তু ফলে যে স্থুখ, তার প্রমাণ কি ? Experiment কোরে দেখুতে পার।

কি রকম ? এ যে আরও মাতা বেশী হোয়ে যাচেছ !

ছই বন্ধু, ছই ভাই বা স্বামী স্ত্রী, এই রকম ছন্ত্রন লোক নিয়ে আগে experiment কোরে দেখ। অপরের স্থ্য-ভ্রংথ যদি নিজের ভাবতে পার আর সেই মতো কাজ কোরে যদি স্থাপাও, তা হোলে প্রীতির বিভার কোরে যেও। আর তা যদি নাই পাও, ফিরে এফ আমার ছ-গালে ছই চড় মেরো।



শ শা ক ক বি শীজগদীশচন্দ্র গুপু রা শাল্প জে র

অনেক বাজে আপত্তি আর পরিহার্য্য ঝঞ্চাটের প্র শশাক্ষশেথর গুপ্ত পুনরায় বিবাহ করিল।

শশাকের প্রথমা স্ত্রী ভোলাদাসী দেবী পিত্রালয়ে থাকিতেন—সেথানেই ভিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ভোলাদাসীর পরমায় যথার্থই শেষ হইয়াছিল কি আরো কিছুদিন তিনি বাঁচিলে বাঁচিতে পারিতেন তাথা নির্ণয় করা শক্তা, এবং ভোলাদাসীর মা সে তর্ক তুলিতেই দিলেন না; তিনি বড়াই করিতে লাগিলেন ইহাই বনিয়া যে, মা আমার সতী-লক্ষ্মীছিল, ডাক্তারে তার গা ছুলে না। শশাক শুণ্ঠাকুরাণীর এই পরপুরুষস্পর্শদোষহীন অটুট সতীত্বের ধারণা সমর্থন করিল মা, করিল অসহযোগ এবং শুতুরবাড়ীর সংস্পর্শ অবিলম্বে একেবারেই ত্যাগ করিয়া বাজারে আসিয়া বিদিল—অর্থাৎ শুতুররালে থাকিয়া চাকুরীর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সে আয়ুর্কের্বায় ঔষধালয় শুলিল। শিব তাহাকে শিক্তি দিলেন।

যদি খাধীনভাবে জীবিকার্জনের উপায় ছিল তবে শাশাক চাক্রীর চেষ্টা কেন করিতেছিল ? কিখা যদি চাক্রীয় চেষ্টাই সে করিবে তবে পিভার শিব্যস্থ গ্রাহ্নপূর্ব্বক কট স্বীকার করিয়া অতীব জটিল ছুর্ধিপ্রম্ম আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সে আয়ত্ত করিয়াছিল কেন ? সে আলাদা কথা।

অবিলম্বেই দেখা গেল, শশাস্ক কবিরাজের অত্তস্থ বন্ধবর্গের মধ্যে ছুইটি বিষয়ে একেবারে মত ভেদ নাই:

প্রথমতঃ, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে নৃতন ও পুরাতন কঠিন রোগেও মিশ্ব আমুর্কেদীয় ঔষধই যথার্থ ফলপ্রাদ— উগ্রবীধ্য বিলাতি ঔষধ নহে—

ছিতীয়তঃ, স্বয়ং মহাদেব রাবণকে যে স্থনামধ্য মোদক প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বান্তবিকই ক্ষ্ধাবর্দ্ধক; আর, শশাস্ক কবিরাজের প্রস্তুত সেই মোদক বাজারের ছুয় টাকা সেরের ক্রথিয় পানশে জিনিম্ব নহে।

কুধার্দ্ধির আনন্দে বস্থধাকে কুট্ছিতার চোথে দেখিতে দেখিতে শশাস্ক কবিরাজের বিশেষ নিভ্ত বন্ধু কার্ত্তিক একুদিন প্রভাব করিল যে, ন্ভন কম্পজ্জরেও যথন কবিরাজের গোন্ধ পড়িতেছে তথন আর ইতন্তত না করিয়া নৃতন করিয়া সংসারপত্তন করা শশাঙ্কের উচিত।

ইহাতে শশাস্ক কলরব করিয়া থানিক হাসিল 
ভারপর বলিল,—বিয়ে কর্তে আমার ষোল-আনা
ইচ্ছে রয়েছে; না কর্লে চল্বেই না—থাবো কি!
আমার এই বয়দে কারো কারো একবার বিয়েই হয়
না 
া মাটে ছাব্বিণ চল্ছে; কিন্তু গ্রহের কোপে আমাকে
একবারের স্থলে ছ'বারে কর্তে হ'ল। কিন্তু—

তারপর স্বর নামাইদ্যা বলিল বাদ যে দর্প পুরীতে !— বলিয়া বহুপূর্ব্বে কথিত কুপিত গ্রহের উদ্দেশে হাত তুলিয়া একটি প্রণাম ত্যাগ করিল।

- ঐ পক্ষের খণ্ডরদের কথ। বল্ছ ?
- —হাঁগো। খণ্ডরবুড়ো বা পথে আছে; কিন্তু
  সম্বন্ধীটার স্থপথ তুপথ জ্ঞান নেই। খামথাই বলে
  কি না দেখে নেব। তেকদিন বাদের মা বলেছি বাবা
  বলেছি তাঁদের সঙ্গে শক্রতা করতে আমি চাইনে—
  কিন্তু থাক্তে হবে সাবধানে—আছিও তাই। বিদয়া

শশাস্ক মুথ বাড়াইয়া রান্ডার উন্নান ভাটি ছটি দিক্ অতিশয় সাবধানতার সহিত দেখিয়া লইল।

কার্ত্তিক প্রশ্ন করিল,—গ্রনাগুলো দিলে ?

শশাস্ক চুপি চুপি বলিল,—চেয়েছিলাম বলেই ত'
সংক্ষী ত আলোচনা না-ই কর্লে। কিছুদিন যাক,
আপনিই দিবে।

—আর দিয়েছে! বলিয়া পরম হিতৈষী কার্ত্তিক নিয়াদেশে বৃদ্ধান্ত্ লি তুলিয়া মুধ তিক্ত করিয়া তুলিল।

শশাক বলিল,—অম্বল হচ্ছে রোজ।

- হিঙ্গাইক্ একমাত্রা খাওনা কেন রোজ!

কবিরাজের প্রদত্ত জ্ঞানকণা কবিরাজের উপরেই প্রয়োগ করিয়া নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কাত্তিক কিয়ৎ-ক্ষণ গন্তীর হইয়া বহিল…

তারপর বলিল,—হবে না! রোজ সেদ্ধ পোড়া থেলে স্বয়ং ব্রহ্মার অম্বল হ'তে বাধ্য—তুমি ত' তুমি!

আয়ুর্কেদের সঙ্গে ত্রন্ধার কিছু সংশ্রব আছে—যথা, চতুর্মুথ (লাল), চতুর্মুথ (কালো)—ইহাই অরণ করিয়া শশাক ত্রন্ধার উদ্দেশে কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিল।

কিছুক্ষণ ভক্তিভরে নি:শব্দে থাকিবার পর বুকে একটু অম্বলের জ্বালা বাজিয়া শশাহ্ব পুনরায় বলিল,— অম্বল হচ্ছে। ... বলিয়া পানীয়ের অভাবে ঢোক গিলিল।

কার্ত্তিক দৃঢ়ম্বরে বলিল—আমি যদি হ'তাম তবে বিয়ে, পেটেণ্ট ওযুধ আর ফৌজদারী একসঙ্গে লাগিয়ে দিতাম…

শশার আর একবার ঢোক গিলিতে যাইতেছিল—
চম্কিয়া বলিল,—ফৌজদারী ? কার সঙ্গে !

—কার সঙ্গে আবার কি? আকাশ থেকে পড়লে যে! কার সঙ্গে! খণ্ডর আর খাশুড়ীর সঙ্গে। দিতাম ত্ব'জনকে আসামী করে' এক নম্বর ঠুকে' দুবংসর শ্রীবর। দবিয়া কার্ত্তিক তুই হাত বাড়াইয়া একজোড়া কাল্পনিক লৌহ কপাট তুই বংসরের জন্ম বন্ধ করিয়া দিল।

ग्नांक क्लोनवरत विनन, -- এकिन याँरान मा वरनिह, वावा वरनिह-

— আর তাঁরা প্রাণপণে কান মলে' তেল নিংড়েছিল...
তাদের সলে মাম্লা গোলমাল! ছি: !...অসহ, নয় 

পেতে দিত ভাল করে' 

?

অসহ্ বিজ্ঞাপের ভঙ্গীতে এই কথাগুলি বলিয়া কার্ত্তিক মহাভৃত্বরাজ তৈলের ভাণ্ডের দিকে কুদ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল—যেন ভাঁড়ের গায়ের সবুজ রঙের অক্ষর গুলি তাহার বিরুদ্ধে শাক্ষ্য দিতেছে।

শশুরালয় অবস্থিত বলিয়া বৃহৎ সহরটাকে হিংম ও খলতাপূর্ণ সর্পপুরী কল্পনা করিলেও, অম্বলের জালা এবং যোল আনা ইচ্ছার প্রভাব শশাস্ক কবিরাজের সর্পভীতি অপেক্ষা ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিল…

তত্নপরি শশাঙ্কের পিতা লিখিলেন—

বাবা শশ্, ... একটি স্থলরী বয়স্থা এবং রন্ধনকার্য্যে পারদর্শিনী কন্থার সন্ধান পাইয়াছি। তোমার মত পাইলে সেইস্থানে বিবাহ স্থান্থির করিতে পারি। তোমার শরীর অস্থ লিথিয়াছ। কোথাও বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে নিমেধ করিয়াছ; কারণ এখন অর্থাৎ অলঙ্কার-গুলি হন্তগত করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে অপর পক্ষের আক্রোশই জ্মিবে এবং অলঙ্কারগুলি আদায় করা আরও কঠিন হইবে লিথিয়াছ; কিন্তু শাস্ত্রবাক্য ইহাই বে শরীরমান্থং খলু ধর্ম্মাধনম্। অতএব আমার মতে শরীর স্থান্থ রাথিয়া অর্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই বিধেয়।...

আরো ছিল—

এবারকার কুট্ম মনের মত হইবে; ক্ফার পিতাও কবিরাজ—তাঁহার ঔষধের ভাণ্ডার প্রচ্র…ইত্যাদি অনেক সংবাদ পত্রে ছিল…

কিন্তু কার্ত্তিক ঐ পর্যান্ত পড়িয়াই লাফাইতে লাাগল… তারপর অলঙ্কার সম্পর্কে শশান্তের আভ্যন্তবিক চতুরতা স্মরণ করিয়া সে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল…

विनन,-- पूमि पृत्व' पृत्व' जन था।

শশান্ধ বলিল,—যাঃ।

— गौरमत मा वरलह, वावा वरलह, छौरमत क्श मारे कत्रला

শশাস্ব আলক্ষের সহিত বলিল,—সে পরের ক্রা

বিবাহ হইয়া গেল—

—এবং বিবাহের পরই শশাঙ্কের আর সব্র সহিল না

—স্বীকে আনিয়া সে থাচায় পুরিল।

শশাক কবিরাজের এই ছ'টাকা ভাড়ার প্রবাসগৃহ বড়ই সঙ্কীর্ণ। ছ'ফুট লম্বা আর সাড়ে চার ফুট চওড়া রাস্তার ধারের ঘরটিতে সে ঔষধালয় করিয়াছে; কাচের আলমারী ছ'টে, চেয়ার একখানি, বেঞ্চি একখানি লইয়া তাহা সম্পূর্ণাক্ষ। এই ঘরের সম্মুথে দরজা নাই—শিক্ গালা ফটক আছে। ঔষধালয়ের পরের কক্ষটি শয়ন কক্ষ; কিন্তু ঔষধালয় হইতে ভিতরে মাহ্ম্য আর বায়ুর আরাধ যাতায়াতের পথের মুখে আলমারী চাপা দিতে হইয়াছে। শয়নকক্ষের আয়তন পূর্ববিং। তারপর উঠান্ ঐ ছ'ফুট আর সাড়ে চার ফুট। রায়াঘর আরো ছোট। উঠানের পর যে প্রাচীর উঠান' হইয়াছে তাহা টপ্কাইতে পারে এমন ডানপিটে ছ্ল'ভ।

যাহা হউক, ইহা নিজের বাসা—পূর্ব-পক্ষের পিতৃ গৃহ নহে। ইহারই ভিতর স্ত্রীকে আনিয়া শশাক মৃত্তির নিংখাস ফেলিল...কিন্তু সে টের পায় না যে স্থানস্বাচ্ছল্যে অভ্যন্ত তার স্ত্রী ইন্দিরার নিংখাস বন্ধ হইদা আসে।

বন্ধুরা আসে যায়; ক্ষুধাবৃদ্ধির ঔষধ সেবন করে;
আর শশাঙ্কের "রন্ধানকার্য্যে পারদর্শিণী" স্ত্রীর হাতের
বালা থাইবার জন্ম অশেষ লোলপতা প্রকাশ করে…

শশান্তের অপর কোনো আণত্তি নাই কেবল একটি আপত্তি; বলে,—ওঁদের চোথের সাম্নে উৎসব করা কি ঠিক্ হবে এখন ! একদিন বাদের মা বলেছি, বাবা বলেছি...

বলিয়া ও-পাড়ার এক ক্সাশোকাভিভূত রুদ্ধ দম্পতির ছবি মনে পড়িয়া অত্যস্ত সৃষ্কৃচিত হইয়া উঠে।

কার্ত্তিক বলে,—তুমি তাকা আর ধূর্ত্ত।
শশান্ধ নিলিপ্তভাবে বলে,—দে কথা হচ্ছে না।
সতীশ বলে,—তুমি উৎসব গোপনে করো'…ঢাক
ঢোল না-ই বা বাজল' তাঁদের চোধের সামুনে।

শশাৰ বলে,—না, আমি তা' বলি নাই। নবকুমার বলে,—তাঁরা ত' কল্পার শোকে উৎসব रक्ष त्रार्थन नांह। टमिन्छ नवाम कतरलन—घोठी रम्थलाम।

কার্ত্তিক নিন্দা করিতে পাইলে ছাড়ে না, বলিল,—
বাড়ীতে শুনলাম, থিয়েটার দেখতে গিয়ে সেদিন কি
ঝগড়া! কে নাকি বলেছিল, মেয়েটা ম'লো, কিছ
চিকিৎসা হল না। ভোমার খাডড়ী ঠাক্কণ ভাতে
বললেন, সে মেয়ে মতী ছিল; সতীর দেমাক্ নিয়ে সে
মরেছে। তোদের মত তথক্—ভারপর গোলমালে
থিয়েটার ভেঙে যায় দেখে খেষে পুলিশ এসে থামায়। তে
ফক্লজ্জা ভোমার! বলিয়া যথোচিত অবজ্ঞাছরে
কার্ত্তিক অক্তদিকে মুথ ফিরুটাইয়া রহিল।

শুনিয়া শশাত্ক কবিরাজের ধর্মে মতি দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়; বলে,—ভাই, আমার ধর্ম আমার কাছে।

कार्डिक यत्न,—हं।

কার্ত্তিক শুনাইতে চাহিলেও শশাক সে-কথা কানে তোলে না, বলে,—সে উদার ছিল কড।... একদিন বল্লাম, তোমার হাত থরচের টাকা পেকে একটা টাকা দার্ত্ত দিকি।...টাকা কেন চাইলাম তা' পর্যান্ত জিজ্ঞাসা করলে না—অমানবদনে এনে দিলে।... আমি হেসে টাকা ফেরং দিলাম, বল্লাম, তোমার মন ব্রালাম। টাকা তুমি রাখো।...শুনে'সে-ও হাস্তে লাগল।

পতীশ না হাদিয়া বলিল,—হাদির কথাই বটে।
নবকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—ইনি কেমন, উদার না অফুদার ?

—ইনিও উদার; এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।..ইনি বলেন, একদিন খাঁদের মা বলেছ ধাবা বলেছ, খাঁদের ক্যাকে ভালবেদেছ তাঁদের দঙ্গে সামায় কয়েক ভরি সোনার দাবি নিয়ে ঝগড়া করো না অনিকিত লোকের মত।...আমার অদৃত্তে যদি সোনা পরা থাকে তবে অমনিই পরব—আপনিই হবে। অদৃত্তে যদি না থাকে তবে ও সোনা পেলেও আমায় গায়ে থাকবে না।...বলিয়া এতবড় শক্তিশালী অদৃষ্ট, অর্থাৎ যে শক্তি হত্তগত স্থর্ণের অলে থাকা নিবারণ করিতে গারে তাহার উদ্দেশে শশাস্ক কপালে হাত তুলিয়া প্রণাম করিল।

—দে যাক্। সত্যিই থাওয়াবে কবে :—রান্নার ধ্যাতি আরো ছড়ানে' আরো উমেদার বাড়বে।···বলিয়া নবকুমার, শশাস্ক ব্যতীত আর ছন্তনের এবং নিজের গা ছুঁইয়া এক ছই করিয়া গণিয়া দেখিল, সম্প্রতি তাহারা মাত্র তিনজন উমেদার।

এম্নি কথা হইতে হইতে শশাস্ক যেন হঠাৎ ভগবানের বিশেষ ক্লপালাভ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল—এত শীঘ্রই যে থাওয়াইতে পারিবে দে কল্পনা দে করে নাই…

ভগবানের উদ্দেশে হাত তুলিয়া সে বলিয়া উঠিল,— আচ্ছা, পরশু।

কার্ত্তিক বলিল,—আজ কি বার ?

- —শুক্রবার।
- —ক†ল ৪
- —শনিবার।
- -পর্ত ?
- -- রবিবার।
- -ভা' হলে রবিবারে ?
- —্ছ ।

পরশু অর্থাৎ রবিবার যথাসময়ে আসিয়া পড়িল।

নিরামিষ রন্ধনেই শশান্তের স্ত্রী বিশেষ পারদর্শিনী বলিয়া মিহি চালের ভাত আর অল্প-স্বন্ধ মৎস্থ এবং নিরামিষ তরকারীর বেশী বেশী আধ্যোজন হইয়াছে।

বাং, দিব্যি, অতি স্থল্বর, উপাদেয়, চৎকার, ইত্যাদি
তৃষ্টি এবং বিশ্ময়স্থচক ধ্বনির মধ্যে ভোজন সমাপ্ত হইল 
আঁচাইতে বসিয়াও সেই ধ্বনিই চলিতে লাগিল 
আঁচাইবার পর বসিবার ঘরে অর্থাৎ ঔষধালয়ে ফিরিবার 
পথেও সেই ধ্বনিরই পুনরাবৃত্তি চলিতে চলিতে, সকলের 
পশ্চাতে ছিল সতীশ সে হঠাৎ মৃথ ফিরাইয়া দেখিল, 
শশাক্ষের স্বী রামাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে—

মুখ অনাবৃত।

কেহ মূধ ফিরাইয়া চাহিবে ইহা ইন্দিরা ভাবিতে পারে নাই, চোথোচোধি হইতেই সে চক্ষ্ নত করিল·····

চোথ নামাইবার ভঙ্গী চমৎকার—তাহাতে নিষেধের
অন্ধকার নামিয়া আদিল না

একটি নিমেষের জন্ম দলগুলি ইবং সঙ্গুচিত করিল মাত্র
প্রামীর পায়ের সঙ্গে নিজের পায়ের ঠোকর

লাগিবার ভয়ে সতীশ পরক্ষণেই সম্মুখের দিকে চাহিয়া চলিতে লাগিল…

আরাম করিতে আসনে বসিয়া নবকুমার বলিল,— থেলাম বটে, গুরু ভোজনই হল; কিন্তু এখন খেন কেমন একটা অফচি লাগছে। তোমাদের কচি কেমন তা' জানিনে।

শুনিয়া শশান্ধ মরমে মরিয়া গেল; বলিল,—িক ক্রাট হয়েছে, ভাই ? অপরিকার কিছু ছিল কি ?

—তুমিই একটা মন্ত অপরিষ্কার! এখন দেখছি, হোটেলে খেয়ে এলাম। হোটেলের রক্ষমে ঠাকুর রাধে ভাল—বাস, এই পর্যান্ত।...অর্থাৎ কথার ভাবার্থ এই যে, তুমি ঢাাঙা মিনসে কেন পরিবেষন করলে?

এই কথায় শশাস্ক হো হো করিয়া হাসৈতে লাগিল... বলিল,—ভা' আমি বলি নাই ভেবেছ ? নিশ্চয় বলেছি। কিন্তু সে বল্লে, আমি দিশে পাব না, হাত কাঁপবে।

- —আচ্ছা, আর একদিন। বলিয়া আহারের ওজ্ব বুশত: নবকুমার চকু নিমীলিত করিয়া রহিল···
  - —আমি থেয়ে আসি। তোমরা ততক্ষণ—
- —হ্যা, হ্যা, বিশ্রাম করি। তুমি থেলে' পর ওঁরা খাবেন। ঢের বেলা হয়ে গেছে—যাও।…বলিয়া কার্ত্তিকও চকু মৃদ্রিত করিল।

নিত্তক আবহাওয়ায় শুইয়া বসিয়া ওরা কি ভাবিতে লাগিল তাহা ওরাই জানে; কিন্তু সতীশের মুদ্রিত চকুর সমুখে বিরাজ করিতে লাগিল, শশাক কবিরাজের ত্রী ইন্দির।—ঠিকই যে শশাক কবিরাজের ত্রীক্রপে তাহা নহে, একটা নারীক্রপে...

তার মনে হইতে লাগিল, এ নারী রাঁধে না, খাওয়ায় না, শ্যারচনা করে না, মালা গাঁথে না, বাতায়নে বনে না, এ কেবল মাত্যকে রসিক করিয়া তোলে…এ নিকটে নাই, কিন্তু বিরিয়া আছে…

এ পথ দেয়, কিন্তু যে জ্যোতিঃ পরিমণ্ডলের স্কৃষ্টি এ করিয়াছে তাহার বাহিরে ঘাইবার সাধ্য মাস্থবের নাই… যদি কেহ যায় সে কিপ্তোর মত ফিরিয়া আনে…ইহাকে অতিক্রম করিয়া মাসুধ নিজের সন্তা সন্ত করিছে পারে না···ইহার বাহিতের মাছত্বের প্রদার বন্ধ, দৃষ্টি অন্ধ, নিঃশাস অচল, স্নায়ু নিজিয়, কল্পনা মৃক, আনন্দ মৃচ্ছিড ···

এই অক্ষয়যৌবনা মাত্ম্যকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে আকগণ করিয়া আনে—ইহাকে বাদ দিয়া মাত্ম স্বর্গকে করনা করিতে পারে নাই…ইহাকে অন্তরালে রাথিয়া করির কাব্যরচনা সার্শক হইতে পারে না…

বিরহী যাক্ষর প্রিয়া এ, কবির কাব্যলক্ষ্মী মানসী এ;
পুক্ষরে বেদনা ইহারই উদ্দেশে চিরদিন নিবেদিত হইতেছে

শেষিলনে বিরহে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া জগতপ্রাণ নিয়ত
নৃত্য করিতেছে…

এ কেবল বলিতেছে, আমায় আবিষ্কার করো…

শ্রীর এ সহগামিনী—ভাব-বৈকুঠে ইহার গতি…

ভাবিতে ভাবিতে ভাতের নেশায় সতীশ কথন তন্ত্রাছন্ত্র ংইয়া পড়িয়াছিল; শশাল্কর ভাকে চম্কিয়া জাগিয়া নেথিল, আবো পান আদিগাছে—ছটি পান গালে ফেলিয়া দে প্রস্থান করিল।

#### তিন্যাস অতীত হইয়াছে।

সতীশের কাব্যামোদ হুহু শব্দে চলিতেছে—

সে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে স্থল গছে তাহার জন্মর্য এই যে, অগ্নি অনাবিদ্ধতা এবং বহুবন্দিতা তুমি একদিকে চিন্মন্ত্রী অপরদিকে তীব্র চেতনামন্ত্রী...
তুমি নিত্যাভিদারিকা, তুমি বহু উপভোগ্যা, কিন্তু
অগুদ্ভিষ্ঠা...অতএব তুমি এস···বৃদ্ধ বালীকি তোমাকে ব্যেরপে পাইয়াছিল, তোমার যে-রূপের তরক চিরউত্তাল, সেই-রূপে তুমি আমার যৌবনের ত্যারে পতিথি হইয়া এস।···

এদিকে কার্তিকের মারফত্ কয়েকটি কার্নী রোগী হাতে আসায় শশাহ্ষ কবিরাজের লক্ষ্মী এবং সাইন-বোর্ড উজ্জলতর হইয়াছে; শিক্ষের গাল্লাবী গায়ে দিয়া সে এখন ওবিধালমে "বাহির হয়," এবং হামালদিন্তায় গাছের ছাল কুটবার জন্ম একটি ভূত্য নিযুক্ত করিয়াছে।

হামিদ খাঁ কাবুলী পূর্কে বলিত, ডাক্তারেরা চোর;

কিন্ত তাহার থুক্ খুক্ কাসি, পাঁজরে ব্যথা এবং তৎসহ

বর্ডক সাত দিনে বার আনা ভাল হইয়া বাওয়ায় সেবুলি সে ভাগ করিয়া আরো ক্রেকটিকে আনিয়া

ŧ

জুটাইয়া দিয়াছে। তবে চিকিৎসা স্থক্ষ করিবার পূর্বের কার্ত্তিক আর কবিরাজ উভয়ে মিলিয়া হামিদ ধার সাইকেল আর লাঠি কাড়িয়া রাথিয়াছিল...হ্যাগুনোটের ছাপান' ধাতাধানাও কাড়িয়। লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। আর, চিকিৎসাকালে কার্ত্তিক ঔষধ মাড়িয়া তাহাকে দেবন করাইয়া আসিত।

ওরা দেয় ভাল—এক রকম ঢালিয়াই দেয়; তবু টাকায় ত্র'-আনা হুদের অধিকাংশ কবিরাজ গ্রাস করিতেছে দেখিয়া থাঁর রাগ হয়—মা' ডা' বলে—

শশাক মনে মনে বলে, জানোয়ার দেশটাকে কাঁপাকরে দিলে '...মুথে বলে,—তোমার স্বরভক মেদজ হ'লে আর বাঁচতে না; পিডজ বলেই রক্ষো....চেঁচিও নাবেশী বুঝলে? বলিয়া শশাক হাসে; যেন তাহার হাসি দেখিয়া হামিদের রাগ পড়িবার কথা।

হামিদ বলে,—চেঁচাবে না তবে স্থদ শালা বাঙালীকে চেডে দেবে ?

যাহা হউক, সুেদিন হামিদ প্রভৃতি কয়েকটি তুর্দ্ধর্থাকে বিদায় করিয়া শশাক কবিরাজ ধর্মপরায়ণ হিন্দু হিসাবে ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণকল্পে ধুপদানীতে টিকার আগুন করিল; চৌকাঠে আর ক্যাস্বালের উপর ক্পোদকের ছিটা দিল; ক্যাসবালের ডালা তুলিয়া ভিতরে ধূপসন্ধী ধোঁয়া দিল তেরপরে প্রজ্জলিত লঠন এবং বিবর্ণ ক্যাস্বালের সম্পুর্বে চক্ষু বুজিয়া বাসয়া উসবীত ধারণ করতঃ ধ্যানক্রিয়া সমাপনপূর্ধক যথন সে মুথে বলিভেছে ওঁ, ঠিক তথনই সতাশ, নবকুমার আর কায়ের্ক আসিয়া উঠিল—

ক্যাস্বাক্ষের উপর কপালের স্পর্শ রাথিয়া দিয়া স্তিমিতনেত্রে শশাঙ্ক বলিন,—বস'।

—বিদি। বলিয়া কার্ত্তিক বিসল...তারপর শাসাইল, —মহাদেবের অভিদম্পাৎ লাগ বে কব্রেজ।

আয়ুর্ব্বেদের প্রথমতম স্পষ্টকর্ত্তা শিবের নামটি তথন
শশাঙ্কের অম্বলের জালাযুক্ত বুকের ভিতর বাজিতেছিল—
পর্বিত্র সন্ধাবেলায় দেবাদিদেবের উদ্দেশে প্রকাশ্ত প্রণাম
ক্রিয়া বলিল,—শিব্রোং…

তারপর বলিল,—না, না…

কার্ত্তিক বলিল,—অত নিরীহ তুমি নও হে কব্রেজ দেবাদিলেবের মোদকে তুমি ফাঁকি চালাচ্ছ। · · · কই, তেমন ফল হচ্ছে কই?

স্তীশ বলিল,—মাত্রা ডবল্ করো। কার্ত্তিক হাসিল—

এবং বলা বাছলা যে, ছাস্তপূর্বক মাত্রা ডবল করা ছাড়া কবিরাজের উপায় ছিল না।

গুলি উদরস্থ করিয়া নবকুমার বলিল,—বৌদি নাকি মাংস রাধতে শিথেছেন ভাল ?…শশাক্ষকে প্রশ্ন করিয়া সে কার্ত্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শশাক উৎফুল হইয়া হাসিতে লাগিল, বলিল,—স্থামি ত' বুথা-মাংস থাইনে অবাপের বাড়ীতেও মাংসের সেরপ চল নেই।

- —তানা হোক্; এথানে এসে যদি শিথে যান্তবে ভাইদেরা যশ করবে ···বিভেটাত কম নয়!
  - —সময় বড় কম। তা ছাড়া—
- —কেবল ম্থো সিদ্ধ করাছে বৃঝি ? কত জীবন যে এম্নি করে নষ্ট হচ্ছে কে তার হিদাব রাখে!

—তা কিছু কিছু কর্তে হচ্ছে; তাতে আলগু নাই।···বাপ কবরেজ, আমিও তাই; নৃতন কিছু নয়।

—তবে এখন থাক...কিছুদিন সময় দিলাম ; ইতিমধ্যে শিখিয়ে নাও...অন্নপ্রাশনেই খাওয়া যাবে।

শশাস্কল কল করিয়া বলিগা উঠিল,—আরে, ভাই, তাই বৃঝি ঘটে···বিম করছে হেই হেই করে···

কার্ত্তিক লাফাইয়া উঠিল,—এরই মধ্যে ? তারপর কোলাহল চলিতে লাগিল…কিন্তু সতীশের আবহমান-কালের মানসীর সঙ্গে ঘে নিন্তুর অন্তরক্ষতা জন্মিগাছিল তাহা যেন খাড়ার ঘায়ে দিখণ্ডিত হইয়া গেল…বিদ্ধা-গিরি যেমন সুর্য্যের প্ররোধ করিয়া শিরোভ্তলন করিগাছিল তেমনই কঠিন একটি প্রাচীর যেন তাহার ভাবস্রোত্তর প্র একেবারে ক্লম করিয়া খাড়া হইয়া উঠিল…

অন্ধকার একটি মার্গ দিয়া সে যেন কক্ষ্চাত গ্রহের মত অস্তরীক্ষ ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকার দিকে পড়িতে লাগিল...

তাহার মনে হইল, এ সে নয়।

বর্ত্তমান যুগে দেশের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বাঁহাদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীর নব্য তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তাফা কামাল পাশার শ্রেষ্ঠ জীবনী প্রতিমাসে পুষ্পপাত্রে পাঠ করুন। বর্ত্তমান উপস্থাসের গতারগৈতিকতায় ও বাস্তবতার নামে অতি অস্বাভাবিকতায় যাঁহারা বিরক্ত
তাঁহারা পুষ্পপাত্রে প্রতিমাসে রাণী স্থক্তিবালা
চৌধুরাণীর ক্রোকিন্তা নেশাণ উপন্যাস
পাঠ করুন। বৈশাথ হইতে চলিতেছে। দেখুন
'পৃথা'র চরিত্র বাংলায় সম্পূর্ণ অভিনব কি না !



র

9

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল ক

থা

চায়ের দোকানের অভ্যন্তর। ঘরটি বেশ বড়। ক্যেকটি মার্কেল্টপ টেবিল ও তহ্বপ্রোগী চেয়ার ঘরের মধ্যে ইতন্ততঃ সাজানো। ঘরের অপর প্রান্তে একটি রারাঘর পোলা স্বারপথে কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। রারাঘরের দেওয়ালে টাঙানো সারি সারি সম্পান ও কাঠের টেবিলের উপর কেট্লি পিরিচ পেয়ালা ্ণেট ইত্যাদি আংশিকভাবে দৃষ্টি গোচর হইতেছে।

দোকানের নাম 'ত্রিবেণী-সঙ্গম'। কলিকাতার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের চা ও অফুরূপ খালপানীয় সরবরাহ করিয়া ইহার সর্বাজনপ্রিয় স্বতাধিকারী অল্লকালের মধ্যেই প্রভৃত ষশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ত্রিবেণী-দ্বন্দের একটি বিশেষ অভিজাত্য আছে—সকল দ্ব্যেরই দাম প্রায় ভবল। স্বতরাং সাধারণ চা-ধারদের পক্ষে এম্বান অন্ধিগ্যা, বিভ্ৰবান ভক্ষণ-ভক্ষণীরাই এই 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' সঙ্গত হইয়া থাকেন।

(दला फ्र'ठी वाक्रिका शिवाटक—एनाकादन थरमज नारे। দোকানের এবং সেই সঙ্গে একটি বিরাট উদরের মধিকারী বেণীখুড়ো ওরফে বেণীমাধক চক্রকর্ত্তী একটি শ্বা টেবিলের উপর শব্দ করিয়া পিরাণ ও কাপড়ের টাকে নাভিমত্তৰ উদ্যাটিত করিয়া নিক্রা যাইতেছেন। তাহার নাসিকার উদাক্ত অফুদাক বর একটানা করাতের মৃত ঘরের শুর্কজাকে কর্মন করিজেকে।

इंनिट उट ४ এक मरन थक है वह वावहारत मिन ४ ছিন্নপ্রায় পত্রপাঠ করিতেছে। বিভাধর ঘুবাবম্বস্ক-দেখিতে স্থা, তাহার গায়ে দন্তা ছিটের পিরাণ, কাপড়ের কোঁচার অংশটা হুপাট করিয়া কোমরে জড়ানো।

বিভাধর চিঠিখানার আঘাণ গ্রহণ করিয়া বিজ্ বিজ্করিয়া বলিল,--গন্ধ ছিল এখন ভূবে গেছে (পত্র খুলিয়া পাঠ) বন্ধুবর! ই:—যেন বন্ধুবরের व्क त्करहे याष्ट्रिन। वसुवत ना नित्थ লিখলেই ত হাট। চুকে যেত। ( দীর্ঘাস ফেলিয়া) না, তা লিখবে কেমন করে। সে ত আর আমি নই, সে যে আর একজন। লিকলিকে চেহারা, ঘাড়ইটো চুল, কোট সোয়েটার পরা, মেরেলি মেয়েলি গড়ন—দেখলেই জুতো পেটা করতে ইচ্ছে করে। মুথখানা পেছন থেকে দেখতে পেলুম না। দেখিনি ভালই হমেছে! খাড়ের চুলগুলো যেন মুর্গীর বাচ্চার মত, মুখখানাও নিশ্রুষ প্যাচার বাচ্চার মত হবে।— দুর হোক গে! (পত্র পাঠ) আমি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী —ষাট টাক। মাহিনা গাই। তার উপর সম্পূর্ণ আত্মীয়-यक्रन शैना-वः मर्गामा किছू नारे। यिनि कामात স্বামী হইবেন তাঁহাকে দিবার মত আমার কিছুই नारे। ज्ञाप-क'निरानत १ खाप**७** नारे। छारे ऋत कतियाहि देश्कीवत्न विवाह कत्रिव मा। निःश्व छारत, রিক্ত হল্ডে কাহারো গলগ্রহ হইতে চাহি না। ছোট ছোট মেয়েদের গুরুষা হইয়াই আমার জীবন কাটাইতে इहेरन। তবে यनि मित्रकाम काननिन व्यर्थमानिनी हरे. তবেই गांशांक जानवानि छांशांत हत्रा निरम्दक উৎদর্গ করিয়া ধন্ম হইতে পারিব া—ইতি

> বিনীতা মঞ্বা---

-- হু ৷ এতদিনে তাহার চরণে নিজেকে উৎসর্গ দোকানের এক মাত্র ভূত্য বিভাগর-একাধারে করা হয়ে গিয়েছে। এখন ত আর বাট্টাকা মাইনের পাচক এবং পরিবেশক-অন্ত একটা টেবিলের উপর গুরুষা'টি নয়-, দুর ! এই ত মোটে তিন্মান ! কিছ পা তুলিয়া দিয়া, চেয়ারের পিছনের ্পায়া যুগলেক। আমার মনে হচ্ছে যেন ভিনণ বছর া- দুলোর যাক <sup>উপর</sup> দেহের সমত ভার অর্থী করিয়া দিয়া সুমুম্ম গৈ, আমি ত বেশ আছি। নিজে রোজগার করে

খাচিচ, কোনো ভাবনা নেই। বেঁচে থাক বেণীখুড়ো আর তার রেস্তোর।! (কিছুক্ষণ নিদ্রিত বেণীকে নিরীক্ষণ করিয়া) খুড়োর নাকে রস্থনচৌকি বাজছে। ওর পেটে বোধ হয় একটা ব্যাগপাইপ লুকোনো আছে — মুমলেই বাজতে আরম্ভ করে। (সম্প্রেহ) খুড়োর আমার ভেতরে-বাইরে সমান—পেটেও ব্যাগপাইপ্ প্রাণেও ব্যাগপাইপ্! অথচ সারাটা জীবন হোটেল করে কাটিয়ে দিলে। এই ছনিয়া! (কিছুক্ষণ চিন্তামগ্র পাকিয়া) কোথায় দিল্লী আর কোথায় কলকাতা! খুব লম্বা পাড়ি জমানো গেছে, এখানে চেনা লোকের দক্ষে থামকা মাথা ঠোকাঠুকি হবার ভয় নেই। উপরস্ত যে রকম গোঁফ আর জুলপি গজানো গেছে, দেখা হোলেও কেউ সহজে চিনতে পারবে না। তার ওপর আবার গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া আছে—ইউনিফর্ম। ছন্মবেশ দিব্যি পাকা রকম হয়েছে। (চিঠিথানা মুড়িতে মুড়িতে) আমি ত থাসা আছি। কিন্তু আর কিছু না, মঞ্যারাণী কেমন আছেন, কি করচেন তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। হয়ত সে বেটা মাতাল-আমার টাকাগুলো নাহক ভঁড়ির বাড়ী পাঠাচ্ছে—ওকেও হয়ত ষত্রণা দিচ্ছে! যাক গে। যেমন কর্ম তেমনি ফল, আমি আর কি করব। মাতালের প্রীচরণে যথন নিজেকে উৎদর্গ করেছেন তথন মাঝে মাঝে লাথি-ঝাটা থেতে হবে বৈ কি! টাকাগুলো হয়ত এরমধ্যে সক ফুঁকে দিয়েছে,—মঞ্ষারাণী আমার যে গুরুমা সেই গুরুমা। না, অতটা পারব না। ছুলাথ টাকা তিন মালের মধ্যে উড়িয়ে দেওয়া সহজ মাতালের কর্মা নয়---

দেয়ালে টাঙানো জাপানী ঘড়িতে ঠং করিয়া আড়াইটা বাজিতেই বেনীমাধবের নাসিকাধানি অর্দ্ধপথে হোঁচট থাইয়া থামিয়া গেল। চকু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বিদয়া দিগস্কপ্রসারী একটি হাই তুলিয়া বলিলেন, —বিছে ওঠ বাবা ওঠ, আর দেরী করিসনে, আড়াইটা বেজে গেল—উননে আগুন দে। এপুনি ছোঁড়াছু ডিয়া—কিবলে ভাল—ভল্লোক আর ভল্তমহিলারা আসতে আরম্ভ করবে।

বিছা।—ভার এখনো ঢের দেরী আছে খুড়ো।
বেণী।—না না তুই ওঠ, মাণিক আমার, উননে
আগুন দিয়ে চায়ের জলটা চড়িয়ে দে।—আমার একট্
চোথ লেগে গিছল। বলি হাঁারে, আইস্ক্রীমটা ঠিক
করেছিস ত ? কাট্লেটের মাছ আর মাংস দিয়ে গেছে

বিছা ৷—ই্যা—

বেণী।—তাহলে আর আলিন্সি করিস নে বাবা আমার, উঠে পড়। এই বেলা গোটাকতক ভেজে রাথ তথন গ্রম করে দিলেই হবে। নইলে ভিজের সময় জ্পিয়ে উঠতে পারবি নে। ঢাকাই প্রটা-গুলো—?

বিছা।—যাচ্চি খুড়ো, অত তাড়া কিসের। আছ তোমার বেশী খদ্দের হবেনা।

বেণী।—(বিরক্ত হইয়) ঐ তোর ভারি দোষ বিগা,
বড় কথা কাটিস। হোটেল করে করে আমার দাছি
পেকে গেল, তুই আমাকে শেখাতে এসেছিস আছ
খদ্দের হবে কিনা। বলি, আজ শনিবার সেটা খেয়াল
আছে?

বিতা—আছে। কিন্তু আজ ব্যারাকপুরে রেদ আছে সেটাও যে ভুলতে পারছি না খুড়ো।

বেণী।—হাত্তোর রেসের নিকৃচি করেছে—রোজ রেস রোজ রেস!—আচ্ছা রেসের দিন ছোঁড়াছুঁড়িরা আসেনা কেন বলতে পারিস?

বিভা।—রেসে হেরে গিয়ে ভয়ানক মনমরা হয়ে পড়ে কিনা থুড়ো তাই আদে না। তথন আমার কাটলেটও আর মুধে রোচেনা।

বেণী।—ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি। তা মাছ
মাংল কম করে নিয়েছিস ত ?

বিছা ৷—হা৷—দেজন্য ভেবোনি—

বেণী।—(উঠিয়া আসিয়া বিভাধরের চিঘুক কর্পাল করতঃ চুখন করিয়া) ভ্যালা মোর বাপ রে। সোমার চাদ ছেলে। তোর কাছে মিথ্যে বল্ব না বিভে, হোটেল আমি ঢের করেছি কিন্তু কপাল খুলল আরার তোর পয়ে। আজকাল তোর ভৈরী কাটলেট সারি

6.3387.07

ঢাকাই পরটা খেতে ছোঁডাছুঁড়ির ভিড় দেখি আর ভাবি, এমন দিনও আমার গেছে যখন কারথানার উড়ে মিন্তিরিদের ভাত রেঁধে ধাইয়ে আমার দিন কেটেছে। তথন দিনান্তে পাঁচ গণ্ডা পয়দা আমার বাচত। ঝাড়া-হাত-পা রাঁড় মনিষ্যি বলেই পেরেছিলুম, নইলে মাগছেলে নিয়ে আঞ্জাল্ হয়ে পড়লে কি পারত্ম, না এই বুড়ো বয়দে ভোর কল্যাণে ছটে। পয়দার মৃগ দেখতে পেতুম ?

বিখ্যা। [পা নামাইয়া বদিয়া] তবেই বল খুড়ো, আমি না হলে তোমার কিছুই হত না।

েণী। কিছু নারে বাবা কিছুই না। এই যে সব ভাল ভাল চেয়ার, টেবিল, আসবাব, এত টাকা ভাড়া দিয়ে সহরের মাঝখানে দোকান এসব স্বপ্নই রয়ে যেত। 'ব্রিবেণী-সঙ্গম' কেবল ভোর প্রে।

বিছা। খুড়ো, এই জন্মেই ত তোমায় এত ভাল-বাসি। অন্ত মনিব হলে আমাকেই বোঝাতে চেষ্টা করত যে তার পয়ে আমার কপাল খুলেছে। ভূলেও মানত না যে আমার কোনো ক্বতিত্ব আছে পাছে আমার দেমাক বেড়ে যায়, বেশী মাইনে চেয়ে বসি।—

বেণী। দ্র পাগল! ভুল বোঝালে কি ভবি ভোলে রে ? তোর আমার কাছে যতদিন থাকবার ততদিন থাক্বি, তারপর যেদিন কাজ ফুরুবে সেদিন কারণে-ঘকারণে আপনিই চলে যাবি। তোকে আমি ধরেও ঘানিনি ধরে রাথতেও পারব না। কেউ কি তা পারে ? ঘনিয়ায় এই নিয়ম।

বিভা। রস থুড়ো, তোমার দর্শনশাল ভন্বো। এইবার চট করে একটা উননে আগুন দিয়ে আসি।

বিভাধর প্রস্থান করিল। ঘরের এককোণে একটি কাঠের ছোট টেবিল ও টুল রাখা ছিল; টেবিলের উপর বেণীমাধবের ক্যাসবাক্ষ। এইখানে বসিয়া তিনি থদেরের নিকট পয়সা গ্রহণ করেন। কাছ হইতে চাবি বাহির করিরা বেণী ক্যাসবাক্ষ খুলিয়া একটি প্রক্রবাহির করিলেন, তারপর টুলের উপর বসিয়া পাঠ করিতে ণাগিলেন।

থেলো ভূঁকার উপর কলিকা বসাইয়া ফুঁদিতে দিতে বিভাধর প্রবেশ করিল।

বিছা। [হুকা বেণীমাধকে দিয়া] এই নাও টানো।
আবার সেই 'শিহরণ-সিরিজ' বার করেছে? এটা কি
দবি—ও: একেবারে গুদামে গুমখুন। [উচ্চহাম্ম]
আচ্ছা খুড়ো, এগুলো পড়তে ভোমার ভাল লাগে?

বেণী। তা লাগে বাবা, মিথো বলব না। তোর মত পেটে বিছে ত নেই, ইংরেজী খবরের কাগজটা পর্যান্ত পড়তে পারি না। তাই এই সব বইয়ে বিলিডী মেমসাহেবদের কেছা পড়ে একটু আনন্দ পাই।

বিভা। আমার পেটে বিভো আছে তুমি জামলে কোখেকে থুড়ো ?

বেণী। জানিরে বাবা জানি, ওকি আর চেপে রাধা যায়। আজকাল লেখাপড়া শিখে গেরস্তর ছেলেদের এই হর্দশাই ত হয়েছে। আমি কত সোনার চাঁদ ছেলেকে রাস্তায় রাস্তায় আলুর চপ., ক্যাংড়া, ফুলুরী ফেরী করতে দেখেছি। লজ্জায়ু ভদরলোকের ছেলে বলে পরিচয় দিতে চায় না, হাঁটু পর্যান্ত কাপড় তুলে পিরাণ গায়ে দিয়ে ছোটলোক সেজে বেড়ায়। তুইও সেই দলের। কিন্তু তুই এত লেখা-পড়া শিখেও এমন রাঁধতে শিখলি কোখেকে সেইটেই বুঝতে পারি না।

বিজ্ঞা। তা জাননা খুড়ো? ভারত বিধ্যাত পীর বার্চির নাম শোনো নি কথনো? দেড়শ' টাকা তাঁর মাইনে, রাজা-রাজড়া তাঁর হাতের হোদেনী কাবাব খাবার জন্মে লালায়িত। এ হেন পীর মিঞা হচ্ছেন আমার গুরু। ছটা বছর তাঁকে মাইনে দিয়ে রেথে— গুরু নাম কি তাঁর পায়ের কাছে বসে রালা শিখেছি। রালার এন্সাইকোপিভিয়া বিটানিকা তিনি— স্বজ্ঞানিক পেরাজের পরমাল পর্যন্ত সব রালার হুনরী— সকাল বেলা তাঁর তার নাম আরণ করলেও পুণ্য হয়। ভাগ্যে তাঁর কাছে শিপেছিল্ম, নইলে আজ আমার কি হুর্দণাই না হ'ত খুড়ো?

বেণী। আচ্ছা বিছে, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই তিনমাস আমার কাছে আছিস, একদিনের তরেও ত তোকে বাড়ী বেতে দেখসুম না? তোর বাড়ী কোথায়—বাপ, মা, ভাইবোন সব আছে ত! তাদের একবার থাঁজখবর নিস না কেন? খালি দেখতে পাই, মাঝে মাঝে একখানা চিঠি বার করে বিড় বিড় করে পড়িস। বলি, বাড়ী থেকে ঝগড়া-ঝাটি করে পালিয়ে আসিস নি ত?

বিগা। ওসব কথা ছাড়ান দাও খুড়ো। আমার তিনকুলে কেউ নেই, তোমার মত ঝাড়া হাত-পা লোক। তাই ত তোমার সঙ্গে স্কুটে গেছি। রতনেই রতন চেনে কিনা। তুমি এখন তোমার গুলোমে গুমখুন আরম্ভ কর, আমি একবার ওদিকটা দেখি। এখনি হয়ত লোক এদে পড়বে।

বিষ্ঠাধর রান্নাঘরের ভিতর প্রস্থান করিল। বেণী হুঁকা টানিতে টানিতে পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

কিছুক্দণ পরে বিভাধর ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ বলিল, —থুড়ো, একটা গল্প শুনবে ? তোমার শিহরণ-সিরিজেম চেয়ে ভাল গল্প।

বেণী। [বই মুড়িয়া] বলবি ? আচ্ছা তবে তাই বল্। অনেক ভাল ভাল ইংরিজী বই পড়েছিদ দেই থেকে একটা বল শুনি। এমন গল্প বলিদ বিদ্যো থেন শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বিদ্যা। আচ্ছা বেশ। [গলা সাফ করিয়া] এক রাজপুত্রের ছিল—অর্থাৎ কিনা—

বেণী। [করুণ ভাবে] ওরে, এ যে রূপকথা আরম্ভ করলি বিদ্যে ? আমার কি আর রাজপুত্র, কোটাল-পুত্রের গল্প শোনবার বয়স আছে।

বিদ্যা। রূপকথা নয়, তবে কতকটা আরব্য উপন্তাদের মত বটে। আচ্ছা রাজপুতুরকে না হয় ছেড়ে দিলুম,—ধর এক মন্ত বড় মান্ত্যের ছেলে—

বেণী। নাম कि ?

বিদ্যা। [মাথা চ্লকাইয়া] নাম ? মনে কর— মণেক্স নিংহ, কেমন, জম্কালো নাম কিনা ? তোমার 'গুলামে গুমথুনে' এমন নাম আছে ?

বেণী। না,—ভারপর বল—

বিদ্যা। কি আক্ষা থুড়ো, এতদিন লক্ষা করিনি। কিছা আমাদের সাধারণ বাঙালীর দরে সময় সময় এমন এক একটা নাম বেরিয়ে পড়ে যা 'ছর্পেশনন্দিনী' 'জীবন-প্রভাত' খ্জলেও পাওয়া যায় না। 'রণেক্স সিংহ' শুনলে মনে হয় না যে নামটা একখানা আনকোরা ঐতিহাসিক উপক্রাস থেকে পেড়ে এনেছে ? সে যাক, এখন গল্লটা শোনো। এই রণেক্স সিংহের অনেক টাকা; বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ—চেহারা মোটের ওপর মন্দ নয়, অস্ততঃ ছেলেপুলে অন্ধকারে দেখলে ভরিয়ে ওঠে না। তার বিয়ে হয়নি, কারণ বাপ বিয়ে দেবার আগেই মারা গেছেন। রাজধানীতে সাত মহল বাড়ীতে একলা থাকে—কারুর ভোয়াকা রাথে না। যেন একটি ছোটখাট নবাব।

এ হেন রণেক্স সিংহ একদিন এক মেয়ে ইস্থলের গুরুমা'র স্বেশ-পৃড়ি—এক ঘুঁটে কুড়ুনী মেয়ে দেখতে ঠিক একটি রজনীগন্ধার কুঁড়ির মত। বলি, রজনীগন্ধার কুঁড়ি দেখেছ ত ?

বিণী। দেখেছি রে বাপু, হগ সাহেবের বাজারে ফুলের দোকানে। তুই বলে ধানা।

বিদ্যে। রণেক্স সিংহ সেই রজনীগন্ধার কুঁড়ির প্রেমে 
হার্ডুর থেতে লাগল। শেষে তার এমন অবস্থা হল,
যে মেয়ে ইস্কুল না হয়ে যদি ছেলে ইস্কুল হত তাহলে
পোড়ো সেজে ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পড়তেও সে হিথা
করত না—এ: যা! কি বলতে কি বলে ফেল্ছি পুড়ো
আমার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। ঘুঁটে-কুড়নী মেয়ের
কথা বলতে কেবলি গুকুমা'র কথা বলে ফেলেছি—

বেণী। তাংহাক, আমার ব্ঝতে একটুও ক**ঠ** হচ্ছে না। তুই বলে যা।

বিদ্যে। যা হোক, অনেক বৃদ্ধি থেলিয়ে রণেক্র সিংহ শেষে মেয়েটির সঙ্গে ভাব করলে। মেয়েটির নাম—ধর, মঞ্ছা, ছ্লুনের মধ্যে বেশ ভাব হল। ক্রমে রোল সন্ধ্যাবেলা মেয়েটির কুঁড়ে খবে ফুলুনের দেখা হঙে লাগল। হাসি-গল্প গান চা, চপ, কাট্লেটের ভিতর দিয়ে বন্ধুত্ব বেশ প্রগাঢ় হয়ে উঠল। দূর থেকে দেখেই রণেক্র সিংহ বাকে ভালবেলেছিল, এত কাছে শেকে ভার প্রেমে একেবারে ভূবে গেল। নিজের বলে ভার আন এমনি ভাবে মাদ ত্ই কাটবার পর রণেক্স সিংহ একদিন মঞ্ঘার কাছে বিয়ের প্রতাব করলে। মঞ্যা রাণীর ম্থধানি লাল হয়ে উঠল,—এক ম্হুর্তে রজনী-গদ্ধার কুঁড়ি ডালিম ফুলের কুঁড়িতে পরিণত ২ল। সে কিছুফাণ মাথা হেঁট করে থেকে বললে—না। রণেক্র দিংহের বুকের রক্ত থেমে গেল, দে জিজ্ঞাদা করলে,— কারণ জানতে পারি কি ?

মগুষা বললে,—চিঠিতে জানাব।

খালি বু**ক নিয়ে রণেক্র দিংহ তার সাতমহল বা**ড়ীতে ফিরে এল।

পরদিন মঞ্যার চিঠি এল। সে লিথেছে—সে গরীব মেয়ে, বড় মান্থবের ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না। এমন কি বিয়ে করতেই তার ঘোর আপত্তি। তবে যদি ভগবান কথনো তাকে টাকা দেন তথন সে যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করবে—নচেৎ বিয়ে-থাওয়ার কথা ঐ পর্যান্ত।

চিঠি পড়ে আহলাদে রণেক্স সিংহের বুক নেচে উঠ্ল; সে তথনি ছুটল উকিলের বাড়ী। উকিলকে দিয়ে এক দলিল তৈরী করালে। নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নগদ টাকাকড়ি যা ছিল সব ঐ ঘুঁটে কুড়্নী মেযের নামে দানপত্র করে দিলে। তারপর দানপত্র হাতে করে সজ্যে বেলা মেয়েটির বাড়ী গিয়ে হাজির হল।

বাড়ীতে ঢোকবার আগেই রণেক্স দিংহ দেখতে পেলে, দোতলার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মঞ্যাকে ছহাতে জড়িয়ে ধরে কে একজন তাকে চুম্ থাচেছ। জানলা দিয়ে তাদের কোমর পর্যন্ত দেখা গেল। যে লোকটা চুম্ থাচেছ তার সক লিক্লিকে চেহারা, ঘাড়ে ছাটা চুল গায়ে কোট-সোরেটার। রণেক্স দিংহ তার ম্থ দেখতে পেলে না কিন্তু মুখ দেখবার জন্যে সে আর অপেকা করলে না। পা টিপে টিপে চোরের মত সে বাড়ী ফিরে গেল!

সে রাভিরটা রণেজ সিংছ ঘুমাতে পারলে না। পর-দিন সকালে উঠে রেজিঞ্জি করে দানপত্রটা খুঁটেকুড় নী মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়ে দে দুর্গা বলে বেরিয়ে পঞ্চন। বেণী ৷—সব দিয়ে দিলি ? দানপত্রটা ছিড়ে ফেলফি না ? দুর আহম্মক !

বিছা:—রণেন্দ্র সিংহটা ঐ রকমই আহাম্মকই ছিল, সব দিয়ে দিলে। ভাবল, টাকা পেলেই যথন মেয়েটা যাকে ভালবাদে তাকে বিয়ে করতে পারবে তথন তাই করক।

বেণী।—হাঁদা গোবিন্দ রণেঞ সিংগির কি ছুর্দশা হল?

বিক্যা।—কি জানি। ইাদা গোকিদদের যা **হয়ে** থাকে তাই হয়েছে বোধহয়। পথে পথে টো টো করে করে মুরে বেড়াচ্ছে।

আর মেয়েটা প

বিছা।—দে এখন বিয়ে-খা করে স্বথে সচ্ছন্দে ঘর-কলা করতে আর মাতালটার লাখি-ঝ্যাটা খাচ্ছে। এত দিনে রণেক্র দিংহের টাকাগুলো প্রায় শেষ করে এনেছে। বেণী।—মাতাল, টাকা উড়িগে দিয়েছে,—এ ধবর তুমি জানলে কি করে?

বিছা।—এর আর জানাজানি কি? এত চোধের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

বেণী।—[বহুক্ষণ ছ কায় টান দিয়া শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া] তোর গল একদম বাঙ্কে, শেষের দিকে মন একেবারে থিচড়ে যায়। তার চেয়ে আমার শিহরণ-দিরিজ ঢের ভাল, শেষ পাতায় নায়ক-নায়িকা চুম্থেয়ে মনের স্থথে ঘর কলা করে। [সহসা ছ কা রাখিয়া উঠিয়া বিভাগরের স্থকে হাত রাখিয়া] তবে কি জানিস রে বাবা, মরদের বাচ্চং—কিছুতেই দমতে নেই। কোথাকার ঘুটে-কড়্নী মেয়ে নিজের মাথা থেয়ে ফিরে চাইলে না বলে কি প্রাণটাকে তাচ্ছিল্য করে নষ্ট করে ফেলতে হবে। আবার দেখিন, কত রাজার মেয়ে ঐ রণেক্র সিংগিব জল্জে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইক্লের মায়ারণী কদর বুঝলে না বলে কি মণি-মুজ্জার দাম কমে যাবে! দেখিস, ঐ রণেক্র সিংগির একদিন রাজকপ্রের সঙ্গে বিয়ে হবে।

বিভা।—ত। যদি হতে পারত খুড়ো তাহলে ত কোনো কথাই ছিল না। কিছ ছংগের কথা কি বলব তোমাাক, রণেক্র সিংহ ঐ **মুটে কুড়্নী মেয়ে ছা**ড়া আর কাউকে চায় না। রাজ কলার ওপর তার একটুও নজর নেই।

বেণী।—বিভে, যা বাবা তুই কাটলেট ভাজগে যা। আব বুড়োমান্ত্যকে তুঃধ দিদনে। তোর গল্প আব আমি শুনতে চাই না।

এই সময় দোকানের সামনে একটি মোটর আসিয়া থামিল। বেনী উকি মারিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি দেয়ালে টাঙানো একটি কালো রঙের গলাবদ্ধ কোট পরিধান করিতে করিতে বলিলেন, "বিছে, শিগ্গির যা, ইউনিফ্রম পরে নে। থদের আসতে স্ক্রফ করেছে।

বিচ্ঠাধর রাল্লাঘরের ভিতর প্রস্থান করিল।

বহিছার দিয়। একটি তরুণীর প্রবেশ। স্থানরী তথী, চোথে বিষাদের ছায়া। পায়ে হাই-হীল্ সোয়েড ছুতা, ফিকা পোলাপী রঙের মোলা; পরিধানে দামী সিল্লের বেগুনী রঙের শাড়ী ও রাউজ। হাতে একগাছি করিয়া সোনার চুড়ী। বাম কজীতে একটি গিনির মত পাতলা ক্ষুদ্র ঘড়ি। গলায় প্লাটনামের সরু হারে একটি হীরার লকেট ঝুলিতেছে। কানে কোন অলঙ্কার নাই। মাথার চুল ঈয়ং রুক্ষা, এলো থোপার আকারে জড়ানো। মাথার কাপড় একটা সোনার মৃত্তাযুক্ত পিনু দিয়া থোঁপায় সংযুক্ত।

বেণী। সহর্বে হাত ঘষিতে ঘষিতে আস্কন মা লক্ষ্মী আস্কুন, এই চেয়ারটিতে বস্থন।—এখনে। ফাগুন মাস শেষ হয়নি, এরি মধ্যে কি রক্ষ গ্রম পড়ে গেছে নেখেছেন। পাখাটা খুলে দেব কি

তরুণী ক্লান্তভাবে চেয়ারে বদিয়া পড়িলেন; বেণী পাধা খুলিয়া দিলেন।

বেণী।—[হাত ঘষিতে ঘষিতে] তা আপনার জন্ত কি ফরমাস দেব বলুন ত গ চা গ কোকো গ না এ গরমে চা কোকো চলবে না। ঘোলের সরবং গ চকোলেট ডিল গ আইস্ ক্রীম গ যা চাইবেন তাই তৈরী আছে। আমি বলি, এক গেলাস বরফ দেওয়া ঘোলের সরবত থেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করে নেন, তারপর হুখানা ক্রীম কেক—কিছা যদি ইছে। করেন হুটো চিংড়ি মাছের কাটলেট—

তঙ্গণী।—চা দিন এক পেয়ালা—

বেণী।—চা ? যে তাজে তাই দিচছি! এ সময়
চায়ে খুব তেষ্টা নাশ করে বটে! ওরে বিদ্যে অর্জার
নিয়ে যা—

অদ্তুত ইউনিফম পরিয়া বিদ্যাধরের প্রবেশ।

নিমানে চুড়িদার পায়জামা, উদ্ধানে জরীর কাজকর। নীল রঙের ফতুগা, মাধায় হাঁড়ির মত আক্বতি বিশিষ্ট এক টুপী। এই ইউনিফর্ম বিদ্যাধ্রের স্বকল্পিত সৃষ্টি।

তরুণীর সমুখবর্তী হইয়াই বিদ্যাধর ভীষণ মুখবিরুতি করিতে আরম্ভ করিল।

তরুণী অভাষনস্ক ভাবে হাতের উপর চিবুক ও টেবিলের উপর কম্মই রাখিয়া বসিয়াছিলেন—কিছু লক্ষা করিলেন না।

বেণী [ বিদ্যাধরকে একটা গুপ্ত ঠেলা দিয়া নিম্বরে] ও কি অমন করে দাঁতমুখ থিচুচ্ছিদ কেন ? অর্ডার নে।

বিলা। বিকট স্বরে [ কি চাই ? ]

তরুণী চমকিয়া উঠিলেন; অবাক হইয়া কিছুক্ষণ বিভাগেরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিভাধর পূর্ববং মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন।

তরণী। [অধর দংশন করিয়া] চা চাই—একটু তাড়াতাড়ি। আমাকে এখনি বারাকপুর স্নেদে খেতে হবে।

বিভাধর কিছু হটিয়া প্রস্থান করিল।

বেণী। ছ-মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে—সব তৈরী
আছে। তা শুধু চা কি ঠিক হবে ? সেই সঙ্গে ছটো
কাট্লেট—বিছোর হাতের ক:টলেট এ অঞ্চলে বিখ্যাত—
একবার চেখে দেখলে আর ভুলতে পারবেন না।

তক্ষণী। ফিবং হাসিয়া ] আছে।, আনতে বল্ন—
বেণী। [নেপথ্যের উদ্দেশ্যে ] এক পেয়ালা চা,
ছখানা কাটলেট জলদি। [তক্ষণীর দিকে ফিরিয়া]
মাঠাক্ষণ এর আগে কখনে 'জিবেণী-সঙ্গমে' পারের
ধ্লো দেন নি, নইলে আগেই বিভের কাটলেট অর্ডার
দিতেন। কলকাতার যত ভাল-ভাল তর্কণ-তর্কণী আছেন
সবাই এখানে পারের ধ্লো দিয়ে থাকেন।

প্রায় একবার বেণী খুড়োর হোটেলে আদাই চাই। গ্রাদেরই দরায় বেঁচে আছি।

তঙ্গণী। আমি কলকাতায় থাকি না। কথনো ধেনো আসি।

বেণী। রেস থেলতে এসেছেন ব্ঝি ? আছকার মনেক মেয়েরা বাইরে থেকে আসেন—

তরুণী। না রেস থেলতে নয়, রেসে যাচ্ছিলুম অহা কাজে—আপনিই বুঝি এই রেন্ডোর ার মালিক।

বেণী। আছেজ হাা। আমি মালিক বটে তবে বিজেই সব করে; আমি শুধু পয়সা কুড়োই।

তরুণী। আপনার ঐ চাকরটির নাম বিছে? ও কি বাঙালী?

বেণী! বাঙালী বই কি, আদল বাঙালী। কাষেতের ছেল। কিন্তু ওর নাম বিছে নয়, ওর নাম কি জানিনা। [গলা থাটো করিয়া] ও মন্ত বড় মানুষ ছিল—
নানান ফেরে পড়ে এখন গরিব হয়ে গেছে, তাই হোটেলে
চাকরী করছে। ওর বাড়ী বোধ হয়—

চা ও কাটলেটের প্লেট লইয়া বিদ্যাধর প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে উপর্যুপেরি হাঁচিতে আরম্ভ করিল। বেণী ফিরিয়া দেখিলেন বিদ্যাধর গলা ও মাধার চারিপাশে একটা কক্ষর্টর জ্বড়াইয়া আরো অদ্বৃত আরুতি ধারণ ক্রিয়াছে।

বেণী। [কাছে গিয়া ক্রুদ্ধ ও বিরক্তভাবে ] এসব ভোর কি হচ্ছে বিদ্যে ? গলায় কন্দটার জড়িয়েছিস কেন, অত হাঁচ্ছিস কেন ? •

বিদ্যা। [ বেণীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া]
খবরদার খুড়ো, একটি কথা বলেছ ত এক কামড়ে তোমার
কানটি কেটে নেব, একেবারে ভূবনের মাদী হয়ে যাবে।
যা করছি করতে দাও—কথাটি কোয়োনা।

বেণী বি**হবল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াই**য়া রহিলেন। বিদ্যাচাও কা**টলেট ওক্ণীর সমূধে রাধিল।** 

चक्रगौ। 'शकि! । **अ व्यावात्र (क** १

বিদ্যা। আমি বিশ্যে, আমার সন্ধি হয়েছে—ইাল্ডি, —ইা—চ্ছি—

ण्क्नी। **मर्कनान! आयात्र गाउद दर्रह माधनि छ** ?

বিদ্যা। না—না—গায়ে জামি হাঁচি ন।— হাঁ।—চ্ছি—

তরণী। কিন্তু চা একেবারে তৈরী করে নিয়ে একে কেন? আমি যে চায়ে চিনি থাই না।

বিদ্যা। বেংয়ে দেখুন, চায়ে চিনি নেই— [ হাঁচিতে হাঁচিতে প্ৰস্থান ]

[ তরুণী এক চুমুক চা পান করিয়া অঙ্গুলি সংক্ষতে বেণীকে ডাকিলেন, বেণী নিকটে আসিলেন।]

তরুণী। দেখুন, আপনার এই চাকরটি বোধহয় পাগল।

বেণী। [মাথা নাড়িয়া] না পাগল ত ছিল না তবে আজ হঠাৎ কেমন ধারা হয়ে গেছে। [গলা খাটো করিয়া] আমার কান কামড়ে নেবে বলে ভয় দেখাছিল।

তরণী। সে কি! তবে ত একেবারে উন্নাদ!
বেণী। না উন্নাদ নয়, এই খানিকক্ষণ আগে প্র্যান্ত
বেশ সহজভাবে কথা কইছিল। ওর কিছু একটা
হয়েছে—

তরুণী।—যদি উন্নাদ না হয় তা হলে নিশ্চয় অন্তর্গামী, নৈলে আমি চায়ে চিনি থাই না জানলে কি করে!

বেণী।—[ চিস্কিত ভাবে ] সত্যিই ত! জান্লে কি করে ?—বিদ্যে, এদিকে আয়—

তরুণী।—যাক, ওবে ডাকবার দরকার নেই। ভাল ওয়েটার'রা সাধারণতঃ অন্তর্থামী হয়ে থাকে—ওতে আশ্রুষ্য হবার কিছু নেই। [চা পান করিতে করিতে] আছে।, আপনার দোকানে ত অনেক লোক আসে যায়, আমি একজন লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার সন্ধান দিতে পারেন ? তারি থোঁজে আজ রেস-কোসে যাছিলুম, সেথানে অনেক লোক যায়, যদি তার দেখা পাই।

বেণী — [সন্ম্বের চেয়ারে উপবেশন করিয়া] কি রকম লোক তুমি খুজছ মাঠাক্কণ তার বর্ণনাট। একবার দাও ত তনি। তার নাম ধাম চেহারার একটা আব্দাব্দ দাও, দেখি যদি বেরিয়ে পড়ে।

ত্রণী।—নাম জেনে বিশেষ স্থবিধে হবে না, কারণ সম্ভবতঃ সে হল্পনামে বেড়াছে। যা হোক, কার্ চালানোর জব্মে ধরে নেয়া যাক যে ভার নাম-রণেজ সিংহ ?

(वनी।-कि नाम ? द्रालक निःइ ?

তর্মণী।—মনে করুন রণেক্র সিংহ। কেন, এ-ধরণের নাম কি আপনি পূর্কে শুনেছেন নাকি ?

বেণী।— হ শুনেছি বলেই মনে হচ্ছে, তবে লোক-টাকে যে চিনি সে কথা জোর করে বলতে পারছিনা। লোকটির আর সব পরিচয় ?

ভক্ষণী।—দেখুন, লোকটির পুরে। পরিচয় দিতে গেলে একটা গল্প বলতে হয়। আপনার ঐ চাকরটির মত তারো একটু পাগলামীর ছিট আছে।

ইতিমধ্যে বিদ্যাধর হামাগুড়ি দিয়া আদিয়। তরুণীর চেয়ারের পিছনে বদিয়াছিল এবং একাগ্রমনে কথাবাতা শুনিতেছিল।

বেণী।—বল মা লক্ষী তোমার গল্প, আজ দেধছি আমার রূপকথা শোনবার পালা।

তরুণী।—রূপকথা। হাঁ। ঠিক বলেছেন, আমার গল্প রূপকথার মতই আশ্চর্যা। তবে শুহুন,—একটি গরিবের মেয়ে ছিল, ধরুন তার নাম—মঞ্চা—

বেণী ৷—হ' ধরেছি, বলে যাও মা লক্ষী-

তরুণী।—মগুষা গরীবের মেয়ে, পরের গলগ্রহ হয়ে আনেক হুংথ পেয়ে সে মায়য় হয়েছিল। তাই যথন সে বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিথলে তথন মনে মনে প্রতিজ্ঞা কয়লে আয় কথনো কায়র গলগ্রহ হবে না; য়িদ কোনদিন আনেক টাকা পায় তবেই বিয়ে কয়বে নচেৎ চিরদিন কুমারী থাকবে। কিন্তু আনেক টাকা পাবার কোনো আশাই তার চিল না, কায়ণ ছোট ছোট মেয়েদের ক খ শিথিয়ে সে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জন কয়ত। তাই চিরদিন মিসি-বাবা হয়ে থাকবার সজ্ঞাবনাই ছিল তার বেশী।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক রাজপুত্র কোথা থেকে এসে মঞ্মার সজে ভাব করতে আরম্ভ করে দিলে —ভার নাম রণেজ সিংহ। এরই কথা আপনাকে বলেছিলুম। বাইরে থেকে লোকটিকে সহজ মাহ্য বলে মনে হয় কিন্তু ভেতরে তেতরে সে পাগল।

মঙ্ধার সংক্ষ তার থুব ভাব হয়ে গেল, ত্জানের রোছই দেখা হতে লাগল। তার সম্বন্ধে মঞ্ধার মনের ভাব কি রকম হয়েছিল তা আমি বলতে পারি না কিছু মনের ভাব বাই হোক, কোন অবস্থাতেই যে সে তার প্রতিজ্ঞ। ভূলবে না তাতে তিলনাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই রণেন্দ্র সিংহ যেদিন তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেদিন সে রাজী হল না। পরদিন মঞ্মা রাজপুত্রকে চিঠি:লিখে জানিয়ে দিলে কেন সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না। চিঠি পেয়ে এই রাজপুত্র এক অভূত কার করলে, নিজের ধনরত্ব রাজপুত্র এক অভূত কার করলে, নিজের ধনরত্ব রাজপুত্র চিঠে গানিষ করের দিয়ে কেনাম্বান সন্দেশ হতে গোল।

বেণী। তারপর १

তকণী। তারপর আর কি ? মঞ্ষা সেই পাগনা রাজপুত্রকে দেশে দেশান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

বেণী। ছ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মেটো রাজপুত্তরের টাকাকড়ি সব নিলে ?

जक्षी। इंग निल।

বেণী। নিতে তার একটুও বাধ্ল না **?** হায পুড়ে গেল না ?

তরুণী। নাহাত পুড়ে গেল না। তার অধিকাঃ ছিল বলেই সে নিয়েছিল, নইলে নিত না।

বেণী। কি অধিকার?

তরুণী। [কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হেঁট মুধে ] বোঃ হয় ভালবাসার অধিকার।

(वणी। वृक्षलूम ना।

তক্ষণী। [মুখ তুলিয়া] বাঁকে মঞ্বা ভালবাসে বাঁকে মনে মনে স্বামী বলে বরণ করেছে তাঁর সম্পত্তিং তার অধিকার নেই কি ?

বেণী i [কছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া] কিছ-কিন্ত-আর একটা কথা, মেয়েটি কি আর একজন বিয়ে করেনি ? একট মাতাল লম্পট বদ্যায়েদকে-

তরুণী। মিধ্যা কথা। মঞ্বা তার কুমারী স্থান্থ সমস্ত ভালবাসা নিয়ে তার রাজপুত্রকে খুঁজে বেড়াছে ভগবান তাকে অনেক টাকা দিয়েছেন, সে এখন ইয়ে করলেই বিয়ে করতে পারে। কিন্তু সে তার বার্থী ছাড়া আর কাউকে চার না। বিদ্যা। [সহসা সমুধে আসিয়া] কিন্তু যে লিক্লিকে চহারা ঘাড়ে ছাঁটা চুল. সোয়েটার পরা লোকটাকে মঞ্ছা দাতলার সামনে গাঁড়িয়ে চুম্ থাচ্ছিল সে লোকটা চবে কে?

তরুণী। মিথ্যে কথা, মঞ্বা আজ পর্য্যন্ত কোনো কুষকে চুম্ ধামনি—

বিদ্যা। তবে সে কে?

তকণী। সে আমার বন্ধু রমলা। আমরা হজনে এক ইন্ধুলে পড়াতুম। রমলার চুল শিঙ্গল্ করা—

বিদ্যা। [ললাটে করাবাত করিয়া] খাঁা!—উ:,
্রে — [তরুণীর হস্তধারণের চেষ্টা করিল]।

তরুণী। [বেণীকে] আমাপনার চাকর ত ভারি মুস্ট্য—মেয়ে মান্তুষের হাত ধরে!

বেণী ! [ হুঙ্কার করিয়া ] বিন্যে, শীগ্গির হাত ছেড়ে দুবেয়াদব—

বিদ্যা। [কক্টর ও টুপী খুলিতে খুলিতে] খুড়ো, রনদি ভাগো, রারাঘরে গিয়ে ঘোলের সরবত খাও গে নইলে ছটো কানই তোমার কাম্ডে শেষ করে দেব— কিছু থাকবে না [খুড়ো পশ্চাৎপদ] মঞ্জু, কথন চিনতে গাবলে ?

মজ্। [হাসিয়া] দেখবামাত্রই। মুধ বিকৃতি করে কি আমাকে কাঁকি দিতে পারো ? জানো না, দাঁত থিচিয়েই কেউ কেউ নিজের সত্যিকার পরিচয় দিয়ে ফলে!

রণে**ন্দ। মঞ্**, বড্ড ভূল করে ফেলেছি,—সত্যিই আমি পাগল—

মঞ্। কি বলে বিখাস করলে? এড়টুরু আখা নেই ? এই ভালবাসা ?

রণেজ্র। [মঞ্কে নিকটে টানিয়া] মঞ্, এখনি ব্বছিলে আজ প্রান্ত কোনো পুরুষকে চুম্ থাওনি। সে জটি এইবেলা সংশোধন করে নিলে ২ত না?

বেণী। এই ধ্বরদার! বুড়ো মাস্থবের সামনে বেয়াদবি করো না, আমাকে আগে রালাঘরে বেতে দাও। বাইতে বাইতে ফিরিয়া] কিছ বিদ্যে, তুই ত তোর রাজকত্যে নিয়ে আবজ নয় কাল চলে যাবি, এ বুড়োর কি
দশা হবে ?

রণেক্স। [বেণীর পিঠ চাপড়াইয়া ] ভেবোনা থুড়ো, আমিও যে পথে তুমিও সেই পথে। মঞ্র অনেক টাকা, আমাদের তুজনকে অনায়াদে পুষতে পারবে।

বাহিরে বছ বোটর আগমনের শব্দ শোনা গেল।

বেণী। [উকি মারিয়া দেখিয়া] ঐ রে! সব ছোড়াছুঁড়িগুলো একসঙ্গে এসে পড়েছে। কিছু যে তৈরী নেই—কি হবে বিদ্যে?

রণেজ্ঞ। কুছ্ পরোরা নেই খুড়ো, আজ আমরা

ছজ্জনে কাজ করব,—মঞ্ তৈরী করবে আমি পরিবেষণ

করব। কি বল মঞ্—আঁয়া। মনে কর এটা তোমার
আইবুড়োভাতের ভোজ।

মঞ্সলজ্জে ঘাড়নীচুকরিল।

একদল তরুণ-তরুণীর কল-কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ। সকলের উপবেশন।

হঠাৎ একজন ভক্ষণ এক হাতে একতাড়া নোট তুলিয়া ধরিয়া আন্দোলিত করিতে করিতে গান ধরিল। আর সকলে কেহ গলা মিলাইয়া কেহ বা হাতে তাল দিয়া যোগ দিল:—

বেরালের ভাগো ছি'ডেছে আজ সিকে।
থুড়ো ডিয়ার খুড়ো!
ইচ্ছে হচে নাচি দিক্বিদিকে
থুড়ো ডিয়ার খুড়ো!
বিদ্যে কোথায়, নিয়ে আয় সরবং—
থুড়ো, বসে থেকো না জড়বং
ঘোড়দৌড়ে জিতেছি আজ পাচ কড়া পাঁচ সিকে
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!
থেয়ে বেদম চিংড়ি কাটলেট
আইস ক্রীমে ভরিয়ে নিয়ে পেট
বিয়ে করবো আল রাভিরেই প্রাণের প্রেয়নীকে
খুড়ো ডিয়ার খুড়ো!

यवनिका !!

# अर्थे प्रमा

ভাবনায় অস্থির হয়ে তিন ভাই যথন বাড়ী এসে
পৌছাল, জগমোহনের তথন ২৪ ঘণ্টার পরে সরে
মাত্র জ্ঞান হয়েছে। কথা কিছুই বোঝা যায় না।
হাত, পা সব অবশ, তবে ডান দিক থেকে বা দিকেই
মেন আক্রমণটা বেশী হয়েছে। প্রভাস, মীনা, নন্দা
ও ঠাম্দি পালা করে জাঁর গুল্লমার ভার নিয়েছিল।
এই সময়টা প্রভাস কাছে বসেছিল। জগমোহনের জ্ঞান
ফিরে এলেও কথা বলার শক্তি তিনি প্রায় হারিয়েছিলেন
বল্লেই চলে। তাঁর মনোভাব আর তিনি কথায় ভাল
করে ব্রিয়ে দিতে পারতেন না—শুধু ইদিতেই তাঁর
অভাব, অভিযোগ বুঝে নিতে হত। আর সে ইদিতেও
মে চট্ করে কেউ ব্ঝবে তা পারতোনা—তবু এ
ক'বলটা বাড়ীর লোকজন থেকে থেকে বুঝে নিচ্ছিল।

প্রভাগ তাঁর ম্থের দিকে চেয়েই ছিলো—কখন কি বল্বেন তার ঠিক নেইতে।! এমন সময়ে দাদাদের সেই ঘরে চুক্তে দেখে সে বোধ হয় একটা দায়ীত থেকে মৃক্ত হল ভেবে একটু চেঁচিয়েই ভেকে ফেললে "দাদা"!

তার এই ছটা অক্ষরেই জগমোহন আবার চোধ
খ্ল্লেন। তিনি অত্যের কথা বুঝতে পারছিলেন; তার
কথাই কেউ বুঝ্তে পারছিল না। তিন ছেলেকেই
দেখে জগমোহনের ছটা চোথ দিয়ে ধারার পরে ধারা
ঘইতে লাগ্ল। কপালে হাত দিয়ে কি বলেন, কিন্তু
বোঝা গেল না কিছুই।

প্রণাব ও প্রশাস্ত বিছানার ওপর বস্থে—কিছ প্রভাত বাবার এই অবস্থা হয়েছে দেখে, একেবারে

মৃষ্ডে পড়্ল। এবে পক্ষাথাত তা, প্রজাত এক নজরেই বৃক্তে পেরেছিল; তবে? সাংঘাতিক বিপদ যে মাধার ওপর এসে পড়েছে! ভাইয়েরা তো তার মৃথ চেয়ে বসে আছে, সে কার মৃথ চায়, কার কাছে পরামর্শ নেয়; ভাবনায়, নেই মাঘের শীতেও তার কপালে ঘাম দেখা দিলে।

তাকে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, জগমোহন যেন তার চিন্তার কথাটা বুঝে নিলেন। ইঙ্গিতে তাকে বিছানায় এসে বস্তে বললেন। প্রভাত বিছানার এক ধারে বসে পড়ে বললে, "বাবা, বাবা এ কি হোল আপনার ?"

জগনোহনের চোথের কোণা দিয়ে হ ফোঁটা জন পড়ল। স্যক্ষে, সে হফোঁটা জল, কোঁচার শুট দিয়ে মৃছিয়ে দিয়ে প্রভাত আবার বল্লে, "আপনাকে এখানে এ অবস্থায়, ফেলে রেখে তো যেতে পারবে না—কাল কি পরন্ত, সকলে মিলে আপনাকে কল্কাতার নিয়ে যাব। সেখানে আমরা সকলে থাক্ব; আপনার দেখানাবা চিকিৎসার ক্রটী কিচ্ছু হবেনা।"

এই যুক্তিই ঠিক বলে সকলে মেনে নিলে। মীনার
সলে দেখা করে প্রভাত বলে, "হয়তো কাল কিংবা
পরও বাবাকে নিয়ে আমরা কল্কাডায়—ছৃষি সব
শুছিরে রেখা।" আর দেখা হওয়ার সে আবেল নেই
—না দেখার আকুলডা নেই—বিপদে পড়ে প্রভাত
কয়েকঘণ্টাতেই যেন দশ বছর বয়স বাড়িয়ে নিয়ের।
মীনারও কোম সজোচ হলমা—নেও বল্লে

কার কাছে রেখে যাব ? বাসা ভাড়া কর্তে হবে—

ব্যালে এখানে চাবী দিয়ে যেতে হবে।"

"ও, আচ্ছো...যাই নন্দাকে বলিগে—দে তার সব জিনিধ-পত্রের ব্যবস্থা করুক।"

প্রণব এনে বললে, "আছো, দানা, মেজ বৌকে রাইপুর পাঠিয়ে দিয়ে গেলে কি হয়! আমরা এড জন তো আছি—ও গিয়ে আর কিই বা কর্বে ?"

একটু ভেবে প্রভাত বল্লে, "দে হয়না পিছ, য়দি রাইপুর থেকে নিতে চাইতেন, তা হলেও বা, কথা ছিল; কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই, ঘরের বৌকে বিনা আহ্বানে, আমি দেখানে যেতে দিতে পার্ব না —কোনমতেই নয়। বাবার অহ্বও হয়েছে আজ তিনদিন কিন্তু খোকার মূথে শুনলাম এ দেশের যত লোক কেউই আদতে বাকী রাখেন নি—আসেননি কেবল রাইপুরের ওঁরা। সেখানে কি আমি বৌমাকে অম্নি পাঠাতে পারি ?

সবিজ্ঞাপ হেসে প্রণব বল্লে, "কিন্ত ভুলে যাচ্ছ কেন দাদা যে সেটা ওরই বাপের বাড়ী!"

"ভূলিনি প্রণব—কিন্ত তুমিই বা কেন "স্ত্রীরত্বং হরুল দ্বি" কথাটা ভূলে যাচ্ছ ভাই ?"—

"বেশ যাও নিয়ে—ঠেলা সামলিয়ো। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কলকাতা দেখেনি—তোমারই খরচ বেশী হবে— আমার কি । তখন কিন্তু আমাকে দুষো না। না নিলেই ভাল করতে!

"আচ্ছা—আচ্ছা—তুই চুপ কর। স্বাই মিলে মাথাটা আমার গোল করে দিস্নে।

ঘরের বাইরে যথন প্রভাত ও প্রণব এই ভাবের কথায় ব্যস্ত, ঘরের ভেতরের দিকে মীনা ও নন্দা তথন দরকারী জিনিষপত্তর বাধাছাঁদা করছিল। নন্দারই যেন উৎসাহটা বেশী—কারণ সে এক রাইপুর ছাড়া আর কোথাও যায়নি—একে অস্ত দেশে বাওয়া, তার ওপরে আবার কল্কাতা সহরে যাওয়া! 'আঃ! সেই যাওয়াই যদি হোল, তবে আবার এসব অস্থ-বিহুপের খোচ্ একটা রইল কেন! প্রাণ—বা চার, তা তোকরা যাবেনা—ভার আবার দিবি সংশ। কেবনই বে

দিদির এক স্বভাব, এদিকে কত হাদি, গল্প। ওদিকে কাজে একতিল গাফিলী হলে আর রক্ষেনেই। আরে বাবা, কাজ তো সারা জন্ম ধরেই করা যাবে—তা বলে যে বন্ধসের যা, তা তো করতে হবে! না কি? বৃদ্ধীদের সঙ্গে বৃদ্ধী হয়ে থাকতে হবে!" তার মনের বিজ্ঞাক মুখে কুটে উঠ্ছিল—বিছানার একটা মোট ঠিক করে রেখে মীনা নন্ধার দিকে চেয়ে দেখে বল্লে "নন্দা, কি বাতাসের সঙ্গে ঝগ্ড়া কচ্ছিস্ নাকি? ধরা পড়ে গিয়ে নন্ধা বল্লে "না। কই! ঝগড়া করছি!" "তোর মুথ কিন্তু তা বল্ছে না।" "আমার মুখ ওই রক্মই।" মীনা বুঝ্লে যে কারণেই হোক নন্দা 'ধাতস্থ' নেই—সেও আর কিছু না বলে নিজের কাজ করে যেতে লাগ্ল। হঠাৎ কি মনে হয়ে মীনা বুল্লে "ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করে আয় তো তিনি এখন কিছু থাবেন কিনা?"

ঠোট উল্টিয়ে ননা বল্পে "বয়ে গেছে আমার জিজ্ঞেস কর্তে ? কোথায় আছে তার ঠিক নেই, কোথায় গিয়ে তাকে আমি চুড়ে বেড়াব । থিদে পেলে নিজেই থাবে।"

"বাড়ী আসতে না আসতেই আবার কি ঝগড়া হোল তোমাদের? বাবা! বাবা! কথায় এত ঝগড়াও করতে পারো তোমরা! এদিকে চিঠি আসতে একদিন দেরী হলেও তো অহির কাণ্ড লেগে যায়!"

"তুমি বুঝি অস্থির হওনা ? আর দেখাই হয়না, তার আবার ঝগড়া হবে কোথা থেকে ?"

"ও: বুঝেছি। ব্যথাটা তা হলে এথানেই, কিন্তু
কি পাগল তুই নন্দা। ওদের বাবার অন্তথ শুনে ডিন
জনে ছুটে এগেছে—এখন আবার তোর অভিমান
ভাঙাতে হবে তা বোধহয় ঠাকুরপোর মনে নেই—
তা হলে নিশ্চই এদে তোকে দেখে যেতো।',

"হ্যা—বেতে। ভাস্থর কিনা তাই! বাবার অস্ত্র্থ বোধহয় তোমার ঠাকুরপোরই একলা হরেছে! তাই ভাবনার অস্ত্র নেই—না দিদি! মাস্থ্রটা ওই রক্ষেরই —মন বলে কোনো জিনিবের যালাই ওর েই। দেখিনি—লাপান ধাক্তে! তথন ডো আর এক কেশে থাকা, আর কত দ্রদেশে—তা যে না চিঠি নেধার চাঁচ! দেখে পিত্তি জলে যেতো—তা উত্তর দেব কি? আমার কথায় বিখাদ না হয়, তোমাকে আমি দে সব চিঠি দেখাতেও পারি! তুমি তো ভাবো ঠাকুরপো ডোমার মাস্থ নয়—দেবতা।"

দেখাবি নাকি নন্দা। রাগের মাথায় যে কথা বলেছিন্--ঠাণ্ডা মাথায় কি আবার তা ফিরিয়ে নিবি নাকি ? আমি তোর সব চিঠি দেখতে চাইনে, শুধু আর বছরের বিজয়ার আশীর্কাদী চিঠিখানা দেখাদ্ যেখানে তবল পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প দিয়ে এসেছিল।"

"বাও, দিদি তুমি আর জালিও না বাপু! সে একা আমালই চিঠি! তোমার ছিলনা, তার মধ্যে ?"

"ছিল--আটলাইনের একটা শ্লিপ আমারও ছিল।
তার জ্ঞ আর একটা স্ত্যাম্প লাগেনি দাঁড়া--ঠাকুরপোকে
ডেকে জানি--তোর এ অভিমান ভেঙে দিয়ে যাক।"

সজভকে "নন্দা বল্লে, ডাকতে তুমি পাবেনা কিছুতেই

—কেন সত্যি কি আর ইচ্ছে হলে আস্তো না ? 'যেচে

মান আর কেঁনে সোহাগ' এর কিচ্ছু দাম নেই দিদি!

আর তোমার কাছে আজ আমি শোব দিদি!"

"আমার কাছে জায়গা হবেনা। তা ছাড়া আমিই বোধহয় বাবার ঘরে শোব—এঘরে থোকা আর তোর ভাস্কর শোবেন, এটা ঠিক। তারপরে আমি শোব কি প্রভাস শোবে কি আর কেউ শোবে। তার ঠিক নেই কিছু। তোকে আজ সারারাত্তির নজরবলী থাক্তে হবে...তুই বড় হাই হচ্ছিস দিন্ দিন্। আমার দেওরটাকে ভালমাম্ব পেয়ে তাকে আলাবার কত ফলীই না বের করছিস! এঁদের মা থাকলে, দেথ্তাম একবার—তোর এসব কোথায় থাক্তো।" সঙ্ক্যা হয়ে গেল দেথে নন্দা, আলো আন্তে গেল।

রাত্রে প্রভাত ও প্রণবকে চুটি দিয়ে মীনা একেবারে তাদের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, শশুরের কাছে নিজেই বস্লো। প্রশাস্ত কিছুতেই গেলনা—তথন অগত্যা সেই ঘরেরই মেঝের ওপর তার একটা বিছানা করে দিয়ে মীনা তাকেও শুতে বলে। কিন্তু কথা রইলো বে ছটোর সময় প্রশাস্তকে উঠিয়ে দিয়ে সে শুমোতে

যাবে। তাডেই রাজী হয়ে, সে বিছানার কাছে একট ইজিচেয়ার টেনে এনে তাতে শুয়ে পড়ে পায়ে ওপর একটা শাল ঢাকা দিয়ে The ships that pass in night. বলে বইখানা পড়তে লাগলো দশটা থেকে বারটা পয়্যস্ত বেশ ভাল কাট্লো—রোগীর মুম খুব গাঢ়—প্রশাস্তও বেশ মুমোছে। একট পরিছেদ শেষ করে মীনা হাই তুলে বইটা মুয়ে চেয়ায়ের হাতলের ওপর বেথে দিলে। দরজার দিকে চোখ পড়তে সে দেখলে, দরজার পদ্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেথে প্রভাত মুখখানা বের করে তাকে ইসারায় ডাক্ছে। পাছে ঘরের মধ্যে প্রশাস্ত তা দেখতে পায়, এই ভয়ে সে নিঃশক্ষে উঠে বাইরে গেল।

দেখলে, বাইরে আলো-অন্ধকারের থেলা চল্ছে—
তার মধ্যেই বারন্দায় প্রভাত দাঁড়িয়ে আছে। তাকে
বাইরে আস্তে দেখে প্রভাত হহাত বাড়িয়ে তাকে
বুকের মধ্যে টেনে নিলে। বল্লে "কখন থেকে দাঁড়িয়ে
আছি, আর এখন তোমার সময় হল ? আমাকে বন্দীখানায় পাঠিয়ে বেশ মজা করেই আছো, না ?"

"আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঘুমিয়েছ—এইতো বারটা, আর হৃহণ্টাও আমি এমনি করে কাটিয়ে দেওয়ার মতলবে ছিলাম—তারপরেই তো তোমার কাছে থেতে পার্তাম —এ কিন্তু আমার ভিউটী' ফাঁকি দেওয়া হচ্চে।"

"হাা ঘুম কি করে আস্বে? যদি কেবলই মনে হয়, কথন্ এই হাত ছথানা, এমনি করে গলায় এলে পড়বে, কথন্ কাণের কাছে মৃত্ত্বরে কথা আরম্ভ হবে, কথন্ সেই কথার ত্বরে বুকের ভিতরের জমাট বাধা সরে যাবে, তাহলে কি ঘুম হয় ? 'মিছে সধি ধরো অপরাধ!" বলে প্রভাত মীনার হাত ছথানা, মালার মত করে গলায় জড়িয়ে নিলে।

"দব তো বৃঝি, আর দেই জন্মেই তোমাকে বাবার

দরে চুক্তে না দিয়ে ঘুমোতে পাঠিয়েছিলাম। আদি

গোলে তোমার যে আর ঘুম হবে না, আমি আনি ; ভা

হলও তাই—তৃষিও ঘুমোলে না, আমিও ঘুমোলাৰ না

কাছেই একধানা ছোট লোহার চেয়ার পাড়েছিল প্রভাত তাতে বলে পড়ে, মীনাকেও ভার বদ্বার জন্মে টান্লে। কিন্তু চেয়ারখানায় বদার আর জায়গা নাই দেখে বল্লে "এইটুকু চেয়ারে কি ছজনার কুলোয়? তার চেয়ে আমি এখানেই বস্ভি," বলে সে বারন্দার আলদের ওপর বস্লে। আলদেটা বেশী উচু ছিল না।

বাধা দিয়ে প্রভাত বল্লে, "ওকি! ওকি! নীচে পড়ে যাবে যে! তার চেয়ে এপানে বসে।।" বলে তার পা আল্দের মধ্যেকার ফাঁকের মধ্যে চুকিয়ে দিয়ে তার ভপর মীনাকে বদালে।

"তোমার পায়ে লাগবে বে! না, না, আমি মাটীতে বস্তি।…

"লাগবে না—এইটুকু ভার সইবার মত জোর আমার এ পা ত্রোতে আছে, বৃঝলে সত্যি-মিথ্যে পরীক্ষা করে দেখো। উঠে বদো বল্ছি, না হলে আমিও মাটীতে বদ্ব, পাশাপাশি। আমাকে যদি কেউ বদতে বল্ত তবে আমি নিশ্চয়ই বদ্তাম! কিন্তু কেউই বলে না!"

"আহা! বল্লেই অমনি বদ্বে কিনা? তোমাকে আমি চিনিনে তো! নেও, এই বদ্লাম, কি বল্বে বলো। আমি কিন্তু এখুনি চলে ধাব।"

"গ্রা—ত। আর না! এখুনি চলে যাবে বলেই যে
আমি এত তোড় জোড় করলাম! যাই যাই করছ কেন ?
বাবা তো ঘুমোজেন বেশ! সেখানেও বদতে, না হয়
দেটা এখানেই বদ্লে! আমার একটু শান্তি হল!
তারপর, কালই বাবাকে নিয়ে যেতে হবে, ব্রুলে? আর
দেরী নয়। পারবে তো সব গুছিয়ে নিতে? ইঁয়া ভাল
কলা; প্রণব বল্ছিল যে বৌমাকে রাইপুর পাঠিয়ে দেবার
কলা। আছো বলতো, সেটা কি উচিত কাজ হবে?
তবে বদি বৌমা যেতে চান দে আলানা কথা!"

"হা।—ত। আবার সে চাইবে! সে ঠাকুরপোকে যা' ভালবাসে, একটু কথা বলতে, কি কাছে ঘেতে দেরী হলে যা' চটে যায়! কল্কাতায় গেলে, রোজ রোজ তাঁকে দেখতে পাবে, তাই ছেড়ে রাইপুর যেতে ও ভাবছে! আর তা ছাড়া, ওকে ফেলে যদি আমার যাওয়া হয়, তবে ও আর আমার মুধ দর্শন কর্বে না।"

"ব্ঝলাম। তাহলে বৌমার বাওয়া স্থির। কৈছ জিজাসা করি, জানতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে—নন্দার ভালবাসার কথা তো শুন্লাম, ডুমি তোমার বরকে কতটা ভালবাসো মীয়? না, চুপ করে থাকলে আমি শুনবো না—মন আমার এক এক সমন্ন এই কথা জান্বার জ্ঞে এত অখাত হুমে ওঠে—কোনদিনই তো এ প্রশ্ন তোমার কাছে তুলিনি মীয় হন্নতো আর তুলবোও না, কিছু আৰু আমার মন এর উত্তর শোনবার জ্ঞে মাতাল হুয়ে উঠ ছে—" "নিজেব মন দিয়ে কি তা' বুঝাতে পার না ? এও কি আবার ম্থের কথায় বলে বুঝিয়ে দিতে হবে ? কই আমার মন তো, তোমার ভালবাদার পরিমাণ জান্তে ব্যস্ত হয় না—তুমি ভালবাদো আর তা আমি অন্তরে অন্তরে অন্তর্ভব করি—ব্যস্ এই তো যথেষ্ট! কিন্তু ওদিকে বোধ হয় ছুটো বাজলো—ঠাকুরপো যদি জেগে থাকেন তো কি ভাবছেন বলতো ?"

"আচ্ছা, যাও। আমি কিন্তু এখানেই রইলাম, ভিউটী ফুরোলে আমায় ডাক দিয়ো!"

"আচ্ছা," বলে মীনা লঘুপদে ঘরে এলো। দেখ্লে নীচের বিছানায় প্রশাস্ত তেমনি ঘুমোচ্ছে জগমোহনও গভীর নিজিত! আলোটা তুলে ধরে ঘড়ি দেখলে—পৌনে ঘটো। আবার আলোটা ঠিক জায়গায় রেখে দিয়ে, সে সেই ইজি চেয়ারেই ভায়ে পড়ল।

প্রায় আধ ঘণ্টাথানেক পরে, মীনার সবে মাত্র ভক্রা এসেছে, প্রশান্ত উঠ লো দেখলে ইঙ্গি চেয়ার থেকে একটা হাত মীনার বাইরে এসে পড়েছে, সে যে ঘুমোচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্ধ কি করে সে তাকে ভাকে! যদিও সে ও প্রশান্ত প্রায় সমবয়সীই হবে, তবুও ঘুমন্ত, তাকে ভাক্তে সে যেন সাহস পাছিল না। ঘরের বাইরে সিয়ে, সে দাঁড়ালে—ক্রেগে থেকে ঘরের মধ্যে থাক্তে ইছে তার হল না। একই বারান্দায় ঘরের সাম্নে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত মীনার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করতে লাগলো— আর সেই বারান্দারই শেষ প্রান্তে, অদকারে বসে, প্রভাতও মীনার অপেক্ষা কর্ছিল।

ঘড়ীতে আধঘণ্ট। বাজার শক্ষ হলো, মীনার খুম ভেতে গেল—আড়াইটা বেজেছে দেখে, সে উঠে বস্ল—
দেখলে জগমোধনের ঘুম তথনো ভাঙেনি। গায়ের চাদরটা একটু সরে গিয়েছে—সে চাদরটা আবার ঠিক করে টেনে দিলে; জানালা যা ছ একটা খোলা ছিল, বন্ধ করে দিলে, ঠাণ্ডা বাতাস আস্ছে। তারপরে ঘরের পর্দাটা ঠেলে দিয়ে খেমন বাইরে পা দিখেছে, প্রশাস্তর ছায়া দেখে ভয় পেয়ে বললে "কে ?"

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত বল্লে "আমি! আপনি এখন যান—আমি তো ঘুমিয়ে নিয়েছি। যদি বিশেষ কিছু দরকার হয়, তবে আপনাকে ধবর দেব।"

"হাঁ— যাচ্ছি যা খুম পেয়েছে!" বলে মীনা বারানা দিয়ে সোজা চলে একেবারে বেখানে প্রভাত বসেছিল, দেখানে গিয়ে পিছন খেকে তার ঘাড় বেড় দিয়ে বঙ্গে— "চল—এখন আমার ছুটি! তুমি তো বেশ গুইটুকু ছেলেকে ঘরে একা ফেলে রেখে এখানে এদে বদে আছ!"

"मृत ! ट्रांस टिंग आयात्र जान नारण ना-- मरनरे हिन ना जात्र कथा!" "না, ভাল লাগে না হিংক্তক! তুমি বড় একচোখো!"
"মেনে নিলাম! আর সে চোখটা সর্বলাই এই দিকে
ফিরে আছে।" বলে মীনার মুথখানা ঘ্রিয়ে নিজের
চোখের সামনে ধর্লে!

"আ:। সরো সারা রাতই আজ এথানে থাক্বে নাকি ? আমার কিন্তু ঘুম আদৃছে খুব—আমি চল্লাম।"

"ইস ! আমাকে ফেলেই ! Escape me ! never dear! বলে প্রভাত তার কোমরের কাছে হাত বেড় मिरा धरत घरत हलाला। পথেই नन्नात শোওয়ার ঘর। প্রভাতের হাত ছাড়িয়ে মীনা একবার সেই ঘরের কাছে এসে দাড়ালে—কাণ পেতে কিছুই শুন্তে পেলে না— তথন পুর চুল প্রমাণ করে জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে তার ভিতরটা দেথবার চেষ্টা কর্লে—কিন্ত কিছুই দেখা গেল না। খুল্তে খুল্তে সাহস পেয়ে সে একেবারে নোটা খড়খড়ি একটা খুলে ফেল্লে। চোথ নীচু করে ঢুকিয়ে দেখলে, পায়ের কাছে হ্যারিকেনের আলে। খুব মিটু মিটু করে জল্ছিলো-পাতলা একটা 'রাগ' ঢাকা দিয়ে, ছজনেই গভীর ঘুমে অচেতন। ইসারা করে মীনা প্রভাতকে ডাক্লে—সে কিন্তু গেল না। তথন সরে এসে সে প্রভাতের একটা হাত ধরে টেনে সেই ঋড়খড়ির কাছে নিমে গেল। প্রভাত তার হাত ছাড়িয়ে সরে এল, বললে "কি হবে দেখে ? নতুন কিছু দেখব নাকি? যা চিরকাল হয়ে আসছে, তাই তো! চলে এসো শীগপির ওখান থেকে!" বলে সে মীনার হাত ধরে একটান দিলে।

"দেখছিলাম, তোমার সাধু পুরুষ ভাইএর কাওখানা। লোকচকুর সামনে, তুজনে দিনরাত্ ঝগড়া—আর অস্তরালে সবই চলে। ওরা হুটোই সমান।

"তা চলবে না ? ওই যে মুখোম্খী ঝগড়া—সেটাও অহরাগের আর এক স্তর; পরীক্ষা ব্রুলে ? যুগে, মুগে, জ্বী-পুরুষে এই খেলা, এই পরীক্ষা চলেই আদৃছে! না হলে, অত বড় প্রেমিক যে শ্রীক্রফ, তাঁকেও শ্রীরাধিকা এই পরীক্ষা থেকে রেহাই দেননি। সামাত্ত মাহষের মন্ত তাঁদেরও এই মান-অভিমানের পালা, যুগ-যুগাস্ত ধরে চলেছিল। আর তারই ফলে, মান-ভঞ্জন মাথুর, মুগল-মিলন, প্রভৃতির স্ষ্টি। সেই জন্তেই এগুলোর আদর জনসমাজে এত বেশী। তোমাদের অস্ত পাওয়া ভার! কথায় আছে "ত্রীণাম্ চরিত্রন্দে বতারাও বুঝে উঠতে পারেন না, তা মাহ্মব! চলো, গুইগে—পরের বেথির কথা জেনে আমীর লাভ নেই; আমি আমার নিজের নিয়েই সন্তঃ!"

সকাল বেল। জানলার খড়খড়ি খোলা দেখে নন্দা একটু আশ্চর্যা হল; ভাবলৈ খোলাই কি ছিল? না: দে তো সব দেখে, জানলার ছিট্কিনি লাগিয়ে ভয়েছিল বলেই মনে হচ্ছে—কিন্তু খোলা ২ল কেমন করে? প্রণ্য ভ্যানও ওঠেনি। নীচু হয়ে তার কাণের কাছে ম্থ নিয়ে, নন্দা বললে "এই! শোন। আঃ ঘুম যে ভোষার ভাঙেই না!—"

কোনরকমে চোধ তৃটো ফাঁক করে, নন্দার নীচু হয়ে আসা মুথথানাকে, হাত বাড়িয়ে ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাত চালিয়ে দিয়ে নিজের মুথথানার ওপর চেপে ধরে বল্লে "আর! তৃমি যে 'দিক্' করছ— ঘুমোবার ষো'ই নেই। রাত থাক্তে উঠে পালানো হচ্ছে কোথায়? এখন বেতে পাছে না।"

"আ: ! শোনই না একটা কথা আমার।
খড়ধড়িটা খুল্লে কে ? তুমি উঠেছিলে নাকি রান্তিরে ?"
এইবার প্রণবের ঘুম ছুটে গেল। উঠে বলে চোখ রগড়ে
বল্লে "না, আমি তো উঠিনি। কালরাত্রে যে ঝগড়া
করেছ হয়তো মাথা গ্রম হয়ে উঠেছিল বলে, তুমিই খুলে
দিয়েছ।"

"না, না, আমি খুলিনি। দেখি তো খোঁজ নিয়ে।" বনে নন্দা বের হয়ে গেল। প্রণৰ আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা কর্লে।

বাইরে এসে নন্দা দেখলে, মীনা উঠেছে কখন তার 
কানও হয়ে গেছে। দেখে সে শুশুরের ঘরে গিয়ে হাজির 
হল। দেখানে কর্বার আনেক কিছুই ছিল। মুখধোওয়া, বিছানা-ঝাড়া, ঔষধ-দেওয়া প্রভৃতি শেষ করে,
দেও স্নান করতে গেল। যাবার সময় দেখলে রায়া
ঘরের বারান্দায় একটা 'মোড়া' পেতে প্রণব হাল্যা ও
চা থাছে। তাকে দেখে সে বললে, "শোন শোন,
তোমার 'জান্লা-রহস্ত' প্রকাশিত হয়েছে। বৌদির
মনে এই সদিচ্ছাটা জেগেছিল, ব্রলে আমি গোড়া ধেকেই
জানতাম।"

মীনা বল্লে, "দেখছিলাম, আপনাদের ঝগড়া-ঝাঁটি মৌখিক না, আন্তরিক ?—আর শুধু মামিই দেখিনি—" বাধা দিয়ে প্রণব বল্লে, "লালাকেও দেখিরেছেন তো? সাধু! ঘরে চুকলেন না কেন? যে ঝগড়াটী! ওই তো যত নত্তের গোড়া! বেশ হয়েছে দেখেছেন।"

নলার হাসি এল, তবুও বগড়। করার **বল্লে ডার**মুখটা চুল্কে উঠলো—কিন্তু নেহাৎ সকাল বেলা পার
মীনা রয়েছে সামনে, তাই কিছু না বলে সে আন করতেই
গোল।

খে য়া লি-ভীনিৰ্মাল মিত্ৰ অ ম



লেখক

পূজার ছুটিতে একদিন বাবা বল্নেন বেখানে হ'ক বেড়িয়ে আসতে। আমিত ডাহাই চাই একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। অবশেষে ঠিক হ'ল এে কার্সিয়ংএই বাওয়া হবে। যথাসময়ে দার্জিলিং-মেলে গিয়ে উঠলাম। ভন্তলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ঠিক হল— এডভাঞ্চার করা যাবে। প্রথম দিন পাহাড়ের উপরে (কার্শিয়ং হতে ২০০০ ফুট উচ্চ) ১টী চমৎকার বাংলো এবং বাগান দেখতে যাওয়া হল। অনেক কটে প্রাম



রেল পথ

দ্টার সময় সিলিগুড়িতে পৌচলাম। তারপর মোটরে করে একেবারে কার্লিখ। আমিও আমার সঙ্গে একজন চাকর কিলেছিল। ও: কি আরাম। একেবারে বাধীন। যথন তথন বেখানে ইক্ছা বাই। কিছুদিন পরে কাছাকাছি বারগাঞ্জনির উপর অফটি ধরে গেল। বেশিদিন এক্ষম ধাকতে হল না, ওথানকারই একদল

৩।৪ ঘণ্টা ধরে উঠলাম। অবশ্য উঠে কটের প্রস্কার স্বরূপ দৃশ্য যা দেখলাম তা অবর্ণনীয়। তার মধ্যে সহরের দৃশ্যই প্রধান।

তারপর পথ কমাবার জন্ত জকলের ভিতর দিরে নামতে লাগল্ম এবং প্রায় ৩৪ বার আছাড় থেয়ে কোন রকমে আমরা সভাার সময় সহরে এসে পৌছিলাম!

ওধানে তখন বেশই শীত ছিল এবং কোন পাঠককে বলে मिट इरव ना त्य चात्रत्वां है। तम् भारत मिरत कहा ষ্মবধি পড়ে থাকতে মন্দ লাগত না।

কিছুদিন এমনি কাটতে লাগল। তারপর একদিন

রান্তা দিয়ে যেতে পারবে না বলে সাধারণ রান্তা দিয়ে গেল। আমাদের মধ্যে যার পা কিছু অংখম হবে সেই ঘোড়ায় চড়ে আসতে পারবে। যাবার সময় চড়বে না। এই কথাই ওদের দকে হয়েছিল। রাস্তা কম করতে



সিংব'লী

ঠিক করা হল বে, সহর হতে প্রায় ৪০০০ ফুট এবং রাস্তা দিয়ে প্রায় ৫ মাইল পথ নীচে "দিংবালী" বলে একটা নদীতে পিকৃনিক করতে থেতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে তার উপর দিয়ে একটা ঝোলা পোলও দেখা যাবে! তারপর গিয়ে যা এক একজনের হুর্দ্দশা হল, ভাও বর্ণনা করতে হাসতে হাসতে দম আটুকিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে অবশ্য ভাল রাস্তা পাওয়া ষাচ্ছিল, কিন্তু আবার তারণর মিল ছিল তা পার হ্বার সময় হাত দিয়ে পথের:তুই পাশের



কাঞ্চন-জন্ত্যা

দিন বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা প্রায় ১০ জন ৫টা ঘোড়ায় পিকনিকের স্থস্থাত্ব জিনিব সব নিয়ে রওনা হওয়া গেল।

ঘোটক প্রবরেরা এবং তাদের রক্ষকেরা ধারাপ

পাধর ধরে ধরে নামতে হচ্ছিল। মধন প্রায় ২০০ কি নেমেছি তথন উপরের দিকে চেমে দেবি কি চলাব দুখা। সহরটা এত চমৎকার, এত হৃদ্দর বেশ্বনি প্রথমত এখানের সব বাড়ীগুলি সাসির এবং করে

দ, कि ধনী, কি দরিত সব সমান। উপর দিকে চেয়ে বটে কিন্ত আমাদের জলপ্রপাত বলে ভ্রম হয়েছিল। াছি নীচে হাসি ভনে দেখি যে আমাদেরই (বুলু নামক) জুতা খুলে দড়ির পোলের উপর গিয়ে বসলুম তখন শুরোগা গোছের এক সহচর এতকণ অতিকটে তাঁর আমার সেই নদীর প্রকাণ্ড চেউ দেখে প্রতি মুহুর্ত্তে



দার্জিলিং এর দুখ্য

রারটা নিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ কিসে লেগে মনে হচ্ছিল বে এথনই বুঝি একটা ঢেউয়ে পোলটা ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে খায়। ভাগতি দিচ্ছেন।

আমাদের হাদি দেখে দে ত একদম রেগেই অস্থির,

আমরা সকলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই চা, কেক্, স্তগুডুইচ া হক তাকে ত কোন রকমে তোলা হল। সে প্রভৃতি আমাদের নেতা অজিত ঘোষ এবং আমাদের



কাঞ্চন জ্বতার তুবার দুখ্য

<sup>তথ্ন</sup> রে**পে থোঁড়াতে থোঁড়াতে আ**মাদের সঙ্গে পালা কাছে ছলু বাবু বলে পরিচিত ভত্তলোকটার সৌ**লভে** <sup>দিয়ে</sup> চলতে লাগল। অভিকটে বেলা প্রায় ওটার সময় থেয়েই উঠে পড়া গেল। সব ৰোড়ারই একটা 'निश्वानी"एछ ।शरव द्योहनाम। निश्वानीदक नही वटन कदत थरमत्र हिन वटन, आमि अशास्त्रहे आत्र अक्छ। द्यापा ভাড়া করনুম, এবং তাতে চড়ে সকলের আগেই অজানা পথে আরও দৌড় দিলাম। তারপর **ফোনরকমে আ**লাছে পথে বেরিয়ে পড়লাম। কারণ ঘোড়ার রান্তা আলাদা। এবং পাহাড়িদের জিজ্ঞাসা করতে করতে প্রায় গা । চার কিছু দুর যাবার পর পিছু হতে একজন আমায়

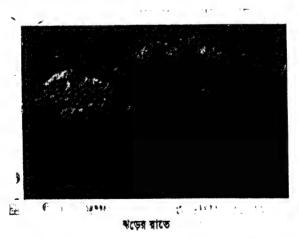
সময় কাসিয়ং সহরে পৌছলাম। আমরা পিরেছিলাম



কাসিয়ান হইতে কাঞ্চন-জজ্যা

ভাকলে। আমি ঘোড়ার রাশটা হঠাৎ টানতে ঘোড়া দলবেঁধে কিন্তু ফিরবার সময় প্রতিযোগিতার জন্ম সকলেই ভয় পেয়ে রাস্তার কিনারায় পা দিতে সেথানে মাটী আলাদা এদেছিল—কেউ পরে, কেউ বা আগে, যা হৰ খোড়ার সামনের তটা পা হুদ্ধ ধ্বনে গেল, আমি চোথ যা থাওয়াটা থেয়ে ছিলাম আমি নিজেই আর্ক্য বুজে রাণ টেনে পিছু হটবার কৌশল করলাম। মুহূর্ত্ত পরে

হয়েছিলাম।



दिन्धि चैत्रदित्र मधाध त्याङा छेशदत्र छेट्ठ अदमद्व । द्य পিছু ডেকেছিলো তার উপর তথন আমার ভ্রানক রাগ হতে উঠেই দেখি, উত্তর দিকে সাল এবং হড়েছিল সেইজন্ত তার কথা না ওনেই আবার অজানা আভাযুক্ত প্রায় ৪।৫টি গুল, ভাই। অবস্থি

ভারপরে কাঞ্চনক্তা এবং ক্রা অভা আৰু

রং বদলাছে । থানিক পরে (Fog) কুয়াসায় সব চেকে গেল। এখানে কুয়াসা লেগেই রয়েছে। আবার সেই একঘেয়ে জীবন—কিছুদিন পরে ঠিক হল যে, এইবার একেবারে সব হতে শ্রেষ্ঠ "টাইসারহিল" দেখতে যাওয়া যাবে। দার্জিলিং ৬০০০ ফুট উঁচু এবং তার হতে "ঘুম" (Ghum) ৮০০০ ফুট উঁচু এবং টাইসার হিল এর চেমেও ২০০০ ফুট উঁচু। "ঘুমে" অগপ্টের মাঝামাঝি হতেই বরফ পড়তে আরম্ভ করে এবং প্রায় ফেব্রুয়ারীর শেষে বরফ পড়া থামে। এখানে ভয়ানক ঠাঙা। যাহক.

আমি বোড়া নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যিনি
আমাদের হর্তা-কর্তা হুছ্বাব্ তিনি অন্থমতি দিলেন না।
কারণ বনের মধ্যে দিয়ে রান্তা এবং সরু, অন্ধকার,
একপাশে ঝাড়া পাহাড় আর একপাশে অতল গভীর
ঝাদ। প্রায় রাত ৩টার সময় মনের আনন্দে থানিকটা
খুব তাড়াতাড়ি উঠলাম কিন্তু তারপর একটু ক্ট হতে
লাগল। যদিও মুথে আফালন দেখাছিলাম কিন্তু ঠাপার
ভয়ে হার মানতে চাইছিলাম না। অনেক কটে ভোর
ব টার সময় একেবারে টাইগার হিলে গিয়ে পৌছলাম।



যুম

ঠাণ্ডা ভয় করলে ত চলবে না। আমাদের যাওয়া ঠিক হল। আমরা প্রায় ৬জন মিলে কার্সিয়ং হতে মোটরে করে সন্ধ্যা ৭টার সময় দার্জিলিং এসে পৌছলাম। এবার মিষ্টার, এ, কে, ঘোষের ঘাড় ভেঙ্গে Centrallittel এসে উঠলাম, অবশু এবার আমি ছাড়া সবই টোকsh familyএর মধ্যে, যাহক ওখানে ঠিক হল ওঁদের আত্মীয়ের মধ্যে ৩ জন যাবেন। রাত ঠিক ১॥• টার সময় উঠে সব জামা গায়ের উপর চড়িয়ে নেওয়া গেল। ২" ইঞ্চি শ্বন্ধ দতানা। মোটারে উঠতে গেলাম; দেধলাম যে আমাদের দলে সব ইন্ধ নয় জন।

এই কলনে মিলে প্রায় রাত ২॥• টার সময় "ঘূম" পৌছলাম।

পথে আমি একটু হাঁপিয়ে ছিলাম বলে সকলে আমাকে ভয়ানক ভাবে ঠাটা করছিল।

উঠতে থ্ব বেশী কট হয় নাই কারণ থ্ব ঠাণ্ডা ছিল।
টাইগার হিলে তথন ৩০° টেম্পারেচার—ভ্যানক শীত।
মাথার উপর একটা বিশ্রাম কুঠার (Rest-house) ছিল।
তার ছাদে উঠে পশ্চিম দিকে ছইটা পাহাড়ের মাঝথান
দিয়ে ছইটি অতি মনোরম তুষার শৃল দেখা যাচ্ছিল,
জ্ঞ্জানা করে জানলাম ধে, তাহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ক্ উচ্চ শৃল গৌরীশহর, উত্তরে প্রকাশু তুষারের উপর সর্ক্ রংরের ছোপ দেওয়া কাঞ্চনজ্জ্বা অতি মনোরম। মাহ্ব শ্ব সময়েই ছ্র্কল সেইজ্ঞ্জ দেই প্রাকৃতিক অতি মনোরম।
ত্বাস্থা ভাষার হারা প্রকাশ হয় না। र्र्श উঠবার সময় হল, अपनि প্রাকাশ প্রথমবারে সবুজ, দিতীয়বারে নীল ও পরকাণেই হল্দে হয়ে উঠল।

তারপর প্রায় দশ মিনিট পরে ছই পাশ দিয়ে সবুজ আভা, তার উপরে নীল রংয়ের আভা, তার উপরে হলদে রংয়ের আভা যেন লাল স্থ্য হতে ছিটকিয়ে পড়ছিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখি লাল, নীল প্রভৃতি রংও আর নেই তথন সাধারণ ক্ষের মতই সালা। ধনন ক্ষা সালা হয়ে তার রাগ দেখালে তথন ত্যার বৃষ্টির ভয়ে ভয়ে, থেমে গেল। তথন চারিদিকে চেয়ে দেখলাম য়ে, সব একেবারে পরিকার হয়ে গেছে এবং উত্তরে নেপাল রাজ্যের সীমানা দেখা যাচ্ছিল।



টাইগার-হিল রেষ্ট হাউস্

#### ডানদিক হইতে:---

মিষ্টার কালী ঘোষ, মিঃ এ, ছোষ, মিদ বেলা ছোষ, মিঃ বুলু ছোষ, মিদেদ ঘোষ, মাষ্টার বট্টল, মিঃ ঘোষ, মিঃ এ, কে, ঘোষ, (ছহ বাবু) মিঃ এদ, পি, চৌধুরী।

এই সব রংয়ের মাঝগানে হঠাৎ থানিকটা লাল আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠলো। একটুথানি পরে ছোট্ট একটি লাল বল হয়ে পূর্ব্যদিক লালে লাল করে দিলে।

তথন তুই একজন লোক পিছন হ'তে চীংকার করে উঠল "কি স্থলর, কি স্থলর" পিছন ফিরে দেখি যে, কাঞ্চনজ্জ্বার রং বদলে গেছে। স্বুজ্ব রং আর নেই, লাল স্থা তাকেও একদম লাল করে দিয়েছে। যাহক সব মন ভবে দেখে এবং একটু রোদে চারা হয়ে নামতে লাগলাম। প্রায় ছুটেই আমাদের নামতে হচ্ছিল কারণ রাস্তা প্র ঢালু। ঘণ্টা থানেকের মধ্যে ঘুমে (Ghum) পৌছিলাম, তারপর মোটরে করে "ঘুম-বিহারে" (Ghum-monastry), প্রকাণ্ড প্রায় একতলা সমান পিতলের বুদ্ধনের দেখে আবার দার্জ্জিলিংরে ফিরে গেলাম। তারপর ১০॥•টার সমন্ন ছোট হাল্রিরিধেরে একদম কাসির্যুৎ পৌছলাম।

# মেঘনাবকে

#### শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভঞ্জ

কর্মরকে প্রবিকে মেঘনা-শ্রুকে ভাসি,
বাহিয়া তরণী চলেছি ঠেলিয়া ফেনিল উর্ম্মি-রাশি।
অলময় শুধু চারিদিক ধু ধৃ ছক্ক ছক্ক কাঁপে প্রাণ,
শুনা যায় দ্বে শুধু মিঠে স্বরে অচেনা মাঝির গান।
গ্রামের নিশানা ছাড়িয়া অজানা কালতরকে নাচি,
ভাবি ভগবান যায় বৃঝি প্রাণ বৃঝি আর নাহি বাঁচি।
ছাড়ি ঘর ধার শ্লেহ স্বাকার জন-কোলাইল দেশ,
আাসিলাম কোধা অভল শয়নে করিতে জীবন শেষ।
ছুটিভেছে জল কল কল কল চল চল চারিদিক্
অক্ল অপার, আক্ল নয়নে চেয়ে আছি অনিথিধ

দূর অম্বরে ডুবে ধীরে রবি বুকের শোণিত ঢালি। মদি-বাদে নিশি ধীরে ধীরে আদে তারার দীপালি ় 
কৈ তুমি রূপদী মরম পরশি ধরিয়াছ একি গান,
হের তোমা পানে ছুটে যায় মোর ক্ষুদ্র তরণী খান।
তোমা পানে চেয়ে পশুভূমি বলি মনে হয় এই ধরা

ডাকিয়া উড়িল অযুত হংস চারিদিকে কলনাদে,

চমকি চমকি হাসিয়া উঠিল হানি ক**টাক আলা।** 

সন্ধ্যা তারাটি মিটি মিটি হাসে রজত রূপের ছাঁদে।

আডে উ' কি দিয়া প্রতীচি গগনে একটি মেঘের বালা,

বের তোমা পানে ছুটে বার মোর কুল্র ভর্মা বান।
তোমা পানে চেয়ে পশুভূমি বলি মনে হয় এই ধরা

কৈ কবির কল্পভূবন সোনার অপনে পঞা ?
অন্তর মোর ব্যাকুল বিভোর ঘাইবারে ঐ দেশে,
তুলিয়া কি মোরে লইবে হে দেবী কুপায় মধুর হেসে।
শিখরে শিখরে ভ্রমিয়া ওপারে হেরিব নিধিল ভূলি
চির বাসনার কল্পনালোকে মাথিব অর্ণ ধূলি।
এপারের সব ভ্রোতে ভেসে যাক্ নেমে যাক সব ভার,
ওপারের ঐ অপ্রাজ্যে ঠাই হোক্ অভাগার।

# হাঁসপাতালে

#### গ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

থোলা জানালার ধারে শুয়ে' আছি, ইাসপাতাল—
বাহিরে বাভাস, করে মাতামাতি, বাস-মাতাল;
বাহিরের বনে, কোথায় ফুটেছে, ক্লফকলি—
অবুঝ বেদনা বুকে বাজে ভার, কিছু না বলি!
বাহিরের গাঙে জোয়ার জেগেছে, কি কলোল!
ভিতরে জীবন মরণ-দোলায় থেলিছে দোল!

বাহিরের পথে জলে রোণনাই, বিবাহ চলে—
ভিতরে তাহার ছায়া এসে পড়ে, প্রাচীর তলে!
বাহিরে দানাই, কাঁদে উভরায়, আর্ত্তরর;
ভিতরে তাহার ক্ষীণ রেশ আদে ক্ষণেক তরে!
বাহিরে জীবন আছে বহমান আদিম থাতে—
ভিতরে মরণ জানাচে কানাচে আঁচন পাতে!

এই চির-পাতা শখ্যা-বধ্র ব্কেতে ডবে';
নীৰ্ঘ হ'মান পাড়ি দিয়ে দিছ, একে ও ছ'ৰে!
কোন দিন বোল কৰে এক চুল, কখনো বাড়ে—
এ পোড়া অনুধ ভালবেলে মোন গলা না ছাড়ে!
ডিডা-বিঠা-কড়া নানান খানের, ওব্ধ পিরে'—
তাক্ত প্রাধে, তেরে কেন্দ্র নাকি, জানালা দিয়ে;—

ভিতর উঠানে কালো করোগেট ছাউনী বেরা,
বিস্চিকা রোগে যারা সারা হয় তাদের ডেরা!
তার বাম দিকে, বারাণ্ডা দে'য়া রঙীন ঘরে,
ফলা রোগীরা ধুঁকে ধুঁকে মরে পুরান' জরে!
আর ঐ দ্রে জাল্তি টাঙান' ঘরের সারি—
পচে তা'তে মরা ওয়ারীশ-হারা পুরুষ-নারী!

এ হাঁসপাতালে শুয়ে থাকি, আর এক্লা ভাবি— সারাটা জীবনই নিটায়েছি খালি রোগের দাবী! ওষ্ধ পথ্য থাওয়ায় কেহ, আদর করি; কেহ বা ক'রেছে অস্ত্রোপচার, ছুরিকা ধরি! বহু ক্ষত গেছে নিরাময় হ'য়ে, র'য়েছে দাগ— বহু বাথা আছে, গিঁঠাতে গিঁঠাতে, জড়ায়ে পাক!

> মন্ত বিছানা বিছান' র'মেছে আকাশ তলে, উপরে আশার আসমানী দীপ ধিমায়ে জলে! উৎস্ক চোধে, চেয়ে চেয়ে দেখি, সমূধে পাছে— ভরা-বেদনার জলে রোশনাই, সানাই বাজে; আজিকার ব্যাধি সেরে বেতে পারে, হাসপাতালে জীবনের ব্যাধি সারিবার নর জীবন-কালে!

# চীন জাপান সংঘৰ্ষ















#### ( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

#### 23

পৃথা আদিয়াছে। তাহার বয়দ প্রাম স্থ্রমার

মত। মূথে একটা হাদি সর্বাণ লাগিয়া আছে। তাহার

রখ-ছঃথ কিছু ব্ঝা যায় না, মনে য়াহাই থাকুক দে যেন

সব কিছুই ঢাকিয়া রাধিতে চায় একটা চঞ্চল হাদির

আবরণে। স্থরমা ভাবিল—ভাই বোনের ভিতর আত্মগোপনের ক্ষমতা চমৎকার, পার্থক্য শুধু, একজনের

মুখোস গান্তীয়্য, ও আর একজনের উদ্দামতা। তব্
পৃথাকে তাহার ভাল লাগিল।

পৃথা আদিবার পর হইতে হ্রমার তত্বাবধানের মান্ত্রা বাজিয়া গেল, পৃথা করিত শুধু যে কর্ত্তব্যের থাতিরে তাহা নহে, তার ভিতর স্পষ্ট একটা যেন আন্তরিকতার ইলিত উৎফুল্ল হইয়া ফুটিয়া উঠিত, স্নেহ ভালবাসার শতদল মেলিয়া। কিন্তু হ্রমা দেখিল রাজীব যেন আবার তাহার নিকট হইতে অনেক দ্রে সরিয়া গেল, সে যেন এত দিন কলের পুতুলের মত শুধু একটা কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছিল মান্ত্র, তাই আদ্ধ সে তাহার এই কর্ত্তব্যের ভার অন্তের হাতে ছাজিয়া দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, স্বন্তির নিশাস ফেলিয়া। হ্রমা সব লক্ষ্য করিয়া শুধু অন্তরে গুমরিয়া মরিয়া নিজেকে শতদিকার দিল। তবে সে কি স্বামীর শুধু কর্ত্তব্যের আড়ম্বরটাকে অন্তরের কোমলতা বলিয়া তুল করিয়াছে? তাহা হইলে রাজীব তাহার কাল করিয়াছে মান্ত্র আর

স্থান ছোট বাজীতে পৃথাকে, দইর। পূর্ব ব্যাবস্থামত বিহিল। সেইজন্ত রাজীবের সলে আগে কিছু সম্পর্ক পাকিলেও ভাহাও এখন একেবারে কাটিয়। পেন, দেইজন্ত পূথা আসাতে সে মনে মনে আননদের সহিত একটু কুল্লও হইয়াউঠিল!

পৃথা অত্যন্ত চট্পটে, সৌধীন এবং আদব-কায়দা ছরন্ত। তার উপর সে ছই সন্তানের মা বলিয়া নিজেকে সাংসারিক বিষয়ে অনেকটা বিজ্ঞ মনে করিয়া মাঝে মাঝে উপদেশ দিয়া হ্রমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। তার উপর তাহার ছিল আত্মন্তরিতা এবং বংশগৌরবের অহন্ধার অত্যন্ত প্রবল। সেই অহন্ধারের সজে পাশাপাশি ছিল তাহার সমস্ত পৃথিবীর উপর সংসারের উপর একটা দারুল তাছিলোর ভাব। সে যেন চলিত সমস্ত কিছুকেই অবজ্ঞা করিয়া, বিজেপ করিয়া। এবং হ্রমা আশ্রুতি হইয়া দেখিত তাহার গুণও যথেই আছে। জ্তা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ, অথবা রালাঘর হইতে ভইং রুমের উপরুক্ত ছিল সত্যই সে। সে বলিত—"সবই করবো। ভান্সও করবো, প্রভাও করবো, কোন কিছুতে পেছ পা হব না। অথবা কেউ যে আমাকে একটা জিনিস শিখিবে- দিয়ে খাবে

পৃথার স্বামী একজন নামজালা ব্যারিষ্টার কিন্ত দে ব্যারিষ্টারী না করিয়া বন্ধেতে মন্ত বড় কারবার খুলিয়া বিসয়ছিল, পৃথাও সেইখানে থাকে। ভাহার মেয়েটী বড়, বছর ডিনেকের এবং ছেলেটীর বয়স সবে মাত্র এক।

নেহাৎ কোন নিমন্ত্রণ, সন্মিলনী অথবা কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়ী যাইতে না হইলে পূথা আসিবার আগে
স্থান্য রোজ বেড়াইতে যাইত না। এ বিষয়ে রাজীব
অনেক দিন ভাহাকে বলিয়াহে, কিন্তু সে যায় নাই, সে
বলিত—"ও কভকভলো ধুলো বাওয়ার চেয়ে বই নিয়ে বদে
ধাকা ভাল—" কিন্তু পূথা আসিয়া রোজ ভাহাকে ধ্রিয়া

শইয়া যাইতে লাগিল। সে বলিত---"রোজ একট্থানি fresh air ना नित्न अनिष्ठ इत्व तोनि। त्राक এक हे বেড়ানো ভাল-" পুথার কিন্তু 'একটু' মানে তিন চার ৰণ্টা। তার ভিতর সে অস্ততঃ চার পাঁচটা দোকানে ৰাইড, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী ঘাইত এবং কলিকাতার বড় বড় রান্তা চষিয়া বাড়ী ফিরিত। ভাহার নিত্য নৃতন সাজ, নিত্য নৃতন সাড়ীর বাহার,—স্থরমা মনে মনে ভাবিত, পুথার স্বামী বেচারাকে বোধহয় রোজগারের অর্দ্ধেকের ৰেশী দিতে হয় পুথার সাড়ী ও গহনার পিছনে। স্থরমা ষদি একটু অন্ত রকম সাড়ী পরিয়াছে তাহ। হইলে আর রক। নাই, সে আলমারী খুলিয়া সাড়ী ছাডাইয়া তবে ছাড়িবে। তাহার সঙ্গে পড়িয়া মুরমাও কতকগুলি নৃতন সাড়ী তৈয়ারী করাইয়া লইন। ইহার ভিতর অনেকগুলি পার্টি ও মিটিংএ তাহাদের যোগ দিতে হইয়াছিল, সে দেখিল কলিকাতার সম্রাস্ত সমাজে পুথা মথেট পরিচিতা এবং তাহার ইয়োরোপীয়ান বন্ধুও যথেষ্ট।

পৃথা টাকা খরচ করিত জলের মত। কলিকাতায় আদিয়া সে বড় বড় কোন দোকানই বাদ দিল না। স্বন্ধা একদিম তাহাকে বিরাট ভাবে বাজারের পর হিসাব করিতে দেখিয়া বলিল—"এক সঙ্গে দশ জোড়া জুতো কিকরবে পৃথা ?"

পৃথা :তাচ্ছিল্যভাবে হাদিয়। বলিল— "দশ জোড়া? ওতে কি হবে? সব টাকা ফুরিয়ে গেল কিনতে পারলুম না, সব নতুন সাড়ীগুলোর সঙ্গে ম্যাচ ক'রে কিনেছি, সামনে কতগুলো বড় বড় dance, dinner আছে—"পৃথা আকুলে ব্ঝি ভান্স ও ভিনারের সংখ্যা গণিয়া বলিল—"ও: দশ জোড়া জুতোয় হবে না ভো, আরো চার জোড়া চাই যে শুধু এই season এর জন্ম। গত বছরের cloakগুলো out of fashion হ'য়ে গেছে, এবারে cloak অস্তভ:—, উ: অনেক কিছু বাকী রয়ে গছে বে, কালকেই একটা dance আছে Firpoতে,—,বাদি telegram form আছে?

স্থরমা হাসিয়া বলিল—"হঠাৎ একেবারে লাফিয়ে উঠে elegram form গ্ৰুছ কেন ?" "भूँ জছি একটা wire দেবো বেংখেতে।"
"কেন, কিসের জন্ম ?"
"টাকা,—টাকা—বৌদি—"

"রক্ষে কর, টাকার জন্ম নাই বা এতদ্র থেকে wire করলে, মি: মিটার কি মনে করবেন ? তার চেয়ে আমার কাছ থেকে নাও এগন—"

পৃথা বলিল—"নাঃ, আছে। এখন তুমিই দিয়ে দাও,— কিন্তু telegram টা দিয়ে দি।"

নিত্য বন্ধু সমাগমে, রাজীবের নীরব বাড়ীটা আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। পৃথার তরল হাসিতে ভরপুর হইয়া তাহা যেন নব জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া সমস্ত বিষয়তা দুরে সরাইয়া দিয়া নৃতন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। পুথা গভৰ্মেণ্ট হাউলে ডান্দে গেল, ডিনারে গেল, ইভিনিং পার্টিতে গেল, তার উপর ফিরপো এবং গ্রাণ্ডহোটেলের কোন 'বলে'ই সে অমুপস্থিত বহিল না। এত দাজ-গোজের বাহুল্যের ভিতর স্থরমার অত্যস্ত ভাল লাগিত প্রধার নির্ব্বিকার এ লামেলো ভার্বটী। তাহার স্বভাব-স্থন্দর দেহের সৌন্দর্যা ফুটাইয়া তুলিতে কোন রকম কুত্রিমতার আশ্রেয় সে নেয় না। বছমূল্য সাড়ী গ্রনায় যেন সে অভ্যাসের বশেই সাজে, কিনে তাহাকে কেমন দেখাইতেছে এ নিমা দে কখনো মাথা মামায় না। হয়ত মুল্যবান পোষাকে দাজিয়া স্থ্রমার মুখের কাছে তুধের পেয়ালা তুলিয়া ধরিতেছে, অথবা ছেলেটাকে কোলে লইয়া আদর করিতে বসিয়াছে—সে বিষয়ে ভ্ৰুকেপ নাই

পৃথার সঙ্গে ঘুরিয় ঘুনিয়া সেদিন স্থরমা ক্লান্ত হইয়া
সন্ধার পরে বাড়ীতেই বসিয়াছিল,—আর পৃথা তাহাকে
ভালো করিয়া খাইবার উপদেশ দিয়া এক ইয়োরোপীয়ান
বন্ধুর বাড়ীতে ডিনারে গিয়াছিল। রাজীবণ্ড বাড়ী ছিল
না। স্থরমা পৃথার মেয়েকে লইয়া খানিকক্ষণ গল্প করিল
—ছেলেকে লইয়া খেলিল—ভারপরে তাহার নারীশিক্ষা
সমিতির কতকগুলি কাগন্ধ দেখিতেছিল, এম্ন সময় কণিকা
আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—"স্থরো, ক'দিন আসুতে
পারিনি কেমন আছিল ?"

"আছি ভালই, ক'দিন আমিও থোঁজ নিতে পারিনি, পুথা সুরিয়ে মেরেছে—" "পৃথা—তোর ননদ ঐ উনি বৃঝি মিসেস মিটার ?" "হ্যা—"

"বাবা! ভোর ননদের যে প্রবল প্রতাপ "
কদিন ধরে যেখানে যাচ্ছি—মিসেস্ মিটারের নাম
ভনছি—

"হাা ও খুব popular"

"কোথায় গেছেন ?"

"Dinner এ। কথন আসবে কে জানে।"

কণিকা বলিল—শোন, সেদিন কি যে গল্প করে এলি, ওদিকে একজন রোজই তোর কথা জিগেদ ক'রে ক'রে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।—আমার ওদিকে যাদ না যে বড়? স্থায়া লজ্জিত ইইয়া বলিল—"কে ?"

"কে আবার—আমার কর্ত্তাটি,—দিনের ভিতর বেশীর ভাগ তোরই কথা হয়—

স্থরমা কৌতুক ভরে বলিল—"কি রকম 🕫

ও সে কি প্রশংসা—! নারী স্বভাব-স্থলত মাধুর্য্য নাকি তোতে একেবারে সাংঘাতিক ভাবে বিভ্যমান। সঙ্গে culture, education তো আছেই! আরে—ভাল কথা— তোর বিজয় মুথার্জ্জিকে মনে আছে ?"

স্থরমা ভাবিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"কে ভাই ? কই মনে পড়ছে না তো!"

"আরে মনে নেই, সেই যে একেবারে ছেলেবেলা তো ফলে পড়তই তারপরেও আমাদের বাড়ীর পাশে কিছুদিন ছিল, সেই যে আমরা একসঙ্গে থেলতুম। সে এখন মন্ত বড় "দেশভক্ত"। সেনিন দেখা হ'ল মিটিংএ। তোর কথা বলতেই বললো 'মনে আছে বই কি' তারপরে আরো অনেক কথা জিজেন করলো। কেমন আছিন ইত্যাদি— ভোর স্ত্রীশিক্ষার জন্ম এত উত্তম চেষ্টা সবই থুব প্রশংসা করলো—"

স্থারমা বলিল "হাা রে মনে পড়েচে, বজ্ঞ জাল লাগতো নামার তাকে। একদিন নিমে আসিদ—" কণিকাকে উঠিতে দেখিয়া বলিল—"বোদ না আর একটু—"

"না ভাই, অনেকক্ষণ বেরিরেছি। আজ চলি ? আসিস আমার ওথানে কাল, নইবে কর্তাটি হয়তো এথানে ছুটে আসবে।" স্বরমা একটু আরক্ত হইয়া বলিল "তুই আটকাতে পারিদ্না ? এই ব্ঝি তোর equality ?'

কণিকা হাসিয়া বলিল—"আরে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়ে দেখতে হয় ওরা কতদ্র যায়—তারপরে টেনে আনা না আনা তো আমারি হাতে—।" কণিকা চলিয়া গেল।

স্থারমা বদিয়া ভাবিতেছিল কণিকার কথাগুলি, বেয়ারা থবর দিল সেদিনের সেই আহত নোংরা লোকটা আসি-য়াছে। এবং সে হজুরের সঙ্গে দেখা করিতে চায়। মৃহুর্ণে স্থারম। অক্ত সব চিন্তা ভূলিয়া গেল। সে বলিল-"বল উনি তো বাড়ী নেই। তবে সে কি চায়, জিজেস করে আয়। আমি যদি তাকে কোন রকম কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারি। বেয়ারা খানিক পরে বুরিয়া আসিয়া বলিল, সে বলিয়াছে মেমসাহেবের কাছে তাহার কোন আবেদন বা কথা নাই। যা কথা তাহার হইবে সাহেৰের সহিত। স্থ্রমা প্রথমটা একট রাগিয়াগেল। একটা সামাস্ত লোকের কি কথা থাকিতে পারে রাজীবের সহিত? কি এমন গুপ্ত কথা থাকিতে পারে যাহা সে জানিতে পারে না 🕈 তাহার একবার ইচ্ছা হইল বলে "লোকটাকে তাড়িয়ে দাও।" কিন্তু সে কি ভাবিয়া তাহা বলিল না, ভধু বলিল "তবে বস্ক।" তাহার মনে হইল রাজীবই বা কেন তাহাকে কিছু বলে না! কি সম্পর্ক আছে তাহার এই রাস্তার লোকটার সঙ্গে । যত রাস্তার লোক লইয়াই ভাহার কারবার: এই মিনতি;—এই—, মুহুর্তের অন্ত একটা মুণা আসিয়া তাহার সারা অস্তর ছাইয়া ফেলিল। সে সোফায় প্রাস্ত ভাবে শুইগা ভাবিতেছিল, এমন সময় পুথা চারিদিকে দেন্টের দৌরভ ছড়াইয়া হাজির হইল। দে খট খট করিয়া আদিয়া বদিবার খরে স্থরমাকে দেখিয়া विन-"(वन ! जूमि पूरमा अ नि द्योति ! त्रांज हरमदह (य! क्रेन् এक छी--! यां व यां अ घूरभा छ, हन, नची छी; আমি বিছানায় ওইয়ে দিচ্ছি।"

স্থরমা উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া বলিদ —কেমন enjoy করলে ?"

"Enjoy ? খ্ব ;—immense—"
"কার কার সকে দেখা হ'ল ?"

বেশী না, একরকম family party গোছের, মি: উইলিয়ামস্ তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—"

"Dance হ'ল ?

"একটু gramophone এর সবে—"

হঠাৎ স্থরমা গন্তীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছাপৃথা মি: মিটার বৃঝি একেবারে abstainer ?

পুথা অবাক হইয়া বলিল—"কে বল্লো? একট্ও ন', ও enjoy করে, আমি enjoy করি,আমরা কেউ কারো স্লো interfere করিনা।"

স্থরমা আবার বলিল—"আক্রা মিনতিকে জানো?"

পূথা বলিল—"এই রাত্তে বৌদি এত সব unearthly প্রশ্ন জিজেন করছ কেন? না আমি জানিনা। ওঠো Go to bed now. দাদা জানলে বলবে আমি বুঝি তোমাকে আমার bad habitগুলো শিথিয়ে দিচ্ছি।"

স্থান উঠিয়া বলিল—তুমি খুব স্থাী—না পৃথা—?
পৃথা বোধহয় তাহার জীবনে স্থ-ছ:থ লইয়া গবেষণা বা
বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই কথনো। সে হাসিয়া বলিল
"আজ তোমার কি হয়েছে বৌদি? স্থ-ছ:থ আমি
জানিনা, তবে যত পারি enjoy করি এই যা—"

স্থরমা মরে বাইতে বাইতে বলিল—"মি: মিটার যদি অন্ত কাউকে ভাল বাদে?"

পৃথা অত্যন্ত আশ্চহ্য হইয়া বলিল—"কি অভ্যুত idea তোমার বৌদি ? ভালবাসে তো বাসবে। so much the better আমি nagging wife হ'তে মোটে ভাল বাসিনা। Love জিনিষটা Freedom এর ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে ভাল, bondage এর ভিতর যেন বড় একবেয়ে হ'রে যায়, কোন charm থাকে না। আর না, বিছানার সিয়ে ও সব বাজে বথা ভাববে না। আজ বাড়ী বসে বৃঝি ভয়ু এই সব ভেবেছ ?"

्रेश्वमा दिनन-"ना शृथा, जामात्र मदन इत्र दि यात्र शृद्ध हनतन द्रथ इत्र ना !"

"হয়—খুব হয় ভাই, চল ঘুমোবে—" পূথ। নিজে ভাহাকে সম্বন্ধ কাপড় ছাড়াইয়া, বিছানায় গোয়াইয়া নিজের ম্বের গেল।

প্রদিন স্কালে চা খাইবার পর পূধা কতগুলি ডাল-পুরী ভাজিয়া আনিয়া হুরমাকে খাওয়াইয়া দিল—ভারপরে হাত ধুইয়া আসিয়া হাদিতে লাগিল অকারণে। স্বর্মা বিলল—"কি হয়েছে ? হাসছ কেন ?"

পৃথা বলিল "বৌদি কাল রাত্রে, ওসব ভাবনা কেন তোমার মাথায় গজিয়ে উঠেছিল বলতে পারো ?"

স্বমা হাসিয়া বলিল—"জানিনা"—

"মিনতি কে বৌদি ? তুমি চেনো?"

স্থরমা কিছু বলিল না, মৃহুর্ত্তের জন্ম একটু গন্ধীর হইয়া। হাসিয়া পৃথার দিকে চাহিল। পৃথা বলিল—"ম্মামি জানি মিনতি কে।"

"कान वनता (य कार्ताना-"

"জানি বন্নে কি আর কাল তুমি ঘুমোতে; তোমার বিষের দেড় বছর আগে আমার বিষে হয়েছিল, কাজেই মিনভিকে জানাটা আমার আশ্চর্যা নয়।"

"তুমি দেখেছ ?"

পৃথা হালিয়া, চোধ টিপিয়া মাথা নাড়িল। হ্রয়া আগ্রহ ভরে বলিল—"কেমন দেখতে ভাই ? কোথায় দেখলে ?"

"অত excited হয়োনা—দেখতে খুব স্থন্দরী না হলেও স্থার । খুব গন্তীর।"

"কোথায় দেখেছ ?

"আমাদের দেশের বাড়ীতে। বাবা মারা যাবার পরেই তো এসেছিল ওরা—তারপরে তার বাপ মারা যাবার কিছু দিন পরে দাদা তাকে কলকাতার আনে। তারপরে সে এখানে ছিল। আমরা বিলেতে গেলুম।"

"এই বাড়ীতে ?"

"না অন্য একটা বাড়ী ভাড়া করে—এখনো সে আছে বোধহয় ?"

স্থরমা বলিল—"আছে বৈকি ! কথা বলেছ ?", "নাঃ, শুধু দ্র থেকে দেখেছিলুম তাও ছু অকদিন।" "একেবারে রান্ডার বাজে লোক—না ?"

পৃথা তাচ্ছিল্য ভরে বলিল—"তাই হবে বোধহয়! ও সব নিয়ে ভেৰো না। ও সব hobby পুক্ষদের খাবে মাঝে থাকে। ওদের চোথে স্থানর অস্থার নেই, culture, intellect তারা বোঝে না। হয়তো ক্লেক্ষেক্ষ্মন স্থান প্রথম একটা ugly মেয়ের ভাল্য মরে যাকে ক্লেক্ষ্মন cultured লোক হয়ত নেহাৎ একটা Raw মেয়েকে ভালবেসে
দিব্যি আছে। আমার মনে হয়, ওরা সর্বদা একটা change
থোঁজে। যা পায় তা তারা চায় না। যা পায়না তারই জন্ত সর্বস্ব দেবে। সে দেওয়ার সে উপযুক্ত হোক কি নাহোক।
তারা চায় শুধু সারা জীবন একটা পাওয়ার জন্ত ছুটতে an eternal chase আর মনে হয় unequal combination এ ওরা বেশী charm খুঁজে পায়। বোধহয় opposition পেয়ে থাকতেই ওরা ভালবাসে—"

স্থ্যমা পৃথার সব কথাগুলি গুনিয়া গুধু বলিল "তা হবে—"

পৃথা বলিল-জুমি দেখনি-না ?"
"নাঃ"

"যাগ্রে, সকলের একটা private এদিক্ আছে বৌদ। হোক স্থামী, হোক্ স্ত্রী তার সে privacy টাকে regard করা উচিত। দাদা কিন্তু তোমাকে ভালবাসে খ্ব—সে জন্ম তোমার কোন complain থাকা উচিত নয়।"

"Love না আরো কিছু ও শুধু duty করে, আর কিছু

পৃথা একটু চূপ করিয়া বলিল "তা ওটাকে love ব'লে ধরে নিতে পার। তারপরে শেষে Q. E. D. লিখে নাও।

রাজীব মাঝে মাঝে এইদিকে আসিত, পূথার সহিত গ্রন্থ করিয়া, স্থ্রমার সহিত গু একটা কথা বলিয়া চলিয়া যাইত। সেদিন সে আসিয়াছিল সকালের দিকে। পূথা সবিস্তার বর্ণনা সহ গত রাত্তের ডিনার পার্টির কথা বলিয়া বলিল—"দাদা, আমাদের বাড়ীতে এসেছে। তোমাকে অভার্থনা করা উচিত। কি খাবে বল।"

"এখন আর খাব না পূখা, রেখে দে বরং—"

"না। না ত্মি বোস, আমি নিয়ে আসছি। নিজের বিত্যত করেছি থাবে না কি!'' পূথা চলিয়া গেলে, রাজীব স্থানার দিকে চাহিল। স্থানা একটু গন্ধীর হইয়া বসিয়া-ছিল, সে বলিল—"কাল ভোমার সেই লোকটি এসেছিল ভোমাকে থুঁজভে—"

রাজীব হা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"ও: কিছু সাহায্য চাইতে—" "আমি দিতে ১চমেছিলুম। কিন্তু দে বল্লো সে তোমার দলেই দেখা করতে চায়, আমার দলে তার কোন কথা নেই।"

রাজীব কোন উত্তর দিলনা। সে বৃথি স্থরমার প্রশ্নের হাত এড়াইবার জন্ম উঠিয়া বলিল—"আমি যাছি, একটু কাজ আছে—পুধাকে বলো—

সেই সময়ে পৃথা একটা প্লেট হাতে নিয়া ঘরে চুকিল
"না, দাদা, খেয়ে ষাও, অস্কত: একটা please," রাজীব্
আধধানা ডালপুরী ছি'ড়িয়া মুখে দিল, বলিল—"বা: বেশ
হয়েছে, বিকেলে ডোমরা বাইরে যাচ্ছ নাকি ?"

পূথা বলিল—"হাা, নিশ্চয়, কতগুলো ভিনিটিং কার্ড এনে জমা হয়েছে, আমি তো সময়ই পাচ্ছি না অস্কতঃ in return একথানা ক'রে card ও drop ক'রে আসা উচিত তো।"

"আর তুমি ?" রাজীব স্থরমার দিকে ফিরিল। স্থরমা কিছু বলিল না, অভিমানে তাহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া যাইতেছিল। পৃথ্ন বলিল—"বৌদি মাবে বইকি আমার সলে।"

স্থরমা বলিল—"না আমি যাবো কণিকার ওথানে।"
পূথা বলিল—"Right O! any how একটু outing
হবে তে।!"

রাজীব যাইতে যাইতে বলিল—"তাহ'লে **আমি** ভোট গাড়ীটী নিয়েই বেড়োবো।"

স্থরমা দেদিন সারাদিন ধরিয়া ভাবিল, রাজীবের সঙ্গে কি রহস্থা বিজড়িত হইয়া বহিয়াছে? সে কিছু ল্কাইবেনা বলিলেও এটা কি ল্কানো নয়? তার চাইতে খোলাখুলি ভাবে সব জানিয়া লওয়া ভাল। কণিকা ও পূথা যত কিছুই বলুক না কেন সে পারিতেছিল না কিছুতেই নিজেকে রাজীবের মোহের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে।

বিকালে সে কণিকার বাড়ী গেল। শরৎ তাহাকে অন্তর্গনা করিয়া বলিল—"বস্থন, মিসেদ বোদ, কণিকা তুপুর বেলা কার বাড়ী গিয়েছিল, একুণি এসে পড়বে।" স্থরমা একটু অনোয়ান্তি বোধ করিল। তাহার মনে হইল, কণিকা বৃথি বলিয়াছিল সন্ধার পর সে বাড়ী থাকিবে। সে ভাবিল কণিকার যে রক্ষ সামী বল করিবার ভীবণ

প্রচেষ্টা বেচারা শরৎকে হ্রুডো ইহার জের সহু করিতে হইবে অনেক।

স্থরম। বলিল—"তাহ'লে আমি আর একটু ঘুরে আসি !"

শরং বলিল,—"না, তাকি হয় ? কণা একুণি এসে পড়বে, আপনি বস্থন।" কণিকা যদি আসিয়া, ছানে, সে আসিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা হইলেও কিছু ভাবিতে পারে, এই ভাবিয়া সে বদিল। শরং পরম আপ্যায়িত হইয়া जाहाटक टिग्नात होनिया मिन,--- ७-পাশের খোলা जानाना হইতে রোদ আসিয়া তাথার কাপড়ের উপর পড়িয়াছিল, শরং তাড়াতাড়ি উঠিয়া পর্দাটা টানিয়া দিল। চা আনিবার কথা বলিতেই স্থরমা আপত্তি করিল কিন্তু অবশেষে সে একটা পান খাওয়াইয়া ছাডিল। তাহার ভাবে কাজে যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল অত্যধিক দীনতা ও কুতার্থতা। স্থান্মা थानिककन कि विलय्त यूं किया शाहेल ना। इ' এक है। কথার পর শরৎ বলিল—"দেখন আমাদের মেয়েরা আজ-কাল অভ্যধিক অগ্রসর হয়ে একেবারে মাধুর্য্য ও শীলভা সব হারিয়ে ফেলেছে, যার জন্ম তারা বিখ্যাত, কিন্তু আপনি এত শিক্ষিতা হয়েও, দে শীলতা, দে কোমলতাটুকু হারিয়ে ফেলেন নি, এইটুকুই আমার চোথে বড় ভাল লাগে। মেয়েরা দব বিষয়ে এত এগিয়ে যায়, এটা আমার ভাল লাগেনা। তা'বলে যে তারা পিছনে পড়ে থাকবে তাও नय ।"

স্থান একটু বিত্রত হইয়া মৃথে কিছু না বলিয়া মনে মনে ভাবিল বেচারা শরতের ব্যথা কোনখানে। কণিকা বোধহয় রোজ ভাহাকে অন্ততঃ একবার করিয়াও স্ত্রী স্বাধীনভাবিয়য়ক বক্তা দিয়া, নিজের প্রভুত প্রতিষ্ঠা করিছে গিয়া, তাহার গৃহবাস অসহ্ করিয়া তুলিয়াছে। শরং খানিকক্ষণ আরো কভগুলো কথা বলিয়া বলিল—"কি বলেন? সভ্যি নয়? মেয়েয়া বলছে equality, ভারা রান্তায় আজকাল ঘুরে বেড়ায় কেমন নির্ভীক ভাবে, যেন কাউকেও গ্রাহ্ম করে না। অভটা কি ভালো? ভারা আমাদের অলহার, আমাদের দেশের শোভা, ম্রের কল্যাণী মৃর্ষ্টি, ম্বরের সম্পান যদি বাইরে চলে যায় ভা'হলে আমাদের ম্বারণায় ভণা গৃহয়্য—নয় কি শে

স্থামা কিছু বলিল না, একটু হাসিয়া মনে মনে ভাবির কণিকা থাকিলে ঠিক উত্তর দিতে পারিত। শরৎ আবার বলিল—"কি বলেন মিলেস বোদ ?"

স্থরমা বলিল—"আমি ও বিষয়ে কোন দিন ভেবে দেখিনি, তবে আপনার। ইচ্ছা করলেই ভো ৰাধা দিতে পারেন।"

শরৎ বড় বড় চোপ করিয়া বলিল—"সর্বনাশ! আমরা বাধা দেবো? তাহলে যা-ও বা ঘরে আছি তাও থাকতে পারবে। না। মিসেস বোস জানেন তো মেয়েদের প্রপাগাণ্ডা এতদ্র ছড়িয়ে পড়েছে যে এখন তা গুটনে আনা শক্তা, মেয়েরা ক্রমে ক্রমে সব সাংঘাতিক কারে হাত দিক্তে, এটা কি ভাল? এর পরে কি যে হবে, দেশের সমস্ত কোমলতা এভাবে নষ্ট ক'রে তুললে আর রইল কি! মিসেস বোস, যত শিক্ষিতা মেয়ে দেখছি, তাদের ভিতর লক্ষাশীলা মেয়ে আপনার মত খুব কম দেখেছি। অধচ আপনি এতো highly cultured কিন্তু দেখলে মনে হয় বৃথি কিছুই জানেন না। কারণ আজকাল মেয়েরা কিছুই জাত্মন না জাত্মক নিজেকে সর্বাদা জাহির করতে ব্যক্ত হয়ে পড়ে।"

হ্রমা এরকম বিপদে আর কথনো পড়ে নাই,দে একট্ লজ্জিত হইয়া বলিল—"তা মেয়েদের লজ্জাটার একট্ ছেড়ে দেওয়া উচিত আমার মনে হয়, কারণ ঐটাই তাদের পেছনে টেনে রেখে দেয় অনেক খানি।"

শরং একটু বিন্মিত হইয়া বলিল - "আপনি—এই কণা বলেন—?" শরং আরো কত কি প্রসংশাস্ত্রক কণা বলিয়া ফেলিল—বলিল "আপনার কাছ থেকে এটা জনবো আশা করিনি, অধচ আপনি নিজে তা নন।"

স্থ্যমা একটু স্বসহিষ্ণু হইয়া বলিল—"কণিকা কিছু ব'লে গেছে! কখন আসবে ?"

শরৎ একটু ক্র হইগাই যেন বলিল—"বলেছিল <sup>তো</sup> আসবে একুনি, কি জানি কেন আস্ছেনা, বন্ধন না আর একট—"

স্থ্যমা অনিচ্ছাসত্ত্বও আবার বসিন, "আচ্চা আবে।
কশ মিনিট অপেকা করি।"

मत्रः विनन-"भिरमम (बान, चाननारक स्वान

गमात এकটা कथा नर्सना मत्न इह, जात जाननात कड़ ড ড:খ হৰ ।"

अत्रमा वनिम "कि ?"

"মনে হয়, আপনার মনে বোধহর এমন একটা কিছু য়াছে যা আপনি সর্বাদ! লুকিয়ে রাখতে চান।"

স্বরমা একটু অবাক হইল। শরৎ এমন ভাবে কথা লিতেছে কেন গ--সে বলিল-- আমার মনে এমন কোন লব নেই, আপাততঃ আপনি নিশিস্ত থাকন।"

"আমি জানি--"

্রমা চমকিয়া উঠিল, বলিল—"কি মি: খোষ ?" শরৎ বহিল—"দেখন আমি এর জন্ম—"

এমন সময় নীচে গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল, এবং ভিতে **জ্তার শব্দ,তারপের প্রবেশ করিল বিজ**য় মুথার্জি! রং বলিল—"এসোনা বিজয়, ইনি মিসেস রাজীব বোস, ার ইনি বিজয় মুখার্জি। "বিজয় ও সুরমা পরস্পারের নকে চাহিল থানিকক্ষণ, তারপরে ছুইজনেই অস্ট্র iদ্ধারণ করি**ল "বিজয়—" "স্থরমা—"—।** 

স্থ্যমা বলিল-"কতদিন পরে দেখা, কেমন আছ ?" বিজয় বলিল—"ভাল আছি স্থরমা, তুমি ভাল তো ?" শ্রং বলিল—"চেনা ছিল আগে থেকে ?"

বিজয় বলিল-"অনেক দিন থেকে, সেই ছেলেবেলা খকে—।" স্থরমা দেখিল বিজয় এখনো ঠিক তেমনি াছে। সে হুন্দর নয়, তবু মুধে তার একটা ব্যক্তিছের ার ফ্রম্পষ্ট। এখনো উজ্জ্বল ভাহার চোবে মনের দৃঢ় হলের আভাদ ফুটিয়া উঠে, কথায় আগুন খেলিয়া যায়। বুমা আরো খানিকক্ষণ বিজ্ঞানের সক্ষে জনেক কথা বলিল, ানা প্রশ্ন করিল, বিজয়ের প্রশ্নের উত্তর দিল, তথন তাহারা কেবারে শরতের অন্তিত্ব যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল। তিমধ্যে কণিকাপ্ত আসিয়া দেরী হওয়ার জস্তু অনেক মা চাহিয়া অইল। ভারপরে স্থরমা বিজয়কে বার তাহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় 👬। 🖁 বিজয়কে দেখিয়া :ত্যহার অনেক প্রাণো ি জাগিয়া উঠিতেছিল—ভাহা কৈলোরের নবীনতায়

7. 7.

विवाहमञ्ज कीवत्न अत्नकशानि आनन्। किंख नंतरण्य কথা বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে চিস্তিত করিয়া তুলিতেছিল। গাড়ীতে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল শরত কি জানে ? সে কি জানে মিনভির কথা ? সে কি জানে তাহার অস্তরের লজা, অপমান ? অবক্তা ? রাজীবের রাস্তার ভিধারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ? কি করিয়া জানিবে সে 
ে তবে কি কণিকা বলিয়াছে ? তাহাও দে বিশ্বাস করিতে পারিল না। নিজেকে শাসন করিয়া সে নিজে বলিল, কণিকা জানে নাই কিছ তব শরত জানে, তাহা হইলে অনেকে জানে,—তাহার অপমানের বার্তা,তাহা হইলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে—এত বড় মান, সন্মান, মর্যাদার আসনে বসিয়াও সে সম্পূর্ণ রিক্তা। আরো কিছুক্ষণ থাকিলে সে হয়তে। জানিয়া লইতে পারিত, কি কথা জানে শরত। নেই জন্ম কি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার অত দয়া অমুকন্পা, তাহার চোথে দে জলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে। না আরো অন্ত জিনিষ !

সে কি ?-মামুষ ্যদি জানে কাহারো ঘরের চাবি ভাষা তাহা হইলে স্বভাবত:ই তাহারা আসিবে তাহার সক্ষম লুঠ করিতে, আজ বুঝি এই হইয়াছে তাহার পদ, তাহার অবস্থা? স্থরমা থানিককণ গলার ধারে ঘুরিল। তারপরে বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিল রাজীবের "টু-সীটার "লাসাল" খানা তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল. রাজীব তাহাকে দেখে নাই কারণ সে নিজে চালাইতে-ছিল, কিন্তু স্থারমা সবিস্থায়ে দেখিল, ক্লাজীবের পাশে বসিয়া আছে-একটী দীন, দরিদ্র যুবক। স্থরমা অভাস্ত বিরক্ত ट्हेग वाफ़ी फिनिया चानिया (मधिन, প्या वाफ़ी किनिया আসিয়াছে, এবং পিয়ানোর সঙ্গে মেমসাহেবের মিলিভ কণ্ঠস্বরে ও হাসিতে সমস্ত বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। च्यत्रमा উপরে আসিয়া দেখিল, পুখা খুব উৎফুল হইয়া নৃতন ট্যাকো অভ্যাস করিভেছে বন্ধু মি: উইলিয়ামুস্কে লইয়া, মিলেদ উভ পিয়ানে লইয়া বদিয়াছে আর মি: উভ বইএর পাতা উন্টাইয়া দিতেছে। স্থরমা আসিতেই পুৰা সকলের সংখ তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। নানারকম কথা-বার্জা शैव-माक्ष (वन क्राह्म वृद्धित मानिन छाहात, वनित्रा, बानिक्री हानिता क्रतवात मनहा मानिका होका

হইয়া গেল। খানিক পরে সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া (शल, श्रुवा विनन,-"(वीनि, अकट्टे वाका क ना छाटे।

স্থরমা বলিল "Dance music বেশী practice নেই (5)-"

ভবে একট gramophone ভাই, বৌদি—Please.

"স্থরমা হাসিয়া একটা Tango রেকড দিল। পূথা निष्म निष्म थानिकक्कण नािह्या विश्वन, "विकि-कािश 'love এ প**ড়ে** গেছি ভাই—"

স্থরমা অত্যস্ত অবাক হইয়া গেল, সে ভাবিল এত 'ব্ৰিমের লোকও আছে পৃথিবীতে। সে বলিল-"পৃথা অত বড় serious জিনিষ্টাকে চট ক'রে বলে ফেলে ?"

পুণা নাচিতে নাচিতে বলিল "love বুঝি serious? কিছু না-nothing of the sort. Feather-weight বৌদি,-feather-weight. জগতে serious কিচ্ছু নয়। বিশেষতঃ leve টাকে seriously নেওয়া কোনমতেই উচিত নয়। তাহলে life টাও serious হয়ে ওঠে।"

ত্বমা একবার ভাবিল, মেম্বেটার মাথায় দোষ আছে না কি ? সে বলিল "কার সঙ্গে love এ পড়লে ?"

পুথা ধপ্ করিয়া একটা কুশন চেয়ারে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"মি: উইলিয়াম্স্—"

স্থরমা হাসিল, ব লিল—"কবে থেকে পূথা ? এতদিন তো জানিন।"

"আৰু থেকে ভাই।"

"মানে? কি অভুত মেয়ে তুমি সত্যি।"

"মানে, আঞ্জকেই মিঃ উইলিয়াম্স আমাকে বলছিল, আমাকে সে নাকি বড় ভালবেদেছে, তাই ওনে আমারও মনে হল আমিও ভালবেসে ফেলেছি।"

স্থরমা থানিককণ ধরিয়া হাসিল বলিল-"বেশ, ভালো, ভোমাকে ভোমার ভালবাদার কথাটা বুঝি সে मत्न क्रिया मिल ?"

"হাঁ৷ বৌদি বিশ্বাস কর**ছে৷ না ?** অনেক সময় ও feelingটা মনের কোথায় বেন লুকিয়ে খাকে একজন মনে করিয়ে দিলে তথন মনে হয়।

कछिन शक्त ?"

পূথা সামনের গ্লাস হইতে এক চুমুক লিমন স্বোয়াস খাইয়া বলিল-"কভদিন! তা জানিনা হয়তো নাস शांतक---

" স্থামা বলিম "ছি: !"

"ছি: বৃঝি ? সকলেই জীবনে অনেকবার ভালবাসে বৌদ, কিন্তু কেউ প্রকাশ করে না—অথবা কেউ তুএকটা প্রকাশ করে বাকিগুলো ধামা চাপাই পড়ে থাকে, আর কারো ভালবাসা কয়েকদিন থাকে—কারো বা মাস, কারে বৎসর-কারো বা কয়েক ঘণ্টা মাত্র। সেগুলো Passing fancy বলতেও পারো—কাজেই আমি বুঝি ভগু ছি: হয়ে গেলুম ?"

হুরমা শুধু হাসিয়া বলিল—"বেশ আছ কিন্ত তোমরা। মি: মিটার শুনলে কি বলবে ?"

পুথা স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকিত। সে বলিল "किছ না। স্থনীল খুব ভাল। ও বলে বেশ তো, আমাকে পছন্দ না হয়, যাকে পছন্দ হয় তার কাছেই যাও-কিই দেখবে শেষে হয়তো আমার চেয়ে কেউ ভাল নয়: পৃথিবীটা দেখেই এদোনা, আমার কোন আপত্তি নেই।"

"সত্যি বলছি পুথা, জগতে বোধ হয় তোমার মত লোকরাই স্থী-"

"নিশ্চয় বৌদি! ছঃখকে আমি defy করে বেঁচে थाकि,--थाव हल।"

#### সাত

এই ভাবে মাস হয়েক কটিরা গেল স্থরমীর জানা হয় নাই রাজীবের রহস্থ এবং শরতের কথা। 📑 🐛

छात्रभात এकिन প্রণবের জন্ম इहेने। जान व्यानत्त्वत मिनिक छेक्क्रारम, প্রেমের পুলকে মুর্ভ १हें। উঠিল, হুরমার প্রাণের সব সাধনা,—সব বার্পা ভাগার দুরে সরাইয়া দিয়া, একি রক্ষময় দীপের আর্লেক শিশ অণিয়া উঠিল, তাহার জীবনে একি নবীন উৎসদ্ধ আবাইন করিয়া। সবুজের আন্তরণে ফুলের কেব্লারী ভারার ভরিয়া উঠিল বুঝি অসংখ্য মুকুলে, তাহার লারিনিং অব্যুমা বলিল "পূথা, তুমি অসম্ভব-- । এ ভালবাসাটা অগ্রীয় সৌরত বিলাইয়া, মধুর করাকে আগাইর বিলা তাহার হও বেহের নিখ বিশী মনে পুড়ে এপটারীন

জাবনের উন্নাদনা, উল্লাস তাহাকে সঞ্জীবিত করির।
তুলিয়াছে। প্রেমের উপাসনা তাহার বুঝি মুফল হইয়াছে
আজ তরুণ প্রাণের কোমল স্পর্শ পাইয়া, তাহারই
উংস্গীকৃত ফুল বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার বুকে
দেবতার আশীর্কাদের শুভ ধারা বহন করিয়া।

স্থ্যমার হই চোধ জলে ভরিয়া উঠিল, আনন্দে দে ব্যন দেখিল রাজীব শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহার চোথে দে দেদিন দেখে নাই তৃপ্তির স্লিপ্প দৃষ্ট। বুক কি তাহার ভরিয়া যায় নাই পিতৃত্বের গোগবে?

নবজাত শিশুর কল্যাণ কামনায় কোন ক্রিয়া কলাপ অপূর্ণ বহিল না। দেশ হইতে ত্রাহ্মণ পণ্ডিত আদিল, আত্রীয় বজন আদিল, পৃথা তান্দা, ডিনার মূলতুবি রাখিয়া দারাদিন হ্রমার কাছে কাটাইয়া দিত। চির উৎসবের সঙ্গীতে হ্রমার গৃহতল ধ্বনিয়া উঠিল। আর রাজীব—পে পিতার কর্ত্তবি স্বই করিয়া গেল শাস্তভাবে যদিও, ভিন্ন পৃথা শুধু ব্রিয়াছিল, যে তাহার বৃক্থানিও ভরিয়া উঠিগাছে তৃথির হুধায়—কাণায় কাণায়।

স্থরমা রাজী**নকে দেখিয়া দীর্ঘনিধান** ফেলিল, সারা মন ভাষার মুসড়িয়া পড়িল, বেদনায়; সে ভাবিল তবে রাজীব কি স্থা হয় নাই **? অথবা** রাজীবের এ পিতৃত্ব নবাগত ন্বাং

এই ভাবনা তাহার সমস্ত উৎসব আলোক—এক সংকারে নিবাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু শিশুকে বুকে চাপিয়া বিষয়া সে চোথের জল মুছিয়া ফেলিল। বুকের প্রতিক শব্দর ভাহার ভরিয়া উঠিয়াছিল মাতৃত্বের স্থবারস, শেবানে সে সম্রাজীর অভিমানে গরিয়দী নারী, তাই স্বর্গা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার হাসিয়া উঠিল, শিশুর কোমল মুথে মুথ রাথিয়া।

হরমার ভাব দেখিয়। একদিন পৃথা বলিল—"কি যে ভাব বৌদি। জীকে লোকে ভাল না বাসতে পারে,— কিন্তু সন্তান সে আলাদা জিনিষ, সেখানে ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই, সেটা divipe, মাহুষের natural instinct সেটাকে ছমি কি করে ভূক বুঝকে?" সুরুষা মৃত্ হ্লাসিল—বলিল "পৃথা—seriously বুলাইয়ে?"

পৃথাও হাসিয়। উত্তর দিল—"হাা বৌদি এবারে serious—"

"তব<del>ে `</del>"

"তবে কি ? দাদা আমার মত হাসলোনা, নাচলে। না, চীৎকার ক'রে পাড়া মাত করলো না, এই ডো বলতে চাও ? দাদার যে natureই ঐ রক্ষের, তাও বুঝলে না এতদিনে ? যাও ভোষার সঙ্গে পেরে উঠবো না।"

"নেই যে একদিন বলেছিলে, তাহলে এর পিছন্তেও Q. E. D. লিখে দেবো কি ?—"

পৃথা যাইতে যাইতে বলিল—"না, এখানে Q. E. F." হরমা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"আছে।! পৃথা, এ আনন্দের স্থাদ যদি তার পাওয়া থাকে আরে। আগে ?" পৃথা হঠাং উত্তর দিতে পারিল না, মুহুর্তের জন্ম ডাহার চির সরস হাসি ভকাইয়া গেল, কিন্তু তবু সে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—"তবে ? তবে—না, না তা হতে পারে না। আর তা হলেই বা কি ? ঈদ্—কিদে আর কিসে—যাও; বাজে ভাবনা ভেবোনা বৌদি!" কিন্তু হরমা ব্রিয়াছিল পৃথারও সমন্ত শরীর ব্রি শিহরিয়া উঠিয়াছিল কিসের একটা আশকায়।

স্বন্যার একবার ইচ্ছা হইল সে রাজীবকে জিজাস।
করিয়া ফেলে, কিছু কিসের একটা সঙ্কোচ ও লজা তাহার
কঠন্বর বার বার চাপিয়া ধরিয়াছিল। সে পারে নাই।
সে ভাবিল, রাজীব যদি সভ্য স্বীকার করিয়া লয়, এখন
আর যখন তাহার শারীরিক অনিষ্টের আশবা নাই।
স্বন্যা শিহরিয়া উঠিল, না গো না, সে পারিবে না সে
সভ্যের নির্দ্ধমতা সহু করিয়া লইতে। সে বরং সংশ্যের
হংসহ ব্যথা সহু করিয়া থাকিবে—তব্ সে সভ্যের কঠিন
ভার চিরজীবনের জন্ম বুকে তুলিয়া লইতে পারিবে না।
মিধ্যার আবরণে সে ঢাকিয়া রাখিবে তাহার সন্দিশ্ব
সভ্যকে। তাই ভালো গোঁ, তাই ভালো! তাই সে
ওধু একদিন রাজীবকে বিলয়াছিল—"সব অপুর্ণতাকে পূর্ণ
করে দিল বুঝি, সভ্যের এ বন্ধন্টুকু এর অমর্য্যাদা করে।
না।" রাজীব উত্তরে ভুগু ভোহাকে নীরবে আদর করিয়া
ছোট্ট প্রধ্বকে স্ক্রেক্সের অন্ধ কোনে তুলিয়া লইয়াছিল।

🌞 কিছু ৱানীবেৰ ছাবে বা কাৰে কেহ কোন উদাসীয়

বা উপেক্ষা লক্ষ্য করিল না, স্থরমা তাহার ক্লিষ্ট ভাবটাকে
যথাসাধ্য ভূলিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। সে তাহার বত
ছঃখ জালা সবই মৃছিয়া ফেলিল, শিশুর কোমল হাতের
পেলব পরশে। পূথার কথায় সে ভাল করিয়া দেখিল
রাজীবের প্রশাস্ত গভীর চোখ উজ্জল হইয়া জলিয়া উঠে,
ভাহার দৃঢ় মৃথের রেখা কোমল হইয়া যায়, সেও একদৃষ্টে
চাহিয়া বসিয়া থাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সস্তানের
মুশের দিকে।

রাজীবের দিকে আপনার আত্মীয় বড় কেহ ছিল না,
ভধু দ্র সম্পর্কের কুট্ছের ভিতর কয়েকজন আসিয়াছিলেন।
মহাসমারোহের সহিত একে একে সমস্ত ব্যাপার সারা
হইয়া গেল। পূজা, দান কালালী ভোজন, ষটা পূজা,
মামাকরণ, নিজ্রমণ কিছুই বাকি রহিল না। রাজীব
যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না এমন কোন উপায় যাহা
দিয়া সে ব্যক্ত করিতে পারে অন্তরের অপার পূলক,য়েখানে
সে জ্বেলিয়া দিতে পারে তাহার প্রাণের সীমা হারা আনন্দ
রাশি। সমস্ত বাড়ীটা উলট পালট হইয়া গেল। নিত্য
বন্ধু-বাজবের সমাগমে, আত্মীয়-সম্মিলনে সারাদিন ব্যাপী
যেন এক আনন্দ-রাজ্য ভাপন করিয়া বিদল স্বরমার ও
বাজীবের ছোট প্রণব।

রাজীব রোজ সকালে সন্ধ্যায় ছইবার আসিয়া দেখিয়া ষাইত। স্থারমার শ্যা পারে বসিয়া কথা বলিত। পৃথা শিশুকে কোলে তুলিয়া দিলে সে পরম স্থেহভরে একবার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বলিত "নে পৃথা, কাঁদবে।" একটু কাঁদিলে সে নানা প্রশ্নে পৃথাকে অন্থির করিয়া তুলিত "কাঁদছে কেন, অস্থ্য করে নি তো, ডাক্তারকে ধ্বর দেবো?"

পৃথা হাসিয়া বলিত—"বাং কাঁদবে না বুঝি একটুও, বাচনারা খুব কাঁদে—" নিত্য নৃতন জিনিষে ঘর ভরিয়া উঠিল, দামী রোব, জামা, মোজা, টুপি, সোয়েটার ইত্যাদি প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়াইয়া আসিতে লাগিল ডজন হিসাবে। খাট, বিছানা, মশারী দোলনা তাহাও একাধিক। আর কিছু না হউক স্থ্রমা তৃপ্তিভরে গুধু দেখিতেছিল রাজীবের নীরব মৌন আবেগের গভীর উচ্ছাস।

একমাস হইয়া গিয়াছে, স্থরমার প্রথম উৎসাহ, প্রথম

উন্মাদনা অনেকটা দ্বির হইয়া আসিয়াছে। সব উৎসবের কের মিটিয়া গিয়াছে, আত্মীয় স্বন্ধন সকলে চলিয়া গিয়াছে। স্বর্মার বাবা ও মাও আসিয়াছিলেন তাহাদের দেশ হইডে, তাহারা ক্ঞাকে দেখিয়া সম্বন্ধ হইয়া ক্ফা ও দৌহিত্রকে আশীর্কাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "স্বরো, স্বশী হয়েছিস তো ?" স্বরমা ঠিক সেই প্রথম দিনের মত তেমনি নির্ভরতায়, নিশ্চিন্তে, নিঃসন্দেহে বলিয়াছিল "হাা মা!"

কিন্তু স্থরমা যাহা ভূলিবার জন্ম এত চেষ্টা করিল, ঠিক তাহাই তাহার সব তৃপ্তি, সব শাস্তির মস্থণ আবরণ জে করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল তাহার অস্তরের গোপন কোনে, একটা অতৃপ্ততা একটা অশাস্তি লইয়া। সংশয়ের নির্দয় রেখা একটা স্কুম্পষ্ট কঠিন দাগ কাটিয়া দিয়া গিয়াছিল দে ভল্র-মন্ত্র মর্শ্বর পূর্চে, যাহা ইহজীবনে আর কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে কি না কে জানে? তবু মাতৃত্বের আনন্দে নিত্য সিঞ্চিত হইয়া স্থরমার দিন কাটিতেছিল অভিনৰ ভাবে। স্বান্ধ খোকা হাসিয়াছে, আজ দে ছোট্ট ছোট্ট হাত নাড়িয়া থেল। করিয়াছে, আজ দে মাণা ঘুরাইয়া তাহাকে দেখিয়াছে, আজ সে একটু কাঁদিয়াছে বেশী। এই করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল। পৃথাকে এখন বেশী তত্ত্বাবধান করিতে হয় না, কারণ হুইজন আন্ন ও একজন নাস সে কর্ত্তব্যের ভার লইয়া আছে। সেই জ্ভ পূধা আবার তাহার "এন্গেজমেন্টের" তালিক थू निया विमन।

সেদিন সকাল বেলা বারান্দার খোলা হাওয়ায় একট নীচু চেয়ারে, হুরমা ছোট প্রণবকে কোলে লইয়া বসিগ ছিল, রাজীব ঝুঁ কিয়া আদর করিতে করিতে বলিল— "স্থরমা, ঠিক তোমার মত দেখতে হয়েছে বোধ হয়—না?

"এখনো বোঝা বায় না, ডোমার মত হয়তো কণালট হয়েছে।" রাজীব আবার একটু আদর করিয়া বলিশ– "চিঠি পেয়েছি স্থনীল শিগ্রির আসছে, কি কাজে!"

"কা**লে** না পৃথাকে নিয়ে যেতে ? ও গৈলে কি বিজ্ঞানি কালি নাগানে।"

রাজীব হাসিয়া বলিল"পুথা কোথাও যাবার আই ব্রি escort চায় না। তা ওকে কয়েকদিন রাখা বাকে ব্রি স্থনীল সে রকম নয়, সে নিজের কাজেই আরুসছে।
একবার যে রাধানগরে যেতে হয় স্থর্মা, প্রজারা দেখতে
চেয়েছে তাদের ছোট্ট ম্নিবকে। কি বল ? তুমি বেতে
পারবে কবে তক?"

"এখন না, আরো কিছুদিন পরে—মি: মিটার কবে আগছে?"

"বোধ হয় এই weekএ," প্রণব কাঁদিয়া উঠিতে রাজীব শশব্যত্তে নাস্কি ডাফিল। স্থরমা বলিল "পৃথা চলে গেলে দিন কতক ধারাপ লাগবে বই কি, বেশ ছুর্তিতে ছিলুম—" নাস প্রণবকে লইয়া চলিয়া গেল। স্থরমার ইচ্ছা হইতেছিল অনেক কথা, অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে, অন্থযোগ করে, অভিযোগ করে, কিছু দে পারিতেছিল না। সে বলিল "পৃথাকে আর কিছুদিন রাধতেই হবে।"

"হুনীৰ আৰু পৃথাকে বলো তুমি—"

থানিকক্ষণ ছইজনেই চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে প্রমা জোর করিয়া সব বাধা ঠেলিয়া বলিল—"আচ্ছা, একটা কথা জিজেন করবো।

রাজীব মৃত্ হাসিয়া স্থরমার দিকে চাহিয়া বলিল— "জাবার সেই পুরোণো কথা স্থরমা ?'

স্থান্য একটু থামিয়া বলিল—"না—হাঁ।—না। ঠিক তানয়, তবে এই যে, তোমার কথা কি সকলে জানে?" "আমার কথা মানে ?"

"মিন**তির কথা**।\*

রাজীব বলিল—"তা জানিনা—"

"यमि जाति ?"

"জানলে জাহুক—"

"जान्त्न तम त्य जाति नज्जात कथा इत्त ।"

"শোনো। আমার কোন লব্জা বা ভয় কাউকে দিয়ে নই। স্বরমা আমি কোন অক্তায় করছিন।"

"হরমা থানিককণ রাজীবের মূথের দিকে চাহয়। রহিল, ারণরে বলিল—"অক্তায় করছোনা ?"

त्रांबीय चित्र चरत विनन-"ना,-"

স্বনা রাজীবকে এই ভাবে স্বস্থারকে জোর করির৷ <sup>ইডি,</sup>টত করিতে দেবিয়া রাগিয়া উঠিল, সে বলিল— 'অক্সায় করছোনা ? কি বলছ তুমি ? একটা বিধৰা নেয়েকে—"

রাজীব বাধা দিয়া বলিল—"শোন স্থ্রমা, অ্যায় সব চেয়ে বেনী হত, আমি যদি তাকে আজ রান্তায় বের করে দিতুম, সংসারে তাকে যদি একা ছেড়ে দিয়ে আমি আমার স্থা সাছন্য নিয়ে পাকতুম। মাহুষের ভূল হওয়া অনিবার্যা। কিন্তু সে ভূলের উপর আরো অ্যায়কে আশ্রয় দেওয়া মহুষ্যুত্ব নয়। একটা নির্দোধ মেয়ের সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পারি না—। জগত জানে জাহুক এতে আমার কোন লক্ষা নেই।"

"প্রতারণা করতে পারনা, এবং তোমার কোন কিছুতে লজ্জা নেই তা জানি—কিন্ত পৌরুষও তো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা এতে—"

আমার কোন কিছুতে লজ্জা নেই, তা জানো বেলনে স্থা হলুম স্থ্রমা—এবং তোমার স্ক্র বিচার শক্তির প্রশংসা করছি, কিন্তু তুমি যদি আরো ভালো ক'রে দেখতে তাহলে পৌরুষ কিছু দেখতে পেতে বই কি!"

"কি জানি, তুমি আমার সঙ্গে এতো ঠাটার ছলে, কথা বলো না, তুমি আমাকে বড় বেশী irritate করে তোল।"

"তবে কি করবো বল ? তুমি আমাকে কোন দিক
দিয়েই বিচার ক'রে দেখবে না, আমার কথা গুলো,
আমার অবস্থা ভেবে বুঝে চুপ করে থাকো হ্বরমা।
আমাকে শাস্তিতে থাকতে দাও, আর তুমিও শাস্তিতে
থাকো। কেনো বলতো? যা জানো,—যা হয়েছে—
যা হচ্ছে এবং হবেও তা নিয়ে কেঁদে, ঝগড়া ক'রে, মারামারি করে কি লাভ ? তার চেয়ে ভালো সেটাকে মেনে
নেওয়া—"

"না, না, আমি মেনে নিতে পারবো না।"

"পারবে না আন্দ বলছো, কিন্তু দেদিন ডো মেনে নিভে পেরেছিলে, দেদিন, দেদিন এর প্রতিকার করলেও হয়ডো ক'রে নিভে পারতে—"

"সেদিন মেনে নিয়েছিলুম প্রতিকার করতে পারবো বলেই—"

"ভূল বলছ হুরমা, প্রতিকারের কথা সেদিন তোমার

মনেই আসেনি, কিন্ত তুমি মেনে নিম্নেছিলে, পরে মেনে নিতে পারবে বলেই।"

"না—কথনো না, প্রতিকার করতে পারবো বলে—"
"তবে সেইদিন আমাকে তোমার এ সঙ্কর প্রান্ত ক'রে
জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল—"

জানাবার উপযুক্ত মনে করিনি বলেই জানাইনি—"
"তা হ'লে আমাকে ফাঁকি দিয়েছিলে ?"

"আমি কাঁকি দিয়েছি না তুমি আমাকে কাঁকি দিয়েছ?"

"আমি ফাঁকি দিয়েছি? না হ্বরমা—আর তুনি আমাকেও ফাঁকি দাও নি, ফাঁকি দিয়েছ তুমি নিজেকে নিজে। দেদিন এই ভুল ধারণা মনে পোষণ করেই তুমি আজ হয়তো মিথ্যে এ কষ্টের হাতে নিজেকে ধরা দিয়ে কেলেছ। এখন কি করবে? ওটা ওল্টানো যায় না, ওটা সত্য, ওটাই ঠিক, দেদিন, তুমি সত্যটাকে এভাবে মিথ্যে একটা ক্লনার আবরণে তেকে না দিলেও পারতে—"

"পারত্ম—কিন্তু ত্মি গৈদিন তোমার এখনকার মতন উঁচু করে ধরা সত্যটাকৈ মোটেই এমনি উঁচু করে আমার চোথের সামনে তুলে ধর্মি। বলনি তুমি এটাই সত্য। এটাই গ্রুব, এমনি নিশ্চয় করে তুমি কিছুই বলনি।"

"নিশ্চয় করে না বলি, নেহাৎ অনিশ্চয় করেও তো বলিনি স্থর্মা—"

"কিন্তু আমি ভোমার এ বালে যুক্তিটাকে অটল বলে মেনে নোবনা।"

"তবে আমি নিরুপায়।" একটু থামিয়া রাজীব আবার বলিল—"কেনো পুরোনো কথাগুলো আবার তুলছ ? বারবার বলেটি ও দিকটা ভুলে যাও; মনেই এনোনা—"

ভুল্তে চেষ্টা করি বই কি—তাছাড়া পৃথা এসে তো নিও—"

আরো ভূলে গেছি—কিন্ত তুমি ভূলতে দিচ্ছ কই ? সব থানেই শুনছি ছোটলোকদের নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াও, সকলে দেখছে, হাসছে, তবুও বল তুমি যে আমি ভূলে যাবে। ?—"

"কে ছোটলোক আ**মার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় বললে ?**—"

"সে গরীব হ'তে পারে স্থরমা কিন্তু সে ছোটলোক নয়—"

ছোটলোক বই কি ?"

"না—দে ছোটলোক নয়, দে,—দে কি বলবো--গরীব বটে —কিন্তু—"

"কিন্ত কি ?"

"একদিন বলেছি, আর একজন এর সঙ্গে জড়িয়েন খাকলে তোমাকে সব বলতুম—"

"কে জড়িয়ে আছে-মিনতি ?"

"নে মেই হোক না কেন, তোমাকে বলবো না—"

"আচ্চা বলো না—কিন্তু মিনতিকেও তোমার সংগ্র দেখা যায়—"

"মিথ্যে কথা—তাকে তুমি যা ভাবছ সে তান্য, আমি বললেও সে আমার সঙ্গে কখনো এ ভাবে বেরোবে না স্বরমা—তারও আমার মান সন্মান বজায় রাধবার যথেই চেষ্টা আছে—"

"স্থ্রমার মৃথ রাগে ছঃথে সালা **হইয়া** গেল।

রাজীব বলিল—"স্থরমা আমার কথা শোন—আমি আগেও বলেছি—তুমি যখন ইচ্ছে করে, আমার সব জেনেও এ ছংথ বল আর স্থাবল বরণ ক'রে নিয়েছ—, তথন তাই নিয়ে সম্ভন্ত থাকো—"

"না, আমি থাকবো না, ভুল যদি করেই থাকি—ভবে সে ভূল শুধরে নেবোই আমি, সে ক্ষমতাও আছে জেনে নিও—"



#### রসাসাদন

সাহিত্য সক্রিয় থাকিবে, আর পাঠকচিত্ত নিশিয় হইয়া তাহা উপভোগ করিবে, ইহা কথনও হইতে গারে না। সাহিত্যের মধ্যে সংক্রামিত কবির পঞ্জনী-শক্তি পাঠকের চিত্তেও স্থজনীশক্তির উদ্বোধন করে। পাঠকচিত্ত সন্তঃপ্রবুদ্ধ সন্ত্রনী শক্তির সাহায্যে সংসাহিত্যকে 'আপুন মনের মাধুরী মিশাইয়া' পুনগঠন করিয়া লইবে, ত্তবে তে। রসোধোধন। যে সাহিত্য পাঠকচিত্তকে এইভাবে স্ক্রিয় করে না, তাহা সংসাহিত্য নয়। আর যে চিত্ত সংসাহিত্য-পাঠকালে সক্ৰিয় হইয়া উঠে না তাহ। সাহিত্য-রসবোধের অধিকারী নহে। এই স্থলনী-শক্তির প্রয়োগে কিছু ক্লেশ আছে সত্য—কিন্তু তাহার তুলনায় আনন্দ অপরিমেয়। সৎকাব্যপাঠকালে এই एक्रनी-শক্তি **প্রয়োগে আমুগ্রি**ক ব্যাপারও কিছু কিছু আছে —ভাহাতেও রী**তিম**ত বোধশক্তি ও মনোযোগ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাতেও চিত্তকে সক্রিয় ও সচেতন রাণিতে হয়। এই ক্রিয়াশীলতা চেতনার শীলাও বিশিষ্ট অঙ্গ। নিজিয়তা আনন্দ নহে-জীবনীশক্তির প্রয়োগের নামই আনন। অভত্যক্তির লোকই জীবনী-শক্তির প্রয়োগকে ক্রেশ বলিয়া মনে করে।

শ আত্ম্যলিক ব্যাপারের মধ্যে পড়িতেছে—রচনাটার হৃহরে কুহরে বে রস সঞ্চিত ও ঘনীভূত হুইয়া রহিষাছে ভাহার আবিকার। কলা-দোর্গ্রবের কুল কুল চাত্র্য্য, মালহারিক বৈচিত্র্যা, শব্দের লক্ষণার্থ ও ব্যল্যার্থ, অন্ত্র্পাস-ক্ষেত্র্যাক্ত, মিল ও ছ্লোঝ্লার নান। প্রকারের ইলিত ও ব্যল্থনার মধ্যে বে বিক্স্থিক্ রস ওত্ত্রোত হুইয়া আছে— যে সমস্তের সক্রিয় উপভোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। কাবেরে সমস্ত পথটি যে উচ্চাবচ হইলেও পুষ্পাস্থাত, তাহা গ্রুডৰ করিতে করিতে চলিতে হইবে—বলিতে পারা চাই—

"আমার গ্র চলাতেই সানন।"

এই ভাবে অপ্রস্তার ইওলাকে কেশ বলে না। ইক্রিয় ম্থন উপভোগ করে—তথন সে বাগনার শক্তিকে একত্র সংহর্গ কুরে এবং ভাংাকে সক্রিয় করে। উহাকে কেশ বলিলে উপভোগমাত্রই কেশ। রসনায় স্থাতের স্পর্শে লালা নিঃস্ত হয়—এই লালা স্থাতকে স্বাহ করে। এই লালা-নিঃসর্গ রসনার ক্লেশজনক ব্যাপার নয়—ইহা ভাহার Reflexive action, স্কল Reflexive action এর ভায়ই ইহাও ক্লেশজনক নয়। কাবালাস্কালে সংগাঠকের চিত্তের স্ক্রিয়ভাও এই রূপ।

চর্ব্যবের জন্ম দন্তকে একট শ্রম করিতে হয়, স্থায় চর্ব্যকালে দন্ত কি ভাষাকে শ্রম বলিয়া মনে করে ?

শ্রমের ভয়ে সে কি কগনো স্থাছিকে বর্জন করে?
দম্ভশূল রোগ থাকিলে বা দন্তের সাম্থ্য না থাকিলেই
দম্ভ কেবল ভ্রল প্রাথকে আশ্রম দেয়।

আলন্ধারিকগণ সংকাব্যের উপভোগকে আপনার আনন্দময় স্থিতের চর্ম্বণ-ব্যাপার বলিয়াছেন।

সংকাব্যের মূগে ভাষা বদাইলে সে বলিবে— বোশেষ মাসের শীতল প্রসাদ নেইক বেলের

ঘোলের পান

ঢক করে যে চুম্কে দেবে মেরে, বোতলভরা নেইক স্থরা এ নয় ও ডির সরাইথানা পান ক'রে যে বলবে "বা: বা: বেড়ে।"

মিল্বে নাক চা গরম কি ঠাণ্ডী মিঠে রঙিন জল

'আ: কি আরাম' বলবে যে পান করি—
ভাব কেটে কেউ দেবে নাক নিভাবে না ভৃষ্ণানল

বরোফ দিয়ে পেয়ালা গেলাস ভরি।

চাকের মধু নিলড়ে কেই মিশিয়ে আকুর দাড়িম রসে

রাখেনিক হেথায় বাটী বাটী ঃ
ভাঁড় ভরে যে আখ-খেজুরের রস থাবে যে ভয়ে বসে

নেইক উপায় এ নয় গুড়ের ভাটী।

মারেশে বা আনায়াসে একটুও না নড়ে থেটে

গলার ভলে যা চলে যায় সোজা,

ছটাকথানেক জিভকে দিয়ে সের আড়াই-এক

ঢালবে পেটে

এমন কিছুই হেপায় বৃপাই থোঁজা।
পথের কাঙাল নয় রসনা কণ্ঠনালীর ভিক্ষা থেচে
রসের সাথে হয় মিজালী তার,
দন্তগুলি অলস হ'য়ে রয় না হেপা বৃপাই বেঁচে
নয়ক তালু ঢালু নালীর ধার।
পেটভরানো বৃক জুড়ানো মৃথকে করে প্রবঞ্চনা,
চলবে না এ ফলের জলযোগে।
দন্তগণের সেবার গুলে হেপায় রসের প্রতিকণা
ঐ রসনার লাগবে উপভোগে।
শ্রমের গুলে রসের সনে সণরিবার বদনধানি
হর্ষভরা মর্যাদা তার পাবে,
ভপ্ত ইকু চর্ষণস্থ্য রসিক জানে—বাড়ায় পাণি
'পৌড়ী' ফেলি গুড়শলাকা-লাভে।

সংকাব্যের রসাস্থাদন করিতে যদি একটু ক্লেশ স্বীকার করিতেই হয়—তবে সে ক্লেশের তুলনায় রসিকের লাভ হয় যথেষ্ট। ছত্রধারণে ক্লেশ আছে স্বীকার করি—কিন্তু ছত্রজোয়ার বা ছত্রাশ্রমের স্থায় দি তুলনায় অধিক না হইত তাহা হইলে কেহ ছত্রবামহার করিত না। বিনা শুকে বিনা মূল্যে যে প্রাপ্তি তাহাত সম্পূর্ণ নিক্তম্ব হইয়া উঠে না।

বে কবিভার রস শস্ত্রপূচ্ তাহার রসোদ্ধারে এবং ভাবদন ও অর্থগোরবভূমিষ্ঠ কবিতার অর্থোদ্ধারে রসিককে যে শ্রমস্বীকার করিতে হয়—তাহার পুরস্কার ক্ষরপ রিদ্য একটা বোধানন্দও Intellectual Sentiment লা করে। ঐ বোধানন্দ কেবল উপরি-পাওনা নয়—উহ রসানন্দকেও নিবিড়তর ও হগুতর করিয়া তুলে। শ্রমে বাক্লেশের মূল্য দিয়া আমরা যে রসাস্থাদ লাভ কন্ধি— ভাহার সহিত একটা গৌরবের আনন্দও মিলিত হয়।

# স্বপ্নদৃষ্টি

বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার আগে পর্যান্ত শিণ্ড
এই স্পষ্টিকে যে মধুময় দৃষ্টিতে দেখে, তাহাকে স্বপ্নদৃষ্টি বল
যাইতে পারে। বয়োর্ছির সজে সঙ্গে এই স্পষ্টির সহিত
তাহার পরিচয় যত নিবিড় হইতে থাকে, স্বপ্নদৃষ্টিও জনে
ততই ভিরোহিত হয়। বিশ্বকে এই স্বপ্নদৃষ্টিওে দেখার
মধ্যে একটা আনন্দ আছে। বয়োর্ছির সজে সজে শিশু
সে আনন্দ হারায়—কেবল তাহার ক্ষীণ শ্বতিটুকু থাকিয়
যায়। দেই শ্বতিটুকুর অবলম্বনে শিশু-মনের রঙে মনকে
রাঞ্জাইয়া এবং তন্ধারা কৌশলে একটা স্বপ্নাবেশের ভাব
আনিয়া অনেক কবি শিশুরঞ্জন স্বপ্র-সাহিত্য রচনা করেন।
ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমায়ের ঝোলাঝুলির যত উপকথা, ছেলে
ভূলানো ছড়াপাচালি এই শ্রেণীর সাহিত্য। আমরাও
যে দেংগাহিত্য পড়িয়া আনন্দ পাই—তাহা আমাদের
পরিণত মনের মারকতে নয়,—শ্বতিস্বপ্ত শিশুমনেরই
মারকতে।

এমনও কবি আছেন—খিনি পরিণত বয়সেও এই স্টিকে মাঝে মাঝে স্পুণ্টিতে দেখিতে পারেন। এই কবির বয়ার্ছির সলে সলে স্পুণ্টিতে দেখিতে পারেন। এই কবির বয়ার্ছির সলে সলে স্পুণ্টি একেবারে ল্পু হইয়া য়ায় নাই ব্ঝিতে হইবে। সে দৃটি স্পুপ্ত হইয়া থাকে, কবি তাহাকে মাঝে মাঝে জাগাইতে পারেন। এই অভি পরিচিত বিশ্বশংসার তাঁহার স্পুণ্টির জাগরণে সহায়তা করে না বটে, কিছ সাধারণত: অভিনব অদৃষ্টপূর্ব নিস্পৃত্তী মাধুরী স্পার্শ তাঁহার স্পুণ্টিকে জাগাইয়া তুলে। কবির স্পুণ্টি বয়োর্ছির সহিত অস্তরের তলে তলে কডার রূপান্তর লাভ করে, তাহা বলা কঠিন, কিছ বিশ্বশ্রুছি যে কবির জানদৃটি ও রস্ণৃত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া য়াই লে বিদ্ধের সন্দেহ নাই। ভাই কবিকে কাব্যক্তিক ক্রী

ক্র রূপান্তরিত বিশ্বপ্রকৃতির উপরই শ্বপ্রদৃষ্টিপাত করিতে হয়। এই শ্বপ্রদৃষ্টির ফলে যে কবিতার জন্ম হয় তাহা পরিণত মনেরই উপভোগ্য। যে মন কিছুতেই শ্বপ্রাবেশে মগ্র হইতে পারে না—সে মন কিছুতেই ঐ শ্রেণীর কবিতা উপভোগ করিতে পারে না। এ সংসারের অধিকাংশ মনই প্রথবভাবে জাগ্রৎ—চেষ্টা করিয়াও শ্বপ্রাবেশের সৃষ্টি করিতে পারে না। কাজেই ঐ শ্রেণীর কবিতা শ্বতি আরু মনেরই উপভোগ্য।

আমি প্রথমে কয়েকটি কবিতার এখানে উল্লেখ করিব— বে গুলিকে স্থপদৃষ্টির কাব্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত: তাহা নহে—

উনাহরণ স্বর্মপ—রবীক্রনাথের 'হথ'—

আজি মেঘমুক্ত দিন, প্রদন্ধ আকাশ

হাসিছে বন্ধুর মত। স্থমন্দ বাতাস

মূপে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর

অদৃশ্য অঞ্চল যেন স্থপ্ত দিগ্ধুর

উড়িয়া পড়িছে গায়ে, ভেদে যায় তরী

প্রশাস্ত পল্লার স্থির বক্ষের উপরি

তরল কল্লোলে। অর্দ্ধমন্ত্র ব্যান্তর

দ্রে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর

রৌক্র পোহাইছে। হোথা ভাঙ্গা উচ্চতীর;

ঘনছায়াপূর্ণ তরু; প্রাছন্ত্র কুটীর;

বক্রনীর্ণ পথধানি দ্রগ্রাম হতে

শস্তক্ষেত্র পার হ'য়ে নামিয়াছে স্রোগ্ড ভ্রমণ্ড জিহ্বার মত।

এই কবিতায় কবির যে দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায—
তাহা পূর্ণ প্রবৃদ্ধ দৃষ্টি নয় বটে—তাই বলিয়া স্বপ্ন দৃষ্টিও
নয়। ইহা রসদৃষ্টি, মনের একটা প্রশাস্ত প্রকৃতি (mood)
দৃষ্টির জাগ্রৎ ক্রিয়াশজি কতকটা হরণ ক্রিয়া লইয়াছে
এবং তাহাকে মধুময়ী করিয়া তুলিয়াছে। ইহা যে কবির

Day Dream বা স্বপ্রদৃষ্টির ফল নয় কবিতার শেষাংশ
তাহার প্রকৃত্ত পরিচয় দিতেছে। জীবনের কয়েকটি
মুহুর্তকে কবি উপভোগ করিয়া ব্লিতেছেন—

চারিদিকে দেখে' আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ **অনি**দিখে এই শুৰ নীলাম্বর, স্থির শাস্ত জল
মনে হলো স্থপ অতি সহজ্ঞ সরল।
রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যাহ্ন' কবিতাও এই প্রকৃতির—

বেলা মিপ্রহর

কুল শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জব্জর

থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমান তরীপরে
মাছরাঙা বসি'; তীরে ছটি গোফ চরে
শশুহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকুলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শৃশু ঘাট তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্থান করে জলে
পাখা ঝটপটি। শ্রাম শশু-তটে তীরে
ধঞ্জন ছলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে। ইত্যাদি

ইহাও অলস মধ্যাহ্ন প্রকৃতির চিত্র হ**ইলেও স্বপ্রদৃষ্টি**নয়। ইহাও মনের একটি মধুময় অনন্ত মু**হুর্ত। খে**মুহুর্ত্তে কবির মনে হইয়াছে

ফিরিয়া এঁদেছি ষেন আদি জলস্থলে বছকাল পরে—ধরণীর বক্ষতলে পশুপাথী পতক্ষম সকলের সাথে ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে পূর্ব্বজন্মে, জীবনের প্রথম উল্লাসে জাকড়িয়া ছিমু যবে আকাশে বাতাসে জাকড়িয়া ছিমু যবে আকাশে বাতাসে জাদিম আনন্দ রস করিয়া শোষণ।

এইগুলিত স্বপ্নদৃষ্টির ফল নহেই। স্থার একটি মধ্যাহে কবি যে বলিয়াছেন—

মধুর উদাস প্রাণে চাই চারিদিক পানে শুরু সব ছবির মন্তন,

সব যেন চারিধারে অবশ আলস ভরে অংগময় মামায় মগন।

শুর্ পাতি মৃত্সবের গুন্ গুন্ গান করে

থেন সব ঘুমস্ত প্রমরে,

বেন মধু বেতে বেতে ঘুমিয়েছে কুন্থমেতে

সাধিয়া এসেছে কণ্ঠস্বর।

আনমনে ধীরি ধীরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি ঘুমধোর ছায়ায় ছায়ায়,

কোথা যাব, কোথা যাই, সে কথা যে মনে নাই, ভূলে আছি মধুর মারায়।

ইহাকে বরং স্বপ্রদৃষ্টির ফল বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু পরক্ষণেই কবি স্মৃতিলোকের সহিত ইহার যোগ স্থাপন করিয়াছেন। স্মৃতিলোকে প্রেরিত রসদৃষ্টি ও ক বছাদৃষ্টি এক নহে। মোহিত বাবুর সংশ্বরণে কল্পনামক অংশে 'পপ্র' নাম দিয়া যে কবিতাগুলি আছে এবং শৈশবসন্ধ্যা ইত্যাদি কবিতাকে স্বপ্রদৃষ্টির ফল মনে করা অসম্পত নয়, কিন্তু ঐগুলিও হয় স্মৃতিলোকে অথবা বাসনালোকে রসদৃষ্টিপাতেরই ফল।

কবিবর অক্ষরকুমার বড়ালের 'প্রাবণে' নামক কবিতাটিকে স্বলানৃষ্টির চিত্র বলিয়া মনে হইতে পারে। করিতাটি
এই—

সারাদিন একথানি জলভরা **প্রান্ত** মেঘ রহিয়াছে ঢাকিয়া **আকাশ**;

বসিয়া গৰাক্ষ ধারে সারাদিন আছি চেয়ে, জীবনের আজি অধীকাশ !

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি গড়ে, তঞ্জুলি হেলে দোলে, ফুলপুলি পড়িছে খসিয়া;

লতাদের মাগাগুলি মাটিতে পড়িছে কলি, গাগীগুলি ভিজিছে যদিয়া।

কোণা সাড়া শব্দ নাই, পথে লোকজন নাই,

্ছথা হোথা দাঁড়ায়াছে জল; ভিজে ঘাস-বন হ'তে ফড়িং লাফায়ে ওঠে জলাযুড়াকিছে ভেকদল।

দীঘিট গিয়াছে ৬'বে দি ড়িট গিয়াছে ডুবে, কাণায় কাণায় কাপে জন;

বৃষ্টি-ছাত্র বায়-ছাত্র পড়িতেছে ক্রয়ে ক্রয়ে আধু ফোটা কুমুদ ক্মল।

পাড়ে পাড়ে চকাচকী বসে আছে ছটি ছটি বলাক। মেথের কোলে ভাসে,

ৰুচিৎ বা গ্ৰাম্য বৰ্ শূক্ত কুম্ভ লঘে কাঁথে তক্ত শ্ৰেণী তল দিয়া পালে।

ৰুচিং অশথতলে ভিজিছে একটি গাভী টোকা মাথে যায় কোন' চাষী। ৰুচিং মেঘের কোলে মুমুষ্র হাসি সম চমকিছে বিজলীর হাসি।

স্থান্ত ক্রম আছে অন্ধকার ক্রেথা মেন হ'তেছে প্রলয়!

ঘরে বনে মৃড়ি দিয়া গৃহস্থ জীপুত সহ কত তুর্য্যোগের কথা কয়।

চেলে আছি শ্রপানে কোন কাজ হাতে নাই, কোন কাজে নাহি বদে মন,

তক্র। আছে নিদ্রা নাই দেহ আছে মন নাই ধরা যেন অক্ষুট স্বপন।

এই উঠি, এই বসি কেন উঠি কেন বসি এই শুই, এই গান গাই—

কি গান, কাহার গান কি স্থথ কি ভাব তার ছিল কভু, আজ মনে নাই।

মেঘাচ্চয় বর্গাপ্রকৃতির প্রভাব কবির চিন্তকে কিরপ আবিষ্ট করিয়াছে—এই কবিতায় তাহাই অভিবাজ চইয়াছে। কবির মন এমনই ভাবাবিষ্ট ও নিজ্ঞিয় যে তাহাব দৃষ্টি বর্গাপ্রকৃতির একস্থানে একটি পলের জন্মও নিবদ্ধ থাকিতেছে না। তাই ইহাতে বর্গাপ্রকৃতির সতর্ক বর্গনা-কৌশল নাই—এ যেন প্রকৃতির অক্ষে অবসম দৃষ্টিটিকে বুলাইয়া যাওয়া। মনের দৃঢ়তা নাই, কল্পনা অবসা, দৃষ্টি উপাস। মনের এই অবস্থায় স্বষ্টি যে ভাবে প্রতিভাত হয়—ইহা তাহারই বর্গনা। ভাষার পারিপাটা বিধানের,—এমন কি,—ছবে ছবে মিল দেওয়ারও আগ্রহ বা চেষ্টা নাই—ভাষা যেন মনের অবস্থার অন্থায়ী হইটাই এলাইয়া পড়িয়াছে। এখানে এই অবসম্বতাই রসক্ষ্টির সহায়।

কবি যে দৃষ্টিতে বর্ষাপ্রকৃতির পানে চাহিয়াছেন—তাহা বপ্র-দৃষ্টি নয়। নিজাভঙ্গের পর শিশু যেমন করিছ অবাক বিশ্বয়ে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকে, কবি আজ তেমনি ভাবে তাকাইয়া আছেন। কবির মনগ্র আজি গগনের মতই মেবাক্তর ও গুল্কভাবার। এ ঘোর নিজা নয়—তক্রাও নয়—স্বপ্রও নয়—ইহার মনের ক্ষিবিবরাগ্য বা ওলাদীত ;—দেহ ছাড়িয়া বিরাগী মন কোধার উধাও হইয়া গিয়াছে।

নিম্লিখিত কবিতার লেখক বলিতে চাহিয়াছেন, তিনি স্টিকে সহসা স্বপ্প-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন—ঘুম-ভাঙার পুর গুমের স্বপ্ন তাঁহার চোথে এথনো লাগিয়া আছে— ত্তি এই সৃষ্টিকে স্বপ্ন-মাধুরীতে এত মধুময়ী লাগিতেছে। কবি ইহাকে স্বপ্ন দৃষ্টি মনে করিয়াছেন—কিন্ত ইহাও স্বপ্ন দৃষ্টি নয়—স্বপ্ল-দৃষ্টিতে দেখার ফল হইলে বর্ণনায় এ শ্রেণীর এত স্তৰ্ক শৃখ্লা, সামঞ্জ ও অলঙ্গৃতি থাকিত না। বিকাল বেলায় ঘুম ভেঙেছে বসে আছি জান্লা পাশে, অকাল ঘুমের অলস আবেশ তথন' চোথ জড়িয়ে আসে! এলোমেলো মনটা আমার তথনো ঠিক হয়নি জড়ো, চির প্রাচীন সৃষ্টিটাকে লাগল্ হঠাৎ মিষ্টি বড়। আজ মনে হয় গাছপালা-মাঠ সবই যেন চিত্তে আঁকা. নিতা দেখা সঙ্গীগুলি সবই যেন স্বপ্ন-মাথা। মরুঝরে ঐ বাতাদ যেন কইছে কানে রুসের বুলি, ছায়া যেন মায়ার রূপে চোখে ব্লায় কাজল-তুলি। খ্পর্মতা পেয়েছে আজ গাছের পাতা রঙ-গড়নে, নাম-না-জানা পতকেরা দৃষ্টিতে মোর স্থপন বোনে। শিউরে-ওঠা শিরীষ তরু অঙ্গে, তাহার আলোকলতা; কাঠবিড়ালী নাড়ছে মাথা তার সাথে কয় মনের কথা। এক পলকো একটি ঠাঁয়ে পক্ষী ছটি থির না থাকে, ছইটি পাথীই প্কীভরা করেছে ঐ বৃক্ষটাকে। ত্তন স্বথে কৃত্তন করে পুচ্ছ নাচায় দোলায় গ্রীবা, আদিম যুগের প্রেমের লীলা আড়ি পেতে দেখছি কিবা। একটি ছোট ধ্বধ্বে মেঘ দেখছি ভেসে যাচ্ছে দূরে সবুজ রঙের একটি ঘুড়ি তাহার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে। চন্দনের ঐ ফোটা ও কি শ্রামলা দিগ্রধুর ভালে তাংগর নীচেই একটি ছোট তিল কি জাগে তাহার গালে ? তাল-নারিকেল-কুঞ্জ শিরে আলোর লুকোচুরির ফাঁকি, আকাশ-বধুর ময়ূরকণ্ঠী চেলির আঁচল তুল্ছে নাকি? সোনার আলোয় জলভে দুরে, ঝলছে বিলের বক্ষধানি, দিনের ওকি পিছন পানে চাউনি সঞ্জল, বিদায় বাণী ? চরছে ঘোডা দীঘির পাড়ে ঢেউ থেলে যায় ভাহার লোমে, (महे इत्रास्त्र लहत लाएं) चएक चामात्र त्त्राप्य (त्राप्य । ভরা কলস আঁকড়ে কাঁথে গ্রামের বধু ফিরছে বরে, মাঝে মাঝে চমুকে জাগে বাঁশবাগানে আড়াল পড়ে।

ওরা যেন ব্রজের গোপী কবির স্থপন দিয়ে গড়া, চলন ওদের নাচের মতন ঘট কি ওদের স্থধায় ভরা প তৃপ্তি যেন মূর্ত্তিমভী ধেমুগুলি ফিরছে ধীরে, লক্ষীছাড়ার ঘরে যেন লক্ষী-শ্রীটই আদছে ফিরে। ঘুম-ঘোরের আবেশ ভরা নয়নে আজ দেখছি চেয়ে স্ষ্টি হাসে আমায় হেরে নৃতন কলেবরটি পেয়ে। ঘুম ভেঙে আজ ঘুমের অপন মন হতে কি বাইরে এসে, প্রাচীন ধরায় অভ্র দিয়ে আড়াল ক'রে বেড়ায় ভেসে? দণ্ড কয়েক অকাল ঘুমের ব্যবধানের মধ্যথানে সৃষ্টি এমন বদলে যাবে হয় না মনে—মন না মানে। দেহ-মনের সব পরিজন এখনো মোর কেউ না জাগে. শুধু আমার চোথ জেগেছে হঠাৎ আজি দবার আগে। তাদের কোলাহলের মাঝে যারে পাওয়া যায় না খুজি। নেত্র আমার একলা পেয়ে নিভূতে তাই ভূঞে বুঝি। স্ষ্টিকে কেন মধুময়ী লাগিয়াছে—লেখক তাহা শেষ কয় পংক্তিতেইত ব্লিয়াছেন। অৰ্দ্ধপুৰ দৃষ্টি ও স্বপ্নদৃষ্টি এক নহে।

কবি রসদৃষ্টিতে এই বিশ্বলোককে দেখিয়া যাহা কিছু অর্জন করেন তাহা তাঁহার শ্বতি-ভাগুরে সঞ্চিত থাকে। কবি কবিতারচনাকালে রসদৃষ্টিকে আবার শ্বতি-ভাগুরে প্রেরণ করেন। শ্বতিভাগুর হুইতে আহত উপাদানে এইভাবে রচিত সাহিত্যও স্বপ্নসাহিত্য নয়। করুণানিধানের 'বাসনা' 'অতীত' 'শেষ বাসরে' ইত্যাদি কবিতা শ্বতি-ভাগুরে এইছারে রসদৃষ্টি প্রেরণেরই ফল। রবীক্রনাথের—"বৃষ্টি পড়ে টাপ্র টুপুর নদী এলো বান" 'শৈশব সন্ধ্যা' ইত্যাদি কবিতাও এই শ্রেণীর—শ্বপ্র-সাহিত্যের কাছাকাছি গেলেও শ্বপ্রদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া স্বপ্নসাহিত্য স্থান্তর উপাদান আহরণ করিতে পারেন না, তাহা নয়, কিন্তু রবীক্রনাথ কোনদিনই তাহা করেন নাই।

ব্যক্তিগত মনেও যেমন স্বতিভাগুর আছে, আমাদের কাতীয় মনেরও তেমনি একটি স্বতিভাগুরে আছে। এই স্বতিভাগুরের সাক্ষাৎ পাই আমরা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সাহিত্যাদিতে। জাতীয় মনের এই স্বতিভাগুরে কবি আপনার রুদ্ষুটিকে প্রেরণ করেন এবং তন্ধারা হাওয়ায় বাজা বীণার তানে মন ছোটে আজ কোন উলানে, উপাদান আহরণ করিয়া নিজের জীবনে একটি কল্পনা-লোকের সৃষ্টি করেন। উপাদান আহরণ করিয়াই এবং কল্ললোকের স্থাট করিয়াই রসদৃষ্টির কাজ ফুরায় না---রদদৃষ্টি কল্পদাহিত্যেরও স্থাষ্ট করে। এই শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্য রবীক্রনাথের গ্রন্থে প্রচুর। উদাহরণ-স্বরণ-স্বপ্ন ( দূরে ব্রুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জ্মিনী পুরে ইত্যাদি ) কুত্ধনি, মেঘদূত, সেকাল ইত্যাদি ও কথা-ও কাহিনীর অনেক কবিতার নাম করা যাইতে পারে। বলা বাহলা এইগুলি স্বপ্নসাহিত্য নয়।

এ কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন এই যে—আমরা শ্বতিলোককে সাধারণ কথায় স্বপ্নলোক বলিয়া থাকি-প্রাচীন ভারতের ঐশ্ব্যা, মাধুর্যা, গৌরবত্রী, বিভৃতি স্বই আজ আমাদের কাছে স্বপ্রবং। তাই অতীত যুগ আমাদের কাছে স্থপাযুগ-বিশেষতঃ কাব্যের মধ্য দিয়া আমরা যে জগতের সন্ধান পাইতেছি-তাহাকে আমরা স্বপ্নজগৎই বলিয়া থাকি। 'স্বপ্ন' কথাটা 'স্মৃতির' বদলে ব্যবহার ক্রি বলিয়া স্মৃতির উপাদানে রচিত সাহিত্য তথা ক্ৰিত স্বপ্নদাহিত্য নয়—্যে দৃষ্টি দিয়া রবীক্রনাথ-প্রম্থ কবিগণ ব্যক্তিগত মনের অথবা জ্বাতীয় মনের স্মৃতি-জগংকে নিরীক্ষণ করেন—তাহাও স্বপ্ন দৃষ্টি নয়।

স্থপদৃষ্টির একমাত্র কবি করুণানিধান। বলিয়া কোন রদ নাই। এই কবি স্বপ্লকেও একপ্রকার পরিণত করিয়াছেন। সকল প্রকার মাধুরীর সম্ভোগেই একদিন ক্লাস্তি আদে। জাগ্রৎ সক্রিয় সতর্ক দৃষ্টিতে আমরা যে মাধ্রী লাভ করি—তাহাতে ক্লান্তি আবিলেই আমাদের অবসয় মন কিছুক্ষণ স্বপ্নমাধুরী উপভোগ করিয়া অলস আনন্দ পাইতে চায়। এই স্বপ্ন মাধুরী আমরা কাব্যেও পাইতে পারি,—এই মাধুরী প্রধানতঃ 'রূপে' ফুটিয়াছে করুণানিধানে আর 'ধ্বনিতে' ফটিয়াছে সভ্যেন্দ্রনাথে !-

कक्रगानिधारनत यथ गांधूती-১। মেদের পুরীর পদা ভূলে নীলপাহাড়ের কোল ঘেঁলে, কোন তারকার ইঙ্গিতে আজ পৌছিব গো কোন নেশে 📍 শুন্যগুহার নৃপুর শুনি কোন পুলিনে যাই ভেনে। উড়ো পাখীর স্থরের স্থরায় সরল তরুর আবছায়ে, প্রবালবরণ বৈকালে আজ কোন পাষাণী গান গাহে ? ফুল-পরাগের ঘোমটা টানি লুটিয়ে পড়ে আঁচলথানি, লাজুক মেয়ে দৌদামিনী আলতা পরায় তার পায়ে।

রূপের তরী ভাষায় পরী গৌরী চাঁপার রঙ মেথে, পদ্ম গোলাপ নিন্দি পাথা পরিয়েছে তার অঙ্গে কে কোন মত্যা মদির স্থরা পান করে ঐ ফুল বধুরা ? পালিয়ে গেছে প্রাণ বধুঁয়া বিম্বাধরে দাগ রেখে।

প্রাচীর-ছায়া যায় কি দেখা বৈজয়ন্ত নন্দনে ? স্বপ্রচাতক পক্ষ মেলে মন্ত্রমাধা রঞ্জনে। মানৰ জীবন চেউয়ের মত কোন বেলাতে মৰ্মাহত গ নয়ন মৃদি ঝর্ণাধৃমে কোমল খুমের অঞ্জনে।

- ২। হের,—দিগলয়ে বেগুনি নীল গিরিখেণীর চূড়ায় পরীরা ঐ সারি সারি মণির ফারুস উড়ায়। ভেথায় যাত। ভাবে আঁকা রূপে হোথায় রাজে. জলধন্তর বীণার পারে আলোর হারটি ভাঁতে।
- ৩। কাণের পিঠে তিলটি তোমার এড়ায়নি এই মুগ্ধ চোক, দীঘির ঘাটে ঐ যে আঁকা দীপ্ত তোমার অলক্তক। পদ্মফোটা দীঘির নীরে। নারিকেলের কুঞ্চশিরে ভাঁজটি খুলে ছড়িয়ে প'ল পরীর পাধার স্বর্ণালোক স্বপুদ্ম তার কাহিনী আজকে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে, নোনা আতায় সোনার গায়ে রবির কিরণ পিছলে পড়ে, দীপ্ত নভোনীলোজ্জন দুৰ্ব্বাশ্যামল নিম্বতল চেউন্নের মাথায় থানিক ভাবে গাবের বুকে স্তরে স্তরে।
- । মরুদ ডম্বরু মন্ত্র উতরোল অমুধি গর্জন, বিদর্পিত জলে স্থলে নিশীপের নয়ন কজ্জল ক্ষিপ্ত নভে জলগুৰু, সংজ্ঞাহারা জ্যোভিন্ধখণ সেই সাক্র সমুদ্রের অঙ্ককার ধৃত্র সরোবরে ফুটে কার দীলাপদ্ম ? ভাকে তারে যুগযুগান্তরে।
- यन हात्रात्ना बत्न, এই গরিমার ভোরণ তলে बनवानात्त्व गरम विज्ञी त्रद्यत ऋत वाहादा

পথ ভূলে এই স্বপ্নালয়ে শৈবালে আর ফুলবলয়ে जनभारत्र विरमाम रथमा আধেক জাগরণে। হে যাতৃকর শৈলনগর বলসাগর-বেলা, আধার রাতে বাতি ঘরের চপল আলোর থেলা. কালীর বর্ণ অন্তরীপে জালিয়ে স্বৰ্ণ আকাৰ দীপে প্রশম্পির রশ্মি পথে ভাসিয়ে দিলাম ভেলা। ত্যার সাদা শিখর গুলি ভা নীল আকাশে বু**লিয়ে তু**লী কে আঁকিল মেঘসাগরের পারে ? বালক ভাকর আলোর কণা রঙ ফলানো কি আলপনা দিগ্রধুরে সাজায় মোতির হারে। খেত বিজুলি নিথর হয়ে ঘুমিয়েছে ঐ মূর্তি লয়ে শিথানে তার উজল চেউয়ের দারি. ছাডিয়া ঐ উষার ভারা সামনে নেমে আসছে কারা কটাক্ষেতে ফটিক হলো বারি। বিরাট শিখী কলাপ ধরে া হেবৰ রূপের নীলাম্বরে তারায় তারায় বরণ-শোভা জাগে. প্রেম-গোমুগীর মন্দাকিনী ठमन উদক कल्लानिनौ অযুত ধারায় ঝরবে হসে রাগে। निया (नर्डेन मीलानिट জপারতির মন্ত্র-গীতে মগ্ন হব কারণ-মধু-নীরে খণুর ম**ণিকর্ণিকাতে** পরসাদের পূণিমাতে উত্তরিব অফণিমার তীরে লোকান্তরের অবস্তীতে অঞ উজল অঞ্লিতে করব কবে আতা সমর্পণ? মৃত্যু যেথায় পায় গো বিনাশ অন্ত আদির চরম বিকাশ পুজব শাস্ত সত্য নিরঞ্জন। ৮। আমরাই মায়া-স্থপন দোলায় রূপের ফুলের ডালি. আহতা, দলিতা ফ্ৰিনীর মত কাল কৃট ফেনা ঢালি। রসাল শাখার মধুমঞ্জরী কেতকীর ধর কণ্টকে ভরি

বৈতকার বর কচকে ভার
পান করি মোরা শ্রামা বামিনীর ছায়া ছকুলের কালী।
উপরের উদাহরণগুলি হইতে সহজেই বোঝা বাইবে
কিব স্প্রিকে সম্পূর্ণ ব্যর্গুন্তিতে দেখিয়াছেন। কবির
ইয় দৃষ্টি তথু বর্তমানের পরিদৃশ্রমান স্প্রিকেই ব্যামাধুরীমর্ম করে নাই, অতীতের বৃত্তির পথে, ভবিষ্যতের আশা

আকাজ্ঞার পথেও কবি স্বপ্রদৃষ্টিকে প্রেরণা করিয়াছেন।
আপনার সকল স্থা তৃঃখ, জীবনের সকল ভাব অন্নভ্তির '
উপরও জিনি স্বপ্রদৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সে জন্ম এই শ্রেণীর
অধিকাংশ কবিতায় স্থপ, যাত্, তন্দ্রা, তন্ময়তা ইত্যাদি
কথারও বারবার উল্লেখ আছে। কবি স্বষ্টিকে যাত্বকরের
লীলা মনে করেন—কোথাও এই দৃষ্টিকে বাদ্যাছেন
নয়নের মায়ামণি,—কোথাও বিলয়াছেন,—'দিনের রঙ্কে এই
ছনিয়া তাঁহার চোখে ঝাপসা লাগে'—'আবছায়ারা চোখের
উপর আলপনা দেয়।' কোথাও বিলয়াছেন—'কে যেন
তাঁহার মনের চোথে মেঘলা কাজল বুলিয়েছে।' অতীত
তাঁহার কাছে—'ফ্দুর স্মৃতির অবগুষ্ঠিত শিখর।' কবি
কখনো 'মোহিনীর কৃহক রথে গরল ভরা ঘাণে আপনাকে
মৃষ্টাহত' দেখিতেছেন। কখনো 'তন্দ্রাঘারে বন্দী ইইয়া
অন্তপারে চলিয়াছেন, কখনও 'স্থন্যমীর মায়ামণির
চিরগোপন ইসারাতে' পথ ভুলিতেছেন,—ইত্যাদি

এই কবিতাগুলি যে খপ্স দৃষ্টিরই ফল—তাহার একটা প্রমাণ ইহাদের রচনারীতির Sequence Logical নয়, Emotional নয়, Rhetorical ও নয়—ইহার Sequence খপ্রেরই Sequence. যেন খনেকটা Reflexive—ইহার ভাষাও স্বপ্রেরই তাষা। অন্ত শ্রেণীর কবিতায় যে সামস্বস, শৃঞ্জলা ও অর্থসঙ্গতি থাকে—এগুলির মধ্যে তাহা অক্সরে অক্ষরে থুঁজিতে যাওয়া র্থা। স্প্র-মাধুরীই ইহাদের হায়ী ভাব—ইহাদের বিভাব অক্সভাব সবই স্বপ্নজ্ঞাৎ হইতে আহত এবং কারুণ্য, অক্ররাগ, শম ইত্যাদি যে ভাবগুলির আভাস পাওয়া য়য়, তাহারাই এ শ্রেণীর কবিতায় সঞ্চারী ভাব। এইগুলির প্রধান সম্পদ ব্যক্ষা।

স্থাপ্ত যে আনন্দ আছে, তাহা একট। রসাত্ত্তির স্থাপ্ত করে। আলকারিকরা সে রসাত্ত্তিকে কাব্যমন্ত্তির মধ্যে ধরেন নাই—কারণ জ্ঞানজাগ্রথ মনই তাঁহালদের বিচার্য্য, স্থাবিষ্ট মনকে তাঁহারা রস রাজ্য হইতে বাদ দিয়াছেন। তাঁহারা বাদ দিলেও কাব্য-রাজ্য হইতে ইহা বাদ মাইতে পারে না। কঙ্কণানিধান এই অপূর্ক্ষ স্থাপ্তাব্যের স্থাপ্ত করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

चश्रमृष्टि मद्दाक्ष (स कथा वना इहेन-चश्रश्राक्ष नृषद्धश्र तमहे कथा बना हतन। मुख्यास्तात्वस्त चरतक कविछाहे স্বপ্নশ্রুতির মাধুর্যসঞ্চার মাত্র। রূপজগতে স্বপ্পদৃষ্টির সাহায্যে করুণা নিধান যে শ্রেণীর সাহিত্য স্বষ্ট করিয়াছেন—ধ্বনিজগতে স্বপ্নশৃতির সাহায্যে সত্যেক্ত সেই শ্রেণীরই সৃষ্টি করিয়াছেন। এইগুলি সত্যেক্তনাথের ছলের ক্সরং মাত্র নহে—কাণের পথ দিয়া এই গুলি স্বপ্নমাধুরীরই সৃষ্টি করে।

#### সত্যেক্তনাথের—

- এই চোখ উৎস্থক, ১। চোথ তার চঞ্চল चूम-चूम ऋथ-ऋथ, এই চোখ বিহৰল हेल हेल हल हल এই চোথ জল জল এই চোথ ছল ছল, নাই তীর নাই তল এই চাঁদ উন্নাদ, জ্যোৎস্বায় নেই বাঁধ তন্ময় এই চাঁদ, এই মন উন্মন এই ধায় কোন দূর এই গান কোন্ সুর কোন্ স্থার পুর। কোন্বায় ফুর্ ফুর্ मङ्गीत कृत् कृत, গান তার ওন্ ওন্ বোল তার ফিস ফিস্ চুল তার নিশ পিদ, সেই মোর বুল্ বুল্ নাই তার পিঞ্জর পাথনায় নির্ভর। ইত্যাদি **४ न हुन्**र्न्
- সেথা—তন্ত্রার বীণাকার মঙ্গল গায়, 21 সেথা--মেৰ মন্ত্ৰীর বন অঙ্গন ছায়, সেথা—অৰ্কা দ পৰ্কাত অদুত ঠাম (म (य— इर्गम इण्डत यदकत थाम। দেধা-- ঘুম ভাইনীর ঘুম দেখ ঝাপদায় ষেন-গুগ গুল মশ্ গুল ঢেউ আফলায়, সেথা—দিয়ে গায় কুয়াসার ভোটকশ্বন যত—উদাসীন বাতাসের ঘোটমণ্ডল। সেকি—দৃষ্টির চন্দনবৃষ্টি, মরি নিতে—স্টির সম্ভাপ রিষ্টি হরি! ट्रिकि—कांश्वनिष्णकलाञ्चन क्रथ, সেকি—সৌরভ-তন্ময় পুণ্যের ধৃপ, (म्रा-विद्वीत উद्याम शिद्धान वात्र, লাগে—নিত্যের নিংখাস চিত্তের গায়। (मधा-र्दात काथ मन धान यश, महा-गास्त्रित कास्तिष्ठ मन नध,

- দেথা—মহাপুরুষের ছায় মহা মহীয়ান,
  কত—ত্যাতৃর অমৃতের পায় সন্ধান।
  দেথা—বিখের বীণকার যুগ যুগ ধায়,
  দেই—কুঙ্কুম রুম ঝুমু ঘুমগুদ্ধায়
- ত। মেঘলা ধমথম স্থ্য ইন্দ্ ড্ব্ল বাদলার ছল্ল দিছ্
  হেমকদন্ধে তৃণশুমে ফুট্ল হর্ষের অঞাবিন্দ্।
  মৌন নৃত্যে মগ্ন থেজন মেঘদম্জে চল্ছে মন্থন,
  দগ্ধ দৃষ্টি বিশ্বস্টির মৃথ্য নেতে স্লিগ্ধ অঞ্জন।
  বাজছে শৃত্যে অভকস্থ কাঁপছে অম্বর কাঁপছে অম্বলক্ষ বর্ণার উঠছে বাদ্ধার ওম্ স্বর্ম্প, ওম্ স্বর্ম্থ।
  বম্ ব্রম্বম্ শাকা গান্তীর বৃত্তে ছম ছম শুর জ্মীর
  মেঘম্দকে প্রাণ্সারক্ষে স্প্রম্নার স্বপ্ন হামীর,
  সাল্র বর্গ হর্ষ কল্লোল বিল্লী গুঞ্জন মঞ্ হিলোল
  মৃচ্ছে বীণ আর মৃচ্ছে বীণকার মৃচ্ছে বর্ণার ছলোল।
  হিলোল।
- ৪। ওকে—আসছে গো মুথ টেকে লোর পদায় ছেয়ে—কদমের পেথমের ডোর জদীয় ওরে—দূর থেকে দেথে মেতে উঠ্ল ভূবন তাই—হাওয়া ফেরে ফরফর সরফর্দায়। (कान्-(मशानिनी क्रभनीत वाक्न न्भूब, তাই—কেয়াবনে দেয়া সনে মাত্ল ময়ুর, মরি—পাথনার ঢাকনায় স্পন্দে ততু ভরি-পালথের এদরাজ পুলকের স্থর। ওরে—নড়্ল কি ঘোমটার মেঘ্লা আষাঢ় ? ওরে—উড্ল কি পদার এতটুকু পাড় 🕈 হেথা—অন্তরে সন্তরে সাতশো স্বপন হোথা-লাগল কি ঢেউ তার জাগল কি সাড় ? আজি-মন ফেরে মেঘে মেঘে অভশিলায় খুজে—দূর রাকা, দূর রাস দূর রাধিকায়। আজ-জাকাশের রুধি ছার রসের রণন সারা—ছপুরের নৃপুরের শিঞ্চিনিকায়।

সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' 'হিন্দোদবিলাস' ইডাবি কবিতাও এই শ্রেণীর। সড্যেন্দ্রনাথের কিশোরী, কুছুম-পঞ্চাশৎ, বৈয়া প্রভৃতি কবিতা কর্মণানিধানের স্বপ্নকাব্যেরই কাছা-কাছি।

পক্ষান্তরে করুণানিধানেরও কোন কোন কবিতায় ধ্বনির দিক হইতেও স্বপ্নমাধুরী ফুটিয়াছে—

যেমন—

হাদে--- ऋन्मत मूथ थक्षन (চাথ, জাফরাণ রঙ অঞ্চল, নাহি-নৃত্যের শেষ সঙ্গীতরেশ ফুলবাণ সব চঞ্চল, ওই—আনমন চম্পায়, মান-স্বপ্নের আবছায় कात-सोवनलान शत्युत त्त्रान, त्रामर्भन अन्यन। এলো—জ্যোৎসার রাত বন্ধর দাথ নন্দন ফুলশ্যা থেল-রঙ্গের ফাগ, চুম্বন রাগ লজ্জায় লাল লজ্জা। চুমে—কুম্বল গৌরব মধ-মন্ত্রীর সৌরভ ওরে-চায় প্রাণমন আগনার জন, বনময় ফুলসজ্জা। ওরে—কন্ধণস্থর ঝন্ধার তোল আয় ফুল-মৌ পান কর জাগে—বংশীর তান হর্ষের বান রাত-ভোর গীত-নিঝর্ব খোল—কাঞ্চীর বন্ধন হোক—উন্মদ ঘূর্ণন খুলে—দিক ওড়নার কাঞ্চন পাড় কন্দর্পের ফুলশর। বুকে—তাল দেয় ওই রত্বের হার, ডুব দেয় সব অস্তর আঁকি-চন্দন রস আলপন আত্ত জপকর প্রেমমন্তর। প্রিয়--দর্শননন্দী মুখ-মন্দার গন্ধি ওই—কজ্জল চোথ যৌতুক দিক উদ্বেল প্রাণ মন তোর। এ সকল কবিভায় কোন রসাবেশ বা Mood নাই-বপ্লশ্ভিতেই ইহার মাধুর্য্য।

এই ছুই কবির প্রভাব পড়িয়াছে কাজীনজকল ইন্লামের উপর। কাজীনজকলের কোন কোন কবিতার বগ্নশতি ও স্বপ্রদৃষ্টির পরিচয় পাওয়। যায়। তাঁহার অনেক গজল গান স্থরে না ভানিলে স্বপ্নকাব্য বলিয়াই মনে হইবে—স্থরে ভানিলে সঙ্গীত কাব্যকে ছাড়াইয়। উঠে—তথন সঙ্গীতের দিক হইতেই বিচার্য হইয়। উঠে।

#### ব্যঙ্গ্যার্থ

এমন আলন্ধারিকও আমাদের দেশে ছিলেন, এখনও এমন অনেক পাঠক আছেন—বীহারা রুস্গর্ভ কার্যের একটা নির্দিষ্ট ব্যদ্যার্থ না পাইলে ভাহাকে কার্য বলিয়া গণনা করেন না—প্রহেলিকার শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। এই সব অর্থলোভী পাঠকগণ ব্যন্তার্থের সন্ধানে ব্যন্ত—
ব্যন্ত্যার্থের উদ্ধার হইলেই তাঁহারা তৃপ্ত—কাব্যপাঠের
কর্ত্তব্য তাঁহাদের সমাধ্য। ব্যন্ত্যার্থের আবিদ্ধার হইলেই
ইহারা আনন্দ অন্তত্ত্ব করেন। কবির তাহাতে কোন
আপত্তি নাই—তিনি বলিবেন—

"যথন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম—তথন কোন অর্থই মাথায় ছিল না। তোমাদের কল্যানে দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই। \* \* যাহারা আগ্রহভরে কেবল শিক্ষাংশটুকু ( অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থ ) বাহির করিতে চাহেন—আশীর্কাদ করি তাঁহারাও স্থথে থাকুন। \* \* \* যিনি যাহা পাইলেন সম্ভটিত্তি তাহাই লইয়া ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশুক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।"

কবি তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে অর্থনোভীদের বিরোধ আছে। আমরা বলি—তোমরা যে আনন্দ পাইলে তাহা বোধানন্দ মাত্র (Intellectual Pleasure)—পিতুলকে কাঞ্চন মনে করিলে— 'এহো বাহু আগে কহ আর।' কাব্যের আনন্দ বা রসানন্দ উহা নয়। সকল প্রকার আবিদ্ধার, সংশয়নিরসন, সমস্তার সমাধানে যে আনন্দ তোমরা পাও এ আনন্দ তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাব্যে ব্যঙ্গার্থ থাকিলে কাব্য যে উচ্চশ্রেণীর হয়,
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ ব্যঙ্গার্থকে আলকারিকগণ
বলেন ধ্বনি। বাচ্যাতিশায়িনি ব্যঙ্গে ধ্বনিস্তমং। কিন্তু
প্রথা যত প্রধানোব্যঙ্গার্থতংকাব্যং ধ্বনিস্তমং। কিন্তু
সেই ব্যঙ্গার্থ যদি একটিমাত্র নির্দিষ্ট অর্থ হয়, তবে
কাব্যে রসবতা সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। তাহা বোধানন্দকে
যতটা সাহায্য করে রসানন্দকে ততটা সাহায্য করে না।
ব্যঙ্গার্থের অন্তিত্বের প্রয়োজন আছে—কিন্তু তাহার
অনির্ব্বচনীয়ত। চাই—তাহা চিত্তকে একটি বাঁধা পথে
লইয়া না গিয়া তাহাকে বাচ্যার্থ ছাড়াইয়া দিগ্ দিগন্তে মুগ্ন
যুগান্তে লইয়া যাইবে আনন্দের পাথেয় দিয়া। কবি
বিশিষ্যাত্বন—

নামা জনে গবে এর নানা অর্থ টানি তোমাপানে যায় এর শেব অর্থধানি। এই 'ভোমা' ভগবান নয়,—অনস্ত। শেষ অর্থ অনস্কের পানে।—এ অর্থসন্ধানের শেষ হইবে না—এ সন্ধানে ক্লেশ নাই--শ্রম নাই—আয়াস নাই। সন্ধানেই আনন্দ। এ সন্ধান কোন দিন ফুরাইবে না—আনন্দও ফুরাইবে না।

উচ্চশ্রেণীর কবিতার ব্যক্ষ্যার্থের যে শেষ নাই—
তাহার একটি প্রমাণ এই। একশন্ত পাঠককে যদি
কবিতায় ব্যক্ষ্যার্থের কথা জিজ্ঞাদা করা যায়—একশন্ত
জন একশন্ত প্রকারের ব্যক্ষ্যার্থের দন্ধান দিবে—কোনটাই
অসমঞ্জদ বা অদক্ষত বলিয়া বোধ হইবে না। পাঠকের
আপন মনেই কতপ্রকারের অর্থের উদয় হইবে—জীবনের
ঘটনাচিন্তার যোগাযোগে কত নৃতন নৃতন অর্থের
আবিন্ধার হইবে—ফলে পাঠকের চিত্ত দকল অর্থের
অতীত আনন্দলোকে গিয়া বিশ্রামলাভ করিবে। বিনা
দন্ধানে আপনা হইতে যে দকল অর্থের উন্মেষ হইবে—
দেই দকল অর্থন্ত নব নব রদানন্দ দান করিবে।

কোন অর্থ যদি নাই পাওয়া যায়, ইতি ব্যক্ষ্যতেওঁ বিদিয়া কিছু যদি নাই ধরা যায়, তাহা হইলেই কি কবিত। বার্থ হইল ? কোন অর্থের সন্ধান না পাইলে বোধানন্দের সহিত রসানন্দের মিলন হয় না বটে, কিন্তু অবিমিশ্র রসানন্দ লাভে কোন ব্যাঘাতই হয় না। সে জন্ম রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ সরস কবিতায় কোনপ্রকার ব্যক্ষ্যার্থের সন্ধানই করেন না। তাঁহার। বোধানন্দের সহিত রসানন্দের মিলন ঘটাইতে চাহেন না।

এখন ছুই একটি কবিতা তুলিয়া কথাটা পরিস্কার করাযাক।

"বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন সৃষ্টি করার কাজে,
সকল তারা উঠল ফুটে নীল আকাশের মাঝে।
নবীন সৃষ্টি সাম্নে রেখে স্থর-সভার তলে,
ছায়াপথে দেবতা সবাই বসেন দলে দলে,
গাহেন তাঁরা কি আনন্দ একি পূর্ণ ছবি
একি মন্ত্র, একি ছন্দ—গ্রহ চন্ত্র রবি।
ছেনকালে সভায় কেগো হঠাৎ বলি উঠে,
জ্যোতির মালায় একটি তারা কোণায় গেছে টুটে,
ছিডে গেল বাণার তন্ত্রী থেমে গেল গান,
ছারা তারা কোণায় গেল পড়িল সন্ধান।

সবাই বলে সেই তারাতেই স্বর্গ হতো আলো,
সেই তারাটাই সবার বড় সবার চেয়ে ভালো।
সে দিন হতে জগৎ আছে সেই তারাটির থোঁজে,
ছপ্তি নাহি দিনে রাত্রে চকু নাহি বোজে।
সবাই বলে, 'সকল চেয়ে তারেই পাওয়া চাই',
সবাই বলে "সে গিয়াছে ভ্বন কানা তাই।"
তথু গভীর রাত্রি বেলা তক তারার দলে
মিথাা থোঁজা, সবাই আছে নীরব হেসে বলে।"

এই বে কবিতাটি ইহা রসাচ্য কবিত। নয়। ইহাতে বোধানন্দ ছাড়া অন্ত কিছু পাওয়ার কথা নয়। এখানে বোধানন্দকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্ত ব্যঙ্গার্থ সন্ধানের প্রয়োজন আছে। নির্দিষ্ট ব্যঙ্গার্থ না পাইলেও রচনাটি কিন্তু ব্যগার্থ না পাওয়াতে বরং একটুরসানন্দও বোধানন্দেয় সঙ্গে পাওয়া যাইতেছে। নির্দিষ্ট ব্যঙ্গার্থ পাইলে বোধানন্দ সম্পূর্ণাঙ্গ হইবে, কিন্তু রসানন্দ একটুও পাওয়া যাইবে না। কবির symbolএর সাহায় বলিবার কৌশলটি হইতেই একটা বোধানন্দ পাওয়া যাইতেছে। তাহার সহিত যে একটা রহস্তময়তা বিজড়িত আছে—তাহাতে একটু রসানন্দও পাওয়া যাইতেছে।

আর একটি কবিত। ধরা যাক—
হার—গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা ?
ওগো-তপন তোমার স্থপন দেখি যে করিতে পারিনে
দেবা।

শিশির কহিল কাঁদিয়া

"ভোমারে রাখি যে বাঁধিয়া

হে রবি এমন নাহিক আমার বল
ভোমা বিনা ভাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অঞ্জল।"

"আমি—বিপুল কিরণে ভূবন করি যে আলো
ভবু—শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি বাসিতে পারি যে
ভালো।"

শিশিরের বৃক্তে আসিয়া
কৃহিল তপন হাসিয়া

"ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভবি
তোমার কুল্ল জীবন গড়িব হাসির মতন কৃরি।"

এই কবিতার রসবোধের জন্ম ব্যক্ত্যার্থের সন্ধানের কি
কোন প্রয়োজন আছে? এখানে স্থ্য কে, শিশির কে,
জানিবার জন্ম আগ্রহ কথনও রিসক চিত্তে জাগিবে না।
রিসক ব্রে—এ ভ্বনের মনোবন-ভবন-গশ—প্রাস্তরের
সকল রবি সকল শিশিরের সম্বন্ধে এই একই কথা। কোন
বিশিষ্ট 'তপন' বা কোন বিশিষ্ট 'শিশির' এখানে বড় কথা
নয়—বড় কথা একের দান্ধিণা ও অভ্যের আকৃতি।
বিরাটের সহিত ক্ষ্রের, বিশালের সহিত ভুচ্ছের,—
শাশতের সহিত ক্ষ্রের, বিশালের সহিত অণিমার এই
বে প্রেম-বিনিময় তাহাতেই কবিতা রসে সার্থকতা লাভ
কবিয়াচে।

'দোনার তরী' কবিতাটির অর্থ আবিষ্কারের জন্ম কি প্রচণ্ড হন্দই না হইয়াছে! বড়ই বিশ্বয়ের বিষয় একজন কবিই কাবলিওয়ালার মত কবিতাটির কাছে অর্থ দাবি করিয়াছিলেন। অর্থ যাহাই হউক—এখানে তরীটি কি, ধান কি, ধানের মালিক কে, নেয়ে কে, নদীটি কি, রসিক প্রচিক এ সকলের জন্ম রুখ। মাথা খামাইবে না।

'গগনে গরজে মেঘ' পর রশ। ক্ষ্ব ধারা ভরা নদীর কলে ক্ষেতের মালিক তাার শন লইয়া বসিয়া আছে। 'গানগেরে তরী বেয়ে একটি নেরে' আসিতেছিল—ক্ষেতের মালিক তাহাকে ডাকিয়া আপনার সোনার ধান সব তরাতে তুলিয়া দিল—ভরসা ছিল সেও ঐ সানার ধানের সঙ্গে তরীতে ঠাই পাইবে, কিন্তু সোনার ধানেই তরী ভরিয়া গেল—ক্ষেতের মালিকের আর তরীতে ঠাই হইল না। তরী সোনার ধান লইয়া জরা পালে চলিয়া গেল। ক্ষেতের মালিক যাহা লইয়া এতকাল নদীকুলে বসিয়া ছিল—ভাহাকে বিদায় দিয়া শৃত্য নদীর তীরে পড়িয়া রহিল। এই ত্রাপার!

ভরা বর্ধার নদীক্লে শ্রাবণ গগনের তলে কেতের নালিকের এই যে অসহায় দশা—শৃত্য ক্ষেত্থানির পানে চাহিয়া দীর্ঘধাস—এই যে নদীক্লে দাঁড়াইয়া যতদ্র দৃষ্টি যায় ভাহার সর্বাস্ব-চোর ভরীটির পানে অবাক বেদনায় চাহিয়া ধানা—পাঠকের চিত্তকে যে ঐ দ্র দ্র অক্লের পানে আকর্ষণ, ইহাতেও যদি কবিতা না হয়—ভবে বন্ধ, জীবাত্মা, কর্মফল ও জন্মান্তরের কথা টানিয়া আনিলেই কবিতা হইবে গ

1200

'পরশ পাণর' কবি তায়—পরশ পাণর কি মহাদন, সেইটাই বড় কথা নয়,—ক্ষ্যাপা কে তাহা জানিয়াও লাভ নাই।
ক্ষ্যাপা ঘেই হোক—তাহার জীবনটাই আমাদের চাই—
এ জগতের সকল 'ক্ষ্যাপা'—সকল 'পরশ পাণরের' সম্বন্ধেই
কবির বাক্য সমান সার্থক। ক্ষ্যাপার একনিষ্ঠ সার্থনা ও
স্বয়স্ত দারুল বেদনার উপরই কাবোর রস নির্ভর করিতেছে। একটি লোকোত্তর চরম ধনের জন্ম মানব জীবনের
এই যে আত্মহারা সন্ধান—এই যে আকুল Yearning, এই
যে Great Hunger,—ইহাতেও যদি রস সঞ্চার করিতে
না পারে—তবে মহযিয় ব্রহ্মস্বাদ লাভ বা আমাদের এইক
জীবনের একটা কোন বিশিষ্ট প্রাপ্তির কথা আনিলেই
কবিতাটি রসসার্থকতা লাভ করিবে ? এন্থলে ব্যক্ষ্যার্থের
থোঁজ না পাওয়ায় রসিকের বসবোধে কোন বাধাই নাই।

ব্যক্ষার্থকেই ধাঁহার। কাব্যের সর্বস্থ মনে করেন তাঁহাদের কাছে হয় ত এইগুলিকে প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইবে।

যে কাব্যে ব্যঞ্জনা আছে অথচ স্পষ্ট কোন বিশিষ্ট ব্যক্ষার্থ নাই, তহি। আমাদের চিত্তকে উপকের দিকেই টানে তাহারই নাম রসাভিমুখী হওয়। অতীভিয় ব্যঞ্জন। থাকিলে তাহা অনত্তের দিকেই টানিয়। তুলে—এই অন-তের অভিমুখী হওয়। এবং রদ সন্তোগ একট কথা। ধ্বনি-কেই বাহার। কাব্যের আয়া মনে করেন তাঁহার। সংজ্ঞে এ কথা বৃশ্ধিবে না।

### কবিই রস্ঞ্রু

কবি যে বস্তকে আলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন—
সে বস্তু উপভোগ্য হইয়া উঠে। সে উপভোগ্যতা কি
ক্ষণকালের ? কাব্য পাঠের সক্ষে সক্ষের কাব্যে যাহাকে
ক্ষমর লাগিয়াছে—কাব্য পাঠের পরে তাহার কি কোন
অপ্রতাই থাকে না ? ভাহাই যদি হইড, তাহা হইলে
কবির কাব্যের সহিত আমাদের জীবনের একটা চিরঞ্জীব
সংখোগ জায়িতে পারিত না। কাব্য তাহা হইলে কেবল
বিলাস কলাক্ষুকুত্বেলরই চরিতার্থতা সাধন করিত।

द जोर्ब मिन्नद्रक आमत्रा अञ्चलत एवि-कि वि

তাহাকে কাব্যে স্থলর করিয়া তুলিয়া থাকেন-কবি যদি বলেন-

স্থানর এনে এ হেসে হেসে ভরি দিল তব শৃহাতা, জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়। ভিত্তি রক্ষে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষাতা রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।

তবে এই কথা বার বার শুনিয়া আমর। আর জীর্ণ মন্দিরকে কুশ্রী দেথিতে পারি না। যে চোথে তাহাকে দেথিতাম—কাব্য রদ উপভোগের পর আর তাহাকে সে চোথে দেথিতে পারি না।

মেঘকে আমরা স্থলর দেখি না যে তাহা নয়—কিন্তু
মেঘদ্তের রস উপভোগের পর মেঘকে স্থলরতর দেখিবে
না এমন কোন্ পাঠক আছে ? কোন্ পাঠকের নয়নে
মেঘ অপূর্ব্ব স্থপ্রজালের স্থাষ্ট করিবে না ? যে মেঘের
পানে একবার মাত্র তাকাইত—সে দশবার না তাকাইয়া
অথবা এক দৃষ্টিতে সরস চিত্তে বছক্ষণ না তাকাইয়া কি
থাকিতে পারে

কেবল প্রকৃতির বৈচিত্তাের কথা কেন বলিতেছি— কবি যাহাকে স্বপ্নাধুরীর স্পর্শ দিয়াছেন তাহাই চইয়াছে অপুর্ব্ধ—কোন্টি চর্মনেত্রে—কোন্টি মর্মনেত্রে।

কবির কাব্য পড়িয়া আমরা মান্নবকে শ্রদ্ধার চক্ষে
দেখিতে শিথিয়াছি—যাহাকে উপেক্ষা করিতাম—
ভাহাকে শ্রদ্ধা করি যাহার প্রতি উদাসীন ছিলাম—
ভাহার পানে ঘন ঘন তাকাই—যাহার প্রতি অপ্রীতি
ছিল না—তাহাকে ভালবাসিতে শিথি।

কবি প্রিয়াকে প্রিয়তরাও করিয়া তোলেন—কবি
আপন প্রিয়াকে যে মাধুরীময়ী দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—
আমরাও সেই দৃষ্টির অংশ পাই। কবির কাব্যে প্রণয়ামৃতের মাধুর্য্য উপভোগ করিলে আমাদের মনের রসনায়
সে মাধুর্য্যবোধ চির লগ্গ হইয়া যায়—প্রিয়ার প্রণয়ও
ভাহাতে স্বাহতর—উপভোগাতর হইয়া উঠে।

যে তৃ:খকে আমরা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে এড়াইয়া চলি সেই তৃ:গ কাব্যে কবির প্রীতিমিদ্ধ মৈত্রী লাভ করে। কবির কাব্য পড়িয়া তৃ:খকে বরণ করিতে শিধি আর না শিধি
—তৃ:ধের সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্ম লোভ হয়।

মরণকেও কবি আপনার প্রেমাস্পদ করিয়া তুলেন—

কবির কাব্যে মরণ-প্রেমের লীলা দেখিয়া মরিতে লোভ না হইতে পারে, মরণের বিভীষিকা—শ্মশানের বীভংসতা— মহাকালের রুদ্রতা কি আমাদের কাছে হ্রাস পায় না ৽

কবি এই স্থাষ্টকে রসদৃষ্টির সাহায্যে যতটা হুলর বেথিয়াছেন ঠিক ততটা হুলের আমরা দেখিতে পারি না সত্য—কবি এই বিখ-প্রকৃতির রূপরস-গন্ধপার্শ-দের পঞ্চপাত্রে যে মাধুরী উপভোগ করিয়াছেন—সে মাধুরী সম্পূর্ণ আমরা উপভোগ করিতে পারি না সত্য—কবি আছা জীবনকে কর মাধুরী রুসে যে ভাবে উপাদের করিয়াছেন—সে ভাবে আমাদের জীবনকে উপাদের করিয়া তুলিতে পারিনা সত্য—কিন্তু কবির রুস জীবনের, মনোবৃত্তির ও রুসদৃষ্টির কোন অংশই কি আমরা পাই না ?

কবির কাব্যে আমরা একটা সাম্মিক উপভোগাই লাভ করিনা--আমাদের স্থায়ী লাভও একটা হয়। আমা-দের দৃষ্টির প্রকৃতিই যায় বদলাইয়া---আমাদের চিত্তের অঙ্গে নব নব ভোগেক্রিয়ের স্প্রী হয়। শুধু আ।মাদের রদ-বোধ ও সৌন্দর্য্যবোধই বাড়ে না—সৌন্দর্য্য স্বাষ্ট করিবার— রসাবেষ্টনী সৃষ্টি করিবার শক্তিও সঞ্জাত হয়। অম্বন্দরকে স্থন্দর করিয়া তুলিবার—অমুপভোগ্যকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার—অবজ্ঞেয়কে প্রদ্ধেষ করিয়া দেখিবার একটা চিরস্তনী শক্তিলাভ করি! কবি অস্তরে যে মাধুরীর উংস খুলিয়া দেন—তাহা অন্তরেই পরিচ্ছিল্ল নয়—তাহা আমাদের জীবনময় ভূবনমঃ ছড়াইয়া পড়ে। সমস্ত জীবন,-সমগ্র ভুবনই মধুময় হইয়া উঠে। কবি কাব্যে যে বস্তু, যে চিত্র বা যে দৃখ্যকে শ্রীমাধুরীতে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়া-ছেন-সর্বাঞে তাহারাই আমাদের রসদৃষ্টি আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু আমাদের রসদৃষ্টি কেবল তাহার আভিথোই তৃপ্ত হইয়া ফিরে না। একবার দে যথন ঘর ছাঙা হইয়া যাত্রা করে তথন অনেকেরই মধুপর্কের আতিথা গ্রহণনা করিয়া সে ফিরে না।—ফলে সকল বস্তুতেই আমরা নবঞ্জী দেখিতে পাই—নব মাধুরী উপভোগ করিতে পারি।

এটা যে জীবনের পক্ষে কত বড় লাভ তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না—এ সংসার হাটের কোন মূলা বা পরি-মাপকের বারা ভাহার মূল্য মধ্যাদা বা পরিমাণ নির্দেশত হইতে পারে না।



ত্রস্ককে থর্ক করিবার জন্ম ইংরাজগণ তৃতীয়বার চেষ্টা করা স্থক করিলেন। মেদোপটোমিয়া,আরব,সিরীয়া প্রভৃতি ত্ত্তক্ষ অধিক্ষত দেশগুলিতে প্রচারক পাঠাইয়া তুরক্ষের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বিদ্যোহের দাবানল চতুর্দিকে ধু ধু করিয়া প্রজ্জনিত হইয়া উঠিল। সিরিয়া ওজাকজেলাম প্রদেশ তুইটী তুরস্কের হতচাত sইল গেল। ককেশ্য প্রদেশের সৈত্যভার দিয়া কামালকে প্রেরণ করা হয়। এই ভীষণ বিপদে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া জার্মাণ সমাটের নিকট আবেদন করিয়া পাঠাইলে, জার্মাণ দুমাট তাঁহার বিখ্যাত দেনানী ফাকেনহামকে প্রেরণ হরেন। সেনাপতি লিয়ানের সহিত সেনাপতি ফাকেন-शास्त्र यर्थष्ट भार्थका छिल। नियान विरामी इहेरलख হুকীর জনসাধারণের প্রীতি অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। কাকেনহাম লিয়ান অপেক্ষা যুদ্ধ-বিভায় অধিকতর দক্ষ ্ইলেও জনসাধারণকে তুষ্ট করিতে পারিলেন না। তাঁহার ঘ্রীনতায় কামালপাশা কার্য। করিতে অন্ত্রীকার করেন। গ্রতা প্রত্যাপ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই দেখিয়া দার্দানে-ন্ত্ৰ বিজয়ী **কামাল দৈগুদল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বস্থানে** াত্যাবর্ত্তন করেন। তুর্কীর রাজশক্তি পরিচালনকারী ত্রয়ী ীহার উপর যথেষ্ট অসম্ভুষ্ট হইলেও অতান্ত জনপ্রিয় সেনা-তিকে শান্তি দিতে গেলে জনসাধারণ অসম্ভষ্ট হইতে পারে ই আশস্কায়, কামাল কর্ত্তক স্বেচ্ছাচার বিনা বাক্যব্যয়ে ই করিলেন। এদিকে ফাকেনহাম বিশেষ ক্লুতকার্য্য হইতে াপারায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার প্রত্যা-মনের সহিত ভুরজের [গৌরব রবি অন্তাচলে গমন रत ।

#### ১৯১৮ দাল

১৮৪৮ এটাকে পশ্চিম ইউরোপে বেরপ ন্তন যুগ ও জা-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, ১৯১৮ সালে পূর্ব উরোপেও সেইরপ ভীষণ রাজজোহ 🙀 নব-যুগ অতি উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী রাশিয়া এবং তুরস্ক, এই তিনটী পুরাতন শক্তিশালী সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,এবং বছদিনের পদদলিত ক্ষেক্টী জাতি স্বাদীন-তার মুখ দর্শন করে।

প্রবল বেগে যুদ্ধ চালাইয়া উহা শেষ করিবার মানসে এই বংসরে মিত্রশক্তিগণ স্থপ্রীম ওয়ার কাউন্সিল বা সমর সংসদ সংগটন করেন। ইংলভের প্রধান সচিব লয়েড कर्ड, छात्मत क्रमान्ड ७ टेंगेनीत चात्रनाम्हण वहे সংসদের প্রধান পাণ্ডা হয়েন। এই সংসদ ফরাসা সেনাপতি ফস্কে মিত্রশক্তির সমুদায় দৈলগুলের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। আপনাদের স্বার্থকে তায় ও মর্য্যাদার পদে স্বপ্রতিষ্ঠিত প্রতিপন্ন করিবার জন্ম জগতের তাবং সভ্য-দেশ সমূহেই আপনাদের প্রচারকগণকে প্রেরণ করেন। অধীয়াকে তাহার অধীনস্থ জাতিগণের স্বাধীনতার হস্তারক বলিয়া ঘোষণা করা হয়। গত শতাব্দীতে ইটালীকে থেমন পদদলিত করিয়া রাখিবার জন্ম দে যেমন প্রয়াস পাইয়া-ছিল, বর্ত্তমান যুগে খ্লাভ, কোট, রোমান প্রভৃতি জাতি-গণকেও স্বাধীনতা অর্জ্জনে বাধা প্রদান করিবার জন্ম দেইরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বলিয়া প্র<u>চার করা</u> হয়। জার্মানিকে দাক্ষাৎ শয়তানের অবতার বলিয়া জগতের নিকট ঘোষণা করা হয়। বুলগেরিয়াকে মিথ্যাবাদী ও ঘোরতর স্বার্থপর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা হয়। স্থতরাং জার্মানি ও অন্তীয়াকে ধ্বংস করিতে না পারিলে জগতের শান্তি স্থাপন করিবার मकन टिष्टोरे हित्रकान वार्थ इहेगा याहेट्द, बहे धात्रणा वक्समन করিয়া দিবার জন্ম মিত্রশক্তিগণ যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে नां शिरन । यनकान अकरन यूनरंगतियारक मेर्ड कतिरंड পারিলেই শান্তি স্থাপিত হইতে পারে একথাও প্রচার করা হয়। প্রাচ্যের অনেকগুলি জাতিই তুরস্কের অধীন থাকার তাহাদের মধ্যে মহুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারিতেছে

ना विनया (पांचना कता इय । जूतक्र क शृथिवीत दे जिहान হইতে মুছিয়া ফেলা বিশেষ প্রয়োজন বলা হয়, কেননা তাহার বর্ষরতা, হেরাম ও স্বেচ্ছাচার শাসন বর্তমান যুগের প্রধান কলক। মহাপণ্ডিত ও আমেরিকার যুক্ত-ব্যুজ্যের অধিনায়ক উইলসন সাহেব এই সবপ্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়ক হ'ন। স্থানুর আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে অবস্থান করিয়া ইউরোপের এই মহাযুদ্ধ তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারেই অবধান করিয়া আসিতে-ছিলেন। লুসিটানিয়ার ধ্বংসের পর জার্মানির স্ব-মেরিন যুদ্ধ তাঁহার নিকট বিশেষ অসহ্য হইয়া উঠে। মহামানবতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুক্তি ও ন্তায় প্রতিষ্ঠা করিবার মানসেই তিনি আমেরিকাকে জার্ম্মানির বিক্লমে দণ্ডায়মান করান। এই মহাযুদ্ধে যে সমস্ত জাতি উভয়পক্ষে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা সকলেই কোন না কোন স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যোগদান করে, কিন্তু—আমেরিকা মাক্র এক বিরাট আদর্শকে সম্মুখে রাথিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়। রাষ্ট্রপতি উইলসনের ১৮টা পয়েণ্ট বা সন্ধিদর্তে তাঁহার মনের কথা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়।

আমেরিকা যখন পূর্ণ উৎসাহে, নব উত্তম লইয়া সমরাকণে অবতীর্ণ হ'ন তথন মধ্য ইউরোপের সমস্ত শক্তিগুলি ও তুরস্ক অন্তিম দশায় উপস্থিত। পশ্চিম রণ-প্রাক্তে জার্মাণগণ ক্রমশঃই হটিয়া যাইতেছিল। পুর্ব-প্রাঙ্গণে রাশিয়াকে বিধ্বন্ত করিয়াজার্মাণি তাহার অধিকার বিস্তার করিয়া লইলেও ঐ বিস্তৃত সমরস্থল রক্ষা করা তাহার প্রক্ষ ক্রমশ:ই অসম্ভব হইয়া দাঁডাইডেছিল। অব্ভীয়া ইটালীর নিকট বারবার পরাস্ত হইয়া তুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। একদল মিত্র দৈত্ত স্থলপথে মিশর হইতে অভিযান হুরু করিয়া হেজাজের আরবদিগের সাহায্যে প্যালেষ্টাইন ও জারুজালেম দখল করিয়া লইল। মিত্র-পক্ষের আর একটা বাহিনী মেসোপটামিয়ার মধ্য দিয়া দামস্কল ও আলেগ্লো প্রদেশ ছইটা জয় করিয়া ক্রমশঃ বাগদাদ হইতে মস্থল পর্যান্ত তাবৎ তুর্কীর জনপদগুলি অধিকার করিয়া লইল। এই সময়ে তুকীর স্থলতান পঞ্চম মহম্মদ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার ভাতা ষষ্ঠ মহম্মদ উপাধি গ্রহণ করিয়া মসনদে আরোহণ করেন।

তুর্কীর শাসনদত্তের পরিচালক অয়ী এই সময়ে নির্বাদিত

কামালের সহিত ষষ্ঠ মহম্মদের পূর্ব্ব পরিচয় থাকায় কামালও রাজধানীতে আসিয়া স্থলতানের সহিত সাক্ষাং করিয়া ঐ শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্ম অমুরোধ করেন। সমাট কামালকে বিশেষ ভাবে চিনিভেন এবং তাঁহার ক্ষমতায়ও তিনি কতকটা বিশাস্বান ছিলেন। কামালকে এই বিপদের সময় রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার করিলে পতনোন্মুথ সামাজ্যকে রক্ষা করা যাইতে পারে, এই প্রকার ধারণা স্থলতানও ছদয় মধ্যে পোষণ করিতেন। কিন্তু কামালের পশ্চাতে কোন প্রকার রাজ-নৈতিক দল ছিল না। আনওয়ার পাশা স্বয়ং লোক-সমাজে অপ্রিয় হইয়া উঠিলেও তাঁহার নির্বাসনের সহিত তাঁহার মতের সমর্থকগণের সংখ্যার কিছু হ্রাস হয় নাই। কামালের সহিত যোগদান করিলে পাছে সিংহাসনচাত হ'ন এই ধারণার বশীভূত হইয়া সেনাপতি কামানকে স্থলতান কোনরপেই আখাস প্রদান করিতে পারিলেন না। কামালও বিরক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। প্রকাশ্যে রাজনত গ্রহণ করিবার প্রয়াস তাঁহার এই প্রথম। এদিকে ষে সমস্ত রাজ্য মিত্রশক্তি কর্তৃক পরাজিত হইল, তাহাদের সকলগুলিতেই রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হইতে লাগিল। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে বুলগেরিয়ার রাজা ফার্ডিনাও নির্বাসিত হ'ন। অতঃপর বুলগেরিয়ায় রাজ-তম্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও প্রকৃত ক্ষমতা কতকগুলি সোশিয়ালিষ্টদের হস্তগত হয়। প্রাচীন আষ্ট্রীয়াহাদেরীতে রাজদোহের দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া উক্ত সাম্রাধ্য পুড়িরা ছারথার হইয়া যায়। অষ্ট্রীয়া ও হাক্লেরী পরম্পর, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। উক্ত সাম্রাজ্যের আর একটা প্রদেশ বোহেমিয়া বুলগেরিয়া হইতে গৃহীত তুই একটা প্রদেশের সহিত সংযোজিত হইয়া জেকোখ্লাভোকিয়া প্রদেশ গঠন করে। মনটিনিগ্রোর সহিত সাভিয়া সংযুক্ত হইয়া রুইড়া সার্ভিয়া বা জুগোল্লাভিয়া নামক রাজ্য গঠিত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া সমন্ত পোলাত্তে এক সাধারণ ভা প্রতিষ্ঠিত হয়। **অন্ত:**সার শৃক্ত হইয়া পড়ায় জার্থানিভেও

বিজোহের বহু জলিয়া উঠে। জার্মানসামাজ্য এই 
দাবানলে ভত্মীভূত হইয়া গেলে, ঐ ধ্বংস ভূপের উপর
বর্ত্তমান জার্মান সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। জার্মানির
চোট ছোট রাজশক্তিগুলিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অধিকাংশ
সামাধ্রাজকেই তাঁহাদের রাজগদী পরিত্যাগ করিয়া
প্রায়ন করিতে হয়।

কালক্রমে এই বিপ্লববাদের বন্তা তুরস্কে আসিয়া কালবিলম্ব করিলে ধরা পৃষ্ঠ হইতে তুরস্কের চিক্ত চিরকালের জন্ম লোপ পাইতে পারে এই আশকায় কামালপাশা আনাটোলিয়াতে গিয়া স্বাধীনতা-সমরে প্রস্তুত হুইবার জন্ম তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র স্থাপন করিলেন। এথানকার চাষী ও জনসাধারণের মধা হইতে একদর্ল দৈগুগঠনের জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে ক্রম্ভানটিনোপলের তুরস্ক সরকার নতজাম্থ হইয়া মিত্র-শক্তিগণের নিকট সন্ধিভিক্ষা করিয়া লইল। এই সন্ধির দ্রানুষারী তুরস্কের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশগুলিকেই যাধীনতা প্রদান করা হয়। হেজাজে ধাধীন রাজা বসান হয়। মেসোপটেমিয়া, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়াকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। দক্ষিণ স্থানাটোলিয়া ইটালীকে এবং স্মার্ণা, গালিপোলী ও আদ্রিয়ানোপল গ্রীসকে প্রদান করা হয়। কন্তান্টিনোপলের শাসন পরিষদ এই অপ্যানকর সন্ধি মানিয়া লইলেও কামাল পরিচালিত আনাটোলিয়ার সরকার:এই সর্তগুলিকে স্বীকার ব্রিতে অস্বীকৃত হইলে স্থলতান কামালের উপর অসম্ভষ্ট रहेश **डाँशाक अम्हा**ज करतन। **এथन १हेरा का**गान প্রকাশভাবেই বিজ্ঞোহ খোষণা করেন।

## মুক্তির সংগ্রাম

সকল প্রকার দিধা দ্রীভূত করিমা দিমা মৃক্তি সংগ্রামে প্রস্ত হইবার জন্ম কামালপাশা এইবার বিশেষ তোড়জোড় আরম্ভ করিলেন। কনষ্টানটিনোপলের সমাট মিত্রশক্তিগণের নিকট ভাহাদের হন্তের ক্রিড়নক মাত্র, তাঁহার
নিকট জাতির মৃক্তি সংগ্রামে কোনরপ সাহায্য পাইবার
আশা নাই নিশ্চিত জানিয়া, একটা নৃতন্ সৈম্ভাল সংগ্রটন
করিবার জন্ম, এশিরা মাইনরের ভাবৎ আছ্লে সেনানী-

গণের নিকট কামাল স্বয়ং গমন করিয়া দেশের ত্রবস্থার কথা জ্ঞাপন পূর্বক দলবদ্ধ ভাবে প্রকৃত কর্মক্রেরে অবতীর্ণ হইবার জন্ম তাহাদিগকে আহ্বান করেন। রুফপাশা,ইসমেৎ পাশা প্রভৃতি বিজ্ঞ রাজপুরুষগণ কনন্তানটিনোপদের কোন প্রকার সাহায্য না লইয়াই যুদ্ধ চালাইবার জন্ম একমত হইলেন। কামাল জানিতেন যে তুর্কীর শিক্ষিত মেনানীগণ স্বাধীনতা সমরে অবতীর্গ হইবার জন্ম ক্লেনেই এক হইলেও, স্বল্তানকে সিংহাসনচ্যত করিয়া ত্রম্বকে ইউবোপীয় প্রথার গঠন করিতে তাহারা কেহই স্বীকৃত হইবেন না।

জেনা দিরিজ সংগ্রহ করিবার প্রথা রহিত করিয়।
দিবার পর, তুরস্কের শাসনভার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত
সেনানিগণের হত্তে গিয়া পড়ে। এই সমন্ত সেনানায়কগণ
রাজশক্তির আঘাদ পাইয়া উহা আপনাদের হত্তে দৃঢ়
করিয়া রাধিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেন।

ইংরাজীতে যাহাকে অলিগর্কি বলে বিংশশতাব্দির প্রারম্ভে তুরস্কের শাসন প্রণালী কতকটা তাহারই অমুদ্ধপ ছিল। প্রধান সচিব ও তাঁহার অন্তরগণ থলিফার নামে তাবং রাজক্মতাই পরিচালনা করিতেন। অজ্ঞ **প্রফা**গণ স্থলতানকে হজরতের বংশধর হিদাবে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিত। আবহুল হামিদ বা পঞ্চম মহম্মদকে যাহারা জাপান ইংলণ্ডের রাজার সহিত তুলনা করেন, তাঁহারা বিশ্বত হ'ন যে তথাকার রাজশক্তি জনসাধারণ কর্তৃকই পরিচালিত হইয়া থাকে, সামাজিক সমস্ভার সমাধানের জত্য রাজাকে মাথার উপর খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। তুরস্কের ফ্লতান এখন পর্যান্ত সর্বাশক্তির আধার বলিয়া জনসাধারণ কর্তৃক বিবেচিত হইতেন, তাঁহার রাজকর্মচারিগণ তাঁহার শক্তির অংশ বিশেষ বলিয়াধরা হইত। কামালপাশা এই প্রথার মূলোচেছদ করিতে গেলে স্থলতানকে মদনদ হইতে নামাইয়া দিতেই इहेर्द धारे कथा दिन ऋष्वज्ञाति श्रमश्रम करत्न। धारेकस তুরত্বে রাজতন্ত্র অপেকা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া তাঁহার ধারণা জ্পে।

ধর্ম সম্বন্ধ কামালের ধারণা সম্পূর্ণ আধুনিক ছিল। ইমার স্বীকার করিতে গেলেই রাজা, পুরেসহিত ইজাদি মানিয়া লইতে হয় এবং তাহার আহ্বাদক নানাপ্রকার আচার-ব্যবহার,রীতিনীতি আদিয়া জাতিকে প্রাধীনতার ভীষণ নাগপাশে বদ্ধ করিয়া ফেলে। ধর্মাই যে সর্বপ্রকার স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় এবং ধর্মের দোহাই দিয়া কতকগুলি লোক চিরকাল বিশেষ স্থবিধা ভোগ করিয়া আদিয়াছে, এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে গেলে ধর্মাকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতেই হইবে বলিয়া তাঁহার ধারণা জয়ে। কিন্তু ধর্মপ্রপ্রাণ কোন জাতিকে তাহাদের বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলি পরিত্যাগ করিবার জন্ম আহ্বান করিলে উপহসিত হইবেন বলিয়া তিনি খ্ব সাবধানতার সহিত কার্যাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার হলমের গৃঢ় অভিলাষ তাঁহার খ্ব অন্তর্গ বন্ধ্রাও অবগত ছইতেন না।

আনাটোলিয়া প্রদেশটা অন্তর্মর এবং পর্বকাকীর্ণ।
ত্রম্ব সামাজ্যের সমস্ত প্রদেশগুলির মধ্যে এই প্রদেশটাই
অত্যন্ত দরিক্র প্রদেশ। এখানকার লোক সংখ্যাও সামান্ত।
এখানকার অধিবাদীরা অধিকাংশই কৃষিজীবি এবং কঠিন
প্রস্তরের সহিত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জীবনয়াত্রার
উপযোগী সামান্ত শক্ত সংগ্রহ করিতে পারিত। কামান
এই অন্তর্মর প্রদেশকেই তাঁহার কর্মন্থল করিয়া লইলেন।
প্রজাগণকে সন্তবন্ধ করিয়া এবং সামরিক শিক্ষালান
করিয়া তাহাদিগকে দৃতপ্রতিক্ত সৈনিকে পরিণত করেন।
অর্থ সংগ্রহের জন্ত যতদ্র মিতবায়ী হওয়া প্রয়োজন তিনি
ততদ্র মিতবায়ী হইবার জন্ত সকলকেই অন্তর্মাধ
করিলেন। সেনানিগণ সকলপ্রকার সামরিক পোষাকপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সামান্ত নাগরিকের পোষাক
পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সামান্ত নাগরিকের পোষাক
গ্রহণ করিল। তুইবেলার পরিবর্ত্তে একবেলা আহার
ব্যবস্থা হইল।

সমন্ত দেশকে স্বাধীনতায় প্রবৃদ্ধ করিবার জন্ত এবং জাতির ক্ষুত্রতম প্রজাকেও আত্ম-শক্তিতে বিশাসবান করিবার মানদে উত্তর আনাটোলিয়া প্রদেশে সীতা নামক এক নগরীতে একটা জাতীয় মহাসভা আহ্বান করেন। স্ব্দুর পদ্ধীগুলিতে কামালের দ্ত ঘাইয়া সকলকেই সেধানে সমবেত হইয়া দেশ উদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইবার জন্ত আহ্বান করিল। কামালের অন্তচরগণ বাহায়া কামাল পাছে

তাবং ক্ষমতার অধিকারী হইয়া আনওয়ার পাশার আ শক্তিবান পুরুষ হইয়া উঠেন বলিয়া ঈধা করিতেন কামান্তে এই অভিপ্রায়ে অনেকটা সম্ভষ্টই হইয়া সীডার মন্ত্রণা-সভায় যোগদান করিবার জতা স্থির সঙ্কল্ল হইলেন। যথা সময়ে রাজধানীতে এই সংবাদ পৌছাইলে সম্রাট কামালকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং দীভার মহাসভাকে বে-আইনী মজলিস বলিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। কিন্তু স্মাট তাঁহার মন্ত্রণা ঘোষণা মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, কামাল ব। তাঁহার সহচরগণকে দমন করিবার ক্ষমতা বা চেষ্টা তাঁহার ছিল না। মিত্র শক্তিগণ সমাটের উত্তেজনায় স্মার্ণায় অবস্থিত গ্রীক সেনাপতিকে কামানের বিক্লে দৈন্ত প্রেরণ করিবার জ্ঞা ছুকুম প্রদান করেন। সম্রাট প্রেরিত একজন সেনানায়ক স্থানীয় লোককে উত্তেজিত করিয়া কতকটা গোলঘোগ করিবার প্রয়াস পায় মাত্র। কামালের কার্য্যকুশলতার গুণে সম্রাট-সেনাপতি বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান। গ্রীকর্গণ দীর্ঘস্ততা হেতু ঠিক সময়ে কোন প্রকার অভিযান না করায় দীডার মহাসভার কার্যা নির্বিবাদে সম্পাদিত হইয়া যায়। তুকীর প্রতিনিধিগণ সকলেই তুরস্ককে রক্ষা করিবার জন্ম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েন। মিত্রশক্তিগণের নিকট এই মহাসভার রেগুলেসনের কপি পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সম্রাট বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া রাজধানীর মৌলানাগণকে আহ্বান কুরিয়া কামালকে জাতিচ্যুত ও কর্মচ্যুত করা হইল বলিয়া গোষণা করেন। এই সংবাদ আনাটোলিয়ায় পৌছাইলে কামালপাশা অমানবদনে তাবৎ রাজকীয় পোষাক পরিচ্ছদাদি ত্যাগ করিয়া হাত্তমূথে সহচরগণকে আহ্বান করিয়া স্পট্টই বলেন যে, এখন হইতে তাঁহার সহচর থাকিতে হইলে রাজ্বলোহী হিসাবে থাকিতে হইবে। হয়ত বা প্রয়োজন হইলে মন্তক অবধি প্রদান করিতে হইবে। দারিল্রাকে অন্তরক স্হদ বলিয়া আলিকন করিতে হইবে। শৃগালের ক্সায় ম্বণিত জীবন্যাপন করিতে হইবে। তাহাতে উাহার প্ৰস্তুত আছেন কিনা জানিতে চাহিলে সকলেই একবাকে তাঁহাদের সন্মতি জ্ঞাপন করেন।

রাজশক্তির প্রধান কর্মকেত্র রাজধানী। কাবাদ এই নৃতন রাজশক্তির কর্মকেত্র আলোরার প্রতিষ্ঠিত ক্রমেন আবদারা এশিয়া মাইনরের মানচিত্রে প্রদর্শিত হইলেও উহা একটী ক্ষুদ্র জনপদ মাত্র ছিল। কোন রাজশক্তির প্রধান কর্মক্ষেত্র হইতে গেলে যে সমস্ত গৃহাদির প্রয়োজন এখানে সে সব কিছুই ছিল না। সামাত্য একটা রেলওয়ের প্রাঙ্গণে মহাসভার কর্মস্থল করা হয়। একটু দূরে সামাত্য একটা বাংলায় কামাল তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া ল'ন। পার্লামেণ্ট আহ্বান করিয়া তাহাদের দ্বারা নির্দ্ধাচিত মেদারগণ কর্তৃক রাজশাসন পরিচালন করা হইবে সীভার মহাসভায় এইরূপ দিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল।

এই প্রস্তাব অন্থায়ী পালামেন্ট গঠন করা হইলে, সকলেই মহান্থতৰ কামালকে এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের প্রধান পরিচালকপদ গ্রহণ করিবার জন্ম সাদর আহ্বান করেন। কামাল নতশিরে দেশবাদীর নিমন্ত্রণ করিলেন, রুফ পাশা প্রভৃতি একদল পুরাতন রাজকর্মটারী কামালকে উচ্চাশী বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। এই দলের অধিনায়কতায় শীঘ্রই এই মহাসভায় কামালের সহিত শক্রতা করিবার একটী বিরুদ্ধবাদী দলের স্পষ্ট হয়। কামাল এই নৃতন অন্তরায়কে বিন্দুমাত্র প্রাহ্য না করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পরণ করিবার জন্ম অটল হইয়া বহিলেন।

কনষ্টানটিনোপলের রাজ্বসরকার বলপূর্ব্বক কামালকে দমন করিতে না পারিয়া এক নৃতন উপায় উদ্ভাবন করে। কামাল নিয়মমলক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন বলিয়া গোষণা করায় বাজধানীর রাজসবকার হইতে আঙ্গোরার পালামেন্টে উক্ত প্রকার শাসন সংস্কার করিবার প্রস্তাব <sup>পঠিনি</sup> হয়। **কামাল বিন্দুমাত্র আপত্তি না** করিয়া উ**ক্ত প্রস্তাবে** <sup>দম্</sup>তি জ্ঞাপন করেন। কামালের বিরুদ্ধবাদী দল কামালের শাধিপত্য সমলে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া নির্বাচনের জন্ম সম্রাট সকাশে আবেদন <sup>সানান।</sup> সমাট এই দলের সহিত যোগদান করিয়া নৃতন নিৰ্বাচন করিবার আদেশ দিলে, কামাল বিশেষ ব্যতিব্যস্ত টেয়া পড়েন। কামাল আন্দোরায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া <mark>ধাহাতে তাঁহারই সমর্থক অধিক</mark> াখ্যায় উক্ত নৃতন পার্লামেন্টে প্রবেশ করিতে পারে গ্রহার ব্যবস্থা করিলেন। নির্বাচন হইয়া গেলে কামালের मिर्थक शर्पत्रहे अश्याधिका चित्रांट चित्रां दिया राजा।

কামাল তাঁহাদের সকলকে এক ব্রিভ করিয়া রাজধানীতে যাইয়া কি কি করিতে হইবে সেই সব বিষয়ে বিশেষ ভাবে উপদেশ প্রদান করেন। তাহার পর তাঁহাকে প্রেসিডেন্ট করিবার জন্ম বলিয়া দেন। সভাসান রাজধানীতে পদার্পন করিয়া রাজকীয় অমুচরগণের সামিধ্যে আসিলেই তাহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহারা সকলেই কামালের বিকল্পনানী দলে যোগদান করিয়া কামালের এক প্রবল প্রতিদ্বন্ধীকে প্রেসিডেন্ট পদ্ব প্রদান করে, আন্দোমার এই সংবাদ পৌছাইলে কামাল একটু ব্যতিব্যন্ত হইয়া পড়েন। পালামেন্টের নামে সমাট পক্ষীয় নেতাগণ আন্দোরার নেতাকে তথাকার শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ করিবার জন্ম আদেশ পাঠান। কামাল নানাপ্রকার ওজাের দেথাইয়া কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন।

ত্রস্বে নৃতন রাজ-শাসন প্রবর্ত্তি হইলে এক নৃতন শক্তির আবিষ্ঠাব হয়। কামাল দিলিদিয়া প্রদেশ হইতে ফ্রান্সের সৈত্তগণ দুরীভূত করিয়া দিবার জত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্মার্ণ। পুনর্ব্বার জয় করিবার জন্ম গ্রীকদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ চলিল। এই সময়েই রাশিয়ায় সোভিয়েট সরকারকে জব্দ করিবার জন্ম মিত্রশক্তিপণ যে সমস্ত তোড়জোড় করিয়াছিলেন তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় এবং উক্তদেশে সোভিয়েট প্রাধান্ত স্বাদিস্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে, পশ্চিম ইউ-রোপের শক্তিগণ তুরস্ককে লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। ইংলও তুরস্বকে শিক্ষা প্রদান করিবার মানসে লণ্ডন নগরে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। জার্মাণির রুচ প্রদেশের অধিকার সইয়া ফ্রান্সের সহিত ইংলত্তের মনোমালিক সংঘটিত হওয়ায় ইংলগু একেলাই এই নৃতন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ১৬ই মার্চ্চ, ১৯২০ मारम এकमन देश्ताख रेमच कन्हीनिविद्यापम व्यवस्ताध করিয়া তুর্কীর প্রধান প্রধান নেতাগণকে বন্দী করিয়া দেশাস্তরিত করিয়া দেন। কামালপাশা এই সংবাদ প্রবণ করিবামাত্র আকোরায় পার্লামেণ্ট আহ্বান করিয়া আলোরাকেই এখন হইতে তুর্কী রাজ্যের রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করেন। কামালকে বিশেষভাবে শিকাপ্রদান

করা ইংরাজ রাজনৈতিকগণের আস্করিক ইচ্ছা থাকিলেও ইংরাজজাতি নৃতন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে অধীকার করায় তাঁহাদের এই সম্বল্প কার্য্যকরী হইতে পারিল না।

উপায়ান্তর নাই দেখিয়া ইংরাজ সরকার গ্রাসের রাজনৈতিক পাণ্ডা ভেনিজিলস্কে প্রাচীন হেলিনিক সাম্রাজ্যের
পুনরাধিকার করিবার জন্ম আহ্বান করেন। ভেনিজিলল্
এশিয়া মাইনরে পুরাতন আইওনিয়ান নগরগুলির উপর
গ্রীসের অধিকার বিস্তার করিয়া এক বিস্তৃত গ্রীক সাম্রাজ্য
স্থাপন করিবার স্বপ্প মনেকদিন হইতেই দেখিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজ রাজ-নৈতিকপণের আহ্বান পাইবামাত্র
উহা তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়া তাবৎ জাতির সমক্ষে
বিংশ শতাব্দির উয় যুক্রের ছবি অন্ধিত করিয়া দিয়া সমরে
অবতীর্ণ হইবার জন্ম অন্তরোধ করেন। ভাবপ্রাণ গ্রীক
জাতি এই নৃতন ক্রন্সেভ্কে তাহাদের জাতীয় 'পণ' হিসাবে
গ্রহণ করিয়া জীবনপণ করিয়া বিসল। এক বিরাট-বাহিনী
বিবিধ অস্ত্রণন্ধে স্থশোভিত করিয়া এশিয়ামাইনরে প্রেরণ
করা হইল।

সন্মূথে ভীষণ ছুর্য্যোগ উপস্থিত দেখিয়া কামাল সমস্ত আনাটোলিয়াকে এক বিরাট কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেন। তাঁহার এক চর সোভিয়েট সরকারে নিকট গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে সোভিয়েট সরকার যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অর্থ তুকীর সাহায্যের জন্ম প্রেরণ করেন। সামান্য হাফর গুলিতে বিংশ শতান্দীর কামান প্রস্তুত হইতে থাকে। নরনারী নির্বিশেষে তাবৎ জনসংখ্যাকেই কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপত হইতে হয়।

গ্রীক-বাহিনী আদিয়া সীডার প্রধান রেল পথটা দথল করিবার মানসে তাহাদের সমস্ত শক্তি সন্নিবেশিত করিয়া বদে। কামলে তাঁহার অন্তর্গণকে উক্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জক্ত প্রেরণ করিয়া বয়ং আক্ষোরায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তুর্কীজাতি বাধীনতা মন্ত্রে দাক্ষিত হইয়া প্রীকজাতিকে এমন ভীষণভাবে আক্রমণ করিল যে গ্রীকগণের সংখ্যাধিক্য না থাকিলে তাহাদিগকে হটিয়াই আসিতে হইত। য়ুদ্ধের জন্ত রসদ ও গোলাগুলি যোগান দিবার জন্ত তুর্কীর সামান্ত গো-শক্ট ব্যতীত অন্ত অবলম্বন ভিল না। কামালের শিক্ষার আদর্শে অন্তর্পাণিত

হইয়া তরস্ক রমণীগণ 'বরপা' ফেলিয়া একশত মাইল গো-শক্ট চালাইয়া যেখানে অগ্নিবর্ষণ চলিতেছে সমর-ক্ষেত্র সেই অংশে স্বয়ে বহন করিয়া মালপত্র যোগান দিয়া আসিতে লাগিল। এই যুদ্ধের প্রারম্ভে কামালকে তাবং সভা জগং একজন বিদ্রোহী নেতা মাত্র মনে করিতেন। তাঁহার সৈল্যের দলকে একদল ডাকাত বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা ছিল। এই ভীষণ যুদ্ধে সভ্যতার তাবৎ অস্ত্রশস্ত্রে স্থশোভিত গ্রীকদৈন্ত যথন তৃকীর কৃষকগণের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের অগ্রণর হওয়া বন্ধ হইয়া যায় তথন যিত্রশক্তির সকলেই বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। ভেনিজিলস সমগ্র গ্রীক জাতিকে নৃতন মল্লে দীক্ষিত করিয়া তাহা-দিগকেও নববলে বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছিলেন। এশিয়া মাইনরের প্রান্তে তাহাদের পুরাতন সহরগুলি অবস্থিত। এইখানেই টয় নগরী ছিল। এইখানেই অসংখ্য গ্রীক এখনও বসবাস করিতেছিল। তাহাদিগকে এক প্রকাণ্ড গ্রীক সামাজ্যের মধ্যে আনয়ন করিবার জ্বন্স গ্রীকগণ প্রাণপণে তুরক্ষের গলা কামড়াইয়া ধরিল।

মামুষের যাহা সাধ্য কামাল ও তাঁহার সহচরগণ তাহা সম্পাদন করিবার কোন ফ্রটীই করিলেন না; সংখ্যাধিকা গ্রীকদৈন্তের নিকট ক্রমশঃ পরাজয় অবশুস্তাবী হইয়া দাঁডাইল। কামাল স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া তাবৎ অবস্থা অচক্ষে পরিদর্শন করিয়া নিতান্ত ভগ্ন-হাদরে ফিরিবার জন্ম দৈল্পগণকে অমুমতি দিলেন। তুরস্ক বাহিনী শক্রগণের হয় হইতে ধ্বংদ প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা পশ্চাৎ হটিয়া সাকেরিয়া প্রদেশে গিয়া নতন উভমে আধার গ্রীক সৈতের সমুধীন হইবে এই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। এই ভীষণ পরাজ্যে কামালের সহচরগণ হতাশ হন ৷ যাঁহারা তাঁহার ক্ষমতায় জ্বাপরায়ণ ছিলেন তাঁহারা অচিরেই সন্ধি করিবার <del>জয়</del> পরামশ দেন। কামাল অপ্রত্যাশিতভাবে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়া এক স্থলর বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার মুন্দর কণ্ঠস্বরের ওজ্বিতায় সভাগণের হৃদরে আবার নব-আশার উদ্রেক হয়। কামালকে রাজ্যের একমার পরিচালক নির্দেশ করিয়া মহাসভা তাঁহার হতে সম্ভ ক্ষমতা প্রদান করেন।

मारकविषा व्यानाम कीयन मरवर् छेशकिक हरेगा।

দারণ গ্রীমে গ্রীকদৈয় অন্থির হইয়া উঠিল। জ্বলহীন মুক্ত প্রদেশে সভ্য গ্রীকগণ শুধু নৃতন আদর্শে অমুপ্রাণিত তইয়াছিল বলিয়াই প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া চলিল। দিন দিন দর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া তুর্কী সেনানীগণ বিশ্লাত হতাশ হইলেন না। তাঁহারা গ্রীক আক্রমণ ম্পাক্রমে সংযত করিয়া চলিলেন। বহুদিন যুদ্ধ চলিলে হিজ্যলাভ আমন্তব জানিয়া গ্রীকসেনাপতি তাঁহার সমস্ত ঠনন একত্রিত করিয়া একটা পার্ববতা-পথ দখল করিয়া লইতে দঢ় সঙ্কল্প হন। এই পথটী দথল করিতে পারিলে তরক্ষের পরাজয় নিশ্চিভ জানিয়া কামান তাঁহার দেনা-প্রিকে উহা রক্ষার জন্ম প্রাণপণ করিবার আদেশ পাঠান। ঘটার ঘণ্টার যুদ্ধ সংবাদ ভাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। প্রত্যেকবারেই গ্রীকদৈয় অগ্রদর হইতেছে এবং তুরস্ক বাহিনী হটিয়া ঘাইতেছে থবর আসিতে লাগিল। কামান একবাব ভাবিলেন যে জাঁহার সৈতাগণকে সরাইয়া লইয়া অন্তর গমন করিবেন। কিন্তু পার্স্বত্য পথটা একটা ভীষণ তুর্গ বিশেষ উভার ধারণা হওয়ায় এই তুঃসাহসিক কার্য্য করিতে **সাহদ পাইতেছিলেন না। এদিকে আঙ্গো**রার চতুঃপার্শের স্থানগুলি গ্রীকদের হস্তগত হইয়া যাওয়ায় গুংান শত শত তুকী আঙ্গোরায় আদিয়া দারিদ্রা ও হতাশ বাড়াইয়া তুলিতেছিল। কামাল তাঁহার শেষ আশা মদৃষ্টের উপর নির্ভর ক রিলেন। সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ इरेश कथनर পदाक्षिण इद्यम नारे, ভাগ্য-तन्त्री मर्जन।रे ভাঁহার জয়পতাক। বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন, একেতে অন্তর্থা হইতে পারে না ইহাই আশা করিতে লাগিলেন। থীকদের কামান গর্জন ক্রমশং কর্ণ বধির করিয়া তুলিল। সমরক্ষেত্রের প্রধান নায়ক ইসমেৎ পাশাও ক্রমশঃ হতাশ ইইয়া পড়িতে লাগিলেন। রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া গেল চক্ষের পলক ফেলিবার সময় হইল না। অবশেষে এনন একদিন আসিল যাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত এক একটা <sup>বংসর</sup> বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। দিবাভাগ কোন জ্যে কাটিল সভ্য বটে, দানবের স্থায় ইসমেং পাশা সম্প্ত धीक-वाहिनीत श्रवन प्याक्रमण वार्थ कतिरान किक किन्न গাত্রি ভীষণ বিভীষিকা স্থান করিল। রাত্রি সাতটা, भांहेही,नश्रुही, मनहै। वाक्षिण, जूकींत्र व्यवसा जीवन भाहनीय

হইয়া উঠিল। এগারটা বাজিল—সংবাদ আদিল পরাজয় অনিবার্য্য, আন্দোরার অধিবাদীগণকে স্থানাস্তরিত করা হউক। গ্রীকগণ আন্দোরা দখল করিবেই বলিয়া পণ করিয়া বিদিয়াছেন। বারটা বাজিল সংবাদ পাওয়া গেল গ্রীকদৈন্ত অগ্রদর হইতেছে, গ্রীকের কামান গর্জনও ভীষণতর হইয়া উঠিল। একটা বাজিল, কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ছটার সময় টেলিফোনের হণ্টা বাজিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে কামাল টেলিফোনের হণ্টা বাজিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে কামাল টেলিফোনের হণ্টা গ্রহণ করিয়া কাণে তুলিয়াই কম্পিতকঠে জিজ্ঞালা করিলেন, 'তুমি পাশা', তুমি ? আমি কি গুন্চি গ্রীকরা পার্কব্যুপথটার অর্দ্ধক ছাড়িয়া দিয়াছে এবং অপর অর্দ্ধক তুমি এখনই দখল করিয়া লইবে ? তবে কি গ্রীকগণ ফিরিয়া যাইবে।

অসম্ভব সম্ভব হইয়। গেল। দাৰুণ গ্রীমে এবং রসদের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় অন্তব্য বীরত্ব দেবাইয়াও গ্রীকবাহিনী কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এথানে অবস্থান করিলে সমস্তবাহিনী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে এইরপ আশহা করিয়া গ্রীক সেনাপতি তাঁহার সৈত্যগণকে পন্তাং হটিতে আদেশ দিয়া শিবির উত্তালন করিলেন। বিজয়ী তুর্কাগণ ইসমেৎ পাশার নেতৃত্বে গ্রীক সৈত্যগণের পশ্চাংধাবন করিয়া সাকেরিয়ার সন্নিধানে তাহাদের উপর লাকাইয়া পড়ে। পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ গ্রীক সৈত্যগর্ণ কোন রকমে মাত্মরকা করিয়া আর্গায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিজয়ী কামালের নাম ইউরোপের শক্তিগণের নিকট পৌহাইলে সকলেই তুরম্বে এক নব-শক্তির আরিভাবি হইয়াছে তাহা বৃরিত্তে পারিলেন।

## স্বাধীন তুরস্ক।

ফাল প্যারিসের দল্ধি সর্বগুলি মানিয়া লইলেও সমস্ত এশিয়ায় ইংরাজ প্রভূত প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় দেখিয়া বিশেষ চিস্তিত হইয়া পড়ে। কামাল যথন গ্রীকবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া আনাটোলিয়া প্রদেশ হইতে তাহাদিগকে বিতাত্বিত করিয়া দেন তথন ফ্রান্স বেশ আত্ম-মুখ অমুভব করে। নব-জাগরিত তুরস্কের সহিত নতন সন্ধিত্তে আবন্ধ হইয়া ফ্রান্স তাহার অধীনস্থ প্রদেশগুলি তুরস্ককে প্রদাস করে। ইংরাজ গ্রীককে উৎসাহিত করিলেও অর্থ বা লোকবল দিয়া সাহায্য করিতে পারিলেন না। কাব্দেই তুৰ্কীকে এক কনফারেন্সে ডাকিয়া একট। মীমাংসা कतिवात क्या किशे करतन। গ্রীকগণ কোন প্রকার মীমাংসা করিবার জ্ঞ প্রস্তুত ছিল না। ইংরাজের প্রস্তাবিত সন্ধিসর্ত্তিলি কামালের মনঃপৃত না হওয়ায় আবার সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। বিজয়ী তুর্কী দৈলগণের নিকট গ্রীক দৈলগণ এবার ভীষণভাবে পরাস্ত হইয়া ইউরোপে ফিরিয়া যায়। কামাল প্রতিশোধ লইবার মানদে এশিয়ামাইনরের তাবং গ্রীক প্রজাকে এশিয়া-মাইনর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্ম আদেশ করেন। অতর্কিতভাবে প্রজা বৃদ্ধি হইল দেখিয়া গ্রীক বিশেষ বিব্ৰত হইয়া পড়ে, এদিকে কামালের সৈনাগণ ক্রস্টান্টানোপলে গমন করিয়া উহা অবরোধ করে। ইংরাজ সেনাপতি মিত্রশক্তিগণের অধিকৃত সীমানায় **প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে উভ্যদলের সৈন্যগ**ণ পর-স্পরের সন্মুখে তাহাদের তাঁবু গড়িয়া বসিয়া রহিল।

কামালের প্রতিপক্ষণণ স্থলতানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ্যভাবে কামালের বিরুদ্ধাত্রণ করা স্থর করিয়া দিল। কামাল সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রম্পেণ না করিয়া মিত্রশক্তিগণের সহিত একটা বুঝা পড়া করিয়া লইবার জন্য দৃঢ় সংস্কল্প করিলেন। লণ্ডনে একটা কনফারেম্ম আহত হয়। কামাল তাঁহার অন্তচর ও বিজমী-বীর ইসমেৎ পাশাকে তাঁহার দৃত হিদাবে প্রেরণ করেন। কন্টানটানোপলের প্রতিনিধিও তথায় গমন করেন। ইংরাক গভর্গমেন্ট কর্ত্ব প্রতাবিত সর্ত্তলি উভয় প্রতি-নিধির নিকটই অবমানকর মনে হওয়ায় উক্ত কনফারেম্ব ভঙ্গ হইয়া য়ায়। কামাল পশ্চিম ইউরোপের শক্তিপুঞ্জকে বেশ স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দেন যে তিনি সমন্ত দেশের স্বাধীনতা ব্যতীত আর জন্য কোন প্রতাবেই রাজী হইবেন না।

স্মার্ণা পুনর্ব্বার দখল করিবার পর কামাল লতিফি হাতুম নামক একটা স্থানরীয় সহিত পরিচিত হয়েন। স্মার্ণায় অবস্থান কালে এই স্থানরী কামালের নিকট আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থানে অবস্থান করিবার অমুরোধ করেন। কামাল প্রথমে স্বীকৃত না হইলেও রূপদীর রূপ তাঁহাকে তাঁহার অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করায় একদিন বলিয়া পাঠান ষে তিনি লতিফির আবাদেই তাঁহার বাদস্থান করিবেন। লতিফির অতিথি হইয়া কামাল আশ্চর্য্যভাবে লক্ষ্য করিলেন যে তাঁছার তাবৎ প্রয়োজনীয় সামগ্রীই ঠিক যেন কলের দ্বারা চালিড হইয়া তাঁহার হত্তের নিকট উপস্থিত হয়। গুণগাহী কামালের অন্তঃকরণ এই অসাধারণ কর্মালতায় মৃগ্ হইয়া লতিফির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাঁহার প্রার্থনা মভ লতিফি কামালের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কামাল তাঁহার অজম প্রশংসা করেন। লতিফি এই প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া কিছুমাত্র দ্বিধা অফুভব না করিয়া কামালের সহিত পরিণয় স্তুত্তে আবদ্ধ হইবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করে। त्म म्ला<mark>डेरे बरल ८४ कामान यिन छारारक विवार</mark> क्रिटिं অস্বীকার করে তবে আঞ্চীবন কুমারীই থাকিয়া যাইবে। গ্রীক-বিজয়ী এবং তুর্কীয় স্বাধীনতার পুনপ্রতিষ্ঠাতা কামালকে হৃদয়েশ্বর করিবার অভিলাষ তাঁহার বহুনিন হইতেই আছে তবে তাঁহার অভিষ্ট দিদ্ধি লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল বলিয়াই লতিফি এতদিন মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই। হঠাৎ বিবাহ প্রস্তাবে কামাল একটু চমকাইয়। উঠিয়া বলেন যে লতিখিকে বিবাহ করিতে তিনিও বাজী আছেন তবে এখনও যে কার্যাটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা সম্পাদন না করিয়া অন্য-দিকে মনোযোগ প্রদান করিবার তাঁহার একান্তই সম্যাভাব।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কামাল আলোরা হইতে হঠাং লতিফির গৃহে উপস্থিত হন এবং তৎক্ষণাং বিবাহিত হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। লতিফিও প্রস্তুত্ত ছিলেন। রাজপথ হইতে এক মোলাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবন্ধ হয়েন। এই স্বাধীন প্রকৃতি রমণী সর্ব্বাংশেই কামালের যোগ্যা ছিলেন। কামাল মহিষী হইতে গেলে যে সমস্ত গুণরাশির প্রয়োজন তাহা তাঁহাতে ষথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিছু বিধাতার বিধানে এই বিবাহ বন্ধন স্থায়ী হইতে পারে নাই।

10 m

কামাল স্বীর উদাম স্বাধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া ঠাহার সহিত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করিবার প্রস্তাব পাঠাইলেই লতিফি তাহাতে স্বীকৃতা হ'ন। অভ্যুতভাবে সংগটিত বিবাহ অভ্যুতভাবেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই হুর্ঘটনায় কামাল বা লতিফির হৃদয়ে কোন আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। স্বাধীন হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিবার শক্তিও অভ্যুত।

এদিকে মিত্রশক্তিগণ লুসেনে কন্টানটানোপলকে বাদ
দিয়া গুধু আব্দোরার সহিত সন্ধি করিবার সন্মতি জ্ঞাপন
করিলে, কামাল তথায় তাঁহার প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।
১৯২১ সালের ২০শে নভেম্বর লুসেন কন্ফারেন্সের প্রথম
অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন নয় মাস ধরিয়া গন্ধীর
গবেগণা করিবার পর কামাল প্রস্তাবিত সর্ভগুলিই মিত্রশক্তিগণ কর্ত্তক গৃহীত হয়। তুরস্ককে একটা সম্পূর্ণরূপে
খাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। তুরস্ক
সরকারের তাবৎ বৈদেশিক ঋণ নাক্চ করিয়া দেওয়া
হয়। কামাল তাঁহার আজীবন সাধনাকে সফল হইতে
দেখিয়া উহাকে বোলকলায় পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য
ব্যাকল হইয়া উঠিলেন।

স্মাটকে কেন্দ্র করিয়া তাবং ষড়য়য় অক্ষিত হয়
বিলয়া কামাল ফ্লডানকে পদচ্যত করিতে দৃঢ় সংক্ষ
হ'ন। কৌশলে পালামেটে প্রস্তাবটীর অবতারণা
পূর্বক তাঁহার প্রতিপক্ষকে কোনরূপ ভাবিবার অবসর
মাত্র প্রদান না করিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত তুরস্ক রাজ্য হইতে
ফ্লডান পদটী চিরকালের জন্য তুলিয়া দেন। সম্রাট ষষ্ঠ
মহম্মদ দেশত্যাগী হইলে, তাঁহারই এক ল্রাভাকে ধলিফা
পদটী প্রদান করিয়া কন্টান্টানোপলে রাধা হয়।

কালক্রমে উহাও নিপ্রায়েজন ও ব্যয় সাপেক বলিরা উক্ত পদটি লোপ করিয়া দিয়া ত্রস্ককে সর্কপ্রকার পুরাতন বন্ধন হইতে মৃক্তি প্রদান করেন। আব্দোরায় নৃতন রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় নৃতন আদর্শে নগরটা নির্মিত হয়। যে সমস্ত সমাজ সংস্কার করিতে যাইয়া ১৯০৮ সালে সমাজ সংস্কারকগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কামাল একে একে সে সমুদ্যেরই প্রবর্তন ক্রিতে লাগিলেন।

রমণী-সমাজকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা দিয়া বালক দিগের
ন্যায় বালিকাদেরও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা স্থির করেন।
ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ আধুনিক যুগের উপযোগী
বলিয়া পুরাতন পায়জামা ও কোট পরিত্যাগ করিয়া
প্যাণ্ট ও হ্যাট গ্রহণ করিবার জন্য তুকীর জনসাধারণকে
অহুরোধ করেন। এখন আকোরায় গমন করিয়া নবীন
তুরস্থকে দর্শন করিলে উহাকে একটী ইউরোপীয় প্রদেশ
বলিয়াই অন্থমিত হইবে।

কামাল চাহিয়াছিলেন পুরাতনকে সর্বাংশে বর্জন করিয়া নৃতনকে বরণ করিয়া লইতে। পুরাতন ধর্মা, পুরাতন আচার-ক্লাবহার, পুরাতন রাজ-মূলা, পুরাতন বিদ্যা পুরাবালের পক্ষে উপযোগী হইলেও বর্তমান মূগে উহা একেবারেই অকার্যাকর ও ক্ষতিকর, উহাদিগকে সনাতন ধর্মের নির্দেশ হিমাবে আপ্টাইয়া ধরিলে আতির অধ্পেতন অনিবার্য—যেমন ত্রস্ক সামাজ্যের অধ্পেতন হইয়া ঘাইতেছিল; এইজন্য এই বিংশ শতান্ধীতে পশ্চিমের সহিত প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইতে না পারিলে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব এই ধারণায় ত্রস্ককে তিনি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যের আদর্শে ঢালিয়া নৃতন করিয়া সংগঠন করিতেছেন।

# গান শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

মনের মাতুষ নেইকো আমার তাই তো আমার মন উদাসী; পরাণ আমার চাইচে স্বি আদকে কারেও ভালবাসি। হয়তো কারো পাবো দেখা
নয়তো আমি ফির্বো একা
এই অবেলায় চোথের জলে
ভিজিতে আমার বাঁপের বাঁলী।



### ঘর-গৃহস্থালী

বাদালীর জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম পরিচয়
তাহার গৃহ-প্রতিষ্ঠা—তাহার ঘর-গৃহস্থালী। বাঙলার
গৃহ কেবল মাত্র বাদ করিবার আশ্রয় নহে, মাথা
গুঁজিবার ঠাই নহে। উহা জীবনের অফুশীলন কেন্দ্র।
বিড্বার, মহুষাজে সমৃদ্ধ হইবার এমন অফুশীলন কেন্দ্র
আর কিছুই হইতে পারে না। সেই জন্ম বাঙলার সভ্যতাসাধনা গৃহকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই
গৃহের পরিচয় পাইলে সেদিনের বাদালীরও কতকটা
পরিচয় পাওয়া ঘাইবে।

গৃহ হর্দ্য বা পর্ণকূটীর নহে। আচ্ছাদন বিশিষ্ট একটা আবরণ স্থান নহে। গৃহে মহ্যাদের স্থা ও পুষ্ট। তাই বাঙলা অথবা ভারতবর্ণের গৃহ হোটেল নহে, গার্হস্থ আশ্রম। যেখানে মান্থ বাঁচে, বাড়ে, এবং তাহার ক্ষুদ্র সন্থা হইতে বৃহতে ব্যাপিত হইয়া পড়ে, তাহার মূল্য ও মর্যাদা বড় কম নহে। যে যে জাতির মধ্যে, যে যে সভ্যতার ভিতরে এই গার্হস্থা আশ্রম সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, দেই সেই জাতিই সভ্যতা ও মানবতায় পরিপুষ্ট।

'দরো বাঙ্গালী' কথাটা আজিকালি একটু অবজ্ঞা-স্চক হইলেও বাস্তবিক উহা নিন্দার নহে। বাঙ্গালী জ্ঞাতি তাহার গৃহ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার যাহা কিছু করিয়াছে। সাত ডিঙ্গী লইয়া স্থমান্ত্রা-জ্ঞাডা, এমন কি স্থদ্র মিসর দেশ পর্যান্ত বাণিজ্ঞ্য করিয়াছে, কিন্তু সবই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে তাহার গৃহে। জ্ঞার এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সে মানবতার শীরিচয়কে সম্জ্জ্ল করিয়া তুলিয়াছে। বাঙলার গৃহিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে দেব-দেবলৈয়, জ্লাশ্য পথ, বুক্ষ। বৈধ-জীবনে অন্তরক্ত গৃহির অমৃত-সিঞ্চনে সমাজ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেমন করিয়া হইয়াছিল, তাহা জানিলে কোতৃহলী বৃত্তিও চরিতার্থ হইবে। আবার বাংলার স্কস্থ জীবনের একটা পরিচয় পাইয়া তেমনি হইবার আশাও জাগিবে।

অঋণী অপ্রবাসী ইহাই ছিল মূলমন্ত্র। পারত-পক্ষে কেছ বাহিরে যাইতে চাহিত না। ইংরেজী যুগের আরম্ভ কালে নৌকা লইয়া বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করাও উঠিয়া গিয়াছিল। কাজেই বাকালী জাতি একেবারে কুণো হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা সত্য! ইহার মধ্যে গণ্ডি-বদ্ধতা কতকটা থাকিলেও ব্যাপারটির অভ্যন্তরে ছিল একটি সৌঠব, একটি শিষ্টতা এবং একটি নিক্ষ্প প্রদীপের মত মিত্রতা। এই গৃহ-নিবদ্ধতা স্বাষ্টি করিয়াছিল একটি নিয়্মায়ুগ বৈধজীবন।

আদ গ্রামের দিকে চাহিলে প্রথমেই চোথ পড়ে বালা ঝাড়, বহা বৃক্ষ্য, ভাকা ভিটা এবং হাজিয়া মজিয়া মাওয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ পুক্ষরিণী। এক ধ্বংসের বিভীষিকা। সন্ধ্যায় কাশর-ঘণ্টার শব্দ শুক হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় কেবল অমঙ্গল শিবাধ্বনি। পলী ভাকিয়া নগর গড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু নাগরিক সম্ভিতে সমগ্র জাতির বিশেষ কল্যাণ হয় নাই। সমগ্র জাতির সভ্যকার প্রতিষ্ঠা নগরে নহে পদ্ধীতে। ষাউক সে কথা।

পঁচিশ বংদর পূর্বেও পল্লীবিত্ক। এমন উগ্র হইয়া উঠে নাই। গ্রামের লোক গ্রামে থাকাকেই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিও। এবং গৃহকে সাজাইয়া গুছাইয়া মানাইয়া সম্পন্ন গৃহস্থ হইবার ঐকান্তিক আকাজন পোষণ করিত। এই সাজান-গুছানোর একটু বিশেষ ছিল, তাহা এখনকার মত নহে। এখনকার গৃহসজ্জা বিলাস উপকরণ। তখনকার হইতেছে পুকুর বাগান ক্ষেত্ত খামার। ইহার মধ্যে গাভীও একটি সৌঠব।

গৃহ ও গৃহস্থালী কথাটার মধ্যে ভাবিবার কথা অনেক রহিয়াছে। ঘর গৃহস্থালী ব্যক্তির। কিন্তু যথন উহা ব্যক্তিছের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পাকে, তথন উহার মর্য্যালা হানি হয়। গৃহের ও গৃহস্থালীর একটা ব্যাপকতা আছে। টেবিল, চেয়ার, আলমারি জাপানি ভেস, ফরাসীর কাচ শিল্প, চীনের নানাবিধ শিল্প সম্পাদ, ইহার সংগ্রহ ও সমারোহ যতই মহার্য্য হউক, তাহার মধ্যে ব্যক্তিছের একটা সংস্কীর্ণতা আছে। উপরে যে গৃহস্থালীর চিত্র দিলাম তাহা নধ্যবাঙ্গার গৃহপোকরণ। পুরাণী বাঙ্গার গৃহদৌষ্ঠিব ছিল অহাবিধ।

থিনিই গৃহস্থ ও সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তিনিই প্রথমে দৃষ্টি দিতেন ক্ষেত থামার, জোত-জ্মা, পুকুর বাগানের দিকে। অবশ্য এইগুলিও ব্যুক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু ইহাদের সহিত সাধারণের একটা সংযোগ আছে। বাঙলা দেশের প্রামে প্রামে এখনও বছ বাগান আছে, যে বাগানের আমে, জাম, নারিকেল দশজনে পড়িয়া খায়। গৃহস্বামী একটি থাইলে পাড়া-প্রতিবাসী দশটি খায়। এক জন পুকরিণী প্রতিষ্ঠা করিলে দেই পুক্ষরিণীর মংস্থের অংশে সকলেই অংশী। মংস্থপ্রিয় বাঙ্গালীর কাছে মাছ অতি প্রির খায়। দেই জ্ম্মা ছিপে মাছ ধরা পদ্ধীগ্রামের এক বিশেষ বিলাস। পুকরিণী যেমনই হউক, মাছ ধরায় কোনও বাধা ছিল না। বরং দেখিয়াছি গ্রামান্তর হইতে কেই মাছ ধরিতে আদিলে বিশেষ আদর-আগ্যায়ন করা হইত।

ব্যাপারটি থ্ব তৃত্ত। কিন্তু পল্লীর আত্মীয়তার

শশর্ক কেমন হল্প ও বিসর্পিত, তাহা দেখিতে গিয়া
এই মাছ ধরার সামাত্ত কাহিনীও কহিতে হইল।
মাছধরার বিলাস বালালী এখনো ছাড়িয়া দেয় নাই।
কিন্তু নব সভ্যতার কাঠ সোজতে এখন পাশ হইয়াছে।
কোনও পুকুরে মাছ ধরিবে পাশ লাও। অর্থাৎ ম্ল্য
দাও। সেই ফেল কড়ি মাধা তেল, আমি কি তোমার
পর!" পুরাণী বাঙ্গার মাছ্যগুলি এমন সৌজন্ত বৃত্তি
বিহান ছিল না। ভাহারা সেকেলে হইলেও ভাহাদের
একট্ চক্ষ্ কল্লা ছিল।

দেখা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। কোনও পৃক্রিণীতে

নাছ ধরা ইইতেছে। ধৃত মংস্ত ইইতে অর্ক্সেক বিলাইবার জন্ত রাধা হইল। সেধানে যাহারা উপস্থিত

ছিল, কেহ হয়ত সানে আসিয়াছে, কেহ আসিয়াছে

মুথ ধৃইতে এবং গ্রামের নিয়বর্ণের অনেককে তাহাদের

সেই অর্ক্সেক ইইতে কিছু কিছু ভাগ দেওয়া হইল।

পুক্রিণীর মালিক বাহা পাইলেন তাহার সমস্ত গুলিই

তাঁহার নিজের উপভোগের জন্ত লইলেন না। গ্রাম্ম

প্রোহিত ভট্টার্য্য মহাশয়ের বাড়ী কিছু গেল, কিছু

গেল পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরে। কাহার

জামাই আসিয়াছে, তাহাকেও কিছু পাঠাইতে হইবে।

এমনি করিয়া তাহা বিতরিত হইতে লাগিল। বাগানের

ফল-মুলের গতিও এমনি হইত। আম নারিকেল কলা
কাঁঠাল কেহই একেলা থাইত না।

খুব বড় করিয়া নাম করিয়া ছোটথাট নিতান্ত ছোটথাট কথা কহিবার উদ্দেশ্য বৃহৎ কথায় সমগ্র জাতির চরিত্রকে বোঝা যায় না—সমগ্র জীবনকে পর্যান্তকণ না করিলে হই একটা মাত্র ঐতিহাসিক ঘটনায় জাতীয় চরিত্রের স্বরূপকে বরং আর্ভই করা হয়। ঘরের মাহ্য ও বাহিরের মাহ্যে প্রভেদ অনেক। একজন ক্রত্রিম এক জন নিতান্ত সহক্ষ ও স্বাভাবিক। বাহিরে আছে একটা আবরন, একটা সাম্যিক প্রলেপ; উহা সহজ রূপকে আর্ভ করিয়া রাথে। সেই জ্বন্ত ছোটখাট ঘটনায় একেবারে অনার্ভ নগ্ন মানবতাকে দেখা যায়। পুরাণী বাঙলার কথা কহিতে গিয়া স্বর্হৎ স্মারোহপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির উল্লেখ না করিয়া ছোটখাট ঘর গৃহস্থালীর কথাই কহিতে হইল।

ঘরের কথা কহিতে হইলে গৃহিণীর কথা কহিতে হয়। গৃহিণী গৃহত্বের দীপ্তিছাতি। ধাহারা ওজান্তঃ পুরিকার অবরোধে অত্যন্ত ব্যথা বোধ করেন, তাঁহারা পুরাণী বাঙণার গৃহিণীর অধিকার ও স্বাধীনতার প্রসার দেখিলে বিশ্বিত হইবেন। অবশু এ স্বাধীনতা অন্তঃপুর হইতে দেবালয়, দেবালয় হইতে তীর্থ ও গলার তীর পর্যান্ত দীমাবন্ধ ছিল। ইহা বৈধ স্বাধীনতা। লাক্ত ব্যসন ও বিদাদের বৈর বেচ্ছাচার নতে।

এইবার একটু বাস্তব কথা কহিব। সাংসারিক থাওয়া দাওয়া, দেওয়া থোওয়া, আত্মীয়-কুটুম্বতা, এস জন, বসুজন এই সমস্তর ভারই গৃহিণীর উপর। গহিণী অতি প্রত্যুষে গাত্রোখান করিতেন এবং সর্ব শেষে শ্যা গ্রহণ করিতেন। প্রাতঃকালের কার্য্য. স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে সংসারের অন্যান্ত সকলের নিত্রা ভক্ষ করিয়া দেওয়া। তাহার পর পরিবারস্থ শিশুদের প্রাতর্ভোজনের ব্যবস্থা। এই প্রাতঃকালীন জলযোগ অধিকাংশ সময়ই ছিল মৃড়ি এবং চিড়া ভিদ্ধা। বাভির বউ ও ঝিউডি খাঁহারা, তাঁহারা স্নানের পর প্রাতঃ খাত গ্রহণ করিতেন। এই খাত ভিজাভাত। পল্লী গ্রামের ভাষায় পাস্তা ভাত। শীত-कारनत वावला मुफिर्कि छ। शहिनी याँशाता उँ।शासन জলখাওয়ার ব্যাপারটা প্রায়ই হইয়া উঠিত না। কারণ বাড়ীর কর্তাকে না খাওয়াইয়া ন্ত্রীলোকের খাওয়ার প্রথা ছিল না।

গৃহের কার্য্যের ব্যবস্থা করাই গৃহিণীর একমাত্র কর্ত্তব্য ছিলনা। জ্যেষ্ঠ কন্থা বা পুত্রবধূকে গৃহস্থালী ও রন্ধনের উপদেশ দিয়া গৃহিণী পাড়ায় বাহির হইতেন। এই পাড়া বেড়ান ভ্রমণ নহে। পাড়াপ্রতিবাদী, অত্মীয়স্বজনের তত্ত্ব লওয়া। কে কেমন আছে, কাহার কি প্রশ্লোক্ষন ইত্যাদি সংগ্রহ করা এবং তত্প্যোগী আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদি করাই এই ভ্রমণ ব্যাপারের প্রধান কার্য্য। ইহার মধ্যে দৈনিক রন্ধনের খোক্ষ-ধ্বর নেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল।

কথাগুলি এমন ফেনাইয়া বলিবার কারণ পুরাণী বাঙলার সমগ্র জীবন পদ্ধতি ছিল— দৈত্রী প্রণোদিত। সকলেরই মূলে ছিল এক আত্মীয়তা। ছাড়-ছাড়া, ভাসা-ভাসা, একাস্ত পর এমনভাব গার্হয় প্রতিষ্ঠান বা সমাজিক পরিবেট্টনী কোথাও, কোনও কিছতে বর্তমান ছিল না।

গৃহস্থালীর কথা কহিতে গিয়া প্রথমেই অন্তঃপুরের কথা কহিতেছি। কারণ নারীর মমতা ও মায়াই মানবের মহুব্যত্তকে সঞ্জীবিত করিয়া রাথে। রমণীর আকর্ষণে পুরুষ সমাজ উঠে—নামে। কথাটা খুব বিবৃত করিতে চাহি না। কেবল আধুনিক প্রতীচ্য সমাজের দিকে অনুনি নির্দেশ করিতেছি।

পল্লী গৃহস্থালীর মধ্যে পাট-ঘাট বলিয়া একটা কথা আছে। পালী অঞ্চলে কথাটার এখনো প্রচলন আছে। এ পাট-ঘাটের অর্থ গৃহস্থালির প্রাথমিক কাজকর্ম সারিয়া ঘাটে যাওয়া। ঘাটে যাওয়া ম্থাতঃ স্নান করিতে যাওয়াই বটে। কিন্তু স্নানের ঘাট ছিল—একটা সম্লিননী—নারী স্মিলনী। এই স্মিলনীর উদ্দেশ্য ছিল—গাইয়া রাজনীতি অথবা মহুয়াত্ব রাজনীতি।

কথাটা একটু উদ্ভাট মনে হইল। গার্হস্য রাজনীতি বা মন্ত্র্যাত্ম রাজনীতি ইহা আবার কেমন ধারা ? রাজ-নীতি ত রাষ্ট্র লইয়া। তাহাই বটে! রাজনীতি কথাটা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম। রাজনীতি আলোচনা রাষ্ট্রের ভাঙা গড়া, সংস্কার শুদ্ধি লইয়া আলোচনা করে, এই ঘাটের রাজনীতিরও তেমনি একটা গুঢ় উদ্দেখ ছিল। ঘাটে স্নানার্থিনী নারীগণ সন্মিলিত হইয়া ব্যক্তিগত স্থ্য হুংথ, গার্হস্য জীবন ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রশংসা নিন্দা প্রভৃতি বিষয় লইয়া বেশ গন্তীরভাবেই আলোচনা হইত। এই ঘাটের সন্মিলনী পরিসমাপ্ত হইতে হুই তিন ঘন্টা সময় লাগিত।

গন্তীরভাবে আলোচনা হইত কথাটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। নাহিতে গিয়া—সমবয়স্বা তরুণীগণ রহস্তালাণ না করিষা যে পারলৌকিক কথা বা সেবাধর্ম ও ব্রত তীর্থের কথাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন এমন বলিতেছি না। সমবয়স্বাদের মধ্যে সর্কবিধ স্থপ-ছ্:থের আলোচনাই আলোচিত ইইত। বয়স্বা ও বুদ্ধাদের মধ্যেও তেমনি। তবে ইহার বিশেষত্ব ছিল—এক অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। যে যুগে আদিয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন কেহু কাহারো স্থপ-ছ:থের কথা কওয়া ত দ্রের কথা, ডাকিয়া কথা কওয়া এবং নামটা জিজ্ঞানা করাও ভক্ততা বিহুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক বলিতে পারি না, তবে এই অবস্থা বেশ পুরুষ সমাজ হইতে সংক্রামিত হইয়া নারী সমাজকেও আক্রমণ করিতেছে।

দাটের রাজনীতি ছিল নানাবিধ। যে নবীন সম্প্রতি খণ্ডরবাড়ী হইতে ফিরিয়াছে তাহার খণ্ডরগৃহের খবর লওয়া হইত এবং কাহারো কোন অশিষ্ট শাচরণ সম্বন্ধে সংবাদ প্রচারিত হইলে তৎসম্বন্ধে তীব্র সমাক্ষেত্র প্রকাশ করিয়া অশিষ্টাচারিণীকে শাসন করাও হইত।
আবার কে কি রাঁধিল, কে কি থাইল, সে সব কথাও
জিজ্ঞাসাবাদ করা হইত। এমনি করিয়া ঘাটের রাজনীতি
এক হাদ্য সম্পর্কের অফুশীলন করিয়া কুদ্র মানব স্থাটিকে
একট বৃহৎ করিয়া তুলিত।

সাম্যবাদের দিনে ইতরভতে নাকি খুবই মাধামাধি ভাব হইরাছে। পলীতে—একটা আত্মীয়তা ছিল, কিন্তু মাধামাধি ছিল না। দাসী চণ্ডালী, জাতিতে নসঃশূলা জাতীয়া। সেও এই ভন্ত, শিক্ষিতা এবং অভিজাত নারী সন্মিলনীর একজন বিশিষ্টা সভ্যা। দাসী—মুখুজ্জেদের উমাশশীর পিসি, বাঁডুজ্জেদের বড় বউএর দাসী ঠাকুরঝি, বোসেদের শ্রামার মাসী এমনি সব সম্বন্ধে বিশিষ্টা। কোনও নববধ্র একটু বাচালতা দেখিলে দাসী বাড়ীর গৃহিণীর মতই শাসন করে, সেই গ্রাম্য নারী সন্মিলনীতে সমানভাবে মন্তব্য প্রকাশ করে, জামাই বাড়ীতে তত্ব পাঠাইবার উপকরণ সম্বন্ধে পরামর্শ দেয়, গঙ্গারানের সহ্যাত্রিণী হয়।

এখানে দাসীর পরিচয় দিবার ইহাই কারণ যে, পুরাণী বাঙলার আত্মীয়তা বোধ কেমন ব্যাপক ছিল, তাহারই পরিচয় দেওয়া। তখন আত্মীয়তা গণ্ডিবদ্ধ ছিল না। বর্তমানের সাম্য সমানে সমানে। বাঁহারা ধনে, মানে, উচ্চ, তাঁহারা ছত্তিশ জাতি হইলেও একত্র মিলিয়া-মিশিয়া পান-ভোজন, আমোদ-প্রমোদ করেন, কিন্তু যে পথ ঝাঁটাইয়া জীবিকার্জন করে, তাহার সহিত নবীন মৃগের সাম্যের কোন সম্বন্ধই নাই। আত্মীয়তা সে তো এক কল্পনার কথা।

খর-করণার কথা বলিতেছিলান। গৃহিণী গৃহের সর্প্রমী কর্ত্রী হইলেও গৃহন্তের মাঝে যিনি বিধবা থাকিতেন, তাঁহারই উপর রহিত বাস্তব বর্তৃত্ব। বিধবা ভাগ্ন অথবা কল্পা ত সংসারের কর্তৃত্ব ভার পাইতেনই, দ্রস্পর্কের কেহ থাকিলেও তিনি সংসারের কর্ত্রী হইতেন। এক সঙ্গতিপন্ন গৃহন্তের গৃহে একজন অতি দ্রসম্পর্কীয় বাল-বিধবাকে দেখিনাছি। তিনি গৃহক্তার কৈগাসী দিনি ছিলেন। কাজেই কর্ত্তার পুত্রকল্পা ও অক্তান্তের। তাঁহাকে কৈলিনী পিনি' বলিত। কৈলানী পিনির কথায় ক্যান্তের সর্ব্বভার্থা সভান্ন হইত।

এই খানে একটু গল বলিয়া লইব। সে গল বলিবার এই উদ্দেশ্য যে গত দিনের বাঙলায় নারীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি কতদ্র ছিল, তাহাই প্রদর্শন করা। গল বলিলাম, কিন্তু গল নহে সত্য ঘটনা। উক্ত কৈলাসী পিদির সম্পর্কিত ঘটনা। যে গৃহক্রীর সংসারে উক্ত নারী প্রতিপালিত হইতেন, তিনি বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। গৃগৃক্তী। কলাইয়ের ডালের ফুলুরি ভাজা খাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। এবং প্রত্যহকার ভোজনের সময় উহা খাইতেন।

ডাউলের যে কুদ থাকে, গৃহন্থের সংসারে তাহা ফেলিয়া দেওয়া হইত না। উহা হইতেও বড়া-বড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। উক্ত কর্ত্তা কিন্তু কুদের ফুলুরি থাইতে বড়ই বিরক্ত বোধ করিতেন। কৈলাসী পিদি একদিন কুদের বড়া করিয়া থাইতে দিয়া গৃহকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হঁয়ারে যজ্ঞেশ্বর, আজ বড়া কেমন হইয়াছে!" যজ্ঞেশ্বরে উত্তর শুনিয়া কৈলাসী পিদি হাসিয়া বলিলেন যে আজন্ত কুদের বড়া হইয়াছে। তথন হাস্তের রোল উঠিল। ঐশব্যশালী গৃহস্বামী তাঁহার প্রতিপালিতা বিধবাকে কিছু মাত্র না বকিয়া ব্যাপারটিতে একটু আনন্দই বোধ করিলেন। পুরাণী বাঙলার নর-নারীর সম্বন্ধ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কেমন হল্প ও ব্যাপক এই ঘটনায় তাহা বোঝা যায় বলিয়া ঘটনাটির উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

কোনও সামাজিক প্রশ্ন এখানে উপস্থিত করিতেছি
না। বাংলার গৃঃস্থালীতে নারী ও বিধবা নারীর
স্থান কোণায় প্রাণী বাংলার কণায় তাহার পরিচয়
স্থানিক্ট ইইয়া উঠিবে। বিধবা বিবাহ বাংলার সমাদ্রে
প্রচলিত ছিল না। সেই জক্ত প্রায় প্রতি সংসারেই
একজন না একজন বিধবা পাকিতেন। এই সব বিধবাদের
উপরই সংসারের কর্ভ্যভার অর্পিত থাকিত! আর
এই কণা পূর্কেই বলিয়াছি। এবং বালালীর সংসারে
বিধবাদের কিরপ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, কৈলাসী
পিসির কণায় তাহা ব্রিতে পারিলাম। আর এ সংক্রে
অধিক দুইাজেক উল্লেখ করা নিপ্রয়োজন।

একারবর্দ্ধির বাংলার চিরন্তন রীতি। ভায়ে ভায়ে এক সংসারে ত থাকিতেনই দ্রসম্পর্কের আত্মীয়আত্মীয়রাও সংসারে স্থান পাইতেন। ভাগিনেয় ভাগিনেয়
উহাদের পুত্র: কন্তা। সংসারে প্রতিপালিত হইত। এবং
গৃহক্রার সস্তানদের মত একভাবেই প্রতিপালিত হইত।
আবার এই সম্পর্কের মধ্যে যদি কেহ শ্রেষ্ঠ থাকিতেন
ভবে তিনিই কর্ত্তর ভার লইতেন।

মাতৃলের সংসারে প্রতিপালিত হইয়া তথায় কর্তৃত্ব করার দৃষ্টাস্থের অসন্তাব নাই। একটি সংসারের কথা জানি যেখানে মাতৃলের বিভ্যমানতা সম্বেও বয়স্থ ভাগি-নেয় সংসারের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব করিতেন। দেখিয়াছি উক্ত মাতৃলের পূজা আর্চ্চা, বিবাহ উপনয়ন, জমিদারীর রক্ষা ও বৃদ্ধি সকলেরই ভার ছিল ভাগিনেয়ের উপর।

পুরাণী ব'ওলার ঘর গৃহস্থালী এক পুণোর প্রস্রবণ ছিল কেননা সেখানকার শ্রেষ্ঠ বস্ত ছিল আত্মীয়তা, মমতা ও সেবা। সে দিনের বাঙালী গৃহের অন্তঃপুরি-কার নিত্য কর্ম ছিল প্রাতে পাট-ঝাট তাহা পর স্নানের ঘাট, মধ্যাহ্নে রন্ধন। আহারাদির পর গল্প ও পাঠ। অপরাহ্নে জল আনিতে। স্ক্রায় দেব মন্দিরে গমন।

অতি তৃদ্ধ কথা। ইতিহাসের অন্পধ্কা! সভা সমাজে নিধিয়া প্রচার করাই একান্ত গৃষ্টতা। কিন্তু সামাল্য কথার মধ্যে এমন অনেক মহামান্য কথা আছে, যাহা আজিকার বান্ধালী জানিলে ধন্য হইবে, চলিত কথায় বাচিয়া ঘাইবে। যে অর্থ নৈতিক সন্ধট মৃত্তুর্ত আজ জাতির সন্মুধে বিকট মুখ ব্যাদান করিয়াছে, তাহার গ্রাস হইতে মৃক্ত হইয়া এক শিবতম অবস্থার সন্মুধীন হইবে।

দোনার বাংলার অবস্থা আজ সকটতম। এমন
সঙ্কট হয়ত জার কথনই হয় নাই। অর্থনীতিকগণ
তাহাদের ক্রত্রিম শাস্ত্র সিদ্ধান্তে যাহাই হির করুন
আমার বিশ্বাস এবং যুক্তিমূলক বিশ্বাস বাঙালী জাতি
তাহার চিরস্তনীতে আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াই ভাহার
ফুদ্দিনকে ডাকিয়া আনিয়াছে। সংবাদপত্রে যে বিবরণ
পাঠ করিয়াছি, তাহাতে জানিতে পারি বে, ইংরেজী
১৯২৬।২৭ সালে এক সাধা দেশ্যে নাইণ হইডে

চবিবশ লক্ষ টাকার বিলাতী কৃড্ আসিয়াছে এব ঐ সময় প্রায় পঞাশ হাজার টাকার বিস্কৃট ও ৫২ আসিয়াছে। অথচ পাশ্চত্যে চিকিৎসা বিভায় পারদর্শ চিকিৎসকগণই বলিতেছেন মৃড়ি, চিড়া, এবং ধইএ খাদ প্রাণ (ভিটামিন) আছে, বিস্কৃট প্রাভৃতিতে নাই।

যাউক। এই সব মিশ্ররাজনীতির কথা কহিতেছি না। বক্তব্য হইতেছে পুরাণী বাঙ**লার রন্ধ**ন কথা আক্রকাল খাতে খাতে প্রাণ পাইবার জন্ম ঘাষ পাতা থাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। অথচ কিছুদি পূর্বে এই শাক পাতা দিয়া বন্ধগৃহিণী অমৃত খাত্ ব্যঞ্জ রন্ধন করিতেন। শাকের ঘণ্ট, মোচা, থোড় ছেঁচকি যে বা যাহারা থাইয়াছে, তাহারাই—ইহার স্বাদে মজিল আছে। নব্যরা হয়ত বলিবেন গোঁড়ামীর অত্যুক্তি। কিন্ত সভাই ভাহা নহে। স্বৰ্গীয় অন্ধবান্ধৰ উপালায় বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি বিলাত হইতে "রঙ্গবাদী" পত্রে কতকগুলি পত্র দিয়াছিলেন। সেই পত্রের একম্বানে লিখিয়াছিলেন যে, "বিলাতে আলু সেদ্ধ ও কপি দেষ খাইয়া খাইয়া জিবের আডইভাব আসিয়াছিল। দেশে আসিয়া আমডার অম্বন থাইয়া সেই আড়েষ্টভাব দুর হইয়াছিল।" দেশাত্মকতা ও গোঁড়ামির বাহল্য বলিলে এক বিমৃত নির্বাদ্ধিতাকেই জনগোচর করা হয়।

ষাহা হউক, বনের ডুম্র, ঘাটের শাক, থোড় মোচা ইত্যাদি সহজ লভা ও অচ্ছলবনজাত শাক পাতা দিয়া নিত্যকার ব্যঞ্জন পাচিত হইত। নাগরিক আবেইনীতে প্রতিপালিত হাহারা, তাঁহারা হয়ত সেই সব থাজের নামই অবগত নহেন। শাক ভোলা গ্রাম্য নারীদের একটা নিত্যকর্ম ছিল। পুরুরিনীর চারিপাশে পুঁট্রা পুঁট্রা শুর্নি কল্মি শাক সংগ্রহ করিতে অভিনাত দরের কল্পা ও বধুগণও কুন্তিতা হইতেন না। বরং আনন্দ পাইতেন। এই সব ব্যাপারগুলির মধ্যে অর্থনীতির একটি সহজ ধারা এবং জীবন্যাপনার একটি স্বাভাবিক্তাই অভিবাক্ত হইয়া উঠিত।

রন্ধনকার্য অনেকটা ত্র্তাগ্যের পরিচায়ক হইরা দাঁড়াইয়াছে। পাচক বা পাচিকা বারা যাহার হৈনিক থাত্য পাচিত না হয়, তাঁহার দামাজিক ক্রাদা ক্রেক্টা রদ্ধনশালাতে যাওয়া আর অথের নহে, পরস্ক ত্থপের।
নব সভাতার এই নব রীতি খুব উন্নত রীতি কিনা বলিতে
গারি না, তবে বাংলার জননী, জায়া ও ভগিনী আপনাদের
য়ামীপুত্রদের খাওয়াইতে সেই প্রাতঃকালে হেঁসেলে
প্রবেশ করিয়া মধ্যাহে বাহির হওয়াকেই নারীজীবনের
এক পবিত্রতম কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। যাহার
গাতে দশজন খায়, খাইয়া তৃপ্তি পায় তিনি ত পরম
সৌভাগ্যবতী। এই সংস্কার বশে বাঙালীর মাও বোন
ক্ষেনকার্য্য অতিনিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন।

একটা কোন গৃহে কোনও একটা স্থাত্ ব্যঞ্জন রন্ধন ইলে সেই গৃহস্থেরই তাহা খাইবার ব্যবস্থা ছিল না; রাগ বাটোয়ারা করিষা খাইবার পদ্ধতি ছিল। এ বাড়ী, র বাড়ী, সে বাড়ী দিবার ব্যবস্থা ছিল। দেখিয়াছি, একজন দূরসম্পর্কীয়া ভাতৃজায়া ভূম্র পাতার ঘণ্ট রাঁধিয়া প্রতিবাদী দূরসম্পর্কীয় দেবরকে খাইবার জন্য দিয়া যাইতেন। এমনই কত কি। প্রাচীন বাংলার পদ্ধীসমাব্দ যেন একটা বৃহৎ পরিবার। অনাত্মীয় হইলেও
আত্মীয়। স্থাধ দ্বংথে সমান। পৃথক হইলেও মৈত্মীতে
এক এবং অভিন্ন।

ছোট খাট কথাই বলিতেছি। ছোট খাট কথাই বলিব। বেমন করিয়া গুছাইয়া বলিলে বলা হয়, হয়ত তেমন হইতেছে না। কারণ শ্বতি কথা ঠিক একটা পারম্পর্যা ধরিয়া প্রকাশ পায় না। যথন যাহাতে হলয় আলোড়িয়া উঠে, তাহাই প্রকাশ করিতে হয়। প্রাণী বাঙলার অনেক কথা আছে যাহা মিষ্ট এবং মহিমা। নিজস্ব বলিয়া মহিম্ন নহে, সতাই মহিমাধিত। নব্য ত্রুস্বে, রক্ত রাশিয়ায় নিবদ্ধ দৃষ্টি নব্য বাংলার কাছে সেই সব প্রাতনী কহিব। তাঁহারা শ্রবণ ও গ্রহণ করিলে ধন্ত হইয়া যাইব।



## নানাকথা

কুমার-কুমারীগণের সহ-শিক্ষা-পদ্ধতি— (অধ্যাপক শ্রীভববিভৃতি বিখ্যাভূষণ এম, এ)

वर्डमानकारन जामारनद रमर्भ कुमात ও कुमात्रीभर्गत अकवा শিক্ষালাভের ব্যবস্থা একটা গুরুতর সমস্তার বিষয়। বহু চিছাশীল মনীবি বাজির চিন্তা এ বিষয়ে নিয়োজিত ইইয়াছে। প্লেটো তাঁহার "রিপাবলিক" গ্রন্থে কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকগণ যতদুর সম্ভব পুরুষগণের সহিত একইরূপ শিক্ষালাভ করিবেন। কিছ প্লেটোর এই মত পাশ্চাত্য দেশে তৎকালে গৃহীত হয় নাই । কুমার ও কুমারীগণের একই শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথমতঃ স্কটল্যাতে ও আমেরিকার প্রবর্ত্তিত হয়। ইংলতে "The Society of Friends" নাকক সমিতি এই শিকা-পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাকীতে এই নীতি অবসম্বন করিয়া কয়েকটা মাত্র বিদ্যালয় বপা :- "Ackworth School", "Sideot প্রভিষ্টিত হয়। School" ইত্যানি। এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের জন্ম ইংল্ড আমে-तिकांत्र निक्र अभी ছिलान। ১৯٠२ शृष्टोरस्तत "Education Act" অনুসারে এই পদ্ধতি নিয়মবন্ধ হইয়া ইংলতে সাধারণভাবে প্রচলন হইয়াছে। কুমার কুমারীগণের একতা শিক্ষা পদ্ধতির মূলে স্ত্রী ও পুরুষের সাম্যভাব নিহিত। বর্ত্তমান সময়ে এমন কোন বৃদ্ধিমান ব্যক্তি দেখা যায় না যিনি ল্লাও পুরুষের মধ্যে কর্ম বিষয়ে পার্থকা স্বীকার করেন। লোকালোক পর্বতের মত স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একথা মানিবার যুগ এখন আর নাই। আমাদের দামাজিক জীবনে স্ত্রী ও পুরুষ উত-য়েরই পরম্পর সহযোগিতার শান্তি ও হুথ নির্ভর করে। হুতরাং তাহাদের মধ্যে একটা ছুর্ভেছ্য প্রাচীর ব্যবধান করিলে সামাজিক জীবনে ক্রথ ও শান্তির পথে বিঘুই উৎপাদন করা হয়। বালক বালিকারা অল বয়সে, একতা খেলা-খুলা, পড়াগুলা করে ইহাতে কেহই বাধা দেয় না, ভখন তাহারা প্রকৃতির শিশু। আবার যখন তাহারা কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া বৌৰনে পদাৰ্পণ করে, তথনই বা কেন তাহায়া পূজনীয় গুরুর भाषमूल উপবেশন করিয়া জ্ঞানলান্ডের অধিকারী না হইবে? তরুণ তঙ্গণীগণ একত্র বিভাশিকালাভ করিবার মুযোগ পাইলে উভয় পক্ষেই পাঠের প্রতি প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়া থাকে, এবং ছাত্রগণের পক্ষে সংব্দ, শিষ্টতা, স্ত্রী জাতির প্রতি সম্ভ্রমভাব ইত্যাদি সদগুণসমূহ উদবৃদ্ধ হইয়া থাকে এবং শ্রীপুরুষ ভেদজনিত সঙ্কোচভাব বিদুরিত হয়। ইহার ফলে विश्व बिक 📲 धनाविल वक्षुष উভয়ের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া ধাকে. बदः निष्कि लाव विनष्ठे दत्र।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত : এই শিকা পদ্ধতির কার একটা দিক প্রশিধান বোগ্য। এই পদ্ধতি অমুসারে সন্মিলিত শিক্ষার প্রচলন হইলে ব্যর প্রভূত পশ্লিষাণে ক্ষিতে পারে; কেননা

বালক ও বালিকাগণের শিক্ষার জল্প পৃথক পৃথক অমুষ্ঠান না করিয়া একতা ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষার ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস করা যায়। ফুডরাং লৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, সর্ববিষয়েই এই শিক্ষা পদ্ধতির উপ-কারিতা পরিলক্ষিত হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের সর্বজ বর্তমানে ইয় প্রচলিত। আমাদের ভারত এখনও পশ্চাৎপদ। আমাদের দেশে व्यत्नक প্রাচীনপত্মী আছেন, যাঁহার। ইহার ঘোর বিরোধী, কিন্তু বস্তুত এরপ শিক্ষা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য হইনে দেখাইৰ, এ বিষয়ে মহাকৰি ভবভূতির ছুইখানি নাটক 'উত্তর রচিত," ও "মালতী মাধব'' প্রমাণ হল। মহাকবি ভবভূতি খৃঃ অষ্ট্রম শত। স্কীর প্রথম ভাগে কনৌজের রাজ। যশোধর্মদেবের সভার রাজকবি ছিলে। তথন হিন্দু সভ্যতার মাধাদিন; কবি তাঁহার নাটকের প্রস্তাবনায় নিজেকে বেদশাল্রে স্পণ্ডিত ও বেদমতামুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। হতরাং প্রাচীনপছাগণের তিনি আদর্শ স্থানীয় ৷ তাঁহার 'উত্তর চরিতে' দেখিতে পাই যে, 'আতেয়ী' নাম্মী জনৈকা তর্গী ছাত্রী বাশীকির আশ্রমে কুশ ও লবের সহপাঠী ছিলেন। তীক্ষ মেধা কুশ ও লবের সহিত একতা এক পাঠ প্রস্তুত করা তুরুহ বিধায় তিনি বাশ্মীকির স্বাল্স পরিত্যাগ পূর্বক দাকিণাত্যের অস্ত্র কোন বিভালয়ে অংগ্রনার্থ প্রধান করিতে উদ্ভাত হইয়াছেন। ঐ সময় কুশ ও লবের বয়স বাদশ বর্ষের অধিক। কেননা ক্ষত্রিয় কুমারগণের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন সম্পন্ন হওয়াই নিয়ম। ইহা হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, তৎকালে তরণ কুমার ও কুমারীগণ একতে, এক বিভালেরে, একই পাঠ সধ্যয়ন করিতেন।

আবার "মালতী মাধবে" দেখিতে পাই যে. "কামলকী" (ইনি নহিলা ছাত্রা, পরে পরিব্রাজিকা), নাটকের নারক মাধবের পিডা 'দেবরাত' এবং নায়িকা মালতীর পিতা 'ভুরিবম্ম ইহারা সংতীর্থ हिल्लन। এবং यে विक्रांनरत्र छैं। हात्रा अध्यक्षन कतिरछन मिथान वह তরণ ছাত্র ছাত্রী দেশের নানা প্রাপ্ত হইতে সমাগত হইয়া একত শিক্ষা লাভ করিছেন। একতা শিক্ষালাভ ও অবস্থান হেডু:এই তরণ ধ্য ছাত্রীগণের মধ্যে অনাবিল প্রীতি সংস্থাপিত হইত। ইহা ঐ নাটকের ঘটনা হইতেই অবগত হইতে পারা যায়। ঐ বিস্তালয়ে অবস্থান কালে 'দেবরাত' ও 'ভূরিবহু' তাঁহাদের মহিলাবন্ধ কামলকীর সমকে এই অতিজ্ঞা করিয়ছিলেন যে, তাহাদের পুত্র বা কল্পা হইলে পরম্পর বিবাহ नित्रा मधूत देववंदिक मध्यक व्यावक इटेरवन। এইक्राप निकार्शी क्रमात्र ও কুমারীগণের এক বিস্তালরে অধ্যয়ন ও তাহার কলে ভাহাবের মধ্যে পৰিত্ৰ সৌহাৰ্দ্দ পূৰ্বেকাক লাইকীয় কাহিনী হইতে অবগত হইতে পাৰ বার। মহাকবি ভবভূতি যথন তাহার ছইথানি নাটকেই এই স্থিতি শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন বে উহা তাঁহার সম্পূর্ণ অৰু-মোদিত ও অভিপ্ৰেত, তাহাতে অসুমাত্ৰ সঞ্জীই নাই। অতএব বৰ্ডমান কালে প্ৰাচীনপত্বী বেদামুবৰ্ত্তী মহাকৰির মত অনুবৰ্ত্তন ক্ষরিয়া এই স্মী চীৰ শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতা না করিয়া দেশের কল্যাণের এতি লগ 'वायस्त्राचार করত: ইহার প্রচলনের সহারতা করিবেন।

পৃথিবীর স্বর্ণের পরিমাণ—জ্ঞাতিসভেষর হিসাব
-জাতিসভা হইতে বর্ণ স্বাক্ষে বে ক্ষিটি গঠিত হইদাছিল, তাহার
ক্ষপ্রগা হিদাব করিয়া দেখিলাছেন বে, ১৯৩১ সনের শেষে পৃথিবীতে
নাট ১১৯৪ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ ছিল। উহার
ব্যা কোন্ স্থানে কত পরিমাণ স্বর্ণ আছে তাহা দেওয়া ইইল—
উরোপ ৫৮৬ কোটী ৪০ লক্ষ ডলার (ফ্রান্স ২৮৬ কোটী ৩০ লক্ষ)
লেও ও আরল্ভি ৫৯ কোটী ১, আফ্রিকা মহাদেশ ৭ কোটী ডলার,
ত্তর আমেরিকা ৪১৯ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার, দক্ষিণ আমেরিকা
ব কোটী ৩০ লক্ষ, এসিরা ৪৫ কোটী ডলার, অফ্রেলিরা ৫ কোটী
ত লক্ষ ডলার ও নিল্জিলাতি ২ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার।

সর্পবিষনাশের অভিনব উপায়:--নিশ্বাসের দহিত ময়ুরপুচেছর ধুম গ্রহণঃ—কিন্ধপ উপারে এক দাধ ার্পদপ্ত ব্যক্তিকে নিরামর করিয়াছিল তাহা দেখিবার জন্ম বছবাজি ামবেত হয়। রাম নামে এক বাজি মাঠে ঘাস কাটিতেছিল, এমন মেয় একটি প্ৰকাণ্ড কেউটে সাপ বাহির হইয়। তাহার পায়ে ংশন করে। মুহূর্ত পরেই লোকটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। নিক্টন্থ গ্রামের লোকজন ঐ স্থানে আসিয়া সর্পাহত লোকটিকে ঘরিয়া পাঁড়ায়। ঐ সময় হঠাৎ এক সাধু এরান্তা দিয়া যাইতে-ছিলেন। তিনি ভিড় দেখিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাদা করেন এবং াৰ গুনিয়া করেকটি ময়ুরপুচ্ছ আমানিয়া দিতে বলেন। স্মাগত লাকদিলের মধ্যে এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মধুরপুচ্ছ আনিয়া দেয়। াধু তাহার কলিকাম ময়ুরপুচ্ছগুলি টুক্রা টুক্রা করিয়া দিয় ভাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন এবং একজনকে উহার ধুম वर्गीहरू वास्त्रित नामात्राक्ष व मरश्र श्रविष्ठ कत्राहेश पिवां व क्या निर्फाण म्द्रन। अक राष्ट्रि डांहांत्र आरम्भानुयांत्री कार्या कतित्उ थात्क अवर াৰু অধাভাৰিক উপায়ে জ্ঞানশৃষ্ঠ ব্যক্তির খাদপ্রখাদ ক্রিয়ার সাহায্য ইরিতে আরম্ভ করেন। আশ্চর্যোর বিষয়, ধীরে ধীরে সর্পদপ্ত ব্যক্তি গ্রান্গাভ করিতে লাগিল। ঐ লোকটীর বেশ জ্ঞানস্কার হইলে সাধ্ গাঁহাকে ঐ সমূরপুচ্ছের ধুম নিখাদের সহিত গ্রহণ করিতে আদেশ <sup>দরেন।</sup> সর্পর্বস্ত ব্যক্তি এরণ করিলে কিরৎকণের মধ্যেই দে সম্পূর্ণরূপে ং হয়। অতঃপর সাধুটী চলিদা বাইবার পুর্বেষ বলিয়া পিয়াছেন যে মবিরাম বমি **ব্টতেচে দেখিলে ম্যুরপুচেছর পালক ভন্ম করিরা মধুর** <sup>iহিত</sup> তাহা পাৰ কৰিলে **উক্তরপ ৰ**মি ৰক্ত হইলা বার। জনতার সংখ্য <sup>দ্রেকজন</sup> সাহদী **শুস্তি স্প**টিকে খুলিয়া বাহির করিয়া মারিয়া

পারলোকে বিশিন্টপ্র—বংশী বুগের বিখ্যাত নেতা,

াখী, রাইবীর, সাহিত্যিক ও প্রথাসন্ত সংবাদশতাসেবী জীবুক বিশিষ্

কি পাল গত ৩ই জ্যেষ্ঠ প্রকাশ্যর ক্লারাহ ১টা ২৫ নিনিটের সমর কার্যায়

বালীগঞ্জ এভিনিউহিত খাসভবনে সহসা সন্ন্যাস-বোগে আকান্ত হইবা পরলোকগন্তন করিছাছেন। সৃত্যুকালে উন্থান্ত বহুক্রেম ৭০ বংশন হইমাছিল। তাহার স্বাস্থ্য নই হওলান করেক বংশন হইল তিনি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর এহণ করেন। অধুনা তিনি তাহার 'আক্রনিত' লিখিতে ব্যাপ্ত ছিলেল এবং উক্ত "আক্রনিতে"র ছইখণ্ড (১৯০৪ সাল পর্যান্ত) মাত্র সমাপ্ত হইমাছিল। গত বৃহ্বুক্লতিবার দিন অধিক রাত্রি পর্যান্ত তিনি কাল্ল করেন এবং নিগ্নমিতভাবে আহার্য্য-রহণের পর শন্ত্রন করেন। শুক্রবার প্রাত্তর্ভাবে সাহার্য্য করেল পর শন্ত্রন করেন। শুক্রবার প্রাত্তর্ভাবি করিল অবস্থার দেখিতে পার। ভাজারকে সংবাদ দেওলা হয়; কিন্তু কিছুতেই তাহার লুপ্ত চৈত্র করিবা আসিল না এবং অপরাহু ১টা ২০ মিনিটের সমন্য তিনি অন্তিমলোকে গমন করিবাছেন।

প্রলোকে লর্ড ইঞ্কেপ—"রোভার" নামক বন্ধরার উপর এও ইঞ্কেপ প্রলোক পমন করিয়াছেন। লির্ড ইঞ্কেপ প্রের্জি জার জেমদ লাইলী ম্যাকাক নামে পরিচিত ইলেন। তিনি ১৯১৯ গৃষ্টাব্দে লর্ড শেতার লাভ করিয়া লর্ড ইঞ্কেপ নামে পরিচিত ইন। তিনি ৮৯৯৯ গৃষ্টাব্দে লর্ড জাহাজ কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ঐ কো ধ্রানীর কেরাপীরপে তিনি ২২ বংসর বয়ঃক্রমকালে ভারতে আগমন করেন। ১৮১৯ গৃষ্টাব্দে তিনি বড্বুটাটের ব্যবছাপক সভার সরস্থা নিযুক্ত হন এবং ১৮১৭ হইতে ১৯১৯ গৃষ্টাব্দ পর্যান্ত ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সমস্থা ছিলেন। ইনি ব্রিটিশ গ্রব্দমেটের ব্যর বাহলোর প্রবল বিরোধী ছিলেন। ১৯২২ গৃষ্টাব্দে তিনি গেডিল কমিটার সদস্থা নিযুক্ত হন। প্রে ভারত গ্রব্দমেটের ব্যরদক্ষাত কমিটার সভাপতি হইরা আনেন। ১৯২৪ প্রীষ্টাব্দের কলা কাম্মারী তিনি ভাইকাউন্ট প্রেচাব লাভ করেন। মৃত্যুকালে ভার্য ৭৯ বংসর বয়ল হইয়াছিল।

বিলাতী কাপড় ও চিনি-কলিকাতার বাজারে
ক্রেতা নাই—'ষ্টের্নখান' পত্র নিবিতেছেন—গত সন্থাহে কলিকাতার বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা অসম্ভব রকম মলা ছিল। বর্ত্তমানে
নূতন মাল কিছু আদিতেছেনা। পুরাতদ মাল হইতে পাইকারী
ক্রেতাগণ মাত্র কিছু কিছু ক্রম করিয়াছে। সম্ভবতঃ এলভ বিলাতী
কাপড়ের দাম আরও কমাইরা দিতে হইবে। ভবিষ্যতে বিলাতী কাপডের বালার ভাল হইবে এই বিষয়ে পাইকার্বের কোন ভর্মা নাই।
তল্প্রভ তাহারা বুব সাবধানতার সহিত যে পরিমাণ লিনিব দৈনন্দিন
বালারে বিক্রম হর, সেই পরিমাণ ক্রম করিতেছে। যদি বল্ল ব্যবসারীদের
বিলাতী কাপড় বিক্রম হইবার পক্ষে আলা হৃত্তি করিবার ব্রভ্ত কোন
ব্যবহা করা না হর, তাহা হইকে বালার আরও সম্পূর্ণভাবে ব্রভ্ত কান
বাবহা করা না হর, তাহা হইকে বালার আরও সম্পূর্ণভাবে ব্রভ্ত কার
বাহারা বিলাতী প্রতা আনগানী করিবাছিল, ভাহারা অভি কটে ক্রি

মালু ক্রম্য করিবার কোন সভাবনা নাই। ক্রিড ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাপড় চোপড় বালারে বেশ বিক্রম কইতেছে এবং নুতন নুতন মালের ক্রম্ভ বোশাইমে ফরমাইস দেওয়া হইতেছে। গত সপ্তাহে বিলাতী চিনির বালারেও কোন পরিবর্তন হয় নাই। বালারে বিদেশী চিনি পুর কমই মজুল আছে। কিন্তু উহার চাহিদা পুর কম। বিলাতী চিনির ব্যক্ষায়ীগণ কমদরে চিনি বিক্রম করিতে প্রভাব করিতেছেন। কিন্তু ছাল দেখেও বালারে কেতার অভাব। গত বংসর কলিকাতার এই সপ্তাহে ২৭৩০০ বভাব এই সপ্তাহে মাক ৪৮০০০ বভা চিনি কলিকাতার মজ্ব আছে।

তুই জজে লড়াই—বিখ্যাত অবিবাহিত বিচারপতি মিঃ ম্যাককাতি আর এক নৃতন চাঞ্ল্যের স্ষষ্ট করিয়াছেন। তিনি আপীল আদালতের লর্ড জাষ্টিস ফ্রাটনের উপর "প্রকাশুভাবে" গালাগালি করিয়াছেন। মিঃ জাষ্টিদ মাাককাডি একটি মামলার বিচার করিতে যাইয়া নিম্নলিখিত মৰ্ম্মে মন্তব্য করেন :-- "যে সমন্ত সাক্ষ্য প্রদন্ত ছই-য়াছে, আমি যথারীতি দেগুলির নোট রাখিব এবং এমনও হইতে পারে स्व. এই মামলার উপর একটা আপীল হইবে। यनि আপীল হয়—এবং যদি দেই আপীল আদালতে লর্ড জাষ্টিদ জ্রাটন থাকেন, তবে, আমি আমার গৃহীত নোট উক্ত আদালতে পেশ করিব না। আমার ইচ্ছা এই যে, লর্ড জাষ্টিদ জ্বাটনকে লইয়া যেন উক্ত আদালত গঠিত না হয়। আমি কেন এই মন্তব্য করিলাম, যদি তাহার কোন কৈফিয়ৎ প্ররোজন হয়. তবে, পরে আমি তাহা দিব। বড়ই ছঃখের বিষয় লর্ড জাষ্টিস জ্ঞাটনকে আমি প্রকাশ্বভাবে এই তিরক্ষার করিতে বাধ্য হইলাম।" বিচারপতি মিঃ ম্যাককার্ডি কেন উচ্চতর আপীল আদালতের বিচারক ক্ষাটনের প্রতি এই প্রকার অন্তত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন তাহার কারণ হইতেছে "নববুগের হেলেনের" মামলা। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কয়েক দপ্তাহ পূর্বের ক্যাম্ত্রিজের মি: প্লেদ নামক এক ব্যক্তি ডা: দীয়ার্স নামক একজন ডাজারের বিরুদ্ধে তাঁহার (মি: গ্লেসের) ফুল্মরী পত্নীকে প্রশুদ্ধ করার অভিযোগে ক্ষতিপুরণের মামলা আনয়ন ক্রিরাছিলেন। আদালতে বর্ণিত ঘটনা হইতে জানা গায় যে, মিদেস প্লেদ এমন অপূর্ব্ব হন্দরী যে, উাহাকে 'নবযুগের হেলেন' আখ্যা দেওয়া इडेब्राहिन এवः छोः मोग्राम अक्षिन छेळ "र्टलन्त्र" हिकिएमा कतिएछ আদিরা উহার প্রেমে পড়িয়া যান। তদবধি মিদেস্ প্লেম ও ডাঃ সীয়ার্স বন্ধর মত রাত্রে বিহারের জন্ম বাহির হইতেন। কিন্তু মিদেস প্লেসের স্বামী ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামমা আনিলে বিচারপতি ম্যাককার্ডি এই বলিয়া ডাক্তারের পক্ষে রায় দেন যে, আধুনিক নারীগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহার। ইচ্ছামত সামীর গৃহ ত্যাগ করির। যাইতে পারে। এই রালের বিশ্বছে মিং প্লেস উচ্চতর আদালতে আপীল করেন। লর্ড क्षाहित क्कांग्रेन फेल्ड शतकत्र कथा श्वनित्रा श्रेनतात्र विवादत्त अन्य आदिन

ৰেন এবং আদেশ দান প্ৰসক্ষে তিনি বিচারপতি মি: ম্যাককাৰ্লি বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিরাছিলেন :-- "একটা সামাস্ত মানলাতে অসামান্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। কারণ, ডাক্তারের পক্ষের কৌতুলী মনে করিয়াছিলেন যে, মিসেদ্ প্লেদের সহিত প্রাচীন কালের ট্রু নগ রীর হেলেনের দাদৃশু আছে। 'যে স্থাদর মুখ সহস্র তরুণীকে স্মাদ ভাসাইরাছিল' তেমন কোন ভীষণ বুদ্ধ মিসেন্ প্লেসের দৌন্দর্গ; হইতে উদ্ভত হইতে পারে, এমন কথা আমি কল্পনাও করি না। ''গ্রীর সহিত স্থামীর বসবাসের সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে এবং যে ব্যক্তি বিনা কার্বে এই দাম্পত্য সম্বন্ধকে নষ্ট করে, তাহার বিরুদ্ধে অনায়াসে মামলা করা যাইতে পারে। "মি: জাষ্টিদ ম্যাককার্ডি এই মামলার বিচারকগণকে সমাজ ৰিজ্ঞানের কথা শ্বরণ করাইরা দিয়াছেন। কিন্তু আইনের ব্যাপারে সমাজ বিজ্ঞানের কথ। যত কম আলোচিত হয়, ততই আনি মঙ্গল বলিয়া মনে করি। যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ লইরা আলোচন করিতে হয়, তবে, তেমন বিচারকপণেরই তাহা কঃ৷ উচিত বাহাদের দাম্পতা সম্বন্ধের জ্ঞান কেবলমাত্র পুত্তকের গ্রেপার মধ্যেই সীমানদ নহে। "আমি দেখিয়া আশ্চর্যান্থিত হইলাম যে, যে ভদ্রলোক জ্ঞাকর কোন দিন ৰিবাহ করেন নাই, তিনি মহিলাদের কি প্রকার নীবীবন্ধ (অত্যারওয়েরার) পরা উচিত, তাহা লইয়া আলোচনা করিতেছেন? আপীল আদালতের জব্জের এই প্রকার মস্তব্যের পর মিঃ ম্যাককার্ডি যথন উক্ত মামলার পুনরায় বিচার করিতেছিলেন, তথন তিনি বিচারণতি ক্রাটনকে আক্রমণ করিয়া পূর্কোক্তরূপ তিরন্ধার করেন।

বাঙ্গলার ভূমি রাজস্ব—১৯৩০-৩১ রিপোর্ট--১৯৩০-৩১ দনে বাঙ্গলা সরকারের ভূমি রাজ্ঞ্ব বিভাগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে প্রকাশ বে, এই মন বাঙ্গালা দেশে মোট ১ লক ১ হাজার ১৬০টা ভূমি রাজ্ব প্রদানকারী জমিদারী ও তালুকদারী ছিল। উহার মধ্যে ৯০ ছাজার ৭৭৮টা চিরম্বারী বন্দোবন্তের আমলের, ৪৪৫২টী অস্থায়ী বন্দোবন্তের জামলের ২৯৬-টি খাসমহাল ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সম্পত্তি ছিল। ১৯২১ ৩০ সনে এই তিন প্রকার ভূসম্পত্তির মোট সংখ্যা চিল ১ লক্ষ ১ হাজার ২১ট। সম্পত্তি বাটোয়ারার ফলেই এবার সম্পত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনের বকেয়া রাজস্ব ৩৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯০২ টাকা ধরিয়া বর্তমান বংসরে সমস্ত জমিদার ও তালুকদারের কাতে ভূমি রাজৰ বাব্য গৰণমেণ্টের মোট ও কোটা ও৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৩৮ ট,কা পাওনা ছিল। উহার মধ্যে ২ কোটা ৭৮ লক্ষ ১৩ হাজার ২৪৭ টাকা অর্থাৎ মোট পাঞ্চ নার শতকরা ৮২। • টাকা আদার হইয়াছে। ১৯২৯-৩ - সালে শতকর ৯০ টাকারও উপর আদায় হইয়াছিল। দেশের আর্থিক দুরবছার লভুই अवात्र ज्ञानक मण्लेखित मालिक मतकाती क्रास्त्र विष्ठ शासन गारे। বিভিন্ন প্রকার ভূসম্পত্তির মধ্যে চিরস্থারী বন্দোবন্তের আমরেই, সুরী खित बक्त और वश्मदत भवनिमालित २ क्वाहि २० **मण १६ राष्ट्रीर**ी

টাকা ও অস্থায়ী বন্দোবত আমলের সম্পত্তির জন্ম ২১ লক ৎ হাজার ৭২৪ টাকা ও থাদমহালের এবং কোর্ট অব ওরার্ডদের জমিদারীর জস্ত মোট ৮৫ লক্ষ ৬২ হাজার ১৫৭ টাকা পাওলা ছিল। উহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কাছে পাওনার শতকরা ৯২॥• ভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছে পাওনার শতকরা ৮০॥ ভাগ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কাছে পাওনার শতকরা ৫৬ ভাগ আদায় হইয়াছে। এই হিদাব হইতে বুঝা যায় যে জুমিদারণৰ গ্রুণমেণ্টের কাছে দেয় খাজনার শতক্রা ১০ ভাগ পরিশোধ ক্রিতে বাধ্য হইলাছেন। অংপচ খাদমহালে পবর্ণমেণ্ট শৃতকরা ৫৬ 🖫 🎮 েবণী প্রজাদের কাছ হইতে আগার করিতে পারেন নাই। উহাতে জমিনারদের অবস্থা বেশ ভালরপে বুঝা যায়। এবারে বাঙ্গলা দেশে মোট ১৬১২২টী জমিদার বা তালুকদার সদর থাজনা দিতে পারেন নাই এবং উহার মধ্যে ১৪২২টি সম্পত্তি নীলাম হইয়া গিয়াছে। নিমে কে?ন জেলায় কতটা সম্পত্তি নীলাম **হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল—বৰ্দ্ধ**মান »•. বার্জুন, ৩৪, মেদিনীপুর ৪৩, হুগলী ৬৬; ২৪প্রগণা ১৫৩, নদীয়া ৪১, মূর্লিবাল ৩১, খলোহর ৪০, খুলনা ১০, ঢাকা ১৪৪, ময়মনসিংহ ৬৫, চটুগ্রায ৪৪৫, ত্রিপুরা ৪৪; মোয়াখালী ৯৬, রাজদাহী ৭, দিনাজপুর ১০, রংপর ৭, বগুড়া ১২, পাবনা ২২, মালদহ ১, এই দব দম্পত্তি নীলাম করিয়া গ্রণ্মেণ্ট প্রাপ্য রাজন্থের ২'৬ গুণ পাইয়াছেন। ১৯২৯ ৩০ লালে গ্ৰগমেণ্ট খাজনা আলায়ের জন্ত মোট ১৪ হাজার ৩ শত ৪৪টা সাটি ফিকেট জারী করেন কিন্তু এই সালে গবর্ণমেট ১ লক ২৫ হাজার ৫ শত ৫২টা সাটি किকেট জারী করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ছলেই নোটীশ জারীর পর এবং কোন কোন কোনে অস্থাবর সম্পত্তির জোক করিবার পর খাজনা আদার হইয়াছে। এই বংসরের প্রথমে মোট ২৪৫টা বাটোয়ারার মোকদমা নথিভুক্ত ছিল এবং এই বংসরে নূতন ২৪টা নোকল্মা রুজু হর উহার মধ্যে ৩৮টি নোকল্মা নিম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। রিপোর্টে গ্রব্দেন্ট জানাইয়াছেন যে দেশের সর্বত্ত জদিদার ও প্রজার गर्भ दर्ग मिहाफा वर्डमान । उदय वशक रे ज्यांत्मालदन करल श्रकारमञ् মধ্যে অনেকে বিলাভী সভা ব্যবহার করিতে বাধা পাওয়াতে তাহাদের ব্ৰাকাপড়ে লাভ কমিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় রাজা ও তাঁহার কুকুর—"ম্যাকেটার গার্ডিরান" পক্রের সম্পাদকীর প্রবন্ধে ভারতীয় দেশীর রাজারা বিলাতে গিয়া কি ভাবে প্রজার অর্থ অপব্যয় করেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হই-মাছে। উক্ত পত্র বর্গেন, ভারতের দেশীর রাজারা নিজেদের জক্ত বে সব রাজপ্রদাদ নির্দ্ধাণ করিতেছেন এবং এদেশে আসিরা বে ভাবে প্রজার অর্থের অপত্য করিতেছেন, ভাহা ভাবিলে বিক্ষিত হইতে হয়। উহাদের কাওকারথানা দেখিলে অবেক সমরে উহাদিগকে পাগল বলিয়া মনেই। এবানে একজন দেশীর রাজা কুকুরের জক্ত অন ভব রক্ম ব্রহ করিতেছেন। তাহার ৭ শত কুকুরে আছে। এই সব কুকুরের বফ্প ক্রির জক্ত বিক্র ভারতিছেন। তাহার ৭ শত কুকুর আছে। এই সব কুকুরের বফ্প ক্রির জক্ত বিক্র ভ্রার ভ্রার প্রতিহন্ধের ভ্রার ভ্রার বিশ্বর স্থাতি ২০টি কুকুরের ভ্রারের ভ্রার বিশ্বর স্থাতি ২০টি কুকুরের ভ্রারের ভ্রার বিশ্বর স্থাতি ২০টি কুকুরের ভ্রারের ভ্রার বিশ্বর স্থাবির প্রতিহন্ধের ভ্রার ভ্রার বিশ্বর স্থাবির প্রতিহন্ধের ভ্রার বিশ্বর স্থাবির প্রতিহন্ধের ভ্রার বিশ্বর স্থাবির প্রতিহন্ধির স্থাবির প্রতিহন্ধির স্থাবির স্থ

উপর একজন করিবা সন্দার ভূত্য আছে এবং সকলের উপর একজন পশু विकिश्मकरक कुछाएमत 'स्मनारतम' जारभ त्रांभा शहेगारह। क्क्तशिनारक যাহাতে মশা-মাছিতে কামডাইতে না পারে তজ্জ্ঞ প্রত্যেক কুকুরের উপর একটি করিয়া বৈদ্যাতিক পাধা ঘোরে এবং ভালমন্দ অমুসারে কোন কুকুরকে এনাথেলের বাদনে, কোনটাকে পিতলের বাদনে এবং কোনটাকে লোহার বাদনে থাইতে দেওরা হয়। যদি কোন কুকুর শারা যায় তবে উহাকে কবর দিয়া উহার উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হইরা পাকে। সময় সময় কুকুর-কুকুরীর বিবাহ দেওয়া হয় এবং কোন কোন বিবাহে কুকুরীকে ৫০ হাজার টাকার অলঙ্কার দেওয়া হয়। পত ১৯৩০ সালে একদিন ভীষণ গ্রম পড়ে। এইদিন একজন ইংরাজ উজ্জ দেশীয় রাজার সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া বলেন যে, ভন্নানক গরম পডিয়াছে। উক্ত ইংরাজ আশ! **ক**রিলাছিলেন যে, দেশীয় রাজাটি হয়ত তাঁহা**র জন্ত** একটা ঠাণ্ডা পানীয় আনাইয়া দিবেন। কিন্তু একথা শুনিয়াই উক্ত রাজা চমকিরা উঠেন এবং ঘণ্টা টিপিয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইর। আনেন। প্রধান মন্ত্রী উপস্থিত হইলে উক্ত দেশীর রাজা তাঁহাকে ইংরাজ ভদ্ৰলোকটিকে দেখাইয়া বলেন-এই ভদ্ৰলোকটি বলিতেছেন যে, আজ ভয়ানক গরম পডিয়াছে। আগনি এ**কটি স্পেণাল ট্রেণের বন্দোবন্ত** ক্রিয়া কালই কুকুরগুলিকে সমুক্ত ীরবর্তী কোন স্থানে লইরা যাইবেন। "মাংকেষ্টার গার্ডিয়ান" বলেন যে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই **আজকাল** এই ধরণের অমিতবায়ী রাজা-র!জ্ড়। আছে।

মণিপুর মহারাজের পুত্রের নিবেদন: -- স্থামি মণিপুর রাজ্যের এীগুক্ত মহারাজা কুলচন্দ্র ধবল দিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্দে মণিপুর যুদ্ধ হয়। তথন হইতে মণিপুর রাজ্য বৃটিশ প্রতিমেণ্টের এধীন হয়। আর ঞীমুত পিতা মহারাজকে চিরণিনের জক্ত আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। তথায় ০ তিন বৎসর রাপিয়া, তৎপরে ছাজারিবাগে মাদিক ৭৫ বৃত্তি দিয়া ২· বৎসর নজরবন্দাতে রাখা হয়। তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স ইত্যাণি কিছই দিতে হইত না। বৰ্তমানে তিনি শীশীরাধাকুতে (মথুরা) মাদিক ১০০~ টাকা বৃত্তিতে এখনও পর্যান্ত নজরবলীতে আছেন। এই দামাক্ত বৃত্তি দ্বারা তিনি কোনমতে এক বেলা থাইয়া দিনবাপন করিতেছেন। তাহার উপর আবার বার্ধিক ২৪ ্টাকা মিউনিসি-প্যালিটীর ট্যাক্স দিতে হয়। গবর্ণমেন্ট একজন ভূতপূর্ব স্বাধীন মছারাজাকে যে রকম বুতি দিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে ভিনি বে কত কট্টে আছেন, ভাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। ভাহার এখন ৮০ বংদর বয়দ; অত্যন্ত বৃদ্ধ ইইয়াছেন। গ্রপ্মেণ্ট এখনও তাহাকে ছাড়িয়া দেন নাই। এই জন্ত গ্ৰণমেটের নিকট প্রার্থন। করিরাছিলান, কিছুই হইল না। বৃদ্ধ পিতা, মাতার সেবা করা হেলেদের একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্ত অভাবের জল্প ভাহাও পারিলাস না। সহারাজার নিকটে থাকা ছুরে থাকুক, নিজেও পেটের দারে

পথের ভিশারী হইরা ছারে ছারে ভিকা করিরা বেডাইতেছি। আর আমারিগকেও ছেলে বেলার (৪ বংসর বর্মে) এইটো মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি দিলা ১০ বৎসর নজরবন্দীতে রাখিলা ১৯০০ **থ্রীষ্টাব্দে দেশে** ছাড়িরা দেওরা হয়। দেশে আসিরাও অর্থাভাবে বেধা পড়াও ভালমণে শিথিতে পাঞ্লিৰ না। তথন হইতে अधना भर्गास गवर्गाम की विकाद कम्म कि इहे प्रम नाहे। এहे নিমিত্ত প্ৰপ্নেটের নিকট সাহাযোর জন্ম তিনবার দর্থান্ত দিয়া প্রার্থনা করিরাছিলাম। কিন্তু তুর্জাগ্য বলতঃ আমার প্রার্থনা গ্রব্দেন্ট মপ্তার করিলেন না। আরু বর্তমান মণিপুরের মহারাজা এীযুত চড়াচান্দ সিংহ, সি. বি. ই. এর নিকটও একথানি দরণান্ত দিয়া জীবিকার জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি জবাব পর্যায় मिलान ना। विशिव (क्टेंटि आमारमञ **প্র**পুরুষ (স্বর্গার মহারাজা গরিব বেওয়াজ, ৺ মহারাজা শ্রামপাই দিংহ, ৺ মহারাজা ভাগ্য-<u>कल्ल मि:इ, ৺ महाताका शंकीत्र मि:१, ५ महाताक। क्लाकीर्</u>छ সিংহ, কে, সি. এদ, আই, মহারাজা শুরচন্দ্র সিংহ ও প্রীবৃত মহারাজা কুলচন্দ্রপ্রজ সিংহ) দারা প্রতিষ্ঠিত কিছ ষ্টেট হইতে কিছুই সাহায্য পাইলাম না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে. কেবল মরিলে আন্ধাে জন্ম মণিপুর ষ্টেট হই:ত ৩০০ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। তাহাও পরিবারের (প্রী পুত্র ইত্যাদি) জন্ম «নহে। কেবল নিজের জস্তা। গবর্ণমেণ্ট আমাদিপকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে চক্ষের জল নিবারণ করা যায় লা। মণিপুর রাজা ও রাজবাড়ী সব গিয়াছে। আর বাহিরের যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, অর্থাৎ কাছাড় ও এছটো যে সব জারগা ছিল, গ্রণ্মেট সমস্তই নিলাম করিয়া দিয়াছেন। আমাদের জন্ম কিছুই রাখিলেন না। কেবল রাখিয়াছেন ভিক্ষার পথ। আমাদিগকে मार्शार्या कता मृद्र थाकूक, थाकियात ज्ञान পर्यास्त मिलन ना । **ঘত্তমানে পা**ড়াৰ্গাৰে সামাজ্ঞ একটা বাঁশের কুটাৰে পরিবার লইয়া

কোন-তে একবেলা খাইলা দিন বাপন করিতেছি। এখন এমন পোচনীর ক্ষরহার পড়িলাছি বে, সংসার চালাইতে পারি না। বর্ত্তমানে তিনটি সেরে ও একটি ছেলে আছে, তাহাদিগতে পেট ভবিলা থাওলাইতেও ভরণপোবন করিতে পারি না। অধিক কি আর বলিব, ছইবেলা অল্লসংলান করিবার উপান্ন নাই। এক সমর বৃটিশ গবর্ণমেউকে আমরা যথেষ্ঠ সাহায্য করিরাছিলাম। অর্থাৎ বর্দ্ধার যুক্ষে এইটা, কালাড় ও নাগাহিলাস্ যুক্ষে যথেষ্ঠ সাহায্য করিরা করেল বিটিশ অফিনারের আনে বাঁচাইনাছিলাম। এই হতভাগ্য মহারাজকুমারকে সকলে জীবিকার জন্ম সাহায্য করিতে কুঠিত হইবেন না। অত এব আপনারা অনুগ্রহ করিলা নিমের ঠিকানার অর্থাই করিবা নিমের ঠিকানার অর্থাই করিবা নিমের টিকানার বাধিত করিবেন। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। প্রীটকেন্তা থবজ সিংহ। ঠিকানা মহারাজ কুমার টিকেন্তা থবজ সিংহ। ঠিকানা মহারাজ কুমার টিকেন্তা থবজ সিংহ।

প্রাদে শিক মুখ্লিম লীগের সিদ্ধান্তঃ ঃ— বিশিষ্ট হিন্দু
নাগরিকগণ স্বাক্ষরিত নির্দোক্ত মর্মের একখানা বিবৃতি প্রচারিত
হইরাছে। বাঙ্গলার সাম্প্রদায়িক সমস্ত্যার সমাধান বিষয়ে গত এপ্রিল
মানে বঙ্গলীর প্রাদেশিক মুদ্রিম লীগের বার্ষিক সাধারণ সভার গৃহীত
নির্দোক্ত প্রস্তাবটিকে আমরা সর্কাপেকা সন্তোবজনক ব্যবস্থা বনিরা
মনে করিয়া উহা সর্কান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছিঃ—(১)বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক
সভার ভবিষাৎ ভোটার নির্কাচন পূর্ণবয়লগণের ভোটাধিকারের ও
যুক্ত নির্কাচন ব্যবস্থার ভূতিপর ভিত্তি করিয়াই হইবে এবং ব্যবস্থাপক
সভার মুস্লমানদের জন্ত কোন আসন সংরক্ষিত থাকিবে না।
(৩) শীলের অভিমত এই যে, বাঙ্গলার সংখ্যাগরিষ্ঠ যে কোন
সম্প্রদায়ের জন্ত আসন সংরক্ষণ উক্ত বিশেষ সম্প্রদায়েরই স্বার্থের গণে
প্রতিকল হইবে।

শ্রীবণের পুষ্পপাত্রে বাহির হইতেছে শ্রীবৃদ্ধদেব বস্থর নারী-মনস্তব্যের আর একটা অভিনব গল্প ক্রিক্টী জীবলাই দেবশর্মার 'পুরাণী বাংলা' আপনাকে দেশের গত যুগ ও এ যুগের তুলনা-মূলক সমালোচনায় প্রবৃদ্ধ করিতেছে কি !



# কোম্পানার কাগজের মূল্য হ্রাস ও জীবন-বীমা কোম্পানার তহবিল

শ্রী সুধীন্দ্রলাল রায়, এম্-এ ( পুর্বাহুবৃত্তি )

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, গভর্নেন্ট দিকিউরিটির হুদ কন, স্বতরাং অক্তান্ত উপায়ে বীমা তহবিল লগ্নী করিয়া অধিক স্থাদ আয় করায় চেষ্টা করা উচিত। যদি দেশের শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেষার ধরিদ করা হয়, কিংবা তাহাদের প্রয়োজনের সময় টাকা ধার দেওয়া হয় তবে দেশের হিত্যাধন করা হয়। বিলাতে ইংরাজী কোম্পানী-গুলি এরূপ করিয়া থাকে, দে নজিরও ইখারা দিয়া থাকেন। কিন্তু একটা কথা তাঁহারা বলিতে ভূলিয়া বান কিংবা ইচ্ছা করিয়াই বলেন না। সে কথাটা এই যে, সে দেশে Public Utility Concerns কিংবা গভর্নেন্ট-পুষ্ট শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠানেই বীমার তহবিল লগ্নী কর। হয়। সাধারণ লিমিটেড কোম্পানীতে নহে। সাধারণ লিমিটেড কোম্পানী সে দেশেও অহরহ ফেল পড়িতেছে। বিখ্যাত জুগাচোর ফাটির সংবাদ সকলেই জানেন। ক্ষমার কির্মেপ কারবারগুলি তছনছ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে তাহা এখনও টাট্কা থবর।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ইংল্যাও বাধীন দেশ। লে দেশের প্রমালিয়কে পোষণ ও রক্ষা করিবার জন্ত সে দেশের রাষ্ট্রবল্পী নিয়ত মূর্ণুমান। ভারতবর্ধে প্রমালিয়-প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা দ্রের কথা, হবিধা পাইলে দেশীর প্রতিষ্ঠানগুলিয় আঁতে বা দিতে এখানকার বাট্র-যন্ত্রটী পরাজ্য নছে। স্বতরাং এদেশে পরের গচ্ছিত ধন লইয়া স্বদেশের সেবা করিবার প্রবৃথি পরিত্যাগ করিলেই স্বদেশী বীমা কোল্পানীগুলিঃ যথোচিত সেবা করা হইবে ও স্বদেশী বীমা কোল্পানীগুলিঃ যথোচিত সেবা করা হইবে ও স্বদেশী বীমা কোল্পানীগুলিঃ করিকে দৃচ্ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সত দেশহিতৈবণার পরিচয় দেওয়া হইবে। মনে পত্তে বসন্ত কুমার লাহিড়ী কারাগারে যাইবার প্রান্ধালে কঠিগড়াঃ দাঁড়াইয়া ক্ষোভ করিয়াছিল যে, সে তহবিল ভছ্তরপ করে নাই,—দেশ-সেবার প্রেরণায় দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানবে সাহায্য করিতে গিয়াই তাহার হগতি! কোনও কোনও বামার করিতে দিয়া করিতে দেশসেবা করিতেছেন ঘোষণা করিয়া দেশের লোকেঃ হাতভালি লইবার চেট্টা করেন। স্বথের বিষয় তাহার থাক্নও কাঠগড়ার বাহিরে আছেন। বাহিরেই তাহার থাক্ন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ব্যবসায়ের এই ছুর্নিনে অক্ত যে কোনও লগ্নীর ক্র।
আনায় হওয়া কঠিন। অনেক ক্লেক্তেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি
হুদ্দ দিতে সক্ষম নর। মনে রাখা দরকার দে; বাৎসবিব
হুদ্দি বীমা কোম্পানীর পক্ষে অবক্ত প্রাপ্য। "অনানায়ী
হুদ্দ" (unrealised interest) "ছুই লক্ষ টাকা" মার্কেশ্রের
কোঠার নিধিয়া বোনাস হোষণা করা চলিতে থারে বটে;

কিন্তু কোম্পানীর ভিত্তি যে শিপিল হইল, দে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে না। এমন কি, যাঁহারা ঐরপে ভ্যালুরেশান করান তাঁহাদেরও নহে। তবে তাঁহারা বোধ হয় ভাবেন—"After me, the deluge!"

কলিকাভার এক বিখ্যাত নর্ত্তকী মারা গেলে ছইজন লোক স্বামী পরিচয়ে তাহার সম্পত্তি দাবী করে। এই ছই ব্যক্তির একজন কলিকাতাবাসী ও অপর মান্তাজ অঞ্লের। কলিকাতার লোকটি স্বামীত্ব প্রমাণ করিবার জন্ম বিচারালয়ে যে সকল দলিল দাখিল করে, তন্মধ্যে একখানে রেছিনী থত ছিল! উক্ত নর্ত্তকী ঐ রেহিনী খতমূলে কলিকাতার কোনও এক বিরাট বীমা কোম্পা-নীর নিকট তিন লক্ষাধিক টাকা ধার লয়। তজ্জন্ত সে নিজের এক বাড়ী বন্ধক রাথে ও ঐ পুরুষটিকে নিজ স্বামী বর্ণনা করিয়। তাহারও একথানি বাড়ী একই খতে বন্ধক রাখা হয়। মোকদ্দমা যখন চলিতেছিল সেই সময় প্রকাশ পায় যে তথনও প্রায় ছুইলক্ষ টাকা ও স্থদ বাকী পড়িয়া त्रविद्याल्छ। ७५ देशहे नत्ह, अ श्रूक्षित्र वाफ़ी विनद्या त्य সম্পত্তি উক্ত খতে লেখা ছিল, সে বাড়ীতে ঐ পুরুষটির কোনও স্বন্ধ নাই। এইরূপ ধরণের লগ্নী কোম্পানী পরি-চালকদের নর্ত্তকীপ্রীতির পরিচয় দেয় বটে, কোম্পানীর প্রতি দরদের কোনও প্রমাণ দেয় না।

ঐ মোকর্দমার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত কোম্পানী বোনাস ঘোষণা করিয়া বাহবা লইয়াছেন। কে জানে ঐ জনাদায়ী স্থদ ও টাকা assetsএর কোঠার ফেলিয়া বোনাসের অন্ধ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে কি না। দেশের শ্রম-শিল্পের সাহাধ্যের নামে এই সবই তো চলিয়া থাকে।

বিলাতের কোম্পানীদের নজির দেখাইয়া আমাদের দেশের যে বীমা পরিচালকগণ গডর্গমেন্ট সিকিউরিটির বিহৃদ্ধে গলাবাজী করেন, বিলাতের সংবাদ দিয়াই দেখাইতে চাই যে গভর্গমেন্ট সিকিউরিটির মূল্য যে অফুপাতে কমিয়াছে, এই বাজারে অক্সান্ত লগ্নীর বাজারদর চদপেকা বহু অধিক অফুপাতে অংগাতি লাভ করিয়াছে।

বিলাতের The Bankers' Magazine কয়েক বংসর ধরিষা কতকগুলি লগীর বাজার মূল্য মালের পর মাস মুদ্রিত করিতেছেন। তাহা হইতে দেখা বায় যে ১৯৩০

সালের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৩১ সালের ১৬ই ডিসেম্ব পর্যান্ত গভর্মেন্ট সিকিউরিটির মূল্য কমিয়াছে শতকরা ৯:২। কিন্তু অনিশ্চিত হলের লগ্নীর (variable interest-bearing stocks ) মূল্য কমিয়াছে শতকরা ২০৫। ব্রিটাশ ও ভারতীয় সরকারী কাগজের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ৮৮ মাত্র। কিন্তু British Bank Shares কমিয়াছে ২০.৫% এবং British Railway Ordinary Stocks কমিয়াছে ৪৩%। অভএব পাঠকগণ বৃঞ্জিয়া দেখুন যে, ৭ বাজারে ভ্যালুয়েশান করিতে গেলে কে বেণী ঠকিবে - যাহারা গভর্মেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী করে না, যাহারা সাধারণ শেয়ার ও অক্সান্ত লগ্নীতে টাকা রাধে? আমানের দেশেও বিবিধ লিমিটেড কোম্পানীর অধনা বাজারদর আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে শেয়ারের বাজারদর শতকরা ৭৫ কমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বীমা কোম্পানীর তহবিল এইরূপ লগ্নী রাথিতে কে সাহস করিতে পারে ?

বিলাতের কোম্পানীগণ এ অবস্থায় কি করিতেছেন ! অনেকে—থেমন National Mutual (ইংলপ্তের)—এবার ভ্যালুয়েশনে করা একেবারেই স্থগিত রাখিয়াছেন। অনেকে ১৯৩১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের বাজারদর ধরিয়া ভ্যালুয়েশান করিয়া দেখিলেন বোনাস কমিয়া গেল। কিন্তু ১৯৩২ সালের ৩১শে জাহুয়ারীর বাজার মূল্য ধরিনে বোনাস কমিত না। অথচ তাঁহারা কম বোনাসই ঘোষণা ক্রিলেন, কেননা ভবিষ্যতের গর্ভে আরও কত বিজ্গন সাবধানতাই এখানে মকলজনক। আছে কে জানে ? ইহারা বলিভেছেন—"An office which contrives to maintain its bonus at such a time upon a high level of the previous occasion is more likely to arouse adverse comment than one which, recognising the conditions, boldly faces the position and reduces its rates accordingly." दर्न नी, "The point which eught not to be overlooked at the present time is the great uncertainty in regard to the future. While, since the close of 1981, there has been

welcome improvement in the market value of many gilt-edged stocks, it can not be said that the international causes so largely responsible for the crisis have been removed. Many of them have yet to be tackled, and what the position would be a year hence no one can say. Therefore it is more than usually necessary for a life office to adopt a very cautious policy in the matter of distribution of surplus at such a time."

বিলাতের কোম্পানীগণ এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন ক্রিয়াছেন। আমাদের দেশের যে সব নৃতন ও ক্ষ্ কেন্সোনীগণ বোনাস ঘোষণা করিবার জন্ম উদ্গ্রীব হইয়া উদ্যিছেন, তাঁহাদের পক্ষে এখন আশস্কাজনক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সংঘত হওয়া উচিত। এ বৎসরে ঘাঁহাদিগকে valuatian করাইতে হইবে তাঁহাদিগের উচিত দৃঢ়তম ভিত্তিতে তাহা সম্পাদন করান। তাহার ফলে যে উদ্ভ বাহির হইবে তাহা ভবিষ্যতের জন্ম রিজার্ভ টানিয়া লওয়াই ভাল। বোনাস দিতে পারাটাই বড় কার্তি নহে। ভবিষ্যতে পলিসির টাকা চুকাইবার ক্ষমতা অক্ষা রাখাটাই বীমা কোম্পানীর প্রথম কর্ত্তব্য!

আমরা শুনিয়। বিদ্মিত হইতেছি যে কলিকাতার কোনও এক জীবন বীমা কোম্পানী তাঁহাদের এজেন্টের মারফত সাধারণকে বলিতেছেন এবার বোনাদের বৃদ্ধি হইবে অতএব শীঘ্র বীমা করাও। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনেও দেখিতে পাই বড় বড় হরফে ছাপা আছে—"1932—a bonus year"। যেন মুর্গীহাটার দোকানদার চীৎকার করিতেছে—"চলে এদ থদ্দের লক্ষ্মী, বড় বোনাস, বেশী মুনাফা।" আমরা এই কোম্পানীর লগ্নীর ব্যাপার কিছু কিয়াছি এবং সেই জন্মই মনে করি যে, সত্য গোপন না করিয়া বিজ্ঞানসমত উপায়ে ভাগল্মেশান করিলে ইইারা বোনাস বৃদ্ধি করা দ্রের কথা প্র্কের বোনাসও দিতে সম্মর্থ নহেন। সেই কারণেই আমরা বিশ্বিত হইয়াছি।

বে সমন্ত কোম্পানী সম্পত্তি বন্ধক প্রতে টাকা ধার দেন, এ ধাবৎ ভালুদ্বেশানের সমন্ন তাঁহারা একটা বিষয়ের স্ববোগ গ্রহণ করিয়া আসিন্নাছেন—কিন্তু এ ইন্দিনে সে বিষয়ে তাঁহাদের সাবধানতা অবলঘন করা উচিত। সেটা এই যে, রৈছিনী খতের কোনও বাজারদর নাই। কাজেই রেছিনী খতের টাকাটা সম্পূর্ণ

assetsএর ঘরে জমা করা বার ও তাহাই এতদিন হইন্নাছে। ধরা যাউক. মি: মারদিয়া সাহেবের চা-বাগান বন্ধক শইয়া কোনও এক কল্লিড কোম্পানী তাঁহাকে ছয় লক্ষ টাকা ধার দিল—রেহিনী থত মূলে। এখন, রেহিনী থতের বাজার মূল্য নাই। কাজেই ভ্যাৰুয়েশানে সম্পত্তির কোঠায় এই ছয় লক্ষ টাকা ধরিয়া শুওয়া হইল। এদিকে "মারদিয়া" সাহেব টাকা দিতে অপারগ হওয়ায় বলিলেন-- "আমার বাগান বেচিয়া টাকা উন্মল কর।" বাগান বেচিতে গিয়া দেখা গেল, যে, অতিকণ্টে চারিলক টাকা মূল্য পাওয়া যায়। অতএব আমার সম্পত্তি হইতে হুই লক্ষ টাকা উপিয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্ৰে ভাালু-য়েশান করিবার সময় উক্ত ঋণের পরিমাণ assetsএর ঘরে ছয় লক্ষ টাকা ধরিলে আইনে আটকায় না বটে কিন্ধ সততায় বাধে। আমাদের এই কল্পিত বীমা কোম্পানীর পরিচালক যদি জ্ঞানী ও সদ্বৃদ্ধিযুক্ত হয়েন তবে valuation কালে উজ্জ রেহিনী থতের মূল্য ছই লক্ষ উপাইয়া দিবেন অর্থাৎ write down করিবেন। কিন্তু আইনে বাধে না বলিয়া এ দেশের বীমা পরিচালকগণ এরূপ সাব-ধানতা অবলম্বন করেন না। তাহা না করিয়া তাঁহারা পার পাইয়া যান এই জ্বন্ত যে, এ দেশের জনসাধারণ এ সব বিষয়ে কোনও সংবাদ জানিতে পারেন না এবং কোম্পানীর ভাইরেক্টার মহোদয়গণের এ সকল বিষয়ে প্রায়শ:ই কোনও জ্ঞান নাই।

যে সমন্ত ক্ষুত্র বা নৃতন কোম্পানী এ বংসর valuation করাইতে বাধ্য হইবেন, তাঁহাদের ভিরেক্টারমগুলী
ও পরিচালকগণকে আমরা কর্যোড়ে অফুরোধ করিতেছি
যে বোনাসের উদ্দেশ্যে ভ্যালুয়েশান না করিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যৎ ভিত্তি দৃঢ় করিতে যেন তাঁহারা তৎপর
হন। এবার শিথিল ভিত্তিতে valuation করিলে
ভবিষ্যতে কোম্পানী নিশ্চমই বিধ্বন্ত হইবে। Assets
সমূহের দাম ক্ষিবার সময় য্থাসন্তব কম ম্ল্যে ধরিয়া যেন
সম্পত্তির তান্ধদাদ ধরা হয়। বোনাসের মোহে অস্তথা
করিলে বিপদ অবশ্যন্তাবী।\*

<sup>\*</sup> এই প্ৰবন্ধের ইংরাজী অংশগুলি বিলাতের Insurance Record নামে মাসিকপত্রিকার Feb-March সংখ্যার প্রকাশিত ত্রীর্ক Murray Laing F. I. A., F. F. A লিখিত "The Security value of a Life Policy" নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করা হইরাছে।

# বিচিত্ৰা

### আলোচনা

# लक्षी हैन्मिएत्त्रम

লন্দীর ১৯৩১ এর বাগিক রিপোর্ট আলোচনার জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৫৫, ১৯, ১০০ টাকার পলিসি প্রদান করিয়াছেন, ইহার চাঁদার আয় ২, ৭৫, ৬৪৩—১৫-০ কোম্পানির বর্ত্তমান বর্ত্তর ১২, ১৪, ৪০৫-৪-১০। ইহার মধ্য হইতে ৫০,০০০ টাকা রিজার্ভফণ্ডে সঞ্চিত রাথিয়া ৬, ৭৪, ১০০০—১১-৪ টাকা বীমা তহবিলের প্রদান করিতে কর্তৃপক্ষ সক্ষম হইয়াছেন বীমা তহবিলের মোট পরিমাণ ২১, ৭৫, ৬৪৭,--- ৭-৩ হইয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে কোম্পানির ব্যয়ের হার ক্রমশঃ ক্মিয়া যাইতেছে— আলোচ্যবর্ষে প্রায় ৩২,২৬ হইয়াছে—ইহার পুর্বের বংসরে ৩৭ ৬ছিল। কোম্পানি লাহোরস্থিত হেড অপিসে নয়নাভি-রাম বৃহৎ বাটি নির্মাণ করিয়াছেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যে লন্ধীর সাফল্য আশাতীত হইয়াছে; কোম্পানির এই গৌরবের দিনে আমরা ইহার কর্ণধার, প্রাণস্বরূপ পণ্ডিত সৃষ্টান্মকে অভিনন্দিত করিতেছি-পণ্ডিতজীর আপ্রাণ চেষ্টায় কোম্পানি কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পুরোভাগে আসিয়াছে।

## ইক্টার্ণ জেনারেল

অল্প টাকার বীমাগ্রহণ করিবার জত ব্যন্তের ছাতার স্থায় অনেক কোম্পানিই আবিভূতি হইয়াছে দেখিতেছি— অক্ষম, বীমা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্ব পরিচালিত এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি অতি অল্প সমরের মধ্যে দুগু হইয়া দেশের সমূহ বিপদ করিবে। ৪৪ নং বাছড় বাগান

দ্বীটস্থ ইষ্টার্গ জেনারেল কোং অর টাকায় ৰীমা প্রদানু করিবার জম্ভ কার্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন। ই হাদের ম্যানেজিং এজেন্ট কলিকাতার প্রদিদ্ধ ব্যবসায়ী রায় সাহেব বি, এন, মুখাজ্জি এও সন্থা—ইহাদের স্থিতিগুলি বিজ্ঞান-সমত। বীমাকারীগণকেও ইহারা অনেক স্থযোগ ও স্থবিধা প্রদান করিতেছেন। স্থতরাং এইরূপ প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা সহজেই অস্থমেয়।

# লাইট-অফ্-এসিয়া

পরলোকগত স্থদেশ প্রেমিক রাজা শ্রীত্বোধচন্দ্র মিরিক মহাশয় কর্তৃক ১০১০ খুষ্টান্দে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হুইয়াছিল। বর্ত্তমান ভিরেক্টার বৃন্দের মধ্যেও কর্ম্ম প্রিম্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত আছেন। ১৯৩০ সালের বার্ষিক রিপোর্ট আমরা আলোচনার জন্ম প্রাপ্ত হুইয়াছি—কোম্পানির অনেক বিষয়ই সংস্কার করা হুইয়াছে কিন্তু এজন্ম বারের হার বৃদ্ধি পায় নাই পরস্ক অনেক কমিয়াছে —১৯৩০ সালে দাবীর টাকা ১৯২৯ অপেক্ষা অনেক কম হুইয়াছে এবং বর্ত্তমান পরিচালকবৃন্দ পূর্ব্ব বৎসরের দাবীর টাকা সম্বর পরিশোধ করিয়া স্থনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। কোম্পানির বর্ত্তমান দেকেটারী মিঃ এস্, দত্ত মহাশয় বীমাক্ষেত্রে স্থারিচিত —তিনি দূর দৃষ্টির সহিত কোম্পানির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন—আমরা আশা করি তাঁহার নেতৃত্বে কোম্পানি উত্তরোত্তর উন্নতির পর্বে অর্থাসর হুইয়া ভারতের বীমাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবে।

### বিচিত্ৰা

শ্ৰীবৈখনাথ বিখাস সম্পাদিত "বদেশ" প্ৰেই বৈ হইয়াছে—Indian Insurance journal নাকি ব**ছ গোলবোগ চলিয়াছে। হিন্দু মিউচালের** . গতাযু এ**জ্বেণ্টের পক্ষে ইহা হয়ত গৌরবন্ধনক হইতে** পারে কিন্তু অতঃপর ইহা নিয়মিত চলিবে তো ?

উপাসনার শিশু-হাদয় কবি-সম্পাদক দাবিত্রী প্রশন্ন
এই ব্যক্তির পালায় পড়িয়া আরব্য উপভাস বর্ণিত
"য়মোপরিবৃদ্ধের" ভায় খ্রিয়া অবশেষে কৌশলে বোঝা
বিমৃক্ত করিয়া খণ্ডির নিঃখাস ফেলিয়াছেন। 'উপাসনা'
ও বৈশাধ প্রভাতে আপনার আনন্দ উৎফুল্ল ভালি
লইয়া বাহিরে আসিয়াছে—বীমা-প্রসঙ্গের রচনাগুলি
অতীব, মনোরম ও কৌতুকহাস্ত-মিপ্রিত।

বীমা-পত্রিকাগুলি দল বা ব্যক্তি ও কোম্পানি
বিশেষের মুখপাত্র না হইয়া পড়িলে গৌরবে কার্য্যভার
বহন করিতে পারে। শ্রীযুক্ত রামচক্র আয়ার সম্পাদিত
"Indian Insurance" এ বিষয়ে নিরপেক্ষ আছেন
বলিয়া আমরা মনে করি। শ্রীযুক্ত আয়ার কোন দল বা
ব্যক্তি বিশেষের হত্তে পড়িয়া আপনার পত্রিকার আত্মমর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ক্ষ্ম করেন নাই সেই জন্ম আমরা
অতিশয় প্রীত।

## তাজ

#### শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

( ংমুনা-ব্রিঙ্গ টেশন হইতে প্রথম দর্শনে ) অদ্রে যম্নাতীরে ঐ শোভে তাজ ?— মমতাজ-পুরী ! এ কী শিল্প দিব্যুচকে হেরিলাম আজ

এ কী লোকোত্তর কাব্য তুলিছে ঝকার ?—
হবে মিশে লয় !
এ কী মধুচ্ছন্দা গীতি ? কোধা কাব্যকার ?—
কাগিছে বিশ্বয় !

नन्मन-भाधुती !

পানানে গঠিত জানি; কোথার পানান ?—
বেত পুলভার

তচ্চে গুচেছ সাজাইয়া কে দিয়াছে প্রান,

শানি' উপচার।

রেখা ও রঙের রূপে এ কী অপরূপ ?—

দিলো মোহাঞ্চন !
পুলক-রোমাঞ্চে জাগে প্রতি লোমকূপ

নিশ্চল নয়ন।

স্থনীল গগন-পট,—চাঁদ কোথা, কৈ !—
পার্যে গতিহীন !
নিমে তারি মর্ম্মরের স্মতি-সৌধ ঐ
তুলনাবিহীন !

থাকো পাস্থ! চেয়ে থাকো উন্মীলি' নয়ন সারা দিন রাড, নির্বাক বিশ্বয়ে শুধু করো হে চয়ন কল্প-পারিক্সাড!



শ্রীবিষ্ণু দাস

১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে—

শ্রীকালিকারঞ্জন কামুন গো এম-এর "মহারাণা প্রতাপ সিংহ" শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে কয়েকটি নৃতন সংবাদ আছে। প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। লেখক প্রবন্ধটির দিতীয় প্যারার প্রথম ভাগে বলিয়াছেন,—"বাহারা ভাবের প্রেরণায় প্রতাপ জয়ন্তীর षर्कान कतिया छाँशात श्री खंकाश्रीन श्रीन करतन, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাটক, উপতাস অথবা উপতাস-মূলক ইতিহাসের ভিতর দিয়া মহারাণা প্রতাপকে দেখিয়াছেন ইত্যাদি।" ইহাতে মনে হয়, প্ৰবন্ধটি সৰ্ব্ব-সাধারণের জন্ম লিখিত। কিন্তু ত্রভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে প্রবন্ধ-পাঠকের সংখ্যা অতি বিরল। মস্তিষ পরিচালনা অপেকা ভাবের স্রোতে মনকে ভাসাইয়া দিয়াই আমরা আরাম পাই। এতকাল কাবা, উপ্যাস, দৃশ্যকাব্য, গান প্রভৃতি প্রতাপসম্বন্ধীয় সকাল প্রকার কিম্বনন্তীকে যে ভাবে সত্য বলিয়া সর্মসাধারণ্যে উপস্থিত করিয়াছে, ভাহার প্রভাব যে এই একটা মাত্র প্রবন্ধে নষ্ট হইবে, তেমন আশা করা যায় না। আরও একটা कथी, याहाता शृक्षा करत, शृकारक निष्क मराजात जिभन्नहे প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৃথি পায় না, তাহাতে ধানিকটা কল্পনার রঙ চড়াইয়া তবে যেন স্বন্ধি। ভবিষ্যতে মহারাণা প্রতাপ সম্বন্ধে লেখকের নিকট হইতে আমাদের আরও অনেক কথা জানিবার আগ্রহ রহিল।

দিতীয় গল্লটি শ্রীভোলানাথ ঘোষের "শেষের পেয়া" পাঠে তৃথি পাওয়া গেল না। কুমারী বালিকা শৈলবালার প্রবাসী পিতার জন্ম প্রতীক্ষার পাঠকের মনকেও প্রতীক্ষার অধীর করিয়া তুলিবে কিন্তু গল্লটির উপসংহারের জন্তু। "শেষের থেয়া" নামটিরও কোন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রামের চিত্রটিও তেমন মনোক্ত নম্ব।

তৃতীর গল্প শ্রীবিভূতিভূবণ মুখোপাধ্যারের "শোকসংবাদ" পাঠে আনন্দ পাওরা গেল না। লেখকের আরও
আনেক গল পুর্বে প্রবাদীতে আমরা পাঠ করিবাছি।
সেগুলির তুলনার ইহা একটা নিক্ত রচনা। তবে শোকসংবাদ পাঠে—ছুর্জন বা পাওনালারের নির্মান্ত হুজাই
আভাবিক। আর, পাঠ করিতে করিতে বিরক্তি আদিনে
ব্যিতে হুইবে Interest নাই। মাত্র কিছুদিন পূর্বে এই
কলিকাতারই এক অঞ্চলে গল্পের মধ্যান্থিত ঘটনাটির প্রাধ

নম্ন তাহা শুনিরা আমরা ( অমুচ্চ কর্চে বলিতেছি ) একটু (মুজা) উপভোগ করিয়াছিলাম।

প্রাণ্ডীন রচনা। পদ্মীপ্রানের শৃদীপ গলটি মুদীর মতই
প্রাণ্ডীন রচনা। পদ্মীপ্রানের মৃদীর দোকান—ছোট
হইলেও বিজ্ঞানেশিলোপী সকল প্রকার সামগ্রীই তাহাতে
থাকে। জিনিবগুলি চোখে দেখিলে রস পাওয়া যায় না,
কিন্তু গল্প বলিবারকালে সেগুলি এক রসলোকের সামগ্রী
হইয়া উঠে। গল্পের প্রথম ভাগে এগুলির একটি দীর্ঘ
তালিকা ও শুক্ক বর্ণনা আছে। দোকান সাল্লাইতে কিছুই
বাদ পড়ে নাই। দোকানটি মাল-পত্রে ঠাসাঠাসি; একট্
আলোকও সেখানে প্রবেশ করে না। কিন্তু একটা
উপাদান বাদ রহিয়াছে—গন্ধ। আর, মুদীর অন্তর ও
বহিম্পী ছটি চোধ। অবশ্র উপসংহারে একট্ pathos
আছে।

তিনখানি রপ্তিন ছবির প্রথম থানি প্রীচৈতত্তবেব চটোপাধ্যারের "হুয়ারে"—ভারতীয় পক্ষতিতে আঁকা। এক কৃণান্ধী নারী, মুখমগুল, বিশেষ করিয়া ললাট ভারুণ্যের পরিবর্তে প্রোচুন্দের পরিচয় দেয়। আর ছ্যারে গাড়াইবার ভন্নীতে দেখিয়া মনে হয়, ছবিধানির নাম হওয়া উচিত ছিল "ভ্যারে ধাকা।"

দিতীয়খানি **শ্রীপৃৰ্**চক্স চক্রবর্ত্তীর "কীর্স্তন।" বেশ দাগিয়াছে।

তৃতীয় **ছবি ঐস্থাংও রা**ষের "গাছের তলায়" ম<del>স্প</del> লাগেনা।

১৩৩৯ সালের বৈশাখের বস্থমতীতে--

প্রীযুক্ত একেজনাও বন্দ্যোপাধ্যার বদীর নাট্যশালার ইতিহাস প্রবদ্ধে প্রাচীন "সংবাদপত্র ও অস্তান্ত বিবরণ হইতে বাদালা নাটকের ও নাট্যশালার ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিতেছেন। মূল্যবান্ (অমূল্য বলিব না) সন্দেহ নাই। পাঠকগণ ইহাতে একটা বিষয় হয়ত লক্ষ্য করিয়া বাক্তিবেন, নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার মূল্যে তবন লোকের মনে বার্মনার্থি ছিল্লা, হিল জননাধান্দ্র বাহতে "নির্ধান ব্রেশ পরিভ্রান্ত হ'ন ও শ্রাজা, ক্রিন্

শেউড় প্রভৃতি দ্বা উৎসবের দ্রীকরণ ঘটিয়া দেশে স্থনীতি ও সদ্শিকার বিভার হয়।" বস্ততঃ জাতির জীবনে রকালয়ের প্রভাবের গভীরতা সম্বন্ধে কাহারো মতকৈ থাকিতে পারে না; শিকা-বিভারের ইহাও একটা প্রধান ও স্থলর উনায়। বর্তমানকালে কলিকাভায় শেশাদারী ও সধের 'থিয়েটার' আছে; মফংস্লের ছোট ছোট সহরে ও গ্রামেও সথের 'থিয়েটারের' অভাব দেখা যায় না; সেগুলির অধিকাংশই নিক্পাদের ঘারা পরিচালিত। হুই চারিজন উলোগী ও অবস্থাবান্ সৌধীন লোকও যে তাহাদের মূলে থাকেন না, এমনও নয়। কিন্ত শিক্ষিত জন-সাধারণের সহিত যেন তাহাদের আন্তরিকতার অভাব দেখা যায় না। আর, এখালর উদ্দেশ্ত লোক-শিকা নয়। এমন কি, "থিয়েটার" কথাটিতেই লোকে আজকাল হনীতির আভাস পাইরা থাকে।

এ সংখ্যায় মাত্র চারটি ছোট গল্প পাঠ করা গেল। প্রথম গল্প লিখিয়াছেন শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)—নাম "প্রেমে বিপত্তি।"

নায়ক যৌবনে প্রধানা নায়িকা কুমারী স্থনন্দার সহিত পরিচিত হ'ন, স্থনন। তথন কিশোরী, নায়ক ছিলেন কেবল চেহারাতেই নয়, মনে-প্রাণে দেশী; আর নায়িকা তাঁহার "নব্য ভাবাপন্ন হিন্দু" পিতার প্রভাবে গঠিত হইনা উঠিতে ছিলেন নবাভাবে। অবশ্র আত্তকালকার দিনে বেশী। করিয়া দেশী হইতে যাওয়াটাও একটা নৰ্জাৰ: এই তুই ন্বীনের পরিচয়ের মধ্যে এই দৃষ্টির অসক্তির करण विद्याध वार्थ। किन्त विद्याधी हिन, वाहिद्यव । তই পরিবারের অন্দরমহলে ও নায়কের অন্তরক্ষেত্র मिनन-छेरमत्वत्र कथा-वाद्या । अ मामिश्राना शाहिरना हिनएछ-हिन। किन्त नांशरकत "(वनी-कतिश-(मनी" इहेरछ ষা ক্ষাটা পরিশেবে পাল-ফাঁসাইয়া, বার্ত্তা ভাতিয়া কুলনে मखरूको व्यानवन कविन ;— উভয়ের বিবাহ হইन ना। विवाह हरेग ना वर्ष, शूर्वजारभंत्र मखतमञ् मत्नव मत्था তাহা স্থাপুৰৎ রহিয়া গেল। নায়ক মান্ত-আক্সায় অপরাকে বিবাহ করিলেন, কিছ তাহাকে লাভ করিয়া ক্ণী হইতে गांकिन मा । मा-भावियांकर क्या । ध्राटक क्ला खनमा

প্রথম প্রণয়িনী, তাহার উপর বেজার স্থন্দরী ছিল। **আবার "বেশী-করিয়া-দেশী-স্বামীট্ট" তাঁহার "প্রাচীন** আন্বৰ্ণে আৰ্ম্প-বধ্, কৰ্মে অপ্ৰান্ত, লজ্জায় বেপথুমতী, পূজায় ভক্তিমতী, সংদারের লন্দী-স্বরূপা" "পদ্মীর কাছে যে প্রেমাভিনয় চাহিতেন, দে তাহা করিতে জানিত না,—'' কাজেই তুঃথ যে গভীর হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ? **८म्था याहेर**ङ्ह, ८४भी-कतिया-८मभी इहेया **आ**क्कान विवाहिक कीवान स्थी इहेवांत्र छेशां माहे। याहा इछेक. নায়ক শ্রীমান্ নিশীথের সহিত স্থনন্দার বছকাল পরে আবার একবার দেখা হয় গ্যায়—প্রেত্থোনী প্রাপ্ত হইয়া পিগুগ্রহণ করিবার কালে নয়—সশরীরে। এবং স্থনন্দার নিকট সে প্রেমও .নিবেদন করে। কিন্তু স্থননা তাহাকে প্রশ্রম দেয় না; কৌশলে তাহাকে বিবাহিত স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দেয় ও নিশীথ স্ত্রীকে "আবেগ ও আগ্রহে" ৰক্ষে টানিয়া লয়। ইহার পর আগর কিছুনাঘটিবারই কথা; বোধ হয়, ঘটেও নাই। গ্রুজের প্লটটি ভাল।

গ্যায় স্থনন্দা ও নিশীথের কথোপকথন কালে স্থনন্দা বলিল,—

"মিদ্ মেয়োর মাদার ইপ্ডিয়া পড়েছ, নিশীথদা ?" "পড়েছি, কেন ?"

"পড়ে কি তোমার সর্বাদ জলে ওঠে নি? \* \*
একটা জাতি কেমন কোরে এত তুর্বল হতে পারে,
বে এমন ঘূণ্য অপবাদ সব নির্ম্বিবাদে হজম কোরে
নিচ্ছে ?"

"কিন্তু মিদ মেয়ে। অনেক সত্য বলেছেন। \* \*"

"মুখের কথা কাড়িয়া সিংহীর তায় গ্রীবা বক্ত করিয়া শ্বনন্দা বলিল, "সত্য ? একে জুমি সত্য বল্তে চাও ? \*"
"কিন্তু কি করতে চাও তুমি ?"

"কি করতে চাই আমি? \* \* আমার মনে হয়,
সংকার চাই, আমাদের জাতীয় জীবনে যত সব গানি
প্রীভূত হয়েছে, তাদের সমূলে উৎপাটন করতে হবে।
দৈশ্য যথন থাকবে না, তথনই জাতি সামর্থ্য লাভ করবে।
তথনই স্বরাজ সাস্থে।"

্রতি উদ্ভিন্ন তাৎপর্ব্য বোঝা গেল না। লেখক কি প্রকারান্তরে অনুনদার মুখ দিয়া মিদ্ মেয়োর কথাগুলির

সত্যতা স্বীকার করাইয়া লইতে চাহেন? নত্বা সে
"পুঞ্জীভূত গ্লানি" দূর করিয়া "সংস্কার" চাহিবে কেন?

ইহার উত্তরে নিশীও বলিল, "না, ঐটে তোমার মন্ত ভূল। ও বাধা বুলির কোন মূল্য নেই। স্বাধীন জাতির জীবনধারা খেন তাজা নদী, জাপন প্রয়োজনে সে থাত্ কেটে উল্লাসে বসে যায়। আবর্জনা জম্ভে পায় না। পরাধীন যারা, তারা মরা নদীর মত। তাদের কোন আশা আছে কি ?"

ইহাও অবশ্য আর এক পক্ষের "বাঁধাবুলি।' কিঃ স্থানদা পরাধীন জাতিরও উন্নতির কথা বলিতেছিল। উত্তরটা অবাস্তর।

দিতীয় গল্পটি "লিটারারী কনফারেন্দ"—লিধিয়াছেন বাংলার প্রথাত Literator শ্রীন্দোরীক্রমোহন মুখোপাধ্যায়। গল্পটি বড় সরল। পাঠ করিয়া আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারি নাই। লেথক বরাবরই রসিক;—বক্ষ্যান গল্পটিতে তাঁহার স্বাভাবিক ভাঁড়ামীর পরিচয় দিয়া নামক কালীপদকে তিনি হাস্যাম্পদ ক্রিয়াছেন।

কাশীপদ লোকটা এইরূপ গল্পের মত মূল্যবান ( যাহার বিনিময়ে অর্থাগম হয় ) নাহিত্য-স্থ টি করে না, লেখে স্থুলের পাঠ্য পুস্তক। তবুও দে নিজেকে ভাবে সাহিত্যিক! তুদ্ধিৰ সন্দেহ নাই। তাহার প্রধান সহায় ছিল, উাল-গাঞ্টেক পাবলিশিং সিণ্ডিকেটের স্বত্তাধিকারী এমদন-গোপাল গক্ষোপাধ্যায়। পাব লিশারের রূপায় যেমন অনেক গ্রন্থকারের অন্ন-বস্তের সংস্থান ও পথে-বিপথে অসম্য কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়, কাশীপদরও তাহ' হই চ। এ কারণ সে মদনগোপালের প্রতি ক্বতজ্ঞ ছিল। আর গ্রন্থকারের স্কল্পে আবেরাহণ করিয়া যেমন বিস্তর পাব্লিশার সংসার দরিয়ায় পাড়ি জ্বমার, মদনগোপালও সেইরপ কাশীপদকে বাহনরণে নিজ ব্যবহারে লাগাইত এবং ভাহাকে একটু স্নেহও করিত। অতএব বুঝা যাইতেছে, উভারের স্বর্ हिन, नन्दर ७ व्यातनत मछ । इं हुणात धुक्रवात निर्हेतित কন্ফারেল হয়। একই মনোবুত্তির ক্রেরে পড়িরা উভরে কন্ফারেন্সে গিয়া উঠে এবং ক্র্কারেক বেব इट्टल अमनत्राशान हुँ हु इस अनिष अनिष वश्र नानविश्वा वाव्य शृह मानभादनक अधिक

কাশীপদও রহিয়া য়য় । কাশীপদ লোকটা ছিল বিপদ্ধীক ।
একটু বয়সও হইয়াছিল । বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, প্রেটিড়তা
বটেই । কিন্তু সাহিত্যিক, অ-সাহিত্যিক সকল শ্রেণীর
মধ্যেই তুই চারজন তরুপ-প্রেটি আছে অর্থাৎ যে কাঁটাল
পাকিয়াও ইলেড়ত্ব ছাড় না । কাশীপদও হইয়া উঠিয়াছিল তেমনি তাহার ম্থভরা গোঁক-দাড়ি; মাথার
মধ্যত্বলে ক্র্ম্ম "বিড়ের" আকারে একটু টাকও ছিল কিনা
ঠিক ব্রা য়য় না । বোধ হয় ছিল । আর ঘরে ছিল
একটা ছেলে ও মেয়ে। ছেলেটি ম্যাট্রক পাশ করিয়াছিল । মেয়েটি পড়িত কি গান গাহিত লেথকই
জানেন।

লালৰিহারীবাবুর গৃহে ছেলে-পুলের হাঙ্গাম ছিল না। অত প্রদা ভোগ করিতেছিলেন কেবল তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও খালক-পুত্রী "তরুণী, কিশোরী," মলিনা। রাখিবেন, "তরুণী, কিশোবী।" উকীলবাবুর আবাস-গুহুখানি অতি প্রকাণ্ড ও স্থুসজ্জিত। এই ছই অতিথি বেশ স্থাপ্ত সেখানে কালকর্ত্তন করিতেছিল; কিন্তু গোল বাধাইল, কাশীপদ। "তরুণী, কিশোরী" ও "রূপের শিখা" মলিনাকে দেখিয়া তাহার মনে প্রেম দেখা দিল। বশতঃ লালবিহারী বাবুর স্ত্রী কাশীপদকে কিঞ্চিৎ স্নেহ ক্রিতেন। কাশীপদ জাঁহার নিকট মলিনাকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলে। লালবিহারী বাবুর স্ত্রীও তাহা মঞুর করিতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু মলিনা তো কথাট। ওনিয়া অবধি কাঁদিয়া কাটিয়া সারা। এমন কি ভাবিয়া ভাবিষা বেচারা দিনকয়েকের মধ্যেই ভকাইয়া গেল। হয়ত ্ৰেষ অবধি মলিনার সহিত এই বিপদ্মীক, ভক্ল-গ্রোট কাশীপদর বিবাহও হইত; ফলে মলিনার জীবনে হংথের অন্ত থাকিত না। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিল, লাল-বিহারীবাবুর ভাগিনেয় স্থাবে। সে অবশ্র নব্য ছোকর।। পাঠক ভাৰিতেচেন হয়ত মলিনাকে বিবাহ করিয়া? তাহা নয়, কাশীপদকে clown সাজাইয়া, সে কাশীপদর দাড়ি-গোফ কামাইয়া দিয়া তক্ষণ সাজাইল; গৰ্জন গাওয়া-ইল হাস্তাম্পদ ও উন্মাদ প্রতিপন্ন করিল।

গলটে এইখানেই শেষ হইরাছে। তাই তেমন ছুর্থি পাওরা গেল না। আমাদের মনে হর, "তরুদ্ধী, কিশোরী" মলিনা রাণীকে দিয়া তাহার স্থচাক টাকে গুটি কয়েক চাঁটি মারিয়া পরিশেষে গাঢ় গঁদের আঠা দিয়া তাহার উপর একখণ্ড কাগজের ভাপ্পী সাঁটিয়া—"বিপত্নীকের আর বিবাহ করা উচিত নয়"—কথা কয়টি লিখিয়া দিলে শোভা ও সন্দেশ তুই-ই হইত।

ভনিলাম, আমাদের ভূতনাথ ত্রিপাঠি জাকোবাদা হইতে অন্তর্গ একটা গল্প পাঠাইয়াছে; নাম "সাহিত্যের অক্টোপাস।" ছাপা হইবার পূর্ব্বে তাহা একবার পড়িয়া দেখিবার কৌত্হল ছিল। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় এই অমূল্য (ইহার বিনিময়ে সে মূল্য পাইবে না ) পাণ্ড্লিপিখানি কোথায় যে সরাইয়া রাখিয়াছেন, তিনিই জানেন। গোপনে অফিসের সমস্ত দপ্তর ঘাটিয়াছি, তব্ও পাই নাই। একপ সতর্কতার কারণও ব্যক্তিলাম না। তবে শোনা গেল, রৌদ্রের প্রকোপ কমিলে পূম্পপাত্রের পাঠক-পাঠিকাগণকে তিনি সেটি উপহার দিবেন বলিয়া মন্ত্র্বর্যাছেন।

তৃতীয় গল্প শ্রেদ্ধেনাথ বহুর "পুরস্কার"—খাসা হইয়াছে।

আর চতুর্থ গল্প "পান-প্রতিদান"—লেখক জ্রীচাকচন্দ্র বন্যোপাধ্যায়—বিদেশী গল্প।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি দেখা গেল, তিছ্নইশানি।
প্রথম ছবি, শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহের "বেলা যে পড়ে এল।
জলকে চল।" রবীক্রনাথ দেশে ফিরিয়াছেন। এই ছবি
ও তাঁহার কবিতা মিলাইয়া দেখিয়া তিনি পরম খুনী হইবা
বস্মতীর রসবোধের তারিফ করিবেন, সন্দেহ নাই।

দিতীয় ও তৃতীয় ছবি ভাল লাগে নাই।

আর দেখা গেল, জহরলাল, আনসারী ও মহাত্মা গান্ধীর একবর্ণ ছবি। শুনিয়াছিলাম, এই সকল মহাপ্রাণ দেশনায়কগণের ছবি ছাপা নিষিত্ধ হইরাছে। কথাটা ভবে সত্যা নয় ?

১০০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ধে—
প্রথম গরাট লিখিয়াছেন শীরবীজ্ঞলাল রার বি-এস লি।
নাম—"স্তী"। প্রাটির ভাৎপর্য্য,—লোকে ক্ল-বধ্য

শত্তরে সে সতী নাও হইতে পারে। অতএব—? কিন্ত লেশক ঠিক কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হংগাছেন বুঝা সেল না।

গল্লটি বেশ অ্থপাঠ্য; ভাষা ঝব্বরে। লেথকের বলিবার ভলী অভি সরল। আর বেধানে ভিনি তরুণী বৌদি অনীভা ও যুবক দেবর নিশীধের মধ্যে প্রেমাভিনয় ঘটাইয়াছেন, সেধানটি বার বার পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়। কেননা, এমন রস জীবনে বা গল্লে সচরাচর ঘটিতে পায় না। রোমানের প্রভি মাহবের আন্তরিক লোভ। কিন্তু আমাদের দেশের জল-বায়ুর গুণে তাহা অভি বিরল হইমাছিল। অধুনা বিলাতীর প্রভাবে এই থেদ দ্র করি-বার যেন অ্যোগ গঠিত হইমা উঠিতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িল এবং "প্রবাসীর" পুষ্ঠাতেও যেন তাহা পাঠ করিয়াছি, যে, যে-সকল চিত্র ও রচনায় মনের বৈক্লব্য ঘটায় অর্থাৎ যেগুলির নৈতিক স্বাস্থাহানির কারণ হইয়া উঠে তাহার প্রসার জন্ম একটী সভ্য গঠিত ও প্রভাব নষ্ট করিবার হইয়াছে। ইহারা কি ভাবে কাজ করিবেন ব্ঝিলাম কয়েক গণ্যমাক্ত ব্যক্তির না: তবে দেশের জন माम मिविषा मत्न इरेशारह, अकृष्ठी "अवत" किছू इरेरव। ভারভবর্ষ সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাত্বও তাঁচাদের অক্সতম। বন্ধতঃ স্থনীতির থবরদারীতে যে বালের পাক হয়, তাহা সকল সময় কেমন এবং রসম্রষ্টাকে কুমীতির কোন কোন স্ত্রগুলি অরণ রাখিয়া রসস্টি করিতে হইবে ও তাহা আদৌ সম্ভবপর কি ন। ইত্যাদি कथा वर्राता आमारमव आलाहा नम् । मन हिमारव শামাস কারণেও তাহার বৈক্ষব। ঘটা সম্ভব। আর, ভাভার ভারীত কাল কম বা বেশীও হইতে পারে। কোন শিল্পীই হয়ত চাহেন না, সমাজে বা আতির জীবনে निष्ठिक चारशात शांनि घर्षेक। त्वभी कथा कि ! अवर त्रवीखनाथ किहूकामशृत्स "त्वाशात्यान" त्राना कतिया-ছেন ভোছার মধ্যে দেবর ও জ্যেষ্ঠ প্রাভুজারার ক্রিয়া-कनोराभन रव किंक चारक, जाना वकामान नक्तिक निनीध-অভিনাত্মকত হার মানার। কিছ বাবীজনাথ বে হুনীতি

প্রচার করিতেছেন, এ কলম্ব তাঁহার শক্ষণক্ষ হইতেও কেই দিবেন না। এখন আমাদের জিল্পান্ত এই, বে, বক্ষামান গল্লাট কোন্ পর্যারেরা জনীভার নিশীধ-অভিসার সকলের বিশেষ করিলা স্থনীতি সজ্জের যে ক্ষতিস্বত হইবে না, তাহা বলাই বাছলা। অক্ততঃ আমরা ইহার পক্ষণাতী নহি;—না দেওমাই উচিত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ধ সম্পাদক এটিকে তাঁহার কাগজে মুক্তিত করাঃ একটা কথা আমাদের মনে হর, বে, সজ্বটির ভিত্তি দৃঢ় নয় এবং উহার সহিত সকল সভ্যেরই যে আন্তরিক বোগ আছে, তাহাও নয়। আমাদের এ বিচিত্র দেশ। বজা গলা বাজাইলা সভান্থল প্রকম্পিত করেন, ঘরে আসিদে ভাহাকে আর চেনা যার না; স্কটবিহারী হইলা পড়েন ললিতযোহন। চমকটা নামে ও "কামে" ত্রিকেই।

ষিতীয় গল আ ক: শ্রীসত্যরপ্তন সেন এম-এ ই:

শুধের কথা"। মন্দ নয়; কেবল "ম্ধের কথায়" বীণা
তাহার দ্র সম্পর্কীয়া ভল্লী উষার সহিত তাহার স্বামীর
বিবাহ দিয়া "বোন্ সতীনের" খেদ মিটাইল। অবশ্য
এই সঙ্গে আর একটা প্রবেশ ঘটনারও সমাবেশ স্বাছে।

তৃতীয়টি শ্রীগৃর্জ্জটী অধিকারীর "যাযাবর"—একবানি
চিত্র। পরিকার-পরিচ্ছন্ন, মার্জ্জিত, নিখুঁৎ ও জীবন্ধ।
জামাদের পাঠকগণের মধ্যে রচনাটি কেহ পাঠ না করিয়
থাকিলে তাঁহাকে পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। রল
পাইবেন।

এক বায়াবর বলিতেছেন—"বাংলা পরিভাষা নিবে সাহিত্যিকদের প্রস্ববাধা উপস্থিত হয়েছে।" যদি এই সন্ধিকণে তিনি গুটি কথেক ধাত্রী কইয়া উাহাকের স্তিবা-গারের হারে বিয়া উপস্থিত হয়েন তো ভদ্রকোকদের বর্দ উপকার হয়। বাংলা ভাষাও বাঁচে, ভিনিও ছ'পম্লা করিয়া লইডে পারেন।

চতুৰ্থ গৰা জীবেয়া তিৰায়ী দেবীর "মধাস্থানে (?)" বেশ লাগিয়াছে।

এ সংখ্যার রঙিন্ ছবি দেখা গেল চারখানি। বিভীব শ্রীরসিকলাল পারিকের "ডিক্স্"—ফ্স্পর লাগিনাই। ফুডীর ছবি শ্রীপ্রভাত নিরোগীর চাবার বাড়ী"—ভাবের ব্যশ্বনার বেশ।



## श्रद्धाटक विशि**मण्ड** :-

বাংলার ভাগ্যাকাশ হইতে একটা জ্যোতিকের অন্তর্ধান ঘটিয়াছে। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র বাংশীযুগের বীর-নেতা। ভাহার জালাময়ী ভাষায় বাংলার তথা ভারতের নতন ইতিহাস অ্ফ হয়। কর্মী বিপিনচক্র বাগ্মীভায় মুরেন্দ্র নাথের শিষ্য হইলেও বাংলা বক্তভায় ভাঁহাকে অনেক পশ্চাতে রাশিয়া দিয়াছিলেন, ইংরেজী বক্ততাতেও সমান ধরণের ছিলেন। অরবিদ্দের সহচর হইলেও মৌলিকতা কোনদিনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ধর্মে বান্ধ হইলেও উত্তর জীবনে তিনি বৈষণৰ ধর্ম গ্রহণ করিয়া উহার প্রচার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশপুজা দেশবন্ধ তাঁহার অমুচর ও ভক্ত ছিলেন। 'নারায়ণ' কাগজে বিপিন্দক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচার করেন। বর্ত্তমান বাংলা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তিনিই প্ৰথম বাংলা ভাষায় বক্ততা প্রদান করিবার পথ প্রাদর্শন করেন। ডিনিই বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক গবেবণা ও দর্শন শাল্প লিপিবদ্ধ করেন। ভবিষাৎ ইতিহাসে ভাঁহার নাম নানাখানে উজ্জন ভাবে খোদিত शंकित ।

### পরলোকে মহেজনাথ গুপ্ত :-

শ্রীপ্রামকৃষ্ণ কথামৃত রচয়িতাও ৭৮ বংসর বয়সে
দেহ রক্ষা করিয়াছেন। যথন সমস্ত দেশ নাত্তিকতায়
ভরিয়া পিয়াছিল ভখন নরেন দক্ত ও মহেজ্ঞানার ওপ্ত
ভগবান শ্রীপ্রীয়ামকৃষ্ণ মেহের শিব্যাথ প্রহণ করিয়া ওাঁহার
বৈজ্ঞানক হিন্দুধর্ম প্রচার করিবার ভার প্রহণ করেন।
মহাত্মা নরেন দক্ত নিমেকানক্ষ নাম প্রহণ করিয়া অমূর
আমেরিকায় ওাঁহার প্রকর করি প্রচার করেন। শ্রীম

কথিতের মহেন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীকে ভগবানের অম্ল্য বাণী জীবস্ত করিয়া উপহার দেন। যে কারণে লুক, মাথু প্রভৃতি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরম্মরণীয় ইইয়া আছেন, ইহারও তাহাই থাকা উচিত। শ্রীম কথিতের লেখক ভাষা সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাংলাকে এক মহৎ দান করিয়া গিয়াছেন।

## ক্ষেডারল্ ফাইনাল কমিটা

ফেডারল ফাইনান্স কমিটা ও ফেডারল ইকচার কমিটা, উভয় কমিটার রিপোর্টই বাহির হইয়া পেল। কোন রিপোর্ট পড়িয়াই আমরা স্থপী হইতে পারিলাম না। ফাইনান্স কমিটী নৃতন কর বসাইবার জক্ত প্রাণপুণ চেষ্টা করিয়া অৰশেষে তামাক ও দেশলাইএর উপর নতন ট্যাক্স বসাইবার প্রামর্শ প্রদান করি**রাছেন।** তামা<del>ক</del> ও দেশলাই এই তুইটাই আমাদের নুতন কুটার শিল। বিভিন্ন কাৰখানাগুলিতে কত 'বেকান' অন্নের সংস্থান করিয়া শইতেছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। (मनी (मननाहे क्रमनः कर्नावाय हहेत्रा छिठिएक । अहे অবস্থায় এই তুইটা শিল্পের উপর নৃত্য কর স্থাপন করিলে वाश्मात विस्मय क्रिक हरेरन, वह क्थाने स्व स्कन আমাদের নেতৃগণ ভাল করিয়া ব্রিভে পারিভেছেল না তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কাঁচা ভাষাকের আতংগ্রনিছে साठ मुलात छेलत कत शालन कता हहेरद अहेकल क्षेत्राव করা হইতেছে। এইরণ করিলে কাঁচা ভাষাকের ফুল্য বৃত্তি অবভাজাৰী এবং তাহা হইলে বিভি প্ৰভৃতির লাম नुष्कि औथ रूरेरन । ज्यन निराम रूरेहरू जागक जन मुख्यान निशारतके कि असार्थ कार्जिंग स्ट्रांव मा १ वंश्राजा शक्कितः अकरत अभन कृतिशास्त्र छाहांस निकार

দেখিয়া থাকিবেন যে তথাকার পাহাড়ীরা অল্প ম্লোর
সিগারেট কিরুপ ভীষণ মাত্রায় ব্যবহার করে। বিড়ির
প্রচলন তথায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।
নৃতন কর বসাইয়া তামাকের দাম অস্বাভাবিকরপে
বাড়াইয়া দিলে আমাদের বিড়ি ক্থনই ঐ সমন্ত অল্প
ম্লোর সিগারেটের সহিত প্রতিশ্বভিতা করিতে সক্ষম
হুইবে না।

তাহার পর দেশলাইএর কথা ব্যাপকভাবে ধরিলে একথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে এই নৃতন শিল্পটার মন্তকে নৃতন কর স্থাপন করিলে, আতুড়ে শিশু হত্যার স্থার, অতি শৈশবাবস্থায় ইহার বিনাশ সাধন করা হইবে। স্থইডেন প্রভৃতির দেশলাই শিল্প বিরাট কারখানায় প্রস্তুত হইয়া বিরাট সভ্য কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দেশলাই; প্রস্তুত করিবার কাঠ ও তথায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের সম্মুজাত এই শিল্পটা কুটার শিল্প বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ইহার পিছনে কোন প্রকার অর্থবল বা সভ্য নাই। ভীষণ অধ্যবসায় বলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আপনার পণ্যক্ষেত্র রচনা করিয়া লইভেছে। এই অবস্থায় এই শিল্পটার উপর ট্যাল্প বসাইলে উহার হুর্গতি যে কি হইবে তাহা কি আরু বলিতে হইবে।

আয় বৃদ্ধিই যদি সরকারের প্রকৃত লক্ষ্য হয় তাহ।

হইলে এই সমস্ত শিল্পের উপর ট্যাক্স বসানর সহিত

বিদেশ হইতে আগত দেশলাই ও সিগারেটের উপর
যে কর ধার্য্য আছে তাহার উপর এই নৃতন করের

মাত্রাটাও যোগ করিয়া দিতে হয়, নতুব। আয় বৃদ্ধি ত

হইবে না বরং আমাদের তৃইটা ম্ল্যবান শিল্প নই হইয়া

যাইবে। তাহা করিলেও জনসাধারণের এই কর বৃদ্ধিতে

বিশেষ অস্থবিধাই হইবে।

ফাইনান্স ক্রমিটা বাংলার জন্ত একটু বিশেষ বন্দোবন্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রতাবিত ব্যবস্থায় মৌলিকত্ব কিছুই নাই। গত বারের মেষ্টন ব্যবস্থার বিক্লজে আন্দোলন করিবার সমন্ত জনসাধারণ যে সমন্ত নৃত্তন উপায়ের ইলিত করিয়াছিল তাহারই তুই একটা কার্য্যে পরিণত করিবার একটু আগ্রহ প্রকাশ কর

হইয়াছে মাত্র। গতবারেও একটা নির্দিষ্ট মাত্রার উপব আয়কর প্রদেশকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে বলা হইয়াছিল কিছ ছঃখের বিষয় যে সেই নিৰ্দিষ্ট মাতা কথনও হয় নাই। তাহার কারণ মেষ্টন সাহেব যথন তাঁহার ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, তথন ভারতের তথ সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য ভীষণ উদ্ধান বহিয়া মাইতেছিল। কাজেই মেষ্ট্রন সাত্তব আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা যে নিদি মাত্রা নির্দেশ করিয়া দিলেন তাহা অল্লদিনের মধ্যেট আ'সিয়া পড়িবে। কিন্তু মামুষের সব আশাই ভগবান পূর্ণ করেন না। অচিরেই ব্যবসা-বাণিজ্যে ভীষণ হরবছ। দেখা দিল। কোম্পানীর পর কোম্পানী উঠিয়া ঘাইতে লাগিল। কাজেই মেটন নির্দেশ আবুহোসেনী বল্লই রহিয়া যায়। আয়কর প্রদেশগুলিকে বণ্টন করিয়া দিলে বাংলার ঘাট্তি পূর্ণ হয় না। অনেকেই বলেন ইহার কারণ বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বেহার ও যুক্ত-প্রদেশেও অনেকন্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত আছে:। চির-ষ্ঠায়ী বন্দোবস্তের উপর সমস্ত বাংলার সামাজিক ভিডি সংস্থাপিত। কাজেই নেহাৎ 'ভবঘুরের' মত গাঁহার এইরপ মত প্রকাশ করেন তাঁহারা তাঁহাদের অ্নেকটা অজ্ঞতাই প্রকাশিত করিয়া থাকেন। আসল ক্থা বাংলা ও বোম্বাই শিল্প-প্রধান প্রদেশ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা আবার সমস্ত ভারতের প্রধান পণ্য-ক্ষেত্র। কাল্টেই আয়করটা বাংলার নিজম্ব হওয়া উচিত। সুরুকারকে সাহায্য করিবার জন্ম প্রাদেশিক contribution ব্যবস্থা অন্তান্ত প্রদেশগুলির পক্ষে প্রযোজ্য হইলেও বাংলায় তাহা একেবারেই অস্বাভাবিক। য়খন নৃতন শাসন-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইবে তথন নেতাগণকে এই विषयंगे नहेया এक्ট्र नाष्ठां कार्यवाद क्रम अपूरतां করিতেছি।

# ফেডারল ষ্টাক্চার কমিটা

লোধিয়ান কমিটা বা ষ্ট্রাকচ্যর কমিটার রিণোর্টে অনেকেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাক ক্ষবাধিক গণ বলেন বে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় প্রাকেশিক ক্ষমী সীমাংসা উহার নিরীকরণীয় বিষয়ত্তিক ব্যানি নিৰ্দ্ধারিত না করিয়া দেওয়ায় উহার সিদ্ধান্ত লইয়া কোন ফলোদয়ই হইবে না। এই কমিটা জনমাত্রকেই ভোট দিবার ব্যবস্থা না করিলেও, সাধারণের ভোট দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধির স্থপারিশ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া আন্দিত হইলাম যে বাংলা সরকার হইতে Group representation বা যৌপ ভোটদান করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অন্তত প্রস্তাব এই বিংশ শতাব্দীতে বাস্তবিক্ই গ্রাস্তজনক। প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক সরকারই লোখিয়ান কমিটীর সহিত একমত হইয়া ভোটার সংখ্যা কিরূপে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় ভাহার এক একটা তালিকা निश्राट्डन। वांश्नात मन्नकात्रहे थानि योथ ट्यांगिधिकात्र প্রস্থাব তৃলিয়া বর্ত্তমানের ক্ষমতাও ব্রাস করিয়া অভি-জাতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এইরপ করিবার একমাত্র কারণ মন্টাণ্ড শাসন ल्यानी वारनाम वार्थ इहेमारह। এवर উटा वार्थ इहेमारह বলিয়াই কভকগুলি দায়িত্ব জ্ঞানহীন ব্যক্তি অমুমান করেন যে অভিজাতদের হত্তে শাসন প্রণালী রাখিয়া দিলেই বাংলার শাসনদণ্ড অপ্রতিহত থাকিবে। একথা সত্য যে নতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া হইতে বর্তমান সময় পর্যান্ত বাঁহারা বাংলার শাসন পরিষদে বসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তু'একজন ব্যতীত সকলেই অভিজাত। এই অভিজ্ঞাত শাসিত বন্ধ নৃতন বিধানে সারা ভারতের অক্তাক্ত প্রদেশের সকলেরই পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। নতন বিধানের সাহায্যে নুতন ব্যবস্থা করিতে গেলে স্নাতনী অভিজাত তাহার ধারক ও বাহক ইইলে অধংপতনই ঘটে, ইহাই পুথিবীর ইতিহাসের সার সভ্য। আমরা নৃতন কর্মীকে নৃতন আদর্শে নৃতন শাসনপ্রণালী bानाहेटफ **एमिटफ हा**हि। काटकहे अञ्चल स्थेथ निर्स्ताहन চালাইলে বাংলার স্থনাম বাভিবে না।

৩৩ লক ভোটার হইতে ভোটার সংখ্যা ৪ কোটা দীড়াইলে ভোট সংগ্রহে মুখিল হইবে কিনা প্রাম উঠিতে পারে কিছ ভোট সংগ্রহে খানিকটা মুখিল হইলেও জন-সাধারণ বুঝিতে পারিবে বেল জাহালেরই এক ভাহালেরই মধ-মুখিথার জন্ত উহা খালিত হওয়া উচিত। এখনকার ব্যবন্ধা অন্থায়ী শুধু রায়ং ও জমিদারই ভোট দিবার
অধিকারী। মজুরদের জন্ম সরকার কর্তৃক মনোনীত
সদস্য থাকিলেও তাহাদের ভোটাধিকার নাই বলিলেও
চলে। রমণীগণকে কোন কোন প্রদেশে ভোট দিবার
অধিকার দিলেও উক্ত প্রথায় এখনও ব্যাপকতা বা
আন্তরিকতা দেখা দেয় নাই। ছোট ব্যবসাদার ও গৃহস্থ
এই কল-কারখানার দিনে প্রাচীন সনাতনী ব্যবস্থা চলিবে
কেন ? জমিদার রায়ং ছাড়াও অন্যান্ত শ্রেণীর অন্তিত্ব
স্থান্তর না করিলে যে সমাজে বিজ্ঞাহ উপস্থিত হইবে।
স্থান্তর বিষয় যে লোথিয়ান কমিটা এই সার সত্যাট
উপলব্ধি করিয়া বাংলা সরকার কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাব
নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

# মিউনিসিপ্যাল বিল :-

গত মে মালে প্রায় পনের দিন ধরিয়া দার্জ্জিলিং শৈল-শিখরে বন্ধীয় মিউনিসিপাল বিলের সিলেক্ট কমিটীর অধিবেশন বসিয়াছিল। আমরা প্রথমে গুনিয়াছিলাম যে উক্ত অধিবেশীনের ফলাফল সম্প্রতি সাধারণকে জানান হইবে না। তাহার পর দেখা গেল যে দিনের পর দিন উহার কার্য্য বিবরণী প্রায় সমন্ত দৈনিক গুলিতেই প্রকাশ হইতে থাকে। কাজেই প্রস্তাবিত বিষয়গুলি সাধারণের স্মালে:চনার বস্ত হইয়া দাড়ায়। স্বায়ত্ত-শাদনের মন্ত্রী মহাশয় এইজন্যই অনেকটা বিব্ৰত হইয়া স্বয়ং একটা বিবৃতি এনোসিংয়টেড্প্রেস মারফং প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই ব্যাপারটা এখন সাধারণের সম্পত্তি হইয়া দীড়াইয়াছে। ১৯২২ সালে স্বর্গীয় স্তর স্থরেক্তনাথ এই বিলটা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি পুনর্বার নির্বাচিত হইয়া মন্ত্রী হইতে পারিলে সেই সময়েই বিশটী পাশ হইয়া ঘাইত। কিন্তু বিলটীতে অনেক অদল-বদল করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রস্তাবিত বিলে কমিশনারের সমস্ত ক্ষমতা রহিত করিয়া মন্ত্রীর উপর ভাবং ভার অপ্রণ করিবার প্রান্তাবই যে খুব জেমোকাটিক ভাহা নয়। মন্ত্ৰী যদি সরকারী মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ প্ৰাদেশিক স্বায়ন্ত্ৰ শাসন পাইলেও ৰদি বৰ্তমান व्यवहात्र विस्मय पतिवर्शन ना हम छत्व मन्नी महानम्

মিউনিসিপ্যালিটিগুলির একমাত্র ভাগ্য-নিমন্তা হইলেই কারণ ঘটাবে? জনপ্রিয়ভার এমন কি পৃথিবীর সভ্যদেশ সমূহে যে সমস্ত মিউনিসিপালিটী আছে ভাহার৷ আপনাদের আভ্যস্তরিক ব্যপারে একেবারে স্বাধীন। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ অর্থ ও পরামর্শ দিয়া ভাহাদিগকে সাহায্য করেন মাত্র। এই জন্তই লর্ড মেয়র জনপূজ্য, অনেক সময়ে তাঁহার নগরীতে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান প্রধান মন্ত্রীর সম্মানকেও ছাপাইয়া চলে। এই আদর্শেই চালিত হইয়া শুর স্থরেন্দ্রনাথ কলিকাতা করপোরেশনকে বাংলার স্বকারের দপ্তর্থানা হইতে মুক্ত করিয়া দেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে এই ব্যবস্থাই হয়ত সর্ব্বত্র প্রচলিত হইত। প্রস্তাবিত বিলে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই আনন্দ সংবাদ। যাহাতে সমস্ত নাগরিকই ভোটার হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মিউনিসি-পালিটী গুলির আয় বৃদ্ধি করিবার দ্বন্ত তাহাাদগকে টেড লাইসেন্স দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে একটু মুদ্ধিল হই:ব না কি। এক একটী জেলায় একই ইনসিওরেন্স বা ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর অনেকগুলি শাখা উক্ত জেলার মধ্যে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন মিউনিসিপালিটীর এলাকায় অবস্থিত হইলে তাহাদিগকে নুতন আইন অমুধামী প্রশ্যেক স্থলেই ট্রেড লাংসেন্স দিতে হইবে हेहार जाहारमत जीवन पर्थशनि हहेरत । विनाम स्थन আইন-পরিষ্ণের সন্মুখে আদিবে তথন সম্প্রস্থা যেন এই বিষয়ে একটু মনোনিবেশ করেন।

# ইউরোপ ও আমেরিকা

ইউরোপ ও আমেরিকা একটা মীমাংসার মধ্যে আসিতে পারিল না। অন্ত-নিয়ন্ত্রণের জন্ম বতগুলি অধি-বেশন হইলে জাতীয় স্বার্থ লইয়া জাতিবৃন্দ পরস্পর বিব্রত হইয়া পড়ায় তাহা একেবারে বার্থ হইয়া গেল। লুসেনে Reparation লইয়া অনেকগুলি বৈঠক বদিয়াছিল, উহাতেও (कान कलानत इहेल ना। आत्मतिका अथन म्लाहें विनिधी দিতেছে যে সে ইউরোপের নিকট তাহার ঋণ কড়া ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইবে। ফ্রান্স বর্ত্তমান জান্মানির অবস্থা त्मिथत्रा जीवन जीज रहेशा পि प्राट्य विभार मत्न रहा।

স্প্রতি 'নাৰী' গণের আবির্ভাবের সহিত জার্থানিতে একদল ফ্যাসিষ্ট দেখা দিয়াছে। তাহারা মুনলিনীর আদর্শে অন্নপ্রাণিত হইয়া তথায় Dictatorship বা একজনের একাধিপত্য ঘোষণা করিয়াছে। রাশিয়া ও ক্রমশঃ সবল হইয়া উঠিতেছে। বলকানের অবস্থা ভীষণ তথায় যে সমস্ত অৰ্থ নিয়োজিত হইয়াছে উহা হইতে কোন প্রকার লাভ আশা করা যাইতে পারিতেছে না ৷ 'নাজী' শাণিত জার্মানি যদি এখনি বলিয়া বলে যে সে আর ক্ষতিপুরণ দিতে পারিবে না তাহা ইইলে ফ্রান্সকে নিশ্চয়ই আমেরিকার নিকট নত জাতু হইয়া সমর-ঋণের রেহাই ভিক্ষা করিতে হইবে। কতকটা এই উদেশে বাস্ত হইয়া ফ্রান্স আমেরিকাকে বেশ স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়া দিয়াছে যে জার্মানি ফ্রান্সকে ক্ষতিপুরণ না দিলে ফ্রাব্সও আমেরিকাকে দিতে পারিবে না। ব্যাপারটা যে অবশেষে এইরুণ অবস্থায় আসিধা দীড়াইবে তাহা আমরা পূর্বেই আভাষ দিয়া আসিয়াছি। আর্থিক বিপ্লবে পৃথিবী কম্পায়মান, ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে যদি সত্যই মনাস্তর হয় তাহা **इहेरन** छेहात रम कि कन हहेरन **छाहा हिन्छा क**तिरङ्ध

# ক্রাসের প্রেসিডেন্ট হতা

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করা লইয়া পৃথিবীর তাবং সভ্য সমাজই বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন। ক্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইতিপূর্ব্বেও নিহত হইয়াছেন-সে তাঁহার স্বদেশ বাদীর হত্তে। এবারকার ইতিহাস ন্তন-একজন রাসিয়ান তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, বে হেতু ফ্রান্স রাশিয়ায় বর্তুমানে প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকারকে সাহাধ্য করিয় আসিতেছিলেন, কথাটা পরিষ্কার করিতে সেঁলে একটু পুরাতন ইতিহাস পুনরালোচনা করিতে হয়। লেলিন ষ্টুসকি শাসিত রাশিয়ান সরকার রাশিয়ায় **কমিউনিজ**ম স্থাপন করিলে কতকগুলি মধ্যবিত্ত ও অভিনাত ক্লাস ব তুরত্বে পলাইরা আসিরা আশ্রহ গ্রহণ করেন ? জীহাতে দহিত প্রচুর অর্থ ছিল। কামাল তুরত্ব দুতন পালী প্রচলন করিলে বলশেভিকবের ভূতির বিভ নিৰ্বাসিত বাশিয়ানগণকে দেশ হইতে বিভান্তিত শ্ৰী टमंत । काट्यर कान छ विटमंबकः भाषी विकास 5**6** 

নিৰ্বাসিতদের প্ৰধান কাশ্ৰয়ত্বল ও কৰ্মকেত্ৰ হইয়া দাড়ায়। ভারের শাসনকালে ভাহাদের যে পদ-মর্ব্যাদা ও অর্থবল চিল ইহারা ভাহা কখনই বিশ্বত হইতে না পারায়, বল-শেভিকদের হর্মল করিবার জন্ম পৃথিবীর সভ্যাদেশগুলিতে প্রচারক পাঠায়। ইউরোপের তাবৎ সরকারই এতদিন ইচাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি জেনেভার রাশিয়ায় সরকারের স্থান হওয়ার তাহার আন্ত-জাতিক অস্পুখতা দুরীভূত হইয়া যাইতেছে। এই দল এই জন্মই বিশে উদ্বেগযুক্ত হইয়া উঠায়, ইউরোপে ঘাহাতে আবার সমরানল প্রজ্জলিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার ক্ষা তোড জোর করিতেছে। হত্যাকারী ভাবিয়াছিল যে প্রেদিডেণ্টকে হত্যা করিলে নুতন নির্বাচনকালে এমন একজন সাম্রাজ্যাবাদী প্রেসিডেন্ট হইবেন যিনি কমিউনিষ্ট রাশিয়াকে পদদলিত করিবেন। হত্যা সংসাধিত হইল, কিন্তু জাতির মনোভাব পারবর্ত্তন করা সহজ নহে। নতন নির্ব্যাচনে সমগ্র ফরাসী জাতি এই দলের উপর বিজাতীয় মুণ। প্রদর্শন করিয়াছে।

### জার্মানীর শাসন:-

হয় নাই। সম্প্রতি ধবর আসিয়াছে যে তথায় একাধিপত্য বা Dictatorship ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই শুরুতর। জার্মাণ রাজনৈতিকগণ এখন ধনিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে দেশশাসন করিতেছেন। দেশের শ্রমিকগণ সর্ব্ধপ্রকার স্থা-খাচ্ছন্সভাকে জন্মের মত বিস্ক্রিন দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কালেই শৃথ্যলার জন্ম Oordinance দরকার। একাধিপত্য তাহারই নিদর্শন। এইরপ করিলে কভদিন চলিবে?

## কাউন্সিল কি ভাঙ্গিবে P

বাংনার শাসন-পরিষদের সদস্যগণ আশা করিয়াছিলেন যে সিমলা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই স্যর জন এগুরসন বর্তমান কাউন্সিল ভালিয়া দেওরা হইবে কি উহার পরমায় বৃদ্ধি করা হইবে সে সম্বদ্ধে সরকার পক্ষের মন্তব্য বোষণা করিয়া দিবেন। ক্রমশং অনেকদিনই অভিবাহিত হইল বদেশর কোনত্রপই মন্তব্য প্রকাশ করিভেছেন না দেখিয়া অনেকেই একটি বিচলিত ইইনা উঠিয়াছেন। আমানের মনে হয় কাউন্সিলের প্রমায় বুদ্ধি ক্রা হইবে কিনা এই বিষয় লইয়া ভারত সরকারের সহিত ভারত সচিবের আইনতঃ আইন পরিষদের শলাপরামর্শ চলিতেছে। কার্য্যকাল সরকার পক্ষ এক বংসরের অধিককাল রঞ্জি ক্রিতে পারেন না। ১৯৩৪ সালের প্রারম্ভেই যদি নব বিধান অমুঘায়ী নৃত্য শাস্য প্রণালী প্রভিষ্টিত ২য় তাহা হইলে বাংলার আইন পরিষদের পর্যায় এক বৎসর বুদ্ধি করিয়া ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে নির্বাচন করাইলে চলিতে পারে। কিন্তু নতন সংস্কার আইন ঘড়ির কাঁটার মত ঠিক এক বংসরের মধ্যেই পালামেন্ট কর্ত্তক বিধিবদ্ধ হইয়া ঘাইবে এমন কোন দক্ষত কারণ আছে कि ? टेश्नटखंत अञ्चनितीकत्ता, टेकनिंगिक कन-ফারেন্স, অটোয়া কনফারেন্স ইত্যাদি বড় বড় আওজাতিক সম্সা। দিন দিন ভীষণাকার ধারণ করিতেছে। তাই যদি ভারত সংস্কার আইন ১৯৩৪ সালের মধ্যেই কার্যে। পরিণত করিতে না পার। যায় তাহ। হইলে বর্তমান আইন পরি-ষদের একবৎসর পরমায় বৃদ্ধি করিয়। দিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমানে জুন মানি উহার পরমায় ফুরাইয়। গেলেই নুতন নির্বাচন আহবান করাই যুক্তি সঙ্গত। তবে যদিনুতন সংস্থার আইন ১৯৩৩ সালের শেষাশেষি বিধিবদ্ধ হয় ভাগ হইলে এই কয়েক মাদের জন্ম নৃতন নির্বাচন আহবান করা যুক্তি যুক্ত নহে। এই সমস্যার জন্তই বোধ হয় সরকার পক নির্বাক। তবে এই জুন মাদের শেষ স্থাহ নাগাত সরকার পক্ষের অভিমত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে।

# আগামী শাসন-সংসার ৷

নৃতন ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইলে উহ। বাধ্যকরী হইবে কিনা এই বিষয় লইয়া অনেকেই নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। বাহারা ভারতের প্রকৃত হিতৈষী নহেন তাঁহারা অবশু সকলেই বলিতেছেন যে নৃতন বিধিতে ভারতকে অনেকটা ধ্বংসের ম্থেই ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। ভাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে বাঁহারা ভারতে নৃতন বিধি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে চাহেন ভারতে নৃতন বিধি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে চাহেন

মধ্যপদ্বীকে नहेशा এই শাসন প্রণালী কার্য্যকরী করিবার চেন্টা করিবেন। তাঁহারা অফুমান করেন মালব্যজী, তেজ বাহাত্ব সাঞ্জ, মিদেস নাইডু ইত্যাদিকে নৃতন সংস্কারের সমর্থক করিয়া লইডে পারিলেই মহাআজী তুর্কল হইয়া পড়িবেন। এবং নৃতন বিধি নির্ক্ষবাদে দেশ বাসী কর্ত্তক গৃহীত হইবে। আর একদল মাহারা উগ্র সাম্প্রদায়িক তাহারা ভাবিতেছেন যে ইংরাজ ম্সলমান গণকে ও দেশীয় রাজভাবর্গকে হস্তগত রাখিতে পারিলেই মাবার কয়েক বংসর নির্ক্ষিবাদে রাজ্যশাসন করিয়া যাইডে পারিবেন। এই জন্ম তাহারা ফেডারেল স্কীমে ম্সলমান ও রাজভাবর্গের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। কিন্তু কংগ্রেস আছে এবং তাহা যদি ভারতের পোনের আনা লোকেই মানিয়া লয় তবে কংগ্রেসের দাবীই বা অমান্য করা কি করা সম্ভব হইবে ?

### প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় মনোভাব ৪–

সম্প্রতি দেখা যাইতেছে কয়েকজন খ্যাতনাম। মনস্বী হঠাৎ তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এীযুত বিনয় সরকারের নাম বব্দে স্থপরিচিত। তিনি একজন ক্ষমতাশালী সুলেখক। তাঁহার রাজনীতিতে অসাধারণ পাণ্ডিতা আছে। তিনি কোন স্থলে বক্তৃতা দানকালে নাকি প্রচার করিয়াছেন যে প্রাদেশিক শ্বতম্ভা স্থৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আর ভারতের পক্ষে মৃক্তি-লাভের উপায় নাই। আমরা শৈশবকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম যে পাশ্চাত্য লেখকগণ না কি ভারতবর্ধকে একটা মহাদেশ বলেন। ভারতে জাতি ধর্ম ত ভাষাগত পাৰ্থক্য এত অধিক যে তাঁহাদের এই উক্তি খুব যুক্তি সভত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বিনয়বাবুই fundamental unity নামে একখানি পুত্তক প্রণয়ন করিয়া चामापिशत्क वृक्षाहेवात्र टाहा करतन य ভातज्वर्य नाना প্রকার বৈষম্য থাকিলেও মূলে কোন পার্থক্য নাই স্থতরাং সমন্ত ভারতবর্গই এক জাতি। ১৯০৫ সালে বখন বাংলার খদেশী আন্দোলন চলে তখন কতকটা এই যুক্তিরই দোহাই मित्रा निःच वांश्नादक ज्यानक श्रिमित्रम मित्रा दांशाहे हहेएक কাপত গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর হইল বাংলার করেকজন ধনী বাংলার বাংলার শিল্পকে প্রাধান্ত দিবার জন্ত বাংলা শুধু বালালীর এইরূপ অভিনত প্রচার করিবার ভোড়জোড় করিরা আসিতেছেন। কিন্তু বিনরবার্র মতন পণ্ডিতকে এই মতের সমর্থন করিতে দেখিয়া আমরা স্থবী হইতে পারি নাই। বেখানে থণ্ড ও ভন্ন ভারত লইয়া এক বিরাট মহাভারতের রচনা সম্বন্ধে গবেষণা হইতেছে সেধানে এই মৌলিকডা- হীন মুক্তির অবভারণা কিরূপ ?

#### বায় সঞ্চোচ:--

প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই বায় সঙ্গেচ কমিটার অধি-বেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! বোঘাই প্রদেশ কিঙ কমিটার মতামত বাহির হইবার পূর্বেই শাসন পরিষদের তুইজন সদক্তপদ ও একজন মন্ত্রীর পদ তুলিরা দিরাছেন। এইজ্ঞ আমরা বোধায়ের লাট মহোদয়কে সর্কান্তঃকরণ প্রশংসা করিতেছি। বাংলার ব্যয়সঙ্কোচ কমিটী হইয়াছে বলিয়া ভনা গেছে মাত্র। তাঁহাদের কার্য্য সম্বন্ধে কোন সরকারী ইন্তাহার আজ অবধি আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। যাহারা ফেডারেল ফাইনান্স কমিটীর রিপোর্ট মন দিয়া পড়িয়াছেন ভাঁহারা দেখিয়াছেন যে নৃতন শাসন বিধিতে বাংলা, আসাম ও বেহারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত (माठनीय इहेरव। द्वहात ७ जामाम (छाउँ ध्वासन। ব্যম সংখাচ করা ভাহাদের পক্ষে সম্ভব হইতেও পারে। কিছ বাংলার ভারতের একটা ৰড প্রদেশ। হইতে বাংৰায় জনহিতকর কোন প্রকার কার্য্যের বৃদ্ধ অর্থ ব্যন্ন করিতে পারা যায় নাই। বাংলায় পুলিশ বিভাগের ব্যয় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রন্ধি পাইয়াছে কিন্তু স্থাস্থা-বিভাগ, চিকিংদা-বিভাগ ইত্যাদি জনহিতকৰ অফুষ্ঠানগুলির কোনই উন্নতি হয় নাই। স্থতরাং বাংলা সরকারের আয় ব্যবের ঘাটুতি মিটাইতে পারিলেই বে বাংলার সরকার কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি পাইবেন ভাং। নহে। এখানে বাংসরিক অস্ততঃ পক্ষে এক কোটী টাকার প্রয়োজন। বাংলার গ্রামগুলি স্টালেরিরার कनरीन रहेश পড़िতেছে উराम्ब नश्यात च्छा वार्यन হইয়া পড়িরাছে। ত্ৰলা বাংলায় অবভাই ভীৰণ हरेशांक छेहा निवासन क्तिए हरेरन। शास्त्रहे भागन

সংস্থার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহিত যাহাতে ব্যয়-সংস্থার করিতে পারা যায় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন নতুবা শাসন সংস্থারের কোন মৃল্যই থাকিবে না। রাজকর্মচারীদিগকে উচ্চ-বেতন দেওয়ার আমরা পক্ষণাতী। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের অবস্থার অতি অন্প্রােগী, বাদশাগিরি করিবার মত অর্থ যােগান দিতে বাংলা আর পারিবে না।

### 网络夏季西天?-

ইংলণ্ডের ভাগ্যাকাশে ও একটা অমূল্য রত্ব চিরকালের জন্ত চকু মুক্তিত করিয়াছেন। লর্ড ইঞ্চকেপের নাম অনেক ভারতবাদীর নিকটও স্থপরিচিত। কলিকাতার স্থপ্রিদ্ধ সওলাগরী আফিস ম্যাকিনন্ ম্যাকিঞ্জি কোপ্লানীতে তিনি সামাত্ত কর্ম্মচারী হিসাবে আসিয়া ষত্ম ও অধ্যবসায় বলে জগতের তাবৎ ধনিক সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থলে আরোহণ করেন। স্থযোগ ও স্বিধা পাইলে মানবের ধীশক্তি কত বর্দ্ধিত হইতে পারে লর্ড ইঞ্চকেণ্ তাহারই উজ্জল দৃষ্টাস্ত।

### সার বেসিলের সত্যক্থা:-

ভার বেদিল ব্লাকেট ইংলণ্ডে বজুনতা প্রসঙ্গে একটা
দত্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন জিনিষ পত্রের
ফ্লাদি বর্ত্তমানে যেক্ক শ শ্লাদ পাইয়াছে এইকপ থাকিলে
ভারত সরকারের আম-ব্যয়ের হিদাবে ঘাট্তি রহিয়া
যাইবেই কেননা ভারত সরকারের আয়ের একটা মোটা
আংশ বাণিজ্য-ভক্ষের উপর নির্ভর করে। এই বাণিজ্য
ভবের ব্রাস-বৃদ্ধি অন্থ্যায়ী ভারত সরকারের আয়ের ও
রাস বৃদ্ধি হয়। এই রোগের উপশম করিতে
তিনি এক ভীষণ বিষ বড়ির ব্যবস্থা দিয়াছেন, অর্থাৎ
একদিনে অর্ভিনান্ধ জারি করিয়া কোম্পানী কাগজের অ্ল,
কর্মানির মাহিনা ইত্যাদি খাছ্য জ্ব্যাদির মূল্যের
অম্পাতে ব্রাস্ক করিয়া দিতে হইবে। উৎকট রোগের
উৎকট প্রধরের ব্যবস্থা বটে, কিন্ধ এক্ষেত্রে ভারত
সরকার এই ব্যবস্থা করিতে পারিবেন কি ?

### সাংবাদিকের উপাত্রি:--

স্মাট মহোদ্ধের ৩৬ জন্মতিবি উপদক্ষে উপাধি বিশ হইয়। গেল। সারা ভারতবর্ধে নর্বজন ১৩ জন ভাগাবান কর উপাধি পাইরাছেন। প্রেটস্মান পরের শুলাদক মি: ওরাটসন, এখন হইতে ক্লব এলক্ষেড ওরাটসন ইইলেন। আমরা সহবোদ্ধিকে রাজ স্থানে ভ্বিত হইতে দেখিয়া বিশেষ আমন্তিত হুইরাছি। বাংলা সাংবাদিক-

গণের মধ্যে বেহারীলাল সরকার ও শ্রীযুক্ত জলধর সেন ব্যতীত জার কেহ রাজপ্রানত উপাধি পান নাই। সাংবাদিকদের রাজ সম্মানে ভূষিত করা সর্বাদেশেই প্রচলিত ব্যবস্থা। স্থতরাং সরকার পক্ষের উচিত সাংবাদিকগণকে মাঝে মাঝে ডেকোরেশনে ভূষিত করা।

### প্রধান মন্ত্রীর কথা:--

প্রধান মন্ত্রী "সাম্রাজ্য দিবস" উপলক্ষে ভারতে সম্বন্ধে তাঁহার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল মত প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে গত বৎসর ভারতবর্ষের সক্ষে আপোষ ব.ন্দাবস্তের পথে কংগ্রেসের পম্বাই বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। কংগ্রেস যাহা চায় তাহাত প্রধান মন্ত্রীর ক্থিত স্বাধীনতাই. এ চাওয়ার ফলে যদি প্রধান মন্ত্রীর তথাকথিত আপোষের পথে বিল্ল সৃষ্টি হয়, তবে লোষ কি কংগ্রেসের; না, যাহারা ভারতের চাওয়ার অনিবার্য্যতাকে মানিয়া লইতে পারেন না তাহাদের ? বিলাতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী সব সময়ই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না; ম্যাক্ডোন্যাল্ড সাহেব তথন শ্রমিকদলের নিকট প্রতিষ্ঠা লাডের জ্বন্তই হউক অথবা অন্ত কোন কারণেই হউক,—ভারত সম্বন্ধে—ভারতশাসন-নীতির সম্পর্কে বহু কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন -"India's destiny is fixed above our will and we had better recognise it and bow to the inevitable." যে ত্র্বার নিয়তির কাছে মাথা নত করিয়া ভারতের ভাগ্য-পরিণতিকে স্বীকার করিতে পারিলে আপোষ রফা হইত--যে সত্যদৃষ্টি ও ওদার্ঘা তাঁহাকে পূর্বে ভারতের যথার্থ সমস্য। বুঝিতে ও মীমাংপার পথ দেখাইতে দাহায় করিয়াছিল, বর্তমানে দেই দৃষ্টি ও अमार्गाटे जाहात नहे हहेगाटह---आज मनी हहेगा. जातज-বাসী সহজে স্বাধীনভার যোগ্য হইতে পারে না ইহাই যেন তাঁর নৃতন বিশাস। যে সাম্রাজ্য-নীতিকে পুর্বে মাাকডোক্তাল্ড সাহেব শতমুখে নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন —দেই নীতির ধারক ও বাহক হইয়া আজ তাঁহার মুখেই নতন কথা শোনা ঘাইতেছে।

## জনেশে রবীক্রনাথ:--

পারশু ভ্রমণ শেষ করিয়া রবীজ্ঞনাথ খণেশে ফিরিয়া-ছেন। বোখায়ের দালা সহকে রবীজ্ঞনাথ বলিয়াছেন… 'আৰু আমাদের দেশের এক শ্রেণার মৃদলমানেরা যেরূপ হিংল ব্যবহার করিতেছে সে রক্ষ কোন ভার্ব ও-দেশে একেবারেই নাই। সম্ভবতঃ ভাহারা খাণীন বলিয়াই ভাহাদের মন এরূপ উলার ও উন্ধৃক্ত। পার-সিকেরা সর্ক্ষপ্রকার সান্তালারিক সভীর্ণভা এবং আভিস্ত উম্বন্তা হইতে মৃক্ত। পারসিকদের জাতীয়তার আদর্শ ভারতের সাম্প্রদায়িক বৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়।"

#### বোহায়ের দাকা:-

স্থাহের পর সপ্তাহ বোখাযে সাম্প্রদায়িক দাখা হইয়াছে, বহু হিন্দু মুসলমান হতাহত হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে তৃতীয় পক্ষই থাকুক আর মন্তিক্ষই থাকুক ইহার লজ্জা ও গ্লানি ভারতীয় হিন্দু মুসলমানেরই সব্থানি। ভবুও এরূপ দাখাকেই যদি স্বায়স্থাসনের বিশ্ব বলিয়া বলা হুম তবে জ্বোর করিয়া এ কথা বলা যায় যে স্বায়স্থাসনের জভাবেই এসব মুণ্য ব্যাণার দেশে ঘটিতে পারিতেছে। স্বায়স্থাসন পাইলে আর ইহা দেখা যাইবে না।

### সরকারী প্রচার :-

সরকারের কথা প্রচারের জন্ত নৃতন প্রবের কাগছ বাংলায় হইবে কিনা এ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। তানিতেছি কোন কোন ধ্রকর ইতিমধ্যেই দার্জ্জিলিংরে ধর্ণা দিয়াছেন। প্রচারের জন্ত সরকার পক্ষ হইতে সংবাদ পত্র হইলে কিরপ হইবে সে অভিমত আমরা পূর্বেই দিয়াছি। সরকার জনমত স্বপক্ষে লইতে চাহিলে প্রসার হিত করিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—অপর কিছু না করিলেও চলে। তবে কাগজ আজকালের দিনের একটা ক্ষমতা এই মনে করিয়া যদি কাগজ করিতে চাহেন তবে তাহাও প্রজারশ্বক নীতিতেই চালাইতে হইবে—নত্বা গোরী সেনের কিছু অর্থ সাতে ভূতে ধাইবে মাত্র।

## वाश्मात (भारतामत मुख्य

শ্রীমতী মূণালিনী সেনের কর্ত্তক বেভার বক্তৃতা :-- ১১ই মে

আজ আমি বেতার যোগে মাপনাদের কাছে হটী কথা বশতে অফুরুদ্ধ হয়েছি।

আব্দকাল বাংলার ভদ্রদরে এমন বোধ হয় কেউ নাই, যিনি অস্কৃতঃ বাংলা লেখাপড়া অল্পন্নও জানেন না, কিম্বা দেশে ও সমাজে কোথার কি রীতি বা কুনীতি প্রচলিত আছে তার থবর রাখেন না। আর এমনও বোধ হয় কেউ নাই, যিনি, সমাজের যে সকল কুরীতি কু-প্রধার দেশের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন হচ্ছে, সে সকলের উচ্ছেদ সাধন করা উচ্ছিত মনে করেন না।

আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অক্স সর্কা দেশেও
চিরকাল ধরেই মধ্যে মধ্যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের
জক্ত মহাকর্মী পুরুষ ও নারীর আবির্তাব হয়। আমাদের তো পুরাণে কথিত দশ অবতার আছেনই, তার
উপরেও যে কত অসংখ্য দেবতাতুল্য পুরুষ, দেবীসমা
দ্বমণী সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করে সমাজের ও ধর্মের
মানি দ্র করেছেন, তা বোধ হয় আশানার। সকলেই
জানেন। ঐতিতত্ত দেব এই চারশো বংসর আগে
কি ধর্মের স্রোতেই দেশ ধুরে দিয়েছিলেন। তার
পরে মহান্মা রজো রাম্মোহন রায়, মহ্রি দেবেক্ত নাথ
ঠাকুর, এবং আমার শুন্তর দেবর এবং আরন্ত কভজন
নতুন করে আবার, জানের স্রোতে ভাবের ও ভিজির
স্রোতে তথু বাংলা দেশ নয়, সমন্ত ভারতবর্ষকে ভালিয়ে
দিলেন। এই রক্ম করে নতন লোক আসভেনই।

পুরাকালের সীতা সাবিত্রীর তো আজও আমাদের দেশের মেরেদের কাছে জলস্ক মুঠান্ত করে আছেনই,ভাত্রাকা এই কলিযুগে ভারতের স্থানে স্থানে কত রমণী ধর্ণের তেজ সতীত্তের তেজ দেশিয়ে চির আদর্শ হয়ে জ্ঞাছেন।

কিন্তু আমাদের সমাজে আবার এখন অনেক মানির আবিৰ্ভাব হয়েছে। আমা**দে**র পুকাষণ্ণা অনেকেই এখন ধর্মের কোনও ধার ধরেন না, এবং নীতির মধ্যে যেটা সর্বাশ্রেষ্ঠ নীতি. শারীরিক ও মানসিক সংখ্ দেটীও পালন করেন না, আপনাদের মধ্যে **যাঁ**রা মা ও স্ত্রী, তাঁরা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার আপনাদের বিবাহ হ'তে না হ'তে অল্ল বন্নস থেকেই বংসরে বংসরে সস্তান গর্ভে ধারণ করুতে হয়; সেই সূত্রে কত রোগ আপনাদের আক্রাম্ভ করে, কত শিক্ত সম্ভানকে এবং কত মাকে অকালে মৃত্যুমূথে পড়ুডে হয়। বাপদের শরীরও যে এতে ভাল থাকে, তাও নয়। তাঁরা অল্ল বয়সেই জরাক্রাস্ত হন। কিন্তু এর চেয়েঙ আরও ভয়হর ব্যাপার সমাব্দে অবাধে চলে থাটো আপনারা সকলেই জোনেন, অনেক পুরুষ কেবল তাঁদের खीरनव निराहे मुड्डे शास्त्रन ना; छात्रा निका किरा শরীরের বাবসায়িনী মেয়েদের কাছেও যেতে বিধা বোধ করেন না। এই সৰ মেয়েলের বারাজনা-বলে। ভীলের সনেকেই কোন না কোন পুরুষের প্রলোভনে ও কারে পড়ে প্রথমে করের বার হয়, তার পর ষ্থম ভার কারে আর ঠাই না পার, তখন এই ব্যবসা করছে বারা ইব भामात्मत ताला वाला विवाह ও जात्र करण भागाना वाल विश्वात (माठनीत ज्वाहा, जातक अवह वातक त्रिशास वावाद कांत्रण हरू। आहर स्थम अवस्थित তথন তার আর কাওজ্ঞান থাকে না, তখন তার পাপকে আর পাপ বলে মনে হয় না, তখন তার মধ্যে বিবেক-বৃদ্ধি সব লোপ পায়।

অনেক পুরুষও এই মেরে যোগাড়ের সাহায্য করে ও তাতে বেশ তুপয়সা উপার্জ্জন করে। এই ব্যবসাজীবি মেয়েরা, বেশীর ভাগই অত্যম্ভ জবন্ত রোগে আক্রাম্ভ। অনেক দেশে গভর্নমেন্ট মাঝে মাঝে ডাক্তার পারিয়ে, এদের মধ্যে থারাপ রোগ দমন রাথ্তে চেষ্টা করেন, কিন্তু সর্বদেশেই এর বিক্তার আছে। এ গ্লোগ সকল আবার খুব সংক্রামক। যে সব পুরুষা এই সব মেয়েদের কাছে যায়, তাদেরও এই রকম রোগ হয়, তারা আবার তাদের জীদের এই রোগগুলি দেয়, কাজেই অনেক সময়ই, তাদের ছেলে-মেয়েরা অনেক কুৎসিৎ রোগাক্রাম্ভ হয়ে জয়ায়। ক্রমে সমল্ভ দেশে অয়বিন্তর এই সব রোগ ছড়িয়ে পড়ে—এত ছোঁয়াচে এসব রোগ। এসব রোগের ফল বড় ভীষণ। এসব থেকে আবার কত অন্য কঠিন রোগের উৎপত্তি হয় তার ঠিক নাই।

এই সব দেখে গুনে, আমাদের দেশে কতকগুলি উচ্চ চরিত্র পুরুষ ও মেরেরা মিলে, এই ছর্নীতি দ্র করবার জন্ম চেষ্টা কর্ছেন। এর মধ্যে অনেক ইংরাজ মেয়ে ও পুরুষও আছেন।

আইন মন্ত এখন আঠার বংসরের নীচে কোন মেয়ের মার বারান্সনার ব্যবসা কর্তে বা তার বাড়ীতে থাকার নিয়ম নাই। আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের আইন নামে ১৯২৩ সালে এই আইন পাশ হয়। ১৯২২ সালে কলিকাতা সহরে বারাজনা ব্যবসা দমন করার জল্পও এক আইন হয়। কিন্তু সে সব আইন কাজে লাগানর <sup>পকে</sup> তত স্থবিধা হয়নি, আর তা সমস্ত বাংলা দেশের <sup>ছন্ত হ</sup> ছিল না, ভাই আর একটা আইন পাশ করবার কণা হচ্ছে। 🕮 যুক্ত ষ্তীক্তনাথ বহু মহাশর (যিনি Round Table Conference এ—গোল টেবিল বৈঠকে <sup>घ्वा</sup>ः हे निष्किल्लन, आत्र यिनि आमारमत वांश्लात Council এর একজন গণ্যমান্ত স্বস্থ )—এই নৃতন আইনের এক থসভা প্রস্তুত করেছেন। বাংলার Councilua Meetinga সেটা আবণ কি ভান্ত মানে পড়া <sup>হবে,</sup> তারপর সেটা পাশ করবার চেটা হবে। এই भारेन भाग राज, त्रात्मन अ मरमन द्य भन्न याज राज, তার সন্দেহ নেই। আর বে মেরেরা ব্যবসা করে, ভারাও এ পথ ছেড়ে ক্রমে ভাল পথে বেভে পারবে । 💮 👺

পুক্ষরা ধারা নিজেদের দম্দ কর্তে জানে না, তাদের জন্তই এই ব্যবদার জাবির্তাব ও ছিজি। ভালের কন্য একদল সেকে লাজিয়াত হত্তে, কুলদান ভারিতে, কীন নানে সাধ্যাতা হত্তে, সম্পূর্ত, সম্পূর্ত হত্তে, সম্পূর্ত প্রাতা

মাথায় নিয়ে চিরকাল বাস করে, আর সেই সব পুরুষ সমাজে গণাম ন্য ব্যক্তি হয়ে বেশ পুরে বেড়ায়। পুরুষরাও যারা এই পাণে ডোবে, যদি জ্বাতিচ্যত সমাজচ্যত হয়, তবে এ বাপ সমাজে স্থান পেত না। আজে এ পাপ মোচনের ভার, প্রতি গৃহের মা, বোন, জ্বী, কন্যা, আপনাদের হাতে। আপনারা, আপনাদের ছেলেদের ও ভাইদের, ছেলেৰেলা থেকে শেখান "ইন্দ্রিয় দমন করতে भावताई भंदीरत यस अभीम वन मधात इस। <del>জ্বন্য রোগ কাছে আস্তে</del> পারে না। আর আপ্নারা দকলে এই আইন যাতে পাশ হয়, তার চেষ্টা ককন। এই আইন পাশ হলে, কলিকাতা সহরে ও বাংলার সর্বত্র এই ব্যবসাবন্ধ হবে। যারা বাডীওরালী নামে নামে অভিহিত তারা এ রকম বাড়ী :রাধলে কঠিন দণ্ড পাবে। ছোট ছোট মেয়েদের এই কাজ শিখবার জন্য যারা চালান দিতে চেষ্টা কর্বে, তাদের কঠিন দণ্ড বিধান হবে। কলিকাতায় ছই একটা আশ্রম এই রকম ছোট মেয়েরা যাদের বেখা বাড়ীতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের জন্য কয়েক বৎসর থেকে হয়েছে।

ভার মধ্যে গোবিলকুমার Homeএর নাম বিশেষরূপে উর্জেথ যোগ্য। কলিকাভা High Courtএর একজন ইংরাজ জজ, Mr-Greaves ও আমাদের করেকটা ভক্ত বাজালী পুরুষ ও মেয়েরা মিলে প্রথমে Greave's Home বলে এই আশ্রম খোলেন। ১২টা উদ্ধৃতা মেয়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ হয় আজ ১০০ মেয়ের জন্য জায়গা হচ্ছে। তাদের জন্য মন্ত এক বাগানবাড়ী গলার উপরে, শ্রীষ্ঠ্রুবারু গোপালদান চৌধুরী নামে এক দয়ালু জমীদার ভার বাপ স্বর্গীয় বাবু গোবিন্দা কুমার চৌধুরীর নামে এই সংকার্য্যের জন্য দান করেছেন। এপানে পুব ভাল কাজ হছে। অনেকগুলি হিন্দু শিক্ষরিত্রী রাবা হয়েছে। পুলিশরা এই সব মেয়েকে বাড়ীওয়ালীদের কবল ধেকে উদ্ধার করে এনে এই Homeএ পাঠায়।

চার পাঁচ বংসরে মেয়ে থেকে ধোল সভের বংসরের মেরেরা এখানে আবেস, আর তারা বডলিন ১৮ পুরা না হয় এইথানে থাকে। তারপর কিন্তু আইনে ভাদের জার করে সেথানে রাখা যায় না। এ জন্ত কেউ কেউ আবাদ তাদের প্রিমা বা নিজের মা ও যারা এই ব্যবসা করে, তাদের কাছে ফিরে বেতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ কিছুতে ফিরতে চায় না। যদি সংপাত্র পাওয়া যার, তাদের কারও কারও বিয়ে দেওগা হয়, কেউ বা পড়াভনা করে Teachers হ'তে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সকলের করা এখনও সন্তব হয় নি। এই সব ক্রেমের থাক্ষাম্ম করেও করি আখনও সন্তব হয় নি। এই সব ক্রেমের থাক্ষাম করেও করি আখনও সন্তব হয় নি। এই সব ক্রেমের থাক্ষাম করেও করি আখনও সন্তব হয় নি। এই সব ক্রেমের থাক্ষাম করেও করি আখনও সন্তব হয় নি। এই সব ক্রেমের থাক্ষাম করেও করি আখনও সন্তব হয় নি। এই সব ক্রেমের থাক্ষাম করেও করি আখনও সন্তব হয় নি। এই সব ক্রেমের থাক্ষাম করেও করি আখনও সর্তত পারা বেত, আর সেখানে ভাদের

ভাল কাজ শেখার ব্যবহা করা যেত তাহলে এই সং মেয়ের চিরছায়ী উপকার করা হ'ত।

Govt. গোবিলকুমার Home এর প্রতি মেয়ের জয় ৰাসে ১০ টাকা করে দেন, আর কলিকান্তার Vigilence association নামে যে সমিতি আছে, ভা থেকে বাকী সাহায্য করা হয়। এই সমিতির সভাপতি হচ্ছেন, ইংরাজ পাদরী লাট সাহেব, অনেক বালালী ভদ্র পুরুষ ও রম্ণী এর সভ্য আছেন, ত্ব একজন অন্ত ইংরাজি মিশনরীও সভ্য আছেন; দেণীয় ভদু মহিলার মধ্যে এই সংখ্রাম প্রীমতী হেমলতা মিত্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি প্রথম থেকেই এই কাজের জন্ম খুব খাটছেন। আমি এবং আরও কয়েকজন অন্ত রমণীরা, ধারা, এর মেম্বর আছে, শ্রীমতী হেমলতা মিত্রের সঙ্গে গোবিন্দকুমার Home এর তত্ত্বাবধান করি। কল্কাতায় Refuge বলে একটী আশ্রম আছে। আমরা তার জক্তও একটু আধটুকু কাজ করি। মাননীয় উকীল, বাবু দেব প্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় এই refuge এর Secretary আর মাননীয় আবহল আলি মহাশয় এর সভাপতি। স্বর্গীর রায় বাহাত্র প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই Refuge-এর সম্পাদক অনেকদিন ছিলেন এবং এর জন্ম প্রাণমন ঢেলে থেটে ছিলেন। Refuge আতুর অনাথ নিরাত্রয় দীন তৃংখী পুরুষ মেয়ে ও ছোট ছেলেমেয়ে সকলের জন্ত স্ব দেশের স্ব রক্ষের স্ব ধর্মের কোক এখানে স্থান পায়। অনেক মেয়েরা পুলিশের হাত দিয়ে এখানে আবে। এই রকম আরও হ একটা আশ্রম কণিকাতায় আছে। কিন্তু কল্কাভার মত বড় সহরে হু চারটী আশ্রমে কুলায় না। আর মফঃস্বলে এ সব কাজ এখনও প্রায় হয় নি বললেও চলে।

যতীন বাবুর এই বিলটা পাশ হলে যে সব মেয়ের।
বারাজনার ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধা হবে তাদের সংপথে
আনার ও রাধার জন্ম, অনেক আশ্রম করতে হবে। সে
কাজের জন্ম টাকার দরকার। টাকার সন্থাবহার করলে
যেমন সকলেরও দেশের উপকার হয় তেমনি অসদ্ব্যবহার
কর্লে মাহ্যের অধোগতি হয়। আমরা কজনে মিলে
এই সব ভাল কাজ কর্বার জন্ম নতুন একটা সমিভি
গঠন করেছি। এর নাম হয়েছে, "All Bengal women's
union" অর্থাৎ "বাংলার যেয়ের সংঘ।"

সংঘের সভানেত্রী হয়েছেন, আমার বড় ননদ কুচবিহারের মহারাণী প্রীমতী স্থনীতি দেবী। মহারাণী
স্থনীতি দেবীর নাম আপনারা নিশ্চয়ই খ্ব ভালদ্ধপে
ভানেন। ইনি চিরকাল সমাজের মানা হিতকর কাজের
উৎসাহ দান করেছেন।

अरे नकन नश्रवत्र मन्त्रांतिका वा Secretary इकन।

একজন হচ্ছেন, শ্রীমত্মী রমলা সিংহ ইনি স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষের পৌত্রী এবং স্বর্গীয় দেশ গৌরব প্রথম লর্ড সিংহের মধ্যম পুত্রের সহধর্ষিণী। শ্রীমতী রমলা সিংহ অল্প বয়সেই সমাজ সংস্থারের কাল্পে পুব উৎসাহের সঙ্গে ব্রতী হরেছেন। আর আমাদের একটা Secretaryর নাম Mrs. Neely. এর স্বামী B. N. R. এর একজন বড় সাহেব। ইনি অভ্যন্ত দয়ার্জ হলয় আর এই সব কাজ করতে পুব উৎস্থক। অন্ত অনেক স্থপরিচিত ভদ্র রমণী এই সমিতির সভ্য হয়েছেন। অনেক ইংরাজ রমণীও যোগ দিয়াছেন।

व्यामारम्य अथम काक रुख्क, अहे विनती भान र ध्यार সাহায়া করা। তার জন্ম আমর। ছোট একটা দরগান্ত ছাপিয়ে তাতে দেশের মেয়ে পুরুষের যত পারা যায় নাম সুই নিচ্ছি। আমুৱা অস্ততঃ চল্লিশ হাজার সৃই চাই। এই দরখান্ত আমরা Councilএ পাঠাৰ, ভাতে Councilএই Memberরা জানবেন, এ আইন পাশের জন জন সাধারণের সকলেরই মত আছে। আমাদের বিতীঃ কাজ হচ্ছে, টাকা তুলে, উদ্ধৃতা মেয়েদের জন্য জায়গায় জায়গায় আশ্রম করা। এই সব আশ্রমে শ্রামরা তানের নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, বিছ্যাশিক্ষা ও সংকর্ম দেবার বলোবত কর্ব। একাজ কেবল ছু এক জনের নয়। একাজ দেশের কাজ, সকলের কাজ। আপনারা সকলে এ কাজে যোগ দিলে, একাজ সফল হবেই। এখন আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে একটা জাগরণ এসেছে, নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে প্রবৃত্তি হয়েছে। কিছ সমাব্দের কলম মোচন আগে না করলে আমরা কি করে আমাদের উন্নতি সাধন করব? আপনারা হরে ঘরে এই বিষয়ে ভাবুন।

আমাদের সভ্যের সভ্য যদি একজন করেও প্রতি ঘরে হ'তে পারেন, আর এই কার্যকেতে নামেন, তবে বাংনা দেশ সত্যসত্যই আবার সোনার বাংলা হয়ে উঠ্বে।

আপনার। যারা সভ্য হতে চান, বদি প্রীয়তী বনল সিংহকে ২০ নছর Loudon St.এ (কল্কাডার) অহপ্রাকরে লিখে জানান, তা হ'লে সৰ ধবর পাবেন। সভ হ'তে গেলে ২ টাকা করে বার্ষিক চারা দিতে হব আমি আপনাবের কাছে এই হুচারিটা কথা বলে আবিদায় নি। আজ তো আর চাকুয় আলাণ হল না, প্রে আলা করি আপনাবের অনেকের সলে নে আলাগে পার মেরেদের এক বড় সভা তাক্লে বহি আলোক জানার করে মেরেদের এক বড় সভা তাক্লে বহি আলোক জানার পরি তাক করে আলোক জারার পার। আনার পরি চিত, আলি বিভিন্ন বালা বিনার। সকলে আমরা বাদর সভাষণ ওনকলে



পুষ্পপাত্র—

''সম্মৃখ উর্ম্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ—" "রবীক্সনাথ"

নন্দ্ৰীবিদাস প্ৰেস দিঃ, ক্লিকাডা



## স্ভাশতক্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৬ষ্ঠ বর্ষ

প্রাবণ-১৩৩৯

8र्थ मःখ्या

# বর্ত্তমান যুগের ইউরোপ্

<u>জীযতীক্র</u>নাথ মিত্র

ভারদিলিজ দৃদ্ধির পর হইতেই ইউরোপে বর্তমান যুগের হত্তপাত হইয়াছে। ইউরোপের রাষ্ট্র-নায়কগণ বহু পুরাতন হোলী-রোমান সামাজ্যকে ত্রিধ। বিভক্ত করিয়া ম্বীয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোল্লাভোকিয়া রাজ্যের পত্তন করেন। সু<del>জ্ববৃদ্ধ জার্মাণ সামাজ্যকে চুর্ণ করিয়া উহার</del> ঘুইটা মূল্যবান প্রদেশকে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়েন। গ্রীদের বহু পুরাতন স্বপ্পকে সফল করিবার জন্ম তুৰীর সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়া গ্রীসকে এক প্রকাণ্ড মানাজা প্রদান করিতে গঙ্কল করেন। এই গোলঘোগের অবসরে ক্যানিয়া ও সার্ভিয়াকে স্ব স্ব সামানা বৃদ্ধি করিয়া নইবার স্থযোগ প্রদান করেন। রাশিয়াকে অপদন্ত করিবার জন্ম ভীষণ প্রতিক্ষা করিয়া বসেন। ৰাহাতে চিপ্ৰ**কালই প্ৰেবল থাকে এবং জাৰ্মাণী বাহাতে** কোনকালেই শির উত্তোপন করিতে না পারে, ভাহার ব্যবস্থা করা হয়। ভূমধাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ধ পর্যান্ত ইংল্ঞ বাহাতে স্থলপথে এক অবিচ্ছিত্র

সামাজ্য প্রাতষ্ঠা কারতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা হয়।
মোট কথা বলিতে গেলে, ভারসিলিজে ইউরোপের রাষ্ট্রবিৎপণ অধ্যাপক উইল্সন্কে রাজনৈতিক শিশু বিবেচনা
করিয়া, এমনভাবে কৃট রাজনীতিজাল বিস্তার করেন
যে, যাহাতে ফ্রান্স ও ইংলও চিরকালই ধরাপৃষ্ঠে প্রবল
থাকিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা হয়।

প্রবাদের বিধান ভাগ্যবিধাতা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন না। এক বংসর গত হইতে না হইতেই ভারসিলিজের সর্বপ্তলির বিক্লে চতুদিকে ষড়যন্ত্র হুক হইয়া
গেল। পরান্ত ও অপদন্ত তুরস্ক প্রতিশোধ লইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাশিয়ার প্রজা-বিজ্ঞোহ ক্রমণঃ ভীষণাকার ধারণ করিয়া সমগ্র ইউরোপকে প্রত্যক্ষভাবে চালেঞ্জ করিয়া বিলল। সভ-মৃক্ত পোলাও বিশ-বিজ্ঞার করিবার জন্ত অধীর ইইয়া উঠিল। পদানত অস্ট্রেলিয়া পুন্কার প্রবল ইইয়া নিজ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইইবার জন্ত শক্তি সংগ্রহ করিতে ব্যন্ত ইইয়া পড়িল। নব- প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলির নতন উভ্তমে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একট ভারসির্লিক সন্ধির প্রত্যেক **५क इंग्रा**वे छेट्छ । সর্ব্তটীকে কার্যো পরিণত করিতে গেলে, আবার যদ্ধের উদ্যোগ করিতে হয়, অসংখ্য নর-হত্যার জন্ম প্রস্তুত হইতে হয়; বৃদ্ধ রাজনৈতিক ক্লেমানস্থ ও লয়েড জর্জ্জ উহার জন্ম প্রান্ধত থাকিলেও, উভয় দেশের জ্বন সাধারণ আবার বিশ্ববাপী সমরের জন্ম প্রস্তুত হইতে কিছতেই স্বীকৃত হইতে চাহিল না।

একোরার বিদ্রোহী নেতা কতকগুলি শিক্ষিত ও অশিকিত সহচর লইয়া যথন গ্রীদের বিপুল বাহিনীকে বিধবন্ত করিয়া দিলেন, তথন অনেকেই ভাবিয়াছিলেন এইরপ হইল কেন? সমিলিত শক্তিপুঞ্চ গ্রীসের বিপত্তি দাভাইয়া কি করিয়া দেখিলেন? ইংরাজ রাজনৈতিকগণ ভধই যে দর্শক হিসাবে নিরস্ত থাকিবেন এইরূপ সঙ্কল তাঁহাদের ছিল না। ইংরাজ সমর-সচিব চার্চ্চহিল সাহেব ও প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ উভয়েই পুনর্কার রণবাত বাজাইয়। সমরে অবতীর্ণ হইবার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু ইংরাজ জাতি মহাযুদ্ধের আন্বাদ হাড়ে হাড়ে ব্ঝিতে পারিয়াছিল। জনসাধারণের সকলেই নেতাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া থুব দৃঢ়স্বরে তাহাদের প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। এইজ্ঞ ইংরাজ তুরস্কের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে পারে নাই। ভাগ্যবান কামাণ এই সন্ধিক্ষণে স্বাধীনত। সমর আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সফলকাম চইতে পারেন নতুবা তাঁহার গুভেচ্ছা চিরকালের জন্ম আকাশ কুস্থমই রহিয়া যাইত।

এদিকে ফ্রান্স চিরকালের জন্ম জার্মানীর গলা টিপিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছিল। রুঢ়ে যাহাতে ভাহাদের অধিকার চিরকালের জন্ম প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্ম অধীর হইয়া উঠে। এখানে তাহার পরম মিত্র ইংরাজ একমাত্র প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাহার অগ্ন সফল করিতে পারিতেছিল না। জার্মাণীকে আর্থিকভাবে ধর্ম করিবার জক্ত ফ্রান্স সমগ্র সাইলেসিয়া প্রদেশটীকে চিরকালের জ্বত্ত विक्ति कतिशा नरेवात श्राचन कतितन, धक्यां हैश्ताक জাতিই তাহার প্রতিবাদ করেন। এই অক্তই ভারসিজ-লিজ সন্ধির পর জ্ঞান ও ইংলগু উভয়ের মধ্যে বার্ত্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিয়াছিল।

সৌহত অক্স থাকিলেও ভিতরে ভিতরে উহা ক্র ১১১। আসিতেছিল।

Balance of power ইউরোপের বিশেষত: ফ্রান্স ১ ইংগণ্ডের রাজনৈতিকগণের একটি বছ পুরাতন রাজনৈতিক চাল। ফ্রান্স যথনই প্রবল হইথার চেষ্টা করিয়াছে, ইংল্র ইউরোপের অক্যাক্স শক্তিপুঞ্জের সহিত সম্মিলিত হট্যা ফ্রান্সকে থব্ব করিবার জন্ম চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। গভ মহাযদ্ধের পর ফ্রান্স স্থলপথে অপরাজেয় হইয়া উঠে। জার্মাণ প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের সাহায্যে সে তাহার বিধবন্ত গ্রাম ও নগরগুলির পূর্ণসংস্কার করিয়া লয়। সন্ধিপতে স্বাক্ষর করিবার জন্ম সমগ্র বিশের একত সমাবেশ প্যারিসে হওয়ায়, এই স্থতে যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরেই তথায় বিপুলভাবে অর্থ সমাগম হইতে স্থক হয়। বাজেটে অর্থের প্রাচুর্য্য ঘটার ফ্রান্স তাহার রণ-সম্ভার কিছু মাত্র না কমাইয়া উহা বাড়াইয়াই চাল। পুর্বর ও পশ্চিম প্রান্তে ফ্রান্স এমনভাবে রক্ষিত হইয়া উঠে যে যদি কোনদিন জার্মাণী প্রবল হইয়া উঠে তবে এ পথ দিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণ করা তাহার পক্ষে বাতৃণ্ডা মাত্র হইবে। ইংলও শিল্প প্রধান দেশ। বাণিজাপ্রে জার্মাণীর সহিত একাস্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অলগেদ লরেন ও সাইলিসিয়া মিশরের নাইল নদীর স্তায় জার্থাণীর প্রধান অবলম্বন বলিলে কিছুমাত্রই অত্যুক্তি করা হয় না। ফ্রান্সের উপরোধ রক্ষার্থ এই প্রদেশ ছুইটা চিরকানের জন জার্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে আর্থিক হিসাবে উহাকে ক্ষম্ম করা হয় এবং তাহার ফলে জার্মাণ শিল্প-সম্ভার वित्रकारलत क्या हुन इट्या याहेर्दा, এट व्यानकाग्रहे देशन ফ্রান্স কর্ত্তক রুড় অধিকার বা সমস্ত সাইলেসিয়া জার্মাণ অধিকারচ্যত হয়, তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে রাজী হয় নাই। ফ্রান্স সাংবাদিকগণ এইজন্ম ইংবাজজাতিকে বিশাস্থাতক বা Perfidious Albion আখ্যা প্রদান করে।

বর্তমান রাশিয়ার মূলমন্ত্র প্রচার লাভ করিলে ইংরালের এশিয়া মহাদেশস্থ সাম্রাজ্যে বিজ্ঞাহ উপস্থিত হইতে পারে এই আশ্বায় রাশিয়া বিধ্বস্ত হউক ইংরা**জ চাহিরাহিল।** মহাযুদ্ধের পূর্বেইংরাজ পারশ্রে ও মিশরে ভাহার শঙ্কি मुरक्त जनगान सार्

অধিকৃত স্থানগুলিকে স্বাধিকারে রাখিবার জন্ত ইংরাজ আববজাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করিয়া দিয়া তাহাদিগকে মুক্তিসংগ্রাম ঘোষণা করিবার মন্ত্রণা প্রদান করে। বছ পুরাতন মেপোপটামিয়াকে একটা প্রবল মাধীন রাজ্যে পরিণত করা হয়। বাইবেলের প্যাল-গ্রান্ত্রক আবার প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা হয়। এই অঞ্চলে ফালকে একমাত্র আর্দ্মিনিয়া পাইয়া সম্ভুষ্ট থাকিতে হয়। বলকান অঞ্চলে কোন প্রকার ভৌগলিক বা ঐতিহাসিক তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই যে নতন ব্যবস্থা করা হয়. তাছাতে মৃর্ত্তিমান স্বার্থই প্রকৃটিত হইয়া উঠে। স্বদুর প্রাচ্যে ইংরাজ অধিকার ও স্বার্থ স্থরক্ষিত হইতে দেখিয়া ফ্রান্স পশ্চিম ইউরোপে তাহার কূট-নীতি প্রসারিত করিতে থাকে। স্থগঠিত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্ঞাকে শতধা বিভক্ত করা হয়। পুরাতন অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী সামাজ্যকে ভাঞ্চিয়া নিয়া পরস্পর বিভিন্নবাদী অধীয়া ও হাঙ্গেরী রাজ্য গঠন করা হয়। বোহেমিয়া প্রদেশটীকে স্বাধীনতা প্রদানপূর্বক উহার সহিত অক্সান্ত দেশের কিয়দংশ যোজনা করিয়া নিয়া চেকো-শ্লাভোকিয়া প্রদেশ গঠন করা হয়। এই সমন্ত রাজ্যগুলির স্বার্থ পরস্পরের হস্তারক হওয়ায় সকলেই আত্মরক্ষার জন্ম ফ্রান্সের মুখাপেকী হইয়া রহে। আদ্রি-য়াটক অঞ্চলেও যুগোল্লাভিয়া, অনবেনিয়া ইত্যাদি বিবাদ-মান রাজ্যগুলি সংগঠন করিয়া ফ্রান্স নিজের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করিতে যদ্মবান হয়। এই রাজাগুলির গঠন-कारन क्वांत्मत अहे विश्वाम हिन, या, উहाता मर्सनाहे মাত্ম-কলতে মগ্ন পাকিবে, তাহা হইলে তাহার৷ চিরকালই ফান্সকে তাহাদের 'রক্ষক' হিসাবে সম্মান করিবে। এই ধারণার বশীভূত হইয়াই ফ্রান্স সকল প্রকার সভ্যকে পদানত করিতে চাহিয়াছিল। নব-গঠিত পোলাও একটা প্রকাও প্রদেশে পরিণত হয়। উহার একদিকে প্রবল রাশিয়া ও অক্তদিকে বিধবত জার্মাণী থাকায়, আত্মরক্ষার ष्य (भागा कित्रकान है आएमत मुश्राभिकी इटेरव देश है ছিল ফরাসী রাক্সনৈতিকগণের অভিপ্রেত। মিত্র পোলাও দ্বল থাকিলে জার্মাণী ও রাশিয়াও অনেকটা শায়েন্ডা থাকিবে ইহার চিল ভাছাদের ধারণা। এই সমস্ত ব্যবস্থার দলে পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া

পড়িতেছে দেখিয়া, ইংরাজকে প্রাচ্চ্যে তাহার সাম্রাজ্যের জন্ম চিস্কিত থাকায় সাময়িক ভাবে উদাসীন থাকিতে বাধ্য হইতে হয়।

এদিকে দক্ষিণ ইউরোপে ফ্রান্সের প্রতিষ্দীরূপে ইটালী প্রকাশ্য রক্ষভূমে অবতীর্ণ হয়। প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ইটালিতে এক নুতন শক্তি আবিভূতি হওয়ায়, দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত সমকক হইবার মানসে শক্তি সঞ্য করিতে আরম্ভ করে। নৃতন ব্যবস্থা কাহারই মনঃপুত হয় নাই। ব্যর্থ মনোরথ গ্রীস তুরস্কের নিকট অপমানিত ও লাঞ্চিত হওয়ায় ইংলণ্ডের উপর তাহার বিখাস হারাইয়া আত্মশক্তি প্রবৃদ্ধ করিবার জন্ম কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছে। রাশিয়ার প্রজাশক্তি নতন সত্যের সতা সমগ্র সভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত কবিবাব জন্ম অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ধনিক ইংলও ব্যবসা-বাণিজ্ঞা মন্দা পড়ায় এবং 'বেকার সমস্তা' দিন দিন ভীষণ আকার ধারণ করায়, অত্যন্ত ব্যতিবা**ত** হইয়া পডিয়াছে। জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরিক অবস্থা ভীষণ গোল-যোগে পূর্ব। ব্য কোন মুহুর্ত্তে তথায় কোন অঘটন সংঘটিত হইয়া যাইতে পারে। Daw's plan অহ্যায়ী যদ্ধের খেসারং যোগান দিতে দিতে জার্মাণী রক্ত্রশুক্ত হইয়া পড়িতেছে। মহাযুদ্ধের পর তাবং জাতিই নিজ নিজ শিল্প-প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া স্থ-উচ্চ tariff wall তুলিয়া দেওয়ায় আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এক নৃতন সমস্তার व्याविकांव इहेशास्त्र। वनकान व्यक्टनत शानार्यात ध অশান্তি এখনও পূর্ববংই আছে।

Locarno agreement এর বারা জার্মাণি ও ফ্রাজ্পের
মধ্যে শক্রতা নিরাকরণ করিবার জন্ম ইংরাজ যে প্রতিশ্রুতি দেয়, ফরাসী জাতি উহা ইংরাজের রাজ-নৈতিক
চাল বলিয়া ধরিয়ালয়। ব্যবসাদার ইংরাজ জার্মাণিকে
ফুর্কল হইতে দিতে চায় না, কিখা পুরাতন Balance of
power নীতি অমুযায়ী ফুর্কল জার্মাণিকে পুনরায় সবল
করিয়া তুলিতে চায়; এই ধারণার বলীভূত হইয়াই ফ্রাল্ জার্মাণির সহিত এক নৃতন সন্ধিস্ত্রে আবন্ধ হইয়া
রাজনৈতিক ও আর্থিক জগতে মুগান্তর আনমন করিয়াছে।

ক্রাক্তিরকালই জার্মাণিকে ভর করিয়া থাকে। ১৮৭২ সালের পরাজয় ফ্রান্স যেমন বিশ্বত হইতে পারে নাই. ১৯১৮ সালের পরাজয় তেমনি কে জার্মাণি ভূলিয়া বাইবে ফ্রান্স ইহা ধারণা করিতে পারে না। এইজ্বরুই বিজেতা ফ্রান্স পরাজিত জার্ম্মাণির সহিত রাজনৈতিক ও আর্থিক মি এতা স্তে আবদ্ধ হইয়া এক হত্তে ইংরাজকে ব্যবসা জগতে থর্ব করিয়া রাখিতে ও অন্য হত্তে বিদ্রোহী রাশিয়ার নিকট হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে ভীষণভাবে চেষ্টা করিতেছে। জার্মাণিতে সাধারণতম্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহা এখনও ধনিক দেশ। গত মহাযুদ্ধে জার্মাণগণ পরাজিত হইবার পর হইতে শিল্প ও বাণিজ্য জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থপ্রভিষ্টিত করিবার জন্ম বন্ধ-পরিকর হইয়াছে ৷ ক্র:পর যে কারখানা হইতে অসংখ্য নর-দংহারক অন্ত্র-গত্ত প্রস্তুত হইত, সমর অবসানের সহিত তাহা নৃতন আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য প্রিণ্টিং মেসিন, কুয়িকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া যাইতেছে। মজুরদিগকে জীবন-ধারণোপযোগী ভরণ-পোষণ মাত্র দিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে এত শিল্প সন্তার তৈয়ারী হইতেছে যে, জার্মাণীর সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীর আর কোন জাতিরই নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মিলিত শক্তি-পুঞ্জের নিকট জার্মাণি হটিয়। আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু অর্থ জগতে তাহার নৃতন শক্তি প্রতিষ্ঠার সহিত তাহার অভিযান প্রতিরোধ করিতে পারে এমন শক্তিমান জাতি পৃথিবীতে আর কেহই নাই। জার্মাণির এই নবোলমে ইংরাজজাতিই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কেননা জার্ম্মাণির ভায় সেও শিল্প প্রধান। মহাযুদ্ধের অবসানের পর ইংরাজ জাতি আশা ক্রিয়াছিল, যে, গত শতাব্দীতে নেপ্লিয়নের প্তনের প্র তাহারা বেমন জত উন্নতি করিয়া লইয়াছিল, এক্ষেত্রেও সেইরূপ করিয়া লইবে। এখন তাহার। স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে, যে, তাহাদের এই ধারণা একেবারেই ভূল। গত শতাকীতে ফ্রান্স ও জার্মাণি ছইটা জাতিই আত্ম-कन्दरंत करन भक्तिहीन रहेग्रा शर्फ। हेश्तांक किन्ह नवन থাকায় ও ৈজ্ঞানিক জগতে নিত্য নৃতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় মাত্র অন্ধ শতান্দির মধ্যেই তাহার। পৃথিবীর मुक्क ' धनिकामात्म शतिश्रीक इत्। वर्षमान अश्री

মহাসমর অবসান হইলে ফ্রান্স জার্মাণ প্রাণত বেসারং সাহায়ে তাহার ক্ষতস্থান পূরণ করিয়া লয়। ফ্রান্স প্রধানতঃ ক্ষরিপ্রধান দেশ। ভূ-সম্পত্তিই তথাকার প্রধান সম্পাদ। যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণ প্রদত্ত অর্থে তাহার সমন্ত ধ্বংস প্রাপ্ত স্থানতিত হইয়া বাওয়ায় এবং বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণের অর্থে সবল হইয়া উঠিবার অবসর পাওয়ায় ফ্রান্স ইংলণ্ডের পূর্ধ্বৎ প্রতিদ্ধাইরিয়া গিয়াছে। পরস্ক ক্ষতিপূরণের অর্থ ফ্রান্সের ব্যাঙ্কে প্রদিত হইয়া উঠায়, পৃথিবীতে স্থর্ণ সমস্যা ভীষণভাবে আ্যান্স্রকাশ করিয়াছে।

League of Nations বা জাতিসভ্য সমগ্ৰ পৃথিবীকে এক অপূর্ব ভ্রাতৃত্ব-শৃত্মলে আবন্ধ করিয়া পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্ম যুদ্ধকে নির্বাসিত করিবার জন্ম যে স্বপ্ন দেখিতেছে শীঘ্ৰই যে উহা কাৰ্য্যে পরি**ণত** হ<sup>ই</sup>বে কিনা দে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই সজেঃ একজন প্রেসিডেন্ট হইলেৎ প্রবর্ত্তক, আমেরিকার আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই লীগে বছদিন যোগদান করে নাই। জার্মাণিকে অপ্, শুকরিয়া রাথায় লীগের প্রথম কয়েক বংসর জার্মাণ প্রতিনিধির কোন আসন এই লীগে ছিল না। বিজোহী-রাশিয়াকে পৃথিবীর তাবং ধনিক সম্প্রদায়ের পরম শত্ত জ্ঞানে ধনিক সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত লীগ রাশিয়ার কোন প্রতিনিধিকে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত জাতিই এখনও উহাতে যোগদান করে নাই। नीरंग এখনও ইংরাজ ও ফরাদী জাতিরই প্রাধান্ত লক্ষিত হইতেছে। ষতদিন এই প্রভাব অক্ষু থাকিবে ততদিন লীগ মাত্র ছুইটা শক্তিমান জাতির মুগপাত্র হিদাবেই বিবেচিত হইবে।

সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞোহও ইউরোপে অভি
ভীষণভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। ইউরোপের রমণীগণ অনেকাংশে প্রাচ্যদেশের নাবীগণ অপেকা ভাষীনতা
উপভোগ করিলেও তাহাদের মধ্যেও একটা আবদ বা
পর্দা ছিল। দিবাভাবে প্রকাশ রাজপথে ইট্রের উপর্
পরিধেয় বস্ত্র তুলিয়া দিয়া এবং পুরুষকৈ ধালা মারিয়
ভূত্মের পূর্বেকোন নারীকেই যাইতে দেখা বাইত না।
ভারী পুরুষের সমকক এই কথা প্রকাশ্যে বলিকেও বার্তির
ভারী ক্ষনের সমকক এই কথা প্রকাশ্যে বলিকেও বার্তির
ভারী ক্ষনেই বীকৃত ক্ষত লা। গত ব্যুষ্ট বিজ্ঞান

নারীগণ কলকারখানায় পুরুষগণের সহিত সমানভাবে कार्या करत । युक-त्करा अधि-वर्शनत मत्था शमन ना **ক্রিলেও অনেক সময়েই তাহাদিগকে যুদ্ধকেতা পর্যান্ত** গমন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত দৈলগণকে পুনরায় যুদ্ধ-কেতে মৃত্যু-মুধে ফিরিয়া যাইবার জন্ম ভাহাদিগকে সকল প্রকার উৎসাহ প্রদান করিতে চইয়াছে। ক্ষমতার আস্বাদ পাইলেই সেই ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে কেহই স্বীকৃত হয় না। ইউরোপের রুমণীগণই বা কেন প্রাপ্ত ক্ষমতা হস্তচ্যত করিতে স্বীকৃতা হটবে <sup>,</sup> তাহার পর ইউরোপে নর অপেকা নারীর সংখ্যা বরাবরই কিছু অধিকই ছিল। যুদ্ধকেত্তে অসংখ্য নর-হত্যা সংঘটিত হইয়া যাওয়ায় নারীর সংখ্যা ইউরোনের প্রদেশ সমূহে বিশেষতঃ ইংলতে ও ফ্রান্সে বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই নারীদের মধ্যে যু:তী-দের সংখ্যাই অধিক। এই অবিবাহিত যুবতীগণ যুবক-দের সহবাদে আদিয়া ভাহাদের সহিত একত বসবাস করিয়া অনেকটা নীতিচ্যত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? যুদ্ধের পর আর্থিক ক্লছত। ভীষণভাবে আত্ম-প্রকাশ করায় এবং দামান্ত আয়াদেই যে কোন যুবতীকে অন্ততঃ পকে কিল্ড দিনের জন্ম প্রীতির বন্ধনে বাঁধিতে পারা যায় দেখিয়। ইউরোপের যুবক সম্প্রদায় দিন দিন বিবাহ-বন্ধনে ষাবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক হইয়া উঠিতেছে। যুবতীগণ গর্ভ-ধারণ ও সম্ভান-পালনই যে আদি-যুগে তাহাদিগকে ধর্ম করিয়া দেয় এই জ্ঞান লাভ করিয়া গর্ভ-ধারণ ও সম্ভান পালন কবিতে অস্থীকার করিতেছে।

গত মহাযুদ্ধে কর্তুব্যের নামে দেশের যুবকগণকে
মৃত্যুর মুখে আগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেশের যুবকগণ
মগন হাস্তমুধে অগ্নিকুতে ঝাপাইয়া পড়িতেছিল তথন
বৃদ্ধগণ নিরাপদ স্থলে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনার আফুসন্দিক ফল
হিসাবে মহাস্মরের অবসানের সহিত যুবক-গণ বিজ্ঞোহী
হইয়া প্রতিষ্ঠিত আইন-কান্থনগুলির বিক্লকে বিজ্ঞোহ
ঘৌষণা করিয়াছে। তাহারা এখন বৃদ্ধদিগের কোন
আজ্ঞাই বিনা প্রেশ্নে মানিয়া লইতে নারাজ। এদিকে
মুবক-যুবতীর দিধাহীন মিলন হইডে বোন-প্রশার কোন

প্রকার আইন-কান্থনই কি নর বা কি নারী আর মানিয়া লইতে রাজী হইতেছে না। এইজন্ম এখন ইউরোপে Divorce বা বিবাহ-বিচ্ছেদের এত হড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। Compassionate marriage বা easy divorce law প্রবর্তন করিবার প্রেরণা রাজনৈতিকগণের মধ্যে আপনা হতেই আসে নাই বা নৃতন আদর্শের জন্ম কোন কিছু নৃতন experiment স্বক্ষ করা হয় নাই।

ধনিক ও শ্রমিকের কলহ ইউরোপের পুরাতন ব্যাপার: গত মহাযুদ্ধের অবসানের পর হইতে সমগ্র ইউরোপে উহা অতি উৎকট ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দৈনিক সংগ্রহ করিবার জন্ম জন্মাধারণকে নানাপ্রকার প্রলোভনে প্রলুক করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে যুদ্ধকেত হইতে প্রত্যাপমন করিয়া যথন তাহার৷ নতন স্থার্থাের পথ অবলম্বন করা দূরে থাকুক যুদ্ধের পূর্বকার অবস্থায়ও ফিরিয়া যাইতে পারিল না, তথনি তাহারা বিজ্ঞোহ (चावना कतिया वरम । '(वकात' मन भारक विराजाशी दृष्टेया দাঁডায় এই ভদ্ম ইংলও 'ডোল' বা মৃষ্টি ভিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে শাস্ত করিয়া রাথিয়াছে। কিন্তু প্রায় বিশ লক্ষ বেকারকে কত্নিন ডোল দিয়া শাস্ত করিয়া রাখিতে পারিবে তাহা নিশ্চয়ই ভাবিবার বিষয়? ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি সংঘটিত হইলে এই বেকার সমস্থার নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। কিন্তু গত যুদ্ধের পর হইতে প্রত্যেক জাতি তাহার জাতীয় বাজারগুলি হইতে विद्रमणी প्रधानमञ्जात करिकेशा मिवात छाम्मरण tarrif wall তুলিয়া দেওয়ায় ব্যবসা-বাণিজের বাজারে যে মন্দা পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বহদিনের ধর্মভাবও আজ ইউরোপকে পরিত্যাগ করিতে বদিয়াছে। বিজ্ঞাহী রাশিয়া 'ভগবান' ও তাঁহার পুরোহিতগণকে দর্মপ্রকার অনাচারের একমাত্র মূলহেতু দ্বির করিয়া রাশিয়া হইতে তাহাদিগকে নির্মাদন করিয়া দিয়াছে। কোনপ্রকার উপাদনাই এখন দেখানে আইন-বিক্লম। বিজ্ঞোহী নেতা কামাল তাঁহার ছারা শাসিত তুরস্ক হইতে ধর্মকে সমূলে উৎপাটন ক্রিয়ার স্কল্পত বহু-পরিকর হইরাছেন। ফ্রাল্ড ধর্মকে

নির্ন্ধাসন করিবার জন্ম উল্মোগ করিতেছে। ইংরাছ প্রকাশ্রে কোন মত প্রচীর না করিলেও অন্তরে অন্তরে ভীষণ ধর্ম-দ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।

কয়েক শতাব্দী ইউরোপ তাবৎ সভ্যজগতকে সভ্যতার আলোক দেথাইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে যে নবযুগ আসিতেছে ইউরোপেই তাহার স্ত্রনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সনাতনিগণ আপন মনকে চক্ষু ঠারিয়া এই নব মুগের বার্তা এখনও স্বীকার করিয়া না লইলেও

खिराएछ এই यूरांत तांगी छांशां निगरक श्रंहण कित्रिएहें हरेर छांशाएछ विस्पाल गरमह नारें। यूक पृथिती हरेर निर्वाणिण हम नारें। वनकारनेत न्छन वावश कांश्रेष्ठ मनः पृष्ठ हम नारें। नमनान के वनकान अक्ष्मि आवात अञ्चलिछ हरेर जैवः छथन यूक्षरूक जैवा कि छोरेगा पिएट ; स्मेर ममनान पृष्ठ हरेमा पृथिवी न्छन करलवि स्वाण कित्रा न कित्र ।

#### গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায় ছায়ানট

त्मान् या, त्मान् या श्रामा

श्रीत्य वाथा द्याद कहें।

या वित्न जात वित्न कादत,

जन्द क जात या वहे।

मिनि यिन स्ट्रिंग्त हानि,

मिनि किन कोन्ना तामि!

मिनि किन या এउই प्थ,

यत्रम छत्र मनाई छहे।

मुद्धात्मद मिद्र वाथा

स्थ य कि भाम, वन्ता या जा'!

क्रिंग क्रिंग क्षीयन त्मन,

स्थी या या क्रिंग्हें नहें।

#### গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

( ওগো ) পথিক—ওগো পথিক, কোণা তুমি চল একাকী 🕈

মলয় বাতাস ফেলিছে নিশাস,

কেঁদে ফিরে উডে পাখী।

দিবস রাতির মিলন বাঁকে

চলেছ খু জিয়া কাহাকে 📍

হাসি, আশা, কি ভালবাসা

করে তোমায় **ডা**কাডাকি।

কোন অজানার দরশ আশে
চলেছ একা—কি পিয়াসে,
চলেছ কোথা সে, কাহার পাশে
মরমে কি ছবি আঁকি?

## দেহাতীতা

শ্ৰীজগৎমোহন সেন বি, এস-সি বি, এছ

তব তকু লতা চাহি নাই সধি মনোমন্দার মালা,
তোমার তরুণ অহুরাগ রাঙা—আমারে পরায়ো বালা।
মুণাল বাহুর বন্ধন লাগি ব্যগ্র নহে এ হিয়া,
অধরের হুরা গাঢ় চুম্বনে পান করিব না প্রিয়া।
আমি চাহি ঐ নয়নের কোণে, হৃদয়ের যেই শোভা।
অলিয়া আলিল সারাদেহে তব রূপের দীপালি প্রভা,
তারি আরতির রশিধারায় আঁধার জ্বয় ভরি,

আমার সকল দহনের জালা লইতে শীতল করি'।
আমার নয়নে স্থানর তৃমি নহত রূপের লাগি,
নহি আমি তব বর অঙ্গের ধৌবন অঞ্রাগী।
মোর ফান্ধন আদে নাই সধি তব দেহ উপৰনে,
মোর বসন্ত চির জাগ্রত তোমার সব্জ মনে।
তরুণ মনের অরুণ মদিরা তরে এ তৃষিত হিরা
মনোনদ্দন মন্দার মোরে উপার্য দাও প্রায়া।

## দেবী

#### ঐীবুদ্ধদেব বস্থ

'নতুন আর কী প্রেম ট্রেম করলে, বলো।'

'কেন ? তোমার টাকার দরকার হয়েছে বৃঝি ?'

আমি হেনে ফেল্লাম।—'তা ছাথো, সত্যি একটা

ার না লিখলে আর চলছে না।' অমিতা চলর
ভোট, শালা দাঁত মুহুর্ত্তের হাসিতে উদ্ভাসিত হ'লো।

'উ:, অসহা খারাপ কাজ করো তো করো, তা-ই

ানে' একটু লজ্জাও কি রাখতে নেই ? shamelessly,

blatantly, brutally '

'দেবী, করণা করো। স্বাই তো আমরা হর্ভাগা গাপী—তা ছাড়া আর কি ?'

"ন;—সজ্যি। ওঃ, তোমরা গল্প-লেথকরা। তোমানের মত স্বার্থপর, হীন, কুচক্রী।

"জঘ্ৰা কাম-প্ৰ—"

'িজের স্ততি কোরো না; কাম-পশু হ'তে পারলে ভামরা বেঁচে বেতে। ঠাট্টা নয়, তোমাদের হৃদয়হীনতার গ্রাম বা নিঃদীমতা ভাবলে শিউণে উঠতে হয়। এই তোমার ক্থাই ধরো তুমি কি মানুষ? আমার শেলহ হয়, তুমি ম'রে গেলে আমার বুক যদি কেটে গালাহয়, ভিতরে যেখানে হৃদয় ধাকা উচিত

'হদয় নয়, আমিতা, হতপিও।'

'থা-ই বলো। যেথানে সে-জিনিষটা থাকা উচিত, স্থানে দেখা যাবে কালো, বিশ্রী একটা গর্ত্ত; এমন স্থানক দেখাতে যে তোমার মূতদেহ শ্মশানে নিয়ে যতে ডোমরাও চাইবে না।'

'চমংকার প্রস্পেক্ট্। যথাবিধি সংকার না হওয়ার ত আমার প্রেত্তের মৃক্তি হবে না; ঝোড়ো হাওয়ার ত করুণ চীংকার কর্তে-কর্তে আমাকে সারা পৃথিবী ের বেড়াতে হবে। তারপর একদিন হয় তো—এক াত্রে, বাইরে যথন বৃষ্টি, দৈবাং তোমার ঘরে এসে গৈছিত হ'বো, সেখানে বিছানায় ভবে ঘুনের আগে তুমি কবিতার বই পড়্ছো, শিয়রে টেব্ল্ ল্যাম্পের ঠাণ্ডা আলো তোমার শাল চুলের ওপর পড়ে' তোমাকে আরো সুন্দর করে' তুলেছে '

'থামো, থামো। তোমার চালাকি আমি বুঝ্তে পেরেছি। ফ্রাটারি দিয়ে এখন আর আমাকে ভোলাতে পার্ছো না।'

'ম্যাটারি! যা-ই বলো, অমিতা, ফ্রাটার্ড হবার ক্ষমতা তোমার অসাধারণ। কিন্তু এই যে চা। কী থাবে, বল।'

'কী থাবে? Anything. তোমাদের মত আমি ভিটামিন-ফ্যাডিস্ট্ নই; ডাক্তারি বই দেখে দেখে থাত নির্বাচন করি নে। I am not particular what eat—মুধে থারাপুনা লাগলেই হ'লো।'

Sandwiches—chicken, ওমেইটারকে আমি বলন্ম।

'সণ্ডউইচ !' অমিতা বলে' উঠল, 'না। বরং ছুটো ভিম নাও--পোচড। উহুঁ— আজকে বড় গ্রম। ছু' একটা ক্রীম রোল হয় তো খাওয়া যেতো— কিন্তু, এখানে ওরা এত বেশী মিটি দ্যায় ! যাক্ গে— নাও, তোমার শুওউইচই নাও।'

আমি হেসে ফেল্লাম।

'হাস্ছো বে? আমার এই অব্যবস্থিত চিন্ততা (ঠিক হ'লো?) মনে মনে টুকে রাথছে। তো।—পরের গল্পে এক ফাঁকে বসিয়ে দেবে। ইস, তোমার কথা যতই ভাবি, রাগ সামলাতে পারি নে। বন্ধুদেরকে তুমি যা exploit করে।—চমংকার বন্ধু বটে তুমি। চা-টা ঢাল্বো? না, এখনো হন্ধ নি। তুমি গল্প লেখক বন্ধুতার মর্য্যালা তুমি কি ব্যবে?"

"जूमि की वृत्रित्व मधामी-"

দ্যাথো, ঠাট্টা দিয়ে উড়িয়ে দেবার যতই চেটা করে, মনে-মনে জুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি যা বল্ছি, সব সভিত। প্রতিবাদ তুমি কর্বে কী করে?—দে-মুখ
কি তোমার আছে? বন্ধুরা ভোমাকে বিখাস করে
সব মনের কথা বলে—মার তুমি তার কী প্রতিদান
দাও? না, সে বিখাস ভালিয়ে রোজগার করে। খুব
সহায়ভূতির ভাব করে' তো শুনে যাও—এদিকে সব
সময় মনে মনে ভাবছো, কী ভাবে এটা থেকে সব
চেয়ে ভালো গল্ল ভৈরি হয়; ঐ জায়গাটা বাদ দিতে
হবে, ওখানটা বদলানো দরকার, এখানে কয়েটা ফুট্কি
বিদিয়ে দিলেই চল্বে। বন্ধুরা হচ্ছে ভোমার শীকার,
শকুনের মত তীক্ষ্ণ চোখ মেলে তুমি বসে আছো—
একটু ফাক পেলেই তাদের পেট চিরে নাড়িভূড়ি
'করে'—

'আর নয়, থামো। নিজের সম্বন্ধে আমার নিজেরি ভয় করছে। এদিকে চা-টা বৃঝি তেতো হয়ে গেলো।'

'হোক্, চা আমি তেতো করেই খাই। এই নাও।
রচ্নু সাওউইচ—এগ-পোচ নিলেই হ'তো। থাক্—
এখন আরে দরকার নেই। তোমার মত এমন কপট,
খল, কৃটপ্রকৃতির—ছাই ভাষাতেও কুলোয় না। ভোমাকে
একদিন কথায় কথায় একটা গল্প বল্লুম—আমার
ছেলেবেলাকার একটা ব্যাপার—তা সেটা তৃমি কাউকে
কিছু না বলে' স্রেফ তোমার বইয়ে চুকিয়ে দিলে—
এমন ভাবে লিখলে, যেন আমি ভোমাকে লেখবার
জ্ঞাই ও-গল্প বলেছিলুম। perfidy on perfidy!
উ:, কেন লোকের সাহিত্যিক বরু থাকে?'

'ওটা স্বীকার করো, অমিতা, গল্পটা ভালো হয়েছিলো।'
'ছাই হয়েছিলো। ক্লীন ফাঁকি। তারপর—বেচারা
অতমুকে ভাভিন্নে তো তুমি জীবন ভরেই খেলে।
ও একটা ফ্যাসাদে পড়ে—তুমি লেখো এক গল্প।
বক্মারি, ঝঞ্পাট, অশান্তি—সব ওর; তোমার হচ্ছে
অর্থ আর যশ। কী অ্যায়! আমি যদি অতমু হতু'ম
তোমার কাছ থেকে পচিশ পার্দেণ্ট্ কমিশন অস্ততঃ
আদান্ন করে নিতুম। অতমু এ-সব বিষয়ে একটা
ইভিন্নট বলে'—! ও নানারকম যন্ত্রণা ভোগ করে তোমাকে
ready made মাশমশলা জোগাবে, আর তুমি
কাগভের ওপর কলম চালিয়ে বড়লোক হবে। ভ্যানক

কথা। স্বার, ভারি তো তুমি লেখো। স্বীবনে ভো একটা গর নিজে ভারতে পার্লে না; শীকারের ম্থ থেকে যা শোনো, একটু সাজিয়ে-গুছিরে, তা-ই তো লিখে যাও। এমন কি কথাগুলোও তো কত জায়গায় নির্মিরাদে চুরি করো। করে। না? অমন লেখার বাহাত্রী কী? দাড়াও, একদিন তোমার সব কথা আমি ফাঁস করে দেবো, তোমার সাহিত্যিক কীর্তিজ্ঞ ধুস্করে পড়বে ভেডে।'

'গাক্—ন্তস্ত একটা উঠেছে তা হলে। That's something.

তুমিই বলো—তোমার যা পেশা, তা কি ভয়ানক-রকম স্বার্থপর—এমন কি ধানিকটা নিষ্ঠুর নয় ? তোমার উদাসিল, নিালপ্ততা—যা নিয়ে তুমি এত জাঁক করে৷ — হাদমহীনতা ছাড়। তা আর কী? মাহুষের হুখ, তৃঃখ, আশা, বাদনা—কিছুই তোমার মনকে স্পর্ব করে না, তোমার চোথ থাকে সব সময় গল্পের ওপর। একটা ভীষণরকম hideous ব্যাপার হয়তো ঘট্লো; তুমি তা শুনে মনে-মনে ভাববে, চমংকার! এ নিয়ে চমৎকার একটা গল্প হয়। তেমনি, ছুরি দিয়ে একটা কার্বক্ষল কেটে রক্ত পুজ বার করে একজন ডাজার হয়তে। বলবেন, "It was a beautiful operation"। Beautiful! বেমন, তোমার চোঝে বোকামি, ভাঁড়ামি, হানতা, ভণ্ডামি-পৃথিবীর যত কুৎসিত জিনিষ, সব beautiful"। সব জিনিষ সম্বন্ধেই তোমার একটা professional interest; তুমি নিজে রক্ত মাংস হৃদ্য িরে মাহব, তুমি—তুমি বেন নেই-ই। **জিজেন** করি, এর নাম কি বেঁচে থাকা ?'

'জিজেদ কর্তে পারে৷ বটে ৷'

তোমরা গল লিখিয়েরা এক একটি spiritual ghoul, তোমরা নিজেরাও মৃত; মৃত জিনিষ নিমেই ভোমানের কারবার। যে আমেরিকান জ্যুর্গালিস্টু এক সন্ধা বিধবার কাছে গিলে বলেছিলো, How It Feels To Be s Widow—এ-বিবন্ধে তাকে কিছু বল্তে তোমরা ভারি একটু মার্জিত সংস্করণ মাত্র। বেখানেই বার, মই করো কোনখানে একটা "story" পাওয়া বার বিনা

বিষয়ে তোমাদের মন সম্পূর্ণ সন্ধার্গ। মাসুৰ স্থাপ কি হু:খে থাক—মরুক কি বাঁচুক, ভারি তো তোমর। কেয়ার করো; ও-সব জিনিষ "literary" হলেই ভোমরা খুদি। ও-সব স্থা হু:খ হচ্ছে কাঁচা মাল; আর পরের গাপই প্রকাশকের চেক।'

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, অমিতা একটু আগেই কোনে। গল্প লেখক তোমাকে চুমো থেতে চাইতে ভুলে গিয়েছিলো।'

'ভূলিয়ে ভালিয়ে আমাকে দিয়ে যে আর একটা প্রেমের গল্প বলিয়ে নেবে, অমন আশা কোরো না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ভোমার কাছে ভীষণ সাবধান পাক্ষো। চিনিটা কী হ'লো? যা-ই বলো, এ তোমার ভারি অভায় আবদার,; তোমার গল্প লেখবার জভ্য স্বাই প্রেম করে' মর্বে। কেন, নিজে প্রেমে পড়ে দেখ্তে পারো না?'

'কী ক্র্বো, অমিতা, স্বার ক্পালে স্ব রক্ম সৌভাগ্য হয় ন। ।'

'সৌভাগ্য! বটেই তো! একে যদি তুমি সোভাগ্যই মনে করতে, তা হ'লে—তুমি নিজকে যতই ক্লেভার মনে করো, আমাকে ঠকাতে পার্ছো না। আসল কথা কী, তা আমি জানি। তুমি চাও মনের শাস্তিতে থাকতে— দিবিয় আলগোছে দর্শক সেজে বসে' থাক্তে, ভোমার ব্যবসায় উন্নতির পক্ষে সেটাই দরকার। কারণ, নিজের রুক যথন যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে ওঠে, তথন আর তা নিয়ে অত হাসি-থেলা করে' লেখা যায় না। যায় ?'

'তোমার কথার আমার একটি শুধু আপত্তি আছে।

কোণা জিনিষটা হাসি-খেলা করে' হর না। তোমার
প্রেমিক ভালোবাসায় যত যন্ত্রণা ভোগ, করে, আমি একটা
গন্ধ লিখতে গিয়ে ভা'র চেয়ে কিছু কম করি নে। বিখাস
না হয়, একবার লেখা চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'তা-ই ভাবছি। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসা এক হাঙাম। একটা চিঠির মত চিঠি জীবনে কথনো লিখতে পার্লুম না—গল্প তো দ্বের কথা। বান্দ্, আমার সব গলের সর্ত্ত ভোমাকে দিয়ে দিলুম—একেবারে ক্রী। একটা উৎসর্গ লিপি পর্ব্যন্ত চাইলুম না।' "অনেক ধল্লবাদ।"

'Not so soon একটা সর্ত্ত আছে। সেটা এই মে তুমি কোনো মেয়ের প্রেমে পড়বে। নিজে যে আমাদের ওপর খুব চাল করে' বেড়াও, তোমার প্রেমে-পড়া অবস্থাটা দেখবার জন্য আমি মরে যাচ্চি।'

'অমিতাঃ যে মদ তৈরি করে, তা'র মা**তাল হলে** চলে না।'

'থাও, যাও—আমার কাছে তোমানের "ক্লেশে" আউড়িয়ো না; ও-সব ওনে'-ওনে' ঘেলা ধরে' গেছে। স্বীকার করো না কেন যে তুমি ভীক্ন, তুমি কাপুরুষ ?' অমিতা হঠাৎ চুপ কর্লো।

অমিতার কথার ধরণে একটু ন্যভাস হ'য়ে গিয়ে আমি চট্ করে' নীরবতা ভেঙে দিলুম: 'তা হ'লে একার আরম্ভ করো।'

'কী আরম্ভ কর্বো ?'

'তোমার গল্প।'

'al (a-'

'বারে আবার কী? এই না বললে—'

'বলেছি বলে' এখনি তোমার ফর্মায়েস-মত গল্প ফাঁদতে বসি আর কি! আহলোদ।'

'লন্মী তো—'

'এ যে অন্তত রকম জুলুম! এরি জন্তে কি আজ বেলা তুটোর সময় আমাকে চা পাওয়াতে নিয়ে এদেছো?'

'অনেকদিন কল্কাতার বাইরে ছিলুম, ক্ষিরে এসে মনটা চটু করে' কাজে বদ্তে চাইছে না—'

'তার ওষ্ধ হলাম বুঝি আমি ? একাধারে ফল্ফোলে-সিখিন আর পেল্মানিজম্—বিজ্ঞাপন যদি বিশাস করো। O monstrous treachery, treacherous monstery—'

'Teacherous monstery,monstrous treachery !'
আমি প্রত্যন্তরে বল্লুম, 'কেমন হ'লো এটা—না, পাক,
ভোমার যে-রকম মেজাজ দেখছি—'

'ভোমার পেয়ালা ক্রোয় নি? কী যে বিকম সময় নাও চা থেতে! ল্যাখে, ভোমাকে একটা মনের কথা বাল, হেসো না। সব মেয়ের জীবনেই একটা সময় জাসে, যখন সে উপলব্ধি কর্তে বাধ্য হয়, সে ফ্রিয়ে এলেছে। চোধ বুজে যভই না-বোঝবার ভাগ করো, বয়েস বেড়েই চলে।'

'ন্মিতা, তুমি—'আমি প্রতিবাদ কর্লুম।

'থাক, থাক, ও-সব আর না-ই বল্লে। শালা সভা হচ্ছে এ-ই যে আমি বুড়ো হতে চলেছি। আমার কভ ৰয়েস, আমানো ?'

'এর পরে এ-কথা বল্বে না, আশা করি, যে তোমার তুলনায় আমি নেহাৎ ছেলেমাত্ম ।'

'স্তর্গং' নিজের কথার জের টেনে অমিতা বল্লে, 'আমার কাছ থেকে আর নতুন প্রেমের গল্ল আশা কোরো না। এর পরে হয়-তো ঝা করে একদিন বিয়েই করে' ফেল্ডে হবে। থোঁজে থেকো, আমার জল্ঞে একজন আমী মদি জোগাড় করে' দিতে পারে।। নাও, চা।'

'নাং, তোমাকে নিয়ে আমার আর চল্তো না, দেখছি।' দিত্তীয় পেয়ালা চায়ে চুমুক দিয়ে আমি একটা দিত্তেট ধরালুম, 'এম্নিই তো আমার নারী-বিদ্বেষী বলে' দুর্গাম আছে, তার ওপর তোমার ও-সব কথা যদি গল্পে লিখি—নাং। ছংখিত, অমিতা চন্দ, কিন্তু বাঙলা সাহিত্য ভোমাকে গ্রহণ কর্তে পারবে না। ভাবতি, নামটা এবার একটু ভালো কর্তে হ'বে। কোনো দেবীর গল্পতে পারে। '

'দেবীর' অমিতা ভুক কুঁচকোলে।'

'মানে, এমন-কোনো মেয়ের, কপালে যার বৃদ্ধির দীপ্তি, চোপে যার তপস্তার জ্যোতি, যা'র পবিত্রতা বরফের মত, সাগুনের মত, হিন্দু নারী নারীতের যে—'

'বৃষ্তে পেরেছি, থাক্। ও-রকম মেয়ে ছ'একটা বে না দেখেছি, তা নয়। সাধারণত তারা হতিকায় মারা যায়।'

'ঠাট্টা নয়, অমিতা। দ্যাথো না ভেবে, কিছু মনে ক্রুডে পারো কি না। একটা লাগগৈ গল্প যদি পাওয়া যায়—চাই কি, বে কাগল আমার ওপর থড়গ হন্ত, তারাই নিয়ে নেবে হয়-তো। বেশ ভালো দাম ছায় ওরা।"

'দাড়াও, দেখছি—'অমিতা টোটের এক কোণ কাম্ডালে, 'আশ্চর্যা, তোমাকে এত বক্লুম, তবু, ছাথো, এখন তোমাকে সাহায্য কর্বার কল্প বাস্ত হ'য়ে পড়েছি। আমার কি গরজ ? বেখান থেকে পারো, তুমি গল্প কুড়িয়ে নাও। আর দশ মিনিটের ভেতর চা শেষ করে আমি চল্লুম।

'বে-কথা মোটেও সভ্যি নয় বলে' জানি, সে-কথা মুখে জোর করে' বলার মোহ বুড়ো বয়েস পর্যান্ত থেকে যায়, দেখছি।'

'স্তিয় নয়? আচ্ছা, ছাঝো—'অমিতা তক্ করে' অনেকথানি চা গিলে' ফেল্লো। 'হাঁ—একটা মনে পড়েছে, শোনো। ওটা বোধ হয় তোমার কাজে লাগবে। ভারি মন্ধার ব্যাপার।'

'মঞ্জার ?'

'সেটা নির্ভর করবে, তুমি কী ভাবে লেখে, ভার ওপর। ইচ্ছে করলে এ থেকে তুমি একটা হ্রদয়-বিদারক ট্র্যাজিডিও কর্তে পারো। সভ্যি বল্তে, অনেক-বিছুই তোমার ওপর নির্ভর করবে। কারণ, আমি যেটুরু জানি, তা অভ্যন্ত ভাদা-ভাদা, লোকের মূথে শোনা। অনেক ফাক ভোমাকে নিজে ভন্তি করে' নিতে হ'বে। ব্যাপারটা ঘটেছিলো আমাদের পাশের বাড়িতে, এবং কল্কাভায় পাশের বাড়ির দূরত্ব হচ্ছে সব চেয়ে বেশি; তাই বাইরের লোকের কাণে যেটুরু এসে পৌছয়, তার বেশি আমি বল্তে পারবো না। তবে একটা স্থবিধে আছে; তুমি যা চাও, এ-গল্প তাই। এক দেবী নিয়ে।'

'বলো কী ? আমার অদৃষ্ট কি হঠাৎ এতই ভালো হয়ে গেলো যে—'

'হাা, একেবারে দেবী; কোনো ভূল নেই। মেয়েটি ছিলো— ঐ ভূমি যা বল্লে— বরফের মত, আঞ্চনের মত। একজনের কাছে আঞ্চনা একজনের কাছে আঞ্চনা এর বরফত্ত আর আঞ্চনা কার্ডনত ছই-ই সমান প্রথর ছিলো। আশ্চর্যা মেয়ে। ওর মত মেয়ে আর-একটু সাবধান মেকেন হয় নি, তা ভেবে অবাক লাগে। তা হলেই আলক্ষেতি তামাকে এ গল্প বলা থেকে রেহাই পেতৃষ। অবিশি, শেষ পর্যান্ত ও বেশ সাম্লে নিয়েছলো—'

'অমিতা, তুমি ধরে' নিচ্ছো, আমি ৰ্যাপারটা ধর আনি।"

'वााशांत किहूरे नम, इ' मिनिटिरे वना इत गाँ।

ভদ্রলোক—কিরণবাব্ বৃথি নাম—অনেক থোঁ আবাধ্ জির পর লাবণ্যকে বিয়ে করেন। লাবণ্যর রূপ ছিলো; এবং চল্তি কথা-অন্থসারে সে শিক্ষিতাও—মানে, সে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন আবিভাগেত পারে, ভুল স্থরে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে পারে, এবং রবীন্দ্রনাথের মত বানান করে?—এটা আন্দাজ কর্ছি—চিটি লিখ্তে পারে। খ্ব যাভাবিক, ও একটা ভায়েরী রাখতো; অন্তভঃ ভোমার গল্পে রাখা দরকার হবে। হবে না? ওর চরিত্র সম্পূর্ণ করে ফুটিয়ে তোলবার এ-কৌশল ভূমি নিশ্চয় ছাডবে না '

'তুমি ভুল করো নি তো, অমিতা ও-ধরণের মেয়ের ভেতর কি দেবী পাওয়া যায়? মেসের ঝি কি সাপুড়ের বৌ—

'শোনোই। ভদ্রলোক—কিরণবাব্—বে পেরে খ্ব থ্সি হলেন, কিন্তু তাঁর কপাল মন্দ, বিয়ের মাসধানেক পরই তাঁর চাক্রিতে বদ্লি হলো। নিজকে ছিনিয়ে নিয়ে তিনি গেলেন চলে'—কোথায় বেন। বাজিতে রইলো তাঁর বিধবা মা, আর ছই ছোট ভাই—বক্ষণ আর বাসব।

'বকণ ব্যেসে বড়-হাসি খুসি, দিলদ্রিয়া গোছের लोक; ट्रां-ट्रां करत्र' शास्त्र, या मदन जारम, भोगभे বলে' ভাষ, বলেই ভূলে' যায়। ওর সম্বন্ধে আমরা তুর্ণাম তন্তে পেতৃম, ও নাকি মদ খায়, ওর নাকি চিরিত্র খারাপ।" আচ্ছা, আমাদের দেশের লোক চরিত্র খারাপ वम् ए अधू मन्नभाग वा विवाद-अजितिष्ट सोन आठात বোঝে কেন, বলতে পারো? অবিশ্রি বেশি মদ খেলে लांक्त्र जीत्क श्रहात कत्वात अवहा (अने हत, किन्न পেটা সচরাচর নয়। আর—যৌন উচ্ছ, খলতা, সেটা কি বিষের মধ্যেও হয় না, কিন্তু তাকে লোকে দোৰ আৰু না <sup>কেন</sup>? স্বামী-জীর মধ্যে বধন বিশীরকমের অতি-চার হয়, তাকে কেন হন্দরিত্রতা বলা হয় না? আশ্চর্যা, এ-गव किनिय वामि व्याउटे भारतम् ना। य-ताक हृति करत, मिर्ला कथा वरन, रनाक ठेकाम, रव-रनाक छर् देवव-খণে জেলের বাইরে আছে, সে-ও আমাদের খেশে একজন "চরিজবান্" বলে' চলে' মার, বলি ভার মণ্য বা **সভ** 

স্বীতে আদক্তি না থাকে। অথচ, যে-লোক স্তানিষ্ঠ,
নির্জীক, অর্থ সম্বন্ধে অত্যন্ত সং—নোটের ওপর, যে জন্ত্র-লোক—চরিত্রহীনতার মার্ক। সে কিছুতেই এড়াতে
পারবে না, যদি ও-সব কোনো বিষয়ে তার হ্র্কালতা
থাকে। আরো আশ্রুণ্ডানয় '

অমি তা চূপ করলো, কিন্ত আমি কোনো কথা বশ্দুম না। এমন চমংকার অপরাহুটা নীতিশান্তের আলোচনার কাটিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে কর্ছিলো না।

'অপচ', অমিতা বলতে লাগলো, 'যত রকম অক্সায় প্রিবীতে আছে, তার মধ্যে বৌন অনিয়মিততাই সব চেম্বে ক্ষমার যোগ্য-- যদি অবিভি সেটাকে অষ্ঠায় বলো। কারণ, দেটার মূলে আছে প্রকৃতির প্ররোচনা, যা অতিক্রম করা থুব শক্ত লোকের পক্ষেও দব দময় সম্ভব হয় না। তা ছাড়া, সেটার সঙ্গে একটা ইমোশন, উষ্ণ হালয়বুজি জড়িত থাকে, অস্ততঃ সাধারণত থাকে; এবং তাতে জীবনের ঐশ্বর্যা বাড়ে। কেউ যদি এ-ব্যাপারে **অস্থায়** রকম বাডাবাড়ি করে, তা হলেও তার পক্ষ থেকে এটুকু বলবার আছে ধ্য দে নিজের ছাড়া কারো কোনো কভি করতে না। অত্যের ক্ষতি করে' নিজে যে লাভবান হয়. তার চেয়ে অস্ততঃ এ ভালো। কিন্তু আমাদের দেশের ভালে-मन्द्र धावना मण्यून जानामा। এটা निक्त्रहे नका করেছো যে যে-উপায়ে পয়দা হয়-- যতই দেটা অসৎ কি হীন হোক—তারি ওপর লোকের অসীম শ্রদ্ধা—কোনো-तकाम (कारनत वाहात थाकार भावानह हाला। ध्यक्ड অর্থ সঞ্চয়ের জন্ম বে-সব গুণ দরকার, চরিতা মানে আজ কাল তা-ই। প্যুদা করা ছাড়া এখন আর কোনো ধর্ম নেই। যে যত প্রদা পূজো করবে, দে-ই তত পুণাৰ্শআ-ब्राभाव छा-हे मांफिरम्ह ।--- म्रास्था, कथा वन्छ-वनरङ চায়ে চুমুক দিতে ভুলেই গিয়েছিলুম, মনে করিমে দিতে হয় না? ঠাতা। আর আছে নাকি চা? বাঃ; Plenty সাধারণতঃ আমি একসঙ্গে এক পেয়ালার বেশি চা খাই নে, আৰু তোমার পালায় পড়ে' অনেক থেয়ে কেল্লুম। এখানকার চা-টা বেশ ভালো মনে হচ্ছে। কিন্তু তাই हाम्(ल, 'हाा···श्रहो। त्मर करत त्मम्र हतः त्में

রেচেড পর। কীনা বল্ছিলুম ? বরুণ, ঐ রকম ছেলে ছিলো बङ्ग्। আর, ছোটটি । বাসব, সে হচ্ছে কবি— কবি চেলে, ছপুর রাতে বিছানা থেকে উঠে বাঁশি বাজায়; জ্যোছনা রাতে ছাতে উঠে সহজে আর নাবে না, কাণ পেতে থাকে-কখন খাবার ডাক আস্বে; একটা অত্যস্ত সাধারণ কথা অনেক ঘুরিয়ে, মোচড় দিয়ে বলে; আত্মা-টাত্মা নিয়ে—যাকে হাতের কাছে পায়, তার সঙ্গেই তুমুল তর্ক করে। একটা ছেলেমাসুধ-ছেলেমাসুধ ভাব-এই ছিল ওর কৌশল; কিছুই-জানি-নে পবিত্র দেব-দৃত গোছের ব্যাপার। ছোট-খাটো একটি বালণি আর কি-ব্রুলে না ? কবিতা আওড়াতে-আওড়াতে কৌমার্ঘ্য-ছরণ, শিশুর মত, অবোধের মত মৃত্ভাবে, অলক্ষিতে আত্মার ভগিনীর শ্যার অংশগ্রহণ। হাস্তো? Ah you hardened professional! বাসৰ খুব চমৎকার জমবে—তা-ই ভাব্ছো? থুব এক হাত দেখিয়ে **(मट्द. नम्र** १ श्रम्भो यथन वहेरम् (वक्रांद, उथन क्रांदकटि নিজে की मिथि' দেবে, তা ও বোধ হয় ঠিক করে' फ्लाका १—"এ वहेरा लिश्तकत्र विकाशत क्रमण (य-ভয়ন্তর নির্মায়তা, নিদারুণ স্ক্রতা-"যাক গে, তোমার যা খুসি, তাই লিখো, সম্প্রতি আমি গল্পটা বলে ফেলি।

'আমি বল্বো বাকিটা? নব-বিবাহিত মেয়ে, grass widow, জলজ্যান্ত ছই দেওর—এর পর কী? কী আবার? তোমার কি মনে হয় না এই পুরোণো, পচে-যাওয়া গল্প আমার কাছে বল্তে-যাওয়া তোমার পক্ষে একটু ছঃলাহস হয়েছে?'

'উ:, কী অক্তজ্ঞতা! না দ্যাথো, তুমি যা ভাবছো, তা কিছু নয়। "নষ্টনীড়" নয়! তা হলে আমি বল্তে যাবো কেন? তুমি না দেবীর গল্প চাইলে? শোনো, মলা আছে। শেষের দিকে একটা মোচড় পাবে; সেটা যে-ভাবে ব্যবহার কর্তে পারো, তারি ওপর তোমার গল্পের কুতকার্য্যতা নির্ভর করবে। এখন হলো কী— শুন্ছো? বক্ষণ ওর বৌদির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। অভাবতই; কারণ, মেয়েদের সক্ষ ও খুব পছক্ষ করতো। তা ছাড়া, আগেই বলেছি, লাবণ্যর চেহারা ছিলো ভালো—

'ৰক্ষণ তার বৌদির সঙ্গে অতি মৃত্, নিরামিষ গোচেব একটা ফ্লাটেসন চালাবার চেষ্টা কর্তে লাগ্লো। সহস্র উপায়ে লাবণ্যর সঙ্গে অন্তরক হবার ফিকির মে থোঁজে; মনের ইচ্ছা গোপন করতে চায় না. চাইলেএ পারে না। গায়ে পড়ে' লাবণ্যর সঙ্গে আলাপ করতে যায়, পড়তে দ্যায় নানারকম বই ; সিঁড়িতে কি বারানায় হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেলে বলে, "সত্যি বৌদি, কী ক্ষন্ত তুমি দেখতে !" না-হয়, একটা হাসির কথা বলতে গিয়ে নিজেই হো-হো করে' হেসে ফেলে—বলা শেষ হয় না। কিছ-here comes the দেবী-touch লাবণ্য—ও বাবা, বরফ, একেবারে বরফ। কাঞ্চনঞ্চত্থার তুষার; Balmer Lawrie's Ice ৷ বঙ্গণের মুখের দিকে এমন কি ভালো করে' তাকায় না পর্যান্ত; আর যখন তাকায়, কঠিন, পাথরের মত দৃষ্টিতে তা'কে বিদ্ধ করে' নানারকম রক্ত-জমানো উপদেশ দ্যায়। বলে:—"তুমি আমার দিকে অমন করে' তাকাও কেন? তোমার কথা সবি তো জানি—তুমি মদ খাও, তুমি উচ্চল্লে গেছো। আমার সক্ষেক্থা বোলোনা।' না-হয় বলে, "সংযম অভ্যেস করো—না-হয় আর মাতুষ হ'লে কিসে? পালনের এ-ই তো সময়।" "কী রাবিশ কতগুলো বই নিয়ে এসেছো, কে পড়ে ও-সব ? শাস্তিনিকেতন সিরিষ পড়েছো ?" "নিজে ভালো দেখে একটি মেয়ে বিয়ে করো; তা হ'লে ধদি তুমি বুঝতে পারো, দাম্পতা-জীবন কত পৰিত্ৰ।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। লাবণা ষধন কথা বলে, এ-সবই বলে। বেশীর ভাগ সময়ই গম্ভীর হয়ে थार्क, तक्रगरक स्मारि जामलहे माम्न ना; अमन जाव करत ওকে যেন চেনেই না। লাবণ্য তার ঘরে একা; হঠাৎ ৰকণ হয়-তো ঢুকে' পড়েছে; লাবণ্য তৎক্ষণাথ জিলেন कब्रत, "की চাও?" की চায়, তা বলা कठिन ; वक्रणदक তাই হু, একটা বাব্দে কথা বলে' সরে' পড়তে হয়। যোট কথা, হাজার চেষ্টা করে'ও বরুণ তা'র বৌদির কার্ছে এগোতে পারছিলো না; যেন জেসনের বাঁড়, নিংশানে সতীত্বের আগুন ছড়াছে—কা'র সাধ্যি কাছে আসে। একে बादत कांगे-जात्त्रत त्वड़ा-त्वत्र। मडीच, धकरे देशनीव खेलाव त्महे। अ-हे हत्क ट्यामाब **स्ट्यान-द्या**ना

ত্র্ণাম খালন করবার স্থ্যোগ। সবিস্তারে লাবণ্যর অবিচলতার, কঠিনতার, কন্টকময়তার বর্ণনা করবে— তোমার ভাষার যত জোর আছে, সব প্রয়োগ করবে এইখানে; উপমায়, অলঙ্কারে, আড়ম্বরে থুব জম্কালো করে সাজাবে এ জায়গাটা; দেখাবে, নারী কত মহিমান্যী, আর পুরুষ কেমন বর্বার, কামাত্র; বরুণের নার-কীয়তার বিরুদ্ধে লাবণ্যর দেবীত্বক উজ্জ্বল করে আঁকবে। আহা—তোমার পাঠকদের হাত-তালির শব্দ শুন্তে পাছিছ।" অমিতা চেয়ারে হেলান দিলে।

'কিন্তু নরকের কীটের ভো শান্তি হলো না।'

'তা হয়েছিলো বই কি – না হ'য়ে পারে ? দেবীর অভিশাপ কথনো ব্যর্থ হয় না। বরুণ যদি এতটা বুঝতে পারতো, তা হ'লে হয়-তো আগেই সাবধান হ'তো, সরে' পড়তো। লাবণ্যর সক্ষে কথনো যদি তা'র ঝগড়াও হ'তো, তা হ'লে সে বেঁচে যেতো। কিন্তু তা'র মেজাজ ছিলো ভয়ানক ভালো, মনে ছিলো অসীম ফুর্তি, সব জিনিষ্ট দে নিতো হাল্কাভাবে। লাবণ্যর কথা আর ব্যবহার সে গায়েই মাধতো না; হেলে—অনেক সময় লাবণ্যর মুধের ওপর হেনে—উড়িয়ে দিতো। হয়-তো ব্যাপারটা তার কাছে ছিলো ধেলার মত; লাবণার কাছ থেকে বাধা পেরে মজা আবো জমে' উঠলো। লাবণ্য যতই তা'র ওপর বিত্ঞা দেখায়, ততই সে ঘুরে' ঘুরে' াফরে' আদে ; লাবণ্যর রুঢ়তা যতই ক্লুঢ়তর হয়, ততই বঞ্গ আরো রসিক্তা করবার লোভ সাম্লাতে পারে না। বল্তে পারো, ছেলেটা একটু brazen ছিলো; তা'র আগ্রসমানজ্ঞান টন্টনে, লজ্জাবোধ তীক্ষ ছিলো না। যে-কথা এ-ভাবেও বলা যায় যে "আধুনিক" নিউরটিক ছোক্রাদের মত একটু ছুঁলেই সে আঁংকে উঠতো না। তা ছাড়া, ওর দিক থেকে এ-কথাও তুমি ভেবে দেখো যে ওর বৌদি যে সভ্যি সভ্যি বরফ নয়, তা মনে করবার কারণ ওর ছিলো। লাবণ্য যে কথনোই হাস্তো নাবা বাজে গল্প করতো না, তা নয়। বাসবের সঙ্গেই তো সে একেবারে আলাদ। মাহব। বাসব ছিলো তা'র প্রিয়-পাত্র; তার সঙ্গে ছাতে বদে' খনেক রাত অবধি সে গর করতো, হপুরবেলা ছু'লনে বলে' কবিতা পঞ্চতো, ভানের

হাসির শব্দ পাশের ঘরে বক্ষণের দৈপ্রাংরিক তক্ষা অনেকবার ভেকে দিয়েছে। কথনো যদি ওদের কথাবার্ত্তার
মাঝখানে বক্ষণ সিয়ে পড়েছে, ছ'জনে পরস্পরের দিকে
একবার তাকিয়ে চুপ করে গেছে। বক্ষণ উপস্থিত
থাকলে ওরা ভালো করে কথাই কইতো না। বক্ষণকে
বেশ স্পষ্ট করেই বুবতে দিতো যে তাদের মধ্যে কাব্য
এবং আরো যে-সব গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়,
তাতে যোগ দেবার যোগাতা ভার নেই।'

'বাসব আর লাবণ্য আত্মার দোসরতা পাতালো— বুঝতে পারছি। আঃ, বেশ।'

'এখন থেকেই মনের ঠোঁট চাট্তে আরম্ভ করেছো? বেশ, এখানে তোমাকে অনেকথানি you fiend ! জায়গা ছেড়ে দিলুম। এটা তুমি এক ইঞ্চি ফাঁকা বা দেড় শো পৃষ্ঠা সাইকলজি দিয়ে ভরতে পারো—বেটা ভোমার খুসি। মাস কয়েক সময় ছেড়ে দাও। তারপর ছোট একটা ঘটনা। ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম ওপর-ওপর, ভালো করে' বলতো পারবো না। যতদূর মনে হয়, বরুণ দৈবাৎ একদিন বাুুুসব আর লাবণ্যকে চুম্বনে আবদ্ধ দেখতে পায়। ব্যাপারটা তুমি অনেকটা এই ভাবে সাজাতে পারো:-ধ্রো, তেতলার একটা ঘর; বাসব সেধানে পাকে। বরুণ সাধারণতঃ ছাতে যায় না, সেদিন বিকেশের 🕝 দিকে—কী মনে করে' থেন গেছে। (কোনো এক**টা** অছিলা বার করে নিয়ো—সেটা অবান্তব।) **ৰাসবের** ঘরের থোলা জান্লায় চোধ পড়া মাত্র সে একেবারে 🕏 করে তাকিয়ে রইলো। ঘরের ভেতরে খাটের **ওপর** লাবণ্য বনে', তার চূল আর শাড়ি অগোছাল; আর তার কোলে মাথা রে থ বাসব ভয়ে, লাবণ্য মাথা নীচু করে? তার মুখের ওপর মুখ এনে রেখেছে - কী দীর্ঘ, দৃঢ় চুখন, সাড়াশির মত আঁকিড়ে আছে ; এ যে কথনো শেষ হবে, মনে হয় না। ছ' জনের মুখ-চোখের চেহারাই বদলে গেছে।'

'তা জার আকর্য্য কি ?'

'পাশে—আমি অন্তমান করছি—একধানা পাতা-ধোলা চয়নিকা আর একটা বালী পড়ে ছিলো; চয়নিকার করেকটা পৃঠার কোণ ছম্ডে গেছে। মন্দ নয়, কী বলো পু 'অনেক ধলুবাদ, অমিতা।'

'বাঁ, এই হলো বৃঝি? এদিকে বরুণ যে ছাতে দাঁড়িয়ে দেখছে, তার দিকে একটু মন দেবে না? এখন কথা হচ্ছে, দেকী করবে? তোমার কী মনে হয়? আছো, তৃমিই বলো, এ অবস্থায় তুমি কী করতে?'

'কেন আমাকে লচ্ছা দিচ্ছো, অমিতা? তুমি তো
ছানো এ-সব ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞ নই। প্রেমের
আটটাকে আয়ন্ত করা আমার হয়ে ওঠেনি। তবে,
তোমার কুশল প্রেমিক এ-অবস্থায় কী করতো, তা
আম্লাক্ত করতে পারি বটে। সে একটু তাকিয়ে থেকে
আন্তে আল্তে অলক্ষিতে নীচে নেবে যেতো; তার মনে
থুসি আর ধরতো না। মেয়েটিকে আর একজন পেয়েছে
—স্তরাং সেই বা নয় কেন ? স্ব্যোগ থুঁজে এখন একবার
সাহস করলেই হয়। এবং স্ব্যোগের জন্ত বেশী অপেক্ষা
তাকে করতে হবে না, তাও ঠিক।'

'তুমি এই বললে তে!? কিন্তু বঞ্গ কি করলে, শোনো—ভারি অদ্ভত। প্রথমতঃ, এ-দৃশ্য দেখে বিশ্বয়ের ধান্ধা কাটিয়ে উঠতেই তার অনেকক্ষণ কেটে গেলো-যদিও বিশ্বিত হবার এতে কিছুই ছিল না। বক্ষণ ছেলেমামুৰ নয়, অনেক আগেই তার বুঝতে পারা উচিত ছিলো। কিন্তু হয় তোমনে মনে সে একটু ছেলেমামুষই ছिলো, श्याद्या जात द्योनित्क तम-विश्वाम करत्रहिला। যাই হোক, অবাক সে হ'লো, থ হয়ে গেলো, আকাশ **८थरक পড़ला।** की-तकम এकটा स्मारहत मस्या शानिक-কৰ কাটিয়ে হঠাৎ সে ব্যাপারটা উপলব্ধি করে' ফেললে। **স্তেদ সলে** বিষাক্ত তীরের মত তার বুকে ঈর্ধা এসে বিধলো। ও, এ-ই, এ-ই। আজ সে দেখে ফেল্লো— हम्राट्डा व्यत्किम ४८३' हम्(इ ; इँग्री, निक्तमहे व्यत्नकिम ধরে' চল্ছে। আর সে কথা বলতে গেলে পাপ, সে চোধ তুলে তাকালেও নাকি গায়ে ফোস্কা পড়ে। কত উপদেশ হৃত অপমান। সে উচ্ছরে গেছে, নারীত্বের মর্য্যাদা রাধতে দে জানে না। নারীছের মধ্যাদা-তা তো कारে র ওপরই দেখা যাচেছ। ইর্যার যন্ত্রণায় পাগলের

ষত হয়ে সে ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। ওদের চুম্বন অসম্বে সমাপ্ত হ'লো। বাসব তাড়াতাড়ি উঠে অক্তদিকে মুথ ফিরিয়ে বসে রইলো। লাবণ্যর সপ্রতিভতা অনেক বেশী; সে তুর্বলভাবে একটু হেসে চেষ্ট'রুড স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেদ করলে, "কী এ-সময়ে এগানে বে ১" এর পর আর বরুণ অপেকা করলে না, তার মুখ ছুটলো। কথা দিয়ে মাতুষকে যত মাগা যায়, তা সে লাবণ্যকে মারলে। ঠিক কী কী বলেছিলো, তা আমি क्षानित्त । क्षान्वात नत्रकात् ७ कत्त्र ना ; भरुष्करे जानाव করা যায়। লাবণ্য চীৎকার করে' উঠলো, হাত-গা ছড়িয়ে কাদতে লাগলো, শেষটায় মৃচ্ছিত হ'য়ে পড়লো। সারা বাড়ীতে এক বিষম কেলেঙ্কারী। মূর্চ্ছা ভাঙবার পর লাবণ্য তার শাশুড়ীকে জানালে যে এ অপমান সে কিছুতেই সইবে না; বাসবকে সে ছোট ভাইয়ের মত ভালোবাসে, তার' সঙ্গে বদে' একটা বই পড়ছিলো, এমন সময় বক্ষণ ঘরে ঢুকে' যা-নয়-তাই বলে তাকে অপমান করে, অভ্যস্ত কুংসিত সব ইঙ্গিত করে, ভার সঙ্গে এক বাড়ীতে সে কিছুতেই আর বাস করবে ঝা; আকই সে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে, এক্ষ্ণি। অনেক অম্পুনয় বিনয় করে যা হোক সে রাতটা তাকে বাড়ীতে কাটাতে রাজী क्तारना रशाला, এবং পরদিন সকালে ভার স্বামীই এসে উপস্থিত হলেন—ঈস্টারের ছুটাতে। সব ব্যাপার ভনে বরুণকে তিনি ভূতে। মারলেন—actually, literally জুতো মারলেন। সেদিনই বরুণ বাড়ী ছেড়ে বেরিরে গোলা; স্থতরাং লাবণ্যর আর দেখানে বাদ করতে আপত্তি হলো না।'

'আর বাসব ?'

'বাসবের আর কী হবে ? দে কবি মান্ত্র, বালী বাজায়—সংসারের এ-সব কুঞী ব্যাপারের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ? শুন্লুম, ছুটার পর কাজে ফেরবার সময় কিরণ বাবু তাকে বলে গেছেন তার বৌদির দেখাশুনা করতে।
—বাচলাম। নাও, ওঠো এবার। উ:, াত বক্তেও পারি আমি। কিন্তু কেমন হ'লো ভোমার দেবীর সমী বলতো ? চল্বে মাসিকপতে ?'

# গ্রীদে হিন্দু উপনিবেশ

#### প্রীরমেশ চন্দ্র মিত্র

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে অনেকের মত যে 
মার্য্যেরা স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের সপ্তসিদ্ধ্
প্রদেশে বাদ করিতেন—তাঁহারা অন্ত কোণা আইদেন
নাই—এখানে থাকিয়াই তাঁহাদের আর্য্যারিমা ও কীর্ত্তি
কাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন; সেই সময়ে রাজপুতনার
পূর্বাদিক হইতে প্রান্ন বাংলা দেশ পর্যন্ত সাগর
ছিল—পরে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যায়ে সেই সাগর ক্রমশঃ
কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া আর্য্যদিগের বাদভ্মিতে
পরিণত করিয়াছিল।

পরে যথন আর্য্যেরা নানাবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া
নিজ নিজ জ্ঞান গরিমা প্রকাশ নরিতেছিলেন সেই
সমুয়ে তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত বিরোধ
হেতু প্রচণ্ড কলহের উৎপত্তি হয়—সেই কলহে অনেকে
উংপী ড়িত হইয়া নিজদেশ পরিত্যাগ করিয়া আফ্গানিস্থান,
পারগু, মিদর, গ্রীস ও ইউরোপের নানা স্থানে যাইয়া
বাস করিতে আরম্ভ করিল। আমরা বর্ত্তমান সমবে
তাঁহাদের ভাষা, আচার ব্যবহার, পূজা পদ্ধতি ইত্যাদি
দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, এক বংশ হইতেই বর্ত্তমান
সভ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতম জাতিদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান জাতি হইতেছেন গ্রীক ও রোমকেরা। এই গ্রীসদেশ আধুনিক কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে পোলক, জোনদ, টড প্রভৃতি) সর্ব্ব প্রথমে ভারতীয় হিন্দিগের হারায় অধিকৃত হইয়া সভ্যতার চরম সীমায় আসিয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রীসের কতকগুলি নাম ধীরভাবে প্র্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে নামগুলির সহিত আমাদের ভারতবর্ষ অতি ঘনিইভাবে সংবদ্ধ। আমি সংক্ষেপে ভারতীয় নামের সহিত গ্রীসীয় নামের মিল দেশাইবার চেষ্টা করিব। প্রথমে ধন্দন মাসিডোনিয়া—ম্যাক্ষিজন্ হুইতে ম্যাক্ষেজানিয়া পরে

ম্যাদিডোনিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ম্যাকিডন্ শক্ষটী
মগধ শব্দ হইতে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং
সেই স্থানে মগধের লোক ষাইয়া বসবাস করিয়াছিল
এইরূপ অন্থমান করা যাইতে পারে।

তালভিস্ নামক স্থানটা যে রাজপুতনার অন্তর্গত অবস্তী নগর হইতে আগত লোক কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

প্রতিবাস্ নামক স্থবিধ্যাত স্থান সিন্ধুনদন্ত আটক দেশবাসী কর্ভ্ক পরিস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

**ল্বকেনি** নামক স্থানটাও বোলনে পাশবা**সীদিগের** কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া অনুমান করা অসংগত বলিয়া মনে হয় না।

চয়োনিয়া নামক স্থানটী আফগানিস্থানের নিকটবর্ত্তি কাছন নামক স্থানের অধিবাদীর। সেধানে ঘাইয়া বসবাদ করে ও দেই স্থানে আপনাদিগের প্রভাব ধীরভাবে বিস্তার করিতে থাকে।

তে ক্রিস্ 

কাশীরের পশ্চিম দিগে দর নামক একটি নদী আছে—সেই স্থানের লোকের। গ্রীদে যে স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে তাহাকে বর্ত্তমান কালে ভোরিস বলা হয়। গ্রীদের মারডোদ্ সহরের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে ক্যাসিওপোলি নামক একটি স্থান আছে বর্ত্তমানকালের ভাগাতত্ববিদ্ পণ্ডিভেরা মনে করেন যে উহা ঝিলাম নদের ভটে ক্রপুর নামক যে স্থান আছে তাহার অধিবাসীগণ দেখানে যাইয়া বাস করায় উহাকে এখন ক্যাসিওপোলি বলা হইতেছে।

গ্রীসের প্রধান পর্বতের নাম 'পিগুাস্' এই নামটী অনেকে মনে করেন পাঞ্চাবের ঝিলাম নদের দক্ষিণ পার্যস্থ পিগু—দাস্থন পর্বতের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যখন দেখা খাইভেছে যে পঞ্চাব প্রদেশের লোক বেশী গ্রীদে যাইয়া বসবাস করিয়াছিল তথন তাহার। বে নিজদেশের পর্বতের নাম সেধানকার পর্বতকে দিবে ইহাতে বিশ্বিত হইবার কারণ নাই।

ভাষা আলোচনা করিলে দেখিতে গাইব যে সংস্কৃতের সহিত গ্রীক ও লাটন ভাষার অন্তত মিল আছে—ছহিতা, শ্রালক, অগ্নি ইত্যাদি বহু শব্দ আছে য'হা আলোচনা कतिरम এकर बाजि श्रहेरा देशामत उरुपा श्रहा বিস্তার হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। "The discovery of Sanskrit with its patent resemblance to Greek and Latin suggested the possibility of a connection which was undreamt of before, and prepared the way for the application of languages of the historical and comparitive method of investigation, which was destined to win its most signal triumph when it was applied subsequently by Charles Darwin and other great scientists to the material universe and to living organisms"-Ancient India-Rapson.

বেদের অনেক দেবতা ও উপখ্যান গ্রীকদিগের
ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে তাহা স্থা পাঠক ধীরভাবে
আলোচনা করিলে অতি সহজেই বুঝিবেন—এবং ইহাও
বেশ ধারণা করিতে পারিবেন যে বছকাল একত্রে না
থাকিলে ওরপভাবে অন্তের জিনিষ নিজের মতন
করিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায় না। ঋক্বেদের
৪-৩০ স্থক্তের সাহায্য না লইলে বেশ ভাল বুঝা
যাইবেনা। ইহাতে ইক্রের একটা বীর্ম্ম কাহিনী বর্ণিত
ছইগ্রাছে—ইক্র কিরূপে উহাকে ধ্বংস করিলেন তাহারি
বর্ণনা আছে—এবং সেই বর্ণনার সহিত আপোলো
ভ্যাকোনকে আলিখন করিতে যাওয়ায় তাহার ধ্বংস
হইল উহার বেশ মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরুরবা ও উর্ব্ধশীর কাহিনী ইউরিডাইক্ ও পর-ফিয়সের বর্ণনায় পর্যাবসিত হইয়াছে।

আমাদিগের বেদের ইক্স, বরুণ, উষা, প্রভৃতির নাম গ্রীকদিগের ধর্মগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে—এবং ভাহা-দিগের কার্য্যাবলীর সহিত বেদের উক্ত দেবতাগণের কার্যাবলির যথেষ্ট মিল দেখিতে পাওগ্রাধায়। বাহল্যভয়ে ভাহার পূর্ণ আলোচনা না ক্রিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। প্রাচীন গ্রীকেরা মাধার চুল ও পোষাক পরিছ্দ ভারতীয়দিগের স্থায় রাধিতেন ও ব্যবহার করিতেন তাহা আমরা থৃইদিডাইদের বর্ণনায় অবগত হইতে পারি। কর্ণেল উড তাঁহার রাজস্থানে রাজপুতদিগের অদিপূজার বর্ণনা করিয়'ছেন—এবং ঠিক সেই প্রথাই আমারা গ্রীদের এথেন্স, নগরীর এক্রোপলিদে এটিলা নামক নরপতি কর্তৃক অন্তুভিত হইতে দেখি। ইহাতেও আমরা এই তুইটি প্রাচীন জাতির এক সঙ্গে বসবাদ ছিল বলিয়া বুঝিতে পারি।

হিন্দুদর্শনের সহিত গ্রীসিয় দর্শনের যে বছ মিল আছে তাহা বর্ত্তমান দার্শনিকগণ সহজেই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং অনেকগুলি দর্শন যে ভারতীয় দর্শন হইতে একেবারে লওয়া তাহাও পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—"As regards philosophy, Colebrooke asserts that the Hindus were teachers and not learners." Cunningham says "Indians have the advantage in point of time; and I feel satisfied that the Greeks borrowed much of this philosophy from the East."

মহারাজ অশোকের সময় ভারতীয় শ্রমণরা গ্রীদে
ঘাইয়া ধর্ম প্রচার করিতেন তাহা আমরা তাঁহার অফুশাসন
শিলা হইতে অবগত হইতে পারি। "The Greek
Simnoi (venerable) were no other than the
Budhist Sramanas (these simnoi whom
clement of Alexandria has narrated to have
rendered worship to a pyramid originally
dedicated to the relics of a God, were the
Budhist Arhats (venerable) Sramans"—(Lalitvirtram—C. L. I.)

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা পাঠে পাঠক অন্থাবন করিতেছেন যে ভারতবর্ধ বিশেষ পাঞ্চাব ও তাহার নিকটবর্ধ স্থান হইতে বহু লোক গ্রীনে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করার ভাহার ভাষায়, আচার ব্যবহারে, দেবপুজায়, দর্পনে, সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৌদ্ধ শ্রমণরা পর্যান্ত সেথানে যাইয়া ভারতীয় পরিমা বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আইরা শিলতি বিভার" পাঠ অবগত হই। (3)

মাঘ্মাস।

কমেকদিন হইতে বে বৃষ্টিপড়া স্থক হইয়াছে, ভাহার খেন আর বিরাম নাই, মাঝে মাঝে শীতের হাওয়া আসিয়াও কাঁপাইয়া যাইতেছিল।

ঘুম ভাঙ্গিতেই উৎপল শুনিল, পাশের ঘরের বাসিন্দা কালীপদবার প্রতিদিনকার মত একই স্থরে গুরু বন্দনা আরম্ভ করিয়াছেন—

—"অথগুমগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্— তৎপদং দশিতং যেন তল্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

বোধহয় আঞ্জিকার ভোরেও তাঁহার নিত্য সান বাদ যার নাই; যাওয়াও যে অসম্ভব, তাহা তাঁহার দেব-বিজে অসাধারণ ভক্তি ও নিষ্ঠা মাঝে মাঝে শ্বরণ করাইয়া দিত, কিছ তবু উৎপল বিশ্বিত হইল, এই শীত এবং বর্গায় প্রাতঃলানের কষ্ট শ্বরণ করিয়া।

জাগিয়াও ঘুমাইবার ভাগ করিয়া থাকা নাকি অস্বন্তি-কর,—তাই, দে হুয়ার খুলিয়া বাহিরে আদিল কিন্তু নীচের তলে মাইতে পারিল না। দেখিল, সিঁড়ির অপরপ্রান্তে, লম্বে ও প্রন্তে হাত দেড়েক জায়গা জ্বড়িয়া যে ছুইটি প্রাণী নিজ্রা যাইতেছে, তাহাদের একটি শিশু, অপরা সম্ভব তাহার মাতা।

না আছে বালিশ, না আছে বিছানা; ছিল্প মলিন পরিধেয়র প্রাক্তভাগে কোনওরপে সন্তানটিকে ঢাকিয়' ছাবিনী জননী ঘুমাইয়াছে; মুথের দিকে চাহিলে মনে হ্য—দারিন্তা এবং ছঃধ-শোকে বিবর্গ হুইলেও একদিন হ্যতো সে ফুলরী আখ্যাই পাইয়াছিল,—এবং তাহার সন্তানের দিকে চাহিলে মনে হয়, পৃথিবীর মেয়াদভোগ হ্যতো তাহার কপালে বেশী দিনের জন্ম নহে।

হঠাৎ ছেলেটি নড়িয়া উঠিডেই তাহার মা-ও জাগিয়া উঠিল, উৎপলের কিকে দৃষ্টি পড়িতে সঙ্কৃতিত হইয়া পাড়ল কিন্তু কথা কহিল না।

উৎপলও চমকিয়া উঠিল। সরিয়া আসিয়া ডাকিল। "কালীবারু!"

বোধ হয় শীত নিবারণের জন্মই গায়ে একথানা মোটা কম্বল জড়াইয়া ঘরের ভিতরে ক্রত পাদচারণা করিতে করিতে কালীবাবু তথনও কম্পিত ও উচ্চৈঃম্বরে শার্তি করিতেছিলেন—

"অথও মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্—ইত্যাদি
তাক শুনিয়া বাহিরে আসিলেন; সহাত্যে প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি ভায়া? বলি, স্কাল বেলাতেই ডাকাডাকে স্বক্ষ করেছ কেন ?"

উৎপল কোনও প্রশ্ন করিল না, নির্বাকে সিঁ ড়ির দিকটা দেখাইয়া দিতেই কালীপদ বাবু উচ্চৈঃম্বরে হাসিয়া উঠিলেন,—"আরুবল কেন হে! কপালের ভোগ। কালীপুজার নিমন্ত্রণ ছিল কাল টালায়; থেয়ে দেয়ে ফিরতেও রাত প্রায় একটা বেজে গেল; পথে বার হতেই বৃষ্টিও বললে আর কোধায় আছি! কি করি,—মা কালী তথন তো আর ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করতে এলেন না, কাজেই পথের পাশে থোলার বরের কানাচেয় আশ্রয় নিতে হলো, আর নিয়েই তো হলো এই বিপদ! বুঝলে না ?…"

উৎপল বিশ্বিত দৃষ্টিতে কালীবাব্র মূথের দিকে চাহিয়াছিল, তেমনি ভাবেই প্রশ্ন করিল—"তার মানে ?"

"মানে খ্বই সোজা। গিয়ে গাঁড়াতেই পা জড়িয়ে ধরে কালাকাটি আরম্ভ করে দিলে, বললে,—খামী মেরে তাাড়য়ে দিয়েছে, এখন একটু আশ্রয় চাই,—অস্ততঃ আন্ধকের রাতটার মত তাহ'লে ছেলেটাকে বাঁচাতে পারব, নইলে নয়। কি করি আর! অগত্যা সেই রাতটুকুর কড়ারেই ওকে আনতে হ'লো; কিন্ত তাই ব'লে তার বেশী আর এক মুহুর্ত্তও আমি ওকে এখানে থাকতে ।গছিলে, তা সে কেঁলেও পাবে না, ককিমেও নয়; সে লোকও এই কালী চলোভি নয়, তার বে কথা সেই কাল, কথার ধেলাপ হবার বো নেই।'

বলিয়া—শুস্তিত, বিশ্বিত উৎপলের মুখের দিকে একবার গর্ব্ব পূর্ব দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দিঁ ড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং নীচের দিকে চাহিয়া কহি-লেন—"এই যে! জেগেছ দেখছি! বেশ! এবার তো আমার কথা রাখা হ'লো, রাত্রের মত আশ্রের দিয়েছিলাম; এখন সকাল হ'য়েছে, ছেলে নিয়ে যেখানে খুশী যেতে পার, আমার আপত্তি নেই।"

উৎপশ্ন যে স্থানটিতে দাঁড়াইয়াছিল, সেইস্থান হইতে মাও ছেলেকে স্পষ্ট দেখা যায়; তাই মৃথ ফিরাইতেই দেখিল, কালীবাবুর কথার রমণী মৃথ তুলিয়া একবার মাত্র কাতর দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর রোগ হন্ত্রণাকাতর সম্ভানকে বক্ষের উপরে চাপিয়া ধরিয়া নতম্থে বসিয়া রহিল, উঠিল না, বারশার ভাকাভাকি সংহও মুথও তুলিল না।

( 2 )

বিরক্ত কালীপদবাবু উৎপলকে সঙ্গে লইয়া নামিতে নামিতে সিঁ ড়ির শেষ ধাপে আসিয়া দাঁড়াইলেন! বারম্বার ডাকাডাকি সত্ত্বে উত্তর না পাইয়া তিক্তস্বরে কহিলেন—
"এ বিপদ হবে জানলে কি আর এ কাজ করতুম।
নেহাৎ দায় এড়াতে পারিনে তাই দয়া করে তোমায়
এনেছিলাম। কিন্তু এখন ব্যুছি, তুমি দয়ারও উপযুক্ত
নও।"

তাঁহার কণ্ঠম্বর কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতে-ছিল, কিন্তু অপর পক্ষ নীরব, এবারও কোনও উত্তর আসিল না, সে থেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।—

কালীবাব যেন হাল ছাড়িয়াই ক্ষণকাল নির্বাকে রহিলেন, পরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বলি তুমি নিজে থেকেই যাবে ? না ?…

তাঁহার কথা শেষ হইল না, এতক্ষণ যে স্থাপুর স্থায় বিদিয়াছিল, সে উঠিয়া আদিয়া পা জড়াইয়া ধরিতেই কালী-বাবু চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন, বিশ্বয়ে তাঁহার কথা ফুটিল না।

ভগ্ন কম্পিত স্বরে রমণী বলিয়া উঠিল—"আমায় না হোক আমার এই হতভাগা ছেলেটার দিকে চেয়েও কি আপনারা দয়া করে আমায় একটু থাকবার জায়গা
দিতে পারবেন না ? আমি আপনাদের কেনা হ'ছে
থাকবো—।"

তাহার কঠম্বর ক্ল হইয়া আসিল।

কালীবাবু রুক্ষণ্বরে কি একটা জ্ববাব দিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু উৎপল বাধা দিল; কালীবাবুর দিকে মৃধ্ ফিরাইয়া শান্তম্বরে কহিল—"কাজ করবার জন্তে একটা লোকেরর তো বিশেষ দরকার কালীবাবু, একেই রাধা যাক না।"

তাহার কণ্ঠস্বরে অহুরোধের যেন লেশমাত্রও ছিল না, ছিল আদেশের দুঢ়তা।

কালীবাবু "না" বলিতে পারিলেন না। না পারিবার কারণও ছেল ; তাহা এই—

—সংসারে আপনার বলিতে উৎপলের কেইই ছিল
না, অথচ তাহার পিতা পুত্রের জন্ম যাহা রাখিয়া গিয়ছিলেন তাহাতে একা শুধু তাহারই নয়—হয়তো তাহার
পুত্রেরও জীবন কাটিয়া যাইতে পারে; এবং এই উৎপলের
সহিতই একদিন আলাপ করিয়া অর্থাৎ কথায় ক্থায়
আপনার অন্থবিধার কথা জানাইয়া কালীবারু আপনার
রংচটা তোরঙ্গ ও বিছানা-বালিশ বহিয়া তাহার বাসায়
আসিয়া উঠিলেন এবং ভাড়ার অঙ্কটা নিজের দিকে কিছু
কম করিয়া বেশীর ভাগটা কৌশলে উৎপলের ঘাড়েই বেশী
চাপাইলেন এবং সংসার থরচ বলিতে মাহা যায়, তাহাও ঐ
নিয়ম হইতে উপটাইল না।

কালীবাবু কোন সওদাগরী অফিসে যাট টাকা
মাহিনার কাজ করেন, প্রতি শনিবার বাড়ী যান,—
নিকটেই বাড়ী; সংসারে ধাইবার মাত্মহ ছয় জন। মা,
বিধবা বোন, জী এবং হুইটা অবিবাহিতা মেয়ে; সংসারে
জালা নাকি অনেক, কাজেই তিনি সর্বাদাই প্রায় কর্ম্
সভাব,—কচিৎ প্রকৃতিস্থ থাকেন।

উৎপদের ও সবের বালাই ছিল না।

চাকরী সে করে না ; জিজ্ঞাসা করিলে বলে "চেটার আছি ৷" কিন্তু চেটা যে তাহার আনে নাই, তাহা তাহাকে দেখিলেই বুঝা বায় ! সম্প্রতি কালীবার আহাকে আখাস দিয়াছেন, তাহার বেরপ তীকর্তি ভারাকে ব্যবসাক্ষেত্রে নামিলে নিশ্চিত উন্নতি করিবে। তবে,—
তাহাকেই যে একা ব্যবসাক্ষেত্রে নামাইয়। দিয়া তিনি
তফাতে থাকিবেন, তাহাও নহে, কিছু অংশ তাঁহারও
থাকিবে। এতটা স্থবিধা ও স্থযোগ কালীবাবু হেলায়
ছাড়িবার পাত্র নহেন;—"আমতা আমতা" করিয়া
কহিলেন।

"তা তোমার যথন…ইয়ে…

মধ্য পথে কথাটা হারাইয়া ফেলিয়া তিনি মাথা চুলকাইতে লাগিলেন,—উৎপলও তাঁহার বলিবার ধারা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের কথা বা হাসিতে যোগ দিল না, যেমন কাতরদৃষ্টিতে উভয়ের ম্থের দিকে চাহিয়াছিল, তেমনিই রহিল,—ম্থেছায়া ফুটিল না; তুর্দু চেবের কোণ ছটি যেন চক্চক্ করিয়া উঠিল।

উৎপল প্রশ্ন করিল-

"তাহ'লে আপনার আর কোনও অমত নেই তো ?"
কালীবাব্ নতমুখে কহিলেন—"না; কিন্তু, ঐ সঙ্গে
একবার মাইনের কথাটাও···

একটি বা**প্পচ্ছোদিত কণ্ঠস্বরে উভয়েই চ**মকিয়া গহিল—

"মাইনে আমি এক পয়দাও চাইনে, এই যথেষ্ট।"

সঙ্গে সঙ্গে কে তুইটি হাত একত্র করিয়া কপালে
ঠিকাইল।

কালীবাব্ কহিলেন—তবে আর কি! শুধু খাওয়া ারাই পাবে, আর কিছু পাবেনা; তাতেই থাকতে হয় াক, না হয় আর কি বলবো!'

আর কিছু বলিবার দরকার হইল না, ইলিতে নীচের চলের ঘরের মধ্যে একটা দেখাইয়া উৎপল কহিল—

<sup>"ব্যস্</sup>, আর **কোনও কণা নাই।** ওরই একটা ঘরে <sup>[মি ধাকবে</sup>; আর যা দ্রকার,—চাইলেই পাবে।"

আর কোনও কথা না বলিয়া সে আপনার ঘরে গিয়া বিশ করিল, ফিরিয়া চাহিলে দেখিত কালীবাবুর মুখ বৃষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

(७)

দিনের পর দিন বাইতে বাইতে তিনটি বাদ পূরা ইয়াছে,—আজও উৎপদের, ব্যবসা আরম্ভ হব নাই,— কালীবাব্ও তাহাতে যোগ দেন নাই,—তবে যোগ দেওয়ার কথা মাঝে মাঝে তুলেন বটে। নিত্যকার কাজগুলি আগের মতই সম্পন্ন হয়; কালীবাবু সাড়ে নমটায় পাইয়া আফিসে যান; উৎপলও বেলা সাড়ে বারটায় পাইয়া টহলদারীতে বাহির হয়; উভয়েই বাসায় ফিরিয়া আসেন প্রায় পাচটা।

অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া কালীবাবুর কাজ কিছক্ষণ জিরাইয়া পরের দিনের বাজার করা,—সংসার খরচের হিদাব রাথা—ইত্যাদি; এবং উৎপলের কাজ থরচের টাকা কড়ি দেওয়া, চা-খাওয়া, এবং আধ্বণ্টার মধো আবার বাদার বাহির হইয়া যাওয়া। রাত্তে দে ষ্থন বাসায় এেরে তথ্ন কালীবাবুর ঘর সম্পূর্ণ নিশুর: পাচক তাহার ভাত রান্নাঘরের একদিকে ঢাকিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়, একা শুধু জাগিয়া থাকে—ধোকার মা। আগে.—উংপলের ডাকাডাকিতে উঠিয়া বিরক্ত চিত্তে কালীবাবুই ছয়ার খুলিয়া দিতেন, উপস্থিত খোকার মার উপরে দে ভারটা চাপাইয়া তিনি নিশ্চিত্তে নাক ডাকাইয়া থাকেন। থোকার মা-ই ছয়ার দেয়; থাওয়ার সময়ও সে বসিয়া থাকে, কিন্তু সন্মুখে নয়, একটু আড়ালে, খারের পার্মে। মুখের ঘোমটাও এখন তাহার একটু নামিয়াছে। রারা ছাড়া সংঘারের আর সমস্ত কাজ সেই করে; ৩৬ উৎপল হইলে হয়তো রন্ধনের ভারও তাহারই উপরে পড়িত, কিন্তু কালীবাৰ ও বিষয়ে বড় শক্তলোক, জীবনে কোনও দিন নাকি হোটেলেও খান নাই, তাই তিনি অজ্ঞাত কুল-শীলা ঐ মেয়েটির উপরে হাঁড়ির ভার না দিয়া শুত্র মজ্জোপবীতধারী উড়িয়াবাদীর হাতেই তাহা অর্পণ কারয়াছিলেন !

সবই নিয়মিত চলে, শুধু চলেনা থোকার অন্তথ;
মায়ের সমস্ত চেষ্টা-যত্ন যেন উপেক্ষা করিয়াই থোকার
অন্তথ দিন দিন বেশীর দিকেই চলিয়াছিল। ডাক্তার
ডাকা হয় নাই, তবে মাঝে মঝে কালীবাব্ তাহাকে
হোমিওপাাথি ঔষধ দেন; ভাল হওয়ার উদাহরণ যে না
দেন তাহা নহে, তবে সেটা এক্ষেত্রে যে কেন ফলবতী
হইল না, ইহা ভাৰিয়া বিশ্বরে আত্মহারা হইয়া
পড়েন; শেষে মড প্রকাশ করেন—

"গ্রহের ফেরে পড়েছ বাপু, শাস্তি স্বতরন করলে কভকটা কাটভেও পারে।" খোকার মা নির্কাকো নভমুখে বসিয়া থাকে, উত্তর দেয় না। এমনি করিয়াই দিন কাটে কিন্তু এই দিন কাটিবার মধ্যেই এমন একটা ন্নেহ ও যত্ন এই মেয়েটির সকল কাঞ্চ ও ব্যব-হারে জড়াইয়া উঠিতেছিল, বাহা ওগু এক উৎপলই অমুভব করিল না কালীবাবুও করিলেন, এবং এই অত্মীয়ত্বজনহীন বিদেশে যে শুধু চাকর ও চাকুরের मधात छेशात निर्कत कतियार कीवन हानान याय ना এইরপ একটি স্বেহপূর্ণ হৃদয়েরও প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া হিসাবি মনের অপরদিকটা ঐ হতভাগিণী ও ভাহার পুত্রের জন্ত করুণায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু হিসাবি মন তাহাকে তাহার সীমানা ছাড়াইতে िक्न ना। (अमिन इश्वतदना; कानीवाव नाएं निष्य ভাত থাইয়া অফিনে গিয়াছেন, উৎপল তথ্য খাইতে আদে নাই, ঠাকুরও তাহার ভাত তরকারী ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, বাসায় ছিল শুধু এক থোকার মা,—ভাহার রুগ্ন ছেলের মৃথের চাহিয়া। বাসা निचक, मात्य मात्य मग्रुत्वत गनिष्य श्हेर्ड त्कत्री अमना-দের ক্লান্তকণ্ঠন্মর ভাসিয়া আসিতেছিল।

একটা বাজিয়া গিয়াছে।

খোকার মা যেন উৎপলের ফিরিবার আশায় উৎকর্ণ হইয়াছিল, ভাই কড়া নাড়িতেই ধার থুলিয়া বলিয়া উঠিল "একবার খোকাকে দেখবেন আছন না!"

উৎপল চমকিয়া চাছিল, কিন্তু "চল" ছাড়া আর কোনও কথা বলিতে পারিল না, খোকার মায়ের অবগুঠন-শূল্য শুক্ষ বিবর্ণ মুখে ও ভয় কম্পিত কঠম্বর যেন তাহাকে কাকালের জন্ম কিংকর্তব্যবিষ্চ করিয়া দিল, এবং খোকাকে দেখিয়াও ডাক্তার ডাকিয়া আনা ছাড়া বিশেষ কিছু করিতেও পারিল না।

ধোকা তাহার মায়ের শত সহস্র আবেদন নিবেদন আগ্রাহ্ করিয়াও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে দেশে চলিয়া গেল, সে দেশের ঠিকানা তাহার মাকেও দিয়া গেলনা।

শোক-শান্ত থোকার যা সেদিনও উঠিল এবং সংস্তারের কোনও কাজও অসম্পূর্ণ রাখিল মা, ভ্রমু

কাতর স্বরে জানাইল তাহার নাম আজ হইতে খোকার ম। নয়,—তাহারই পিতা ও মাতার দেওয়া—সতী। সন্তানহারা জননীর বেদনা বৃশ্বিয়া কালীবাবুরও কোনও কথা কহিলেন না।

(8)

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

ঠাকুর তথনও কাছে আসে নাই; উনানে আঁচ দিয়া সতী বাজার আসিবার আশায় চুপ করিয়া বিদয়া ছিল।

কালীবাবু অফিস হইতে ফিরিয়া বাজারে গিয়াছেন;
—উপরতল হইতে মাঝে মাঝে উৎপলের কাশির শহ
ভানা যাইতেছিল, সে এখনও বাসার বাহিরে হয় নাই,
বাহির হইবার আয়োজন করিতেছিল।

বাহির হইতে দরজার কড়া নড়িল;

সতীই ছগার খুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সিঁড়ির উপরে উৎপলকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

কি একটা দরকারে উৎপল তাড়াতাড়ি নীচে নামিডেছিল, দরজায় আঘাত শুনিয়া ত্মার শুলিয়াই থমিক্যা দাঁড়াইল; দেখিল সম্মুখে যে দীর্ঘাকার লোকটি জ্রকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মাধার চুলগুলি ছ' আনা ত্থানা ও বার আনা করিয়া ছাঁটা, বিশৃঞ্জল; হাঁটু পর্যন্ত লম্বা—আর্দ্ধির কামিজ ও আধমরলা কালাপাড় ধূডির কোঁচা কুঁচাইয়া পকেটে ফেলা, এবং পায়ে পালপ্র; মুখে চোখে এমন একটা রুচ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে বাহা না দেখিলে বিশাস করা যায় না।

বাম হাতের বিড়িটা ধরাইয়া,—বার ছই টানিয়া কর্কশি অরে প্রশ্ন করিল—

"শুনলাম এখানে নাকি আমার পরিবার এসে <sup>আছে</sup>। সত্যি কি!"

উৎপল ক্ষণকাল নির্ম্বাকে তাহার দিকে চাহিল থাকিয়া শাস্তব্যে উত্তর দিল—

"আপনার পরিবার কে' তাতো' জানিমে মশাই, তবে একজম আছেন বটে···

মধ্যপথে থাৰাইরা দিলা হাত নাড়িরা গৌৰট বানি "বুবেছি মশাই, বুবেছি;—ডিনিই আমার করিবার। আর একটি ছেলে,—ছেলেটি কেমন আছে বলতে পারেন ?"

বলিতে গিয়াও উৎপলের বাধিল। লোকটি ছুই এক পা অগ্রসর হইছা আসিল, অধৈয্য

লোকাত ছুহ এক পা অগ্রসর হুহনা আনসল, অবেব স্বরে বলিল—"চুপ করে রইলেন যে।"—

কণ্ঠম্বরটা এত তীক্ষ যে উৎপলের কানে খট করিয়া বাজিতেই সে মূথ তুলিয়া চাহিল; যথাসাধ্য বিরক্তি গোপন করিয়া কহিল,—"সে নেই, মারা গেছে।"

লোকটি চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিল—

"বটে ! এ শুধু, তোমাদের কারদান্ধি, আমি তোমাদের নামে কোর্ট আনব, এমনি ছাড়ছি না।"

উৎপল হাসিতে গেল কিন্ত পারিল না; বিকৃতস্থরে ওমনি ছাড় বা না ছাড়' সে কথা ধরি না, কিন্ত ভদ্রভাবে কথা বল।'

লোকটি হাতের অর্দ্ধন্ধ বিজি ফেলিয়া যেন হিংত্র পশুর মত লাফাইয়া উঠিল; প্র্বাপেক্ষা আরও একপদ্ধা কণ্ঠবর চড়াইয়া কহিল—

"ভক্ত ভাবে মানে ?

একটা ঢোক গিলিয়া পুনরায় কহিল—

"কি আমার ভদ্রলোক রে, তাই ওঁর সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কইতে হবে ' অমন ভদ্রলোক ঢের দেখেছি, বৃশ্বলে হে! অমন লম্বা কোঁচার ভদ্রলোক ঢের দেখেছি।"

উৎপল কি একটা উত্তর দিতে গিয়া চূপ করিয়া গেল ; তথ্ কহিল—

"তোমার মত ছোটলোকের সঙ্গে কথা কওয়াও… বাধা দিয়া লোকটা উচৈঃখরে বলিয়া উঠিল—

"বটে। আমি নয় ছোটলোক, কিন্তু সেই ছোট শোকেরই পরিবার নিয়ে পালান কোন ভদ্রলোকের কাজ ভন।"

উৎপল নিজেকে সংযত করিতে পারিল না, কখন যে পথের লোক চলাচলও বছ হইয়া লোকজড় হইয়াছিল, সেদিকেও চাহিল না, জতপ:দ আসিয়া লোকটির একটি হাত চাপিয়া ধরিতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"বাবারে মেরে ফেললে রে পুন করলে রে।" সংক্ষ সংক্ষই একটি : ধারার একবারে ভিটুকাইরা পড়িল

এবং উৎপলও সশব্দে দার রুদ্ধ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল, রান্নাঘরের দিকে চাহিলে দেখিতে পাইত, **দারের** পার্বে সতী কংঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে বাজার হইতে ফিরিয়া কালীবাবু কহিলেন "কাজটা ভালো করনি ভায়া, হাজার হোক… তব্—"

মৃথ তুলিয়া উৎপল একবার কালীবাবুর মূপের দিকে চাহিয়াই পুনরায় মুথ নত করিল, কিছু বলিল না।

कानीवाव गाथा नाष्ट्रिया वनितनम-

"কাঁচা বংষদের তাজ। রক্ত একদিন আমাদের গায়ে ছিল হে, বুঝেছ। কিন্তু তবু কত বিবেচনা করে তবে কাঁজ করেছি, তাই আজও কেউ একটা কথাও এই কালী চক্ষোত্তির নামে বলতে পারে না। নইলে কি আর রক্ষেছিল।"

কথা বলা শেষ করিয়া তিনি চোথ মুথের এমন এক ভিন্ন করিলেন যাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় বেশী কথা না বলিলেও ও সব বিষয়ে তিনি বড় পাকা গোক; কিছ যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভিনি কথাগুলি বলিয়া পোলন ক ভাহার তরফ হইতে একটা সাড়া প্র্যন্ত মিলিল না, সে যেন অফাননের অপেকা আজ বেশী গন্তীর হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া কালীবাবুর মনে হইল।

দিন কয়েক চলিয়া গিয়াছে।

সেদিনটা ছিল কি একটা ছুটার, কালীবাবু দেশে ধান নাই,—বাসায়ই ছিলেন; ছিল না শুধু উৎপল, ভোরে উঠিয়াই সে কোন দূর বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রাধিতে গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে রাত্রের টেণে ফিরিবে, ভাত যেন ঠিক থাকে।

বেলা পড়িয়া আসিতেই কালীবাবু তাঁহার চটির চটাচট্ শব্দ করিতে করিতে নীচের তলে আসিয়া দাঁড়াই-লেন, ডাকিলেন "খোকার মা!"

স্তী আপনার বরে কি করিতেছিল কে কানে; ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দাড়াইতেই কালীবার শাস্ত খরে কহিলেন—"তোমার যা বা জিনিসপত্র আছে গুছিরে নাও,—ডোমার বেডে হবে।"

তাঁহার কঠন্বর শান্ত হইলেও দৃঢ়; সতী চমকিয়া চাহিল, কিন্তু হঠাৎ কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ভুধু অসহায়ের মত প্রশ্ন করিল—

"কোথায় যাব ?"

"कामीपाव कहिरमन-

"যেখান থেকে তুমি এসেছিলে, সেইখানে।"

"সেইখানে ?"

সতী যেন শাসকদ্ধের মত হাঁপাইয়া উঠিল; তাহার পরে প্রশ্ন করিল

"কিন্তু ছোট বাবু...

কালীবাবু তিক্ত কটুম্বরে বাধা দিলেন

"চুপ! ও নাম আর মুখে এনোনা; স্থামীর ঘর থেকে চ'লে এসে নিজের ভাগ্যটা যেমন করে গড়িয়েছ, —ভার সঙ্গে আর কোনও ভদ্র-সম্ভানকে জড়িও না, ভাকে রেহাই দাও।"

সতীর মুথখানা একবার সাদা হইয়াই স্বাভাবিক হইয়ারেল; শুক্ষ দৃঢ়ম্বরে দে শুধু কহিল—

"তবে আমি প্রস্তুত, চলুন।

কালীবাবু ক্ষণকাল শুদ্ধিত হইয়। সতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, ভাহার পরে দারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাত্তে বাসার ফিরিয়া, —ধাইতে বসিয়া উৎপল লক্ষ্য করিল আজ দারের পার্য শৃত্তা, কেহ সেধানে নাই। ভাত বাড়িয়া দিয়া ঠাকুর অদ্বে বসিয়াছিল, একটু ইতস্তত করিয়া উৎপল প্রাশ্ন করিল—

"কালী বাবুর খাওয়া হয়েছে ?"

ঠাকুর উন্ভর দিল

"না তাঁর শরীর ভালো নয়, কিছু না থেয়েই শুয়ে পড়েছেন।"

"আর;—ধোকার মা!

ঠাকুর উত্তর দিল

"তিনি তো নেই, আদ্ধকে তাঁর স্বামীর কাছে চলে গেছেন।

উৎপল ক্ষণকাল শুন্তিতের মত বদিয়া রহিল, তাহার পরে ধীরে ধীরে হাত গুটাইয়া লইল। ঠাকুরের বিশিত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া-—একটু হাদিয়া কহিল "আজ তেমন ক্ষিদে নেই—থেয়ে এদেছিলাম কিনা।

নিজের ঘরে আসিয়া সে শ্যার উপরে অলসভাবে শুইয়া পড়িল, ঘটনার কতকটা অন্নমানে ব্রিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—

যে ষাইবার, সে যাক, ছঃধ নাই, কিন্তু তাহার এই ছন্নছাড়া স্নেহকাঙাল মনটাকে যে এই ক্ষেক মাদের মধ্যে ভগিনীর স্নেহে,—মায়ের ভালবাসায়— ভরাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাও যেন ধীরে ধীরে ধালি ক্রিয়া দিয়া গেল।

বর্ত্তমান উপস্থাদের গতামুগতিকতায় ও বাস্তবতার নামে অস্বাভাবিকতায় যাঁহারা বিরক্ত
তাঁহার পুষ্পপাত্রে প্রতিমাদে রাণী স্বুরুচিবালা
চৌধুরাণীর প্রতাঁক্তিল লেশা? উপন্যাস
পাঠ করুন। বৈশাখ হইতে চলিতেছে।

পরের মাসে বাংলার বিখ্যাত মৃষ্টিযোদ্ধা মিঃ জে, কে, শীলের শেখা 'মুষ্টিভোকা?' (Boxing) প্রকাশিত হইবে।

## ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা

#### প্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ইংরেজ সরকারের নির্দেশে পাদরি উইলিয়ম এডাম বাংলা ও বিহার প্রদেশে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধ অন্থসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ সনে তিনি তাংগর অন্থসন্ধানের ফলস্বরূপ যে রিপোর্ট বড়লাই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের নিকট পেশ করেন তাংগতে প্রকাশ, তথন এই সব অঞ্চলে এক লক্ষ দেশীয় বিহালেয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বালক-বালিকারা এই সকল বিহালেয়ে দেশীয় ভাষায় ও দেশীয় রীভিতে শিক্ষালাভ করিত। এডাম দেখাইয়াছেন, প্রতি তিষ্টি জন বালক-বালিকার জন্ম তথন একটি করিয়া বিহালেয় ছিল। রিপোর্ট পেশ করিবার

কালে তিনি বে**ণ্টিস্ককে যে-পত্র লেখেন, তা**হার এক স্থানে

বলেন.—

এখানে ষে প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ করিব তাহার পরিচালনায় ক্রটী থাকিতে পারে, উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ হওয়া সন্থব এবং প্রসার ও উন্নতির স্ব্রেও হয়ত ইহাতে নাই; কিন্তু দেশের সাহিত্যের প্রাচ্ছা, পণ্ডিত লোকের আধিক্য — খাহারা যুগের পর যুগ সাহিত্যের চর্চো করিয়া আদিতেছেন, এবং জনগণের অধিকাংশের লিখনপঠনক্ষমতাই এই সকল বিভালয়ের অন্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে।\*

ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের অব্যবহিত পূর্বের এবং পরে আমরা যে নিতাস্তই অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জমান ছিলাম

\* "The institutions to which I refer will probably be found defective in their organization, narrow and contracted in their aim, destitute of any principle of extension and improvement; but of their existence the large body of literature in the country, the large body of learned men who hand it down from age to age, and the large proportion of the population that can read and write are proofs."—Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar. P. 3.

না এডাম সাহেবের এই উব্জিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস, স্বার্থান্ধ ঐতিহাসিক নানা প্রমাণ প্রয়োগে আমাদের মনে এই বিখাস জ্বন্নাইয়া দিতে চাহেন যে, আমরা সে-যুগে ইংরেজী শিক্ষার আলোকের জ্বভাবে অন্ধনারে হাতরাইয়া কাল কাটাইয়াছি। স্থশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত বলের জ্বতুম ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড রোণাভ্রশে পর্যান্ত তাঁহার Heart of Aryabarta প্রতকে এই মাম্লি কথার প্রতিধ্বনি করিতে ছাড়েন নাই। দাসত্বের চরম নিদর্শন বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তুক সম্প্রতি প্রকাশিত "হায় রে সেকাল" পুত্তিকার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

þ

দেশীয় রীভিতে শিক্ষা ব্যাপকরপে প্রচলিত থাকিলেও
সে-মুগে ইংরেজা শিথিবার প্রয়োজন বিশেষ করিয়া
অমুভূত হইয়াছিল। ব্যবসায়ী ইংরেজ রাজদও ধারণ
করায় নানা প্রয়োজনে বলবাসীকে তাহার সংশ্রবে
আসিতে হইল। উনবিংশ শতকের আরম্ভ অবধি এলেশে
ইংরেজী শিক্ষার কোনও স্থবন্দোবস্ত হয় নাই। রামমোহন নাপিত, রুফ্মোহন বস্থা, শেরবোর্গ প্রভৃতি
প্রভিতি বিভালয়ে বাজালী সন্তানগণ বানানের বই হইতে
শক্ষ চন্দ্রন করিয়া মুখন্থ করিত। কারণ তাহা হইলেই
রাজসরকারে ও সওলাগরী হাউদে চাকরী জ্টিত। ভাহারা
এইরপ ছড়া করিয়া পড়িত,—

পমকিন্ লাউকুম্ড়া, কোকোদ্বর শসা। ব্রিঞ্চেল বার্ন্তাকু, প্লোম্যান চাষা॥ এইব্লপ কত কি ছড়া তথন প্রচলিত ছিল।

ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া উনবিংশ শতকের প্রথম পাদেই বাংলার মনিবিগণ সম্যক বৃথিতে পারিলেন, জাতির সর্ব্ধবিধ উন্নতি সাধন করিতে হইলে নির্মিতরূপে ইংরেজীর চর্চা প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষা শিথিলে যে বিপুল ইংরেজী সাহিত্যের রুলাভাদনই সম্ভব তাহা নহে, পরস্ক পদার্থ বিষ্ণা, রসায়ন, ব্যবচ্ছেদৰিষ্ণা, অস্ক্রণাক্ত প্রস্কৃতি বিজ্ঞানের অভ্যাবশ্রক বিভিন্ন শাধাও অধিগত করা আমাদের অলায়াসসাধ্য। তাঁহারা বুঝিলেন দেশে এমন একদল সাধক কর্মী আবশ্রক হাঁহারা প্রতীচীর জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিয়া পরে মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণ্যে তাহা প্রচার করিবেন। সঙ্গে সংল্প হিন্দুদের প্রাচীন সাহিত্যেরও মহ্যাদা বাড়িবে। বিজ্ঞানস্মত উপায়ে ধর্মশান্ত চর্চা করিয়া আত্মবিশাস ও আত্মজ্ঞান জন্মিবে।

ৰাঙালী শিক্ষিত সাধারণের মনে নানা কারণে এই ধারণাই বন্ধমূল বে, ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন ইংরেজ সরকার ত্তপা ইংরেজদেরই কীর্ত্তি। ইহা যে কত ভ্রান্ত তাহা তৎ-কালীন সরকারী কাগজপত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়। हेश्द्रकी निकाशीश अधू मनीयी नामत्माहत्तन नत्ह, अमन কি বাঁহাদিগকে আমরা 'টুলো' পণ্ডিত বলিয়া উপেক্ষা করিরা থাকি, তাঁহারাও ইংরেজা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিন্তু রামমোহনই সাধারণের উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অপরিকট মনোভাবকে সর্বপ্রথম রূপ দান করেন। তিনি একটি স্থনিয়ন্ত্রিত ইংরেজী বিভালয় স্থাপনের প্রস্তাব একদিন স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্থার এডওয়ার্ড হাইড স্বিষ্টের নিকট উপস্থাপিত করেন। ৮৮১৬ সনের ১৮ই মে এডওয়ার্ড হাইড ঈট তাঁহার বন্ধু জে, হেরিংটনকে বিশ্বালয় স্থাপনকলে প্রথম দিনের সভার বিস্তৃত বিবরণসহ বিশাতে এক পত্ত লেখেন। এই পত্ত হইতে বিভালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে হিন্দু প্রধানগণ, পণ্ডিতগণ এবং বিশেষ ক্রিয়া রামমোছন রায়ের ক্তিখের বিষয় অবগত হই। পত্তের একস্থলে বলেন,---

"মে মাসের প্রথম কলিকাতার এক রাজণ (রাজা রামমোহন রায়) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানান, ধে, কলিকাতার বহু নেতৃস্থানীয় লোক সম্পন্ন ইউরোপীয়-দের মত নিজ নিজ সন্তানগণকে সাধারণ শিক্ষা দানের নিমিন্ত বিভাগর স্থাপনে ইছুক। এই ব্রাহ্মণকে আমি জানি। ইনি বিভাবতার জন্ম এবং হিন্দুদের প্রচলিত (ধর্ম্ম) মতে বাধা প্রদানের জন্ম বিখ্যাত। আনাদের স্ক্রাতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সবেও ইহার ভাব। ইহার ইছা আমাদের অন্তানোক অন্তান্ধ আহুতে হয় এবং

আমি স্ভার কার্য্যে সহায়তা করি। সরকার এই কার্যাত্ত কি চক্ষে দেখেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রথমতঃ পাকা ক্লা দিই নাই। তাঁহাকে বলিলাম, ব্যক্তিগত ভাবে এ কার্য্যকে ষতই উত্তম বলিয়া আমি বিবেচনা করি না কেন. সরকারী কর্ম্মে লিপ্ত থাকাম খ-মতে কিছু করি**ভে**ছি সতর্ক হইয়াই আমাকে এরপ ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। কারণ আমাম জানি প্রণ্মেণ্টের ইচ্ছা এ বিষয়ে হিদ্যুগণ স্থেছামত কাষ্য করেন।...তাঁহাকে আরও বলিলাম, দে, আমি এ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিব এবং শেষ পর্যান্ত এই প্রস্তাবে আপত্তিকর কিছু না থাকিলে আমি তাঁহাকে সংবাদ দিব। তিনি যদি ইতিমধ্যে আমাকে প্রধান হিন্দু-গণের নামের তালিকা প্রদান করেন তাহা হইলে তাঁহা-দিগকে আমার বাসায় আহ্বান করিব। বস্তুতঃ তাঁহাদের ক্ষেকজন ইতিপূৰ্ব্বে এই প্ৰস্তাব লইয়া আমার দহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু এ যাবৎ স্থার কেংই এতটা সোজাস্থজি প্রস্তাব করেন নাই।"

উদ্ভ অংশ হইতে কাহারও বুঝিতে অস্থবিধা হইবে না বে, সরকার তথন পর্যান্ত এদেশে ইংরেজী শিক। প্রবর্তনের জন্ম আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। স্থপ্রিম কোটের বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ঈটের মত পদস্থ ব্যক্তিকেও সরকারের অসুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল, পাছে সরকার কট হন।

যাহা হউক, সরকারের অনুমতি পাইবার পর হাইড

সৈটের গৃহে ১৮১৬ সনের ১৪ই মে কলিকাতায় ইংরেজী
বিভালয় স্থাপন করে একটি সভার আয়োজন হয়। সভায়
দেশীয় বিভিন্ন জাতির গণ্যমাতা ব্যক্তিগণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমবেত হন। বিভালয় স্থাপনের প্রক্তাবের মূলে
রামমোহন থাকিলেও তাঁহার স্বাধীন ধর্মমত, প্রচলিও
মত্তের বিক্লাচরণ এবং অবাধ মুসলমান সংসর্গ প্রভৃতি
নানা কারণে সভায় উপস্থিত জনগণ তাঁহার সহিত এক
বোগে কার্য্য করিতে, এমন কি, তাঁহার নিকট হইতে চাঁলা
গ্রহণ করিতেও অস্বীকৃত হন। পাছে মূল উল্লেখ বার্থ হয়
এই জন্ম রামমোহন নিরাপতিতে সভা হইতে বিল্লা
দাড়ান। অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজম বিভালম গৃহ স্থানের
প্রভাব গৃহীত হইলে, সভাক্ষেক্তেই প্রায় নিক্ষা

টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওরা মায়। বিভালয়ের পাঠ্য বিষয় সম্বলিত এই প্রস্তাবও ধার্য্য হয়—নাংলা ও ইংরেজী ভাষা অমুশীলন, ব্যাকরণ, ইংরেজী নীতি শাস্ত্র, পাটী-গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি এবং পরে অর্থ সঙ্কুলান হইলে ইংরেজী সাহিত্য ও কবিতা পাঠেরও ব্যবস্থা হইবে।

সভায় যে কয়টি বিষয় হাইড ঈট্টের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়াছিল তাহাও তিনি পতে উল্লেখ করেন। সেগুলি
(১) বিভিন্ন জাতির লোকের। এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য
সভায় একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। ইহাদের সন্থানের।
পংক্তি ভোজন না করিলেও একত্র অধ্যয়ন করিতে
পরায়ুথ হইবে না। (২) সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই
ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে তাঁহাদের সম্মতি জানান।
প্রধান পণ্ডিত নিজের এবং অন্যান্ত পণ্ডিতের পক্ষ
হইতে তাঁহাকে বলেন—এক কালে স্থান্থে যে
সাহিত্য-চর্চ্চ। পূর্ণ-মাত্রায় চলিত এখন হইতে
তাহার পুন্-প্রকাশ হইবে এবং সাহিত্যও দিন

দিন সমদ্ধ হইতে থাকিবে।

কলিকাতা গরাণহাটায় (৩০৪, চিৎপুর) গোরাটাদ
বদাকের বাটাতে প্রস্তাবিত বিজ্ঞালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।
ইহাই হিন্দু কলেজ নামে পরিচিত। বিজ্ঞালয়ের
পরিচালন ভার সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর। গ্রহণ
করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি তেজচাঁদ বাহাত্রর
ও গোপীমোহন ঠাকুর ইহার প্রথম গর্বর, এবং
গোপীমোহন দেব, জয়রুফ্ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গলানারায়ণ দাস ভিরেক্টর নির্দ্ধাচিত হন।
বৈজ্ঞনাথ ম্থোপাধ্যায় ইহার প্রথম সম্পাদক ও ফ্রান্সিস
আভিন ইংরেজী বিভাগের পর্যাবেক্ষক। ভক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফের মতে হিন্দু কলেজই এদেশে সর্ক্রপ্রথম

১৮১৭ সনের ২০এ জাতুয়ারী সোমবার

হিন্দু কলেজের পরিচালনকার্য্য হইতে রামমোহন দ্রে থাকিলেও তিনি বিভালয় স্থাপন করিয়া ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ১৮১৬ কিছা ১৮১৭ সনে তিনি ভাঁড়ি পাড়ায় একটি অবৈতনিক ইংরেজী বিভালয় স্থাপন করেন। হেছয়ার সন্নিকট নৃতন গৃহ নির্ম্মিত হইলে ১৮২২ সনে বিভালয় তথায় স্থানাস্তরিত হয়। মহষি দেবেক্তনাথ ঠাকুর শৈশবে এই বিভালয়ে অধ্যয়ন করেন,—

"শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রামের সহিত্ত সংশ্রব। আমি তাঁহার স্থলে পড়িত।ম। তথন আরও ভাল স্থল ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রাম্বের অন্নরোধে আমাকে ঐ স্থলে দেন। স্থলটি হেড্যা পুন্ধরিশীর ধারে প্রতিষ্ঠিত।"

ইংরেজী শিক্ষার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারের



রাজা রামমোহন রায়

জন্ম গবর্ণমেন্ট ১৮২৩ সনে নৃতন বিজ্ঞালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ঐ সনের ১১ই ডিসেম্বর রামমোহন তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহাষ্টকে এক পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি অকটিয় যুক্তি দারা সরকারের প্রস্তাবের অসারত। প্রতিপন্ন করেন। ইংরেজী শিক্ষাদারাই যে জনগণের বিশেষ উপকৃত হইবার সস্তাবনা ইহাও তিনি বুঝাইয়া দেন।

স্থানিয়ন্ত্ৰিত ইংরেশী বিভালয় প্ৰতিষ্ঠার মূলে প্ৰধানত:

মনিয়ন্ত্ৰিত ইংরেজী প্রতিষ্ঠান।

বাঙালী মনীষা থাকিলেও একজন মহামুভব স্কটলগুবাসীর মনেও একথা উদিত হইয়াছিল। তিনি তথনও সাধারণো তেমন প্রিচিত হন নাই। স্বেমাত্র ঘডির ব্যব্দা প্রিত্যাগ করিয়া প্রচর অর্থ লইয়া এদেশের মঞ্চল কামনায় মন দিয়াছেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পুর্বেই দেশী পাঠশালা স্থাপন করিয়া বাঙালী সন্তানগণকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্নত্তব করিয়া হিন্দু কলেজ স্থাপনেও সাহায্য করেন। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে স্ক্তপ্র দেশীয় ভাষায় ব্যংপন্ন হওয়া প্রয়োজন, আবার দেশীয় ভাষার উন্নতি করিতে হইলেও ইংরেজী শিক্ষা করা দরকার। ১৮১৮ সনের ১লা দেপ্টেম্বর কলিকাতা স্কুল সোদাইটী স্থাপিত হইলে, ডেভিড হেয়ার তাহার অন্ত-তর যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম আরপুলিতে সোসাইটীর অধীনে নিজ দায়িত্বে একটি ऋन পরিচালনা করেন। বিভালয়ে ইংরেজী ও বাংলা যে উত্তমরূপে শিক্ষ। দেওয়া হইত সমাচার দর্পণে (৮ইমার্চ্চ ১৮২৩) প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদে তাহার উল্লেখ আচে.-

"বিভার পরীক্ষা। ১৭ ফাল্পন বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতার শ্রীরাজা গোপীমোহন দেবের বাটাতে কলিকাতা স্থল সোদাইটির বালকদিগের পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিভালকার ছয় ক্লাশ অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অতিস্থধারাম্থ-মান্নী বালকদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়াছিলেন…… শ্রীযুত হের সাহেবের নিজ পাঠশালার বালক ২০ জন ইংরেজী ও বাঙ্গালী বিভার পরীক্ষা স্থলবন্ধপে দিল।…"

কলিকাতা স্থল সোসাইটি হিন্দু কলেজের মূলে রস জোগাইত। কারণ প্রতি বৎসর ত্রিশ জন করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্র এথান হইতে হিন্দু কলেজে প্রেরিত হইত। ডক্টর রেছরেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হেয়ার সাহেবের স্থলের ছাত্র ছিলেন।

১৮২৬ সনে হিন্দু কলেজের অবৈতনিক সভা নিযুক্ত হওয়ার পর অবধি ডেভিড হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে মিলিফ হন। মধুর ব্যবহারে ও একনিষ্ঠ শেবার ডেভিড হেয়ার কলেজের ছাত্রগণের হৃদয় জর করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে (>লা জুন ১৮৪২) রামগোপাল ঘোষ প্রমৃথ হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ পরিচালিত দ্বিভাষিক বেক্লল স্পেক্টেটর (১৪ই জুন, ১৮৪২; পৃঃ ৪৬) লিথিয়াছেন,—

"তিনি ঐ বিভালয়ের **উন্নতির নিমিত্তে অতিশয়** যতুবান হুইয়া তংপ্রতি যে যে উপকার করিয়াছেন, তাহা ঠ বিভালয়ের আদান্ত বিবরণ মধ্যে এক প্রধান চিরশারণীয় ইতিহাস হইবেক আর তিনি উক্ত বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ প্রযুক্ত কেবল যে নির্দ্ধারিত কোন সময়ে কথন কংন আসিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এমত নহে কিন্তু প্রায় প্রতাহ তথার উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্যাস্ত অবস্থিতি করিতেন এবং প্রত্যেক বালকের পাঠ বিবরণ ও বিদ্যালয়ে আগমন অনাগমন, শারীরিক কুশলাদি ও বিদ্যামন্দিরে ও বার্টীতে কি প্রকার ব্যবহার ইত্যাদির অন্নসন্ধান করিতেন ও স্থশিক্ষিত সগুণ বালকদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান করিতেন আর ছাত্রদিগের মধ্যে যে যে বিবাদ উপস্থিত হইত তাহা স্বয়ং ভঞ্জন করিতেন আর বালক-দিগের পিতামাতা অথবা অন্ত অভিভাবকেরা কোন বিষয়ের নিমিত্তে অমুরোধ করিলে তাহা মনোধোগ পুর্বক শুনিতেন এইরূপে বিদ্যাদন্দিরের স্থন্দররূপ নির্বাহ ও শ্রীবৃদ্ধির উপয়াতুসন্ধানে সাধ্যাতুসারে তাঁহার কটী ছিল না …"

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারণে ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টার কথা হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ভূলিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ হেয়ার সাহেবের এক তৈল চিত্র তুলিতে মনস্থ করেন। এই জ্বন্ত তাঁহার অসুমতি প্রার্থনা করিয়া ছাত্রগণ তাঁহাকে একথানা মানপ্রও প্রদান করেন। মানপত্রথানি সমকালিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইলেও পরবর্ত্তী লেথকেরা ইহার অভিত্যের কথা ভূলিয়া যান। এমন কি ৮প্যারীটাদ মিত্রও তাঁহার "ডেভিড হেয়ার জীবনীতে" ইহা সন্ধিবেশিত করিতে পারেন নাই। অথচ এই মানপত্র ও হেয়ার সাহেবের প্রস্কে উত্তর এদেশের ইংরেজী শিক্ষার ইক্সিহাবের প্রস্কে অত্যাবশ্রক। স্থামি প্রবর্ণমেন্ত গেজেটে (২১এ ক্সেমারী

১৮৬১) প্রকাশিত এই মানপত্ত ও উত্তরের মর্মান্থবাদ এখানে দিলাম,--

**ক**লিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ <sub>মহাস্মা</sub> ডেভিড হেয়ার সমীপেয়্

প্রিয় মহাশয়,

সামালুরপে প্রদর্শিত হইলেও দ্যা উপকৃত জনের মনে ক্রুক্ততার সঞ্চার করিয়া থাকে। শিক্ষাদান করা বিজ্ঞ লোকের কাজ। এই সর্কোৎক্রপ্ত দান আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছে কি ভাব আজ তাহাদের উদ্ধ করিতেছে। জগতের হিতকারীদের দশানের বা ক্লভজভার নিদর্শন না রাখায় বহু যুগের তুদিশা ও নিন্দা হইয়াছে। এইজন্ম আমরা স্তর্ক হইগাছি— অপবাদ দুরীভূত করাই আমাদের বাসনা। আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, এদেশের যে মহৎ উপকার আপনি করিয়াছেন তাহার প্রতি অল্যেরা অবহিত না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা উপকৃত হইয়াছে সে-কথা চিরদিন তাহাদের মনে গাঁথ। থাকিবে। এই হেতৃ আপনার প্রতিকৃতি তুলিবার জন্ম আপনাকে বসিতে অমুরোধ করিব মনস্থ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাদ আছে, এই অমুরোধ রক্ষা করিতে আপনার আপত্তি হুইবে না। আমরা ইহা কল্পনাও করিতে পারি না যে, সন্মানের এই তুচ্চ নিদর্শনট্রু আপনার হিতৈষণামূলক কার্য্যের পকে ষ্পেষ্ট বিবেচিত হইবে। আমাদেরই তৃপ্তির জন্ম এমন একজন লোকের প্রতিকৃতি তুলিবার অনুমতি আমরা চাহিতেছি যিনি হিন্দুস্মাজের প্রাণে নৃতন প্রেরণা দিয়াছেন, যিনি বিদেশকে খদেশ করিয়া লইয়াছেন, যিনি খেচ্ছায় নিৰ্বান্ধৰ জাতির বান্ধৰ হইয়াছেন এবং যিনি বজাতীয় এবং এদেশীয়গণের সমক্ষে যশকে প্রশংসা করিবার এবং অমরত্বকে অমুকরণ করিবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতেছেন।

আমরা মানপত্তে লিখিত বিষয়ে আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি। এবং এতকাল আপনি থে-ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন সেই ভাবে জীবন যাপন করিবার বায়া ও শক্তি আমরা সর্বাস্তঃকরণে কামনা করিতেছি।

প্রিয়বর, আবাদের আজ কি আনন্দের দিন ! ইতি— আপনার একান্ত অরুগত নেবকরুক কলেজের অন্যতম অগ্রণী ছাত্র দক্ষিণানন্দন (পরে দক্ষিণারঞ্জন বলিয়া খ্যাত) মুখোপাধ্যায় মানপত্র পাঠ করেন। ইহা ৫৬৪ জন ছাত্র যুবক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। মানপত্রের উত্তরে ডেভিড হেয়ার বলেন,—বক্ষাণ.

তোমর। আমাকে যে মানপত্র প্রদান করিলে তাহা শ্রবণে আমি বড়ই অভিভূত ইইয়া পড়িয়াছি। এজন্ত তোমরা আমার উত্তর ধীর ভাবে শ্রবণ কর। এখানে কিছুকাল অবস্থিতির পর কয়েকজন এদেশবাসীর সদে আলাপ পরিচয়ে ব্রিলাম যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে হিন্দুগণের স্থা স্বাচ্চন্য লাভ হইবে না। তথন ভারতবর্ষের শ্রীবর্দ্ধনের জন্ত আমি আমার সামান্ত শক্তি বিনিয়োগ করিলাম। সরকারের ও হিন্দু সমাজের নেতৃবর্গের সম্বতি ও সম্থন পাইয়া শিক্ষার প্রচাবে সচেই ইইলাম।

বন্ধুগণ, আমি দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি যে, শিক্ষাতক্ষ ইতিমধ্যে স্প্রতিষ্ঠিত ইইয়াছে। আমি চারিদিকে
পুশোর কুঁড়ি অবলোকন করিতেছি। আর দশ বংসর
ইহাকে অনায়াসে বদ্ধিত হইতে দিলে ইহা এত শক্তি
অর্জ্জন করিবে যে, তথন ইহার মূলোচ্ছেদ করা একরূপ
অসন্তব হইবে। যে কার্য্য ইতিমধ্যে আরক্ষ হইরাছে
তাহার রক্ষণ ও পোষণ তোমাদের প্রচেষ্টার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ত্তর করে। তোমাদের স্বদেশবাদীরা ত্যোমাদের
নিক্ট হইতে এই কার্য্য সাফল্য লাভেরই আশা করেন।
কারণ তাঁহারা তোমাদিগকে সমাজের সংস্কারক ও শিক্ষক
বিল্যাই গণনা করেন। এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ এবং
বিদেশীয়েরা কিরুপে এদেশবাদীর উপকারে আসিতে
পারে তাহা প্রশেশন তোমাদেরই কর্ত্ব্য।

যথন আমার প্রতি শ্রন্ধা নিবেদন করিতে জনগণকে
লক্ষ্য করি, যথন দেখি যে, সম্মানাহ ও শিক্ষিত দেশীয়
ভদ্র জনেরা মানপত্র প্রদানের জন্ম আমার চারিদিকে
জড় হইয়াছেন তথন আমার মনে বড়ই আনন্দ উপজয়
হয়। কারণ, ইহা আমার প্রতি ভাহাদের জ্বরের অকপট প্রীতিরই দ্যোতক। বন্ধুগণ, আমার কঠরোধ হইবার
উপক্রম হইয়াছে। আমার জীবনে ইহা একটি পরবের দিন। আমার প্রতি তোমাদের ক্বতজ্ঞতার নিদর্শন আমি জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্যান্ত রক্ষা করিব। আমার পরবর্ত্তিগণের জন্ম এই সম্পদ রাথিয়া যাইব যাহাতে তাহারা ইহা দর্শন করিয়া ভ্রাতৃগণের হিতসাধনে সবি-শেষ তৎপর হয়।

বন্ধুগণ, স্বীয় প্রাক্কতি অনুসরণ করিলে ভোমাদের অন্তরোধ আমি রক্ষা করিতে পারিতাম না। কারণ নিজেকে সাধারণের দৃষ্টিতে না আনাই আমার রীতি,



ভেভিড হেয়ার। কলিকাতা হেয়ার ফুলে রক্ষিত
আমি নিরিবিলি জীবন যাপন করিতে চাই। ধধন আমি
কোধি হিন্দুসমাজের গণ্যমান্ত লোকের সন্ত:নেরা দলবদ্ধ
হইয়া আমাকে সম্মান দশহিতে আসিয়াছে, যথন লক্ষ্য
করি,—এই মানপত্র তাহাদের খারাই স্বাক্ষরিত যাহাদের
সক্ষে আমি ধনিষ্ঠভাবে মিশি এবং আমার প্রতিক্ষতি

তুলিতে দিলে যাহারা পুর পুশী হইবে তথন আর আঃ
তোমাদের অহুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারি না।
( স্বাক্ষরিত ) ডি. হেয়ার

8

রবিন হুড দস্মার্ত্তি ধারা উপার্জ্জিত ব্যর্থ দীন-দরিছে। তুংখ মোচনে ব্যয় করিত। ইংরেজ ঐতিহাসিক ইংার গুণ কীর্ত্তনে কার্পণ্য করেন নাই। শিশুপাঠ্য পুত্তকেও রিফ হুডের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। মানব চরিত্তের যে নান

> দিক আছে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক এ শাশত সতা ভলিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রক স্বাধীনত হারাইলেও, এমন কি শতবর্ধ পর্বের সেই অন্ধর্কা যগেও, কোন কোন বিষয়ে যে আমরা কৃতি দেখাইতে পারিয়াছিলাম, পরবর্তী যুগের স্বার্ধাণ ঐতিহাসিক তাহা স্বীকার করেন নাই। ফা আমর৷ আত্ম-প্রতায় হারাইয়া এতকাল আলেয়া পিছনেই ছটিয়াছি। সত্যকার ইতিহাস জাতি স্থকতি হুম্বতি হুইয়েরই পর্যালোচনায় গ্রীয়ান দিন আসিয়াছে যথন আমাদের ইতিহাসও সজে উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইবে। বাংলা তথ ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের মলে যে বাঙার্ন মনীয়া বর্ত্তমান তাহাও আর আমাদের মুগোচ থাকিবে না। বিদেশীদের মধ্যে বাঁহার। এই কার্চে আমাদের সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে শ্রদার সঙ্গে স্মরণ করিব। আর সঙ্গে সংগ ইহা जुलिय ना (य, देश्तब्दी निका প्रवर्ततत मृ উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ভাষার মারফত প্রতীচি জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিয়া মাতভাষার সাহায়ে দিকে দিকে তাহা প্রচার করা ।\*

- ÷ এই প্ৰবন্ধে নিমলি থিত পুস্তক হইতে সাহায্য লইয়াছি
  ১। Adam's Reports on the Vernacula
- Education of Bengal, 1835, 1836, 1836 ২। দেকাল একাল-কাজনারায়ণ বস্ত
- Pioneer, Published in The Journal of the Bihr

and OrissaResearch Society, June 1930.—Brajendi Nath Banerjee

- 8 | श्रीमण्डरिं (करवल्यनां थ ठांकृत्तव व्याचानीयनी
- e | A Biographical Sketch of David Hare—Pear Chand Mitra.

## চৈনিক সভ্যতা

#### শ্রীস্থধাংশুকুমার মিত্র বি-এস-সি

"A people with little names, little eyes, and little feet, who sit in little bowers, drinking little eups of tea, and writing little odes." Leigh Hunt.

চৈনিক সভ্যতার ধারা আদ্ধ স্বপ্লের মত মিলাইয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু উহা পৃথিবীর ইতিহাসে যে জিনিষ দান করিয়া গিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। অসভ্যতার ঘোর আঁধারে যথন সমগ্র জগৎ নিমজ্জিত চীন প্রদেশ তথন সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত। চীন সভ্যতার কথা আজ আমরা ততটা শুনিতে পাই না; যতটা পাই গ্রীক সভ্যতার কথা। কিন্তু পাশ্চাত্য মনিষীদের মতেও চীন গ্রীসের বহু বৎসর পূর্কে সভ্য হইয়া উঠে। \*



চীন গণতন্ত্রের সভাপতি—চাং কাই সেক আব্দ যে স্বাতি সভ্যতার আদর্শরূপে পরিগণিত ইইতেছে, কাল হয় ত পৃথিবীর এমন পরিবর্ত্তন আদিবে ফ্যন ঐ আদর্শবাদ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে; অপর এক জাতি

\* "The Chinese were a remarkably civilised nation a thousand years before Christ. That was sometime before Greek Civilisation can be said to have began"—Chinese Civilisation—H. A. Giles.

সভ্যতার চরম শিথরে উঠিবে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর উপর দিয়া যে ঝঞা বহিয়া চলিয়াছে, ইহার শেষ কোথায় কে বলিবে? অনেকে আশস্কা করেন পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বাবে শমন হাজিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর অপরাপর প্রদেশ **বধন** অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্চন্ন ছিল তথন চীনদেশের



চীনের ভৃতপূর্ব সম্রাক্ষী

লোকেরা সমাজ স্থাপন করিয়া বেশ স্থান্থভাবে জীবন্যাপন করিতেছিল। চৈনিক জগং ব্যতীত জন্ম কোন জাতির তথনও বৃদ্ধি এইরূপ মার্জিভ হর নাই বে, ভাহার ভাবিতে পারে সমাজ সংস্থাপন করিয়া মাছ্য অপেকায়ভ নিরাপদে থাকা সম্ভব!

### প্রাচীন রাষ্ট্র-প্রণালী

সমাজ স্থাপন করিয়া বাস করা অর্থে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মকান্থনের মধ্যে নিজেদের কার্য্যাবলী নির্দারিত রাখা। সেজতা যেখানেই সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, সেইখানেই কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রাণালী রহিয়াছে। এই



মৃত ম্যানইয়েট সেনের শোভাঘাত্রা

নির্দ্ধিত প্রণালী বিভক্ত হইয়া জাতির সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করে। ইতিহাস হইতে জানা যায়, হিয়া বংগীয় খৃঃ পৃঃ ২২৮০—১৭৬৬ সাল পর্যান্ত চীন দেশে রাজ্য করিত। সেই সময় রাজ্য রাজ্যে প্রণালী নির্বাচনের (Elective monarchy) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল! রাজ্যন্ত প্রণালী নির্বাচন অর্থে বর্তুমানে যেরূপ সকল "স্বদেশী" গভর্ণমেন্ট প্রজাতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রজার নির্বাচনে সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্য চালনা করে, সেইরূপ তখনকার দিনে চীনদেশে একজন মাত্র ব্যক্তি প্রজাদের ছারা নির্বাচিত হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এইরূপ নির্বাচিত প্রয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

এই সময় চীনরাজারা প্রোহিতের কার্যাবলীও করিতেন। কিছুকাল পূর্বে পর্যান্ত বেমন তুকীর রাজাই দুন্দান ধর্মের প্রধান পুরোহিত বলিয়াও গণা চ্ইতেন; চীন রাজারাও তথনকার দিনে এইরপে একাধারে রাজ। ও পুরোহিত তুইই ছিলেন। সেইজন্ম তাহাদিগকে পুরোহিত রাজা ( Priest King ) বলা হইত। প্রত্যেক দেশের রাজাকে থেমন প্রজারা মধ্যযুগ (medieval age) পর্যান্ত দেবতা ও দেবতার অংশ বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত সেই রকম চীনদেশের রাজারও ভগবানের স্বরূপ বলিয়া সম্মানিত হইতেন। ইহাই ছিল তাহাদের নাক্ষত্রিক ধ্র্মা ( Astral Religion )।

এই বিখাদের মূলে ছিল, তথনকার রাজাদের প্রজার হিতার্থে স্বার্থত্যাগ ও আত্মবলিদান। তথনকার লোকের বিখাস ছিল যে, পুরোহিত রাজা যে কেবলমাত্র ঐখরিক শক্তিসম্পন্ন তাহা নয়, তাহারা আবশ্যকমত প্রজার মঞ্চলার্থে ঈখরের নিকট আত্মবলিদানও দিতে সক্ষম।

চীননেশের শাসন সংগঠন পরিকাররপে তিনভাগে ভাগ করা চলে—থেমন আদিয়গ, মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান যুগ।

খৃ: পৃ: ২২১ পর্য্যন্ত আদিযুগ। তারপর চীনসামান্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সিন্ বংশীয় রাজা সিন্-সি-ছয়াং দারা। সেই সময় হইতে চীনদেশের মধ্যযুগারস্ত। মধ্যযুগের অবসান ঘটে ১২৮০ খৃষ্টাব্দে যথন চীনদেশে পাশ্চাত্য জাতিগুলির সহিত ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহার



হংকংএ চীন মৃতদেহের শোভাষাত্রা

প্রাতন সংস্থারের উচ্ছেদ সাধন করে। সেই স্বর হইতে চীনে বর্ত্তমান যুগের আরম্ভ। বর্ত্তমান যুগের আবির্ভাব ঘটিবার পরও চীনদেশে রাজ্ভত প্রচলিত জিন ১৯১১ সাল পর্যান্ত। সেই সমন্ন চীনে মাঞ্বংশ বাগত্ব করিতেছিল। স্বদেশপ্রেমিক ডাঃ স্থান-ইয়েট-সেন (Sun-Yet-Sen) ঐ সময় মাঞ্বংশের রাজ্ত ধ্বংস করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর হইতে होन नवरवरण नुख्न कतियां क्रगट्ड रम्था (मय ।

সকল দেশের সাহিত্য যেমন কিছু না কিছু vulgar ভাব আছে দেইরূপ কোন ভাব তাহাদের সাহিত্যে (म्था यात्र नाः हीनात्मरणत उपशाप्त उपराम्थन अ ধর্ম বিষয়ক ছিল।

পুরাতন গ্রন্থমন্তলীর ভিতর আই-কিং (Book of

#### প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য

কোন জাতির স্বরূপ প্রকাশ পায় সাহিত্যে। তাহার ভাবধারা ও সভাতার ভাব বহন করিয়া সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করে। সেজ্ঞ কোন জাতি কেমনতর সভা জানিতে **হই**লে একমাত্র সাহিত্য চুইতে এই বিষয়ে জানিতে পারা যায়।

চীন জাতির সাহিত্যের ভাগোর ছিল প্রকাও। সেজ্য বুঝিতে হইবে এ বিষয়ে চীনছাতির শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি

অভুরাগ ও সাধনা ছিল প্রবল। চীন সাহিত্যে জীবন চরিত, দর্শন, কাব্য ও আলোচন। বহুল পরিষাণে বর্ত্তমান। আর চীন সাহিত্যের একটা



नमीत উপর হইতে হংকং

Changes ); পো-কিং ( Book of History); সাই-কিং ( Book of Partry ); সিকিং ( Record of Rites ); স্থন-পিউ (Spring and Autumn annuals); ইউবিং

( Record of Music ); হিমাও-হিং ( Book of Filial Pity); তুং-দাই (Complete করিয়া দিতেছি-

চীন মহিশা স্তা কাটিতেছে <sup>বিশ্ৰেম</sup>ত্ব এই যে তাহার কাব্য সাহিত্য একেবারে চিন্তা। <sup>দোন্শ্</sup>ন্ত। কাৰ্য সাহিত্য দোষশ্ব্য অর্থে বর্ত্তমান্যুগের

Chronicales ) এই সকল উল্লেখযোগ্য এবং এই সকল উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ বাজীত চানদের আরও অসংখা গ্রন্থ বর্তমান। এই সকল বহুমূল্য গ্রন্থ হইতে চীনদেশের সভ্যতার কিছু কিছ আভাষ পাওয়া যায়। নিমে Book of History "ভং ফান" (Guat Plan) নামক পরিচ্ছেদ হইতে কিছু কিছু উদ্ধত

১। পঞ্ছত—অপ্, তেজ, বিক্তি, কাঠ ও ধাতৃ।

शांकविधि कर्य-वावहात, बाका, मर्गन, धवन ध

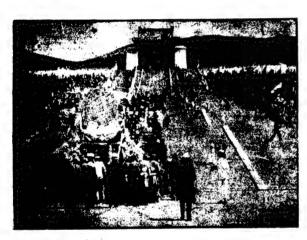
অ্টবিব্যক-পাভ, বাণিজ্য-ক্লাইনৈতিক

দ্রব্য, বলি, কর্মপ্রদান, শিক্ষাদান, দোষদণ্ড, আতিথ্য ও দৈয়।

- ৪। পাঁচপ্রকার কাল নিরপণ—বংশর, চন্দ্র, দিবস,
   তারা, নক্ষত্রপঞ্জ।
- ধ। পাঁচবিধ স্থধ—দীর্ঘায়্, ধনদপ্পত্তি, স্বাস্থ্য ও
  শান্ধি, ধর্মাশক্তি ও কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য।
- ৬। ছয়বিধ হৃঃথ—হৃজাগ্য, রোগগ্রন্তভা, মনোহঃথ, স্বারিক্রা, হৃশ্চরিত্র ও হর্বলভা।

এই সকল বাক্য হইতে সহজেই প্রতিভাত হয় যে

চীনদেশের সভ্যতা কিরূপ উচ্চ ছিল। আর যে জাতির
একটী গ্রন্থ এইরূপ রত্নের আধার সেই জাতির অপরাপর
গ্রন্থ সকল কিরূপ, তাহা সহজেই অন্নায়।



সাংহাইএর একটা রাস্তা

Book of History যে কবে কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল, সঠিক বলা যায় না। তবে ইহা যে ঐতিহাসিক শতাব্দীর অনেক পূর্বে ঐ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আবার আজ যে সকল চীনদেশীয় গ্রন্থয়গুলীর কথা জানা যায় তাহা বিরাট গ্রন্থাহ কাতের এক অংশমাত্র। কারণ,



ইতিহাস বিশ্রুত চীন প্রাচীর

পৃঃ পৃং২১৩ সালে সিন-সি হ্রাংএর রাজত্বকালে ঐ দেশে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের আগ্নোজন হয়; তাহাতে নানা অমূল্য গ্রন্থ ভংশীভূত করা হইয়াছিল। এই ব্যক্ষা তংকালীন রাজার পরামর্শেই সাধিত হয়। রাজা অমুখান করিয়াছিলেন যে ঐ সকল পুরাতন গ্রন্থ ধ্বংস করিয়া তিনি নৃতন গ্রন্থ প্রণায়ণ হারা তাহা হইতে প্রজাদিগকে রাজভক্তি শিক্ষা দান করিবেন। কিন্তু তাহার বোধ হয় অমুমানই হয় নাই যে ভবিদ্যং জগতের কিরুপ ভয়কর ক্ষতিই না তিনি করিলেন। এই প্রকার দাহকাণ্ড চীন দেশে পাঁচবার

সংসাধিত হইয়াছিল। এবং আজ আমরা পুরাণী চীন সম্বন্ধে ষেটুকু জানিতে পাই সেটা চৈনিক সভাতার এক অংশমাত্র।

# इस्मिरिया दिन्सा इस्मिरिया दिन्सा

( পুর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

বেশ! জেনে রাথলুম, আর আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ধিকার দিলুম, সে ভূল শুধরে নেবার।'

"তোমার কাছে আমি অধিকার, অনধিকার কিছু াচ্ছি না, দরকার হয় আমি সে অধিকার নিজেই জোর ত্রে নেবো।"

সুরমা দেখিল রাজীব মৃত্ব মৃত্বাদিতেছে—হাসি বিষাদে আবো রাগিয়া উঠিল। সে বলিল, "নিশ্চয়, নবো বই কি!—তুমি—"

রাজীব বলিল—"নিও স্থরমা, কিন্তু আমার সন্তানের

া, আমার বংশের বৌ তুমি, দে যেই হোক্—তাকে রক্ষা

ারটাও আমার কর্ত্তব্য—আমিও দে কর্ত্তব্য বিচ্যুত

বুব না—"

"আমি তোমার ও ফাকা কথায় ভয় পাচ্ছি না, আমি
থার সইতে পারছি না, জানো সকলে জেনেছে আমার
ভা অপমানের কথা ?"

"তোমার লজ্জা, অপমান, স্থরমা ?"

"লজ্জা অপমান নয় ? তুমি আমাকে উপেক্ষা ক'রে গার একজনকে নিয়ে—''』

"তোমার লজ্জা, অপমান? তোমাকে উপেক্ষা? নিজেকে অত নীচু ক'রে ফেলোনা হ্ররমা! এর চিয়ে তোমাকে আমি অনেক উচু মনে করি,— আমি তুমি তো আলাদা নই—আমার আশ্রিতা সে, সেইজন্ত তোমারও আশ্রিতা, দীন, তুংখী কিন্ত ভত্তবংশীয়া মেয়ে সে—আজ বদি সে তোমার কাছে এসে আশ্র চায় ?—"

স্থ্যমা হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না, সে চুপ করিয়া বহিল। রাজীব বিলিল—"একটু তেবে দেখো—আর

ঝগড়া নয় ব্ঝলে ? পৃথা আসছে—আরো কে হয়তো তোমার বন্ধুরা আসছেন—আমি চলনুম—।"

রাজীব অন্তাদিক দিয়া চলিয়া গেল। যে সমস্থা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছিল এতদিন, আজ্বও তাহা তেমনি অসমাপ্ত রহিয়া গেল, স্থরমার বুকের বোঝা নামিল না, মনের মেঘ কাটিল না। যেমনকার তেমনি রহিল। স্থরমা জোর করিয়া মনের প্রেফ্ল ভাবটাকে ফিরাইয়া আনিল।

মীরা ও কণিকাকে দেখিয়া স্থরমা বলিল—"আৰু যে সকালেই ? বোস!"

কণিকা বলিল—"এমনি বেড়াতে বেড়াতে এপুম-ছেলে কোথায় হু"

স্থরমা বলিল—"বুমোচ্ছে—"

পৃথা বলিল —"বোদ—একটু শিঙাড়া পেয়ে যেতে হরে কিছ—পালিয়ে যেও না, আমি নিয়ে আসছি।"

মণিকা বলিল—"নিজের হাতের ব্ঝি ?

ক্রমা বলিল—"হাা, ঐ তো সকাল থেকে ঐ সব করছে।"

পৃথা কতগুলি শিঙাড়া রেকাবিতে সাজাইয়া জানিয়া কণিকা ও মণিকার সামনে ধরিয়া দিল। থাইয়া ছইজনেই বলিল "চমৎকার হয়েছে।"

খানিকক্ষণ কথাবান্তা বলিবার পর, কণিকা বলিল—

"পুথা আর স্থরো ঠিক সময়ে আমার partyতে এসো
কিন্তু শনিবার—"

পৃথা একটু ভাবিয়া বলিল—"শনিবার ? সেদিন যে Ist. Monsoon meeting! তা একটু দেৱী হতে পাৰে।"

কণিকা বলিল "Ist. monsoon meeting মানে?
race? ও বাইও আছে না কি?"

স্থরমা বলিল,—"আছে না কি ? সেদিন ওকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলেও বোধ হয় ধ'রে রাখতে পারবে না।"

কৰিকা বলিল—"তাই নাকি ! বাবা ! আছো কি এমন মন্ধা পাও ?"

পৃথা বলিল—"মজা পাই নিশ্চয়, তা না হ'লে যাবো কেন ৷ তাছাড়া আরো কি মনে হয় জানো ৷ সংসারে যখন এসেছি তখন সবই experience ক'রে নেওয়া ডালো নয় কি ! বাকি বা কিছু থেকে যায় কেন !"

কণিকা বলিল—"রক্ষে কর ভাই! অমন experience
এ দরকার নেই, ওসবে অনেক কিছুই stake করতে হয়!"
পূখা বলিল—"একটা stake সব কিছুতে থাকা
উচিত—stake না থাকলে বেন বেঁচে থাকারই স্থ হয়
না, সার্থকতা হয় না—আর stake করা সব জিনিষেই
স্থ আছে—আনন্দ আছে—।"

কণিকা বলিল—"সারা জীবনটা যদি stake করে
কাটাতে হয়, তাহ'লে সে ভারি বিঞী হবে কিন্তু—
জীবনভরা একটা ধুক্ ধুক্ ভাব, একটা অশাস্তি লেগেই
থাকৰে চিরকাল—"

পৃথা বলিল—"এ তো চাই—ওটাই হচ্ছে excitement of life, ভগু খুমিয়ে, খেয়ে নিশ্চিম্ভ ভাবে জীবন কাটিয়ে দেওয়ায় কোন পৌক্ষ নেই—ওতে কোন charm খুঁজে পাৰ্টী যায় না।"

কণিক। বলিল,—"বাবা:—ওসবে আমার দরকার নেই।"

স্থরমা বলিল—"কণা, তবে যে equality চাস ?— পুক্ষরাতো বোধহয় stake করেই জীবন কাটিয়ে দিতে ভালবাসে—তা'হলে যে পেছিয়ে পড়বি।

কণিকা বলিল,—"সে আলাদা, কিন্তু তা বঁলে বোদ্ধ টাকা, পয়সা, মান, সম্মান, জীবন যদি stake করতেই থাকি—তাহলে কি রকম বিশী হয়—না ?"

পৃথা হাসিয়া বলিল—"আমার কাছে বিশ্রী হয় না, বরং খুব স্থানীই হয়। সব stake করেই বেঁচে থাকবো, তাতে—সে বেঁচে থাকার প্রাণ আছে—উৎসাহ আছে। Lifetক stake করে একটা কিছু করতে গিয়ে যদি মরেই যাই, তবে সে মরাই আমার সার্থক—ঘরে, বিছানায় প্রে রোগে ভূগে, সকলকে জালিয়ে, নিজে জলে মরায় কোন excitement নেই।"

কণিকা বলিল, "কি অভুত idea তোমার। আহি জীবনটাকে অভ lightly নিভে পারি না।"

পৃথা বলিল—"জীবনটা lightly নয়তে। আবার কি ।
কি হবে বসে বসে brood করে, আর চিন্তা করে ।
জীবনটাকে মত seriously নিবে, ততই মনে হবে চলে
মাচ্ছি যেনো কোন অথব্ব বাৰ্দ্ধকোর জরাজীর্ণ রাজা।
সব জিনিসকেই lightly নিতে চেন্তা কর, দেখবে সময়
তোমাকে ছুঁতে পারবে না । এই রকম তরুণ হৌবন নিয়েই
একদিন হঠাৎ মরে পড়বে পৃথিবীর বুকে।"

হ্মরমা হাসিয়া বলিল—"Philosophy বলছিল না কি
প্থা • "

পৃথা বলিল—"না:। ও সবের ধার ধারি না।
কলিকা বলিল—"মীরা, কথা বলছিস না কেনো ভাই?
মীরা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, বলিল—ভোমাদের
কথাই ভনছিলুম,বেশ লাগছিল!"

কণিকা বলিল, "মীরা, ডোমার idealকে কেমন লাগলৈ ভাই »"

মীরা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। স্থ্রমা জিজ্ঞান ক্রিল,—"কে মীরার ideal ?"

কণিকা বলিল—"বিজ্ঞয়, ধ্বিজয় দেশভক্ত বি<sup>জ্ঞয়</sup> মুখাৰ্জ্জ। মীনা একেবানে worohip করে তাকে।"

হ্বরমা বলিল—"ideal এর সলে সম্প্রতি দেখা হয়েছে
না কি \*"

কণিকা বলিল—"হয়েছে বই কি! আমার ওখানে আন্তকেই।"

পৃথা বলিল-- "ভালো! ভালো! romance কি রকম চলছে ?"

স্থার জিজ্ঞানা করিল—"engagement না কি ?"
পৃথা বলিল—"এখন বিয়ে করোনা মীরা—আছে। আর
বলবো না—কেন বেচারীকে লজ্জা দিছে বলতো ?—লজ্জা
করোনা ভাই—যতই লজ্জা করবে ততই সকলে tease
করবে।"

কণা বলিল—"তাই মীরার স্বদেশ-ভক্তি অনেকখানি জমে উঠেছে—সেদিন মিদেস নাপের পার্টিতে মীরা খ্ব এক চোট কোমর বেঁধে ঝগড়া করেছে দেশের জ্বন্তে।"

মীরা ব**লিল—"কি যে তথন থেকে বাজে ব'কে যাৰ্চ্চ** কণিকা দি—**কি জানি—যাও, আর কল্মনো তোমার সঙ্গে** কোধাও যাবো না।"

কাণিকা মীরাকে আদর করিয়া বলিল—"আচ্ছা আর বলবো না রে—আজ চল্লুম অনেক বেলা হয়ে গেল। শনিবারে পৃথা Raceএ দৌড়তে যায় তো বাক্—তৃমি কিন্তু এসো ভাই শীগ্ৰিন—আর মিঃ বোসকেও বলে দিও— নিশ্চয় আসতে।"

মীরা ও কণিকা চলিয়া গেলে পৃথা বলিল,—"বৌদি লই সত্যি, আমি যেন মেয়েদের সঙ্গে কোন কথা লবার খুঁজে পাই না—"

স্থ্যমা **প্রশাস্তক দৃষ্টিতে পৃথার দিকে চাহিল**— মানে ?''

"মানে বেশীক্ষণ কথা বললেই সব subjectগুলো এক-ঘমে হয়ে যায়। মেয়ে friend বা মেয়েদের কাছে most ninteresting মনে হয়। সব কথাগুলোই যেন ঐ ফেই দিকে turn নেয় শেষকালে—"

"তবে কি ভোমার men friend ভাল লাগে ?"

"সেই কথাটাই তো বলতে যাচ্ছিলুম। men friendর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা ব'লে যাওনা, কথনই

pring ব'লে মনে হবে না—অবগ্য boring men যথেষ্ট

হৈ—তব্ও ওদেরও বোধ হয় সেই রকমই মনে হয় না ?

মার মেয়ে friend একটাও নেই—বড় monotonous

ওরা, তাই আমার ভাল লাগেনা।"

স্থ্যনা হাদিয়া বলিল—"অমন কথা বলোনা পৃথা— কে বলবে তুমি একটী ভয়ানক ধারাপ মেয়ে—"

ত। বলবে জানি, কিন্তু সভ্যি বলছি—honestly;
বলতে বলতে জামি দেখেছি মেয়েদের ভিতর consationগুলো একবেয়ে হয়ে একেবারে খেমে থিমিয়ে

সেখানে কিন্তু ছ চার জন পুরুষ থাকলেই বেশ অ'মে
।
।

<sup>"লোকে</sup> বলবে পৃথা তুমি একেবারে জাহারমে গেছ।"

"তা জানি, তা লোকের সামনে তো বলছি না। এ বলাটা কিন্তু লোকেরই দোষ। পুক্ষদের সঙ্গে মেশা খারাপ, বা pure বন্ধুত্ব যেন তাদের সঙ্গে হ'তেই পারেনা এটাই ওদের ভূল ধারণা। আমার কন্ত men friends আছে true and real."

"সেই passing show না passing fancy **কি বলে**-ছিলে, তা নয়তো ?"

পৃথা আসিয়া বলিল—"না: —সে আলাদা। আর এরা বৌদি সভিয় আমার একেবারে friend সব সময়ে, অথচ in exchange কিছুই চায়না। এরা ভাইয়ের মভ নয়, lover এর মভ নয়, father, husband কিছুই নয় এরা, ভগু friend in the truest sense of the word."

স্থরমা বমিল—"পূথা মি: উইলিয়ামদের মেয়াদ স্বোগনি ?"

"না বৌদি! দেখছি এখনো ফুরোয় নি।" "একটু বলনা কাল কোথায় গেলে ?"

পূথা বেশ সপ্রন্থিভ ভাবেই বলিল—"ও:! মোটরে খুব লম্বা drive দিলুম, ভার পরে dinner, dance ক'রে বাডী।"

"সে কি বললো '''

"ও সে অনেক কিছুই মামূল কথা—"

"আর তুমি কি বললে ?"

"আমি ? তথু বললুম স্থামপ্যানের মাত্রাটা বোধ হয় বেশী হয়েছে, বাড়ী গিয়ে ঘূমিয়ে পড়গে।"

স্থরমা হাসিয়া উঠিল।

পূথা বলিল,—"জানো বৌদি ? মাঝে মাঝে কাণ ফুটো কডগুলো ঐরকম কথা ভনে বেশ তৃপ্তি পায়—'

স্থ্যমা বলিল—"তবে বেচারাকে snub করলে কেন?"

"বেশী, অভিরিক্ত আবার ভাল লাগে না—"

"মিঃ মিটার একে কি করবে ?"

"কি ? কিছু না—"

"यनि वित्रक द्य ?"

"ও কিছু হবে না he is a good sport. ছনীল মনে করে,এ সৰ বাজে কথা ভাষার চেয়ে ভারো প্রথিবাড়ে অন্ত তের কথা আছে যা ভাবলে নিজের ও পরের সকলের উপকার হবে। যাও বৌদি মান করগে।,'

, "তুমি 🕈 '

"আমি এই বইটী শেষ করে যাচ্ছি।"

#### আউ

পুখা আসিবার পর হইতে সত্যই স্থরমা কোন ভাব-নাই মনে আনিতে পারিত না, কারণ পুথার পুলকভরা জীবনের আনন্দ উচ্ছাস তাহাকেও সব সময়ে সিঞ্ছিত করিয়া রাখিত একটা মধুর সরসতায়। সে ভালো করিয়া ভাবিতে না ভাবিতে একটা কিছু বুঝিতে না বুঝিতে পুথা তাহার সমস্ত ভাবনা একটা হাসির উচ্ছাসে কোথায় ভাসাইয়া দেয়। তবুও অবসর সময়ে সে একবার ভাবিয়া লয়। সেদিনের রাজীবের কথার সে অত্যন্ত ক্ষর ও ক্ষু হইয়াছিল, এক একবার ইচ্ছা হইত সব বাধা ভাঙ্গিয়া मिया, भव वाँथ मृत्य मताहेशा मिया। ताकीत्वत माम तम একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবে, কিন্তু সে পারিতেছিল না। ভাল করিয়া স্থির করিবার পূর্বের, পুথার সাহ চর্য্যে, বাহিরের আমোদ-প্রমোদে, সভাস্মিতির কাজে সে এত ব্যস্ত হইয়া রহে যে একটা কিছু প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই অব্য আর একটা কিছু আসিয়া তাহাকে আর একদিকে লইমা যায়। কিন্তু তবু তাহার যত রাগ, হুঃখ, মান, অভি-মান জড়াইয়া ধরে রাজীবকে আশ্রেয় করিয়া। মাঝে মাঝে সে তর্ক করে, ঝগড়া করে, ঐ এক কথাই লইয়া, একই রকমের তাহার যুক্তি, রাজীবের যুক্তি দিয়া তাহারা উভয়ে উভয়কেই দোষী করিয়া কথার পর কথা বলিয়া যায়, কিন্ধ কোন সমস্থারই সমাধান হয় না, একটা অসমাপ্তির-অসম্পূর্ণতার ব্যথা লইয়া তুইজনেই সরিয়া যায়।

রাজীব তাহাকে শাদর করে যত্ন করে মাঝে মাঝে স্থরমার মনে হয়, একটু ভালবাসাও দেয় হয়তো বা। কিন্তু সে কি চাহে ? সে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে আরো কি চায় সে ? সে তো সবই পাইতেছে আর কিছু শভাব তো তাহার নাই, তবে নিভাস্ত লোভীর মত আরো চায় কেন সে ? চাওয়ার কি তাহার শস্ত নাই ? কিছু আধার ভাবিয়৷ দেখে পাওয়৷ তাহার কিছু হয় নাই তো— শুধু দ্রিকা অথবা দাবী করিয়া লইয়াছে মাত্র কিন্তু স্ত্রিকারের পাওয়া পাইয়াছে মিনতি। তথনই তাহার সমন্ত্র মন জলিয়া উঠে। তব তাহার দিন কাটিতেছিল।

ক্ষেক্দিন পরে স্থনীল আসিল। স্থানী লোকী পুথার উপযুক্ত স্বামীই বটে। বিধাতা যেন অনেক আগে হইতে ভাবিয়া চিস্তিয়া হুই জনার গাঁটছভা একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার কাজে, কলায শরীরের বলিষ্ঠ দৃঢ় গঠনে। সর্ব্বদা একটা স্থনর পুরুষোচিত ভাব ফুটিয়া উঠিত, তারও ভিতর একটা উদাস নির্লিপ্ত ভাব। তাহার ব্যক্তিত্বটীকে আরো স্কম্পষ্ট করিয়া তুলিত। অর্থ দে যেমন কুড়াইয়া নইত, ঢালিয়াও দিত তেমনি তুচ্ছ ভাবে-পৃথার মত দেও সব জিনিষ হালা ভাবে লইয়া হাসিয়া কাটাইয়া দিত। রাজীব হইতে সে বছর থানিকের বড়ছিল। স্বরমা দেখিল পূথা যাহা বলিয়াছে তাহা বর্ণে বর্ণ ঠিক। আবো সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল স্থনীলের ও পৃথার ভিতর ভলেবাসার বন্ধনটা খুব বেণী। তাহা লোক দেখানো নয়, বা শুধু কর্ত্তব্য নয়—দেখানে ছিল একটা নিবিড় আন্তরিকতা, একটা গভীর সত্যের মধুরতা! দেইজ্ঞ স্থরুমা ভাবিত, এত ভালবাদা পাইয়া, ভাল-বাসিয়া পথা কি করিয়া এতথানি উদাসীনভাবে এই লইয়া আলোচনা করে, লঘুভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দেয় অন্তরের নিহিত গভীর ভাবগুলিকে।

পৃথা রোজ নিজের হাতে থাবার তৈয়ারী করিয় প্রামীকে থাওয়ায়—য়তক্ষণ বাড়ীতে থাকে কাছে কাছে প্রিয়া বেড়ায়। ছইজনে বিদয়া সাহিত্য, ইভিহাস, কবিতা, রাজনীতি আলোচনা করে, গল্প করে। চলিতে ফিরিতে, বসিতে শুইতে সামান্ত এতটুকু অস্ববিধা নিজের হাতে অপসারিত করিয়া দিতে চায়। স্থনীলও সেই রকম উদাসীন ভাবে পৃথার সমস্ত সেবা ফানির্কার ভাবে গ্রহণ করে, দেও তাহার স্থা প্রকাশতা, স্ববিধা অস্কবিধা সব দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখে, পৃথার সামান্ত ইছে। সে মেন আদেশ বলিয়া মানিয়া লয়। মধন তথন আদরে আদরে তাহাকে ভারিয়া লয়। বধন তথন আদরে আদরে তাহাকে ভারিয়া লয়।

কোন অন্থবোগ নাই, অভিযোগও নাই। ছই জনেই যেন জানে ইংা তাহারা পাইবেই—এবং চিরকাল পাইরা আসিয়াছে—ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না— অন্যথা হইতে পারেনা। স্থরমা তাহাদের দেখিয়া খুব কৌতুক বোধ করিত।—

একদিন সে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করিল—"পৃণা! মিঃ উইলিয়ামসের মিয়াদ কতদুর ?"

পৃথা হাসিয়া বলিল "আমি নিজেই অশ্চর্য্য হচ্ছি বৌদ, মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি—"

স্থরমা বালল—"আচ্ছা—মিঃ মিটারকে তো যথেষ্ট ভালবাস তবু মিঃ উইলিয়ামসের সঙ্গে love এ পড়াটা কি রকম বুঝতে পারছি না।"

গৃথা একচোট খুব হাসিয়া বলিল—"বৌদি, সুনীলকে ভালবাসি একরকম, আর Harry গছে আলাদা। ফুনীলকে খুব ভালবাসি, কিন্তু যথন সেটা serious হয়ে পড়ে, তথনই সে seriousness টাকে light করে নেবার জন্ম flirt করি। তাতে স্থনীলের দিকে আাম যেন নতুন করে attracted হয়ে পড়ি— দেই জন্মই তো—বুঝলে?"

হুবমা কৌতুক ভবে হাদিয়া বলিল—"কি জানি ভোমাব অদ্ভুত theory ভাই।"

পৃথ। বলিল "ঘথন flirt করিনা বৌদি, তথন কি জানি কেন স্থনীলেরও উপর একটা in different ভাব আদে। কিন্তু flirt করার সঙ্গে স্থনীলের উপর loveটা বেড়ে যায় দিগুণ ভাবে।"

হুরমা বলিল—"আর দেও যদি সঙ্গে সজে flirt করে ?"

"তা কক্ষক না। সে তো ভালই। তাহলে বোধ হয় আমি আরো ভালবাসবো! যাকে কেউ চাইল না, বার জন্ম কেউ care করলোনা সেই সকলের rejected জিনিষ নিয়ে মোটেই আমি proud হতে চাই না। সকলের desired জিনিসটাই আমি নিয়ে proud হয়ে সকলের envy কুড়িয়ে নিতে চাই—তুমি চাও না?

"কি জানি সভ শত ভেবে দেখিনি, তবে আমার মনে হয়, আমি হাকে চাই, তাকে একাই চাই।"

"তোমার সঙ্গে আমার মিলবেনা বৌদি! "গুনীল জানে না ? ভূমি যে এত flirt কর?"

"লানে হয়তো, সে আমাকে কথনো জিজেস করেনা আমার কথা, আমিও কথনো তাকে জিগেস করিনা তার কথা—তবে ব্রলেও ব্রতে পারে হয়তো। যতটুরু সময় দেখা হয় বৌদি, সব সময়ে তো নিজেদের কথা বলেই কেটে যায়, অত্যের কথা বলবার আরে time থাকে কই ?"

স্থনীল আদিবার পর স্থরমা ছোট বাড়ী পু**থা** ও স্থনীলের জন্ম ছাড়িয়া দিয়া তাহার পূর্বের ঘরে গেল ! এবং সেই জ্ঞারাজীবকে অনেক দিন পরে আবার নিকটে পাইয়া অতাস্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল। রাজীব এক সমান ভাবে হুরমার উদ্দেশে ঢলিয়া দিভেছিল কোমলতা ও মেহমমতা, তাহার কঠোরতার আবরণের ভিতর দিয়া। সেই দিনের পর আর কিছুদিন স্থ্যমাও মিনতির কথা বলে নাই। রাজী<mark>বের সক্র</mark>ে সে হাসিয়া অন্ত কথা বালত, তাহার সেই ভাব দেখিয়া রাজীবঁও বুঝি তাহাকে অনেকথানি জড়াইয়া ধরিল। স্থরমা তব্ও মাঝে মাঝে ব্যথিত হইত। যে ক্ষতের বেদনা তাহাকে অনবরত তাহার ক্ষতের অন্তিজ স্মরণ করাইয়া দিতেছিল, সেই যন্ত্রণা সে নীরবে. সহা করিয়াই যাইতেছিল রাজীবের প্রেহ ভালবাসা, কিন্তু যুখনি সে তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছিল. তথনি রাজীবের দিক হইতে পাইতেছিল কঠি ৷ আখাত ও নির্মা তিরস্কার। তাহার এই জীবন। এমনি করিয়া বাহিয়া থাকিতে হইবে তাহাকে বিরাট একটা সমস্যা লইয়া। তাহার মর্মের অফ্যোগ চাপিয়া রাখিতে হইবে প্রণাণে, শুধু পাইবার জন্ম হয়তো জোর করিয়া লওয়। কাল্পনিক দান, অথচ সে দান ফিরাইয়া দিয়া সেই দাতার সামনে তাংার প্রাণের সমস্ত আক্ষেপ ঢালিয়া দিলে বিনিময়ে পাইবে তথু সেই স্থির নিরপেক তাচ্চিল্য। দে সুধী হইত ধ্থন দে দেখিত রাজীকের দ্যত শৈত্য গলিয়া পড়িয়াছে স্নেহের শতম্থী নদী হইয়া, ছোট প্ৰণবের উদ্দেশ্তে—কিন্তু ভাহাতেও একটা আশহা ভাহাকে সর্বাদা কাটার মত বিধিত দিইর

ভাবে। অস্তর তাহার বার বার বুঝি তাহাকে সতর্ক ইঞ্চিত করিয়া বলিত—হয়তো সন্তানমেহ তাহার নৃতন নয়। স্থরমা সেদিন ঘুমন্ত প্রণবের মুখের দিকে চাহিয়া একদৃট্টে এই কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় সে ধবর পাইল শরৎ আসিয়াছে। সে তাহাকে বসিতে বলিয়া নীচে নামিয়া গেল তাহার বসিবার ঘরে। বাড়ীতে তথন আর কেহ ছিলনা। শরৎকে স্থরমা হাসিমুধে অভার্থনা করিল।

শরংকে সেদিন সে দেখিল পরিবর্ত্তি, তাহার চির-কৌতৃক হাশ্রময় ভাবটা যেন কোনদিকে বাধা পাইয়া ধমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। শরং বলিল "বাড়ীতে কেউ নেই বৃষ্কি ?"

স্থারমা বলিল—"না সকলে বেরিয়ে গ্রেছন বোধ হয়, কণা এলোনা ?

"না কণাও তার কোন বরুর বাড়ীতে গেছে। আমি একা আসাতে কি অসম্ভট হ'লেন মিসেল বোস ?"

"না, অসম্ভট কেন হব ? তবে কণা এলোনা ক্লেম সেই কথাই জিজেস করছিলুম।"

সে এই partyর জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে আছে। আমি আসি কেন মিসেস বোস জানেন ? আসতে ভাল লাগে ব'লেই।''

স্বরমা একটু আসোয়ান্তি বোধ করিল, সে তাড়াতাড়ি একটু হাসিয়া বলিল—"আপনি কেন এসেছেন সে কথা তো জিজ্ঞেদ করিনি মিঃ খোষ,—আপনার। আমাকে বরুর মত দেখেন, স্বেহ করেন দেইজন্য আসেন, এ যে আমার সৌভাগ্য।"

"তথু সেই নয় মিসেস বোস আরো একটা কিছু,— আপনার জন্য প্রতিনিয়ত আমি অফুভব করছি, মর্ম্মে মর্মে ব্রতে পারছি—জানি আমি এসব বলা অন্যায়, তবু আজ না বলে থাকতে পারছি না।"

স্থরমা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কি বলিতেছে তাহাকে কণিকার স্থামী,—হুথী, সৌভাগ্যবতী, সোহাগিনী কণিকার স্থামী,—বে কণিকা চায় পুরুষের সমকক্ষতা
—বে কণিকা সাহস রাখে স্থামীকে শাসন করিয়া নিজের

পদের প্রতিষ্ঠা। স্থরমা প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না, তারপরে সে শাস্তম্বরে বলিল—"মি: ঘোষ, আমার জন্য যদি আপনি এমন একটা কিছু অস্কৃত্ব করে থাকেন যা অন্যায় বলে মনে করেন, তবে তা বলবেন না। এবং সে ভাব-টাকেও মনে স্থান দেবেন না। অন্যায়কে প্রশ্রম দিয়ে লাভ কি বলুন? আর যে অন্যায়টা ততুপরি ফলদায়ক নয়।"

শরতের মুথে করুণ ভাব ফুটিয়া উঠিল—সে বলিল—
"বুঝি মিসেল বোস—কিন্তু মান্থুব জীবনে অনেকবারই
এমন অবস্থায় পড়ে। যথন আর তার ন্যায় অন্যায়
বিচার করবার জ্ঞান থাকে না।"

শরতের কাতরভাব দেখিয়৷ স্থরমা একটু হংখিত হইল—দে বলিল—"আমি বড় হংখিত হলুম, মিং ঘোষ— কিন্তু আমি কি করতে পারি বলুন? আপনি আমার জন্য মনে যে ভাব পোষণ ক'রে আছেন তা সফল ক'রে তুলবার আমার কোন উপায় নেই—তাহলে আমি কি করতে পারি বলুন!"

শরৎ হতাশ ভাবে বলিল—"না, কিছু করতে পারেন না, তা ব্ঝি—তবে বিনিময়ে আমাকে কি কিছুও দিতে পারেন না ? প্রাণের এতটুকু কোমলতা, হাদয়ের এতটুকু চিস্তা—এটুকু আশা করতে পারি না কি আপনার কাছে ?''

স্বরমা তাহার কথা বন্ধ ক্রিবার জন্যই বলিল—"বেশ তো—এইটুকু নিয়ে যদি আপনি খুসী হন তবে আমার দিতে আপত্তি নেই—কিন্তু আর এ কথা আলোচনা না করাই ভাল।"

"হথী হলুম—আর আমি বে আচ্ছ আপনাকে আমার প্রাণের ব্যথা নিবেদন করে দিতে পারলুম, এইটুকুই-আমার সফলতা ব'লে ধরে নেবো চিরকাল। আমা করি আপনি কিছু মনে করেন নি?"

স্থরমা একটা স্বন্ধির নিশাস ফেলিয়া বলিল—"না আমি কিছু মনে করিনি মি: ছোষ—ভবে একটু ছংৰিত হয়েছি এই যা।"

"কেন ? আপনাক্ষ হংখ পাবার মত তো কোন কৰ্ম বলনি— "না সেন্ধন্য নম্ব—তবে কণা আপনাকে বড্ড ভালবদো ্য—সেইজন্য—''

"কণাকে তো আমিও ভালবাসি মিসেস বোস—তবে কি জানেন—অত শুক্তার ভিতর ভালবাসা, সব যেন ভকিমে যায়—কণা ঠিক ভালবাসতে চায় না—সে শাসন করতে চায়।"

"সে তো মনে করে সেটাই হচ্ছে আপনাদের চালিয়ে নেবার প্রকৃষ্ট উপায়।"

"ভূল করে সে—অধানর। বলে নই—কিন্তু মেয়েদেরও কি মনে করেন শাসন করে কেউ কথনো চালিয়ে নিতে পেরেছে? তাতে তারা আরো চ'লে যায় শাসনের বাইরে—।" একটু থামিয়া আবার শরৎ বলিল— "তাহ'লে আপনি আমার কিছু অপরাধ হ'ল ব'লে ধরে নেবেন না—মিসেস বোস—এবং আবার আমাকে সেই আগের মতন বরু ব'লেই গ্রহণ করবেন।"

"নিশ্চয়, কিন্তু সভিয় বলতে কি আপনার আগের ভাবটাই আমার ভাল লাগতো সব চেয়ে বেশী, সেই বৌতুক, সেই সরস হাসি, সেগুলোকে বেন অনেকথানি মান ক'রে দিলেন আপনি আজ—স্তাহলেও আচ্ছা মিঃ ঘোষ—মামার বিষয় আপনি কি জানেন? সেদিন বলেছিলেন ভারপরে আর জিঞাসা করবার অবসর পাইনি।"

শরত এতক্ষণে বাস্তব রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

এমন সময়ে সশব্দে পৃথা ঘরে চুকিয়া শরতকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া "I am sorry" বলিয়া চলিয়া মাইতেছিল। স্থরমা বলিল—"দশ মিনিট ভাই, আস্ছি।"

পূথা আর একবার শরতের দিকে দেখিয়া "right 0!" বলিয়া চলিয়া গেল। স্থরমা বলিল—"না, তৃঃথিত  $^{\rm Fd}$ না, আপনি বলুন।"

শরৎ বলিল—"কথাটা একটু delicate তা হ'লেও আগনি যথন জিজেন করছেন তথন বলি—ব্যাপারটা ঠিক আপনাকে নিয়ে নয় কিন্তু মিঃ বোসকে নিয়ে, তা কথাটা একটু publicity পেয়েছে কিছুদিন থেকে।"

হুরমা নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া বলিল— "আপনি কোখেকে জানলেন ? কণার কাছ থেকে কি ?" "না, কণা আর যাই হোক bad friend নয়, আমি বাইরে থেকে শুনেছি, আর লোকে যথেষ্ট নিদ্দেও করছে, এর একটা প্রতিকার করবেন।"

স্থ্য আরো আগে ঠিক এই কথাই কণিকার মুখে শুনিয়াছিল। সেদিন কণিকা বলিয়াছিল—"মুরো, আংগে ভাবতুম কেউ জানেনা বুঝি—বিস্ত অনেকে জেনে ফেলেছে ভাই, মোটরেও সব বাজে লোক দেখা যায় মি: বোদের . দলে—" আজ শরতও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই কথা বলিতেছে। এ সভাটা ভাহার কাছে অসহ হইয়া উঠিতেছিল—সঙ্গে সঙ্গে দে মনে করিল এই প্রদক্ষে দেদিন রাজীবের দক্ষে বাক্বিতগুার উত্তরগুলা। স্থ্যমার কাণ হুইটা হঠাৎ গ্রম হুইয়া উঠিল। ভিতর হুইতে কে যেন আর্মনাদ করিয়া উঠিল,—হউক যাহাই হউক তাহার কাণ ঘেন চির বধির হইয়া যায়--সে আর গুনিতে পারিতেছে না-এই জলস্ক সত্য-সে নিজেকে নিজে সাস্থনা দিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"মিঃ বোষ, অনেক সময় লোকে মিথোটাকে স্ত্যি ব'লে রটায়— অথবা সত্য এতিটুকু থাকলেও তা অতিরঞ্জিত ক'রে তোলে। আপনি আমাদের ক্ষেত্ করেন ব'লেই আপনার মনে হয়তো আঘাত লাগে, কিন্তু যুখন কেউ আপনার কাছে এদে এই কথাগুলো বলবে, তথনি আপনার মনটাকে একেবারে নিরপেক্ষ ক'রে ফেলবেন, ভাহলে আপুনিও আর মিছামিছি অশান্তি ভোগ করবেন না। লোকে কত কি বলে ও সবে কাণ না দেওয়াই ভাল।"

শরত এ উত্তর আশা করে নাই, সে বলিল—"যাক্
আপনি এত বড় কথাটা যে boldly face করেছেন, এতে
হথী হলুম। একেবারে নিরপেক্ষ হ'য়ে সব সময়ে ব'সে
থাকা যায় না মিসেস বোস। যাহোক সত্য এর মূলে
আছে এটা ঠিক, আপনারই কর্তব্য এটা আপনি পারেন
তো বারণ করবেন। হ্রেমা থাকিয়া থাকিয়া অঞ্চমনক্ষ
হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া শরতও ত্ব এক কথার পর বিদায়
নিল।

একটু পরেই পূথা ঘরে চুকিয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। হুরমার সমস্ত গাভীগ্য, বেদনা, চিন্তা কাথায় সরিয়া গেল। সে বলিল—"কি যে সময় অসময়ে হাস পূথা ভাল লাগে না যাও।"

পৃথা হাসিতে হাসিতে বলিল—"ও ৰৌদি। বডড disturb করেছিনা ?"

"যাঃ—িক বাজে বকছিল—disturb আবার কি ?"
"Disturb বই কি ! বৌদি। I can bet my life
— ঐ old ninny তোমার কাছে নিশ্চর love confess
করছিল—না বৌদি ? সভাি বল ভাই, like a good
sport." স্থানা হাসি চাপিয়া বলিল—"সভাি পৃথা,
ভোমার সঙ্গে আমি পেরে উঠবাে না, বেচারা ভল্ল
লোককে কি যা ভা বলছ ? মোটেই সে সব নয়।"

পৃথা বলিল—"নয়? impossible বৌদি পুরুষরা love confess করবার আগে, অথবা পরে এক রকম peculiar মুখ বানায়, আমি খুব ব্রতে পারি। exactly সেই রকম expression দেখলুম ভদ্রলোকের মৃথে—"

স্থরমা একটু হাসিয়া বলিল—"তোমার খুব experience আছে দেখছি!"

"More or less, কিন্তু আমি তোমার মত অতক্ষণ ধ'রে ব'দে ঐ সব humbug শুনিনা—মুখের সেই অবস্থা দেখলেই nip in the bud ক'র ফেলি—উঃ। কি tedious তুমি এতক্ষণ ব'সে শুনলে বৌদি ?"

স্থরমা এবারে হাসি চাপিতে পারিল না—সে বলিল

—"পূথা যাও, এমনি ক'রে ভন্তলোকের weakness নিয়ে
হাসা উচিত নয়। Poor soul! ওর intention থারাপ
ছিল না।"

হোট একটা শিদ্ দিয়া তাচ্ছিল্য ভরে পৃথা বলিল—
"Hang it—ওঠো বৌদি dress করবে।"

স্থ্যমা অবাক হইয়া বলিল—"কোথায় যেতে হবে ?"

"Cinema—Globe a Last of Mrs Chancy
আছে চমংকার flim featuring Norma Shearer—
একেবারে sensational—"হ্রমার মৃহ আপতি টিকিল
না—পূধা তাহাকে লইয়া কাপড় পরাইয়া, নাসকে
আয়াকে বেবী সহজে উপদেশ দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া

বলিল—"স্নীল বেচারা একলা আছে ওকে ডেকে আনি বৌদি—বোধ হয় dressed আছে—5 minutes ভাই'!

একটু পরেই স্থনীলকে সঙ্গে আনিয়া পৃথা গাড়ীর
ছকুম দিল। স্থরমা কোতৃক ভরে পৃথার পাগলামি দেখিল
মুত্ হাসিতেছিল। নয়টা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে—
এমন সময় কে বলিল "ডুাইভার নাই। সে জানে গাড়ী
বাহির হইবে না, তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয় নাই, সেইজয়
সে চলিয়া গিয়াছে।" পৃথা অত্যন্ত অস্থির হইয়া জিজায়
করিল—"চাবি—চাবি—গাড়ীর চাবি—রেথে গেছে ?—"

मिश्य विनन-"इ। जि:"

"Tnank God!" বলিয়া পৃথা চাবি লইয়া গারেয় হইতে নিজে চালাইয়া প্রকাণ্ড "ক্যাডিলাক খানা বাহির করিয়া গাড়ী বারান্দার সামনে থামিয়া বলিল—"স্থনীন please! আমার lisenceটা নিয়ে এসো darling! Run up! আমার drawerএ আছে।" স্থনীন lisence আনিতে দৌড়াইয়া গেল। স্থরমা বনিল—"আছো! এ কি কাণ্ড পৃথা! আজ নইলে কাল গেলেও তো হ'ত—'

পৃথা অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—"আঃ বেদি—ভোমানের life মোটেই নেই, তাতে হয়েছে কি ? life—life— সর্বাদা—শুধু এগিয়ে যাবে, থামবে না—পিছু চাইরে না। এখন উঠে পড় ঐ যে স্থনীল এসেছে—Thank you dear! তুমি আর বৌদি comfortably পেছনে বোদ। গাড়ীতে থাকবার জন্ম তো একজন চাই, "এই তুম আও", "বলিয়া একজন বেয়ারাকে পাশে বসাইয়া পৃথা গাড়ী ছাড়িল ৫০ মাইল বেগে। স্থরমার সমস্ত বিষয়তা, অবসাদ গাড়ীর উদ্দাম গতির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় উড়িয়া উধাও হইয়া চলিয়া গেল।

সিনেমা দেখিয়া ফিরিবার পর পূথা আন্তে আতে তিন চার বার গলার ধারে ঘুরিল, সারা পথ হাসিয়া গল করিয়া সে মাতাইয়া তুলিল—বলিল—"বৌদি life চাই, প্রাণ চাই, কি হবে ঘরের কোণে ব'সে ভেবে আর কেনে—এ ভালবাসা আর পচা পুরোণো সেকেলে নাকে কানা stagnation এ প'ড়ে থেকোনা বৌদি—ভগু look forward and march on—গত, বর্তমানকে টেনে হিন্দে ভেলে কেলে দাও—ভগু সামনে চেয়ে দেখ ভবিষ্যতের দিকে। বেঁচে মরে থেকোনা বৌদি! কিন্তু ম'রেও বেঁচে থেকো—কি বল স্থনীল?"

স্থনীল সায় দিয়া বলিল—"নিশ্চয় পৃথা—life না থাকলে বেঁচে থেকে তো লাভ নেই—তোমাকে কতদিন বলেছি—মনে নেই তোমার ?"

পৃথা একটু পিছন দিকে মাথা ঘ্রাইয়া বলিল—"কি ?' স্বমা সভয়ে বলিল—"পৃথা দেখো, accident ক্রবে।"

পৃথা হাসিয়া বলিল—"এত ভয় তোমার বৌদি?

accident যদি হয়েই যায় তবে কি হবে—ম'রে যাবো

যার কি—নয় একটা হাত পা ভাদবে—ব'য়ে গেছে।"

সুরমা বলিল—"রক্ষে কর ভাই, তোমার মত আমার মত শিগ্রির মরতে ইচ্ছে করে না আর এমন ক'রে—'' সুনীল বলিল—"পৃথা একটা dare devil—"

পृथा विनन-"এবারে বাড়ী ফিরবো ? বৌদি ?"

"চল—! শীত করছে বোধ হয় রৃষ্টির জন্ম। পূথা গাড়ীর মুখ ঘুরাইয়া বিলিল—"বাড়ী—বাড়ীতে কেন কি ছানি আমার বেশীক্ষণ থাকতে ভাল লাগেনা। ইচ্ছে করে রাতদিন এমনি ক'রে ঘুরে বেড়াই—"

জরমা বলিল—"তোমার মাথা খারাপ আর কি !" হুনীল হাসিল।

ছই তিন দিন পরে কণিকার"Party". দেদিন তাহার বাড়ীর পিছনের বাগানে ছোট ছোট টেবিল সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তার উপর চা, কেক্ ইত্যাদি পরিপাটী করিয়া রাধা হইয়াছে। বাদল-বেলার পড়স্ত রোদটুক্ বেশ মিষ্টি লাগিতেছিল। চারিদিকে থরে ধরে ফুল ফুটিয়া গন্ধের ও রঙের মেলা মেলিয়াছে। স্থরমা একটু আগে আসিয়াছিল সে টেবিলগুলা দেখিয়া বেড়াইতেছিল কোন কিছু জাট কোধাও আছে কিনা! জমে জমে ফুই একজন করিয়া নিমন্ধিতেরা আসিতে লাগিল। শক্তমে কনা ছতা করিয়া স্থরমার কাছে কাছে ঘ্রিতেছিল—"এবারে" স্থরমা বলিল—"যান মিঃ ঘোর, আপনার guestদের receive কলন গিয়ে।"

দেখিতে দেখিতে সমন্ত বাগানটা ভরিয়া উঠিল—নানা

রঙে, সৌরভে, কথার, হাসিতে ! টেবিলের চারিদিক ঘিরিয়া সকলে বসিয়া পড়িল। কণিকা বান্ত হইয়া সবদিকে ঘ্রিয়া বেড়াইডেছিল ; স্থরমা দেখিল, শরত তাহার দিকে আসিতেছে,—তাহাকে এড়াইবার জন্তই স্থরমা কাছেই একটা টেবিলের কাছে কয়েকজন বসিয়াছিল, তাথাদের কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আর একটু চা ? আপনি নন্না।" সে দেখিল, তাহাদের একটু দ্রে মীরা, কর্মণা, বীণা সকলেই বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে বলিল, "বোস, বোস এদিকে এসো স্থরমা—জানো, মীরা যে ভয়নক স্বদেশী হয়ে উঠেছে—"

"তাই নাকি মীরা ?" বলিয়া স্থরমা গিয়া বসিল।

মীবা সলজ্জ হাসিয়া বলিল—স্বদেশী টদেশী জানি না তবে আমার নিজের দেশকে ভয়ানক ভাল লাগে। তোমরা কিন্তু আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার অক্ত দেশের ভালোটাও ভাল লাগে না।"

করুণ। বলিল—"মীরা, তোমার Patriotism আমরা একবাক্যে প্রশংসা করি।"

মীরা ব**নিল—, "ঠাটাই** কর আর যাই কর আমার **যা** ভাল লাগে তাই বলি।"

বীণা বলিল—"কতদিন থেকে ভাই ?"

মীর। জিজ্ঞাসা করিল "কি <sub>!</sub>"

"এই ভাল লাগাটা !"

করুণা বলিল—"এই যতদিন থেকে<del>—</del>বলবো মীরা <sub>?</sub>''

মীরা লজ্জিত হইয়া বলিল—"না ভালো হবে না, কিছ—যাও তোমরা অতাস্ত ভয়ানক বিশী রকমের বাজে লোক—"সকলে হাসিয়া উঠিল।

করণা বলিল—"আগে কিন্তু মীরার জর্জিয়েট না হ'লে চলতো না—আর এখন একেবারে—"

মীরা বলিল---"নিশ্চয়। সকলেরই এ সময় সাহায্য করা উচিত যে রকমে হোক্---"

"কিন্ত হঠাৎ—"

মীরা বলিল— "হঠাৎ হলে বা দোষ কি ? যে মুহুর্জে বুঝবো সেই মুহুর্জে ওধরে নেবো—"

বীণা বলিল—"Bravo ৷ মীরা !"

এমন সমন্ত্র কণিকা স্থরমাকে ভাকিল—"স্থরো একট্
এদিকে কেখে যা না ভাই—" স্থরমা উঠিয়া চলিয়া গেল

সে দেখিল দৃরে রাজীব কাহার সালে কথা বলিতেছে—

মার শরৎ একলা দাঁড়াইয়া বোধ হয় তাহাকেই খুঁজিতেছে—য়ৢয়মা হাসিল।

কণিকা বলিল—"প্ররো, বিজয় একটু তোর সক্ষেক্থা বলতে চায়—ঐ যে ঐ দিকে" কণিকা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া চলিয়া গেল। স্থরমা দেখিল একটা ছোট ফুলে ভরা ঝোপের সামনে বিজয় একটা টেবিলের সামনে একলা বিসিয়া আছে। স্থরমা কাছে গিয়া ডাকিল—"বিজয়—
ভ্যামার সক্ষেক্থা বলতে চেয়েছে?"

বিজয় হাসিমুখে বলিল—"গ্যা হুরমা, বোস না একটু, তোমার অহ্ববিধা হবে না তো ?"

স্থরমা বিদিয়া বলিল "না—কেমন আছ ?"
"ভালোই—তুমি ?"

**"আমিও ভালো!** কতদিন পরে দেখা বিজয়<sub>?</sub>"

"হ্যা অনেকদিন, স্থরমা! চারিদিক থেকে ভোমার প্রশংসা, ভোমার কথা যত আমার কালে আসতো, ততই গৌরবে আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে পড়পুম, কারণ আমার সব সময়ে মনে হ'ত স্থরমা আমারই ছোট বেলার খেলার সাথী।"

স্থরমা বলিল—"কিন্তু আমার প্রশংসা লোকে মিথ্যেই করেছে, ওসব আমার প্রাপ্য নয়। দেশভক্ত বিজয় মুধার্জ্জী যে আমারও খেলার সাথী সেটাও আমার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয় বিজয়। য়াক্ বিয়ে টিয়ে করেছ ?'

"নাঃ এখনো সে রকম কোন ইচ্ছে হয়নি—"

"দেশদেবার বাধা হবে বলে ?"

"নাতাও নয়—বিয়ে করলে দেশসেবার বাধা কি ? কিছুনা—"

"তবে ?"

"নাই বা শুনলে স্থরমা ?

"তোমার এ উদ্ভট সথ কবে থেকে হ'ল 📍"

"কোন্টা ? বিয়ে না করাটা ?—"

"না, এই দেশসেবাট। ?"

"এটা সথ নয় স্থরমা – এটা প্রয়োজনীয়, আর যদি সধই ধ'রে নাও ভবে, দেশের যধন উদ্ভট অবস্থা হয় তথনই লোকের এ রক্ষ উদ্ভট সধ এসে মাড়ে চাপে।" "আশ্রম, টাশ্রম, মেলাই কি কি সব করেছ ভনেছি—' "হাঁ৷ কিছু কিছু আছে—তুমিও তো কি একটা স্মিত্তি করেছ না ?"

"ও কিছু নয়—দেশসেবার জ্বন্ত নয়—নিজেকে জাহ্বি করা—অথবা নিজেকে ভূলে থাকার জন্তই—"

"কারণ যাই হোক—তবু একটা সৎকাজ তো হচ্ছে— স্বরম। হাসিল ; বিলল—"তা ষাকৃ—আছ কোণার ;" "আমার আছা-আছি কিছু নেই স্বরমা। আমি সার।

"আমার আছা-আছি কিছু নেই স্থরমা। আমি দার। দেশ জুড়ে আছি। আমার মত স্থান্ট ছাড়া লোকের কথা শুনে কি করবে? তোমার কথা বল, তোমার ক্থা শুনতেই ডেকেছিলুম তোমায়।"

"আমার কথা? আমি আছি আর কি! থেফ দেখছ! কি রকম আছি বলে মনে হয় বিজয়?"

"মনে হয় বেশ ভাল আছ়।"

"তবে বেশ ভাল আছি—"

"হুরমা তুমি ভাল থাকো তোমাকে অন্তরের সঙ্গ আমি নিত্য আশীর্কাদ করছি—তুমি ভালো থাকো—"

"আমাকে তুমি সেদিন দেপেই চিনেছিলে না! তোমাকে আমি প্রথমটা চিনতে পারিনি!"

বিজয় মৃত্ হাসিয়া বলিল—"তোমার তো আমাকে চিনবার কথা নয় হরমা!"

"কেন ?"

"কারণ আমার অন্তিম্বটাই হয়তো তোঁমার মনে ছিল না, নয় কি? সত্যি বলতো স্থরমা!"

স্থরমা হাসিয়া বলিল—"ইাা তা কথাট। তাই বটে,ভবে দেদিন কণিকার মূথে তোমার কথা ভনে মনে পঞ্ গিয়েছিল।"

"আমার সৌভাগ্য, কিন্তু বিশাস করবে কি? ছুহি আমার স্মৃতির বাইরে কখনো যাও নি, একটী দিনে জন্তও না। বিশাস হয় স্করমা ?"

"হয়—" থানিক থামিয়া স্থ্রমা ব**লিল—"আফ্লা**তিয়ার চেহারা থারাপ হয়ে গেছে বিজয়, আলে <sup>বেঁন</sup> ছিলে।"

"চেহারা দিয়ে কি হবে—ভূমিও ভো শবেকী <sup>খাই</sup>

রকম হ**য়ে গেছ—সকলেই** বদলায় তবে কেউ বা ভিতরে জার কেউ বা বা**ইরে—**"

"আমি কি বাইরে বদলে গেছি ?"

"না ভিতরে—" শ্বরমা কি বলিতে যাইতেছিল বিজয় হাসিয়া বলিল—"ভয় নেই প্রমা—কথাগুলো চাপা দিও না—আমি সে সব বলবো না—তোমাকে আমি এখনো সম্মান করি, শ্রহ্মা করি, ভক্তি করি। কথনো দেখবে না আমাকে—আমি কখনো অনাবশুক অধিকার চেয়ে তোমার কাছে কিছু দাবী করবো না—আজ ভূমি আমাকে মনে রাথ আর নাই রাথো, কথা বল আর নাই বল—দেখা কর আর নাই কর আমার কাছে কিছু আসে যায় না —কিছু ভূমি আমার কাছে একদিন যা ছিলে ঠিক তেমনি থাকবে চিরকাল আমার কাছে। অনলুম, একটা ছেলে হুছেছে না ?"

"হ্যা একদিন এসো না বিজয়, দেখনে প্রণব বড় স্বন্দর হয়েছে—"

"স্থলর না হবেই বা কেন? তবে একবার দেখতে ইছে করে, কিন্তু স্থরমা, তোমার স্বামীর সঙ্গে তো আমার আলাপ নেই।"

"বেশতো একুণি আলাপ করিয়ে দেবো—উনি এসে-ছেন বোধ হয়—যাবে ?

"থাক্ একটু পরে—"

"बाक्हा विषय, भीतादक टिना ?"

"(क भीता—? ७! भीता शांक्र्ली—िहिन, उटर दर्गीनिन नग्र—"

"৪কে বিশ্নে ক'রে ফেলো না—বেশ মেয়েটা ?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"ধতাবাদ! কিন্তু এখন বিয়ে করবার যে ইচ্ছে নেই, স্থরমা—"

এখন সময় কাছেই স্থ্যমা শুনিল—পৃথার স্থার, সে বলিডেছিল—"আজ Clenville কি চমৎকার win করেছে—ও: wonderful—" কয়েকজন পুরুষ দেখানে গীড়াইয়াছিল, পৃথারই পরিচিত একজন কলিল, "কিন্তু আমি ডেবেছিল্ম "Night Jarই নেবে কারণ খ্ব ভাল start নিয়েছিল যে—"

পুৰা বলিল-"Night Jar कে अध् try नित्त त्वत्य

দেবে আমি জানি ও reserve থাকবে Viceroy's cup

"আপনার কি রকম হ'ল আজ ?"

পৃথা বলিল—"আমার ? I have made something কিন্তু loss make up হয় নি —"

"মাজ শুধু favourite গুলোই win করেছে—সেই-জন্ম বেশী কিছু কেউ করতে পারেনি—দর মোটেই ছিল না কোথাও—"

"আরে! এই যে Ha—do—do—'' বলিয়া পৃথা সরিয়া গেল। অগুদিকে পৃথার গলা আবার শোনা গেল— "এখানে Bracket system নেই—Bombayতে ঐ একটা স্ববিধা।"

বিজয় থানিকক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া স্থরমাকে বিলল—"এই রকম মেয়েদের তোমার ভাল লাগে স্থরমা ?"

সুরমা বলিল—''মন্দ কি ? ভাল না লাগবারও তো কোন কারণ দেখতে পাই না—"

বিজয় একটু গিছীর হইয়া বলিল—"আমার এদের দেখলে কি মনে হয় জানো ? ইচ্ছে করে সর্ব্ধপ্রথম এদের নিয়ে একেবারে আমার আশ্রমে বন্ধ করে রাখি—"

স্থরমা হাসিয়া বলিল—"আপাততঃ মনের ইছোটা মনেই থাক বিজয়—ও মহিলাটী আমার ননদ হয়—এসো আলাপ করিয়ে দি"—

বিজয় বিন্দুমাত্র ইতন্ততঃ না করিয়া বিলল—"তা হোন তিনি তোমার ননদ, অনেক ধ্যাবাদ, বিশ্ব আমার আলাপ করবার মোটেই ইচ্ছে নেই স্থরমা।"

স্থরমা হাসিয়া বলিল—"অতটা extremist নাইবা হ'লে—পুণা খুব ভালো মেয়ে আলাপ ক'রে খুসী হবে।"

বিজয় বলিল—"তোমাদের এটকেট বিরুদ্ধ হলেও আমি আপত্তি করছি হ্রমা, কারণ এদের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমি মোটেই নিজেকে আপ্যায়িত মনে করি না, ভাছাড়া সেধে গিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করা আমার ভাল লাগে না।"

স্থ্যমা অন্তদিকে চাহিয়া বলিল—' তোমার বিদর্শ করতে হ'ল না—পূথা এদিকে সাসছে !" স্থরমা বিজ্ঞার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বিলল—"কেক্-টেক্ কিছু থেলে না যে ?"

বিজয় একটু বাঙ্গভরে হাসিয়া বলিল—"কেক্-টেক্ ও গুলো, এ নাড়ীতে সহু হয় না স্বরমা—"

স্থরমা এ কথার মর্ম্ম বুঝিয়াও বলিল—'কেন? Dyspepsia আছে নাকি?"

বিজয় বলিল—"হাা,—কিন্তু পেটে নয় মনে—"

একটু দ্র হইতে পূথা ডাকিল—"বৌদি ওথানে ব'সে
কি করছ—আর আমি খুঁজে খুঁজে একেবারে dead
tired—" পূথা কাছে আসিয়া বিজয়কে দেখিয়া থমকিয়া
দাভাইয়া প্রশ্নস্থচক দৃষ্টিতে স্থমার দিকে চাহিল—

স্থরমা বলিল—"ইনি মিঃ বিজয় মুখার্জি আমার friend—আর ইনি মিনেস্ স্নীল রার চৌধুরী—" বিজয় নমস্বার করিল, পৃথাও নমস্বার করিয়া বলিল—"আপনার নাম শুনেছি"—

বিজয় বলিল—"আমার সৌ ছাগ্য"—
পূথা তাড়াতাড়ি বলিল—"এই বৌদির কাছেই"—
"আরো বেশী সৌভাগ্য। মিসেদ্ রায় চৌধুরী"—

পৃথা হরমার দিলে ফিরিয়া বলিল—"বৌদি সকলে ঘরে যাচ্ছে—মামি চল্ল্ম - "

স্থ্রমা বলিল—"দাঁড়াও পৃথা, একসংক হাই—বিজয় চল"—

বিজয় বলিশ—''না, আর এক জায়গায় এথুনি থৈতে হচ্ছে—তুমি কণিকাকে আমার হ'য়ে বলে দিও স্থরমা।''

স্থরমা বলিল—"আচ্ছা—কিন্তু আমার ওথানে এলো":—

বিজয় যাইতে যাইতে বলিল—"ঠিক বলতে পারলুম না দেখবো ।" বিজয় চলিয়া গেল।

পৃথা বলিল — খুব comfy little tete-a-tete enjoy ক্রছিলে না বৌদি ?"

স্থরমা বলিল---"পূথা এর মূথের স্থবস্থা দেখে কি মনে হ'ল ? love confession নয় তো ?"

পুথা হাসিয়া বলিল—"না বৌদি, তবে love suppression মনে হ'ল—anyhow তবু লোকটা sensible but what a dress! যাইতে ৰাইতে পৃথা ৰলিল—"বৌদি! আজ দানার গাড়ীতে একটা trampto দেখলুম—ওকে! তুর্ন জানো?"

স্থরমা বৃথিতে পারিয়াছিল সে কে—সে বলিল—'ঠি যে জানিনা তা নয়, তবে যা একটু জানি, তা এই''—

স্বনা সমস্ত বলিল। পৃথা শুনিয়া আ ছইটী টানিং বলিল—"ছি! এই সব nasty লোকদের শামি হ চোকে দেখতে পারি না—most shocking বাগ্নে— আজ race এ বেশ gain হ'ল"—

"তাহলে তো loss অনেকটা উঠে গেছে ?" "নাঃ তাও হ'ল না।"

"কেন ?"

পূধা বেশ হাকা ভাবে বলিল—"Harryৰ এই business a lately বড় loss হয়ে গেছে, বেচারা ডা fianceনক engagement ring দেবে বলে একটা হন্দ আংটী choose ক'রে রেখেছিল তা বুঝতে পারছ এই short পড়েছিল, আমি Harryকে আমার সই ফে gain দিয়ে এসেছি।"

হরমা একটু অবাক হইয়া পৃথার মূথের দিকে চাহি

—বিলল—"তবে যে বললে Harryর সঙ্গে love
পড়েছ ?"

"পড়েছি তো—এ<del>খনো</del> প'ড়েই আ**ছি**।"

'তবে Harryর fiancee ছিল ?"

"না lately হয়েছিল"—

"তুমি জানতে ?"

"হাা—তাতে কি ? একটু flirt করলো ব'লে বি বেচারা বিয়ে করবে না ? আর একবার love করবে যে চিরকাল করতে হবে তারও কোন মানে-নেই যদিন love থাকে থাকবে—না থাকে ফ্রিনে পাল there is nothing to be sorry about or fus about,"

"তা তার বিষের পর তো আর মিশতে পারবে না।" "না--আর মিশবো না--আজ good-bye <sup>কা</sup> এসেছি"--

স্থরমা বলিগ—"শীগ্**গিরই তাহলৈ আবার** শ একজনার loveএ পড়েছ °" "হয়তো বা পড়তেও পারি বৌদি"—বলিয়া পৃথা হাসিয়া উঠিল।

কণিকার ডুইংক্ষমে সকলে বসিয়াছে। কয়েকজন
একদিকে "ব্রিজ্ঞ" ধেলা পাতিয়াছে। কে একজন
অরগ্যান বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। স্থরমা চারিদিকে
চোথ ঘুরাইয়া দেখিল রাজীব নাই। কণিকা তাহাদের
দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল—"এতক্ষণ বাইরে ছিলে
বৃঝি তোমরা? আর আমি এদিকে বেজায় রাগ করে
বদে আছি—আমাকে না ব'লে চলে গেলে ব'লে।"

পৃথা এক বিজপার্টির সহিত মিশিয়া গেল। তথন ঘরে গান গল্প থেলা খুব জমিয়া উঠিয়াছে—সুরমার একট্ পরে ভাল লাগিল না, সে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করিল—"পৃথা বাড়ী যাবে ?"

পৃথা তথন সজোবে ডাকিতেছিল "4 No Trumps" সুরমা আত্তে আত্তে বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর গরম বোধ হইতেছিল, বাহিরের ধোলা হাওয়াটী তাহাকে যেন আদর করিয়া তাহার মুথে হাত বুলাইয়া দিল। হঠাৎ ও পাশে কাহার পায়ের শব্দে সে চাহিয়া দেখিল শরং আদিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই শবং থামিয়া বলিল—"মিদেস বোদ—আপনি! এখানে যে?"

সুরমা বলিল—"ঘরে ভিতর ভাল লাগছিল না তাই —এখানে বেশ লাগছে।"

শরৎ বলিল—"একটা চেয়ার এনে দি বসবেন ?"
"না, ধন্তবাদ মি: খোষ আমি বসবো না। অনেকক্ষণ
বদেছি।"

কিন্তু শরৎ শুনিল না, সে অন্ত ঘর হইতে একটা চেয়ার লইয়া আসিয়া স্থ্রমাকে বসিতে অমুরোধ করিল। ফরমা একটু ইতন্তত: করিয়া বলিল—"না থাক্ বসবো না, আমি ঘরেই যাই।"

শরৎ অত্যস্ত বিনীত ভাবে বলিল—"একটু ব'দে যান মিদেদ বোদ—''

স্থ্যমা শরতের মুধের ভাব দেখিয়া বসিল, একটু মায়াও হইল। শরৎ প্রম আপ্যায়িত হইয়া বলিল— "মিলেন বোদ, সেদিন আমার কথায় আশা করি বিরক্ত হন নি শুণ

"আপনাকে আমার কত কি বলতে ইচ্ছে করে কিছ ভাষা খুঁজে পাই না। যদি কিছু বলে কেলি তবে রাগ করবেন না তো ?"

স্থবদা মৃত হাসিয়া বলিল—"ষদি তাই সন্দেহ হয় তবে বলবেন না। অহা কথা বলুন।"

"আপনাকে দেখলে অক্তকথা মনে আসে না ?"

"তবে বলবেন না"---

"না বলদেও একটা অতৃপ্তি, অশান্তি আদে বে"—
"তবে আর কি বলবো বলুন!"

শরৎ বলিল—"মিসেদ বোদ—কেন যে **আমার** আপনার দলে মিশতে, কথা বলতে এতো ভালো লাগে আমি তা ভেবে পাই না"—

আর কিছু না হউক স্থরমা শরতের কথা গুনিয়া অত্যন্ত আমোদ অমুভব করিত, দে বলিল—"ঘদি কণিকা জানে যে আমার সক্ষে আপনার কথা বলতে এতো ভাল লাগে তবে — ?"

শরত কণিকের জন্ম একটু চুপ করিয়া বলিল—

"তবে ?" তারপরে সে স্থরমার দিকে এমন ভাবে চাহিল

যে স্থরমা হাদি চাপিতে পারিল না। ঠিক এই সময়ে
কণিকা উঁকি মারিয়া সরিয়া গেল।

স্বনা হঠাৎ কণিকাকে দেখিয়া একটু সংশাচ বোধ
করিল। কারণ সে জানিত যে কণিকা এই ব্যাপারটা
সামাত বলিয় পৃথার মতন হাসিয়া উড়াইয়া দিবেনা।
আর শরৎ! মুহুর্চের যেন সে চারিদিক অন্ধলার দেখিল।
সে থানিক কণ হতভদ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—। স্বরমারী
হাসিয়া বলিল,—"বিপদকে এমনি করে ডোক আনলেন ?
এখন আপনার উপায় ?"

শরং শুদ্ধরে বলিল—"গ্যা সত্যি কণা বড় রাগ করবে।"

স্থরমা একটু অন্তমনস্থ ভাবে বলিল—"রাগ ? ইয়া।
ভা কণা করবে বোধহয়।—আপনি বান।" শরং বিনা
বাক্য ব্যয়ে স্থবোধ শিশুর মত সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ
সরিয়া গেল। স্থরমা আরো ধানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া
রহিল—ভাহার মনে মনে একটু কোভ হইল। অনাবশ্রক

ভাবে বন্ধুর দক্ষে একটা মনাস্তর ইইয়া যাইবে কি ? এময় সময় পৃথা ভাকিল—"বৌদে বাড়ী যাবেনা ? কি করছিলে এভক্ষণ এখানে ?"

"स्त्रमा कित्रिया विलिल किছूना ठल।"

3

ক্ষেকদিন হইতে পৃথার বেড়াইবার মাত্রাটা আরে।
বাড়িয়া গিয়াছে। দে সারাদিনের ভিতর বাড়ীতে
খুব কমই থাকে। এমন কি কোন কোনদিন দে
সায়াদিন ঘুরিয়া সন্ধা বেলা বাড়ীতে আদিয়া কাণড়
বদলাইয়া আবার বাহিবে গাড়ী লইয়া উধাও হয়।
হ্রমাকেও সে টানিয়া লইয়া যায় প্রায়। দেও কয়েকদিন হইতে একটু বেশী করিয়া ঘুরিতেছিল পৃথার
সন্দে, কিন্তু তাহাকে শীগ্গির বাড়ী ফিরিতে হইত
প্রণবের জন্ম। তাহাড়া হ্রমার অত বেশী বেড়াইবার
স্বধ্ব ছিলনা কোনদিন। দে পৃথাকে জিজাসা করে
"অত বেড়াও কি ক'রে পৃথাণ খাওয়ার ঠিক নাই,
নাওয়ার ঠিক নেই, রাত দিন আছ—হৈ হৈ করছ—
এতো পারো—

পুথা স্বাভাবিক তাচ্ছিল্য ভরে বলে—"নাওয়ার খাওয়ার আমার time নেই বৌদি—? আছে বৈকি! আমার টাইমে আমি চলি। তোমাদের timeএ চলিনা এই আর কি!"

"नातामिन द्वजाख दकाथाय-- ?'

"বেড়াই কি আর সাধে ? দেখে। সকালে একচোট friends দের visit করতে বেড়োই। breakfast এর ডাকও আছে প্রায়—তার উপর lunch, tea, card গুলো তো আমি নিজে চেয়ে আনিনা—বুঝলে তো ? তারপরে সজ্যেটুকু einema dinner, dance তব্ বাড়ী আসতে হয়, ছেলেদের জন্ম, ফ্লীলের জন্ম—কেমন আসিনা ? আরো sweet বৌদির জন্ম—সজ্যেবেলা লোকজন আনে দেই জন্ম।

"তা না হ'লে তোমার মতলব কি বলতো? বাড়ী একেবারেই আসতে না—না ?

"না তা নয়—তা আসভুম নিশ্বয়। কিন্তু হয়তো

আরো কম-। দেখো এদে অবধি ভো ভোমাত nurse করলুম, এখন আমার duty over. তাই বেড়াই—" · স্থনীল বেশ নির্ক্ষিকার ভাবে দেখে আর চুপ করি<sub>য়া</sub> একটি বই হাতে লইয়া দিগারেট আর চুক্টের আর করে। রাজীব তাহার দেই পুরনো চাল লইয়া ঠিক দেই ভাবেই চলে। তাহার ধীর স্থির ভাব বজায় বাথিয়া সে ঠিক সেই ভাবেই বেডায় ৷ বাডী আসিয়া নিজের কাজকর্ম দেখে আর অধিকাংশ সময় কাটার library তে। পৃথাতো ২৪ ঘণ্টার ভিতর বারো ঘণ্টা মোটরেই কাটায়। স্থরমা কিছু সময় বেড়াইয়া আর বাকি সময় প্রণবকে লইয়া কাটাইয়া দেয়। তাহার নিত্য নৃতন খেলা, নৃতন করিয়া শেখা হাসি, অবোধ্য কাকনি, তাহাকে নিত্য নৃতন আনন্দে ভরিয়া দিতেছিল। রাজীবও তাহার খেলা দেখিতে ভালবাসে। দেও হয়তো স্থরমার দ**ঙ্গে** পাশাপাশি তা<mark>হার</mark> ছোট্ট খাটের পাশে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার খেলা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া উঠে। একদিন সে রাজীবকে জিজ্ঞানা করিয়াছিল "প্রণবকে তুমি ভাল বাস না ?

রাজীব এ অভুত প্রশ্নের উত্তরে ধানিকক্ষণ চূপ করিয়। থাকিয়া বলিয়াছিল "স্থরমা তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি:নিজেকে নীচু করবোনা—তুমি তোমায় নিজেকেই জিজ্ঞেদ কর—উত্তর পাবে।"

ক্ষেকদিন হইতে হ্রমার মনটা একটু খারাপ হইয়াছিল। কণিকা যে সেই ঘটনার পরে রাগ করিয়াছিল তাহা ঠিক। কারণ সে ক্ষেকদিন আর হ্রমার এখানে আসে নাই—ইতিমধ্যে একদিন এক মিটিএে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল, সেদিনও সে ভাল করিয়া কথা বলে নাই। শরতের উপর হ্রমার একটু মায়া হইল। তাহার হর্মাল মন লইয়া সে কণিকার কর্তুছের ভার ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে পারিতেছিল না। এই ব্রি তাহার মুক্ত হইয়ার উভম! তাহার হাসিও পাইল—বেচারা শরৎ সে ব্রি রিজেকে এভটা বিনীত ও হাল্যাম্পদ করিয়া না ছুলিজ, ভাহা হইলে নিজের লী না হইলেও হয়ভো

কাহাকেও খুঁডিয়া পাইত যে হয়তো তাহার অস্তরের ভাব উপলব্ধি ক্রিতে পারিত! কণিকাকে সে প্রথমে ভাবিঘাচিল স্বখী। এবং কণিকাও নিজেকে তাহাই ভাবে-কিন্তু এ কি রকম স্থপ! স্বামীকে ক্ষণে ক্ষণে हार्वाहेग्रा (फलिवात উष्ट्रिंग ও ज्यानक। मर्व्यमारे (य তাহাকে চিম্বিত করিয়া তুলিত। কিন্তু পূথা ভাল বাসিয়া, ভালবাসা পাইয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাই-তেছে নিশ্চিম্বে। কতটুকু দার্থকতা দে খুঁজিয়া পায় তাহার জীবনে, কতটকু বাচিয়া থাকিবার আনন্দ ও তপ্তি ? এবং কভটুকু কণিকা পায় ভাহা দে ভাবিয়া পাইল না। আর দে। নিজে ? দেও কি কণিকার মত স্বামীর উপর চায় কর্ত্তব, না দে তো তাহা চায়না। কিন্তু পুথার মতনও তো হইতে পারেনা দে। নির্দ্ধিকার নিলিপ্ত ভাবে সে বলিয়া যায় "ও আছে থাকনা বৌদি স্নীলেরও একজন ছিল। but I did not mind her—অবশ্র এখন নেই।" কিন্তু সুরমা ভাবিল স্থনীলের সেই her হইতে এ যেন অনেক ভিন্ন। রাজীব বলে, তাহার জীবনমরণের সম্পর্কে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ বে সহু করা একেবারে অসম্ভব। ইহাকে হাসিয়া উ ए। देश (म अशा इक्त ! श्रुभारक (म जिल्लामा कतिशाहिन, <sup>যদি</sup> সে এই অবস্থায় পড়িত ভাহা হইলে কি করিত ? পুণা তাহাতে হাসিয়াই উত্তর দিয়াছিল "কিছুনা-বেষন আছি এই রকমই থাকতুম—ও স্ব trifling affair नित्र (वोषि I don't bother my head.

হরমা ভাবিল—পৃথার মত কেন তাহারও মন ইইল না—কিন্তু সত্যিকারের হংগ কি পৃথার মত মন লইয়াই পাওয়া যায় ? কে জানে হংগ-ছংথের এ প্রহে-লিকা কে কোনদিন উদ্ভেদ করিয়া প্রকাশ করিয়া ধরিবে জগতের সন্মুথে— ? পৃথাও কি ক্রমান্বয়ে নিজেকে নিজে ভাকি দিয়া চলিতেছে ? কে জানে ?

স্নীলকে স্থ্যমার খ্ব ভাল লাগিল। স্নীলও অবসর সময়ে মাঝে মাঝে স্থ্যমার কাছে বসিরা অনেক গ্রু করিত, তাহার কথাওলি স্বস্তার ভ্রা—আবার ব্ধন সে গভীর হইরা ক্রেন বিষয় আলোচনা করিত তথন মনে হইত বুলি সে ক্ত জানে—তাহার আনের

ভাণ্ডার বুঝি অসীম। দে কথনো কাহারো কথায় থাকেনা। কথনো কাহারো নিন্দা করেনা। সন্তানদের উনর অভ্যধিক ক্ষেত্র এবং স্ত্রীর উপর সমধিক ভালবাসা, অর্থচ কথায় কাজে একটা নিরপেক দৃঢ্ভা ভাহার ভিতর একটা অসাধারণ বাক্তির ফুটাইয়া তুলিত।

কণিকা একরকম হ্রমার সঙ্গ ছাড়িয়া দিল। ভাহার এ ভাব হ্রমার ভালে। লাগিল না, একটু রাগও হইল। বিনা কারণে সে ভাহাকে অপরাধী মনে করিল, আর এই সঙ্কীর্ণ মন লইয়া সে আসিয়াছিল বন্ধুত্ব করিতে। সেমনে মনে ভাবিল, এমন লোকের সঙ্গে না মিশাই ভাল। পৃথাকে সে বলিয়াছিল—সব শুনিয়া সে বলি — "wonder of wonders বৌদি—ঐ tedious looking লোকের জন্ম এত fuss! Dash ip! ব'য়ে গেছে—তৃমি be at peace আমি হ'লে কি করতুম জানো? যদিও নিজের patienceএর উপর ভ্যানক strain পড়তো—তব্ আমি ঐ লোকটার সঙ্গে গিন্ধে ওকে খ্ব tease করতুম।"

"make up করি গিয়ে পুথা কি বল ?"

"Never বৌদি—ভাহলে ভাবৰে সভাই বৃঝি তুমি gui ty--"

খুব একটা ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বিকালবেলা বৃষ্টির জলে সান করিয়া মাঠ গাছ পালা সবৃত্ব হইয়া বৃলাবালি ছাড়িয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। প্রণণকে লইয়া অনেক-কণ আপনাআপনি কথা বলিয়া বলিয়া স্থরমা ক্লান্ত হইয়া উঠিল, বলিল— "আর তোমার সত্বে কথা বলবো না আমি, তৃমি কথা বলতে পারো না—বৃড়ো ছেলে শুরু হঁইা—বৃ—উ—উ আর হাত পা ছোড়া—চল পিসির কাছে—প্রণংকে কোলে তুলিয়া লইয়া স্থরমা ছোট বাড়ীতে গিয়া দেখিল—বিশ্বার ঘরে বড় একটা কোচে স্থনীল আধ-শোয়া ভাবে হেলান দিয়া বসিয়া আছে—হাতে একথানি বই। আর পুথা স্থনীলের বুকে মাথা রাখিয়া হেলান দিয়া ঐ একই বই পড়িভেছে। স্থরমা সরিয়া ঘাইভেছিল—পুথাও স্থনীল ছই জনেই ভাকিল—'বৌদি এসো না।' পুথা বলিল—"চলে যাবার মত কিছু নয় বৌদি, তুলনেই একটা বই নিয়ে খানিককণ ঝগড়া করে

শেষে এই terms peace করলুম। বোস না ভাই আরে প্রণব বাব্ এসেছে রে—এসো এসো—" বলিয়া পৃথা প্রণবকে কোলে তুলিয়া লইল। হ্রমা বলিল—"পৃথা আরু মোটর ছেড়ে—একেবারে বুকে যে? পৃথা বলিল—"আরু ইচ্ছে হ'ল ভাই—হ্নীলের কাছে থাকি।" হ্নীল বলিল,—"বৌল, আমি পরশু দিন চলে যাচ্ছি—"

"কেন ?"

"আর কেন-- প্র এতদিন রইলুম--তাছাড়া কাজ আছে, কতগুলো wire এসেছে manager এর কাছ থেকে বেতে হবে---'

"তাহলে পুথা থাক্-"

স্থনীল বলিল—"বেশতো থাক না—"

পুথা বলিল—"না স্থনীল, কলকাতাটা বড্ড monotonous লাগছে—এক জায়গায় থাকতে পারি না বেশী-দিন, জানোই তো—" স্থন্মা জিজ্ঞাসা করিল—"তাহলে তুমিও পরস্ত দিন যাচ্ছ?"

"না, স্থনীল আগে যাক্ আমি কয়েক দিন পরেই follow করবো—"

স্থনীল বলিল—"পৃথা তিন মাদের বেশী একজায়গায়
থাকে না—প্রায় তো আছেই on tour—আমি আশ্চর্য্য

হই এখানে দে সমানে এতদিন রইল কি করে 
পূ শেষে
ওর শরীর ধারাপ হয়ে যাবে—"

পৃথা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—"O darling !—
স্থরমা বলিল—"তাহলে প্রণবের অরপ্রাশন ceremony
তে আসবে না তোমরা ? এই তো আর মাস তিনেক
পরেই—"

পৃথা সোৎসাহে বলিল—"certainly আসবো— ভনছি তো রাধানগরে বে।"

স্থরমা বলিল—"হাঁ—কিন্তু তোমরা না থাকলে পৃথা সৃত্যি আমি একটুও enjoy করবো না!"

পৃথা বলিল—"surely আসবো ভাই, স্থনীল তুমি? কথনো তো বাওনি রাধানগরে—জকল হলেও fine place lots of shooting—hunting, riding wild life হাতীওলো আছে তো?"

স্থরমা বলিল—"আছে তো—আমি বিষের পর এক-মাত্র গিয়েছি—"

পৃথা বলিল—"elephant ride ও: তুমি enjoy করবে স্থনীল। সেই সময়ে আসবো বৌদি—হনীলও আসবে—আসবে না? স্থনীল সম্প্রেহে পৃথার দিকে চাহিয়া হাসিল মাত্র! পৃথা প্রণবকে স্থনীলের কোলের উপর রাখিয়া কোচ হইতে লাফাইয়া নামিল বলিল—"last days in calcutta বৌদি, it must sit on its legs, firpo dance—

তোমায় থেতে হবে, তুমি স্থনীল, আর দাদাকেও আছ নিয়ে যাবো।"

স্থান বলিল—"উনি তো থান বোধ হয় মাঝে মাঝে। পূথা বলিল—"দে তো একলা, আজ আমাদের সঙ্গে হেতে হবে।"

স্থ্রমা বলিল—"বেশ তে।—আজ থুব enjoy করা যাবে। ওটা কি বই ?

স্থনীন বলিল—"All Quiet on the Western Front চমৎকার তুমি পড়েছ ?"

স্থরমা বলিল—"চমৎকার, পড়েছি—পৃথিবীতে কেন যে লোকে যুদ্ধ করে— এত বড় নৃশংসতা, এতটা inhuman জিনিষ এখনো সভ্য জগত অবাধে ক'রে মাছে মেনে নিচ্ছে এটাই দব চেয়ে আশ্চর্যান"

ক্রনীল বলিল "যুদ্ধ করাটাই হচ্ছে মাহুষের animality—barbarityর চিছ। ইতিহাসে দেখোনা—আদিম মাহুষগুলোর chief occupationই ছিল যুদ্ধ—animal গুলো দেখো এক সঙ্গে হ'লেই ঝগড়া না করে থাবতে পারে না—? সেই রকম মাহুম এ এখনো সেই primitive instinct of animalityকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে নি—যুতই garb of civilisation তারা প্রুক না কেন ঐ satisfaction of eternal greed তাদের এখনো আছে পুরোমান্তায়—"

হুরমা বলিল—"আশা করি শিগগিরই world peace হয়ে যাবে, League of Nation হয়ে বড় কিছু এগোর নি, কিছ—"

হুনীল বলিল,—"কি করে এগোবে—যতদিন এই greed of power পাকবে—যতদিন একজাতি চাইবে অন্ত জাতির উপর predominate করতে তত্তিদন হবে না—"

পূথা বলিল—"আমার কিন্ত warbl খ্ব ভাল লাগে।
চুপচাপ বসে থাকা—খাভয়া বুমোনো আর ফুর্তি করা
আমার যেন বড় একঘেয়ে লাগে, আজ যদি world
peace declared হয়, তা'হলে আমার পৃথিবীর লোকেদের উপর অর্জেক regard কমে যাবে। warbl কি রকম
exciting, interesting, কেমন একটা ওলোট পালোট
করে প্রলয়ের মহঝাড়ের মত ব'য়ে যায় একটা জাতির
উপর দিয়ে, দেশের উপর দিয়ে—একঘেয়ে পৃথিবীটাকে
বদলে দিয়ে যায়—History, Geography, science কে
উন্টে দিয়ে একটা তুম্ল কাণ্ড করে দিয়ে চলে যায়—
একটা মন্ত বড় বলশালী দৈত্যের মত। war না থাকলে
ক্রনীল পৃথিবীর মায়্যগুলো একেবারে যাকে ব'লে
showing dolls হয়ে পড়বে—heroism বলে কোন
জিনিষ্ট থাকবে না—

সুরমা বলিল—"পড়লে তো পৃথা একুণি—war হয় বড়ার বড়ার আর মাঝখান থেকে কডগুলে। innocent গরীব বেচারা মশা মাছির মত মরে, যারা হয়তো কোন কিছুতে কোন দিক দিয়েই লাভবান হয় না, হয়তো war মানে কি, অথবা কিনের জন্ম war হয়, তাই জানে না।"

পুথা বলিল—"এটা তো inevitable, বৌদি এটা তো হবেই। অত কিছু ভাবতে গেলে চলে? চলে না, বড় একটা কিছু পেতে হ'লে petty অনেক কিছুই sacrifice করতে হয় সব কিছুতেই—কি বড়, কি ছোট! আর মেটাকে greed বলছো animality বলছো—সেটাই হচ্ছে movement of life তব একটা motion বোঝা যায়— মাহ্য বড় থেকে আরো বড় হ'তে চায়-এটাই ওদেরকে নিয়ে যাঞ্চে নতুন হ'তে আরো নতুনের পথে—ভাদের চোথের সামনে খুলে দিয়েছ কত scienceএর অনাবিষ্ণৃত ষ্টুত রহস্ত—এই যে একটা search, এই যে একটা marching on—এই যে একটা জাতিকে risk ক'রে, একটা শাতির প্রতিষ্ঠা এইটাই আমার বক্ত ভাল লাগে। আর Peace, stagnation, তাতে আর কিছু না—তাতেই <sup>মংস</sup> হবে সব তি**লে তিলে। মরণ তো আসবেই**—মতই <sup>কর মরণকে</sup> রোধ করতে পা**রবৈ না কেউ—তাহলে** আর क्न-- थिंगा हम । शाक्-श्रु वांद्र कथा. जूनाम-- এখন ৰাই দাদাকে ব্দিজেন ক'রে আসি কি বল? নতুন Fox Trot তোমার practice আছে তো?"

स्त्रमा विनन-"वारह-"

পৃথা বলিল—"Right O! স্থনীল তো up to date সব জানে—কিন্তু ওখানে lady friendsদের নিয়ে, he is always up on his heels,—he is a darling!"

স্থনীল হাসিয়া বলিল—"এখানে আমি অনেক বেশী লোককে জানিনা—, আচ্ছা পৃথা programmeটা ঠিক ক'রে ফেলি—আজ তো dance এই time যাবে— ভাহলে কাল সকালে একবার shoppingএ যাবো— ভূমি আমার সঙ্গে আসবে childrenদের নিয়ে । ভার পরে lunchএ যাবো বাইরে—রাত্রের programme ভূমি settle করো—"

"With pleasure" বলিয়া পূথা বাহির হইয়া গেল। স্নীল বলিল—"আৰু আমার সঙ্গে 5 rounds দিতে হবে তোমাকে—"

হুরমা বশিশ,—"ইস্—5 rounds! **অভ কি** ? না—"

স্থানীল বলিল—"না ? কি ? that wo'nt do, I must. আমি সকলের সামনে ভোমাকে drag ক'রে নিয়ে যাবো—"

স্থ্যম। হাসিয়া বলিল—"গাও, স্থনীল absurd কথা বলোনা—"

স্থনীল থানিককণ স্থৱমার দিকে চাহিয়া বলিল—

"বৌদি, তোমাকে দেখলে কি মনে হয় জানো?"

"কি ,"

মনে হয় তুমি একটা white crystal —আর ইচ্ছে হয় একটা glass caseএর ভিতর বন্ধ করে ভোমাকে আমার ঘরে রেখে দি।"

স্থরমা বলিল--রক্ষে কর স্থনীল, ভোমার ঘরে show case এ ব'লে থাকতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই, পৃথাকে রাথো না কেন ?"

স্থনীল হাদিয়া বলিল"না,—পৃথা show caseএ রাখ-বার মত নর, পৃথা মেবের মত মুক্ত—লযু, চঞ্চল—স্কর খাঁচায় ধরে রাধবার মত সে নয়—তাকে নেচে, গেয়ে, হেসে থেলে বেড়াতে দেখেই আমার স্থ—"

"আর আমি বুঝি বন্ধ করে রাথবার মত ?"

"তুমি—তুমি শুধু eternal music of love গাইবার মন্ত, তুমি একটা বেন fountain of bliss—শুধু সেথানে যেন একটা পাণর চেপে রেখেছে কে, কেউ যদি তা একটুখানি সরিয়ে দিতে পারে,ডা'হলে দেখবে তুমি create করবে—, an ocean of joy, love and eestacy"

স্থরমা হাসিয়া বলিল—"পুথাও তো পারে ?"

"পৃথাও পারে, পৃথা একটা brook, gay, jolly, cheerful—দে জীবনের বাধা বিদ্নের পাধরগুলো অতিক্রম করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায় কেউ তার গতি রোধ করতে পারে না দে হেদেই চলে—গেয়েই চলে যায়,—আর তুমি—তুমি হচ্ছ the deep blue fathomless Pacific."

স্থরমা তথু হাসিল কিছু বলিল না, সে জানিত স্থনীল ভাহাকে কোন রকম লঘু প্রেমোজি করে নাই—ভাহার মনে সে ভাবও নাই—ভবে সে ভাহাকে ভালবাসিত, ভালবাসিত প্র—সে ভালবাসা মাঝে মাঝে স্থরমা হয়তে। বুঝিতে পারিত—ভাহা তাহারই অস্তরের মত গভীর, অভলম্পর্শী, সে প্রতিদান চাহে না—তথু স্থির, সহিষ্ণ্ প্রতীক্ষায় মুথের দিকে চাহিয়া থাকে—মাত্র।

স্থরমা বলিল—"ঘাই বল, আমি তোমার সঙ্গে অত rounds মোটেই দেবো না—"

স্থনীল হাদিয়া বলিল—"বেশ কোন roundই দিওনা, —একদিন হয়তো নিজেই এসে বলবে—স্থনীল may I have a round with you—'

स्त्रमा विनन-"इम्-जा वह कि!"

পৃথা আসিয়া বলিল—"স্থনীল—দাদা বলেছে join করবে—ডাছাড়া দাদাও ওথানেই dinnerএ যাচ্ছিল with a friend of his—ডা'হলে please ring up—for three dinners.—

স্নীল বলিল—"দেখো পৃধা বৌদির কি অস্তার, আমি পাঁচটা dance চাইলুম, কিন্তু পেলুম refusal."

পুখা ऋत्रमात पित्क ठाहिया बलिन-"Oh! what

a shame! বৌদি, আমার স্থনীলকে এমন ক'রে reject ক'রে, আমাকে hurt করো না, আচ্ছা স্থনীল, I will put it all right."

স্থনীল মৃত্ হাসিয়া বলিল—"না জোর ক'রে আমি কারো কাছ থেকে কিছু নিতে চাই না।"

পৃথাও হাসিয়া বলিল—"সত্যি, স্থনীল, ও জাের করে নেওয়ায় কিছু charm নেই।"

স্থরমা বলিল,—"আচ্ছা দেখা ধাবে, স্থনীল, সে সময়ে, যদি I feel like it."

স্থ্যমা ঘুমন্ত প্রণবকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় স্থরমা তাহার "ড্রেসিং ক্ষে" প্রকাণ্ড আয়নাটার সামনে একটা নীচু কুশন চেয়ারে বসিয়াছিল, একটু প্রাস্ত ভাবে। কিসের একটা অবসাদ, কিসের একটা শৃত্ততা তাহাকে যেন শত আনন্দের মাঝধানে হঠাৎ বিষয় করিয়া তলিত— বিশেষতঃ কোন একটা আনন্দ সমাগমের পূর্বের অংবা পরে ! সে পাশেই ছোট একটা টেবিলের উপর সাজানো একগুচ্ছ গোলাপের দিকে চাহিয়া চোথ ফিরাইয়া লইন। "ওয়াড্রোবের" উপর রাজীবের একটা ছবি সেইদিকে একবারে চাহিল, থরে থরে সাজানো বিলাসের নানা উপকরণ সেণ্ট—পাউডার, লোশন—ক্রিম স্নো। ওদিকে বড় বড় আলমারী—একটা আধধোলা—ভিতরে ঝুলানো লম্বা দামী ক্লোক,—ওদিকে সাজ্ঞানো অস্তুত কুড়ি জেড়ো নানা রঙের জুতা-হঠাৎ ষেন স্থরমা ইহাদের কোন দাৰ্থকতা খুঁজিয়া পাইলনা,—সবই ষেন তাহার कारक वार्थ मत्न इटेरजिक्न !—वादित इटेरज क शील করাঘাত করিন—স্থরমা বলিল—"কে ? এসো !"

দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল রাজীব—কালো ইভনিং স্কটে তাহাকে অতি স্থানর দেখাইডেছিল। সেবিলি —"স্থরমা, আমি আগে যাচ্ছি—আমার friend এর ওখানে—তোমরা আসছ তো ?

স্বমা বলিল "হাা।—পুথা, স্নীল আৰু আৰি যাচ্ছি, তুমি dance করবে? রাজীব মৃত্ হাসিয়া বলিল— "কেন! তাতেও তোমার jealousy হবে নাকি!

স্থরমা দৃষ্টি নত করিয়া বলিল—"বয়ে গেছে jealousy হতে, ওমনি জিজ্ঞেদ করছিলুম, jealousy, রাগ, ওদবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছি।

"রাজীব স্থরমার চেরারের হাতের উপর বিসিয়া বলিল "থুব বৃদ্ধির কাজ করেছ স্থরমা। দেখতো কেমন স্থথে আছি কিছুদিন থেকে, আর তৃমিও নিশ্চয় শাস্তিতে আছ—বল অস্বীকার করোনা।"

ক্রমা মৃথ সরাইয়া বলিল—"ভারী তো শাস্তি। এ জাবার একটা শাস্তি না কি? জোর করে চেপে রাধি মনের কথা গুলো এই যা।

রাজীব জাের করিয়া তাহার মৃথ ঘুরাইয়া তুলিয়া
ধরিয়া স্থির দৃষ্টিতে থানিককণ চাহিয়া বলিল—"হুরমা

এখনো তুমি একেবারে একটী kiddy আছে! মনের ভিতর কি চেপে রাখবে ? কিছুই তো চেপে রাখবার নেই ভবে!"

সজোরে মুখ ছাড়াইয়ালইয়া স্থরমা বলিল "নেই বুঝি! তুমি কি জানো!

"জানি স্থরমা, কিছু নেই। যা আছে তা ঐ
পচা পুরোনো কথা। সেই বিষের আগে থেকে জানা
কথা—নতুন আর কিছু আছে বল।"

"পুরোনো হ'লে বুঝি ওটা বিষ হ'লনা ! ছুরী হ'লনা ! অত কঠিন ভাবে "নেই বা বল্লে ! আর বেশী কথা নয়, কাল আলোচনা করা যাবে, এখন তুমি ভাড়াভাড়ি dress করে নাও, আমি যাই নইলে late হব। cheer up" বলিয়া রাজীব স্থরমার মুপটা ছই হাতে তুলিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলা।

ক্রমণ

# তৃণমঞ্জরী

#### শ্রীকালিদাস রায়

(( > ) এনেছে ঋতুরাজ তাহারে দিয়ে লাজ অতীত শ্বরি কেন বিমুধ কর। উৎস্বাধিকার দ্বিগুণ করি তার ख्यत्म **अ**धू त्कन कोयत्म यत्र'। ( २ ) প্রকাশে হয় না প্রণয়ের মাপ বাড়ায় না তায় প্রতিদান। গুপ্ত রন্থক ব্যক্ত রন্থক সমানই তাহার পরিমাণ। (0) আপন পাওনা পেতে বড় স্থ अर्थ वर्ष मास दिस्ना सारम। শব চেয়ে আমি দানেরে ডরাই দান মোর প্রাবে বাণই হানে।

(8)

জগতে আছে পাপ হংশ ক্লেশ তাপ

বেশ ত বিশ্বণিত মহান্ হ'ব।

ধর্মে করি'ভয় পাপেরে করি আংয় তুপেরে স্থুমনে করিয়ালব।

( )

নদী হ্রদে বারি যত কর পান আবার তৃঞ্চা জাগিয়া উঠে। উৎসে এসরে বৎস হেথায় চিরদিন তরে পিপাসা টুটে।

( 😉 )

( অন্থবাদ )
তোমার আমার মধ্যে সধি কিছুই মেলেনা
আমার বাহা নাই ঠিক তাই তোমার দেখি আছে।
ভাই ত সধি তোমায় হাড়া আমার চলে না
তোমার সাথে মিলে জীবন পূর্ণ হরে বাঁচে।

(1)

এটা কি কম দল্লা বাবে না সবে বিশ্ব ছেড়ে প্রভূ আমার সনে। আমিই বাব একা সবাই রবে আমিও থেকে বাব তাদের মনে।

# अ अस्ति गाम पार

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

## কবিই রসগুরু

এইখানেই কাব্যের সহিত আমদের জীবনের প্রকৃত যোগ।
কাব্য যদি অভাভ ভোগ্যপদার্থের ভায় আমাদের ক্পকালের
উপভোগ্য মাত্র হইড,—যদি তাহা আমাদের দৃষ্টি,মনোবৃত্তি
ও চিস্তার প্রকৃতির এরপ পরিবর্তন ন। ঘটাইড—ভাহা
হইলে উহার সহিত আমাদের জীবনের অন্তরক যোগ ঘটিতে
পারিত না। রসিক্মাত্রেই জানেন,—কবির কাব্যের
সৌন্র্যা-স্থাই ও রসবৃত্তি কিরপে জীবনের চিরসন্ধী,—চিরসন্ধী কেন—অন্ধীভূত হইয়াই যায়।

শুধু ব্যক্তিগত জীবন কেন—জাতীয় জীবনের দৃষ্টি,
চিস্তা ও আদর্শের কতটা অংশ কবির কাব্যের দান, তাহা
কেহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই। বিশ্বমানবের জীবনের
গতি, প্রাকৃতি ও রসবিদগ্ধতা কতটা যুগযুগান্তরের কাব্যপরম্পরার দারা পরিকল্পিত—তাহার পরিমাণ কে নির্দেশ
করিতেছে ?

কৰির কাব্য রসিকের বিখকে ও রসিকের জীবনকে

নৃতন করিয়া গড়িয়া দেয়—অস্ততঃ নৃতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত

করে। তাহার সমর্থনে রসিকের সাক্ষ্যই এখানে তুলি—

নবজ্রীরূপ সঞ্চারিলে জীবলোকের জীবন ভরি,

নৃতন ক'র গঙ্লে ভ্বন পুন মনোলোভন করি'।

কুলা হলো অজবিভা অহল্যা তার তুল্ল গ্রীবা,

উর্বানিরে মুক্তি দিলে, বলীজীবন মোচন করি।

কলির প্রোণে নবীন গদ্ধ অলির গানে হন্দ নব,

মেঘের মুধে মন্দ্র নবীন অর্পিল আনন্দ নব।

खनारन मूर्क जरफ्त मूर्थ, मखनिन जमखन्छ।

অবাস্থত অনেক গান্ট

খদীরিত অনেক বাণী

নৃতন নৃতন দার বাতায়ন খুল্লে তুমি গগন গায়ে, সনাতনী ব্রাহ্মী বাণী আবার ভূনি গহন ছায়ে। অতীক্রিয় অমুভৃতি, মর্শ্বে পেলাম কল্পশ্রুতি ন্তন নৃতন ইন্দ্রিয়দের ফুটালে এই মনের কায়ে। অনাদৃত হীন হেয় যা নয়নে তাও লাগল ভালো, জীর্ণ কুঁড়ের ছিদ্রগুলোও ঝর্ণা হয়ে ঢাল্ল আলো। তোমার তুলির টানটি জাগে, ইন্দ্রধন্থর কান্তরাগে তোমার চরণাঙ্ক লভি তৃণাঙ্কুরও মন ভুলালো। কবি নিজেই কল্লিত কবির মুখ দিয়া একথা বলিয়া-ছেন— ধরণীর খ্রাম করপুটধানি ভরি দিব আমি সেই গীত আনি বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী মধুর অর্থভরা। নবীন আষাঢ়ে রচি নবমায়া এঁকে দিয়ে যাব খনতর ছায়া ক'রে দিয়ে যাব বসস্ত-কায়া বাসন্তী বাসপরা। সাগরের জলে, অরণ্য ছায় ধরণীর তলে গগনের গায় षाद्रकष्ट्र-थानि नवीन षां । तडीन कतिशा मित्। সংসার মাঝে ছইএকটি স্থর বেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর ত্মেকটি কাঁটা করি দিব দূর তারপরে ছুটি নিব। ञ्चलत इर्ट नम्दनत क्ल, স্থহাসি আরো হবে উজ্জ্বল দ্বেহ্স্থামাথা বাস গৃহতল আরো আপনার হবে, প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আর একটু মধু দিয়ে ধাব ভরে, আর একটু ন্নেচ্ শিশুমুখ'পরে শিশিরের মত র'বে। এই ভয়েই ধর্মগুরু কবিকে বলেন-সর্বাশ করিভেছ তুমি আরো রমণীয় করি তুলি এই মায়া-রজ-ভূমি, ধরার মৃশ্যর পাত্তে ঢালি নিত্য মহিরা-মাধুরী।

नव मधू मकातिया जीवरनत तक अनि श्वि

নিসর্গের অবে অবে দিয়া নব নব জাল্ছার
করি লোভনীয় তায় নাশে। ইট মানব আত্মার
নানাছলে। যায় ভূলে,— হবে তারে ফিরিতে স্ববাসে
নেষ বানাবার মন্ত্র বেশ জানো ধরার প্রবাসে।
নূতন মাধুরীরস বিতরিয়া রমণীর প্রেমে
রজতে করিলে রক্ত স্থরভি করিলে তুমি হেমে
প্রিয়তর করে তুলি অবিছার অনিত্য অসারে,
বিমোহ ঘনালে শুধু মায়ামুগ্ধ এ স্থপ-সংসারে
একথা ভেবেছ ভূলে ? নরনেত্রে রসাঞ্জনী তুলী
বুলায়ে ভুলায়ে তারে মোহ পাশে রাখিবে আশুলি ?
ভূলে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে মৃত্যুর আহ্বানে
বেদনা বাড়ালে শুধু হায় মহাযাত্রীর প্রয়াণে।

#### কবি উত্তর দিবেন-

জীবনেরে করেছি মধুর মরণে মধুরতর করেছি যে তাহা-ত ঠাকুর, দেখিলে না? মরণের রুজ দর্প অন্ত বিভীর্ষিকা হাড্মাল বাঘছাল ললাটের জলদর্চিলিখা একে একে সব ভার হেসে হেসে করেছি হরণ তাহারে বরের বেশে সাজায়েছি, পুপ্প আভরণ পরায়েছি অঙ্গে তার। অনস্তের ডাকে সগৌরবে মৃত্যু তরিবার মন্ত্র শিখায়েছি শক্ষিত মানবে। জীবনপথের যাত্রা মধুময় করেছি যদিও অনস্ত পথের যাত্রা করিয়াছি আরো স্পৃহণীয়, যাত্রীর অঞ্চলপ্রান্তে সম্ভর্পণে দিয়া যে বাঁধিয়া पानन शास्त्र धन। जनस्त्र मधन ना निया বাড়াইনি জীবনের উপভোগ্য রসের বৈভব, को वटन मिया हि इर्थ मद्रत्यद्र मिया हि त्रीद्रव. শগৌরবে মহোৎসবে মোরি পিছে অমৃত-সন্ধানে,— ভয় নাই হে ঠাকুর,—বাবে এর। অনস্তের পানে।

## কবি ও উপভোক্তা

প্রাচীন কাব্য যে অনেক সুমন্ন আদর পার না, ভাহার <sup>কারণ</sup> সর্ব্বেই কাব্যের অপুস্কুইতা নহে। প্রাচীন কবি যে সমাজের বা যে যুগের প্রতিনিধি, যে সমাজ বা যে যুগের পাঠকগণের ক্ষচি প্রকৃতি, প্রবৃত্তি বা মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বা সামঞ্জ সাধন করিয়া প্রাচীন কাব্য রচিত — সেই সমাজ বা সেই যুগের সহিত বর্ত্তমান সমাজ বা যুগের মানসিক ও ব্যাবহারিক মিলই নাই। তাই প্রাচীন কাব্যের আবেদনে আমাদের হৃদয় সাড়া দেয় না। যে পাঠক শিক্ষাদীক্ষা, অফুশীলন ও কল্পনা শক্তির প্রয়োগের দ্বারা প্রাচীন কবির সমসাময়িক যুগ ও সমাজের অস্তরের পরিচয় লাভ করিতে পারেন— আপনাকে কল্পনাবলে অক্রেশে অনায়াসে প্রাচীনমুগ ও সমাজের পরিবেইনীর মধ্যে স্বচ্ছন্দে উপনিবিষ্ট করিতে পারেন, তিনি প্রাচীন কাব্যের রসও উপভোগ করিতে পারেন। বিনা কাল্চারে বা সামান্ত কাল্চারে বর্ত্তমান সাহিড্যের রস উপভোগ কত্তকটা সম্ভবন্দ।

তবে যদি কোন প্রাচীন কবি,—মান্ব্যের যে মনোর্জি, যে ধর্মক্রচি, যে সৌন্দর্যাবৃদ্ধি সর্ব্যপ্রে সর্বলেশে চিরস্কন,— তাহার সহিত সামঞ্জান্ত রক্ষা করিয়া ক্যাব্যরচনা করিয়া থাকেন,—যদি তিনি মহামানবের ও সর্ব্যকালের প্রতিনিধি হইয়া অর্থাৎ দেশকালাতীত ভাবলোকে বসিয়া কাব্য রচনা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কাব্য সর্ব্যপ্রে সর্ব্ব-কালেই সমান উপভোগ্য।

ঠিক এই শ্রেণীর কাব্যের কথায় কবিগুরু বলিয়াছেন—

মেঘমন্ত্র শ্লোক

বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক, রাধিয়াছে আপনার অন্ধকার ন্তরে স্থন সন্ধীত মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

এই শ্রেণীর কবির কথা বাদ দিলে আমাদের ত্ইটি কথা মনে হয়। কবির অন্তরে যে ভাব বা অন্তভূতি প্রকাশ মাগিতেছে,—সে ভাব বা অন্তভূতি কবির একার নহে। কবি যে সমাজে বা যে যুগে জনিয়াছেন সে সমাজে বা সে যুগের সকলের মনেই ভাববিশেষ বা অন্তভূতি বিশেষ অক্ট, অর্জকৃতি বা ক্ট-ভাবে বর্ত্তমান, বীজনিহিত, অর্জুবিত, পল্লবিত বা পুশিত। তাহা প্রত্যেক অন্তরেই রূপে সার্থক্ত। লাভ করিতে চাহিতেছে, কেবল কবির সম্ভরে

সম্পূর্ণ পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া কাব্য রূপ ধরে। কারণ,— "কবির চিত্তেই ভাবনাগুলি পুরাপ্রি ভাব হইয়া উঠিতে পারে এমন রস, এমন তেজ আছে।"

ঐ ভাব বা অহুভৃতি অন্ত সকলের অন্তরেও প্রকাশ

শাগে, কিন্তু স্ঞ্জন-শক্তির অভাবে অন্তে তাহাকে রূপদান
করিতে পারে না। কেবল কবিই তাহাকে রূপদান
করিতে পারেন।

তাই রবীক্রনাথ বলিয়াছেন—"ঐ ভাব বা অমুভৃতি কবির একার নহে।" একার নয় বলিয়াই রক্ষা। কেবল কবির মনেই যদি ঐসকল ভাব বা অমুভৃতির জন্ম হইত—তাহা হইলে কবির কাব্য সমসাময়িক অদেশবাসীদেরও উপভোগ্য হইত না।

কবির মনে যদি এমন কোন ভাব বা অহভ্তির উদয় হয়—যাহা সমদাম্য়িক জনগণের মনে উদয় হয় নাই—তবে কবি তাহাকে কাব্যে রূপদান করেন না।
—কবি জানেন যে তাহা কোন প্রাণে সাড়া জাগাইবে না। কবি যদি ঐ ভাব বা অহভ্তিকে সকলের মনে সঞ্চারিত করিতে চাহেন—তবে তিনি আগে তাহা অহা ভাবে প্রচার করিয়া মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেন, পরে কাব্যলক্ষীকে প্রেরণ করিবেন। অনেক কবি এই জহাই গহাও লিখিয়াছেন। গহারচনার ঘারা প্রথমে নিজম্ব বিশিষ্ট ও স্বতম্ব চিন্তা ও অহভ্তির প্রেরণা পাঠকগণের মনে সঞ্চারিত করিয়া, হয়ত কিছুকাল অপেকা করিয়া ঐগুলিকে কাব্যে রূপদান করেন—নত্বা পাঠকগণ বলিবে—"তুমি কে বিদেশিনী, তোমাকে ভ চিনিলাম না।"

কবি চিরদিনই তাই তাঁহার ভক্তগণের বাধ্য।
ভক্তগণের কচিপ্রবৃত্তি ও চিন্তামূভূতির সহিত আপোষ
করিয়াই তিনি কাব্য স্পষ্ট করেন,—নিজের অমূভূতি ও
চিন্তার সহিত সবার অমূভূতি ও চিন্তার সন্ধি করিয়া
—প্রয়োজন হইলে সেগুলিকে তাহাদের বশমদ করিয়া
তুলিয়া তবে কাব্যাকার দান করেন। কারণ কবি
ভানেন—

"একটা গায়কের নহেত গান গাহিতে হ'বে ছইজনে। গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা আর একজন গাবে মনে। তটের বৃক্তে লাগে জলের চেউ তবে-ত কলতান উঠে বাতাদে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে-ত মর্ম্মের ফুটে।"

কবি যতই গর্মজনে বলুন—কালোংছ্যং নিরবিদ্ধি বিপুলা চ পৃথী, তিনি কিছুতেই কাব্যে সে বাণী ধ্বনিড করিতে পারেন না—যাহা চারিপাশের প্রোণেও প্রতিধ্বনিত হইবে না। যিনি একথা বলিয়াছিলেন—তিনি জানিতেন, তাঁহার চারিপাশে—সমানধর্মারাই বিরাজ করিতেছে। তাহা না করিলে ঐ উক্তি বড়ই অশোভন হইত।

কবির কাব্য অর্দ্ধস্ঞ —সমানধর্মা পাঠকের মনের 
দ্বারাই সে স্পৃষ্টি সম্পূর্ণ। যে কাব্যের অস্তর্ম্থ চিদ্ধা
ও অমুভূতিকে পাঠকচিত্ত চিরপরিচিত নিজম্ব চিদ্ধা
ও অমুভূতি বলিয়া চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন করিবেন।
—যে কাব্য অর্দ্ধস্থি—সম্পূর্ণাঙ্গ নহে। নিজের চিদ্ধা
অমুভূতিকে ফিরিয়া:পাওয়ায় এত আনন্দ কিনে? আনন্দ
আছে বৈকি?—যে চিন্তা ও অমুভূতি পাঠকের চিন্তে
রহিয়াছে—কিন্তু পাঠক তাহাকে শোভনস্কন্দর রূপ দিতে
পারিতেছে না—তাহাকে রসমূর্ত্ত দেখার যে মধুময় বিশ্ব
তাহাতেই আনন্দ। কবির কথায়—

যাহা ছিল চির পুরাতন তারে পাই যেন হারাধন। হারাধনকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দ কি কম?

কবিগুরু তাই বলিয়াছেন—"আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা চুইজনের বোগেই তৈরি হইয়া উঠে। এজন্ত সাহিত্যের লেখক যাহার কছেে লেখাটি ধরিতেছে, মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও তাহার প্রকৃতির গদেনিজের লেখাটি মিলাইয়া লইতেছে। দাগুরারের পাঁচালী দাশরথির ঠিক একলার নহে—যে সমাজ তাহার পাঁচালী শুনিতেছে তাহার সঙ্গে ও যোগে এই পাঁচালি রচিত, এই জন্ত এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথির একলার মনের পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অন্থরাগ বিরাগ শ্রকাবিশাসকটি আপনি প্রকাশ পাইতেছে।" অর্থাৎ ব্যতিবিশেষ উপলক্ষ্ক মাত্র—ঐ পাঁচালী একটি সমাজেরই স্কৃষ্টি।

তাই কবির কাব্য তাঁছার যুগের ও সমাজের কর্মী যাহাদের অন্ত এবং যাহাদের সভে একবোলে কবি বুলা করিয়াছেন, তাহাদের মনের স্থ ত্থে আশা আকাজ্জা তাহাদের সমস্ত মনোর্তির ছন্দিত সরস ইতিহাস।

কোন দেশের বা যুগের, কোন সমাজের বা সম্প্রাদায়ের মনের বার্তা জানিতে হইলে সেই সেই দেশযুগ সমাজ সম্প্রাদায়ের কাব্য পাঠ করিলেই চলে।

কবিগুরু বিশ্বিছেন—"এমন করিয়া লেখকদের মধ্যে কেহবা বর্কে, কেহবা সম্প্রদায়কে, কেহবা সমাজকে, কেহবা সর্কালের মানবকে আপানার কথা শুনাইতে চাহিয়াছেন। বাঁহারা ক্তকাগ্য হইয়াছেন তাঁহাদের লেখার মধ্যে বিশেষভাবে সেই বর্ক্র, সম্প্রদায়ের, বা বিশানবের কিছু-না-কিছু পরিচয় গাওয়া যায়। এমন করিয়া সাহিত্য কেবল লেখকের নয়—যাহাদের জন্ম করিয়া সাহিত্য কেবল লেখকের নয়—যাহাদের জন্ম করিয়া আছে—সে যে শুধুনিজের পরিচয় দেয় তাহা নহে সে তাহার চারিপাশেরও পরিচয় দেয়। সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারিদিকের শুণেই টিকিয়া থাকে।"

বে কবি সমাজবিশেষ বা যুগ বিশেষের জন্ম কাব্য-রচনা করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য অদ্ধন্ত ইহায়ই থাকে। যদি কেহ তদক্তরূপ শিক্ষাদীক্ষা বা অন্থনীগনের দাবা ঐ যুগ বা সমাজের মনোভাব অধিগত করে এবং সেই মনোভাবে তদগত হইয়া কাব্যপাঠ করে, কেবল তাহারই মনে তাহা পুর্ণক্তিরূপে প্রতিভাত ইইয়া থাকে।

ং কবি মহামানবের জন্ম লেখেন অর্থাৎ লিখিল যানংাণের চিরস্তন চিন্তা অন্তভ্তির সহিত সামঞ্জন্ম রক্ষা
দিরিয়া লেখেন, তিনিই মহাকবি,—সর্বযুগে সর্বাদেশেই
গ্রার কাব্য পূর্ণস্থি।

পূর্ব হইতেই আসন্ধ জাতীয় যুগান্তরের বাণী হার কাব্যে ধ্বনিত হয়, তাঁহার কাব্যও জাতির মনে ক্ষেক্টে পূর্ণান্তরের বার অরুণচ্চটা জাতির মনকে রঞ্জিত ও আশান্বিত বিয়া থাকে। যাহা স্বপ্নের বস্তু, যাহা আশা আকাজ্জার , তাহার আগমনী-গান জাতির প্রাণে আনন্দ স্কারই রে! এই শ্রেণীর ক্বিদের লক্ষ্য ক্রিয়াই ক্বিগুরু লিয়াচ্ন,—

ভোরের পাখী ভাকে রে ঐ ভোরের পাখী ভাকে, ভোর না হ'তে কেমন ক'রে ভোরের ধবর রাধে ?

## রসোপকরণ ও রসস্প্রি

এক বন্ধু বলিলেন,—"যাহা আন্তরিক ও **বাভাবিক** তাহাই শ্রেষ্ঠ রচনা। দিন্ধু দম্বন্ধে কবিতা লিখিতে হুইলে দিন্ধুতীরে দাঁড়াইয়া যে ভাবটি স্বভাবত: সহজ সরল স্বজ্ঞ মনে জাগে, য'হা অন্তর্গর প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে, তাহাই ব্যক্ত করিলে কবিতা হুইবে, কোন প্রকার সংস্কারাজ্জ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না, কোন জ্ঞান, বিভাবা গ্রন্থপ্রত ত্থাদি তাহাতে যোগ দিলে চলিবে না,"

কথাটা শুনিলে সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত ব্যক্তি যদি সিন্ধৃতীরে দাঁড়ায়, তবে তাহার মনে যে ভাব জাগিবে তাহাই অবিমিশ্রভাবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও আন্তরিক। এখন প্রথম কথা হইতেছে, একজন অশিক্ষিত অদীক্ষিতের মনে যে ভাব জাগে, তাহা যে কি আমরা-ত ঠিক জানি না। সেও তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না।

একজন শিক্ষিত সভাব্যক্তি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহাঁর মনের ভাব তে। সম্পূর্ণ সংস্কারম্কাও সাভাবিক হইবে না। সে যদি নিজে ক্ষণকালের জ্বন্তু আতাবিক্ষরণ করিতে পারে, নিজের সমস্ত বিছা, বৃদ্ধি, জ্বান ও সংস্কারকে মন হইতে দ্র করিতে পারে, আপনাকে একজন বহু বর্ম্বর বা শিশুভাবাপদ্দ বলিয়া মনে করিতে পারে, তবে প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধুর স্বর্মপটি হয়ত ধরিতেও পারে। কিন্তু বাগারটা কি দাঁড়ায়?

ষাভাবিকত। বা গভীর আন্তরিকতা সৃষ্টির জন্ম ইহাতে
মত্ত বড় একটা অম্বাভাবিকতা ও কাপটোর আশ্রম লইতে
হইতেহে নাকি? যাহার মূলেই অম্বাভাবিকতা তাহার
সৃষ্টিকে যাভাবিক কি বলিয়া বলি ? মূল কথা,যাহা অন্তরকে
প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে, যাহা স্থভাবত: মনে আসে, তাহাই
বাজ্ত করিলে কবিতা হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু
অপরের মন লইয়া সিন্ধুতীরে দাঁড়াইলে চলিবে না।
আপনার সংস্কারাছের মন লইয়া আপনার প্রকৃত স্বরূপেই
দাঁড়াইতে হইবে। সভ্য-শিক্ষিত কবির দৃষ্টিতে যাহা
স্বাভাবিক, তাহার মার্ক্ষিত মনকেই যাহা স্পর্শ করিবে
তাহার সরস বিবৃত্তি কবিভা কেন না হইবে ? এই দৃষ্টিভ্রে

কোন কাপট্য থাকিবার কথা নয়। কবি যদি সেথানে বন্থ বর্কারের বা শিশু প্রকৃতির অভিনয় করে তবেই কাপট্য আসিবে। এই অকপট দৃষ্টি বা এই স্বাভাবিক চিত্ত যতই সংস্কারাচ্ছন্ন হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কেবল দেখিতে হইবে, ঐ দৃষ্টি রসদৃষ্টি কি না।

একজন সভাসমাজের কবি সম্দ্রতীরে দাঁড়াইলে তাহার মনে পড়িবে,—কালিদাদের সম্দ্রবর্ণনা, ওডিসি ইলিয়ডের নানা চিত্র, Byronএর সম্দ্র-প্রশন্তি, কবি কর্মণের কমলে-কামিনী। তাহার মনে আসিবে, অনস্ত সাস্তের সম্বন্ধ লইয়া নানা তথ্য, মনে আসিবে, সমুদ্রের ভৌগোলিক বিস্তার ও সংস্থানের কথা, মনে আসিবে কত পৌরাণিক কাহিনী, মনে আসিবে বৈজ্ঞানিক তথাবলী। আরও কত কি? ইহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ইহাই তার অস্তরের অস্থগত, ইহাই তাহার পক্ষে গভীর অস্তভ্তির উদ্দীপক, রসক্ষেত্রির সহায়ক। অন্ত দৃষ্টিতে দেখিলে কি দেখা যাইত, তাহার একটা করিত আভাস দিলেই স্বাভাবিক হইবে না।

লেথকের পক্ষ হইতে যে কথা, পাঠকের পক্ষ হইতেও সেই কথা। কবিতাটি যদি অসভ্য লোকেই পড়ে, তবে তাহার সার্থকতা নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু পড়িবে কবির মতই শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত পাঠকগণ। তাহাদের উহাতেই ত আনন্দ পাইবার কথা।

তবে কোন পাঠক যদি বলেন, আমি আনন্দ পাই-তেছি না, তবে বুঝিতে হইবে,তিনি নানা কারণে শিক্ষিত-সমাঞ্চের শিক্ষাসংস্কারের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, প্রকারাস্তরে তাহাই বলিতেছেন। বর্জর-মনে দিল্প কি প্রভাব বিস্তার করে তাহার ঐতিহাসিক ও মনস্তব্যত অভিজ্ঞতার জস্ত তিনি যতটা আগ্রহায়িত, রসসস্ভোগের জন্ত ভতটা নয়। কারণ কবি-তো রসস্তি করিতে ক্রটী করেন নাই, তবে আনন্দ না পাইবার হেতু কি?

এ সকল কথা বলার উদ্দেশ্য, কাব্যের পক্ষে আসল কথা রসফ্টি।—ভাগে যে কোন উপাদানের সাহায্যেই হউক না কেন, সংস্কারাচ্ছর দৃষ্টিতে দেখিয়াই হউক আর সংস্কারমৃক্ত দৃষ্টিতে দেখিয়াই হউক, সরল ভাষাতেই হউক আর সমৃদ্ধ ভাষাতেই হউক, গ্রুপদী চত্তেরই হউক আর ঠুংরী গ্রুপেনর চঙেই হউক, নানা তথ্যের সমাবেশেই হউক আরু দরল প্রাণের অমূভৃতির দারাই হউক, প্রদাদগুণের সম্পাতেই হউক, আর অলঙ্কারের বৈচিত্র্য স্পৃষ্টির দারাই হউক,— তাহাতে কিছু আসে যায় না। মূর্ত্তির উপকরণ সোনাই হউক, আর মাটিই হউক, তাহাতে রসের দিক হইতে কি প্রভেদ হইতেছে ?

কাব্যের উপাদান উপকরণ সহজ ও স্থপরিচিত না হইলে তাহার পাঠক সংখ্যা কমিয়া যায়। কিন্তু পাঠকের সংখ্যাহ্রাস কাব্যের রস-দৈন্তের প্রমাণ নয়। কাব্যের উপকরণ সমৃদ্ধ ও জ্ঞানাচ্য হইলে কাব্যকে পণ্ডিত পাঠকের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

স্পণ্ডিত পাঠক ষদি সারাজীবন পাণ্ডিত্যের অফুশীনন করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন, পাণ্ডিত্যের নীরস কঠোর রূপ দর্শনে অভ্যন্ত হইয়া তাঁহার যদি পাণ্ডিত্যের সরস রূপকে অস্থাভাবিক বলিয়া মনে হয়, মহাবিত্যাকে নয়-নয় বার কন্তাণীরূপে দেখিয়া একমাত্র সেই-রূপই তাহার উপযোগী স্থির করিয়াছেন—কমলাত্মিকারূপে যদি দেখিতে না চাহেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কাব্য সেজ্ঞ দায়ী নয়, পণ্ডিতের মনোবৃত্তিই অস্বাভাবিক।

পণ্ডিতের এই মনোবৃত্তিটি যে অহাভাবিক তাহার
প্রমাণ হয় আর একটি ব্যাপারে অর্থাৎ তাহার কাব্যবিচার-পদ্ধতিতে। কবির অনাড়ম্বর সরস সরল রচনা
পড়িয়া অনেকেই আনন্দ পান, সৌন্দর্য্য বিচার করিতে
হইলে সেই কবিনা সম্বন্ধে তাঁহারা আত্মন্থাতোতক
ত্বই চারিটি কথার বেশি বলিতে পারেন না। রসটিকে ষে
তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা ষতটা তাঁহামের
মুখে চোথে প্রকট হয় ততটা ভাষায় নহে। কির্ব্ধ
পণ্ডিত যথন তাঁহার রস্বোধের পরিচয় দেন, তথন
কবিতাটার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা মেন
ক্রিল ও ত্রুরু, তেমনি পাণ্ডিত্যের অভিমানে পরিস্থা
প্রবন্ধ লিখিলে তাহা রীতিমত তত্ত্বকটকাকীর্ণ ও ফুলাচা
হইয়া উঠে। আন্রের মিইতা বুঝাইতে ফলের বৈজ্ঞানিক
ব্যাখ্যার মত শোনায়।

এই সকল পণ্ডিভৈর কাছে পাণ্ডিভা অসহ ভড়ব

<sub>যত</sub>কণ তাহা অপরের অধিকারে; ঐ পাণ্ডিভাই পরম <sub>স্পৃহণীয়</sub> যথন ভাহা নিজের অধিকারে।

যাহাই হউক সমৃদ্ধ উপকরণে ভাবাতা রচনার নিজস্ব কোন দোষ নাই। তবে তাহার পাঠকের যথন অভাব অর্থাৎ অপণ্ডিত পাঠক-ত নাই—ই, বহু পণ্ডিতও যথন উহা সহু করেন না, তথন এরপ রচনার স্ষ্টিকবির পক্ষে বিড়ম্বনা। কবি যদি 'নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথীর' ভরসায় এ শ্রেণীর কবিতা লেখেন, তবে সে স্বত্যা কথা। নতুবা তিনি যদি জীবদ্ধশাতেই যশের প্রত্যাশা করেন, তবে তাঁহার প্রত্যাশা বকাও-প্রত্যাশাই হইবে।

## শিব ও স্থন্দর

মে চিত্ত কোন ধর্ম-সমান্ধাদির সংস্কারের ছারা আছের নয়, সে চিত্ত শিল্পশ্রীকে যে চোথে দেখে, সংস্কারে রঞ্জিত চিত্ত সে চোথে দেখে না। সংস্কার-মৃক্ত মন কেবল সৌন্দর্যাই দেখে—আর সংস্কার যুক্ত মন তার উপকরণের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক জীবনের কল্যাণকেও দেখিতে চায়। সৌন্দর্যাও যে সে দেখে না তাহা নয়—তবে সেটাকে গৌণ ভাবেই দেখে,—সান্ধ্য তাহার কাছে ম্থ্য, লাবণ্যটা গৌণ।

সংস্কারমৃক্ত আদিম মন এখন কোথা পাওয়া যাইবে?

—শ্রেষ্ঠ শিল্পও ত বর্ধর-মনের স্থান্ট নয়। রসজ্ঞ সভ্য

মান্য আপনার মনোবৃত্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করিয়া
বৃত্তি বিশেষে আপনার মানস শক্তিকে অভিনিবিষ্ট করিতে
পারেন। সংস্কারমৃক্ত মনও আপনার সংস্কারগুলিকে
কণকালের জন্ম ভূলিয়া শিল্পে কেবলমাত্র সৌন্ধ্যাই
দেখিতে পারে,—শিল্পের বিষয়বস্তুর দোষগুণকে উপেক্ষাও
করিতে পারে। এ শ্রেণীর মনের সংখ্যা বিরল।

সভ্য-সামাজিক মামুবের কাছে ধর্মজীবনের ও সামাজিক জীবনের কল্যাণবোধ মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।—এই সম্পদকেই অধিকাংশ পাঠক শিল্পের বিষয়-বস্তরপে দেখিতে চায়। তাহার প্রকাশ শোভন না হইলেও চলে, একথা দে বলে না বটে, কিন্ত প্রকাশ-ভদির অন্ধ্য দে ডাড়া মামার না। তাহাদের

তুলনায় সংখ্যায় অল্প এক শ্রেণীর পাঠক আছেন—
তাঁহারা সাহিত্য-শিল্পের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্যকেই মুখ্য
ঐশ্বর্য্য মনে করেন—কিন্তু উপকরণ, আলম্বন বা বিষয়বস্ত্র
সমাজের কল্যাণকর না হউক, অকল্যাণকর না হয়—
সে দিকেও দৃষ্টি রাখেন। তাঁহার। সত্য শিব ও স্থানবের
এক্ত মিলন দেখিতে চাহেন সাহিত্য শিল্পাদিতে।

ইহারাই বিদশ্ধ-সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি—ইহাঁদের উপভোগের জন্মই সাহিত্য রচনা। ইহাদের মৃথের দিকে চাহিয়াই শিলীর উচিত বিষয় বস্তু নির্ব্বাচন করা।

সব যগেই এই শ্রেণীর লোকের দারাই সাধারণতঃ বিদ্বংসমাজ গঠিত। যাঁহারা সাহিত্য শিল্পের রসোপভোগের সময় চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমূক্ত করিয়৷ কেবল অবিমিশ্র মাধুর্যা উপভোগ করিতে পারেন,—ভ্লিলে চলিবে না, তাঁহাদেরও কেবল রসিকজীবন নম্ন,—সামাজিক ও ধর্মজীবনও আছে। তাঁহারা যতই রসিক হউন—সমাজের অকল্যাণকর কিছুই তাঁহাদেরও ছত হইবে না। যদি কল্যাণকে বা মহুষ্য-চিত্তের উচ্চতর ভাব ও আদর্শকে অবলম্বন কৰিয়া উচ্চদাহিত্যস্থি অসম্ভব হইত, যদি নিৰ্দ্ধোষ বিষয়বস্তু লইয়া কবিগণ এতদিন রুদস্ষ্ট ক্রিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে রস্তৃফা-নিবারণের জন্ম হয়-ত তাঁহারা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনও **হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা-ত সত্য নয়। তাই** মনে হয়-ফিক্টে যথন বলিয়াছেন-Poetry is an expression of a religious idea অথবা Plato যধন ৰলিয়াছেন Poetry is application of moral ideas to life, তখন অনেক ভাবিয়াই বলিয়াছেন।

সেজতা মনে হয় রসফ্টির জন্য কল্যাণময়, অন্ততঃ দোষমালিত্তমূক্ত অর্থাং যাহাতে কল্যাণ না হউক—সমাজের
অকল্যাণ না হয়—এমন উপকরণই অবসম্বন করা উচিত।
সমাজের ইষ্টানিষ্টের জন্ত বলিতেছি না। রসের বাহারা
উপভোকা তাঁহাদের চিত্তের কথা ভাবিয়াই বলিতেছি।
ঘাহারা উপভোগ করিবেন, তাঁহাদের বিচারে যাহা
অকল্যাণকর,—তাহা অস্কলর, অল্লীল, কুংসিত। ঐ
অক্সলরকে শিল্পী সৌক্ষ্যমিতিত করিয়া তুলিতে
পারেন,—শিল্পীর কাছে তাহা স্কল্যর হইয়া উঠিতে পারের।

উপভোক্তার কাছে তাহা সম্পূর্ণ স্থলর কখনই হইবে না। কারণ, শিল্পী সামাজিক জীবনকে একেবারে বিশ্বত হইতে পারেন—উপভোক্তা তাহা কিছুতেই পারিবে না— তাহার রসিকজীবন রস পাইলেও সামাজিক জীবন রসাভাস ঘটাইবে।

যাহাদের জন্ম রসস্থি তাহাদের মনে কোনপ্রকার অপ্রসম্বতা, বিরক্তি বা অক্ষতির স্থি করিলে রসস্থি সার্থক হইবে না। বরং, কেবল রসের সাহায্যে নম—রসোপকরণের সাহায্যেও উপভোক্তার অক্তরে প্রীতি, ভৃপ্তি ও উল্লাস স্থি করাই শিল্পসাধনার অসীভৃত। তাই মনে হয় উপভোক্তার চিত্তের সহিত শিল্পিচিত্তের মৈত্রী ও সহাত্মভৃতি বিন্দুমাত্র যাহাতে ক্রানা হয়, প্রত্যেক শিল্পীর সেই দিকে দৃষ্টি রাথিয়া আলম্বন, বিষয়্বস্থ ও উপকরণ নির্বাচন করাই উচিত।

## মুখ্য সাহিত্য ও গৌণ সাহিত্য

অন্ত কোন অবাস্তর উদ্দেশ্য মনে না রাখিয়া কেবলমাত রসস্ষ্টির অথবা চিত্তবিনোদনের জন্ম রচিত সাহিত্যকে বলা যাইতেছে 'মুখ্য সাহিত্য'। আর ইতিহাস, ধর্ম-নীতি, তত্ত্ব্যাখ্যান ইত্যাদিকে কেবলমাত্র যুক্তিপরম্পরার ষারা বিবৃত না করিয়া সরস করিয়া বিবৃতিকে বলা হইতেছে 'গোঁণ সাহিত্য।' মুখ্য সাহিত্য ইতিহাসাদিকে কন্ধাল বা উপাদান স্বন্ধপ গ্রহণ করিতে পারে—কিন্তু রসস্থাইই ভাহার ব্রত: উপাদানকে সে আপনার প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তিত বা ৰূপান্তরিত করিয়া লইতে পারে,—কল্পনার সাহায্যে উহাতে কিছু কিছু যোগবিয়োগ করিয়া লইতে পারে, মাজিয়া ঘসিয়া উহাকে সৃষ্টির উপযোগী করিয়া লইতে পারে— উপাদানের ব্যবহারিক সভ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিতেও পারে উপাদানের যুক্তিমূলক বা ঘটনাপরম্পরাগত ক্রম ঠিক না রাখিতেও পারে। রসানন্দলাভের জন্মই মুখ্য সাহিত্য পাঠ করা উচিত-ইচ্ছা করিলে কেহ তাহা হইতে তত্ত্ব हेिंडाम नौडि, উপদেশाদि উদ্ধার করিতে পারেন। তবে তাহার উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়-ব্যবহারিক ও পৌকিক সভ্যের দিক হইতে প্রবঞ্চিত বা ভাস্ক হইবার म्डावनाई यत्पहे।

কবি তাই আগেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন—

"সেই সত্য ধা রচিবে তুমি

রটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি রামের জনমন্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

গৌণ সাহিত্যে তত্ত্ব, নীতি, ইতিহাসাদিই মুখ্য উপজীব্য। ঐগুলিকে সরস করিয়া বিবৃত করা হয় মাত্র। সরস করিয়া বিবৃত না করিলে শুক্ষ নীতি-বিলাস বা ঘটনাবিবৃতি জনসাধারণের কচিকর হয় না,—তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা যায় না, তন্দারা লোকশিক্ষা বা জ্ঞান প্রচারও সম্ভব হয় না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ঐগুলি বিশেষজ্ঞের আলোচ্য ও জ্ঞাতব্য হইয়াই থাকিয়া যায় না। জনসাধারণের অধিগম্য হইয়া উঠে। মুগে মুগে দেশে দেশে এই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইয়া জ্ঞাতীয় জীবনের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

আমরা যখন বলি—সাহিত্যই শিক্ষার বাহন,
সাহিত্যই জাতীয় জীবনের প্রতিবিদ্ধ,—সাহিত্য জাতীয়
জীবনকে গঠিত করে—পরিচালিত করে—জ্ঞানোন্নত করে
—মন্থয়ত্বের আদর্শ দান করে—জীবনে জীবনে যোগ স্থাপন
করে—জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইতে শিখায় ইত্যাদি
ইত্যাদি,—তখন আমরা একমাত্র মুখ্য সাহিত্যকে সাহিত্য
বলিয়া মনে করি না—গৌণ সাহিত্যকেই বিশেষ করিয়া
সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান দিই।

মুখ্য সাহিত্য কেবল রসানন্দ দান করে; স্থার কোন কল্যাণ সাধন করে না—তাহা নয়। মুখ্য সাহিত্য চিত্তকে বিক্ষারিত করে—আমাদের দৃষ্টিকে আয়ত ও উদার করে—আমাদের জীবনের আদর্শকে বড় করিয়া দেয় স্থামাদের কল্পনাকে অনুরপ্রশারিণী করে—জীবনের ক্লেশ উদ্বেগ থবা জ্বার জালার উপর শান্তিজ্ঞল বর্ষণ করে— এবং এই স্টাকে উপভোগ্য করিয়া তুলে।

কিন্তু আমরা যথন জাতীর জীবন গঠন বা লোক শিকা ইত্যাদির কথা বলি তথন সাহিত্যের এই ব্রতের কথা ভাবি না। মোট কথা, উচ্চ সাহিত্যের রস জনসাধারণের অধিগম্য নম—উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে একটা জাভিমাতা (aristocracy) আছেই। জনসাধারণ উচ্চসাহিত্য পাঠেগু বে সাম্যুল পায় না ভাহা নহে,—অংক অনির্বাচনীয় রসের জন্ম — ভাহার উপাদান উপকরণের মূল্যবন্তা বা মাধুর্য্যের জন্ম। সৌণ সাহিত্য পাঠে বাহাদের মন জ্ঞানোরত ও মার্জিত হইরাছে— ভাহারাই মৃধ্য সাহিত্যের অনির্বাচনীয় রস উপানির করিতে পারে। গৌণ-সাহিত্য যে চিত্তগুলিকে প্রস্তুত করিয়াছে মৃধ্য সাহিত্যের রসবীজ্ঞ সেই চিত্তভূমিতেই উপ্ত হইতে পারে। জনসাধারণ মৃখ্যসাহিত্যের অন্ম কোনদিকের মর্য্যাদা না বৃত্তির মার্কার অন্মূভ্তির দিকটাই কিছু-কিছু বুঝে। ফলে, যে রচনায় অন্মূভ্তির আভিশ্যা, উচ্ছাসে ও অসংযম আছে তাহাই ভাহাদের পক্ষে উচ্চসাহিত্য অর্থাৎ অভিনিয়-শ্রেণীর সাহিত্যও তাহাদের কাছে রসভ্রিষ্ঠ সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর চমৎকার।

জাতীয় জীবনের কল্যাণ-সাধনের জন্ম গৌণ সাহিত্যের প্রয়োজন ত আছেই, মুখ্য সাহিত্যের জন্মও তাহার পৃষ্টির প্রয়োজন। গৌণ সাহিত্যের রচনাগুলি মুখ্য সাহিত্যে প্রাছিবার সোণানাবলী, সেজন্ম একহিদাবে মুখ্য সাহিত্যামনিরেরই অঙ্গীভূত। রসজ্ঞগণ এই সোণান পার হইয়াছেন বলিয়া আজ গৌণ সাহিত্যকে উপেক্ষা করেন,—অকাব্য—ক্ষাব্য ইত্যাদি বলিয়া অবহেলা করেন। কিন্তু একমাত্র তাহারাই একটা জাতির সম্বল নহেন। সমগ্র জাতীয় জীবনের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে—মুখ্য সাহিত্যের ভবিষ্যৎ পাঠকগণের দিক হইতে দেখিতে গেলে—মুখ্য সাহিত্যের ব্যথই প্রয়োজন আছে। গৌণ সাহিত্য পাঠ হইতেই বসপ্রধান মুখ্য সাহিত্য পাঠের আগ্রহ ও পিপাসা জন্ম।

রসজ্ঞগণের একেত্রে একটি কর্ত্তর্য আছে—লোকে যেন গৌণ সাহিত্যকেই মুধ্যসাহিত্য বলিয়া মনে না করে—
এবং গৌণ সাহিত্যে তাহারা যে নীতি, তন্ধ, যৌক্তিকক্রম,
ইতিহাসাদি পুঁজিয় থাকে—মুখ্য সাহিত্যেও তাহাই না
থোজে—এ বিষয়ে তাহারা থেন পাঠকসাধারণকে সতর্ক
করিয়া দেন। যাহারা মুখ্য সাহিত্যের বিচারে কন্ধাস
লইয় কলহ করে, অথবা মুখ্য সাহিত্যে ঐ সকল সারবান
ভারবান পদার্থগুলি খুলে, তাহারা এখনও মুখ্য সাহিত্য
পাঠের অধিকারী হয় নাই। গৌণ সাহিত্য এখনও তাহাদের
মনে ক্লান্ড, বিরক্তি ও অতৃত্তি জ্লার নাই—অর্থাৎ
গৌণ সাহিত্যপাঠ এখনও ভাহাদের ক্লাপ্ত হয় নাই।

#### জাতীয় সাহিতোর সমালোচনা

কবি যদি সমালোচক হন, তাহা হইলে আনেক সময়
সমালোচ্য কাবাকে অবলম্বন করিয়া সমালোচনাচ্ছলে তিনি
নৃতন স্পষ্টই (ereation) করিয়া বসেন। সমালোচ্য কাব্যে
যে মাধুর্য বা সৌন্দর্য্য নাই—কবি-সমালোচক তাহাও
উহাতে আরোপ করিতে পারেন—তাহাতে কবি-সমালোচকের যতটা কৃতির প্রকাশ পায়—প্রকৃত সমালোচনা
ততটা হয় না। সমালোচ্য সাহিত্যে যাহা অত্যন্ত স্পষ্ট ও
প্রকট ভাবে ফুটিয়াছে—তাহার বিবৃতি 'সাহিত্যের ইতিহাসের' অন্তর্গত। প্রকৃত সমালোচনা হইতেছে 'আবিদ্ধার'
অর্থাৎ যাহা প্রজ্জয় ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তাহারাই উদ্ধার।

কাব্য হইতে কবি বিশেষের মনের গঠন ও প্রক্লভি,গভি ও প্রবৃত্তি ধরা শক্ত নয়। কবিমনকে ধরিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি মনোবিজ্ঞানের নিয়মামুসারে যেভাবে উন্মেষ লাভ করিয়াছে—সেই ক্রম অনুসরণ করিয়া, তাহার স্বষ্টর সহিত মিলাইয়া চলিলে আবিষ্ণারের একটা সূত্র পাওয়া যারী। পর্যাবেক্ষণই দেখাইয়া দিবে—কোথায় তাহার অভিব্যক্তি স্পষ্ট হইয়াছে—কোথায় তাহা স্বন্দুট ও প্রজন্ম—কোথায় তাহ। আদৌ অভিব্যক্তি লাভ করে নাই ! কাব্যে কোথায় চিত্তের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে বিক্লেদ ঘটি श्राटक, भता याहेरव--- तम विटक्करन याहा थाकिवात कथा जाहा কোথায় গেল তাহার সন্ধান হইবে অথবা বিচে**ছদের** তুই পাশের মধ্যে কি যোগস্ত্র তাহাও নিরূপিত হইবে। কোপায় কবি ফাঁকি দিয়াছেন—কোপায় আত্মপ্রকানা করিয়াছেন-কোথায় তিনি সত্যনিষ্ঠ-কোথায় তিনি ভাণের ও মিথ্যার আশ্রন্ন লইয়াছেন, তাহাও ধরা পড়িবে। কোণায় তিনি অবাস্তর কথা বলিয়াছেন—কোণায় আত্ম-গোপন করিয়াছেন—কোথার তাঁহার আদর্শ ও বত হইতে ভ্ৰষ্ট হইয়াছেন—কোপায় ভয়ে ভয়ে বা কেপায় নিৰ্ভয়ে লিখিয়াছেন-কোথায় িজের আদর্শবাদের সহিত সমাজের প্রচলিত আদর্শের সন্ধিয়াপন করিয়াছেন-কোণায় বিলোহী হইয়াছেন ইত্যাদি সবই পরীক্ষিত হইবে। যাহা किङ्क छै। हात्र त्रहमात्र किंगि, क्तर, क्ष्मारे, क्र्सार, छाहा छ ঐ ক্রম অনুসরণ করিলে চিত্তবিকাশধর্মের পারস্পর্ব্যের

দাহায্যে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। তাই মনে হয়— কবিমনের স্বাভাবিক গতি অমুদরণ করিয়া অগ্রদর হইলে কবিস্কৃতির প্রকৃত দ্যালোচনা হইতে পাবে।

ষাহা ব্যক্তিবিশেষের রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে বলা হইল
—জাতীয় সাহিত্য সমালোচনাতেও সেই প্রথা অবলম্বিত
হইলে বহু তথ্যের আবিদ্ধার হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে
জাতীয় জীবনের ইতিহাসের স্ত্রে অবলম্বন করিলেই চলে।
ঐ ইতিহাস কতকটা দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস হইতে পাওয়া
যায়—কতকটা সংহত জীবনতব্বের স্বাভাবিক ক্রম অম্বন্ধনে অম্মান করিয়া লইতে হয়।

জাতীয় জীবনের ইতিহাসের ক্রম অন্স্সরণে কেমন করিয়া সাহিত্যের ধারা পাওয়া যায়—তাহার ছই একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

কালাপাহাড়ের আবিভাবের পুরের বাঙ্গালীর মনে দেবদেবীর সম্বন্ধে কি ভাব ছিল—তাহা কতকটা অনুমানে, কভকটা ঐতিহ্ হইতে নির্ণয় করা গেল। তারপর কালা-পাহাড় দেশের দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিল। দেশের লোক নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিল—জাগ্রত দেবতা আত্মরক্ষা করিবেন এবং আততায়ীকেও দণ্ড দিবেন। কিন্তু দেবদেবী আত্ম-রক্ষা করিতে পারিলেন না,-কালাপাহাড়েরও কোন আধি-দৈবিক দণ্ড হইল না। তথন জাতীয় মনের কি অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক ? কালাপাহাড় কি কেবল মন্দিরের **(ए**वजोरे हुन कतिल? (एएमत (लाटकत मरनामिल्यात **८** एवं एक विकास के प्रतिल ना ? एक प्रतिल निकास के प्रतिल के प्रतिल निकास के प्रतिल क श्वनिटक অवनयन कतिया याहात्रा जीविका উপार्জन করিতেছিল-যাহারা দেবদেবীর পুর্চপোষক হিসাবে দেশে একটা মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল-ছিন্দুর পৌরা-ণিক ধর্মের যাহার। প্রতিভূ, ভাহাদের মনের অবস্থ। কি হইল 📍 তাহারা দেবদেবীর প্রভাব প্রতিপত্তি যাহাতে পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়—সেজজ কি প্রাণপণ চেষ্টা করে নাই ? দেশের লোকের পৌরাণিক ধর্মবোধ নিরাশ্রয় হইয়া পডিলে তাহারা কি নবধর্মের সন্ধান করে নাই ? পৌরা-ণিক ধর্মের বিরুদ্ধে তথন দেশে তুইটি প্রবল ধর্ম বর্তমান---हेमनाम ও বৈফ্বধর্ম। বৌদধর্মও একেবারে মরে নাই-দছজিয়া, আউলিয়া, বাউলিয়া ইত্যাদিতে ক্লপাস্তরিত। তথন দেশের লোকের ধর্ম্মজীবনের অবস্থা কি ? বর্ণাশ্রমী ধর্মের সহিত বা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধ, ইস্লাম ও বৈশ্ববধর্মের নিশ্চয়ই স্থলে স্থলে সন্ধি হইয়াছে— দেব-দেবীকে বাদ দিয়। নানা ধর্ম মতের নিশ্চমই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্মের বিরুদ্ধে গোড়া বর্ণাশ্রমীরা নিশ্চয়ই শাক্তধর্মকে জাঁকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এই ভাবে জাতীয় মনের ধারা অমুদরণ করিয়া সাহিত্যে তাহার সমান্তরাল অভিব্যক্তি খুঁজিতে গেনেই বহু সাহিত্যাংশের আবিষ্কার হইবে—কি কি লুপ্ত হইয়াহে, কোথায় অভিব্যক্তি লাভ করে নাই—কোণায় সভাই পাহিত্যরূপ ধরি**ষাছে, কোথায় ধর্মপ্রচারমাত্তে** পর্যাবসিঙ হইয়াছে—কোথায় কলহ-দ্বন্থই সাহিত্যের নামে ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র—কোথায় সম্প্রদায়বিশেষের আত্ম-রক্ষার চেষ্টাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—কোথায় ধর্মকে বাদ দিয়া অব্রাহ্মণ্য দাহিত্য রচিত হইয়াছে,—সমস্তই পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত হইবে। সমগ্র সাহিত্যস্ঞ্ট-পরম্প্রা যে একট জাতীয় মনেরই ক্রমাভিব্যক্তি এবং সমস্ত বিশৃঝ্লা ও বৈচিত্যের মধ্যেও যে একটা যোগসূত্র আছে তাহাধ্রা পড়িয়া যাইবে। আবার যদি কোন কবির কাব্য জাতীয় জীবনের প্রতিবিদ্ব না হইয়া তাঁহার নিজের একটা বিশিষ্ট বাণীকেই অভিব্যক্তি দান করিয়া থাকে—অথবা বিশ্বনীন আদর্শেই বিরচিত হইয়া থাকে—তাহাও এই স্ত্রাল্লুদারে সহজে ধরা পড়িয়া যাইবে।

এইভাবে তথাবিধার সাহিত্যের রসসজ্জোগ নয় বটে— কিন্তু মুখ্য সাহিত্যের ইহা এক প্রকারের সমালোচনা গৌণসাহিত্যের পক্ষে ইহাই একমাত্র সমালোচনা।

## ভাবতান্ত্ৰিক ও বস্তু তান্ত্ৰিক কাব্য

কাব্যের বস্থান্তীতে স্ক্রমার অন্তর্ভিরই প্রাণান্ত থাকিবে—জ্ঞান গম্য বিষয় বা স্ক্র চিস্তার প্রাণান্ত বটিলে বোধানন্দ রসানন্দকে নষ্ট করিয়া দেয়—রসজ্ঞগণ এই কথাই বলিয়া থাকেন। এই স্আস্সারে বিচার করিতে গেলে মনে হয় কাব্যকে বৃঝি বস্তুভান্ত্রিক হইতে হইবে—ভাকভান্তিক হইলে চলিবে না।

তৰে ভাৰপ্ৰধান কাব্য কি রসহাট করে কা

সময় ভাবপ্রধান কাব্যকে চিন্তামৃশক রচনা বলিয়া মনে হয়—কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে— ভাবপ্রধান কাব্যমাত্রই চিন্তাপ্রধান নয়। অহুভূতির প্রাধাল্য বস্তুতান্ত্রিক কাব্যেও যেমন থাকিতে পারে— ভাবভান্ত্রিক কাবে।ও তেমনি থাকিতে পারে। দেখিতে হইবে, অহুভূতির প্রাধাল্য আছে কি না অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট ক্যুভূতির দ্বারা আবিষ্ট চিন্তে কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন কিনা। কাব্যের প্রধান উপকরণ 'বস্তুও' হইতে পারে— 'ভাবও' হইতে পারে।

মানব-সভাতার এমন স্তরও ছিল—যথন একমাত্র বস্তুই আমাদের অমুভৃতির উপজীব্য ছিল। ক্রমে মানব-সভাতার জটিলতা ও ক্রমোম্বর্তনের সঙ্গে সংস্কৃ ভাবও আমাদের রসাম্বভৃতির উপঙ্গীব্য হইয়া উঠিয়াছে। বস্ত আমাদের ষেমন অন্তরঙ্গ বস্তু ছিল, ভাব আমাদের তেমনি অন্তরঙ্গ সামগ্রী হইয়া উঠিথাছে। ভাব অনেকস্থলে বস্তর চেয়ে আমাদের অন্তরের অধিকতর আত্মীয়—Concreteএর চেয়ে abstract অনেকক্ষেত্রে আমাদের অন্তরে গাঢ়তর রমাত্মভৃতি জাগায়। বহু তাবই আমাদের কাছে বস্তুর মতই প্রত্যক্ষ। যাহা এক সময় মানবমনে সুক্ষা সুক্ষ এন্দ্রথিক ক্রিয়ার জটিলতার সৃষ্টি বলিয়া মনে ইইড--ভাহা আমাদের আজ বস্তুর মত সহজ ও অপরোক। তাই আজ আমাদের কাছে ভাব উপাদানে ও বস্ত উপাদানে অমূভৃতির পক্ষে বিশেষ কোন পার্থক্য হয় না। রসস্ঞ্জির পক্ষে বরং বস্তু অপেক্ষা ভাব অধিকতর অনুকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভাবের গঠনে আমাদের বোধশক্তি যতই শহায়তা করুক—ভাব অবলম্বনে যথন আমরা রসস্ষ্টি করি—তথন প্রধর বোধসৃষ্টি আর বাধা দেয় না। সব হতে জটিলতম ভাব যে অসীমতার ভাব—তাহাও রসস্ষ্টির পক্ষে এখন সম্পূর্ণ অন্মুকুল হইয়া উঠিয়াছে—

কৰি বলিয়াছেন-

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্ক, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া। অসীম যে চায় সীমার নিবিড় সঙ্ক, সীমা হতে চায় অগীমের মাঝে হারা।

ভাব ও রূপের অভিন্নতাবোধ আজ স্থামাদের মনে এমনই সহজ ও স্থাভাবিক ঘে ইংা চিন্তার অধিকার হাড়াইয়া অনেকক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রুদাস্থভূতির অধিকারে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাণের যে দরদটুকু রুসস্থাইর মূল— ভাহা হুইএর পক্ষেই সমান।

ভাব ও প্রকাশ ভঙ্গি

কোন একটি ভাবকে ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিলেই তারা অভিনব হইয়া উঠে না—অপুর্ব হইয়াও উঠে না— একটি আবিদ্ধার হইয়া উঠে না। ভাবটিকে সরস আবেইনীর মণ্যে প্রকাশিত দেখিয়া আনন্দ জামতে পারে এই
প্রয়ন্ত । ভাবের অভিনবখের নামে বাঁহারা কাব্যবিশেষের
প্রশংসা করেন—তাঁহারা ছই প্রকারের ভুল করেন।
প্রথম প্রকারের ভুল—চিরপুরাতন ভাবকে ছন্দোবদ্ধে
নূতন সজ্জায় দেখিয়া অভিনব বা অপূর্বে বিলয়া ভূল করেন।
দ্বিতীয় প্রকারের ভূল—ভাবরাজ্যের সহিত পরিচয় না
থাকায়, চিন্তাশীলতার অভাবে অথবা অধ্যয়নাদির
অভাবে—পুরাতন ভাবকেই নূতন ভাব বলিয়া মনে করেন।
তাঁহার কাছে যে ভাব নূতন, চিন্তাশীল, পণ্ডিত বা
অধ্যয়নরত ব্যক্তির কাছে তাহ। নূতন নহে। ভাব নূতন
হইতে পারে না—কাব্যে তাহার নব প্রবর্তন হইতে
পারে তাহাতেও কবির ক্লিভি ব বেশি কিছু নাই।

বামন দণ্ডী ইত্যাদি আলঙ্কারিকগণ রীতিকে, কুম্বন্ধ মন্মউভট্ট বক্রোজিবে—ক্রন্তে ভামহ অনুধারকে, আনন্দ বর্দ্ধন ধ্বনিকে, বাবোর আত্মা বদিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বটে—িন্তু কেহ ভাব, অহুভাব বিভাব বা সঞ্চারী ভাবকে কাবোর আত্মা মনে করেন নাই। আত্মবালকার পণ্ডিতরাই দেখি ভাবকেই কাব্যের প্রাণ ভাবেন।

প্রকাশ ভঙ্গির অভিনবত্বেই কবির কৃতিত্ব, রস্ক্সন্টিতেই তাঁহার প্রকৃত কবিত্ব। নবপ্রবিত্তি ভাব **অবলম্বনেও** অকাব্য হইতে পারে—চিরপরিচিত ভাব অবলম্বনেও কেবল প্রকাশ ভঞ্জির গুণে, শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতে পারে।

যাহারা প্রকাশভদির অপূর্বত। বুঝে না—প্রকাশ ভদির ক্রমোয়তি ও গুড়তথ্যের কোন থোঁজ রাথে না,— শিল্পসোষ্ঠব সম্পাদনের মূল হেত্রটি কি জানে না—তাহাদের সম্বল ঐ ভাব, গণ্ডেও তাই—পণ্ডেও তাই। কবিতাকে অস্ত্র ভাষায় তর্জ্জনা করিলে বা গতে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেও ভাষায় তর্জ্জনা করিলে বা গতে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেও ভাষায়ে কাব্যের গুণোপলবিতে কোন ক্ষতি হয় না।

ইহারা ভাবকেই মনে করে 'রম'। ইহারা যথন প্রবন্ধ লিথিয়া কাব্যের গুণ ব্যাখ্যা করে—তথন অনায়াদে কবিতাকে গদ্যে পরিণত করিয়। টাকাটিপ্রনী করে এবং ভাবেরই গুণগান করে। ভূলিয়া যায়, ভাবটি কবিতার কলা মাত্র। একটি কলালে আর অন্ত একটি কলালে বিশেব কোন পার্থক্য নাই—তাহার বিচারে দেহের বৈশিষ্ট্র দেখানো যায়না। রূপমুগ্ধ ব্যক্তি অফের কোথায় কিরপ গঠন সৌষম্য এবং কোথায় কতটুকু লাবণ্য, পৃথক পৃথক ভাবেও দেবিতে পারে এবং কোন্ অল দেহের সামগ্রিক কান্তির কতটা অংশ দান করিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য করিতে পারে কিন্তু কলালের এমন কি মক্ষামেদরক্তমাংসের কথা কথনো ভাবিবেও না)



#### ( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

স্থাধ ছাথে এমনি করে একটা বছর কেটে গেল।
জগমোহনের শরীরের কোনই পরিবর্ত্তন হলনা। প্রশাস্ত
টাকা জুটিয়ে নিয়ে বিলেত চলে গেল টেলিগ্রাফ শিখতে
আর প্রণবের দেশলাইএর কারখানা অল্প অল্প করে গড়ে
উঠতে লাগলো।

দেশ ছেড়ে সেই যে সকলে এসেছে সেই থেকে
মীনা বা নন্দা কেউই নড়েনি—নিজেদের বাড়ী ছেড়ে
যেতেও তারা কোথাও চাইতনা কিন্তু নন্দাকে বাধ্য
হয়ে যেতে হল। হঠাৎ খবর এল তার বাবা হার্টফেল
করে মারা গেছেন। শুনে চেঁচিয়ে সে অস্থির হয়ে
উঠ্ল—কোনরকমে তাকে দিয়ে তার বাবার চতুর্থী
শ্রাদ্ধ করিয়ে প্রণব রাইপুরে তাকে দিয়ে এলো। পুত্র
সন্থান না থাকায় এতবড় সম্পত্তি সবই নন্দার হাতে
এলো, এতে একদিকে সে স্থবী হলেও, ছঃখও তার
কম ছিলনা। যথনই মনে হত তার বাপের জীবনের
বিনিময়ে সে এই সম্পত্তির মালিক হয়েছে তথনি বিত্ফায় তার মন ভরে যেত।

রাইপুরে গিয়েও সে বেশীদিন থাক্তে পার্লেনা—
এতবড় বাড়ী, লোকজন, কিছুতেই তার মন আর
উঠছিলনা। কলকাতার বাড়ীর একটা ছোটঘরে গিয়ে
সুকোবার জয়ে তার মন ব্যন্ত হয়ে উঠছিল কিন্ত তার
মা য়য়িশীই বা সছা সছা একা কি করে এত বড়
বাড়ীতে থাকবেন এটাও তার একটা ভাবনার কথা
হয়ে দাঁড়ালো। অনেক ভেবে সে মীনাকে সব খুলে
নিধলে—মদিও এসব লিখতে তার ভাল লাগছিলনা—

তব্ও সে যথন বড় তথন তাকে লিথতেই হবে। তিন চার িনের মধ্যেই মীনার উত্তর এলো, "লিথেছে--"মাকে শুদ্ধ নিয়ে তুমি চলে এস—তোমার কাছে ছাড়া
তিনি আর কোথায় থাক্বেন—যে ক'টা দিন শার
বাঁচেন— আমাদের কাছে থাকবেন। বাবাকে ভো
হারিয়েই ছো—মাকেও হারিওনা"।

সেই চিঠিটা হাতে করে নন্দা মায়ের ক'ছে গেল।
আদ্ধ শাস্তি সবই চুকে গিয়েছে। ক্ষকু চুলের গোছা
মাটীতে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বিগত স্বামীর জ্ঞে নুটয়ে
কাঁদ্ছিলেন। এত বড় বংশের নাম ডুবে গেল—৬য়্
একটি ছেলের অভাবে, তার ওপর নন্দাও তো ছ চার
দিনের মধ্যে চলে ষাবে! তখন কি করে এই শ্রশানে
মন টিক্বে? নন্দা গিয়ে তাঁর কাছে বস্ল। কথাটা বে
কি ভাবে পাড়বে তা সে ব্যো উঠতে পার্ছিলনা!
কিন্তু বলাও তো দরকার! যদি যেতে হয় তো ব্যব্য়া
সব কর্তে হবে। কথাটা শেয়ে উঠোবার স্থবিধা
হল। ক্ষিণী নিজ্জেই বল্সেন "ভোকে কবে নিয়ে যাবে,
সেকধা কি প্রণব লিখেছেন নাকি ৪"

মুথটা নীচু করেই সে বল্লে "সে কিছু লেখেনি। তবে আমার জা লিখেছে, ধেদিন আমি যেতে চাই, আগে জানলে লোক পাঠাবে!"

"বাস—তাহলে আমি যে এই জেল্থানার বি
করে থাক্বো তাই ভাবছি। তুই আছিস—তাও মনে
কত বল। তুই চলে গেলে যদি পড়েও মরি জেনি
কেউ দেখতে থাক্বে না।"

নন্দা বল্লে "একা তুমি পাক্বে কেন মা? আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। এখানে কার কাছে আমি তোমাকে রেথে যাব মা?

কৃত্ত্বিণী কথাটা বুঝতে পার্লে না—বলেন "তুই আমায় কল্কাতা যেতে বল্ছিস্?" "হাঁ মানা হলে আর উপায় কি ? তোমাকে আমি এমন করে কেলে বেতে পার্বোনা—তার চেয়ে আমি যাবোনা।"

"মেয়ে শশুর বাড়ী যাবেনা, এই কি মায়ের কাম্য বাছা! আমার বৃদ্ধিতে তো কিছু আদৃছে না—যদি ভাল হয় তবে তাই কর। হারে, তোর জা লোক কেমন ? শেষে বিপদে পড়বি নে তো।"

"ইস—পড়লেই হলো। তার তাঁবেদারীতে কি তোমার ধাক্তে হবে ?" মেয়ের হাতথানা ধরে ক্রিণী বল্লেন "যা ভাল হয় কর্ বাছা! আমার বৃদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।"

মায়ের সম্মতি পেয়ে নন্দা, প্রণবকে চিঠি লিগলে যে সে তার মাকে নিয়ে হু চার দিনের মধেই কল্কাতার যাছে। চিঠি পেয়ে প্রণবের চকু স্থির হয়ে গেলো। একে কৃদ্মিণী, তার তিনি শোকার্তা, তাতে তারা নিজেরাই অস্থস্থ বাপকে নিয়ে পরের বাড়ী আছে, এ অবস্থার তাঁর এথানে আসা এক বিষম সকটের ব্যাপার। বারণ করবার সময় নেই, আর কর্লেও নন্দা ভীষণ রেগে যাবে, কি কর্বে ঠিক না পেয়ে সে চিঠিটা মীনাকে পড়ে শোনালে ও বল্লে "দেখ্ছেন ডো, ওঁরা এসে পড়বেন ঠিক—কি করা যাবে?"

"কি করা যাবে আর থাক্বেন। বিশেষ ওঁর এই সময়ে ওঁকে কি একা রাধা যায়? আমার 'যতটুক্ ক্মতা তাঁকে খুসা করে রাধব—মেয়ের কাছে মা আসবেন, এতে এত ভাবনাই বা কিসের?

ম্থথানিতে রাজ্যের ভাবনা জড়ো করে "বাবার থাবার হ'ল নাকি? বলে প্রভাত সেথানে এলো। ছুটি ছিল ৰলে, প্রভাত নিজেই থাবাকে থাওয়ানোর ভারটা নিয়েছিলো। মীনার তাতে যেটুকু সাহায্য হয়!

তরকারীর কড়া উন্নন থেকে নামিয়ে রেবে, মীনা বল্লে "ঠাকুরপোর শাশুড়ী এখানে আদৃছেন শীগ্শীরই।" প্রভাত একটু আশ্চর্যা হলো। কারণ এই দেড় বছর ধরে, জগমোহনের অন্থ চল্ছে তাতে যাঁরা একটু থবরও নেন নি—তাঁদের কেউ যে হঠাৎ এখানে এসে উঠবেন এটা তার আশ্চর্যা লাগ্ছিলো। বল্লে, "হঠাৎ — দেখতে নাকি " কেমন চল্ছে সব ""

"না, থাক্তে!—" "থাক্তে? তবেই হয়েছে। তা হলে অন্য বাড়ীর সন্ধান কর্তে হয়। কাকাবাবুর ওপর আর কত চল্বে? তুমি তো ভাবিয়ে তুল্লে।"

"ভাবনাই বা কিসের! এক তো আমাদের জয়ে? তা তুমি তো সারাদিন আফিসে—আর আমি আমাকে ধরে মার্লেও কথা বল্ব না। তা হলে তো আর ভাবনার কিছু নেই।"

"শুধু কি ত্রোমার কথা ? প্রভাস আছে, আমি আছি, বাব। আছেন—তুমি আছ হয়তো বা প্রবেও আছে—দে যা গৌয়ার।"

মীনা এবার হেসে অস্থির। বল্লে "থাম্লে কেন ? বলো নন্দা—ঠাকুরপোর জত্যে তোমার কি ভাবনা ? তিনি তো তাঁর জামাই আর একমাত্র।"

"তুমি দেখো—গোলমাল যদি হয় তেওা প্র**ণবের** সঙ্গেই হবে—আর কারো সঙ্গে হবে না।

প্রভাত থুব গম্ভীর হয়ে চলে গেল।

এর ভিনদিন পরে নন্দা ভার মাকে নিয়ে এসে উঠলো।
সংক্র এলো তাঁর পুরোণো ঝি কদম—নন্দা মাকে নিয়ে
নিজের ঘরে গিয়ে উঠলো। মীনা একবার সেধানে দাঁড়িয়ে,
ঝি কদমকে জিজাসা করে সব জেনে নিয়ে, মিছরী ভিজিয়ে
দিয়ে, তাঁর আহ্নিকের জোগাড় করে দিয়ে, কিছু ফল
আনতে প্রভাসকে দোকানে পাঠালো।

## কারামোহ

## মহম্মদ এছহাক বি-এ

ভূমধ্যসাগরের তীরে ফ্রান্স ও ইটালী রাজ্যের সন্ধিস্থলে মোনাকো নামক একটা অতি কুল্র রাজ্য আছে। অনেক কুল্র প্রাম্যনগরীও ইহা অপেক্ষা অনেক বড়। লোকের সংখ্যা মাত্র সাত হাজার। রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি বটন করিলে প্রতি অধিবাদী এক বিঘা জমিও পায় না। কিন্তু এই খেলনা রাজ্যতের আবার একজন স্বাধীন রাজা আছেন এবং তাঁহার রাজপ্রাদাদ, সভাদদ, মন্ত্রী, বিশপ, দৈল্যা-ধাক্ষ ও সেনা সবই আছে।

দৈল সংখ্যা যাটে জন মাত্র কিন্তু তথাপি সেনা ত বটে! এথানেও গ্রজার নিকট হইতে যথাবিধি কর সংগৃহীত হয়। তামাক ও মদের উপর শুল্ক ধার্যা আছে। ভাহা ব্যতীত পূর্ব্বে জেজিয়ার মত এক প্রকারের করও প্রচলিত ছিল। এততেও রাজার রাজত্ব চলিত না, যদি না তিনি অর্থসংগ্রহের এক নৃতন পদ্মা উন্স্কুল করিতেন। পদ্মাটী এই, বে, ইউরোপের অক্যান্ত রাজ্যে যথন জুয়াথেলা বন্ধ হইয়া গেল, তথন এই রাজা নিজের রাজ্যে উহা প্রচলিত রাধিলেন। ইউরোপবাসী অক্যান্ত যে কোন দেশের লোক জুয়া থেলিতে ইচ্ছুক হইলে, কেবল এধানে আসিয়াই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিত। জুয়াড়ী-দিগের নিকট হইতে স্বাজা মোটা অর্থ পাইতেন। এক প্রকার তাহা হইতেই রাজ্যের বায় নির্ব্বাহ হইত।

রাজার রাজ্যাভিষেক এবং রাজ দরবার আছে তিনি প্রজাদিগকে প্রস্কৃত ও দণ্ডিত করেন; আবার ক্ষমাও করিয়া থাকেন। অক্যান্ম রাজার ক্যায় তাঁহার প্নর্বিচার প্রথা, মন্ত্রণা সভা এবং আইন আদালত সবই আছে— কেবল ক্ষুত্রাক্তিতে।

এ হেন পুতৃল রাজার দেশে সহসা এক নরহত্যা সংঘটিত হইল। ঐ দেশের লোক সকলেই শান্তিপ্রিয় ছিল। এরপ ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটে নাই। বিচাদক-যোগ্য প্রথাঅহ্যায়ী মামলা শেষ করিলেন। জল, জ্রী, বাদী ও ব্যারিষ্টার সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর জুরিগণের সহিত একমত হইয়া জজের। রায় দিলেন, যে, আইন অমুষায়ী মাসামীর শিরক্ষেন করা হইবে। অমুমোদনের জন্ত :আদেশপত্র রাজার নিকট প্রেরিত হইল। রাজা দণ্ডাদেশ অমুমোদন প্র্রক বলিলেন, "থদি লোকটাকে হত্যা না করিলেই নয়, তবে হত্যা কর।"

কিন্তু এই ব্যাপারে একটু গোলঘোগ উপস্থিত ইইল।

ঐ দেশে না ছিল কোন শিরণ্ডেলন ঘোগা জ্বন্ধ, নাছিল
ঘাতক। মন্ত্রিগণ একত্রিত হইয়া সাবাত্ত করিলেন, যে,
ফ্রেঞ্চ সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হউক, যে, তাহারা অন্ত্র
এবং ঘাতক সরবরাহ করিতে পারে কি না, এবং পারিলে
সে বাবদ কি পরিমাণ ব্যয়ের আবশুক হইবে ? পত্র লেখ
হইল। সপ্তাহ পরে উত্তর আসিল,—অন্ত্র ও ঘাতক
দেওয়া ঘাইতে পারে, পরচ বাবদ ১৬০০০ ফ্রাঙ্ক লাগিবে
রাজা চিস্তা করিলেন, যোল হাজার ফ্রাঙ্ক। হতভাগাটাকে
বিক্রেয় করিলেও ত এত টাকা হয় না।" তিনি বলিলেন
"অন্ত্র পররে কার্যটী নির্বাহ করা যায় না কি? যোল
হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে হইলে লোক সংখ্যা হিসাবে মার্থ
প্রতি ঘূই ফ্রাঙ্কেরও অধিক পড়ে। প্রজ্ঞাগণ ইহাতে
সম্মত হইবে না; চাই কি, তাহার। বিজ্ঞাহও ঘোষণ
করিতে পারে।"

স্তরাং কর্তব্য নির্দারণের জন্ম একটা সমিতি গঠিং হইল। স্থির হইল, ইটালীর রাজার নিকটও ঐ একট প্রান্ধ পাঠান হউক। ফরাসী গবর্গমেন্ট গণতন্ত্রমূলক-তাহারা রাজার প্রতি বোগ্য সম্মান দেখার না, ইটালী অধিপতি ভাতৃত্ব্য। তিনি এই কার্যাটী স্বরব্যাহে নির্মাণ করাইরা দিতে পারেন। পত্র লেখা হইল এবং সঙ্গে সংগ্রীভারও আসিল।

ইটালীর গবর্ণমেণ্ট আনন্দের সহিত ঘাতক ও অস্ত্র দিতে প্রস্তুত, যাতায়াতের ধরচা সমেত সাকুলা ব্যয় ১২০০০ ফ্রার লাগিবে। অনেকটা সন্তা বটে, কিন্তু তবু ঢের বেনী বোধ হইতে লাগিল। লক্ষীছাড়াটার মূল্যও ত অত নয়। যাহা হউক, পুনরায় সমিতির বৈঠকে অনেক যুক্তি তর্কের পর মীমাংসা হইল মে, তাহাদের কোন দৈনিক হয়ত, যে কোন গতিকে কার্যটী সমাধা করিতে পারে। সেনাপতি সৈক্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় সন্মৃত হইল না। বলিল, "যুদ্দ দিগিয়াছি বটে, কিন্তু ঘাতকতা কেমন করিয়া করিতে হয় তা আমরা জানি না। আমাদিগকে উহা শিখান হয় নাই।"

তাই ত কি করা যায় ! পুনরায় মন্ত্রিগণ বিবেচনা ও পুনর্ক্তিবেননা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার। কমিশন কমিটী ও সাবক্ষিটী গঠন করিয়া অনেক যুক্তির পর স্থির করিলেন, যে, মৃত্যুর আদেশ পরিবর্তন করিয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেওয়াই সর্ক্রাপেক। যুক্তিযুক্ত। ইয়াতে রাজার দয়াও দেখান হইবে, সঙ্গে সঙ্গে কাজ্কটীও, অন্ন ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

রাজা সম্মত হইলেন, স্ত্তরাং আর কোন মতবৈধ
রহিল না। কিন্তু ইহাতে কেবলমাত্র একটু অস্ববিধা
হইল যে, যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির
জক্ত উপযুক্ত কারাগার ছিল না। মোটে ক্ষুদ্র একটা
হাজতথানা ছিল—-সেথানে কখন কথন দোষী ব্যক্তিকে
স্বন্ধানীভাবে আবদ্ধ রাখা হইত। চির-কারাবাসীর
উপযোগী স্বন্ন কোন জেলখানা ছিল না। যাহা হউক,
ঠাহারা কোনক্রমে একটা চল্লনাই স্থান আবিদ্ধার করিয়া
স্বপ্রপ্রি যুবককে আবদ্ধ করিলেন এবং সেখানে একন্ধন
ক্ষিক নিযুক্ত করিলেন। রক্ষকের কার্য্য হইল তাহাকে
পাহারা দেওয়া। রান্ধবাড়ীর পাকশালা হইতে তাহার খাস্থ
আনিয়া দেওয়া, ও তাহার যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রব্যা

এরপভাবে এক বংসর কাল কাটিয়া গেল। বংসরাস্তে রাজা একদিন আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিতে বসিয়া ধরচের <sup>একটী</sup> নৃতন স্তত্ত লক্ষ্য করিলেন। স্ত্**ত্তটা সেই করেদী**র জন্ম বায়—নিতাম্ব কম নয়। একজন স্বতন্ত্র রক্ষক নিযুক্তা করিতে হইয়াছে। তাছাড়া দণ্ডপ্রাপ্ত বাক্তিকে অন্ধ-বন্ধ দিতে হইতেছে। ইহাতে এক বংসরে ছয় শত ফ্রাক্ষেরও অধিক লাগিয়াছে। সর্বাপেক্ষা হুর্ভাগোর বিষয় এই যে লোকটা বেশ স্বাস্থাবান এবং যুবক মাত্র; সে যে আরও অন্ততঃ পঞ্চাশ বংসর বাঁচিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সব বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করিলে, বাত্তবিকই শিহরিয়া উঠিতে :হয়। সর্বনাশ! রাজা মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া বলিলেন; "আপনারা এই নরাধ্যের জীবন যাত্রার কোন স্থলভ পদ্বা আবিকার ক্ষন। এপদ্বা বড়ই বায় সঙ্কল।"

মন্ত্রীগণ এক ত্রিত হইয়া বিষয়টা আলোচনা করিতে লাগি লেন। তাঁহাদের এক জন দাঁড়াইয়া বলিলেন,—
"ভক্রমহোদয়গণ, আমার মতে রক্ষককে বিদায় করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।" অপর এক মন্ত্রী বলিলেন,—"তাহা হইলে লোকটা পালাইয়া ষাইবে যে!" প্রথম বক্তাবলিলেন,—"যায় ষাউক—ও আপদ গেলেই ভাল।" মন্ত্রীগণ নিজেদের অভিমত রাজার নিকট ব্যক্ত করিলে, তিনি তাহাতে সন্মতি দিলেন। রক্ষককে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল এবং কি হয় দেখিবার জন্ম তাঁহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুই হইল না। বন্ধী প্রচণ্ড উত্তেজনার বশে সহসা নরহত্যা করিলেও স্বভাবতঃ সে অত্যন্ত আয়েসপ্রিয়, নিরিবিলি ধরণের লোক ছিল। বহিন্ত্রণতে তাহার বিশেষ কোন বন্ধন ছিল না। সে বাহা চায় কারাগারে আসিয়া যেন তাহাই পাইয়াছিল—নিয়মিত আহার নিজ্রা ও অনাবিল শান্তি, জীবিকা-নির্বাহের জন্ম এতটুকু উদ্বেগেরও আরশ্রক নাই। আর চাই কি।

স্তরাং মধ্যাহ ভোজনের সময় দণ্ডিত ব্যক্তি বাহিরে আসিয়া যথন রক্ষককে দেখিতে পাইল না, তথন কিঞিৎ বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক নিজের খাল নিজেই লইয়া আসিবার জন্ম রাজবাড়ীর পাকশালায় গেল। তাহাকে যে খাল দেওয়া হইল, তাহা লইয়া সে কারাগারে ফিরিয়া আসিল, এবং স্বয়ং কারাবার বন্ধ করিয়া ভিতরে রহিল। পরবর্ত্তী দিনেও সে ঐক্ষপ করিল। তাহার ব্যবহারে

পলায়ন করিবার চিক্নাত্রও প্রকাশ পাইল না। তাইত কি করা যায়। ব্যাপারটি পুনর্কিবেচনা করা হইল।

উাহার। স্থির করিলেন, "আমরা এবার তাহাকে সোজা কথায় বলিয়া দিব যে আমর। আর তাহাকে চাহি না।" হুতরাং বিচার সচিব তাহাকে নিকটে আনয়ন করিয়া বলিলেন, "তুমি পলায়ন কর নাকেন? তুমি যেখানে ইচছা যাইতে পার, রাজা তাহাতে কিছু মনে করিবেন না।"

ন্যেকটি উত্তর করিল, "সে কি কথা, তোমাদের আশ্রে ছাড়া আমার দাঁড়াইবার স্থান কোথায় ? বাহিরের লোক কেইই আমাকে স্বচকে দেখিবে না, অধিকন্ত আমার কার্য্য করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমরা আমার সহিত বেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহা কোনমতেই উচিত হয় নাই। প্রথমতঃ যথন মৃত্যুর আদেশ দিয়াছিলে, তথন আমাকে হত্যা করাই তোমাদের উচিত ছিল। किस जारा कत नारे। वहीं वकि मराकृती। विजीयजः, তোমরা আমাকে যাবভনীবন কারাবাস দিয়া আমার থাভাদি আনয়নের জন্ত একজন ভূত্য নিযুক্ত করিয়াছিলে, কিছদিন পরে তাহাকেও অপসারিত করিলে, এবং আমাকে নিজের খাদ্য নিজেই আনিতে হইল। ইহাতেও আমি তোমাদিগকে কিছু বলি নাই। কিন্তু এবার তোমরা স্বয়ং আমাকেই বিদায় হইতে বলিতেছ, আমি ইহাতে রাজী হইতে পারি না। তোমরা যাহা থুসী করিতে পার, আমি কিছতেই ঘাইব না।"

এখন কি করা যায় ? পুনরায় সমিতির বৈঠক বসিল।

তাঁহার। চিন্তা ও গবেষণা করিতে লাগিলেন,—তাঁহাদের কোন্ পদ্মা অবলম্বন করা উচিত। সাব ত হইল, তাহাকে দ্র করার একমাত্র উপায় তাহার জন্ম একটা বৃদ্ধি নির্দ্ধারিত করা। তদমুধায়ী তাঁহারা রাজার নিক্ষ্ণি করিলেন—'ইহা ব্যতীত অন্ম কোন উপায় নাই। আমরা যে কোন উপায়ে তাহার হন্ত হইতে নিন্তার লাভ করিবই'। বার্ষিক ভাতা ছয় শত ফ্রান্থ সাব্যান্ত হইল এবং কারাবাগীকে তাহা জানান গেল।

সে বলিল, "আহ্না, যতদিন তোমরা ঐ টাকা নিয়মিত ভাবে দাও, ততদিন আমি তোমাদের প্রস্তাবে দম্ভ আছি এবং ঐ চুক্তিতে প্রস্থান করিতেও রাজী হইলাম।"

এইরপে ব্যাপারটি মীমাংসা হইয়া গেল। বার্ষিক বৃত্তির এক তৃতীয়াংশ সে অগ্রিম প্রাপ্ত হইয়া রাজার রাজ্য ভাগার করিল।' বেলযোগে রাজ্য অতিক্রম করিতে মার ভাগার পনর মিনিট সময় আবশুক হইয়াছিল। সেরাজ্যের সীমাস্ত প্রদেশে আসিয়া একটুখানি জমি ক্রম করিল, এবং সেধানে একটি শজীবাগ খুলিয়া এখন বেশ স্থাব অছন্দে আছে। যথা সময়ে বৃত্তির টাকা আনিতে রাজদরবারে যায়। টাকা পাইলে জ্য়ার আজ্ঞায় গিয়া ছই তিন ফ্রান্ধ বাজী রাখে। সেখান হইতে কধন বা হারিয়া, কখন বা জিতিয়া সে বাটী প্রত্যাগমন করে। সেবেশ শান্তিপূর্ণ নিরিবিশি জীবন যাপন করিতেছে। ভবে এখনও নাকি কর্মহীন, উদ্বেগহীন কারাজীবনের মৃতি মধ্যে যথেয় তাহাকে পীড়া দেয়।\*

\* टेलहेरद्वत 'Too dear' नामक शब्र व्यवस्थान ।



## এক পাতা

#### কুমার কোকনদাক্ষ রায়

হেলিয়োটোপ রংএর শাড়ী-পরা মেয়ে।
তার সাথে দেখা হোল নীল সায়রের ক্লে।
ত্রুন যথন ফিরে এলুম তখন স্মাকাশ তারায় তারায়
তরে গিথেছে, —সাগরের বুকে স্থলরী চাঁদের নাচের
মন্ত্রিস ব'সেছে।

নাম তার অসিত।।

তার চোথ ছটার ভেতর দিয়ে বেন আমি তার অন্তরতম ভাষাটী পর্যান্ত দেখতে পেতৃম—তার দেই চোথ ছটা আমায় কোন এক স্বপ্রদোকে নিয়ে যেত।

> "আজি বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা ভাদরে, আকাশ-ভাঙা আকুল ধরা কোথাও না ধরে"...

খুম ভাঙ্গতেই প্রভাতী বায়ুর সাথে বর্ধার সজল অরুকারের মেঘ-মল্লারের গান পাশের ঘর থেকে ভেসে আসহে, বড় মধুর শোনাচ্ছে—এতে বিরহের স্থর একটুও নেই। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার মন্দির পূর্ণ, হন্দ্র কাণায় কাণায় ভরা। মাঝে মাঝে যথন আমার চোথ হুটী তার উজ্জ্বল কালো চোথ হুটীর ওপর গিয়ে গড়ে, কিসের আলো ঐ চোথ হুটীতে অলু জলু কোরে ওঠে চ

দে কি প্রেমের না করুণার ?

মানরাত্রে যথন ঘুম ভেলে বায়, চারিদিক এত নিজ্ঞর, মনে হয় পৃথিবীর বুকের ম্পান্দনধ্বনি শোন। যাছে । যেন ক্লান্ড প্রান্ত ধরণী সারাদিন অগণিত পথিকের পায়ে চলার তার বয়ে বরে প্রান্ত হয়ে পড়েছে—তার সেই প্রান্তির দীর্ঘনি:খাস প্রহরে প্রহরে কোন এক অঞ্জান। ব্যথায় কেপে উঠছে। সেই ম্পান্তন ধ্বনির সাথে আমার পূর্ব বিদ্যুটীও যেন তালে তালে একই ছ্বের, একই ছব্লে রয়ে বেকে চলেছে।

সম্পুথের জানালার দিকে অনিমেষ নয়নে রাত্রের গভীর অন্ধকার ভেদ কোরে চিরপিপাস্থ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি; সেধানেও প্রেম করুণা ভরা আর একথানি অনিজ হিয়াও কি ধুক্ধুক্ কোরতে থাকে? তার ঐ হিয়ার স্পন্দন যেন আমার হিয়ার স্পন্দনের সাথে তালে তালে বাজতেই থাকে; পৃথিবীর চিরস্তনী স্পন্দনের মত সে ধ্বনি যেন কোনোদিনও না থামে। বাতাস থমথমে হয়ে থাকে। তারাগুলো এত কাছে মনে হয়, যেন মাথার ওপর আলোর মালা জালিয়েছে।

"প্ররের আলো ভূবন ফেলে ছেয়ে, স্থরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে, পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে, বহিয়ে যায় স্থরের স্বরধুনী"—

আজকাল হারে হারে দিনরাত ভরে গিয়েছে। রাজের সব কাজ দেরে গোলা জানলার কাছে অদিতা তার দেতার নিয়ে বসে। তারা ভরা রাত্রের প্রহরগুলি হারের ধরারে ভরে যায়। তারই মঞ্জশক্তি ছড়িয়ে পড়ে, ভ্বনে, ভ্বনে, আকাশে, আকাশে, বাতাসে, বাতাসে, লতায়, জলে হালে ভেসে ওঠে এক অপূর্ব্ব মায়ার পরশ—ছন্দহীন, সংজ্ঞাহীন, শক্তিহীন। সেই হার-ঝন্ধার-ভরা রাত জ্বীবনে আমার ক'টাই বা এসেছে, ক'টাই বা আসবে ? মিলনের হার সমানে বেজেই চলেছে…

প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আসে তার অত্ল সম্পদ নিয়ে,
আবার মিগন-ধেলার শেষে ক্লান্ত দিবসগুলি, অন্ত-রবির
শেষ শিধাটার সাথে কোন্ অনন্ত আঁধারে তলিয়ে যায়।
অসিতার পূর্ণ হিয়ার স্পর্দে আমার হলয়ে এক অপূর্ব ভাব এসেছে। সে ঘথন সেতার নিয়ে বসে, তার সেই সেতারের মীড়ের ক্লণ রাগিণীর মত আমার হিয়ার
অন্তর্ম ভন্নীটিও কিসের অক্লাত বেগনায় আরও ক্লণ স্থারে বেজে ওঠে, সমন্ত দেহ মন কেঁপে ওঠে সেই স্থারের হিলোলে।

> "কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে, হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে, আমায় ভূমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে, চৌদিকে স্থায়ের জান বুনি"—

এমনি কোরে অসিতার অপূর্ব স্থরের ভিত্র নিজেকে হারিয়ে কেলাম। আমাদের এই মিলনের স্থরে কোনোদিন যে বিচ্ছেদের বেস্থরা রাগিণী বাজবে কল্লনাও করিনি।

স্থাবে পর হঃখ, আনদের পর নৈরাখা, আলোর পর আধার; তেমনি আমাদের মিলনের পর এল বিচ্ছেন, তার বিষাদ কালো রূপ নিয়ে। স্বপ্নেও ভাবিনি এই আমাদের চির বিচ্ছেদ……

এই বিচ্ছেদ এল আমাদের মিলন সভায়, শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে চুপে চুপে স্পন্দিত পদে তুলে তুলে আমাদের অজ্ঞাতে—একেবারে অজ্ঞাতে।

এক বদস্তপ্রাতে এসে অসিতা বলে—"তবে আসি?"
তথন দেখতে পেলাম রোড্রাজ্জল আকাশের ওপর
দিয়ে একথানা লঘু মেঘ চলে গেলে নিমের প্রদীপ্ত ভূমি
যেমন মলিন হয়ে যায়—অসিতার স্থলর ম্থথানিও ঠিক
তেমনি মলিন হয়ে গেছে। শুধু মুহুর্তের জন্ম অসিতার
গুঠাধরে, অপরাহ্কালের দিক চক্রবালের নিঃশব্দ বিহাৎপ্রভার মত, ক্ষীণ একটা দ্রান হাসির রেথা দেখা দিয়ে
আবার মিলিয়ে গেল। সে যেন বলে গেল—

"বসম্বের এই ললিত রাগে
বিদায় ব্যথা লুকিয়ে জাগে
ফাগুন দিনে গো
কাদন ভরা হাসি হেসেছি!"
ধীরে শীরে গাড়ীটা পথের শেবপ্রাস্তে মিলিয়ে গেল,

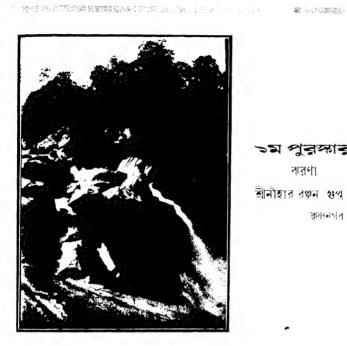
যেন সাঁঝের বেলায় থাঁচার পাথীটা দুর দিগতে অন্তর্নির গোধুলির রালা আলোর সাথে একেবারে কোন্ স্বপ্নালোকে বিলীন হয়ে গেল। আজ অসিতার বিদাধের দিন। সে চলে গেল।

সারারাত আর ঘুম হয় না। নীল আকাশের সাগর ভরে অগণিত তারার উজ্জ্বল দীপগুলোর দিকে চেয়ে থাকি; বারবার মনে হয় মৃত্যু আমায় ভাকছে, চুপে চুপে দে বলছে, নিয়ে যাবে দে, গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় নীহারিকার অগ্নিময় পথ দিয়ে—লোক লোকান্তরে—— অন্তহীন পথ-যাত্রায়, মকলগুর প্রকলিণ কোরে, বৃহশতি পেরিয়ে অগ্নি-মেখলা শনি ভিকিয়ে, ইউরেনাদের পাণ দিয়ে বক্ষণ তারা ছাড়িয়ে দে একেবারে নিয়ে যারে অসীম তারালোকে! সারারাত হাওয়ার কত রক্ষের শক্ষ, গাছগুলো তুলিয়ে পাশের বাড়ী কাঁপিয়ে দে বারবার বোলছে কোথায় যাবে প তারাগুলো দীপ্ত চোপে চেয়ে ভাকছে—এসো—এসো—এসো—

ভোরের আলোর সাথে একে একে তারাগুলো সব মিলিয়ে গেল—অরুণবরণা উষার কোলে সুর্য্য সোনার শিশুর মত জন্ম নিল—চারিদিক আলোয় আলোয় ভরে গেল। আমার অনিক্ত ক্লাস্ত আঁথির উপরও এক ঝলক প্রভাতী আলো এসে ছিটিয়ে পড়ল—সক্ষে সহে মনে করিয়ে দিলে জীবনের চিরজাগ্রত সত্যকে।

আন্ধ অনেকদিন পরে এই মাধবীরাতে কি ন্ধানি কেন অসিতাকে মনে হোল। আন্ধ প্রাণের ভেতর থেকে সমানে প্রশ্ন উঠছে—আমি যে বালু বেলার উপর অসিতার ঠোটের উপর ঠোট রেখে "ভালবাসি, বড় ভালবাসি" বলেছিলাম, সে কি সভ্যিকারের "ভালবাসাঁ, "লাভ্", "প্রেম" না ক্টনোন্মুথ যৌবনের অধু রন্ধিন নেশা, যার মোহন অঞ্জনে পৃথিবীর যা কিছু সবই রন্ধিন হয়ে চোধের সামনে ফুটে ওঠে?

## পুষ্পপাত্র ফটোপ্রাফ প্রতিযোগিতা— গাং



শ্রীনীহার রঞ্জন গুপু ক্রন্যনগর

CLOSE A SECRET SOLDIES OF PRODUCES AND INDIVIDUAL MARKET THEFT.

২য় পুরস্কার माँ ছের বেল। শ্রীসলিল মিত্র ক্ৰিকাতা



লক্ষীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা





#### শ্রীবলাই দেবশর্মা

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

#### ঘরের কথা

'উপরে স্থাকোন্-চোকন, ভেতরে খ্যাড়ের বোঝা' এইরপ একটা বাক্য এদেশে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান অবস্থাটা অনেকটা এইরপ দাঁড়াইয়াছে। বাহিরে দেখা দিয়াছে একটা ওচ্জলা, ভিতর কিন্তু মধ্যকার। কাপুড়ে সভ্যতার প্রচণ্ডতায় বাঙলার পূহ একেবারে শৃত্ত হইয়া পড়িতেছে। ঘর ত নাই-ই, সবই বাসা। এ বাসাও সমুদ্রে ধ্বংসের উদ্বেশিত বক্ষ বিস্তারে। যাউক এ কথা, কথা হইতেছে বাকালী বড়ই গৃহ-প্রিয় ছিল। এই ঘর পাইয়া তাহার কত আগ্রহ, কত যত্ব, কত মমতাই উচ্চ্পিত হইয়া উঠিত বক্ষ্যমান বক্তব্যে তাহাই দেখিতে

ঘর-গৃহস্থালীকে সাজান-গোছান বাঙালীর কড আদরেরই নাছিল! এই সাজান র্যাফেলের চিত্র দিয়াও নহে। জাপানী ভেস দিয়াও নহে। অথবা অর্কিড বা কেটনের বাহার খেলাইয়াও নহে। বরং ইহার বিপরীত। বাগান-বাগিচা, ক্ষেত-খামার এবং পুষরিণী গৃহস্থের ইহা একটা লক্ষণ ছিল। সম্পন্ন গৃহস্থের একটা পরিচয় দিতে হইলে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা হইড বে ক্ষেতে খামারে জাজ্জলামান।

এখন যাহাদের জনসাধারণ বলিয়া রাষ্ট্রীক পরিভাষার শীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহি, পূর্ব্বে ভাহাকে বলিতাম গৃহস্থ, কতকগুলি নর-নারীর একজ স্থাবেশই পার্হস্থ জীবন নহে। কোনও গড়িকে আনা, গুজা, থাওয়া ইহাও গৃহস্থালী নহে। গুল্ব-শীবন একটা শিষ্ট রীডি। খাওয়া এবং খাওয়ানো। আনা ও দেওয়া। উহা যেন একটা ছদ্যন্ত্র আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ! বল গৃহস্থালির লক্ষ্যাদশজনের সহিত জীবন-যাপনা। সেই জন্ত গৃহস্থ জীবনের একটা বৈধ ক্ষ্মপ্রটান আছে।

বাঙলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে, যে গৃহে গাড়ী ও তুলসী বৃক্ষ নাই, তাহা শাশান তুলা। তাই গোপালন গৃহস্থালির একটা অপরিহাণ্য অক ছিল। অধিকাংশ গৃহেই গোয়াল থাকিত, থাকিত গোয়াল পোরা বক্না গাড়ী! হাল লাকলও প্রতি গৃহস্বকে রাখিতে হইত। প্রায় প্রত্যেকেই পৃদ্ধবিণী না হউক একটা ভোষাও কাটাইত। আজও যে বাংলার পদ্ধী-ভবনগুলিতে অসংখ্য খানা ডোবা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঐ পুরাতন বাংলার জীবন রীতির অবশেষ। ক্ষেত ধামারের সহিত্ত বাগান বাগিচাও প্রত্যেকের একটা সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত। যাহার উদ্যানের উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকিত না, সে আঙিনার মাঝে তুইটা লাউ কুমড়া বেগুন সীমের গাছ রোপন করিয়া নিত্যকার সাংসারিক অভাব মিটাইয়া ক্রত।

এখন ত্ইবেলা বাজার, ত্ইবেলা কেনাকাটি। এক পর্স। আয় হইলে ত্ই প্রসা ব্যয় হইয় য়য়। লক্ষী যেন ছুটিতেছেন। তাঁহাকে ধরিয়া রাথিবার উপায় নাই। কিছা আমরাই যেন তাঁহাকৈ তাড়াইয়া দিতেছি। কোন রূপেই গৃহে থাকিতে দিব না এমনি করিয়া বিলায় করিয়া দিতেছি। একটুখানি উঠান প্ডিয়া ত্ইটা শাকের বীজ ছড়াইয়া দৈনিক ছইটা প্রসাঞ বাঁচিয়া বার। কিছু এই ব্যবহার প্রাচীনতা আছে

বলিয়া উহা বৰ্জন করিয়াছি। টাট্কা শাক্ শব্জিতে খাদ্যপ্রাণ 'ভাইটামিন' আছে বলিয়া প্রভ্যহ চারি পয়সার শাক কিনিব, তবু ছই কোনাল মাটি কোপ।ইয়া একটু শাকের ক্ষেত্ত করিব না। অথচ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও দ্ধিয়াছি গ্রাম্য জমিদার গৃহিণী শাকের ক্ষেত খুঁড়িতেছেন, কুমড়া ও লাউয়ের মাচা করিয়া দিতেছেন, বেগুনের গাড়ায় গোড়ায় ভুল ঢালিতেছেন।

পুরাণী বাঙলার কথা কহিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। একটি মাত্র প্রয়োজন গত দিনের ও আধুনিক **দিনের তুলনায় স্মালোচনা করিয়া পরিবর্জ্জন ও গ্রহণ।** আধুনিক নাকি সমুশ্নত, সভ্যতর ও সম্পূর্ণ। কিন্তু এই সমৃদ্ধ আধুনিকে কি পাইয়াছি ও কি হারাইয়াছি, তাহাও ত বিচার করিতে হইবে। উন্নতির দীপ্ত দিনে আর কি হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা, তবে একেবারে যে নিংম, রিক্ত ও পথের পথিক হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে ष्पात मत्मर कतियात किष्ट्ररे नारे। भूतानी मिटन किन्न আর বস্ত্র ছিল, ছিল স্বাস্থ্য ও শক্তি, আর ছিল প্রাণের मात्य ज्ञातित्मय जानन। जाक अधू नीर्याम!

উকাইয়া মরিয়া সভা হইতে পারিনা ও চাহিনা। জগতের কোন মামুষ ও কোন জাতিই এমন হইতে সমত নহে। সেই জাত প্রাচীন দিনের অর্থনীতিক বাবস্থাটা পর্যাবেক্ষণ করিতে চাহিতেছি। পূর্বে বাংলার অতি অল্প গ্রামেই দৈনিক হাটবান্ধার বসিত। বিশ পঁচিশধানি গ্রামের মধ্যে একটা হাট বসিত। হাট সপ্তাহে ছই দিন বসিবার নিয়ম। পাচের হাট আর ভিনের হাট। অর্থাৎ সপ্তাহে রবিবার ও রহস্পতিবার কিছা সোমবার এবং শুক্রবার এই ছই দিন হাট বসিত। ভাহাতেই লোকের যাবতীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইত।

নগুদ অর্থ দিয়া কেনাকাটার রীতি ছিল না বলিলেই ছয়। কেতের ধান, পুকুরের মাছ, উঠানের শাক শবজি ইহাতে যে প্রয়োজন মিটিত, তাহা পর্যাপ্তরূপে। এখন-কার মত হালুইকরের মিষ্ট সন্দেশ, লুচি কচুরি ধাওয়ার त्रीिक हिन ना। अफ मूर्फ अथवा नातिरकन नाष्ट्र। অৰৰা কীর ছালা। প্রায় প্রতি গৃহেই ছগ্ন হইড। র্থানি খুব কম ছিল। কাজেই কীর ছানাও প্রচুর শিওপুরতে হত্যা করা হইল। এমনি কর্জ 🖫

পরিমানে পাওয়া যাইত। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে টাকায় ল দের হুধ ও আটদের ছানা দেখিয়াছি। একজন অতি সাধারণ গৃহস্থের বাটীতেও ছানা ও এড निश खनर्यारनत ती जि हिन।

মংস্তপ্রিয় বান্ধালীর মাছ নহিলে চলে না। খাদো মাছের গন্ধও চাই। কিন্তু পল্লীতেও ১ টাকা পাচ সিকা মাছের দের। সহরের বাজারে বরং পাওয়া যায় পল্লীতে প্রায় তৃত্থাপ্য। এমন যে কেন হইয়াছে, মাচ আর পাওয়া যায় না, যাইলেও হর্মলা। মাছের জল রাষ্ট্র রুর্তৃপক্ষকে মংস্থা বিভাগ ( Fishery Department) খুলিতে হইয়াছে আরও কত হইবে কে জানে।

বাংলার নালায় থালে মাছ পাওয়া ষাইত। ছিপে মাছ ধরার রীতিও ছিল, বিলাসও ছিল। যে কোনও ডোবা ডহরে মাছ ধরিতে বসিলে নিমিষের মধ্যে প্রয়োজনাধিক মাছ পাওয়া যাইত। মাছ কিনিত খুব কম লোক। সকলেরই প্রায় পুকুর ছিল। যাহার থাকিত না, সে অন্তের পুকুরে ধরিয়া প্রয়োজন মিটাইত। এমনও দেখিয়াছি কাহারও গৃহে কুটম্ব আসিয়াছে মংক প্রয়োজন। একখানা গাঁতি জাল ফেলিয়া মাছ ধরা হইল। হাটের দিন থাকুক বা না ধাকুক, কাহারো গৃহে আত্মীয় স্বন্ধন আদিলে মংস্তের অভাব কেইই বোধ করিত না। যাহার পুন্ধরিণীতে বেশী মাছ সেই খানে ধরাইরা গুরুত্বকে পাঠাইরা দেওয়া হইত। এমনি ছিল পুরাণী বাংলার সমবায় জীবন।

গৃহস্থ জীবনের খুটিনাটী হইতে তাহার বৃহৎ অমুষ্ঠান পর্য্যন্ত পর্যাবেক্ষণ করিতে ছইবে। তবে তাছার সম্প্র প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। আজ আমরা বৃহৎ বিছ দেখিয়া বস্তুর গুরুত্ব পরিমাণ করি। কিন্তু সেই বৃহত্তের জঠরে কতথানি শুগুতা তাহার দাবদাহ লইয়া হা**হাকা**র করিতে থাকে, তাহা দেখিতে পাই না, দেখিতে চাহিনা। অম্বকার সভ্যতা নাকি অহুপ্র অতুলনীয়। कि এই मर्काचन्त्र मञ्जूषा याश উপहात निष्टाह, जाहा बानगीव আচারের অহরণ। অর্থশালী সম্ভানসম্ভতি সুইরা সুংখ থান্দিকে পারনা। অর্থের লালনার পালাত্য ধনী লিকবারে

উদাহরণ দিব ? দিতে হইলে সাতকাণ্ড রামায়ণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই বড় ছাড়িয়া ছোটর পরিচয় দইতে চাহিতেছি।

ঘরকে সাজাইয়া মাজাইয়া তোলা মানবের চিরস্কন প্রকৃতি। আজও ইহা আছে কালও ইহা ছিল; প্রভেদ কেবল ভঙ্গিমার। আজ গৃহকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিতে কত কি সংগ্রহ করিতেছি। এই সংগ্রহের মধ্যে অধিকাণই বিলাস দ্রব্য—মহার্য ও বৈদেশিক। গৃহস্তের অলিন্দে এখন দশটাকা সুল্যের একটা 'অর্কিড' শোভা পায়, কিন্তু একটা কদলী রক্ষ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেকেলে বাঙালী গৃহস্ক ষে সব ফুলগাছ রোপন করিয়া তাঁহার গৃহসক্ষা করিতেন, তাহা বাংলার স্বভাব-জাত। উহা সংগ্রহ করিতে একটা কড়িও ব্যয় হইত না। অথচ সৌন্দর্য্য ও শোভনীয়তার অভাব হইত না। বাঙালীর উদ্যানে চীনের তাল বা স্বইজারল্যাণ্ডের ফার্ণ— ধাকিত না বটে, ধাকিত কলা গাছ, ধাকিত নারিকেল ও কার্যাল গাছ।

সবই ভাবিয়া চিন্তিয়া বেশ হিসাব করিয়া করা হইত কিনা বলিতে পারিনা; তবে পুরাণী বাঙলার জীবন রীতিতে বেশ একটা অর্থনীতিক দ্রদৃষ্টি ও স্বদেশিকতার পরিচয় পাই। বর্জমানে যত সব 'ঠুন্কো পল্কা' জিনিষ কয় করিয়া আমরা অর্থের অপব্যবহার করি। তথনকার ঝোঁক ছিল পিন্তল কাঁসা ক্রয়ের দিকে। ফেরিওয়ালা মন্তব চিরকালই আছে। এখনও আছে তখনও ছিল। এখন জামা, কাপড়, সেমিজ হাঁকিলেই বালালী পুরালনারা এক টাকার জব্য পাঁচ টাকায় ক্রয় করেন; করিয়া কাপ্ডে, সভাতার আয়ুক্ল্য করেন। তখনকার অন্তঃপুরিকারাও যে বস্তবসন ভালবাসিতেন না এমন বলিতেছি না, তবে তাঁহাদের ঝোঁক ছিল—পিতল কাঁসার দিকেই বেশী।

পূর্ব্বে গদান্নান, দেবদেবী দর্শন ও পূজাপার্কাণ উপলক্ষ্যে তীর্থে বা দেবস্থানে গমন নারীক্সাভির একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। এই উপলক্ষ্যে তাহারা কিছু না কিছু ক্ষম করিতেন। সেই জীজ জ্বব্যের মধ্যে অধিকাংশই গাকিড কাংশ ও পিত্তল নির্মিক্ত বস্তু। বেমন—বন্দুরে বাটী, কিন্তব্রে থাকা, গাগজাই বন্ধী ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখিয়াছি বাকণীতে গদ্ধান্তান করিতে গিয়া কেই একটি চুম্কি ঘটা কিনিয়া আনিতেছেন, ফুল্দোল দেবদর্শন করিতে গিয়া একখানি জগন্নাথের থালা কিনিয়া আনিতে-ছেন। এমনি কত কি প

পুরাণী বাঙলার স্ত্রী ও পুরুষ প্রায় সমভাবাপর ছিলেন। বিলাসী যে কেই ছিল না—এমন বলিতেছি না। ঐ বিলাসী "অলবডেড" বলিয়া সমাজে নিন্দিত হইত। গৃহস্থ মাত্রেরই প্রবণতা ছিল জোত্র জমার দিকে। পুদরিণী বাগানের প্রতি। পদ্ধীর বিশেষ অর্থশালী ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও দেখিয়াছি, ক্ষেতের আইলে ঘুরিয়া ক্ষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে। এখন আভিজ্ঞাত্য হইয়াছে মিনার্জা মোটরে ও স্থুসজ্জিত ভুমিংক্লমে—বৈঠকখানায়। তখন আভিজ্ঞাতোর শ্লাঘা ছিল কেতে খামারে ও বাজু বাউটীতে। বর্ত্তমানের অভিজ্ঞাত দশ টাকার পেটল পোড়াইয়া বাবুয়ানী করেন, অথচ তাঁহার গৃহে আধভরির সোণা বা রূপাও পাওয়া যায় না। আর গ্রুর গাড়ীর দিনের বড়লোক—যিনি দশক্রোশ পায়েই হাটিয়া চলিতেন, তাঁহার গ্রেহ বিশ্বভির সোণা মিলিত।

এখনো ঘর একেবারে উৎসাদিত হয় নাই, তবে ভাঙ্গিতে বসিয়াছে। ঘরের প্রতি বাঙ্গালীর আর মমতা নাই। ঘর ও গৃহস্থালী এখনো আছে বটে, তবে তাহা ভূত্য ও ঝি-তান্ত্রিক। গৃহিণী রক্ষশালায় না সিয়া সিনেমা হাউসে। গৃহস্থ চঙীমওপে না বসিয়া ক্লাবগৃহে। ঘর আছে মাত্র। থাকিবার প্রয়োজন হয়ত ফুরাইয়া আসিয়াছে। হয়ত বা অচির ভবিষ্যতে গৃহের প্রয়োজনই ফুরাইবে। হোটেলই হইবে জীবন সর্বস্থ। বেমন পাশ্চাত্যের হইরাছে।

সেকালের বাদালীর ছিল গৃহ অন্তঃপ্রাণ। সেই জন্ম তাহার ঋদ্ধিও ছিল সমৃদ্ধ। আজ বাঙালীর গৃহে ছুইখানা পোর্দিলেনের বাসন ও এ্যালুমিনিয়ামের জিদ্ ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া ত্তর হইয়ছে। পূর্বে এক একটি গৃহস্থের গৃহ হইতে যে বাসন কোসন পাওয়া যাইত, তাহাতে পাচশত লোকের খাওয়ান দাওয়ান অবধি চলিত। এমন বৃহৎ সতরঞ্ভ জাজিম খাকিত, যাহাতে স্বৃহৎ সভার কার্য অনায়াসে সম্পাদিত

হইত। সঞ্জিপন্ন গৃহত্বের বাটীতে এক একটা বাসনের ঘরই থাকিত। এই বাসন কেবল মাত্র গৃহসজ্জা নতে, এক একটা সম্পত্তি বিশেষ। যে গৃহস্বামীর ঘরকরার তেমন দরদ থাকিত না, ভাহাকে হাভাতে হাঘরে বলিয়া নিলা করা হইত।

এখন অনেক পদ্ধীতেই কোঠা বাড়ী হইয়াছে।

শত বৎসর পূর্বে ঠিক এরপ ছিল না। খড়োঘরই

ছিল আদরের আবাস স্থান। সেই সব ঘর নিতান্ত
পর্বকৃটীর ছিলনা। তাহার নির্দ্ধাণ কৌশল, তাহার

ছন্দ, তাহার সৌঠব ছিল—মনোহর। দেখিলে চকু

কুড়াইয়া যাইত। অথচ ইটক নির্দ্ধিত গৃহে যে বায়

হয় তাহার অর্দ্ধেক বায়ও হইত না। কারণ মাঠের

মাটি, জমির খড়, এবং ঝাড়ের বাঁশ ও বাগানের
তালগাছে অনেক অর্থ ই বাঁচিয়া যাইত।

এই সৰ গৃহকে নিত্য পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন একটা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। ঘর পরিক্ষারের নাম কাঁথে পাড়ে নিকান। অর্থাৎ আঙিনা হইতে উচ্চ দেওয়াল পর্যাস্ত নিকানকে কাঁথে পাড়ে নিকান বলে। এই প্রাত্যহিক কার্য্য। অনেক ক্ষেত্রে গৃহিণীরই এইটি কর্ত্তব্য ছিল। মদেশী আন্দোলনের সমন্ন বাংলা ১৩১০ সালে রাঢ়ের এক পল্লীগ্রামে কোনও সামাত্য ক্ষিজীবির বাটীতে দেখিয়াছি গৃহিণী তাঁহার কতা দেওয়া শেষ করিয়া প্রায় দশ্টার সমন্ন আন করিতে অবকাশ পাইলেন।

যে সম্পন্ন গৃহত্ত্বের কথা উল্লেখ করিলাম, তিনি যেমন তেমন সম্পন্ন নহেন, তাঁধার বাড়ীতে অস্কতঃ পাঁচ হাজার মোন ধান্ত বাধা দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া পুকুর বাগান ক্ষেত খামার ঐশর্য্য যেন উথলিয়া উঠিতেছে। এমনি গৃহের গৃহকর্ত্রী কাঁথে পাড়ে নিকানকে শারীরিক ছুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন না। বরং তাঁহার এই ধারণা ছিল যে ইহাই লক্ষ্মীন্ত্রী লাভের পদ্মা। অন্ত দিকে এক বিধবা জমিদার গৃহিণীকে আভিনার আগাছা তুলিতেও দেখিয়াছি। গৃহের প্রতি গৃহস্থালীর প্রতি পুরাণী রাঙলার নর নারীর এমনিই দরদ ছিল আজ গণতজ্বের বুগে এই সব হীন কাক্ষ চাকর বাকরদের হাতে পড়িয়াছে। শাস্ত দেশ কুজিরা এমনই এক রব উঠিয়াছে। কণাট, সভ্য। দেশে তুগ্ধ ত্মত নাই, মৎস মাংস নাই। বাল্য কালে দশ পনেরে। সের ছধ দেয় এমন গাভী প্রায় প্রত্যেক গৃহেই প্রতিপালিত হইত। এই প্রতিপালন কণাটা লক্ষ্য করিবার। ভেয়ারি ফার্ম্মের স্থবিধার দিনে গো-পালন কার্যটা নব্য বাঞ্চালী ভূলিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্বতন গৃহস্থের এই গো-সেবা ছিল একটা অবশ্য কর্ত্তব্য। চাকর কাকরের হাতে গোপালনের ভার দিয়া গৃহস্থ কথনই নিশ্চিম্ন পাকিতেন না। নিজের হাতেই গোসেবা করিতেন।

এখন গো-দেবার একটু কাহিনী কহিব। ইহা বাস্তব ঘটনা। পচিশ ত্রিশ বংসর পূর্ব্বেইহা ঘটনাছে। একজন অর্থ শালী গৃহস্থ তাঁহার অনেকগুলি গোফ ছিল এবং তাঁহার গো-দেবার সম্বন্ধে একটা খাতিও ছিল। উক্ত সম্পত্তিশালী ব্যক্তি নিজে গোয়াল পরিষার করিতেন। রাত্রে গোয়ালে গিয়া গামছা দিয়া প্রত্যেক গক্ষর ক্ষুর পরিষার করিয়া দিতেন। খোল খড় ছাড়া তাঁহার গাভীগুলির খাত ছিল কলাই খেঁদারী প্রভৃতি।

উক্ত গ্রামে কামিনী মুগোপাধ্যায় নামে একজন সৌথিন ব্যক্তি বাদ করিতেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত গৃহস্বামীর কতকটা প্রতিদ্বন্ধী। জাঁহারও গো-সেবার দ্বপ ছিল। তিনি জাঁহার গাভীকে মটর স্থাটী থাওয়াইতেন। ম্থন মটর স্থাটীর সের ছয় আনা, আট আনা, তথনই তিনি উহা গাভীর থাতরপে ব্যবহার করিতেন। কলাই থোঁসারীর মোন একটাকা বা বার আনা, উহা কিনিয়া থাওয়ানতে বাহাহুরী নাই। তাই প্রতিপক্ষের কাছে বাহাহুরি লইতে জাঁহার গাভীকে উক্ত রূপে খাত্ম দিতেন। ঘটনাটি উল্লেখ করিলাম এইজক্ত যে, তথনকার লোকের গোসেবার প্রতি কি প্রকার অন্থরাগ ছিল, তাহাই দেখিবার জক্ত।

এখনকার দিনে বালালী শিশু রিকেট রোপে রুড প্রায়, বালালী যুবক ফলা জর্জার; কিন্তু ফল টেরিরার কুকুর রেপার শিকল গলায় দিয়া মোটরে চার্কার রেড়াইয়া আসে। আর বালালীর চিরপ্তা নাইথানায় বায়। মরণশীল বৃদ্ধভূমে যক্ষা ব্যাধি নহে,

ইংহি তাহার ক্বতকর্মের অভিসম্পতি। গোঁড়া ভারত

ইংকেরে প্রশংসা বরিষাছিলেন। আর গাভী যাহাদের

দ্বমাতা, তাহাদের দেশে গাভী হত্যার ব্যবসায় চালাবার জন্ম বিক্রীত হয়! দাসত্ব শৃত্থাল কেন যে

গাকে পাকে জড়।ইয়াছে, তাহা ব্ঝিতে পারিতেছিনা;

ইংবারাইনৈতিক দৌর্বল্য, না অন্য কিছু?

জাতীয় গৌরব গান করিতে গাহিয়া থাকি হেলায় নশ্বা করিল জয়। দিক্ দিগস্তে বিজয় কেতন উড়াইবার শক্তি বাঙ্গালী কেমন করিয়া এবং কোথা হইতে পাইল, গত দিনের বান্ধালীর খাদ্য তালিকায় তাহার একট পরিচয় পাই। একজন বড়লোকের দৈনন্দিন খালোর পরিচয় দিতেছি। ইহা কতকটা দেখা কথা ও কতকটা শোনা কথা। একজন ব্রাহ্মণ বড়লোক যধন মাদিক সহস্র মুন্তা উপার্জ্জন করিতেন তথন নিত্য এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করেন। এই তালিকা ম্বব্যু মধ্যার ভোজনের। এক ছটাক পব্যয়ত ক্রয় করা নহে গৃহে প্রস্তুত, কলাইয়ের ডাল. বড়া এবং একবাটী হুধ। উক্ত হুধের পরিমাণ অস্ততঃ আড়াই দের। রাত্তের থাতেও চুগ্ধের পরিমাণ উক্ত প্রকার। তথন একটা গৃহস্থের যতথানি ছুধ প্রয়োজন হইত, দবই প্রায় মরের হুধ। অর্থাৎ গৃহপালিত গাভী इरेटि उर्भाषि**छ। जाहाटि भाना शुक्रत्वत भाग अन्** এারাফট গোলা কিছা অন্ত কোনও স্বাস্থ্য সংহারী ভেজাল ধাকিত না। কাজেই পুরাণী বাঙলার সস্তানসস্ততিদের শকিশালী হইবার কোনই প্রতিবন্ধকতা থাকিতা না।

বলের কথা যথন উঠিল, তথন এখানে বাঙালীর শক্তিন্ধার একটু ইতিকথা কহিব। সিংহল বিজ্ঞারের কথা প্রায় উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বের বাঙালীর কেমন বলবীধ্য ছিল, তাহারই একটু পরিচয় দিতেছি। বর্জমান জেলার চাঁদপুর গ্রাম হইতে বর্জমান সহর নানাধিক চৌদ কোশ। বাট সম্ভর বংসর পূর্বের দেশে ডাকাতের খুবই উপক্রব ছিল। ঐ সময় মাহ্র মারা একটা ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তথন বর্জমান রাজবাটীতে দেয় থাজনা পৌছাইয়া দেওয়া নিভান্ধ নিরাপদ ছিল না। ঐ রক্স দিনে চাঁদপুর গ্রামের পভবদেব গ্রোপাধ্যায় বর্জমানে রাজবাজনা পৌছাইয়া

দিতে যাইতেন। তিনি ধাার্শ্বক এবং শক্তিশালী বলিয়া অনেকেই তাঁহার হাত দিয়া থাজনা পাঠাইয়া নিশ্চিম্ব হইতেন।

একবার স্বর্গীয় গঙ্গোপাধায় মহাশয় খাজনা দিতে याहेट उट्टन। পথে म'रम विनम अक्टिनमी। अनिमी পার হইলেই অনেকটা নিশ্চিম্ব হইতে পারা যায়। ৬ গলোপাধ্যায় মহাশ্য নদী পার হইতেছেন এমন সময় বুঝিতে পারা গেল ইহা কে ডাকিল-কে যায় ? ডাকাতের আক্রমণ। শক্তিমান গলেপাধ্যায় মহাশয় তাহার পর একটা উত্তর করিলেন—'তোর বাবা'। গাছে ঠেদ দিয়া তিন চারিজন দম্বার আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ভাহাদের এমন আঘাত কবিতে লাগিলেন। क्तिलन (य प्रस्नाता श्रेनाहेशा প्रान वांहाहेन। स्थाना यात्र যে, বর্দ্ধমান রাজসরকার ৮ ভবদেব গলোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্র সাহসিকতা ও শক্তিমন্তার কথা ভনিয়া তাঁহার সেই বংসরের সমস্ত থাজনা ছাড়িয়া দিলেন। এবং তাঁহার উত্তর পুরুষের জন্ম কতকটা ব্রহ্মোত্তর জমিও দান করিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এখনো উহা ভোগ করিতেছেন।

বাংলার ত্থিভাতির এমনি সামর্থ্য ছিল। উহা
সাহসের সহিত শক্তিদান করিয়াছিল। আমরা একাস্ত
পরম্থাপেক্ষী আত্মবিশ্বত জাতি। তাই নিজেদের বীর্ধ্য
বিভব কাহিনী জানিনা। জানিলে ও জানিতে চাাহিলে
বাংলায়ও এক নব রাজস্থান রচিত হইতে পারিত।
দেখিতাম বাংলার জাতীয় ইতিহাসে মারাধান এবং
থার্ম্মাপলীর উপাদানও রহিয়াছে। পুটার্কের বীরচরিত
অপেক্ষা বাংলার বীরস্ব কাহিনী ন্যন নহে।

বালালীর ঘর গৃহস্থালির কথা কহিতে বিসিয়া কোথার আদিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু গভান্তর নাই। এমনই হইবে। কারণ, এই সব কাহিনী বিসিপ্ত নহে। বাংলার গৃহের মাঝে ছিল—পুণা, পুণার পাশাপাশি ছিল বীর্ণা বিক্রম। গার্হস্ত জীবনের অতি সাধারণ তৃচ্ছতার মাঝেই ছিল—মহনীয়তা। সেই জ্ম্ম রাধা থাওয়ার কথা কহিতে কহিতেই মহিয় অবদানগুলিও বলিতে হইতেছে। নব্য বাংলার যে মন আজ মক্ষোয়, বার্লিনে, কন্টান্টিনোপলে ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেই মন যদি ভাহার গোমর লেপিড আভিনার প্রছাভরে অবন্ধিত হয়, সেই আশায় পুরাণী বাঙলার তৃচ্ছ কথা কহিয়া চলিয়াছি।



# বামাক্ষেত্রে কতী বাঙ্গালী

বাংলার চির-বিরহী-যৌবন অন্তবের মণি-কোঠায় প্রেম দেবতাকে উজ্জ্বল করিবার নিক্ষল চেষ্টার বার্থ সম্বল লইয়া শুধু অঞ্জ্বল বিসর্জ্জন করিতেছিল—বৃভূক্ষিত যৌবনের এই গুম্রান বেদনাকে সংহত করিয়া একদা ধে দৃঢ়কায় হাস্থ্যেজ্জ্বল তরুণ বাংলায় প্রথম বীমা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিল তিনিই শ্রিযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে বীমা-জগতে পরিচিত। পান্নালালের কর্মাজীবনের ইতিহাসকে বাংলার উচ্জুসিত যৌবন শক্তির বিকাশ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন'—ক্যাশান্তাল বীমা প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় প্রবর্ত্তক হিসাবে শুধু নহে, দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি প্রক্তৃত্ত মমতা বোধ লইয়া বীমার প্রচলনের জন্ত যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন ক্বত্ত্ত্ত দেশবাসী তাহা চিরদিন শ্বরণ রাথিবে।

পান্নালাল বাল্য-জীবনে পিতৃসকাশে শিক্ষালাভের সোভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন—জাঁহার পিতৃদেব পরে ডেপুটি ম্যাজিট্রেট হইলেও পূর্বজীবনে হিন্দুস্থলে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন— এইখানেই এই সদানল প্রাণধোলা বালকটি নিয়মিত অধ্যয়নের সহিত ক্রীড়াক্ষেত্রেও প্রেছিটা অর্জন করিতে লাগিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যথন কটিকিত বীমাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সৌভাগ্যের উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিলেন তথন তাঁহার আখ্যা "Sporstsman"র (বাংলায় যাহার কোন প্রতিশক্ষ

নাই ) মর্যাদাকে এক মুহুর্জের জন্ম ও ক্ষুর করেন নাই—
বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পালালালের সততা ও অমাহিকতায় মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আজিকার হাম্বড়া
বীমার পরিচালকবর্গ পালালালের সফলতার এই কারণগুলি
স্মরণ করিলে উপক্ষত হইবেন।

পারালাল প্রথমে লণ্ডনের সানলাইফ কোম্পানীর 'Sub-agent' হিসাবে বীমার কার্য্য আরম্ভ করেন। নিরভিমানী বালক উৎসাহভরে সততা ও পরিশ্রম সহকারে এই কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন—প্রতিভাকখনই লুকায়িত থাকে না—অতি অল্পদিনের মধ্যেই কর্ত্তপক্ষ রতন চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে 'চীফ্ এজেন্টের' পদে নিযুক্ত করিলেন—বাংলাদেশে তদানীম্বন কোম্পানীর ইতিহাস পারালালের কার্য্যাবলী ব্যতীত কিছুই নহে। তৎপর নর্থ ব্রিটিশ ও ম্যার্কানটাইলকে তিনি কিছুদিনের জন্ম গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

তারপর ১৯০৬ খৃষ্টাক আসিল। আত্মবিশ্বত কাতি যেন দীর্ঘকালের মোহনিজাভকে সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল
—হদেশী আন্দোলনের এই ইতিহাস বালালীর বাগরিত জীবনের এক পরিচয় অধ্যায়—কাতির ধ্যান এবং সাধনা, ভাব এবং কর্ম সেদিন নবযুগের অলক্তক রালে রিভিম্ন আকার ধারণ করিল। বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের দিকে ও

পনার মধ্যে পারালাল মি: বের সহকারীতায় বাংলায়
ভাশ্ভালের' প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিলেন। ৭নং লায়ন্স্
রেঞ্জ ক্ষ্ম একটি কামরায় একটি মাত্র কেরাণী
নইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পারালাল এই হংসাহসের কার্যা
স্তক্ষেপ করিলেন। মি: রে অভ্য একটি প্রতিগানের সহিত সংশ্লিপ্ত পাকায় পারালালের উপর সম্পানকতা ও কার্য্য বিস্তারের ভার পড়িল—সেদিন এই
কর্মনিষ্ট একার্য্র তরুণ অনাদর উপেক্ষা ও তীত্র প্রতিয়াগীতার কলরোলকে হুই হন্তে সরাইয়া নীরবে আপনার
চাল করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা
ও অক্লান্ত পরিপ্রামে 'ভাশভাল' দেশের সর্ব্বতে আপনার
প্রভাব বিস্তাব করিয়া ফেলিল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী

নাঙ্গিট্রেট নিযুক্ত হইলেন—দীর্ঘকালের পরিশ্রমে তাঁহার

নাস্থ্য পূর্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এই অতিরিক্ত কার্য্যা

নোনিবেশ করিয়া তিনি অকক্ষাৎ পক্ষাঘাত রোগে

মাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আরোগ্যলাভের পর ডাক্রার
নি তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিলেন কিন্তু

পানালালের "খ্যাশনালের" প্রতি আকর্ষণ ও মমতা বোধ রোগ ভোগের বহু উদ্ধে ছিল কাজেই পুনরায় তিনি ইহার কার্যো আত্মনিযোগ করিলেন। এবার রোগের আক্রমণ প্রবল হইয়া দেখা দিল—ক্ষেষ্ঠপুত্র সত্যোক্ত নাথের উপর কার্যোর ভার দিয়া তিনি বিশ্রাম শইলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ পিতার পদতলে বিসিয়া অঞ্প্রাণিত হ**ইয়া** জীবন-বীমার ত্বরহ জটিল স্ব্রুগুলি আয়ত্ত করিয়াছেন— তাঁহার বিলাতের উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে বাহিরের জগভের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছে কিন্তু শ্বেহ হাজময় পিতৃ-দেবের নিকট তিনি যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন **ভাহা** চিরস্তন।

খ্যাশনাল আজ ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির :পুরোভাগে আদিয়াছে—কোম্পানী সম্প্রতি বহু ব্যয় করিয়া
হেড অপিসের জন্ম প্রাসাদোপম অট্যালিকা নির্মাণ
করাইয়াছেন—প্রতিষ্ঠানের এই গৌরব ও সাফল্যের দিনে
আমরা ইহার পরলোকগত প্রনীয় প্রতিষ্ঠাতা ও শৈশবের
লালনকর্তাকে শ্রহাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

(মেঘনাদ)

### আলোচনা

ন্ত্যান কো-অপারেটিভ **ইন্**সিওরেন্স সোসাইটি

খন প্রতিষ্ঠান পুনস্থলারের জন্ম সচেষ্ট হইল—বিদেশী ফলিয়া দিয়া ঘরের ঠাকুর কোলে তুলিয়া হইল—বেদেশী ফলিয়া দিয়া ঘরের ঠাকুর কোলে তুলিয়া হইল—দেই প্রণামর যুগে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বাংলায় হিন্দুছান কো-জ্ঞানিতার প্রতিভার প্রতিভার হয়। তারপর ২৪ কংসর পর ইন্দুছানের ৩০-৪-৩১র বিজ্ঞান্তি পত্র আমরা আলোচনার ভি প্রাপ্ত হইয়া সভাই বিন্দিত হইয়াছি—এই অল্প সময়ের ধ্যে কোন্সানী ভারতের বীমা জলতে একটি সৌরবমর নি অধিকার করিয়াছেল।

কোম্পানীর পরিচালন পরিষদের নাম নিম্নে প্রাণ্ড হইল:—

ডিবেক্টার—

কুমার কার্তিকচরণ মল্লিক (সভাপতি) শ্রীযুক্ত অথিদ চন্দ্র দক্ত। ডাঃ বিধানচক্র রায়। শ্রীযুক্ত বীরেক্তকুমার রায় চৌধুরী—জমিদার। শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ দেন এম-এ, বি-এল। শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় বি-এল। ডাঃ নরেক্ত নাথ লাহা পি-আর-এম; পি-এইচ-ডি। ডাঃ পি, কে, আচার্য্য। অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ডি-এস-সি।

জেনারেল সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত স্থরেজ্রনাথ ঠাকুর।
ক্রেনারেল মানেকার—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার।

চীফ মেডিক্যাল অফিনার—কাপ্তেন এন, এন, চৌধুরী আই-এম-এন ( অবদর প্রাপ্ত ), এম্-আর-সি-এন ; এল-আর-দি-পি ( লণ্ডন )

অডিটার--মেসাস রায় এগু রায়।

কোম্পানীর সেয়ারহোন্ডারগণ প্রকৃত পক্ষে রক্ষক—
কার্য্য পরিচালনে যদি কখনও কোন ক্ষতি হয় তবে
তাহার জন্ম দায়ী তাঁহারাই আবার অন্মদিকে বীমা
তহবিলে শতকরা ৬ নিশ্চিত হদের ব্যবস্থা তাঁহারাই
করিবেন—হতরাং বীমাকারীগণ কোনরূপ দায়ীত্বের মধ্যে
না যাইয়া বীমার সমস্ত হথ স্থবিধাই স্বচ্ছন্দে ভোগ
করিবেন—বীমা তহবিল হইতে যে লাভ হইবে তাহা
সমস্তই পলিসিহোন্ডারগণের প্রাপ্য। কোম্পানীর এই
নিয়মটি স্বর্ষ্থ বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

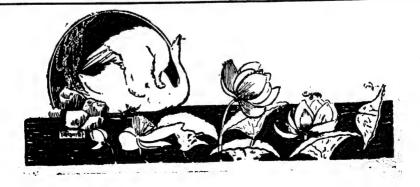
কোম্পানী সম্প্রতি দেশের জনসাধারণের অভাব অভিযোগ হৃদয়ক্ষম করিয়া কতকগুলি চিত্তাকর্যক অভিনব বীমা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন—বীমা করণেচ্ছু সাধারণ উহার সন্ধান করিলে উপকৃত হইবেন। এতন্তির কোম্পানী কর্ত্ত্বক নিজ্ঞান্ত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি পত্র পাঠে দেশের অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বীমা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কার্য্য পরিচালনের জন্ম কোম্পানী বর্ত্তমান বর্ষে—ন্তন কার্য্য সংগ্রহে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া- ছেন—কর্তৃপক এজন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেন।
১৯২৭এ বিখ্যাত একচুয়ারী মি: লাইস্, ই, ক্লিক্টন এফ-আই-এ কোম্পানীর ভ্যালুয়েশমের কাজ সম্পর্করিয়। বলেন—"সাধারণ বীমা তহবিলটি ফ্রন্ডগড়িতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ১৯২২এর পর হইডে পলিসির সংখ্যা শতকরা ৭৩ সংখ্যক করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়পড়ভারপে প্রতি পলিসির মূল্য ১,৩৯০টাকা হইতে ১,৬১০টাকায় পরিণত হইয়াছে (শতকরা ১৯ টাকা বেশী)। এই উন্নতির জন্ম দায়ী ব্যক্তিগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা উচিত।

নিম্নে আমরা কোম্পানীর কয়েক বৎসরের কার্য্যের
তুলনামূলক বিবৃত্তি প্রদান করিলাম।
বৎসর—টাদার আয়--বীমা-তহবিল--মোট কার্য্যের পরিফা
১৯১৭— ৫,৬৮,১৮৯— ২৪,৩৩৭৪৭— ১,০৯,৬০,৬০৪
১৯২৭—১৩,২৮,১২০— ৬৯,৪৭,৮৭৪— ২,৮৫,২২,০৬০
২৯৩১—১৩,২১,৯৩৬—১,০৪,২২,১৪১— ৫,৪৪,৩৬,২০৯

ডা: নলিনাক সান্তাল মহাশয় সম্প্রতি "মেট্রোপনিটান" ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন। ভানতেছি উপাসনার বীমা-বিভাগও তাঁহার সাহায্যলাভ করিয়াছে। আশা করি এই তুইটিস্থানেই তিনি তাঁহার কার্য্যকারীতার প্রমাণ অচিরে প্রদান করিবেন।

আগামী সংখ্যা পুষ্পপাত্তে শ্রীত্মচিন্তকুমার সেন শুপ্তের সমাজ–সমস্থা তথা নর-নারীর সমস্থামূলক একটি গল্প বাহির হইবে। স্থুকবি ঞ্ৰীকালিদাস রায়ের "সাহিত্য-প্ৰ<sup>স্কু</sup> প্ৰতিমাসে পড়িতেছেন তো !



# সপ্ত দ্বি-চক্রীর কাশ্মীর ভ্রমণ

### শ্রীপ্রফুলকুমার দে

তথ্ন বাংলায় নৃত্ন বৎসর পড়িয়াছে। সন্মুধে কলেজের দীর্ঘ ছটি। দেই অবকাশের ফাঁকে মনটা এক ছটে গোটা ভারতবর্গ ঘুরিয়া একেবারে কাশ্মীরের কল্লনায় মশ্তল হইয়া উঠিল। আড়ায় বসিয়া সপ্ত বলু স্থির করিলাম, কাশ্মীর যাইব,—হাটিয়া নয়, উডিয়া নয়, মোটরে বা ঘরে বসিয়া এমন মনে মনেও নয়—দ্বিচক্রে। অমনি পরামর্শ চলিল, গোপনে। কিন্ত ক্র্ণাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল পাঁচজনের সামনে। তাঁহারা শুনিয়া ভাবিলেন, গ্রমে আমাদের মাধা থারাপ হইয়া গিয়াছে এবং বন্ধুর মত হাসি-ঠাটায় তাহা উড়াইয়া দিয়া আমাদের ব্যাধি আরাম করিতে প্রবৃত্ত ইইলেন। আমরাও সাতজনে এক একটা ভীম হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনে উঠিয়া পডিয়া লাগিলাম। অবশ্য পথও অনেকটা, যান-বাহনও অভিনব, তাহার উপর দেশটাও নৃতন, এ কারণ মন যে সময় সময় নিরুৎসাহ না হইয়া পড়িতেছিল, তাহাও নয়। কিন্তু মনে ভাব গজায় ঠিক দাড়ীর মত ;—একবার দেখা দিলে আমার তাহা ছাড়ে না। আমরাও তাই জিনিষ-পত্তের আংয়োজন করিয়া যাত্রার দিন স্থির করিলাম, ৫ই মে সন্ধ্যা। কিন্তু যাত্রার ছই একদিন वार्शि मश्र वि-ठकीत हुई वि ठकी कांत्वत होत्न मन इरेट**े कां** हिया পिएलन। वाकी ब्रह्निय পाठकन। काशात्र इहेकन कामात्मत्र महबाबी इहेन मा वर्त किन्छ কাশীর পৌছিয়াছিলেন আমাদের বহুপুর্বেই—অবশ্র মনে মনে। সেইজন্ম বৃত্তাস্তটির শিরোনামে তাঁহাদের বাদ দিতে পারিলাম না।

<sup>৫</sup>ই মে। দিনটা খুব উজ্জল। যেন এরকম উজ্জনতা মত কোনদিন কেবিতে পাই নাই। আকাশও খুব পরিষার। ভোরের আলো সঙ্গে সক্রে মনটাও বেশ পুলকে নাচিতে লাগিল। সমস্ত সকালটা জিনিষপত্ৰ বাধা-ছাদা করাগেল। বেলা ১১টার সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তারপর হপুর ১॥•টা আন্দান্ত মায়ের আশীর্কাদ লইয়া বাটী হইতে রওনা হইয়া আমাদের দাথী অনিলচন্দ্র নাগের গৃহে আদিয়া দেখিলাম, অক্সান্ত সকলেই উপস্থিত। কিছুক্ষণ থুব হৈ চৈ করা গেল। বেলা আত্টার সময় আমরা পাঁচজন পোষাক-পরিচ্ছদের স্থােভিত হইয়। সাইকেলে কলিকাতা পুলিশের ডেপুট কমিশনার রায় বাহাছর শ্রীযুক্ত ভূপেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশব্যের বাটী Victoria Terraceএর দিকে রওনা হইলাম। দেখান হইতে আমাদের বেলা ৫টার সময় যাতা করিবার কথা ছিল। ঠিক পাঁচটার সময় আমাদের কাপ্টেন প্রফুল্ল কান্ত বন্ধু, বিউগলার মণিমোহন সাস্থালকে Bugule ফুঁ দিতে বলিল। বাঁশীও বাজিয়া উঠিল। প্রথমে আমাদের কাপ্টেন প্রফুলকান্ত বন্থ, তারপর বিউগলার মণিমোহন সাম্ভাল, মধ্যে আমি পরে ক্যামেরাম্যান অনিলচন্দ্র নাগ ও সর্বাশেষে মেকানিক বীরেজকুমার মুখোপাধ্যায় সারি বাঁধিয়া যাত্রা করিলাম । সলে জনকয়েক বন্ধু সাইকেলে আমাদের আসে-পাশে চলিতে লাগিলেন।

বেলা ৬টায় গড়পারের মোড়ে পৌছিতেই চারিদিকে
ভিড় জমিয়া গেল! বিউগিল্ আবার বাজিয়া উঠিল।
ভিড়ও সেই সলে বাড়িতে লাগিল। সমর তথনও কিছু
আছে দেখিরা একটা ছোট চায়ের দোকানে চা ও সামাল্ত
থাল্য সামগ্রী উদরসাৎ করা গেল। স্থির হইল ছবি
ভোলা হইবে। আমরা পাঁচজন সাইকেল লইয়া
পালাপালি দাঁড়াইলাম। Photographer কাজ শেষ
করিলেন। তথন গোধ্লি লগ্ন। Bugule আবার
বাজিয়া উঠিল। আময়া হব-বিবাদে বন্ধ-বাছবের ও

আত্মীয়-সম্পনের ছল্ছল চকুর স্বৃতি মনে महेग्रा যাত্রা করিলাম। এবার সত্যই কলিকাতা ছাডিয়া চলিলাম। জানিনা কতদুর কি হইবে ? সফলকাম হইতে পারিব কিনা? মন কিছু দমিয়া গেল। বাহা হউক, ঈশবের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া বন্ধদের সহিত হৈচে করিতে করিতে Buguleএর ধ্বনির সহিত কলিকাতার জন-প্লাবিত রাস্তার হটুগোলের ভিতর দিয়া আমরা গ্রাও-ট্রাম রোডের অভিমুখে ছুটিতে লাগিলাম। আমাদের मन्त्रात्थ करत्रकृति वृद्ध स्माष्ट्रत पाहरक vanguard अज्ञल অগ্রদর হইতেছিলেন। কিছুক্সণের মধ্যেই হাওড়ার পুল পার হইয়া সালকের বাজারে পৌছিলাম। সেথানে কতক গুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ কেন। হইল এবং গাডীর আলোগুলি জালিয়া কভকগুলি বন্ধবান্ধবকে বিদায় দিয়া ঘাতা হৃত্র বরা গেল। অবশেষে রহিলাম আটজন এবং এই আটজনে বৰ্দ্ধনান অভিমুখে ছুটিতে লাগিলাম। वर्षमान अथान (थरक १२ मारेन।

বালির বাজারের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে আমাদের কাপ্তেনের গাড়ীর সহিত একটী হিলুম্বানী ছোকরার colison হইল, colisonর মধ্যে ফাটিল তাঁছার আলোর কাঁচ দোষটা দেই ছোকরার! তাহাকে খানিকটা ভর্মনা করিয়া আবার ছটিলাম। তথন আকাশে টাদ উঠিয়াছে, চারিদিক জ্যোৎসায় প্লাবিত। আৰু পূৰ্ণক্লপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। রাস্তায় দূরে কালো কালো গাছগুলির উপর চন্দ্রালোক পড়িয়া যেন পাহাড়ের গায়ে মেঘের মেলা মনে হইতেছিল। এক পাশে কলগীতি মুখরা গলা,প্রকৃতির স্থ্যমায় মনের আনন্দে আমরা আটজন চাকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, শীরামপুর ইত্যাদি পার হইয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় চন্দ্রনগরে প্রবেশ করিলাম। একটা হোটেলে বিশ্রাম শইমা চাপান ওপরে রাত্তির আহারাদি সমাপ্ত করিয়া রাচ্ছি ১২টার সময় আবার বর্দমান অভিমুখে রওনা হট্যাম !

চন্দ্রনগরের পূর্বেও পরে করেকমাইল পথ বড়ই বিশ্বী। বড় বড় খোরার জন্ত রান্তা মোটেই সমতল মর। ঝাকুনি ধাইতে খাইতে প্রাপ্ত অস্ত। পথে হুই বার আমার গাড়ী পেরেকে বিদ্ধ হইমা punctured হইল। এই Leak সারাইবার সময়টুকু পাইয়া, কিছুল্লন বিশ্রাম করা যাইবে মনে করিয়া সকলেই যেন একটু খুলী হইল, কিছু অল্ল সময়ের মধ্যে গাড়ী মেরামত হওয়য় বন্ধদের মনোবাঞ্চা পূর্ণ হইল না। কোলাহল করিতে করিতে আবার যাত্রা হক করিলাম। সকলেই পথের পরিশ্রমে ক্লান্ত, যথনই ১০।১৫ মাইল অন্তর সামান্ত একটু বিশ্রাম লওয়া হইয়াছে, তথনই ফাক পাইয়া কেহ না কেহ একটু ঘুমাইয়া লইয়াছে। কিছু কয়েক মিনিট বাদেই তাড়া থাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসক্ষেত্ত আবার রওনা হইয়াছে। এইরূপে চলিতে চলিতে ভোরের বাতাসের ও আলোর সঙ্গে মেমারীর নিকটবর্ত্তী একথানিগ্রামে আসিয়া পৌছিলাম।

সেই বাতাসে কি এক তীত্র মাদকতা! চারিদিকে চাহিয়া ছদয় প্লকে নৃত্য করিতে লাগিল। বঙ্গমাতার শাস্ত, স্লিশ্ধ রূপে চোথ জুড়াইয়া গেল। সেই স্থানে এক বড় পুক্রিণীর তীবে প্রাতক্ততা সমাপন ও চা পান করিয়া, মেমারিতে নামিব না স্থির করিয়া আবার দি-চক্রে আরোহণ করিলাম। কিন্তু মেমারিতে আসিয়া দেখা গেল, এক ধাবারের দোকানে জিলাপি ভাজিতেছে! টাট্কা জিলাপীর লোভনীয় গঙ্গে সকলেই আরুর্ত্ত হইয়া একে একে নামিয়া পড়িলাম। তারপর জিলাপী ইত্যাদি পরিত্তি সহকারে আবাদন করিয়া আবার দিচক্রে চাপিলাম। তথন বেলা ৭টা।

ভই—প্রাতে ঘণ্টা ঘুই চলিবার পর আবার আমার গাড়ী Leak হইল। তখন রোজের তাপ বেশ বাড়িয়াছে। সকলেই গলদঘর্ম কিন্তু সেধানে ছই একটা ছোট ছোট বাবলা গাছ ছাড়া কোন ছায়াবছল গাছ ছিল না। একটি গাছতলায় সাইকেলের চাকা খুলিয়া Leak সারিতে বিলাম ও মনে মনে একটু চটিয়াও গোলাম। কিছুকল পরে কয়েকটা প্রিক সেইবান বিয় ঘাইতেছিল। তাহাদের সকলের সক্ষেই কিছু না কিছু একটা পুঁটুলী আছে। একজনকে আমাদের মধ্যে একজন ভাকিল—"লাবা, ও লাবা, এদিকে একবার জনবেন। একবাকি ভনিতে আনিলে, তাহার মিকট হবকে আনি

লানিলাম সে খণ্ডরালয়ে ষাইতেছে। অতএব তাহার সহিত নিশ্চয়ই মিষ্টায়াদি কিছু আছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ক্রথায় ক্রথায় তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যেকের জ্বল্য এক একটা চমচম আদায় করা গেল। দাদাটিও হাসিমুখে দিয়া **ই**তিমধ্যে পাড়ীও **মে**রামত হইয়া চলিয়া গেলেন। গিয়াছে। বৰ্দ্ধমান আর মাত্র ৮ মাইল। চমচম থাইয়া मक्रताई थूर रक्षारत भाषी ठालाहरू नाभिनाम। এवः সত্তরট ক্রমান সহরে প্রবেশ করিয়া এক পানওয়ালার দোকানে ঘর্মাক্ত কলেবরে নামিয়া পড়িলাম। একে পথশ্রম, তাহার উপর খণ্ডরবাড়ীগামী দাদার চম্চম্ তৃষ্ণায় দকলের গলা শুকাইয়া উঠে। পানওয়ালা সকলকে জলদান করিল। তারপন সেখান হইতে পূর্ব্ব ব্যবস্থামুষায়ী শ্রীযুক্ত বাব শ্রংচক্র বহু মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। শ্রংবাব বাটী ছিলেন না, তাহার পুত্র বিগ্ননবাবু আমাদের সাদ্রে অভার্থনা করিলেন ও বিশ্রামের স্থবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মনোহারাদি করিতে প্রায় বেলা ১॥ তটা বাজিল সমস্ত রাজি জাগরণে সকলের চোথই ঘুমে চুলিয়া আদি-তেছে। আহার শেষে শয়ন করিতেই ক্ষণকালের মধ্যে সকলের নাদিকা ভাকিনা উঠিল। কিন্তু সকলে ঠিক বেলা চটার সময় উঠিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজার বাটী, রুক্ষণায়র ও সের আফগানের সমাধি দেখিয়া আসিলাম।

বাটা ফিরিতে সন্ধ্যা হইল । সেই দিনই রওন। হইতে হইবে। তাড়াতাড়ি অভিকৃতি অহুসারে কেই কেই রানাদি সারিয়া যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। বিজন বাবুকে বিশেষ ধল্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। বাজার দিয়া থাইবার কালে কয়েকটা জিনিষপত্র কিনিলাম এবং কেই কেই চা ইত্যাদি পান করিলেন। এমন করিয়া রাত্রি নটা বাজিয়া গেল। গ্রাপ্তানীক রোভ ধরিয়া ষ্টেশনের নিকট আমাদের ভিনজন বন্ধ জীমান হুধাংশুশেশর বন্ধ, ওরকে (ম্যানেকার) জীমান হুশোক মুধাজি, ওরকে (ম্যানেকার) জীমান হুবেকার দাস ওরকে (ভবীর) নিকট ইইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তথ্যন মনটা বছই ধারাস

হইল। পরিচিত জনের অবশিষ্ট তিন জনকেও বিদায় দিতে হইল। কোন বা সেই দেশ, যাহার জন্ম আমরা উন্মান। তাহার কি এমনই আকর্ষণ যাহার প্রভাবে কাহারও কোন वाक्षा ना मानिया, वसुशीन शृहशीन शांठकन आमता ছুটিয়া চলিয়াছি। সকলেরই মুথ মান। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন Tourist কলিকাতা হইতে সেধানে আদিয়া পৌছিলেন। জিঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহারা "বোল-পুর শাস্তিনিকেতনে" চলিয়াছেন। আমাদের উৎসাহ আবার আমাদের ধ্যনীতে Hot Blood এর Ebulisitic effect আনিয়া দিল। সম্বথে রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখি-লাম, গাঢ অন্ধকার। কোনরূপ আলো নাই। সেই সময় বাতাস একট জোরে বহিতেছিল। ঝড়ের আশহাও মনে হইল। দুঢ়মনে, অদুভা দেবের উদ্দেশ্তে প্রণাম জানাইয়া সকলে সাইকেল চালাইতে স্বস্থ করিলাম ও किছ्नुत পर्याञ्च भ\*চাৎ कितिया कितिया आभारनत **रक्** তিনজনকে দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম ও মনে মনে বড়ই বাথিত হইলাম।

মনে হইতে লাগিল, উহারাও দলে আদিলে ভালই 
হইত। তাহারা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া উচ্চে:স্বরে উৎদাহ

দিতে লাগিল। এইরপে ক্রমশা অগ্রসর হইতে হইতে

তাহাদের স্বরও আর শুনিতে পাইলাম না । আমরা
পাচলনে বেশ সতর্কভাবে অতীত স্মৃতি মনে করিয়া
গল্প করিতে করিতে সম্মুথে ঘনতম্সা রক্তনীর অন্ধকারের
ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

রাস্তা ভালই। হ'ধারে গাছের সারি কালো কালো দৈতোর মত মাথা উ চু করিয়া দাড়াইয়া আছে। ত্রা১২ মাইল বাতাসের প্রতিকুলে আমরা আমাদের পদ্ধান ঠেলিয়া চলিলাম। রাত্রি ১টার সময় পানাগড় স্টেশনের আলো দেখা দিল। টেশনে তথনও ৪ মাইল দ্র। লাল কাঁকরের রাত্তার উপর দিয়া পাচখানি সাই-কেলের দশটী চাকা ঘ্রিতে ঘ্রিতে সমবোগে শোঁ। শোঁ আওয়াল করিতে লাগিল। সেই আওয়াল আমাদের কাণে বড়ই মিটি লালিতেছিল। আমাদের মনের মেঘ প্রাইই কাটিয়া গিয়াছিল। এক্লেণ নৃতনের নেশায় সকলেই বেশ প্রক্ল। টেশন রীন্তা হইতে ১ furlong দক্ষিণে,—আমরা টেশনে উপস্থিত হইলাম। টেশন মাষ্টারের ঘরের পাশে platform এর উপর সাইকেলগুলি রাখিয়া স্থবিধামত জায়গা দখল করিলাম। সকলেরই ক্ষা পাইয়াছে। কটী, মাখন ও জ্যাম লইয়া সকলেই ব্যন্ত। এদিকে চাও প্রস্তা। আহারাদি সম্পন্ন হইল। কিছুক্ষণ গল্প-গুজবের পর সকলেই কোনরূপ ঘিধা নাক্রিয়া Touristএর এই প্রথম way-side-rest মনে

করিয়া আনন্দের সহিত শরন করিলাম। বেশ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। আকাশ পরিছার। তারাগুলি খুব উজ্জল। তারা যেন আকাশের গায়ে স্থান পাইবার জন্ম ঠেলাঠেলি করিতেছে। দুরে signal এর আলোগুলিও নীল, লাল রঙের তারার মত জলতেছে। তাহারাও চারিদিক নিস্তর। ভোরে উঠিয়া আবার যাত্রা করিতে হইবে ভাবিয়া সকলে ঘুনাইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ

# গ্রন্থ পরিচয়

অিশি পাত্র--( গলের বই )--এপ্রবোধকুমার সান্তাল প্রশীত। গুরুদাস চট্টোপাধার এও সন্স কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১।• মুলাট উণ্টাইতেই প্রথমে চোখে পচ্চে প্রকাশকের বিজ্ঞাপনটি। এটিতে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে—তা' বিজ্ঞাপনে অমন একটু আধটু বাছাবাড়ি হরেই থাকে। দেজভা কিছু আসে যায় না। তবে একটি কথায় মততেদ হচ্ছে। প্রকাশক বলেছেন আধনিক সাহিত্যে ঘাঁহারা যশসী, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র প্রবোধ-কুমারের গ্রুই একনিশানে পড়িয়া কেলা যায় না কারণ ইত্যাদি— আমাদের মতে ঠিক উল্টা। একমাত্র প্রবোধকুসারের গল্পই একনিখানে পড়ে ফেলা যায় এইটাই প্রবোধবাবুর গুণ। বড় একটা কিছ দেবার-গভীর ধরণের একটা কিছু শোনাবার-একটা কিছু জটিল সামাজিক অংখৰা মনস্তত্ত্বগত সমস্তার ইঙ্গিত হান্বার--বা একটা প্রকাপ্ত প্রশের সৃষ্টি করে তাক লাগাবার দাবী প্রবোধকুমারের নেই। তাই বচ্ছন্দে একনিখাসে প্রত্যেক গল্পটি পড়ে কেল। বার। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে - ঠিক এগুলো ছোটগল বটে কিনা —ছোটগলের প্রকৃতি বজায় রেণে প্রবোধৰাবু লিখেছেন বলে মনে হরনা। তবে সকল রকম ছলে লেখা সাইজ বেমন কৰিতা ৰলে চলে ভেমনি ছোট গণ্নের আকারে ও ভঙ্গিতে লেখা কথা-সাহিত্য মাত্রকেই ছোট গল বলা হয়। সেই হিসাবে এগুলো ছোট পল। এওকো যদি ঠিক ছোট গল না হয় তবে কি ? এওকো —ক্ৰিছা, চিত্ৰ নাট্য ও গল্পের সম্বাদ্যে একপ্ৰকারের স্পৃষ্টি এক প্রকারের সাহিত্য, তা ছোটগন্ধ হ'তে নিকৃষ্ট নর। এই হিসাবে

প্রবোধকুমারের রচনার বিশেষজ আছে। প্রবোধকুমার কথা-সাহিত্যের কাল বৈশাধীর মধ্যে হারিয়ে যার নি। একনিখাসেই একএকটি রচনাকে পড়ে ফেলে ঠিক লিরিক পড়ার আনন্দ পাওয়া যায়—এর চেয়ে বড় স্থখাতি আর কি হতে পারে? অধিকাংশ রচনার আখান কাল ২।৪ ঘণ্টা কিংবা ২।১ দিনের মধ্যেই শেষ। দওগুলিকে রসঘন করে দেখালে এ ভঙ্গীটি বড়ই ভাল লাগে—কল্লনাকে দিনের পর বিন মাদের পর মাস পার হবার ক্লেশ ভুগতে হয় না। রচনাগুলি সম্বেক্ত ছু-একটি কথা বলিতে চাই।

- )। নির্শিপলে কৌশলটি ফুটেছে—আর একটু আখ্যানটি ফোটালে
   চিত্রটা গরের আকার পেতে পারত।
- ২। নারায়ণ গল্পটাতে কিরণের অব্যাচার অবাভাধিক রক্ষে
  বেশী বেশী করে গোছে—অব্যাচা বেশী না করলেভামিনীর দশাটা
  উপভোগ্য হয়ে মঠতে পারত।
  - ৩। পভীর গল্পটা অনবদ্য,—সকলদিকের মাত্রা ঠিক আছে।
- প্রসাধন নামক রচনাটার ছোট মাসীমাকে অতিরিক্ত ইতর করে
  না তুলে কেবল বৃদ্ধির সঙ্গে নার কল্পনার সঙ্গে ও রচনার একটা
  বোগ হ'তো। রচনাটার পক্ষে বিশ্বত বৌবনার বেছনা কল্প করবার
  টেটাটাই যথেট ছিল—তার সহারতার জন্ত অন্ত একটা মনোর্ভি
  না টানলেই হতো
- ে ছল পতন গছটার প্রবাদীদের সামাজিক জীবনের বৈধকে। সীমা রেখাটাকে অভিরিক্ত ছ্ল ও লাই করে বেখালেও বর্টী মন্দ হয়নি।

# কলিকাতায় ফুটবল

## শ্রীস্থীর সিংহ বি-এস্-সি

এবারে কলিকাভার মাঠে ফুটবল খেলায় বাঙালীদের মধো মথেই উত্তেজনার উপাদান ছিল-অবশ্য এখনও যে কিছ না আছে সেটা বলা যায় না—তবে ঠিক যে, আগের মূত উত্তেজনার লাঘৰ ঘটেছে— ঘটবারই কথা। । এবারেও জারহাম লাইট ইনফেনটী প্রথম ডিভিশনের লিগ নিয়েছে। লিগ খেলার শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ঠিক হয়নি তে এবারেও লিগ নেবে। কিন্তু মোহবাগানের হাওড়া ইউনিয়নের কাছে অপ্রত্যাশিত হার, ইষ্টবেঙ্গলের হার এরিয়ানের কাছে, ভারহামস্এর হার কে, আর, আর এর হাচে এই সৰ অভাবিত ঘটনা শেষ পৰ্য্যন্ত লিগ খেলার উত্তেজনা বাডিয়ে দিয়েছিল। তারপর যথন মোহন বাগান ক্যালকাটার সঙ্গে স্মান স্মান থেললে, তথ্ন লোকে জানলে যে মোহনবাগানের আর কোন আশা নেই। এখন ইষ্টবেক্স ও ভারহামসএর মধ্যে কে লিগ পাবে ? বেদিন কে, আর, আর ও ইষ্টবেদলের থেলা हिंद स्टाइकिन रमिन मुमनशाद दृष्टि এरम गार्कत व्यवसा শ্রীন করে দিলে তারপর সমান সমান থেলেও ইষ্টবেলল কে, আরু, আর এর নিকট পরাঞ্চিত হল আর ভারহামদ ওগারে এরিয়ানকে ৪ গোলে পরাজিত করে বিতীয়বারের মত লিগ নিয়ে নিলে। বাঙালীর আশা ও আকাজ্জা এবারের মত নির্মাল হল।

ইষ্টবেঙ্গলের কৃত্বিত্বের পরিচয় এবার মথেষ্ট পাওয়া গেছে। কারণ তারা এবারেই ১ম ডিভিশনে উঠে যে থেলার পরিচয় দিয়েছে তাতে তাদের ধস্থবাদ না দিয়ে পারা যায় না। তবে ইষ্টবেঙ্গলে ফরওয়ার্ড লাইনের ছলনায় ডিফেঙ্গ কিছু না। এখন তাদের লক্ষ্য রাধতে

<sup>eই</sup> July তারিখে লীগ খেলার সৰ উদ্ভেজনার লাখৰ ঘটেছে। পেদিন East Bengal Mohun Bagan কে ৩-৫ পোলে পরাজিত <sup>করে</sup> Runners up Cup জিতেছে। ১৯১৫ পর থেকে এই থেখন বালালী উৰু বোহৰবাগানের উপর পেল।— হবে যাতে পেছনের দিক্টা বলবান করে আসছে বারে তারা আরও ভাল করে ধেলতে পারে।

মোহনবাগান এবার ভারতীয় দলের মধ্যে সবচেরে বেশী বলবান দল। কারণ তারা বেশ well ballanced. যদিও এদের ফরওয়ার্ড ইষ্টবেদলের মত কিপ্র নয় তাহলেও এদের স্বচেয়ে বলবান দল এইজ্ল বলা যে ইষ্টবেদলের ফরওয়ার্ড ভাল defence কিছু না, আর মোহনবাগানের Offence থুব ভাল ফরওয়ার্ড চলন্সই—আবার ডার-হামদের ম্যাচের দিন থেকে সামাদ মোহনবাগানে থেলে ফরওয়ার্ডকে আরও বলবান করে দিয়েছে, এবং বিতীয় বাবে ক্যালকাটার সঙ্গে ম্যাচ দেখে বুঝা গেছে যে মোহন বাগানের এখন কেবলমাত্র একজন গোল করতে পারে এমন লোক দরকার তাহলেই মোহনবাগানের আর কোন খুঁত থাকবে না। শেষদিকে মোনাদত্ত যে formএ ধেলছিল আমাদের মনে হয় মোনা দত্ত আবার ধেললেই আবার দব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা এদের শিল্ডের থেলায় কৃত্তিত্ব দেখবার জন্মে অপেকা করছি। শিল্ডে এদের First Rounda পড়েছে Cemaroniansএর সকে। এরা লক্ষ্ণৌ থেকে আসছে ও এই প্রথমবার এর। বাঙালীর मक्त (भन्दा । सिथा गोक कि इग्र।

এবারকার এরিয়ান ও যে নেহাৎ "ফ্যালনা" তা নর তবে ভাল team নিয়ে যে তারা ভাল ফল দেখাতে পারেনি তার কারণ এর। অধিকাংশ দিনই full team দিতে পারেনি। দেখা যাক শিল্ডে এদের ফল কিরপ হয়।

স্পোর্টিং ও হাওড়া ইউনিয়নের ফল ও নেহাৎ ধারাপ হয়নি তবে এরা Junior sides পরে এনের কাছ থেকে ভাল ফলের আশা রাখি। এর পরের বছর থেকে বোধহয় কালিঘাট প্রথম ডিভিশনে ধেলবে—ভারা বি ডিভিশনে প্রথম হয়ে দীড়িয়েছে আশা করি এরা বাঙালীর মান বজায় রাপতে সমর্থ হবে। সাহেবদের মান বাঁচিয়েছে ভারহামস। আর দ্ব টিমের অবস্থা অতীব সন্ধীন সন্দেহ नाह-- नत्व (क, जात, जात-এत कथा चडता कानिकांनी ও ডালহাউদির অবস্থা শোচনীয়—ডালহাউদি ত লীগে সবচেয়ে নীচে আছে—এখন কথা উঠেছে ভালহাউদির মত টিমকে নামান উচিত কিনা ? ফুটবলের standard এর দিক দিয়ে দেখতে গেলে এতে কোন সঙ্কীর্ণতা অফুভব করা ঠিক না—তবে এটাও ঠিক যে ডালহা উসি সাহেব টিমের মধ্যে ক্যালকাটার সম্পাম্য্রিক সেজ্বল এবছর তারা কোন বিশেষ কারণে থারাপ থেললেও একটা chance দিয়ে এ বছর তাদের প্রথম ডিভিশনে রাথলে নেহাৎ অবিচার করা হয় না তবে বি ডিভিশন থেকে যে উঠছে তাকে উঠতে দিতে হবে। এখন যে রকম সাহেবদের মধ্যে থেলার নমুনা পাওয়া যাচ্ছে ভাতে আশা করা যায় থব শীঘ্রই বাঙালীর বরাতে লিগের আশা আছে, এবারই হত-নেহাৎ বিধি বিমুধ। কাষ্ট্রমুস এর কথা না বলাই ভাল কারণ এদের "বড বলের"

কোন tradition নেই—নাবা-ওঠাতে এদের বিশ্বে কিছু আদে যায় না। তবে প্রথম শ্রেণীর থেলার উপযুক্ত টিম হিসাবে গণ্য হতে গেলে এদের Better sportsmanship আরও কিছু শিখতে হবে।

এবার তিন চারটে থেলা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

- (১) মোহনবাগান বনাম ভারহামদ (১ম<sub>)।</sub>
- (২) ইষ্টবেঞ্চল বনাম ভারহামস (২য়)।
- (৩) কে, আর, **আর, বনাম ডারহাম**দ (২য়)।

৭ই থেকে শিশ্ড আরম্ভ—দেখা যাক এবার বাঙালী-দের দৌড় কতদ্র। আর একটা জিনিষ না বলরে সবটাই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। এবারকার ভারতীয় ও সাহেবদের থেলায় ভারতীয় দলের ৫—০ পোলে জয়লাভ ঘটেছে—এত গোল আরু কথনও হয়নি। সেদিনবার থেলা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল সন্দেহ নেই। "লাছ" এখনও ছ'এক বছর চালাতে পারবেন বলেই বোধ হয়—মোহন বাগানেরই বরাং।

### ভস্মলোচন

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম, এ

নীল সাগরের মাঝখানে. গওযোগে জন্ম আমার লঙ্কাদীপের প্রেতশানানে, স্বাই আমার নাম জানে। অমাবস্থা ঝঞ্চাবাতে তুর্যোগের এক ভীষণ রাতে. প্রস্বিয়ে রাক্ষ্মী মা অকা পেলেন তক্ষনি। জ্মাবধি মাতৃহারা ভবঘুরে লক্ষীছাড়া শান্তিলোকের বৈরী আমি স্থপাধের কালফণী। পরের হৃঃধে হর্য ভারী হাস্তমুখটি দেখতে নারি জীবনভরে দিচ্ছি পাড়ি সর্বনাশের সন্ধানে। ভঙ কিছু দেখলে পরে আমার চোখে অনল করে ভুবন ভরা শেভন শোভা আমার বুকে বান হানে। व्यत्रभूनी नन्ती वानी কারেও আমি নাহি যানি ্ভশ্মমাথা শ্মশান শিবের ভক্ত আমি ভশ্মভূত,

তার সাথে মোর আত্মীয়তা বিধে যত বীভংসতা বন্ত। মড়ক অগ্নিদাহের আমায় জেনো অগ্রদৃত। জতুগৃহে তেল বি ঢালি বুন্দাবনে আগুন জালি নন্দনেরে বিবর্ত্তি করি আমি খাওবে, সূর্বে আমি মিথ্যা জানি নরকেরেই সত্য মানি, স্বপ্নলোকে প্রলয় আনি নৃত্য করি তাওবে। বীণাপাণির বেদিকাতে দাঁড়াই আমি ঝাঁটা হাডে সবার অর্ঘ্য কেড়ে নিয়ে নর্দমাতে দেই ফেলি, ভস্ম দিয়ে নরক গড়ি, আমি যখন কলম ধরি পৌরজ্নের শড়ক পরি দেখাই আমি কাম কেল। রাবণ রাজার বায়নাডে জন্ম আমার লক্ষাধীপে अबि ट्राटिश गर निरक हाई-हाई ना अधु आइनारि



### শ্রীবিষ্ণু দাস

১০০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীর বিজ্ঞাপনে উলিপিত "রহস্তময় উপতাস" ঈবং রহস্ত উদ্যাটন করিয়া আমাত সহ প্রাাই এক কিন্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে উপতাসধানির অন্তরে কুরায়িত রহস্তটুকু অবশ্র বেকাস হইয়া য়ায় নাই। কেননা প্রারম্ভেই আছে—"আমি কে?" উপতাসের রসটুকু বোধ হয় রহস্তেই—কে কারণ, বিজ্ঞাপনে ঐ কথাটির উপরই জাের দেওয়া হইয়াছিল। আর একথানা বাংলা মাসিকে "ভৌতিক কাও," "পৈশাচিক কাও" প্রভৃতি অনেক কাও থাকে। তাহার জন্ম প্রিকাথানির কাটিত থুব বেশী হয় কি জানা নাই। হয়ত হয়, আর সেই দৃষ্টান্ত অন্তর্গর করিয়াই প্রবাসীও বুঝি রহস্তকাও ক্ষক করিলেন। এবার লােমহর্ষক মায়াবিণী দিরিজের বাজার প্রবাসীর রহস্ত লহরীর লহরে একলম তলাইয়া ঘাইবে।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে চারটি; কিন্তু তাহার ইইট বিদেশী গল্প। একটী অন্থবাদ, অপরটি অবলম্বনে ইচিত। থেটি অবলম্বনে রচিত সেটির নাম "সন্তান-শেং"—রচম্বিতা শ্রীচান্ধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। থাঁহারা টুর্গেনিভের Sportsman's sketckes এর সহিত গরিচিত, তাঁহাদের নিক্ট ইহার নৃতন্ত কিছু নাই।

আর, বেটি অস্থবাদ সেটির নাম "আজব-রোগ"—

বচ্বাদক প্রীস্থরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অস্থবাদ যত

ন্নাহগ হয় ততই ভাল। বক্ষ্যমান গর্মট ও তাহাই

নত হইয়াছে। এবং সেই অক্সই "যুবক \* \* \*

ককান্তে, "গ্রাক কোনো উঠে দাসীকে বলেন" তারপর "ভুতি কিবিদ্যে চলে গেলেন" প্রভৃতি শব্দ দেখা যায় বহু স্থলে সাধু ও অসাধু শব্দের অপূর্ব্ধ সমাবেশ : গ্রাট অবশ্য চমংকার।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যাথের গল্প "ভূমিকম্প" **আগা** গোড়া জমিয়াছে। নিগিবার ধরণটিও ভাল—ভাষা কর্মবে।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাপ ঘোষের গল্প "গল্পনানী" চলনসই 1
রস সব জালগায় জমে নাই সত্য কিন্তু "এমনি আরও
কত দিন, কত মাস,কত বংসর ঘাবে,তারপর কোন্ লোকে
পথ চাওলা শেষ হবে কে জানে ম' উপসংহারের এই
রক্ষটুকু বড় স্থন্দর। ইহাতে কিন্তু বঞ্চিত অস্কুদের
প্রতি গল্পনানীর মনের দরদ উদ্যাত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ দের রঙ্গিন্ ছবি "বিরহী যক্ষ" স্থান্দর। এবং শ্রীদেবী প্রসন্নরায়চৌধুরীর ছবি "নির্বাণ" চমংকার!

শ্রীমনীক্র লাগ বহুর প্রবন্ধ "দরাদা ইম্প্রেদনিষ্টদের কথা" অতি উপাদেয়— দরদ গল্পের মতই উপভোগ্য। আমাদের রদগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাগণকে প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অস্থরোধ করি।

১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ব্যব্দুক্রতিতে শ্রীযুক্ত রবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যার ভাহার "বদীয় নাট্য শালার ইতিহাসের" স্থার এক কিন্তী প্রকাশ করিয়া পত্রিকাখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীতারক নাথ সাধু (রায়বাহাদ্রের ) "পুর্বস্থিতির" খনন কার্য্য অভাপি শেষ হয় নাই এবং তাহার লক্ষণও দেখা ঘাইতেছে না। আশা করা যায়, উত্তোলিত রত্ম সম্ভার হইতে সকল শ্রেণীর ব্যবসাদার (চোর, ই্যাচড়া, গাঁটকাটা প্রভৃতি বাদে) লাভবান হইতেছেন।

অীযতীক্র মোহন সিংহ প্রভৃত শ্রম করিয়া, শ্রুতি টানিয়া, সংহিতা ও সদগুক-সদ খুঁজিয়া, এীযুক্ত প্রমণ ভক্ত্যণ মহাশন্ত্রকে তর্কে পরাস্ত করিয়া, সেন্সাদের রিংপার্ট তুলিয়া এবং আরও কত কাণ্ড করিয়া এক অমুল্য প্রবন্ধ থাড়া করিয়াছেন "দমান্স চিন্তা।" যুক্তি গুলি প্রথম হইতেই অকাট্য ও পরিশেষে পৌছিয়া অবশ্য পালনীয় হইয়া দাঁডাইয়াছে। তাঁহার সার কথা হইতেছে, "বলের জাতিভেদ বালালীর পূর্ব জন্মে কৃত পাপ পুণা কর্মের ফলে: অতএব ও সব লইয়া আর অন্থির হইও না।" আমরা বলি, কেবল বাঙালীরই কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেরই—তাহা<sup>ই</sup>। আর, সেই কারণেই বোধ করি, প্রক্জন্মের ব্রাহ্মণ অথবা ইতর কোন শ্রেণীর ষ্তীক্র বাবু এ জন্মে কায়স্থকুলে—তথা বীর ক্ষতিয়-কুলে—জন্মপরিগ্রহ করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ভারতীয় মাহুষের এমন এক সময় ছিল, যথন কেহই উচ্চ হা নীচ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত না। আবার এমন এক সময় আসিয়াছিল, যুখন হইতে পাপ ও পুণা এই "ছুঁছ" মিলিয়া ভারতীয়গণকে First, Second, Inter e Third class এ বন্দী করিয়া বিচিত্র জীবনপথে নিশিদিন তাডাইয়া লইয়া চলিতেছে। অবশ্র ঘলিতে পারেন, মামুষের পাপ-পুণ্যের ধারণা চির পরিবর্তনশীল ও Race admixture প্রভৃতি সিদ্ধান্ত-হউক তাহা। ও সব কথা অসার। আর, यनि वरनन, वांश्नाय cकवन हिन्मूहे ना<sup>ह</sup>, भूमनभान, খুষ্টান ও বৌৰুগণও আছেন, কিন্তু পাপ-পুণ্য তাঁহাদের मर्रा अमन किছू पंठीय मा, छोटा ट्टेंग विनव, "याहाता একলা বলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্মের গোড়ার ক্থাই অস্বীকার करतमः छोडारमत कथात कान छेखत मारे।" नछाडे

তো, গোড়া বাদ দিলে থাকে কি? এতো আলোক লডা নয়, এ যে ইকু দণ্ড।

এখানে ভেদনীতির ফলে নীচের প্রতি উদ্ভেষ ঘুণার কথা আসিয়া পডে।" কিন্তু একজনের ভাতে कल ना थाईरल তाहारक श्रुण कता हम ना, है। সকলেই জানে। কথাটা এতই স্পষ্ট! অর্থাৎ Collector Mr. Dobson এর হাতে জল খাইতে না পারিলেও তাঁহার প্রতি ভক্তি যে প্রগাঢ়, এ কথা অস্বীকার করে এমন গোঁয়ার কে আছে? কানাই ঝাড় দারের হাতে জ্বল থাই না. সে ছারে ধরিয়া দাঁডাইলে পবিত্র গোমায়ের বাবস্থা করি, কিন্তু রুক্ষের জীব বলিয়া कानाइरक य जानवातिना, इंहा चौकात कतिए ৰুক ফাটিলেও মুধ ফুটিবে না। উচ্চমার্গে থাকিলে ঘুণা, লজ্জা, ভয় এ সকল মনোবুত্তি কাদার মঙ মনের তলার থিতাইয়া স্বচ্ছ, শীতল উদকরাশিকে উপরে তুলিয়া রাথে। নমঃশৃদ্রের ঘরের বারালায় মাত্রে উপবেশন করিতে প্রথমটা মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহ। অবভা প্রেম। আব, তাহার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করি, তাহা শুচি হইবার জন্ম। কেন শুচি হই ? অবশ্র ঘতীত্রবারু ও তাঁহার ক্সায় উচ্চমার্গন্থ ব। নির্বিকার ব্যক্তিগণের কথা বলিতেছি না, আমাদের মত সাধারণ মাহুগকে লইয়াই তাঁহারও আলোচনা।

যাহা হউক, সমগ্র পৃথিবীতে এক মহাসদ্ধিকণ উপন্থিত
—ভেদনীতির এই ক্লত্রিম গণ্ডীগুলি যে আর থাকিতে
পারে না, তাহার লক্ষণ চারিদিকে স্থাপাই। এ
নিবন্ধটিকেও তাহার নিদর্শনরূপে ধরিয়া লওরা যাইতে
পারে।

শীপ্রমণ চৌধুরী এ সংখ্যায় একটা ছোট গর নিথিয়া-ছেন—নাম "ভূতের গর।" ভৌতিক কাও চ্ইনেও বেশ লাশে। "আমার স্থী Pucca Perth, বোর ঞীটান ও সম্পূর্ণ নির্ভীক। দে ভূতে বিশ্বাস করে না, করে জ্যু ভগবানে। আর আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না, বিভ ভূতে করি।" Engineer সাহেবের এ উজি বড় সর্গ। এই গর্টি এ সংখ্যার প্রথম গর। বিতীয়টি শ্রীদীনেক্রকুমার রায়ের "ল্যাংড়ার কলমে আম্ড়া"—একটা নক্সা। আম্ড়ার মতই শাঁদালো ও রুদান।

তৃতীয় গল্প শ্রীঅরবিন্দ দত্তের "বন্ধনারী"—প্রথম শ্রেণীর রচনানা হইলেও প্লটের গুণে শেষটা মন্দ দীড়ায় নাই।

"ওঁদের হাত থেকে (প্রভার অত্যাচারী স্বামীর নিকট হইতে) যথন তোমাকে নিয়ে এলাম, তথন তোমার একটা দিকের পীড়াই দেখলাম—কিন্তু তুমি যে এই বাঙ্গালা দেশেরই মেয়ে, সে কথাটি শ্বরণ ছিল না" প্রভার পিতা ব্রজেক্রের এই কথাগুলি বড় করুণ। আর ততোধিক করুণ, প্রভা পিতার কথার উত্তর স্বরূপ—"নিশ্বাস ত্যাগ করিল।"

চতুর্থ গল্প শ্রীদেবেজ্ঞনাথ বন্ধর "নিদর্শন" ভৌতিক ব্যাপার। কাহারো কাহারো ভাল লাগিতে পারে, আমরা রুস পাই নাই।

পঞ্চম গল্প শ্রীসতীপতি বিচ্চাভ্যণের "ত্রিমূর্ডি" তৃতীয় খেণীর রচনা—দৈনিকে চলিলেও চলিতে পারে যদিও সাপ্ত:হিকেরই উপযোগী। গল্পটির নামকরণও ঠিক হয় নাই—"থুড়োর বিয়ে" দিলে বেশ মানাইত।

ষষ্ঠ গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যাথের "স্বর্ণমূগ" বেশ লাগিয়াছে। উপসংহারটুকুও বেশ।

এ সংখ্যায় শ্রীহরেক্কফ সাহার একধানি রঙিন ছবি দেখা গেল। নাম "প্রদোষে"—ছবিধা<sup>', হে</sup> অতি নিক্কট পট বলিলেও যেন ঠিক হয় না।

১০০৯ সাকে আশাভূ সংখ্যা ভালভনকে—শ্রীগীতা দেবী বি-এর উপস্থাস "বক্তা" স্থক হইয়াছে। পদ্ধনটা অন্তুত। অবশ্য ভাক মন্দ্ বিচার এখন হইতে পারে না।

এক যায়গায় আছে "ভাহার আত্মীর-স্বন্ধন স্বাই চলিত স্থান্ত, ধৃশ্ব, গুরু, পূরোহিত, থানার দারোগা, স্ব কিছুকে মানিয়া।" কিন্তু থানার দারোগাকে না মানিয়া উপায় কি ? উহা যে ভূতের চেয়েও ভয়াগ।

भविष्ठास्त्रच अक्योमि न्छम छेन्छान एक रहेमारह

"শেষের পরিচয়"—মনে হইতেছে থেন শরংচক্রের ভাষা পূর্বের সে বেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এ সংখ্যার পাঁচটি গরের প্রথম গল্প শ্রীষ্মচিস্তাকুমার দেনগুপ্তের "ক্ষন্তের আবির্ভাব।" গল্পটাই পাঠকের নিকট "ক্ষন্তের আবির্ভাব'' কি গল্পের নায়ক-নামিকার নিকট কল্প আসিয়া দেখা দিলেন, বলা সহজ নয়। কেননা প্রথম দিকে গল্পের নায়ক "শ্রীআমি" ল্রীকে গ্রামে স্বগৃহে লইয়া হাইবার জন্ম কর্মান্তি। বলা বাছল্য, যাহাত্তে "tug of war" স্ক্রক করিয়াছে। বলা বাছল্য, যাহাত্ত্রে লইয়া টানাটানি সে স্থামীর পাশে সরিয়া গেল। পরাজ্মে শক্তর "ত্রই হাতে মুখ ঢাকিয়া অফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।" আর"পথে আসিতে আসিতে শ্রী-আমি" ল্রীকে কহিল, "তুমি রামায়ণে সীতার মতোই একটা অসমসাহসিক সতীর দৃষ্টান্ত দেখাল।" ইহা নিশ্চয়ই শ্রীআমির ক্রেষোক্তি নয়। সীতার সতীত্র রামের বনাহুগমনেই ব্রিথ শলা ইহা 'original analogy !"

ইহার পর শাস্তি আসিল—স্বামী-স্ত্রী গ্রামে পাকা
বাড়ীতে সংসারশ্পতিয়া বসিয়া নানারকম বিলাস সামগ্রীতে ঘর পূর্ণ ও স্থােভিত করিয়া তুলিল—অবশ্র
শ্রীআমির শশুরের পয়সায়। কেননা শ্রীআমির ধন ও
দৌলতের মধ্যে বিঘাপাচ সাত আবাদি জমি ও পাঁচ
সাত ঘর প্রজা ছিল; আর ছিল: ঐ পাকাবাড়ীধানি।
ঐ জমিরও কিছু আবার শ্রীআমির বন্ধু ব্যোমকেশকে
চাষের জন্ম ছাড়িয়া দেওয়া ইইয়াছিল। যাহা হউক
দিন তাহাদের উভয়ের বেশ স্থেই কাটিয়া যাইতে লাগিল
—প্রেম, আর প্রেম।

কিন্ত ঐ গ্রামে ছিল এক নদী- তাথাকে রাক্ষণী বলিলেও স্বট। যেন বলা হয় না। সে ক্ষেত্র, প্রান্তর্ম, বাগান, বাড়ী, গ্রামের পর গ্রাম এক এক থাবার মূধে পুরিত। এই নদী দেবার তথন—কথন ? "এমনি বৈশাথের সন্ধ্যায়"—সব ভাঙিয়া লইভে স্থক করিল। নদীতে যে বৈশাথে ভাঙন ধরে না, একথা বিশাস হই-তেছে না ? একবার "শ্রীক্ষামির" গ্রামে বাইয়া দেখিয়া আস্থন। দেখিকেন, কল, খালি কল—"শাদা, গাঢ় কল।" কল গাঢ় ইইলে নীল দেখার ? ছাই। করির চোধ কিয়া

বেখুন—ভাহা হইলে "আকাশের মত শাদা" দেখিতে পাইবেন। যে যুগ আসিরাছে, তাছাতে originality না দেখাইতে পারিলে উন্নতি অসম্ভব। আর বেণরোয়া না হইলে অর্থাৎ যাহা মনে আসে তাহা না লিখিলে original হইতে যাওয়া আর মাথায় হাঁটিয়া পথ-চলা সমান।

কোন পাঠক যদি এক আঘটা নর "চারিদিকের রাশি রাশি রাশি কোলাহন" ও "ম্যলধারে বৃষ্টি" প্রভৃতি এই গল্পের ভিতর হইতে আনিয়া অমন বৈশাধী সন্ধ্যার ভাঙনটা মিধ্যা প্রতিপন্ন করিতে আসেন, তাহা হইলে বিনমে নত হইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিব "পূব দিক ঘেঁসে চরও পড়েছে"। বর্ষায় চরও পড়ে, ভাঙনও ধরে!

মনে করিতে পারেন, গল্পে রস জমিল কিনা তাহা
না দেখিয়া নদীটাকে লইয়া টানাটানি করিবার হেতু কি ?
নদীটাই যে বিশেষ করিয়া শ্রীআমি ও তাহার স্ত্রীকে
প্রামছাড়া করিয়া কালীঘাটে লইয়া ফেলিল, আর ঐ
নদীটা দিয়াই যে গল্পের রস জোগাইবার চেষ্টা হইয়াছে।
ভাই উহার নাম জানিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে উপায়
"নির্ভীক লেখক" রাখেন নাই। কেবল এইটুকু জানা
য়ায়, তাহার "লবগান্ত ভিক্ত স্থাদ।" অতএব ব্রা
য়াইতেছে, সমুদ্রের অতি নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের কথা।
শামাদের পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ এই নদীটির নাম
শিল্মা দিতে পারেন তো ভূগোলের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে।
পল্পা জো নয়ই, কীর্ত্তিনাশাও নয়—তবে ? ইহাকে কি
শিল্ম—অজ্ঞতা না অনভিক্ততা ?

ভারপর ভাষা সম্বন্ধে হু একটা উদাহরণ দিই—গল্পটি অবশ্ব সাধু ভাষায় লিখিত—"যতো এগোই", "সভিন্দিজ্ঞাই", "চীৎকার পাড়িতেছে" ("চীক্ষ্র পাড়তেছে" লিখিলে ঠিক হইত)। পরিশেষে আর একটা ব্যাপারের কথা বলিয়া প্রসন্ধ শেষ করি—শ্রীআমি "বিহানা পাতিয়া গইয়া হই দেহের নিগৃত্ রহক্ত সন্ধান ও সমাধান" করিনাছে। বোধহয় সকলের চক্র অস্তরালে। সমক্ষে হইলে নিশ্নিক লেখক" নিশ্চয়ই ভাহা বীকার ক্রিভেন।

এত কথার পর কি করিয় বলি, গলটে ভাল লাগি যাছে। তবে লাগিত যদি—

দিতীয়টি শ্রীর ধারাণী দেবীর "শৃত্তমনা কাঙালিন মেয়ে"—একথানি চিত্ত—সঙ্গীব ও কঙ্কণ।

তভীয় গল্প শ্রীবৈশজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "গ্রায় দেবতা।" অদৌকিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ-প্রতাক্ষদশী। বিবরণ। মামুষ উচ্চমার্গে উঠিলে দিব। দৃষ্টি লাভ করে আর, করে আব্গারীর রূপায়। গ্রামশুদ্ধ লোক বরারর দিব্য দৃষ্টি লাভ করিবে, ইহা বিশ্বাস হয় না। আবার সকলেই যে "তুরিত যানে" আরোহণ করিয়া খর্লোক দুর্শন করিবে তাহাও নয়। কাজেই মনে হয়, "ছোটগুল লিখিয়া যাঁহারা । নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের অক্তম" লেখক ঐ ছুটি অবস্থার একটীতে উন্নীত হইয়া গন্ধটি निश्चिम्राह्म। ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপন তো হইমাছেই: घटेनाश्वनि आक्रकानकात वनिया हानाहेया (जना वरः গ্রামের নির্দ্দেশটাও ঐ সঙ্গে দিয়া "৺শ্রীশ্রীবাবা রুদ্রেশর কোং লিমিটেড খুলিলে আথড়ায় জন সমাগম হওয়া সম্ভব। অবস্থা যথন এই রূপ, সময় থাকিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ? আর ঐ সঙ্গে বটতলায় গল্পটির এক কিন্তী পুত্তিকাকারে ছাপাইয়া বাজারে ছাড়িলে আরও শাভ হইতে পারে বলিয়া আশা করা ধায়।

চতুর্থটি কুমার শ্রীধীরেক্স নারায়ণ রায়ের "শেষের দান।"

ইংারও নায়ক ঐআমি—প্রেমে পতিত ইইয়া বিফল

হ'ন, কিন্তু প্রেমাম্পালা হঠাৎ বিধবা ইইয়া ঘটনাচক্রে
তাঁহারই গৃহে ফিরিয়া আদেন। "প্রেম একবারই হয়।"

ধ্ব সন্তব, লেখক তাঁহার এই দেশের অপূর্ক "কামপরহীন ভালবাসার" কথাই বলিতেছেন। কেননা, তাঁহার
ধারণায় "প্রতীচ্য শিক্ষায়" যে প্রেম মনে ক্রেম্ন তাহা ইইডে
কামনার উৎকট গন্ধ ছাড়ে। ঐআমির কামপন্ধহীন প্রেমের
প্রকোপে প্রেমাম্পাণা অন্তর্জন্ধী হইয়া উঠে, আর ঐআমিও
বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়ে, একেবারে বর্দ্ধার।

কিন্তু সেধানে গিয়াও নিভার ছিল না। ছলয়ে, একটা নর

ছটি নয়, শত বৃশ্তিক দংশন করিতে ছক ক্রিকা।

আবার তিনি ছুটিয়া আসিলেন স্কর্টের।

প্রেমাম্পদাকে খোঁজাখুঁজি লাগাইয়া দিলেন। বলিগা রাখি,
নামক জমিদার ও সংখের ডাব্ডার। কিন্তু কোথাও যথন
তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না, তথন চলিয়া গেলেন
Great receptacle কানীতে। সেখানে দৈবক্ষমে প্রেম্ব
লাকার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাং হয়। হতভাগিনী তথন
মৃত্যুশ্ব্যায়। কোড়ে ছয়মাসের শিশু—শিশুটি প্রীক্ষামিরই।
প্রিশেষে প্রেমাম্পদার মৃত্যু হয় ও প্রীক্ষামি শিশুটিকে বক্ষে
ছড়াইয়া পরেন। কেমনা, উহাই "শেষের দান।"

গল্পের প্লটটি ছিল ভাল। কিন্তু জমিয়া উঠে নাই। আর প্রারম্ভে যে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, ভাহারও সার্থকভা দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রক্ষমটি শ্রীনগেক্তকুমার গুহ রাথের হৃদয়ো**চ্ছাস**— "চিত্র–লেখা।" গ্রাকামীতে পরিপূর্ণ।

এ সংখ্যায় চারখানি রঙিন ছবি দেখা গেল। এপুর্প চক্ত চক্রবর্তীর "নারায়ণ" ও জীবসিকলাল এল পারিখের "ফকীব" বেশ লাগিয়াছে।

# নানকথা

### ভারতের অর্থ-দঙ্কট

ভারত সরকারের নিকট বণিক সমিতির নিবেদন

ভারতের জনসাধারণের বর্তমান অর্থকষ্টের কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া ভার-ঠীয় ৰণিক সমিতি ভারত সরকারের নিকট এ ৹থানা চিঠি লিপিয়া-ছেন। এই চিঠিতে বলা হইয়াছে বে, পণোর মূল্য ভয়ানক ছান পাওরায় দেশে যে দারুণ অর্থ-সকট উপস্থিত হইয়াছে, একথা ভার দর্জ স্থারও স্বাকার করিয়াছেন। তিনি একথা স্বাকার করিয়াছেন ে, এই অর্থ-সঙ্কট দূর করিতে হইলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে ংইবে। কিন্তু প্রতিকার সম্বন্ধে তিনি বণিক সামতির সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ধ্রিক সমিতির অভিমত এই যে, ভারত সরকার প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন; স্থার অর্জ ইটারের অভিমত এই বে, বর্তমান অর্থ-সকট একটা আয়র্জ্ঞাতিক ব্ৰস্তা, সমস্ত দেশ মিলিয়া এই সমস্তা সমাধান না করিলে পৃথক পৃণক ভাবে কোন সমাধান হইতে পারে না। এই যুক্তির উত্তরে বণিক সমিতি বলেন যে, বৃটিশ মন্ত্ৰীমণ্ডল অন্ত কোন দেলের প্রতীকা ন করিয়াই নিজ দেশের সমকা সমাধানে প্রবৃত্ত হইরাছেন ; কুতরাং ভারতবর্ষেরও তাহা করিতে না পারার কোন কারণ নাই।

এ সম্পর্কে বণিক সমিতি বলেন বে, ভারত সরকার ভারতীর

ব্যাকে টালিং মুলার বছন হইতে মুক্ত করিয়া দিরা সম্পত কার্থাই

করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃটিশ সরকারের আবেশ অনুসারে ভারাবিসকে

পুনরার ভারতীর মুলাকে ট্রানিংএর সহিত বাবিনা রাধিকে বাধা

হইতে হইরাছে। ভারত সরকার এ বিষয়ে জনসাধারণের প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন নাই। টাকার দর ১৮ পেনী নির্দিষ্ট করিয়া शिवा। এক অস্তায় করা হইয়াছিল, এখন আমার টাকাকে টালিংএর সৃষ্ঠিত বীধিয়া দিয়া আর একদফা অন্তায় করা হইল। ফল এই ছইল যে, ষ্টালিংএর দরের পতনের সলে সলে টাভার দঃও কমিয়া গেল। টাকার অভাবে লোকে দোণা বেচিতে লাগিল, এই সোণা বিদেশে চালান হইতে লাগিল এবং টাকার দর কমিয়া যাওয়ায় সোণা চালান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এভাবে দেশ হইতে এ প্ৰান্ত ৬e কোটা টাকার সোণা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। বৃণিক স্বিভি ভারত সরকারকে এই সোণা বাঝার দরে কিনিলা রাখিতে অফুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অনুরোধ রকিত হ**ইল** না। - **টাকাডে** যদি স্বাধীনভাবে থাকিতে দেওয়া হইত এবং সোণা চালান বছ করিয়া দিয়া ভারত সরকার সেই সোণা ধরিদ করিরা মজুত রাধিয়া ভদমুণাতে টাকা ও নোট চালাইতেন, তবে টাকার দর স্বাঞাবিক ভাবে ৯৮ পেনীর নীচে নামিয়া বাইত এবং সঙ্গে সংক্ ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইত। এই দোণা মজুদ রাধা সম্পর্কে ভারত সরকার ভারতীয় বণিকের অন্তরোধে কর্ণপাত করেন নাই ৰটে, কিন্ত বিলাতে ব্যাক অব ইংল্যাও কিন্ত সেই পদাই অবলম্বন ক্ৰিয়াছেন। ব্যাক অব ইংল্যাও বৰ্ণ ধ্বিদ ক্বিয়া মাৰ্থিতেছেন এবং সেই वर्षत्र मृता ও अवर्षम् आत्र मृत्नात मर्था य बावशीन তাহা সরকারী কোষাগার হইতে প্রদত্ত ইতেছে। এমতাব্ছার ভারতীয় বণিকগণ বলি বলেন বে, বৃটিশ বণিকলের সার্বের সহিত ভারতীয় ৰণিকদের সংখাত উপস্থিত হইলে বৃটিশ বণিকদের বার্বই

আৰু রাখা হয়, তাহা লইলে তাহাদিগকে দোব দেওয়া চলে না।

যাহা হউক অতীতের কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই, এখন
ভবিষ্যত দেখিতে ইইবে।

ভারত সচিব সেদিম কমল সভায় বলিয়াছেন বে, ভারতবর্ষে প্ৰোর মূল্য বৃদ্ধি পাইরাছে। এই উক্তিতে হয় অজ্ঞতা নতবা আত্মপ্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইতেছে। বণিক সমিতির মতে ভারতীয় পণা জব্যের মূল্য অভিমাতায় হ্রাস পাইতেছে। ফলে দেশে চুরি ভাকাতি বৃদ্ধি পাইতেছে, মধ্যবিত্তগণ বেকার হইয়া পড়িতেছে, গ্রাম্য চাষিগ্ৰ নিঃম্ব হইতেছে, গ্ৰণ্মেণ্টের আর হ্রাস পাইতেছে, জমীদারগ্ৰ ধাকনা আদার করিতে না পারিয়া জলের দরে জমি জমা বিক্রয করিরা দিতেছেন। কুবকের ঘরে যে দোণা ছিল, তাহা ইতিমধোই প্রায় নিংখের হইরাছে। এখন প্রশ্ন এই যে. আগামী বংসর ভাছারা কি করিয়া চালাইবে। হতরাং পরিণাম অতি ভয়ক্কর দেখা যাইতেছে। এদিকে রাজস্ব গে ভাবে হ্রাস পাইতেছে; তাহাতে গ্রব্নেটেরই বা কি ভাবে চলিবে, তাহাও ভাবনার কথা। আর ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা লোকের নাই। রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত লা হইলে পুলিশ বিভাগ, সেমা বিভাগ, কারা বিভাগ প্রভৃতি বড ৰূদ্ৰ ব্যাপারের ধ্রচা কমাইবারও উপার নাই। ভারতবর্ষ হ'ইতে টাকা কৰ্জ লইয়া যে ধরচা কুলান ঘাইবে, তাহারও সন্তাবনা নাই। গত জুন মাদে গ্ৰণ্মেণ্ট কৰ্জ করিয়া যে টাকা তুলিবার চেষ্টা ড়য়য়য়ড়িলেন, তাহা একেবারে বার্থ হইয়াছে। অতিকটে মাত্র ১৮ কোটি টাকা উটয়াছে, আরও ৫ কোটি আগের ঋণের খত বদল করা হটবারে।

এপ্রিল ও মে মাদের বাণিজ্যের হিদাবে দেখা যার যে পণ্য

হিদাবে ঐ ছই মাদে ভারতবর্ধের দিকে যথাক্রমে ও কোটি ৪৬
লক্ষ এবং ২ কোটী টাকা ঘাটতি পূরণ করা হইরাছে। আগামী
বংসর ইংতে। আর বিক্রম করার মত দোণাই পাকিবে না। তখন
প্রবর্ধমেন্ট বিলাতের প্রাপ্য কি করিরা মিটাইবেন তাহাই সমভা।
এদিকে দেশের রাজনৈতিক আশান্তি দুর না হইলে এবং জনসাধারশের
ব্যহাম উদ্লতি না হইলে সরকারী তহবিলের জার ও বৃদ্ধি পাইবে
না। এমতাবছায় বণিক সমিতি পুমর্কার প্রতাব করিতেছেন যে,
টাকাকে ইালিং ইংতে মুক্ত করিরা দিরা এদেশের পণ্যের মুখ্য
বৃদ্ধি করা হউক।

স্কটল্যাণ্ডে পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলন:--ক্লাণ্ড দেশে একটি পৃথক গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া তাচাতে मर्वाधकारत है:लख हहेरा यांधीन कतिबात क्रम तृष्टिम भागात्माक স্কটলাও হইতে তিৰ্বাচিত সদস্ত মিঃ ৰে ম্যাকৰভাৰ্ণ একটি আইনে খদড়া পেশ করিয়াছেন। এই আইনের করেকটা ধারা এইরূপ-স্কটলাণ্ডের জক্ত একটা মাত্র ৰাবস্থা-পরিষদ মারা পরিচালিত একট গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ব্যবস্থাপরিষদে কল্যাও হটনে নির্বাচিত ১৪৮ জন সদস্ত থাকিবেন। এই গবর্ণমেন্টের রাজধানী হুইবে এডিনবার্গ। গুতি ৩ বংসরের জক্ত একজন স্কচ জাতীয় লোককে এই পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করা হইবে। শানন ত্ত্ত সম্পর্কে কোন বিষয়ে মীমাংসার জন্ম স্কটল্যাকে ৭জন বাজি দ্বারা গঠিত একটি স্থপ্রিম কোট ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। মি: মাক-গভার্প বলেন, ইংলও হইতে সম্পূর্ণভাবে পুথক হইলেই স্কুটলাতেঃ **উন্নতি হইতে পারে। ত্মার্থিক ব্যাপার এবং ক্ষ**টল্যাণ্ডের উন্নতি বিষয়ক সকল ব্যাপারে আমাদিগকে সম্পূর্ণ কক্তবি দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জ**ন্ত আ**মি মি: মাজাটন বুকানন ও কার্কটড প্রভৃতি বহু রাজনীতিকের সাহায্য পাইতেছি। —'বোম্বে ক্রনিকেন

কৃষিয়ার অগ্রগতিঃ—লর্ড পাদফিল্ড এবং ডাহার পরা মিদেল সিডনি ওয়েব ক্লেলিয়ায় প্রায় চারি হাজার মাইল এমণ ক্রিয়াছেন। 'রয়টারের' প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাতে তাঁছারা <sup>বলেন</sup>, "বর্তমানে পৃথিবীর অস্তা যে কোন জাতি অপেকা স্কবিয়ার স্বাশা উল্লম ও প্রাণের প্রাচুর্য্য অধিক। গ্রবর্ণমেন্টের কথাই ধরা বাউক, আর জনগণের কণাই ধরা যাউক, সকলেরই কর্মপ্রবণতা অসীম। আমরা যে সমস্ত জালগাল গিলাছি, সর্ববিত্ত কর্মাও ভারের সংহতি দেখিলা মুগ্ধ হইমাছি। ক'বিলা শুধু শিলের উল্লবত সাধন করিলাই কান্ত হয় নাই, পরস্ত বিশ্বজনীন শিক্ষারও যথেষ্ট প্রসারতা দেখাইরাছে। ক্ষবিয়াই একমাত্ৰ দেশ ধেপানে শিলোৎপদ্ম জব্য ক্ৰমৰ্ছমাৰ मिथिलाम, आत्र प्रिथलाम प्रिथात्म (दकांत्र विकास क्ह नाहे। মিসেস ওরেব বংলন, "আমি সহরের মেরেলের পোবাক পরিছেলের খথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না। কিন্ত ছুটির দিনে জামি কল্পেকটা যুবতীকে এমন পোষাক পরিধান করিতেও দেখিগাছি, যাহ। হরতো কমিউনিই ক্লচি ও লীলভার বহিছুতি হইরা পড়ে। ওটে রং মাথা সহক্ষে সরকারের কড়া আইন করা উচিত !"



#### ভারত শাসন-সংকার–

ভারত সরকার ভবিষ্যং শাসন-সংস্থার সম্বন্ধে তাঁহাদের যাতা বক্রবা তাতা ভারত সচিবের দরবারে পেশ করিয়া-ছেন। ভারত-সচিব এক ইন্ডাহারে তাঁহার দীর্ঘ মন্তব্য সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। এই মস্তবাটী পাঠ করিয়া অনেকেই বিশেষ হতাশভাব প্রকাশ করিতে-ছেন। মধ্যপদ্বীগণ তাঁহাদের ইস্তাহার বাহির করিয়া সর্হার পক্ষের নিন্দাবাদ করিতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞান্ত এই যে এইরূপ যে হইবে তাহা ত পর্বেই অনেকটা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। সরকার পক্ষ কংগ্রেসের সহিত একটা বুঝাপড়া করিতে কতকটা যে নেহাৎ প্রস্তুত ছিলেন না এমন কথা হইতে পারে না। তবে তাঁহারা চাহিয়া-ছিলেন সরকার পক্ষের নিকট কংগ্রেস যদি নভজাম হইয়া পুর্বকার অপরাধের জন্ম ক্ষমা ভিক্ষা চাহে, তাহা হইলেই দরকার পক্ষ কতকটা ক্ষমা-খুণা করিয়া তাঁহাদের থানিকটা দাবী-দাওয়া মানিয়া লইবেন। কংগ্রেস কিছু স্বাধীনতা পাইবার আশা করিতে পারিলেই জনসাধারণের মুধ চাহিয়া সরকার পক্ষের নিকট শির নত করিতে পারিতেন কিন্তু কংগ্রেস বেশ স্পষ্টই বৃঝিতে পারিতেছেন যে, সরকার <sup>পক ভারতকে</sup> কিছুই দিতে পারেন না। মধ্যবিত্ত ইংরাজ <sup>গণের</sup> সম্ভান সম্ভতির জন্ম ভারতে তাহাদের বিস্তৃত <sup>কৰ্মকে</sup>ত্ৰ থাকা প্ৰয়োজন। আই-সি-এস, আই-এম এস <sup>প্রভৃতি</sup> নিখিল ভারতীয় কর্মগুলিতে ইংরা**ল লাতি**র क्षक्षा व्याधाम थाका हाई। शावतिक विकारत हैश्तास

জাতির ক্ষমতা অকুণ রাখিতেই হইবে। ব্যবসা বাণি**জাই** ইংরাজ জাতির প্রধান জীবিকা। ভারতবর্ষে তাঁহারা এই উদ্দেশ্রেই পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই বাবসা-বাণিজ্য যাহাতে পুনর্কার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সমগ্র ইংরাজজাতি দেই জন্ম বিশেষ চিন্তিত। স্বতরাং স্বরাজ এট নাম দিখা ইংবাজ আমাদের যাতা দিতে পারেন ভাতা তাঁহার। দিয়াতেন। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করার ভার. ও আমাদের শিক্ষার ভার আমাদের হত্তে অর্পণ করিয়া-ছেন। কিন্তু স্বাস্থারকা ও শিক্ষা প্রদানের জ্বল্য বাবস্থা করিতে গেলে কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। সেই সমস্ত নিয়ম ঠিক সরকারের ইচ্চারুযায়ী প্রতিপালিত হইতেছে কিনা দেখিবার জন্ম শান্তি ও প্রহরীর বাবস্থা থাকা দুরকার। এইজন্ম সরকার পক Law and order नाम निम्ना প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগটী নিজেদের হাতে রাথিতে চাহেন। Dyarchy বা যুগা শাসন প্রণালীই একমাত্র ব্যবস্থা ঘাহা তাঁহারা আমাদিগকে নিঃস্বার্থভাবে দিগাছেন এবং আমবা তাতা পাইয়াছি।

### ভারতের দার্থ-

গত আদেশলী সেসনে যথন হাজি তাহার coastal shipping Bill পাশ করিবার জন্ম বন্ধ পরিকর হন, তথন তাবং শেতাল বণিক সম্প্রান্ত, লওঁ ইঞ্জেপ হইতে ভালহাউসি ভোরারের সামান্ত দোকানদারণণ পর্ব্যন্ত চৰকাইরা উঠিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে আসেশলী অকালে

গভাস্থ হওয়ায় উক্ত মারাত্মক বিলটী মাটী চাপা পড়িয়া ইংরাজগণ জানেন যে ভারতকে fiscal স্বাধীনতা দিলে এখনি ভারতে tariff wall বা বাণিকা ক্ষমের প্রাচীর এত উচ্চ হইয়া উঠিয়া যাইবে যে তাহাতে ইংরাজ-শিল্পেরই ক্ষতি অধিক হইবে। কয়েক বৎসর পূর্বে ভারত সরকারের ফাইনান্স মেম্বার জাপানী বন্ধ শিল্পকে ভারতের বাজার সমূহ হইতে হটাইয়া দিবার জ্ব মানচেষ্টারকে একট অফুগ্রহ দেখাইয়া তথাকার বস্ত্রশিল্পের উপর শুক্তের হার সামান্ত কমাইয়া দেন তথন সমগ্র ভারত-বাসীই 'অন্তায়' বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিল। নিখিল ভারতীয় চাকুরীগুলি ভারতবাদীকেই দেওয়া হউক বলিয়া দাবী করিলে ইংরাজ একটু মূচকাইয়া হাসে মাত্র, আমরাই বা কেন না বুঝিতে পারি ইহা সম্ভব নয়। ভারত সরকারের সৈত বিভাগে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্ম আমরা গগনভেদী চীংকার করিতেছি. কিন্তু ইহা কি সত্য নয় আমরা সকলেই জানি উহা অরণ্যে ক্রননের প্রায় নিফল মাতা।

### ব্যক্তিও রাষ্ট্রের স্বার্থ-

তবে এখন কথা হইতেছে যে আমরা কি ভারতসচিবের উক্তিতে হতাশ হই নাই। সত্য কথা বলিতে
কি হতাশ আমরাও হইয়াছি অন্ত কারণে। আমরা
জানিতাম রাজনীতিতে ইংরাজ জাতি খুবই দক্ষ। তাহার
রাজনৈতিকগণ জগছিখ্যাত ধুরন্ধর। কিন্তু ১৯২০ সাল
হইতে আমরা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে ইংরাজ
জাতির রাজনীতি বৃদ্ধিতে ক্রমশং ঘুণ ধরিতেছে। বাংলায়
এবং পাঞ্জাবে মুসলমান প্রাধান্ত স্থাপন করিয়া ভারতের
সর্ব্বাশ্রেষ্ঠ তৃইটি প্রদেশকে সর্ব্বপ্রকারে থব্র করিতে যাওয়া
অনেকটা মুর্থতা নয় কি। বাংলার হিন্দুগণ আজ যে সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহার কারণ ইংরাজ রাজত্বর্যে
প্রতিষ্ঠিত হওলার সহিত মুসলমানগণ আপনাদের
জাভিজাত্য না ভূলিতে পারায় তাহারা ইংরাজ রাজকে
বরণ করিয়া লইতে পারে নাই। আজ দেড়শত বংসর
প্র মুসলমানগণ যদি সেই ভুল বুৰিতে পারিয়া ইংরাজ

গণের সহিত মিলিত হইতে চাহেন তাহা হইলে বাংলার হিন্দসমাজ পদদলিত হইতে পারে কিন্তু ভীমণ অশান্তি অগ্নি যাহা প্রজ্ঞালিত ২ইবে তাহা নিবারিত হইবে কি সে, ভাহার পর বিশ বংদরের মধ্যে মুসলমানগণ হিন্দের সমকক হইয়া উঠিলেই, ভাহারা বেশ বুঝিতে পারিবে যে উভয়ের স্বার্থ ই এক। তথন সন্মিলিত আন্দোলন কর প্রবল হইবে ? পাঞ্জাবের কথা বলিতে গেলে আমানে ঐ একই কথা বলিতে হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে সারা ভারতে যে বিদ্রোহ বহিন জলিয়া উঠিয়াছিল তথন পাঞ্জাবের শিং ও হিন্দু সম্প্রদায় ইংরাজকে রক্ষা করিবার জন্ম প্রাণপাত করিয়াছিলেন। তাহারই পুরস্কার হিসাবে তাঁহারা অনেক স্ববিধা পাইয়া আসিতেছিলেন। এই সমস্ত স্ববিধালাভ করিয়াই পাঞ্জাব আজ ভারতবর্ষের একটী শ্রেষ্ঠ প্রদেশ। ম্সলমানদের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে অনেকটা আগাইয়া দিতে পারা যাইবে, কিন্তু উন্নত সমাজকে অবনত কি করিয়া করা যাইতে পারিবে 🕈 ভারতের সমস্ত রাজগণ ইংরাজ রাজকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। তাঁহাদের স্বার্থ অনেকটা ব্যক্তিগত। বাজিগত হার্থের সহিত রাষ্ট্রের স্বার্থ সম্মিলন করিতে গেলে অনেক ममास পৃথিবীর ইতিহাসে ছর্ষ্যোগ ঘটে দেখা গিয়াছে। ভারতের সমস্ত রাজগণকে মধ্যযুগের Feudal Lord বলা যাইতে পারে। Fendal Lord রা কি ইউরোপের স্কেন তন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

### ইংরেজ ও ভারতীয়ের ত্বার্থ–

আমরা অনেকবারই বলিয়াছি স্বার্থই সমত তরের মূলমন্ত্র। ইংরাজ তাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে চাহিবেন স্বাভাবিক, নিংস্বার্থভাবে আমাদিগকে সর্বস্থ ছাড়িয়া দিয়া তাহারা চলিয়া মাইবেন এইরূপ আশা বাহারা করেন তাহারা বাত্লমাত্র। স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের উপরই সমত রাষ্ট্র সংগটিত হয়। তবে সংস্লাজ্যগঠনকারীসব্যের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বে এই ঘাত-প্রতিঘাত এইন হইবে যে উহাতে সকল শক্তির সমন্ত্র হইবে। ভারতে ইংরাজ জাতি বদি উহাদের স্বার্থ ক্ষার্যক্ষী

রাসীরও কতকটা স্বার্থরকা করি:ত বন্ধপরিকর হন তাহা হইলে এক নৃতন রাষ্ট্র সংঘটিত হইতে পারে যাহা জগতের ইতিহাসে এক নৃতন জিনিষ হইবে।

### প্রেক্তাতন্ত্র ও সাথারণতন্ত্র-

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে কোন তম্বই আদর্শ নয়। স্বেচ্ছ।তন্ত্র যথন একমাত্র রাজা কর্তৃকই প্রিচালিত হয় তথন ঐ রাজাই যদি রামচন্দ্রের ভায় প্রজাদের মুখ স্বাচ্ছন্য রক্ষার জন্ম তন্ময় থাকেন, তবে উহাও অনেক সময় সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা ভাল। আবার যে সাধারণতক্তে নিমুশ্রেণীর কয়েকজন জীব প্রবল হইয়া শাসন দণ্ড গ্রহণ করেন, তথন উহাও ঘূণিত হইয়া দাঁড়ায়। ক্লিন্তন যথন এথেন্সের ভাগ্য পরিচালক হন, তথন নিশ্চয়ই কেই পছন্দ করেন নাই। ভেনিসের ধনিকগণের চক্র গতদিন সাধারণ প্রজার স্বার্থরক্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না ততদিন উক্ত শাসনতন্ত্র বান্তবিকই আদর্শ ছিল। তাহার পর উক্ত চক্র যথন কতকগুলি পরিবারের শার্থ রক্ষার যন্ত্র মাত্রে পরিণত হয়, তথনই উক্ত চক্রের পতন ঘটে ৷ কাজেই আমরাই autocracy পছন্দ করিব না যদি ঐ অটোক্রাসী আমাদের স্বার্থরক্ষা করিতে বদ্ধ পরিকর না হয়।

#### লুসেন-

লুসেনে এবার নিশ্চয়ই একটা কিছু স্থিরীকৃত হইয়।
ঘাইবে বলিয়া ঘাহারা আশা করিয়। বসিয়াছিলেন তাঁহার
হতাশার মধ্যেও শেষকালে আশান্বিত হইয়াছেন।
শুধাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল, লুসেনে কোন
ব্যব্ছাই হইল না। পূর্ব্বকার মত এবার এখানে অনেক
সমস্তারই আলোচনা হয়, কিছু কোন সমস্তারই চূড়ান্ত
শীমাংসা হয় নাই। আমেরিকা বলিল আমি ঝণ পরিতাাগ করিতে পারি বলি তোমরা তোমানের মুদ্ধ সর্বাম
সংগ্রহের ব্যয়শুল্বাহ কর। ক্রাক্ত লাকণ আত্তেই চম্কাইয়া

বালল সে কি কথা। যুদ্ধ সরঞ্জাম কমাইয়া দিলেই ধে व्यागात क्रमकात शाम श्रेटात। देवानी अ आर्थानी धारन হইয়া উঠিবে। স্বতরাং এই প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার সাধ্যাতীত। জার্ম্মাণী বলিল—দে কমেক বংসর **অবধি** যদ্ধের খেদারৎ যোগাইয়া আদিতেছে। Daw's plan অমুযায়ী দে যখন এই খেদারৎ দিতে রাজী হয় তখন দে ইহাই ভাবিমাছিল যে তাহার পণ্য-সম্ভার ইউরোপে গৃহীত হইবে। জার্মাণ শিল্পের প্রবল বক্তা আসিয়া দেশ-জাত শিল্প চূর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া ইউরোপের জাতিগণ **উচ্চ** করিয়া tariff wall তুলিয়া দিতে থাকিলৈ জার্মাণ পণ্যের প্রবেশাধিকার ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠে। পণ্য দ্রব্য যদি বাজারে বিক্রয়ই না হয় তবে সে কি করিয়া যুক্তের খেপারৎ ফ্রান্স বলিভেছেন তবেই ত জার্মাণী যদি আমাকে ক্ষতিপূরণ না দেয় আমিই বা কি করিয়া আমে-রিকার সমর ঋণ পরিশোধ করিব। এদিকে বলকান অঞ্চদের সমস্তাও ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। চেকোক্ষোভো-ফিয়া, **জুগো**ল্লাভিয়া, পোলাও প্রভৃতি যে সমন্ত **রাজ্য** ফ্রান্স স্থাপন ক্ষরিয়া জার্মাণী ও রাশিয়াকে থকা করিতে চাহিয়াছিল, ভাহাদিগকে সে প্রচুর পরিমাণে ৰণ প্রদান ক্রিয়াছিল। জগং ব্যাপী আর্থিক বিপ্লবে ব্যস্ত হইয়া তাহারা এই ঋণ পরিশোধ করিতে ক্রমশৃঃই অসমর্থ হইয়া উঠিতেছে। এইরপে বিভিন্নমূখী স্বার্থ লইয়া লুসেনের কাষা স্থগিত হইবারই কথা ছিল, শেষকালে জার্মাণী ৩০০ কোটা মূলা দিবে এই সর্তে রফা হইয়াছে। এইবার প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতির চেষ্টায় যদি জগতের আর্থিক অবস্থা ফেরে। কিন্তু জার্মেনীর নাজী দল ভন-প্যাপেনেন এ সর্ত্ত মানিবে কিনা সন্দেহ দেখা যাইতেছে।

# কন্ফারেসের কর্ম-

গত মহাযুদ্ধের পর হইতে অনেকগুলি কন্ফারেক্স হইয়া গেল। কিন্তু কোনটাই বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। অনেকেই বলেন যে এই সমস্ত আহর্জাতিক কনফারেক্স একটা বিরাট পিকনিক পার্টি মাত্র। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিকগণ কডকটা স্থান্তর প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে আমাদ প্রমোদ করিয়া মনের মানি অপনোদন করিয়া

স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কেননা আজ অবধি যতগুলি কন্ফারেন্স বসিয়াছে তাহার অধিকাংশই হয় ইটালীতে ন। হয় স্বইজারলাতে, উভয় দেশই ইউরোপের প্রাকৃতিক শোভার ক্রীডাক্ষেত্র। পর্ববতরাজির মধ্যে, কোন হলের ধারে এই সমস্ত আন্তর্জাতিক কন্ফারেন্সের কেন্দ্র নির্ণিত হয়। ১৯২০ সালে ইটালীর স্থানরেসোতে তুর্লীর ভাগ্য নির্বয় করিবার জন্ম এইরূপ এক অধিবেশন বসিয়াছিল। ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী সেখানে প্রত্যেক দিন প্রায় কভিবার বিভিন্ন ভলিতে তাঁহার ফটো তুলাইয়াছিলেন। আসল সমস্তার কোন মীমাংসাই যে হইয়াছিল ভাহা শুনা যায় নাই। স্পা কনফারেন্সেও মিত্রস্পক্ষিগণ জার্মাণীর নিকট যুদ্ধের খেসারৎ চাহেন মাত্র. কিন্তু রাজনৈতিকগণ দিনকতক প্রস্পর প্রস্পারকে ভোজ প্রাদান করিয়াট Cannes conference 43 স্বদেশে প্রস্থান করেন। व्यम्दरेख के करे में। घटि। वंशास्त्र मार्क छ ব্রায়েণ্ড সাহেব মনের সাধ মিটাইয়া গলফ খেলেন এবং উইনট্রন চার্চ্চ হল সাহেব তাহার তুলি সঙ্গে করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ছবি আঁকিবার জন্ম খুরিয়া বেড়াইতেন। লোকার্ণোর কন্ফারেন্স অনেকটা pienic পাটী ছিল মাত্র। সহরটী একটা ব্রদের উপর অবস্থিত হওয়ায় অধীন চেম্বার-লেন সাতেব ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিনায়কগণকে সক্ষে করিরা লইয়। একটী ষ্টীমার পার্টি করেন, তাহাতেই Locarn agreement সংগঠিত হয়।

### ডলার ও পাউও

মধ্যে দিন কয়েক আমেরিকান ডলার ইংলিশ পাউত্তের
মূল্যের হার অপেকা নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তবে
উহার প্রকৃত হারে কথনই পৌছাইতে পরের নাই।
আবার এখন দেখা যাইতেছে যে আমেরিকার ডলারের
মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতেছে। যাহারা আর্থিক অগতের বিশেষ
খবর রাখেন না তাঁছারা অবশুই বলিবেন যে তাহাতে জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি কি হয়। আমরা এখানে
সেই কথাই বৃথাইতে চেষ্টা করিব। আমেরিকার ডলারের
মূল্য বৃদ্ধি পাইলে আমরা যে সমন্ত হব্য আমেরিকার ভলারের

এখানে আমদানী করি সেই সব জবোর মূল্য বৃদ্ধি হয়। বাজারের খবর ঘাঁহারা রাখেন তাঁহারা লক্ষ্য করিলা থাকিবেন যে আমেরিকার ফাউন্টেন্ পেন, উহার কালী ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংরাজ সরকারকে আমেরিকার নিকট হইতে গৃহীত সমর ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। ডলারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে ঐ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিত হয় এই জ্ফাই ইংরাজ সরকারকেও থানিকটা ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

#### স্বদেশী সঞ্জ্য-

স্বদেশী শিল্পের প্রচারের জন্ম অনেকগুলি সঙ্ঘ সংঘটত হইয়াছে: এই সমস্ত সভ্যগুলির মধ্যে কোন প্রকার মিল না থাকায় সকলেই স্বাধীন ভাবে কাজ করায় কাজের य विस्थि स्विधा इहेरल्ट भरन हम ना। ১००६ সাল হইতে ऋদেশী ত্রব্য আজ অবধি যাহা বিক্রম হইয়া আসিতেছে তাহার মূলে দেশবাসীর স্বদেশ ভঞ্চিই প্রধান। এই দেশভজিকে মূলধন করিয়া ভারতে খনেক কারবার গজাইয়া উঠিয়াছে এবং অকালেই কালের গর্ডে লীন হইয়া গিয়াছে। আবার এমন একদল জুয়াচোর আছে যাহারা বিলাতী জিনিষকে দেশী বলিয়া বিকা করিয়া ছই প্যসা উপার্জন করিয়া লইয়াছে। কোন শিল নতন হইয়াছে এবং উহাদের ক্রম পরিবর্ত্তন কিরপ তাহা জনসমাজের নিকট প্রচার করা উচিত। উদাহরণ স্বরুণ আমরা বলিতে পারি যে সাবান, কালী এবং এসেপ এখানে প্রস্তুত হইতে পারে না বলিয়া অনেকেরই ধারণা, অ্থচ এখন দেখা ষাইতেছে অসংখ্য সাবান, কানী ধ এনেন্দ প্রস্তুত করিবার কারখানা ব্যাঙের ছাতির স্থান মাথা তুলিয়া গঞ্জাইয়া উঠিতেছে। অথচ ভাৰিতে জ হয় যে এক পিয়ার্গ সোপের কার্থানা বা রিপজে কারধানা প্রস্তুত করিতে কত সময় ও অর্থের প্রয়োজন ट्रेमाहिन। श्रीवृद्दे अना यात्र विनाजी कानी अ अतन আনয়ন করিয়া উহাতে দেশী ছাপ দেওৱা হয়। এইবার্ট गांध त्राटक वृक्षाहेबात कछ । छ छहारतत मार्था जानवादन শক্তির পরিচর প্রদান করিবার জন্ত এক এক কেন্দ্র

্রকত্রে সকলবদ্ধ হইয়া উহার স্বার্থরক্ষা করিবার জন্ম বদ্ধ পরিকর হওয়া প্রয়োজন।

#### **泰国 アプタア**ー

সকলের অপেকা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে আমাদের ক্ষিকে রক্ষা করা। কয়েক বৎসরের অর্থ বিপ্লব সহ করিয়াও আমাদের কৃষি দণ্ডায়মান ছিল। বর্ত্তমান বং-সরের তুর্বংসর বুঝি বা আর কাটে না। এই দাকণ অর্থ-বিপ্রবের দিনে কি জমিদার, জোৎদার বা প্রজা কাহারও निक्रे वर्ष नारे। कृषि পণ্যের মূল্য দিন দিন অসম্ভবরূপে ছাদ পাইতেছে। বছ জমিদারীই নিলামে উঠিতেছে এবং ঘাহাদের কিছু সৃত্ততি ছিল তাঁহারা সঞ্চিত অর্থ হইতে রাজম্ব প্রদান করিয়া উহা রক্ষা করিতেছেন মাত্র। এই কৃষিশিল্পকে আমরা রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের অন্তিত্ব ধরা পৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে এ কথা কি বাংলার মনস্বীরা একবার ভাবিতেছেন। এই হুর্ধ্যোগে আমাদের মনে হয় যৌথ চাবই একমাত্র উপায়। আমাদের ক্ষক-গণের কাহারও জোৎজমি বেশী নাই। যাহা আছে তাহাতে তাহাদের সম্পারের সংকুলানও অনেক সময় বিজ্ঞানের সাহায্যে চাষের উন্নতি করিবার ক্ষতা আমাদের রুষক সমাজের নাই। দেশের এমন অর্থ নাই যে কৃষকগণকে অর্থ সাহাম্য করিয়া তাহাদিগকে ন্তন নৃতন লাক্ল ও বীজ কিনিয়। দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সেই জন্মই আমাদের মনে হয় আমাদের দেশের চাষীরা যদি জমির আল ব। সীমানা স্চক মাটীর চিপিগুলি তুলিয়া দিয়া এক একটা বৃহৎ জোতের স্বষ্টি করে এবং সকলে একসঙ্গে ঋণ গ্রহণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ষম্রপাতির সাহায়ে চাষ করে তাহা হইলে এই শ্মুতার অনেকটাই মীমাংসা হয়। বাংলার সরকার এই বিষয়ে একটু অবহিত হইলে ভাল হয়, তাঁহার Co-operalive Departmentকে প্রকৃত কার্যাক্ষেত্রে পরিণত করিয়া ्योषठायौगनरक अन श्रामा रेजामि नाराया कतिवात वीवश क्तिरम श्रेकुछ रमर्गत कार्य हम। त्रांकव स्थानाम <sup>१हेराउ</sup>ट्स ना विश्वा महकात्र ७ विद्यान कि स्थित हरेश <sup>শিভিন্নাহেন।</sup> চাবের বর্জমান অবন্তি বলি এইক্লগই চলে

তবে ছই এক বংসরের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহ যে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিবে তাহাতে কি আর কিছু সন্দেহ আছে ? স্বতরাং সময় থাকিতে প্রস্তুত হইলে কেমন হয় ?

#### শেকসভা-

আজকাল প্রায়ই নানাপ্রকার শোকসভা হইরা থাকে। এই শোকসভাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই হউক কার্য্যতঃ যে কোনরূপ ফলপ্রদক হয় বলিয়া মনে হয় না। একসঙ্গে কতকগুলি লোক সন্মিলিত হইয়া কোন মৃত আত্মার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিলেই আমাদের কর্তব্যের শেষ হয় না। মৃত স্মৃতিকে জাগরিত রাখিয়া দেশকে বড় করিতে গোলে মৃতের আদর্শে যাহাতে একটা শ্রেণী বা দল তৈয়ারী হয় তাহার প্রতি নজর রাখা কর্ত্ব্য।

### পরলোকে বর্ণকুমারী-

পুণ্যলোক। বর্ণকুমারী বর্ণে গমন করিয়াছেন। এই পুণাবতী রমণী এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে তিনি বছ সন্তানের জননী হইলেও বন্ধভাবাকে ভুলিতে পারেন নাই। বন্ধ-ভাষা তাঁহার একটা সম্ভান বিশেষ্ট ছিল। শতাকীতে পশ্চিমের সভাতার বাণী এদেশে প্রদেশে व्यामित्न व्यत्नक शुक्क अवुक हृद्यन। वर्षकृमात्री त्नवी সেই যুগের প্রথম ও প্রধান নারী কন্মী। তাঁহার ছোট গল প্রথম রবীন্দ্রনাথের ছোট গল অপেকাও অধিক খ্যাতি লাভ করে। তাঁহার বিরচিত উপস্থাস তথনকার শিক্ষিত মহলে বৃদ্ধিমচন্তের নীচেই বুলিয়া বিবেচিত হুইও। তিনিই প্রথম নারী সম্পাদিকা। তাঁহার সম্পাদনায় ভারতী এককালে ভাবং শিক্ষিত সমাজে অভি যড়ের সহিত পঠিত হইত। সম্পাদকের প্রধান গুণ এই যে তিনি নিরপেক সমালোচক হইবেন। বর্ণকুমারী দেবীতে এই গুণটী পুৰই বেশীভাবে বৰ্তমান ছিল। তিনি ষত নুতন শেধক স্বাষ্ট করিয়াছেন, ভারতের কোন সম্পাদকই ভত নৃতন লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে সংক্ শাছে ? পতীশচন্ত্র খাচার্য্য, শ্রীশরৎচক্ত চরৌপাধ্যায়,

▶श्रकालकृमात्र मृत्थाशास्त्रास्त्र, ৺मिननान शत्नाशास्त्रास्त्र, विर्मातीकत्माहन मुर्पाभाषाय, जीनवना रनवी रहीधूवानी, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুত পি চৌধুরী, শ্রীযুত জলধর সেন, শ্রীযুত কালিদাস রায়, শ্রীযুত বিভৃতিভূষণ ভট্ট, স্বর্গীয় মোহিত মন্ত্রমদার, ৮দতোক্রনাথ দত্ত ইত্যাদি বছ খ্যাতনামা লেখক ও লেখিকা তাঁহার আমুকুল্যে আপনা-দের প্রতিভা বিকাশ করিবার স্থযোগ লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে তাঁহাকে জগং তারিণী প্রক প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত সম্মানই প্রদান করেন। পরিণত বয়সে মৃত্যু হইলে শোক প্রকাশ করিবার কারণ বিশেষ থাকে না। তবে আমাদের শোক করিবার কারণ এই যে পুরাতন বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা আজ অন্তর্ধান হইলেন। এখন আমরা অনেক লেখিকাকেই বিবিধ মাসিক পত্রগুলিতে নিয়মিত ভাবে লিখিতে **(मिश्टि शाहे, किन्कु এই প্রেরণার মূল স্বর্ণকুমারী দেবী,** এই জন্ম আমাদের শির তাঁহার নিকট ভক্তিভরে নত र्म ।

#### ডি-ভ্যালেরার চূচ্তা-

ডি-ভ্যালেরা লণ্ডন হইতে ফিরিয়া গেলেন। Land annuity প্রদান করিবেন না বলিয়া তিনি স্পাইই বলিয়া দিয়াছেন। ইংরাজগণ আয়ল'ণ্ডিকে এক-ঘরে করিবার জন্ম বাণিজ্য শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছেন। প্রত্যুত্তরে ডি-ভ্যালেরাও বলিয়াছেন যে তিনি আয়ল'ণ্ডে ইংরাজকে 'এক-খরে' করিবেন। গোলা-বাঞ্চদের পরিবর্তে এই বাণিজ্য শুল্ক বাণিজ্য শুল্ক লড়াই অভিনব সংঘর্ষ হইবে। দেখা যাক কোন পক্ষে জয় ঘটে।

### অভৌহা কনফারেল–

সমাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য-সভ্য স্থাপন করিবার জন্ম আটোয়ায় কনকারেল বলিতেছে। ভারতবর্ষকেও তাহার মধ্যে টানিয়া লওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয় এই কনফারেলটাও ইউরোপের কনফারেলগুলির আয় অব-ভিছ প্রস্ব করিবে, কেননা কানাডা, অট্রেনিয়া, সাউও আফ্রিকা স্পষ্টই বলিয়াছে যে তাহারা বজ্যুর পারিবে খদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিবে—তাহার পর আপোষের কথা।
অর্থাৎ নেহাৎ যদি বার্থ বজায় আছে দেখিতে পাওর
বায়, তাহা হইলেই তাহারা কোন প্রস্তাবে রাজী হইবে,
নতুবা নয়। ইহাকেই বলে শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলী
—উহার ফল আশ-ডিম।

#### রাশিয়ার কৃষি-

রাশিয়া রাজনৈতিক জগতে যেমন এক অভিনব তত্ত্ব আনিয়। দিয়াছে কৃষি-জগতেও সেইরূপ এক নৃতন্দ্র আনিয়। দিয়াছে কৃষি-জগতেও সেইরূপ এক নৃতন্দ্র আবিকারের সাধনায় ত্রতী হইয়াছে। তথায় কতগুলি রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই সমন্ত রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রগুলির মধ্যে Gigant firm সর্বপ্রধান। এই কৃষিক্ষেত্রগুলির মধ্যে Gigant firm সর্বপ্রধান। এই কৃষিক্ষেত্রগী ৪৫০,০০০ একার বা ৭০০ বর্গ মাইল জ্মি ব্যাপিয়া অবস্থিত। শশু কর্তন করিবার জন্ম এখন একটা ত্রীগেড আছে। ৩৭০ জন শ্রমজীবী লইয়া এক একটা ত্রীগেড সংগটিত হয়। তাহারা শশুক্ষেত্রই তাঁবুর মধ্যে বাস করে। এই সমস্ত শ্রমজীবিরা প্রত্যেকে ৪০ রবুল করিয়া মাসিক পারিশ্রমিক পায়।

### পরলোকে বিজেক্রনাথ বস্-

শীর্ত ছিজেজনাথ বহু বা Mr. D. N. Bose পরলোকে গমন করিয়াছেন। এই জনপ্রিয় ও হুদর্শন পুরুষটাকে থেলার জগং ব্যতীত অন্তলোকে বিশেষ অবগত ছইতে পারেন নাই। হুগীয় ভূপেজনাথ বহু মহাশরের আতৃপুত্র হিদাবে ছিজেজ বাবু ও কর্মক্রের অনেক হবিধাই লাভ করিতে পারিতেন। তিনি ব্যবহারলীবি ছিলেন। হুগীয় ক্রর বিনোদ তাঁহার বৈবাহিক ছিলেন। কিছ তাঁহার মন ও আগ্রহ পড়িয়া থাকিত সকলপ্রাকার ব্যায়াম ও খেলার মাঠের দিকে। তিনিই বর্জমান মোহন বাগান ক্লাবটাকে গঠন করেন। ক্রেক বংসর পূর্বে I. F. A. এর আইন কাছন লইয়া শালা কালার বর্গছা বাবিলে তিনিই উক্ত কন্মহের মীমানের ক্রিবার ক্রিক্তান অনুসর হ'ন। Longueus তিনি ক্রিক্তির ক্রিক্তান স্থান

Boy scont এর ভিভিস্কাল কমিশনার ছিলেন। তাঁহার বিনয় নম্র ও মধ্র ব্যবহারে সকলেই মৃথ্য হইত। তাঁহার মৃত্যু দিন উত্তর কলিকাতার শ্রশান ক্ষেত্র কাশীমিত্রের গাটে এক বিরাট জনতার সমাবেশ হয়। এরপ জনতা ঠাহার পুরতাত স্বর্গীয় ভূপেক্সনাপের মৃত্যুতে ও দৃষ্ট হয় নাই। Boy scout এর বালকগণ ও তিন্ন ভিন্ন Sporting ক্লাবগুলি তাঁহার শবের উপন্ন নানা প্রকার মালা দিয়াছিল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তথ্য পরিবারকে আমাদের আন্তরিক সহামুভতি জ্ঞাপন করিতেছি।

#### চীনের খবর-

চীন চিরকালই আজবদেশ। ঠাকুরমার গয়ে আয়ব্য উপত্যাস চীনকে আজবদেশ হিসাবে আঁকা ইইয়াছে। চীনের প্রাচীর এক বিরাট অধিষ্ঠান। পৃথিবীর সপ্ত আশুর্যোর একটা আশুর্যা। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে বলা হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্ম ৩০০০ মাইল ব্যাপী একটা ডাইক বা বাঁধ প্রস্তুত করা হইয়াছে, ১৪ লক্ষ মজ্ব এই বাঁধটা প্রস্তুত করিবার জন্ম মেহনৎ করিয়াছিল। খবরটা আজব দেশেরই মতন নম ফি ৪

### ডি ভ্যালেরা ও ভি জে প্যাভেল–

আমাদের ভৃতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট মি: ভি, জে, প্যাটেল 
সাহেব মি: ভি-ভ্যালেরার সহিত পূর্ব হইতেই পরিচিত 
ছিলেন। এখন শুনা ধাইতেছে যে তিনি মি: ভিভ্যালেরার সহিত পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। এখন 
শুনা থাইতেছে যে তিনি মি: ভি-ভ্যালেরা বর্ত্ত্ব 
শুহুর্যা হঠাৎ লগুন ত্যাগ করিয়া আর্ম্বলিণ্ডে গমন করিয়াছেন। অনেকেই অন্থমান করিতেছেন যে ইংলগ্ডের 
সহিত মিটমাট করিবার জন্ম কতকগুলি লোককে 
আ্মালাণ্ডের পক্ষ হইতে খাড়া করা হইরে। মি: ভি
ভ্যালেরা নাকি মি: ভি, জে, কে এই সন্মান প্রদান 
করিবেন।

### বঞ্জীয় মিউনিসিপ্যালিটি-

বাংলার স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে একে একে প্রায় সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটী গুলিই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, কেবলমাত্র ভাট-পাড়া, দার্জ্জিলিং ও করা-বাজার মিউনিদিপ্যালিটা তিনটা এখন সরকার কর্ত্তক মনোনীত সদস্তগণ দারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। দাৰ্জিলিং ও কন্ম-বান্ধারে অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক বাস করেন, তাঁহাদের স্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম এই মিউনিসিপ্যালিটা তুইটাকে স্বাহত্ত শাসন প্রদান করা হয় নাই এই কথা ধরিয়া লইলে অনেকটা বৃঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভাটপাডা মিউনিসিপাানিটাকে এখনও সবকারী প্রতিষ্ঠান করিয়া রাখিবার :উল্লেখ্য কি 📍 যদি জুটমিলগুলির স্থবিধার জন্ম এই ব্যবস্থা হয় তবে গন্ধার তুইধারে যভদূর পাটের কল আছে দর্বতেই ত এইরূপ বাবস্থা করা উচিত। ভাটপাডার মিউনিসিপালিটার ভাইস-প্রেসিডেণ্টু নাকি তাঁহার এই পদে ৩২ বৎসর প্রতিটিত আছেন, অথচ তাঁহার কোন গৃহ বা স্বার্থ ভাটপাড়ায় নাই। তাঁহার মুক্লবী পাটের কলগুলি তাঁহাকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। নৃতন মিউনিসিপাল ৰিল শীঘ্ৰই কাউন্সিলে পেশ হ্বর। হইবে, তথন আমরা আশাক্রি মাননীয় মন্ত্রী মহাশ্য Local Self-Government এ যে বৈষম্য আছে ভাহা রোধ করিয়া प्रिट्य ।

### শিক্ষক ট্রেলিং স্কুল-

বি-টা শিক্ষার কেত্রস্থল ডেভিড হেয়ার টেণিং স্থলটা সরকার পক্ষ বাম সংলাচের অফ্লাতে তুলিয়া দিতেছেন। শিক্ষককে তথন নৃতন খাঁচে ঢালিয়া সাজিবার ব্যবস্থা ছইভেছে তথন এই ব্যবস্থা কি ভাল হইল ?

## ইত্যে-ইউরোপিরান খেলা-

১৯২০ সাল হইতে প্রত্যেক বংসরই কলিকাতার গড়ের বাঠে শালা ও কালার একটা করিয়া ফুটবল মাার্চ

থেলা হইয়া আসিতেছে। এই থেলায় কালাগণ সাদা থেলোয়াড়গণকে কিন্তুপ হারাইয়াছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

111 41		
সাল	भाग	ক†লা
>250	8	>
1257	•	>
<b>५</b> ३२२	>	5
3250	2	>
7258	. 5	৩
१३२¢	•	Ř
<b>१</b> ७२७:	• 2	<b>২</b>
<b>५</b> २२१	•	>
१७२४	ર	•
5252	•	9
०७८८	খেলা হয় নাই।	
१०७१	৩	>
<i>५७७३</i>		· . • .

# পরলোকে সভীশচন্দ্র বটক—

ভবানীপুরের লকপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য সেবী সতীশচক্র ঘটক মহাশয় গত হরা আবাঢ় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৭ বংসর হইয়াছিল। সতীশ চক্র প্রথম জীবনে হাইকোটের উকীল ছিলেন—পরে Corporation Teachers Training Colleged অধাপনা করিতেন।

সতীশচন্দ্র সাহিত্যের সকল শাথায় কিছু ন। কিছু দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে সদীতজ্ঞ, সদীত রচয়িতা, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, কবি, প্রবন্ধ লেখক, বিজ্ঞানবিদ্ ও বন্ধসাহিত্য রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার লেখনী গছ ও পছ উভয় পথেই সমান চলিত।

পাার্ডি রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল-এবিজঃ काँहात ममकक टकर नारे विश हिन ना । कैंशित अपन প্যার্ডি লোকের কঠে কঠে গীত হইয়া থাকে। কৌতত প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁহার সমকক মেলা কঠিন—তাঁচার 'তৈল' 'হাসি' ইত্যাদি প্রবন্ধের নাম করা যাইতে পারে। ছোট গল্প রচনায় তাঁহার কিরূপ ক্তিত ছিল তাঃ অনেকে জানেন না—সবুজপত্তের প্রকাশিত তাঁহার দাঁড়কাক নামক গল্পের তুলনা নাই। সভীশচন্দ্র সমূত্র-প্তের নিয়মিত লেধক ছিলেন—সবুত্রপত্তে তাঁহার উদ্ধি বিছার পুন্তক গাছের কথা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানকে যে কি করিয়া সাহিত্যে পরিণত করিতে পারা যায়— তাহা সতীশচন্দ্র জানিতেন। তাঁহার যে পুত্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে—সতীর জেদ, বলক, नां निका शुक्क, तक उ वाक, आधानिथा, शांत-शांक, নাটিকাগুচ্ছ, জীবের কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অনেক-গুলি সদগ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। আমাদের মনে হয় তাঁহার দাহিত্য দাধনার উৎক্টতর অংশই এখনো অপ্ৰকাশিত।

সতীশচক্র ভবানীপুর বালক সেবক সমিতি, হরিশ প্রতিষ্ঠান ও রসচক্র সাহিত্য সংসদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন। গত ১২ই আষাচ এ ভিনটি প্রতিষ্ঠানের সদস্ত-গণের উত্যোগে পূর্ব থিয়েটারে অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্ম একটি সভার অফুষ্ঠান ২য়। শ্রীষ্ক প্রমণ চৌধুরী মহাশয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। এদিন সন্ধ্যায় ৺বিজেক্সলালের আতৃম্পুত্রগণের ভবনে রসচক্রের বৈঠকে সতীশচক্রের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কবি কালিদাস রায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। করপোরেশন প্রাইমারী স্থল সম্হের শিক্ষকগণও শ্রীষ্ট্ ক্রিটাশচক্র চট্টোপাধ্যায় মহাশ্যের সভাপতিত্বেও একটি



"वामनित्न माखित (वनाय—"

लिलो—शिकांक (मन।

লন্দ্রীবিলাস প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা।



### সভীশাসন্দ মিত্ৰ প্ৰতিপ্ৰিত



# নারীজাতির স্বাধিকার

শ্রীয়তী জ্বনাথ মিত্র এম-এ

গত শতাস্কীতে মিলের subjection of woman বা নারীজাতির পরাধীনতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইলে তথ্ন-कात প্রিত সমাজে উহার মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া ভীষণ বাক-বিভণ্ডা উপস্থিত হয়। কবি টেনিসন Princess বা 'রাজকুমারী' নামক কাব্য প্রশায়ন করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে রুমণী-সমাজের কর্তব্য ভিন্ন, পুরুষের সহিত ঘন্দে প্রবৃত্ত হ**ই**য়া সমান অধিকার লাভ করিবার জন্ম তাহাদিগের জন্ম হয় নাই। তিনি বলেন, Man is for the sword and woman is for the hearth. ক্পাটা তখন সনাভন সভা বলিৱাই বিবেচিত হইমাছিল। বক্ষণশীল সমাজ রাজক্ষি ভাছাৰের দলভুক্ত দেখিয়া স্বন্ধির নিখাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। ভাষার পর অর্থ শভাবীর <sup>উপর</sup> অতিবাহিত হইরা সিরাছে। **অগতেও** অনেক

সমানভাবে শিকালাভ করিয়া পুরুষ জাতিকে অনেক ক্ষেত্ৰেই হটাইয়া দিভেছে। শিক্ষিতা রমণী একজন শিক্ষিত পুরুষের ভায় স্মানভাবে বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও দর্শন শালে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। একের পর একটা করিয়া ভাবং কর্ম-কেত্রপ্রলিই রমণীগণকে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। এখন अपनक वसनी छेकिन, वाविश्वात, छाउलात असन कि धार्टिन व्यवि इटेटिए इन तिथिए भाष्या यात्र। त्रमी दक्तानी. পুলিশ, कुली, প্রহরীও যথেষ্ট হইয়াছে। গত মহাসমরের সময় রমণীগণ যুদ্ধকেত্তে গমন করিয়া লড়াই না করিলেও युक्तस्मत्व नवस्माचित्र नर्कश्रकाद नाहाया कतियादह। ব্যবসায় অভ্যায়ী আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন ঘটে। বর্তমান রমণী সমাজের আচার ব্যবহার পুরাত্ন রমণী-সমাজের সহিত অনেক অংশেই বিভিন্ন। প্ৰটন সংৰটিত হ্ইয়াছে। এক্ৰীগৰ পুৰুবের সহিত ভাহাদের পোবাক প্রিচ্ছদেও খ্ব বাভাবিক ভাবে

यूनास्तर प्रवा नियाह । कात्सरे याश शृत्स अमस्तर हिन এখন তাহা খুব স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব হইয়াছে। কোন এক স্থানুর স্থানীতে পুরুষ রমণী জাতিকে দাসী বা অধীনস্থ এক শ্রেণী জীবে পরিণত করে। তাহার কারণ পুরুষকে গর্ভধারণ করিতে না হওয়ায় এবং পুত্র সস্তানগণের তত্বাবধান করা হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ায়, সে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে সর্বত্ত আহার বিহার করিবার স্থযোগ স্থবিধা লাভ করায় তাহার মাংসপেশীগুলি নারীকাতির মাংসপেশী অপেক্ষা সবল হইয়া উঠে। এখনও অস্টেলিয়ার অসভ্য জাতিদের নারীগণ পুরুষগণ অপেকা শারীরিক বলে বিশেষ কুগ না হইলেও, গর্ভধারণ ও সন্তানাদির তত্যাবধানে ব্যাপৃতা থাকায় তাহারা তাহাদের পুরুষজাতি অপেকা मिन मिन शीनवन श्रेश পড़िতেছে। ভারতবর্ণে বাঁহারা শাঁওতাল রমণী ও পুরুষ দেখিয়াছেন তাঁংারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ধে সাঁওতাল পুরুষ্ঠাণ তাহাদের রমণীগণ অপেক্ষা শারীরিক বলে বিশেষ উল্লভ নয়। শাফ্রিকার জকলে যে সম্ত অস্ভা জাতি বাস করে, ভাহাদের মধ্যেও নর-নারীর মধ্যে শারীরিক বীর্ষ্যের ভারতম্য বিশেষ নাই। স্বাভাবিক বন্ধনের গণ্ডির মধ্যে আবন্ধ হইয়াপড়ায় রমণী-সমাজকে নরের আশ্রেয় প্রাণী হইতে হয়। সন্তান ধদিও নর-নারীর থৌথ সম্পত্তি কিন্তু অপেকাক্বত অসভ্য স্মাজে যেপানে পাশ্বিক প্রবৃত্তির প্রাধান্তই অধিক লক্ষিত হয়, সেধানে পুত্রকন্তাগণ মাতারই সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। মাতার নাম অফুষায়ী পরিচিত হইবার প্রথা আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল। পাণ্ডবগণের একটা সাধারণ নাম ছিল কোস্তেয়। দাক্ষিণাত্যে মালাবার অঞ্লে সম্ভানগণ মায়েরই সম্পত্তি বিলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া তথাকার আইন ছিল ধে ভাষের তাহার মাতৃলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। নুজ্ববিৎ পণ্ডিতগণও অন্ধুমান করেন যে মাতৃগোষ্ঠা বা Matriarch ই প্ৰথম ব্যবস্থা। Patriarch বা পিতৃপোগী পরে সমাজে প্রবেশ করে।

তাহার পর দেশজমের যুগ আসিয়া পড়ে। একজন বীর্যাবান পুরুষ কিছু বিখাসী ও বলবান সহচন্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রথম তাহারই বংশ সম্ভূত শাখাঞ্জাকে প্রায়

ক রয়া ভাহাদের অধিনায়ক হয়েন। ভাহার পর ভাগ-দের সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বা clanটীকে পরাস্ত করিয়া স্বাধিকার বিস্তার করেন। অবশেষে তিনি প্রবল হইতে পারিলে সমস্ত জাতি বা tribeএর উপর তাঁহার প্রাধাল স্থাপন করেন। এই দলপতি ভবিষ্যতে রাজায় পরিণত হই<sub>তে</sub> তাঁহার অহুচরগণ অভিজাত শ্রেণীতে উন্নত হ'ন। অভিজাতদের প্রধান ভোগ্য বহুদ্ধরা ও রম্ণী। দেশে তাবৎ স্থন্দরীকে বলপ্রক বা অর্থসাহাষ্যে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাজা এবং তাঁহার অফুচরগণ স্ব স্ব অস্থ:পর সাজাইতে থাকেন। এই বহু পত্নীত্ব রম্ণী-সমাজের প্র আর একটা শৃত্মন অতি হুদৃঢ় ভাবে পরাইয়া দেয়। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে রমণীগণ এখন হইতে একটী বিলাসের সামগ্রী বলিয়াই বিবেচিত হইতে থাকে। স্থরা, দ্যুত-ক্রীডার ভারে রমণীও রাজা এবং উশহার অভুচর অভি-জাতদের একটা ব্যসনে পরিণত হয়। এই জন্ত মহ একস্থলে বলিয়াছেন.

স্বভাব এব নারীণাং নরাণামিং দৃষণং।
অতার্থের প্রমান্তব্ধি প্রমান্তবি প্রমান্তবি প্রমান্তবি করাই স্ত্রীদিগের স্বভাব, এই জ্বন্তবিভাৱা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথনই অনবধান হ'ন না। মহু আবার বলিতেছেন,

অবিধাংসমলং লোকে বিধাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদান্তং পথং নেতৃং কামক্রোধবশাস্থাং॥
কোন পুরুষই আপনাকে বিধান ও জিতেক্সিয় জ্ঞান করিয়া
জীলোকের সন্নিধানে বাস করিবেন না। যেহেতৃ তিনি
বিধানই হউন আর অবিধানই হউন দেহ ধর্ম বশে কাম
কোধের বশীভূত পুরুষকে কামিনীরা অনায়ানে উন্মার্পগানী
করিতে পারগ হয়।

মহুর অহুশাসন আরও একটু আগাইরা গিরাছে,
মাত্রা অপ্রা ছহিত্র। বা ন বিবিক্তাসনো ভবেং।
বলবানিজয় গ্রামো বিবাংস মণি কর্মতি।
শাতা, ভগিনী, করা প্রভৃতির সহিতও পুরুষ নির্মান গুমে
বাস করিবে না। যেহেতু ইলিছাল একার, বন্ধনি,
উহারা জানবান পুরুষকেও আকর্ষণ ক্রিছে পারে।
সমুব বিধানভাগির প্রতি ক্রম ক্রিছে

টুটাই মনে হয় যে তথনকার আহাসমাজ অনাধাগণকে ক্রতোভাবে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া এক বিরাট সামাজ্য নংগঠন করিয়াছেন। রমণীগণ এখন আর তাঁহাদের চ্চ্চরী নয়, কামের দাসী বা বিলাদের বস্তু মাত্র। কোন ্জতা জাতি যুদ্ধে আর একটা জাতিকৈ পরাস্ত করিতে গারিলে তাহাদের ভূসম্পত্তির সহিত রমণী রত্ব ও লুঠন করিত। এইরূপ করিবার তুইটী কারণ ছিল। রমণীগণ ক্ষেত্র বিশেষ। পরাজিত জাতিকে হর্মল করিতে গেলে ভাহাদের সংখ্যা কমাইবার প্রয়োজন হয়। এইরূপ করিতে গেলে তাহাদের রমণীগণকে বলপূর্বক হরণ করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধান সন্তানাদি উৎপাদনের ছারা শত্রু প্লের বলক্ষয় ও নিজ্পকের বলর্দ্ধি হইত। আদিম মুগে ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলেও, সন্ভোগ হইতে পাশবিক প্রবৃত্তি মৃর্তিমান হইয়া উঠে। ইচ্ছামত রমণী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হওয়ায় ইক্সিধ দমন করিতে তাঁহারা একেবারেই অসমর্থ হইয়া উঠেন। চক্তের গুরুর পদ্ধীর প্রতি অহুরাগ, ইহা গল্প কথা হইলেও প্রহ্নত ইন্দ্র গোপনে অহলার যন্তত্ব প্রকটিত করিয়াছে। সতীত্ব নষ্ট করিতে কিছুমাত্র দিধাবোধ করেন নাই। এই জন্তই মহু অভিজ্ঞাতগণের জন্ম তাঁহার পুর্ব্বোক্ত শ্লোক-গুলির দ্বারা কভক্টা restraint বা সংযম বিধি প্রচার করিতেছেন মাত্র। কোন বিজেতা জাতি বিজিতদের রমণীগণকে ঘধন দাসীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অন্তঃপুরে স্থান দেন, তথন রমণীগণের পরাধীনতার তৃতীয শৃষ্প স্ট হয়। সমস্ত সভ্য-সমাজেই যথন রমণী-সমাজের উপর এইরূপ অত্যাচার স্থায় ও ধর্মের নামে প্রবর্ষিত হইতে থাকে তথন ছুই একজন শিক্ষিতা রমণী ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্ম যত্মপরায়ণা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ সঞ্চলকাম হইতে পারেন নাই। মহাভারতের যুগে কুন্তী ও ভাঁহার পুত্রবধু ক্বফা স্বাধীন প্রকৃতি ছিলেন। তথ্নকার প্রথায় ভাঁছারা ঠিক চলিতেন না বলিয়াই অনেক সময়ে অনেক গ্রহা সহা করিয়াছেন। রাণী ক্লিওপেটা ও ত্রীটন রাজী বোডেশিয়া অনেকটা वेत्रभ।

मशायुरन वर्मवेत्रान्य वर्ष अख्यांड त्यांने मुख्य निका

मियांत्र यायमा श्राह्म करत्रन । श्राहे प्याम्हर्यात्र विषय এই যে, এই ব্যবস্থা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্ববিট প্রায় এক। সংসারে শাস্তি স্থাপন করিতে গেলে অস্কঃপুরস্থিত বিবাহিতা ও রণিতা রমণীগণের মধ্য হইতে এক জনকে প্রধান করিয়া তাহাকে গৃহকত্রী পদে স্থাপন করার বিশেষ প্রয়োজন হয় : রমণীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে গেবে তাহাদিগকে কতকটা স্থ-স্বাচ্ছন্য প্রদান করিতেই হয়। এই জন্ম সন্থান প্রসব, ও প্রতিপালনের দহিত দ্মণীগণকে স্বামীর দেবা, শশুর ও শাশুড়ীর দেবা, দেবর ও ভাম্বর প্রভৃতি আত্মীমগণের পরিচর্যা, গৃহস্থালীর তাবৎ পরিদর্শনভার তাহাদের উপর অর্পিত হয়। অবিবাহিতা কুমারীগণ গো-দোহন ও তাহাদের সেবা করিত বলিয়া ভারতে তাহাদের নাম হয় ছহিতা ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে স্থৃতা কটিয়া কাপড় প্রস্তুত করিয়া পরিবারের সকলের বল্প থোগান দিত বলিয়া তাহাদিগকে spinster বলা হইত। এই জন্ম মত্নও অনেক সংঘতভাবে পাইছা ধর্ম স্বন্ধে তাঁহারু নীতি প্রচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

যত্ত্ব নার্যান্ত পূজান্তে রমক্তে তত্ত্ব দেবতা:।

যতৈ অন্ত ন পূজান্তে সর্বান্তিত্বা কলা: ক্রিয়া:।

শোচন্তি ক্রামনো যত্ত্ব বিনশুন্তাান্ত তংকুলং।

ন শোচন্তি তু যতৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বাণ।

যে বুলে স্ত্রীলোকেরা বন্ধানকারাদি ধারা প্রিতা হয়েন,

তথায় দেবতারা প্রসন্ম থাকেন। আর যে কুলে স্ত্রীদিগের

অনাদ্র হয়, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিক্লল হইয়া যায়।

যে কুলে ভগিনী ও গৃহত্বের সপিপু ন্ত্রী, পদ্ধী, কন্তা, পুত্রবধু প্রভৃতি ন্ত্রীলোকেরা ভূষণাচ্ছাদনাভাবে ছঃখিনী হয়, তৎকুল শীঘ্র নির্দ্ধন ইইদা যাদ্ধ, এবং দৈব ও রাজাদি ছারা পীড়িত হয়। জার যে কুলে ঐ সকল স্ত্রীরা ভোজনাচ্ছাদনাদি প্রাপ্তিতে সহাই থাকে, সে কুল সর্কাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মহু আরও বলিতেছেন,

লাময়ে জানি গেছানি শপস্তা প্রতিপ্রিকা:।
তানি কত্যাহতানীৰ বিনশ্বন্ধি সমন্ততঃ ।
সম্ভই ভার্যয়া ভঠা ভত্রা ভার্যা তবৈষচ।
ব্যান্তের কুলে নিডাং কল্যাণং ভত্রবৈ কবং ।
ভানিনী, শন্তী, প্রবণ্ প্রভৃতি শ্লীলোকের। অপ্রিকা হইরা

যে কুলে শাপ প্রদান করে, সেই কুল ধন প্রাদির সহিত সর্বভোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে কুলে স্বামী পত্নীতে ও পত্নী স্বামীতে সম্ভই থাকে, সে কুলে কল্যাণ সর্কাদাই পরিবর্দ্ধিত হয়।

মধ্যযুগের নারীজাতির এই মর্যাদা কেবলমাত্র অভি-ভাত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মহুর বচনগুলি কেবলমাত্র আর্ঘ্য অভিজাতদের জক্তই রচিত হইয়াছিল। শুদ্র ও পতিত অনার্য্য জাতিগণের রমণীগণকে তথনকার আ্বা্ সমাজ ঘুণার চক্ষেই দর্শন করিতেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি একট থিশেষভাবে পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় বে, ভাবৎ রমণীকুলকে তথনও সভাজাতি প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন না। কেবল গৃহে শান্তি স্থাপনের অন্ত অন্ত:পুরবাদিনীগণকে কতকটা স্ব-চ্ছন্যা দান করিবার ব্যবস্থা হয়। রামচন্দ্র ধ্বন শূদ্রককে তাঁহার পত্নীর সম্প্রেই হত্যা করেন, শুদ্রক পদ্মী তথন হাঁটু গাড়িয়া করযোড়ে নির্দ্ধার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছিল। হুর্য্যোধন যথন সভার মধ্যে ভ্রাতৃবধু যাজ্ঞসেনীকে বিবসনা করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন, কুরু প্রধানগণ তথন সকলেই নীরব ছিলেন, বেদের ইন্দ্র অনার্যারাজ উছার প্রতিবাদ করেন নাই। সম্বরের নিরানকাইটা পুরী ধ্বংস করিয়া অনার্য্য রমণীগণের উপর অভ্যাচার করিতে কোন প্রকার বিধাবোধ করেন মাই। বারাঙ্গনা তৎকালের স্যাজের একটা বিশেষ অংশ ছিল বলিলেও অত্যক্তি হয় না। উর্বাণী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি খ্যাতনামা স্থলরীগণ অনেক সময়েই পত্নীভাবে অনেক মহাপুরুষের সহিত কিছুকাল বসবাস করিতেন। ভাহাতে ভাহাদের সমাজে কোন প্রকার নিন্দা হইত ধলিয়া মনে হয় না। গোধনের স্থায় নারীকাভিও পণা দ্রব্য বিশেষ বলিয়াই বিবেচিত হইত। এইজ্যুই কোন রাজার বিবাহ হইলে রাজক্ষার সহিত অনেক দাসী वह मात्रीरमत मरधा উপঢৌকন প্রদান করা হইত। ज्ञात्तकहे सूम्मत्री ७ यूवजी शाकिएक। त्राक्षां ११ जातक সময়েই এই দাসী সদম করিতেন। মহর্ষি বিছর এইরূপ একজন দানীর সন্থান। শর্মিটা ধ্যাতির উপপন্নী মাত্র, ভাহার अवुनहन भारती त्रितिन क्या। अভिহাतिक যুগেও আমরা চক্রপ্তানে নন্দবংশের একজন রাজার দাসী
পুত্র বলিয়া শুনিতে পাই। ইউরোপে সম্ভ্রান্ত অভিজাতগণ
একটী মাত্র রমণীর সহিত বিবাহিত হইলেও, তাঁহাদের
অসংখ্য দাসীবং উপপত্নী থাকিত। এই সমন্ত উপপত্নী
গর্জজাত সন্তানগণের সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।
Duke of Monmouth এইরূপ একজন দাসীর পূত্র।
চতুর্দল লুইএর উপপত্নী নাকি ফ্রান্সের রাজদং
পরিচালনা করিতেন। এথেন্সের বিখ্যাত রাজনৈতির
প্যারিক্রিসের উপপত্নী এসপেসিয়ার নাম জগছিখ্যাত।
নীরবে পুরুষের সামান্ত মাত্র সোহাগলাভ করিয়া আপনাকে
সম্পূর্ণভাবে তাহার দাসীরূপে আত্মদান করিয়া রমণী-সমান্ত
আর একটী শৃত্রল বা বেড়ী তাহাদের পদদেশে আবদ্ধ
করিয়া দেন।

অভিজাতদের মধ্যে প্রচলিত নারী ধর্ম ও শিকা ক্মশঃ জন-সাধারণেরও আদর্শ হইয়। দাঁডায়। সমাজে ষ্থন শাস্তি ও শৃত্বলা স্থাপিত হয় নর বাহিরের কার্য্য আপনাদিপের জন্ম নির্দিষ্ট রাখিয়া গৃহস্থালির তাবং কার্য্য নারীজাতির উপর চাপাইয়া দেয়। নারীজাতি অন্তঃপুরের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এবং অনেকটা দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য প্রাপ্ত হুইয়া আপনার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা স্থক্ষ করিয়া দেয়। নারী জাতির অন্ত:পুরই তাহার বিশ্ব-বিল্যালয়ে পরিণত হয়। **সেখান** হইতে গৃহস্থাগীর তাবৎ কর্ত্তব্য সে স্বহত্তে জননী বা শশ্রুঠাকুরাণীর নিকট শিক্ষা করিত। কি করিয়া রন্ধন করিতে হয়, সন্তান পালন করিতে হয়, গুরুজন ও আত্মীয়স্বজনের দেবা করিতে হয়, রোগীর পরিচর্গা করিতে হয়ু গোধনের তত্তাবধান করিতে হয়, অধীন্য দাস-দাসীর স্থ-স্বচ্ছন্তার স্থক্ষে নজর রাখিতে হা স্বামীর দোহাগ বুদ্ধি করিতে হয়, পিতৃকুল ও স্বামীকুলের সন্মান বৃক্ষা করিতে হয়, সভীত বৃক্ষাই জীবনের চর্ম লক্ষ্য এবং কিব্ৰূপে মৃত্যুর পরম চরুষ স্থর্গ স্থানিরা বের ইত্যাদি ইত্যাদি শিকা প্ৰত্যেক বালিকা নালবাৰা হুইটে थाछ इरेश अपन अक जावशक्तात नाइन इरेश केंद्रि (र पश्चित्र किया पश्चित्र काहात त्यामा अध्य

ন। এই দাদ-মনোবৃত্তিই নারী জাতিকে মধ্য যুগে রিশেষ করিয়া পরবশ করিয়া দিয়াছিল। পুরুষগণ তাহার গতে স্বরাজ স্থাপন করিয়া দেশ-জ্বর, ব্যবসা-বাণিজ্য, <sub>খনৈখ্যা</sub> উপাৰ্জন ইত্যাদি করিয়া বেড়াইতেন। আপনাদের ল্পাৰ্চ্ছিত স্থবৈশ্ৰৰ্য্যের কিয়ৎ অংশ রমণীগণকে ছাডিয়া দিয়া তাহ;দিগকে অনেকট। সংসারের প্রতি আরুট্রা একথা বলিতেছি এইজয় যে ক্রিয়া তোলেন। <sub>সম্পত্তিই</sub> তাবৎ অধিকারের মূল ভিত্তি। রমণীগণকে ত্থনকার স্মাজ কোন প্রকার সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে দেয় নাই। মহু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে রমণী একমাত্র স্ত্রী-ধনের অধিকারী। স্ত্রীধন তাহার যোপার্জ্জিত অর্থ নতে, উচা ভাচার পিতা, মাতা, ভাতা বা স্বামী হর্ত্তক প্রদত্ত অর্থ। বিবাহে প্রাপ্ত যৌতুক তাহার নিজস্ব সম্পত্তি। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন অধিকার ছোষিত হয় নাই। পিতার অর্থে ও ক্লাকে কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। খণ্ডর বিভ্যমানে স্বামীর মৃত্য হটলে মৃত-ব্যক্তির পুত্র উক্ত সংসারে স্থান পাইবেন কিছ কোন প্রকার পদ-মধ্যাদা পাইবেন না। অর্থাৎ একেবারে নিঃস্বভাবে পরিবারকে সেবা করাই নারী-লাতির ধর্ম ছিল। তাহাকে সময়ে সময়ে কিছু হাত-ধরচ মাত্র দেওয়া হইত যাহার নাম ছিল জীধন। বহি-জ্গতে কোনপ্রকার যাতায়াত না থাকায় এই স্ত্রীধন অনেক সময়েই পিতা বা স্বামী কভূক বায়িত হইয়া যাইত, মূক নারী ভাহা নির্বাক হইয়া সহ করিত। কেননা বাভিরে বাভির হইয়া তাহার বালা সমাজে বিজ্ঞাপিত করিবার প্রথা ছিল না। কিছুমাত্র বক্তব্য থাকে ভাহা ঐ পরিবারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির নিকট পর্যান্ত বিচার হইতে পারিত। রমণীগণকে श्रीमका अन्नाम कवितन श्राधीन मत्नाजान आश रहेरक পারে এই আশহার মতু স্পষ্টই বলিয়াছেন রম্ণীগণকে ক্ষনই স্বাধীনতা প্রদান করিবে না। বাল্যাবস্থায় পিতার অধীনে প্ৰজ্যেক ব্ৰুষণী প্ৰজিপালিতা হইয়া বৌবনে স্বামীর. বাৰ্দ্ধক্যে স্বামীৰ স্বৰন্তমানে পুৰেৰ তত্বাবধানে বাকিতে . रहेरव। भग्न भाक्षीकांकि **बहे बावकात्रः जामको। नवडेर** 

করিতে হইত ন। বলিয়া দাস-মনোবৃত্তি তাঁহারা অনেক সময়েই স্থাকর বলিয়া মনে করিতেন।

তাহার পর আদিল পদ্ধার যুগ। রমণী-হরণ যথন
ব্যবসায় পরিণত হইল, তথন স্থলরী রমণীগণকে পদ্ধার
আড়ালে আনিয়া আকাশব্যাপী উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে রক্ষা
করিতে হয়। জর্জিয়া, আন্মিনিয়া, আরব প্রভৃতি দেশের
স্থলরীগণ বিবিধ দেশের সম্রাটগণের বিলাসের উপাদান
হিদাবে সাধারণ পণ্যের স্থায় প্রেরিত হইতে থাকে।
রমণী-হরণ ব্যাধি ভারতে প্রবেশ করিলেই এখানকার
পদচ্যত সামস্ত রাজগণ ও অক্যান্ত অভিজাত সম্প্রনায়
বিশেষ চিস্তাযুক্ত হইয়। পড়েন। বরধার স্থায় ঘোমটার
আবক্ষ টানিয়া দিয়া তাঁহাদের রমণীদের সিথির শোভা
নষ্ট করিয়া দেন। উন্তুক্ত গৃহ-প্রাভনের চতুর্দিকে
আকাশব্যাপী প্রাচীর তুলিয়া দিয়া নিজেদের বাসন্থান
অস্বান্থাকর করিয়া তুলেন।

এইজ্বছাই উত্তর ভারতে রমণীগণ ক্রমণা ঘুর্মন প্রক্লিতি, ভগ্নপ্রাস্থ্য, সৌন্দর্য্যহীনা হইলা পড়েন। ইউরোপে এই উপস্তব তত উৎকট ভাবে আ্বাক্ত-প্রকাশ করিতে পারে নাই কেননা তুর্কীর বিজ্ঞা সেনা ভিয়েনায় পরাস্ত হইলা যায় এবং দীর্ঘকালবাাপী ক্র্সেড বা ধর্মযুদ্ধ চালায় পশ্চিম-এশিলার রমণী-হরণ রূপ সৃষ্ট ব্যাধি ইউরোপে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজ্ব্যু তথাকার রমণীগণ মধ্যমুগের মনোবৃত্তি লইলা বর্ত্তমান মুগে উপস্থিত হ'ন।

কননা বাহিরে থাইর হইয়া তাহার ব্যথা সমাজে
বর্তমান যুগের কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে। ইউবিজ্ঞাপিত করিবার প্রথা ছিল না। যদি তাঁহার
কিছুমাত্র বক্তব্য থাকে তাহা ঐ পরিবারের শীর্ষস্থানীয়
উপর বীতশ্রুদ্ধ হইয়া বথন আমেরিকায় পদার্পণ করেন
বাক্তির নিকট পর্যান্ত বিচার হইতে পারিত। রমণীগণকে
ভাগনিতা প্রদান করিলে স্বাধীন মনোভাব প্রাপ্ত হইতে
পারে এই আশহার মহু স্পাইই বলিয়াছেন রমণীগণকে
কমন করিয়া তাঁহারা আদিম যুগের মধ্যে গিয়া
কবনই স্বাধীনতা প্রদান করিবে না। বাল্যাবস্থায় পিতার
ক্ষমন ইরিয়া তাঁহারা আদিম যুগের মধ্যে গিয়া
কথানে প্রত্যেক রমণী প্রতিপালিতা হইয়া বৌবনে স্বামীর,
বার্কক্যে স্বামীর স্বর্তমানে পুরের ভ্রাবধানে থাকিতে
ইইবে। সমগ্র নারীক্ষাতি এই ব্যবহার অমেকটা সম্ভাই
হিল। সর্বোগার্কনের ব্যাহার ছারালিককে স্ব্

অভিমতে বাৰা প্ৰদান করিবার কোন শক্তি তথায় ছিল না। তাঁহাদের সৃহিত স্বেচ্ছায় যে সম্ভ রমণীগণ দারিত্রা বরণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য এই আদিম ঔপনিবেশিকগণ সর্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু প্রাচা জগতের মনোবৃত্তি একদিনেই পরিবর্ত্তন করিতে পারা ষায় না বলিয়া নর বা নারী কেহই উদ্দাম স্বাধীনতা প্রদান বা গ্রহণ করিতে রাজী না হইলেও বর্তমান নারী-স্বাধীনভার আন্দোলনের মূলই আমেরিকার অপেকা ক্বত উন্নত নারী সমাজ। আমেরিকার নৃতন সমাজে নারীকে নরের সমান আসন আইনতঃ প্রদান না করিলেও নারীগণ ধীরে ধীরে বিনা আন্দোলনে অনেক স্বাধীনতাই পাইতে থাকেন। প্রাচ্য মহাদেশের কোন দেশেই র্মাীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে দেওয়া হইত না। ড-সম্পত্তি প্রচর থাকায় আমেরিকার ঔপনিবেশিক-গণ ভাঁছাদের রমণীগণের মধ্যে ও উহা বন্টন করিয়া দিতে লাগিলেন। অসভা রেড ইণ্ডিয়ানদের হস্ত হইতে আজাবক্ষা করিবার জন্ম রমণীগণকেও অল্প ব্যবহার করিতে শিকা দিতে লাগিলেন। নিজেরা একেবারে সংখ্যায় অল্ল হওয়ায় রমণীগণকে পুরুষের ভায় শিকা প্রদান করিলে কার্য্যে অনেকটা দাহচর্য্য লাভ করিতে পারা যায় দেখিয়া আমেরিকাই রমণীগণকে পরিবার হইতে বাহির করিয়। আনিয়া পুরুষের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে থাকে। রমণীগণ শিক্ষিত হইলে হোম ৰা গৃহ ভালিয়া যাইবে বলিয়া বৰ্ত্তমানের হোটেল সমূহ ভথায়ই প্রথম স্থাপিত হইতে থাকে। নর-নারী যখন একট শিকা পাইতে থাকে তখন নারীর জন্ম স্বতন্ত্র निका मिन्द्रित প্রয়োজন আমেরিকাই প্রথম অস্বীকার করে। সনাজনী ইউরোপে নারী প্রগতির তেওঁ আসিয়া পড়িলে, নারী আন্দোলন হক হইয়া যায়। এইজয় উমবিংশ শতাকীর প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই ইউ-বোপে নারী-সমস্তা উৎকটভাবে আত্ম-প্রকাশ করিভেচে। দ্রাতনী ইউরোপ নারীকে সমানের চক্ষে দেখিলেও, ভাৰার তথ-খান্তদ্যোর বিশেষ ব্যবহা করিছে গাজী আরম্ভ করিয়াই লকপতি হইবার বন্ধ প্রতিক্রা করিয়া इहेरलक, जोशांक अरक्कांत्र बाबीन कविया निष्ठ बानानरे वरता अर्डक्क जोशांतिम्रदे वेहाँके विविधिक विविधिक

প্ৰস্তুত ছিল না। রম্ণীগণ পুরুষের স্থায় শিক্ষা শিক্ষিত হইবার আন্দোলন ফুক্ল করিলে ইউরোপ প্রথমে অন্থীকার করে। তাহার পর তাহার বারমা বাণিজা যথন বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া পড়ে, কেরাণী ও টাইপিটেন জন্ম রমণীগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়। রমণীগণকে রমণী ধারা চিকিৎসা করাইলে অনেক সময়েই শ্লীলতা বজায় রাখিতে পারা যায় দেখিয়া তাহাদিগতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধায়ন করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

গত ক্রিমিয়ান যুদ্ধের পর হইতে রমণী খ্রাধাকারিণ গ্রহণ করা নিয়ম হয়। স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া রুমণী-গণ ক্রমশাই তাহাদের দাবী-দাওয়া বাডাইয়া চলিতে থাকে। কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহিত নিমশ্রেণী দের হোম বা গৃহ নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ मकरलाई की विकार्कात्मत क्या मरल मरल नानः विश् कांत्र-খানায় ও খনিগুলিতে কুলিগিরি করিবার জন্ম প্রবেশ করে। টেনিসনের সে উপদেশ man for the sword and woman for the hearth ক্ৰম্প:ই আৰাণ কুন্তমে পরিণত হয়। কুলী বা শ্রমিকগণ বর্ত্তমান শতাব্দির প্রারভেই পাল মেণ্ট মহাদভায় ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইলে ভাহাদের ব্রমণীগণ কয়েক বৎসর পরে ভোটাধিকার পাইবার জ্ঞ ব্যাকুল হইয়া উঠে। বিলাতের মনস্বীগণ রমণীগণের এই প্রস্তাবে একেবারেই অস্বীরুত হইতে পারি:লন না। নর-নারীর জন্মগত যে পার্থক্য ছিল এখন একে একে পে সমুদয় রহিত হইয়া যাইতেছে। অন্নের জ্বন্ত নর ও নারীর উভরকেই যথন স্মানভাবে পরিশ্রম করিতে হইতেছে, নর এবং নারী উভয়েই যথন একেই কার্যো ব্যাপ্ত, উভয়েই যথন একই শিকায় শিকিত তথন উভয়ের মধ্যে স্নাত্নী পার্থকা রক্ষা করিতে গেলে স্থায়ের অব্যাননা कत्रा इय । नफरत किष्टमन क्रमनः श्रावन इहेत्रा मधाविष শ্রেণীর নারীগণকেও দলভুক্ত করিতে হৃত্ত করিলে, বিলাতের মহাসভা ভাহাদিগকে ভোটাবিকার প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন।

चारनितिकात थाम चरमक प्रकृत छना बन करिए

য়। লক্ষণতি হইতে অনেককেই প্রেট্র বা বার্দ্ধকোর
নার মধ্যে আদিয়া পড়িতে হয়। তথন যুবতী পত্নী
ববাহ করায় অনেকেই মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীগণকে তাবং
লপত্তির উত্তরাধিকারিণী নির্দেশ করিয়া যাওয়ায়, এখন
মানেরিকার প্রায় শতকরা সন্তর্ভাগ সম্পত্তি এই নারীরাতির করতলগত হইমাছে। এই ব্যাধি ইউরোপে
মাদিয়া দেখা দিলে ইউরোপেও নারী লক্ষণতি দিন দিন
কি পাইতে আরম্ভ হয়। কাজেই রমণী জাতিকে
ভাটাধিকার প্রদান করিয়া জাতীয় মহাসভায় প্রবেশ
করিতে দিব না বলিয়া পুফ্ষজাতির যে পণ ছিল এখন
তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। নর নারী নির্দ্ধিশেষে সকলকেই পালানেণ্টে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করার
সহিত নারীর স্বাধিকার পুনর্কার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু দাস মনোভাব একদিনেই পরিবর্ত্ত হয় না। বচ শতাকীর শিক্ষা-দীক্ষা একদিনেই ঠেলিয়া ফেলা যায় মান এইজালুট বুমণী-সমা**জ** ধীরে ধীরে এখনও বছ আনোলন চালাইতেছেন এবং অনেক কাৰ্য্য এখনও আছে ধাহা গ্রণ করিতে রাজী হইতেছেন না; গত মহাযুদ্ধে রমণীগণ দেশের মধ্যে থাকিয়া পুরুষের কার্য্যে ব্যাপৃতা হইতে হয় বলিয়া তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-প্রিচ্ছদ অনেকটা প্রিবর্ত্তন করেন। তাঁছারা রুমণীদের এই পরিবর্ত্তনে চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন বাঁহারাও এখন বলিতেছেন যে ঐ সব পরিবর্ত্তন থুব স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে। যে কেশদাম রমণীর বিশেষ সৌন্দর্য্য ব্লিয়াই বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল, রমণী সমাজ অমান ব্দনে তালা কর্ত্তন করিয়া কল-কার্থানায় প্রবেশ করেন। (कर्ना (क्न कर्डन ना कतिशा (शाना-वाक्रामत कांत्रशानाश কাজ করিলে সমূহ বিপদ হইতে পারিত। ভূ-লুটিত গাউন বাহিরের কার্য্য করিতে গেলে বিশেষ অস্তরায় ইইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া ভাছাদের পরিধেয় বস্ত্রকে হাঁটুর উপর ত্লিয়া দিতে হয়। স্নীলতার নামে বাঁহারা শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে মানুষের তাবং নীতিই কোন কালনিশেষের **লভ প্রেন্থত।** (र कारन नारी कारमहा जेनामान नाम किन, दमनी हतन যে যুগের উৎৰট শাৰি ছিল, লে খুলে দীৰভার লোহাই

দিয়া রমণীগণকে বজ্লের বেষ্টনী দিয়া আর্ড রাবিভে হইত। যে যুগে রমণী পুরুষের সহিত একত্র শিক্ষিত হইয়া, কর্মকেত্রের সর্ব্রেই তাহার সহচর রূপে বিচরণ করিতেছে সে যুগে শ্লীলভার দোহাই দেওয়া অনেকটা অযুক্তিকর নহে কি ?

বৰ্তমান যুগে পুৰুষ নারীকে সর্বভাবেই স্বাধীনভা প্রদান করিয়াছে। হোম বা গৃহ ভাঙ্গিয়া যাইবেই। দিন দিন হাঁসপাতাল ও গুশ্রষাকারিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটবেই। হোটেলই আমাদের আহার-বিহারের একমাত্র আশ্রম্ভন হইবে ; ইহাতে সমগ্র মানব-সমাজের স্থা স্বাচ্ছন্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে কি না বলিয়া বাঁহারা সন্দেহ করিতেছেন তাঁহা-দিগকে এ কথাই বলিতে হয় যে সকল জাতিরই যেমন স্থাধিকার বলিয়া একটা জিনিষ আছে রমণীগণেরও সেই-রূপ একটা ভ্রমণত দাবী আছে। পৃথিবীর অচ্ছন্দতার দোহাই দিয়া কোন জাতি যদি অন্তান্ত জাতিগণকে দাসত্ব শৃখালে বাধিতে চাহে তাহাতে যেমন কেহই স্বীকৃত হইতে পারেন না; সেইরূপ তাবং মানব জাজির অর্জেক সংখ্যাকে স্থ-স্বচ্ছতার নামে দাস্থের বেড়ীতে বাধিতে গেলে তাঁহারা স্ব ইচ্ছায় স্বীক্তা হইবেন কেন ? এতদিন যাহা চলিয়:ছে ভাহা অনেকটা নারী জাতির বৃদ্ধিবা ক্ষয়তার অভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। স্বাভাবিক ভাবে যুখন এই বুদ্ধি বা ক্ষমতা নারী জাতির মধ্যে **ফিরি**য়া আসিতেছে তথন উহার গতিরোধ কে করিবে? তবে একণা সভ্য যে নারী জাভির মৃক্তির পূর্ণ বিকাশের অস্তব্যয় বর্ত্তমান স্নাত্নী স্মাণ্ড নয়, নারী জাতি স্বয়ংই। তাঁহাদের দাস মনোভাব এখনও তাঁহালের মধো ভীষণভাৰেই রহিয়া গিয়াছে বলিয়া আশক। হয়। কেননা যুখনই co-education বা একদকে নর-নারীর শিক্ষা দিবার কথা উঠে তথনি স্থাপত্তি আসে নারীজাতির দিক হইতেই। Co-education প্রবর্ত্তিত হইলে শিক্ষাকার্য্যে ভুণ্ট যে অনেকটা ব্যাধসন্তোচ করিতে পারা যার ভাহাই নয়, বাল্যকাল হইতে একসলে প্রতিপালিত হইলে, সামাঞ मरकारहत भन्ना अथन व्यवस्थि यादा त्रविता निवादक जादा আপনা হইতেই ডিরোহিত হইয়া বাইবে ৷ শিকাপ্রাপ্ত হইয়া উভর জীবনে বদি পুরুষের সহিত সমানভাবে পা

ফেলিয়া চলিতেই হয় তবে বাল্য ও কৈশোর কালে তাহা-লের নিকট হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান করিলে, উভয়ের মধ্যে স্বভন্নতার একটা স্কু আবরণ থাকিয়া ঘাইবেই।

নারীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াও এখনও আন্দোলন করিতেছেন, ইহাও তাঁহাদের দাস মনোভাবের আর একটা পরিচয়। আন্দোলন অপেকা গঠনেরই সময় আসিয়াছে। পুরুষগণ Counter Propaganda হিসাবে নুতন আন্দোলন স্থক করিয়াছেন। তাঁহারা সনাতনী যুগে ফিরিয়া যাইবার জভ নারীজাতির জভ খতর শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন। Women's university এই চেষ্টার একটা প্রতিবিশ্ব মাত্র। রুমণীগণকে রন্ধন, বয়ন ও চাকশিল্প শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টার অন্তরালে পুরুষের প্রাধাগ্য পুন: প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস আত্ম-গোপন করিয়া রহিয়াছে, রম্ণীগণ তাহা ব্রিতে পারিতেছেন না কেন। সদীত বিভা ও নৃত্য রমণা ঘিশেষের পেশা ছিল সত্য কেননা রমণীগণ দাসী ও অন্তঃপুরবাসিনী ছিলেন। রমণী সাধীনতা লাভ করিয়া যদি পুরুষের সহিত সর্বত সমানভাবে বিচরণ করে তবে দৃত্য ও দৃদীত একমাত্র রমণী-জাতিয়ই অধীত বিছা থাকিবে কেন? বলাবিছা মানবের সুল্ল মনো-বৃত্তির বিকাশ সংঘটিত করে। এই তথ্যই বৃদি সভ্য হয় তবে নর নারী বলিয়া এই বিষ্যা অর্জনে অধিকার ভেদ পাকিবে কেন। বর্ষর যুগে দানব মানব হত্যা কার্য্য

সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহার অন্ত:প্র বাসিনীগণ সন্ধীত ও নৃত্য দাবা তাহার চিত্তের 🚱 অপনোদন করিত। এখন ত এইরপ হইবার ভো: কারণই নাই। আমোদ উপভোগ করিতে গেলে নরভে বা না কেন নারীর জন্ম সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষালাভ কলিয়ে হইবে 🕈 স্বাধীন-হাদয়ের নৃত্য ও সন্ধীতই প্রকৃত উপভোগ্য এইজন্মই যে সমস্ত রমণী এখনও পুরাতন দাস মনোরি লইয়া এই সব আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন তাঁঃার তাঁখাদের শৃখ্লই রচনা করিতেছেন মাত্র বলিয়া মা হয়। পুরুষের সহিত একত্র স্মাহার-বিহার ও ভ্রম নারী-সমাজ এখনও যে সংকাচ অন্তত্ত করিতেলে ভাহাতে তাঁহাদের দাস মনোভাবই প্রকাশ পাইতেছে নারী যে নরের সমকক, সে তাহার অধীনা নহে-এ এই কথা এখনও মন খুলিয়া চিস্তা করিতে পারিতে না। শ্লীলতা বলিয়া যে চীৎকার শুনা যায় ও দাস মনোভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। নারীর স্বাধিকার গাং উপাৰ্জিত হইয়া গিয়াছে উহা কাৰ্যাকরী করিতে গেগ সমগ্র নারী জাতিকে সর্ব্বপ্রকার দাস মনোভাব পরিত্যা ক্রিয়া আপনাদের অধিকার সমকে বিশেষভাবে প্রবৃ হইতে হইবে। স্নাত্নীরা যাহাই বলুন না কেন নৃত যুগের যে বাণী আসিয়াছে উহাকে বরণ করিয়া লইঃ নৃতন সভ্যতা আমাদিগকে হৃষ্টি করিতেই হইবে।

### এস

### শ্রীসারদারখন পণ্ডিত

মলয় আসিয়া দিয়া গেল মোরে

অজানা গানের স্থরের মালা,
গাঝের আরতি সমাপন করি

নিশীথিনী আনে স্লের ডালা।

যদিও চলিয়া গিয়াছে সক্যা

রজনীর মধু রজনী সক্যা।

আনিছে বহিয়া অজনা পুলক

ওগো মধুর মন্দ বায়ে।

নীরব নিশীথে গাঁড়ায়ে কে আছে
ওই গভীর কুঞ্চ ছায়ে।
গ্রেতে গাঁড়ায়ে থেক না নীরবে
এস কণু ঝুণু হুপুরের রবে
গাঁড়ায়ে থাকাত সাকে না ভোষার
ছুটিয়া এস সো বালা,
ভূবি না আসিলে কুটীর ভূবিনি

সত্যিকারের দেশ বলতে যে গ্রাম, কল্কাতা হেড়ে এই জনলে চাকরি করতে এসে অমিতাছর তা ব্রুতে দার বাকি নেই। তবু দেশের ত্থে বুঝবার তার নম্ম ছিলো না, কেননা সন্ধ্যাকে সে সন্ধেকরে নি'য়ে প্রেচে

চাকরিটাজে অবিষ্ঠি উৎসাহিত হ'বার কিছু নেই,
ময়িতাত নিতান্তই একজন সাব্-রেজিট্রার; কিছ তার
না কিছু বিশেষত্ব তা সন্ধ্যাকে এইবানে ছিনিয়ে নিয়ে
মাতে পেরেছে ঘলে'। হ' দিনের অয়ে বেড়াতে
নিয়ে আসা নয় দস্তরমতে। বিয়ে করে নিয়ে আসা।
মনেক বেড়াজার ছিঁছে, অনেক বাধা টপকে, অনেক
কালাম হুজুং করে তবে সে সন্ধাকে নিঃসভ্জার
কারাবাস বেকে উদ্ধার করতে পারলো। একমাত্র
এইখানেই তার মা-কিছু দাম, মা-কিছু পরিচয়—তার
বেকে আর চোথ ফিরিছে নেয়া চলে না। নইলে,
মার-সব ছেড়ে দিলে; বস্বার তার আর কিছুই বাকে
না;—নিতান্তই সে নিরীহ, সাধারণ, এক ক্রায় বলা
বেতে পারে—ভিরকেলে; এবং স্তিয় ক্রথা বল্তে কি,
এই ঘটনার আলে গল্পের নায়ক হ্বাছো ভার লাবি
ছিলোনা।

ভাই বলে' মন্ত্যার ছিকে চাইলেই যে দৃষ্টি আছিকে গান্তবে তাও নয়। দেখতে সে বলতে গোলে কালো-ই, এক কালি পাংলা শরীর, তরক্ষীন কীণ কলধারাটির মতো বিরখির করছে, কিছু নাম গাইতে গাহর সে চাংকার, এই গান গাইবার সরমই রাকি ভার সমস্ক দেহে রাশি-রাশি লাবংগার প্রাক্তার বাক্ত্যাব আল্পুর্বাহ কেলু এতনে গাছলো। গান ক্ষান ভ্রেইল প্রাক্তা ল প্রীক্ষার কেলু করেই আছহত্যা করা—ছুটোই সক্ষাক্তালিক না ভাই ক্রিইল

আগতি আর টিট্কিরি, শাসন আর বাধা—এমন-কি
ভাজিপুত্র করবেন বলে' বাপের ভীমদেনি হম্ছি,।
কিন্তু একবার যথন ভেলেছে, অমিতাভ পারে ঠিক
ভঠবেই। সম্পত্তি হাতের মুঠো থেকে ফস্কে গেলেও য়া
ভার হাতে থাকবে তা কৃত্রিম গোস্ড-ইয়াগার্ড-এর হিলেবে
ধরা পড়বে না বলেই তার বিশাস।

তবু বা মূল্য অমিতাত দিলো, সন্ধা তাই—সন্ধা তার নিজের চেয়েও বেলি। সে যে চোঝে তাকে থেখেছে তাই তাকে সত্যি করে' দেখা। কী সে পেলো তার চেয়ে কী করে' সে পেলো আমাদের সে এইটুকুই কেবল দেখতে বুলছে। কেননা কী সে পেলো তা আমরা দুর থেকে কিছু বুঝবো না।

পালের গ্রামে এক তাল্কদারের ছেলের বৌ-ভাতে সন্ত্রীক অমিতাভর নেমন্তর হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা মাঠ পেরিয়েই সে গ্রাম, ট্রেনে চাপ লে পরের ডাউন-ট্রেশনে মাইল-থানেক হাটলেই সে বাড়ী। মাঠ দিরে সেক্লে সব মিলে কিন্তু আড়াই-মাইল। কিন্তু বেলাবেলি ডাউন ট্রেলই পাওয়া যাবে।

কেরবার সময় কাছাকাছি কোনো টেণ নেই। টেণ নিডে হ'লে আরো ঘন্টা ছয়েক বসতে হ'বে, এবং সেই দেরি বুবে বাওয়া-দাওয়ার সময়টাও অনেক পিছিরে পেছে। সন্ধ্যার সবতাতেই বাড়াবাড়ি—এখুনিই ফির্ছে হ'বে, অতে রাভে এক পলা বেরে বিছাবায় ভাষে লে হাঁপাতে পারবে না। খাওয়াটাই ত' মুব্য লয়, এই বে এসেছে এটাই হচ্ছে সব। ভাপুক্রার ও তার আত্মারবর্গ গাঁইওঁই ক্রভে সাবাস্থ্যনা

ছটো সন্দেশ ভেঙে ও ছটো দইবের খ্রিচেড চ্র্ক দিরে খু'লনে উঠে পড়লো।

——ক্তঃ একটা পান্তবি লোগাড় করে' है। —না, না, অমিতাভ বললে,—এই টুকুন ভো মোটে পথ, দেখতে-দেখতে হেঁটে চলে' যাবো।

আপত্তি উঠলো; সে কী কথা? সত্তে বে উনি আছেন, উনি হাঁটবেন কী! পাস্কি না হোক্, অস্ততঃ একটা গরুর গাড়ী। এই বংশী—

আর একটু হেসে কোমরের কাছে আঁচলটা লেপটে এনে সন্থাই সরাসরি বলে' বস্লো; কিছু লাগবে না। মাইল-আড়াই তো মোটে পেরোতে হ'বে। আধ ফটা।

কথা শুনে গোড়ায় স্বাই হক্চকিয়ে গোলো। তবু এ প্রস্তাবে সহজে কেউ রাজি হ'তে চায় না; না তা হয় না। উঁচু-নীচু মাঠ—ভাও স্ব জায়গায় ফাঁকা নয়, সাপ-খোপের বাসা—একটু কেন বসে'ই বান্ না কষ্ট করে'। ট্রেণ জাসতে আর দেরি কি। স্বাইর সজে ফিরবেন।

অমিতাভ বল্লে,—সেজন্তে নয়। এই মাঠে বেড়াতে এখন বেশ ভালো লাগবে। সন্ধ্যার দিকে সঙ্কেত করে' বল্লে,—কল্কাতার ঘুপ্চি গলিতে মাহ্য, মাঠ পেলে আর কথা নেই। এই মাঠ দিয়ে এই দিকে আমরা অনেকদিন বেভিয়ে গেছি—-

মুধের কথা কেড়ে নিয়ে সন্ধ্যা বল্লে,—সব আমাদের মুধন্ত।

—ভবে সঙ্গে একটা লোক দিই—লঠন নিয়ে পথ দেখিয়ে আপনাদের এগিয়ে দিয়ে আহ্বক। এই কেশব—

অমিতাভ বল্লে,—না লোক লাগবে কী করতে ? সলে এই দেখছেন না টর্চ। পাচ-সেল্। একশো গল প্রস্তু আলোহয়।

আর কোনো আপত্তিই কানে তুল্লো না। ছ'বনে ৰাজীর গেইট পেরিয়ে মাঠ ধরলো।

মাঠের অন্ধকার একটু পরিকার হ'মে উঠতেই সন্ধা অমিতাভের গা ঘেঁদে বল্লে,—সঙ্গে লোক দিলেই হয়েছিলো আর কি।

হঠাৎ সেধানে গাঁড়িয়ে পড়ে' বাঁ হাতে তার কোমরটা ঘুন করে' কড়িয়ে ধরে' অমিড়াড সক্যার সুধের ওপর ্চুমু খেয়ে বল্লে,—ভাহ'লে ভোমাকে এমনি চুমু খাজ্য হ'তো না।

- —হাঁা, এতো বড়ো মাঠটাই মাঠে মারা বেছো একেবারে। সন্ধ্যা ধিল ধিল করে' হেনে উঠলো। বল্লে,—আজ ওঁলের বাড়ীতে এমন স্কল্পর ফ্লেখ্যা, আর আমরা জেগে বলে' টেণের শব্দ শুনি! তাড়াডাড়ি তাই বেরিয়ে পড়লাম। তোমার তো ইচ্ছা ছিলো দলের সল্লে ট্রেণেই আস।
- —কক্ধনোনা। তোমার সকে ক্ষেরবারই আমার ইচ্ছা।
- নিশ্চয়। দলে পড়ে' গেলে নিজেদের আর কোনো আলাদা অন্তিত্ব থাকে না। যতো সব বাজে-বাজে কথা, ক' মণ মন্থদা লাগলো তার হিসেব। তাই তো আমাকে শুনতে হ'ত ? ফাকা গলায় একটা গান ধরতে পর্যন্ত পারত্ম না। বলে' সন্থ্যা সমস্ত অন্ধ্বার শিহরিত করে' গলা ছাড়লে।

স্বের একটা গমক শেষ না করেই স্থাা থেৰে পড়লো। বল্লে,—এই যে আগে চলে' এল্ম না, এখন আমাকে নিয়ে কতো না-জানি আলোচনা হছে। মহরে, একগুঁদে,—কত কী! কিছু তুমিই বলো যে-রাতে ওরা নতুন বিছানায় ভয়ে নতুন সামিধ্য উপভোগ করছে, সে-রাত আমরা গুছের কতোগুলি লুচি থেরে আর টেণের অপেকায় হাই তুলে নই করতে পারি নাকি? রাখে, অছকার করে' রাখো, তোমার টর্চ জেলে অছকারকে

টর্চটা টিপে ধরে' চারদিকে বোরাভে-বোরাতে অমিতাভ বল্লে,—দাঁড়াও, দেখি, ট্রক্সতো আর্ক্সি

সন্ধা হেসে বল্লে,—জীবনের এতো বজে রাজান কি একট্ও বেঠিক এনেছ ? সব একেলারে কীনিকাল গল-ফিডে দিয়ে মেপে-মেপে, না ? হরেছে চলোলন হয় পথই আল একট্ ভূল হ'লো। হালিতা না হ'লে না হয় আল আমানের মাঠ সন্ধা হ'লে। নীচে। বলে শ্লে হাত হটি লীক্ষিক করে। টেণের মাইল অনেক দুরে সরে' গেছে, ফাকা মাঠে কোথাও কারো বসবাসের চিহ্ন নেই! খালি দীর্ঘকায় বাউয়ের সার চলেছে, কোথাও বা অনেকথানি আয়গা ভূড়ে কভোগুলি আগাছা হঠাৎ অূপীরুত হ'য়ে উঠেছে— তারি ভেতর দিয়ে বেশীর আঁকাবীকা ফিতের মতো সকু সাদা পথ। লোকজনের চলাচলের চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু এখন কোনো পথিককেই দেখা গেলো না। জোরে হাওয়া দিয়েছে, খুসি হ'য়ে সন্ধ্যা পিঠের ওপর আঁচল এলা করে' দিগো।

বৃষ্টি না এলে হয়, হাওয়ার ঝাপটায় আকাশের ভারার
য়াক উড়িয়ে নিয়ে গেছে—এখন ওপরেও পরিকার
অক্ষকার। টর্চের মুখ থেকে অনর্গল আলো উগ্রে এরি
মধ্যে পথ করে'-করে' ছজনে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ
হাওয়া থেমে আকাশটা থম্থমে হ'য়ে উঠলো ব'লেই
এয়াও কেমন একট গভীর হ'য়ে উঠলো।

তারপর সন্ধ্যা হঠাৎ আংকে উঠে পায়ের দিকের সাড়িটা ঝাড়তে-ঝাড়তে ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে,—দেখ ত কি একটা বেন আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে' গেল। না. না. এখনো আমার পায়ের সলে অড়িয়ে আছে।

ম্থ-চোধ বিবর্ণ করে? অমিতাভ টর্চ টিপে ধরলো।
মরা ওক্নো একটা ছোট ভাল সাড়ির সলে আট্কে
আছে। কিন্তু সাপ হ'লেই বা কী বাধা ছিলো? দেগতে
ওকনো ভাল, কিন্তু হাত ঠেকাতে গেলেই হয়তো ফণা
ভূলে ছোবল মেরে বসবে।

আরো খানিক দ্র এগিয়ে হঠাৎ কভো দ্র থেকে একটা আর্প্তনাদ শোনা গেলো। শব্দটা তীক্ষ একটা বেখার মতো ত্তরতার ওপর দিয়ে দীর্ঘ একটা দাগ কেটে দিলো। সন্ধ্যা চম্কে উঠে বল্লে,—ও কী, কেউ কাঁদছে নাকি ?

টার্চের তেজ দিপন্ত পর্যন্ত বিকীর্ণ হ'লো না।
অমিতাভ ভীতকঠে উত্তর দিলো; বোধহর টোপ আস্ছে।
এখনো অনেক দুরে।

— স্বামানের আগেই পৌছে বাবে সাকি ?

—ভাই তো বনে হলে । স্বাভার বেন এখন ঠিক
দিশে পাছি না।

—বলোকী! সন্ধ্যা ভয় পেয়ে অমিতাভর গানের সলে বেঁসে এলো। বল্লে,—তাহ'লে এই মাঠেই আমানের রাত কাটাতে হ'বে? কোথায় এসে পড়লাম তবে?

খানিককণ ছ'জনে নিঃশব্দে আরো ইাট্লো। অমিতাভ উৎকুল হ'রে বল্লে,—না, ঠিকই এসেছি এই ভো সেই বটগাছ দেখা যাচেছ, আর ভন্ন নেই। ইাটভে পারছ ত' দেখো।

হঠাৎ অমিতাভর গলাটা ছইহাতে জাপুটে করে? ঝুলে পড়ে' সন্ধ্যা হেদে বল্লে, সত্যি পারছি না, কোলে করে' নাও না এবার।

আবো কিছু দ্র আসতেই দেখা গেলো ভিন চারটে লোক একটা গাছের তলায় বসে জটলা করছে। এবং আরো তুপা এগোতেই মনে হ'লো ওরা এইদিকেই আসছে—জন খেটে সামনের গাঁয়ের দিকেই চলেছে হয়ত। সন্ধ্যা খুসী হয়ে বল্লে,— ঐ কারা আসছে দেখা এবার কোন প্রথে যাবে জিজেস করে নাও। বাক্ যা বীরত আজ দেখালে।

লোকগুলি একেবারে কাছে এসে পড়েছে। অমিতাও বল্লে,—জিগ্গেদ করতে হবেনা আর। এবার আমিই ঠিক চিনতে পারবো।

—ছাই, তোমাকে আর চিনি না? আবার কডদ্র এদেই হাক-পাক ক্ষক করবে। বাবা, বিছানায় এখন হাত-পা ছড়িরে শুতে পারলে বাঁচি। বলে সন্ধাই একজনকে জিগ্গেস করলে বেলতলির রাত্তা তেথ এই দিকেই—ঐ যে কিলের একটা চুড়ো দেখা যাজে ভার পাশ দিয়ে, না?

লোকটা বল্লে—আফুন আমার সলে। ব'লে হঠাৎ মুঠো করে সন্ধ্যার একধানা হাত চেপে ধরলো।

মৃহর্তে কাগুটা বে কী ঘটতে চল্ছে অমিতাভ ভা আয়ন্ত করতে পারলো না। ক্ষিপ্ত বাবের মতো তেড়ে উঠে লোকটাকে লে আরেকটু হলে কী করতো কে আনে, কিছা দেখলে ছটো লোক ফঠিন ছর্ম্বর্থ হাতে ভার টুটি টিলে ধরেছে। গলা দিরে একটা আধ্বাক্তব ভার বৈহলো দা। লোক ছটোর ললে অভানতি ক্রতে করতে দে মাটিতে পক্ষে গোলা—টর্চ তুলে তার, মাধ্যটা নিয়ে আতভারীদের একটারো চোজের ওলক দে কাজি মারতে পারলো না—হাত থেকে কথন থলে গেছে। এখন চতুর্দিকে কেবল অন্ধনার—লার সম্ভার: চীংকার দেই অন্ধকার দ্র থেকে দ্রে ক্রমণ হতিয়ে পড়ছে।

অ্বিডাভ প্রাণপণে সেই বাধা ঠেলে ফেলে বেরিয়ে গড়তে চাইলো, কিন্ত চুটো লোক প্রকাণ্ড একটা দড়ি দিরে একটা পাছেন সঙ্গে ভাকে বাধবার চেটা করছে। অফিডাভ কিন্তুতেই বশ মানবে না, অপভ্যা তালের একটা চুরি বের করলে। অমিতাভ আর টু শশটি করতে পারলো না। এতগুলি লোকের বিক্তমে তার নিরম্ভ ক্রেকান্টার্ড কভোক্ষণ মুক্ত করতে পারে?

্ মুক্ষান অবস্থাটা একট্ ফর্না হরে আস্তেই ভার ছঁল হলো ধারে পারে কোথাও ভার জন্তে সন্ধা প্রভীক্ষা করছে না। লোকগুলিও উষাও। বিত্তীর্ণ মাঠে একোবারে সে একা।

্ <del>পূ</del>লিক ক্ষবিশ্রি সন্ধ্যাকে উন্ধার করলে। সহবের হাসপাতালে সে আছে।

া সক্ষাকে পাওয়া গেছে ভনে অধিতাভ আননদ উদ্ধান হয়ে গেলো; সমস্ত-কিছু ফেলে এখুনি সে ট্রেন ধরতে বেরিয়ে পড়েছিলো, কিছ তাকে সতি। নিয়ে আসা যায় কি না সেই বিষয়ে আছীয় ব্যবস্থা।

সভিচ, সেই প্রশ্ন অমিতাভকেও প্রতিষ্কুর্তে লংগন করছে। সভাকে সভিচ সে কের ভার বাছর মধ্যে ছিরে পেতে পালে কিন না। যাকেনে জীরনে ওহতাটা অসমান করতে সাহস পোলা ভাবে সে কী করে আমার সিংহাসনে তুলে নিতে পালে। এই সজ্ঞার আজই দে কভো বারা সক্ষা করেছে করেছ আমার বার্তি করে। করি করে আমার করেছে করেছ আমার বার্তি করেছ বার্তি কর

ভারং বছাতা বরকার করতে পারকো। সেই সন্ধাকে কি না দে রকা। করতে পারকো না। তার মুট্ট হলো শিধিক, নারণি হরে রকের বল্পা সে ছেছে দিলে! অথচ পৃথিকীর সমস্ত আলভার থেকে ছিনিরে এনে অমিভাভ তাকে ভারই পাশে কান দিরেছিলো—রুহৎ তুর্গপ্রাকারে সে ছিলো স্থরকিতা। সেই আলরের মর্গ্যাদা সে রাখতে পারলো না। এতো বড়ো দারিছা দিরে যে ভাকে অসামান করে নিকের কাছেও ভার অভিছের মৃল্য কী? সন্ধ্যাকে সে কী বলে মুখ বেখারে। এই ভার প্রেম, এই ভার পৌকর। মুক্তে বন্ধান, আভতামীদের অভিত্ত করা দুরে পাক্, হাসিমুখে সেই উভাত ছোরা যে বৃক্ত পোক, হাসিমুখে সেই উভাত ছোরা যে বৃক্ত পোক, হাসিমুখে সেই উভাত ছোরা যে বৃক্ত পোক, করেছিলো।

আত্মীয়-স্বজনরা ষতই প্রশ্ন ককক, অনিতাতকে কেউ বাধা দিতে পারলো না। সহরের মুখে সে বেরিয়ে পড়লো।

ভার এই জয়য় নির্বিয়তা ভার জীবনে বে গদীর
মানি বিভার করেছে ভার তুলনার সন্ধার ঐ সামবিদ
দৈহিক অসুস্থতাটা কিছুই নয়। ওটা একটা সামার
ঘর্ষটনা মাজ, চলস্ত মোইদের ভলার পা হড়কে হঠাং
পড়ে' যাওরার চেরে ভাতে লাক দেখার কিছু নেই—
একটা উচ্ছ্নাস আক্ষিকভা মাজা, কিছু এই সচেই
কাপুক্ষভার লজা সে মোছে কি করেণ সন্ধার অক্
দে মরভে পারে বলে সে এতো কড়াই করতো, হি
হি, সেই অহকার ভার দ্লায় লাভিত হলো। এই
বিভিন্নোপের কল্য ভাতে এক নিচরকে সমতে পৃথিবীর
চোধে কুথমিত, নিম্মান করেছ ধর্মলো। ভাক্ত সেই শর্মা
ভবের মাথে বে ঘুনীতি আছে ভা স্মান্ত লাসন কর্মাক
আসেছেনা।

াশহরে রে ছার্নেই প্রৌছে: কেনেটা বিদ্যালী বব্দ নিবে ভার্বে সভ্যা প্রাপ্তের ক্রেন্সালী খামীর কাছে এই সামিতিক আনা বিদ্যালী ক্রেন্সালী

मिलार नम्बारमा सिके के कार्योंके अंदिर्ग

্ হানপাভালের আকোর বৃদ্দেন, ভালোই আছেন।

হ' দিন জনায়াসে, আরো বিস্তাম দিতে পারডেন,

কিন্তু বাড়ীর অভে ভীষণ ব্যস্ত হরে পড়েছেন। জাঁকে
আটকে রাকা অসম্ভব হলো।

অমিতাত আর দাঁড়ালো না, বিকেলের দিকে ফের একটা ট্রেন আছে। বেলতলি বেতে-বেতে রাত প্রার দুল্টা বারবেং।

মাবেং ছটি মাল দিন, কিন্তু সন্ধার জীবনের পটভূমিকাটা হঠাং কি-রকম কালো, হ'লে সেলো—কালো
অর্থ আগাগোড়া শৃন্তভার রঙ। সে কোপায় ফিরে
মনেছে! সেখান পেকে কোপায় আবার বাবে। তব্
ভিনি কেমন আছেন, হ'ল আছেন কিনা, আতভাষীর
আক্রমণে কী তাঁর আলাভ লাগলো—সে-সবের ধবর
না নিয়ে সন্ধ্যা কী করে হাত-পা শুটিরে হাঁসপাতালে
পড়ে থাকে বলো!

তবু নিজেকে দে রিক্ত করে আসেনি। প্রাণপণে সংগ্রাম করেছে, কৌশল করেছে, বিশাস্থাতকতা করেছে। এবং তারই ফলে ছোরা দিয়ে কভাক্ত করতে পেরে-ছিলো বলেই ভালের এগ্রন্তার করতে প্রিশের বেগ পেতে হয়ন।

অতো কথা উনি না বৃশ্ন ক্ষতি নেই। কিন্তু তার
লীবনে সল্লাণ এই ৰে বৃষ্ঠতা এনে দিলে। সংসারে তার
আর ক্ষতিপূরণ কোথায়? তার জীবনের অতো বড়ো
লাগনিকে লে এমন করে' লাছিত, অবনমিত করে' দিলে?
সন্থা তার মেক্সক ভেডে দিরেছে, অপ্রের পর এনেছে
লাগরণের রক্তা; সমত ছল ও শৃথালা ভেডে এ কী
অসহায় অশান্তির মধ্যে সে তাকে এনে কেলেছে। এবং
তারই ঘরকে কর্গ ও জীবনকে অর্গের চেন্নেও মহনীর
ক্ষরনার জভ্তে সে সাধ করে' তার হাতে হাত মিলিরে
চিলো! আল তাকে লেকন্ স্বাহীন প্রান্তরের দিকে
বিষ্ণী করে' দিলে।

বাড়ীতে অমিডার্ড নেই কুর্যানার অকরি প্রর পেরে শতরবাড়ী থেকে চুর্যান্তমান পূক্ত আফ্রিন্তর একে প্টেছেন। সন্থার প্রতি কালের কোনো বিজ্ঞানা নেই, পুশিশের লোক্ট সম্ভ সংবাদ সবিভাবে বর্ণনা করেছে।

সন্ধা বড়ো গরটায় চুকলো, স্বাট কুড়ে প্রকাপ্ত বিছানা পাডা, কিছ শিয়রে মাত্র একজনের কভো বালিস। টেবলের ওপর একটা ল্যাম্প অল্ছে, পলভোগার আবু বেশীক্ষণ নেই। সন্ধা ঘরের এক কোণে শেকের ওপর বসে পড়লো।

কেউ তাকে কোনো কথা জিগগেস করসে না। শেষ মন্তব্যের অক্টে সবাই কেবন অমিতাজক অসেক্ষী করচে।

ঠেশন খেকে অমিতাত হস্ত-দন্ত হ'য়ে ছুটে আলো।
হাপাতে-হাপাতে ভংগালে; সন্ধ্যা ফিরে এসেছে নাকি ?
প্লিসের লোক ততোকণ পর্যান্ত বলে আইটেন
দারোগা বল্লে,—হাা। ও আপনি—নমনার। কোটে
কাল একবার ওঁব হাজিরী দিতে হবে?—

সে-সব কথা পরে। অমিতাভ আত্মায়-বন্ধা নীরখ কাতরোক্তি উপেকা করে ক্রত পায়ে খরের মধ্যে চুকে পড়লো। কিন্তু দরজার কাছেই সে থাম্লো এই সে কোন বিধিন্নযুৱ বেশে ভার প্রিয়ার সন্মুখীন ক্লেই!

ঘর অন্ধকার। পদক্ষেপগুলি অমিতাভ নিঃশব্দ, বহুর করে' আনলো।

সন্ধ্যা ভাষছিলো সে ফিরে এসেছে খান এই বুঝি ভিনি উচ্ছসিত কঠে স্নেহে অনর্গন হ'লে ভার নাম ধর্মে ডেকে উঠবেন। অন্ধকারে এ কী কঠিন স্পর্ণহীনভা। সহসা সে অক্স কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লো।

অধিতাত কারা লক্ষ্য করে' ছুটে এবে সন্ধাকে বাহর
মধ্যে আঁকড়ে ধরলো। তার মুধ থেকে চুলগুলি সরিবে
দিক্তে দিতে বললে,—এ কী, কাঁগছ কেন ? এই ড'
আবার তোমাকে ফিরে পেলাম। তুমি আমার হারাবার
জিনিস নাকি, সন্ধা।?

কানায় গুলা বুঁজে আসছে, সন্ধ্যা কোনো কথা বদতে পারগো না।"

অমিতাত বললে,—সাবার আমার কাছেই তৃষি এলে, কিছ তোমাকে আমারঃ বতল কার্মান আর কে কল্পলো ? জুঃথ তোমার হ'বে কেন, তৃমি কেন কাঁববে ? সন্ধ্যা নিজেকে সন্ধির নেবার চেটা করে' বললে,↔

সন্ধ্যা নিৰোকে সন্ধিয় নেৰায় চেষ্টা করে' বললে,— আয়াকে ভূবি হুঁজো না। ব্যাকুলভরো বাহতে তাকে ব্কের কাছে তুলে নিয়ে মিনতাভ বললে,—ভোমার লক্ষা লক্ষাই নর, সন্ধ্যা, মামার এই একটি চুমুভেই তা মুছে যাবে। কিছ প্রেমের জন্তে আমি প্রাণ দিতে পারলুম না, আমার সেই গৌরবমর অধিকারের মৃত্যু আমি সইতে পারছি না।

ভার মুখের দিকে সন্ধল চোধ তুলে সন্ধা বললে,— ভা হ'লে কোথায় আমি ফিরে আস্তাম? তুমি ছাড়া কে আর আমার ছিলো?

ছুই হাতের ওপর সন্ধার তুর্বল দেহের ভর রেখে মুখখানি বুকের ওপর নামিয়ে এনে অমিতাভ বললে,— ভোমার শরীর এখন কেমন ? বিছানায় চলো। হাঁস-প্রাতালে আরো হ'দিন ওয়েইট করলে না কেন?

ভৃত্তির নিশান ফেলে সন্ধা। বললে,—না, এই আমি বেশ আছি।

তেমনি আঙলে তার ঠোঁট ঘুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অমিডাভ বললে—ভোমার কাছে আমি কত ছোট হ'লে গেছি, না সন্ধা।

— স্থার স্থামিই বুঝি তোমার কাছে খুব বড়ো হ'রে একাম ? ব'লেই সে আবার কেঁদে ফেললে।

কীণ অঞ্পারাটি শাস্ত একটি চুম্বনে মূছে নিয়ে অমিতাভ বল্লে,—সবক্ষেত্রেই মাহ্য বড়ো ছোট, বড়ো তার প্রেম। তুমি এবার কাপড়-চোপড় ছাড়, রারাবারা দেশ, ঘর-দোর গুছোও—শরীর ভাল আছে ত'?

—ইয়া। সন্ধ্যা নিমেবে বেন কুয়াসার মতো হান্ধা হ'য়ে গেছে।

—ছোটকাকা এদেছেন, আহ্বন—কিদের ভোষার-

ভন ! ভোষার কি হয়েছে ! কলছ বা কিছু ভা আযার ! সেই কলকে আমি ভোষাকে নিমেই থাকবো। এই কলছই আমার ঐশব্য।

সন্ধাকে অমিতাভ বিছানার কাছে নিয়ে এলো।
আবার বললে,—তার চেয়ে বরং বিছানায়ই তৃমি তয়ে
থাকো। তোমার তুর্বলতা এখনো সারে নি। আয়িই
সব ব্যবস্থা করছি। দারোগাবার আবার বলে' আছেন।
কালকে থেকেই মামলা কি 
 তোমাকে দেখছি আবার
হাকোমায় পড়তে হ'লো!

মান কঠে সন্ধা বললে,— আমাকে নিয়ে তোমারই বরং লজ্জার আর শেষ থাকবে না ! তোমার মান, প্রেক্তিপত্তি—

—রাখো, রাখো—আমার কী মান, তা আমি জান।
পরের কথায় কোনোদিন আমি দাম দিই না। দারোগাকে
বলি তোমার শরীর আগে সাক্ষক, ম্যাজিট্রেটকে বংগ'
তারিখটা কয়েকদিন পিছিয়ে দিক্।

চঞ্চল হ'য়ে সন্ধ্যা বললে,—না, আমি বেশ আছি। যাবো কোর্টে কালকেই। গুদেরই ছোরা দিয়ে ওদের কী-রকম জ্বম করে' এসেছি তুমিও দেধবে চলো। আত্মরকা করতে ছোরা চালিয়েছি এ-কথা বড় গলায় চারিদিকে রাষ্ট্র করে' দিতে হ'বে না!

অমিতাভ তার দিকে বিশ্বয় মুখ্য দৃষ্টিতে তাৰিয়ে রইলো।

সন্ধা বললে,—সে অনেক কথা। প্রবঞ্চনা একটা চমংকার আর্ট,—তুমি এসো। খাওয়া-লাওয়া করে এসো। ভয়ে-ভয়ে তোমাকে তার পক্ষ বলবো।

শ্রীবলাই দেবশর্মার পুরাশী বাহলা আপনাকে দেশের গত যুগও এ যুগের ভুলনা-মূলক সমালোচনায় প্রবৃদ্ধ করিডেছে কি ! স্কবি ঞ্ৰীকালিদাস রায়ের "রাহিত প্রাক্ত প্রতিমাসে পঞ্জিতি পঞ্জিকেছেদ ভো ? তেত বি

# রবীন্দ্র-কাব্যে স্বন্দরের অভিব্যক্তি

#### প্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

রবীজনাথের কাব্য গরের বারাপুরীর মতো, রাজক্ঞা গেখানে ধূপের ধোঁরার চুল শুকার, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে আনে আনো দেশের রাজপুরা, তাংার জানালার বসিয়া আজানা পথিকের প্রতীক্ষায় রূপসী তরুণী 'ত্রিমামা যামিনী' জাগে এবং পথের ধূলায় আকারণে গলার মণিহার কেলিয়া দিয়া বিমুগ্ধা নারী ভাবে তাহাতেই বৃঝি তাহার চরম সার্থকতা।

কথাটা হরতো হেঁরালীর মতো ভনাইতেছে। স্থতরাং
একটু খুলিয়া বলি। মায়াপুরীতে বেমন পাওয়া বায় না
এমন জিনিষ নাই, তেমনি রবীক্রনাথের কাব্যে পাওয়া
বায় না এমন রমও নাই। এত ভাবের, এত রকমের,
এত বিভিন্ন ধারার রম রবীক্রনাথ পরিবেশন করিয়াছেন
বে, রম-স্টির আদিম উৎস্টাকেই তিনি অয় করিয়া
লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। একজন মাছ্বের পক্ষে
এত ভিন্ন ভিন্ন রকমের রসের স্থান রাথা কি করিয়া
বে সম্ভব হইল, ভাবিয়া ভাহার ক্ল-কিনারা পাওয়া
বায় না।

কিন্ত এন্ত বিভিন্ন রস নিখুত অনিক্ষনীয় ভাবে 
তাঁহার ভিতর ফুর্ন্তিলাভ করিলেও সকলকে ছাপাইরা 
উঠিয়াছে তাঁহার সৌন্ধর্যায়ভূতির দীন্তি। সৌন্ধর্যের 
প্রারী হিসাবে বিশ্ব-সাহিত্যে তাঁহার জোড়া নাই 
বলিলেও অন্ত্যুক্তি হর না। সৌন্ধর্যের ধারা তাঁহার 
ভাষার ভিতর দিরা উপছাইরা পড়ে, ছন্দ ও উপরার ভিতর 
দিরা লীলায়িত হইরা উঠে তাঁহার সৌন্ধর্যের দীন্তি, 
সৌন্ধর্যের অন্তভ্তি তাঁহার ভাবের ভিতর দিয়া প্রশ্বলোকের ইন্দ্রলালের রচনা করে। এইজন্ত আমার মনে 
হয়, রবীক্ত কাব্য-সাহিত্যের কেন্ত্র-নারক হইতেছেন 
ক্ষর, আর এই অন্তরকে বিবিন্তার ক্রে-নারক হইতেছেন 
ক্ষর, আর এই অন্তরকে বিবিন্তার ক্রে-নারক হইতেছেন 
ক্ষর, আর এই অন্তরকে বিবিন্তার ক্রিক্তার ক্রিক্তার 
কাব্যে দানা বাধিরা ভিটিষাকে। ক্রিক্তার জাবের ভিতর

রবীস্ত্রনাথের সৌন্দর্য্যের অন্তড়তি খুঁ বিবার আগে, ভাষার ভিতর তাহার যে অভিব্যক্তি আছে সেই স্থন্ধেই হুই একটি কথা বলা দরকার।

কাব্যে প্রকাশ-ভিদ্ধ বৃদ্ধ বড় জিনিষ। দেহতে বাদ
দিয়া কেবল আত্মাকে লইয়া হয়তো বা কারবার করা চলে,
কিন্তু কথা বাদ দিয়া ওধু ভাবকে লইয়া কাব্য-রচনা করা
যায় না। ছনিয়ার সাহিত্যে ভাব-রাজ্যের অনেক শক্তিমান সম্রাটও এইজন্ত কাব্যের কটিপাথরে নিধাল সোনার
রেখা আঁকিতে পারেন নাই। কিন্তু এ দিক দিয়া
রবীক্রনাথ অত্লনীয়। ভাহার প্রকাশ-ভিদ্ধ অপর্কা।
ভাহা এভ সহলে ও সাবলীল যে ইহার কড়ুকু সাধনা-লক্ত,
আর কভটুকু যে সহজাত ভাহার হিনাব-নিকাশ করা
অসম্ভব। এইজন্ত অর্থবাধের আগেই ভাহার কথার
ঝকার প্রাণের তারে গিয়া ঘা দেয় এবং সভে সভে মনকেও
অয় করিয়া লয়। যথন শুনি,

দূরে একদিন দেখেছিছ তব
কনকাঞ্চল আবরণ,
নব চম্পক আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘন নীল গুঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।
কোধা চম্পক আভরণ!

व्यवता रथन छनि--

আম মন্ত্ৰীরের গন্ধ বৃহি' আনি' মৃত্ মন্দ্র বায় তব উচাবে অলক, পুজু ভাকে বিজি-রবে ুক্তি মন প্রবণে করে, পশরা নামায় ভূমে হলি চুলে পড় খুমে অলে লাগে অ্থালস ঘোর;

যদি ভূলে ভক্রাভরে ধোমটা থাঁদরা পড়ে তাহে কোনো শকা নাহি তোর।

কিছা যখন শুনি---

15 3318

केंग्रे शटक।

আনের কুন্থম গন্ধ, কেশ ধ্পবাস বিভিন্ন কেলিক সর্বাবে মোর উত্তরা নিংখাস। ভ

্র ্র প্রকাশিল শর্মচ্যুত রসন শস্ত্ররে চন্দনের পত্রলেখা বাম প্রেমধরে

मां इंग्लेटिन क्षा इंग्लेग न

সূত্ৰ : ে নগর-গুঞ্জন ক্ষাস্ত নিজৰ সন্ধ্যায়। ্ৰতথম প্ৰকাশ-ভলির অপূৰ্বতায় হণয় বিশ্বয়ে অভিভূত

া রকীজনাথের এই প্রকাশ-ভলির মতোই বিমায়কর কাহার উপমার ঐশর্য। উপমান্ত এই প্রকাশ ভলিরই কেটা বিশেষ রীতি মাতা। উপমার বারা তিনি যাহাকে আইতে চান সে চোখের সামনে যেন একেবারে কথার বিবতে জীবস্থ ইইয়া—মূর্ত ইইরা ফুটিয়া উঠে।

্ৰখন পড়ি—

আচৰখানি পড়েছে খনি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে ৰুঝি টুটি,
পত্ৰ পুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাভাত পূজার কুল হুটি।'

অথবা---

উদয় শিশরে সুর্য্যের মতে। সমস্ত প্রাণ মম, চাহিয়া রয়েছে নিমেধে-নিছত একটি নয়ন সম।
অথবা—

> অন্ধকার সন্ধার আকাশে বিজ্বন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন স্থর্গের আলোকমর রহস্ত অসীম, ওই নয়নের

নিবিড় ভিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি আন্মার রহস্ত নিমা।

ভাষন ক্ষেত্ৰত বস্তুত্ৰ বাত্তৰ রূপই চোধের সাম্প্রে ধরা সক্ষেত্রা—সজে সভে ধরা পত্তে পত্তি ভাইবে অন্তর্গে ক্ষেত্র সৌন্দর্যো। স্থার এই সৌন্দর্যোর পরিচয় গ্রহণই তো উপমার চরম্ভয় সার্থক্যন!

यात्रा के बोल्य नार्थकं नामाराजना धावर छेनमात महाड সভা তাহাই তাঁহার ছন্দের সম্বন্ধেও সভা। শব এবং উপুমা যদি কাব্য-সন্মীর বসন ও ভূষণ হয়, ছন্দ তাঁংার দেহ। বিধাতার মতো নির্ম্কনে বসিয়া রবীক্রনাথ তাঁহার कावा-नन्तीत अरे अञ्जब उन्नाडा तहना कतिशाहन। জিলোভ্যার রচনার মডোই নিশিল বিশের লাহিতা হইতে তিল তিল ক্রিয়া ছলের লপার সংগ্রহ ক্রিয়া রচিত হইয়াছে জাঁহার এই ছন্দ-তিলোভ্না। কোথাও তাল গ্রহণ করিয়াছে সংস্কৃতের গন্ধীর ধ্বনি-স্পন্দন, কোধাও ব বাংলার ছড়ার নৃত্য-লীলায় পড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কার্য-मारहत थारे इन्स-अभि स्टेटि आवात काषां व रेश्त्रको বা অন্ত কোন বিদে । ছন্দের গতি বেগের ভিতর হইতে ইন্সিত গ্ৰহণ কার্মা পড়িয়া উঠিয়াছে তাঁৰার ছন্দের দেংহর কাঠামো। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সাহিত্যিক বংলার ছবে স্বস্তঃকৃতি শীলার প্রকাশ ছিল না বলিলেই চলে। তাঁহার क्ष्म मृष्टि थूँ किया थूँ किया এक. निरक दिश्वन, वाहिरव সম্পদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, অক্ত দিকে ভাহার উল্লেখিনী প্ৰভিভা ডেমনি আবার সৃষ্টি করিবাহে ছব্দের নুচন তাল, তাহার সঙ্গীতের নৃতন মুচ্ছনা।

"বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎমালোকে শৃষ্ঠিত, নয়ন কার নীরব নীল গগনে, বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবক্ষরিত চর্প কার কোষৰ ছুপ শ্রনে।"

এ বাধার প্রাপ্রি সংস্ততের রভার—কিন্তু বাজনার সাথে ভাষা এমন ভবেই বিভালি পাভাইরাছে থে— এ হন্দ বে বাহিরের স্থামদানি একরার্ভ্য সে ক্ষাট মনে হয় না।

আবার ১-

এমনি করে' কাৰো কাৰল মেদ প্রসূত্র প্রায়ালি । বৈয়াই মানে আলে ঈশান কোৰে।

এমনি করে কালো কোমল ছারা খাবাচ মাসে নাবে ভালের বরে ।

এমনি করে আবণ সমসীতে বাংলি বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ

এ স্থর বাংলার মেরেলী ছড়ার স্থর—যাহা শিক্ষিত

ান্দালের কাছে চির দিন উপেক্ষা লাভ করিরা আসিাছে। কিন্তু ছন্দ-সরস্বতীর এই বর-পুত্রটির হাতে

গড়িয়া ইহা এমনি ভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিরাছে

ব, যাহারা শিক্ষা ও সভ্যতার দেমাক করে—এ ছন্দ
ভনিয়া তাহারাও বিন্মিত হইয়া বলিয়া উঠে—ছড়ার

ছন্দে যে এত রূপ ছিল —'এর আগে কে জানিত তার
কণা।'

ছল-বৈচিত্ত্যের ছারা গৌলর্ঘ্য-স্ষ্টির এমনিতর উদাহরণ রবীক্সনাথের কাব্য-সমুদ্রের ধেখান দেখান হইতে আহরণ করিয়া আনা যায়—তাহা এমনই অজ্ঞ্ —এমনই স্প্রচুর।

বস্তত: রবীক্রনাথের ভাষার সৌন্দর্য্য এতই সহজ, এতই স্পষ্ট, অথচ এতই নৃতন বে, কাব্যাস্তৃতি যাহার ভিতর অনুমাত্রও আছে ইহার স্থর তাহার মনে ঝকার না তৃলিয়া পারে না। এই জন্মে অনেকে এমন অভিন্যাপত করেন যে, অর্থ বোঝার আগে রবীক্রনাথের ছন্দের ঝকারই সমস্ত মনটাকে আভ্ছের করিয়া ফেলে—
শক্ষ তাহার কাছে মুখ্য বস্তু, ভাবটা একবারেই গোণ।

এ অভিযোগ আর যাহাই ব্যক্ত করুক না কেন,
এ কথাটা অবিস্থালেই প্রমাণ করে বে, রবীক্সনাথের
প্রধাশ-ভঙ্গি কেবল স্থলর নহে—অপরপ। স্থতরাং
কব্যের এই বাহিরের খোলসটার কথা এইখানেই পাক্,
দৃষ্টি ফিরাইয়া আনা যাক এইবার ভাবের দিকে।

রবীজ্ঞনাথের ভিতর সৌন্দর্যের এই জনবছ অন্তর্ভুতি
মান্নরের সংস্পর্দে আসিয়া যতটা গড়িয়। উঠিয়াছে, তাহা
অপেকা টের বেশী গড়িয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির সাহচার্য্যে।
প্রকৃতির প্রত্যেক গুপ্ত ভাগুরের চাবি কেমন করিয়া
এই রপকারের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার পরিচয়
না লইয়াও বলা যায় রবীজ্ঞনাথের প্রকৃতি সৌন্দর্যের
বিরাট রহস্তাধার। সে ফাকা বর্ণ-বিলাস লইয়া কাঁক্
বরে না—সজীব মান্নরের মতোই সে প্রাণবান ও গতিলীল।
বস্তুর আবির্ভাব রবীজ্ঞনাথের কাছে প্রিম্পরের
আবির্ভাবের মতোই ভাই ক্রমীর সাক্ষার সক্ষম বারে

আসিয়া যখন দেখা দেঘ, পাছে তাহার আহ্বানে কোনে কটি-বিচ্যুতি ঘটে তাই তিনি নিধিল-জনকে ডাকিয়া বলেন•••

তব অবগুঠিত কৃষ্ঠিত জীবনে
ক'বো না বিতৃষ্থিত তাবে।
আজ খুলিয়ো হৃদয় দল খুলিয়ো,
আজ ভূলিয়ো আশ্বন পর ভূলিয়ো,
এই সন্ধীত মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরন্ধিয়া তুলিয়ো
এই বাহির ভূবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

আর তাহারই সকে সকে 'ফুলর বল্লভ কান্ত' মিনি তাহাকে বরণ করিবার জন্ম তাহার নিজের দেহও উন্মুধ হইয়া উঠে,—চিত্তের সমুক্তেও ব্যাকুলতার বিকেপ জাগে।

বস্ততঃ স্থালরের বহিবিকাশ প্রকৃতির ভিতর দিয়া ধরা পড়ে বলিয়ুট বসস্ত বর্ধ। শরৎ তাঁহার বীণায় পলে পদে নৃতন স্থর জাগায়, নৃতন অমুভূতি ও আনন্দের রসদ যোগায়। বসস্তকে ডাকিয়া তিনি বলেন—

নব খ্রামল শোভন রথে

এস বকুল বিছানো পথে,

এস বাজায়ে ব্যাকুল বেণু

মেথে পিয়াল ফ্লের রেণু

এসহে এসহে অসহে আমার

বসস্ত এস।

এ আহ্বান স্থলরেরই আহ্বান। কিন্ত স্থলর যাহার কাছে একেবারে অন্তরের অন্তরতম বস্ত হইয়া না উঠিয়াছে, এ ধরণের আন্তরিকভার ছোপ আহ্বানের ভিতর দিয়া সেক্ধনো পরিবেশন করিতে পারে না। কবির এমনি বিম্ধতা আবারও দেখা যার শরতের আগমনার আভাস বখন আকাশের নীলে, ভাহার কল-হারা মেবে ধরা পড়ে। শরতের অভিনন্দনও তাঁহার সেই একই দেবতার-একই স্থলরের বন্দনার গান। ভাই বন্দনার প্রকাশভালি বিভিন্ন হইলেও ভিতরের ছন্দের স্থর একই
ক্রমনের। শর্থকে ভাকিরা তিনি বনিদেন—

अन्दर्भा भावप्रमची, त्यामाव ७७ (भएव त्रर्थ, এস নিৰ্মাল নীল পথে থোত ভাষল আলো বলহল এস ৰনগিরি পর্বতে।

শরৎ তাঁহার কাছে হৃন্দরেরই "আন্ত্রণ আলোর অঞ্জিল" তাঁহার কাছে উপেকার ব্যাপার নছে। মেঘ্যন্ত্রের ছন্দের ভিতর দিয়া, বিদ্যাতের বিদর্শিক নুভ্যের ভিতর দিয়া স্থানর আসিয়া ভাহার কাছে ধরা দেন। কথনো তিনি গাহিয়া উঠেন-

श्रक्ष क्या निरुद्ध উত্তা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে নিখিল চিত্ত হরষা খন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা। কথনো বা মেষের ধানির ভিতর দিয়াই তিনি ভনিতে থান তাঁহার ফুদ্রের আগমন ধানি। তথন তিনি ডাকিয়া বলেন---

আজি বৰ্ধা গাঢ়তম; নিৰিড় কুন্তল সম মেদ নামিয়াছে মম ছুইটি ভীরে। ওই যে শব্দ চিনি নুপুর রিণিকিঝিনি, কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে यमि खित्रशा नहेत्व कुछ. এসো ওগো এসো মোর अवय-नीदत् ।

বর্ষার মেঘ-মেছুর কাস্তিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যায়, কোনারের জলের মতো ভাহা হৃদরের হুকুল ছাপাইরা উঠে। তিনি আত্মহারা হইয়া গাহিয়া উঠেন-

ৰুম্ম আমার নাচেরে আজিকে মনুরের মতো নাচেরে क्षत्र नाटक्टर । প্রিরন্তমকে ফিরাইয়া আদিবার জন্ত জাঁহার বে আৰুতি সে আকুতির ভাষা হইতেছে---'আমার সকল জলদ মিথ কাত জ্বন ফিরে এলো।' াঞ্জণদীর কাছে ভাহার প্রিয়তদার রূপের বেষন ক্ষ

नारे, थिवारक निका नृष्टमः शतिकालः नाकारेवाः त्य स्वत्रक

আনক পার, রবীজনাধ তেমনি গ্রক্তিকে নৃতন নৃতন त्वन शहरेत्रा बाना **ভा**ट्य (प्रविद्यारक्त, बाना शांकित ভিতর দিয়া ভাষার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন। বস্ততঃ প্রাকৃতির ভিতর দিয়া স্থন্দরের আভাদ পাওরা যায় বনিয়াই বিশ-প্রকৃতি তাঁহার কাছে এত মধুর হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের এই গভীরতার জন্তই প্রেকৃতির ভিতর যাহা মার খ্রাম গন্ধীর দৌন্দর্য বাহার দেই বর্ধার আবির্ভাবও বিভীবিকার স্থাষ্ট ক'রে তাহাও তাঁহার কাছে একটা অভিনৰ মাধুরী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। क्रम বৈশাৰ লোলুপ চিভাগ্নি শিখার মারা বিরাট অম্বরে ৰখন লেহন করিতে থাকে তাই তিনি তখন বলেন— ভালিয়া মধ্যাক ভক্রা জাগি' উঠি বাহিরিব ছারে. চেয়ে রব প্রাণী শৃত্ত দগ্ধ-তৃণ দিগভের পারে নিন্তৰ নিৰ্বাক।

তार भारत स्थात मधीत वांधिया उत्तानिनी कान-বৈশাধীর নৃত্য যথন স্থক হয় তথনও তিনি বলেন— রথ চক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজ সম গৰ্বিত নিৰ্ভয়,

वक्ष गट्य पि पांचित्त वृक्षिनांम-नाहि वृक्षिनांम-ৰয় তব ৰয়।

মৃত্যু প্রকৃতির সকলের বড় ঘটনা। সাধারণের মনে তাহ। বিভীষিকারই সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহার ভিতরেও ववीज्यनाथ प्रविधारकन कुम्स्टवत्वे खिल्डिकत छैश्वर। গে নিঃশব্দ চরণপাতে যখন **ছারে আসিয়া দাঁড়ার তখ**ন ভাহার প্রেড-ভাঙ্বের বীভংসভা ভাহাকে ঘা দের না, তখন খাশানবাসীর সেই কল-কোলাহল ওনিয়া তাঁহার मत्न পড़ে পৌরীর আনন্দ হল হল আঁথির কথা। মনে 9(5-

ৰ্ডাৰ वान चांचि कृदत बत्र बत्र হিয়া ত্ৰু ত্ৰু ত্ৰিছে, পুলকিত তত্ত্বর বর यन जांशनाद्य जुलिए ।

त्रवीक्षनात्वत्र जिल्ह और च्यान शीरत शीरत क्यान করিয়া ধরা বিয়াছেন ভাছা বাংলা সাহিত্যের বঁচ একটা আলোচনার বন্ধ। এই সভীঞ্জির স্বাহরত সাঞ্চিত্<sup>করি</sup> किनि धनमारवरे नाथ परवन नार्ड-वीट वीट

ভিতর দিয়া তাঁহাকে অপ্রশার হইতে হইরাছে। প্রথমে তাহার ক্ষরও একান্তই ইক্রিয়-গ্রাহ্ম ব্যাপার ছিল। বুল রক্ত-মাংশের দেহের ভিতর দিয়া ইহার প্রথম অন্তভাতি তাঁহার কাছে দেখা দের। বস্ত-ভাত্তিক কবিদের মতো ভোগের উপাদানেই রচিত হইরাছিল তাঁহার অক্তরে ক্ষরের প্রার প্রথম অর্থা। ভাই কড়িও কোমলে দেখিতে পাই—

প্রাণের মিলন মাধে দেহের মিলন, হুদরে আছের দেহ ছাদরের ভরে, সুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে, তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন, অধর মরিতে চায় ভোমার অধরে।

দেহের রহস্ত মাঝে হইব মগন।
তাই তিনি চাহিন্নাছেন—
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা,
পঞ্চদশ বংসরের একগাছি মালা।
স্থানর তাঁহার কাছে ছিল তখন দৈহিক রূপের একটি
অভিব্যক্তি মাতা। তাই দেহ-তালিক কবির মতোই
বিচ্চেদের ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া ভিনি ব্লিয়াছেন—

লতায়ে পাকুক বুকে চির **আলিদ**ন, ছি'ড়ো না ছি'ড়ো না ছটি বাহুর বন্ধন।

দেহ-ভান্তিকভার এই প্রগাঢ়ভার ও ভীব্রভার বিশ্বিভ ইইতে হয়। নিবিড় অন্তড়ুভির সলে যোগ থাকায় ইহার ভিতরে সুসভার কর্দম থাকিলেও ভাহা পরজের জন্ম ক্ষেত্র রূপেট রহিন্না পিরাছে, ভাহা আর সকলকে ছাপাইরা বড় হইয়া উঠে নাই। ভাষার অনবভ সৌন্দর্যাও ভিতরকার ক্ষেত্রেক সংযত করিবার সাহায্য করিয়াছে। কিন্ত ভাহা ইইলেও রবীজ্ঞনাথের পরবর্তী স্থন্সরের করনা হইতে ইয়া যে ভিন্ন ভাহাতেও সন্দেহ নাই। পরবর্তীকালে ভাহার স্থন্মর দেশ-কাল পাত্রকে ছাপাইয়া চিরন্তনের বস্ত ইয়া গাড়াইয়াছে, ভিন্ন এখানে ভাহার স্থন্মর দেশ-কাল-পাত্র দ্বের ক্ষা, সেছের প্রতীক্ষেত্র আতক্রম করিতে পারে নাই।

वरे त त्या काविकका क्रेसिकाच्या कावा-चीतत

ইহার যুগ খুব বড় নহে। 'কড়িও কোমলে'র পর 'মাদলী' এবং মোটাম্টি ভাবে 'সোনার ভরী'ভে তাঁছার কবিভার এই রূপের পূজারীর পরিচয় পাওয়া বার। কিন্তু এই শেবোক ছই গ্রন্থেও তাহার আভাগ ক্রমেই মৃত্তর হইয়া আলিয়াছে। প্রশ্ন যে জালিয়াছে—সংশর বে দেখা দিয়াছে ভাছার পরিচর এই ছই গ্রন্থেও পাওয়া যার। ভাই

বেল কুঁড়ি হু'টি করে কুটো কুটি

অবর খেলা,

মনে পড়ে গেল সে কালের সেই

কুস্থম তোলা।
ভানিতে ভানিতে অকন্মাৎ শোনা যায়—

খু'জিতেছি, কোণা তুমি

কোণা তুমি

সে অমৃত লুকালো ভোমায়

সে কোণায় !

'পোনার তরী'তে কবির হুলর দেহের অতীত হইরা নেথা দেন নাই সত্যা, তবু 'সোনার তরীতে'ই কবি প্রথম সাক্ষাং পাইয়াছেন তাহার সেই মানসী বধ্র দেহহীন হইয়াও দেহ-গ্রাহ্ রদাবেশের সাড়া যে অভ্তরের অভয়তব প্রদেশ ভাগাইতে পারে।

বীণা ফেলে দিলে এস, মানস জ্ব্দরী,
ছটি মিজ হত শুধু আলিজনে ভরি'
কঠে জড়াইয়া দাও,—বৃণাল পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্নি' উঠে মর্মান্ত হরবে—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মৃত্ত মরি যায়, অন্তর কেবল
আব্দ্রে সীয়ান্ত প্রান্তে উত্তালিয়া উঠে।

দেহ নাই কিন্ত এখনো তবু দেহের নালসা আহৈ, ভোগের কামনা আছে, মনের বিলাস দেহের সীমান্ত অড়াইয়া লাগিয়া আছে। ছন্দার বেখানে দেবতা ভাহার সাকাং 'সোনার তরী'তে পাওরা বার না, ভালার পরিচর পাওরা বার তিরার । ছন্দার দেবতা এখানে একেবারে দেহাতীত হবরা দেবা নিলাছেন। তাই তাবার ভর্মী আতা ও মহে, ক্রাও নছে, গ্রুড নছে, গ্রেড ভাহার আতা ও মহে, ক্রাও নছে, গ্রুড নছে, গ্রেড ভাহার আতা ও মহে, ক্রাও নছে, গ্রুড

জিলিয়া উঠে না, তার অর্দ্ধ রাত্রিতে কম্প্রবাকে বাসর
শৃংগ্রায় তাহার আনাগোনা নাই, সে অকুষ্ঠিতা, উষার
উদয় সম অবগুটিতা।

আমরা দেবতার মূর্ত্তি গড়ি, কিন্তু সে মূর্ত্তির পিছনে থাকে মহাশক্তির একটা বিভৃতি, একটা ধান-লব্ধ ক্ষরনা। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই মূর্ত্তির প্রয়োজন কমিয়া আসে। রবীক্রনাথের ধ্যানে স্থলরের ধে রূপ ধরা পড়িয়াছে ভাহারও গোড়াতে মূর্ত্তিপূজার এই আয়োজন ছিল। তাই 'চিত্রাক্রনায়' তাঁহার আর্ক্ত্নকে এই কথাই বলিতে শোনা যায়—

সাধকের কাছে প্রথমতঃ আস্কি আদে মনোহর মায়া কায়া ধরি, তার পরে সত্য দেখা দেয় ভূষণ বিহীন রূপে অলো করি অন্তর বাহির।

রবীক্রনাথের ভিতর স্থন্দর যেখানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, সেইখান হইতেই সাপের নির্মোকের মতো তাঁহার দেহ হইতে বাসনার থোলসটাও ঝরিয়া পড়িয়াছে। তথন তাঁহার জ্নারের দেহ আছে কিনা সে সম্বন্ধেও কোনো প্রশ্ন জাগে না—সে বিরাজ করে অন্তর্গোকে জ্যোতির একটা প্রবাহের মতো—একটা শ্রীরি আনন্দের অন্ত্তির মতো।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীক্সনাথের স্বন্দরের সাধনার গোড়ায় দেহ-ভাত্রিকের রূপ পিপাসা ছিল, কিন্তু আত্মার ভিতর তাঁহার সে দীনতা ছিল না যাহা তাঁহার উর্জগতিতে বাধা জন্মায়। তাই অনেকের পক্ষে যে বীভংসতার মোহ কাটাইয়া উঠা সম্ভব হয় না, অভি সহজেই তিনি ভাহা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। আত্মার এই সংস্কারগত শক্তিই সাহিত্যের কোনো ক্ষেত্রেই রবীক্সনাধকে কুৎসিত হইতে দেয় নাই।

বাংলা-সাহিত্যে জাজ বীতংস রস স্টের একটা উলাম আকাক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। ছই একজন ত'হাতে যে শক্তির পরিচয় দিরাছেন, তাহারই তারিফও করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে যে পরিচয় পাওয়া যায়, ভাহাতে একথা নিঃসংশরেই বলা যায় যে, তিমি বিদি ইক্ষা করিতেন তবে এই বীক্তংস রসের পরিবেশনেও

সমস্ত **ওনিয়াকে স্তম্ভিত করিবা দিতে** পারিতেন। কিছ চিত্তের গড়নই ছিল তাঁহার ভিন্ন ধরণের। ভাট ভোগের দিকে ঝোঁক দিয়াও ক্লেদ লইয়া তিনি মাধান মাথি করেন নাই। ভোগের ভিতরেও সংযমের কমিন শাসনকে মানিয়া কইয়াই তিনি দত্যের সন্ধান করিয়াচেন-মিধ্যা তাঁহার কাছে সভাের আসন অধিকার করিয়া বসিত্রে পারে নাই। ঠিকভাবে বিচার করিতে গেলে এট কথাই বলিতে হয়, তাঁহার সাধনা কেবল স্থন্দরকেই নৰ নব রূপে আমাদের চোথের সামনে তুলিয়া ধরে নাই বাংলা সাহিত্যকেও রক্ষা করিয়াছে, নতুবা একদিকে পাশাল সভ্যতার ভোগলোলুপতা আমাদের বাস্তব জীবনের উপর যে উচ্চুম্বতার অভিবাত আনিয়া দিতেছিল এবং অন্য দিকে ভারতচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের বুল রসিকতা আমাদের মনের উপর বেভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল ভাহাতে বাংলার রদ্যাহিতা যে কোথায় আসিয়া দাঁডাইত তাহা বলা কঠিন।

স্থানরকে বিকৃত দৃষ্টিতে দেখিবার এই যে উন্নাদনা আঙ্গ জাগিন্না উঠিয়াছে স্থানরের পূজারী হিসাবে তাহা রবীন্দ্রনাথের কাছে দ্বঃসহ হইয়া উঠিবারই কথা। বস্ততঃ আঘাত তাঁহার মর্শ্বে বিধিন্নাছে।

ষধন তোমার গায়
কারা সব ধূলা দিয়া যায়'
আমার অন্তর
করে হায় হায়
ক্রে হলি হে মোর স্থার
আজ তুমি হও দওধর
করত বিচার—

কিন্তু রংীজনাথ যে—হাদ্দরের পূজারী তাঁহার বিচারের পছতিই ডিন্ন রকমের। সর্বাশক্তিমান জি দও দেন ?—

> নীরবে প্রভাত আলো পড়ে তাদের কল্ব রক্ত নরনের পরে তাদ নব মলিকার বাব শার্প করে লালনার জিনীয়া নির্মাধ

সন্ধ্যা ভাপসীর হাতে জ্ঞালা সপ্তর্মীর পূজা দীপ মালা গজের মন্ততা পানে সারা রাত্রি চায় হে স্থন্দর তব গায় ধুলা দিয়ে যারা চলে বায়।

রবীন্দ্রনাথের স্থান্ধর সাধারণতঃ করুণ, কোমল, আনন্দময়, ক্ষমা তাহার স্বাভাবিক বিভূতি কিন্তু মানি যথন সীমাকে লজ্মন করিয়া চলে তথন ওাঁহার এই ক্ষাশীল স্থান্ধর রুজারপের উদ্ধাম সৌন্দর্য্যে উদ্বীপ্ত হইয়া উঠেন। তথন তাঁহার মার্জ্জনা—

গৰ্জমান বজাগ্নি শিখায় স্ব্যান্তের প্রলয় লিখায়

রক্তের বর্বণে

অক্সাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে

জাগিয়া উঠে। তখন যে স্থন্সরের চরণ ভলে,
নলিত অন্নে চকিত ছন্দ চমকাইত সেই স্থান্সরেই
লটালাল হইয়া উঠে ধূলায় ধূসর কক্ষ পিছল। বিরাট
লখরকে লেহন করিবার জন্ম তাহার চোধে জ্বলে তখন
লোল্প চিতালির শিখা।

রবীক্সনাথের থিনি স্থন্দর
ডান হাতে তার খড়া জ্বলে
বাহাতে করে শঙ্কা হরণ
ছই নয়নে স্থেহের হাসি
ললাট নেত্র আঞ্চন বরণ।

কৃষ্টি এবং ধ্বংসের ভিতর দিয়াই চিরন্থলার খিনি 
তাঁহার আবির্ভাব। কৃষ্টির ভিতর দিয়া জানিয়া উঠে
তাঁহার পরম আনন্দ এবং ধ্বংসের ভিতর দিয়া ধরা
দেয় তাঁহার চরম কল্যাণ। এ সত্য খেদিন ভারতীয়
শিল্প সাধনার দারা আবিজ্ঞার করিয়াছিলেন সেইদিনই
তাঁহাদের বাটালীর মূথে পাথর কুঁদিয়া বাহির হইয়াছে
নিটরাজের নৃত্য। সাহিত্যের কৃষ্টির সৌলর্ব্যকৃষ্টির
ম্লেও খদি কল্যাণ না থাকে তবে সে সাহিত্য কৃষ্টি
বার্থ—মানব সমাজের মুহজ্ঞর সার্থক্তার দিক দিয়া
ভাহার কোনোই মূল্য নাই।

णानम रामन नाहिर्छात्र चर्चन जन्मन क्नानिश

আবার তেমনি সাহিত্যের সার্থকতার মাণকাঠি। বিশ্বসাহিত্যে যাহাদের দান চিরস্তনের সম্পদ ইইয়া আছে
আনন্দের সঙ্গে কল্যাণকেও তাঁহারা এক করিয়া দেবিয়াছেন। সকলেই তাঁহার। স্থলরের পূজারী, কিন্তু পূখারী
সেই স্থলরের, কল্যাণকে যে বর্জন করে নাই কল্যাণকে
আলিম্বন করিয়াই যে সার্থক হইয়াছে। উদ্দেশ্য যদি
সন্ধীন উচাইয়া লেখার ভিতর দিয়া ঘা দিতে থাকে
তবে তাহা বরদান্ত করা যায় না সত্য, কিন্তু সৌন্দর্যের
শতদলের বৃকে সে যথন গন্ধের মতোই গোপন থাকিয়া
নিজের আভাস জানায় তথনই সে তার চরম সার্থকতার
পরিচ্য দেয়। রবীন্দ্রনাথের স্থলরের সঙ্গে কল্যাণের
যোগও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড়। তিনি যে মৃহর্তের
বলেন—

তবে নন্দন গন্ধ মোদিত
ফিরি স্থন্দর ভ্বনে।'
ঠিক তার পরের মুহুর্তেই আবার কামনা করেন
্ব সব বিবেষ দূরে যায় যেন
তব মঞ্চল মল্লে।'

ভগবানকে ডাকিয়া তিনি এই কণাই বলেন

'নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর

সুন্দর কর হে

মঙ্গল কর নির্লস নি:সংশন্ন করছে।

কিন্ত তাহা হইলেও একধার ভিতর কিছুমাত তুল নাই যে, রবীক্স-কাব্যে এই কল্যাণের হুর গৌণ ভাবেই আদিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতে মুখ্যন্থান অধিকার করিয়া আছেন হুন্দরে। কল্যাণ তাহার কাব্যে হুন্দরের দলী মাত্র। অর্থাৎ রদান্থভৃতিই তাহার কাব্যে প্রধান বস্তু এবং এই হুন্দরের দাহচর্য্যে কাব্য-দেহের আহ্যে বে বাজাবিক লাবণ্যের ছাপ জাগিয়া উঠে তাহা লইয়াও তিনি পায়তাড়া করেন না। বস্তুতঃ এই হুন্দর অন্থভৃতি তাহাকে যে কোথায় টানিয়া লইয়া ঘাইতেছে তাহাও তিনি আন্দেদ কি না সন্দেহ। এই জন্মই তাহাকে প্রশ্ন করিতে দেখা যায় —

পার কড দ্বে নিরে বাবে শোরে হে স্বন্দরী

# বল কোন্ পাড়ে ফিরাবে ভোষার গোনার ভরী!

কিন্ত অব্দরের দেবতা বিনি তিনি প্রচঙ রহক্তময়— বিধাতার মতোই তাঁহার বিধান ছজের। কোতৃকের তাঁহার আদিস্ক নাই—অন্তও নাই। কেন্ট এ কথা ভাবে না।

> এ বে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে এ বে লাবণ্য কেথা হ'তে ছুটে এ বে কন্দন কোথা হ'তে টুটে অন্তব্য বিদারণ।

ৰাহাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না তাহার উদ্দেশ্যে এই যে নিক্ষদেশ যাত্রা ইহার হৃঃধ অনেক। তাই রবীক্রনাথ যধন বলেন—

> মোর হার-ছেড়া মণি নেরনি কুড়ায়ে, রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে, চাকার চিহ্ন ঘরের স্থম্থে পড়ে আছে শুধু আঁকা,

## আামি কি দিলাৰ কারে আনে না সে কেউ ধূলায় বহিল ঢাকা

তথন সে উচ্চি যে তাঁহার একান্ত অভিজ্ঞতা লর বন্ধ তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। এমনি ভাবে কঠোরতম সাধনার বারাই রবীজনাধের খোলা শেষ ইইয়াছে, তিনি লাভ করিয়াছেন কাব্যের যাহা চন্দ্র কাম্য দেই চিরস্তন ফুল্লরকে—আর নিশুত তপস্থার বাহা বাভাবিক ফল তাহারই প্রভাবে তাঁহার কাব্যে রূপের দেবতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কল্যাণ-লন্ধী। কোনো কবিই ইহার চেবে বড় সার্থকভার স্বন্ধ দেখিছে পারে না।

আদ্ধ যথন বাংলা-সাহিত্যে স্থক্ষরের আদর্শ বিরুত ও বিবর্গ হইয়া উঠিয়াছে, যখন পাঁককেই পরজ বলিয়া ভূল করিবার মতো দীনতা আমাদের বুদ্ধিকে মোহ-এই করিতেছে, রবীক্রনাথের স্থক্ষরের আদর্শ আমাদিশে তথন শুভ বৃদ্ধিদান ক্ষক। এই স্থক্ষরকে যেন আমা চিনিতে পারি, বৃদ্ধিতে পারি, জীবনের ভিতর গ্রহণ করিতে পারি।

# "পাওনাদার"

# রায় পরিমল রাণী বস্থ চৌধুরী

আমি পাওনাদার—মহাজন। টাকা ধার দিরে আমি—বিপদ-এন্ড দরিক্ত ব্যক্তিরের আন্ত বিপদ থেকে আন করি, রোগ-গ্রন্থ ব্যক্তির আত্মীয়ের মুখে হাদির দহর তুলি, মেরের বিরের ভাবনা যুচিরে ক্স্তাদায়-এন্ড, তুশিঙ্কা প্রশীড়িত পিডামাভার মনে আনন্দের অবাধ লহর ছোটাই, পিছুমাছ প্রাক্তারগ্রন্থ দরিত্তকে আমিই উদ্ধার করে, সমাজের কঠোর পীড়ন থেকে মুক্তি দিয়ে, পরলোকপত পিছুপুক্ষপণের আ্যার পুণ্যাশীর্জার সেই পিছুমাছ্-প্রাক্তার্যারগ্রন্থ অভাগানের শিরে কর্মক করিরে ভারের অভ্যান

অফুরম্ভ আনন্দের তরক তুলি; ছুর্ভাবনার পাতান থেকে ভালের একেবারে নির্ভাবনার স্বর্গে আমিই নিয়ে যাই।

নিজে ভাল খাইনে, পরিনে, ত্রীকে গ্রনা দিয়ে নালাই নে, ছেলে মেয়েদের জল খাবারের প্রদা দিই নে, মুকন বই কিনে দিই নে, বাব্দিত্রি করতে দিই নে, নিজেও বিলাগিতা বিসর্জন দিয়ে টাকা জমিয়ে অনু পরতে দিই, পরের বিপদে সাহায্য করি। আমি ইন্ম, রাক্ত, ঘোরার গাড়ী, রিল্লাতে প্রসা দিই নে, কুলি মন্ত্র, ঘাইনি নি পর্যন্ত দিই নে—একটা পর্যনা পর্যন্ত বাবে ধরচ করি নে—পর্যনা তথু জমিয়ে জমিয়ে জকাতরে অকুটিত হৃদরে হাসিম্থে পরের হাতে টাকার কাঁড়ি তুলে দিই। স্ত্রীরাগ করেন, মা বকেন, ছেলে মেয়েরা অভিমান করে ত্রু আমি না দিমে যে থাক্তে পারি নে ? আমি যদি পরের বিপদে সাহায্য দা করি, আমি যদি অসময়ে পরকেন।দেরি, আমি যদি অভাগাদের ছংখ, দারিস্ত অভাব না ব্রি, না ঘোচাই তবে ভালের দেখে কে ? আমি ছাড়া সংসারে তাদের আপন বলতে যে আর কেউ নেই!

আমি যে তালের কভে মরি, তালের জল্মেই আহার নিতা ত্যাগ করে দিপ্রহরের খাঁ খাঁ রোদে ঘুরে বেড়াই. লগু শান্তি আবর্জনা রাশির মত পায়ে দলে দিনরাত অ্রান্ত পরিশ্রমে ভূতের বেগার থেটে থেটে নিজের অমলা জীবনটা প্রাস্ত পাত করে দিই—তবু তো তারা কেউ আমার ছ:খ বোঝে না, আমার দিকে একবার ফিরেও চায় না, আমার বারা জাতি, কুল মান, ধর্ম রক্ষা ক'রেও আমার কাচে আন্তরিক ক্রন্তজ্ঞ থাকে না, একটা মন খোলা ভাল কথাও আমার সাথে বলে না। যদিও কেউ দয়া ক'রে আমার দিকে একবার ফিরে চায়, কিখা আমার সাথে একটা কথা কয়—ভবে ভার সেই চাউনিতে সেই ক্লায় যে কভটুকু বিরক্তি, কভটুকু স্থুণা পরিস্ফূট হ'মে ওঠে তা আমার দৃষ্টি অভিক্রম করে না। এরাই আবার যথন দায়ে পড়ে আমার কাছে আসে টাকা ধার নিতে তথন এদের চাতুরিতে, খোসামোদে আমি দিশেহারা হয়ে যাই। তথন এরাই সব অতি নিকটতম আত্মীয়ের ম্থোস পরে আসে, আমার মৃত্ত কামনা করে, আমায় মহত্তের শ্রেষ্ঠ আসনে তুলে দেয়—নানারতে আমার मत्नात्रक्षन करत । निरक्रापत मात्रिका स्नानाय, विशव स्नानाय, অক্ষতা জানায়, আমার হাত, পায়ে ধরে, কত কাকুডি <sup>বিনৃতি</sup> করে অবশেষে **চোধের মলে আমার মন ভিজাতে** <sup>(5है। करत ।</sup> आमात स्वदः नदा, ममका नश्चक्छित উদ্রেক করে—কঙ্গুণ রুদের প্লাক্তবে আমার কোমণ <sup>হৃদয়ও</sup> করণায় সহাত্<del>তভূতিতে আর</del> ইলে বায়। আমি নয়তিচিত্তে আমার বহু ক্টাব্রিত স্কিত বর্ণ রক্তবন

করা টাকা' তাদের হাতে তুলে দিয়ে আল্প-প্রাসাদ **নাড** করি, আল্প-ভৃত্তিতে তৃপ্ত হই।

ভোর বেলায় বিছানা খেকে উঠে বাসি হাতে বাসি মুখে আমি খাতা বগলে বার হই—টাকার ভাগাদায়; কিছু জল খাবার কি সামান্ত এক পেরালা চাও খাইনে। কারণ টাকা যদি নিজের জন্তে, নিজের র্থ আচ্চন্দ্রের জন্তেই ব্যয় করলাম—ভবে পরকে দেখবা, পরকে বিপদে রক্ষা কর্বো কি দিয়ে? আর আমি না দেখলে ভাদের দেখবেই বা কে? সারাদিন না খেয়ে, না নেয়ে একট্ বিশ্রাম পর্যান্ত না করে, দোরে দোরে পথের ভিখারীর মত বুরে বেড়াই—কেউ একট্ বস্তে বলে না, একট্ ভামাক খেজে বলে না, একটা পাণ দিয়েও জিজেল করে না। অধিকন্ত আমার দ্বে আস্তে দেখলেই কাজের অহিলায় অন্সরে চুকে পড়ে।

আম ভাক্লে তারা সাড়াট পর্যান্ত দের না; অবশেষে
ধর্ণা দিয়ে ব'সে ধ'সে নিজেরই যথন বিরক্তি এসে বার
তথন সেথান-থেকে নিভান্ত অনিচ্ছাসতেই উঠে পড়ি।
কচিৎ কারও ছেলে বা মেয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে
যায় "বাবা, এখন বাড়ীতে নেই।" অথচ তার বাপ
ভথন হর রায়া ঘরে নতুবা সেই ঘরেরই খাটে বসে কি
ভয়ে। একটা কথা প্রান্ত বল্বার স্থ্যোগ আমায় না
দিয়েই তারা সশব্দে দোর বন্ধ করে চলে যায়—আবি
ভ্যাবাচ্যাকার মত বিংক্তব্যবিষ্ট হ'য়ে কিয়ৎক্ষণ সেধানে
ব'সে থাকি।

অগুত্র গিরে দেখি—যে মেরের বিরের অস্ত আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে স্বেমাত্র সে বিধবা হরে পিত্রালয়ে ফিরে এসেছে—বাড়ীতে কারার উচ্চরোল উঠেছে অথবা যে ছেলের চিকিৎসার্থ আমি টাকা দিরেছি স্বেমাত্র তাকে গলাবাত্রা করিয়ে মরা কারা আরম্ভ করেছে কিংবা বে পিতৃমাত্ প্রাদ্ধের অস্তে টাকা এনেছে সে 'ধার করা টাকার' পাইটি পর্যন্ত নিংশের করেও গলে বল্ল দিয়ে কর যোড়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের হারে হারে কিরেও কুরুরের মত বিতাড়িত হারেও ন্যালে একখরে হয়ে তৃংগ করছে, আক্ষেপ করছে, হা হতাল করছে। আমি একবার বিরুদ্ধি বড় লোল কু'বার কালে এই সব হততাগাদের

টাকার তাগিদ দিয়ে বার্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসি।
সামান্ত টাকার জত্তে এই অসময়ে কি করে আমি তাদের
বার বার বলি 
রাগ হয় কেমন এই সব অর্কাটীনদের
কাণ্ড দেখে 
বিকন—এই সব মরা ছাড়ার আগে আমার
টাকাটা স্কদ সমেত মিটিয়ে দিলেই তো পারে 
বিভাই
হ'একবার ব'লেই কিরে আসি।

শীতে গায়ে কোট নেই, পায়ে জ্তা নেই, মোজা নেই বাদল দিনে একটা ছাতা পর্যান্ত নেই তবু আমি শীতে কেঁপে, বর্ষায় ভিজে রোদে পুড়ে টাকার তাগাদায় খুরে মরি। এ সব কিনিনে কেন জান ? আমি যদি এ সব করি তবে পরকে টাকা দিয়ে দেখে কে ? দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর এমনি ভাবে শীতে ধর ধর করে কেঁপে, গ্রীমে রোদে পুড়ে—গলদবর্ম্ম হ'য়ে বর্ষায় অবিপ্রান্ত জলে ভিজে আমি থাতাটি বগলে করে কলুর বলদের মত কেবল খুরে মরি। আমার একটা কাণা কড়িও আদায় হয় না। অবশেষে আমি নিক্ষপায় হ'য়ে নিতান্ত দায়ে পড়েই যাই আদালতের আপ্রয় নিতে।

নালিশ না করলে যে টাকা আদায় হয় না! টাকা আদায় না হ'লেই বা আমি আবার তাদের কি দেব? কোথা থেকেই বা দেব? আমার তো আর টাকার জালা মাটিতে পোতা নেই?

আদালতের পেয়াদা এসে তাদের ঘর থেকে থাট বিছানা বাক্স সিরুক আলমারী টেবিল চেয়ার—থালা ঘট বাটি পর্যান্ত টেনে বার হুরে নীলামে তাকে। অভাগা-দের ছঃখ মোচনার্থ দেনা পরিশোধার্থ, পেয়াদার জুলুম নিবারণার্থ আমিই আবার দেগুলো নিজের সঞ্চিত অর্থ ধরচ কার কিনি। কি করবো—তা না হ'লে যে পরে নিমে যায়! পোয়ালায় ক্লুম করে—আমি তার কি ক'রবো? তারা তো আমার কথা শোনে ন'—আমি তো হাকিম নই? কারো বা বাড়ী ঘর জমিজমা সরই বিক্রি হয়ে গিয়ে, তারা পথে ব'লে চীংকার করে ক্রন্মন করে —আমার করণ হলম হাবে সহাহ্নভূতিতে ভরে য়ায়। হাথে, তাবনায় সারারাত আমার চোঁথে খুম আলে না—বিছানায় এ পাশ ও পাশ করে ছট্ ফট্ করে আমি রাড কাটাই। কিন্তু তবুও আমার কিছুই করার হাত নেই। আলালতের পেয়ালা—তারা তো আমার মাইনে করা চাকর নয়?

এমনি ক'রে নিজের ও পরিবাবের স্থপ স্বাচ্চনা নই করে, অনাহারে অনিভায় হাড় ভাকা খাটুনি খেটে খেটে গায়ের রক্ত জল করে টাকা আয় করে পরকে দিই পরের অভাব মোচন করি, কলাদায় পিতৃমাতৃ প্রান্ধ দায় উদ্ধার করি, সমাজের কঠোর শাসন পীড়ন থেকে নিছতি দেই. পরিশেষে নানা প্রকারে তাদের ঋণের দায় থেকেও মক करत তাদের পরলোকের পথও প্রশন্ত করি, পরের জন্তে নিজে মরি-তবু আমি লোক ভাল না। অসাক্ষাতে আমারই অধর্ম দেনাদারেরা আমায় বলে-আমি রূপণ, আমি চামার, আমি রক্তশোষক জোঁক। আমার অপরাধের মধ্যে আমি শুধু পাওনালার। স্বই আমার হরদৃষ্ট। কিন্তু এ সব কিছুই আমি গায়ে মাধি নে - নীরবে হাসিমুখে শহ করে আবার সেই হতভাগাদেরই টাকা ধার দিই। কারণ আমি জানি অসাকাতে লোকে ब्राकात्र । निका करत- छाटे वर्ल कि ब्राका छात्र कर्तरा অবহেলা করেন?

## গান

গ্রীনরেন্দ্র নাথ বস্থ

বনের বাশী মনে বাজে

হরে থাকা ছো'ল দার,

মূথে বলি বাব না আর

মন ছুটে বেজে চার।

হরের মাঝে কি বে আছে

ভনি ভথু দেবতা মোর ডাকিছেন—আয় আা অধীর মন সারাক্ষণ থির নাহি রাখা যায়, মিলন আলে প্রিয় স্টু

### মিঃ জে কে শীল

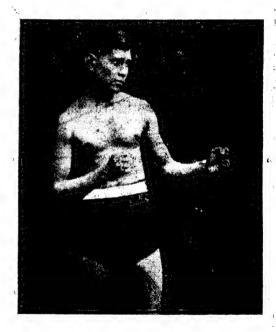
#### সাধারণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—

শ্রীর নীরোগ আছে বলিয়া স্বাস্থ্য অটুট আছে এমন ধারণা ভ্রাস্ত। জীবের স্বাভাবিক অবস্থা গতি—স্থিতি নয়। বায়কোষ, হৃৎপিণ্ড ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কার্য্যাদি পর্যাবেক্ষণ কবিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে মানব দেহের পেশীগুলি ষ্থেই পরিমাণ অনুশীলনের উপযোগী করিয়া স্ট ইইয়াছে। শরীর ধারণের জন্ম পরিমিত খাতা ও পরিধেয় সংগ্রহের পরিশ্রম ত আছেই; এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সহিত দ্মতা রাধিয়া চলিতে হইলে অন্নবস্ত্রের দ্মাধান করিয়া বাচিয়া থাকাই যথেষ্ট নয়। ভগবানের অপর্যাপ্ত দানের দ্যাবহার করিয়া জীবনকে স্কন্ত, স্থন্দর ও সার্থক করিতে চাই অমিত বল।

गानव-कोवरन मक्ति-नाधनात वित्मव श्रदशंकन चाहि। দীবনীশক্তির উন্মেষ ও দেহয়ন্তের সংবৃক্ষণ একমাত্র শারীরিক ব্যায়াম **দারাই সম্ভব। কিন্তু কেবল**মাত্র পেশী নিচয়ের বৃদ্ধি ও দৃঢ়তা সাধনেই জীবনী শক্তির ফ্রণ হয় না। নিয়মামুবজীতা ও কঠোর ব্যায়াম সাধনের সঙ্গে চাই ক্রীড়া-ক্রোতুকের সংমিশ্রণ। মৃষ্টি যুদ্ধে এই সমব্বয় সাধিত হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকে মৃষ্টি যুদ্ধকে জীবিকা উপার্জনের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কেই যেন मत्न ना करत्रन (य खाका 'e aerobat नम ट्यापेत लाक। <sup>বস্তু</sup>তঃ মৃষ্টিযুদ্ধ **একাধারে ব্যায়াম ও জী**ড়া, ইহাতে বে মৃষ্টিযুদ্ধ অতি বিপক্ষনক জীড়া। মৃষ্টিযুদ্ধ গুরুতর কাওয়াজের (drill) নিয়নাছবভাতা পাছে। ব্যায়ামের পেনা নিচমের আৰ্থন ও স্প্রেমারণ এবং ক্রীড়ার তৎপরতা ও বিচারবৃদ্ধি শিখিবার বধেই আছে। এতব্যতীত আত্ম-

রক্ষার উপায় হিসাবে মৃষ্টিযুদ্ধ অতুলনীয়। মৃষ্টিযুদ্ধ কৃটবল খেলার মতই চিত্তাকর্ষক। ভার যথন ধারের কাছে বিফল হইয়া যায়, কুদ্রশক্তি গুরুশক্তিকে পরাস্ত করে তথন মৃষ্টিযুদ্ধের উৎসাহিগণ ফুটবল থেলার দর্শকরুদ্ধের মৃত্রই মাতিয়া উঠেন। অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা **আছে** 



লেখক

আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই আমি এমন কথা বলি ना किं नित्रभावनी मानिया ठनितन छ दकान श्रव छ नवन युवरकत मृष्टियुद्ध, कृष्टेवन अथवा हिक विना अल्ला

আহত হইবার সম্ভাবনা অধিক, একথা আমি স্বীকার করি না। বাঁহারা অতি মাত্রায় সাবধান তাহারাও মৃষ্টি যুদ্ধ শিক্ষাকালীন কেবলমাত্র হস্ত পদাদির সঞ্চালন দারা যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারেন।

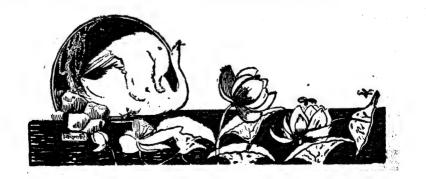
ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যে আত্মরকাই প্রকৃতির নিয়ম। বিপদে পড়িলে মান্ত্র্য ব্যতীত কোন প্রাণীই নিশ্চেষ্ট বশুতা স্বীকার করে না। আমরা এমনই বিলাসী ও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছি যে স্বজন ও আপ্রিত রক্ষা দূরে থাকুক আত্মরক্ষা করিবার সাহসও আমাদের নাই। দেশবন্ধু একবার বলিয়াছিলেন যে,দেশকে জাগাইতে হইলে দেশের প্রত্যেক নর-নারীকে বিপদ ও হর্ম্ব ভ্রতাকে বাধা দিবার শক্তি ক্রন করিতে হইবে। দেশবন্ধুর এই উক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে মৃষ্টিযুদ্ধ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন।

আঞ্জনাল মনোবিজ্ঞানবিদরা বলিয়া থাকেন, যে, যেমন স্থা ও সবল হইবার জাত আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রেরোজন, তেমনি অধ্যবসায়ী কর্মকম, কষ্টসহিফু ও নির্ভর-শীল হইতে হইলে মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাধিতে হইবে। মৃষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা ও শিক্ষকভায় আমার সাত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে মৃষ্টিযুদ্ধের মারা মান্সিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়েরই উৎকট সাধিত হয়।

একবার এক ব্যবসায়ী এক সন্ত্রাস্ত ভূম্যধিকারীকে বলিয়াছিলেন, মহাশয় আপনার টাকা ঘুমিয়ে আছে, খামার টাকা কথা কয়। ভূদম্পত্তিতে **আবদ্ধ অ**র্থ অংশুক্ষা চন্গতি মূলধন এবং কাৰ্য্যকরী শক্তি কত বেশী আপুনার সকলেই জানেন। ব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে প্রভেদ, মুষ্টিযোদ্ধা ও অন্য উপায়ে যাহারা বল সঞ্চয় করে করে তাহাদের মধ্যে ততথানিই ব্যবধান। প্রয়োজন হইলে ব্যবসায়ী যেমন অভ্যন্তকাল মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের কার্যো নিয়োজিত করিতে পারেন, মৃষ্টিযোদাe তেমনি বিপদে পড়িলে নিমেষ মধ্যে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে সক্ষম। বণিকদের মধ্যে প্রতিণত্তি তাঁহারই বাঁহারা আছে প্রচুর নগদ অর্থ। শক্তি দাধক-দের মধ্যে তেমনি হুজ্জয় তিনিই যাঁহারা শক্তি মৃষ্টিগত। তাহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহায় যেন মৃষ্টিযুদ্ধের মূলনীতিগুলি কুচকাওয়াজের সঙ্গে স্থল ও কলেজে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীবলাই দেবশর্মার 'পুরাণী আৎ লাও আপনাকে দেশের গত যুগ ও এ যুগের তুলনা-মূলক সমালোচনায় প্রবৃদ্ধ করিতেছে কি ?

স্থকবি শ্রীকালিদাস রায়ের **"সাহিত্য-প্রসর্গ** প্রতিমাসে পড়িতেছেন তো **?** 



# হৈনিক সভ্যতা

## শ্রীস্থধাংশুকুমার মিত্র বি-এস-সি

(পূর্ব্যপ্রকাশিতের পর)

"The Chinese have a high morality fallen far into decay, and religious notions that are a strange mixture of philosophy and fetishism."

রাজত্বকালে অধুনা চেউলি (Cheouli) নামক চীন বৎসরেই চক্তপ্তও মৌর্য্যের রাজত আরম্ভ করেন।

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার তাঁহার "বর্ত্তমান মধ্যে রচিত হইয়াছিল এবং কোটলাের অর্থশাক্ত খ্রীঃপুঃ জগতের" চতুর্থভাগে লিখিতেছেন যে সাত রাজবংশের ৩২২ সালের পর রচিত হইয়াছে। কারণ প্রায় সেই



**Бारि निर** 



(वर्ग ब्रह्माय देहिनक मलना

গ্রহের পরিচর পাওরা যায়। প্রবাদ আছে বে, এই গ্রহটা খুইপুৰ্ক বাদশ শতাস্বীতে চীনদেশে প্ৰচলিত শাসন थ्यानी निश्विक कतिवात निश्विक त्रिक श्रदेशाहिन। বদি এই অনুমানই সভা হয়, ভাহা হইলে জগতের बाह्रेटेनिक विवयक आरमान्नात वह नीनधारहे मर्स অধ্য। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ভিন্সেন্ট विश्वत महा महामाहिका बुःशुः २०० बहैत्क २५० बुडाव

यकि विनयवातृत कथारे मछ। विनया मानिए हम, তাহা হইলে এই সকল কথার কোন ভাৎপর্যা পাকে ना। याहा इछक, अहे नकन विशय आरमाठना आमारमत श्रवस्त्रत উष्टक्त नय । भागता विनवनातूत कथारे मानिना শইয়া "চেউলি"কেই রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থ वनिव। क्षि धेर धर क्वनमाख रव नामनथमानी निनियम भारक काश मत्र; উशरक भारक भारत অনেক বিষয়ে আলোচনা—যেমন ধাতৃ সংমিশ্রণ, অলঙ্কার গড়া ইত্যাদি কার্য্যবিধি সম্বন্ধে উপদেশ।

অর্থশান্ত্র, শুক্রনীতি, আইন-আকবরী ইত্যাদি ভারতীয় গ্রন্থের সহিত এই হিদাবে ইহার তুলনা হয় না। পুরাণী চীনে চিকিৎসা আয়ুর্পেদীয় মতান্থায়ী হইত। এই বিষয়ে চীনদেশে অনেক শাস্ত্র প্রণীত আছে।\*



চীন প্রাচীরের এক অংশ

কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসা সেই সময় উল্লেখযোগ্য উন্নতি
লাভ ক্রিতে পারে নাই। কারণ প্রাচীন চীনবাসীরা
শরীরের উপর অস্ত্র চালাইয়া অক ক্ষত করিবার ভয়ানক
বিরোধী ছিল। পরে খুঃ তৃতীয় শতাকীতে একজন
চীন ডাজার বর্তমানে যাহাকে অসাড় ক্রিয়া অস্ত্র চিকিৎসা
ব্যুল্য সেই, রক্ম ব্যব্দ্বা প্রচন্ন করেন।

দ্বীন্দ্রাতির ক্যোতিষ বিজ্ঞানও অতীব মনোরম। খৃঃ পুঃ ২২০০ শতাস্বীর, বছ পুর্বে, চীন পণ্ডিছরা নক্ষর, চন্দ্র, স্থ্য আদির গতি নিরীক্ষণ করিয়া কাল, ফল, দিন পঞ্জিকা প্রভৃতি নির্মাণ করিতে শিথিয়াছিলেন। তার-



চীন জাপান লড়াইয়ের তোরজার

পর চীনদেশের রাজারা সভা জ্যোতিষ মনোয়ন করিছ। জ্যোতিষণাঞ্জের অনেক উন্নতি সাধনে সাহায্য করিছা-ছিলেন।



চীন জাগান যুক্তে, এক দুক্ত

এই সকল মানাৰিখ গ্ৰন্থ বৰ্তমান ৰাজ্য-সংক্ষে পুৰা চীনে বিভাৰক্ষজম (Encyclopaedia) প্ৰকাৰ প্ৰকাৰ অভিয়ান, ইত্যাৰি মূল্যবান পুত্তকাৰি বিভিন্ন বিভাগি কিং ংগ্ৰীম মুংল (Yung-Lo-১৯-২০ কিং

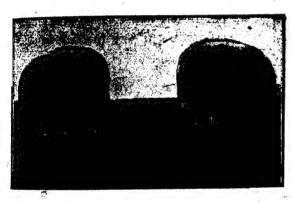
<sup>\*</sup> Chinese Medical literature is on a very voluminious scale, medicine having always occupied a high place in the estimation of the people—CA. Giles.

কালে প্রথমে বিভাক্তকম স্বলন করা হয় ও ক্রমে যথন চীনদেশে ছাপাধানার আবিভাব ঘটে সেই সময় ক্ষে ভিহার কলেবর বর্ত্তিত হইয়া এখন চীন ভাষার হইতে উহা ছাগা হইয়া প্রকাশিত হইত। করক্রম প্রকাও হইয়া উরিয়াছে। এই বিভাকরক্রমে জ্যোতিষ, ভূগোৰ, শিল্প ও সাহিত্য এই চার বিষয়ের সকলন হইয়াছিল।

্রুট বিশাল বিত্যাকল্পড়মের ১১,০০০টা (Volume) এ দ্যাপ্ত এবং ইহার শঙ্ক সংখ্যার পরিমাণ ৩,৬৬,০০০,০০০। কেমবিজের চীন সাহিত্য অধ্যাপকের মতে ইংরাজি বিসাক্ষক্তম (Encyclopaedia Britanica) এই প্রথম তলনায় নগণ্য ।\*

পুরাণী চীন সাহিত্য ও ভাষায় এতে উর্ল্ডি করিয়া-हिन में कि वर्त्वभारत मकल (मर्ट्स (समन लिया ভাষা ও কথা ভাষায় বিশেষ পাৰ্থকা শক্ষিত হয় কা তথনকার দিনে চীনেও কোন সামগুল্ল ছিল না

চীন সাহিতো এমন অনেক জিনিব আছে যাহা বন্ধক আকৃতি বঝায়। অর্থাৎ এমন অনেক বন্ধ আছে যাহা চীন সাহিত্যে চিত্রাকারে প্রকাশিত হইত। অধ্যাপক বিনয়



চৈনিক শিল্পের একটা নমুনা

এখন সহক্ষেই অমুমেয় যে চীনসাহিত্য প্রাচীনকালে কিরপ উন্নতি লাভ করিরাচিল। কেবলমাত্র সাহিত্যে <sup>(य</sup> প्राणि होन ७७ **উप्र**ि कतियाहिन छाहा नाइ, পৃথিবীয় মধ্যে "প্ৰিছিং প্ৰেটে" ( Peking Gazette ) मन्दरहरम् भूताचन ७ मर्बाख्यस देशनिक कालक विका पेण्डिशिकता अधूमान करतन। औः शक्षमण भजासी <sup>প্র্</sup>ান্ত উহা হাতে **লিখিয়া প্রকাশিত হইত**। ভারপর



চীন জাপান যুদ্ধের অপর দৃশ্র

कुमात अवकारत्व यए हीनरमरण (नक्षा छाषातः नाना ৱীতি ছিল।

প্রভাক রীতিই সম্পর্ণ স্বতর। রীতি প্রধানতঃ हाब्रोहे। कांट्सहे हीनरमाम त्नथा खांचा विनरण हाब ৰুক্ম ভাষা বুঝায়।

- ১ ! প্রাচীন রীতি-- দর্শনে এই ভাষা ব্যবস্থত হয়।
- ২। পণ্ডিতী রীতি—ছাত্রেরা পরীকার সময় এই क्रांच। वावशांत्र करत्र।
- ण्याः कार्यसभीः वीफि--- नर्वताथावतः स्थाया---वा<u>कैः</u> भागन, विस्तृत्, भारेन-७ मनिरम, धरे भागा सम्बन्ध स्त्र ।
- 8H श**िक्रिक स्थानक-अस्ता**त गतन्त स्थान खायाकः नावेकः नरकक्ष्मक्षम् निर्माणेकः स्वः।

<sup>\*</sup> Taking 100 Chinese words as equivalent to 130 Engiesh, due to the quarter condensation of Chinese literary style it will be found that even the mighty river of the Encyclopaedia Britanica 'shrinks to a nell' when compared with the overwhelming specimen of the chinese industry - C. A. Office.

#### প্রাচীন চীন দর্শন

প্রাণী চীনে দর্শনশান্তেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়ছিল।
সকল ব্নিয়াদি জাতির সভ্যতার আধার দর্শনশান্তে
নিহিত। কনফিউসিয়স্ (গ্রি: পূ: ৫২২—৪৭৯), মতি
(গ্রী: পূ: ৪৭০—৩৪০), মেন্মিয়স্ (গ্রী: পূ: ৩৭২—২৮৯)
প্রমুখ চীন দার্শনিকদের টীকা সম্বলিত চীন গ্রন্থরাজি থে
কোন জাতির গর্মের বিষয়। কনফিউনিয়স কেবলমাত্র চীন
জাতির ভিতর নয় পৃথিবীর একজন স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক



চীন জাপান যুদ্ধ

বলিয়। পরিগণিত। তাঁহার দর্শনশাস্ত্র বর্ত্তমান চীন
সভ্যতার মূল ভিত্তি। কনফিউসিয়দের মতে প্রত্যেক
মাহ্রদ নিষ্পাপ জন্মগ্রহণ করে—কিন্তু পরে কুসক চক্রে
মাহ্রদ অসৎ হয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া তিনি
মনে করিতেন। তাহুই (Great Learning) নামক
গ্রাপ্তে কনফিউসিয়্দ শিক্ষার মূল ভিত্তি এই বলিয়া দিয়াচেন— "নরসমাজ পরস্পরের স্বাভাবিক সহায়ভূতির
উপর নির্ভর করে। এই সহায়ভূতি প্রথমে অতি সাজীয়
বজনের উপর প্রকাশ পার ও আজীয়তা অদ্র
হইবার সঙ্গে এই ভাব কমিয়া আসে।"
শ্রাণী চীনে নিউটন, জগদীশ বোস, মারকোনি,
রুণ্টবেন বা রমপের মত বনিও কোন বৈজ্ঞানিকের জন্ম
চ্বানাই তাহা হইলেও সেনেনে, হোমার, এফোসিস,
গ্রিনিউটন মন্থ প্রভৃতির জার মনিবীর অভাব কোন
বিন ভিল না। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে

সভ্য জগতের উন্নতি হইতেছে ও বিজ্ঞানের উন্নতি
সাধিত হইতেছে। এখনকার মান্ন্য হইনা পড়িরাছে সকল স্থ-স্ববিধার অন্বেষণকারী তাই এখন
মান্ন্যকে বাঁচিতে হইলে প্রয়োজন হইন্নছে বিজ্ঞানের
উন্নতি সাধন করা। তখনকার দিনে মান্ন্যের এত
আশা আকাজ্জা ছিল না। সেইজ্বল তাহাদের কোন
বৈজ্ঞানিক প্রথা উন্তাবন করিবার জন্ম চেষ্টাও ছিল না।
ফলে পুরাণী চীনে ও অন্যান্ত বুনিয়াদি জাতির ভিতর
বিংশ উনবিংশ শতান্দির কোন বৈজ্ঞানিকের প্রকাশ
নাই। যে জাতি অপর সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ
করিয়াছিল বিজ্ঞানে অত পিছাইয়া থাকার কারণ
প্রয়োজনীয়তার অভাব বিলয়া নির্দেশ করা য়ায় না ?

ইংরান্ধিতেই ত প্রবাদ আছে Necessity is the mother of invention



णाधूनिक (वर्ष हीन द्रम्भी

কনকিউসিয়স গ্রহে 'পিডা' 'বাডা' 'পুঅ' 'পডি'
'গড়ী' প্রভৃতি নামকরণ অর্থ শৃক্ত বলিয়া নির্দেশিত।
তাঁহার মতে প্রত্যেক বাক্যের হারা এক একটা বিভিন্ন
কর্ত্তব্য নির্দেশিত হইডেছে। পিডা বলিডে তিনি
কেবলমাত পুত্রকভার 'ডাক' ইহা মনে ক্রিডেন না

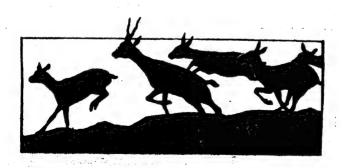
এইরপ বিভিন্ন ডাকের মধ্যে বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যের প্রাথ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। আধুনিক শিক্ত সভ্যার রাজ নির্বাধ দিয়া দেখিতে গেলে সভতই প্রতীয়মান হয় সুবাল চীনের সৌহত্য সভ্যভার কথা। কর্তব্যবোধ, ন্যা, চরিত্র, কৃতজ্ঞতা খীকার, পুত্রম্নেহ, পিতৃভক্তি, দত্যপ্রিয়তা, বিনয় ইত্যাদি গুল চীন ও ভারতীয় দত্যতা বাদে কোথায় দেখা যায় না। চীনদেশের অতিথি স্বায়ণতার কথা সকলদেশেই স্থবিদিত । ক্রমার্মিত বিস্তার করিয়াছিল তাহা নয় চীন রাষ্ট্রনীতির প্রতার বিস্তার করিয়াছিল তাহা নয় চীন রাষ্ট্রনীতির বিপরও ইহার কম প্রভাব ছিল না।

\*Life is remarkably safe in China. The amount of olid honesty to be met with in every class, is mply astonishing, no Chinese magistrate world dream of punishing a hungryman for simple theft of ood. In Chinese life, social and political alike, itial piety may be regarded as the keystone of the rch." 'Civilisation of Ghina.'



চীনবাসীর অস্তেষ্টি জিয়া

আগামী কার্ত্তিক মাসের পুষ্পপাত্র 'পূজা-বার্ষিকী' বিশিষ্ট সংখ্যা হইবে। এই সংখ্যায় বিখ্যাত লেখক লেখিকাদের লেখা ও স্থুন্দর চিত্রাদি যাইবে। সাধারণ সংখ্যা হইতে পূজা বার্ষিকী অনেক বড় হইবে।



# সূত্য পিপাস

#### ্ৰীগাঁরস্বত শৰ্মা

ş

গভা বা তা আনতে চাই,
বৰ্গ হ'তে গভা বড়, খৰ্গে আমাহ হজা নাই।
সভা বহি জেনে বাক সাধনা বা গভীর ধ্যানে,
সভা বহি কেনে বাকে নাধনা বা গভীর ধ্যানে,
সভা বহি কেনে বাকেন ভোমার আবে ভোমার আনে,
আনই বাকী কলো তবে মান্ব মোরা চক্ বৃত্তি,
সভা বলে চালাবোনা—মন্ত্রাপড়া পুঁ বির পুঁ ভি।
স্থানাবেকর লোভ দেখারে ইহলোকের রাজা হবে ।
বিশিক্ত সেক্ত্রে—এ যুগে হায় প্রবাককের সাজা হবে।

তপভাতে যা মেলেনা মিল্বে তোমার তৃড়ীর চোটে ?
তোমার ছটো ফুশ্মছরে হুম্ ক্রীং ব্রীং বরট্ ফোটে ?
দক্ষিণ হাতের ব্যবস্থায় বা দক্ষিণা দান তোমায় ক'রে,
গোণ্ডা দশেক দণ্ডবতে তোমার পায়ের ধ্লোর জোরে ?
গলাজনে ডুব মেরে কি ঘণ্টা নেড়ে ঘন ঘন,
টিকির জোরে গোবর থেয়ে সে ধন পাওয়া যায় কখনো ?
মনে মনে যা মাননা অভাকে তা মানাতে চাও,
আড়াল থেকে বর ঘ্রিয়ে দেবীর আদেশ খুব শোনাও।
অহু হয়ে অক্ষারে পথ দেখারে অক্ষানে ?
চক্ষানে পথ দেখাবার গর্ব্ব পোবো মনে মনে।
কিন্তু সেকেল লুকাতে চাও আপন বিশাল অক্ততাকে,
অহজনে প্রবিশ্বতে বৃদ্ধি তোমার পাকে পাকে।
কাঁকির হাটে ধোকার টাটি খুলে তুমি ব্যবসা কর,
প্রেত্তের নামে প্রহের নামে দেবের নামে বিত্ত হর।

সরল মনের হর্জনত। অজ্ঞতার মূলধনে ধনী,
হীরা বলে চালাও জিরা কাচ বিলায়ে বলছ মণি।
করতে শাসন লুঠিতে ধন কথায় কথায় নরক গড়,
আকাশ ফুলের লোভ দেখাযে পায়ে সবায় কর্ছ জড়।
ছিনি মিনি থেল্ছ ঠাকুর লয়ে দেশের জীবনটা,
তফাৎ কিছু রাখলে না আর ধর্মকারে চর্মকারে।
তোমার মালের কারখানাতে সত্যদেবের আসতে মানা,
ধর্মে সেথায় চুপে চুপে মেশাও তুমি ভেজাল নানা।
বাস্থ্যতথ, সমাজ তথ জ্যোতিষ পাঁজি শিল্প কৃষি,
বার্থতথ মিশল তোমার ধর্ম মালে সব জিনিষই।
সবই আছে তোমার হাটে সত্য কেবল পাইনা খুঁজি,
বংশ জাতির পাঁতির তলায় পুঁতে তারে রাখলে বৃধি।

খুটা নাটি লোকাচারের ধেলনা দিয়ে ফন্দী করে,
মিথাা অলীক অপ্ন মাঝে রাধনে সবাই বন্দী করে।
সত্যামৃতের তৃষ্ণা ক্ষ্মা জাগলনা হায় তাদের প্রাণে,
সত্যামৃতের তৃষ্ণা ক্ষ্মা জাগলনা হায় তাদের প্রাণে,
সত্যধনে খুঁজতে তারা চাইল না আর জগৎ পানে।
যতকাল না-বালক ছিলাম যা বলেছে ভনেওছি তাই।
এখন ঠাকুর চোধ ফুটেছে মানব কেন পুঁথির দোহাই,
আঅদেবতারে আমার মানার হেতৃ বোঝাও আদি।
মনের কটি শিলায় কবে নেব তোমার বচন রাশি,
ফাঁকি দিয়ে অর্গে ঘাওয়া, অমন অর্গ চাইনে অভু
কুজীপাকেই পচ্তে রাজী, সত্য দেবে চাই বে তরু।



( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

সুরুমা চুল বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতেছিল, "পচা পুরোণো কথা" রাজীব বলিয়া গেল অথচ সেই পুরোণে। পচা কথা গুলোই তাহার সমস্ত সংসার স্থপ বার্থ ক্রিয়া দিতেছিল! তবু পারে না কেন সে দেই কথা গুলোকেই ভুলিয়া যাইতে! অবজ্ঞা করিতে, অথবা কণিকার মত শাসন করিতে, অথবা সৰ শেষ করিয়া দিয়া, রাজীবের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিতে, কিন্তু তাও সে পারে না। অনেক দিন সে এ কথা ভাবিয়াছে কিন্তু মন তাহার সায় দেয় নাই ক্ধনো। রাজীবকে ছাড়িয়া দে বোধহয় স্বর্গে গিয়াও স্থ পাইবেনা। রাজীবের আদের গুলাও মাঝে মাঝে তাহার কটু লাগিত। মনে হইত সারাংশটুকু অপর আর অবশিষ্টটুকু ভাহাকে **क्षिश्र**ा, একজনকে ভুগাইতে আসিয়াছে ঐ রাজীব ? অথবা প্রার মত সেও ভাহার **সহিত ভগু চপল আমোদ করি**য়া মিনতির প্রেম্টাকে গাঢ় করিয়া লয় ? কে জানে ? স্থর্মা অত ভাবিয়াও কোন মীমাংসা করিতে পারে না—দে যতই ভাবুক তাহার সমস্ত সঙ্করের দৃঢ়তা কোমল হ**ই**য়া উঠিত রাজীবের সালিখ্যে, ভাহার আদরে !

পৃথা বাহির হইতে ডাকিল "বৌদি হ'ল ? প্রায় চটাবালে যে—"

হরমা বলিল—"এবেণা না,—হ'ল বলে—"পূথা ঘরে চুকিয়া বলিল—"এথনো চুল বাঁধছো? কি করছিলে এতকণ বলতো? হুরমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল "তাতে কি, এক্নি হ'য়ে বাবে—আরা—" পূথা বদিল—বলিল "ড্যি কি colour প্রবে ?"

হ্রমা খোলা আলমারীর সামনে দাড়াইয়া বলিদ

—"কিজানি ভাবিনি এখনো,—তুমিত দেখছি silver পরেছ তবে আমি gold পরি—"

পৃথাও উঠিয়। আলমারীর সামনে গাঁড়াইয়া বলিল "না—এ gold টা প'রনা। red and gold গ্রুমে ভাল লাগবে না, black and gold থাকে ভো প্র—'

স্থ্যমা বলিল—"ভাহলে ঐ আলমারীটা পৌল আয়া—"

"আছে৷ বৌদি—তোমার contrast colour এর combination কেমন লাগে ?"

"তত ভীল লাগে না—"

পৃথা বলিল "আমার থুব ভাল লাগে—। বেমর সাদা আর লাল অথবা কালো, হলদে আর লাল, এমি আর লাল—থুব ভাল লাগে। আমার মোটারের রং কি জানো? একেবারে কালোর পাশে লাল বর্ডার— বা: ভূতোটা বেশ চমৎকার—চল!"

এমন সময় আয়া আসিয়া থবর দিল নীচে কে একজন বাবু আসিয়াছে। মেম সাহেবের সজে দেখা করিতে চায়। স্থরমা ও পৃথা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। "কে ?" পৃথা বলিল—"বেতে বলে দাও।" স্থ্যা বলিল—"না, না, নামটা জিজেন করি—"

আরা নাম লইয়া ফিরিয়া আসিল "বিজয় মুধা জি—"
স্বন্ধা আরাকে বলিল — "আয়া—বাবুকে বসাও আমি
আসছি।" পুণা বলিল—"ও: সেই! miserable
looking!"

হ্বনা বলিল—"বাও—স্বটাতেই ভোষার একটা বিশেষণ আহেই—"

"আছা এই ভৱলোক আমার নামে খুব একচোট

নিন্দে করেছে না ?" স্বরণ যাইতে যাইতে বলিল— "কে বলেছে ?"

"বলবে কে? কেউ না! দেখলেই লোক চেনা
যায়—ওরা ঐ এক শ্রেণীর লোক যার। জগতের
ছ:বের ভিতর রাতদিন থাকতে ভালবাদে।
আনন্দ তারা চায় না—তা দেখলে আরো অস্থী
হয়ে ওঠে—তার মৃথ দেখেই বুরতে পারছিল্ম—
জগতের যত অঞা তার চোথেই জমা হয়ে
আছে—। স্থরমাহাসিল—পৃথা বলিল—"আমাকে কেউ
য়িদি নিন্দে করে তবে আমার খুব ভাল লাগে, প্রশংসার
চেয়েও বৌদি কি জানি কেন, আমার মোটেই রাগ
হয়না—কারণ আমি খুব জানি আমি কি—! কি
বলৈছে ভাই বলনা—"

হরমা হাসিয়া বলিল—"বলেছে যদি পারতো তবে তোমার মত মেয়েদের ওর আশ্রমে নিয়ে বন্ধ ক'রে রাণতোসচ চেয়ে আগে—"

পূথা জোরে হাসিয়া বলিল— স্থন্দর কল্পনা! বেশতো! ভাহ'লে দেখতে পেতো এক দিনেই তার আশ্রম আননন্দে পূর্ণ হয়ে উঠত। দেরী কোরো না শীগ্রির কথা শেষ ক'রে এসো পনের মিনিটের ভেতর।

বিজয় বসিয়াছিল অন্তমনত্ত ভাবে, স্থরমার উজ্জ্বল সজ্জা দেখিয়া সে একটু চাহিয়া দেখিল, তারপরে বলিল— "ক্রমা অসময়ে এসে কি বিরক্ত করলুম ? বাইরে যাচ্ছে ?" স্থরমা বসিয়া বলিল— "হাঁ। বাইরে যাচ্ছি—বিরক্ত কিছু নয়। তবে বেশীক্ষণ বসতে পারবোনা,—এদেছো আমার সেই ভাগ্য—বোস।"

"তা বুঝতে পারছি—।"

"বিক্ষয়। আমি ভেবেছিলুম তুমি আমার স্বামীর সক্তে আলাপ নাহওয়ার আগে আসবেনা"

ত শ্বতটা বেহায়া ভেবোনা হুরমা। তোমার স্বামীর সিকে আলাপ হয়েছে—"

"কোপায় ? কবে ?"

"সেদিন একটা সভায় উনি সভাপতি ছিলেন। স্মামিও সেধানে উপস্থিত ছিলাম, সেইধানেই স্মানাপ হ'ল। ডিনি বাড়ী নেই ?" #=17

"তাও আসত্মনা, কিন্তু মনে হ'ল একবার আদি। বিরক্ত হয়েছ ?"

"একটুও না। একটু চাকি কিছু খাবে ?"
"না"

"তবে পান ?"

"না, এখন কিছুই দরকার হবেনা।"

"ชุมๆาล" ?

"না স্থর্মা তুমি ব্যস্ত হয়োনা—"

"e- tee to taler ?"

"বিজয় হাসিয়া বলিল—"যা বোঝ তাই,—বলছিনুম, একদিন এসোনা আমার আশ্রম দেধতে—!"

"দেখবার কি আছে বলতো সেধানে ?"

"দেশবার অনেক কিছু আছে বইকি ? তোমার 
হুক্ষচির সলে থাপ না থেলেও আছে বই কি, ছ:খ, ক্লেশ, দারিন্দ্রা, দৈল্য। তুমি হয়তো বা চোথেও দেখনি—
কোনদিন। তোমার সেপ্টের গন্ধ তৃথিয়ে দিয়ে, তোমার বহুম্পা পোষাকের আবরণ ডেল ক'রে, চির
হুখ-সন্ধীতের মধুরতাকে আহত ক'রে সে করণ আর্তনাদ এখনো তোমার কানে পৌহায়নি, তোমার প্রাণে
আঘাত করেনি। এমন অনেক কিছু দেখবার আছে, ভানবার আছে, জানবার আছে, যাবে ?"

"আমার ওসব ভাল লাগে না বিজয়—আমাকে কেন টেনে নিমে মেতে চাও বলভো ভোমার ও হং∜ দৈঞ্জের গোলমালের ভিতর ?"

জানি তোমার ভাল লাগবে না—ভাল লাগেও নি, তোমাকে টেনে নিয়ে যাবার সাহসও আমার নেই—
তবে কি জানি একটা ইচ্ছে হ'ল। সেধানে গে.লমান
কিছুরই নাই স্থরমা, গুধু শান্তি—যাবে?"

হরম। হাসিল, বলিল "রক্ষে কর বিষয়, খত গৰীর হয়োনা। তা বেতে পারি—তবে আবাকে প্রেব তোমার হুঃখ, দৈল্ল বরণ করে নেবার কা ইন্টোর্ন কিছে অহির কোরোনা, কিছে আমি সামারিকী বুড় পারবোনা। কেন বলতো হঠাৎ এ কা হুট

प्रथवात এको। नथ इन-एनई ছেলেবেলাকার ভাবটাই গ্যতো জেগে উঠেছে স্থাবার, মনে নেই তখন একটা কছ করলে, ভোমাকে না দেখিয়ে তৃপ্তি হতনা, দেই <sub>হনা</sub>ট হয়তো বা—"

"আচ্ছা, তা একবার খুরে আদতে পারি—বিশ্রী নাংৱা রাস্তা নগতো ?"

"না, তাহলে তোমাকে বলতুম না। ফাঁকা পোলা ছায়গা, একেবারে মৃক্ত। নির্মাল হাওয়া খেলে যায়-। ভোমার স্বামীও গিয়েছিলেন। দেই জন্ম তুমি গেলে ্তামার ম্য্যাদার বিশেষ হানি হবে না।"

"উনি গিয়েছিলেন ?--"

"हाँ। উনি আমাদের এই কমিটার ডি:রক্টর-ংয়েছেন এবারে। সং কাজে তো তিনিও মুক্ত হস্ত ন্তর্মা। আমার আশ্রমের কাছে প্রকাণ্ড একটা বাডী তৈরী করছেন। তিনি সেটা দান করে দেবেন। অনাথা বিধবা মেয়েদের জন্য--''

স্বব্যা আশ্বর্যা হইয়া বলিল—"তাই নাকি দুকই খামি তো জানিনা-"

"তুমি জানতে নাণু তাতে কি হয়েছে ! হয়তো দানাতেন পরে—দে ঘাই হোক—এও একটা সং কাজ, আমি বড় খুনী হয়েছি—দেখে। আজ উঠি—তুমি কোথায় ৰাচ্ছ ?

হ্রমা চিস্তিত ভাবে বলিল—"নাচে—"

বিজয় কি বলিতে গিয়া বলিল না, ওধু বলিল-"এই আমার ঠিকানা, যদি যাও, তবে আগে একটু ণিথে জানিবে দিও। তোমার আনন্দের সময়ে এসে क्छश्ला—इ: रथद्र कथा व'रन तन्म, — याक् चानि হর্মা-"

"হরমা সেই ভাবে বলিল আক্রা—"

আলোর আলোর ভরিয়া গিরাছে 'ফার্পোর' সর্বাগ-চৌরলীতে গাড়ীর স্রোভ চলিরাছে অগণন—। একটা ষ্টু বড় পাড়ী হইতে ছুরুমা, পুধা ও ছুনীল নামিয়া <sup>উপরে</sup> উঠিয়া গেল। সেখানে সারি সারি সারানো किवित्न क्षाबन-निवासी संभाव सम्बद्धीरमत मना मिना-िनवन निवा फाबादवर मिलिके दिनिया पनिक-। स्मीन हानिया विनम-'निन्दर'।

অনেক পরিচিত পরিচিতাদের দেখিয়া ভাহারা পরস্পর পরস্পরকে দূর হইতে হাসিয়া মাথা হেলাইয়া অভিবাদন জানাইল। পৃথা বলিল—"বৌদি দেখ মিঃ ও মিসেদ উইলিয়ামদ এদেছে—" স্থরমা কৌতুক ভরে দেদিকে চাহিয়া বলিল—"ও হ্যা!"পুথা চারিদিকে চাহিয়া বলিশ —"(वीमि जे तमत्था भिः ऋडेनत्वात्रन ऋनीम, भिः 👁 📑 মিদেস রবার্টস ঐ যে মি: টমাস মিসেস হপ্কিসরা!" ख्नीन रामिन, चूत्रमा वनिन-"वावा! पुथा **এ**ড রাজ্যের লোককেও জানো—স্থপ্ সাণ্ডা হ'ল যে—"

थाहेरक शहरक भूष। विमन-"त्वोनि-नानादक দেখেছ ?"

"रेक ?" वनिषा स्वामा नामत्म हाहिन। स्नीन विनेन "मामत्न नम्र वोनि, छान नित्क के व्यास ঐ বে—"

স্তরমা দেখিয়া বলিল—"ও—আর সঙ্গে ও কে ১" স্থানীল বলিল"ঐ তো অরিণ রয়।" স্থরম। বলিল—"দে কে ? তুমি চেনো নাকি ?"

क्रभौन वनिन-"हिनि ना उरव नाम अनिह। त সর্মদা ইউরোপে থাকে. দেই খানেই বলতে গেলে মাতৃষ হয়েছে সেই থানেই বসবাসও কছে। ভারতে আর কখনে। আদে নি-এই প্রথম-চারিদিকে খুব কার-বার ছডিয়ে বদেছে।"

স্থারমা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল-"ও, নেহাত এলেশী ব'লে মনে হয় না কিন্তু, বিদেশে থাকতে পাকতে চেহারা একেবারে বিদেশী হরে গেছে।" পূর্বা এতকণ বাজনার তালে পা ঠকিয়া সংক সংক গুন গুনু করিয়া গান গাহিতেছিল।

এक्ট পরে সকলের খাওয়া হইয়া যাবার পর নাচ আরম্ভ হইল। কয়েকজন পৃথার অনীলের ও অরমার পরিচিত মেম সাহেব আসিয়া ভালাদের সলে বোগ विशा-नाना तकरमत शह जातक कतिया निग। व्यथम নাচটা গল্পেই কাটিল-পরের নাচে স্বনীলের দিক্ श्रीम प्रवा विनन-"स्नीन- round त्नात १"

বিশিয়া গেণ আনন্দের তরল তরজে। বাজনা বাজিডেছিল সমত প্রাণ মাতাইয়া শিরায় শিরায় শিহরণ তুলিয়া।
ছুরুমা নাচিতে ভালবাসিত, সে বলিল—"স্নীল তুমি
ভারি চমৎকার নাচতে পার—" মৃত্রুরে উত্তর হইল—
"তোমার মত সন্ধী পেলে—"

্ তাহাদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল পৃথাও মি: উইলিয়ামদ্। স্থরমা দেখিল, পৃথাও তাহাকে দেখিয়া হাদিয়া দরিয়া গেল।

নাচ শেষ হইবার পরে তাহারা ফিরিয়া গিয়া বসিতে দেখিল রাজীব ও তাহার বন্ধু অরিণ রয় দেখানে বিশিয়া নিবিষ্ট মনে কি আলোচনা করিতেছে-এদিকে বে এত নাচ-পান বাজনা হইয়া ঘাইতেছে সেদিকে কাহারো জকেপ নাই—তাহারা বেন কাইভ দ্রীটে কোর্টের কোন অফিসে বসিয়া আছে। স্থরমা একটু কাছেই দাঁড়াইয়াছিল দে দেখিল প্রথম দৃষ্টিতে লোকটীকে দেখিলে মনে কোনই রেখাপাত করেনা, কিন্তু থানিককণ দেখিলেই মনে হয় লোকটীর ্**সর্বাদ ভরিয়া সৌন্দর্যা খেলিয়া যাইতেচে। বিশেষত:** চোৰ ছটা অতি স্থনর। তাহাদের দেখিয়া রাজীব উঠিয়া আসিল বন্ধুটীও আসিল। রাজীব সকলের সঙ্গে ভাহার পরিচয় করাইয়া দিল। লোকটীর চালচলনে যেন অতাম্ভ ঔদ্ধতা ও অহমার ফুটিয়া উঠিতেছিল। নে পরিচিত হইবার পরেও শিষ্টাচার মানিয়া একটাও कथा ना विनया, काशांत्र किएक धकवांत्र ना हाहिया त्राकीवत्क विनन-"তারপরে বোদ काना। এই oil company যদি float ক'রে তোলা যায়, boring যদি successful হয় B. O. Cর স্থে Grand competition হয়। এটা investigate করবার জন্মই আমার এখানে আসা-মিঃ রার চৌধুরী-আপনার कि मत्न इत्र এতে, दनक शांत्रन १ र खत्रमा श्रुवाक दनिन "लाकी कि rude" पूथा श्रामिश Let him go hell-" ৰণিয়া মিং এডওয়ার্ডের হাতে হাত দিয়া कारिकत परन विनिद्या रशन।

্জ্যমার ইচ্ছা ছিল অনীলের সংক আরো হুএকটা বছরের জন্ত পাকবো—বোস্ক্রারের থেবং সাধীবের সংক ছই **আর্থা আহিবে। কিছ** তাহা good night?!

হইলনা, লোকটা অভজের মত সেইবানে বসিয়া স্থানে বিকয়া ঘাইতেছিল "ব্যবসা" আর "ব্যবসা"— সভ বন্ধুবের সক্ষে ঘুইটা নাচ নাচিয়া আসিয়া স্থ্রমা দেখিল তথনও তাহারা গন্তীর হইয়া আলোচনা করিতেছিল পৃথিবীতেতেল ধরচ হয় সবশুদ্ধ কত।

স্থরমা ভাবিল "লোকটা অত্যন্ত অভদ।" একট্
অসহিষ্ণু হইয়া কাছে গিয়া ডাকিল, "স্থনীল"—স্থনীল
একটু সরিয়া আসিল, স্থরমা বলিল, "বাঃ বেশ। নাচবে
না—ওথানে ও লোকটা ব'সে কি কতগুলো বকছে।"

স্থনীল হাসিয়া বলিল, "না বৌদি! ও বেশ কতগুলো কাজের কথা নিয়ে আলোচনা কচ্ছিল,—আচ্ছা, চল, তুমি কি এখন নাচবে ?"

স্থরম। বলিল, "না, এবারে না। একটু হয়রাণ হয়েছি, তুমি কিন্তু এখানে বোস—এর পরের বারে।"

স্বমা দেখিল পৃথা যেন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াই-তেছে। মাটা তাহার পা যেন একবারও ছুইতেছিল না—এমনই বিভাের হইয়া দে নাচের পর নাচ নাচিয়া যাইতেছিল। পরের নাচে স্বমাকে লইয়া হানীল আবার উঠিল।—shepherd's serenade 'walth' বর জাল রচিয়া রচিয়া বাজিয়া উঠিভেছিল মধ্র হরে—নাচের তালে ভালে, গানের হরে হরে হরেমারও বৃক্ উঠিভে পড়িভেছিল আবেগে, মাঝে মাঝে সজে সজে সকলে গাহিভেছিল "when the stars are smiling in the sky, and the moon is high". স্বয়া যেন কোথায় কোন আনল রাজ্য চলিয়া সিয়াছিল ভখন। সে বলিল—"হ্নীল বে কোনো lady কে

হুনীল বলিল, "আপাততঃ তো ভোষাকে cham করতে পারলুমনা—পেরেছি কি ?"

ভ্রমা ওধু হাসিদ কিছু বলিদনা। নাচ বেবে
দিরিয়া আসিয়া তাহারা দেখিল সেই লোকট উটিয়াহে
বোধহর বাইবার জভ, দে রাজীবকে বলিভেটিল
আমি এবার মূরে এসে একেবারে ক্রানে টার্থ
বছরের জভ থাকবো—বোস্—পরের মাজু বলি

"ताकीब विनन, नाहरव ना ?"

লোকটী মৃত্ হাসিয়া বলিল, "না, আমি নাচি না—" তুই এক পা অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া সে স্থ্রমার সঙ্গে কর মর্দন করিয়া চলিয়া গেল। হুরমা রাজীবকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি নাচবে?"

রাজীব বলিল,—"তেমন বিশেষ ইচ্ছে নেই—।
তুমি ? আচ্ছা চল আজ তোমার সংক্রই নাচা যাক্
ক্রমা"—একটা আধুনিক foxtrot বাজিতেছিল তথন
ক্রমা দেখিল রাজীবও স্থলর নাচে, সে বলিল আমাকে
সভা তুমি ভাল বাসো ?" রাজীব উত্তরে শুধু তাহাকে
গভীর ভাবে চাপিয়া ধরিল।

রাজীব আগেই বাড়ী ফিরিয়াছিল ! রাত্রি প্রায় ছুইটার সময় হ্বরমা, পৃথা ও হ্বনীল বাড়ী ফিরিল। ছোট বাড়ীর গাড়ী বারান্দায় সকলে একসঙ্গে নামিয়া উপরে উঠিয়া গেল ! পৃথা বলিল "আজ থ্ব enjoy করেছি—"

"মুর্মা বলিল তোমার পায়ে ব্যথা হয়নি পুথা ?"

"পায়ে ব্যথা ? Dash it ! আমি সারা রাত দিন
নাচতে পারি বৌদি—আর স্থনীল ? ও: ! স্থনীলের
সঙ্গে বেশ ক্লেটেছে। বলিয়া সে স্থনীলের একটা হাত
টানিয়া লইল। স্থনীল বলিল,—"আমারও বৌদির
সঙ্গে বেশ ক্লেটেছে।" "সতিয় ?" বলিয়া পৃথা হাসিয়া
উঠিল—

স্থরমা বলিল—"পৃথা আর স্থনীল— সভিয় ভোমাদের
সঙ্গে পারবোনা। রাভ ছটো পর্যন্ত হৈ হৈ করেও
ভোমাদের উৎসাহ ক্রোয় না! আমি ওতে চর্ম—"
পৃথা বলিল—"না। না বৌদি—একটু বোস ভাই,
"লেমন স্থোয়াস্" থেয়ে যাও—স্থনীল দরা কোরে—"স্থনীল
বেয়ারাকে ডাকিল। স্থরমা বলিল, "পৃথা যত সব
ভোমার কাও—ভূমি সকাল পর্যান্ত খ্ব স্থোয়াস্ বাও
নামি চল্ল্ম, ভূমে আমায় চোধ অভিরে আসছে।"

হনীল বলিল "Darling! ছেড়ে বাও বৌৰিকে। আমি ভোষার কৰে থাকুৰো ছ'লুকেই সলের মূল!— তিন কনে নয়—

रवमा—"जाराव चालि" प्रतिस्था राजिता प्रतिस्था त्रण

50

स्नीन ठनिया नियाह ।

পূথার সাত আট দিন পরে যাইবার কথা **ছিল,** কিন্তু সে তিন দিন পরেই একদিন মালপত্ত বাঁধিতে ছকুম দিল। স্থানা জিজ্ঞাসা করিল "পূথা এত শিগ্নীর যাবে কেন ভাই?"

পৃথা তথন অসংখ্য সলকেনা কাগজের বাণ্ডিল, ছোট বড় অনেকগুলি বাজের ভিতর বসিয়াছিল। ফ্রমার কথা শুনিয়া সে বলিল—"থাকতে ইচ্ছে হচ্ছেনা বৌদি—"

"( ቀብ ነ"

পৃথা হাসিতে লাগিল —"স্থনীলকে ছেড়ে কেমন যেন করছে, সেই জন্ম—"

অনেক চেষ্টা করিয়াও পৃথাকে রাথা গেলনা, শে চলিয়া গেল।

স্থ্যমা অত্যন্ত নিংসঙ্গ বোধ করিল আবার ! সম্ভ বাড়ীর নির্জ্জনতা যেন তাহার খাস রোধ করিয়া ফেলিডে ছিল। পুথার হাসি, পুথার কথা তাহার কানে সর্বনাই লাগিয়া থাকে, পূথার কঠের প্রতিধ্বনি সমত বাড়ীটা থেন বুকে ক্ষিয়া লইয়া ফিরিতেছে। সমন্ত ভাবনা **क्रिन्न कार्याय (क्रां**ठे शाकाहेया छाहात मरनत ভিতর বাসা বাধিতে থাকে—মাঝে মাঝে সে সহু করিতে পারে না, তাই দে আবার আগের মতন পিরানো ও ৰই লইয়া বসিল। তাহার উপর প্রণব আছে। করেক मिन धतिया व्यागत्क तम जान कतिया तमिए भारत नाहे। आध्यान व्यासात्मत्र अन्या छेळ्टात्म माकृ कर्खवा পর্যান্ত সে ভূলিয়া গিয়াছিল। স্থরমা নিজের লক্ষায় निटक्टक विकास क्या करमकतिन निनदां थात थारवद काट्य काठेरिया खादात शूर्व कांग्रे नश्रमाधन कतिया नहेन दुवि। द्यन्य यनिएछ भारत, अकृते या छानिहुछ পারে, কত খেলা করে, কত রক্ম হালে, ছর্মা নুষ্ট काद्व जानमारक पुविशा भारेत।

वाशीय त्नहे अबहे जारव वाष्ट्राव। पणि जानज

বা ছাথে নৈ কোন সময়েই তাহার স্থির গান্তীর্ব্য হারামনা। পৃথা চলিয়া যাইবার পর শুধু বলিয়াছিল— পূথা চলে গেল, তোমার একটু একলা লাগবে—না ?"

স্থরমা বলিল—"তা লাগলে কি ক্রবো?" রাজীব বলিল, "বেড়াতে যাওনা কেন?" স্থরমা অভিযানা-হতব্বে বলিল, ভগু বেড়ালেই হয় বুঝি? তাছাড়া অনেক বেড়ানে। হয়েছে আর বেড়াবার ইচ্ছে নেই।"

স্থরমা বিষয়ের মুখে শোনা রাজীবের অনাথা বিধবা-দের প্রতি করণ ভাবোদ্রেকের নির্ম্পন হরপ বাড়ী ইন্ড্যাদি দান সম্বন্ধে কোন কথা ভোলে নাই। ভাহার একবার ইচ্ছা হইরাছিল যদিও, কিন্তু পাছে রাজীব একথা छनिया विकारक वर्ग किছू छारव, वर्षवा र्थरना ভাবিয়া বদে, সেই জন্ম আরো অনেক কিছু ভাবিয়াই চুপ করিয়া রহিল হ্রমা! এবং দে অপেকা করিয়া আশা করিয়া রহিল এ থবরটা রাজীবের নিকট হইতেই প্রথম শুনিবার জন্ম। তাহার বিজয়ের কথা মনে হয়। विषय ভारात देननद्वत द्यनात माथी, देननव कित्नाद्वत ৰত কিছু শ্বতি তাহার বিজয়কে লইয়াই পল্লবিত হইয়া উঠে। থেলাখরে জরমার রক্ষী, দারোগান, চাকর मानी, नारवत, वाजात मत्रकात मवहे हिन जाहात विजय। সে কোনদিন ভাহার সমান পদ চাহে নাই। কোনদিন তাহাকে হকুম করে নাই, অবনত মন্তকে হকুম প্রতিপালন করিয়াই ভাহাদের ধেলাবর সে গড়িয়া তুলিয়াছিল। আঁলো দেই বিজয় ঠিক দেই রকমই আছে, আজো **८**न इंग्रटा ভाहारक ठिक ट्यूटे छात्वहे (मर्ट्स) स्वत्रमा সেদিন তাহাকে একটা চিঠি লিখিয়া দিল!

পূথা যাইবার পরে স্থরমা তাহার নাচের মজনিসের
বন্ধু বাধ্বদের সলে কিছুদিন দেখা করিল না। অনেক
কলো কার্ড আসিয়া জমা হইয়াছিল, টেলিফোনেও
আনেকদিন অনেকে ডাকিল, কিছ সে সকলকেই "কমা
করবেন" বলিয়া পাণ কাটাইল। অত্যধিক কিছু তাহার
ভাল লাগেনা। বিশেষতঃ অত্যধিক আমোদের পরকণেই
লৈ অবসাদ বোধ করে ঠিক সেই পরিমাণেই। সে আত্র্যা
হইয়া ভাবে পূথা কি করিয়া রাড দিন একটা অবাত্তাবিশ্ব মানাধিক ভাবের বোরে কাটাইয়া বের চুহুরতো

পৃথারও এই রকমই অবসাদ আসে সেই অবসাদকে সে শহু করিতে পারেনা, জোর করিয়া তাহা দূরে স্বাইয়া দিবার জন্মই, নিত্য নৃতন উন্মাদনা, নিত্য নৃতন আনৰ ভাবিয়া সৃষ্টি করিয়া লয়, তাংার উন্মন্ত প্রাণের খোনাত্র **জো**গাইবার জন্ত, ঠিক যেন মাতালের মদ খাওয়ার মত। কিন্তু সে তাহা পারেনা, এই অবসাদটাকেট দে উপভোগ করে, তাই করিতে দে ভাগবাদে, <del>৬</del> অবদানকে জাগাইয়া রাখিবার জন্মই বুঝি তাহার আমোদ করা। হুনীলের কথাও সে ভাবে, হুনীলই কি হথী ? পুথার মত দেও কি অবসাদকে জাগাইয় তুলিবার জ্ঞা, আমোদের স্রোত্তে নিংককে ছাড়িয়া দেয়? किन्छ स्नौनंदर तम कथता त्नरथ नाहे निष्कृहे जहा সৃষ্টি করিয়া লইতে, স্থনীলের জীবনের বিষয়তাকে পুধাই লোর করিয়া উল্লাসময় তুলে, সেই জ্বাই হয়তো স্নীৰ পুথাকে এতো ভালবাদে, পুথা তাহাকে হয়তো শান্তি **(मधना, जुलि जानिया (मधना, यूम পाज़ाय ना, तम (मध** তাহাকে ঔজ্জন্য, আলো, জালা আর জাগরণ। তর্ও স্থনীল প্রথাকে ভালবাদে, পুথা স্থনীলকে ভালবাদে।

নিজ্জন দিনগুলি স্থ্যমার চিন্তা দিয়া ভরিয়া থাকে।
শরতের ও কণিকার কথা তাহার বহুদিন পরে মনে হইন।
কণিকা অনেকদিন আসে নাই। স্থ্যমার ইচ্ছা হইন
কণিকার থোঁজ নেয়। কণিকার সঙ্গে নানা কথা বিলয়া,
আলোচনা করিয়া অনেক কিছু সে ভূলিয়া থাকিত।
স্থামা ভালা, ভিনার, লাঞ্চের কার্ড স্রাইয়া রাখিয়া, সভা
সমিতি স্মিলনীর "ফাইল" খ্লিল। কর্ত্রা ব্রি আবার
ভাহার ঘুমন্ত বিবেককে ঠেলিয়া ভূলিয়া বাগাইয়া
দিল।

সেদিন একটা নারী শিক্ষা সন্মিননী না কিসের বিটিং
ছিল। হ্রমা চারটার সময় একটা বেলী নিজের
ইন্দোর পাড়ের বাহার দেওয়া শাড়ী, পারে লাল করিব
নাগড়াই পরিয়া মিটংএ উপস্থিত হইল। লারিটিভা সকলে
তাহাকে দেখিলা কর্বং বিজ্ঞান করিয়া আলে। কর্বলী
বিলিশ—"বেল হারো, বেল, বালা। লেকিব কার্সাংল

বীণা বলিল—"এ৪টে মিটিং হয়ে পেল মেম সাহেবের দেখাই নেই—বেশ আছ যাহোক—" আর একজন কে বিলন—"এমপায়ারের সামনে সেদিন রাত্রে,—তা বেশ—
নাক সবই ভালো—"

ন্থ্রমা কাহাকেও কোন উত্তর দিতে পারিল না, ভাহার মনে হইল পৃথা থাকিলে বলিত—"দত্তিয় তে। বেশ ছিলুম ভাই—নিজের স্থাটাই দব চেয়ে আংগ দেখা উচিত।"

কণিকা দূর হইতে ভাহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

মিদেদ নাগ বেশ বর্ষিয়দী মহিলা। তিনি দমন্ত দদমু
চান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কার্য্যে দর্ব্ধ প্রধান উদ্ভোগী। তিনি

কাছেই ছিলেন—কর্মণা ও বীণার উক্তিগুলাও স্পষ্ট শুনিতে

পাইয়াছিলেন মনে ভাবিয়া স্থরমা একটু লজ্জিত হইল।

মণিকা তথনো বলিতেছিল—"মুখে লখা পাইপ নিয়ে শুখু

ধ্নপান করতে শিখেছ ?" স্থরমা লজ্জার লাল হইয়া

তাড়াতাড়ি দরিয়া গেল, তাহার এবারেও মনে হইল পুথা

ধাকিলে বলিত—"ধ্নপান করি তো করি ভাল লাগে

তাই করি—" মিদেদ নাগকে এড়াইতে গিয়া স্থরমা ঠিক

তাহার মুগের সামনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন—
"য়য়মা ভাল আছে ?" স্থরমা নত হইয়া প্রণাম করিয়া

বলিল—"ভাল আছি মাসী মা!"

তিনি বলিলেন—"ক'টা মিটিংএ আসোনি, রেজোলিউসনপ্রলো কি কি হ'ল একটু দেখে নিও। তোমরা এখন
থেকে শিখে রাখো নইলে আমাদের পরে তো তোমাদেরই
এ সব করতে হবে মা! স্থলেখা—এবারে সেকেটারী
ংগ্ছে, স্থলেখা—" লক্ষা সন্থুচিতা স্থলরী একটা মেয়ে
আসিয়া দাঁড়াইল। মিসেল নাগ বলিলেন—"স্থলেখা
শ্মিলনীর জন্ত সমানে যা খেটে এসেছে, তা আর কি
বলবো—বড় লক্ষা মেয়ে—ওর ধান কথনো শুখতে পারবো
না আমরা—ক' মাস খেকে নিজের ইছোর এসে কত কাজ
করছে—এমন কি খাওৱা দাওৱা পর্যাত ছেলে বার—"

পুণার একটা কথা মনে করিবা জ্বনার ঠোটের প্রাত্তে ক্ষাং হাসি খেলিরা গেল,—পুণা একদিন বসিরাছিল—"ও, এবা সব তথু বাজে কালে ক্ষান ক্ষানিক তবু বন্দেখাকে ভাষ্য ক্ষানিক ক্ষানিক ক্ষানিক বলিলেন—"লেখা, স্থ্রমাকে রেন্দোলিউদনের কাঞ্চল প্রগুলো একটু ব্ঝিয়ে দাও—আগে এর ভেতর কি কি হয়ে গেছে দব দেখিয়ে দাও মা—"

স্থরম। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। স্থলেখা বিনীত ভাবে বলিল—"আফিসে আফবেন ? না এখানে এনে দেখো ?" স্থরমা বলিল—"আফিসেই যাই চলুন—"

আফিসের সামনে কণিকা দাঁড়াইয়া কাহার সংক কথা বলিতেছিল, সে হ্রমাকে দেখিয়াও না দেখার মত অক্ত দিকে চাহিয়া কথা বলিতে লাগিল। হ্রমা পাশ কাটাইয়া আফিসে গিয়া কাগজপত্র নিয়া বাহিরে আদিতে দেখিল কণিকা তথনো দাঁড়াইয়া আছে। হ্রমা ভাবিল কণিকার সংক্ষে কথা বলিয়া মিটমাট করিয়া ফেলাই ভাল। সে ভাকিল —"কণা! কেমন আছে । একটা কথা বলবো—।"

কণিকা একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বশিল—"আসছি" স্থ্যমা বসিল—"কণা, তোমার কি হয়েছে ?" "কিছু না—"

"তুমি আমার সঙ্গে আজকাল কথা বল না কেন ।" **কি** হয়েছে বলতে হবে।"

"কি হবে, কিছু হয় নি ভো ?"

"কিছু হয় নি ? কি বলবো ? এই কি কিছু না হওয়ার লক্ষণ ?"

"কি জানি তুমি কি লক্ষণ দেখতে প।ছে—তা আমি বুঝতে পারিছ না—"

"তুমি আমার ওধানে আদনি কেন ?"

"তুমিই বা আদনা কেন ?''

"আমি ? আমার অনেক এনগেজমেন্ট ছিল ভাই !"

"শামারও ছিল।"

"दिश्वा कथा ना वनाहा । अन्तर्भवत्म क्षेत्र क्षेत्र कि !"

় "কই আমি ভোষাকে দেবিনি ভো, এইমাত্রই ভো দেখা হ'ব।"

"লুকিয়ে ফল নেই কণা ৷ জুমি সেইদিন থেকে আমার উপর বিরক্ত হয়েছ ৷"

"(कानविन १'

"লেইবিন-মান ডোমান পাহে নিশ্ব<sub>ন</sub>-কিন্ত

জানো কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে, কোন বিশ্বাস্ত ক'রে ফেলা উচিত নয়।"

"তা জানি কিন্তু সিদ্ধান্তটাই যথন একেবারে নিশ্চিত রূপে ধরা দেয়-তখন ?"

"মহৎ লোকেরাই বলে গেছেন 'Judge not by appearances for too often they blind us to realities."

কণিকা বলিল-"Be deceived not by appearances they also too often blind us to realities."

"তাও হ'তে পারে কিন্তু তুমি অবিচার করছ না কি অনেকটা ?"

"কার উপর 🧨

"আমার উপর ?"

"ভোমার উপর আমার বিচার অবিচার কি? তুমি আমার অধীন নও, তবে আমার স্বামীর কথা-তার উপরও তো অবিচার করিনি—এটা ঠিক !"

ञ्चत्रमा भरत भरत ভाবिन, ना जानि कि भाजि दिकाता শরত ভোগ করিতেছে।

ক্লিকা আবার বলিল—"জানো, সে সবের জন্মেও নয়, কিন্তু আমি আশ্চর্যা হ'য়ে গেছি, আগে কক্ষনো ও এমন ছিল না, আমি আজ একমাস কথা বলিনি, কাছেও ষাইনি, তবু সে বেশ নির্বিকার ভাবেই আছে, এ সব জোমানের বাজীর ধরণ, আমানের গরীব মাফুষের পোষায় না, ও সব বড়লোকি কায়দা।"

স্থরমা হাসিল-পুথা থাকিলে শুধু বলিড-"Dash it! Fussy nagging bonehead"—স্বনা ভাবিশ এর সঙ্গে মানাইয়া লওয়া অসম্ভব। কণিকার বন্ধমূল ধারণা হইরাছে যে শরতের এ বিলোহীভাব ভধু তাহার কাছ হইতে শেখা। তবুও তাহার ইচ্ছা হইল কণিকার সলে এ বিষয়ে একটু আলোচনা করে—দে বেশ কৌতৃক অমুভব করিতেছিল। স্থরমা হাসিয়া বলিল-শনা কণা তা নয়। তুমিই অতিরিক্ত শাসন করে, বেচারা মি: ৰোষকে বিজোহী ক'রে তুলেছ।"

ক্ৰিকা একটু ঝাঁঝালো হুরে বলিল—"শতিরিক্ত कि । यहर कमहे हरतरह । त्वन वन त्नहे वा या हैराह वानाव वन हवाब नव, का कुरताने प्रकार

ভাই ৰয়বে! কই আমি ভো কয়তে ৰাচ্ছিনা। বিদ্ যথন করেছে তথন সে আমি সমান। আমি यদি कहि তবে তার একটা করবার দাবী থাকে, কিন্তু দেখ আমি মনে প্রাণে তার জন্ম রাতদিন খাটছি, সেবা করছি, য করছি, তবুও এ সব করবার ভার কি অধিকার আছে? এতে বোঝা যায় হয় সে আমাকে নীচু মনে করে, অন্তুণ-যুক্ত মনে করে, অথবা গ্রাহ্ম করে না। এ আমি কথনো সহা করবো না "

"তুমিও তাই করন৷ কেন ? তুমিও অগ্রা<sub>ই কর</sub> नय व्यानत्म, व्यात्मारम निरम्बदक पूर्वित्य मांस, त्यम আমাকে একদিন বলেছিলে, তুমিও তোমার নিজেকে নিয়ে থাকোনা কেন ?"

কণিকা একটু চুপ করিয়া বলিল—"অমন আনদে আমার দরকার নেই—আমি আমোদ করতে থাকি খার ওদিকে আমার দর্বনাশ হোক—"

"আমাকে তাই বলে তুমি সাম্বনা দিতে চেয়েছিলে কণা"

"তোমার কথা আলাদা—তোমার স্বামীকে ফেরাবার উপায় ছিল না, নেইও বলে আমি বলেছিল্ম ह মিছিমিছি এমন ক'রে ভেবে শরীর খারাপ ক'রে লাড নেই—কিন্তু এখনো আমি ভাকে ফিরিয়ে আনতে মণারগ

সুরমা ভাবিল কণিকা কেন যে সামাম্ম ঘটনাটাকে <sup>এড</sup> বড় করিয়া দেখিডেছে—এই বুঝি এক প্রকৃতির লোক! त्म शामिया विनन-"कि भामन मिरव का छेरक वन करा यांग्र ना करा। ट्यांथ इम्र जांत्र क्रियं दनी तन क्यां गा ভালবাসা দিয়ে"

क्षिका विवन-"मव मन्य नग्। সময়ে কেউ কেউ ভালবাসায় একেবারে মাধায় উঠে ক —দেইটুকুর অবিধা নিয়ে। তাদের শাসন কর্মণ হয়, আর কেউ বা **আ**বার **অভ্যধিক আবণারেও**টি थारक—लाक विश्व चारह।" चन्ना शनिश कि "মিঃ ঘোষ কোন রকমের ?"

क्रिका विस्तान मक बलाम स्वाम क्रिका

"কিন্তু শেবে শাসন পেরে কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে ৬৫৯, শাসনকে আর ভয় করতে চায়না. তথন তারা চায় সেই শাসনের বিরুদ্ধে মাধা তুলে দাঁড়াতে—"

"দে লোক বিশেষ আছে।"

হ্রমা হাসিয়া বলিল, "তা যেন বুঝলুম, কিন্তু দ্বামী দেবতা কণা, তাকে তাচ্ছিল্য করতে নেই—\*

"দেবতা যতদিন তার দেবত থাকে, যেদিন দেবত খদে পড়ে সেদিন আর সে বেবতার ভক্তি ভালবাসা পাবে কেন? তথু স্বামী হলেই যে দেবতা হ'ল তা নম, তবে কথাটা এই স্বামী হ'লে তাকে দেবতারই মত হ'তে হবে—"

স্বনা একটু বিজ্ঞপ করিয়া বলিল—"সীতা সাবিত্রীর গাতিবতা ভূলে যাও কেন ?"

"বুঝতুম সতাবান বা রামের আর একটি স্ত্রী থাকলে ঠারা কি হতেন! দেবতাদেরও ও সব আছে বাবা, দুর্গা আর গন্ধায় কি রকম ঝগড়া, পদ্মপুরাণে মনসা মহানেবের মেয়ে হয়েও দুর্গার হিংসার ঠেলায় পাতালে গিয়া লুকোলেন—। এদিকে হুফ্চি কৈকেয়ী, যাক্ আর কত বলি ? তারা পেরে ওঠেননি, আর আমরা কি করে হিংসা, রাগ, ছেম ত্যাগ করবো বল ? ও সব থাকবেই আ্যান্দর ভিতর।"

"কিন্তু কণা তাঁরা স্বামীকে তোমার মত নাকাল করেন নি।"

"করেননি? কে বললো? দুর্গা মহাদেবকে কি রকম ভাবে নাকাল করেছিলেন, গল গুলো তো আর এমনি তৈথী হয়নি—বোঝা যায় তথনকার লোকদের এই বক্মই মনের গতি ছিল। তথনকার সমাজ এই বক্মই ছিল।"

স্বনা হাসিল। "সে যাই হোক—তুমি তোমার বামীকে খুব নাকাল ক'রতে থাক, আমার তাতে বিশ্নাত্র আপস্তি নেই। কিন্ত তুমি আমার দোবটা কোধায় পেলে বলত ?"

কণিকা একটু কোমণ ক্ষরে বলিণ—"ক্ষরে। ভোর দোব গাক না থাক্—কিন্ত আর বাই করি সমালকে এড়িয়ে লা বায় না কোন মতেই ৷ সেদিন ভার ভিতরের নিহিত উদ্দেশ্য ভাল থাক কি না থাক তার কথা হচ্ছে না, কিন্তু সেই জিনিষটাই ছিল অভ্যায়। **অন্ধনারে** দাঁড়িয়ে একজন পুক্ষের সঙ্গে কথা বলাই **অন্**ভায়—, তা তুমি প্রেমের কথাই বল আর ধর্ম্ম কথাই বল।"

স্থ্যমা বুঝিল তর্ক করিলেই কথা বাড়িয়া **ঘাইবে,** সু অথচ তাহার বলিবারও অনেক কিছু আছে। তাই মনের ভাব মনে চাপিয়া হাসিল!

কণিকা বলিল, "দেখে৷ স্থানা—সমাজে মিশে থাকতে গোলে অনেক কিছু ভেবে চিন্তে চলতে হয়, তোমার নামে অনেক কিছু অনছি—"

"কি ?" স্থরমা জিজ্ঞাসা করিল।

"বন্ধু মনে করেই বলছি, কিছু মনে করোনা— কিছু সম্প্রতি তোমাকে অনেকধানে অনেকে দেখেছে, কার কার সঙ্গে গাড়ীতে যেতে পান করতে—"

স্রমা অবাক হইয়া গেল। সে ৩৬ধুবলিল "তে**ার** বিশাস হয় কণা?"

কণিকা বলুল, "কি জানি পৃথিবীতে অবিখাত কিছুই নেই। কিছু সত্যি বলছি এ সব ভাল নয়।"

স্থরমা বলিল, "তাহলে এবারে সকলের উপরেও আমার বিখাদ অনেক কমে গেল। নয়কে হয় করার কোন বাহাছরী নেই—"

"লোকের দোষ দাও কেন? লোক কি ভিত্তিহীন একটা কথা এভাবে রটাতে পারে?"

"পারেনা জানতুম কিছ এখন দেখছি খুব পারে, যা হোক, তোমার অনেক সময় নষ্ট করলুম।"

"ক্রো যাচ্ছ?

"इंग बाष्टि—"

কণিকা ভাকিয়া বলিল—"শোনো হুরো, তুমি আমার বন্ধ ভোমাকে আমি কক্ষণো ছাড়তে পারিনা। ক্যেকদিন রাগ করেছিলুম সভ্যি—কিন্তু ভোকে দেখে কথা বলে সে রাগটা পড়ে গেছে—আমি আসবো ভোর ওখানে—"

স্থ্যমা ওধু বলিল—"আমি তিন দিন পরে রাধানগরে বাচ্ছি, এলে ভার আগেই এসো।"

च्यत्रभा भवविन विकासन क्यांथ कार्यम त्रिक्छ

গেল। বেহালা অঞ্লে মন্তবড় বাগান সমেত ছুইটা দোতালা বাড়ী। বাড়ী গ্রহটা বেশ বড়। একটাতে প্রায় ৫০ জন অনাথ বালক থাকে, পড়ে। আর একটা বাডীতে ত্রিশ চল্লিশ জন বালিকা থাকিয়া পডে। বালক বালিকারা এদিকে শিশু হইতে ওদিকে ১৫। ১৬ বছর বয়স পর্যান্ত আছে। উপর তলায় তাহার। থাকে এবং নীচের তলায় পড়ে—সেলাই, তাঁত, স্থতাকাটা, মেয়েদের স্থাচি কর্মা, রালা, ঘর সংসারের কাঞ্চ এক-সঙ্গে সবই সেখানে হয়। ছেলেদের অংশে ছই ডিন জন মাষ্টার ও তত্তাবধায়ক আছেন. ওদিকে মেয়েদের অভ্যাত ক্ষেত্রজন শিক্ষয়িত্রী ও সকলের উপরে একটা ৰ্ধিয়সী বিধবা আছেন। তিনি মেয়েদের অভিভাবিকা শ্বরূপ সমস্ত কাজকর্ম দেখেন, তাঁহাকে সকলে মোক্ষদা দিদি বলিয়া ভাকে। স্থরমা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাগানের অন্ত পার্ষে গিয়া সত্যই দেখিল মন্ত একটা চক মিলানো বাড়ীর কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, দে বুকিল ইহাই রাজীবের বিধবার্র্রম—স্থরমার মনটা নানা প্রায়ে নানা কথায় ভবিয়া উঠিল কিন্তু সে কিছু বলিল না, ভগু বিজয় বলিতেছিল—"স্থরমা, সবচেয়ে আমার তৃঃধ রাধবার ঠাই হতনা যদি আমি দেখতুম তুমি অণাত্তে পড়েছ, স্বাধী হওনি, কিন্তু এটাই আমার একমাত্র সাম্বনা যে ভোমার স্বামী মহৎ—"

স্থরমা সে কথার কোন উত্তর ন। দিয়া বলিল—
"মোটামুটা তো দেখা হ'ল এখন ভাল ক'রে ভেতরে
গিয়ে দেখি। কিন্তু বিজয়, তুমি বেশ চমৎকার জঁকিয়ে
বসেছ দেখছি। শুনলুম তোমার ব্থাসর্কাশ্ব এতে দিয়ে
দিয়েছ—নিজের জন্ম আর কিছুই রাধনি—"

বিজয় বলিল—"নিজের কিবা ছিল হ্রমা—? তবে যেটুকু িল সবই দিয়েছি বটে, আমার দরকারও ছিল না কিছু, জগতে দরকারটাকে যতই প্রশ্রম দেবে ততই সে পেয়ে বসবে। এখন যে কিছু নেই, তবু কোন অভাবও নেই, বেশ আছি। জগতে বোধহর দেওয়ার মত হথ নেই।"

"কি জানি অত গন্তীরভাবে জগৎটাকে এখনো তেবে দেখিনি, তাহলে তোমার কমিট কিসের আর ডিরেক্টরইবা কিসের ?" "আত্মবিশাস আমার নেই, তা ছাড়া নিছে। জীবনটার উপরেও বড় বেশী মায়া নেই, কখন কোধার হয়তো জীবনটা হারিয়ে বসে পাকবো—তাই বলা বার না, সেইজন্ম আমার যা সামান্ত কিছু ছিল, সব একটা কমিটির হাতে তুলে নিয়েছি। তাঁরা এক সংক্ষ মিনে মিশে কাজকর্ম চালাচ্ছেন, বছরে একজন করে ভিরেইর তাঁরা নিযুক্ত করে নেন, এবারে তোমার স্বামীকে তাঁরা বেছে নিয়েছেন।"

"তা বললে যে কি কতগুলো কথা, যে ডোমার কিছুতে আর দরকার নেই; কেন নেই?"

বিজয় হাসিল, "স্থরমা! বড় লোকের মেয়ে, বড়-লোকের স্ত্রী তৃমি, তোমাদের মত লোক যাদের লন্ধীর ভাণ্ডার সর্বাদ। পূর্ণ তাদেরই আভাব সব চেয়ে পৃথিবীতে বেশী, কিন্তু আমার মত লোক যার কিছুই নেই, তার অভাবও নেই। ছবেল। চারটী জুটে যায়, আমার বেশ চলে যায়।"

স্থরমা থানিকক্ষণ বিজয়ের দিকে চাহিলা বনিল, "তোমাকে যতই দেখি আমি শুধু আশুর্চা হই বিজয়। তুমি সেই বিজয় কি ক'রে এই হ'লে? কি রক্ষ মনের ভাব হয় তোমাদের যাতে ক'রে এমন সাধু সাজতে পার? নাম কেনবার জক্ত নয়তো বিজয়।"

বিজ্যের ঠোঁট ছইটা আহত বেদনায় একটু নড়িয়া উঠিল, দে কিছু বলিতে পারিল না। স্থর্মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—"হুংথ হল ? সত্যি আমি দেরক্ষ কিছু ভেবে বলিনি, মাপ করো বিজ্ঞয়, আমি তথ্ জানতে চেয়েছিলুম কি ক'রে তোমার মনে হঠাৎ এ আয়ত্ত্যাগের পাগলা ইচ্ছে জেগে উঠলো ?"

"ত্মি আমাকে যে এসৰ ব'লে ব্যথা দেবে হরন তা আমি জানি। জানিনা কেন ছেলেবেলা থেকে তোমার এ আঘাত গুলোই সম্বে সরে এলেছি,—বে সওয়াতে হুখও পাই, কিছ পাললামি বল জার নাম করবার জন্মই বল, যাই বল, সবই আমি মই করে নেবো। ভোষাকে এর উত্তর আমি মিছু দিছে চাই না বা ভোষার কাছে নিজেকে আমি আমি করে বিজেও চাই না। ছুবি আমিকে

ভেবে ধাকো—ভোমার সে ধারণ। আমি উন্টে দেবোন।"

স্ব্যা ব**লিল—"গতিঃ বিজ**য়, জামি দে রকম কিছু বলিনি—ওদিকটা কি রালাঘর ? বাং বেশ লাগলো, ভেলেরা পড়ছে বৃঝি ? ঐ মাটীর উপর ব'সে—',

"মাটাই তে। ভাল। তাছাড়া গ্রীব ছেলে—
চেয়ার টেবিল দেবার আমার শক্তিও নেই। ওপরে
বাবে ?"—

"চল—"

উপরে গিয়া স্থরমা চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এই মাটার উপর বিছানা করেই শুয়ে থাকে এরাণ ঠাণ্ডা লাগেনাণু''

"হরমা দেখনি তো ষে এমনো লোক আছে এদেশে যারা এই মাটার উপরেই বিছিয়ে শোবার একট্ট করে আকড়াও যোগাড় করতে পারে না—যদি বাদতে পারতে তোমরা গরীবের হৃংধে, তাহলে তুমি আছ ঐ দিক পরে ডাফা করতে থেতে পারতেনা—"

হরমা হাসিয়া বলিল—"রক্ষে কর বিজয়, এই বিয়টি দেশের বিরাট ছঃখ আমার দেখবার শক্তিও নেই সাধাও নেই, কাজেই ও সব না দেখা না ভনাই ভাল—"

"সকলে মিলে চেষ্টা করলে হয়তে। ঘোচটোত পারতে তোমগা—কিন্ত কি জানো, তোমরা করবেনা—চাও না—
"আছে। চেষ্টা করা যাবে—এখন মেয়েদের দিকটা
দেখি গিয়ে একবার চল—"

শেষানে তথন কতগুলি মেরে রারার যোগাড় করিতেছিল। কেই তরকারী, মাছ কুটিতেছিল, কেই মদলা করিতেছিল, একটা বড় মেরে রারা করিতেছিল। উঠানের উপর কতগুলি মেরে মাছর পাতিয়া বসিয়া পড়িতেছিল, আর একটা ছোট মোড়ার উপর বসিয়াছিল মীরা। স্থরমা মভান্ত আশ্চর্য ইইয়া গেল শীরাকে দেখিয়া, সে কথা বলিতে পারিলনা। বিশ্বর বলিল, ''শীরা দেবীকে দেখে মান্দ্র্য হরে পেলে স্থরমা? ভূমি কি কানোনা বে উলি এনে এখানে পড়াছৈল কভিনি খেকে ?''

रहमा विनन "ट्रेक खासि दका का बानकून ना, रहत (शहरू बीहा— कि बारकी !"

বিজয় বলিল, "আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, অনেকেরই প্রাণ গরীবের জন্ম কানে,—"

মীরা দলজ্জ ভাবটাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দরাইয়া
দিয়া বলিল—"স্ক্রমা দি! আমি কিছুদিন থেকেই
ভো পড়াছিছ মেক্সদের, জানেননা বৃঝি? বাড়ীতে ৰ'লে
ব'দে কাজকর্মা নেই ভাল লাগেনা, তাই এই কালটা বেছে নিলুম। বস্থন না একট্। বিন্ধু ভোমরা নমস্কার
করলেনা? প্রভা একটা বদবার চৌকী এনে দাও না।"

স্বরমা কৌতুকভরে হাসিয়া বলিল, "বেশ মীরা তোমার দরিত্র-দেবা-প্রীতি দেখে খুদী হলুম ভাই। সারাদিন পড়াও?

"না, আমি দকালে আদি আর ছুপুর বো চলে যাই। সময়টা বেশ কেটে যায়, মনে হয় দিনটা বেশ সাথিক হয়ে উঠেছে। আচ্ছা বিন্দু যাও এখন তে।মাদের ছুটী।"

মেয়েরা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। হুরমা বলিল, "দিনটা থুব সার্থক ক'রে ভোল ভাই, কিন্তু ঐ ৰাচ্চাদের সক্ষে সারা সকলিটা চেচিচ্ছে কি ক'রে যে ভোমার মাথা ঠাণ্ডা থাকে তা তুমিই জানো!"

বিজয় বলিল, "বাচচাদের সঙ্গে না টেচিয়েও মাখা গ্রম করবার আরো জনেক বেলী জিনিধ সংসারে আছে দেখতে পাইন"

স্থরমা বলিল, "তা বটে। কিন্তু সন্তিয় মীরা তোমাকে বাহাছরী দি। নিজে না করলেও তবু আমাদেরই মত কাউকে একটা সংকাজ করতে দেখলে বেশ আনম্দ হয়, আশা করি তোমার এ উদ্যম, চেষ্টা সফল হয়ে উঠবে। কিন্তু বিজ্ঞ, তোমার এ আশ্রমের আরো অনেক উন্ধৃতি দরকার।"

"উন্নতি আরে। অনেক দরকার হুরমা ঠিক। আমার সামায় আছে এর চেয়ে আর বেশী কিছু হয়না, আর আমি কারো কাছে হাত ও পাততে চাইনা,অবশু অহঙ্কার আমার কিছু নেই, হয়তো এর পরে রাজায় ভিকা করেও বেড়াতে পারি। কিছু ভিক্কের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বড়-লোকের খোসামোদ করাও আমার ধাতে সইবেনা— তবে ধদি কেউ দ্বা করে চাদা কিছু দেন ইচ্ছে করে সোলাদা—" স্থরমা বলিল, "তাহলে ইচ্ছে করেই হাজার ছয়েক তোমার অনাথ বালক বালিকাদের দিলুম—"

ৰিজন্ম বলিল, "সে তোমার দন্না কিন্তু স্থায় তুমি হয়তো ভাববে প্রকারাস্তরে এইটুকুর জক্কই তোমাকে আশ্রম দেখাতে আনা—ওটা পরেই দিও। তাছাড়া তোমার স্বামীতো দিয়েছেন পাঁচ হালার সেদিন।"

স্থরমা হাসিয়া বলিল—"ন। তা ভাববোনা—ওটা ভোমায় পাঠিয়ে দেবো, নিও। আজ চলি তাহলে ?"

মীরা বলিল, "সমস্ত ৰাজীটা দেখে গেলেন না স্থ্যমাদি?"

"না ভাই আজ বেলা হয়ে গেল, আর একদিন আসবো এখন, এখন আর ভাবনা কি ? তুমি আছ, বিজয়তো আছেই, এখন তো এও আমার নিজের মত!" "মীরা অকসাং লজায় লাল হইয়া উঠিল! ঘাইতে যাটতে স্বরমা বলিল, "বিজয়, মীরার প্রাণ গ্রীবের জন্ম কেঁদেছে না কার জন্ম ?"

"কার জ্ঞা?"

"কার জস্তু ? বুঝতে পারোনা ? তোমার চোধ নেই ?" বিজয় ভাবিয়া বলিল, "না আমি বুঝতে পারছিনা"

. "বিজয় তুমি এত কিছু ত্যাগ করেও বৃদ্ধির ত্যারটা খুলতে পারলেনা? কি করি বল ?"

"তুমিই বৃদ্ধির ছয়ারটা একটু খুলে দাওনা হুরমা। তোমার কাছে তো চিরকালই আমি বোকা, মুর্থ—"

"এত সোজা জিনিষ্টা তোমার চোথে পড়ে না <sub>?</sub>"

"চোধে পড়ে না হরমা, চোধ, কান, মুধ, প্রাণ, মন সব যেন আর একটা কিছুতে ভরে আছে আমার। তাকে ছাপিয়ে গিয়ে আর কিছুই দেধতে পাই না, বুঝতে পারিনা। ভনতে পাই না—"

স্থরমা তথন মোটরে উঠিয়া বদিয়াছে—বিজয় দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "স্থরমা, বললেনা আমার চোধ কি দেখতে পেলোনা?"

"ভোমার চোধ দেখতে পেলনা কার জভ মীরার প্রাণ কেঁলেছে ?"

"কার জন্ম হুরমা ?"

গাড়ী ভাড়িরা দিয়াছে—ক্রমা জানালা দিয়া ঈর্থ মুখ বাড়াইরা বলিল, "ডোনার জন্ত—বিজয় ডোমার জন্ত—'' 66

রাধানগর! রেলটেশন হইতে তিন মাইণ দ্রে। যান বাহন একমাত্র হাতী পান্ধী, অথবা গুরুর গাড়ী। স্থানটা একটা ছোট গ্রাম বিশেষ। প্রকাণ্ড জমিলার বাডী। তার আশে পাশে অনেক্ষর প্রজার বদ্দি। তাহাদের ছনের অথবা টানের চালা দেওয়া ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া মোছা লেপা, মাটীর মেথে ও উঠান তাও বেশ পরিষার তারই পাশে ছোট্ট এক জমিতে কোথাও লঙ্কা বেগুনের গাছ, কোন বেডার উপর দিয়া লাউ, কুমড়া, উচ্ছে: শশা সীমের নতা উঠিয়াছে। কোন থানে ধান কাটিয়া স্থপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, কোন খানে সেই ধান সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া কুটিয়া চাউল করা হইতেছে। কোনওগ্রাম বধুরা ঘোমটার আড়াল হইতে কাজ করিতে করিতে कोजुरुन मृष्टिरक ठारिया ८मथिरक**हिन। यह अर्ब**ष्टनक বালক বালিকা জড়ির "থাটাটোপ" ঘেরা পানীর আশে পাশে ভিড করিয়া দাঁড়াইতেছে—স্থরমার দেখিয়া ধ্ব ভাল লাগিল। যদিও তাহার কাছে এ দৃভ ন্তন নয়, তবুও অনেকদিন পরে তাহার চোথ হুইটা বেন অনেকটা তৃপ্ত হইল, শীতল হইল। কিছুদূরেই একটী याबादी नमी चाँकिया दांकिया ठलिया शियाहर, मिडना জানালা হইতে স্থরমা দেখিতে পায় কত নৌকায়পাল তুলিয়া মাঝিরা গান গাহিয়া গাহিয়া চলিয়া যায়, অত-গামী সুর্বোর বিদায় রশ্মির করুণ বাণী ভনাইয়া সে উদাসী হুর মেঠো হাওয়ার ভাসিয়া ভাসিয়া কোণায মিশিগ যার। স্থরমা উদাস ছইয়া চাহিরা থাকে। তারও ওপাশে দূরে ছোট ছোট উচু নীচু পাহাড, কতকাৰ ধরিয়া ঠিক ঐ একভাবে স্থির হইয়া গাড়াইয়া আহে হুরমা বৃঝিতে পারেনা, মনে হয় কত ভাষা বুৰি <sup>এ</sup> কঠিনতার বুকে বাসা বাধিয়া আছে, কত ভাৰ ভাষা কঠিন বুকে প্রকাশ হইতে না পারিয়া **গুমরিয়া উট্টিডেছে।** সাদ্য বাতাদ কি তাহা **জা**নাইয়া নিজে শারেনা নার পृथिवीत्क, পृर्विमात्र विशवमायी निर्मन त्यारमा वि পারেনা তাহা ব্যক্ত করিছে—কট হলে—গালিকা भारन १-

সামনে একেবারে খোলা মাঠ,—দৃষ্টি অবারিতভাবে ছুঠিয়া বায় বছদ্রে,—অনেকদ্রে যেন বন্ধন মৃক্ত পাধীর মত। মাঠের বুক চিভিয়া বরাবর একটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে দুরে, অতি সম্ভর্পনে যেন অভিসারিকায় সঙ্কৃচিত शांकविद्यक्ष । यांत्व यांत्व मृदत मृदत खनन त्यांभ নেখা যায়, তাহা যেন গাঢ় সবুজ মাধিয়া চির নবীনতা বহন করিয়া আনে, স্থরমার বিষয় প্রাণে। সন্ধার ধুদুর্তা যুখন গাঢ় হইয়া আদে দেই দুমুয় দেই পুখ বাহিয়া সারি সারি হাতীর পাল হেলিয়া ছলিয়া ফিরিয়া আসে, তাহাদের গলার ঘণ্টার সঙ্গে বাজিয়া বাজিয়া যায় মহিতের বাঁশের বাঁশীর মন-পাগল-করা হর। গরুর পাল ধুলা উড়াইয়া চলিয়া যায় রাখালের গানের সাথে আকাশ বাতাস ভরাইয়া দিয়া কি এক অ্কানা যাতনায়—হুৱুমা ওধু শুৰু হুইয়া দেখে, আর (गात, माक माक दिनवालाय कामत, घछ।, माब्ध, छाक ঢোল বাজিয়। উঠিয়া স্তরার কাছে দিনশেষে আশীর্কাদ চাহিয়া লয়।—নাটমন্দিরে আরতি কীর্ত্তনের আসর বসে।

চারিদিকে উচু দেয়াল ঘেরা অন্দর মহল। তারই ভিতর হরম। থাকে। দ্র সম্পর্কীয়া আশ্রিত আত্মীয়ারা ছোট ছোট ভিন্ন বাড়ীতে থাকে নিজেদের জোত জমা লইয়া, তাহারা এখন হ্রমার কাছে কাছে ঘ্রিয়া বেড়ায়। রাজীব সারাদিন কাজকর্ম লইয়া বাহিরে বৈঠকখানায় অথবা কাছারী বাড়ীতে কাটাইয়া দেয়— তথু থাইবার ও ঘুমাইবার সময় অন্দরে আসে। কোন কোন সময় অভান্ত স্থান পরিদর্শনে যায়।

স্থান। সৰ ভূলির। গেল, কলিকাতার আন্দোদ উচ্ছাদ তাংগ্র মন হইতে একেবারে মৃছিয়া গেল। সে সারাদিন এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়াঃ, প্রণবকে লইয়া খেল। করে, আর মাঝে মাঝে অপ্লোল রচনা করে ৰদিয়া বদিয়া উন্মুক্ত বাতায়ন ভলে।—

নহাসমারোহে অন্নপ্রাপন হইরা সেল। চাক ঢোল বাও বহুনচৌকী, নাচ, গান, বাজনা, পূজা, ক্রিয়াকর্ম দান ধ্যান কিছুই বাজি বহিলনা। এ এক আলাদা ব্যাপার। প্রাম প্রামাত্তর বইতে ক্রিন্দ প্রিত আসিল, মুসংব্য প্রামা আসিল,—কড নিব্যিত আসিল, ক্রম।

এ বিরাট ব্যাপারে নিজেকে যেন হারাইয়া ফেলিল। একমাস ব্যাপী উৎসব চুলিয়া সারাবাড়ী আনন্দ কোলা-হলে মুখরিত হইয়া উঠিল। মাসী পিসীরা নাইবার ধাইবার জন্ম স্থরমাকে অন্থির করিয়া তুলে, একট ডাকিলে সকলে ছুটিয়া আসে! সারাদিন গ্রাম্য মেয়েরা তেল জুবজুবে চলে পেটো পাড়িয়া, বড় বড় সিন্দরের টীপ, এক হাত শ্বা পরিয়া ভাহাকে দেখিতে আলে. একটু মুরুব্বীরা হাতে করিয়া কিছু না কিছু লইয়া আসে তাহাকে নজর দিবার জন্ম, কেহ কেহ বা একটা ছটা করিয়া টাকা দেয়—হুরমা তাহা হাতে তুলিয়া আবার ভাহাদের ফিরাইয়া দেয়। তাহারা কথনো একসঙ্গে গান ধরে, উলু দেয়—স্থরমা মাঝে মাঝে অন্থির হইয়া উঠে! এখানে সে বেন দেবতা তাহার সামাত্ত একটু দৃষ্টি, মুখের কথা পাইলেই তাহারা খুদী হইয়া যায়, জীবন সার্থক মনে করে, তাহার কাছে এ যেন আর এক রাজ্য।

পুথা ও কুনীৰ আসিয়াছে। স্থরমা পুথা আসিবার আগে ভাবিয়াছিল, এখানে আসিয়া পুথার বোধহয় यूवरे थातान नानित्व। कात्रन এथान त्मार्वेत नारे, **डाम नारे, कार्ला नारे, मित्नमा नारे किन्छ प्रधारक** দেখিয়া সে অবাক হট্যা গেল, স্থর্মা আশ্চর্যা হট্যা দেখিল, পৃথার উদামতা, উদাম এখানে আসিয়া ঠিক তেমনই আছে। বিন্দুমাত্র দে বিষয় হইগনা, একবারও দে সহরের জ্বতা হাছতাশ করিলনা, তাহার মনে হইল সে বুঝি কারণ চাহেনা, থালি চায় কাজ, সে ৩৭ काहा (य दकान ब्रक्म रुष्डेक (य दकान निक निया रुष्डेक। পুৰা আদিবার পর বাড়ীতে লোকের ভিড় দিখণ বাড়িয়া গেল। সকলেই বলে "কতদিন পরে এলি মা!" দকলে পৃথার জন্ম ছুধ, তরকারী, মাছ, ঘরের গুড়, मुक्, किका, यात्र या किहू मचन, धकरी ना धकरी किছ हाट नहेशा शृथादक नक्त मिशा प्रथा कतिएड আদে। পৃথা কাহাকেও মানী, কাহাকেও পিনী, কাহা-(क छ विवि विविधा व्यवस्था आया ग्रास्थव म्यापने क्तिश विनेश विनेश काश्य काश्य विवाह

হইয়াছে, কার নাতি কোথায় আছে, কার ছেলে কড বড় হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের সঙ্গে আনন্দে গল্প করে, এবং অসংখ্য লোকের নাম করিয়া কুশল প্রশ্ন করে। পান থাইয়া ঠোঁট লাল করিয়া কোমরে काপ ए क ज़ारेश मगरा मकान भाषा भाषा भाषा प्रतिशा नरे, চিড়া, বাতাসা খাইয়া আদে, তারপরে কোনদিন খোডায় কোনদিন হাতীতে চড়িয়া জহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারাদিন পরে বাড়ী ফেরে। সন্ধ্যার সময় সব মেয়েদের ডাকিয়া গল্ল করে, ভাহাদের খাওয়ার, গান গাওয়।য়. নাচায় সকে সকে নিজেও নাচে। এমনি করিয়া পুথা মাতিয়া উঠিল। দে একদিনও জঙ্গল বলিয়া আপশোষ করিল না। সে সৰ সময়ে বলে "আগে যথন এইখানে থাকতুম আমার খুব ভাল লাগতো, বাবা ঐ খানে সব সময়ে বসতো, মা এইখানে তুপুরবেলা বসতো, বিকালে ঐথানে বসভো। বাইরের ঐ মাঠে সমন্ত হাতীদের বাবা মুখের সামনে খাওয়াতো।"

কখনো হাতীগুলা যথন চড়িয়া ফিরিয়া আদিত পিলধানায় তথন বলিত—"ঐ যে বৌদি কানটা একট্ ছেড়া, ঐ মেঘমালা, ওর পিঠে আমি ছোটবেলা থেকে চড়তুম। আর ঐ যে তিলোন্তমা—কি স্কলর! ওর ষ্কাকটা একট্ বাঁকা ব'লে বাবা একদিন বলেছিল, এটাকে আমি থাওয়াবো না নিয়ে যা সেদিন বেচারী সারান্নি ও কিছু থেলোনা, শেষে বাবা ভনে ডেকে আদর ক'রে আবার থাওয়ালো। ঐ যে বাগ বাহাছর ও বীর বাহাছরের ছেলে—বীর বাহাছর বাবার বড় প্রিয় ছিল। কত শীকারে গেছি বাবার সঙ্গে ওর পিঠে চ'ড়ে। কোনদিন অন্সরের উঠানে অনেক মেয়েদের ভিড় জমাইলা পৃথা খ্ব আদর জমায়। হয়তো কোন এক বুড়ীকে সজোরে টানিয়া তুলে "মাণিকের মা, ওঠো নাচো"—

বুড়ী নাচিতে চায় না, পৃথাও ছাড়ে না। সে বলে
"নাচো না—আগে তো অব্দর নাচতে, মা কত ভালবাসতো দেখতে—নাচো বুড়ী নইলে আমি রাগ করবো
কিছ"—শেবে বুড়ী গান গাছিয়া কত ভদি করিয়া খুলিয়া
খুরিয়া নাচে, গ্রাম্য নাচ খার পৃথা হাতে ভালি দিয়া

হাসিয়া হাসিয়া ল্টাইয়া পড়ে। কোন কোন দিন অনেক রাত পর্যান্ত সে তাহাদের কীর্ত্তনের সহিত সঙ্গোরে খোল বাজায়। কোন কোনদিন দে ছোট জাল লইয়া হাঁটু জলে নামিয়া মহানদে মাছ ধরে। স্বরমা ভাবিয়া পাইয় না পৃথার কিদে আনন্দ,—তাহা লভে পড়া, ফ্লাট করা, ডান্স করায় না এই রকম চাষাদের সঙ্গে মিলিয়! হাতীতে চড়িয়া বহা জীবন যাপন করায়। সে দেখিল সে স্বেত্তে সমান খুসী, আনন্দ যেন তাহার দাস্ত করিলেই ভায়া তাহার আদেশ মানিয়া লইবে অবনত মন্তকে।

স্থনীল একদিন বলিল—"পূথা শরীর থারাপ হবে ৰে।"
পূথা হাসিয়া বলিল—"কিচ্ছু হবে না স্থনীল—তুমি
ভেবোনা কিছু এই রক্তই আমার সমস্ত শিরার এ
বয়ে যাচ্ছে। চল আজ পাহাড়ে যাওয়া যাক্ ঝরণা
দেখতে।"

क्रमील विलन-"(वोपि ?"

পৃথা বলিল—"বৌদি দিনের বেলায়—হাতীতে।
কি জানি দাদা আপত্তি করবে না তো? আমার মতে
তাতে আর কি হয়েছে? মাও তো হাতী চড়তো অবখ
রাত্তে,—তা তুমি নয় পান্ধীতে বেয়ো, সে কিন্তু মজা হবে
না। দেখি দাদা কি বলে"—

রাজীব বলিল—"আমার আপত্তি নেই, সব্থানে খোলা বেড়াচ্ছে—আর এখানে তো নিজের প্রজা—
তবে সঙ্গে বরক্ষাজ আর বন্দুক নিয়ে যেয়ো—বলা বায়
না বাঘ টাম বেরোতে পারে"—

श्था वनिम-"नाना, जूमिस हन।"

রাজীব বলিল—"থেতে পারতুম। কিন্তু একটু কাল আছে—আছে। তোমরা আগে যাও, আমি বরং ঘে।ডায় গিয়ে তোমাদের সলে মিলবো। ছোট একটা ক্যালা পাঠিয়ে দাও আগে।"

পৃথা একটা হাতীতে থালি গদী আঁটিয়া বনিয়াছিল আলামে। স্থনীল ও স্থামা আর এক হাতীতে হাওবার উপর। স্থনীল হাওদায় উঠিতে চার নাই। বিভ পৃথাই তাহাকে লোর করিয়া তুলিয়া দিয়াছে। সে বনিয়াছে — "তোমার গারে ব্যথা হবে স্থনীক, স্থামী হবে।"

স্নীল বলিল—"পূথা আমাকে এতই কোমল ভাষলে 
পূ আর যদি তোমার গায়ে ব্যথা হয় 

পূ

"গ্রামি হাওকা ভালবাদি না ক্নীল, তুমি ওঠো। বলছি, অ'মি এধানে খুব আবোমে যাবো।"

"কিন্তু রোদ লাগবে যে !"

"বয়ে গেছে রোদ—তাছাড়া এই যে ছাতি আছে— মোহনদা ধ'রে যাবে, আমার পেছনে বোস মোহনদা—।"

বনের ভিতর দিয়া ঘাইতেছিল তাহারা। কোথাও লমা লমা বেণা ঘাস ছাতীর পেট পর্যান্ত উঁচু হইয়া উঠি-য়াছে, খদ খদ শব্দ করিয়া পায়ে শুকনা পাতা, বন মাডিয়া চলিয়াছিল—ভাহারা একদল। কোপাও গাছের **जान नीह हटेगा आदाशीलंद माथा हूं टेगा यात्र, काथा** छ অবনত লভা জড়াইয়া ধরিতে চায়, কোপাও ছোট নদী, ধাল ডোবা পার হইয়া যাইতে হয়। কখনো নিস্তক বনানীর গন্ধীর শোভায় তাহারা মন্ধ হইয়া চাহিয়া থাকে---কখনো বা পাখীর সরব কাকলীতে চমকিয়া উঠে। ছাতী ভাড দিয়া জল ছিটাইয়া, ডাল ভাকিয়া লতা ছিডিয়া চলিতেছিল মন্বর গৃতিতে। পুথা সঙ্গের লোকগুলাকে অসংখ্য প্রশ্ন করিতে করিতে পথ চলিতেছিল—"এটা বোন বন ? - ও গাছটাকে কি বলে ? কি আগে তো ক্থনো এ পথে আসিনি। তোমার মেয়ে কেমন আছে র্যুলা ? কোন নদীতে বেশী স্রোত ? আগে তোও নদীতে অনেক কুমীর ছিল—" ইত্যাদি। সে স্থনীলকে ডাকিয়া বলিল—"স্থনীল কুমীর শিকারে যাবে ?" স্থনীল उरमाहिक श्टेया विनन-"शांता। काशांत्र?"

" <sup>6ই</sup> তো ঐ নদীতে আছে—ছোট কুমীর, কিন্তু একেবারে সৰু সক্ষ ছোট নোকোয় উঠতে হবে—কাল যাবো কেমন ?" স্থারমা বলিল—"কেন বলতো ও সব বিপ্জনক কাজে যাওয়া—পূথা যেওনা—"

"না: বৌদি—ঐ হাতীর সঙ্গে বাও না বিও—হাঁা,
আমিই বাবোই কাল, বলেছি তো বিপদের কাজই আমার
করতে তাল লাগে। তোমার ওপু তর বৌদি!" সকলে
আর কিছুদ্র অগ্রানর হইবার পরে পুরা হাতীর মুধ খুরাইতে বলিয়া বলিল—"বৌদি! ইনীল, তোমরা এগিয়ে
বাও, আমি ঐ পাহাড়টা খুরে আদি" পৃথার হাতী অঞ্চ

স্থনীল বলিল—"বৌদি, সেদিন সেই নাচে এক সকে ছিলুম, আবার গাজ একসকে হাতীর পিঠে—আমাদের জীবন কি অন্তত শুধু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ভরা।"

স্থরমা বলিল—"এটাই আমার মনে হয় স্থনীশ এই ঘাত প্রতিঘাতগুলোই জীবনের একটা মন্ত বড় স্থাকর্থন, স্থামার বেশ লাগে।"

"আচ্ছ, বাইরের দাত প্রতিদাত ভাল লাগে কিন্তু মনের স্থধ হুংথের পরিবর্ত্তনটা কেমন লাগে •ু"

"তাও বেশ ভাল লাগে। স্থ ছঃখটা সমান ভাবে ভোগ করবো এটাই চাই। ক্রমাগত স্থটা যেন স্থামাকে স্থাস্থিতে ভ'রে দেয়, ছঃখটাকেও আমি চাই ঠিক স্থাটার মতই ভোগ করতে!"

"(কন ়ু"

"কারণ হঃধটার ভিতবেই আমি হৃণটাকে ভা**ল ক'রে** উপভোগ করে নি।"

"হু:খট। যখন আসবেই তথন তাকে যাতে স্থণের ক'রে নেওয়া যায়, ফুমি তারই উপায় ক'রে নাও নয় কি ?"

"অনেকটা তাই বটে—তোমরা বোধ হয় একেবারে অনাবিল স্থেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও—না ?"

"না তা আমি চাই না, আমিও চাই ঘাত প্রতি**ঘাত—**উত্থান পতন চাই এবং তা সমান ভাবেই এবং চাই তা
চরম ভাবে, চরম স্থভাগে করে চাই চরম ছঃখটাকেও ঠিক
সেই ভাবে, বেশ লাগে—একটা পরিবর্ত্তন মনে হয়।"

"ঠিক এই কথাই আমি অনেক দিন ভেবে দেখেছি স্থনীল—তৃমিও বিষাদকে উজ্জ্ল করতে গিয়েই আনন্দের হাতে নিজেকে ধরা দাও। তৃমি পারবে থেমন উলাসকে উপভোগ করতে তেমনি যন্ত্রণাকে হাসি মৃথে বরণ করতে!"

"কিছ পৃথা একেবারে ভিন্ন। সে ছংখ চার না, বিষাদ ভ'র কাছ বেসে বেতে পারে না, ক্লেশ তাকে কথনো স্পর্শন্ত করতে পারে না, দেই জন্ত মাঝে মাঝে আমার ছন্ন হর যদি কোনদিন অবশুভাণী কোন ছংখ ওকে পেতেই হর সেদিন ও ঠিক এক গুচ্চ বৃঁই ফুলের মত তৎক্ষণাং শুকিরে অ'রে পড়বে। সেই জন্ত আমি যথাসাধ্য এতেইকু ছংখের ছারাও কথনো তাকে স্পর্শ করতে দিই না।"

"পৃথা হুংখটাকে সইতে পারে না তা আমি জানি, সে যে অবস্থার পরিবর্ত্তন ভালবাসে দেও অংখর ভিতর দিয়ে তাও বুঝি, কিন্তু সংশার হুংখ ছাড়া নয় স্থনীল, পৃথাকে অত উদ্ধামতার ভিতর দিয়ে আর চলতে দিওনা—" স্থরমা একটু থামিয়া আবার বলিল—"তবে এও ঠিক হুংখটা যদি আসেও তবে তার তাকে অবজ্ঞা ক'রে চলবার ক্ষমতাও আছে, কারণ পৃথা হুর্বল নয়।"

"গব সময়ে সংগ্রাম ক'রে পারা যায় না—নিজের বাহির ও ভিতরের সঙ্গে, একটা না একটা কিছু ভেজে পড়বেই কালে হয় বাহির নয় ভিতর, আমার পৃথার জন্ম জড় ভর হয়।" একটু চুপ করিয়া হ্রমা বলিল—"তোমার জীবনে হুখ ছঃথের ঘাত প্রতিঘাত খুব এসেছে কিছুনীল ?"

"কি জানি বলতে পারছি না"—

"তা তুমি বলতে পারবে না কারণ তোমার নিজের মনের ধবর বোধহয় তোমার জানা নেই !"

স্থনীল মৃত্ হাসিয়া বলিল—"কানা নেই ? বল কি ? থীবনে স্থটা ভোগ করেছি থুব আর ত্থেটাও ঠিক সমান ভাবে ভোগ করেছি"—

"কি করে ?"

"পূথার জন্স।"

স্থ্যমা একটু শক্তি হইয়া বলিল—"কেন ?"

"পৃথাকে আমি ভালোবাসি বৌদি, কিন্তু তার চেয়েও ভালোবাসি পৃথার আমার উপর আত্ম নির্ভর বিখাসের ভাবটাকে যার কাছে আমি নেহাৎ অনিচ্ছায় বন্দী হয়ে আছি।"

"বন্দী আছ ?"

"বন্দী বই কি—কারণ আমি পৃথার বিশাদের অমর্য্যাদা কথনো করতে পারিনি। অনেকবার আমার জীবনে অনেক প্রলোভন এদেছে, আমি চেষ্টাও করেছি কিছ পারিনি। আমি সাধু নই—কিছ আনো কি যথনই মনে হয় যে সে জানলেও আমাকে কোন প্রশ্ন করবে না, বিছু জিঞ্জাসা করবে না, তার এডটুকু বাবহার দিয়েও সে আমাকে ভিরন্ধার করবে না, তথনি

আমি ফিরে এসেছি, পারিনি, এক একজনকে ভালবেনেও আমি তাকে ভালবাসা জানাতে পারিনি কারণ পূথা সব জেনেও চুপ ক'রে থাকবে ব'লে। একে ঠিক বিখাসও বলতে পারি না, সে যে আমাকে বিখাস করে তাও নয়, কিন্তু এ যেন জেনে তনেও হাসিমূথে একটা সংয় যাওয়ার ভাব যা আমাকে সর্বাদা আমার জীবনের সম্ভার ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যায়।"

"আনন্দ হয়-কিন্তু সেটা সেই ছাথের ভিতর দিয়েই। এই যে একটা যন্ত্রণা, নিজেকে মুক্ত ক'রে নেবার প্রবন চেষ্টা, অথচ ভারপরেই একটা অসাকল্য, একটা হতাশা আমাকে পুড়িয়ে মেরেছে রাতদিন। আমার মনে হয পুথা আমাকে তিরস্কার করুক, সন্দেহ করুক, অবিখান কক্ষক এইটুকুই আমি চাই। তার সেই যে চির আলৈ উল্লাসের লাসি যা আমাকে সে দিয়ে যাবে অবাধে প্রস্রবনের উচ্ছাসে আমার অভায়ে ভায়ে, দোষে গুণ, নীচত্তে মহত্তে ঐটাই আমার স্বচেয়ে কঠিন পাধরের প্রাচীর, আমার জীবনের মহা সমস্তার একমাত্র মীমাংগা, ক্রটাই আমার জীবনের আনন্দ অথবা নিরানন্দের একমাত্র বাধা-নইলে আজ তোমাকে ভালবেদেও, এত কাছে বদেও আমি যেন সমুদ্রের ব্যবধান দেখতে পাচ্ছি ভোষার আমার মাঝখানে। পৃথা তোমাকে আমাকে একনংৰ বসিয়া নিজে গাড়ী চালায়, একদলে সঙ্গী ক'রে দের নাচে, এক হাওদায় বসিয়ে নির্জন জনলের পথে চ'লে বেডে বলে। আমি বড় ভুগছি, বৌদি! কিছ এর ভিতরও একটা আনন্দও পাই নিজেকে জয় করতে পারি বলেই-

স্থান। বলিল—"আর আমার ঠিক মনে এর হনীন পুথাও"—

পৃথার গলা শোনা গেল দ্র হইতে এবা পাছে সাহ হাতী আনিয়া দে বলিল, "চমৎকার পাছাড়" মনিয়া পূথা কতগুলি বন্ধুছল ছুঁড়িয়া মারিল ক্রীলেয় ত অনুমার গায়ে।



### জাতীয় জীবন ও সাহিত্য

একটা কথা চলিয়া আদিতেছে—দাহিত্য জাতীয় দ্বীবনের বাদ্মর অভিবাক্তি—জাতীয় জীবনই সমসাম্যাক দাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এই তথ্যটিকে প্রতিপর করিবার জন্ম সমালোচকগণ জাতীয় জীবনের মহিত স্মসাম্য্<mark>রিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি মিলাই</mark>বার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কতক কতক মিলিয়া যায় সত্য - কিন্তু যাহা মিলে না, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার। নীরব ধাকেন। কোন কবিই জাঁহার সম্পাম্য্রিক জাতীয় জীবনের প্রভাব **একেবারে এডাইতে** পারেন না— ৰাজেই দকল কাব্যেই সমালোচকগণ জাতীয় জীবনের প্রতিদানি কতক কতক পাইয়া থাকেন। কিন্তু কবির ক্রিকে অবলম্বন করিয়া বর্ণে বর্ণে তাহার সহযোগিতা যদি জাতীয় জীবনে খুঁ জিয়া দেখিতে যান, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন-কাব্যের কভটা কবির সম্পূর্ণ কল্পনা-ফ্ট ও চিন্তাপ্রস্থত, —জাতীয় জীবন হইতে আদৌ আছত নয়।

যাহাই হোক, কোন কোন কবির কাব্য বে জাতীয় দীবনের আংশিক অভিব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিছ এমন কবিও-ভ সকল দেশেই জন্মগ্রহণ করেন— <sup>বাহারা</sup> জাতীয় জীবনকেই যথায়থ চিত্রিত করেন না। তাঁহাদের কাব্যে ফুটে, সর্বাদেশের সর্বযুগের মানবের नार्सक्नीन कौरनवागी,—कांहाता ह्यक कांत्रत क्यना-<sup>এক্</sup>ত একটা **আর্ন্স ক্রাডী**য় **জীবনের চিত্রাভা**স নে তাহারের কাকো। হয়ত **তাহার। লাতীর লী**বনকে गिविया प्रक्रियात सन्त अक्टी आपर्न स्मन छैं।शासत

রচনায়। হয়ত জাতীয় জীবনকে নবীন পথে পরিচালিত ও নিয়ম্বিত করিতেই তাঁহারা অবতীর্ণ। হয়ত তাঁহাদের কাব্যে একটা অপূর্ব্ব Message বা বাণী থাকে। হয়ত তাঁহারা ভোরের পাধী, ভোর না হইতেই ভোরের ধবর বটাইয়া দেন অর্থাৎ যে জীবন জাতীয় দেহে এখনও দঞারিত হয় নাই—আদয়মাত্র, দেই জীবনেরই পরিচয় দান করেন।

এমন কবির আকম্মিক আবির্ভাব-ত হইতে পারে,— অপরিসর সংকীর্ণ জাতীয় জীবনটুকু যাঁহার বিরাট শক্তির পক্ষে যৎসামান্ত,পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণের সঙ্গে বাঁহার একেবারেই যোগসূত্র নাই এবং বাঁহার নিজম্ব জীবন জাতীয় জীবন হইতে অনেক উদ্ধে ব। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কবি তাঁহার নিজের মানদ-জীবনকেই তাঁহার সাহিত্যে ফুটাইয়া ষাইতে পারেন। কাব হয়ত এমন একটা স্বপ্নলোক বা ক্ললোকের সৃষ্টি করিলেন, যাহার উপাদান উপ-করণ আহরণ করিলেন আপনার বিরাট কল্পনা অথবা অতীত যুগের শ্বতিলোক হইতে, অথবা চিরঙ্গীবন তিনি একটা Milleniumএরই স্থপ্ন দেখিয়া গেলেন অথবা শ্বতীক্রিয় ভাবণোকেই বিচরণ করিয়া গেলেন। মোটের উপর, সাহিত্য যে সমসাময়িক জাতীয় জীবনের অভি-ব্যক্তি হইবেই, এমন কোন কথা নাই।

ভবে একোত্রে একটা বিপদ এই হইতে পারে, এই সকল কবির কাব্য আপন দেশে এবং আপন মুগে व्यातृष्ठ ना इंडेट७७ शास्त्र । खोयकगार व्यागन .स्टब्स আদত্ত পান নাই এমন কবি-ত সকল দেশেই অন্মগ্ৰহণ করেন ৷ জাতীয় মনে কে সাহিত্যের 'বাসনা' নাই অৰ্থাৎ সে সাহিত্যের ভার অন্তভৃতি ইভাদি উপ্রকরণ

উপাদানের বোধ বা অভিজ্ঞতা নাই, সে সাহিত্য যে আদৃত হইবে না তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জ্ঞুই ত বছ কবি 'নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথীর' উপর নির্ভ্র কবিয়া কাব্য লিখিয়া যান।

যে বাসনা জাতীয় মনে পূর্ক হইতে বর্ত্তমান নাই

-বছ কবি জাতীয় মনে সেই 'বাসনা' সৃষ্টি করিয়া

যান—পরবর্ত্তী যুগ সে বাসনার অধিকারী হয় এবং

তাঁহাদের কাব্যকে উপভোগ করিতে পারে। ঐ শ্রেণীর

কবি যদি দীর্ঘজীবী হ'ন, তবে তাঁহার যৌবন ও প্রোঢ়

কাল অভিনব বাসনা প্রবুদ্ধ করিতেই কাটিয়া যায় বটে,

কিন্তু বৃদ্ধবয়সে দেশের লোকের সমাদর লাভ করিতে
পারেন।

বিশ্বৎসমাজের মনে সহুছেই অভিনব 'বাসনা' প্রবুদ্ধ করা যায় এবং দেশের বিদ্বংসমাজের মানস-জীবনের সহিত কবির মানস-জীবনের অনেকটা মিল থাকিবার কথা। কবি সমগ্র জাতির প্রতিনিধি বা মুখ-পাত্র না-ও হইতে পারেন, কিন্তু জাতির রসিকসমাজ বা বিশ্বংসমাজের বাণীদৃত তাঁহাকে বলা ঘাইতে পারে। সমগ্র জাতীয় জীবনের প্রতিবিশ্ব তাঁহার কাব্যে না মিলিতে পারে,—বিশ্বংসমাজের মানস-জীবনের পরিচয় অবশ্রই পাওয়া যায়। সে জন্ম মনে হয়, সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি না বলিয়া দেশের বিশ্বংসমাজের ভাবজীবনের অভিব্যক্তি ববিলে কতকটা সত্যের কাছাকাছি যায়।

## সাহিত্যে বেদনা ও স্থায়নিষ্ঠা

ভগবান নারীজাতিকে বড় হর্মল করিয়া স্থাই করিয়াছেন। তাহার মনের বল থাকিতে পারে—কিন্তু
ভাহার দৈহিক সামর্থ্য এত সামায়্য যে, সে বেশীক্ষণ অদৃষ্টের
সলৈ যুঝিতে পারে না। সেজ্য তাহার ছংখ যাতনা—
ভাহার অসহায়তা, তাহার উপর দৈব ও পুরুষ জাতির
অত্যাচার, আমাদিগকে সহজেই ব্যথিত করে। বৃদ্ধ, বালক,
অশক্ত ও দীন হীন ব্যক্তিগণ সহজেও এই ক্ষথা। ইহাদের
বেদনা আমাদিগকে ব্যথিত করে বলিয়াই সাহিত্যে ইহাদের বেদনাকে অনেক সময় উপজীব্য ও আলম্বন করিয়া

তোলা হয়। ইহাদের বেদনার পরিমাণ যদি অভিদিদ্দ না হয় এবং তাহার প্রতিকারের বা প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা বা ইন্দিত যদি ঐ সাহিত্যের মধ্যেই থাকে— তবে ঐ বেদনা রসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, রসানদ্দই দান করে, অশ্রুঘন সহায়ভূতিতে আমাদের চিত্তকে বিবশ ও মুক্সান করিয়া তোলে না।

সবল পুরুষ মহাষ্টমীর ছাগের মত ভাগ্যের উৎপীড়ন
সহু করে না। সে ভাগ্যের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করে।
হয় জয়ী হয়,—না হয় হতচেতন হইয়া পড়ে। তাহার
বেদনাও আমাদের অস্তর স্পর্শ করে — কিন্তু সে যে ভাগ্যের
সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছে, এই সান্ধ্রা ঐ বেদনাকে কেবলমাত্র অঞ্জলে পরিণত করে না—সহছেই
ভাহাকে রুদ্রে উত্তীর্ণ হইতে সাহায়্য করে। জগতের
বড় বড় মহাকাব্য ও নাটক সবল পুরুষের সংগ্রাম-বেদনাকে অবলম্বন করিয়াই রসস্প্তি করিতে পারিয়াছে।

এই সবল পুরুষ যথন অতি বড় ছ্র্দান্ত, অত্যাচারী ও কল্যাণের মহাশক্রনপে ভীষণভাবে চিত্রিত হয়—তথন ভাগ্যের সহিত তাহার সংগ্রাম আমাদের ক্রোধেরই উল্লেক করে এবং তাহার দারণ প্রায়শ্চিত্তের ক্লেশ আমাদিগকে আনন্দই দেয়। এই আনন্দ রসানন্দ নয়,—ইহা নৈতিক আনন্দ। অবশ্য কবির রচনাগুণে এই আনন্দও রসে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের নৈতিক বৃদ্ধি ও শ্যায়নিষ্ঠার ভৃষ্ণানিবৃত্তির আনন্দটা এক্ষেত্রে এতই প্রবন্ধ যে, উহা সহক্ষে রসানন্দে রূপান্তরিত হইতে চাহে না। ডব্ এক্ষেত্রে রসাধান্দের পথ ঐ নৈতিক আনন্দই।

এ সংসারে সকল পাষণ্ডেরই দও হয় না—সকল পাণিটেরই প্রায়শ্চিত ইহলোকে দৃষ্ট হয় না—বাহারা বাত্তবাদী সাহিত্যিক তাঁহারা তাই পাষণ্ডের প্রায়শ্চিত বিধান করিতেই হইবে একথা মানেন না। তাই তাঁহারা তাঁহাদের চিত্রিত পাষণ্ড-চরিত্রের উপর মনেক সময় অবশ্র-দেয় দণ্ডের বিধান করেন মা—তাঁহারা তথু দেখেন স্বভাবাহ্যবর্তী হইল কিনা। প্রশেষ পাঠকের মনের রোষভাব রসভাবে পরিশৃত হইতেও পার্যা কিছ মধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ পাষণ্ডের প্রায়শ্চিত স্থান্তির বা গার্মান্তব্র বিধান করেন না বিধান

কুণা যেখানে অতৃপ্ত পাকিয়া গেল—দেখানে তাহার বিরক্তি ও চিত্তের অপ্রসন্ধতা রসোঘোধনে বাধা দিবেই। কবির স্টিবেশ স্বভাবাত্মগত হইয়াছে বলিয়া বে কবির ক্তিছ তাহা পাঠকের বৃদ্ধির্ত্তির কাছে প্রশংসা আদায় করে— কিন্তু রস্তৃপ্ত মনের কোন ধ্যুবাদ লাভ করে না।

শ্রেষ্ঠ শিল্পী যথন রসস্থান্তির জন্ম পাষওচরিত্র জন্ধন করেন, তথন তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতিও দেন না—
একেবারে অমান্ত্রষ দানবও করেন না, স্বাভাবিক মান্ত্র্যই রাখেন। তাহা না হইলে মান্ত্র্যের অস্তরে কোন সহান্ত্র্যুত্তির সৃষ্টি করিতে পারে না। অর্থাৎ কবি ঐ পাষও-চরিত্রের মধ্যে কতক গুলি মানবিক গুণের সমাবেশ করেন,নিম্নন্তরের হইলেও তাহার জীবনেও একটা আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার জীবনটাকে তুলভান্তি, ত্রনৃষ্ট ও অন্ত্রাপের মধ্য দিয়া আগাইয়া লইয়া ঘান।

তাহার যথন প্রায়শ্চিত হয়, তথন আমাদের নৈতিক আনশের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্ত আমাদের মনে একটা তৃত্তি ও প্রদল্লতা আদে—দেই সঙ্গে পাষণ্ড হইলেও একটা বিরাট পুরুবের পতনের জন্ত, তাহার বিপথে চালিত মহুষ্যত্তের জন্ত, একটা সংঘত ধর্মদের বেদনাও জন্মে। এই তৃতি ও বেদনাই পরিপূর্ণ রসানন্দের কৃত্তি করে। আমি রামায়ণের বাবশ-চরিত্রের কথা শ্বরণ করিতে বলি।

### কাব্যের মি

মিল বাংলা কবিতার একটি অপূর্ব অলঙার—তর্

অলহার নর, দাতাকর্ণের কবচকুগুলের মত ইহা বাংলা

কবিতার অক্ষের অলীভূত ও জীবনের সলীভূত। শ্রুতিরঞ্জনী শ্রীমাধুরীর জন্ত মিলের যুগ্মকে বলকাব্য-সরস্বতীর

কতিযুগলে কুগুল-মুগল বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃতে মাত্রাসমক-শ্রেণীর পাদাকুলক, পক্ষাটিক।
ইন্ডাদি ছন্দ ও গীত্যার্থ্যা ও গাধা-শ্রেণীর করেকটি ছন্দ ইন্ডা অন্তান্ত ছন্দে মিল নাই। কিন্তু সংস্কৃতে প্রস্থনীর্থ
উক্তারণ-বৈষ্মার জন্ত এবং তালমান ও যতি অন্ত্যারী
বিধিবদ্ধ স্বরসন্নিবেশের জন্ত এখন একটি ছন্দাংস্পন্দের
ইন্তি হন্ত এবং এখন একটি তরজানিত লীলা পদের মধ্য
ইন্তা নাচিনা চলে, যাহার জন্ত মিলের স্কাবে সাধুর্বের অভাব হয় না। পংক্তিশেষে কেবল অক্ষর-সাখাই
নাই—কিন্তু প্রত্যেক চরণের প্রত্যেক অক্ষরের স্বর-মাত্রার
সহিত অভাত চরণগুলির তৎতৎস্থানীয় অক্ষরের স্বরমাত্রার অক্ষ্প মিল ও সাম্য থাকে। ইহা ছাড়া অফুপ্রাস
যমকাদি শব্দালয়ারের প্রাচুর্যাও থাকে। স্বরমাত্রার সামঞ্জ্র,
স্পলিবেশ ও শৃঞ্জলিত বিভাগের ফলে সংস্কৃত ছন্দে যে
বরস্পন্দ ও মধুশুন্দ ঘটিয়া থাকে—অফুপ্রাস বাছলা সম্বেও
বাংলা ছন্দে তাহা সন্তব হয় না। মিল বাংলা ছন্দে সেই
অভাব কতকটা দ্র করিয়াছে। ছাই বাংলা ভাষার
সম্পূর্ণ নিজন্ম ছন্দগুলির জন্ম মিল অপ্রিহার্যা।

মিলই বাংলা কবিতায় তাল, মান, লয়, যতি, বিরজি, সবই নিয়মিত করে,—পভাকে গভাত্মকতা হইতে রক্ষা করে,—কবির লেখনীকে বিরাম দেয় ও সংষত করে, আাবৃত্তিকালে পাঠকের কঠস্বরকে উঠা-নামার সাহাষ্য করে,—স্বেহাক্ত করিয়া তাহার বাগ্যস্ত্রকে অবাধে চলিবার বেগদান করে। মিল রচনার গতিক্লিইতা হরণ করে,—স্বরকে বারবার নবীভূত করিয়া দেয়—ধ্বনিক্লাস্ত করের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া নব নব উত্তেজনা দেয়, দীর্ঘ ছন্দের পথে 'মিল' গুলি যেন মিলনের পাছনিবাদ।

গতি নিমন্ত্রিত করিয়া মিল ছন্দকে নব নব রূপ ও গোষ্ঠব দান করে। তাই বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে মিলের উপরই নির্ভর করে। মিলের সংখানই অনেক সময় এক ছন্দ হইতে অল্ল ছন্দকে খাতদ্র্যা দান করে। মিলই একপদকে একাধিক পদে তালিয়া সাজায়— বহু পদ ও পদাংশে গুছু বাঁধে ও শ্লোকের শুবক রচনা করে—গ্রুবপদকে বার বার ফিরাইয়া আনিয়া দেম, পদ-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আন্তরিক ঐক্য বন্ধন রক্ষা করে এবং সমগ্র রচনার মাধুর্য্য, লালিত্য, সৌষ্ঠব ও শৃত্যলা রক্ষা করে। মিল সংব্যের বন্ধা ধরিয়া পদাজে বিরাজ করে এবং কোন পংক্তিকেই উচ্চুত্র্যল হইতে দেয় না। হুইটি মাত্র অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া বিল পদমুগ্যের বাকি সমন্ত বর্ণগুলিকেই শাসন করে।

'একদা এক বাবের গলায় হাড় ফ্টিরাছিল,'— এই দীরস গভ-পংক্তিও নানা হুরে গাওয়া বাইতে পারে। কিছ গারককে এরগ পভ-পংক্তিটি হুরে মধ্রাহিত

করিতে রীতিমত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। অর্থ-মর্যাদা ও ব্রু-সেকর্যা বক্ষা করিয়া গছ বা গদিত বাকাকে গাওয়া যায় না। তাই সঙ্গীতের জয় চন্দিত ও পদবদ্ধ বাণীর এত প্রয়োজন। এই ছন্দিত বাণী যদি মিলের দারা ঝকত হয়, তাহা হইলে উহা সদীতের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠে—গায়ককে গাহিতেও কেশ প্রাইতে হয় না। মিল তাহার রাগ-রাগিণীর তরজলীলা ও স্বরুবৈচিত্র্যস্থির সহায়তা করে—ন্তি, বিরতির ও সমের সংস্থান নির্দেশ করিয়া স্তরের যাত্রাবিথকে স্থগন করিয়া দেয়। সন্ধীতের অর্থ ও রসবোধ করিতে শ্রোতার কোন অস্তবিধা হয় না। যাহ। গীতিও বটে, কাব্যও ৰটে অৰ্থাৎ গীতিকাবা-তাহাতে মিলই প্ৰধান ঐশ্বৰ্য। জয়দেব এই মিলের মর্যাদা ব্রিয়াছিলেন—ভাই সংস্কৃত ছন্দের নানা মাধ্য্য থাকা সত্ত্তে তিনি মিলকে যথেষ্ট প্রাধান্ত দিয়াছেন। প্রাক্তত পিদ্বল-সূত্তের অধিকাংশ ছন্দেই মিলের চমৎকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে।

বাংলা কবিতায় মিলের সৃষ্টি যেমন শুতিবিনাদন করে—অন্ত কোনপ্রকার বর্ণবিস্থাস বা শব্দচাতুর্য্য তেমনটি করিতে পারে না। শুতিবিনাদন করে বলিয়াই উহা শ্বতিবিনাদন-ও করে। তাই মিত্রাক্ষরাস্ত পংক্তি সহক্ষেই শ্বতিগত হইয়া যায়, এবং ধৃতিক্ষেত্রে স্থামী আসন লাভ করে। ছলোগতি, একটি শব্দের পর অন্ত শব্দতিকে মনে পড়ায়,—মিল একটি পংক্তির পর তাহার মিত্র-পংক্তিকে মনে পড়ায়। সম তৎসমকে মনে পড়ায়—মনতত্বের Law of Association by Similarity and Contiguity এক্ষেত্রে কান্ধ করে।

মিলের আকর্ষণী শক্তি উদাসীন পাঠককেও কবিভার সঙ্গে সংক্ষ আগাইয়া লইয়া যায়। মিল কবিভার
ছন্দে তরক্ষের স্কৃষ্টি করে—যাহাতে পাঠকের কান
ও প্রাণ ছলিতে বাধ্য হয়। ইহা এমন একটি নৃত্যছিলোলের স্কৃষ্টি করে যে নৃত্যের আবেশ পাঠকের কানে
ও প্রাণে লাগিয়া যায়,—কানের সক্ষে প্রাণও নাচিতে
দাচিতে, কবিভার দোলঘাত্রায় যোগ দেয়। একবার
নাচন পাইলে সে নাচন হইতে আর সহত্রে বাঁচিবার
ক্ষো নাই। প্রত্যের একটি নির্দিষ্ট বের আহে—ভাহার

একটা পরিমিত তৃষ্ণা আছে। সে তৃষ্ণা মিটবার আচে

যদি নাচন থামিতে বাধ্য হয়, তবে নর্ত্তক বদিয়া বিদ্যা

নাচে—শুইয়া শুইয়াও থানিকক্ষণ নাচিয়া লয়
'মিলও' কবিতায় যে নাচনের স্পষ্ট করে, তাহার বে
ও তৃঞ্চার টানে পাঠকের কান ও প্রাণ নাচিতে নাচি

চলে—ক্লাস্তি জন্মিবার আগেই যদি কবিতা থামি

যায়,—তবু সে নাচন থামে না—আরো খানিকক্ষণ অনিছ

তেও reflexively নাচিতে থাকে। কাজেই ছন্দ ও মিলে
রেশের সঙ্গে আবোল তাবোল অর্থহীন কথায়, মনে-মা

মিল দিয়াও নাচন চলিতে থাকে।

তুইটি পদকে মিল একবৃত্তে তুইটি পুলেব ম ফুটাইয়া তুলে, ছন্দ ভাহাকে বৰ্ণদৌষ্ঠব দেয়, রুসালয়া মধু ও সৌরভ যোগায়।—মিল ছইটি পদকে এফ অটুট বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে যে পাঠকের মনে উহার চির অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করে. একটী প্রের হুর্যা দিকের মত অবিভাকা ভাবেই রহিয়া যায়। একটি পংক্তিবে না ভাবিয়া অন্ত পংক্রিটিকে ভাবাও যায় না। ছথা পংক্তি যুগল-বাহুর মত আমাদের চিত্তকে বেষ্টন করিয় ধরে—সে বাহুবন্ধন সহজে ছাড়ানো ষায় না। এই প্রীডি বন্ধনের জন্ম মিলাম্ভ পদগুলি এত লোককান্ত। সর্ম প্রকার লোকসাহিত্য এই মিলাস্ত ছন্দেই রচিত হইয়া আসিতেছে। সকলদেশের জনসাধারণ তাই মিলের ভক্ত। তাই দেশের অধিকাংশ প্রবাদপ্রবচন, 'বচন' অফুশাসন, মিলান্ত ছলে লোকমুখে মুখে রচিত হইগ জনপরম্পরায় এত সহজেও অবিকৃতক্রণে চলিয়া আদি তেছে। আপনার অক্ষ তুর্বল বচনে যথন আর কুলায় না-সাপনার যুক্তিতকে যথন চূড়ার মীমানা र्य ना-रथन जालनात्र नौत्रम बाका आंव शालपात विश्वान করিয়াও তৃথ্যি হয় না, তথন কোন স্বজাতনামগোর লোককান্ত কবির সমিল বচন প্রয়োগ করিয়া বছা আপন বক্তব্য শেষ করে।

মিল বন্ধনের এমনি প্রতাপ বে লবিল বচনপ্রকা শুলিই জনসাধারণের কেদকোরাণ, নীতিশাল ও নীতিশাল হইয়া উঠিয়াছে ৷ সমিল বচলে আবনি প্রকাশ করি বিক্তিত সাহে বে জনসাধারণের কিন্তু করি শ্রদ্ধা ও বিশাস উৎপাদন করে। জনসাধারণের বছদিনের অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাগুলি যুগ হইতে যুগান্তরে মিলের ক্রেই গ্রন্থিত আছে। মিল যে অপূর্বা লোকসাহিত্য রচনা করিয়া রাখিয়াছে—সেই সাহিত্য, সেই অফুশাদন মালা—সেই ত্রন্তান্ত্রনার অবলম্বন, চরিত্রগঠনের সহায়, জীবনের ধাত্রাপথের পাথেয়।

গ্রন্থগত বিভার সহিত অনেক ক্ষেত্রে জীবনের বিশেষ বোন যোগ নাই। উহা বৃদ্ধিকে মার্জিত করিতে পারে, ফ্রিকেরপ্রয়োগে সাহায্য করিতে পারে, ভাষার পারিপাট্য দান করিতে পারে, অন্নর্জনেরও সাহায্য করিতে পারে—কিন্তু জীবনের দৈনন্দিন লোক-যাত্রার সহিত তাহার বিশেষ প্রাণের সম্পর্ক নাই—প্রতিদিনকার ছোট খাট খুঁটানাটা ঘটনার সহিত তাহার যোগ নাই—গার্হস্ত ও সামাজিক জীবনের নিত্যক্ষত্যগুলিকে গ্রন্থের বিভা নিয়মিত বা পরিচালিত করে না।

তাহা ছাড়া, গ্রন্থের বিভা এত সহজে পুরুষপ্রপ্রায়,—অতীত হইতে বর্ত্তমানে—বর্ত্তমান ইইতে
ভবিষ্যতে বিভত হয় না, লোকপরম্পরায় মুথে মুথে
এত সহজে অনায়াসে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয়
না এবং কোন দিনই সর্বজনাধিগম্য হয় না। কৌত্হল
ও কৌতৃকের হুটী পাখার উপর ভর করিয়া পাখীর
কাকের মত, জনারণ্যের সমিল বচনগুলি গ্রাম হইতে
গ্রামান্তরে উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যায়, বিনাক্রেশে—বিনা
অবধানেই ধরা পড়ে,—পোষা পাখীর মতই যেন হাতে
হাতে উড়িয়া বসে।

সমিল প্রবাদ-প্রবচনগুলি যে বিদ্যা বহন করে তাহার আদানপ্রদানেও বেশ একটা সাধারণতন্ত্রতা (Democracy) আছে, মঠ-চতুশাঠীর চতুন্ধোণের মধ্যেই নিবন্ধ নয়—এ বিদ্যার সকলেই ছাত্র, সকলেই শিক্ষক। বাড়ীর নিরক্ষর ঠাকুরমার কাছ হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়ার মেছুনী পর্যন্ত ইহার শিক্ষকতা করে।

এই সংক্ষিপ্ত সমিল সান্ধ্প্রাস বচনগুলি কর্মীদের কর্মপ্রাবনের অভিজ্ঞতার ফল—কর্মাদেত্রেরই আবিভার— কর্মপ্রতির গৃহাস্তা। কর্মশীবন বেদলিক্ত,—বিস্ত ভাহার উভিজ্ঞতার কল ফিলের অংশ-রুসলিক। একলি বনার বচন, ভাকের বচন ইত্যাদি নানান্ধপ ধারণ করিয়া ক্টারে ক্টারে ক্সাঁদের প্রমণাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—পদ্দীসংসার ও পদ্ধীক্ষেত্রের সকল জীবন-ধারাকেই নিয়মিত করিতেছে। মিলই এই বচনগুলিকে সাধারণ অমার্ক্জিত ও প্রাকৃত বাক্যাবলী হইতে স্বাতন্ত্রাদান করিয়া অনাবশুক শক্ষপ্তর্গকে বর্জন করিয়া স্ক্রাকারে রহস্থাময় মন্ত্রস্ক্রকরিয়া তুলিয়াছে। সেগুলির রচনা শিষ্ট বা স্বচ্চ নয়, ক্ষচি তেমন মার্ক্জিত বা সমূরত নয়—একমাত্র মিলই তাহা-দিগদে গৌরব ও বৈশিষ্ট্যদানে শ্রম্ভাই করিয়া রাবিয়াছে।

কর্মকুঠকে কর্মীর। ঐ বচন সাহাথে।ই নিন্দা করে, হঠকারীকে সতর্ক করে, নবত্রতীকে উৎসাহিত করে—ফলাফলের ভবিষ্যন্ধাণী ঘোষণা করে,—সাফল্যলাভ করিলে ঐ বচনেরই জয়মালা কঠে পরাইয়া দেয়। আবার আছাবিশাস হারাইলে ঐ বচনমধুতেই আখাস দেয়। কেই উপদেশ বা পরামর্শ চাহিতে গেলে বিজ্ঞজন একটি সমিল প্রবচন উচ্চারণ করিয়াই নীরব হইতে পারেন; উপদেশ প্রার্থী দিতীয় প্রশ্ন না করিয়াই প্রসম্মচিত্তে চলিয়া যায়। সে বুবে, ঐ সংক্ষিত্র বচনের অস্তরে কত বড় সত্য নিহিত আছে।

পদ্ধীবাসিগণের ভাষাসম্পদ প্রচুর নম্ন—মিল দেওয়ার কৌশলও তাহার। জ্ঞাতদারে আয়ত করে নাই—অথচ মিল না দিলে তাহাদের ভৃপ্তি হয় না—নিজের বচনকে অমর করিতে পারে না। তাহাদের অমার্জিত ও অসমাক্ মিলে (Uncouth Rhyme) মিলের আগ্রহটুকু এমনি উত্থুপ হইয়া আছে যে, যাহারা উচ্চারণ করে তাহারা মিলের ক্রটা সারিয়া লয়। শ্রদ্ধা ও আগ্রহ চিরকালই এমনি সকল দোষ ক্রটা উপেকা করিয়াই চলে।

"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু থাগড়ার প্রাণ বায়—"
এখানে 'যায়' ও 'হয়'—এ ঠিক মিল হইল না।
অনায়াদে—'রাজায় রাজায় য়ুদ্ধে হায়, উলু-থাগড়ার
প্রাণ য়য়য়," এইরপ মিল কেই চ্রালাইতে পারিত—
কিন্তু তাহা কেই করে নাই বা করিতে সাহশ করে
নাই। নিল্ব-চন্দনলিপ্ত ভয়পানি লাকবিগ্রহের ভার
এ প্রকার অপিট-মিল বচনগুলি অমার্ক্তিত অসংস্কৃত রূপেই
আবহুষান কাল চলিয়া আনিতেছে।—মিলে কেটা
বাসুষ্—সিলের ভারেরে ও টকারকের প্রবার কোন

ক্রটী নাই। পূর্ণাঞ্চ মিল বাণীকে ত অমর করেই, মিলের আগ্রহনিষ্ঠাও বাণীর জীবনীশক্তি বাড়াইয়া দেয়—মিলের সম্পূর্ণ দায়িত্বময় কর্ত্তব্য অশিষ্ট মিলও সম্পাদন করিতে পারে।

মিল আমাদের জনসাধারণের জন্ম শুধু শাস্ত্র গড়ে নাই,
—শস্ত্রও গড়িয়াছে। তাহারা জানিত,—সাধারণ অমিল
গভ গদার মত কার্চপণ্ড মাত্র, দেহের মাংসপেশীর উপরই
তাহার যত পরাক্রম। মিলের ফলা-লাগানো পদ্যের শর
ভিন্ন মর্ম্মন্থল ভেদ করা যায় না। তাই তাহারা ঐ
প্রকারের তীক্ষ শরে তুণগুলি ভরিয়া রাথিয়াছে। প্রতিপক্ষকে নির্কাক করিতে ঐ শর-প্রয়োগের ব্যবস্থা বরাবর
চলিয়া আদিতেছে।

এমন কতকগুলি ছড়া প্রবচন আমাদের পল্লীসমাজে
প্রচলিত আছে,—মাহাদের অন্তরে মিলের পুটে শতসহস্র
ফুলিকের বিষ পুঞ্জীভূত আছে! এগুলির প্রয়োগ বড়ই
মর্মান্তিক। প্রতিপক্ষ যদি অরসিক হয়, তবে ক্রোধে
প্রতিহিংসায় আদ্ধ হইয়া উঠে। আর রসিক হইলে তাহার
ধর্মাচুতি হয় না—দে-ও মিল-দেওয়া ছড়ায় উত্তর
দয় এবং সরোষ না হইয়া সরস সমিল বচনে প্রতিহিংসা
ইবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া থাকে। কাজেই এ ক্লেক্রে মিল
ফুলিব রসের স্পষ্ট করিয়া ক্রোধের রৌজরসে
সাভাস ঘটাইয়া দেয়—তথন অবিমিশ্র রোয়কে আর
বিষয় যায় না।

পলীগ্রামে তুইজন পাড়া-কুঁত্লী যথন ঝগড়া জুড়িয়া।
য়, তথন মানির ভাষা একেবারে নিংশেষ করিয়া প্রয়োগ
রে—কিন্তু কিছুতেই হার-জিতের মীমাংসা হয় না,
তেজনারও উপশম হয় না, পুন: পুন: গালাগালির
য়ায়্বৃত্তি করিয়া রসনার ক্লান্তি আসে, কিন্তু রোষণার
ক্লিন্ত হয় না। তথন ভামিনীরা ছড়া কাটিতে আরম্ব
রে। তথন ব্ঝা যায় এইবার শেষ হইয়া আদিয়াছে।
শাতাদেরও কর্পীড়ার তথন একটু উপশম হয়—
রেক্তি ক্রমে কৌতুকে পরিণত হয়। ত্ইটি নারীর
য়ীনৃত্যও ষে রসসঞ্চার করিতে পারে নাই, মিল
হি রসের সঞ্চার করিয়া ফেলে। তথন চতীম্বরের চতিশায়
য়েবর আমেক লাগে, হয় ত হাদিয়া কেলে, পার্থ-

বর্ত্তিনীদের সঙ্গে কথাও কহিয়া ফেলে—কলহে ক্রমভন্থ হইয়া ধায়, ছড়াও মৃত্যুহ: জ্টিয়া উঠে না,—ন্তন নৃতন ছড়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিয়া বাইতে হয়।

রাঢ় দেশের বালিকারা ভাতু বা ভাজ্বোর গানের ছড়া কাটাকাট করিতে গিয়া তীত্র শাণিত মর্ম্মান্তিক ও মানিকর বাক্য নিঃশেষ করিয়াই প্রয়োগ করে—কিন্তু মিলের এমনি মাধুরী ও মহিমা যে শত অমিলের মধ্যেও বিবদমানাদের ভিত্তর একটা রদের মিল ঘটাইয়া ফেলে। পূর্ব্বে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে সকল বিবাদেরই এমনিতর 'মধুরেণ সমাপন' হইত। এই শ্রেণীর অপূর্ব্ব সরদ বিবাদে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়া উঠে।

তুই পাড়া বা তুই গ্রামের কবির দলের লড়াই লাগিয়া যাইত। নিরক্ষ কবি-দৈলগণ মুখে মুখে মিল দিয়া শাণিড অস্ত্র প্রয়োগ করিত—গাহিয়া স্থরের শাণে আরো শাণিত করিয়া তুলিত। সত্য অসত্য অনেক শ্লানিনিন্দা মিলের গুণে মুখরোচক হইয়া উঠিত-প্রতিহিংসা ক্রমে 'মিলে মিলে' মিলই বাড়াইত। বিবাদটা কিল বা ঢিলের বদলে মিলের সাহায্যেই অব্যাসর হইত। মিলই যেখানে বিবাদের অক্স-সেথানে অমিলটা আর স্থায়ী হইতে পারিত না। নিন্দা গ্লানি অপবাদ যতই তীব্র হউক এক-মাত্র মিলই প্রতিপক্ষের অন্তরে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার সৃষ্টি করিত। নিতান্ত অরসিক বাজিং, যে মিল-দেওয়া বচনে উত্তর দিতে জানে না. সে ছাঙা অন্ত কেহই অসহিষ্ হইত না ৷ কবির দলে অবশ্র সে শ্রেণীর অরসিকের ঠাইও ছিল না। মিলের মধাস্ত তায় গ্রামা বিবাদগুলিতে যে শৃদ্ধি-স্থাপিত হইত—দে সন্ধিত্ত সভাসমাজের অনেক স্থাক্ষরিত স্থরচিত স্থচিন্তিত সন্ধিপত্র অপেক্ষা মৈত্রী-বলে অধিকতর বলীয়ানই হইড।

দারুণ অভিমান অনেক সময় রিষ্ট সমিল বচনের আকার লাভ করে, কিন্তু মিলের থাতিরে বচনের লক্ষ্য ব্যক্তি সে রেমের জন্ম রেক্তি অমুভ্র করে না। উদাহরণ-অরুণ, "বন (কোগাও কোথাও যম) আমাই ভাগুনা—ভিন না স্থাপনা"—ইহা অভিমানের বাণী এবং রীভিমত ভার। এক ঢিলে ছই পাথীকে যমের বাড়ী পাঠানোর কর্ম এক দিলে ভাষাই ও ভাগুরেকে হবের পাত্রক্তিক

हहेशाहि। কিন্তু এত বড় মর্মান্তিক কথাতে যে জামাই বা ভাগিনা রাগ করে না, তার কারণ বচনটিতে মিল আছে,—অমিল গভে বলিলে কি অনর্থই না ঘটিতে পারে।

বাংলা দেশে পুরুষদের সংস্কৃত শ্লোকে দেবপৃক্ষা ও গার্হস্থা ধর্মাস্কর্চানের সক্ষে সক্ষে স্ত্রীলোকদেরও বাংলা ছড়ায় একটা পুজাব্রতাদির প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া, মানত মানসিক পার্ব্বণাদি আছে—পতিপুলের কল্যাণকামনায় অনেক প্রকার ক্রিয়া-ক্রত্য অস্কুর্চানাদি আছে—মৃতবংস্থা ও বন্ধার পৃথক আরাধনা আবেদন আছে। এ সকলের জন্ম একটা বিরাট শাস্ত্রসংহিতা গড়িগা উঠিয়াছে, তার সবই বাংলা ভাষায় মিল-দেওয়া ছন্দে রচিত। ষষ্ঠা, লন্ধী, শীতলা, চণ্ডী, মনসা, স্বেচনী ইডাাদি যে সকল দেবতা অস্কঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছেন, তাঁহাদের উপাসনার ব্যবস্থা সমিল বাংলা ছন্দে।

আমাদের শুদ্ধান্তচারিণীগণ পুরুষগণ অপেক্ষা অধিকতর ভদ্ধির পক্ষপাতিনী। লোকমুথে-মুথে-উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র সাধারণ গল্প-বাক্যে তাঁহারা দেবতার আরাধনা করিতে চাহেন না। সেজতা তাঁহাদের দেবতার আরাধনার জ্ব মিলবদ্ধনে পবিতা ছন্দিত বাক্যের প্রয়োজন ইইয়াছে। তাঁহাদের "আবেদন নিবেদনের ধালাগুলি" সমিল বচনের ভত্রতি নৈবেদ্যে পূর্ব। মিল তাহাদের পক্ষে কেবল শ্রুতি-বিনোদক নয়, শ্রদ্ধা ভক্তিরও উদ্বোধক। উপাসিকাগন প্রতাশা করেন মিল-দেওয়া বচন দেবতার চিত্ত সহজে বিগলিত করিবে। মিলই গার্হয় তন্ত্রমন্ত্র-সংহিতার মধ্য দিয়া আমাদের **অন্ত:পু**রিকাগণের ভক্তিধারাকে বহুমান রাধিয়াছে। নিরক্ষর প**লীগৃহিণীগণ মূখে মুখে শি**থিয়া <sup>কন্তা-বধুদের</sup> শিথাইয়া উপাদনা-পদ্ধতিকে অবিকৃত ভাবে <sup>রকা করিয়া</sup> আ**দিয়াছে। মিল না থাকিলে ছড়াবচনগুলি** মংস্ত্রর মধ্যাদা লাভ করিত না,—সহজে শিথিয়া অপরকে শিখানো ও সহজে মনে রাখাও সম্ভব হইত না।

বালিকা-বয়স হইতেই আমাদের গৃহিণীদের মিলের অফুলীলন চলিয়া আমিতেছে। বালিকার। সমিল বচনেই প্<sup>নি)পুক্র</sup>, গোকল, যমপুকুর ও সাঁজপুজুনীর এত করে— প্<sup>ত্নের</sup> সোহাগ করে,—ছোটভাইকে যুম পাড়ার, ভাইএর

কপালে ফোঁটা দেয়, শিবঠাকুরের তিন বৌএর ভাগ্যা-ভাগ্যের কথা শোনে, আপন আপন ভবিষ্যৎসংসার ও গৃহস্থালীর পর্ব্বাভাস লাভ করে। জীবনের মিলটা ভালা-দের তাড়াতাড়িই জোটে, তাই শিশুকাল হইতে মিলের চৰ্চ্চা করে-শুধু পুতৃলের বিবাহ দিয়া নয়-কথায় কথায় মিলের মালমশলায় একটা স্বপ্নপুরী বিবাহ দিয়াও। গড়িয়া রাখে, বিবাহের আগে ভাবে ঐ স্থপুরীরই বৃথি म अबी वा बांगी ब्हेंदा। विवाद्य अब नवस्थ খণ্ডর-বাড়ী ঘাইবার সময় রাশি রাশি ঘৌতুকের সঙ্গে রাশি রাশি মিলের কৌতুক সঙ্গে লইয়া যায়। যৌতুক গুলি সকলে লুটিয়া লয় -- সম্বল থাকে ঐ কৌতুকগুলি। অপরি-চয়ের মাঝধানে নৃতন সংসারে বিজনে বসিগা সেইগুলিকে मृद्धक्षत चात्रु करत चर्यता भिश्रप्तवत्र रम्धनि শুনাইয়া নীর্দ নিরানন্দ সন্ধ্যাগুলি কাটাইয়া দেয়। স্বামীর সভিকে জন্মের মিল হওয়ার আগে পর্যান্ত শব্দের মিলই তাহার জীবনটিকে সরস রাখে।

জানি না শিশু কোন চির মিলনের দেশ হইতে এই অমিলের দেশে আসিয়া পডিয়াছে। এখনো সেই দেশের মতি ভাহার প্রীতি ও শ্রুতি ভরিয়া আছে। মিল (मिश्राना जाराज मीन थुनी रहेग्रा उठि । तम व्यवाक হইয়া ভাবে এখানে এত অমিল কেন ? এত অমিলের মধ্যেও শিশু একটা মিলের জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে-তাহার ভাবের অভাব নাই-কিন্তু ভাধার পুলি বড় কম। শিশুর কাছে সকল শব্দই প্রায় সমান, সকলগুলিই ধানি-ধনে সমান ধনী, লোকে কতকগুলির অর্থ দিয়াছে—কতক গুলির দেয় নাই অথবা কতকগুলির অর্থ বোঝে, কতক-জ্ঞানির বোঝে না। ভাহাতে শব্দের বা ধ্বনির অপরাধ নাই। ধ্বনি মাত্রেই শিশুর কাছে সার্থক-অর্থের জন্ম নহে মাধুর্ব্যের জন্ম। শিশু-কবি মিল-ঝর্কারের এত পক্ষপাতী যে, মিশটি বজায় রাখিয়া যে কোন ধ্বনির খারাই সে ছন্দ পুরণ করিয়া লইয়াছে—অর্থের জন্ম একটুও চিস্তা করে নাই। "ঘণ্টা কাঁসর সানাই বাজে"—এমন যে বাছ বাজে—নিশ্চয়ই কেউ সাজে,—নতুবা এত বাছ কেন ? কিছ কে সাজে ? শিশু নি:সংখাচে বলে 'আগাড়ুম---বাগাড়ুম হোড়াডুম' সাজে। আগাড়ুম বোড়াড়ুমের অর্থ

না পাক্—ধ্বনি আছে—মিলের প্রয়োজন সাধন করিয়াছে
ইহাই যথেষ্ট। বাঁশ যে—"ছোটবেলায় কাপড় পরে—বড়
হলে ফ্রাংটা" এ বড়ই অছুত—নগ্নশিশুর পকে এ বড় মজার
কথা। ইহাতে শিশুর প্রাণে ঢাকাঢাল বাজিয়া উঠে।
শিশু বলিয়া উঠিল—'ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাংটা'। মিলের
জন্ত একটি নির্থক 'টা'এর আমদানী হইয়াছে, আর
আনন্দের ধ্বনি ঐ 'ড্যাং'কেই চারিবার উচ্চারণ করিয়া
পদপুরণ করিয়া লইয়াছে।

শিশু সব সময় ছুই পংক্তি পূরণ করিয়া লইবারও প্রয়ো-জন বোধ করে নাই-মিল হইলেই ঘথেষ্ট। "মোষ,-তোর গোদ। পায়ে খোদ" "হাতী, তোর গোদ। পায়ে লাথি।" মহিষ যদি বলে—"তুমি অভায় বলছ—আমার পা একট গোদা বটে-কিন্তু আমার পায়ে খোদ ত নাই, গাল দেবে माछ मिथा कथा वाला मा।" निख विलय-"(जामात त्थान इत्यरह कि ना इत्यरह आधि जानि ना, जुमि यथन মোষ,—তথন অবশ্রই তোমার পায়ে থোদ—তোমার পায়ে খোদ না থাকাটাই সত্য হলো—তোমার সঙ্গে খোদের যে এমন মিল হয়, দেট। বুঝি মিথো १-তুমি গোরু হ'লে নিশ্চয়ই ও কথা বলতাম না।" হাতী किছर ना विलाख शास्त्र-एम शिखन कि शासन नाशि পাইয়া ধল্য হইয়া বুঝিয়া ফেলে মিলের লোভই শিশুকে এডটা সাহসী করিয়াছে। তবে বারুড় বলিতে পারে-"আমি যা থাই—তা তেঁত না হয় হলো, কিন্তু খুকুমণি তোমার 'মেঁতো'টা কি " শিভ বলিবে—"মেঁতো'টা যে কি তা' আমি জানি না—তবে ওটা খুবই দরকারী। ওটা ছাড়া আমি তোমার মিষ্টি মিষ্টি আম-তাল-লিচকে কিছতে বে তেঁতো করতে পারি না।" হমুমানকে শিভ বে সম্ভাবণ করিয়াছে—তাহাতে অক্ষরের মিলই আছে, वक्कवा विषयश्विलाक जाती मिन नारे। कना शास्त्रात সঙ্গে জগন্মাথ দেখিতে যাওয়ার—বিশেষত: 'মাইতো বৌএর' বাবা হওয়ার কোন সম্বন্ধ বা অর্থ-সম্বতি না थाकिरमध शक्ष केशियत मिश्र कविवरतत कविष नीतरव উপডোগ করে।

এক ঢিলে ছই পাণী মারার কথা আছে। শিশু কিছ একমিলে একটিকে মারিয়াছে— শস্তুটিকে সাদর করিয়াছে। "শঙ্খচিলের মাথায় ছাতি—গোদা চিলের মাং লাথি।" গোদাচিল যতই চীৎকার করুক, মিল ফ ঠিক আছে তথন শিশুর রায় বদলাইবে না।

স্বিলিমামা ও চাঁদামামা ছাড়। শিশুর বে মানুষ-মা আছে, তার বাড়ী যাওয়ার জন্ত শিশু তিন বার 'তা দিয়াছে—একবার 'তাই'এ মামার বাড়ীর সম্ভাবিত আদে উল্লাস প্রকাশ পাইতে পারে না। "মামার বাড়ী যাইতার পরই মামীর অনাদরের প্রতিফলস্বরূপ তাহার হয় অপবিত্র করিয়া 'যাই' i 'তাই'এর এখানে হইবার 'যাই এর সঙ্গে মিল আছে। 'যাই'এর সঙ্গে 'যাই'এর আবা মিল কি? আমরা দোষ ধরিতে পারি, কি। শিশুরও উত্তর আছে—"এই ছই 'বাই'ত এক নহে—একবার দোলাদে মামার বাড়ী যাই—তারপর ক্রম হইয় মামার বাড়ী হইতে নিজের বাড়ী ঘাই—এই হই যাওয়া য় এক নহে।

শিশু, চন্দ্র, স্থ্য, মেঘ, বাদল, বৃষ্টি, ঝড়, তরুলতা, পশু
পক্ষী—এক বধার প্রকৃতির সংসারের সকল পরিজনের
সক্ষেই সমিল প্রলাপে (१) আলাপ পরিচয় করিয়া ধাকে।
দে বচনে না আছে অর্থসঙ্গতি—না আছে ভাবদামঞ্জ,
না আছে সাহিত্যবাকরণের সম্বন্ধ,—আছে কেবল
মিলের ধ্বনিরই প্রাধাতা।

শিশু যে দিনান্তে মাতৃষক্ষে ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা
ঐতিহাদিক বর্গীর ভয়েও নম—কাল্লনিক জুকুর ভয়েও
নম—'ল্যাজ ঝোলার' ভয়েও নম—মিলের মাধুরীই কানের
ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া তাহার নমন মৃদাইয়া দেই।
শিশু খেলায় মাতে মিলের কৌতৃকে, প্রথম পা কেলিতে
শেখে মিলের তালে তালে—নৃত্য করে মিলের করতালিতে। মিলই প্রথম তাহার হাতে-পড়ি দিয়া বর্ণ
পরিচয় করায়। মিলের মাধুর্যাই মদীর বর্ণমালা তাহাই
কঠে শশীর বর্ণমালা ইইয়া শোভা য়য়।

ভাষার মিলন ঝন্ধারের প্রতি শিশুর **অহৈত্নী নবতা**দেখিয়া মনে হয়—এই মাধুর্যবোধক্ষতা, সৌল্বাবোধ
শক্তির ভায় মাহুবের সহজাত। শিশুর **অভ্রিভচিতে বর্**প্রাক্তর পাকে—উলা তাধার আত্মার অভীত্ত । ক্রিক্রিল করিলে বরোর্ডির সহিত ঐ শক্তি বার্ডিক ক্রমে ছন্দোজ্ঞানে পরিণত হইয়া কবিত্বে পূর্ণাক্ষ হইতে পারে।—প্রত্যেক শিশুর অন্তরে মিলের প্রীতির অন্তরালে কবিবশক্তি প্রচ্ছর থাকে—অহ্কুল ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা দীক্ষার স্থাবেগা স্থবিধা ঘটলে কালে প্রবৃদ্ধ হইতে পারে। মাহ্র্য কঠকর লাভের সলে সলে করের বৈচিত্র্য অহ্ভব করিতে শিথিয়াছে। শ্রুতিশক্তির ক্রমবিবর্ত্তনের সলে সলে সে বৈচিত্র্যের মাধুর্য ও উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রহ্রিরের বৈচিত্র্যাবাধের ফলে যথন তাহার ভাষার স্প্রিহ্রিয়াছে—তথনি যে ধ্বনির সক্তে ধ্বনির মিলে অক্তাতস্বারে আনন্দ অহ্ভব করিয়াছে।

বর্ষরত। হইতে মানবসভ্যতার উদ্বর্ধনের সকল 
ন্তরেই সন্ধাতমাধুর্যাবোধের সন্ধে সন্ধে ছন্দ ও মিলের 
প্রতি আজন্ম-সিদ্ধ প্রীতি দৃষ্ট হয়। ধ্বনির সহিত অর্থের 
প্রব সম্ম নির্ণয়ের আগে, বাগর্থের সংপৃক্তি নির্দেশের 
আগে—অক্ষর ও লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের বহু আগেই 
মান্ন্র যেমন গান গাহিতে জানিত, ঝন্ধার-মাধুরী উপল্বির 
ক্রিত, তেমনি ছন্দের মাধুর্যাও ব্রিত, মিলের মাধুর্যাও 
উপ্রেগ করিতে পারিত।

আমরা বেমন করিয়া শব্দবিস্থানে ছন্দ গঠন করি, ঠিক তেমনই করিয়া তাহারা ছন্দোগঠন করিতে পারিত না সত্য—কিন্তু পানীর গানে,পশুর কণ্ঠন্বরে,নদীর কলধ্বনিতে, বাতাদের প্রবাহে,—ভ্রমরাদির গুঞ্জনে, প্রকৃতির রান্দোর সহস্র ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে বে সকল ছন্দ অনবরত ঝক্ত, সেগুলিকে তাহাদের কর্ণ অবশ্রুই ধরিয়া ফেলিত। কেবল প্রবাপুটে তাহার মাধুর্যাটুকু পান করিয়াই নিরম্ভ হইত না, মাধুর্যাটুকু বার বার লাভ করিবার জন্ত—অর্থহীন ভাষায় তাহার মূর্ত্মুক্ত অক্তরণ করিত!

শিশু যেমন কোকিলের কুছধননি শুনিয়া উচ্চকঠে তাহার অফুকরণ করে—অসভ্য মান্ত্ব তেমনি প্রাকৃতির সকল ছলই উচ্চকঠে আর্ত্তি করিত। আবার কথা কহিতে কহিতে কতকগুলি ধানির আক্মিক মিলন বখন ঐতিমধুর ইইয়া উঠিত—তথন ভাহারা সহহা সংঘটিত সেই মিলনের মধ্যে অবগুই বৈচিত্রা ও বৈশিষ্ট্র অন্তত্ত্ব করিত। তখন ভাহা ঐতি ইইতে শ্বতিতে বাইয়া, ছায়ী আসন লাভ করিত—অথবা ভাহারা সেই ধানি-সমবাসকে উচ্চকুঠে

গাহিরা অমর করিয়া ফেলিত। শব্দের ও ধ্বনির ঐ আকস্মিক সমবারে শব্দে শব্দে যখন সহসা মিলিয়া যাইত— তখন তাহারা যে মিলনকে উপেক্ষা করিতে পারিত না, যে বাক্যগুলিতে ঐ মিল থাকিত সে বাক্যগুলিকে স্কভাষিত ও হল্লভি মনে করিয়া মুখে মুখে বাঁচাইয়া রাখিত।

এইভাবে নিরক্ষর অসভ্য মানুষের মধ্যে সর্বাদেশে এবং
সর্বাকালে একটা অলিখিত অপঠিত অমাজ্জিত সহসা-ঘটিত
অধত্বলক কাব্যসাহিত্য প্রধানতঃ মিলকেই অবলম্বন
করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেগুলি চিরজীবনের সলী হইয়া
অন্ধকারে জোনাকীর মত তাহাদিগকে যুগপং আনন্দ ও
আলোক দান করিয়াছে। মানবাত্মার সহজাত মিলনতৃষ্ণা বেমন মানবজাতির কুল-গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্রাদি গঠনে
অভিব্যক্ত হইয়াছে—মানবচিত্তের সহজাত শাস্তিক মিলপ্রীতিই তেমনি ক্রমে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া মানবসভাতাকে এত ঐশ্বর্যাগালিনী করিয়াছে।

# প্রকৃতি ও প্রেম

শিশু-কবি স্বপ্ন দৃষ্টি দিয়া বিশের পানে চাহে। সেই
চাওরার ফল তাহার মনের মণিকোঠায় জমা হইতে
থাকে। তাহাই হয় পরে তাহার রুসস্টির উপাদান।
শিশুর অন্তরে স্টেশক্তি তথনও প্রস্থা বা অন্তরিত—
দৃষ্টি কিন্তু একেবারে বিশ্বয়-বিক্লারিত—কৌতৃহলোজ্জল।
যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে থেমন স্প্টিশক্তির উল্লেষ হয়, অমনি
চারিপাশে রাশীকৃত রুসোপাদান সে সঞ্চিত দেখিতে পায়।

স্ষ্টিশক্তির উরেষ হয় কিন্ত স্থির দে আহরণী
শক্তি আর থাকে না। এই বিশ সংসারে ন্তন অতিথি
রূপে এই স্ষ্টিকে সে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল—সে দৃষ্টি
আর থাকে না। সে বিশ্বয়, সে কোত্হল আর জাগে
না—স্টের অপ্রতা মান হইয়া য়য়—বার বার উপভ্কে
হইয়া প্রকৃতির কত অকেরই সরসতা নাই হইয়া য়য়—
অতিপরিচয়ের মানি সকল দৃশ্তেরই মাধুর্ঘ হাস করিয়া
ফেলে। তাহা ছাড়া, উপভোগের জান্ত একটা ব্যাকুলতা
এমনি তীত্র হইয়া উঠে যে আর সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি
লাকে না। শৈলবে থাকে মনোভাগার শৃন্ত, প্রকৃতি
ফুই হাতে মুনোভাগার তাই পূর্ণ করিয়া দেয়। শৈলবে

মনের সকল ছার বাতায়ন থাকে খোলা—জ্বাথে স্টের সকল বৈচিত্তা সহজে মনে প্রবেশ করিতে থাকে।

শৈশবে বোধশজিও পরিপুই হয় না। তাই শিশুর বনের ছ্যারে কোন প্রহুরী থাকে না। প্রকৃতির রাজ্য হইতে বে কেহ আসে সকলেই নির্কিচারে প্রবেশ পায়। বোধশজি প্রথর হইরা উঠিবামাত্র সে মনের ছ্যারে প্রহুরী হইরা দাঁড়ার, ছাড়-পত্র চায়, নির্কিচারে প্রবেশ করিতে দেয় না, কত জনাকে বিদায় করিয়া দেয় নির্মা জাবে,—সে বাছিরা বাছিয়া জবে দেয় প্রবেশাধিকার। লার বাহাকে সে প্রবেশাধিকার দেয়, তাহার সরস্তাও সে নাই করিয়া কেলে পরীক্ষা-বিচারে। এই বৃদ্ধির সক্ষে যথন বিশ্বা আসিয়া জ্টে—তখন প্রকৃতির সকল আত্মীয়তার বন্ধন দেয় ছেদন করিয়া—সকল প্রীতিবিনির্ময় দেয় বন্ধ করিয়া।

নিসর্গের সহিত কবির বতটুকু আত্মীয়তা তাহা শিশুকবি শৈশবদোলায় ছলিতে ছলিতেই লাভ করে। ছাই যৌবনে কবির যে সকল রচনায় নিদর্গ-মাধুরী ারিক্ট ভাহাদের উপাদান উপকরণ সবই শৈশবের অপ্প শীবনেই আহত—শ্বভিশ্টে সঞ্চিত।

"শৈশবের সেই সঞ্চাই আজ প্ৰি আমার যৌবনে,
আলকে আমার আচ্যতা তাই তারই উপঢৌকনে।
তক্ষণ প্রাণের অন্মৃতি
তাজা আছে খৃতির পুটে তপ্ত শোণিত-রঞ্জনে,
শন্মীছাড়া বৌবনে আজ ধনী আমি সেই ধনে।

নিলগন্তীর কঠে ছিল তথন বাছর আলিজন
লভায় পাভায় ববি-ভারায় পেভাম সদাই আমন্ত্রণ।
হইনি তথন হুকোশলী ছিলাম কেবল কৌতুহলী,
ব্যয় ছিল না, কেবল ছিল সঞ্চিত ধন সংগোপন,
আজ ভালের এ শিল্প-শালায় পাচ্ছি ফিরে অছকণ।

নদীর বলে কলার ভেলায়, ঝুলন-দোলের উৎসবে, ছেলেবেলার ধূলা-ধেলায়, বন বাগানের সৌরভে, যে মাধুরী যে অবনা পেলাম, তাহার সবই কমা হারায়নিক একটি কণা। আবকে মুক্তি-সৌরবে মৌবনে মূলধন করেছি শৈশুকের সৈ কৈতবে।

গদ্ধ শোভা পানে বোৰাই নৌকা কত আৰু ভিত্ত রঙিন আশার পাল ভূলে ঐ যৌবনের এই মনতীরে। কল্পনারা উড়ে উড়ে কুটছে আমার চিত্ত কুডে বালা-স্থপন ভিড করে রয় আমার কলা মন্দিতে। বাল্য-স্বরগ হভেই রসের মন্দাকিনী বয় ধীরে। হারায়নিক শিশু-শোকের অশ্রবারি এককণা, শুকায়নিক কুহেলিকায় কোন কোরক-কল্পনা। হাসির ধানি ক্ষীণ অতি ক্ষাণ দিগতে তাও হয়নি বিলীন ষৌবনের এ ভন্তীতে আজ লভে সবাই মুচ্ছনা. ছন্দে লভে ঝক্কত রূপ,—বর্ণে অভিব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ থাটেনা। এট স্ষ্টির যে অপুর্বতা, এই প্রকৃতির যে বৈচিত্র্য ও মার্ধ্য বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, শৈশবাভ্যয়ের সঙ্গে সংখ বিলপ্ত-প্রায় হইয়া যায়—অভিপরিচয়ের প্লানি যাহাকে মান করিয়া দেয় রবীক্তনাথের জীবনে—তাহা কোন দিনট नर्डे दश नारे विनश मत्न दश। (स दमनक्षी 'नीना-সঙ্গিনী'রূপে প্রকৃতির মাধুষ্য সম্ভাবে শিশু রবীজনাথের অঞ্চল ভরিয়া দিয়াছিলেন—সেই বস-লক্ষ্মী 'বিচিতা মানস স্থানর পরবর্তী জীবনেও তাঁহার কলা মনিরে নিডা ন্তন রসোপাদান যোগাইয়া চলিয়াছেন। এই সৃষ্টি ওাঁহার নয়নে জীৰ ভুক্তশেষ হইয়া উঠে নাই-প্ৰকৃতি তাঁহাৰ কাছে অতিপরিচয়ের ঔদাসীয়া লাভ করে নাই।

কেন হয় নাই তাহা বলা কঠিন। হয়ত তিনি এই সৃষ্টির সহিত অতিপরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন নাই—
হয়ত তিনি চিরদিন এই সংসারের ধ্লিক্লিয় পণ্ডের
জনতাকে এড়াইয়া চলিয়াছেন,—হয়ত তিনি বাতারনে
বিসায় প্রষ্টার রূপেই জীবন কাটাইয়া দিলেন—হয়ত তিনি
তাহার বোধবৃত্তিকে চিরদিনই রসলন্দীর বশীভূত ভূতা
করিয়া রাধিতে পারিয়াছেন,—অথবা হয়ত তিনি লোকালয়
হইতে বহুদ্রে স্থাবিলাদের জীবন কাটাইতে পারিয়াছেন
বিলিয়া ইহা সন্তব হুইগাছে।

তবু একথাও সত্য—তাহার জীবন- শ্বতিও সাক্ষা বে,
—রসলন্দ্রী 'নীলা সদিনী'রপে শৈশবে তাহাকে বৈ বৃষ্টিই এই স্পাইকে দেখাইয়াছে—সেই দৃষ্টিই তাহাকে স্বাধিনা লাভবান করিয়াছে। বে রসোপচার ভিনি আহরণ করিয়াছেন, ভাহাই তাঁহার সবচেয়ে বড় সম্বল—
ব্যোবৃদ্ধি ও বোধশক্তির বৃদ্ধির সন্দে সন্দে আহরণধারা
ক্ষ হয় নাই বটে, কিন্তু ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর যে হইরাছে
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—সে কথা কবি বছ কবিতাতেই
দ্বীকার করিয়াছেন।

প্রেমের সহছে কথা বতন্ত্র। যৌবনের প্রারম্ভে আসে
প্রেম। থৌবনে কবিকে স্টির উপকরণ ও প্রেরণা
যৌগায় প্রেম। প্রেমের ক্রনে আর একবার স্টিকে
মধুময়ী লাগে—স্টির সে মাধুয়্। প্রেমেরই আলীভূত।
কিন্তু যেমনই উপভোগের ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে—ক্টি
দ্রে সরিয়। যায়—প্রেম কবিকে ভোগময় করিয়া তুলে।
কবি যদি উপভোগে ময় হ'ন, তবে রসস্টির জন্ম আর
আগ্রহ থাকে না। উপভোগ স্টির উপকরণ-সংগ্রহেরও
প্রধান অন্তরায়। স্টি ও উপভোগ ত্ই-ই একসকে চলিতে
পারে না—তাই চাই বিরহ, চাই ক্রান্তি—চাই ক্রনার
দীলার অবসর। শেষ যৌবনের প্রেমকাব্যই—শ্রেচ্ছ
প্রেমকাব্য। বিরহের কাব্য—প্রেমম্বৃতির কাব্যই অপূর্ক্র

উপভোগের তন্ময়তায় যে সৃষ্টির উপক্রণ-সংগ্রহে

নাধা জন্ম তাহা কৰির খেদোন্তি হইতে জ্ঞানা যায়—

"কত ফুল নিয়ে আসে বসস্ত আগে পড়িত না নয়নে,

তথন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে।

মধুকর সম ছিন্ত সঞ্চয় প্রয়াসী

কুত্রম কান্তি দেখি নাই, মধু পিয়াসী,

বকুল কেবল দলিত ক্রেছি আলসে

ছিলাম যথন নিলীন বকুল শয়নে।"

ম্পুক্রসম সঞ্ষ উপভোগেরই নামান্তর।

ইহার প্রতিধানি চারিদিকেই শোন। যায়—

"ব্যর্থ অসার বিফল আমার যৌবনের সব আহরণ,
রছকোবে যক্তরে সঞ্চরে আজ নেইক মন।

নির্দ্দম সন্তোপের ত্যা

অাবাহনের সাথেই আজি কই বিদায়ের সম্ভাষণ,
কোন কাজেই সাগল না হায় যৌবনের এই উপার্জন।

कृषि के अध्या भाव वकि क्वां क्वां मत्र माहे. विषया इत्रना कान रहि होहै। মকী-জীবন হেলায় ত্যঙ্গি প্রজাপতির মতন মঞ্জি. ধৌবন আমার যোগাল না স্থজন উপকরণ তাই. তুলী হাতে শৈশবের সেই স্বপ্নলোকের পানে চাই। তাই সম্বোগ-রত কবিকে ডাকিয়া বলিতে হয়— জাগো—ও মধুকর বেলা গেল, মধু-লেহ্ন দাল কর, মৃক- কুঞ্জবন মুখর করি এবার গুঞ্জরণটি ধর। একা ফুলের নওক প্রিয়, त्यारमुत्र मिरक छ मृष्टि मिछ, তুমি—নিতে মিপুণ, দিতে রূপণ ধরণ তোমার কেমনতর মু जान ना कि कूटनत तुरक अञ्चतंगरे योगांव मधु ? ना शिक्षाण क्षवतन क्ष्य कि आत कृष्टि वेधू ? মগ্ন তুমি ভোগ-বিলাসী, মোরাই বৰ উপবাদী ? वैधु- यानत मधु भिनार्य यक्ति त्रानत मधु ना विकत ? ভোগময়তায় সৃষ্টি হয় না সত্য-কিন্ত নিংশক্ষে জীবনের তলে তলে সৃষ্টির উপকরণ পুঞ্জীভূত যে হয় মা তাহা নহে। তাহা যদি না হইত প্রেমের শ্বতি অপূর্ব কাব্যের রূপ ধরিতে পারিত না।

বর্তমান উপভাসের পভাসুগতিকভার ও বাস্তব-গর নামে অস্বাভাবিকভার বাঁহার। বিরক্ত গহার পূষ্পপাত্তে প্রতিমাসে রাণী সুক্রতিবালা গধুরাণীর ক্রেটিকিন্তা লেক্সা? উপন্যাস ঠি কর্কন। বৈশাধ হইতে চলিতেতে।

আগামী সংখ্যা পুশপাত্তে

ব্রুত্ত শর্মিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ব্রুত্তি শ্রুত্ব পর্যা



(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মীনা অল্প ক'দিনের জন্ত হাজারীবাগে গিয়েছিল, সেথানে ধাবার ক'দিন পরেই প্রভাতের চিঠি পেলে যে পরেশ বাব্র স্থী অ্ষমার সলে নন্দার মা ক্ষমিণীর দিন মাত গোলমাল চল্ছে। প্রভাত ন্তন বাড়ী খুঁজছে। মতএব প্রভাতের বিতীয় চিঠি পাওয়ার আগে সে যেন চলে না আগে।

চিঠিটা পড়ে মীনা কিছ একটু মনমরা হয়ে গেল।

মার ছএকদিনের মধ্যেই প্রভাতের কাছে যেতে পারবে

এই জেনে সে খুব খুসী হয়েই ছিল—এখন সেই যাওয়া,

মনিশ্চিতের মধ্যে পড়ে গিয়ে তার সে সব উৎসাহ নিছে

গল।

বাড়ী ভাড়া হয়ে গেলে প্রভাত মীনাকে লিখলে "তৃমি এইবার প্রস্তুত থেকো বাড়ী বদ্লানো হয়ে গিয়েছে, ত্এক দিনের মধ্যে ভোমার আসার ব্যবস্থা কয়িছি।" চিঠিটা ভাক গাল্লে ফেলে দিয়ে থ্ব জোর পায়ে হেঁটে চল্লো—থ্ব দর্মকার না হলে টামে বা বাসে সে চড়তো না। 'মাছ্য গড়ে চগবান ভাঙেন' এই কথাটা সফল হবার সময় প্রভাতের নীবনে এসেছিল, তাই 'ফুট পাথে' চলা সত্তেও, অন্ত 'ফুটে' গাওয়ার সময়, গলির ভিতর থেকে একটা বাস উভার মত বিয়ে এসে তাকে ছিট্কে মাঝ রাভায় ফেলে দিলে—স্থান দিয়ে তথন য়াম ও অগুণতি ঘোটর, বাস ও বাড়ার গাড়ীর ছটোছটা। তাদের ভিড় থেকে বধন প্রভাতের দেহটা নজরে পড়তে লাগলো, তার অনেক লাগেই প্রাণ তার ব্রেক্তির পিলেকে

জল কাদার সঙ্গে জমাট রক্ষ মিশে গিয়ে ভীষণ হয়ে চুটে রইলো। যথারীতি, পুলিশ, ডায়েরী, মেডিকাল কলেছ সব ঘুরে প্রভাতের দেহটা 'মর্গে' গিয়ে পৌছুলো।

বাড়ীতে তথন প্রভাগ একাই ছিল—ঘটা ছই গরে টেলিফোন হল—ধবরটা তার কাছে অম্পষ্ট রকম পৌছুলো। পাগলের মত হয়ে ছুটে সে প্রণবের আফিসে গেলো—সেথান থেকে ছই ভাইরে মিলে মেডিফাল কলেজ! সেথান থেকে থবর নিরে 'মর্গে'। পরে যা করণীয় ছিল, ছই ভাইরে মন্ত্রমুগ্রের মত করে যথন বাড়ী এল, তথন তাদের মুথের উষণ্ডালেধে কেউই এগিয়ে জিজ্ঞানা করতে সাহস্পেনে নাবে তাদের কি হল? কেনই বা প্রভাগ বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল?

পরের দিন থাওয়া দাওয়া সেরে বারান্দায় বসে মীনা ও মলিনা ছেলেনেয়েদের ঘুম পাড়াছিল। এমন সময় প্রভাস এল। ভাকে দেখ মীনা বললে—"কেমন আছেন সব ?—বাবা কেমন ?"

সংক্ৰেপে "সৰ, ভাল" এই উত্তর দিবে প্রভাস বাল "কাপনি আজ বেতে পারবেন বউদি ? আপনাকে নির্ফেই এলাম !"

হেলে সে বল্লে "কেন পারবো না । আন বর্ণ থেকে গুছিরে বলে আছি। এই বেশ স্থা কল্কাভার চিটি পেলাম, তাতেও আয়ার বিশ্ব



নিভূতে

শি**ন্না—**শীচার সেন।

লন্মীবিলার্স ক্রেম বিমিটেড, কলিকাতা।

ক্থাই লেখা আছে। তুমি বস—আমি আস্ছি! বলে সে বেরিয়ে গেল।

আর একদিন থাকবার জন্তে শুরাংশু প্রভাসকে অনেক করে বল্লেন, কিন্তু সে আর থাক্তে চাইলে না। রাত্রে গাড়ীতে উঠবার সময়েপ্ত প্রভাসের সেই গান্তীর্য্য বইলো—মীনা তার ভাবগতিক দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছিল।

শেষে যথন পরিচিত বাড়ীর দরকাটা দেখা গেলো মীনা দেখলে প্রভাত সেথানেও নেই। প্রভাসের হাজারি-বাগ যাওয়া থেকে আরম্ভ করে এ পর্যান্ত তার বিশ্বয়ের খোরাক অনেকই জুটেছিল—কিন্ত কিছুই সে জান্তে গারছিল না।

মীনাকে এ সংবাদ জানাবার জন্তে রুলিণী তৈরী হয়েই ছিলেন; দরজার কাছে গাড়ী থামলো, শক্ষ পেয়ে তিনি নেমে এলেন; মীনাকে দেখেই তিনি চীংকার আরম্ভ কর্লেন! দরের দরজার কাছে যখন দে পৌছিয়েছে, তখন রুলিগীর বিলাপের মধ্যে ছটীক্ষা তার কানে ভাল করেই পৌছে গেল। "বাবারে প্রভাতরে, তোর বউ আজ ঘরে এলো, তুই কোথায় গেলি!" আর শোনার বা জিজ্ঞাসার কিছু দরকার হলো না। চৌকাটে পা বেধে মাধাটা ঘুরে গিয়ে সে পড়ে গেল। এক মুহুর্ত্ত চোথ মুখ সব বাঁ, বাঁ, করে উঠ্লো—তারপরে সব অক্ষকার হয়ে তার চেতনা হারিরে গেল।

তার এই ভাগ্য পরিবর্তনের সংবাদ যথাসময়েই হাজারিবাগে পৌছেছিল। ভ্রাংভ বল্লেন "আমাদের ভূলের প্রায়শ্চিত্ত ভগবান বৃক্তি মীহুর ওপর দিয়ে তুলে নিচ্ছেন।" যতীও ভন্লে—বললেনা কিছুই—ভগু ভাবলে তার জীবস্ত প্রতিমার এ সমাধি হল কেন ? কয়েক বংসর আগে বে সংসারে ভগু হাসি, গান ও গর হাড়া আর কিছুই ছিলনা—সে সংসারে উপরি উপরি শোকের আখাতে মাহুৰ ক'টীর অর্জ মৃত অবস্থা হলো।

চারিদিকে বধন এইরক্ম কক্তা, সরসভা নিবে
মাধবী হঠাৎ একদিন সেধানে উপস্থিত হতা। বাল্য
স্থীকে দেখে মীনা কেনে উঠ্নেউ, অনেক্ষিন পরে
বধার্থ সময়ী পোরেছে, ব্যক্ত নিক্ষেই বধ্বে পেল।

মাধবী তথনও দাৰ্জ্জিলিঙে সেই চাকরী কর্ছিল।
 ত্তিন দিন থেকে গে মীনার অবস্থা সবই বৃথ্তে
পার্লে—তাকে এখান থেকে কি করে উদ্ধার করা

যায়, এই চিস্তাই সব সময়ে তার মনে হতে লাগলো।

একবার মনে হলো, দার্জ্জিলিঙে চাকরী ঠিক করে

খবর দিয়ে নিয়ে যাবে, আবার ভাবলে হয়তো তা

এরা যেতে দেবেনা—কিন্তু কিইবা করা যায় ? এখানে
আর কিছুদিন থাকলে মীনা মরে যাবে। যার স্থ্যু

শাস্তি সব এ জন্মের মত সেই একজনের সঙ্গে চলে

গিয়েছে, তার আর স্থ্যু বা শাস্তি কি করে কিরে

আসবে—তবু এর মধ্যে যতটা পারে কিছু স্থিত হয়তো

সে তাকে দিতে পারে।

মাধবী মীনাকে বল্লে মীনা, তুই আমার সংশ্ যাবি ? দার্জিলিঙ্ বেশ ভাল জায়গা তুইও এসব থেকে মৃক্তি পাবি ! যাবি ? যদি তুই কাজ নিয়ে যেতে চাস্ তো তারও ব্যবস্থা কর্তে পারি । বেশ করে ভেবে দেব, যাস্ তো চল্—আমাকে তো আর ছিলন পরে থেতে হবেই—ভোকে এই অবস্থায় ফেলে যেতে আমার মন সর্ছেনা। প্রাভাতদার বোনের অধিকার নিয়ে আমি তোকে নিয়ে যেতেও পারি—সে অধিকার আমাকে তিনি দিয়েছিলেন।

"যাব মাধু? কেউ কিছু বল্বে না তো? ঘর ছেড়ে কোথায় যাব? এত যে অশান্তি, এত যে হঃখু, তাও এই ঘরে থেকেই আমি সব ভূলে যাই। যদি চলেই যাবে, তবে কেন আমাকে এত করে কাছে রেথেছিলো? এযে বড় কট্ট মাধু! এর তো তুলনা হয় না!"

"কি কর্বি বল্! ভোর সাখনা ভোর নিজেরি কাছে। তুই হাজারি বাগে চল। ত্'চার দিন পরেই মাধু মীনাকে নিয়ে হাজারি বাগে রেখে দার্জিলিং গিয়াছে। অনেক দিন পর—সে দার্জিলিঙে মাধবীকে লিখলে "মাধু! ভোমার সদে একটা কথা আছে, একবার আস্তে পারো?" চিঠি পাওয়ার পর দিনই মাধবী রওনা হরে হাজারি বাগে একে পৌছোল।

"कि क्या कि चारक वननि ना ।" "वन्य-पूरे जान कत्र-था थवा गांख्या कत्र-वन्य बरनदे एका एकरकि ।"

ৰলে মীন। ভার ঠাকুর ঘরে গিছে চুক্লো। সেখানে, প্ৰকাতের একখানা ছবি আর ক্লফের একখানা পট ছাড়া जात किहू हिल ना ! यह नारे, ज्ञान नारे, जातारन ুলাই, বিশ্বৰূদ নাই-মীনা হুগাছা মালা নিয়ে ছবি হুটোর গুলার পরিত্রে দিয়ে গুলায় আঁচল দিয়ে একে একে প্রণাম কর্লে। কিছু ফল মূল ছটো ছোট রেকাবীতে हिन, त्यरे घटें। इति इटिंग्त माम्त्य धटत नित्य पत तथटक ু বেরিয়ে গেল—এই ছিল তার নিত্য পূজা। সারাদিনে মীনা ও মাধবীর কথা আর ফুরোয় না-কিন্ত কাজের স্কুলাকিছুহল না। রাতে বিছানায় ভয়ে একটুপরেই ক্রি মীনা দেখলে বাগানের মধ্যে যতী তক্ত হয়ে একটা 65 মার পেতে বদে আছে। মাধবীকে ডেকে এনে সে ৰশূলে "দেখতে পাচ্ছিদ্ বাগানে একজন লোক বদে चाटि, अटक जानिम्? अटे आमात राजीना! अत्रहे 🔫 ে ভোমাকে ডেকে এনেছি। তুমি তো বলেছিলে বিয়ে ৰ্ক্তে ধৃদি কথনো মত্বদ্লায় তো ষতীদাকে তুমি বিয়ে क्बार । अथन ७ कि में उत्नाप्त नि ?" वटन दन मोवधी व हां इति कित्र भवता !

ৰতীর দিকে চোধ রেখেই মাধবী বল্পে "হয়তো বদল হুৰার সময় এসেছে। কিন্তু অপর পক্ষেও বে মতামত লাছে সেটা ভূলে যাচ্ছ কেন ভাই? শেবে কি উপযাচিকা হুয়ে গিয়ে প্রত্যাধান পাব ?"

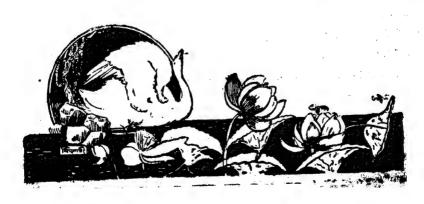
"তৃষি রাজী আছ তো? তার পর ওকে আমিই ক্লাজী কংবো।"

"রাজী! ই। তা—নাই বা কেন? এতে যদি
ভাল হবে মনে করো, আমি সর্কান্তকরণে রাজী আছি।
—আধ অজ্কারে, ষতীর মুখে করুণ ভাব, মাধবীর মনে
বোধহয় ছায়া পাত কর্ছিল।

পরের দিন সন্ধাবেলা। যতী তার ঘরে বদে কি একটা বই পড়ছিল: মীনা সে ঘরে চুক্লো। বিনা ভূমিকাতে সে বলুলে "যতীলা—তোমার কি সময় হবে ভাই—মামার গোটা কতক কথা—"

বইখানা টেবিলের উপর উল্টিয়ে রেখে যতী বলনে সময় আমার খুব হবে মীনা, কিন্তু 'কথার' শেষ কি এজন্মেও হবেনা ? তুমি কি বলতে এসেছ তা মামি বুঝেছি।" "কথার শেষ তুমি কর্তে দিছে কই ? শেষ হলে কি, আর কথা বলতে আসি! হয়নি বলেই এসেছি।" আমার একটা অন্তরোধ রাধবে যতীনা! তুমি না আমাকে ভালবাসো বলে অহসার করো? যদি সামাত অহুরোধ না রাখ্তে পারো তো কিসের দে ভালবাসা ?" ধীর, মৃত্ত্বরে যতী বল্বে "ভালবাসি মানে ? যে কোন গতিকে ছোক তুমি সে ভগাটা ক্ষেনে নিয়েছ, আর তারই স্থবিধা বা স্থােগ নিয়ে তুমি আমাকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিতে চাও! छानवानि कि ना वानि त्न कथात्र हित्नव नित्कन আব্দ আর কন্বতে চাইনে—কারণ তা এখন তোমার আমার তৃজনের পক্ষেই কষ্টকর—বলো, এখন ডোবার যা অহুরোধ, তা আমি নিশ্চর রখাবো।"

( আগ্রামী সংখ্যার সমাপ্য )





মহাত্মাজীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রদ্ধাঞ্চলি-ডাক্তার বি. কে, রার আমেরিকার "সাইকগন্ধি" পত্রিকার নিবিতেছেন :-

গত ২০ বংসর ধরিরা রবীজ্রনাথ ঠাকুরকে জানিবার সোভাগ্য আমার **ঃটঃাছেঃ আমেরিকা**য় যথন তাঁহাকে কেহ জানিত না. তথন আমি ওারার সম্বন্ধে আমেরিকার পত্রিকার অনেক কথা লিপিরাছি। তাঁহার मारवल शहिक वाशित शृर्क्वर कामि छेरा निवि । कविवरतत महिछ আমি নানাবিষয়ে এবং পৃথিবীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিরাছি। কিন্ত ১৯২০ খ্রীষ্টান্দের পূর্বে তাঁহার সহিত আমার কথনও মহাস্থা গান্ধী সম্বন্ধে কোৰও কথা হয় নাই। ঐ বৎসর বালগকাধর তিলকের মতার পর তিনি কংগ্রেদীদলের নারকত্ব লাভ করেন—প্রেদি-ডেট হাডিল্লের মৃত্যুতে কেলভিন কুলিজ বেমন ইউনাইটেড ষ্টেটেসর প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপ।

১৯২০ সালের পর ঠাকরের সহিত গান্ধী সম্বন্ধে আমার অনেক আলোচনা হইরাছে। প্রত্যেক বারই রবীন্দ্রনাথ পান্ধার ব্যক্তিম্বের উচ্চ সিত প্রশংসা করিয়াছেন। আমি বিভিন্ন সমরে রবীক্রনাধকে मराञ्चा शाक्षी मद्भक्त किळामा कतिशाहि, मद मनराहरे जिनि अहे कुखकांत्र ম্বাপুরবের প্রতি অকৃতিম একা স্বানাইরাছেন।

১৯২০ খুষ্টাব্দে একদিন আনি কবিবরকে জিজ্ঞানা করিয়াছিলান-গানী সম্বন্ধে আপুনি কি মনে করেন? তিনি "নহান্তা" অংখ্যা পাইবার যোগা কি १

ভক্তিমিশ্রিত শ্বিত হাতে ঠাকুর উত্তর দিলেস—আমি অকপটে <sup>বিশাস</sup> করি, মহাস্থা গান্ধী বর্ত্তমান অগতের শ্রেষ্ঠতম মানব।

আমি বলিলাম-আপনি একজন মন্তব্য কৰি, আপনার এই উজির <sup>ন্ধা</sup> নিশ্চরই কবি জনোচিত অভিশক্তোভি আছে ৷

দাড়িতে আল ল বুলাইতে বুলাইতে বুলকঠে কৰি উভয় দিলেন :--नी, माज्ये ना। जाननि अवनं नवांक कारांक कारवन मार्थे। यदि विहार वह रश्या सं**पन्न अस्ति ।** अस्तिक **व्यक्तिका वर्ग**रक श्राज्ञानकीयन <sup>পর</sup> তিনি আমাদের এথানে আসিয়া বিদ্রুলাক অবস্থার করিটাইট্রেন।

তিনি এত মহৎ যে, ওাঁহার মহত্ব কল্পনায়ও মাপা বার না। ওাঁহার স্বভাব ও চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে হইলে, স্বস্ততঃ সাত দিন ভাৰান্ত্র সহিত অবস্থান করিতে হইবে।

### বোলপুরে গান্ধীজী

था :--- त्वांनभूद्र थाकाकात्न जिनि अमन कि क्रियां हत, बाहारक আপনি এরপ মধ্য হইলেন ?

উত্তর :-- আমি অনেক বৎসরের চেষ্টার ঘাছা করিতে পারি নাই. তিনি কয়েকদিনের মধোই তাহা করিতে সমর্থ হইরাছিলেন ৷ বরাবরট আসার ইচ্ছা ছিল বে. শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা বছতে নিজ নিজ দ্ব পরিকার করিবে, নিজেরা বিছানা করিবে, রাম্না করিবে এক পালা মাজিবে। কিন্তু আমাদের চাত্ররা এতবড পরিবারের সন্তান বে. ভাছা-দের খারা আমি উহা করাইতে সমর্থ হই নাই। মূল কথা কিছ এই যে আমি নিজেই ঐ সমন্ত কাজ করিতে পারি নাই। কা**লে কালেই** ছেলেরাও আমার কথার বড় একটা শুরুত দিত না। আমি বলিরা যাইতাম, ভাহারা শুনিরা যাইত।

কিজ গান্ধী আসিরাই ছেলেদের চিত্ত অধিকার করিয়া কেলেন। তিনি একেবারে ছেলেদের সঙ্গে নিশিয়া গেলেন। তিনি ভারানিসক विलालन एए, एए-कांक छोशांसित निर्जासित कर्ता छेहिए, तम कारकत क्रेक ভত্য নিযুক্ত করা ঠিক নহে। তিনি নিজেই নিজ ঘর পরিষার করিতেন, ৰিজের বিছাৰা করিতেৰ, খালা মাজিতেৰ, খাপড় কাচিডেৰ। ছেলেছ লজা পাইল এবং তথ্য হইতেই তাহারা সানশে বহতে নিজ নিত্র কাজ ক্রিতে আরম্ভ করির। দিল। তথনই আমি ব্রিলাম, কি করিরা গানী (क्ट्राप्ट्रव किंख क्या क्रियांट्रव ।

अमितक शांकी (अध्यमिशतक करक्रकामिक कांक वा क्रांतिष्ठ विकास । উচ্চ জাতির বালকেরা বেধরের কার্জ করা কলনারও আনিতে পাঁরিল না। মরলার পদ্ধে ছেলেদের জীবন অতিঠ হইরা উঠিল। তখন গান্ধী वहर सम्मान्द्रकृति पूर्व मार्क महेना बाहेता महना व्यक्तिया चारनम । টাছাকে দেখিতেন, তবে আহার ইজিকে সন্দেহ ভরিতেন না। আমি তালুপাই উচ্চ কাভি ও ধনীপ্রবাদন সংখ্য পাইছ এই বেশবের কার্ড मन्त्रभिक्षम् मत्त्रं हेरिन ।

जानि वाषोदेत वह लाकनित कार्य लियतं व्यवस्थ हरेतं लागाय ।

শ্বদার আমার সমন্ত মনপ্রাণ তাহার দিকে নোরাইয়া পড়িল। তথনই
আমি উপলব্ধি করিলাম, এই অজ্ঞাত লোকটি একদিন সর্বজনমান্ত
ছইরা উঠিবেন। সমগ্র ভারত আত্ম তাহাকে মহাস্থা আথ্যা দিয়াছেন
দেখিরা আমি অভ্যন্ত সমন্ত ছইয়াছি। এই আখ্যা বেশের লোক সতঃধারত ছইরা দিয়াছে।

আমি বলিলাম—আপনার মূথে এই কথা শুনিরা ধুবই আনম্বিত হইলাম। আল লক লক ভারতবানীর উপর মহাক্ষা গাকীর অপরিনীম প্রভাব। ভাহার এই প্রভাবের কারণ কি?

রবীজ্ঞানাথ বলিলেন: — তাঁহার আধ্যান্থিক শক্তি এবং আন্থান্থা এই সাফল্যের কারণ। অনেক লোক বার্থের থাতিরে লোক দেখান তাাগ পীকার করিয়া থাকে। তাঁহারা ত্যাগ করেন চিক্ক হলে টাকা বাটাইবার মত। মহাত্মা সেক্কপ নহেন। তাহার ত্যাগ অপূর্ব্ব। তাহার প্রীবনটাকেই ত্যাগ বলা যাইতে পারে। তিনি ত্যাগের প্রতিক্রিটি। তিনি কমতা চাহেন না, পদ চাহেন না, সমুদ্ধি চাহেন না, হলঃ চাহেন না, সন্মান চাহেন না। তাহাকে সমগ্র ভারতের সিংহাসন দিউন, তিনি তাহা প্রত্যাথানি করিবেন—যদিই বা সিংহাসন প্রাক্রমকুট প্রহণ করেন, তবে তিনি রাজসুকুট হইতে মণিমাণিকা পুলিয়া লইয়া তাহা দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবেন। আমেরিকার সমস্ত ধনদোলিও তাহাকে প্রদান কর্মন তিনি তাহা লইতে অবীকার করিবেন থা গ্রহণ করিলেও মানবজাতির সেবার বায় করিয়া কেলিবেন। তিনি দিবার লক্তই সতত উদ্গ্রাব, প্রতিদান তিনি চাহেন না। ইহাতে কোনই অতিরঞ্জন নাই। আমি তাহাকে জানি বলিয়াই একখা বলিতেছি।

তাঁহার মধ্যে ভয়ের কেশ নাই বলিয়াই তাঁহার ত্যাগের শক্তি আরও

वनी।

প্রবল প্রতাপান্থিত সম্রাট্যাণ ও মহারাজাগণ, বন্দুক ও সঙ্গীন, বন্ধন ও নির্বাতন, অপনান ও লাগুনা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত মহাক্সা গান্ধীর সাচস টলাইতে পারে না।

তিনি জীবনুক। আগনি যদি আমার বাসরোধ করেন আমি আপনাকে ফেলিরা দিবার চেটা করিব এবং সাহায্যের জন্ত চীৎকার করিব।
কিন্ত আপনি যদি গালীর খাসরোধ করেন, তবে তিনি নড়িবেন না,
হাসিতে হাসিতে মৃত্যু বরণ করিবেন, আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র বিহেব
না পোষ্ণ করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন।

তিনি শিশুর মত সরল, সত্যে তাঁহার অচল নিষ্ঠা, মানবন্ধাতির প্রতি তাঁহার প্রেম বান্তব। আমি তাঁহাকে যতই দেখিতেছি, ততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। জগতের ভবিবাৎ গঠনে ভারতের এই ক্রহাপুরুবের যে অনেক দান ধাকিবে, তাহা বলাই বাহল্য।"

আমেরিকার ও ইউরোপে মহাক্সা গান্ধী বধন একপ্রকার অক্তাত ছিলেন, সে সময় কবি এই কথা বণিয়াছিলেন। সে সময় ভারতবর্ধের শ্রেষ্ঠতম কবি হিণাবে রবীজ্ঞনাথ পৃথিবীর সর্বব্য পরিচিত ছিলেন।
আর্মি উছাকে জিঞ্জানা করিলাম:—

"পৃথিবীতে এরপ লোকের পরিচর হওরা আবশুক। আপনাকে পৃথিবীর সকলে আনে, আপনি কেন তাঁহাকে পরিচর করাইরা হিতেহেন না!"

কৰি উত্তর দিলেন—"সে আমি কি করির। করিব? তিনি আলো-কের সভাষ পাইরাছেন, তাঁহার তুলনার আমি কিছুই না। বিনি প্রস্থৃত তই বড়, তাঁহাকে বড় করিতে অপরের সাহাব্যের প্ররোজন হয় না। তাঁহাদের অসহিমাই তাঁহাদিলকৈ জগতের সমক্ষে প্রকাশ করির। থাকে; জগৎ বখন ওাঁহাদিগকে গ্রহণ করার যোগ্য হর, তথনই তাঁহারা বিগাতি হইয়া উঠেন। সমর যথন আসিবে, তথন মহাস্থাকেও সকলে চিনিবে, কারণ তিনি বে প্রেম, স্বাধীনতা এবং মৈত্রীর বার্ত্তা লইরা আসিয়াছেন।

প্রাচ্যের আদর্শের প্রতিষ্ঠি ভিনি জীবনে দেখাইরাছেন যে, অধ্যাদ্ধ জীবনই মানুবের প্রকৃত জীবন, আধ্যান্ধিক ও মৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই মানুব বাঁচিতে পারে; বিষেষ ও হিংসার আবহাওয়ার মধ্যে মানুবের ধ্বংস জনিবার্য।"

আমি ৰলিলাম—আপনি আৰু নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতন চিন্তানায়ক। আপনার মুখে এই কথা শুনিবার স্থাবিগ লাভ করিছা থক্ত হইলাম। কিন্ত আপনি তাঁহার অসহবোগ আন্দোলন সখনে কি মনে করেন ?

কবি একট্ হাসিলা উত্তর দিলেন—"সে আর এক কথা। আপনার বোধ হর মনে আছে, একবার ভাগতে এক বন্ধর নিকট একবানি চিট্ট পাঠাইবার সমর ক্ষামি চিটিখানি আপনাকে দেখাইয়ছিলান। সেই চিটিভেই মহাক্ষা পানীর অসহবোগ সম্পর্কে আমি আমার মতামত প্রকাশ করিয়াছি। যদি আমাকে গান্ধী বলেন বে, বেহেতু সি এফ এওকজ ইংলওে জন্মিয়াছে বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহাতে আমি কদাপি সন্মত হইব না। আমার দেশের মুক্তির জন্থ্যপাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমর্থন করাও ক্ষামি ত্যাগ করিব না। মহালা গান্ধীর অমত সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের যাহা ভাল, তাহা আমার এহণ করিব এবং প্রাচ্যের যাহা ভাল, তাহা আমার বিব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বৈষ্মিক ও আধ্যাক্সিক আদান-প্রদানের কলে পৃথিবী স্থিম্জলানিনী হইবে। বিভিন্নতা মারাক্সক। যাহা কিছু পাশ্চাত্য, ভাহাই বর্জন করিতে হইবে—মহান্ধার এই নীতি ভারতের পক্ষে আন্তর্জ্যান্তন। "

কবির সঙ্গে আমার এই কথোপকথনের কিছুকাল পরেই মহারা গান্ধীকে জনৈক পাশ্চাত্য শস্ত্র-চিকিৎসকের ঘারা এপেশ্চিস অন্ত্রোপচার ঘারা রক্ষা পাইতে হইয়াছিল।

পতবার কবি যথন আনেরিকার আদিয়াছিলেন, সে সময় একদিন পারত্তের বাহাউলার কথা আলোচনা প্রদক্তে কবি, মহাস্থা গান্ধী সবছে বলেন, মহাস্থা গান্ধী অতিমানব। আমি জিপ্তাসা করিলান, অতীতের মহাপুরুবদের সহিত তুলনার মহাস্থা গান্ধীর স্থান কোথার?

কৰি উত্তর দিলেন—"বুৰু, বীশু এবং বাহা-উল-লা প্রভৃতি মহা-পুরুষগণ যে বাগী প্রচার করিয়া সিরাছেন, মহান্ধা গান্ধী ব্যাপকভাবে সেই বাগী কার্য্যতঃ প্রভাগে করিতেছেন। আন্ধানহান্ধা গান্ধী পৃথিবীজে যে অধ্যান্ধ শক্তিকে বন্ধান্ধ্যক করিয়া বিরাছেন, তাহার বিশালন্ধ উপনিধি করিতে হইলে সকল বিবয়েই তাহার সহিত একমত হইতে হইবে, এবন কোন কথা নাই। তিনি বর্তনান স্কগতে শ্রেষ্ঠতম মানব। তাহার মধ্যে অমুল্য সম্পাদ নিহিত বহিরাছে।"

আমি ৰলিলাম—বে ব্যক্তি অধিংস উপারে ব্রিটিশ সামান্ত্রাব্যব নাগপাশ হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবার প্ররাস পান, তাহার ক্লবে অমূল্য সম্পদ নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মাধার বে কিছু নাই একধা আমি সাহস করিলা বলিতে পারি।

কবিবর আমার মন্তব্য শুনিরা হাসিরা কেলিলেন। বেন ছিনি আমার কথাটা বেন উপভোগ করিরাছেন, এরপভাবে একটু চক্ত দিনির বলিলেন:—"আপনার মনে রাখিতে হইবে বে, বহাঝা বাঝা সক্ষম বেভাবে ব্রিয়াছেন, সেভাবে পরীকা করিয়া ক্ষতিভ্রেন। ভাষার এই পরীকার কল কি দাঁড়াইবে, তৎসম্বদ্ধে ভবিষাম্কানী জনাব স্বর প্রকাশ আসে নাই।"

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

# क्यांती ছाয়ाप्ति

প্রীরামকৃষ্ণ বাঙ্গালার, বাঙ্গালী জ্বাভির গৌরব।
বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ধে এমন সাধক আর জন্মগ্রহণ
করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র সন্ধীব ধর্ম। তিনি
কোন নিন্ধিপ্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন না; কোন
বিশেষ মত প্রচার করিবার জ্বন্থ অবতীর্ণ হন নাই; অথচ
সকল সম্প্রদায়ের ভক্তে, সর্ব্বসাধারণ তাঁহার নিকট ঘাইয়া,
তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া মনে শান্তি পাইত।
শক্তিবান পুরুষের চিহ্নই হইল আকর্ষণ। সাধু
সন্ন্যাসীর কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাই, সেইসময়কার
দেশনেতা কেশবচন্দ্র সেন, ক্রম্থনাস পাল, প্রতাপচন্দ্র
মন্ত্র্যার হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীর্বরচন্দ্র বিভাসাগ্র,
বিষ্ক্রিন্তন্ত্র চেট্রাণাধ্যায় প্রভৃতি সকল মনীবীর সহিত তাঁহার
সাক্ষাং পরিচয় হইয়াছিল।

গ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র আলোচনা করিবার পূর্বে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করা অতীব প্রয়োজন। ধর্ম কাহাকে বলে? यामी दिएवकानन विश्वा शिशा हान, 'Religion is the manifestation of Divinity which is already in men', অর্থাৎ নর-নাত্রীর জনয়ের ভিতর যে শাখত ফ-উচ্চবৃত্তি বিরাজ করিতেছে, ভাহার বিকাশের নাম হইল ধর্ম। শাখত স্থ-উচ্চবৃত্তি বিকাশ করিবার নানা পছা ষাছে; এবং প্রত্যেক প্রারই নির্দিষ্ট নিয়ম-কারুন আছে। ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন অগতে প্রায় ७०० धर्म मच्छानांत्र चाटकः। (व ममछ धर्म-मच्छानांत्र कर्नाट বিভারলাভ করিয়াছে তক্সধ্যে প্রায় সমস্তপ্তলি প্রাচ্য বর্গৎ হইতে উথিত হইয়াছে। ভারতবর্ম হইতে হিন্দু ও বৌদ ধৰ্ম; চীন হইতে কুনুফুসিয়ান, ভাও; ইরাণ হইতে कात्रकृत्र ; आवत इहेट हेनुनाम अवश् आतनहोहेन इहेटड क्षाहिनम् ७ थुष्टिम् धर्मा । अहे नमण अर्थ नम्बानप्रतक कृते ভাগে বিভক্ত করা যাত্র-এক সংখ্যার হুইব যাহারা निक्त प्रत्यत क्रिकें अर्थ क्षकांत कतिया मुक्के बहिन ; অন্ত সম্প্রদায়ের সভাকে নিজদলভ্কে কবিবার জন্ম বাাকুল হয় নাই। হিন্দ্ধর্ম, জারতৃত্ব ধর্ম, কন্তৃসিয়ান ধর্ম ও কুডাইডিম্ এই সম্প্রদায়ভূকে ধর্ম। ইহাদিগকে nonmissionary বা non-proselyting in character বলা যায়। আর এক ধর্মসম্প্রদায় হইল যাহারা নিজ-দিগের ভিতর সম্ভট না হইয়া অন্ত সম্প্রদায়ের সভাকে নিজমতে আনমন করিবার চেটা করিয়াছেন। বৌদ্ধর্ম, ইস্লাম ধর্ম ও খ্টধর্ম এই সম্প্রদায়ভূক। ইহাদিগকে missionary ধর্ম বলা যায়। বর্তমান্যুগে হিন্দুধর্মের গতিও হইতেছে missionary ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রথম প্রবর্তক।

ধর্মতন্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় য়ে,
প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় জনৈক ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর
নির্ভর করিতেছে। বৈদিক ধর্ম ইইল জন কয়েক ব্যক্তির
অভিজ্ঞতার ফল। বৌদ্ধ ধর্ম, ইস্লাম ধর্ম, গুটিয় ধর্ম
প্রভৃতি সবই ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ফল। এই অভিজ্ঞতার
ভিতর একটু নৃতনত্ব আছে। বৈদিক ঋষিদের অভিজ্ঞতার
ভিতর একটু নৃতনত্ব আছে। বৈদিক ঋষিদের অভিজ্ঞতা
তাহাদের শিষ্যরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহাও বছকাল
পরে। বৃদ্ধদেব নিজে কিছু লিখিয়া যান নি; তাহার
শিষ্যরা কিছুকাল পর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাও পৃথ
নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই, তাহার শিষ্যরা যা পরবর্তীকালে লিখিয়াছেন তাহাই "বাইবেল" বলিয়া চলিয়া
আসিতেছে। এক ইস্লাম ধর্ম ব্যতীত সমস্ত ধর্মের
শাস্ত্রকর্তা হইল শিষ্যগণ। কিন্তু ইসলাম ধর্মে দেখিতে
পাওয়া বায় মহম্মদ স্বয়ং সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।
কোরাণ ইইল মহম্মদের নিজস্ট্টে।

বৈদিক ধর্ম আশ্রমী ধর্ম ছিল। পারিপার্থিক অবস্থার উপর সমান্সবিক্লাস ঘটে। তৎকালীন পারিপার্থিক অবস্থাত্থবারী সমান্ত-বিক্লাস চারিটি আশ্রমে বিভক্ত হইরা-ছিব ব্যা;—বন্ধচন্দ্রাশ্রম, সংসারাশ্রম, বাপ্তান্থ আশ্রম ও দন্ন্যাস আশ্রম। প্রত্যেক আশ্রমীই শ্রেষ্ঠ যদি ভিনি তৎ ষ্মাশ্রমের কার্য্য থবাষ্ধ প্রতিপালন করেন। মহাভারতে এ বিষয় মধেষ্ট উদাহরণ আছে। প্রথমে আর্যাঞ্চাতিরা কর্মকাণ্ডের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে স্বৰ্গবাদই ছিল একমাত্ৰ কামনা। যাগ-যজ্ঞে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতারা হয়ং আসিয়া যুক্তস্থলে দান গ্রহণ করিতেন। তৎপরে এক সম্প্রদায় আবির্ভাব হইয়া জ্ঞান-মার্গের প্রচার আরম্ভ করিলেন। তুই সম্প্রদায়ে কিছুকাল কলহ চলিল। এমন সময় বুদ্ধদেব আসিলেন। তিনি ছিলেন তংকালে অহংজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশক। বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন, "আমিই সব! আমিই জ্ঞান, আমিই কর্ম্ম !" এইস্থলে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। বৌদ্ধশ্ম হইল উপনিষদ ধর্মের শাখা। অর্থাৎ উপনিষদ ধর্ম হইতেই বৌদ্ধর্মের মূলগত শক্তি আহরণ। কোন ঘাতপ্ৰতিঘাতে বৌদ্ধৰ্ম হইল missionary এবং हिम्म् पद्म त्रहिन non-missionary? अपनत्करे त्रोक्ष-ধর্ম সম্বন্ধে লিথিয়াছেন কিন্তু এ বিষয় কেহ আজ পর্য্যস্ত গবেষণা করেন নাই। কিরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে জাতি আগুয়ান বা পশ্চাৎপদ হয় সেইরূপ মনস্তাত্তিক গবেষণা (psychological study ) এ প্র্যুম্ভ এদেশে কেই করেন নাই। কারণ এরপ বিষয় শিক্ষা দিবার লোকের একাস্ত অভাব। অথচ বৌদ্ধর্মের শাখা-প্রশাখা সবই missionary ধর্মদশ্রদায়। ইহার কারণ কি? যদিও বুদ্দেব আসিয়া কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের যৎকিঞ্চিৎ মীমাংসা করিলেন কিন্তু তৎস্থানে অবতারবাদ আসিয়া স্কৃটিল।

সভ্যকণা বলিতে হইলে জগতে বর্ত্তমান গালে সর্ব্বেত্ত আবতারবাদের পূজা চলিতেছে। হিন্দুজাতি বর্ত্তমান কালে পৌরাণিক যুগ বা অবতার যুগের পূজা করিতেছে। অবতার পূজায় মানবে মানবে সন্তাব হওয়া বড়ই কঠিন; কারণ অবতার পূজায় প্রভুর মহিমারই পূজা-পার্কণ হয়। উচ্চাবন্থা আলোচনা বন্ধ হইয়া য়য়। যে সমন্ত দেশে "অবভারবাদ" পূজা হয় সেগানে হই সম্প্রানাম ব্যক্তির উদায় হয়। একদল অবতারবাদের স্বপক্ষে গুণকীর্ত্তন স্বান্ধান বিপক্ষে কুৎসা প্রাচার করে। psychologically হই দলই abnormal state of mindus

লোক। অবভারবাদের স্বণক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনা করিবার বাহিরেও যে ধর্ম জগৎ আছে এই সব fanaticরা সে কথা ভূলিয়া যায়। এই অবভার পূজায় মাহ্মষ ধর্মার হইয়া জগতে মাঝে মাঝে অনেক কিছু অশান্তি আনে। আবার অবভারবাদের পশ্চাতে দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তা বোধ গভীরভাবে লুকায়িত থাকে সেজত জগতে ধর্ম সম্প্রদায়ে ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিবাদও চিরকাল চলিবে। ভাহার পর হইদল যদি পরাধীন জাতি হয় ভাহইলে ভো কথাই নাই। সেইজত্ম দেশে শান্তি রক্ষার জন্ম রাষ্ট্রকে ধর্মের উপর হন্তানিক্ষেপ করিতে হইভেছে। বে দেশ ধর্মকে রাষ্ট্র ইইতে পৃথক করিতে পারিভেছে ভাহারাই বর্ত্তমান রণক্ষেত্রে জয়ী হইতে পারিভেছেন।

বাঙলা ভাষ ও ভাষার দেশ। বাঙলার জলবায়্
বর্ত্তমানেও ভক্তিরেলে আপ্লুড়। বেদান্তের স্থান বাঙলা
দেশে কোনদিন ছিল না। রাজা রামমোহন রায় ও
মামী বিকানন্দের ধর্মবাদ বাঙলাদেশে এখন স্থান পায়
নাই; ইহাদের বেদান্তবাদ বাঙলার জলবায়্ এখন গ্রংণ
করে নাই। পারিপার্থিক অবস্থার উপর সমাজ গঠন ও
সামাজিক-ধর্ম নির্ভর করে। এক সময় বাঙলা নৈয়ায়িকের
দেশ হইলেও জনসাগারণের চিত্ত সহজিয়া ধর্মকে গ্রংণ
করিয়াছিল। রাধাক্তফের তত্তই প্রচার করুন বা ভাষাতত্তই প্রচার করুন মূল উদ্দেশ্ত ছ'টিরই হইল ভক্তিবাদ।
বাঙলাদেশে স্থামী বিবেকানন্দ ব্যতীত কোন ধর্মসংস্থারক
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই। রামপ্রসাদ
ভামাতত্ব প্রচার বারা রামক্রফ পরমহংসের প্রচারপধ
সহজ করিয়া দিয়াছেন। সেজক্ত এই ছটি সাধকের
জীবন একসঙ্গে মনে উদ্বয় হয়।

শীরামরুঞ্চ খন তপমৃতি। দরিক্র নেরক্ষর এবিশ সর্বসংখ্যার বিবর্জিত একটি অচঞ্চল হাদ্য লইয়া নিবত্ত আবেষণে বাহির হইয়াছিলেন। পূর্ব-ধর্ম-সংখ্যার বর্জিত হাদ্য ছিল বলিয়া সর্ব্বধর্মের প্রাণবভাটকে হার্দান ভারতে পারিয়াছিলেন। Preconceived idea বা প্রাণ্ডাইটিক ভার ত্যাগ করা অতীব করিন। এই Preconceived idea অনেক সময় নব্য সভ্য ধারণা ভারতে বার্দান করে। তাঁহার মনে পূর্ব ভাবের কোন বেরাণার করে।

বলিয়া অতি সহজ সরল মনে সর্ব্ব সাধনায় অগ্রসর

হইয়াছিলেন। বাঁহার নিকট কোন কোন সত্য দেখিতে

পাইয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ তিনি বিধাহীন হৃদয়ে বিনা

সঙ্গেচে গ্রহণ করিয়াছেন।

উচ্চন্তরের সাধকের চিহ্ন হইল মন মুথ এক। ইহা হটল যতি ধর্মের শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা। বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির ভিতর চুটিমাত্র আশ্রম আছে-সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রম। গ্রন্থাশ্রম বি-বিভক্ত আম্মণ ও শুদ্র। যতি ধর্মের চিক্ত চটল মন মুখ এক কিন্তু গৃহীর ঠিক উল্টো। গৃহী যদি মন মুখ এক করে তাহলে বর্ত্তমান জগতে তাহার তৰ্দ্দার সীমা থাকিবে না। গৃহীর ধর্ম হইবে, "To begulie the times look like the times!" [ ] পর্মহংস জীবনে এই মন মুখ এক করিবার শক্তি অম্ভত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মন ও দেহ এক জিনিষ ছিল; সমত্ত স্বায়্গুলিকে স্ববশে আনিয়াছিলেন। মনে যে চিন্তার উনয় হইবে সঙ্গে সঙ্গে দেহেও তাহার ক্রিয়া হইবে: মন বলিল, টাকা ছুইব না; হাতও সঙ্গে সংক বক্র ক্টয়া ঘাইল। সাধারণে এ শক্তির বিকাশ হয় না। উচ্চন্তরের সাধকে এ শক্তি সম্ভবে। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার শীবনীতে ইহা একটি সম্পূৰ্ণ নিজ বৈশিষ্ট্য।

যত যত তত পথ। যে যে ভাবের সাধক হউক নাকেন যদি নিষ্ঠার সহিত সাধনা করে তাহলে তাহার জয় অবশুদ্ধারী। তিনি বলিতেন, "ওরে কারুর ভাব নই করিস নি। মাহুর ইল্প নয় যে সব এক ছাঁচে তৈয়ারী হবে।" নানা কারণে মানসিক শক্তি সকলের এক হয় না; সকলে এক বিষয় সমভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। প্রতিযোগিতায় মানসিক শক্তির তারতম্য লক্ষিত হয়। শেষস্থ পরমহংসদেব কাহার ভাব নই করিতে ইচ্ছা প্রমাণ করিতেন না। "য়ত মত তত পথ" এই জ্ঞান ভকদের থাকিলে বর্তমান জগতে সমাজে বা দেশে শনেক কল্যাণ সাধিত হইবে। ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ হইবার স্থাবন। থাকিবে না।

নির্ভরশীগতাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। মাত্র <sup>বে</sup> সীয় সংবত ও সমবার শক্তিতে জগতের জনেক কিছু

কল্যাণ সাধিত করিতে পারে, এ বিশাস তিনি করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের চিন্তাধারা হইতেছে নিজের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। ভারত আজ জাগ্রত, সে অন্ধকারের উপর বিখাস গ্রন্থ করিতে রাজী নয়। রাম-कुक्छात्रदेव अधारवं कांत्र इहेन चामी विरवकानमा। शामी विद्यकानम तामकुक्तप्रदादत शिषा हरेरण श्रष्टक हिस्रांभील वाकि हिल्लन। श्रामी विदवकानत्सव खीवनी বিশ্লেষণ করিলে তিনটি বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। 🎃 ভাহার একটি ডিজ্ল বৈশিষ্টা; ২য়, রামক্লফদেবের প্রভাব: ৩য়, প্রোচ্য ও পাশ্চাত। জগত ভ্রমণের প্রভাব। (महेक्क श्रामी विदवकानत्मत कीवनी ७ व्यवस्त्र मध्य তিনটি বিষয়ের প্রভাব পরিষার ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগের প্রভাব দারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ াবশেষ স্থাবিধা করিতে পারিবে না। স্থামী বিবেকানন্দ ্র বিষয়টি পরিভাররূপে জনমুক্তম করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন অবতারবাদ প্রজার দারা ভারতের উন্নতি অপুর পরাহত।

রামক্রঞ্চেবের উপদেশের মধো দেখিতে পাওয়া যায়. তিনি প্রত্যেক ধর্মের প্রাণবম্বকে ব্যাইতে চেষ্টা করিয়া-ছেন। ধর্মজীবনেও যে একটি জাগ্রত জীবস্ত শক্তি নিহিত আছে তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। এই প্রাণশক্তি ঘাহাতে সকলে সমাক্রপে বোধগমা করিতে পারে ভাহার চেষ্টা সতত তিনি করিতেন। তাঁহার ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা ও উপমা ছিল অভিনব। এরূপ সহজ সরলভাবে উচ্চওরের বস্ত বুঝাইবার শক্তি বর্ত্তমান-কালে কাহার ছিল না। পরমহংসদেবের উপদেশ পড়িলে মনে হয়, সভ্য যত উচ্চগুরের হয় তাহার প্রকাশের ভাষাও ভাব-প্রকাশক। ততে সহজ সরল হয়। ভাষাও আমাদের ভাব মনোমধ্যে যত পরিষার হইবে ভাষাও ততো সরল হইবে। ভাষা ভাবের বাহন। স্বাতি আৰু সমাজ আজ একতার দিকে অগ্রসর: ভাগবিত। যানব জীবন একডার দিকে আৰু আগুয়ান। জীতীয়াম-ক্রফদেবের ভাবরাশিও একভার পথের সহায়ক।

# যা-হয় তাই

#### ঞীবিমল মিত্র

তিনটি প্রাণী লইয়া সংসার।

বড় ভাই হরিপদ তা'র স্ত্রী কামিনী আর বিবাহিতা বোন অথদা। ছেলে পিলে হয় নাই—হইলে চার পাঁচটি হইতে পারিত! কিন্তু অ্থদার কথা আলাদা।

হরিপদ মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে—আচ্ছা, তুমিই বল কামিনী আমাদের না হোল না হোল হুংধ করে কি হবে—কিন্তু স্থাদার—

কামিনী মূধে দোক্তা পুঞ্জি৷ বলে—ইয়া সে কামনাই করি আরকি ! একটাকেই ধেতে দিতে দেউলে হবার জোগাড় আরও পুষ্যি আল্লক তা নইলে আর সাধ মিট্রে কেন?

হরিপদ চুপ করিয়া যার।

সামান্ত ধান চাল বেচিয়া যা হয় তাহাতেই সংসার
চলে—সারা বছর ঐ আয়। কিন্তু পাড়াপড়শীর মুধ চাপিয়া
দ্বাধা যায়না। তাহারা বলে হরিপদর সিন্ধুকে পিতৃদত্ত
বেশ মোটামুটি রকমের কিছু আছে।—স্বধনা তাহাদ্ব
অংশ হইতে বঞ্চিত। কিন্তু স্থাদার ছংথের কারণ তাহা
নহে।

বাপের মৃত্যুর পর মাতৃহীন স্থবদাকে ত' ভাহার দাদাই পুরে। ছয় কি সাত বংসর বিসিয়া ধাওয়াইয়াছে, ইহার পর কি আর অভিযোগ করা চলে ৫ কেহ বলে তাহার শিতা নাকি উইলে তাহাকেও সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ দিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেজগু ঝগড়া করা স্থাদার পক্ষে ভাল দেখায় না, কারণ তাহার বিবাদের সম্প্রহৃত্ত' প্রায় সে সম্ভ ধরচ হুইয়া গিয়াছে।

দশ কি বারো আমতও নয় সেই বয়সে অংথদার বিবাহ হয়।

পাত্রটি স্থপাত্র বলিয়াই গ্রামে পরিচিত—স্থতরাং হরিপদর মত হইয়াছিল। কামিনী বলিয়াছিল—স্থলার ভাগ্যির জোর তাই অমন স্থপাত্র মিলেছে—কিন্তু কিছুদিন পরে স্থানার ভাগ্যের জোর ফলিয়া গেল। একদিন রাত্রে স্থবদার স্বামী স্থবদাকে হরিপদর বাড়ীর উঠানে হাজির করিয়া বলিল—বুঝলে সংদ্ধি আমার পাওনা টাকা দেবেত' দাও নইলে এই রেখে গেলাম ভোমার বোনকে আর ভূলেও আসবোনা, ভোমার মত ছোটলোকের বাড়ী!

সেই শেষ!

হরিপদ প্রতিশ্রুত টাকা বাহির করে না—স্থদার স্বামী নটবরও আর আদে না।

এত বড় কাণ্ডটা কাহারও গায়ে লাগে না—লাগে বেনী করিয়া স্থানার। আর কামিনী মাঝে মাঝে বলে

—এ তোমার কি রকম কাজ বল দিকি—বলে কুকুর বেরাল তাও খাওয়ালে কান্ধে আনে, আর এ যে নিম্পার চেঁকি পুষত, এ সামলাবে কে ?

হরিপর বলে—মাহা বোনটি আমার—কতই বা খরচ —কাজও ত কচ্ছে—

কামিনী কিন্তু রাগিয়া ওঠে—বকে—কাজ করছে
পিণ্ডি! চোথ থাকতে দেখতে পাও না—আমি তছি
করছি—ভুতো সেলাই চণ্ডি পাঠ। মেয়ের নড়ে বসবার
ক্ষমতা নেই—

(कान ७ উखत्र ना हे, हतिशम हुन !

কিন্তু কথাটা মিখ্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়! আৰ বাতের অস্থ, কাল সোমবারের ব্রত এমনি একটা না একটা কিছু কামিনীর লাগিয়াই আছে, সেই সময়ে স্<sup>বরা</sup> মুধ ব্জিয়া স্বই করে!

হরিপদ থানে সবই কিন্ত স্ত্রীর মূখের কাছে খত বঁট একটা মিধ্যার জ্বাবও দিতে পারে না—এমনি লৈ।

সংসারে একটা কিছু না লইয়া থার্কিলে দিন চলে না—ম্ভরাং যাহাদের অন্ত কিছু নাই—ভাইারা পরের উপর দোযারোপ করিয়াই ভূট।

এই দংসারে হইরাছিল ডাই ; শুপরার উপর বৈশি বর্ষণও একটা কাজের মধ্যে ! এ সমস্ত গগুগোলই চুকিয়া যাইত ধনি হরিপন তাহার প্রতিশ্রুত অর্থ নটবসকে বিবাহের পরেই শোধ করিয়া দিত—কিন্তু তা হয় নাই—

কামিনী বলিয়াছিল—কেন অত খাতির কেন? আজনাহয় ছেলে-পুলে নেই—হ'তে আর কী! বোনের বিরে তাই দেওয়া হোল আবার গুণে নগদ পঞ্চাশ টাকা! টাকা দেখেছেন আমার!

হরিপদ স্থীর কথাতেই সায় দিয়াছিল ! কিন্তু এখন ব্যিয়া বসিয়া পাওয়াইতে কামিনীরও অস্কু হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উপায় নাই! আর যাই হোক তাড়াইয়া দেওয়া যায়না, বোনত!

স্থান। হয়ত রাশ্লাঘর হইতে চীৎকার করিয়া বলে— বৌদি হুধের কড়াটা দিয়ে যাওত।

কামিনী উত্তর দেহ—কেন রাজার ঝী হাতে পোকা ধরেছে নাকি ?

হরিপদ রামায়ণ পড়িতে পড়িতে বলে—স্বাহ। তুমিই দিয়ে এসনা!

ঐ পর্যান্ত !

ক্রথদার সমস্ত ব্ঝিবার মত বয়স হইয়াছে!

উনানে হাঁড়ি চড়াইয়া দিয়া বদিয়া বদিয়া ভাবে। ব্কের কাছে একটা অফুট বেদনা বেন ফুট ফুটি করিয়াও ফুটিতে পারে না। পাড়ার লোকের মূথে যাহা কিছু জনিতে পায় ভাহাভেই মনটা কেমন করিতে থাকে!

ত্থদারও বৃত্ত আছে। তাহার বর কেমন ব্যবহার করে-তাহা স্থানার কাছে বন্ধুর দল অনাইয়া যায়।

সারদা বলে—আমার ভাই শব্দা করে, সারা রাত ও কথা বলে বকর বকর, আমার ভয় করে, পাছে কেউ খনে ফেলে, ছিঃ, যডই বারণ করি ততাই জোরে শাষভ করে হে—হে—হে—

সারদা বরের কথার পঞ্জুধ।—রানা, পুটি, হেমা সকলেই ভাই। নিজেলের বাসীর কথা পাইতেল, কিন্তুই চায় না,—কথলা পোলে—কটেনর কলে হালের নিজের কথায় কালে। পুঁটি স্থানার বারণ শোনে না, বলে আন্ধ তোকে যেতেই হবে। আর ছাড়ছিনা!

ক্থদা চারিদিক একবার চাহিয়া লইয়া ভীতনেক্রে বলিদ—চূপ্ চূপ্কেউ শুনতে পাবে যা আমি বাব না—বড় লজ্জা করে—বৌদি যদি জানতে পারে ?

কাক চিল প্ৰ্যান্তও জানিতে পারিবেনা এই প্রান্তিক্রান্ত দিয়া পুটি সেদিন স্থানাকে লইয়া চলিল। সন্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে কেহই জানেনা স্থানা কোধার গিয়াছে।

ষষ্টিতলার সাধুর কাছে আদিয়া পুঁটিও স্থানা দাঁড়াইল।
পানেই একটি মনসা গাছ। গাছের শাধায় শাধায়
অজ্ঞ্র ঢিল বাধা;—যাহাদের কথনও পুত্র হয় না
সেই সব নারী সাধুজীকে চার আনার পূজা দিয়া গাছে
ফ্তার ছারা একটি ঢিল ঝুলাইয়া দিলে মনভাম সিদ্ধ
হয়, ফল অব্যর্থ!—চারদিকের গ্রাম হইতে নারীয়া
এইখানে আসিয়া সাধুর কাছে পূজা দিয়া পুত্র কামনা
করে —স্থানাকে লইয়া পুঁটি একপাশে দাঁড়াইল।

পূজা দিয়া স্থান গাছে তিল বাধিয়া দিতেছিল। পুঁটি বলে—বল—না আমার কোলে একটি ছেলে দাও—

স্থাদ। কোন উত্তর করিল না—মনে মনে কি বলিদ সেই জানে। অন্ধকারে নিজেকে দুকাইয়া স্থাদা ৰাজী ফিরিল!

হরিপদ দাওয়ার বসিরা তথন বলিতেছিল—কামিনী

—ক্ষ্পদা কেথায় ? কামিনী বলিল—কি জানি কোথার
আড্ডা—

—এইবে খাটে গিয়েছিলুম—আৰু মিথ্যা কথা বলিতে স্থানার বাধিশ না।

দিন যায়, মাস যায় বংসরও কাটে। কিন্তু সে না হইলে সকলি রুধা সে জার আসেনা। চিঠি লিখিলেও উত্তর আসেনা, নটবর নাকি আবার একটি বিবাহ করিয়াছে—এ ধ্বর দিল পুঁটির বর গোবর্জন।

কুখন। ব্য়ে—কই পুটি ফল্ল না'ত। পুটি তবু আলা ছাড়ে না—আখান দিয়া বলে— দেখ্বিলো দেখ্বি— হখন কোলে একটি পাবি তথন বলিস।

স্থান অন্তরের আশা গোপন করিয়া বল্লে—ধ্যেৎ হ'লে ত'।

কিন্তু পুঁটি ব্যাপারটি গোপনে সারিয়াছিল। গোবর্জনের পুরাতন বন্ধু নটবর।

গোবর্দ্ধনকে একদিন পুঁটি নটবরের নিকট পাঠাইয়া
দিল।

ছাতি কাঁখে লইয়া গোবর্জন ক্ষম্যাবেলা নটবরের চণ্ডী-মণ্ডপে উপস্থিত।

দেই চোধ, দেই মুথ, দেই ভুঁড়ী—ন। চিনিবার কোনও কারণ নাই। নটবর তথনই চিনিয়া ফেলিল— বলিল—কিহে অনেকদিন পরে—

গোবর্দ্ধন কাঁথের চাদরটিকে বিন। কারণে স্থানচ্যত করিয়া বলিল—আর—তুমি ত' ওদিকে যাওন। ভাই— দেখা হয় কি করে'। তবু এদিকে একবার এসেছিলুম ভাই ভাবলুম যাই একবার দেখা করে' আসি—

নটবর খশুর বাড়ীর প্রসতে রাগিয়া উঠিয়াছিল। বলিল—সেই ছোটলোক চামারের বাড়ী আবার যেতে বল ? রাম, ভূলেও ওদিকে পা বাড়াব ন!—

সোবর্জন বেশ নরম হইয়াই আরম্ভ করিল—আহ। তা' আর আমরা জানিনে—বলে সকালবেল, হরিপদর নাম করলে সারাদিন উপোষে কাটে—তার বাড়ী কি তোমার বেতে বলছি? তবে কিনা—মেরেটা—সে বেচারী।

নটবর সন্দেহ করিল—বলিল—হরিপদ বৃথি তোমায় ভূজং দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে—ওসব হচ্ছে না। রূপেয়া ভান—ভামি বউ আনছি।

গোবৰ্জন বেগতিক দেখিয়া আবার বলিল—ভূল বুঝোনা নটবর ভোমার বন্ধ হ'যে আমি কি হরিপদর কথায় সায় দিতে পারি—না পারা উচিত ?

নটবর কোনও উত্তর করিল না।

গোবৰ্জন আবার অক্স প্রসঙ্গ ধরিল—বলিল—অনেক দিন বন্ধু একসঙ্গে থাওয়া-দাওয়া করিনি—তাই বউ পাঠিয়ে দিলে—এই যদি রক্ষে কর—তবে নেমস্কর বল আর 
যাই বল তাই করতে এনেছিলাম—তবে তোমার মে
রকম তিরিক্ষে মেজাজ—

নটবর বলিল—যাক্গে—তা' এই ব্যাপার। আবার ভা' হলে'—ও গাঁয়ে বেতে হবে ? তা' মেতে পারি তুফি যখন বলছ—ভবে কেউ থেন না জানতে পারে এইটি দেং দয়া করে।

গোবর্দ্ধন ব্যক্ত হইয়া বলিল—আরে রাম—তা'ইনে হরিপদ কি আর তোমায় ছাড়বে—পায়ে ধরে—থেংক ভূক্তং দিয়ে।

—তাই জন্মেই ত' বল্ছি।

—সে জন্তে তোমার কোনও ভাবনা নেই—খামার বউকে বলে দেব—কাক-কোকিলে জানবে না—একটা দিন আমোদ করে?—বুঝলে কিনা—এই সোমবারেই—

শেষ পর্যান্ত নটবর রাজীই হইল। হাইচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গোবর্দ্ধন বউকে থবরটি দিবার জন্ম ডাহিল— ওগো, শুন্ছ; কোথায় গেলে ?

রাতে সেদিন হরিপদ ও কামিনী গভীর নিদ্রায় মধ! স্থপদা উঠিরা ধীরে ধীরে বাক্স হইতে বছ প্রাতন একটি কাপড় বাহির করিল।

সিঁথিতে সিন্দ্র দিল—কাপড়টি যথে অবে জড়াইন—
তারপর অনেকদিনের ল্কায়িত একটি টিনের আয়না
লইয়া মুখটি দেখিয়া লইল।

আতে আতে থিড়কীর দরজা দিয়া পান চিবাইডে চিবাইতে বাহির হইল পুঁটির উদ্দেশ্তে ?

পুঁটির বাড়ীতে মোটে ছইটী প্রাণী।

দরকাথোলাই ছিল। স্থলা আতে আতে ভিকরে ঢুকিল!

নটবর বাড়ীতে ফিরিয়া বায় নাই—গোবর্ডনের কর্বার ওই বাড়ীতেই তাহার শয়নের ব্যবস্থা হইরাছিল। স্বরের ভিতর নটবর শয়নের উদ্যোগ করিতেছিল—এমন সমর ক্র্থদা এক গলা বোমটা দিয়া ভিতরে প্রবেশ ক্রিল।

চৰ্কাইকাৰার কথা—কিন্ত নটবর স্থানাবে কেন্দ্র আনিনা চিনিয়া ফেলিয়াছিল! স্থদা বোমটা টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।
নাল্য ডাকিল--ৰলিল এসো এখানে বোদ!

পাশে বসাইয়া নটবর স্থানার খোমটা টানিয়া দিল; প্রনিপের আলোকে মুখটি বড় স্থান মানাইয়াছিল!

নটবর আর ঠিক থাকিতে পারিল না—হাত সরাইয়া লইল।—

এমন রূপ ব্ঝি স্বর্গেও হল্পভ—কিন্ত আরত উপায়
নাই—তাহার স্থানে থাহাকে আনিয়া সে বসাইয়াছে—
সে তাহার নাবী ছাড়িবে কেন? আর মান্ত্র্যন্ত ত'
একটি বই ছটি নয়—নহিলে সে ইহাকেও প্রাপ্য ভাগ
দিতে পারিত—কিন্ত তাহাত' হইবার নয়—রাগের বশে
যাহা সে করিয়া কেলিয়াছে—তাহা আর বদলাইবার নয়।

নটবর প্লদীপটি নিবাইয়া দিয়া তৃপ্তি পাইল।…

কিন্তু রাতের ব্যাপার দিনের বেলায় ভূলিয়া ষাইতে হয়—

ভোর বেলা **আলো না হইতে স্থান নিজে**র ঘরে অফিয়াআশ্রয় লইল।

প্রদিন আবার সেই ব্যবস্থাই হইল—নটবর ইচ্ছা ক্রিয়াই সেদিন বাজী ফিরিয়া যায় নাই—

রাত্রে দেখা।

নটবর ব**লিল—হাতে কি**।

জ্থদা পাত্রটি **আগাই**য়া দি**রা বে:মটার আড়ালে** বলিল—পান।

পূর্বদিনের মত সেদিনও নটবরের ভাবাতর হইবার উপক্রম হইল—

কিন্তু ভোর বেলা ভাহা মনে পড়ে না— এমনি করিয়া ছ'নিন:—

শেষ দিনের দিন নটবর বলিল—আর এসো না— কিছুটাকা যদি দিতে পার ত' আবার আসব—

কিন্ত স্থলার—পরনের কাপড় ডির আর কিছু নাই
তা'কি দেওয়া যায় । এক দেহ—স্থলা সেদিন প্রসর
চিত্তে বাড়ী ফিরিল।

भाग इहे भटत वाभाति बानाबानि हहेता त्रन ।

ওষ্ধের গুণেই বোধংয়—নাষ্ঠীর কুপার লক্ষণ দেখা দিল।

একটা নৃতন মাহুংবের অভিত সুথদা নিজের মধ্যে অহুভব করে—অকারণে গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে - অফুচি আছে—বমিও হয়।

দিন রাত্রিই কামিনীর সঙ্গে একটা ন। একটা কিছু লইয়া বিবাদ লাগিয়াই আছে—

যথন আরম্ভ হয়—তথন শেষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না—যথন শেষ হয়—তাহার রেশ মিলায় না।

হরিপদ সব সময়েই স্ত্রীর পক্ষে; তাহার স্ত্রী অফ্যায় করিতে পারে ইহা তাহার ধারণার বাহিরে—

স্বতরাং ওপক্ষের যাহা কিছু গালাগালি—স্বাদাকে তাহা একাই সহা করিতে হয়।

হরিপদর সাহায্যবাণী যাহ। কিছু তা' ওপকেই ব্যয়িত হয়।

কিন্তু যেদিন সে সামাল ব্যাপারটি লইয়া কলহ আরম্ভ হইল ভাহা যে শেষ হইবে এমন আশা রহিল না—

আরম্ভ হইয়াছিল স্কাবেলা—সন্ধ্যাবেলাও ভাহার মীমাংসা হইল না—

কলহ যথন মাঝণণে আদিয়াছে—অন্ত কোনও উপায় হাতে না পাইয়া কামিনী যে কথাটি প্রক:শ করিল— তাহা অবিশাস্ত হইলেও কাহারও সন্দেহ রহিল না।

পাড়ার মেয়ের। অল্ল বিস্তর সকলেই স্কৃটিয়াছিল, কথাটা শুনিল সকলেই—সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল।

ক্ণাটা এই:— স্থদার দক্ষে নাকি ওণাড়ার ভাই
সম্পংক স্থান হালদারের সংক কোনও অবৈধ সম্বন্ধ
থাকাতে স্থদা অস্তঃম্বন্ধা—এতদিন শুধু স্থপদার এবং
ভাহার দাদার বংশের থাতিরে একথাটি বলিতে কামিনী
ইতন্তত: করিয়াছিল—আজ সে একটা হেন্তদেও না
করিয়া ছাড়িভেছে না—তাই এই সভ্য কথাটি অপ্রিয়
হইলেও ভাহাকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইল।

সকলেই একবাক্যে কামিনীকে উপদেশ দিল বে অমন মেয়েকে ঘরে ঠাই দিলে বংশের গৌরবকে ড' নই করা হইবেই—উপরস্ক পাপকে প্রাপ্তম দেওরা হয়।

শেষ পৰ্যান্ত ভাহাই স্থির হইল-

হরিপদ ঘরের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া জানাইল
—চাইনা অমন থোনের মূথ দেখতে—এথনি ও বেরিয়ে
বাক্।

উপযাজক উপদেশদাত্তীর। প্রবোধ দিয়া বলিল—কি করবে বল বাছা—ভাই যথন বারণ কচ্ছে কেমন করে বউ ভোমাকে ঘরে ঠাই ভাষ। স্থথা শেষ মিনতি জানাইয়া বলিল—দাদা — আমার কথাটা।

দাদা ঘরের ভিতর হ**ইতে বলিল—কোন** কথা <del>ভ</del>নতে চাই না।

কামিনী ফোড়ন দিয়া ব**লিল**—যথন ছক্ষ করেছিলে ভথন ত' মনে পড়েনি—

স্থদা অন্ধকারের ভিতর বাহির হইয়া পড়িল।

# হারাণো-টুপী

কাদের নওয়াজ বি-এ, বি-টি

١

টুপী স্থামার হারিয়ে গেছে
হারিয়ে গেছে ভাইরে
বিহনে তার এই জীবনে
কন্ডই ব্যথা পাইরে
হাদ্বে লোকে শুন্লে পরে
হারালো সে কেমন ক'রে
কেমন ক'রে বৈশাখী ঝড়
উভিয়ে নিল নোর সে টুপী
ব্রেছি হায় টুপীর লোভে
দেব তাদেরি একার্চ্চুপি

থাক্ত টুপী তুপুর রোদে

হাতার মতই মাথায় স্বস্থ কথনও বা বাতাদ পেতাম্

তুরিয়ে তারে পাথার দম

বক্ষে তাহার নিতৃই প্রাতে

কুল রেথেছি আপন হাতে
সে ছিল মোর ফুল-দানী আর

ফুলের সাজি এক সাথে হায়
জানিনে আল কোথায় গেছে

কোন্ দেশে দে কোন্ অলকার

হয়ত এখন প্ৰন-দেবের মাধায় আছে নেই টুপী মোর এদিকে ভার বিজ্জেৰে হায় শাহার কোনে ব'বুতেছে লোর ভূলতে নারি টুপীর প্রীতি জাগছে হৃদে শুধুই স্মৃতি বিদেশ গোলে বালিস্ হ'ত হায় দে টুপী মোর শিয়রে চল্তে পথে দেলাম পেতাম ধাকলে টুপী মাধার পরে

8

তিনটা টাকায় কিনেছিলাম
'টাদনী' হ'তে সেই টুপীরে
তিন্শ টাকা দিবই আজি,
পাই যদি ফেব তারেই ফিরে
চার মিনিটে 'চসার' প'ড়ে
শেষ ক'রেছি টুপীর জোরে
পরীক্ষাতে প্রথম হতাম
থাক্লে টুপী মাধার প'রে
হথের দিনের বন্ধু টুপী
কোথায় গেলি আজকে ওরে

¢

আজিও হার নিমন্ত্রণে

গেলে সভার মধ্যিখানে

সব ভূলি বে প্রথম আমি

তাকাই লোকের মাধার পানে

দেখি কেবল চূপি চূপি
কার শিরে রয় আমার টুপী

মিলে না খোঁক সভার থেকে

ফিরে আনি গুকু মুর্কে

নৃতন টুপী কিন্ব না ভাই

পণ করেছি মনের মুর্

## শ্রীখেতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রায় পনের বংসর বয়সে ভারতীর যথন বিবাহ ইল তথন শুভদৃষ্টির সময়ে এক নিমেবের জক্স তরুণ

কণোর স্বামী মহিমের দিকে চাহিয়াই তাহার মনে

ইল, তাহার মত ভাগাবতী আর কেহ নাই। এই

রামী সৌভাগাের গর্ম অহুভব করা তাহার পক্ষে

হমন অসকত হয় নাই; কেননা কুলে শীলে, রূপে

৪াণ, স্বাস্থ্যে ও অর্থে ভারতীর স্বামী, স্বামী হইবারই

৪প্যুক্ত। কিন্তু এই সৌভাগা তাহার কাছে অতুল

ক্লি বলিয়া মনে হইল, তথন সে বুঝিতে পারিল, স্বামী

তাহার হামের সবটুকু সেহ মমতা এবং ভাল
রাসার অর্যা দিয়া তাহাকে তাঁহার তরুণ হাদয়ের রাণী

করিয়া লইলেন। ভারতীর মনে হইত তাহার স্বামী

লবতা। দেবতার মতই সে তাঁহার চরণযুগলকে সর্কানা

রাজিটে অন্ধিত করিয়া রাখিত এবং তাঁহার আরাধনায়

নিজেকে বিলাইয়া দিত।

ভাবতী শিবপৃদ্ধা করিত। পৃদ্ধার উপকরণ সন্মুথে
রাধিয়া যথন সে চক্ষু মৃদিত তথনি দেখিতে পাইত,
তাহার অন্তরের মধ্যে স্বামী মহিমেরই দিব্য মৃত্তি
দেবতের মহিমার কৃটিয়া উঠিয়াছে। ভক্তি গদ গদ
চিত্তে, এক একটা করিয়া ফুল ও বিশ্বপত্র বর্ধন সে
দেবতার উদ্দেশ্রে নিবেদন করিত তথন সে দিব্য চক্ষে
দেবতার উদ্দেশ্রে নিবেদন করিত তথন সে দিব্য চক্ষে
দেবিতে পাইত, তাহার প্রত্যেকটা স্কুল ও বিশ্বপত্র
রামীর পায়ে যাইয়া স্থান পাইতেছে। পৃদ্ধা শেষ করিয়া
উঠিয়া সে গলাম আঁচল দিয়া, স্বামীর পায়ে প্রশাম
করিয়া বলিত, "তুমিই আমার দেবতা, আমার আর
স্বর্ভানেই।"

<sup>মহিম</sup> শুনিরা কেবল হাসিত। ভারতী, খামীর <sup>এই</sup> হাসির মধো ভাহার জীবনের চির বঞ্চিতর সন্ধান শাইয়া ধন্ত এবং ভূগু হুইত। এমনি একটানা খ্ৰের স্রোতের মধ্য দিয়া একে একে পচিশটি বংরর কাটিয়া গেল, যুবক যুবতী প্রৌচ্ছের পদে পা দিল, কিছ ভাহাদের অনাবিল ভালবাদা, তেমনি জীবস্ত, তেমনি জাগ্রত ও তেমনি প্রথব ছিল। পরু কেশ ও শিধিল চর্ম্মের অন্তরালে হুইটা হৃদয় ভালবাদার ভরা জোমারে ঠিক তক্ষণ তর্মণীর মতই তধনও ট্ল্মল্ করিতেছিল।

সে বংসর পূজার সময়ে ভারতী ও মহিম দেশে আসিল। একদিন বিকালে, তাহাদের প্রতিবেশী অরবিন্দর মাসী গিরিবালা, হরিনামের মালা দুরাইতে ঘ্রাইতে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতী ভাঁহার বসিবার জত্য তাড়াডাড়ি একথানা কুশাসন পাতিয়া দিল। গিরিবালা আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছিস বৌ? গ্রাম স্থবাদে তিনি মহিমকে দাদা বাতয়া ভাকতেন সেইজ্লা ভারতীকে তিনি বৌদি না বালয়া 'বৌ' বিলয়া ডাকিতেন। উভয়ে প্রায়ই সমবয়্দ ছিলেন।

ভারতী বলিল "বেশ আছি ঠাকুরঝি।" "তোর বৌমেরা বুঝি কেউ আসেনি ?"

"না ঠাকুরঝি! শত্রুমুধে ছাই দিয়ে এখন তাদের ানজের নিজের গেরোন্তালি হয়েছে, তারা যে যার স্থাবধে বুঝে ভবে তো আসবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকলে কি তাদের চলে ?"

"আমাদের সমরে কিন্ত চল্তো বউ ? বরের কাছা ধরে বেড়ানো, সে আমারা লক্ষায় ভাবতেও পারিনি।" কথাটা একরকম সত্য কারণ গিরিবালা মাত্র দশ বৎসর বয়সে বিধবা হওয়ায় আমীর কাছা ধরিয়া বেড়াইবার, হুযোগ বিধাতা ভাঁছাকে কোন দিন দেন নাই। ভারতী বলিল "তা থাক, ঠাকুরঝি, তারা তাদের নিজের সংসার নিয়েই স্থথে থাক্।"

গিরিবালা বলিলেন, "এখনকার বউরা; সে তুই বল্লেও থাক্বে, না বললেও থাকবে। তা থাক্গো 1 তুইই বা তাদের কি তোয়াকা রাখিস, মহিম এখন তিনশো টাকা মাইনে পাচ্ছে। ভগবানের ইচ্ছায়, তোর দিন একরকম ভাল ভাবেই কেটে গোল। তা হাঁা, বউ ! দিন তো একরকম কেটে বাচ্ছে, পরকালের জ্ঞে কি কিছু করেছিন্ !"

প্রশ্নের অর্থ বুরিতে না পারিয়া ভারতী গিরিবালার মুখের দিকে জিজ্ঞাস্থদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গিরিবালা ভাহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, "বলি হাঁ করে দেখছিল কি, এদিকটাভো বেশ স্থবে গোয়ান্তিতেই কাঁটালি; কিন্তু প্রকালের জন্মে কিছু করলি কি? প্রকাল—সেটা হচ্ছে আসল, সেটার চিস্তা কর্বার তে। এখন বরুদ হরেছে।"

ভারতী হাসিয়া ৰলিল, "তার আর চিন্তা কি করব, ঠাকুরঝি ? সে যা হয় হবে'খন।"

গিরিবালা বিশেষ বিশ্বয় সহকারে বলিল "ওমা ব্লিস কি ? পরকালের উপায় কিছু করবিনি, নিজেকে উদ্ধারের চিস্তা করবিনি ?"

ভারতীর মনে কেমন যেন একটা ধেনা লাগিল।
বরসের সব্দে সঙ্গে প্রেজর্ম পরকালের কথার মধ্যে স্বামী
বিচ্ছেদের ত্রভাবনা তাহার মনে উদয় হইত। তাহা
ছাড়া সে বিষয়ে যে চিন্তা করিবার আর কিছু আছে বা
থাকিতে পারে, তেমন কথা কোনদিন তাহার মনেও
আসে নাই। সে জানিত, তাহার স্বামী মহিমই তাহার
ইহকালের এবং পরকালের দেবতা; তাহাকে পূজা
করিয়া তাহার ইহকাল যেমন স্থাথ কাটিতেছে, পরকালও
তেমনি স্থাথ কাটিবে। কাজেই এই নৃতন প্রামী
ইহকাল, আর স্বামীই পরকাল। পৃথিবীতে স্বামী-পৃত্রার
মত পূজাই নেই।"

গিরিবালা তথু শুরু ভরসা বলিয়া একটু নিশাস ফেলিছা বলিলেন—"শুনিস্নে বৌ, অভিমে কেউ কারো নয়। জানিস বৌ, অভিমে শুরুই কেবল একমাত্র ভরসা।" ভারতী উৎস্ক চিত্তে বলিল, "**ৰামী**ই ত গুৰু, ভ্ৰে আবার গুৰু কে?"

গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্র নিম্নেছিদ্ কি বৌ? ভারতী উত্তর করিল "না।"

যদিও বাগ্মীপ্রবরা গিরিবালা তিনকাল কটিটিয়া মার চল্লিশ বংসর বয়দে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ওমা! এখনও মস্তর নিস্নি? ওটা নিয়ে ফেল বে, আর দেরি করিস্নি। হিঁছর দশকর্মের মধ্যে ওটাও একটা বিশেষ কর্মা। দীক্ষা না নিলে তার কোনদিনই উদ্ধার হয় না। আচ্ছা তোদের কুলগুক কে?"

ভারতী এতক্ষণ আগ্রহাতিশ্বে গিরিবালার কথাগুলি শুনিতেছিল। এইবার সে দামান্ত একটু অন্তর্মনত্ত ইয়া ইয়া উত্তর দিল "আমাদের গুরুবংশের কেউ আর নেই।"

গিরিবালার মালার থলের বহিত হাতথানা কগালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "তা নেই, নেই। আমার গুরুদেব—
সাক্ষাৎ দেবতা। ভূত ভবিষ্যৎ তাঁর নথদর্শনে। তাঁর কাছে মস্তর নেনা কেন? তাঁকে একবার দেখনেই
তোর চোধ খুলে বাবে। আর কি ক্ষমতা তাঁর, তালি
তুই জানিস! ধূলো মুঠো হাতে করে, সোনা মুঠো করে
দেন। আমি ঘচকে দেখেছি বৌ! গুরু—পারের
কাণ্ডারী—তুমিই ভর্না" বলিয়া ভিনি আবার কপালে
হাত ঠেকাইলেন।

ভারতী তথাপি কোন কথাই বলিল না। তাবন গিরিবালা আসন হইতে উঠিয়া খুব মুক্তবিষানা ধরণে বলিলেন, "ওটা করে কেলিল বৌ, আর দেরি করিগ নি। আমার গুরুদেব কাল সকালেই আসহিন, এলেই ভোকে আমি খবর দোব।" বলিয়া রালী ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি চলিয়া গেলেন। ভারতীর মনের নথা পরকালের কথাটা সেই সমর্য হইতে কেনন কো উকি-সুকি দিতে লাগিল।

व्यभाग श्रीमेश्वारम महित्मत छोहें। तमें मिं, के, भीन कतिशाद बसेने व्यक्ति भीतमें कि सीकिय, कि के मीति विवाह करते नाहे। भिजिक विकास कि सी মাছে, তাহাতেই কোন রক্ষে চলে। আর সাধ্দল্লাসীর নাম ভানিলেই সেখানে ছুটিয়া যায়। কিছুদিন
ইইল কোথায় এক অসাধারণ আমীজির সহিত ভাহার
দেখা ইইয়াছিল। প্রসাদ তাঁহার নিকটে দীক্ষা লইয়।
গ্রহমা পরিধান করিয়া যোগাভ্যাসে মন দিয়াছে। পিতার
মানীর্বাদে অর্থোপার্জনে ভাহার মন দিতে হয় নাই,
হাজেই বোগে মন দেওয়ার অবসর তাহার অবশু ছিল।

প্রসাদ কিছুদিন বাড়ীতে ছিল না, কানী গিয়াছিল।

গড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, মহিমর। দেশে আসি
গছে। মহিমের সহিত দেখা সাক্ষাং করিবার জন্ম

একদিন সে তাহাদের বাড়ীতে গেল। মহিম তথন

গড়ীতে ছিল না, কি একটা কার্য্যে স্থানাস্করে গিয়াছিল।

ভারতীকে দেখিয়া প্রসাদ বলিল "ভাল আছ ভো বউদি ?

গাদা কোথায় গেলেন ?"

ভারতী প্রসাদের দিকে বিন্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, একি; পেসাদ ঠাকুর পো বে, ভোমার দাদ। একবার াশ্চিমপাড়ায় গেছে কি তাঁর নিজের দরকারেতে। তোমার এবেশ কেন বল দেখি ?"

প্রসাদ হাসিয়া বলিল "আমি দীক্ষা নিমেছি কিনা সুইজন্তে।"

প্রসাদ ক্রমান্বরে তিন তিনটা পাশ করিয়াছে। বি, এ, গাশ করিয়াছে। বি, এ, পাশের উপরে ভারতীর বড় চিক্ত ছিল, কেননা ভাহার স্বামীও বি, এ, পাশ করিয়াছন। এই বি, এ, পাশ ঠাকুরপোটাও দীকা লইয়াছে গনিল ভাহার মনের মধ্যে গিরিবালার সেই পুরাণো দ্যাওলি আবার জাগিয়া উঠিল। ভারতীকে চুপ করিয়া গাকিতে দেখিয়া প্রসাদ একটু হাসিয়া কহিল, "দাদার ত ৭ সব বালাই নেই, না ?"

কথাটা উপহাসের যোগ্য হইলেও ভারতীর তাহা চাল লাগিল না। কেননা ভাহার স্বামীর কোন কিছু ফুটা ধরিয়া কেহ কিছু ইলিভ করিলেও ভাহার সভ্ হইত না। ভারতী স্বামীর লোষকে চাকিবার অভ বিনিল, "না, চারণ আমারের বে ভক্ষ নেই।"

প্রদাদ ক্ষোগার্থিরা বলিল, "এক না পাকলেঞাপের-দাল ত আছে? সালাকে বুলিলে কারো কাছে বাধন নতি। টানা হলে মহুবা কল একেবাকেই বুলা লোক্তবংশ ভারতী সভ্যই একটু উদিগ্ধ হইয়া বলিল, "মডিয় ঠাকুর পো ?"

"গত্যি নাতে। কি ? তনতে বিদি খামীজীর কাছে, তাহলে ব্যতে পারতে কি অন্যায়টাই করেছ। তাঁর সেই শ্রীমুখে ধর্মের গৃঢ়তত্ব যদি দাদাও শোনেন তাহলে তাঁকেও তাঁর শিষ্য হতেই হবে, এ কিন্তু তোমাকে বলে রাধনুম। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পাতঞ্জল প্রভৃতি সব তাঁর কঠন্থ। সংসারে থাকলেও একেবারে নিঃস্পৃহ, জীবনুক্ত।"

প্রসাদের বর্ণনায় স্বামীজির উপর ভারতীর মনে যথেইই প্রকার উদয় হইতে লাগিল। সে বলিল "তিনি কি এদিকে আসবেন না ঠাকুরপো?"

"আসতেও পারেন। তাঁরা কামচর। লোকের মনো-ভাব বুঝেন, যারা সাধন নেবার জন্ম ব্যাকুল, অ্বাচিত ভাবে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে সাধন দিয়ে যান।"

প্রদাদের কথা এথানেই শেষ হইয়া গেল। মহিম তথনও বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া, প্রসাদ চলিয়া গেল। রাত্রে বামীর পাশে ভইয়া ভারতী দীকার কথাটা তুলিবার চেষ্টা করিডেছিল। কিন্তু বামীকে দেখিয়া তাহার ইহ-কাল পরকাল সব একাকার হইয়া গেল। কিন্তু তেব্ সে অনেক চেষ্টা করিয়া মহিমকে বলিল, "একটা কর্পা ভনবে?"

মহিম ঝিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা শুনি !" ভারতী গভার হইয়া বলিল, "এস আমরা সম্ভর্ম নিই।"

মহিম হাসিয়া জিজ্ঞাদা করিল, "কিদের মন্তর শুনি, সাপের—ভা আনার ত আর সময় নেই। আমি চলে গেলে তুমি রোজ সাণ খেলাতে বেরিও।"

क्षांत्रणी बिलन, "हि, धामय क्षणा निष्य ठाउँ। क्रवरण

্"আছো, না হয় নাই ঠাটা করদুষ। কিন্ত এডিছিন পরে হঠাৎ একথাটা আৰু মনে ইলো ক্লেম ভনি ?"

শ্বনেক্তি হতে বেই ? পরকালের কথা ভাববরর ।ত ভারাদের বয়স হয়েছে:।?

্নাহিন-হালিয়া বলিল, শাপুনজালের ক্লোলনা আবস্থার বুলি একটা বহুল ঠিক করা আছে ? বিহুলাল সহিত্তিক থাকে, তবে পরকালও আগনি ঠিক হয়ে যাবে। তার জন্মে কাকেও আর কট্ট করে ভাবতে হবে না।"

ভারতী একটা অবিশাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "তাই কিনা ?"

মহিম একটু গন্তীর হইয়া বলিল, "হাঁ ভারতী তাই! আফো কথনো কি মিথো কথা বলেছ?"

ভারতী উত্তর করিল, "না !"

মহিম জিজ্ঞাপা করিল, "কথনও কি চুরি করেছ ?" ভারতী হাসিয়া কহিল, "না।"

"কারো ভাল দেখে কখনও কি হিংসে করেছ ?"

ভারতী বিক্ষারিত নেত্রে কহিল, "ভালো দেখলে আবার হিংবে হয় নাকি?"

"তেথামার হয় না, কিছু অনেকের হয়। যাক তোমার ত হয় না। হংধী দেখলে মনে দয়া হয় কি ?"

"সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। তা সকলেরি হয়ে খাকে।"

"ভগবানে বিশ্বাস আছে কি ?"

ভারতী এইবার একটু অভিমান স্থরে বলিল, "আছে। কিন্তু আমি অত কথার উত্তর দিতে পারি না। আমি বললুম তার এখন উত্তর দাও।"

কথাটা গ্রাহের মধ্যে না আনিয়া মহিম একটু ছই হাসি মুধে আনিয়া বিশল, আচ্ছা কখনও কি পরপুরুষকে ভালবেসেছ? আর…"

ভারতী স্বামীর মূখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চুপ, কি যে যাতা বল।"

মহিম হাসিয়া বলিল, "ভাহলে পরকালের জত্তে তুমি 
একেবারেই নিশ্চিত্ত হয়েই থাক।"

কথাটা ভারতীর তত মনঃপৃত হইল না। গুরুমন্ত্র না হইলে যে সংস্কার অপূর্ণ থাকে, এই কথাটাই তথনও ভাহার মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীর এদিকে তেমন আগ্রহ নাই দেখিয়া দে কিছুদিন চুপ করিয়া ছিল। আর কোনদিম মহিমের কাছে এই প্রসঙ্গে কোন কথা তুলে নাই। প্রায় ছইমাস পরে হঠাৎ একদিন প্রসাদ ঝড়ের মত ভারতীর কাছে আসিয়া বলিল, "বৌদি, ভিনি প্রসংছন।" ভারতী জিল্পাসা করিল, "কে ঠাকুর পো ১"

শ্বামীজি! নিশ্চয়ই তোমার মনে সাধন নেবার জন্ম খুবই একটা আকুলতা জন্মেছে। আমীজির আগ্যন নিশ্চয়ই সেইজন্তে, নইলে এখন তাঁর আসবার কোন কথাই ছিল না।"

দীকার জন্ম ভারতীর মনে একটা আগ্রহ জনিগছিল, সে কথা সভ্য। এই অন্তর্দশী মহাপুরুষকে একবার দেখিবার জন্ম উৎস্কুক হইয়া প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন ঠাকুরপো?"

প্রসাদ কহিল, "আমাদের বাড়ীতে। চলনা একনার দেখবে। তাকে দেখলেই তোমার ভক্তি হবে, ভোমার দলেহ একেবারে কেটে যাবে।"

ভারতী বলিল, "যাবো।"

"কখন ?"

"তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করে বল্বো।"

"বেশ! তাহলে কাল তুপুরবেলায় আদ্বো।" বলিয়া প্রসাদ চলিয়া গেল।

যথন প্রসাদ ও ভারতীর কথা হইতেছিল, তথন মহিম পাশের ঘরে বসিয়া একথানা বই পড়িভেছিল। প্রসাদ চলিয়া ঘাইতেই মহিম ভারতীকে ভাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পেসাদ এদেছিল কেন ?"

ভারতী বলিল, "খামীজ এসেছেন তাই?" মহিম চকু বিক্ষারিত করিয়া কৌজুকের খরে বিশি, "খামীজি ?"

ভারতী বিরক্তির সহিত বলিল, "মব ক্ণাডেই তোমার ঠাট্টা।"

"আहा, म्लंडे करत्र ना बनाल, वृद्धारवां कि करत्र?"

"পেসাদ ঠাকুরপোর গুরু, স্বামীঞ্চ।"

"ও:, বুঝেছি, তা কি হয়েছে !"

ভারতী হাত দিয়া স্থামীর গলদেশ বেষ্টন করিছা বলিল, "চল না তাঁর কাছে, দীক্ষা নিই গে।"

মহিম গন্তীর হইরা বলিল "গুরুত্ব একাকর মন্ত্র কানে না গোলে যে পরকালের পথ মৃক্ত হয় না, ভা আদি বিশাদ করি না ভারতী। গুরু বাজা বে করাজ, ভাও আদি বিশাস করতে পারি না।"

ভারতী বলিল, "কিন্তু সকলেই ত বলে যে গুরুবাক্য অভার ।"

মহিম একটু হাসিয়া বলিল, "তুমিও তা মনে করতে পার; কিন্তু আমার যে অতটা ভক্তি বা বিখাস নেই, সে কথা ত আগেই বলেছি ভারতী। তবে তাম ধদি ঠার কাছে দীকা নিতে চাও, ত নাও না কেন ? আমি ত আর মাধার দিবিয় দিয়ে বারণ করছি না তোমাকে।"

মহিম জানিত যে তাহাকে বাদ দিয়া কোন কাজ করাই ভারতীর পক্ষে সম্ভব নহে। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "নেবে ?"

মহিম মনে মনে নিশ্চয় জানিত যে ভারতী উত্তর হরিবে "না।" কিন্তু ভারতী যথন বলিল, "পরকালের পথ কে না করতে চায় ?" তথন মহিমের বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিশেষ আঘাত লাগিল। ভারতীর কথায় তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, যেন পরকালে তারা কেউ কারো নয়। তাহাদের মিলনের নিবিড় বদ্ধন, ভারতী যেন এক কথায় শিথিল করিয়া দিল; মহিমের সমন্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে কতকটা অভিমানের স্থরে বলিল, "বেশ ত তুমি দীকা নাও; ডোমার পরকালে যাতে গতি হয়, তার আমি মোটেই অন্তরায় হতে চাই না।"

ভারতী কাতর হইয়া বলিল, "তুমিও ত নেবে ?"
মহিম কেবল একটা কথার উত্তর দিল"না,ও-সব বালায়ে
আমার কাজ নেই, ভারতী। শোবার সময় ভগবানের
নাম করে শুলে পরে, পরকালের চের কাজ হবে।"

ভারতী একটা নিশাস কেলিয়া চলিয়া গেল। সেই
দিনই রাত্রিতে মহিম ভারতীকে বলিল, "ভারতী, কাল
ভোরে আমি আসাম বাবো। চা বাগানটার টাকাগুলো
না গেলে পাওয়া যাবে না। চিঠি দিয়ে দিয়ে হায়রাণ
হয়ে গেছি। কিরতে প্রায় দিন দশেক দেৱী হবে।"

প্রদিন স্কাল বেলায় মহিম আসাম যাত্রা করিল।

তথ্য বেলায় প্রসাদ আসিয়া ভাকিল, "বৌদি।" ভারতী বলিল, "এই বে ভাই হয়ে প্রেচে, যাচিছ চল।" ভারতী ও প্রসাদ বধন স্বামীশির নিষ্ঠে উপস্থিত

हरेल। ज्थन श्रमारमञ देवक्रक्यानां है। त्नारक लाकावना হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বহু জ্রী পুরুষ তথন সেখানে উপস্থিত। মধ্যস্থলে একথানা আসনের উপরে স্বামী জি উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পুষ্ট, উন্নত, গোর দেহত্রী দেখিলেই মনে হয় তিনি একজন মহাপুরুষ। ত্লিগ্ধ ও গম্ভীর কঠে তিনি শ্রোত্মওলকে বুঝাইতেছিলেন যে, জগৎ মিধ্যা; পিতামাতা, পুত্রক্তা, স্বামী স্ত্রী এ শুধ্ মায়ার সংক্ষ, বাজীকরের ভেল্কির সমতুল্যা রজ্জুতে रयमन मर्भञ्चम, ध रकरन छाहाहै। राम, छेनियम । পুরাণ প্রভৃতির জ্ঞান সমূদ্র মন্থন করিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন এই বিরাট জগৎ একটা মোহের স্বপ্ন। জাহার বাক্য বিভাসের অসীম কৌশলে, তাঁহার ভাব প্রকাশের অতুলনীয় ভলিতে, তাঁহার প্রবল যুক্তির মুখে, ফলে ফুলে ভরা, অনন্ত সৌন্দর্যাময়ী পৃথিবী, খ্রোভাদের চোথের উপর, দেখিতে দেখিতে অবাহুবে মিলাইয়া গেল; যাহা চাক্ষ, যাহা এতদিন রূপে রূদে, গলে, স্পর্ণে, জীবস্ত, জাগ্ৰত মৃৰ্ত্তিতে দেখা দিতেছিল, তাহা একটা শৃশ্বগৰ্ড জল-বৃদ্দের মত স্বামীর্জির প্রবল যুক্তির থোঁচায় বিদীর্ণ হইয়া অসীম শুন্তের মধ্যে লয় পাইল! এত দিনের রজের টান, নাড়ীর বন্ধন, সব মিধ্যা হইয়া গেল, আর মৃত্যুর পরপারের চির অন্ধফার--- চির-ছজেম রহস্ত, তাহার কুহেলিকা ভেদ করিয়া, অভ্রাস্ত সভ্যের আকারে দেখা দিল। ভাবের আবেগে শ্রোতাদের মন টলমল করিতে-ছিল। স্বামীজির বক্ততা শেষ হইতেই দলে দলে নরনারী তাঁহার পারের উপর পডিয়া সাধন ডিক্ষা করিল। হাসি-মথে স্বামীজি সকলকে সাধন দিয়া ধল করিলেন। সকলের মত ভারতীর মনও প্রবল ঔলাস্তে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সকলের মত সেও স্বামীজির পদপ্রাস্তে বদিয়া সাধন যাক্রা कदिन ।

প্রদাদের নিকটে সামীজি ভারতীর কথা পুর্বেই উনিরাছিলেন। তিনি ভারতীকে সম্রেহ বলিলেন, "মা, তোমার মনে এখন ধর্ম্মের জন্ত দারুণ আকুলতা জয়েছে। এ অতি শুভ মুহুর্ব। তৃমি দীকা নাও, তৃমি পরম শাস্থি লাভ করবে।" ভারতী অতি ধীরে বলিল, "কিন্তু আমার স্বামীর অমত।"

স্বামীন্তি স্বাবার হাসিয়া বনিলেন,—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুন দাতা।

ন পুরো ন পুরী ন ভূতো ন ভর্তা।

—কে কার ? এত তথু পথের আলাপ। যিনি প্রকৃত স্বামী তাঁর সন্ধানের পথ তোমায় বলে দেবে। তাঁকে পেলে, একাধারে স্বামী, পুত্র, কন্মা সব পাবে।"

স্বামীজির সহিত ভারতীর মনেক কথা হইল। তাহার সৌম্য-মৃত্তি, এবং স্লিগ্ধ-সম্ভীর বাক্যে, ভারতী অভিভূত হইয়া পড়িল। সে নিঃশক হইয়া বলিল, "আমি আপনার কাছে দীক্ষা নোবো।"

ভারপর স্বামীজি ভারতীর কানে বীজমন্ত্র দিয়। অনেক উপদেশ দিলেন। পরে বলিলেন, "নিজের দেহ ও মন সব সময়ে ওজ রাধবে। প্রক্ষবের সংস্পর্শ সম্পূর্ণ ত্যাগ করেবে। এখন থেকে তোমাকে পৃথকভাবে জীবন যাপন করতে হবে।"

হুকুগের উন্নাদনা ষেমন সহজে আসে, তেমনি সহজেই আবার ধায়। যাহারা দীকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদেরও ভাহাই হইল। ভাহারা বাড়ীতে আসিয়া যাহা কিছু অসার, তাহাই সার করিয়া পুর্বেকার মতন স্বামী, স্বী ও পুত্র শইয়া সংসারে মন দিল। কিন্তু ভারতীর উন্মাদনা অত সহজে কাটিল না। সে গুরুমন্ত অপ করিতে লাগিল। কিছ যে অপার্থিব শক্তি এতদিন তাহার দেহ ও মনকৈ পূর্ব রাখিয়াছিল, দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন তাহ। **(काशांव हिमां)** (शह । शुक्रत चारमा, 'शामीत मःस्मर्भ ভাগ করিতে হইবে.' সেই কথাটা কেবলই ভাহার মনের মধ্যে ওলটু পালটু করিতে লাগিল! যভই মহিমের **মফিরিবার দিন কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার** একটা গোপন অশান্তি বাড়িয়া ঘাইতে লাগিল। সে নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিল, কেন এমন কথা স্বীকার कतिनाम।" किंद्ध अक्रत चार्तम चनन्या। নিরূপায় হইয়া অবসরের মত বসিরা পড়িল।

'হম বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ক্লাত্রে ভারতী, পূর্ব্বর

মত নিজে তাহার বিছানা পাতিরা দিল। ভোজনারি শেষ করিয়া মহিম শুইয়া পড়িল। ভারতী এখন বি করিবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না। আজ পঁচিশ বংসর তাহার স্থান স্থামীর পার্মে, আজ্ব সে কেমন করিয়া সে স্থান ছাড়িয়া ধাইবে। প্রবল আকর্ষণে স্থামীর শ্যা তাহাকে টানিতে লাগিল, অনতিক্রমনীয় বাধার মত গুরুর আদেশ তাহার পথ আগুলিয়া ধরিতে লাগিল। অবশেষ আপনাকে দৃঢ় করিয়া সে মেঝেয় একটা মানুর বিছাইয়া লইল।

ভারতীকে মেঝেয় মাত্র পাতিতে দেখিয়া মহিষ কহিল, "ওকি, মাত্র কেন ?"

ভারতীর চোথে জল উথলিয়া উঠিতেছিল। উদ্ধৃদিত ক্রেন্দন গলার কাছে আদিয়া তাহার দম আট্কাইয় দিতেছিল। বুকের মধ্যে উন্মন্ত থড়ের দমকা বাতাদ কোনমতে বুকের মধ্যেই চাপিয়া রাধিয়া দে বলিদ, "শোব।"

মহিম বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাদা করিল, "শোবে, ডা ওখানে কেন, বিছানায় কি জায়গা নেই ?"

ভারতী অপরাধীর মত মাধা নীচু করিয়া উত্তর দিন, "বামীজির আদেশ ?"

মহিষের হৃৎপিওটা, ভারতী ধেন ছুই ছাতে নিপেরণ করিয়া দিল। মর্মান্তিক ব্যথায় সে বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "দীকা নিয়েছ?"

ভারতী চোথের জলে, ভাসিতে ভাসিতে, মাণা নীচু করিয়াই উত্তর দিল, "নিয়েছি।"

তীত্র অভিমানে মহিম থিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর বি আদেশ ?"

ভারতীর বুক ভালিয়া যাইতেছিল। সে কোন<sup>মতে</sup> কহিল, "গুরু আমাকে পুরুষের সংস্পর্শ একেবারে ত্যাগ করতে বলেছেন।"

মৃহিম হংগ এবং শ্লেষের বরে বৃদ্ধি, "ৰামীৰির আদেশ অবশ্র অসজ্যা, আর অপ্রাপ্ত নিশ্চর। কেবন ভারতী ?"

ভারতী কোন উত্তর দিন না। কোনেক বান্ধার্থী বুক ভাসিতে লাগিল। নাকত বান্ধার্থী মুক্ প্রসারিয়া উন্মুখ আবাহে স্বামীর দিকে ছুটিয়া যাইতে
লাগিল। তৃত্ত্বিয় অভিমানে মহিম আর কোন কথা কহিল
না। সে শুইয়া নীরবে, চোধের জলে বিছানা ভিজাইতে
লাগিল।

আটমাস কাটিয়া গেল। ভারতী শান্তির বিনিময়ে অস্থ অশান্তি এবং ছংখের বোঝা বহিতে লাগিল। একাধিক লক্ষ গুরুমন্ত্র জ্বপ করিয়াও তাহার মনের ব্যথা কমিল না, বরং ভাহা বাড়িয়াই ঘাইতে লাগিল। মহিম প্রায় নির্বাক হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। গুরু প্রদন্ত বীজ মন্ত্রের তর-বারিধানি, ছইজনের মধ্যের সোনার যোগত্ত্ব গাছি কাটিয়া তুইখণ্ড করিয়া দিল।

একদিন একখানা ভাকের চিঠি দেখিয়া, ভারতী মহিমকে বলিল, "বৌদির সাবিত্রী ব্রত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।
দিন হয়েছে এই মাসের পনেরই। আমাদের খেতে
নিখেছেন।"

মহিম সংক্ষেপে উত্তর দিল, "বেশ।"

ভারতী কৃ**ষ্টিত হইয়া বলিল, "**থা **৮**য়া সম্বন্ধে, ভাহনে কিবল।"

মহিম তৃঃখিত চিত্তে বলিল, "আমার মতের জন্তে ত কিছু আটকায় না, ভারতী। তবে আবার কেন মিছি-মিছি জিজালা করতো।"

আঘাতটা ভারতীর বুকে খুবই লাগিল। ভারতী কোন মতে আপনাকে ঠিক রাখিয়া বলিল, "তুমিও যাবে। তো গ"

महिम **এक** हे झान शांतिया विनन, "शनि वन, शांता।" ভाরতी विनन, "एटवं ठनं।"

महिम कहिन, "हन।"

বত প্রতিষ্ঠার দিন ভাগারা যহিরা উপস্থিত হইল।

কার্যাও স্থানপার ভাবে শের ইইয়া গেল। সমস্ত দিন

কাল কর্মের ঝঞ্চাটে কৌনি, ইহিমের সহিত কোন কথাই

বলিতে পারেন নাই। মহিমকে ভিনি একটু অভিরিক্ত

ভালবাসিতেন। ভাঁহরি কারন, ভারতী ছিল ভাহার

হোট ভারতীর মত। মহিম ও ভারতীর ভালবাসা ঘাই।

একধানা হীরকের মত এই পাঁচিশ বংসর ধরিয়া অল্-অল্ করিতেছে, যাহার আভা একটী দিনের জন্মও স্লান হয় নাই, তাহা তাঁহার বড় ভাল লাগিত।

কাজ শেষ করিতে করিতে বৌদির প্রায় রাজি দশটা, ৰাজিয়া গেল। তথন বাড়ীর সকলেই ঘুমাইতে গিয়াছে। ভারতীদের ঘরের দরজা গোড়ায় যাইয়া তিনি ডাকিলেন, "ভারতী াক ঘুমিয়েছিল ?"

ভারতী ঘরের মধ্যে বৌদিদির সাবিত্রীব্রতের কথাই ভাবিতেছিল। ইতিমধ্যে বৌদির কঠম্বর কালে আসিতেই ভারতী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "না, বৌদি।"

ঘরের ভিতর চুকিয়া মেঝেয় ভারতীর বিছানা পাতা দেখিয়া বৌদি প্রথমে একটু বিশ্বিত হইয়া এবং কিঞিৎ হাসিয়া মহিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষ বয়সে এ আবার কি নতুন রক্ষ মহিম ? বলি ব্যাপার কি ?"

মহিম, তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া শাস্কবরে বলিল, "আমার তো কিছু হয় নি বৌদি! যার হরেছে, দয়া করে তাকে জিজ্ঞানা করুন।"

বৌদি ভারতীর দিকে সবিশ্বিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কিলো, ভোর আবার হল কি?"

বৌশির প্রশ্নে ভারতীর বুকের মধ্যে ব্যথার ঝন্ঝনা বাজিয়া উঠিল। লজ্জায় দে আড়াই হইয়া পড়িল। ভাহাকে নির্বাক দেখিয়া বৌদি পুনরায় জিজাসা করিলেন, "চুপ করে কেন? কি হয়েছে বল না? অভিমান; না মহিম ভোকে কিছু বলেছে।"

ভারতী কোনমতে চোথের জল আটকাইয়া উত্তর করিণ, "নাবৌদি, দে সব কিছুই নয় ? আমি দীকা নিয়েছি।"

বৌদি ভারতীর এই উত্তর তানিয়া হি হি করিয়। হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "তাই বুঝি বুড়ো বয়সে ব্রহ্মচর্য্য ভারত করেছিল ভারতী?"

ভারতী মাধা নীচু করিয়া উত্তর দিল, "গুরুর আদেশ।"

কথাটা ভনিয়া বৌদি বেশ একটু গন্তীয়মূথে বলিলেন, জঃ, ভারী ভো' শুক, ভার আবার আদেশ।" যেন এক কথায় সমন্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। বেন ইহার পরে বলিবার আর কিছুই থাকিতে পারে না।

এই যে নির্মাষ উপেক্ষা, যাহা গুরুর নামের দোহাই দিয়া, মর্মান্তিক ভালবাসার অবজ্ঞা করিতে পারে, তাহা महित्मत्र तूरक व्याखन धतारेषा निन। व्यत्नकिन शद তাহার কথার সংযম ছটিয়া গেল। সে বৌদিকে বলিতে माशिम, "(रोपि! जाभनारपत्र कार्ड अक्रत जारपरभत टिटा वड़ चारम्य चात्र किছूहे (नहे। किछ এहे य পঁচিশ বছর ধরে আমি প্রাণ, মন ও দেহ সব দিয়ে যে ভালবাদার সাধনা করেছি: সে কি এতই অকিঞ্ছিৎকর त्य, এक कन अপ ति ि एउत अक नित्न त अक है। कथा इ तम ভালবাদাকে এমন করে ভাচ্ছিল্য করা যায়। প্রেমের অপমানে মুক্তির পথ সহজে হয় কিনা, ভক্ত বা শিষ্যেরাই তা জানেন, কিন্তু প্রেম, যা বিশ্বের আনন্দ, তাকে ধ্বংস করে, আনন্দময়ের সন্ধান পাওয়া যায়, একথা আমি বিখাস করতে পারি না। যে ইহকালের সাধী, তারি ছোঁয়াতে নাকি পরকালের পথে আগল্ পড়ে। কিন্তু সকলের চেয়ে আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে এই যে, আমি সারাজীবন দেবীর মত পূজা করে এসেছি, তা উপেক্ষা করে, যারা কামিনীকে নরকের ছার বলে ঘুণা করে: সেই শত্রুর দলে ভারতী অনায়াসে গিয়ে মিশতে পারকো।"

শুকর আদেশ, তীক্ষ ছোরার মত আঘাতে আদাতে মহিমের মর্ম কোরকের বৃস্কটী ছিন্ন করিয়া দিয়া, কগতের কতথানি শাখত সৌন্দর্য্য যে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, বৌদি তাহা ঠিক না ব্রিতে পারিলেও মহিমের কথার ঝাঝে থতমত খাইয়া বলিলেন, "সত্যি ভারতী, তোর এডার বাড়াবাড়ি ভাল হচ্ছে না। তুই নিম্নেই এর উত্তর নিজের কাছ থেকে পাবি। যার দেবতার মত যামী বর্ত্তমান, তার কি আবার গুরুর দরকার হয়, না তাকে আবার দীকা নিতে হয়। সময় মত নিজের মন্ত্রটা ভয় করে নিস ?

ভারতী কোন কথাই বলিল না। বৌদি মহিমকে আরও তুই একটা কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। মহিমও প্রদীপটা নিবাইয়া দিয়া ভইয়া পড়িল, কিন্তু পর মুহুরেই ভারতী, তাহার বুকের উপর ঝাণাইয়া পড়িয়া উচ্ছুদিও কঠে বলিতে লাগিল, "ওগো! আমায় কমা কর, কমা কর। তুমিই আমার গুরু, তোমার চেমে বড় আমার আর জগতে কেউ নেই; তুমিই আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল। না বুঝে অপরাধ করেছি, আমায় কমা কর। আমায় চরণে হান দাও।"

ভারতীয়ৢ চোথের জলে মহিমের বুক ভিজিয়। গেল। মহিম সংস্নং ভারতীকে বুকে চাপিয়। ধরিয়া নিবিড় চুম্বে তাহার সকল বাধা মুছাইয়া দিল।

## मर्ग ७ मक

শ্ৰীব্দগৎ মোহন সেন

আমি কাম, তব কন্ত-নয়নে বহিশিখা,
তোমার ললাটে আমার দেহের ভন্ম-টাকা।
মোর চিডারেণু তোমার তহুর আলিপন,
হে দেবতা! কর আমারি শ্রশানে বিচরণ,
আমার প্রণয় তব বরাদ আভরণ
নয়নে তোমার আমারই কাজল-কুল্লাটিকা।
আমি কাম, তব ক্র-নয়নে বহিশিখা।

পামারে করেছ অতন্ত তোমার নয়নানলে
পরমাণু দীপে তাই অসংখ্য জীবন জলে।
ভালথানা মোর বাঁধা ছিল দেহ-সীমানার
মৃত্তি পেয়েছে ভয়ের কোটি কণিকার।
কোটিগুণে আজি ভোমারে পাবার লালসার
ভাসর হয়ে জলিছে আমারই প্রীতির লিখা।
আমি কাম, তব কল্প-নয়নে বহিলোগা।



## বীমা-জগতে কতী ভারতবাসী

পণ্ডিত সন্তান্ম

ধরিত্রীর সভাবিকশিত পুলোর ভায় মাতৃত্বক আলোকিত করিয়া অনুর মান্তাজের কোষাকোনাম্ প্রদেশে ১৮৮৫ গৃষ্টাব্দে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। পরিণত জীবনে এই শিশু যে সমগ্র দেশের বিপুল শ্রদ্ধা ও সন্মানলাভ করিয়া বরেলা হইবে বালোই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

আনন্দ কোলাহল ম্থরিত ধ্লিমাথা শৈশবের দিনগুলি
পণ্ডিতজীর মাম্লি প্রথামতে অতিবাহিত হয় নাই—
এই মেধাবী ভক্নাটির চোগম্থে প্রতিভা যেন জড়িত
ইইল ছিল—ভাই ১৯৯৪ খৃষ্টান্দে তিনি ঘথন অর্থনীতি—
শাস্ত্রে থণিদক লইলা মাক্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে
বি-এ পরীক্ষায় সন্মানে উত্তীর্গ ইইলেন তথন এই কৃতিছে
কেইই বিশ্বিত হয়েন নাই। ছাত্রজীবনের উজ্জ্বল উচ্চাকাজা পণ্ডিভজীকে হাভছানি দিয়া বাহির করিলা লইল—
১৯০৬ খৃষ্টান্দে তিনি লগুনে গমন করিলা আই-সি-এম
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইইলেন এবং হিসাববিভাগের সন্মানজনক
উক্তপন প্রাপ্ত ইইলা উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ১৯১০
গৃষ্টান্দে 'Inn temple' হইতে আইন বিষয়ে পারদর্শী হইলা
পণ্ডিভজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরবংসর
লাহোরে ব্যবহারজীবের কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

লাহোর, অমৃতসহর এবং গুজরাণওয়ালার 'মার্শেল ল মাণিত হওয়ার সমগ্র দেশব্যাপী এক বিক্ষোভের সৃষ্টি ইইরাছিল—দেশিন এই খনেশ প্রেমিক যুবকের মন দেশের জন্ম কাঁদিয়া উঠিল—রাজবোবে নিপীড়িত দেশ-বাদীর পার্যে আাদিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। তারপর কংগ্রেদ কর্তৃক পাঞ্চাবের অত্যাচারের জগু এক তদন্ত সমিতি গঠিত হইল—পণ্ডিভজী সমন্ত কার্য্য ফেলিয়া ইহার সম্পাদকতার কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ১৯২০ খৃষ্টান্দ আসিল—অসহযোগ আন্দোলনের স্রোত পঞ্চনদের তটবাট প্লাবিত করিয়া



উচ্ছাসভরে বিপুল আকার ধারণ করিরা ছুটতে লাগিল। সর্বাহ্যধানাভাগ্যব্যঞ্জিতা পরাধীন দেশমাতৃকা এই কডী সম্ভানটিকে বরের বাহির করিলেন –পণ্ডিডলী শাইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অদেশ সেবায় আন্মেংসর্গ করিলেন এবং ১৯২২ খৃষ্টান্দে পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইলেন—১৯২২ খৃষ্টান্দে— "বাটালায়" পাঞ্জাব কংগ্রেসের যে প্রাদেশিক সন্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে পণ্ডিভঙ্গী এক অম্প্রেরণাময় তেজো-দৃশু অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন—কংগ্রেসের দৌর্বল্য-বোধ যেন এক নিমিষে তিরোহিত হইয়া গেল। স্বদেশে প্রেমের এই নিদর্শনস্বরূপ পণ্ডিভ জহরলালের সহিত সন্থানম্ নিধিলভারতের কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

ভারতের বীমার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ব্ঝিতে হইলে সন্তানমের নীরব কার্য্যধারাকে অন্তুসরণ করিতে হইবে। বিছিন্ন ভারতের বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ বীমা সংঘটীর প্রতিষ্ঠা তিনি

করিয়াছেন। কর্মক্ষমতা থাকিলে অতি অল সময়ের মধ্যে বীমা-প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষেও কিরপে সফলতা দেখাইতে পারে "লক্ষা" তাহার উজ্জ্বল উদাহর্ব। পণ্ডিতজী আপনার অসামান্ত কর্মক্ষমতা, উজ্জ্বল ধীশক্তি এবং যথার্থ অদেশ প্রেমিকতাকে কেন্দ্রীভূত—করিয়া খৌবনের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিয়াছে।

"লক্ষ্মীর" নবগঠিত মহাপ্রাসাদের নিকট দীড়াইছা ইহার প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করিয়া এই কথাই স্বান্ধ মনে আসিতেহে, হে নীরব কর্ম্মী, দারিন্দ্রানিপীড়িত পরাধীন দেশের তুর্দ্দশামোচনে তুমি যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছ তাহা দেশবাসী ভূলিয়া যাইবে না—সমবেদনার ও গৌরবে তাহাদের ভাব-প্রবণ হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিবে।

মেঘনাদ

## বিচিত্ৰা

দীপান্তরের বাঁশীর অমর লেখক, স্বাদেশিকতার পুরোহিত বারীক্রকুমার বীমাক্ষেত্রে "বোমা" লইয়া নামিয়া ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সেই একান্ত অন্তরাগে প্রাণটালা বিখাসময় তরুণের দল কণ্টকিত বীমা-জগতে বারীন্দার অন্ত্রুসরণ করে নাই তাই ব্ঝি অনভান্ত হন্ত হুইতে লক্ষ্যন্ত্র হইয়া "বোমা" তাঁহার মাথায়ই পড়িয়াছে! অগ্নিযুগের পূজারী বারীন্দাকে অবলম্বন করিয়া শ্বীয় জ্যুন্তরের পূজারী বারীন্দাকে অবলম্বন করিয়া শ্বীয় জ্যুন্তরিক তথা আ্যান্তর "বিজলীতে" বারীন্দার "ক্রটী-স্বাকার" পাঠ করিয়া আমরা আখন্ত হইয়াছি এবং নীল্সিরুর তীরে থাকিয়াও বারীন্দ। এই "অলীক্ বিদ্বেষ্ট্র" সংবাদ্দাতার স্বরূপ যথার্থরূপে চিনিয়াছেন!

শীকৃষ্ণ প্রিণিংএর ম্যানেজার জানাইয়াছেন—"ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেক্স জার্ণালের" ছাপাধানার বিলের জক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রিণিং ওয়ার্কস কলিকাতার ছোট আদালতে জার্ণাল সম্পাদকের নামে নালিশ করিয়া আফিসের আসবাব পত্র অগ্রিম জোক্ করেন। সম্পাদক মহাশয় ফেডারেল ইন্সিওরেক্স কোম্পানীর পক্ষ হইতে উক্ত আসবাব পত্র উক্ত কোম্পানীর বলিয়া আপন্তি দেন এবং প্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষতিপ্রণের এক দাবী উপস্থিত করেন। তাঁহার দাবীর মোকর্দ্ধনা টিকিল না কিন্তু পাওনাদার ধরচাসমেত ডিক্রিক্টিহাসিল করিয়াছেন। সদাশয় জক্ত সাহেব দয় পর্বশ হইয়া জার্ণাল সম্পাদক মহাশয়কে ডিক্রিক্ট টাকা এক বৎসরের কিন্তিবন্দিতে শোধ করিবার সময়

"জীবনবীমা" বাংলা-ভাষার একমাত্র বীমা—পত্রিকা। উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষ মিঃ বি, এম্, সেন বছদিন ইইন বীমাক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন এবং বলিতে গেলে তিনিই Indian Insurance Instituteএর প্রতিষ্ঠাতা। বাংলায় বীমা-প্রসঙ্গের অফুশীলনের সময় বছদিন হইল আসিয়াছে স্থতরাং "জীবনবীমার" প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের কামনা!

সাহিত্য পত্তিকায় বীমা-প্রসক্তের আলোচনা করিয়া আমরা নাকি সাহিত্যের জাত মারিয়াছি। কিন্তু বাণীর একনিষ্ঠ পূজারিগণ যে একে একে বীমাক্ষেত্তে অবতীর্ণ হইতেছেন—

রবীক্রনাথ বার্ধিক সংখ্যা "Insurance world"এ বীমার আশীর্কাচন করিয়াছেন। কবি প্রিম্বদাও উক্ত পত্রিকায় বীমার উপযোগিতা সহন্ধে অনেক কথা বনিতে-ছেন—পত্রিকার উৎসাহী সম্পাদক অভিমানী শরৎচক্রকে বাদ দিলেন কেন?

# रिक् भिष्ठान नार्रेक अभिरशादिक

হিলু মিউচাল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় বুজান উহা বাংলাদেশের সর্বাদেশকা পুরাতন বীমা-প্রতিষ্ঠান কোম্পানির উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে শে যায় যে ব্যবসায় সংক্রান্ত লাভের করু উহা স্থানিত ই নাই—দারিস্তা পীড়িত ব্যক্তিদের পারিবারিক অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থাই কোম্পানীর প্রধান ব্রত ছিল—এজগ্রই বোধহয় এত স্বন্ধ চাঁদার হারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ক্রেপ্সানীর পরিচালন পরিষদের নাম আমারা নিমে প্রচান ক্রিলাম—

## ডিরেক্টারগণ

শ্রিযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, বি-এ, বি-ঈ ; এম্-খার স্থান্ ( লণ্ডন ) সভাপতি ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ।
ভা: কে, ডি, মজ্মদার, এম্-বি।
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল।
শ্রিযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্থ।
শ্রিযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল।
শ্রীযুক্ত পি, সি, রায়, এম্-এ, বি-এল।

সেক্রে**টারী** <sup>এীযুক্ত</sup> পি, সি, রায়। তাডি**টা**র

মেসাস সাহা এণ্ড মজুমদার !

## হেড-অপিস

৬০১, বছবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৩১এর কোম্পানীর বাধিক রিপোর্ট আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৯২১ গ্রীষ্টান্দে মি: পি, মি, রায় ষথন এই কোম্পানীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন তথন কোম্পানীর কি অবস্থা ছিল এবং বর্ত্বমানে উহা কিরুপে দাঁড়াইয়াছে তাহার তুলনামূলক বিস্তি আমরা নিয়ে প্রদান করিলাম—

বংসর নৃতন কাজের পরিমাণ চাঁদরি আয়ে ব্যয়ের হার ১৯২১-২২ ১,৩৫,০০০ ৫১১২৩ ৫৮.৭ ১৯০১ ৫,০৫,০০০ ১,২৯,৭৭৩ ৩০.২

উপরের অছগুলি হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন
বর্ত্তমান সেক্রেটারী কিন্ত্রপ দক্ষতার সহিত কার্যাপ্রপালী
পরিচালনা করিয়াছেন। কোন স্থপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর
কার্যাপ্রপালী পরিচালনা বিশেষ শক্ত নহে। কিন্তু ধ্বংস
প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করা ভুত্তহ ব্যাপার—হিন্দু
মিউচালের অভিজ্ঞ সম্পাদক ইহাই করিয়াছেন এবং এক্স
ধার্য আনন্দ প্রকাশ করাও অসম্ভত নহে।

অলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৫,৪৮,০০০ টাকার বীমার
প্রস্তাব পাইয়া ৫,০৫,০০০ টাকার পলিসি প্রদান করিয়াছেন—এই নৃতন বীমার চাঁদার আয় ২৩,৪৫৬ টাকা।
হর্তমান বলে কোম্পানীর বছ টাকার বীমা বাতিল হইয়া
গিয়াছে—জগংব্যাপী অর্থকুছ্ডভা, রাজনৈতিক গোলবাগ
এবং সর্ব্বোপরি ভূতপূর্ব্ব চীফ এজেন্ট প্রীযুক্ত বৈছ্যনাথ
বিশাসের অযোগ্যতা ইহার কারণ এইরূপ রিপোর্টে
প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি আগামী বর্ষে
কোম্পানী lapse ratioর প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি প্রদাম
করিবেন।

৩১-১২-৩১ তারিথে কোম্পানীর ভ্যালুয়েশন কার্ব্য নিশন্ন হইবার কথা ছিল—কোম্পানীর তহবিলের প্রান্ত অধিকাংশ টাকাই কোম্পানীর কাগজে লগ্নী থাকায় এবং উক্ত দিবদে ঐ দর হ্রাস হইয়া একেবারে ন্যুনতম হওয়ায় কোম্পানী হইতে সরকার বাহাছরের নি**কট** ভ্যালুয়েশন কার্য্য স্থগিত রাথিবার জন্ম বা ঐ তারিখের গত পাঁচ বৎসরের গঙ্পড়তা দর ধরিয়া আবেদন করা হইয়াছিল। কতকগুলি বৃহৎ কোম্পানী হইতেও এই প্রচেষ্টা চলিয়াছিল কিন্তু তাহার কোন উত্তর না পা**ওয়াতে** কোম্পানী ঐ তারিখেই ভ্যালুয়েশনের কার্য্য নি**শার** করান এবং ভাাল্যেশনে উষ্ত প্রকাশিত হ**ইয়া** কোম্পানীর স্বছলতা প্রমাণিত হইয়াছে। বিভিন্ন বীমা-পত্রিকা এ বিষয়ে কোম্পানীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন. আমরাও তাহাদের দহিত যোগদান করিতেছি। কারণ ৩১শে ডিসেম্বরের পরে কোম্পানীর কাপজের দর শক্তকরা ১৫ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কোম্পানীর প্রকৃত উষ্তাকে বছ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর ব্যয়ের হার কমিয়া প্রায় ৩০°২ দাঁড়াইয়াছে—এত স্বন্ধ প্রিমিয়ামে এক্ষপ ব্যয়ের হার খুবই প্রশংসনীয়। অভাগ্য কোম্পানীর অন্তক্রণ যোগ্য—আমরা কোম্পানীর অভিশয় সংরক্ষণনীল, ব্যয় সংযত, অপরিচিত সম্পাদক মহাশয়কে নৃতন কার্ব্যের পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি করিবার অভ কি অভ্রেধি করিতে পারি না ?



## ঐবিষ্ণু দাস

মানের মাসিক বসুমতীতে কবি কালিদাস একটা কবিতায় গিরিধিতে অবস্থান কালে উদ্রিতিইছিত শাল গাছের নিকট থোবন-ভিক্ষা করিয়াছেন। প্রার্থনা কালে তিনি রোগে পাণ্ডু, জীর্ণ ও মলিন ছিলেন। গিরিধির শালগাছগুলির রস, তেজ ও প্রাণ আছে প্রচুর;—এমন শাল ছোটনাগপুরের আর কোধাও দেখা যায় না। ক্লিষ্ট কবি তাই উংাদের নিকট স্বাস্থা কামনা না করিয়া থোবন ভিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কেন, তাহা অবশ্রু তিনি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হইয়াছে কিনা এবং অধুনা তিনি কোথায় আছেন, তাহা জানি না।

কুমার শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের "ম্পর্শের প্রভাব" এখনও দেখা ঘাইতেছে। তাঁহার স্পর্শের প্রভাবে চারিদিকে সোনা-রূপা ফলিয়া আনন্দ দান করুক।

প্রথম গল্প— শ্রী অসমঞ্জ মুথোপাধ্যাবের "ঘরের টান।"
মান্থবের শৈশব যেথানে অতিবাহিত হয় সে স্থানের
প্রতি তাহার নাড়ীর টান থাকে;—আবার নৃতনত্বের
যোহও তাহাকে সময় সময় অভিভূত করে। গলটির
তাৎপর্য্য ইহাই। তবে ইহার প্রধান নায়ক এক
বালক। তাহার চরিত্রেই লেবক এই কথাটি ফুটাইতে
চাহিয়াছেন—ফুটিয়াছেও। কিন্তু স্থানে স্থানে অভি
মাত্রায় ফেনানোর দক্ষণ পাঠ করিতে করিতে বিরক্তি —
আসে।

দিতীয় গল্প স্থগান সতীশ চক্র ঘটকের "নীচ-জাতিয়া"— তৃতীয় গল্প প্রপ্রিক্স কুমার ম্থোপাধ্যায়ের "ভূলের বোঝা।" প্রারম্ভই আছে "বিপিন মৃথ্যে মাতৃ-হাঁন কতা। জয়ন্তীকে শিক্ষা-দিক্ষা দিয়াছিলেন বটে কিছু তাহাকে পাত্রস্থ করিবার আর অবকাশ পাইলেন নাই হা অবশু পরম তৃঃথের কথা। যাহা হউক, তাহার যুড়ার ঘটকালীতে জয়ন্তী পরিশেষে সং-পাত্রে অপিত হয়। কিন্তু সম্প্রানানের পূর্ব্ধ হইতেই এই শিক্ষিতা মেয়েটি ভূল ব্রিয়া স্বামীর প্রতি যে-ব্যবহার স্বক্ষ করিয়া দেয় তাহা অবশু তাহার সদ্শিক্ষার্ম পরিচায়ক নহে। পিতা তাহাকে নিশ্চয়ই কুশিক্ষা দেন নাই। তথাপি যে-ব্যবহার ছারা সে স্বামীর ও তাহার নিজের জীবন তথন হইতে বিবাহের পর বছদিন স্বর্ধি তৃঃথম্ম করিয়া তোলে তাহা অবশু তাহার দোষ নম্বলেশকের কারসাজীতে। গল্পটিতে একটা ভাল প্রট ছিল; কিন্তু লেখকের শক্তির অভাবে জমে নাই।

চতুর্থটিও গল্প শ্রীণীনেক্ত কুমার রামের "সংখ্যের" — (পল্লীচরিত্র) চমৎকার ফুটিয়াছে। উপমাধ ভাষায় একট প্রাচীনত থাকিলেও রচনাটি সরস।

পঞ্চম গল জীদেবেক্স নাথ বস্ত্র "হাগলাছ দুড' বস্ত্মতীতে রক্ষিত হইবার উপযোগী বটে। লেখ<sup>ৰের</sup> অনুসরণ করিয়া বলি, "একেবারে হাসির হাঁস্ক<sup>ক</sup>, রসের রস্কলি। যত হাস কাছায় টান পড়বে না।"

এবারে ঐ পাচটি গল্প দিলাই বস্থমতী রস্পিশার-পাঠক-পাঠিকাগণের ভ্ষ্ণানিবারণের চেষ্টা করিরাছেন— অবস্ত একটা পৈশাচিক কাণ্ডও আছে।

ध मरशाह अथम इकिन इदि कितकिक विवास

"রক্তক্মল"—একথানি পট। অবশ্য মৃতিটির ভাব ভন্দী ও বদন-ভূষণ নববধ্র মত। কে জ্বানে, ঐ ভাবভূতেই শিল্পীকে পাইয়াছে কি না। আর রক্তক্মলের রংক্তর লালিমাও তো মেয়েটির গোন্ডা ম্থে নাই। এবনও কুঁড়িতেই আছে কি ?

দ্বিভীয় ছবি স্বর্গীয় চঞ্চল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কসরং"—বাঙ্গচিত্র—বস্ত্মভির রসবোধকেই থেন বাঙ্গ বাঙ্গ করিতেছে।

তৃতীয় ধানি মি: টমাদের"
"কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে
রাখিয়া নয়ন ছটি ?"

কথা গুলি রবীক্সে নাথের। ছবিখানি বোধ হয় কোন সংগ্র ভন্তলোককে নারী সাজাইয়া আঁকা ইয়াছে। ইহাতে কাহারো আপত্তি হইতে পারে না, এক সেই ভন্তলোকটি ছাড়া। আর এরকম ছবি ছাপাইয়া বস্ত্মতীও কাগজ-কালী প্রভৃতি যত খুনী নই করিতে পরেন। কিন্তু রবীক্রনাথের কবিতার ছইটি লাইন তাহার তলায় বসাইয়া অর্থ করিবার চেষ্টা দেখিয়া মনে হয়, রবীক্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেশ জোর চলিতেছে। বটন্তলার বট-যুগ ইহারা শীঘ্রই ফিরাইয়া আনিবেন।

প্রাসীতে রবীক্স প্রশাস্তি নামক একটা কবিভা পাঠ করা গেল। লিখিয়াছেন শ্রীইন্দৃত্বণ দেব বিভা-বিনোদ। কবিভাটা দেই রবীক্রজমন্তির ক্ষণেই লেখা ইইয় থাকিবে। কিন্তু কবিভা কখনও পুরাতন হয় না, এই ধারণায় হয়ত প্রবাসী এতকাল পরে ইহা ছাপিয়ছেন। কবিভাটা জয়ন্তী উৎসর্গে একটু স্থান পাইলে ভদলোকটা বোধ করি আরও পুলকিত হইতেন। তবে ইহাকে রবীক্রজমন্তীর জেন্ধ বলা মাইতে পারে। বাহা হউক, বাসি গন্ধ ছাজিনেও কবিভাটি ভালই-ইইয়াছিল।

ব্রিযুক্ত কেলার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের "পারত্ত-শ্রমণ" শানকলায়ক হইনেও পাঠে আমারা তেমন আনক পাইলাম না। তবে উড়োজাহাজ সম্বন্ধে কতকণ্ডলি ধবর ইহাতে আছে। স্থানে স্থানে লেখা ও কথা ভাষার বিশ্রী সমাবেশ দেখা যায়। অবশু ইহা পহেলা কিন্তী।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে মাত্র তিনটি।

প্রথম গল্প প্রবিমল মিত্রের "ছায়ার মায়।" বেশ লাগিয়াছে—গোড়া হইতে শেষ অবধি বেশ জনটি। ভাষা সহজ ও সরল ;—এত সরল যে লেথক লেখা ভাষার মাসে "বছর, টের, ঢোকে," প্রভৃতি শব্দ চালাইয়াছেন। এই গল্পটির বিষম্বস্ত সামান্তই কিন্তু লিথিবার গুণো স্থান্দর হইয়া উঠিয়াছে।

দিতীয় গল শ্রীমনোজ বস্থার "যাও পাধী বলো তারে—," গল্লটাতে দাম্পত্য-প্রেম রস তাছে। উপসংহার-টাও Tragic।

ন্ত্রী যথন গৃহিণীপদে উন্নীত হয়। তথন আব সে যৌবনের সেই প্রিয়তমা নয়। সে মাছ্যটা যৌবনের সঙ্গেই মৃত। তাহার মধ্য হইতে আর একজন যে জাগিয়া উঠে সে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতই দেখা দেয়।

তৃতীয় গল্প শ্ৰীশাস্তাদেবীর "প্রবাসিনী।" বেশ লাগিয়াছে। গল্পের প্রটটি বেশ।

শীবসভকুমার বিদ্যারত্বের প্রবন্ধ "সেকালের বিলাসিতা"তে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। লেশক মহাশয় প্রারত্তে লিশিয়াছেন, "অনেকের ধারণা পুরাকালে ভারতবর্ষে বিলাসিতার চর্চা ছিল না, যদি বা ছিল তাহা অতি স্থুল রকমের। ০০ সেকালের বিলাসিতা আধুনিক বিলাসিতা অপেকা কোন অংশে কম ছিল না।" সত্য কথা। ভারতীয় সভ্যতা কেবলমাত্র আধ্যা-িস্থার দিক দিয়াই চরমে উপনীত হয় নাই। এখানে "চতঃষ্টি কলাবিদ্যারও স্টি হইয়াছে।" এখন অবশ্য দেগুলি অপক রস্ভায় পরিণত হইয়াছে।

জসীম উদ্দীন—এম এর প্রবন্ধ—"পদ্দীশিদ্ধ" প্রবন্ধটি বেশ। বাংলার পদ্দীর সহিত বাহার। অবতি পরিচিত তাহারা ইহার সাক্ষ্য দিবেন।

্র সংখ্যায় রঙ্গীন্ ছবি দেখা গেল, তিনধানি।

শুক্ত দেশাইয়ের "একাকী" ছবিখানি বাত্তবিক্ই স্থলর।

আৰ্ল সালের সংখ্যার ভারতবর্ত্বে—এক কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। এই উথিয়মান কবিটি ডক্টর মহন্মদ শহীচল্লাহ এম এ ই:। ইনি প্যারিদ হইতে সাহিত্যের ডাক্তার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ষে কবিতাটিতে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখা দিয়াছে তাহার নাম "नक्षान"। (হাফিজ হইতে মূলের ছলের অমুকরণে) অর্থাং ইহাতে ছন্দকেই অমুকরণ করা হইয়াছে, ভাবকে নয়। ইহা এক পক্ষে স্তব্দ্ধিরই পরিচয় বলিতে হুইবে। তবে অফুকরণও বে সকল সময় নিপুঁত হয়, একথা বলা যায় না। এদেশের অনেকেই তো সাহেব সাজে, ভাহাদের সবটাই কি সাহেবের সহিত মিলিয়া যায় ? বিলাত হইতে অফুকরণে সাহেব সাজিয়া কত-জনই তো আসিতেছে। তবুও তাহারা সাহেব তো? "বাৰু" বলিলে তাই চটিবারই কথা!

এখন এই অন্ত্রনারে একটু নম্না দেওয়া যাক্—

"এ ভাঙা মনের কি ছাই সে পেঁচে উদ্ধার আছে ?"

(উদ্ধার পেতে তোমাকে ছাই কে বলেছে কে সেধেছে ?)

"মুখটি হেন পুনঃ পুনঃ

থাম্বো না তার, সেই জীবন নাথ"

যাহ। হৌক ভারতবর্ষ যে এই কবি প্রতিভাকে চিনিয়া পূর্ব্ব হইতেই কাজ গুছাইয়া রাখিতেছেন, ইহা ভারী চমকপ্রদ। স্থার কেহ যে পারিবে দে লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছেনা।

আচ্ছা এত কবি থাকিতে হাফিয়কে লইয়াই এমন ছেঁড়াছেঁড়ি কেন ?

"দামোদরের বিপত্তিতে" এবার গবেষণার মত চমংকার একটা বিষয় পাওয়া গিয়াছে "রবীক্রনাথের আধ্যাজ্মিক আকাশ ও তাহার মানচিত্র।" গবেষণাটি মৌলিক হইবে সন্দেহ নাই। কবির পার্শ্বচরদের মধ্যে ক্লেছ যদি চেষ্টা করিয়া দেখেন। বেচারা দামোদর সাহিত্যিক হইলেও প্রা এক ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও পারে নাই।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে মাত্র ছটি। প্রথম গল্প শ্রীপ্রবোধ কুমার সাক্তালের "অপরাছে" বা "অনেত রান্ত্রিরে"। সাঁওতাল পরগণার এক ছোট ট্রে<sub>শনের</sub> ছোকরা গ্রাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের মায়ের যৌবন-কালের বার্থ প্রেমের এক চাপা কাহিনী। ছোকরাট এত ছোকরা যে ওঠোপরি তাহার গোঁফের পরিবর্ত্ত গাছ ক্ষেক অন্তকেশ (ভাতরোঁয়া) দেখা দিয়াছে মাত্র। গল্পটির একমাত্র বিশেষত্ব ইহা এগাশিটার্ড ছেশন মাষ্টারের মায়ের প্রেমের গল। প্রেমিক দেই ষ্টেশনেরই রিলিভিং ষ্টেশন মাটার। মনে করিয়াছিলাম বেশ জমিবে। কিন্তু লেখকের আলস্তা, অনিচ্ছা বা অনভিজ্ঞতা, যাহাই হউক, রুসট্রু শেষ অবধি জমাইতে দেয় নাই। কেন জানি না, মহামায়া (এ: টে: মাঃর মাতা) ও রিলিভিং টেশন माञ्चात्रतक मत्न इय भन्नीमभाष्क्रत त्रमा छ त्रामा अष्ट-ধাবন বা অমুকররের ফলেই হয়ত এরূপ হইয়া থাকিবে। তাহাতেও কিছু যায় আসেনা; কিন্তু রস জনে নাই। একটা আড্ট রচনা।

ৰিতীয় গল্প শ্ৰীবুদ্ধদেব বস্থার "নিফল সম্ভাবনা"— সত্যই নিক্ষল। ইহার মধ্যে আধ্যান ভাগ খুঁজিতে নিক্ষল হইবার সম্ভাবনা।

"লিখতে খুব বেশী অভ্যাস থাক্লে এই একটা লাভ হয় যে যে-কোন রাবিশ বেশ পঠনীয় করে চালিয়ে দেওয়া যায়। বাংলা দেশের পাঠক যে কত অল্লে খুদী, তা ভেবে অবাক হতে হয়।" সত্যই কি তাই? না পাঠকবর্গকে যাহারা এই সব রাবিশ কুড়াইয়া রসাল বলিয়া পরিবেশন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ লোষারোপ খাটে ?

গল্পটি কলিকাতার ভাষায় লিখিত। কিন্তু লেখকের তাহা এখনও ত্রন্ত হয় নাই। অথবা ইহা সেই সোনা দিয়া শিং বাঁধাইলেও "অর বৃষ্" একটু গৃত্ব ছাড়িবেই?

পই পই করে না পই পই করে ? "প্রাব মেইল" না প্রাব মেল ? লা-ছোড়বান্দা না নাছোড়বান্দা ?

"নাক চুলবুল" ব্যাপারটা কি বক্ম, নাক চৰ্মা? কামটিই বা বাদ রহিল কেম ? আর একটি কথা, কাহার দারা কোন কিছু লওয়াইবার টুছ্যা থাকিলে "তাহার হস্তগত করানোই" উচিত "হন্তগত করা" বড় দোষের।

অবশ্য এ সকল দোষ থাকা সত্ত্বেও একটি গুণ থে আছে তাহা আজকালকার দিনে বিশেষ দরকার— সেটি হইতেছে বীরত্ব। গল্পের ছটি জামগায় তাহার নির্দেশ আছে।

একটা—"দেখো মা, ৽ ৽ ৽ হয়

তুমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে ধাও, নয় আমি ধাই।"

থার একটি "কি যে করবে, সত্যপ্রিয় ভেবে
উঠুতে পারছিল না ; কিছু চিনেবাগন ভাঙতে
পারলে ভালো লাগতো।" হাঁড়ি-কুড়ি না ভাঙ্গিয়া
চীনেবাগন ভাঙিতে চাওয়াটো যুগোপ্যোগী বটে। এতছভয় কার্য্যে প্রচুর শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, কয়
জনের ভাহা আছে ? যাহাদের নাই তাহাদের ধিক!

এ সংখ্যায় রতিন ছবি আছে চারখানি।
প্রিযুক্ত নলিনী মজুমদারের "কালাপাহাড়কে" দেখিথা
বছরাজার িবাসী জনৈক বানিয়াকে মনে পড়ে।
চেন্নারে বসাটা বেন তাহার এখনও ত্রস্ত হয় নাই;
হাহুড়ীটাও সনে ইইতেছে দিক্কক ভাঙিবার। মুগ্থানি

দেহের অন্ত্পাতে বড়—অবশ্র পাহাড়ে মুখ, ছোট হইবার কথা নয়।

শ্রীযুক্ত জিতেক্স নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কোপায় খালো

হামানের মতে

স্কুড়ো দিয়ে জালোরে তারে জালো এমন ছবি পুড়িয়ে ফেনাই ভালো।

কোপায় ওরে আলো-"

"নারী দেয় নাই তৃথি, উপভোগে ক্লান্তি নেমে আসে—"বাড়াবাড়ির ফল। ইহার পর হাটিতেও কট হটবে।

"প্রাণহীন এ দেহ দেউলে—" তবে কি প্রেতলোক হইতে কবিভাটী প্রেরিত হইয়াছে ?

শ্রীনরেক্স দেব -কায়। ছাড়িয়া অধুনা "ছায়ার মায়ায় লিপ্তা। কিছুকাল পরে দেখা যাইবে কেবল মায়াজাল স্কক্ষে করিয়া তিনি বঙ্গদাহিত্যে বিচরণ করিতেছেন।

## কাশ্মীর ভ্রমণ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে ( পুর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

ভোর পাঁচটায় জানার ঘুন ভাঙিয়া গেল। সকলকে টেলিল তুলিলান। ইহাতে কেহ কেহ একটু বিরক্ত হইল। তাহাদের তথনকার অবস্থা দেখিলে সত্যই হাসি প্রে। যাহা হউক ষ্টেশনে চা প্রস্তুত ক্রিয়া থাইয়া স্থান্য গানাগড চাডিলাম।

ষ্টেশনের ধারেই ত্ইচারিধানি বড়েরচালা ঘর আছে, ভাহারই মধ্যে কোনটা ধাবারের, কোনটা চাউল মশলাদির কোনটা বা তরিতরকারীর দোকান। তুই একধানি পানেরও দোকান আছে। উহাদের মধ্যে একটা একতলা কোঠাবাড়ী পোষ্ট আশিস রূপে ব্যবস্থৃত হয়। আমরা পোষ্ট অফিন হ'ইতে কয়েকথানি পোষ্টকার্ড কিনিয়া লইলাম।

পোষ্ট অফিস ছাড়িয়া কিছুদ্র তথ্যসর হইবার পর লাল মাটীর রাভা। ছইদিকে শালরক্ষের শ্রেণী; দেখিলে মনে হয় যেন, আর আমরা বাংলা দেশে নাই, যনিও তথন আমরা বাংলার ভিতরে। রাভা দিয়া মাঝে মাঝে ২:৪ খানি গরুর গাড়ী যাইতেছিল। তাহাদের কোনটায় কাঠ বোঝাই,কোনটায় বা বড় বোঝাই। পথিকও ২:৪ জন ১:২ মাইল অন্তর দেখা বাইতেছিল। তাহাদের বেশীর ভাগই সাঁওতাল। কেহ কুছুল কাঁধে, কেহ কেহ কোঁট

মাধায়। একজনকে ডাকিয়া তাহাদের ভাষায় জিজ্ঞানা করিলাম 'মাঝি! ওকাতম চালা কানা ?' অর্থাৎ তুমি কোথায় যাচছ? তাহার উত্তরে সে বলিল "কাঠ কাটিতে।"

৪।৫ মাইল পথ চলিবার পর সমতল ভূমি প্রায় শেষ হইয়া গেল, ক্রমেই ভূমি উচ্ নীচু ও কিছু পাথর ও কাঁকর মেশান, কতকটা পার্বতীয় প্রদেশের চিক্ন। বেশ ক্রিলাম। জলল খুব বড় নহে; ৪।৫ মাইল মাত্র। জললটা রাস্তার ছইধারে সমানভাবে চলিয়াছে—কেবল শালগাছে পূর্ব। তাহাও বেশী বড় নহে—রাস্তার ধারের গাছগুলি খুবইছোট, দ্রে বড় বড় গাছ দেখা যাইতেছিল। রাস্তা একেবারেই নির্জন কিন্তু খুব পরিষ্কার। বরাবর লাল কাঁকর ও লাল মাটীর তৈয়ারী। একমাইলের পর আমরা প্রথম চড়াই পাইলাম কিন্তু ছোটাই তাহার পর আরও ছ-একটা চড়াই ও উৎরাই পাওয়া গেল। প্রায় ২০৷২৪ মিনিটের মধ্যে আমাদের ছর্গাপুরের জলল পার হইলাম। তারপর করিদপুর ও ভিরিদ্ধি গ্রাম এ ছটিও পার হইয়া চলিয়া গেলাম।

কিছুদুর ঘাইবার পর বামদিকে অণ্ডালের রাস্তা দেখা গেল। তারপর সোজা চলিতে চলিতে প্রায় বেলা ৯টার পর্বাপরিচিত আমরা আমাদের বাণীগঞ্জের কিছুদুরে এক levelcrossing এ আসিয়া থামিলাম। সেধানে গুমটা রক্ষকের নিকট হইতে একটা থাটীয়া লইয়া কেহ তাহার উপর, কেহ নীচে মাটীতে বসিয়া বিশ্রামকরিতে লাগিলাম। সেখানে পরিতৃপ্তি সহকারে ঠাণ্ডাব্রল পান করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া গল্প করা গেল। इरे ठात्रशानि motor त्राउ। पित्रा मरवर्ग क्षवन উৎসাহে ধুলা উড়াইয়া চারিদিক কিছুক্ষণ অন্ধকার করিয়া যাওয়া-আসা করিতেছিল। আরোহীর মধ্যে কেছ কেছ অভ ঝাঁকানি থাইয়াও বেশ নিশ্চিতমনে ঘুমাইতেছিল। পথিকের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছিল। একটা লোক সাইকেলে চড়িয়া মাধায় উড়ানী ও চোথে

নীল কাচের চসমা দিয়া যাইতেছিল আমাদের দেখিয়া
নিকটে আসিল এবং অনেক গল্প গুজ্ব করিয়া তাহার
গস্তব্যপথে চলিয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে আমরাও
আমাদের রান্তান্ন আসিনা দাঁড়াইলাম। গুমটী ওয়ালার
সাহায্যে আমাদের জলপাত্রগুলি জলে ভর্তি হইল।
তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া খুসী করিয়া আমরা আসানদোল
অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

গরম বেশ। আশে পাশে কয়লার খনি দেখা বাইতেছিল। তাহাদের প্রত্যেকেরই মন্তকে বড় বড় লোহচক্র স্থাপনি চক্রের ভাষ ক্রমাগত ঘ্রিয়া চলিয়াছে, বেন বলিতেছে এ কর্মক্রেকেকে কাহারও বিদয়া থাকিবার অধিকার নাই। সেগুলির ভাষ খনির কর্মচারী কুলি মন্ত্র সকলেই ব্যন্ত। সাঁওতালী কুলি রমণীরা মাণায় কয়লার ঝুড়ি লইয়া সারি দিয়া, উচু নীচু মাঠের উপর, রাস্তার পাশে পাশে চলিতেছে।

আমাদের একেবারে এসানসোলে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু আসিতে পারি নাই, পথে কালীপাহাড়ীতে মণিমোহনের এক বন্ধুর দঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহানের এই স্থানে কয়লার খনি আছে। তুপুরবেলা তাঁহারই অফিদে আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা হওয়ায় দেখানেই থাকিতে रुटेल। **८मशान रुटेए** ज्ञूरतत शत आमन्ना शांतिस्थ्त অভিমুখে যাত্রা করিলাম। হর্ভাগ্যবশতঃ দেই রাত্রে আর গোবিন্দপুর যাওয়া হইল না। বান্ধারে কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রম করিয়া দেগু<sup>রি</sup> সাইকেলে বাঁধিতেছি এমন সময় বেশ জোরে শিলার্টি আরম্ভ হইল। বুষ্টি থামিল প্রায় রাত্তি সাড়ে দশটার সময়। তথনও আকাশে বেশ মেঘ ছিল, উপায়ান্তর না দেখিয়া আশ্রয়ের চেষ্টা করিতে হইল। বর্দ্ধমানের বিশ্বন বাবু এদানদোলের Govt. pleader খ্রীযুক্ত বাবু শৈনের নাথ মিত্র মহাশয়কে আমাদের আশ্রয় দিবার বর্ষ একখানি পতা দিয়াছিলেন। আমরা সেই রাজে निज মহাশয়ের বাটী পুঁজিয়া বাহির করি এবং তাঁহাকে বেশ একট বিরক্ত করিয়াছিলাম।

## গ্রন্থ-পরিচয়

ক্রেনের তালো। জীরামেন্দু দন্ত প্রণীত। ম্ল্য
। স্বানা প্রকাশক—শীকালী কিছুর মিত্র, ইঙিয়ান পাবলিশিং

হাউদ, ২২।১ কর্ণগুলালিস্ ব্লীট। ছোট ছেলে মেরেদের জক্ত রচিত

এই গ্রন্থলিতে রামেন্দু বাবু যথেষ্ট কুতিবের পরিচর দিয়াছেন।

গরন্থলি গুধু চিন্তাকর্বক বল্প-চিন্তোহকর্ষাধক্ত বটে। ফুলের

মালার অন্তরালে গুক্ষন স্ত্রের মন্ত প্রত্যেক গ্রের অন্তর্তাকে একটী

করিয়া নৈতিক আদর্শের স্ত্রে আছে। অব্দ উপর ইইতে কিছুই

ব্রিবার উপায় নাই। এই শানেই রামেন্দু বাবুর কুঞ্জিম্ব। গ্রন্থলির

ভাষা এমনি অসভ সরল প্রাক্রল ও সরস যে একবার পড়িতে

লারম্ব করিলে শেব না করিয়া থাকা যার না। ফুলের ডালি

মাবালর্ক্ব বিভাসকলকেই আনক্ষণান করিবে।

ত্র কিল্ল ক্রেম ক্রিরামেকু দন্ত। গরের বই নৃল্য ১০
টারা। প্রথম গরাটার নামে পুতক খানির নাম করণ হইরাছে। প্রথম
পটাটাত একজন কেরাণীর একটি জুলের কলে কেরন করিরা
পারারতি ইইয়াছিল তাহা লইয়া রসিকভা। রস বেশ জমিয়াছে

প্রভাত বাবু এই শ্রেণীর গরা লিখিতেন—এ শ্রেণীর পর জাজকাল
বড় দেখা যায় না। জনাক্ত গরগুলির মধ্যে ইয়োনিয়া সিকস
হাড়া অগ্রভাতে রসিকভা নাই—করণ রসেরই প্রাবল্য। রামেকু
বাবু ফরবি, গরগুলিতে কবি হত্তেরই স্পর্শ সর্বার্
তবন গর লেখক—কিন্ত ভারুগোর সংক্রামক ব্যাধি হইতে
মাছরকা করিয়া চলিয়াছেন বেশ ক্রেলেশ। দেহে মনে রামেকু
বাবুব পার্য প্রাস্থান। সভাইত বোন সম্পর্ক হাড়া মাকুবে মানুবে
কি যার কোন সম্পর্ক নাই ? আমাদের জীবনে রুপজালিতে ভটিসংবনের
পরিচর পাওয়া বার যথেই।

শাত। প্রকাশক ইণ্ডিরান পাবলিলিং হাউস্। দাম আট আনা।
গগেল বাবুর 'লামাদের দেশ তিকাতে' বই থানির হুগাতি আমরা
গুর্মের করিয়ছি। এই শিশু পাঠ্য গ্রন্থগানিরও হুগাতি করিতেছি।
বই গানি একটি ছেলের নালা বিশলের মধ্য দিরা সমুল বালার
গছিনী লইনা রচিত। দে কাহিনী এতই মনোমম ও কৌত্হলোদীপক বে ওপু ছেলেরা নছে বুড়োরা পর্যন্ত এ কাহিনী পড়িছে
লার্ড করিলে শেব না ভ্রিয়া উঠিতে পারিবেন কা। এ ব্যবনের
বই পাঠে পিশুদের চিন্ত সবল হইবে একটু 'এয়াড্ডেভারের'
লাকাল্লা লাগিবে। বই গানির তাবা হুলার। বুলিবার ভলী
ননারম চাপা, কাপল, ছবি, হুলার। শিশুপাঠ্য রূপে বই
গানির আসর হইবে আশা করি।

শীগুলনাস রার প্রশীত। প্রকাশক :বাগা লাইবেরী। মূল্য আটি আনা। বইবানি মি: এন্, এন্ ঘোষ প্রশীত প্রবেদিকাপাঠ্য Englands work in India, নামক পুত্তকথানির বলাসুবাদ।.
ইতিহাসের পরীকা বাংলারও দেওরা চলে এবং এ বই থানি ইতিহাস পাঠাখাঁলের অবশু পাঠা। সে হিনাবে বই থানি বেশ উপবোদী হইরাছে—ছাজেরা ইহা পাঠ করিলা পরীকা পালের বোগ্য হইতে পারিবেন এবং নানা বিবর আনিতেও পারিবেন। গুল্লাস বাবুর ভাবা এবং বিবর সাজাইবার রীতি ফুল্রন।

ত্রত শীমতি সরোজনী দেবী প্রণীত কবিতা গ্রন্থ। প্রকাশক শীবিষলচক্র বন্দ্যোপাথার—মূড়াপাড়া, ঢাকা। এই গ্রন্থ ২০৷২২টি কবিতা ও গান আছে। অধিকাংশই ভঙ্টি মূলক। তবে ভঙ্গির আতিশব্যে লেখিকার বভাব কবিত কোথাও ভাসিরা বার নাই—ভাই কবিতা গুলি সরস ফুলর হইরাছে,—কোনটি পাঠেই বিরক্তি আসে না। তাহার 'হরপৌরী' 'মদন ভেম' 'দল অবভার' প্রস্তৃতি ফুলর। শীবতী সরোজিনী মূড়াপাড়ার প্রসিদ্ধ ক্রমিদার গৃহের ভূবামিনী। তাহার এই সাহিত্য-প্রীতি বাতবিকই আনন্দের বিবর। গ্রন্থে ক্রোধাও মূল্যের উল্লেখ নাই। ছাপা কাগল চলন সই।

ক্ৰিকাম ভাৰত আইল:— শ্ৰীব্রেশচন দেন বি-এল প্রণীত; প্রকাশক—লান গুপ্ত এও কোম্পানী, ৫৪।৩ নং কলেজ দ্বীট কৰিকাতা।

নুতন নিরমে এক হাজার টাকার অধিক আর হইলেই ইন্কাম
ট্যার্য দিতে হইবে। সম্প্রতি এই ট্যার্য আদারের জন্ধ প্রপ্নেট
থ্ব চেটা করিতেছেন। আইন ভাগরপ না আনার সাধারণের মধ্যে
একটা আতক্ষের স্টে হইরাছে। ইন্কাম ট্যার্য আইনের নিরমাবলী
মোটামুটি জানা থাকিলে সকলেই ব্যিতে পারেন ইন্কাম ট্যার্য
আছিলের জন্ধ কি করকার। কিন্ত এরূপ একখানি সরল প্তক
এতবিল ছিল না। স্বরেশবাবু এই প্তক্রধানি লিখিছা সেই অভাব
রুর করিয়াছেন। এই বইধানি সর্ব্যাধারণের ব্রিবার জন্ধ সরল ও
কর্মেকিও ভাবার লিখিত। বিষয়গুলি এসন ক্ষ্মরভাবে বণিত হইরাছে
ছেব্রিবার আন্দে আনো কট ছর না। প্রভাবে পৃহত্ব, এবং
ব্যবসারীর এই বইধানি রাখা উচিত।

ক্মান্ত্ৰসাঁ ও ক্ৰান্ত্ৰান্ত্ৰী প্ৰবন্ধ কুমার দাস,
প্ৰণীত। কবিভার বই। পদ্ধী বিরোধণ পতির পান্ত সংঘত পোকোজান।
বাংলার গুৰুলন্মীরা খানীর চিত্তে কতদিক বিরা কি ভাবে প্রভাব
বিভার করেন ভাষারও ক্লের পরিচর এই ১০ পৃষ্ঠার পুতিকার
পাওরা বার। কুলার কোল উল্লেখ নাই।



### সরকার ও করপোরেশন:--

क्ष्यक्रिन क्रिकां क्र क्रांत्र्भातत्र म्रांग्रह गंज-ক্ষেদ্রপের যুদ্ধ হইয়া গেল। গত ১৯২৩ দাল হইতে ক্লিকাতা ক্রপোরেশন স্বরান্ধী সভাবুন্দর্গণ কর্ত্ত্ব পরি-চালিত হইয়া সাসিতেছে। পরলোকগত দেশবন্ধু যথন করপোরেশন দখল করিয়া বসেন তথন তিনি সাধারণকে অনেক প্রবোধ বাক্য দিয়াছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাঁহার প্রভাবিত অনেক সংশ্বারই সিদ্ধ হইতে পারিত। কিছ জন সাধারণ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে যে দেশবদ্ধর স্থগারোহণের সহিত অনেক সম্মই প্রায় লোপ পাইয়া উহার স্থলে ঘণিত স্বার্থ আদিয়া স্থানাধিকার কবিয়াছে। কয়েকজন কন্টাক্লার কবে জেল খাটিয়ছেন এই অক্সাতে বড বড় কন্টাক্ট পাইতে লাগিলেন। কয়েকজন খ্যাতনামা দেশকর্মী চাকুরী সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এই সমন্ত নামজাদাদের পশ্চাতে কত মুর্থ, অপগণ্ড যে এই করপোরেশনের বারাপ্তায় আসিয়া দাড়াইল তাহার ইয়তা করা সহজ নয়। সাধারণের যে কোন স্থবিধাই হয় নাই ইহাও ঠিক নয়। গবর্ণমেণ্ট শাসিত করপোরেশনে য়খন একজন ঝাফু আই-সি-এস ইহার শাসনদও পরিচালনা করিতেন তখন তাঁহার নিকট প্রবেশাধিকার লাভ করা कमिनातगरनत शक्क छन छ छिन, चछ शरत का कथा। সাধারণ এখন সকলের নিকটেই বিনা আহাসে প্রভারাত করিতে পারে, ভাহাদের আবেদন নিবেদন পেশ করিতে পারে। সাধারণের কার্ব্যের ছিকেও কর্ত্তপক্রণের দৃষ্টি বে

विस्मित छारवह जावक जाहार कान मर्ल्स्ट नाहै। ইংরাজ সদক্রগণ কয়েক বংসর হইতেই Civic duties বা নাগরিক কর্ত্ব্য সম্বন্ধে বক্ততা দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন যে রাজনৈতিক কোন আলোগনে ষোগ দেওরা করপোরেশনের পক্ষে একাস্থই অনুচিত। যে সমস্ত ব্যক্তি ব্ৰাজনৈতিক ব্যাপারে জেল খাটিয়া আসিয় করপোরেশনে চাকুরী পাইতেছিলেন, তাঁহারা প্রকালে না হউক, সমস্ত অন্তরের সহিত তাঁহাদের নিয়োগ প্রথাকে घुगा कतिया चानिए ছिल्मन । পূर्व-পরিচিত धनौ कन्धे। हे इ-গ্ৰ স্বরাজী করপোরেশনে কর্মসংগ্রহ করিতে ক্তকার্য না হইয়া বেশ প্রসা ধরচা করিয়া আন্দোলন করিডে-ছিলেন। অনেকেরই হয়ত শ্বরণ পাকিতে পারে বে প্রতা Water works an contract and Kerr & Co. ( দেওয়া হয় তথন অনেক ধনী কোম্পানী ভীষণ অসভা হইয়াছিল। তাহার পর ঢাল নেই তরওয়াল নেই নিধিরাম সন্দার গোছের এই সমন্ত কোম্পানী যথন রাভারাতি গন্ধাইরা উঠিয়া বড় বড় কান্দ পাইতে থাকে তথ্য অৰ্থাভাবে অনেক সময়েই কাজে একটু আৰ্টু কছা করিয়াছে, এ কথাটা সভ্য। শত্ৰুপক ভাহা অভিনৱি করিয়া সকলের নিকট প্রচার করিয়াছে। প্রক্রেট ব্য এখন এই সমত ব্যাণায়ে আগনাকে লিও করেন ভার हरेल चामत्र। यनिव स्थ यांहा नवस्य मध्याविक हरें। যাইতে পারিত তাহাতে সরকারের হতকেশ ভাল হইতে न।। वथन कार्य जान-गांत्रन शहिबाद जान जारनी চলিতেছে তথন যে পছুহাতেই হউক ক্ষুণারেল

সহিত মনোমালিক করা আমাদের মতে সমীচিন হইতেছে না বলিয়াই মনে হয়।

## প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীর শাসন:-

সুরু সামুয়েল হোর ভারতে স্বায়ন্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করা সম্ভান্ধ জাহার স্পষ্ট মত ব্যক্ত করিলেই, ভারতে ভীষ্ণ অসম্ভোষ আত্মপ্রকাশ করে। মভারেট নেতাগণ একবাকো বলিয়া বসেন তাঁহারা কিছতেই আর সহযোগ করিবেন না। এখানকার ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্র এই বালারটার একট রহস্ত দেখিবার মানসেই যেন তাঁহারা ৰডারেটনের সহিত নানাপ্রকার আপোষের কথা কহিতে ধাকেন। কিন্তু আৰু অবধি কোন প্ৰকার আপোবেরই চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ইংরাজ তাহার শাসন-मःश्वाद श्रामा कतिरवह । এই ऋत्म आमता आमारापत নেত্রন্দকে একটা নৃতন পরামর্শ দিতেছি। সরকারী ধারে প্রকাশ যে প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্র শাসন দও প্রদান করিয়া Provincial autonomy বা প্রাদেশিক লাক শাসন প্রবর্তন করা হইবে। কিন্তু সারা ভারতে ষধন কোন প্রকার ঐক্যই দেখা ঘাইতেছে না তথন Centre বা কেন্দ্রীয় সরকারে কোন প্রকারই স্বায়ন্তশান দাপাতত: প্রবর্ত্তন করা হইবে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সফল হইলে, কেল্লে স্বকারের শাসন লখ করা হইবে। ইতার উল্লেখ্য আমরা কি বলিতে পারি না যে ভারতের ইতিহাদ পাঠ করিলে আমরা ইহাই পাঠ করি যে ইংবাজ ধেমন এক একটা করিয়া প্রেদেশ দখল করিতে গাকৈন সেই সভে সভে শাসন-ব্যাপারে স্থশুখনা রকা ষ্ঠিগার বস্তু এক একটা স্বতন্ত্র প্রদেশও গড়িতে থাকেন। रेहे-रेजिया काम्लानीत सामरण वारणा. वासारे ७ मालास এই তিনটা প্রদেশ প্রথমে সংগঠিত হয়। উক্ত প্রদেশ ভিনটি প্রথমে স্থ স্থ প্রধান থাকিলেও পিটের Regulating Act पश्यामी वाश्मारक खाशांक धानान कविया (रिश्वा हव। छाहांत्र शत वृक्त धारम्भ, शासाय, मधा वातन, उन्तर शक्ति वातन, निष्कु वातन, वन्त्र वातन, धक्षि रेश्त्राच भागनाबीटन चानिश्र शहक । শৰ্মাৰ কৰ্তা হইৱা খাসনকও পশ্মিচালনা করে। তাহার পর বাংলাকেও পুথক করিয়া দিয়া সম্পূর্ণভাবে নৃতন कतियां (कक्षीय मत्रकात शर्वन कता इत। এই क्क्षीय मदकाद्र मर्खग्र कर्ता हिल्ला वाक्य करें किली সরকারের হসেই থাকিতে। প্রোদেশিক সবকারপথ তাঁহাদের প্রয়োজনামুধায়ী ব্যয়াংশ পাইতেন মাত। বৰ্ডমানে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করিবার কথা হইতেছে তাহাতেও কেন্দ্রীর সরকারের সম্পূর্ণ কর্ম্ব বজায় রাখাই প্রয়োজন। কেন না কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ wallars जाशीयका पिशा चाक्स कविया जिल्ल Provincial Jealousy বা প্রাদেশিক রেবারেশি অতি মাত্রায় বাজিয়া ষাইবে। ভারতকে বিভক্ত করিয়া দিবার উপাদান এখানে অনেক আচে। জাভিগত বৈষ্মা ও ধর্মগত বৈষ্মা এখানে এমন বিরাট যে উহার সমাধান করা এখন স্বর্ধি সম্ভবপর হইল না। এক বিরাট শাসনের ছত্তভেলে আসিয়া এবং এক ইংরাজী ভাষার আবহাওয়ায় মাছব হইবার অবকাশ পাইয়াই ভারতের রাঞ্চনৈতিক ভাবধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। এন্থলে প্রদেশগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া দিলে আর একটা বৈষ্ম্য নতন করিয়াই ক্রেন করা হটবে না কি ? आमारतंत्र मर्न रह यति चाय्छ नामन काथा अवर्खन क्या যুক্তিযুক্ত হয়ত উহা কেন্দ্রীয় সরকারেই প্রথমে প্রানো-জন। কেন্দ্রীয় সরকারে স্বায়ত-শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া প্রদেশ থালিতে আপাততঃ কয়েক বংসরের অক্স সকল প্রকার শাসন সংস্কার বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এক্সপ করিলে এই ব্যয় সন্ধোচের দিনে অনেক টাকা সরকারের তহবিলে বাঁচিয়া ঘাইবে এবং ইহা ছাডা প্রাকেশিক রেষারেষি যাহা দিন দিন অতি ভীষণ ভাবে আছ্ম-প্রকাশ করিতেছে তাহা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। Federation বলিয়া বাঁহারা চেঁচাইতেছেন, তাঁহাদের সন্থ चारमतिकात गुक त्राचा अनिहे चारह। चारमतिकात যুক্ত রাজ্যগুলির আদিম ইতিহাস ধাহারা জানেন ভাঁহারা নিশ্চয় ৰলিবেন যে তথায় কেন্দ্রীয় সরকারে federation প্ৰবৰ্তন করা ব্যতীত অন্ত উপায় ছিলনা। ৰে তেরটি ক্রবেশ কর্ম্ম ওয়ালিংটনের নেভৃষাধীনে ইংরাকের সহিত যুদ চালাইয়াছিল, বাধীনতা লাভ ক্রিরাই কেহ কাহারও স্থীন হইতে স্থীকার করাডেই

সকলের স্বার্থের উপর সামান ভাবে নক্ষর রাধিবার 
হল্প পৃথিবীর ইভিহাসে এক অভিনয় শাসন প্রণালীর 
স্থাষ্ট হয়, তাহারই নাম federation. ভারতে 
এক্ষপ কোন ফারণ এখন নাই। কি বাদসাহী 
আমলে কি ইংরাজ আমলে সহ সময়েই প্রকেশ-গুলি 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তিক শাসিত হইয়া আসিতেছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তিক শাসিত হইয়া আসিতেছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তিক শাসিত হইয়া আসিতেছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারকে সবল ও আন্ধ-নির্ভরশীল করিতে 
পারিলেই ভারতে কাতীয়ভা সংগঠিত হইবে, নতুবা 
উহা চির কালই আকাশ কুল্পম্বৎ থাকিয়া যাইবে। 
এই জন্তই আময়া বলিতেছিলাম প্রকেশিক স্বাধীনতা 
হসিত রাণিয়া কেন্দ্রীয় স্বাধীনতায় প্রদান করাই 
ইংরাজ সরকারের পক্ষে মৃতিক্যুক্ত এবং এই বিষয়ে 
আন্দোলন করা আমানের নেভাগণের কর্ববা।

### শাংলার সীমা দির্দ্ধারণ :--

গত কয়েকদিন বাংলা আইন পরিবদে বাংলার नीयांना नरेश विरागय जात्मानम रहेशा निशाह । श्रीयुक्त নরেক্র কুমার বহু মহাশয় একটি প্রস্তাব পেশ করিয়া बरनन दर, दर नमल (कनात अधिवानी बारना कावा ব্যবহার করে নৃতন শাসন সংস্থারের সমন্ন তাহাদিগকে বংলার সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হউক। অর্থাৎ ১৯১২ দালের ব্যবস্থা ফলে বর্তমান বিহারের অন্তর্গত मनिष्म । निःर्ष्म এবং जानाम नवकारतत सबीन শাসাম ভ্যালী এই কর্মী স্থান বাংলা হইতে পৃথক ক্রিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাইমন ক্মিশন সীমানা নির্দারণ প্রভাবের শীমাংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রদেশের শীমানা ভাষার উপরই প্রভিটিত হওয়া উচিত। মুস্পমাম সদক্ত্যণ ইহাতে তাহাদের বাংলায় যে সংখ্যাধিকা আছে ভাষার লাঘৰ কটিৰে আশ্রা করিয়া জোর প্রতিবাদ করেন। ভাচা চইকেই কৰা হইতেছে ৰে যতই কেন আমরা প্রলেশিক স্বায়ন্ত শাসন দইখার জন্ত আগ্রহ দেখাই না কেন, প্রভ্যেক প্রদেশের ভারে ভারে যে সমত্ত স্বার্থ ভারে নিহিভ পাছে, সামন্ত্ৰাসন আৰ্ডিড হট্যা গেলে ভাটায়া ভীকা चारव जान श्रकाम क्तिरवरे। वृत्रवमानवन ठाइनस्वत

সংখ্যাদ্রাসের ভরে বে প্রতিবাদ ভরিয়াছেন কি জানেননা যে বাদসাহী আমলে বাংলা আসাম, বর্তমান বাংলা, বর্তমান ছারভাঙ্গা জিলা অবধি বুঝাইত। ছার্ডাঞ্ল এই কথাটি **ছার-বন্ধ** এই বাক্যের অপল্রংশ <sub>মাত্র</sub>, শারভানার বিখ্যাপতি বাংলারই কবি। জাতীয়তার অনেক নিদর্শনই গৌহাটী ও হারভালাঃ রহিনাছে, বাংলান জাভীয়তা প্রবর্ত্তিত হইলে ডাহানে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জল্ঞ দাবী করিবে ইয়ারে ৰ্বই স্বাভাবিক, ইহাতে তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার গচ কোথা হইতে পাইলেন? অলশেব-লরেন জার্মানীর व्यक्त इट्रेल के इट्रेंडि द्यान कतानी जाता क আচার ব্যবহার প্রচলিত বলিয়াই পত মহাযুদ্ধের পর क्रांक के इरें है अदम वनश्रक्ष विभाव कतिया नरेबाहा। বৰ্ত্তমানে যেকো-ল্লাভোকিলা ও যুগোলাভিয়া নামৰ বে इरें ि चल्ड बारीनतांका मधा रेजेस्वार्थ खेलिंडिक हरे-রাছে উহার মুলভিন্তি এক ভাষা। পলিটিক্সের পাতা খুলিলে বেখানে লেখা আছে এক লাভি কি করিয়া সংগঠিত হইতে পারে, সেধানে ও থুবই বড় বড় অকরে শেখা থাকে, এক ভাষা, আচার ব্যবহার ভাতীঃভার गर्रात गर्वात्वर्ष अवर मृत छेशानान ।

### যুক্ত ও প্রথক নির্বরাচন সমগ্র

বাংলা সরকারের বর্তমান আইন-পরিবদে লাআনাদিক
নির্বাচন লইয়াও তর্ক-বিভর্ক ছইয়া গিয়াছে। দুস্কান
গণ বলিরাছেন যে তাঁহারা Joint-eletorate বা ইলনির্বাচন প্রথায় রাজী আছেন। কলিকাভার যে দুস্কান
কনকারেল বলিরাছিল তাহাতেও এই প্রবাহনী প্রথা
প্রহণ করা হয়। বাংলার প্রাচনশিক হিন্দু কা
সভাও এই প্রতাহনী প্রহণ করিরাছেন। ক্রাচন
প্রভাবনী হিন্দু-মূলকান বন্ধনেই প্রহণ করিবেল নামানে
বলিবার কিছু নাই। পারায়ে বিশ্বন্ধণ সাভাবনিক
বভরভার কাবী করিয়া তুল্ল আইনাক্রম করিবা
ভার দেখাইয়াছেন। ক্রাহান ব্যাহনীর করিবা
ভার দেখাইয়াছেন। বাবাহনীর করিবা
ভার দেখাইয়ালেন। বাবহনীর করিবা
ভার দেখাইয়ালেন। বাবাহনীর করিবা
ভার দেখাইয়ালেন। বাবহনীর বাবহনীর বাবহনীর করিবা
ভার দেখাইয়ালেন। বাবহনীর বাবহনীর বাবহনীর

बास्मानन व्यदेवध छाटत ठानाहरू कर कात्र इत्स प्रमन क्ता हरेंदि। दिनाजी थरदा क्रांकाम दि अरे चांगडे शास्त्रत त्थरवरे कांत्रज-महित माध्यमाधिक निर्साहन महत्त्व ভাঁছার অভিমত প্রকাশ করিবেন। কাক্ষেই এই বিষয় লইয়। এখন একটু জোর আন্দোলন চলিতেছে। জেলা বোর্ড বা মকঃখনের মিউনিসিপালিট গুলির নির্বাচন বাঁছার ক্ষেক বংসর বিশেষ মনোৰোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা হয়ত দেখিয়া থাকিবেন যে, যে যে (क्रनाव मुननमाम व्यक्षिवानीय मःथा। व्यक्षिक रन रन रक्षनाव মুসুলমান স্বস্তেরাই নির্মাচিত হইতে পারেন, হিন্দুদের कान क्षकात जामारे नारे। এर जगरे मत स्य त इक-निकीठन थानानी धावर्षिक रहेरन बारनात ७ भाकारवत हिम्मगर्गत विरागय पास्त्रविधा हहेदवहे, अहे निष्ठ्रयणी यनि ব্যাণকভাবে ভারতে স্কল প্রদেশেই গুহীত হয় তাহা इहेटन वांश्लात हिन्स वा शाक्षाद निरंशतम दकान कथा ন্বলিবার থাকে না, কিন্তু তাহা না হইয়া যদি যেখানে मन्त्रमान व्यक्षितानीत नश्या व्यक्त ख्याम weitage ध्य वारता ७ शाक्षाद अध अहे खाखा श्रीक इस काश इहेरन ভারতের হিন্দুগণের বিশেষ আপত্তি করিবার কারণ আছেই। সরকার-ভাঁহার মতামত প্রকাশ করিবার পূর্বে এই বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আশা कवि ।

### বাং লাব্র আইন পরিষদ ঃ-

আইন-পরিষদের প্রেলিভেন্ট জনপ্রিয় রাজা শুর ময়খনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় বর্ত্তমান আইন পরিষদ উদ্বোধন করিবার সময় সলশুর্গণকে জানাইরাছেন বে বাংলার মাননীয় লাট বাহাছর তাঁহার প্রভাব-জন্ময়ী আইন-পরিষদ বিভাগটীকে একটা অত্তর বিভাগ বলিয়া বাঁকার করিয়া লইয়াছেন। চারি বংসর পূর্বেম মিঃ ভি, তে পেটেল Assemblyকে ভারত-মরকারের হোম-ভিগাটমেন্টের হন্ত হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া উত্তাকে একটা অত্তর বিভাগ করিয়া, প্রামিতিক করিয়া লইয়া উত্তাকে প্রবিদ্যার আলক্ষেত্র আইনিক বিজ্ঞান প্রক্ষিমা ভূলিবার অভ্যান্তর্কাক্ষ্য হ্রম বিজ্ঞান প্রক্রিমা পাঞ্চাবে ৰতন্ত্ৰ আইন পরিবদ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত চ্ইলে, বাংলায় আন্দোলন আরম্ভ হয়। আৰু তিন বংসর ৰছ্পত্র ব্যবহার করিয়া প্রেসিডেন্ট নহাশয় ৰতন্ত্ৰ বিভাগ গঠন করিতে সমর্থ চ্ইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

### গ্রবর্ণমেণ্ট ও জমিদার:-

এই বর্ষাকালেই বাংলার লাট সফরে বহির্গত হইলা থাকেন। বছ-ডছের পর ঢাকা নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত हम । कहें जिस मध्यां क्लिक हहें मा शाम अ अहे वर्षन मेन নগরটীর সমূদ্ধি রক্ষা করিবার মানসে সরকার পক্ষ পূর্ক-বলের জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দেন যে বাংলার লাট মহোদয় প্রত্যেক বৎসর জ্বলাই মাসে এই নগরটীতে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করিবেন। এই প্রস্তাব-ष्क्रशांबी वांश्लाब लांके महामब প্রত্যেক বংসরই এই সময়ে একবার করিয়া আসিয়া থাকেন। এই প্রথামুষারী বর্তমান লাট মহোদয় ঢাকায় পদার্পণ করিলেই, করেক্টী জমিলার একত্রিত ইইয়া তাঁহাকে এক অভিনন্ধন প্রকান করিবার সময় অভুরোধ করেন যে সরকার যদি অভুঞা করিয়া তাঁহাদের অধিদারগুলি কোট অফ ওয়ার্ডের এলেকাত্রক করিয়া দেন তাহা ছইলে জাঁহারা বিলেব বাধিত হন। কয়েক বংসর বাংলার বছট ছব এনর হাইতেছে। খাজনা আদার হইতেছে না। রাজৰ মনেক সমরেই আপনাদের সঞ্চিত অর্থ হইতে বা করজ করিয়া প্রদান করিতে হইতেছে। কাজেই তাঁছারা ভয় পাইরা আয়ের পরিমাণকে স্থিতিশীল করিবার জন্মই এই ক্রথানী विश्वा दक्ष्मिशास्त्र । উত্তরে नां मरहाम्य विश्वारहन বে স্বাবলদী না হইতে পারিলে এই প্রতিদ্বন্দীভার হুরে (क्ट्रेट वांक्रिफ शांद्र ना। अभिनातश्य चाश्मानिशटक সাধারণের অভিভাবক বলিয়া বোষণা করিয়া বাকেন. স্তুত্রাং যদি অভিভাবকট হ'ন তবে তাঁহাদের উপর বে দায়িত্ব প্রস্তু আছে তাহা হতান্তর কি করিয়া করিবেন ? খুব যুক্তিযুক্ত পুরামর্ণ। পুথিবীর তাৰং অংশেই, পরকার शक रहेटफ कमिनाती श्रीन कितारेवात क्षान क्रेटिएड । ৰখাযুগে বখন রাজা সর্কাষর কর্জা ছিলেন, জাহাকে সাহায্য

করিবার অক্ত পরিষদ হিসাবে ভিনি কতকণ্ঠলি ভূমামী ক্ষন করেন। এখন পথিবীতে একাধিপজ্যের ছাস হওয়ার সহিত জন সাধারণের হত্তে ঐ রাজ-শক্তি আসিরা পড়িছেছে। দুরদর্শী বিসমার্ক এইজক্তই ১৮৯ । সালেই চোট চোট কুষাণ পরিবার বদাইবার জ্ঞ্ম Land Acquisition Actua মধ্যে বড় বড় জমিদারগণকে ফেলিয়া তাহাদের জমির স্বন্ধ একটা মূল্যে ধরিদ করিয়া গইয়া ঐ প্রোপ্য টাকা ৫০।৬০ বংসরে পরিশোধ করা हहेद এই বলিয়া चौकांत्र कतिया. উक्क अभिनातीश्वनिदक শতধা বিভক্ত করিয়া ছোট ছোট ক্রবাণ পরিবার বসাইয়া যান ৷ ১৮৯৭ সালে দেনমার্কে ও ১৯০৬ ও ১৯২৪ সালে हैश्नए७, ७ ১৯२१ माल खालात वह धत्रलंद चाहेन करा হইয়াছে। বাংলার জমিদারগণ যদি অনিশ্চিতের হত্ত চইতে বকা পাইবার জন্ম এইরূপ প্রস্তাব করেন ভবিবাতে সরকার পক্ষ হইতে হয়ত এইরূপ বন্দোবন্তও হইয়া যাইতে পারে. তাঁহারা সে বিষয়ে ভাবিয়াছেন কি? তাহার পর বাংলার বর্ত্তমান রাজস্ব ছুই কোটা ১৫ লক। উহার মধ্যে বে সমস্ত অমিদারী কোট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে আছে ভাহার। প্রায় এককোটা টাকা প্রাঞ্জন্ত দিয়া থাকে। হতরাং বাংলার অর্থেক জমিদারীই এখন সরকার পক হইতে পরিচালিত হইতেছে। বাংলার জমিলারগণকে আমরা তথু এই কথা বলিব যে সরকারকে অমিদারীর ভার গ্রহণ করিতে অফুরোধ না করিয়া নিজেরা বাহাতে উহা পরিচালনা করিতে পারেন, সে বিষয়ে একট সচেই হউন मा (कन !

#### জাখাণ সমস্তা:-

জার্মানিতে নৃতন নির্বাচন হইর। গেল। নির্বাচনের কলাফল নিরে প্রদান করা হইল।

, जुड़ांड रन	34	
ণিউপিন্দ্ পার্টি	<b>20</b> ·	.*
জাৰ্মাণ নেশানাল	9	
সেন্টার পার্টি	16	
ক্ষিউনিষ্ট্	49	
ু কোশিয়ালিষ্ট	200	
मांक	२२५	
नायन । नद्य व्यक्तन क्या २२ व ।		

লিষ্টার উপর দৃষ্টি করিলেই আমরা দেখিতে পাই বে
নাজীর দল সর্বাপেকা অধিক সংখ্যক সমগ্রহ করিতে
পারিলেও ভাহাদের সংখ্যা কাহারও সাহায় না পাইকে
শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবে না। ভাহাদের
দশা অনেকটা ১৯২৪ সালের ইংলণ্ডের শ্রমিকদের মতই।
এই জপ্তই ভন পেপেন কর্প্পেই ইন্তাল না দিয়া বরং বিলয়ছেন যে তিনি যেমন শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়া
আাসিতেছিলেন তেমনিই করিবেন, মন্ত্রী-সভা ভালিয়
ন্তন করিয়া গড়িবার কোন কারণই তিনি দেখিতে
পাইতেছেন না। এদিকে নাজীর দল মন্ত্রী-সভা গঠন
করিবার জন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতির
সাধারণ নিরমান্থ্যারী ভাহারাই মন্ত্রী-সভা গঠন করিবার
অধিকারী, এ কথা সত্য কিন্তু ভাহারা সংখ্যার মধিক
হইলেও, যত সভ্য থাকিলে মন্ত্রী-সভা দখল করা বাইতে
পারে ভাহা ভাহাদের নাই।

লোক-হিসাবে ভন-পেপেনের বেশ স্থনামই দেশ মধ্যে আছে। তিনিই গত জেনেভা কন্ফারেল হইতে জ্পাণীর ঋণ-পরিশোধের শেষ দিছাত সর্বাবাদিসমত ভাবে দীনার করাইয়া লইয়াছেন। তিনিই এতদিন সকল প্রকার শৃত্যালা রক্ষা করিয়া দেশকে শাস্তি ও সম্পদ প্রদান করিয়া আদিয়াছেন। এইরপ কোন লোকের বিক্লছে দঙায়মান হওয়া সম্ভব নয়। প্রেসিডেণ্ট হিন্ডেনবাগ কোন খভিষ্ট প্রকাশ না করিলেও ভন্পেপেনকে পদচ্যত করিতে তিনি गार्गी रहेरणहरू ना। वर्षमान काचान मम्बा द्विर श्नात छहात अकरे भूक हे जिहान विष्युष्ठ कति एव। ১৮৪৮ সালে সারা ইউরোপে যথন বিপ্লবের বছা বহির যায়, তখন জার্মাণীর উপর দিয়াও ভীষণভাবে বহিছা गियाहिल। এই युग्छाट्डि मधाविख ट्यांनी धावन सहैंवा রাজশক্তি দখল করিয়া বলে। জার্দ্ধানীতে কিছ তথ্নও यथा युग हिन्छिन। ब्राह्म खाल्य कन-कार्यमि প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও বছদিন অববি প্রাদেশটা নেগদিরন । ফ্রান্স কর্ত্তক শাসিত হওরায় তথার অভিভাতগবের কর্ম্বা হান হয় নতা. কিছ বিন্দাৰ্ক শানিত জানিয়াই পতিয়াই शर्गत क्या श्रम्बर क्या क्या क्या विमान उनीवमाम मनाविक स्थानिक चल्लिकाकार्या न

শ্ৰেৰীতে উন্নীত করিয়া শ্ৰীয়া একটা সামাজিক দল সংগটন ত্রবেন। এইদলে রাইনের শ্রমনীবিগণও যোগদান করে। বিসমার্কের মৃত্যুর পর অভিজাতগণ প্রবল হইয়া উঠিয়া মধাবিত্তগণের মধ্যে যাহারা প্রভুত ধনশালী ভাহাদের সচিত বিবাহাদি স্থাত্ত আত্মীয়তায় ও খনিইতায় আৰক্ষ চুট্যা এক নৃতন শক্তি প্ৰতিষ্ঠা করিয়া উহামারা সমগ্র প্রিবী দুখল করিবার অস্ত উৎস্থক হইয়া পড়ে উহারই ফলে ১৯১৪ সালের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাঁহারা জানিতেন বে উচ্চানী জার্মাণ সমাটই এই যুদ্ধের একমাত্র কারণ তাঁহারা এখন ক্রমশাই বুঝিতে পারিতেছেন যে সম্রাট মুখ্যতঃ সন্মধে शक्तित्व कार्यागीत के नुष्त मिक्ट >>> नात्वत युष्तत এক্ষাত্র কারণ। যুদ্ধ পরিচালনা সম্বন্ধে কোন কর্তম্বই ভার্মাণ সমাট বা তাঁহার চানসেলারের ছিল না। ভন মন্ট্রকে জার্ম্মাণ সেনাপতিগণের অধিনায়ক হিসাবে প্রথম यक ठालारेग्राहित्नन, छारात्र शत जारात श्वान अधिकात জেনারেল পুডেনভফ'। লডেনডফ 'করিয়াছিলেন প্রতিভাশালী ব্যক্তি হইলেও, তাঁহার দুরদর্শিতা ছিল না। লাপাণ প্ৰজা তাঁহাকে তাহাদের ধন-প্ৰাণ দিয়া বিশাস ক্রিয়াচিল কেন না ভাহারা আশা করিয়াছিল বে বিজয় লাভের পর ক্ষমতা বিভাগ করিয়া লইবে। যুদ্ধের ফল উল্টা হইয়া দাঁডাইলে প্রমন্তীবি সম্প্রদার ভীত হইয়া উঠেন, তাঁহারা যে কোন উপায়ে সন্ধি করিবার জন্ম ব্যগ্র हन। यशाविख (अभी जाहारमंद्र महिष्ठ (बागमान कतिरमहे. এই দলটাই প্রবল হয়। অভিজাতগণ বাঁহারা আধিপত্য বিস্তারের জন্ত যুদ্ধ করিতেছিলেন, কতকটা মানের জন্ত এবং পরাঞ্জিত ভাবে সৃদ্ধি ভিকা করিলে অনেকটা ক্তি-এন্ত হইতে হইবে এই আশায় তাঁহারা যুদ্ধ হইতে নিরন্ত रहेए जाहिस्स्य मा। हेहांबर करन ३०३৮ मार्नब वित्यार (स्था (स्था कार्यान प्रशासक ट्रिकेन स्थापन <sup>স্</sup>হিত স্মিলিত **হুইয়া অভিজাত-মধ্যবিত্ত** সংগটিত শাসন थेगानीत फेल्हम नाथन करवन।- हेहात शत अभिकमन উডেজিত इरेबा विद्याह क्रिका উराजित आत्म।-লনের মূলোছেম করা হয়। আর্থানী একটা ধনিক লেশ। छेरात धनिक नव्यामात Dawe's Plan अञ्चानी बृद्धत (धनातर धानान कतिवात धानिकाकि निवा केरात भागन

ভার গ্রহণ করে। 'দেণ্টার' পার্টি, জার্দ্মাণ কাথলিক পাৰ্টি, জাৰ্মাণ ভাগনাল পাৰ্টি, এই সমন্ত ধনিক সম্প্ৰাৰণ দের মুখপাত্র মাত্র। মিঃ ছিলটার এই ধনিক সম্প্রদারকে সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবার অন্ত যুব্বের খেনারৎ বাহাতে আর না দেওয়া হয় ভাহার অন্ত জোর আন্দোলন চালাইতে থাকেন। যে সমস্ত ধনী খেলারং দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা অমিকগণকে মাত্র সামায় গ্রাসাক্ষাদন দিয়া থাটাইয়া লইতেছেন, স্বতরাং ভাচাদের প্রাণ্য সভ্যাংশও বেশ মোটাভাবেই হইতেছে। কিছ বে সমস্ত ধনিক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত ভাছাদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। মিঃ হিল্টার ও ভন পেপানের সভিত এইখানেই পাৰ্থকা। কমিউনিষ্ট পার্টির সচিত কাহারই সভাব নাই। বর্ত্তমান নির্বাচন ফলের উপর লকা রাখিলে ইহাই প্রতীতি জলে যে লার্দাণ কৰিউনিট সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। মি: হিল্টার ইটালীর কর্মবীর মুদলিনীর আদর্শে চালিত হইতেছেন। মুদলিনীর স্তার জার্মাণীর শাসনভার গ্রহণ করিতে পারিলে জার্মাণীডে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শারনদণ্ডই দুঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

#### কেশীহা রাজ্য:-

ভারতীয় করদ মিত্র রাজ্যগুলি সংক্ষে যে কমিশন বসিয়াছিল তাহারও সিদ্ধান্ত বাহির হইয়াছে। ভারতীর রাজ্য সমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হইতে গেলে বে সমস্ত অন্তরায় আছে এই কমিটা তাহা আলোচনা করিবা এক স্থদীর্ঘ রায় দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন বর্ত্ত**না**নে অনেক রাজ্যকেই কর দিতে হয়। এই করের মাজাকে ভাহাদের আয়ের একশভাগের ৫ ভাগ স্থির করিয়া বে **ढाका छम्बुख इटेरव छेटा छाटामिशस्क दब्रहाटे सम्बद्धा** হইবে বলা হইরাছে। তবে যে সমস্ত রাজ্য কর দিবার জন্ম দৈন্ত প্রতিপালন করির৷ আসিতেছেন তাঁছারা তাঁছাই করিবেন। প্রত্যেক দেশের করদ রাজাদের কডকঙালি প্রাণ্য সন্মান আছে। আপনাদের ব্যবহার্য সামগ্রীর জন্ম তাঁহাদিগকে কোন প্ৰকার বাণিজ্য গুৰু দিতে হয় না। नुजन अथात खेश क ताथारे हरेटर जेनतह रफनाठे क व्यादिन नार्रेशनाक के के कि विश्वा क्षित्र करियात करी হইরাছে। আরো ছোট বড় অনেক স্পারিশ আছে। धारे कराक ३०००० शाकिक बाब स्टेबाट्ड ७ मरकाता

১০,০০০ মাইল জমণ করিয়াছেন। ভারতে দেশীর রাজ্যের শৃত্যা ৭০০ উপর, উহার অনেকে আবার পঞ্চ রাজ্যের পৰীন। এমন দেশীর রাজ্যও আছে যাহার আর ৭২-बार्क । नव (मनीव ताका मिनित्र) दूरीन शवर्गमण्डे कत स्मझ १२ लक २ हाझात ३७ मूखा। हेहात मत्था शवर्य-মেন্টকে আয়গা ছাড়িয়া দেওয়ার ক্যা গবর্ণমেন্ট বরোলাকে **३३ लक्क वर्ण होजात, भोधालियद्गरक ১১ लक्क १४ होजात,** है स्थात्रक > नक >> हाकात धरा नाकनीक > नक >• हाजात मूजा वार्विक श्रामान करतन। উत्तंथरवाना करत्रकृति बार्क्यात्र रार्विक व्याप्त अहेबन-नरताना २ त्कांटि ४२ नकः क्शांग ७२ गक >• शंकात ; हेत्मात > (कांग ७५ नक ; গোরালিয়র ২ কোটি ১০ লক ; হায়দ্রাবাদ ৭ কোট ৯৮ नक ६१ हाजात ; जियांड्स २ (कांग्रि १৮ नक ৮ हाजात ; মহীশুর ৩ কোটি ৪৬ লক ৪৬ হাজার ; কর্পুরতলা ৩৭ লক, ৰণিপুর ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ; কুচবিহার ৪১ লক্ষ ৫২ হাজার मस्त्र ७ ॥ २१ नेक ७१ होकांत्र ; कांगी २० नक २ हाकांत्र ।

## পরলোকে দুর্গাদাস লাহিড়ী :-

পরিচালনা করেন। স্থামর। লাকিটী মহাশরের পরিবার-বর্গের প্রতি সহাক্তৃতি স্থানাইতেছি।

[ ७ई वर्ष, १म अर्गा

## পরলোকে মিঃ এলিসন্:-

কুমিলার এ: পুলিশ অপারিন্টেণ্ডেন্ট মি: এলিসন আততায়ীর গুলিতে আহত হইরা ঢাকা হাসপাতালে পরলোক গমন করিরাছেন। বাংলার গবর্ণর হইতে সকলেই মিসেদ্ এলিসনকে তাঁছার শোকে সহায়ভূতি জানাইয়াছেন। এ সব হত্যাকাণ্ড এত মর্মান্তন্ত প্রকাশের ভাষা নাই।

## ট্রেটস্মান সম্পাদকের প্রতি আক্রমণ ঃ–

ত্তিট্দ্যান সম্পাদক শুর আলফেড ওরাট্যনের প্রতিও তাঁহার আফিসের গেটে মোটরে গুলি নিজিপ্ত হইরাছিল। ভাগ্যক্রমে ওয়াট্সন সাহের এক চুল তফাতের জন্ম বাঁচিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই এ কথার সভাতা প্রমাণিত হয় 'রাধে ক্লফ মারে কে?' আভতায়ী সেই-থানেই ধৃত হইবামাত্র পটাসিয়াম সাইনয়েড থাইয় আছ-হত্যা করিয়াছে। উচ্চাজের সংবাদপত্র সেবী অমাধিক শুর ওয়াট্সনের জীবন রক্ষা পাওয়ার জন্ম ভগ্বানকে ধন্মবাদ।

## গান

## কুমারী লভিকা মুখোপাধ্যায়

উঠ্গ কেগে সোনার অপন
কার ভরদার !
নিবে ক্লের ব্বেল রেণু,
উত্তপ্ করা বাজিরে বেণু,
সফল হল বুবি ভোষার
পথ শিক্ষার !



সঙ্গোচহীনা



## সভীশাতন মিত প্রতিপ্রিত



৬ষ্ঠ বর্ষ

আপ্রিন-১৩৩৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

## मुख्य ७ रेमजी

णः **बी**न्रत्भक्तनातायन ताय कोधुती छि-मिर्

বাষ্ট্র সমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত। বাষ্ট্রি উন্নতি না হইলে সমষ্টির উন্নতিসাধন সম্ভবপর নহে। মাহুষ সমাজকে গড়িয়া তুলে, তাই বলিয়া সমাজ যে মাতুষকে গড়িয়া তুলিতে পারে, একথা সব সময়ে খাটে না। স্মাজের বিধি-নিষেধ সকল সময়ে মাতুষকে আয়তের मध्य दाचिष्ठ शास्त्र ना। मासूरवत्र कीवरन এक अक সময়ে এমন মুহূর্ত আদে, যখন মাত্র সামাজিক শৃথ্যা াৰিয়া চুরমার করিয়া ফেলে ও বিজ্ঞোহের পতাকা উড়াইয়া <sup>(मग्र</sup>। विद्धारीत मःश्रा यथन अ**उग्रह अधिक र**हेग्रा উঠে, তথন পুরাতন বিধি-ব্যবস্থার বাঁধন আপনা इरें एक निधन: इरेंग्रा चारम, नुकन यूरमंत्र छें भरवाती नव ন্মাজধর্মের প্রচার হয়। মাছবের সভ্যতার ইতিহাস <sup>এই</sup> যুগে যুগে সামাজিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তনেরই ইতিহাস। এ পরিবর্তন একাভ খাভাবিক। কালের गनाजन, जामाद नवाजन नवाजन की वादन जाव

আর কোন লাভ হইবেনা, ৬ধু অনর্থক শক্তিক্ষই হইবে।" যে বুগের যা ধর্ম তাহাকে না মানিয়া উপায় নাই. তাহাকে অস্বীকার করিতে গেলে আজ ওধু অমলন-কেই আহ্বান করিয়া আনা হইবে।

বৰ্ত্তমান মূগ গণতন্ত্ৰের মূগ। ব্যক্তিগত প্রাধান্ত বা সৈরাচারের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বরাষ্টে ডাই আৰু গণশক্তির নব অভাদয় দৃষ্ট হইতেছে। শক্তির क्षथम विकारणय मध्या एव छर्षमनीय ठाकना एएथा एएस. উহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। নদীতে বখন বোয়ার আসে, তখন তাহার প্রথম আবাতে কড নৌকার নোঙর ছিজিয়া বায়, হয়ত ছই চারিখানা অলমগ্প হয় কিন্তু পণ্যবাহী তরণীকে দেশ-দেশান্তরে তাহার গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দের, সেই জোয়ারেরই স্রোত। আজি-কার কুগের গণ-আন্দোলন হয়ত পুরাতন অনেক কিছুরই স্রাত ক্ষ করিবার শক্তি কাছারও নাই। "পাষার বর্ষ টু ছিভি টলাইয়া দিবে, কোন কেনটার হয়ত বিলোপ ताथनं कतिरव, किक शतिशास विव-देखी थ गांचित

বার্ত্তাপ্ত সে বহন করিয়া আনিতে ভূলিবে না। প্রথব আবেগ প্রশমিত হওরার সঙ্গে সঙ্গেই সে সংহত হইয়া সম্বাস্থিনে মনোনিবেশ করিবে। যুগে যুগে জ্বগতে নৈত্রীর ভাব আসিয়াছে এই সংক্রেরই মধ্য দিয়া।

বহি:প্রকৃতিতেও যেরপ সৃষ্টি বৈচিত্রা. সমাজেও তজ্ঞপুনানা বৈচিত্তোর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া शाय। धनी, अधिक, विदान, मूर्थ, अखू, खूडा,-नकरनरे বিবাট সমাজ-দেহের এক একটি অঙ্গ। কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না, বাদ দিলে সমাজ চলিতেও পারেনা। বিশাল যন্ত্রশালায় বৃহৎ বৃহৎ লৌহচক্রেরও ধেরণে প্রয়োজন আছে, অতি শুদ্র স্চের প্রয়োজনও সেধানে তদপেক। কিছমাত্র কম নহে। উহাকে বাদ দিতে গেলে সমগ্র যদ্রশালা অচল হইয়া পড়ে। প্রয়োজনীয়তার অমুপাতে সমাজ দেহে বণিক ও শ্রমিকের স্থান পরম্পরের কাহারও চেয়ে হীন নহে। যে যোগস্ত পরম্পরের মধ্যে ঐকাই স্থাপনা করে, তাহার নাম দাম্য বা দম-দৃষ্টি। ঘখনই এই সমদৃষ্টির অভাব ঘটে, একে যখন অশুকে ছোট বলিয়া ভাবে, তথনই সমাজের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, হানাহানির হাহাকারে তথনই দিঅওল পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

এই যোগসংস্থাপক সাম্যের উদ্ভব হয় কিলে? ইহার উদ্ভরে বলা যায়,—সমস্বার্থের মধ্যে। ধনিক যথন বুঝেন শ্রমিকের স্বার্থ হইতে তাঁহাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে, শ্রমিকের উন্নতি না হইলে তাঁহাদের উন্নতি হইতেই পারে না—তথনই বিশিক ও শ্রমিকের চিরস্তন বিবাদ ল্প্র হইয়া পরস্পরের মধ্যে সহায়ভূতির ভাব জাগিয়া উঠে। সমাজের এক এক শুরের লোকের মাঝে সমকার্য্য, সহকার্য্য ও সমস্বার্থ থাকার জন্ম পরক্ষারের মধ্যে একটা নৈকটোর ভাব দেখা বায়। ধনী ধনীর সহিত অন্তরকতা স্থাপন করেন, পণ্ডিত পণ্ডিতের সলে মিত্রতা করেন, দরিক্র দরিক্রের নিকট নিজ স্থায়ংখের কথা ব্যক্ত করিয়া হদযের ভার লাম্ব করে ও তৃত্রি পায়। এই যে মেলা মেলা ইহা বাভাবিক—প্রক্রতিই জীবকে এই পথে চালনা করেন। কিছ বে বাছ্য মহৎ বাহার আন্মার প্রসার অনেক দ্র পর্যান্ত গিরাতে, তিনি বিপুল বিভের অধিকারী হইলেও ভাবেন,

দরিক আমার ভাই, বিশ্বান হইয়াও মুর্থের সঙ্গে আলাপ করিতে ত্বণা বোধ করেন না, এবং বিত্ত বা পাণ্ডিত্যের অভিমানে নিজেকে সাধারণ হইতে স্বতম করিয়া রাখিতে চাহেন না। প্রাকৃতি ঘাঁছার বশ, সেই মাছ্যই খাঁটি মাছুয়, তিনিই নরগণের মধ্যে নরদেবতা।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নিত্য দেখিতে পাই যে ব্যষ্টির শক্তি মেখানে পরাভূত ও লাঞ্চিত, সমষ্টির শক্তি নেখানে বিজয়ী ও সমানিত। সমষ্টির মধ্য দিয়াই আল শক্তির পরিচয় দিতে হইবে। স্থাষ্য পাওনার যাহা দাবী ভাহাও এই সমষ্টির মধ্য দিয়াই জানাইতে হইবে। স্থনিয়ন্ত্রিত সমষ্টির অপর নামই সভ্য। "দজ্যণক্তি" करन) यूरा"-- रेश भारत्वत वाका। त्कवन मात्र कर्न-যুগই বা বলিব কেন, যুগে যুগে এই সভ্যশক্তিই মাতৃষ্কে শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধিকার প্রমন্ত মহিষা-স্থারের অত্যাচারে স্থানভ্রষ্ট ও পরাব্দিত দেবগণ যথনই সভ্যবদ্ধ হইয়া :মহাদেব ও বিষ্ণুর সমীপবর্তী হইলেন. তাঁহাদের মধ্যে সভ্যশক্তির উদ্ভব হইল। সকল দেবতার সম্মিলিত েজোরাশি হইতে উৎপন্ন মহাশক্তি অমুর নিধন করত: দেবতাদিগের ভয় হরণ ক্ষিলেন। লাঞ্ড দেবগণ আবাব নিজ নিজ অধি ার লাভ করিলেন। সভেষর এমনই শক্তি।

সজ্যের যে কি বিপুল শক্তি, তাহা বুরিয়াছিলেন বৈদিক ভারতের ঋবিগণ। প্রাচীন ভারতের এক একটি ধ্বির আশ্রম বা "গোত্র" এক একটা সঙ্গাবিশেষ। যাপ যজ্ঞাদি সকল কার্য্যেই সক্তের সহায়তা আবস্তক। কেই সমিধ আহরণ করিবেন, কেই যজ্ঞক্তের প্রস্তুত করিবেন, কাহারও কার্য্য ইইবে হব্য সংগ্রহ, কেই হইবেন, হোভা, কেই উদ্গাভা, কেই বন্ধা আবার কেই (কোন ক্ষত্রিয়) ইইবেন ধহুধ রিণ করতঃ যজ্ঞাকার নিযুক্ত। সকলের সহমোগিতারই প্রয়োজন, ইহার রয়ে যদি একজনও প্রতিকৃত হন, তবে বন্ধা প্রতির বিশ্বাহিব। শুধু কার্যামান্তে নহে, মনের ভিতাত সক্ষেত্র হুইবে একপ্রকার তবেই অভীজ্যিত বন্ধাত নিহিন্ত হুইবে। শুহাবদের সক্ষের মূল মন্ত্র হিন্তা বিশিক্ত হুইবে। শুহাবদের সক্ষের মূল মন্ত্র হিন্তা বিশ্বাহিব । শুরুরার সক্ষের মূল মন্ত্র হিন্তা বিশ্বাহিব । শুরুরার সক্ষের মূল মন্ত্র হিন্তা বিশ্বাহিক বিশ্বাহিক সক্ষের মূল মন্ত্র হিন্তা বিশ্বাহিক বিশ্বাহিক বিশ্বাহিক বিশ্বাহিক সক্ষেত্র মূল মন্ত্র হিন্তা বিশ্বাহিক বি

"गरमञ्चक गरवनकार गर त्वा मनाकि बातकार्यः"

বৌদ্ধগণ শ্বন্ধকে শ্বাভি উচ্চন্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

ঠাহারা ব্ঝিয়াছিলেন, সজ্যের আশ্রয় ব্যতীত,—অন্ত
বস্তুর কথা ত সামান্ত—স্বয়ং ধর্ম পর্যান্ত টিকিতে পারে
না। তাই বৃদ্ধ ও ধর্মের সমপর্যায়ই তাঁহারা "সজ্যের" স্থান
নির্দেশ করিয়াছিলেন। "সক্তাং শরণং গচ্চামি।" সজ্যই
গণ-শক্তির প্রতীক। গণশক্তির সহায়তা ভিন্ন কোন
মহং ও কণ্যাণকর কার্য্য সফল হইতে পারে না। এই
সজ্যের ভিতর দিয়াই পীত পরিক্ছদধারী বৌদ্ধ শ্রমণগণ
একদিন অন্ধ্রপতে ভগবান তথাগতের অহিংসার মহামন্ত
বিধ্নৈতীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

পুরাণের ব্যবস্থা দেখিতে পাই, সর্ব্ধ দেবদেবীর পূজার মগ্রে, সর্ব্ব ভভকার্য্যের স্ট্রনায় গণেশের পূজা করিতে হয়। এই গণেশই সক্তথাকির প্রতীক। তিনি গণ্দেবতা, গণশক্তির সহায়তা কামনায় তাই সর্বাগ্রে গণপ্তির পূজার বিধান। সম্বন্ধিত শুভকার্য্যে বিশ্ব উপস্থিত হইলে তাহা বিনাশ করিবার শক্তি একমাত্র গণদেবতা ভিন্ন অন্য কাহারও নাই। গণ-শক্তির প্রতি উপেকা প্রদর্শন ও মৃতিমেয় সম্প্রদায় বিশেষের স্বেচ্ছাচারিতার ফলেই আন্ধ্র মান্ত্রের প্রক্রাত্র উপায় সক্ষ্ণক্তি।

সভ্য সংগঠন ও সংরক্ষণের মৃলে **থাকা চাই মৈত্রীর** ভাব। আমি উচ্চ পদমর্ব্যাদার অধিকারী, আমার বিত্ত মন্তের চেয়ে অনেক বেশী—ইত্যাদি ভাব যতকণ মনের মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার কোন ষাণাই থাকিবে না। আত্ম অভিমান ত্যাগ করিতে না পারিলে সভেত্র স্থান লাভ করিবার অধিকার জন্মাইতে পারে দা। তঙ্কর চেয়ে সহিষ্ণতা—কেবলমাত্র ধর্মসাধন क्ति नर्द, भीवरनत्र वह क्लिक्ट द्यादासन। मरन রাখিতে হাঁবে, বড়কে ছোট করায় লাভ নাই, ছোটকে <sup>মৃদি</sup> বড় করিতে পারা যায়, তবেই হইবে চেষ্টার চরম খাৰ্থকতা। সমাজ বা রাষ্ট্র যেখানেই হউক না কেন, খদন্তোষের কারণ ব্যাপকভাব ধারণ করিলে তাহা দূর ৰিরবার একমাত্র উপার সজ্বশক্তি। এক্রন বাসুবকে <sup>হয়ত অ</sup>বহেলা করা চলিতে পারে, কি**ন্ত দশলন মাহুবের** गिचिनि इंग्लात विक्रास हमा थून महस्र नाथ इंडेटड পারে।

গতকর্মী ও সমকর্মীদের মধ্যে মিলনের বোগস্থা হওয়া চাই—সমদৃষ্টি। বে ছোট সেও হয়ও একদিন বর্ত হইডে গারে একথা জুনিলে চলিবে না। আৰু থাহাতে হয়ুব ইবিডেছি, কাল হয়ত বে আমার সমসুদ্ধে চুইতে গাঁৱে বা আমার উপরও হকুম চালাইবার অধিকার লাভ করিতে পারে—এ কথাটা মনে রাখা বিশেষ দরকার। অভিমানকে জয় করিবার ইহাই সহজ্পাধ্য উপায়। প্রকৃতির ধর্মই পরিবর্ত্তন। "Old order changeth yeilding place to new."

জগতের দিকে চাহিলে আব্দ ব্ঝিতে পারি, যেখানে ধনিকে ও শ্রমিকে, নিয়োগ কর্তা ও নিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে, তথাকথিত বড় ও ছোটর মধ্যে মনোমালিক্সের ভাষ জাগিয়া উঠিতেছে, সেখানেই হইতেছে সভ্যের প্রতিষ্ঠা। বাষ্টির নিক্ষন প্রচেষ্টার হলে সভ্য শক্তিই জয়ী হইতেছে। দশের শক্তির যাহ। প্রতীক সেই সভ্য যেন উচ্চূম্মল বা বৈরাচারী না হইয়া উঠে। সভ্যের নিয়ন্ত্রণ ভার বাহাদের উপর পড়িবে, তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট ধীরতা ও ব্দিমভা থাকার আবশ্রক। উভেজনার দারা যেন সভ্য কখনও পরিচালিত না হয়। একজনের অবিষ্যাকারিতা অনেক সম্যে উপেকা করাও চলে, কিন্তু দশ্যনের হঠকারিতার করে বিষ্ম অমক্ষল সংঘটিত হয়।

প্রক্লুত মমন্তবোধ না থাকিলে সজ্জের কার্য্য পরিচালনা করা বিশেষ ত্রুর হইয়া উঠে। কেবল মাত্র "নামকা ওয়াত্তে" সজ্জের নেউ্ত্র করিতে যাওয়া বিভ্রুন। মাত্র । বাক্যের হারা লোকের মন সাময়্বিকভাবে হয়ত মুগ্ধ করা যাইতেও পারে, কিন্তু বার্যত্যাগ ভিন্ন মাত্র্যের প্রেমলান্ত করা কথনও সন্তব্যর নহে। সজ্জ্বকে একটা বিপুল পরিবার স্বরূপ মনে করিতে হইবে! পরিবারক প্রধান ব্যক্তিয়েমন স্ক্রুমতার অপব্যবহার না করিয়া আর পাঁচজ্ঞনের মত লইয়াই পারিবারিক বিষয়গুলির বিধি ব্যবস্থা করেন, সক্ত্রপতিও তদ্ধেপ সাধারণের মতালোচনাপূর্কক ইতিক্রের্যাতা নির্মারণ করিবেন।

পরস্পরের স্থার্থের বৈষ্মা হইতেই বত অনর্থের স্থান পাত। স্থার্থ সংরক্ষণে মানুষ মানুষের রক্ষে ধরণী প্লাবিত করিতেও বিধা বোধ করে না। মানুষ বিদি পরস্পরের সহিত মৈত্রীর বন্ধনে আবন্ধ হয়, তবে মানুষের অন্তরের বৈব্যাও ধীরে ধীরে স্থানি যায়। সঙ্গাই মৈত্রীর মিলন-ক্ষেত্র। মিলনের মূলমন্ত্র কার্য ও চিন্তার একাতিমুখীয়। মানুষ্যের ক্ষমে কোনের সমৃত নির্মার তথনই প্রবাহিত হর, ব্যম মানুষ্য মানুষ্যের সন্তর্জ সরল্ভিডে বলিতে পারে,—

"স্বানে বন্ধ স্মিতিঃ স্থানী, স্থানং মনঃ স্কৃচিড্ডেবাং । স্থানং মন্ত্ৰ অভিমন্ত্ৰ এক স্থানেন বো ক্ৰিবা ক্ৰোমি ॥"

## শীলা-সোমেশ

## শীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল

গ্রাণ্ড টাছ রোড নামক সর্কবিদিত পথটি সাঁওতাল পরপণার ভিতর দিয়া থাইতে যাইতে যে কুল্র সহরটিকে ছিধা ভিন্ন করিয়া দিয়া উর্দ্ধ্যে চলিয়া গিয়াছে সেই সহর হইতে প্রায় দশ এগারো মাইল উত্তরে পথের ধারেই একটি বাংলো বাড়ী দেখা যায়। ঘন সন্নিবিষ্ট শালবনের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়া প্রায় বিঘা ছই জমি ঘেরা, তাহারি মধ্যম্বলে উঁচু ভিত্তির উপর বাড়ীথানি প্রতিষ্ঠিত। আশে-পাশে হ'দশ মাইলের মধ্যে কোথাও জনমানবের বাস নাই।

সন্ধ্যার পর নিবিড় জঙ্গলের ছায়ায় যথন পথের গুল্র রেঝাটি মৃছিয়া মিলাইয়া যায় এবং বাংলোটির ঘরে ঘরে আলো অলিয়া উঠে তথন দিগ্ব্যাপী গুরুতার মধ্যে জঙ্গলের নানাপ্রকার শব্দ পরিক্ষুট হইয়া উঠিতে থাকে। শালের পাতায় পাতায় ঘয়য়া যে মর্মর ধ্বনি উথিত হয় ভাহার সহিত সহসা 'থট্টাসের' অট্টহাসি মিশিয়া বিশ্রুর মনকে চমকিত সম্বস্ত করিয়া দেয়। কখনো বা গভীর রাত্রে অভি সন্ধিকটে ব্যাত্রের আকিমিক গর্জন নিজিত সূহবাসীকে শংগ্রার উপর উঠিয়া বসাইয়া দেয়। তথন বাড়ীর রক্ষক কুকুরগুলার ঘেউ ঘেউ শব্দের সদ্পত্ত আক্ষালন যেন মার থাইয়া থামিয়া যায়।

চক্রনাণ রায়, ফরেই অফিসার, এই বাংলোতে বাস করেন। বাড়ীর পিছনে তারের বেড়ার ধারে যে এক-রারি ছোট ছোট কুঠুরী আছে তাহার একপ্রাস্তের কয়েকটি ঘরে তাঁহার অফিস বসে ও গুটি তিন-চার কর্মচারী বাস করে। অপর দিকে আন্তাবল ও সহিসের বর। চক্রনাথ বাবুর একটি ঘোড়া ও টম্টম আছে, ঘোড়াটি সোয়ারী ও টম্টম ছই কার্যোই ব্যবহৃত হয়। সাওতাল সহিস সপরিবারে এইখানেই থাকে। বাড়ীর বংসামান্ত কাজের জন্ত একটি লাই ও একজন বেঘারা আছে। বেরারা একাবারে ভুতা এবং পাচক। এ সকল ছাড়াও চক্ষনাধবাবুর একটি কন্তা আছে—
তাহার নাম শীলা। সে-ই সংসাবের কর্ত্তী, কারণ চক্ষনাধ
বাবু বিপদ্ধীক। শীলার বয়স আঠারো বৎসর। মেন্নেট
দেখিতে স্থন্দর, ছোটখাটো, ক্ষীণান্ধী, সহসা ভাল করিয়া
লক্ষ্য করিলে মুখের কোমল সৌকুমার্থ্যের ভিতর দিয়া
বয়সোচিত দৃঢ় চিত্তবল ও স্থনির্ভরতা ধরা পড়ে।

কন্তাটিকে লইয়া চক্সনাধবাবু নিশ্চিস্তমনে অরণ্যবাদ করিতেছেন। চিরজীবন এইভাবেই কাটিয়াছে; তাই মাহুষের সঙ্গের প্রতি বড় একটা লিন্সা নাই। শীলাও তাঁহারি মত—একুলা থাকিতে ভালবাসে। কলাচ হুমাদ ছু'মানে পিতাপুত্রী টম্টম আরোহণে সহরে গিয়া বরু-বাদ্ধবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আন্দেন। তারপর আবার নিরবচ্চিত্র বনপর্ব্ব চলিতে থাকে।

ভাদ্রমাস কাটিয়া গিয়াছে, আশ্বিনের আরম্ভ। সন্থার পর হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, শেষরাতে একটু গা শীত-শীত করে। দিনের বেলাটি শীত-গ্রীম বিবর্শিত একটি মনোরম সন্ধিকাল। নির্দাল আকাশ ও ব্যব্ধের বাতাস থেন প্রকৃতির সমস্ভ আস্বাব ঝাড়িয়া মুছিয়া একে-বারে রেদমুক্ত করিয়া দিয়াছে—গাছের পাতায় বি আকাশের হান্ধা মেঘে কোথাও এতটুকু মলিনতার চিক্ত্

বাংলোর সম্থে থানিকটা স্থান কইরা গোলাণের
বাগান। বৈকালী স্থোর সঙ্চিত স্থারশির বাগানটিবে
উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। হাতে একটা খুবপী লইয়
শাড়ীর আঁচলটা গাছ কোমর করিয়া বাধিয়া শীলা
গোলাপ গাছের তত্বাবধান করিছেছিল। বে গাছে
তথনো ফুল ধরে নাই তাহার গোড়া খুড়িয়া বিভেছিল,
আবার যে গাছটি ফুলে মুকুলে ভরিয়া উটিয়াছে একট
কুল্ল জল ঢালবার থাঝারদার পাল হুট্তে ভারার পালা
ও মুলে জল দিতেছিল। মালী নাই, জ বাবার

নিজের হাতে তৈয়ারী—নিজম। তাই ইহার প্রতি তাহার যত্ন ও মমতার অস্ত ছিলনা। একটি ফুলও সে প্রাণ ধরিয়া কাহাকেও ছিড়িতে দিতে পারিত না।

শীলা মন দিয়া বাগানের দেবা করিতেছিল বটে কিন্তু তাহার একটি চোথ ও একটি কাণ পথের পানে পড়িয়া-ছিল! মাঝে মাঝে যেন পরিশ্রামের পর বিশ্রাম করিবার উদ্দেশ্যেই গেটের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেছিল এবং কাঠের ফাটকের উপর ভর দিয়া পথের যে প্রাস্তিটা সহরের দিকে গিয়াছে, সেইদিকে উৎস্ক চোথে চাহিয়া দেখিতেছিল।

চন্দ্রনাথ বাব্ বেলা বিপ্রহরে খোড়ায় চড়িয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইরাছিলেন, এখনো ফিরিয়া আসেন নাই। কিন্তু ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, রোজই চন্দ্রনাথ বাব্র ফিরিতে সন্ধ্যা হয় স্বতরাং সেজ্ল উৎকঠার কোনও হেতৃ নাই। শীলার চিত্ত-চাঞ্চল্যের অন্ত কারণ ছিল। আসল কথা আজ্ঞ শনিবার।

আষাঢ় মাসে আকাশে নবীন মেছোদয় দেখিয়া ভেকণীদের মন উন্মন। হয়, এ দেশের প্রাচীন কবিরা এরপ একটা কথা লিখিয়া নিয়াছেন বটে, ভাহাও পথিকবধ্ লাতীয় বিশেষ একশ্রেণীর ভরুণীদের সম্বন্ধে! কিছা শনিবারে, আকাশ একান্ত নিশ্মেঘ থাকা স্বত্তে এরপ বাপার ঘটিতে পারে, ভাহা কোন কাব্যে দেখিয়াছি বলিয়া শরণ হয় না। কবিদের মধ্যে স্ব্বাপেক্ষা নিন্দুক ভর্তৃহরি কবিও শনিবারের নামে এমন একটা অভিযোগ আনিতে নাহস করেন নাই। ভবে আজ কেবলমাত্র শনিবার বলিয়া একটি অন্টা ভরুণী গোলাপ গাছের পরিচর্ব্যা করিতে করিতে ভ্ষতি নয়ানে বনপথের পানে চাহিয়া খাকিবে কেন!

গত কয়েকটি শনিবার হইতেই এই ব্যাপার ঘটিতেহিল। মাস হয়েক পূর্বে চন্দ্রনাথ বাবু সক্তা সহরে
গিয়াছিলেন, সেখানে এক পুরাতন বন্ধুর গৃহে একটি নৃতন
লোকের সহিত তাঁহাদের পরিচর হয়। লোকটি সহরে
নবাগত, বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্বাস্থ্যের জন্ত হাওরা
বিদ্যাহিতে আসিলা মন্ত একথানা কল্পাউওযুক্ত বাড়ী
ভাচা লইয়া বাস করিভেছিল। পুরাতন বন্ধুটি পরিচয়
ক্রাইনা দিলেন, ইনি সোক্তে বন্ধু, ধনীর স্বান বিশ্ব-

বিস্থালয়ের উপাধিধারী এবং অভিশয় সজ্জন। অধিকন্ত, লোকটি যে বিশেষ স্থপুরুষ তাহা চন্দ্রনাথ বাবুও তাঁহার কল্লা স্বচক্ষে দেখিলেন। শীলা মনে মনে বয়স আদ্দাঞ্জ করিল—ছাবিবশ সাতাশ।

সোমেশ বস্ত্র সহিত আলাপে আরও একটা জিনিব প্রকাশ পাইল, সে অতি শীঘ্র আবাল বৃদ্ধবনিতার সহিত বন্ধ্ব স্থাপন করিতে পারে। ঘন্টা ছ্যের মধ্যে সে এতই ভাব জমাইয়া তুলিল এবং এমন ভাবে আচরণ করিতে লাগিল যেন চক্রনাথ বাবু তাহার খুড়া-জ্যাঠা জাতীয় একজন নিকট আত্মীয় এবং শীলা তাহার শৈশবের সহচরী—কেন যে তাহাকে এখনো 'সোমেশদা' বলিয়া বিগলিত কঠে ডাকিতেছে না ইহাই যেন ভারি আশ্চর্যের বিষয়!

সেইদিন সায়াকে সোমেশ বস্তুর বাড়ীতে চা পান করিয়া তাহার বড় দিদির নির্মিত অপূর্ব্ধ জিডে-গজার স্থাদ মুথে লইয়া শীলাও তাহার পিতা বাড়ী ফিরিলেন! বিদায়কালে সোমেশ আখাস দিয়া বলিল;—কিছু ভাববেন না, শনিবারে শনিবারে গিয়ে আমি আপনাদের নির্ম্জন বাসের কেশ লাঘ্য করে দিয়ে আস্বন।

এই আত্মপ্রত্যয়শীল যুবকের কথা বলিবার গম্ভীর ভঙ্গী দেধিয়া শীলার বড় হাদি পাইয়াছিল।

তাহার পর হইতে প্রতি শনিবারে সোমেশ বাইসিক্ষু আরোহণে চন্দ্রবাব্র বাংলোতে আসিয়াছে এবং ঘণ্টা ছুই থাকিয়া চা ও শীলার বহন্ত প্রস্তুত কেক সেবন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি শীলার মনে একটা গোলমাল উপস্থিত হইযাছে। সোমেশের স্বাস্থ্যপূর্ণ দৃঢ় শরীর, তাহার স্থানকা
মার্ক্সিত তীক্ষর্ত্বি, তাহার কথা বলিবার হাত্বা অবচ
গন্তীর জলী সবই শীলার ভাল লাগে এবং
লোকটি যে খুব ভাল এ বিষয়েও তাহার মনে কোন
সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সকল কথাবার্তা আচরণের
অন্তর্নালে যে একটি দৃঢ় আত্মপ্রতায় অক্সাতসারে পরিক্ট হইরা উঠে তাহা শীলার ভাল লাগেনা। ইহা যদি
অহমিকা বা আত্মন্থ্রিতা হইত তাহা হইলে হু'চারিটি
ভীক্ষ ক্ষাম্ম বালে শীলা ভাহাকে ধূলিনাৎ করিয়া দিত্তে

পারিত। কিন্ত ইহা সে বস্তু নয়, বস্তুতঃ ইহার কতথানি
ঠাট্টা এবং কতথানি সত্য মনোভাব তাহাই শীগা
অনেক সময় বৃঝিয়া উঠিতে পারেনা। সে নিজে শৈশব
হইতে আশনির্ভগশীলা, সর্ববিষয়ে নিজেকে রক্ষা করিতে
সমর্থা, কাহারও মুক্রবিয়ানা বা পৃষ্ঠপোষকতা সে আদৌ
সম্ভ ক্রিতে পারে না। কিন্তু সোমেশের ভাবে ইক্সিতে
বেন ঐ বস্তুটারই সে প্রচ্ছয় ইক্সিত পায়। এবং এই
আত্মপরিতোব যতই তাহার আত্মর্যাদায় আঘাত
ক্রিয়া যায়, আঘাত ফিরাইয়া দিতে না পারিয়া ততই
সে উৎপীভিত হইয়া উঠে।

ভাছাড়া, ৰাড়ীতে চক্সনাথ বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া চাকরাণীট। পর্যান্ত সোমেশের গুণগানে এমনি মৃক্তকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন যে, একজন কেহ প্রতিবাদ না করিলে সমন্ত ব্যাপারটাই একটা বৈচিত্রাহীন বন্দনা গীতি হইরা দাঁড়ায়। ভাই স্থবোগ পাইলেই সে পিতার সৃহিত তর্ক করে, যে, সোমেশ বাবু লোকটি অতিশয় অহম্বারী এবং উচ্চনীচ সকলকেই পিঠ ঠুকিয়া পেট্রেনাইক্স করা ভাহার স্বভাব।

প্রত্যুত্তরে চক্সনাথ বাবু বলেন যে যুবকদের নিরীহ অতি বিনয়ী ভাব তিনি সহ করিতে পারেন না এবং আজকালকার ছেলেরা অতিশয় শিষ্ট ও মিউভাষী হইয়া একেবারে উৎসরে যাইতে বিদয়াছে।

শীলা ভর্ক করে যে সোমেশবাবু সকলকেই মনে মনে তাচ্ছিল্য করিয়া ক্ষুত্র করিয়। দেখেন। চন্দ্রবাবু বলেন, না, সে নিজেকে সকলের সমানে করিয়া দেখে।

ত্বতরাং তর্কের নিস্পত্তি হয় না। নিজের যুক্তির প্রভাবে শীলা সোমেশের প্রতি বিমুধ হইয়া বদিতে চাহে, তাহাকে অবহেলা করিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেনিতে চায়। কিন্তু পারেনা, অদৃশু আকর্ষণ দৃঢ়তর হইতে থাকে। এইরূপ দোটানার মধ্যে তাহার রাভ ও দিনপ্রকা কাটিতেছে।

নিতেক ৰাতাদে বছদ্র হইতে স্থমিষ্ট কিড়িং কিড়িং শক্ত ভাসিয়া আসিল। শীলা সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল তথনো পথের ওপর সাইয়্বা তাহার আরো-হীকে, বেধা মাইতেছেনা। সে ৰাগানে ফিরিয়া সিয়া-

পীতপুষ্পনম গোলাপদতার মঞ্চমুদে হাঁটু গাড়িয়া বিদ্যা গভীর মন:সংযোগে তাহার পরিচর্যা করিতে লাগিল।

কিছুক্দণ পরে সোমেশ আসিরা ফটকের সমুধ্ অবতরণ করিল; ফটকের পারে বাইসিক্ হেলাইরা রাখিয়া হাতার ভিতর প্রবেশ করিল। শীলা এক্সনে এতই কাজ করিতেছিল বে, তাহার অভ্যাপম জানিতে পারিলনা।

সোমেশের পারে রবার সোল্ ব্রুতা ছিল, ভাই সে বধন নিঃশব্দে শীলার পিছনে গিয়া গাড়াইল, তথনো শীলা মুধ তুলিয়া চাহিল না। কিন্তু হেঁট হংরা কাল করিতেছিল বলিয়াই বে।ধহয় তাহার ঘাড় ও কর্ণমূল ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল।

মিনিট তৃই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নোমেশ মৃত্কঠে হাসিয়া উঠিল। শীলা যেন চমকিয়া মুথ তুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল; সেও একটুখানি স্থগত হাদি হাসিয়া বলিল,—'এই যে! কতক্ষণ এসেছেন?'

সোমেশের অধরোষ্ঠ একবার প্রদারিত ও সর্চিড হইল। সে বলিল;—'প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন। বতকণ এসেছি তা তুমি বিলক্ষণ জানো।'

শীলা আবার ঘাড় গুঁজিয়া গোলাপ গাছে মন দিল, যেন সোনেশের কথা সে গুনিতেই পায় নাই। কিছ তাহার মুথ পূর্জাপেকা আরও লাল ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিন। এই লোকটি কথায় কথায় মাহ্যকে এমন অপ্রস্তুত করিয়া দিছে পারে যে সহসা মূথে কথাই যোগায় না। তা ছাড়া, এতদিন সে শীলাকে 'আপনি' বলিয়া সংখাধন করিছে-ছিল, আৰু হঠাং কোন প্রকাব ভূমিকা না করিয়াই 'ভূমি' বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া শীলার কুক্রের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল।

শীসার মূখ সোধেশ বেধিতে পাইতেছিল না, প্র তাহার মাধার ঘন চুলের মধ্যে সিঁথির বহু রেবাট সোমেশের চোধের নীচে একটি কানন ম্বাম্বরী ছবর বীথিপথের মত জাগিয়া ছিল। সেই বিকে চারিয়া চারিয় সোমেশ মূখ টিপিয়া একটু হাসিল, ভারণার গভীর হইর বিলন,—'এলো খোঁপা বাধ্লে ভোমাকে কের বেবার।' কথা না বৰিয়া পাছ হইতে ওক পাতাওলাছি ড়িয়। ফুলিতে লাগিল।

সোমেশ হাত বাড়াইয়া একটি আ্ধ-ফুটস্ত কুল বোটা-কৃষ্ণ ছিড়িয়া কাইল। শীলা এতকণে একটা সত্যকার কুষোগ পাইয়া ঘাড় বাকাইয়া তাহার দিকে ক্রকৃটিপূর্ণ দৃষ্টি বিনিয়া বলিল,—'আমার গাছ থেকে ফুল ছিড্লেন যে ?

শে কথার উত্তর না দিয়া, ফুলের দীর্ঘ আত্মণ গ্রহণ করিয়া সোমেশ বলিল,—"আঃ! চমৎকার গন্ধ! মার্শাল-নীল বুঝি ?—একবার উঠে দাঁড়াও ত, তোমার থোঁপায় ওঁজে দি।"

বিছ্যুহেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়। শীলা বলিল, "সোমেশ বাব ।'

মৃত্ বিশারের দৃষ্টিতে সোমেশ তাছার মুবের দিকে গছিল, 'কি হল '?'

কুদ্ধরে শীলা বলিল,—'আজ এ সব আপনি কি বন্দেন ? জানেন বাবা বাড়ী নেই ?'

সোমেশ সংজ্ঞভাবে বলিল,—'জানি। তিনি ডন্
কুইলটের মত সাজ করে বেরিয়েছেন, পথে তাঁর সজে
দেখা হয়েছিল। মাইল থানেক পথ তাঁর সঙ্গে একদকে
নল্ম—তারপর তিনি আবার অখপুঠে জকলের মধ্যে
প্রেশ করলেন। ভোমাকে ধবর দিতে বল্লেন, আজ
তাঁর ফিরতে দেরী হবে। কোথায় নাকি একটি বাদের
দক্ষান প্রেছেন।'

রাগে শীলা **একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। ভন্**-টুইফটের মভ।

সোমেশ পূর্ববং বলিতে লাগিল,—'ভোমার বাবার দলে গল্প করতে করতে একটা মঞ্চার ইতিহাস বেরিয়ে শঙ্ল; আমার বাবা এবং তিনি ১৮৯৭ পৃষ্টাব্দে একসঙ্গে দিন্দ্র হিন্দু হোষ্টেলে ছিলেন,—ছন্ধনের মধ্যে বোর বিছল। ঠিক করেছি, ভোমার বাবাকে এবার থেকে কাকাবাবু' বলে ভাক্ব। ইভিমধ্যে একবার ডেকেও ফলেছি।'

কথা কহিবার ধরণ যাহার এইরূপ ভাহার প্রতি <sup>চতক্ষণ</sup> রাগ করিয়া থাকা বার? কিছ কীলা ভাহার রোডন অভিবোর উপস্থিত করিয়া বলিল,—'আপনি কেন আমার গাছের ফুল তুল্লেন ? জানেন, আমার গাছে কেউ হাত দেয় আমি ভালবাসিনা?

সোমেশ কহিল, "তুললুম, কাধণ গাছের চেয়ে ভোমার 
চবে এ ফুল তের বেশী মানাবে।"

শীলা বলিল,—'আবার ঐ কথা! দিন্ আমা**র ফ্ল** আমাকে।'

'তাইত দিতে চাইছি। পেছন ফিরে দায়াও।'

'না, হাতে দিন্। ওটাকে আমি দুর করে ফেলে দেব।'

সোমেশ মাধা নাজিয়া বলিল,—'কখনই হতে পারে না। হয় তোমার চুলে, নয় আমার বুকে। ফেলে দেয়া অসপ্তব।'

'বেশ, দরকার নেই আমার' বলিয়া শীলা হাতের খুরশী ফোলিয়া দিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। এত বিরক্ত দে আর কথনো হয় নাই। তাহার বোধ হইল, সোমেশ তাহাকে ইচ্ছা করিয়া রাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। একবার তাহার মনে এরপ সন্দেহও হইল যে চক্তনাথ বাবু বাড়ী নাই জানিয়াই সোমেশ তথন স্পদ্ধা প্রকাশ করিতে সাহদ করিতেছে। ইহাতে ত'হার রাগ আরো বাড়িয়া গেল।

'দাঁড়াও, একটা কথা আছে।'

শীলা পমকিয়া দাঁড়াইয়া অন্ধকার মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'কি কথা i'

স্বত্ব গোলাপ ফুলটি নিজের এণ্ডির কোটের বট্ন্হোলে আট্কাইয়া সোমেশ বলিল,—'তুমি না নাও,
আমিই পরলুম। কিন্তু কি অন্দর ফুলটি দেখ, কেবলি
হয়ে হয়ে পড়ছে, নরম বোটায় ভার মুখখানি তুলে ধরে
রাখতে পারছি না। ঠিক যেন স্নেছভারেনত অকোষল
নারী-প্রকৃতি! পুরুষেরই বুকেই এর ঘথার্থ স্থান।" এই
কবিত্বপূর্ব পুল্বাণটি নিক্ষেপ করিয়া সোমেশ শীলার
পালে আসিয়া দাঁড়াইল, সহক্ষভাবে বলিল,—'এগারো
মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে এবং ভোমার সঙ্গে অগভা
করে ত্বিত হয়ে পড়েছি। স্তরাং কেক্ এবং চা দিয়ে
অভিবির সংগ্রনা বদি করডে চাও ত এই স্থাপে!
স্বর্থইং জোঃ!'

অক্তদিকে মুথ কিরাইয়া ওদস্বরে একটা 'আহ্বন' বলিয়া শীলা বাডীর দিকে অগ্রদর হইল। সোমেশ তাহার সঙ্গে ঘাইতে যাইতে বলিল,—'পুরাকালে ছম্মন্ত বলে এক পরাক্রাস্ত নৃশতি ছিলেন। মুগয়া করতে বেরিয়ে তিনি একদিন এমনি একটি তপোবনে এদে উপস্থিত হন। শকুস্তলা তথন তরু আলবালে জলসিঞ্চন করছিলেন। অবশ্র, তাঁর সঙ্গে তু'জন স্থী ছিলেন—'

উত্তাক্ত হইয়া শীলা কহিল,—'আমি আপনার উপকথা ভনতে চাই না।'

উদারভাবে হাত নাড়িয়া সোমেশ বলিল,—'আচ্ছা বেশ তাই হোক। উপকথা শোনবার এটা নময় নয় বটে।' তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,-'কিন্তু তোমার সেই পোষা মুগশিশুটিকে দেখছি না।'

অধ্র দংশন করিয়া শীলা চুপ করিয়া রহিল, উত্তর मिन ना।

পশ্চিম দিকের ঘন শালবনের অন্তরালে হুর্ঘ্য ঢাকা পড়িল। শালবন হইতে একটি স্থমিষ্ট নিৰ্য্যাসগন্ধ উত্থিত হইয়া বাতাসে ভাদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বাংলোর থোলা বারান্দার উপর বেতের চেয়ারে বসিয়া তুইজনে চা-পান সমাপ্ত করিল। শীলা মুধ গন্তীর করিয়া রহিল। সোমেশ রুমালে মুথ মৃছিয়া পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া ভাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতেই শীলা বলিয়া উঠিল :-- 'ঐ পোড়া গন্ধটা আমি সইতে পারি না।'

সোমেশ তৎকণাৎ মুখের সিগারটা বারান্দার নীচে ফেলিয়া পকেট হইতে কুমীরের চামড়ার দিগার-কেদ্টা লইয়া একে একে দিগারগুলা বাহির করিতে লাগিল। প্রত্যেকটা দিগার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ছঃখিত ভাবে মাধা নাড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। শেবে যথন স্বশুলা নিঃশেষ হইয়া গেল, তথন কেদ্-টা উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখিয়া সেটাও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চেয়ারে ट्रिमान मिश्रा विमन।

শীলা বিস্মিত চোখে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল. विन,--'नव रक्टन मिरनन रव !'

'আর থাব না।—ভাল কথা, তোমার বাবার সভে স্থান একটা কথা হয়েছিল সেটা বলতে ভূলে গেছি—'

मीला छेठिया निया वांत्रान्नात द्वलिश ध्रतिया नाषाहेता তথন সন্ধার ছায়া ঘনীভত হইয়া আসিতেছিল, ক্ষ্ উদ্বিশ্বরে কহিল,—'সোমেশ বাবু আৰু কি আপনি বাড়ী किंद्रदेन ना ? नक्ता इट्य त्रन द्य।'

সোমেশ সেকথা কানে না তুলিয়া বলিল,—'ভোমার বাবার কাছে আমি আজ একটা প্রস্তাব করেছিলম তার উদ্ধরে ভিনি বললেন-"

অধীর হইয়া শীলা বলিল,—'কিন্তু এদিকে যে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, এতটা পথ অন্ধকারে বাবেন কি করে? ত্র'দিকে জন্মল, রাস্তাও নিরাপদ নয়।'

সোমেশ উঠিয়া শীলার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল.-'আৰু রাত্রে আমি এইথানেই থাক্বো স্থির করেছি **इस्ताथ वांब्र निमञ्जन करत्रहान, वांफ़ीटल मिनिटक बता** আছে। সে যাক। তোমার বাবার কাছে আমি আছ যে প্রস্তাব করেছিলুম তার উত্তরে তিনি বল্লেন, শীলার যদি অমত না থাকে তাঁরও অমত নেই।

**নোমেশের কথার ভঙ্গীতে প্রস্তাবটা** যে কি ভাগ ব্রিতে শীলার দেরী হইল না। এক ঝলক রক্ত আদিগ তাহার মুখধানা রাঙা করিয়া দিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনও বিদ্ধপ হইয়া বদিল। জোর করিয়া যথাদাধা দংক কঠে জিজ্ঞাসা করিল; — কি প্রস্তাব আপনি করেছিলেন **७**नि ?'

তাহার একখানা হাত নিঞ্চের হাতে তুলিয়া নইয় নোমেশ বলিল ;—"এই পাণিগ্রহণ করবার আবেদন জানিয়েছিলুম।'

ভাচ্চিল্যভরে হাসিয়া শীলা হাত ছাড়াইয়া নইন বলিল ;—'ও: এই প্রস্তাব। ভা বাবা ঠিকট ধ্বা দিয়েছেন; আমার মত ত তিনি জানেন না ।

অবিচলিত ভাবে লোমেশ বলিল;—'আমি তাঁই জানিয়ে দিয়েছি যে ভোমার অমত নেই ।

व्यापनि वावादक वरमाह्मन कार বিরক্তিতে শীলার কণ্ঠরোধ হইরা গেল ৷ সে খবর কর্ম অক্তমনকভাবে উদ্দিকে চোধ তুলিয়া সোমেশ বলিল,— করিয়া বলিল;— আপনি কর্মিকার কোন্ সাহসে আমার সম্বন্ধে আপনি এমন ধৃষ্টতা প্রকাশ করলেন ?'

সোমেশ গন্তীরভাবে বলিল;—'এই সাহদে যে আমি তোমায় ভালবাদি আর তুমিও আমায় ভালবাদো!'

তীব্র অবজ্ঞার স্বরে শীলা বলিয়া উঠিল;—'আপনি ভূল করছেন। নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উচ্চ হতে পারে কিন্তু আমি আপনাকে সাধারণ পাঁচজনের সঙ্গে সমান করেই দেখি।'

গোমেশ বলিল;—'মিথো কথা। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাসো।"

শীলা উচ্চকঠে হাসিয়া উঠিল। বিজ্ঞপভরা স্থরে বনিল;—'আচ্ছা সোমেশ বাবু, আপনার কি বিখাস আপনার হত যোগ্যব্যক্তি পুথিবীতে আর বিতীয় নেই ?'

সোমেশ বলিল ;—'তুমি যদি অমন করে হাসো
ভাহৰে আমি লোভ সামলাতে পারব না।"

জভন্নী করিয়া শীলা বলিল ;—'তার মানে ?'

'তার মানে—এই' বলিয়া হঠাৎ শীলার হইহাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া সোমেশ তাহার অধরে চুমন করিয়া ছাডিয়া দিল।

কণকালের জন্ম শীলা একেবারে স্বস্থিত হইয়া গেল।
তারণর বা হাতের পিঠ দিয়া নিজের ঠোঁট ফুটা মুছিতে
মৃছিতে, ডান হাতে সজোরে সোমেশের গালে এক চড়
বনাইয়া দিয়া পিছু সরিয়া দাঁড়াইল। ভাহার ছই চোধ
দিয়াবেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

চড় খাইয়া সোমেশের গালে চারি আঙ্লের দাগ লাল

ইইয়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি মূখেই বলিল;—
'আমি অহিংসা ব্রতধারী—গান্ধীনীর শিষ্য। বাঁ গালে

চড় মারলে ডান গাল ফিরিয়ে দিতে—'

চাপা গৰ্জনে শীলা বলিয়া উঠিল;—'আপনি যান্— যান্ এখান থেকে। ভক্ত মহিলার সংক কথা কইবার <sup>যোগ্য</sup> নন্ আপনি। এই দণ্ডে এ বাড়ী থেকে বিদায় হোন।'

এবার সোমেশের কঠখরে একটু পরিবর্ত্তন হইল। সে নেন ভিতরের বেদনা গোপন করিভে করিভে বলিল;— 'কিন্তু বলেছি ত, আজ রাত্রে আমি এখানেই থাক্ব, চক্স-বাবু নিমন্ত্রণ করেছেন—'

শীলা কুদ্ধ হইয়া কহিল;—'তিনি নাজেনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, নইলে আপনার মত লোককে কেউ জেনে-ভনে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে না।'

সোমেশ চুপ করিয়া অনেকক্ষণ বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর আত্তে আত্তে বলিল;
—'কিন্তু এদিকেও রাত হয়ে গেছে দেখছি। পথও বলছিলে নিরাপদ নয়—'

কণ্ঠস্বরে তীত্র গরল ভরিষা শীলা বলিল;—'আপনি থাটি বাঙালী বটে। অদহায়া স্ত্রীলোককে অপমান করতে পারেন কিন্তু শেয়ালের ভয়ে পথে বার হতে পারেন না।'

কথাগুলা সাঁওভালী তীরের মত সোমেশের বুকে
গিয়া বিধিল। অন্ধকারে তাহার মুথ ভাল দেখা গেল না,
কিন্তু তাহার গলার পরিবর্ত্তন এবার শীলার কাণেও ধরা
পড়িল। তথাপি সোমেশ হাঝা ভাবেই কথা বলিতে চেটা
করিল;—'আমি খাঁট বাঙালী তা অন্ধীকার করতে
পারিনা। কিন্তু শেয়ালের অপবাদটা ভিত্তিহীন, কোনো
খাঁটি বাঙালীই শেয়ালকে ভয় করেনা। সে যাক। এখন
তাহলে বেরিয়ে পড়ি, এগারোটার মধ্যেই বোধহয় বাড়ী
পৌছতে পারব। তোমার বাবাকে বলে দিও আ অ
থাকতে পারলুম না।—আর,—যদি ভূল বুঝে অপমান করে
থাকি মাপ কোরো।' বলিয়া সোমেশ ধীরে ধীরে নামিয়া
গেল।

অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া শীলা শুনিতে পাইল, ফটক শুলিয়া সোমেশ বাহিরে গেল, বাহির হইতে ফটক বন্ধ করিয়া দিল, তারপর সাইক্লখানা হাতে করিয়া লইয়া একবার ঘণ্টা বাজাইয়া ভাহাতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল। সাইক্লের সঙ্গে বাড়ি ছিল না।

শীলা আবে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আতে আতে গিয়া একথানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ঘড়িতে ঠং ঠং ক্রিয়া আটটা বাজিল।

গালে হাত দিয়া বসিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া শীলা একবার শিহরিরা উঠিল। এগারে। যাইল পথ! সলে একটা দেশালাই পর্বান্ত নাই। শরের ভিতর চাকর আলো দিয়া গিয়াছিল; দাসীটা আসিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিয়া গেল, শীলা কাপড় ছাড়িবে কি না। কিন্তু শীলা কিছুই শুনিতে পাইল না। দৃষ্টিহীন চক্ষু চারিদিকে মেলিয়া পাষাণ মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

বাহিরে ঘোড়ার খ্রের শব্দ শুনা গেল এবং পরক্ষণেই হাঁকডাক করিরা চন্দ্রনাধ বাবু বাড়ী ফিরিলেন। সহিস আসিয়া ঘোড়া লইয়া গেল। হাট কোট ইত্যাদি খুলিয়া চাকরের হাতে দিরা চন্দ্রনাথ বাবু বারান্দায় আসিয়া ক্সিলেন। চায়ের গ্রম জল তৈয়ার ছিল, শীলা নীরবে চা প্রেজ্ঞ করিতে লাগিল।

মৃথহাত ধুইয়া চা পান করিতে করিতে চন্দ্রনাথ বার্ জিজ্ঞাসা করিলেন;—'সোমেশ এসেছিল—চলে গেছে?' শীলা নতকেত্রে বলিল;—'হাঁ।'

চন্দ্রনাথ বাব্ ক্সার ম্থের দিকে একটা তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু ও-বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। একথা-দেকথা আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন;— 'একটা মাান্-ইটার বেরিয়েছে। মাইল বারো চোন্দ দ্রে সাঁওভালদের গাঁয়ে উৎপাত করছিল, কয়েকটা লোককে নিয়েও গিয়েছিল। এখন সাঁওভালদের তাড়া থেয়ে এদিকে পালিয়ে এসেছে। রাভার ধারে ধারে অনেকদ্র পর্যান্ত ভার থাবার দাগও দেখল্ম, কিন্তু বাঘটার সন্ধান পাওয়, সেল না। কাল জন্মল বীট্ করিয়ে তাকে বার করতে হবে।'

ঠিক এই সময় বছদুর দক্ষিণ হইতে ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট শব্ব আদিল ;—'ফেউ! ফেউ!'

ফেউমের ডাক যে পূর্বে শুনে নাই সে কর্নাও করিতে পারে না বে একটা চুর্ফান্ত বাঘের পিছনে একপাল শৃগাল ল্যাক্ত উচু করিয়া ঘাইতে ঘাইতে এমন মাহুষের মত গলা বাছির করিয়া চীৎকার করে। শীলা এডাক বছবার শুনিয়াছে ভাই ভাহার সর্কাল কণ্টকিত হইয়া কাঁশিয়া ভাইল। লোকেশ যে এ গংগ্রই গিরাছে। সে ভয় ব্যাকুল খরে বলিয়া ভাঠিল;—'বাৰা, ঐ শোন।'

্ চক্রৰোথ ৰাবু ভাহার ভর বিবর্ণ মুখ লক্ষ্য না করিয়া সহজ ভাবে বলিলেন ;—'হাা, আমি ঠিকই আন্দাক

করেছিলুম, বাঘটা ঐ দিকেই আছে।' তিনি সহিনকে ডাকিয়া তাহার পশুগুলাকে সাবধানে রাখিতে হকুম করিয়া দিলেন।

সমন্ত দিন অখপৃঠে ঘুরিয়া চক্রনাথবারু ক্লান্ত হইয়া-ছিলেন, সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঘরের ঘড়িতে যথন রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল
তথন শীলা নিঃশব্দে নিজের বিছানা হইতে উঠিল।
পিতান ঘরের ছারের কাছে গিয়া শুনিল, তিনি গভীর
নিজায় নাসিকাধ্বনি করিতেছেন। সাবধানে দরজা
খুলিয়া শীলা বাহিরে আসিল। উর্দ্ধে তথন এক আকাশ
নক্ষত্র দপদপ করিতেছে, তাহারি অস্পাষ্ট আলোতে দে
বাংলো হইতে নামিয়া সহিসের ঘরের দিকে গেল। সহিসের ঘরে তথনো আলো জলিতেছিল এবং ভিতর হইতে
একটা অফুট কাতরোজির শব্দ আসিতেছিল। শীলা
আত্তে আত্তে কবাটে টোকা মারিয়া ডাকিল:—'ঝিনন!'

ঝিমন জাগিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া শীলাকে দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল;—'দিদি, তুমি এত রাজে এখানে!'

শীলা চুপিচুপি বলিল;—'ঝিমন, তোমাকে একটি কান্ধ করতে হবে। এখনি টম্টম্ জুতে আমাকে নিয়ে সহরে যেতে হবে।''

ঝিমন ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মূথের দিবে তাকাইয়া থাকিয়া শেষে বলিল,—"কি বলছ দিদি এই রান্তিরে—"

শীলা বলিল,—হাা, ঝিমন, এই রাত্তে এখনি তোমাকে দশটাকা বথশিশ দেব। আর দেরী কোরে না, এখনি থেতে হবে।

বিমন ব্যাকুল হইয়া বলিল,— 'কিছু কেন, গিনি কেন? এত রাজে সহরে কি এমন দরকার।'

শীলা কম্পিতস্বরে কহিল, – 'সে কথায় কাল নেই বিমন, কিন্তু আৰু আমাকে বেতে হবে .'

বিমন চিন্তা করিয়া কহিল,—"বোড়া বে জাই থকে আছে, দিদি, সে কি যেতে পারবে ।" পারবে। তাকে এক বোড়ল বল খাইরে গার্ড থিমন তথন বলিল,— কিন্তু আমি যে কিছুতেই বেতে পারবনা দিদি। হুফুয়ার মার ব্যথা উঠেছে, আজ রাত্রেই ছেলে হবে। তাকে একলা ফেলে কি করে যাব ?' ঝিমন কাতর দৃষ্টিতে শীলার ম্থের পানে ভাকাইয়া বহিল।

পাঁচ মিনিট স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে
শীলা বলিল;—বেশ ডোমাকে যেতে হবে না। তুমি
ধালি টম্টম্ জুতে রান্তায় এনে দাও—আমি একাই
যাব। কিন্তু দেখো, শব্দ করোনা। বাবা জেগে
উঠলে আর যাওয়া হবেনা।

ভার হইতে আর বিলম্ব নাই—প্রাদিকে একটা পাংগু খেতাভা ক্রমশং পরক্ট হইয়া উঠিতেছে, গাছ পালার অক্টম্তি পারিপার্থিক খড়তার মধ্যে জ্মাট অন্ধারের মত দেখাইতেছে। সোমেণ নিজের বাড়ীর গাড়ী বারান্দার নীচে ক্যান্দা খাট পাতিয়া খ্মাইতেছিল, পাথের দিকে একপ্রকার অস্থতি অস্থত্ব করিয়া আগিয়া উঠিল। তারপর ধড়্মড় করিয়া উঠিয়া বিদয়া চক্ষ্ছিয়া যাহা দেখিল, ভাহাতে ভাহার হৎম্পন্দন গুরু

সে দেখিল, মাটির উপর নতজ্ঞান্থ হইয়া বসিয়, তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া মাথা রাখিয়া, পায়ের একটি বৃদ্ধান্ত্র দুচুমুষ্টিতে ধরিয়া শীলা ঘুমাইতেছে।

অতি সন্তর্পণে পা ছাড়াইয়া লইয়া সোমেশ উঠিয়া দাড়াইল। নিঃশব্দে কিছুকণ শীলার ঘুমন্ত মুথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিপুল স্নেহে তাহার নিজাশিধিল দেহ খানি হুইবাছতে নিজের বুকের কাছে তুলিয়া লইল; কানের কাছে মুথ লইয়া গিয়া মৃত্রুরে ভাকিল; —
'শীলা! শীলা!'

घूमछ भौना टाथ ना थ्नियाई উखत निन ;—'डें'

বাড়ীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না, ভেজ্ঞানো ছিল মাত্র। সোমেশ শীলাকে কোলে লইয়া নিজের ঘরে বিছানার উপর শোঘাইয়া দিল। তার পর দিদির ঘরে গিয়া দিদির গা ঠেলিয়া চুপিচুপি বলিল,—"দিদি ভুওঠো। শীলা এসেছে—আমার ঘরে খুমছে। তুমি তাকে দেখো। আমি চন্দ্রনাথ বারুকে খবর দিতে চল্লুম।" বলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।



## ভালবাসার মূল্য

### শ্ৰীকণকলতা ঘোষ

1日

সাধারণ ভদ্রগৃহত্বের সংসার বেমন হইয়া থাকে, তেমনি একটা সম্ভ্রাস্থ্র পরিবারভুক্ত ছিল তারা ছজনে শ্বামী আর স্ত্রী।

যে কাহিনী বলতে বসিতেছি তা তাদেরই কয়েক দিনের পথ চলার—

সংসাবে আর পাঁচ জন আছেন একারবর্তী পরিবারে মিলিয়া মিলিয়া থেমন থাকেন মা ভাই বোন ভাজ ছেলে মেয়ে সকলে আর ছিল তারা ছজনে বিনর আর বীণাপাণি বাড়ীর সেজ ছেলে ও সেজ বৌ, এবং তাদের ছোউ ছটা ছেলে মেয়ে মিণ্ট্র ও নিভা।

তাদের সংসার ছিল বেশ শাস্তি ও আনন্দে ভরা, কারণে অকারণে কলহ লাগিয়া থাকিত না।

সেই জন্তই হয়ত আত্মীয়স্বজন এসে তৃপ্তি পেত।
গৃহক্তা বিনয়দের বাবা কিছুদিন পূর্বে অর্গারোহণ
করিয়াছিলেন।

তাঁর ছেলের। কেহ কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া ;কহ বিদেশে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত বেজার ছিল না কেহই, সেইজ্জ্ঞ খুব বড়লোক না হইলেও দ্বীশব্রেচ্ছার থাওয়া-পরার অভাব অনটন হইত না দংসারে।

এই গেল ভাদের সংসারের সাধারণ পরিচরের কথা, এইবার বিনয় আর বীণাপাণির পথ চলার কাহিনী শুরু করি।

বিণর কুমার রায় এম এ, কলিকাতার কোনো বড় কলেজের প্রফেসার, তার দ্বী বীণা দেবীকেও ছশিক্ষিতা বলা চলে, অবশ্র বেণুন কলেজ বা ভিক্টোরিয়া ইন্টিটিউসনের পাশ মেয়ে নয়। তা না ছইলেও ভার সাহিত্য সাধনার ঝোক পুর বেলী। কাক্ত কর্মের অবসরে সময় পাইলেই কাগন্ধ পেদিন লইয়া লিখিতে বসে কি লেখে তা সেই জান। আমরা জানি মাঝে মাঝে দাময়িক পত্রিকায় "এবীগা দেবীর" রচনা বাহির হয়।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অবভাব দেখা বাছনা, বরং কিছু বেশীই মনে হয়।

স্ত্ৰীকে পিত্ৰালয়ে ছুইদিনের বেশী চারিদিন রাখিডে স্থামী নারাজ, স্ত্রাও সেজক্ত জিদ করে না, সত্য যদি অস্ত্রবিধা হয় কাজ কি বেশীদিন বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবার!

ছেলে মেয়ে ছটা পিতার চক্ষের মণি গলার হার। বাড়ী ফিরিয়াই তাদের না দেখিলে মন ব্যক্ত হুইয়া উঠে।

তাহারাও যেখানে থাকে পিতার গ্লার <sup>সাড়া</sup> পাইলেই ছুটিয়া আসে।

আদর ত পায়ই, তার সকে কোনদিন নুতন খেলনা কোন দিন শক্তেঞ্চস চকোলেট। মাতা ধনি অন্ত্যোগ করিতে যায়---

"দেখো রোজ রোজ থেলনা পুতৃল লবনচুদ্ দিয়ে দিয়ে ওদের বড় আছেরে করে তুলছ"

অমনি সলে সলে সহাত উত্তর পায়—

"কেন তোমার হিংলে হচ্ছে নাকি ? ভন্ন নেই তোমার আদর কমে যাবে না।"

"আহা আমি কি তাই বলছি নাকি?" মিলিও হান্তের মধ্যে অহুযোগের ভাষা হারাইরা যার।

কলেজে ছেলেদের পরীক্ষা আরম্ভ হইরাছে, বিনরে এখন বাড়ী ফিরতে বিলম্ভ হর। বীণা ছেলে বেরেন্দ আনাহার করাইরা মুম পাড়াইরা মণেকা করিরা বির ধাকে জানালার ধারে স্বামী বাড়ী ফিরিলে তাঁর নাওয়া ধাওয়া হইলে তবে সে নিশ্চিম্ভ হয়।

বাড়ীর সকলে ভাকেন, এসনা সেক বৌ, ছ হাত তাস থেল্বে কিছা হয়ত গল্পের মজবিস বসেছে। সে বলে, আপনারা বস্থন না ভাই, আমি এখন যাবনা ছেলেরা উঠে পড়বে নয়ত এসে ভাকলে ওদিকে থেকে শোনা যাবেনা এই রকম কিছু বলে নিজের ঘরে প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে।

বিনয় আবিয়া আগেই বলে ওঃ বড্ড দেরী হয়ে গেছে তুমি এখনো না খেয়ে বদে আছে লক্ষী? স্ত্রীকে দে আদর করে বাণী লক্ষী বীণা রমা যখন যা ইচ্ছা তখন তাই বলিয়া ডাকে। বাণী হাসিয়া উত্তর দেয় তা কি তুমি ভেবেছ আমি খেয়ে দেয়ে নাকে তেল দিয়ে মুক্তি।

"নাঃ তোমার সঙ্গে পারার থো নেই। কতদিন না বলেছি আমার ফিরতে দেরী হলে তুমি থেয়ে নিও—

"আছা গো আছো। কত আর বেলা হয়েছে? এই তবেলা ছটো, গেরস্থ বাড়ীর বৌয়েরা ও রকম বেলায় অনেক দিন ভাত শায়। তুমি এখন হাত মুখ ধুয়ে শাশগির এসো দেখি, আমি যাই ভাত দিতে বলিগে।"

বিনয় আর **দিতীয় কথা বলিবার অবদর না দেখি**য়া হাত মুখ ধুইয়া **আহাবে বদে**।

হঠাং থাওয়ার মাঝণানে বিনয় বলিয়া বলে "আঃ
আজ কালকার ছেলেদের যদি একটু লেখা পড়ায়
মন আছে। কেবল বাজে কথা কয়ে ফুটবল থেলা
আর বায়স্থোপ দেখে সারাবছরটা ফাঁকি দিয়ে কাটাবে,
ভার পর পরীক্ষার সময় বাছাধনদের টনক নড়ে উঠে,
ভার এটা একটু ভাল করে ব্রিয়ে দিন, ভার ওটা
টিক ব্রতে পারিনি, ভার এই আর কি—ভাই না
মারে। দেরী হরে যায়। শতকরা দশকন ছেলে যদি
মনোবোগ দিয়ে পড়ে ভ ষ্পেষ্ট।"

বীণা হাসি মূথে বলে, "তা ঠিক খুব মন দিরে কম ছেলেই পড়া গুনা করে। তা বলে রাগ করা উচিত নয়, একটু বলে দিলে বদি তোমার ছাত্ররা করেক নমরের <del>কয় কেল</del> না হরে গুরীব্ মা বাণের টাকাগুলো সার্থক করতে পারে, তাতে জোমাদেরও গৌরৰ তাদের মা বাপের ও আনন্দ হয়।"

বিনয় স্ত্রীর প্রতি স্লিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলে, "তা তো হয়। কিন্তু আমার রমারাণীকে যে রোজ বেলা তিনটে অবধি উপোস করে বসে থাকতে হয়, আর আমার বকে বকে মাধা গ্রম হয়ে যায়।"

"ওঃ ভারীত রমারাণী তার আবার ছু'চারদিন বেলায় থেতে হলে কট্ট হবে—মরে যাই। তোমার একটু কট হয় সত্যি কিছ কি করবে বলো ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের সত্যকার স্নেহ থাকা দরকার। সেই স্নেহের খাতিরে তোমাকে ঐ কট্টুকু সহ করতে হয়। মনে করো তোমরাও ত একদিন ছাত্র ছিলে, আজ্ঞা শিক্ষক হয়ে সে কথা ভুল্লে চল্বে কেন ?"

প্রসন্ন হাস্তে বিনয়ের মুখথানি ভরিয়া ষায়, সে
ক্রীর কথার পুনরারতি করিয়া বলে, 'ঠিক বাণী, আমরাও
যে একদিন ছাত্র ছিলুম আজ মাষ্টারী করতে গিয়ে
তা ভূললে চল্বে কেন? দেখ, বড় হয়ে লোকে যদি
ছোটর কাজের কিচার করতে বসে মনে করে আমরাও
একদিন ছোট ছিলুম তা হ'লে বোধহয় তাদের আনেক
অপরাধ অনামানে মার্জ্জনা করতে পারে।"

বীণা স্বামীর স্থলর সারল্য ভরা মুখের দিকে তাকাইয়া মৃত্ হাসিয়া বলে তাহলে বোধ হয় পারে, কিছ সব সময়ে মাহুষের বিচার বৃদ্ধি খুব স্ক্ষ থাকেনা, বাস্তবের কঠিন আঘাতে অনেক সময়ই তা মোটা ও ক্ষক হয়ে উঠে, নয় কি ?"

বিনয় স্থাহারাত্তে স্থাসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে উঠিতে গন্তীর ভাবে বলে, "তা ঠিক, সত্যি, তুমি এক একটা কথা বলো যা স্থামার ভারী স্থব্যর লাগে।"

শীত কালের রাত্রি।

দশটা বাজিয়া গিয়াছে, চারিদিক প্রায় নিত্তর। মাঝে মাঝে রাতায় ট্যাক্সি, বাস চলার শব্দ শোনা ঘাইতেছে, রিক্সার ঠন ঠনও কলাচিৎ শোনা বাইতেছে।

বিনয় বন্ধুর বাড়ী চইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিরা শ্রনকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাণী এক মনে কাপজ কলম লইরা মেকের বলিয়া কি লিখিডেছে, ভাহার আগমন সংবাদ জানিতে পারে নাই, পা টিপিয়া একেবারে সাম্নে দাড়াইয়া কহিল, 'কি গো তর্ময় হয়ে চার ধ্যান করা হচ্ছে, কয়না দেবীর না নিজাদেবীর ? না নার কারো ?"

স্বামীর কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া বীণা মুখ তুলিয়া হিছিল, ''আপাততঃ মহাশ্যের, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিস্তানেবীর আশ্রয় নেয়া হয়েছে। তোমার ফিরতে এত রাত হলো যে?

"কি করি বলো উমেশটা কিছুতে ছাড়তে চায় না? থাওয়ালে ত নানা রকম তারপর বদ্ল গল ফেঁদে অনেক কণ্টে দশটা বাজতেই তবু উঠে পড়েছি। তার পর তোমার কি লেখা হচ্ছে গল নাপগু?

বীণা কাগজ কলম গুছাইতে গুছাইতে বলিল, এই ত ঘণ্টা থানেক হবে কাজ কর্ম সেরে বসেছি, তর্ ছটো পছা আজ হ'ল। বিনয় কাপড় জামা বদল করিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, একঘণ্টায় ছটো পদ্য তুমি তৈরী করেছ রমা বাঃ বেশত। পড়তে পারো ত আমি শুন্তে শুন্তে শুন্তে পারি।

বীণা হাদিয়া ফেলিল, বেশ মজার লোক তো।
উনি নেমস্তর থেয়ে ফিরে এসেই ঘুমোতে গেলেন আর
আমি কিনা রাত হুপুরে টেচিয়ে পদ্য পড়ে ওঁকে ঘুম
পাড়িয়ে তারপর একলাটি জেগে বদে থাকি আরকি
কেমন ? তুমি কাল সকালে তার চেরে নিজেই দ্যা করে
পড়ে দেখনা তা হলেই বেশ হবে। সামনে টেব্লে
থাকবে এখন থাতাখানা, আমার ভারী ঘুম পেয়েছে
বলে সে থাত। তুলে আলোটার স্থইচ টিপে দিয়ে
বিছানায় চুকে পড়ল। বিনয় এ ব্যবস্থায় অবশ্র খুসীই
হ'ল।

হাসিতে হাসিতে বলিল সেই ভালো, আমার মাপ করো লক্ষী, সভিয় ভোমার উপর অবিচার করা হচ্ছিল, আমার জত্যে তুমি কেপে ৰসে রইলে, আর আমি কি না ভোমাকে জ্বেল মুমুভে এলুম । কি করি বলো । যা পাঞ্জা হরুছে, রেন অবগরের আহার।

দ্বীণা স্থামীর বুক্তে মালা রেখে বল্লে, আজ কিন্ত

একটা স্থবর আছে যা তোমার শোনা হয়নি। %: একটা নয়গো হটো থবর আছে।

বিনয় স্ত্রীকে আদর করিতে করিতে বল্লে, कि ধবর শুনিই না ? শীগগীর বলে ফেলো।

ৰীণা বলিল "বকুল" পত্ৰিকায় আমার "প্রভাতী" বলে গল্পটা মনোনীত হয়েছে, আদৃছে মাদে প্রভাব হবে—কবিতা সমেত "কুস্থমিকা" পত্রিকা একথানা এসেছে।

বিনয় অত্যন্ত আনন্দে উৎসাহে বলিয়া উঠিল সন্তিয় বাণী এ ত্রটোই আমার কাছে খুব স্থসংবাদ, কাল সকালেই উঠেই "কুস্থমিকা"থানা দেখতে হবে, তার পর কদিন বাদে "বকুল"থানাও বেরোবে। তুমি খুব উৎসাহের সঙ্গে লিখে যাও, এরি মধ্যে তো কত রচনা তোমার ক'খানা পত্রিকায় বেরিয়েছে, যারা নিচ্ছে লেখা তোমার তাদের কাছেই খুব বেশী পাঠাতে থাকো। অন্ত পত্রিকায়ও পাঠিও টিকিট দিয়ে, না ছাপে ফেরৎ দিলেই আবার অন্তটায় দিও। দেখো আর কিছু দিন এই ভাবে লিখতে লিখতেই ক্রমে একজন বড় লেখিকা হয়ে পড়বে, আমায় তখন হয়ত আর মানতেই চাইবেনা।

বীণা সাহত্যে বলিল, কি বে বলো তার ঠিক নেই, বড় লেখিকা হওয়। থুব সামান্ত কথা নর, আর বত বড় লেখিকাই হই, তোমাকে মানতে চাইব না একি আবার একটা কথা? তুমি এতদিন দেখেও কি আমার মভাব বোঝ নি, সুরটা ক্রমশঃ ভাগী হইয়া আসিল।

"অমনি অভিমান হ'ল ? না পো না তুমি সে রক্ষ
নও তা কি আমি জানিনা, একটু ঠাট্ট। করে বলেছি
তাতে কি রাগ করে ? আর বড় লেখিকা তুর্নি হতে
পারবে লেখো—তবে কলম ছাড়লে চলুবে না—বড
পারবে লিখবে। খুব লিখবে তারপর কিছুদিন বাবে
ভোমার লেখা কড লোক তালের পঞ্চিকার লাভ চেয়ে
পাঠাবে। কড সম্পাদক হয়ত বার্জীতে লেখা পাঠাবার
ভাগাদা দিয়ে লোক পর্বান্ধ পাঠাবে, বেরম সাবার্থকে ব্য

"হাঁ। আমার লেখা আবার চেয়ে তাগাদা দিয়ে লোকে
নিচ্ছে, তোমার খুব ভালো লাগে বলে কি সবাইয়ের
আমার লেখা ভালো লাগ্বে ? তবে পাঠালে হয় ত
বার বার ফেরৎ না এসে অনেক লেখাই কতগুলি পত্রিকায়
প্রকাশ হবে যেমন ছচারটী করে হচ্ছে।

বিনয় দৃঢ়স্বরে বলিল, আচ্ছা তুমি দেখো আমার বথা সত্যি ২য় কিনা, বাঁ নিশ্চয় তোমার লেখাই লোকে আগ্রহের সঙ্গে পড়বে, ছাপবার জন্তে ক্তলোক চেয়েও প্রাঠাবে। নিক্ৎসাহ হয়ো না খুব লেখো।

বীণা গভীর ভৃষ্ঠির স্থরে বশিল, তা হতে পারে, তুমি যে উৎসাহ দাও তার জোরেই ত আমি খুব মন দিয়ে লিথতে চেষ্টা করি তা নইলে কি আর আমার এত লেথবার ঝোঁক থাক্ত।

যথনই তুমি আমার লেখা পড়ে স্থলর হয়েছে, খুব ভালো লেখা হয়েছে বলো তথনি আমার লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়।

দেওলালের বড় ঘড়ীতে চং চং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল।

বীণা বলিয়া উঠিল, রাত বারোটা বেজে গেল যে, মুদ্রে কখন? সাহিত্যচর্চ্চার কথা এখন ধামা চাপা দেওয়াথাক।

"তা যাক কিন্তু সাহিত্যচচ্চায় উৎসাহ দেওয়ার পুরস্কারটা ত প্রত্যেকবার লেথার কথা উঠলেই তার সংক্ষ সক্ষে আনায় করে নেওয়া দরকার, সেটা জমা রেথে নিশ্চিম্ত হয়ে ঘূম্ই কি করে, বলিয়া উত্তর দেবার অবসর না দিয়া প্রেমমন্ত্রী পত্নীকে গভীর আলিকনে বন্ধ করিয়া বিনয় তার ফলর মূথে আপনার উচ্চুসিত প্রেমের চিহ্ন আঁ কিয়া দিল। ত্বেথে হাসি টাট্রায় পাঁচ রক্ষ কাব্দ কর্মে আনন্দ কোলাহলের মধ্যে দিনগুলি চলিয়া যাইতেছিল, যেমন সাধারণতঃ পিয়ে থাকে। ভাইয়েদের মধ্যে পূর্ব্ব সৌহান্দ্র্য বজার আছে, বৌয়েদের মধ্যে বগড়া নাই, কর্ত্রী আগের মতই সংসারের দেখাওনার ভার লইয়া আছেন, মেরের যাওয়া আসা করে।

নিন্ট্, নিভা এখন একটু বড় হইরাছে, বালা দিনিদের বৃদ্ধে স্থান যার, খেলা করে! বিনয়ের সম্রান্তি বেতন এবং সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে, বীণার সাহিত্য সাধনাও সিদ্ধি পথে অগ্রসর হরেছে, তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দীপ্তি' স্থামীর একান্ত আগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে, সমালোচকের প্রশংসাঞ্জ পাইয়াছে। আর বিনয়ের ভবিষ্যন্থাও আশ্বর্যারূপে সফল হইতে চলিয়াছে, এখন নাকি অনেক সম্পাদক বাণীদেবীর রচনা চাহিয়া পাঠান।

বীণা আনন্দিতা হয় নিশ্চয়, খুব বিশ্বিতও হয় ? বিনয় কিন্তু কপট গান্তীৰ্য্যের সঙ্গে বলে দেখলে ত আমাৰ কথা সত্যি হল কি না?

হঁ, তুমি মনে করো আমার সব কথাই বৃশ্বি ঠাটা আর নেহাৎ বাজে কেমন ? তা নয় গো তা নয়। আবার বলছি তুমি খুব উৎসাহের সঙ্গে লিখে যাও আবার দিন কতক পরে আর একথানা বই ছাপাও, নিয়মিত পত্তিকায় লেগা দিতে থাক। এর পর হয়ত দেখবে টা া দিয়েও নামওয়ালা মাসিকপত্তে তোমার গল্প ছাপতে চাইবে।

বীণা আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলে, বেজায় আশা দেখছি যে, একবার কথা ঠিক হমেছে দেখলে বলে বুঝি আবার ভবিষাদ্বাণী করা হচ্ছে ? সত্যি আমি আশা করিনি গো, আমার লেখা এই মাত্র তিন চার বছর দেখা বেরোতেই লোকে চেয়ে ছাপ্বে তুমি কিন্তু,ঠিক বলে-ছিলে।

বিনয় হাসিম্থে বলে কেন বল্ব না, আমি যে বীণা দেবীর স্থানর মনটার পরিচয় জানি। বার মন জাল ভার সব ভাল। তুমি কি জানো ভোমার প্রত্যেকটা লেখা প্রকাশ হলে আমি কত আনন্দ পাই, ভোমার গৌলবে কি আমার গৌরব নয়?

ৰীণা বলে, নিশ্চয় তা আবার নয়, আমি যে তোমার জ্বী—ৰলিয়াই স্বামীর বুকে মুধ লুকোয়।

ত্থানি সবল হাত সে ম্থথানাকে সাদরে চাপিয়া ধরে।
মাসকাবার হলে প্রত্যেক মাসেই ছেলেমেয়েদের জন্ত
বৈলনা পুতৃল আনা চাই সেজ বাবুর, তা নইলে বেন
তৃত্তি হয় না। রবিবারে সব বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে
বিনম্ন বেড়ান্ডে বাহির হয়, কোনোদিন গড়ের মাঠ কোনো
দিন বোটানিকেল গার্ডেন এই রক্ম এক এক দিকে।
কিন্ত বিলল বাবা একদিন বার্কোপ দেক্তে বাব, বাবা

প্রসন্ম হান্ডে বলিলেন চল,শনিবার আসিতে যেন বিলম্ব সম না। নিভাহয় ত বল্লে এবার আমাদের একদিন সার্কাস দেখাতে হবে বাবা। বাবার আপত্তি করবার ইচ্ছা হয় না, বড়দিনের ছুটীর মধ্যে সকলকে একদিন সার্কাস দেখিয়ে তবে মন খুসী হয়।

ছেলেমেয়ে, ভাইপো, ভাইঝি কেউ একদিন বকুনী ধায় না। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা বিনয় আর বাণীকে পেলে আর কোথাও যেতে চায় না।

বছরে অস্ততঃ পাঁচ সাত দিন সেজবাবুর অর্থে ও সেজমার সামর্থ্যে (হাতের রায়া) আত্মীয় পরিচিতের। পরিতোষ হয়ে থেয়ে থাকে, উৎসাহ থাকে এতে তাদের ফুজনেরই। থাওয়ার চেয়ে পাঁচজনে একসকে হয়ে যে আমোদ আহলাদ করে সেইটে উপভোগ করতে সৃক্লের বড় ভাল লাগে।

অদৃষ্ট মান্ধ্যের সজে ফেরে। স্থপ শাস্তি বুঝি আর সহু হয় না, তাই কেবল আঘাত দিয়ে দিয়ে মান্ধ্যের আশা উৎসাহ স্থ শান্তি সমস্ত নষ্ট করে দেবার পথ খুঁজে বেড়ায়।

স্থ শরীরে থেয়ে দেয়ে বিনয় কলেজ গিয়েছিল সেদিন প্রাত্যাহ যেমন যায় তেমনি, কিন্তু একেবারে পুব জ্বর নিয়ে, সেই যে এসে ভয়েছেন আর সাত দিন জ্ঞান ছিল না, জ্বের বেছঁস হয়েই ছিল।

ডাক্তার বৈত্তে ঘর ভরে যায়, বাড়ী শুদ্ধ সকলে ছাত্তান্ত উৎকৃষ্ঠিত। সকলের মূথে চিস্তার ছাত্রা। গুরুষ প্রেয়া টেবিল টিপয় ভরা। ছেলে মেয়ে শুদ্ধ মূথে পিতার শ্যার পাশে বদে, পায় হাত বুলোয়, মাথ্যে বাতাস করে।

স্থার বীণা নীরবে ধীর ভাবে দিন রাত একাগ্র চিত্তে স্বামীর দেবা করে ঔষধ পথ্য ধাওয়ায়, নিজেকে সেবার মধ্যে নিঃশেষে ঢেলে দেয়।

আকুল হয়ে ভগবানের চরণে স্বামীর আরোগ্য কামনা করে, মনে দৃঢ় বিশাদ রাথে নিশ্চয় সেরে উঠবেন। বাইরে একটু ব্যস্ততা প্রকাশ করতে চার না, যদি ছশ্চিস্কায় কাতর হলে স্বামীর ক্রটী সেবার হয়ে যায়।

সাত দিন পরে বিনয়ের আন ফিরে এল, অরটা

অনেক কম্ল, ডাওলারেরা আশান্বিত হলেন, বল্লেন আর কোন উপদর্গনা হলে ক্রমে ক্সন্থ হলে উঠ্বেন। দকলের মনেই আশার সঞ্চার হল।

এইবার বুঝি কমে আসবে।

বহুদিন পরে পিতাকে চোধ চেয়ে তাদের সংদ্ব কথা বার্তা বলতে দেখে মিণ্ট নিভার শুক্ত মুখে হাদি ফুট্ল। বিনয় যখন রোগের যাতনায় অধীর হয় তথন পত্নীর সান্তনা বাণী ও হুখানি নিপুণ হাঙের সেবা পেয়ে বড় আরাম অফুভব করত, অর্জেক ব্যাদি ব্যন তার উপশম হয়ে বেত।

জ্ঞান ফিরে পাওয়া অবধি সে সর্বাদা স্ত্রীকে কাছে পেতে চাইত।

একবার না দেখতে পেলে চঞ্চল হয়ে পড়ত, ব্যাকুল স্বরে ডাকত রমা কোণায় গেল, কথনে। প্রশ্নের ভাবে বলত ই্যাগা তুমি কি ঘরে নেই? বীণা পথ্য তৈয়ার করতে বসেছে হয়ত, ছুটে এসে বল্ড এই যে আমি রয়েছি তোমার কাছে। বার্লিটী থেয়ে নাও ত লক্ষ্মীটী একবার তার পর বস্ছি। স্বামীর ক্লান্ত কঠের ব্যাকুল আহ্বান তাকে জত্যন্ত চঞ্চল করে তুল্ত নেহাৎ নাওয়া থাওয়ায় যে ট্কুসময় বাধ্য হয়ে যেতে হয় তা ছাড়া একবার তাকে রোগীর ঘর ছেড়ে বেরোতে দেখা বেত না।

বিনয়ের ক্রমশং স্বস্থ হওয়ায় লক্ষণ দেখে বীণ দ্বিগুণ উৎসাহে স্বামীর পরিচর্য্যা করতে লাগল, প্রান্তির নিজাহীনতার কোন কাতরতার চিহ্ন তার চোধে মুধে দেখা যায়নি একদিন।

প্রায় তের চোদ দিন বেশ উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। হঠাৎ জরের একুশ দিনের দিন থেকে জাবার জর খুব বেড়ে গেল নতুন উপসর্গ দেখা দিল।

সহরের বিখ্যাত ভাজ্ঞারও এলেন সক্তে অন্তার্গণ আছেন সকলের মৃথেই অসাধারণ গণ্ডীর, প্রকৃতিও। বিনরের দাদারা, ছোট ভাই, শালারা উর্বেগারুক মৃথে বড় ভাজ্ঞারের মৃথের দিকে নীরবে চেরে আহেন। বছক্ষণ পরীক্ষার পর ভাজ্ঞার ভাষ্টারেক

हित्त अत्म व्यत्नन, निष्ठित्मानिश्चा, जामा थूव क्य। ৰতেই পারছেন তবে ভগৰানের ইচ্ছা হলে সেরে উঠবেন ্<sub>।ধনি</sub> কিছু ধারাপ হতে পারে বলে বোধ হয় না। প্রদক্ষপদান করে যথারীতি উপদেশ দিয়ে ফি নিয়ে তনি চলে গেলেন। সকলের মুখ আবার গভীর বিধা-<sub>। চিল</sub> হলে পোল, ভা**ইয়েলা যথাসা**ধ্য তত্ত্বাবধান করতে াগলেন, দিস রাত প্রায় একজন না একজন ডাক্তারকে াজীতে হাজির রাধলেন। বিনয়ের শশুর মহাশয় গাঁবিত নাই। বিবাহের পর ভিনি স্বর্গারোহণ করিয়া-চন। বাণীর মায়ের ও শাশুভীর মনের অবস্থা শোচনীয়। ুকুবার রোগীর কাছে বসেন, একবার শ্যাশ্রয় নেন ুই ভাবে সময় কাটছে তাঁদের। পঁচিশ দিনের দিন াবার বিনয়ের চৈতক্ত লোপ পাইল। অবস্থা থ্ব ারাপ বোধ ই'ল। তবু কি আশা ত্যাগ করা যায়, ুকাগ্রমনে ভগবানকে ভাকে, মনে ভাবে তাঁর দয়া হলে ত শক্ত অসুধই হোকুনা দেরে যাবেই। তার মনের বেস্থা অবর্ণনীয়। নিজের দিকে এতটুকু দুকপাত নেই ন রাত সমান দায়ীত নিয়ে সেবা করছে মন প্রাণ हरत, वांड़ीत नकरनं वाख ह'न अनन करत मिन त्रांबि ্কজন মামুধ আহার নিজ। ছেড়ে দিয়ে শেষে দি তুমি এ সময় রোগে পড় সেজ বৌ তথন কি হবে ?

শেজ বৌ মান হেসে বলে কিছু হবে না আমার, কিছু
ান্তি বোধ হলে বলব এখন। এ যে আমারই কর্ত্তব্য—
কলভ কি সরে এসে আমি নিশ্চিত্ত হতে পারি ভাই।
াত্টী বুড়ো মাহ্য তাঁকে কি কট দেওয়া উচিত?
ভাগি বলে নিজের কাজে মন দেয়।

সত্বড় বাড়ীখানা একেবারে নিস্তর।

ছেলে মেয়ের। প্রাস্ত এত শাস্ত হয়ে আছে কেউ

শিড়া পায় না—স্বার মুখেই গভীর বেদনার ছারা।

এই বাড়ীর একটা আনন্দ কোলাইল মুখরিত ঘরে গাল জীবন মৃত্যুর অব্ধ চল্ছে, কি হয়, কি হয় তাব কিলের মনে, নীরবে কত লোক সেই ঘরে চুকছে বেরিয়ে জাসছে। রোগীকে কেথে সংবাদ জেনে চিক্তিত মূর্বে কিরে গালে।

এত চেষ্টা এত ব্যাকুল দেবা চিকিংসা এত দেবতার পায়ে মাধা খোঁড়াখুঁড়ি কিছুতেই কিছু হল না। সব বিফল করে দিয়ে রোগের একজিশ দিনের দিন বিনয় পার্থিব জগতের সকল বাঁধন ছিন্ন করে রোগ যাতনা থেকে মুক্তি লাভ করে আনন্দময় দিবাধানে চলে গেল।

সেই যে পঁচিশ দিনের দিন অ্বজ্ঞান হয়ে **গিয়েছিল** আর জ্ঞান ফির্লনা।

মায়ের ভায়েদের প্রেহ, পত্নীর প্রাণভরা প্রেম, ছেলে মেয়ের নিবিড় মায়া সংসারের স্থ কিছুর টানে আর সে এখানে রইল না, একবার ফিরেও চাইলে না।

হায়রে মাতুষ, হায়রে তার স্থের সংসার!

শোকের ভীষণ স্মাক্রমণে সারা বাড়ী ভরে উঠল গভীর হাহাকারে।

ছেলে মেয়ে কেঁদে গড়িয়ে পড়ল।

আর বীণা, জীবনের একাস্ত নির্ভর প্রিয়তম স্বামীকে বিদার দিয়ে সে একেবারে গভীর ব্যথায় ল্টিয়ে শড়দ ছিন্নসূল ব্রততীর মত।

তাকে সান্ধনা দিতে গিয়ে লোকে নীরব হয়ে ফিরে আদে, কারণ দে রুদ্ধ শোকাবেগের নিকটে ভাষাও প্রাঞ্চিত হয়।

দিন যায়, সময় কারো জ্বান্তে অপেকা করে না। তবে তথন দিন গত হত আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়ে আর এখন যায় গভীর নীরবতা ও নিরানন্দের ব্যথা বহন করে, তফাৎ আছে বই কি।

সংসার ক্রমে শাস্তভাব ধারণ করে আবার কর্ম-ব্যস্তভার মধ্যে ফিরে আদে।

বীণাও শাস্ত হয়েছে বলেই মনে হয়, কিন্তু তার স্বভাবের পরিবর্ত্তন ও অন্তরের চঞ্চলতা স্বেহশীল সন্তর্ত দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে।

তার সে আনন্দময় ছেলেযাছবী ভাব আর নেই, অত্যন্ত গভীর হয়ে গেছে, প্ররোজন ভিন্ন কথা কইতে বঞ্চ শোনা বার না। বথাসাধ্য ধীর ভাবে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করে নিজের ঘরটীতে পড়ে থাকে। ছেলেমেয়ের অয়ত্ব করা সম্ভব নয়, তালের ডাকে সাড়া দিতেই হয়, তাদের কায়া দেখলে নিজের ব্যথা চেপে বেথে কোলে নিয়ে আদর করে সাম্বনা দেয়!

শাশুড়ীর কাছেও বসতে হয়, কেউ এসে ডাক্লে কথাও বলে। ননদেরা সেজবৌকে সত্যিই খুব ভালবাদে, তারা একজ্বন করে এসে এখন একমাস করে থাক্ছে বিপদের সময়, মাস পাঁচ ছয় এই রক্ম না করলে চলে কি?

প্রত্যেক দিনের মত সেদিনও ছপুরবেলা একলা ঘরে বাণী চুপ করে শুয়েছিল।

ছেলেমেয়ে স্থলে গেছে।

ছোট ননদ নীহার এনে ভাক্লে "সেজ বৌদি খুম্ছ কি ?" বাণী ঘুমোয় নি বল্লে "কে ছোট ঠাকুরঝি এনো ভাই।"

নীহার বিছানার তার পাশে বদে পড়ে বস্লে, এরকম করে আর কদিন পড়ে থাকবে ভাই তিন মাস হয়ে পেল যে বৌলি ভেবে ভেবে কি করবে ? কেবল নিজের শরীর পাত হচেহ তা কি দেখ্ছ না ?

বীণা ক্লান্ত খরে উত্তর দিলে, কিছু ত তাল লাগে না ঠাকুরঝি কি করব বলো, মনে হয় যদিন থাকব এমনি ভাবেই থাকতে হবে। যদি তোমাদের কিছু কাল করতে পারি বোলো ভাই তথনি করতে চেষ্টা করব।

"আমি কি কাজের কথা বলছি বৌদি, তুমি ত কাজ করছই তাকি দেখতে পাই না ?

"না, তুমি বলবেকেন? আমি বলছি যথন যা কাজ থাকৰে যা আমি পারি বল্তে তোমরা সঙ্কোচ কোরোনা। এমন দীর্ঘ অবসর সহু করা থ্ব সহজ নয় ঠাকুরঝি।"

"দীর্ঘ নিশাস ফেলে ঠাকুরঝি বললে তা কি বুঝি না ভাই ? কিছ কি করবে উপায় ত নেই ! এমনি মুখ বুজে পড়ে থেকে থেকে কি চেহারা হয়েছে দেখছ ত ? শেষে একটা শক্ত অক্সথ হলে কি হবে ভাবোত ?

বীণা সান হেসে বল্লে, কি হবে তা জানিনা, কিছ প্লাক্তে জার ইচ্ছে নেই তাই। যাবার জন্তেই মন জড়ান্ত ব্যক্ত হয়ে রয়েছে। শরীরের দিকে চাইবার মভ মনের অবস্থা কিরে পাইনি ভাই, তোমার সেক্লা

ন্ধামাকে একেবারে মিধ্যা করে কেলে রেখে পালিয়েছে ঠাকুরঝি, তাকে হারিয়ে এরকম শীবন নিয়ে ত্থামি চল্তে পার্ছিনা ভাই।"

বীণার চোথ দিয়ে টপ্টপ্করে জল ঝরে পড়্ন নীহাবের চোথও শুক্রইল না।

কিছুক্ষণ .পরে নীহার চোধ মৃছে বৌদির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে, আমাদের য কষ্ট তাতো আছেই কিন্তু তার উপর তোমার জন্তেই আরো বেশী হঃধ হয় ভাই।"

ভোমাকে আমরা খুব ভালো করে জানি বলেই ব্যুত্ত পারি কভথানি আঘাতে তুমি এমন হয়ে গেছ।"

"বলবার কিছু পাই না তবে এই বলি যে ছেনে মেয়ের মুথ চেয়ে শক্ত হও, আর সময় না হলে যাৰার পথ নাই এই কথাটি বুঝে শরীরের একটু যদ্ধ নাও।

"আছে। ঠাকুরঝি সকলেই এই রক্ষ বলে বে সময় না হলে যাবার পথ নেই, কিন্তু কার কথন সময় হয় তার কিছু জানা থাকে না, কে বলতে পারে আমার যাবার সময় আস্তে বিলম্ব আছে? আমি যদি এখন যেতে পারি সেতো থ্ব ভালো হবে, 'মিণ্টু, নিভাকে ভোমরা দেখো।

"আঃ কি যে বলো বৌদি তার ঠিক নেই, এখনি যাবে কেন, কত কাজ তোমার আছে দে দব করে, জামাই হোক, বৌ হোক তারপর ওসব কথা বলো। কত লোক ত এই রকম হঃখ সয়ে বেঁচে রয়েছে দেশছ ত । কি করবে বলো মাস্থবের হাতে ত প্রতিকারের উপায় নাই।

"না ভাই আমার কিছুতেই মন স্থির হচ্চেনা, তর্ চুণ করেই থাকি, বাঝ মাধ্যবের হাতে প্রতিকারের উপা। নেই। তুমি বল্ছ তাই বা আমার মনে হয় ফাছি রাগ করবে?

— "ভূমি কি পাগৰ হবে নেজবৌদি? ঝাৰ কর্ব কেন ? বলো না ভাই কি মনে হয় ?"

ভাজের পাশে সে শুইয়া পড়িল।

বীণা—আমি ভাবি কি কানো ঠাকুৰৰি ? ভাৰি বাবে হেড়ে থাক্তে এভটুকু ইচ্ছা হয় না, যার অভাবে কিলা দীবনটা একেবারে বার্থ বলেই মনে হয় তাকে ছেড়ে কন তবে থাকতে হয় ? কোনো রকমেই কি তাড়াতাড়ি চার কাছে যাওয়া যায় না ?

—"সবই বে কর্মফল' বৌদি, পূর্ব জন্মের 
মুর্কিলে যে যেমন ভাগা নিয়ে আসে তা সহা করতেই
য়ে, আর পরমায়ু না ফুরোলে ত যাওয়া চলে না তাই
যার যতকণ আয়ু থকে তাকে সে সময় অবধি থাকতেই
য়ে। তা নইলে দেখনা কত ত্বংথ পেয়েও লোকে বেঁচে
ধাকে আবার সবই কর্তে হয়।"

—কিন্তু ভাই ভালবাসার কোনো মূল্য কি নেই ?

য়ামার মনে হয় যথার্থ অন্তরে ভালবাসা থাকলে যদি
লোকে তার আকর্ষণে স্বামীর পথের অন্থসরণ করে

হার কাছে শীঘ্র চলে যাবার জন্মে একাগ্রচিত্তে ভগবানের
চরণে প্রার্থনা জানায় তাহলে নিশ্চয় তিনি পথের সন্ধান
না দিয়ে থাক্তে পারেন না। যাকে কাছে রাখবার

য়য় অসীম আগ্রহ—না দেখে থাকতে পারা যায় না,
অম্ব করলে মনে হয় য়দি না সেরে ওঠে তাহলে

কি হবে এই রকম কত ভাবনা হয়। তাকে
ভাগ্যদোষে হারাতে হোলে, নিরুপায় হয়ে লোকে থাকে
ঐ কথাই মনে করে সান্ধনা পায় মে সবই ভাগ্য

মাহবের কোন হাত নেই।

কিন্তু আমিত ঠাকুরঝি এ কথায় সান্থনা পাচ্ছিনা, আমি ভাবি বে জীবন হুঃসহ তা থেকে মৃক্তি পাবার দত্ত আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞানালে, আর প্রেমকে সত্য বলে মান্তে পার্লে ভগবান নিশ্চয় তাঁর স্বামীহারা যাথিত সন্তানকে মৃক্তির পথের তার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার পথের সন্ধান দেন। মান্থবের মন বড় মবিশাসী তাই তারা অত্যন্ত হুঃধ পেলেও সব সময়ে বিশাস করতে পারে না।

দীহার ভবার চিত্তে বাৰীর ক্থাঞ্জি শুন্ছিল, ভাকে

চুপ করতে দেখে এইবার নীহার বেদনা জড়িত খ্রে বল্লে "ভাই সেজবৌদি ভোমার মনের অবহা যথন এমনি অন্থির হয়ে রয়েছে এখনো, মনে হয় হয়ত বেশী দিন তুমি বাঁচবে না, আর নয়ত ভগবান যে কোনো রকমে তোমার মনে শান্তি দিয়ে এ অশান্ত ভাব দূর করে দেবেন। হাা ভাই তুমি ত বেশ লিখতে পারতে তাইনিয়ে একটু বসোনা কেন ?"

বীণা উদাসভাবে বল্লে "মন স্থির করে বস্তে পারিনা ভাই। যাঁর উৎসাহে আমার লেখার আগ্রহ হ'ত তিনিই যে চলে গেছেন ঠাকুরঝি। চেষ্টা করে তবু দীর্ঘ সময় কাটাবার জন্ম এক একবার দিখতে বসি কিন্তু বেশিক্ষণ পারি না।"

নীহার প্রশ্ন করলে "কি লিখছ দেখিনা ভাই---দেখাবে?"

"হাঁ। দেখন।" বলে বাণী উঠে একখানা খাতা এনে ননদের হাতে দিলে।

নীহার তা থেকে জ্বশ্রু ও প্রিয় হারা নামক ছটী কবিত। পড়ে ঝর ঝুর করে কেঁদে ফেল্লে জ্বার পড়া হলনা।

বাণী এই দরদী ননদটীর কাছে সহাত্মভৃতির পরশ পেয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, নীহার বাধা দিলে না মনটা একটু হাত্ম। হ'ক। শুধু তার হাত ছটি চেপে ধরলে।

নীহার ও বাণীর সেদিনকার কথাবার্তার পদ্ম প্রায় মাস চারেক গত হইষাছে। নীহার খতর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। বাণীর শরীর মন গভীর হতাশায় ও অবসাদে সেই যে ভাজিয়া পড়িয়াছে আর হুস্থ হয় নাই, ধীরে ধীরে সে খেন পরপারে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে ভাহাকে দেখিলে এইরূপ মনে হয়।

আজ দশদিন হইল তাহার জব হইয়াছে, প্রথম প্রথম গ্রাহ্ন করে নাই, সাতদিন পরে বধন জব ছাড়িল না তথন সকলে বলিয়া বুঝাইয়া একরকম জোর করিয়াই ডাক্তার ডাকিয়াছিলেন, তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিয়া-ছেন রোগিণী অভিশন্ন ছুর্কাল খুব সাবধানে রাধিতে হুইবে নতুবা জরের বাঁকা পথ ধরিবার সন্তাবনা, গায়ে রক্ত নাই ইত্যদি। ঔষধ পথোরও ব্যবস্থা করিয়া লিয়াছেন। কিন্তু ব্যবস্থা নেয় কে । বোপীর মুখে রোগের ভাবনার চিহ্ন মাত্র নাই বরং জব বাড়ায় এই ছই দিন শ্যাগত হইয়া পড়িয়া সে যেন অনেকটা নিশ্চিম্ব হইয়াছে, এমনি ভাব। যা হোক বলিয়া ব্ঝাইয়া তব্ ঔষধ পথ্য থাওয়ান গেছে এই যা রক্ষা, তার অন্তথের সংবাদে ননদেরা দেখিতে আদিল। ছেলে মেয়ে আবার শুক্ষ মুখে মায়ের শ্যাপাশে আদিয়া বসিল।

দেশর ভাস্থর শাশুড়ী সকলেই চিন্তিত হইলেন।
মুধারীতি চিকিৎসা চলিতে শাগিল, বোগ কিন্তু উপশম
হইল না উদ্ভবোত্তর বাড়িয়া চলিল।

বাণীর মা ও ভাই বোনেরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া যাওয়া-আদা দেখাওনা করিতে লাগিলেন।

জর বাড়িল—অন্তান্ত উপদর্গও আদিয়া জুটিল।
বোপের এক মাদের মাথায় বিকারের লক্ষণ দেখা দিল।
মাঝে মাঝে জ্ঞান হয় আচ্ছন্ন ভাবেই বেশীক্ষণ কাটে।
বড় ভাকোর, আইন্ ব্যাগ, ইনজেক্সন্ প্রভৃতি কিছুরই
কটি কিছু হইল না। কিন্তু যাহাকে কাছে পাইলে এ
রোগীর নিশ্চিন্ত আরোগ্যের সন্তাবনা ছিল তাহাকে
আনিয়া দিবার সাধ্যত কাহার নাই। জ্ঞানে অজ্ঞানে
বাণী কেবলি বলিতেছে, আমি যাই, ভোমরা স্বাই
আমাদের মিণ্টু নিভাকে দেখো আহা ওরা বড় ছংখ
পেলে এই কচি বয়দে, বাপ মা ছ্ল্লনকেই ওরা হারাল
এক বছরের মধ্যে, বড় ছর্ভাগ্য। কি করব আমি যে ওঁকে
ছেড়ে কিছুতেই থাক্তে পারলুম না তাইত এখনি যাচ্ছি।
আর কিছুর জভাব নেই তবু একজনের ভগ্ন একজনের অভাবে আমি মিধ্যা—শ্রুমন্ন হুয়ে গেছি, মা
গো আমি মাই। ক্রমাগত এই সব কথাই বল্ছে।

প্রায় দেড় মাস রোগ ভোগের পর ছদিন রোগি-গ্রীর অবস্থা একটু ভাল মনে হল, হাসি মুখে কথা-রাষ্ঠা বল্ডে শোনা গেগ। কথা কিন্তু মোটেই আশাপ্রদ নয়, আক্রার বলিবেন, লক্ষণ ভাল নয়, দীপ নির্মাণের পূর্ব্য অবস্থা।

সভিটে তাই হইল, বীণা বছদিন পরে হাসিম্ধ আবার ছদিন কথা করিয়া সকলের কাছে বিদায় লইয়া, ছেলে মেয়েকে প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া তাহাদের দেবা-শাল্ড দেবর-যা ননদ সকলকে অমুরোধ জানাইয়া, মাকে ও ছেলে মেয়ে সকলকে পুর বেশী ছংখ না করিয়া ভগবানের অসীম করুণার কথা শারণ করিতে ও তাহাদের খামী স্ত্রীর পুন্মিলনের স্চনায় গৌরব অমুভব করিয়া মনে সান্ধনা আনিতে অমুরোধ করিয়া করিয়া ভিনিনের দিন সেই যে চুপ্ করিল আর কেহ তাহার কথা ভনিতে পাইল না

পর দিন ভোরে সুর্য্যোদ্যের শক্তে সঙ্গে, তাহাদের ভালবাদা যে কত গভীর এবং সত্যকার প্রেম যে মরণকেও জায় করিতে সমর্থ হয় এই কথা হুইটি প্রমাণ করিয়া দিবার জ্ঞাই বুঝি বাণী স্বামীর মৃত্যুর মাত্র দশ মাস পরে তাঁহার পথের অহুসরণ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার বিরহতপ্ত আত্মা শাস্তিময়ের চরণে গিয়া শান্তি লাভ করিল। হয়ত বা প্রিয়তম স্বামীর দর্শনও মিলিল, কে জানে! সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। নীহার বিশ্বয় বিমুগ্ধ ভক্তের মৃত কালা ভর গুলায় বলিয়া উঠিল "ভাল বাসার মূল্য আছে কিনা জানতে চেয়েছিলে সেজ বৌদি—তাই কি আৰু নিৰের প্রাণ দিয়ে এমনি করেই তার উত্তর দিয়ে গেলে ভাই! আতৃজায়ার স্থন্দর নিপান্দ প্রাণহীন গেছের পার্বে বিস্থ তথন নীছারের কানে কেবলই যেন বাল ছিল, বাণীঃ সেদিনের একটা কথা "কিন্ত ভাই ভালোবাদার বেনি मूना कि निरे १""

"ভাই নরেশ,

তোর চিঠির উত্তর দিতে কিছু দেরী হয়ে পড়ল', কিছু মনে করিদ না। আমরা দবাই ভাল আছি এবং এখন আমাদের ধারাপ কিছু হওয়ার সন্তাবনা খুবই কম। তুই কেমন ? ভাল না থাকিদ ত' লিখিদ্ যা হয় একটা ব্যবস্থা কর্বার চেষ্টা কর্ব্ব—জ্বানিদ ত আমি চিরকালই তোর বিশেষ হিতাকাজ্ফী। তুই কবে আদবি ? শীঘ্র আদবার চেষ্টা করিদ্। ইতি—যতীন

পুন:—আমার এক বন্ধু—দেই 'কটা' স্থরেন রবিবার বিকেলের গাড়ীতে তোর ওথেনে যাচ্ছে খনি দেখবার জন্মে—তোর গাড়ীটা পাঠাস। পাছে সে বেতে আপত্তি করে তাই তোর একটা চিঠির কাগজে (যার কয় কপি আমি না বলে তোর কাছ পেকে চেয়ে এনেছিলাম) তোর নাম দিয়ে তাকে এক নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছি— বুঝলি—শু যতীন"

এই চিঠি খানি কাল রাত্রের ডাকে পেয়েছি। যতীন ছেলেটা চিরকালই বড় ছুই। তার অতর্কিত অত্যাচারে দকলকেই ব্যতিব্যস্ত হয় থাকতে হয়। কথন কেমনকরে মে সে কোন লোককে জব্দ করে তা বলা যায় না। এই জত্তেই যেন তার চিঠির 'পুনশ্চ' টুকুন পড়ে হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে। 'এপ্রেল-ফুল' করার তারিশ্বও হয়ে গেছে আন্ধ হ'ল ভরা। আার আমি রোলই সম্মায় গাড়ী চাপিয়া রেল ষ্টেশনে যাই তাহাও তাহার অজ্ঞাত নম্মতরাং আমার আর এ সংবাদে বেকুব হইবার কি আছে। যদি স্থরেন-বারু আন্দেন ভালই না আসিলেই বা ক্ষতি কি চ

আমি শিকারপুর কোল মাইমের ইন্-চার্ক। ই-মাই রেরের গ্রাও কর্ত লাইনের ছোট একটা টোলন হতে এই জায়গাটা প্রায় দশ মাইল দ্রে অবস্থিত। প্রাজিদিন
সন্ধ্যায় কলিকাতার ডাক আনিবার জন্ত আমি নিজেই
গাড়ী হাঁকাইয়া ষ্টেশন সংশ্লিষ্ট পোষ্ট আপিদে যাভায়াড
করি। বিকালে কাজের পর বেড়ানও হয় এবং বহিজাপতের
সহিত সম্বন্ধও কিছু রাখা হয়। খনির নিকট আমার
কোয়াটার। তার চার পাশেই কুলীর বন্ধি ও ক্রকজার
স্বর্হ২ কারখানা। সেখানে থাকিলে বোঝা কঠিন হয়
যে এটা ইংরাজত্ব এবং বিংশ শতাজী। ভাই বিকালে
সেই কোলাহল মুখরিত জনপদ পিছে ফেলিয়া হাঁপ
ছাড়িবার জন্ম ছুটিয়া যাই।

উভয় পার্শ্বে ফাকা মাঠের মধ্য দিয়া বাধান পথ আক্রিয়া বাকিয়া চলিয়াছে কোন অদ্র দেশে,—তাহার উপর দিয়া আমি চলিয়াছি আমার নিত্যকর্পা সক্রাপন করিবার জ্বন্স রেল্ডেশনের উদ্দেশে। চতুর্দ্ধিক নিতার; মধ্যে মধ্যে গরুর গাড়ীর চাকার শব্দে সেই বিরাট মাঠের নিতারতা ভঙ্গ হইতেছে। প্রথের ধারে মাঝে মাঝে কুলিদের বন্ধী—বন্ধীর পরই আবার সেই মাঠ।

সম্যাব কিছু পূর্বেই কলিকাতার গাড়ী আসে। বেই
সম্যাতিতে কুল্ল ষ্টেশনটি কিছুক্ষণের জন্ম যেন সজীর ছইয়া
উঠে। ছই চারিজন যাত্রী ভাহারের আপনাপন মালপত্রের পুঁটলি লইয়া আব্ল আগ্রহে গাড়ীর পথের দিকে
চাহিরা থাকে। অবলেবে বিরাটকার ট্রেণ গাড়ীর দীর্ষমান
কেলিরা আপনার জীবনের ছংগ কট জানাইতে জানাইতে
টেশনের মধ্যে গাড়াইয়া পড়ে। ছই চারিজন কোক
উঠে ছইচারিজন লোক নামে। আনার গাড়ী সর্জান
করিতে করিতে সন্থ্যের ক্রমান্ধকার পথে ছটিছা চলে।
এই ছইতেত্তে এই টেল্লনটির বৈন্দিন জীবনহাত্রার
বিভাহিত ভালিকা—

অক্তান্ত দিন যাত্রীদের উঠানামার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলেও আজ একট উৎস্ক হইয়াই ছিলাম, কেন না যদিই বা ষতীনের বন্ধু 'কটা' স্থরেনবার আদেন। তাই গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইতেই সমস্ত গাড়ীর কামরাগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমার ট্টপ্সিত ব্যক্তির সাক্ষাৎও মিলিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরা হইতে সাহেবী-পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি নামিলেন--তাঁহার পশ্চাতে নামিলেন একজন মহিলা। এই কাপড়পরা মহিলাটিকে সঙ্গে না দেখিলে অমুমান করা কঠিন হইয়া পড়িত যে বান্তবিকই ভদ্রলোক সাহেব না বালালী এমনিই তিনি 'কটা'। তাঁহারই এক চাকর দেখিলাম বেডিং ট্রান্ধ প্রভৃতি নামাইতে লাগিল—যা नामाहेल তाहा विरमय अहा नरह, इहे ठांतिमिन ना हय বড জোর একমাসের জন্ম লোকে যে এত জিনিসপত্র আনিতে পারে ইহা এই প্রথম দেখিলাম। এই মাল পত্ৰ নামাইৰার মধ্যে আমি তাঁহাদের দিকে আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম মাপ করিবেন আপনি কি মিঃ মুখার্জি-আপনিই কি শিকারপুর যাইবেন-কেন না শামি নরেশ চ্যাটাজ্জি-কলিকাতা হইতে এক পূর্বেনা দেখা বন্ধুর আগমনের আশা করিতেছি।" ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাহিরের গম্ভীর ভাব ত্যাগ করিয়া দহাতে তাঁহার ছই হাত বাড়াইয়া আমার ছই হাত ধরিলেন এবং আমায় দেখিয়া যে তিনি অত্যম্ভ আনন্দিত হইয়াছেন তাহা বুঝাইবার জন্ম আমার হাতছটিতে এমনি ঝাঁকানি দিলেন যাহাতে আমার মনে হইল হাত হটি ৰুঝি বা স্থানচ্যত হয়। তাহার পর মহিলাটির দিকে ফিরিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দিবার উদ্দেশ্রে ঘলিলেন "এর নাম স্থাতা-আমার ভগ্নি, আই-এ প্রীকা দেওয়ার পর ছুটি পাওয়ায় এও আমার সহিত व्यानिशाष्ट्र।" व्यामद्रा উভয়েই উভয়কে নমস্কার করিলাম। ভাহার পর বিশেষ প্রয়োজনের জিনিস পত্র মোটরে উঠাইয়া এবং বাহ্নি জিনিস পত্রের জম্ভ গরুর গাড়ীর বন্ধোবস্ত করিয়া আমরা মোটর ছাড়িয়া দিলাম। স্থরেন বাৰুর পকেটে দেখিলাম একটি টেথিস্কোপ উকি মারিতেছে—ছতরাং বুঝিতে কট হইল না বে তিনি

একজন ভাক্তার। যাইতে যাইতে পথে তিনি আমার জিজ্ঞানা করিলেন "আমার বাসা ঠিক হইয়া গিরাছে কি ?" আমি বলিলাম "বান্ড হইতেছেন কেন চলুন শিকারপুর পৌছিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাইবে।" তাহার পর বাসার কথা ছাড়িয়া পারিপার্শিক জ্রষ্টব্য জিনিসগুলির সম্বন্ধ কথা থাকা কহিতে আরম্ভ করিলাম।

বাসায় ফিরিয়া যে ব্যাপারটি প্রকাশ পাইল ভাহা মজার হইলেও বিশেষ অনিষ্টকর। আমাদেরই মাইনএর আপিসের ছাপা চিঠির কাগকে টাইপ করা এক নিয়োগ পত্র যাহার মর্ম হইতেছে ২৫০১ মাসিক বেডনে ডা: স্থবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম-বি, ডি-পি-এইচ-কে শিকার পুর মাইনএর প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত করা হইল। নিয়োগকারীর সহি প্রক্ত পক্ষেই অপাঠ্য। ব্যাপারটা বেশই বুঝা গেল-ঘতীনের সেই নিমন্ত্রণের ব্যাপারট ষে এতদুর গড়াইতে পারে পূর্ব্বে তাহা ধারণাই করিডে পারি নাই। আমাদের মাইনএর চিফ মেডিভেন অফিসারের পোষ্ট খালি হইয়াছে বটে কিন্তু সেই পদ পুরণ করিবার জন্ম উপর অফিস হইতে কোনও উপদেশ পাই নাই। অবশু এ নিয়োগের ভার আমারই উপর বটে। উপরের অফিসে মাস ছই পূর্বে এ বিষয়ে লিখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার কোনও উত্তর এখনও পাই নাই। যতীনকে কথা প্রসকে ভূতপূর্ক वफ छाक्नाववावृष्टिव यावाव कथा वनिग्राहिनाम धनः विवाहिन त्य तम यनि छकीन ना इहेबा छाउना হইত তাহা হইলে শিকারপুরে ছইজনে একত্র ধাৰিতাম। এই হইয়াছিল আমার অপরাধ--তাহার অস্তই স্বরেন বাবু বেচারীকে এত ভূগিতে হইল। তবে আশার কথা এই যে হয়ত ব্দল্ল সমন্বের মধ্যে বড় ভাকার নিয়োগের উপদেশ আসিতে পারে তথন আমি খনা য়াদেই এঁকে নিয়োগ করিতে পারি।

এ সমত কথা হুরেন বাবুকে খুলিরা বলিলার।
তিনি দেখিলাম ব্যাপারটাকে ভাল ভাবেই গ্রহণ করিবেন
এবং উপর আপিসে ব্যাপারটিকে এক্রার প্রবণ করাইর
দিতে আমার অভ্রোধ করিলেন। তথন আহি বিশে

দের যত দিন পর্যাপ্ত না একটা উত্তর আসে ততাদন
পর্যাপ্ত আমারই বাদায় থাকিবার নিমন্ত্রণ করিলাম।
তাহাদের পক্ষ হইতেও কোনও অসম্মতির কারণ
দেখিলাম না। কেননা ধখন এত খরচ করিয়া এই
কয়লার দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন তখন ফলাফলটি
জানিবার জন্ম ছই চারি দিন অপেক্ষা করিতেই বা
ক্ষতি কিসের ?

তুই দিন পরে যতীনের এক পত্র পাইলাম। পত্র-টুর ক্ষেক লাইন নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিঃ—

"যা হোক তোর শারীরিক ও তথা মানসিক অবস্থা ধারাপ বিবেচনার একজন ভাল ডাক্তার পাঠালাম, এ রোগের বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে শুশ্রুষা করা তার করাও আর একজন যাইতেছেন। ডাক্তার নিয়োগ করার ভারটি যথন আমিই লইয়াছি তথন তুই শুশ্রুষালারিটা নিয়োগের ভারটি নে। কেননা স্থজাতা নেয়েটি বেশ ভাল—এবং স্থরেনদের বাড়ীর অবস্থাও ঐ ওর নাম কি বেশ ভাল বলিয়াই জন প্রবাদ। তথন আর এর মধ্যে আপন্তির কি থাকিতে পারে—এ যে একবার যাকে বলে সেই রাজ ঘোটক যোগ। যা হোক এই রহম্পতি বারে কাছারী হয়ে শুড্রুষাইডের জন্ম বদ্ধ হছে আমি শুক্রবার সকালে বানীকে নিয়ে ডোর ওখানে যাচ্ছি। নটার সময় গাড়ীটা ষ্টেশনে পাঠাদ।"

ব্যাপারটা কোথায় গিয়া যে শেষ হইবে তাহাই ভাবিবার কথা। অবশু "স্কাতা মেয়েটি বেশ ভাল" একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই প্রকৃতই তিনি একজন স্থানর, আর এই তুই দিনের আলাপ পরিচয়ে তাঁকে মোটের উপর ভালই লাগিয়াছে। কিন্তু তাঁকে জীবন্যাত্রার পথে সন্ধিনী করিতে পারিব কি না একথা তথন ভাবি নাই। দেখাই যাক আৰু ত' মোটে মল্লনবার রাত্রি। আর বিবাহ করা না করা ত' আমারই ইচ্চাধান।

তক্ষবার দিন বেলা ১১টার মধ্যেই যতীন সন্ত্রীক্
শিকারপুর পৌছাইল। ভাছার স্বভাবসিদ্ধ হটগোল
প্রিয়তা এবং হটামির জন্ত বাসাটি কোলাহল মুখরিত
ইইয়া পড়িল। স্থলাতা দেবীও আমার সক্ষে সে এমনই

কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল ঘাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন দশ বংসর পুর্বেই আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তিনি ত আমাদের সম্বথে আসা একেবারে ত্যাগ করিলেন-কিন্ত করিলেই কি নিম্ভার আছে! বাণী-বৌদি ইতিপূর্ব্বে বছবার শিকারপুর আসিয়াছেন-এ বাটীর কোপায় কি আছে না আছে ভাহা তিনি ভাল-ভাবেই জনেন এবং এতদিন তাঁহারই ফুচি অমুযামী ঘরের প্রত্যেকটি আসবাব পত্র আপনাপন নিন্দিষ্ট স্থান পাইয়াছে। এখন তাহাদের পুনরায় স্থান পরিবর্তনের সময় হইয়াছে কি না এই গুরুতর গবেষণার জন্ম স্থলাতা দেবীর মুল্যবান পরামর্শের আবশ্রক হইয়া পড়িল। কেননা খবের আসবাব পত্তেরও মধ্যে মধ্যে 'ঠাই নাড়।' হওয়া অত্যাবশ্রক। এই হুইজনের স্মবেত অত্যাচারের হাত হইতে কণঞ্চিত নিস্তার পাইবার জন্ম তিনিও সময়োচিত আচরণ করিতে লাগিলেন। তুজের জী চরিজা; দেবতারাও সকল সময়ে তাহা বুঝিতে পারেন না—তা আমি সামাল্য মাতুষ কেমন করিয়া তাহা বৃঝিব কিন্ত তথাপি যেন মনে হইল—যে এ সৰ ব্যাপারে তিনি মোটেই বিরক্ত হইতেছেন না-বরং একটা প্রচ্ছের আনন্দের ভাব তাঁহার মনের মধ্যে গোপনে রহিনাছে। ইতিমধ্যে যতীনের মারফৎ সংবাদ পাইলাম যে বাণী-বৌদি'র জেরায় পড়িয়া ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তিনি কবুল করিয়া ফেলিয়াছেন যে এ গুহের গৃহক্রী হইতে তাঁহার 'বিশেষ' অমত নাই। যতীন এই 'বিশেষ' कथांदित मद्दल विनम अ च्राम अहा मण्यूर्व वर्षशैन।

রবিবার দিন বিকালে আমি, নরেনবারু, বাণী বৌদি
ও স্থজাতা দেবী নিকটবর্তী পাহাড়ে বেড়াইতে গোলাম।
পাহাড়টির উপর একটি স্থলর ঝর্ণা আছে সেটা বাত্তবিকই দেখিবার যোগ্য। যতীন গোল গাড়ী লইয়া প্রেশনে
ডাক আনিতে। এখানে থাকিলে এই কাজটি প্রায় সে-ই
করিত। সন্ধ্যার কিছু পরেই আমরা বেড়াইয়া ফিরিলাম
—গাড়ী বারান্দায় গাড়ীখানি দেখিয়াই ব্রিলাম যতীন
ফিরিয়াছে। ঘরে চুকিয়া দেখি বতীন ত' ফিরিয়াছেই
আর ভাহার সহিত আসিয়াছেন আমার বাবা মাও আর
একটি ভক্রলোক। তাঁহাকে দেখিয়াই স্থলাতা দেবী

'বাবা' বলিয়া দৌড়াইয়া গেলেন। স্বতরাং তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। আহারাদির পর মা আমার তাঁর ঘরে णाकिया भागिहिलन-एनशास्त निया प्रशिकाम नाना अ বাণী বৌদি বদিয়া রহিয়াছেন। আমি যাইতেই মা বলিলেন—"বাবা তোর যে এতদিনে বিয়ে কর্মার মত হয়েছে এতে আমরা বড়ই খুদী হয়েছি ষতীনের টেলিগ্রাম পেরেই তাই আমরা ছুটে এসেছি। স্বজাতা মা-টি আমার বড়ই ভালো মেয়ে আমি অনেকদিন থেকেই তাকে জানি -এই বোলেখেই তোর বিয়ে দেব' ঠিক করেছি—তাই স্থ্যাতার বাবা এদেছেন তোকে আশীর্বাদ কর্তে। আমরাও আশীর্কাদ করি যেন তোমরা স্থথে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ-भौरन পেয়ে ঘর-কয়া কর। য়াও এখন রাভ হয়েছে শোওগে।" এই বলিয়া মা আমার আশীর্কান করিয়া বিশার দিলেন। ঘরের বাহিরে আদিয়া দেখি যতীন দাঁড়াইয়া হাঁসিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম হতভাগাটা মায়ের সব কথাই ভনিয়াছে তবু সে আমায় জিজাসা করিল-"হ্যারে মাদীমা তোকে মাথায় হাত দিয়ে কি বলছিলেন ? বিষের কথা বুঝি—বাক্ ভাগ্যিস কাল টেলিগ্রামটা করছিলেম। কেনন বিষে কর্বেনারে—
ভবে এ সব কি—এখন 'বেড়াজালে' পড়েছ জাল ছিড়ে বেরোও ত'। এই বলিয়াই সে হলে আমায় টানিয়া
লইয়া চলিল—এবং মহা উল্লাসে সেখানে নৃত্য আরম্ভ
করিয়া দিল—সে নৃত্য আর থামে না—সে থেন নটরাজের
ভাগুব নৃত্য। তাহার নৃত্যের চোটে বাড়ীগুদ্ধ সবলোক
হলে আসিয়া জড় হইল। অভি অনিজ্যায় সে নাচ
থামাইয়া সে রাত্রির মত শাস্ত হইল। বাবা মা ড'
হাসিয়াই অস্থির। কেননা যতীনের এ নৃত্যের পরিচয়
তাহারা পূর্বের অনেকবারই পাইয়াছেন।

তাহার পরের কথা আর বলিতে ইইবে কি ? বৈশাথের প্রথমেই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল এবং সৌজাগ্যক্রমে ক্রেন বাব্ও আমাদের শিকারপুর মাইনএর চীফ মেডিকেল অফিদার নিযুক্ত হইলেন। আর বতীয় বিবাহের রাত্রে আর এক দফা স-গীত তাগুব নৃত্য দেখা ইয়া বিবাহ বাড়ী মাতাইয়া তুলিল।

# "অৰ্চনা\*"

# কুমারী গীতা চ্যাটার্জি

অর্চনা অর্চনা,—
হয়না যে ভাই কারোর সাথে
তোমার রূপের বর্ণনা।
শিশির ধোয়া ফুলের মত,
ধরার মাঝে প্রস্টত,
তুমি ষে ভাই মোদের কাছে
কল্প লোকের কল্পনা।
অর্চনা অর্চনা অর্চনা !

অর্চনা অর্চনা,—
তোমার রূপেই উঠ্ছে ফুটে
ফৃষ্টি রাজের আল্পনা!
তুলিটা তাঁর তোমার গরে,
টেনে দেছেন যতন ভরে,
তোমার রূপের কৃষ্টি রাজে
করছে জগ্ধ বন্দনা!
অর্চনা অর্চনা!!

অর্চনা অর্চনা,—
প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে যে ভাই
হয় না ভোমার অর্চনা!
তোমায় পেয়ে মোদের সনে,
কী আনন্দ জাগছে মনে,
কথায় তাহা কইতে নারি
লিখতে গেলেই আন্মনা!
অর্চনা অর্চনা!!

অর্জনা অর্জনা,—
আমরা তোমার স্বাষ্ট দেবে
সদাই করি আরাধনা!
জীবন তোমার আজি হতে,
পূর্ব হউক পবিত্রতে,
ধক্ত হ'য়ো জগৎ মাঝে
এই ভুধু করি প্রোর্থনা!
অর্জনা অর্জনা!

# জলধর সম্বর্জনা

'হিমালয় ভ্রমণে'র লেখক রায় বাহাত্তর শ্রীযুক্ত জ্লাধর দেন,মাহিত্যিক মাজেরই—ও পরিচিতদের অতি স্পারিচিত —কেহময় জ্লাধর দাদা এই ৭০ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই উল্লাক্ষেণ্ড ১২ই ভাজ ববিবার রবিধাসরের সদস্ত-দের উল্লোক্ষেণ্ড বাংলার সকল সাহিত্যিকগণই রামমোহন লাইবেরী হলে তাঁহার সম্বর্জনা করেন।

এই সম্বৰ্জনায় সভাপতিত্ব কৰিয়াছিলেন বাংলার অভ্তম সাহিত্যনেতা শ্রীযুক্ত শ্বংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বহু সাহিত্যিক জলধর বাবুর সাহিত্যিক ক্ষতিত্ব ও তাঁহার থেহ্মন অভ্যেরর পরিচয় দিয়া গছে পছে বন্দনা করিয়া-হিলেন, বভূতায়ও কেহ কেহ তাঁহার গুণের পরিচয় নিয়াছিলেন।

এ-সব ব্যাপারে অনেক জারগাই আতিশয়ের বাছন্য নেখা বায়--ভবে এ ক্ষেত্রে আন্তরিকভার সহিতই সকলে ছল্পুর ব্রেক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন বলিয়ামনে ংইল। বয়ং শরংচন্দ্রও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ষকলের মুখে সাহিত্য খ্যাতি শুনিয়া শুনিয়া জলধর দাদা আন্দল্পের্ণ নয়নে আবেগভরা করে বলিলেন—'আমি শাহিত্যিক নহি—সাহিত্যদেবীদের সেবক ছাবনের অধিকাংশকাল নানা সংবাদপত্রের সম্পাদক থাকিয়া শেষকালে সূচনা হইতে আজ প্র্যান্ত 'ভারতবর্ষের' মপাদ্ররূপে জলধর দাদা সাহিত্য সেবীদের সেবক বা ম্ভিভাবক বিশেষ করিয়াই হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বও অল্ল নহে এ কথা পরম সত্য কিন্তু দাদা प महिं जिक নহেন এ কথাতো মোটেই সতা নহে। বন্দ কাহিনী লেখকরূপে দাদার পাশে এখনও গণ্ডায় <sup>গভাষ</sup> দুরের কথা ছু'চারজনও দাড়াইতে পারেন নাই। ভারপর তাঁহার গ**লে স্থ-উচ্চ ও অভি সৃদ্ধ আর্ট ও** টেকনিক আছে কি না জানি না তবে দাদার অধিকাংশ গল পড়িবার সময় প্রাণে বেশ সাড়া দেয়, কোন কোন न्माद्य तहारथ छन वहांय। जनभन्न मध्यमा मधान वीयुक्त গুরুসদয় দত্ত সতাই বলিয়াছেন—বাংলার বিশেষ গুণ গুলিই দাদার সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়ায় তাঁহাকে দেশের লোকে অত আপন ভাবিতে পারে—সাহিত্যিকের এ তো বড় সোজা গুণ নয়, তার অনেক বইর ১০।১১টা সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, অনেকের ঘরে তাঁর বই দেখা য়ায়।

সাহিত্যিক ক্ষতিত্ব ছাড়া দাদার দৃষ্পাদকীয় **ক্ষতিত্ব** কতথানি সে শাক্ষ্য শরংচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র দি**য়াছেন।** 



প্রীঙ্গলধর সেন

শরৎচন্দ্র বলেন—দাদার তাড়া, পিঠ চাপড়ানি, উৎসাহ
অহ্যোগ না পাইলে, তাঁর মত আল্সে লোক যা লিখিয়াছেন তার অর্দ্ধেকের বেশী লিখিতে পারিতেন না।
নরেশচন্দ্র বলেন—দাদাই তাঁহাকে উপত্যাস লিখিতে
প্রবৃত্ত করান বার বার ভাগিদ দিয়া দিয়া। এ সাক্ষ্য
আরো অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিকই দিবেন।

সাহিত্যিক ও সম্পাদক হুই হিসাবেই দাদার খ্যাভি
চিরদিন থাকিবে।

নানা জয়ন্তীর বড় বড় বড় ব্যাপারের মধ্যে দাদা জলধরের এই সম্বৰ্জনা অতি আন্তরিকতার সহিত হইয়া গেল এ জন্ম এই ব্যাপারের উল্যোগীগণ বিশেষ ধক্ষবাদের পাত্র।

সম্বৰ্দনার পরদিন দাদার পরম স্নেহভাজন সাহিত্যিক প্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বহুর উত্যোগে কলিকাতা হোটেলে এক বিরাট প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। এখানে রিনি-বাসরের পক্ষ হইতে দাদাকে রৌপ্যাধারে যে মানপত্র ও রূপার দোয়াত কলম সম্বৰ্দনায় দেওয়া হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল—তারপরে চব্যচোয্য লেহু পেয় নানার্ল স্থাছ আহারের ব্যবস্থা ছিল।

একটা দরজার সামনে টেবিলো বসিয়া দাণা এই আনন্দ ভোজনে যোগ দিয়াছিলেন—এবং আহারাদির পর বাহির হইবার সময় কোন কোন স্নেহভাজনকে বলিভেছিলেন 'এই সঙ্গে নরেন আহারের পর কিছু দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থা করলেই পারত, একেবারে প্রাদ্ধের কাজ হয়ে যেত।'

ভগবানের ইচ্ছায় দাদা আরো দীর্ঘকাল বাঁচুন, এমনি সম্বর্দনা আরো লাভ কর্মন। সন্ত্যি দাদার মত লোক এখন আর মেলে না, এমনি স্নেহ এমনি আন্তরিকতা আর কার কাছ থেকে পাওয়া যায়? প্রাচীন যুগ ও বর্তুমান যুগের একটা চিরপ্রিয় স্নেহের নিদর্শন, ভক্তি ও শ্রহ্মার পাত্র হিসাবেই দাদা শ্রীযুক্ত জলধর সেনকে আমরা চিরদিন মনে করিয়া আসিতেছি—আজ তাঁর এই সম্বর্দনায় তাঁকে আন্তরিক শ্রহ্মা নিবেদন করিতেছি। সম্বর্দনে অভিনন্দন পত্রের অফ্লিপি—

জলধর-সম্বর্জনা অভিনন্দন পত্র—

রায় শ্রীজ্বধর সেন বাহাত্তর করক্মলেষ্—

হে শান্ত স্নিগ্ধ আনন্দময় জলধর আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।

অর্দ্ধ শতাব্দীর সরস-রসধারা-বর্ধণে তুমি রসিকচিত্তকে উন্মুধ, সাহিত্যাকাশকে শ্রামায়মান এবং সাহিত্যক্ষেত্রকে উর্বার করিয়াছ।

কথা-সাহিত্য তোমার কথার মিষ্টত্থে মধুর ইইরাছে, তোমার কাহিনী হুর্গম ভ্রমণবর্ত্মকৈ কুস্কমান্তীর্ণ করিয়াছে, তোমার বর্ণনা স্থদ্রকে স্থাম এবং সাধারণকে সৌক্ষর্যকরিয়াছে। তোমার রচনা শব্দে শ্রী এবং ভালার ভন্নী

হে পথিক জলধর, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি
সংসার তোমার আনন্দের কারণ, কিন্তু প্রবাস ভোষার
আকর্ষণের বস্তু। তাই ঘর এবং পথ তোমার অন্তরে
একটি স্মধুর সামঞ্জয়ে স্থ্যমাময় হইয়া উঠিয়াছে; ডাই
পর ভোমার কাছে পরিজন, পরিচিত ভোমার কারে
প্রীতির পাত্র, এবং বান্ধব তোমার কাছে আমীয় হইয়
উঠিয়াছে।

হে চির-দিবদের তীর্থবাত্তী, সাহিত্যিকে তুমি তীর্চ পরিণত করিয়াছ, তাই পুণ্যলোভাতুর অসংখ্য জন-সমাগদে সে তীর্থ মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

কমল-কিশলয় পাথেয় করিয়া মানসগামী যে রাছ হংসেরা অন্তক্ল পবনে পক্ষবিন্তার করে, কৈলাস-অবি তুমি তাহাদের সঙ্গী হইয়াছ। হিমালয়বিহায়ী হে ফলয়র কোন্ বিয়হের বার্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়ামিলনে লিপি লইয়া আসিয়াছ, সকল সাহিত্যরস্থাহীর চিট্টারার উপভোগের আননেদ পূর্ণ হইয়া আছে কুয়য়য়য় শৃক্ষসমূজ্যাসে মহাদেবের প্রতি দিবসের যে অট্টাস রাশীভূটি হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই আহরণ করিতে কি প্রথ যৌবনে তুমি পরিআজক সাজিয়াছিলে? সেই আনন্মম আহরণের বিতরণে বঙ্কের প্রাক্তর প্রফ্রেছ ইয়া আছে।

তোমার দৃষ্টি সকলকে সমানভাবে নন্দিত করিয়াছে
ভোমার প্রতি অধ্যাতকে থ্যাত এবং নবীনভাবে সংখি
করিয়াছে। স্নেহ-বিতরণে তোমার কার্পন্য নাই, নারির ভোমার কুঠা নাই, বিলাদে ভোমার স্পৃহা নাই; সন্মা ভোমার গর্কা নাই, সামাজিকভায় ভোমার শৈপিলা না বাণীর সেবায় ভোমার প্রান্তি নাই। হর্মার কর্মা তুমি প্রেঠ, সাহিত্যে ও সমাজে ভাই ভূমি জাই। অধিকারী। হে তাত, মামরা ভোমার অভিনন্দন করি গুণমুগ্ধ—সাহিত্যিকর্ম ও রবি-বান্তরের স্বাহ

# আধুনিক চীন

শ্রীস্থাংশুকুমার মিত্র বি-এস-সি

"Thus fares it still in our decay:
And yet the wiser mind
Mourns less for what age takes away,
Than what it leaves behind."

-Wordsworth.

### 80/251-

"হরাজ" সরকার জাতিকে সকল বিষয়ে শিক্ষানান করিয়া উন্নত করিতে সর্কান। ব্যস্ত । চীনে এখন পাশ্চান্ত্য প্রথায় সকল রকম শিক্ষালয় প্রস্তুত হইয়াছে এবং তথায় বহু সংখ্যক ছাত্র প্রতি বংসর প্রীকাষ্য উত্তীর্ণ হইয়া

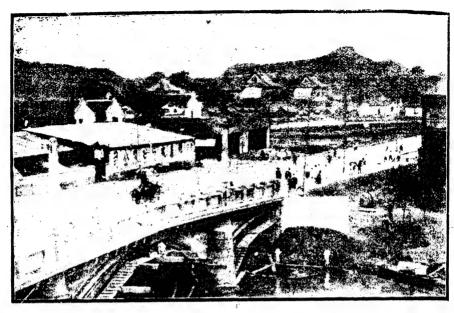


চীন দশক্তি

শেশ কাবে নিৰ্ক চ্ইতেছে। খনেক ধৰ্মদিরও
শিকালরের ছানরশে ব্যবস্থত চ্ইতেছে ও খনেকানেক
উপযুক্ত চাত্রকৈ সরকার নিক ধরচায় পাশ্চাত্য অগতের

শ্রেষ্ঠ ভারে শিক্ষালাভের জন্ম পাঠাইতেছেন। লেখা-প্রভাকে ধর্মার একটা অঙ্গ বলিয়া চীনবাদীরা মনে করেন: **নেজন্ত সকল শিক্ষককে ও প্রতক্**কে তাহারা যথেই ভক্তি ও প্রস্থা করে। আজ্বাল চীনে বড বড সরকারী চাকরী উপযুক্ত ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। চীনে শিক্ষাদানের এমন প্রচর বন্দোবস্ত হইয়াছে যে কেবলমাত্র নানকিন সহরের পরীকাগারটীতে ৩০.০০০ হাজার ছাত্র একদক্ষে বসিতে পারে। কিছুকাল প্রের চীনে "ব্যাচিলার" ( Bacheler ) উপাধি পাওয়া ভয়ানক শক্ত ব্যাপার ছিল। ছাত্রেরা ইতিহার ও দর্শন পরীক্ষায় উপস্থিত হইলে ভাহাদিরকৈ প্রতি ১০০০ হাজার ছাত্রকে এক একটা ক্ষর কঠরীতে किइ निरामत क्रम आवश्व श्राणा इरेड: এवर প्रतीकात नियम এমন ছিল যে অভিক্রিক্ত পরিশ্রমের জন্ম যদি কোন ছাক্র মারা পড়িত তাহ। হইলেও দর্জা কথনও নিয়ন एक করিয়া খোলা হইত না: সেই হতভাগ্য ছাত্রের শ্বটী প্তিয়া ফেলা হইত। এই সকল বাদে ভাহাদিগকে আবার রচনা ও কবিতার পরীক্ষা দিতে হইত।\* ভার

<sup>\*</sup>In his teens the youth steeped in Chienese history and philosophy might present himself for examination at certain centres, where the candidates, to the number of thousands were boxed up for days together in separate cells. \* \* and so strict were the rules that if an overworked student died under it the door must not be peaced. —The World of To-day.



নানাকন্ সহরের একটি পোল

পর তাহারা "ব্যাচিলার" উপাধি লাভ করিত। ১৯০৫ খৃষ্টাক হইতে এই প্রথার রদ হইল। এখন চীনে আধুনিক প্রথায় শিক্ষানান হইয়া থাকে।

### বিচার-

চীন সম্বান্ধ আমাদের সকলকারই যেন কি রকম বীভংগ ধাবণ। আছে! আমরা যথনই চীনদের কথা ভাবতে চেটা করি তথনই যেন আমাদের মনে এক অসভ্য রাজ্যের কথা জেগে উঠে, যেখানে বন্দীদের প্রতি অমাহ্যমিক অত্যাচার করা হয়, মান্ত্যকে ইন্ডামত শ্লে ও অসাত্য ভাবে প্রাণবধ করা হয়, কয়েদীদের এমন ভাবে আবদ্ধ করা হয় যাহাতে তাহারা সমত্ত দিন রাতের মধ্যে ভতে বা বসতে না পারে। বস্তুতঃ এই সকল ম্বণ্য প্রথার প্রচলন হয় ত কোনকালে থাকাও অসম্ভব নয়—যে] কোন জাতির পক্ষেই, কিন্তু আমাদের নব্যচীন সম্বান্ধ কিছু জানিতে হইলে তাহারা কোন কালে কিরপ ছিল এইমাত্র দেখিলে চলিবে না, আমাদের দেখিতে হইবে তাহারং কি উপায়ে আধুনিকতা গাভ করিয়াছে। চীনেরা সাধারণতঃ একটু মায়ামনতাহীন বিশিয়ই বোধ হয় অবশ্য এটা



हीन धर्मना

আমাদের ধারণা মাত্র কারণ তাহারা অপর লোকের শান্তি, এমন কি ফাসী পর্যাস্ত বেশ আনন্দের সহিত উপভোগ করিত; এবং এথনও করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। \*

### 2017-

চানবাসীরা: ব্যবহারিক জীবনে অনেক উচ্চ হান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ ব্যবহারে অভ্যন্ত ঘুণ্যাণ তাহারা লোকের সঙ্গে ব্যবহারে ও বগারাত্তীয় নিতুলি ও অমায়িক এবং কথায় কথায় অনেক-কিছু বলিলেও কাজের সময় তাহাদের আন্তরিকতার কোন খোজ পাওয়া যায় না ই কথার খাঁটা মিল এমনটা আর কোথাও পাওয়া যায় না যেমন পাওয়া যায় তাহাদের পাচজনার কোন কাজে।

### বিবাত-

চীনদের বিবাহ প্রায়ই শৈশবে হইয়া থাকে। পাত্র-পাত্রী পক্ষের ব্যক্তিরাই সকল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং প্রায়ই বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীর সাক্ষাৎ হয় না। চীনশাল্রে এক পত্নীর কথাই বলা হইয়াছে—তবে প্রাথে ক্রিয়তে ভাষ্যা অর্থাৎ চীনশাল্রে পুত্র না হইলে

\* It must be confessed, with all their superficial politeness, the Chienese are a cruel, at least an untecling people, who if tough-skinned themselves, enjoy the sight of punishment and executions like the bullies of our old public schools.

—World of To-day.

The chienese are outwardly the politest in the world, and not the least so in inward disposition.

-World of To-day.

Revenues we e "squeezed" for the benefit of the collectors; roads and embankments go to ruin, while the officials charged with repairing them grow rich; officers draw pay for a thousand men, when then tagged and illarmed regiment does not number half as many.

—The World of To-day.

আবার পত্নী গ্রহণ করার বিধান দেওয়া আছে। চীনদেশে সকলেই 'বাধা' হইতে চাহেন এবং পুত্র না জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত তাহার। অত্যন্ত মনকেটে দিন্যাপন
করেন। তবে কন্যার চেয়ে পুত্রের কদর চীনদেশেও বেশী।
চীনে মেয়েদের মধ্যেই বেশী আত্মঘাতী হওয়ার সংবাদ
পাওয়া যায়। কিন্ত চীন বিজ্ঞোহর পর হইতে নারীপ্রগতি আরম্ভ হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে তীব্র
বহি একনিন নানকিন্ সহরে "আম্যাভন্ যুদ্ধ" আরম্ভ
করিয়াছে উহার পরিণতি কোনদিকে এর সাক্ষ্য চীনের
নারীলা দিবে। চীনদেশের ন্যায় ভারতেও নারী প্রগতি
চলিতেছে—আবাদের এই প্রগতিকে অনেকে পাশ্চান্তা
ভাব ছিট বলিলেও অনেকে উহার পক্ষ-পাতীও আছেন
কিন্তু কোনদিকে ভারতের সত্যকার উন্নতি এর সাক্ষ্য
দিবে আমাদের বংশধরগণ। আজ ইহার স্বপক্ষে বা
বিপক্ষে বেশী কিছু বলা যায় না।

## আচার, ন্যবহার ও সংকার–

চীনদেশের নেয়েদের সৌন্ধ্য তাদের পায়ে। শৈশব হইতে সকল মেয়েদের ওপানে একরকম লোহার জ্তা পায়ে দিয়া থাকিতে হইত যাহাতে না তাহাদের পদ্যাল ঐ মাপের চাইতে বড় হইতে পারে। ঐ ওপানকার মেয়েদের সৌন্ধ্য ছিল। চীনে মেয়েদের "জ্লরী" হইতে হইলে কি ভয়ানক বই সহা করিতে হইত। কিং এখন পুরুষের বেণী উঠিয়া যাওয়ার মত মেফেদের পা থক্ষ করার প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে। \*

\* The most painful of womans wrong is one enforced by the tyranny of custom, the senseless crippling of the feet that costs a girl years of torture,...

— The world of Today.

িচনিকদিগের ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ উহা ইংরাজী পুতকাদি হইতে সংগৃহীত এবং ঐ সকল পুতকাদির কেথকগণ প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য দেশবাদী সেইজক্ষ ঐ সকল লিখন সমূহ কতকটা বিখাসবোগ্য তাহাও বিবেয়া]

# সবাক চিত্র

# শ্রীবামাদাস চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্ সি

কয়েক বংসর যাবং চলচ্চিত্র জগতে একটা নৃতন সাড়া
পড়িয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে একতী
শক্তিক যে অভাব বৈজ্ঞানিকগণ বহুপূর্বে হুইতেই
নির্বাক চিত্রে অভভব করিয়া আদিতেছিলেন তাহা
দ্রীভূত করিতে সম্পূর্ণ কুতকার্য্য হুইয়াছেন। এয়াবংনির্বাক চিত্র বহু অর্থায় ও পরিশ্রম দ্বারা প্রকৃতই
হংকর্বের চরম সীমায় উপনীত হুইয়াছে। ইহাতে পাশ্চাত্যের
চিত্রকরেরা নৃতনত্বের আর কিছু বাকী রাগেন নাই।
নির্বাক চিত্রের সাক্তেনাক্র অবল্যন্ত হুইয়াছে
এবং তাহা স্কচাক্তরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়া কলাবিভায়
চরম উংকর্ব সাধিত হুইয়াছে। এক্ষণে নির্বাক চিত্র
গৃহীত হুইলেই সাধারণে পাশ্চাত্যের অফুকরণ ব্যতীত
ভাহাতে নৃতনত্বের আভাগ পান না।

স্বাক চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণায় একটা নৃতন পছা আবিদ্ধত হইয়াছে। চিত্রের দৃশুপটের চরিত্র অফুষায়ী শব্দ যোজনা যে শুধু বৈজ্ঞানিকগণেরই কৃতিজ্বের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, চিত্রশিল্পীগণের দক্ষতার প্রয়োজন। বাস্তবিকই স্বাক চিত্র কলাবিভাকে একটা নৃতন স্তরে আনহন করিয়াছে। রক্ষমঞ্চে অভিনীত হইবার নিমিত্ত যে পাঠক নাট্যকারগণ চিত্রস্তনপ্রথা অফুষায়ী লিখিয়া আসিতেছেন, স্বাক চিত্র ঘেন তাঁহাদের স্পষ্টই বলিভেছে যে রচনার ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন। এই ছুইদলের পূর্ণ সম্বেশ হইলে, একটা চিত্র স্কাক্ষ স্থান্য ছুইদলের পূর্ণ সম্বেশ হইলে, একটা চিত্র স্কাক্ষ স্থান্য উঠিবে।

ব্যবসায় ক্লেত্রে স্বাক চিত্র এতদ্র সাক্ষন্য লাভ করিয়াছে, যে, সাধারণ প্রেকাগৃহে সকলেই উহা কৃতিজের সহিত ব্যবহার করিতে পারিতেছেন;—ইহার মূল কারণ বেতার বা ব্রড্কাষ্টিং। বেতারের ক্রমোন্নতির সহিত স্বাক্চিত্র প্রতি পদে জড়িত রহিয়াছে। আজ ঘরে গরে

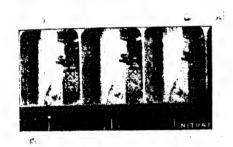
বেতার শুনিতেছেন। কিন্ত ইহার মূলে যে কত অধ ব্যয় কত গবেষণা হইয়াছে তাহা ইয়তা নাই। যন্ত প্রস্তুত্ত কারগণ প্রত্যহ্ নব নব উপায় উদ্ভাবনের নিমিন্ত নিজনের প্রত্যেকটা আংশ অতি উত্তমরূপে প্রস্তুত্ত করিয়া স্বাক চিত্র যন্ত্রে ব্যবহৃত হইতেছে। চিত্রে শন্ধান্তনা ক্রিতে "মাইক্রোফোন্" (Microplone) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেক্ষাগৃহে শব্দ প্রোশ্চারণ করিতে "লাউদ্ধ্রিয়া প্রেক্ষাগৃহে শব্দ প্রোশ্চারণ করিতে "লাউদ্ধ্রিয়া প্র্যান্ত প্রত্যেকটা যন্তের গঠনপ্রণালী বেতারের দিনিকট ঋণী। আবার বেতারের উন্নতি সাধনের নিষিত্ত



বৈহাতিক যন্ত্ৰের কারখানাগুলি, এমন কি লোহার কার-খানা পর্যান্ত গবেষণাতে যতুবান্।

সমাক্ভাবে স্বাক চিত্রের অনুশীলন করিতে হইকে
পদার্থবিজ্ঞানের কিঞিৎ জ্ঞান আবশুক। রেডিও বা বেভারের স্থায় এতদ্র জ্ঞাসর এখনও হয় নাই, ঙে,
সাধারণ বা Amatureএর নিকট প্রস্তুত প্রণালী সহকসাধ্য হইবে। আমরা এখানে করেকট মোটামুট
স্থানোচনা করিতে চেটা করিব, স্বয় স্ক্রণার বা ক্রিক কোন বিজ্ঞানের নিষমাবদীর যতদ্র সম্ভব এড়াইয়া।
বহদিন ইইতে চলচ্চিত্রকে মুখর করিয়া তুলিবার একটী
চেটা ইইতে থাকে এবং প্রথমে গ্রামোফে'ন রেকর্ডে
ভোলা হয়। ইহাকে Vitaphone বলা হয় এবং Victor
talking machine co বিশুর ছবি এইরূপে মুখর করিয়া
তুলিতে থাকেন। এই রেবর্ডগুলি ছবির সহিত সমান
ভাবে চালাইতে ইইত, এজন্ম সময় ছবি হিড়িয়া
যাওয়ার জন্ম বাদ দিলে শব্দ ও ছবি তফাং ইইবার
সন্থাবনা ছিল; কিছ ইহার শব্দ খ্ব স্পষ্ট ইইত।

অজকাল ফিলোর উপরে**ই শব্দে**র চিত্র উঠানো হইয়া



থাকে। প্রথমে এই শব্দের আলোক চিত্র লইয়া বছ গ্রেষ্যা চলে এবং উহা সাধারণ নির্বাক চিত্রের ফিলোর মধা রাখা হইবে কিয়া অন্য কোনও প্রকার চওড়া ফিলোর প্রয়োজন (30") এই বিষয়ে বছ আলোচনা হয়। প্রথম পরীক্ষা Poulson-Peterson System এ চওড়া ফিলো করা হইত এবং প্রের্ব তাহা দেখানও ইইয়াছে। ইহার স্থবিধা এই, যে, ফিলা প্রশন্ত হওয়াতে শব্দের ছবি ছলিতে বেশী ছান পাওয়া যায় এবং শব্দ মপত্ত হয়। কিন্তু প্রধান অন্তবিধা যে পৃথিবীব্যাপী সমন্ত নির্বাক চিত্রের যন্ত্র প্রের্বাক কিন্তুর এবং নৃত্র যাজন। ম্বার্বার এবং নৃত্র যাজন। ম্বারার এবং প্রাক্তরাং এরপ অন্তবিধার মধ্যে না যাইয়া সাধারণ ফিলোর ১ ছইয়ের পাঁচ ইঞ্চি প্রশন্তভার পরিমাণকেই শর্মানাসম্যত বলিয়া নির্বারিত করা হইয়াছে এবং প্রায় ছইয়ের পাঁচশ ইঞ্চি স্থান শব্দের ছায়ারেখান্ডলির নিমিত্ত ছাড়িয়া নিতে ছইয়াছে।

প্রথমে শব্দ কিরপভাবে ছবিতে পরিণত করা হয় নেই সংক্ষে কিছু আলোচনা আবস্তক। আমরা সকলেই

টেলিফোন জিনিষ্টা দেখিয়াছি এবং কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও একপ্রকার জানা আছে বিশ্বা মনে হয়। টেলিফোন "রিসিভারটী"র (Receiver) যে অংশে মুখ রাখিয়া কথা বলিতে হয় তাহাকে"মাইক্রোফোন"বলে। এইরপ একটা বেশ ভালরকম শ্র বক্তার সম্মধে অন্তরালে লক্কায়িত থাকে। অভিনয় করিতে করিতে তিনি **যথনই** কোন শক্ষ উচ্চারণ করিবেন তথনই ঐ বাতাসের স্পন্দন-সমহ "মাইজোকোনে" (ইহার ডাক নাম 'Miki') আঘাত করে। সাধারণতঃ এই যাল একটা বি**দ্যাতপ্রবাহ** সর্বনাই চালিত অবস্থায় থাকে এবং ম্পাননগুলি মুহুর্ত্ত মধ্যে বৈছাতিক ম্পন্দনে পরিবর্ত্তিত হয়। তৎপরে ক্ষেক্টী "ভালভ" (Valve) যুক্ত "এম্প্লিকায়ার" (amplifier)এর সাহায়ে এই ক্ষুদ্রকুদ্র বৈচাতিক স্পান্দ**র্যাতে** অধিকত্ব শক্তিশালী করা হয়। বেতারের মল্লাদির সহিত সামঞ্জন্য এই প্রান্ত বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার পরে আর বিশেষ কিছু নাই। পদার্থবিজ্ঞানের Electrical Laboratory experiment গাহারা করিয়া-ছেন, তাঁহারা অবশ্ব জানেন যে Galvanometer নামে যে যন্ত্রটী আছে, তাংগ অতি সামান্য তড়িতের স্পন্দনকে আলোকরশার কম্পনে পরিবর্তিত করিয়া থাকে। **এইরপ** ধর্ণর একটা যাল্লের সাহায়ে সন্ধীণ আলোকরেখার



ক্ষান্ত লিকে ফিলোর উপর আলো-ছায়াতে অধিত করা হয়। অনেকেই প্রান করিবেন যে কিরপে শব্দ ও ছবি একতা স্মাবেশ হয়। ছবির "ক্যামেরা" এবং শব্দের ঐ Galvanometer যুক্ত "ক্যামেরা," এই ছুইটা বিভিন্ন Negatives প্রস্তুত হয়। একটাতে ছবি থাকে ও অন্যটিতে ছবি থাকে না, একেবারে সাদা কেবল একধারে কয়েকটী রেথামাত্র অঙ্কিত হয়। (১নং ছবি) পরে ঐ ছবি ও রেথা একত্র আর একটী Positive ফিল্মে ছাপা হয়। তথন ছবির পার্গে রেথাগুলি উঠিয়া যায়। এইরূপ যে ছবি হইল ভাহা প্রদর্শনের উপযোগী। (২নং ছবি)

ঐ Galvanometer ব্যতীত আরও একটা উপায়ে ঐ তড়িংশক্তির ম্পাননকে আলোকরশিতে পরিণত করা হয়। যেমন একটা বিজলী বাতি, যথনই বিহাতের চাপ কম্পান হইয়া উঠে, উহার উজ্জলতারও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এরপ একটা বাহিকে বিশিষ্ট-ভাবে প্রস্তুত করিয়া ঐ কার্গ্যে বাবহৃত করা যাইতে পারে। ইহাকে Neon Glowlamp বলে, এবং অনেক যন্তেই ইহা বাবহৃত হয়।

আরও একটা তৃতীয় উপায় আবিদ্ধৃত ইইয়াছে, এবং ইহা এতই জটিল, যে, তাহা সাধারণে ব্যবহার করিতে অনেক অস্থবিধা এবং খরচও মথেষ্ট বেশী। ইহার ছারা অনেক সময় স্পষ্ঠতর ও স্থাভাবিক শব্দ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের জন্ত Polarised Light ray আবশ্রক এবং ইহার plane of polarisationএর angle বৈহ্যতিক স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে অল্পবিশুর ঘুরিতে থাকে। এই সমস্ত জটিলতার জন্তই ইহা সাধারণ ছবিওয়ালাদিগের নিকট ছুর্বেংধা!

প্রদর্শন যন্ত্র যতই ভাল করা যাক, শব্দের রেখা ত্লিবার সময় যদি কোন দোয় থাকে তাহাকে স্বাভাবিক স্বরে পরিণত করা সহজ সাধ্য নহে। বাতবিকই শব্দরেপাগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরের অন্ত্যায়ী হয় না, এজতা পূর্ব স্বাভাবিকতা থাকে না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ফিলের আয়তন ছোট এবং শব্দরেধার জতা যে স্থান নির্দারিত হইয়াছে তাহাও অত্যন্ত ছোট, এ অবস্থায় কতকগুলি স্বরের স্বাভাবিক ভাব রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত ফিল্ম যদি অনেকবার কাটিয়া পুনরায় জোড়া দেওয়া হয়, শক্ষরেখার ঘরের বরাবর একটা সমভাব বজায় থাকে না, এজতা প্রদর্শনযক্ষে অনেক স্ময় একটা ঘড় ঘড় শক্ষ হয়।

১নং ও ২নং ছবিতে আমরা ছই প্রকার শকরেশার চিহ্ন দেখিতে পাই। ছই একই কেবল তুলিবার বদ্ধে দে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলোক রশ্মি যায়—তাহারই তার-তম্যের উপর নির্ভর করে। তনং চিত্রে একটা ছোট সংক চিত্র উঠাইবার সাজ্বরের (studio) নক্ষা দেওয়া গেল। ইহাতে ছুইটা Microphone ও একটা Camera যেখানে অভিনয় হইবে হেছলে রহিয়াছে। Microphoneটা সাধারণতঃ ঝুলান থাকে। ইহাতে নড়াচড়া করিতে স্বিধা হয়।



শ্রীযোগজীবন মিত্র

ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টিটিউটের Fine Arts Exibition গ্রন্থ চিত্রে (Landscape) ফটোগ্রাফিডে, Scottish Church College এর দিতীয় বার্বিক শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগের শ্রীমান বোগজীবন মিত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে জারও করেই স্থানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা এই তরুণ শিল্পীর সাফল্য কামনা করি।



## ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

ন্থরমা বলিল-- "আর আমার ঠিক মনে হয় স্থানীল প্রাও"--

পৃথার গলা শোনা গেল দ্র হইতে, একটু পরে কাছে হাতী আনিয়া দে বলিল, "চমৎকার পাহাড়" বলিয়া পূথা কতগুলি ব্যুক্ত ছুঁড়িয়া মারিল স্থনীলের ও স্থ্রমার গায়ে।

পাহাড়ের গায়ে তাঁর থাটাইয়া চাকর-বাকর আগে হইতে থাবার ও চায়ের বন্দোবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা পৌছিয়া দেখিল রাজীব তাহাদের অপেকা করিয়া মাছে।

পৃথা বলিল—"চল উপরে ওঠা যাক্—" রাজীব বলিল—"স্বেমা পারবে তো উঠতে ?" অ্বমা বলিল, "পারবো হয়তো।"

রাজীব বলিল, "আগে একটু কিছু খেরে নাও সকলে।

চারজনে ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়া থাওয়া সাড়িল। তথন
বেলা প্রায় তুইটা। সকলে উঠিতে আরম্ভ করিল কোন
খানে একেবারে খাড়া পথ কোনখানে বা বাঁকিয়া একটু
সমান হইয়াছে।—পৃথা সকলের আগে লঘু গতিতে উঠিতেছিল, রাজীব ভাকিয়া কহিল,—"পৃথা, একেবারে সকলের
আগে বেয়োনা—"

পূথা মুখ ফিরাইয়া বিজ্ঞাসা করিল—"কেন দাদা ?"

"ংদি কোন জন্ধ সামনে পড়ে !— আমাকে আগে
বিভে দে !"

"না দালা, ভার চেবে আবার হাতে পিতলটা দিবে লঙ্—"

<sup>"তাই</sup> বা কি করে ভূবি অনেক আপে উঠে পেছ বে"

"তবে থাক বলিয়া পৃথা উঠিতে লাগিল।" স্থনীলও
পা চালাইয়া উপরে চলিয়া গেল পৃথার কাছে। স্থরমা
একটু পিছনে পড়িয়াছিল—রাজীব তাহার কাছে ফিরিয়া
গেল। সে বলিল,—"স্থরমা, বোদ, একটু জিরিয়ে
নাও—" "স্থরমা বলিল—"ওরা যে আগে চলে গেল,
বলি কোন জন্ত উদ্ধ বেরোয়।"

"স্নীল গেছে তো—ওর কাছে একটা রিচ্ছলভার আছে।" একটু হাসিয়া রাজীব স্থাবার বলিল—"আর উঠতে তুমি পারবে,না—স্বমা স্থাত্যা বলিল— "কতদ্ব এসেছি?

"বেশী আসিনি মাত্র ছশো ফিট।"

"ওরা কি একেবারে ওপরে উঠতে পারবে ?" অতদ্রে উঠতে পারবে না, তাছাড়া শুধু পাচশো কিট পর্যান্ত রান্তা ভাল আছে, তার ওদিকে আর ভালো রান্তা নেই!"

"আমার জন্ম তোমারও ওঠা হল না।" "আমারও ছেলেমাস্থীর বয়েস গেছে স্থরমা—" "গেছে এত শিগ্ গির?" "তাই তো মনে হয়—"

রাজীবের ক্ষালের উপর স্থরমা বসিয়াছিল স্থার রাজীব দাড়াইয়া বলিতেছিল, মনে "হয় তাই!" স্থরমার হঠাৎ একটা কথা মনে হইল। সে বলিল—"তাই বৃথি আল কাল খুব সংকাজে মন দিয়েছ?"

"তৃষি নিজেই ভেবে দেখোনা—"
"ভেবে দেশেছি, আর ব্যতেও পেরেছি, তাতে
ভোমার আনন্দিত হওরাই উচিত বলে মনে হর।"

"আচ্ছা সে কথা ষাক্, কিন্তু একটা কথা বলবো কি ?"
মৃত্ব হাসিয়া রাজীব বলিল—"কি বল !"

"অমত বড় একটা সদমুষ্ঠান করছ আমাকে বলনি কেন ?"

"कान मत्रकांत्र प्रिथिनि यालहे यानि-"

"আমার বৃথি এটুকু পর্যন্ত জানবার কোন জধিকার নেই ?

"নিশ্চয় আনাছে, যথন প্রয়োজন মনে করতুম তথন বলতুম।"

"কিন্তু বাড়ী ভোমার হয়ে গেছে, তবু তুমি এ কথাটা সুকিয়ে রেখেছিলে কেন! আমি কি এতই হেয় যে ভোমার এতবড় একটা সংকাজের আনন্দের অংশও নিতে পারি না!"

রাজীব একটু থামিয়া বলিল—"বলিনি কারণ তুমি অনর্থক ঝগড়া করবে বলেই, তবে ইচ্ছে ছিল বে তোমাকে দিয়েই ওটা প্রথম থোলাবো।"

"ক্ষে পেছে জামি খুলবো না কধনো—"

রাজীব স্থির ভাবে বলিল—"থ্লোনা,—তোমাকে
দিয়ে আমি জাের ক'রে কোন কিছু করাতে চাই না তাে!"

"কিন্তু আবার মনে মনে ছ:খও তো করবে !" গাজীব একটু ছাসিল—"না, মনে মনে আমার ছ:খও হবে না, তুমি একটা কিছু করতে চাও না, করো না, তাতে ছ:খ হবে কেন ?"

"তোমার কথা ভনলুম না বলে ?"

"তাও তোমার ইজা—। তোমার ইচ্ছে হ'ল না, বেণ ভনো না, ইচ্ছে হর ভনো,—ভাতে স্বামার ভাবের কোন পরিবর্ত্তনই হবে না স্থরমা। চল নীচে নেবে যাই।"

স্থরমা সূর নরম করিয়া বলিল,—"বোসনা দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ওরা কি আসছে না ?"

ক্লান্সীব উপরের দিকে চাহিন্না বলিল,—"ঐ যে আসছে শোধ হয়।"

ফিরিবার সময় সন্ধার মান খুসরতা বিষয় চরণপাডে
নামিয়া আসিয়াছিল বনানীর তার নির্জনতাকে আরো
ব্যবিত করিয়া,—অভকার সমাজ্য পথে, ডাছাদের নীরব
বাতা স্বস্মাহক কুই করিয়া দিয়াছিল। অনেকলণ কেই

কথা কহে নাই—স্বনার মনে হইডেছিল, এই বৃথি
প্রাকৃতির অপ্রকাশিত রহস্ত—মাহুষের জীবনের রহস্ত
বুঝি এমনি ন্তর এমনি ধুসর হয়—মাঝে মাঝে যাহার,
সেই মৌনতা ভঙ্গ করিতে ভয় হয়—ইচ্ছা হয় না—
যেমন রাজীবের। তাহার প্রাণের নিহিত রহস্তের দার
সে আজো পর্যান্ত উদ্বাটিত করিতে সাহস করিতেছেনা,
কেন ? ভয়েই বৃঝি।—খানিক পরে সে পৃথাকে বলিল—
পৃথা এই সময়টা কেন মনটা উদাস হয়ে যায়। এই সম্
দেশের ধূলায়, হাওয়ায় কি যেন আছে, আকাশে, বনে,
জঙ্গলে কি যেন কি ব্যথা লুকিয়ে আছে—তোমার হারা
মনটাও গভার হয়ে ওঠেন। কি ?"

পৃথা হাসিয়া বলিশ—"গন্তীর হওয়ার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না তো—বেশ চমৎকার শোভা—আশ্র্যা বিশ্বয়কর, দেখে বরং আনন্দ হয়।"

স্থ্রমা নিজের মনে ভাবিয়া কোন ভাবনারই কৃষ কিনারা পায় না। সে দেধিল অত ঝর্গড়া, অত রাগ অভিমান করিয়া অবশেষে সে বেশ ভালোই থাকে। তাহার মুহুর্তের জক্ত জাগিয়া ওঠা মনের বিজ্ঞোহী ভাবটা মাধা তুলিয়া উঠিতে না উঠিতে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। ধাং। খব বেশী অস্থ বলিয়া মনে হয় এক সময়ে, ভাহাও বেশ সহনীয় হইয়া যায়। তাহা হইলে সে কি মানিয়া লইল রাজীবের স্বেচ্ছাচারিতাকে? রাজীব কি তাহাকে দেথিয়া হাসিয়া ভাবিবে যে তাহার কঠোর মৌন শাসনের ভরে ভীতা হইয়াই সে আজ এ ভাবে নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছে তাহার মনের ইচ্ছাটাকেই। অথবা ইহা হুরমারই অন্তরের হর্কালতা! সেই বৃঝি অপারণ হইয়া খেলার রাজীবের দৃঢ় সম্বল্পের পদতকে মাধা রাধিয়াছে। মাহুবের বৃঝি এই রকমই হয়। প্রথম উদ্দীপনা, আভাষের বিরুক্তে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইবার প্রবল প্রচেষ্টা কি এবনি করিয়াই নিতেজ হইয়া বিলীন হইয়া ৰায়-দীগু শাসন ও সঙ্কল্লের সন্মূৰে ? অথবা সে ছৰ্বল ৰলিয়া, রাজীবনে ভালবাসে বলিয়া সে চাম্ব না তাহাকে বিরক্ত ও উদ্বেশি করিতে ? অভুশোচনা তাহাকে পীত্বিত করিরা ভূলে একই প্রার বার —কেন সে বিবাহ করিল!

स्नीतित कथा छात्रात सन रहा। स्वीत अस्तर

বে সকল ৰুধা বলিয়াছে ভাহা হয়তো সত্য। কিন্তু তাহার মাঝে মাঝে মনে হন্ন পৃথার আত্মনির্ভরতা ও বিশাস বলিয়া দে ব্যাখ্য। করিয়াছে যাহা তাহা পৃথার অবক্তা নয় তো ? ঘেশানে ভাগবাসার অভাব হয় সেইখানেই অবজ্ঞা বা নির্বিকার ভাবে অবস্থান করে। তবে কি পৃথা ও স্থনীলের ভালবাদা কিছু না, একটা ফাঁকি মাত্র ? দেখানে কি আছে ভগু বিলাসের মোহ, কায়িক আকাজ্ঞা, ও তাহা হইতেই ছাত হইয়াছে-একটা নিরপেক্ষ তাচ্ছিল্য? অথবা সনীলের কথাই ঠিক। ইহা যদি ওধু নিরপেক্ষতা হইত ভাগ হইলে স্থনীল নিজেকে কথনো হয়তো এ ভাবে প্রতিরোধ করিতে পারিত না-এত বড় প্রলোভনের বিরুদ্ধে। সেইবায় সে ভাবে হয় তো স্থনীলের কথাই ঠিক। আর পৃথা? তাহার সমস্ত উদামতা অথবা তাহার কথায় "লভ ফুটে" ইত্যাদি লইয়া সে হয়তো অন্ত কোনধানে শাস্তি পায় না. তাই সেও কি ফিরিয়া আসে আবার স্থনীলের "আস্মনির্ভরতা অথবা বিশ্বাদের"প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া,—তাহার সমস্ত অশাস্ত কামনাকে আবার মিশাইয়া দিয়া স্থলীলেরই উদ্দেশে প্রবাহিত তাহার প্রেমের মশাকিনী ধারায় ? বাহিরে কি শুধু ভাহার একটা মিথাার মুখোদ মাত্র, ৰাহা তাহাকে জগতের দমুখে কঠোর নিন্দা ও তিরস্কারের গ্লানি দিয়াই ভরিয়া দিবে শুধু-মার অস্তর ? **মন্তর কি তাহার সত্যের উজ্জ্বতার নির্ম্মল, ভল্ল, নিঞ্লক** ?

শার সে নিজে ? সে ও তো কুড়াইয়া লইতেছে নিশা মানি তাহার পশরা ভরিয়া। ঠিক পৃথারই মতন। কিছ তাহার মত সে তাহার অন্তর ঠিক নিজল রাখিতে পারিয়াছে কি ? কে জানে ? রাজীবের প্রতি তাহার অটল মনের তাব টলিয়া য়য়—মাঝে মাঝে তাহার লক্ষ্যয়ট ইইয়া য়য়—তাহা ইইলে য়াজীবের উপর তাহার আর কিছ দাবী করিবার থাকে কি ? কিছ রাজীবও তো পারে না তাহাকে ঠিক সেই রকম করিয়া ভালবাসিতে! স্থনীলের মত লে তো পারে না প্রালভনকে অন্তর করিতে। রাজীব বলিও বলে মিনভির প্রতি ইহা তাহার কর্ত্তব্য বাত্ত—কিছ গুরু কর্ত্তব্য কি ? না, না, তাহা নয়—স্বয়া কিছতেই মানিয়া লইতে পারে না তাহার এ কথা! আর পৃথার মতনও সে পারে না ভালীর উপর ক্ষান একং

আত্মভার থান্ত করিতে অবাধে—অথবা সে সহজ সরল ভাবে তাহার অথারটাকে হাসিয়া তুলিয়া লইতে পারে না! তবে দে কি করিবে? বার বার নিজেকে আবার লে ধিকার দেয় কেন সে বিবাহ করিল—পরকণেই শিহরিবা উঠিয়া ভাবে—রাজীব না হইলে বুঝি ভাহার সম ও জীবন আবে। বেশী বার্থ হইয়া বাইত!

### シス

কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথা এখনো সমানে ভাহার ফুর্ত্তি লইয়া আছে—তাহার বিরাম নাই, অবদাদ নাই রাস্তি নাই। সে যে কলিকাতায় বলিয়াছিল, তাহাও ঠিক—
অতীতের দিকে সে ফিরিয়া চাহে না, বর্তমানকেও সে
অতীত বলিয়া ধরিয়া লইয়া ভুধু চায় সে তাহার ভবিবাৎকেই
উজ্জ্বল করিতে, ভোগ করিতে।

স্থরমা অবাক হইয়া ভাবিতেছিল পূথার কি এই অবিরাম গতির সীমা নাই ? আগের দিনই স্থনীল সারাদিন মুরিয়া সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিয়াছিল—"বৌদি,
পূথা আজ একেবারে হয়রাণ করে দিরেছে—"

"কোথায় গিয়েছিলে ?"

"উ: সেই ছোট নৌকর নদীতে। এ-পাশে ও-পাশে সঙ্গে সঙ্গে ছোট কুমীরগুলো, মাঝে মাঝে আবার ডেউএর ধাকায় কুমীরদের আর শিকারীদের গোলমালে মনে হজিল বুঝি নৌকো শুকুই উল্টে যায় বুঝি।"

স্থ্যমা ভাবিল আৰু আবার পূথার এই জের। একবার তাহার মনেও হইল মেয়েদের অতটা ভাল নয়—
তথু স্থনীলই আবদার দিয়া তাহাকে এত উদাম করিয়া
ত্লিয়াছে। তাহার মনে হইল সে ঘাইবে না—কিছ আবার
ভাবিল—পূর্কদিন সে ঠাকুরের জন্ত মালা গাঁথিতে গাঁথিতে
বলিয়াছিল "বৌদি—কেমন চমংকার মালা গেঁথেছি ভাল
হয় নি ? বছেতে স্থলর সিকের মালা পাওরা বায়, করেক
গাছি পাঠিরে দেবো।—ওই পুত্লগুলোকে আমার কেথতে
বেশ লাগে—ভার উপর সাড়ী গ্যনা পরালে আরো
চৰংকার লাগে। আমাদের গোবিন্তের মূর্জিট বেশ।"

"পুতৃৰ বৃথি !" পুথা ছাসিয়া বৰিল—"ডা নয় ডো কি ! ৩টা বঞ্চের পুতৃত ধেলা। তবু কথনো অমায় করতে পারি না যেন।
হাতটা আপনা হ'তে কপানে ঠেকে—মাথা ছয়ে আনে—
এসব পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া বোধ হয়। হাজার
নাচ করি, আর যাই করি না কেন অস্তর্টা বোধহয় সেই
বংশ প্রথামত রক্ষণশীলই থেকে যায়। বৌদি সোমবারে
চলে যাজি।"

"কেন ? এবারে এত শিগগির যাবে কেন ?" দেবারে প্রণবের জন্ম অতদিন ছিলুম। থাকতে ইচ্ছে করছে না—ক্ষার। যাবে। বৌদি—"

কাজেই স্থরমা বৃথিয়াছে—পৃথা যথন বলিয়াছে "য়াবো" ভথন সে য়াইবেই। স্থরমা ভাবিল পৃথার অন্ধ্রোধ রকা করিয়া সে বজরার ঘাইবে।

সাগর বিল। উছলিত জলরাশি আপন আনদ্দে আপনহার হইয়া নাচিয়া নাচিয়া উঠে একটু বাতাদের জরে। দ্রে দ্রে পাহাড়, ছই বাহু দিয়া আদর করিয়া দিরিয়া রাখিয়াছে এ উদ্ধান চঞ্চল বালিকাকে, কখন সেকোন বিপত্তি বাধাইয়া বসে—এই আশ্বরায়, এই ভরে ব্রিয়। তবুও রক্ষা নাই, আকাশে একটু মেঘ দেখিলেই সে উদ্ধান হইয়া নাচিয়া উঠে—সামান্ত লঘু বাতাসের পরশেই শিহরিয়া উঠে। রাজীবের প্রকাশু সাদা বজরা—একেবারে সাদা ঠিক একটা রাজহাদের মন্ত ললিত লীলায় চেউ কাটিয়া কাটিয়া আট মাঝির দাঁড়ের জোরে চলিতেছিল, তার উপর পাল উঠিয়াছে। তখনো হুর্যা ভোবে নাই। পূথা, হুর্মা, হুর্নীল ও রাজীব ভিতরের কোঠায় বিদ্যা "ব্রীজ" পেলিতেছিল। অনেকক্ষণ ধেলিবার পর পূথা উঠিয়া বলিল, "আর ধেলবো না দাদা, চল বাইরে যাই, এধন আর রোদ নেই।"

স্থরমা বলিল—'গেম' হয়ে আছে—ছুণক্ষেরই একটা 'রাবার' হ'য়ে যাক না—"

"না বৌদি গরম লাগছে—"
"তবে থাক" বলিয়া হুবমাও উঠিল।
সকলে বাহিরে বাহির হইয়া ছাতের উপর উঠিল!
আমিনের মাঝামাঝি সময়—নির্দল আশান্ত বিলের জল
একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া আছে—বছদুর ব্যাপিয়া
—বিশ্বত হইয়া। তথন হাওরার জোর একটু বাড়িয়া

গিয়াছিল—দেই হাওয়ার ভর দিয়া বজরা চলিয়াহিল—
ফতগতিতে—ভালে তালে। অভগামী প্র্যের শেষ
রিশার আবেশ মাধিয়া পশ্চিমাংশের অনেকথানি জল লাল
হইয়৷ গিয়াছে—আর পূর্ব্ধিকে প্রিমার টাদের রজত
জ্যোৎয়া তরলধারায় ঝরিয়া পড়িয়া জলের সহিত মিনিয়
য়াইতে চাহিতেছে—আবরণ-হীন, মৃক্ত, অয়র তলে
কাহারও লুকোচুরী চলে না—প্রকৃতি অম্বরহীনা,—সৌমধ্য
নগা, তাই বুঝি স্কৃত্ত এ সায়াহ্যবাসরে প্রকৃতির কুঞ্বনে
স্ব্যা চন্দ্রের এ অপুর্ব্ধ উন্মুক্ত মিলন অভিসার!

পৃথা বলিল, "বাং—কি চমৎকার—ও-পালে লাল ক্রের আলো এ-পালে সালা চাঁদের আলো, কি অভুত ক্ষর—আঃ, ক্ষর হাওয়া—বোল না ক্নীল। গরমে মরে যাচ্ছিলুম ভেতরে, আর ফ্যান গুলোর হাওয়া দে রক্ম আরামের নয়—আরো গরম লাগে।"

স্নীল তাহার খভাব দিছ প্রক্রতা ছাড়িয়া আন একটু গন্তীর হইয়া উঠিয়াছে। স্থ্রমা লক্ষ্য করিল নিষ্ক কিছু বলিল না! স্থ্যমা বলিল—"বেশ লাগছে— আমার এই সব, এই বন্ধরা, হাতী, পাছী, এই সব দেখলে মনে হয়, আমাদের সেই যুগটা নেহাং ধারাপ ছিল না, এ জিনিবগুলোর বেশ একটা প্রাচীন্য আছে।"

পৃথা বলিল—"আর সদে সদে মনে পড়ে বেদি আমাদের এখনকার একদিনের পথ এক মাদে যাওয়র কথা—আর মনটিও সেই সদে থেনো পিছিয়ে চলে যায় সেই যুগের কোলে—আর এগিয়ে আসতে পরেনা—"

"ভোমার তাহলে এগুলো ভাল লাগে না?"

"লাগে। কিন্তু সভিা বলতে কি মনে হৰ, বেন ঠিক সেই রকম চলার গভিটা পাচ্ছি না, ট্রেন, জাহান মোটর—কি রকম একটা গভি, জীবন আছে মনে হর আর এগুলো বেন এগিয়ে যাচ্ছেনা, মনে হর চলছিলনা একটও, আমি ভো অধৈষ্য হয়ে পড়ি।"

"আমার খ্ব বেশী গতি ভাল লাগেনা। বেন জানো ? মনে হয় বিছি মিছি অত দৌতে লাভ বি? কথা নেই বার্ডা নেই এনভার দৌততে আহি—। মনে হয় চলছি বদি, ভবৈ চলার ত্থ হুংকটি কোন করে বাই।" "আমি ও সব ভালবাসি না। আমি চাই চোধে দেধবো না, কানে শুনবোনা কিছু—শুধু চলে ঘাবো উদাম গতিতে। আরো কি ইচ্ছে হয় জানো বৌদি? একটা এরোপ্লেন কিনে চালাতে শিধে নিজেই চালাই।"

স্থ্যমা বলিল, "তোমার বে রকম থেয়াল পৃথা কোন দিন যে তুমি কি কাণ্ড করবে, তা তুমিই জানো—স্থনীল দেখো ওসব পাগলামি করতে দিও নাকিছ—।"

স্নীল বলিল, "পৃথার দে ইচ্ছে অনেক দিন আগে থেকেই আছে বৌদি। আমারও কিন্ত এরোপ্লেন চালানোটা শিথবার ইচ্ছে আছে। বেশ জিনিষ।" পৃথা উৎসাহিত হইয়া বলিল—"বৌদি এরোপ্লেন এত স্থানর লাগে। স্থানিও ভালবাদে। কি রকম মনে হয় যেন কোথা থেকে কোথায় চলে যাচিছ, সেই হাওয়ার সাগবরের ভিতর দিয়ে, পৃথিবীটাকে তাচ্ছিল্য ক'রে চলেছি কোন এক অজানা রাজ্যের দিকে। স্থানীল আসছে বছরে কিন্তু আকাশ পথে ইউরোপ যাব। তুমি এখন থেকে তোমার কারবার গুছিয়ে নাও। দালা তুমিও চলনা কেন আর একবার বৌদিকে নিয়ে? এক সঙ্গে ক্মন দালা?—"

রাজীব পূথার দিকে সংস্তহে চাহিয়া হাসিল— "বেশতো পূথা, আমার অপত্তি নেই, স্থরমা কি বল ?"

ম্বন্যা বলিল—"আমার ইচ্ছে তো অনেক আগে থেকেই আছে।"

वाकीय विनन, "स्मीन-कि वन ?"

ফ্নীল বলিল, "আমার ইচ্ছে ছিল এই বছরেই— কিন্তু হ'লনা, তবে মনে ক'রে রেখেছি—অসছে বছর।"

পৃথা সোৎসাহে বলিল—"আমি এখন খেকেই উত্তেজিত হয়ে উঠছি, কি মলা না বৌদি!"

চাদের আলো বেশ পাট হইয়া উঠিয়াছে।
হাজার চাদের ছবি বুকে ধরিয়া ক্ষমরী সাগর বিদ
হাসিয়া উঠিয়াছে। বছদূর পর্যন্ত লক্ষ্য হীরার রূপানী
আলো, লক্ষ হাঁদে খেলিয়া যাইতেছে। বছদূরে আকাশের
এক কোণে কালো মেখের বুক্ চিরিয়া একটি সোনার
রেখা অলিয়া উঠিয়া বেখের আড়ালে পুকাইবা পেল।

বার—বার—তিন চারবার ! পৃথা সেই দিকে চাহিয়া বলিল "বাতাসটা পড়ে গেল—আবার গরম লাগছে— ইচ্ছে করে ঐ জনে একটু দাঁতার কাটি। বৌদি, এখন যদি একটা ঝড় আসে তাহলে কি কর ?"

স্থরমা বলিল "দরকার নেই আর ঝড় এলে। **আমি** কি আর করবো, সোজা ভয় পাব আর কি।"

রাজীব বলিল, "বড় আশ্চর্য্য নয় ঝড় আসাট।— ওদিকে একটুকরো কালো মেঘ দেখছি।"

ৰাতাস একটু জোরে বহিতে লাগিল। পূথা বলিল—"আঃ বাঁচলুম—বড্ড গরম।"

স্থ্যমা বলিল—"একেবারে বেমে গেছি—স্ত্যি বড় গ্রম।"

রাজীব বলিল—"দেখে। রসিক পালটা নাবিয়ে দাও। আর পারের দিবে মুখ ফেরাও—পার কাছেই আছে—ঐ বোধহর সাগরপুরী, ঝড় এলেও বিশেষ ভর নেই—লগির ঠাই আছে ভো?"

রসিক প্রধান মাঝি সে বলিল—"আজে হাাঁ **হফ্র,** . এখন ঠাই পাওয়া যাবে।"

"তবে লগি ফেল—বাতাস বেশ জোরেই এসেছে।"

"দেখিতে দেখিতে শত কান্নার রোল তুলিয়া—শত প্রদারের গর্জন করিয়া উন্মত্ত বাতাদ বহিতে লাগিল কোটা কোটা চেউ তুলিয়া মহাদেবের তাণ্ডব নাচনে—কোটা কঠের তুম্ল কলরবে। বিরাট বিশের চুলীর উপর বসানো পাত্রের অল কটিয়া কুটিয়া উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইরা পড়িতেছিল এলোমেলো ইতত্তত: ভাবে—আর পাগল হাওয়ার সলে সেই পাগল জল সব দিক দিয়া আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছিল বজরার গাত্রে—বেন একটা ক্তে গোলক লইরা লক হাতের দুফালুফি! পুথা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"বাং—চমৎকার"—

রাজীব বলিল—"নীচে নেবে চল হ্রমা—পৃধা— সাবধানে।"

ঘরে বসিয়া স্থরমা সত্যই ভর পাইয়া বলিল—"দেখো গুরা নৌকো ঠিক রাধতে পারছে না—"

"ভর নেই ক্রমা" বলিরা রাজীব উপরে গিরা হাল বরিল—আর ক্লীল লগি লইল। আর পৃথা স্থানে হাসিতেছিল—সকলের হুড়াহুড় করিয়া নৌকাকে ঠিক রাখিবার বার্থ চেষ্টা দেখিয়া,—সে তথন জীত অন্ত মাখিগুলার মুখে, ভলীতে কোথায় যে আমোদ আর হাসি
গুলিয়া পাইল, হুরমা বুঝিতে পারিল না—সে মনে মনে
একটু বিরক্ত হইল, আবার পৃথার হাসি দেখিয়া ভীতা
হইলেও একটু একটু শুজ হাসি হাসিতেছিল। নৌকা
কণে চেউরের সকে সকে উপরে উঠিতেছিল, নীচে নামিতেছিল, কণে হেলিয়া পড়িতেছিল জলের উপর। পৃথা বলিল
—"বৌদি, ভয় পাচ্ছ কেন ? ঐ দেখ পার দেখা যাচ্ছে,
ঐ যে সাগরপুরী—একটা বাড়ী আমাদের আছে ঐথানে
—ঐ তো লোকজন"—

স্থ্যমা দেদিকে দেখিয়া বলিল—"ভয় পেয়েছি অবতি ——জ্বে গেলে এক সক্ষেই সব বাবো—কিন্তু বলছো বে—পাৰ ত কাছে নয় অনেক দূরে"—

"এমন ঝড়ে কত নৌকো চালিয়েছি এই বিলের উপর দিয়ে। বেশ লাগে আমার,—কমে যাবে এক্ণি বৌদি কি ভয় ? এসব ছোটধাট ঝড়—ঐ মেঘটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।"

নৌকা হঠাৎ শ্বিষা গিয়া একেবারে বাঁকিয়া গেল। স্বন্ধা বলিল—"কই পুধা কমছে না তো!"

পৃথা বলিল—"কম্বে বৌদি—দাদা হালে গেছে, স্থন্দর হাল ধরতে আনে দাদা, তাছাড়া ঢাকার মাঝি রসিক—
ভার ঐ তো পার ঘাট—ঐ তো নাঃ, তুমি একেবারে
ছেলেমান্থ কি চমৎকার ঢেউ দেশ—আমার সম্ভের
কথা মনে হয়, ভার ইচ্ছে হয় লাফিয়ে পড়ি"—

স্থরমা বলিল—"রক্ষে কর পূথা লাফিরো টাফিয়ে' না —কি কাণ্ড, তুমি কি দক্তি মেয়ে"—

পৃথা হাসিয়া উঠিল বিগুণ, সে বলিন—"ঐ তে। ৰাতাস ক'মে গেছে বৌদি,—গুধু ভয় আর ভয়—একটু অংল নাৰি—এথানে জ্বল বেশী নেই—আর তেউও আছে বেশ। বাড়ও কমেছে দেধছি।"

পৃথা বন্ধরার জানালা খুলিল। হ্রমার বুদ্ধি লোগ পাইল। সে পৃথাকে ধরিতে হাত বাড়াইয়া বলিন—"কি পাগলের পারার পড়া গেছে, পৃথা কি পাগলামি করছো ?" "একটু নাবি মৌদি, বেহধা আকাশ পরিকার হ'য়ে

টাদ দেখা দিয়েছে, আর ঐ তো আমাদের ঘাট এটুর্ দাঁতেরে ঘাই"—ঋপাং—স্থরমা ভরে চীৎকরিয়া উটিন— "পৃথা"—

সংক্ সংক্ স্থনীল পাগলের মত ছাতের উপর হইতে
লাফ দিল, আর রাজীব হাল ছাড়িয়া দিয়া চীৎকার করিয়া
ডাকিল—"স্থনীল"—তারপরে গোলমাল—স্থরমা থানিক
পরেই যেন জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া দেখিল রাজীব তাহার
পাশে, নৌকার নঙ্গর ফেলা হইয়াছে। সামনেই তাহাদের
এক কাছারীর ঘাট—বড় বড় বাতি জ্ঞালাইয়া তাহাদের
ক্র্যু অপেক্ষা করিতেছে অনেক লোক। সেধানে ভিজ্
কাপড়ে পৃথা আর স্থনীল দাঁড়াইয়া আছে। পৃথা
হাসিতেছিল আর স্থনীলের ম্থ বাতির আলোম স্বয়া
দেখিতে পাইল এেকেবারে নীল হইয়া গিয়াছে। দিছি
ফেলা হইল। নৌকাম পৃথা ও স্থনীল আসিয়া উঠিল।

পৃথা বলিল—"কি কাণ্ডটাই করলে সকলে এইটুরুর জন্ম"—

রাজীব বলিল,—"ঠাণ্ডা লাগবে—আগে কাণড় ছেড়ে এসো"—

কাপড় ছাড়িয়া পূথা আসিয়া বলিল—"অত ভয় পাও তোমবা ? স্থনীল তোমার কোথাও লেগেছে ?"

স্থনীল বলিল,—"পৃথা মৃহুর্তে আমি বেন পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। আমার মনে হয়েছিল তৃমি হঠাৎ পড়ে গেছ।"

রাজীব স্থনীলের গায়ে হাত দিয়া বলিল,—"কোধাও লেগেছে ?"

"না:—বেশ আছি—"

ভুরমা বলিল—"আর ডোমার ডো লাগেনি নিভর— না পূথা ? কি কাওটাই করলে—তুমি আর এক প্রবাদ নাচন নাচলে"—

পৃথা হাসিয়া বলিল—"সত্যি আমি তোমানের চম্বে দেবার অন্ত বা একটা দৃষ্ঠ করবার অন্ত ক্মিনি—এবনি ক'রে লাকিয়ে জলে পড়ে সাঁতার কাঠিতে আমার পুর ভাল লাগে লালা তো আনে—না লালা ?"

রাজীব মাধা নাড়িয়া বলিল—"ভোমার ক্ষা ক্ষাৰি পুথা—হুনীলের জভই একটু ভাষনা হুলাই পৃথা স্নীলের দিকে চাহিয়া ৰলিল—"স্নীল তুমি
মিছিমিছি কেন পড়লে? আমি দেখলুম ঝড় থেমে
পোচে, জানি এ বিলের ঝড় ওমনি আসে, ওমনি যায়—
সামনে পার, বাতি লোকজন স্বই আহে ওখানে তো
ত্ব জলও বোধহয় ছিল না"—

রাজীৰ বশিল—"আমি জানি পৃথার ও চিরকেলে অভ্যাস ছিল—সেইজন্ম আমিও চুপ ক'রেছিলুন"—

হ্বমা বলিল—"কি অভ্যাদের ছিরি ভোমার পৃথা— রক্ষে কর! তা তোমার অনাচ্ছিট্টি অভ্যাসগুলোর নোটিশ আগে থেকে দিয়ে রেখো আমাদের। ট্রেশ থেকে লাফিয়ে পড়ার অভ্যাদ নেই তো ?"

সকলে হাসিল—পূথাও হাসিয়া বলিল—" আপাতত:
নেই, পরে হ'লেও হ'তে পারে"—

ভগু স্নীল হাসিতে পারিতেছিল না। স্বর্মার মনে হইল স্নীল ভয়ানক আঘাত পাইয়াছে, তাহা শরীরে লগবা মনে তাহা সে ঠিক ব্ঝিতে পারিল না। পৃথার কোন বিপদের আশকা স্নীলকে এ ভাবে ব্যথিত করিতে পারে যদি, তাহা হইলে সত্যিকারের হঃখটা যদি আসে তথন ? স্ব্রুমা খানিক ভাবিয়া পৃথাকে একট্ বিদ্রাক করিয়াই বলিল—"পৃথা, খ্ব বাহাত্রী দেখালে হাহোক"—

পৃথা তাচ্ছিল্যভরে বিলিল—"যদি মাঝ বিলে ঝড়ের ধ্যর লাফিয়ে পড়তুম ভাহলে বাহান্তরী হ'ভ বৌদি।"

কর্মচারীরা আয়োজন করিয়াছিল তাই সে রাত্রে
সেগনে থাওয়া সারিয়া সকলে বজরায় আবার বাড়ীর
সামনে নদীর ঘাটে যথন নামিল তথন রাজ্রি ১০টা।
কেইই কথনো বারোটার পূর্ব্বে মুমায় না। স্থর্মা
তথনও লক্ষ্য করিতেছিল স্থনীলের মূথে একটা বেদনার
হাশ স্থল্পন্ত। পূথা তথন পাড়ার মেয়েদের লইয়া বিসিয়া
গর করিতেছিল। আর চলিয়া ঘাইরে বলিয়া যে বে
উপস্থিত ছিল প্রত্যেককে কাপড় জামা ইত্যাদি স্পুত্রতে
দান করিতেছিল। আর স্থনীল প্রশন্ত বারান্দায় একটা
বেতের কোচে ভইয়াছিল—আকাশে তথন একটুকরাও
নেব ছিল না—টাদিনী আবার হালিয়া লটাইয়া পড়িয়াছে

—ধরণীর সর্বালে। স্থর্মা ডাকিল—"স্থনীল, কি হয়েছে
ভাষার হু"

স্থনীল একটা হয়ণা স্চক শব্দ করিয়া ব**লিল,**—
"বৌদি, বজ্ঞ লেগেছে।"

স্থ্যমা চমকিয়া উঠিল বলিল—"লেগেছে ? কোথার ? কথন ? সেই সময়ে ?"

স্নীল বলিল—"হাঁ। সেই সময়ে, মধনি জলে একটা কি পড়ায় সঙ্গে সংক তোমার চীৎকারে পৃথার নাম ভনেছি, তথনি আমি সব ভূলে গিয়েছিল্ন, আর সেই সময়ে লাফ দেবার সময়ে এই পাশে খ্ব লেগেছে। এখনো ভয়ানক য়য়ণা হচ্ছে—"

হ্রমা শশবাতে বলিল,—"এতকণ চ্প করে আছ বলনি ? ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই ?"

স্নীল বাধা দিয়া বলিল,—"না, না বৌদি, বরং চুপ ক'রে এখানে বোস—আমি পৃথাকে জানাতে চাই না, জামার অহুরোধ পৃথাকে বলো না—,সই জন্মই এডক্ষণ এতটা যন্ত্রণা স'য়ে চুপ করে আছি।"

"কিন্তু তোমরা সকলে কি যে পাগলামি আরম্ভ করলে স্থনীল, সব তোমরা পাগল দেখছি। অস্থধ পতা কিছু দেবে না? পৃথাকে বললে কি হবে?"

স্নীল বিমর্গ ভাবে হানিয়া বলিল—"অম্বধ আমি নিজে থেয়েছি, একটু মালিসও করেছি—পূথাকে জানাতে চাই না, কারণ সে ভয়ানক বাস্ত হ'য়ে পড়বে। দরকার কি ? তাকে আমি কথনো কোন রকমে উদিয় বা উৎকরিত করতে চাই না—সে তার আনন্দ নিয়ে থাক।—পটুকু সেরে য়াবে এখন—"

স্ব্রমা ব্যথিত হইয়া বলিল—"কিল্প স্থনীল, স্তিয় বড় হুঃধিত হুয়েছি আমি। বেণী লেগেছে কি ?"

আবার মান হাসিয়া স্থনীল বলিল "লাগাটা থ্ব বেশীই লেগেছে। তা হোক বে আনন্দ আৰু পৃথা এ ছেলে-মাস্থী ক'রে পেরেছে সে আনন্দ তার সবটুকু গভীর বিষাদে তুবে যাবে সে যদি এ কথা শোনে—আর তার সেই আনন্দের জন্মই আমার এ আঘাত এতে সে বে ব্যথা পাবে—সে ব্যথা হবে আমার এই আঘাতের ব্যথার চেরেও বছতনে বেশী—সে আমি সইতে পারবো না— বৌদি—সে ভালো থাক্—উঃ—" चत्रम। बनिन.- "व्यादात वाथा कतरह !"

"ব্যথা তো সমানে আছে—মাঝে মাঝে খ্ব বেশী টন্ টন্ করে উঠছে—"

"ধ্নীল তুমি যা বললে তার উপর আমার আর বলবার কিছু নেই—তুমি স্থবী হও।"

স্থনীল একটু চূপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"বৃঝি বা আল একেবারে ভাবের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছি—কিন্তু এই বে প্রিয়জনের আনন্দে নিজের বাথাটা—এটুকু সওয়ার ভিতরে আমি যা আনন্দ পাচ্ছি—এই টুকুই মনে হয় আমার সফলতা। আরো, মনটা আমার জীবনে এমন হয়নি, তাই আমি বৃঝতে পারছি না আমার কি হল!" খানিককণ আরো সে চূপ করিয়া রহিল—স্থরমা তর্ক হইয়া চাহিয়া রহিল—বাহিরে যেখানে তথন বিশ্বপ্লাবী রজত-নিশ্বরের ধারায় সব সাদা হইয়া গিয়াছে। স্থনীল আবার বিলিল—"নৌকোয় বেড়িয়ে অবধি বার বার অম্ভবকরেছি—তোমাদের ছেড়ে—তোমাকে ছাড়ার একটা কি রক্ম আশান্তির ব্যথা, কিলের জালা—যা আমি আর এর আগে কখনো কারো জন্ম করিনি—কখনো পৃথা ছাড়া আর এমন ক'রে কারো জন্ম ভাবিনি। পরত দিন চলে যাবো—মাঝে মাঝে মনে করো—"

স্থরমা গাঢ়স্বরে বলিল—"নিশ্চয় স্থনীল —"

স্নীল আবার বলিল—"তবু—এই ব্যথার ভিতরও সেই আনন্দটুকু শুঁজে পাচ্ছি স্থরমা—বৌদি—কারণ আমি আনি—জম করেছি আমি নিজেকে—আর জয় করেছি— তোমাকেও—নয় কি ?" হয়তো করেছ স্থনীল ব্রতে পারছি না ঠিক।

স্থনীৰ এক হাতে আহত স্থান চাপিয়া ধরিয়া বলিল—
"ব্যতে পারবে নিজের মনকে জিজ্ঞেদ করে দেখো জোমার,
আমার জন্ত এতটুকুও দেখানে স্থান রেখেছো কিনা—যদি
তাই হয় স্থরমা তবে দব প্রলোভন জয় করার আনন্দের
চেয়েও এ আনন্দ আরো বেশী লোভনীয়। আর কিছু
চাই না তথু ঐ টুকুই চাই—পারো তো চিরদিন তা দমান
ভাবে দিয়ে বেও—উ:—আমি ভই গিয়ে আর দইতে
পারছি না।" স্থনীৰ চলিয়া গেল—যন্ত্রনায় দে ঠিক চলিতে
পারিতেছিল না—তাহার কাতরোজির দলে মিলিয়া গেল
অনুরবর্তনী গুণার স্ক্ত—সর্বল হানি—

স্থনীলের ব্যথা পরের দিনও কমিল না—তর্ দে চ্প করিয়াছিল; তবু সে পৃথার সলে হাসিল কথা কছিল। ঘৃণাক্ষরেও সে পৃথাকে কিছু বৃথিতে দিল না। তার পরের দিন তাহারা চলিয়া গেল। বাইবার সময়ে পৃথা বলিয়াছিল "বৌদি চল গোবিন্দকে প্রণাম করে আসি—" মন্দিরে গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া পৃথা চরণামূত ও চর্ব তৃলসী গ্রহণ করিয়া যথন স্থরমাকেও একটা প্রণাম করিল— তথন—তাহার চোথছটী কি স্থানি কোন বিদায়ের বিয়াদ ব্যথায় সম্ভল হইয়া উঠিয়াছে—সে মুখে কিছু বলে নাই, শুধু অস্তরের শুভ আশীর্কাদ নীরবে—পৃথার উদ্দেশ ঢালিয়া দিয়াছে—অন্তর্প ধারে—

### CE

পৃথার ও স্থনীলের যাওয়াটা এবারে খুব বেশী করিয়াই বাজিয়া রহিল স্থরমার বৃক্তে কাঁটার মত। সেবারে তাহারা গিয়াছিল আবার শিগগির ফিরিয়া আদিবার ক্তর, এবারে স্থরমা ঠিক সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পৃথা উত্তর দিয়াছিল—আর এবারে বোধ হয় শিগ্গির আসহি না বৌদি—এবারে সারা ভারত ঘুরবো ইচ্ছে, তারণরে ইউরোপ।"

কমেকদিন হ্রমার মন বড়ই খারাপ হইরা রহিল।
বিশেষত: গ্রামের মৌন শোভা, নিরুদ্ধ নির্জ্জনতা, তর
বিপ্রহরে পাথীর উদাস কাকলী মারে মাথে তাহাকে
বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিত। পূথা ঘাইবার পর মেরেদের
ভিড় ক্রমেই কমিয়া গেল। হ্রমা তাহাদের সঙ্গে মিণিতে
পারিত না ঠিক তাহার মতন করিয়া।—তবু সন্থাবেলা
অনেকে আসিয়া জমা হইয়া পিসি-খুড়ীদের সঙ্গে গর করিয়া
চলিয়া যাইত। হ্রমা বড় সেদিকেও ঘাইত না—পূখার
মত তাহাদের লইয়া আনন্দ পায় না সে। আনন্দ ভাহার
বভাবজাত নয় তাহাকে ভাহা খুজিয়া লইতে হয়, স্ট
করিতে হয়।

রাজীবের সহিত তাহার মনের নির্বর তাব করে বাড়িয়া উঠিতেছিল। বাহা প্রণবের আসমনে সন্মিনিত হইয়া গিরাছিল তাহা বৃথি আবার খনিত হুইতে বনির্বেট। রাজীবের সংখ সে কথা বলে, হাসে, হয়জো বা আকু বেশী করিয়াই। কিন্তু যতই তাহার বাহিরের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া
চলিল,—অন্তর তাহার ঠিক সেই পরিমাণে দ্র হইতে
দ্রে সরিয়া যাইতেছিল। বাহিরের বিচ্ছেদ তাহার যে
মনকে নিরবল্য বন্ধনে অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল এতদিন,
দে বন্ধন বুঝি তাহার টুটিয়া যাইবে এখন বাহিরের মিলন
সংবাতে। সংগুপ্ত মনোভাব তাহার দে ব্যক্ত করে না,
কারণ সে বোঝে রাজীব তাহা জানিতে চায় না আর
ভানতেও চায় না।

সংহার শেষ সীমা বুঝি হয় নিবৃত্তি—অথবা বিজ্ঞোহ।
স্বনা বিজোহী হইতে পারিল না, তাই সে বাছিরা লইল
নিবৃত্তির ভিতর তৃথি—তারই ভিতর ছংখের আনন্দ।

প্রণবকে মাঝে মাঝে রাজীব বাহিরে লইয়া যায় দেখানে তাহাকে বছক্ষণ রাধিয়া আবার পাঠাইয়া দেয়—তাহার কুদ্র মৃষ্টি ভরিয়া সে টাকা লইয়া ফেরে। এক একদিন? স্বর্মা বলে "অত টাকা ওর হাতে রোজ রোজ দাও কেন" রাজীব প্রণবকে আদর করিয়া বলে আমি দিই না, প্রজারা তাদের চোট জমিদারকে নজর দেয়।"

হাতী চড়া আর নৌকার বেড়ানো আর তাহার হয়
না, হয়মা তালবাসে না নির্মাল উন্মন্ত জীবন। সে চুপ
করিয়া একদৃষ্টে শুধু চাহিয়া বিসিয়া থাকে সর্বালা দূর হইতে
দ্রান্তরে, যেখান হইতে তাহার সমস্ত চিন্তা আবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আদে তাহারই বুকে। নির্জ্ঞনতা তাহার
তাল লাগে, নিঃসন্ধ দিনগুলি সে উপভোগ করে, চিস্তার
ফ্রিচক্রগুলি ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া কত গভীর হইয়া কোন পাতালপ্রীতে নামিয়া গিয়া তন্ত্রালস রাজপ্রের শিয়রের সোণার
কাঠি রূপার কাঠি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া জাগাইয়া তুলে,
ক্রপ্ত তাহার বাসনাগুলিকে,—হাজার বাতি আলিয়া সে
বাসর সাজার, হাজার ফ্লের কেয়ারী বিনাইয়া, অপ্রফুল
ফুটাইয়া তুলে।

খনীলের কথা মনে হয়। গভীর অতলম্পর্লী তাহার প্রতি প্রাণ, নিরত্র আকাশের মন্ত নির্দান উদার। তাহার প্রতি ব্রুমা একটা সৌহার্দ্যা, বন্ধুড়, প্রীতি অথবা আরো কিছু জহতব করে বৃঝি—বাহা সে নিজের কাছে নিজেই প্রকাশ করিতে শহিত হয়। খনীলের নীলক্ষণ তাহাকেও আছের করিয়া ফেলিয়াছিল বৃঝি—কি এক—কি এক স্বাধ্ব রঙিন আবেশে, সে—সে ঘুম তাহার ভদিতে চায় না, তাহাতেই ডুবিয়া থাকিতে ভালবাদে—

অনেকদিন পরে সে সেদিন বিজ্ঞার নিকট হইতে এক পত্র পাইল। তাহাতে সে লিখিয়াছে অনেক ধবর,— লিখিয়াছে তাহার নিজের কথা প্রথমে;—

"আমি অনেক জায়গা ঘুরে আজ দিন ভিনেক হ'ল এথানে ফিরে এসেছি। এথানেও বেশীদিন থাকতে পারবোনা। চারিদিক থেকে কর্তবার ডাক শুনতে পাই, যাওয়া না যাওয়াটা নিজের ইচ্ছার উপর হ'লেও, না গিয়ে পারি না, নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত ছই।

পূর্ববদে বহাপ্রপীড়িতদের সাহায্য করতে গিছেছিলুম,
সেধানকার অবস্থা একটু ভাল দেখে এসেছি। মনটা
বিশ্রাম চায় না, তব্ও মাঝে মাঝে ক্লান্ত মাথাটা আমার
আশ্রয় নেবার জহা একটা শান্তিময় উপাধান থোঁজে—বই
কি! নেই হুরমা, আমার জহা কিছু নেই। না থাক্
তাতেও ত্থে নেই। ভূলতে না পারাটাই জগতে সব চেয়ে
বড় শক্ত, সেই জহাই আমার কই—নইলে আর জহা কোন
কই বড় নেই।

কণিকার কথা কিছু বলি। শরত একেবারে বদলে গৈছে। কণিকার দৃগু শাসনের বিক্লে বিজ্ঞাহ তুলে সেনিক্লেকে একেবারে বাধীনতা দান করেছে। কণিকা এধন হয়েছে—অত্যাচারিতা, আর শরত হয়েছে অত্যাচারী। প্রথমে কণিকাকে স্থবী দেখে আমিও বড় স্থবী হয়েছিলুম কিন্তু এখন কণিকার অবস্থা অত্য রকম হয়ে গেছে। মাথে মাথে যাই, কিন্তু গিয়ে শুধু শুনতে হয় কণিকার অনর্গন বক্তৃতা,আর শরতের অফ্রন্ত অত্যায় অত্যাচারের কাহিনী। তথ্য শরতকে সহাম্ভৃতি দিত্য—এখন তা দি কণিকাকে! মায়বের দিন সমান্ যায় না স্বেমা—।

नर्करभव विन भौतात कथा।

ভূমি যা বলে গেছ, হয়তো তা ঠিক। কিছ কেন বলতো? অমুপ্ৰুক্ত যে তার জন্মই কুটে আছে স্বর্গের এ পারিজাত ফুল। আমি ছুঁতে পারবো না। ভরসা হয় না, ভর হয়। তা ছাড়া সাজি আমার যে ভ'রে রয়েছে, আমারি চিরপ্রির কুলে কুলে। আর কেউ ভাগাবান এসে মীরার জীবন সফল ক'রে ভূসুক, ভূমি পারতো সেই উপ্রেলটা দিও নীরাকে। কুশল দিও।

হুরুমা বিহ্নরে চিঠি পাইয়া অবাক হইয়া ভাবিতে-ছিল কণিকার কথা! কণিকা কি অতিরিক্ত করিতে পিয়া তাহার সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া বসিল আজ শরতের উপর ? শরত কেন এমন হইল ? মনে পড়ে তাহার ঠি ম্ আদিবার আগের দিন হঠাৎ শরত আদিয়া কডগুলা কথা বলিয়াছিল—ভার ভিতর দে বলিয়াছিল—"মিদেদ বোস—আপনার কাছ থেকে যথন এভটুকু কিছু পেলুম ना, या निष्य चामि श्यरण जीवने कांविष्य मिरण भात्रजूम, তথন আর কেন ? অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দি তা হলে।-"বেদিন সে দেখিয়াছিল তাহার মুধে চোধে উচ্ছ্রেলতার পূর্ব ছবি। কিন্তু সেদিন সে ভাহাকে বুঝিতে পারে নাই, দেদিন সে তাহার কথার উদ্দেশ্য ধারণা করিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল শরতের বুঝি ইং। স্বভাব সিদ্ধ নিরীহভাব প্রস্থত উক্তি মাত্র। কিস্ক আবাজ সে ব্ঝিল শরত সেদিন মরিয়া হইয়াই বলিয়াছিল ভাহ।। সেই শরত—আর এই! কণিকার জন্ম তাহার ছঃখ হইল। কণিকাই কি অন্তায় করিয়াছে? না—সে হয়তো করে নাই। শরতের প্রকৃতিগত অনর্গন উচ্চুঙ্খনতা ক্ৰিকার শাসন মানিয়াই এতদিন প্রকৃতিস্থ হইয়া ঘুমাইয়া-ছিল বুঝি, কিন্তু আজ তাহ। এমন ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে ক্ৰিকারও নাই। ক্ৰিকার অগ্নায় নয়—তবে তাহার তভাগ্য যে সহজ লভ্য জিনিষটাকেই জোর করিয়া আদায় ক্রিয়া সে নিজেকে সৌভাগ্যের চরম শিথরে বসাইয়া রাথিয়াছিল এতদিন, আর আজ তাহার দাতার সামান্ত ধেয়ালে তাহা ধূলিদাৎ হইয়া ভাহাকে একেবারে ধূলায় বসাইয়া দিয়া গেল। কিন্তু কণিকার অন্তায় না হইলেও ভুল হইয়াছিল নিশ্চয়। সে পারিত হয়তো শরতকে ৰীধিতে তাহার কোমলতা দিয়া, তাহ। না করিয়া সে ক্রিনভার আশ্রম লইয়া, নিজের সর্বস্থে হারাইয়া শরতকে ঠেলিয়া দিল কোন অনিার্দিষ্ট ভবিতব্যের অতল গর্ভে? নে একদিন ভাবিয়াছিল "বেচারা শরত।" আজ ভাবিল "বেচার। কণিকা।" জীজাতিই অস্থাগাচারিতা জগতে। फ़ोहांत्र कम्बा नारे, यह नारे। शूक्रव रेव्हा कतिया क्या ক্রিয়াই যেন তাহাকে দেয় তাহার সামাত্ত অধিকারটুকু

লইরা তথু খেলা করিতে, তার পরক্ষণেই ইচ্ছা হইনেই, সমস্ত সত্ব কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে বুঝাইয়া দেয়, মর্ম্মে মর্ম্মে যে তাহার সত্যই কোন অধিকার নাই, নিজ্জিয় হইয়া থাকিতে হইবে ভাহাকে ভাহারই ইচ্ছার অহুসারে। হুরুমা আবার ভাবিল—"বেচারা কণিকা!"

পরের ভাবনা ভাবিয়া স্থরমার কিছুদিন কাটিয়া গেল। তারপরে একদিন সে বিজয়কে উত্তর লিধিল-প্রথমেই মে নিখিশ কণিকার কথা। নানা যুক্তি তর্ক ভরাইয়া দিয়া দে লিখিল--- কণার কোন অন্যায় হয়নি বিজয়। শরতের এই উচ্চন্দ্রলতাই বোধ হয় ছিল তার মজাগত সভার. সেটাকেই কণিকা শাসন দিয়ে চেপে রেখে হয়তো ভালট করেছিল, তবু কিছুদিন সে নিজেকে স্থী অন্ততঃ এইটক মনে করতে পেয়েছিল, এইটুকুই তার লাভ। সংসারে আমাদের কিসের জোর আছে, আর কিসেরই বাদাবী আছে ? কিছু নেই ! তোমাদের সে অক্তার অবিচার গুলা আমি আর বলতে চাইনা কারণ ও সব বলা হয়ে গেছে অনেকবার অনেক দিক দিয়ে। বলা হয়েছে কিন্তু কালে বর হয়নি কিছু। শুধু মুখে চীংকার করলে হয় না বিজয়। আরো কি জানো ? তোমরা আমাদের পেয়ে বদেছ তথু আমানের আর্থিক সমস্তার হত্তা-কর্তা বলেই-নয় কি ! নইলে আজ কণার নিজস্ব কিছু থাকলে সে হয়তো আৰু শরতের সঙ্গে এক বাড়ীতে কথনো বাস করতো না। व्यामारमत त्मरव्यता शरतक तमारत मात्रीत व्यथम इ'रव थाकरव দেও ভাল, কিন্তু যদি তারা সহপায়ে উপাৰ্জন করতে <sup>হায়</sup>, তোমরা তাদের নিলে করবে—তাও ঘেমন তেমন নিশে নয়। কারণ ভোমরা চাও তাদের নিঃসহায় নিঃস্থন, ক'রে দিয়ে তাদের উপর প্রভূত করতে। না? আৰ আমার শুধু মনে হচ্ছে—বদি কণা স্বামী-জ্যাগ করতে পারতো! হয়তো তুমি বলবে তাহলে কণাই কি টিৰ করেছিল ? প্রথমে শরতকে একেবারে হাতের গ্তুৰ গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা ক'রে । হয়তো বলবে মমৰাভিন প্রতি সমবেদনার আৰু আমি তার পক্ষ মিছি, কিছ জ নয়। শরত এতদিন কণাকে মেনে চলেছিল কারণ নে তার ভিতর নিজেকে ভূলিনে রাধবার হরতা বেন मानम शूरत (शराहित, सारे ता पाट सक निर्दे ही ক'রে সহু করে নিত। আজ তার সে স্থ মিটে গিরে 
ভার সত্যিকারের স্বভাব প্রকাশ পেরেছে, আর কণার 
এমন কোন মোহ আর নেই হয়তো থা দিয়ে সে তাকে 
ধ'রে রাখতে পারে। স্বামীকে নিজের ক'বে রাখতে 
গেলে বছরপী সাজতে হয় স্ত্রীদের, নিত্য নৃতন আকর্ষণ 
থুঁজে বের করতে হয়। এমনি জীবন! যাক্—শরত 
জাবার কণার কাছে ফিরে আফ্ক এই আমার একান্ত 
কামনা,—কণাকে বোল পারে তো আমাকে চিঠি 
লিখতে।

তোমার কথা বলি, কেন মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট দিছে বিজয়? আমি বলি উপাধান তোমার রয়েছে স্থন্দর ভ্রুল, আর কেন? নিজেকে অনেক কষ্ট দিয়েছ, এবারে প্রান্ত মাধাটাকে বিশ্রাম দাও। সাজির ফুল তোমার বাসি হ'য়ে শুকিয়ে গেছে, শুসব ফেলে দাও। দেবতা প্রেরিত স্বর্গের পারিজ্ঞাত আশীর্কাদের মতন মাধায় ক'রে নাও—দেখবে জীবন তোমার সার্থক হয়ে যাবে। মীরাকে আমি অক্সভাবে জীবন সফল করবার উপদেশ দিতে পারবো না, কারণ—যতটা আমি তার দেখেছি, তাতে ব্রেছি—পারিজ্ঞাত বরং ব্যর্থজীবন ব'য়ে শুকিয়ে ঝ'রে মাটাতে প'ড়ে ধূলায় মিলিয়ে যাবে তবু অক্সের সাজিতে শোভা পাবে না। ইতি—

দিন কাটিয়া **ষাইতেছিল। ইতি মধ্যে পূর্ব্বপুরুষায়ু-**ক্ষিক প্রথামত পূজা হইয়া গেল। একদিন রাজীব বিলন—"স্ক্রমা—এবাবে কলকাতায় যাবে ?"

ষরমা বলিল—"না, আরো কিছুদিন থাকবো।"

"পাড়া গাঁ এতোই ভাল লাগলো ?"

"ভালো না লাগারও তো কোন কারণ দেখছি না। বেশ লাগচে"—

"একেবারে একলা যে ভোমার কোন বন্ধ বান্ধবও নেই, নিশ্চয় পুর নিঃসঙ্গ বোধ হয়—না ?"

ভা বোধহয় মাঝে মাঝে, কিন্তু তবুও ভাল লাগে, <sup>বইটই</sup> প'ড়ে বেশ থাকা যায়"—

"আমার যে একবার কলকাতায় থাবার দরকার আছে, তাই জিজেন করছিলুম তুমি যাও তো চল'—

"তোমার দরকার থাকে ভুমি বাও, কিও আমার 
দরকার নেই আমি থাকি"—

"কিন্তু ভোমাকে একলা ফেলে যাবো 💤

"একলা আবার কি ? অত লোকজন কর্মচারী মাল-ধানা ভর্ত্তি বরকলাজ বন্দুক তবু একলা বল্ছ ?"

"না দে কথা বলছি না, তবে দলী নেই একটাও"—

"তোমার যাওয়া নিয়ে কথা তুমি যাও, তোমার আছু-পস্থিতিতে আমি দঙ্গীর অভাব বোধ মোটেই করবো না, কারণ তুমিই বা কোন আমার দঙ্গী হ'য়ে এথানে থাকো আমার কাছে ?"

রাজীব হাদিল বলিল—"তাতো থাকি না, দেখামে তোমার বন্ধুরা আছেন দেইজ্ঞই বলছিলুম—তবে থাকতে চাও থাকো?"—

"আমার কেউ বন্ধু নেই, কারো জন্ম আমার আছাৰ। নেই। তুমি ইচ্ছা হয় অচ্চলে যাও—"

"তোমার আদেশই মেনে নিলুম, তবে কালকেই
আমি চ'লে যাই ?'

"आरमभ १"

স্থরম। একটু তীক্ষবরেই বলিল—"আদেশ ? আমার । যাক—ফিরবে কদিনে ?"

"কদিনে '' একটু ভাবিয়া রাজীব ব**লিল—"ফিরবো** শিগ্রিরই ধর দিন পদেরো পরে। আপত্তি **আছে !** না, তুমি কবে ফিরতে বল !''

"আমি কিছু বলি না। তোমার ঘধন খুসী ফিরে এসো।"

রাজীব মৃহ হাসিয়া বলিল—"স্থরমা, চল আবদ কোপাও বেড়িয়ে আসি—তুমি আর আমি''—

"কোৰায় ?''

"ষেধানে তোমার ধুসী!"

"না: ভাল লাগে না, বাড়ীতেই থাকতে ভাল লাগে"—

"আচ্ছা তবে এফো একটু 'লেলী' পড়ি—কেমন ?

অনেকদিন পড়িনি স্করম।"

"কি হবে কবিতা প'ড়ে ?" তথন রাত প্রায় ১১টা ।"
"তবে প'ড় না—" অন্দর মহলের একটা ঘরে রাজীব একটা বড় সোফার উপর অলসভাবে ওইয়া বলিতেছিল— "তবে প'ড় না।" ঘরটা ক্রমার। সারাজিন সে প্রায় এই ব্রেই কাটায়। অন্তেমভানি সেলফ ভবি মই। অক্ট দিকে একটা লিখিবার টেবিল, ছইটা গোফা চেমার কয়েকটা একদিকে—আর একদিকে একটা পুরু গদি আঁটা কাঠের উপর কারুকার্য্য শোভিত চৌপায়া— স্থরমা তারই উপর বিষয়াছিল। "প'ড়না—" বলিয়া রাজীব একটু পাশ ফিরিল "ক'টা দিন ধ'রে অনেক কাজের চাপ পড়েছিল। সমস্ত হিসেব পত্র দেখা, কাছারী শুলো দেখা,—ম্যানেজার কিছুদিন ছুটা নিয়েছে তার মেয়ের বিয়ে না কি—কে জানে,—ভাবলুম নিজে একটু দেখে নি—ভয়ানক খাটুনী। স্থরমা তুমি আমার জন্য একটু সহাস্ভৃতিও করনা"—

স্থরমা মৃত্ হাসিল—"বই আনবো—শুনবে ?' "না থাক্, একটু বাজাও না স্থরমা—আজকাল সেতার ধাজাও না ?'

"—ও অভ্যাস চলে গেছে, সেতারের তারেও মরচে
ধরেছে—"

"বেশ বাজিও না" বলিয়া রাজীব থানিকক্ষণ চোথ ব্যুক্তরা শুইয়া রহিল, ভারপরে বলিল—"পূথার চিঠি পেমেছ ?"

"নালে চিঠি লেখে না কথনো। তুমি পেয়েছ? ইনীল তোমাকে লেখেনি ?"

\*ai"--

"ক্জনেই সমান। স্থরমা কাল যাচিছ, এই যে ক'দিন 'দেখৰে না, তোমার মন খারাপ করবে না ?"

"নাঃ মন খারাপ আবার কি ?"

"বেশ ভালো, মন থারাপ না হওয়াই ভালো, বাড়ীতে রইলে যথন, একটু চারিদিকে থোঁজ থবর রেখো। এটেটের কাগজ পত্রগুলো দেখো আমার হ'য়ে সব কোরো, তোমাকে সেক্ষমতা আমি একেবারে লিখে দিয়েছি।

"অতটা বিশ্বাস করলে কেন ?"

"তা আমি বিখাস করেছি—শত নীচ আমাকে নাই বা ভাবলে—বে আমি তোমাকে এ-বিবয়ে অবিখাস করবো!"

"बात बना विश्वस व्यविचान कत्रस्य छाहरन ?"

"তা করতে পারি, জানো স্বমা অবিখাসটাই
বন্ধনাটাকে জারো চূচ করে তোলো—জথবা বন্ধনটা

এখনো দৃঢ় আছে তা বুঝিয়ে দেয় বতদিন অবিখাস থাকে

—অনেকে একে খারাপ বলে আমার মনে হয় এটা থাকা
ভাল। সন্দেহ অবিখাস—বেশ নতুনত্ব আনে—
নয় কি ?"

"এতদিন এসব চলেছে কি ক'রে আজ যে হঠা একেবারে আমার উপর অতবড় ভার দিলে ?"

"ভাবলুম ও থাক্ একটা দিয়ে রাখি, কি হবে, ডুচি তো আর পালিয়ে যাচ্ছ না—জানো তোমাকে আচি একেবারে "প্রোপ্রাইটারী রাইট দিয়েছি!"

"তোমার রাইট তুমি রেখে দাও ও দিয়ে আমার কোন দরকার নেই!"

"ভোমার না থাক্ আমার আছে। একটু গড় না স্থরমা বাভিটা নিবিয়ে দাও,—টেবল ল্যাম্পটা আলিয়ে দাও,—পাথাটা আর একটু কমিয়ে দাও"—

স্থরমা মৃত্ হাসিয়া বলিল—"আজ বে বেজায় চতুম করছ—মাবে ব'লে এতটা আধিপত্য নাই বা ধাটালে"—

রাজীব অলস চকু মেলিয়া বলিল—"কাছে আর একটু এগিয়ে এসে বোস—ওধানে না এই যে পালে—এ কামলাটা ভালো ক'রে খুলে দাও না,—গাঢ় নীল আকাশে ভারাগুলো বেশ লাগে দেখভে—হুরুমা, পড়—"

"তোমার হকুমগুলো পালন করি আগে" একটু পরে রাজীবের একেবারে কাছে একটা নীচু গদি মোড়া চেয়ারে বিসিয়া—টেবিল ল্যাম্পের আলোয় স্থরমা পড়িতে লাগিল। ওপালের জানালা দিয়া শির শির করিয়া মূহ বাতার বহিয় আসিতেছিল, স্থরমার কপালের অলকগুচ্ছ আদর করিয়া নাড়িয়া দিয়া, বাগান হইতে গোলাপের গন্ধ বহিয়া আনিয়া, তার সলে রাজীবের অল্পৌরভ মিশিয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল—সে পড়িল—

"The trumpet of a prophecy! O, wind,

If winter comes, can spring be far behind?"

রাজীব অবশ হাতে হ্রমার একটা হাত টানিরা নই।
বলিল—"কথাটা সভি৷ ত্রমা—If winter comes, can
spring be far behind ?— শীত এবে আর হি বসর
দ্রে থাকতে পারে ? মাহবের ভীবনেও বিভ

ভরা দীত চলে যাচেচ স্থরমা—তাই আশো হয় বসস্ত হয়ভো আসবে—"

"তোমার জীবনে শীত কিসের? আমি জানি চির-বসত্তের মদির মলয় তোমার জীবনে নিত্য খেলে যায়, তোমার শীত কিসে?"

"তৃমি ব্রবে না, তৃমি জানো না, কিন্ত আমি জানি, আমারো জীবনে সব শীত সফল ক'রে দিয়ে বসম্ভ আসবেই,—আারো একটু কাছে এসো স্থ্যমা,—"

হুরমা আরো একটু—আরো একটু সরিয়া গেল—

### 38

ন্ত্রমার এক বছর কাটিয়া গেল—রাধানগরেই।
রাজীব ইতিমধ্যে ছই তিনবার কলিকাতা ঘ্রিয়া

আসিয়াছে। পৃথা চিঠি লিখিয়াছে রাজীবকে ও তাহাকে

ক্রিন প্রে। সে লিখিয়াছে—

"বৌদি, স্থনীল আর আমি আকাশ পথে ইউরোপ হাবার হোগাড় কচ্ছি। দাদাকে জিজেন ক'রে জানাও ভোমবা কি ভাবে যাবে ?"

ত্রমা রাজীবকে জিজ্ঞাসা করিলে রাজীব বলিল, "তুমি এরোপ্রেনে যেতে পারবে না হয়তো ক্রমা,—
তা ছাড়া প্রণব আছে। আমরা জাহাজেই যাবো।"

হুরমা বলিল—"তোমার মন খারাপ হবে না?" রাজীব একট বিশ্বিত হুইয়া জিজ্ঞাদা করিল—"কেন?"

সুরমার মুথে কি একটা কথা আসিয়া বাঁধিয়া গেল।
সে কিছু বলিল না। রাজীব বলিল—"এবারে সব কাজ
কর্ম শেষ করে বেশ একটু অবসর পাওয়া গেছে—সেইজন্ত কিছুদিন বেশ নিশ্চিক্তে বেড়িয়ে আসা যাবে—নয় ?—"

হরমা ওধু বলিল—"হঁ''—

নত্ন দেশ দেখার আনন্দ ও দেশ। ক্ষরমাকে পাইয়া
বিলন। সে "ম্যাপ" লইয়া ভূগোল লইয়া সমন্ত দেশগুলা
কোধায় কোনটা বায় বায় করিয়া দেখিত পড়িত আর
রাজীবকে প্রশ্রে প্রশ্রে বিরক্ত করিয়া তুলিত। একদিন
শে বিলল—"দেখো ঘাবার আগে কলকাতায় গিয়ে কিছ
আমি সকলের লজে দেখা ক'য়ে আস্বো—আর একবায়
কালীগালে ঘাবো বাছা মায় সক্তে কেখা করতে—কেমম ?"

রাজীৰ স্থ্রমাকে আদর করিয়া বলিল—"বেশ ভো স্থ্রমা বেও—"

অনেক দিন পরে সে বিজয়ের চিঠি পাইল—সে বিধিয়াছে—"হুরমা, সাজি আমার বাসিফুলেই ভরা থাক
—পারিজাত অর্গের জিনিস, তাতে আমার কোন
প্রয়োজন নেই।

শরত দিনকে দিন এগিয়ে যাছে একেবারে ধ্বংসের দিকে। কণিকাকে বলেছিলুম তোমাকে চিঠি নিধতে, কিন্তু সে বলেছে তুমিই তার সব হঃখের মূল। এর পরেও তুমি তার কাছ থেকে চিঠি পেতে চাও ? কেন সে একথা বলে ? আমি কিছু জানিনা, আর তোমাকেও এ বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসাও কিছু করবো না তুমি কি ক'রে কণিকার হুজাগ্যের হুচনা করে দিয়েছ। তবে তুর্ধ্ এইটুকু বলবো যে তোমাকে আমি সে ভাবে কল্পনা করতে পারিনা। আর কণার কথাও আমি বিশাস করিনি, কারণ সন্দেহ কল্প। হয় তো তার ভুলও হ'তে পারে।"

স্থ্যমা চিঠি পাইয়া শুন্তিত হইয়া গেল। কণিকা বলিয়াছে সেই তাহার ছ:খের মূল। এই একটি কথায় কণিকা তাহার মাথায় কত বড় কলঙ্কের বোঝা ভূলিয়া দিয়াছে, তাহার **ভা**র সে হয়তো উপলব্ধি করিতে **পারি**-**उटाइ ना। इयर जा अपदा मनकनत्क वह कथाहै** বলিয়াছে। এই কি বন্ধুছ, এই কি স্থী**ছের প্রীতি** ? সুরুমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল বিজয়কে দে कि निधित। উত্তর তাহার কিছু দিবার নাই। দোষ তাহার না থাকিলেও সে যে পরোকভাবে দায়ী শরতের এ অধঃ-পতনের জন্ম-এ কথা দে কিছুতেই ভূলিতে পারে না যে। তাহার কাছে বিফল হইয়া গিয়াই শরত যে ভালিয়া ফেলিয়া দিয়াছে তাহার বন্ধনের পাবাণ বের সে ভানে। কিন্ত তবু ভাহার কোন দোষ নাই--একথা কণিকা কিছতেই বিখাস করিবে না—আর সকলে বিখাস করি-लिख ; विस्थिषणः तमहे मिरनत्र तमहे चरैनात्र भन । जनुष কণিকার প্রতি দে কোন অন্তার করে নাই-এইটুকুই ভাহার পক্ষে যথেষ্ট সাম্বনা।

সে বিজয়কে সেদিন উত্তর দিখিল। "বিজয়, ভোষার উপর আমি রাপ করবো। অত বাসি কুলে সাজি ভারে রেখোনা, প'চে তুর্গদ্ধ বেরোবো। মীরার স্থলর জীবনটা
তুমি কোন রক্ষেই ব্যর্থ ক'রে দিতে পারবে না—তোমার
খামখেয়ালী করে। আমি শিগ্লির আসছি—এদে
তোমার সলে বোঝা পড়া করবো।

কণিকার কথায় পত্যি বড় মর্মাহত হ্লুম। যদি আমাকে এতদিন জেনে শুনেও আমার উপর তার এই ধারণা হ'য়ে থাকে—, তবে বেশ তাই হোক — আমিও তাই বেনে নিলুম—তোমারও যা ইচ্ছা হয় বুঝে নিও,—
ঠিক তোমারি কথাওলো আবার তোমাকেই বলি—তুমি যা বুঝেছ বোঝা নিজের কোন বিষয় তোমার কাছে আমি জ্যাহির করবো না। এই এপ্রিলে চললুম সাগর পারে।
মীরাকে আমার ভালবাসা দিও। ইতি।"

করেকদিন হইতে স্থরমার শরীর একটু ধারাপ হইয়াছে। প্রথম হিমের শীতের বাতাদ তাহার দহ হইতেছিল না, দেইজন্ম তাহার রোজ একটু জর ভাব হইতেছিল। দে রাজীবকে কিছু বলে নাই নাই—নিজেই সামায়ভাবে অস্তথ্য প্রথম করিল।

**দেদিন সে তাহার বসিবার ঘরে অনেকক্ষণ ধরিয়া** প্राণবকে नहेशा (थना कतिएकिन। उथन (दना की। অন্তমান সূৰ্যা পশ্চিম আকাশে বিশ্রামের জন্ত শ্ব্যা বিছাইয়াছে-নদীতে পাল তুলিয়া কতগুলি নৌকা ষাইতেছে—চারিদিক নীরব ভার্ অদুরে গাছের উপর একটা বিরহী ঘুঘু তিন চার দিন ধরিয়া ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিতেছিল-কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহাদের একটা দরোয়ান একটা ঘুৰু মারিয়া আনিয়াছিল—তাহারই প্রিয়া হারা वित्रही वैधूत ध निमाक्न मर्भक्षम विनाश। হইতে শুনিয়া শুনিয়া স্থানার মন অভ্যন্ত বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে বারণ করিয়া দিয়াছে আর যেন ক্রথনো কেউ ঘুঘু নামারে। কোমল প্রাণ প্রেমিক ভারারা বিচ্ছেদ সহিতে পারেনা—বা প্রণয়ীর স্বতিও ভূলিতে পারে না-তাহার অদর্শনে তাহারই উদ্দেশে कैं। दिया कैं। दिया किंद्र किंद्र को को ना वाकाम के निम ইয়া, তাহাদের ব্যথান্ডরা বিরহ গানে, তারপরে তাহারই ছবি कुछ बुद्धक धतित्रा बुधि ध्यकतिन धुनात्र लूगेरिया পঞ্জित्र। মরণকে সার্থক করিয়া তুলে।

প্রথম এখন হাঁটিতে পারে। আধ আধ কথা বলে।
"মা" বলিয়া হ্রমার কাছে ছুটিয়া গিরা তাহাকে মাতৃত্বে
মহিমার মণ্ডিত করিয়া পুলকিত করিয়া তুলে। সামনে
আরা বলিয়াছিল। প্রণব সমস্ত ঘরময় ছুটাছুটি করিয়
বেড়াইতেছিল, আর মাঝে মাঝে মারের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া আয়ার সলে ল্কাচুরি খেলিতেছিল। তাহার হাসির ও অবোধ্য কথার
কাকলীতে গ্রাম্য অপরাহের শুক বিষয়তা সভরে বেন
সরিয়া ঘাইতেছিল—দ্রে দ্রে। একট পরে হ্রমার
আনেশে আয়া তাহাকে লইয়া বাহিরে বেড়াইতে চলিয়া

ঠিক এই সময়ে তাহাদের ডাক আসে। গ্রাম্য ডাকঘর তাহাদের বাড়ীর বেশীদ্রে নহে। এ দিকে ডাক
একবার আসে একবার যায়। ঠিক এই সময় স্থ্য বধন
ঠিক ঐথানে গিয়া থামিয়া যায়, রৌজের কিরণ যথন বড়
বড় গাছের ঘন পাতার অন্তরাল হইতে, চুরি করিয়া ঠিক
ঐ মাটির উপর সন্তর্পণে নামিয়া আসে, দ্র বনের পদতল যথন ছায়াঞ্চলে আবরিত হইয়া য়ায়, ঠিক সেই সময়ে
ডাহাদের ডাক আসে। স্থরমা ভাবিতেছিল কত কি
বহিয়া আনে তাহা, কত স্থেপর ও ছ্থের বারতা, কত
উজ্জন, বিবর্ণ মলিন ছবি—বে জানে? ডাক ওয়ালা
আসে অলস চরণে মন্থরগতিতে, মাঠের মধ্য দিয়া ডাকের
থলি কাঁথে ঝুলাইয়া।

স্থরমার মাথা ধরিয়াছিল, ডাক আদিয়াছে—ভাহার চিঠিগুলি আনিয়া দিয়াছে দাসী,—দে একবার ম্বেলিংসন্ট্ ভাকিয়া, গায়ে একটা ভারী কাপড় জড়াইয়া ডাক দেখিতে বসিল।

অন্ত চিঠিগুলি পড়িয়া সে শেব চিঠিগুলি গুলিন।

হুনীল লিখিয়াছে—এতদিন পরে। বাইবার পরে এই
প্রথম তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে সে। ছুরুমা প্রথমে
লিখিয়াছিল—কিন্ত তাহার কোন উত্তর পার নাই, তাই
সে অভিমান করিয়া আর কোন চিঠি লেখে নাই, বা
পূধার চিঠিতেও তাহার কোন উত্তেশ করে নাই।

হার্মী

মান অভিমান এক মৃহুত্তে দূরে সরিয়া গিয়া সমন্ত বৃক্ ভরিয়া উঠিল,— অব্যক্ত যন্ত্রণা ও ছংসহ জ্ঞালা।

সে লিখিয়াছে;--

"তোমার চিঠি পেমেছিলুম। তার উত্তর না পেয়ে তোমার প্রতি আমার অমনোযোগিতা বা তাজিকা ব'লে যদি তুমি ধ'রে নিয়ে থাকো তাহলে ভোমার ভূল হয়েছে। কারণ তুমি জানো আমি চপল নই—। মনের যে ভাব নিয়ে এবারে আমি ফিরে এসেছি তা ঠিক তেমনি আছে, অথবা হয়তো তার চেয়েও বেশী হয়েছে,—সেই হত্তই তোমাকে তথন চিঠি লিখতে সাহস করিনি—ভয় হ্যেছিল পাছে নিজেকে সংযত করতে না পেরে অভায় কিছু প্রকাশ করে ফেলি।

তবে আজ লিখছি কেন ? কারণ মনে হয় আমার ভিতরে অনেকথানি আঘাতই লেগেছিল সেদিন। ক্রমে জনে তা বেড়েই যাচ্ছে—শরীরও ভেকে পড়েছে—মনে হর পুথাকে আর লুকিয়ে থাকতে পারবো না বেশীদিন। গোপনে ভাক্তার দেখিয়েছি তারা বলে "হার্টের" অবস্থা ভাল নয়। সমন্ত বুক জুরে ব্যথা--ঠিক হার্টেই ব্যথা--বড় বখুণা হয়।---একদকে আমার শরীর ও মন ভেকে দিয়ে এ জীবনটাকে নি:শেষ করে দিতে এসেছে স্ব রকমের আঘাত—কোন—তা বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন বড় শিগু গির সব শেষ হ'য়ে আসছে। আমি বেঁচে থাকতে চাই-জীবন চাই স্করমা। यनि <sup>বৈচে</sup> থাকি ভবে যে প্রলোভনকে জয় করে এসেছি এত <sup>দিন সেই ভ্ষের গৌরব নিয়ে আর বুঝি তৃপ্ত ধাকতে</sup> পারবে। না—মন মেন চায় একবার পরাজিত হ'তে। ঙ্গান্ত দেহ মন আশ্রম চায়। আর যুক্তে উঠতে পারছি <sup>ন।।</sup> তার চেয়ে মরা ভাল নয় কি ?—

নিনকে দিন বড় ছৰ্মল হয়ে পড়ছি। প্ৰায় রাডদিন

উয়ে পাকি—পুথা অলস বলে ঠাট্টা করে—ভবু তাও

ভালো। সে না আছক। বদি শেষ হরেই বার সব, তবে

মার ল্কোডে পারবো না তো—সব শক্তির বাইরে চলে

নাবো তখন—ভধন তাকে দেখো ওরই জন্ম ভয় হয়।

রাজীবকে প্রাণবকে সর্বাশেষ তোমাকে দেখতে ইচছে <sup>বরে।</sup> বা ইউরোপ যাবার **আরোজন করছে—কিছ** 

আমি কোন যাত্রার আয়োজন করছি—ভা জানেন ভগবান। বড়—ভাই আশীর্কাদ করি, স্বধী হও—"

স্থরমা অনেকক্ষণ রুদ্ধ বেদনায় চাহিয়া রহিল শৃষ্ঠে—
এ কি কথা! একি বারতা! স্থনীল। স্থনীল! স্থনীল!
তারপরে সে চোথের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না।
অবাধা অঞ্চ রর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল—তাহারই
মর্মালিপি সিক্ত করিয়া। সমস্ত পৃথিবীটা ধেন কে কালো
পদ্দায় ঢাকিয়া দিয়াছে, সেধানে একটা ভারাও ক্ষীণরশ্মি
বিকীরণ করিয়া ভাহাকে পথ নেধাইয়া দিড়েছে না।

স্থানর স্থান স্থানীল! তাহাকে সে এভাবে কল্পনা করিতে পারে না। উজ্জ্ঞল স্থানিবড় চোধছটো তাহার বে আজো চাহিয়া আছে তাহারি দিকে, সে চোধ কি সংসিক্ত হইয়া গিয়াছে—যন্ত্রণার নির্দ্ধন আতপে ? স্থানন দেহ, স্মচঞ্চল মন তাহার কোন বেদনা সংলাপনে লুকাইয়া আজ ক্রিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে? মনে পড়ে তাহার অবলীল, নর্মান, কথা, ব্যবহার—তাহা কোন অব্যক্ত যাতনা আঘাতে—ভাব ও ভাষা হারাইয়াছে?

কেন—কেন সাৰা জগত ব্যাপিয়া এ বিষাদের মাডা-মাতি কেন ? নিষ্ঠ্য বিধির এ জীবনের বং লইয়া এ হরপনেয় হোলিবেলা কেন ?

শে আর আর ভাবিতে পারিতেছিল না। অব্যাহক
ব্যাথাঙ্কিষ্ট চিস্তারাশি তাহার সমস্ত সংক্ষা বিলোপ করিয়া
দিতেছিল ধীরে ধীরে—সে ছই হাতে মুখ চাকিয়া শুইকা
রহিল,—অবশ হইয়া—ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধ্রণার গড় হইনা,
তাহাকে আছেন করিয়া দিল—তাহার ভমিত্র উত্তরীয়ে—

সেই দিনই অনভিপ্লত সমন্ত জগত তাহার চোথের সন্মুবে আপ্লুত হইয়া গেল। বিষাদের ঘনছায়ায়। কডদিন—কতদিন—সে বেন কোণায় কোন, আনন্দময় এক স্থারাজ্যে বিচরণ করে, সেখানে সে দেবে স্নীলকে, পৃথাকে রাজীব, কণিকা, শরত বিজয়কে—আরো কত কি! বিজয়ের আশ্রমে দেখে মারাকে,—তাহাদের সলে সে কথা বলে—কথনো রাজীবের পরিহাসে সে কাঁদে, বিরক্ত হয়, পৃথা সন্ধোরে মোটর চালায়, সে ভয় পায়, বিজয়ের কথার হাসে।

অসীম অনস্থ নীল সাগরের জল ভেদ করিয়া বেখে

স্থনীল ধীরে ধীরে উঠিয়া আ্বানে—তাহার দেহ স্থন্দর হইয়াছে—দে কোণা হইতে এক উচ্ছল জ্যোতির্ময় আমাবরণ পাইয়াছে। হুরমা বলে—"বা: এই তো ভাল আছ—কি তোমার অস্থ্ণ—? মিছিমিছি লিথেছিলে?"

**দে** হাসিয়া বলে—"না এখন আর অফুথ নেই স্করমা, বেশ ভাল আছি, পুব আনন্দে আছি—তুমি আসবে কি ?" স্থ্যমা বলে—"याता স্থনীল"—

"তবে এদো, হাত ধর" স্থরমা হাত ধরিতে চায়, দে তাহাকে লইয়া চলিয়া যায় অতল সাগর গর্ভে। সে ভয় পাইরা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলে—"না ভয় করে, আমি যাবো না স্থনীল"---

স্নীল হাদিয়া বলে—"পৃথার ভয় নেই স্থরমা, ভোমার বড় ভন্ন—তবে আমি একাই যাই ?" বলিয়া সে সাগরের নীলিমায় মিলিয়া যায়। স্থরমা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে "स्नीन"—"स्नीन"—

कथाना (मरथ अभीन आकारण मृना इहेर७ मृत्ना মেঘের সপ্তত্তর ভেদ করিয়া গিঃ। ডাকে—"আচ্চ। স্করমা ওখানে নয়, এখানে এদো, আসবে স্থরমা? এখাসে বড় আনন্দ, বড় সুখ, আসবে ?"

স্থ্রমা উদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভয় পায়—বলে—"না স্নীল, অভদ্রে উঠতে পারবো না ভয় করে—''

স্থনীল হাসিয়া বলে—"আবার ঐ ভয় 📍 তবে থাকো--- "ৰলিয়া মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যায়--সে ছুটিয়া গিয়া ডাকে—"স্নীল—স্থনীল!"

হঠাৎ রাজীব তাহাকে ঘুই হাত আগুলিয়া ধরে— বলে—"স্বমা—স্বমা, যেও না"—

মাঝে মাঝে কিস্তের একটা ত্ঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির ভ্ট্রা উঠে, মাথায়, গায়ে সর্বাবে কিসের এ বিষদিগ্র হ্মালা,—দে সহু করিতে পারে না—ইচ্ছা হয় আকণ্ঠ ভূৰিয়া থাকে কোন ছায়া শীতল জলগর্ভে। কিন্তু তাহাও

আছের হইরা হির হইয়া শুইয়া থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে যেন সভাই শাস্তির অভলতলে তলাইয়া গিয়াছে—সেধানে আর কিছু নাই, জালা নাই, মুদ্রণা নাই শুধু অনাহত কঠিন স্তৰ্জায় ভরা।

हर्रा९ এकिन इत्रमा (निथन-एन विहानाह-जाउ একজন নাপ হাতে একটা বই লইয়া ভাহার পাশে চেয়ারে বসিয়া আছে। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—ভাগার निक्तित चत्र। अभार्म टिविटन चनःश चर्रासत निन ছোট বড় জ্বমা হইয়াছে—আইস ব্যাগ গ্রম জলের ব্যাগ ওপাশে আরো কতগুলা কি। সমস্ত ঘর আইডিন ও ফিনাইলের গল্পে ভরিয়া গিয়াছে। সে বৃদ্ধিন তাহার বেশী রকম একটা কিছু অস্থ করিয়াছে! মৃত্যুরে দে বলিল, "আমার কি হয়েছে?"

নাস বলিল-"এই যে, বেশ জ্ঞান হয়েছে দেখছি আজ। ও সামান্য জর হয়েছে আপনার সেরে শবে শিগ্রির, একটু কমলা নেবুর রস খাবেন ?"

"না'' বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল !—— সুরুমা দেখিল অনেক কিছুই তাহার জন্ম হইয়া গিয়াছে। কলিকাভা হইতে হুই তিন জন ভাক্তার আসিয়াছে। নাস<sup>্</sup> আসি-য়াছে, অষুধ আসিয়াছে—টুকরি ভরিয়া রোজ বেদানা আ'সিতেছে,—নি∢টস্থ সহর হইতে বরফ আদি-য়াছে। রাজীব অত্যস্ত বিষয়মূবে তাহার কাছে আসিগ বলে—এক দৃষ্টে মুথের দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়। দেদিন সে জিজ্ঞানা করিল—"আশার কি হয়েছে ?"

শুক্মুথে করুণ হাসি হাসিয়া সে বলিল—"একটু জর হয়েছে হুরমা! আর কিছু নয়,—দেরে বাবে—"

"তাতো যাবে!—এত ডাক্তার, নাস<sup>\*</sup>, অবুধ—কেন <sup>9</sup>" "এখানে পাড়া গাঁ। বলে—পাছে বেনী হয় সেইবর আনিয়ে রেখেছি—"

কেহ কিছু না বলিলেও হুরমা বঝিল, ভাছার টাই-পারে না—হাত পা অবশ হইয়া আগে—সে গভীর তন্ত্রায় করেড হইয়াছে এবং এই তারার তৃতীয় সপ্তাহের শেবভাগ।



( পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## তাত্ত্বিক ও কবি

যদি একটু সরদ করিয়া ছলে বিবৃত হয় তবে, তত্ববানীর কথাকে অনেক সময় কবিতা বলিয়া মনে হয়।
তব্বাদীর বাক্যে ধ্বনি থাকে, ব্যক্তার্থ থাকে,—তবু তাহা
কাব্য নহে, কারণ তাহা অস্তরকে রসের পথে লইয়া যায়
না—জানাধিগমের ছৃথির সন্ধান দেয় মাত্র। দেশে দেশে
ম্পে ম্পে তত্বাদীর বাক্য শুনিয়া কত কোক বোধানন্দ
লাভ করিয়াছে,—সাখনা পাইয়াছে, সমাধান পাইয়াছে—
তাহাতে তাহাদের ছিবাসংশয় ও চিত্তের অইয়্র্য্য দ্র
হইয়াছে এবং তাহাকে কাব্যও মনে করিয়া আসিয়াছে।
ম্পে ম্পে তত্বাদীরাও কবি আখ্যাই পাইয়াছেন ! আজিও
সনেকেই ছল্লোঝয়ভ তত্বাক্যকে কাব্যই মনে করেন।

আমরা চাই, তত্ত্বকথা এমনই করিয়া অলক্ক ও ঝক্ত ভিলিতে ব্যক্ত হউক। তাহার মূল্যবন্তা ও সারবন্তা যথেষ্ঠ। উচ্চশ্রেণীর গৌণ সাহিত্যের মধ্যেও তাহা পরিগণিত। তাহাতে আমরা যে আনন্দ পাই—সে আনন্দ আমরা অক্ত কোন জ্ঞানবস্ত হইতে পাই না। তবু কবি তাহাকে কাব্য বলিবে না। কবি নিজে বধন রসলন্দ্রীর প্রেমস্পর্শে আবিষ্ঠ না ধাকেন—তথন তত্ত্বাধীর মতন ঐ সাহিত্যেরই স্পষ্টি করেন। কিন্তু যথন তাহার রসাবেশ ফিরিয়া আন্দে—তথন তিনিই ঘাড় নাড়িয়া বলিবেন, "না, ও কথা আমার প্রাণের বধান্ত্র।"

মিথসরস কঠে সহাছভ্তির হুরে ওখবাদী কবিভার <sup>মতন</sup> করিয়াই বলেন,—

ও চুল কালই বাবে ঝ'লে হাস্বেনাক হেন, ডাই বলে হায় ও ডাই কৰি ছুঞ্ কয় কেন ঃ তুইটি দিনের প্রজাপতি তিনটি দিনের অলি, শোক করো না ফুলের সাথেই মরবে ভারা বলি। মবণ-লীলার তলে তলে অমরতার ধারা দেখবে নাক ? দেশ্বে ভবে হায় কে তুমি ছাড়া ? অমর পারিজাতের শোণিত সকল ফুলেই রয়, नन्दित यत-यांगीर्कात मृज्य करत अम। মধুতে তার অমৃত যে সংগোপনে জাগে, ফুল যে রন্ধিন শোভায় ভরে অমর অহুরাগে। গন্ধ ভাহার কয় কাননে অমরভার বাণী, মৃত্যুদ্ধরের ব্রতে দে সব ভূদে আনে টানি'। ৰুটে কি অই প্ৰজাপতি বুধাই তাহার পাশে ? বন্ধীন পাখায় অমরতার বীক লয়ে সে আসে। মধুকোষের স্কুপথে অনেক ব্যথাই সহি. ভূক্ত পশে স্ষ্টি-দেবীর নিদেশ শিরে বহি'। প্রজাপতির ঘটকালিতে পুল্প-পরিণয়, कृत्नत श्रेनय करत करनत वीरमञ्जीनम् । পরাগ-পথে ও-রূপ হ'তে পুষ্প রূপান্তরে আসছে চ'লে আদি হতেই পুলধম্বর বরে। যে ডোর জাগে হরের গলার হাড়ের মালার মাঝে সেই ডোরেতেই অনস্কলন ফুলের মালাও রাজে। मत्रानीनात भारत जारात इत बीवनपूक, চিত্তলোকে অমর হ'তে, তাও দেখ উৎস্থক। শিল্পী, তারে অবর কর, চিত্রটি ডার আঁকো। শোক করো না. ছন্দে কবি অমৰ করে রাখো.

কৰি ইহাতে সাখনা পান না, জিনি বাড় নাজিয়া চিয়খিনই বলিবেক—

"স্বই বৃঝি তম্বজ্ঞানী ভাই, সঞ্জ চোখেই তবু আমার ফুলের পানে চাই। সভ্য হা তা বৃদ্ধি বোঝে, হানয় বোঝে কই ? ব্যথার অকুল পাথারে ভাই পায় না সে বে ধই, গীতায় প্রবীণ তত্তজানী বৈরাগীটির চোখে অঞ কি আর ঝরে না ভাই প্রিয়-জনের শোকে ? फूलत जीवन त्रहेरव (वंटा नवन अस्तर्ताल, নয়ন যাহা হারায় তাহার তরেই ধারা ঢালে। কি দোষ দেবে নয়নেরে ? বঞ্চিত সে হায়. ফুলের অমন অমরতায় তার কি আদে যার ? অমরতাই নয়ক বড়। অই চাহনি হাসি পাতার দোলায় ঐ যে দোলন বড়ই ভালবাসি। ঐ গ্রীবাটির ভঙ্কি সোহাগ, স্থরভি নিখাস। দেবে কি আর ফিরিয়ে তোমার কথাতে বিশাস ? ফিরবে সবি ? এটাই তবে শেষ কাল। নয় হার ? বারংবারই কাঁদতে হবে ফুলের বেদনায় ?"

## কল্পনা-বিহার

রসজ্ঞগণ বলেন, কাব্যপাঠে পাঠকের চিত্তের গতি হইবে লম্বভাবে অর্থাৎ হয় তাহা ভাবের উচ্চচ্ডায় চিন্তকে তুলিকে—নয় রসের পাতাল-কূপে চিন্তকে নামাইবে। কিন্তু কাব্য কি চিন্তকে অন্ত দিকে লইয়া গিয়াও আনন্দ দেয় না? যে কাব্য আমাদের কর্মনাকে দিগ্রিকিন্তে, দেশদেশান্তরে, যুগ-যুগান্তরে, লোকে লোকান্তরে লইয়া যায় তাহা কি সংকাব্য নয়? কল্পনার এই পরি-জ্মণে কি একটা আনন্দ নাই? মহাকাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম, মাইকেলের মেঘনাদ্বধ বা হেমচন্দ্রের বুক্তসংহারে আমাদের কর্মনা যে ক্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়া আনন্দ পায়—সেই আনন্দই ঐ ছইধানি কাব্যপাঠের মন্ত বড় একটা পুরস্কার নয় কি?

এখন কথা হইতে পারে, সে আনন্দ-স্ষ্টি গীতি-কাব্যের কাজ নয়, খণ্ড-কাব্যের কাজ।

ৰঙকাৰো যুগধুগান্তর দেশদেশান্তর-ভ্রমণে যদি আমা-দের করুরা আনন্দ পার—গীতিকাবো বা গীতিকাবোর ভদিতে রচিত কবিভার সেই আনন্দ সে না পাইবে

কেন? এমন গীতিকবিতা কিংবা তৎশ্রেণীর কবিতাত যথেষ্ট রহিয়াছে,—যাহা আমাদের কল্পনাকে পরিপ্রান্ত নির্মান নবনব দৃশ্র দেখাইতে দেখাইতে দেশে ও কালে বহুদুর পুরাইয়া আনে। সে-গুলিকে কি উৎকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে না?

এখানে কথা হইতে পারে, কঙ্কনা এক্ষেত্রে যে আন্দ পার তাহা রসানন্দ কিনা।

রসানন্দ নিশ্চয়ই, নতুবা তাহা কবিতা-নামই পাইতে পারে না—কবি নিশ্চয়ই কল্পনাকে অমথা পরিভ্রমণ করান না। কল্পনা বিশ্বয়ের আনন্দ পায়, মৃক্তির আনন্দ পায়, অপুর্ব্বতার আনন্দ পায়। কবি যদি দেশদেশান্তর লোক-লোকান্তরের প্রাণহীন বর্ণনামাত্র করেন—তবে কল্পনা হাড়িয়া উড়িতে চাহে না। কিন্তু যদি কবির সরস অন্তরের আকর্ষণে লোকলোকান্তরও যুগযুগান্তরের দৃগ্র বার্তা আসিয়া পড়ে—ঐ দৃশ্র যদি অপুর্ব্ব হয়, সায় ঐ বার্তা যদি চিত্তাকর্যক হয়, তবে পাঠকের কল্পনা পরি-ভ্রমণে যাত্রা না করিয়া থাকিতে পারে না।

যে রসের আকর্ষণে কাব্যে লোকলোকান্তর যুগযুগান্তর আসিয়া পড়ে—সেই রসের আনন্দ পাঠকচিত্তও নিশ্চই পাইবে। রসের পাতালকূপে নামিয়া বা ভাবের উচ্চচ্ছার উঠিয়া আমাদের চিত্ত এই কর্ম্মক্রিই ধূলিখুমক্লির বন্ত-বৃগং হুইতে দ্রে গিয়া যেমন আনন্দ লাভ করে—দিগ্ দিগন্তে যুগ-যুগান্তরে ছুটিয়াও তেমনি স্বন্তির আনন্দ পার। কেবল দেখিতে হুইবে—পাঠকের কল্পনা ক্লান্ত বা অবসল্ল হুইয়া না পড়ে।

## শিল্প-সঙ্কর

কাব্য সদীতের সহিত, চিত্র কথাসাহিত্যের সহিত এবং নাট্য অভিনয়-কলার সহিত মিলিত হইয়। অনেক-ক্ষেত্র সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এই মিলিত প্রবাদের রস-সন্তোগ করিয়া লোকে যখন সাধুবাদ দেয়—তখন বোব শিরের কতটা প্রাণ্য তাহার বিচার হয় না। মুগ বুরে অনেক কবি সদীতের আহুক্লোর ভরসায় অসম্পূর্ণি কাব্য রচনা করিয়াছেন, বহু নাট্যকার অভিনয়ক্লার আহুক্লোর প্রভাগের প্রভাগের হাত্যাশার হীনাম্ব নাট্য রহনা করিয়াছেন, বহু নাট্য রহনা করিয়াছেন, বহু নাট্য রহনা করিয়াছেন, বহু নাট্য রহনা করিয়াছেন

কথা-সাহিত্যের সহায়তার ভরসায় ইদানীং অনেক চিত্রকর অনেক চলনসই ছবিও আঁকিভেছেন। তাহাতে মিশ্র শিল্পের উপভোক্তাদের কোন আপত্তি নাই।

কিন্তু রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপ একটি শিল্পের ভরসায়
রচিত অন্থ শিল্পের অসম্পূর্ণতা মার্জ্জনা করিতে চাহেন না।
ঠাহারা বলেন—একজন শিল্পী অন্থ একজন শিল্পীর ভরসায়
কেন তাহার স্প্রীতে অক্স্থানি রাখিবেন ? উদাহণরস্বরূপ,
ঠাহারা রবীক্সনাথের বছ গানের উল্লেখ করিবেন। তানমানলয়ে এ গানগুলি উদগীত না হইলেও, কাব্যের রসাদর্শে
তাহারা পরিপূর্ণাক,—গায়নকঠের মাধুর্ঘ্য ও চাতুর্ঘ্য সেগুলিতে সংযুক্ত হইলে গভীরতর বা নিবিড্তর আনন্দই
দান করে।

গিরীশবাব্ নিজে ছিলেন স্থকেশিলী ও শক্তিশালী
নট। নাট্যরচনায় তিনি অভিনয়-বিছার আফুক্ল্যের কথা
ভূলিতে পারেন নাই। রক্ষমঞ্চে বাহারা গিরীশবাব্র নাট্যের
অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছেন—এপনো
তাঁহার কোন কোন নাটকের অভিনয় হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী স্থলতে বিক্রীত হইতেছে। প্রত্যেক বাড়ীতে গিরিশ
গ্রন্থাবলী পাওয়া ষায়।—কিছুকাল পরে ঐসকল নাটকের
অভিনয় বন্ধ হইয়া গেলে—গ্রন্থগুলির সক্ষে সকলেয়ই পাঠ্যপাঠক সম্বন্ধ মাত্র বহিয়া ষাইবে। তথন সাহিত্যের নিজস্থ
অবিমিশ্র আদর্শেই নাটকগুলির বিচার হইবে। গিরীশ
বাব্ যদি অভিনয়-কলার সহযোগিতার উপর নির্ভর না
করিয়া নাটকগুলি লিখিতেন,—তাহা হইলে বলগেশ নাট্যসম্পানে এত দরিজ হইয়া থাকিত না।

গিরীশচন্দ্র সম্বন্ধে মে কথা বলা হইল, দীনবন্ধ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। বিজেন্দ্রলাল নিজে নট ছিলেন—
মভিনয়-কলার উপর বেশী নির্ভন্নও করেন নাই—কিন্তু
কাব্যের সহিত নাট্যকে মিলাইয়াছেন। এ মিশ্রণ রাজমোটক ত হয়ই নাই—বরং তুইটিরই ক্ষতি হইরাছে।

নাট্যপ্রসংক গিরীশবাবুর সককে বাহা বলা হইল—গান প্রসংক নিধ্বাবুর সককেও সেই কথা বলা চলে। 'বিজেপ্রশাল ও রজনীকান্ত গারক-কঠের উপর পুব বেশী ভরসা

নাংখন নাই—ভাহাবের গানগুলি গঠন-গোঠবে প্রার্
শশ্পাকই ইইরাছে।

দেশের যে সকল গীত ধর্মকে আশ্রয় করিয়া গায়ককঠের দরদের ভরসায় রচিত হইয়াছে—সাহিত্যের গণ্ডীতে
তাহারা পড়েই না।

### কাব্যে সঙ্গীত

রসজ্ঞগণ বলেন—সন্ধীত ( Music ) না ধাকিলে কোন রচনাই 'লিরিক' হইয়া উঠে না। ভাব-বৈচিত্র্যা, অর্থ-গোরব ইত্যাদি অভাত্ত ষত ঐখর্যাই থাকুক—সন্ধীত না থাকিলে তাহা গীতি-কাব্যের গোরব লাভ করিতে পারে না। রবীক্রনাথের রচনায় অভাত্ত অনেক ঐখর্য্য আছে —কিন্তু সে সমন্ত একটা অপূর্ব্ব সন্ধীতের জন্তই কাব্য ছইয়া উঠিয়াছে।

ইহা কি ছলের ঝন্ধার, ছলো-হিলোল, অন্ধ্রাসাদির প্রয়োগ ? না, এ সকল বহিরদের কথা। সন্ধাত বলিতে রসজ্ঞগণ অন্তর্গের বস্তু ব্রেন, কতকটা অনির্কাচনীয় সামগ্রী।

তবে কি আলঙ্কারিকগণ যাহাকে রস বলেন—সেই রস আর এই সঙ্গীত এঁক বন্ধ? সঙ্গীত নিজেই রস নয়। উহারদের প্রধান সহায়ক—রস সমগ্র কবিতার সর্বাজীন উপভোগোর ফল। সঙ্গীত ঐ উপভোগোর প্রধান অভা।

আমাদের প্রত্যেক মনোবেগের একটি হার আছে— ।
মনোবেগ যদি কাব্যে অভিবাক্ত হয়, তবে সে গোড়া
হইতেই নিজন্ম হরের ক্রম ধরিয়াই চলে। যে রচনাত্রে
কোন মনোবেগ জন্ম দান করে নাই—তাহা ছলোবন্ধ গভা।

রচনায় কোন বিশিষ্ট মনোবেগের আবেশের অম্করণ বা ভাগ করিলে মনোবেগের একটা অভিব্যক্তি হয় বটে, কিন্তু তাহার নিজৰ স্থারে নয়। এক্ষেত্রে অন্তর মনোবেগকে মৃক্তি দেয়, কিন্তু তাহার স্থারকে মৃক্তি দেয় না। অর্থাৎ তাহাতে সন্ধাত থাকে না—Emotional Sequence থাকে—কিন্তু Musical Sequence থাকে না।

প্রকৃত কবিতা তাহার প্রেরণার নিজধ কর সইয়াই
আরম্ভ হয় এবং সেই কর বরাবর খাভাবিক জনাছসারে
আপনার বেগেই চলিতে থাকে। তবে এমন হইতে পারে
—ক্ষির মনোবেগ কিছুল্ব গিয়া অবসর হইয়া পড়িয়াছে
অথবা সুরাইয়া আলিয়াছে—ক্ষি তব্ কাষ্যকে বাড়াইয়া

চলিয়াছেন—প্রক্রার সাহায়ে বৃদ্ধির লীলায়। সে ক্ষেত্রে মনোবেপের সহিত স্থর অবসর হইয়া পড়িলেও তাহার রেশটা থাকিয়া যায়—ভাহাতেই শেষটা কতক রক্ষা পার। দৃষ্টান্ত স্থরপ রবীক্রনাথের শাহজাহান কবিতাটির নাম করা যাইতে পারে। রবীক্রনাথের আনেক কবিতায় চিন্তা, আবেগকে ও প্রজ্ঞা, অহত্তিতে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে

ক্ষিত্র আবেগ বা অহত্তি তাহার নিজম্ব সঙ্গীতের স্থরটি ছাড়ে নাই। তাই সেগুলি কাব্য হিসাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রচনার আনেক ক্রটীই ঐ সঙ্গীতের স্থরে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। বাণীর ক্রটে ধনি চিরদিনই ঢাকিয়া ফেলে—স্থরধুনী-ধারায় যাহা-কিছু আসিয়া পড়ে, ভাহাই পবিজ্ঞা লাভ করে।

দ্বীক্রনাথের কবিতার প্রারম্ভ যে এত চমংকার—তাহার কারণ তাহা মনোবেগের নিজব স্থরেই আরক। ছন্দংশৃশ্বলা দ্বীক্রনাথকে স্থর দেয় নাই। স্থরই ছন্দ বাছিয়াছে—ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াছে এবং ছন্দকে উপযোগী করিয়া ভান্বিয়া গড়িয়াছে। রবীক্রনাথ সভ্যোক্র নাথের মত ছন্দংশিল্পীরূপে ছন্দের বৈচিত্র্য স্থি করেন নাই—তাহার কবি-মনের আবেগের স্থরই ছন্দে বৈচিত্র্য রচনা করিয়াছে।

এখন জিজ্ঞান্ত, বহিরজের ধ্বনি-মাধুর্য্য কবির অন্তরক সন্ধীতকে সহায়তা করে কিনা?

কোন কোন কবিতায় ইহা অন্তর্কের সন্ধীতকে সহায়তা করিয়াছে—কোথাও করে নাই।—অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্কের সন্ধীতকে ক্ষ্ম করিয়া ফেলিবে,—এই ভয়ে কবি উহাকে বর্জন করিয়াছেন। ইহার ফলেই অছন্দ-গতি পরারও অসমমাত্রিক ছন্দের উৎপত্তি—ইহাতে কবির নিজয় আবেগের হ্বর সন্পূর্ণ ফুর্তিও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে— স্থুরই এই ছন্দের জন্মদান করিয়াছে—বহিরকের সন্ধীত এই ছন্দে প্রায় নিত্তর।

কবির মনোবেগের সহিত বে সঙ্গীত অকাজী ভাবে বিজ্ঞাতি—তাহা তাঁহার পক্ষে শভাবের দান। ইং। অন্ধ-শীলনের বারা যাজ্জিত হইয়াছে বটে, প্ররাসের বারা অর্জ্জিত সম। কবির মনের নিশ্বশ প্রকৃতিতে, রস্পৃষ্টিতে ও প্রেরধার মুলেই সহজ্ঞাবে উহা বর্জ্মান। এই স্থাইর

সহিত তাঁহার চিত্তের একটা সহজ্ব Harmony আছে—
আর ক্ষেট্টর হ্বর-সেমন্যের সমগ্রাম্ন ভূতিই তাঁহার রচনাকে
প্রেরণা দান করে। সে জন্ত তাঁহার কাব্যে সঙ্গীত এত
সহজ্ব ও আতাবিক হইতে পারিয়াছে—ক্রিম উপারে
বাঁহারা সজীতের ক্ষেট্ট করিতে চাহেন, তাঁহারা কবিওজর
চেয়ে ঢের বেশী সাধনা করেন, কিছু কাব্যকে হ্বরম্ম করিয়া
তুলিতে পারেন না।

# কাব্যের আর্ত্তি

"আবৃত্তিঃ সর্বশাস্তাণাং বোধাদপি গরী**য়**ণী।"

শাল্কের আবৃত্তিকে 'বোধ' হইতেও গরীয়দী বলা হইয়াছে। শুধু বার বার অধায়ন অর্থেই এই আবৃত্তি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, বলিয়া মনে হয় না—ছন্দোবদ্ধ বাণীর পক্ষে স্বিহিত স্থান প্রদান উদীরণও আবৃত্তি শব্দের মর্পার্থের অন্তর্গত। সর্কাশাল্কের কথা বলিতে পারি না, কায় সম্বন্ধে যে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রুষ, দীর্থ, উদান্ত, অন্থানাত্ত, স্বরিত, ক্রন্ত, বিলম্বিত ইত্যাদি খর-বৈচিত্রোর মিলনে যে স্বরু-গান্তীর্থের বা আহার-মাধুর্থের স্থাই প্রত্যকে গত্ত ইতে স্বাভন্ত্যা দান করে,—আর এই মাধুর্থাই প্রত্যের সর্কপ্রেধান ঐশ্ব্যা,—এমন কি প্রাণম্বরূপ বলিলেও অত্যক্তি হয় না। এই ঐশ্বের্থার সন্ধান আমর। স্থান্থত আবৃত্তি ব্যতীত লাভ করিতে পারি না; সেজ্য আবৃত্তি কাব্যের পক্ষে "বোধাদ্দি গরীয়দী।" যথন সর্কাশাল্প কাব্যেই রচিত হইত, তথন বোধ হয় সর্কাশাল্প সম্বন্ধেই এ কথা শাটিত।

উদাবৃত্ত না হইলে বেদের কোন বিশিষ্ট মৃশ্যই থাকে না। বেদস্জের,—উক্থের বা উদ্গীধের মধ্যে বে পর্ব নিহিত আছে, তাহাই বেদের সর্বস্থ হইলে বেদ ভারতের মনোজগতের চিরাফুশাসক হইক না। উদাবৃত্তি বা উদীরণকালে গাধা, সাম ও উক্থের বে অপূর্ব মার্বার্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাই মনোলোকে অলোকিক কিয়া সাধন করে। "পালাকর-সমাস্থরসক্ষণ-ভার-ম্যারিত" লার্বি সম্পর হইলে, তাহা বে "বোধাদপি গরীরনী" হইলে, সাধিবয়ে সম্পেহ কিছু এ মুসে সে আর্তি বাস্থিতানসহিত ভাহাবিদ্যার

উচ্চারণ করাইয়া বা শুনাইয়া বেদের মর্য্যাদ। কভকটা রক্ষিত হইত। কিন্ত তৃঃথের বিষয়, যাজক ও যজমান উভয়েই বেদমন্ত্রের শ্রুতিসভত আবৃত্তি করিতে পারেন না ব্লিয়া সমন্ত বৈদিক অন্তর্গানই পণ্ড হইয়া যার।

কবিতার শব্দ-সমূহে বৈদিক গাধার মত মন্ত্রশক্তি না থাকিলেও মন্ত্রমুগ্ধ করিবার শক্তি আছে। যাহাকে "কাণের ভিতর দিয়াই মরমে" প্রবেশ করিতে হইবে তাহাকে আগেই কর্ণরাল্য লব্ধ করিতে হইবে। কবি এমনভাবে অক্ষরের উপর অক্ষর সাজাইয়া যান, যে তাহাদের মিলিত কল্পনি ঐতিকে সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলে। কর্ণও বিনালাভে বেখাতা স্বীকার করে না। লীলা-হিজ্লোলিত ছেলোরজার কর্নের সামুমগুলকে এমনি তালে তালে শ্লিভ করে যে, তাহাতে প্রাণমূলে একটা স্থায়ভূতি হয়। এই স্থায়ভূতিই পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে যথেষ্ঠ লাভ। বিনা অর্থবাধে যে আনন্দ-স্কার তাহার সম্ভোগকে, বলে "অপ্রবৃদ্ধ উপভোগ।" সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন,—"অবিদিতগুণাপি সৎকবি-ভণিতিঃ বমতি হি কর্ণের্মধ্যরাম্।" রস-রচনা 'অবিদিতগুণা' হইলেও কর্ণে মধ্যরা বর্ষণ করে।

অর্থ যে বড় একটা লাভ নয়, তাহাও ইংরাজ কবি Wordsworth তাঁহার The Solitary Reaper নামক কবিতায় স্পষ্টই ইজিত করিয়াছেন। ছর্ব্বোধ ভায়ায় বা বিদেশী ভায়ায় রচিত সঙ্গীত বা শুধু স-বে-গা-মায় সাধা সঙ্গীতের প্রভাব প্রাঞ্জলার্থক সঙ্গীতের প্রভাব হইতে কিছুমাত্র শার নহে। আর্থি য়য়-ভাল-মান-লয়-য়ৢক 'সঙ্গীত' নছে বটে, কিছু উহা স্বর্থানের স্বর-পর্যায়ে গাঠও সঙ্গীতের মাঝামাঝি,—এমন কি, সঙ্গীতের কভকটা সমীপবর্ত্তী, সেজক আর্ভি সঙ্গীতের মার বিলেন কবিতার অব না ব্রিলেই কবিতাপাঠ একেবারে বার্থ ইইল, তাঁহারা আছে। তাঁহারা কেবলমাত্র স্থাবিহিত আর্ভি হইতেই বে মধেই লাভ হইতে পারে, সৈ বিষয়ে মছা। মেদ্যুতের—

"বিহাৰভং ললিভবনিভাঃ সেক্সচাপং সচিত্রাঃ। সন্দীতার অহতমূলভাঃ কিন্তুগভীরবােনং।" ৰা ববীন্দ্ৰনাথের---

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—

অসমিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে,—

ঘনগৌরবে নবযৌবনা ঘরষা,—
শামগন্তীর সরসা॥"

ইত্যাদি আবৃত্তি করিলে অন্তর স্বত:ই 'মে**ংল্মে চ্রং'** হইয়া উঠে, নয়নে ঘন-জাল ঘনাইয়া আদে। জ্বাদেবের—

"ললিতলবন্ধলতা-পরিশীলনকোমলমলয়দমীরে,

মধুকরনিকর-করম্বিতকোকিল ক্জিতক্ঞ-ক্টারে।"

ইত্যাদির আবৃতি বসন্তকে প্রমৃত্ত করিয়া নয়নসমুখে আনিয়া দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ল' আবৃত্তির গুলে ধেন আমাদের চারিপার্থে নাচিয়া বেড়ায়। উাহার 'দ্রেম্ব পালায়'যেন নৌকার দাড় হইতে জলের ছিটে গায়ে লাগে। এ সকল কবিভার মর্থ জানাই কি একমান্ত লাভ প্ যাহাদের সহিত আবৃতি সাহাযো 'প্রত্যক্ষ' পরিচম ঘটিয়া বাইতেছে, তাহাদের সহিত জ্ঞানগত 'প্রোক্ষ' পরিচম হয়, ভালই,—না হয় তাহাভেও ক্ষতি নাই।

শ্রুতি অর্থনানেই আর্তির মূল্য পরিচিত্র হয় না।
আর্তি অর্থনাধেরও যথেষ্ট সাহায্য করে। যে অর্থ
সাধারণ পাঠে বিশদ হয় না, তাহা উদার্ত্তিতে অনেক
সময় অ্বোধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু আর্তির সর্ক্রপ্রধান
প্রয়োজনীয়তা রস্বোধ্য। অন্তর্নিহিত রসের সহিত
সামক্তরকা করিয়াই কবি ছন্দোনির্কাচন ও পদ-বিভাস
করেন, এবং গতি, যতি, বিরতি, মাআ, ছন্দংস্পন্দ ইত্যাদি
নির্দেশ করেন,—সে জন্ম সম্পূর্ণ অর্থবাধ্য না হইলেও
ছন্দের রসাহগত আর্তি মাজই শ্রোভার চিত্তে রসস্কার
করিয়া থাকে। বেধানে অর্থগত রস অনারাসগ্রম্য,
সেধানে আর্তি, রসকে মনারিত ও অ্গন্য করিয়া তুলে।

রসস্টের পক্ষে "কাত্র" প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নহে,
অর্থ-বোধেও 'কাকু' যথেষ্ট আফুক্ল্য করিয়া থাকে। এই
'কাকু'ই আযুন্তির প্রধান অজ। আযুন্তি-কালে অরভলিই
মৃত্ হাত্তকে অট্টহাক্তে উচ্চ্ছিসিত করে, কঠের গদ্গদ্ ভাবই
কাঙ্গণাকে অপ্রতে উচ্চ্ছিসিত করে, কঠের গদ্গদ্ ভাবই
কাঙ্গণাকে অপ্রতে উচ্চ্ছিসিত করিয়া ভূলে। তবপাঠ বা
মন্ত্রোচ্চারণকালে শীরগভীর স্বরভর্জ অর্থানভিজ্ঞ ব্যক্তিরও
ক্রীর্কে স্বভাই অবনত করিয়া দেয়, ধর্মবালীক চিত্তক

বিগলিত করিয়া দেয়, রোবের অরুণকেও রদের-বর্মণের বশাধীন করিয়া তুলে। নাট্যান্তিনয় দেখিয়া লে!কে বে হর্ম, সংক্ষোভ, ভাবোন্মান, সমবেদনা ইত্যানিতে অভিভূত বা উত্তেজিত হইয়া পড়ে—অথচ নাটক পাঠে অবিচলিত থাকে, তাহার একটা কারণ নাটকীয় রচনার ভাবাহুগত আরুন্তি।

শিশুর চিত্তে আর্ত্তি যে কি প্রভাব সঞ্চার করে, ভাহা সর্বদেশের ঠাকুরমা-রা জানেন, শিশুরাও জানে, ভাই তাহারা অর্থহীন 'আগাড়ম বাগাড়ম' ছড়া শ্লোকও মধন তথন আর্ত্তি করিয়া থাকে। শিশুগণ যথন আর্ত্তি করে, তথন প্রয়োজন-মত ভাবাহুযায়ী অকভকী না করিয়া থাকিতে পারে না—এমন কি তালে ভালে ভাহাদের সর্বাদ লীলারিত ও চরণহটী নৃত্যচপল হইয়া উঠে। শিশুগণের আর্ত্তি শুনিয়া ও 'দেখিয়া (?)' মনে হয় আর্ত্তির মধ্যে একাধিক কাককলা মিলিয়া-মিশিয়া একটী অপরূপ মিশ্র চাককলার স্থাই করিয়াছে। কবিতা, দক্ষীত, অভিনর্বিত্যা, নৃত্যকলা এই চারিটা কলা-বিত্যাই—কোনটী শুট, কোনটা অন্ট্রনপে সচিত্র 'সরূপ' আর্ত্তি-শিল্পের মধ্যে অলাকিভাবে বিক্সভিত।

রসনাগত বৈচিত্র ও ভাবাহুগত অন্ধ্য সহকারে আরৃত্তি করিলে আমরা পূর্ণবন্ধর ব্যক্তিকে উপহাস করিন্ন। শনিশার অপনসম তোর এ বারতা,রে দৃত"ইত্যাদি অংশের অক্তলিসহ আরৃত্তির উল্লেখ করিন্না হাক্ত-পরিহাসের প্রধা প্রচলিত আছে। কিন্তু, রক্ষধ্যে যখন কলাচাতুর্য্যময় অঙ্কবিলাসসহ সম্পাদিত আরুত্তি শুনি, তখন প্রশাসায় হাততালি দেই। শোভানালী রমণী ও স্বকুমার বালক মধন আরৃত্তিকালে অক্তলি করে, তখন আমরা আনন্দলাভ করি। যদি কোন বালিকা বিভাগতির—

"হাতক দরপণ, মাধক কুল।
নয়নক অঞ্জন, মৃথক তাৰ্ল ॥
ধ্বদয়ক মৃগমদ, গীমক হার।
দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাধ, মীনক পাণি।
জীবক জীবন হম তুঁহ জানি॥

धरे नणाश्मेषीत सम्छिनित्रकारत जातृति करत,

প্রয়েশনমত তাহার কুল পাণি ও অলুনিগুলিকে একবার দর্পণ, একবার অঞ্চল-শলাকা, একবার তাহ্ন, একবার পাণীর পাণার পরিণত করিতে থাকে—তবে সে আর্ছি আমাদের চিত্তহরণ করিতে বাধ্য। ঐকপ আর্ছিভলী, মনে কল্পনা করিতেই আনন্দ হয়। আমাদের রাচ্দেশের বালিকাদের ভাছ বা ভাজোর ছড়া আর্ছির কথা মন হয়। আর্ছি স্বতই অলের লাসবিলাদে প্রমূর্ত্ত ও সম্পূর্ণাক হইতে চায়। আমরাও ভাবকে ভলিতে ও রসকে কপে অভিব্যক্ত দেখিতে ভালবাদি। তবে বে অকে উহা অভিব্যক্ত বা পরিমূর্ত হইবে, সে অকটা মুদর্শন ও লীলায়িত হওয়া চাই এবং আর্ছি-কারকের কঠেও বাক্সপাইতা, মাধুর্যা, চাতুর্যা ও স্বাস্থ্য চাই। সলীত, অভিনয়-বিভা, নৃত্যকলাও আর্ছির মতই ঐরপ প্রত্যাশা করে। তিথ্যাদিতত্বে আর্ছি কিরপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিধান আছে।

"বিষ্পষ্টমক্ততং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা। কলম্বরু-সমাযুক্তং রসভার-সমন্বিতং॥

সপ্তথ্বর-সমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে। প্রদর্শয়ন্ রদান্ সর্বান্ বাচয়েঘাচকোন্প। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আবৃত্তির দোবেরও বিবৃতি আছে।

শশদ্বিতং ভীতমুণ্ট্রমব্যক্তমন্থলাদিকং।
বিশ্বরং বিরদক্ষিব বিশ্লিষ্টং বিদমাহতং।
কাকস্বরং শিরদিতং তথা স্থানবিবর্জ্জিতং।
ব্যাকুলং তালহীনঞ্চ পাঠদোষাশ্তর্ক্ষণ।
সংগীতং শিরসং কল্পমন্নকঠমনর্থকং।

কবির রচনায় কোন ক্রটী থাকিলে আর্তিকালে ধরা পড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে, নির্দ্দোষ আর্ত্তি না হইলে কবির রচনার গুণগুলিও অলক্ষিত রহিয়া যায়। কবি শক্ষালভারগত অনেক প্রয়াস ও অনেক কলাচাত্র্যাই ব্যূর্থ হইয়া যার—অভ্নপ্রাস, ইমক, ছক্ষাল্পন, মিল, গানি বিস্তাসগত কলা-কৌশল অন্থপত্তক ও অনাকৃত ইহিয়া বায়।

गरकृत्छ हुन ७ हीर्वत छेक्षांतरने वर्ग वर्ग

বতঃই খরবৈচিত্রের সৃষ্টি হয়। খ্রচিত সংস্কৃত শ্লোকের বৈশিষ্টা ও প্রাকৃত মূল্য আবৃত্তির উপরই নির্ভর করে। দেছতা সংস্কৃতের প্রায় সর্বশাস্ত্রই আবৃত্তি করিয়া পড়িবার নিরম ছিল। বেদের কথাত পূর্কেই বলিয়াছি। চতৃ-শাসীর বালক ছাত্রগণকে ব্যাখ্যা না করাইয়া ব্যাকরণ অভিধান আযুর্কেদ পর্যান্ত কেবল আবৃত্তি করানো হইত। বালকের মেধা তীক্ষ ও অক্ল্ল, কিন্তু বাল্যে ধী-শক্তির উন্মেধ হয় না। আবৃত্তি সহজেই আবৃত্ত গ্রন্থকে শ্বতির বশীভূত ও ধৃতির অধিগত করিয়া তুলে। আবৃত্তির হারা বালকের মেধাশক্তির সন্থাবহার হইলে ক্রমে ব্যো-বৃদ্ধির সক্ষে ও গুরুর উপদেশে বাধের উল্মেষ হইতে থাকে।

আর্ত্তি মানব মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে,
দেবতার মনের উপরও দেই প্রভাব সঞ্চার করিবে,—
এই প্রত্যাশায় আর্য্যগণ আপনাদের প্রার্থনা ছন্দে আর্ত্তি
করিতেন—তাই পল্লাটিকা, তোটক, দোধক, প্রশ্বর ইত্যাদি
শ্রতিহৃত্য ছন্দে বহু। সৃষ্টি হইয়াছে, স্থোত্তের তাঁহারা
ছবের নির্দ্ধোয় আর্ত্তি না হইলে আপনাদিগকে
অপরাধী ভাবিতেন, তাই স্করাস্তে বশিতেন—

"যদক্ষরং পরিক্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যন্তবেৎ।
পূর্বং ভরতু তৎসর্কাং ত্বংপ্রসাদাৎ মহেশরি।

যদত্র পাঠে জগদন্বিকে ময়া বিস্গবিদ্ধক্ষরহীনমিরীতং।
পূর্বং তদেবাল্প তব প্রসাদতঃ সম্বর্গনিদ্ধিল্ট সদৈব জায়তাং॥

য়য়াত্রাবিন্দ্বিভূমপদপদ্বদ্ববর্গদিহীনং।
ভক্যাভক্যাম্পূর্কাং প্রতবক্ষতিবশাদ্যক্রমব্যক্ষমন্থ।

মোহাদ্জানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতিক্ষে ত্ববেহিনিং।
তংসর্কাং সাক্ষমান্তাং ভগবতি বরদে ত্বংপ্রসাদাৎ প্রসীদ॥

"বোহসৌ ধল্লোমুনিনিগদিতং পঠ্যতে ভক্তিভাবান্

মাত্রাহীনং পদমধিগতং পাদগাশাক্ষরং বা॥

জিহ্বাদোধিঃ প্রনরহিইতঃ প্রেল্লেবিঃ প্রকারৈ

যুরিং দেবাজিভূবনগতা মাত্রপাঃ ক্ষমধ্বং॥"

रेजानि.

তবাদির আবৃত্তিতে ক্রটি হইলে কেবল দেবতার কাছে না, মাহবের কাছেও অপরাধী হইতে হয়। ভোতাও শোডা উভয়েরই অকল্যাণ হয়। চণ্ডীপঠি ও গীতাপাঠ ইত্যাদির প্রসঙ্গে অপরাধ ও তাহার আশদ্ধিত দণ্ডের কথা শাস্তে আছে।

ধর্ম্মর প্রদাস পাকুক;—সকল প্রকার আর্ত্তির সম্বন্ধেই প্রকারান্তরে একথাটা ধাটে। নির্দোষ স্থবিহিত আর্ত্তি না হইলে অভিজ্ঞ শ্রোতামাত্রেই আর্ত্তিকারকে অপরাধী মনে করেন। প্রদাশীল প্রোতা তাহার বন্দনীয় কবির ছন্দের বিরূপ, বিকৃত ও বিরুপ আর্ত্তি সফ্ করে না—কাব্য-সর্বতীর কোন সেবকই সে অপরাধ ক্ষমা করে না। আর্ত্তিকার নিজের কাছেও নিজে অপরাধী। নির্দোষ স্থাসকত আর্ত্তিতে যে নির্মাণ আত্মপ্রাণ অস্তর হইতে পুরস্কারম্বন্ধপ পাইবার কথা, তাহা তিনি পান না।

নির্দ্ধেষ আবৃত্তি সারস্বত জগতের একটি শোভন স্থাই,
চিরস্থলরের একপ্রকার অর্চনা, একটা কল্যাণময় বাষ্ম্ম
অষ্টান। ইহাতে যে রসায়ভূতি জন্মে, তাহাতে Intellectual, Moral ও Aesthetic Sentiment তিনই
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেজগু নীতি-ভ্রষ্ট ব্যক্তি বিবেকের
তাড়নায় অন্তরে যে অস্বন্তি ও অশান্তি ভোগ করে—
আবৃত্তি নির্দ্ধেষ না হইলে আবৃত্তিকারকের চিত্তে সেইরপ
অশান্তি ও অস্বন্তির উদয় হয়, সরস্বতীর অবমাননা করিয়া
সে নিজেই লজ্জাকুঠিত হইয়া পড়ে।

বৈতালিকগণ প্রভাতে সন্ধ্যার শ্রপ্নরা, মন্দাক্রাম্বা ইত্যাদি
ছন্দে রাজবন্দনা আর্ত্তি করিত। মুদ্রারাক্ষদ নাটকে চন্দ্রগুপ্তের চারণব্বের রাজপ্রশান্তি আর্ত্তির প্রভাব যে কত,কবি
তাহা দেখাইয়াছেন। বন্দী বৈতালিকের মুখে আপনার
মহিমা কীর্ত্তন শুনিয়া রাজার রাজোচিত গৌরব, আত্মনির্ভরতাও ওল্পান্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত। পরবর্ত্তী যুগে ভাট
ও নকীবগণ বৈতালিকের কাজ করিত। নান্দী, মললাচরগ,
শ্বন্তিবাচন, ভরতবচন, প্রণতি, আন্দর্কাদ ইত্যাদি সমন্তই
আর্ত্তি বারাই নিশার হইত। কবি-পণ্ডিতগণ রাজসভায়
আর্ত্তি করিয়া প্রস্কার লইয়া আদিতেন। ব্যাধ্যার জন্ত
নহে, কেবলমাত্র আর্ত্তির জন্ত আজন্ত অমুষ্ঠান-বিশেষে
চন্ত্রীপাঠ, সীতাপাঠ, বিরাটপাঠ চলিয়া আদিতেছে। নির্দ্ধার
আর্ত্তি জামাদের ধর্মাঞ্চানের অলীভূত—মন্ত্রোচারণের
ও স্কেল্যোকের আর্ত্তিতে কোন লোম ধানিকে অমুষ্ঠানের
অম্বানি হইত।

কাব্যের ত কথাই নাই—বিনা আর্ভিতে মেঘদ্ত মেঘদ্তবধে, কুমারসম্ভব কুমারসংহারে ও ঋতৃ-সংহার সভ্যসভাই ঋতৃর সংহারে দাঁড়াইবে। নৈষধের যাহা প্রাণম্বরূপ, সেই পদলালিতা, আর্ভির উপরই নির্ভর করিতেছে। স্থরজ্ঞান না থাকিলে গান গাওয়া যায় না, কিন্তু সামাল্য ছন্দোজ্ঞান থাকিলেও গীতগোবিন্দ আর্ভি করা চলে। কেবলমাত্র আর্ভিই গীতগোবিন্দকে এত শ্রুতিক্রভাগ করিয়া তুলে যে, স্থরতানে পরিগীত না হইলেও গীতগোবিন্দের গীত বা গোবিন্দের অমর্যাদা হয় না—স্বর তরন্বের হিন্দোলায় ছলিয়া দোলগোবিন্দও অপ্রসম্ভ হন না।

অধিকাংশ বৈক্ষব কবিগণ মৈথিলীতে পদর্কনা করিয়া-ছেন; মৈথিলীতেও সংস্কৃতের মতই ব্রন্ধীর্ম ব্রের প্রভেদ রক্ষার নিয়ম ছিল,সেজ্ল বৈক্ষবপদগুলি আবৃত্তির উপযোগী। কীর্জনীয়াগণ কীর্ত্তনগান-কালে কতক গাহিয়া, কতক কেবলমাত্র আবৃত্তি করিয়া আম দের চিত্তরপ্তন করেন। "মঙ্গলকাব্য"গুলিও পালা-হিসাবে কতক 'গীত', কতক আবৃত্ত হইত। ক্রন্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত হ্বর-সংখোগে আবৃত্তি করিয়া পঠিত হইত বলিয়াই বাঞ্চালী নরনারীর চিত্তগঠনে এত সাহায্য করিয়াছে। কবি তাই কৃত্তিবাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

"গদ্গদ্ প্রোঢ় কঠে, প্রবীণের দস্তহীন মুখে কিশোরীর স্থাম্বরে হাসি অশ্রু ঝরণার হুখে, তোমার বিজয়বার্তা কোটী কঠে……

তেজপাতা চিহ্নটী খুলিয়া—
দিনের বেসাতীশেবে মৃদী তার ভাঙা কঠখরে,—
লক্ষাকাণ্ড শেষ করি, বিশ্রামের আয়োজন করে।"
মনসার ভাসান, মাণিকপীরের গান ইত্যাদি ন

মনসার ভাসান, মাণিকপীরের গান ইত্যাদি নাবে বাজ গান, উহা হুর করিয়া আবৃত্তি মাত্র। সত্যনারায়ণের পাঁচালি হইতে ছেলে-ভূলানো ছড়া পর্যন্ত সমত্ত লোক-নাহিত্য এবং ব্রন্ডপার্কণের অক্তর্ত্তরপার্কণের অক্তর্ত্তরপার্কণের অক্তর্ত্তরপার্কণের অক্তর্ত্তর আগ্রন্তর আগ্রন্তর আগ্রন্তর আগ্রন্তর করিয়াছে। আবৃত্তিকেই আগ্রন্তর করিয়াক বিরা কথকতা বহুকাল আমাদের দেশের লোক-শিক্ষার ভার লইরাছিল। আজও অনেক বাজালী প্রীবাসিনী প্ণাপ্তোকগণের নামের পূণ্য প্লোকমালার সহিত্ত নরোভ্যন দাসের শ্রীকৃঞ্জের শত নাম' প্রভাতে আবৃত্তি করিয়া

গাজোখান করেন। সোবাদ-বৃদ্ধ-বনিতার কঠন্বরে ভোর, ছড়া, পাঁচালী, শ্লোক ও শিশুরঞ্জন ছন্দের মিলিত ধ্রারে পল্লীসন্ধ্যাগুলি কলমুধ্রিত হুইয়া উঠিত।

বর্ত্তবান কাব্যসাহিত্যের মধ্যে মেখনাদৰধ 'মেঘনাদে' আবৃত্তি করিয়। না পড়িলে কৰিব প্রতি অবিচার করা হইবে। বাঙলাকাব্যে সংস্কৃতের স্তার স্বর্থবৈচিত্যের ও হব-দীর্থ উচ্চারণ-ভেদের অভাব ছিল, সে জন্ত দৈথিলী ভাষার কবিদের পর মাইকেলের পূর্ব্ব পর্যান্ত বন্ধ কাব্যসাহিত্য আবৃত্তির কতকটা অন্থপ্যান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই, মাইকেল যখন বহুদিন পরে বন্ধ-কাব্যসাহিত্যকে আবৃত্তির উপ্যোগী করিয়া তুলিলেন, বন্ধীয় পাঠক প্রথমতঃ উল্লের স্প্টি-মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অনেকে তাঁহার প্রবর্তিত বচনাভিন্ধকে ব্যক্ত করিয়

অনেক কুকাব্য অকাব্য রচনা করেন এবং ব্যক্তাত্মকরেন।

মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়া একটি অপূর্ব্ধ বরতরক্ষের বৈচিত্র্য স্থাষ্ট করিলেন, পয়ার পংক্তিকেই একটী

সছন্দ সাবলীল গভিদানে ও যুক্তাক্ষরবহল পন্দের প্রভৃত্ত

সমাবেশে কাব্যের ভাষাকে একটা সবল বন্ধুর স্বাস্থাদান
করিলেন। ছেদ ও শতি সংস্থানের মূহ্দুহ্ বৈচিত্র্য

ঘটাইয়া ছত্ত্র হইতে ছত্ত্রান্তরে ভাবধারাকে বেগাহ্যায়ী
গতিষাধীনতা দিলেন এবং ওজন্মিতা ও ভেজন্মিতার বলির্চ্চ

করিয়া ভাষার 'পদ্বিক্রেমকে' পৌরুষ্থান্তিসম্পার করিয়া
ভূলিলেন। মাইকেলের ছন্দোভিন্ধ আযুত্তির উপধারী
হওয়ার পরে উন্থা বন্ধদেশের কাব্য ও নাট্যে সাপ্রত্তে অস্ক্রত হইতে লাগিল।

আর্ত্তির উপবোগিতা হেমচন্দ্রও বুঝিরাছিলেন—
তাই দশমহাবিছার জয়দেবের ছন্দঃশুলা আনিতে
চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাংলাভাষার উহা নাবলীন ও
বাভাবিক হয় না ইহাও বুঝিতে গারিয়াছিলেন। ভাই
শোবে মাইকেলের ওছবিনী ভলিরই অস্থানর করিয়াছেন।
ভারণর রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র, শুভিস্কৃতপ্ত, নশাধ-রনায়

তারপর রবীজনাথ বছ বিচিত্র, শ্রুতিস্থভগ, সম্পূর্ণ-বুলাই গত ভাব-সবশ্বস ছম্পের প্রবর্ত্তন করিলের এবং কুলাকরের কল্প দীর্বমাত্রার মর্ব্যাদার পুন: প্রতিষ্ঠা ক্ষরিলের ই নালা কৌশলে ছম্পান্দ-ক্ষনে রচনাকে ভ্রম্বারিক ক্ষরি নিভরপ্তন ও জনরপ্তন হসস্তবহল ছড়ার ছন্দকে ভাবগর্ভ নংকাব্যে আভিজ্ঞাত্য-গোরবদান করিয়া এবং অসমমাত্রিক ন্বচন্দগতি 'ভাজমহলী' ছন্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া বন্ধকাব্য-নাহিত্যিকে সর্কাকস্থন্দর আবৃত্তির উপবোগী করিয়া চলিহাছেন।

কাহার প্রধান শিষ্য, ছলের ষাত্কর সভ্যেক্সনাথ সম্ভ ও বরাস্ত অক্ষরের মিলনমাধূর্ব্য লক্ষ্য করিয়া ভাষ্টেলর সন্নিবেশ-ব্যবধানকে নিয়মিত করিলেন। তাহার লো বক্ষকাব্যসাহিত্যে অপূর্ব্ব ছলোহিল্লোলের স্পষ্ট ইয়াছে। কবিবর মিজেন্দ্রলালও এ হসন্ত-বছল ছড়ার দেন নানাবিচিত্র ভঙ্গী স্পষ্ট করিয়া তাঁহার রচিত কোতৃক ধিতাগুলিকে আর্ত্তির সম্পূর্ণ উপধােগী করিয়া তুলিয়া-চন।

আমানের কাব্যসাহিত্য এখন আবৃত্তির উপযোগিতার সংস্কৃত, পারসী, ইংরাজী, ফরাসী ইত্যাদি ভাষার
নির্মাহিত্য হইতে হীন নহে,—বরং ছন্দোবৈচিত্ত্যের
কং নবপ্রবর্ত্তিত ছন্দোহিলোলের জভ ইংরাজীকেও
ছিল্লের করিহাছে বলিয়া মনে হয়।

কবিরা ত **তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন—কিন্ত** 'একাকী গায়**কের নহেত গান**়া—

তটের বুকে লাগে জলের চেউ তবে ত কলতান উঠে। ব্যাহ্যদে বন সভা শিহরি কাঁপে তবেত মর্ম্মর ফুটে।"

রসনিপাস্থ পাঠকেরও কর্ত্তব্য আছে—তাহাকেও প্রস্তুত্ত ইংত ইইবে, নতুবা তাহার পক্ষে বর্তমান যুগের বাংলা কবিঙা পাঠ ব্যর্থ ইইবে। সকল শান্তেরই মর্মজ্জকে সকল জান-শাধার রসজ্জকে সাধনা করিয়া শিক্ষার্থী হইয়া গর্মেই যোগাতা ও অধিকার অর্জন করিতে হয়। কাব্যের বেলায় অন্তথা ইইতে পারে না। অথচ আমাদের শাঠকগণের বিখাস কাব্যের রসগ্রহণের জন্ত কোনপ্রকার শূর্মতন শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজন নাই। সেজন্ত পরী-

বিপণির গন্ধবণিক হইতে নগরের গ্রন্থবণিক পর্যান্ত সকলেই নি:সন্ধোচে কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে দায়িত্বসূত্য মতামত ব্যক্ত করেন। সেজন্ত এদেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সম্যক্ সমাদর হয় নাই।

পাঠককে বর্ত্তমান কাব্যের ছল, যমক, অন্থ্যাস, ছলংম্পাল, যভি, মাত্রা, মিল ও কাব্যের অগ্রাম্ম কারুক্ত কৌশলসম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান অর্জ্ঞন করিতে হইবে—
শ্রুতি ও মতিকে রলগ্রহণের অধিকারী ও উপযোগী করিয়া ভূলিতে হইবে। বাগবস্ত্রের স্বাস্থ্য ও গৌকণ্ঠ্যের সৌভাগ্য সকলের না ধাকিতে পারে, কিন্ধ শিক্ষা ও অন্থলীলনের দারা সকলেই ছলোবাধ অর্জ্ঞন করিতে পারেন। আরুত্তির পক্ষে অর্ক্তনের মাত্রাক্ষান, শুরুলযুবাধ, ছল্পীর্ঘবাধ বিশেষ প্রয়েশ্বনীয়। মতিক্ষান আরুত্তির পক্ষে অভ্যন্ত আবশুক। শলান্তে যতি ধরা সহজ, সংস্কৃত স্লোক্ষে শব্দের মধ্যে মধ্যে ইতি ধাকে—যতিক্ষান না থাকিলে সংস্কৃত ছলের আরুত্তি অসম্ভব। বাংলা কবিতাতেও অনেক সময় শব্দের মধ্যে যতি থাকে।

"চরণ পদ্মে। মুম চিত নিস্। পন্দিত করছে।
নন্দিত কর। নন্দিত কর। নন্দিত করছে।"
উপরের পংক্তিতে 'নিস্' এর পর যতি দিতে না
পারিলে 'নিস্পন্দিত' দেবতার পদে ও কবিতার পদে—
তুইয়েতেই নিম্পন্দিত রহিয়া ঘাইবে।

কোন্ কোন্ ছল সগোত্র সবর্ণ ও সপিও এবং কোন্
গুলি নয়, কোন্ কোন্ ছলের সকর-মিলন বৈধ, কোন্
গ্রেণীর পদের সহিত কোন্ শ্রেণীর পদ পাংজের—কোন্
শ্রেণীর পদ অপাংজের—সে বিষয়ে রীতিমত জান চাই।
মনে রাখিতে ছইবে ছলগুলি বর্ণাধ্রমী। প্রাচীন
উট্টচারণের জায় ছলংসমাজের কুলপ্রিকা ও ঘটককারিকা আবৃত্তিকারের অন্তান্ধ্রভাবে অধিগত থাকা চাই।
ক্রমশঃ



( পূর্ব্যপ্রকাশিতের পর )

"মাধবীকে তৃমি বিয়ে করে।" "তৃমি না বল্লেও বিয়ে আমি কর্তাম—কারণ কিছুদিন থেকে বৃষছি যে সেটা একান্ত দরকার হয়ে পড়ছে। তা তৃমি যথন হাতের কাছে পাত্রী এনে দিয়েছ, তখন তাঁকেই আমি বিয়ে কয়্ব—এ বিয়য়ে তৃমি নিশ্চিন্ত থাক্তে পারো। তবে একটা কথা, বিয়ে আমি করব বটে তাঁর হুথ ছঃথের কোনো ব্যাপারে আমি থাক্ব না—তিনি এতে হুখী হবেন মনে করেন ভাল, ছঃখ পান, আমার হাত নেই!"

"মাধবীকে আগে বিয়েই করো—তারপর দেখো সে কেমন !—"

"বেশ, কাল আমি বড়দাকে বল্ব—কিন্ত এখনও ভেবে দেখ মীনা বিষেটা ছেলে খেলা নয়, একখার হয়ে গোলে আর ফির্বে না—জামি হয়তো তাঁর আশা কিছুই মেটাতে পার্ব না।"

"তার চেষ্টাও করোনা যতীদা—আশা তার খুবই কম, ডা মিটোতে তোমাকে বেগ পেতে হবে না। তা হলে এই-ই তো স্থির ?"

"নিশ্চয়। যতী যা' করে তা মন দিয়েই করে।"

ভ্রাংভ যথন যতীর মুথে তার বিষের ভন্লেন, তথন আনন্দে অধীর হয়ে তথনি পাজী দেখতে বদ্লেন। মলিনাও খুসী হল বটে, কিন্তু তার মনে তথন আর একটী বিয়ের স্বৃতি জেগে উঠে, সে আনন্দ মান করে দিচ্ছিল।

যাদের বিষের নামেই গোলঘোগ ছিল, বিষের সমরে হাদের আর কোনো গোল হল না। বতী বিষের সময়ের কোনো শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানই বাদ দিলে না—মেয়েলি আচারও নয়—এমন কি বাসরে সে গানও করলে! মীনা একট্ আশ্চর্য্য হল, ভাব লে পুরুষের রীতি বোধহয় এই রক্ষই। যাক খুনীও সে ক্ম হল না।

ফুলশব্যার দিনে—মাধবীকে সাজাবার ভার মীনা নিলে। ফুলের বাগানে ফুলের অভাব ছিল না—বাগান উজাড় করে ফুল তুলে এনে মাধবীর মাধায়, গলায়, হাতে বুকে পরিয়ে শেষে বিছানায় ঢেলে দিলে। মাধবীর মুখে কোন কথা ছিল না—দেস বসে বসে তার কাণ্ড দেখছিল। ফুল সাজানো শেষ হলে, একটা ভেলভেটের কেস্ খুলে সে মাধবীর গলায় কি পরিয়ে দিলে—ব্যস্ত হয়ে মাধবী বল্লে "ও কি মীকু, না ভাই ও নিতে পার্ব না—ভোমার আনন্দ বেঁচে থাক তার বউ এলে দিয়ো।"

গয়নাটা ঠিক করে পরাতে পরাতে মীনা বলে "কেন মাধু? তোমাকে কি আমার বিছু দিতে নেই? কিছুই তো দিতে পার্লাম না—শুধু এই সক্ল চেন টুকু!"

মাধবীর চোথ জলে ভরে এলো। এই দর্মহারা তথস্থিনীকে সে কি বলে সাস্থনা দেয়!

রাত তথন তিনটে হবে। বিছানায় কিছুতে থাক্তে
না পেরে মীনা উঠলো—ওপরের বারান্দার বেড়াতে
বেড়াতে বতীর ঘরের দিকে তার নজর পড়ল, একটা আম্য কৌত্হল হলো ভেতরের থবরটা আনবার জঙ্গে। বীরে ধীরে পা টিপে টিপে সে আনলার কাছে। বীরা

अप्रविज्ञ शास्त्र काँक निरम्न दिश्व परत चाता जनहरू, গাটের ওপরে যতী বৃদে আছে, তার কোল ঘেঁষে বলে আছে মাধবী। হজনেই, হজনের দিকে অপলক চেয়ে আছে। কতকণ এমনি বসে থাকার পরে, যতী মাধ্বীর কোলে মাথা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো—থেকে থেকে লাব সমস্ত শ্রীর কাঁচ কে উঠতে লাগলো! আর মাধবী করণ চোধে তার লুটিয়ে পড়া দেছের দিকে চেয়ে রইলো। এই দুখাই মীনা দেখতে চেয়েছিল; কিন্তু চোথ জালা করে কেন ? তবে, তবে কি সেও যতীকে ভালবাদতো ? আৰু যতী অন্তকে আপনার করেছে বলে কি এ হংধ? ছি: ছি: । না সে কি করে সম্ভব ? হতেই পারে না। না, না এ হংথ তার নয়, এ হংথ তার অমন আশ্রয় হারিয়েছে বলে, ফিরে পাবার উপায় নেই বলে। থাকো মাধু-অমনি করেই স্বামীর সকল স্থুখ তঃখের ভাগী হয়ে-মনে মনে এই আশীর্কাদ করে সে জান্লা থেকে সরে এলো---

ঘরে থেখানে তার ছেলে শুরে ছিলো, তার মাথে এফে শুরে দে আজ অনেকদিনের পরে নিশ্চিম্ভ হয়ে মুমিয়ে পড়লো। স্বপ্লে দেখলে পটের শ্রীকৃষ্ণ মুর্ত্তিমান্ হয়ে তাকে বল্লাছন "দেখতো চেয়ে, আমার চেয়ে তোর খানী কত স্থানর, কত কামনার দ্বিনিষ! পৃথিবীর খানীর আশা ছেড়ে দিয়ে জগৎ খানীর আশার নে।" ভোর বেলা ঘুম ভাঙার পরে সে কতক্ষণ শুরে শুয়ে খারের কথা ভাবলে। তারপরে উঠে স্থান দেরে মলিনাকে বললে "বৌদি, ভাই, গোপাল কোথায় পাওয়া যায়? আমি পাই তো পূজো করি। বড়দাকে বলো তো আনিয়ে দেবেন একটা।" তার ম্থের দিকে চেয়ে মলিনা অবাক্ হল। দেখলে সেম্বে, শান্তি আর আনন্দ ঘিরে রয়েছে, আগের দিনের ম্থের দকে তেয়ে থাক্তে দেখতে মীনা তার পূজোর ঘরে যেতে গেতে বললে "হা করে এই পোড়া মুধ খানায় কি দেখছ আজ ?— আজ আমার ঘাড় থেকে বৌঝা নেমে গেছে যে।"

পুজোর ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিলে। ঘটা খানেক পরে বাড়ীর সকলে আশ্চর্য্য হয়ে তুন্লে মৃত্ মৃত্ ঘটা ধ্বনির সকে মীনা তার স্থকঠে গান ধ্রেছে

"মেরা, গিরিধর, গোপাল বিনে

উর কোই নেহী—"

এ গানের অর্থ মলিনা ব্ঝলে—একটা দীর্ঘশাস ফেলে সে ভার কাজে চলে গেল।

সমাপ্ত



'ভরা নদী, বিকেলের দিকে আবার আজকাল রোজই মেঘ করে, নয় আজকের দিনটা থেকেই যা?'—মা'র কথাটা অগ্রাহ্ম করা উচিং হয়িন; কিন্তু না করেই বা উপায় কি? যে রিট্রেঞ্মেণ্টের হিড়িক! লেট্ হলেই পত্রপাঠ বিদায়ের মন্ত বড় স্থ্যোগ। কিন্তু চারদিক্ যে মেছে ছেয়ে গেল, নৌকোটাও একেবারে নদীর ম্বিধানে, বে ঢেউ, একগন্ধ এগুডেই মাঝির প্রাণান্ত!

মাঝিকে বল্লাম, ভাধ হে, নৌকোটাকে না হয় ধার দিয়েই নিয়ে চল, আকাশের অবস্থা দেখচ ত ?

মাঝি বল্লে, কিছু ভয় নেই কর্ত্তা, ঘণ্টাখানেকের ভেতরই ওপারে পৌছে বাব। মেঘটা ত এক্ণিকেটে গেল বলে।

মেঘ কিন্তু কাট্ল না। অল্প আল্ল বৃষ্টির ঝাপটা ছাউনীর ভিতরে প্রবেশ করতে লাগ্ল, বাতাদের জোর ক্রমেই বেড়ে চল্ল, চারদিক ঝাপ্সা হয়ে এল।
মাঝি প্রাণপণ শক্তিতে বাতাদের সাথে যুদ্ধ করে অপ্রসর হবার চেটা করল, কিন্তু বাতাদে নৌকোটাকে বেশ জোরেই পিছনের দিকে নিয়ে চল্ল, অর্থাৎ আমরা ফিরে চল্লাম। নৌকোটা ক্রমেই ঘেন ইলেক্টিকের শক্ থেয়ে ছুট্তে আরম্ভ করল। মাঝি নিরূপার হয়ে বাতাদের দিকে মুথ করেই হাল ধরে বসেছিল। নৌকোধানার গতির বেগ দেথে মনে হল, এরকম ভাবে আর ধানিককণ ছুট্তে পারলে সশরীরে সাগরে পৌছান বাবে।

সকে আবার বৃষ্টি। মাঝি ত শীতে ঠক্ ঠক্ করে 
কাঁপছে, আমিও প্রান্ত নাম করে উঠেছি। কিন্তু কি 
আশুর্ব্য, নৌকোটা তথমও তৃবছে না—বেন সৃত্যুর সাথে 
পালা দিয়ে চুটেছে! প্রকাণ্ড এক একটা ঢেউ নৌকোটাকে 
বাত্রীশুদ্ধ গ্রাস করতে আনে, কিন্তু মাঝি হাল্ট। একট্

বাকিয়ে ধরতেই নৌকোটা সাঁ করে পাশ কেটে ছুটে যায়, কিন্তু খেতে না যেতেই আর একটা, তারপর আর একটা—
অন্ধ্রস্ত ! মৃত্যু যে আসর, সে জ্ঞে ছংগ ছিল না কিন্তু
অত কষ্টের চাক্রীটা যে আর থাক্ল না, সে ছংগটাই বেন
সব চাইতে বড় হয়ে বুকে বাজল!

মা'র কথা থ্ব বেশী মনে হচ্চিল। আমার সৃতদেহ ত আর থুঁজে পাওয়া যাবে না, কাজেই মা'হয়ত মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত থেকেও ছ' একবার ভাববেন, হয়ত বেঁচ আছে! আর থুকীটা ষথন জিজেস্ করবে, "দাদা কোথা গো! মা তথন কত কি বলে ও'কে ভূলিয়ে রাধবেন। অফিনে কিন্তু কোন গোলমাল হবে না, নহটা একবার বড়বাবুকে জিজেস্ করবে হয়ত!

হঠাৎ একটা জোর বাতাদের ঝাপটায় নৌকোটা ছিট্কে এসে একটা চরের গায়ে ধান্ধ। খেল। মুহূর্গ্র্যা আমি যেন বালুর কাদায় জীবন্ত সমাধিত্ব হতে চল্নাম প্রাণপণ চীৎকার করে একবার মাঝিকে ডাক্তে চাইনাম কিন্তু কে যেন কঠনালী সজোরে চেপে ধরল। দম্বন্ধ হয়ে আস্ছিলো। মুহূ্য নিশ্চিত জেনেও বাঁচবার জন্ত প্রকৃতির সাথে ভীষণ মুদ্ধ আরম্ভ করলাম। ছুই চার দশ' কোপের মধ্যেও কোন জনমানবের সাড়া নেই, কেবল বালু আর্জন। সোঁ, সোঁ, শন্, শন্, শন্, জারা আনুবালুবেশা ভয়করী প্রাকৃতির কি কক্ত তাওব। এদিকে আবার ক্রা মোড্রুতীর ভীর গজন আকাশ-বাভাগ কাঁপিয়ে তুল্ছে!

ৰ্তৃাগহার হতে কেমন করে বেশ উভার শেলার। পরণে একথানি কাপড়, শভচ্ছির। সরত গা' ভাগাব, ভামাটা যে কোনু সময় ছিঁড়ে কোথার গিছেছে বলে নেই। <sub>কড় তথনও প্রোদমেই চল্ছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি স্ফৈর মত গায়ে বিধ্ছিলো।</sub>

বিহাতের চম্কানো আলোকে নদীর ভয়াবহ মৃত্তি দেখে শিউরে উঠ্লান । গা কাঁটা দিয়ে উঠ্ল—কি করে এই উত্তালতরক্ষম ধরস্রোতা নদী দিয়ে নৌকো চালিয়ে আস্লাম । নৌকোটার জন্তে একটুও হংখ ছিল না, ক'খানা কাপড়চোপড় আর গোটা পাঁচেক টাকা ওদ্ধ স্ট্টেকস্টার জন্তেও না, হংখ হছিল মাঝি বেচারীর জন্তে আমাকে বাঁচাবার জন্তে কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করেছে! নৌকোটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার এক সেকেও আগেও সে শক্ত করে হাল ধরে বসেছিল! এতলণে হয়ত তার ক্লান্ত দেহটাকে আনায়ানে ধরস্রোতে টেনে নিয়ে কোন অতল তলে রেখে দিয়েছে! তার ছবিবার বাঁচবার আগ্রহকে বার্থ করে দিয়ে প্রকৃতি হয়ত ক্রাটি নেত্রে থল্ থল্ করে হেসে উঠেছে! ভারতে মাধাটা যেন বিম্ ঝিম্ করতে লাগল, আশ্রের সন্ধানে আনির্দিই দিকে ছটে চল্লাম।

অহভবে মনে হল, চরটা একেবারেই ফাঁকা, জনমানব ত নেই-ই, একটা গাছপালাও নেই। তবু হেঁটেই চলেছি, ভয় যদি নদী এসে পিছন থেকে গ্রাস করে। বৃষ্টির জার আতে আতে কমে আসছিলো বটে, কিন্তু বাতাসের জোর কম্ল না। আধার এত গাঢ়ে নিজকে প্রান্তু চেন্বার জো নেই িন্তু অমন স্চিভেন্ত আধারের বৃক্ চিরেই অগ্রসর ইচ্ছিলাম।

চলতে চলতে অদ্রে জোনাকীপোকার মত একট্ কীণ আলোরেখা দেখে বিন্দিত হলাম। আশ্রেরে আশার আলোরেখা লক্ষ্য করে ছুটে চল্লাম। একেবারে কাছে এমে দেখলাম বাঁশের মাচার 'পর একধানি ছোট চালাধর, ভেতর পেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলোরেখা বেকছে। মরে নিশ্চয়ই লোক আছে, নয়ত আস্বে কোথেকে? এটা আবার ভাকাতের ঘর নয়ত! শ্রুনেছি চরের ভেতর নাকি অনেক ভাকাতেদলের আভ্রা থাকে; অবশ্র ভাকাত ইলেও আমার মত ভিধিরীর ভন্ন করলার কিছুই নেই। ভারপর ভাকাতেই হ'ক আর খুনীই হ'ক, মাছ্য ত! এ বিপদে ভাই বা কোথা' মেলে? একিকে শীতে ঠকু ঠক্ করে কাঁপছিলাম, আর ধানিকক্ষণ এভাবে ঝড় জলে থাক্লে নিশ্চয়ই বরফ হয়ে যাব।

হঠাৎ আমার হঁস্ হল—আমি নয়গাত্র, পরণের কাপড় একেবারে ছেঁড়া, সমন্তি গা' জলে ভিজা ও অসহ শীতে কাঁপছে। আমার অবস্থা দেখে স্ত্রীলোকটি বোঁচকা থেকে একথানি ছোট কাপড় বার করে আমায় পরতে দিল। ভিজা ছেঁড়া কাপড়টা ছেড়ে ভাড়াভাড়ি ভক্নো কাপড়টা পরে ফেল্লাম; কাপড়ের আচল গায় অড়িরে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম।

বাশের মাচার উপর ঘর কিনা, চালাখানি অনেকটা নৌকোর ছাউনীর মত, তাহলেও বেশ প্রশন্ত ও শক্ত! ঘরের ঠিক মাঝখান দিয়ে চালাদংলগ্ন সারি সারি গোটা তিনেক বাশের খুটি। মাচার উপর সমন্ত আয়লা ছুড়ে চাটাই বিছান। এককোণে ছুটো চুপড়ি উপরোউপরি করে সাজান, তার 'পরে আবার একটা কাপড়ের বোঁচকা; পাশেই রামা করবার হাঁড়ি, কলসী ও একটা আল্পা উনন। অপর পার্শ্বে কে বেন একজন কাথা মুড়ি দিয়ে ভারে আছে বলে মনে হল। তার মাধার উপরে চালার সাথে ছড়ি দিয়ে কুলান একটা সন্তা কাঁচের লঠন।

ৰাইরে তখনও লোর তুজান। ৰাহালের ঝাণটার ধর্টি কট্নটু কর্মিন, কিছ অভ্যন্ত নিচু ও খুব পেক্স বলে ঝড়ে তাকে বিশেষ কাবু করতে পারছে না।
জীলোকটি নি:সকোচে আমার পাশে বসে অজ্ঞ প্রশ্ন
করতে লাগল—বাড়ী কোথায়, কি করি, ঝড়ের রাতে
কি করে চরে এলাম ইত্যাদি। তার সমন্ত কথা ব্যতে
পারি না, ভাষাটা কেমন যেন অভ্ত রকমের তাই
অনেকটা অনুমানের উপর ভর করে উত্তর দিচ্ছিলাম।

ভার পরিচয় জিজেস্ করিনি, কিন্তু নিজেই দে স্বতঃপ্রস্তুত্ত হয়ে পরিচয় দিতে লাগল। তারা জাতে বেদে,
সাপ-ধেলা দেখান আর ঠুন্কো মনোহারী জিনিষ বিক্রী
করাই ভাদের কাজ। নৌকোতেই তার। বেশী সময়
থাকে তবে মাঝে মাঝে চরো জমিতেও ঘর বেঁধে বাস
করে, এক চরে বেশীদিন থাকে না, একঘেয়ে বোধ হলেই
অন্ত চরে ঘেয়ে বাস করে। এথানে আরও কয়েক ঘর
বেদে আছে। ছ' একদিন পর পর নৌকো করে আশে
পাশের গাঁয়ে গাঁয়ে সাপ খেলা দেখিয়েবা ঠুন্কো মনোহারী
জিনিষ বিক্রী করে বেড়ায় আবার কানও কখনও সাত
আট দিন পরেও চরে কেরে, তার ছনিয়ায় আর কেউ
নেই, শুধু এক বুড়ো বাপ, সে ঐ কাথাম্ড়ি দিয়ে শুয়ে

হঠাৎ চুপ্ড়ি ছুটোর দিকে নজর পড়তেই ভয়ে গাকাটা দিয়ে উঠ্ল। ওরা যথন সাপ খেলা দেখিয়ে বেড়ার, ও ছু'টোর ভেতর নিশ্চয়ই সাপ আছে, মায়ুবের আওয়াজ পেয়ে সেগুলি হয়ত এজ্নি বেরিয়ে পড়বে, তাহলেই সর্বনাশ আর কি! সাপের ভয়ে পেটের নাড়িভুড়ি পয়্য় ভুক্ডে গেল। য়ড় মাধায় করে দাঁভিয়েয় থাক্লেও বাচবার কিছু আশা ছিল কিছু সাপে ছোবল মারলে আর রক্ষে নেই! সভ্যি কিনা জানিনে, কিছু মনে হল খেন চুপড়ি ছটো থেকে ফোন্ ফোন্ শব্দ বেক্লেছে। আতকে আমার মন্তরাল্মা পয়্যন্ত গুকিয়ে গেল, এতে কট্ট করে প্রাণ বাঁচিয়ে শেষটায় কি না সাপের হাভেই সপে দিতে চল্লাম।

না, চুপ্ডি ছটোর দিকে আর চাইব না। কিন্ত হঠাৎ যদি সাপগুলি বেরিরে পড়ে? ঝপ্থানি ঘেঁসে বসলাম, যদি নেহাভই বেরোর ভাহলে ঝাপ খুলে বাইরে লাক্ষিরে পড়বো। বেলেনী আমার সম্ভত চাউনি দেখে ব্যাপার বুঝে আমায় অভয় দিয়ে বলল, চুণড়ি হুটোর একটাতে মাত্র হুটো সাপ আছে বটে, কিন্তু তারা তার পেটের ছেলের মত, কোন অনিষ্ট করবে না, তারপর হুটোরই বিষদাত ভাঙা।

সাপ তুটোর বিষদাত ভাঙা শুনে কতকটা আগত হলাম, ছোবল মারলেও প্রাণটা ত বেঁচে থাকবে। কিন্তু তবুও ভয় করছিল। হঠাৎ বেদেনী সাপের ভালমান্দি দেখাবার জন্তে উপরের চুপড়িটা নামিয়ে নীচের চুপড়ি থেকে একটা প্রকাণ্ড ফণাওয়ালা সাপ বের করে আদর করতে করতে আমার কাছে নিয়ে এল। সাপের ভীষণ চেহারা দেখে আমার জিভ্ আড় ই হয়ে এল, 'মা গো' বলে এক বিকট চীৎকারে ঘর কাঁপিয়ে তুল্লাম। বেদেনী তাড়াতাড়ি সাপটাকে চুপড়ির ভিতর পুরে বেথে আক্ষ্য হয়ে বলল, সাপকে তোমরা এত ভয় কর?

বাইরে তথনও রুজ তাওব ! ঝম্! ঝম্! ঝম্! সোঁ! সোঁ! সোঁ!

বেদেনী প্রাণ খুলে তার স্থ ছঃখের ইতিহাস বল্ডে লাগল।

শিশু অবস্থায়ই বেদেনী মা-হারা, ঐ বুড়ো বাপই কোলে পিঠে করে মান্থৰ করেছে। এখন সে নিজেই রোজগার করে। গাঁ। ঘুরে কেরবার পথে তারা হাট খেকে চা'ল তাল, ইত্যাদি যাবতীয় জিনিব কিনে চরে চলে আসে। এ চরে আর বেশীদিন থাকা চল্বে না, কেন না প্রো বর্ষায় হয়ত এটা তলিয়ে যেতে পারে।

বেদেনীকে বিষের কথা জিজেদ্ করাতে অকণটে বললে, বিষে দে করেছিল একজনকে কিন্তু এখন আর তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। লোকটা এমনি বেইমান্! সাদির একমাস পরেই একটা ছুঁজিকে নিয়ে কোধায় বেন ভেগেছে। বেদেনী প্রতিজ্ঞা করেছে, এ জীবনে জার বিয়ে করবে না, এম্নিই বেশ আছে, কোন ভারনা চিত্তে নেই।

এদিকে রাজি প্রায় শেব হরে এল। বাতাসের বেগ তথন অনেকটা ক্ষেছে, বৃষ্টি একদম বের্বে বৈছে। আতত্তের তাব ক্তক্টা কেটে বেতেই অবসালে স্থানীয় চোধ বুদ্ধে আসতে লাগল। বেদেনী কিছু মৃড়ি চিড়ে ধাবার জন্তে অফ্রোধ করল, কিছু তথন আমার কিছু ধাওয়ার একটুও ইচ্ছা ছিলনা। বোঁচকা থেকে একধানি নৃতন কাথা বার করে চাটাইর উপর পেতে বিছানা তৈরি হল। বালিশটার চেহারা দেখে মাধায় দিতে ইচ্ছে হলনা, বা হাতধানা মাথার নীচে রেখে শুদ্ধে পড়লাম। মৃহ্যের্রর মধ্যে সব ভূলে গেলাম—নৌকোডুবি, নদীর মারমৃত্তি, ঝঞ্লার দৌরাত্মা। সর্পভীতি—কোন চিন্তাই ঘুমের প্রাচীর ভেদ করতে সমর্থ হলনা।

ধানিক পরেই চেমে দেখি চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে।
বেদেনী আমার পা'র কাছে আঁচল পেতে ঘুমিয়ে
পড়েছিল। বেশ রোমাঞ্চকর বোধ হল—চারদিকে অথৈ
জল, মাঝখানে একটা চর, তারই কুঁড়ে ঘরে এক তফণী
গ্রীলোকের সাথে ঝড়ের রাজি যাপন—থেন রূপকথার
হারিয়ে যাওয়া রাজপুত্রের মত কাহিনী। ভোরের
আলোয় অসম্তা ঘুমন্ত বেদেনীকে দেখলাম, ঝল্সানো
সোলয়্য তার ছিলনা, কিন্তু যৌবনের জোয়ারে তার
দেহখানি আনাচে কানাচে ভরপুর, মুখধানিতে বনফুলের
মত সারলার প্রতিচছবি। এক অজ্ঞাত পথিকের পাশে
মুনোতে তার একটু সজোচ বা ছিধা বোধ হয়নি।

বাশের মাচা থেকে নেমে উন্মুক্ত চর-প্রাপ্তরে দাঁ।ড়য়ে প্রভাবের ছবি নিরীক্ষণ করতে লাগলায়। কোথায় বা তথন ঝঞা-বাদল, কোথায়ই বা স্রোভস্বতীর সেই ভয়াবহ আফালন, সব শাস্ত, মধুর ও বিচিত্র। চরটি দৈর্ঘ্যে অনেক ক্ম, চারদিক ফাকা, মাঝে মাঝে কেবল বাশের মাচার 'পর হু' একথানি কুঁড়ে

ঘর, হঠাৎ অদ্রে সমারের পৌরা দেখতে পেয়ে আানদের আতিশয্যে লাফাতে লাফাতে নদীর ধারে চদ্দুম।

বেদেনী আমায় কিছুতেই না ধাইয়ে ছাড়বে না, বললে হাঁড়ি কলদী ধুয়ে পরিজার করে রেখেছে, কেবল উননে আল ধরিয়ে চাপিয়ে দিলেই হয়। ষ্টামার তথন চর থেকে মাইল কয়েক তফাতে; আমি আর মিছেমিছি খাওয়ার ঝঞ্চাট করতে রাজী হলাম না।

বেদেনী খ্ব মনক্র হল, সে ভেবেছিল আমি অস্ততঃ
দিন তুই তিন এখানে থাকব। বিকেলবেল। নৌকো নিরে
ছজনে নদীতে বেড়াতে যাব, মাছ ধরব, একসলে ত্জনে
নদীর জলে সাঁতার কাটব, আরও কত কি! এসব কথা
নিভান্ত নি:সংখাতে বল্লে, তার দে একজন উপযুক্ত সন্ধার
প্রয়োজন সে কথা জানাতে তার একটও কুঠা বোধ
হল না। অথচ আমি যে পুরুষ, আমার সাথে তার অভটা
ঘনিষ্ঠতা যে কত মারাত্মক! তাও একবার ভাবেনি।
ভার মনের কথা অকপটে আমার কাছে খুলে বললে।

কাপড় উড়িয়ে নিশান। করতেই সাবেঙ্চর খেদে স্থীমার ভিড়াল। আমি সন্তিয় সন্তিয়েই চলে যাছিছ দেখে, বেদেনী দৌড়ে তার ঘর থেকে কি একটা জিনিষ নিয়ে এল—ছোট একটা গাছের শিকড় আমার হাতে দিয়ে বল্লে, আমাকে দেবার মত তার কিছুই নেই; ভুগু এই শিকড়টী, এ'র কাছে সন্তিয় সন্তিয়ই কোন সাপ ভেসতে পারেনা।

ষ্টীমারে উঠতেই সারেও ডাইভার, যাত্রীরদল আমাকে ঘিরে অজ্প্র প্রশ্বাণে বিদ্ধ করতে লাগল। আমি তথনও একদৃষ্টে তাকিয়ে দেশছিলাম, চরের 'প্র বেদেনীর ছোট্ট ঘর।



# কাশ্মীর ভ্রমণ

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

পরদিন ৮ই আমরা মিত্র মহাশমকে বিশেষ ধ্রুবাদ
দিয়া ৬ ঘটকার সময় এসানসোল ত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। গোবিন্দপুর ঘাইবার
পথে বরাকর নদীতে সাঁওতাল মেয়েদের জল সেচন
দেখা গেল। নদীতে জল ছিল না, বালিতে পূর্ণ।
খেয়েরা কোমর বাঁধিয়া দেই বালি খুঁড়িয়া কলসীগুলি
খলে পূর্ণ করিতেছিল।

পৌছিলাম প্রায় বেকা গোবিন্দপুর আদিয়। দশ্টা গ্রীছের প্রথর রবির কির্ণে আমাদের গলদর্ঘ ক্রিয়া তুলিল। আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। স্মূপে একধান মিষ্টান্নের দোকানে আশ্রয় লওয়া গেল। বিধাতা আমাদের প্রতি স্থপ্রসন্ন ছিলেন। দ্যায় সহসা মণিমোহনের এক সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পুতে কইয়া গেলেন। দেদিন তাঁহার গৃহেই আমরা পরিত্প্তরূপে আহার করিলাম। আকাশ দেখিয়া কাণ্ডোন আহারাজে, রওনা হইবার প্রামর্শ দিলেন। কিন্তু বেলা তিনটার সময় গোবিলপুর ছাড়িয়া মহিল কয়েক থাইতে না যাইতে আকাশ নিবিড় মেঘা-চহুর হইল। ক্রমেই অক্ষকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, ভয়হর মেঘগর্জন ও বজুপাত আরত্ত হইল। সমুধে দূরে ধান কয়েক কুটীর ছাড়া আর কোন আশ্রয় চোধে পৃত্তিল না।আতা রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া কোন বিধা না করিয়া আমরা সেই কুটীর ওলির নিৰ্বৰ্তী হইবা মাত্ৰ অধিবাসিনী সাওতাল বমনার৷ শামাদের সাহেবি পোষাক দেখিয়া ভীত হইয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইল। আমরা ভালাদের বুঝাইতে চেটা ক্রিলাম যে কোন ভয় নাই, কেবল বৃষ্টির জন্ম কিছু-

ক্ষণ মাত্র থাকিব। কিন্তু ভাহারা কিছুই ব্যিল না।
যে যেদিকে পারিল ছুটিল। এমন সমর একজন সাওভাল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমরা কি চাই ? আমরা
সঙ্কেতে ব্যাইলাম যে আমরা বৃষ্টির জন্ম কিছুন
ক্রণের জন্ম আশ্রয় চাই সে তংক্ষাৎ একটি কুটার সঙ্গনি
নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। আসাদের সঙ্গী অনিন
ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিল নিকটে কোন ভাক বাংলা
আছে কি ? ভাহাতে সে আমাদের রাজগঞ্জ ভাক
বাংলার কথা বলিল এখান হইতে প্রায় এক মাইল দূর।

বাড় পামিলেই আমরা তথনই বাংলো অভিমুধে যাত্রা করিলাম। বাংলোটিতে পৌছিব। মাত্র ধ্ব বৃষ্টি আদিল। আমরা ডাক বাংলার চৌকীনারকে বাংলার থাকিব বলায় সে আমাদের ডাক বাংলার ঘর খুলিয়া দিয়া আলো জালিয়া সমন্ত বন্দোবন্ত করিয়া দিল। আমরাও ষ্টোভ জালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিলাম। এখান হইতে বালাদরে উপস্থিত হইরা পোঃ মান্টার মহাশ্য়ের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। এখানে আমাদের এক আ্যাংলো ইভিয়ান্ যুবকের সলিত সাক্ষাং হইল সে বলিল, সে সাইকেলে লক্ষো যাইতেছে। কিন্ত তাহার অবস্থা দেখিয়া একথা বিশাস হইল না। সেদিন সারাদিনটা আমাদের পোষ্ট আপিসেই কাটিল। অপরায় ওটা সময় আমরা পোষ্ট মান্টাবের নিকট বিদায় লইয়া যাত্র স্বন্ধ করিলাম।

এইবার আমরা পথে কিছু কিছু জলল পাইলাম। এব তুই এক মাইল গিয়াই দলে দলে সাঁকতাল ত্রী পুরু দেখিতে পাইলাম ও অনেকগুলি গল্পর লাজিও দেখিনাম প্রিমধ্যে এত লোক দেখিরা ভাবিলার। ব্যাপার কি সকলে ৰদিল, "বারুকী হাটিরা ভেকে গেল তাই আমাবর বাজে।

গড়াই নদী যেথানটায় একেবারে মোড় ফিরিরাছে সেইথানটার ক্স গ্রামটার নাম গলারামথালি। গ্রামথানি অতি ক্স, কয়েকখর জেলে ও নমঃশৃত্তের বাস, তার পূর্বে নদীভীর দিয়া বিস্তৃত মাঠ। এই গ্রামের প্রান্তে দ্র হইতে কুঞ্জের মত একটি বাড়ী দেখা যায়। পশী-নীড়ের মত অক্ষর বাড়ীথানি হরিদাস বৈবাগীব।

ধড়ের ঘর, কোন আড়ম্বর নাই,—একটি অতি ক্জ প্রাকণ। পুর্বের সীমানায় সদর ধিড়কির কাছে একটি শেফালি ফুলের গাছ, সারাদিন মৃত্ব বাতাসে শাধা আন্দোলিত করে। বাড়ীর চারিপাশে বেড়া চিতার বেড়া, পিছনে একটি ছটি আম ও কাঁঠাল গাছ। ঘরে গাট-কাঠির বেড়া। বাড়ীধানি পরিকার পরিক্তর।

বৈশাথ মাসের মাঝামাঝি হইবে। হরিদাস অতি
প্রভাবে উঠিয়া দেখে, ওপারের মাঠের পরে যে ক্ষীণমসীরেখা দিকচক্রবালের গায়ে কলন্বরেখার মত দেখা ঘাইতেছে,
ভাহার উপরে নবারুণের রক্তরশ্মি ফাগের মত ছড়াইয়া
পড়িয়াছে। রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া হরিদাস নদীর
ঘটে গেল। প্রভাতের বায়তে নীল জল চরের উপর
আসিয়া ভালিয়া পড়িতেছে, জেলের নৌকাগুলির তলায়
ভরলাঘাতে মৃত্র কুল কুল শব্দ ইতৈছে—হারদাস
প্রভাতের সহিত হার মিলাইয়া গুল্ গুল্ করিয়া গান
বিদ্ধা দিল।

একটু দ্রেই আর একটি ঘাট। গ্রাম্য বধ্গণ
কলসী নইয়া ঘাটে আসিরাছিল, কলসীপূর্ণ করিরা
এখন কলগুলনে মুখর করিরা তুলিরাছে। ছরিদাস
বাসন মাজিতে বাজিতে ঐদিকে চাহিয়াছিল,—ছইটি
ধ্রন-ধ্রনী পুছে নাচাইয়া জলের কিনারে মুরিতেছিল।
ইরিদাস সহসা কি একটা আবিকার করিবা কহিল—

"ওগো বড়বৌ, ও নৃতন লাল পেড়ে কাপড় পরাবৌটি কে গাং"

বর্ষীয়দী বড় বৌ জবাব দিল,—"মন্বলের বৌ গো গোদাই, এই কাল এদেছে দবে।"

হরিদাস হাসিয়া কহিল—"বেশ বেশ, বে। কেমন ? বড় বে। বলিল—নিজেই দেধ না।

বড় বৌ ন্তন বধ্র অবগুঠন তুলিতে গেলে, বধু! সরমে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

হরিদাস গর্বের সহিত নিজের বার্ক্স জ্ঞাপন করিয়া বলিল—"ওই বড় বৌ যে দিন নতুন বৌ হয়ে এসেছিল সেদিনও গাঙের ঘাটে অমনি করেছিল, এ হরিদাস বৈরাগীর কাছে লজ্জা রাধ্তে হবে না।"

নৃতন বধ্র মুখ দেখিয়া হরিদাস হাইচিত্তে বাজী ফিরিল। সকালে যখন নৃতন একখানা মুখ দেখিয়াছে তখন দিনটি শুভই হইবে, এবং আজকার দিনে অনেক স্তান্তর দেখিতে পাইবে। হরিদাস চালজল খাইয়া বেহালা ও ভিকার ঝুলি কাঁধে ক্রিয়া, মাঠের ওপারে মালনভালার সক আঁকা-বাঁকা রাভা ধ্রিয়া চলিতে লাগিল।

হরিদাদের ভিকা ঠিক উপজীবিকা নয়। ভিকা
কিছু না মিলিলে তাহার হংগ হয় না, কিছ ভিকা
করিতে বাহির হইতে না পারিলে তাহার চোপ শাটীযা
লল বাহির হইয়া আসে। চারিপালের এই প্রামন্তলির
ধূলির স্পর্শ না পাইলে হরিদাদের মন বিরহী যক্ষের
মত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই যগন বর্ষায় সমত
গ্রাক প্রাবিত হইয়া যাতারাতের বিস্ন ঘটায় তথন
হরিদান কোতে হংগে বর্ষাকে তথু অভিশাপ দের।

माक्नफाकात धारमत वाहित्व ताकात बादन अकि

প্রকাপ্ত বকুল গাছ ছিল, হরিদাস দ্র হইতেই দেখিল, বালক বালিকাগণ ব্যস্ততার সহিত ফুল কুড়াইতেছে, স্থাস বাতাসে ভাসিয়া হরিদাসের তন্ত্রাভিভূত মনটাকে সচেতন করিয়া দিল। মঙ্গল গরু লইয়া মাঠে যাইতেছিল, স্বিজ্ঞাসা করিল—গোঁসাই কোন দিক ?

—নহাট্টম যাব ভাই,—আজ তিন দিন থাওয়া হয় না। গ্রামের সকলেই ভালতো?

—'না ভাই,—ওই গুরুচরণের মেয়েট কাল মারা গেছে।'

—এঁ্যা মারা গেছে!

মন্দল চলিয়া গেল। হরিদাদের প্রফুল সতেজ
অন্তর্কী, প্রভাতে তরক ভলীর মত উদ্ভাসিত হইয়া
উঠিল। সহসা তীরে আঘাত পাইয়া একেবারে ভালিয়া
পড়িল। মেয়েটির বয়স ছয় কি সাত কিন্তু বেশ স্থা ।
হরিদাস ভাবিল—এই বকুলের তলে এমনি প্রভাতে
সেই মেয়েটিকে দিদির আশেপাশে হামাগুড়ি দিতে
দেখিয়াছে, তারপরে সাঁজি লইয়া আসিয়াছে, বাতাসে
কোঁকড়া চুল দোলাইয়া দিয়াছে, ক্ষু একটি কলসী
কাঁথে ঘাটে যাইতে দেখিয়াছে। সেই মুকুলিকা বালিকা
আর আসিবে না, আর ফুল কুড়াইবে না, জগতের ধূলার
সহিত তাহার সম্মন্ধ লোপ হইয়া গিয়াছে, একেবারে
শেষ হইয়া গিয়াছে। হরিদাসের চোথ ফাটিয়া জল
আসিতে চাহিল—আকা-বাঁকা ভল্ল রান্ডাটী কেমন
বাগস্য হইয়া উঠিল—বেহালায় একটী স্বরের আমেক
অক্ক করিয়া দিল। তালে—

খালের পাড় দিয়া পায়ে চলা পথটার উপর লাচ্চল উৎক্ষিপ্ত ঢিল আসিয়া পড়িয়াছিল, চোট লাগিয়া পায়ের একটু ছি ডিয়া গেল। হরিদাস বেহালা থামাইয়া চোধ মৃছিরা চলিতে লাগিল।

নহাটীর প্রথম বাড়ীটাই অমিদারের। বৃদ্ধ জমিদার হরিদাসের গান শুনিতে ভালবসিতেন। হরিদাস মেঝের বসিরা গান শুরু করিল—রাধিকা ছংথে মিরমান হইয়া কহিতেছেন,—আমি ভালবাসি বলিয়াই :আমাকে ছঃখাদাও নইলে ছঃখ দিতে না।

জমিদার বলিলেন—হরিণাস গান তো জম্ল না, বেহালার সল্পে গানটা যেন মিলছে না।

হরিদাস মৃষ্টি ভিক্ষা লইয়া আবার বাহির হইল।
বাক্ষণপাড়ায় বাইয়া দেখে, চাটুয়ে বাড়ীতে সমবেড
অনেকেই রহস্তালাপ করিতেছেন। হরিদাস ভগাইয়া
ভানিল, চাটুয়েয় ক্যায় বিবাহ ঠিক হইয়া পিয়ছে।
হরিদাসের মনটা একটু প্রফুল্ল হইল,—বিবাহ বাড়ীতে
গান গাহিয়া পাকা দেখার জলযোগ গ্রহণ করিয়া উঠিল,
কিস্তু এই ভভ বিবাহের স্টনায় সে খ্ব আনল
বোধ করিতে পারিল না, বারে বারে অকারণ ক্ষমনে
ভগু বেদনাই অগাভার মত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।
ওই মেয়েটি, যার বিবাহ ঠিক হইয়াছে তার নায়
পুটু। ওকে হরিদাস শিশুকাল হইতে দেখিয়াছে,—
পুঁটু এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া ঘাইবে, আর
আসিবেনা, তাহার ভিক্ষার ঝুলিতে যুক্তকরে ভিক্ষা
দিবে না। হরিদাস ভাবে, কেন এমন হয়, য়ে য়েখানে
আছে সে সেখানে থাকলেই ত পারে।

বাহ্মণদের মধ্যপাড়ার সানবাধা ঘাটে স্নানার্থনী বধ্গণের ভীড় লাগিয়াছিল। সর্ববশ্চাতে ব্রস্ত চরণপাতে একটি বধ্ আসিতেছিল। পশ্চাতে তাঁহার তিন বছরের স্থন্দর একটি ছেলে। প্রকাশু একটা লাগি লইয়া মাতার দেহরক্ষী হইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিতেছিল—বক্তহীন দেহের উপর একটি পাঞ্জাবী, গলায় একটি সভ্য গাঁথা বক্লের মালা। বালকটি কোন মতে বসিয়া বসিয়া ত্রধিগন্য সিড়িশুলি আরোহণ করিতেছিল, আর পাড়ার কোন ঠান্দির রসিকভার উত্তরে অর্ধন্দুট কথায় হত্তবিত লাঠি অন্দোলিত করিতেছিল।

পাড়ের সরু পথটার উপরে হরিদাসকে সে সহন দেখিয়া, মায়ের অফুগমন ফেলিয়া রাখিয়া প্রাণপণ সিঁড়ি অভিক্রম করিতেছিল, মৃধে ভুগু বলিতেছিল 'বোলেগী—মা—বোলেগী।

হরিদাস তাহাকে কোলে করিয়া আচার্যাদের রুকে উপর বসিল। বালকের আদেশে বেহালা বাজাই। শ্লান আরম্ভ করিল— আমি ভাবতে পারি না আর পরের ভাবনা।

অর্দ্ধনয় ও নয় শিশু শ্রোতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া
উঠিল। একটি এক বছরের শিশু তাহার পিঠ ধরিয়া
উঠিয়া উল্লাসে চাপড়াইতে লাগিল। হরিদাস আনন্দের
সহিত সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া গাহিয়া চলিল। শিশুদিগের
ফরমাইস্ অস্থায়ী যম্নার গান, বাঁশীর গান ক্রমাগত
গাহিতে লাগিল,—এ গানে হরিদাসের ক্লান্তি নাই।

মনের পৃঞ্জীভূত বেদনার মেঘ ধীরে ধীরে উড়িছা

যাইতে লাগিল। শ্রোতারা সকলেই মনোঘোগী নয়,

কেহ কেহ মারামারিও করিল, কিন্ত হরিদাদের গানের

ম্ব তাহাতে পথভাই হইল না। ডালায় ভিকা আসিল,

হরিদাস তবুও গাহিতেই লাগিল।

ধীরে ধীরে গ্রীমের দ্বিপ্রহরে রৌজ ধরতর ইইয়া উঠিল, হরিদাদের এধান হইতেই বাড়ী ফিরিতে হইবে। ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বলিল—বাবা তুমি কিছু ভিক্ষে দেবে না ?

বালকটি হন্তস্থিত লাঠি ফেলিয়া দিয়া সস্কটিতিত ইরিদাদের হাতে মালাটি ফেলিয়া দিল। হরিদাদ পরম তৃত্তি ও গর্কের সঙ্গে মালাটী গলায় পরিয়া উত্তপ্ত মাঠের ভিতর দিয়া, বাড়ী ফিরিবার সোজা পথ ধরিল। মাথার উপর তীক্ষ রৌজ গায়ে স্চের মত ক্টিতে লাগিল, হরিদাস একটা তৃথি ও আনন্দের অনাবিল তক্ষায় অভিভূত হইয়া, আপন মনে ওন্ ওন্ করিতে করিতে চলিতে লাগিল •••••

গড়াই নদীর নীলজলে সান করিয়া হরিদাস ভাত ছুলিয়া দিল। ঠিক এই স্ময়েই তাহার প্রাদণে ছুইটি ঘুলু থালাবেষণে আসে, তাহাদের ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে হরিদাসের ভাত হয়, কিন্তু আৰু তাহারা আসে নাই—হরিদাস কেমন একটি শৃগুভার অন্বতি বোধ ইরিডে লাগিল,—ভাবিয়া একটু শহাও হইল, বন্দুক লইয়া বাবুরা শিকার করিতে আসে, তাহাদের ছলনকেই ইডাা করে নাই ভো! হরিদাস প্রাদণে চাল ছড়াইয়া দিয়া দেখিল, ঘরের ছারাও ভো ধ্যান্থানেই পৌছিয়াছে —ইরিদাস চিন্তা ক্রিডে লাগিল।..... মুদু ছটি পড় পত্ করিয়া উঠানে নামিরা আসিল। **হরিদাস ভাতে** কাঠি দিয়া দেখে ভাত সিদ্ধ হইয়াছে।

আহারান্তে হরিদাস শুইতে গেলে পুণু চুইটি উড়িরা গেল। হরিদাস হাই মনে চোথ বৃদ্ধিল, কিন্তু মাঝে মাঝে বকুলতলার সেই মেয়েট, আর একটি কিশোরী ছ্থানি সলক্ষ মৃষ্টি ভিকার হাত ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

ঘুম হইতে উঠিয়া হরিদাস দেখিল, পশ্চিমে মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, কাল বৈশাখীর দিশেহারা ঝড মাঠের বালি উড়াইয়া লইয়া মঙ্গনভাঙ্গায় তালগাছের পাতাগুলি ছলিয়া বেড়াইতেছে। অন্তরাকাশও সঙ্গে সঙ্গে আঁধার চট্টা ভাহার বৈকালে পাড়ার বধুমহলের <mark>সহিত নদীর</mark> घाटि दन्या इहेरव ना, मक्टलत क्वीत ऋत्भत नमारनाहनाहि শুনাইয়া আসিতে পারিবে না. মণ্ডল বাড়ীর একছিলিম তামাক খাইয়া ফদলের সংবাদ ভনিতে পাইবে না.—সমত বৈকালটি ওর একেবারেই রুধা হইয়া গেল। ভামাক সাজিয়া টানিতে টানিতে হরিদাস ভাবিশ, গভীর রাজে বৃষ্টি হইলেই তো পারিত-এ বিধাতার অবিচার, নিঃস্ জীবকে আরও নিঃসক্তর করিয়া দেওয়ার কি প্রয়োজন আচে ৷

কালবৈশাধীর ঝড়-বৃষ্টি থামিল রাত্রি প্রহরেকের সমর।
মেদের ফাঁকে মান চাঁদের একটু আলো হরিদাদের প্রাক্তপের
শেকালি গাছের সিক্ত পরবে পড়িয়া ঝিক্মিক্ করিয়া
উঠিল। কিন্তু তথন পাড়ায় ধাইবার সময় অতীত হইরা
গিয়াচে--

হরিদাস বেহালা বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল, আজ ক্রমাগত বিস্থৃত জগতের আঘাতে তাহার অন্তর তুর্বহ হুঃথে ভরিষা উঠিয়াছিল। গান গাহিল—

আমি পরের জন্তে পরকাল হারালাম রে-

রাজি গভীর হইয়া আসিল,—সমন্ত পৃথিবীর গারে একটা অলস শীতলতা ভাসিরা বেড়াইতে লাগিল—পশ্চাতের আদ্রবন হইতে রাজিচর ভূত্ম পাখীটা দাহুবের মত কথা কহিয়া হরিদাসের ভইবার সময় জাপন করিয়া সেল। ওই পাখীটি নিডাই আসিরা শীতমগ্ন হরিদাসকে ভইতে কহিয়া বার। হরিদাস বেহালা লইয়া উঠিল।

ভইয়া শুইয়া হরিদাস ভাবিল, গাঙে তো জল বাড়িবে। আসর বর্ধার ভয়ে ওর সমন্ত শিরার রক্ত এক সক্তে যেন জমিয়া গোল। রাজে স্থানিজা হইল না, মাঝে মাঝে চাহিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিল চাঁদ পশ্চিমে চলিয়া পড়িতেছে।

সকলে ঘাটে যাইয়া দেখে সত্যই স্থল বাড়িয়া, চরের অনেকথানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—

হরিদাসের জীবনে পঞ্চাশটি বংসর গ্রীয় বর্ব। লইয়া
আসিয়াছে,—চলিয়া পিয়াছে। এই সমস্ত গ্রামের ছারে
ছারে গান ফিরি করিয়া, তাহাদেরই হুপে তৃ:থে ঝুলি
ভরিয়া নি:দঙ্গ গৃহে ফিরিয়া তাহাদেরই কথা ভাবিয়াছে।
এই গানের ফিরি করিতে তাহার আনন্দ,—না করিতে
পারিলে অস্কর বেদনার বিজোগী হইয়া উঠে—

देकार्ष्ट्रेत ८ भव।

বৃষ্টি ধারার স্পর্শে বস্থার। লজ্জিত। নবোচ়। বধৃটির
মতই ছরিতে সারা অব্দে শ্রামল-অঞ্চল জড়াইরা দিয়াছে।
মাঠে মাঠে ধানের সব্জ গাছ, হালটে হাই পৃষ্ট গাভী,
বাগানে বাগানে ফল। কিন্তু নদীটিরও চর বর্ধার জলে
ভরিয়া গিয়াছে, জলজ্যোত কিশোরীর আঁথিকটাক্ষের মত
চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর ক্ষেক্ত হাত জল বাড়িলেই
কাণায় ক্যাণায় ভরিয়া উঠিবে।

হরিকানের বড় তাড়াতাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। নিড্য তিনধানি গ্রাম খুরিতেছে,—তাহাতেই বিপ্রাহর অতীত হইয়া যায়। সময় আর নাই, বর্ধা আসম। বাকী কয়েকটা দিন সে পূর্বভাবে ভোগ করিয়া সইতে চার।

সেদিন কল্যাণপুর ছইতে ধানের বন দিয়া ফিরিতে ফিরিতে হরিদাস ভাবিতেছিল, পাঁচু কর্মকারের বৃদ্ধবন্ধসে ছেলে হইয়াছে, যা হোকু বংশটা রহিয়া গেল।

একথানা মেব বায়ু সঞ্চালিত হইয়া স্থ্যকে আড়াল করিষা ফেলিল, একটু শৈত্য অহুভব করিয়া চাছিয়া দেখে গলানামধালির উপর রোজ বিক্ মিক্ করিভেছে, হরিলাস চারিপালে চাহিয়া দেবিল,—এ মেন বহুকরার বধু বেশ।

···কিড স্থাহের নিক্বর্তী হইতেই তাহার স্থাত করির। জর আনিল। ম্যালেরিয়া জর, দেখিতে দেখিতে বাছির। উঠিল। শীভে কাঁণিতে কাঁপিতে ছটো দিছ পৰ যাহা হয় খাইয়া হরিদাস কাঁথামৃড়ি দিয়া ভইয়া পড়িল…

আৰু তার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যে-করেকটা দিন ছিল তাহাও একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। নিশীপে ভূতুম পাথী ডাকিয়া গেল। অবের ঘোরে হরিদাস তবু ভাবিল,—মাঠ ঘাট সব বর্ধার জলে একেবারে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে,—আর গ্রামান্তরে ঘাইবার উপায় নাই। তিনটি মাস এই কারাগৃহে সে শৃঙ্খলিত হইয়া গড়িয়া আছে। তাহার গৃহ-গাত্রে নদীর ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে। হরিদাস জরের ঘোরে কাঁদিয়া ফেলিল। সে বারে ঘারে ঘুরিয়া বেড়াইতে পাইবে না, গ্রামান্তরের বার্হা গাইবে না! হরিদাস ক্রমাগত কাঁদিতেই লাগিল।

পরদিন সকালে অবসন্নদেহে উঠিয়া দেখে বানিশ চোথের জলে ভিজিয়া গিয়াছে।

বৰ্ষা আসিল---

চারিদিকে অথৈ জলের সমুদ্র; গ্রামান্তরে তো দ্রের কথা, বিনা ভেলায় পাড়ায়ও ঘাইবার উপার নাই। হরিদানের বেড়া-চিতার বেড়ার আসিয়া বায়-বিকোভি তরঙ্গ আছাড খাইয়া পডে। খিডকির কাছে কাঠ পাতিয়া ষাট তৈরী করিয়াছে। হরিদাস একমাস বাবং একাকী এই গৃহখানিতে বাস করে। শেফালি ফুল শরিয়া <del>ত</del>র আন্তরণের মত প্রাঙ্গণে পডিয়া থাকে। হরিদাস ভোর হইতে প্রহরেক বেলা অবধি কুড়াইয়া কুড়াইয়া সঞ্চয় করে, বৈকালে মান হইয়া আসিলে নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। সকাল সকালই থাওয়া শেব হইয়া যায়, ভাষাকু টানিডে টানিতে হরিদাস চাহিয়া দেখে, सील, लाल, गांता गांत कृतिया निवा ट्योकात त्याकायाचा काशबर याहे विवा চলিয়া যায়, ভাটি নৌকা তর ভর করিয়া চলিয়া বার। কেহই ভন্নী ভাহার ঘাটে ভিডার মা। অপরাহে হব नाकिया चार्छ विनया थारक, यकि काशायत वाराजन रह তামাৰ খাইরা হুটো কথা কহিরা যা**ই**ৰে ৷ পরিচিত লোক (मिश्राण क्षांक अपने क्षांक का क्षित क्षांक किया, वाक्षांव नत्य मोना वारिया नाय, त्यर था खाबाकू बार्रेशरे मार। गका। भृथियोत देशत मानिता चारम कांस कि निर्म

March 1

200

মন্ধকার বৃক্তে করিয়া, কোনদিন জ্যোৎস্থার স্লিগ্ধত লইরা।
জ্যাৎস্থার শুদ্রালোকে দ্রের উজান নৌকার পালের দিকে
গ্রহাইয়া থাকে, জন্ধকারে নদীর বৃক্তে একটি ক্ষীণালোকের
গানে চাহিয়া থাকে। নিশীধ রাত্রি অবধি গান করে,—
নীরাধিকার বিরহ সঙ্গীত,—

কালা তুমি ওপার ব'সে বাজাও বাশী আমি এপার ব'সে ওনি

কেমন ক'রে যাব আমি, গাঙে অথৈ পানি।…

সোদন ছিল গলারামথালির হাটবার ! হরিদাস সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া, গামছা পরিয়া কোমর সমান লল ভালিতে ভালিতে হাটে যাইয়া উঠিল। হাটে তথনও কেহ আনে নাই। ক্রমে গ্রামান্তরের আনেকে আসিতে আরম্ভ করিল, হরিদাস সকলকে গ্রামের কুশল প্রশ্ন করিল, যান্ত হাটুরিয়া সংক্রেপে জ্বাব দিয়া চলিয়া গেল। নহাটীর ওক্রেরণ আসিয়াছিল, সংবাদে জ্ঞানিল, বে চাটুব্যে ক্র্যার বিবাহের পাকা দেখায় জ্লবোগ করিয়াছিল, তাহারই বিবাহ অ্যারত্রে।

হরিদাস ঠিক থেমন নিথুঁত ভাবে সংবাদ জানিয়া দইতে চায়, ঠিক তেমনটি করিয়া কেহই জবাব দিতে পাবেনা। হরিদাসের অতৃপ্তি রহিয়া যায়, ভাই মনটাও দক্ষে সঙ্গে ব্যথিত হইয়া উঠে।

হাট বেশ গুলজার হইয়া উঠিল, হরিদানও গৃহের পথ ধরিল। সন্ধার সমন্ন হরিদান গৃহের দাওয়ায় প্রানীপ জালাইয়া বিদিয়া শুধু মনে মনে বর্বাকে অভিসম্পাত দিতে নাগিল। একটু বাডালে প্রদীপ নিভিন্ন গেল,—ঝম্ ঝম্ করিয়া রৃষ্টিও নামিল। হরিদান নিশ্চেই হইয়া বিদয়াইছিল,—মনের মাঝে শুধু ভাসিয়া উঠিতেছিল একট ব্রাহ্মণ কভার ছথানি ভিজালানের সলজ্ঞ বাছ। ওই মেয়েটির উভবিবাহ! রাজে সোঁছৰ সম্পন্ন সভার বধু বেশে বিদয়া থাকিবে, সকালে কুমারীর ললাটে সিন্দ্র রেখা উজল হইবে...বৈকালে চিরপরিচিত গৃহ ছাড়িয়া শশুর বাছী য়াইবার সমন্ন কালিবে,—চলিরা য়াইবে, কভবিদে কিরিবে কি জানে! ভার ভিজার ক্রিভিতা ছাহাকার করিয়া বেডাইতে লালিল।

তার পর দিন বিপ্রহর অবধি হরিদাস আপন মনে
ঝরা শেকালির ফুলে ডালা ভরিয়া লইডেছিল, ছুই
একথানি নৌকা পাল তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, আরও
ছই একথানি ভাঁটি নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া গেল। সহসা
একথানি ভাঁটি নৌকা তাহারই ঘাটে আসিয়া ভিঁছিল।
হরিদাস ছুটিয়া গিয়া দাঁডাইল।

একটি প্রোচ ভদ্রলোক বলিলেন,—এখানে একট্ রেথে খাওয়। যাবে ?

- যাবে। কেন যাবে না ? আপনাদের পদ্ধৃত্তি আমার উঠানে পড়বে সেত ভাগা। তা—
- —আমরা জন দশেক আছি। বিষের নৌকো, বিষে দিয়ে ফিরছি; এখনও একদিনের পথ যেতে হবে।
- আহ্বন আহ্বন, আপনারা স্নান করুন আমি জোগাড় ক'রে দি।

বরষাত্রী প্রভৃতি স্নানাহিক করিতে লাগিলেন।
হরিদাস ব,ন্ডতার সহিত সমস্ত কোগাড় করিয়া দিল।
গৃহে নৃতন হাঁড়ি ছিল, জল ঝাঁপাইয়া মঙল বাড়ী হইতে
কড়াই আনিয়া দিল। প্রাক্ষে উনান খুঁড়িয়া দিল—

আৰু হরিদাদের কুটীরে উৎসব,—তার অস্তরে আৰু অনব্যু উল্লাস। হরিদাদের ক্লান্তি নাই। আগত অতিথি-গণের পরিচর্যার কোথাও এতটুকু ক্রাট না হয় সেদিকে আজ তার উদাসী অস্তরের তীক্ষ দৃষ্টি।

রদ্ধনান্তে পুরুষণণ আহার করিয়া নৌকায় ফিরিলেন। হরিদাস তামাক সাজিয়া লইয়া গিয়া ঘাটের উপর বসিল। নবোঢ়া বধৃটি ঝি'র পিছনে পিছনে সরম জড়িত কুটিত পদক্ষেপে তাহারই আভিনায় নামিয়া আসিল, তাহারই দাওয়ায় বসিয়া, অবশুঠনের অন্তরালে হুটি খাইয়া লইল।

একটু বেলা থাকিতেই বর-বধ্ লইরা পান্দী ছাড়িরা
দিবে। হরিদাস বলিল—"বাব, বাঁকের সাম্নে জলটা
'গলবল' করে, 'ধার' যেয়ে লেগেছে ওপারে, কিছ নৌকো
এপার দিয়েই নেবেন, একটু 'লোয়ানি' ঠেলেই বাওয়া
ভাল।

নোকো তর তর করিয়া ছুটিল। হরিদান অত্ত অবস্থারই বাটে বসিয়া দেবিল, নোকাধানি ক্র হইতে ক্রতর হইয়া অদৃত হইয়া গেল। তাহার মন শর্ভাবিত হইয়াহিল, মাধি বেন ক্ষেম অস্তিত। কিশেষ উপান নৌকা ছিল না, কেবল দ্বে একথানি নীল পাল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। নৌকাথানি তাহার ঘাটের কাছে আসিলে, হরিদাস ভাকিল—নটবর, নটবর খুড়ো—

নটবর মাঝি বোধ হয় মাছ পাইয়াছিল, বলিল,— কেন গোঁলাই ?

—তামাক খেন্নে যাও।

নটবর পাল নামাইয়া নৌকা ঘাটে আনিতে আনিতে, হরিদাস ঠাণ্ডা কলিকায় আগুন লইয়া ফিরিল। বলিল— একথানা ভাটি পান্সী বেতে দেখলে থুড়ো?

—ই্যা, বিষের নাও! বেটারা কি জল চেনে। দিয়েছে ওপারের পাকটার কাছে—নটবর ছঁকা টানিয়া অধিকতর ধুম নিদ্যাশণের প্রয়াস পাইতেছিল।

হ্রিদাস ব্যাকুলভাবে নড়িয়া বসিয়া ভাবিল,—যে লোক-শুলি আজ তাহারই বাড়ীতে উৎসব করিয়া গেছে, তাহারা সেই কিশোরী স<sup>্তু</sup> বধৃটি সকলেই অতল জলের নীচে সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে,—আর উঠিবে না। জীবনের বোধনেই বিসর্জন হইয়া গিয়াছে। ব্যাকুলভাবে হরিদাস কহিল—তারপর, তারপর খুড়ো?

নটবর নাসিকা দিয়া ধৃম নির্গত করিয়া, কহিল,—
বুঝলামই তো ওপার গেলেই আর ধানের ভাত থেতে
হবে না! ডেকে ডেকে ফিরালাম, তাই কি টেনে 'টান'
ধেকে উঠুতে পারে! শেষে যা হোক—

হরিদাস ক্রন্ধ নিশাস ত্যাগ করিয়া কহিল-ন্যা হে ক্ বেচেছে!

-- বড় বাঁচা বেচেছে।

সদ্ধায় তৃটি থাইয়া লইয়া হবিদাস দাওয়ায় বসিয়া পাট কাটিতেছিল। নদীর মাঝখান থেকে চাঁদ উঠিল, তাহার বাড়ীর সাম্নের তরজগুলির মাথায় মাথায়, তরল জ্যোৎমা ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। হরিদাস অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল।

তাহার প্রাক্তে জ্যোৎসা আদিয়া পড়িল ৷...আজ বিপ্রহরে তাহার কুটীরে উৎস্ব হইয়া গিরাছে, তাহার অবসানটুকু পড়িয়া আছে—উমামটি কালি মাধিয়া পড়িয়া

আছে, হুই একথানা ইট এদিক ওদিক বিক্লিপ্ত, একখানা ছেঁড়া কলার পাতা, অর্দ্ধর একথানা ঢেলা।

সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া হরিদাসের চোবহুটি স্বন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—যাহারা চলিয়াই যাইবে তাহারা ক্রে আনে ?

আখিনের প্রথমে গাঙে জল কমিতে লাগিন,—
হরিদাসও উল্লাসত হইয়া উঠিল, তার নিঃসদ দিনের শেষ
হইয়াছে। তপ্তে গৃহে নবাল্ল হইয়া গেল। মাঠে কোণায়ও
চৈতী ফসল জন্মিল, কোণায়ও কিছুই হইল না, সারদেখনীর
অর্চনা হইয়া গেল। তাহার পর আসিল শীত ভাহার
মাংস মেদহীন জরা ক্লিষ্ট দেহভার লইয়া।

শীতের মাথেই হরিদাসকে গ্রামে গ্রামে টহল দিল ফিরিতে হয়, রাত্রিশেষের শীতে সমস্ত শরীর ঠক্ঠক্ করিল কাঁপে, ঠাণ্ডা শিশির শুদ্ধ তৃণ হইতে পায়ে লাগে, হাটু পর্যান্ত অহুভূতি লেশহীন হইয়া যায়। হরিদাস তব্ধ টহল দিতে যায়।

শীতের শেষে একদিন টহল দিতে দিতে নহাটীয় প্রান্তে যাইয়া ভারে হইয়া গেল। ভিক্লা লইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্ম ব্রাহ্মণ পাড়ায় আসিলে শ্রোভার দ্ব তাহাকে আবার ঘেরিয়া ধরিল,—কিন্তু শীতের হাওয়া ছেলেমেয়েগুলির মুখ ফাটিয়া গিয়াছে,—সমস্ত দেহে কমনীয়তা চলিয়া গিয়াছে, একটা রিক্ততা, কক্ষতা, সকলে মুখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই বেন কেম্ব্রুড়স্ড হইয়া বসিয়া—উল্লাদের চঞ্চলতা নেই।

ছেলেমেয়ের বিবর্ণ মূখের দিকে চাহিয়া, হরিদানে।
অস্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিল। এই কমনীয় স্থানর শিষ্ট
শুলি স্বভাবের অত্যাচারে বিবর্ণ হইয়া গেছে!

হরিদাস গ্রাম ছাড়িয়। মাঠে আসিয়া পড়িল। বহুৰরা একটা নৃতনরপ বেন তাহার চোখে ধরা পড়িয়া পেল বিক্টোর্ল ধ্সর মাঠ সাহারার মত হাহাকার করিডেরে ব্কে এতটুকুও রস নাই, পিপাসায় কঠ ওকাইরা বেন কা হইরা সিয়াছে। সারা পথ শুধু ভাবিতে ভা

বৈকালে, অন্ত-রবির শেষ আলোটুকু যথন বৃক্ষের
নির্ধে শীর্ষে ঝিল্মিল্ করিতেছিল, তখন হরিদাস গাঙের
নির্দেষ ঘাইয়া বড় বৌএর দেখা পাইয়া গেল। হরিদাস
নান্তভাবে ভ্রধাইল,—হ্যাগা, বড় বো, আমার শিউলি
গাছটার সব পাতাই ভো ঝ'রে গেছে। গাছটা বাঁচবে
তো ?

বড়বৌ অভিজ্ঞের মত হাসিয়া কহিল,—শীতের শেষে সব গাছেরই তো পাতা ঝরে পড়ে গেছে—

—ভবুৰ, ভার তো একটীও পাতা নেই ! মাটিতেও বদ কদ ব'লতে নেই।

—তোমার কি ভীমরতি ধরেছে গোঁদাই, কি হয়েছে তাই।

হরিদাস তার এই অনভিজ্ঞতার জন্ম মনে মনে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল। জল লইয়া ফিরিবার পথে ভাবিল, জলও তো ভীষণ ঠাণ্ডা, গাছের গোড়ার জল দিলে ভো মরিয়াও ঘাইতে পারে! হরিদাস ঠিক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না।

সন্ধার পরে মগুলমাড়ীর আসরে বসিরা, চাষীদিগকে তথাইল, কেমন করিয়া এই পত্রহীন গাছটীকে সন্ধীব করিয়া ডোলা যার।

ইরিমণ্ডল বলিল,—ডয় নেই গোঁলাই, একটা বাদল ই'ছে গেলেই পাতা হবে।

— আমি বল দিলেও তো হয়, রোক সকালে এক কলমী দেব।

—ना, ना, श्रांत्रश्र এक हे अतम পড़क, नहें तन मदत्र रात्ता...

<sup>হরিদাস</sup> নিশীধ রাত্রি অবধি বেহালা বাঞ্চাইরা ভইতে <sup>গেল,</sup> কিন্তু সমত অন্তর অভিনা একটা শবা ও অস্বতি তাহাকে চিস্তাঘিত করিয়া তুলিল। মায়ের অস্করের মত তাহার অস্তরটাও কয় পুতের শেষ কয়ণ পরিণতির কথাই তাবিয়া আকুল হইয়া পড়িল, পলবোল্গামের কথা ভাবিতে পারিল না।

চৈত্র মাদের শেষ।

ছই চারি দিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, শুক্ষ ঘাসগুলি সৰুজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে। দক্ষিণের বায়ু তাহার কাণে কাণে কত কহিয়া যায়। হরিদাস গভীর রাত্রি অবধি বেহালা বাজায়, মাঠের ওপার হইতে মৃত্ব বাতাসের ঢেউ আসিয়া রুক্ষ চুলগুলিকে দোলাইয়া দেয়,—হরিদাস বহুদ্ধরার এই কুমারী রূপের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে।

শ্রীরাধিকার প্রণয় কৌতুকের বর্ণনার মাঝে ভাসিতে ভাসিতে গান করে—

পোড়ার মুখী কলফিনী রাইলো—
তোর মত কুল মজানী গোকুলে আর নাইলো।

••• হরিদাস সকালে উঠিয়া দেখিল, তাহার শেফালি
গাছে, ছটি কচি পাত প্রিকাশিত হইয়াছে। গাঙের ঘাটে
বড় বৌকে খবরটী জানাইয়া আদিয়া হরিদাস বেহালা
লইয়া বাহির হইল।

শিশুগুলির ম্থের কমনীয়তা ফিরিয়া আণিয়াছে, বৃক্ষের পাতা সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। হরিদাস পাড়ায় পাড়ায় গান গাহিয়া কল্যাণপুরের শেষ পর্যান্ত চলিয়া গেল—তথন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। কর্মকার দাদার দোকানে বসিয়া দেখে ছুরি তৈরী করিবার ভীড় লাগিয়া গিয়াছে, হরিদাস শুধাইয়া জানিল আজ দরিপুরের আড়ং।

হরিদাস ভাবিয়া দেখিল, বারা মালনভালার বকুল তলার বৈকালে বকুল ফুল কুড়াইরা সাজি ভরিবে, আজি-কার এই দিনে যদি তাহাদের হাতে একটি একটি পুতুল দেওয়া বায়, তবে তাহাদের মৃথগুলি আনন্দে তৃথিতে কুলর হইয়া উঠিবে, হরিদাস অত্থ নয়নে চাহিয়া দেখিবে।

অপরাক্তে হরিদাস আড়ংএ পৌছিরা ভিক্ষা লব্ধ চাউল বিক্রের করিরা দশ পরসা পাইল। কর্ম্বকার দাদার নিকট হইতে ভিন গণ্ডা পরসা হাওলাত করিরা কুম্বকার পটিতে বাইরা দেখে, পুজুল অশেব প্রকারের এবং বহু প্রকার আকৃতির—কোনটা যে বালকেরা পছন্দ করিবে ভাবিয়া পাইল না। চারিদিক হইতে হরেক প্রকারের বাঁশীর আপ্রাক্ষ তাহাকে আরও বিত্রত করিয়া তুলিল। বাঁশীটাই হয়তো তাহারা বেশা পছন্দ করিবে—বাজ্হিয়া সমস্ত গ্রামধানি মুধর করিয়া তুলিবে। হরিদাস পুতৃল ছাড়িয়া বাশীর দোকানে গিয়া দেখে তাহার দাম অনেক—সাড়ে পাঁচ আনায় পাঁচটিও হয় না। ক্ষুক্ক হইয়া পুতৃলের দোকানে ফিরিতে ফিরিতে তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বাড়ীতে হাড়িটার মধ্যে আট আনার প্যসা তোছিল, না আনিয়া দে কি গহিত কাজই করিয়াছে!

हति**नाम जारूक्या इहे**या रामकानीत मूर्यत निरक ठाहिया

দেখে, দোকানী চিত্রিত মেটে পাণীর পুচ্চ ফুঁ দিয় বাজাইতেছে। হাঁকিতেছে,—এক পয়সা!

হরিদাস কোঁচড় ভরিয়া পাখী-বাঁশী কিনিয়া আড়ংএর বাহিরে আসিয়া দেখে পশ্চিমে সুর্য্য রক্তবর্ণ হইন আসিয়াছে। যদি সুর্য্যান্তের পূর্ব্বে না পৌচান যার, তবে তাহারা বকুলতলা ছাড়িয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবে,—তবে কে আর বাঁশী লইবে।

হরিদাদের বাম বগলে বেহালা, কাঁধে ভিকার মূরি, আর কোচড়ে সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বাঁশী। বিতীণ মাঠর সক্ষ আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া হরিদাস মান্দনভান্ধা অভিমূধে উর্দ্ধাসে ছুটিল।

## বিরহ

## শ্রীমতী অণিমা বস্থ

চলে যদি যাবে

এসেভিলে কেন ?

হদিনের তরে হাসাতে
মরমে দহিয়া

সরমে বাঁধিয়া

নয়নের জলে ভাসাতে
বিরহের জালা

বুকে জেলে দিয়ে

যাবে যদি তুমি চলিয়া

মিলনের রাতি

কেন বা কুরাল

শুধু ছটি কথা বলিয়া
কেন বা পোহাল
সে ক্থ রজনী

বিরহ জাগাতে শরণে
ফিরে আসিবে না
এ মধু যামিনী
জীবনে অথবা মরণে।

# বাঙ্গালা সাহিত্য ও রোমান্টিসিসম্

### শ্রীসম্ভোদকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বোমান্টিসিসম্ বলিতে কি বুঝায় ও বালালা সাহিত্যে হার হান কবে বা কিরপে ভাবে হইল, তাহা সম্যক গণনকি করিতে হইলে বালালা ভাষার মূল উৎস সম্বন্ধে কৈটা কথা জানা আবশুক। প্রত্যেক জাতির দেশের ভাষায় কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; ম্বনেশের ভাষার কাতে মধুর ভাষা আর নাই; আর বাংলা গায়া বিশেষতঃ মধুর ৷ ইউরোপে থেমন ইতালীয় ভাষার বাধ্ব্যের ও করণ রসের জন্ম একটা বিশেষ খ্যাতি ম্বাহে, বাংলা ভাষাও তেমনি মাধুর্য্য ও লালিত্যের জন্ম প্রসিদ্ধ।

## বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

আর্য্যাগণ ভারতবর্ষে অবস্থানকালে, কতকগুলি ভাষার প্রচলন হয়। বঙ্গভাষা এই আর্য্য ভাষার মধ্যে পরিগণিত। মাধুনিক সংস্কৃত ভাষা আধ্যগণের প্রাচীন বৈদিক ভাষা ংইতে উদ্ভা বৈদিক ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়। কালক্রমে সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলা লোকের পক্ষে কট্টকর ও ছরুহ ইইয়া উঠে, এবং তাহারা সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ পূর্বক ঐ সংস্কৃত হইতে উদ্ভুক একপ্রকার ভাষায় তাহাদের ক্ণোপ্ৰথন আরম্ভ করেন। এই ভাষা প্রকৃতি পুঞ্জের শাধারণ ভাষা ছিল: এবং ইহা হইতেই এই ভাষার নাম প্ৰাকৃত হইয়াছিল। দেশভেদে প্ৰাকৃত ভাষা নানা विकादित क्रभ श्रष्ट्रण क्रियाहिन, यथा भाताती श्रीकृड, নাগরী প্রাকৃত ইত্যাদি। আমাদের এই বাদালা ভাষার ৰূলে এই নাগরী প্রাক্ত। স্বতরাং দেখা যাইতেছে, रावाना ভाষा मः इंड ভाষার कला नट्ट- পর ह मोहिजो। वित्रांना ভाষात सन्त्र न्या न्या न्या न्या चारक मा व्याप्त व्या व्याप्त व्यापत व्याप শংকত ভাষা যথন মৃতপ্ৰায়, প্ৰাকৃত ভাষা যথন বিশ্প <sup>তথ্ন</sup> বৰভাষা ধীরে ধীরে তাহার প্রভাব বিভার করিতে দারত করে। মহামহোপাধ্যার পঞ্চিত হরপ্রসার শালী

মহাশ্যের হান্ধার বছরের পুরাণ ও বৌদ্ধান ও দোঁহার এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। বন্ধার: বান্ধানা ভাষার ইহাই সর্ব্বাণেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বের গ্রন্থ এখন আবিক্ষত হয় নাই। হয়ত কাল্ফ্রমে ভাহার আবিকার হইতে পারে।

প্রাচীন বালালা সাহিত্যকে সাধারণতঃ ও মোটাম্টা গড়ে তিনটা মুগে ভাগ করা ঘাইতে পারে, ম্পা—(১) চৈতক্স-পূর্ব্ব মুগ (২) চৈতক্স মুগ (৩) চৈতক্সোত্তর মুগ। এই তিন মুগের লেথকগণের ধারা প্রাচীন বালালা সাহিত্য বিশেষ ভাবে প্রভাবাধিত।

### (২) তৈতিয় পূর্বন-মুগ-

এই যুগের বিষয় কিছু বলিতে গেলে, তুইটা নামের কথা বিশেষ ভাবে ন্মনে পড়ে। ইহার মধ্যে একজন মৈথিল কবি বিভাপতি, অপরটা মহাকবি চত্তীদাস। বিভাপতি ও চত্তীদাস বৈষ্ণব পদাবলীর স্রষ্টা। বিভাপতি বান্ধালী নহেন এবং তিনি মিথিলার রাজা শিব সিংহের সভাসদ ছিলেন। তিনি বান্ধালী নহেন বলিয়া এবং মৈথিলী ভাষায় পদ রচনা করায় তাঁহাকে বন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দেওয়া নাায় সন্ধত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বান্ধালা ভাষায় তাঁহারে পদাবলীর যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাতে তাঁহাকে বান্ধালা ভাষার ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া চলে না। চত্তীদাস বিভাপতির সমসাম্যাক্ত বিভাগতি ও চত্তীদাসে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চত্তীদাস বাংলার আদিকবি।

পদাবলী আলোচনায় দেখা যায় যে একাধিক চণ্ডীদাস বঙ্গসাহিত্যে বর্ত্তমান, কারণ অনেক কবি চণ্ডীদাসের নামে আপনাদের পদ সমূহ চালাইয়া গিয়াছেন; স্তরাং ঝাটী চন্তীদাস ও নকল চণ্ডীদাসে পার্থক্য বাহির করা শুধু ক্টসাধ্য নয়, একেবারে অসম্ভব। পদাবলিয় চণ্ডীলাদ ও শ্রীক্ষের চণ্ডীলাদ পূর্ণক বলিয়া অনেকেরই ধারণা: যাহা হউক, পদাবলীর চণ্ডীদাস বাদাল। সাহিত্যের একজন দিকপাল। তাঁহার আলোকে বাংলা সাহিত্য উদ্ধানিত। বিভাপতির পদে যে পাণ্ডিত্যের আভাস পাওয়া যায়, চণ্ডীদানে তাহা পাওয়া যায় না বটে কিন্তু ভাবের প্রাচর্য্যে চণ্ডীদাসকে বিছাপতির উপর স্থান দিতে ইচ্ছা হয়। বৈষ্ণব পদাবলি প্রেমের কবিতা; এক্ত বাধার প্রেমলীলার বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীর ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। চলীদাস ও বিভাপতির কবিতাগুলির ভিতর বেশ একটা বিশিষ্ট ভাবের ধারা আছে। তাঁহার। প্রেমকে আধ্যাত্মিক ভাবের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া-ছেন। চণ্ডীদাস ও বিভাপতির সহিত যদি কোন ইংরাজ কবির, ভাবের সাদৃশ্রের মিল পাওয়া যায়, তাহা এক স্থইন-বার্ণের ভিতর। স্থইনবার্ণের (Swinburge) বিখ্যাত কবিতা "A Match", এই উক্তির জনন্ত সাক্ষ্য দান ক্রিভেছে—"Swinburne's poem "A match" which claims to be one of the most beautiful love lyries in English literature, depicts the theme that the life remains imperfect to man and woman till love, the cementing principle, effects union of their seperate existence and the union which love effects is as complete and perfect as that of the pair of opposites, pleasure and pain, words and times, the rose and its thorn, life and death"-Caine.

### (২) ভৈতত্তত্ত সুগ-

বাংলা ভাষা বিশেষ ভাবে পক্স হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীঠিতভাদেবের আবির্ভাবের সক্ষে সক্ষেই বালালা
সাহিত্যের আবার নব জাগরণ হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের
চাপে বালালা সাহিত্য একবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল

পণ্ডিভগণ বালালা সাহিত্যকে বেশ একটু ঘণার
চক্তেই দেখিতেন; কিন্তু শ্রীঠিতভারে আবির্ভাবে বালালা
ভাষার প্রভিষ্ঠা বেশ বাড়িয়া গেল। চৈতভাদেবের জন্মগ্রহণ করিবার প্রে আমাদের সাহিত্যে কোন জীবনচরিত ছিল না। চৈতভাদেবের পরই তাঁহারই অনেকভলি জীবন চরিত রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে, বুলাবন

দাদের "শ্রীচৈতন্ত ভাগবত", লোচন দাদের "শ্রীমীচৈতন্ত ।
মঙ্গল" ক্বঞ্চ কবিরাজের "শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত" গ্রন্থই
প্রধান, এতদ্ব ীত ভামাদাদের "অবৈত মগল", নরহরি
চক্রবর্তীর "ভক্তিরত্বাকর", ঈশান নাগের "অবৈত প্রকাশ"
জ্বানন্দের "তৈ তন্তমঙ্গল" প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখনাস্য। আবার এই চৈতন্ত যুগেই পদাবলীর সাহিত্যের
সম্যক্ পরিপুষ্টি ও পরিণতি সাধিত হইমা থাকে। আমরা
অনেক পদ-কর্তার নাম পাইমা থাকি; এই পদ-কর্তাগন
সকলেই খুব উচ্চাঙ্গের নম — বিভাপতি ও চণ্ডীদাদ ইহাণের
শিরোমনি ছিলেন।

একদিকে বৈষ্ণবগণের অভ্যাদয়ে বালালা সাহিত্যের ঘেমন বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, অপর দিকে মুসলমান রাজ্যাবর্গ ও বাংলার ভুমাধিপগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বালালা সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব ঘটিয়াছে। এই সময়ে প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারতের অফ্রাদ পাওয়া য়য়। ধর্মনাহিত্যের প্রচুর উন্নতি এই যুগেই সাধিত হইয়া থাকে। মুসলমান রাজ্যাবর্গ এদেশে আসিয়া দেশীয় ভাবাপর হইয় পড়েন এবং ধর্মগ্রন্থ ও দেবদেবীগণকে জানিবার জয় কৌত্হলাক্রাম্ভ হইয়া পড়েন—ভাহার ফলে বছ অয়ৢবাদ, দেবদেবীর মাহাত্মাপুর্ণ ছড়া, গান ইত্যাদি বালালা সাহিত্যে স্থান লাভ করে। ক্তিবাস ও কাশীলাগের রামায়ণ ও মহাভারতের অয়ুবাদ এই সময়ে সংঘটিত হয়।

## (৩) চৈতভোতন মুগ-

চৈতভাদেব বাঙ্গলায় এক ধর্ম প্রবাহের বভা প্রবাহিত করেন। তাহার ফলে, চৈতভাযুগের কিছু পরে বাঙ্গালাই দেবদেবীর মাহাত্ম্য কির্তিনের যুগ আরম্ভ হয়। এই সমরে মঞ্চল সাহিত্যের স্পষ্ট; মনসা মঞ্চল ও চঙীমঙ্গল এই যুগে। বেছলার কাহিনী ও মনসা ভাসান হইরা বছ কবিতা রচিত হয়। এই লেখকগণের মধ্যে কেতজ্দাস, ক্ষেমানন্দ ও বিজয়গুপ্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিলেন। চণ্ডীমঙ্গলের সর্ব্বপ্রেষ্ঠ লেখক—কবিক্ষণ মুকুন্দরাম চন্দ্রবর্তীর আবিভাব এই সময়ে হয়। মুকুন্দরাম খ্ব প্রতিভাগালী কবি ছিলেন; মুকুন্দরাম ছার্ম্বের বর্ণনার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু ভিনি বিভঙ্ক পরিহাস—মন্দ্রিভাব ক্ষার্মিন ক্ষিনাছন। স্থানিকভার ভবে ক্ষিত্র বিশ্বিদ্যালী কিন্তু কিন্তু ভিনি বিভঙ্ক পরিহাস—মন্দ্রিভাব ক্ষার্ম ক্ষার্ম চন্দ্র ক্ষার্ম হার্মান ক্ষার্ম ক্ষার্ম

পুরবর্ত্তী কবি ভর্জ**চক্রকেও তিনি হার মানাই**য়া দিরাছেন।

এই মললগ্রন্থ লেথকের পরেই মহারাজ রুফ্চজের সভাসদ কবিবর ভরতচক্র রাম গুণাকর ও সাধকখেন্ঠ রাম-প্রদানের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের লেখার টেনিসনের (Tennyson) "Arts celere artem" (It is the height of the art to conceal art ) এর উক্তির চরম নিদর্শন পাওয়া যায়। চলের লালিত্য, ভাষার মাধুর্যা, অলম্বারের ঐশর্যোর দিক দিয়া দেখিতে গেলে তিনি বাঞ্চলার একজন শ্রেষ্ঠ কবি, বৃদ্য হাইতে পারে। তাঁহার প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর লদীন ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ভারতচন্ত্রের এে কাব্য ছইটা—"অল্লদামকল" ও "বিভাস্থলার"। কিন্তু শেষোক্ত কাব্যে তিনি যেমন তাঁহার রচনা বিষয়ে নিপুণতা দেখাইয়াছেন, তেমনি কল্লীলতা দোষের জন্ম তাংগকে মপাঠা করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ভলালতার জন্ম গরতচন্ত্র একা দায়ী নহেন। সেই সময়ে বাদালা দেশে ংচিবিকার হইয়াছিল। ভারতচক্রের যুগে দৈয়দ আলোয়ান ামক একজন প্রতিভাশালী মুসলমান লেখকের নাম াeয়া যায়; "প্**ন্মাবতী" ইহারই রচিত। তারপর কবি**-র রাম প্রসাদের যুগ। রাম প্রসাদ এক জন ভব্ত, ও খ্যামা <sup>ব্রকে</sup> গান **অ**তি সরলভাবে রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ান আজও বাংলার আকাশ বাতাস মুধ্রিত ক্রিয়া াবিয়াছে। রামপ্রসাদই বাদলার সাবেকী আ্যলের শেষ तामश्रमारमञ्जूष वाकामात शतिवर्छरनत यूगे। ারণ দেই সময়ে বণিকদণ্ড ছাডিয়া ইংরাজ রাজদণ্ড গ্রহণ রিতেছিল। <u>সাহিত্য সেবার উপযুক্ত সময় এ নছে</u>; াইজস্ত ১৭৬০ হইতে কবিবর মধৃস্দনের যুগ পর্বাস্ত <sup>দান বড় ও প্রতিভাবান লেখকের আবিভাব হয় নাই।</sup> है >१७० हहेटल माहेटकन यूग भर्याच्य कविश्वप्रानात यूग। ারা মৃখে মৃথে অতি ক্ষমর ও ক্ষরগ্রাহী রচনা করিতে রাধাক্তক বিষয়ক গান ইত্যাদি রচনা <sup>রিয়া</sup> ইহারা **হালালার ভালা আসর জুমাইয়া রাখিয়া**-लिन । चनाव श्रष्ठ वेशक्रक्क श्रुष्ठ अने कृतिश्रवारमञ्ज त्नव वे ; वेदत्र ७४१ व्याठीम वाकना नाहिरकात : त्नव नीमा ।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভাতার প্রভাব এদেশে ব্যাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বান্ধালীর সমাজ্যের যে বিশেষত ছিল, ঈশ্বর গুরুরের রচনার মধ্যে তাহাই আমাদের বিশেষ লক্ষা হয়।

### আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য

ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্যান্তা সভ্যতার ভরা জোয়ার বাসলার কুলে আসিয়া ধাকা দিল। দেই জোয়ারে প্রাচীন সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম সকলই ভাসিয়া চলিল। নবভাবে বিভোৱ নবীন বাঙ্গালা প্রাত্র ভালিয়া সকলই নৃতন করিয়া গড়িয়া চলিন। আধুনিক বাঙ্গালা শাহিত্যের উদ্ভবের মূলে এই নব-জাগরণ। আধুনিক শাহিত্যের স্বরূপ চিনিতে হইলে ইংরেনী শিক্ষা ও সভাতার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে হইবে। কারণ ইংরাজী হাব ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে ভরপুর। ক্লুত্তিমতার চাপে পুরাতন বাঙ্গালা দাহিত্য যথন তিলে-তিলে মৃত্যুর পথে অগ্রদর হইতেছিল, তথন ইংরাজী সভ্যতার আলোকে উত্তাসিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য নব-জীবনলাভ কবিল। অমুপ্রাস, অনন্ধার, অনর্থক শদ্বটা প্রভৃতি ভীষণ দোষ হইতে মুক্তা হইয়। বাঙ্গাল। সাহিত্য নুতন ও আধুনিকভাবে মণ্ডিত হইয়। এক নব স্প্টির স্চনা করিল। এই নব স্ষ্টির মূলে রোমান্টিসিন্ম।

রোমানটিদিসম্ বলিতে আমরা মোটাম্টাভাবে বুঝি "The revolt from the Severity pendanticisim, and commonplaceness of a classical or pseudoclassical to a more picturesque, original, free and imaginative style in art and literature" অর্থাৎ এক কথায় আমরা বলিতে পারি, পুরাতনের বিক্লমেন্তনের বিজ্ঞাহ। প্রকৃতির প্রতি অসীম অহরাগ, প্রকৃতির সৌলংগ্য একান্ত আমহারা ভাব, প্রকৃতির মূলে এক বিরাট রহন্ত (Mystery), প্রকৃতির ভিতর বিশ্ব-চৈতন্তের বিকাশ প্রভৃতির অহতৃতিই রোমান্টিদিসমের প্রধান উপাদান।

এখন এই রোমান্টিনিসম্ আমানের নাহিত্যে কিম্নপ ভাবে তাহার মোহনজাল বিস্তার করিল ভাহা জানা আবক্তক। পূর্কেই বলা হইরাছে, ইংয়াকী ভাষার হাব

ভাব বাদালা ভাষাকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ইংরেঙ্গী ভাষার পৌরাণিক-তার (Classicism ) যুগের অবসান হইয়াছে। পোপ, (Pope) ডাইডেন (Dryden), জনগন (Johnson) এবং গ্রে ( Gray ) এই পৌরাণিকতার যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। এই পৌরাণিক যুগ "Classical school of English poetry" বলিয়া সাধারণতঃ অভিহিত হইয়া থাকে। কুপার ( Cowper ), "Romantic school of English petory"র প্রথম কবি বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় রোমান্টিশিসমের ভেরী পূর্ণমাত্রায় বাজাইয়াছিলেন কবিবর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ; ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বিরাট ও সর্বভাষ্থী প্রতিভা রোমানটিসিসমের নিগৃত তথ বিলেষণ করিয়া, ইংরেজী সাহিত্য এক নৃতন হাওয়া বছাইয়া দিয়াছিলেন। ওয়ার্ডদওয়ার্থ ব্রিয়াছিলেন যে কবির একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে : Poet বা কবি শব্দ গ্রীক শব্দ vates হইতে উৎপত্তি। vates শব্দের হুইটা অর্থ হয় (১) poet (২) prophet ওয়ার্ডসভয়ার্থের প্রত্যেক কবিতা হইতে কিছু না কিছু এমন পাওয়া যায়, যাহা vates শব্দের দ্বিতীয় অর্থ টীকে সমর্থন করে। ওয়ার্ডদ-ওয়ার্থের মতে কবির মুখ্য উদ্দেশ্য (Business বা mission ) হওয়া উচিৎ "to hold the mirror upto nature" ওয়ার্ডসভয়ার্থের সকে সংকট বায়রণ ( Byron ) কীটন (Keats) নেলী (Shelley) প্রভৃতি দিকপাল-গণের আবির্ভাব হয়, এই সকল প্রতিভাশালী লেখকের হাতে ইংরাজী সাহিত্য এক নবীন ভাবের (Romanticism ) হিলোলে হাবু ভুবু খাইতে থাকে। কি আশ্র্যা, যুখন ইংরাজী সাহিত্য Classicism এর চাপে कर्शरताथ इट्रेश यादेवात छेलाकम इट्रेट्डिक, ठिक (मर्ड সময়ে এক সংখ এতগুলি প্রতিভার অভানয় হাল। ইহা ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজ জাতির মাহেক্সকণ বলিতে হইবে। বিধাতার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এইরূপ युग्धादर्शक मिक्शानगरात अञ्चामम चें। अम्बर । এই যুগেই ইংরাজী সাহিত্যে Lyric বা গীতি কাব্যের উদ্ভব ও তাহার সমাক পরিণতি সাধিত হয়।

यनि दामान्षित्र्रायम तकत्री अमार्कन्तमार्थ दाधम

ৰাজাইরাছিলেন, ব্রাউনিং (Browning) ও টেনিন্
(Tennyson) সেই ভেরীটাকে আরও মৃথর ক্রিয়া
তুলিয়াছিলেন—"Romantic revival was at its
highest pitch at the hands of Tennyson and
Browning"

যখন ইংরাজী সাহিত্য এই নবীনভাবে মণ্ডিত চট্টা বিখের দরবারে এক নতন বাণী শুনাইতেছিল, ঠিড কে সময়ে আমাদের বাদালা সাহিত্যের গতি ও ভাব কিছুল ছিল তাহা জানা আবশ্রক। বাঙ্গালার মারে তথনও এট নবজাগরণের ঢেউ আসিয়া ধাকা দেয় নাই। বালাল সাহিত্য তথন তাহার সেই চির পুরাতন পৌরাণিক্ডার (Classicism of the dead past) ভাবে বিভার। ঈশ্বচন্দ্রে যুগ প্র্যান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্য বলা যায় না-- অবশ্য বৈশ্বৰ সাহিত্য বাদ। বৈশ্বৰ সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সৌন্ধামণ্ডিত ও সম্পদ-শালী করিয়াছে। বৈষ্ণৰ সাহিত্য শুধু বাংলা সাহিত্যে একটা অমর দান নহে, পরস্ত ইহা সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট সম্ভাব। ১৯০০ শতাক্ষীতে ঘখন টেনিসন ও ব্রাউনিংএ রোমানটিসিসম সর্ব্বাপেকা শক্তিশানী হইয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে বান্ধালা সাহিত্যে বৃদ্ধিত বৃদ্ধিত মধুসুদ্দ তাহাদের সেই চিরপুরাতন পৌরাণিকতার (Classicism of the dead past ) ভাব লইয়া বিভোগ ছিলেন। একথা ৰাবা আমরা বৃদ্ধমচন্দ্র ও মধুস্পনের প্রতিভাও যশ মান করিবার প্রয়াস পাইতেছি না বা তাঁহাদের লেখার মূল্য হ্রাস করিতেছি না। বঙ্কিমচক্র ও মধুস্দন বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগ প্রবর্তক। তাঁহাদের কীৰ্ত্তি স্তত্তের আলোকে সমন্ত বালালা চিরনিন আলোকিত থাকিবে। তাহারা ধে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন ভাহা হইতে বাদালা সাহিত্যের বর্তমান মহীক্ক কৃষ্টি হইরাছে। বহিম ও মধুত্দন সাহিত্য প্রসঞ্চে আমরা এই কর্বা

বহিম ও মধুক্দন সাহিত্য প্রসঙ্গে আমরা এই কথা বলিতে চাহি যে আমাদের সাহিত্য যে প্রভিতে চলিরা আসিতেছিল, যদি ঠিক সেই গভিতে চলিরা আসিও তাহা হইলে আজ আমরা যাহা বাজালা সাহিত্যে পাইয়াছি তাহা পাইতাম না। বাজালা সাহিত্যে রোমান্টি সিসমের সর্ক্রেথম আভাদ দিরাছেন, ক্ষিব্য বিশ্বীকাশ

চক্রত্রী। তাঁহার "হিমালয়" শীর্ষক কবিতা এ কথার সাকা দিতেছে। রবীক্সনাথ প্রকাশ্তে আপনাকে তাঁহার মন্ত্র শিষ্য বলিয়া তাঁহার শ্লাঘা বৃদ্ধি করিয়াছেন। রবীক্র নাথের নিম্নলিখিত কথাগুলি ইহার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হরা ষ্টতে পারে—"এ কথা সাহস পূর্বক বলিতে পারি, মাধারণের পরিচিত কঠছ শত সহস্র রচনা যথন বিনষ্ট ও বিশ্বত হইয়া ষাইবে, "সারদা-মঙ্গল" তথন লোক-শ্বতিতে প্রতার উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং কবি বিহারীলাল গ্ল:মুর্গে অমান বর্মাল্য ধারণপুর্বক বল-সাহিত্যের অমরগণের সৃহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।" রবীক্সনাথের ন্যায় প্রকৃতির প্রতি অসীম অমুরাগ তাঁহার আই একটা বিশেষত। তাঁছার "হিমালর" পড়িতে পড়িতে শেলীর "Mont Blanc" এর কথা মনে পড়ে। কবির একটা অনির্বাচনীয় বিরাট রহস্ত বোধের (Profound sense of mystery) কথা "হিমালয়" কবিতাটীর মধ্যে ষ্ট্যা উঠিয়াছে। যাহা হউক—বিহারীলালের বাঙ্গালা গাহিত্যে রোমানটিসিদমের প্রবর্ত্তন, ইংরাজী সাহিত্যে রোমানটিদিসমের যুগ পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধিত হয়। স্বতরাং বালালা সাহিত্য ইংরাজী অপেকা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। এই পঞ্চাশ বংসরের ক্তিপুরণ করিবর রবীন্দ্রনাথ সাধন করেন। রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। গীতিকাব্য যুগ, মহাকাব্যের যুগের পরই আরম্ভ হইয়াছে; মহাকাব্যের र्रात्र ( स कवि नवी नक्ता । त्रवी स्वनार्यत्र नर्वर छाम्बी প্রতিভা বাদালা সাহিত্যের উপস্থিত শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক্রিয়াছে; এবং **তাঁ**হার প্রতিভাই আবার বা**দা**লা गहिलाटक वित्यंत्र मत्रवादत्र चामन श्रामन कतिशादह। রোমান্টিসিদম্ রবীশ্রনাথের হাতে পড়িয়া এক অনাবিদ গৌলর্থ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীতে যাহা কিছু রবীস্ত্রনাধকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার অস্তরতম অমুভূতিতে

তিনি যেন এক হইয়া গিয়াছেন, ষেন তাহাদেরই রূপ ধারণ করিয়া এবং তাহাদের ভাবে বিভার হইয়া তাহাদেরই ভাষায় তিনি তাহাদেরই প্রকাশ করিয়াছেন। এই রোমান্টিসিসমের আভাস রব শ্রনাথের "নির্করের-স্থাভক" কবিতার মধ্যে বেশ স্পর্টভাবে পাওয়া যায়—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল প্রহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান
না জানি কেনরে, এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ;
(ওরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
ক্ষধিয়া রাধিতে নারি।"

আবার---

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি জ্বগত আদি দেথা করিছে কোলাকুলি।"

রবীক্রনাথের প্রতিভার নিকট প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব সমাবেশ হইয়া এক নৃতন আবার ধারণ করিয়াছে। রবীক্রনাথের কবিতাগুলি পাঠ করে রবার্ট রাউনিং (Robert Browning) এর সমালোচকের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় "It is a picture of a man thinking aloud."

রোমান্টিদিদম্ রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়া যে বস্তার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রবাহ বাজনার গগন পবন আজ ধরনিত করিয়। রাথিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বতাম্থী প্রতিভার বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত হান ইহা নহে এবং তাহা সহজ কাজও নহে। আজ এই মনীবীর প্রতি আমাদের গভীর শ্রহা ও ক্লভ্জতা জানাইয়া ক্লান্ত হওয়াই সমীচীন।

# ছোটগঙ্গের টেক্নিক্

## बीधीदासनान धत्र वि-ध

কারাকক্ষের ফাটলের মধ্য দিয়ে এসে পড়া এক ফালী রোদ বেমন উজ্জ্বল তীব্রতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, বেমন ম্পাষ্ট তেমনি দীপ্ত, —ছোটগল্পও তেমনি সমগ্র কাহিনীটার মধ্য হতে বেছে নেওয়া সংক্ষিপ্ত একটী অংশ। জীবন-নাট্যের একটা ছোট সংস্করণ—সংক্ষেপ অথচ সম্পূর্ণ এক-খানি ছবি। ছবিধানির প্রতিটী রেখার সংযমের পরিচয় একটা দম্পূর্ণতার ইঙ্গিত। ছোট গল্ল, এর মধ্যে লেখকের পুঝামপুঝভাবে বর্ণনা করার সঙ্গুলন হবে না, মনস্তত্ত্বের স্ক্রাতিসক্ষ অমুভৃতির পরিচয় দেবার মত অবসর নেই, ভথু চারিপাশ থেকে কথার জাল বুনে গ্রুটীকে তিনি টেনে নিয়ে যাবেন পরিণতির দিকে। একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এর সৃষ্টি, একটী ঘটনাকে স্পষ্ট উজ্জ্বল স্বচ্ছ ও স্থান্দর ভাবে পাঠকদের দৃষ্টির সম্মুথে প্রকাশ করাই এর ধারা, এইজমুই জনৈক বিখ্যাত ইংরাজ লেখক একে Bull'seye লগুনের ফোকাশের সকে তুলনা করেছেন। এরিষ্ট্লের কথায় a slice of life-জীবনের একটুকরা কাহিনীই হচ্ছে ছোটগল্প। সমগ্র জীবনের কথা বলবার মত অবসর এর মধ্যে নেই এইজগুই অনেক সময় বড়বড় নাট্যকার ও ঐশ্যাসিকেরা ছোট গল্প লেখায় সাফল্যলাভ করতে পারেন না-নেধদর্শণের মত এর পর্যাবেক্ষণের বৈশিষ্ট্য আছে, এর লিখনভন্দীর মধ্যে আছে একটী বিশেষ ধারা। উপফাদের মত এর চরিত্রস্থাই ক্রমগতি-শীল নয়, আকস্মিক সংক্ষিপ্ত কিন্তুসম্পূর্ণ। ছোটগল্লের চরিত্র তার প্রতি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনের উপর স্থায়ী রেখা-পাত করে যায় বড় বড় উপ্যাসও যত গভীরভাবে মনের মধ্যে স্থায়িত্বলাভ করেনা—এইবানেই ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠত্ব, ছোট গল লেখক জীবনটাকে চিত্রকরের মত এঁকে দেন ষেমন রবীক্সনাথ স্ষ্টি করেছেন কাবুলীওয়ালা, গকী Twenty six Men and a Girl দাছন্ৎসিও Hero, কাৰ্ Our Lady's Juggler মোৰানা The Necklece.

এমনি সংখত ও গভীরভাবে লিখতে হলে লেখকের ভাষার উপর দথল থাকা চাই বিশেষভাবে, প্রতি শস্কটার একটা বিশেষ মূল্য আছে এর মধ্যে। পৃষ্ধামুপৃষ্ধভাবে বর্ণনার অবসর এর মধ্যে নেই—চরিজ্রের উপর একটা অস্পাই ইন্ধিত দিয়ে পাঠকের চিন্তাশক্তির উপর লেখকরে নির্ভির করতে হবে। গল্পটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে পূর্ব গতিতে প্রতি বাক্যটার লক্ষ্য থাকবে শেই পরিণতির দিকে।

প্রথমেই প্রটের কথা। প্রটটী জটিল হবে না। আটল
প্রটে পাঠকদের সহাস্কৃতির স্থায়ীও বড়ই অরক্ষণ স্থায়ী।
এমনি একটা প্রটে বা ঘটনা লেথক স্থায়ী করবেন যার মধ্যে
সমগ্রজীবনের সম্পূর্ণভার একটা আভাল থাকবে এবং সেই
উল্লিডটুকু পাঠকদের চিন্তাধারার মধ্যে ধরা দেবে সর্বাদীন
পূর্ণভা নিয়ে। ভার মধ্যে ভিন্নমূখী কোন আভাষ যেন না
থাকে, তাহলে গল্পের চিন্তাকর্ষকভা কমে যাবে। এইজন্তই
ঘটনা বা প্রটের নির্বাচন সম্যে লেথকের বিচার ও পর্বাবেক্ষণ শক্তি বিশেষ ভীক্ষ হওয়া দরকার।

বিষয় নির্ম্বাচন হয়ে গেলেই তখন চবিত্র স্কৃত্তির প্রতি
লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষভাবে। ছোট গল্পের প্রত্যেকটা
চরিত্র লেখনীর ছু'একটা রেখাপাতে স্পষ্ট হয়ে স্কৃতি
উঠবে, করেকটা ইন্সিতেই সে চরিত্র হয়ে প্র্ঠা চাই সম্পূর্ণ।
তার উপর অসাধারণ চরিত্র পাঠকদের বিশ্বয়ম্থ করতে
পারে কিন্তু তার অবাভাবিকতা আনন্দ দিতে পারে না,
এইজ্মুই প্রায় স্বাভাবিক চরিত্রস্কৃত্তি করাই কর্ত্বা,
রোমান্সের সঙ্গে বিয়ানিজ্বয়ের মিশ্রণ থাকা প্রয়োজন।

রচনাভদীর সারল্য ছোটগল্পের তৃতীর বিশেষ, যত সরল ভাবে গল্পটি রচিত হবে তার ভাবধারার উৎকর্মতা পাঠিক চিন্তে তত বেশী প্রভাব বিতার করতে পারতে করণ ও হাজরুস উপভোগ্য হবে তত বেশী। গলের গতির সলে স্থাচিত্তে অপ্রসর হতে তাহবে পাইকরে মোটেই কট পেতে হবে না, সরলতার জন্মই গলটী হয়ে ভিঠবে উপভোগ্য।

ভারপর ইচ্ছে গাল্লের পারিপাশিক অবস্থার কথা, ইংবাজীতে যাকে বলে atmosphere প্লাট, চরিত্র ও প্রকাশ ভগীর সরলতা—এই ভিনটা থেকেই এই atmosphereএর ইংপত্তি। তবে বিশেষভাবে এটা কী ভা বলা বড়ই শক্ত। কিন্তু ভোট গাল্লের মধ্যেই একটা নিজস্ব atmosphere আছেই।

চতুর্থতঃ ছোট গল্পের মধ্যে একটা অথও সম্পূর্ণতা থাকবে। প্রতি অংশটা অপরটার সঙ্গে এমনি নিবিড়ালের জড়িত থাকবে যে কোন অংশ বাদ দিলেই অপর অংশটুকু হয়ে যাবে অর্থহীন। পারম্পারিক নির্ভর্মীলতা রচনাভ্নীর একছ (oneness) থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে বিশেষভাবেই। অবাস্তর থাকবে না কিছুই, বা থাকবে তার একটুকু বাদ দিলে পল্পের গল্পব নাই হবে, সামন্ত্রন্থ হারিয়ে যাবে—ইংগই গল্পের একত্ব তneness, ইংগর উপরেই গল্পের গভীরতার ভিত্তি।

ত।' ছাড়া বাস্তবতার সহিত সামঞ্জ না থাকলে, বাভাবিক না হলে দে গল্প রসাহবোধের প্রতিকৃশতা করে, প্রশা উঠতে পারে রূপকথা—বাইশ ঘোষাণ, তেইশ ঘোষাণের গল্প, রাজকল্পার চোধের মধ্যে হাতিপড়ার কণা থেকে ছেলের। রসপ্রহণ করে কেমন করে! তার উত্তরে বলা হবে রূপকথা থেকে ছেলেরাই রসপ্রহণ করতে পারে প্রাপ্ত বয়স্কলের রসাহভৃতির সহায়ক তা হয় না, তারা রূপকথা পরে লেখকের বর্ণনাপটুত্ব দেখবার জন্ত তার রসস্কৃতি অহতেব করার জন্ত নয়। ক্রমণতিশীল মানব মনের সক্ষে সামঞ্জ্ত রেথে যে গল্পের কৃতি সেই সময়েই আনন্দ দিতে পারে যে

সময়ের বিচারবৃদ্ধির সজে সামঞ্জন্ত রেখে সে গল্পের হাট। এই জক্স বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বিচারবৃদ্ধির অফুপাতে গল্পের আভাবিকভার এক একটা সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে, এই জক্সই ছোটছেলেরা ক্রাকথার মধ্যে যতটা আনন্দ পায়, য়্বকেরা ক্রাপকথার উপর ততটা বীভশ্রদ্ধ। আবার য়বকদের মনে যে রস্থন আনন্দ জাগে ট্যান্ডেডী কমেতী বা রোমান্স পড়ে, রুদ্ধেরা তার উপর ভেমনিই বীভরাগ। এ সব হোল পাঠকদের অফুভ্তির কিন্তু এর উপর গল্পের জনপ্রিয়ভা নির্ভর করছে বলেই একথা বলতে হোল। গল্পের যত বেশী সামঞ্জন্ত থাকে বান্তবতার সলে সেই গল্পের গভীরভা তত বেশী গভীর হয়।

তার পর পুঝারুঝারপে বর্ণনা ছোট গলের গঙীরতা ও গান্তীর্যাটুকুনত্ত করে। সরলতা ও সংক্ষিপ্ত কছে প্রকাশ ভলীর উপর ছোটগল্লের ভিত্তি। 'এছ'টা পদ্ধতিকে বাদ দিলে দে ছোটগল্লের আয়ুব হৈর্য্য ক্ষীণ হয়ে আন্দে।

শুধু এগুলিই সব নয় Joy ও speed—ই হচ্ছে ছেটগল্লের একটা বিশেষ বৈশিষ্ঠা। যে গল্ল পাঠক চিন্তকে আনন্দ দিতে পারে না, অথবা যে গল্লের শেষ লাইনটা পর্যায়ত্ব সমান আনন্দদানে পরিত্বপ্ত না করতে পারে তাকে ছোটগল্ল কেন—গল্ল বলাই চলে না। আনন্দ আর আকর্ষণ থাকবে শেষ লাইনটা পর্যায়ত—সেইখানেই ছোট গল্লের সার্থকতা, আনন্দ ও গতিই হচ্ছে ছোট গল্লের প্রাণ, জনপ্রিয়ত। নির্ভর করে শুধু এই হুটীর উপরেই। ছোটগল্লের রচনারীতির মূলকথা হচ্ছে Joy ও speed—এই প্রাণটুকু প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই টেক্নিকের প্রয়োজন। এই সব টেকনিকঞ্জলি সম্পূর্ণতা লাভ করলেই ছোটগল্ল সার্থক হয়ে উঠবে।



<u>জীবিফুদাস</u>

্তত্য সনের ভাজ সংখ্যার ভারতবর্ষ—হইতে একটা গান সংগ্রহ করিয়া আমাদের ভূতনাথ সেদিন হারমোনিয়ামের হ্ব-সংযোগে গাহিতেছিল। সন্ধ্যাকাল। পাড়ার কনসার্টপার্টি তথনও সান্ধ্য কোলাহল হক্ষ করে নাই। আমি জানালার ধারে বিদয়া ভানতেছিলাম। দেখিতেছিলাম, ভূতনাথের দেহ হরের সঙ্গে কথার সঙ্গে কেমন জোট পাকাইয়া ছলিতেছে। এক একবার কাথ হইয়া পড়িতেছে; আবার পরক্ষণেই সোজা হইয়া উঠিতেছে—নামিতেছে। ক্রমে এই প্রক্রিয়াটা এত বৃদ্ধি পাইল, যে নিশ্চিম্ভ হইয়া বিদয়া থাকিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ভারতবর্ষথানি তাহার হার-মোনিয়ামের উপর হইতে তুলিয়া লইলাম। ভ্তনাথের নাচন-কোদন তৎক্ষণাৎ উপশমিত হইল।

পড়িয়া দেখি, গানটির নাম "আশা পূরণ।" কথা ও স্থর— শ্রীদিগীপকুমার রায়ের এবং স্বরলিপির লেধিকা শ্রীমতী সাহানা দেবী! কিন্তু এইটুকুই তো ভূতনাথের ঐরপ প্রক্রিয়ার যথেষ্ট কারণ নহে। ঘরে আলো ছিল না; জানালার ধারে আনিয়াও প্রটুভাবে কারণটি চোথে পড়িল না। পত্রিকাথানি জানালা গলাইয়া বাহিরে ধরিয়া পরাদের সঙ্গে কপাল ঠেকাইয়া দেখিলাম ক্রোক্রের লেখা "নৃত্যসন্ধীত।" এবং গানটির নিয়েইংরাজীতে ইহার মূল কবিতাটি।

ইহাতে পাঠ-স্পৃহা ঝটিতি বৃদ্ধি পাইল। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া কবিতাটি পড়িতে লাগিলাম। এবং শেষ করিয়াই উহার ভক্ষমাটি পড়িতে স্কুক করিলাম। কিছু স্বটুকু পড়িবার পুর্বেষ মধ্য ভাগেই কেমন অভিভূতের মত হইয়া পড়িলাম। চোধ হুটি
পিছলাইয়া পৃষ্ঠাথানির নিমে নামিয়া আদিল। দেখিলাম
লেখা আছে, "আমার এ অন্থবাদটি শ্রীঅরবিন্দ বর্ত্ত্ব
সংশোধিত।" ইহার পর আর উৎসাহ রহিল না। ধীরে
ধীরে ঘরের ভিতর গিয়া ভারতবর্ষধানি ভূতনাথের
কোলের উপর ফেলিয়া দিলাম। অন্ধকারে তাহার চোধ
হুটি তৎক্ষণাৎ কেরাসিনের ভিবের মত জ্ঞালিয়া উঠিল।
সে আবার গান ধরিল "ক্ষেণ্ডর জীব—"

আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, রাজগুণে বাহির পড়িলাম।

রাত্রে পত্রিকাথানির পাতা হাত্ডাইতে হাত্ডাইতে আর একটি রড়ের সন্ধান মিলিল—শ্রীনিধিরাজ হালদারের কবিতা "নহ পুরাতন।" সত্য কথা। রত্ন পুরাতন হইলেও দাম কমে না। বরং কাহারো কাহারো বাড়িয়া বায়।

কবি লিখিতেছেন, "নৃতনের অতি জীর্ণ ক্রাল।" মেডিক্যাল কলেজেও চলিবে না দেখিতেছি!

কবিতাটিকে পাদ-প্রণে না বলিয়া মূ**ধ রক্ষার বলিলেই** ঠিক হয়।

বাংলার "অপরাজেষ উপস্থাস-সমাট" শর্ম ব্রু হইয়াছেন সত্য কিন্তু যে ব্যুসে লোকের ভীম-রতি হা ভাথার সীমানায় তিনি এখনও প্রাপণ করেন নাই বলিয়াই জানিভাম। কিন্তু তাঁহার "শেবের পরিচরে" ভাহারত পরিচর পাওয়৷ যাইতেছে। ইহা শেব হুইবার পরিচয় নয়; শেব বে বছপুর্বো হুইরা সিরাছে ভাইারী পরিচয়।

শেষের পরিচয়ে তারক কহিল, "ছাথো রাথাল, তর্ক করোনা। মাপুষে মাপুষের অনেক কিছু জানে, তবু, তার কাছেই সে অনেক কিছু গোপন করে। গরু-বাছুরের এ লয়েজন হয় না। \* \*

ঠিক। কিন্তু গক্ষ-বাছুরকে ঐ আসরে টানিয়া আনায় ক্রণগুলির মধ্য হইতে যে ইন্ধিত ফ্টিয়া উঠিয়াছে, তাহা আর ঘাহাই হৌক, স্থক্ষচির পরিচায়ক নয়। গরু ও বাছুরের সেই ক্রিয়া চতুইয় ছাড়াও মায়ুযের জানা আরও আরও অনেক কিছু মায়ুয গোপনে সম্পন্ন করিয়া থাকে, যাহা গরু-বাছুরে করে না। অবশ্র এ ধরণের কথাবার্তার রস জমে আড্ডায়। সেখানে গ্রাম্য বা ভদ্র কথার মধ্যে সকল সম্য একটা সীমানা রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর নয়। হয়ত শরংবারু লিবিবার কালে ঝোঁকের মাথায় সে কথাটা একদ্ম ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন।

আর, "নতুন-মা" বা অজ-বাবুর "নতুন-বৌয়ের পতিভিক্তি দেখিবার মত বটে। শরংবাবু বলিয়াই এমন
একটা অন্তুত ঘটনার স্পষ্ট হইতে পারিয়াছে। আর কেহ

ইইলে (উপ) পতির ভাকে স্বামীর পদরত্ব মাথায় মাথিয়া
পদ্মীর লজ্জাহীনার মত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান ব্যাপারটা
লিখিতে, এমন কি, কল্পনায়ও হয়ত আনিতে পারিত না।
একদা শরংবাবু বক্ব সাহিত্যে তুর্নীতি দেখিয়া উৎক্ষিপ্ত
প্রায় হইয়াছিলেন। কিন্তু সে বৎসর কয়েক পূর্বের
কথা। তাহার পর বয়সও বাড়িয়াছে, জ্ঞানও কমে নাই;
শেষ প্রশ্নের দিতীয় সংস্করণ শেষ হইতে সামাক্রই বাকী।
বোধকরি বয়স, জ্ঞান ও অচলা ভক্তির সাহাব্যে তিনি
প্রমাণ করিতেতেন—

### "আমি মদ্ থাইনে

#### ষ্ধা খাই জয় কালী বলে—এ—এ—"

এ সংখ্যায় গল্প আছে ছটি ও ক্ৰিকা একটা। প্ৰথম গল্প ক্ৰিপ্ৰেমোৎপল বন্ধ্যোপাধ্যায়ের "বিজিত।" নামকরণ বিজিত। হইলেই মানাইত। কেননা পরিশেবে সাহিত্যিক বামী সঞ্চয়ের নিকট শিক্ষিতা পদ্মী মঞ্লাকেই হার বানিতে ইইয়াছে। চিরদিন বাবীরই ক্ষয়া ঘাহা হৌক, গল্পটি। প্রেমোৎপল বাবুর অক্তান্ত গল্পের মৃত ক্ষণাঠ্য হর নাই।

দিতীয়টি শ্রীঅচিন্তাকুমার সেনগুপ্তের "অকাল-বদস্ত।"
গল্পটিতে পাধীর গান, ফুলের গদ্ধ, নৃতন পাডা, দখিন
হাওয়া, চুম্বন প্রভৃতির জোয়ায় বহিবে, আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু ঐগুলির একটীও না পাইয়া বড় ছৃঃথিত।
শেষে কিনা এক করপোরেশন মেয়ে ফুলের শিক্ষবিত্রীর
গল্প! অবশ্র দরদী লেধকের অন্তর হইতে ভাহার ক্ষম্প
গভীর দরদ উপাত হইয়া পড়িয়াছে। ভাহাত কম কথা
নয়। তবও ভাল লাগিল না।

গন্ধটি কোলকাতাই ভাষায় লিখিত। কিন্তু কোন কলিকাতার লোককে তে। বলিতে শুনি নাই— "মেনেইজ্য", "পোম্না", "মেইল", "ট্রেইলিভে", "পোইজি"। তবে পূর্কা-ক্ষল হইতে কলিকাতায় আদিয়া হাঁহারা "ক্যাল্কেনিয়ান্" সাজেন তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন বটে। তা, কেবল ambition কথাটা ইংরাজীতে না লিখিয়া বাংলায় "আাম্-বাইশন" লিখিলে এমন কি Artএর ক্ষতি হইত গু

আর, বানান, সন্ধি ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিই।
চল্তি কথার আবার বানানই বা কি, শুদ্ধ-সন্ধি বা কে
করে। জিভের আগায় যাহা আসে তাহাই কোনরকমে
লিখিতে পারিলেই হইল। অতএব এইখানেই "নিটোল
একটী" চুপ্।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে চারধানি। চারধানিই সমান ভাল।

১৩২৯ সনের ভাজ সংখ্যা প্রবাসীতে—রবীক্ষনাথের অনেকগুলি রচনা আছে—"পত্রধারা", "ক্বিডা",
ও "প্রবন্ধ।" তম্মধ্যে "ভীরু" ও "বানব পূত্র", বিশেষ
করিয়া শেবোক্তটি অপরপ ছন্দে রচিড। কবি অধুনা
অভ্যাসবশেই ছন্দ রচনা করিয়া থাকেন।

তাহার সক্তব-মাজাসার বাংসাভাষ। নিবছটি বোধ-করি নানাছানে নানা অবহার পঠিত হইয়াছে। শীরই ইহার প্রত্যুত্তর দেখিব বলিয়া আশবা করি। আশবা করি এইজন্য বে, তাহা "প্রকৃতিছ" হইয়া লিখিছ হইবে না। শ্রীকালিকারঞ্জন কাত্ননগো পি-এইচ-ডির প্রবন্ধ
"হলদীঘাটের যুদ্ধ ও মহারাণা প্রতাপের শেষজীবন"
কতকগুলি নৃতন সংবাদে পূর্ণ। নাটকাদি ও টডের
রাজস্থানের ইতিহাস পাঠে মহারাণা সম্বন্ধ লোকের মনে
যে ধারণাগুলি বন্ধমূল হইয়। গিয়াছে, প্রবন্ধটি পাঠ করিলে
তাহ। বিদ্বিত হইবে। অবশ্য কান্থনগো মহাশ্রের
সিদ্ধান্ধগুলির সভ্যাসভ্য নির্ণয় ঐতিহাসিকের পক্ষেই
সন্তব।

আমরা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং তুঃথিতও হইয়াছি এই জন্য যে মহারাণার "দেহ-ভক্ষের উপর যে একটা ছোট ছত্রী নির্শিত হইয়াছিল, সংস্কারা-ভাবে উহাও জীর্ণ শীর্ণ।' মহারাণা স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা বছদিন হইতেই লুপ্তা। সেই কারণেই বোধ করি স্বৃতি-ছত্রীটি "জীর্ণ-শীর্ণ। ইহার পর সেটুকু থাকিবে না—বিধাতার এমনি বিভ্রনা।

এ সংখ্যার গল্প আছে মাত্র তিনটি। প্রথম গল্প শ্রীমণীক্ষণাল বহুর "ইরা।" গল্পটি বড়। কিন্তু সরস ও ও আগাগোড়া হুখপাঠ্য। ভাষার গুণে বর্ণিত চিত্রগুলি চোখের সন্মুখে রূপ ধরিয়া ভাসিয়া উঠে। গল্পটির মাঝে একটা চম্বুকার প্লটিও আছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্রের "জনামী।"
জামাদের ভূতনাথের মতে ইহার জলীয় জংশ কিঞ্চিৎ
জাধিক। রস বারঙ জমিয়াছে শেষের দিকে। তাহার
কথাই ঠিক। ইহাতেও ডু একখানি চিত্র আছে। কিন্তু
সেগুলি নিভাস্ত দরিদ্রের ঘরের। সকলের তাহা ভাল না
লাগাই সম্ভব।

ভৃতীয় গল্প শ্রীরবীজ্বনাথ মৈত্রের "মনস্কাম।" গল্পটার মাঝে ছোট একটা প্লট আছে, স্থানর; ভাষাও ঝর ঝরে। ভব্ও মনে হয়, যেন প্রাণহীন রচনা। সম্ভবতঃ লেথক ভাঁহার মনের সমস্ত দরদ ঢালিয়া গল্পটি রচনা করেন নাই বিদিয়া এরূপ হইয়া থাকিবে। আরও একটা কথা উপ-সংহারটি Tragic, কিন্তু একট্ যেন satirical.

শ্রীকেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের "পারস্ত-শ্রমণের" বিতীয় কিন্তী উপভোগ্য। "কিন্তু এখানকার লোকদের আতিথ্যের ক্রাট কিছুমাত্র হয় নি (হওয়াই অহুচিড), তাঁদের কর্ম্ম-

কন্তারা আমরা না-আসা পর্যান্ত উপবাসেই কাটিয়েছিলেন, রাত্রেও লেপকম্বল মা ছিল আমাদের দিয়ে অনেক আগুনের পাশে কোনোরকমে রাত কাটিয়েছিলেন ! কবি এদের আদর অভ্যর্থনায় মহা খূশী হয়ে বললেন—"এই ত প্রাচ্যের প্রথা, এই অভ্যর্থনাতেই হৃদয়ের যোগ রয়েছে। আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি কর্ছি। প্রাচীন পারস্তের আখার এই প্রকাশ।" এক তর্ফা আখার প্রকাশে আমরা কিয় পুশী হইতে পারিলাম না। লেপ-কম্বলগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া আগুনের পাশে রাত্রি যাপন করিলে, তাহারা খুশী হইত সন্দেহ নাই।

তৃইখানি রঙিন ছবি এ সংখ্যার চিত্র-সম্পদ রৃদ্ধি করিয়াছে। প্রথম ছবি শ্রীমণীক্ষ ভূষণ গুণ্ঠের "হিমান্ত্রের চিট" বেশ সংগিয়াছে।

শ্রীদেবীপ্রসন্ধ রায় চৌধুরীর "চেউ" স্থন্দর!

১৩৩৯ সনের শ্রাবণ মাসের বসুমতীতে
একটা কবিতা পাঠ করা গেল "দিখিজমী গান্ধী";—
রচনা করিয়াছেন শ্রীপারীমোহন সেন গুপ্ত! বস্মতীর
সহসা এ কি অঘটন! এই ছদ্দিনে একেবারে গান্ধী
প্রশন্তি! প্রথমে চক্ষ্কে বিশাস করিতে পারি নাই;
কিন্তু কবিতাটির নিমে নজর পড়ায় সত্য বলিয়াই বুঝা
গোল।ভাল কথা। প্যারীদার চেষ্টায় যদি গতি ফিরে।

কবি কালিদাস পুরীধানস্থ জনৈক বাঙ্গালী বাসীন্দাকে এক সাটিফিকেট দিয়াছেন—অবশ্র ভাবের সহিত। সাটিফিকেটথানির নাম "প্রত্বশালায়"—আশা করা যাইতেছে বাঙ্গালীবাবুরা ইহার পর হইতে পুরীতে বাঙ্ সেবনের জন্ত গেলেই ভল্তলোকটির প্রত্বশালাটী ধেথিয়া আদিবেন। কবি কালিদাস বাড়িথানির অবছিতি সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, বি, এন, আরের গাইডেও খুঁজিলে তাহা পাওয়া বাইবে না। কিছু ভিক্টোরিয়া সাবে খোঁজ করিলে সন্ধান মিলিতে পারে। অয়ং কবিও হবও এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। ভাবের চাঙ্গাল্প কথা ছাড়িয়া দিতেছি, ভাহার ইাটওলিও আফারাল কেন্দ্রা

আর একটা উলেধধোগ্য কবিতা আছে শ্রীনবক্কফ ভট্টাচার্য্যের "আমার বিয়ে"। পাঠক তো একই শ্রেণীর নাই; কবিতাটি সেই তাঁহাদের জন্ম রচিত ও মৃদ্রিত হইয়াছে। ছুইটি কলি এধানে তুলিয়া দি—

"রাত পোহাতেই তার পর্যদিন বাড়ী ফেরার তাড়া
বর কনেকে কতে বিদায় পড়ে গেল সাড়া"—
মনে পড়িয়া গেল—
থোকন মণি থোকন মণি করছ তুমি কি 
কৈই দেখন। আমি কেমন ছবি এঁকেছি—।"
এই সংখ্যায় গল্প পাঠ করা গেল অনেক গুলি।
প্রথমেই শ্রীমন্তী পুশানতা দেবীর "শিল্পীর সংসার।"

প্রকাণ্ড ব্যাপার। সাধারণ গৃহত্তের ঘরে যাহা ঘটে, ইহা তাহা নয়, শিল্পী কেমন করিয়া সংসার করে তাহারই কাহিনী। সাংসারিক বৃদ্ধিতে যাহা ভাল ও মন্দ, শিল্পীর চোথে তাহা মূল্যহীন, এমন কি, সেগুলি মর্ম পীড়ার কারণ। গলটির মাঝে মাঝে ভাবের বুক্নী বড়ই পীড়ালায়ক। তাহা ছাড়া, গলটি প্রথম শ্রেণীর রচনা নয়; আবার তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া হতাদর করাও চলে না।

দ্বীয় গল্প প্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "মাণিক জ্বোড়"—
মজার, কলিকাতার পথে-ঘাটে কত এককড়ি চক্রবর্ত্তী
ও তিনকড়ি ভাত্ত্তী অহোরাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।
পাড়ায় পাড়ায় থোঁজ করিলেও এমন মাণিক ছই একটী
করিয়া নিশ্চম মিলিবে। কিন্তু ছুঃখ হয় এককড়ি চক্রবর্ত্তীর
মেটোর জন্ম। বেচারা থোঁড়া হইলেও পিতার গুলগুলি তাহার চরিত্রে কোথাও পরিক্ট নয়, অথচ তাহার
বিবাহ হইল তিনকড়ি ভাত্তীর কাণা ও "গোঙা"
ভাইপোটর সহিত। অভান্ত করণ!

তৃতীয় গল্প শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রান্তের "ব্যাত্মকবলে চা-কর।"
একটা শিকার-কাহিনী। শিশু-সাহিত্যেই আজকাল
এই ধরণের গল্পের চল দেখা যার। বুকানন সাহেব
লগুনের কোন বিধ্যাত মাসিকে এই গল্পটি প্রকাশিত
করিয়াছেন বলিয়াই কি মূল্যবান? আমরাও এমন গল্প
আনি, ঘাহা কোন বিধ্যাত মাসিকে প্রকাশিত হয় নাই,
অধ্চ ইহার চেরেও লোমহর্ষক! সে বাব চিতা বা
ধ্ববাহা নয়; প্রকাও মালুষ-ধাকী। এবং হাভিয়ারের

মধ্যে কেবল একখানি বেজ্রদণ্ড হত্তে করিয়া যিনি ইহার সহিত কিছুকাল বোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই বক্দেশীয় মাস্থাটি অভাপি জীবিত। আবার মাজ্র দিন কয়েক পূর্বে হাভিয়ার শৃত্ত হইয়া আর এক বাঙালী ভদ্রলোক একটি চিভাবাঘের হুইটি থাবা বক্সমৃষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া ভাহাকে. পিছনে ঠেলিতে ঠেলিতে নিজ বাড়ীর আভিনাম আনিয়া শীয় শিশুপুত্রের পরম কৌতৃক উৎপাদন করিয়াছিলেন, ভাহাও জানি। গভীর হুংবের বিষয় উপরোক্ত বীরদ্বয় কেহই অক্ষত ছিলেন না। প্রথমোক্ত ভদ্রলোকটির স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন; দেখিলে মনে হয় এক শুক্তপ্রায় মহীক্রহ। বিভীয় ভদ্রলোকটি অভাপি চিকিৎসাধীন। মজা এই, ইহাদের কথা কেহ বলে না!

চতুর্থটিও গল্প—নাম "অনভাসের ফোটা"—রচমিতা শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাছর)। গলটর তাৎপর্যা —যাহার যাহা কাজ, তাহা লইঘাই তাহার থাকা উচিত। অভাথায় হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। কথাটি খুবই সত্য। যাহাকে যাহা সাজে না, তাহার সেরপ হইজে যাওয়া বিজ্ঞনা।

পঞ্চম গল্প শ্রীমতিলাল দাস ( এম-এ ই: ) "পত্নীব্রত"। বেশ লেখা অবশ্য propaganda ইহার চেয়েও ভাল হয়।

ষষ্ঠ গল শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের "অর্থহীনের বন্ধু"। মাণিকবাব্র গল বলিয়া খুবই আগ্রহের সহিত পাঠ অক্ষ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের পরম ছ্রভাগ্য, পুর্বের সেই ভাব, ভঙ্গী ও রস ইহার মধ্যে পাইলাম না। সেগুলি বেন কোপায় হারাইয়া গিয়াছে।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে তিনধানি। ছড়া ছাড়া ছবি নাই।

প্রথমেই দেখা যায়, জ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্তের বিরহিণী—
"নয়নে বাদল—গগনে বাদল—জীবনে বাদল ছাইয়া
এস গো আমার বাদলের বধু—চাতকিনী আছে
চাহিয়া।"

এই কলি চুইটি পালে লেখা মাছে "রবীজ্ঞনাথ"। অর্থাৎ রবীজ্ঞনাথই ইহার রচমিতা। সাহিত্যের বাজারে চুরি চিরকালই আছে—আঞ্বলণ বেন তাহা মাত্রা ছাড়াইয়া বাইতেছে। ছংপের কথা বিলব কি? রবীক্রনাথ অতুলপ্রসাদের গান চুরি করিতেছেন। আবার অতুলপ্রসাদেও রবীক্রনাথের গান চুরি করিছেন। আবার অতুলপ্রসাদেও রবীক্রনাথের গান চুরি করিয়া বেমালুম হজম করিতেছেন। লোকেও অতশত না জানিয়া সেগুলি গাহিতেছে, আলোচনা করিতেছে এবং বাহবা দিতেছে। কিন্তু বহুমতীর চোথে ধুলি নিক্ষেপ অতুলপ্রসাদের কর্মা নয়। সহবে গিনী ফ্ল করিয়া ধরিয়া কেলিয়াছেন, বে, অতুলপ্রসাদের "ক্যেকটি গানের"—"নিদ্ নাহি আথি পাতে" গানটি রবীক্রনাথের রচনা। কেননা উহার মধ্যে পূর্বেজাক্ত কলি ছটিকে পাওয়া গায়।

ষাহ। হউক, আমরা আশা করি প্রদাদ কবি প্রদর্ সংস্করণে তাঁহার এই দোষ্টি ঢাকিবার চেষ্টা করিবেন।

কি হুদ্দৈব ! রবীন্দ্র ভীতি এত প্রবল ? আর ছবি সম্বন্ধে হুমন্তব্য করিবার মত কিছু নাই।

দ্বিতীয় ছবি চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাদ্ধ চিত্র।

তৃতীয় ছবি শ্রীতারকনাথ দাসের আর এক বিরহিণী ইহারও তলদেশে কবিতার তিনটি কলি। কাহার রচনা ছবিথানি থুব খারাপ লাগে নাই; কিন্তু মনে হয় ফে

ছাৰখানি খুব খারাপ লাগে নাহ; াকঞ্জ কার্চপুত্তলি।

## যাব ফিরে

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

দিকে দিকে হেরি আজ সর্জের শান্ত শামলিমা মাঠের ভ্বন ছেয়ে, পল্লী জোড়া মাঠের মহিমা আজি মোর দোলা দেয় মন—

বর্ষার প্রশান্ত থারে পূর্ণ যেথা শুক্ত সংরোবর অনাদৃত থাল, বিল, যেথাকার শুক্ত বালুচর রঙ্গে ভিঞ্জা যেথা বেগবন।

কাশ ও পলাশ বেথা পদ্মীমার মহিমা বাড়ায়
ফুটিয়া মাঠের পাশে; হাওয়া তারে মেছল দোলায়
চুমে কন্তু মাঠ ভবা ধান—

ক্বৰত বিশ্বরে ওই দোললীলা দেখে যার মাঠে কটীতে জড়ায়ে ধটী; মেঠো ধান আঁটি করে আঁটে কাটা ফদলের গাহি গান। বলদ হাঁকায়ে চলে মাঠের রাধাল খুনী মনে বাধান বিভানে ধামে; কছু ছুটে পলাশের বনে হাদি যেন ধামিবে না আর—

সে হাসি তৃণের পরে মৃক্তঝরা শিশিরের মত অমান কুত্বস কম; যে বিলায় গন্ধ অবিরত বক্ষে রাখি মাধুরী পাথার।

ওই মাঠে-বাল্চরে-কাশ-পলাশের পাছে পাছে, পলীর ভামল কোলে যাব ফিরে রুষকের কাছে যাব ফিরে রাখালের স্বরে—

শরৎ আসিল পুন: খ্যামন্ধপে ভ্রনে ভ্রনে বিল্লামোর ভাবে বুঝি বিল্লভন আসে ওইকণে বাব কিরে রহিব না স্বে।



## নারী ধর্ষণের যোগ্যশান্তি প্রাণদণ্ড দানের প্রস্তাব মুল্লিম জজের অভিমত

গত শতাব্দীর নব্ধইরের কোটার গোড়ার দিকে দৈয়দ আমার আলী কলিকাতা হাইকোটের জন্ধ ছিলেন। তাহার পর তিনি বিলাতে প্রিপ্তি কৌদিলের জত্ত হন এবং তক্তরত্ত "রাইট আনারেবেল" বলিয়া অভিহিত হইতেন। তিনি যথন এদেশে ছিল্লং) করিতেন; তখন দলবন্ধ ভাবে নারী ধর্ষণ এদেশে হইত না কেবল রাজসাহী জেলায় হইতেছিল। তাহার প্রতিকার-বর্মণ তিনি নৃত্তন আইন করিয়া এইয়প অগরাধে প্রাণ্যত্তের ব্যবস্থা করিবার অভ্য গ্রন্থিনেটের নিক্ট আবেদন করেন। অট্টেলিয়ার দলীর তিনি দেখান। গ্রন্থিনট তাহার আবেদন মঞ্জুর নাক্রায় ডিনি ও তাহার সহক্র্মা অভ্য একজন জন্ধ স্থামার গিরিভার ধর্ষকদের যাবজ্জীবন দীপচালান দণ্ড দিতেন। তাহাতে এইয়প পাশবিক অগরাধ থামিয়া যায়।

নিভাগ-রাজ্যের রাজধানী হায়দারাবাদ হইতে ইসলামিক কাল্
চার (Islamic Culture ) নামক যে পত্রিকা বাহির হয়,
ভাচার গত এপ্রিল সংখ্যার সৈয়দ আমার আলী মহোদয়ের
নামচরিতের যে অংশ বাহির ছইয়'ছে তাহাতে ১৭৪ পৃঠায় এই
ফকল কথা তাহার নিজের ভাবার বিবৃত ছইয়াছে। আমরা তাহা
ীতে উদ্ধুত করিয়া দিকেছি।

### ( इरवाकी इट्टेंट वनाय्वाम )

'দে সময় একটা অপরাধ ভারতের সর্বাজ লা থাকিলেও
উদ্ধান রাজনাহী জেলার দ্বা ধুব প্রবল ছিন। ওওাগণ দল
বাবিল। স্বাধান আনুষ্ঠ আনুষ্ঠ করিরাছিল। এই সমত
উতারা সকলেই যে যুবক জিল তাহা নহে। এই অপরাধ
কটোর হতে দমন করা আবিশুক হইরা পড়িরাছিল। যে সমত
বাবা অজের নিকট এই সমত মামলা হইতে তাঁহারা ৪ হইতে
১০ বংসর পর্বন্ধ কারাদও দিতেন, কিন্তু তাহাতে কল বিশেব
হুইত লা। ওওানল নিরীছ কুবকদের ব্যাতিত হানা বিশ্বা তাহানের

বিবাহিতা ও কুমারী থেমেদিগকে বলপূর্বক অপ্রথম করিয়া লইবা মাইত এবং তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করত: হত-ভারিনীদিগকে অর্থ-মৃতাব্রায় বাড়ার দর্ভায় ফেলিয়া যাইত।

এট সমস্ত অপরাধে প্রাণমণ্ডের বিধান করিয়া একটা সংক্রিপ্ত আইন করার জন্ম গ্রথমেণ্টের নিকট আবেদন করিলাম। প্রক্রপ আইন খাবা মেলেবোর্ণে লাবিকিলদের উপদ্রব সম্পূর্ণ বন্ধ কর। হইয়াছিল। কিন্তু ভারত সরকার অষ্ট্রেলিয়ানদের মত সাহস দেখাইতে পারিলেন না, আমার আবেদন অগ্রাহ্ম হইল। তথন আমি ও আমার সহযোগী এ বিষয়ে হতকেপ করিলাস। দওা দেশে প্রীক্ষার জন্ম কলিকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারী আদালতে আসিত এবং প্রাথই সরকার পক হইতে লিগ্যাল রিমেমরকার মহাশর দণ্ড বৃদ্ধির অর্থন। করিতেন। দণ্ডের পরিমাণ কেন বৃদ্ধি পাইবে না তাহার কারণ দেখাইবার জন্ম আমরা আসামীদের প্ৰতি নোটাৰ দিভাম। তাহারা প্রায় সৰ-সময়েই কৌসলী ৰা উকীল খারা কারণ দেখাইত। ধীর ভাবে আনামী পক্ষের সমত কথা ক্ৰিয়া আম্বা যদি দ্তাদেশে বহাল বাথিভান তাহা হইলে আন্দামানে যাবজীবন দীপান্তর দক্তের আদেশ দিতাম। করেক আমরা শুনিলাম যে, এই পাশবিক্তা ব্যা মাদের মধোই श्हेषारह ।

অনেক স্থলে ধবণ বারা নারীর যে অবলা বটে তাহা আশানাল অপেকা ভরাবহ। হতরাং দৈরদ আমীর আলি মহালর দলবদ্ধ অভ্যাচারীদের যে প্রাণদণ্ডের বাবলা চাহিরাহিলেন, ভাহা আছি মাজার কঠোর নহে। কিন্তু আসরা সাধারণতঃ প্রাণ্ডির বিলিয়া মনে করি, যে, এই সকল ছুরাম্মার বাবজীবন্ধ বাবীনতা-লোপ এবং ভ্যাদেটোমি দণ্ড হওয়া উচিত। সৈরদ আমির আলির কথাগুলি গ্রেপ্তির এবং বিচারকদের প্রশিধানবিশা; কারণ, বঙ্গে নারীনিগ্রহ অভিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইরাহে। ভারতীয় বাবহাপক সভার কোন মুসলমান সদস্ত সংশ্রী সৈরদ মহাপরের পদাক অক্সরণ করিয়া নারীনিগ্রাহক ছুরাম্মানের বাবআবাবী



# পরলোকে জর্জ্জ কিং

বিগত ২রা জ্লাই বিধ্যাত বীমাবিদ্ মি: জর্জ কিং এফ-আই-এ, এফ-এফ-এ, এফ-এ-এদ মহোদয় ৮৬ বংদর বয়দে মৃত্যুম্থে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বীমা-জগতের একটা উজ্জল জ্যোতিক থদিয়া পড়িল।

বীমার জটীল একচুয়ারী শাস্ত্রে মি: কিং অসাধারণ বুঙ্পন্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারি লিখিত পুত্তকাবলী বিভিন্ন ভাষায় অমুদিত হইয়া জ্ঞান লিপ্লু ছাত্র-গণকে তৃত্তর বীমা-সমুদ্র অতিক্রম করিবার যথার্থ পাথেয় প্রদান করিয়াছে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুনাই আইরদায়রে মি: কিং জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা লর্ড কেলভিনের প্রাতৃপুত্র ছিলেন এবং তাঁহার এক ল্রাভূপুত্রী প্রধান মন্ত্রী মি: ম্যাক-ভোনাত্তের সহধর্মিণী ছিলেন।

মি: কিং লগুন সহরে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং প্রথমে তিনি এলায়ান্স হেড অফিনে একচুয়ারী-সহক্ষী-ক্ষণে কার্য্য আরম্ভ করেন। কিছুকালের জন্ম 'প্রাসন্ধা এবং লগুন' অগ্নি বীমা সভ্যে সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৬ পর্যান্ত 'আটলাদে' একচুয়ারী ও সম্পাদকের কার্য্য করেন। অতঃপ্র এই পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি "লগুন এসিওরেন্সে" একচুয়ারী পদ গ্রহণ ভুকরেন ও সাধারণভাবেও একচুয়ারীর কার্য্য আরম্ভ

করেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যাগুলি সম্পাদনে মি: কিং অনন্তসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ওঁাহার ফল ও কর্মানিষ্ঠার কাহিনী পৃথিবীর সর্ব্বভ্রই প্রচারিত ইইয়াছিল।

মি: কিং Institute of Actuaries এর ফেলে।
ছিলেন এবং আমেরিকার একচ্রিয়াল সোণাইটীর অন্তম
সভ্য ছিলেন। কর্মকমভা, সমাধিক স্বভাব এবং প্রগাদ
জ্ঞানের জন্ম-একচুমারী মহলে এই স্বেহণরায়ণ ব্যক্তি
স্থাধারণ প্রদা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৭
খুষ্টাকে Institute কর্জ্ব তিনি একটা স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
হয়েন; তাহাতে এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

"Presented to George King F.I.A., F.F.A., F.A.S. in recognition of long and distinguished service rendered to the Institute of Actuaries and to actuarial service. June 1927

Instituteর সহিত নি: কিংর সম্পর্ক ১৮৭০ খুঁৱাৰ হুইতে— এ সমরে তিনি প্রথম ভাগ পরীকায় উত্তার্থি হয়েন এবং পর বংসরে দ্বিতীয় ভাগ ও ১৮৪এ পরীকা দিয়া ফেলো নির্বাচিত হয়েন। দ্বিতীয় বিভাগে কিন্তু-কালের জন্ম শিক্ষকতা করিয়া ১৮৮০ খুঁৱাকে তিনি councild মনোনীত হয়েন এবং ১৯১৬ পর্যন্ত ঐ খানে কার্য্য করেন—পরে ষ্থাক্রমে সম্পাদক ও সূহং সভাগান্ত্রিপ্ত কার্য্য করেন—পরে ষ্থাক্রমে সম্পাদক ও সূহং সভাগান্ত্রিপ্ত কার্য্য নির্বাহ করেন। Instituteএর পঞ্জিকা সম্পাদ

ও প্রীক্তের কার্য্যে তাঁহার কর্মক্ষতার পরিচয় পাওয়া

প্রলোকগত ডাঃ টি, বি, স্প্রেগের জীবনীসম্বন্ধে তিনি 
নাগ লিপিবন্ধ করিয়াছেন তাঁছার নিজের জীবন সম্বন্ধেও 
লাগ সমভাবে প্রায়ুজ্য—

"ঠাহার সহিত একবার স্থাতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে গারিলে চিরজীবনেও আর তাহা ছিন্ন হইত না। চিন্তায় কর্ম্মে এবং ভাবে তিনি সর্বাধা অমায়িক ছিলেন—তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও একথা সত্য। বহু বংসর ধরিয়া তিনি মৃক্ত হস্তে বিত ছারা উপযুক্ত পাত্রের সাহায্য দান করিয়া আসিয়াছেন। অধুনা ধাঁহারা সোভাগ্যের উচ্চ শীর্ষে আবেহাহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অর্থসঙ্কটের দিনে তাঁহার সাহায্য ব্যতীত প্রবত্তী জীবনে, সার্থক্তা লাভ করিবার স্বধােগ হইত ন!।"

## বিচিত্ৰা

কলিকাতায় ইংরাজীতে চারিপানি মাদিক বীমাপ্রিকা পরিচালিত হইতেছে—ইহাদের অধিকাংশেরই
পৃষ্ঠপোষকতার জন্ম উপযুক্ত ব্যক্তি, দল বা বীমা
কোম্পানিরও অভাব দেখিতে পাই না স্বতরাং ইহাদের
মধ্যে কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত
হইতে পারিলে বীমা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ জন-সাধারণের
প্রতি প্রকৃত মমতাবোধ দেখান হইবে এবং বীমাকংগ্রিই ব্যক্তিগণও কলিকাতার রহম্মম্ম পরিবর্তনশীল বীমা কার্যালয়ের ইতিহাস পাঠ করিবার জন্ম দীর্ঘ
একমাস প্রতীক্ষায় থাকিবেন না। আমরা আশা করি
প্রিকার বিচক্ষণ কর্ত্বশক্ষণণ আমাদের এ প্রস্তাব বিবেচনা
করিবন।

ভারতবর্ষীয় কোনও ইংরাজী বীমা মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে কোনও বিলাতী পত্রিকা আক্ষেপ করিয়া বলিয়া-ছিলেন যে উহা বিলাত অঞ্চলে মৃক্তিত হইলেও ক্ষতিছিল না। ইহার কারণ এই যে ঐ পত্রিকা বিলাত অঞ্চলের পত্রিকাদি হইতে প্রবন্ধাদি উত্বত করিয়াই শুধ্ নিজের দৈন্যতা বজায় রাখিতেছেন—বীমার সাময়িক প্রসাধ ও তংসক্রান্ত কার্য্যালয়ের উপর সম্পাদকীয় রচনা ঐ পত্রিকায় কোনদিনই খান লাভ করিতে পারে না—মাথে মাঝে নীমার সংবাদগুলি অভিশয় সংগোপনে আছেইভাব লইয়া লোকলোচনের সন্মুথে প্রকাশিত ইইয়া গাকে। দেশীয় পত্রিকার উপর বিলাতী পত্রিকার এই কটাকপাতে আমরা ছঃখিত হইলেও উহার সভ্যতা সম্বন্ধে এই কথাই বলিতে চাহিতেছি—তোমার আর প্রয়োজন নাই—ন্তন বেশে, স্থিজিত ভাবে নবাছ্রাগ লইয়া

যাহারা আসিয়াছে ভাহারা ভোমার মুণে চুণ কালী মাধইায়া বিলাভী পজিকাগুলিকে ভীব্র ক্যাঘাত করিয়াছে, অনাদর উপেক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া আর কি করিবে? যন্ত্রচালিত সভ্যভার যুগের নিয়ম হইভেছে—weak and undeserving have to make room for advantageous and gifted!

কুক্দেত্র মহাযুদ্ধের অবসানে অমিত পরাক্রমশালী
ধনপ্রম গাণ্ডীব উত্তোলন করিতে ঘাইয়া ব্যর্থ মনোরপ
হইয়াছিলেন—শোর্যবীর্য্যের প্রতীক্ মহাণীর নিজের এই
আশ্চর্যান্তনক অক্ষমতায় অধোবদন হইলে প্রীরুষ্ণ বলিলেন
—"নিমিত্ত মাত্র ভব স্বাশাচী।" বাংলার বীমা-জগতেও
এইরূপ একটি ঘটনা অহুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে—প্রতিগানের স্থাপ্রিতা ও প্রবর্ত্তক নিজেই বিতাড়িত হইয়াছেন—
গোরবের মুখোন গদিয়া কটকিত ক্লেদ বাহির হইয়া
পড়িয়াছে। এই রহস্তময় কাহিনী—বাংলার বীমা-জগতের
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েক ব্যক্তি জানেন। সময়
স্থাোগ ও প্রয়োজন হইলে আমরা ইহা প্রকাশ করিব।

উপাশুকে ভক্তি অর্থ্য নিবেদন করা সরস্তার পরিচায়ক—প্রাণের অহুরাগচন্দনে-চর্চিত এই নিবেদনগুলি
ভাবপ্রবাব বাঙালী হৃদয়কে মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে।
সাহিত্যিক-মহলে অয়ন্তীর ধুম পড়িয়া গিয়াছে—প্রবীণ
সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহোদর পরিণ্ড বাসে
প্রভাপুপাঞ্জলি অর্জন করিয়াছেন, আচার্য্য প্রস্কলচক্ত ও
কথাশিল্পী শরংচন্দ্রের অন্তও আসর বন্দনার গীতি আয়োজন
চলিতেছে। বাংলার বীমা-কর্মীগণ বাংলার শ্রেজী বীমাগৌরবের আধার স্থরেক্তনাথ, অবিনাশ চক্ত, নলিনীরশ্বন
ও পূর্ণচক্ত প্রভৃতিকে অভিনক্ষন প্রদানের আয়োজনে ঢাক
ঢোল লইয়া বাহির হইয়া পড়ন।



### প্রথান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক মীমাংগা—

প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রণায়িক হকুম নামা (Communal award) বাহির হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্কে যে ইন্তাহার বাহির হইবে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান
ইন্তাহার অনেকটাই তাহার অন্তর্কা। বাংলায় এ ব্যবস্থার
ফলে আইন পরিবর্দের আক্রতির কিরুপ পরিবর্ত্তন হইবে,
তাহারই আলোচনা আমরা নিয় করিতেছি।

ভুকুমন <b>া</b> মা	অ <b>ন্থ</b> যায়ী	সদস্থাগণের	সংখ্যা।
--------------------	--------------------	------------	---------

10	
मूनक्यांन ( s৮'s )	279
हिन्मू ( ७৯:२ )	٥٠
<b>८</b> में थ्हान	ર
স্থাংলো ইণ্ডিয়ান	8
ইউরোপীয়	22
ক্মাস	>>
জমিদার	e
বিশ্ববিভাশয়	ર
<b>লে</b> বর	ь

প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, বেহেত্ আমরা আপনাদের মধ্যে কোন প্রকার আপোষ করিতে পারিলাম না এই জন্ম তাঁহার নিজাস্কই বলবৎ থাকিবে যদি না আমরা আমাদের

₹6.

মধ্যে একটা বুঝাপড়া করিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে পারি। পুর্বোক্ত তালিকাটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলে আম্য ম্পষ্টই দেখিতে পাই যে. এক হিন্দ ব্যতীত অণ্রাণ্য সকলেই এই সিদ্ধান্তে লাভবান হইয়াছেন। বাংলায় নুতন দেনদাপ অমুযায়ী হিন্দু মুদলমান উভয় জাতির জনসংখ্যার শতকরা হার ৪৬--৫৪। এই অমুপাতে হিদাব করিতে रशक हिन्दू मुजनमारान त रव जमन्त्र मध्या निर्फिन करा इटेबाटक टेटाट**० मूजलमान जनक मध्या कि**हू (देनी আছেই। জনসংখ্যাকেই যদি সদস্ত নির্ণয় করিবার মূল তন্ত্র নির্ণয় করা হইয়া থাকে ভাহা হইলে ইউরোপীয়গ এত অধিক সংখ্যক সভ্য পাইবার অধিকারী কি করিয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ ইউরোপীয়গণ অপেক সংখ্যায় অধিক হইয়াও এত কম সদস্ত সংখ্যা পাইলেন কেন ? তাহা হইলেই বলিতে হইবে ধে এক হিন্দু লাভি ব্যতীত, অন্থান্ত জাতি সমূহ অল্পবিশুর তাহাদের দাবীর অধিক লাভবান হইয়াছেন, স্তুতরাং আপোবের 🕬 এক্ষেত্রে কি ভাবে উঠিবে ? কাজেই নভলিরে আৰা-দিগকে এ বিধান মানিয়া লইভেই হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা বাহির হইলে চতুর্দিকে চাক্ষা উপস্থিত হয়। মৃগলমানগণ বলিরাছিলেন বে ভারার যাহা চাহিরাছেন তাহার অনেক কম পাইরাছেন। প্রবংশ কথা উঠিয়াছিল যে তাহারা এই সিদ্ধান্ত মানির ক্রীক্ষ প্রস্তুত নহেন, স্থতরাং হিন্দুদের ভার ভাষারাভ বোষ

আনোলন চালাইবেন। তাহার পর এখন তাঁহারা বলিতেছেন যে, উক্ত ঘোষণা তাঁহাদের মনোমত না ছটালও উহাকে কার্যাকরী করিতে চেষ্টা করিবেন। জন-সংখ্যা অমূপাতে অত্যধিক সদস্ত সংখ্যা লাভ করিয়াও ইউরোপীয় এসোসিয়সনের কেহ কেহ এখনও বলিতেছেন যে শাসন সংস্কার অপেক্ষা ১৯১৯ সালের ব্যবস্থাই দেশের পক্ষেমঙ্গলন্ত। Depressed class বা পতিত্জাতি-গণ পথক নির্বাচন না প্রার্থনা করিলেও ভাহাদিগকে ডাহা প্রদান করা হইতেছে। রম্ণীগণ সদস্থপদ প্রাথী হইলেও তাহারা বলিতেছেন পুথক নিকাচন প্রণানী তাঁহারা কথনই ইচ্ছা করেন নাই, এই নৃতন শাসন সংস্থারে ভাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশীয় খুষ্টানগণও এই আপত্তির কথা বলিতেছেন, স্থতরাং স্বতম্ভ নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থা করিয়া শতধা বিভক্ত জাতির মধ্যে নতন ব্যবধান रुष्ठन करा इहेल विलियाहे यिन (कह (कह मास्त्रह करत, তাহার উত্তরে সরকার পক্ষের কি বলিবার আছে? স্যুর তেজ বাংগছর সঞা বলিয়াছেন যে স্ক্র্দিক থতাইয়া দেখিতে গেলে ঘোষণা যাহা বাহির হইয়াছে ভাহা অক্ত-রণ ংইবার উপায় ছিল না। ভার আলি ইমামও অনেকটা দেই ধরণের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হতরাং সরকার পক্ষ যে ভয় পাইয়াছিলেন যে মধা পদ্ধী-গণ হয় ত নব প্রবৃত্তিত শাসন-সংস্থারে যোগগান করিবেন না, এরপ আশ্রম করিবার কোন কারণই এখন পর্যান্ত দৌৰতে পাওয়া যাইতেছে না। স্তরাং এই গোষণা অম্যারী শাসন-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত ইইলে উক্ত বিধান অস্থায়ী কার্য্য করিবার লোকাভাব ক্থনই হইবে না।

বাংলার হিদ্দুগণ বলিতেছেন যে এই ঘোষণ। অহুৰায়ী
শাসন সংস্কার প্রবৈত্তিত হুইলে তাঁহারা নব-প্রবিত্তিত শাসনসংস্কার হুইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। আমাদের মনে হয়
ইংগও একটা কথার কথা মাত্র। হিদ্দুজাতি শতধা
বিভক্ত, একঘোগে কাজ করিবার ক্ষমতা কোন কালেই
তাহাদের ছিল না, ভবিষ্যতে বে এই ক্ষমতা অর্জন
করিতে পারিবেন এইরূপ আশা করিবার কোন লক্ষণই
ভাজ অবধি দেখা ষাইতেছে না। স্বতরাই এই হুম্ককে
ভব করিবার কোন কারণ নাই। তবে মানিতেলন কিছু

হয় **তবে হিন্দুর সজ্**যবন্ধ হইবার ক্ষমতা **আছে ইহাও** লোকে বুঝিবে।

সমস্ত দিক থতাইয়া দেখিলে ভয় করিবার একটা দিক বান্তবিক আছে। নব-প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারে বাংলার সদস্য সংখ্যা হইবে ২৫০ জন। এই ২৫০ জনকে যদি বিবিধ স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে ফেলা যায়, তবে তাহাদের আকার নিম্নরূপ ধারণ করে।

হিন্দু মুদলমান ইউরোপীয়
রমণী ও পতিত রমণী লইয়া—১১৯ সাধারণ—১১
জাতি লইয়:—৮০ জমিদার— ১ ব্যবদা দক্ষণ ১৯
জমিদার— ৪ লেবর— ৪
লেবর— ৪ বিশ্ববিভাগ্য— ১
বিশ্ববিভাগ্য— ১

১১৫

p29

অন্তান্ত সম্প্রদায় দেশী খুষ্টান— ২

আংলো ইণ্ডিয়ান- ৪

...

তালিকাটীতে আমরা এইরাব হিসাব করিয়াছি। সম্ভা বল্পে ৫ জন জমিদার স্থত প্রদান করিবার কথা হইয়াছে। এই জমিদারদের মধ্যে চারিজন হিন্দু সদস্য ও একজন মুদলমান দদসা হইবেন ধরা হ**ই**য়াছে। **দেবর** দিগকে ৮ছন সদস্য প্রেরণ করিবার অধিকার দেওয়া চারিজন এই আট**জ**নের মধ্যে ठठेशाट । हिन्सू ७ চातिस्मन मूत्रतमान धता इहेगाएह। क्लिकां विश्वविद्यालय इटेंट्ड अक अक्लन क्रिया সদস্য প্রেরণ করিবার কথা আছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিভালয়ের সদস্য হিন্দু ও ঢাকা বিশ-বিভালয়ের সদস্য मूननमान इटेरवन এटेज्रल हिनाव कतिया এकखन हिन् । একজন মুদলমান ধরা হইল। এইরূপ দদস্য সংখ্যার হার একত্র যোগদান করিলে, মোট হিন্দু সংখ্যা ৮০ জন ও त्यां प्रत्यान नवना नःथा >२६ वन हव। श्रुख्याः मुजनवामन् देव्हा कतित्व नक्त विवत्य छीशांत्रत त्वव

বঞ্জায় রাখিতে পারিবেন। বহু শাখা ও প্রশাখা বিভক্ত হিলুগণ, ইংরাজ ও অভাত সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত **ছই**য়াও মুদলমানগণকে কথনই ভোট যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। একহোগে দক্ষিলিত হইতে মুসলমানগণ **অনেক সময়েই** পারিবেন, কিন্তু বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত একজোট বাঁধিতে কথন পারিবেন কিনা বেশ সন্দেহ আছে। ইংরাজ রাজনৈতিক-গণ্ই বরাবর বলিয়া আধিতেছিলেন যে ভারতীয় রাজ-থাকা বিশেষ নীতিকোত্তে একটা নিরপেক দল প্রয়োজন। এখন আমরা এ কথা অবশুই জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে এই নৃতন ব্যবস্থায় এই নিরপেক্ষ দল বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে থাকিবে কি, কর্তৃপক্ষ সে কথা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন ত ? নিভান্ত অভিমান-ভরে हिन्तू गण्टक पूर्वल क्तिया निव विनयार छाँशास्त्र ষদি ভীল্মের পণ হইয়া থাকে, তবে এ কথাও ত ভাবিচা দেখা প্রয়োজন ইহাতে তাঁহাদের স্বার্থের হানি হইবে ন। ত ? উদাহরণ হরপ যদি বলা যায় যে নৃতন ব্যবস্থাপক সভায় বন্ধীয় প্রজামত্ব আইনটীর সংস্কার করিবার কতক-গুলি নৃতন বিধি প্রণয়ণ করিবার অব্দুহাতে বাংলার हिन्तू अभिनात ও देश्वाक প्रानिधात्रगरनत यनि ভीषन चार्थ-হানি করিবার প্রস্তাব আনমন করা হয়, তথন ইংরাজ সরকারকে ত আবার অভিনাম্সেরই সাহায্য লইতে হইবে। মুসলমান সদস্যগণকে আবার অসম্ভষ্ট করিতে ছুইবে। এখন না হয় মুসলমানগণ বলিতেছেন জন-সংখাার অনুপাতে সরকারী চাকুরীগুলি তাঁহাদিগকে শুভন্মভাবে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া দিলেই তাঁহারা সৃষ্ট . ছইবেন। ক্ষমতা পাইয়া যদি তাঁহারা বলেন ৰে ভাবৎ সৱকারী চাকুরীগুলিতে যতদিন পর্যান্ত না নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমান খারা ভর্ত্তি করা হইতেছে ভতদিন পুর্যন্ত আর কোন সম্প্রদায়কেই চাকুরী প্রদান করা হইবে মা, এই বাহতঃ ভায় সক্ত প্রস্তাব তাঁহারা কোন অভু-ছাতে আটকাইয়া রাখিবেন ? ভবিষ্যত ভাবিয়াই কাজ করা উচিত বলিয়া আমরা এই সমস্ত কথা বলিলাম। কর্ম্পুশক ধণি ইহার উত্তরে বলেন যে, বাংলা আমরা মুললমান আভির হত হইতে গ্রহণ করিবাছিলান, বাংলা

এখন তাঁহাদেরই হয়ে ফিরাইয়া দিয়া আমরা বানগ্রন্থ অবলম্বন করিব বদিয়া মনস্থ করিয়াছি। তাছারও উত্তরে আমরা এই কথাই বলিব তাহা হইলে হিন্দু সদস্য সংখ্যা আর কিছু কমাইয়া দিয়া, মুসলমান সদস্য সংখ্যা আরও কিছু বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। মোট হিন্দু সংখ্যা ৮৪ ও মোট মুসলমান সংখ্যা ১০০ করিলেই এই উদ্দেশ্য বেশী সফল হইবে। বর্ত্তমান বন্দোবন্তে একট্ট ঘেন দ্বিধা আছে। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে আমরা তথন বেশই বুরিতে পারিব যে মুসলমানদের সহিত আপোষ করিবার কথা চালান ঘাইতে পারে, কতকক্তলি সম্প্রাণারের সহিত সখ্য স্থাপন করিরা তালে পা ফেলিয়া চলা কি একেবারেই অসম্ভব নম?

## মিউনিসিপ্যাল বিল :-

বন্ধীয় মিউনিসিপাল বিল্টী বর্তমানে ৰঙ্গীয় ব্যবস্থা পক সভায় বিবেচনাধীন হইয়া রহিয়াছে। নিতা উহার আলোচন। চলিয়াছে। কেছ কেহ বলিভেছেন যে এই বিলটা আইন আকারে পরিবর্তিত হইলে বাংলয় স্বায়ত্ত শাসনের গঙ্গাযাত্রালাভ ঘটিবে। মান্যবর মন্ত্রী মহাশয় কিন্তু বরাবরই বলিতেছেন যে তিনি শ্র ऋदउल्पनात्थत्रहे भेगाकस्मत्रग कतियात्ह्रन बाज। बह বিলটা কাৰ্য্যকরী হইলে বাংলার মিউনিসিণালিটখনি অনেক নৃতন অধিকার লাভ করিবে। আপনার পদ সমর্থন করিবার জন্ত তিনি কলিকাতা করপোলেমনর গেজেটে একটা মন্তব্যও পাঠাইয়াছিলের। উৰ্। পাঠ ৰবিয়া হাওড়ার নেতা বগেক্তনাৰ গাৰ্ণি ক্ৰা তাঁহাকে অনেকগুলি কড়াকড়া কথা ভনাইয়া বিশ एक्त । विकामित नाकि वका व्येत्राटक, विकेतिनिका गण्णिक मृना निर्कातण कविवाद सना द नवक अल्बन নিযুক্ত করা হইবে তাহাদের নামের একটা मत्रकात शक हरेएक ध्यकान कहा हरेरवा 💐 🕬 त्य नवन्छ वाक्तित्र नाम शाक्ति, वावाक्ति मिष्ठिनितिनानि निर्क क्लिएक प्रक्रिक

ভালকেও পারিকেন না। পাসুলি মহাশন্ন বলিৱাছেন ্রেটর প করিলে কি মিউনিসিপালিটগুলির স্বাধীনতায় হস্ত-কেপ করা হয় না। উত্তরে আমরা এই কথা বলিতে পারি নাজি বে উদ্ধান স্বাধীনতা দ্ব সময়েই লোভনীয় নত। তাহাই বদি হইত তাহা হইলে রাষ্ট্র স্থাপনের কোন হেতই ত থাকিত না। বন্ধন দেখিয়া শিহরিয়া क्षेत्रितनके कि चामन श्रीकि হয়। বন্ধনের উদ্দেশ্য ও ধরণটা দেখিয়া উহার বিচার করিতে হয়। এসেদবেব ত্ত লিই পাকিবে তাহাতে অনেকরই নাম থাকিবে। তাহাদের একজনকে নিযুক্ত করিলে মিউনিসিপালিটি সমূহের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কোথায় হইল। একথা কি সভা নহে যে বর্ত্তমানে মফঃখনে অনেক মিউনিসিপালিটি ভাহাদের কর্মচারিগণের মধ্য হইতে একজনকে এসেসর নিযুক্ত করিয়া, অনেক সময়ে এই কর্মচারীকে বিপদগ্রস্ত করিয়া থাকেন ? এ কথা কি সতা নহে মফাস্বল মিউ-নিদিশালিটীতে ন্যায় ও ধর্মের নামে যেরূপ এদেস হওয়া উচিত তাহা প্রায়ই হয় না। স্নতরাং নিরপেক এসেসর নিযুক্ত করিতে আপত্তি হইবে কেন ? আমরা বিশ্টীর শক্পাতী নহে। **বিদটীর আগু**পান্ত আমরা পাঠ করি-মাছি। উহার জাধিকাংশস্থানে জনসাধারণের ক্ষমতার হাস করা হইয়াছে, সেইগুলি কোকসমাতক প্রচার করিয়া শ্মালোচনা করাইত থক্তিসকত।

### অভৌক্বা-ব্যবস্থা:-

আটোয়া কনফারেন্দের মানসাভোগ শেব হইয়াছে।
রয়টার ধরর দিতেছেন যে সরকার কর্তৃক মনোনীভ
ভারতীয় সক্ষপ্ত পূরি ভোজনে লাপ্যায়িত হইয়া বিনাতে
করিতেছেন। বিনাতে উাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার
কর ব্যেই লায়োজন চলিতেছে। লামরাও বলি ভোমরা
তি হও, তোমাদিগকে আমরা আছিরিক বছবাদ ভাগন
করিতেছি। ক্রিছ রয়টার ইহাও বলিয়াছেন যে, যে
ক্রিন ব্যবছা করা হইল ভারতি ভারতবর্ষরাত
ক্রিবিবার হইবে। নৃত্য ব্যবছাটি এই ভারতবর্ষরাত
ক্রিবিবার্যক ইংরাজের স্বরুগটি আই ভারতবর্ষরাত

ইংরাজদের উপনিবেশ সমূহে সাধারণ কেতে যে ও**ড** লওয়া হইবে তাহা অপেকা অল্ল শুরু লইয়া প্রবেশ করিছত দেওয়া হইবে। এই অফগ্রাহের পরিবর্ত্তে ভারতে ইংলঞ্জের শিল্প প্রবাত লিকে অনেক প্রকার স্পবিধা দিতে হইছে। ভারতীয় ধনকবের বিরলা বলিয়াছেন যে এই ব্যক্ত কখনই ভারতীয়গণের মনোমত হইতে পারে না, কেন মা বে সমস্ত স্বস্থাৰ এই প্ৰস্তাবে সহি করিয়া আসিলেন তাঁহারা ভারতের জনসাধারণের নির্বাচিত সদসা নচেন। এই প্রস্থাবটী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলে. উহা দারা যদি ওউহা গহীত হয়, তাহা হইলেও ব্ঝিতে হুইবে জনসাধারণ উক্ত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, কেন না বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় জন-সাধারণের প্রতিনিধি খবই বিরল। বোদায়ের বিধ্যাত व्यर्थित পণ্ডিত ও धनी मात्र পুরুষোত্তম দাস বলেন, এট ব্যবস্থায় ভারতবর্গই বিশেষ ক্ষতিগ্রন্থ হইবে, কেননা ভারত ইংলণ্ডে যে টাকার জব্য রপ্তানি করিয়া থাকে, তথা হইতে আমদানীর হার উহার এক চতুর্থাংশ মাত্র। স্বভরাং এই প্রকার আদান-প্রদানে ভারতের ক্ষতি অধিক। বাংলার বিখ্যাত অর্থনীতিক ও বেকল নেশানাল চেম্বারের সভাপতি প্রীয়ত নলিনীরঞ্জন বলেন বে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে গেলে ইংলও ব্যতীত অপরাপর যে সমস্ত দেশ ভারতের কাঁচা মাল গ্রহণ করে ভাহারা আমাদের উপর বিরক্ত ক্রয়া क्षेत्रित चलवार जामात्मत कांठा मात्मत बाबात बिका যাইবে । ইংরাজ ভারতের কাঁচামালের এক চতুর্থাংশ মার্জই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নেতাগণের কথাগুলি মনোযোগ महकारव शार्फ कविरानहें अहे छेशनकि हम एम. वामन रिन्टलाइ সহিত বন্ধত করিতে গিয়া যেমন সক্ষৰাম্ভ হইয়া পড়িয়া-ছিল, এই নতন ব্যবস্থায় ভারতের সেইরূপ ঘটিবে না ত 🕈

### বাংলার সৈত্য আনর্ক :--

সভাতি শুনা হাইতেছে বাংলায় কমেক নল গৈছা
আনমন করিয়া ঘেণানে বিগ্নবীদের অধিক প্রাহ্রভাব লেই
কেই ক্লেক্টি করিয়া ভাহাদিগকে ছাপম করা ইইবে।
ইক্লেক্টিয়ের ইউন্মানি কাগলের ভারতীয় লেশক উক্ট ক্লিয়াক্তম বে এক্লা ক্লবিলেই কি বিশেষীদের (terrorial)

দের সংখ্যা কমান যাইতে পারিবে। বর্ত্তমানে যে কয়েকটা ছুৰ্ঘটনা ঘটিল, তাহাতে স্পষ্টই দেখ। গেল যে এই গুপ্ত ঘাতকগণ আপনাদের প্রাণ লইয়া rথলা করে। প্রাণনাশক সাংঘাতিক বিষ বিভলভারের সহিত তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করে: সৈত্যের দল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার যদি উদ্দেশ্য ছয়. তবে ঐ উদ্দেশ্য কত্টা সফল হইবে ? লেখক এই কথা সভাই বলিয়াছেন যে, পুলিশ রাউলাট কমিটির রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছে যে বাংলার বিজ্ঞোহকারীগণ বোমা পরিত্যার করিয়া বাহির হইতে বিভন্তার আনয়ন করিবার বাবস্থা করিয়াছে। বর্ত্তমানে ঘতগুলি রিভলভার পাওয়া গিয়াছে লেথক বলেন যে উহার অধিকাংশই এখানকার অপজত বন্ধ নহে। গুপ্তহত্য। নিবারণ করিতে পারা যায় যদি এই বিভলভার আনয়ন করিবার গুপ্ত পদ্ম বন্ধ করিতে পারা যায়। গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ তৎপরতার সহিত এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াও কত-কার্য্য হইতে পারিতেছেন।। স্থতরাং পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্ম সৈতাদল আনমন করিলে কি এই গুপ্তহত্যা বন্ধ হইবে ? গুপ্তহত্যা বন্ধ হউক কার্মনোবাকো সকল ছির প্রকৃতি ব্যক্তিই চাহিবে। গুপ্তহত্যা আন্তরিক ঘুণ্য বস্তু। কিন্তু দমন করিবার অজুহাতে জনসাধারণকে কোনরূপ সশ্হিত করা কি উচিত? কথাটা খুবই विद्वहनात कथा। ভারতীয় লেখককে তাঁহার এই মন্তব্যের জন্ম আমরা আন্তরিক ধন্মবাদ প্রেরান করিতেছি।

### ু আঞ্চু-তাতুশাসন-

আবার মাঞ্রিয়া সমস্থার কথা উঠিয়াছে। জাপানের পররাষ্ট্র সচিব লও লিটনকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার রিপোটে জাপানীরা যাহা চাহে, তাহাই যেন থাকে, তাহা হইলে জাপানীরা অবলীলাক্রমে তাঁহার কমিটীর অফুশাসনগুলি মানিয়া লইবে, নতুবা তাঁহারা স্থায়তঃ তাঁহাদের অফুশাসন প্রতিপালন করিতে অক্ষমত। প্রকাশ করিবেন। ইহাই বাব্যাবানের প্রক্কত উক্তি। বীর্যানান কাহারও মুখাপেক্ষী হর না, অপরেই তাহার মুখাপেক্ষী হইরা থাকে। মাঞ্রিয়া ভাগানের অল্প

সমস্থার প্রধান কর্ম-কেন্দ্র। এখানে বিশুর জাপানী তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জন করে। জাপানে কোন প্রকার কাঁচা মালই পাওয়া যায় না। অথচ জাপান একটা প্রধান দেশ। মাঞ্রিয়া তাহার হস্তগত না থাকিলে তাহার সমস্ত কল কারখানাগুলি প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। বীর্যাবান জাপান তাই বলিয়াছে, মাঞ্রিয়াতে মাঞ্-জাপান স্বার্থ বজায় রাথিবার পর, চীনের স্বার্থ দেখা হইবে এয়ং তাহার পর অপরাপর জাতিদের স্বার্থের কথা ভাবা হইবে। মাঞ্রিয়া বে-পরোয়া দেশ নহে, উহার মা-বাপ আছে, স্কতরাং উহার সম্বন্ধে কোন অভিমত জগতের নিকট সরকারী ভাবে প্রচার করিতে গেলে, উহার যে অভিভাবক আছেন তাহার অভিমতগুলি গ্রহণ করিতেই হইবে। জগতে যাহা সার সত্য জাপান খ্ব পৌর্বের সহিত তাহা বলিয়াছেন।

### জামে নী:-

জাৰ্মানীতে নাজী সমস্থা খুবই ভীষণ ভাবে আন্ধ-প্রকাশ করিতেছে ; আমরা গতবারে বলিয়াছিলাম বে ভন্পেপেন হয়ত পদত্যাগ করিবেন না। এখন তাহাই **(मधा याहेर ७ एक)। मध्यकि जिनि व्यक्टिय विद्याहन ए** পদত্যাগ ত করিবেনই না. রেষ্টাগ বা মহাসভার অধি-বেশনে যদি নাজীর দল তাঁহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করে বিস্বা ভোট অফ চেনা কন্ফিডেন্স বা তাঁহার দলের উপর জাতির বিশাস নাই এই প্রস্তাব আনয়ন করে তাহা হইলে তিনি পুনর্বার নৃতন করিয়া নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই নৃতন নির্বাচনে যাহাতে সরকার পক্ষের অর্থাৎ ভন পেপেনের দলের লোক অধিক সংখ্যায় আসিতে পারে তাহার জন্ম ভোটার হইবার বর্তমানে বে काशानिकिक्नन चाहि छेश विक्रं कतिशा निर्देन। এই হুমকীর প্রত্যন্তরে নাজীর দল বলিয়াছে, ভাগার ৰ তাহার। প্রস্তুত আছে। মহাসভার প্রথম অধিবেশনে তাहांत्र। छन् (अर्थान्त्र ममदक शाम शाम वर्गमा करिए এবং অবিখাদের প্রস্তাব আনমন করিবেই। मन्दर मध्य कतियात क्या नतकात कर्मा करिया भागनमञ् श्रद्धः कतिहारक्तः। नाजीभनस्य नामा

ধৃত করিয়া কঠিন দণ্ড প্রদান করা ইইতেছে। নাক্ষীগণও প্রোর আন্দোলন চালাইতেছে। সম্প্রতি থবর আদি-ছাছে নাঙ্গী দলপতি স্বয়ং অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে অনেকটা পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছেন। তবে তাঁহাকে ঘদি একান্ত পক্ষে কিছুদিনের জন্ম পাগলা আশ্রমে ঘাইতে হয় তাহার জন্ম নৃতন নেতা ঠিক করিয়া ঘাইবেন।

### নালরতন জয়ন্তী :-

বন্ধীয় মেভিক্যাব ক্লাবের পক্ষ হইতে বলের বিখাত চিকিংসক স্থার নীলরতনকে একটা অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে। সম্প্রতি স্থার নীলরতন সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পন করিয়াছেন। গত বংসর রবীক্ত জয়ন্তী হইয়া ঘাইবার পর হইতে অনেকগুলি জয়ন্তীই হইয়া গেল। সারে নীলরতন জয়ন্তী তাহারই একটা। জয়ন্তী কথার অথ যাহাই হউক কিন্তু এই আদর্শের অস্তরালে यथन ७४ वादमानाती ও कथात विनिमय तनिय ज्थनह হয়। द्रवीन-संग्रही অনেক অর্থোপার্জ্জন হয়। কিন্ধ ঐ সমন্ত অর্থের আয় ও ব্যয়ের একটা তালিকা আজ অবধি বাহির হইল না। জ্ঞার উত্যোগীগণ হয় ত বলিতে পারেন যে সাধারণ যে টাকা দিয়াছিল ভাষার বিনিময়ে ভাহাদিগকে আমোদ প্রমোর প্রদান হইয়াছে। কথাটা কিন্তু ঠিক এই ভাবেই বলিলে সতা কথা বলা হয় কি 📍 জয়স্কীর উত্তোগীগণ ি বড় লোকদের গতে **গিয়া তা**ংাদের অনিচ্ছাসত্ত্বও টিকিট বিক্রয় করিয়া **আদেন নাই** ৷ ইহা ছাড়া, সাধারণকে খামোদ-প্রমোদ প্রদান করিলেও উহাত একটা বিশ্বত বাবনাঞ্জেত্র ছিল না। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে উহিবি তাহাই বলুন না কেন 🏸 বর্তমানে স্যার নীলরতন <sup>ভয়</sup>ী সম্পাদিত হইয়া গেল। ইহার পশ্চাতে অবশ্র <sup>এইরপ</sup> কোন ব্যবসাদারী ছিল না। কিন্তু স্যার নীলরভনকে <sup>কইতা</sup> বাংলার জন কয়েক চিকিৎসক এক নিভৃত নিকু**ঞে** একটা সনন্দ প্রদান না করিয়া তাঁহারাই উভোগী <sup>হইহা</sup> এক বিস্তৃত সভার আধোলন করিলেন না কেন ? নীলরতনকে আন্তরিক শ্রেকা না করে বাংলায় এমন কে भारह ? नाशांतरभंत वर्षा द्य छाहांत्र भटक धूवह मृगावान रहेड ।

### পরলোকে ক্বস্ককমল ভট্টাভার্য্য

বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিরানকাই বংগর বয়সে দেহরকা। করিয়াছেন। ক্লাকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহিত্যসম্রাট ব**ন্ধিম বাবর সভীর্থ।** ভাটপাডার সন্ধিধানে ভগনীতে উভয়ে একসকে শিকা প্রাথ হন। স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দোপাধায় মহাশয় ক্লম্ব-কমল ভট্টাচাৰ্য। মহাশ্যের ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ-বিজ্ঞালয় হইতে বি-এল উপাধি পাইয়া ভটাচাণ্য মহাশয় হাওড়ার ওকালতি করিতে গমন করেন। সাার **স্থরেন্ত** নাথ রিপন কলেজ স্থাপন করিয়া উহার অধ্যক্ষপদ ভটাচার্যা মহাশয়কে প্রদান করিয়া শিক্ষাদান কার্যো কাঁচাকে ব্রতী করেন। বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি ক্রেক বংসর এই কার্যা করিয়া ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ বিপিন গুপ্ত মহাশয় তাঁহার জীবন স্বতি বাহির করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ও নানা ভাষায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। খুব পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহার বিয়োগে আমরা বিশেষ তঃখিত, কেন না তাঁহার স্থান পুরণ করিবার মত वाक्ति वर्त्तमान वाश्नाय यूवरे वित्रन।

## পরলোকে দুর্গাদাস লাহিড়ী ;--

ছুর্গদাস লাহিড়ীর নামও ব**লে সু**পরিচিত। বাংলা ভাষায় পুর ব্যাপক ভাবে বেদের প্রচার ছুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ই করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসও **তাঁহার** বিরাট কীর্ত্তি। উপত্যাস রচনায় ও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, রাণী ভবানী তাহার জলস্ত নিদর্শন। তাঁহার তিরোধানে বল-সাহিত্য একজন রথী হারাইল তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। আমরা তাঁহার শোক সম্ভত্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহাস্তৃতি প্রদান করিতেছি।

#### বিশ্ব বিদ্যালয়ে বিশ্ব কৰিব অভিনদ্দন:—

ক্ষেক দিন হইল বিশ্বকবি স্যার রবীক্রনাথকে কলি-কাতা বিশ্ববিভালয় এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। ক্ষেক বংসর হইতে এইরপ অভিনন্দন কবি রবীক্রনাথ বহু পাইডেছেন স্থুডরাং ইহাতে নুভন্ত কিছু নাই।

কিন্ত একটু নৃতনত্ব আমাদের চোবে পঞ্জিছে। বিশ্বক্ৰিকে অভিনত্তন প্ৰদান করিবার পূৰ্কে ছুইটা

আন্তার্থনা প্রক পশু পঠি করা হয়। এই পক্ত কুইটীর একটা উৰ্দ্ধ ভাষায় লিখিত আৰু একটা পালত ভাষায় রচিচ্চ। বাংলার কবি বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার চিৰ্বশ্ৰের বাংলা ভাষায় রচিত কোন পত্তে অভিনন্দিত না হইয়া কোন মনপীড়া পাইয়াছিলেন কি? শানিভাম আমাদের করি রাংলার মাটী, বাংলার জল. বাংলার ছাওয়াকে ভালবাসিতেন। আরও জানিতাম যে কাংকার অধিবাসীদের সহিত তাঁহার এক অবিচ্ছেভ এই ধারণায় আমাদের বেন আত্মীরতা আছে। ক্ষেম্ম একট শহা উপস্থিত হইয়াছে। শুর স্থরহাবদি শুদ্ধ জ্ঞাতিয়তা স্থের পারখের সহিত আবদ্ধ হইতে ইছদিগ্ৰ বহু পুরুষ একদেশে বাস পারেন। **ক্রিলেও** অন্তরের নিভ্ত হল হইতে প্যালেষ্টাইনের জ্বন্ধ ভাষাদের আত্মীয়তা বিরাট চীৎকার করিয়া ক্রিঠে। কাজেই অভিনন্দনে শুর স্থরহাবদি পারশ্রের অভীত ও বর্ষমান গোরৰ কাহিনী ব্যাখ্যা করিতে শতমধ क्टियोट्डन। একথা অবগ্रह चौकार्या एवं এই अकिनमन আলাম স্বরিবার সময় কবিবরের পার্ভ ভ্রমণ কাহিনীকে এতটা প্রাধায় প্রদান না করিলেও চলিত। কিন্ত প্রভাষ্টরে রবীক্ষনাথ যথন রলিদেন যে তাঁহাকে কোন পারশীক মধন জিজাসা করিয়।ছিল যে কোন আত্মীয়তা স্থানে পারপ্রের সহিত তাঁহার সংগ্র স্থাপন হইতে পারে কিনা, ভাহাতে নাকি কবি বলিয়াছিলেন, তাঁহার ্লাভ্রকরণ তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আত্মীয়তা কুত্র আৰদ্ধ ; এই শ্লীকারোজিতে স্পষ্টই প্রতীতি জারিতেছে যে কবি বাংলার মাটা, আলো, হাওয়াকে ভালবাদেন विषया शृद्ध यादा श्रीकांत्र कृतियादह्य छेश तिद्रभगवाशी इंड्डोरनंत मजन adopted country अ अ चरमन প্রীতি মাত্র; প্রকৃত ভালবাদা প্যালেষ্টাইনের প্রতি নাড়ীর টানের স্থায় কবির ভালবাদা পারখের উপর। বৃত্তম ভত্ত আবিদার হইয়াছে। রবীক্র ভক্তগণ ইহা কইয়া thesis क्रिकिट नांद्रन । क्रिक्निति यसन व्हार नांश्ना स्राप्ता ক্ৰিয় হইভেছেন ভ্ৰম 🕰 এটাৰ্চ উপাধি লাভ ক্ৰিভে चात वित्नव कडे बीकांड क्रविट हहेरन मां।

### ভার প্রভাসের মুদ্রিল-

তার প্রভাসচন্দ্র বড় সহজে মুক্ষিলে পড়েন না। এবদ কিন্তু একটু বেশ মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। নাথের মৃত্যাদিন উপলক্ষে এল বার্ট হলে এক স্বতি-বাসার আয়োজন হইলে স্থারেক্তের প্রিয় শিষ্য হিসাবে জ সজা যোগদান করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না সভায় উপস্থিত হইয়া যথন ওনিশেন যে নির্মানিক সম্ভাপতি কোন কারণে উপন্থিত হুইতে পারিরেন না জ্ঞান ভাঁহাকে উক্তপদে বরণ করিয়া লইবার প্রভাব ক্লান ট্টক সন্মানলাত হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতেও প্রক্র ক্ষালন না। উক্ত বাসরে যথাবিধি বস্তৃতাদির পা জাতীয় পভাকা উন্তোলনের প্রভাব উঠিকেই তিনি বচন শ্বর স্বরেক্সনাথ স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে হয়ত এই এক্সন রাজী হইতে পারিতেন না এবং বর্তমানে বাঁহারা উপছি আছেন তাঁহাদের অনেকেও রাজী হইবেন না। ভাইদ পর তিনি সরকারের অব এই অভুহাত দেখাইয়া পুর্ প্রদর্শন করেন। শুর প্রভাসকে আমরা विकाल करि জাতীয় পভাকা উজোলন ব্যাপারটা কি এই অধ্যা গ্রীয়ার পার্কের কথা কি তিনি বিশ্বত হুইয়াছেন ? মাধুনিক ভাবের পভাকা নাই হউক—জাভীয় পভাকা নাম বিয় ঠাশের উপর পভাকা গ্রীয়ার পার্কে স্বয়ং স্থাক্ষেনাব্ট স্ উত্তোলন কলিয়াছিলেন।

### সুভাষ্টেকের স্বাস্থ্য-

প্রীমৃত স্থাবচন্দ্রের পীড়ার কথা সারা বাংলার প্রচারিত হইলে; বাংলার ছইজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক স্থানীলরতন ও ডাক্তার বিধান রায় মাল্রাজে গমন করিয়া ছিলেন। তাঁহারা স্থভাবকে পরীক্ষা করিয়া বিশ্বাহি তিনি পীড়িত ছইলেও, সাংঘাডিক ভাবে পীড়িত হরেনাই। অনেকটা আখন্ত ছইবার কথা বটে। স্থান্তাহার কোন বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থানে হাজহা প্রসাধ্যার

लाशाना जास्क्य हरूमा भारती अवाह सर्ग का का कि वर्षा महत्व गाँठ हरेंग भारत का कि ক্ষেক বংসরে আমরা স্বাতীনক্ষত ক্লপ্রাপ্ত এইরপ ক্ষেক্তন উচ্চ রাজকর্মচারী দেখিলাম। আমাদের শুর ক্পেক্তনাথ সামাপ্ত মসিজীবি হইতে ভারত সর্থারের সদস্পদ লাভ করিয়াও তাঁহার অবসর গ্রহণ করিবার সময় হইল না। সরকারী ব্যাহিং কমিটার প্রধান পরিচালক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহার কার্য্যকাল শেষ হইতে না ক্টেউই বিলাতে হাই কমিশনারের পদ প্রাপ্ত হন। শুর অতুলচন্দ্রের অদৃষ্ঠ এতটা না হউক ক্ষনেকটা ইহারই ক্ষুরূপ! শুর হেলীও এইরপ ভাল্যবান প্রক্ষ। ইনি ভারত সরকারের সর্কোচ্চপদে হইবার আসীন থাকিবার পর পাঞ্চাব ও যুক্তপ্রদেশের লাটগিরি করিতেছেন। শুর হিউ বর্মার শাসনক্রা। পদে নিযুক্ত হইয়া এই সমন্ত ভাল্যবানদের সহিত এক পংক্তিতে উনীত হইলেন।

কর্পোরেশন নিব্রাচন ও ট্রান্ডা -আগামী মার্চ্চ মাসে কলিকাতা করপোরেশনের निर्साहन इटेरवा बटे निर्साहरतत्र पिरक्टे यम খানিকটা দৃষ্টি রাখিয়া কলিকাভার নেম্বর বলিয়াছেন যে শুভতি সংব।দ পত্র সমূহে ট্যাক্সের যে রেট বুদ্ধি করিবার ব্লাপ্রচার করা হইয়াছে তাহা সর্ক্রেব মিগ্যা, প্রব্রোজন হইনে খরচা সংঘত করা হইবে, কিন্তু ট্যাক্সের হার কিছুতেই दिक कता श्रेटन ना। कथांठा अक है व्यक्ति का ভাল। কলিকাতা করতপারেশন সংক্রান্ত বে সরকারী খাইন খাছে, এই খাইন অমুধায়ী কবপোরেশনের কর্ত্ত-পক্ষণ ইহা করিলে করপোরেশনের ট্যাক্সের হার শভকরা ১না হইতে ২৩ প্রথম্ভ করিতে পারেন। বর্তমানে ট্যাক্সের হারের পরিবাণ ১৯ অর্থাৎ স্র্রোপেকা ধাহা ক্র তাহাই আছে। করপোরেশনের আর প্রাস ঘটিলে উক্তৰ্ধেরর মাত্রা इकि इटेरज शाहत, अ**हे जानकाम्हे त्वान क्य उँव्य करा**त्र व्यक्तात्रिक रहेशाहिन । स्पन्नत्त्रत्व अहे मक्षत्यु सन् नावात्रण নিশ্চরই অনেকটা আখন্ত হউবেন। জনসাধার্যপর উপাৰ্জন ক্ষমতা দিন দিন ব্ৰাস পাইতেছে, কিছ সৱকারী <sup>দাবী উহার অমুপাতে বৃদ্ধিই পাইভেছে।</sup> मनस्य वृद्धि शाहेशाह्य। छेदाद्व कथा होछिया मिल, বাহাদের পাড়ী **আছে ভাছাভিন্তে নুজন হারে কিছু বে**শী गेवाहे नाहेरमण विरख ह**हेर्द**। भूषा **बरगाव जै**नम

তকের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশ হইতে আক্রেড দ্রেড ভলিকে পূর্ব্যাপেকা অধিক মূল্য দিয়াই খরিদ করিতে হইতেছে। ইহার উপর টেক্সের হার বৃদ্ধি পাইলে মলায় উপর থাড়ার ঘা হইত। স্থতরাং মেয়রের আখাদ্রাণী অনেকটা অভয়বাণী বলিয়াই গৃহীত হইবে।

### ম্যালভেক্টার প্রব্যাত্ত :--

বিলাতে ম্যানডেষ্টারে তাতীদের মধ্যে ভীষণ ধর্মষট চলিতেছে। প্রায় ছয় লক্ষ লোক ধর্মঘট করিয়া বেকার বাসয়া আছে। বিলাতের বয়ন শিল্পে বিশেষ মন্দা পড়িয়াছে। এই বয়নশিল্পই ইংলগুকে বর্তমান ধনৈশ্ব্যা, প্রনান করিয়াছে। কাজেই ইংলগুকে বর্তমান ধনৈশ্ব্যা, প্রনান করিয়াছে। কাজেই ইংলগুকে নানাপ্রকার অফ্রিমাণ ভোগ করা সত্ত্বে এবং প্রভুত লোকসান স্বীকার করিয়াও এই শিল্পটাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আনেকটা সনাতনী ভাব। উদীয়মান জাতি পশ্চাতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সম্প্রেই দিতে দৃষ্টি আবন্ধ রাখে। ইংরাজ আইতি কি সনাতনী ইইয়া উঠিলেন, নতুবা এই মৃতপ্রায় বয়ন শিল্প পরিত্যাগ করিয়া ক্ষ্ম কোন লাভজনক ব্যবসা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন না কেন ? ইহা কি স্বতংসিদ্ধ নহে যে বয়ন শিল্পকে আর কথনই প্নজীবিও করিতে পারা যাইবে না।

## হেন্রি ফোর্ড ও রুমি–

বিখ্যাত ধনী ও আমোরকার হর্থ-জগতে যুগ-প্রবর্ত্তক হেনরী ফোর্ড একটা সার সত্য কথা বলিয়াছেন। জিনি বলেন বে মানব সভ্যতা যতই শুমলিরের উপর প্রাক্তিত হইয়া শির উত্তোলন করুক না কেন উহার মূল ভিত্তি কৃষি। কৃষিকে পরিত্যাগ করিয়া কোন জাতিই অগ্নসর হুইতে পারে না। এই কর্ম্মী তাহার জগৎ বিখ্যাত কারখানাগুলির সহিত কৃষিক্ষেত্রও করিয়া রাখিয়াছেন। এই কৃষিক্ষেত্র হুইতে উৎপন্ন ক্সম্মই তাহার কর্মচারীসপের ব্যবহারের অন্ধ ব্যথিত হয়। বাহারা এতদিন Pree trade এবং International division of labour গুড়িক ক্ষরা মাথা স্বামাইতেছিলেন, তাহারা কোটাপতি ক্ষ্মীক্ষরের এই বাধীর কি উত্তর দ্বেন ?

## ত ফটিক <del>তন্ত্ৰ</del> চট্টোপাথ্যার-

প্রসিদ্ধ গল্প লেখক জনপ্রিয় সংহিত্যসেবী ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর ইংলোকে নাই। গত ৯ই ভাত্র প্রাতে ৫৮ বংসর বয়সে দেওঘরে নিজবাসভবনে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ফটিক বাবু 'পুস্পাত্তার' সম্পাদক দক্তা কিছুদিন করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গিক, অমায়িক ও বন্ধু বংসল ছিলেন। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আবো বহু পত্তে তাঁহার অনেক রচনা বাহির হইয়াছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা বিশেষ হৃঃথিত—তাঁহার আত্মীয় স্বন্ধনকে সম্বেদনা জানাইতেছি।

## রসচক প্রীতি উৎসব–

গত ১২ ভাজ বরাহনগর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্ত্মার গঙ্গোপাধ্যাদ্বের বাগান বাড়ীতে 'রসচক্রের' বাধিক প্রীতি
সন্মেলন হইয়া গিয়াছে—এই উৎসবে বহু সাহিত্যিক
বোগ দিয়াছিলেন। নানা হাসি গল্প ও ভূরি ভোজনের
মধ্যে উৎসব শেষ হয়। রসচক্রের কেন্দ্র কবি শ্রীযুক্ত
কালিদাস রায় ও অভাভ সাহিত্যিকর্ল এজন্ত ধ্যুবাদাই।

বাহ লোক্য ভাক্যাতি ক্রিক্রি—

কাউন্সিলের প্রশ্নোত্তরে বাংলায় ডাকাতির সংখ্যা

কে হারে বাড়িতেছে তাহার সঠিক বিবরণ সরকার পক্ষের
উদ্ধরে জানা গিয়াছে। ১৯২৯ সনে সমগ্র বাংলায় ৬৯৩টি
ভাকাতি হইয়াছিল। ১৯৩৯ সনে ১১৩টি ডাকাতি
হইয়াছিল। আর ১৯৩১ সনে ডাকাতির সংখ্যা হইথছে
১৯২৩। ইহার মধ্যে ১৯২৯ সনে ৫২২টি, ৩৯ সনে ১১১টি,
৩১ সনে ১৬১১টি, ডাকাতির কোন স্থরাহাই হয় নাই।
ইহা ছাড়া বর্ষক্রমে ৬৩, ৯৯ ও ১৬৯ ডাকাতি কেস্ উপযুক্ত
সাক্ষ্যাভাবে টেকে নাই। ডাকাতির এইরপ উজ্জ্বল
দৃষ্টান্তের পরও কিন্তু প্রলিস ইত্যাদি ক্রমশংট বাড়িতেছে
এবং তাহাদের ক্রতকাব্যতার কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত
হইতেছে।

## নেপালের মহারাজ-

ভারত সামান্তের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেণালের প্রধান
মন্ত্রী তথা মহারাজ ভীম সমদের জব্দ বাহাত্র পরলোক
গমন করিয়াছেন। মহারাজ নানাদিক দিয়াই কৃতী
পুরুষ ছিলেন কিছুদিন পূর্বে এই বংশেরই প্রধান দেনাপুতির কলিকাতায় মৃত্যু হয়। মহারাজের মৃত্যুর পর
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ সার মুধা সামসের জক্
বাহাত্র রাণা গদীতে আরোহণ করিয়াছেন।

শিক্ষা বিভাগে সাম্প্রদায়িকতা— ব্যবস্থাপক সন্ধার প্রয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রী মিঃ কে,

নাজিম্দীনের কথায় জান। যায় বে যোগ্যতর হিন্পু প্রার্থ । কাল সত্ত্বেও মৌঃ আবত্ত্ব ওয়াত্ত্ব হুগলী কলেঃর ইংরেজীর লেকচারার ও মৌঃ এম, আমেদ হোমে প্রেসিডেন্সীর রসায়ন শাস্ত্রের লেকচারার নিযুক্ত হইলেছেন। এবং শিক্ষা বিভাগে বেশী সংখ্যক মুসলমান নিয়োগ সম্প্রবীয় সরকারী নিয়মান্ত্র্যায়ীই এই নিয়োগ হইয়াছে:—উত্তম ব্যবস্থা!

## সাম্প্রদায়িক মীমাংসা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ:—

সাম্প্রদায়িক সমন্যা সম্পর্কে শ্রীযুত রবীক্রনাথ ঠাতুর ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধির নিক্ট নিমোক্ত রূপ এক বিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন,—সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বিষয়ে ধীরভাবে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে প্রক্বত সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিবার আর একটী উপংক উপস্থিত হইয়াছে। এই নির্দারণ আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও খেণীসমূহের পরস্পরের মধ্যে বিছেষ ভাব জাগ্রত করিয়া আদন শাদন সংস্কার হইতে আমাদের মনোযোগ অন্ত দিকে সরাইয়া লইবে। স্কুতরাং দেশবাসীর প্রতি আমার উপদেশ এই এই বে, প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত উদ্ৰেক্ষা করিয়া সন্মিলিভভাবে নুতন ব্যবস্থাসমূহ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত তাহাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত কর সাম্প্রদায়িক সমস্য। মীমাংসা করার ভার আমানের হাতেই রহিয়াছে; অবৌক্তিক সাম্প্রদায়িক জে-বাদে অধুনা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে বিক্ষোত স্ট হইয়াছে, তাহার স্বধোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের মধ্যে একটা নিষ্পত্তি করিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্ব। এতহারা আমাদের জাতীয় আত্মবিকাশের পথে অন্তন্তন প্রধান বিল্ল দূর হইবে। ভাব বিলাদে লক্ষ্যভট হওল আমাদের উচিত নাহ। নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ এবং ভাবী অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া অদ্র ভবিষ্যতে যে স্কুৰ বিষয় আমাদের নিকট উপস্থিত করা হইবে তাহার সন্থ্ৰীন হইতে হইবে।

# প্রলোকে শ্রামসুন্দর:-

প্রদিদ্ধ সাংবাদিক ও দেশসেবী পণ্ডিত খ্রামমুদ্দর
চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত ২২শে ভাল রাত্তে বর্ধারোহণ
করিয়াছেন। 'গার্ডান্ট' পত্রিক। ছিল খ্যামবাবৃদ্ধ বিরাট কীর্ত্তি—প্রথম অসহবোগের সময় দেশব্যাপী ইহার বিরাট প্রভাব অমুভূত হইন্নছিল। জাতীয় জীবনেও এই দরিল্প ব্যাহ্মণের দান সামান্ত নহে। খ্যামবাবৃদ্ধ আশ্রীদ বন্ধনকে এই মহাশোকে সমবেদনা আরাইকেছি

काशामी मरशास वारमध्य विशाण वीमावीन्शतनः
भूतिविष्ठ अवद्योगनी शांठ कक्षम ।



মহাপূজায়

## সভীশাস্ত্র মিজ প্রতিষ্ঠিত



৬ষ্ঠ বর্ষ

কাত্তিক-১৩৩৯

৭ম সংখ্যা

# এবারের শারদীয়া

১০০২ সালের শারদীয়া সমাগত। আমাদের পুর্ববর্ত্তীগণ কিলা আমরাও ২০ বছর পূর্বেশারদীয়ার আগমনে যেরূপ অনেদ-উৎসবের প্রেরণা পাইয়াছি এখন আর তা পাই না-বয়দেরই দোষ না দেশের নানা অভাব অভিযোগ একত দায়ী ? বাংলার এই চিরস্তন সার্ব্বজনীন উৎসব সময়ে প্রকৃতি অন্তরাত্মাকে যেমন উল্লাসিত করিয়া তোলে তেমনি আবার নানা ভাবনায় ভাবাইরাও তোবে। অগজ্জননীর थ छेरमद्य द्यांश क्रियांत्र अधिकांत्र कांहात मन मसात्मत्रहे গ্যান-কিন্তু বিয়োগ-বেদনা, অভাব, স্পৃত্য-অস্পত্তের ভেলভেদ তাহাতে নানা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।--১৩৩৭ সালের শারদীয়ার মহানব্দীতেই আমরা পুশা-শাত্রের প্রতিষ্ঠাত। সতীশচক্রকে হারাইয়াছি—সে বিয়োগ-বাধা অনপসরণীয় হইলেও **ভাঁহার পরম জেহের পুল্পপাতের** গেবা আমরা এখনও করিতেছি ও ভবিষ্যতেও করিবার माना दावि, अहे जामात्मद्र नामना । अमनि विद्यान-रामा मानात जात्ता जत्तरक लाहेबहरून । विद्वात-दरमा क्रावात्मद्र मान-रेशास्य मान्यक राज त नव चलादन मास्ट्रस्य कीवन अद्यक्त जानान्तर

তুর্মত ত্ইয়া ওঠে তহি৷ দূর করা একক ৰাছবের শ্রাধ্য হইলেও মাতুষ-সমাজের অসাধ্য নয়। এমনি কোন একটা মর্মান্তিক মানব তুঃখ দূর করিবার অন্তই অগতেছ শ্রেষ্ঠ মানৰ, ভারতের মুক্তি-পথ-প্রদর্শক মহাত্মা গাত্তী াবারকার শারদীয়ার ১৬ দিন পূর্বে হইতে আমরণ উপ-বাস-ত্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের হিন্দু সমাজ ব্যক্তি নিজেদের ভিতরকার স্পৃখাম্পৃখভেদ দ্র করিতে পারে-যদি তাহাদের উপরকার রটিশ গবর্ণমেন্ট আরোণিত বছয় নির্বাচন রহিত করিতে পারে তবেই মহাত্মা উপবাস ভল कृतिया खोवन क्षेत्रा कृतिरवन । योत्रत्वमात्र स्वरम महाचा धारे छिन्यारम तक, मात्रा ভातक, कथा मध्य विच महामानत्वत এই প্রাণদান সহলে বিচলিত। সত্যন্তরী মহাস্মার প্রাণদান সম্বার মধ্য দিয়াই হয় তো ভারতের হিন্দু-সমাজ নব-জীবন পাইবে। এই আত্মডেনে, স্পৃত্ত অভ্যত বৃষ্টিতে বে অৰুণা সভাৰ হারাইয়াছে আবার একল হইয়া ভাষা किवित्रा गावेदन ।

अश्वात अरे जांचनान गडरत वर्डमान २००० नारमद इस्स्यूबा जारदा बहिमादिक रहेवा केंद्रियाह । रजांद स्व ত্রেভার মহামানব শ্রীরামচন্দ্র দেবীর আরাধনার নীল কমলের পরিবর্তে নিজের নীল নয়ন উৎসর্গ করিতে গিয়াছিলেন—আরাধনার সে আন্তরিকতা ভূলিয়া আমর। নিজেদের মহয্যত্ব, বলরীর্যা, সংহতি-শক্তির গৌরব পর্যান্তর
হেলায় খিসর্জন দিয়া যথন বিখের ক্লপার পাত্র তথন
এবারকার শারদীয়ায় মহাত্মার এ আত্মদান সকল্প জাতিকে
জাগাইবার অমোঘ উপাদান রূপে আদিয়াছে। আজিকার
শারদীয়ায় নিখিল ভারতের উৎসব আনন্দ, বায়া
বেদনা সব যেন এক হইয়া সেই উপনাস-ক্ষিম মহামানবের
চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসী সকট নাশিনী
জগজ্জননী প্রত্যার কাছে প্রার্থনা করিতেছে—মহাত্মার
জীবন, তাঁহার সত্মান—অগণিত জনশক্তি, কোটা কোটা
মক জনসাধারণের প্রাণ যে মহামায়ার প্রেষ্ঠ সন্তানের

পেছনে আংহে জনমত আজ তাহাই প্রচার করিতে চাহিতেছে।

ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি ও জননীতির কেরে
মহাত্মার অত্যোৎসর্গের সম্বল্পই এবারকার ১৩৩৯ সানের
পূজার বিশেষত্ব—কত আশা, কত আকাজ্জা—কত ভীতি
কত উদ্বেগ লইয়া ভারতীয় এই উপবাসের পল, দও, দিনগুলি গণিতেছে—মহাত্মার উপবাস হিন্দুকে বুঝাইতেছে
সত্য হিন্দুত্ব কি—কি ভাবে বর্ত্তমান হিন্দুগনে ভাহার
সংস্কার আবশ্রক।

শারদ লক্ষ্মী—দিদ্ধি দাও—সার্থক কর তোমার শ্রেষ্ঠ সন্থানের বাসনা—ধে নিজে আত্মদান করিয়া ভোমার স্কল সন্থানের মর্থ্যাদ। রাখিতে চাহিতেছে।

## পতিত সমস্থা

— প্রবন্ধ —

শ্রীসারস্বত শর্মা

যার জনবল নেই, ধনবল নেই, বাছবল নেই, সে
সামান্ত কারণেই পতিত। আর হার জমিদারী আছে—
আজীয়বল আছে—বাছবল আছে—রাজালুগ্রহবল আছে—
পুঁথি ঘেঁটে প্লাক বার করবার ক্ষমতা আছে অথবা
সেজান্ত শাল্তাজীবদের পারিশ্রমিক দেওয়ার যার সঙ্গতি
আছে—সে গুরুতর কারণেও পতিত নয়। এটাই
সাধারণ নিয়ম। একই পাপে কারে। প্রায়শ্তিও ভূমানন,
কারো প্রায়শ্তিও জন কতক স্থাতি ভোজন। মতব্যবসায়ী এক বিন্দু মদ না থেয়েও পতিত—মত্যপায়ীরা
ভল্তমঞ্জের জোরে দলবলের জোরে পতিত নয়।

মহারাষ্ট্রী প্রাহ্মণ মাতৃলকতা বিবাহ ক'রে বাঙালী রাহ্মণের চোথে পতিত, বালালী রাহ্মণ **মাছ খেনে** মহারাষ্ট্রী, হিন্দুস্থানী ও নস্থুজি ব্রাহ্মণের কাছে পতিত। রাহ্মণ নায়ার কতা বিয়ে করে স্থেপর বাড়ীতে রাজিবানের পর স্নান ক'রে বাড়ী ফিরলে আর পতিত নয়—ি ছ বাড়ীতে বদে তাদের একফোটা জল খেলেই পতিত।

অল বল কলিলে এলেই পতিত। কান্তকুল হতে আগত পঞ্চ বাহ্নণ রাজান্তগ্রহে বাংলাদেশের মাণার চূড়া কিছ কাত-কুলের কাছে পতিত। কনোজিয়া বাহ্মণ ধারা বাংলাদেশে পরে এদেছিল—রালাল্পগ্রহ লাভ করে নাই—ভারা পতিত। তাদের বাহ্মালী বাহ্মণ কেহ কলাদান করলে না, কাল্তকুল অঞ্চলেও তারা কল্পা পেলে না, তাহের বংশলোগ হরে এমেছে। বল্লাল চণ্ডালী বিষে করেও পতিত হন নি। পুরাণো নজীরও আছে, চক্রভার হরনী বিরেশ্যে পতিত হন নি—বাগ্লারাও বাহ্মকে বহু হননী কিরেশ্যে করেও নিশ্রই পতিত হন নি। কাল্যকুলে ক্রেশ্যারাও বাহ্মকে বহু হননী করে করেও নিশ্রই পতিত হন নি। ক্রিশ্যারাও বাহ্মকে বহু হননী করে করেও নিশ্রই পতিত হন নি। ক্রিশ্যারাও বাহ্মকে বহু হননী করে করেও নিশ্রই পতিত হন নি। ক্রিশ্যারাও বাহ্মকে বহু হননী করে করেও নিশ্রই পতিত হন নি। ক্রিশ্যারাও বাহ্মকে বহু হননী করে করেও নিশ্রই পতিত হন নি। ক্রিশ্যারাও বাহ্মকে বহু হননী করেও নিশ্রই পতিত হন নি। ক্রিশ্যারাও বাহ্মকে বহু হননী করেও নিশ্রই পতিত হন নি। ক্রিশ্যারাও বাহ্মকে বহু হন্মী করেও নিশ্রই পতিত হন নি। ক্রিশ্যার করেও নিশ্রই পতিত হন নি। ক্রিশ্যার করেও নিশ্রই পতিত হন নি।

চনত—পতিতপাবন শাক্যসিংহ নিব্দে পতিত ছিলেন বলে শোনা যায় নি।

নেবীবর ঘটকের মেল বন্ধনের ইতিহাস যে পড়েছে সেই জানে কত বড় বড় অপরাধেও একদা পাতিত্য ঘটেনি—কলম কৌনীজ্যেরই চিহ্ন্যরূপ থেকে গেছে। কত সামাল কারণে যে বৈশ্র স্বর্ণবিণিক যোগী ইত্যাদি কাতির পাতিত্য ঘটেছে তা ভাবলে হাসি পায়।

কেউ প্রাক্ষের সময় আগে দানগ্রহণ করেছে,—কেউ গ্রহণের সময় দান নিয়েছে, কৈউ কোন জাতি বিশেষের দেব-পূজা করেছে বা পৌরোহিত্য করেছে—কেউ স্ব-গোত্রে বিবাহ করেছে—কেউ সপিগুকে বিয়ে করেছে—কেউ স্বায়ে কলার বিয়ে দিতে পারে নি—কারো কলার বিয়ের আগে কৌমার্যা উত্তীর্ণ হয়েছে,—কেউ অম্পূশ্যের জল পান করেছে,—কেউ চিকিৎসা করে অর্থ গ্রহণ করেছে, এই বিক্ম কত কারণে যে কত পরিবার পতিত হয়েছে তার ইয়তা নাই।

পকান্তরে অসম্যাগমন, জণহত্যা, গো-বধ, নৃ-বধ, ফুরাবান, ঘবনীগমন, অস্পৃশ্যাগমন, গোপনে নিমতর জাতির ওরসে সন্তানোৎপাদন, শর্ভি, পরস্বাপহরণ, ধবনের বৃত্তিগ্রহণ, পরায়জীবিতা, শগুরায়ে জীবনধারণ, উলবৃত্তি ইত্যাদি মহা মহাপাপ সমাজ দিব্যি প্রমোজনমত হল্ম করেছে, কারো পাতিত্য ঘটে নাই।

সংগ্রিয়া, বাউল, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, বৈরাগীরদল নিম্ন নাতীয় স্বীলোকের সদ্ধে সকত হয়ে তার গর্জনাত সন্তান মন্তবির সদে কাতে ফিরে এসেছে, পাতিত্য ঘটে নাই। ভরার মেয়ে চলেছে—গুরুপ্রসাদী চলেছে। ধনবতী শুদ্রাণীর ভিক্ষাপুত্র ধর্মপুত্রেরা বেশ সগর্মে অর্থবেল চলেছে— রমিদারের দাপটের সাহায্যে চলেছে—সমান্তবির কুপাকটাকে চলেছে। অর্থভান্ধে কভ জনের ক্রাভ বেঁচে গেছে। শুভ্য প্রিয় স্ক্রাভিদের পারে ধরেও কভকন বেঁচে গেছে।

নিংখের পাতিতা অতি সহকেই বটেছে—সাজীর বল বার কম—ভার পাতিতা হোল করে কে শার বে বজার দোহাই কিনেছে—কর্মের বোহাই বিনেছে— স্বন্ধাতির কর্তাদের কাছে মাধা নোয়ায় না**ই,— ডেব্ন** দেখিয়েছে,—তার পাতিত্য তো অবশাস্তানী।

কোন কোন পরিবার স্থানপ্রত্ত হওয়ার জন্মই পতিত হয়ে গেছে—অথাছের জাপ গ্রহণ স্থীকার করে কোন কোন পরিবার পতিত—নীচ জাতের ঘরে বা নৌকায় আপদ্দ গ্রহণ ক'রে সত্য কথা বলে কেউ পতিত হয়েছে—মিশ্যাবলে কেউ বা বেঁচে গেছে। সত্য কথা বলার অপরাধে বছ লাকই পতিত হয়েছে—মাহুষের বিধানের কাছে সত্য হেরে গেছে, মিখ্যাই হয়েছে জয়য়ুজ। কোলীনা ও বছবিবাহের ফলে কত পরিবারই পতিত হতে পারণে—কিন্তু কুলীন যতদিন দেবতা ছিল—ততদিন মাহুষের আইন ভালের সম্বন্ধে থাটে নি। ধনীদের পতিত হবার শত্পত কারণ ঘটেছে কিন্তু ভাদের পতিত করবে কে দু

নদীর একপারের লোকের কাছে অন্য পারের লোক পতিত—এক জেলার লোকের কাছে অন্য জেলার লোক পতিত। কোনজেলার বিধবার। একাদশীতে ফলমূল থায়—কোথাও বা মৃদলমানের পাতা দই থায়। কোথাও বা বিধবারা মৃড়ির সঙ্গেদ ছোল। ভিজে থায়। কোথাও শূদ্রাড়ী আহ্মণ ভাত থায়—কোথাও লুচি থায় কোথাও নূন-দেওয়া তরকারী থায়—কোথাও আছুনো থায়— কোথাও প্রাক্ষের দিনে থায় না—কোথাও ভরভরে অশোচে দশম দিনেও থায়—কোথাও প্রকাশ্যে গৃহেই নীচনাতীয়া উপপত্নীকে পত্নী ভাবে রাখিলে সমাজ আপত্তি করে না। এখনি বতই যে ছোটখাট ব্যানার আছে যাম কল্পে এক জেলার লোক অন্য জেলার লোকের কাছে হেন্দ—এমন কি পতিত।

সব চেয়ে মজার কথা—যে কোন' পরিবারকে ক্লের পবিত্রতা সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা কর—সে পরিবার অস্তান্ত অধি-কাংশ পরিবারকে অপবিত্র ব'লে ঘোষণা করবে। অমুক পরিবারের এই লোম, অমুককে অমুক জাত কে বলে দ অমুক পরিবার তো গোয়ালা বা কাসারী,—'অমুকের বাড়ী আমরা পা ধুই না, জলপ্রাহণ দ্রে থাকুক—ওরা ধোপাকে মন্ত্র নিরেছে—ওরা ত লোনার বৈনের থেয়ে মাছ্য ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে এই শ্বাড়াম বে চাদা করে অধিকাংশ পরিবারই পতিত্ব। কেউ চেট্টা করে তাদের জাতে ঠেলে নি, বলেই জাতে জাছে। রমণীর কুলত্যাগ বা গোপন পাপ, আহারবিহারের সংসর্গ, বৈবাহিক আদান প্রদান, অস্পৃত্য জাতির গুরু-গিরি বা নীচন্দাতির পৌরোহিত্য, জারক্তা ইত্যাদি এমনি একটা স্ত্র ধরে এক একটি পরিবার শত শত স্বজাতীয় পরিবারকে পতিত বলে মনে করে, অবচ আর্থিক স্থযোগ স্থবিধা অথবা স্বার্থগত অনিবার্য কারণ ঘটলেই অনায়াসে তাদের সঙ্গে বৈবাহিক করণ কারণ করে বদে।

ভাবতে গেলে—দেখি লোম বাছতে কম্বল থাকে না— ঠক্ বাছতে গ্রাম উজাড়। এই পাতিত্য-সমস্থার সমাধান কি? কে সত্যই পতিত ? মাসুৰকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা রুধা। মান্থবের বিচার যে কেমন তা তে। কারে। জানতে বাকা নেই। আমি ত দেখছি—সমগ্র জাতিই পাতিত—এ দেশের মান্থবের বিচারের কথা ভেবে বনিছি না। সমগ্র জগতের কাছে এ জাতি পতিত।

হে পতিতপাবন—হে পতিতের শরণ্য নারায়ণ ভূষি
সমগ্র জাতিকেই উদ্ধার করো—তথন আর কেউ পতিত
থাকবে না। তুমি ছাড়া আর কেউ এই পতিত সমস্তার
সমাধান করিতে পারিবে না। যতদিন অধঃপতিত হয়ে
থাকবে ততদিন মোহবশে একে অক্সকে এমনি পতিতই
মনে করবে।

## **তু**ৰ্গোৎসব

<u>— প্রবন্ধ — </u>

কুমারী ছায়াদেবী

ত্র্গাপূজা বাঙ্গলার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষে আর কোথাও এভাবে শরৎকালে মৃর্ত্তিপূজা নাই। অন্তর্জ দেবতার মৃর্ত্তি আছে দেবালয়ে মন্দিরে। এভাবে মৃর্ত্তি গড়ন করিয়া এত জাক-জমক করিয়া প্রতিমা পূজা অন্ত কোন প্রদেশে দেবিতে পাওয়া যায় না। বর্তমান ত্র্যা প্রতিমা বাঙ্গালীর নিজস্ব। ইহার উৎপত্তি যথায় ইউক না কেন বাঙ্গালী নিজভক্তি ও রসজ্ঞান বারা ইহার মাতৃত্ব, মধুরত্ব ও শিক্ষজ্ঞানের চরমোৎকর্ষতা দেখাইয়াছে। ভাবের ও রসের রাজ্যে ত্র্গা প্রতিমার এক বিশেষ মূল্য আছে।

শরৎকালে একটি উৎসব হইত। গাছ পাতা ধান
লইয়া সে উৎসব হইত। ইংরাজীতে যাহাকে Herbage
ও Harvest festival বলে। ইহাও তাহাই। এ উৎসব
সর্বাদেশে হয়। ভারতবর্ষেও ইহা বছকাল হইতে হইতেছে। উৎসব করা মাছ্যের স্বভাব। উৎসবে সমাজকে,
ভাতিকে, ব্যক্তিকে স্বল ও সভেজ করে। জাতি বধন
প্রসার লাভ করে, দ্রিক্তা হখন ধাকে না, অরপূর্ণ। বধন

দশহাতে অয়বস্ত্র দান করেন, উৎসবও তথন নানা মূর্ত্তি ধরিয়া জাতির জীবনে আনন্দ দান করে, প্রাণ সঞ্চার করে। পূর্ব্বে গাছ পাতা লইয়া ঘাহা উৎসব হইন কালক্রমে তাহাই মূর্ত্তিপূজায় পরিণত হইন। পূর্বের মাহা গাছপাতা লইয়া উৎসব হইত বর্ত্তমানে ভাহাই নবপত্রিকার পূজা হইতেছে!

শবংকালের পূজা হইল নবপত্রিকার পূজা। ছর্গাপ্রতিমা হইল রূপক। আসল পূজা হইল নবপত্রিকার।
এই শবংকালে ভারতবর্ষময় সকল সম্প্রদায় নবরাত্রির
উৎসব করিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশে দশকর্মান্তিত হিন্দু
মাত্রেরই গৃহে আপিনের শুক্রা প্রতিপদ হইতে নবমী
তিথির শেষ যাম পর্যন্ত এই নয় রাত্রের অক্ত চিথকার
ঘট স্থাপিত হয়; মত্রে দেবীর পূজা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীশার্ট
হইয়া থাকে। হিন্দু গৃহহের ধারণা যে নবরাত্রের সবা
গৃহহ চণ্ডীপার্ঠ না হইলে অমকল ঘটিবে। চণ্ডীমেরীকে
হিন্দু গৃহস্থ বড়ই ভয়ের চকে দেখে। চণ্ডীম্নীকে
আছে কিছ ভ্রনেশরে বেরণ চণ্ডীম্নী

(চত্তীমৃতি) ভারতবর্ষে অক্স কোন স্থানে নাই। ইহা দেখিবার শিখিবার মৃতি। একাধারে রণমৃতি ও অভয়া মৃতি কেমন করিয়া পাধরে মৃতি করিয়া তৃলিতে হয় ভাহা হিন্দুজাতি স্থাপ্ত ও স্থান্দরভাবে ভ্বনেশরের চত্তীমৃতিতে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন জাত না হইলে স্বাধীন জাত ভাহার শিল্পকলার মর্যাদা দান করে না। চত্তী-মৃতির সহিত বর্তমান ত্র্গামৃতির ভাবরাজ্যে মধেট পার্থক্য জাতে।

চণ্ডীতে যে মহাপুঞার কথা আছে আমার মনে হয় দে পূজাটা নবপত্রিকার পূজা। নবরাত্র পালন ও নব-প্রিকার পূজা অনেক দেশে হইয়া থাকে। নবরাত্তের উৎসব চুইটা আছে, একটা শরৎকালে, অন্মটা বসস্তকালে বাৎস্তী নবরাত্র। শরৎকা**লে নবপত্রিকাকে পূজা করা সহজ।** কারণ এ সময় সমস্ত গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কলা-গাছ, গুড়িকচুর গাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তীর ডাল, বেলের ডাল, দাড়িম গাছ, অশোকের ডাল, মানকচর গাছ ও ধানের গাছ ইহাই হইল নবপত্রিকার গাছ। গাছ যথন নেবতায় পরিণত হইল অর্থাৎ লোকে যথন বুঝিল বা অফুডব করিল যে প্রত্যেক গাছের ভিতর দেবতা বা প্রাণ আছে তথন তাহারা গাছকে ভক্তি সহকারে পূজা ক্রিতে লাগিল। সাধারণের ধারণা লোকে গাছ প্র ৰুৱে কিন্তু আদলে ভাহা নয়। গাছের ভিতর যে দেবতার বা প্রাণের দর্শন পাইয়াছে তাহাকেই পুঞা া। সেইজন্ত আজ পর্যন্ত যথন তথন গাছ কর্তন র। নিষেধ। নতন বৃক্ষ রোপণ করিতে হইলে অগ্রে <sup>ক্ষ্</sup>ে পূজা করিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্বভারতীতে <sup>ফ</sup> রোপণ উৎসব দেখিয়াছিলাম। স্বয়ং রবীক্সনাথ াক্ষা করিয়াছিলেন। সেখানেও দেখিলাম প্রথমে <sup>ককে</sup> মন্ত্ৰ ৰাবা পূজা কবিৱাবোপণ করা হইল।—দেই ह नवश्विकात अधिष्ठाकी नश्कि (मवीत कहान। क्या हेत। এই नश्रुं एकवीत नाम इहेन, यथा—बाक्ती, <sup>ণিকিকা</sup>, হুৰ্গা, কাৰ্দ্ৰিকী, শিবা ব্ৰক্তদন্তিকা, শোক্বহিতা, ম্ওা ও লক্ষী। বৃক্ষের রং এর সহিত দেবীর রং বতদ্র <sup>শ্বব</sup> হয় রক্ষিত হ**ইল। বসম্ভকালে নবপ**ত্রিকার পূ**ৰা** <sup>বি শক্ত</sup>; কারণ সে সময় অনেক গাছ পাওয়া বার

না। ধাতের ত কথাই নাই। যাহারা বাদস্তী পৃথা করেন তাহারাই জানেন নবপত্রিকা সংগ্রহ করিতে কত কট পাইতে হয়।

ভাবের দিক ফুটাইয়া তুলিবার জন্ম প্রতিমার প্রতিষ্ঠা। সমাব্দের সকলকে লইয়া সন্মিলিভভাবে উৎসব করিবার উদ্দেশ্যই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি শরৎকালে যে দুর্গোৎদ্ব হয় ইহা আসল হুর্গোৎসব নয়; এ পূজা অকালে শ্রীরামচন্দ্র করিয়া-ছिल्न। आत्रन इर्ला९मव इर्रेन वामछी भूका। इराइ इहेल माधातरणत वक्ष मःश्वात । वमञ्चकारल एव प्रर्गारमव হয় তাহার উৎপত্তি ও বিস্তৃতির ব্যাখ্যা আৰু পর্যান্ত কেহ ভাল ভাবে করেন নাই। বস্তুত: বাসন্তী পূজার তেমন জাকজমক হয় না। দেশ মধ্যে একটা গভীর সাঙা পড়ে না। সাধারণের মন মধ্যে তেনন কিছু একটা ভাবের উনয় হয় না। কিন্তু শরৎকালের হুর্গাপূজায় বান্ধালী জাত মাতিয়া ওঠে। শরৎকালের তুর্গোৎসব इहेल वाक्रांनी अ। जित्र आनम विकार मेत्र ट्या मान्या । এমনভাবে অন্ত কৌন পূজায় বান্ধানী জাতি আনন্দে জাগিয়া ওঠে না: জ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে চুর্গাপুলা করিয়া ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে তজ্জ্ম নছে। এই হুর্গ। পূজার পশ্চাতে বাঙ্গালী জাতির অনেক কিছু জড়ান-মাথান আছে। এতবড জাঁকাল কাণ্ড ভারতবর্বের **আর** কোন প্রদেশে আছে কিনা বলিতে পারি না। এত অর্থ বায়, এমন প্রামে প্রামে দীয়তাং ভুজাতাং বব, এমন धनी पतिज्ञ निर्कित्भारम मकत्मत्र नववच शहरणंत्र वावचा হিন্দুর অস্ত কোন উৎসবে হয় কিনা জানিনা।

শরতের প্রভাতকালে বান্ধালী যখন কান পাতিয়। শোনে,—

> "গিরি, গৌরী আমার এদেছিল, স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈড্ছা করিয়ে চৈড্ছাদ্ধশিশী কোথায় লুকাল।"

তখন সে সমত ভূলিয়া যায়। তাহার ক্রনয় হইতে বেব, হিংস। কে বেন অফাতে কাড়িয়া লইয়া বায়। গান ভনিতে ভনিতে সে বেন নৃতন অগতে তালিয়া বায়, আপনাতে আপনি ডুবিয়া যায়,: তথন সে আবার ভনিতে পায়'—

> "গা তোল গা তোল বাধ মা কুন্তল এল বুঝি তোর ঈশানী ওমা পাষাণী।"

এ সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে বাজালীর প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। আগমনীর ঝজার কানের ভিতর দিয়া সমন্ত সমাজ্ঞটাকে সমন্ত দেশটাকে তুইমাস একজাবের জাবুক; এক রসে রসিক করিয়া রাখিত। দেদিন আজ আর নাই। সে মন মান্ডান, প্রাণ মান্ডান আগমনীর গারক নাই, ইংরাজী শিকার সংস্পর্শে আসিয়া আমরাও সে কান হারাইয়াছি। আগমনীর মধ্যে বাঙ্গালী গার্হস্ত জীবনের একটি অতি ফুলর মধুর ছবি ফুটান আছে; ঝি জামাইয়ের আদের বিয়ের বাপের বাড়ীর প্রতি মমতাবাধ, মায়ের কন্তার প্রতি প্রবল স্থেক—বাজালীর বাজালীতের ইহাই বিশিষ্টতা। বাজালীর তুর্গোৎসব হইল বাজালী জাতীর গার্হস্ত জীবনের প্রতিমৃত্তি। ইহা ভাবের ও রসের দিক দিয়া অপুর্ব্ব বস্তু স্কলন করিয়াছে।

ত্র্ণোৎসব হইল সকাম পৃঞা। ইহা গার্হস্ত জীবনের সকাম পূজা—সাধকের সকাম পূজা নয়। সাধক পূজা আর্কনা করিবে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ত, সংসার জীবন স্থেময় মুশোময় করিবার জন্ত নয়। সেজন্য সাধক প্রতিমার নিকট প্রার্থনা করেন, মা আমায় শ্রহ্মা ভক্তি দাও। আমার পাপ-পূণ্য লও, আমার জ্ঞান-জ্ঞান লও, আমার ধর্ম-কর্ম্ম লও, কেবল আমায় শ্রহ্মা-ভক্তি দাও। পূহী কিছু কৈবলার জন্য ত্র্গোৎসব করিবে না। বৈদিক মুগে মাগ-যক্ত হইত রাজাদের মন্ত্র্মান। পূর্ণ করিবার জন্য। ইহার জন্য তাহারা প্রেচ্ব অথবায় করিতেন। সে মাগ-যক্ত আমার প্রতিক নাই, সে মাগ মজ্ঞের নিয়ম প্রত্বে দেখিতে পাওয়া মায় বটে কিছু বাত্তব জীবনে দেখিবার জ্ঞাবে

তাহা শুধু কল্পনা মাত্র বহিয়া যায়। প্রবাদ আছে ক্রিঘূরে তুর্গোৎসবই হইল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। ইহা গরীব দারা
সম্পান হইতে পারে না। যাহার। তুর্গোৎসব তথ জানেন
ভাহারা এ কথার মর্ম ব্রিবেন। তাই বলিভেছি
তুর্গোৎসব হইল গৃহত্তের সকাম পূজা। সেইজনা গৃহী
প্রতিমার সম্মুখে নতজাহ হইয়া প্রাথিনা জানায়;—

ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোর্ত্তান্ত্ধারিনীম্।
রূপং দেহি জন্নং দেহি বশো দেহি ছিলে৷ জহি ॥
ইহাই হইল গৃহীর দেবী সমীপে দকান প্রার্থনা
সাধকের "ভার্যাং মনোরমাং" প্রয়োজন হয় না। করিং
সাধক সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দেবীর হস্তে অপ্রি করেন—
উাহার নিজ্ম বলিয়া কিছু রাধেন না।

ভক্ত দেবীর সন্মুখে প্রণাম করেন;—

"সর্ক্ষমক্রস মকল্যে শিবে সর্কার্থ সাধিকে।

শরণ্যে ত্রন্থকে গৌরি নারায়ণি নমোহন্ততে।

ক্ষিন্থিতি বিনাশানাং শক্তিভৃতে সনাভনি।

শুণাশ্রের গুণময়ে নারায়ণি নমোহন্ততে।

শরণাগত দীনার্গ্র পরিত্রাণ পরায়ণে।

সর্কার্গার্থ হরে দেবি নারায়ণি নমোহন্ততে।

# বাঙ্গালীর জাতীয়-ভাবের উদ্বোধন

हेश्याक यथन अथरम जामारमंत्र এ निर्म भमार्भन कतिन. sখন নানা কারণে **আমাদের জাতীয় জীবন তুর্ব**লভার মাধার হইয়াছিল। তথন আমাদের ধর্ম একেবারে নিত্তের ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র নেণিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিবশক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল: অপরদিকে যে অপুর্ব প্রেমধর্ম-বলে মহাপ্রভু জীতৈতভাদের সমগ্র বাদলাদেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণ-ফারিনী শক্তি কেবলমাত্র বাহ্য আচার-বাবহারে নি:শেষিত ইইর যাইতেছিল। বাঙ্গলার হিন্দুর সমগ্র ধর্মকেতা শক্তহীন শাক্ত ও প্রেমহীন বৈষ্ণবের ধর্মাশৃত কলহে ভার হইল। জীহীন হইল। গিলাছিল। তথন নব্দীপের চিক্টেরিয় জ্ঞানগৌ ব কেবলমাত ইতিহাসের কথা— াকবারে অতীত কাহিনী। বাঙ্গালী জীবনের সহিত ংখির কোনও সম্বন্ধ চিল না। এইরপে কি ধর্মে কি জানে বাঞ্চলার হিন্দু তথন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন ও পঙ্গু <sup>টারা</sup> পড়িয়াছিল। বাঞ্চার মুদলমান্দিগের অবস্থাও ংপিকারত ভাল ছিল না। আলিবদিখার পর হইতেই ব্ৰণার মুদলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ ও অকর্মণা হইয়া <sup>প্রিরাছিল</sup> এবং এই সময়ে ভাহাদের সকল আনান ও <sup>িজ বল</sup>হীনের বিলমেে ভাসিরা পিরাছিল। এমন <sup>মন্ত্র</sup> সেই থোর **অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ পাশ্চাত্য** <sup>মহাতা</sup> ও জ্ঞানের **আলোক লই**য়া **এ দেশে আগ**মন <sup>क्रिज</sup>, এवः **अञ्चलित्वत्र मर्टशहे त्राक्षत्र ज्ञालन क्रिज्ञा** <sup>ছদাধারণ</sup> শক্তির পরিচয় দিল। **আমাদের স্বাতীর** <sup>মুর্বনতা</sup>-নিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের সজে সজে <sup>ইংরাজের</sup> সভা**তা ও জানকে বরণ করিতে পিয়া ভাহাংসর** 

শ্রীসুকুনাররঞ্জন দাশ এম,-এ, পি এইচ-ডি

বিলাদকেও বরণ করিয়া লইলাম। ত্র্বল জাভির যাহা इय्र. बाकालीत जाहार रहेता वाकाली है स्वानि मुख्यजात দেই প্রথর আলেকে সংঘতভাবে ধারণ করিতে পারিল না। অংশকার রাত্রে দিগ্রাস্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহে আসনার পদপ্রাস্তন্থিত স্থপথকে অনায়াদে পরিভ্যাগ করিয়া বহুদ্রগামী তুর্গমপথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া দেই পথেই অগ্রসর হয়, বাঙ্গালীও ঠিক দেইরূপ নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুল্ক-তাচ্ছিল্য করিয়া, তাহার জাতীয় ইতিহাসের ইঞ্চিতকে সম্পর্বরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞীন-বিজ্ঞানের দিকে একাস্ত অসংযত ভাবে ঝু'কিয়া পড়িল। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় এ দেশে প্রথমে বিজ্ঞানের ভূষ্যধ্বনি করিকেন, বাদাশীর একট টনক নড়িল, সে ভাংগ ভনিয়াছিল বলিয়া মনে করিল এবং কিছু কিছু বিজ্ঞানের বাধা-ধরা কথা কণ্ঠস্থ করিয়া উদ্গার করিতে লাগিল। কিন্তু রামমোহন বে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবন উদ্যাপিত করিলেন, ভাহার नित्क ज्थन । वानानीत पृष्टि आकृहे रहेन ना । जिनि (व আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ অফুদদ্ধান করিয়াছিলেন, সে কথা বাদালী একৰারও তথ্য মনে করিল না। এইরপে কতদিন গেল। ইংরাজের রাজ্যে নৃতন বিভাগয় প্রতিষ্ঠিত হইল, বালালীর পাশ্চাভ্যের অমুচিকীর্বা প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল, পাল্চাড্যের সভ্যভায় ভাহার নয়ন মুগ্ধ হইয়া গেল। সেই সময়ে সর্প-প্রথমে ৰন্ধিৰ বালালার মূর্বি পড়িয়া বালালীকে দেশমাভার স্বরণ দেখাইলেন। বৃদ্ধি শেই মূর্বিডে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক্রিণেন। ভিনি নিজে ধাননেত্রে বছজননীকে বর্ণন क्तित्वतः; त्वहे "बुक्काः स्क्वाः मनवक्षिकाः नक्ष-

**— প্রবন্ধ —** 

শ্যামলাং মাতরম", ভাহারই গান গাহিলেন। ডিনি बाकानीरक छाकिया वनिरानन, "(मथ (मथ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল !" কিন্তু বাঙ্গালীর ঘুমঘোর মোহের আবরণ তথনও ঘোচে নাই, দে দেই মুর্ব্তি দেখিল না, বুঝি বা দেখিয়াও প্রণিধান করিতে পারিল না, বৃদ্ধির সে গান শুনিল না, বুঝি বা শুনিয়াও অর্থ ক্ষমক্রম করিতে পারিল না। তাই বহিষ আকেপ করিয়া ৰলিয়া গেলেন. "আমি একা মা মা করিয়া রোদন করিভেছি।" মাতৃহীনের ড্বিয়া মরাই সক্ষত এই কথাও ভিনি বলিয়া গেলেন, তবও বাঙ্গালীর টনক নড়িল না, অথবা কিছু চেতনা বুঝি জাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। তারপর শশধর তর্কচ্ডামণির হিন্দুধর্মেব পুনরুখানের জন্ম বিরাট আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে বান্ধানীর, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষিত বান্ধানীর আত্মন্থ হটবার একটা প্রয়াস, একটা উত্তম দেখা গেল। তারপর আরও দিন কাটিয়া গেল। ১৯০০ খুষ্টান্দ হইতে স্বদেশী অ'ল্লোলনের বাজনা বাজিতে আরম্ভ হইল। বাকালী আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বাকলার জাতীয় কবি গাহিলেন---

> "বাংলার মাটী বাংলার জল সত্য কর সত্য কর, হে ভগবান্"

তথন হইতে বাঙ্গলার মাটী বাঙ্গলার জল একটা সার্থকতা উণ্লেদ্ধি করিতে লাগিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছিল! এই মৃথস্থ করা জ্ঞানের ক্ষমতা ছিল অল্প, কিন্তু আড়ম্বর ও অহস্কার ছিল প্রচুর। এই জ্ঞানে বাহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সব লিনিষ সেই জ্ঞানের ত্লাদণ্ড লইয়া মাপিতে বসিতেন। তাঁহারা ছিলেন অস্ক্লান্ত্রের শাল্পী, সব জিনিষ লইয়া অল্প ক্ষিতে বসিতেন। কিন্তু প্রাণের যে বল্লা, সে ত আর অস্ক্লাল্থ মানিয়া চলে না, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া য়ায়। এই প্রাণের বল্লা স্বদেশীর আন্দোলনে দেখা দিয়াছিল, একটা ঝড়ের মত সে বহিয়া আসিয়াছিল, একটা প্রবল বল্লায়্ব নে বালালীকে ভাসাইয়া লইয়া

कविया आर्थ ना। मासूष यथन अनाय, उथन त हिमार कतिया क्याय ना। अथरा तम ज्याहेश পারে না বলিয়াই জনায়। প্রাণও সেইরপ না জানিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই কোন এক ওছ মুহুর্তে জাগিয়া উঠে। সে জাগরণ হয় অকম্মাৎ এক নৃতন আলোভ এক নৃতন জ্ঞানের ক্রেণে। এই স্বদেশী আনোলনের ব্যায় বাঙ্গালীরও হইল তাহাই, সেই ব্যা বাঙ্গালীকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া বাঁচাইয়া দিল। বান্দালী তথন তালার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিল। বাঙ্গালার প্রাণে প্রাণে আবহুমানকাল ইইতে যে সভ্যতা ও সাধনার স্ত্রোত অন্তঃস্লিলা ফল্পর মত বহিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই বান ডাকিল এবং দেই স্রোত্ধিনীতে অবগাংন করিয়া বাঙ্গালী ধন্ত হইল। বাঙ্গালার যে ইতিহাসের ক্থা ভাহার কতকটা সে বুঝিতে পারিল। বৌদ্ধের বৃদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি ও বৈষ্ণবের ভক্তি দবই তথ্য বাঞ্গালীর চকুর সমূথে প্রতিভাত হইল। চঞ্জীদাস বিছা-পতির গানের অর্থ দে বুঝিতে শিধিন। মহাপ্রভূর कीवनरशीवय याचालीव आर्गित रशीवय याकारेया मिन। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসকে সাডা দিয়া উঠিল। রামপ্রসানের সাধন সঙ্গীত তাহার হৃদয়ে ঝন্ধার দিতে লাগিল৷ তখন বালালী বৃঝিল রামমোহনের তপস্থার নিগৃ অর্থ কি। ত্তথন সে বঙ্কিমের সেই ধ্যানের মৃত্তি দেখিয়া চিনিতে পারিল, তথনই সে বলিতে শিখিল—

> "তুমি বিভা তুমি ধর্ম তুমি হাদি তুমি মর্মা, ত্বং হি প্রাণা: শরীরে। বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

ভোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"
বৃদ্ধিরে এই গান তথন বাজালীর "কানের ভিতর
দিয়া মরমে পশিল।" বাজালী তথন বুরিল রামরকের
সাধনা কি, সিদ্ধি কোথায়। বুঝিল, কেশবচন্ত কারার
ভাক তনিয়া ধর্মের তর্করাজ। ছাড়িয়া মর্মের ভারমারী
প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথন সে বুঝিল বিরেশ

<sub>বাণীতে</sub> কেন প্রাণ এত ভরিয়া উঠে। তখন দে বুঝিল বাৰালী হিন্দু হউক, মুদলমান হউক, খুঠান হউক, বালালী <sub>বালা</sub>নী। তথন সে ব্ঝিল বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ ল্লাচে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা বিশিষ্ট ধর্ম <sub>আছে,</sub> এ:টা স্বতম্ত্র স্ভ্যুতা আছে। সে বৃ'ঝল, ্টে জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে. একটা মধিকার আছে, একটা সাধনা আছে, একটা কর্ত্তব্য আছে। বাকালী তথন চেতনা লাভ করিয়া ধন্ত হইল। u रिवान, वाकानीत्क श्रवु वाकानी इटेट इटेटा। বিশ্ব বিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী দেই সৃষ্টি মোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরপ লীলাধারের ত্রপ বৈচিত্রোর মধ্যে বান্ধালী একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়াছে। বান্ধানী তথন জানের আভাস পাইল, তথনই ভাহার নব জন্ম, নব দীক্ষা দেখা দিল। শ্রষ্টার স্বধ্ত রপের রাজ্যে বাঙ্গলার একটি অপূর্ব রূপের মূর্তি, বাঙ্গালী সেই রূপ শতরলের এক একটি বিশিষ্ট দল। তথনই নিজের রূপ উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালী জাগিল. জাগিয়াই মায়ের বিশ্বরপ দেবিয়া মুগ্ন হইস, সেই রূপের হিলোলে তাহার জীবন ভাসিয়া গেল, তখনই সে বুঝিল তাহার জাতীয় জীবনের উদ্বোধন দেখা দিয়াছে। এ উবেংধন ধ্যানের সামগ্রী, তপস্থার চরম ফল, জীবনের মাহেক্তক্ষ: প এইরূপ উদ্বোধন ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে তাহাই হইয়াছে।

# গোড়ীয় শিম্পের একটী অধ্যায়

— প্রব**ন্ধ** —

প্রলোকগভ রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যান্তের নিক্ট হইতে মুর্ত্তি বিষয়ক গবেষণার জ্ঞান্ত আমি কতকগুলি লেখা কাগজ ও ক্ষেক্থানি ছবি পাইয়াছিলাম—ভাহা হইতে স্কল্ন ও গবেষণা করিয়া এই প্রবন্ধটা আমি পাঠকবর্গকে উপহার দিলায়।

শতাসীব্যাপী বিপুল চাঞ্চল্যের পরে গৌড় রাজলন্ধী পালকুলাবতংস প্রথম মহীপাল দেবের কর গ্রহণ করিয়া हित इटेटलम-मृहू: छत्र मार्था अञ्चलक्त मान्न व्यवमान বিদ্বিত হইল-ব্ৰহ্মপুত্ৰ হইতে শোণ নদের তীর এবং হিমাদ্রির পাদমল হইতে দক্ষিণ সমূদ্রের বেলাভূমি পর্যান্ত শম্য ভূভাগ পুনর্কার পাল রাজবংশের অধীনতা স্বীকার <sup>ক্রিল।</sup> গুর্জ রের অধিকার নিমেষে অদূর প্রয়াগ শ্ব্যস্ত ম্পুদারিত হইল-অন্ধিকারী কাছাল পাল্রাজের পিতৃ-র্ণি হইতে দুরীভূত হইয়া প্রকাপুঞ্জের মধ্যে আশ্রয় লাভ विदेश धरः विकामभूत्वत हळावः नीम वाका-मही-<sup>পানের</sup> অধীনতা **খীকার করিয়া আত্মরকার সমর্থ হইলেন**।

ডাঃ গুরুদাস রায় পি-এইচ-ডি

দশম শতকের প্রথম পাদে গৌডীয় শিল্পে যে অবসাদ আসিয়াছিল, विভীয় পাদে তাহা জমশ: नूश इटेएडिन, কিন্তু ততীয় পাদে ভাহার পরিবর্তে নবয়ৌধনান্ত্রে ভাহা নব কলেবর গ্রহণ করিয়াছিল। দশম শতকের শেষভাগে নবজীবন লাভ করিয়া গৌড়ীয় শিল্প যে আকার গ্রহণ করিল ভাহা শিল্পের ব্যাপ্তির ইণ্ডিলসে নৃতন। গৌডীয় শিল্পের ইতিহাসে এই নবজীবনের যুগ ক্রমবিকা-শের বিতীয় গৌরবময় যুগ। এই যুগে গৌড়ীয় শিল মগধ হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তীর প্যান্ত সমস্ত প্রদেশের প্রাদেশিক আদর্শ একত্র করিয়া শিল্পাদর্শের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিল, সেরপ সমধ্য ভারতের স্থলীর্ঘ শিল্পেভিহাসেও অতীব বিরল। দশম শতকের শেষপাদ হইতে মাদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যান্ত গোড়ীয় সাম্রান্দোর ভিন্ন প্রদে-শের শিল্পাদর্শের প্রদেশগত পার্থকা লুপ্ত হইয়াছিল, প্রাদে-শিকতা বৰ্জন গৌডীয় শিল্পের নবজীবনের প্রধান কক্ষণ।

जिन्द्रा त्यनात वाचाडेता आत्रत विकृप्ति, हाका

জেলার বজ্লবোগিনী এামের মংক্তাবতার—, দিনাকপুর জেলায়—বাণগড়ের বিষ্ণুমৃত্তি, মূর্দিনাবাদ নগরের নাক-কাটিতলার—বিষ্ণুমৃত্তি, মূলেরের কট্টারিণী ঘাটের—বিষ্ণু-মৃত্তি বৃদ্ধগন্নায় মহীপালের একাদশ রাজ্যাক্তর—বৃদ্ধমৃত্তি, মালাকায়—বৃহৎ বরাহমৃত্তি ও গোরকপুরের—বিষ্ণুমৃত্তি শুমস্তাই বেন একই শিল্পীর শুমৃত্তি রচনার নিদর্শন।

গৌডীয় সামাজ্যের রাষ্ট্রীয় ইতিহালের কন্ধাল ক্ষত্র ক্ষত্র খণ্ড প্রমাণ একত্র যোজনা করিয়া সংগৃংীত হইতেছে, কিন্ত ৰিশাল গৌডীয় শিৱের ইতিহাসের ছায়ামাত্র উপলব হই-য়াছে, সে শিল্পের ক্রমবিকাশের লিপিবন্ধ ইতিহাস কোনও कारन चाविष्ठक इटेरव विनिधा (वाध इस ना । इरख्तार কিরপে গোরক্ষপুর হইতে ত্রিপুরা পর্যান্ত বিস্থৃত প্রাচ্য-ভমিতে শিল্পাদর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল তাহা কোনও দিন জানিতে পার। যাইবে কিনা সন্দেহ। আবিষ্ণত শিল্প নিদর্শন হইতে বর্তমানে আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি-তেছি যে গৌড়, মগধ ও অযোধ্যক শিল্পী একই প্রণালী অমুসারে এবং শিল্পের একই আদর্শ অমুসরণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গৌড়ীয় শিলের নব্যুগ দশম শতকের শেষপাদ হইতে একাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বিভত। এই যুগের অভাবধি আবিকৃত শিল্প निमर्भन निकारलय अञ्चनारत विस्त्रयन **क**तिश्रो स्विधिक ৰঝিতে পারা যায় যে এই যুগে প্রাদেশিক আদর্শ সমন্বয় ব্যতীত গৌডীয় শিল্পে প্রভৃত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল:-

- (क) গৌড়ীয় রাষ্ট্র ভাগবত বৈক্ষৰ ধর্মের প্রাধায়লাভ ও সলে সলে নামাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শত শত
  চতুত্ব বিকৃষ্তি নিশাণ। গৌড়ীয় শিলের ইভিহাসের
  প্রথম বুগে বৈক্ষৰ এমন কি হিলুম্তি অতীব বিবল। এই
  বুগে বৌদ্ধ মৃত্তির সংখ্যার আধিক্য হইতে ক্ষান্ত প্রমাণ
  ক্ষয়াছে যে, মগধে গৌড়ে ও বলে আন্ধান্ত বি কিনুধর্ম
  ক্রেশেলা বৌদ্ধর্ম অধিক্তর প্রবল ছিল।
- (খ) দশম শতকের শেষপাদ হইতে বৌদ্ধর্মের ফ্রন্ত শ্বনতি—কেবল দেখবুক মৃর্ত্তি হইতেই বৃথিতে পারা বায়। এই মৃগে বৃদ্ধায়া বা মহাবোধি এবং নালাকা প্রমৃধ কৌশ্বতীর্থ ব্যতীত অক্তর আবিহৃত বৌদ্ধৃতি ভাত্যত্ত বিবল।

- (গ) গৌডীয় শিল্পের নবমুগে গৌড়ীয় রাষ্ট্রের দর্শ দিগম্বর ভৈনধর্মের অভ্যুত্থানের কথঞিং পরিচয় আবিছ শিল্প নিদর্শন হইতে পাওয়ঃ গিয়াছে। রায় বাহাছর শ্রীষ্ট রমাপ্রসাদ চন্দ কর্তৃক রাজগৃহের জৈনমন্দির দয়্য আবিছত স্থন্দরতব জৈনমৃতিগুলি এবং রাজসাহী, ২৯য়ঃ বাহুড়া ও মানভূম জিলার অধিকাংশ জৈন দিগম্বর স্থিগীয় শিল্পের নবজীবন মুগের শিল্প নিদর্শন।
- (ছ) বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির সংশ সংশ রাদ্ধণ্য বা হি
  ধর্মের সকল সম্প্রদায় উন্নতিলাভ করিয়াছিল; কিছু কে
  করিয়া করিয়াছিল—ভাহার ইতিহাস এখনও অক্সাত
  প্রবল প্রতাপান্বিত প্রথম মহীপালদেব যখন আর্যাবর্ধে
  প্রাচ্য ভূথণ্ডের একচ্ছত্র অধীশ্বর,—পরমেশ্বর পরমর্গোর
  গৌড়েশ্বর যখন বৌদ্ধধ্মের পবিত্র আর্থমহাস্থানে ত্রির্ছে
  সৌধমালা সংস্কারে—অজস্র অর্থবায় করিতেছেন, তথ
  রাজশক্তির সহায়ের অভাবে বাদ্ধণ্য বিরু
  পোলরাজ্বংশের কুলধর্মকে ধীরে ধীরে নিম্পাভ করি
  গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্বত্র সাধিকার বিতার করিয়াছ
  ভাহার ইতিহাস চমংকার হইলেও অভাবধি সম্প্রত্বি
- (ঙ) গৌড়ীয় রাষ্ট্রে বৌর্ধর্মের অবন্তির সঙ্গে সং শিল্পোৎকর্যের কেন্দ্র, বৌদ্ধর্মের কেন্দ্র মগধ হইতে অপ সারিত হইয়া পালরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র বরেন্দ্রভূমিন আনীত হইয়াছিল।
- (চ) দশম শতকের শেষপাদ হইতে গৌড়ীয় শিল শিল্পীর ব্যক্তিপত প্রচেষ্টা শিল্পশালের দৃদ্বশ্বনে শাব। হইয়া স্থীণতির সীমার মধো সংবত ছইয়াছিল।

দশম শতকে শিলোৎকর্বের কেন্দ্র যে মগৃধ হইবা অপসারিত হইবা ববেন্দ্রভূমিতে আলীত হইবাছিল তাহা প্রকৃত্ত প্রমাণ বাণগড়ে আবিছত চতুর্ভুজি বিকুম্ভি, গাঁচ লোকগত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেছট নটেশ আনার ইহা বাণশা হইতে কলিকাতার সরকারী চিত্রশালার অন্ত সংগ্রহ কলি আনিয়াছিলেন ( I. M. No N. S. 2245)। এই বিশু
মূর্জিটির সহিত এই প্রবন্ধে যড়গুলি বিকুম্ভি করা হইল, তাহা ভূলনা করিলে ক্ট মুখিতে গাবা বার ও আহমের সম্বাহ্নি করা বিশ্

শিক্ষীর রচনা অক্তান্ত প্রাদেশিক শিল্পী অপেকা অধিকজর জিল্পান :—

- (১) কুমিলা জেলার বাঘাউরা গ্রামে আবিক্বত— প্রথম মহীপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাকে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।
- (২) স্থল্পরবনে চিকিশ প্রগণ। জেলার চরে আবি-ছত বিষ্ণুমূর্ত্তি (I M. No. Sn. 1) ইহা **এযুক্ত জে,** এইচ রাইলি (J. H. Reily) কর্ত্তক ২৫শে জাস্থারী ১৮৭৭ থ: জ: কলিকাতায় সরকারী চিত্রশালায় প্রদন্ত হইয়াছিল।
- (৩) গোরকপুর নগরের উপকঠে আবিষ্কৃত বিষ্ণৃমৃত্তি; প্রত্নতত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক সার জন মার্শাল এই
  মৃত্তিট দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ইহা প্রাচীন গুপু
  মুগ্রে শিল্পনি এবং
  - (8) বাণগড়ের বিষ্ণুমূর্ত্তি।

এই চারিটার মধ্যে বাণগড়ের মৃঠিটা যে সর্ব্বোচ্চ শিল্পোৎকর্ষের পরিচায়ক সে-বিষয়ে কোনই সম্পেহ থাকিতে পাবে না।

िन् ও বৌদ্ধ-মূর্ত্তি একতা মিলাইয়া দেখিলে ব্ঝিতে পরে৷ যায় যে পৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বত্ত শিল্পাদর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। দেবতার মূর্ব্তি **মাহ্নেরে মূর্ব্তি, একের অধিক** মন্তক বা তুইএর অধিক হস্ত যোজনা করিলে শিল্পাদর্শের विकृषि इय ना, त्रोष्ट्रीय निद्धत्-नवजीवतनत्र यूर्ग-नर्स দাতীয় সর্বধর্মের মানবমূর্ত্তি তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কেমন গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রদেশে শিল্পা-দর্শের সমহয় সাধিত হইয়াছিল। এক্ষপুর্তোর পূর্বভীরে **শ্ৰহিত কুমিলা জেলার বাখাউরা গ্রামে অবিষ্কৃত বিষ্ণু-**মৃতি দণ্ডায়মান পুরুষমৃতি : নালান্দার মহাবিহারের ছার-ফ্লকের শিলালেথ হুইতে জানিতে পারা গিয়াতে যে এই परा विश्वात अधिनाटश्त भारत खालम महीभान मार्टित একাদশ রাজ্যাত্তে পুননিশ্বিত হইয়াছিল। এই শিলা-ণেখের উপরে কুজিম লভাবিভানের (Arabesque) একটা দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তি আছে। স্থলরবনের, সোরখ-<sup>প্রের</sup> এবং বাণগড়ের দণ্ডায়মান পুরুষ মৃষ্টি। গৌড়ের भरमावः गर्वत मर्था चाविश्वक अवः वर्धमान कारन <sup>ক্</sup>নিকাভার সরকারী চিত্রাশালার রক্ষিত স্থাসুর্বিটীও

( I. M, Ms, 8 ) দুঙাল্লমান পুরুষমূর্তি । চাকার ব্ল-যোগিনীর মংস্থাবভারের মূর্ত্তি, নালান্দার তথাক্ষিত নাগাজ্জন মুর্ত্তি বিহার ও উদ্ভপুরের বজ্ঞপাণি সৃষ্টি ( I. M. No 3785 ), মালদহে আবিক্ষত এবং বন্ধীয়-সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহ শালায় রক্ষিত স্থিরচক্রমুর্তি ( B. S. P. No. C (d) 8, কুচবিহারের মঞ্জী সুর্বি (I. M. No Kr 10) বৃদ্ধ প্রার অস্ট্রভুজ মঞ্চ্ 🖺 (I. M. No 6271 ) সমস্তই উপবিষ্ট পুরুষমৃতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশের এই সমস্ত দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট মহুব্য মৃতি তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, জীমুর্তির কল্পনায় গৌড়ীয় রাষ্ট্রের সর্ব্ধ প্রদেশের শিল্পী স্থব্দর মানবের যে মৃর্ত্তি আদর্শ করিয়া লইয়াছিল ভাছা সর্ব্বতই এক। অধ্বচ প্রভ্যেক মৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রভাব আছে, ভিন্ন ভিন্ন ধ:শ্বর আবশ্রকমত মৃর্তিগত পার্থক্য আছে এবং কিয়ৎ পরিমাণে আফুষঙ্গিক ও পারিপারিক মৃত্তি ও বছতে প্রাদেশিকতা আছে।

শিল্পাদর্শের এই প্রদেশ বিস্তৃত সমন্বয়ে গৌড়ীয় শিল্প -নব জীবনের ঘূগে য়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল ভাছার करल (शोफीय जारहेत विराम्तान निर्माण तरीफीय निर्मान চার্যার নিকট ডজিভরে মন্তক অবনত করিতে বাধা হুইয়াছিল। বারান্সী পাল সামাজ্য কুকু হুইলেও সম্প্র কোশল দশম বা একাদশ শতকে পালরাজের অধীনতা স্বীকার করে নাই; অথচ গোরখপুর ও গণ্ডা জেলার গ্রামে গ্রাম বাহাছর এযুক্ত দ্যামাম সাহনি গৌড়ীর শিল্পীর রচিত শিল্প নিদর্শন স্পাবিকার করিয়াছেন। স্পর্ক-শতাকীপূর্ব্বে প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ প্রাবতীর ধ্বংসাবশেষ খনন-কালে বর্গগত ভাকার হোই ( Dr. W. Hoey-I C.S.) গৌড়ীয় শিরের নব-জীবনের যুগের যে ছটি 🗖 মূর্ত্তি আবিছার করিয়াছিলেন তাহা এখনও লক্ষোর সরকারী চিত্রশিলায় রক্ষিত আছে। ⊌রাথালদান বন্দ্যোপাধ্যার গৰ্কাৰ গুৰুৰ প্ৰতিহারের রাজধানী প্রাচীন কালকুৰ নগ-বের ধ্বংসাবশেষ মধ্যেও গৌড়ীয় শিক্ক রচিতশ্রীমৃর্ধ্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মহাযান বৌদধর্শে বর্দ্ধিত মাধুরক শিল্প-নিদর্শন থেমন খুটান্দের শতকে পূর্বে রাজগৃহ ও বুঙ্গরা, দক্ষিণে বিদিশা ও সাঞ্চী এবং গশ্চিমে সঞ্চপারে সিন্ধু দেশে

সাদরে নীত হইত, সেইরূপ দশম শতকের শেষপাদে ও একাদশ শতকে গৌড়ীয় শিরের নবজীবনের যুগে গৌড়ীয় শিল্পনিদর্শন সাদরে মধ্যদেশের সর্বত্ত গৃহীত হইত।

নবজীবনের যুগে গৌড়ীয় শিল্পের প্রধান লক্ষণ সাম্য, দৈহিক আকারের অন্থপাত, পারিণার্শিক ও আন্থ্যক্ষিক মূর্ত্তি ও বছর অন্থপাতে সর্বত্ত সাম্য গৌড়ীয় শিল্পের নবযুগের প্রধান লক্ষণ। শ্রীমূর্ত্তি গঠন করিতে হইলে ধ্যান
বলে যে জন্তল ক্ষুদ্রাকায় স্থলকায় ও লম্বাদর শিল্পশাস্ত্র বলে
যে, মূর্ত্তির দেহলক অকুলীব এই পরিনাণ সর্বাচ্চের আকার
হইবে। গৌড়ীয় শিল্পের প্রথম যুগের শিল্পী পর্যান্ত
সকলেই ছ-চারি-দশটা জন্তলের মূর্ত্তি রাখিয়া দিয়াছে।
প্রথম যুগের শিল্পী প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়া যে নিযুত
ক্ষুলকায় লম্বোদর মূর্ত্তি গড়িয়া গিয়াছে নবজীবনের যুগের
শিল্পী ভালমানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ভাহা পারে
নাই বটে; কিন্তু সে সাম্যোর বলে জন্তলের মূর্ত্তির যে
নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে শিল্পোৎকর্ষের হিসাবে ভাহার
স্থান কুচবিহারে জন্তল মূর্ত্তির (I. M. No, Kr, 1) অব্যবহিত পরে (I. M, No 3911)।

গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস লিখিতে গিয়া কেহ কেছ এককালে বৌদ্ধ শিল্প, হিন্দু শিল্প, ও জৈন শিল্প খড়ত করিতে গিয়াছেন; কিন্তু বর্তমানে তাঁহাদের অনুমান
মিথ্যা প্রমাণ হইয়াছে। মালদহের ছিরচক্র, বৃদ্ধান
মঞ্জী, গৌডের স্বর্যা ও বাণগড়ের বিষ্ণু যে শিল্পায়
অন্ধানে একই রীতির মূর্ত্তি, একথা যাহারা ভান্ধর তাহার
দৃষ্টি যাক্র সীকার করিতে বাধা হইবেন।

প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যের প্রারত্তে গৌড়ীঃ শিঃ
নবজীবন লাভ করিয়া কি কি লক্ষণোপেত হইয়াছিল
তাহা সংক্ষেপে জানিয়া রাখা উচিত:—

- (ক) দেবমূর্ত্তি—অর্থাৎ মহুষ্য মূর্ত্তিমাতেই নাতি-দীর্ঘ নাতিস্থল ও ক্ষামধ্য।
- (খ) অস্বাভাবিক অবয়ব সংযোজনের ফলেও শিল্পী মানবদেহের স্বাভাবিকতার—ব্যতিক্রম হইতে দেয় নাই। নালান্দার শ্বিভূজ নাগাজ্জন এবং বুদ্ধগদার অইভূজ গঙ্কীতে আকারগত বিশেষ পার্থকা নাই।
- (গ) শাল্পের বর্ণনা অমুসারে গৌড়ীয় শিল্পী এই 
  মুগে সর্বপ্রথমে 'ললিতাকেশ', 'মহারাজলীলা' প্রভৃতি
  বক্র, ভঙ্গ, বিভঙ্গ, বিভঙ্গ অমুভঙ্গ, অতি ভঙ্গ প্রভৃতি
  চারু ললিত দেহসংস্থানের উদাহরণ দিয়াছেন। পরবর্ত্তীমুগে এই সমস্ত অমুবল ক্ষত্যেধিক অমুসরণের জন্ত শ্রীমৃর্তিকে
  বিকটাকার করিয়া তুলিয়াছিল।

# দেশবাসীর প্রতি রবীক্রনাথের আবেদন

শান্তিনিকেডন, ২২শে সেপ্টেম্ব

কবীজ্ঞ রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর দেশবাসীর উদ্দেক্তে নিমোক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছেন:—"দেশবাসিগণকে আফি এই আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহার। যে তাঁহাদের চতুস্পার্থবর্তী অঞ্চল হইতে সর্কবিধ অস্পুগুড়া পাপের সমৃদ উদ্দেদ সাধনে বন্ধপরিকর, আর মূহুর্তু মাত্রও কালক্ষেপ না করিয়া তাহা সপ্রমাণ করুন। অবিলয়ে এবং সার্ক জনীনভাবে অস্পুগুড়ার বিহুদ্ধে এই আন্দোলন চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই আন্দোলনের অন্ধনিছিও মনোভাবের অভিব্যক্তিকে স্থাপাই এবং স্বৃদ্ধ করিয়া ভূলিতে হইবে। এতদ্দেশের কোন কোন সম্প্রদায় বে গ্রুলীনতা ও অক্ষমতার চাপে নিপেষিত হইতেছে আত্মতাগ ও বীরত্ব প্রভাবে অবিলয়ে ও স্বল বিছ্রিই করিতে হইবে। আজ ভারতের সম্মুখে বে বিষম বিপদাশত্বা সমৃপ্রিত, ঐ বিপদের গ্রাস হইতে বেশকে ক্ষ করিবার কর্ত্তব্য সম্পাদনে এই সভট মূহুর্জে বাহারা পশ্চাৎপদ হইবে,—দেশকে তথা সমগ্র অস্তুর্কে ক্ষাত্রিক তাহাদের মতেই আরোণিত হইবে।



কেন গো মা তো'র নয়নে অঞ্চ। কেন গো মা তো'র ছিন্নকো।



## শরৎ-বন্দন

#### গ্রীকালিদাস রায়

নাটমকে পাঠমকে নগরের সভামঞ্চমাঝে,
আচার্য্য বক্তা বা নট—কোন সাজে দৃপ্ত আড়ম্বরে,
কোন দিন তারম্বরে তুমি গুলি, করনি প্রচার
তোমার জীবন-বাণী. গুল সেজে লোক শিক্ষাভার
কোনদিন লও নাই, মন্ত্যুদ্ধে করনি আহ্বান,
ভটিল বাদান্ত্বাদে। সমস্তার মন্ত্র সমাধান
ভোমার নহেক ব্রত। প্রচারিতে কোন তম্ব গৃঢ়
নীরস গভীর কঠে বলনিক "শোন যত মৃঢ়—"

রদের সাধক তুমি রসাবেশে আত্ম-সমাহিত,
পল্লীবট ছায়াতলে বিভরেছ শুধু কথামৃত,
দেশের প্রাণের বাণী মর্মারদে করিয়া সরস,
সঞ্চার করেছ তুমি লোকা তীত অপূর্ব্ব হরষ,
আমাদের প্রাণে প্রাণে, নিভূতে নীরবে অবিরস,
মৃথ চিত্ত বিগলিয়া নয়নে ঝরেছে অঞ্চল্পন,
এ জন্ম বাদরে তব, কত ঘটা কত আড়ম্বরে
কতন্সন ভোমা আজি নগরের সভামঞে ব'রে
কত গীতি কত স্ততি জয়ধ্বনি প্রশন্তি বচনে।
ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তেরে মোর শুধু পড়ে আজি মনে ?
আমি তব পল্লী-শিষ্য,—কি বলিতে কি বলিব হায়,
নীরবে নিভূতে শুধু একটি প্রণাম করি পায়।

### গান

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

কে তৃমি ৰাজাও বাশী

মন মজানো,
বাশীর ছলে, রাধা বলে

ক্থা ৰাধানো,
—প্রাণ কাদান!

চারিদিকে ফিরিয়া,
আঁথি কিরে যুঁজিয়া;
এন হে ব্যাল,
ভারি বোর নরান।

### গান

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বস্থু
যাব কি যাব না যম্নায়
সধি, তাই ভাবি মনে।
ভাবনা না হ'তে শেষ
গিমে পড়ি কিনারায়
ভানিনে কেমনে!
কি জানি কিসেরি টানে
প্রাণমন সদা টানে
চরণ মানা না মানে
করি কি উপায়।
যম্নারি কালজলে,
কি যে বলে কলকলে,
ভানে মোর তম্ম টলে

## গান

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

কোন্ সাগরের পার হতে আঞ্ এলে অভিধি; কঠে তোমার নন্দিত কি শ্রামনা গীতি

> মূল্ ক্থে হান্চে ধরা বাডাস আজি ক্রাস ভরা

রঙিন-আলোয়-আলোয়-আলো কানন বীপি

> ভনে ভোমার হাসির বাঁশী অঞ্চ হ'ল বনবাসী আঞ্চ কি ভবে আস্বে আমার চাঁদিনী-ভিথি ?

# পুষ্পপাত্র

শ্রীনারবালা মিত্র

স্থনির্মাল দেহখানি তব বুকে বহু পবিত্র সম্ভার,
"পূষ্প" স্মৃতি জাগায়ে রাখিতে "পূষ্পপাত্র" জনম তোমার।
দেবতার প্রীতি অর্ঘ্যভারে দেহ তব পবিত্র মধুর,
ক্ষুত্র হৃদয়খানি "তার" (ছিল) মধুর হতেও স্থমধুর।
তোমার বুকে "ভার" হাসিটুকু, হারাণো "মেয়ে"র
স্মৃতি-স্থধা গান,

উন্নতি তোমার দেখিয়া নয়নে, আনন্দে ভরিত "ঠাহার"

"পুলো"র স্থাতি সৌরভ তুমি, চির আরাধ্য "দেবতা"র প্রিয়, "দেবের" আশীষ মাথায় লইয়া, চিরদিন প্রীতি বিলায়ে দিও। সপ্তাহ তিন বিছানায় শুয়ে, তারি মাঝে হায় তোমার কথা, "হলনা সাজান মহিলা সংখ্যা" বলিয়া পেলেন কতই ব্যথা। স্মরিয়া ইট গুরুর চরন, "তুঃথিনী"রে দিয়ে সাজ্না বাণী, "বাঁচায়ে রাথিও পুলাপাত্রে স্বার স্নেহের পরশ দানি"। বলিয়া চলিলে অমর ধামে, গুরুভার দিয়া আমার পরে, হে চিরবাঞ্চিত, তব শক্তি বিনা, দাসী কোনও কাজ

করিতে পারে ? ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লাস্ত দেহ, মন, তোমা বিনা সব হেরি ৰে শৃন্ত,

লাও প্রেমময় স্বর্গীয় শক্তি, ভোমার ইচ্ছা করিতে পূর্ণ।

## কণ্টকারী \*

কাদের নওয়াজ বি–এ বি টি

কী ব্যথা তুই চাস্ হানিতে
বল্বে আমার কণ্টকারী,
তোর ইভিহাস লিখতে গেলেই
অঞ্চ চোধে ক্ষণ্ডে নারি,
প্রথম দেখি তোর চেহারা
ভাবত্ব গোলাপ ফ্লের চারা
তাই লে চিছু বুকের ধারা
নিংশেষি মোর প্রাণের ঝারী
আলকেরে তুই কণ্টকারী
ভুক্রে কাঁদি তাই নেহারি

1-34 -

বেংখছিলাম যত্নে ডোরে
মোর হনরের কেয়ারীতে
টেলেছি হায় অঞা-দলিল
জল না পেলে দিল-দরিতে

কণ না গোলে বিপ্নার গোমেছি গান নিতৃই কত ফুলমনে অবিরত আশায় ভরা সেই তরী আদ্ধ

ছথের গাঙে দিচ্ছে পাড়ি। কণ্টকারী মোর বৃকেতেই

शन्टह काँछ। यज्ञनाति।

আজকে দেখি আপনা হতেই

নিলেম গলে কাঁটার মালা।

হার মেনেছি ফুল-পুজারী।

ঢেকেছি বুক বিষশতাতে

তাইত প্রাণে দাঙ্গণ জালা ছাড়িলে সে আর ছাড়ে না কণ্টকারী ছল জানে না

জীবনেরি সব মাধুরী হয় ত বা সে নেয় উজাড়ি কণ্টকারী! তোর কাছে আজ

## বৰ্ষা

শ্রীযাদবেশ চন্দ্র মজুমদার

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি ঝরিছে ধারা, ছছ করি বহে বায়ু পাগল পারা! চিক্ চিক্ করি উঠে বাকা বিজুলী, ঝিনী গাহিছে গান আপনা ভুলি। অশনি উঠিছে ডাকি আকাশ মাঝে, প্ৰকৃতি সাজিছে আৰু করাল সাৰে! সন্ধ্যা নামি আসে ঐ আধার করি, থেয়া পার শেষ করি ভুবিল তরী। কাল মেঘ ছুটে চলে তিমির পানে, বিজ্ঞালি উজ্জলি উঠি আঘাত হানে। দে আঘাত লয় পায় **আঁ**ধার পালে, বন্ধ গরঞ্জি উঠে প্রলয় ভাষে। तिम् विम् तिम् विम् वापन यदत्र, আকাশ বাভাস কাঁদে কাহার ভরে ? হা হা ক'রে ওঠে ৰায়, আপন হারা, বরবা আকুলভাবে কাঁদিয়া সারা।



শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

٥

## জাতীয়তা কি ?

১৮৪৮ খুটাবে ইউরোপে এক নৃতন যুগের স্ত্রপাত হয়: তথাকার পুরাতন রাজ্যগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেলে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী অভিজাতদের সহিত মিলিত হইয়া মাতীয়তা নাম দিয়া নৃতন সভ্যতার স্থজন করে। এই ছাতীয়তার **কবি গেটে ও জাম্বে!** উভয়েই **বও ও** ংগ ডার্মাণি ও ইটালীকে অথও ও যুক্ত জার্মাণি ও ইটালী দেশে পরিণত করিবার জন্ম প্রাণপাত করিয়া যান। বিলমার্ক ও কাভুর এই যুগের বিজ্ঞ রাজনীতিক। ভন্ মন্টকে ও গ্যারিবত্তী এই যুগের যুগ-নায়ক। ইউরোপে <sup>হগন</sup> নৃতন স্জন চলিতেছিল, তথন সেই যুগ-বার্তা হুদুর প্রাচ্যেও আসিয়া পড়ে। জাপান খুব জততার সহিত ভাহার পুরাতন প্রথাকে বিদায় করিয়া <sup>দিয়া</sup> নতন তত্ত্তলিকে বরণ করিয়া লয়। ভারতবর্ষেও <sup>५</sup>हे नम्ख चारमानदात (६६ चानिया भएडा ताका রাম্যোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ সমাজকে নৃতন আদংশি भागन कतिबात (हा करतन। বাগ্যী হয়েজনাৰ ও ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিবার জন্য অন্যান্য <sup>ইটোন</sup>ের কর্মীদের সহিত সন্মিলিত হইরা এক<sup>্</sup>ন্তন স্বপ্ন <sup>(१विरंड</sup> वारकन। हीत्मध कहे चारमानदनक क्रिंड গিনা পড়ার ভধার এক চাক্ষা পুরু ইয়। পারব,

পারতা ও মিশরের মুসলমান সমাজও এই আন্দোলনের তথ্য অনুভব করিতে পারিয়াই যেন গাঁহারা সিয়া-ক্রিয় কলছ নিবারণ করিয়া Pan Islamism বা সারা বিশে এক নিখিল মুসলমান সমাজ গুডিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন।

এই সমস্ত আন্দোলনের মূল কারণ অহুসন্ধান করিলেই কানিতে পারি যে উহা অর্থগত। ইংরাজ অর্থনৈতিক আডামত্মিপ ও রিকাডো জগতে প্রচার করেন যে অর্থই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই অর্থ প্রচুরভাবে অর্জন করিতে গেলে কল-কারথান। প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন। সনাতনী প্রথার পণ্যম্রব্য কুটীরে উৎপন্ন করিয়া ও তথ্ চটতে উহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া জগতে বিক্রম করিলে मुनाका क्वनहे अमझव ज्ञान वृद्धि भारेत ना। বিজ্ঞান ও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করায় অনেক প্রকার কল-কারখানার প্রাতষ্ঠা হইতে খাকে। এই সম্ভ কল-কারখানায় কাল করিবার জন্য লোকের প্রয়োজন হইলে, কল-কার্থানার মালিকপণ তথনকার অমিদার ও অভিকাতদের বিক্তমে আকোলন করিয়া serfdom বা অমিগত কুডদাস প্রথার উল্লেম সাধন করে। Serfdom ইতিবা গেলেই প্রচুর লোক দুক্তি-शांक क्तिया कन-कात्रधानाय धारमन करत, छथन हरेंटिक

চিমনীগুলি শির উচ্চ করিয়া তুলিয়া অনবরত ধ্ম-নির্গমের সহিত প্রভূত পরিমাণে শিল্প-সম্ভার তৈয়ারী করিয়া চলিতে থাকে।

সনাতনী প্রথায় যে সমস্ত পণা দ্রবা উৎপর হইত তাহা সাধারণতঃ ছই প্রকার। এক প্রকার পণ্য ধরিদারদের নিকট হইতে অর্ডার লইয়। তাহাদের প্রয়োজনামুঘায়ী তৈয়ারী হইত, উহা ঐ স্থলেই বাবজত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। আর এক প্রকার পণ্য বাবসামীগণ বর্ত্তক গৃহীত হইমা দেশ-বিদেশে নীত হইমা पातको curio वा वित्मय भना हिमारव वितमत्म विक्री क হইত। এইসময়কার শিল্প-সম্ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই প্রতীতি জমে যে উহা কথনই চাহিদার অতিরিক্ত উৎপত্ন করা হটত না। তাহার পর তথনকার অর্থব-পোত সমূহের পণা জবা বহন করিবার ক্ষমতাও খুবই অল্ল ছিল। বাজ্পীয় শক্তির আংকিংরের সহিত পৃথিবীর ভাব ধারায় এক যুগান্তর উপস্থিত হয় ৷ উহার সাহায্যে নুত্রন অর্ণব-পোত সমূহ নির্মিত হওয়ায় বহু দুরবন্তী স্থান সমূহও অতি নিকটবতা হট্যা দাঁড়ায়। বহুদ্রের পরিচিত জনমওলীর সহিত থুব ঘনিষ্ঠতা সুত্তে আবন্ধ হইবার স্থােগ উপস্থিত হয়। শিল্প স্ভারও কোন প্রকার চাহিদার জন্ম অপেক্ষা না করিয়া উৎপন্ন করিয়া যাইবার জন্মই মালিকগণের জেদ আসিয়া । দাঁডায়। ধর্ম ও নৈতিক জীবনেও বুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়। পর্বকার সনাতনী সমাজে অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণীগণ এক বিশেষ শ্রেণী ছিলেন। দেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়াও তাঁহাদের জ্ঞাতিয়তা প্রসারিত হইত। নিয়-শ্রেণীগণ চিরকাল 🖰 ছোটলোক' হিসাবে উচ্চ শ্রেণীদের পদতলে থাকিয়া কায়িক পরিশ্রম করিয়া ঘাইত। ভাহাদের তু:খময় জীবনে স্থাধর আবহাওয়া স্থলন করিবার অস্ত পুলা-পার্কান স্ত ইইয়াছিল। এই সময়ে তাংগদিগকে ভাল পোষকোদি ও ভাল থাবার হত্যানি প্রদান করিয়া ভাছাদের ষয়ণার একটা ক্ষণিক লাঘ্য করা হইত মাতা। উচ্চশ্রেণীগণের নিকট হইতে থে সমস্ত উপদেশ পাই তাহাই তাহাদের পারলৌকিক

জীবনের পক্ষে যথেষ্ট বিলিয়া বিবেচিত হইত। দ্ব চিরকালই দ্ব থাকিত, কাজেই নৃতনের অভিযান তথন কথনই দেখা যাইত না। একটা সনাতনী 'কটীন' নেহাং পরিচিতের ন্তান্ত তালাদিগকে পরিচালিত করিয়া যাইত। Slave mentality বা দাস মনোবৃত্তি এই যুগের চর্ম কীন্তি. এবং সমাজের স্থিতিশীল ভাব এই যুগের ছিল চরম আরাধনার বস্তু। কবি, দার্শনিক, রাজনৈতিক কেইই পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তন চাহিতেন না বা পরিবর্তন করিবার ধারণা কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। এইজ্লুই বোধহয় ইংরাজ-সমাজে পোপ এবং আমাদের বাংলান্ত ভারতচন্ত্র মহাকবি বলিয়া পরিচিত হয়েন।

চাহিদার অতিরিক্ত মাল উৎপন্ন করিয়া যাইলেই উহা বিক্রয় করিবার জন্য বাজারের প্রয়োজন হয়। এই বাজার স্জন করিবার জনাই আডাম স্মিধ ও বিকাজে তাঁহাদের অর্থ-শান্ত প্রণঃন করেন। তাঁহারা ব্যক্ত করেন যে প্রকৃতি দেবী সমস্ত জাতিগুলিকেই একপ্রকার এশ্বর্যা দিয়া কজন করেন নাই। কেহ বা উদ্ধ পর্বত-মালায় বিভূষিত, কেহ বা খর-গামী স্রোতম্বতীর মালিক। কোথায়ও বা প্রকৃতিদেবী বালুর ন্তুপ রচনা করিয়া রাধিয়াছেন। কাজেই বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন পণ্যও বিভিন্ন প্রকার। মানব-সমাজের স্থ-সম্ভলতা বুদ্ধি করিতে গেলে এই সমন্ত পণ্যের ক্রত ও বিশেষ বিনিময়ের প্রয়োজন। আফ্রিকার উট পক্ষীর পাখা তথায় প্রচর পরিমাণে পাওয়া গেলেও পরিধেয় বর তাহাদের পক্ষেত্রপত্ত প্রয়োজনীয় হটলেও; উহা বিরুল। এই উভয় দ্রব্যের পরস্পর বিনিময় হইয়া গেলে, ইউরোপ পরিধেয় বস্তা দিয়া ভাহার সৌধীন-সমাজের জন্ম উট-পাধীর পালক সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে। চা চীন ও আপানের পণ্য-হিসাবে প্রচুর জন্মাইলেও, উহার প্রয়েজনীয়ভা ইউরোপের নিকট কিছুই কম নতে। কা**বেই ইউরোপে**র পশ্মের সহিত উহার বিনিময় হইলে উভয় দেশেরই 👯 মকল সংঘটিত হয়। আন্তর্জাতিক বাবসার আশিবর্শ সর্ক্ষার ওব রহিত খাধীন-ব্যবসা প্রধা প্রচন্দ্র করিবল বার্তা জগতে উপহিত হইলেই, ইউলেপ্টেই

দল্পনায়গণ নানা প্রকার উপায়ে যৌথ কারবার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীর তাবৎ পণ্যেরই বিনিময় ও দ্রংপর করিবার ভার গ্রহণ করে। এই যুগেই ইউরোপের वाहेविनगन वांकिका महादम्भ डाँहादनत्र मरधा जान কবিয়া লয়েন ও এশিয়া মহাদেশে প্ণ্য-বিক্রয়ের জভ কট বাজনীতি জাল বিস্তার করিয়া বহু পুরাতন রাজবংশ-গুলিকে গুৰ্বাল করিয়া তুলিতে থাকেন। চীনে ও ভাগানে ইউরোপ-আমেরিকার বণিকগণ পদার্পণ কবিয়াই তথার আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আবর-পারশা আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লটবার দ্বল চেষ্টা করিতে থাকেন। ভারত ইংরাজ জাতিব অধিকারভুক্ত হয়। খেত জাতিদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীগণ কলকারথানায় প্রমঞ্জীবিদের খাটাইয়া লইয়া, তাহাদের জীবন-ধারণ উপযোগী অর্থ মাত্র দিয়া বিপুল বিত্ত সংগ্রহ করিতে থাকেন, কাজেই কালক্রমে তাহারা প্রবল হইয়া অভিজাতগণকে হটাইয়া দিয়া শাসনদও গ্রহণ করেন। ম্ধাবিত্ত শ্রেণীগণ কর্ত্তক শাসনদণ্ড গ্রহণের নামই জাতীয়তা। যে দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্ত্তক শাসন পরিচালিত হইতে পাকে তাহাকেই Nationally independent বা স্বাধীন জাতির দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। স্নাত্নী ধর্মকে নির্বাসন করিয়া দিয়া জাতীয়তা নাম দিয়া এক নৃতন ধ্যান-ধারণ। স্ঞ্জন করিয়া যে নৃতন ধর্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহারই নাম Nationalism. এই জাভীয়তা রূপ ধর্মের ধারক ও বাহক হইলেন মধাবিত্ত শ্রেণী এবং উহাকে স্কপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্ম <sup>কল-কারথানা উহার অল্রে পরিণত হইল এবং অর্থ ই</sup> শীবনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া **ঘোষিত হয়।** 

### জগৎ কি পরিবর্ত্তনশীল

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্যান্ত আমরা ইতিহাসে একদিন সমাজকে শত বেষ্টনীতে আবদ্ধ করিয়া উহার বাহা পাঠ করিয়া আসিয়াছি তাহা হইতে এইমাত্রই গলাটিপিয়া সমাজের গলাযাত্রা করিবে। তাঁহাদের রাষ্ট্র শিক্ষাত্র করিয়াছিলাম বে আমাদের জগৎ ও তাহার নীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি আর্থ্য জাতির প্রাধান্য রক্ষার্থ চুছ্দিকের বেষ্টনী ও আবহাওয়া সনাতনী। সভ্যতা রচিত হইয়াছিল এবং আর্থ্যজাতিকে চিরকাল গৌরবময় মাশিবার একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে, উন্নতির একটা আন্দনে বসাইয়া রাথিবার চেষ্টার অন্ধরালে পরিবর্জনশীল

বছ প্রাতন মৃত্তি আছে, সত্য চির সনাতন, মানব সভ্যতা এই সমস্ত উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছে এবং উক্ত প্রকার উৎকর্ম লাভ করিলেই তাহার সর্ব্ব আয়াসের শেষ হয়। এই জ্বতাই প্লেটোর রিপাব লিক লেগা হয় ও ক্সর টমাস ম্রের Utopia ও অনেকটা এই প্রকার পারণার পোষণ করে মাত্র। বিশ্ব জগতে যে পরিবর্তন অনবরত সংসাধিত হইয়া যাইতেছে, প্রত্যেক দিন যে নৃতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্থীন ইইতেছে ভাহার কোন প্রকার ধ্যান ধারণাই আমাদের ছিল না।

বিংশ শতাকীর বিজ্ঞান ও দর্শন এই প্রকার স্নাতনী ধ্যান-ধারণার মৃলে কুঠারাঘাত করে। বিজ্ঞান আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখাইয়া দেয় যে জগৎ প্রত্যেক মৃহুর্ত্তে পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সহিত সমস্ত প্রের্থ্ত পরিবর্তিন সংদাধিত হইতেছে। জ্বন্ম, বৃদ্ধি বা যৌবন, ক্ষয় বা মৃত্যু প্রত্যেক হস্তরই সাধারণ ধর্ম্ম! মৃত্যুর মধ্যেই জীবন নিহিত আছে। মৃত্যু বিভীষিকা আনয়ন করে সত্যু কিন্ত উহার মধ্যু দিয়াই ন্তন জীবন রচিত হয়। মৃত্যু সাধারণ বস্তুকে একধাপ উপরে উঠিতে সাহায্য করে মাত্র। জ্বন্ন, যৌবন, মৃত্যু, এই তিন্টী লইয়া একটা বৃত্তর রচিত করিয়া উহারই সাহায্যে নিত্য নৃত্ন পরিবর্ত্তন সংসাধন করিয়া জগৎ কোন এক উদ্দেশ্যের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

প্রাচীন সমাজ এই সার সভ্যটা ঠিক মত বৃঝিতে পারিতেন না বলিয়াই সে কালের পণ্ডিতগণ সমাজকে ঐ আদর্শে চালিত করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিছেন। প্রাচীন হিন্দুগণ আর্থ্য সভ্যতাকে উন্নতির চরম সীমানায় আনম্বন করিয়া উহাকে চিরকাল স্থায়ী করিবার জন্ত সংহিতার স্অগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তথন উল্লেখ্য বৃঝিতে পারিয়াছিলেন কি এই সংহিতার স্অগ্রতারা বৃঝিতে পারিয়াছিলেন কি এই সংহিতার স্অগ্রতার করিবে। তাঁহাদের রাষ্ট্র-নীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি আর্থ্য জাতির প্রাধান্য রক্ষার্থ রিচিত হইয়াছিল এবং আর্থ্যজাতিকে চিরকাল গৌরবম্ম আন্তন্ত বসাইয়া রাথিবার চেষ্টার অস্বরালে পরিবর্জনিকল

প্রকৃতি দেবীর সহিত সংগ্রাম করিবার ইচ্ছা লুকায়িত ছিল। ভাহার ফলে আমরা দেবিতে পাই যে মুসলমান যুগে ভারতের আর্থা গরিমার অনেক অন্তিম নিদর্শন বর্তমান থাকিলেও উহার প্রাণ ছিল না। সেইজনাই সংক্ষাবদ্ধ আক্রমণকারীগণের নিকট তাঁহাদিগকে হটিয়া যাইতে হইয়াছিল।

বর্জমান জগতে বিজ্ঞান স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে পৃথিবীতে accident বা আকৃষ্মিক ঘটনা বলিয়া কোন खवाई शिक्टि शिद्ध ना। cause and effect वा कार्या-কারণ হিসাবে সমস্ত ঘটনাই গাঁট-ছড়ায় আবদ্ধ আছে। এ কথা সভাবে সব সময়েই আমরা সমস্ত কার্যা-কারণ ভাল করিয়া ব্রিতে পারি না। অতি প্রাচীনকালে হখন দে সমন্ত কার্য-কারণ ভাল করিয়া বুঝা ঘাইত না তথন তাহার পশ্চাতে একটা নৃতন শক্তি বা উপশক্তির কল্পনা করিয়া উহার ব্যাখ্যা করা হইত। উদাহরণম্বরূপ বলিতে পারা যায় যে প্রাচীনকালে কোন পল্লীতে ওলাউঠার প্রাত্তাৰ হইলে উহার কার্য্য কার্ণ নির্ণয় করিতে না পারিরাই তথনকার সমাজ ওলাউঠার অধিগাতী দেবী ওলাদেবীর করনা কবিয়া উহা নিরাকরণ কবিবার উল্লেখ্যে জনমণ্ডলীকে তাহার উপাসনা করিবার জন্য উপদেশ দিত। সেইরূপ কোন পল্লীতে বসম্ভ রোগের প্রান্তর্ভাব हहेल, भीजमा (मवीत जेशामना कताई विकिथक विनय ঘোষিত হইত। অজ্ঞাত কারণ সাধাবণের ভীতির বন্ধ। এই ভীতির বস্তুকে দেব-দেবীর আসন প্রদান করিয়া তাহাকে উপাসনা করা ছাড়া তখনকার সমাজের উপায়াস্তর हिन ना। वर्खमान देवकानिक या करलता वा कमरकत প্রাছর্ভাব হইলে, ঐ রোগ প্রতিবেধক টীকা না লইয়া ওলাদেবী বা শীতলাদেবীর উপাসনা এখন নিক্রই কেছ क क्रिटरन ना। विकान आमानिशटक ल्लाहेट (मशाहेश দিয়াছে বে কভকগুলি খাস্থারকার আইন অমানা করিলে উক্ত রোগ্রন্থ সমাজে দেখা দেয় এবং যেহেত উভয়েই ভীষণ সংক্রামক সেইজন্য প্রতিষেধক টীকাই উহাদের হত্ত হইতে বৃত্তিলাভ করিবার একমাত্র উপায়। Cause and effect বা কার্য্য-কারণের ইতিহাস পাঠ করিলে भागता त्रविद्ध शाहे दर भागक (मर्व-स्मर्वीहे भागासक

জন্মগত অন্ধ-বিশাসের চিত্র মাত্র। অর্থ-উপার্জন করিছে গেলে, মানসিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা আবশুক। মনেব প্রফল্লতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। উত্তম রূপ সাজ-সভাবন প্রয়োজন। বাহিরের বেষ্টনই মানবকে কর্মাঠ ও কার্যান নিপুণ করে। মাহুষের কর্ম্ম-নিপুণতা বৃদ্ধি করিতে গেলে ভারার বাহিরের আবহাওয়ার প্রকৃতি বেশ আরাম্লয়ত তত্ত্ব। উচিত। এই সমন্ত কার্য্য-কারণের ভাব-খারার সভিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে না পারিয়াই তথন-কার প্রাচীন সমাজ অর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষীর মূর্ত্তি রচন। করিয়াছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশাস্ত, তিনি একজন স্থন্দরী স্ত্রী, কেননা স্থন্দরী স্ত্রী-ই পথিবীর ইতিহানে সর্বপ্রকার Romance স্থলন করিয়া আদি-য়াছে। মহা সমুদ্রের উপর বা পার্খে, খেচর বাহনে উপবিস্তা। শূন্য ও অনস্ত এই ধ্যান ধারণার দীমা। आहीन औरमत राप-रापीत मूर्छिश्वनि cause and effect এর ইতিহাস রূপে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন রোমান-গণ জ্বপিটারকে তাহাদেয় জাতীয় দেবতা হিসাবে কন। কবিয়া তাঁহাতে যে সমস্ত গুণাবলী আরোপ করিয়াছিলেন --- সেই সমন্ত গুণাবলী তথ্যকার রোমান নেতাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যাইত। আদিম সমাজে আধ্যাত্মিকতা এই-রূপেই প্রবেশ করে।

ধর্ম ও ভগবান জগতের ইতিহাসে বহু পুরাতন বত্ত।
বে জাতি যতই পুরাতন হউক না কেন ধর্ম ও ভগবান
তাহাদের ছিলই। প্রীক দার্শনিক প্লেটে, সক্রেটিস ও
আমাদের বৈদান্তিক অধিগণ যুক্তিমূহক সার্বজনীন ধর্ম
প্রচার করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। আদিময়ুগে
মানব যথন সর্বপ্রধার বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রাম
করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল তংন অভকারকেই
ঐশীশক্তি প্রদান করিয়া দেব আখ্যা প্রদান করে। ভারতবর্ষে আর্য্যগণ প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অভকার ও সংগ্রাকেই
দেবতাপদে বসাইয়া পূজা করিত। ভারতের আরহান্তাম
আসিয়া হিমালয়ের সন্নিকটে বাস করা হেত্ব, প্রকৃতির
মনোরর দৃশ্য তাহাদিগকে এত অধিক প্রিকারে আর্বিট
করে বে তাহারা তাহাদের ধর্ম-গত মর্নোটার সংক্রিয়া
অভকারের স্থান তাহাদের ধর্ম-গত মর্নোটার সংক্রিয়া
অভকারের স্থান আলোকেই বিষ্কৃতির মুক্রারের ব্যক্তির

মানবের পরিবর্ত্তনশীল মন্তিক তথন ছই প্রকার শক্তি দীকার করিয়া লয়। আলোককে দেবতার পদে বরণ কবিয়া লইয়া **অন্ধকারকে অস্তরের পদে ব**রণ করে। আলোক-আঁধারের যুদ্ধই দেবাস্থরের সংগ্রাম-কাহিনী। বাইবেলে ভগবান-শয়তান সংঘটিত সংগ্রাম-কাহিনীর দৈংপত্তিও এইখানে: কিন্তু ভাবক দার্শনিকর্গণ ভগবানকে সীমাবদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়া তাঁচাকে বিশ্বরূপী হৈতে বলিয়া কল্পনা করেন। গ্রীস ও ভারতীয় দর্শনধারার স্হিত থাহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা স্বীকার করিবেনই উভয় দেশেই ভগবানকে সমস্ত চৈত্ত শক্তির মূল ও আধার বলিয়া স্থীকার করা হইয়াছে। ভগবান অনুস্থ শ্যার শারিত ছিলেন, সৃষ্টির ইচ্ছামাত্র আদিলে বিশ্বচিত হুইয়া গেল, বাইবেলেও এই যুক্তিধারাই রূপান্তর করিয়া প্রদান করা হইয়াছে। পরবর্তীযুগে Revealed religionএ দার্শনিক ব্যাথাকে রূপ প্রাদান কবিবার জ্ঞাই ভগবানকে বিরাট, অন্ত মহামান্ব বলিয়া কল্পনা করা হয়, আমাদের দেহ তাঁহারই শরীরের ক্ষুদ্র অমুকরণ এবং আত্মা তাঁহার আত্মার অংশ বিশিষ্ট মাত। এই বিখ্যান্য স্থরূপ ভগবানের সংস্পর্শে আসিয়া জাতির ধ্যান ধারণা প্রষ্টলাভ করে, তথনই জাতীয়তা সজন হয়। গ্রীসের দেব ও দেবী কোনরূপ চিত্তের বা ভাবের বিকাশমাত্র। Cause এবং effect এর হারান স্ত্রতীকে মৃত্তি প্রদান করি ার জন্মই ভাষাদের কাঠামো বচিত হয়। এইজন্ম ভাষাদের ভাব-ধারণা কুন্ত, সীমাবদ্ধ। সামান্ত মানবের স্থায় তাহার। বাজিগত স্বাৰ্থ লইয়। বাস্ত পাকে। যুদ্ধের সময় কাম ক্রোধের বশীভত হইয়া কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করে। রোম ভাহার ধর্মভাব গ্রীস হইভেই নংগ্রহ করে। কিন্তু ত্রীসের দর্শনশাস্ত্র—রোমের আবহাওরায আসিয়া অনেকটা বিশ্ব-ভাব গ্রহণ করে। এইজন্মই রোম ভাহার দেব-দেবীগণকে অনেকটা সম্বীর্ণতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। মধ্যমুগে ইউরোপে খুইধর্ম প্রচারিত হইলে থীদ ও রোমীয় ভাব-ধারার প্রাত্তাব ধাকা-সংগও उथनकात शहान धर्या आत्रका श्रीत ७ तारमह आहर्त्य है রচিত হইয়াচিল।

वर्षमान विकास क्रम्बादमञ् आहे. विच-वृतित्व जात्मददन

চকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাচীনকালে আত্মাকে সর্ব্য বস্তুর জনক হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছিল। ভগৰান সমস্ত আত্মার সমষ্টি বা বিরাট-আত্মা বলিয়া কলিড হইত। এই বিরাট আত্মা ভূচর, খেচর প্রভৃতি চতুর্দশ ভূমি থেয়াল অমুঘায়ী স্থান করেন। সর্বজাতির স্টি-তত্তেই এই একই ধ্বনির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। পৃথিবী স্জন করিতে এক মুহুর্ত সময় লাগুক বা গাতদিন লাগুক. প্রকৃত কথা এই যে ভগবং শক্তির চেষ্টায় অল্প সময়েই উरात जन-रेरारे नकन (मध्य द्याविक रहेगाहिन। তাহার পর আদিল ভূতব, জীবতব, দেহতব ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি। geology বা ভতৰ স্প**ইট** নেখাইয়া দিল পৃথিবী স্থান হইতে লক্ষ্ লক্ষ্ বংসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। নৃত্ত শিখাইল যে মানব জাতি একদিনে কোন অসাধারণ শক্তির খেয়ালে উৎপন্ন হয় নাই, কুদ্র কুদ্র প্রাণীর পরিবর্তনকালে বছ লক্ষ বৎসর গত হইলে বৰ্তমান মানব জাতি সৃষ্টি হইয়াছে। প্ৰাচীন তত্ত প্রতির মূলে এইরূপ কুঠারাঘাত করিয়াই বিজ্ঞান ক্ষান্ত হইল না। বিজ্ঞান মার্নি-জাতির বহু পুরাতন ধারণা যে হৈত্ত বা আত্মা প্রথম এই সভোর তম্ব নিরূপণে নিযুক্ত হইয়া প্রকাশ করে যে জড়ই মূল, জড়ই সমস্ত সষ্ট বস্তর এক্যাত্র স্তুণ, আত্মা জাডের ভাবাস্তর মাত্র। আত্মা বা হৈতনা প্রথম নয়, জড়ই প্রথম। মাটীর রূপ। স্কর ঘটলে কেঁচো জন্মায়। স্নতরাং মাটীই প্রথম, কেঁচো কখনই প্রথম হইতে পারে না। Biology স্পাইই প্রমাণ করিল যে জড়ের রূপান্তর ঘটিলে কোন প্রকার প্রাণের সঞ্চার হয়, এবং প্রাণীগুলির ক্রম-বিকাশ ফলেই জগতে নানা প্রকার animal বা েহ-ধারী জীবের সৃষ্টি হইভেচে। ভুমি খনন ক্রিয়া অনেক প্রকার প্রাণীরই কছ'ল পাওয়া গিরাতে, ভাহারাও এক সময়ে শরীর পরিগ্রহ করিয়া এই প্রিবীতেই পরিভ্রম্প করিয়া বেড়াইত : মান্ব-জাতিরও নানা প্রকার রূপ ছিল। শরীরগত অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া नियाहि। कार्जिट जल्हे यनि श्रवंभ हत्त. স্টির প্রারত্তে অজ্ঞান জড়ই বদি প্রথম প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে চৈতনাময়, দৰ্কশক্তিমান বিখ-আত্মার কলনা, कृत शामना नक्छ,-वानिवर्त्तत मानव-विख्यात व्यव- বিকাশ মাত্র, উহ। সত্য নহে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কথনও চিরস্থায়ী ভগবান থাকিতে পারে না, বর্ত্তমান মুগের ভাবধারার সহিত প্রাচীন মুগের ভাবধারার এই খানেই পার্থক্য। কিছুই স্থায়ী নহে, সবই পরিবর্ত্তনশীল; মানবের দেহ ও আচার-ব্যবহার পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, বর্ত্তমানযুগ এই মহা সত্য শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

#### সনাতন সত্য কি ?

ধাল্মিকী রামায়ণে রাম যথন সত্য-পালনের জন্ম বন-ধাদ থাত্রা করিবার উচ্ছোগ করিতেছেন তথন কবি বলিতেছেন, সভাই জগতের প্রাণ, সমস্ত জগৎ সভ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বতরাং সত্য সনাত্নী, উহার কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। প্রাচীন ভাব-ধারার ইতিহাস পাঠ কবিলে আমরা দেখিতে পাই যে সত্য ক্রমশঃ কলে-বর পরিভাগে করিয়া দেহান্তর ধারণ করিয়া থাকে। বাই-বেলের তত্তভলিকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল, উহা সত্য নয়। একজাতির আচার ব্যবহার অন্ত জাতির গ্রহণীয় হয় না, কাজেই উহা-দের মধ্যে কোন আচার ব্যবহার সভ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাহা বলা বড়ই কঠিন। বৈজ্ঞানিক তথাগুলিও সার সত্য নহে। এক যুগের ভত্ত অভ যুগের গবেষণায় আশিয়া মিথাায় পরিণত হইতেছে। ইহার কারণই এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। কোন একস্থলে একটা শবকে কবর দিয়া রাখিলে এক হাজার বংসর অস্তে উহার অস্তিত্ব পাওয়া ভার হইয়া উঠে। গুহের আস্বাব পত্র যাহা আজ ঝক্ঝক ক্রিতেছে চই হাজার বংসর অত্তে উহাদের দেহান্তর ঘটিয়া অন্ত আকার প্রাপ্ত হইবে, তথন বর্ত্তমানের আখ্যা উহাদিগকে প্রদান করিতে গেলে সভ্যের অপলাপ করা হইবেই।

প্রাকৃতিক জগতে যাহা ঘটিয়া যাইতেছে—মানবের সমাজেও তাহারই অফুকরণ চলিতেছে মাতা। মানব মাত্রই সমাজ প্রিয় জীব। আরিইটল স্পাইই বলিয়াছেন যে Man is a Political animal বা সমাজপ্রিয় প্রাণী।

कथां । थ्वरे युक्तिशृर्व। मानव नमा ब-वक्क ভाবে शास्त्र বলিয়া প্রত্যেক সমাঞ্চেরই একটি স্বতম্ব অন্তিদ্ব আছে। সভ্যবদ্ধ হুইয়া মানব সমাজকে স্থাষ্টি করিলেও সমাদ্দের স্বতন্ত্র সতা অনেকেই স্থীকার করেন। জন্যান ও বাজ্যান এই তুইটির বায়র সংমিশ্রণে জলের স্কন হয়, কিন্তু মুখন জল স্ট হয় তথন উহা ঐ ছইটি বাম্পের একটিও নয়। সেইরপ সমাজ কতকগুলি মানবের সমষ্টি হইলেও, স্মাদ্ স্ট হইয়া গেলে উহা এক স্বভন্ত আকার ধারণ করে। এই স্বতন্ত্র ভাবের ধারক সমাজ উহার অধীনত্ব সর্বাসাধা-রণের স্বার্থ ও স্থা স্বচ্ছন্দ তার দিকে দৃষ্টি রাপিয়া নিত্য নতন পরিবর্ত্তন স্থাষ্ট করিয়া চলিয়াছে। সামাঞ্চিক সভা গুলির এই জন্মই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া যাইতেছে। এক শতাস্বীর তত্ত্বে সহিত অক্ত শতাব্দীর তত্ত্বে কোন সাদভাই রক্ষিত হয় না। প্রাচীন যুগে কোন বলবান ব্যক্তি প্রবল হইয়া কতকগুলি বলবান ব্যক্তির সহিত সন্মিলিত হুইয়া যে রাষ্ট স্থাপন করেন তাহার নাম রাজভন্ত। রাজভন্তের অধীনে থাকিয়া সামস্তগণের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রাজার ক্ষমতা ভ্রাস করিয়া দিলেই সামস্ভতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে যুগে একমাত্র রাজাই দেবতা বলিয়া পুজিত হইতেন। সমস্ত ভূমিই তাঁহার সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। সামস্ভাযুগে এই সড্যের ব্যতিক্রম সংঘটিত হইয়া যায়। জমি এখন ভগুই রাজার একচেটিয়া অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাহার পর বাণিক্য বৃদ্ধির সহিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হইলে, আইন-কামুনেরও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া যায়। পায়-ভাগেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়। কল-কারধানার প্রতি-ষ্ঠার সহিত শ্রমিক জাতি বলিয়া এখন এক নৃতন শ্রেণী সমাজে দেখা দিয়াছে। ক্ষেত-খোলার চাষাদের সহিত कृषि-मध्यां छ अभनीविश्व ইহাদের পার্থক্য আছে। আইনতঃ নাই হউক কাৰ্য্যতঃ তাহান্না অমিরই মালিক। তাহাদের জীবিকা কর্জনের পদা সনাতনী হিসাবে স্থিনী কৃত। কল-কারখানায় যে সমন্ত কুলী কাল করে ভাহার। टेनिनक मक्ती भाग माख। जाहारमत्र की विका छेनाकरनः कान श्रामी जेशाम नाहे। कन-कात्रभाना **स्मा**न णाशास्त्र भार्थिक भवशा (वन चल्कन वादक केरा प्र

ক্রম ঘটলেই উহাদের দৈশ্য দশা ও ছর্ভিক্ষ উপন্মিত হয়। গ্রামের কৃষক্গণ অনেক সময়ই অজ্ঞ ও কুসংস্থার বিশিষ্ট ভাহাদের অনেকেই প্রাচীন সভ্যতার আবহাওয়ায়ই বাস করে। স্বাধীন মনোর্ত্তি তাহাদের সীমানায় আসিতে পারে না। চিরকাল অধীন থাকিয়া দাসত্ব ত্রীকার করায় তাগাদের ধর্ম। কিন্তু কলকারখানার কুলীগণ সহবের দ্বীর। তাগারা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর শিক্ষিত। প্রত্যেক मित्नव अको निर्मिष्ठे म्याराय क्रा मान्य श्रीकात कतिरत्न छ, অন্য সময়ে তাহার। স্বাধীন। তাহারা কি চিন্তা করিবে, কাহাকে উপাদনা করিবে, কোথায় তাহাদের মনের ব্যথা জ্ঞাপন করিবে তাহা নির্দেশ করিয়া দিবার ভার তাহার মনিবদের উপর নাই। অপেক্ষাক্রত স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করিতে পারে বলিয়াই তাহারা জগতের স্বাধীন মনোভাবের সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ পায়। কাজেই এই যুগে যদি মধ্যযুগের সামস্ত রাজগণের নীতি এই কুলীদের মধ্যে প্রচার করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে খুৰ স্বাভাবিক ভাবেই উপহসিত হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

জগতের সভ্যতার ইতিহাসে ধনোৎপাদন একটি মৃল উপাদান। অর্থই সভ্যতার মূলমন্ত্র। প্রজ্ঞাবৃদ্ধির সহিত ধনবৃদ্ধি সংঘটিত করিতে পারিলেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। যে সমস্ত সভ্যতা ধরাপৃষ্ঠ হইতে লয় প্রাপ্ত ইইয়তে বিশেষ অন্তসন্ধান করিলেই জ্ঞানিতে পারা ঘাইবে, তাহারা জনবৃদ্ধির সহিত ধনোংপাদন প্রণালীর সামঞ্জ্ঞ রক্ষা করিতে পারে নাই। স্থিতিশীল সমাজে যথন কোন আক্ষিক পরিবর্তন আসিয়া দেখা দেয় তথনই বৃথিতে হইবে যে উক্ত সমাজের ধনোংপাদন করিবার শক্তির হাস ঘটিয়ছে। ক্রম-বিকাশ ও আক্ষিক পরিবর্তন বাহতঃ বৈলক্ষণ শক্তিত হইলেও উহার মূলে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। জল ক উত্তপ্ত করিয়া যথন সেন্টিগ্রেডের ১০০ উত্তাপে লইয়া যাওয়া হয় তথনই জল বান্পে পরিণত হয়। জনের এই আক্ষিক পরিবর্ত্তন যুবই স্থাভাবিক; আমা-

দের সমাজেও এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন মাথে **মাথে** সংঘটিত হয়।

যাহারা ভাবেন যে আকম্মিকতা বলিয়া জগতে কিছুই नारे, সমস্তই क्रमिवकारणत कल, छ।शास्त्र युक्तित मुरन থানিকটা সভ্য আছে। ক্রমবিকাশ জগতের অণু-পর-মাণুতে অষ্টপ্রহর সংঘটিত হইয়া যাইতেছে। ক্রমবিকাশের শেষ সীমানা মাঝে মাঝে আসে, যেখানে রূপান্তর বা দেহান্তর ঘটে, তাহাকেই জন-সমাজে আক্সিকতা বলিয়া আবাা দেওয়া হয়। ভগর্ভে অনবরত পরিবর্তন সংসাধিত হইয়া ঘাইতেছে, পরিশেষে এমন পরিবর্ত্তন হয় যথন হয় ড বা উন্নতশির পর্বত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয় কিছ। গভীর সমদ্রতল উন্নতশির পর্বতে পরিণত হয়। হঠাৎ এই প্রকার পরিবর্ত্তনের নামই আক্ষিক তুর্ঘটনা। স্মাজেও এইরূপ আকম্মিক তুর্ঘটনা অনবরত ঘটিয়া চলিয়াছে। চীনের বন্ধার বিদ্রোহ, ভারতে দিপাহী বিভোহ, ফ্রান্সের ১৭৯৩ সালের রাজন্মোহ, ১৯১৪ সালের জগংব্যাপী সংগ্রাম সমস্তই অবশ্রাই ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি. কিছ এ এ সনে প্রেরাক্ত ঘটনাগুলির রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়াই উক্ত সন গুলিকে আমরা আকম্মিক পরিবর্ত্তনের যুগ বলিয়া থাকি।

বর্ত্তমান যুগে আমরা এক জগৎ ব্যাপী পরিবর্ত্তনের সন্মুখীন হইতেছি। প্রাতন ভাবধারা ও আচার-ব্যবহার ক্রমশঃই জন-সমাজের আস্থা হারাইতেছে। একই ভাব-ধারা আসিয়া পৃথিবীর সর্ব্বর ছড়াইয়া পড়িতেছে। পরি-বর্ত্তনশীল জগতে যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে সনাতন সভ্য বিলয়া কিছুই থাকিতে পারে না, মানবের অতি প্রিয় ধর্ম ও ভগবানও যখন বিচারের বস্ত্বতে পরিণত হইয়াছে তখন প্রাতনের দোহাই দিয়া নৃতনকে বরণ করিয়া না লইলে পশ্চাতে পড়িয়া ধাকিতে হইবে। আমরা পরবর্ত্তী কয়েক অ্যায়ে এই ভাব-ধারার গতি ও পরিপৃষ্টি এশিয়ার জাতিব্রুদ্ধের মধ্যে কিরণ ফ্রত সংঘটিত হইয়া যাইতেছে তাহারই এক্থানি আলেখ্য প্রাদান করিব।

# "উপবাদী তপস্বীকে অন্নদান কর"

### শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(মহাস্থাজীর অনশনের সন্ধলে বোলপুর শান্তিনিকেতনে তথা-ক্ষিত পৃষ্ঠ ও অপৃষ্ঠ সকল শ্রেণীর হিকুদের যে সভা হয়, তাহাতে রবীক্রনাথ নিম্নলিখিত বার্তা দেশবাসীর নিকট প্রচার করিয়াছেন :—)

যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন
হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাইনে। যখন দেখা
পাই সে আমাদের সোভাগা। আজকের দিনে ছংথের
অস্ত নেই, কত পীড়ন, কত দৈনা, কত শোক তাপ
আমরা নিতা ভোগ করচি, ছংখ জমে উঠেচে রাশি রাশি।
তবু সব ছংখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে
মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ কর্চি, সেই মাটিতেই
একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নাই, তিনি ভারতবর্ষে

বারা মহাপুরুব তাঁরা যধন আদেন, আমর। ভাল করে চিনতে পারিনে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীক, অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাদ হুৰ্বল। মনেতে গেই **সহজ শক্তি** নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ ব্রুতে পারি, তাহণ করতে পারি। বাবে বাবে এমন ঘটেচে, বাঁরা **দৃক্লের ব**ড়ো, তাঁদেরই স্কলের চেয়ে দূরে ফলে রেখেচি। ধারা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সংজ নয়; কেন না আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সংক মেলে না। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝতে কঠিন লাগে না, সেটা ভালোবাদা। যে মহাপুরুষ ভালোবাদা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা এক-রুক্ম করে বুঝতে পারি। সেজতো ভারতবর্ষে এই এক **আক্র্য্য ঘটনা ঘটল,** যে, এবার বুঝেচি। এমনটি সচরাচর ষ্টেনা। যিনি স্থামাদের মধ্যে এসেচেন তিনি স্বতাস্ত উচ্চ, অত্যস্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেচি, তাঁকে জেনেচি। সকলে বুঝেচি, তিনি আমাদের। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চনীচের ভেদ নেই, মুর্থ বিশানের ভেদ নেই। ধনী দরিজের ভেদ নেই। তিনি বিভরণ

করেচেন সকলের মধ্যে সমানভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেচেন, সকলের কল্যাণ হোক সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেচেন শুধু কথায় নয়, বলেচেন ছৃংথের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েচেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস ছৃংথের ইতিহাস। ছৃংথ অপমান ভোগ করেচেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেচে। তাঁর ছৃংথ নিজের বিষয়- হুংথের জন্য নয়, স্বার্থের জন্যে নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই যে এত মার থেয়েচেন, উল্টে কিছু বলেন নি কথানা, রাগ করেন নি। সমন্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েচেন। শক্রেরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছে ধৈর্য্য দেখে, মহন্ব দেখে। তাঁর সকল্প সিদ্ধ হল, কিছু জোরজবরদন্তিতে নয়; ভাগের বারা, ছংথের বারা, তপস্তার বারা তিনি জন্মী হয়েচেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের ছৃংথের বোঝা নিজের ছ্বথের বেগে ঠেলবার জন্য দেখা দিয়েচেন।

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেচ কি না জানি না।
কারো কারো হয় ত তাঁকে দেখার দৌভাগ্য ঘটেচে।
কিন্তু তাঁকে জানো সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে।
সবাই জানো, সমস্ত ভারতবর্ষ কি রকম করে তাঁকে জড়ি
দিয়েচে, একটি নাম দিয়েচে—মহাত্মা। আশ্চর্যা, কেমন
করে চিন্লে। মহাত্মা জনেককেই বসা হর, তার
কোনো মানে নাই কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা
বলা হয়েচে, তার মানে আছে। যার আত্মা বড়ো, তিনিই
মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বড়া, টাকার্জা,
ঘর সংসারের চিন্তার যাদের মন আত্মর, তারা হীনাত্মা
বহাত্মা ভিনিই, সকলের হুও ছংখ, বিনি আশ্নার করে
নিরেচেন, সকলের ভালোকে বিনি আশ্নার করে

জানেন। কেন না, সকলের হাদয়ে তাঁর হান, তাঁর ফারে সকলের হান। আমাদের শাল্পে ঈশরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্তালোকে সেই দিব্য ভালোবাসা, সেই প্রেমর দ্রুর্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যাঁর মধ্যে প্রকাশ প্রেটে তাঁকে আমরা মেণ্টের উপর এই বলে বুঝেচি যে তিনি হার দিয়ে সকলকে ভালো বেসেচেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ভালো করে চিনতে একটু বাধালাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সভ্যকে হাকার করতে ভীক্ষভা বিধা সংশ্ব আমাদের জাগে বিনাক্রেশে যা মানতে পারি, তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সভাটাকে নিতে পারশ্ব না। এইখানেই তাঁকে মারল্ম। তিনি এসেচেন, ফিরে গেলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিতে পারশ্ব না।

থীন্তানশাল্লে পডেচি আচার নিষ্ঠ য়িছদিরা যীওথীইকে শক্র বলে মেরেছিল। কিন্তু মার কি ওধু দেহের ? থিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খলে দিতে আসেন সেই পথকে বাধাগ্রন্ত করালেও কি মার নয় ? সকলের চেয়ে বড়ো মার দেই। কি অসহা বেদনা অস্তুত্তব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যু গ্রহণ করেচেন। দেই ব্রতকে र्शन जामत्रा श्रीकात करत ना निष्टे, उत्त कि उाँक খামরা মারলুম না ? আমাদের ছোটা মনের সংকাচ, ভীকতা আৰু লক্ষা পাবে না? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্শ্বের মধ্যে ঠিক জায়গায় অন্তভব করতে পারব না ? গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান ? এত ভীকতা আমাদের ? সে ভীকতার দৃষ্টান্ত ভো তাঁর মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অস্ত নেই তাঁর; মৃত্যুকে তিনি ভূচ্ছ করেচেন। কঠিন কারাগার, তার সমস্ত লোহার শিক্ল নিয়ে তাঁর ইঞাকে ঠেকাতে পারে নি। শেই তিনি এসেছেন আৰু আমাদের মাঝধানে। আমরা <sup>যদি</sup> ভয়ে পিছিলে পঞ্চি ভবে গৰু। রাথবার ঠাই থাক্বে ন। তিনি আৰু মৃত্যু-ব্ৰত গ্ৰহণ করেচেন, ছোট-<sup>বড়োকে</sup> এক করবার **জন্যে। তার সেই সাহদ, তার** গেই শক্তি আহক আমাদের বৃদ্ধিতে, আমাদের কালে। খামরা ধেন আজ গলা ছেড়ে বলড়ে পারি, ভূষি যেরো

না, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত। তা **বদি না** পারি এত বড়ো জীবনকে যদি বার্থ হতে দিই, তবে ভার চেয়ে বড় সর্বানাশ আর কী হতে পারে ?

আমর। এই কথাই বলে থাকি, যে বিদেশীর। আমাদের
শক্রতা করচে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো শক্র আছে
আমাদের মজার মধ্যে, সে আমাদের ভীক্রতা। সেই
ভীক্রতা জয় করার জন্য বিধাতা আমাদের জন্তু শক্তি
পাঠিয়ে দিয়েচেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে, তিনি আপন
অভর দিয়ে আমাদের ভয় হরণ করতে এগেছেন। সেই
তাঁর দান হন্দ্ব তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব?
এই কৌপীনধারী আমাদের দারে দ্বারে আঘাত করে
ফিরেচেন,তিনি আমাদের সাবধান করেচেন কোন্ধানে
আমাদের বিপদ।

মান্থ্য যেখানে মান্থ্যের অপমান করে মান্থ্যের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মান্থ্যের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েচি ভারতবর্ধের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েচি শত শত নত মস্তকের উপরে, তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত ত্র্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারচিনে।

আমাদের চলবার রান্তায় পদে পদে পদকুও তৈরি করে রেংধচি,—আমাদের সৌভাগ্যের অনেকথানি তলিয়ে যাচেচ তারই মধ্যে। এক ভাই আর এক ভাইয়ের কপালে স্বহত্তে কলম লেপে দিয়েছে, মহাত্মা সইতে পারেননি এই পাপ।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অক্সভব করো, কী প্রচণ্ড তাঁর সন্ধরের জোর। আন্ধ তপথী উপবাস আরম্ভ করেচেন,দিনের পর দিন তিনি অর নেখেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অর ? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অর। তাই দিরে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেচি, পাপ প্রীভৃত হয়ে উঠেচে। ভাইরের সঙ্গে ব্যবহার করেচি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপবানে সম্ভ পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেচে

আমাদের। যদি তাদের প্রাণা সম্মান দিতাম তাহলে আজ এত তুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অস্থা সব সমাজকে লোকে সমান করে, ভয় করে, কেননা তারা পরম্পর ঐক্যবদ্ধনে বদ্ধ। আমাদের হিন্দুসমাজকে আঘাত করতে অপমান করতে কারো মনে ভয় নেই বার বার তার প্রমাণ পাই। কিদের জোরে তাদের এই ম্পর্দ্ধা দেকধাটা যেন এক মৃহুর্ত্ত না ভূলি।

যে সম্মান মহাম্মাজী স্বাইকে দিতে চেয়েচেন, দে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পার্বে না দিতে ধিক্ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ কর্তে বাধা দের যে সমাজ, ধিক্ সেই জীর্ণ-সমাজকে। স্বচেয়ে বড় ভীক্ষতা তথনই প্রকাশ পায় যথন স্তাকে চিন্তে পেরেও মানতে পারি নে। সে ভীক্ষতার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেকদিন থেকে আছে দেশের উপর।
সেইজন্তে প্রায়শ্চিত্ত করতে বদেচেন একজন।
সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে; সেই মিলনেই
আমাদের চির মিলন স্থক হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে
তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে
ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ
করো সকলে, কালন করে। পাপ। মদল হবে। তাঁর
শেষ কথা আজ আমি ভোগাদের শোনাতে এসেচি।
তিনি দ্রে আছেন, কিন্তু তিনি দ্রে নেই। তিনি
আমাদের অন্তরেই আছেন। যদি জীবন দিতে হয়
তাঁকে আমাদের জত্তে, তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাধা হেঁটে হয়ে যাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েচন তা ছরাই, ছংসাধ্য ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে ছংসাধ্য কাজ তিনি করেচেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তাঁর। সাহসের সদে যেন গ্রহণ করতে পারি তাঁর দেওয়া ব্রত। যাকে আমরা ভয় করচি, সে কিছুই নয়। সে মায়া, মিধ্যা। সে সত্য নয়; মানব না আমরা তাকে। বলো আজ স্বাই মিলে, আমরা মানব না সেই মিধ্যাকে। বলো আজ স্বাই মিলে, আমরা মানব না সেই

কিলের ? তিনি সমন্ত ভয় হরণ করে বলে আছেন। মৃত্যু-ভয়কে জয় করেচেন। কোনো জয় যেন আজ ধাতে না আমাদের। লোক ভয়, রাজ ভয়, সমাজ ভয় কিছতেই বেন সন্তুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অফুর্র্ত্রী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেব না তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আব্দ তাকিয়ে আছে, যাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাস করচে। এত বড়ো ব্যাপারটা সভাই উপহাসের বিষয় হবে যদি আমাদের উপরে কোনো ফল না হয়। সমস্ত পৃথিবী আক বিশ্বিত হবে যদি তাঁর শক্তির আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে, যদি সুবাই বলতে পারি, জয় হোক তপস্বী, তোমার তপস্থা সার্থক হোক। এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পার থেকে পৌছিবে আর এক পারে, সকলে বলবে, সভ্যের বাণী অমোঘ, ধন্ত হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বডো সার্থকভাষ যে বাধা দেবে সে অত্যন্ত হেয়, ভাকে ভোমরা ভয়ে ধদি মানো তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা। জয় হোক দেই তপস্বীর যিনি এই মুহুর্তে বদে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে সমন্ত হৃদযের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জালিয়ে। তোমরা জয়ধনি করো তাঁর তোমাদের কঠস্বর পৌছুক তাঁর আসনের কাছে, বলো তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সভ্যকে স্বীকার করলেম।

জামি কী-ই বা বলতে পারি। আমার ভাষায় জোর কথায়? তিনি যে ভাষায় বল্চেন সে কানে শোনবার নয়, সে প্রোণে শোনবার; মাহুষের সেই চরম ভাষা, নিশ্চয়ই ডোমাদের অস্তরে পৌচেছে।

আমাদের সকলের চেয়ে বড় সৌভাগ্য পর যথন আপন হয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ, আপন বখন পর হয়। ইচ্ছে করেই যানের আমর। হারিরেচি ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকে।, অপরাধের অবসার হোক্, অমকল দ্র হয়ে যাক্। মাস্থকে গৌরব দান

ু স্থালখিকা শ্রীজ্যোতির্দ্ধনী দেবী এই গল্পটিতে স্থাকোলে ভারতের একটি চিরস্তন জীবন্ত সমস্তার মর্শ্রকণার উপর ইঙ্গিত করিয়াছেন। বর্ত্তনান সময়ে এই কথাটির উপরে ভারতের চিন্তানলৈ নর-নারী মাত্রেরই দৃষ্টি নিবন্ধ আছে। আশা করি গল্পটির হৃদয়-ভাঙ্গা অঞ্চ-স্কল-রদের সঞ্জে ভারতের মর্শ্ব-ভাঙ্গা এই কথাটিও পাঠক-পাঠিকার হৃদয় অপ্শিক্তিবে]

টিফিনের ঘণ্টা।---

মেয়েরা হোট বড় দলে দলে থেলা ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল।
কেট বা এমনিই ক'জন মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প কবছিল।

ম্যাট্রিক ক্লাদেরা একটা দলে মিন্তু, বিন্তু, বেণু, রেবা, বিজয়া, শোভা, শান্তি রমা স্থা সব মিলে কি একটা বিশেষ তর্কে মগ্র হয়ে উঠেছিল।

মীতা, সাবিত্রী, সভীদের মধ্যে কাকে কার কত ভাল নাগে আর কেবা ওঁদের মধ্যে সভিত্য খুব ভাল এই ছিল তংকর বিষয়।

শোভা বল্লে—'ওঁদের স্বাই ভাল ও আমি ব্রুতে

বিহু বল্লে, 'ওতে। ভাই তোমার ফাঁকি দেওয়া হ'ল—' নিহু বল্লে, 'হাা ঠাকুর দেবতা বলে ও কিছু বলবে না মার কি।

শোভা রেগে উঠন—'দেখ না ভাই রেণুদি'—
শান্তি বলে, আচ্ছা, বিজয়া দি' তুমি তো সবায়ের

া

ত্মি কেন বল না ?'

স্বাই বিজয়াকে ঘিরল।

বিজয়া বল্লে, 'আজ্জা পণ্ডিত পাকড়েছিস দেপছি—' মিমু বল্লে,—কার কাকে ভাল লাগে—এইটেই হচ্ছে <sup>হর্ক,</sup> ভোমার কাকে ভাল লাগে সবচেয়ে বল না ?—

ত্বিষয় কাকে ভাল লাগে স্বচেয়ে বল না ?—

'তবেই তো !' বলে বিজয়া চুপ করলে চিস্কিভভাবে।

মেয়েরা বলে "বলু না ? স্বাই বিজয়ার দিকে চেয়ে—

বিজয়া একটু হাসলে—ভারপর বলে, 'সভী'

তারপরেই বলে,—'না, না, সীতা—' স্বাই কোলাহল করে উঠল।

'या' वनि - अकवादत वन् अवि - यो - रे

মৃত্ হেদে বিজ্ঞা বল্লে—'আচ্ছা, দাবিত্রী! মিছ তাকে ঠেলা দিয়ে বল্লে,—'থা' ছছু থেলে— স্বাইকে বলে নিলে, না না করে।'—

বিজয়া সহাক্ষে বল্লে, 'নিলামই তো!—কেউ য়িদ
শাপ দেন আমাকে! ভয় করে না ব্ঝি—শেষকালে
কেউ বলবেন, আমার মতন বনবাস; কেউ বলবেন
মরাকে বাঁচাও, কেউ বলবেন, দক্ষ যক্ত কর—এতো
আর সভ্য তেতা নয়,—তথন—ত্রকগাটী—'

'ফাঞ্চিল কোথাকার'—সমন্বরে সকলে বল্লে,—তুই শোভার চেয়ে চালাক।'—

'কি করি তোদের, জালায়। আমি ওঁদের প্রশংসা পত্র দেবে এত বড় পণ্ডিত ইইনি—চলু ঘণ্টা বাজল,—'

2

রেবার বাব। তিন পুরুষে দেনী খুঠান ছিলেন। নাম ছিল তাঁর জন ক্রেন্দ্র মিতা। 'জনটা' লুগুই থাকত বাপের নামও অমনি চার্লি রামকান্ত মিতা। কোন একটা মিশনের কলেজে প্রফেগার ছিলেন।

অবস্থা ছিল বেশ সচ্ছল। বাপের একমাত্র মেয়ে বেবার মার সচ্ছে তাঁর পিতৃত্বের লক্ষী তাঁর সোনার ঝাঁপি খানা নিয়ে উত্তরাধিকারস্থা মিত্র পরিবারকে আপ্রায় করেছিলেন।

পরিবারের মধ্যে রেবারা ছটা ভাই বোন, আর মা বাবা তাদের! কাজেই আদর প্রশ্রের অবকাশ বেশ প্রচুরই ছিল। মেয়ের নাম মেরী রেবা, ছেলের নামও আর্থির বীরেক্স।

সন্ধা। রেবার বাবার পড়বার ঘরে রেবা চুকল। বই থেকে মুখ না তুলেই বাবা জিজাসা করলেন, 'কি ধবর ?' সমস্থার মীমাংসাটা বাবার কাছে পাওয়া গেলে মন্দ হয় না।

রেষা বললে, 'আচ্ছা বাবা—দেদিন তুমি বলে যে শুক্তলা চরিত্র নাকি বড় চমংকার'—

পিতা মেয়ের দিকে চেয়ে হাসলেন, 'হাাা, কি তা ?" মেয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়াল।

'আজকে ওরা সব তর্ক করছিল, আমাদের ক্লাসের মেমেরা,—সীতা সতী—সাবিত্তী কেমন এই সব।

তা' তুমি অত সেদিন শকুন্তলার কথা বললে—ওরা একটি বারও কেউ শকুন্তলার নামও করলে না ?'

—ৰাপ ৰগলেন, 'কেন তুই পড়িস্নি, সীতা সতীদের কথা ?

শকুন্তলা স্থন্দর স্থাষ্ট বটে কিন্তু হিন্দুদের আদর্শ হিসেবে দীতা দতী দাবিত্রী ধরা হয়; তা' ওরা কি মীমাংসা করলে দব ?'

'ওরা কেউই কিছু বললে নাভাল করে; বিজয়া মুথার্জি শুধু চষ্টমী করতে লাগল।'

আছে। তুই বল দিখি কে কেমন ? মৃছ হাত্তে পিতা জিজ্ঞাসাকরতেন।

রেবা অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাদলে, 'আমি দবটা ভাল করে জানি নাও দব গল্ল—'

পিতা বললেন—'তুই পড়িদ্ নি?—আর, তোদের
বয়সে যে আমরা ও সব বই পড়ে ফেলেছিলাম।—তথন
তো এত তোদের মতন করে লেখা সাহিত্য বেরোয় নি।
আমি আমার এক বন্ধু—হিন্দু সে ছেলেটা খুব বই পড়ত,—
আমি তার বাড়ীতে কত ছোট বেলায় রাবণের কুন্তকর্পের
ছবি দেখে মুগ্র হয়ে সব রামায়ণখানি পড়েছিলাম।
সেকালের বটতলার ছবি রাবণের সারি বাঁধা দশ মাধা,
কি ভালই লাগত সব দেখুতে—ভোদের তো এখন সব
নতুন নতুন সভা সংস্করণ সভা ছবি হয়েছে।'

পিতা হাসতে লাগলেন—'ওঁদের সকলের চরিত্রই ফুটেছে বেশ। বেশ ফুলরই। প্রভ্যেকের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। তুই পড়বি ?—দেখি দাঁড়া আমার

শ্লালমারীর কোণ খুলে একখানি বটতলার রামায়ণ

বেরুলো: কাগজ, বাঁধাই, শ্রী দেখে রেবার খুব আগ্রহ হ'ল না পড়তে!

রেবা বললে, 'কিন্তু তুমি তো বললে না ওঁরাকে কেমন ?

শিতা বললেন, 'মে তোরা ভাববি, তোদের ডিনেটাং ক্লাবের কথা—'

ইতিহাস হিসেবে রামায়ণ মহাভারত রেবা গলাধঃকর্ণ করলে বটে;—কিন্ত বিজয়াদের মতন হিন্দু সন্ধিনীদের মতন্ত তাতে না পেলে কিছু ভক্তির, না পেলে চমং-কারিছা।

দীতা যে কেন অত সহ করলেন,—দাবিত্রীর যেন গল্প কথা—অভিমানিনী দতীরটা তবু যেন সম্ভব—এমনি মনে হয়। তবু গান্ধারী, শকুস্তলা, স্বভ্জা যেন বোঝা যায় কতকটা, যাই হোক সে পড়ে নিলে।

বিজয়া শুনে জিজ্ঞাস৷ কয়লে, 'বেশ না ভাই ?'

রেবা ঈষৎ অপ্রস্তুত ভালে বললে—'হাঁা বেশ। তা' নিতান্তই গল্পের মতনই তো সব!'

মিন্তু বললে—"কেন, কি চমৎকার দীতার স্বভাব,— না ?'

একটু চূপ করে রেবা বললে, 'হাা বেশ, কিন্তু বড় ক্টু দিলেন তাঁকে তোমাদের রাম'—

বিজ্ঞা বনলে, সেটা ঠিক—ভাইতেই কিন্তু তার চঞ্জি অত ফুটেছিল তো—'

द्भवा **७४ू** এक ट्रे हामरन, ভानमन कि हू वनरन ना।

9

আনিন মাদের প্রথম।

রেবাদের থাউইয়ার। 'নন-কো-অপারেশন'এর খ্ব প্রচার চলছে। কলেজের স্থাপ পিকেটার ছেলেনের মেয়েদের ভিড়।

রেবা কলেকের স্বমূধে আসহস্পাদির করিছেল বললে—'ওরে মিস মিত্র, ও আবার সহতে কেরেকার

গুটি হু' তিন ছেলে, অভ বাম বেলে ক্রিকী বের এগিয়ে এল। পথের অন্ত বিক বেলে নিকা। ক্রিকী তিনটা বেরে আগছে কেলা কেল। া সমূদ্ রেবা খুব বিরক্ত গম্ভীর মূখে চুপ করে দাঁড়াল।

পিকেটার মেয়েটা বললে, 'আপনি একলা গিয়ে আর ক করবেন ? ক্লাগই বস্ছে না। প্রফেশাররাই ফিরে গাছেন।'

রাগ করে রেবা বললে,—'আপনাদের যে এতে কি টাদশ্য সিদ্ধ হবে বুঝিনে! শুধু বাজে একটী হন্ত্য—' রেবা যাবার জন্ম ফিরল।

বিজয়া আর অন্ত মেয়েরা কিছুই বললে না। আতে গ্রান্ত স্বাই ফিরতে লাগল।

পথে নেবে বিরক্ত স্করে রেবা বললে,—'ক'দিন এরকম দ্বালাবে কে জানে—'

'এতে হবে কি ছাই ?' অন্ত একটা স্থিনী মেয়ে বনলে।

বিজয়া বললে—'কিন্তু এড়ানো চায় না যে—'

রেবা বললে—'এড়ানো যায় না বলে নিজের তো ক্ষতি করতে পারা যায় না। এতে তোমাদের দেশ উদ্ধার এক্ষ্ণি হয়ে যাবে ?'

বিজয়া একটু চুপ করে বললে,—'দেশ উদ্ধার হতে পারে, কি, না পারে, জানি না, তবে অনেকেই মেনে চলেন তাই অনেক সময়ে এড়ানো যায় না।

পার পামাদের দেশ বললি,—তোদের বুঝি দেশ নয় ?'
রেবা অপ্রস্তেত হয়ে গিয়েছিল একটু, বললে 'দেশের
কণা নয় --নিধ্দের ক্ষতির লাভের কথা ভাবছি, তাই রাগ
হচ্চিল।'

বিজয়া বললে,—'সে তো সবাই ভাবে, তবে কি আব করা যায় ? চল আমাদের বাড়ী যাবি ?

R

বারেনের জন্ম দিন। রেবার বাবার ও মার জন কতক দেশ বিলিতী বন্ধু-বাহ্মবকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

বসবার মরে বসে তাঁর। গল্প করছিলেন।

বেবার গড় মানার কে এক বেম ছিলেন, রেবার মার বালাবনু এমতী স্বালা রায় ছিলেন, আর একজন কে বেভারেও ছিলেন। আরও ফুরারজন এছিক ওমিকের দেশী বিলাভী সাহেব ছিলেন। রেবার ধর্মমাতা বললেন, 'রেবা, এবারে ভোমার বন্ধুমিদ মুখাজ্জিকে কেন দেখচি না ?'

রেবা বললে,—'এবারে সে এখানে নেই,—জার **ডাই** শঙ্কর মুখার্জ্জির পিকেটিংএর অপরাধে জেল হ**য়েছে। সেও** পড়া ছেড়ে নিয়েছে সে লাহোরে গেছে কা**জ নিয়ে।**'

সেই মহিলাটা বল্লেন,—'ও! ভারী ছ:বের বিষয় যে সে পড়া হেড়ে দিলে। বেশ চতুর বালিকা ছিল। কিছ কি এই বিশ্রী প্রচার আর গোলমাল বলুন ডো। বির**িজকর!** 

মিত্র সাহেবের একজন দেশী ক্রিশ্চান ব**ন্ধ বল্লেন, 'স্থল** কলেজের ছেলে মেয়েদের এ বিষয়ে **আলোচনা করাই** উচিত নম, ভারি অন্যায়!'

আর একটি মেম ছিলেন, তিনি বল্লেন, 'আপনারা জানেন না, কি রকমভাবে এটা তাদের মনে বন্ধমূল হয়েছে। আমি সম্প্রতি পাঞ্জাবে গিয়েছিলাম। সেথানে স্থলের ছোট ছোট বালিকারা কেউ বিলাতী শাড়ী পরে এলে কি অন্ত্রভাবে তাকে বিজ্ঞা করে স্বাই, কি স্ব বলা হয়। ছোট ছোট মেয়েরাও অপমানের ভয়ে কেউ বিদেশী পরে না সহজে ব'

রেবাদের গভমাদার বল্লেন,—'বদেশী প্রচার পুর ভাল জিনিষ, আমি স্বীকার করি; কিন্তু এই রকম বালক-বালিকা নিতান্ত শিশুদের মধ্যে এই ভাবের বিধেষ প্রোপাগাণ্ডা একেবারেই ভাল নয়—'

মিত্র সাহেব বল্লেন,—'ভা' সভ্য। তবে ঠিক বলা যায় না, প্রচার সভাই ওভাবে হয় কি না।'

মিত্র মহাশ্যের এক বিলিতী বন্ধু বজেন,—'তাছাজা এরা এই প্রোপাগাণ্ডিইর। চায় কি ? এদের যে রক্ষ আন্তর্জাতিক সমস্তা আর যত সব গোলমেলে ব্যাপার,— আপনি আশা করি সব ব্রুতে পারেন—কেন না আপনার অদেশের ব্যাপার। এর মীমাংসা এরা নিজেরা করতে পারবে ? চীননেশের অবস্থা দেখেন না ? গত ক্ষেক্ বংসর আগের হিন্দু-মুসলমান হাকামার কথা এরা ভাবেনা?'

মিত্র সাহেব, অন্ত প্রসক্ষের অবভারণার উদ্দেশে বর্ষেন,
— 'ইনা অনেকটা ঠিক। কিন্ত হর ভ এরা এ সব ব্যাপার
স্মাপুরারাই নীমাংসা ভূরতে পারবেন।

মিস্ সিমসন্ আপনি এই মীনেকারী কাজকরা কাজ করা স্থানর জয়পুরী ফুলদানীটা দেখেছিলেন কি সেদিন ? আমি এবার এনেছি এটা, এটি দেশী শিল্প, পিতলের উপর এনামেল করা। নিতান্ত নিরক্ষর অজ্ঞ, আর্ট সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানে না এরা, কিন্তু কি স্থানর আর্টিষ্টিক জিনিষ্টা করেছে নয় ?—আরও ট্রেইত্যাদি অনেক দেখলাম— চমংকার কাজ!—ভিজাইনগুলি নিতান্ত মোটা নয়, সুক্ষাতা আছে।

তিনি মন্ত বড় একটা পিতলের টব আর হ' একটা জিনিষের কারুকার্য্য দেখালেন। 'বাঃ' 'চমৎকার' ইত্যাদি মস্তব্যের মাঝে ইন্দ্রসভা আকা একটা ট্রেতে চায়ের সরক্ষাম এলো। কথা দেশী শিল্পকলার দিকে মোড় নিলে।

C

অতিথিদের বিদায়ের পর রাত্তে পিতা পূত্রী স্বম্থের ছাতে বেড়াচ্ছিলেন, খাস্ত জননী শুয়েছিলেন।

রেবার মনে ঘুরছিল অতিথিদের তর্ক বিতর্ক।

দেশী শিল্প কারু-কলার আলোচনাও মনে স্থান নিয়ে
ছিল।

'আছে৷ বাবা, এই স্থল কলেজ ছাড়া,—এতে কি স্ববিধা হবে সত্যি কিছু !'

বাপ চূপ করে রইলেন একটু,—তারপর বলেন, 'ঠিক উদের দিক দিয়ে দেখলে হয় ত ওঁদের মতামত ঠিক মনে হবে।'

বেবা বল্লে—'কিন্তু দেশ তো আমাদেরও! আমি
একবার একবার ভাবি বিজয়ারা কেমন সহজে সমস্ত এই
ব্যাপারের সঙ্গে মিশে গেছে—যেন ওদের কর্ত্তবা, ওদের
উচিত। কই আমাদের তো ও রকম হয় না। অথচ
ওই সব ওদের কথাবার্তা বিশ্রী লাগছিল আমার। সব যেন
মুক্ষবিব্যানা ধরণ।'

বাপ মৃত্ হাসলেন শেষের কথায়,—বল্লেন—'ওদের মৃক্ষবিয়ানা তো সবটা অস্বীকার করতে পার না, যতক্ষণ ওদের হাতে রয়েছি !

ও একটু চুপ করে বল্লে,—'কিন্ত দেখছ ? আমা-হনর বেন ত্থারেই আন্তরিকতা নেই। মা এরা আমাদের আপনার হয়,—না বিজয়ারা হয়। আমাদের দেশ আর ধর্মেও যেন মিশ থায় না! না?'

বাপ চুপ করে রইলেন ধানিকক্ষণ, তারপর বল্লেন,

— 'তুমি এ জিনিষটা লক্ষ্য করেছ দেখছি। আম'দের
চোখে এত পড়েনি। ঠিক বটে, আমাদের মিশও ধায় না
আন্তরিকতাও পাই না—মেরেদের মধ্যে এটা বোধ হয়
বেশী প্রকাশ হয়। কিন্তু বিদেশী সভ্যতার ঋণ ভো
আমরা কেউই অধীকার করতে পারি না। উপকার কি
তাতে পাইনি যে একেবারে বর্জন করব সব প

রেবা বল্লে,—'কিন্তু আমি তো তোমার কাছ থেকে যে সব বই নিমে গেলাম সেদিন, তাতে অপকারের দিকও কম দেখলাম না।

বাপ একটু হাসলেন, বল্লেন,—'তোমার বিজয় চলে গিয়ে দেখছি সত্যি মন কেমন করছে। তোমার চিন্তাশীলতা সে বাড়িয়ে দিয়েছে। রাত হ'ল চের এবারে শোওগে।' রেবাও হাস্লে। শুতে চলে গেল।

৬

দেশে বিদেশে ধরপাকড়—হৈ হৈ তথনো পূরো উৎ-সাহে চলেছে। কলেজ থোলা বটে—কিন্তু মনের গভি থেন সবই ঐ কারারুদ্ধদের দিকে। পড়া হোক না হোক ভাতে রেবার বন্ধু বান্ধবদের বিশেষ কিছু যায় আদে না।

বিজয়ার চিঠি আসে অনেকদিন পরে পরে। রেবা
অন্তমনে ভাবে, দেশের কথা, সিলনীদের কথা, তাদের সব
মনোভাবের কথা। চার্চেচ যায়, বাইরে মেশে, লকা হয়
যেন তার। স্রোতের শেওলা। দেশের সলে মনের থোগ
নেই, ধর্মের সলে প্রাণের বন্ধন নেই। প্রদের যারা বধর্মী,
ভারা ওদের অদেশবাসী নয়; যারা ওদের অদেশবাসী,
প্রতিবেশী, তারা ওদের মেছে মনে করে, দ্রে রাথে
বিজাতীয় বিধর্মী বলে। ওদের ভাষা ওদের মর্দের
বইয়ের ভাষা নয়; এত বড় মহাদেশে ওদেয় একটা তারি
নেই; ওদের অজন নেই, ওদের অদেশ বলে বিলামী
মত ছোট গ্রাম নেই, পদ্ধী নেই। আপ্রাণ্টার্মির
কাছে অনেকবার এ মনোভাব এই স্থান্টার্মীর
হারেছে—কিছ কিছুতের বার বার্

নেই; দেশের উৎসব ওদের নয়, ওদের ধর্মের উৎসব ভদের সঙ্গে পূরো ধাপ খায় না।

বাইবেলের স্থলর উপদেশগুলির স্থলের মেয়েদের কাছে যে বাংলা বলা হত, অভুত মনে হত, আবার এখন ইংরাজীতে উপাসনা তাও মনে হয় মাতৃভাষা নয়। মনের সঙ্গে যে ভাষার যোগ, ভাষার সঙ্গে দেশের, দেশের সঙ্গে ধ্পার—রেবার মনের মাঝে বেদনার সমালোচনার তিধারা বয়, কিন্তু তারা একটা অন্তের পথে তো বয় না। তিনটিই পৃথক।

প্রতিবেশীরা ওদের বন্ধু নয়, স্বজন নয়, স্বজন হ'তে পারে না। শ্রদ্ধা সন্থামের যোগ সেগানে হয় না। দেশের নাড়ীর সঙ্গে, জনভার স্পন্দিত হাদ্যের সঙ্গে, সমন্ত কর্মা আনন্দের সঙ্গে ওরা যোগ দিতে পারে না। রেবা অভ্যননে কেবলি একবার স্বধর্মীর আরু আবার স্বদেশবাসীর প্রতিবাসীর কথা ভাবে।

ওদের দেশ প্যালেটাইন ? ওদের ভাষা তবে ? ভাষা, দেশ, ধর্ম মনের মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে যেন ছেড়া চুলের রাশ। থ্ললেই বন্ধনহীন দিগদিগতে উড়েছভিয়ে যাবে।

বড়দিনের ছ্টাতে রেবাদের হুই ভাই বোনের নিমন্ত্রণ এলো রেবার ধর্মমাতার কাছ থেকে। তিনি যাচ্ছিলেন পাঞ্জাবের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তত্ত্বও—আঙ্গমীর মার-ওয়াড়া ইত্যাদি দেখতেও পারেন। বিজ্যার কাছ থেকেও নিমন্ত্রণ আস্থান্ডিল।

বিজয়ার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহে ও দেশস্ত্রমণের মাগ্রহেও রেবারা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কলকাতার—বাংলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে আতে মাতে নতুন ঈষৎ উষর কল্ম দেশের পাহাড় নদী গ্রামের মত ধরণ চোথের সামনে ফুটতে মিলাতে মিলাতে ওরা মনেক দেশ পার হয়ে এলো।

হিলুর তীর্থ, মুসলমানের নামান্ধিত দেশ প্রাদেশ,মন্দির,
মস্জিদ গ্রাম নদী নগর রেবার চোবে আর মনের চোবে
ভাসে আর মিলিরে যার। তথু রেবারাই গ্রন্থিনীন বন্ধনহীন ?

বেবার গ্রন্থাবারদেরও হোম আছে। যথেষ্ট গর্বের সহিত তাঁরা সেকথা বলেন। এই থানিক আগেই দেশীয়েরা কি রকম অপরিচ্ছন্ন আর তাঁদের দেশের কি রকম পরিচ্ছন্যতা গল্প করছিলেন।

ক্রমে দিল্লীর ধ্বংসাবশেষের মাঝখান দিয়ে হিন্দিনা-পুরীর ধ্বংসন্ত পের মাঝ দিয়ে হুমায়ুন বাবর আকেবরের কীর্ত্তি ধ্বংসের চিহ্নের মাঝ দিয়ে দিয়ে রুক্ষ রাঙা জনহীন শ্রামলতাহীন মাঠের মাঝ দিয়ে আসতে আসতে নতুন দিল্লীর নতুন সহর ছাড়িয়ে দিল্লী এসে পড়ল।

দেখাশোনা সবই হ'ল। পুরাতন ধ্বংসাবশেষের দেশ একে একে হপিনা, দিল্লী, আজমীর, নারওয়াড়া, রাজ-পুতানা সব জায়গায় নতুন সভ্যতার নতুন আবেষ্টন। এক বিদেশী সভ্যতার শেষের ওপর অন্ন বৈদেশিকীর জয়-পতাকা। দেশের শুধু মাটী, খেন বেদনা লজ্জায় মাটীই হয়ে আছে দেশ।

রেবা ভাবে শুধু। গডমাদার মিশনে অতিথি হন
নয়ত হোষ্টেলে ওঠেন, মিশনে চোথে পড়ে বিদেশীর
আতিথেয়তা তাদেরই ওপর। মিশনে মিশনে দয়া
দাক্ষিণ্য। প্রায় সর্বাত্রই বড় জায়গায় ওদের মিশন আছে।
আার দলে দলে অর্দ্ধ নয় বালক শিশু তাদের পিতামাতাও
মিশনের দাতব্য ঔষধালয়ে আগা যাওয়া করে; অবৈত্নিক স্কুলে পড়ে যায়।

বিদেশীরা শিক্ষা দেয়, ঔষধ দেয় যেন নির্শাম দয়ার চোঝে দেখে।

রেবার ওপর তাদের আতিথেয়তার শেষ নেই।

কথা স্ত্রে কোন এক মিশনের ভার প্রাপ্ত ষেম বল্লেন, 'দেখুন মিদ মিত্র, ওদের কি অবস্থা! আমরা শিক্ষার জন্ত ক্রাণপণে চেটা করি কিন্তু ওরা ওদের কোনো সংস্থারই ছাড়বে না। কি রকম ষে কুদংস্কার, 'ভূতে পাওয়া' বলে একটা ছোট ছেলে তো সেদিন প্রায় মরবার যোগাড় হুগ্ছেল! আপনি যদি কিছুদিন দেখেন—"

কি রকম একটু অপ্রস্তুত ভাবে হেসে ও চুপ করেই খাকে।

মেম আবার বলেন, 'সমাজেরই বা কি ছুর্গতি একবার

ভম্ন। ঐ বে ঐ ছোট্ট মেয়েটা দেখছেন, ওটা একটি বেনের ঘরের মেয়ে; এই চম্পা ইধার আও'—

ছোট্ট একটি ফুট্ফুটে স্থত্ৰী বালিকা এসে দাঁড়াল।

ভাকে একট হেদে কি অন্ত কথা বলে মেম অন্তত্ত্ত পাঠালেন। তারণর বলতে লাগলেন,—'বছর ভিনেক আগে ঐ নেণেটীর মাকে কুয়ো থেকে সন্ধ্যেবেলা জল ভরে **एक**त्रवात मगग्न छटी। भूगलभान धटत निटम या।। थवत পেয়ে ওর আত্মীয়ম্বজনরা চেষ্টা চরিত্র অনেক করে সেই লোকেদের কাছ থেকে ওকে খুঁজে নিয়ে এলো, ভারপর **८माक छुँगेत्र नारम** यथाती जि अतुष्ठभेख करते हैं तकम कर्तातन, भाष्ठि**७ इ**'न छोरनत। त्कमछो त्वभ यञ्ज निरम् ३ छिल, আর ছোট সহরে বেশ দোরগোলও পড়ে গিয়েছিল, আমরাও তার থবর নিচ্ছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন সময়ে শুনলাম, যে ঐ স্ত্রীলোকটীর আত্মীয়রা ওকে ফিরিয়ে নিমে যাবে না, ওকে আপনাদের সমাজ বহিভৃতি করে দেওয়া হবে। আর তাতেও থুব কালাকাটি করছে। আমরা সম্পূর্ণ থবর পেলাম না, বুঝলামও না, তথন---যে, কেন, কি জন্ম এ বাবস্থা হ'ল, অবশ্য পরে ভার কাছে জনে বুঝলাম। যাহোক যথন নিশ্চয় হ'ল যে সে আর ভার কোনো আত্মীয়ের কাছেই ফিরে যেতে পাবে না, আমাদের একটা স্থলের মাষ্টার বলে,—দে একেবারে বাইরের স্ত্রীলোক হয়ে যাবে। তথন আমরা আমাদের দ্যালু পবিত্র পিতার নাম নিয়ে তার কাছে গেণাম। দেখলাম তাকে একটা দেবালয়ের একটা ধরম শালায় থাকতে দেওয়া হয়েছে—সে সেখানে খুব ভীত আর কাতর হয়ে আছে। তার কাছে হটা পাড়ার স্ত্রীলোক এপেছिল, তাদের ভদ্রও মনে হ'ল না, ভাগও মনে হ'ল না। আমরা ওকে আমাদের মিশনে নিতে চাইলাম। ধর্মজ্ঞ হবার ভয়ে সে তো প্রথমে রাজীই হ'ল না, ভাধু কাঁদতে লাগল। আর এই মেয়েটা তথন ৬ মাদের স্বয়সের। আমরা অনেক বোঝালাম ঐ মেয়েকে মাতুষ ক্রব, মৃদ্ধ ক্রব, লেখাপড়া শেখাব বলে। আর এও ও मुक्कारक दशरत्रिक,-पदत अदक जाता कितिरम दनरव ना, ও বিধা ভরে চুপ করে রইল। শেষে আমরা এও सवाम छुमि भागारणस भागा छा मां के धर्म नां के, वा ना নাও। তথন ও রাজী হ'ল । যদিও দেই জীলোক ছটো নানারকম করে ওকে উল্টো বোঝাবার চেষ্টা করছিল।

যাহোক ওকে আমরা নিয়ে এলাম আজ চার বছর হ'ল, ও বছর থানেক পরেই আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে এখন ওর বংস হয়েছে, বুদ্ধিও হলেছে, ওকে যদি জিজ্ঞাসাকরেন সব কথা বলতে পারবে। আর কি বিপদে যেও পড়ত যদি এই পবিত্র মিশনের আশ্রয় গ্রহণ নাকরত, তাও ও নিজেই বলে। সেই স্ত্রালোক ছটো ওকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। এই তো ওদের অবস্থা, আর বাবহা। কিন্তু আমাদের ওরা বিশাস করে না।

— রেবা চুপ করেই থাকে। শেষে বলে, 'ওর স্বার্মীও ওকে আর মেয়েকে নিয়ে গেল না ?

त्मम वल्दनम,--' अ त्य दिश्वा हिन' !

রেবা ধেন আধাস্বন্ধ হয়ে বলে উঠল,—-'ও তাই! নইকে হয়ত ও আশ্রাম পেত।'

এবার মৃত্ হাত্তে মেম বল্লেন,—'ও: না! দেও আমি শুনেছি—ওর কাছে এবং আর একজন মেয়ে জানি তাকে কেউই গ্রহণ করেনি অবশেষে সে দিপথে গেল। ডাছাড়া ওরা বলে, যে ইসলাম ধর্মাও কেউ কেউ গ্রহণ করে কিছা করতে বাধ্য হয়। আপনি এ প্রেমহুধ বাইরের কাছেই কিছু কিছু শুহুন না? ব্রবেন কড বিস্তৃতভাবে আমাদের কাজ হয়!—কিন্তু এমন অকৃতজ্ঞ দেশ। ওরা আমাদের নিন্দা করে। অবশ্য আমাদের দেখাদেখি আজ্কাল আর্য্য সমাজীরা কাজ করে অনেক।

নতুন শ্রোত্রী পেয়ে রেবাকে ক্রমাগত মিশনের বার্ক আর কন্মাদল দেখানো যেন স্বারি অভ্যাস হয়ে উঠ্ছ। প্রোমহাধের নাম এখন মরিয়ম।

প্রেমহথ ওরফে মরিয়মের সঙ্গে নেথের ইক্ষার সে একট্থানি আলাপ করলে। বিদেশীর রিবার কোরার লাগে প্রেমহথের বিরাগের কাছে। স্বরিষ্ণ কর্মনি পুরাতন দিনের আচার, বিচার, বাবহার নাম্ম ক্রান্ত্র কথা বলে বায়। তার বিছ্কার ক্রিটার ক্রান্ত্র রেবার হিন্দু সমাজের এত খুঁটী-নাটী জানা ছিল না— সে চপ করেই থাকে।

কেন যে কে জানে, তবু বেবার ভাল লাগে না—
বেবা বল্লে,—'তুমি অহা উপায়ে ভাল থাকতে পারতে
তা ় কেউ কি তা' থাকে না ?'

'ভাল থাকবার উপায় জানতুম কথনো? আপনি জানেন না কি রকম বিপদ দে'—

রেবা চুপ করে যায়।

মিশনে সকলে মিলে তাকে তাদের দেশ দেশবাদী ও ধর্ম কতথানি যে অবিচার আর অন্তায় করে,—আর তারা মৃষ্টিনেয় হয়েও কত রক্ষা করে, তাই জানায়।

গভি।ই যে তারা রক্ষা করে, সাহায্য করে, সে রেবা ব্যুতে পারে;—'উন্নত' করে তুলতে চায় তাও দেখা যায়;—এবং সেও যে ঐ সমাজভূকা সেজত্তে বিশেষ করেই গক্ষিত হওয়া উচিত তাও বোঝে; কিন্ত কোন্ একটা গোপন লজ্জা, অপ্রস্তুত ভাব কেবলি তাকে পীড়া দেয়, কাটার মতন ফুটতে থাকে মনে।

চারিদিকের মমতাহীন অপ্র্যাপ্ত দ্যা উন্নত করার চেষ্টা আর ঋণের ভারে গড়া আবেষ্টনের মাঝে সে থেন হাপিয়ে উঠতে লাগল।

ইতিম ধা বিজয়ার তাগানার পর তাগানা আমে বেবার লাহোরে যাবার জগু।

নিনিপ্র রাজপুতানা ছেড়ে—লাহোরে যথন রেবা এসে পৌছল খুব বর্জন ধরপাকড়—পিকেটীং—কার।বাস চলেছে।

নবেশবের শেষ। কোনোদিকে আর কোনো আলোচন নেই, সময়ের শ্রোতে সবাই ভেসে চলেছে!

বিজয়া একটা বালিকাবিতালয়ে পড়ায়।

স্থলের বোর্ডিংএই থাকে।

বেবার অনেকগুলি পা**রাবী, গুজরাটা মেরেদের সঙ্গে** মালাপ হ'ল।

রেবার এবার অ্যাসক দেখবার পালা।

নানাবিধ আলোচনা হয় ক্যারি মধ্যে। ও নির্ণিথ ভাবেই থাকবার চেষ্টা করে। ক্রেড্-চোপড়ও ভার প্রত্যক্ষ দেশী নয়। সকলেই যেন সংশয়ের চোথে লক্ষ্য করে—কিছু বলা উচিত, না, অতিথি কিছু বলা উচিত নয়,—কেউই ওকে 'আপন' মনে করে না. তথু ছন্ত্রতা করে।

দেশ জোড়া দেশের কাজে ছোট বড় স্বাই যোগ দেয়। রেবার থাপ থায় না। ওর নিলিপ্তভাকে স্বাই সহজভাবেও নেয় না। ও নিজেও নিজু পারে না। মনে ধারা লাগে। যেন মীমাংসা কিছুতেই করা যার না।

বিজয়ার সঙ্গে ঘোরে। ওর পরিচয় শুনে স্বাই কথা কয় ভদ্রভাবে, আন্তরিক ভাবে নয়।

রেবা থেন আরুর কাদের'—ওদের নয়; প্রগাছা—ওর মূল্য নেই।

এমনি সময়ে একদিন কি একটা উদ্দেশ্যে একটা বিরাট সভা হ'ল।

দর্শক হিসেবেও বটে কৌত্হল হিসেবেও সেবা সেবিকা দলের মধ্যে মিশে সেগানে গেল।

্ষেমন হয়, সভা অনুরস্ত হ্বার আংগেই **ষ্থেট গোল্মাল** হয়ে মার খেয়ে জনতা ছত্তক হয়ে গোল।

বিজায়ার। রেবাকে পৃথক করবার চেষ্টা অনেক করতে, হিণাভাবে রেবা ওদের সক্ষেট রইল।

বিজয় আর ছ একটা জানা মেয়ে ছাড়া রেবাকে কেউই চিন্ত না, কংগ্রেস কমিটার কোনো ছাপও ওর ছিল না। কিন্তু পুলিশ ছাড়ল না।

ষ্থারীতি জনকতক দেবিকা ও দেবক সরকারের আশ্রয় ভুক্ত হ'ল।

2

নাম ধাম পরিচয় লেখার সময় এলো।

একে একে সবাই নাম পরিচয় দিলে।

রেবাকেও জিজ্ঞানা করা হ'ল—নামে শুনে অকুঞ্জিত
করে দেশী ইন্পেক্টর জিজ্ঞানা করলে, 'আপনার শত

কি লিখব ?'

রেবা বল্লে—ও 'ঈশাই'!
'ঈশাই ?' একটু চুপ করে থেকে সে বল্লে,—'আপনি

কি কোনো জামিন দেবেন, না আপনার কিছু বলবার আছে আর ?'

রেবা বল্লে,—তার কিছুই বলবার নেই।

সে তারপর কি ভেবে একটু অপ্রস্তুত ভাবে ওকে পৃথক ভেকে জিজ্ঞাসা করলে—'আপনি কি সরকার থেকে নিযুক্ত হয়েছেন এদের লক্ষ্য করার জন্ম ?'

রেবার মুখ রাঙা হয়ে উঠল,—সে শুধু 'না' বলে ফিরে এলো। জামিন, বক্তব্য, পরিচয় আর কিছুই সে দিলে না।

সব চুপচাপ হাজতে ফিরে এলো।

বিজয়া অপ্রস্তত ভাবে বল্লে,—'তোর বাবাকে তার করিয়ে দি—তুই কেন কট্ট পাবি ? দলের মাঝে পড়ে তোর একি কর্মভোগ! তোর বাবা শুনলে কি ভাববেন আমাকে।'

রেবা একেবারে চুপচাপ ছিল। এবারে বল্লে,—'না, তোমাদের সঙ্গে ওদের যা' সম্পর্ক আমার সঙ্গেও তাই। আমি যে দেশের তোমরাও সেই দেশের। বাবাকে থবর দিতে চাও দাও আমি তা' বলে থালাদের বা জামীনের চেষ্টা করতে দোব না।'

বিজয়া আশ্চর্য্য হয়ে গেল, বল্লে,—'তুই ব্ঝতে পার্ছিস না আমাকে কি ভাববেন সব! মা কি মনে ক্রবেন'—

'তা' যা হয় মনে করুন। আমি তোমাদের সক্ষে স্মান, সমস্ত ভেবে দেখেছি।'

রেবা দৃঢ়ভাবে বল্লে,—আর ওরাও আমাদের বিখাস করে না ভোমরাও না, সবাই 'চর' মনে করে—আমি ওদের ভেতর যাব না।

খবর পেয়ে রেবার বাবা ব্যক্ত হয়ে এসে মেয়ের সংক দেখা করলেন।

'একি মা? তুমি এমন ছেলে মাসুষ, ভোমার মা কত ব্যস্ত হয়েছেন। আমি তোমার জামীন করে এসেছি কাল থালাস পাবে। কি বিপদ বলত, বেড়াতে এসে— ভোমাকে ওদের নিয়ে আসা উচিত হয়নি ওদের সঙ্গে:—' মেয়ে বাপকে প্রণাম করে দাঁড়িয়েছিল, একটু হেসে

বল্লে,—'ওরা আনেনি বাবা, আমি সভায় কেমন লোক হয়, দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি আমীন দিও না।'

'দে কি মা? স্থামীন দোব না তো কি করে দেখে ফিরবে ?'

রেবা বল্লে,—'ধালাস পেলে ফিরব।' বাপ অবাক হয়ে গেলেন।

তারপর বল্লেন,—'তুমি বুঝছ না মা জিনিষ্টা, এ' যার। করছে এর সঙ্গে আমাদের এমন কোনো সংদ্ধ নেই—যার জন্তে এই হুজুগে আমরা ঘোগ দিই। আমাদের উচিত নির্দিপ্ত হয়ে থাকা। এ একটা নির্থক চেষ্টা।'

বেবা বল্লে,—'দে হয় না বাবা, দেশে থেকে, সব জিনিবের মাঝে থেকে আমরা নির্লিপ্ত হয়ে থাকলে ওদের ও আমরা 'আপন' হই না, এদেরও না। এ নিরর্থক হোক বা না হোক—আমার মনে হয় আমার পথ এই,— আমাকে আমাদের দেশকে এদের মধ্যেই খুঁজে নিতে দাও। আমি অমন তর outcastএর মতন থাকতে পারছিনি আর।' আমি অনেক দেখছি। দেশে সবাই আমাদের 'পর' করে রাথে, কতক মেচ্ছ মনে করে কতক ভয়ে ভয়ে; আর বিদেশীরাও আমাদের অপ্রশ্ধা অবজ্ঞার দ্যার চোগে দেখে। মিশনে দেখলাম, বাহিরে দেখলাম—আমরা কারুরই আপনার নই'—

বাণ চুপ করে থেকে বল্লেন,—'তাতে ক্ষতিই বা কি আমাদের? তুমি জাননা আমি তোমার যেখানে বিষের কথা বলছি তার। এটাকে কি ভাবে নেবে। কিশান বলেই তার যে স্থযোগ আছে,—,ভোমাকে নিলে তা নিতে পারবে না হয়ত।'

একটু হেনে রেবা বল্লে,—'কিন্ত এইটেই, এই স্থোগটাই আমাদের সবচেয়ে ক্ষতি;—ধর্মের সক্রে কলে দেশকে 'আমার' বলতে না পারাই আমাদের সব চেয়ে ক্তি। আমাদের স্থোগ না থাক হোগাতা দিয়ে স্থোগ করেবার ত্মি ফিরে যাও বাবা, আমি মৃতি পেলেই কির্মা

মেয়ে বাপের পায়ের কাছে নীচু হরে প্রণাম কর্মেরী বাপ ব্যাকুলভাবে গাঁড়িয়ে রইলেন ্থিবিমল মিজের নাথ আধুনিক পাঠক ও পাঠিকাদের অজানা নয়। ইছার গলের নিজম টাইল আছে, বলিবার কণাও ভক্লিটিও নৃতন ধরণের। বর্তমান গলাটিতে একটি পুরুষ ও একটি নারী হলখের পয়িচয় পরিফুট করিবার প্রচেষ্ঠা আছে। ইহা আকাশের মতন' কিনা তাহা পাঠক-পাঠিকাদেরই বিবেচা।

The state of the s

বর্ধায় পোড়াদহের শুক্ষ বিলটি জলে একেবারে পরিপূর্ণ ইয়া গেছে; জেলেরা ওধারে জাল ফেলিয়া মাছ ধরে— গারিদিকে অপার স্তর্জতা জমিয়া জায়গাটি যেন থম ধম করে; কচুরিপানার দামে এ দিকের সব জল ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; ছু'একটা মাছরাঙা পাধী অভুত শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া যায়, সুর্য্য ঠিক মাধার উপর উঠিয়াছে— বোধ হয়—ছুপুরের ক্লাক্ত আবহাওয়া সারা বিল্থানিকে আছল করিয়া রাধিয়াছে।

ছাতিম গা**ছের তলায় ব**দিয়া নিশিকাস্ত মাছ ধরিতেছিল।

জনের উপর একটি বাঁশের মাচার উপর ছোট মাটীর ভাড়ে কিছু চার রাধা; সেইখানেই একপাশে নিশিকাস্ত ছিপটি লট্যা চপ করিয়া বসিয়া থাকে।

ফাংনাটি একটু নড়ে—অমনি নিশিকান্ত সচৰিত ইইয়া ওঠে;—তারপর আর কোপাও কিছু নাই— ফাংনাটি পুর্বের ক্যায় নিধর নিশ্চন অবস্থায় মাধা উচু করিয়া ভাসিতে পাকে—নিশিকান্ত সেই দিক পানে চোগ রাথিয়া আবার ভাবিতে বসে।

ভাবিবার কি আর মাথা মৃত্ আছে ?

ছিনাম রোজই বলিভেছে—আর ভাল লাগেনা—বুঝলে
নিশিকাস্ত—এই সংসারের কথা বলছিলাম—মনে হয়
ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ঘাই চলে—বেদিকে ত্'চোৰ যায়;—
বঞ্চী—ছ্'কুড়ি বয়েস হোল—ভিবি ধর্ম কিছু না—কেবল
সংসার আর সংসার—কেন রে বাপু ?…

নিশিকান্তের আর ভাবনা কি! বাপের রাধিয়া বাওয়া সম্পত্তি বাহা আছে ভাহাই একটু বেধিয়া শুনিয়া চলিলে—সারা জীবনের ভাত-কাণড় চলিয়৷ যায় ! কিছ ভাহার পকে চলাও যা' না-চলাও ভাই ! নিশিকান্ত ভাবে—মাহার সংসারে কেহ নাই—সে আবার কতকগুলা প্রাণ-হীন জড়পদার্থ সম্পত্তি লইয়াই বা কি করিবে!

ছিদাম বশিত—যাই বল আর তাই বল নিশিকান্ত— ও নরক টরক কিছু নয়—ছেলেপুলে নেই---তুমি আছে বেশ; কথায় বলে না—'ভাগ্যবানের বউ মরে'—তোমার তাই হয়েছে—এ ব্রাহ্মণের কথা—দেগে নিও—এই দেখনা——মামার বউটা পকাঘাত হয়ে পড়ে' রয়েছে আজ ড' এই সাঙটি বছর—কই মোল কি? তেমন ভাগ্যই নয়—ঘষা কপাল যে—।

ছিলামের কথা শুনিয়া নিশিকান্তের হাসি আসে।
নিক্ষ-হাতে রাঁধিয়া থাওয়ার হুণটা যদি ছিদাম ব্ঝিত
তাহা হইলে আর এমন কথা বলিত না। কামিনী চলিয়া
গেছে যাক্—তা' বলিয়া সেত মাধার দিব্য দিয়া বিবাহ
করিতে নিষেধ করিয়া যায় নাই! আর যদি নিষেধই
করিয়া গিয়া থাকে—তাহা হইলে সেই নিষেধই বে মানিয়া
লইতে হইবে—এমন কি কথা আছে!

নিজের অন্তরের মধ্যে স্থায়ের সমর্থন পাইয়। নিশিকান্ত মাচার উপর সোল। হইয়া বসিশ।

বিলের ধার দিয়া রাস্তা; মাঝে মাঝে ছ একটা লোক পথ দিয়া যায়; চাষারা ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে দরকার হইলে ঘটী করিয়া জল লইতে আসে। নিশিকাস্ত' পাষের শক্ষ শুনিয়াই পিছন ফিরিয়া ভাকায়।

—কে গো হরনাথ বৃথি ? তোমার ছেলে কেমন আছে হরনাথ ? সোধার বেদ্না কেমন ? হরনাথ বলে—পেরনাম ডাক্তারবার—অহ্প একটু কমেছে আপনার দয়ায়—কিন্ত ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে যে সব—ও বেলা যাব থন—শিশি নিয়ে আসি তা' হ'লে—

হরনাথ চলিয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া নিশিকান্ত আবার চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; আজ যে কি ইইয়াছে; একটা মাছও টোপ ছুইতেছে না; তা' হোক—এই রকম জামগায় ভাবনাগুলি বেশ মাথা জুড়িয়া বসে।

আকাশের গায়ে এতটুকু মেঘের চিহ্ন নাই; ছাতিম গাছের তলাটিতে কেমন নিবিড় এবটি শান্তি; কিন্তু এমন শান্তি ত নিশিকান্ত চাহে নাই—চাহিয়াছিল এবটি প্রশন্ত নীড়—হেথানে কামিনীর মত একটি নারী দিবে প্রেম—ছোট একটি ছেলে দিবে স্নেহ—একটি শান্ত শীতল আশ্রম ঘেরিয়া তাহার জীবনের ছোট রুথটি নিরিবিলি এবটি নির্জ্বন পথ করিয়া লইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই—কামিনী চলিয়া গেছে—সন্তানের ক্রমনা ক্রমনাই রহিয়া গেছে;...নিশিকান্তের মনে শ্বতির রাগরেথা আজ ফিকা হইয়া আসিতে চলিল।

कारनाणि । कर्षे निष्या ७८०।

নিশিকান্ত দোজ। হইয়া বসিল—তারপর আতে আতে আতি সন্তর্পণে ছিপটি হাতে তুলিয়া লইতে যাইবে—হঠাং কে যেন পিছনে আদিয়া দাঁড়াইল। যে আদিয়াছিল—তাহার নাড়া লাগিয়া মাচাটি নড়িয়া উঠিল। মাচাও নড়িল—জগও নড়িল; জল নড়িতেই মাছ পালাইয়া গিয়াছে; ফাংনাটি তখন কেবল টেউএর তালে তালে ছলিয়া উঠিতেছে! নিশিকান্ত বিরক্ত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল—দেখিয়াই হাদিয়া ফেলিল—আবে তুই ? তুই কখন এলি ?...

শশি বলে—তুমি থাবেনা আজ ?···কত বেলা হ'যে গেছে জান ? মা বল্লে—মামাবাবুকে ডেকে আন্—ক'টা মাছ ধরলে দেখি—মামাবাবু—দেখি—কই, মাছ কই ?

— আজ একটাও মাছ নেই রে—একটাও না—বিলয়া নিশিকান্ত শশিকে কাছে টানিয়া আনিল—কোলের কাছে আনিয়া নিবিড় ভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে—ভোর ধাওয়া হয়েছে শশি ?

-- e -- = va !

—ভোর মা'র ?

প্রশ্নটা করিয়াই নিশিকান্তের মনে হইল যেন কথাটা বলা ভাহার অন্তায় হইয়াছে—শশির মুখের পানে চাহিয় দেখিল—শশি কিছু বুঝিতে পারিয়াছে নাকি!...খণি বলে—তোমার খাওয়া হ'লে তবে ত'মাখাবে, চল মামাবারু খাবে চল—তোমার বুঝি কিনে পায় না?

নিশিকান্ত ছিপ গুটাইয়া লইয়া উঠিল। এখনি গিয়া আবার রামা চড়াইতে হইবে! চাল আছে—ডালও আছে শকিছু কাঠ কেবল জোগাড় করিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে মাঠ পার হইয়া নিশিকান্ত শশির হাত ধ্রিয়া বাগানের কাছে আসিয়া পড়িল।

উমা এখনও ধায় নাই ! ধায় নাই কেন ?...কেহত তাহাকে মাথার দিবা দিয়া উপোস দিতে বলে নাই—সাধ করিয়া যে কট্ট করে...নিশিকান্ত তাহাকে কিছুই বলিবে না! অনাত্মীয়া একটি নারী—তাহার উপর নিশিকান্তের জোর ধাটে না;—না খাটিলেও নিশিকান্তের মনে হয়— এই ভাল—এই ভাল।

নিশিকান্ত থাইতে বসিয়াছিল। উমা আসিয়া থালায় কাছে একটা তরকারির বাটী রাথিয়া দিল।

— এই তরকারীটা রেঁধেছিলুম—খান্।

নিশিকান্ত তখন লাফাইয়া উঠিয়াছে; কে চাহিয়াছিল তরকারি!

— দিলে ত ছুইয়ে—বেশ করেছ,— যাক্—থাওয় আর
হোল না তা হ'লে—উঠলুম বলিয়া নিশিকান্ত উঠিল।

উমা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে; চোৰ ছ'টিতে তাহার অদম্য বিশ্বয়—উঠছেন যে—থেলেন না?

নিশিকান্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিল—বার বার বলেছি না তোমায়—কারোর ছোঁয়া রালা খাইনা,—তবু তুমি ছুঁই<sup>রে</sup> দিলে ? ও আমি আর খাচ্ছি না, ফেলে দাও বাইরে— নয়ত ভূলোকে দাও গে—

নিশিকান্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া বাইতেহিণ দেখিল উমা ঘোমটার ভিতর দিয়া তাহার বিকে বি করে দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; কিছু আনিবা তানিয়া বি খাইয়াই থাকিবে—অনাত্মীয়া নারী—আপনার কেহ নয়— এতটা দরদ দেখানো ত ভাল নয়।

উমা বলিল-শুধু আলু ভাতে দিয়ে মাত্রষ থেতে পারে
-তাই ওটা দিয়েছিলুম-ষদি দোষ হ'য়ে-

নিশিকাস্ত বলিল—ভোমাকে ত কতবার বলেছি— রত আছে আমার—তাই কারোর হাতে রান্না থাই না— তব ভূলে গেলে—?…

তারপর নিশিকান্ত নিজের মনেই বলিতে লাগিল—
কামিনী থাকলে আজ এতটা অন্নায় করতে পারত না—
ক্ষথনো পারত না পর পর আপন-আপন, পর আপন হয়
না ক্ষনও—

ংত মুখ ধু**ইয়া নিশিকান্ত চণ্ডীমণ্ডপে আ**সিয়া **শু**ইয়া পড়িল।

যেদিন ১ইতে উমা এ-বাড়ীতে আসিয়াছে সেইদিন হইতেই এইরকম একটা-না-একটা ছোট থাট ঘটনা লইয়া হচদা হইত-ই। আজ ত এ নুতন নয়। আত্মীয়ও নয়— চেনা-শোনাও নাই অপচ এ-কদিনেই মেয়েটি আসিয়া তাহাকে এমন আধনার করিয়া কেলিয়াছে — এমন নিকট সধ্দ স্থাপন করিয়াছে—ভাবিলে আশ্চর্যা হইতে হয়।

নিশিকান্ত জীবনে কাহ্যকেও আপনার করিতে পারে নাই; কামিনী আদিয়াছিল—দে চলিয়া গেছে; অজ্ঞানার ডাকে কোথায় গেছে কে জানে। আজও তাহাকে মনে গড়িলে নিশিকান্তর চোথে জ্বল আদে। এই যে একটা লোক না-ধাইয়া পড়িয়া থাকিল—কই কেহ ত একবার ধাইবার জ্ব্যু সাধিয়াও গেল না; কামিনী থাকিলে যেগান হইতে হোক কিছু জোগাড় করিয়া আনিয়া দিতই, কিছু রাগ করাও নিশিকান্তর জ্ব্যুয়া—কাহার উপর সেরাগ করিবে ! বিবাহ করা জীও নম্মায়ের পেটের বেনও নয়—কোধাকার কে অ্ক্যুতকুল্পীলা এক অনাত্মীয়া নারী! বিবাহ কারা তাহার আর কিছু পরিচম্ম নাই;

নিশিকাস্ত প্রথম দিনই জিঞ্জাপা করিয়াছিল—ভোমার নামটা কি ? একটা কিছু বলে' ভাকতে হবে ত'?

(भारति विश्वाहिन—सामाद छेमा वरन' काकरवन— सात्र विष्ट्र विरक्षण कददवन वा स्वा कदद—कादनद सनिव দিকে দেখাইয়া নিশিকাস্ত বলিয়াছিল—ও কে হয় তোমার ?

—আমার ছেলে। শশি ওর নাম।

বাদ্ এই পর্যান্ত—তাহাদের ব্যক্তিগত কথা লইয়া আর কোনদিন আলোচনা হয় নাই। উমা ওই দিকের ঘরখানিতে তাহার সংসার পতিয়াছে—এদিকের ছোট কুঠুরিখানি নিশিকান্তর; উমা জল তুলিয়া দেয়—বাটনা বাটিয়া দেয়—বাসনও মাজে কিন্তু রান্না নিশিকান্ত নিজ হাতেই করিয়া লয়। বলে—ত্রত আছে—পরের হাতের রান্না থেতে নেই।

নিশিকান্ত বিড়ি ধরাইল—অজস্র ধোঁয়া গ্লধংকরণ করিয়া বিড়ির শেষ অংশটি জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। জাবার ধরাইল—তাও ফুরাইয়া গেল—আবার ধরাইল; ধোঁয়া গিলিয়া নিশিকান্ত কুধাকে চাপিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু আর পারা যায় না।

হঠাং কি একটা কথা মনে পড়িতেই নিশিকান্ত উঠিয়া বিদল; উমাও হয়ত এতক্ষণ উপোদ করিয়া আছে; কথা মনে হইতেই নিশিকান্তর সব রাগ চলিয়া গেল; অনাক্রীয়া একটি নারী—ভাহারই বাড়ীতে অভুক্তা রহিবে কেবল হাহারই জ্ল্য—আর সে কি না এতক্ষণ নিজের কথাই ভাবিতে বাস্ত।

নিশিকান্ত উঠিল।

উঠানের উপর একটি পুইএর মাচা; উমা নি**স্থ হাতে** ওইপানে ছোট একটু বাগান করিয়াছে; ছু'টি **লহা** চারা—পুইচারা—নটে শাক ইত্যাদি।

নিশিকাস্ত উঠান পার হইয়া দাওয়ার কাছে আসিয়া ডাকিল—শশি শশি ও শশি উমা—

কেহ সার। দিল ন!; নিশিকান্ত উপরে উঠিয়া মরে
চুকিল; তক্তপোষের উপর শশী খুমাইতেছে... জ্বোরে
ঘুমাইতেছে; উমা নাই—তক্তপোষের একপাশে রামায়ণ
খানি খোলা পড়িয়া—পৃহিতে পড়িতে উমা কোথায়
কাহাদের বাড়ী বেড়াইতে গেছে হয়ত।... মুর্থানির
চারিদিকে চাহিয়া নিশিকান্ত দেখে উমার বান্ধটি খোলা
প্রিয়া আছে... ভিতরে চিটিপত্ত কত কি—

निनिकास अक्रवात काट्ड शिवार स्थावात स्थितिवा

আদিল; ফিরিথা আদিয়া নিজের খরে দরজায় খিল বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ঠিক এই দব মুহূর্তগুলিতে কামিনী পাশে আদিয়া দাঁড়ায়। কামিনীর চোধে-মুখে কি অপুর্ব নির্ভরতা— কেমন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে: সেই কন্ধালদার দেহ তাহার নাই...কালো চিরকুট একথানি কাণ্ড ভাহাকে খেরিয়া বিশ্রী আবহাওয়া সৃষ্টি করিত—আজ যেন ভাহার নব-জন্ম স্চনা হইয়াছে; যেখানে নিশিকান্ত শুইয়াছিল. দেই থানটিতে একটি পাশে বিষয়া কামিনী বলে—আমি আর তেমন নেই গো—তোমাদের সংসারে সেই এভটুকু বেলায় বউ হ'য়ে এদেছিলুম—ভারপর তোমরাই আমার <sup>\*</sup> পাঁয়ে শেকল পরিয়ে স্থামায় কয়েদী করে' রেখেছিলে— আজ আমি...মৃত্তি পেয়েছি—আমায় ক্রমা কোর— বুঝালে—ভেবে দেখ ভাল করে' কিছু অক্সায় করিনি— তোমার সব কথা ভূলে গেছি-আমার মনে আর ছু:খু নেই—তুমিও কেমন শান্তিতে আছ—আমিও তাই—ছি কাঁদেনা--- দরকার হ'লে আমি আবার একদিন আসব---দেখে নিও ঠিক আদ্ব—ঠিক—

দরজা ঠেলিবার শব্দে নিশিকাম্বর স্থ্ম ভাত্তিয়া গেল। বাহির হইতে উমার কণ্ঠম্বর আদে—দরজাটা একবার খুলুন ত'—

নিশিকান্ত না-খুলিয়া বলিল—কেন—কি দরকার ?

— পুলুন না—বলছি,— আপনার সঙ্গে একটা দরকার আছে — এখুনি বেরিয়ে স্থাসব একবার খুলুন না—

নিশিকান্ত দরক্ষা থুলিয়া দিল; উমা ববে চুকিয়া হাত হইতে থালা নাবাইল।

এই গুলে। থেমে নিন্ নিকি—এতো আমার আমার রালা তরকারী নয়—নিন আর কট দেবেন না।

একটি থালায় করিয়া নানারকম ফল কাটিয়া আনিয়া উমা নিশিকান্তের স্থম্থে রাথিয়াছিল; পেপে কলা— কত কি ফল; নিশিকান্ত খাইবার উদ্যোগ করিতে করিতে বলিগ—ভূমি থেয়েছ ?

উমা शिनियां विनन-भागित थान वामि थावथन्-इ' अरुणि हुक्ता मृत्य रिवा निनिकाक विनक-अहे त्य আমার জন্ম উপোষ করে রইলে—এড' আর তথু আৰ একদিন নম—এমন ড' প্রায়ই হয়—পেষকালে যদি একটা অম্বথই বাধিয়ে বোস—তথন ?

উমা নীচে মাটির উপর বিদিয়া পড়িয়াছিল; বলিল—
অত্ব্ধ হ'লে আপনি ত আর ভূগবেন না ভূগবো আমি—
একটু ভূগলামই বা—অমন আমাষ অভ্যেস আছে।

নিশিকান্ত চাহিয়া দেখিল উমার মূখে হাসি মেন সারাক্ষণই লাগিয়া আছে;

বলিল—ভূগবে ভূমি তা'তে আমার আর কি অহবিধে সভিয়—ভবে ভাক্তার ধর চ ?... ওষুধ পত্তর ? দে দর কোখেকে আদে ?...

উমা বলিল—ডাক্তার ত আপানি নিজেই—ভিঞ্চি ত লাগবে না—হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কংই বা দাম। আমাকে বাড়ীতে এনেছেন মথন—বিপদ-আপদে দাধিছট। ত আানারই—কি না বলুন ?

কথাটা বলিয়া উমা হাসিল—কিন্তু নিশিকান্ত হাসিতে পারিল না।

উমা চাহিমা দেখিল নিশিকান্ত তাহার দিকে চাহিমা আছে—একদৃষ্টে! অন্ত দিকে চোখ ফিরাইয়া উমা বলিল—কাপনাকে নিম্নে দেখছি ঘর করা বড় শক্ত?— সাধে কি দিদি চলে' গেছে…?

কথাটা যেন নিশিকান্ত শুনিতে পায় নাই; বিশিঙ হইয়া বলিল—কি বললে উমা, কি বললে ?

কিঙ্ক উমা তথন উঠিয়া পড়িয়াছে—দরজার বাংরি গিয়া বলিয়া গেল। আপনি থান্—এটো বাদনগুলো মেজে আমি আসছি বলিয়াই চলিয়া গেল; উমার চলিবার শক্ষ ক্রমে ক্ষাণ হইয়া আসিতে থাকে,—নিশিকান্ত [বেড়ার ফাক দিয়া উঠান দেখা যায়] দেখে বাদনের গালা লইন উমা তখন পুকুরের দিকে যাইতেছে; পিছন হইডে উমার চঞ্চল গতি-ভলি দেখিয়া নিশিকান্তর কামিনীকে ক্ষান পড়িয়া যায়—পে যেন তৈতের বিশীপ নদীটি—ক্ষরপ্রক্র ভাহার লভার গলে পূর্ণ—আর উন্থা—ধেইছনের পরিস্থাতা ইহার স্কাবিক !

হঠাৎ নিশিকার যেন সংক্রেন ক্রান ক্রিকা জান খোনা নাই—কি আন আন মাইন-ক্রিকা হ্ইতে পারে... যাহার ভাহার হাতে এমন করিয়া ড গাওয়া উচিত নম !

নিশিকান্ত উঠিয়া একটা ভাক্তারী বই লইয়া পড়িতে বিদিন।...পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেল; শ্রীনাধ-পুরের একট। ক্লগী আজ ভিন মাদ ধরিয়া ভূগিতেছে; সহরের দিবিল সার্জ্জেনও হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, নৈব কবিবাজী দব রকম দেখিয়া এগন নিশিকান্তের তদারকে আসিয়াছে; ক্লগীটি উঠিতে পারে না, শুইয়া শুইয়াই দব করে...বিপুল অর্থের মালিক; ভাহার রোগের সহক্ষে জানিবার জন্ম আজকাল নিশিকান্ত কত রাত অবধি জাগিয়া বই পড়ে—বই পড়ে আর ভাবে; ভাবিতে ভাবিতে নিশিকান্ত সব ভূলিয়া যায়—উমা কামিনী—শশী—সব! চোধের সন্মুধে ভাসিয়া ওঠে ক্লীর ক্লালসার দেহধানি—রোগের বীজাণু তাহার মান্তিকের ভিতর চুকিয়া কিলিবিলি করে।

নিশিকান্ত সেই কথাই ভাবিতেছিল।

উমা আসিয়া বসিল-একি-থেলেন না যে?

উদার কণ্ঠস্বরে নিশিকান্ত পিছন ফিরিয়া দেখিল; বাংল—কেন কি অপরাধটা করেছি যে খাব? বলতে পার—কি অপরাধটা করেছি ভোমার কাছে যে খাব—বল কি—কথা বলছ না যে?…

উনা কেব**ল বলিতে চেষ্টা করে—অ**পরা**ধের কথা** হচ্ছে না—

— অপরাধের কথা হচ্ছে না যদি— ভবে কেন থেতে ব্লন্থ ভূমি সারাদিনটা উপোষ করে থাকবে—আর আমি থাব—এ কোন দেশী কথা হোল—আমার আশুরে এনে যদি আমারই পাপের বোঝা বাড়াবে—ভবে কেন আমার বাড়ীতে এলে— ?... যাও না যেখানে খুলী কেউ ভ'বাধা নিচ্ছে না ভোমান্ধ

উম। কথাটা শ্রমিরা হাসিল।

নিশিকান্ত বলিল-হাসছ বে?

উমা বলিল—না—একটা কথা মনে পড়ল—ভাই বাসছি!

নিশিকান্ত বঙ্গে—কি কথা ? মনে আছে সেই ক্ষেত্ৰাক্ত অধ্যক্তিক অংশবিদ্য

সেদিন অন্ধকার রাত, অমাবস্তে ছিল বোধহয়—শশি
আমার কোলে ঘূমিয়ে পড়েছিল—তথনো ঘরে চুকিনি;
আমি বলেছিলুম—এখন ত আমার ঘরে ঠাই দিছেন—
শেষকালে একদিন কিন্তু আপনিই আমার তাড়িরে
দেবেন;—আপনি তখন কি বলেছিলেন মনে আছে
আপনার?

নিশিকান্ত উত্তর দিল না—জিজ্ঞান্থ দৃষ্টিতে **চাহিয়া** রহিল কেবল।

—আপনি তথন বলেছিলেন—আমি বেঁচে **থাকতে**তোমার অনিচ্ছায় কেউ তোমায় স্পর্শ করতে পারবে
না—আমার কাছে তুমি সেটুকু আশা করতে পার ;
—আজ দেগছি আমার কথাটাই সত্যি হোল!...বিশিষ্কা
উমা আবার তেমনি করিয়া হাসিল।

নিশিকান্ত চুপ করিয়া বিসিয়া রহিল; একটি কথা ভাহার মৃথে জোগাইল না; অচেনা একটি নারী অনাত্মীয়া
—বিবাহ করা স্ত্রী নয়—মায়ের পেটের বোন নয়—তা'
হইলেও তবু সহা করা যাইত—কিন্তু বাহিরের কোথাকার
কে—তাহাকে মার্জনি করা যায় না। ভাক্তারী বইএর
ছাপা অক্ষরগুলা চোথের স্মুপে সারি সারি পীপিকিকার
মত মনে হয়—তাহাকে দল বাঁধিয়া কামড়াইতে আসিতেছে—নিশিকান্ত চোপ বুজিল।

উমা বলিল--থাবেন না তাহ'লে--এগুলো ?

নিশিকান্ত বলিল—যে মুখের সামনে অপমান করতে পারে—তা'র ছোঁয়া জিনিব আমি গাইনে—লে বিষ আমার কাছে—

—এতদিন ড' গেয়েছেন তাই—অল তুলে দিই আমি—বাটনা বেটে দিই আমি—তা'তে বৃঝি দোষ নেই !

—আর থাচ্ছি না উমা এই শেষ—বলিয়া নিশিকান্ত উঠিল—উঠিয়া পা দিয়া থালাটিতে সজোরে এক লাখি মারিল। উমা কাছে দাঁড়াইয়া ছিল নিকটেই লে থালা গিয়া লাগিল উমার পায়ে; লাগিতেই পেথানটা কাটিয়া কর কর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু নিশিকান্তর তথন সেদিকে নজর নাই—উমা দেখিল দরজার বাহিবে গাড়াইরা নিশিকান্ত পলার আঙুল দিয়া সব বনি করিয়া ফোলতেছে;...তারপর একবার পিছন দিকে না চাহিয়াই হন্হন্করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া ওদিকে কোথায় চলিয়া গেল।

দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে উমার চোথে যেন জল আদিবার উলোগ হয়। মনে হয়—অন্তুত এই মাসুষটি—পরের দহিত যে কেমন ব্যবহার করিতে হয় তাহাও জানে না—অথচ এমন আপনার মত করিয়া উমা আর কাহাকেও পায় নাই। ভাবিতে ভাবিতে উমার আর একজনের কথা মনে পড়ে; এ মাসুষটির সঙ্গে কত তফাং! যাক্—যে তাহাকে এমন করিয়া ভূলিয়াও শ্বরণে আনিবে সা।

রাত্রি তথন কত কে জানে।

উমা না থাইয়াই বসিয়াছিল; নিশিকান্ত সেই যে তথন চলিয়া গিয়াছে—আর আসিবার নাম নাই। আর আসিবে কিনাকে জানে। না আসিলেও তো পারে! যদিনা আসে আর ?

ভাবিতে গিয়া উমা নিজের অজ্ঞাতে ধানিকটা শিহ্বিয়া উঠিল।

বাহিরে কে যেন ডাকিতে লাগিল—শশি ও শশি ---শাশ—

নিশিকান্তের গলা নয়—অন্ত কেহ হইবে। কি থবর আনিয়াছে কে বলিতে পারে।

শশি ঘুমাইয়াছিল; মায়ের ভাকাভাকিতে খুম
ভাতিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছে।

বাহিরে আসিতে লোকটি বলিল—একট। কথা শোন থোকা—এই তোমার মাকে বোল ব্যক্তল—বোল যে নিশিকান্তনা' আর আসছে না এ বাড়ীতে, তোমরা এ বাড়ী থেকে বিদেয় না হ'লে আর এথানে আসবে না— আমায় এই কথা ব'লতে ব'লে দিয়েছে—ব্যলে মা'কে এথুনি বল গিয়ে—

মা'কে গিয়া আর বলিতে হইল না; আড়ালে গাড়াইয়া উমা সময়েই ওনিল। তনিয়া 🐉 না কিইছু করিল না। আবদ ভাহাকে এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে হইবে নিশ্চয়ই। এই রাত্রে—এই ত্থেময়ে। আর কারা আসিলেই বা উমা কি করিতেছে, সে তো এ-বাড়ীতে পর।

উমার মনে হইল—বেখানে হোক—এ-বাড়ীতে নয়! এ-বাড়ীতে নয়! একৰণ্ডও নয়! অন্ত কোথাও যাইবে —অন্ত কোথাও - বেখানে চোখ যায়।

আর আধঘণটার মধ্যেই প্রস্তুত হইতে হইল। প্রস্তুত্ত হর্নায় বিশেষ হাঙ্গাম ছিল না—যা' কিছু লইবার হাডেই বহিতে হয়। শশী আবার ঘুম চোথে এক পাগলামী স্কুফ করিয়াছে—দে এ-বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না! যেন এ ভাহার নিজের বাড়ী! এ বাড়ীতে বেন ভাহার পূর্ণ অধিকার; এই পোড়াকপালে ছেলেটার বায়না দেখিয়া উমা হাসিল।...

তা' যাহাই হউক—যাইতে যথন হইবে তথন বেশি দেৱি করা সমীচীন নয়।

শশীকে তো কোন রকমে রাজী করান গেল—এইবার রওনা—

কিন্তু বাধা আসিল।

বাহিরের দিকের দরজায় কে যেন ডাকিতে থাকে—
শশি—ও—শশি—

এবার নিশিকান্তের গলা; উমার অস্থ্যানে ভূল হ<sup>টবে</sup> না কথনও—

কিন্তু নিশিকান্ত ঘরে চুকিবার পূর্বে পিছন দিক দিয়। বাহির হওয়া যায় না।

কিন্ত শশি নিশিকাত্তের গলা পাইয়াই দরজা খুলিয়া দিয়াতে।

নিশিকাস্ত ঢুকিয়াই তুলস্থুৰ বাধাইয়া দিল। উমা তথন একপাশে জড়সড় হইয়া আছে।

নিশিকান্ত বলে—এই দেখ—যা' চেৰেছি—রাগের
মাধায় কা'কে দিয়ে কি কথা বলে' পাঠিবেছিল।দ—লেই
কথা ভনেই অমনি ভোমরা চলে' বাছ—কেন—ডোমরা
কি আমার পর ? এস এস ঘরের দাওরায় উঠে একাল্য
যা' শশী ঘুমোগে বা'—

छमा गांखबात छेलत छैडिया चानिय ।

নিশিকা**ন্ত বলিল---এই নাও** কি এনেছি দেগ--এই দেগ--উমা---

উমা দেখিল—নিশিকান্ত হাতের পোঁটলা পুলিয়া কি স্ব বাহিব করিতেছে। পাবার দ্রব্য নিশ্চয়ই; উমার কিন্তু হাসি পাইল।

এই মাকুষটিকে সে আজও ব্ঝিতে পারিল না—
ব্ঝিতে পারিবে কিনা ভাও বলা যায় না—না বঝুক—
এই এমনি করিয়া দিনরাত্রি এই লোকটির সঙ্গে বাস
করা যে কি কষ্টকর—ভাহা ব্ঝিল;...এবং আরও

বুঝিল—কামিনী যে চলিয়া গিয়াছে দোষ দে কিছু করে
নাই! এ খেন শরৎকালের দিন;...এই দেধ রোদ—
বেশ চন্চনে বোদ—পৃথিনীকে পোড়াইয়া একেবারে
লাল করিয়া দিতেছে—আবার কোথাও কিছু নাই—
রাস্তাঘাট কাদায় পিছল করিয়া দিয়া একেবারে চুপচাপ—

কে বলিবে ইহার ভিতর কি আছে! আর বাহাই
থাকুক-প্রাণ বলিয়া একটা জিনিষ ইহার মধ্যে আছে—
চঞ্চল প্রাণ-কৃষিত প্রাণ! উমা ইহাকে ভালবাসিতে
পারিবে!...

## অবধৃত সোম

— গল্প —

শ্ৰীবৃদ্ধদেব বস্থ

[ এবুদ্ধদেব বহুর নাম আধুনিক পল্ল-উপস্থাদ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে হৃপরিচিত। বৃদ্ধদেব বাবুর গল এখন বে ধারার চলিতেছে অবধৃত দোম তাহারই একটা নমুনা। ]

অবধৃত সোমের নাম আপনারা নিশ্চয়ই ভনেছেন? আজ, এই উনিশ শো বত্তিশে ওর কোনো পরিচয়ের আর দরকার করে না-করে কি? এতদিনে ও প্রতিষ্ঠার এটুকু উচ্চতায় আরোহণ করতে পেরেছে যে কারে৷ কাছে ওর নাম উচ্চার্**ণ কর্লে তারপর আর-কিন বল্তে হ**য় না এবং আলাপে কি প্রবন্ধে ওকে উল্লেখ কর্তে হ'লে সাধা-রণতঃ ওর নামের **বিতীয় অংশ বর্জিত হ'য়ে থাকে**। এবং, ওর পক্ষে এটা সামাস্ত ক্তিছ নয়; কারণ, ওর বয়েদ মাত্র চরিবশ-হায় রে, পঁচিশও নয়; যেটা হচ্ছে চলিশের यात अक्रमां वरमन, यथन अक्षन भूक्ष अक्था वरन আক্ষেপ কর্তে পারে যে সে বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছে। চরিবশ ७त वरशम—ना दवनी, ना कम; माहि छि।क कीवरनत হিসেবে ও ছেলেমাত্রৰ ছাড়া আর কী ?—শিশু, বলা যায়। গা, শিশু, আধুনিক বাঙ্কা সাহিত্যের ও হচ্ছে enfant terrible। ভয়ানক ছেলে, অবধৃত। আঠারো বছর वरग्रहम ७ वेडिशाम-क्यूट्राच-मूनक अक छनवाम स्वर्

বেচারা নায়ক-এই বোধ হয় তা'র অবচেতন পাপের শান্তি—শেষ পরিছেদে ভাদ থেকে পড়ে' মারা যায়। ভা'রে৷ হু' বছর আগে দে এক গ্ল লেখে; তা'তে এইটি ছেলের শোষার ঘরে রোজ রাত্তিরে—উ:, সে horrible, horrible; আমি তা নিখতে পার্ণো না ৷ কবিভায় ও এমন-স্ব সংস্কৃত কথা ব্যবহার করেছে, সভ্যি সভ্যি চাপার অক্সরে লিথেছে, যার বাঙ্গা মানে হৃদ্যুত্ম করতে পেলে ফিট হ'য়ে যাবার কথা। ওঃ, ভীষণ ছেলে এই অবধত। এই ক' বছরের মধ্যে ও গভে-গভে প্রায় তু হাজার ছাপানো পৃষ্ঠা লিগে ফেলেছে; দে-সব লেখার ভান, ভাষা, ভন্নী, ইন্সিড-কী বল্বো? সাধারণে প্রচ-লিত কথাটাই ব্যবহার কর্ছি-অখ্লীল, অসহরক্ষ ষ্ণনীল। ওর বইয়ের পাতায় ত্নীতির লক্ষ-লক মাইজেশৰ কিল্বিল্ কর্ছে; একটু খুলেছেন কি আপনার নাক-মুখ দিয়ে প্রবিষ্ট হ'য়ে আপনাকে ( অবিক্সি, হে আমার আদর্শ-চ্রিত্র পাঠক, অ্যাপ নাকে নয়; আপনার স্যাটি-

সেপটিক, মাইজোব-মু পবিত্রতার থোঁজ কি স্পার রাখি নে।) নারকীয় প্রবৃত্তিতে জাগ্রত ক'রে তুল্বে। ও-সমস্ত वहे भएए तनहे, तन्था तनहे, हूं ए तनहे, चंका तनहे। ও-সব বই বাজীর ছেলেমেয়েদের হাতে দেয়া আবার নিজ হাতে তা'দের হাতে বিষের শিশি তু'লে দে'য়া এক কথা। এবং এ ধরণের কুৎসিত, নির্লজ্ঞ, জঘন্ত সাহিত্য রচনা ক'রে অবধৃতও যে নিস্তার পেয়েছে, তা নয়। আপনারা আমাদের হুর্ভাগা বাঙ্কা দেশের व्यात्न, পায় नि। গৌরবের পক্ষে এটুকু বলা হোক যে ওর বিরুদ্ধে ছাপার অকরে এ-পর্যান্ত যত রচনা বেরিয়েছে, ত। সব সংগ্রহ ক'রে আপনি একটা সম্পূর্ণ রোব্বারের তুপুর কাটিয়ে দিতে পারেন—তবু রাত্তিরের জন্ম কিছু বাকি থেকে যাবে। নদ্দমার পোকা, মরকের কীটের সঙ্গে ও উপমিত হয়েছে। বাঙলার বাইরে এক সাহিত্য-সম্মেণনে একবার প্রতাব করা হয় যে ষেহেতু এ ধরণের লেখক হচ্ছে সাপের মত, স্বতরাং হাতের কাছে পেলেই তা'কে মারা উচিত। এক মহিলা পরামর্শ দেন যে লেখকের বিয়ে ন। হ'মে থাকলে অবিলম্বে বিষে দে'য়া দরকার, এবং স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকলে ভা'কে একুনি ফিংরে আনা হোক। আবার-এক প্রোটা মহিলা বলেন যে এ যদি আমার ছেলে হ'তো, আমি একে টুকরো-টুকরো করে' কেটে ফেল্ডাম। এক নবীন অধ্যাপক বলেন যে অবধৃত সোম রাস্তা দিয়ে গেলে তাঁর উদ্দেশ্যে তিল ছোঁড। আমানের প্রত্যেকের সামাজিক কর্তব্য। এমনি সব। একবার, এমন কি, ওকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা হয়। ওর এক আত্মীয় ভদ্রলোক ওকে বদতে পর্যান্ত নাইবলে তার বাডি থেকে বিদেয় করেন; ওর অপরাধ, ভদ্রলোকের একটি বিবাহযোগ্যা মেরে ছিলো। কিছু সময়ের জন্ম ওর প্রতি-বেশী এক মুন্সেফ--তার ছিলে। বিভীয় পকের যুবতী ত্ত্রী-ওকে পাড়া থেকে তাড়াবার নানারকম চেষ্টা করেন। আর এ ছাড়া, ব্যঙ্গ-রচনা, প্যার্ডি, ল্যাম্পূন, ওর ব্যক্তি-পত জীবন সম্বন্ধে আইন বাঁচিয়ে রসালে৷ ইন্সিত, কাঁচা মেমেলি হাতের লেখায় বেনামী চিঠি-এ-সব জিনিবের তো ছড়াছড়। ও-সৰ জিনিষ যে সব সময় শ্লীলতা, ভক্তা-এমন কি,: নিছক স্থকটি মেনে চলভো, তা নয়:

ভবে তা'তে কিনা কিছু আনে বায় না ; কারণ, ভাজাতের
পূঁজ-রক্ত দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আর মাছির ভার ওপর
বসা—এ-হুয়ে ভদাং আছে। স্থতরাং, ও-সব রচনার
অশ্লীলভায় কেউ কোনো আপত্তি কর্লেন না। বঃং,
সবাই তা উপভোগ কর্লেন। কর্তেই পারেন।

এডংসত্তেও-কিছা এ সব কারণেই, ও একই ক্লা-অবধৃত খুব অল্ল বয়সেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে নাম করে ফেলেছে। না-করাই ওর পক্ষে অসম্ভব ছিলো; অমন অন্তত হাস্তকর, অসম্ভব নাম—তা বিখ্যাত হ'তে বাধা। আনার এক-এক সময় সতিয় মনে হয়, ওর ঐ চুলভি অতুলনীয়, অধিতীয় নামই ওকে প্রসিদ্ধ করেছে। ওব নাম হ্বেশ কি রমেশ হ'লে কিছুতেই এতটা হৈ-চৈ ও করতে পার্তো না; বড় জোর, বাঙলাদেশের একজন 'হুলেধক' হ'তো। আর, অবধৃত নাম নিয়ে কিছু না করে'ও এক রকমের মশ ওর আাদতোই। অবধত-কী নাম! ভন্লেই বল্ভে হয়, কী অভুত! অনেকে ওকে বলে অদভূত। শক্রুরা ওর নাম দিয়েছে নবভত ডোম। আর ভক্তরা—আজকাল তা-ও চু'একজন হক্তে, **७**निছि—আরো কঠিন বাক করে' ওকে বলে দেবদত। বে-নামের সঙ্গে এতগুলো ভালো-ভালো মিল হয়, যে-নাম দিয়ে ছড়া কাট', বিসকতা করা এত সোজা, বে-নামকে विश्वांष्ठ, विकृष्ट, श्रांशान्श्राम करत' है क्रांत्रण क्त्र्वात প্রলোভন সম্বরণ করা অদন্তব-প্রথম ভ্রেন যে-নাম ছন্মনাম নম্ন বলে' বিশ্বাস করা শক্ত-দে-নাম তো বিখাত হবেই। যে-ছেলে জ্ঞান হওয়ামাত্র স্পান্তে পারে, তা'র নাম অবধৃত দোম, কী করে' সে ভয়ানক রকম চমকপ্রদ किছ ना करत' भारते ? हैंगा, हमक ७ किছ नाभारत । একেবারে আলোর ঝিকিমিকি; আকাশের উদ্ধার মত ওর গতি—অভড, কিছু উজ্জ্ব ; তা'র অপ্রারণ কামনা কর্তে-কর্তেও চোপ মুগ্র না হ'য়ে পারে না।

অবধ্ত—সাহস করে' কথাটা স্বীকার করে' কেন্টি, যাক্!—আমার বন্ধু; ছেলেবেলা বেকে ওর করে আমার আলাপ। তাই বলে' মনে কর্বেন না, সাণনালো কাছে ওকে সমর্থন কর্বার উদ্দেশ্ত নিষ্টে আহি চিটি বন্দেছি। যে বে জিনিবের বেশাগ্র নি

खत (नथा मध्यक प्यामात नियमत किं वरकता (नहे: तावहरा त्वादक शां वरन, छा-दे क्रिक-दा, छा-दे क्रिक। বোধহর ওর মধ্যে একটা জন্ম গত, অবিচ্ছেম্ম নারকীয়তা আছে: নইলে প্রথম থেকেই ওর লেখার অমন বিষাক্ত বিকাশ হ'বে কেন ? তবে, ওর সম্বন্ধে নানারকম উদ্দাম ভীষণ জনরব বর্থন শুন্তে পাই, তথন--অবাক অবিখ্রি হই নে ; কারণ, ওর লেখার সঙ্গে মিলিয়েই লোকে ওকে হৈ তিরি করবে। অবাক হই নে, কিন্তু হাসি পায়। ওর সম্বন্ধে প্রচলিত মত হচ্ছে যে ও নারী আব হুরার সমূদ্রে ড্বে' আছে; ও কাম-পশু, উচ্চ, খালতার এক পিশাচ। কবে নাকি ভোরের দিকে ওকে উলক অবস্থায় ভাদ্ট্বিনে পাওয়া গিয়েছিলো। কোনু কোনু মেয়ের ও 'সর্বনাশ' করেছে, তা'দের নাম ও ঠিকানা অনেকে গায়ে পড়ে' মানাকে দিয়ে গেছেন। এক গণিকাকে উপলক্ষ্য করেও নাকি একবার মার খেয়ে আধ-মরা হয়েছিল। সেদিন তন্লাম, ওর মধ্যে নাকি যক্ষার সমস্ত লক্ষণই দেখা গেছে, বেশীদিন আর ওর নেই। আরো যে-সব মাঝে মাথে কাণে আদে, তা লেখা যায় না। এখন, অবধৃত হচ্ছে মতান্ত রোগা, ধর্মাকৃতি একটি ছেলে, সমস্ত মুপে এক জোড়া চোপ ছাড়া আর কিছু নেই, বলা যায়, মাথার চুল সব সময় এলোমেলো হ'য়ে আছে—স্ত্যি ভর যা <sup>ব্রেস</sup>, তা'র চেয়েও ছোট দেখায়। দেখুতে ও একেবারে তুজ; পেশাদার, নিপুণ প্রেমিক হিদেবে ওকে কল্পনা করা শক্ত। ওর স্বাস্থ্য তুর্মল ব'লে পানাহার সম্বন্ধে ও অত্যন্ত সাবধানী; চাহের সঙ্গে কাঁচা-কাঁচা টুমাটে। চিবিয়ে খায়; এক দক্ষে এক পাইন্টের বেশী বিয়ার ওকে <sup>কগনো</sup> থাওয়াতে পারিনি। তার ওপর ও অত্যস্ত <sup>নাজুক</sup>; বেশির ভাগ সময় বাড়ি বসে' থাকে, লিখে' <sup>বেটুকু</sup> সময় পায়, **বই পড়ে' কাটায়। আ**পনি ওকে প্রথম মধন দেখবেন, অত্যক্ত ইতাশ হ'য়ে পড়বেন; এ-ক্থা বিখাস করতে আপনার অনেক সময় নেবে যে এ-ই <sup>ইচ্ছে</sup> সেই নরকের কীট, ঘুণিত কুমি, অমিতাচারের বিশ্বলৈতা, অবধৃত দোম। ওর লেখার স**দে এ বর্ণনা** মানায় না, তা ঠিক; লোকে যা বলে, তা হ'লেই শোভন, শ্ৰুত ও আটিস্টিক হ'জো, তা-ও ঠিক; কিছ fact ₹® fact |

অবধৃত মাঝখানে কল্কাতায় ছিলো না; বেহারের কোন্ এক শহরে ওর নিদি থাকেন, সেধানে বেড়াতে গিছেছিলো। ও ফিরে এসেছে থবর পেয়ে সদ্ধ্যেই আমি ওর ওথানে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। অধিকাংশ সদ্ধ্যাই আমি ওর ঘরে বসে' যাপন করি। ওর এক অভুত অভ্যেস—সন্দ্রোটা ঘরে বসে' কাটাতেই সব চেয়ে ভালোবাসে; আর তাতে আমাদের—যারা ওর বন্ধু—এটুকু স্থবিধে হয়েছে যে আর কিছু কর্বার না থাক্লে (এবং টাকা যাদের নেই, তাদের সাধারণত আর-কিছু কর্বার থাকেও না) ওর ওগানে গিয়ে সন্দ্রেটা একরকম কাটিয়ে ক্রেয় যায়। যে ক'দিন ও ছিলো না, সন্ধ্যাথাপন এক ভ্রুহ সমস্যাহ'য়ে উঠেছিল; ও ফিরে এসেছে, বাঁচলাম।

গিয়ে দেখি, কাগজের দক্ষে প্রায় মাথা ঠেকিছে অবধৃত প্রাণপণে প্রফ দেগে যাচেছ। আমাকে দেখে একটু চোধ তুলে শুধু বলুলে, 'বোদো।'

' গার সব কোথায় ?'

'কেউ আদে নি।' অবধৃত অম্পষ্ট জবাব দিলে। গানিকক্ষণ অপেকা করে' আমি অসহিষ্ণু হয়ে বল্লাম, 'কি ভাই প্রুফ দেখছো এখন! ওগুলো রেখে দাও না।' 'এই—আর এক মিনিট, please—'

এক মিনিটের জায়গায় পাঁচ মিনিট কাট্লো। তারপর আমি বল্লাম; "ভাখো, এ-ক'দিন তুমি ছিলে না; কথা বলতে না পেরে ভ্রুমরতে বাকি আছে। এখনো মদি চুপ ক'রে ধাকতে হয়—'

হঠাং প্রফ থেকে চোথ তুলে' অবণ্ত বল্লে; 'একটা সময় ছিলো, যথন আমি সত্যি, স তিয় ভালে। লিথতাম। ত-ই মনে হয় না তোমার !'

'আর এগন ? এখন তুমি শেষ হ'য়ে এলেছো—না, की ?' আমি না ছেলে পারলাম না, বাং, পৃথিবীর ভাক্ষণ্যের রেকর্জ ত্রেক কর্লে তুমি! চিক্কিণাই ভোমার সন্তর—বেশ। এখন "শেষের—' যা-হোক্ একটা বই লিখে' ঘটা করে' বিদেয় নাও আর কি।'

'না—সতিয়।' অবধৃত প্রুক্তের তাড়া গুছিরে জুরারে জুরে' রাধনো, 'ধরো—এ-বইটা। কবে লিখেছিলায এটা ? এক বছর আবে—প্রো এক বছরও নয়। অবচ প্রফ দেখতে-দেখতে এইমাত্র নিজেই মৃথ হ'য়ে যাচ্ছিলাম; মনে হচ্ছিলো, এখন আর ও-রকম লিখতে পার্বো না।'

"আর-কিছু না হোক্, পাব্লিনিটির কায়দ। শিখেছো বটে। কিন্তু এ-সব পাাঁচ আমার ওপর খাটিয়ে কি লাভ হচ্ছে ?'

অবধৃত চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিপ্রেট ধরালে—
'লাভ কিসেই বা হবে? শোনো; এতদিনে নিজের কাছে এ-কথা স্বীকার কর্তে বাধ্য হচ্ছি যে নিজের মনে আমি যতই বড়াই করি নে কেন, বাঙালী পাব্লিক আমাকে প্রহণ কর্লে না। কর্লে না, করলে না, করলে না। তা'র সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে বিয়ের :উপহারে আমার বই মোটেও বিক্রি হয় না।'

'কী ক'রেই বা হ'বে ? উপহার দেবার মত করে' ষদি লিখতে পারো, তবে তো হ'বে !'

'হুঁ, তা ঠিক, তা ঠিক।' অবধৃতের মূথে চিন্তার ছায়া পড়লো। 'আচ্ছা, বলতে পারো, কী রকম লিগ্লে popular হওয়া যায় ?'

'বাং, তা পারি নে! শোনো; সিরাপের মত মিষ্টি আর জোলো করে' প্রেমের গল্প লিথ্বে—শেষটার বিয়ে হ'বে—না, আজকালকার রেওয়াল হচ্ছে, বিয়ে হ'বে না। না-হয় কোনো ত্যাগের গল্প লিথ্বে—বদ্থেয়ালী ছোট ভাইয়ের জন্ম দেবতুল্য বড় ভাই সর্বস্বাস্ত হ'লো; কিছা এলেলগোছের ছোট-জা কুচুণ্ডী বড় জায়ের ছেলের চিকিৎসার জন্ম নিজের সমস্ত গয়না বেচে দিলে; ছেলে আবিশ্রি ভাল হ'লো না—কিন্ত হ'লো ছ' জায়ের মিলন—ভঃ, অপূর্ব্ব, স্বর্গীয় দৃশ্ম! এই আর কি। আর একটা মনে রাথবে, যথনি স্থােগ পাবে, বেশ মােটা করে' ক্লেণরস্ব ছিটিয়ে দেবে। "পড়তে-পড়তে কালা পায়"—এর চেমের বড় প্রশংসা বাঙালী পাঠক, এবং—which is more important—পাঠিকা জানে না। এ-রক্ম ধনি লিথ্তে পারে, তাহ'লে দেধবে ভামার বইয়ের কী বিজি।' দ

অবধৃত থানিককণ চুপ করে আমার কথাগুলো চিস্তা কর্লে। তারণর বল্লে,—'Thank you—thank you very much. হাা, ঐ গোছেরি ছ' একথানা বই

লিখ বো—লিখ তেই হ'বে। এত দিন গ্রাহ্ম করিনি; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কিছু টাকা হ'লে ভালো হয়। তা ছাড়া, আমার ভয়ানক ছ্নমি, সেটাও কাটিয়ে ওঠা দরকার হ'য়ে পড়েছে।'

'তোমার ছন্মি না থাকুলে তুমি থাকবে কোপায় •'

'না, তৃমি বুঝতে পারছো না। ছেলেবেলায়—
পৃথিবী সম্বন্ধে যথন কমই অভিজ্ঞতা ছিলো—আমিও
তা-ই মনে করতুম। লোকে যতই নিন্দে করতো ততই
আমার আনন্দ হ'তো। স্বাই fools and duffers
and blockheads—একমাত্র আমিই হচ্ছি বুদ্ধিনান এই
রক্ষ একটা ছেলেমাছ্যি অহকার মনে ছিলো। হয়তো
সত্যি কথাটাও তাই, কিন্তু এখন আর তা নিয়ে অংশার
করি নে, বরং তৃঃখ করি। কারণ, এখন দেখছি, আমার
এই হলভি তৃন্নিম মোটের ওপর লাভের চাইতে ক্তিই
বেশি। চের বেশি। প্রথম, ছাথো, বইয়ের বিজির
দিক থেকে। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা মৃষ্টিল
আছে।'

'কী দেটা १'

'ভাবো, আমার মৃথিল হচ্ছে যে I cannot live upto my reputation। লোকে আমার কাছ থেকে কতগুলো জিনিব আশা করে, যা আমার শক্তির বাইরে। নিজেকে তো বিপদে পড়তে হয়ই, অন্তকেও বড় বিশ্রীরকম হতাশ করতে হয়। তুর্নাম এত বড় একটা গোরব, যা বহন করতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই। এখন দেখছি, আমার পক্ষে সাধারণ হওয়াই সবচেরে আরামের। এবং স্থনামের চাইতে সাধারণ আর কী আছে?—মৃত্ গোছের একটু স্থনাম, যা কাঁটার মত কটে থাকে না, তেলের মত গায়ে মিশে' থাকে; যা কাউকে আঘাত করে না; যার মানে হচ্ছে, স্বাই অমান মূর্বে প্রশংসা করবে, এবং করেই ভূলে' যাবে। স্কভ্রাং এমন চমৎকার জিনিষ যে স্থনাম, তা অর্জন কর্বার ক্ষেত্র, ভাবছি, এবার ঝানকরেক "ভালো" বই লিখনো, মানি

"ধদি কিছু মনে না করো বলুতে গাঙি স্থান বই তুমি কথনো লিখতে পার্বে না। স্থানী আ mentally too rotten'— জবধৃত হেদে উঠ্লো।—'ভবু, চেষ্টা করে' দেখতে নোষ কাঁ? চেষ্টায় কীনা হয় ? তুনামের গৌরব আর স্ফুকরা যায় না। জানো, দেদিন একটি মেয়ে মুখের ভুগুর আমাকে ইডিয়ট বলে' দিলে।'

'Priceless! কে সেই wonderful মেয়ে?'

'দিদির ওখানে যে গেছলুম, সেথানে তার সঙ্গে দেগা।
দিদির ননদ হয়। মীমু নাম। মেয়েটি এত স্থলর যে
ধকে দেখামাত অনেকদিন পর হঠাৎ আমার আবার
কবিতা লেখবার ইচ্ছে হ'লো।'

'দে-কথা তা'কে বল্তেই বুঝি সে তোমাকে ইভিয়ট বলে' দিলে ?'

'শোনই। প্রথমে গোড়ার কথা ছু' একটা বলে' নিই। মীত্র বয়েস কুড়ির কাছাকাছি। বছর থানেক হয় ওর বিয়ে হয়েছে, এবং বিয়ের পরেই ওর স্বাণী চলে গেছেন বিলেভ। স্থভরাং ও এখন বাপের বাড়ীতেই আছে। দিদির বাড়ীতে এই আমি প্রথম গেলাম; মীলুকেও. তাই, এই প্রথম দেখলাম। দেখে আপশোষ इ'লো, এর আগে কেন ওকে দেখি নি। সত্যি, ও-রকম চেহার। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। ভাবলাম, মেয়েটির দঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ করা সম্ভৱ হ'বে কি ? কিন্তু মীতুই আমাকে সে ভাবনা খেকে বাচালে। আমি ওদের বাড়ী যাওয়া মাত্র মীন্থ আমাকে ছু:ড়' বদ্লো; বলতে গেলে, খপ্করে' আমাকে ধরে' ওর প্রেটের ভেতর ভরে' ফেল্লো। প্রথম দিন থেকেই ও আমাকে আর ওর বাড়ির লোককে স্পষ্ট করে'ই व्यक्त नितन (य (य-क'निन अथान आहि, आमि এकान्छ-রূপে মীরুরই সম্পত্তি। এবং সে ব্যবস্থায় আমিও যে খুব অথুসি হয়েছিলুম, তা নয় ৷'

'Naturally.'

'আমার সাহিত্যিক খ্যাতি মীহুর কানেও পৌচেছিলো

কথায় কথায় আবিদ্ধার করেছিলুম যে আমার বইগুলো

সবি ওর পড়া আছে। দিদি বল্লেন,—ও নাকি আমাকে

দেখবার জন্ম রীতিমত অন্থির হ'য়ে পড়েছিলো। কিন্তু

আমাকে দেখে ও তো হেঁসেই বাঁচে না—"ওমা, বৌদি,

এই নাকি তোমার ফেমান্ ভাই ? একে নিয়েই এত!

এ যে দেখ্ছি নেহাৎ ছেলেমান্থয়!" তার পর আমার

দিকে তাকিয়ে বল্লে—"কিছু মনে কোরো না ভাই, তৃমি

বয়েস আমার বড় হ'তে পারো, কিন্তু তোমাকে তৃমি

ছাড়া কিছু বল্তে আমি পারবো না। তৃমিও আমাকে

তা-ই বোলো।"

মামি বল্লুম,—"বেশ তো।" মূথে বল্লুম বটে; কিন্তু সন্থ-পরিচিত মহিলাকে প্রথম ধার্কাতেই ভূমি

বল্তে আমার বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিলো। **জানো** তো, ও-সব জিনিষ আমার ঠিক আপে না।

"শবর্ত—কী awful নাম! ও-নাম নিয়ে কী করে' ত্মি বেঁচে আছে? উঃ, যতবার তোমাকে ভাক্তে হ'বে, ততবার ঐ উংকট শক্টা উচ্চারণ কর্তে হ'বে—কী শান্তি! বৌদি, তোমার মা-বাবার কি মাধা ধারাপ হয়েছিলো—অমন নাম কী করে' তাঁদের মনে এলো?" দিনি বল্লেন,—"আমরা তো ওকে ভূজ বলে' ভাকি।" "ভূত—ভূত, এ-ই ঠিক নাম হয়েছে। আমিও ভাহ'লে তা-ই ভাক্বো। 'ভূতের মতন চেহারা বেমন—' অবিশ্রি নির্কোধ নয়, কী বলো?" মীয় হাস্তে-হাস্তে আমার চুলগুলো ধরে' এক ঝার্নি দিলে। আমি লজ্জিত হ'য়ে কোনো কথা বশ্তে পারলুম না।

'ত্' দিনের মধ্যেই যা হোক আমার সঙ্কোচও কেটে গেলো; আন্তে-আন্তে আমি গোলস থেকে বেরিছে আন্তে লাগ্লুম। বানের বাড়ীতে মীহর কোনো কাজ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে বসে'ও গল করতো। আর হাস্তো—কী হাস্তো! সে হাসি ভন্লে বাড়বিক মৃথ হ'য়ে বেতে হয়। মৃথা হ'য়ে আমি গেলুমও। কেইম্স জান্স্-এর বইগুলো সঙ্গে করে' নিয়ে দিয়েছিলুম পড়বো বলে'; কিয় নব-বিজ্ঞানের আশ্চর্যা সব আবিদ্ধারের চাইতি নীলু আনার কাছে আবো বেশি আশ্চর্যা ঠেক্তে লাগ্লো।…নাঃ, এইবার বইগুলো পড়তেই হ'বে।

'তুপুরে খাওরার পর মীছ আমার ঘরে আস্তো, আমি হয় তো তথন বই খুলে' বদেছি। এসে জিজেল কর্তো, "কি কর্ছো, ভূত ?" "এই একটা বই পড়-ছিলাম, কী অছুত কথা লিখেছে, শোনো।" "চাইনে. ভন্তে।" মীছ আমার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে ধুপ করে' আমার পাশে বদে' পড়লো। "কী ছাই খালি বই পড়ো—পড়ে' কী হয় ?" "সভ্যি—ঠিক বলেছো। পড়ে' কী হয় ?" "তুমি লিখতে ভো পারো অমন ভ্যানক সব কথা, অধচ এম্নিতে অমন মুখ চোরা কেন ?" "কী আর কর্বো, বলো; সবার কপালে ভো আর সব হয় না।" "এখানে করেকদিন থেকে যাও, আমি ঠিক তোমাকে মাহম করে তুল্বো, দেখবে।" "ধ্যাবাদ, মীয়।" কথা থেকে কথা উঠতো; কখন যে বিকেল হ'য়ে যেতো, টেরও পোতুম না।

'একদিন মীয় আমাকে জিজেল করলে, "আছো, 'নিক্লতা' বলে' তুমি বে গল্প লিখেছো, তা কি ভোমার নিবের অভিজ্ঞতা থেকে নে'লা ?" আমি হেলে বল্লুম, —"এ কথা ভিজ্ঞেল করে' তুমি প্রমাণ কর্লে, মীছ, বে ভূমি মেরে।" মীছ তংক্লাৎ জবাৰ দিলে, "কেন, আমি যে মেয়ে তা'র অন্ত প্রমাণের অভাব আছে নাকি?" আমি ভাড়াতাড়ি বলে' উঠলুম,—"না, না, ও-কথা কোনো পুরুষ জিজ্ঞেদ কর্তো না—এই আর কি।"

'আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে মিহুর কৌতুহলের শেষ ছিলো না। আমার বইগুলোকে আমার জীবন-কাহিনীর বিভিন্ন অধ্যায়ে তর্জনা কর্তে পার্লে তবে ও আনন্দ পেতো। এবং এটা স্বাভাবিক; রবীন্দ্রনাথ থেমন বলেন, রক্ত-মাংসের প্রতি টান মেয়েদের মজ্জাগত। কবে, কোথায়, কী অবস্থায় কোন কোন মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেমের ব্যাপার ঘটেছে, মীমু বার-বার কৌশল করে' কি স্পষ্টভাবে তা জান্তে চেয়েছে; এবং বার-বার আমি ও-সব প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছি। কারণ, ও-সব বিষয়ে বলবার কিছুই নেই; পৃথিবীর সব প্রেমের ব্যাপারই এক। কিন্তু মীহু তবু ছাড়ে নি; বলেছে, "এমন হতেই পারে না যে এ-পর্যান্ত কিছুই তোমার ঘটে নি; তা হ'লে তুমি এত জানলে কি করে'?" বারে! জানতে আর কী ? আমি তোকখনো লটারিতে এক লক্ষ টাকা পাই নি, কিন্তু পেলে মনের কী-রকম অবস্থা হয়, তা কি আর বুঝতে পারি নে!" "যাও, যাও-"মীম শেষটার চটে" গেছে, "ও-সব বাজে কথা রেখে দাও; সোজা কথা বলো, তুমি বল্বে না। তুমি যে কী ভয়ানক লোক, তা কি বোঝা যায় না, ভেবেছো ?" "ও: মীমু, মীমু, শেষটায় তুমিও আমাকে এ-কথা বল্লে!" "যাওঃ, আর চঙ্ কর্তে হ'বে না।" কিন্তু একটু পরেই রাগ ভুলে' গিয়ে মীছ জিজেদ করেছে; "আছা, তুমি বিয়ে করো না (कन १" "की करत्र' कत्रत्वा १—निर्द्धति निन करत्र ना।" "ইস্—"তোমার আবার টাকার অভাব! বই লিথে' পাও না ?" "যা পাই, তাতে বৌয়ের শাড়ির ধরচও উঠবে না।" "ইচ্ছে কর্লে ওতেই বিয়ে করা যায়। দরকার কী অত বাবুগিরি কর্বার? "মীমু Convinced इम्र नि ; मत्न-मत्न मत्न्वर करत्रह्, नि\*हम् अग्र-तकात्ना রোমান্টিক কারণ আছে। প্রায়ই ও-কথা বল্তো। শেষটায়, একদিন ও যথন বল্লে, "আমার মনে হয় শীগ্রিরই তোমার বিয়ে করা উচিত—কেন কর্ছো না ?" আমি ওকে জব্দ কর্বার জন্ম বলে' ফেলল্ম, "বে-২েতু তোমার বিয়ে হ'য়ে 'গেছে।" এ-ই একমাত্র কথা আমি বলতে পেরেছিলুম, যাতে মীহুর মুথ একটু লাল হ'য়ে উঠেছিলো। এমন কি, একটু সময় ও চুপ করে রইলো

পর্যন্ত। আমি নিজে প্রায় গুর্ভাস হ'য়ে উঠ ছিলাম, এমন
সময় মীয়ুই বল্লে, "কী ভাবছো?" "কী ভাবছি?
দাঁড়াও, ভেবে দেখি।" "আমি বল্বো, কী ভাবছো?
ফিরে' গিয়ে আমাকে নিয়ে বে-গরটা লিখবে, সে-কথা।
কেমন নয়?" "ফিরে গিয়ে তোমাকে নিয়ে গল্প লিখবে।
কেম ?" "লিখবে না?" মীয়ুর স্বরে একটু য়েন হতাশা
বেজে উঠ্লো, "য়িই লেখো, আমার প্রতি একটু দয়
কোবো। উ:, মেয়েদেরকে তুমি য়েমন করে' আঁকো—
রীতিমত ভল্ল হয়।" আমি মনে-মনে হাস্লাম; মুধে
কিছু বল্লাম না।

'বেশ কাট্ছিলো দিন; দিদির বাড়ির প্রচুর খাওয়া. সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর জল-বায়ূ—ক'দিনেই চেহারা ফিরে' গেলো। কিন্তু ইতিমধ্যে এক কাণ্ড হ'লো। এক রাত্রে একটা ভারি মিষ্টি—এবং আমার পক্ষে পরিচিত—গল্পে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো। একটু পরেই বুঝাতে পার্লুম, গন্ধটা আস্ছে মীহর মাধা থেকে, যে-মাথা আমার বালিশের এক পাশে রেখে সে ওয়ে আছে। আমাকে জাগতে দেখেই মীয় আমাকে শক্ত করে' ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে' আমার মূধে এমনভাবে চুমে। থেলো যে আমার একেবারে খাসরোধ হ'য়ে এলো। ঠিক বলতে পার্বো না, আমার কী-রকম যেন একটা ভয় হ'লো, তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি বিছানা থেকে নেবে চট্ করে' আলো জেলে দিলুম। একটু পরে মীমু শিধিল আঁচলটা গায়ে জড়াতে-জড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো; দরজার কাছে এদে আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলে' গেলো; "৬ৄ লিখতেই শিথেছিলে—ইডিয়ট!" ওর দে-দৃষ্টি এখনো আমার মনে পডে।

সব শুনে' আমি বল্লুম, 'ঠিকই বলেছে। তুমি
ইডিয়ট বই কি, একশো বার ইডিয়ট। কিন্তু ভারপর ?"
'ভারপর আর কী ? এই ভো—এখন আমাকে এধানে
দেখছো। আরো কিছুদিন থাক্তে পার্লে ভালো হ'ডো;
ভায়গাটির চমংকার স্বাস্থা! কিন্তু এধানে এসে থেকেথেকে থালি মীহুর কথা মনে পড়ছে; কিছুভেই ভূলভে
পার্ছি নে। কাল এখানে এসেছি; ছ'দিনের মধ্যে
ওর কথা ভেবে চারটে কবিতা লিথে কেলেছি। ধ্রুবাদ্
মীহুকে—অনেকদিন পর আবার কবিতা লিক্তে

্রিঅমলা দেবীর লেখা ক্ষেক্টি গল্প ও কবিত। পুশাপাত্রে বাহির হইরাছে—ই'হার লেগার একটা বিশেষ স্থর আছে। নর-মারীর অন্তরের গোপনত্ম কথাটি ই'হার লেখার প্রকাশ পাইতে চার। ভঙ্গিটিও সম্পূর্ণ নিজয়। 'সোভাগাবতী'তেও সে পরিচর পাইবেন। ]

সোভাগ্যবতীদের দৃষ্টান্ত দেখাতে হ'লে মহামায়ার গ্রমটাই দেশগুদ্ধ লোকের আগে মনে হ'ত।

বোষালদের বাড়ী মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে নিমন্তিত। য়ে এলেন। সকলের সঙ্গে সমান গল্প করতে পারেন, বয়সের তারতম্যে উনি কথনও ভূলেও লঘু গুরু হ'ন না।

খোষাল গিন্ধি বল্লেন—'এই যে চল ভাই আর কি করবার আছে দেবে শুনে নেবে চল।"

মহামায়। উঠে পড়লেন "চল।"

—"তুমি চল দিদি, আমি আসছি।"

মহামারা ঘর থেকে বেরিয়ে থেতেই, ঘোষাল নিম্নস্থরে 
আরম্ভ করলেন—"থাসা আছে, অমন মহাদেবের মত 
থামী, যা ইচ্ছে তাই করছে, কখন একটা তুমি থেকে তুই 
বলেনি, কেমন স্থাধ স্বচ্ছদেদ নোয়া সিঁত্র নিয়ে হেদে 
থেলে বেড়াচ্ছে, থেন কুড়ি বছরের থুকী। সমবয়সীদের 
মাধ্য অদেক ত মরে জুড়িয়েছে আয় যারা আছে তারাও 
নাধাকার মধ্য।"

নিজের অল**ন্ধার শৃত্য হাত তৃ'থানা**র দিকে চেয়ে উনি একটা দীর্ঘাস ফেলে চুপ করে গেলেন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মহামায়া কপালে সিঁত্র টিপ প্রছিলের, স্থামী শ্রামাকাস্ত এসে ঘরে চুকলেন।

লয়া রোগা **মাত্য, রংটা উজ্জ্বল স্থামবর্ণ নর অফুজ্জ্**ল স্থামবর্ণ ই।

ম্ব দেবলে একট্ বোক' বোকা ভাল মাত্রৰ মনে হয়।
মহামায়ার দিকে চেয়ে ভামাকাভ জিজেন করলেন
—"আজ সন্দিটা কেমন আছে?"

মহামায়া ঘাড় নেড়ে বলেন—"আৰু ভাল আছি।"
গ্ৰামাকান্ত একটা হোমিওপ্যাথীর বাক্স আলমারী
ধ্বেক টেনে নিয়ে এসে তার মধ্যে থেকে কি একটা ওব্ধ্বে শিশি বার করে একটা কাঁচের মাসে করেক কোঁটা
কেলে স্ত্রীকে ডাকলেন—"ওগো শুনছো, এই ওব্ধটা থেয়ে
কেল।"

মহামায়। আৰদাবের স্থবে ৰজেন—"আৰ ও ভাল আহি, আজ আবার ওব্ধ কেন ?" সামাকান্ত ৰতা হড় হা ক্ষে ব্যেল— "ঐ দেথ আমার আবার সর্দি লাগল। নাও ওষ্ধটা থেয়ে ফেল।"

মহামায়া এবার বিনা আপত্তিতে থেয়ে ফেল্লেন।

খ্যামাকান্ত এতক্ষণ পরে সময় পেয়ে ওর সজ্জার দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন — "কি কাণ্ড তোমার! এই ভীষণ শীতে শুধু ঐ একটা সিল্পের জামা! গ্রম জামা গায়ে দাওনি কেন ? তুমি যে কি কাণ্ড করবে তা জানিনা! শিগুগির গ্রম জামা গায়ে দাও। ওগো শুনছো?

ওলো একটু ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"গরম জামা আমি গায়ে দিতে পারি না। বিচ্ছিরী দেখায়।"

শ্রামাকাস্ত এবার করণভাবে ওগোর দিকে চাইদেন

—"কি কাণ্ড যে তুমি বাধাবে তা জানি না! **দলীটি** শুনছো, গ্রম জামা টা গায়ে দাও।"

বলতে বলতে গ্রম জামাটা আলনার থেকে **ভূলে** নিলেন, মহামায়া চেয়ারটাতে ভাল করে বলে প**ড়ে বলেন** 

— "গ্রম জামা নয়, ঐ শালখানা বরং দাও।" জামাকান্ত গ্রম জামাটা রেখে শালখানা এনে দিলেন — "এট নাও গায়ে দাও। কি যে কর জানিনা।" বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

শ্রাবণ সন্ধ্যা, সকাল পেকে রৃষ্টি নেমেছে, **অমরের** স্ত্রী জ্যোৎসা রালা করছিল, শাশুড়ী উমাতারা রালাম্বের একপাশে বসে পাড়ের স্থতো তুলছিলেন, আর জ্যোৎসার সঙ্গে বল্ল করছিলেন—

বাইরের দিকে চেমে উমাতারা বলেন—"মুক্তেওণ; সারাদিন পোড়া আকাশ যেন ছাাদা হয়েছিল! এতকণে বিষ্টিটা একটু ধরল, যাও ত বোমা এই বেলা জলের কলসিটা কলের মুখে বসিয়ে দাও।"

অমর এতক্ষণ নিজের বরে জানলার কাছে চেয়ার টেনে বলে বলে চুফুটের পর চুফুট শেষ করছিল।

এইবার বৃষ্টিটা খামতে দেখে তাড়াতাড়ি খামাটা গালে দিবে খামনার সামনে দাড়িছে মাথার বার কণ্ডক আসটা খনে বেড়িলে পড়ল। জননী উমাতারা অমরকে বেফতে দেখে ম্বধানাকে বিক্বত করে বকে উঠলেন—"বিষ্টি একটু থেমেছে কিছুলৈন ভামাকান্তর বৌর কাছে। ঘরে এমন সোণার পিত্তিমা থাকতে ঐ বুড়ী ঠাকুমার বয়দীকে যে কি ভাল লাগে।"

জননীর সব কথা গুলো দাঁড়িয়ে গুনবার সময় অমরের ছিল না, বৃষ্টি আবার আরম্ভ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, ও ভাড়াভাড়ি বেরিয়ে গেল।

উমাতার। তথনও আপনমনে বলে চলেছিলেন—"ভাল খাগী, সতেক খোৱারী পাড়া শুদ্ধকে যেন তুক করেছে।"

মহামায়ার বাড়ীতে চুকতেই আবার বৃষ্টি আরস্ত হ'ল আমর ঘরে গিয়ে চুকল, ঘরে শেগরনাথ আনেকক্ষণ থেকে বসেছিল; শেগরনাথ বয়সে আমরের চাইতে চৌল পনের বছরের বড়, দেখতে মন্দ নয়, মস্ত বড় গোঁপ পাকিয়ে শাকিয়ে কাকড়া বিছের দাঁড়ার মত উচু করা । মহামায়ার পাশের বাড়ীতে থাকে । বিপত্নীক, ছেলে-নেয়েরা জীর মৃত্যুর পর মামার বাড়ীতে দিদিমার কাছে থাকে ।

অমর শেথরকে একটা নমস্কার করে বল্লে—"কতক্ষণ !" শেথর ওর দিকে একবার চেয়েই বিখের বিরক্তি মাধা মুধে শুধু দাড় নাড়ল কথার কোন উত্তর দিল না।

এ ঘরে মহামায়া বৈকালিক প্রসাধন শেষ করছিলেন; আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাড়ীর কোঁচ ঠিক করে, মুথে কি একটা মাথছিলেন, পুত্রবর্ লীলা এসে দাঁড়াল—"মা কি রামা হবে!"

মহামায়া ভানহাতথানা গালের ওপর ঘদতে ঘদতে বল্লেন—"তুমিই যা হয় দেখে ভনে দাও নামা।"

লীলা ফিরে যাচ্ছিল মহামায়া আবার বলেন—"হাঁ। ভাল কথা, অমর এণেছে?"

नीन। घाफ त्रांफ राह्य- "हा धाराह्य।"

—"তাহ'লে অমরের জন্মেও এক কাপ চা কোর।" লীলা ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল।

অমর জানলার কাছে বাইরে বৃষ্টির দিকে চেয়ে চুপ করে গাঁড়িয়ে ছিল, মহামায়া এসে অমরের পাশে দাঁড়িয়ে পীঠে আত্তে একটা চড় মেরে মৃত্ হরে বলেন—"এ ঘোর রক্ষনী মেধের ছটা কেমনে যাইব বাটে।"

গানের স্থরে বলে ওর দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।
অসম হেসে ওঁর দিকে চাইল—"অর্থাৎ ?"

- -- "वाफ़ी किंद्रदर्व कि करत ? विष्ठि आंत्रख ह'न।"
- -- "बाड़ी यांव ना এইशात्नहे थाकव।"
- "जार्'ल (वीमा मात्रदवन!"
- -- "মারলে তুমি বাঁচাবে।"
- —"এরে বাবা! বৌমার কাছ বৈকে ভোমার বাচাতে পার্ব লা। সেদিন রায়েদের খাড়ী খত লোকের মধ্যে

বৌশার সক্ষেক্থা কইতে গেলাম, তা তিনি উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। এত রাগ হবার কারণ কি কে জানে বাপু!" অমর কথার কোন উত্তর না দিয়ে, জ্র-কুঞ্চিত করে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

শেখরনাথের চোধ ছটো এতকণ স্থায় জল জন করছিল, এতকণে মহামায়ার সঙ্গে কথা কইবার ছুযোগ পেয়ে বেন বাঁচল, বল্লে—"বোদি, যে তোমার সঙ্গে কথা করে অপমানিত হতে যাও কেন ?"

মহামায়া অমরের দিকে চেয়েছিলেন, হঠাৎ শেখরের অদাময়িক উক্তিতে জ্র-কৃঞ্চিত করে বিরক্তি মুখে ওর দিকে চাইলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

नौना जन हा निरम्।

মহানায়া একটা কাপ অমরের হাতে তুলে দিয়ে, আর একটা নিজে তুলে নিয়ে লীলাকে বল্লেন—"এক কাপ শেখর ঠাকুরপোকে দাও।

লীলা শেথরের হাতে আর এক কাপ চা দিয়ে ছটো কাপ টেবিলের ওপর রাধল—"বাবা আর উনি আসছেন।"

—"তোমার চা ?"

गशभाषा अन करतन नीनारक।

— "আমার ও ঘরেই রেখে এসেছি।"

यत्न नीना हत्न रशन ।

শ্রামাকান্ত পুত্র দীনেশকে দক্ষে নিয়ে এদে বদলেন। মহামায়া শ্রামাকান্তর পাশে বদে বল্লেন—"তোমার ত চা থেলে রাত্তিরে ঘুম হয় না তবে চা থাচ্ছ কেন?"

শ্যামাকান্ত একটা 'উত্' শব্দ করে, এদিক-ওদিক চেয়ে বল্লেন—"পাতের গোড়া বড্ড ফুলেছে, নইলে আমি তোমাদের মত অকারণে সারাদিন চা থাইনে। এই দেখ না অমর, চা থেয়ে থেয়েই ত ওর অমন চেহারা, আজ চা থাওনা বন্ধ করুক, ও ঠিক ইয়া হয়ে উঠবে।"

অমর দীনেশের সঙ্গে গল্প করছিল, একটু হাস্প।
চা খাওয়া শেষে মহামায়া পান দিতে দিতে বলেন—
"এমন বর্ধার দিন, আজ অমবের একটা গান হোক।"

অমর ঘাড় নাড়ল—"না আমার নয়, তোমার।"

-- "তুমি না গাইলে আমি গাইব না।"

— "আমি গাইব, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা গাইতে হবে !"

মহামায়া আর কথা কাটাকাটি না করে ক্লাবনার কারে বংস পড়ে একটা গান আরম্ভ করলেন।

শ্যামাকান্ত চেরারে বলে চুনতে লাগনের । রাত্রে অমর বাড়ী ফিরল। জ্যোৎসা আগতি ।
লেপ মৃড়ি দিরে কাঁপছে, উমাজারা জ্যোড্টার 
লেপ মৃড়ি দিরে মুসিরে পড়েছিলেন।

অমর দবজা ঠেলতেই ঝি হরির মা এনে দরজা খুলে িলে। অমর ঘরে চুকে স্ত্রীর কপালে হাত রাখল, জ্যোংলা অমরের হাতথানা ঠেলে দিয়ে মাথার দিকে লেপটা ভাল করে টেনে আবার কাঁপতে লাগল।

অমর সরে গিয়ে জননীকে একটা ঠেলা দিয়ে ডাকল

—মা: ও মা!"

উমাতারা চমকে তাড়াভাড়ি উঠে বসলেন।

অমবের থাবার দিলেন, ও থেতে বসল; উমাতারা ওর সলুখে বসে পড়ে বল্লেন—"বৌমার ত আজ আবার দ্বর এল, ভাল করে চিকিৎসা করা বাপু, জরে জরে মেয়ে থেন কি হ'য়ে গেল!" অমর জনকুঞ্চিত করে বল্লে— "চিকিৎসাত হচ্ছে আর কি করবে! এসে প্র্যান্ত এই পাচ বছরে পাঁচশো রক্ম রোগ! ছদিন একটু সামলে ছিল, ওমনি কাকার জন্তে প্রাণ কেঁদে উঠল ছুটে ভুগাপুরে গিয়ে ম্যালেরিয়া নিয়ে এলেন!"

অমরের আহার শেষে উমাতারা বেরিয়ে পেলেন,

অমর দরজায় থিল দিয়ে এসে স্ত্রীর পাশে বসল। মৃথের

রেপটা সরাতে যেতেই জ্যোৎসা! সেটা চেপে ধরল, অমর

একই হেসে বল—"আমার সঙ্গে তুমি পারবে ?" বলে

রেপের ভেতর হাত চালিয়ে ওর হাত ছ'ধানা একহাতে

ধরে অতা হাতে লেপটা মৃথের ওপর থেকে সরিয়ে নিল।

কাপ্নি ওর থেমে গিইছিল, ভয়ে কাদছিল।

অমর সম্মেহে ওর কপালের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লে—"কি পাগল।"

—"আর অত আদরে কাজ নেই! আমার শীত কংছে সরে যাও। আমি ইচ্ছে করে রোগ করি না?"

—"আমার কথায় রাগ হয়েছে! তুমি সমান তুগতে লাগলে, আমার মনে কি শান্তি আছে, হঠাৎ বলে ফেলেছি, রাগ কোরনা, লক্ষীটি!"

—"আমার রাগই বা কি আর অভিমানই বা কি—। যোমার ত অশান্তি হবার কোন কারণ দেখছি নে।"

অমর আর কোন উত্তর না দিয়ে অংকোট। নিভিয়ে উয়ে পড়ল।

9

ডাক্তার নরনাথের পর পর অনেকগুলি পুত্র সন্তানের পর শেষটি এল কলা।

নরনাথ কন্তার নাম রাধলেন ডেজি, স্ত্রী স্থেহময়ীর কিন্তু ও নামটা মন:পৃত হ'ল না তিনি নাম রাধলেন দ্যায়য়ী।

প্রের আহারের সন্মুখে খুকুকে খোলে নিম্নে নরনাগের মা থুকীকে আদর করতে করতে বলেন—"খুকুর
ভার ও চেকচি নামের চাইতে বৌৰায় দ্রাময়ী লামই
বেশ হয়েছে বাপু!"

নাম বিপত্তি দেখে পুত্র সকাতরে জননীর দিকে চাইলেন, বধু জয়ের আনন্দে উৎফুল হয়ে হেদে উঠলেন।

দ্যাময়ীর ব্যসের সক্ষে সধ্যে জননী ক্রেছময়ীর শিক্ষার তাড়া পড়ল, ওর মনে হ'ল সমস্ত জ্ঞান শিল্প পৃথিবীর যাবতীয় সমস্ত কতাকে আয়ত্ত করিয়ে ফেলবেন।

প্রত্যেক আত্মীয় বন্ধু পরিচিত স্বাইকে তানিয়ে দিলেন যে উনি ক্যাকে ডাক্তার করবেন, বিষ্ণে দেখেন না।

এই ভাক্তার করার হপ্প দেখতে দেখতে একদিন হঠাৎ দেখা গেল দ্য়ামগ্রী জীবনের চৌদ্দী বর্গ বসস্তের ভালা ভরে দিয়েছে। মেয়েকে ভাক্তার করার স্থার হঠাৎ থেমে গেল।

দেখা গেল ভারানাথের পুত্র শিবশঙ্করকে ভাষাতৃপদে বরণ করবার জভ্যে স্নেম্মী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

স্থানী বল্লেন—"ডেজি পড়তে পড়ুক,শেষে দেখা যাবে।"
ক্ষেহ্ময়ী,কিন্তু স্থানীর কথা কিছুতেই মনোমত হয় না,
বল্লেন—"বেশ ত পড়ক না, বিয়ের পর পড়াকেই
হ'বে। অমন মেধাবী ছেলে শিবশহর ওকে হাতছাড়া করা
বোকানী হ'বে। বাপের পয়দা আছে লেখাপড়ায় অভ ভাল।"

নানা তক বিতকের পর স্বেখ্যয়ীর **ভেদই বজায়** রইল। দ্যামগ্রীর বিয়ে হয়ে পেল শিবশৃষ্করের স**্লে**।

শিবশকর শুধুই বিশ্ববিভালয়েয় স্থোগ্য ছাত্র নয় ও ক্রোগ্য জামাইও! দিদের পর দিন খাগ, বিয়ের পরেও লেখাপড়া চলতে পারে, এমনি ধারাই ক্রেম্মীর আশা ছিল, কিন্তু বাচম্পতির বংশের বদুদের নাকি লেশাপড়া ভলতে হয়।

শিবশকর বিথাত 'সংবংশ' এবং বনেদী বংশের ছেলে হয়ে, দয়াময়ীর মত 'মেচ্ছ একপুরুষে টাকা' পিতার কল্যাকে দয়া করে বিয়ে করে যে কতথানি উদারতার পরিচয় দিয়েছে সেকথা দিনে দিনে দয়ায়য়ীকে এবং নরনাথকে জানিয়ে দিতে লাগল।

নরনাথ চুপ করে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকেন।

স্বেহ্নয়ী কপালে করাঘাত হেনে বল্লেন—"আমন বিহান ছেলের হাতে দিয়েও মেয়ের এমন ছর্দণা হ'ল।"

এমনি করেই বছর কতক পরে বনেদীবংশের বধুছের গৌরব সর্বাঙ্গে মেথে মাস কতকের কন্তা মহামায়াকে কোলে নিয়ে দয়াময়ীর কন্ধালটা আবার মাথের কোলে ফিরে এল।

বেশীদিন ওকে আর মায়ের কাছেও থাকতে হ'ল না,
মৃত্যু হুই হাত ৰাড়িরে বুকে টেনে নিল।

মৃত্যুর পূর্ব মৃত্ত পর্যাত গরামরী কেনলি বলেতে— "মারাচক ভোষাদের কাছে রেখ, তলে তে বিতনা ?"— ভারপর অনেকদিন কেটে গেছে।

আজও সেহম্মীর আকাশে বাতাদে কন্তার শেষ যেন নিত্য নৰ নররূপ ধরে প্রতিদিন যেন ফিরে আসে।

মহামায়া স্কুলে পড়ে, পড়ায় বেশ মাথা আছে।

কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে কি একটা উপলক্ষে স্নেহ্ময়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন।

সেখানে মহামায়ার গিশিমার ননদ শিবসভীও এসেছিলেন, স্নেহমন্ত্রীকে দেখে তিনি নানা আত্মীয়তার পর প্রশ্ন করলেন—"হাঁ মা মহামান্ত্রার বিয়ের কি করছ? বেশ বড় হয়ে উঠেছে দেখছি।"

মহামায়ার দিকে চেয়ে সেহ্ময়ী দীর্ঘধান ফেলে বল্লেন
— "দ্মাকে ওঁর ইচ্ছে ছিল পড়াবার, আমিই ভাল ছেলে
দেখে জেদ করে বিয়ে দিয়েছিলাম, তারপর যা হ'ল সেত
ধুবই হ'ল, অত আদরের মেশ্লের কি হুর্গতি। আর এখন
মায়ার বিয়ে দেব না, পড়ছে পড়ক তারপর দেখা যাবে।"

শিবশঙ্করের বাড়ীতে কথাটা প্রচার হ'ল।

বাড়াণ্ডদ্ধ স্বাই ক্ষেপে উঠল, শিবশহ্বের পিতা ভারানাথ কালার স্থ্রে বল্লেন—"এর চেয়ে তুই মলিনে ক্ষেন রে, হাঁয় বাচম্পতিবংশের মেয়ে তুই বোঁচে থাকতে থিশ্চানদের মত বিয়ে করবে না, ফর-ফরিয়ে ইংরিজি বলে রাহায় রান্তায় হাওয়া খেয়ে বেড়াবে! ৬েরে এর চেয়ে তুই মলিনে কেন রে।"

শিবশঙ্কর যে জীবিত আছে সেই কথাটা প্রমাণ কক্ষাবার জন্ম সেইদিনই নেয়ে নিয়ে আসতে চলে গেল।

নরনাথ সেহম্যীর স্বিনয় অন্ত্রোধেও কোন ফল হ'ব না।

শিবশঙ্কর বল্লে—"মেয়ে না দিলে আমি মামলা কোরবো।"

নরনাথ চটে উঠলেন—"বাক্সে ওদের মেয়ে ওরা নিয়ে।"

স্থেহমধীর অবুঝ মাতৃহানয় কিছুতেই মানেনা, কিন্তু চোধের জ্বলেও শিবশঙ্কর ভিজ্ঞল না। মেয়ে নিয়ে চলে গেল।

মাস কতক পরে নরনাথের নামে গোলাপী থামে সবান্ধবে ভারানাথের পৌতী কল্যাণী প্রীমতী মহামায়ার বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র এল।

মহামায়া বতর বাড়ী এল, বৃদ্ধা রুগা শাত্ড়ী, স্বামী

প্রভাষাকান্ত ভার কেউ নেই। আত্মীয়রা বলে ভামাকান্ত ভালমাছ্য, বন্ধুরা বলে

বোকা।

মহামারার মত ত্রী পেয়ে ওর আশব্দার অস্ত ছিল না

অলাবু মারের সন্তান ওকি বাঁচবে!

তাই প্রতি মুহুর্তে ওর সতর্ক্তার সীমা ছিল না।

মহামারা আবদারের স্থবে তাড়া দেয়—"কি পাগনামী হচ্ছে।"

শ্রামাকান্ত অবাক হয়ে বোকার মত ওর মুধ্রে দিকে চেয়ে থাকে। মহামারার কথার হার কেটে যায় ওর চেয়ে থাকাত,ও আর কোন দিকে না চেয়ে রামাঘরে চুকে প্রল।

গ্রীক্ষের রাত্রি অক্ষকারে ছাতে শ্রামাকান্ত ওয়ে ছিল, মহাকায়া কাজ সেরে এল। শ্রামাকান্তর শিয়রের কাছে বসে ওর মাথার চুলের ভেতর হাত বুলুতে লাগন।

কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে খ্রামাকান্ত বল্লে—"অন্ধ করবে, শুয়ে পড়।"

—"কিছু হ'বে না।"

বলে মহামায়া পূর্ববং মাথায় হাত বুলুতে লাগল।

এবার শ্রামাকান্ত বিত্রত নিরুপায়ভাবে মিনভি করে উঠন—"না গো লক্ষ্মীটা,আমার কথা শোন,অস্থুধ করবে।"

মহামায়া মাধার কাছ থেকে চট করে উঠে পড়ে সতর্কিখানা ঠিক করে পেতে বালিশটা টেনে নিয়ে ভয়ে পডল।

খ্যামকোস্ত অবাক হয়ে থাকে, প্রতি মুহুর্ত্তে মহামায়ার অভিমানের অস্ত নেই, অথচ অভিমান যে কেন হয় সে ওর কিছুতেই মাথায় ঢোকে না।

ভামাকান্ত শ্যার ওপর উঠে বদে ওর কপালে হাত দিয়ে ডাকে—"মায়া।"

—"কি ?"

—"রাগ হয়েছে ?"

—"না, ঘুম পাচ্ছে।"

মহামায়ার ঘুম পাচেছ শুনে শ্রামাকাস্ত নিশ্চিত্ত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মহামাঘার কিন্তু ঘুম আলে না, শ্বাা ছেড়ে উঠে

ছাতের পাঁচিলের পাশে এসে চুপ করে দীড়ায়। স্বামীর প্রেম ও পেয়েছে সম্পৃৰভাবেই, কিছ তর্

কিন্তুটা যেন অনবরত মনের কোণে কেগে ওঠে। শ্রামাকান্তর প্রেমে গভীর শাস্তি আছে, তৃত্তি নেই।

क पूम निरंत शामाका छत्र पूम (छटक वात, महामादार

শ্যায় দেখতে না পেয়ে আবার উঠে পড়ে। মহামায়ার কাছে এসে দাড়ায়—"এথানে চুণ করে

†াড়িয়ে যে !" —"এমনি।"

— এখান।
ও সভ্রেহে মহামায়ার দিকে চেরে আই ক্য

এর চেয়ে আমাকাস্থ যদি ওকে আছি । থাবে ?' সেও হয়ত ভাল ছিল !

মহামায়া কোন উত্তর মা বিয়ে বিং —"আমার কিছু হয়নি ভূমি মুখোল

---উপক্যাস--

## গ্রীবিমলা দেবী



ি শ্রীমতী বিমলা দেবীর নাম আজকাল বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে স্থপরিচিত। সাহিত্যকেতে ইনি অল্পিন হইল আসিলেও ইতিমধ্যে ছোট গল্প ও ছোট উপস্থাস রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইরাছেন। ইঁহার 'ক্রমণঃ' উপস্থাস থানি স্থপরিচিত। পূল্পাত্বেও ইহার ছোট বড় অনেকগুলি গল্প বাহির হইরাছে। বর্জমান ছোট উপস্থাস 'মীমাংসা' থানিতে ইনি সমাজের একটা মন্ত বড় সমস্থা বাহা লইয়া আমান আমান ক্ষেক্ষ সময় আলোচনা করি তাহারই একটা রূপ বাত্তবতার নিক্ নিয়া দিবার প্রহাস পাইরাছেন। জন্ত আধুনিক কুচিম্পার পিতা-মাতার শিক্তিত্ব স্থানিক বেন নীতি ও অন্তরের বালী অনুসরণ করিয়া অজ্ঞাতকুল্পীলা কোন বালিকাকে বিবাহ করিল—তাহার পর আদর্শ অনুসরণ করিয়ে গিয়া সংসারে, সমাজে তাহার কি দশা হইল—এবং এ সমস্থার বিরূপ আত্তরিকতার সহিত বাত্তব তিত্র আঁকিয়াহেম। বিশ্বাহিক। বিশ্বাহিন বিশ্বত বিত্তব তিত্র আঁকিয়াহেম। বিশ্বত বিত্তব বিত্তব তিত্র আঁকিয়াহেম।

•

বিলাসপুর গ্রামের মধ্যস্থল জুড়িয়া যে প্রকাণ্ড 
স্ট্রালিকা সদর্পে আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া
ছিল, তাহারি বিতলের একটি স্থসজ্জিত কক্ষে বসিয়া
একটি তরুণী বধু সন্মুখে একরাশ পাণ লইয়া সাজিতে
বসিয়াছিল। পান সাজা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,
কয়েকটি কেবল মোড়া বাকী।

কক্টীশয়ন ককা। পরিভার পরিছের।

আসবাবের মধ্যে একপাশে একটি বড় পালক।
তাহার সুংত্র শথার উপর একটি কাঞ্চকার্য থচিত ক্রিম
রংয়ের ঢাকা, ঢাকার পাশ দিয়া শুলু শথার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

ঘারের দিকে কোণে একটি ছোট কাঁচের আলমারি; তাহাতে অনেকগুলি ছোট বড় বই সাজান ছিল। দেওবালে টাঙ্গান একটি কাপড়ের বাকেট তাহাতে পুরুষ-দের উপযোগী কোট সার্ট ধূতী ও কয়েকথানি চওড়া রাখা পাড় সাড়ী কুঁচাইয়া রাখা ছিল। এক কোণে একটি ছোট টীপয়ের উপর রিভন কাপড়ের আবরণ ঢাকা আনোকাধার, এবং তাহারি কিয়্দুরে একটা মাঝারীটেবলের উপর একটি বাঝারি আয়না ও চিরুণী, বুরুষ, ডেলের শিলি, সিম্দুর কোটা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসাধন উপযোগী সাম্বী অ্লুখনার সহিত প্রক্লারের গা ঘেঁসিরা নাখানি চিল।

তরুণী চকিতভাবে উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বাছির হইবার উপক্রম করিতেই একটি যুবক আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, প্রস্থানদ্যোতা স্ক্রজাতার অঞ্চল বন্ধ চাবিতে মৃতু টান দিয়া স্থরেশ কহিল

- "এই ष्डि ना।"

মৃত্ হাদিয়া মুধ ফিরাইয়া স্থলাতা কহিল-

--"(本· )"

স্বেশও হাসিল, কহিল-

- —"কেন আবার ? বারাও। থেকে দেখনা কে এদেছেন, নেমেছ কি আটে-পৃষ্টে মাছুলী, মা আবার তাঁকে যে রকম ঘোরঘটা করে অভ্যর্থনা করছেন তাতে খুব ফ্রিধে বোধ হ'ছেনা, বুঝলে ত যেওনা।"
- —"যাও এই বুঝি, আঃ ছাড় না গো, মা আবার রাগ করবেন।"

বলিয়া হ্বজাতা এইবার সত্য সত্যই আঁচল ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

নীচে পশ্চিম দিকের টানা দালানে, একটি শুল্ল কেণ বৃদ্ধ পিছনে দড়ি বারা বাধা চশমাচোধে লাগাইয়া কুশাসনে বসিয়া গভীর মনোবোগ সহকারে একটি বালিকার হত বেধাদি প্রাবেশণ করিভেছিলেন; আশে পাশে অনেক-শুলি ছোট ছোট ছোলেনেয়ে গোল হইয়া জাহাকে বিশ্লিষ্ দীড়াইরাছিল। তাহাদের অনতিদ্রে একটি শ্রামাদী বিধবা প্রোঢ়া ললাট পর্যন্ত অল্ল একটু ঘোমটা টানিয়া দাভাইরা ছিলেন।

স্থাতা অবগুঠন মূবে ধীরপদে প্রোচার পশ্চাতে আদিয়া ধীড়াইল। নিভারিণী মুখ ফিরাইয়া স্থাতাকে পার্থে আকর্ষণ করিয়া অহুদ্ধ কঠে কহিলেন—"ওঁকে প্রণাম করো।"

স্থাতা বৃদ্ধের পদতলে নত হইয়া প্রণাম করিতেই,
বৃদ্ধ প্রসন্ন নয়নে মৃথ তুলিয়া কহিলেন—"এস মা, এস,
সামি আশীর্কাদ করছি, তোমার মনস্থামনা পূর্ব হ'বে।"

ক্ষাতার মুখখানা পলকের জন্ম রাঙা হইয়া উঠিল।
অনেককণ ধরিয়া ক্ষাতার হন্তরেখাদি পরীক্ষা করিয়া,
বৃদ্ধ ক্ষাতার মৃত হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষণীর্থ একটা
নিখাল টানিয়া, নিভারিণীর উদ্বিয় মুখের দিকে চাছিয়া,
ক্রে অল্ল মাধা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন—

নিভারিণী বৃংদ্ধর বাক্যে আখাস পাইয়া মৃত্ কর্চে
কৃতিলেন—"আণীর্কাদ কক্ষন আপনার আণীর্কাদেই সব
সিদ্ধ হবে। বড়ই মনংকটে আছি। আর যাবার দিনও
ত হয়ে এল, এখন একটি নাভির মৃথ দেখে নিশ্চিত হয়ে
বেতে পারদেই বাঁচি।"

বৃদ্ধ নিহারিণীকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে আখাস প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নিভারিণীও কার্যাস্করে ঘাইবার উপক্রম করিতে-ছিলেন; এমন সময় ও-পাছার হরিণ মুপুষোর বৃদ্ধা জননী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। কাঁথে তাঁহার একটি বছর ছুইয়ের উল্লু শিশু।

গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত। পুত্রবধ্র নিকট জন্দন-পরায়ণ নাতিটিকে বামনা ধরিয়া পাড়া মাথায় তুলিবার চেষ্টার রত দেখিয়া, সকাল বেলাতেই তাহাকে কোলে চাপিয়া, পাড়া বেড়াইবার ও সেই সলে লোকের বাড়ীর হাঁড়ির থবর সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছিলেন। পথে রায় বাড়ীর

ভাষারি নিকট অমিলার গৃহে নৃতন জ্যোভিষীর আগষন সংবাদ শুনিয়; বর্জমান অমিলার স্থরেশ চাটুয়্য়ের পত্নী স্থাতা যে নিঃসন্দেহ 'বাঁজা তাল গাছ' মৃক্তকঠে সে কথা প্রচার করিতে করিতে জ্যোতিষীর তথ্য গ্রহণ করিবার সন্ধরে, জমিলার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতারিগী ভাঁহাকে দেখিয়া, একম্থ হাসিয়া, অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন—"এই বে খুড়িমা, এস. এস, কদিন ধ'রে ভোমার কথাই ভাবছিলাম, বলি খুড়িমা আর বৌষা বলে মনেও করেন না।"

খুড়িমা নিন্তারিণীর কথায় এক গাল হাদিয়া, দালানে উঠিয়া আদিয়া, ভাল করিয়া কাঁকিয়া বিসয়া কহিলেন—
—"ও মা সে কি কথা; তোমাদের কি ভুলতে পারি? বুড়ো হয়েছি হেঁটোয় আর কোর পাইনা মা, ডাই আলতে পারি না নইলে তোমাদের ভুলব ? তোমরা কি আমার পর ? তোমার শশুরের সেই কালো গাইটা গো, সেটাকে তুমিও ত দেখেছ, কম ছুখটা দিত না বাবু; এক এক বেলায় পাচ সের করে ছুধ! বাড়ীতে আমারও তখন আনকগুলি; শাশুড়ী ননদ, যা, দেওর, ভাহ্মর এক বাড়ী লোক। শাশুড়ী আবার বলতে নেই মা, একটু যেন কেমনতর ছিলেন; পেট পুরে খেতে অবধি দিতেন না। তা যখুনি তোমাদের বাড়ী এলেছি, তোমার শশুড়ী এই এমনি এক বাটী ছুধ নিয়ে ধরে দিতেন—"নে সত্য খা"—

বছবার শ্রুত কাহিনী স্বতরাং নিভারিণী প্রাণ্টাবে ফিরাইবার অভিপ্রায় কহিলেন—"হাা পুঁড়িমা, রাজুর বে আসবার কথা ছিল, এল না ? তারা পাঠালে ন বুঝি ?"



হতভাগা **হেলে, এক দণ্ড ধির হ**য়ে বসতে দেবে না; দিলে কাপ**ডখানা ভিজিমে।**"

বলিতে বলিতে খুড়িমা ভাড়াভাড়ি উঠিয়া পড়িলেন।
পায়ের কাছের খানিকটা কাপড় জলে ভিজিয়া গিয়াছিল;

ইই হত্তে কাপড়ের প্রাস্কটা ভাল করিয়া নিওড়াইয়া
লইয়া, সশকে করেকটা চড় পটলার অনাবৃত পিঠের
উপর বসাইয়া দিয়া, হাত হইতে জনের ঘটিটা কাড়িয়া
লইয়া ঝকার দিয়া উঠিলেন—

—"মাগো মা, কোপাও কি ছদত জুড়োবার যো আছে? বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছি কি সঙ্গে চল্ল রাবণের গুটি!"

পটলা তথন পিঠের জালায় চীংকার জুড়িয়া দিয়াছে;
নিজারিণী তাড়া তাড়ি তাহাকে কাছে টানিয়া লইমা সাস্থনা
দিবার ব্যর্থ চেষ্ঠায় পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে খুড়িমার
দিকে চাহিয়া কহিলেন—"কাপড়খানা ভিজে গেল ওপরে
কি করে যাবে খুড়িমা! আমার একখানা কাপড় বৌমা
এনে দিন, ছেড়ে ফেল। বৌমা অ বৌমা।"

খুড়িমা বাস্ত হইয়া কহিলেন-

—"না না থাক থাক। আজ উঠি মা, এর প্র নিশ্চিম্দি হয়ে আদব'খন। ইয়া বলি বৌমা আজ বে কে একজন নতুন গণংকার এসেছিল শুনলাম, তা কি বলে নাত-বৌকে দেখে? কি কপালই তোমার মা। ঐ একটা ছেলে—কত যাগ যুগ্যিই করলে বাছা, তা কিছুতে কিছু না! এই আমারও ত এতথানি বয়ন হ'ল চাটুল্যে বাডীতে নাতবৌর মত বৌ কিছু একটিও দেখিনি।

তোমার শান্তভীরও দেখেতি, তোমারও দেখেছি তোমাদের জন্মই বা কোন গণৎকার এয়েছিল ! শান্তভীর কথা নাই ধরলাম ভোমারও ত হয়েছিল দশ বারোটা ছারিছি বাচা না বাচা ভগবানের হাত হয়েছিল ত বটে। তা আজ জাবার কি বলে গেল গো! হ'বে ? হবে বইকি না তবে বয়েল হয়ে গেছে এই য়া'। ও বয়েলে ভোমার চারটি হয়ে গোছল। কড বয়েল হ'বে গো নাতবৌদ্ধ ছাবিবণ ? না কুড়ি। তা বি হ'ল। ওবে ও পটিলা সাম উঠে আয়।

এনের নিধে কি কোনাও কবি লাছে বা ! এখন কী, বাবার আলব ৷ আলব কি নাৰ্" ক্লিয়া পটনাকে বইর। প্রস্থান করিবেন, নিভারিবীও কার্ব্যান্তরে উঠিলেন।

গ্রীম্মকাল। হ্মরেশ ছিতলের পশ্চিম দিকের টানা বারাগ্রায় চেঘার টানিয়া বদিয়াছিল। শুরুপক্ষের দশ্মীর শুল্র জ্যোৎসা তথন চতু দিক প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। মাঝে মাঝে একটুকরা কালো মেঘ কিছুক্ষণের অন্ত চালের আলোয় বাধা দিয়া তথুনি দরিয়া যাইতেছিল। আকাশে চালের ও মেঘের কৌতুকপূর্ণ লুকোচুরি পেলা চলিতেছিল। পিছন হইতে হুজাতা জ্য়স্তকে কোলে লইয়া স্থরেশের পশ্চাতে আদিয়া দাঁড়াইল। বাম হত্তে জ্য়স্তকে বুকের কাছে বেড়িয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হত্তে সে স্থামীর ললাট শ্লাশ করিতেই, হুরেশ প্রভ্রম্পে পদীর হাত্থানা ললাটের

সুদাতা হাসিয়া কহিল—

উপর চাপিয়া ধরিন।

—"কি অস্থায়! আমি কিন্তু ভেবেছিশুম তুমি দ্বনেক উঠবে।"

হুরেশ চেয়ারের পিঠের নিকে মৃথ কিরাইয়া কহিল—
"কি ভেবে ! পরত্তী ?"

- —"ভাই ভাৰছিলে বুঝি !"
- —"যদি বলি হাা; কি করবে, মুধ ভার ?"
  ক্লত্তিম নৈরাশুস্চককঠে স্থজাতা কহিল—"নাঃ কি
  আবার কোরব! করবার পথ কি কিছু রেধেছ?"

--"माध् :"

সহসা সিঁ ড়িতে নিন্তারিণীর পদধ্বনি ও কঠবর শোনী গেল।

-" ও दोशा, दोमा श्वाकन कि च्मिरवर्ष ।"

ক্ষাতা ভাড়াভাড়ি কক্ষের দিকে ফিরিবার উপক্রম করিভেই নিজারিশী আসিয়া পড়িলেন। ক্ষণাতা ক্ষপ্রভিত্ত আরক্ত মুধে ঘোষটা টানিয়া এক পাশে সরিয়া দীভাইল।

পুত্ৰ ও পুত্ৰবৰ্ব জপ্ৰস্তত ভাৰ দেখিয়া লাগাবটা বৃথিবা লইয়া বনে মনে হাসিবা, মূখের পাতীর স্ট অধ্বিয়া নিয়োবিশী কহিলেন—

-- বোৰন খুমোৰ নি? তা না খুম্ক গে আনা

কোলে ওকে দিয়ে, তুমি একবার নীচে বাও ত মা।
বামুন ঠাকুরকে রারাগুলো বুঝিরে দিও। যে বামুন
ঠাকুরের রায়া, বল্লাম হরেশকে, যে, কাজ নেই বাবুও
ঠাকুর ফাকুরের হাালামার। তা' হ'ল না কলকাতা থেকে
ধরে নিয়ে এল; ওর ও কি কির মিকিড় বুঝিও না ছাই;
নোংরার হন্দ, মরি অবোসতার। আর হাঁ। বলি বৌমা
বিকেলে যে জল থেতে দিলাম তা দিবাি করে ভাঁড়ারে
পুয়ে এলে কার জল্পে গাঁ ? তোমায় নিয়ে আর পারলাম
না; যাও নাও গে।"

স্থলাতা জয়স্তকে শুক্রর প্রসারিত ক্রোড়ে শোয়াইতে শোয়াইতে চাপা কঠে কহিল—

- "আৰু আমার কিদে ছিল না ম।।"
- —"কবেই বা তোমার কিলে থাকে বাছা।"

জননীর ক্রোড়ে এতকণ স্বয়স্ত দোলা খাইতেছিল, ঠাকুমার কোলে গিয়া অকলাৎ দোলা বন্ধ হওয়ায় সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্থরেশ পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—

"ওঃ গলার জোর বটে! যেমন চেহারা অপূর্ব্ব তেমনি গলাও হয়েছে।"

স্থজাতা নীচে যাইডেছিল স্বামীর কথার রাগ করিয়া স্থরেশকে শুনাইয়া কহিল—

—"निष्मत्र (हर्य स्मत्र !"

সজোরে হাসিয়া উঠিয়া হুরেশ কহিল—"আমার চেয়ে হুম্পর! কথন নয়, ও সব রাগের কথা। ইয়া মা বলত আমার চেয়ে হুম্পর!" বলিতে বলিতে সে ইুকিয়া আপনার দক্ষিণ হত্তের বলিষ্ঠ শুদ্র বাহ জয়স্তর গোল গোল ছুম্পর কচি হাতের পাশে ধরিল।

লৈভারিণী বাবেক সম্বেহ প্রসন্ধনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া হাসি মুখে কহিলেন—"আসলের চেয়ে স্বদই বেশী মিষ্টি লোকে বলে।"

· -- "বাও বা আশা ছিল জুমি একেবারেই মুখ বছ ভারে দিলে।"

বলিতে বলিতে হুরেশ হাসিরা গোলা হইরা উঠিক। বলিল। 9

উঠানের পেয়ারা গাছের তালে বসিয়া স্বয়ন্ত একার মনে অর্থ্যক পেয়ারাকুল ধ্বংসের চেষ্টা করিতেছিল। স্থারেশ বহিবাটী হইতে অন্দরে প্রবেশ করিল। স্থাতা বারাপ্তায় আসিয়া দাভাইয়া চতুর্দিকে ইতঃগুত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে তাক দিল—"জয়ন্ত।"

জয়ন্ত জননীর আহ্বানে, শন্ধিত মনে, এন্ডভাবে আপনাকে পাতার আড়ালে গোপন করিবার চেষ্টা করিতে ছিল; কিন্তু মানসিক অন্থিরতায় অসতর্কভাবে একটা সক্ষ ডালের উপর প। রাধিতেই সে সব ভদ্ধ অক্সাং গাছের নীচে আসিয়া পড়িল।

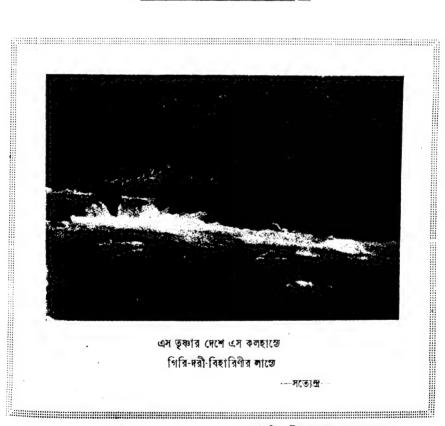
ক্রেশ অন্থ মনে চলিয়া বাইতেছিল; পিছনে পতনের
শব্দ হইতেই, সে ফিরিয়া চাহিল। ফ্রজাতা খ্ব রাগের হরে
টেচাইয়া উঠিল—"সমন্ত দিন লেখা পড়া নেই; বিকেদে
একটু মুধ হাত ধুয়ে থেলা করতে যাওয়া নেই; দিন
রাত্তির ছেলের ঐ পেয়ারা গাছে বসে থাকা হয়েছে ক্র।
তথন থেকে টেচিয়ে গলা কাঠ হয়ে এল, লাড়া নেই;
দাঁড়াও আক্র আমি দেখাছি মক্রা।"

পড়িয়া গিয়া জয়ন্তর বিশেষ কোন আঘাত লাগে নাই, ক্ষেত্র উপস্থিত স্বাতাবিক ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলে, জননীর নিকট সেটা পূরণ হইবার প্রবল সম্ভাবনা দেখিয়া, সে হাত পা ছড়াইয়া যেমন পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। স্থরেশ অতর্কিতে, অকল্মাৎ, পুত্রের করুণ রমের, ও পত্নীর বীর রসের মধ্যে পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। খানিকটা অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিবার পর, ব্যাপারটা কডকটা ব্বিয়া লইয়া, খুব খানিকটা উচ্চকঠে হাসিয়া উঠিল। গোলমালের শন্দে, নিভারিণী বাহিরে আসিয়া দিড়াইয়া ছিলেন। স্বরেশ ভাড়াভাড়ি গিয়া জয়ন্তকে তুলিয়া ধারিতেই, জয়ন্ত একবারে আড় চোধে, পিভার মুধ ভাবটা দেখিয়া লইল, ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি কহিল—"আমি ত পত্না করে এসেছি বাবা।"

পুত্ৰের কথার হুরেপের তাহার আরাম সময়ে প্রাটি এক নিমেধে কাটিয়া পেল। নিতারিক নিমিক হার্টার



## প্রথম পুরুষার



क हो निज्ञी — ध्याम प्रवक्त मूर्या भाषा प्र কলিকাতা।

अहेरा — २व शूतकात आख करते। कामाभी भारम गाहेरत।



েলক, শিলঙ



শিলঙ্-গোহাটা রোড



শিল্ভ, গৌহাটা রোডের অপরাংশ







しっとか





मिल्य, मिल्ड,



বাজার, শিলঙ



হাসিয়া কহিলেন,—"সর্ব্বরক্ষে—মা গো কি ছেলে! আমি ভাবলাম না জানি কভই না লেগেছে!"

শুশ্রর আবির্ভাবে স্থলাতা অপ্রস্তত হইয়া পড়িয়াছিল;
নিতারিণীর কথায় চাপা কঠে তর্জনের স্থবে কহিল—"ও
কি কম পাজী, দিন রাত্তির ও থেকে লাফাচ্ছে লাগবে কি
করে!"

মাতাকে জয়স্ত মনে মনে মধেষ্ঠ ভয় করিত, এবং মাঝে মাঝে স্থজাতার নিকট চড়টা চাপড়টাও লাভ করিত। হরেশের নিকট সে প্রশ্রেম পাইত সব চেয়ে বেশী এবং তাহার শাসনটা প্রায়ই বিরক্তি স্চক আঃ শব্দেই সমাপ্তি লাভ করিত; স্বতরাং পিতার বিরক্তিকে জয়স্ত সর্বাপেকা বেশী ভয় করিত। জয়স্তর কথায় স্থরেশ কোন সাড়া না দেওয়ায়, সে, মনে মনে ভয় পাইয়া, স্থরেশের ডান হাতথানি ধরিয়া, ম্থ নত করিয়া, হল হল চোধে, অপ্রত ম্পে আতে আতে কহিল—"আমি আর কথন চুষ্টা কোরব না বাবা।"

-- "কখন করবে না ত ?"

—"和I"

স্থলতা কক্ষে প্রবেশ করিতে করিতে পিতাপ্তের কণা গুনিয়া চাপা কঠে স্বামীকে গুনাইয়া কহিল—"আহা কি শাসনই হ'ল।"

জয়ন্ত পিতার হাত ছাড়িয়া ক্রোধ বালকের পছা অনুসরণ করিয়া অভাবসিদ্ধ লাফান ছগিত রাখিয়া ধীরে ধীরে মুখ হাত ধুইতে প্রস্থান করিল।

হরেশ পত্নীর দিকে চাহিন্না হাসিন্না জননীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—

"তোমার বউর **তেজ দেধছ মা**!"

মা হাসিলেন, কহিলেন-

"কি করে বাবা, ছেলে ত তোম রই; ওকে কি আর আমরা আটতে পারি ?"

8

ái 197

উচ্চকঠে সাড়া দিয়া অর্ড অননীর কক্ষের ছুলার টেলিতেই, অ্লাড়া ভাড়াড়াড়ি ভিতর হুইডে করিলেন

"পাড়া, আমি আসহি, খবে চুকিব নে; কোন কাৰ আছে!"

গ্রামের ভিন চারিটি স্ত্রীলোক স্ক্রমাভার সহিত গ্র করিতেছিলেন; অয়স্তর পদশব্দে চকিত হইয়া উঠিলেন। অয়স্ত কণ্ঠস্বরে বৃঝিয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে কহিল—

শ্বাপ্ত কণ্ডখনে ব্যক্ষা ফোর্যা বাহতে বাহতে কাইল—

"না কাল নেই, এমনি।"

জয়স্ত ফিরিয়া বাইতেছিল, পূজার ঘরের স্মুধে আসিয়া

জয়স্ত ফোর্যা যাহতোছল, পূজার ঘরের স্মুবে আদিয়া দেখিল কক্ষের সম্মুবের বারাপ্তায় মাত্র পাতিয়া নিভারিণী একধানা পাতা ছেঁড়া মোটা কালীসিংহের মহাভারত মাথার পালে রাথিয়া ভইয়া আছেন। জয়স্তকে ফিরিভে দেখিয়া অল্ল বিরক্তি মিশ্রিত হরে কহিলেন—

— "বৌমার ঘরে বুঝি রাজ্যির মেয়েরা সব জড়ো হল্লেছেন! না বাপু এ গাঁরের বউ-ঝিদের বিদ পাড়া বেড়ানর কোন ছিরি ছাঁদ আছে ইয়া। ছদিনের অজে ছেলে এল বাড়ীতে তা ঘর জুড়ে সব রইলেন বলে। আয় বোস এই থেনে।"

জয়স্ত হাসিয়া নিতারিণীর শিয়রের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল—

— "তা বলে কিন্ত তোমার অত রাগ করা উচিত নয় ঠাক্মা। আমাদের গাঁরেই তবু মেরেরা একটু বৈজাতে পায়; সহরে যদি দেখ একবার।"

নিন্তারিণী হাসিয়া কহিলেন-

"তা চল না একবার সহরটা দেখে মা কালী দর্শন করে গলামান করে আসি। আর কবে বলতে কবে মরে হার, এই বেলা একটু তিখি ধর্ম করে নি।"

—"বেশ ত চল না, ই্যা তোমরা আবার থাবে। নেবার কত করে বাবা বলেন তাই বড় গেলে! যে না কুণো তোমরা।"

—"তোমরাই কুণো করেছ বাবা।"

ৰনিতে বনিতে হকাতা আসিয়া দাড়াইন। ক্ষর ভাড়াতাড়ি সরিয়া বসিয়া অননীর কম্ম স্থান ছাড়িয়া দিন। কহিন—

—"হা এ ভোষাদের ভারী সহজ মৃক্তি মা; বা করবে সে ও আমাদের দোব, বা না করবে সে ও আমাদেরই বোষ।" অরক্ষণের মধ্যেই কথা জমিয়া উঠিল; মাঙা পুত্তে উর্ক করিতেছিলেন, নিন্তারিণী চূপ করিয়া শুনিতে ছিলেন।

কথা হইতেছিল হিন্দু বিষাহের সাম্প্রদায়িক স্থীর্ণতা দম্মে ; জয়ন্ত কহিল—

— "শালে আছে কি নেই সে কথা ত হচ্ছে না;
আসল কথা তোমরা ও ধরণের বিষে গুলোকে ত বিষে
বংগ স্বীকার কর না, কাজেই লোকে ও রকম অবস্থায়
পড়লে ক্রিশ্চান ম্দলমান আহ্ন হয়ে ঘায়। শালে কি
আছে কিছা দেকালের মহাভারতের বুগে সমাজ কতশানি
উদার ছিল, এখন আর সে ভনে লাভ কি; এখনকার
শাল আর সমাজের কি অবস্থা তাই দেখনা।"

ছুলাত৷ হাসিলেন, কহিলেন-

— "এখন যে সন্ধীৰ্তা বলছিদ দেত চিরকাল ছিল না, সাজেই চিরকাল থাকবেও না, শ্রকার হয়নি তাই বদলও হয়নি, দ্রকার হলেই বদলাবে।"

জ্মস্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, কহিল—

—"বদলাবে? জোর করে বদলাতে হ'বে, নইলে কিছুতেই বদলাবে না। আচ্ছা ধর আমি নিজেই যদি খুখ ছোট শ্রেণীর কোন মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আদি ভোষা তাকে ঘরে তুলবে?"

স্থাতা হাসিয়া কহিল-

—"তা বুঝি জানিস না? ডোবের চ্ৰজি ধুলেই জন্ম"

নিন্তারিণীর নাতির উল্জি শ্রুতি মধুর বোধ হইতে ছিল না কহিলেন—
"কি ধে বাবু সব কথার ছিরি—যা হোক একটা বলেই ছ'ল যেন। নাও ধাম।"

- "भः ठाक्या चत्नहे ठटि रात ?"

নিতারিণী কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন; এমন সময় অধিকা দাসী আসিয়া ভাক দিল—

—"ওগো দাদাবার, বারু জোমার বাইরে ডাকছেন।" ক্রমণ্ড ভাড়াভাড়ি উঠিয়া পড়িয়া, চটির মধ্যে অর্জেকটা পা পলাইরা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল।

विखानि तिहेमित्क ठाहिया कहिरनन-

--- "बहै वान हिरानन वित्व वाश वाहा, वृत्का बाह्य कृदन बनाटक कृदन बदन बांच (नृद्ध बांहे।"

—"ভোমার নাভ থে তুমি গেখে জনে আন না না, আমি ওতে নেই!"

বলিয়া স্ক্রান্তা কার্ব্যান্তরে গমন করিলেন।

নিক্তারিণী বধুর কথায় প্রাসর হইরা, মনে মনে ভাবিলেন—'ছেলে, বৌ, আমার চিরদিনই ছোট হয়েই রইল। আহা তা থাক! আমি রইছি বলেই না আড়াল পাচে। নাত বৌ এবার আনতে হ'বে বইকি। ভাল করে পাশটা হয়ে যাক, আসছে বোশেখে টুক্টুকে বৌ ঘরে আনব।'

a

সকাল বেলায় ভাঁড়ার ঘরের সন্মুখে বসিয়া স্থাতা তরকারি কুটতেছিল। সন্মুখে বসিয়া লয়স্ত জননীর সহিত গল্প করিতে করিতে, কর্তিত লাউদ্বের খোলার সাহায়ে, মেখের উপর জোরে জোরে নিজের নাম লিখিতেছিল। এমন সময় স্থরেশ একখানা দৈনিক সংবাদপত্র হাডে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

"রমেশরা চলে গেল!"

স্থলাতা আলুর খোসা ছাড়ান স্থগিত রাধিয়া; স্বামীর মধের দিকে চাহিয়া কহিল —

"কে রমেশ ঠাকুরপো! কেন?"

—"ইন্দিরার বিষে নিয়ে যে গোলমাল উঠেছিল, সেটা ভেতর ভেডর খ্ব জোবেই চলছিল; কান্ধেই আমাই যথন, নিমে যেতে চাইলে, তথন না গিয়ে আর কতকলে উৎপীতন সম্ভ করে?"

— "যেমন গাঁয়ের ছিরি, পোড়া কপাল। এখন একটা গণ্যি মান্যি লোককে কি না এমনি করে দেশছাড়া করলে।"

বলিয়া স্থলাতা ক্ৰজাবে অঞ্চলিকে চাহিছা বহিল।
সংমেশ বাবুর বিলায় সংবাদ শুনিকা ক্ষত্তর আপ্রাধ্যক্ষ আলিয়া উঠিল। উত্তেজিত কঠে স্বরেশের দিকে চাহিছা
অয়ত কহিল—

"তার অপরাধ! তিনি মেনের কৈবর বির বিষে গ্রামের বত নিক্ষা লগীচাফা, কেনেকনোর বাদরামীর পথ বছ করেছেন বলে ৷ কান্তে লাভি প্রের বেলায় ত স্বাই এলে ক্টবেন, কিছু কেন্দ্রীয় বিষ্ পণ্ডিত মশাইরা ছিলেন কোখার ? তোমার কিন্তু এ বিষয় কিছু করা উচিৎ ছিল বাবা।'

—"রুঁ। আমাদের দেশের লোকগুলো, বুদ্ধি দিয়ে ড ভাবে না, ধারা দিরেই ভাবে!" বলিতে বলিতে স্থরেশ কক্ষের দিকে ক্ষিরিল। ক্ষম্ভণ্ড উঠিয়া পিতার সংক্ষে সংক্ষ কক্ষে প্রবেশ করিল।

আহারাদির পর স্থরেশ ও ক্ষয়ন্ত, পাশাপাশি শ্যায় ভূইয়া গল্প করিতেছিল, স্থলাতা বার ঠেনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া জয়ন্তর পালকের শিয়রের কাছে আসিয়া দাডাইল।

জন্মন্ত কথা কহিতে কহিতে মুখ ফিক্সইল, মাধাটা ভাড়াভাড়ি সরাইয়া লইয়া কহিল—

—"মা <sup>৽</sup> বোস।"

স্থজাতা বসিল; তুই হাতে জ্বন্ধর চুলের মধ্যে হইতে গিথির রেখা আবিদার করিতে করিতে কহিল—

- —"তোর ছুটি এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেল ?"
- —"হাা মা।"
- —"কালই ত ষাবি ?"
- —"বেতেই হ'বে !''

রাগ করিয়া স্থজাতা কহিল-

—"কি বে পোড়ার দেশ হয়েছে, একটা ইস্ক্ল কলেজও থাকতে নেই; বারোমাদ বিদেশে থাকা ছাই

কথা শুনিয়া স্থারেশ ও জায়ন্ত যুগপৎ উচ্চকঠে হাসিয়া উঠিন—

—"কলকাতা বুঝি বিদেশ হল দু" স্থাতা অপ্রস্তুত হুইয়া চটিয়া উঠিল, কহিল—

—"कानितन वातू! সব ভাইডেই হাসি।"

জয়ত কহিল--- "তুমি বলবে আর আমরা হাসলেই যত দোষ হ'ল ?"

ঠাট্টার হুরে হুরেশ কহিল

- —"नमत मादित शत नविवेह विकास !"
- —"বিদেশই ত। আমরা কি ভোষাদের মত হিন্নি
  দিলি টহল দিলে বেড়াই।"

বলিয়া হলাতা চুপ করিল।

S

হোষ্টেলের দিতলের কক্ষে বসিয়া ছুটার দিন স্কাল বেলায়, দুই বন্ধতে তর্ক হইতেছিল।

সমরেশ কহিল—"আমাকে ত দোষ দিছিল, কিন্তু, সমাজ সংকারক সাজা অমনি সহজ কিনা! মূথে অমন সকলেই বলতে পারে। আমার অবস্থায় পড়লে তথ্ন ব্যতে।"

জয়ন্ত কহিল—"ত। হয় ত সহজ নয়; কিন্তু বেচারীরা নিরুপার বলে, তোমার তাদের অমন ধারা ঠাট্টা কোরবার কোন 'রাইট' ছিলনা। বে ছন্তলোক তোমাকে ধ্বর দিয়েছিলেন, তাঁকে তোমার আশা দেওয়া উচিৎ ছিলনা।"

- "কি মৃদ্ধিল! আমি কি আশা দিয়েছিলাম? আমি শুধু বলেছিলাম যে দেখে যদি পছল হয় বিষে কোরব। কথার মধ্যে 'কিন্তু', 'ষদি' শব্দগুলোকে একে-বারে উড়িয়েই বা দিছিদ্ কেন?"
- "আছে। বেশ ধরে নিলাম। তারণর ? প্রত্যা হ'ল না?"
  - -- "অপছন্দও হয়ন।"
  - —"তবে ?"

— 'তবে' আর 'কেন'র উত্তর নেই। কি যে বিলস;
ঐ ধরণের অফ্টাত জন্মা মেয়েকে বিদ্যে করা অমনি সহজ্ঞ কিনা ?" বলিয়া সমরেশ হাশিয়া উঠিল।

অরম্ভ উত্তেজিত কঠে কহিল—"মুইনেকা! কেন সহজ নয়! ধরে ভোমায় কেউ মার দিত। বেনেটির বিয়ে হয়ে গেছে?"

—"শাগল! অমনি চট করে কি কেউ রাজী হয়! ক্ষেত্র করবি না কি ?"

এইবার জয়ন্ত হাসিরা ফেলিল কহিল---"ধর বিদিই করি।"

- —"তবে তার পর মূহুর্তে প্রীবৃক্ত লগভক্ষারকে বিলাসপুরের প্রাসাদ থেকে গলা ধাকা।"
  - —"क्**षेत्र न**ष्
  - "वात्व तार्थ ता नव।"
  - ্ৰয়ৰ মেদের খনে কৰিল—

— "কিছুতেই নয়, আমার বাৰা মা অত স্থীপ মতের নন; হয়ত একটু ছাখিত হন কিন্তু চটে যান না।"

— "আরে যা যা, বাপ মা অমনি সকলেরই উদার।
আমিও ত জানি, মেরে দেখতে গেলাম, কোন শালা
বাবাকে দিলে একথানা চিঠি লিখে। তার পরদিনই
বাবা এসে উপস্থিত; জুতো মারতে যা বাকি ছিল!
একেবারে যাছেভাই করে বকুনি! কত করে বুঝিয়ে
তবে সে যাত্রা রেহাই পাই; নইলে বি-এ পড়ার দফা রফা
হলেছিল আর কি! নে ওঠ; বাজে কথা ছেড়ে এক কাপ
চা কর দিকি, থাওয়া যাক। কেবল সকাল থেকে ভোর
সল্পে বকে বকে গলাটা শুকিয়ে উঠল।"

জরস্ত একটা আলস্য হচক হাই তুলিয়া কহিল—"তুই ওঠনা। কথন কি চা করে খেয়েছি যে পারব। বরং ভোর রূপায় নেশাটা করা যাবে।" বলিয়া সে এভক্ষণের বাকা দেহটা সোজা করিয়া ভক্তপোদের উপর ছড়াইয়া দিল।

সমরেশ উঠিয়া চা করিতে গেল। জন্মস্ত চুপ করিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

সমরেশ যে বলিল, গাহার অবস্থায় পড়িলে সেও বৃষিতে, বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জন্য কলা করা বাহুবে সাংসারিক লোকের পক্ষে অসম্ভব। তাহা কি সত্য ? ধর সে যদি সেই এজ্ঞাত কুলনীলা ক্যাটিকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হইত তাহা হইলে তাহার পিতা মাতা কি বাধা দিতেন ? না নিশ্চয় দিতেন না। তাঁহাদের কথাবার্ত্তার স্থবে নিভান্ত সাধারণ নর-নারীর স্কীর্ণভান্ত ধাকে না।

সমাজে এই ধরণের বিবাহ কিন্ত হওরা আবশুক।
সংসারের উৎপীড়নে অসহু হইয়া, অধবা আপনার ছর্বল
বৃদ্ধির অমবশতঃ, যে সমন্ত নারী বিপথে আসিয়া দাঁড়ার,
কালে যদি সে, সে ভূল বৃঝিতে পারে এবং অফুতপ্ত
চিত্তে আপনার সন্তানকে নিজেদের পদিল জীবন্যাতা
হইতে পৃথক করিয়া, সমাজে ফিরাইয়া দিতে চায়, তবে
তাহাদের সে চেটায় সমাজের সাহায় করা অবশু কর্তব্য।
কেন না হিন্দু সমাজের অতি শুচিতা, দিনে দিনে তাহায়
দীবনীশক্তি কয় করিয়া ভূলিয়াছে। নিরপরাধ শিশু-

দের বাধ্য করির। **অবাস্থ্যকর আবহাওরার** কেনিয়া রাধিয়া; অন্মের অপরাধে জোর করিয়া তাহাদের পছিল-তার স্লোতে ভাসাইয়া দিরা হিন্দু স্থাজ যে বিষাজ্ঞ দীর্ঘধানের ঝড়ো হাওয়া দেশের বুকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহারি বিষে সে এমনি করিয়া দিনের পর দিন মরণের পথে অগ্রসর হইরা চলিয়াছে।

দেশকে, জাতিকে, বাঁচাইতে হইলে তাহার দেংর গোপন ক্ষতের চিকিৎসা হওয়া সর্বাত্তো প্রয়োজন; সে ক্ষত অজ্ঞতার দোহাই দিয়া ঢাকা দিতে গেলে সে সারিবে না, ধীরে ধীরে সমস্ত দেহে সংক্রামিত হইয়া উঠিবে।

দেশের তরুণদের সে ক্ষতের চিকিৎসার ব্যক্ত অগ্রদর হওয়া আবশ্যক।

জয়স্ক চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।—তাহার নিজের কি এ সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য কোন দায়িত্ব নাই। কি সে করিতে পারে ? সে কি সেই মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে বন্ধুদের অন্ধুরোধ করিবে ? না:—হয়ত তাহারা তাহাকে ঠাট্টা করিবে "নিজে কর না।"

ঠিক। অবস্থায় না পড়িলে ব্যবস্থা দেওয়া হাস্যাম্পর ব্যাপার।

জয়ন্ত ভাবিতে লাগিল, এমন সময় সমরেশ চা আনিয়া ভাহাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া কহিল—"নে নে ভাবিদ পরে চা ধাবিত চটপট উঠে পড়।"

0

পেদিনের ওর্কের রেশটা অগ্নন্তর মন হইতে কিছুতেই পামিল না।

শেষে সে কি ভাবিয়া একদিন সমরেশের সহিত মেয়েটকে দেখিয়া আসিল।

হোষ্টেলে ফিরিবার পথে সমরেশ কছিল—

"মেয়েটিকে দেখলে কিন্তু সন্তিঃ তুঃথ হর জয়তা।

কি রকম কুটিত ভাব।"

জরস্ত সে কথার কোন উত্তর না দিরা ক্রিন "আছে৷ ও ভত্রলোকটি কে? বিনি ব্র জনীয় করে বেড়াছিলেন; মেরের লেখা পর্তার ক্রিছিলেন করিছিলেন ?" সমরেশ কহিল-

"উনিই ড বেরেটির অভিভারক। মেয়েটির মা মারা যাবার সময়, মেয়েটিকে ও রই হাতে দিয়ে যায়; তথন ও পুরই ছোট। জ্মীনাথ বাবু ওকে মাহ্য করেন। মেয়েটির মা, মেরের যা'তে ভদ্রথরে বিয়ে হয় সেজ্যু অন্থরোধ করে যায়; সেই জ্ঞে শ্রীনাথ বাবু থ্বই চেষ্টা কচ্ছেন; শেষ কি হ'বে, বোঝা যাচ্ছে না। টাকাও ভ পুব নেই; পেট ও ভরবে না জাতও যাবে তাতে বোধহর কেউ রাজী নয়।"

क्ष्मस्य कथा कहिल ना ।

গল্ল করিতে, করিতে, তাহারা হোষ্টেলের গেটের কাছে আসিয়া পড়িল।

সমরেশ এতক্ষণ ধরিয়া আপন মনেই কথা কহিয়া চলিয়াছিল; জয়য়য়র কাছে একটিও উত্তর না পাইয়া; এতক্ষণ পরে তাহাকে একটা ধাকা দিয়া কছিল— কি রে বেজায় যে গালীর হয়ে পাড়লি! এতটা পথ মিছেই বকলাম। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ নাকি?"

সমরেশের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন স্নেম ধ্বনিয়া উঠিল। জয়ন্ত মনে মনে বির্দ্ধি বোধ করিলেও কোন উত্তরই দিলুনা।

আহারের পর রাজে, অকলাৎ সমরেশের কক্ষের হার ঠেলিয়া, জয়ন্ত আসিয়া প্রবেশ করিল। সমরেশ তখন বিছানার উপর, কোলে একটা বালিশ লইয়া বিদিয়া একধানা বই পড়িডেছিল। পদশবে মুখ তুলিয়া চাহিয়া, জয়ন্তকে দেখিয়া, কোলের বালিসটা, এক টানে পিছনের দিকে ফেলিয়া বিয়া কহিল—

"कि एह अन, अन, कि मदन करत ?"

জনত সাদিয়া বসিল, হাতের অগ্রন্থ চুকটটা স্মরেশের পাল দিয়া ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া লখা হইয়া উইয়া পড়িয়া কচিল—

"গব সময় যে ক্লিছ্ল একটা মনে করেই স্থাসতে হ'বে ভার কি কোন মানে স্লাছে ?"

সমরেশ বছুর ঠুলার তক্ত্রপোস হইতে পড়িতে পড়িতে, সামলাইরা ক্রিল ; অরক্তর পিঠে ক্ত্ইর একটা ঠালা দিয়া ক্রিক "ওর স্বয়েই বেন বিছানাটা আদি পেকে রেখেছিলাম।"

"তবে কার জন্মে রেখেছিলি 🕍

সমরেশ বন্ধকে ঠেলিয়া, নিজের যারগা করিয়া লইল; সেও তাহারি পাশে শুইয়া পড়িয়া পা ছটা লখা ভারে জয়স্তর ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দিনা 'আঃ' বলিয়া আরাম স্ফক একটা শব্দ করিয়া কহিল—

"এবার থেকে আমার ঘরে শোবার মতলব পা্ৰলে নিজের বালিদ নিয়ে আসিদ জয়স্ত।"

— "উ: কি ছোট লোকরে । একটুখানি বালিম্নে মাণা দিয়েছি, যেন খনে গেছে।"

— "গেছেই ত।" বলিয়া নির্বিকার চিত্তে স্মরেশ ছুটা চুকট বাহির করিয়া একটা স্বয়ন্তকে দিয়া, স্বস্তুটা নিজে ধরাইয়ালইল।

গল্প করিতে করিতে এক সময় ক্ষমন্ত কহিল—
"আছে। সমর ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে আমাদের কি করা উচিৎ।
না, না, সভ্যি ঠাট্টা নয়। ভোমার কি মনে হয় আমাদের
কোন কিছু করবার নেই ?"

সমরেশ কণাটা ঠাট্টা করিয়া উড়াইতে গিয়া, সহসা বন্ধুর গন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া থতমত থাইয়া কহিস— "কি আর করবার উপায় আছে !"

— "অব্ত ভাড়াভাড়ি উত্তর দিস নে, একটু ভেবে দেখ্। ওর যাতে ভক্রবারে বিয়ে হয় সে সম্বন্ধে চেষ্টাও তক্রা যায়। আমি ঠাটা করছি না।"

সমরেশ অল্পণ ভাবিয়া কহিল-

"তৃই ঠাটা করছিসনে যে সে আমি ও ব্থতে পারছি।
কিন্তু সে অসপ্তব জয়ত্ত। ধর আমাদের চেনা
শোনার মধ্যে ত এই হোষ্টেলের ছাত্র ক'টি, কি কলেজের
কয়েকটি ছেলে। কিন্তু এটা এমনি গুরুতর দায়িত্ব হা
সহজে কেউ নিতে পারে না; বিশেষ কলেজের ছেলেরা।
আর ওধু দায়িত্বই বা বলি কেন? সমাজের অসজোয়,
আত্মীয় বজনের বিজ্ঞপ মানি। কাজেই এ সম্বন্ধে কাউকে
বলতে পেলেই সে বলবে তোমার যদি এত মুর্জাবনা
তুমিই কর পে না।"

अर्मक्क ध्रिया कथा हरेग। त्नर्य दर्शाः अवक

কৃষ্টিল—"আছে। একৰার চেষ্টাই করে দেখ না, এতগুলো ছেলে কেউ সাহস করবে না? তুই কর না।"

সমরেশ হাসিয়া ফেলিল, কহিল-

"এতক্ষণ পরে ঠিক বলেছিস, এ পর্যান্ত বি, এ, পাশ করতে পারদাম না, চাকরীর আশা নেই, বিয়ে করে তারপর থাবই বা কি আর ভদ্র হয়ে সংসারই বা করবো কি করে? আমার এমনিতেই বড় বিয়ে করবার সাহস আছে তা অমনি করে। পাগল, ওর জ্বেতা শুধুনিকের সাহস নয় অর্থের জোর সমাজের প্রতিপত্তি সবই যে চাই, বরং তুই করলে হ'তে পারে।"

জয়ন্ত কহিল—"ভদ্রনোক কত আশা করে কি রকম কাকুতি করে বলতে লাগলেন; ওঁকে সন্তিট আমাদের সাহায্য করা উচিৎ। আচ্ছা তুই একবার চেষ্টা করে ত দেখ। এত ছেলের মধ্যে কেউ সাহ্দ করবে না এ কখন বিশ্বাস হয়।"

- "आक्का (नथा शंक। किन्न (नार्य (यन विशर)

  क्विनारन।"
- "আবে না, না, আমি আছি ত। সে সব ভার আমার।"

1

সমরেশ ও জয়য়র মিলিত চেষ্টায়ও কোন ফল
হইল না; এমন অবস্থায় বিবাহ করিতে কেহই রাজী
হইল না। উপরস্ত হোষ্টেন শুদ্দ ছাত্র বিনা আয়াসে
এমন একটা মুগরোচক আলোচনার স্বাদ পাইয়া যেন
নব জীবন লাভ করিল।

শাইতে শুইতে চলিতে ফিরিতে—

"কি জয়স্তবাবু কবে বিয়ে করছেন ?"

- -- "নেমস্তলে বাদ দেবেন না ষেন।"
- -- "ছুখানা লুচি যেন পাই।"

ইভ্যাকার ভীক্ষ বিজ্ঞাপে জয়স্তর জেদ বাড়িয়া গেল, কহিল—

"কেউ যথন করবে না আমিই করব।"

সমরেশ ভর পাইল, কহিল-

"না ভাই খেয়ালের বশে, কি অক্টের বিজ্ঞাপে উত্তেজিও হয়ে ও সমস্ত কাজ না করাই ভাল। তোমার বাড়ীর লোকেরা বিরুদ্ধ হবেন, অমত করবেন।"

— "কে আমার বাড়ীর লোক? এখন জানালে তারা হয়ত আপত্তি করবেন; বিয়ে করে জানাব; তাঁরা কখন রাগ করবেন না সে আমি খুব ভাল করেই জানি। তাঁর। অমন সমীর্ণ মতের ন'ন।"

বন্ধু বান্ধবদের তীক্ষ শ্লেষের স্থর এক নিমেকে বিশ্বয়ে তব্ব করিয়। জয়ন্ত লাবণ্যকে বিবাহ করিয়া স্থাসিল।

তাহার পর দে পিতাকে সমস্ত খুলিয়া একথানা চিট্ট লিখিল।

একদিন, তুইদিন, তিনদিন, করিয়া ক্রমে ক্রমে ডিন মাস গত হইল : চিঠির উত্তর আসিল না।

জয়ন্ত প্রথম প্রথম উত্তরের আশা করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িল।

সে কিন্তু এতথানি কোন দিন ভাবে নাই; সভ প্রাক্টিত তরুণ মনের করণায় এ কাজের গুরুষও সে অমুভব করিতে পারে নাই। যথন অমুভব করিল তথন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। চাহিয়া দেখিল প্রতি-কারের কোন উপায়ই তাহার হাতে নাই।

সমরেশও প্রথমে এতটা বুঝিতে পারে নাই; পারিলে হয়ত বন্ধুকে এমন হঃসাহসিক কর্মে প্রার্থ হইতে বাধা দিত।

জয়স্তর মূথে তাহার পিতা মাতা সম্বন্ধে গ্রন্থ ভনিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাহার মনোভাব অন্যপ্রকার হইয়া উঠিয়াছিল।

জয়ন্তও তাঁথাদের ব্ঝিতে ভূগ করিয়াছিল। কিব গে ভূল যথন ভাগিল, তথন জয়ন্ত বিহবল হইয়া পঞ্জিল।

বন্ধুবান্ধবদের বিজ্ঞাপ থিকার, চতুর্ণিকের নিন্দা ধানি, পিতা মাতার এমন নির্বিকার উপেকা সব কটা মিলির তাহাকে যেন কেমন উদ্ভাস্থ করিয়া তুলিল।

বাড়ী হইতে তাহার মাসিক খরচ বৰ ইয়াজ সামর্থাহীন জরস্ক, কি করিবে ভাবিরা শাইম ক্রি সমরেশ তাহাকে পুনরায় পত্র দিতে পরামর্শ দিল।
ফল হা' হইল তাহাতে তাহার বিহবেশ ভাবটা কাটিয়া
গেল বটে; কিন্তু প্রচণ্ড একটা অভাবিত আঘাতে
তাহাকে পারাণের ন্যায় কঠিন করিয়া তুলিল।

দিতীয় পত্রথানি অপঠিত অবস্থায় লেফাফা শুদ্ধ দিরিয়া আদিল। অন্য একথানা পত্রে তাহাদের নায়েব প্রফুলচরণ ছ ছত্র লিথিয়া পাঠাইল, ভবিষ্যতে জয়ন্ত যেন স্বরেশের সহিত, কোন প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করিতে না চেষ্টা করে।

এতদিন পর জয়ন্ত ব্ঝিল, ক্ষণিকের উত্তেজনার বশে দেবে পথে পদার্পণ করিয়াছে ভবিষ্যতে নি:সঙ্গ অবস্থায়, একাকী তাহাকে এই পথে শেষ পর্যন্ত চলিতে হইবে। অভিমানী অন্তর, অপমানে কঠিন হইয়া উঠিল, সে এম-এ পড়া ছাড়িয়া দিয়া চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল।

3

চতৃদ্দিকের **অবজ্ঞা,** টিট্কারী, বিজ্ঞাপ, উপরস্ক বন্ধু-বাদ্ধবদের বিপ্লক অন্তরের, মিলিত চেষ্টায়, চাকুরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া রিক্ত হতে দেশবাস করা জ্বয়স্তর পক্ষে অসম্ভব হইরা উঠিল। হোষ্টেলের ছাত্রদল তাহার সহিত একত্রবাসে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল।

ষ্থাভাবে ছাত্রাবাসে বাস করাও সম্ভব হইল না।

অবশেষে জয়ন্তর অভিমানী ক্ষন্তর মরিয়া হইয়া উঠিল; শেষে জয়ন্ত একদিন সমরেশের নিকট হইতে কিছু অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া লাবাণ্যকে সঙ্গে লইয়া, ভাগ্যের হত্তে জীবনের হাল ফিরাইয়া দিয়া পশ্চিমের দিকে যাত্রা বিলা

শাবণার অভিভাবকটি ক্ষমন্তর ঘাড়ে লাবণাকে নামাইয়া দিয়া; বেশ প্রফুল মনেই সরিয়া পড়িলেন।

জ্মন্ত পশ্চিম যাত্রার পূর্বের লাবণ্যকে কিছুদিনের জন্য <sup>তাহার</sup> নিকট রাধিয়া যাইবার প্রস্তাব করিল।

তিনি সমস্ত শুনিরা গভীর উলাস্য সহকারে কহিলেন
— আমি আর কি করতে পারি বল ? ওর মাকে
আমি মৃত্যুকালে কবা দিরেছিলাম ভবালোকের ছেলের

সংক আমি ওর বিয়ে দেব : সেজন্য এডদিন চেইার ফাটি
করিনি ; এখন আমি কর্ত্তব্যমূক্ত ; কাজেই আর
কোন দায়িত্ব নিতে আমার ইচ্ছা নেই ; আর এড
তুমি জেনে শুনেই করেছিলে ; এখন তোমার ব্রী ; স্বভরাধ
তোমার কর্ত্তব্য!"

হয়ত তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন জয়ন্ত এমনি করিয়া লাবণ্যকে ফেলিয়া সরিয়া পড়িবে।

তাঁহার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সেই স্বরই ধ্বনিয়া উঠিল! অপমানে, লজ্জান, বিরক্তিতে, জন্ত কঠিন হইয়া উঠিল!

যাইবার সময় সমরেশ বন্ধুর ছুই হাত, নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া, মিনতিপূর্ব সমবেদনার স্থরে কহিল—"যদি দেখানে গিয়ে কোন রকম বিপদে পড়িস ভাই, আমাকে একটা খবর দিস। আমার দারা দেটুকু সাহায্য সম্ভব হবে, আমি কধন তা করতে ইতন্ততঃ কোরব না"

জন্মন্ত উত্তর দিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাজিয়া জানাইল 'আচ্ছা।'

তাহার মনে হইল মাহুষের নিকট হইতে এত বড় প্রাণের দান দে কথন পায় নাই। এত অভাবনীয়ই নয় অম্লাও বটে।

পশ্চিমের কোন একটা নিভ্ত সহরে অনেক ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া অবশেষে তাহার একটা চারুরী মিলিল; মাহিনা যা স্থির হইল ওনিয়া জয়ন্ত একটা কথাও বলিতে পারিল না, তথু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, ধেমন করিয়াই হউক লাবণ্যর ভার তাহাকে বহন করিতেই হইবে মুটেগিরি করিয়াও।

মাসাস্তে যথন মাহিনা আসিল, সে একমনে টেবিলের উপর থাতা খুলিয়া লিখিতে লিণিতে ম্থ না তুলিয়াই কহিল—

"রেখে যাও।"

অক্তান্ত কেরাণীরা প্রস্পারের মৃথ চাওয়া-চায়ী করিতে
লাগিল; বেডনের টাকার ঝন্তার শুনিয়াও যে কেহ চোধ
না ফিরাইয়া রাধিয়া বাইবার উপদেশ দিয়া লেধার মধ্যে
অবিচলিত ভাবে মুধিয়া ধান্তিতে পারে এমন লোক

ভাহার। জীবনে কথন দেখে ত নাই-ই লোনেও নাই।
বেতন লইয়া যখন সে প্রান্ত পদে গৃহে ফিরিত পকেটের
মধ্যে টাকাগুলি গতির বেগে পরস্পরের গাঁঘে পড়িয়া
ধরার তুলিত, একটা অপরিনীম অস্বতিতে জয়ন্তর মন
ভরিয়া উঠিত; ইচ্ছা করিত পকেটের ভিতর হইতে মুঠা
করিয়া তুলিয়া সেগুলিকে পথের প্রান্তে টান মারিয়া
কেলিয়া দেয়।

বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়ট। অবধি প্রাণাস্থ পরিপ্রমে অয়স্ত যে কয়টি মূলা মাসান্তে গৃহে আনিত, তাহা হইতে তুইজনের তুইবেলার উপযুক্ত আহারের বায় নির্বাহ করাও কঠিন হইয়া পড়িত; চাকর রাখিবার সামর্থ্য ভাহার ছিল না, একটা ঠিকা ঝি অন্ত মাহিনায় তুইবেলা বাসন মাজিয়া যাইত; অন্তান্ত গৃহকর্ম লাবণ্যকেই করিতে হইত।

বন্ধুহীন নিঃসন্ধ জীবনে দারিন্ত্যের কঠোর মৃতি এক এক সময় জয়ন্তের অসহা হইয়া উঠিত।

ধনী গৃহের একমাত্র সন্তান সে জীবনের স্থাণি চিকাণ বংসর সংসারের বহু উর্দ্ধে কলনার অসীম রাজ্যে অভি-বাহিত করিয়াছে; সেদিন পর্যান্ত নিজের প্রতিদিনকার ব্যবহার্য্য কাপড় জামা পর্যান্ত সে ঠিক করিয়া গুছাইয়া রাখিতে পারে নাই; আর আজ তাহাকে শুধু নিজের ময় সেই সঙ্গে লাবণ্য ও হয় ত অদ্র ভবিষ্যতে আরো কত অনাগত অতিথির জীবনের দায়িত্ব তাহাকে মাধা লাভিয়া লইতে হইবে।

জয়স্ত নিঃশবে জুকুটীহীন প্রশাস্ত মৃথে সমন্ত সহা করিয়া চলিতে লাগিল। বিরক্তি প্রকাশের অধিকার ভাহার নাই; সে প্রেচ্ছায় লাবণ্যকে জীবনের কঠিন সংগ্রামে টানিয়া আসিয়াছে।

রাজে আহারাদির পর, জরস্ক উঠানে, শ্যায় আসিয়া ভইয়া পড়িল; গ্রীমকাল, গুরুপক্ষের দশ্মীর উল্লেন চন্দ্রালোকে চড়ার্দ্দক উদ্ভাসিত।

লাবণী আসিয়া কাছে দাড়াইল, এও শীল ভাহাকৈ কাল সারিয়া আসিতে দেখিয়া বিশ্বিত ইইয়া অইড ক্ষিত

- कृषि (शरन मा ?"
- -"ना किए नहि।"
- -"" 4: 1"

বলিয়া জয়ন্ত চুপ করিল, কথা খুঁজিয়া পাইল না।
কেন যে লাবণার কুধা নাই, বুঝিতে ভাহার বিলম্ব হইল
না; সে চুপ করিয়া একদিকে চাহিয়া রহিল। লাবণা
জল্লকণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, আন্তে আন্তে স্বামীর শিয়রের
পাশে সন্তুচিতভাবে বসিল। জয়ন্ত তাঁড়াতাড়ি মাথাটা
সরাইয়া লইয়া কহিল—

- —"ভাল করে উঠে বোস।"
- —"এই যে বদি।"

আবার সব নীরব। ছ্রুনেই নির্কাক নিম্পন্দভাবে, বেন পরস্পারের মনের ম্থোম্থি দাঁড়াইয়া পরিচয় করিয়া লইডেছিল।

এক সময় অকক্ষাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জয়ন্ত কৰিগ — "আজ মাসের কত ? সাতাশ ? না আটাশ ? এখনও ত্রিন।"

লাবণ্য অন্বন্ধর শ্বার উপর রক্ষিত দক্ষিণ হত্তথানা কোলের উপর তুলিয়া লইল। ব্যথিত কঠে কহিল—

- "दिन डावह ? य इनिन हरन वादिहै।"
- "কেমন করিয়া!" এ প্রশ্ন করিতে জয়ত্তর সাইস হইল না; চুপ করিয়া রহিল।

জরস্ক মুখ ফিরাইয়া লাবণার মুখখানা দেখিবার চেটা করিয়া কহিল—"এদিকে সরে এসে বোস।"

- "कि?" विनिधा नीयेश चामीत मूर्वित कर्नेत क्रिका शिक्ति।
- —"এদিকে এস, আমি তোমায় দে তে পাছিন। এক এক সময় কি ভাবি জান! ভাবি, হয়ত আনিরি মত ভূস হয়েছে।"

জনত উৰাটা সংগ্ৰভাবেই বলিয়াহিন, বিশ্ব তীহাৰ অত্যক্তি আবাত, নিৰ্নেবে লাবিশার স্থিনীয় বিশ্ব লাভি করিয়া তুলিল। সে একটিও উত্তর বিশ্ব ক্ষিতি না।

#### 30

লাবণ্যর মনে নিজের জন্ম দহক্ষে যে সংস্কাচ সে আর কিছুতেই কাটিতে চাহে না। জন্মন্তর মনেও কিনের একটা আড়াই ভাব জাগিয়াই থাকে; স্পষ্ট করিয়া মনের মধ্যে তাহার কোন মুর্ত্তি ফুটিয়া ওঠে না; স্বতরাং তাহাকে মন হইতে তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না। ফলে পরস্পরের মধ্যে কিনের একটা দূরত প্রচহন্ন ভাবে রহিয়াই যায়।

জননীকে লাবণার মনে পড়ে না; ভ্রনিয়াছে দে কোন প্রদিদ্ধ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী ছিল। যিনি তাহাকে গালন করিয়াছিলেন, তিনি যে কি ফ্রে তাহার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও সে স্পষ্ট করিয়া জানেনা।

অনেক বয়স পর্যান্ত, বাহিরের সংসার সম্বন্ধে তাহার কান ধারণাই ছিল না।

ইহ সংসারে শ্রীনাথ বাবুর কোন বন্ধু ছিল না।

হতরাং জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে দেশ শুধু দেখিয়াছিল, শ্রীনাথ

াবুকে, ও তাঁহার গৃহের একটি বছ পুরাতন ভৃত্য

কটাকে।

শীনাথ ৰাবু নিজেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ

নারী সম্পর্কহীন গৃহে বাদ করিয়া জীবনে তাহার।
গাভাবিক বিকাশ অনেকখানিই চাপা পভিয়া গিয়াছিল।

আল পাশের মৈরের। তাহার সহিত মিশিত না, বনের সকে সঙ্গে তাহার কারণও সে অস্থান করিতে শবিয়াছিল। এবং বেদিন হইতে আপনার অবস্থা সে নাক অভতব করিতে শিখিল সেদিন হইতে জীবনের তিক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে তাহার মনে হইত হয়ত সে হার অন্ধিকারী!

জগত যথন লাবণ্যকে বিবাহ করিগাছিল তথন নে

ানেক দিকই ভাবিয়া দেবিবার অবদর পার নাই,

ানিকটা থেয়ালের বনে এবং থানিকটা বনু বাছবদের

াটা বিজ্ঞানে উভেজিত হইরাই সৈ এ কাল করিয়াছিল।
গোর সমস্কে ভাহার জান ভখনও আলটেই ছিল; ইতরাং

কাজের লাবিছ অববা ভালত সে সময় বৃষিষা উটিতে

াবে নাই। বাতীতে পিতা বাজানীতি নামানিকার

আলোচনা করিয়া, এবং নানা বিষয়ে উহোলের উলাই মতবাদ তনিয়া, তাহার কেমন একটা ধারণা হইরা দিন্দি ছিল, সাধারণ সংস্থারবন্ধ নর-নারী হইতে তাহার পিডা-মাতার বহু প্রভেদ আচে।

নিজেকেও সে সম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণতা হীন সংখারস্থা বলিয়াই মনে করিত। স্বতরাং সে সময় ইড়েজেওং করিবার কোন কারণই সে যুঁজিয়া পায় নাই। কিছু যে দিন হইতে, বিশ্ব সংসারের, অজস্ম ঘুণা ও মার্নির বোঝা মাধায় লইয়া নিরাশ্রয়, নিরাবল্মন, সে বহু উল্লেক্ত আসন হইতে, লাংগার পাশে আসিয়া দাড়াইল, সে দিন অত্ত্বিত অনেকগুলি, কঠোর আঘাতের মধ্যে, সে আরো একটা নৃতন তথা উপলব্ধি করিল, নিজেও সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত নয়।

লাবণার অসহায়, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, অন্তর্গক দে দ্বেছ্
করে, অপ্রদ্ধা করিতে পারে না; অথচ সময়, সময়,
তাহার কথা বলিবার বিশেষ হুরটুকু, চলিবার কেমন
গতি ভলিটি, হাসির সভাবদাত বক্রতা, ভাহাকে,
অন্তরে অন্তরে পীড়া দিত। মনে হইত, ইহার মধ্যে
কোণায় যেন, অজ্ঞাতে তাহার বিশ্বতা জননীর সমুক্রমণ
প্রস্তিত, তাহার মা, জ্যেঠি, পিসি, প্রভৃতির সহিত্যু,
কেমন একটা অশ্বত্তিকর প্রভেদ ইহার মধ্যে বারে বারে,
লক্ষিত হইত।

সহরে কথেক ঘর বাঙালীর, বাস ছিল। আরীজ বদুহীন হুদ্র প্রবাসে, অয়স্তর সহিত কিছুদিনের মার্গেই; তাহাদের আলাপ হইয়া গেল। লাবণার নহিত্তেও বেমদের পরিচর হুইতে বিলম্ম হইল না; কিন্তু আহার বাভাবিক গাভীগা ও এতেদিনের বাহিবের সালক দীজ আড়াই ভাবের জন্ম পরিচয় তেমন ঘনির্ছ হুইতে পারিজ না। কচিং সে বাচিরে ঘাইড, এবং দেখা হুইলে নিজেভ ভদ্রতাস্থাক কুলা প্রশ্নাহি বাজিত। আহার কার্যুজ্যান না পাইয়া চুপ করিয়াই বাজিত। অয়ভ্র কহিত স্কার সহতেই সকলের আলাশ করিয়া উঠিল। সেদির কৈনালে হানীর উকিল্ বীরেবর বাবুর বাড়ীতে আসর বিভাবিকার

উৰিল বাৰু লোকটি সরল প্রাকৃতির, নিতান্ত সাদাসিধা, জাল মাহ্য গোছের।

নানা বিষয় আলোচনা চলিতেছিল; রাজনৈতিক, লামাজিক সমস্তা, নারী জাগরণ কোনটাই বাদ পড়ে নাই। জয়ন্ত একপাশে চুপচাপ বসিয়া শুনিতেছিল।

নরেশ কহিল-

শ্বারে রেখে দিন মশায় আপনাদের পতিতা উদ্ধার।
আগে নিজেদের উদ্ধার করুন, তারপর বড় বড় কথা
বলবেন। একট্রেসদের নিয়ে ঘর সংসার করা. ও
বিলেতেই পোষায় আমাদের পোষায়না।"

যতীশ তর্কের স্থরে কহিল—

"কেনই বা পোষায় না! কেউ করে না বলেই হয় না নইলে একথা কথন সভিয় নয়, যে ভারা আমাদের পাঁচলনের স্ত্রীদের মত স্বাভাবিক ভাবে ঘর সংসার করতে পারে না। আমরা ভাদের হীন অবস্থায় ফেলে রেখেছি বলেই না ভারা অভ ছোট হয়ে গেছে? আর এত যে পভিতা, পভিতা, করে চেঁচাচ্ছেন, ভাদের পভিতা করেছে কে ভনি? পভিত পুরুষ যদি আমী হয়ে, বাপ হয়ে, থাকতে পারের পভিতা মেয়েরাই বা স্ত্রী হয়ে, মা হয়ে থাকতে পারবে না কেন!"

শ্বী হ'তে পারবে না কি মা হতে পারবে না, সে
কথা ত হচ্ছে না, কথা হচ্ছে সে রকম ধরণের বিয়ে
আমাদের দেশ চলতে পারে না। ও মুখে বলা বড় সহজ,
কাজে করতে গেলেই তথন চক্ কপালে! আরে মশাই
আমাকটাই খারাপ। পরিচয় নেই, মান নেই, কিছু না।
আমন বিয়ে আমাদের দেশে চলতেই পারে না কি বলেন
আয়ত বাবু!"

ক্ষমত ইহাদের তর্কে মনে মনে যথেষ্ট অক্সন্তিবোধ করিতেছিল, এখন নরেশের তাহাকে সাক্ষী মানিতে বেশিয়া অপ্রেল্ডত হইরা পড়িল। ইহাদের তর্কটা শুধুই তর্ক, চিভার কি অভিজ্ঞতার ইহাতে বালাই ছিল না; স্বস্থান্তে অধিকার থাকিলে উভয় পক্ষেরই ক্ষের আশা। আহে। দে কথা কহিল না—অর একটু হাসিল।

ভাহাৰে হাসিতে দেখিয়া নরেশ উছেলিত হইয়া উঠিল।

ৰীরেশর বার্লু সেই দিকে চাহিয়া উচ্চ হাত্তে কহিলেন—
"দেশুন জয়ন্ত বাবু, আপনার মত ব্দিমান লোক কিছু
আমি আর কথন দেখিনি। আপনি শুধু একটুখানি হেনে
হজনকেই খেপিয়ে দিলেন, অথচ কার কথায় যে সায়
দিলেন, বোঝবার জো নেই। নরেশ ভাবছে আমার
দিকে, সতীশ ভাবছে আমার দিকে, আর দর্শক দল হতভদ
হয়ে তিন জনেরই মুখের দিকে বোকার মত চেয়ে
আছে!"

জয়ন্ত শ্মিতমুখে কহিল—

"কি করি বলুন? ওঁরা যে জিনিষটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছেন, আমার মনে হয় সেটা, তর্কের বিষয় নয় ক্লচির। আর কোনটা উচিৎ কোনটা অস্থৃচিত, তর্ক করে তার মীমাংশাত হয় না, কেবল উভয় পক্ষের মুঠো, মুঠো, ধুলোতে আর সকলেও অন্ধ হয়ে যায়।"

--- "অর্থাৎ আপনি বলতে চান ঐ ধরণের বিয়েটা সমাজে আবশ্রক হয়ে পড়েছে!"

জয়ন্ত একৰার নরেশের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিদ তাহার পর শাক্তকঠে কহিল—

শ্বাবশ্বক ত আলকে হয় নি নরেশ বারু, চিরদিনই হরেছে; কিন্তু এখনও সময় আসেনি তার; <sup>বেদিন</sup> সময় হ'বে সেদিন কোন প্রশ্নই উঠবে না।"

- —"अ ध्वरणब विरयत नियम आभारतत मरधा ह'रव ?"
- "হবে বই কি; কিন্তু আজকে নর; এখনও দেরী আছে তার। সেই জ্বস্তেই ত বলছি আপনাদের আজকের তর্ক নির্থক; কেন না ওটা ফ্চির পথ ধরেই সমাজে প্রবেশ করবে তর্কের পথ ধরে নয়। তাই ত মনে হয়, ওতে নিন্দাও নেই প্রশংসাও নেই।"
- "অর্থাৎ আপনি বলতে চান ও কাজটা নিশা, প্রশংসার বছ উর্বে!"
- —"না তাত আমি বলিনি, ওটা নিন্দা, প্রশংসার উর্চে নয়, সে গণ্ডীর বাইরে।"
- —"ভাগ, ভাগ, অয়ন্ত বাবু; ওবে মুদ্ধীশ, ব্যৱসাহ ভোমার দিকে আছেন; এই বেলা চাণ্ড এইটা কেই ভনে, ওভ কাজটা করে ফালে, গৃহক্তীর, স্ক্রিক্ত কিইছ অভিনেত্তীর হংগও স্থানে ।"

—"নিম্নটা ত আমি নিজের অতে প্রবর্তন করছি
না; তোমরা বরং কর বর্ষাত্রী বেতে রাজি আছি।"
—"যা' বলেছো, লাখ কথার এক কথা।"
বীরেশর বাবু হো হো শব্দে হাসিরা উঠিলেন।
ভয়ত্ত অকলাং উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

33

শীতের দিনে, সন্ধার পুর্বেই অন্ধনার ঘনাইয়া আদে।
পশ্চিমের দ্র দিগন্তে, অপরাহের শেষ আলোক রেখাট,
আকাশের গায়ে, তথনও নিংশেষে মিলাইয়া বার নাই।
চারিদিক হইতে অভিক্রত অন্ধকার ঘনাইয়া আদিতেছিল।
জয়ত চলিয়া যাইবার পর, ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে: সে
কোথায় আছে, কেমন আছে কোন সংবাদই তাহারা
ভানেনা।

জাবনের সহজ অচ্ছন্দ গতির মাথে অতর্কিতে

সভাবনীয় রূপে বে থিপ্লব আসিয়া দেখা দিল নিভারিণী

তাহাকে আজা সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই; স্থজাতা

ও ভাবিয়া পায় না এমন অসম্ভব অপ্লেরও অপোচর ঘটন।

সমহর দারা ঘটল কি করিয়া । কেমন সে বালিকা যে

মায়ের কোল হইতে এমন করিয়া ছেলেকে কাড়িয়া লইয়া

যায়।

কোধে কোভে অভিমানে স্থলাতার ত্ই চোধ ছাপাইয়া দল করিয়া পডে।

সেই অপদেশা আচেনা বধৃটির স্থকে জাহার সমত মন ছণায় রাগে বিষাইয়া উঠে।

গ্রাম ওদ্ধ ছি: ছি: করে। এমন পণ্ডিত জ্ঞানীর ছেলে।

স্বেশ ও স্কাতা ভাবে কয়ন্ত এতবড় নির্গক কর্মে প্রবৃত্ত ইইবার পূর্বের াকবার ভারাদের একটা সংবাদ প্রায় দিল না।

ভাহাদের পূত্র হইয়া জয়ত এমন কাজ করিব কি করিয়া। কেমন করিয়া সে একটা স্থাপিতা জ্ঞাত কুল্পীলা নারীকে স্থী বশিয়া পরিচয় দেয়।

वहे श्वनात्कत वक काश्त वक मान्त्र कतिका-

ছিলেন। হায় রে! ইহার চেরে প্র না করিলেই বে ছিল ভাল। এ গৃহে বাস করা সকলের পক্ষে আন্তর্মী ছংসহ হইয়া উঠিতে ছিল।

নিভারিণী কাঁদিয়া কহিলেন,—"আমাকে কানী পাঠিছে দে বাবা।

ওরে এরই জন্মে কি আমি এতদিন সংসার কামড়ে পড়ে ছিলাম "

দেবতার দেওয়া শোকের সান্ধনা আছে—এ ত **ওগু** শোক নয় ইহার কজ্জা গানিও যে ছন্তর। বাড়ীও**দ স্বাই** তাহাকে ভূলিতে চায়; যে এমনি করিয়া তাহাকের বিশের কাছে হান্তাম্পদ করিয়া তুলিয়াছে।

অথচ পারে না। জয়স্কর বরধানি তালাবদ্ধ; এখানে ওবানে হড়ান তাহার স্মৃতিচিক্ত মাধা সহত্র ছোট বড় বস্তু বস্তু বধনি চোধে পড়ে সরাইয়া রাধা হয়, বেন এমনি করিয়াই জয়স্কর সকল চিক্ত নিংশেবে বিলুপ্ত হইয়া য়াইবে! কিছ মনের নিড্ড কক্ষে যে চঞ্চল প্রসন্ধ মৃত্তিটি অহরহ উচ্চহাক্তের ঝকার তুলিয়া কেবলি আসা-যাওয়া করে তাহাকে কোন ক্রমেই দুরের রাধা যার না।

শৃক্তগৃতে ভাহার উচ্চকঠের 'মা' ডাকটি বেন সে চির্ন দিনের মত বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াচে।

এখনও কতদিন অন্তমনস্কভাবে তরকারী কৃ**চিতে**কৃটিতে পদশব্দে চকিত হইয়া স্কলাতার মনে হর জরতা
না! মায়ের স্নেহ সে ত দোষগুণ ভাল মদ্দের বিচার কিরা উঠিতে পারে না, যোগ্য অযোগ্যর সীমা কেনা
সে কেমন করিয়া করিবে! তবু সংস্কার বাধা কেনা
একটা অজ্ঞাতজ্পা নারীকে, বধু বালিয়া কাছে টানিতে
হাত ত্টি স্কুচিত হইয়া আসে।

সন্ধার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, বেশ শীভ বোধ হইতেছিল।

স্থলাতা নীচে নামিয়া, স্বরেশের কক্ষে আলো জনিতে দেখিয়া, সেই বরের হ্যার ঠেনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিন।

ন্থরেল কৌচের উপর শর্ম শরান শবহার কিনের হিসাব বেশিতেছিল; পদ্মীকে বেশিয়া চশমাটা কর্ণাটোর উপর ভূমিয়া বিলঃ ্ৰ্তিকাতা আসিরা কাছে একটা চৌকির উপর চূপ ক্রীকার বসিল।

ধানিককণ কেহই কথা কহিল না।

্ৰাৰ্ক সময় স্বজাতা কহিল—"তোমার এখানকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে!"

—"হ্যা প্রায় হয়ে এসেছে।"

স্থলাতা অল্লফণ চূপ করিয়া ভাবিল, তাহার পর কহিক—"একবার থোঁক নিলেনা কেন?—''

হুৱেশ গদ্ধীর দিকে চাহিয়া সহসা বাধা দিয়া বিচলিত
হুৱে কহিল—"আমাকে স্বটা ভেংব নিতে দাও হুজাতা,
আমার মাথার মধ্যে সব বেন গোলমাল হয়ে রয়েছে।
কিছু এখন বোঝবার শক্তি নেই।"

্ **হ্যভাতার মাথাটা আ**পনা হইতেই নত হইয়া আসিল ; **চোগে**র কোণে অশ্রুর হুর্দ্বনীয় আভাস ফুটিয়া উঠিল।

32

এক তুই করিয়া আপন নিয়মে দিন কাটিয়া যায়; আছুনের তুথ তুঃধ আশা নিরাশার ঘদ তাহার গতিরোধ পারে না, তাই রকা।

ব্যবধান তুলিয়া দিয়াছিল।

ছবেশের অসম্ভব গন্ধীর মৃথের দিকে চাহিয়া স্থজাতা কোন কর্ত্তবাই স্থির করিছে পারিত না। প্রাণাধিক পুত্রের নিম্নজ্জ চুর্মাতি স্থরেশকে কতথানি বিচলিত স্থিরাছে, অথবা কতথানি কঠিন করিয়া তুলিয়াছে সেবেন ঠিক করিতে পারিত না।

দিবা রাত্রির বেশীর ভাগ সময় স্থরেশ বাহির বাটাতেই কাটাইত; স্থলাতা অথবা নিভারিণীর সহিত ভারার স্থার সময় সাকাৎ হইত, এবং সে সময়টা প্রায়ই সে ক্রেন্দী পন্থীর হইয়া থাকিত, যে কোন কথাই বলা স্থাব হইত না।

बारित रुटेएं दिशिष्त, मदन रुटेए, झडक नवरक, बद्धमा दिन त्यन मीनांश्या कद्विश नरेत्राद्ध, किन्न पार्क शाद्ध, निष्ठि प्रकाद, विभिन्न नश्यन, द्वा गर्मन, काह्निक

ভাবে বারাধানন, ব্রিয়া বেড়াইড, তথন তাহাকে দেখিলে, মনে হইড, তাহার এতদিনের, নিতান্ত পরিচিত, সেহের জয়ন্তর সহিত, আজিকার বিজোহী, অরতজ্ঞ জয়ন্তকে সে কিছুতেই থাপ থাওঘাইতে পারিডেছে না।

স্থাতা মা, তাই অয়স্তর এত বড় অনাচারকেও ক্মা করিতে তাহার বাধিল না; এবং দিনের পর দিন জয়স্থ সম্বন্ধে তাহার মন যতই কোমল হইতে লাগিল, বধু সম্বন্ধে আকোশ তাহার ততই বাড়িয়া উঠিল। অয়স্তকে দিরা-ইয়া আনিবার জন্ম তাহার মাড়-হালয় ব্যথা বাহু বাড়াইয়া মধনই ছুটিয়া যাইত; অপরিচিতা বধু আসিয়া পথ রোধ করিয়া দীড়াইত।

জয়ন্তর বধু, তাহার পুত্রবধু, একটা অক্ষাত কুলশীলা পরিচয়হীনা অস্পৃণ্যা নারী! স্থজাতার যেন চীংকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিত। কে দে, যে, তাহার জয়ন্তকে এমনি করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যায় ? বিশ্বসমান্তর দ্বণিতা, একটা ছোট্ট মেয়ের কাছে মাতৃত্বের এত বড় পরাভব ঘটিল। অসহা! স্থজাতার অন্তর বাহির বেন চীংকার করিয়া উঠিত।

সেই অয়ন্ত! কেমন করিয়া সে বলিল, স্থলাভার পাশে, নিন্তারিণীর পাশে, সে লাবণ্যকে লইয়া আদিতে চায়! লাবণ্যকে স্থান না নিলে বাধ্য হইয়া অফস্তকে অন্তপন্থা অমুসরণ করিতে হইবে, তথাপি, যাহাকে বে, পত্নী বলিরা এইণ করিয়াছে, তাহাকে অসহায় অবস্থায় সে ফেলিয়া আসিতে পারে না! পত্না সম্বন্ধে যাহার এই দায়িন্ধবোধ পিতামাতা সন্ধান সে দায়িন্ধ ভাহার কোধায় ছিল! অকতজ্ঞ! অভিমানে স্থলাভার ছই চোধ কলে ভরিয়া উঠিত।

আজো সে ব্বিরা উঠিতে পারে না — কাৰণ্যকে ছাহার।
বধ্ব আসনে অসকোচে টানিরা লইবে, এত বড় ভূব বিবাদ
করন্ত পোষণ করিল কেমন করিয়া। তমু বি কার্যার।
অধর্ম যে।

এ বে দেবতার মনিবের দ্বীকাইকের ক্রান্তরী।
বারণাকে ভাহারা নমা কমিছে পারে, সাম্বর্গা স্থানি
পারে, বিত্ত অমন্তর বধু। সে চিন্তার ক্রান্তরী

शेक्षि आधिका क्षिलानः; अक्षा त्र क्षांत्र भव कहित्तन-

- "हा। त्वी, ध गव कि छन्डि छारे!

সতি ! ও মা কি খেনা! তোমার মত সভীলক্ষী ভাগিামানির পেটে এমন ছেলে জন্মাল। বিশ্বাস আর হয় না কিছুতে! খোর কলি, খোর কলি, নইলে, এমন সন্মানীর সাহ্য ভোমনা, দেই বিষের কনে খেকে, এত খানি বয়স অবধি দেখলাম, কখন মুখ ভূলে যাকে কথা কইতে ভানিন, ভার অদেটে কি না এই ছিল! ওমা ছি: ছি: কি লজ্জা! কি বলে একটা নাচওয়ালীকে বে করলে?"

স্ক্রাতার মুখে কথা ফুটিল না। সমস্ত দেহ মন বেন আড়াই হইয়া উঠিল। জয়স্তকে অপমান করিয়া তাহাদের প্রশংসা! এ যে দেবভাকে নির্কাসন দিয়া, শৃষ্ঠ মন্দিরকে ভক্তি নিবেদন।

#### 20

অপরিসর ছোট্ট শন্ধন কক্ষ; আসবাবহীন ছর্পানি কাকা বোধ কর।

একপাশে মেঝের একটি বিছানা; চালরথানার নানা হানে দেলাইর চিচ্চ, লারিদ্রোর স্থানীও পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছিল; পরিধানের বল্পথানি হইতে গৃহের প্রত্যেকটি দাসবাবপত্রেই ভাষার কঠোর নিদর্শন ফুটিয়া উঠিয়াছে দ্বতি তথাপি কোন দিকে চাহিলেই শ্রীহীন মনে হয় না; চারিছিকেই বেশ পরিকার পরিভ্রম কল্যাণ শ্রী রাহ্মাছে।

বিছানার একপাশে বানিশ আড়াল হিয়া একটি বতর ছোট বিছানার সীমা নির্দেশ করিরা রাধা হইয়াছে। ডাহাতে একটি মাল ভিল চারের ক্ষর কুটকুটে একরাশ ভ্রুম শিউলী কুলের মত একটি শিশু ঘুমাইতে ছিল; শিররে বনিরা লাবণা নিজের পারের একটা পরর রাউন কাটিরা খোকার বর্জনান শীশু নিবারণের উপবোগী একটা নাবা প্রস্তুত করিভেছিল।

খোলার পালে জরন্ত একথানা কই হাতে কলিয়া তইয়াছিল। রাজি নরটা কাজিয়া গিয়াছে, দৌদমান; গদিনের হুরন্ত লীতে গারে একথানা পুরান হেঁড়া স্থানির কড়াইছা এডকণ স্ফ চালাইবার পর লাকণ্যর পক্ষে আরু বসিয়া থাকা সম্ভব হইল না, সে সব ভালিকে একণাক্রা ঠেলিয়া রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই অবত মুখ ফিরাইয়া চাহিল কহিল—

"হয়ে গেল।"

—"কাল কোরব, বড্ড শীত করছে।"

বলিতে বলিতে লাবণা খোকার অন্ত পাশে খোকার লেপথানা টানিয়া গলা পর্যান্ত মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িক। জয়ন্ত হাতের বইথানা মুড়িয়া শিয়রের পাশে রাথিয়া কহিল—"এই শীতে ভোমার ঐ একটি পরম জামা ডাও কেটে ফেলে; কি করবে! কাল না হয় খানিকটা গ্রম কাপড় কিনে আনব কি বল ?"

লাবণ্য মাথাটাকে লেপের মধ্যে চুকাইয়া দিয়া কহিল—
"টাকা পাবে কোথার? ধার করে ত!"
আহত কঠে জয়ত কহিল—

"সে ভাৰনা ভ ভোমার নেই সে আমার, বেধান থেকে হয়।"

नावना व्यक्षिक इहेशा शिक्त, कहिन-

"আমি ত তা বলছি না বে আমার ভাবলা, কিছ कि হ'বে কাণড় কিনে! আমি ত তোমাকে কডবার বলেছি গরম জামা আমি মোটে পরতে পারি না, কট হয়।

পরিহাসের স্থার জয়ত কহিল-

—"গীজকালে গ্ৰম জামা প্ৰতে কট হয়, এ কিছ জামি কথন গুলিকি! ডোমার খামী ডক্তি আমর্শ বক্তে, কট দেবে না কিছুডেই? যথা লাভ। কিছ জোলায় শিখলে বল ভ?"

জন্ম হালিদা উঠিল।

লাবণা লজ্জার আড়েউ হইয়া উঠিল; অবস্থার মৃথে পরিহাদ অক্সাৎ তাহার কাতের মৃথে অঞ্চাতে তীক্ষ চাবুকের আঘাত করিল।

কে কোন উত্তৰ দিল না।

केखन को शहरत समय विचित्र हरेन, विश्व कांक विद्वार योगन ना।

श्वप्रतित हुनि, प्रतिकांत्र । स्वतंत्रकाः चात्रकात्रः चारप्रकात्रः करणेत ভারটা গুরু হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ প্রতিকারের কোন উপায়ই জয়ন্ত শুঁজিয়া পাইল না।

লাবণ্য কি একটা কাজে খবে চুকিয়া, জয়স্তকে বিষণ্ধমুখে চিস্তিভভাবে ৰসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল—"কাল
যে ভোমায় বীরেশ্বর বাবুর বাড়ী থেকে ডাকতে এসেছিল,
গোলে না ?"

"না!" বলিয়াজয়স্ত চুপ করিল, কহিল—"কি হবে গিয়ে?"

— "কি আৰার হবে ? অমনি করে দিন রাত ভাবলেই কি কিছু হবে ? যা' হ'বার তা হ'বেই; কেন মিছে ভেবে মে শরীর মন ধারাপ কর জানি না।"

অয়ন্ত মৃত হাদিল, কহিল,—

"ঠিক বলেছ, বেঁচে থাকতে জীবনটাকে নানা রকম হৈ চৈর মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই বোধ হয় বৃদ্ধিমানের কাজ; কেন না মরণের পর ভাবনার জয়ে অজ্ঞ সমন্ত্র পাওয়া যাবে! কিন্তু তবু মাঝে মাঝে ভাবনার ভূতটা ঘাড়ে চাপে। ভবিষ্যতে অক্ষমতার জবাব দিহির ভন্ন আছে কি না!" বলিয়া জন্মন্ত খোকার দিকে জ্ঞুলী নির্দ্ধেকরিল।

লাৰণ্য রাগ করিয়া কহিল—"সবাই বুঝি বড় হয়ে অক্ষমতার জবাবদিহীই করে!"

জয়ন্ত আবার হাসিল, কহিল—"না তা করে না, কেন না, তাদের উত্তর আছে কি না! তথু অক্ষমতা কেন, অমনযোগিতা, দায়িত্ব হীনতা, সব গুলোকেই তারা, পিতৃপুক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে সয়ে নেয়! অদৃষ্টের দোষ দেয়। কিন্তু আমাদের ত তা হয় নি; তাই আমাদের বেলায় ও মৃতি খাটবে না; এ যে দৃষ্ট হয়েই ছিল, অদৃষ্টের দোহাই পাড়তে দেবে কেন ?"

- "তুমি কি মনে কর খোক। বড় হয়ে ঐ জবাবদিছিই তোমাকে করবে।"
- —"হয়ত করবে না; কিন্তু সত্যিকার মাত্র্য করতে না পারলে, নিজেকে নিজেই যে আমি ক্ষমা করতে পারব মা।"
  - —"আমাকে বিয়ে করা তোমার অস্থায় হয়েছে ?"
  - --- "हरप्रदक्ष वहे कि। निरम्बर प्रिकः स्थर**क तत्र किन्द**

ওর দ্বি থেকে; যদি না ওকে আমি কোন সমান দিজে পারি।"

— "ভা' সভিয়।" বলিয়া সহসা বিৰণ মুখে লাবণা বাহির হইয়া গেল।

জয়স্ত ঝোঁকের মাধায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল।

অবস্থাটা বুঝাইতেই সে গিয়াছিণ; কিন্তু জ্ঞাতে লাবণ্যকে এমন ভাবে আঘাত করিল; যেটা ফিরিয়া আসিয়া তাহার বুকেও তেমনি ভাবে বিধিল।

জয়স্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

### 28

সমরেশ জয়স্তকে উপর্যুপরি তিন চারিখানা পত্ত দিবার পর উত্তর পাইল।

সমরেশ আফিস হইতে ফিরিয়া আসিরা সন্ধার অন্ধ-কারে নির্জন কক্ষে ভুইয়া সেই কথাই ভাবিতেছিল।

সকাল হইতে অনেকবার সে চিঠিখানা পড়িছাছে;
কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, অথচ অরম্ভকে এমনি
করিয়া দিনের পর দিন নিয়ত কঠোর দারিস্ত্রা ও সমাজের
সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে মনে করিলেও তাহার মন
চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

জয়স্তর পিতামাতার স্থকে তাহার স্মন্ত অস্তর <sup>ব্রন</sup> বিষাইয়া উঠিল।

এই তাঁহাদের সন্তান বাৎসল্য, এই তাঁহাদের প্রবাধী।
এক এক সময় তাহার জয়ন্তর নিকট ধাইবার অন্ত মন
চঞ্চল হইয়া উঠিত কিন্তু সপ্তদাগরী অফিসের অন্ত মাহিনার
সামান্ত কেরাণী সে, চুটীও নাই, অর্প্ত নাই।

মাস কাবারে মাছিনা পাইয়া সমরেশের নিজের আছ কয়েকটা টাকা রাথিয়া থোকার নাম করিয়া অবত্তনে পাঠাইয়া দিল। সমরেশ প্রেরিত অর্থ পাইরা প্রথমী অবত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে একটা থাকার ক্রমিরা অক্ষমতার বেদনাটা নৃতন রূপ ধরিয়া অভ্যের ক্রমের ই দিয়া গেল। মুখে কিছ ভাহার কোল ভাষ্ট ক্রমের সংসারের **অনেক রকম ছোট বড় আ**ঘাতের মত এটাকেও সে নিঃশব্দে সীকার করিয়া ল*ইল*।

কেবল লাবণ্য আসিয়া যথন উজ্জল মুখে কহিল—
"সমরেশ ঠাকুরপোর টাকাটা দিয়ে এবার কিন্ত থোকাকে
একটা ভাল জ্বামা কিনে দিতে হ'বে, সবটা সংসার
ধরচে দেওয়া হ'বে না।"

তথন বিশ্মিত আহত মুধে জয়স্ত একবার মাত্র লাবণ্যর দিকে চাহিয়াই মাধাটা নীচ ক্রিয়া লইল।

উত্তর না পাইয়া, লাবণ্য **অরকণ** চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ কহিল—

"আছে। তুমি বাড়ীতে চিঠি দাও না কেন ?"
কণ্ঠখনে কৌতৃহল ধ্বনিয়া উঠিল। খামীর এ দিকটা
তাহার কাছে এতই অজ্ঞাত ছিল যে, সে সম্বন্ধে তাহার
কৌতৃহলের সীমা ছিল না।

পিতা মাতা সম্বন্ধে নিজের মনে তাহার কোন প্রকার স্পষ্ট ধারণাও ছিল না; জ্বন্ধাব্দি এদিকটা তাহার অসাডই ছিল।

পদ্দীর কথায় জয়ন্ত আশ্চর্ণ্য হইয়া মূখ তুলিল— "কাকে ?"

—"ৰাড়ীতে। কেন লেখ না! এখন ও কি তাঁরা তোমার ওপর রাগ করে আছেন ? লিখবে ?"

—"না i"

— "কি না! লিখবে না তাই! না রাগ করে সেই তাই? কিন্তু লিখেই দেখ না, নিশ্চন্ন তোমাকে তাঁরা সাহায্য করবেন।"

জয়ন্তর মূখে কে খেন কালি ঢালিয়া দিল; বিরক্তির বংর জয়ন্ত কহিল—"কি বুক্ত লাব্যা!"

— "ত্মি খোকার অস্ত ভাব আর তাঁরা তোমার জন্তে ভাববেন না! এরকম স্নেধ্যে আমি মানে ব্রতে পারি না।" রাগ করিয়া লাষণ্য কহিল।

ম্হতের অন্ত জনত চঞ্চল হইরাই এক হইনা সেল।
—"সে তুলি ব্যতে গারবেও না।"
অবত মূব কিবাইনা নাইল।

### 3/

কি একটা ব্ৰড উপলক্ষ্যে বিশ্বেশ্বর বাবুর বৃদ্ধা জননী বাদ্ধা ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন।

জায়ত আহ্মণ স্বতরাং তাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হ**ইল।**নিমন্ত্রণ প্রহণ করিয়া প্রয়ন্ত জয়ন্ত কিছুতেই নিজারে কর্ত্তবা স্থির করিতে পারিতেছিল না।

নিজের তাহার কোন প্রকার সংস্কার ছিল না, লাবণ্যকে বিবাহ করিয়া ধর্মের দিক দিয়া সে কোন প্রকার অক্ষায় করিয়াছে একথা সে নিজের মনে কোনদিন স্বীকার করে নাই; তথাপি পূর্ণ সংস্কার সম্পন্না, সমাজের প্রতি ছোট বড় অফুষ্ঠানে একান্ত শ্রন্ধাণীলা, নিষ্ঠাবতী বিধবার; বীরেশ্বর বাবুর বৃদ্ধা জননীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

জয়ন্তর সম্পূর্ণ পরিচয় তাঁহারা জানেন না। সে ব্রাক্ষণ সন্তান, হতরাং নিজেও সে ব্রাহ্মণ, এমন অবস্থায় তাহার পদ্মী সম্বন্ধে তাঁহাদের অকস্মাৎ সংশ্যের হেতু ছিল না; সেই বিখাসের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লাবণার যথার্থ পরিচয় পাইলে তাঁহারা এ বিভ্রমণ করিতেন না।

এবং যেদিন জয়ন্তর সত্য পরিচয় প্রকাশ হইয়। পড়িবে সেদিন তাঁহারা জয়ন্তর আচরণে তথু ঘুণাই প্রকাশ করিবেন না, নিজেদের অজ্ঞাতে একটা ধর্ম অফ্ষানে তাহাকে আহ্বান করিয়া দেবতার নিকট, নিজেদের অপরাধী মনে করিয়া সম্ভ্রমণ হইয়া পড়িবেন।

ক্তরাং সমাক্ষের হোট বড়, সকল বিধি নিষেধ সম্বন্ধ তাহার নিষ্ণের মনে কোন প্রকার শ্রহানা থাকা সন্বেও, অপরের আরুরের শ্রহাকে আঘাত করিতে তাহার হাত উঠিল না। অবচ কোন উপারে সহলে এই ব্যাপারটাকে পাশ কাটাইরা যাওয়া যায়, জহন্ত বৃঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। প্রথমটা, সে বীরেশর বাবুকে আপত্তির শ্বরে বিলয়াছিল—"আমি আক্ষণ হ'তে পারি কিন্ত আপনাক্ষের হিন্দু সমাজের সম্বন্ধ গুটিনাটি ব্যাপার ত আমি মেমে চলি না; কাকেই এরক্ষ অন্তর্ভানে আ্যাকে আপনাক্ষের বাদ কেওলাই উচিত।

বীরেশর বাবু থানিকটা উচ্চ কঠে হাসিয়া কহিলেন—
"আরে কি যে বলেন মশাই তার ঠিক নেই। আজকালকার দিনে কে আর কটা জিনিস মেনে চলে বলুন ?
মূর্দির ঝোল মোছলমানের হাতের অল ছদিন ব্রাহ্মসমাজে
খোরা এই ত ? সে আর কে না করেছে বলুন ? আমরা
বাইরে থাকি কোনটাই ত মানি না, তাই বলে কি
যার যা জাত তা মারা যায়! ঘরে আমাদের ব্রাহ্মশীরা
এন্ড বেশী মানেন যাতে আমাদের সব পাপ কেটে
বায় ব্রলেন না ? শাল্লে বলে পদ্মী অর্কালিনী, অর্ক অল
ভ্রম থাকলে অন্ত অর্ককে অভ্রম করে কার মাধ্যি ?
আপনি যাই করুন আপনার ব্রাহ্মশীটি সে দোষ ঠিক কাটিয়ে
দিয়েছেন।"

জয়ন্তর সমন্ত মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। চোক গিলিয়া কহিল—

"কিন্তু আমি আপনাদের ও সব কোন সংস্থারই মানি না। আর ধক্ষন আমি ত সেদিন এখানে এসেছি, আপনারা কেউ আমাকে ঠিক জানেন না, আমি ব্রাহ্ম কি ক্রিশ্চান ও ত হ'তে পারে।"

অবিশাদের হাসি হাসিয়া পরিহাদের স্থরে বীরেশর বারু কহিলেন—

—"তা হ'লেন ত হলেন, আপনার বান্ধণীটীত থাটি হিন্দু আমরা তাঁকেই নিয়ে আসব।'

জন্মস্ত ব্যাপারটাকে যতথানি গুরুতর ভাবিয়াছিল, লাবণার কিন্তু কিছুই মনে হয় নাই, তাই জন্মস্ত গখন আসিয়া কৃহিল—

—"আমাদের যাওয়া উচিত হবে না।"

লাবণ্য কথা কহিল না, অতর্কিত আঘাতটাকে সামলাইয়া লইবার জত্ত মূখ ফিরাইয়া লইল। জয়স্থ একবার লাবণ্যর আহত মূখের দিকে চাহিয়া; আতে আতে মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল।

### 30

জয়ন্তর কথাবার্তা ব্যবহারে এমনি একটা স্বাভাবিক আলগা ভাব ফুটিরা উঠিভ, বাহার লগু লে তাহার নিমরণ গ্রহণ না করার বীরেশরবাবু বিশেব বিশিক্ত ফুইলেন না; তবু মনে একটু ছ:খ বোধ হইল। কিন্তু আয়ন্ত নেকিনের পর আর যথন উাহাদের গৃহে আদিয়া দাক্ষাৎ পর্যন্ত করিল না, তথন তাঁহার বিজয় উত্তরোতর বাড়িয়া দেল।

ক্ষেকদিন অপেক্ষা করিয়া একদিন ভোরে জিনি জয়স্তর গৃহে আঁসিয়া উপছিত হইলেন।

ক্ষেক্বার ডাকাডাকি করিতেই দার খুলিয়া গেল ভিতর হইতে জয়স্ত আহবান করিল—

-- "এই বে এই বরে আহন আহন।"

কক্ষে প্রবেশ করিয়া বীরেশ্বরবাব একবার চারিদিকে চাহিরা লইয়া আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন—

"বাং বাং আপানি ত থুব লোক বাংহাক, নিজেও গোলেন না আর কাক্তকেও বেতে দিলেন না, বাড়ী ছেড়ে কোথায় উধাও, ভাকতে এসে ফিরে বেতে হ'ল, তার পর আর দেখাই নেই। আপানার চেহারাটা বস্ত শুগনো দেখাছে, অস্থ করেছে নাকি ?"

জয়স্ত ছই তিনটা বালিশের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া আধশোয়া ভাবে বসিয়াছিল। বীরেশরবাবুর ক্থার উত্তরে কহিল—

"বেতে পারলাম না কিছুতেই আমায় মাপ করবেন।
পরদিনই যাব ভেবেছিলাম কিন্তু হঠাৎ শরীর এত খারাপ
হ'য়ে পড়েছে অফিস যেতে পারিনি। আফিনের ছুটির
অত্যে একটা থবর দেওয়া দরকার ছিল তাও লোক
পাইনি।"

জন্মন্ত চিন্তিত মূখে চুপ করিল। বীরেশ্বরবার ব্যক্ত হইয়া কহিলেন—

"তাই নাকি, কি হয়েছে, চিকিৎসা ভ করাছেন মা বোধ হয় ? আমাদের অস্ততঃ একটা খবর দেওলা আপনাদের উচিত ছিল। অফিসের ক্ষেত্র হ'বেন না সে আমি খবর পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কি হবেছে সেইটে আগে বলুন ভ ?"

জয়ত ওছ মুধে একটুখানি মান হাসির। কৰিব—
"কি হয়েছে দেও জানিনা তবে কিছু বে একটা বলৈব সেটা বুখতে পাছছি। চিকিৎসার সামবা বেই জাই পরীকা করা বাচেচ, এবনি তবে তবে বারি কামে কাম না আপনার চেহারা এমনি বিশ্রী হয়ে গেছে মনে হ'ছে ধেন কতদিনের রোগী। বাহোক কিছু একটা ব্যবহা করুন।"

—"হাা ব্যবস্থা একটা করতেই হ'বে, কিন্তু চিকিৎ-গার ব্যবস্থাটা পরে করলেও চলবে, অফিসের ব্যবস্থা আগে কফন, নইলে তাঁরা জনাহারের ব্যবস্থাটা করে বলে থাকবেন।"

এমন অবস্থারও জয়য়য়র পরিহাস স্পৃহা দেখিয়া বীরেশরবার একবার অবাক হইয়া তাহার মৃথের দিকে চাহিলেন।

বীরেশ্ববার্ চলিয়া ঘাইবার পর লাবণা আসিয়া ভয়ন্তর পাশে বসিল।

উদ্বিশ্ন মূপে স্বামীর দিকে চাহিরা সে কহিল—

"দেখ আমার কিন্তু ভয় করছে এ রকম করে, তুমি কাউকে একটা খবর দাও।

জয়স্ত চোধ বুজিয়া কহিল— "কাকে ?"

··· "বাড়ীতে। না, না আমি ওনৰ না, অর্থাভাবে ভোমার চিকিৎসা হ'বে না ?"

—"তালের সক্ষে **আমার অর্থের সক্ষ ছিল** না বাবণ্য।"

অভিমানে লাবণ্যর ছুই চোথ জলে ভরিম। উঠিল, কহিল—"তবে ভূমি একলাই দেশে কিরে যাও।"

লয়ন্তর মৃথধানা নিমেবে বিবর্ণ হ**ই**য়া গেল; চৌধ মেলিয়া আহত কঠে কহিল—

"ত্মি এ কথা বলছ! আমি কোন দিন ভাবিনি মামাকে তুমি এতথানি ছোট করে ভাকতে পার!"

—"হাা ঝে, ভা আধান বিশ্ববে কৰে ?" কৈবল্য ঠাকুরন্ধি, আনিয়া গাঁড়াইলেন। হলাতা ভাডাভাডি মেশের একথানা বাছর পাডিয়া

দিল—"বোস ঠাকুরবি। কি জাদি করে কিয়ব ডাই।"

ঠাকুরঝি, বসিলেন; সমবেদনার স্থারে কহিলেন—
"তাই বটে; কি যে কখন ঘটে যায়! নইলে কে এমন
জানত বল? তা হাঁা বৌ ছেলে তোমার কি বলে গা?
থোঁজ খবর কিছু নিইছিলে? ছেলে মাস্থ্য বয়সের
লোষে একটা অভায় করে ফেলেছে বলেই কি সেটা ধরে
রাখতে হয়। খ্ব ত হ'ল, আর কেন এবার কিরিরে
নিয়ে একটা পেরাশ্চিত্তির করিয়ে শান্ত চুকে যাক!
পুরুষ মান্থ্য অমন কত কি-ই করে থাকে!"

স্থলাতার মৃধের উপর আশার চকিত শিধা নিমেবে জলিয়াই মিলাইয়া গেল। কহিল—

"দে হয় না ভাই"—

—"নাও, শোন একবার কথা! হয় না-ই বা কেন, যত সৰ অনাছিটি!"

একথা সে কথার পর কৈবল্য ঠাকুরঝি উঠিয়া গেলেন। স্বন্ধাতাও বাহিন্ন হইল।

ঠাকুর খরের চৌকাঠে নিন্তারিণী বসিয়াছিলেন, স্কলাতা আসিয়া পাশে বসিল।

হুরেশ বহিবটি হইতে অন্সরে প্রবেশ করিন;—
"তবে কালী যাবারই ঠিক করি মা!"

—হাঁ৷ বাবা; আর কেন! সংসারে আর ভিছুতে পারতি না বেন।<sup>গ</sup>

च्रत्रम जातात्र कित्रियां शंग ।

খরের মধ্যে পদাচারণ করিতে করিতে কেবলি মন্তে হ'ইতে লাগিল—"তাহার পর !'

মনের মধ্যে আজো ত শেব মীমাংসা হইল না।

সদ্ধার সময় হারেশ বাহির হইবার উপক্রম করিছে-ছিল—হাজাতা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। কহিল— "বেইলছ ?"

—"शा। (क्न !<sup>)</sup>"

사람들의 물로 내려고 내용을 하는 사용을 잃었다. 나는 이 그는 이 나는 이 없었다.

-- कानी वाबात क नव क्रिक क्सरमण--- मधा गर्ब

থামিয়া। গিয়া স্থলাতা চোধের জল সামলাইয়া লইল; পরে কহিল—"হাবার আগে তার একটা ধবর নাও।"

--কিন্তু তারপর ?"

— "তৃমি কি!" অকমাৎ স্থজাতা উচ্ছুসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিগ। কহিল— "একবারও কি তার কথা তোমার মনে হয় না ? কাশী আমি যাব না।"

বিচলিত হ্বরে হ্বরেশ কহিল—"তুমি বুঝতে পারবে ৰা; আমি যে আজো ঠিক করতে পারিনি কিচ্ছু"— চাকর একটা টেলিগ্রাম নইয়া ব্দাসিল। ক্রেশ্ বিশ্বিত হইল; শহিত হইল।

ভাড়াভাড়ি সই করিয়া আলোকের সম্পুথে সরিয়া আসিয়া ক্ষত হত্তে থাম ছি'ড়িয়া কাগক্ষথানা মেলিয়া ধরিল; লেথা ছিল—'বৃহস্পতিবার ভোবে হার্টফেল করিয়া জয়স্তর মৃত্যু হইয়াছে। নীচে নাম সই সমরেশ চৌধুরী।

স্থলাতা শন্ধিত স্থরে ব্যগ্র কঠে কহিল—"কার টেলি-গ্রাম গো! কে করেছে?"

স্থরেশ উত্তর দিল না, অর্থহীন শৃশু দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিল।

## বিদায়

আসন্ধ বিদায় ক্ষণ অস্বীকার করিবারে আর উপায় র'লনা কোন। নিশ্চিত জানিমু চিত্তমাঝে চঞ্চল তরণী ভরি' রজ্জুতে রজ্জুতে এবে বাজে যাত্রার আভাস ধ্বনি—বিদায়ের অঞ্চ হাহাকার। রৌজ ধোত নভোতলে দাঁড়াইয়া হেরিলাম দূরে ক্ষাণ হয়ে আসে তট—ক্ষাণতর নরনারীদল যতক্ষণ দেখা যায় থাকে চাহি নিস্পান্দ নিশ্চল। উজ্জ্বল আলোক কাঁপে চিত্ত ভরি বিরহের স্থরে।

অসহায় বেদনায় দূর হ'তে রিক্ত আঁথি নেলি'
আমি শুধু চেয়ে থাকি। শুধু দেখি তুমি উদাসীন
নয়ন মেলিয়া সথি কুসুম অলস করতলে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছ। নীল সিদ্ধু উঠিল উদ্বেলি'
নিষ্ঠুর বিজ্ঞাপ ভরে। দেখিলাম অঞ্চ বাষ্পা জলে
মান মুখ ছবি তব দ্রাস্তরে হয়ে এল লীন।

# হুমায়ুন কবির উপহার

সিদ্ধ কারা

অনস্ত আকাশ উর্দ্ধে, অনস্ত সাগর পদতলে।
শব্দহীন নীরবতা চারিদিকে মেলিয়াছে জাল।
রজনীতে শশীহীন নভোতলে তারাদীপ জলে।
পূর্ব্ব গগনের সূর্য্য পশ্চিমে লুকায় রক্তভাল।
অস্তহীন কাল ধরি' তারি মাঝে চলিয়াছি যেন,
কবে যাত্রা করেছিয়ু আজি যেন নাহি আর মনে,
অনস্ত কল্লোলবাহী নীল সিদ্ধু সফেদ সফেন,
চেতনা আছেয় করে দিবানিলি স্বপ্নে জাগরণে।

তারি মাঝে ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে কার হাসিখানি ক্লিষ্ট, ক্লান্থ, সককণ, কারে যেন আসিয়াছি কেনি, কে যেন রয়েছে বসি' অন্তরে বহিয়া দীপ্রবাদী, নিমেষে সকল হিয়া ওঠে মম ব্যথার উদ্দেশি। কথা পরপারে যেন লক্ষ্মী মম রহিয়াছে বসিঁ ভিমির সমুজ মাঝে দিবানিশি উঠিছে ক্ষিমি

# সোহ্নী-সিহ্ওয়াল

(त्रामान्त)

### শ্ৰীপূৰ্ণশৰ্শী দেবী

্থিমতী পূর্ণশীর নাম আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের অজ্ঞাত নহে। তথু গল্পে নহে, উপক্রাসেও ইঁহার বেশ খাতি আছে। বৃহ্ছিন হয় ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রবাদিনী। ওই দেশেরই চলতি জনপ্রিয় একটি রোমাজের ফুলর বাংলা রূপ তিনি এই গল্পে দিয়েছেন।

সোহ্নী-সিহ্ওয়ালের প্রণয় কাহিনী—পঞ্জাব প্রদেশের একটা প্রসিদ্ধ রে।ম্যান্স।

এই তক্ষণ-তক্ষণী ছটীর আত্মবিস্প্লি প্রেম লইর।
পঞ্চাবের কবিরা বহু কবিতা ও গান রচনা করিয়াছেন,
গানগুলি এ অঞ্জা বিশেষতঃ পাতিয়ালা রাজ্যে খ্বই
প্রচলিত, সে দেশের ভিথারীদের ম্থেও সদাস্ক্লা শুনা
বাম—সোহনী-সিহওয়ালের প্রেম-গীতি—

রাত আঁধেরি, তুমন্ ছেরি সওজা ঠাট্ঠা মারে, ও কি জানে হাল সাভা

তো বস্দা নদী কিনারে—ইত্যাদি।
এই গানগুলির অশ্লীল ও নীরস অংশ বর্জন করিয়া
ক্রমশ: অহবাদ করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু তৎপূর্বে
নায়ক-নায়িকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবগুক মনে
করিতেছি।

সোহনীর পিত। তুল। গিল্গে—পঞ্চাব-গুজরাটের একজন অবস্থাপর কুস্তকার। সোহনী কুস্তকার কলা হইলেও অসাধারণ রূপদী ছিল। সিহওয়ালের প্রকৃত নাম ইচ্ছৎ বেগ, পিতা মির্জ্জা আলি বলখ—বোধারার একজন ধনী সওদাগর ও অনাম প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইনি বহুলিন অপুত্রক থাকিয়া শেষে এক গিরিকল্পরবাদী সিদ্ধ ফ্কিরের বরে স্কল্পেম কান্তিমান সিহওয়ালকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

সিহওয়াল বয়োর্ছির সজে সজে রূপে গুলে অন্তপম ইংঘা উঠিল। তার রূপে পথের পথিকও ফিরিয়া চায়, গুণে শক্রও মুগ্র হয়। পিতা মাতা তালের আরাধনার ধন নরনের মণিটীকে সর্বালা চক্ষে চক্ষে রাখেন, একদণ্ড কাছ ছাড়া করেন না। প্রের কোনো আব্ বারই তারা অপ্র-রাখেন না। সিহওয়াল যথন বিংশতি ববীর তরুণ যুবক, তথন বকুদের মুখে দিল্লী সহরের শোভা ও সমৃদ্ধির বর্ণনা ওনিয়া তাহার দিল্লী দেখিতে সাধ হইল। স্নেহ পাণ পিতা প্রের ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিলেন না, যথেষ্ট পরিমাণে পাথেয় এবং পাত্র-মিত্র সঙ্গে দিয়া তিনি সিহওয়ালের বিদেশ যাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন।

সেকালে সাজাহান ছিলেন দিলার সমাট। সিহওয়াল
সমাটকে মহার্য্য উপঢৌকন দানে তৃষ্ট করিয়া কিছুদিন
রাজভবনে অতিথি হইয়াছিল! তাহার পর দিলী হইতে
স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে—পথে কয়েকদিন থিশ্রাম লইবার
জক্ত গুজরাট সহরে চিনাব নদীতীরে তাহাদের শিবির
প্রভান।

গুলরাট অবস্থান কালে তুলা কুন্তকারের রূপসী কিশোরী কলা সোহনীর অসামাল রূপের খ্যাতি সিছ-ওয়ালের কাণেও গেল। তাহার এক বন্ধু সেই রূপের প্রতিমাকে একদিন স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল এবং সিছ-ওয়ালের কাছে সোহনীর অপত্রপ রূপের বর্ণনা করিয়া তাহাকে একাস্ত পুরু আকৃষ্ট করিয়া তুলিল।

মৃথ সিহওয়াল এখন কোনো না কোনো ছলে তুলার লোকানে নিতাই গিয়া রূপণী সোহনীকে দেখিয়া নয়ন ও অন্তরাস্থা তৃথ্য করিতে প্রয়াস পায়। যত দেখে, দেখার লিপাসা যেন ততই প্রবল হইয়া উঠে। কিশোরী সোহনীও সেই কন্দর্প কান্তি ভক্ষণ যুবকের প্রতি প্রথম দর্শনেই আক্তঃ হইল, ভাহাকে প্রাণ মন দিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল, বড় গভীর ভাবে।

তাহাদের এই চক্ষের দেখাতেও বাধা পড়িল। পিডার নির্বাহাতিশব্যে সিহওয়ালকে অচিরে গুলরাট ত্যাগ করিয়া বদেশে ফিরিডে হইল। কিন্তু সেই দ্ব-দ্রাভরে আবিহা, শিতামাতা বিরপরিজনের অশেষ জেহানর ও ভূবৈখর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ধনীপুত্র সিহওয়াল কেই ভালরাটবাসিনী স্থান্থরী সোহনীর অহুপম রূপরাশি মৃহুর্ফের জয়াও ভূলিতে পারিল না।

সোহনীর শ্বতি সোহনীর অদর্শনের বেদনা—ভাহাকে
অহর্নিশি এতই ব্যথিত, পীড়িত করিয়া তুলিল, যে, সিহওয়াল শেষে অধৈষ্য হইয়া একদিন গোপনে একাকী
গৃহস্ত্যাগ করিয়া শুক্ষরাটে চলিল।

সেখানে আসিয়া ছল্পনামে, ছলবেশে সেই ধনীর ছল।ল ভূলা কুজকারের গৃহে বিনাবেতনে দাসত গ্রহণ করিল, ভঙ্গু ভা'র চিত্তহারিলী, মোহিনী লোহিনীর মধুর সক স্থধ কাসনায়,—কামনা পূর্ণ ক্রল।

অবাধ ঘনিষ্ঠতার স্থযোগ পাইয়া—সেই তরুণ ভরুপীর
— অভবের প্রেমকোরক—বসন্তানিল স্পর্ণে গোলাপ
ক্লির মত ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিল। কিছ
ভাহাদের এই প্রণয় কাহিনী গোপন রহিল না, নিন্দুকের
মুখে অবিলয়ে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

মাতা ক্স্তাকে ভৎ সনা করিবেন—কুলকল দ্বনী বলিয়া গালি দিলেন। পিতা কথাটা সহসা বিখাস করিতে পারিবেন না, তাঁহার স্বেহের চক্ষে সোহনি তথনও সরলা অবোধ বালিকা মাত্র। কিন্তু এ ভুল শীঘ্রই ভালিয়া

একদিন সন্ধ্যাকালে তৃত্বা নমান্দ পড়িতেছিলেন, তথন

ক্রিক্টেরানের বাজার হইতে ফিরিবার সময়, তাই প্রিমসদ্দর্শন ব্যাকুলা লোহনি দিক-বিদিক জ্ঞানশৃত হুইলা

ক্রিপারনার বিদ্পপ্রাপ্ত হুইরা তৃত্তা ক্যাকে তির্ভার করিলেন,

ক্যান্দরিক্ত লোহনি তথন পিতার মুখের উপরই বলিরা

ক্রিক্ত ক্যান্দরাল-তৃমি সেই তগবানের অ্যারাধনা কর্ছ

ক্যান্ধ তেট্যার আরাধনার আমার মত তন্ত্ররতা নাই,

তোমার এ পূজা মিধ্যা।

খনের স্থীর ব্যাকুলতার কথাটা পিতৃস্কাশে হঠাৎ ক্লিয়া কেবিয়া—সোহনী লক্ষার সৃষ্টিত হইয়া ত্রতে প্লাইয়া থেল। তৃষ্ণা সেদিন ব্বিতে পাগিলেন জনরব নিধ্যা বহুং, তাঁহার স্বাহনিকী ছবিতা স্ফোভ বুলনীল পিহওয়ানকে বাত্তবিক ভালবাসিরাছে। কিন্তু এ দিলন তো সম্ভবপর নয়।

তাই সকলে যুক্তি করিয়া সিহওয়ালকে চাকরী হইতে জবাব দিকেন। তার পর সোহনীর বিবাহ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই গুজরাটবাসী একটা কুস্ককার মুবকের সহিত দেওয়া হইল।

কিন্ত সামীর আলয়ে আসিয়াও সোহনী সিহওয়ালও
তুলিতে পারিল না এক দত্তের জন্ত। সিহওয়ালও সোহনীর
আশা জ্যাগ করিতে না পারিয়া গুলরাটেই রহিয়া গেল।
নির্জন নদীতীরে কুটার বাঁথিয়া সে ফকির বেশে বাস
করিতে লাগিল। এই সময় সিহওয়ালের পিতা নিরুদির
প্রের সকান পাইয়া ভাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে
আসিলেন, কিন্ত সিহওয়াল আর ফিরিল না, বলিল "আমি
ভগবানের আরাধনায় এ জীবন সমর্শণ করিয়াছি, গৃহধর্মে আমার স্পৃহা নাই।"

পুত্রকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া পিত। হতাশ হইয়া খদেশে ফিরিয়া পেলেন। কিন্তু সিহওয়াল ফকির হইলেও ভগবং চিন্তায় মন দিতে পারিল না, তার বিরহী চিন্তু সোহনীর প্রেমে, সোহনীর ধ্যানে আত্মহারা তন্ময়।

সোহনীকে একবারটি চোবের দেখা দেখিবার বা সিহওয়াল এতই ব্যাকুল অধীর হইয়া উঠিল, যে একবিন রাজে, বর্বায় ভরা নদী সাঁতার দিয়া পার হইয়া সোহনীর সহিত দেখা করিল। কিন্ত সোহনীর সামীপুহে তাহাদের মিলন সভবপর নয়, তাই সোহনি একাফিমী গভীর নিভতি রাতে একটা মুৎকলসীর সাহায্যে নদী পার হইয়া সিহত্যালের কুটারে মিলিত হইত।

মাছ লোহিনীর প্রিয় খাছ, ভাই ফ্রিক সিংগ্রাল ভজন সাধন স্ব ভূলিয়া সারাদিন নদীতে বাছ ধ্রিছ, এবং সেই মাছ প্রিয়ত্মার জন্ত স্বত্মে রাধিয়া রাধিত।

এইরণে প্রেমের ছমোহন স্বন্ধির বরে আবিট্র মুর্ছ ডরুণ-ডরুণীর দিনগুলি যেন বথের মতই কাউডেছিল, লৈ বঞ্জ একদিন অতর্কিতে তাদিয়া গেল বড় নির্মীক আবি

সোহনির ননদিনী লালি, বে শিহওরালুকে বেরিট ছিল, এবং তাম দ্বপ বৌবনে সৃষ্ট হুইয়াছিল দ আফুলার্ট সহিত সিহওরালের পোপন প্রথম ব্যাপাছিক আফুলার ছিল না। সোহনির নৈশঅভিসার্যাত্তা জানিতে পারিয়া স্বর্গাবশে লালি একদিন রাত্তে চ্পি চ্পি সোহনির নদীনীরে লুকাইয়া রাধা মৃংকলসীটী ভাদিয়া ফেলিল, এবং একটী কাঁচা মাটীর কলসী রাধিয়া আসিল সোহনির অজাতে।

দেদিন ভংকর ত্রোগে। ঝড়, বৃষ্টি, নদীতে তৃফান উঠিয়ছে। সিহওয়ালের দিবসব্যাপী চেষ্টা-ষত্র নিজ্প হটল, নদীতে একটাও মাছ মিলিল না। অবশেষে হতাশ হটয়া প্রেমিক সিহ,ওয়াল নিজের পায়ের গোছ হইতে একটকরা মাংস কাটিয়া মাছের অভাব পূর্ণ করিল, এবং অধীর আগ্রহে নদীতীরে গিয়া সোহনির প্রভীক্ষা করিতে লগিল।

তার ব্যাকুলচিত্ত তথন আশকায় উবেবে সেই ত্র্যোগ ংক্র নদীর মতই কালোড়িত হইতেছিল। এই বিষম কড়-তুফানের বধো যদি সোহনি না আদিতে পারে, কিছা ফিলনপ্র রক্ষা করিতে আদিয়া সে যদি আজ এই কিণ্ড নধী স্রোতে——

ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিয়া সিহওয়াল যুক্ত করে ভগবানের চরণে প্রিয়ত্তমার কল্যাণ কামনা করিতেছিল। রাত্রি গভীর হইয়া গোল। ঝড় বৃষ্টির তথমও বিরাম নাই।

নিদ্রাহারা, উৎকৃষ্ঠিত। দোহনি শ্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল উ:! কি ছুর্য্যাগ! কি গভীর অন্ধকার! সেই তমিপ্রারজনীর নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সোহনি যেন তার ঘনায়মান মৃহ্যুর হাত্ছানি দেখিতে পাইল, অস্তরে অস্তরে শিহ্রিয়া দেখকিয়া দাড়াইল।

পরক্ষণেই প্রিয়তম সিহওয়ালেয় হতাশ ক্র মুগখানি
মরণ করিয়া সে মনে মনে বলিল—এই যে ঝড়-বৃষ্টিছুফান, এক তা'র প্রিয় মিলন আকাজ্জার প্রবল গতিরেগে করিতে পারিবে :—না! এই ছুর্যোগ চকিতা
নিশীথিনীর সীমাহারা দিশাহারা অস্কুকার, পাগলা ঝড়ের
তাওব নৃত্য,—এই মণে ক্রেণ ক্রেনকারী বিভাত ভ্রিত
ঘন ঘোর মেবের ঘটা, এই অবিরাম বর্ণশীল বাদল
অশ্রণারা সমন্ত বিশ্বাদীকে ভীত অভ ক্রিতে পারে, ক্র

সোহনির বালিক। বয়সের এই পৰিত্র একনিষ্ঠ ভাল-ৰাসাকে এতটুকু বিচলিত করিতে পারিবে না।

আজ ৰাই হোক, ঝড়-বৃষ্টি-তুফানে পৃথিবী ভাসিয়া।
যাক্, প্ৰবল ভূমিকন্পে পাহাড় প্ৰ্যান্ত চূৰ্ন-বিচূৰ্ণ হইয়া যাক্
প্ৰচণ্ড বজাঘাতে স্বাধী গ্ৰমাতলে যাক্, তবু সোহনি ভা'র
প্ৰতিশ্ৰতি ককা কৰিবে, সে তাৰ প্ৰাণপ্ৰিয় সিহওয়ালের
সঙ্গে মিলিত হইবে।

সোহনি বাহির হইয়া পড়িল।

সেই স্চিভেন্ত নিবিড় অন্ধকার, যে সাক্ষাং মৃত্যু দ্তের মত জনহীন পথে করাল মৃথ বাদন করিয়াছিল,সেই জীব্রচকিত চপলা চমকাইয়া যে আলেয়ার আলোর মত কণে কলে ঝলসিয়া উঠিয়া ভীতি বিহবলা প্রিয় মিলন ব্যাকুলা বালিকাকে দশক্ষিত অন্ত করিয়া তুলিতেছিল, সেই প্রসম্করী তুর্যোগ রজনীর, ভীষণ জক্ষী, সেই অংক্ষেক্রী গভীর মেঘণজ্জন, তার প্রিয় সন্মিলন যাআর বাধা দিতে পারিল না। হতভাগিনীর সেই শেষ অভিসার যাতা।

ঝড়-ঝঞ্চ। মাধায় করিয়া—সোহনি নদীকুলে উপনীত হইল। চন্দ্র তারাহান নিক্ষকালো আকাশের দিকে চাহিয়া সে কর্যোড়ে কাতরস্বরে বলিল—হে ভগবান! তুমি অন্তর্গামী, শুধু তুমিই জানো, গোহনির প্রেম কত পবিত্র নিজনুষ, তার এ একনিষ্ঠ, আঞ্জিনজ্জী প্রেমের তুমিই একমাত্র সাক্ষী, আজ মরণের মৃত্ত-- তুমিই তার সহায় হও।"

পর মুহুর্তে প্রেম বিহবলা সরলা বালিকা তার ননদিনীর রাখা কাঁচা মুৎ কলগাঁটা তুলিয়া লইয়া সেই তুফান ক্ষাত, আলোড়িত নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কলে ভিজিয় কলগাঁটা গলিতে আরম্ভ করিল, তথন
গোহনি ননদিনীর ষড়যজের বিষয় জানিতে পারিল।
কিন্তু তথন আর ফিরিবার উপায় ছিল না, থাকিলেও
গোহনি ফিরিতে পারিত না। লে তথন প্রিয়তমের
আশায় অতিমাত্র বায়ুক্স, অধীর, ভালবাসায় অক্ক।

তৃফানে সংক্ষ উত্তাল তরঙ্গরাশির সহিত প্রাণপণে বৃষিতে বৃষিতে সোহনি সাতার দির। চলিল, কিন্তু মারা নদীতে আসিয়া তার তৃষ্ধল বাহুর সকল শক্তি নিংশেষিত হইল। সে হার্ডুব্ খাইতে লাগিল।

ভারপর ?—বার কয়েক সকরণ আর্ত্তবরে প্রিয়তম - বিহওয়ালের নাম উচ্চারণ করিয়া অভাগিনী সোহনির ্ষ্ঠখন নীরব তার হইয়া গেল চিরদিনের মত। তার কৃত্ৰ জীবন বৃষ্দট্কু সেই তুফান সংক্ৰ তমসা ঘন অতগ বারিরাশির তলে চিরতরে বিলীন হইয়া গেল।

প্রেম পাগলিনী বালিকার সেই শোচনীয় নিদারুণ মরণ ক্ষণে অন্তরীক্ষ হইতে কে ফেন গভীর উদাত্তপরে বলিয়া উঠিল—আয় গোহনি ! স্থলর সোহনি ! আমার কাছে আয় ! এই হু:খ-ব্যথা-সন্তাপহীন চির শান্তিময় প্রেমের রাজ্যে আছ় । পাপ পৃথিবী তোর যোগ্য স্থান নয়।" ঈশংরর অবতার হরপ মনে করিয়া আজও পূজা করিয়া নদীতীরে প্রতীক্ষমান, উৎক্ষিত, উৎকর্ণ সিহওয়ালের

কাণে সোহনির অফুট আর্ত আহ্বানধ্বনি ঘাইবামাত্র সে মজ্জমানা প্রিয়তমাকে আসর মৃত্যুর কবল হইতে हिनादेश नहेट पारे पृहुर्त्व नमीवत्क वाँ भारेश পिएन-আর উঠিল না।

পরদিন ধীবররা মাছ ধরিতে আসিয়া নদীগর্ভ হটতে সোহনি ও সিহওয়ালের নিবিড় দৃঢ় আলিকনাবদ্ধ মৃত-দেহ উদ্ধার করিল। এবং সোহনির পিতাকে সংবাদ দিল। সোহনি সিহওয়ালের কবর গুজরাতে অ্যাপি বর্তমান। সে দেশের অধিবাদীরা এই প্রণয়ী যুগলকে থাকে।

## বাংলা দেশ

(প্যার্গড )

কোন্ দেশেতে মামুষগুলো সকল দেশের চাইতে কুঁড়ে ? কোন্ দেখেতে নিতা ন্তন গজায় নেতা মাটী ফুঁড়ে ? কোথার রাঙা মাকাল ফলে, আকাশ কুমুম ফুটেরে ? (त्र व्यामारमंत्र वांश्वा (मण, আমাদেরই বাংলারে!

কোথায় দিনে শেয়াল ডাকে, ঘুখু ভিটেয় ভিটেয় চরে 📍 কোথায় জলে শেওলা পানা वाशित वौहन एकन करत ? কোপায় হাজার গুণের বাছা আঁতুড় ঘরেই মরে রে ? त्म आंभारमञ्ज वःश्का तम्म, ष्याभः रमत्रहे वाश्मारत !

बीरगोरत्रमहन्त्र रहोधुती

কোন্ দেশেতে জ্জুর স্বরণ, জাগায় প্রাণে মরণ-ভীতি? কোথায় গেলে শুন্তে পাব সবহারাদের কাতর-গীতি ? হজুকপ্রিয় বক্তাগণের কণ্ঠ কে:পায় বাজেরে ? (म आमारमत वांश्ला रम्भ व्यामात्मत्रहे वांश्लादा !

कान् दमरभत्र इक्ष्माय सात्रा ব'দে থাকি নিৰ্বিকার ? কোন দেশের গোরবের পথে **हला** हे स्थारित इस दि जीव ? মোদের পিতৃ পিতামহের আত্মা কোথায় কাঁদেরে ? टम जागारमंत्र वारमा रमण, आभारमबह वाश्नारम ।

### গ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল

্থিযুক্ত শবদিন্দু বন্দ্যোপাখার থুব বেশী গল না লিখিলেও অল লিখিয়াই বেশ নান করিবাছেন। সরল ভাষার, নিজস্ব **টাইলে বেশ** একটুগল্পের মট স্পষ্টি করিল। ইনি তাগতে সবল সভেল পুরুষ চরিত্র ও স্ক্রা পূচ নারী চরিত্র মনোক্ত করিল। স্নাকিল। পাঠক পাঠিকার িস্ত হরণ করেন। ইতস্থ-ভত্তেও তেমনি মট ও তেমনি নর নারী চিত্র দেখিবেন।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় রসা রোডে প্রফোর স্বকারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সমরেশ বাদায় ফিরিতেছিল। অনেকটা পথ ঘাইতে হইবে, তাহার বাদা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রাটে, কিন্তু এত রাত্রে ট্রাম ও বাদের যাতাগাত কমিয়া আসিয়াছিল; তবু কোনো একটা বাহন পাইবার আশায় সমরেশ ক্লান্তভাবে চৌরক্লীর রান্তা দিয়া চলিয়াছিল।

পাশ দিয়া ছটা খালি বাস চলিয়া গেল, একটা শৃষ্ঠ টাল্লির চালক সভ্ষাভাবে তাহার দিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরগতিতে বাহির হইয়া গেল। সমরেশ লক্ষ্য করিল না।

এইরপ অসামাপ্ত অমনোবোগের কারণ, আন্ধ তাহার জীবনে দ্বণা হইয়া গিয়াছিল। সে অত্যন্ত হতাশ ভাবে 

এই কথাটাই তোলাপাড়া করিতে করিতে চলিয়াছিল, য়,
সে ভদ্রলোক নয় এবং কোনো কালেই ভদ্রলোক হইতে
পারিবে না। স্বতরাং তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা না
ধাকা ছই স্থান।

বাপের প্রসা থাকিলেই যে ভদ্রলোক হওয়া বায় না
একথা কে না জানে? প্রকৃত ভদ্রলোক হইতে হইলে
আরো কতকগুলি সদ্গুণের আবশুক। বিলাভী মতে
কেটস্ম্যান্ বলিতে কতকগুলা সদাচারের সমষ্টি ব্যায়,
আমাদের দেশীশাম্বেও আচার বিনয় বিছা প্রভৃতি শব্দের
আরা শিইভার একটা আদর্শ থাড়া করা হইয়াছে। সমরেশ
বিবেচনা করিয়া দেখিল, সেরুপ গুণ ভাহার একটিগু নাই।
বস্ততঃ সে বে ভদ্রলোক নয়, এ সন্দেহ ভাহার বহপুর্কেই
আয়াছিল কিছ আল ভাহা একেবারে বছমুল হইয়া
গিয়াছে।

প্রথমতঃ সে স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহন্ধ ভাবে কথা কহিছে
পারে না কেন ? অতা স্ত্রীলোকের সতে যদি বা পারে,
স্থমাকে দেখিলেই তাহার াক্রোধ হইবার উপক্রম হয়
কেন ? তাহার বৃদ্ধি আছে, বৃদ্ধি না পাকিলে কেহ বি-এ
পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনাস লইয়া প্রথম স্থান অধিকার
ক্রিতে পারে না। তব্ স্থমার সঙ্গে কথা কহিবার একটা
দূর সন্তাবনা উদয় হইবামাত্র তাহার বাহেন্দ্রিয়ন্ত্রশা এবং
সঙ্গের বৃদ্ধি-সৃদ্ধি অমন জড়ত প্রাপ্ত হয় কেন ?

দিতীয় কথা, ভূপেন নামধারী তাহার বে একজন সহপাঠী আছে, যাহার সহিত গত চার বংসর যাবং সে বিভার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বিতা করিয়া আহিতেছে, তাহাকে দেবিবামাত্র আজকাল তাহার মাথায় খুন চড়িয়া যার কেন? ভূপেন অত্যন্ত মিশুক এবং ক্রী-পুরুষনির্কিশেবে সকলের সঙ্গে সভন্দে কথা কহিতে পারে; কিছু তাই বলিয়া তাহাকে মুগ থারাপ করিয়া গালি দিবার প্রারুদ্ধিকোন ভল্লোকের হইয়া থাকে?

তৃতীয় কথাটা আজ প্রকেশার সরকারের বাড়ীতে
নিমন্ত্রণ থাইতে গিয়া অত্যন্ত রুড় এবং লফ্রাকর ভাবে
প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে,—তাহা এই যে, সনরেশ শিক্ষিত
ভদ্রসমাজে বিচরণ কবিবার মত শিগাচার ও আদব-কামদা
কিছুই জানে না। ইহার পর নিজেকে ভদ্রগোক বিশিরা
পরের কাছে ঘোষণা করা দ্রের কথা, নিজের কাছে
সীকার করাও স্মরেশের পকে অসন্তব হইয়া পড়িয়াছে।

নিজের সামাজিক চালচলন নিরপেক্ষভাবে অন্তের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিবার উপযুক্ত অন্তর্গু । অনেকেরই থাকে না; সমরেশের সেটা হিল। তাই সে আল নি:সংশয়ে ব্ঝিতে পারিয়াছে যে, সে, ভত্রদোক নয়। কিন্তু ও কথাটা অনেকবার বলা হইয়া গিয়াছে।

এই স্তে কিন্তু একটা কথা আজ সমরেশের কিছুতেই
মনে পড়িল না; মনে পড়িলে তাহার মন নিশ্চয় অনেকটা
পরিষ্কার হইয়া যাইত। বছর হয়েক আগে তাহার
কলেছের জনৈক সাহেব প্রফেসার অক্সাক্ত কয়েকটি ভাল
ছেলের সজে তাহাকেও ভিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।
ধাইতে গিয়া সমরেশ দেখিল। টেবিলের উপর ভিনার
পরিবেশণ হইয়াছে এবং ছুরি কাঁটা দিয়া গাইবার ব্যবস্থা।
ভাহা দেখিয়া সে বলিয়াছিল,—ভার, ছুরি-কাঁটা চালাতে
ভ জানিনা, গাব কেমন করে ?

পান্দ্রী প্রফেসার হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—বেমন করে খেয়ে থাকো তেমনি করে থাবে; ভগবান তোমাকে **শতগুলে** আঙুল দিয়েছেন কি জন্মে?

সমরেশ মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল,—না স্থার তা হতে পারে না, ছুরি-কাটা দিয়েই থাব। আপনারা কিন্ত হাসতে পাবেন না।

সেদিন সমরেশ ছুরিকাঁটা দিয়াই থাইয়াছিল এবং 
তাহার থাইবার ভন্ধী দেখিয়া প্রফোর সাহেব ও

অক্সান্ত ক্রিশ্চান ছেলেরা খুব হাসিয়াছিল। কিন্তু সমরেশ

জিলমাত্র লজ্জা বা ক্রোভ অন্তভ্জব করে নাই বরং নিজেও

ক্রাসিয়া বলিয়াছিল,—প্রথমবারেই কি হয়। আবার

নিমন্ত্রণ করে দেখ্যেন, ভার, টেব্ল্-ম্যানাস সব ছরতঃ
হয়ে গেছে।

বাঁহারা এতদুর পর্যান্ত ধৈর্যা ধরিয়া পড়িয়াছেন ভাঁহারা নিশ্চয় অধীর হইয়া ভাবিতেছেন—কথাটা কি ।

কথাটা সেই পুরাতন কথা। পৃথিবীতে যথন ভদ্র-লোক বলিয়া কোনো জীবের বাস ছিল না তথন এ কাহিনীর আরম্ভ হুইয়াছিল, এবং ঐ জীবটা পৃথিবী ছুইতে যথন মরিয়া নিঃশেষ হুইয়া যাইবে তথনো এ কাহিনীর সমাপ্তি হুইবে না।

কিন্তু একেবারে আদিম কাল হইতে না হোক স্যাপরটা আর একটু আগে হইতে বলা দরকার।

সমরেশ কলিকাভার ছেলে নয়, তাহার বাপ বাওলা দেশেরই কোনো একটা বড় সহরের একজন বিখ্যাত ভাক্তার। সমরেশ যথন সম্মানের সহিত প্রবেশিকা উত্তীপ হইল তথন তিনি ভাহাকে কলিকাভায় একটা বাসা করিয়া দিয়া কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়া গেলেন। সমরেশ একাকী বাসায় থাকিয়া গভীর মনঃসংযোগে গড়া-শুনা আরম্ভ করিয়া দিল এবং নিয়মিত কলেজ যাইডে লাগিল।

আই-এ পরীক্ষায় সমরেশ বিশ্ববিচ্ছালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার কবিল। যে ছেলেটি ফাষ্ট হইল তাহার নাম ভূপেন বোষ। ভূপেনকে সমরেশ কথনো চোথে দেখে নাই—ভূপেন অহা কলেক্ষের ছাত্র,—কিন্তু আগামীবাথে তাংগকে পরাস্ত করিবার জন্ম সে হইতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

বি-এ পরীক্ষায় সমরেশ ফাষ্ট হইল, ভূপেন দিতীয় স্থান পাইল। তারপর এম-এ পড়িবার সময় হুইন্ধনে একই কলেজে লাম লিখাইল। হু'জনের একই বিষয়,— একপেরিমেন্টাল, সাইকলজি। প্রথম কিছুদিন হুন্ধনে একটু দ্রে দ্রে রহিল, তারপর সামান্ত একটু আলাপ হুইল। ভূপেন অত্যন্ত সৌধীন ও মার্জ্জিত ভ'বের ছোকরা কিন্তু দে-ই যাচিয়া আলাপ করিল,—আপনার সঙ্গে আলাপ হুওয়া সৌভাগা বলে মনে করি।'

সমরেশ হাদিরা উত্তর করিল,—'দেটা উভয়ত:। গোড়া থেকে যাঁর সঙ্গে প্রতিদ্দিতা চলছে তাঁকে জানবার ইচ্ছা হওয়া সাভাবিক। এ ভালই হল আমাদের ছল্মের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্ছে। এবার কিন্তু অগপনার পালা।'

ভূপেন বলিল,—'এ দদে আমার দিক থেকে কোনো মানি নেই, আছে ভধু প্রতিযোগিতার উদ্দীপনা।'

সমরেশ ংলিল,—'এ পক্ষেও তাই পরাজ্বে অপমান নেই কিন্তু জি ংলে আনন্দ আছে।'

পরিচয় কিন্ত ইহার বেণী অগ্রসর ক্ষতে পাইল বা ।

হঠাৎ একদিন মেরেলি হাতের একটি কৃষ কাঁচিঃ ইহাতেই

মধ্যেকার কীণ যোগস্তুটিকে কাটিরা বিশ্ঞ করিরা বিশ্

ত্বসা প্রকোর সরকারের ভাগিনেরী—বাকা পাঠিরে বংসর। সঞ্চারিণী প্রবিনী ল্ডার রভ ভাগ বেটিনা সে ভ্রামোলা পরে, একাকিনী পর্ব বিশ্ববিশা মায় এবং প্রয়োজন হইলেই অন্ত দেশী চালে কথাবার্ত্ত।
বলে। কিন্ত তবু তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে সঞ্চারিণী
প্রানিনী লতা। অন্ততঃ সময়েশ আজ পর্যান্ত তাহার
অন্ত উপমা খুঁজিয়া পায় নাই। সে কালো কি ফর্সা,
হুন্দরী কি মাঝারি, ব্লণ্ড কি ক্রনেট এ সব কথা ভাবিয়া
দেখিবার বেচারা অবসর পায় নাই। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ্
শক্তি প্রস্থাটিত হইবার প্রেই মুকুলেই ঝরিয়া গিয়াছিল।

স্বমা আই-এ পাশ করিয়া শেখুন কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়িটেছে; সে হপ্তার মধ্যে ছুভিন দিন মামার লেকচার গুনিতে আদিত, প্রফেলার সরকার অসুমৃতি দিয়াছিলেন। মামার ক্ল ছালের সংখ্যা খুবই কম. গুটি সাত-আটের বেশী নয়। তাহাদেরই মধ্যে একটু তফাতে বিদয়া স্বমা একাগ্রমনে মামার উপদেশ শুনিত এবং হণ্টা বাজিলে কোনোদিকে জক্ষেপ না করিয়া সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত উঠিয়া চলিয়া ঘাইত। দোতলা হইতে সিঁড়ি দিয়া জত লঘুপদে নামিয়া কুট্পাথের উপর কিছুক্রণ দাঁড়াইয়া গাকিত, পথে থালি ট্যাক্সি দেখিলে সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া বাড়ী ঘাইত। তাহার বাড়ী সহরের উত্তর দিকে, বোধ হর হাতিবাগান অঞ্চলে। ক্লাণের একটি ছাত্র বিশেষ করিয়া ভাহা লক্ষ্য করিয়াভিল।

মনতত ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে অককাং এই মেয়েটির অক্সিত আগমনে এমন একটি মনতত্ত্বের স্প্রী হইল যাহা প্রফেসার সরকারের জ্ঞানগ্র্ত লেকচারের বিষয়ীভূত নয়।

ভূপেনের সহিত মেয়েটির বোধ হয় পূর্বেই ইইতেই পরিচয় ছিল। কারণ, সমরেশ লক্ষ্য করিল, প্রথম দিন মহমা ক্লাপে পদার্পণ করিতেই ভূপেন ভাহার দিকে চাহিয়া একট্ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। স্থমাও মৃত্ হাসিয়া ভাহার প্রভাতর দিল। অপরিচিত যুবকের মুথের দিকে চাহিয়া কোনো ডল্রমহিলাই হাদে না স্থভরাং সমরেশের অস্থান বে অভাত্ত ভাহাতে সক্ষেহ নাই।

কিন্ত আলাপ যে খুব ঘনীভূত নয় তাহা বুৰিয়া সমরেশ অনেকটা যতি অভ্তৰ করিল। প্রফেদার ক্লাশে আদি-বার পূর্বে কথনো কংনো ভূপেন গারে পড়িরা মেয়েটির সংগ আলাপ করিবার চেষ্টা করিত; কিন্ত আলাপ 'কেম্বর আছেন' 'ভাল আছি'র বেকী কেরিনেই অপ্রান্ত ত্রিক না, হয় প্রক্ষেমার আসিরা পড়িতেন নয় স্বহমা পাঠাপুতকে মনোনিবেশ করিত। সমরেশ দূর হইতে ভাহাদেশ কথার মৃত্তপ্তন উৎকর্ণ হইয়া শুনিত এবং মনে মনে অত্যন্ত অসহিফু হইয়া উঠিত।

এইভাবে মাসহুই কাটিবার পর একদিন বেলা ভিনটার সময় একটা ব্যাপার ঘটিল। ব্যাপার এমন কিছু গুক্তর নয় কিন্তু স্বায়ুমগুলীর অন্ধ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে প্রফেসার সরকার যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ভাহার এমন চমংকার দুগান্ত বড় একটা চোপে পড়েনা।

একটা ক্লাশ শেষ হইয়া গিয়াছে, বিভীয় ক্লাশের প্রতীক্ষায় সমবেশ লোভলার সিঁড়িব ঠিক নীচেই অক্সমন্ত্র ভাবে পাছচারি করিতেছিল। স্থামা মামার সহিত ক্লি একটা কথা কহিবার পর অভ্যাসমত ক্রতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল হঠাৎ দিভির শেষ বাপে আসিয়া তাহার পা পিছলাইয়া গেল। সে হম্ভ ধাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আত্মরক্ষার চিন্তাহীন তাড়নায় সন্ত্র্বহ্ব সমরেশের গলা জড়াইয়া ধরিল। হঠাৎ অভ্রক্তিওভাষে আক্রান্ত হইয়া কিংকপ্রব্যাবিহৃত্ সমরেশ কাঠের খোঁটার মত শক্ত হইয়া কাড়াইয়া রহিল এবং একটাও বাড়নিশান্ত করিতে পারিল না।

দারণ লজ্জায় সমরেশের গলা ছাড়িরা দিডেই স্বন্ধা নাবার পড়িরা যাইবার উপক্রম করিল। মাধার মধ্যে বৃদ্ধি নামক যে একটি পদার্থ আছে তাহা সমরেশের সম্পূর্ণ বিস্মরণ হইয়াছিল, তবু সে না ব্রিয়া স্থানিয়াই স্বন্ধার একখানা হাত টানিয়া ধরিয়া বহিল।

ক্লিষ্ট হাসিয়া ত্থমা বলিল,— পা মচ্কে গেছে।' সমরেশ নির্পাক হইয়া রহিল, বিশ্বথের চিক্ ভিত্র ভাহার মূথে আর কিছুই প্রকাশ পাইল না।

এমন সময় ভূপেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ৰলিক—
'এ কি ! পড়ে গেছেন নাকি? দেখি বেখি, ভাইভঃ
ভালংল স্প্রেন হয়েছে দেখছি ! এরি মধ্যে ফুলে উঠেছে।
নিন্, আমার কাঁথে ভর দিয়ে গাঁড়ান, এখন কজা করবার
সময় নয় — মিত্তির, একটা ট্যাক্তি।'

মিভির, অর্থাৎ সমরেশ বিভাৎস্পৃত্তির মত চমলিক্স উঠিয়া ট্যান্সি ভাকিতে ছুটিল। ট্যাক্সি আদিলে স্থৰমা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ভূপেনের স্বন্ধে ভর দিয়া গ'ড়ীতে উঠিয়া বদিস। ভূপেনও তাহার পিছন পিছন গাড়ীতে গিয়া উঠিল, চালককে বলিল,— "চালাও হাডীবাগান, জল্দি।"

স্কুষ্ণা আপত্তি করিয়া বলিল,—'আপনার যাবার দুরবার নেই—'

ভূপেন বলিল,—'বিলক্ষণ! আপনি গাড়ী থেকে নামবেন কি করে ?'

পায়ের য়য়ায় অষমার মৃথ বিবর্ণ হটয়া গিয়াছিল, কথা কাটাকাট করিবার তাতার শক্তি ছিল না, সে সমরেশের দিকে ফিরিয়া হাদিবার একটা চেটা করিয়া বিলিল,—'ধলুবাদ সমরেশ বাবু' বলিয়া ছই করতল একবার মুক্ত করিল।

প্রত্যুক্তরে সমরেশের মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—
'না, না', না', না'কন্ত তথন ট্যাক্সি চলিয়া গিয়াছে।

সমরেশ ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিল, মিনিট থানেক পরে তাহার অরণ হইল যে সুষ্মার নম্ভারের প্রতিন্মস্থার ক্রাহয় নাই।

সেদিন আর ক্লাশ করা হইল না। বাড়ী ফিরিবার পথে সমন্ত ব্যাপারটাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া সমরেশ ভাহার মধ্যে নিজের গৌরবস্চক একটা ঘটনাও খুঁজিয়া পাইল না এবং অত্যন্ত মন্দ্রাহত হইলা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে দে এখনো ভদ্রনোক হইতে পারে নাই। কোন্ সময় কি বলা এবং কি করা উচিত ছিল, ভাহার একটা জীবন্ত অভিনয় ভাহার মনের ভিত্রপটের উপর থেলিয়া গেল। কিন্তু ভবন আর উপায় নাই। ভিথি অমুক্ল ছিল বটে কিন্তু ভভলগ্প অভিক্রান্ত হইয়া সিয়াছে।

রাজে বিছানায় শুইয়া, সমরেশের কল্পনার রক্ষকে এই ক্স ঘটনাটির বহুবার পুনরভিনয় হইয়া গেল। এবং এই অভিনয়ে সে এমন বাগ্মিতা ও প্রত্যুংপল্লমভি দেখাইল, ক্ষমার প্রতি কথার এমন ক্ষর ও সরস উত্তর দিল যে সে নিজেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন চমৎকার ভাবে কথা কহিবার বৃদ্ধি যখন তাহার আছে তখন কাজের বেলায় শুধু না না না ছাড়া আর কিছুই সে ব্লিডে পারিল না কেন ? আর একটা কথা, হতভাগা ভূপেনটা ঠিক সেই সময় কোথা হইতে আসিয়া জুটিস! সে অমন অভর্কিতে আসিয়া পড়িয়া নির্ম্প্রভাবে বাক্যচ্ছটা বিন্তার না করিলে ত সমরেশ এমন হতবৃদ্ধি হইয়া পড়িত না। ভূপেন যেন ইচ্ছা করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্মই এমনটা করিয়াছে। আর ট্যাক্সিতে চড়িয়া হ্রমমার সঙ্গে ঘাইবার কি দরকার ছিল ? গাড়া হইতে হ্রমমা নামিতে পাক্ষ না পাক্ষক ভূপেনের কি? অসভা বর্কবির কোথাকার!

সমরেশ নিক্ষে ভদ্রলোক না হইতে পারে কিছ ভূপেনটা যে তাহার চেয়ে ছোটলোক, উপরম্ব নিল'জ এবং বেয়াদব তাহাতে সমরেশের সন্দেহ রহিল না।

তবু এইরপ আগ্রমানি ও বিজেষের মধ্যে ছটি জিনিষ তাহার মনে শেবরাত্তির স্থপপ্রের মত জড়াইয়া রহিন। একটি, স্থমা তাহার নাম জানে, নিশ্চয় মামার নিকট তাহার বিষয় শুনিয়াছে। দ্বিতীয়,—নিজের কণ্ঠদেশে সুষ্মার ভ্রব্যাকুল বাছর নিবিড় বন্ধনের স্পর্শাস্থভৃতি।

ইহার পর একমাদ স্থমা আসিল না। পায়ের জন্তই আসিতে পারিতেছে না তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রফোর সরকারকে সচ্ছন্দে স্থমার কুশলপ্রশ্ন করা ঘাইতে পারিত। কিন্তু তিনি মুথে কিছু না বলুন মনে মনেও ও ভাবিতে পারেন,—স্থমার জন্ত তোমার এও ছাক্তি। কেন হে বাপু? এই কজায় সমরেশ তাঁহাকে কিছু কিজাসা করিতে পারিল না।

কিন্তু ভূপেন যে হ্ৰমা সহছে সংবাদ রাথে তাহা সে ব্রিয়াছিল। কোন্ অতালিয়ে শক্তির প্রভাবে বৃথিয়াছিল বলা যায় না; কিন্তু নিঃসংশয়ে বৃথিয়াছিল। স্তরাং ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করিলেই হ্রমার থবর পাওরা যাইবে তাহাও একপ্রকার হৃতঃসিদ্ধ। কিন্তু তব্ সমরেশ ভূপেনকে প্রশ্ন করিল না, ভূপেনের মারফতে হ্রমার কুশল জানিবার হীনতা দে হ্বপার সহিত বর্জন করিল। উপরত্ত ভূপেনেই সহিত পূর্বেষ যা তৃ'একটা কথা হইত তাহাও বহু হইবা

কিন্তু সর্বাদা আত্মবিল্লেখণ করা যাহার আন্তানের বার্টা দাড়াইয়াছে ভাচার পকে মনকে চোপ ঠারা নান বার্টা ভূপেনের প্রতি বিবেশ্বের মূলে বে স্ক্রানের ক্রি সত্যকার অপরাধ নাই বরঞ্জিকের অক্ষমতাই নিহিত আছে, এই নিগৃত সভাটি গোপন কাঁটার মত নিরস্কর সম্রেশের বুকের মধ্যে থচ খচ্করিতে লাগিল।

পা ভাল হইবার পর স্থ্যমা যেদিন প্রথম কলেজে আসিল সেদিন সমরেশ দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, স্থ্যমা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া সন্ম্থেই সমরেশকে দেখিয়া সহাস্তম্থে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। ছটি হাত একত্র করিয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিল,—
'একমাস আসতে পারিনি—আপনারা নিশ্চয় খুব এগিয়ে গ্রেছন। এখন আপনাদের নাগাল পাওয়া কি আমার প্রেছ সন্তব হবে সমরেশ বাবু !'

সমরেশ একেবারেই তৈয়ার ছিল না, তাহার কাণ দুটালাল হইয়। অসম্ভব রক্ষ ঝাঝা করিতে লাগিল। এবং তাল হইতে কণ্ঠ প্রাস্ত শুকাইয়। কাঠ হইয়া গেল।

হুষমা বলিল,—'আপনার নোটগুলো আমায় একবার দেখাবেন, যতটা পারি টুকে নেব। মামার ত লেখা নোট নেই—মুখে মুখে যা ডিক্টেট্ করেন।'

স্মরেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর একবার কাশিয়া ভগ্নস্বরে কহিল,—'আপনার পা—আপনার গাতের—'

হুৰমা থেন ভানিতে পায় নাই এমনিভাবে বলিল,— 'নোটগুলো দেবেন, কুপণতা করবেন না যেন।' বলিয়া প্রস্থানোভাতা হইল।

সমরেশ পুনরায় ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—এবার গলার

বর অনেকটা সাফ্ ইইয়াছে,—'আপনার পা এখন বেশ—

এই পর্যন্ত বলিয়াই হঠাৎ একেবারে মৃক হইয়া গেল।

ইবমার মুংখর উপর লজ্জার যে অরুণাডা ধীরে ধীরে

ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহার কারণটা সহসা বিদ্যুৎচমকের

মত বিকশিত হইয়া যেন তাহার মন্তিমকে পুড়াইয়া দিয়া

গেল। পা-মচকানোর সলে এমন একটা দৈবাংকত

কজ্জাকর ঘটনা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে প্রথিত হইয়া আছে

মাহার ইলিত পর্যন্ত স্বম্মার পক্ষে মন্ত সল্লোচের কারণ

ইইতে পারে, তাহা আচ্ছিতে ক্ষরণ ক্রিয়া স্বরেশের

ক্ষিনা একেবারে আড়েই হইয়া পেল। ক্ষমা চলিয়া

গাইবার পর সে বারুলার নিজের মত্তকের উপর ক্ষমিন

সম্পাত কামনা করিতে করি:ত ভাবিতে **লাগিল, এত** বড় গাধা গরু গবেশের মত প্রশ্ন সে করিতে গে**ল কেন?** তাছাড়া স্ত্রীলোকের পায়ের সম্বন্ধে কোনোপ্রকার কৌতৃহলই যে বোর অশ্লীলতা।

ক্লাশ শেষ ইইবার পর হৃষমার সহিত সমরেশের আবার চোধাচোপি ইইল। হৃষমা আবার হাসিম্ধে বলিল,—'সমরেশ বাবু, ভূলবেন না যেন। কাল ত আমি আসব না, পরশু যেন থাতাগুলো পাই।'

সমরেশ অভিমাত্রায় লাল হইয়া উঠিয়া ব**লিল,—** 'আচ্চা—নিশ্চয়! সে আর আপনাকে—তা বেশ ত, কালই আমি—

ভূপেন আসিয়া তাহাদের মধ্যে যোগ দিয়া বলিল,—
'কোন্থাতার কথা বলছেন ? ও, নোটের খাতা। তা
সেজন্মে আপনি ভাববেন না। আপনার অব্যা বিশেষ
করে আমি আর এক কপি তৈরী করে রেথেছি, আজই
সন্ধ্যাবেলা আপনার বাড়ীতে পৌছে দেব।'

স্থমা কৃতজ্ঞস্বরে বলিল,—'ধ্রুবাদ ভূপেনবাৰু।' তারপর বৃষ্টি তভাবে সমবেশের দিকে তাকাইয়া বলিল,— 'কিন্তু সমরেশবংবু—'

ভূপেন বাধা দিয়া বলিল,—'ওঁর ভালই হ'ল। নিজের কপিটা আপনাকে দিলে ওর পড়াগুনোর হয়ত ব্যাহাত হ'ত।—চলুন, আপনার ট্যাক্সি ডেকে দিই।'

সেদিন বাসায় ফিরিয়া সমরেণ দেখিল ভারার পিতার নিকট হইতে এক পত্র অ:সিয়াছে। অভ্যান্ত কথার পর তিনি লিখিয়াছেন,—

তোমার মা তোমার বিথাংর জক্ত বড় বাড় ছইয়া-ছেন। কিন্তু আমি তোমার মত ও কচির বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাই না। তুমি নিজে পছলদ করিয়া বিবাহ কর ইহাই আমার ইচ্ছা। নিজের ও আমাদের হুপ স্থবিধা বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার বয়স ও বৃদ্ধি ভোমার ছইয়াছে। স্থতরাং এ বিষয়ে ভোমার মতামঙ্জ জানাইবে।

সমরেশ চিঠি পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর বিতে বসিল ;—লিখিল,—'বাবা, কোনো ভত্তমহিলাকে বিবাহ ক্রিবার উপযুক্ত নামাজিক শিইতা ও ভত্ততা আবি এখনো শিখি নাই। যদি কখনো শিখি আপনাকে জানাইব।'

এই লিথিয়া তিক্ত অস্তঃকরণে পোষ্টকার্ডধানা নিজের হাতে ডাকে নিয়া আসিল।

ইহার পর আরো কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। এই
মাস কয়েকের মধ্যে অনেকবার স্থেম। সমরেশের সহিত
কথা কহিয়াছে, সমরেশও কতকটা বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণীর
মত তাহার জবাব দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্ত অন্তর
হইতে সঙ্কৃচিত জড়তা কিছুতেই দ্র করিতে পারিতেছে
না। স্থ্যমার কথাগুলির মধ্যে তাহার প্রতি যে একটি
নম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় তাহা সে বুঝিতে পারে—বেশ
উৎসাহিত হয়। কিন্তু কোণা হইতে দ্রপনেয় কুঠা
আাসিয়া তাহার সছন্দ মেলামেশার পথে অন্তরায় হইয়া
দীড়ায়। নিজের আচরণ প্রতি পদে প্রীকা করিতে
করিতে আচরণটা প্রতি পদেই আড়েই ও অন্তাবিক
হইয়া উঠে।

যখন একলা থাকে তখন নিজেকে শত ধিকার দিয়া ভাবে, স্থমা তাহার অসভেটর মত আচরণ দেখিয়া নিশ্চর মনে মনে হাসেও উপেক্ষা করে। হয়ত তাহাকে আরো হাস্তাম্পদ করিবার জ্ঞাই অনেক সময় নিজে উপ্যাচিকা হইনা কথা কহিতে আবে!

কিন্তু একথাটা যে কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারে ন। হে তাহার লাজুক ও রমণা ভীক্ষ স্বভাবের চর্ম ভেদ করিয়া কেহ তাহার নিভূত অন্তরের সন্ধান পাইতে পারে। যাহা বাহিরে প্রকাশ তাহাই ত লোকে দেখিবে — মনের খোঁজ পাইবার স্বান্ত পথই বা কোথায় ?

সেদিন ক্লাশ শেষ হইবার পর সমরেশ বাড়ী যাই-ভেছে এমন সময় কলেজের চাপ্রাশি আসিয়া জানাইল যে প্রেফেগার সরকার তাহাকে সেল.ম নিয়াছেন। প্রেমীণ প্রফেগারের জন্ম একটি আলাদা দঃ নির্দিট ছিল, সমরেশ পর্দা সরাইয়া সেপানে প্রবেশ করিয়া দেখিল প্রেফেগারের নিকট ভূপেন ও স্থ্যমা উপস্থিত রহিয়াছে। অজ্ঞানা জাশভায় তাহার বুকের ভিতর ভোলপাড় করিয়া উট্টল।

বেধাৰী ছাত্ৰ ও সংযত আত্মসমাহিত গ্ৰহুতিয়

লোক বলিয়া সমরেশকে প্রকেসার সরকার মনে মনে প্রকাকরিতেন। তিনি ঈবৎ হাসিয়া একখানা চেমার নির্দেশ করিয়া বলিলেন,—'বসো সমরেশ।'

সমরেশ বিদিল। প্রফেদার সরকার বলিলেন,—
'কাল আমার জন্মতিথি। একসঙ্গে বদে একট আহারাদির
বন্দোবস্ত করা গেছে। নিজের জন্মতিথিতে উংসব করঃ
আমার ভাল লাগে না, কিন্তু স্থয়া শোনে না—প্রতি
বৎসরই করতে হয়। এখন ওটা একটা অফুগান হছে
দাঁড়িয়েছে। যাহোক, তুমি আর ভূপেন কাল রাত্রে আমার
বাড়ীতেই আহারাদি করবে, নিমন্ত্রণ রইল।'

স্থমা হাসিয়া বলিল,—'মামা, ঐ রক্ম করে বৃথি নেমস্তর করে ? বলতে হয়, মহাশয়, কল্য রাতে স্বীয় ংসা রোডস্থ ভবনে আগমন পূর্বাক—ভারপর কি বলতে হয় স্মরেশবারু?'

সমরেশ একটা ঢোক গিলিয়া ক্ষীণ হাক্তে বলিন,— 'শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করাইবেন; পত্র দারা নিমন্ত্রণ করিলাম, নিবেদন ইতি।'

স্থম। কলকঠে হাসিয়া উঠিল। কথা বলিয়া সমরেশও একটু থুশী হইয়াছিল, হাসি শুনিয়া তাহার সারা গা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সুষমাকে এমন ভাবে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে সে আর কথনো শুনে নাই।

প্রফেষার সরকারও হাসিয়া বজিলেন,—'ঐ হ'ল।
সকাল সকাল এসো কিন্তু। আবো আনেকেই আসবেন।
অ্বমা সকাল থেকেই হাজির থাকবে, ও-ই বলতে গেলে
তোমাদের হোষ্টেস্। ওর মামীত শ্রীর নিয়ে কোনো
কাজই করতে পারেন না।'

সমরেশ উঠিয়া— 'যে আজের' –বলিয়া বিশার লইবর্গী উপক্রম করিল।

ভূপেন বলিল,—'আমি এইমাত্র প্রক্রের সরকারকে আমার অভিনন্দন জানাচ্চিল্ম—তার জীবনে এই নিনী বেন বাঃবার ফিরে আসে।'

মৃহর্ত মধ্যে সমরেশের মুখ মলিন ছইরা গেল। আদি নন্দন তাহারো জানানো উচিত ছিল, এবং বে বিক্র জানাইত—এতটা নিরেট নির্মোধ সে নর। বিশ্ব বিক্র উপস্থিত থাকার ভাষার নারার মধ্যে সহ হুইয়া গিয়াছিল। সে,কোনমতে আম্তা আম্তা করিয়া বিলিক,—'আমিও—আমিও আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্চি' —বিলিয়া এব রক্ম ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া গেল।

অত:পর প্রফেসার সরকারের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা।
ভৌগানেই সমরেশের চরম তুর্গতি হইয়া গেল।

তাই সেথান হইতে ফিরিবার পথে ক্লান্ত দেহ ও উদ্লাফ মন লইয়া সে ভাবিতেছিল, ভজোচিত কোনো বাবহারই যথন তাহার দাবা সভাব নয় তথন মতুষ্য সমাজে সচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি ?

এরপ মর্ম্মান্তিক ভাবনার যথার্থ কারণ ঘটিয়াছিল কিনা হাহা নিমন্ত্রণ ব্যাপারের আলোচনা করিলেই বৃঝিতে পারা হাইবে।

স্কান সাতিটার পর প্রফেসার সরকারের বাড়ীতে ইণ্ছিদ্ ইইয়া সমরেশ দেখিল ডুয়িংকমে প্রায় পনেরকোলো জন পুরুষ ও মহিলা সমবেত ইইয়াছেন।
হাবেশ একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল,—চেনা
লোকের মধ্যে কেবল ভূপেন ও প্রফেসার বড়ুয়াকে
ক্ষিতে পাইল। বিশ্বাত আচার্যা বড়ুয়াকে কলিকাতা
বিশ্ববিভালয়ের সকল ছাত্রই চিনিত; এতবড় বিশ্বান
হাবিক ও অমায়িক প্রফেসার সচরাচর দেখা যায়
না। টাহাব হাল্যবিশ্বিত মুখ হইতে জ্ঞান কৌতুক
লাজিণা ও মদের গন্ধ প্রায় স্কলিই ক্ষরিত ইইতে
ধাকিত। ছাত্রমহলে এমন অব্যাহত প্রায়ার বিশ্ববিশ্বালয়ের আর কোনো আচার্যাই লাভ করিতে পারেন
নাই।

সমরেশ ছারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই স্থম।

মানিয়া ঈরদক্ষণ সহাক্তমুখে তাহার অভ্যর্থনা করিল,—

'মাসন সমরেশবাব। এত দেরী করলেন যে?'

শতিথিকে লৌকিক আপ্যায়িত ছাড়াও স্বৰ্মার

ইটে যে একটি স্বকীয় আনন্দ-আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল

ইটি সমরেশের কানে পৌছিল না; অপরাধ করিয়া

ইবিয়া সে এতই সন্তন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে অপ্রস্তুত ভাবে

বিল,—'বডড দেরী হয়ে গেছে—না? ভারি অপ্তায়

ইবেছি।

স্থ্যা বলিল.—'নিশ্চৰ অভাৱ করেছেন কিছ লেজত

আপনি ছ:খিত হবেন না, লোকসান আমাদেরি। আর একটু আগে এলে বাবার সঙ্গে দেখা হত। তিনি এই-মাত্র চলে গেলেন।

সমরেশ অহত থ বিষর্ষ মূপে চুপ করিয়া রহিল; হ্রমা বলিল,—'ডাব্ডার হ'বার ঐ মৃষ্টিল। দেখুন না কোথায় মামার জন্মতিথিতে একটু আমোদ আছলাদ করবেন তা নয় কোথাকার কোন ক্লী ফোন করে ধরে নিয়ে গেল।'

সমরেশের মুধ হঠাৎ উজ্জন হইয়া উঠিল, সে ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাদা করিল,—'আপনার বাবা বৃত্তি ডাজ্ঞার পূ'

-- 'হাা। (কন বলুন ত ?'

সমরেশ তংকণাং সঙ্কৃতিত হইয়া পড়িল, বলিল,— 'না—অম্নি—আমার বাবাও ডাক্তার।'

উৎফুলনেত্রে চাহিয়া স্থ্য। বলিয়া উঠিল,—'তাই নাকি! আপনি তাহলে আমার কথার বাধা বলুন।' বলিয়াই স্থ্যা লজ্জিত হইয়া পড়িল, কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি বলিল,—'চলুন, মামীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

প্রক্ষোর-পত্নী অদ্বর একটি কৌচে বিদিনা ভিলেন, সমরেণকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া স্থ্যা বলিল,—'মামী, ইনি সম্বেশ বাবু, মামার শ্রেষ্ঠ ছাত্র।'

প্রফেদার-পত্নী মূখ তুলিয়া দাদরে বলিলেন,—'এস, বাবা এদ।'

তাঁহার রূপ অপচ প্রীতি প্রসন্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সমরেশের স্ফোচের কুয়াশা অর্দ্ধেক কাটিয়া গোল, সে অবনত হইন্না তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাশে বিসন্না বলিল,—'আমি প্রফেসার সরকারের একজন ভক্ত ছাত্র। তাঁর জন্মতিথি উৎসবে যোগ দিতে পার। আমার পক্ষে যে কভবড় সৌভাগ্য তা বলতে পারি না। উনি দীর্ঘ জীবনলাভ করে এই দিনটিকে বারবার ফিরিয়ে আহ্বন এই আমাদের কামনা।'

এমন সহল আন্তরিকতার সহিত সমরেশকে কথা কহিতে স্বৰা পূর্বে কথনা ভনে নাই। তাহার বুকের ভিতরটা ছনিয়া উঠিল, সে আতে আতে সেধান হইতে ক্রিয়া পূেল।

ঘরের অন্তদিকে প্রফেসার বড়ুয়া নানাজাতীয় চুট্কি গরে আসর জমাইয়া তুলিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে হাসির টেউ বহিয়া যাইতেছিল। ভূপেন সেই দলে বসিয়াছিল কিন্তু তাহার চকু হ'ট। সতর্কভাবে ঘরময় ঘ্রিয়া বেড়াইতেছিল।

গল্প গুজবে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সমরেশ এক মুহুর্ত্তের জন্মও প্রফেদার পত্নীর সঙ্গ ছাড়িল না। ন্যুটা বাজিতেই ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে ডিনার প্রস্তুত। সকলেই উঠিয়া পড়িলেন।

'ডিনার' শুনিয়াই সমরেশ চমকাইয়া উঠিয়াছিল, ভাহার মুথ দিয়া বাহির হইল,—'ডিনার ? টেবিলে বদে ধাওয়া'

প্রক্ষোর-পত্নী সমরেশের আতক্ষের অন্তর্মপ অর্থ
বৃঝিয়া বলিলেন,—'আমরা সাধারণতঃ টেবিলে বসে
খাই না, পাত পেড়েই খাই। কিন্তু আজ অনেক অতিথি
এসেছেন ধারা মাটিতে বসে খেতে পারেন না—তাই
টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু রায়া সব বাম্নে
করেছে, তৃমি কি—?' বলিয়া উৎক্ষিতভাবে তাহার
মুখের দিকে চাহিলেন।

সমরেশ তাড়াতাড়ি বলিল,—'না না—তা নয়— কিন্তু—'

ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিবার সময় স্থ্যমাকে তাহার
মামী একবার তীক্ষচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া নিয়কঠে বলিলেন,
— 'বেশ ছেলেটা সমরেশ, ভারী মিষ্টি স্বভাব। আর কি
চমৎকার কথা কয়, যেন কতকালের চেনা।— ওকে মাঝে
মাঝে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসিস।'

সুষমা কোনো উত্তর দিল না, কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

টেবিলে থাইতে বসিয়া সমরেশের মনে হইল তাহার
মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর নাই। এতগুলা ছুরিকাঁটা
লইয়া সে কি করিবে, কোন্টাকে কি ভাবে ব্যবহার
করিবে, এতগুলা ছোট বড় চাম্চেরই বা কি প্রয়োজন
তাহা কিছুই ধারণা করিতে না পারিয়া সে একেবারে
দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার একপাশে একটি তরুনী
বসিয়াছিলেন, বোধ হয় স্বমার বয়ু, অস্তু পাশে একটি

সাহেব বেশধারী ভদ্রলোক। এই ছইজনের মধ্যস্থল সমরেশ দারুময় জগনাথের মত নিশ্চল হইয়া বসিং রহিল।

'স্প' চামচ দিয়া থাইতে হয়, তাহার জন্ম ছুরী-কাটা: দরকার নাই একথা অতি বড় নির্কোধন্ত বিনা উপদেশে বুঝিতে পারে। স্থতরাং সে ফাড়াটা সহজেই কাটিঃ গেল। গোল বাধিল মংশ্রের সঙ্গে।

খাওয়া কিছুদ্র অগ্রসর হইয়াছে, কথোপকথনে একটা মৃত্ গুঞ্জরনের মধ্যে সমরেশ নিজেকে অনেকা নিরাপদ মনে করিতেছে, এমন সময় ভূপেনের ফল্প কঠম্বরে গুঞ্জনধ্বনি চাপা পড়িয়া গেল। ভূ-পন টেবিলে অন্তদিকে ছিল, গলা বাড়াইয়া দেখিয়া ম্থগান। বে গন্তীর করিয়া বলিল,—'সমরেশ বারু, একটু ভূল করেছেন ছুরিটা ডানহাতে ধরতে হয় আর কাটা বা হাতে।'

সমরেশের ভুলটা যে কেছই লক্ষ্য করে নাই এ নয় কিন্তু এই খোঁচাটা এতই নিষ্ঠুর এবং অপ্রস্তাাশিত সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। সমরেশের মুধ বিবর্গ হই গোল, সে মুঢ়ের মত তুই হাতে ছুরিকাটা ধরিয়া নিঃ পাতের দিকে বিহুবল চক্ষে চাহিয়া রহিল।

শিষ্ট সমাজে কচিৎ এইরপ হর্ঘটনা যথন ঘটিয়া য তথন, কিছুই ঘটে নাই এগনি ভাণ করাই একমাত্র ভ রীতি। উপস্থিত সকলে সেই রীতি অবলম্বন করিছে যেন শুনিতে পান নাই এমনিভাবে পুনর্বার কথাব আরম্ভ করিলেন। শুধু স্থ্যার হুইগাল রক্তবর্ণ হা জ্ঞালা করিতে লাগিল, সে হাত গুটাইয়া শুক্তাবে বি রহিল।

কিন্ত ছনিয়তি তখনো সমরেশকে ত্যাগ করে না আহার প্রায় শেব হইয়া আদিয়াছে এমন সমর আর এ ব্যাপার ঘটিল। অসাবধানে হাত নাড়ার জন্মই বোধ একটা ঝোলের বাটি হঠাৎ সমরেশের সন্মুখ হইতে অভাবে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার কোলের উপর পড়িয়া এবং তরল সম্মেহ ঝোলে তাহার পাঞ্জাবী ও চাদর অভিক্রিয়া দিল।

পৃথিবী, বিধা হও, আমি তোমার গর্ডে প্রবেশ করি আ এই কামনা সীতাদেবীর পর হইতে বোধ করি আ নরনারীকেই সময়-অসময়ে করিতে হইয়াছে। সমরেশও কার্যনোবাক্যে সেই কামনাই করিতেছিল এমন সময় টেবিলের অপরপ্রাস্তে ঝন ঝন শব্দে সকলে সচকিত হইয়া দেগিলেন, স্থ্যার চমৎকার কলাপাতা রঙের সিল্লের শাভিটা অত্রূল তরল সম্বেহ ঝোলে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে ধ্রং দে অপ্রতিভভাবে মুগ নত করিয়া হাসিতেছে।

এই বৃহত্তর তুর্ঘটনায় সমরেশের তুক্ষতি চাপ। পড়িয়া গেল বটে কিন্তু ভাহার মনের অশান্তি দূর হইল না। উপরয় কোন্ এক প্রহেলিকার ইন্ধিত অন্ধশোচনার সঙ্গে মিশিন ভাহাকে আরো পীড়িত করিয়া তুলিল।

আহার শেষ হইলে প্রফেসার বজুর। উঠিয়া একটি প্রদার বকুত। দিয়া সহক্ষীকে অভিনন্দিত করি-লেন। উপসংহারে বলিলেন,—'আপনারা পাত্রপূর্ণ কলন, প্র.ফ্সার সরকারের স্বাস্থ্য পান করা চাই।'

একেদার দরকার মৃত্তরে আপত্তি করায় বড়ুয়া ধাংব বলিলেন, 'না না, ও কোনো কাজের কথা নয়। ধাংববারি না হলে কার্যা স্থ্যমন্সার হবে না। ভাম্পেন্ মানাও—ভাম্পেনে মহিলাদেরও আপত্তি হতে পারে না।'

প্রক্ষোর বড় যার জন্ম শান্দেন আনানো ছিল, অগভ্যা ভাষ্টে উপস্থিত করা হইল। সকলের পাত্র পূর্ব করা ইইল। প্রফেষার বড়ুয়া নিজের পাত্রন্ট উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, 'Long life to Professor Sarkar! Drink hearty 1'

মহিলার। কেহই পান করিলেন না, শুধু পাত্র অধরে ঠেকাইল নামাইয় রাখিলেন। ভূপেন একচুমুকে নিজের পাত্র শেষ করিয়া ফেলিল। সমরেশও একচুমুক খাইল বটে কিল্প পাত্র শেষ করিতে পারিল না।

মতংশর মহিলারা ছায়িং রুমে ফিরিয়া গেলেন, গুরুষেরাও ইচ্ছামত কেহ কেহ ছু'একপাত্র টানিয়া একে <sup>একে তা</sup>হাদের অহুবর্ত্তী হুইলেন।

নোল-বঞ্জিত কাপড়চোপড় লইয়া ছৃষিংক্সমে ফিরিয়া বাইবার ইচ্চা সমরেশের ছিল না, সে অলক্ষিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পলায়ন করিবার স্ক্রোগ খুঁলিতেছিল। গুনিকে প্রফেশার বড়ুয়াকে কেন্ত্র করিয়া আকারসের শাষাদন ও নিয়ক্তে আলাপ চলিতেছিল, সমরেশের বিকে কাহারো লক্ষ্য ছিল না। এই ফাঁকে সে সরিক্স প জ্বার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ভূপেন পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আপাদমগুক একবার নিরীক্ষণ করিয়া মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল,—'পাঞ্চাবী দিবিয় রিউল্লেফ্ন দেখছি। হোরি খেলত বসুয়ারী ? কিন্তু এটা ত ফাগুয়ার সময় নয় ? তা এখানে বসে কেন ? ভূমিং ক্রমে গোলেই ত পারেন, সেগানে মহিলারা আপনার পাঞ্জাবীর বর্ণ বৈচিত্রা দেখে নিশ্চয় খুব আনন্দ পারেন।'— বলিয়া মুচকি হাসিয়া নিয়ক্ষ্ঠে একটা গানের কলি ভাজিতে ভাজিতে প্রস্থান করিল।

অপরিসীম আত্ময়ানির মধ্যেও ক্রোধের শিখা সমরেশের মাধার মধ্যে জ্ঞানির উঠিল। ভূপেনের পৃষ্ঠের দিকে তাকাইয়া তাকার মনেব মধ্যে যে কথাগুলা বিষের মত ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল, ভাগেয়ে সেগুলা মনের মধ্যেই রহিয়া গোল, এই স্থানে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলে যে বিজ্ঞী ব্যাপার ঘটিত তাহার ফলে বোধ কবি সমরেশকে আ্রাহত্যা কবিতে ১ইত।

মিনিট কয়েক পরে সমরেশ নিংশব্দে উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া দেখিল দেখানে কেই নাই। সে চূপি চুপি বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাং নজ্ঞর পড়িল দূরে বারান্দার এক কে:বে স্থম। ও ভূপেন দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। স্থমার আরক্ত মুখ ও তীর চোধের দৃষ্টি মুহুর্তের জন্ম সমরেশের চোগে পড়িল, সে হেইটম্বে বারান্দা পার হইয়া যাইবার উপ্রক্রম করিল।

সমরেশকে দেখিবামাত্র স্থ্য। জ্ঞান্ত আদি আদিয়া বলিল,—'সমরেশ বাবু আপনি যাচ্ছেন •'

সমরেশ ধমকিয়া দাড়াইয়া বলিল,—'হ্যা—রাত হয়েছে,—আমি যাই।'

স্থম। তাহার আরে। কাছে আসিয়। মিনাতপূর্ণ করে কহিল,—'একটু দাঁড়াবেন না ? আমিও তাহলে আপনার সঙ্গে বেতৃম, আপনি আমাকে বাড়ী পৌছে দিতে পারতেন। আপনার সঙ্গে না গেলে, এই রাত্রে আগার মামাকে বেতে হবে আমায় পৌছে দিতে।'

ভূপেনের বিষাক্ত লেল তথনো সমরেশের ব্কের মধ্যে জনিতেছিল, সুধ্মার কথাওলা তাহার কাপে জতার নিষ্ঠুর বিজপের মত শুনাইল, সে মাধা নাড়িয়া বিলল,—
'না, মাফ করবেন—আমি আর পাকতে পারছিনে—'

ক্ষমা দেন আহত হইয়া ফিরিয়া আদিল; তাহার
মুধ মান হইয়া গেল, তবু সে আর একবার বলিল,—
'মামীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না? আমি না হয়
তাঁকে এইখানে ভেকে আনছি—'বলিতে বলিতে তাহার
দৃষ্টি সমরেশের ঝোলমাখা পাঞ্চাবীটার উপর সিয়া পড়িল।

'না—নমস্বার !' সমরেশ নিজ্ঞান্ত হইয়৷ গেল ৷
ফুটপাথ হইতে শুনিতে পাইল ভূপেন বলিতেছে-—'আপনি
চিস্তিত হচ্চেন কেন 
শু আমি ত রয়েছি, আপনার মামা
না যেতে পারেন—'

চৌরদ্বী পার হইয়া সমরেশ ধর্মতেলার রাস্তা ধরিল। ইাটিতে ইাটিতে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড় প্রয়ন্ত আসিয়া দে চমক ভাঙিয়া দেখিল রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, শৃত্য পথের ছুইধারে গ্যাদের বাতগুলা যতদূর দেখা যায় নির্নিমেষভাবে জ্ঞালিতেছে। দোকানপাট বন্ধ।

সমরেশ ভাবিল, দ্র ছাই, আজ আর গাড়ী পাওয়া যাবে না। গলি দিয়েই যাই।

বাসাতে চাকরটা এখনে তাহার জন্ম অপেকা করিয়া জাগিয়া আছে স্মরণ করিয়া দে পার্কের ভিতর দিয়া ক্রতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পাশে একখানা খালি বেঞ্চি তাহার অবিশ্রান্ত দেহকে বেশী দ্র অগ্রসর হইতে দিল না। মোটবাহী কুলি যেমন ঘাড়ের মোটনামাইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করে, সেও তেমনি ভারাক্রান্ত দেহটাকে বেঞ্চির উপর নামাইয়া বসিয়া পড়িল।

মিনিট পনের পরে কিন্তু আবার ভাহাকে উঠিতে 
ইল। পাকে বেঞ্চির উপর রাত কাটাইয়া কোনো
লাভ নাই, বাসায় ফিরিয়া কোনক্রমে এই উচ্ছিষ্ট কাপড়চোপড়গুলা ছাড়িয়া শ্যা আশ্রয় করিতে পারিলে সে
বাচে। পায়ের আঙুল হইতে রগের শিরগুলা প্রয়ন্ত
অপরিসীম অবসানে ভাঙিয়া পড়িতেহে; কিন্তু বাকী
প্রটা যে করিয়া হোক অভিক্রম করিতেই ইইবে।

গলি দিয়া যাইতে যাইতে সমূপে কিছুদ্রে সমরেশ দেখিল একখানা ট্যাক্সি দাড়াইয়া আছে এবং ভাহার বাহিরে দাড়াইয়া একটা লোক হডের ভিতর মাখা

চুকাইরা কাহার সহিত কথা কহিতেছে। আরো থানিকটা অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইল গাড়ীর ভিতরে বিদ্যা হে কথা কহিতেছে সে জ্রীলোক। এই সব পাড়ায় নির্দ্ধন রাত্রে অনেক রকম ব্যাপার ঘটরা থাকে তাই সমরেশ তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। দপ্তায়মান ট্যাক্সি ছাড়াইয়া হ' পা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় যে পরিচিত কঠকর তাহার করে আদিয়া পৌছিল তাহাতে সে তীরবিদ্ধের মত ফিরিয়া দাড়াইল।

— 'এ আমাকে কোপায় নিয়ে এলেন? আমি বে বাড়ী যাব।'

উত্তেজনা বিক্ত কঠে পুরুষটা বলিল,—'রান্তার মাঝথানে একটা সীন্ কোরোনা স্থমা; কোনো জ্ব নেই—এ আমার বাসা। এক চরটি নামো, কেউ জানতে পারবে না। তারপর আমি তোমাকে বাড়ী পৌছে দেব।'

—'না না, আগে আমাগ্র বাড়ী পৌছে দিন।'

ভূপেন স্থমার হাত ধরিষা টানিতে টানিতে বলিল,— 'নেমে এস, নেমে এস। এসব প্রভারি কি তোমার মহ এভূকেটেড গালেরি সাজে—'বলিয়া একটা বিজী হাচি হাসিল!

এক লাফে সমরেশ ট্যাক্সির পাশে আদিয়া দাঁড়াইল,-'কি হয়েছে ? ক্ষমা ?'

স্থ্যমা আতিখনে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল,-'সমরেশবাবু, আমাকে বাঁচান।'

ভূপেন বিহাৰেগে ফিরিয়া সম্থ্য সমরেশকে দেখি।
একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সমরেশও ভূপেনের ম
দেখিয়া কিছুক্ষণ স্তন্তিত হইয়া য়হিল—মান্থ্যের মৃথ এত
জল্ল সময়ের মধ্যে এতখানি পরিবৃত্তিত হইতে পারে
তাহা যেন কল্লনার জাতীত। যে হিংল্ল প্রতীকে ভূপেন
এতদিন শিষ্টতার আড়ালে স্যত্তে ঢাকিয়া য়াখিয়াছিল,
শিকার সায়িধো পাইয়া সেই প্রভাবন মৃথ বাহির করিয়া
দাড়াইয়াছে।

সমরেশের বৃক্তের মধ্যে বছদিন দক্ষিত বিবেষ ও বর্গ একমূহর্তে কাটিয়া পঢ়িল। তাহার ইম্প ক্রমুহ ঐ কদর্য্য পাশবিক মৃথখানাকে লাখি মারিয়া ঘূষি মারিয়া ভাঙিয়া থেঁতো করিয়া একেবারে লুপ্ত করিয়া দেয়।

মে এক বজ্রম্প্তিতে ভূপেনের চুল ধরিয়া অন্ত হাতে
ভাহার গালে একটা বিরাট চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—
'হতভাগা ছোটলোক জানোয়ার কোথাকার! ক্যাডাভারাদ্ কুকুরের বাচ্ছা! আজ তোকে খুন করব।'—
বলিয়া আর একটি ভতভোধিক বিরাট চপেটাঘাত
করিল।

ভূপেনও ক্ষথিয়া উঠিয়া বলিল,—'থবরদার বলছি'—

সমরেশ সঙ্গে তাহার পেটে এক প্রচণ্ড লাথি
কশাইয়া বলিল,—'তবে রে'—

তারপর তাহার মুখ দিয়া আধ্রেমসিরির অগ্নাদগারের মত যে সমস্ত শব্দ বাহির হইল; হিন্দি উর্দ্দৃ ইংরাজী বাংলা মিশ্রিত যে অন্তষ্টুপ শ্লোক অবাধে অনর্গলভাবে নির্গত হইতে লাগিল তাহার পুনক্তি করিবার সাহস বা শক্তি আমাদের নাই। ভূপেন সেই বাক্যের আগুনে যেন একখণ্ড কাগজের মত পুড়িয়া কুঁক্ড়াইয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে হংল্মা তুই কানে সজোরে আব্দুল পুরিয়া দিয়া, বিক্ষারিত চক্ষে অপূর্ব্ব আলোক ফুটাইয়া নিম্পন্দ বক্ষে বসিয়ারহিল।

প্রিয়তমা নারীর রক্ষার্থ পুরুষ যথন লড়াই করে তথন প্রিয়তমার মনের ভাবটা কিরূপ হয় কে জানে?

ভূপেনের নাকে অন্তিম একটা ঘূষি মারিয়া ভাষাকে কৈলিয়া দিয়া সমরেশ বলিল,—'যা শালা কেঁচোর বাচনা, নক্ষায় ভূয়ে থাকলে যা!' তার পর ট্যাক্সিতে স্থ্যমার গাণে উঠিয়া বদিয়া চালককে বলিল,—'চালাও—হাতী-বাগান।'

গাড়ী চ**লিল। ছুইজনে অন্ধকারের মধ্যে চূপ করিয়া** ব্দিয়া রহি**ল। এই ভাবে মিনিট পাচেক কাটিয়া** গেল।

শেষে হ্রমা মৃত্যুরে বলিল,—'কি বলে ঐ সব কথা-ওলো মুধ দিয়ে বার করলেন ?' সমরেশের শরীরে ক্লান্তির কণামাত্র আর অবশিষ্ট ছিল না, সে হঠাং হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর বিলল,—'ঐ কথাগুলো মৃথ দিয়ে বার করা এবং পদাঘাত মৃষ্যাঘাত ইত্যাদি চালানোর সলে সঙ্গে একটা মন্ত কথা ব্যতে পেরেছি যা এতদিন কিছুতেই ব্যতে পারছিশ্য না। সেছতে দোষ অবশু সম্পূর্ণ তোমার, তুমিই আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছিলে!'

অন্ধকারের মধ্যে স্থ্যমা হাসিল, বলিল,—'কি কথা বুঝতে পেরেছেন ভনি ?'

সমরেশ হাত্ড়াইয়া স্থমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল,—'বৃঝতে পেরেছি যে আমি একজন খাঁটি ভদ্রলোক। শুধু তাই নয়, আরো মনেক কথা ব্যতে পেরেছি যা চলস্ত ট্যাক্সিতে বসে বলা যায় না।'

হ্বমা সাড়া দিল না; সমবেশ তথন তাহার মুখের কাছে মুথ লইয়া গিয়া বলিল,—'হ্বমা, কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ীতে আমার চায়ের নেমস্কল রইল,—ঠিক পাঁচটার সময়—ব্ঝলে? আগে থাকতে থবর দিয়ে রাথলুম—তৈরী হয়ে থেকো।'

স্থৰমা চ্পিচ্পি বলিল,—'আমি ত আপনাকে নেমন্তর করিনি…'

সমরেশ বলিল, —'ওং! তাও ত বটে! অনিমন্ত্রিত ভাবে যাওয়া ত কোনোমতেই ভল্লতা হবে না। তা, এক কাজ কর, সে ক্রটি তুমি এখনি সংশোধন করে নাও। বল, মহাশয়, কল্য সায়াছে বেলা পাঁচ ঘটকার সময় আপনি স্বাদ্ধবে—না না স্বাদ্ধবে নয়, স্বাদ্ধবে নয়—একাকী, কি বল । স্বাদ্ধবে শ্বমা ।

হ্বমা কিছুই বলিল না; কিন্ত ভাহাদের হন্তনের বাহু যেবানে আঙ্লে আঙুলে অড়ুলে জড়াইয়া নিবিড়ভাবে পর-ম্পরের পরিচয় গ্রহণ করিতেছিল শেইখানে সমরেশ সামায় একটু চাপ অমুভব করিল।

## জাতি-হারা

对多

প্রীপ্রভাবতী সরস্বতী

্থিপ্রভা দেবী সরস্তীর নাম বাংলার পাঠক-পাঠিকা কাহারও অপরিচিত নহে। পুর কম সাময়িক প্রেই আছে যাহাতে এই স্লেখিকার লেখা বাহির না হয়। ইহার অনেকণ্ডলি উল্লেখযোগ্য উপস্থাসত বাহির হইয়াছে। নানা রসের বহু গল্লও ইনি লিখিলাছেন। মাফুদের হুগ ছুঃখ, মাফুদের উপর মাফুদের ও সমাজের নির্মম আচিরণ, নারী ও পুরুষের নানা বৈষ্মা ইহার নানা লেখার উজ্জ্ল ভাবে প্রতিভাত হইতেছে। বর্জমান জাতি-হারা গ্রাটিতেও প্রভাবতীর কৃতি হের পরিচয় পাইবেন।]

٥

স্থলামের বড় বোন তারা ত্পুরে প্রাত্যহিক পাড়া-বেড়ানো শেষ করিয়া মুখগানা অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আদিল। স্থলাম তথন লাওয়ায় বদিয়া নিবিষ্ট মনে ধেন্দুরপাতা দিয়া একথানা বড় আকারের চেটাই তৈরী করিতেছিল।

তারা একবার নিতান্ত অবহেলাভরেই তাহার পানে তাকাইল, আপন মনে গজ গজ করিতে করিতে সে ঘরে চুকিতে বাইতেছিল সেই সময় তাহার উপর স্থদামের দৃষ্টি পড়িল; সে হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া বোনের পানে তাকাইয়া হগভরা স্থরে বলিল,—"দেখে যাও দিদি, কেমন চমৎকার চেটাই তৈরি করছি।"

দিদি প্রথমটা কথা কহিবে না বলিয়াই ভাবিয়াছিল, জাবার কি মনে করিয়া মুথ বাঁকাইয়া বলিল,— ম। যা, ভারী চমৎকার চেটাই বুন্ছে তার আবার — "

"না দিদি, তোমার পায় পড়ি, চেটাইটা একটু তোমায় দেখতেই হবে—"

দিদি উত্তর না দিয়। চলিয়া যায় দেখিয়া দে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার সমূথে দাঁড়াইল, অন্তনয়ের স্থারে বলিল, "সত্যি দিদি, তোমার না দেখলে হবে না।"

বলিতে বলিতে তাহার গন্তীর মুধধানার পানে তাকাইয়া সে বলিয়া উঠিল,—"বারে, আৰু আবার তোমার কি হরেছে, মুধধানা ও রকম করেছ যে?

"সর্বশছি স্থদাম, আর জালাতন করিস্নে। হাড়-মাস আমার ভাজা ভাজা করলি, তোর কথা শামার মোটেই ভাল লাগে না। নিত্যি বলছি—-পোড়ারম্থা, বড়-সড় হ'য়েছিল্ এবার একটা কাজকর্ম কিছু দেথ্ ব'সে ব'সে বোনাইয়ের অয়৸য়ংস করছিস, আর চেটাই বুনবি চুপড়ি করবি, একটু লজ্জাও করে না তোর মুধ দেখাতে?"

তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়াই হুদাম নিঃসক্ষোচে বলিল,
—"বাঃ রে, এতে লজ্জা কিসের, চেটাই, চুপড়ি, ঝুড়ি,
তোমায় কতগুলো বুনে দিয়েছি বল ভো? নইলে
বস্তেই বা কিসে, জিনিষ পত্র রাখতেই বা কিসে? হয়
তো ভরী-ভরকারি মাটিতে পড়ে থাকাত, বোনাই পিড়ি
না হ'লে বস্তে পারতে না—"

গন্তীর মৃথে দিদি সেটা মানিয়া লইয়া বলিল,—"বিশ্ব না হ'লেও চলত কিনা দেখতে পেতিস্। ঘতকাল তুই চেটাই ব্নিসনি ততকাল কি তোর বোনাই মাটীতে বসেছে না তরকারী মাটীতে পড়ে প'চেছে? হচ্ছে তাই চ'লে যাচেক, না হ'লেও চলে যেত কিনা দেখতিস্।"

একটু ক্ষ্ম হইয়। স্থদাম বলিল,—"নেই ভাল, তুমি আমার ও সব দিয়ে দিয়ো দিদি, আমি রন্ধাদের দিলে আসব, তারা বিক্রি করলেও অনেক উপকার পাবে।"

দিদি জবাব দিল,—"তাই হবে। ওথানা কি জোন শোওয়ার জন্মে বুনছিদ্ ?" স্থাম ৰলিল,—"না, ওখানা বিন্দিদের জ্বপ্তে করছি।"
দিনির মুথের কাঠিছাটা ঘূচিয়া আদিতেছিল, সে
মুগ আবার কঠিন হইয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাদা করিল,
"তা'দের জ্বপ্তে তোর এত মাধা ব্যধা কেন রে,
স্পাম ?"

স্থাম অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল,—"তারা হড্ড গরীব দিনি, বেচারাদের পেতে শোওয়ার কিছু নেই। সেদিন তাদের ব.ড়ী গিয়ে দেখলুম একটা ছেঁড়া মাছর কতকালের কেছানে, সেইটা পেতে তা'রা তায়ে থাকে। দেখে বড়ড ছাল হ'ল দিদি তাইতে—"

চটিয়া উঠিয়া মুখভন্দী করিয়া তারা বলিল,—"২ডড দ্যাবান তুই তা'দের জন্মে চেটাই বুন্ছিন্। বোকা না হ'লে কেউ হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলে চির জন্মটা ভাতের জন্ম পরের দোরে লাখি রেটা খায় ? পোড়ারমুখোর জন্মে ঘরে পরের কথা শুনতে শুনতে আমি মরি। মা সাত ভাড়াভাড়ি ম'রে গেল, আমার হাতে এই হত্তাড়া ভূতটাকে দিয়ে গেল। কবে যে আমি মরব—সব জালা জুড়াব ভাই ভাবি। ঘরের পরের কথা কবে আমি এড়াতে পারব, মা কালির কাছে ভাই কেবল মাথা গুড়াছ। চিরকালটা আমায় জালিয়ে মারলে, একটা নিন একটু শান্থিতে থাকতে পারলুম না। সাত বছর ব্যায়ে কেবল দুগ্ধে মারছে।"

খুব তীব্রস্থরে কথা বলিতে বলিতে কথন সে স্থর চেথের জলে ভিজিয়া উঠিল, সঙ্গে সংক্ষ ভারার চোথ ফুইটাও জলে ভরিয়া উঠিল। সে ভাড়াভাড়ি আত্ম-গোপন করিতে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বোকা স্থদাম হাঁ করিয়া দাড়াইয়া দিদির কথাগুল।
ইকিবার চেটা করিডেছিল। তাহার জন্ম দিদি দফ্ষিয়া
মরিতেছে, ঘরের পরের কথা সহু করিতেছে এ কথার
মুখ সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। হাঁ ঘরে
মুখ তাহার বোনাই, শ্রামাচরণ, তাহার জন্ম তারাকে
মাঝে মাঝে বকে বটে। সে বলে তারা বিদিয়া বদিয়া
ধাওয়াইয়া ভাইটার মন্তক চর্কাণ করিতেছে। তা' এ-

রকম একটু বকাতে কি আসে যার ? সে কথা কাণেই নেয় না। একদিন ভাষচরণের ভাজনা খাইয়া ভাষাচরণকে দেখিবামাত্র চুণে চুণে সরিয়া পড়ে, ভাষচরণের পক্ষে ভাহার নাগাল পভিয়া হলর হইয়া উঠে। বোনাই একটু বকিলেও বকিতে পারে কিছ ওই যে দিদি বিলল পরে কথা বলে—এর মানে কি ? পরে কে কি লাগাইযাছে দিদিকে খোজ করিতে হইবে, ভাহার পর—এতো ভাষাচরণ নয়, জব্দ করিতে কভক্ষণ ? হাঁা, উপার ভো ভাহার হাতেই আছে। আগে চেটাইধানা শেষ করিয়া ফেলা যাক, দিদির মনটাও ভভক্ষণ একটু ভাল হোক। স্থাম আবার কাথো বসিল।

( 2 )

এই ভাইটীকে লইয়া তারা বড় মৃক্সিলে পড়িয়াছিল।

সে যত তাহাকে ব্ঝাইতে চায় তাহার বয়স হইয়াছে

এখন তাহাকে ছেলেমী ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নীপতির সহিত
কলের কাজে ঘাইতে হইবে, সে ততই হা করিয়া চাছিয়া
পাকে। তাহার ক্ষমে কর্মভার চাপাইতে গেলে—ছ্ট
বলদ অক্সাৎ লাঙ্গল ফেলিয়া যেমন একদিক লক্ষ্য করিয়া
ছুটে সেও তেমনি করিয়া ছুটিয়া পালায়। একদিন
তাহাকে কার্যা শিখাইবার জন্ম ভামাচরণ কাল লইয়া
গিয়াছিল, ছুই একটা কাজ তাহাকে দিয়া করাইয়া একটু
অন্যানক্ষ হইবামাত্র সে পলাইয়াছিল।

এমনি ভাবে কয়েকদিন লইয়া গিয়া সে পলায় দেখিয়া ভামাচরন থ্ব রাগিয়া গেল। লোকটার ধৈর্য অবভাবেশ ছিল, না হইলে সাত বছরের ভাসককে আনিয়া লালন পালন করিতে পারিত না। তাহার নিজের সম্ভানাদি হয় নাই, এই ছেলেটার উপর তাহার কজকটা লক্ষ্য ছিল। এতথানি তাহার বয়স হইল এখনও কোন কাজ-কর্ম সে শিখিল না, শিখিবার উৎসাহও নাই, ইহাতে ভাহার রাগ করিবারই কথা। তাহার এমন বয়সে কলে কাজ ভূটিয়া গিয়াছিল এবং সে তারাকে বিবাহও করিয়াছিল। তারার বড় সংধ ভাইটার বিবাহ দিয়া ছোট বইটা লইয়া ঘর করে, কিন্তু এমন অপদার্থকে কন্তা দিবে কে?

সমস্ত দিনটা—কেবল আহারের সময় ব্যতীত তাহার দেখা পাওয়াই ভার। শামচরণ বারটার ভোঁ দিলে বাড়ী আসিত,:একটার আগে আবার চলিয়া যাইত, এ সময়টায় স্থাম বাড়ী আসিত না। যথন বুঝিত শামাচরণ চলিয়া গিয়াছে তথন বাড়ী ফিরিত। বাড়ীব একখানা কাজ বলিলে তাহার মুখ ভার হইয়া উঠিত, পরের কালে তাহার অসাধারণ উৎসাহ ছিল। কোথায় কার ছেলের অস্থপ, ডাজার ডাকে, ঔষধ আনে,—দরকার হইলে রাত জাগিয়া দেবা করা,—এ সব কাজে সে দিজহন্ত ছিল। কোথায় কে খাইতে পাইতেছে না, সে বাড়ীতে লুকাইয়া, দিন মজুরী, ষ্টেশনে কুলীগিরি করিয়া মজুরীটা তাহাদের দিয়া আসিত। কোথাও কেহ দ্রবর্তী ছেলেমেয়ের খোঁস পাইতেছে না, নম দশ জোশ দ্র হইলেও এই ছেলেটী পাম হাঁটিয়া গিয়া খোঁজ খবর লইয়া আসিত। এই গুলে সে গ্রামের প্রিয়পাতা ছিল।

অনেকে ভাহার নিন্দাও করিত— যথন নিজেদের কাজ তাহার নিকট হইতে লওমা হইত তাহার পরে। এ সব নিন্দা প্রশংসায় এ ছেলেটা দৃকপাতও করিত না, নিজের থেয়াল অন্ত্সারে সে কাজ করিয়া যাইত, কাহারও নিন্দাতে দমিত না, প্রশংসায় ফ্রীত হইত না।

গ্রামের ছেলেমেয়েগুলি স্থলামকে বড় ভালবাসিত।
সে সকলেরই আপনার ছিল, প্রত্যেকেই তাহাকে নিজস্ব
বলিয়া মনে করিত। তাহাদের আবদার সব অসকোচে
সে রক্ষা করিয়া যাইত, না বলিত না।

বিন্দুর পিতা গোবর্দ্ধন চটকলে সন্ধারী কাজ করিত।
সে কোথাকার লোক তাহা কেহ জানিত না। বংসর
পাঁচ ছয় হইবে স্ত্রী কতা। পুত্র সহ সে এখানে আসিয়া
থাকিয়া যায়! বংসর খানেক হইল গোবর্দ্ধন এখানেই
মারা যায়, একটা মাত্র পুত্র রামধনও পিতার অন্তর্গমন
করে। বর্ত্তমান ছিল গোবর্দ্ধনের চিরক্লগ্রা স্ত্রী যশোদা,
ও বিধ্বা কতা, বিন্দু।

সংসারে তাহাদের কেহই ছিল না। তাহাদের দেশ ঘর থাকিলেও গোবর্দ্ধন চিরকাল বিদেশেই কাটাইয়া আসিয়াছে, ভাহার দ্বী কন্তা কথনও দেশে যায় নাই। গোবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে মশোদা তাহার খুড়তুতো ভাইকে

পত্র দিয়াছিল, সে উত্তর দিয়াছিল, গোবর্দ্ধন বে বিবাহ করিয়াছিল, কিছা তাহার স্ত্রী কস্তা আছে, তাহা সে জানে না। এ রকম সন্দেহের স্থলে সে কিছু সাহায়্য করিতে পারিবে না।

গোবৰ্দ্ধনের বিধবা হতাশ হইয়া পড়িল। মেয়ে তাহাকে আখাস দিল, ভয় কি মা আমি লোকের বাড়ী কাজ করে থাব, তোমাকেও খাওয়াব।

কিন্তু, সংসারের নিয়ম তরুণী স্থলরী বিধবা, বিলু কিছু
জানিত না। প্রথম দিন কলে মেয়ে মজ্বদের সঙ্গে কাজ
করিতে গিয়া সে যে বাবহার পাইল, তাহাতে তাহার
মনটা বড় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। সে জানিত যে সে তরুণী
বিধবা, তাহাতে স্থলরী, আনেকগুলি লুরনেত্র তাহার
উপর পড়িবে, আনেকের আনেক কথা তাহাকে শুনিতে
হইবে। গোবর্জন তাহার স্ত্রী ক্লাকে যতদ্র সম্ভব
পদ্ধার আড়ালে রাপিত তাই বিলু বাহিরের পরিচয় পায়
নাই।

কিন্তু পাইলেই বা কি ? পেট তো চালানো চাই, শুধুসে একা নয়, কথা মাষের ভারও যে ভাহার উপর। কথার পথ্য চাই, ঔষধ চাই, এ সব সে ঘোগাইবে কি করিয়া?

প্রথম ধাকাটা সামলাইতে তাহার ছুইদিন কাটিগ্র গেল, তাহার পর সে আবার কলের কাজে প্রবৃত্ত হুইল।

চরিত্র তাহার সং ছিল, তাই বাহিরের কথাওলী কাণে আদিয়া বাজিলেও প্রাণে গিয়া বাজিতে পারে নাই। প্রলোভনকে সে এড়াইয়া চলিবার প্রবৃত্তি পাইয়াছিল, তাই কেহই তাহাকে জয় করিতে পারিল না।

পুরুষদের স্থ-নজরে পড়ায় মেয়েরের বিষনজ্ঞরে সে পড়িয়া গেল। মেয়েরা প্রথমে গোপনে, তাহার পর প্রকাশ্ডেই, তাহার নিন্দা করিতে লাগিল, সে তাহাতে কাণ্ড দিল না।

এই রকম সময়েই হঠাৎ একদিন হাদাৰের সহিত তাহার দেখা। সেদিন কল হইতে ফিরিতে সন্ধা অতীত হইয়া গিয়াছিল। কি জানি কেন, সন্ধার ভাষাকে আজ ছাড়িয়া দেয় নাই। প্রান্ত দেহে সে ব্ধন কুটারে ফিরিয়া আসিতেছিল,—দেই নির্জ্জন গ্রাম্য পথে ছুইটী পুক্ষ তাংগর সৃদ্ধ লইয়াছিল !

ইংদের কুৎসিত পরিহাসে সে পলাইবার জন্ম বাস্ত ংইলা উঠিয়াছিল, লুকাইতে না পারিলা আর্ত্তকটে যখন কাদিতেছিল, সেই সময় বীরদর্পে সেধানে আদিলা পড়িল স্বাম। তাহাকে দেখিলা আক্রমণকানী ছ্রাআ ছুইটী প্রাইল।

দেই দিন হইতে স্থদাম বিন্দুর ধর্ম ভাই। বিন্দু ভাগর চেয়ে ছুই ভিন বৎসবের বড়, সেই জন্ম সে বিন্দুকে দিনি বলিয়া ডাকে।

এই ছেলেটাকে সহায় পাইয়া বিন্ধু বাঁচিয়া গিয়াছিল।
ক্লামের কাছে সে কলের সদার ও মজুবদের আচরণ
ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, রাগে স্থলামের চোথ ছইটা
ভব্যক্লের মত লাল হইয়াছিল, সে বলিয়াছিল,—"তুমি
মার ক্ল কাজ করতে থেয়ো না দিদি।"

মলিন হাসিয়া বিন্দু ২লিয়াছিল, "কলে কাজ করব মংতে গাব কি ভাই, মাকেই বা গাওয়াব কি ?"

স্থাম প্রবল উৎসাহে নিজে খাটিয়া আনিবে বলিয়া-হিল, কিন্তু বিন্দু তাহার খাটুনির মূল্য লইতে কিছুতেই রাজি হয় নাই।

শ্বই নেয়েটীর সরলতা, হৃদয়ের উচ্চতা স্থলানের হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছিল। যদি বিন্দু রাজি হইত তাহা হইলে পে কাজে লাগিতে পারিত; বিন্দু তাহার সে গাহায় নইন না, অন্ত প্রকারে সে যত দূর সম্ভব তাহার সাহায় করিতে লাগিল।

লোকে এই সম্প্রীতিকে নিতাস্ত দ্রণীয় বলিয়া

দর্শনিল। চারিদিকে কানাঘ্যা চলিতে লাগিল। স্পষ্ট
কেই বলিতে সাহস করিল না, কেন না, স্থণাম এদিকে

নিভান্ত ভালমাম্থ ইইলেও মিধাকে দে ঘুণা করিত,
সেইজ্য একবার রাগিলে রাগের মাধার দে ধুনও করিয়া
ক্রিভে পারিত। জগতের মধ্যে দে বথার্থ ভয় করিত,
ভালবাসিত ভারাকে; ভারা ছাড়া স্বার কাহারও কথা
দে বহু করিতে পারিত না।

(७)

রাণের মাধায় বাড়ী ফিরিয়া শামাচরণ চেঁচাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, "হতভাগাকে বাড়াতে রেখে আমার কতনা কথা ভনতে হচ্ছে। আজ যদি ওকে বাড়ী হতে দ্ব করে না দেই, তবে আমি রামধন কাহারের ছেলেই নই।"

তার। ইেসেল ঘর হইতে বাহির হইয়া ঝন্ধার দিয়া বলিল, "কি হ'মেছে, অত চেঁচাডেছ। কেন ? যা' বলবার আন্তে বললেই হয় সাত গায়ের লোক এক না করলে কথা বলা যায় না ?"

একেবারে নিভিয়া গিয়া খ্যামাচরণ নরম স্করে বলিন, "বলচ্চি তোমার ভাইয়ের কথা।"

"তা' আমি বুঝেছি। আমার ভাইটা আছে বলেই
যগন তগন তা'কে নিয়ে নাড়া দাও। পত্যি মাথা পাগলা
কিনা তাই এত অপমান লাগনা সয়েও তোমার দোরে
পড়ে থাকে হ'বেলা হ'টো ক'রে ভাত থাওয়ার জঞ্জ।
ওর মধ্যে যদি এতটুকু মহুয়াত্ব থাকত, ভবে কক্ষণো এই
তু' করে কুকুরের মত ডেকে ফেলে দেওয়া একম্ঠা ভ'ত
থেতে পারত না, যেমন করেই হোক বেরিয়ে গিয়ে নিজের
ভাতের সংস্থান করতো। আমি না মরলে ও মাহুষ হবে
না। মা কালী কবে যে আমার নেবেন, ওকে মাহুষ
ক'রে দেবেন, আমি কেবল তাঁর কাছে সেই ভিক্ষে
চাচ্ছি। আমি মরলে স্বাই বাঁচে, আমারও হাড় ক'পানা
ভুড়োয়।"

তারা কেবল চোধ মুছিতে লাগিল। ভেবাচাকা খাইয়া ভামাচরণ ধানিক তাহার পান ভাকাইয়া রহিল।

"ভালো রে, এতে তুমি কাণতে ব'দলে কেন ? আমি ভোমায় কিছু বলেছি যে তুমি কাদবে ? ভোমায় একটাও কথা বলিনি, অথচ তথু তথু তুমি—"

বাধ। দিয়া তার। বলিয়া উঠিল, "হ্যা, নেহাং ওপু ওপু ?
ত্মি আমার ভাইকে যা' না তাই বলবে, আর আমি
তা হাসতে হাসতে ওনে যাব? ওর নাকি তেমনি
পোড়াকপাল তাই সাত বছর বন্ধসে মা হারিয়ে তোমার
সংসারে এসেছে। কপালে কটু না গাকলে মা সাত

ভাড়াভাড়ি মরেই বা যাবে কেন ?"

তাড়াতাড়ি মরণের উত্তরটা খুঁজিয়া না পাইয়া শ্রামাচরণ যে স্থলাম, ওরে, এ দিকে শোন এককথা।" মাথা চুলক'ইতে স্থক করিয়া দিল। ; স্থলাম ফিরিয়াছিল অনেক আগে,

"আজ আহক দে মৃথপোড়া বাড়ীতে, কোঁটিয়ে বদি না বিদেয় করি তবে আমি তা'র বড় বোনই নই। তুমি বিদেয় করবে কি—আমিই তাকে সামনাসামনি বলে দেব,—'আমার বাড়ীতে থাকা কারও সহু হচ্ছে না, তাকে থেতেই হবে।' যে চুলোয় হোক সে চলে যাক্। রাস্তায় কুকুরগুলোও তো থেতে পায়, সেও না হয় তেমনি ক'রে থাবে তবু যেন বোন বোনায়ের বাড়ীতে সে না থাকে। কেন—গালি কথা শুনবার জন্তে সে পড়ে থাকবে, তুমি দশকথা শুনাবে, পাড়ার লোক দশকথা শুনাবে, কেন? সে কি কারও কিছু উপকারে আসে না, দেহের রক্ত জল ক'রে সে কি এই হত্ছোড়া গাঁহের লোকের কাজ করে দেয় না? সে ভূতের বেগার থাটছে, —বটে? তার জন্তে আমি মরি লোকের কথা শুনে, আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায়—"

বলিতে বলিতে তারা হঠাৎ উচ্চৃদিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্যামাচরণ বড় বিজ্ঞাটে পড়িয়া গেল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "ত — এতে তুমি কাঁদছো কেন ? আমি তো তাকে থেতে বলছিনে। আমি যা প্রদা পাই তাতে তার মত দশটা ছেলেকে থেতে দিতে পারি; তবে বদে থেকে মাটি হয়ে গেল তাই কথা বলি। এর প্রে দেশের লোক গুলো বিন্দুর নাম নিয়ে—"

অক্সাং দীপ্ত হইয়া উঠিয়া তারা বলিল, "চুলোয় যাক, দেশের লোক, আমায় স্থদাম সব বলেছে তাইতে আমিই তো তাকে এখন বিন্দুদের বাড়ী থেতে বলি. সে কি আমার থেমন তেমন তাই, সে কি অন্ত লোকদের মতন ? এখনও সে পাঁচ বছরের ছেলের মত—কিছু জানে না। নতুন একটা কথা ভনলে সে হাঁ বরে চেয়ে থাকে, সে থারাপ কণা কিছু জানে ? পোড়া দেশের লোক অধঃপাতে যাক, দেশের লোক মরে যাক।"

খ্রামাচরণ একটু হাসিয়া বলিল, "তা যাক, আমায়

এখন একছিলিম তামাক সেজে খাওয়াও দিকিন। e যে স্থাম, ওরে, এ দিকে শোন এককথা।"

স্থাম ফিরিয়াছিল অনেক আগে, নিকটবর্ত্তী পুঃ
শাকের মাচার নীচে জমাট বাধা অন্ধকারে, সে এতর
গা-চংকা দিয়া ছিল। অপূর্ব্ব পুলকে তাহার মনটা ভরি:
উঠিয়াছিল—তাই তো দিদির মুপে আজ যে সেন্ত কথা শুনিতে পাইতেছে। আজও ছপুরে সে বিলুনে বাড়ী যায় বলিয়া দিদি তাহাকে যা-না-তাই বলিয়ায়ে হঠাং দিদির এ শুভুমতি দিল কে?

শ্যামাচরণের উ'চু স্থর শুনিয়া সে বাহির হইতে পারি: ছিল না। সে স্থর অকস্মাৎ থাদে নাগিয়া যাওয়ায় ে ভরসা পাইয়াছিল তাই আন্তে আতে বাহির পড়িল।

তাবা সপ্তমে গলা চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ গরমের দিন অন্ধকারে ওথানে বসেছিলি পোড়ারম্থে যদি কিছুতে কামড়াতো পু প্রাণে একটু ভর নেই দহি ছোড়া ?"

মৃথ বিক্লত করিয়া ফেলিয়া আঁটা উ করিয়া হুদা পিছন দিকে মাচাটার পানে চাহিয়া বলিল, "না ওগানে তো কিছু নেই ?"

"কিছু নেই? যদি থাকতো—যদি কান্ডাতো তার কি করতিস ম্থপোড়া? এই তিনদিনের কথা পাশের বাড়ীর পটলা ছোঁড়া সা.পর কামড়ে ধড়ফড় করে আধ-ঘণ্টার মধ্যে মরে গেল, সে কথা তুই জ্বানিস নে? মরবার এত ঝোক যদি—তবে আগে মরিস নি কেন, মা ংগন গেল মার সঙ্গে গেলি নে কেন? তোরও ভাল হতো আমাকেও এত লোকের কথা সইতে হতো না। ছনিয় ভদ্ধ স্বাই আমায় জালানোর চেষ্টা করছে। জানিনে কার কি করেছি—কার বুকে পাধ্র ভেঙেছি—"

কাঁদিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। শ্রামাচরণ অবাক হইয়া বসিয়া রহিল, স্থদাম ঘাড় বাঁকাইয়া মাধা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারা ঘর হইতে ডাকিল—"হুদাম, ভাত থাবি আর। ও বেলা আন্ধ তো না থাওয়া করেই চলে গেছিদ, ছু'গাল মাত্র ভাত খেয়েছিলি। আগে ভাত খেরে নিমে তারণর বস গিয়ে।" গ্রামাচরণ জিজ্ঞাদা করিল "ও বেলা ভাত থাদ নি ?"
্তমনি ঘাড় বাঁকাইয়া স্থলম চাপা স্থরে বলিল "অল্ল
ভূটো থামেছিলুম। দিদি মারতে এদেছিল তাই আমি
প্রানিমেছিলুম।"

"সান্তা, আমায় তামাকটা সেজে দিয়ে ভাত থেতে ফ':"

ার। ঘ**রের মধ্য হইতে বলিল "ভামাক দেজে** নিয়ে ধান, ও আ**গে ভাত থেয়ে যাক।**"

ন্তুদান আ**তে আতে** ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল,শ্রামাচরণ ভাষাক সাজিয়া ল**ই**ল।

(8)

লোকে ঢের কথা বলিলেও স্থদাম যেদিন জানিতে পারিল দিদি ভাহার কার্যাকে রাগের চোথে দেখে না, পেদিন ইউ.ত মহা উৎসাহে দিদির সংসারেরও অনেক হাত করিয়া দিতে লাগিল। বিন্দুদের স্থপতঃধের কথা লোনদিনই সে ভয়ে দিদির কাছে বলিতে পাবে নাই. এখন ভাত্তে আত্তে সে সব কথাও বলিতে আরম্ভ করিল। ভাহা দে বেচারা বড ছঃখী। একটা অভিভাবক ভাহাদের মাধার উপর **নাই, বিন্দুকে নিজে থাটিয়া আনিতে ২য়।** কল্লা মা ভাহার বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, থিন্দু ঞা গেলে ভাষাকে দেখিতে কেই থাকে না সেইজ্ঞ ম্বলম গিয়া তাহাকে দেখাশোনা করে। সে বিলুদিদিকে বলিয়াছিল কলের কুলি মজুর সন্ধার সকলেই যথন এমন ব্য—তথ্ন তাহার কলে কাজ করিতে ঘাইবার দরকারও নাই। সে বাডীতে **আগে যেমন থাকিত** তেমনিই ধাক, ওদাম না হয় এই ছঃম্ব করিবারটীর জন্মই কলে का पड़ेत, किन्नु विन्तु निष्ठ । छाड़ार जाजि इस नारे। ষে রাজি হইবেই বা কেন? পরের এক্সপ দান নিজের শান্ধ্য থাকিতে কেহই লইতে চায় না। সে বলিয়াছে পেংতি সং হয় কাহার সাধ্য তাহার অনিষ্ট করে! সত্যই ভাট; সন্দার ও মন্ধুরেরা জানিয়াছে বিন্দু কলের মন্ধুরণী <sup>ইইলেড</sup> ভাহার মন বড় উঁচু ধরণের, তাহার লাগাল কেহ

্রাহার মূপে বিন্দুর বর্ণনা শুনিতে শুনিতে কবে নিজের মন্ত্রাতে তারা তাহাকে ভালবাদিয়া ফেলিয়াছিল। স্থদাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "হাা দিদি, ওরা নাকি নীচু জাত, আমাদের সকে চলে না ॰"

হাসিয়া তারা বলিয়াছিল "চললে তুই কি তাকে বিষে করতিস স্থদান ?"

ফ্লাম লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল—"দূর দূর, দিদি
কি ষে কথা বলে 
পূ তুমিও যেমন দিদি সেও তেমনি
দিদি হয় যে—অমন কথা বলতে নেই দিদি।"

ছোট ভাইয়ের ফ্রন্মের মহক দেখিয়া তারার বুক্থানা
ভরিষা উঠিয়াছিল, দে সেই ছোটবেলার মভই ভাহাকে
বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহার মাথাটা
ভরাইষা দিয়াছিল, চোপের জলে তাহাকে সিক্ত করিয়া
দিয়াছিল। তথন তাহার মনে হয় নাই সে আর সেই
কুদ্র শিশুটী নাই, সে এমন উনিশ কুড়ি বংসরের একটী
তরুণ যুবক।

তমনি ভাবেই দিন চলিতেছিল। স্থানাকে জ্বাক্ত করিবার জন্ম গ্রামের লোক একটা উপায় বাহির করিল; ভাহারা অবিলয়ে প্রচার করিল গোবর্দ্ধন জাতিতে অস্পৃথ্য হাড়িছিল, স্থান হাঞির গৃহের অন্ধ্র গ্রহণ করিয়াছে অভ্যাব ভাহার জাতি নই হইয়া গিয়াছে।

শ্যামাচরণ স্থলামকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভুই ভাদের বাড়ী ভাত থেয়েছিস?"

স্থলাম মাথ। নত করিয়। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "ই্য়া, থেয়েভি তো, তাতে কি হয়েছে ?''

"কি হ্য়েছে—" গ্রামাচরণের সর্বাঙ্গ জলিয়া যাইতেছিল
—"কি হ্য়েছে? তোর জাত গিয়েছে যে হতভাগা।
জাতের মধ্যে আর তোর বিয়েও হবে না, থেতেও
পাবিনে।"

জাত আবার কি ? ফালি ফালে করিয়া সে শ্রামা-চরণের মুগের দিকে তাকাইয়া রহিল, এই জাত যাওয়ার মর্ম্ম সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

অনেক করিয়া ও তাহাকে ব্ঝাইতে না পারিয়া ক্রুজ শ্রামচরণ একটা কঞ্চির দারা ব্ঝাইবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া ঘাইবামাত্র স্থাম এ ব্যাপারটার মর্ম্ম ব্ঝিয়া তিন লম্ফে কোধায় উধাও হইয়া গেল, ক্রিয়া আসিয়া শ্রামাচ আবার ভাহাকে দেখিতে পাইল না। রাগে সে গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল।

তার। একেবারে ন্তব্ধ হইয়া সিয়াছিল। স্থলাম যে এতটা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিবে, অবশেষে জাত হারাইয়া আদিবে তাহা দে কথনই ভাবিতে পারে নাই। ভানমাচরণের যত রাগ, স্থলামের অন্থপস্থিতে ভারার উপর সিয়া পড়িল, দৈ গর্জিতে লাগিল—তুমিই ভো যত নষ্টের মৃল নইলে ছোঁড়াটা এরকম করে বয়ে যেত না। এখন ভাকে আর খরে নেওয়া যাবে না—বেশ হয়েছে। ছেঁড়াড়া এবার বাড়ীর দিকে আদবে কি ঠেলিয়ে তাকে খোঁড়া করে মারব।"

বাহিরে গ্রাম্য পঞ্চায়েতরা মন্ত বড় সভা করিয়া ফোলিল, ইহাতে স্থির হুইয়া গেল স্থদাম হাড়ির ভাত খাইয়া যথন হাড়ি হুইয়া গিয়াছে তথন কৈবর্ত্ত সমাজে আমার কিছুতেই তাহাকে স্থান দেওয়া হুইবে না।

মনের মধ্যে নিলাফণ ব্যথা বাজিতে থাকিলেও শ্রামাচরণকৈ সম্মতি দিতে হইল। বাড়ীর ভিতর আদিয়া সে
টেচাইতে লাগিল—"তুমি যদি প্রশ্রম না দিতে, ছোড়াটা
এমন করে ৰয়ে যেত না। যত নটের গোড়া তুমিই।
এখন কাঁদো আর মাথা খুঁড়ে মর, আমি কিছুতেই তাকে
আসতে দেব না, ঘরে উঠতে দেব না। কোথাকার কে
ছোড়া—তার জন্মে আমি জাতে ঠেলা হয়ে থাকব।
মক্ষক গিয়ে হাড়ির খরে জাত দিয়ে আমার তাতে কি।"

'আমার তাতে কি' কথাটা বলা যতদ্র সহজ কাঞ্চে

যদি ততটা হইত তাহা হইলে শ্রামান্তরণ দিনের মধ্যে
না হোক হাজার বার তাহার কথাই তুলিত না। মনটা
তাহার চামড়ার আড়ালে হাড়ের মধ্যে লুটাপুটি খাইতেছিল বাহিরে তাহা কেহই দেখিতে পাইতেছিল না।
কি নেমকহারাম মালুষ জাতটা, নইলে সেই সাতবছরের
ছেলে—সে কিনা আজ উনিশ বছরের হইয়া—

চুলোয় যাক সে, মরুক সে। জাত হারাইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে ভাহার মরণই ভাল!

তারা অত্ত্ব হইয়া পড়িল; রোক্ষুক উপেক্ষা করিয়া লে শেষটার একেবারে শ্যাশায়িনী হইয়া পড়িল। স্থামা-চরণ ফাশরে পড়িয়া গেল, যত রাগ সব তাহার পড়িল হতভাগা স্থদামের উপর। হতভাগা পাড়ায় পাড়ায় কাহার দরে অন্ধ্য হইল—কাহার ঔষধ আনা দরকার— জাত হারাইয়াও ইহাই শুঁজিয়া বেড়ায়। জাতের বেলায় লোকে তাহাকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিলেও উপকার লাইতে এখনও সেই জাত হারারই আশ্রয় লয়। বোনের ব্যারাম দে খবর কি দে পাইতেছে না? তবু—এমনই নিমকহারাম দে— একবার আদিতে পারিল না, একবার খোঁজে লাইল না দিদির অস্থ্য—দে কেমন আছে, উষধ প্রাদি চাই কিনা।

স্থদানের উপর অত্যস্ত রাগ করিয়াই সে পনের দিনের ছুটি লইয়া আদিয়া বাড়ীতে বদিল। সে কাজে যাইবে আর সেই সময় চুপি চুপি স্থদাম আদিয়া তাহার বোনদীকে দেখিয়া যাইবে—সে কেহ নয় ? পাছে তাহার দহিত দেখা হয় সেই ভয়ে তাহার এত লুকাচুরি ? বোনদীই তাহার আপনার আর যে কেহ তাহাকে ভালবাদিতে পারে তাহা সে জানে না ? উদ্বেলিত অশ্রং শ্রামাচরপের কণ্ঠকে চাপিয়া ধরিল, সে মাথা নাড়িয়া আপন মনে বলিল —"না, তা কক্ষণো হবে না। আসে যদি আমার দামনে আস্কক, লুকিয়ে তার আসতে হবে না।"

কিন্তু সে গোপনেও আদে নাই, প্রকাশ্রেও আদির না। তারার অহাথ দিন দিন বাড়িয়াই চলিল, অবশেষে সে একদিন কাঁদিয়া মুখ ফুটিয়া স্বামীকে বলিল—"ওগে, ভোমার পায়ে পড়ি, একবার তাকে আমার কাছে আদতে দাও। সে ভোমার জন্মেই আসতে পারছে না, আমায় শেষ একবার তাকে দেখতে দাও।"

মাস্থ্যের নির্দিয় কথা—বিধাতার কঠোর পরিহাদ!
তারাও ব্ঝিয়াছে ভাষতরণ স্থামনকে যথার্থ ঘুণার চোগে
দেখিয়াছে। আহ্না তাই হোক, এ কথা দে মানিয়ই
লইল।

ভাষ্টিরণ একটা ছেলেকে অনেক করিয়া বিশিষ্ট স্থলানের কাছে পাঠাইয়া দিয়া নিজে বাড়ীর বাহির হ<sup>ই হা</sup> গেল। ভাই-বোনের মাঝথানে ধূমকেতুরূপে বিরাজ করিবার বাদনা তাহার ছিল না।

সন্ধার পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল তথন স্থান দিদির পার্যে বসিয়া আছে। ভাক্তার আনিয়া দেখানো



আশায়



হুইয়াছে, গুন্ধপত্ত যথায়থভাবে পড়িতেছে। শুধু তাহাকে <sub>কেবার</sub> শেষ দেখা দেখিবার জ্বন্তই তারার চৈত্ত ছিল, <sub>সম্বা</sub>র সময় সে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে।

¢

তারার ইহকালের থেলা ফুরাইয়া গেল। স্থান বিদির বুকের উপর মাথা রাখিয়া নিংশবে থানিক পড়িয়া বহিল। পার্বে আমাচরণ পড়িয়াছিল, নিংশবে সেও চোথের জল ফেলিতেছিল।

ন্ত্ৰাম মুহূর্ত্তে শক্ত হইয়া গেল, উঠিয়া পড়িয়া খ্যাম-চন্ত্ৰাকে একটা ধাকা দিয়া বলিল—"ওঠো দাদা, মড়ার একটা গতি করতে হবে তো?"

ছুইদিন আগে দে বিন্দুর মায়ের সংকার করিয়া আদিয়াছে। কোনও লোক মৃতদেহ লইয়া যাইতে রাজি হয় নাই, সে নিজেই বুজার জীবদৈহ টানিয়া পদাতীরে নইয়া গিয়াছিল। বিন্দু যথন মায়ের চিতার পার্থে আছুড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল—মাগো জ্যোর কোথা রেখে গেলে, আমার যে আর কেউ নেইগো।

তথন তাহার মনে হইতেছিল সেও বিলুর মত অদৃষ্ট লইয়া আসিয়াছে, দিদি না থাকিলে তাহারও সংসারে আর কেহ থাকিবে না। আজ দিদির মরণের সঙ্গে সংল সে জানিতেছিল তাহার সব ফুরাইল।

গোমচরণ উচিল না তথন তাহাকেই লোকের চেটায় বাহির হইতে হইল।

ধ্দার ভাষচরণের স্ত্রী মারা গিয়াছে, দলে দলে বিক আসিয়া জুটিল। স্থদাম মনের শোক মনেই গাপিয়া বাশ কাটিল, দড়ি আনিল, কয়েকজনকে লইয়া গলি প্রস্তুত করিয়া ফেলিল।

মতাকে সে নিজেই বহন করিয়া আনিবে ভাবিয়া অধানর ইইডেছিল, পঞানন মণ্ডল শক্তস্থরে বলিল,—"দেখ বদাম, আর সবই তুমি করতে পারো, দেহ ছুঁতে গাবেন।"

ফ্লাম কাঠ হইয়া গেল, তাহার ম্থখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, সে ধীর হারে জিজাসা করিল,—"কেন ?"

মণ্ডল তিরস্কারের হুরে বলিল—"কেন তা তৃমি জানো? তোমার কি জাত আছে যে তৃমি ছোঁৰে? হাড়ির ভাত থাছে।, হাড়ির ঘরে আছ, হাড়ির মেয়েকে বিয়ে করবে—এতেও তৃমি জাতের কথা বলতে চাও নাকি? লোকের উপকার তৃমি কর তা স্বীকার করছি। আমিও তোমার কাছ হতে অনেক উপকার পেয়েছি—তা বলে তোমার যা করতে নেই তা করতে দিতে পারিনে।"

শ্রামাচরণ স্থামের বিবণ মূখের পানে চাহিয়া অব**র্ণনীয়** যন্ত্রণা পাইতেছিল। হায়রে অভাগা এতটুকু বেলা হইতে যাহার কোলে মাহুষ হইলি, মাহার মেহ ভালবাসা পাইলি, আজ তাহার মৃতদেহ স্পর্শ করিবার অধিকারটুকু তোর নাই।

সে জোর করিয়া কথা বলিতে গেল, গ্রামের মণ্ডলের। ধনক দিয়া তাহাকে থানাইয়া দিল।

স্থাম সকলের পিছনে পিছনে মলিনমুখে খাশানে গেল, দূরে দাঁছাইয়া তাহার মাতৃসমা দিনির দেহ দগ্ধ হইতে দেখিল। দাহান্তে দাহকারীগণ বাড়ী ফিরিয়া গেল। গ্রামাচরণ স্থানের হাত হ্থানা চাপিয়া ধরিয়া কাদিয়া বলিল—"তুই ঘরে চল স্থাম, আমি তোকে প্রায়শ্তিক করিয়ে নেব।"

জ্বাম ক্ষকঠে জিজাসা করিল—"কি:সর আয়**িচত্ত** দাদা ?"

"বিন্দুর বাড়ী ভোর ভাত থাওয়রি।"

স্থাম সোজ। ইইয়া দাঁড়াইল, তাহার চোপের অংগ শুকাইয়া গোল, শুরুক্তে সে বলিল—"কৈবর্ত্তের ঘরে আর আমার ঠাই হবে না দাদা, আমি হাড়ির ভাত পেয়েছি, হাড়ির ঘরেই আমি চল্লুম।"

সে অগ্রসর হইয়া পড়িল।

বিন্দুর বাড়ী পৌছিয়া সে দাওগায় শুইয়া পড়িগ। এতক্ষণ সে যে দৃঢ়তার সহিত চলিতেছিল সে দৃঢ়তা ভাহার কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, এইবাব সে আর্ত্তকণ্ঠে কালিয়া উঠিল—"দিনি"—

বিশু নীরবে তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাধার

হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, তাহার চোথের জল টপ টপ করিয়া স্থলামের মাধার উপরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল!

স্থাম মূথ তুলিল, তাহার চোথে তথন প্রবহমান জলধারা।

" মাজ আমার কেউ নেই দিদি, আজ তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। এতদিন তোমার ঘরে বাদ করেও নিজের স্বাতস্ত্র্য বাঁচিয়ে রেথেছিলুম, তুমিও আমার জাতকে বাঁচাতে তোমার একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলে। আজ আর স্বাতস্ত্রোর দরকার হবে না দিদি, আজ হতে সভ্যিই আমি ভোমার হাতের রাল্লা খাব। আমার যে দিদি আমি হারিয়ে এদেছি তুমি আমার সেই সভ্যিকার দিদি ছও, আমি ভোমার কোলে মাথা রেগে নীচ হাড়িবলেও ঘন ধয় হতে পারি।"

বিন্দু ফুলিতেছিল। হায়রে সমাজ, তোমরা জানো না এই তরুণ কতদ্র নিষ্ঠার সহিত নিজের জাতীয়তা রক্ষা করিতেছিল, ভোমরা তাহাকে এমনই করিয়া দলিয়া পিষ্ট করিয়া দিলে ?

क्षकर्छ (म विनन-"এमा नाना, टामात्र निनि

হয়েই আমি যেন নিজের সার্থকতা লাভ করতে পারি।"

স্থাম উঠিয় বিদিল, চোল মুছিতে মুছিতে বলিল—
"দেশের লোক কিছু বৃন্ধলে না দিদি, বৃন্ধলে না ভূমি
আমার মায়ের মত সেই দিদি, তারা কেমন অসঙ্কোচে
এককথা বলে গেল। বলুক ওরা, আমি ওদের কোন
কথা কালে নেব না। তোলায় এখানে আর কাজ করতে
হবে না, চল, আমরা টিটাগড়ে চলে যাই। সেধানে
আমি কাজের ঠিক করেছি, ছই ভাই বোনে হাড়ি হয়েই
দেখানে দিন কাটাব।"

ছদিন বাদে আর তাহাদের দেখা গেল ন!। গ্রামের লোক হাসিল, হাততালি দিল।

কেবল বড় ব্যথা বাজিল শ্রামাচরণের। সে চোণের জন মূছিতে মূছিতে ভাবিহেছিল মান্ত্য বড় নেমকহারাম। হাজারই দাও—তারা ফিরে এতটুকু দেবে না। মান্ত্য শুধুনিতে জানে। ভগবান, আবার যদি জন্ম দাও—দে যদি বিষ্ঠার কীট হয়ে জন্মাই দে-ও আমার প্রার্থনীয়, মান্ত্য জন্ম বেন আর দিয়ে। না।

# ঘাদের ফুল

শ্ৰীজগংমোহন সেন

খানের বনে হরেক রকম ছোট ফুলের দল
সাজিয়ে রাথে ধরা-রাণীর হরিৎ শ্রামাঞ্চল।
সরল ওদের ধরণ-ধারণ, নাইক আড়ম্বর,
খাসের বুকে ছংগ স্থাথের ছোট কুঁড়েঘর।
ফুলের দলে ওরা মোটেই নয়ক অভিজাত,—
কোন বড় কাজেই তাদের নাইক কোন হাত।
পূজায় ভাদের প্রয়োগ-বিধি শাস্ত্রে নাহি লেথে;
সথের বাগান তাদের ত' হায় ঘণার চোথেই দেথে।
আমরা চলি সামনে হেঁটে ওপর পানে চোধ
বেওলে চলি পায়ের তলে ও সব ছোটলোক;

পিষ্ট কুস্থম পেছনে বন্ধ,—চক্ষে হঙাখাস;
পেছন ফিরে দেখতে মোদের কোথায় অবকাশ ?
মান হয়ে বন্ধ দলিত ফুল মলিন হাসি হেসে
"কি হ'ল ভাই ?" প্রজাপতি গুণায় ছুটে এসে।
কীট এসে ভার ক্লিষ্ট হিন্নার ব্যথার ধূলা-বালি
ধোনাতে চান্ধ সমব্যথার মিন্ধ সলিল ঢালি ।
মাম্য ! মাত্য ! তুমি কি হান্ধ এদেরও হীন হবে?
ফুল কি গুণু ? যা কিছু সব ছোট ভোমার চেন্ধে
এমনি ক্রেই পায়ের ভলে মাড়িমে চল থেকে।



# প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিবের সঙ্গে মহাত্মার পত্র বিনিময়

১৯'২ সালের ১১ই মার্চ্চ যারবেদা জেল ইইতে মহাত্মা গান্ধী সার স্থানুহেল হোরের নিকট নিয়লিখিত পতা প্রেরণ করেন:---

প্রির স্তার স্থান্ত্রেল, আপনার হয়ত আরণ আছে, গোলটেবিল এইকে সংখ্যাল্যিষ্ঠ সম্প্রের দাবী যথন উপস্থিত করা হয়, ২ংকালে আমি আমার বস্তৃতার শেষভাগে বলিয়াছিলাম যে, অমুস্নত মুখ্যের জন্ম যদি স্বত্র নির্বাচন মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে আমি মার জীবন দিয়াও তাহার বিক্সভা করিব। মুহুর্তের আনেশে প্রির কেবা ভাষার অলকার হিসাবে আমি ঐ কথা বলি নাই, সম্পূর্ণ বিশ্বসংকারেই ঐ বিহৃতি প্রদান করা হইয়াছিল।

খানি আশা করিয়াছিলাম যে, ঐ বিবৃতি অমুসারে শ্বতন্ত্র নির্বাচনের বিকান অন্তরংপক্ষে অমুমত সম্প্রদায়ের জন্ম প্রতন্ত্র নির্বাচনের বিশ্লফ মানি গ্নমত জাগ্রত করিয়া ভূলিব ; কিন্তু তাহা ঘট্যা উঠে মাই।

বাগাকে যে সব সংবাদপত্র পাঠ করিতে দেওয়। হয়, ভাহাতে আমি
বিভিছি যে, ব্রিটিল প্রবর্ণমেন্ট যে কোন মুমুর্ব্রে ভাহাদের দিন্ধান্ত
ভাগা করিতে পারেন। প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম, যদি দেখা
তিবা, বি নিন্ধান্তে অমুন্নত সম্প্রদারের মন্ত স্বত্র নির্ব্বাহনের ব্যবহা
করা এইয়াছে, ভাহা ছইলে আমার প্রভিন্তা পালন করিবার জন্ত
বিশ্বতিকপ ব্যবহা অবলখন করিব। কিন্ত আমার মনে হয় আমি যদি
তিবি না জানাইয়া কোন ব্যবহা অবলখন করি, ভাহা ছইলে ভাহাতে
ভিট্ট গাবর্ণমেন্টের প্রভি অবিচার কয়া ছইবে। স্বভাবতঃ আমি
মানার বিস্তিতে ঘডটা শুক্তর দান করি, ভাহার ভাহাতে ভটা শুক্তর
বিব্রতিতে ঘডটা শুক্তর দান করি, ভাহার ভাহাতে ভটা শুক্তর
বিক্তির পারের নাই। অমুন্নত সম্প্রদারের মন্ত সভ্রের প্রক্রক
বিভাগ মামি যে সব আপত্তি উধাপন করিয়াছিলাম, সেভালির পুনক্রকি
বি ভামি অনাবস্তক মনে করি। আমি নিক্তে ভাহাবেই একজন

বলিয়ামনে করি। অভাগকলের হইতে তাহাদের বিষয়টি সম্প্রিপেট ভিন্ন রক্ষের। আমি আইন সভাসমূহে আহাদের প্রতিনিধিছের বিরোধী নহি। অফা সব সম্প্রদায়ের ভেটিদানের যোগাভার মাপকাটি কঠোরতর হইতেও আমি যোগ্যতানির্বিশেষে তাহাদের প্রাপ্তবছক্ষ সকল নরনারীর ভোটদানের অধিকার সমর্থন করিব। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই যে নিছক রাজনীতির দিক হইতে যাংটি হউক না কেন, শুভন্ত নির্বাচন ভাহাদের পক্ষে এবং হিন্দু সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। পত্র নির্ব্বাচন প্রথা তাহাদের পক্ষে কিরপ অনিষ্টকর হইবে, তাহা সমাকরূপে উপল্লি করিতে হইলে তথাক্ষিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দ্রের মধ্যে তাহারা কিরূপভাবে ছড়াইয়া আছে এব: ঐ সৰ অনীর উপর ভাষাদিগকে কভটা নির্ভর করিতে হয়, সে জান পাকা আবিশুক। হিন্দু-সমাজের কথা বলিতে গেলে এই কণা বলিতেই হইবে যে, সতম্ব নির্বাচন প্রণা হিন্দুসমাঞ্জকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে এবং উহাকে किस ভিন্ন করিয়া দিবে। আমান নিকট এইসৰ সম্প্রদায়ের প্রন্তা প্রধানতঃ নৈতিক এবং ধর্ম সম্পর্কিত। রাজনৈতিক দিক্টা প্রয়োগনীয় ছইলেও নীতি এবং ধর্ম-সম্পর্কিত প্রশ্নের সহিত তুলনা করিতে গেলে উহা নগণা হইয়া পড়ে। এই কথাটকু অরণ রাশিলেই আপনি উহাদের মধ্যে আনার মনোভাবের शक्क উপল कि कतिए प्रकम श्रेरवन एए, आभात बालाकान हहेए उहे আমি এইদৰ খেণীর উন্নতির কন্ত আগ্রহপরায়ণ আছি এবং একাধিকবার আমি তাহাদের জক্ত আমার সর্কম্ব পণ করিয়াছি।

আনি একট্ও অহমিকার বলে এ কথা বলিতেছি না। কারণ আমি মনে করি, বহু শতাকী কাল ধরিরা উচ্চবর্গের হিন্দুগণ অসুরত-সম্প্রদারকে দেরপভাবে অধঃপতিত করিয়া রাখিরাছে, কোনরূপ প্রায়-কিন্তের বারাই তংহারা কোনক্রমে তাহার কভিপুরণ করতে পারে না। কিন্তু আমি আনি, বে নির্মান নিশেবনে এইসন সম্প্রধার প্রশীড়িত হুইরাছে, বতন্ত্র নির্মানত হাহার কোনক্রপ প্রায়শ্চিত্ত নহে, প্রভীকারত নহে। স্তরাং আমি স্বিনরে বিটিশ স্বর্গনেউকে লানাইতেছি বে

ভাঁহারা যদি অমুন্নত সম্প্রদায়ের জন্ত স্বতন্ত নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রায়োপবেশনে জীবন বিসর্জ্ঞন করিব।

আমি বিশেষভাবেই বৃকিতেছি যে, আমি একজন বন্দী। বন্দী অবস্থায় আমি এরপ পছা অবলম্বন করিলে তাহাতে ব্রিটেশ গ্রণমৈন্টের অত্যন্ত বিত্রত হইবার কারণ ঘটিবে এবং আমার স্থায় স্থলাভিবিক্ত ব্যক্তির পক্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে এরপ নীতির প্রবর্তন করাকে অনেকে অত্যন্ত অনুচিত মনে করিবেন। তাহারা ঐ নীতিকে হিটিরিয়া বা বায়ু-রোগগনিত চিত্তবিকোভ কিংবা তদপেশাও থারাপ কিছু বলিতে পারেন। তামার বপক্ষে শুধু ইহাই বলিবার আছে যে, পূর্ণসকলিত কোন কার্যাকে আমি কর্মপন্থা বরূপ মনে করি না। উহাকে আমি আমার মীবনেরই অংশহরূপ মনে করি। যে আহ্বান আমার বিবেকের আমি তাহা অমাত্র করিতে পারি না, স্থির মন্তিক্তার অত্য আমার যে কিছু লাতি আছে, যুদি উহাতে তাহা নষ্ট্রহার, তাহাও স্বীকার।

আনি এখন যতদূর দেখিতে পাইতেছি, বন্দী অবস্থা হইতে আমি যদি মুক্তিলাভ করি, তাহাতেও প্রায়োপবেশন অবলম্বন কর্ত্তব্য; আমার পক্ষে প্রই সঙ্কল্প কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না।

যাহা হটক, আমি এই আশা করিতেছি গে, আমি বে দব ভর করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপেই অকারণ। সম্ভবতঃ অত্মত সম্প্রদায়ের জন্ম বতন্ত্র লিব্রাচনের ব্যবস্থা করিবার কোন মতলব ব্রিটিশ গ্রপ্নেটের নাই।

আর একটি বিষয় লইয়া আমি অত্যন্ত চিন্তায় পতিত ইইয়াছি।
দে বিষয়টির কণাও বলিয়া রাখা ভাল; কারণ উহার জক্মও আমাকে
অনুরূপ উপবাস এত গ্রহণ করিতে ইইতে পারে। বেভাবে পীড়ননীতি
চলিতেছে, আমি তাহার কণাই বলিতেছি। দমননীতি তাহাব মাত্রা
হাড়াইয়া যাইতেছে। সরকারী বিভীষিকা দেশের সর্বত্য পরিবাপ্ত
ইয়া যাইতেছে। ইংরেজ এবং ভারতীয় কর্মচারী উভয়কেই পশুতে
পরিবৃত করা ইইতেছে। প্রবৃত্ত করাতে উচ্চনীত ভারতীয় কর্মচারীয়া
সকলেই নীতিএই ইইয়া পিছতেছে। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার
সক্ষ্মতিত করা ইইয়াছে। আইন এবং শাস্তি রক্ষায় নাকি গুঙাগিরি
চলিতেছে। যে সব নারী দেশদেবার জন্ম ঘরের বাহিরে আদিয়াছেন,
ভাহাদের মর্যাদাহানির আশক্ষার কারণ ঘটিয়াছে।

আমার মনে হয়, কংগ্রেস যে স্বাধীনতা চাছে, সেই স্বাধীনতার প্রম্বৃত্তি
পিষ্ট করিবার জন্মই এই সব করা হইতেছে। নিজ্ঞিয়ভাবে সাধারণ
বিধিন্তক্রে জন্ম দওদানেই এই পীড়ননীতি নিবন্ধ নহে। স্বৈরতন্তের নব
নির্মিত বিধানরাজি ভঙ্কের জন্ম উহা লোকদিগকে বাধ্য করিতেছে?
ঐ সব বিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেংশর লোকদের অব্যাননার জন্ম
প্রিক্জিত হইতেছে।

এই সৰ কাৰ্য্যের মধ্যে আমি গণতন্ত্রের ভাব দেখিতে পাইতেছি না।
' সভাই, সম্প্রতি ইংলও পরিদর্শনে গিরা আমার এই মত দৃঢ় হইরাহে বে,

আপানাদের গণ্ডম্ন একটা সীমাবদ্ধ বস্তু। বিশেষ শুক্ক সম্পন্ন বিষয়সমূহ ও কতকগুলি ব্যক্তি অথবা দল পালাদেন্টে সেগুলি না তুলিয়াই
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, এবং পালাদেন্টের যে সব সদস্তের হারা এগুলি
মঞ্জুর করাইয়া লওয়া হয়, তাঁহারা যে কি করিতেছেন, সে সহছে
তাহাদের পাই কোন ধারণাই থাকে না। মিশরের বেলায় এরপ ঘট্যাছিল, ১৯১৪ সালের যুক্কের বেলায়ও এরপ ঘটে। যে শাসনপদ্ধতিক
গণ ৬ জিক বলিয়া অভিহিত করা হয়, সেই শাসন পদ্ধতিতে একটা
প্রাচান কাতির তেত্রিশ কোটার অধিক লোকের অদৃষ্ট নিম্ননের ত্রাধ
কর্ত্ব একজন লোকের হাতে থাকিবে এবং ধ্বংসের অতি ভীষণ শক্তির
আশ্রেরংগের হারা তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ কাবো পরিণ্ড করা ইইবে,
এ চিন্তা করিতেও আমার সমস্ত অন্তর্মন্ধা বিল্লোহী ইইয়া উঠে।

উভয় জাতির মধ্যে অশীতির ভাব দেখা দিয়াছে। ঐ পীড়ননীতি यक है हिलाद. अधी कित जाव कक है विक्रिक है है दिन, है हो ना हरेंग्रा थींग्र ना । আমার নিজের দারিছে আমি এই গতি কিন্ধপে ক্ষ করিতে পারি এইক্লপ চেষ্টা কর। আমার ধর্মবিখাদের অঙ্গীভূত। আমি নিজকে এক এক জন প্রকৃতি দিদ্ধ গণতান্ত্রিক মনে করিয়া থাকি। গণতম্বের সম্বন্ধ আমি যে ধারণা পোষণ করি, তাহাতে নিজের অভিপ্রায় দিন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দৈহিক বলপ্রয়োগ করাকে আমি গণতন্ত্রের নীতির সহিত সম্পূর্ণ সামপ্রস্থাহীন মনে করিয়া পাকি । সাধারণতঃ যে সব ক্ষেত্রে দৈহিকশক্তি প্রহোগ আবশ্যক এবং সক্ষত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, সেই স্ব কেতেই নিক্ষিয় প্রতিরোধের পদ্ধতি ছঃথকষ্ট বরণ করিবার পদ্ধতি। উহার কার্যাক্রমের একটি অংশ এই যে, কংকগুলি ক্লেত্রে নিক্রির প্রতি-রোধকারীকে শেষ পর্যান্ত উপবাস করিয়াও আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়। আমার জম্ম ঐ মুহুর্ত্ত এখনও সমুপস্থিত হয় নাই। এরূপ ব্যবস্থা স্থ-লম্বনের হস্ত আমি ভিতর হইতে এখনও অভ্রাস্ত হাহাব পাই নাই। কিন্তু বাহিরে যে সব ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহাই আমার অন্তরান্থা বিচলিত হইবার পঞ্চে যথেষ্ট। কাজেই অসুত্মত সম্প্রদারের জন্ত আমার উপবাস ব্রত অবলম্বমের সম্ভাবনার কথা আপনার নিকট লিখিতে পিরা আমি যদি আপনাকে একথাটাও না জানাই বে, অনুর ভবিষ্কৃত অনুরূপ উপবাস ব্ৰত অৰণখনের আর একটি সম্ভাবনাও রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনার নিকট আমার কর্ত্তব্য পালন করা হইবে নাবলির আমি মনে করি।

একথা বলা বাছলা যে, আপনার সহিত আমার বে সব চিটান লেখালেখি হইরাছে, আমার দিক হইতে আমি সেঙালি সম্পূর্ব গোণন রাখিরাছি। সন্দার বলভভাই প্যাটেল এবং শ্রীবৃত্ত মহাদেব লোইকে কিছুদিন হইল, আমাদের সহিত যোগদান করিতে প্রেরণ করা হইরাছে। ভাঁহারা অবস্থা এ সম্বাক্ষা সব কথা জানেন। কিন্তু আপনি ব্যব্দ শ্রীকি এই চিটি বাবহার করিতে পারেন।

> ज्योत विश्व ( नाक्त ) 4% दं शर्व

# ভারত সচিবের উত্তর

১৯০২ সালের ১৩**ই এঞ্জিল** সার গ্র**ন্থান্ত্রল** হোর খহালা গালীর নকট নির্মাণ্ডিক চি**টি লি**থেন ঃ—

শলিয় মি: পালী, আগনি ১১ট মার্ক তারিখে যে চিট্ট লিখিয়াছেন, আৰি প্ৰাণার গৰাৰ বিতেছি। আমি আপনাকে বিলেষভাবেই ৰ'ল-তেতি ্ৰ অনুস্তত সম্প্ৰদায়ের জন্ত বতন্ত্ৰ নিৰ্বোচন সম্বাধা আপনার মনো-সাবের গুড়ীরতা থামি সম্পর্ণরপেই উপলব্ধি করি। আমি ওধু এই হল ব্লিডে পারি বে, কোন কেতে কিরূপ ব্যবস্থা আবস্তক, সম্পর্ণ-ছাবে ভাগ বিবেচনা করিয়াই জামনা জামাদের শিক্ষান্ত প্রদান করিতে রির করিয়াছি। আপনি জানেন, লর্ড লোখিয়ানের কমিট এখনও তাহারের স্কর স্মাধা করেন নাই। এই ক্মিটি কি সিদ্ধান্ত করিবেন. লালা অবগত জ্বতৈ আমাদের আরও করেক স্প্রাছ নিশ্চরই কাটির। হাইবে। এ কমিটির রিপোর্ট পাইলে তাহাদের স্থপারিণগুলি আমা-ভিলাক বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হুইবে। এব কমিটার মতের সঙ্গে লাগনার এবং আপনার সমমতাবলখাদের মতের কথাও বিবেচনা না कतिश लागता त्कांन निकाल धारान कतिव ना । जानात शुवरे विचार, আপনি যদি আমাদের মত মবস্থার পতিত হইতেন, তাহ। হইলে আমরা মেরপভাবে কাজ করিব মনে করিয়াছি, আপনিও টিক তাচাই कतिरङ्ग ।

আপনিও ঐ কমিটির রিপোর্টের প্রতীক্ষা করিওেন, উহা পাইবার পর ইচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে বিবেচনা করিতেন এবং সিন্ধান্তে পৌথিবার প্রেস বিভর্কে উভয়পক্ষের অভিবাক্ত মতামভের সম্বন্ধে বিবেচনা করিছেন। এতনভিরিক্ত আমি আর কিছু বলিতে পারিনা। আমি এতনভিরিক্ত বেশী কিছু বলিতে পারি বলিয়া বোধ হর, আপনিও আশা করেন না।

অভিন্যালগুলির স্থকে প্রকাশভাবে এবং বরোরাভাবে আমি ইতিপূর্কে দে দৰ কথা বলিরাহি, আজিও শুক ভাষারই প্রনাবৃত্তি করিছে
পারি। প্রনির্মিত গবর্ণবেটের ভিত্তিহলে বতঃপ্রক্তাবে আঘাত
কা ইইতেছে। এরপ কেত্রে ঐপুলি প্ররোগ করা বে অত্যাবশুক প্রবিহে আনার কোন সব্দেহ নাই। আমি ইহাও সম্পূর্ণরূপেই বৃত্তি ভি প্র, ভারত-গবর্গমেটি ও প্রাকেশিক গবর্গমেউসমূহ উষ্থাবের ব্যাপক প্রবিদ্যারের অপব্যবহার করিতেহেন না এবং শীয়ন এবং আজিশিক্তক কাণ্য বন্ধ করিবার কল উষ্থারা ব্যাস্থাব তেটা করিতে-কে। সম্ববিক উপত্রব হইতে আমানের কর্মসারীকৃত্তকে এবং স্থান কের অভান্ত শ্রেণ্ডিকে রক্ষা করিবার কল বার্টিক আইবিক আমানিকে বান্ধ ইটা জুলা ব্যবহাসমূহ ব্যবহাস্থ ্প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্র

মহারা গালী ১৯৩২ সালের ১৮ই আগেট হারবেলা জেল হইছে এখান মন্ত্রার নিকট নিয়লিখিত পত্র প্রেরণ করেন :--

প্রিয় বন্ধ, অনুসত সমপ্রদায়ের সকলে আমি পত ১১ই মার্চ দায় ভাসুবেল ছোরের নিকট যে চিটি লিখিয়াছিলাম তিনি নিশ্চরই মন্ত্রী-मछादक जाश (मबाहेशाद्वन । तमहे विविद्यक वाहे विविध व्यापनादान বিবেচনা করিতে হইবে এবং এতংশ্ব উঠা পাঠ করিলে টিক অর্থ বরা বাইবে। সংখ্যাল্ঘিট সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রথমেন্ট যে নিয়ায় করিলাছেন, আমি তাহা পাঠ করিলাছি এবং ঐ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ক্ষরিরাছি। আমি সার ভামুরেল হোরের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছি वावः १৯७১ मारमव ১७३ नरवयत मिण्डाकमम आमारम भागाउदिल বৈঠকের সংখ্যালখিত কমিটাতে যে খোষণা করিয়াছিলাম ভদপ্রসারে আমার জীবন দিয়া আমাকে আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করিতে ছইবে। এ কাৰ্য্য করিতে গেলে আমাকে এই ঘোষণা করিতে হয়, যত দিন আমার মৃত্যু না খটিবে লবণ এবং সোড। সহ জল অপবঃ ওয় জল ছাড়া অক্স কোনপ্রকার খাস্ত গ্রহণ করিব না। এই উপবাদ এত অবল্যন ক্রিয়া থাকিবার সময় ত্রিটিশ গ্রণমেণ্ট যদি-স্বেচ্ছার অথবা জনমতের চাপে পডিরা তাঁছাদের দিন্ধাস্তের পরিবর্তন দাধন করেন এবং অফুল্লত সম্প্রদায়ের জন্ম সাম্প্রদায়িক নির্সাচনের নীতি প্রত্যাহার করেন শুধু ভাষা হইলেই উপবাদ ব্রতের বিরতি ঘটিবে। সাধারণ নির্বাচক-মণ্ডলী হইতে অসুন্ত সম্প্রদানকে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে দিতে ছউবে। ইতিমধ্যে ধ্লি বটিশ গ্রপ্নেতের নিজাত্তের পরিবর্ত্তন ন। অটে তাহা হইলে এতাবিত অনশনত্ৰত খাভাবিক মত ২০শে সেপটেৰৱেছ বিপ্রহর হইতে আরম্ভ হইবে। আপনি বাহাতে ধংগ**ট সমদ পান** সেপত্র আমি এখানকার কর্তৃপক্ষকে এই চিঠির মর্ম্ম তারবোগে আপ-मारक जानाहेवात अच्छ विलाउहि। यनि मून दक्ती विनारम अहे जिडि আপনার নিকট পৌছে, তাহা হইলেও আপনার বিবেচনার অভ আমি যথেষ্ট সময় রাখিডেছি। এই চিঠি এবং সার ভাষুরেল হোরের নিকী আমি যে চিটি লিশিরাছি, ব্যাসভব স্তর মামি তাহাও অকাশ করিছে ৰলিতেছি। আনার নিজের দিক হইতে আমি কড়াকড়ি রক্ষে জেলেছ নিয়ম মানিয়া চনিয়াছি। আনার এই চিটি ছুইগানার বিষয় স্থানীয় वज्र अलाहे भारतेन अवर जीवुक महाराव त्माहे, आधात अहे प्रदेशम नाही বাতীত অপর কাহাতেও জানাই নাই। কিন্ত আমার ইচ্ছা খণি আপ্র नारमंत्र शरक रुपत हरा, छोड़ा स्हेटल सन्तराधातरणत निकड़ आवात किह উপস্থিত করিবেন : এলত সম্বর এওলি অকাশ করিবার এত আছি অপুরোধ ক্রিভেছি। আমাকে অবশ্বের দিকাত করিতে হইল বিলিয়া আমি ছাৰিড। বিশ্ব আমি নিজকে একজন ধৰ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বিলয়। বঁটন क्षित वाकि । जावात गर्क जक गर गर । जानि मात कानूरवर्ष क्लाक्स निकड दर क्या निविताहि, बहरमक ग्रेट क्या बांगरकि।

নিজেরা যাহাতে বিব্রত না হন, সেজক্ত যদি বুটাশ গ্রণমেণ্ট আমাকে মৃতিদান করার দিদ্ধান্তও করেন, তাহা হইলেও আমাকে আমার উপ-বাস চালাইতে হইবে। কারণ অস্ত কোন উপায়ে ঐ সিদ্ধান্তের বিরু-জ্বা করিবার আশা আমি দেখি না। সম্মানজনক উপার ব্যতীত অক্স কোন উপায়ে আমি আমার মুক্তির কল্পনা করিতে পারি না। হরত ক্সামার বিবেচনা নিভুল নহে এবং অনুত্রত সম্প্রদারের বঙল নির্বাচন তাহাদের পক্ষে অথবা হিন্দু সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর মনে করিয়া আংমি खम कित्रांछि। यनि एक्टाई रुव्न, छात्रा रुक्टल कीवतनत नार्ननिकछात জন্মান্ত দিক হইতেও সম্ভবতঃ আমি ঠিক চলি নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে . **উপ্ৰা**স ত্ৰত অবলম্বনের হারা আমার জীবন বিস**ঞ্জ**ন একাধারে আমার উক্ত ল্রান্তির জন্ম আমার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তররপ হইবে এবং যে অসংখ্য নরনারী শিশুর স্থায় সরলফদ্য়ে আমার বিজ্ঞাতায় বিখাদ করিয়া আছে, ভাহাদের বুক হইতে একটা ভাব নামিয়া ঘাইবে। পক্ষান্তরে আমি যে বিষয়ে নিঃদশেহ আমার বিচার যদি তক্রপ ঠিকই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সন্ধল্লিত কার্য্যক্রমে আমার জীবনের কর্মপ্রণালীই যথ'যোগ্যভাবে পরিপূর্ণ হইবে।

ভবদীর বিশ্বস্ত (স্বাক্ষর) এম, কে, গান্ধী

## মিঃ ম্যাকডোনান্ডের উত্তর

১০ নং ডাউনিং খ্রীট, ৮ই দেপ্টেম্বর, ১৯৩২।

প্রিয় মি: গান্ধী ;—আপনার পত্র পাইয়া আমি অভিশয় আশ্চর্যা-বিত এবং আভিরিক ছঃখিত হইলাম। আমি মনে না করিয়া পারি-ভেছি না যে, অসুন্নত সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট সমস্তা সম্পর্কে বুটাশ প্রশ্মেণ্টের সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইরাই ঐ পতা লিখিয়া-ছেন। আমি সর্ববদাই এই ধারণা পোষণ কৈরিরাছি যে, হিল্পুসমাজ ছইতে অনুনত সম্প্রদায়কে চিরদিনের জন্ম পৃথক্ করিয়। ফেলার আপনি যোরতর বিরোধী। সংশ্যাল ঘট সম্প্রদায় কমিটার সভার আপনার আচরণ হইতে উহা স্পষ্টই প্রতীরমান হইয়াছে। এতঘাতীত গত ১১ই भार्क छात्रित्व मात्र छामूरत्रल ट्रास्त्रत निक्रे जाशनि स्य छिठै लिथितारहन, ভাছাতেও উহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা জানি, অধিকাংশ হিল্ট আপনার মতের পোবক ; এইজফাই অমুন্নত সম্প্রদারের প্রতি-মিৰিছ সমস্তা সম্পর্কে বিবেচনার সমর আমরা ঐ বিষয়টার প্রতি বিশেব-ভাবে লক্ষ্য রাখিরাছিলাম। অমুদ্ধত সম্প্রদারের নিকট ইইতে আমরা অসংখ্য আবেদন পাঁওয়ায় এবং যেরপ সামাজিক অক্ষমতার মধ্যে উহা-দিগকে কাজ করিতে হয় ( উহা আপনিও খীকার করিয়াভেন ) ভাহাতে আইন সভার উহারা বাহাতে যুক্তিবুক প্রতিনিধিছ পার একড কিছু সংগ্ৰহণ বুলক বাবছা অবলখন, আমরা আমাবের কর্মবা বলিরা মনে

করিয়হিলাম। তবে বাহাতে উহারা হিন্দুস্থান হইতে বিভিন্ন ইইরা না পড়ে, তৎপ্রতিও আমরা বধেই পরিমাণ অবহিত ছিলাম। সাপনিও আপনার ১১ই মার্চের পত্রে জানাইরাছেন বে, আপনিও আইবন্দার উহাদের প্রতিমিধিছের বিরোধী নহেন। বৃটীশ সরকারের পরিকর্মা এই বে, অসুন্নত সন্প্রদান্ন হিন্দু সম্প্রদান্তেরই অঙ্গ বিশেন হট্ডা পাকিরে এবং হিন্দু নির্বাচক মণ্ডলীতে সম অধিকারের ভিন্তিতেই ভোট হানের অধিকার ভোগ করিবে। তবে বর্তমানে মাত্র ১০টী বংগরের ৯ছ হিন্দু সম্প্রদান্তের অঙ্গীভূত থাকিয়াও করেকটি বিশেষ বিশেন হলে ইয়াদের নিজেদের অধিকার ও আর্থ সংরক্ষিত রাপেবার বাবস্থা পারিবে। আমাদের মনে হল, বর্তমান অবস্থার উহা আবস্থাক। যে সকল স্থার উহাদের জন্ম বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলীর স্থান্তিক করার বাবস্থা করা ইয়াদের জন্ম বিশেষ নির্বাচন মণ্ডলীর স্থান্তিক করার বাবস্থা করা ইয়াদের আধিকার থাকিবে। ঐ সকল স্থানে উহাদের সুইটী করিয়া হোট থাকিবে, এই ব্যবস্থার উহারা অনান্নাসে হিন্দু সম্প্রদান্তের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবে।

অ:মরা অফুরত সম্প্রদারের জন্ত পৃথক-আপনার ভাবার 'সাম্র-দায়িক' নির্বাচনমগুলী গঠনের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহাতে:উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকে অধুন্নতদের এবং অধুন্নতদের—উচ্চবর্ণের হিন্দের ভোটের প্রত্যাশী পাকিতে হয়, এইজন্ম অফুল্লত সম্প্রদায়কে সাধারণ বাহিন্দু নির্কাচকমওলীর অস্তত্ত্ই রাথিয়া ছ। এইচাবে সকল দিক দিয়াই হিন্দু সমাজেণ ঐক্য বন্ধন অধ্য হত ভাগিবাং ৰাবা হইয়াছে। আমরা এটুরু েশ ইপলব্ধি কারতে পারিয়াছি যে, দারিক শীল শাসনতন্ত্র প্রবৃত্তি হওয়ার প্রারম্ভে যুখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্প্রার হাতে আইন সভার ক্ষমতার ভারকেন্দ্র নির্ভর করিবে; ভবন 🕏 প্রদেশের আইন সভার অধুনত সম্প্রদারের অস্ততঃ কয়েকজন প্রতিনিধি যাছাতে নিজেদের স্বার্থ বজার রাথিবার জন্ম ও নিজেদের অভ্যব কভি रगांश विलयांत अन्त शार्यन कतिएक भारतन किया निस्तारमः यार्थतमा ব্যবস্থায় যাহাতে ভাহারা নিজেরা অবহিত হইতে পারেন, প্রভ্যেক ংিনে চক ব্যক্তিই তাহার পক্ষণাতা। আপনিও সার ভাামুরেল ংলারে নিকট বে পত্ৰ লিখিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে উচ্চ<sup>ংপ্</sup>ৰ <sup>হিন্</sup> পণ যুগ যুগ ধহিলা অসুয়তে সম্হলায়কে অবন্ঠির প্ৰে ঠেলিয় त्राथिबाटकः।

আমগ্র মনে করি না যে, বৃক্ত নিক্ষাচনের ভিজ্ঞিতে বে কোন বৃধি
যুক্ত ভোটাধিকার নীতিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার জনুরত সন্ধ্র
থারের পক্ষে তাহাদের থার্থের প্রতি অবহিত ও থারিক্ষীল প্রতিনিধি
প্রেরণ সম্ভবপর হইবে ৷ কেননা, ঐ সকল প্রতিনিধিরা প্রায় সকর
স্থলেই অধিকসংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দুর ভোটের বলেই নিক্ষাধি
ইইনেন ৷

সাধারণ হিন্দু নির্বাচকষণ্ডসীতে খাতাবিক নির্বাচকার নার বিবাচকার নার বিবাচকার বাবে বিবা

होहाक ा विल्लंद অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা হইরাছে, তাহা হইতে পুগ ে সন্প্ৰদায়িক নিৰ্ববাচন হারা অবলম্বিত সংখ্যালঘিট সম্প্ৰদায় (বুখা মুস্রন্ন্ন) প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রলা বংইতে পারে ে, কোন মুদলমান দাধারণ নির্বাচকমগুলীতে ভোট নিতে ।কথা সাধারণ নির্বাচকমগুলী হইতে নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবে না। পরস্ত নির্বাচনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অসুত্রত সম্প্রদায়ের যে কোন লোক সাধানে নিৰ্ব্ব চকমগুলী হইতে নিৰ্ব্বাচনপ্ৰাৰ্থী হইতে গ্রিটা। একে শিক ব্যবস্থাপক সভাগমূহে মুসলম। নদের সংখ্যা একপ-ভাবে নিষ্ঠি ক্ষিয়া দেওছা ইইয়াছে যে, পাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা-সমূহে টাহানে পক্ষে সংখ্য বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে না এবং অবিকাংশ প্রনেশে মুসলমানগণ জনসংখ্যার অনুপাতে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেল্র অবিকার পাটবে। অসুমত সম্প্রদারের জন্ম নির্দিষ্ট বিশেষ নিশাচকমণ্ডলী হইতে প্রেরিত বিশেষ প্রতিনিধি সংখ্যা সমগ্র সমুদ্রত সম্পূদার হইতে প্রেরিত প্রতিনিধির সংখ্যার অমুপাতে কম হইবে বা ভাষাতে বাবস্থাপক সভার কেবলমাত্র অমুন্নত সম্প্রদায় কতুক নির্বাচিত প্র ভনিধি সংখ্যা নাুনতম হইমে পারে, তক্ষ্মত এই ব্যবস্থা করা হইমাছে। ব্যবস্থাপক সভাসমূহে অভন্নত সম্প্রদায় হইতে নির্বাচিত বিশেষ প্রতি-নিধর সংখা ভাহাদের লোক দংখ্যার অমুপাতে অত্যন্ত কম হইয়াছে। মনি লগেন ব মনোভাব এই বুঝিতে পালিয়াছি যে, অপবাপর হিন্দুদের মহিত অনুন্ত সম্প্ৰশায়র যুক্তিকিল চেন অধিকার লাভের জক্ত (যেহেতু এইকার বাংখ্য ই তপুরেরই অবলম্বিত হইখাছে ) কিয়া হিন্দুদের মধ্যে ঐকা বছার র'খিবার নিমিত্ত (এরূপ ব্যবস্থাও অবলম্বিত চইয়াছে) আপুনি অন্ত্রত গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণের চরম প্রাত্মবলখনের প্রপার করেন নাই, পারস্ক অমুন্নত সম্প্রদারের লোকেরা ( যাহারা বর্ত্ত-মানে ১৫তে ব অপৰিধা ভোগ করিতেতে ) যাহাতে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে তাহ্যদের নিজেনের তরক হইতে কথা বলিবার জন্ম নিশেরা নির্দিষ্ট সংগ্ৰু প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনের ক্ষমতা (এতৰারা ভাষাদের ভবিষ্যতে গ্রুত উপকার হ বে ) পাইতে পারে, তাহাতে বাধা দিশা জন্মই মার্গনি উক্তরূপ প্রকাষ করি।ছেন। এগসব নিরপেক এবং সতর্ক শ্রস্ত ব্যুহ্ণ দিক হইতে বিবেচন। ক্রিসে পর আপনার উক্তরণ বিভাগে ইপস্থিত হইগার কারণ বুঝিতে পারি না এবং আমার মনে হর যে, প্রত বিষয়সমূহের অক্টার্থ গ্রহণ করিয়া আপনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীঃ হইয়াছেন। ভারতীয়েবা নিজের। একটা আপোৰ রকা করিতে অনুমৰ্থ হট্যা গ্ৰপ্নেটকে অনুমোধ করার প্ৰপ্নেট এক প্রকার শীয় ইছ'ে বিজ্ঞান সংখ্যালখিষ্ঠ সম্প্রদার সম্পর্কিত সমস্তার সমাধান করিবার टात्र १९५१ करतन । अवर्गरमध्य अक्षरण तात्र निवारकम । अवर्गरमध्य अमस ৰৰ্ভ বাতীত প্ৰথমেটের নিকট হইতে এলপ সিন্ধান্তের কোন প্রকার गहिर न चाना कहा बहिएक शास्त्र ना । खंखनार जानान बरन इन, केता शामनाटक सामाहिएक दहेरच दा, नवर्गामध्येत निकास वजात गावि: व अरः मर्कातके विकासक मध्यकि आकास समझान तो किका

সম্বন্ধে যে বিবেচনা ক্রিয়াছেন, কেবলমাত্র ভাষা বিভিন্ন সন্থলানের মধ্যে একটা আপোন রফার পরিবর্ডিত হউতে পারে।

আপনি এই পাত্র ও গত ১১ই মার্চি তারিখে সার স্থামুলেল হোরের নিকট লিবিত পত্র প্রকাশ করিবার অন্যরোধ জানাইরাছেন। আপনি বর্তমানে আবদ্ধ আছেন বলিয়াই যে আপনার অনশনত্রত এইন করিবার ইছে। প্রকাশের কারণ জনসারণের নিকট বিবৃত্ত করার হযোগ হইছে আপনাকে বঞ্চিত করা। হইবে, ইহা আমার নিকট জ্ঞায়সঙ্গত বিদিয়া মনে হয় না। আপনি যদি পুর্ববিবেচনার পঃ উহার পুনরাবৃত্তি করেন, ভাগা হইলে আমি বিধানোর না করিব। আপনার অন্যরোধ রক্ষা করিব। যাশা ইউক, আমি পুনরার আপনার কারণিমিট সিদ্ধান্তের গ্রুত্ত বিশ্বণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া আপনার সঙ্গতিত করা অনুত্রাধ আপনার প্রক্রে বিবিদ্ধানার প্রক্রে বৃত্তিসঙ্গত কিনা তাহা মীমাংসা করিবার অনুত্রাধ জানাইতেছি।

বশ্বদ ( স্থাকর ) জে, র্যুমেশে ম্যাকড্যো**নাল্ড** ।

#### মহাআজীর উত্তর

১৯৩২ সালের ৯ই নেপ্টেম্বর তারিপে মহাছা গান্ধী যারবেলা জেল ছইতে মি: গ্রামসে গ্রহুডানাজ্ডের নিকট নিয়লিপিত মার্মির পত্রশানি প্রেরণ ০বেন:—

প্রির বন্ধু অত আগনার শস্ট উজিপুর্ণ বিক্ত টেলিগ্রাম পাইশাম। এই জন্ম আগনাকে ধতাবাদ জ্ঞাপন করিবেছি। যাহা ইউক, আপনি আমার সক্ষত্তিত পদার যে ব্যাগ্যা প্রদান করিবাছেন, তাহা মামার আনে মনে আনে নাই। এজন্ত আমি ছংগিত। আমি বে অবনত সম্প্রণারের বার্থিরক্ষার ব্যাগাত ক্রুআইবার হন্ত অনশনে মৃত্যুবরণ করিবার ইছে। প্রকাশ করিবাছি বলিয়। আগনি আমার প্রতি দোবারোপ করিবাছেন, আমি সেই দ্প্রণায়ের পক্ষ হইতে কথা বলিবার দাবা উপস্থিত করিবাছি। আমি আশা করিয়াছিলান যে, চরমপন্থা অবনত্তন মারা একপ কোন প্রকাশ আর্থিন বালাগ্য নিবারণ করা সভবপর হইবে। আমি মৃত্তা সহকারে ইহাও বলিতে চাই গে, এই বিবর আমার নিক্ট বর্ণের কল্পবিশেব। গুদ্ধমার অব্যাত সম্প্রণায়ের ভবল গোটাবিকার তাহাবিদ্যকে কিলা সমগ্র হিন্দুস্মালকে ধ্বংদের মুণ হইতে বন্ধা করিছে পারিবে না।

অনুমত সম্প্রাক্তির অস্থ্য পৃথক নির্কাচনমন্ত্রী প্রতিষ্ঠার আমি বেখিতে পাইতেছি বে, হিন্দুসমালের ধংকেকারী এক কালামিনিধাই প্রজ্ঞানিক করা হইবাছে। উহা অসুমত সম্প্রাক্তির পাক্তে কোনক্রমেই করাগিপাত্ত হৈবে না। আমালের প্রতি আপনালের বতই সহাস্তৃতি থানুক না কেন, একথা বলিলে অসভাই হইবেন না বে, এই বর্ণের একটি কর্বসূর্ণ ক্রিয় ও ধর্মগরিট বিবরে আপনারা ব্যাব্য নিছাত করিছে অক্তর্ম ব্যাক্তির সম্প্রাক্ত সম্প্রাক্ত বিবর আপনারা ব্যাব্য বিবরণ প্রতিনিধিক পাত্ত

অন্তৰ্ভ থাকিবাৰ ইচছুক থাকিলেও উহাদিগকে হিলুদমাল হইতে ্ আইন ঘারা বিচ্ছিন্ন ক্রিন। কেলার আমি বিরোধী। আপনারা কি বুরিতে পারিতেদেন না যে, যদি আপনাদের সিদ্ধান্ত বহাল পাকে এবং ঐ ি ধরণের শাসনতন্ত্র ইত্যাদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে যে সকল হিন্দু ্ সংস্কারক তাঁহানের অনুমত আতৃবৃন্দের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ভীবন উৎসর্গ ক্রিয়াছেন, ওঁ৷হাদের ক্যাগালক্তির অর্থগতিকে বহুল পরিমাণে বাাহত कंत्रिश मिर्दिन ?

এই সমস্ত কারণেই আমি আমার পূর্বসিদ্ধান্তে দৃষ্ণ থাকিতে বাধ্য ত ইলাম।

আমি আপনানের নিদ্ধান্ত মধ্যে অসুন্নত সমুপ্রদারের সম্পর্কিত ব্যবস্থা <sup>।</sup> **লট্র।** আলোচনাকরিলাম বলিয়া মনে করিবেন না যে, আপনাদের অপেরাণর সিহ্নাস্ত অংমি মানির। লইয়াছি বা অফুমোদন ▼রিয়াছি। জামার মনে হয়, অপেরাপর আহারও বহু অংশ ঘোরতর আপিত্তিজনক। ্তিৰে অনুস্ত্ৰত সম্প্ৰদায় সম্পৰ্কিত বিষয়ে এই আপত্তি জ্ঞাপন করিতে আমি বেদ নিজ বিশেক কর্ত্ত বিশেষভাবে অমুক্তন হইণাছি। ইতি---

> আপনার বিশ্বস্ত বন্ধ ( शक्त ) এম, কে, গ!की।

# মহাত্মা ও রবীক্রনাথ

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন আরম্ভ উপলক্ষে বোলপুর শান্তিমিকে-্ ভনে যে সভা হয়, তাহাতে রধীক্রনাথ নিম্নলিখিত বস্তৃতা দেন :— ্প্রোর পুর্ণগ্রাদের লগ্নে অক্ষকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আন্তর্য ∵ করে, তেমনি আজি মৃত্যুর ছায়া সমত দেশকে আবৃত করচে। এমন াসকলে প্রাণী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহানে ঘটেনি, পরম শোকে এই 🤄 আমাদের মহৎ সাক্ষনা। দেশের আশামর সাধারণকে আজকের ः विस्तित विकता व्यर्ग करत्रात । यिनि অपीर्यकाल ছংখের তপ্রভার মধ্য ্ ক্লিয়ে সমস্ত দেশকে যথাৰ্থভাবে গভীরভাবে আপন করে নিয়েচেন, দেই ঃ সহাত্মা অধন আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যু এত গ্রহণ করলেন।

ও া ে দেশকে অন্তর্শন্ত নৈজনামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত ৰ্ড ছোক না তালের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান স্তা দেখানে াউপিনের প্রবেশ পথ অবক্ষা। দেশের অন্তরে ইচারি পরিমাণ ভূমি জয় ত ক্ষরতে এখন শক্তি নেই তাদের। অত্তের জোরে ভারতবর্ধকে অধিকার 🤉 করেতে কণ্ড বিদেশী কণ্ড বাব। মাটাতে রোগন করেছে তালের প্রভাকা মাসুবের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ধে মাসুহোঞ্জি স্থাব সেংক - আবার বে পতাকা মাটাতে পড়ে ধুলো হরে গেছে। 🕾

্বি । অন্তৰ্শন্তের কটো-বেড়া বিরে বারা বিদেশে আপন ব্যবক স্থারী কর- বর্ণের অপৌরব বটিরেচি। ः वात प्रशामा भरव मानान करत, अकतिन कारनत मासारक रकः सहर्र ं काम रक्षांचा तरम लेकिन, क्यानी, देवेकार्कत कर्मकृति श्रीमूक् रतः काम तीकिक व्यवस्थितः स्रोद्धाना और

ি ভাষাতেও আমি আপণ্ডি করিব না কিন্তু উহারা হিন্দু সম্প্রধারের ি ভাষাদের কীর্ত্তির আনর্কনা চ আরু বীরা সজ্যের বলে বিচনী উচ্চে ্জাধিশত্য উাঁদের মায়ুকে অভিক্রম করে' দেশের সর্বাহানে বিয়াহ क्रा ।

> ্দেশের সমগ্র চিত্তে বাঁর এই অধিকার তিনি সমত দেশের হরে আর चाद्रा এकि कहराजांत्र अवुक श्रत्राहम हत्रम चार्त्वाश्मर्रात्र भाषा विन ত্বরহ বাধা তিনি দুর করতে চান, যার করে তিনি এত বড়ো মুলা দিতে कुछि इ हरताने ना, रत कथा है आज आभारत एक इस्त विष्ठा कवराव कि।

আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ নানসিক ভাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণ। দিয়ে স্থলভদমানে বিদায় করি। চিহ্নে ্বড়ে। করে তুলে সভ্যকে থর্ব করে থাকি। আজে দেশনেভারা দ্বির করে (इन ८व, १म८मत्र दलारकत्रा उपवान कत्रत्व। आमि वलि এटि प्राप्त নেই, কিন্তু ভর হর মহাক্সাজী যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিমরে সভাকে লাভ করবার চেষ্টা করচেন, তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘুএন বাহ্যিক হরে সক্তা বাড়িয়ে তোলে। হানরের আবেগকে কোনো একটা অস্থারী দিনের সামাস্ত ছংখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখার চিহ্নিত করে বর্ধন মিটিয়ে দেবার মতো ছর্মটনা যেন না ঘটে।

আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করৰ কেননা মহাআ্মানী উপবাস করতে বলেচেন, এই ছুটোকে কোনো অংশেই বেন একত্রে তুলনা করবাঃ মৃঢ়ত। কারো মনে না আংসে। এ ছুটো একেবারেই এক জিনির নর। তার উপবাস, সে তো অফুষ্ঠান নয়, সে একটা বাণী, চরম ভাবার বাণী। মৃত্যু তার সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশের কাছে বোৰণ করবে, চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি এছণ করা আমাদের কর্দ্তব্য হয় তবে তা ধধোচিতভাবে করতে হবে। তপ্রভার স**তা**কে তপ্সার দারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আবে তিনি কি বলচেন সেটা চিস্তা করে দেখো। পৃথিবীমর ম'নব ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি একদল মানুষ আর এক দলকে নীচে কেলে তার উপর দাঁড়িরে নিজের উন্নতি প্রচার করে। অ'পন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্ত দলের দাসত্ত্বে উপরে। সাসুষ नीप कोन थरत अहे काम करत अरमरह किन्न छत् तम्ब अहा समामूबिक। ভাই দাস নির্ভগতার ভিত্তির উপরে মামুদের ঐশব্য স্থারী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাশকের ছুৰ্গতি হয় তান্য প্রজুদেরও এতে বিনাণ ঘটার। বাবের আসরা অপমানিত করে পারের ভলার কেলি ভারাই আমাদের সমুধ পথে পদক্ষেপের বাধা। তারা **ভক্তা**রে আবাদে<sup>র</sup> নীচের বিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীল ক্রি তারা ক্র<sup>ন্ত</sup> আমাদের হের করে। মানুষধেগো সভ্যতা রোগে জীর্ন হবে, ব্রাবে। হাদের আমরা হঞ্চিত করেচি, তাদের অবৌহনে আনরা সময় জান

चान कांश्य क्ष अस्य रनान कांश्यास स्त्रीत संक्ष्य का नेकार

ত্তিক অপমানিত করতে, তাকে গুকভারে ছুনাছ করতে। তেমনি তা ও অসম্বানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেতি সমাজের বৃহৎ একবন া তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারচিনে।
বন্দী তথু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নর। মানুবের অধিকার সংক্ষেপ
করার তো বন্ধন। সম্বানের ধর্ববিতার মতো কারাগার তো নেই।
ভাতবর্ধে দেই সামাজিক কারাপারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেতি।
এই বনীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে ? যারা মুক্তি দেয় তারাই

তিদিন এইভাবে চলছিল—ভালো করে বুঝিনি আমনা কোণায় তিনিও ছিলাম। সহসা ভারতবর্ধ আল মৃত্তির সাধনার ছেগে উঠল। প্রণ করলান চিরদিন বিদেশী শাসনে মসুষ্ট্রক পঙ্গু করে রাথার এ বাবহা আর বাকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময়ে দেখিয়ে দিলেন কোণায় আমাদের গরাভাবের অলকার গহরগুলো। আলে ভারতে যারা মৃতি সাধনার তাগস তাদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ একে মানের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেচি। বারা ছোট হয়েছিল তাগাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারচে।

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির শক্তির খাভাবিক উচ্চনীচ্ডা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারেনি। সেইটেকে উপকল্পা করে সেই পশ্চার ব্রীনেরকে অপুমানের ছুল জ্ব্য বেড়া তুলে দিয়ে ছারীভাবে যথনি পিছিয়ে রাখা যায় তথনি পাপ জমা হয়ে ওঠে। তথনি অপুমান বিষ দেশের এক অল্প থেকে সর্ব্ধ অল্পে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুসের সম্মান থেকে যাদের নির্ব্ধানিত করে দিলুম ভাদের আমরা হারালুম। আমাদের ছুর্ব্ধলভা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রদ্ধ। এই রদ্ধা দিয়েই ভারতবর্ধের প্রাভ্র তাকে বারে বারে নত করে দিয়েট। তার ভিতের গাঁথুনি আল্গা, আঘাত পাবামাত্র ভেতের হেঙে পায়ত। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেন্তা করে সমানরীতির দোহাই দিয়ে ছারী করে তুলেচি। আমাদের রাষ্ট্রীক মুক্তি সাধনা কেবলি বার্থ হচেচ এই ভেদবন্ধির অভিশাপে।

াহানেই একদলের অসন্ধানের উপর আব একদলের সন্ধানক প্রতিষ্ঠ করা হয় সেইখানেই তার সামঞ্জ নই হয়ে বিপদ ঘটে। এর প্রেক্ট বোঝা যায় সামাই মানুষের মুলগত ধর্মা। যুরোপে এক রাষ্ট্র-রিতির মধ্যে অস্ত্র ভেদ দি বা না থাকে জেলীভেদ আছে। জেলীভেদে স্থান ও সম্পদের পরিবেশন সমান হয় না। সেধানে তাই ধনিকের মন্ত্র কর্মিকের অবস্থা যুত্ই অসমান হয়ে উঠছে, তত্তই সমাল উদমল করচে। এই অসাম্যের ভারে সেধানকার সমাল বাবস্থা প্রতাহই বিভিত্ত হছে। যদি সহজে সামা স্থাপন হয় তবৈই রক্ষা, নইলে নিছতি দেশ। মানুষ হেখানেই মানুষ্বকে শীড়িত করবে সেধানেই তার সম্যামতাহ আহত হবেই, সেই আয়োভ মুকুরে দিকেই নিয়ে যায়।

াজের মংগ্রহার এই অসাম্য এই অসমানের দিকে মহারাজী আনার নিন পেকে আমানের জক্ষা নির্দেশ করেচেন। তর্ত তেমন একাপ চেষ্টার এই বিকে আমানের সংস্কার কার্য প্রাণ্ডিত হয়নি। চরও ও পদরের দিকে আমরা মন দিরেচি, আধিক তুর্গতির দিকে দৃষ্টি গঙে, বিস্তু সামাজিক পাপের দিকে নর। নৈইজভই আজ এই ছংপের দিন বর। আর্থিক ছঃপ অংশক্ষা এসেচে মাইরে পেকে, তাকে

giệt người là trai thiết người nhiền nhiều n

ঠেকানো একান্ত কটিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শক্রের আশ্রের, তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত। সেই প্রশ্রেরণার পাদের বিরুদ্ধে আরু মহান্বা চরম যুদ্ধ পোষণা করে দিলেন। আমাদের মুর্জার্গ্র কমে এই রণক্ষেক্রে ডার দেহের অবদান ঘটতেও পারে কিন্তু সেই লড়াইরের ভার তিনি আমাদের প্রেত্তককে দান করে যাবেন। যদি তার হাত পেকে আল আমরা সর্কান্তকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের নিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহানের পরেও যাগ্র একদিন উপরাস করে তার পর্যালন হতে উন্নানন থাকবে, ভারা একদিন উপরাস করে তার প্রদিন হতে উন্নানন থাকবে, ভারা ছবুও প্রেক যাবে হুংগে, ছভিক থেকে ছভিক্ষে। সামাল্ল কুচ্ছ সাধ্যেক্র ঘারা সত্য সাধনার অব্যাননা খেন না করি।

মহারাজীর এই বত আমাদের শাসনকর্তাদে। সঙ্গকে की পরিষাদে ও কী ভাবে আঘাত করবে জানিনে, আজ দেই পোলিটিকাল ভর্ক আৰ্-ভারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বলক। দেখতে পাচিচ মহাস্থাজীর এই চরম উপায় অবলম্বনের কর্ম ক্ষিকাংশ ইংরেজ ব্যুতে পার্চেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে মহাস্থা-কীর ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংখাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাআগার এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অন্তত বলে মনে হচেচ। একটা কথা তাঁদের স্মাণ করিয়ে দিতে পারি--আয়লাও বর্থন ব্রিটেশ ঐকাবদ্ধন পেকে সভমু হবাব চেষ্টা করেছিল তথন কী বীভৎস বাাপার ঘটেছিল। কত রজপাত, কত অমাহুধিক নিট্রতা। প্রি-টিকদে এই হিংস্ৰ পদ্ধতিই পশ্চিম মহাদেশ অভাত। দেই কারণে আয়ৰ্গাতে রাষ্ট্রীক প্রয়াদের এই রক্তান্ত মূর্ত্তি তো কারো কাছে, অকং: অধিকাংশ লোকের কাছে, আরুনাই হোক, অন্তত বলে মনে হয় नि। কিন্তু অক্তুত মনে হচ্ছে মংগ্রিকীর অধি অ আম্মতাগ প্রমানের শাস্ত-মুর্ত্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহায়ালীর সমতা নেই এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হলেচে ভার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সম্বটের ইভ वहेर् प्र पिराह्म । ब्रोजिश्वकारपत मन विकल इरक्रा करलाई अमन कर्मा তারা কল্পনা করতে পেরেছেন। এ-কথা বুঝতে পারেন নি বার্ত্তীক অসুখাতে হিন্দু সমাজকে বিপত্তি হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেরে कम विभएनत नम्र। अकना वास्त्रित (शतक कारमा कृ शैम्भ भारत विन ইংলতে এটেষ্টাণ্ট ও বোমানক্যাথলিকদের এই গাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে দেখানে একটা নংহত্যার বাপার ঘটা অসমত হিল না। এখানে হিন্দু-সমালের পরম সকটের সমর সেই বছপ্রাণ্যাতক বুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেচে মাতা। এটেষ্টাউ ও রোমানক্যাথলিকদের মুধা বছ-দীঘকাৰ যে অধিকার ভেন চলে এসেছিল সমাজই আজি সন্ধ: ভার সর্বা-ধান করেছে, বেজক তুর্কির বাদশাকে ভাকে নি। আমাদের ছেশের দামাজিক সমস্তা দমাধানের ভার আনাদের পরেই ধাকার এরোজন किन ।

রাইব্যাপারে মহারাজী দে অহিংল্রনীতি এতকাল প্রচাব করেচেন, আল তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিরে সমর্থন করতে উল্লুত এ ক্রা বোকা অত্যন্ত কঠিন বলে আধি মনে ক্রিনে।

माखिनिटक्डम, हुआ जाचिन, ३०६% है



# ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিদ এসোসিয়াসনের সভাপতির শুভ ইচ্ছা



**बीवृक्ट निमीत्रधन मतकात्र** 

বর্ত্তমান যুগে ভারতে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিনে, জীবন-বীমার প্রদার এবং উন্নতির চেষ্টা সর্ববেতাভাবে হল্জা উচিত্ত। যাহাতে দেশবাসী ইহার উপকারিতা এবং সার্থকতা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার বিধান দকলকেই করিতে হইবে। সংবাদ এবং দাম্মিক পত্রগুলি লোক-শিক্ষার বিশিষ্ট উপাদান। যে সকল পত্র ভারতীয় বীমা-সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁছাদের উদাম এবং কার্যা অভিশয় প্রশংসনীয়। স্বদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারকরে জাতীয় অর্থ-নৈতিক সমস্থার সমাধান করিতে স্থাতীয় বীমা-মণ্ডলী অগ্ৰণী এবং নির্ভরবোগ্য সহায়। ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং জাতীয় উন্নতিই জাতীয় বীমা-কোম্পানীর একমাত্র উদ্দেশ্র। সংবাদ পত্রাদি এই সম্পর্কে দেশ ৰাসীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। 'পু<del>ল</del>পাত্র' এই বিষয়ে বিশেষরূপে যত্নবান হইয়াছেন দেখিয়া আমি অভাৰ আনন্দ অমুভব করিয়াছি। আমি পুলপাতের সর্বধা মক্ল কামনা করি। দেশবাসীও এই চেরার মিনিডভাবে नियां बिक रुकेन, रेरारे जामात्र विनी क निरमन।

वैनिवीम्बर्ध अवना



WI.



শ্রীসংত্যন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও পূষ্পপাত্র বীমা সম্পাদক শ্রীমনিলচন্ত্র রায় (দণ্ডাহমান)

# জীবন-বীমায় ডাক্তারী পরীক্ষা

#### গ্রীসভোক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় বীমাজগতের পূজনীয় প্পালালাল বন্দ্যোশাধার মহোদরের প্রথম পূত্র সভ্যেন্দ্রনাথ ১৮৯০ খুইান্দে জয়গ্রহণ করেন— প্রেসিডেলী কলেন ছইতে সন্মানের সহিত বি-এন্-নি পরীকায় উত্তীর্ণ ছইয়া "ভাশনাল ইন্সিওরেলত" সহকারী সম্পাদকের কাল্য করেন—বীং বিবার নিজাল করিবার জন্ধ ছইবার বিলাত গ্র্মন করেন—লওনের সানলাইক অফিনে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন ও Chartered Insurance Instituteএর পরীকা দিয়া সর্ক্রপ্রম Associateship লাভ করেন। ১৯২১ছইতে ভাশনাল এব দায়িবপুর্ব সম্পাদকের কাল্য কৃতিখের স্থিতি পরিচালনা করিতেছেন ও ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেল ইন্টিটিউটের সিনিয়র ভাইস্প্রেসিডেন্টরপে নিল্ফ আছেন—মধুর অমানিক ব্রহারের ভঙ্গ পিত্বেবের ন্যায় বীমা-জগতের সর্ক্তিই বিশেষ সমান্ত।

আমাদের দেশে এক্ষণে যতগুলি বীমা-কোম্পানী কার্যা চালাইতেছে ভাহাদের সকলেই জীবন-বীমার পলিসি দিবার পূর্বের বীমাকারীকে ডাক্তারী পরীকা করাইয়া লন। এখানে এমন কোন, কোম্পানী বা অফিস নাই যাহারা বিনা ডাক্তারী পরীক্ষায় পলিসি দেন। ডাক্তারী পরীক্ষা কিল্লা এবং জীবন বীম। করিতে গেলে কেন্ই বা আবশ্যক ত্রিগ্যে আমাদের সকলেরই কিছু জ্ঞান থাকা উচিৎ। ডাক্তার বলিতে আমরা বুঝি বাঁহারা কোন বিশ্ববিভালয়ের উপাধিধারী বা কোন বিদেশের ডাক্তারী উপাধিধারী ব্যক্তি। এখানে হোমিওপ্যাথিক উপাধিধারী ডাক্তার বীমকোরীকে পরীক্ষা করিতে পারেন না বা কোন খ্যুর্মেদ শাস্ত্রীও এ কার্য্যের জস্ত উপযুক্ত নহেন। সকল বীমা অফিসেই **ভাহাদের নিজম্ব ছাপান** ফরম আছে এবং উহাতে কতকগুলি নিদিষ্ট প্ৰশ্ন দেওয়া হটঃ থাকে। উপযুক্ত পরীক্ষা করিবার পর ঐ সকল প্রারে যথায়প উত্তরগুলি ভাক্তার মহাশয় লিখিয়া त्ति धवः मकत क्षात्वह छ।काती भत्रीकात कनाकत বর্ন তাঁহার নিজস্ব মন্তব্য লিখিতে হয়। যথা ডাক্তারকে था: कहा हम (य चार्शन कि वीमात श्रायकातीरक कीवन বীম করিবার উপযুক্ত মনে করেন? তিনি ইহার উত্তরে নিজের মন্তব্য লিখিয়া দিয়া থাকেন। প্রথমতঃ চাকারী পরীকাতে বতবগুলি প্রান্ন বিকাসা বরা

হয় যাহার হারা বীমা আফিস বীমাকারীর পূর্ব জীবনের শারীরিক ইতিহাস জানিতে পারেন। প্রশ্নের উত্তর গোপন রাধিলে বীমাপত্র পরে বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে। যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করা হয় তক্মধ্যে সকল প্রশ্ন গুলির সঠিক উত্তর পাইলে যদি সেইগুলি বেশ স্ফোদ্জনক মনে হয় তবেই বুঝা ঘাইবে যে বীশাকারীর বর্তমান স্বাস্থ্য ভালই আছে। অনেকগুলি প্রশ্নের দারা বীমাকারীর বংশাছক্রমিক ব্যাধি আদি সম্বন্ধে খবর পাওয়া যায় যথারা বীমাকোম্পানী অনায়াদেই বৃশিতে পারেন যে বংশাসুগতিক ধারায় ভবিষ্যতে বীমাকারীর খাছোর কডটুকু হানি হইতে পারিবে! বীমাকারী প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার পর ডাক্তার মহাশয়ের সন্মুখে আপুনার নাম দত্তথত করিবেন এবং ডাক্তারও নিজের नांग मुख्यक कतिरवन। এथारन वला छे हिए रह अह দত্তথতের বারা বীমাকারী ডাক্তারের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাপূর্বক আনাইলেন যে তাঁহার দেওয়া উত্তরগুলি তাঁহার জ্ঞানমত স্কলই সভ্য। একণে ডাক্তার মহাশয় বীমাকারীকে উাহার দৈহিক বছাদির অবস্থ পরীক্ষার ফ**লাক্ষ্** লিখিবেন। এই পরীকার ফলাফলের উপর সমস্ত জীবন-बौमात श्रिमिशम निर्छत करत यनि धहे तिराना हरेएड तिथा वाघ त्य वीमात श्रीखावकाती त्वभ ऋकृतिशे छत्वहे তাঁহাকে সাধারণ প্রিমিয়মে বীমাপত্র দেওয়া হয়। ভাতার মহাশয় যদি ইচ্ছাপুর্বক বা ভূলক্ষমে রিপোটে পরীকার ফল লিখিবার কালীন কোনরূপ ভূল লিখেন তবেই প্রভাবকারীর প্রতি যথেষ্ট অন্তায় করা হয়। প্রধানতর বীমার প্রস্তাবকারী ডাক্টারের রিপোর্ট দেখিতে পান না বা কি লিখিত হইল জনিবার স্বযোগও গান না। একেত্রে ডাক্তারের লিখিত রিপোর্ট যেরপই হউক না কেন বীমার প্রস্থাবকারীর সে বিষয়ে কোনরূপ কথা কহিবার কোন স্বযোগ নাই। অসাধু জুয়াচোর ব্যক্তিগণ স্বাস্থাহীন ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত ভুল রিপোর্ট দিয়া জীবন-ৰীমা করাইতেচে এবং পরে ঐসব ব্যক্তি মারা গেলে জীবন বীমা কোম্পানীকে ঠকাইয়া দাবীৰ টাকা আদায়ের চেটা हरेएउएह । यह रय खुब हुती हिनएउएह हेशांट वीमाकाती সাধারণের ক্ষতি হইবে। এই জন্ম প্রতারকগণকে ধরাইয়া দেওয়া বীমাকারী সাধারণের কর্ত্তব্য। একণে দেখা ষাইতেছে যে ভাক্তারী পরীক্ষা যদি যথায়পভাবে নিপায় না হয় বা ডাক্তার মহাশয়ের অসাবধানতা বা মুর্থতার জন্ম আবশ্যকীয় বিষয় কোম্পানীকে না জানিতে দেওয়া হয় বা ইচ্ছাপ্ৰক গোপন বাখা হয় তবেই ডাক্তারী প্রীক। করাবানাকরাউভয়ের মল্য একই। প্রকৃতপক্ষে এমন কতক্ঞালি ডাক্রার আছেন এবং তাঁহাদের সহচর এক্রেটও আছেন বাঁছাদের কোম্পানীকে ঠকাইবার প্রবৃত্তি অহংরহ বর্জমান। ভাক্তার ভাল রিপোর্ট না দিলে এজেণ্টের কাজ হয় না এবং ভাক্তার মনোমত রিপোর্ট না দিলে এজেণ্টও অক্স কাজ ঐ ডাক্তারের নিকট আনিতে চায় না এবং অক্সকাজ না আনিলে ডাক্তারও আর কোম্পানীর নিকট ভাঁহার মেহনৎ বাবৎ ফি পান ন।। আঞ্জলাল অনেক ভাক্তারই জীবনবীমা কোম্পানীর নিযুক্ত ভাক্তার হইবার আন্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইভেছেন। নৃতন ডাক্তার ভালির কথা ছাড়িয়া দিলেও পুরাতন বহুদশী ডাক্তারদের মধ্যেও ঐ প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনবীমাপত্র সৃত্তি করিবার সময় হইতে শেষ পর্যান্ত প্রস্তারকারীকে কোম্পানীর পক হইতে দেখিবার স্বযোগ অতি অল্লই আছে। তাঁহাকে চাকুব দেখেন কেবল এজেন্ট এবং ডাক্ষার। উভয়ে যড়যন্ত্র করিয়া কোম্পানীকে ফাঁকি क्षियात हेका कतिरत कामगराउँ खुताहुतीरवाथ कता

যায় না। কোম্পানীদের সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে তালাদ্র একটি যৌথ এলোসিয়েশন হইয়াছে যেখান হইতে বলনামী **छोळावरमेव नारमः कार्फ शाठीरेवा जवन विकारक** नेव কাটা ডাক্তারদের নাম জানাইয়া দেওয়া হয়—তথারা এই উপকার হয় যে নামকাটা ডাক্তার দারা আর কোন কোম্পানী তাঁহাদের জীবনবীমার প্রস্তাবকারীদের পরীকা করান না এবং ভবিষাতে অপরাপর সাধু বা অসাধ णाकात्रताथ छ। हारात काशावनीत थाण नवत ताविश मावधारन कार्य। करतन । किन्न छः ध्यत विषय धेर स्वशाहतीव পরিমাণ এতই বাডিয়া যাইতেছে যাহাতে ভবিষাতে মনে হয় ডাক্তারী পরীক্ষার উপর স্বতই কোম্পানীদের একটা বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িবে। (দেখা ৰাউক) একজন তাঁক্তারের সন্মুথে একটি ৫৮ বংসর ব্যাসের *কো*ক প্রীক্ষা দিতে আসিয়া যদি সে নিজেই বলে তাহার বর্ষ ৩৮ তবে ডাক্তার সেই ব্যক্তির চেহারা দেখিয়াই বুঝিবেন যে বমস লুকাইবার চেষ্টা হইতেছে। ডাক্তার যদি সেই ৩৮ লিখিয়া লন তবেই এখানে জ্বাচুরী করা হইল। যে ব্যক্তি ম্যালেরিয়া রোগে শীর্ণ হইয়া যক্ত্র প্লীহা দতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে ভাহাকে স্বস্থ ব্যক্তি বলিয়া চালাইয়া (त-अग्रां अक्षां इती इहेन। आवात (तथा या अर्नेक ডাক্তার সৃদ্ধ বৃদ্ধির অভাবে যে সমন্ত সামাক্ত উপদর্গ হইতে গভীর রোগের অন্তিত বনিতে পারা যায়—ভাহাদিগ্রে উপেক্ষাভাবে দেখিয়া পরীক্ষার গভীরতকে উডাইয়া দেন हेहां अवात এक क्षकारतत इन्हाहती। अवश्र वना सहरड পারে যে মাহুষের শরীর একেবারে চিরদিন বোগশুর থাকিতে পারে না। সামাস্ত সন্দি কাশী ও রোগ এবং প্রবল জর ও রোগ কাব্দে কাব্দেই নির্ম্বল নির্দোষ শরীর শতকরা কয়টা পাওয়া যায় ? মোটামুটিভাবে দাংঘাতিক রোগগুলিকে বাদ দিয়া আমরা শরীরের সাধারণ ছত্তী বুঝি। দেহের ওদন বুঝিতে যাহা বুঝি ভাঁহাও আবার हेफिरताशीयरमत अस्भारक कांत्रक्वामीरमत कम । 'आमारमर्वे रमनीय काम्लानी अनित मर्था रव ठाउँ रम्बिन **अहे सम्म**नि সমতা দেখা হয় ভাহাও আবার অন্তভাৰে প্রতি রবাটসন সাহেব সমস্ত জেলের পুরুষ করেবীরের মার্থ रेतर्थ वंश्रमाञ्चनात्री वाजिएतय- अवस्ति अवस्ति वाजिल

रिहाद करतन। समारनेत्र मस्या करतारीशन सकरने छ। ब्राह्म मानी हिंद सामारित मकरलबंद साना स्नाट व स्वावकarta বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতির প্রক্ষদের বিভিন্ন দ্র্য এক বিভিন্ন ওজন পাওয়া যায়। শিখেরা সাধারণত: খব লগ ও বলিষ্ঠ হয় কিন্তু তাহাদের তুলনায় তেলেকা ও ন্যাহিল ভাষীরা অতীব কুঞ্জায়। জীবনৰীমা সকল ছাতির লোকেই করিতেছে কিন্তু ভাই বলিয়া সকল ছাত্তিকেই এক মাপ কাঠি ছারা মাপিলে চলিবে কেন প কিন্তু অফিসগুলি প্রধানতঃ দেখেন যে প্রভাবকারী ক্ষুকায়ই হউন বা দীর্ঘকায় বাক্তিই হউন শ্রেীরিক স্রস্তার দিক দিয়া তিনি কিরূপ স্বাস্থা রাখেন। হদি স্বার্ণ বলিয়া মনে হয় সেইরপ জীবনকেই জীবন-ব সার পলিসি দেওয়া হয়। একলে বঝা যাইবে যে জীবন-বীমা করিতে গেলে কেনই বা ভাক্তারী পরীক্ষা আবগুক সাধারণ জীবন সাধারণভাবে চালিত হইলে মৃত্য অবগুন্থাবী, সেই মৃত্যু যুখন বয়স অফুপাতে ঘটে---

তাহার দারা আমরা বলিতে পারি যে কোন নির্দ্ধি বয়সের লোককে তাঁহার সমবয়সীদের সহিত একত দেখিলে আরও কয় বংসর বাঁচিতে পারেন। এই কয় বংসর यिन कौरन बीमात स्मान धता यात्र ७११ विन विश्वत्य পারা যায় যে এক নির্দিষ্ট কালের পর কভগুলি লোক মার ষাইবে এবং তাহাদিগকে প্রত্যেককে মেয়াদ শেষে একটা মোটা টাকা দিতে হইলে কত টাকা লগ্নী কলে খাটাইছা मृत्रथन वाष्ट्राहेश त्मरे ममाय-त्मरे ठीकात हाकि त्मव করিতে পারা ঘাইবে। ইহাই জীবন-বীমার মুলভিত্তি। লোক নির্বাচন করিয়া পলিসি দেওয়া কোম্পানীর অবশ্র কর্ত্তব্য কিন্তু এই কার্য্যে যদি অসাবধানতা ব। জুয়াচর। চলে তবেই যে গবেষণায় পলিসি দেওয়া হয় তাহার স্বটাই বাৰ্থ হট্যা যায় এবং ক্ৰমশ: কোম্পানী Claim দিতে দিতে ক্ষীণ হইয়া পড়েন। সকল কোম্পানীরই দেখা উচিৎ যালাতে ভাক্তারদের দিক হইতে জ্যাচ্রীর পম্বা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়-এবং যাহাতে এজেটগণও তাহাদের এই মংৎকাৰ্য্যে সহায় হন !

# নারীর জীবন-বীমা

## ত্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

িথিক কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ পরীকায় উত্তীর্ণ হইরা 'দাব ডেপ্টি কালেক্টার' রূপে সমকারী চার্মী এইণ করেন কিছ ইতাব প্রীন্ততা আল্পানিউলোল আন্তঃকরনের জন্ম তিনি এই পদ প্রিত্যান করিয়া ওরিয়াটোল দাবন বীমা কোম্পানিতে "অরলানাইমার ইন্দ্র ১০ ক্টিণ্ল হিদাবে প্রায় তিন বংসর কাষ্য করেন-এই স্থলার্ড কালে নানাস্থানে পরিজ্ঞান করিয়া তিনি আপনার কর্ম ক্ষমতার করেছ ইন্টিয় বিয়াহন-বর্তমানে আপনাল ইন্দ্রিয়ান' বীমা কোম্পানীর লক্ষ্যে পাথা বিভাগের সম্পাদক হিদাবে নিযুক্ত আছেন। গ্রেষণাপূর্ণ ইন্টাহেণ ক প্রবৃদ্ধাবালী লিখিবার জন্ম বীমা মহলে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।—বীমা-সম্পাদক ]

কামাণীর এলিয়াঞ্জ-উল্প-টুটগার্টার বীমা-সংক্রম বীমা করিছ এক বঙ্গ-মহিলা মারা যান। তাঁর পেটে টিউমার ছিল এসে কথা গোপন রাধিয়া বীমা করানো হইয়া-ছিল এই আপত্তিতে উক্ত কোম্পানী বীমার টাকা দিতে মুখ্যীকার করে। আদালতে নালিশ করিয়া ফল হয় নাই। সভ্য সভ্যই পেটে টিউমারের কথা চাপা দিয়া বীম করান ইইয়াছে আদালত এই সিম্বান্তে উপনীত হন ও কাম্পানী মোক্দমার ক্ষমান্ত করে।

<sup>©</sup> মোকদ্বম বারা আমাদের কিছু নিজালাভ করা

উচিত। সে শিক্ষাটা এই যে মেয়েদের জীবন-বীশা প্রাহণ করার ফলে ভবিষাতে এরপ অনেক টিউমার আবিক্ষত হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইবে। বিগত সরকারী রিপোটে দেখিতে পাই কোন একটি কে।ম্পানী প্রায় ৬৬,০০০ টাকার দাবী প্রভারণার অহিলায় অবীকার করিয়াছেন! Combined investment নামক এক খানগেয়ালী বীমা-প্রণালীর ফলে যে ঋণ দাড়াইরাছিল সে ঋণের হাত হইতে মৃক্ত হওয়ার কল্প আর একটি কোন্দানী যে স্বক্ত কারবারই করিয়াছেন ও করিতেছেন

ভাহা আমরা দেখিয়াছি ও দেখিতৈছি। আজ নারীদের বীমা-পত্র দিয়া কাল সেগুলি অবীকার করিবার অনেক স্থানা জুটতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি।

তদেশে অনেকে নারীর জীবন-বীমা হইতেছে দেখির। উৎফুল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত নারীদের বীমা পত্তের দাবী লইয়া ভবিষাতে অনেক গণ্ড-পোলের সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক কোম্পানীই বিপদে পড়িয়া বহু ক্রটি আবিষ্কার করিয়া টাকা দিতে অস্বীকার করিতে যে না পারেন তাহা কিরপে বলিব ?

রছর তিনেক পূর্বে যখন কলিকাতার এক স্থ্রহৎ
বীমা কোম্পানী নারীদের বীমা গ্রহণ করিতে

শারম্ভ করিলেন, তখন জলপাইপ্তাড়ীতে দেখিলান,
মারোয়াড়ী মহিলারা দলে দলে বীমা করিতে লাগিলেন।

৫৫ বংসর বয়য়। বৃদ্ধা ৪০ বংসর বয়স লেখাইয়া বীমা

স্থক্ক করিলেন। কেননা, পদ্দানশীল মহিলাকে না দেখিল

এজেণ্ট, না পরীক্ষা করিল ডাক্তার। কোনও কোনও

ক্লেন্তে গৃহ চিকিৎসকই আবার কোম্পানীর ডাক্তার।

তিনি যখন প্রীঠকমল বাবুর অনেক টাকা মাসে মাসে

লইতেছেন, এটুকু উপকার কি বাবুজী ডাক্তারবাবুর

নিকট পাইবেন না? তাছাড়া, কোম্পানী ১০১২ টাকা

দিয়াই তো থালাস।

টাকা প্রদা সহকে হতীব্রভাবে হঁসিয়ার যে সব মারোয়াড়া বাবুদের অনেক চেষ্টা করিয়াও বীমা করাইতে পারি নাই, তাঁহারা সহসা বালালী কোম্পানীর রূপায় উঠিয়া পড়িয়া বাড়ার মেয়েদের ও ঝি-চাকরাণীর বীমা করাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া প্রম প্রিত্তি লাভ করিলাম। এই সব ঠকমল বাবুরা মনে করিলেন যে কোম্পানীদের যথন ঠকিবার এমন সদিছ্ছা জাগিয়াছে, ভাহার হুযোগ ভিনি লইবেন না কেন। বাংলা দেশে আসা কি কয় ?

নারীর জীবন-বীমা গ্রহণ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের বিচার দরকার। একে একে তাহার উল্লেখ আমামরা করিতেছি। কোনও বিশেষজ্ঞের ছারা এ বিষয় বিশাদ আলোচনা হইলে ভাল হয়।

(১) জ্বাছ্য-প্রীক্ষা-শীবন-বীমার প্রয়ো-

জনাহসারে যদি নারীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা যথোগণু জরপে না করা হয়, তবে নিক্ট স্বাস্থ্যের নারী (Sub-standard lives) বহু সংখ্যার বীমা-পত্র লাভ করিবে, এবং হলারা কোম্পানীর মৃত্যুহার বৃদ্ধি করিবে। নারীদের খাস্থা-পরীক্ষার অবশু জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রীযুক্ত বি, বি, দত্ত মহাশ্যের স্থানর এক ইংরাজী প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে এই বিষয়টা বাংলায় আলোচনা করিতে অহু-বোধ করি। বহু বিজ্ঞ ডাক্ডারদের মতে নারীদেহের নিম্লিধিত অক্পন্তলি পরীক্ষা করা উচিত।

- (ক) প্রজনন-যন্ত্র। আভ্যন্তরিক পরীকা নিতার দরকার। এলিয়ান্জ-উণ্ড-ইটুটগাটার কোম্পানীর ডাকার ১ন্তবত: এ বিষয়ে অবহেলা করিয়াছিলেন। সেইজন্তই পূকোক্ত মোকদ্দমার স্ত্রপাত হয়। নহিলে গোড়াভেই কোম্পানী উক্ত নারীর বীমা অগ্রাহ্ম করিতে পারিতেন।
- (থ) ন্তন-গ্রন্থীর পরীকা। কোনও গ্রন্থীর কীততা (glandular swelling) আছে কিনা তাহা দেখিতে হইলে ন্তনন্তম ভাল করিয়া টিপিয়া দেখা দরকার।

এদেশে যোগ্য মেয়েদের ভাতদার নাই। কলিকাভার বাহিরে পুরুষগণই মেয়েদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার রিপোট দিয়া থাকেন। কিন্তু পর্দানশীন মেণ্ডেদের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের মনে হয় উচ্চশিক্ষিতা, স্বাধীনা মেয়েরাও এবিশ্বধ পরীক্ষায় স্বীকৃতা হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি না। অতএব বীমার জন্ম বৈজ্ঞানিক পরীকা না করিয়া নারীদের বীমাপত্ত দেওয়া সঙ্গত কি ?

(২) বীমার উন্দেশ্য—অবিবাহিতা বা বিধবা নারী বাঁহারা ফোপার্জনের ছারা জীবন-নির্মাহ করেন ও অন্তের ভরণপোষণ করেন, তাঁহাদের বীমা করার প্রয়োজন আছে ও করাও উচিত, তাহা সীমার করি। কিন্তু বিবাহিতা নারী বাঁহারা স্থামীর বা অপরের আয়ে প্রতিপালিতা, তাঁহাদের বীমার উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। যে বিবাহিতা নারী স্বয়ং উপার্জন করেন না বা স্থাং প্রিমিয়ম চালাইতে অসমর্থা তাঁহাকে বীমা-পর দেওয়া ল্লায়-সঙ্গত কি? যে ব্যক্তি মারা পেলে আমার প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতি হইবে, ভাহার বীয়া করাইয়া

War is

বামী ব্ধন জ্ঞার বামা করাইয়া চাঁলা চালাইতে থাকেন, তথন তাহা gam ble বা জ্বার পর্যায়যুক্ত হইয়া পড়ে। জ্ঞার গৃহাতে স্বামীর প্রভাক্ষ আর্থিক ক্ষতি হয় কি ? বিবাহিতা নারী এদেশে Economic factor নহে। অভ্রেব insurable interest এর দিক দিয়া দেখিলে, এরপ বীমা আইনে আটকায় কিনা, এ বিষয়ে কোনও আইনজ্ঞ ব্যক্তি আলোচনা করিবেন কি ? তেমনি, বিধবা মাতা, ভগ্গী বা ভ্রাত্ত জায়ার বীমা করান অবৈধ হইয়া পড়ে নাকি ? বিপদে পড়িলে বা স্থযোগ ব্যিলে বীমা-কোম্পানী যে আইনের ছুতায় এই সকল নারীদের বীমার টাকা অস্বাকার করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে ? কেননা, আদালতে গেলেই কোম্পানীই জ্বয়লাভ করিবে। অভএব ঘাহারা নারীর বীমা-পত্র লইতে চাহেন, এ বিষয়টা তাঁহারা যেন সম্যক ব্রিয়া দেখেন।

(৬) **এটেনে আইল**—এনেশের আইনে নারীর সম্পত্তিতে অধিকার সাধারণতঃ স্বীরুত

হয় না। যদি ব্ঝিতাম যে বীমার টাকা যথেচ্ছ ব্যবস্থা করিবার অধিকার তাঁহার আছে তাহা হইলেও বা বিবাহিতা নাবীৰ বীমা কবাৰ স্বাৰ্থকতা স্বীকাৰ কৰিছে পারিতাম। যদি ব্রিতাম যে তাঁহার বীমা-পত্ত মুলক টাকায় ভুধু তাঁহার বিবাহিতা ব। অবিবাহিত। কক্সাদেরই অধিকার থাকিবে, তাহা হইলেও নারীর বীমার একটা সামাজিক সার্থকতা স্বীকার করিভাম। হতদিন এদেশের আইনে সম্প্রিকে নাবীর অভিকার যথোচিত ও স্প্রস্তুপ স্বীকৃত না হইতেছে, যতদিন নারীশিকার অধিকতর প্রদার না চইতেছে, এবং যতদিন নারীকে পদার আডালে রাধা পরিত্যক্ত হইতেছে, ততদিন নাগীর বীমাপত গ্রহণ করা সমীচীন নছে। এদেশের বৃহত্তম বীমা-কোম্পানী-প্রবিয়েণ্টাল-এখনও এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধানত। অবলখন করেন। ক্ষুত্র ও নৃতন কোম্পানীরা এ বিষয়ে যে প্রগতি দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছেন তাহা প্রোপাগাণ্ডা হিসাবে ভাল, কিন্তু ব্যবসায়ে দ্রদর্শীতার পরিচায়ক নহে।

# বিচিত্ৰা

কোনও একস্থানে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশ্য বিদ্যাছেন যে আমাদের এই তুর্ভাগা দেশের টাকা বছরে পাঁচ কোটি হিসাবে বীমার প্রিমিয়ামের মূলে শিলেশে চলিয় যাইতেছে। "Statesman" কাগন্দের বিজ্ঞা বীমা-সম্পাদক মহাশ্য় একথার উন্মা প্রকাশ করিয়া শবকারী বিবরণ পত্রিকার সাহায্য লইয়া আচার্যাদেবকে মিছক মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিবার তুশ্চেষ্ট। করিয়াছেন। তিনি ধরিয়া লইরাছেন বে আচার্য্য বীমা সম্বন্ধে কিছু শানেন না এবং গ্রেষণাগারের বিবিধ গ্যাসের ধুয়ে তাহার বীমা-বুদ্ধি নিত্তেক হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ইয়াও ধরিয়া লইয়াছেন বে রাজনীভিক্তেক্তে ভার তাম্ব্রের হোর বেমন দমবালী মারিয়া কাল ইয়াস্ব্রের চিটার আছেন, বিবেশী বীমা-বিশ্বকণত ঠেইস্থ্যানের

বীমা কেথকের দমবাজীর সাহাম্যে ভারতবাসীকের ধাঁধাইয়া দিতে সমর্থ হইবে।

এই স্থবিজ্ঞ ইংরাজ দেখকের বক্তব্য এই :—

"পূর্ব্বে তোমরা মিধ্যাভ'ষণের সাহায্যে বিদেশী
কোম্পানীদের কাজ বন্ধ করিবার টেটা করিয়াছ। কিন্তু
ৰাবাজীরা, এবার সরকার স্বয়ং তোমাদের মিধ্যা ধরাইয়া
দিলাছেন। সরকারী রিপোটে ছাপা হইয়া সিয়াছে—
(হইডে পারে ইউরোপীয় বণিক-সভার প্ররোচনার
ফলেই)—যে বিলাতী কোম্পানীয়া ভারত-গভর্ণনেন্ট
সিকিউরিটিতে টাকা লগ্নী করে। তোমরা বত টাকা
রাধ তার ছের ছের বেশী টাকা আমরা রাখি। অতএব
"drain" বলিয়া তোমাদের উলক্ষন টিকিল না!

"ইনসিওরেন্স হেরল্ড" নামক বীমা বিষয়ক ইংরাজী মাসিক পত্তের বিছান সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ের আলোচনা আগষ্ট সংখ্যার কাগজে করিয়াছেন। কিন্তু আচার্যাদেব যে উদ্দেশ্যে ও যে কথা মনে করিয়া drain theoryর প্রতি ইন্ধিত করিয়াছেন, সে দিকটা সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট করিয়া দেন নাই। ষ্টেটস্ম্যানের বীমা লেখক যাহাই মনে করুন, আচার্যাদেব বেশ ভাল করিয়াই জানেন, এদেশের টাকা বীমা ভাও হইতে কোন পথে, কেমন করিয়া চ্যাইয়া পড়িতেছে। আচার্যাদেব বিশেষ ব্যাখ্যা করেন নাই, কেননা তিনি জানেন দেশের লোক তাঁহার কথা বুঝিতে পারিবে। ষ্টেটস্ম্যানের লেখকের ধাপ্পাবাজী ধরিতে পারিবে না, দেশের লোক যে এত নির্বোধ, সে আশস্কা আচার্য্যের হয় নাই। এই লেখককের বিলতে ইচ্ছা হয়:—

শ্বীমা যে একটা "অদৃশ্য রপ্তানী" (invisible export)" দেটা তোমার দেশের লোক যতথানি জানে, আমরাও ততথানি জানি। প্রিমিয়মগুলি আদায় করিয়া তুমি দেগুলি ইংলণ্ডেই লইয়া যাও আর তদ্বারা ভারত গভনিমেণ্টের দিকিউরিটিই থরিদ কর, তাহা যে এ দেশের টাকা তোমার দেশে পাঠাইবারই ব্যবস্থা, সে কথা কি আমরা বৃষ্ধি না ? এথন ব্যবসায় জগতে মন্দা পড়িয়াছে, তোমার দেশের উৎপন্ন মাল এ দেশে বিক্রয় করিয়া তোমরা দেশে টাকা পাঠাইতে পারিতেছ না। বীমা বিক্রয় করিয়া সেই টাকা পাঠাইবার ঘোগাড় করিতেছ।

গ্রব্দেণ্ট যে এখন ঘন ঘন বিলাতী ঋণপত্র (sterling loans) বিজ্ঞ স্থক করিয়াছেন তাহা বিলাতী বীমা কেশ্পানীদের শুভ স্থোগ নহে কি ? গভ্পমেণ্ট যে ঋণ করিতেছেন তাহার স্থদ দিবে কে ? ভারতবাদীদেরই ট্যান্সের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তোমাদের শভকরা ৫০০, ৬ ৬ ৬০০ টাকার স্থদের ব্যবস্থা কি হইতেছে না ? বছরে বছরে যে স্থদটা ভোমরা টানিয়া লইয়া ঘাইতেছ ভাহা কি বানা নহে ? ঘদি গভ্পমেণ্টের ঐ সিকিউরিটি

এ দেশের লোকে খরিদ করিত ভবে হ্বদটা দেশে থাকিত ও drain হইত না।

"এতদ্ভিন্ন, একদিন না একদিন এই কাজের টাকাটা তোমরা গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে ফেরত গ্রহণ করিয়া দেশে পাঠাইবে। তথন সে টাকাটা এ দেশেরই কর-দাতাগণকে পরিশোধ করিতে হইবে। যে টাকাটা প্রিমিয়মভাবে আজ তুমি আদায় করিলে সে টাকাটা দেশে না পাঠাইয়া তুমি এখানকার গভর্ণমেণ্টকে ধার দিতেছ কেননা ইহার স্থদটাও টানিয়া লইয়া এ দেশকে ছই উপায়ে শোষণ করিতে চাও। শোষণের যত বৈজ্ঞানিক উপায় আছে তাহা কি তোমরা কখনও ছাড় ?

"আর এক কথা এই যে, এই অর্থ ক্লচ্ছতার দিনে
নিজের দেশে লগ্নী করিয়া কি তোমরা ৫০ কিছা
৬ পারসেণ্ট স্থদ অর্জ্জন করিতে পার ? সেইছত্তই
তোমাদের মত investorsদের স্থ্রিধা দিবার জ্লন্তই
ভারত গভর্মেণ্ট এত securitics বিক্রয় করিতেছেন ?

"এসৰ কথা আমরা ব্ঝি। ব্ঝি না, ভারতবং<sup>ধর</sup> লোককে নিরেট মনে করিয়া হাক্সঞ্জনক যুক্তি ভোমরা কেন উত্থাপন কর।"

আচার্য্যদেবের পক্ষ লইয়া ওকালতী করিবার খুইতা আমাদের নাই। তজ্জতা এ আলোচনায় আমরা প্রায়ত্ত হই নাই। আমরা দেখিয়াছি যে বিদেশী কোলোনীর একেন্টরণ উক্ত প্রকার চুক্তির সাহায়্যে প্রমাণ করিতে চেটা করেন যে ঐ সব কোলোনীও খাটি অদেশী। ছংখের বিষয়, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে এই চুক্তি বীনার করিয়া লন। ইহাদের মধ্যে তেপুট, মুক্ষেক ও প্রক্ষোর করিয়া লন। ইহাদের মধ্যে ক্ষেক্ষ দে বিদেশী ক্ষোনীতে বীমা করার ক্ষণে ভারতবর্ষ 'doubly drained' হইতেছে।

চণচ্চিত্র অভিনেত্গণ ানজেদের জীবনের উপর কুরীমা ক্রিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

নাম	টাকা
. विश्व विष्य विश्व विष	দেড় কোটী
এড লফ <b>্ জু</b> কন	"
ছন ব্যারিম্র	৬২ লক
্মরি পিকফোর্ড	
ভগলাস্ ফেয়ারব্যাক	» »
চ্যালি চাপলিন	39 33
গোরিয়া স্থা নসন্	৬• "
নরমা টালমেজ	٠٠ <b>"</b>
ক্ষ্ণটাষ্প টালমেজ	৬• "

## এম্পার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিয়োরেন্স

এপ্রায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিয়োরেন্স কোম্পানি ৮৯৭ খুৱানে স্থাপিত হইয়াছিল এবং প্রথমে বোদাই াহরের এসপ্লানেড রোডে কুন্ত একটি ঘরে কার্য্য আরম্ভ হরিয়াছিল। কোম্পানীর যুগা প্রতিষ্ঠাতা মিঃ ই, এফ এলাম ১৮৮৮ খুটান্ধে কোনও স্থবৃহৎ বিগাতী জীবন-বীমাকোম্পানীকে সাভাষ্য করিতে বৌশ্বাই সহরে আগমন করেন। তদানীস্তন সময়ে মিঃ এলামের এ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতানা থাকিলেও কার্যা করিতে করিতে তিনি ব্ৰিতে পারিলেন যে ভারতবর্ষে বীমার প্রচলনের হুযোগ ও স্থবিধা আছে। এই মতের অহবর্তী হইয়াতিনি প্রশোকগত মিঃ আর, ই, ভাক্লচার সহযোগীতার সামাত ८,८०० हे।का मूनधन नहेशा "এम्लाशांत व्यव हेडियांत" কোম্পানীর প্রথম চেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠা করেন। ছিলেন স্বৰ্গীয় ভাবে ফিবোৰ এস মেটা, কি, সি, আই-ই, এল-এল-ডি: মি: মেট। তাঁহার বছবিধ কর্মাভাস্তরের মধ্যেও 'এম্পারারের' বোর্ডে যোগগান করিয়াছিলেন— किलानीय वानाकीयरमय आबारक मिः स्वात नहकाती-उद्र श्रिक्तित्व शोवव वृद्धि इरेब्राब्रिन। ১৮৯३ वृद्धीरम कार्यद्वित करन द्वालानीत्क ३३, अनुप्रात्नक नांत्रस्थन

নৃতন স্থানে পরিংর্তিত করিতে হইল এবং এই স্থানে বছকাল্যাবং হেড অফিন্ অবস্থিত ছিল। অবশেষে ১৯২৫এর
মার্চ্চ মানে হর্ণবাই রোডে স্বীয় প্রানাদোপম অট্টানিকার
কোম্পানীর হেড অফিন অবস্থিত হইল এবং ভারতবর্ব,
এডেন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি সর্ব্বার শাখা ও কেক্ত
অফিন স্থাপন করিয়া গুণাস্থারে ও উংকর্বের দিক হইতে
কোম্পানী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিতীয় স্থান
অধিকার করিয়াছে।

কোম্পানীর জত উন্নতির ইতিহাস **আমরা নিমে**প্রদান করিল:ম—
বংসর—মোট পলিসির পরিমাণ—আম—বীমা—তহবিস
:৮৯৮— ৪০০— ৫০৯৪৪ (স্থা সহ) ২৫,৫৩৫
১৯১২— ১৯,১২৫—১৮,২৮,৪৯২ ৫৫,৭৬,৬৯১
১৯২২— ৩৪,১৬৭—২৮,৪১,৬৬৮, ১,৫৯৪০,৬০৮
১৯৩২— ৫৫,৬৭৮—৪৯,৬৪,৫৬৯, ৩,৪৯,৯০,২০৬

যদিও কোম্পানী ন্যানতম চাঁদার হারে বীমার প্রচলন করিতেছেন তথাপি অতি সভর্পনে এবং বার সংযত হইয়া কার্য্য-প্রণালী পরিচালনা করিবার জন্ম কোম্পানী প্রতি ভ্যাল্:যুগনেই উত্তম "বোনাদ" ঘোষণা করিতেছেন। এতিছির কোম্পানীর চাঁদার হার এত সামান্ম বে অন্তান্ম কোম্পানীর উচ্চ চাঁদা সমেত উচ্চ বোনাসের তুলনায় ন্যানতম চাঁদার উপযুক্ত বোনাদে বীমা করিলে লাভ থাকিয়া হয়। ১৯৩২ এর ২৯ ফেব্রুয়ারী ভারিথে কোম্পানীর বে পঞ্চবানিক হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হইয়াছে তাহারি একথণ্ড রিপোর্ট আমরা আলোচনার জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্মশান ভ্যালুদ্দেশন নিম্লিখিত প্রণালীতে করা হইয়াছে—

স্থানের হার.......বিটিশ অফিসের "ওত্তম্" টেবদ ও তথ্যহিত পাঁচ বংসরের গোগ

অফিস্ প্রিমিয়ামের কত অংশ ধার্যা...লভ্যাংশযুক্ত পলিসি— আজীবন— ৭৫ মেরাদী— ৭৭ লাভবিহীন পলি।স ঃ—

লাভবিহীন পলি।স :---সমত প্রকারই--৮৫১

जीवनवीमा उहिंवन জাবনবীমা ও এফুইটি জনিত

টাকা WIE --টাকা 0.82,20,200 ७,५७,৮२,৮७৫ উৰ জ্ব-৩৬,০৭,৩৭১

होका ७.८२.२०५ हैका ७,८२,२०,२०७

खेशरत्तत हिमाव **इटे**एक रम्था याटेरकर ०७,०१,७१३ টাকা উষ্ত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭এর ভ্যালুয়েশনে কোম্পানীর স্থদের হার ছিল শতকরা ৩¾ বর্তমানে শতকরা ¼ স্থদের হার বাড়ান হইয়াছে জগৎ-অর্থক্রচ্ছতার ফলে কোম্পানীর কাগজের দর একেবারে ছাস হইয়া যাওয়ায় এই অংবাভাবিক সময়ের জন্ম উহার প্রয়োজন হইয়াছে কিন্তু উহাতে কোম্পানীর গৌরবময় স্থাদ্য ভিত্তির কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

উদ্ভ অর্থ নিম্লিখিত উপায়ে বন্টন করা হইয়াছে---টাকা

প্রিসি হেল্ডোর্নিগ্রকে বোনাস— ২৯.৪৪,৯২৬ काल्लानीत निषमाञ्चरायी त्मधतनिगत्क त्वानाम ७,२१,२১৪ ৰীমা-তহৰিলে উছ্তক্সপে জমা— 0,08,203

টাকা ৩৬,০ ৭,৩৭১

১৯৩৪এর মার্চের পূর্বের যে সমস্ত পলিসির দাবী ভাহাদের উপর আজীবনব্যাপী বীমায় হাজার ১৬ টাকা **८मशामी वीमाय ১৪** हाका 'इनहातीम्' त्वानाम् त्वायना করা হইমাছে। ভ্যাসুয়েশনের ভিত্তিকে কোন অংশে চর্বল না করিয়া এই বোনাস বৃদ্ধি কর্তুপক্ষের পক্ষে অভিশয় প্রশংসার বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গে কোম্পানির চেয়'রম্যান মিং রন্তম, কে, আরকানা ১৯৩২ • এর ১১ই আগষ্ট মেম্বরদিগের সভার যে কয়েকটি লাবগৰ্জ কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা নিমে উদ্ধত কবিলাম--

"The Company continues to grow in age and stability and not with standing the

এই ভিত্তিতে ভাগেলয়েশনের উষ্ত নিমরূপ হইয়াছে— adverse condition which have prevailed of late years the company has been able to maintain its bonuses without in any way reducing the high standard of financial strength attained at the last valuation. Reserves have been steadily strengthened and sources of future profit rigidly maintained.

কোম্পানির বন্ধবিহার উড়িয়া ও আসামের প্রতিনিধি মেদার্স ডি এম দাস এও সক্ষ—ইহার কর্ণধার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দেন মহাশয় বাংলার বীমা জগতের শীর্ষ স্থানীয়। ব্যবসাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ্ বাঙ্গাণীর অক্কতকার্য্যতার বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠানটি সংগৌরবে মন্তক উরত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—- শ্রীযুক্ত অবিনাশ চল্লের পরিচালনায় অতিশয় স্থশৃঙ্খলার সহিত ডি এম্ দাসের একটি গৌরব্যয় ইতিহাস অতিবাহিত হইল। আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করিতেছি।

# নিউ ইণ্ডিয়া এসিয়োরেন্স

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহত্যে কতিপন্ন সন্ত্ৰান্ত ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া নিউ ইণ্ডিয়া স্থাণিত করেন-অগ্নি, নৌ, ছর্ঘটনা প্রভৃতির বীমা বিদেশী কোম্পানীগুলির একচেটিয়া ছিল; এইগুলি কোনও উণঘূক খদেশী প্রতিষ্ঠান কর্ত্ক গৃহীত হয় কর্ত্পক এই উদ্দেশ্যে বিরাট আকারে এই কোম্পানীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন—

#### মূলপ্ৰম

বিলিক্ত-৬,০০,০০,০০ গুহীত-৩,৫৬,•৫,২৭৫১ व्यानायी--१५,२५,०६६५ त्मां उहिन->,88,32,42.4

কোম্পানীর পরিচালন পরিষ্টের ভিরেটার পরে বর্ধ গণামান্ত কৰ্মকম ব্যক্তি নিবৃক্ত আছেন বৰা--खेर्फ धन्, वि, नक्गण्डवाना नि, चाँहे, ₹ (महानिष्ठ)। जान नामुकारे भाषनगान (क, हि, ति, चारे, रें

গ্রিযুক্ত এস, এন, পোচধানে ওয়ালা।

গ্রীয়ক্ত অমালাল সারাভাই।

গত বংসরে কোম্পানীর সভাপতির পদ অলক্ষত ক্রিয়াছিলেন পরলোকগত স্থার ডোরাব টাটা--এই দন্ত অনামধ্যা কর্মকম ব্যক্তি যথায় নিযুক্ত আছেন সেধানে কাৰ্যাবিস্তৃতি অবশুস্তাৰী ও তথায় সাধারণের বিশাস স্বতঃই আসিবে।



নিউ ইণ্ডিয়ার লাইফ সেকেটারী—ডাঃ এস্, সি, রায়

কোপানীর কার্যা পরিচালনের কয়েক বৎসরের মধ্যে वज्रत्रं माफनानाच कताच ১२२२ औहारस "कीवनवीमा বিভাগ" ও খোলা হইল—কোম্পানী এই বিভাগেও অভি ষল বাবে যে সাফলা লাভ করিয়াছেন ভারতীয় **জীবন** বীমা কোম্পানীগুলি কার্ব্যের প্রারম্ভে কেইই ভাহাতে मुमर्थ इन नाहे।

३२७३-७२ जारम खन्दगानी वर्ष कृष्णां बर्श ६ निष्ठ देखिशांत नव-शर्डिक भी वनवीमा विकास bb सम

দ্ধি অনারেবল স্থার ফিরোজ সি সেটনা, কে, টি, ও বি-ই। টাকার পলিসি প্রদান করিয়া সকলের বিষয় উৎপাদন कत्रियाद्यात्म ।

> ১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ্চ কোম্পানীর যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার আয় বায়ের পরিমাণ আমার নিমে প্রদান কবিলাম---

বিভাগ	ন্তন চাঁদার আয়	ৰ্যম্বে ছার
	টাকা	
অগ্নি	৪ ৭,৯৮,৬৮৪	<b>€</b> .€⊘
নৌ	२७,১৯,৫८७	28.8
হুৰ্ঘটনা	<b>৫,৬8,</b> 9 <b>৯</b> 9	৩৩.৪
कौवन	8,5७,२०२	

নিউ ইপ্রিয়ার সাফল্যের কারণ বুঝিতে হ্ইলে চক্তিপত্রগুলির উদার্য্য ও স্থবিধা এবং স্থলভ পণের ছার দেখিতে হইবে। ইহার স্বভশ্চল ক্ষতি বিরোধী পণ নিয়ম প্র পরিশোধ বীমা, প্রদারিত বীমা, যুগারীমা, ইচ্ছামুযায়ী নানাপ্রকার স্বযোগ দইবার চুক্তিপত্রগুলি আদর্শ। চুক্তি পত্র তিন বংসর পর্যান্ত বলবং থাকাকালীন ঐ চুক্তিপত্র নির্দায়িক থাকিলে বীমাকারী তাহার পরিবর্তে লাভ বিহীন একটা "পেড আপটারম" বা প্রসারিত মেয়েদের প্রপরিশোধ চ্ছিপত্র লইতে পারেন। এই প্রকার চক্তিপত্র নির্দারিত সময় পর্যান্ত বীমার সম্পূর্ণ টাকার मावौ थाटक। यमि छ्वाद्वामा वाधि वा त्कान छ छर्पना প্রযুক্ত কোনও বীমাকারী ষাট বংসর বয়ক্তম পূর্ণ হইবার পৰ্বেক কোনও সময়ে সম্পূৰ্ণ অক্ষম হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সেই অক্ষমতা কেবলমাত্র সাময়িক না হয় তাহা इहेटल व्यविक ১৫००० । ठीकात बीमा भर्षास काम्लानित ষে কোন তালিকার অন্তর্গত বীমা চুক্তির জন্ম বাকী দেয় প্রের টাকার দায় হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

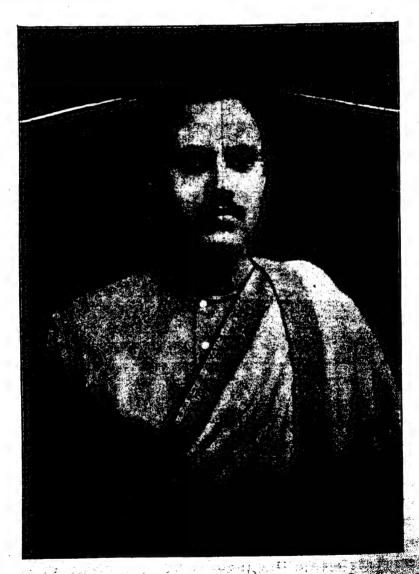
কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগের আশাতীত সাফলোর মলে রহিয়াছে লাইফ্ দেকেটারী ডা: এস্ সি রায়ের অক্লাক্ত পরিশ্রম—ডাঃ রায় একজন প্রবীন বীমাকর্মী তিনি স্প্রতি ইউরোপ জ্ঞান করিয়া বীমার নব নব প্রতির স্ঠিত পরিচর স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন---আমরা আশাকরি উাহার স্থপরিচালনায় জীবন বিভাগ ভারতীয় ভীবনবীবাওলির পুরোভাগে খাসিবে।

নিউ ইপ্রিয়া ভারভের বুহত্তম বীমা প্রতিষ্ঠান ভারভবর্ষে

সাধারণ বীমার কার্যো যে সমস্ত কোম্পানি বার্গত আছে, তাহাদের সমবেত মুলধনের পরিমাণ ও নিউই প্রিয়ার সমান নহে। কোম্পানীর পরিচালন পরিষদের ব্যারের অক্রের উপর দৃষ্টি আছে—কার্যোর অত্যন্ত প্রসার হইলেও ব্যারের হার খুব সামগ্রই রহিয়া গিয়াছে; এই স্থপরিচালনার ফলে কোম্পানীর চহবিলটি ক্রত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠান টির সর্বপ্রকার সাফল্য আমরা কামনা করিতেছি।

# ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী

ভারতীয় এই শ্রেষ্ঠ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডটির নাম প্রত্যেক্ট্র অবপত অ'ছেন—প্রায় ২২ বৎসর পূর্বে ১৯১০ খৃষ্টানে মুপ্রসিদ্ধ নীমা কমা শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দেন মহাশয় কর্ত্ত এই কোম্পানী স্থাপিত হয়, আরম্ভ হইতে আজ পর্যান্ত কর্ত্ত্বপক্ষ প্রকৃত দেবার আদর্শ লইয়া দারিক্তাপীড়িত দেশের বে মহান কল্যাণ সাধন করিরাছেন তাহা বিশ্বতির ম্পী-



নিশিল ভাৰতীয় ৰীমা কৰ্মী সন্মিলনের সভাপতি ও ইণ্ডিয়া অভিজেও কাণ্ডের অভিজেত

লপে অবল্প হইবার নহে। নিমে আমরা কোম্পানীর । বিচালন পরিষদের নাম প্রদান করিলাম—

ভবেক্টাবগণ—

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র বি-এল ( এডভোকেট হাইকে।ট ও ঠাকুর ষ্টেটের ভৃতপূর্ব্ব ম্যানেজার ) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ (বার্ড কোম্পানীর বীমা বিভাগের কর্মাধ্যক)

প্রীযুক্ত যতীক্সনাথ বহু বি-এন (এডভোকেট হাইকোট) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দারদাকান্ত মঙ্কুমদার কবিভূষণ গ্রীযুক্ত আই, বি সেন

অভিটার—

্মদাদ ম্থাজ্জি এণ্ড কোং দেকেটারী—

ত্রীযুক্ত আই, বি, সেন।

ত্তরাং নৈথ। যাইতেছে কোম্পানীর পরিচালকর্ন অতিশয় সন্ত্রান্ত এবং কর্মক্ষম—তাঁহাদের ব্যবসার বিষয়ে হথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে স্কতরাং তাঁহাদের নেতৃত্বে কোম্পানীর সাক্ষন্য যে আশাতীত হইয়াছে তাহাতে আশ্র্রান্তনক কিছুই নাই।

নিমের অঙ্কগুলি হইতেই কোম্পানীর ক্রত উন্নতির ইতিহাস অস্থাবন করা যাইতে পারে:—

श्वशास अञ्चल वरमञ्ज	মোট আয়	মোট তহবিল
;255	v.467	680087
>255 C	<u> </u>	) २७३३ <i>७</i> ८
725P	>888%	७३३৮१६८
7207	206982	-366001

কার্য্য পরিচালনে ব্যয়সংখত হইয়া কর্ত্পক দ্রদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন এবং কোম্পানীর তহবিলটিও এক্স বতি নীম্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। জীবন নির্বাচনে কর্ত্ব- পক মথেট তারতম্য করেন এবং অপর পক্ষে দাবীর টাকা সম্বর পরিশোধ করিয়া স্থনাম অর্জন করিয়াছেন— কোম্পানী এ পর্যান্ত প্রায় আড়াই লক্ষ্ক টাকার দাবী পরি-শোধ করিয়াছেন; ইহা অতীক আনন্দের বিবয় কোম্পানীর উচ্ত পত্রের সহিতই দাবীর তালিকা প্রকাশিত হইয়া ধাকে। এধানে বীমা করিবার ক্স আক্ষারী পরীকার

আবশ্যক হয় না—নারী পুরুষ (১৮ হইতে ৫০ বংশর প্রয়ান্ত) সকলেই বীমা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন; প্রভিডেণ্ট এবং ইন্ডাঞ্টিয়াল এই হই শ্রেণীর চুক্তিপত্ত কোম্পানী প্রদান করিয়া থাকেন—প্রভিডেণ্ট বিভাগে চাদা, মাসিক একটাক। ও আটি আনা এবং ইন্ডাঞ্টিয়াল বিভাগে বয়স হিসাবে চাদা ধার্য হইয়া থাকে।

ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বাঙ্গালীর গৌরব—স্থণীর্ঘ বিংশতি বৎসরের সাফল্যমণ্ডিত অতীত ইতিহাস কোম্পা-নীকে বিজয়মাত্রার সথে অন্থপ্রেরণা দিতেছে। প্রতি-ষ্ঠানের এই শুভদিনে আমরা ইহার প্রাণম্বন্ধপ, প্রতিষ্ঠাতা স্বজন বৎসল অমায়িক উদার হৃদয় সম্পাদক শ্রীমৃক্ত ইন্দ্-ভূষণ সেন মহাশগ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

# হিন্দু মিউচাল লাইফ এসিয়োরেক্

এই বীমা কোম্পানীর উৎপত্তির ইতিহাস অহসদান করিলে দেখা যায় যে ব্যবসায় সংক্রাস্ত লাভের জ্বন্স ইহা স্থাপিত হয় নাই। ১৮৯০ খুটান্দে মহামারী ইন্**ফুলেঞ্চা** সিমলা সহরে আর্থাপ্রকাশ করে এবং ফলে বছ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। উপাৰ্জনকৰ্ম যে সকল ব্যক্তিকে একদা স্বচ্ছল ও সক্তিপন্ন বলিয়া বোধ হইত মৃত্যুকালে তাঁহার কিছুই সঞ্য না রাধায় তাহাদের মৃত্যুতে তাঁহাদের পরিবার একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। শ্রীযুক্ত নগেক্তনাথ মজুমদার ইহার প্রতিকারের চেষ্টার তৎপর হয়েন এবং আগ্রহাতিশয়ে ১৮৯১ খুষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট তারিখে হিন্দু মিউচাল লাই এসিয়োরেন্স কোম্পান তৎকালে হিন্দু প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নামে স্থাপিত হয়। এইজন্ম ইহার চাঁদার হার অস্থায়া সমতঃ জীবন বীমা কোম্পানীর চাঁদার অপেক্ষা এতই কম ৰে স্বর উপাৰ্জনক্ষম ব্যক্তিও এই কোম্পানীতে অনায়াসে বীমা ক্রিয়া স্বীয় পরিবারকে আক্মিক বিপদ হইতে রক্ষার উপায় করিতে পারেন। সাধারণতঃ এক সহস্র টাকার বীমার জন্ত প্রথম প্রেণীর জীবনবীমা কোম্পানীগুলি যে है। मा अञ्चल करत्रन त्नारे हैं। पा पिया हिन्सू मिंखे हात्न ১২৫० हरेएछ ১৩٠٠ भफ होकांत्र वीमा कता वाहेरव। এह অভিনিক্ত ২৫০ ুবা ৩০০ ু টাকা এককালীন নিশ্চিম্ব বোনাসরূপে ধরা ঘাইতে পারে। সম্প্রতি কোম্পানী গ্যারাণ্টি দিয়া বোনাস দিবার জন্ম এক প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন—তদ্বারা এক সহস্র টাকার বীমা করিলে প্রতি বৎসরে ১০১ টাকা হইতে ক্রমে ২৫১ টাকা নিশ্চিম্ত বোনাস পাওয়া ঘাইবে। এই প্রথার বিশেষত্ব এই যে প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীগুলি এক সহস্র টাকার বীমার টাদা যে হারে লইতেছেন হিন্দু মিউচাল প্রায় সেই হারেই চাঁদা লইয়া নিশ্চিত বোনাস দিতেছেন। বিষয়টির মধ্যে কোন অনিশ্চয়তা নাই—বীমাকারীরা প্রথম হইতেই জানিতেছেন তাঁহাদিগকে কত দিতে হইবে এবং তাঁহারা কত পাইবেন।



🔐 শ্রীযুক্ত শরৎচক্র বস্থাডরেক্টার—হিন্দু মিউচাল

অধিকাং বীমা কোম্পানী যৌথ কারবার হেতু

শংশীদারগণই সে সব কোম্পানীতে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

বীমাকারীদের অথেই কোম্পানীর উন্নতি অথচ বীমাকারীদের সে সব কোম্পানীতে কোন কর্তৃত্বই নাই।

হিন্দু মিউচালের কোন অংশীদার না থাকায় ইহার সম্পূর্ণ

কর্ত্ব বীমাকারীরাই করিয়া থাকেন এবং ভারতবর্ধর মধ্যে ইহাই বোধহয় একমাত্র কোম্পানী যাহা বিধবা ও অসহায়দিগের গৃহে গিয়া বীমার নগদ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন।

অক্সান্ত কোম্পানীর তুলনায় নৃতন কার্য্যের পরিমাণের দিক দিয়া হিন্দু মিউচাল একটি ক্ষুন্ত কোম্পানী রূপে গণ্য হইলেও উৎকর্ষের দিক দিয়া ইহা যে একটি প্রথম শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে বিন্দুমাতা সন্দেহ নাই। কোম্পানীর ব্যয়ের হার অতি সামান্ত—বাঙ্গালী পরিচালিত কোম্পানীগুলির মধ্যে হিন্দু মিউচালের ব্যয়ের হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। কোম্পানী স্থাপিত হইয়া অতাবধি প্রত্যেকটি ভ্যালুয়েশনেই উদ্বন্ত প্রকাশিত করিয়াছে। বিগত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩১) কোম্পানী নৃতন হারে ভ্যালুয়েশনরূপ অগ্রি-পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া সানন্দে আপনার অক্ষত সেবা পরায়ণ দেহ লইয়া লোক লোচনের সন্মুথে আসিয়াছে—কোম্পানীর এই অসামান্ত সাহল্যে আমরা আস্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

জনপ্রিয় ডিঙেক্টার উদার হাদ্য প্রীযুক্তন শরংচক্স বহু
মহাশয় বহু ভাগি স্বীকার করিয়া প্রভাহই অফিসে আগিয়
কোম্পানীর কার্যাকলাপ পর্যাবেক্ষণ করিয়া পাকেন—আর
কর্ণধার বীমাক্ষেত্রে স্থারিচিত প্রযুক্তন পি, দি,
রায় মহাশয়ের কথা আমরা কি বলিব ? হিলু মিউচাল
বলিতে তাঁহাকেই ব্ঝায় । প্রীযুক্ত রায় মহাশয় কিছুদিন
পূর্কে—কোনও বীমা কর্ম্মীদের সভায় বলিয়াছিলেন—
"Insurance is a social service and not a trade
at all"—তাঁহার এই উক্তি বিক্ষোভের স্বৃষ্টি করিয়াছিল;
কিন্তু বাঁহারা বিগত দশ বৎসরের তাঁহার নেতৃত্বে হিলু
মিউচালের কার্যাকলাপ পর্যাবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা
জানেন এই উক্তি গালভরা শব্দ নহে স্বীয় বার্যা-কলাপের
প্রতিধানি।

প্রভাত ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
বোঘাইএর প্রভাত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বঙি
আধুনিক উরভিশীল কোম্পানীগুলির মধ্যে সম্ভাচ্য বীমা
প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ খুৱাকের ২২শে অক্টোবর

কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৯২৯ সনের অক্টোবর মাসে
গ্রন্মেণ্টের জামিনের টাকা দাখিল করিবার পর
কোম্পানীর কার্য্য প্রক্বতপক্ষে আরম্ভ হয়। অল্পানির
মধ্যে এই কোম্পানী বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্য্যারম্ভ করিতে
সমর্থ হন এবং প্রথম বৎসরেই ১১,৫৩,০০০ টাকায় বীমার
প্রভাব পাইয়া প্রায় ৮ লক্ষ্য টাকার বীমা পত্র প্রদান
করেন। ইহাদের বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৪১,৫৭৬
টাকা।

কোম্পানীর ধিতীয় বর্ষও সম্প্রতি শেষ হইয়াছে এবং বাদ্ধারের থারাপ অবস্থা স্বত্তেও কোম্পানীর স্থদক্ষ পরিচালকগণের কার্য্যকুশলতায় এ বংসরেও প্রায় ৮ লিক্ষ টাকার বেশী নৃতন কান্ধ হইয়াছে।

প্রথমতঃ বোদ্বাইএর স্থ্যিবাত পাব্লিক একাউট্যাণ্ট ৬ প্রসিদ্ধ ব্যাদ্ধার মিঃ ভি, এ, ভাইকার কোম্পানী খাপন করেন। গত ১৯৩১ সনের মাঝামাঝি মিঃ ডি, গি দিনশা কোম্পানীর অন্ততম পরিচালক হিসাবে ইহাতে যোগনান করেন। মিঃ দীনশার পরিচালনায় কোম্পানী খ্য জত উন্নতি করিতেছেন। শীঘ্রই কোম্পানীর হেড ঘদিদ বোদ্বাই হইতে লক্ষ্ণো স্থানাস্তরিত হইবে।

প্রভাত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বিশেষত্ব এই যে—

- (১) কোম্পানীর প্রত্যেকটি বীমাপত্র জীবনবীমার দাহিত্ব ব্যতীত রোগ ছর্মটনাবশতঃ স্থায়ী অক্ষমতার দায়িত্ব বহন করে।
- (২) কোম্পানীর বীমাপত্র বাসস্থান ও ভ্রমণের দিক ইইতে পথিবীর সর্বত্র বলবৎ থাকে।
- (৩) সামাভ অতিরিক্ত চাঁদায় স্ত্রীলোকদের জীবন বীমাপত্রও গ্রহণ করা হয়।
- (৪) ধান্মাসিক ও তৈমাসিক চাঁদায় অতিরিক্ত কিছু মানায় করা হয় না।
- (৫) কোম্পানীর শ্বতঃসংরক্ষণ ব্যবস্থায় বীমাপত্র মনেকদিন প্রয়ন্ত সঞ্জীব রাধা হয়।
- (৬) মফ: স্বল বীমাকারী মণি অর্ডারে প্রিমিয়াম পাঠাইলে মণি অর্ডার কমিশন প্রিমিয়াম হইতে বাদ দেওয়া ইয়। কোন কোম্পানীতেই এই স্থবিধা দেওয়া ইয়না।

কোম্পানী, ত্রিসন্ত বিশিষ্ট বীমা, Double Anticipatory বীমা, শিক্ষায় Annuity, একমাত্র প্রিমিয়াম দেয় বীমা প্রভৃতি চিতাকধক বীমাপত্র প্রদান করিয়া থাকেন।

যুগা জীবন বীমা-কোম্পানার বিশেষত্ব। ইহাতে এক কারবারের ছইজন অংশীদার কিংবা স্বামী স্ত্রী একথাগে বীমা করিতে পারেন। ইহাতে একজনের মৃত্যু হইলে অগুকে কিংবা মেয়ালী বীমা-পত্রে উভয়েই বাচিয়া থাকিলে উভক্ষেই দাবীর টাকা প্রদান করা হয়।



প্রভাতের ম্যানেন্দার—শ্রীযুক্ত বি, বি, দম্ভ

প্রায় তিন বংসর হয় কোম্পানী বাংলা দেশে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গত ১৯৩১ সনের শেষ ভাগ হইতে

মি: বি, বি, দত্ত কলিকাতা শাথার ম্যানেজার রূপে
বোগদান করিয়াছেন। মি: দত্ত বীমা-সহক্ষে স্থলেধক
বিলয়া স্পরিচিত। তাঁহার দ্রদৃষ্টি স্থযোগ্য পরিচালনার
কর্মচারীবৃদ্ধ ও একেউদের প্রতি ক্ষাবিক ব্রবহারে

কোম্পানী অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।
মি: দীনশা শীদ্রই মি: দত্তকে লক্ষ্ণৌ হেড অফিসের
জেনারেল ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করিবেন।
কার্য্য-পরিচালনে সেকেটারী মি: Liebenhall ও
শ্রীযুক্ত এস, পি, চৌধুরী, বি-এস্-সি, এস্ সি মিত্র, বি-এ,
এন্, সি, চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শৈশবাস্থায়—কোম্পানী যেরূপ স্থযোগ্য পরিচালনার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমরা নি:সন্দেহে বলিতে পারি যে কোম্পানীর ভবিষ্যং খুব উজ্জ্বল। আমরা প্রতিষ্ঠানটীর সর্কপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

# ইফ্ট এণ্ড ওয়েফ্ট ইনসিওরেন্স্ক্রেন্স্নানী লিমিটেড্।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বোদ্বাই সহরে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইনসিও-রেন্দ কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। গত বৎসর সকল ব্যবসামীকেই বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে কিন্তু ১৯৩০ সনের জ্ঞায় ১৯৩১ সনের কার্য্য বিবরণও ইহার অভ্তপূর্ব্ব সান্দল্যের ইতিহাস। নিমের ১৯৩১ সনের তালিকা হইতে কার্য্যবৃদ্ধির ও স্ব্বাদ্শীন উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

	শতকরা হৃদ্ধি	
ন্তন কাজের পরিমাণ	<b>৩৬ o</b> /o	
জীবন-বীমা তহবিল	₹8 o/o	
চলতি বীমার পরিমাণ	<b>२२ o/o</b>	
১৯২৯ সনের অপেক্ষা ১৯৩০ সা	নে হিসাবের বৃদ্ধির	
পরিমাণ যথাক্রমে ৬৩ o/o ২২ o/o এবং ২২ o/o ছিল।		
এই অর্থ সঙ্কটের দিনে ক্রমাগত হুই বৎসর সর্ব্বপ্রকারে		
এই কোম্পানী উন্নতির পরিচয় দিয়াছেন, ওধু তাহাই		
নহে ইষ্ট, এণ্ড ওয়েষ্ট ক্রমেই জনসাধারণের বিশাসভাজন		
হইভেছেন ইহা তাহারই পরিচয়।	শামরা ত্রনিতেছি	

১৯৩২ সনেও কোম্পানীর নৃতন কাজের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বোনাস ঘোষণা করিতে সমর্থ হঠয়াছেন। এই কোম্পানীতে বীমা-পত্রের স্বতঃসংরক্ষ্ প্রণালীটি অতি উদারতার সহিত পরিক্লিত হইয়াছে। কোম্পানী সম্প্রতি স্ত্রীলোকের বীমাপত্র গ্রহণের নিয়মও প্রবর্তন করিয়াছেন।

দাবী পরিশোধ সম্বন্ধে কোম্পানীর তৎপরতা অন্তি প্রশংসনীয়। কোম্পানীর দাদন নীতিও সর্কাংশে নিরাপদ এবং পরিচালক মগুলীর বছদশীতার পরিচায়ক। কোম্পানী সম্প্রতি ২,৬৫,০০০ টাকা ব্যয়ে তাঁহাদের একটী নিছঃ গৃহ ক্রয় করিয়াছেন।

মি: বি মুধাৰ্জ্জী কলিকাতা শাধার সেকেটারী।
মি: মুধাৰ্জ্জি বছদিন হইল বীমাক্ষেত্রে কার্যা করিয়া
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন—আমরা আশা করি তাঁহার
ক্রপরিচালনায় ও দ্রদৃষ্টিতায় বন্ধদেশে কোম্পানীর কার্যাের
প্রসার উত্তরাত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

## ন্দলিক্র ভারতবর্ষ মাধাপিছ হারে জীবনবীমার পরিমাণ

मापारिष्ट्र शास्त्र जापनपानाम गामना	
দেশের নাম	জীবনবীমার পরিমাণ
<b>অামে</b> রিকা	٥,٠٠٠/
ক্যানাডা	>000
ष्य द्वे निग्नी	2000/
নিউজিল্যাও	>>00/
ইংল্যাণ্ড	900
অষ্ট্ৰীয়া	900
নরওয়ে	000
স্ইডেন	860
<b>इ</b> ला ' ७	8 • • \
ডেনমা <del>ৰ্ক</del>	08.
कांशान	2007
ভারতবর্ষ	oh•



# মহাত্মাজীর উপবাস-

মহাআজীর উপবাদ প্রদক্ষই এবারকার এক বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলন। মহাত্মাজী যারবেদা জেল হইতে ভারত-সরকার ও ভারত সচিবের সহিত শাসন সংস্কার দ্বন্ধে যে নানা প্রকার কথা কহিতেছিলেন তাহা মধ্যে মধ্যে বিবিধ সংবাদ পত্তে সরকারি ভাবে নাই হউক প্রকাশিত হইত, তাহার পর মহাম্মার পত্রগুলির সহিত ভারতসচিব ও প্রধান মন্ত্রীর পত্র বাহির হইলে, বেশই জানিতে পারা গেল যে সরকার পক্ষকে মহাআজীই অনেকটা স্থপকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টায় বার্থ মনোরথ হটয়া তিনি তাঁহার বন্ধান্ত আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। উপবাস বা প্রায়োপবেশনে আধ্যাত্মিক শক্তি উন্মেষ হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশনে প্রাণ্ডাাগ করিয়াছিলেন। অনেক মহা-পুরুষ আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিবার জন্মই প্রায়োপবেশন করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা যীও খুষ্ট বা কুছদেবও একালি-ক্রমে অনেক দিন প্রয়োপবেশন করিয়াই ঐশী শক্তি লাভ করেন। মহাত্মার প্রায়োপবেশনের বার্ছায় বাঁহারা বিচলিত হইয়া পড়িরাছেন তাঁহারা অনুমান করিতেছেন যে মহাআজী আয়লভির পানরী প্রবর ম্যাক্স্ইনীর খায় অনাহারে জীবন ত্যার করিবেন। মহাত্মা কিছ भगशासक कथाई विविद्याद्यन, आश्व रुख्यात कथा कदरन নাই উহা তাঁহার উপর আরোপিত হইতেছে। তর্ক স্তলে যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে মহাত্মান্দী অনাহারে প্রাণতাাগই যদি করেন, তাহা হইলেও কি তাহার একটা ফল এই বহু পুরাতন হিন্দু সমাজে প্রাণশিত হইবে না। বাঁহারা মহাত্মাকে জানিলেও তাঁহার আধাাত্মিক দিকটা ভাল করিয়া দেথিবার অবসর পান নাই, তাঁহারা ভাবিতেছেন, উপবাস মহাত্মার পক্ষে অত্যন্ত বালক স্থলভ আবদার মাত্র বলিয়া মনে হইতেছে। যাহারা চালবাজ, রাজনীতিই থাহাদের ব্যবসা. উাহারা মহাত্মাজ্ঞার পুণাময় জীবনে কলঙ্ক লেপন করিবার মানদে বলিতেছেন, তিনি মারা গেলে ক্ষতি কি ? হয় সাধারণ ভাবে মরিভেন না হয় আত্মহত্যাই করিলেন। মহাত্মানী পজিত জাতিকে তাহাদের নাযা দাবী হইতে বঞ্চিত করিবার জন্মই এইরূপ পশ করিয়া বলিয়াছেন। সাম্রাজ্য-ভন্তী ইংরাজ ও মার্কিন মৃদ্ধকের কাগজওয়ালারাই উক্ত মতটা বেশ জোর গলায় জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া মহাত্মান্তীকে সাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। টেটসম্যান পত্রিকার ভারতীয় দেশক মহাশয়ও এই সমত্ত সাম্রাজ্যবাদীর ত্রের সহিত ক্র সংস্কু করিয়া বলিতেছেন, মহাস্থালী স্ববতার এবং সমস্ত অবভারই যথম শালে দেখিতে পাওয়া যায় ংবে আত্মহত্যা করিয়াছেন তথন বহাত্মালীই বা না করিকেন

কেন ? রামচত্র তাঁহার লীলা অবসান করিয়া সর্যু ন্দীর জলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রভাদ যজের পর **একিফ সামান্ত** একটা ব্যাধের হত্তে জীবন বিসর্জ্জন দেন ইত্যাদি। ভারতীয় লেথক মহাশয়ের উক্তিগুলি শ্লেষপূর্ব, শ্লেষটা অনেকটা স্বেচ্ছাক্কত তাহাতে সন্দেহ নাই, কাজেই এইপ্রকার উক্তির কোন উত্তর দেওয়ার সামাজাবাদীরা প্রয়োজন নাই। তবে ৰলিতেছেন তাহার উত্তরে বলা যায় যে মহাত্মাজীর জীবন লক্ষ্য করিলে আমাদের কি ধারণা স্থত:সিধ্ধ ভাবে উপস্থিত হয়। নেহাৎ কতকটা philanthropic ভাবেই কি তিনি পতিত কুলী মজুর হইতে আরম্ভ ক্রিয়া সকল প্রকার নিংশ্ব জনসভ্যের পক্ষ হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন? সন্মানজনক ও অর্থ-ক্রী ব্যবসা ত্যাগ করিয়া আফ্রিকার কুলীদের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়া দেখানে যে আশ্রম থুলিয়া ছিলেন, সেটাও কি তাঁহার philanthropyরই নিদর্শন আপনার ঘণাসর্বাস্থ পরহিতে নিয়োগ করিয়া স্ত্রী-পুরুষের কারাবরণ করাও কি philanthropy মাত্র? তাহার পর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাদের বাঁহারা খবর ক্লাখেন তাঁহারা কি জানেন নাথে এই কয়েক বংসরের প্রাণপাত চেষ্টার ফলেই আজ পতিত জাতিগুলি অনেকটা উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসে পতিত জাতিদের সমান আসন প্রদান করিবার জব্য যত আন্দোলন হইয়াছে, সেগুলির সহিত্ই কি মহাআঞ্জী ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত नरहन ?

তবে রাজ্যশাসন করিতে গেলে চাণকানীতি অফুসারে সাম্য, ভেদ ও দণ্ড ইত্যাদি নীতিগুলি আশ্রম লইতে হয় এই কথা স্বীকার্যা। ইংরাজ ভারতকে শাসন করিতে চাহেন, কাজেই যে সমস্ত কুটনীতি আশ্রম গ্রহণ করা তাহার পক্ষে প্রেজন, সে সমস্ত কুটনীতিগুলিই তাঁহারা একের পর এক একটা করিয়া আশ্রম লইবেন একথা সত্য। এই কুটনীতির সহিত ঘুদ্ধ করিতে গেলে ক্টনীতি বা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রেয়েজন। মহাত্মাজী জীবনে কথনও কোনকপ রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজীর আশ্রম লাইনে আধ্যাত্মিকতাই তাঁহার নিকট চিরকাল

ব্ৰহ্মান্ত বলিয়া প্রিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে, মহাভাঞ্জী আজ নিজেকে একান্ত বিপন্ন দেখিয়া এই মহান্ত গ্ৰহণ করিয়াছেন। যাঁহারা গতামুগতিকতার অহুরক্ত, সম্ভ কার্য্যেই বাঁহারা বর্ত্তমান দারা পরীক্ষা করিতে চাহেন. তাহাদিগকে আমরা এই মাত্রই বলি যে মহাআজী কোন কার্য্যই সাম্যাক উত্তেজনার বশে করেন নাই। তাঁহার সমস্ত কার্য্যাবলীর মধ্যেই তীক্ষ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিহিত থাকে। ইহা তাঁহার ব্যবদায়ী বুদ্ধি নহে ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিকতার ফল। ভারতের হিন্দু নর-নারী আজ সহত্র শাখায় বিভক্ত। বিংশ শতাব্দীতে যথন ধর্ম একপ্রকার প্রায় তাবং সভ্যদেশ সমূহেই মানব বিশেষের নিজয় চিস্তাধারা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তথন এই ধর্ম-ভাবকে টানিয়া আনিয়া রাজনীতির রূপ গঠন করিবার চেষ্টা কি বাতুলতা নহে। ধর্মের কথা একান্ত ভাবে যদি তুলিতেই হয় তাহা হইলে একথা কি সত্য নহে যে সকল ধর্মেই মানবের ঐক্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। তবে একদল মানব আপনাকে উচ্চ শ্রেণী জ্ঞান করিয়া অপর শ্রেণীকে ঠেলিয়া রাখে কোন অজুহাতে? হিন্দু ধর্মের মধ্যে বর্ত্তমানে যে সমস্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে উহা মুদলমান ত্রে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ আপনাদের প্রাধান্ত রক্ষা করিবার জন্ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন, একথা এখন সর্ববাদী সমত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এখন অন্তন্নত জাতিগণকে মুম্বাত্ব বিকাশের তাবং স্থযোগ আমাদের স্মাজে প্রদান করিবার সময় আসিয়াছে। সমাজও একেবারে অক হইয়া বসিয়া আছে বলিলেও ভুল করা হইবে। তাহাই যদি না হয় তাহা হইলে ডাঃ আমেদকর বা রাও বাহাত্র রাজাকে লইয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ খাওয়া-দাওয়া করিতেছেন কেন? সেদিনও ত দেখা গেল বাংলার আইন পরিষদ গুহে স্তর আভতোষের পুত্র, মহাকুলীন **শীষতীন্দ্রনাধ বস্থ ইত্যাদি বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগ্** মেধর সন্ধার রাউতকে লইয়া একতা আহার করিলেন। বরং বাঁহারা আপনাদিগকে পভিত বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই সমন্তই ধুরন্ধররাই এই পান-ভোজনে ৰোগদান करतन नाहे। भश्रयूरगत वातकः क्रमणःहे नव विक स्रेट भिधिन कतियां स्न अशा हरेटल्ट्स । छटन याहाता अपन

ভাষাদের জ্বাত ব্যবসা হিসাবে অস্বাস্থ্যকর ব্যবদায় নিযুক্ত তাহাদের সহিত আদান-প্রদান এখনও হয় নাই। এইরূপ আদান-প্রদানই বা কোথায় হইয়া থাকে ? ইউবোপের ধনিকগণ কি রাস্তার ধান্ধড় ও কুলীগণের সহিত এক সন্দে আহার করেন ?

মহাআলী টেইটস্ম্যান কিন্তু ঠিকই বলিয়াছেন।
মহাআলী হিন্দু-সমাজে এক্য-স্থাপন করিরার প্রয়ামী।
তাহার এই চেটায় বাধা প্রদান করা কর্ত্ব্য নহে। বরং
তাহার এই মহৎ উদ্দেশ্যে আমরা যতটুকু পারি তাঁহাকে
সাহায্য করাই উচিত। সরকার পক্ষের সহিত তাঁহার
কোন বাদ-বিসন্থাদ নাই। তিনি হিন্দু জাতিকে এক
বিরাট প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন। তাঁহার চেটা
স্ফল হইলে সরকার পক্ষ নিশ্চয়ই তাঁহারই সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করিবেন। তবে তিনি যদি স্ফলকাম হইতে না
পারেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে সরকার যা সিদ্ধান্ত করিয়াভেন, তাহাই বলবৎ বহিয়া যাইবে।

আমরা হিন্দু জাতিকে এই কথাই বলিব যে এই
মহাসদ্ধিক্ষণে সকলপ্রকার স্বার্থ ও অভিমান ত্যাগ করিয়া
মহাপুরুষ প্রদর্শিত পথে চলাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।
ভারতের হিন্দু নব-নালী মহামানবের আহ্বানে কিরূপ
জাগরিত হয় তাহাই এখন দেখিবার বস্তু।

# নন রাউগু টেব ্ল:-

আবার নৃতন রাউও টেবিলের ধুম পড়িয়া গিয়াছে।
তনা যাইতেছে যে তুই-একজন মহাপুরুষ ইতিমধ্যেই
ভাহাজের টিকিট থরিদ করিয়াছেন এবং শীস্তই বিলাত
যাত্রা করিবেন। শীতকালে বিলাত দেশটা নাকি খুবই
বাষ্যাকর। যে সমস্ত মহাপুরুষ কলির স্বর্গে গমন
করিতেছেন তাঁহারা দেবতা বিশেষ। গোল টেবিলে যে
বিশেষ কাজ হয় তাহা নহে, তবে স্বাস্থ্যের উন্নতি
অনেকটা সংসাধিত হয়। এবারকার গোল টেবিলে
বিগোরা সরকারের সহিত একমত হইতে পারিবেন এইবিপ সদত লওয়া হুইকে বলিয়া তনা বাইতেক্ছ ; কাজেই

কাজেও কিছু হইতে পারে আশা করা যায়। তাহা হ**ইলে** স্বাস্থ্য উন্নতির পক্ষে সর্ব্ধাস্থ্যাগই ঠিক থাজিবে।

## জহান্তী কি ৪

এখন জয়ন্তীর যুগ চলিয়াছে। প্রাচীন রোমানযুগে জঃস্তীর যুগ ছিল। তথনকার যে সমস্ত মহাবীর রোমের হইয়া নানা দেশ জয় করিয়া আসিতেন তাঁহারা খুব ধুমধামের সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিতেন, ইহাকেই रतामान कः श्री वन। इटेंछ। मशकवि कानिमान मणू-বংশে রঘুর দিগুজ্যের বার্তা জগতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বাংলায় যে জয়ন্তীর যুগ দেখা দিয়াছে উহ। সাহিত্যিক জয়ন্তী, অর্থাৎ কোন বড সাহিত্যিকের ভক্ত ও অমুগত জনসাধারণ এক সম্মেলন করিয়া তাঁহাদের মাননীয় লেথক মহাশয়ের পলদেশে মালা ও নানাপ্রকার উপঢ়ৌকন প্রদান করিতেছেন। সম্প্রতি টাউনহলে প্রাসিদ্ধ উপস্থাস লেথক শরৎবাবুকে লইয়া এইরূপ একটা মেলার অভিনয় হইবার কথা ছিল। বাংলার যুবকগণ নাকি এই জয়ন্তীর কর্তপক্ষগণকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে মহামানব মহাত্মা গান্ধীজী যথন মঙ্গলবার হইতে অনশনরত অবলম্বন করিবেন তথন এইকপ আমোদ-প্রযোগ করা স্থাপাতন হয় না। সম্মেলনের কার্য্য অনেকটা অগ্রদর হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কর্ত্তপক্ষণণ ভাষাদের প্রস্তাবে স্মতি প্রদান করিতে পারেন নাই। ফলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছিল, অর্থাৎ গুণ্ডামির অভিনয়, বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণকে অপমান ইভ্যাদি। त्माय कात यमि विदन्तम। कता यात्र **जारा हहेता वनित्ज** হইবে যে বাংলার নেতাগণ যুবকদের প্রার্থনায় কর্ণণাত করিলেই পারিতেন। যুবকগণ সাধারণতঃই **ভাবপ্রব**ণ এইরপ একটা গোলমাল করিবার অবসর কাহাকেও প্রদান না করিলেই ভাল হইত।

# উড়িস্সা বিভাগ :--

উড়িয়া প্রদেশটাকে একটা খতত্ত্ব প্রদেশ করিবার কথা অনেকদিন হইতেই হইতেছে। লও কার্জনই প্রথম এই কথা তুলিয়াছিলেন। ভাহার পর বেহার-উড়িয়া

লইয়া যথন একটা খতন্ত্ৰ প্ৰদেশ গঠিত হয় তথন নাকি ভৰিষ্যতে সম্পূৰ্ণ পৃথকভাবেই রচিত হইবে বলিয়। আখাস প্রদান করা হইয়াছিল। সাইমন কমিশন উড়িষ্যার স্তাঘ্য দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, গত গোলটেবিল বৈঠকেও উড়িব্যাকে একটা স্বতম্ব প্রদেশ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া আখাদ প্রদান করা হয়। এইজন্মই উড়িখার কয়েকজন নেতা সম্প্রতি বড়লাট মহোপয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের একটা মন্তব্য পেয করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে উড়িষ্যা প্রদেশটী আয়তনে কৃত্ত হইলেও উহার আর্থিক অবস্থা অনেক প্রদেশ অপেকাই ভাল। ফেডার্ল ফাইনান্স কমিটী নাকি বলিয়াছেন ন্তন ব্যবস্থা অসুষায়ী উড়িষ্যার ঘাটতি মাত্র বিশ লক্ষ টাকা হইবে। তাঁহারাএ কথা বলিয়াছেন যে, পাটনাকে রাজধানী করিবার জন্ম অনেক টাকা শ্রচ করা হইয়াছে। উক্ত টাকায় উড়িষ্যার একটা অংশ ছিল। উড়িষ্যা বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র প্রদেশ হইলে উক্ত অংশটা উড়িষ্যাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই প্রদেশে অনেক ধাল আছে। এই ধাল বাবদ অনেক টাকা সরকার পক্ষকে কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল, েন্ইজন্ম উড়িষ্যাকে বেশ মোটা হৃদ দিতে হয়। নেতাগণ বলিয়াছেন যে পূর্বকার খালগুলির অনেকগুলিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে না হয় মজিয়া গিয়াছে। স্থতরাং উক্ত স্কটা প্রদান করা উড়িয়ার পক্ষে কটকর। এইজয় কেন্দ্রীয় সরকারকে উহা রেহাই দিতে হইবে।

# মাঞ্ সমস্তা :--

লিটন কমিটীর সত্ত অহ্বায়ী জাপান মানচুরিয়াকে একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্র

এই স্বাধীন রাজ্যে জাপানী স্বার্থ সর্কাশ্রে রক্ষিত ইইবে।
এই ঘোষণার সহিতই চীনের জাতীয় পরিষদ লওন,
প্যারিস, ওয়াশিংটন, জেনেডা ইত্যাদি সহরগুলিতে
তার করিয়া তথাকার সরকারদিগকে এই ব্যবস্থার বিক্তম্বে প্রতিবাদ করিয়া আপনাদের অভিনত জ্ঞাপন করিয়াছেন।
স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্, মীমাংসা হওয়। স্থদ্র পরাহত।

# সাক্ষজনীন পূজা:-

মাতৃ-পূজা আগত। আমরা সকলেই এক জন্ধগাতী সস্তান এইরূপ জ্ঞান করিয়া এবারকার পূজা সম্পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। কলিকাজার কয়েকটী পল্লীতে সার্ধাননীন তুর্বোৎসৰ সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত পল্লীগুলিতে প্রায়ই শুনা যায় জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মাতৃপূজা করা হয়। কোন কোন হলে নাকি অস্পৃত্য সম্প্রদায় কর্তৃক 'ভোগ' রহ্মন পর্যস্ত হইয়া থাকে। বাংলার বিভিন্ন পল্লীগুলিতে এই সাক্ষজনীন ছুর্গোৎসব অহুষ্টিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেননা তথায় যে সমস্ত পূজ। সাধারণত: অফুটিত হইয়া থাকে উহা ব্যক্তি বিশেষের পূজা। তাঁহারা থুব স্বাভাবি**ক** ভাবেই **জ**ন-সাধারণের জন্ম সম্পাদন করিতে রাজী না হইতে পারেন। এইজন্তই আমরা বলিতেছিলাম যে, মুবকগণ এবার পূজার সময় দেশে গমন করিয়। সামান্ত ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়াও এই সার্বজনীন পূজার অনুষ্ঠান করিলে মহাআজীর উत्दिश्च व्यत्नकिंगे नक्त हहेत्व। व्यामात्तव नर्वनभरवहे স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দরিদ্রগণকেই আমাদের শাল্পকারগণ 'নারায়ণ' বলিয়া গিয়াছেন।



# ভারতের প্রতিষ্ঠান সমুহ

#### [বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে বচিত ]

## "কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্"

वाःलाग्र यथन 'स्टामनी जात्मालन' जात्र इहेल जाहारी প্রচন্ত্র দেখিলেন বাংলায় তেমন উল্লেখযোগ্য অঙ্গরাগ দুৱা প্রস্তুত করিবার কোন স্থব্যবস্থা নাই। তিনি তথন এই কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। তারপর আন্তে আন্তে যথন স্বদেশী আন্দোলন মন্দীভত হুইল কলিকাতা সোপ ওয়ার্কদের আবস্থারও বিপর্যায় ঘটিল। এইরূপে মেছুয়াবাজারে অবস্থান কালীন 'ক্লিকাতা সোপ ওয়ার্কসের' স্বত্বের হস্তাস্তর হইল। তারপর ভূতপূর্ব ম্যানেজার শরৎবাবু, (অধুনা 'কলিকাতা টয়লেট প্রডাক্টসের' অক্সভম ভিরেক্টার ও পরিচালক) 'কলিকাতা গোপ ভয়া**র্কদের' অনেক উন্নতি সাধন করেন। তার**পর শরংবাবুর স্থলে পবিত্রবাবু আসিলেন এবং স্বদেশী আন্দে:-শনের আবার আর**ভের সক্তে সংক'কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস'** অভাবনীয় **উন্নতি দাধন করিল। কলিকাতা সোপ** <sup>6মার্কসে</sup> প্রস্তুত ডাঙ্গি, প্রতিমা প্র<mark>ভৃতি সাবান ঘরে</mark> ঘরে চলিতেছে। আজকাল এঁর। ট্রথ পাউডার, দাড়ীকামানোর <sup>সাবান</sup> প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। **আম**রা এইরূপ খদেশী অমুষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

## "হিমানী"

বাঙালী শিক্ষিত সন্দ্রান্য বরাব্যই একটু সৌধীন।

বেন বাঙালী সন্দেশীতে প্রথম মাতিরাছিল তথম কলিকাতার এক নিভ্ত কোণে শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ্রের প্রথম সন্দেশী সো হিমানী বাহির

ইয়। বাঙালী তথন এদিকে নিজেদের সামর্থ্য বুঝিতে

পারে নাই কিন্ত যথন "হিমানী" তাহার হিমানীরূপ লইয়া

কায়প্রকাশ করিল তথন বাঙালীর ধার্পা ক্রিল বে এই

বিব্রেও বাঙালী কাহার নিকট পরাধিত হইবার নহে।

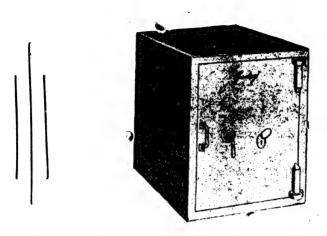
ভারপর বংস্বের প্র বংশ্র চলিয়া গিরাছে "হিমানীর" নাম

সমগ্র ভারত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।
আনরা জানি পল্লীগ্রামের লোকেরা দকল রকম স্নোকেই
হিমানী বলিয়া জানে— যেন লোর অপর নামই হিমানী।
হিমানী ওয়ার্কদ এখন সাবান প্রভৃতি অপরাগ তৈয়ারি
করিতেছেন। আমরা দকল জবার 'হিমানী'র মত উর্বতি
দেবিতে চাই। অনেক তথাক্থিত বড় কারবারভয়ালাবের
মত এঁদের কোন 'বটলিঙ' কারবার নাই তাই রক্ষাতা
না হলে ওনাদের দকলকারই "ফেনের" দশা হইত।
বিভারিত পরে।

#### "লক্ষীবিলাস"

व्यापातित यथन क्या दश नांहे अवर वालनात्तत मत्या তু'একজন ব্যক্তীত কাহারও তথন জন্ম হয় নাই সেই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে "লক্ষীবিলাদের" জন্ম হয়। নিশ্চরই "লক্ষীবিলাদের"নাম আপনাদের ঠাকুমা, দিদিমাদের নিক্ট হইতে ভূনিয়া থাকিবেন কারণ আমরা যতদ্র জানি লক্ষীবিলাদ দ্বপ্রপ্রথম কেশ তৈল কারণ তৎপূর্বে কোন কেশ তৈনের ঠিক প্রচলন ছিল না। পুর্বের "লক্ষীবিলাদের" নাম যথেষ্ট ছিল এবং এখনও খাছে কিন্তু সময়ের সজে মাহুষের ক্ষতির পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং মাহুষ এখন চায় বাহুত্রপ ও গৌন্দর্য্য তাই "লক্ষাবিলালে"র আদির হয়ত আত্তকালকার ছেলেমেয়েদের নিকট কমিরা যাইতে পারে কিন্তু যাহারা কেশ তৈলের উপকারিতা দেখিতে চাছেন আনালের মনে হয় ভাছাদের এখনও 'লক্ষীবিলাস' ব্যবহার কর। ভিন্ন উপায় নাই। আমরা এইরূপ কথা ৰলিলাম কারণ আমাদের এই বিষয়ে খুব প্রভাক জ্ঞান আছে। এঁদের গোলাপদার, দক্ততাশন, ক্ধাদিদ্বন প্রভৃতি বছ অব্যর্থ ভেষক পদার্থে প্রস্তুত ঔষধাণগী সত্যই আশ্চর্যায়ক্ষ ঐ স্কল রোগের আরামণায়ক। আমরা ঐ বাঙালী পরিচালিভ প্রায় অর্দ্ধশভাক্তভিক্ষকারী व्यक्तिन अस्ट्रीतनत स्ट्याहिक क्षेत्रकि कांत्रना कॅर्ति।

# গড়রেজ লৌহ সিন্ধুক



# সকলেই জানেন এই লোহ সিম্বুকগুলির আগাগোড়া স্বদেশী

অতি প্রচণ্ড অগ্নির আক্রমণ হইতে, অতি স্বচ্ছুর লোহার-সিন্ধ্ক-ভাঙ্গা চোরের অধ্যবসায়শীল আক্রমণ হইতে, পঞ্চাশ ফিট উচ্চ হইতে কঠিন পাথর বাঁধানো ফুটপাতের উপর পতন হইতে সিন্ধুকগুলি জয়লাভ করিয়া বাহির হইয়াছে।

# তামাদের সিন্ধুক গবর্ণমেন্টের কঠোরতম প্রীক্ষায় উত্তীর্ণ ইইয়াছে।

ফারত গবর্ণমেন্টের ইণ্ডিয়ান স্টোর্স ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনীয়াররা সযত্ন পরীক্ষার পর তাঁহাদের মনোনয়নের চিহ্ন স্বরূপ পোষ্ঠ ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট, রেলওয়ে এবং অন্য সকল ডিপার্টমেন্টে গডরেজ অগ্নি ও চোর প্রতিরোধক সিন্ধুক সরবরাহের চুক্তি করিয়াছেন।

# পভরেজ এও বয়েস ম্যান্ত্রফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড

টাকশাল, পেপার কারেন্সী অফিস গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি প্রেস, নাসিক রোড এবং সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কার্স দের লৌহ সিন্ধুক প্রস্তুতকারক।

# ১৫, ক্লাইভ দ্লীউ, কলিকাতা

ফোন-->৪০৭ কলিকাতা।

হেড অফিস ও কারথানা— লালবাগ, প্যারেল, বোম্বাই भाषा-

निली, गाउना !

## "কলিকাতা টয়লেট প্রডাক্টস্ লিঃ"

'কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের' ভ্তপুর্ব ম্যানেজার শরৎ বাবুর অমুষ্ঠান এই কলিকাতা টয়লেট প্রভাক্তন লি:। যদিও এই শিশু প্রতিষ্ঠানটীর বয়ক্রম কিছুমাত্র অধিক ১ বংসরকাল হইয়াছে কিছু বাজারে এই অল্ল সময়ের মধ্যে যে মুনাম এরা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ভাছা শরংবাবুর মত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। আন্শা করি এই শিশু প্রতিষ্ঠানটী অচিরে ষ্পাযোগ্য স্থান দখল করিতে পারিবে।

#### "ডোয়ার্কিণ এগু সন্স"

বাংলার সর্বপ্রথম বাভবিক্তেত। এই মেদার্দ ভোয়ার্কিণ এও দল। আজকাল আমরা বহুরকম হাত হারমোনিয়মের নাম শুনিতেছি কিন্তু এই হাত হারমোনিয়মের উদ্ভাবন-কারীকে জানেন? এই ডোয়ার্কিন এও সন্দের প্রতিষ্ঠা-কারী দারিকাবার। বাংলায় যখন গানের চর্চা আরম্ভ ইইল সাহিত্য-স্থলভ সংস্করণের হায় দারিকাবার হার-মোনিয়মের স্থলভ-সংস্করণ হাত হারমোনিয়াম বাহির কমিলেন। আধুনিক বাংলা সেজন্ত দারিকাবারর নিকট অনেক ঋণী। ঘরে ঘরে আজ গানবাজনা হইতেছে এর প্রবর্তনকারীকে? তাঁরে কাছে আপনারা কি কম ঋণী? আমরা আপনাদের এঁদের নিকট ঋণের কথাই কেবলমাত্র মরণ করাইয়া দিলাম, এবং আশা করি বাঙালী কথনও বিশ্বত হইবে না।

#### "রেডিয়ম ল্যাবরেটরী"

রেভিয়মের নাম বাজারে খুব কারণ এঁদের প্রস্তত যো প্রভৃতি অঙ্গরাগ খুব উচ্চান্দের; ইহা কেবলমাত্র যে আমর বলি তাহা নয় বাংলার অনেক গণ্যমান্থ ব্যক্তিই এই কথা বলিয়াছেন। এঁরা কিছুদিন হইল 'রেভিয়ম অন্নেল' প্রস্তুত করিতেছেন। আমরা এঁদের উন্নতি কাননা করি।

## "শক্তি ঔষধালয়"

আয়র্কেদ যুগান্তর আনরনকারী এই শক্তি ঔবধানর

মধ্যক মধ্রবাব্র একটা অতুলনীয় কার্ত্তি। ভারত হইতে

প্রতি বংসরে কোটি কোটি টাকা বাহির হইরা বাইভেছে

কেবলমাত্র বিদেশী ঔষধের জস্তু কিন্তু আমাদের ভারতের
মধ্যেও ঐ রকম ঔষধ প্রাপ্তবা তাহা মথুর বাবৃই প্রথম
দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার কার্যালয় এত বৃহৎ
যে লর্ড রোণাল্ডসে পর্যান্ত দেখিয়া বিশ্বিত হইরাছেন। এই
রকম ঔষধালয় স্থাপন করিয়া ভারতের যে তিনি কি
উপকার করিয়াছেন কেবলমাত্র এই কথাই আমরা
আমাদের পাঠকবর্গকে শ্বরণ করাইয়া দিতে চাই।

## "কে সি বস্থু এণ্ড কোং"

আন্ধনল অনেক বালি বাজারে বাহির হইয়াছে সত্য কিন্তু একটা কোং ক্রমবিকাশে উন্নতি সাধন করিতেছে— এই মন্দা বাজারেও এবং অপর কোন কোং কিন্তু জন্ধানিনাদ করিয়াও কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না। এর কারণ কি আমাদের পাঠকবর্গকে আরও জাল করিয়া থূলিয়া বলিতে হইবে। যদি অপরের চল্ভি কিনিষ মেকি করিয়া সহজে চালানো যাইত তাহা হইলেত ইংরাজ রাজ্যের কোটের স্থাই হইত না। কিন্তু ইংরাজ কোট ত ভূলিল না যে মেকি জিনিষ আসলের চাইতেও ভাল পরত্ত্ব কাই হইয়া মোটা টাকার থেসারতের দাবী দিল। হায়রে বরাত! বিল্ডারিতভাবে দেখিবেন। পার্ল বালি এখনও সকল ডাক্তারদের নিকট আদেরণীয়। আও উাও বালির বড় একটা কেউ ধার ধারে না। 'কে সি বহু এও কোং' ক্বত বিষ্কৃট ইত্যাদিও বেশ চলিতেছে।

## "মল্লিক ত্রাদস্"

আধুনিক উচ্চাক্তের বাছা বিক্রেতা। মলিক আদাদেরি মলিক ফুট হাত হারমোনিয়ম সভাই প্রশংসনীয়। এঁরা সকল রকম বাছা-সরঞ্জাদাদি সকল সমরে ইকে রাখেন। এঁদের বিনশ্ধী বাবহারে মুখ্য ইইয়াছি এবং স্থামরা এই প্রতিষ্ঠানের যথোচিত উন্ধতি কামনা করি।

#### "পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী"

গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি ঐ প্রকার জিনিব বরাবরই জাপান ও অফাস্ত বিদেশ হইতে আদিত। কিছ 'পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী' বখন ঐ সকল গেঞ্জি মে'জা প্রভৃতি ভৈয়ারি ক্বিতে আল্লু ক্রিলেন তখনও কেই বিবাদ করিতে পারে নাই যে ঐ সকল জব্য ঠিক 'পাবনা' হইতে তৈয়ারি হইতেছে কি না—এইক্সপ উচ্চাব্দের জিনিব তাঁথারা প্রথম তৈয়ারি আরম্ভ করিলেন। কিন্ত যথন আমাদের পণ্যমান্ত ব্যক্তিরা কার্য্যালয় দেখিতে আহত হইলেন এবং তাহারা দেখিয়া ঐ সকল জব্যকে খাঁটা অদেশী বলিয়া জানাইলেন সেইদিন বাঙালীর আর এক আনন্দের দিন হইয়াছিল। এঁরা এখন সকল রকম হালফ্যাসানের জিনিয় তৈয়ারি করিতেছেন। ইহাদের তৈরী সব জিনিয়ই দেখিতে স্থলর ও টেকসই। এঁদের উন্নতিতে কি বাধা?

#### "সাধনা ঔষধালয়"

সাধনার আযুর্বেদীয় ঔষধাবলী বিশেব নাম করিয়াছে।
আল সময়ের মধ্যে সাধনা যে সাফাল-সাভ করিয়াছে তাহা
কেবলমাত্র যোগেশ বাবুর মত ব্যক্তির জ্বতই সম্ভব
হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র সাধনাকে
দিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র সাধনারই যোগ্য।

### "ডোঙ্গরের বালামৃত"

বোদাইর ডোক্সর কোং প্রস্তুত বালামৃত বাংলায় বিশেষ নাম করিয়াছে। বালামৃত শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। স্বদেশী দ্রব্যই ব্যবহার করা উচিড এবং অমুদ্ধপ বিদেশী 'ফুড' অপেক্ষা আমরা বালামৃত ব্যবহারে পক্ষপাতী।

### — 'অমুডাঞ্জন' —

অমৃতাঞ্চনের নাম আজকাল বাংলার ঘরে ঘরে। বেদনা নিবারক ঔষধাবলীর মধ্যে অমৃতাঞ্চন অভ্যতম শ্রেষ্ঠ। আমরা এই খদেশী প্রতিষ্ঠানের আরও উয়তি কামনা করি।

### "ঢাকা আয়ুর্কেবদীয় ঔষধালয়"

আয়ুর্বেদ জগতে 'ঢাকা আয়ুর্বেদ প্রথালয়ের' দান
সামাত্ত নয়। দিনে দিনে উক্ত প্রতিষ্ঠানটা যেরপ ফ্রতগতিতে
উন্নতি করিতেছে ভাহাতে আশা করা যায় অচিরেই
ভাহাদের স্থান আরও দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিড হইয়।
ক্রেপতের কল্যাণ সাধনে ব্রভী হইবে। লোকচকু সন্মুধে
দদা-সর্বাদাই নামটীকে জাপাইয়া রাখিতে ছইবে ভবে না
একদিন উক্ত প্রতিষ্ঠানটা অমুক্ষণ আদর্শ প্রতিষ্ঠান হইতে

সক্ষম হইবে। আশা করি উহার অভাধিকারী ও পরিচালকবর্গ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া তাহাদের নাম চিরতেরে অক্ষুর রাধিবেন।

### "বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার"

বান্ধারে অনেক দোকানেই ত থাবার থাইয়াছি—
অনেক নাম করা ডকানিনাদিত দোকানেও বাদ দেইনি
কিন্তু এই বাঙালী পরিচালিত এমন থাবার কোন দোকানে
পাইয়াছি; এই অল্প সময়ের মধ্যেও যে উক্ত প্রতিষ্ঠানটা
অত উন্পতি করিতে পারিয়াছে উহার কারণ কি পাঠকবর্গকে ব্রাইয়া দিতে হইবে ? আমাদের আন্তরিক ইঞ্চা
এই প্রতিষ্ঠানটা যথোচিত উন্পতি লাভ করুগ।

### "বেঙ্গল শটী ফুড''

বাংলার মায়েরা যথন বিদেশ হইতে আংনীত মেলিল ফুড, এই সকল তাহাদের শিশুদিসের ব্যবহার করিতে ছিলেন তখন অম্ল্য বাবুর 'বেকল শটী ফুড' যে কত করে চলিয়াছিল এবং তারপর যে পরিমাণে উন্নতি সাধন করিল উহা কেবল অম্ল্যবাবুর মত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। আক্রকাল 'বেকল শটী ফুড' নিজ গুণামুলারে বাংলার বরে ঘরে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সফল প্রচেষ্টার জন্ম আম্ল্যবাবুকে আফরিক অভিনন্ধন জানাইতেছি এবং আশা করি তাহার শটী ফুড ক্রমান্ধ্রে উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।

# "পি এম বাক্চি এও কোং"

ইহা বাংলার আর একটা অতি প্রাচীন কোং। এর।
সর্বপ্রথম বাংলাদেশে কালীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং 'পি এম বাকচির' কালী সব সময়েই প্রসিদ্ধ।
ক্রমোন্নতিতে এরা এখন সকল রক্ম ব্যবসা করিতেছেন
এবং কামনা করি এনের ঐ সকল ব্যবসা এদের 'কালীর'
মন্তই উন্নতি লাভ কক্ষ।

### — ওটান —

বাহার৷ বিদেশী প্রবা বাবহার করা ভিন্ন উপায়ারর
নাই মনে করেন উাহাদের নিকটই আম্রা ক্রিক্রিই
ক্রেক্টাহার৷ অঞ্চলোন অক্রাঞ্জিরিকার প্রতিপ্রকার

ওটান কোং প্রস্তুত অপরাগাদি ব্যবহার করিয়া দেবিবেন কারণ আমরাও যশন এক সময়ে বিদেশীজাত দ্রব্য বাবহার করিতাম তথন এই ওটানই আমাদের বিশেষ আনন্দলায়ক ছিল। 'কোয়ালিটির' দিক দিয়ে ওটান অনেক উচ্চে এবং আশ। করি শ্রেণীবিশেষের পাঠক এর্গ আমাদের এই কথাটা দরকারের সময় শ্বরণ রাথিবেন।

## টি, ডি, কুমার এণ্ড কোং

কাই ভ ষ্টাটে অনেক লোহা বিক্রেতা আছে সন্দেহ নাই কিন্তু টি, ডি, এণ্ড কোংর মত সক্ল রকম লোহার জিনিষ ইকে রাখিতে থুব অল দোকানট সক্ষম! সেজ্য কেহ যদি হরেক রকমের জিনিষ এক দোকান হইতে কিনিতে চাহেন তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা এই কোম্পানীতে যাইয়া লাভবান হইবেন।

#### 'রদাস'

ভালহাউদি স্কোয়ারের অগ্যতম বাদ্য বিক্রেতা 'রদাস'
কোংর নাম আজকাল সকলেই প্রায় শুনিয়া থাকিবেন।
যে অল্ল সময়ের মধ্যে ঐ কোম্পানীটি উন্নতি লাভ
করিল উহার জন্ত আমরা স্বত্যধিকারী ও পরিচালকের
উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারি এবং আশা
করি উক্ত কোম্পানীট সততই এইরূপ উন্নতি লাভ করিতে
থাকুক।

### 'কার এও মহলানবিশ'

কারনোবিদ বাঙালার একটা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং অন্থরপ প্রতিষ্ঠানের উঞ্জি দেখিলে আমাদের বাঙালী মন সভঙ্গ উল্লাপিত হয়। এরা যে পরিমাণে সকল রকম বাদ্য সরঞ্জামাদের ও পেলার জিনিষ ষ্টকে রাথেন তাহা অল্ল দোকানের পক্ষেই সম্ভব। আমরা স্বতাধিকারী ও পরিচালককে যথোচিত অভিনন্দন জানাইতেছি।



#### ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সক্স

কাগজের ব্যবসা করিয়া যাহার। বিশেষ স্থ্যাতি ও অর্থ অর্জন করিতে পারিয়াছেন তাহ'দের মধ্যে 'ভোলানাথ দন্ত এণ্ড সন্স' অগ্রতম। 'পুষ্পপারের' যাবতীয় কাগজাই এঁরা দিয়া থাকেন। এঁদের সন্ম ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ। এবং এঁদের যথার্থ উন্নতি আমাদের কাম্য।

#### "ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর"

ত্ব'এক বৎসরের ভিতর যে মনোহারির দোকান কত উন্নতি করিতে পারে উহার নমুনা ইপ্ত বেঙ্গল প্রোর। এত অল্পদিনের মধ্যে জাঁহারা বেরূপ উন্নতি করিয়াছেন ভাহাতে সন্ধাধিকারী ও পরিচালকের ক্রতিত্বই প্রস্ফুটিত হইতেছে। কামনা করি এঁদের উত্তরোত্তর উন্নতি হউক।

### "গাজীপুর পারফিউমারী ওয়ার্কস"

গাজিপুর পার্রফিউমারী ওয়ার্কন্ প্রস্তুত তিল তেল ব্যবহার করিয়া আমরা তৃথি পাইয়াছি। এঁদের আরও আনেক রকম তেল আছে এবং ঐ সকলও গুণে তিল তৈলের অহুরূপ। এঁদের ব্যবসা দিন দিন উরতি লাভ করুগ। তবে এটাও সত্য যে যে সকল দ্রব্য সৌথীন সম্প্রদায়ের জন্ম প্রস্তুত হইয়াছে সেই সব জিনিষকে প্রচলিত রাথিবার জন্ম উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন।

### "জে, বি, দত্ত এও কোং"

আমাদের বাল্যকাল হইতে আমরা গুনিয়া আদিতেছি জে, বি, ডি কালীর বড়ির নাম; তথন আমাদের ধারণা ছিল না যে এঁরাই হচ্ছেন জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং। এঁদের প্রস্তুত প্রসাধন সামগ্রীও যথেষ্ঠ খ্যাতি লাভ ক্রিয়াছে!

### "বারণ্ এণ্ড কোং"

উক্ত কোং কৃত রাণীগঞ্জ টালির নাম খ্ব অল্ল সংখ্যক লাকই জানেন না। স্তা দরে অথচ মজবুত ও পাকা বাড়ী করিতে এঁদের এ টালি ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় নাই। স্থার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সিনিয়র পার্টনার মার্টিন এও কোংর এবং ওরা এঁদের ম্যানেজিং এজেন্ট। সেজস্ত আশা করি এঁদের উল্লভির কোন বাধা নাই।

#### "হ্যাসকো"

ধেখানে যাই সেখানে ভাদকো আছেই—ভাদকোর এমন প্রচার হইয়াছে। আমরা ভাদকোর অনেক দাবান ব্যবহার করিয়াছি এবং আমাদের মতে এঁদের কারধানায় প্রস্তুত প্রায় সকল রকম সাবানই বেশ উচ্চাঙ্গের এবং ঐ শ্রেণীর বিদেশী সাবানের তুল্য নিশ্চয়ই। কামনা করি এই বাঙালী প্রতিষ্ঠানটৈ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ কর্ষ্ণ। "রেড ক্রেশ"

বাঙালীকে ম্যালেরিয়া জরের প্রকোপের কথা মরন করাইয়া দিতে হইবে না এবং উহার জন্ম ম্যালেরিয়া ঔষধও কম নাই। কিন্তু "রেডক্রন" ম্যালেরিয়া মিকশ্যার একজন আধুনিক ভাক্তারের হস্তে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত সেইজন্ম আশা করি এই"রেডক্রন"ম্যানেরিয়া মিক্শ্চার ব্যবহার করিয়া ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত নাঙালী শাস্তিশাভ করিবে।

#### "বটকুষ্ণ দত্ত এণ্ড কোং''

বাঙালীর ভিতর বটকৃষ্ণ দত্ত এও কেং একটা নাম করা ফটোর দোকান। এরা অনেক বিদেশী রাদায়নিক স্তব্যের এখানকার এজেন্ট এবং এরা সকল রক্ষ ফটোগ্রাফিক স্তব্য সকল সময়ে ষ্টকে রাখেন।

#### "ইষ্টার্ণ ওয়াগুাস্"

মাস্থ অনেক সময় ডাক্তারী, কবিরাজা, হোমিওপ্যাধি করিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে এমন সময়ও এই ওবধ ধারণ করিলে ক্ষতিত হয়ই না পরস্ক লাভোই বেশী সম্ভাবনা এই রকম এঁদের মাত্লির প্রভাব। ইং। দৈর কিছু:নহে, প্রাচ্যের বনৌষধিরই প্রভাব। শুনিয়াছি এঁদের মাত্লি প্রত্যক্ষ উপকারী এবং অন্ততঃ একজনের কথা জানি, যিনি এঁবের মাত্লি পরে বিশেষ উপকৃত হয়েছেন। এঁদের উর্গতি দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব।

"করুণা ইণ্ডাপ্রীক্ত "

সম্প্রতি করুণা ইণ্ডাষ্ট্রীন্স নামে যে নৃতন অষ্ঠানটি হইয়াছে তাহার যে কয়টি জিনিষ বাহির হইয়াছে সব-গুলিই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সৌরভ ইত্যাদি বাহিক গুণ ভালই হইয়াছে এবং ভাজোরপণ ইহার উপকারিতা এবং ব্যবহৃত ঔষধ সম্বন্ধ বিশেচনা করিয়া উচ্চ প্রশংসা করায় আমরা ইহার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলাম। সাধারণের সহায়তা এবং জিনিষের গুণ এইরূপ বরাবর বজায় রাখা এই তুইটের উপর ইহাদের উন্ধৃতি নির্ভর করিতেছে। আমরা ইহার গুভকামনা করি।

বারাস্তরে লক্ষ্মী, ভারত, প্রবলা, প্রভৃতি আরও

অনেক ইনসিওরেন্স লেখা বাহির হইবে—

—জীবন বীমা প্রসঙ্গে।

দ্ৰেষ্টিব্য ঃ —৺পূজা উপলক্ষে আমাদের অফিস ১৮ই আশ্বিন হইতে ১লা কার্ত্তিক পর্যান্ত বন্ধ থাকিবে। আবার ২রা কার্ত্তিক হইতে যথারীতি কার্য্যারন্ত হইবে।



भर्कश्री

नम्।विनाम त्थम निः



# সভীশাদ্স মিজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত



৬ষ্ঠ বর্ষ

# 9回内は90-2002

च्य मः था

# স্বদেশ ও সাহিত্য

খদেশের সঙ্গে সাহিত্যের যোগস্ত স্থনিবিড়। খদেশের গাচীনতম যুগ হইতে আধুনিকতম কালের পরিচয় । ইতি হইলে দেশের প্রাণ, কথা-কাহিনী, ইতিহাস, গব্য-নাট্য প্রভৃতি সাহিত্যের অল-প্রত্যুক্ত লইয়াই গোলোচনা ক্রিতে হয়। সাহিত্য খদেশের সঙ্গে পূর্ণ যাগ আগে বজায় রাথিয়া, পরে তাহা বিশ্ব সঞ্চারিণী ্যাপকতা লাভ করিতে পারে কিন্ত দেশের সঙ্গে যোগ না থিয়া দেশকাল পাত্র ছাড়াইয়া গেলে দে সাহিত্য অতি বোত্তবই হইয়া দাঁড়ায়—তাহায় আরু ও দীর্থয়ায়ী হইতে গারে না।

সকল বেশের যে সব কাব্য পুরাণ বছ আবগুৰি

গহিনী থাকা সংৰও ইভিছাসের মত আদরণীর ও অন
মাজে তার চেরেও বরণীর হইরা আহে হেশের নাড়ী
ক্ষেত্রর সংল যে ভাছার বোল কড়বানি ভাহা চকুমান

ট্রিক্সাত্রেই কেবিরন—নত আক্রম্বানী কাহানির চমকের

ব্যেও তাহাতে বেশের আবা আক্রম্বান, শেরুর বার্ট,

টিক্তা নীচ্ছা বাহালির যে শুলাক আক্রমির বির্থি

আছে তাহার মধ্য দিয়াই স্থদেশ ও সাহিত্যের **আন্তরিক** যোগাঘোগের যে পরিচয় ঘটিয়াছে ভাহাই **তাহার দীর্ঘ-**স্বান্থী বা চিরস্থারী জীবনের সকল রহস্তের মূল।

দেশের হ্-অবস্থায়ও সাহিত্য যেমন শন্তিশালী হইতে
পারে দেশের হ্রবস্থায়ও সাহিত্য তেমনি শন্তিশালী ও
জীবন ম্পন্সনে ম্পন্সিত হইতে পারে। সাহিত্যে জীবনের
ম্পন্সন, লাক্তলীলা সেইথানেই সমধিক বিকশিত
হইতে পারে যেথানে লোকে খোলা প্রাণে বেশ
আনন্দে মাছে। যাহাদের বন্ধন বেশী নাই—যাহারা
মৃত্যু খাধীন। এই একদিক, আবার সাহিত্য
জালামর হইয়া অন্তিশুলিকও হড়াইরা থাকে যেথানে
লোকে বেশী অর্জন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বে বেশে
যাহা নাই অথচ সাহিত্যে তাহারই প্রচুর আম্বানী
কেথা যার সমন্বার লোকে তাহার ক্রমিতা সহক্ষে
বিভিন্ন পারে। তেম্বন সাহিত্য অ্বাতাবিক্তার
ক্রমানার ক্রমিন বন্ধর হইলেও বেকী বলিয়া তাহা মুন্মই

সাহিত্যের কারবারই খনেশকে শইয়া—খনেশের নরনারীই তাহার জীবস্ত চরিত্র। তবে বিদেশী চরিত্র
সহযোগেও তাহা ফুটিতে পারে—কিন্ত তাহা মাহুষের
চরিত্রাহুগ হইতে হইবে। দেশ কালের সীমা ছাড়াইয়া
মন্থ্যান্থের সীমা যে সাহিত্যের অবদান তাহাও অতি উচ্চ
আলের এবং বর্ত্তমান যুগে ভাহার স্থানও সাহিত্যে বিশেষ
উচ্চেই হইবে। কিন্তু পৃথিবীর যে কোন দেশের
সাহিত্যেরই একটা জাতীয় বিশেষত্ব আছে—এই বিশেষত্ব
কোপায় তাহা নির্ণন্ন করিতে গেলেই খনেশ ও সাহিত্যের
বোগ কোপায় তাহা বোঝা ঘাইবে।

অনেশ ধেষ্দন নানা দিক্ দিয়া বন্দনীয় সাহিত্যও সেইব্লপ বন্দনীয়, কেন না দেশের নানা যুগের চিন্তাধারা সাহিত্য সম্বন্ধ করিয়া রাখে বলিরাই সাহিত্য বন্দনীয়। তাই উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সম্পদ জাতীয় সাহিত্য আধ্যা পায়। জাতির ভাব-ভঙ্গী, আশা উৎসাহ,—দরদ সাহিত্যে বিকশিত হইবার জন্ম সব যুগেই লালায়িত—সংদশ সাহিত্যের মধ্যে প্রাণ-শক্তি কামনা যুগে যুগেই করিভেছে —যে যুগের সাহিত্যিকেরা তাহাতে বিশেষ ভাবে প্রাণ সঞ্চারিণী অবদান দিতে পারেন তাঁহাদের সাহিত্যের সঙ্গে

# বন্দীশালায় প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ

## শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গভীর উর্বেগের মধ্যে মনে আশা নিয়ে পুণা অভি-্মুখে যাত্রা করলেম। দীর্ঘপথ, যেতে ঘেতে আশস্ক। ্বেড়ে ওঠে, পৌছে কী দেখা যাবে। বড় ষ্টেশনে এলেই আমার দলী তুজনে ধবরের কাগজ কিনে দেন—উৎকণ্ঠীত হয়ে পড়ে দেখি। স্থবর নয়। ডাক্তারেরা বলচে মহাত্মাজীর শরীরের অবস্থা danger zoneএ পৌছেচে। **८** एट्ट एक दो भारत्य उच्छ अपन ८नरे एवं नीर्घकार्यक ক্ষু সহু হয়, অবশেষে মাংসপেশী ক্ষু হতে আরম্ভ করেচে। Apoplexy হয়ে অকস্বাৎ প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেই সংক কাগজে দেখচি দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে জটিল সমস্তা নিয়ে তাঁকে স্থপক্ষ প্রতি-পক্ষের সঙ্গে গুরুতর আলোচনা চালাতে হচেচ। শেষ পর্ব্যস্ত হিন্দুসমাজের অন্তর্গত রূপেই অন্তর্গত সমাজকে बाह्रेरेनिक वित्नंय अधिकांत्र म्ब्या विवत्य पृष्टे शक्करक তিনি রাজি করেচেন। দেহের সমস্ত যন্ত্রণা তুর্বলভাকে জয় করে তিনি অসাধ্য সাধন করেচেন, এখন বিলেত इट्ड धरे वावका वश्व इश्वमात छन्त नव निर्वत कत्रहा ষ্ট্র না হওয়ার কোনো সম্ভ কারণ থাকতে পারে

না, কেননা প্রধান মন্ত্রীর কথাই ছিল অন্তর্গত সমাজের সঙ্গে একবোগে হিন্দুর। যে ব্যবস্থা মেনে নেবে তাকে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য।

আশা নৈরাক্তে আন্দোলিত হয়ে ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যানে পৌছলেম। দেখানে গ্রীমতী বাদস্তী ও গ্রীমতী উর্মিলার সঙ্গে দেখা হল। তারা অফ্ত গাড়ীতে কলিকাতা থেকে কিছু পূর্ব্বে এনে পৌছেচেন। কালবিলম্ব না করে আমানের ভারী গৃহ-আমিনীর প্রেরিত মোটরগাড়ীতে চড়ে পুণার পরে চল্লেম।

প্ণার পার্ক তা পথ রমণীয়। প্রবারে বধন পৌহনের
তথন সামরিক অভ্যানের পালা চলেচে—অনেকঙলি
armoured car, machine gun এবং পরে পরে করেদলের কুচকাওয়াল চোখে পড়ল। অনুদেশে বিচলভাই থ্যাকার্সে মহাশরের প্রাসানে গাড়ী রাম্ব । বার্বিধনা পদ্দী নৌম্বানালয় মূবে আমারের ক্রানালয় বিধনা পদ্দী নৌম্বানালয় মূবে আমারের ক্রানালয় বিধনা কর্মানালয় মূবে আমারের ক্রানালয় বিধনা সাম করে স্থিক ক্রানালয় বি

গৃহে প্রবেশ করেই বুঝেছিলাম গভীর একটি আশ্রায় হাওয়া ভারাক্রান্ত। সকলের মুখেই তৃশ্ভিস্তার চায়া। প্রশ্ন করে জানলেম মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা স্কটাপর। বিলাভ হতে তথনও থবর আনেনি। প্রধান মহার নামে আমি একটি জরুরী ভার পাঠিয়ে দিলেম।

দ্রকার ছিল না পাঠাবার। শীঘ্রই জনবর কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেচে। কিন্তু জনরব সত্য কিনা তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহু ঘণ্টা পরে।

মহাত্মাজীর মৌনাবলখনের দিন আজ। একটার পরে কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছা সেই সময়ে আমি কাছে থাকি। পথে যেতে যারবেদা জেলের থানিক দুরে আমাদের মোটর গাড়ী আটকা পড়ল—ইংরেজ সৈনিক বললে কোন গাড়ী এগোতে দেবার ছুকুম নেই। আছকের দিনে জেলখানার প্রবেশের পথ ভারতবর্ষে প্রশন্ত বলেই তো জানি। গাড়ীর চতুর্দ্দিকে নানা লোকের ভিড় জমে উঠকা।

আমাদের পক্ষ হতে লোক জেলের কর্ত্পক্ষের কাছে

অন্নতি নিতে থানিক এগিয়ে খেতেই শ্রীমান দেবদাস এসে

উপস্থিত—জেল প্রবেশের ছাড়পত্ত তাঁার হাতে। পরে

খন্লেম মহাত্মাজি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তাঁার

হঠাৎ মনে হয় পুলিশ কোথাও আমাদের গাড়ী আটকেচে,

যদিও তার কোনো সংবাদ তাঁার জানা ছিল না।

লোহার দরকা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। সাম্নে দেখা যায় উচু দেয়ালের ঔক্ত্য, বন্দী আকাশ, সোজা লাইন করা বাঁধা রাজা, ত্টো চারটে গাচ।

হুটো জিনিবের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিলম্পে ইটিচে। বিশ্ববিদ্যালরের গেট পেরিরে চুকেছি সম্প্রতি। ফেল্থানায় প্রবেশে আজ বাধা ঘটলেও অবলেবে এসে পৌহান গেল।

<sup>বা</sup> দিকে সিঁড়ি উঠে দরকা পেরিরে দেরালে-বেরা

একটি অলনে প্রেকেশ করলেক। দূরে দূরে কু-সারি

রব। অলনে প্রকটি ছোট আন গাছের ক্রহারার

ব্যাবাজী শ্যাশাষী।

नशाशकी जाजरक हुरे बहुक कुका काइडे टेरेन

নিলেন—অনেককণ রাধলেন। বল্লেন, ক'ত আনক্ষ হল।

শুভ সংবাদের জোয়ার বেয়ে এসেচি এজ আখার ভাগ্যের প্রশংসা করলেম তাঁর কাছে। তথন বেলা দেড়টা। বিলাতের ধবর ভারতময় রাই হয়ে গেছে—রাজনৈতিকের দল তথন সিমলায় দলিল নিয়ে প্রকাশ্ত সভায় আলোচনা করছিলেন পরে শুনলেম। খবরের কাগজন্তমারারাও জেনেচে। কেবল বার প্রাণের থারা প্রতি মৃহর্তে শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমায় সংলগ্রপ্রায় তাঁর প্রাণশ্যকট মোচনের বথেষ্ট সমরতা নাই। অকি দীর্ঘ লাল ফিতের জটিল নির্মানতায় বিশায় অফুভব করলেম। সওয়া চারটে পর্যন্ত উৎকর্তা প্রভিকণ বেড়ে চল্তে লাগল। শুনতে পাই দশটার সময় ধবর প্রণায় এসেছিল।

চতুর্দিকে বন্ধুরা রয়েচেন। মহাদেব, বন্ধবভাই, রাজগোপালাচারী, রাজেজপ্রসাদ এঁদের লক্ষ্য করলেম। শ্রীমতী কস্তরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলাম। জওহর-লালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাআজীর স্থভাষত:ই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কঠন্বর প্রায় শোনা যায় না। জঠরে অম জমে উঠচে তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিয়ে জল খাওয়ানো হচেচ। ভাক্তারদের দায়িত্ব অতিমাত্রায় পৌছেচে।

অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত হাস হয়নি, চিন্তার ধারা প্রহমান, চৈতত্ত অপরিপ্রান্ত, প্রায়োগবেশনের পূর্বে হতেই কত হরুহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত যাপৃত হতে হয়েচে। সম্ত্রপারের রাজনৈতিকদের সক্ষে পত্র ব্যহারে মনের উপর কঠোর ঘাত-প্রতিহাত চলেচে। উপবাসবালে নানান দলের প্রবল দাবী তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করেনি, তা সকলেই জানেন কিছুমানসিক জার্গতার কোন চিহ্নই তো নেই। তাঁর চিন্তার আভাবিক সক্ষ প্রকাশধারায় আবিল্ডা ঘটেনি। শরীরের ক্ষ স্থাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উত্থমের এই মৃত্তি দেখে আত্মর হতে হল। কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতেম না কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পুক্রবের।

আৰু ভারভবর্ষের কোটি প্রাণের মধ্যে পৌছন মুকুর কেনীভবশামী এই মহুধ প্রাণের বাবী। কোনো বাধা তাকে ঠেকাতে পারল না; দ্রবের বাধা, ই ট-কাঠ-পাধরের বাধা, প্রতিক্ল পলিটিক্সের বাধা, বহ শতাকীর অভ্তের বাধা আজ তার সামনে ধ্লিসাং হোলো।

মহাদেব বললেন, আমার জন্তে মহাআজী একান্ত-মনে অপেকা করছিলেন। আমার উপস্থিতি ছারা রাষ্ট্রিক সমস্থার মীমাংসা সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃথ্যি দিতে পেরেচি, এই আমার আনন্দ!

সকলে ভিড় করে দাড়ালে তার পক্ষে কটকর হবে মনে করে আমরা সরে গিয়ে বস্লেম। দীর্ঘকাল অপেকা করিচি কখন খবর এসে পৌছবে। অপরাঙ্কের রৌদ্র আড় হয়ে পড়েচে ইটের প্রাচীরের উপর। এখানে ওখানে হ্চারজন শুভ্র ২দর-পরিহিত পুরুষ নারী শাস্ত-ভাবে আলোচনা করচেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় কারাগারের মধ্যে সংযত এই জনতা। কারো ব্যবহারে প্রশ্রমজনিত শৈথিল্য নেই। চরিত্রশক্তি বিশাস আনে—জেলের বর্ত্তৃপক্ষ তাই শ্রমা করেই এঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেচেন। এঁরা মহাত্মাজীর প্রতিশ্রুতির প্রতিক্রেল কোনো স্থোগ গ্রহণ করেন নি। আত্মর্য্যাদার দৃঢ্ভা এবং অচাঞ্চল্য এঁদের মধ্যে পরিক্ষ্ট। দেখলেই বোঝা যায় ভারতের স্বরাজ্য সাধনার যোগ্য সাধক এঁরা।

অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের ছাপ মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখেও আনন্দের আভাগ পেলুম। মহাত্মাজি গন্তীরভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ভাকলেন। শুনলাম তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বল্লেন এবং নিজের ভারফ থেকে জানালেন কাগজ্টা ডাক্ডার আ্বেদকরকে দেখানো দরকার, তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিম্ভ হ্বেন।

বন্ধরা একপাশে দাঁভিয়ে চিঠিথানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাষ্ট্রবৃদ্ধির রচনা, সাবধানে লিখিত

সাবধানেই পড়তে হয়। বুঝালেম মহাআ্মজির অভিপ্রারের বিরুদ্ধ নয়। পণ্ডিত অদ্যনাথ কুঞালের পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানির বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাআ্মজীকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাআ্মজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্যাপন হল।

প্রাচীরের কাছে ছায়ায় মহাআজির শ্বা সরিয়ে আনা হল। চতুর্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। Inspector Genaral of Prisons—য়িন গ্রব্মেণ্টের পত্র নিয়ে এসেচেন—অমুরোধ করলেন রস্বেন মহাআজীকে দেন শ্রীমতী কস্তরীবাঈ নিজের হাতে। মহাদেব বললেন—"জীবন যথন শুকায়ে য়য় কমণা ধারায় এসো"—এই গীতাঞ্জলীর গানটি মহাআজির প্রিয়। স্থর ভুলে গিয়েছিলেম। তথনকার মতো স্থর দিয়ে গাইতে হলো। প্রত্তিত শ্রামশাঙ্গী বেদ পাঠ করলেন। তারপর মহাআজি শ্রীমতী কস্তরীবাইয়ের হাত হতে ধীয়ে ধীয়ে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে সবরমতী আশ্রমবাসিগণ এবং সমবেত সকলে "বৈফর জন কো" গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টায় বিভরণ হল—সকলে গ্রহণ করলেন।

জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কথনো ঘটেনি। প্রাণোৎসর্গের যক্ত হল জেলগানার, তার সফলতা এইথানেই রূপ ধারণ করলে। মিলনের এই অকল্মাৎ আবিভূতি অপরপ মৃর্ত্তি একে বলতে পারি যক্তসম্ভবা।

রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জর প্রমুধ পুণার সমবেত
বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাআবির
বার্ষিকী উৎসব সভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে,
মালব্যজীও বোদাই হতে আসবেন। মালব্যজীকেই
সভাপতি করে, আমি সামাল্ল হুচার কথা লিখে পড়ব
এই প্রভাব করলেম। শরীরের চুর্জ্বলভাকেও অধীকার
করে শুভদিনের এই বিরাট জনসভার বোগ কিতে রাজি
না হয়ে পারলেম।

विकारन निराणि मनित नामक कुर पूर्व नामक

বিরাট জনসভা। অতি কঠে ভিতরে প্রবেশ করলেম। 
ভাবলেম অভিমন্থার মতো প্রবেশ তো হোলো, বেরোবার 
কি উপায়। মালবাজী উপক্রমণিকায় স্থানর করে 
বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় যে অস্পৃশু বিচার 
হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আরুত্তি করে 
ভার যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কঠ ক্ষীণ, সাধ্য 
নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে 
পারি। মূর্বে মূর্বে ছ্চারটি কথা বল্লেম, পরে রচনা 
পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজীর পুত্র গোবিন্দ 
মালব্য। ক্ষীণ অপরাত্রের আলোকে অদৃষ্টপূর্ব্ব রচনা 
অনর্গণ অমন স্থান্টকঠে পড়ে গেলেন এতে বিন্মিত 
হলেম।

আমার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাক বেন।
সভায় প্রবেশ করবার অনতিপূর্বে তার পাণ্ড্লিপি জেলে
গিয়ে মহাত্মাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম।

মতিলাল নেহেরুর পত্নী কিছু বল্লেন তাঁর ভাতাভাগনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সাম্যবিধানের বতরক্ষায় তাঁদের যেন একটুও ক্রাট না ঘটে। শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী, রাজেক্রপ্রসাদ প্রমুথ অস্তান্ত নেতারাও
অন্তরের ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অভচি দ্র
করতে আবাহন করলেন। সভায় সমবেত বিরাট
জনশঙ্ব হাত তুলে অস্পৃত্যভা নিবারণের প্রতিশ্রতি
গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল সকলের মনে আজকের

বাণী পৌছেচে। কিছুদিন পূর্বেও এমন ছুরুহ স্কলে এত সহস্রলোকের অন্থ্যোদন সম্ভব ছিল না।

আমার পালা শেষ হল। পর্যদিন প্রান্তে মহাত্মাজির কাছে অনেককণ ছিলাম। তাঁর সলে এবং মালবাজীর সলে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। একদিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত ফল লাভ করেচেন, কঠম্বর তাঁর দৃচ্তর blood pressure প্রায় স্বাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসচেন প্রণাম করে আনন্দ আনিরে বেতে। সকলের সলেই হেসে কথা কইচেন। শিশুর দল ফুল নিয়ে আসচে, তাদের নিয়ে তাঁর কী আনন্দ। বন্ধনের সলে সামাজিক সাম্যবিধান প্রসদে নানাবিধ আলোচনা চল্চে। এখন তাঁর প্রধান চিত্তার বিষয় হিন্দুম্ললমানের বিরোধ ভঞ্জন।

আল যে মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্ব্বমান্থবের মধ্যে মহামান্থবকে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা সার্থক হেশ্ব ভারতবর্ধের সর্ব্বত্ত।

মৃত্তি-সাধনার সত্য পথ মাহুবের ঐক্য সাধনায় রা**ট্রিক** পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুট।

অস্পুষ্ঠতা নিবারণের প্রতিশ্রতি স্কড়প্রথার সমন্ত বন্ধন ছিল্ল করে দিয়ে উদার ঐক্যের ঝা গেল সকলের মনে আজকের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে সেই দিন আস্ল সমাগত। (পুণা ত্রমণ সম্পর্কে শান্তি নিকেতনে শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুরের বক্তা)

# গান

### শ্রীঅলক রায়

আজ শরতের মেব্লাকাশে
বাদল রাণীর পরশ পেরে,
কালো মেবের ওপার বেকে
নামলো ধারা আকাশ বেরে।
নাচে বাদল
গাছের পাডার
ভালের বনে
বটের মাধার

ভূই কদমের মালা গেঁথে
কাজ্বী গাম কাজ্বা মেরে।
কেষার জল
পড়িছে ঝরি
শিউলি-সূলি
বসন পরি
বোষটা খুলি গ্রামের বধ্
চলিছে আকাশ পানে চেটে।

রাম বাগানের পূর্ণশনী তাহার নিজের জীবনের জডিজতার ফলে মেয়ে অনিলাকে স্থলে দিয়াছিল—উদ্দেশ্য ছিল, তাহাকে লেথাপড়া শিথাইয়া হথে ও সংপথে রাথিবে। কিন্তু ভগবান কতকগুলি পাথরের কুঁচি দিয়া মাহার অদৃষ্ট গড়েন, মাহ্যবের কোন কমতাই তাহাকে ভাজিয়া চুড়িয়া অন্য ভাবে গড়িতে পারে না—তাই কিছু দিন না যাইতেই অনিলার ভাগ্যে বিপ্র্যুম ঘটিল এবং তাহারই ফলে না পূর্ব হইল তাহার মায়ের আশা, আর না হইল হথী নিজে।

মায়ের শুভেচ্ছা লোহ বর্মের মত নিরস্তর ঘিরিয়া রাখিয়াও যে কারণে মেয়েকে এই বিপ্র্যায়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার মূলে ছিল অনিলার ভ্বন ভ্লানো রূপ, যৌবন এবং তাহারই গৃহ শিক্ষক বিশপতি! কি করিয়া যে ইহা ঘটিল তাহাই এই গল্পের প্রতিপাত্ত বিষয়।

মেরে তের বৎসরে পা দিতেই যৌবন যখন ছুঁই ছুঁই
করিয়াও ঠিক ছুঁইতেছিল না, সেই সময়ে একদিন তাহার
কাঁঠালী চাঁপার পাঁপড়ীর মত মনোরম মুখখানির পানে
চাহিয়া পূর্ণ শশী অকল্মাৎ একটা দীর্ঘ নিংশাস ফেলিয়া মনে
মনে কহিল, মিধ্যা ভালবাসার মোহে পড়িয়া নিজের হুল্লভি
দেহ ও রূপের বেসাতি করিয়া অনেক অর্থই সে জীবনে
উপায় করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা দিনের
ভরেও স্থপ শান্তি পায় নাই। কারণ তাহার অন্তর শুধ্
অর্থই আকাজ্ফা করে নাই—তাহার চেয়ে অনেক বড়
জিনিস আকাজ্ফা করিয়াছিল—কিন্তু প্রতিপদে ব্যর্থতাই
তাহার বুকে জমিয়া ঘাইত। সে যে নারী—তাহার নারী
ক্ষম কি কুলিম জিনিসে স্থা হইতে পারে ?

ক্ৰকাল মৌন থাকিয়া পরে সে অনেকটা আপন

মনেই বলিয়া উঠিল, না—আর নয়—এই ক্বত্রিম ভালবাসার মোহ থেকে, এই কুৎসিৎ পথ থেকে মেয়েকে রক্ষে করতে হবে—নিজের জীবনটাকে নিয়ে অনেক ছিনিমিনি থেলেছি —মেয়েকেও কি আবারেন্দ্র

সেই মৃহুর্তেই সে স্থির করিল, মেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষা
দিয়া মাকুষ করিয়া তুলিবে এবং দিন সাতেকের মধ্যেই
একদিন সে মেয়েকে সভ্যসভাই ছাত্রীর বেশে সাজাইয়া
ছাতে কয়েকথানা লাল নীল রঙের পুথি পুত্তক ও থাতা
দিয়া ভাহাকে সঙ্গে করিয়া স্থলের উদ্দেশে য়াত্রা করিল।
য়াত্রার ঘটাও একটু বিচিত্র রকমের—অর্থাৎ কটকের
সম্মুথে হুইটা কলাগাছ, মাঝধানে একটা কলসী, গায়ে
ভাহার সিন্দুর, মাথর উপর ভাব নারিকেল।

তাহার। ফটকের কাছে আসিতেই পাশের বাড়ীর বারান্দা হইতে একদল রগু-বেরঙের নারী একসন্দে হল্পনি দিয়া উঠিল। পূর্ণশালী একবার উপরের দিকে চাহিয়া ঘণায় তাড়াতাড়ি মুথ ফিরাইয়া লইল, কারণ সে ব্যিরাহিল, এ ধানি আনন্দের বা ভভেচ্ছার নয়—বিজ্ঞাপের। তাই কিপ্রগতিতে মেয়েকে লইয়া গাড়ীর কাছে গিয়া কোটোয়ানকে বলিল, শীগগির গাড়ী হেড়ে দে বাবা—দেরী করিদ নে—

মেয়েকে স্থলে ভর্তি করাইয়া বাড়ী ফিরিতে সেনিন সে ভৃথির নিখাস ছাড়িয়া মনে মনে কহিল, সবাই আল তাহাকে বিজ্ঞাপ করিতেছে বটে, কিছ একদিন সে ভাহাদিগকে চোধে আল্ল দিয়া দেখাইয়া দেবে, মেনে তাহাদের মত কৃত্রিম ভালবাসার মোহে পড়িয়া হংব্মর
জীবন যাপন করিবে না—সে সংপ্রে থাকিয়া হংব্মর
থাকিবে। আর তথু তাই নয়—কে নিজেও হয় ভেলি

ভাক্তারের বা স্থল শিক্ষয়িত্রীর মা বলিয়া। কয়নার দৌড়
অনেক দ্র তাই দে তখন ইহাও ভাবিয়াছিল ধে, কে
য়ানে, হয়তো এমন একটা স্থােগাও ঘটিতে পারে যে
তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ম কোনদিন বা কোন ডাজার
উকীল কিয়া বাারিষ্টার …মেয়ের রূপটা তো আর অগ্রাহ্য
করিবার নয়। কথাটা মনে হইতেই অব্যক্ত আনন্দে
তাহার বুকখানি ভরিয়া উঠিল—দেইদিনই দে তাড়াতাড়ি
বাড়ী পৌছাইয়া ঘরের দেয়ালে দক্ষিণেশ্বর ৺কালীর যে
মৃত্তিধানা ছিল, তাহারই নিকট গড় হইয়া প্রাণাম করিয়া
নিবেদন করিল, মা, তোমার মনে কি আছে জানি নে,
যদি বা আমার আশা ব্যথই হয়—য়য়তঃ আমার অম্বকে
স্থেণে রেথো, স্থপথে রেথো—

নিজের অতীত জীবনট। যাহার কাটিরাছে উচ্ছ্ আনতার ভিতর দিয়া, তাহার মত অসতী নারীর মুখে মেয়ের
সতীপনার জ্বন্য এই কাতর প্রার্থনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক
হইলেও, সে ইহা করিয়াছিল ধেয়ালের বশে নয়—নিজের
স্থব ছাথের খতিয়ান করিয়া দেখিয়াই। এবং এই
কারণেই সে অনিলার প্রতি বিশেষ সত্র্ক দৃষ্টি রাখিল ও
ক্রিদিনের মধ্যে তাহার জন্ম যে গৃহশিক্ষক নিমৃক্ত করিল,
তাহার চরিত্র যে খুবই ভাল ইহা তাহার মাধার উপর
কদন ছাটা চুল এবং সাদাসিধা বেশভ্বা দেখিলে স্পাইই
ব্নিতে পারা যায়।

ş

লক্ষান্দরকে সাপের হাত হইতে রক্ষা করিবার অঞ্চ সদাগরের সতর্কভার অন্ত ছিল না—কিন্ত নিগতিকে তিনি শব্দন করিতে পারেন নাই। তেমনি মেয়েকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পূর্ণশাীরও সতর্কভার অবধি ছিল না—কিন্ত অদৃষ্টের লিখনকৈ তিঙ্গাইয়া যাওয়া বুঝি বা অসম্ভব, তাই কিছুদিন না যাইতেই পুরশিক্ষক বিশ-পতির ওজ নীরদ মনোরাজ্যে ক্রমে ক্রমে কিশোরী অনিলার কুস্থমকলি সদৃশ মুখের জ্যোতি জ্যান্তন জ্ঞানাইয়া দিল। আর স্থাং অনিলার চিজেও কুস্থমণ্ডা অতি অ্ঞাত ভাবে আদন পাতিয়া ব্রিল।

विश्वविद्यानत्वत्र कृष्टि हाल विश्वविद्य विद्यव

আত্মপ্রতায় হারাইয়া বিদিল বটে—কিন্তু এ ত্র্র্রলভা 
ত্বাক্ষরেও সে অনিলকে জানিতে দিল না। শেষ পর্যন্ত সে

হয়তো মনের চাপা আগুনকে সবলে মনের ভিতর চাপিয়াই
নীরবে এই রক্ষমঞ্চ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিত—কিন্তু

হন্ত বিধাতার তাহা সহিল না—তাই বৎসর তুই পরে
একদিন এক বিশৃদ্ধলা ঘটিয়া পড়িল, যেদিন অসভী মায়ের

মেয়ে অনিলা পড়িতে পড়িতে অক্ষাৎ বিলয়া উঠিল,আঙ্কা
বিশুদা, একদিন 'রত্বমঞ্বার' পঞ্চলভীর গল্প পড়বার সময়

বলেছিলে যে 'সভীত্বই নারীর শ্রেষ্ঠ রত্ব' এ কথাটার অর্থ

সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি—সভীত্ব কাকে বলে বিশ্বদা ?

অনিলা প্রথম হইতেই বিশ্বপতিকে 'মান্তার মশাই' বলিয়া ডাকিত—কিন্ত মাস তিনেক পরে সে নিজেই একদিন অনিলাকে বলিয়াছিল যে 'মান্তার মশাই' ডাক ভাল শোনায় না—সে যেন তাহাকে 'বিশুনা' বলিয়া ডাকে—আর শুরু তাই নয়—'আপনি' বলিলেও সে রাগ করিবে। সেই দুন হইতেই বিশ্বপতি অনিলার 'বিশুনা' হইয়াছে এবং এই ভাবে মিশিতে মিশিতে সেও বিশ্বপতির প্রতি এক অজ্ঞাত প্রীতির আকর্ষণে আরুই হইয়া পড়িয়াছে।

সেদিন কিশোরী অনিলার মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে এই অভুত প্রশ্ন ভানিয়া বিশ্বপতি তার বিশ্বয়ে কণকাল তাহার মিধ মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ও কণাটার প্রাকৃত কর্ম আজ ঠিক ব্যাতে পারবে না অহু আর একটু বড় হও — ভারপরে বলবো'গন—

অনিলা ঝকার দিয়া অভিনান ভরে বলিল, বাং রে,
পোনর পেরুয়ে যোলম পড়লুম—তুমি এখনও আমাকে
ভেমনি ভেলেমায়ধটী মনে করছো নাকি বিশ্বদা ?

বিশপতি চম্কাইয়া উঠিল। তাই তো, অনিলা এখন আর ছেলেমাত্র্য নয়—যৌবনের মধুর স্পর্শে আজ তাহার সমগ্র নেহের উপর সৌন্দর্য্যের তরক ধেলিয়া গিয়াছে—মুখের উপর অসামান্ত লাবণ্য স্কৃটিয়া উঠিয়াছে। ভাগর চক্ত্র হুটীর এ কি ভাষা—এ কি মন মাতান রূপ!

এই সৌন্দর্যমনী নারীর প্রান্তের উত্তরে কি যে সে বিলিবে কিছুই খুলিয়া পাইল না—কেমন কেন এক প্রকার কক্ষা আসিয়া ভাহাকে আড়েই করিয়া কেকিছা া তাড়াতাড়ি তাহার দৃষ্টি ফির:ইয়া দইয়া অক্তদিকে চাহিয়া বলিল, তা হোক্—আজ থাক্ এর ব্যাখ্যা অক্তদিন বলবো'-খন—আজ আমি যাই, বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

অনিলা মাতার একমাত্র সম্ভান—তাহা ছাড়া অত্যক্ত
স্বচ্ছলতার ভিতরে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত—কাজেই
অভিমান ও যেমন ছিল তাহার বেশী—ক্ষেদ্ও তেমনি
ভয়ঙ্কর। বিশ্বপতির কথায় সে আরও বেশী জেদ্ করিয়া
বিদিল, এ কথাটার অর্থ আজ তাহার জানা চাই-ই। কেন
ধে, চাই তাহারও একটু বিশেষ কারণ আছে।

গভকল্য সন্ধ্যায় সে যখন তাহার বাড়ীর ছাদের উপর ৰসিয়া একাকী ক্যোৎসার ভিতর নিজেকে বিলাইয়া দিয়া আপন মনে গাহিতেছিল,—

"সন্ধ্যারাণী, ওগো সন্ধ্যারাণী, এই যে মোদের গোপন মিলন,

কেউ জানে না আমরা জানি-"

ঠিক সেই মৃহুর্ত্তে তাহার প্রতিবাশিনী ও সই স্থপ্রভা অকলাৎ উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপ করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, কিলো অণু, এই ভর সাঁঝে এমন গোপন মিলনটা কা'র সঙ্গে হচ্ছে ভাই ?

অনিলা তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইয়া মৃত্ হাস্তের সহিত উত্তর করিল, কা'র সঙ্গে আথার— সন্ধ্যারাণীর সঙ্গে—

তব্ও ভাল—আমি তো ভেবেছিল্ম—বৃথি বা বিশু
মাষ্টারের সঙ্গে—আজকাল থেরণ ঢলাচলি চল্ছে—
কিন্তু দেখিস্ ভাই—এই বলিয়াই সে মৃত্ত্বরে গান ধরিল,

"দেখিস্লো সই, সাম্লে চলিস্

প্রেম সাগরের তুফান ভারী"—

অনিলা হাসিমা তাহাকে মৃত্ধাকা দিয়া কহিল, কত মুক্ট যে জানিস্ তুই—

না সভ্যি ঠাটার কথা নয়—ভোর ভাব দেখে আমার পুর ভর হচ্ছে—কি জানি শেষকালটায় আবার কেঁদে বেড়াতে না হয়—

কেঁদে বেড়াবো কেন ?

কেন নয় ? একজনের পারে মনপ্রাণ বিলিয়ে দিলে চোবের জলের অবধি থাকে মা—ভনিস্নি, রাধার কড কারতে হরেছিল ?

কিন্ত তিনি তো-একনিষ্ঠার ফলেই তার দ্যিতকে পেয়েছিলেন-

তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অনেকগুলো গুণছিল বলে

—কিন্তু তুই পাবি কেমন করে ?

অনিলা স্মিতহাস্ত করিয়া কহিল, আমার: একাগ্র ভালবাসার গু:শ—ক্ষপ্রভা হো হো করিয়া খানিকটা বিজ্ঞাপের হাসি হাসিয়া বলিল, কিন্তু এক ফোটা এসিডেই যে তোর সব হুধটুকু নৃষ্ট হয়ে গেছে—তুই য়ে অসতী মায়ের মেয়ে—অনিলা একটু কি ভাবিল, পরে বলিল, তা বটে—কিন্তু তাই বলে আমি তো অসতী নই—

ইদ্বড় সতীলন্ধী নাকি? আমাদের মত মাহুরের সতী হওয়া অম্নি মুখের কথা কিনা—

নয় ? আচ্ছা, দেখে নিস্প্রভা, আমি ভোদের মত যেমন তেমন মেয়ে নই—এই কথাগুলি কোনপ্রকারে উচ্চারণ করিয়াই সে ধপ্ধপ্করিয়া পা ফেলিয়া নীচে চলিয়া গেল।

সেদিন সারাটা রাত্রিই সে স্থপ্রভার শ্লেষবাঞ্জক
কথাগুলি মনে মনে বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।
নিজের চঞ্চল চিন্তকে প্রশ্ল.করিল, সন্তিট্ট কি সে বিশপতিকে ভালবাসে? কিন্তু কোন উত্তর সে পাইল না—
ভাবিল, স্থপ্রভা মিখ্যা বলিয়াছে—ছি, ছি, ভাই কি
হয়।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আবার সে, চিস্কা করিল, বি
জানি কেন বিশ্বপতির সক্ষ তার এত ভাল বাগে—
একটা দিন সে না আসিলে মনে হয়, বুঝি বা সেদিনী
তাহার কাটিবার মত কাটে না। কেন এমন হয়
ইহারই নাম কি
না
না
না
ক্রপ্রভা মিধ্যা বলিয়াহে
সে কাউকে ভালবাসে না। কিছুকাল নীরব থাবিয়া
পরে আবার মনে মনে কহিল, আর যদি বেসেই থাকে,
তবে কি অসতী মারের মেরে বলিয়াই ভাহার ভালবাসা
ব্যর্থ হইয়া:ফিরিবে 
কন, সে কি নিজে সভী
ইইডে
পারে না 
?

নারাটা রাত্রিই সে এমনি ভিতার আদিয়া আটাইন দিন। ভোর বেলার ভাহার মনে ইইন, মান্ত্র দিলী কথাটার প্রক্রত এর্থ কি ? ইহা কি এডই শস্ত বেসে হইতে পারে না ?

তাই প্রদিন সকাল বেলার অনিল। ইহার প্রকৃত ব্যাধা। শুনিবার জন্মই বিশ্বতির শরণাপন্ন হইয়াছিল। কথাটার অর্থ খুব অবোধ্য না হইলেও, আজ সে অম্পষ্ট অর্থে শান্তি পাইতেহে ন'—সে জানিতে চায় ইহার সীমা কতটুকু—কি প্রকারে ইহার রক্ষা করা যায় ? কিছু বার বার অন্থরোধ করা সাত্ত্বও যথন বিশ্বতি তাহাকে এড় ইবার জন্ম চেটা করিল, তথন অভিনানে তাহার চক্ষ্ হইটা ছল ছল করিয়া উঠিল। সে সহসা বিশ্বতির ডান হাতথানি নিজের ছইটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া গন্তার কঠে কহিল, না বিশুদা, ফাঁকি দিরে পালানে চল্বে না—আজ এর প্রকৃত অর্থ আমার জানা চাই-ই—

বিখাতির তরুণ হানয় অনিলার কোমল স্পর্শে এক মনবল অনুভূতিতে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ কি আন্দর্য শক্তি এই স্পর্শে! সে অণকাল তার হইয়া ভাকাইয়া থাকিয়া পরে বলিল, আছো বলছি,—বলিয়াই সে অনিলার পাশে ধপ্করিয়া বিদিয়া পড়িল। ভারপর হুই একবার কাশিয়া ঢোক গিলিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া মবশেষে মৃত্কপ্তে কহিল, এর অর্থ থুব শক্তাও নয়, আবার সোজাও নয়—কিন্তু এই জিনিস্টাই হচ্ছে নারীর শ্রেষ বহু।

অনিল। হাসিয়া বলিল, তা'তে। পুঁথি পুস্তকেও পড়েহি—কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কি বিশুরা তাই আব বেশ করে বুঝিয়ে দাও—

প্রকৃত অর্থ ? বিশ্বপতি থামিয়া উঠিল। কণকাল
মৌন থাকিয়া পরে কহিল, প্রকৃত অর্থ মানে এই—এই—
বীলোকের এক স্বামীতে অর্থাৎ স্বামীকেই গুধু ভালবাসিতে হইবে—অন্ত কাউকে নম্ম-অর্থাৎ অন্ত কোন
প্রক্র কানের ভিতর স্থান দেওয়াও মহাপাণ—

কণাটার তে। বেশ সহজ মানে করে নিলে—কিন্ত না'দের বিবেট হয় না, এই বেমন অসচ্চরিত্র নারীদের নেয়ের—তা'রা সতী হতে পারে কেমন করে?

वियमिक विभाग महिन-कि दा देखा हिर्द केविया

ঠিক পাইল না। ছই একবার ঢোঁক গিলিয়া পরে কহিল, তা'দের কথা ছেড়ে দাও—তা'বা…

যা খুণী করুক গে, এই তো ? কেন বিশুদা, কুংসিৎ
আবহাওয়ায় প্রতিপালিত বলে কি তা'রা মালুবের
পংক্তিতে পড়তে পারে না ? জন্ম ও আবহাওয়ার জগুই
কি সতীজের ক্রাটও তা'দের বিক্রেছ চিয়িদনের মড
বন্ধ হ'য়ে গেছে ? তা'দের কেউ কি মতা হতে পারে
নাবিশুদা ?

ভাগর। গ সভী ? বিহপতি হিজাণের হাসি হাসিল।
ভাহার এই হিজাপাত্মক বধায় অভ্যন্ত জোধে
অনিলার মাথার শিরাওলি দপ্দপ্করিয়া ভূমিয়া
উঠিল। সে সহসা এীবা বকোইয়া ভীরবঠে বহিল,
বিজাপের হাসি হাস্ছ বিশুদা—ধত্ত তুমি! তুমিনা এম-এ
পাশ দিয়েছ—অথচ আজ ভোমার অভ্রের যে ছবি
দেখতে পেলুম ভা আমি হপ্লেও ভারতে পারি নি।
ছি ছি আমাদের সহজে এম্নি কুৎসিং মনোভাব তুমি
পোষণ কর! আমিও ভো ভাগদেই একজন—

কিছুক্লণ নীরব থাকিয়া পরে আবার বলিল, কিন্তু আজ আমি বলে যাছিছ বিশুদা, অসভী, বর আ,ত:কুঁ:ড়ই না হয় আমার জন্ম হয়েছে—ভাই বলে সভীতে আমি কারো চেয়ে এক ভিলও কম যাব না জেনো—

সংসা গলায় আঁচিন জড়াইয়া বিষণ্ডির পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মৃত্কঠে বনিল, বিয়ে আমার হবে না জানি—কিন্তু এক স্বামীত্বের ধর্ম বেকে একচুলও বেন আমি বিচ্যুত নাহই, এ আশীর্মাদ তুমি আমায় করো বিভাবা—

ৰলিয়াই সে ক্ষিপ্ৰবৈগে খর হইতে বাহির হইয়া গেল। আর বিখপতি আন বিশ্বমে তাহার পথের দিকে একদৃট্টে চাহিয়া রহিল।

দারণ হৃংখেও কোন্ডে সেদিন অনিলার ভারী কারা পাইতেছিল। ছি, ছি, বিশ্বতি এ কি কথা বলে— সভীত তা'দের অন্ত নয়? ভারা নারী হইরাও নায়ী নয়—অন্য ভাহাদের নারীত্তকে পায়ে দলিয়া পিক্ষি জেণিয়াছে — তাই সেও ভাছার প্রতিবাসিনী বিজ্ঞা, কমলা ও স্থাকার মতই দিনের পর দিন মাদের পর মাদ নিত্য নৃতন পুরুষের কামে ইন্ধন যোগাইয়া চলিবে। ইহাই কি ভাহার অদৃষ্টের লিখন—ইহাই কি ভাহার বিধিনিপি?

এইরণ কত কি ভাবিতে ভাবিতে দে সারাটা রাজি ছাইনট্ করিয়া কাটাইতে লাগিল। প্রতিক্ষণেই ভাহার ক্ষনে হইতেছিল, ছি, ছি, বিশ্বপতি সম্ভবতঃ ভাবিয়াছে, সেও তাহার প্রতিবাসিনীদের মতই রূপের বেসাতি খুলিয়া বসিবে—নারীত্বের টুঁটে টিপিয়া ধরিয়া একটার পর আর একটার সকে ভালবাসার কৃত্যিম অভিনয় করিয়া যাইবে। কি লজ্জা—কি ঘুণা!

কুর ব্যথায় দে কাৎরাইয়া উঠিল— মকস্মাৎ তাহার
ব্বের কত্তল হইতে একটা দীর্ঘ নিঃশাল বাহির হইয়া
কালিল। গভার রাজিতে দে একবার উঠিয়া সম্প্রের
বারান্দা দিয়া করেকবার পায়চারি করিল। মনে মনে
কবিল, বিশ্বপতি নিশ্চয়ই ধারণা করিয়াছে যে সেও
ক্যান্তর মত ছবিনীত পুরুবের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ
করিবার কম্ম একটা অভি ক্যন্ত যত্ত্বী মাজ—ভাহার রূপ,
ভাহার দেহ বিজয় ২ইবে ক্য়েকটা রোণ্য মুলার বিনিম্বেয়
—ভাই বৃদ্ধি দে নিজেও:… আর দে ভাবিতে পারিল
না, অভ্যন্ত মনোবেদনায় ভাহার মাণাটা টন্ টন্ করিয়া
উঠিল। ক্লনায় দেখিতে পাইল বিশ্বপতির দেওয়া পূজার
উপহার, ক্যাভিথির উপহার গুলি একে একে ভাহার
নিকটে আসিয়া সগর্জো কেন বলিভেছে, ওরে অনিলা,
ভোর ঐ লীলায়িত দেহখানা আয়ত্ত করবার ক্ষাই বে
আমাদের ভাগখন—

অনিলার চোথ তুইটি অল্ অল্ করিয়। উঠিল, সে
তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সিরা বাজা খুলিয়া বিশ্বপতির দেওয়া
টালাইলের শাড়ী থানা পট্ পট্ করিয়া হিঁড়িয়া কেলিল—
টোবলের উপর হইতে তাহার দেওয়া "বেলা" "চল্লন"
"নবপূপাল" প্রভৃতি লইয়া সজোরে নর্দমায় ছুঁড়িয়া
কেলিজ। তারপর বিছানার উপর বিদিয়া মনে মনে
প্রতিলা করিল, আর নয়, কালই বিশ্বপতিকে বিদায়
ক্ষিয়া দিবে—কি ক্ষানা তাহার, ক্ষর পদে ব্যিমা
ক্ষিয়ার প্রতি এই বনোক্ষার প্রেমা করা।

সারাট্য রাজি একপ্রকার জাসিয়া কাটাইয়া বেংরে দিকটায় সে বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল। পূর্ণার্থ রোজই ভোরে গলার ঘাটে মান করিতে বায়। সেনিনও সে তেমনি ঘাইবার সময় একবার আড় নয়নে চায়য়া দেখিল মেয়ে তথনও জাগে নাই…মাধার একরাশ চুল ইতন্ততঃ বিক্লিপ্ত, চোধ তুইটা যেন বিসয়া সিয়াছে। ভাবিল, গরমের জন্ম বুঝি বা সে রাজিতে ঘুমাইতে পাঝে নাই…তাই এখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাজেই সে মেয়েকে না ভাকিয়া বরং নীচে পড়িয়ায় ঘরে প্রেশে করিয়। সন্ম আগত বিশ্বপতিকে কহিল, বারা ছুমি একটু বস—এই সে এলো বলে। একটু মৌন ঝাকিয়া প্নরায় কহিল, অমুর এখন পড়ান্তনা কেমন হচ্ছে একটু বেশী বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করেছে…তা পারছে তো?

বিশ্বপতি ইাড়াইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, তা বেশ পারছে, অহর মত মেয়ে কোথায় আছে মা? একবার বলে দিলেই ও বেশ ধরতে পারে…বড় পরীকায় ও থ্ব ভাল ফল করবে। এমন শান্ত, বুদ্ধিমতী মেয়ে হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ—

পূর্ণশীর ম্থথানি আনন্দে উত্তাসিত হইয়া উঠিল। দে হাইমনে কহিল, তোমার মুধে ফুল চন্দন পড়ুক বাবা...

এই বলিয়া সে গাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং উপরের নিকে চাহিয়া যোড় হাত করিয়া মনে মনে বলিল, ঈবর, ভূমি আমার অফুকে মাফুর করে দাও ও বেন সমন্ত বাধা বিপত্তির হাত থেকে নিজার পেয়ে উন্নতির দিকে অগ্নার হতে পারে বে আগুন আমার জীবনটাকে পুড়িয়ে করি করে দিয়েছে, তার আঁচও বেন তার অভ্যানে না লাগে।

সে গৰার দিকে চলিয়া যাওয়ার পর বিশ্বপতি পারও প্রায় ঘণ্টা খানেক বসিয়া থাকিয়া পরে ভূত্য রাষ্ট্রীনরে অনিবাকে ডাকিবার করু পাঠাইয়া দিল।

অনিগা তখনও নিস্তায় অভিকৃত ছিল, অবসাং রামনীনের আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়াই ককবাছে কবিন, বাঁড়ের মত টেচাচ্ছিস্ কেন মাটার বাবুকে কেতে হব দে, আমি তাঁর মত হীনচেতা সোকের করে পদ্ধবোনা রামদীন মুহুর্ত্তকাল গুলিত হইরা দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে চলিয়া বাইতেই, সে তৎক্ষণাৎ তড়াক্ ক্রিয়া লাফাইয়া উঠিয়া নীতের দিকে প্রবিং বেগে বাইডে ধাইতে বলিল, তোর দরকার নেই রামদীন, আমি নিজেট বলে আস্ছি'ধন।

কণকাল পরে পড়িবার ঘরে চুকিয়াই লে বিশ্বপতির

দিকে চাহিয়া কর্কশ কঠে কহিল, আপনার কাছে আর

আমার পড়া হবে না মাষ্টার মশাই, বা পাওনা আছে

ভাল এদে মার কাছ থেকে হিদেব করে নিয়ে ঘাবেন।

আমার সম্বন্ধে আপনার যে মনোভাব, এরপ নীচ

মনোভাব নিয়ে আর কথ্ওনো আমার চোথের সাম্নে

আদ্বেন না বলে দিছি, যান এক্লি আপনি এধান

থেকে চলে যান।

কথাগুলি ঝর ঝর করিয়া এক নিশাদে বলিয়া দেনিয়াই সে ক্ষিপ্রবেকো উপরে উঠিয়া গেল। বিশ্বতি আড়েষ্টপদে দেইখানেই বজ্ঞদগ্ধ তালবৃক্ষের মত নিশ্চল হইয়া একথানা চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

8

সেদিন গঙ্গার ঘাটে যাওয়া, স্থান করা ও ফিরিয়া খাদা এই সময়ের সর্বক্ষণ ই পূর্ণশানীর চিত্ত এক অনির্ব্বচনীয় শানলে পরিপূর্ণ ছিল। বিশ্বপতির কথাগুলি খুরিয়া ফিরিয়া বারংবার তাহার কাণের ভিতর বাজিতেছিল 'পরীক্ষায় ভাল ফল করিবে' 'এমন শাস্ত ও বুদ্ধিমতী মেয়ে হাজারে একটা মেলা ভার'। পূর্ণশলী ভাবিতেছিল, বিশ্পতি সচ্চরিত্র, বিদানু সে ঘাহা বলে ভাহা মিণ্যা ংইতে পারে না। অনিলা সভাই হয়তো ভবিষ্যতে একজন বিদ্ধী বলিয়া বিখ্যাত ইইয়া পড়িবে। ভাহার মান তাহার रानंत इयरणा देवला थाकिरव ना किंद--- जोहात वृक्षा গাং করিয়া উঠিল চোধের কোণে জল জমিল, অমনি ভাড়াতাড়ি বোড় হাত করিয়া উপরের নিকে চাহিয়া मत्त मत्त कहिल, क्रेन्द्र, मारबंद चंशवाद्ध त्मरबंद माचि मिल नां। निव्रिष्ठि, **जामात्र जीवनिर्धादक निर्हर्**तत्र मण स्वर्राष् দিবেছিলে ভোষার পাবে পাঁড়, আমার অইর জীবমটা थमनि करत्र त्करन किन मान्यकारक करने दस्तर्थ। 'मेरनार्थ (IVI)

বাড়ী কিবিধার পথে কেবলই লৈ ভাবিরাছে, বেরের প্রথম অন্তরায় রূপ, যৌবন। পুক্র পতল ইহাতে প্রাণ্ট দিলে, সে নিজেও পৃভিবে, মেয়েকেও পোড়াইবে। কাহেইই কোন পূরুষ যাহ'তে ভাহার মনের কোণে ছারাপান্ড না করে সেই দিকে লক্ষ্য রাধাই এখন ভাহার প্রধান কর্ত্তবা। অকলাৎ ভাহার মানস পথে কৃটিরা উঠিল বছদিনের প্রের একটা বিশেষ রন্ধনীর কথা বেদিন সে দ্র সম্পর্কীয় একজন প্রিয়দর্শন ভরণ আত্মীয়ের হাভে হাভ হিলাইয়া নারীত্বকে পারে দলিয়া নিজের এতবড় সর্বনাশ টানিয়া আনিয়াছিল—যাহার কন্ত আত্ম ভাহাই ছাও ঘনন্তাপের অন্ধ নাই, পরলোকেও অন্ধ থাকিবে না।

নিদের জীবনের এই অভিজ্ঞতাই তাহার মাতৃ**সংক্রি**সন্ধাগ করিয়' তুলিয়াছিল—তাই সে মেরের জন্ম বিশেশী
সতর্ক হইল। মনে মনে কহিল, কোন যুবককে ধে পে
অনিলার নিকট আসিতে দেয় না, এই ব্যবস্থা লাপুশী
রূপে উপযুক্ত হইর্যাছে—এক বিখপতি—কিন্তু ভাহাত্ম
মত এমন সচ্চরিত্র যুবক কর্মান আছে?

সেনিম পূর্ণশনী বাড়ী পৌছাইয়াই উপরে উরিয়া দেখিল পালের বারান্দায় একখানা ইন্দি চেয়ারের উপর বিস্থা অনিলা গালে হাত দিয়া চিন্তিত মনে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। জিল্ঞানা করিল, আল এড সকালেই পড়া হয়ে গেল মা ?

ष्यिन । ष्रभ्यत्र छात्वहे छेखत्र कतिन, हा। मा-

ড। হো'ক, হু' একদিন কম পড়াতে ক্ষতি হয় না— বিশু আৰু ভৱ স্কালে বল্লে, এমন শাস্ত, বুছিষ্ডী কেলা হাজারে একটা মেলাও ভার—

অনিলা মৃথ ফিরাইয়া মায়ের আননেশ উদ্ধাসিজ উজ্জান ও বিশ্ব মুখপানে চাহিয়া স্প্রতিভ হইয়া আছে, করিল,কে বলে মা ?

পূর্ণনী উচ্ছুনিও আনন্দ চাপিয়া সহাতে কহিল, মেরের আমার কথা দেখ—কে আর বল্বে—আর আর্থি ডেমনি বাপের মেয়ে নাকি বে বা'র তা'র কথার ··

ৰাক্ মা—ভূমিকা রাধ, তোষার বাণের কুটি আছি জান্তে চাই নে—বা জিজেন করছি ডা'র উত্তর বাও— কে ক সুব করে ভাই বন মা— তাই তো বল্ছি মা—বিশু বল্লে—বিশু তোর বিশুলা—যাই বলিস, এমন ছেলে কিন্তু আর বিতীরটী হয় না—বেমন বিশুা, বৃদ্ধি, তেমনি চরিত্র —

্ অনিলা একটু চম্কাইয়া উঠিন—পরে **কুঃ মনে** কহিল, বাজে বক্ছো কেন মিছে ?

বাজে বক্ছি ? একে তুই বল্ছিস্ বাজে বকা ? এই সভ গলালনে করে এসেই বল্ছি—এর একবর্ণ মিথে হয় তে। অমি...

থ ক্ হে ছে দি ি গালুতে হবে না—তুমি এখন আছেক করণে যাও—

এই বনিয়া অনিলা সেগান হইতে উঠিয়া বিছানার উপর গিয়া শুইয়া পড়িল। মনটা তাহার সকাল বেলাকার বিশ্রী ব্যাপারের দরণ এমনি ভারক্রেন্ত হইয়া পড়িয়ালছিল যে তাহার দেছের শক্তি পর্যান্ত কৈ যেন কাড়িয়া লইয়াছে বোপ হইতেছিল। কেনে রকমে নিজ্জীবের মত চক্ষ্ বুজিয়া নিশ্চন হইয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে ছঠাং সহু-বলা মায়ের কথাগুনি তাহার স্মরণ পথে বার বার ঘুরিয়া কিরিয়া আনাগোণা করিতে লাগিল। ভাবিল, মায়ের কথাগুলি কি সভা । সভাই কি বিশুদা ভাহার সম্বন্ধে এমনি সব কথা বলিয়াছে সভাই কি বেল বুকিখান সং!

একনিন তুইদিন করিয়া এমনি অসম্বন্ধ ভাবনা চিতার ভিতর নিয়া প্রায় একমাস কাটিয়া গেল—অথচ বিশ্বণতি না আনিল অনিলাকে পড়াইতে—না আসিল ভাহার প্রাণ্য টাকা বুঝিয়া লইতে। নানা কথা ভাবিয়া অনিলা অত্যন্ত ব,বিত হইবা পড়িল—পূর্বশনী কিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিত, কি একটা জকরী কাজে ভাহার কোথায় যাইবার কথা আছে ভাই কিছুদিন আসিতে পারেন নাই। মা'কে এই মিথ্যা অভ্যাতে সম্ভাই করিত বাটে—কিন্তু গে নি:জ ইহাতে এভটুকু শান্তি গাইত না। প্রতি মুহুর্ভেই একয়াশ অস্বত্তি আসিয়া ভাহাকে অভিনামায় বিব্রভ করিয়া ভূলিত—সে অত্তাপেও ছুলিভায় লখ্ড হইয়া কোন প্রকারে দিনগুলি অভিবাহিত করিতেছিল।

अंक अविनिम दन निर्वाह इक्का मनदक क्षारवांव विक

এই বনিয়া যে, কেন মিছে সে বিশ্বপতির জন্ত এড ভাবে—সভি,ই তো আর সে তাহাকে ভালবাদে না— বিশ্বপতি গৃহ শিক্ষক বই তো নয়। আর এমন নীচ হৃদয় শিক্ষকের নিকট পড়া শেখা বা তাহার সংস্পর্শে আসা উতিৎ নয় বলিয়াই তো সে তাহাকে তাড়াইরা দিয়াতে - ইহাতে কি এমন অক্যায় হইয়াছে ?

এমনি সব চিন্তায় হথন তাহার মনটা পরিপূর্ণ ঠিক সেই সময়ে অকত্মাৎ একটা সন্ধ্যায় ক্পপ্রভা আদিয় তাহাকে ছানের উপর টানিয়া লইয়া মৃহ কঠে কহিল, আন্ত্র এক মজার সংবাদ আছে রে অনি—আমি স্কাল বেলায় গলায় নেয়ে বিভন্ ফোয়ার নিয়ে আড়াআড়ি ভাবে আস্ছি হঠাৎ চেয়ে দেখি কি একথানা বেঞ্চের উপর গালে হাত দিয়ে বলে ভার সেই বিশু মাইয়ে। কাছে গিয়ে জিজ্জেস করলুম, 'আজকাল য়ে দেখি নে বড়' তা'তে ম্থধানি আশ্চর্যা রকমের কালো করে বলেন, 'কি করে আর দেখবে বল অণু যে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে'—

একটু মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, শুধু ড.ই নর আরও কি বল্লেন জান বল্লেন, 'ভোমানের জপু বছ ভাল মেয়ে আমি তা'কে খুবই ভালবাগভূম স্থ্যভা—কিছ দে বিনে লোকে আমাকে তাড়ালে তা'কে বলো, সে বেন লেখাপড়া শিথে উন্নতি লাভ করে, স্থাধ ধাকে — আমি চিরদিন ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করবো'।

অনিলার চিত্ত কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল লৈ কি একটা কথা বলিবার জন্ত মুধ তুলিয়া চাহিতেই, ছথজা বলিল, কি যে রোগা হয়ে গেছে অপু, দেখলে গা শিউনে উঠে পাল ছ'টা চুপুলে গেছে হাত পালিকলিকে।

অনিলা সহসা কাতর কঠে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

হুপ্রভা কহিল, বলেন, বাড়ীর জবস্থা ধুব থারাণ, টাকা প্রসা না পাঠালে মা, ডাই, বোন থাবে বি? ভাই একটা কাজ কর্মের অন্ত সুরে মুক্তে ভোলার এখানে বে চলিশটি করে টাকা পেতেন ভাতা লা নেই তনস্ম ছ'দিন নাকি মোটে থাওয়াই হ'বি

**अतिगाद द्क्शानि माण्या पात्रा देवीय** 

চাহিল, সে কোন প্রকারে নিজেকে সংখত করিয়া বলিল, পরের জ্বধ দৈভের ইতিহাস শুন্বার মত অবসর আমার নেই, প্রভা তের কাজ পড়ে রয়েছে।

এই বলিয়া সে ধুপ ধুপ্ করিয়া ছারিত বেগে নীচে চলিয়া আসিয়াই বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল। কণ-কাল পরে অন্তরের অন্তঃন্তল হইতে একটা দীর্ঘদাস বাহির হইয়া আসিল—ভাবিল, হায় হায়, আজ তাহার ছাহার্যের অন্ত নাই, অবচ...চোবের উষ্ণ জলে বালিস ভিলিয়া গেল। সে বালিসটা বুকে সজোরে চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিয়া হপ্রভার কথাগুলি মনে আওড়াইতে লাগিল—ভাবিল, বিশপতি সত্যই ভাহাকে ভালবাসে—অবচ ভাহারই বিনিময়ে সেপাইয়াছে লাঞ্না—অপমান! শুধু তাই নয়—আজ সে ভাহারই জন্ম আনহারী! ছি হি, কত বড় অমাহ্ব সে!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে আবার চিন্তা করিল, 
হার আজ যদি একটিবার সে ছুটিয়া গিয়া তাহার পাষের
উপর পড়িয়া বলিতে পারিত, বিশুদা, আমিও সত্যি সত্যি
নোম ভালবাদি—ভালবাদি—অসতী মাথের মেয়ে
বলে আমার সভীত্বে যদি তুমি সম্পেহ রাথ—না হয়
আমার সকল সাধ সাগরের অতল জলে নিকিপ্ত হবে,
তা'তে আমি কারো কাছে কাঁদবো না—কোন অভিযোগ
করবো না—কিন্তু তবু আক তুমি আমায় ক্ষমা কর—

হঠাং কি মনে করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া
বিলিল, চাহিলা দেখিল রাত্রি আধক হয় নাই—দেয়ালের
ঘড়ীতে ৮টা বাজিয়াছে মাত্র। তৎক্ষণাং সে বাজ্র
খলিয়া কাগজের নীচ হইতে দশ টাকার পাঁচখানা নোট
বাহির করিল, এই টাকা দে মাঘের নিকট হইতে পার্বলী
স্বন্ধ পাইয়া পাইয়া সংগ্রহ করিয়াছিল। তারপর ভাল
ভাল গহনা পরিল—হেলিরোটোপ হঙ্কের লাড়ী ও রাউজ
বাহির করিয়া জ্বেদ করিয়া আঁজেলটা বাম বক্ষের উপর
দিয়া টানিয়া বাম স্কলের উপর দিয়া পিঠের দিকে
খলাইয়া দিল। পথে বড় আয়নার সমূধে পিয়া বেশ

থোণা বাধিল, কপালের উপর বড় একটা সিল্পুরের কোঁটা দিয়া ক্ষণকাল আয়নার দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল, আজ যদি চোধেব কলে তাঁর মন গলাতে না পারি, এ রূপ-যৌবন দিয়েও কি পারবো নাং যদি না পারি, গলার কল তো আছে তবে আর ভয় কি ।

তারপর একটা দীর্ঘ নিখাদ ফেলিয়া **মান্তের কাছে** গিয়া বলিল, মা, আমি একট্ 'চিত্রা' থেকে **বৃ**রে **আদ্**ছি আজ একটা ভাল ফিলু আছে।

পূ<sup>্ৰ</sup>শী জানিত বায়জোপ দেখা মেরের একটা স্থ হইনা দাড়াইয়াছে। আগে সপ্তাহে ছইদিন করিয়া দে বিশু মাষ্টারের সঙ্গে বায়জোপে যাইত এখন দে ছুটাভে আছে, কাজেই মেয়েরও এ অংলাগ ঘটিয়া উঠে না। এতদিন পরে এখন যদি এ খেলাল তাহার চাশিয়া বিস্মাছে, দে না করিবে কিরপে ? তাই কহিল, তা যাও মা, সাবধানে থেকো, দারোয়ানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

অনিলা 'আছ্ছা' বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। ভারণর কিছুক্ষণ পরে দারোয়ানকে সঙ্গে করিয়া বোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বলিয়া কোচয়ানকে বিবেকানন্দ রোডের দিকে ঘাইতে আদেশ দিল।

মিনিট কয়েক পরে গাড়ী আসিয়া একটা তেতালা বৃহৎ বাড়ীর নিকটে দাড়াইল। ইছ। একটা মেন্—বিশ্বপতি এই মেনের লোডালার কোণের ছোট খরে বাল করে—অনিলা এই রাস্তা দিয়া যাভায়াত করিতে করিছে বিশ্বপতির নিকট হইতে ইহা অবগত হইয়াছিল। কাজেই গাড়ী এই বাড়ীর কাছে আসিতেই অনিলা কোচমানকে গাড়ী থামাইতে বলিল ও পরে বিশ্বপতির খোঁল করিয়ার অন্ত দারোয়ানকে উপরে পাঠাইয়া দিল। খানিক পরে দারোয়ান ফিরিয়া আসিয়া অনিলাকে বলিল, ম্যানেকার বারু বলিলেন যে মেনের টাকা প্যুসা দিতে না পারার মেন হইতে ভাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইরাছে—বেল নাফি বর্ত্তমানে পালের গলিতে একটা খোলার খরে বাস করিতেতে।

এই সংবাদ অনিলার বুকে আখাত ক্রিল—ক্রে একবার কি ছাবিল, ছারপর কোচোরানকে গেই গুলিয়ু নিকে গাড়ী লইতে বলিল। গাড়ী বেশীশ্র অগ্নান্তর হইতে পারিল না—কারণ গলিটা বড় সরু। কান্তেই সে ভাইাদিগকে দেইথানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজে একাকী গলির দিকে অগ্নসর হইতে লাগিল। থানিকটা সিয়াই সে একটা লম্বা খোলার ঘর পাইল—মেখে সঁয়াংস্যাতে, সক্ষ্ম নানার্য্য আবর্জনাপূর্ণ ভাইবীন্—চারিদিকে মোড়ো—সেথানে প্রবেশ করিতে ভাহার প্রবৃত্তি হইল না, তথাপি কোনপ্রকারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ক্যা বারান্দার এক পাশে একটা কেরোসিনের ভিবা আলাইয়া কভকটা নিম্প্রেণীর লোক হল্লা করিয়া ভাস খেলিভেছে। অনিলার গা শিহরিয়া উঠিল—একটু বন্ধাইয়া দাড়াইল—পরে আবার নিজের চিত্তে সাহস সক্ষর করিয়া ঐ লোকগুলিকে জিজ্ঞানা করিল, বিশ্বপতির বেশিক ভাহারা আনে কি ন। গ

তাহার। অনিলার অদামান্ত রূপ যৌবন দেখিয়। বিশ্বিত হইল, পরে কহিল, কে জানে বাপু কোথায় দে থাকে— ভবে এ পাশের ঘরে একটা বাবু থাকে বটে—ইত্যাদি।

শনিলা সেই মৃহুর্জেই বিশ্বপতির অন্তসদানে উদ্গ্রীব ইইয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল। দরজা ভেজানো ছিল —েল ধীরে ধীরে ভাহা কিছু ঠেলিয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল, একটা দ্রীট্র লঠনের আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্রলিভেছে। এক কোনে কয়েকটা হাঁড়ি, একটা টোভ ও বাসনপজ্র শাহে ঘটে—কিন্ত রায়া হওয়ার কোন লক্ষ্ণ নাই। অদ্বের বিছানার উপর বিশ্বপতি ভাহার চোথের উপর হাভ স্পাধিয়া নিজায় অভিজ্ত। অনিলার চক্ষ্ ছইটা অন্তবেদনায় ইল্ছল্ করিয়া উঠিল। বিশ্বপতির এই ত্র্দ্ননার একমাজ্র কাল্প যে সে নিজে ইহা ভাহার ব্ঝিতে বাকী রহিল না। ক্র্ণান্দা কি ভাবিল, ভারপর নোটগুলি আচল হইভে মুলিয়া অভি সভর্পনে বিশ্বপতির বিছানার নীচে রাখিয়া কিলা, প্রবং একটু পরে বিছানার উপরে বসিয়া ধীরে বিশ্বে ভাহার শীর্ব পাবে হাভ বুলাইভে লাগিল।

পাঁৱে ক্ষাহার ক্ষাৰ্শ অন্তৰ করিয়া বিশ্বপতি চম্কাইয়া উঠিয়া চাহিয়া বাহা দেখিল তাংতে তাহার বিশ্বধন্ত ক্ষাধি বুহিল না : স্মূৰ্ডকাল পদ্ধে স্থিৎ ফিরিয়া সে মুধ্কঠে বিজ্ঞানা করিল, এ কি ক্ষাক্র্যা ! ক্ষানা, ক্ষ্মি এবানে ! অনিলা ভাড়াভাড়ি দাড়াইয়া গলার আঁচল বড়াই। কাভরকণ্ঠে বলিল, ক্ষমা চাইতে এসেছি অনেক কা দিয়েছি, নিজেও ভার খুব শান্তিভোগ করেছি, খা। আমি সইতে পারি নে চল, গাড়ী দাড়িয়ে আছে।

বিশ্বশতি তক হইরা ফ্যাল্ ক্যাল্ করিরা চাহিয় থাকিয়া পরে কহিল, কিলের ক্ষমা আর আমি কোধায় যাব অনিলা ?

অনিলা বলিল, আৰু আর সে সব প্রশ্ন করে না কোন ওলর আগতি করে। না। অপ্রভাব কাছে ভোলার অন্তরের লভ্যিকার পরিচয় পেয়েছি, তাই না নিজে আদি লক্ষার বাঁধ ভেকে তোমার কাছে উন্মাদিনীর মত ছুটে এসেছি আমার অন্তরের কথা জানান্তে। অসতী মারের নেয়ে বলে আমার সভীত্তে হয় তো ভোমার আহানেই কিন্তু ভগবান সাক্ষী করে বল্ভি, আমার বোঁবন প্রভাভে যিনি দেবভার মূর্ত্তি ধরে আমার অন্তরের বেলীভে এদে বলেছেন, ভিনিই আমার সকল দেবভার বড় দেবজা নারী-জীবনের সর্বপ্রপ্রেষ্ঠ রত্ব।

কিন্তু দে কথা এখানে কেন অতু?

প্রয়োজন আছৈ বলে ... , এই কথা বলিয়াই দেখণ্
করিয়া বিশ্বপতির পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বাশ্লক্ষ
কঠে কহিল, আমার অপরাধের অন্ত নেই কিন্ত আন্
আমার সকল অপরাধ ক্ষম। করে আমার সঙ্গে চল
তোমার হংগ কট আর আমি সইতে পারি নে! ভোমার
জী হবার স্ক্রুতি আমার নেই জানি তাই আল মিন্ডি
করে বলছি, অস্ততঃ দাসী হয়ে এই চরণ সেবা করবার
অধিকার আমায় দাও।

বিখণতি শুভিত হইয়া কিছুকাল গীড়াইয়া থাকিয়া শরে কহিল, তা কি কখনও গভব ?

অভিমানিনী অমিলা সহসা মূপ তুলিয়া খলিল, শের
নয় ? আমি অসভী মায়ের মেরে বলে ! আমার করের
করে আমি অপরাধী ? ভাই কি আমার বুকতরা অর্থনি
ভালবালা মূলাহীন ? আমার রূপ, মৌবর, আশা, আমার
ববই ভোমার কাত্তে এক খুটি খুলির মূল ভূমানা
কোমার পারে পড়ি, আমার মাত্তের অসমার
আমারে শাত্তি কিও না । একবার, এক নার
পরীকার ক্রোল লাও।

আমার মাপ কর অনিলা, আমি অসমর্থ।

অসমর্থ ? ছি ছি, তুমি না আজ স্থপ্রভাকে বংকছে আমায় ভালবাদ ! তবে এ কথা কেন—কুদংস্কারের জন্ত ? তুছে কুদংস্কার এবে আমাদের এতবড় পবিত্র ভালবাদাকে কুবিবর দেবে ? তুমি না বিদ্বান, বৃদ্ধিমান তথাপি কুদংস্কারকেই উচ্চে স্থান দিলে, ভালবাদাকে নয় ? ধ্যা তুমি ধ্যা।

ক্থাগুলি আর্দ্রকণ্ঠে কোনপ্রকারে বলিয়াই অনিলা টলতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীতে ফিরিয়া সে একরূপ না থাইয়াই শুইয়া পড়িল। মনের হংসহ যম্মণায় তাহার মাথাটা হি ডিয়া পড়িতেছিল। সারাটা রাত্রিই সে লজ্জা,ম্বণা ও অবমাননার জালায় ছট্ফট করিয়া কাটাইতেছিল হঠাৎ শেষ রাত্রিতে সে শ্যার উপর উঠিয়া বসিল ভাবিল, আর কেন, এই তোমহা হ্রযোগ এখনই তো গঙ্গার জ্বলে সে তাহার হুংসহ অশান্তি দূর করিতে পারে।

কথাটা মনে হইবামাত্রই সে টেবিলের কাছে গিয়া বিদল এবং দোয়াত কলম লইয়া মাতাকে পত্র লিখিতে বিদল, লিখিল, 'মা, আমি তোমার অভাগিনী মেয়ে, তাই ভোমার সাধ পূর্ণ করতে পারলুম না, তোমার শুভেচ্ছা ও ভাশীর আমাকে দ্রদৃষ্টির হাত থেকে রক্ষে করতে পারলে না। বিশুলা'কে বলো, বে শিকা প্রাণের দাবীর চেয়েও কুসংস্কারকে উচ্চে ছান দেয়, আমি সেই শিকার মাধার পদাঘাত কল্মে আল গলার জলে চিরশান্তি লাভ করতে চল্লম।

চিঠিখানি শেষ করিয়া বিছানার উপর ছাপন করিয়া গে কিপ্রবেগে গলার দিকে ছুটিয়া চলিক।

পর্বিন সকাল বেলায় পূর্ণশাী অস্তান্ত দিনের মত গলায় মান করিতে যাইবার সময় দেখিল অনিলার মরের দরজা তথনও ভেজানো রহিয়াছে। ভাবিল, মেয়ে মুন্ট্যা রহিয়াছে।

মান শেষ হইলে বাড়ী ফিরিবার পথে প্রোচা প্রতি-বাসিনী জহরমণির সঙ্গে দেখা। এক সময় নিজের দ্বামান্ত রূপ ও বৌবুন বেচিয়া প্রচুর অর্থ উপায় করার

1.33.13

এই নাম তাছার হইয়াছিল কিন্ত এখন তৃ:খের সীমা নাই, অংথর সাধীরা তাহাকে ছাজিয়াছে, সোণার দেহ রোগে জরাজীর্ণ।

পূর্ণশীর সকে সে স্থা ছাথের আলাপ করিতে করিতে কথাপ্রসকে কহিল, তা তোমার মেয়েকে বেশ পথে দিয়েছ শানী ও নেকাপড়া শিথে সংপ্রে তোমার মুখ উজ্জল করবে।

পূর্ণশীর বৃক্থানি অনেন্দে নাচিয়া উঠিল বলিল, আশীর্কাদ কর দিদি, আমার অন্ধ থেন নেকাপড়া শিখে স্থাপ ও সংগথে থাকে তাই না সমস্ত প্রলোভনের ছাড থেকে ওকে দূরে রেখেছি

সেদিন জহরমণির মুখে মেয়ের প্রশংসা ভানিয়া প্রকৃত্ত্ব মনে সে বাড়ী ফিরিল ফিরিয়া দেখিল জানিলার ঘরের দরজা তখনও বন্ধ ভাবিল, মাষ্টার ছুটিতে আছে, ভাই হয়তো মেয়ে একটু খুমিয়ে নিচেছ বয়স কালের ঘুম।

কাজেই ভাহাকে না ডাকিয়া সে আছিকে বসিল।
কিন্তু আহিকের সময় মন্ত্রগুলি যত না ভাহার মনে পজিল
ভাহার চেয়ে অনেক বেশী মনে পজিল অনিলার কথা।
গর্বে ভাহার বুকগানি ফুলিয়া উঠিল মনে মনে কহিল,
ক্রথদা, চাপা, সরযুকে আজই সেবলিবে, কেমন, মেরে না মান্তব হবে না বলেছিলে?

কোনপ্রকারে সে আছিকটা শেষ করিরাই বেরেক্ছে ডাকিবার জন্ম ঘরের দরজার ধাকা দিন, হঠাৎ দরজার ধূলিয়া গেল কিন্ধ হার মেরে কোধার । পূর্বশনীর বৃহটা একটা অজ্ঞান্ত আশকার চ্টাৎ করিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল বিছানার উপর একধানা চিঠি পঞ্চির্মা আছে। সে কম্পিন্ত দেহখানি কোমন্ধণে টারিয়া ছাড়াতাড়ি বিছানার কাছে গিয়া চিঠিথানি হাজে কইক দি
তারপর পুলিয়া বাহা সে পঞ্চিল ভাছাতে অসীম ক্রাণার
তাহার ব্যবানি চূর্ব-বিহুর্গ হইয়া গেল। সে একটা অব্যক্তা
কাজকানি করিয়া পুশ করিয়া বেরের উপর মুনীইছা
পঞ্চিয়া বিকট কালাক বাড়াথানি ক্রাণাইরা তুলিক।

ঠিক নেই মুহুৰ্তে বিশ্বপত্তি বিছানার নীটে পাঞ্জা নোটগুলি অনিলাকে কিয়াইরা দিতে আসিয়া কায়ার রোল গুনিরা অক ইইরা দাভাইল।

# ভারতের আর্থিক সর্বনাশের মূল কারণ

## আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মেকলে একবার বলিগছিলেন, "রক্ষে এবং বর্ণে ভারতীয় কিন্তু ক্ষচিতে, মতবাদে এবং বৃদ্ধিতে ইংরাজ এমন এক শ্রেণীর লোক গড়িবার জন্ম আমাদিগকে ঘণাদাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।" তথন হইতে আজ ক্রিক একটি শতান্দা কাটয়া গিয়াছে, আমর। দেখিতেছি ইংরাজ রাজনীতিকের অথ সফল হইয়াছে। আমাদের অজ্ঞাতসারে আমর। আজ পাশ্চাত্যরীতি ও জ্ঞাবন-প্রণালীর কনর্য্য অমুদরণ করিতেছি। সংমিশ্রণে স্ট জ্ঞাব আমরা। আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়্ম করা, বাহিরে সর্বাণ একটা ভড়ং লইয়া থাকা—ইহাই ভারতের রীতি দাড়াইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশীয় নুপতিগণ ত সকলকে অভিক্রম করিয়াছেন। রাজকুমার কলেজের শিক্ষানীশকে ধ্রুবান! বিপুল বিলাদিতার জন্ম তাহারা অজ্ঞান করিয়াছেন। বিপুল বিলাদিতার জন্ম তাহারা অজ্ঞান করিছেন। বিপুল বিলাদিতার জন্ম তাহারা অজ্ঞানণ তুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না।

আমাদের গবর্ণমেন্ট অসম্ভব রক্ষ অমিতব্যয়ী। যোগ্য শিষ্যরূপে এ দেশীয় নৃপতিরা তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। আমাদের উচ্চ বেতন:ভাগী রা কর্ম্মতারী, কুতী আইন ব্যবসায়ী ও ভাজারেরা এবং জ্মিবারগণও এই বিষয়ে উন্মঞ্জাবে কদর্য্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন্।

আমি এমন লোক জানি, যাহাদের আর ৫০০ ্টাকারও
দ্নে। কিন্তু তাহাদের একটি করিয়া "বেবি অষ্টিন"
থাকা চাই। নিম তালিকা হইতে বুঝা বাইবে যে, কুত্রিম
রেশমের জক্ত কি উন্নত্ত নেশা তারতকে পাইয়া বসিরাছে।
১৯২২-২৩ সালে এই জ্বেয়র আমদানী হয় ২২৫ পাউও:
১৯২৬-২৭ সালে এই সংখ্যা উঠে, ৫৭৭৬ পাউওে, অর্থাৎ
৪ বৎসরে ইহার ব্যবহার ২৫ গুল বাড়িয়া বার। হিসাব
ক্রিয়া দেখা গিরাছে বে, ১৯২৫-২৯ সালে ৪ কোটি

টাকার ক্রত্রিম রেশম আমদানী হয়, ফলে হইয়াছে এই যে, মৃর্শনাবাদ ও মালদহের রেশম শিল্পগুলি—দাহা এককানে থুব সমৃদ্ধ ছিল—দেগুলি লোপ পাইতে বিদ্যাছে। আরও কয়েকটি বিলাদ উপকরণের হিসাব নাচে দেওরা গেল—মোটরগাড়ী (ট্যাক্সিলমেত) ৪ কোটি টাকারও অধিক; সিগারেট ২ কোটি; সমস্ত প্রকার কার্পাদ অব্য (দে।স্তি ও স্তাদ্যেত) ৬৩ কোটি, ঔষধ ও মাদক ২ কোটি এবং রাসায়নিক জব্য ২॥ কোটি।

### যন্ত্র সভ্যতা ও বেকার সমস্থা

ষত্র-সভ্যতাকে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা
আমাদের অভাব দ্রের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তথাপি
আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ উহার জ্বন্ধ উন্নত্ত হইয়া
উঠিয়ছে। একটি দৃষ্টান্ত ছারাই বুঝা ঘাইবে বে, য়য়
পদ্ধতি আমাদের কতদ্র স্থবিধা দিতে পারিয়াছে। য়য়কবিত ইউরোপ ও আমেরিকার বেকার সংখ্যা আল
২ কোটি ৫০ লক্ষে পোছিয়াছে। কি ভয়াবহ ব্যাপার!
"মাঞ্চেষ্টার গার্ডেয়ান", "ইেটস্ম্যান" প্রভৃতির সংবাদ হইতে
বুঝা যায় বে, যান্ত্রিক উন্নতির ছারা মান্ত্রের জীবনে কোনই
স্থবাহা হয় নাই। ক্ষিত জ্বনগণকে জ্বর দিবার সম্বত্ত
ভাজস্ব্য দেশে উৎপন্ধ হইতেছে না।

### চরকার কথা

আমাদের অর্থনীতিবিদ্যাপ শুধু কলেকেই অধ্যাপনা করেন। চরকার নাম শুনিলে মুখ বাকাইরা বিজ্ঞাপ করাই তাঁহাদের অভাব। কিন্তু বংসরের মধ্যে বে ও হইতে ১ মাস সাধারণ লোককে বসিয়া কাটাইতে হর সেই সরব তাঁহাদের অভা বে কোন কাজের একটা উপাদ্ধ করাবন করিতে বখন ভাহাদিগকে বলা হয় প্রথম ভাইটো বিজ্ঞান থাকেন। বে কোটি কোটি টাকা পুর্বে ক্রিয়ার ভারতের স্তাকাটুণী ও তাঁতিদের মধ্যে চলাচল হইত সেই
চাকা আজ সে বিদেশে পাঠায়। তাহার জাতীয় প্রমশিল্পের ধ্বংসের ফলে তাহাকে আজ ল্যাকাশায়ার ও
জাপানী বণিক প্রভূদের নিকট এই সেলামী পাঠাইতে হয়।

বোদাই কাপড়ের কলগুলি ৩ হইতে ৪ লক্ষ লোককে কাল দিয়াছে, ছগলীর উপরে পাটের কলগুলিও ঐরপ। সম্ভবত: কাণপুর মিলগুলি লাখ ছয়েক লোককে কাজ দিয়াছে। বড় জোর ২০ লক্ষ লোক শুম-শিরের কেন্দ্রে জীবিকার্জন করিয়া থাকে। কিন্তু বাকী—৩১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের অবস্থা কি? আপনারা কি গ্রাম্য ভারতকে শুম-শিল্পময় করিয়া কেলিবেন? কলিকাতা, মান্তাজ, বোদাই এবং করাচী ছাড়া প্রকৃত পক্ষে ভারতে আর সংরই নাই; স্কৃতরাং এ ক্ষেত্রে আপনাদের প্রায়ের দিন পর্যান্ত অপেকা করিয়া পাকিতে হইবে।

আসল কথা ভারতবর্ষ ক্ষমিজীবি দেশ এবং চিরকালই
উহাই থাকিবে। সমস্তা হইতেছে, কি করিয়া উন্নত
ধরণের কৃষিপদ্ধতি বারা জমির উর্জ্বরতা বৃদ্ধি করা যায়
এবং আম্বৃষ্পিক কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া কি ভাবে গ্রামবাসীদের হল্ল আয়কে কথজিং পুষ্ট করা যায়। আমার
দৃচ্ মত এই যে, স্তভা-কাটা ও কাপড়-বোনা ভারতের
সর্পত্র প্রয়োগযোগ্য একটি গৃহ-শিল্পের তৃইটি অংশ।
আমাদের শাসকেরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রিটিশ রাজ্বতে
লোকের অবস্থা ক্রমশং সমৃদ্ধ হইতেছে। অর্থনীতিবিদ্গণ
বলেন যে, যাভায়াত ও মাল-চালানের সহক্ষ ও ক্রত
ব্যবস্থার ফলে লোকে ধ্র্থন উৎপন্ন দ্রব্যের জন্ত বেশী দাম
পাইতেছে তথন তাহাদের সম্পদ্ আরও বাড়িতেছে।
স্বতরাং তাঁহারা বলেন যে, অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য এখন
স্বিধা মত বিক্রের করা যায়।

কিন্ত উন্নত বানবাহন পদ্ধতির ফলে দরিক্ত কুবকদের

বে গুধু উপকার হর নাই একথা নি:সন্দেহে প্রমাণিত

ইইনা গিয়াছে। মি: র্যামধ্যে ম্যাকডোনাল্ডই তাঁহার

"ভারতের জাগরণ" নামক পুতকে নিধিন্নাছেন বে,

রেলওয়ে হওয়ার ফলে ভারতে ছর্ভিক্ষের প্রসার বাড়িন্নাছে।

উহপরি বাভান্নাতের এই স্থবিধার ফলে মোকদ্মান

দির্জি গ্রামবানীকের অর্থনাশের একটা প্রধাইনাছে।

ভারতের সর্বাত্তই যে মাঝে মাঝে খনেশী জব্যের। প্রদর্শনী হইতেছে, ইহা খুবই স্থলকণ।

বাজান্তর কাজ হইতেছে ক্রেডা এবং বিক্রেডাকে এক আনা। কিছু উভয়ের এই সম্পর্ক ক্রণস্থায়ী। কিছু প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক, যদিও প্রদর্শনীতে ফল হয়ত অতি প্রত্যক্ষ নয় এবং কেনাবেচাও বাজারের ভুলনায় কিছুই নহে। প্রদর্শনী যে পরিদর্শন করিতে আদে সে ক্রয় করা অপেক্ষা প্রদর্শিত বিচিত্র ক্রবাস্থার দেখিতেই আসে। কিয় সে যখন ফিরিয়া যায়, তখন যে সকল ক্রব্য তাহার আগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছে, মনের মধ্যে ভাহাদের একটা ছাপ লইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে ঐ সকল জিনিষই সে কেনে। স্বতরাং দেখা বাইতেছে যে, প্রদর্শনী একটা একজী ভূত বিজ্ঞাপনের কাজ করে এবং উহার শিক্ষাদানের মূল্য বেশী।

আমাদের দেশে প্রদর্শনী জিনিষ্ট নৃতন নহে। বছ প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে য্থানিয়নে অসংখ্য মেলা অক্ষিত হইয়া আ[সিতেছে।

আমাদের দেশের লোকে কোন একটি বিশেষ অভাব ভীব্রভাবে বোধ করিতেছে, তাহার জ্বন্ত এই সকল খনেশী মেলার উদ্ভব হইয়াছে। আমরা অফ্ডব করিতেছি যে, দৃশুমান প্রাচুর্য্যের মধ্যে আমরা যে অনাহারে রহিয়াছি।

আমাদের দেশবাদীর কর্ম-প্রচেষ্টার প্রতীক এই সকল
প্রদর্শিত প্রবাসভাব দেখির। প্রত্যেকের হদয় আনক্ষে
পূর্ব হইয়া উঠে। হয়ত কোন কোন জ্রব্যের মৃল্য একট্ট্
বেশী। আমরা যে সকল জ্রব্যের সহিত পরিচিত তাহাদের
পরিবর্তে ষদি এই সকল জ্রব্য ক্রয় করি, তবে কি আমরা
ঠকিব ? কিছুতেই না। বতই আমরা ক্রয় করিব
ততই উৎপন্ন জ্রব্য এবং যাহারা উৎপাদন করে তাহাদের
সংখ্যা বাড়িয়া ঘাইবে। অপরিহার্য্য স্বাভাবিক প্রভিত্তে
উৎপাদনের পরস্পারের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে, তাহারা
উত্তরোত্তর নিপুণ ও কর্মকুশল হইতে থাকিবে এবং
আদ্র ভবিব্যতে যোগাতম বে সে টিকিয়া বাইবে।
আপনারা বিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ক্রেতাদের কি লাভ ?
আমি বিজ্ঞাসা করি, আমরা সকলেই কি সরকারী

চাৰুৰীয়া, দিদেশী ক্ৰব্যের ব্যবসায়ী, আইন ব্যবসায়ী ডাজার বা স্থলমান্তার—আগাড দৃষ্টিতে রাহালের শ্লমণ্ শিল্পের উন্নতিতে কোন স্বার্থ নাই। নিশ্চরই তাহা নহে। আমাদের সংস্লেই আহা কোন ভারতীয় প্রমণিরের সহিত সংশ্লিই। আমাদের বিজেদের জন্ত, আমাদের প্রিয়লনের জন্ত এরপ প্রমণিরের উন্নতির সহিত আমরা একাভভাবে জড়িত। অল্লাভ প্রমণিরেক সাহাব্য করিয়া আমরা নিজেদেরই সাহাব্য করি এবং আমাদের আত্মীয় ও ব্যুগণকে বেকার হইয়া পড়া ইইতে বাঁচাই।

আবাদের ইচ্ছাছরপ গুৰ-প্রাচীর ত্লিয়া আমাদের প্রমানিরগুলিকে বাঁচাইতে আমরা অক্ষা। অটোয়া সম্বেলমে অক্স সকলে বেভাবে নিজেদের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছে আমরা তাহা পারি নাই আমাদের একমাত্র অক্স ভিজেদের মধ্যে সহযোগিতা এবং স্বেচ্ছায় অদেশী বস্ত্র ক্রেয়।

আমাদের স্বদেশী শিল্পকলা ও প্রমাণিককে পুনকজ্জীবিত্ত ক্ষিতে হইবে, উহাকে উৎসাহ দিতে হইবে। লুগু শিল্প-কলা পুনক্ষাবের জন্ত এবং প্রমাশিল প্রতিষ্ঠার জন্ত আমারা যদি প্রস্তুত না হই এবং ভাহার জন্ত ঐকান্তিক চেষ্টা না করি, তাহা ইইলে মুখে স্বদেশী ক্রম কর বলিয়া চীৎকার করিয়া কোনই লাভ নাই।

আণিনারা কেই কেই জানেন বে, আমি একজন ছোট-খাট শ্রমশিলী এবং সেই হিদাবে এই প্রান্থনীতে বোগ বিষাছি। মহাআ বদি চরকার ঋষি হন, ভাহা হইলে আমি দাবী করি বে, চরকার মন্ত্রপ্রচারে আমি উাহার মুক্ত। এবং তথাপি আমার কারধানা আজ দৈনিক ১৫ ট্রাফটকিরি, ১৫ টন সালফিউরিক এসিত এবং কয়েক টন ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এবং অক্সাম্ব রাসামনিক ত্রা

আমি আবার বলিতেছি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিরক্ষের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন হইতে আমাদিগকে বিরন্ত
হইতে হইবে। উহার পশ্চাদ্ধাবনই আমাদের সর্কানাশ
আনিয়াছে। সেচ-ব্যবস্থায় উর্বর গমের ক্ষেত্র যতদিন
পাঞ্জাব ক্ষমকের পকেট ভর্ত্তি করিয়াছে ততদিন সে বেশ
মোহগ্রন্ত হইয়া দিন কাটাইয়াছে। সে অম্করণ প্রবৃত্ত
হইয়া জীবনযাত্রার বিলাসিতা ক্রমশ: বাড়াইয়া চলিয়াছিল, মাসিক ১৫০, হইতে ২৫০, টাকা পাঠাইয়া পুত্রকে
লাহোরের কলেক্ষে পড়াইতেছিল ঠিক লেখা পড়া শিধিবার
জন্ম নহে, কায়দা শিধিবার জন্ম। কিন্তু আদ্ধ সর্কানাশ
আসিয়াছে। কলিকাতার বন্দর জাহাজ ভর্ত্তি অট্টেলিয়ার
সন্তাগমে আক্রান্ত হইয়াছে। বাক্লার করদাতাকে
সংরক্ষণ শুক্ষের আকারে ঘ্রভাগা পাঞ্জাব ক্ষককে সাহায়
করিতে হইবে।

একজন গ্রাজ্যেটের গড়পড়তা মাসিক আয় ২৫ হইতে

ত০ টাকার বেশী নহে। তথাপি এই অতল্প আয়ের
উপর বাঁচিয়া থাকিতে তাহার আনন্দ, গ্রামে সে কিছুতেই
যাইবে না। ফল এই হয় য়ে, তাহার স্ত্রীপুত্র শারীরিক ও
মানসিক অপুষ্টিগ্রন্ত। বায়ুও প্র্যালোক প্রবেশ করিতে
পারে না এমন সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে অবস্থান তাহার
ফুর্দিশাকে আরও বাড়াইয়া তোলে। দাবানলের মত
বন্ধারোগ ছড়াইতেছে এবং শিশু মৃত্যুর হার ভয়াবহ হইয়া
দীড়াইয়াছে।

এক কথার স্থামাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রাম ও খ-ভূনিতে কিরিয়া যাওয়া।

(২০শে অক্টোবর করালীতে বিধিলভাৱত গ্রহনীয় উৰোক্তর আনতিট্য অভিভারণের মন্দ্রাসুবাদ।)

## অন্তবেলার আলো

2日日

লোকে তাকে বলে—"নেড়ির মা।"

নেড়ি ওকে ছেডে অজানা লোকে চলে গেছে বনেকদিন আগে, ওর মাঝে তবু নিজের নামটাকে সে বাচিয়ে রেখে গেছে।

নেড়ির মা অন্ধ— অনেক্দিন থেকেই সে দৃষ্টিশক্তি হারিবেছে। আটি নয় বছরের একটা ছেলে ওর হাত ধরে হয়ারে হ্যারে নিয়ে বেড়ায়। ওকে ভাকে দানী ব'লে।

আদলে কিন্তু ছেলেটা ওর কেউ নয়।

ওদের পাড়ার সন্ন্যাসীচরণের মেন্নে ফুলি তের বছর বছসে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে আসে। সমাজের মোড়নরা এসে ভেকে বলে,—সন্ন্যাসী, হরি মোড়লের ছেনে নফরার সাথে ফুলির বিয়েটা এইবার দিয়ে দে।

নফরের সঙ্গে ফুলির বিয়ে হবে এইটে ঠিক ছিল 
অনেকদিন আবো থেকে। দীঘির পাড়ের বউতলায় 
থেনতে গিয়ে নক্ষরকে দেখলেই ফুলি একছুটে দৌড়ে 
গানাতো। খেলার সাথীয়া টেচিয়ে বলভো,—"ও ফুলি 
গানাদনে, ভোর বর যে ভোকে দেখতে এয়েছে।" 
ক্রায় মুধ লাল করে নফরও সেধান থেকে সরে পড়ুডো।

শেষটায় কিন্তু থালধারের একটা জমি নিয়ে হরি

দৈছেলের সাথে সন্ন্যাসীর ভারী বিধান লেগে গেল।

দেরের বিয়ে সে ওথানে না দিয়ে কামারগাভির নীপ্

গোরের ছেলের সাথে দিলে। বছর খানেক বালে স্থানি

শেন বিধবা হয়ে বাপের খরে কিরে এল, স্থার্জপতিরা

শেন সন্নানীকে ধরে বসলো,—বিধাতার নির্কর মাকরই

নে হলির সন্তিয়কার বয়। বা হবার তাত হলো; বা শক্তভা

বিদাদ, হরির সজে চলে গোছে। এইবার নাক্ষার সাথে

শৈনির বিষেটা দিরে দে। ওরা স্থান খন-সংসার করক।

अत्तत मनात्क अवक्षेत्र पूर्वहै करन ।

শ্যাণী কিন্তু সমাজশভিবের কথার কোন অবাহ বীনহংবী বাছৰ আসাৰ ও আর গ বি না। শেষটায় প্রকাশভিক্তিকার মধ্যে, ক্রমেন্ডের ভূই আবার এবানে হ

শীরপেজনাথ রায় চৌধুরী এম্-এ, ডি-লিট্

বিষে আমি আর দেব না। মেয়ে আমার খরেই থাকবে।

কেউ কেউ ঠাটা ক'রে বলে,—কেন রে! বাদ্দপাড়ার কাছে বাস করিস্ বলে তৃইও কি বাম্ন হরে
উঠ্লি নাকি? এর ফল কি ভাল হবে বলে মনে ক্রিন্?
সমাজপতিদের কথা ফ'লে যায়। ফল সভিচ সভিটি
ভাল হয় না।

বছরখানেক হথে তৃঃখে কেটে যায়। ছ্লির দিকে

চেয়ে তার মা-বাংশর মাধায় শেবে একদিন আকাশ

ভেঙে পড়ে। এত বড় শক্রতা লাধলে কে ? শংশাহটা
অবভা নফরের উপরুই গিয়ে পড়ে। ছ্লিকে জিলালা
করতে লে কোন উত্তর ভার না। মাধা নীচু করে চুণচাপ
বলে থাকে।

অনেক ভেবে চিত্তে সন্নাদী শেবে ভোমপাড়ার দ্বাণু ভোমের মাকে আনতে বায়। এদৰ বিবৰে ভার অইন একেবারে অবার্থ।

বাড়ী ফিরে এসে যা দেখে, তাতে সন্মাসীর চোবের ভারা একেবারে নাধার উঠে যায়। এরই মধ্যে ভার হিতৈবীদের কেউ ধানায় গিমে ধবর দিয়ে এসেছে। খাছং ভোট লাব্যোগাবাহ সম্বীরে হাজির!

সর্যাদীকে নেৰে ভার মুখের উপর একটা নিচুর হাসির রেখা ফুটে উঠে। সে গুধু বলে,—পুৰ ই সিরার। এর শাইন কিন্তু ঠিক বুনের শাইনের মত কটা।

ছাৰ সাগর বছন করে সুলির কোলে যে আলে, সে ওই নেড়ির বাদ "বাহন"—'কুড়োন'। ওকে প্রমায় কর্মবার পর বাপের ঘরে আর ভার জারগা হয় না। এক হতভাগিনী এসে আর এক ছাবিনীরা-মুক্তর আলম নের।

নেকির বা ধ্বকে অতথ সেন,—জা কি কৃতি ! পানি বীনহংবী বাহুব, আলাম ও আর নলাকের জা কেই, বাহু ি ভূই-আলাক একালে : ফুলির কথা ফুটে না, চোথ ঘুটা শুধু জলে পূরে উঠে। বাঁশের লাঠিখানা নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে নেড়িরমা গিয়ে চাটুয়ো বাড়ী হাঁক দেয়,—"কইগো! ছোট ঠাকুরাণ, আজু আর ধান ভানতে হবে না ?"

চাল ঝেড়ে ধামায় তুলতে তুলতে ছোট বউ বলে,—
"ফুলিকে বুঝি তোর বাড়ীতে ঠাই দিলি নেড়িরমা ? তুইত
বাপু নিজেই খেতে পাগনে, তাকে আবার খাওয়াবি
কোখেকে?"

জিভ কামড়ে নেড়ির মা বলে,—"অমন কথা বলো না বউ ঠাকুরাণ। কে আবার কাকে থাওয়াতে পারে! জীব দিয়েছেন যিনি, আহারও দিবেন তিনি।

আহারের যোগাড় সে এইভাবেই করে।

ফুলি ঘাটে পথে যায়, বুড়ী তথন ছেলেটাকে কোলে
নিয়ে লোহাগ করে,—"অ আমার কুড়োনে দোণা! অ
আমার দাত্ব! তুই হাঁটতে শিখলে তোকে কোমরপাটা
গড়িয়ে দোব, পায়ে মল দোব",—এমনই দব কত কী!

ফুলি এনে দেখে শুধু একটা নিংখাস ছাড়ে—থেন একটা স্বস্থির নিংখাস।

এক এক সময় বৃড়ী ফুলির মাধায় ও মৃথে হাত বুলায় আর বলে,—তুই বড় কাহিল হয়ে পড়েছিল ফুলি! আহা সোমত মেয়ে, ছটী পেট পূরে থেতেও ত পাদনে বাছা!

ফুলি প্রতিবাদ করে উঠে,—না, না, রোগা কেন হব বুড়োমা! আমি ত বেশ ভালই আছি।

যে চিস্তারোগ ওর দেহে ও মনে প্রবেশ করেছে, সে যে ওকে তিলে তিলে ক্ষয় করে আনছে—সে ধবর ত আব বুড়ী জানে না।

ফুলি বেশ বুঝে যে যাবার দিন তার ঘনিরে এসেছে। যে মাটীর ধরণী একদিন ওর কাছে এত ভাল লেগেছিল, সে আবা ভাগু বিষে ভরা। নিংখাদে নিংখাদে তার দেহের মধ্যে ভাগু বিষই প্রবেশ করছে!

(इत्निटों इ क्या कांवरक वक् कहे ह्य !

ুনা ভাকতে যে আপনি এগেছে, সে হয় ভ**্একদিন** কারও ভাকবার অপেকা না ছেখে নিকেই চলে ধাবে ৷

ৰাষের মন! তবু ভাবে, বুড়ো মা ওকে মাছৰ করতে

পারবে। ওর বুড়োমা নিজেই যে কত অসহায় তাও ভাবতেও পারে না।

সংসার ওকে একদিন বর্জ্জন করেছিল, ও তাই হয় হ অভিমানেই সংসার ছেড়ে চলে যায়!

নেড়ির মা বসে পোড়া অদৃষ্টের কথা ভাবে,—হারবে যে নিজের বোঝা নিজে বইতে পারে না, তার বাড়ে আবার পরের বোঝা চাপে!

বোঝা কিন্তু শেষটায় আর পরের থাকে না, নিজেরই হয়ে পড়ে।

মা-হারা শিশুকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ও প্রার্থনা জানায়,—ছঃখিনীর ধনকে বাঁচিয়ে রেখো ঠাকুর!

এবার আর একা নয়।

ত্ধের শিশুকে বুকে আমাকড়ে ধরে পা টিপে টিএ টিপে গৃহস্থ বাড়ী গিয়ে বুড়ী ডিকা চায়,—অন্ধকে দা কর মা! কাঙালের ধনকে একটু ত্ধ দিয়ে বাঁচাও!

সে ছঃধের ভাক মায়ের বুকে সাড়া জাগায়। ম বলেন,—কিনে ছধ নিবি নেড়ির মা! এই নে ধর।

মলিন বদনের অন্তর্গল হতে একটা প্রাণো এনা মেলের বাটা বের করে নেড়ির মা বলে,—এই বে, এডেই দাও বৌমা! কোলের ছেলে ভোমার চিরঞ্জীবি হল বেঁচে থাকুক মা! ধনে পুজে লক্ষী লাভ হোক্।

এই ভাবে দশ ত্যারে কুড়িয়ে দে তার কুড়োনেৰে মাহুব করে।

একদিন যার বাঁচবার কোন আশাই ছিল না, সেং বাঁচে, বড় হয়।

চাষার ঘরের ছেলে, ছয় সাত বছর ছলেই ত কর্ড ছোট-খাট কাজ করতে পারে।

সমবয়সী থেলার সাধীদের মধ্যে ঝড়ো, কেটো, মান্দে, ধোনা,—এদের কেউ থাকে চাইবো বাড়ী, কেট বোদেদের গরু চরায়, কেউ কেউ আবার মাধ্যয় করে মাঠে সিরে ক্যাণদের ভাত দিয়ে আনে।

বুড়ীর হাত ধবে ত্যাবে ত্যাবে ব্যক্ত কুছেনের বাব ভাল লাগে না। বাপবে! বুড়ীটা বা ব্যক্ত বেটিট চলতে পারে না। ভার মন চার্ম বাটে বিভাগ <sub>সাথে</sub> ছুটোছুটি করতে, পোড়ো ভিটের ভাটিবনে লুকোচুরি ধেনতে।

রাত্রে নেড়ির মার কোল খেঁদে গুমে দে বলে,—ভিক্ষে কর্তে তোর সাথে আমি আর খেতে পারবো না দাদী! আমি পটলবাব্দের গোরু হুটো চরাব।

মাধায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,---স্বার একটু বড় হ' দাত্, গরু চরাস্। এখনও ষে তুই বড়চ ছোট ।

কুড়োনে ভাবে, কেন ? মাধায় সেত ঝড়ুবা মান্কের চেয়ে ছোট নয়, তবু দাদী আবিও বড় হওয়ার কথাবলে কেন ? কি করে তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে কথন সে ঘূমিয়ে পড়ে।

নিজের **গায়ের এক** দিকটা থালি করে বুড়ী ময়ল। ছেঁড়া কাথাথানি ভার গায়ের উপর টেনে দেয়।

শিশুর মনের যে চিরকেলে ত্রস্তপনা সে শুধু কথায় বাগ মানতে চায় না।

বৃড়ী এখন **আর কুড়োনের সক্ষে পেরে উঠে** না। ফাক পেলেই সে **ছুটে গিয়ে ছেলেদের দলে মেশে**।

আসতে তার একটু দেরী হলে বুড়ী লাঠি ভর দিয়ে বটতলায় গিয়ে হাজির হয় আর ডাকতে থাকে,— কুড়োনে মাছিস এথানে ! অ কুড়োনে !

এক একটা ছৃষ্ট ছেলে কুড়োনের গলার মত হ্বর করে বলে,—মাছি।

বুড়ী সে চালাকি ধরতে পারে। একটুখানি মান হাসি হেটেস বলে,—ঠাটা করিস্ কেন দাদারা? আমি কাণা মাহুষ; কুড়োনেকে একটু ভেকে দে।

কুড়োনে নিজেই এসে বলে,—এই যে আমি। চল্

দৃষ্টিহীনার অন্ধনয়ন ত্তী এমনি করে একটা অনাধ ছেলেকে দিনরাত পাহারা ভাষ।

আমের নিক্ষা যুবকরা মিলে একটা বাজার দল গড়ে তুলে। গান্ধুলীদের হরিনার্থ তার ম্যানেলার।

গুটকরেক গাইরে ছোকরা চাই—নইলে স্বীর ব্যাচ ভাল জমবে না।

ইবিনাথ খুঁজে বেড়ার কার প্রধান ইবি মিঠে, হঠাৎ ইড়োনেকে লে আবিভার করে কেরে। খাসা ছেলেটি, গলাটীও নেহাৎ মন্দ নয়। গানের মাষ্টার নিতাই বাগ্দী মত ভার, শিধিরে নিলে **আসরে** কাজ করবে ভাল।

হরিনাথ নেড়ির মার কুঁড়েয় গিয়ে উপস্থিত হয়। বুড়ীকে বুঝিয়ে বলে,—ছেলেটা এতে থাকবে ভাল, ভত্ত-লোকদের সাথে মিলে মিশে ওর দিন ফিরে যাবে।

নেড়ির মা বলে,— অতটুকু ছেলে, ও কি রাত কেণে গান করতে পারবে দাদাঠাকুর! সাঁজ না হতেই যে ওর খুম পায়। ওকে ছেড়ে আমিই বা থাকবো কি করে?

হরিনাথ ৰুঝায়—ভেবে দেখত তোমার আর কদিন নেড়ির মা । এখন থেকে একটা হিল্লে না ধরলে ও দাঁড়াবে কোথায় । গল চরানোর চেয়ে এ কাজটা কি কিছু মন্দ । কত বামুন কায়েডের ছেলে করছে, আর ও পারবে না । তুমি আপত্তি করে ওর আথেরটা মাটী করে দিও না । এ কাজে নামও থেমন, পয়সাও তেমনি আছে । কালই আমরা ওকে নতুন জামা-কাপড় কিনে দিছি ।

রাত্রিবেলায় কুড়োনেকে বৃকে টেনে নিয়ে নেড়ির মা জিজ্ঞানা করে—তুই বাবুদের যাত্রারদলে ধাবি কুড়োনে ?

যাত্রার দলের চক্চকে পোষাক তথনও কুড়োনের মনে স্বপ্লের জাল ব্নছে! বুড়ীর কথার উত্তরে সে তথু জানায়-যাত্রার দলে যেতে তার আপতি নেই।

— ওরা হয়ত বিদেশে বায়না গাইতে যাবে। আ্যামার জয়েত তোর মন কেমন করবে না ?

—মন কেমন করলে তথনই এক ছুটে তোর কাছে চলে আমাবো।

কুড়োনে ঘূমিয়ে পড়বার পর বৃদ্ধী ভাবে, হরিনাথ ঠিকু কথাই বলেছে—সে আর কয় দিন! তার চেয়ে কুড়োনে য়দি এখন থেকেই একটা আশ্রম পায়, দেই ভাল!

পরদিন হরিনাথ আসতেই নেড়ির মা বলে,—দাদা-ঠাকুর অন্ধের নড়ি তোমার হাতে দিলাম। বেখানেই নিমে যাও, আমার শেষ সময়টায় দাছকে যেন একবার দেখতে পাই।

গেইদিন থেকেই কুড়োনে যাত্রার দলে গিয়ে মহলা ।

দিতে হৃত্ত করে ।

আঞ্চল খনে ফিরতে ভার একটু রাত হয় ৷ প্রাপুরী

বাঞীর চাকর জ্ঞাপ্রা আলো নিয়ে ভাকে এগিয়ে দিয়ে বায়।

উঠানে পা দিয়েই সে ডাকে,—দাদী!

যর থেকে সাঞ্চা আসে,—আয় আমি জেপে আছি।

এক এক দিন সে মাননেজার বাবুর বাড়ী থেকে থেয়ে
আসে। কড ভাগ ভাগ দিনিব বাবুরা তাকে থেকে ছায়
লৈ পর ভানে বুড়ীর চোণে জল আসে। কুড়োনের মুথশানাকে বুকের মাঝে চেপে ধরে সে বলে,—ভরা তোকে
থব ভালবাদে, না কুড়োনে ৪

সে উত্তর ভায়-ত।

ভার পর ধীরে ধীরে বলে,—তুমি কিন্তু ও ব'লে আর আমাকৈ ভেকোনা দানী! বাবুরা বলে, ও নামটা ভারী বিশ্রী! তারা আমার নাম রেখেছে,—মাধন।

বুড়ীর মূখে হাসি ফুটে উঠে—অতি গুংখের হাসি।
ও যে তার কত কটের ধন তাত আর বাবুরা জানেনা।
দীন-মুঃৰীর দেওয়া নামটা বাবুদের পছক্ষ হবে কেন ?

সেদিন একটু সকাল সকাল কুজোনে বরে ফিরে।
লাফান্ডে লাফান্ডে বুড়ীর কাছে গিয়ে বলে,—দানী তোর
বঙ্গে একটা নিনিব এনেছি।

বৃড়ী জিজাসা করে—কি এনেছিস দাছ ?

--তা বলবো না। ভুই হাঁ কর, আমি মুখে পূরে দি।

এক রকম জোর করে সে বৃড়ীর মুখে পূরে ছায়—

একটা সন্দেশ।

বুড়ী বলে,—সন্দেশ কোথায় পেলি দাছ, বাৰুরা দিরেছে বৃঝি ?

—না লো না; কাল পালেদের ঠাকুর বাড়ী আমাদের গান হ'লো না? আমার গান শুনে মতিবার একটা টাকা বধ্শিশ, দিয়েছে—তাই ধেকে ভোর জন্ত কিনে এনেছি! ভাল সন্দেশ নয় দালী?

বছর করেক আগে চাটুয়ো বাড়ীর ন' কর্তার নাতির আরপ্রাশনে খুব ধুম ধাম হয়। দীন হংধীরাও পেট পুরে দক্ষেশ রসগোলা খেতে পায়। সে সন্দেশের কথা বৃড়ীর এখনও বেশ মনে আছে। কুড়োনের এ সন্দেশ বেন তার চাইতেও মিটি! শ্রেই গানটা শুনবি দাছ বলেই কুড়োনে হার ধরে,—
"আয় মা চলে আয়, হেণায় আর থাকিদ্ নে।
হরি বলে ধেরিয়ে পড়ি, আর বিলম্ব করিদ্ নে।"

—বালকের কোমল কণ্ঠের কম্বণ হব আকাশে বাজাদে করুণার কোয়ারা ছুটিয়ে গ্রায় !

বৃড়ীর চোধ সজল হয়ে উঠে। ফুলির কথা মনে পড়ে, হায় হতভাগিনি! যদি দেখে যেতেও পারতিশৃ!

শোলাদানার বারোয়ারিতে গাইবার জভ হরিনাধদের দলের বায়না হয়। এইবার বিদেশ যেতে হবে।

নেড়ির মার কাণে কথাটা বেতে মনটা তার পাগন হরে উঠে। কুড়োনেকে ছেড়ে সে কেমন করে থাকবে।

কুড়োনেকে সাথে নিয়ে হরিনাথ নিজেই আবার আদে। বৃড়ীকে বলে,—আমাদের ত্যাপলার কাছে পাঁচটা টাকা রেখে গেলুম, তোমার যথন বা দরকার হয় ওকে বললেই ও এনে দেবে। মাথনের জল্ঞে তৃমি তেবো বা। ছচারটা বায়না গেয়েই আমরা দেশে ক্ষিরবো।

যাবার আংগে বুড়ী কুড়োনেকে বুকে জাড়িয়ে ধরে। তার আছা চোধ ছটী দিয়ে টদ্ টদ্ করে জাল বারে পড়ে।

বৃড়ীর বৃকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ শুনে কুড়োনের কেমন ভর করে। নিজেকে মৃক্ত করে নিম্নে সে আতে আতে হরিনাথের অহসরণ করে। আর একবার বৃড়ীর চোথে ব্লগতের আলো নিভে যায়।

শোলাদানার বারোয়ারিতে গান করে হরিনাথকের কলের খুব নাম পড়ে যায়। চারিদিক্ থেকেই বায়না আসতে হাফ করে।

ত্রথালির বাজারে এসে এবার তারা আতানা গাড়ে।
ক্রমাগত আমোদ-প্রমোদের মাঝ থেকে নেডির মার
কথা ভাববার অবকাশ কুড়োনে বড় একটা পার না।
তথু যেদিন গান না থাকে, সেই বিনই ভবে অব বালীর
কথা ভেবে বনটা তার কেঁলে উঠে। বলের আর লার
ছেলেরা দেখতে পেলে ঠাটা করবে বলে, সে আইটালি
চৌথের কণ শৃছে কেলে। টাদপ্রের বাল্নের বালীর

হবে! ঝড়, কেট, মানকে, ধেনো, এরা সবাই হয়ত ভাকে এবার কত সমীহ করে চলবে!

হঠাৎ একদিন দলের লোকেরা পালাতে স্কুক্রে। সুর্থালির বাজারে কলেরা সংহার মৃর্জিনিয়ে দেখা ভায়।

হারনাথ দলের ম্যানেজার। কুপুদের বাড়ীতে সেদিন গান হয়ে গেছে। পোষাকের বাক্সগুলো সব সেথানে পড়ে আছে। সেগুলো না নিয়ে যায় কি করে।

তার সকে আছে শুধু ক্জোনের মত ছ'তিনটে ছেলে, নিজের লোক কেউ সকে না থাকায় পালাতে পারে নি। যে ভয় হরিনাথের মধ্যে উকি দিয়ে যায়, সে শেষে দেখা ভায় রূপ ধরে।

ৰাল রাভ েকে কুড়োনের কলেরা হয়েছে।

হরিনাথের মুধ তাকিয়ে উঠে। সে মনে মনে কেবলই ভাকে,—ভগবান! মুথ রেখো। কাঙালের ধন যেন ভালয় ভালয় কাঙালের হাতে পৌছে দিতে পারি।

একটাকা ভিজিটের ভাক্তারকে দশ টাকা দিয়ে থে। কাছে বসিয়ে রাথে। ভাক্তার তার জানা, না-জানা সকল বিদ্যা শেষ করে। কিছুতেই কিছু হয় না। গন্তীরভাবে ইরিনা.পর মৃথের দিকে চেয়ে সে বলে,—কি করবো মধাই! এ রিবেল এশিয়াটিক।

यक्षनाय कूट्डाटन मूच विक्र छ कटत । साट्य माट्य वटन इंटर्ड, नानी ! नानीटत ।

হরিনাথের চোথ দিয়ে উদ্ উদ্ করে জ্বল ঝরতে খাকে। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে সে বাজারের <sup>একটা</sup> গোককে একখানা চিঠি দিয়ে তাদের বড়ৌ পাঠিয়ে ব্যাহ। ভাপলা যেন নেড়ির মাকে নিয়ে রগুনা হয়।

খাল নালার মাঝ দিয়ে হুটো দলির জোরে ছোলল।

বনের গা ঘোঁলে শির শির শব্দ করতে করতে জিলি নৌক।

হটে। পথ তবু শেষ ক্য় না।

নেড়ির মা বলে,—বামার দাছ বেঁচে আছে ড গালা? অরথালির সে মান্থ্যটা কি বলে গেল? ওরে, শালার মন বে কিছুভেই বুখাভে চাচ্ছেনা।

भागमा धमतक छेट्ठ,— ६ तकम करत समामन एएटक

এনো না নেড়ির মা, ভগবানকে ডাক, তিনি ভোমার কুড়োনেকে ভাল করে দেবে না।

চোধের জল মৃছে বুড়া কাঠের মত চুপ করে বলে থাকে।

সন্ধার মুখোমুখি নৌকা গিয়ে স্থরখালির ঘাটে পৌছে। চারিদিকেই একটা নিস্তন্ধ ভাব।

ৰুড়ীর হাত ধরে ভাপদা গিয়ে হরিনাথের বাণার পৌছার।

ঘরের ছয়ার খোলা। একধারে একটা কেরোসিনের ডিপা মিটিমিট জল্ছে।

হরিনাথের চোথে মূবে জলের ওকনো দাগ দেখে তাবলার প্রাণ উড়ে যায়। সেচুপ করে থমকে দাভায়।

নেড়ির মাবলে উঠে,—তুই থামলি কেন ফ্রাপলা? এই কি দাদা ঠাকুরের বাদা নাকি? কই গো দাদা ঠাকুর! আমার দাতু কই ?

আতে আতে তার হাত ধরে নিয়ে হরিনাথ ভাকে বিছানার পাশে বর্সিয়ে ভায়।

কুড়োনের মুখের উপর হাত পড়তে বুড়ী চমকে উঠে।
ভয়ে ভয়ে সে তার বুকের উপর হাত দিয়ে কী যেন দেখতে
চায়। তা পরেই টেচিয়ে উঠে,—দাদাঠাকুর। আমার
দাহর সমস্ত গা এত ঠাও। কেন। হাত পা এত শক্ত কেন? তা হলে কি দাহ আমার—

কথাটা সে শেষ করতে পারে না। উত্তরের আশার ছটা সক্ষ চোথ তুলে অস্থানে হরিনাথের মুথের দিকে চেয়ে থাকে।

্হরিনাপ দেখে, বুড়ীর মুখে এক **অথাভাবিক ভাব।** তার দেহের সমন্ত শক্তি বেন তার অন্ধ চোথ ছটীর মাঝ দিয়ে ফুটে বেক্তে চাইছে!

চোনের মত পা টিপে টিপে সে ঘরের যাইরে এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে চোধ মুছতে থাকে।

ঘরের কাণাতে কাঁঠানগাছে কডকগুলো পেঁচা শুধু বিকট শব্দ করে উঠে!

একটা দমকা হাওয়া এসে হরিনাথের চোথে মুখ শাগুনের জালা মাধিমে দিয়ে বার।

# ছিন্ন-বীণা

শ্রীস—

এই জীবনের প্রদীণ শিক্ষা নিভিয়ে দেবার ক্ষণিক আগে, জাললো সাকির স্বার স্থান ওমর কবির অমর বাগে; সেই নিরালা কানন বীথির মৃত্ল হাওয়ার লাগ্লো সাড়া, মৃত্যু পেলো জীবন পরশ ঘ্মিয়ে পোলো সকল কাড়া।

কোন্ তরুণী হৃদয় সুধা সন্মুথে মোর ধ'রলো তুলে,
অমৃত তার প্রেমের পরশ এই জীবনের বোধির মূলে;
মিথ্যা হ'লো ঘোর নিরাশা তলিয়ে যাওয়া অগাধ জলে,
মিথ্যা হ'লে। মরার বেদন মরুগানের ছায়ার তলে।

আন্ধ্কে তোমায় প্রণাম করি, সত্য হ'লে। সোণার স্থপন, সত্য তোমার পায়ের তলায় রাধ্তে আমার প্রাণের গোপন ওই রঙেতে ডুব দিয়ে হায় আজ্কে আমি দেখ্ছি আলো, প্রণাম তোমায় অমর কবি জ্ঞানের প্রদীপ হিয়ায় জালো।

মৃত্যুটা আর ভাগ্য লিখন ঐথানে গেলে সভ্য কবি, আজ জীবনে ভোমার মরার পাছিছ যেন অমর ছবি, স্বপ্ন নিয়ে ঘূমিয়ে প'ড়ে সভ্য পরশ উঠলো জেগে, সকল ভ্যাগের আশীকানের প্রসাদ ভোমার মাথায় লেগে।

থর্জুরে আর আঙুর রসের মৌতাতে প্রাণ বাচ্ছে নেমে, ওই জীবনের চূর্ণ করা পূর্ণ করা দকল প্রেমে; ওই প্রদীপের দীপ্ত শিথায় আজকে আমার প্রাণ জলে, তোমাল অপন কুট্ছে কবি এই জ্বয়ের প্রাদ্বে।

হারিয়ে যাওয়া পাছশালার দিখিদিকে পাই নিশানা, দাগর আমায় বাঁচতেত হোলো, স্থের ম্বশন নয় মিছা না; মনের আমার ভাস্ছে বুকে হিম্ অচলের উর্ন্ধি নিয়ে, হ'জে খুনী ডুবিয়ে দেবা, ডুবিয়ে দেবো সবার হিয়ে।

কোন্ বসোরার যোলাপ গোল। আঙুর নধর তুই গালেতে,
জুই কুলী প্রেম ঘুম্ দিয়ে যায় পিচ্কারী কার রঙ ঢালে সে,
কোন্ কাগুনের ফাগ মেশানো গোলন দিনে ঝুলন মিলার
আজ পরাণের অভঃপুরে হাত জাগার লাভ লীলায়।

ষ্বুঝ প্রাণের সবুজ দোলায় তরুণ আশার ফুট্লে। কুঁড়ি, পেয়ালা সাকি দাওনা স্থার আমার হিয়ার সাগর জ্ড়ি; জগৎটাকে ভাসিয়ে দেবো আনন্দেরি বস্থাবৃত্তে, হুংখভরা হুর্বভদের শোকের আগুন নিভিয়ে স্থায়।

কোন্ ত্রাশারপ্রাচীন ভেকে আজ কে আমায় আন্তে হোর কোন্ পূরবীর পুলক রাগে সঙ্গিনী মোর শিহর ভোলো, ভাব্ছো কি আর প্রশ্ন সধি, এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পরে। প্রিয়ের প্রশ লও জীবনে, প্রিয়ার মধুর স্থা গড়ো।

অস্তরে ঐ চঞ্চলবায় দেহ লতায় দোহল ব্যথা
আর কেন গো রাথছো সথি, লুকিয়ে প্রোণে করুণ কথা
বলেই ফেলো ভয় কি তোমার জীবন কারো নয়কো কেন।
আস্মানি ঐ স্থা নিয়ে কেন বাড়াও হুখের দেনা।

তৃষ্ণকাতর দিদনী মোর, মরুপথের স্থপ্প শোনো, দে যেন গো আমার মত দর্কহারা বিষাদ কোনও; ঘুমিয়ে আছ অন্ধকারে গোপন ঘরে শার্শি ঢাকা, রঙ্মাধানো অনুরাগের টিপটি তাহার পার্শে আঁকা!

লুকিয়ে থাকা আর সহেনা জ্যোৎস। উজল কমল মুখে,
দূরবীণে আর চাঁদ চাহি না চাঁদ চাহি এই রিজ্ঞ বুকে;
গল্প তোমার বল্বো কত সঙ্গেনী মোর প্রশ্ন শোনো,
আমার মত কে গো তোমার ভালোবাসার আপন জনও।

কাঞ্চনে আর স্থা নাহি মোর সুথ আছে মোর ছুখের গাড়ার স্থা আছে মোর সন্ধিনী তোর দুকিরে রাখা প্রেমের গাঁথার ওটে আমার পরণ লাগুক তোর পেরালার চুমুক লাড়া ঠুছুকু ক'রে লাগুকু বুকে ঠোট নামানো ভুকা ধারা।

# আড়াই দিনের কাহিনী

### **এীনুপেন্দ্রনাথ** দাস

দেশ ঘোরবার নেশা অতি ছোটবেলা থেকেই উত্তরাথিকার ক্ত্রে পেয়েছিল্ম, তাই আমাকে বাংলা ছেড়ে
নিয়াতে আন্তানা নিতে হয়েছে কডকটা দেই নেশাঃই
মাত্রাধিক্যে। জন্মান্তমী আসতেই শ্রী ব্রজ্বের দিকে পাড়ি
দেওয়ার কথার বন্ধুদের সাথে জল্পনা করতে লাগলুম।

ঠিক হ'লো, আঠারই ভাত্ত (১৩৩৮ সাল) ভক্ষবারের ারার গাড়ীতে প্রথমেই আগ্রায় যেতে হবে। সেধানে ্রুদিন থেকে পরের দিন মধুর। ও বুন্দাবনের দিকে বেতে ह्रवा ... आ खा अन शृर्शामारम हमूट नागरना। निर्मिष्ठ भित्तत मकाल (१८क**टे दृष्टि ऋक हरत्र (श**ला। **ভारन्य,** গাহুরে বৃষ্টি, ঘাবড়াবার কিছু নেই, এখনই আবার স্থাের গ্রমিমুথ দেখতে পাবো। কিছু দেখতে দেখতে ভাদরের শেষ বেলাটুকুনও শেষ হয়ে এলো, তবু বৃষ্টি দেবতার शह इत्याद (कान लक्ष्पेट (पथा (शह ना। अपिटक দামরাও স্বাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম, কারণ সন্ধ্যের কিছ ারেই (রাভ ৯টায়) স্পামাদের টেণ। বাহিরে কিন্তু াদ্বোর বাতি জালা শেষ হয়ে গেছে। কাজেই 'রুষ্টি-রোর' আশা ছেড়ে দিয়ে যাতার জন্ম তৈরী হতে লাগলুম। দাটটা বাজতেই আমরা চার বন্ধু "প্রীত্র্গা" বলে দিরী क्षेत्रत्व अञ्जिष्य द्रश्वना इनुम ।

গাড়ীতে পা দিতেই আমাদের যাত্রা শুভ বলে মনে লো, অর্থাৎ গাড়ীখানা প্রায় খালিই পেলুম। ছ'খানা লিক ও ছ'খানা বেকে আমাদের আপন আপন মৌরসী কৈ চিহ্নিত করে এক আয়গায় এসে বসা গেল, ১৫।২০ বিনিট বাদেই গাড়ী ছাড়বে। এক খালক ছন্তির নিশাস বিবিধে এলো, এডক্বে স্বাই বাডক হলুম।

विष्ट्र कर बारक बाहिएत जाएमत तीनि सांब एना । विषे १ रम्पक स्कृतक सम्बद्ध स्वयं प्रस्त निर्मा स्वयं के को । विष्ठ जामारकत सरकत स्वयंक स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं सांक হয়ে এলো, এ কথা, সে কথা জনেক কথাই জারস্ত করা।
গেলো কিন্ত কোনটাই জমান গেলো না, শেষে জান্লার্ম
মুখ বাড়িয়ে ঘর-বাড়ী আর গাছ-পালা আমাদের।
গাথে পালা দিয়ে ছুটবার বার্থ চেষ্টা দেগতে লাগল্ম।
টেশনের পর টেশন পেছনে রেথে গাড়ী সেই গাড়
আধারের বুক চিরে হন্ হন্ হন্ হুটে চলেছে।



আর বদা চলে না। গাড়ীর মৃত্ ঝাঁকুনিতে চোখের পাতার বুম অভিয়ে আগতে লাগলো। উঠতে হলো, ক্লান্ত শত্তীর ও ক্লান্ত শন নিবে বিছানায় আশ্রয় নিশুম।

"চা গরম", "গরম চা," "মধুরাজীকা পেঁড়া" প্রস্থৃতি
রূপ উৎকট চীৎকার সুমের জ্বুধ কেটে গেলো। ব্যক্ত গাড়ী বধুরা টেশনে এসেছে। উঠে পড়লুম;…মধুরাল জীকার পেঁড়ার নাম তনে সেই শেষ রাতেও লোভ লাক্ লাভেংলারপুম না; নেওৱা গেলো। কিন্তু মূশে বিষেত্র দেশ বিশেষ্ লোভ নার্লে নিভে হলো। পেঁড়া ভোলাক খেন চিনির ঢেলা। সম্বতঃ ষ্টেশনের এই উৎকট পেঁড়ার পক্ষে এই কথা বল্লে, একটুও সত্যের স্পলাপ করার ভয় থাকে না।

গাড়ীর বাঁশী বাজলো। জাবার সেই ছোটবার পালা। ভান্দ্ম এখনও নাকি ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগৰে জাগ্রায় পৌছিতে। আকাশের অবস্থা এখন খুবই ভাল; এক কোঁটা কালো ছায়াও আৰু নেই, ... যাকে বলে স্থ-নির্মাণ, জানালায় মাণা রেখে বাছিরে নীল আকাশের গাবে ভারার খেলা দেখতে দেখতে চোখের পাতাম আবার 'চুল' ধরে আসতে লাগলো। কাজেই ফিরে 'ক্সুম' করাই সমীচীন মনে করল্ম। যখন ঘুম ভাঙল, উঠে দেখি রাভের আঁধার প্রায় কাবার হয়ে এসেছে।



এইবারেই আগ্রার রাজাকামূতী টেশন।—আমানের নামতে হবে, দেখতে দেখতে টেপের গভি মনীভূত হয়ে এলো। কুলীকে দিয়ে জিনিষ পত্তর নামিয়ে নিয়ে, আমরা স্বাই নেমে পড়লুম।

ি দিল্লী থেকেই আমর। ঠিক করেছিলুম, আগ্রায় ৮ কালী বাভিতিই আন্তানা পাড়বো। কাবেই আর মিছে সময় নিঃ না করে ৮কালী বাড়ীর উদ্দেশ্তে বেরিয়ে পড়লুম।

্তিভারের বাতাস বিশ্ব বির করে এসে রাজ দেহ মনের
ক্ষিত্র তার কোমল পদশ দিয়ে গেগেলা, এতকলে বেন পূর্ব
ভৃত্তি পেলুক। মাধার ওপরে নীল আকাশের রাজ্যে
জারাদের রাভ আগবার পালা তথনও শেব হর্মি।
পুরে সরন আলে ছেকে তোকে উবা দেবীর প্রভীকার

কীবনের পেছনে-ঠেলে-বেওয়া অনেক দিনে, তোর বেলাকার এই রকম আলো আঁখারের মাঝখান দিয়ে প্রেক্টির বৃক্তে ব্রেজিরেছি কিন্তু আলকের মতন বৃক্তরা আনন্দ কোনদিন পাইনি। প্রকৃতির এই রিয় মূর্বিটা আল ভারী ভালো লাগলো। সকলেই অনন্তচিত্তে প্রকৃতির এই মনোরম দৃশ্র উপভোগ করতে করতে ৮ বালী বাড়ীর দরলায় এনে স্থালির ইন্ম। ভারা দরলার নিক্র (ক্যা ছিল না) নাড়া দিতে দিতে ক্র নিজ্ঞান বাখাও জনিত ক্রক করে সাড়া এলো—"কোন ছার?" উত্তরে আমাদের অবস্থা জানিয়ে বলল্ম,…"শুরু একদিন থাকবার জন্ম একটু জারগা চাই। আমরা বিদেশী যাত্রী।" নেপথো

থেকে পূৰ্ব্ব কঠেই জবাব এলো—"হিয়া বিল কুল খালি নেহি ছায়।"

বাস্ এখন উপায়! এই বিদেশে আরতো কোথায়ও কিছু জানা আন্তানা নেই। শেষে আমাদের টকাওয়ালা আশাস দিলে, তার একটা বাড়ী জানা আছে, সেধানে দিন পিছু কিছু ভাড়া দিলে যত দিন ইচ্ছা থাকতে পারা যায়। কি আর কর। যাবে! প্নরাষ্ট্রনায় উঠা গেলো, তার-ই কণিত বাড়ীর

ষধন আমরা সেই বাড়ীতে এবে পৌছন্ম,
পূব-আকাশে তথন বেশ রং ধরে গেছে, একটু একটু করে
প্রকৃতির বুকে কেতনারও সাড়া ফিরে আসতে আর্থ
করেছে। আমরা দোতালার একধানা ঘর দ্বল করন্ম
ভাড়া দিন পিছু অর্ধমুলা। স্বাই বল্লে...এই বেশ।

সংক্ষেপে প্রাত্তাক্রিয়া শেষ করে প্রথমেই বেরিয়ে পড়লুম সাজাহানের সেই একনিষ্ঠ প্রেরের কীর্ত্তি ভারম্বরুরে মাথা ছোঁয়াতে !

এখানকার টকান্ডরালাদের নামক বিন্তু লাহর্ব বিন বরকার। নতুন সোক বের্থসোল্ডরা ক্রিক্রের প্রতি যতন নির্বাহ তাবে রক্ত চুমতে ক্রেটির ক্রিক্রের স্থানি কোট থেকে ভারবাহন ক্রেটির ক্রেটির ভার-ই মক ভারা-পানের ক্রেটের होती करत वन्नव्याः हमादः न्यादक्षणामि त्यानारतम ब्नि १४३६ क्षार्ड न्यांशा भेतरहरे जिस्स हमाना ....थरे बकसरे अस्त अकात।

এগানেও কাল সান্তালিন স্থা হ'বেছিলো। সল্যাভা তর্লীর মতই তাই আজ্জের লকালকে এত মধুর দেখা-ছিলো। আমসা ধীরে ধীরে কৌত্হল লুফিতে 'পুলকিত তলু' হয়ে, প্রোল-তীর্থের সেই বিরাট তোরণবারে গিয়ে উপন্থিত হল্ম, লাল পাথরের বৃত্কে ভিন্নে নেওয়া সেই বিরাট কালকার্যা পূর্ণ তোরণবার, দর্শক মাজেরই লৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমরা মুগ্ধ লৃষ্টিতে সমস্ত বেগতে দেখতে ভিতরে প্রাক্ষণ করলুম। সাম্বানে বে ছবি মৃত্তিমতী হলে

মামাদের আঞ্চন্ধের বাসনাকে চরিতার্থ করে দিলে, জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত ডা'বোধ করি কথন মলিন হয়ে যাবে না।

এতদিন যার কল্পনা, অতীতের দিকে ঠেলে দেওয়। দিনগুলির সাথে কতবার কতরতে এঁকেছি, আত্র সেই পুণ্য মহান—

শাজাহানের প্রেমের সাক্ষী—ভারত-শিল্পের বভুগনীয় নিদর্শন, ভারত্মহল আমাদের চোণের সামনে। কি দেখলুর। খেতপাধ্রে তৈরী এ দের এক মিরাট ভারের ক্ষি

বাক্তি। কথা সাজিয়ে এর এই চির নতুন সৌল্থোর পরিচয় দেওয়া ধুষ্টতা মাত্র,— মহুভব করতে হয়।

আমরা মোহ-মুগ্রের মতন ভাবাহীন হ'বে চলতে গাগন্ম, উপরে নানাবিধ মূল্যবান পাথরে কাল করা খেতপাথরে মোড়া ছ'টো কবর দেখা গোলো। গাইত বল্লে, এই ছ'টোর একটাতে সালাহানের অপরটাতে মনতাজের সমাধি আছে। আসলে কিন্তু তা' নয়। ঠিক এবই নীচের ভলার এবট মুড়ন একটা ঘরে আসল কবর হ'টো লেখতে পাওরা মায়। এই ঘরটা সপেকাহত অভকার। বাতি নিবে না সেলে ভারী অহবিধার পড়তে হব। সে-কালে কিন্তু ভার বেরান মুরকার হ'ও না, করবেল গারে ও কক-বেওবালে বে সমর্ভ বাতিমান মণিশালিতা লোভাই কিন্তু ভার বিশ্বান মণিশালিতা লোভাই কিন্তু লোভাই কি

প্রার সাড়ে চারটার সমর বন্ধনের ভাকাভাকিতে সুই:
থেকে উঠে অনেকখানি হস্থ মনে করল্ম, খানিকটা ছবং
গিলে আবার বেরুবার জন্ম তৈরী হতে লাগলুম।

একধানা টকা ভাড়া করা গেল। সজ্যের আর্থেই সহবের মোটাম্টি সব কিছু দেখে নিতে হবে, আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

সংক্ষা হয় হয় এমন সময় ৰমুনার ঘাটে যাওয়া পেক, আব্দ জন্মান্তমীর সান যাত্রা, ঘাট থেকে ঘাটের চতুর্কিত প্রতিত লোকে লোকারণ্য, আমরা অপেকারত এক করবিরদ ঘাটে গিয়ে ধমুনার জল ম্পর্শ করে ধানিকটা



পুণ্যি করে নিলুম। তারপর বলে বলে কচ্ছপদের খেলা দেখতে লাগ লুম।

সারাদিন পরে আকাশের কোলে এখন মু'একথানা,
মেবের টুক্রো দেখা দিতে স্থক করলে, ভাসুরে বেল,
বসতে সাহস হর না, উঠে পড়গুম, আল এখানালার
মিউনিলিগালিটার হলে জননারক পঞ্চিত লংবলালনিক্লের
বিলাতে গোল টবিল বৈঠকে মহাআলীর দাবী-সাল্লার
স্বন্ধে বক্তভা করবেন, বিংল শভাবীর বালালার হেলে
শরীক্রের পক্ষ থেকে বাওয়ার অনিচ্ছা জানালেও নিডার
নেই; ভিতর থেকে ঠেলা আবে কলো।

ক্ষুতা-সভাৰ উপস্থিত হতে না হতে বৃষ্ট এবদ কোটা এল বে সভাছ সভাৰই পালাড়ে বাধ্য হ'লেই প্ৰিক্তবীৰক অনুস্থ পাল্যত এখনও বেনী আহে । কি ভক্ষাক্ষ্য প্ৰবৃদ্ধ আমাহিকতেও বাদাম্যো হ'লে হ'লে এদিকে সাঁাঝের সাঁাধারও একটু একটু করে যোর হয়ে স্থাস্তে লাগলে।

বাসায় ফিরে বন্ধুরা রাত্রের মতন কিছু জলযোগ করে
নিলে, তারপরে সবাই তল্পী-তল্পা বাধতে লেগে গেলুম।
এইবারে আমাদের আগ্রাকে বিদায় দিয়ে মধুরার দিকে
ধার্ত্যা করতে হবে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে টেশনে যাওয়া গেল। কিন্ত ছুর্ভাগ্য আমাদের—ট্রেণ তথন চলার পথে পাড়ি দিয়েছে, ছিতীয় ট্রেণ, সেই রাত একটায়, আমরা বিছানা খুলে মিয়ে টেশনের দরাজ বৃকে লুটিয়ে পড়লুম।

' কভকণ ঘূমিয়ে ছিলুম মনে নেই, তবে যথন মামা-বাবুর (রাম প্রসাদ মিত্র ) গলার আধ্যাজে ঘূম ভাঙল,

চেয়ে দেখি টেণ প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে হল হল্ করেছে.—আমাদের নাকি এতেই যেতে হবে।

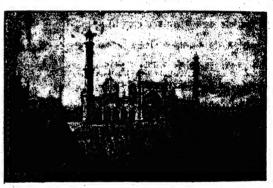
গাড়ীতে উঠতেই ট্রেগ ছেড়ে দিলে, জানলার মাথা রেখে আগ্রার শেষ দৃশ্য দেখে নিলুম, বাহিরের ঠাণ্ডা'বাতাগে জার গাড়ীর মৃত্ ঝাঁকুনিতে জাবার সুম আস্তে লাগলো, গুয়ে পড়লুম।

রাত্ত আন্দান্ত সাড়ে চারটায় মণুরা টেশনে
নামলুম । বৃষ্টি এখানে এত বেগে বর্ণণ হাক করে
দিরেছিলো যে ট্রেণ থেকে টেশনের ভিতর
বৈতিই একেবারে ভিজে কাকটী হয়ে পেলুম।
এদিকে আবার যাত্রীদের সংখ্যাধিকা টেশনে
আজি ন ছানং তিল ধারণং। ক্ষমালের সাহায্যে
মানাটা একটু মুছে নিয়ে সেই ভিডের মধ্যে দাঁড়িয়ে
দাঁজিয়ে 'ঝিমুডে' লাগলুম। তারপর ঘণ্টাখানেক বাদে
বৃষ্টির বৈগ একটু ধাতত্ব হলে, টকাওয়ালী-ক্ষিত এক
ক্রিমিশালার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

মৰ্বার সিংহ্বার পার হয়ে সহরে চোক্বার পথেই যে
বিল বিমেছিল, তা'তে মনে হ'লো ছোট ছোট থে।কারাত
বটেই চিত্তরকা গোসাইর মত 'রাম খোকারা'ও বেশ
দীতিরি ধেলতে পারে, আমানের অপরাজ ভীত চিতে সেই
ভিনির কিল্ডে পারে, আমানের অপরাজ ভীত চিতে সেই
ভারার হতে তথনও আধ্বকটাটাক্ দেরী আছে, আমরা
ধ্রীলালীর এসি বিল্লু, ক্ষিত্ত গলাকটো চীংলারেও

একটা প্রাণের সাড়া শেলুম মা, কারেই আছ পথ দেবতে হলো, নিকটেই "বাজালী আশ্রম" নামে একথানা বাত্রী-শালা ছিলো, দৈনিক একটাকা হিসাবে একথানা বর (:আঁত্রুড় ঘরের গ্রাম্য সংস্করণ বিশেষ) নিয়ে, আজ্বের দিনের জন্তু আমাদের আন্তানা ঠিক করলুম।

এদিকে ধরায় বুকের কালো আঁথারের সাথে আকাশের কোলের সঙ্গল মেখও একটু একটু করে ফিঁকে হয়ে আস্তেলাগলো। স্থবোধদা ও আমি এই আলো-আঁথারের মাঝথানে যমুনার দৃশ্য দেখবো বলে, ঘাটের দিকে চলদুম। পর পর সারি-বাঁধা ঘাট তার ওপরেই বড় বড় বড়ী নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্য সামগুল্যে অনেকধানি কানীর কথা মনে করিয়ে দেয়।



মণ্রায় আজ ঘরে খরে নন্দোৎসব; দিনের খালে।
ভাল করে ফোটবার আসেই তাই আনন্দ কোলাহল
ফুল হয়ে গেছে। দলে দলে সব নরনারী প্রাভঃরান
করতে খাটের দিকে চলেছে, আমরা ঘাটে ও অঘাটে
কিছুক্লণ পায়চারী করে বাসায় ফিরল্ম, তারণর প্রাতঃবিধা
সমাপনাত্তে কিছু গরম জিলালী ও কচুরী ভারত করে
মণ্রার দ্রত্বা ভান ও মন্দিরাদির দেখবার আভ বেরিরে
পড়ল্ম।

भारत दक्ष दे हैं विश्व भारत मार्क के कार्य । नवकर्त प्रजलांक समस्य स्मान्य मार्क स्मान्य समान्य सम আছি',—'কোষা থেকে এথানি ,— শামানের বাগ-চার্বলানার। কে করে এথানে এনেছিলেন, ইত্যাদি, ইত্যানি।

ধ্রমশালাওয়ালাদের ব্যবহারে সেই শেষ রাত থেকেই স্বোধনার মেজাজ চটে ছিলো। কলে কেহ-ই অধিকক্ষণ কথা কটোকাটি করতে সাহস কর্লে না। বিশেষতঃ পাণ্ডারা বধন বেধলে, সাথে কোন বৃদ্ধা বা ঐ জাতীয় কোন তক্ষী উপদর্গ নেই, তখন কিছু স্থবিধা হবে না বলে সরে পড়লো, আমরাও আমানের বইয়ে পড়া অভিজ্ঞত। অন্সারে ঘাট ও মন্দিরাদির দিকে চল্তে আরম্ভ কর্মুম।

যম্নার জলে শুক হয়ে দেব-দর্শনে মন্দিরে যাওগাই নাকি শাল্ল বিধি, হিন্দুর সন্তান আমরা, শাল্ল-বাকা লজ্মন

করার মতন ছংসাহস কোনদিন ছিল না, এখন নেই, কাজেই 'বিশ্রাম ঘাটের' দিকে চলল্ম। কিছু স্নান করবো কি! ঘাটে কুঞ্জের জীবগুলি যে জলকেলি আরম্ভ করে দিয়েছে। শেবে পুণ্যি করতে গিছে কি এই কলিযুগে নর-কচ্চপের যুদ্ধ করে এক জ্বজ্বয় কীর্ত্তি করে বদ্বো । দরকার নেই, আমরা ঘাটের উপর থেকেই জ্বল মাধায় দিয়ে নিয়ে সাক্ষেপ মতে শুদ্ধ হয়ে নিলুম।

কাশীর দশাখনেধ ঘাটের মন্তন মথ্রার বিশ্রাম-ঘাটেই যাত্রীদের আনাগোনা খুব বেশী, এখানে নাকি শ্রীকৃষ্ণ মাতুল কংসকে নিধন করে বিশ্রাম

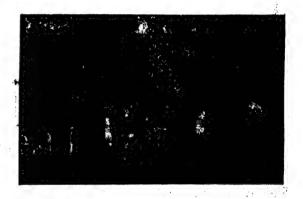
করেছিলেন, সন্ধার পরে এই ঘাটটার বৈশিষ্ট্য আরও বেশী মনোরম, এই সময় শব্দ-ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে হম্না দেবীর সোরতী দেশভো আবাল—বৃদ্ধ-বৃদ্ধিতা সকলেই ছুটে আসে।

মণ্ডার বাইবা খানওলির মধ্যে কংস-কারাগারটা
খড়ড্ম, সহরেক্ব একপ্রাত্তি ব্যুক্তার তীরে এখনও এই
কারাগারটা অতীতের শুভি বুকে নিয়ে কোন রক্তমে
টিকে আছে, পাণ্ডাতের কাছে অন্পূর্ব একভালে ইহা
নাকি ভিন তারা প্রকাশ কালি ছিলো, এখন কিছ কালের

অক্তন পরিসাকে কালে: অক্তন্তি বিশেষ্টার সংগ্রা বিদ্রুদ্ধ

এখান থেকে একবারে আমরা মন্দিরে বেশ-মর্শকরী চললুম। রাস্তার হোলীখেলার মত ছোট ছোট ছেলেরা হলুদগোলা জল যাত্রীদের গাত্রে ছিটিয়ে দিয়ে পালিরে যাচ্ছে, আজ নন্দোৎসব, সকলের মৃথেই বেশ একটা প্রাণ-খোলা হাসি।

এখানে মন্দিরের সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে ছারকানাথজীর মন্দির সব চেমে বড় ও দেধবার মতন, বিশেষ
বিশেষ মন্দিরগুলি ঘূরে এসে, শেষে এই মন্দিরে এসে
উঠলুম। মহানন্দে উৎসব হচ্ছে, কারো কোন কোন
ধ্যাল নেই, মন্দিরের মধ্যে জগবান শ্রীরুল্ডের জন্মবৃত্তাস্ত নিয়ে এক হাস্সকর জাজনয় দেখা গেল।
একজন পরচুলী খাটিয়ে গোপরাজ্ঞ নন্দ সেজে
মহাব্যস্ততার সঙ্গে সকলকে আদর-অভ্যর্থনা করছেন



আর তার গোপ কামান, গাল চড়ান স্ত্রী বলোমতী গভ-রাত্রে ভূমিষ্ঠ শিশুটীকে খন খন চুমু দিচ্ছেন, অভিনয়টী বেশ উপযোগা।

সময় বেশী ছিল না, তাড়াতাড়ি মন্দিরটা প্রাথমিক করে বাসায় কিবলুম। প্রায় একটা বাজে;—এবাসে আমাদের আবার বৃক্ষাবনে ছুট্তে হবে, তারপর সেধান-কার সব দেখাওনা শেব-করে আন রাত্রেই বরের হৈছেল বরে কিরে বেতে হবে। কাজেই তাড়াতাড়ি বাজানি কাজয় শেব করে, কেড়টার-সময় বেরিয়ে পড়লুম। তাজ ভিল্পাবন এবান বৈকে পালা ছাবাইল; ডেলে, ক্রিলি ভিল্পাবন এবান বৈকে আছে, আমরী; বাসে মাজাই ঠিক অন্ধ্র। কমণিটিনানের (Competition) বাজার,
এক কাসভয়লা মাথাপিছু ছ'আনা নিয়েই ছেড়ে ছিলে,
আমরাও থানিকটা আরামের নিখান কেলে ছ'ধারের
পড়ো মাঠ আর ধেছর বদলে মহিবের পাল দেখতে
দেখতে ছুটতে লাগলুম, রাস্তা থেকে থানিক লুরে সেই
মাঠের মাঝানে একটা ভাঙা মন্দির দৃষ্টিপথে পড়লো।
পালের যাক্রীটা বল্লেন, নজ-ছলালের গোষ্ঠলীলার অনেক
স্থৃত্তি এর মাথে জড়ান আছে। আসন্তব কিছু নেই, প্রাণ্
ডল্লিদেরাএই সব স্থানগুলিকেই শ্রীক্ষের লীলাক্ষেত্র
বলে নির্দেশ করেছেন, আমরা এই সব আলোচনা করতে
কল্পতে ঘটাখানেকের ভিতর ব্রজের বারে এসে গেলুম।



বুক্ষাবনে দর্শনীর স্থানের ও মন্দিরের সংখ্যা হর না বল্লে অত্যক্তি হয় না, শুধু মন্দিরই নাকি পাঁচ হাজারের উপর আছে। তার মধ্যে ৺গোবিন্দজীর মন্দির, শেঠের মন্দির, নাহজীর মন্দির, লালাবাবুর মন্দির প্রভৃতি বিশেষ আলে উল্লেখবোগ্য, আলরা প্রথমেই সুর্লিবাবানের প্রসিদ্ধ ধনকুবের জগৎ শেঠের মন্দিরে চলল্ম, এখানে নাট-মন্দিরের সাল্মে উঠোনের উপর একটা চলিশ হাভ দীর্ঘ মোলার গরুড় ভঙ্জ আছে, আমার মাড়লেবী যখন এখানে জিল্লেন তথন তাঁকে এটাকে "সোণার তাললাক" বল্ভে কল্লের। কিছ ভালগাছের সক্ষে এর কোনই নাছ্ল্য মেনাক্ত-পেশ্য লা।

আমর। কেচপাধরে বাধান নাট-মন্সিরের চক্ষরে থানিককণ বিআম নিয়ে মন্সিরাধিটিত বিগ্রহ **জীক্ষজী**র বচ্যায় সামসে তবিচ তবেমাধা হুকে এবং থানিকটা চরণাত্বত উদক্ষ কৰে নেই দিরাট দলির কালিশ করছে উঠল্ল, এক্ছাত্রে একথানা স্নোনার পাল্ডী দেবনুষ, শুনলুম জন্মান্তম একথানা স্নোনার পাল্ডী দেবনুষ, শুনলুম জন্মান্তম একথানা স্নোনার পাল্ডী দেবনুষ, শুনলুম জন্মান্তম উপলক্ষে আজ সকালে এই পাল্ডীতে বিধান বিধান বিধান আমরা এইবার জ্রীরক্ষানীর ছবণে বিলাম নিবে বেরিয়ে পড়লুম, তারপর একে একে মন্দ্রেলাহনের মনির, বঙ্গুবিহারীর মন্দির ও কাত্যায়নীর মন্দির দেবে আমরা মন্দার ঘাটে কালীয়দমন দেখতে চললুম্ব। পথে বৃষ্টি দেরজা এমন ঘন-বোর-শট। করে নেমে একেন যে আমরা আশ্রম আশ্রম না নিয়ে পারলুম না, কালীয়ালন ঘটেট

उभरतने देश अकि कुछ आहि आनश टिम्पान निरंद आजंद निम्म। कुरक्षत मानिक अक्कम अनी जिनद कुछ-पृष्ठ-एक-रम्ह तालांगी कुछ। आमारतन तालांगी रन्दंश आमारत आविषांहिक की तरनंद कथा करा, यूव अकरहांहे राष्ट्रकांकृता कंदरनंत। र्मार अमन्छ तलान, "विरंद भरतांद्वज मनाक्रन निरंद, अ निद्यम करान, करान, महा-नद्गरक भन्न की वस्त मान्न करेरकांग कदरक हरत।"

বাহিরে বৃষ্টি থেমে এনেছিল। আসরা হাসি

ক্লাপ্তে চাপ্তে তার কাছে বিকায় নিবে কালীরগনন

দেখতে চলপুন। এখানে দেখবার মতন বিলেশ কিবুই

দেখলুম না। মাটের উপরে একটা পাছের তলার

আহালের দেশের তুললীমন্তের মহান ছোট একটা মনিবে

ক্রিক্লের কালীয় লমন বৃষ্টি বিকাজিত। এপানাতে বিলাম

নিবে আবার আসমা ক্রিক্লের দুলার দেশতে মুক্তম্প্।

ছেলে থেকে থ্কুথ্কে বুড়ে। পর্যন্ত ব্যববাদী সর্বাই
এইন একালে হাজির হরেছে। রামাল বাবার জেলা বিশ
পতিশ বছরের 'রাম্নবালকেরা' সজ্জির আলকা সরাবজ্ঞা
উল্লভ সাহে। একালেও জারার বেটি লক্ষ্মান লালন
নক্ষাল ক পৌর কারান সক্ষাণিক প্রাক্তার কিন্তুল
ক্ষিত্র কার্ডিরে বিভিন্ন ক্ষিত্র ক্ষেত্র ক্ষ্মান

পারবো না। লাল পাধর দিয়ে তৈরী করা এই বিশাল
মনিটোর অপ্র্কিলিয় নিদর্শন দর্শক্ষাত্তকেই মোহিত
করে দেয়। শোনা বায় দেকালে নাকি এই মন্দির পঞ্চার্ক্ত
বিশিষ্ট ছিল। সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় যে আলে। জল্ভো দিল্লীর
ফোর্ট থেকে তা' দেখা বেত। একদিক কুসণমান কুলভ্যণ
ঔরদন্দেক দিল্লী থেকে সেই আলো দেখতে পেয়ে পার্ফকে
বিক্লালা করে আনকেন উহা হিন্দু-মন্দিরের আলো।
পর্যদিন ঔরক্ষত্তেব সেই সর্ব্বোচ্চ চূড়াটী ভেকে তার উপর
মসজিন বানিয়ে নামান্দ পড়ে ঘরে ফিরনেন। সেই থেকে
গোবিন্দদেবের মন্দির ক্ষকাটা কবছ গোছের হয়ে

আন্ধ এই মন্দিরে পণ্ডিত ক্ষরকাল নেহেকর নেতৃত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। নেতৃত্বন এখনও এদে উপস্থিত হন নাই। তবে অদেশী সৈনিকেরা ভরস। দিলে তাঁদের আস্তে আর মোটেই দেরী নেই, কাল নৈবক্রিপাকে পড়ে আগ্রাতে ক্ষরকালজীর বকুতা শোন।
হয় নাই, তাই আল্পকের এই স্থবর্ণ স্থাগ ছেড়ে যেতে মন চাইলে না। আমরা উৎস্ক চিত্তে তাঁর আগমন প্রতীকা করতে লাগলুম।

যথাসময়ে পণ্ডিভন্ধী স্বাদ্ধবে সভাসীন ছলেন। জনসাধারণ সহর্ব বন্দে মাভরং ধ্বনির বারা তাঁকে অভিনন্দন জানালে। তু'টা হিন্দুখানী বালিকা বীণানিন্দিত কঠে বাংলায় স্বরাজ সংগ্রামের পুরোহিত বহিম চট্টোপাধ্যান্ত্রেয় বন্দেমাতরং

> সুজলাং স্ফলাং মলয়ক শীতলাং বদেমাতরং

গানধানি গাইলে, পরে গোলমাল ধাম্লে বক্তা **ভারত**হলো, কাল আগ্রাতে যে বিষয়ে বক্তা দিয়েছিলেন
আক্ত এধানে সেই বিষয়ে বক্তা হলো, সকলে,
মহাত্মানীর সাগরপারের অভ্ত বরান্ধ সংগ্রামের ক্লা
ভারতে লাগলো।

এদিকে বেলা পড়ে আসতে লাগলো, আমরাও সভা থেকে বিদায় নিয়ে মধুবায় ফিরবার জন্ম বাদের (Bus) আন্তর্যায় চললুম।

মণুরায় ফিরে ভাড়াড।ড়ি হাত-মৃথ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া
সেরে নিল্ম। আলাজ দলটার সময় দিলীয় টেখ।
আমাদের সেই টেল ধরতে হবে। পাছে শাঝার মজন
টেল বিজ্ঞাটে পড়ে সেই ভয়ে প্রায় ঘট। দেড়েক আলে,
'গমনে বামনকৈব' অরল করে বেরিয়ে পড়ল্ম। কিছ
কপালে হর্ভোগ লেখা ছিলো, খণ্ডাবে কে ? টাইম টেখল
দেখার দোবে আবার সেই টেল বিজ্ঞাট।

সামনে একথানা টেণ দাঁড়িয়ে ছিলো, বন্ধনের খেবাল অফুরারী তাভেই চড়া গেলো এবং পঞ্চাশবার টেণ বদল করতে করতে প্রদিন সকাল আটটায় দিলী এলে নামল্ম। আমাদের আড়াই দিনের কাহিনী এতকলে শেব হলো।

# ৰান্ত-ভিটা

আগৈপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

ৰাষাৰ নিজেৰ ভিটাখানি' এই কয়টি কথা
মধ্ৰজম কলন কোৰে আনৈ,
বাজিয়ে ভোগে জনৰ-বীণায় মুখ্ৰজম হৰ,
ভাগায়ে দেয় কপোল হুপু, অঞ্যাৱার বাবে।
গোক্ না ছোট, হোকু না কোন পরের কাছে তের—
আনার কাছে কোঠ ভাহা সমু পো হেমু না,
ব্যায় মাৰে তীর্ব সে মোর ম্বরণ সমু সে ব্যাত প্রবার ভিটা কিলো ভুজ কড় হর ?

প্রতি ভাঙা ইটের মাঝে পতেক শ্বতি আছে গাঁখা প্রাচীন শিলা-নিপির চেয়েও দামী, পিতাগহের পিতামহ এই নাটাভেই হলেন মাছ্য— এ পর ক্যা শ্বরণ করি আমি। তীর্থ আমার, মর্গ আমার, ওলো আমার বাছভিটা, লোটাই মাখা ভোষার বাটির ভবে, ভুগ্নে শ্বংগ ভ্রায় বাহন অবল এদীল সম ভোমার শ্বতি নিত্য বেন অবে।

## মহিলা সংবাদ

মার্কিন কবি জৃহিতার জীবন পাণ ঃ—মার্কিন
কবি অব্দ্রুলিকের ক্যা নীলা গ্রানক্ক গত বংসর হিন্দু ধর্ম্মের
ক্ষিত্র আনিলা নীলানাগিনী নাম গ্রহণ করিয়াছেল। মগাশুর শক্তি
ক্ষিত্র উদ্দেকে প্রবেশাধিকার দেওরা হয় নাই। প্রকাশ যে সম্প্রতি
তিনি এই সক্ষ করিয়াছেল যে তাঁহাকে এখনও বলি উক্ত মন্দিরে
ক্ষেত্রেশ ক্ষিতে মা দেওরা হয় তবে তিনি অনশ্যে প্রাণ্ড্যাগ করিবেন।

ছুনীতি দমন বিল :— অসহদেখে বালিক। আমদানী ও বিল ইত্যাদি বল করিবার জন্ম ১০ই অক্টোবর, মহীশুর ব্যবস্থাপক সভার কোনও বে-সরকারী সদত এক প্রস্তাব উপন্থিত করিয়াছিলেন।
আম্লোকনার বিলের পকে ৯০ ভোট এবং বিপকে ১০৩ ভোট হওরার
ইহা অগ্রাফ ইইবাছে। প্রব্দেটের পক্ষ হইতে বলা হর যে, তুর্নীতি
ব্যব্দের নক্ষ প্রচলিত সাধারণ আইনই যথেই। ইহার অতিরিক্ত অপর
কোন প্রকার আইনের দরকার নাই।

পোয়ালিয়র মহিলা সন্মিলনী ঃ—গোগালিমর
স্থিকা সন্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে শীবুক রাম বরপ হাকসার সভাপ্রিত্ত করেন। এই সভায় প্রভাব গ্রহণ করা হয় বে, মহিলাগণের
জক্ষ করেজনিক ও বাধাতামূলক শিকার ব্যবহা করা হৌক। অপ্পৃত্তা
ও পৃদ্ধার অপ্পারণ করিতে ইইবে। অভ্য একটি প্রভাবে বালাবিবাহ
নিরোধক আইন সমর্থন করা হয় এবং বিবাহিত ত্রী ও পুক্ষকে জন্ম
নিরোধ সন্ধকে শিকা দিবার কেন্দ্র পুলিতে বলা হয়।

মধ্য প্রাদেশ মহিলা সন্মেলন ঃ— १०৫৭ অভৌবর
নাগপুর, রিজেট থিয়েটারে মধ্য প্রদেশ ( নিজণ) মহিলা সন্মেলনের
বঠ অধিবেশন হর। বোখাইয়ের শ্রীযুক্তা বমুনাবাই হিরলেকার
সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। প্রীযুক্তা বমুনাবাই হিরলেকার
সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। প্রীযুক্তা কামা বলেন যে, দেশীর
প্রতিষ্ঠানপুর্নিতে আরও অধিক সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধি আবশুক।
সভানেত্রী বলেন যে, এরপ শিক্ষাপদ্ধতি অবলখনের প্রয়োজন মহারা
নারী স্বাজের মানসিক দৈহিক এবং সর্ক্ষিধ বিবরেই উৎকর্ব সাধিত
হইবে এবং যাহা উহাদিপকে নিজ নিজ ভার গ্রহণে ফুল্ফরুপে গড়িয়া
মূলিনে । প্রতংশশনকৈ তিনি পণ্ডিত মাসবাজীর হিল্ বিশ্ববিভালয়
এবং ডাঃ ঠাকুরের বিধ ভারতীর উলাহরণ দেন। সরকারী শিক্ষাপদ্ধতির
নিক্ষাবাদ করিয়া বলেন যে, গ্রহণ শিক্ষাপদ্ধতি নারী সনাজের উন্নতির

भव जन्भूर्वकरण द्यांच कृतिका भिकारक । **अहै मचरका बांभान, मा**ल्हिकी ক্ষবিলার ও তুলক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহালের শিক্ষাগছতি নারী সমাজের অলেব কল্যাণ সাধ্য করিয়া তাঁহাদিলের অঞ্চতির প্রে সহায়তা করিয়াছে। অম্পৃষ্ঠতা দুরীকরণের জন্ত নারী সমান্তকে অমুরোধ করিরা যাহাতে আন্তর্জাতিক বিবাহ ও বিভিন্ন ধর্মীদের মধ্যে একতা সম্পাদিত হয় ७ জ্জু চেষ্টা করিতে বলেন এবং পূর্বভাবে স্বদেশী হইবার জক্ত অমুরোধ করেন। প্রধান মন্ত্রীর সাপ্রধারিক সিদ্ধান্তে নার সমাজের জন্ম পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা পুরই অস্তার হইরাছে। যাহাতে বয়ঃপ্রাপ্তেরা ভোটাধিকার লাভ করে তাহার ব্যবহার জক্ত তিনি পুরুষ ও নারী উভর সম্প্রণারের নিকটই অমুরোধ লানান। অম্পুস্ততা দুরীকরণে মহান্ধান্সীর প্রচেষ্টার সাক্ষণ্যের জক্ত তাঁহাকে ধক্তবাদ এদান ৰুরিয়া বালিকাদের জম্ম প্রাথমিক শিকা ৰাধ্যভাষুলক করার জম্ম সরকারকে অফুরোধ করা হর। প্রস্তাব হর বে পর্যান্ত বতন্ত্র নির্বাচন রহিত না হর, ততক্ষণ পর্যান্ত ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতির সর্বাধিক কার্যা বর্জ্জন করা হইবে। বর্ত্তদিশের জম্ম বৌনশিক্ষা ও জন্মনিরোধক শিকা দিবার ব্যবস্থ। **ক**রা সম্পর্কে অ**ন্তা**ন্ত প্রতাব গৃহীত হয়।

মুস্লিম মহিলা সমাজ ঃ— ১৫শ অটোবর থীরাটের
মুতালা ক্যানেলে আপ্রমান-ইলাম-উল থাতিনের (মহিলা সংবার
স্থিলনের) অধিবেশন হর। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের
তালী আবর বেগম সাহেবা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। বিনিট্ট
দর্শকরের মধ্যে নানীজ ছলান সাহেবা, বেগম মৌলারা মহন্দ্র
আলী এবং বেগম সহিদ হোমেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। আপ্রমানের
প্রতিষ্ঠাত্রী এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী বেগম নবাব ইসলাইল খান
ভাহার অভিভাবণে মুনীম মহিলালিগকে ধর্মে দৃদ্ধ থাকিতে বলেন এবং
পাশ্চাত্যের অভ্যাবে অমুক্রণের নিলাবাদ করেন। মভানেত্রী ভাহার
অভিভাবণে মুনলমান সমান্তের মধ্যে ও হিন্দু-মুনলমানের মধ্যে ঐক্য
প্রতিষ্ঠা এবং শিশুনের মধ্যে শিক্ষা বিভাবের উপর লোকবিল। বেশম
সাহিদ হোসেন মুনলমানদিগকে বিলানিতা বজ্ঞান করিতে অমুনাম
করেন। লেহর বাহিরে একটি পূর্মা প্রমানী বন্ধ করিতে অমুনাম
বিলাহিল। সমাভ পরিবারের মুনলমান বেরের। করেন ব্যাক্ষ্

ফুলশখার রাত্রে বীণা বিছানায় বসিয়া ভাবিতেছিল, কেমন কবিয়া এই অকানা লোকটার পাশে শুইয়া গুমাইবে।

বিবাহের রাজে সকলে মিলিয়া যে কয় মিনিটের জন্ম
বাদর শ্যায় দিয়াছিল, সে সময় সে পুমায় নাই—ভার
লক্ষাও করে নাই, সব দরজা জানালা থোলা ছিল।
বিবাহ ইইয়াছিল রাজি চারিটায়। অজিত অনেককণ
অপেকা করিয়া যথন বীপার হাত ধরিয়া বলিল, "আর
কত রাত করবে বনে বনে, এবার ভয়ে পড়ো," বীণা
দক্ষায় লাল ইইয়া আতে ভটি-স্ফটি ইইয়া বিছানার
এক কোণে ভইয়া অকটু পরেই পুমাইয়া পড়িল।
সকালবেলা মুম ভালিয়া সে চোখ মেলিয়া দেখিল, অজিত
অনেক আগেই উঠিয়াছে, টেবিলের কাছে একখানা
চেয়ারে বিদয়া কতগুলি বইপজ নাড়া-চাড়া করিতেছে।
বাই হোক লোকটার লক্ষা সরম আছে ভাবিয়া সে দেন
বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিল।

সেই বোল বছরের বীলা এখন বাইশ বছরে পড়িযাছে। দীর্ঘ ছয়টা বছর তাহার জীবনে জনেক হখছয়ে দিয়াছে। সে বাদীকে এখন নিবিড়ভাবে আঁকেড়াইয়া
থাকিতে পারিলে হখী হয়। কিন্তু আমী যে কি চায়,
কি বরিলে বেশ খাতাবিক হয়, সেটা বীলা আরুও
লাল বুরিতে পারিল না, সে যে কি ভালবাসে আর
কি না বাসে চেটা করিয়াও বীলা ভাহা আবিকার করিতে
পারে না। অভায় অসম্ভব আখার করিয়া আমীকে
চটাইতে চেটা করিয়া বিফল হইয়াছে। ভাহাকে হুয়য়
বিলা শেলাই করিয়া বিয়ল হইয়াছে। ভাহাকে হুয়য়
বিলা কেলাই করিয়া বিয়ল হালারীর মুখে প্রশাসা তানিতে
আপ্রাণ চেটা করিয়াছে; আলিত এবনি নির্দ্ধ বেলী
বিল, 'তুমি করিয়াছে; আলিত এবনি নির্দ্ধ বেলী

কথা যেন সে বলিতে পারে না। বড় আবারের সংজ ছব্দ করিয়া রাগের ঝোঁকে বীণা আসিয়া স্বামীর পারের উপর হুড়ম্ড করিয়া কাঁদ কাঁদ হুইয়া বলে' এমন মাছুবের হাতে পড়েছি—ভার সাম্নে যদি কেউ থেঁতলে দের টুঁশক্ষ কর্বে না।' অজিত হাসিয়া ফেলিত, 'কেন গো, ভোমার সঙ্গে গিয়ে লাঠি বাজিতে যোগ দেব নাকি ?' বীণা রাগিয়া দর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। স্বামীর এই সব ব্যবহারে বীণা বড় আঘাত পায়, কেন এমন হয়, তিনি কেন তার সকল অবস্থার সহিত অভিত হন না?

সেদিন শনিকার অজিত সকাল সকাল বাড়ী আসিয়া মরে চুকিয়াই দেখিল, বীণা মনোযোগের সহিত চুল বাধিতেছে আর গুন্তুন্ করিয়া কি একটা গানের হুর ভাঞ্জিতেছে।

আশ্নায় একখানা দামী শাড়ী জামা ইত্যাদি ঝুলিতেছে, অব্দিতকে দেখিয়া বীণা হাসিয়া ফেলিল। অব্দিত বলিল, 'ব্যাণার কি ? বড় যে ঘটা করে মুগ্ধ থোঁপা বাধা হচ্ছে ?'

বীণা বলিল, 'এখন বল্ব না, তুমি মার কাছে ভান্বে। অজিত মনে মনে ঠিক করিল হে কোথাও যাত্রার উদ্যোগ চলিতেছে। অজিত আর কোন কথা না বলিয়া মায়ের ঘরে গিরা থাবারের আল্যারিটা খুলিল। অজিতের মা বাড়ী ছিলেন না, সবেমাত্র উঠানে আলিয়া পা দিরাছেন; ছেলেকে ঘরে দেখিয়া বলিলেন, 'অভি, দাঁড়া বাবা, আমি এসে থাবার দিলিং।' বা আদিয়া ছেলেকে কিছু আৰু আর একটু সর দিলেন, কাছে বলিয়া হাওয়া করিয়া না থাওয়াইলে মার বোটেই ছাই হে মা।

্ৰাইছে বাইছে অঞ্জিড মার কাছে ভনিল, সকালে

ত্ই বধ্ ও-বাড়ীর ননীকে দিয়া বায়েকোপের টিকিট কিনাইয়া আনিয়াছে, কি নাকি একটা প্রসিদ্ধ ছবি আসিয়াছে না দেখিলেই নয়। কিন্তু ত্ইটার পর খোকার প্রবল বেগে কম্প দিয়া জর আসিল, আর তাদের যাওয়ার আনন্দও জল হইয়া গেল, বড় বউ কিছুতেই যাইতে পারে না, ছোট কি করিয়া যায়, যাদের সঙ্গে ওরা যাইবে ঠিক করিয়াছে, তাদের ধবর পাঠাইয়া তুই জা অত্যন্ত বিমর্থ হইয়া রহিল। টিকিট তুইটা বিক্রিকরাও গেল না। কেই বা খোঁজ নেয়? কত লোক যায় একটু ঘুরিলেই হয়। আর যধন কোন স্থরাহা হইল না, মা বলিলেন, "তুই ওকে নিয়ে আজ দেখিয়ে আন, খোকার জর সেরে গেলে বড় বউ বরং আর একদিন যাবে।"

মার ঘর হইতে বাহির হইয়। অজিত কথাটা মনে
মনে আওড়াইতে লাগিল। বীণাকে না লইয়া গেলে
ওর মনে বড় আঘাত লাগিবে। কারণ দে কথাটা
নিজে না বলিয়া মাকে দিয়া বলাইয়াছে। কাজেই
অঞ্জিত আর দিধা করিতে পারিল না, বীণাকে অস্ততঃ
আজকের দিনটা দে খুব আনন্দ দিবে। অজিত অনেক
সময় অনেক কাজ চক্ষ্লজ্ঞার থাতিরে করিতে পারে
না। আজ দেবীণাকে লইয়া ঘাইবেঠিক করিল।

বীণা তথন সংসাবের কাজ সারিয়া লইতে চলিয়া
গিয়াছে। অজিত আসিয়া দেখিল, আয়নার জয়াবের
উপর মাধার পিন্ ছটা সে রাথিয়া গেছে। অজিতের
ব্কের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল আহা বেচারা,
বীণাকে আজ কিছুতেই বিমুধ করা যায় না।

ছয়টার 'শো'তে তাহারা ষাইবে, একটা ঘোড়ার গাড়ীতে ত্ইজনে পাশাপাশি বসিল। অজিত বীণার মুথের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বীণাকে বেগুনি শাড়ী পরিলে বেশ মানায়, তাহার এই মনের কথাটা বীণা বেন টের পাইয়াই আজ বেগুনি শাড়ীথানাই পরিয়াছে। তাহারা যথন বায়োস্কোপ হলের প্রায় কাছাকাছি গিয়াছে, তখন রাতার বিপরীত দিক হইতে একথানা মোটর হর্ণ বাজাইয়া উঠিল। গাড়োয়ান যথা-সম্ভব রাশ টানিয়া গাড়ীথানা রাতার একপাশে লইতে

চেষ্টা করিল, মোটরখানা যথন পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, গাড়োয়ান টাল সাম্লাইতে অক্ষম হইয়া পড়িল। এত সকীর্ণ রাস্তা যে গাড়ীর একটা চাকা পাশে ড্রেন পড়িয়া গেল। হতভম্ব গাড়োয়ান ঘোড়াকে নির্দিরভাবে প্রহার করিয়াও গাড়ীর চাকা রাস্তায় উঠাইতে পারিল না, ফলে গাড়ী একেবারে কাত হইয়া ড্রেনে পড়িয়া গেল। খাইয়া অব্লিভ গড়াইয়া পড়িল বীণর গায়ের উপর। এবং বাঁ হাতের কম্মইর উপর ইটের আঘাত লাগিয়া খানিকটা ছড়িয়া গেল। গাড়ীর জাল্নায় বীণা বিষম ধাকা খাইল, তাহার মাথা ঝিম্বিম্ করিয়া উঠিল—একট্ পরে সে অক্সান হইয়া পড়িল।

সেই রান্তার উপরে এক জানালার কাছে **দাঁ**ড়াইয়া প্রিমল এই দশ্য দেখিল। তাড়াতাড়ি দে ছটিয়া বাহির হইয়া আবসিল। বিপদের সময় অজিত পরিমলকে পাইয়া একেবারে হাতে আকাশ পাইল। বীণাকে পাঁজাকোলা করিয়া আনিয়া ভাহার নিজের বিছানায় শোয়াইয়া দিল এবং চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। চাকরকে কিছু বর্ষ আনিতে পাঠাইয়া নিজে সাম্নের বাড়ীতে সারদ। ভাকারকে ডাকিতে প্রায় দৌডাইয়া গেল। বরফ দেওয়াই উত্তম ব্যবস্থা বলিয়া একটা ধ্যুধ লিখিয়া দিলেন। ভয়ের কোন কারণ নাই, মাধায় একটু চোট লেগেছে বটে, তবে তেমন किছু নয়। ডাক্তারবাবু বিদায় হইতে চাহিলেন, কিছ অঞ্চিত কিছতেই যাইতে দিল না, যতক্ষণ না বীণা ভাল করিয়া চোথ মেলিয়া চাহিল। ইহার মধ্যেই অবিতের মা আসিয়া পৌছিলেন, পরিমল যে মাকে খবর দিতে ভোগে নাই, সেজ্বন্ত অজিত পরিমলকে ধ্যাবাদ জানাইল।

পরিমল আগাগোড়া নিজেকে সংযত রাখিতে চেটা করিতেছিল, কিন্তু এক এক সময় তাহার মুখের চেহার যে বল্লাইতেছে, তাহা একটু লক্ষ্য না করিলে দেখিতে পাওয়া বায় না। দীর্ঘ ছয়বছর পর, বীণার সংযু আদ প্রথম দেখা, কিন্তু বীণাকে শত্যুক্ত বিশক্ষে পরিয়া পরিমলের আতিধ্য গ্রহণ করিতে হবস্তাহ্রের

वीशात जांचार्की शतिमत्त्रत्र मूल वामाहि वर्ष

বাজিয়া আনন্দের কলয়ব করিয়া উঠিল। এমন ছর্বটনা না হইলে, সে কি আজ বীণাকে এমন ভাবে কাছে পাইতে পারিত। অনেকদিন আগে যেমন ভাবে বীণা পরিমলের কাছটা ঘেসিয়া বসিত, আজ বছদিন পরে তেম্নি বীণার একাস্ত কাছে বসিয়া পরিমলের হৃবয় ছলিয়া উঠিতেছিল আনন্দে।

পরিমলরা হছদিন এই সহরে বাস করিয়া গিয়াছে, তবন তার বাবা এথানে চাকুরি করিতেন। পিভার মৃত্যুর সঙ্গে সক্ষে এথানকার সকল সংশ্রব কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু পরিমলকে বছরে একবার করিয়া আদিতে হয় সরকারি কাজে। এই রান্তার উপরের ছোট্র বাড়ীটা সে ভাড়া লইয়াছে, সন্ধী একটি পশ্চিমা চাকর। অজিতের স্ত্রী হইয়া বীণা মনের আনন্দে যে বাড়ীটা আলো করিয়া আছে, সে বাড়ীধানা পরিমলের মত্যুত্ত আকর্ষণের বস্তু, কিন্তু তবু কোনদিন পরিমল সে বাড়ীর ত্রিদীমায় ঘেষিত না। সে নিজের ছ্রভাগ্য লইয়া থাকিবে অজিতের সৌভাগ্যে কটাক্ষপাত করিতে তাহার প্রস্তুত্ত নাই। অজিতের বাড়ীর কাছ দিয়া যাতায়াত করিলে পাছে হঠাৎ কোন দিন বীণার সঙ্গে দেখা হইয়া বায়, এই আশহায় পরিমল ঐদিক মাড়ায় না। অজিতকেও ব্যাস্থ্য এডাইয়া চলে।

বীণা যথন প্রথম চোথ মেলিয়া চাহিল, পরিম্লা
বরক ভালিয়া আনিতে অক্সত্র গিরাছিল। অজিতকে
বস্থ অবস্থায় ভাহার কাছে বিদিয়া থাকিতে দেখিয়া দে
অভ্যস্ত স্বত্তি বোধ করিল। তথন কেমন করিয়া এই
ঘটনা ঘটিল, বীণা ভাহা বলিতে আরম্ভ করিলে ভাজার
বাবু বলিলেন"আপনি বেশী কথা বলবেন না, একটু ঘুমোতে
চেষ্টা করুন।' রলিয়া চলিয়া গোলেন। আইসব্যাগ লইয়া বীণার মাথায় দিতেই চোধ তুলিয়া চাহিয়া
বীণা পরিমলকে দেখিল। বীণা প্রথমে কেমন একটু
ভঙ্গাইয়া উঠিতেই অলিত বলিল "চিন্লে না ওকে?
ও যে পরিমল,ভোমার শিক্ষক", বীণা আবার ভাল করিয়া
একবার পরিমলকে দেখিলা লইয়া আবার চোধ বুজিল।
আবার যেন ভাহার শরীরের রক্ত মাথার উঠিয়া আদিতে
চাহিল। নিশ্চম আবার নে অক্ষান ইবা আইবে। কিক্

তাহা হইল না, বিশ্বতির ক্যাশা কাটিয়া গিয়া তাহার মনে আতে আতে শারণের আলো জলিয়া উঠিতে লাগিল। তাই মা যথন আগিয়া বীণার মূথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আতে ডাকিলেন 'বীণা' অজিত বলিল 'না ওকে এখন ডেকে: না, বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, একটু চুপ করে থাকা দরকার।'

বীণা কিন্তু ঘুমায় নাই, তাহার চিন্তার স্রোতে এমন বেগ যে সে শাক্তভীর ভাকে সাভা দিতে পারিল না।

বীণার পিতা পরমেশ বাবু কলিকাতায় সামান্ত বাট্
টাকা বেতনে কোন সওদাগরি আফিসে কাজ করিতেন।
একমাত্র সন্তান বীণাকে কাছে না রাখিলে পরমেশ বাবু
অত্যন্ত কইবোধ করিতেন। একটা মাঝারী রকমের
গোটা বাড়ী ভাড়া লইয়া নীচের তলাটী বারমাস ভাড়ায়
খাটাইয়া আশুবাবু বেশ স্থবিধা করিয়া লইয়াছিলেন।
পরমেশ বাবু এই আশুবাবুর নীচের তলার হুই খানা
ঘর ভাড়া লইয়া সপরিবারে আসিয়া সংসার পাতিলেন।
ছোট্ট বীণা তাহার মিশুক স্বভাব ও স্থলর চেহারা দিয়া
নিসন্তান আশুবাবু এবং তাহার স্ত্রীকে মুগ্ধ করিল। বীণা
বড় হইয়াছে ইস্কলে যায়, আশুবাবুর স্ত্রী পূজার সময়
ফলর শাড়ী জামা উপহার দেয়, সেও মাসীমা বলিতে
অক্তান। এম্নি করিয়া গরীব পরমেশ বাবুর পরিবার,
আশুবাবুর সচ্ছল সংসারের সহিত এক হইয়া গেল।

বীণা বাদে চড়িয়া ইন্ধলে যায় দামী শাড়ী পরিয়া বেড়াইতে বাহির হয়, সবই আশুবাবুর স্ত্রী বীণাকে দিয়াছেন। সন্তানের সকল আকাজ্জা তাঁহার যেন বীণাই পূর্ন কলিতেছে। বীণা যথন ফোর্থরাশে পড়ে, পরিমল তথন আই-এ পড়িতে কলিকাতায় আদ্যা আশুবাবুর বাড়ীতে উঠিল—শাশুবাবুর স্ত্রী পরিমলের মাসীমা, পরিমলকে আর কোথাও যাইতে দিলেন না, নিজের বাড়ীতেই থাকিয়া পড়িতে অমুরোধ করিলেন। পরিমল যেন বেশ আরামই বোধ করিল। মেসের গণ্ডগোলের চেরে এথানেই বেশ সন্তদ্দে থাকা ঘাইবে।

প্রথম দিন করেক বীণা পরিমলের সাম্নে বড় একটা বাহির হইত না, কিত ঘাহারা বলিতে গেলে একট বাড়ীতে বাদ করে, ভাহারা কডদিন আর বাডয়া বুলা করিয়া চলিবে ? ধীরে ধীরে তাহারা যে বেশ সহজ্ঞতাবে কথা বলিয়া পরস্পরকে কত কাছে টানিতেছে, তাহা নিজেরাই টের পাইল না। ছুটীর দিনে অণবা সকাল বেলায় বীণা কতদিন পরিমলের কাছে পড়া শিথিয়া লইতে যায়। পরিমল যত্ন করিয়া বীণাকে পড়ায়। এমনি করিয়া হ্বছর কাটিয়া গেল, পরিমল আই-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে। বীণাও সেকেগুক্লাশে উঠিল,কিন্ধ বীণার আর বেনীদিন পড়া চলিবে না, পরমেশবাবু মেয়ের বিবাহ দিবার জভ্রু ব্যন্ত হইয়াছেন। বীণা কাদিয়া কাটিয়া মাকে অন্থির করিয়াতে, দে ম্যা টিক পাশ করিবে, কেন তাহাকে ফোর করিয়া বিবাহ দেওয়া। গ্রীমের ছুটির পর পরিমল আদিয়া দেখিল, বীণা আর ইন্ধনে যায় না।

তাহার মনটা কেমন দমিয়া গেল। বিকাশ বেলা বাড়ী ফিরিয়া সে অফির মন, ক্লান্ত দেহ লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তবে কি বীণার বিবাহ ঠিকই হইয়া গেল ? কই মাণীমা তো কিছু বলিলেন না। পরিমল আজ প্রথম অমুভব করিল, বীণা ভাহার কতঝানি জ্বভিয়া বসিয়াছে, ভাহাকে ভাল লাগে, কিছু ভালবাসে विनया देवानिम मान रम नारे। आक वीशात विवादनत নামে তাহার এই অভুর্দাহ কেন ? উহাকে কি বলে. चान नाशा ना-ভानवामा ? जाच्हा बीगा कि विवाद মত দিয়াতে ? তাহার তো লেখাপডার বেজার ঝোঁক। রাত্রে থাইতে বসিয়া মাসীমার নিকট পরিমল ভানিল, বীণার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, মেয়েটার কপাল জোর, নটলে এমন বর জোটে ? বি-এ পাশ সম্ভর টাকা বেডনে চাকরি করে ইত্যাদি। তাহারা বিয়ের পর বীণাকে পড়াইবেও নাকি। 'প্রথম তো মেয়ে বেঁকেই বসেছিল. ভারপর অনেক বুঝিয়ে-ছঝিয়ে রাজি করানো গেছে। কালকে ওরা পাকা দেখা দেখতে আস্বে।' পরিমল কোন-প্রকারে থাওয়া শেষ করিয়া আঁচাইয়া উঠিয়া গেল। এবং আলো নিবাইয়া ভইয়া পড়িল। যখন বিচানাও ভাহার কাছে অসম বোধ হইল, তথন বারাণ্ডার মাদিয়া शाशहादि कविटक नाशिन। वीशांक काशांत वक नदकात অধ্যত আর সময়ও নাই বে বীপাকে ভাহার নিজের করিয়া লটকার বাবভা করিতে পারে। পরিবল ভাবে নাই বীণা

এত তাড়াডাড়ি অন্তের হইয়া বাইবে। বীণাকে তাহার বিবাহ করা দরকার, তাহাও তাহার কথনো মনে হয় নাই, কিন্তু আজু আর সে কিছুতেই নিজের মনকে সহল গতিতে চালাইতে পারিল না। বীণাকে আর জীবনে একটু চোধের দেখা দেখিবার অধিকরে থাকিবে না।

যথাসময়ে বীণার আশীর্কাদ হইয়। গেল, দেদিন সন্ধ্যার পর পরিমল তাহার ঘরে চেয়ারে বসিয়া টেবিলেব উপর ঝুঁ কিয়া পড়িয়া কাহাকে চিঠি লিখিতেছিল। বীণা চেয়ারের হাতলের উপর বাঁছাতথানা রাথিয়। পরিমনের चिक निकटी जातिया मांडाहेन। जानीकांटनत नामी আংটীটি ভাছার হাতে বছ মানাইয়াছে। বীণাকে দেখিয়া পরিমল চিঠি লেখা রাখিয়া দিল: বলিল, "বীণা, ভোমার কোন কাজ আছে ? এখানে বসতে একটু সময় হবে কি ? তুমি একেবারে পর হ'য়ে যাবার আগে তোমাকে ত্ব'একট। কথা বলতে চাই।' বলিয়া পরিমল বাহিরে त्भन, वाधकरम शिया मृत्य तिराय कन निता भनीति। একট ঠাণ্ডা করিয়া লইল। বীণাকে তেমনি আড়ইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া কেলিল, 'এই জানলাটাৰ कांट्ड এर दारा, अधान शंख्या चाट्डा' इक्त ত্থানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বীণা বুরিয়া উঠিতে পারিল না, কি এমন কথা যাহার অবস্ত আড়বর। কৃতক্ষণ চুপ ক্রিয়া থাকিয়া পরিমল বলিল, 'তুমি ডো যাত্ত মহা কোলাহল আর আনন্দের মাঝধানে, কিয় आमि कि करत्र शाकरवा बीगा? आमि एव वफ धका, ভূমি আমায় ভোমার করে নিলে না কেন ? ভোমাকে যে আমার এত প্রয়োজন তা আমি আগে বৃহতে পারিনি, যদি পারতাম তবে বোধ হয় সে ব্যবস্থাই হোজে। পার তো আমায় আজকের এই উচ্ছু খলতার হয় ক্যা করো' পরিমণ তৃহাত দিয়া বীণার মাধাট। নিজের দিকে मन्नारेया व्यानिधा कार्यंत्र कार्ट्ड मृथ महेया व्यास्त्र वार्ट विनन, 'ठूबिरे आमात्र भव, आमि आत्र कांग्रेट्स आनि ती !' क्षांने अभिन्न वीमा कष्णाम अस्त्रवादत मान सहेमा वान পরিমদের হুঃথে ভারার অন্তর কাবিয়া উট্লিক আই সে একটা প্ৰতিবাদ করিতে পারিব বা<sub>ধ</sub> নীকরে <sup>বৰ করি</sup> क्या अनिश वादित इदेश क्षा ।

সে রাজে বীণা ভাল করিয়া খুমাইতে পারিল না, বিছানায় শুইয়া ছটফট করিয়া কাটাইতে লাগিল। গ্রিমলের কথা সে যভই ভাবে তত্তই ভাহার কেমন মায়া হয়। কিছুদিন আগেও যদি সে জানিতে পারিত, তবে নিশ্চয়ই মাকে বলিয়া সে পরিমলের হইতে পারিত। এখন আর সে উপায় নাই, আলীর্কাদের পর কেমন করিয়া সম্ভব হয়। পরিমলকে ভালবাসার কথা বীণা কোনদিন মনে করিতে পারে নাই, আজ সে যেন অফুভব করিল, পরিমলকে ভাহারও ভাল লাগে।

বীণার বিৰাহ হইয়া গেল। তারপর আর পরিমলের সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই। যে কয়টা কালো দাগ বীণার বৃকে আঁচড় কাটিয়াছিল, অজিতের ভালবাসায় তাহা ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গেল।

রাত যথন প্রায় দশটার কাছ।ক।ছি, বীণা সহজ-ভাবেই চাহিল এবং আন্তে ছু' একটা কথা বলিতে <sub>লাগিল।</sub> প্রিমল অজিতের মাকে পাশের ঘবে বিছানা পাতিয়া দিয়া একট শুইয়া লইতে বলিল। 'অনেক রাত হয়েছে আপনার শরীরও ভাল নয়, একটু ভয়ে ণ্ডুন,' অব্দিতও মাকে শুইতে জোর করিল, 'আমরা হজন রইলাম, ভাবনা কি তুমি একটু ভয়ে নাও মা। অণ্ত্যা অভিতের মা যাইতে বাধ্য হইলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পর বীণাকে বেশ স্বস্থ দেখিয়া বাড়ী লইয়া যাইবার জন্ম একটা মোটবের সন্ধানে অঞ্চিত বাহির হইয়া পড়িল। অক্সিত চলিয়া যাওয়ার পর বীণা কিছা পরিমল কোন কথা বলিতে পারিল ন'। অজিতের সাক্ষাতে যে সহজ ভাবটুকু ছিল এবার তাহা मिनारेया (शन। व्यानकक्ष भारत भारतमन वीशात मृत्यत দিকে ভাহার হৃদয়ের সবস্ত বেদনা লইয়া এমন কঙ্কণ मृष्टि निया जाकाहेल (य बीना लक्काम हाथ बुक्लिन। পরিমল কাছে আসিয়া বীণার ব। হাতথানা নিজের शं उ जुनिया कहेया अकहे ब्लाद्य हान पिन, खाशां उ বীণার সমস্ত জনমুভক্তী ৰাজিয়। উটিল। পরিমন বতই

শাস্ত সংযমী হোক এবার সে বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, 'আমাকে তোমার মনে আছে বীণা ? এখন ভূমি আলের চেয়েও আনেক ফুলর হয়েছো। রংটা একটু ময়লা হয়ে গেছে কিন্তু ' বীণা মূতৃ হাসিয়া বলিল, 'আপনার চেহারাও অনেক বল্লেছে। তারপর বিঘে করলেন কবে, একটু থবরও পেলাম না।' ধানিক চুপ থাকিয়া পরিমল বলিল, বিঘে তো আমি করিনি, ভূমি খবর পাবে কেমন করে ?

"বীণা যদি জানতে তুমি আমার কি ক্তি করেছে।, তাহলে আর ওকথা মুখেও আনুতে পারতে না। আমার জীবন তুমিই খাল করে চলে এসেছিলে। সেশ্রুতা আজও আমি প্রণ করতে পারিনি। কিছ বীণা আমি পরকাল মানি। আমি তারই প্রতীক্ষায় আছি। তুমি আমায় চাও বা না চাও আমি তোমায় চাই।' বীণা তত্তিত হইমা পরিমলের কথা ভনিতেছিল। তাহার জন্ম একটা ম্ল্যবান্ জীবন একেবারে ব্যর্থ হইমা গেল। আজ পর্যন্ত সে ুবিবাহ করে নাই তাহারই জন্ম প্রদায় বীণার মাধা পরিমলের পায়ে ল্টাইয়া পড়িতে চাছিল।

যে ভক্ত সমন্ত পূজার অর্থ্য অলক্ষ্যে তাহাকে নিবেদন করিয়া ত্পপ্ত হইতেছে, তাহাকে সে কেমন করিয়া বঞ্চিত করিবে? বীণার ইচ্ছা হইতেছিল, পরিমলের কাছ হইতে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচে। তাহার জীবনে কেন এমন রহস্ত হইল? পরিমলকে একটু হুথী করিবার কোন কমভাই তাহার নাই। অজিত যথন আসিয়া খরে চুকিল, তথন তারা হজনেই চুপ করিয়া বিদ্যাছিল। বীণার হাত ধরিয়া অজিত বলিল, 'বীণা, গাড়ী এসেছে, বাড়ী যাবে চলো'। মোটরের হর্ণের শক্ষে আসিয়া উরিয়া অজিতের মাও হাই তুলিতে তুলিতে আসিয়া উরিয়া অজিতের মাও হাই তুলিতে তুলিতে আসিয়া উরিয়া অজিতের মাও হাই তুলিতে একবার পরিমলের দিকে তাকাইয়া, স্বামীর লক্ষে মোটরে গিয়া উরিয়া

# নারী-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র

## শ্রীষেতকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ থেবনের কোঠায় আদিয়া কেবল একটা কথাই ছায়ার মত মনে পড়ে। বাল্যে যথন পিতামহীর নিকট গল্পের জ্বন্থ দরবার করিতাম তথনই তিনি আরম্ভ করিতেন, "এক যে ছিল রাজা, তার ছিল হুই রাণী, স্থয়োরাণী আর ছুয়োরাণী; স্থয়োরাণী ছিল রাজার মাধার মণি, আর ছুয়োরাণী ছিল হু'চ ক্ষের বিষ" ইত্যাদি আরো কত কি!

কথা সাহিত্যে দেখি, সেই রাজকীয় প্রথা অকুল। উপস্থাস বা সাহিত্য সমাট শরংচন্দ্রের নারী চিত্রাঙ্কণ উাহার হুয়ো এবং পুরুষ চিত্র তাঁহার হুয়ো রাণী। তাঁহার দরদী বুকের সকল কিছু প্রীতি, সহায়ভৃতি ও অমুরাগ নিংশেষে ঢালিয়া দিয়াছেন নারী চরিত্রে; আর, পুরুষের ভাগ্যে বিরাগলাভ সম্পূর্ণরূপে না ঘটিলেও উপেক্ষা এবং অবহেলা হুপ্রচুর। পুরুষ চরিত্রগুলি তিনি অন্ধিত করিয়াছেন তাঁহার নারী চরিত্র বিকাশের পূর্ণ সহায়করূপে—নারীত্বের বৈশিষ্ট্য হুষ্টি ও পরিপুষ্টির প্রয়োজনীয় ঘাত-প্রতিঘাতের পারিপার্ঘিক রচনার উপকরণ করিয়া।

নারী-হাদয়ের সকল কক্ষেই শরৎচক্ষের প্রীতিপ্লৃত রশ্মি
অবাধে প্রবেশলাভ করিয়া কত না অজ্ঞাত, অপরিচিত ও
অভাবনীয়: তথ্যের আবিক্ষার করিয়াছে। নারীর
কোমলতা, কেহমাধুর্যা, সেবানৈপূণা, সংঘ্যা, মাতৃত্বের গর্জা
এবং তাহার কঠোরতা, কলহশীলতা, পরশ্রীকাতরতা,
ক্রিণাভিমান—এই সকল দোষগুণেরই সন্ধান রাথিয়া এই
রূপদক্ষ যে সম্প্র নারীত্বের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,
ভাহা অভিনব হইলেও অনাত্মীয় বলিয়া বালালী ভাহাকে
প্রভাগোন করিতে পারে নাই।

শরংচজের নারী চরিত্রাবলী বৈচিত্রে উজ্জ্বল এবং চরিত্রগত দোষগুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ। নারীকে কেবল মহিমাধিত করিয়া তিনি চিত্রিত করেন নাই, তাহাদের দৈশ্য ও হ্র্মলভাকেও তিনি মূর্ত্ত করিয়াছেন। নারীর স্থানীর মর্মন্ত্রল শর্পাকরিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভালমন্দের

বিচিত্র সমাবেশকে তিনি নানার্রপে রূপ দিয়াছেন তাঁহার অত্ল তুলিকাপাতে। নারীর সমগ্র হৃদয়ের তেজছিতা ও হুর্বলতা, মাধুর্যা ও দৃঢ়তা, ঈর্বা ও সংযম, বিদ্রোহ ও সহনশীলতা প্রভৃতি পরক্ষর বিরোধী মনোর্ত্তির পরিচয় তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে স্থপ্রচুর। নারীহৃদয়ের ফকল মনোর্ত্তির নিথুঁত চিত্রে শরৎ-সাহিত্য যে কতদ্ব পরিপুই, তাহার কয়েকটি মাত্র নিদর্শন দিবার সামাত্য একটু চেষ্ঠা করা যাক:—

## সেবা-নৈপুণ্যে নারী

সেবা নিরতা নারীর চিত্র শর্থ-সাহিত্যে স্থপ্রচররূপে বিশ্বমান। "অল্লদ। দিদি"র স্বামী সেবা, ধর্মত্যাগী স্বামীর জন্ম সর্ববিষত্যাগ—দে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। "বড়দিদি মাধবীর" দেবানৈপুণ্যে আত্মীয়বুন্দ, এমন কি অনামীয় দাসদাসীরাও তাহার গুলে মুগ্ধ ও তাহার একান্ত অহুগত। "শৈলজার" প্রাণপাত দেবা, "বিরাজ বৌ"এর দেবার প্রভাব, "মুণালে"র অক্লান্ত দেবা, 'গুরুচরণে' সংগারে কিশোরী "ললিতার" কৃতজ্ঞাপূর্ণ দেবা, 'অতুলের' মারাত্মক ব্যাধিতে 'জ্ঞানদার' প্রাণাস্ত সেবা, 'মৃত্যুঞ্জয়কে' লইয়া যমের সহিত "বিলাসীর" দীর্ঘকালব্যাপী অমামুহিক সংগ্রাম —এই সকলের চিত্র কত না মধুর। খুষ্টানী "ভারতীর" বসস্ভারোগে 'তেওয়ারীর' নি:সক্ষোচ ও নির্ভয় সেবা এবং 'অপূর্বের' প্রতি প্রাণঢালা সেবার ইতিহাসে প্রের দাবী চির-উজ্জল হইরা থাকিবে। মুদলমান বালিকা অশিকিতা আমিনার পিতৃদেবার চিত্রও কত স্কৃষণ।

## গৃহকতীত্বে নারী

নারীর স্থান গৃহস্থালীতে। গৃহিণীপনার উপর গৃহত্বের ভভাভত বে পরিমাণে নির্ভর করে, অন্ত কিছুর করে, ততটা নহে। স্থাহিণীর সুবিবেচনার ক্ষেত্র নামি স্থা ধাকে এবং গৃহিণীর অশেষ নির্ক্ষিভার ফলে কত না পরিবার অশান্তি ও অকল্যানে নিপীড়িত হয়। ডেয়ঠাইন্মা 'বিশ্বেশ্বরীর' পাকা গৃহিণীপনার অভাবে পল্লীসমাজের চিত্র কত বিভিন্ন হইয়া যাইত। শেখরের মা 'ভ্বনেশ্বরী' স্বগৃহিণী বলিয়াই 'পরিণীতা' নাম সার্থক হইয়াছে। 'বৈকুঠের' ঘিতীয়পক্ষ 'ভবানীর' স্থবিবেচনার কাহিনী কি মনোরম! 'উষার' গৃহক্ত্রীত্বে 'শৈলেশরের' সংসারে ক্ষেক দিনেই নববিধান প্রবর্তিত হইয়াছিল। 'বিরাজ-বৌ' 'বিরাজের' গৃহিণীপনার চিত্তগ্রাহী উপাখ্যান।

## মাধুর্য্যে নারী

নারীর মাধর্যাই স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত। শরৎ-हत्त्वत नाती हिज्र छिल अधिकाश्मेर माधुर्या छेड्वन। 'ইন্দ্রনাথ' ও 'শ্রীকান্তের' প্রতি 'অরদা দিদির' অকৃতিম ভাতৃত্বেহ, 'বড়দিদি' 'মাধবীর' মধুর ক্ষেহ প্রবণতা, মেজদি 'হেমালিণীর' 'কেষ্টার' জন্ম ব্যাকুল মমতা, 'সংযুৱ' অপুর্ব্ব প্রতি, 'হরবালার' সরলতা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। 'সব্যসাচী' 'ডাজ্ঞারের' প্রতি 'ভারতীর' স্নেহ কোমলতা, 'পথের দাবী'র কঠোরতাকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। 'বিজ্ঞার' প্রতি 'রাধারাণীর' সৌজ্ঞ, "আধারে আলো" এমন কি, পোড়াকাঠখানা 'ভামিনীরও' মাধুব্যের আস্বাদলাভ করিয়। 'অরক্ণীয়া' 'জ্ঞানদা' ও তাহার মাতা চমৎকৃতা হইয়াছিলেন। 'রমা' ও 'বিজয়ার' 'র্মেশ' ও 'নরেন্দ্রকে' আহার করাইবার চিত্রছয় মাধুর্য্যে ষতীব সমুজ্জল। আরাকানে পলায়ন করিবার পূর্বে 'কিরণম্যী' ও 'দিবাক্রের' পরিহাদ, তরল রসালাপ অতীব সরস ও স্থব্র।

#### সংযম ও ধৈর্য্যে নারী

মাধুরী নারী চরিত্রের ভ্ষণ হইলেও সংষম ও সহনশীলতার অভাবে তাহা নিশ্রত হইয়া পড়ে। এই ছইটির
অভাবে অনর্থ ঘটিতে কিছুমাত্র বিশ্ব হয় না। নারীক্রন্তের মধুর কোমলতা এবং সংষত দৃঢ়ভার অপূর্বা
সমাবেশই তাহাকে এত বিভিন্ন ও রহক্ষম করিয়া ভূলে।
'গাবিত্রীর' সংযম শর্ম-মানিজ্যেও বির্বা। কোমালাকের

কল্যাণের জন্ম আপনার সকল সুথের আশা বিসর্জ্জনের মধ্যে, যে সংঘম ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় সে দিয়াছে, তাহার বোধ করি তুলনা নাই। তাহার দৃঢ়তা এবং আত্মদমনের প্রসাদেই 'সভীশের' জীবনের ধারা পরি-বর্ত্তিত হইল। অধ্চ এই 'দাবিত্রীরই' **মেহকোমল** হদয়ের চিত্র কতই না স্থমধুর। 'বৈকুওের' মৃত্যুর পর 'গোকুল' ও ভাহার পত্নী 'মনোরমার' আচরণে দিবানিশি মর্মপীডায় উৎক্ষিতা 'ভবানী' কি অপ্রিদীম থৈয় সহকারে সকল অত্যাচার সহ করিয়াছেন। সংনশীলতার যে ফুন্দর চিত্র শিল্পী আঁকিয়াছেন, তাহা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। 'অপুরের' হাতে লাছিতা হইয়াও ভারতীর সংখ্য অকুল ছিল এবং তাহারই कल्यारावत ज्ञा ठाँशात मारहत-रमकाको साभी व्यर भूव-গণের অপমান চিহ্নিত আচবণ হাসিমুখেই আজীবন স্থ করিয়াছিলেন। 'সরোজিনীর' মা 'জগতারিণীও' এইরূপ নির্যাতন প্রসন্নচিত্তে সহ্য করিয়াছলেন। ঘোষালের' মা 'বিশেশরী' পুত্রের অনাচারে মর্মপীড়া কিছ অল্ল ভোগ করেন নাই। 'কেষ্টার' প্রতি অত্যাচারের । প্রতিবাদ মেজদি 'হেনাকিণীর' সকলের দৃঢ়ভায় 'বিপিনকে' শেষ প্ৰ্যান্ত এই অনাথ বালকটিকে আশ্ৰয় দিতে হইয়।ছিল। আর 'গলামণির' দৃঢ়তাই প্রারামের বিক্লমে মামলার ফলকে বিফল করিয়া দিয়াছিল। তকণী অনভিজ্ঞা 'বিজয়ার' দৃঢ়তাও উল্লেখযোগ্য। কৌশল এবং শেষে ভীতি প্রদর্শন করিয়াও কপট চুড়ামণি বৃদ্ধ 'রাস-বিহারী' ভাহার নিকট হইতে দলিল-পত্রাদি হত্তগত করিতে সাহসী হন নাই।

'অল্লানিদির' অসাধারণ সহনশীলতা, 'কুসুমের' স্ংৰম, 'বোড়শীর' দৃঢ়তা, 'শৈলজার' ধৈর্যা, 'সভ্যেক্সের' নিকট অপমানে 'বিজলীর' ক্ষমা, 'রমার' আজীবন 'রমেশের' নিকট আত্মগোপন এবং নিরপরাধে নির্কানিতা 'সরযুর' সংৰত আচরণ শরৎ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। নির্কানিত 'ক্মলের' চরিত্র 'শেষপ্রশ্নের' মধ্যে এক অভ্ত-পূর্ব ঘটনা। আজীবন ব্রশ্বচর্যা সহকারে কাটাইলা, প্রান্ধের পর প্রশ্ন সমাধান করিয়া 'ক্মলও' আমাদের চোধে চির লাগকক আছে এবং ভবিয়তেও ধাকিবে।

#### পাণ্ডিত্যে নারী

শরৎচক্রের নারীরন্দের মধ্যে একমাত্র 'কমলই' সর্ববিশ্রণ-সম্পন্ন। অগাধ পাণ্ডিত্যে ব্যুৎপত্তি হয়ত দে সম্পূৰ্ণ লাভ করিতে পারে নাই কিন্তু শেষপ্রশ্নে এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করা নাই যাহা হয়ত 'কমলের' কাচে অক্তাত। একজন দীনা নারী যে শাল্প হইতে তল্পদার প্রান্ত এরপ ভাবে করায়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে তাহা আমরা সেই পৌরাণিক যুগের এক খনা ও লীলাবতী ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিনা। সত্য কথা বলিলে 'ক্মলকে' লইয়। শরৎবাবু একটি সমালোচনা ৰোগ্য বস্তু বাহির করিয়াছেন যাহার উত্তর হয়ত আমাদের মত স্বপ্লবৃদ্ধি প্রাযুক্ত লোকে সঠিক দিতে পারে না। একমাত্র কমল ব্যতীত শ্রং-নারীমহল আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা না रहेल ७, नात्रीत मरक भिका आह अरखारक तहे: बारह । বিষয়া, নলিনী, অচলা, লাবণ্যপ্রভা, ভারতী স্থাশিকিতা ছিলেন। রমা, ললিতা, অলকা, সন্ধ্যা, নির্মালা, উষা, चत्रवाना, मत्त्राकिनी, त्रभनिनी, दिन्तु, माधनी, त्रोनाधिनी প্রভৃতি সকলেই শিকিতা, তবে পাণ্ডিত্যে কির্ণমনী, স্থমিতা ও কমলের সমকক্ষ কেহ নাই। শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি জটিল বিষয়েও তাঁহাদের মথেষ্ট অধিকার ছিল। ভাক্তার পর্যান্ত শ্বমিতাকে 'বিদ্ধী' বলিতেন, 'আভ্ৰাৰও' কমলকে দেবী আখ্যা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিভাও জানের প্রশংসা করিতেন। কমলের মত षिजीव বিদ্ধী নারী শরৎ সাহিত্যে ছটি দেখিলাম না।

## নেতৃত্বে নারী

পথের দাবীর বিচিত্র ও বিশাল সভ্যের নেত্রী
ছিলেন স্থমিতা। ভাক্তার ইহার প্রতিষ্ঠাত। এবং
অবিতীয় নেতা হইলেও স্থমিতা ছিলেন সভানেত্রী।
এই লারিজপূর্ণ ওকভার অসংকাচে এক নারীর মন্তকে
ভিনি অর্পণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি নুসেই নারীর
সামর্থো সমাক পরিচর পাইরাছিলেন বলিয়া। তারালানের পলারনের পর বোভনী বা অলকা একাকীই
অমিদারের বিক্ষাচন্ত্রশ করিবাছিল। রমা অবিলারী

রক্ষণে বৈণী ঘোষালের সমকক্ষেরও অধিক হিল। জাঠাই মা বিশেষরী কর্ণধার না হইলে রমেশের পিতৃত্যাদ্ধ কতন্ত্র গড়াইত কে জানে ?

### মাতৃত্বে নারী

মাতৃত্বেই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। মাতৃগর্বের । চিত্র শরৎচ<del>ক্র</del> আঁকিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অতুল্নীয়। নারী সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াচেন সন্তানধারণের উপযোগী রূপই নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ। গর্ভে ধারণ না করিলেও মাতৃত্বেহ যে নারীর হালয়কে বিগ্ন ধ মধুর করিয়া তুলে এবং অপরের সন্থানের শিরে শত-ধারায় বর্ষিত হইয়া ভাতাকে ধক্ত করিয়া দেয়. শরং সাহিত্যের ইহা একটা মূল কথা। স্মূল্যর প্রতি বিস্ত অক্তিম মাতৃত্বেহ ভাহার কল্যাণ কামনায় ননদ এলোকেশী এমন কি তাহার ণিডামাতার সহিত মনোমালিনা বিন্দুর ছেলে নামটীকে সত্য করিয়া তুলিয়াছে। মাতৃহীন দেবর রামের প্রতি নারায়ণীর মাতার অধিক প্লেহ এবং নিজের স্বামী ও মাতার সহিত ক্রহ 'রামের স্মতির' প্রধান কারণ। মাতৃহীন দেবর পুত্র গয়ারামের প্রতি গৰ।মণির অপূর্ব মাতৃত্রেই দ্বীয় স্বামী ও লাতার বিরুদ্ধাচারণে ভাহাকে প্রবুক্ত করিয়াছিল। অনাথ বালক কেষ্টার জন্ম সেজদি ছেমাঞ্চিণীর মনোভাব ও আত্ম-নিৰ্য্যাতন, কাদখিনীর সহিত বিবাদ এবং পরিশেষে ভাহাকে আশ্রয় দানের জয় পতিগৃহত্যাগের মাতৃ,সংহর চিত্র কভ কলণ ভ বেই না ফুটিরা উঠিয়াছে। পরীক্ষাতে সপদ্মীপুত্র গোকুলের অক্লভকার্যাভার ভবানীর नमर्वनना व्यकारनत रहां हिन्दी क्छ ना मनुत्र! वैव সম্ভানের স্বার্থ বলি দিয়া একাস্কভাবে গোকুলের উণর তাঁহার নির্ভরতা, তাঁহার মাতৃত্বদরের পরিচর দিতেছে। त्वनी त्यावात्मत्र व्यनां कारत वित्यमधीतः स्थावन व्यादमा भूरकत हरछ मुशाधित करत छ।हात्र कानीरक वासीन, कारात सननी समस्यत निविष् स्वतनात मानीकरा कि ममास्तिक आदि मा अकान क्षित्रहा । वह अहाँ লগৰীসভানপত্ৰিক বাজনাৰ বাজনাৰ বিশ্ব PIDATA PRAIA TIE GET ENA MENTINE

শেধরের মা ভ্বনেশ্বরী ও অপূর্ব্বর মা করুণাময়ীও অপূর্ব্ব সেংময়ী। এমন কি, পোড়াকাঠথানা ভামিনীরও মাতৃহদর অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার কুপাত্রের বিবাহের চেষ্ট তে খামীর বিক্লজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি মমতাই বিধবা জ্ঞানদা ও নির্যাতিতা সর্যুকে আগ্রহত্যার মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিল।

#### পাতিত্রত্যে নারী

অনুদাদিদির কাহিনী প্রথমেই শ্রহার সহিত স্মর্ণ করিতে হয়। এই ত্রাহ্মণকন্তা নারী-হস্তা, নর-পিশাচ, ধর্মত্যাগী স্বামীর জন্ম স্বেচ্ছায় কলক্ষের ভালা মাথায় ত্রিয়া লইয়া সর্ববিদ্ধ ভাগে করিয়া বিদল। তাহারই বিধবা অগ্রজাকে কলুষিত করিয়া যে হত্যা করিয়াছে, ভাহাকে নির্থমভাবে যে পরিত্যাপ করিয়াছে, পিতৃপিতামহের ধর্মকে যে ত্যাগ করিয়া বিধন্মী হইয়াছে, সেই মহাপাতক যামীর জ্ঞাসে হাসিমুখে অশেষ তুংথ ও দারুণ দৈয় বরণ করিতে কিছুমাত্র কৃষ্টিত হইল না। বিরাজ বৌএর পতিদেবা ও পাতিব্রত্য উল্লেখযোগ্য। অদ্ধাশনে, অনশনে দিনের পর দিন কঠোর দারিল্রোর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যেও তাহার পতিভক্তি অকুপ্ল ছিল। এই নিদারণ দৈয়া ও মনস্থাপের দিনে স্থামীর তীত্র আঘাতই ভাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়াছিল এবং সেই ক্ষিপ্তভার ফলে সে রাজেন্দ্রে অফুগামিনী হইয়াছিল। পরে প্রকৃতিস্থ रहेवामाञ প्रमायनभूक्वक आश्वातका कतिरा ममर्थ रहेश-ছিল। সর্যুর একনিষ্ঠ পতিভক্তির তুলনা বালাল। माहित्छा विवन। निवनवाधी यामी निवज्ञाका हहेबाउ গেই স্বামীর প্রতি একদিনের **তরেও সে** বিমুধ হয় নাই। মুমুর্ স্বামীর শান্তিলাভের জন্ত স্বীয়পুত্র বিনোদকে িত্যপতি হইতে অকুষ্ঠিত চিত্তে বঞ্চিত করিয়া ভবানী স্বামীভক্তির পরাকার্চা দেখাইয়াছেন। থেলার हरन गानाफूरनत माना वनन्तक विवाह कात्म क्ल्फिनी প্ৰতিতা শেখবকেই স্বামীতে বৰুণ কৰিয়া দীৰ্ঘ চাৰি বৎসৰ <sup>কি ভাবে</sup> যাপন ক্রিয়াছিল,ভাহার পুনক্ষেথ নিপ্রয়োজন। भवत्माभकाती खेतकरहका भिन्नीत्वत वस्नत्वत्क तम हामि-म्(य প্रভाशान क्रिशाहिन। द्वाशावादीत नका मिश्रा

অসংকাচেই বিজ্ঞলী বলিয়াছিল "তাঁর পায়ে আমার শতকোটী প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছু নেই। অপমান করলে, সমস্ত অপমান তার গায়েই লাগবে।" সমাজে পতিতা বিজ্ঞীর এই বিজ্যোক্তিতে যাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকে পাতিব্রত্য বলিয়া অভিনন্দিত করিতে খিধাবোধ করি না। সতীশের কল্যাণের জন্ম সমাজচাতা সাবিত্রীর অকৃষ্ঠিত আত্ম-বলিদানে পাতিরত্যের উৎকর্ষ স্থলরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর একটা পতিতা নারীর পতিভক্তির প্রসঙ্গ শরৎসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আতায় করিয়া যে অপুর্ব অমুভূতি পিয়ারী :বা রাজ্ঞানীর নারীছালয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছিল এবং ভাছার জীবনে অপরূপ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, ভারাকে পাতিত্রত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীকাঞ্জের প্রতি ভাহার দেই দেই সগর্ক উত্তি 'এই আমার ইম্বর দত্ত ধন। যথন সংসারের ভাল-মন্দ জ্ঞান পর্যন্ত হয়নি তখনকার; আ'কের নয়, তাহার প্রেমের গভীরতাকে স্থম্প স্থ করিয়া তুলে।

### বিদ্যোহে নারী

অম্লার অকল্যাণে ভীতা বিশ্ব বিজ্ঞাহ, দারিজ্যের অত্যাচারে ও স্বামীর নির্যাতনে, বিরাজ বৌ এর বিজ্ঞাহ স্বামী ও ল্রাভার বিরুদ্ধে গলামণির বিজ্ঞাহ, অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার পক লইয়া পোড়াকাঠ ভামিনীর স্বামীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাহ, বেণী ঘোষাল প্রভৃতির বিরুদ্ধে রমার বিজ্ঞাহ—কত না বিজ্ঞোহের কাহিনী, শরৎ লাহিত্যে নারী হৃদ্ধের তেজ্বিতার পরিচয় দিতেছে। কেটার প্রতি অত্যাচারের প্রতিকারকরে সেহমনী হেমালিনী স্বামীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহিনী হইয়া উঠিয়াছিল। স্কাপেক্ষা স্থভীর ভাবে বিজ্ঞোহের বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল অভয়ার কঠে। স্বাজ্রের অত্যাচারের প্রতিবাদ ভাহার সেই স্থভীক প্রশ্ন 'একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল, দেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনের একমাল সভ্যা, আর স্বত্তই একেবারে মিধ্যা ? এত বড় অভার, এত বড় নিচুর স্বভাচার কিছুই সামার পক্ষে এক্ষাটের

কিছু না? আর আমার পত্নীদ্বের অধিকার নেই; আমার মা হওয়ার অধিকার নেই?" আজিও প্রার হইয়াই কানে বাজিতেছে, সহত্তর তাহার মিলে নাই।

#### বিবাদে নারী

নারী হলভ এই ক্ষমভাটার নিদর্শন শরং-সাহিত্যে বিরল নহে। মাসীর অভ্যুগ্র বিবোলাারে 'রমাকে' পর্যান্ত স্থাকার করিতে ইয়াছিল "তুমি যখন নিজে বলেছ মাসী, তখন সেই তো সকলের চেয়ে ভাল হয়েছে। যে যতই বলুক না কেন, এতথানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে কেউত পেরে উঠতো না ?" ভারপর ক্ষান্ত মাসী। এই মাসীটেরও রসনা বড় কম জালাময়ী নয়। অতুলের মাসী স্থান্ত ব্যুগান উল্লেখ না করিলে, তাহার কলহকুশলতাকে অযথা থর্ক করা হয়। যোড়শী, নয়নতারা, রাসমণি, লক্ষ্মী, ভামিনী, কাদম্বিনী, মনোরমা ও জগনাত্রী, ইহারা সকলেই এ বিভাগ পারদর্শিনী ছিলেন। 'রমা'ও নিভান্ত অপটু ছিল না। নারায়ণীর মাতা কাত্যান্থনী নিজের তৃহিতা ও জামাতার কল্যাণের ক্ষ্মা তাহাদেরই সাহত, তাহাদেরই আশ্রয়ে, বান্মার রণ-কৌশলের যে নমুনা দেগাইগাছিলেন তাহা অতীব উচ্চান্তের।

#### नेशिय नाती

ঈর্থা, নারীর প্রকৃতিতে অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটায়। স্থেহ্ময়ী কোমল হাদ্যা রমণী ঈর্থাবলে নির্মম ও নৃশংস হইয়াউঠে, দে ঈর্থা প্রকৃত, অপবা কাল্লনিকই হউক। নরেক্রের উপর বিজ্ঞার ভালবাসার পরিসীমা ছিল না, কিন্তু নলিনীর প্রতি নরেক্রের কল্লিড অহ্বরাগের ঈর্থা ভাহার সমস্ত চিন্তটি ভিক্ত করিয়া দিয়াছিল। যে নরেক্রের জন্তু দে বিলাসবিহারী ও ভাহার পিতা রাসবিহারীকে কাই করিছে বিন্দুমাত্র কৃতিত হয় নাই, আচার্য্য দলালচক্রের বাটাতে সেই নরেক্রকেই মুখের একটা সম্ভাবণ পর্যান্ত না করিয়া কি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনই না সে করিয়া বিলি । ঠিক এই ভ্রেই স্থাব্যা ভারতীর প্রতিক্রম করে লাই। ভারতীর প্রথাছিলেন, অথচ ভাজনারকে ক্রেক্র করিয়া ভারতীর প্রথা ভারতীর ব্যান্ত গিনীর স্বেহকে ক্রাচ্ শ্রতিক্রম করে নাই।

সভী-মারের সভী মেরে নির্মালার উর্বার প্রচণ্ড প্রভাগে তাহার স্বামী হরিশের অভরাত্মা পর্যন্ত অভিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কি করুপ ও নির্মান কিরণমুগ্রির ইতিহাস! উপেক্সকে সে ভালবাসিয়াছিল। তাহার হালয়-জয়ের বিধিমত প্রয়াস পাইয়াও সে বিফল হইয়াছিল। এই বিফলভার আফোশে উপেক্রকে কঠোরতম আঘাত দিবার মানদে সে উপেক্রও স্বরবালার অশেষ প্রিয় নিক্রম্ব দিবাকরকে নিয়তম সোপানে টানিয়া আনিয়াছিল। নিজের তুর্গতির প্রতি দক্ষ্য করিবার অবসরও এববার তাহার মিলে নাই।

এইরূপে নারী-চরিত্তের সকল দিক্ট শর্ৎ-সাহিত্যে ষথাবপ চিত্রিত হইয়াছে। নারী-ছদয়ের প্রেম, প্রীতি, মাধ্যা, স্বেহ প্রভৃতি সব কিছু স্বন্দরেরই উচ্ছল চিত্র শিল্পী তাঁহার অতুল তুলিকাণাতে বেরূপ আঁকিয়াছেন, নারীর অক্ষমতা, ক্রটী বিচ্যতি, সকল হর্মলতারই সন্ধান রাধিয়া তেমনই অবিকৃতভাবে বিবৃত ক্রিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি আদর্শ নারীর চিত্র অহিত করেন नारे र। नातीत जामर्भ ऋष्टि कतिया विश्ववानीत म्यूर्य স্থাপিত করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি আঁকিয়াছেন त्नावश्वनमञ्ज्ञा आमारनत वाकानी त्मरमत निश्ं छ हवि। নারীর আদর্শ কত মহান ও উন্নত হওয়া উচিৎ; নারী-হৃদয়ের বিশালতা ও গভীরতার পরিমাণ, বা তাহার কর্ত্তব্য ও অকর্তব্যের সীমানির্দেশ করিতে গিয়া তাঁহার त्तर्थनी व्यवशा ভाताकाख इय नाहे; व्यवःश्रुवाखनागनी, অবভঠনারতা, মুক মানবীদলের গোপন মর্মের দহৰ বিকাশটকু যা জাতিগত, দেশগত, বক্তগত ও শিক্ষাগত, সংস্কার ও স্থাজ্বের কঠোর শাসনপাশের মধ্য দিরা একটা विरमय देविनारो अकृषे वा अक्कूषे इहेबा उक्रिवाह, छाहात সত্য রুণটা, আপনার অসাধারণ অমুভৃতি, শক্তি ও স্ক অন্তদৃষ্টির সাহায্যে সাহিত্যগগনে ভিনি মুলাইরুর্ প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন।

শরংচত্রের নারী মহিমাধিতা, তেলোদ্ধা, বিবলিটা, কথনও বা লক্ষা বিন্দ্রা মমতানরী কল্যাক। কথনও বা সে গর্কাহতা হিংসামরী ফলিটা, আর ক্রমন্ত্র বা ভারতে দেখি বেশনামূলা নিক্সারা নারী ক্রমন্ত্র বা বিশ তুলিকায় নারী-হাদ্যের এই ফুল্দর অক্ষর আলো-ছায়া,

দর্গ মর্ত্য অপূর্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নারী-ছাদ্যের

ভালো মল,গুণ ফাটা, কল্যাণ অকল্যাণের বৈচিত্র্য ভাহাকে

যে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে সেই ভাহার নারীজ, এবং

এই নারীজই সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে লরংচন্দ্রের

নারীচরিত্রাবলীতে। প্রভ্যেক নারীর হাদ্যে,—হউক

সে ভাগাবতী, স্বামী সোহাগিনী অশেষ প্রছার পাত্রী,
পুণাবতী সন্তান গর্বিতা সেহময়ী জননী, শুবুচারিণী

পতিপ্রাণা বিধবা, বা উণ্ণেক্ষিতা অনাদৃতা পতিতা হত
ভাগিনী;—নারী মাত্রেরই হাদ্যে ভাহার লোষগুণের

বৈচিত্র্যের অন্তর্গালে ফছ্বারার মত ভাহার নারীজ হিরপ্রবাহিত। পতিভা সাবিত্রী, রাজলন্মী, বিশ্বনী, চন্দ্রম্থী,
গোবা, সৌলামিনী প্রভৃতির হাদ্যেও এই নারীজের

বিকাশ দেখিতে পাই।

শরংচন্দ্র নারী-অন্তরের গোপন কক্ষটী ও নারী-চিহিত্রের সূল নেকদণ্ডটা ঠিক আবিকার করিতে পারিয়া-ছেন, যেগানে নারীর প্রধান শক্তি, মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রধান ছর্মলতা বিরাজমান! যাহা হইতে নারী মহিমামন্ত্রী এবং ঘাহা হইতে নারী ধ্বংসমন্ত্রী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তাই শংংসাহিত্যে নারী চরিত্র সম্পূর্ণ সত্য ও সত্য হইয়া ছুট্যাছে।

শরংচন্দ্রের নারী, খাঁটা ধোল আনাই নারী ত্রী—নর
নহে। সর্ক্রবিষয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া নরের অধিকার
সমূহ অর্জনের প্রয়াসে ইহারা নারীত্র বর্জন করে নাই।
নরের পরিপোষকতা করিয়া নারী জগতেই ইহারা বিচরণ
করে এবং নিজেদের স্বাতস্ত্র অক্র রাধিয়াছে। ইহারা
Suffragist নারী নহে, স্বতরাং নরত্ব অর্জনেকই
নারীত্রের চরম বিকাশ মনে করেন না। আজিকার নারীলাগরণের দিনে খাঁটা নারী-চিত্র আঁকিয়া এই স্থনিপৃণ্
চরিত্রশিল্পী নারীর তথা সমাজের প্রভৃত কল্যাণ সাধন
করিতেছেন।

শরংচজের, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা অপরিসীম। এতথানি অবপট শ্রদ্ধা আর কাহারও বেধিরাছি বলিরা মনে গড়ে না। মৃত্তকণ্ঠে ভিনি একস্থানে খীকার করিয়াকের, বিলাককে কথনও আমি হোট হীন করে বেশকে

পারলুমনা। বৃদ্ধি, বিবেক দিয়ে যতই কেন না **ভৰ্ক** করি, সংসারে পিশাচী কি নেই । নেই যদি ভবে পথে ঘাটে এত পাপের মর্ত্তি দেখি কাদের ? সকলেই যদি ইন্দর দিদি হন, তবে এত প্রকার ছ:খের স্রোত বহাচেছ কারা 
ভবু যেন কেমন ক'রে মনে হয় এ সকল তাদের বাহ্ আবরণ; যখন খুণী ফেলে দিয়ে ঠিক ভার মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়ে বসতে পারে।" অমুত্র বলিয়াচেন "আমি একটা সভা বস্ত লাভ করেছি। নারীর কলক আমি সহজে বিশাস করতে পারি না। না জেনে নারী-কলম্বকে অবিশ্বাস করে সংসারে বর্ঞ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস ক'রে পাপের ভাগী হওয়ায় কোন লাভ নেই।" এ ভাগু তাঁহার অনর্থক বাক্যাড়খর নহে, তাঁহার প্রাণের জীবন্ত প্রত্যয়। তাঁহার সমগ্র রচনার কোনও ক্ললে নারীর প্রতি অশ্রন্ধার পরিচয় পাওয়া যায় ন। এইজন্ম স্থ-সাহিত্যিক শ্রীনরেশচক্র সেন গুপ্ত এম. এ. ডি. এল মহাশয়কে একথানি পত্তে অতি ঘূণাব্যঞ্জক স্তুরে বলিয়াছেন "মুদ্ধর নরেশবার লেখেন ভাল, একজন বড সাহিত্যিকও তিনি। কিন্তু আমাদের মা-বোনকে নিয়ে তিনি এ কি চিত্র দিনের পর দিন আঁকতে আরু করেছেন। তিনি কি আমাদের দেশের মা-বোনকে একট ভাল চোধে দেখতে পান না ! যথ ই তাঁর লেখা কুচরিত্রা কোন জীলোকের চিত্র আমার চোথে পড়ে, তখনই লজ্জায় আমার মাথাটা মাটীতে মিশে যায়।"

শারংচন্দ্রের নারী খাঁটি বাঙ্গালী মেয়ে হইলেও বিশ্বমানবী হইতে বিচ্ছিল্প নহে। দেশ, কাল ও সামাজিক
অন্ধাননের বিভিন্নতায় তাহার রূপ বিশিষ্ট হইলেও সম্প্র
নারীজাতির বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্যুত হর নাই। সেইজল্প
বর্মা-তৃহিতা মা শোষের'র অভিমানক্ষ্ম হলয় আমাদের
অতি পরিচিত; এবং আর একটার প্রেমান্পদের সহিত
বিচ্ছেলাশভার মর্মভেদি বিলাপের সমস্ত হ্যথাই আমাদের
ব্বেক বাজে। বাত্তবিক্ট সেই বর্মা-প্রবাসী বাঙ্গালীর,
তাহার বর্মা-প্রবাসিনী প্রাথমিনীর সহিত প্রতারণা ও
নির্মি আচরণে পাঠক মাজেরই মন তাহার প্রতি বিমুশ
হইমা উঠে। সেইজল্প গুটানী ভারতীর প্রেম নিবেশক্ষর
ইতিহাস অভটা প্রীতি-উজ্জল এবং সেইজল্প মুস্লমানী

আমিনার পিতৃসেবার করণ কাহিনীটুকু সহকেই মর্কাশার্শী হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের নারী সঞ্জীব। ইহারা আমাদের স্থারিচিতা আত্মীয়ার মত। অস্বাভাবিকতার লেশ কাহারও এতটুক্ স্পর্ল করে নাই। সহজ, সরল এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে আমাদের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। অথচ প্রত্যেকেরই স্বাডন্ত্র্য অন্ধা। এই জিনিবটাই সর্বাপেকা পরিক্ট হইয়াছে, "বারোয়ারী"র 'কমলা'র চিত্রে। শরচন্দ্রের লেখনীই ভাহাকে তাহার নিজস্ব স্বাডন্ত্র্য দিয়া আখ্যামের ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে।

শরৎচক্রের নারী-চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের অতুল সম্পদ। এমন করিয়া পুর্বেকার অপ্রকাশকে কেহ উদ্যাটিত করিয়া (एस नारे। कला हिल, निल हिल, हिल ना प्रमा अप्ट-খানি দর্দ দিয়া আর কোনও শিল্পী নারীমর্ত্তি গডিয়া ভুলে নাই। শর্থ সাহিত্যেও নারী-চিত্তের কোনও চারিত্র-চিত্র শিল্পীর দরদী হাদয়ের এতখানি অধিকার করে নাই এবং সেই কারণেই এতথানি শ্রদ্ধা अभरवनना नाट मध्य बहुआ दिक्र नाहै। भवरहम्स ৰান্তবিকই নারী-চিত্রাঙ্গণে তাঁহার হৃদয়ের সমন্ত অঞ্ভূতি, তাঁহার প্রতিভার সকল শক্তিই অকুপণ, অকুষ্ঠিত হল্তে টালিয়া দিয়াছেন। নারীর অন্তনিহিত নিগুত ভাবৈশ্ব্যা ভিনি স্ব্রভম রেগায় নিজেরই অস্তরপটে নিরীক্ষণ করিয়া ভাহার স্থাক্ট প্রোক্তল লেখা চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। পুরুষ চরিত্র-চিত্র-নারী-চিত্রের নিকট কত ছোট কত মান ; শিল্পীর হাতে উপেকিত, অনাদৃত বলিয়া মনৈ হয়। একমাত্র রাসবিহারীর চিত্রে তাঁহার সহত ভূলিকাপাত দেখিতে পাই। তাই কি অপুর্ব চিত্রই না **ক্টি**য়া উঠিয়াহে ! সব্যসাচী ভাকাংরের চিত্র মানবের নহে, অতি মানবের। যাহা কিছু অসম্ভব ভাহাই এই মাত্রটীর ছারা ওধু সম্ভব নহে স্বাভাবিক; এবং যাহা কিছু বিশায়কর তাহা ইহার হারা না হইলেই আমরা বিশ্বয়ে নির্বাক হই। বিপ্লবীর আদর্শ ইহা হইতে পারে. किंड देश मानव-८नर शती विश्ववीत किंक कर्नाठ इंडेटफ পারে না। বরং মাতুষ হিসাবে অনেক খাটো, অপ্রব্র চিত্র অনেক বেশী স্বাভাবিক; এবং এইরূপদক্ষের নিপুণ তুলিকার ছই একটা টানে আর তাঁহার দংদের এकটা कबाद खांचा বেছালার অধিকারী 'नवीत' ছোট विवापानि कि क्ष्मण इटेग्नार ना क्षिपाटक। मात्री-

চিত্রাবলীতে কিছ এইরপ চিত্র আবে। অপ্রচুর নহে। নারী ও তাহার নারীতের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রনাই হয়ত তাঁহার নারী চরিত্র-চিত্রের উৎকর্বের মুখ্য কারণ।

শরংচন্দ্রের নারী সম্বন্ধ সকলেই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন যে, খাঁটা বাঙ্গালী মেয়ের মনের ছবি শরংচ্ছ অপেকা অধিকতর ফুলর ও সতারপে ইতিপর্কে আর কেহ আঁকিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শরৎ সাহিত্যে বিভিন্নতর ভালমন চরিত্রগুলির মধ্যে আমাদের প্রতিচ্চিত্র দেখিতে পাই, তাহাদের মুখের ভাষা আমাদের মর্মবাণীর मका श्रीकश्वित। वाकामात्र स्माद्यता भव कारत्यत निक्री বিশেষ ভাবে ক্লভক্ত, কারণ তাহাদের অন্তরের অক্রিম রূপটী স্থপে, তঃপে, বেদনায়, অভিমানে, সেবায়, ত্যাগে, সংখ্যে ও সত্যে যেমন বিক্শিত হয়, তিনি তাহা চিত্রিত করিতে গিয়া কোথাও বিক্লত বা অতিরঞ্জিত করেন নাই। যেস্থানে রংটার যভটুকু প্রয়োজ্বন, এই স্থনিপুণ চরিত্র চিত্রকর কোনও স্থানে তাছার কম বেশী করিয়া ফেলেন নাই। আজ তাঁহারা শরংচন্দ্রের প্রতিভা-পুর্ণিমালোকে সকলের সমূথে, সগৌরবে আসিয়া দাড়াইয়া-ছেন. এবং তাই আজ সমগ্র বাদালাদেশের মেরেদের মনের গভীর ক্বতজ্ঞতা, নিবিড় আশীর্বাদ ও আত্তরিক প্রণতি তাঁহাকে সানন্দে অভিনন্দন জানাইতেছে।

শরৎচন্তের নারী ও তাহার নারীত্ব অপূর্ব্ব প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ; তাহার একনিষ্ঠ সাহিত্য দেবার গৌরব-পূর্ণ অর্যা। তাহার বলিষ্ঠ প্রতিভার এই গরিঃদানে বাগালা-সাহিত্য আজ বিশেষ সমৃদ্ধ। এই নারীদ্ধে, নারীর মাতৃত্ব, সতাত্ব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। দেহের সৌন্দর্য্য তাহার থাকিতে পারে কিন্তু তাহার নির্ভুত বর্ণনার আকর্ষণে পাঠকের চিন্ত মৃদ্ধ করিবার সনাতন প্রথা শরৎচন্ত্র অবলম্বন করেন নাই। দেহ-শ্রীর প্রতি ইলিত হয়ত তাঁহার আছে, কিন্তু নারীর মৃদ্ধের বৈশিষ্ট্যই তাঁহার মৃদধন। তাহার দেহকে জিনি বড় করিবা দেখিতে কথনও পারেন নাই। নারীর মৃদ্যা নির্দ্ধান্ত করিবত গিয়া যে নারীদ্বের প্র্বাভাস তিনি বিরাহিলেন তাহাই তাঁহার কথা-সাহিত্যে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিবাছে।

শরংচন্দ্রের নারী উচ্চার সাহিত্য নার্থনার অভিনর
করি এবং বালালা লাহিত্যের অবুলা কর্মান







## শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

( 2 )

## এশিয়া ও ইউরোপ

এমন দিন ছিল যথন এশিয়া ইউরোপকে তাহার জ্ঞান ও বিভা দিয়া প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর এশিয়া উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া তাবৎ সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রনিকে সনাজনীর বেডী দিয়া বাধিবার চেষ্টা করে। এশিয়ার ভাবং ভদ্মই যথন এক একটি নির্দিষ্ট যদ্রে পরিণত হইয়াও ক্রম পরিবর্তনের গুঢ়তত্বের উপর কটাক্ষণাত করিয়া অনস্তকে জয় করিবার মানস করে তথনই ইউরোপ এশিয়াকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হয়। ধনোৎপাদনের জ্য বাগ্র হইয়া ইউরোপ আমেরিকা ও আফ্রিকার দক্ষিণ উপ্কৃত্ত আবিষ্কার করে। বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপুল বাণিজ্য-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া অসম্ভবরূপ ধনী হইয়া পড়ে। **५३ मम् अविवर्तान क्या जारात्व वार्ड अम्माल.** যুগান্তর আসিয়া দেখা দেয়। মধ্যযুগে যথন কবক ও विभिनात्रहे अधू श्रानारभागत्नत्र अद्यन्तिकाल मृहे इहे उचन <sup>উভয়ের</sup> মধ্যে ব**দ্ধত্ব রক্ষা করিতে পারিলেই চলিত। সমাজের** অনেকটা দ্বিতিশীল ভাব ছিল। তাহার পর যখন কল-কারখানা আসিয়া শির উত্তোলন করে, তথন ধনিক ও শ্ৰমিক সম্প্ৰদায়ের আবিভাব হয়। ব্যাপ প্ৰতিষ্ঠার সহিত मानत्वत्र भूनधन चानियां द्वार्थी द्वारा चानत्त्रत्र शतिबर्द्ध পরিশ্রম মৃতি পরিগ্রহ করিয়া সমাজে পাম্ম প্রকাশ করে। পাতকাভিক ব্যবসা-বাণিকা অনতের বিভিন্ন পাতি ग्रहान धन वहा काकी हता स्टब्स मानव व्यवस्था का

পরিণত হয়। মানব-জাতির গৃহ বা হোম ভাজিতে আরম্ভ হয়। স্ত্রীজাতি অবরোধ পায়ে ঠেলিয়া গৃহের বাহিরে আসিতে শিথে। অভিজাতদের সর্বাপ্তরে আসিতে শিথে। অভিজাতদের সর্বাপ্ত কাজিতার রাস সংঘটিত হয়, মধ্যবিত্তদের উয়তির সহিত অভিজাতদের সহিত থাকে। বছ পুরাতন ধর্মভাবও শ্লেথ ইইয়া আসে। জমিদার প্রজা সম্বন্ধ অনেকটা ব্যবসাদারী ভাব আসিয়া দেখা দেয়। কাঁচা মাল সংগ্রহ করিবার জন্ম সারা পৃথিবীতে কৃট রাজনীভিজাল প্রসারিত হইয়া পড়ে। পৃর্বে জাতীয়ভাই মূল মন্ত্র ছিল। উনবিশে শতামীতে ধর্মের প্রভাব লোপ প্রাপ্ত হইলে উহার স্বলে জাতীয়ভা আসিয়া অর্থা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। বিংশ শতামীর প্রারম্ভেই জাতীয়ভা এক মারাত্মক ব্রের্থ পরিণত হওয়ায় ১৯১৪ সালের মহাসমর সংঘটিত হইয় যায়। তাহার পর নব-মূল স্থিতি হইয়া গিয়াছে।

এশিয়া উনবিংশ শতাকীতে ইউরোপের সপ্তর্মণ ও
আইানশ শতাকীর Renaissance বা যুগাতের মধ্যে ছিল
বিংশ শতাকীর প্রারম্ভে তথায় ক্রত পরিবর্তন সংঘটিও
হইতে থাকে। ইংরাজ-জাতির আবহাওরায় আসির
আনেকেই মধ্যবিত্ত প্রেণী কর্ত্তক পরিচালিত পার্লাকেট ব
আইম মহাসভা ও তাহার নির্বাচন প্রবালী প্রহণ করে
বর্তনানকেক প্রিচালিত বিষয় না রাখিন
বিজ্ঞানকেক প্রিচা হিসাবে প্রহণ করে। পালাভাবে
আনেকে ক্রাক্রাক্রিক হর্মার সহিত্য প্রারহণ

ক্রমশ: একদল ধনিক ও ভামিক আসিয়া দেখা দিতে ১৯২৪ সাল হটতে এই ধনিক শ্রমিক সমস্তা লইয়া জাপান বিত্রত হইয়া পড়িতেছে। এই ধনিক ও শ্রমিক সমস্তার জন্তই চীনদেশ তুইথতে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতেও ১৯২৪ সালে নানা প্রকার ধর্মঘট সংঘটিত হইয়া-ছিল ও প্রমজীবি সভব বা trade union স্থাপিত হয়। এশিয়া এখন ইউরোপের মন্ত্রশিষ্যরূপে তাহার আচার-ব্যবহার একে একে গ্রহণ করিতেছে। তাহার স্নাত্নী ধর্মভাবেও যুগান্তর আসিয়া দেখা দিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এশিয়া তাহার ধর্মভাবগুলির একটা সামঞ্জল বক্ষা করিবার জন্ম বাতে হইয়া পডিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে এশিয়া ধর্মযুগ অতিক্রম করিয়া এক বিশ্ব-যুগে আসিয়া পড়িয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ সঞ্চবন্ধ ভাবে পথিবীকে ভোগ করিবার জন্ম তোড় জোড় স্থক করিলে এশিয়ায় এই চেষ্টার প্রতিকৃলে দণ্ডায়মান হইবার ক্ষীণ আব্রেহ আদিয়া দেখা দেয়। তাহারই ফলে সমস্ত এশিয়ায় আৰু চুইটা আন্দোলন প্ৰবৰ্গ হইয়া উঠিতেতে! উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ, তুরস্ক, আরব, পারখ্য, আফ-গানিস্থান, বেলুচিস্থান ও ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে আরবীয় সভাতাকে কেব্রু করিয়া এক বিরাট মুসলমান মন্ত্র জ্বমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ, সিংহল. তিকাত, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশ সমূহে ভারতীয় সভাতাকে আদর্শ করিয়া আর একটি প্রতিষ্ঠান মাথা ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টার আছে। নানান্ধাতি একত্রিত ছট্যা সভ্যবন্ধভাবে ভাবের আদান-প্রদান ব্যাপারে এশিয়া ইউরোপের পদামুসরণ করিতেছে মাতা।

#### আরবীয় ভাবধারা

আর্য্য ও আরবীয় সভ্যতার মধ্যে একটি বিশেষ বৈলক্ষণ দৃষ্ট হয়। আর্য্য সভ্যতা জমির উর্বর শক্তির উপর
প্রেক্তিক হওয়ায় উহা চিরকালই অভিলাতমূলক ছিল।
বোদা ও প্রোহিতগণ আর্য্যসমাজের ধারক ও বাহক
ছিলেন। আরবদেশ এক বিশাল মক্ষ্মি। বছকোশ
অভিক্রম করিলে ক্লাচিৎ একটা মক্ল-উভান বা oesis
হেপিতে পাওলা বার। একসংক্ষণবন্ধ হইলা এখানকার

জাতিবৃদ্ধকে বাস করিতে হয় বলিয়া সৌত্রাতত এই জাতির অন্থিমজ্ঞাগত। এইবস্তই অভিনাত শ্রেণী এই-थान द्यानकारणहें नित উर्खालन कतिएक शास्त्र नाहे। আর্যাধর্ম যেমন আর্যাঞ্জাতির সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক তাবৎ জীবন ধারণের প্রধান মূলমন্ত্র ছিল, আরবীয় ধর্মন ঠিক সেইরূপ তথনকার আববীয় সমাজকে স্জীব ও প্রবৃদ্ধ করিবার জন্ম রচিত হইয়াছিল। শতধা বিভক্ত আরবের গোষ্টাগুলিকে একজাতিতে পরিণত করিয়া সজ্জ বদ্ধ করাই মহাত্মা মহম্মদের উদ্দেশ্ত ছিল। ভারাদের মধ্যে জ্ঞাতি-বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করাই ছিল তাঁহার চরম লক্ষ্য। আরবকে এক বিশাল সাম্র-জ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও অধিকারী করা তাঁহার মুখ্য উদেশ্র পারলৌকিক সম্পদের কথা বলিয়া ইহকালের উচ্ছ অল জীবন শুখলিত কর।ই ছিল তাঁহার চরম সাধনা। এইজন্মই মহাত্মা মহত্মদ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের আমরা ভ্রাতৃভাবের পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাই। ধনোৎপাদনের কোন স্বতন্ত্র প্রথা বা যন্ত্র না থাকায়, সমস্ত গোষ্ঠীর উপর উহার পোষ্যদিগের ভরণ-পোষণের ভার গ্রস্ত থাকায়. আরব সমাজেই মানবজাতির ঐকা প্রথম জোর গলায় শীক্ষত হয়।

ওয়াহিবী আন্দোলন- হজনতের মৃত্যুর পর তাঁহার মনোনীত খলিফা বা উত্তরাধিকারীগণ দামস্কলে বাসকালীন তাঁহার মতাবলম্বী হইয়। চলিতে থাকেন। দামস্বদের শাসকগণ কোন বিলাস-ব্যসনকে তাঁহাদের অকম্পর্ন করিতে দিতেন লা। স্ক্রক্ষেই তাঁহারা ম্ধামুগের puritantra ভাষ জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। রোম ও পারত সামাজা ছুইটি তাঁহাদের হত্তগত হুইলে ধীরে ধীরে উক্ত সামাজ্য তুইটির অমুকরণে তাঁহালের মধ্যে বিলাস বাসন চুকিতে থাকে। তাহার পর রাজধানী বাগদাদে স্থানাস্তরিত হইয়া বিশাল সামাল্য হতে স্থাসিয়া পড়িলে আরবীয় নীতির মূলে কুঠারবাত হইয়া বাম। चात्रवकाणि श्रेशस्य नाना तम् क्य क्तित्व **डाहात्व वर्ष** व्यक्तांत्र कत्रियात अस्त्र विरागत शत्य इहेरकन ना दुवन नी भग्नगमान्दारे त्रावच क्षशान क्षित्र : प्राप्त मृत्रवाम स्टेर्लरे चात्रवीर मान्यन्त्रवास नामक

জবিকার পাওয়। যায় দেখিয়া পরাধীন জাতিবুল ক্রমণঃ ভাচাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া উহা প্রচার করিবার জন্ম পাণপণ চেটা ক্ষক করিয়া দেয়। অচিত্রে আববীয মভাতার স**হিত উহার ধর্মও পৃথিবীর নানাদেশে প্র**চারিত চইতে থাকে। যে যে দেশে এই ধর্ম প্রচারিত হয়, গাঠাজনীন আকার ধারণ করিবার জন্ত তথাকার আচার-ব্যবহার আইন-কামুন, দেব-দেবী, এই ধর্ম আপ্টার দেহের মধ্যে স্থান দেওয়ায় হজরত প্রচারিত ধর্ম হইতে অনেকটা রূপান্তর গ্রহণ করে। মুসলমান ধর্মের প্রচারক-গ্ৰু এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ক্রমশ: ছোষণা করেন যে কোরাণের ব্যাখ্যাই মুলধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ঐ ব্যাথ্যা দেশ জাতি হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিল। ক্রমশঃ মুসলমান ধর্ম খুষ্টানদের ক্যাথলিক ধর্মের আকার ধারণ করে। ক্যাপলিক ধর্ম প্রচারের সহিত রোমের পূর্ণ গৌরব প্রচারের চেষ্টা যেমন লুকায়িত থাকে, এই विश्वजनीन मुगनमान धर्म श्राठाद्वत अखताल जात्रवीय প্রাধাল প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা আরবীয় নেতাগণ কয়েক শতাকা ধরিয়া করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া হাল পরিত্যাগ करवन। नुशांत रामन अर्देशांचे धर्म अठांत कतियां দেশাত্ম বোধ জাগরিত করিয়া দেন, সেইরূপ আরবীয় সংস্থার ও দেশ প্রীতি জাগ্রিত করিবার জ্বত খুষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীতে এক নৃতন আন্দোলনের স্বাষ্ট হয়, ইংার নামই ওয়াহিবী আন্দোলন।

ইবনে আবহুল ওয়াহাব এই ন্তন আন্দোলনের প্রবর্তন। তিনি মধ্য আরবের অহুর্গত নেজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। স্থারের ভায় তিনি কোরাণের প্রত্যেক অক্ষরকে সজীব জান করিয়া কোন প্রকার ব্যাগা গ্রহণ না করিয়া উহার মৃদ্য অর্থ গ্রহণ করিবার হল উহার অহুচরগণকে আন্দেশ করেন। সকলপ্রকার বিলাস-ব্যসন ত্যাগা করিয়া এক অর্থপ্ত প্রাভ্রম্ভাবে বহু ইবার জন্ম আরবদেশের তাবং গ্রেগ্রিপতিগণকে আহ্বান করেন। আরবীয় ধর্মের মধ্যে উহার পরাধীন জাতিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত ন্তন ন্তন অবদানজনিকে কর্মন করেন। এবন কি বার্মিক ক্ষিত্র বিনারেটকে প্রক্রি

শহ রাধ করেন। মালা জপা বৌহধর্ম হং ে গ্রহণ করা হুইয়াছে বলিয়া মুদলমানগণকে উহা বজন করিতে বলা হয়। মদ, ডামাক, অহিফেণ প্রভৃতি স্কাপ্রকার মাদক দ্রবা বর্জন করি:ত আদেশ প্রদান করা হয়। মোটকথা করিন তাপসিকের জীবন গ্রহণ করিয়া পারলৌকিক শীবনের দিকে দৃষ্টি রাখিল ইহ-জীবন পরিচালন করিবার জন্ম সকলকে উপদেশ দেওয়া হুইতে থাকে।

কোনপ্রকার ধর্ম্মত প্রচার করিতে গেলেই বাজ-শক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়। দরিয়া নগরের শাসক সেপ মহম্মদ ইবনে সাউদ এই ধর্ম এইণ করিয়া সমস্ত আনারবে উক্তমত প্রচার করিবার ভ্রু যুতুপরাহণ হয়েন। আলল সমলের মধেটি হজরতের শিষাগণের আচাল ইকনে সাউদ সমত মধ্য আরব জয় করিয়া কারবেলা, ম্জা, ও মদিনা আলয় করিয়া লয়েন। বিশ্বক্ষীন মুসল্ফান ধর্মের কেন্দ্রগুলি হস্তগত করিয়া, ওয়াহিবগুণ আর্বীয় বিশুদ্ধতা পুনক্ষার করিবার মানসে ঐ সুমন্ত কেন্দ্রভালিতে যে যে হলে বৈদিশিক স্থাতির চিক্ত মাত্র আছে ৰশিয়া ভাহাদের সন্দেহ হয় তাহা তাহারা ধ্বংস করিয়া দেয়। ঐ সমন্ত কেন্দ্রগুলিতে যে সমন্ত অধিশাসী ভাষাদের মতবাদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, ওয়াছিবগুণ তাহাদের প্রাণ সংহার করে। মদিনায় হন্তর কবর্টীর উপর অনেক বৈদিশিক চিচ্চ বিভয়ান সন্দেহ করিয়া ঐ সমস্ত চিক্ত ধ্বংস করিয়া দিয়া হক্তরতের সমাধির অবমাননা করে ও তথাকার ধনরত্ব সূট ক্রিয়া मग्र ।

পরিণত হয়। ওরাহিবগণ বেরপ মধ্য আরব ব্যতীত, হেজাল, ইমেন, ওমান ও জালহেসা প্রদেশগুলিকে এক ত্রিত করিয়া এক বিরাট জারব জাতীয় রাজ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেইরপ উহার মূলমন্ত্র জ্ঞান্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ায় আরবীয় সভ্যতার আবহাওয়ায় থাকিয়া বে সমন্ত দেশ এতদিন সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল, উহারই আদর্শে অহ্প্রাণিত হইয়া প্রবল জ্ঞাতীর রাজ্যে পরিণত হইবার জ্ঞা চেষ্টা করিতে থাকে।

ওয়াহিব আন্দোলনের ম্লমন্ত্রই ছিল কঠোর

জাতীয়তা। বহু জাতির সংমিশ্রণে আসিয়া আরব জাতি

তাহার স্বাতন্ত্র হারাইয়া ফোলিয়াছিল। বিভৃত সংদ্রাজ্য

শাসন করিতে যাইয়া তাহার সমাজেও ধর্মে পরাধীন

জাতিদের অনেক প্রথাই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

কালক্রমে তুরস্ক জাতির অধীন হইয়া আরবগণ নানাপ্রকার

জাহ্বিধা ভোগ করিতে থাকে। পূর্কে ম্সলমান হইলেই

যেমন কতকগুলি স্থবিধা পাওয়া যাইত তেমনি কোন

স্থা-হ্বিধা আর না থাকায় আরব-জাতি অনেকটা

ক্রাহ্য। তুকীর স্বলতান ওয়াহিব আন্দোলনকে তাঁহার

সার্কভৌম ক্মতার বিশেষ অন্তরায় জানিয়া উহার উচ্ছেদ

সাধন করিবার জন্ম বন্ধবিকর হয়েন। কিন্তু সকল

প্রকার বাধা-বিপত্তি উল্লেজন করিয়া এই ধর্ম্ম ভাব তাংথ

ম্সলমান জগতে ছড়াইয়া পড়ে।

ওয়াহিব আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা—সংগ্রদ আহমদ
ও হাজি ইস্মেল নামক ছইজন ভারতবাদী মক্কায় হজ
করিতে যাইয়া তথা হইতে ওয়াহিবী আন্দোলনের মূলয়য় শিক্ষালাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন পূর্বক উনবিংশ
শতাকীতে ভারতবর্ধে উহা প্রচার করিবার জয়্ম বদ্ধপরিকর হয়েন। তথন ভারতবর্ধে অধিকাংশ মূসলমানই
নামে মূলনান ছিল মাত্র। আচার ব্যবহারে তাহারা
সর্বত্তই হিলুদের অফুকরণ করিত। নব্যুগ প্রবর্ধক
প্রচারক্ষম ভারতীয় মূললমানগণকে প্রবৃদ্ধ করিবার
মানসে কোরণ-প্রবর্ধিত ধর্মে ফিরিয়া যাইবার জয়্ম জার
আন্দোলন ক্ষম করেন। তাহারা কিছুদিনের জয়্ম
শাঝাবে ওয়াহিব রাজ্যত্ব পর্বান্ধ হাপন করিতে সক্ষম

WYB

হন। কিন্তু শিথ বীর রণজিৎ সিংএর নেতৃত্বে পরি
চালিত হইয়া শিথগণ এই ওয়াহিব রাজত্ব জলুরেই বিনা
করিয়া দের। এই আন্দোলনের ফলেই ভারতীয় মুসলমান সমাজে Puritanie ভাব প্রবেশ করে। মুসলমানগণ সর্ব প্রেকার পৌত্তলিক পূলা পরিত্যাগ করিতে আরহ করেন এবং ভারতীয় নামকরণ বর্জন করিয়া আরবীয় নাম ইত্যাদি ধারণ করিতে আরম্ভ করেন।

উত্তর আফ্রিকার ওয়াহিব আন্দোলন আশাতীত ভাবে সফলতা লাভ করে। মহমদ বেন আলি এস সেনুসী নামক একজন উচ্চবংশজাত আলজিরার মুদলমান ওয়াহিব ধর্মের মূলস্ত্রগুলি আপন মাতৃভাষায় ভাষাস্থরিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন। ইউরোপীগদের হত্ত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার মানসে হজারতের: যুগে আর্বে বে পিউরিটন ভাব ছিল সেই সমদায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার জ্ঞ বন্ধ পরিকর হয়েন। তিপোলী এই আন্দোলনের প্রথম ভিত্তি ভূমি হয়। তাহার পর তুর্কীর স্থলত:নের নিকট হইতে আত্মরকা করিবার মানসে পূর্ব-দাহারায় এই ধর্মের কর্মান্তল স্থাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠাতার মুগুর পর তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র আল মাধি এই ধার্মার নেতৃপদ গ্রহণ করেন। আলমাধি একজন বছদর্শী ও বিবেচক বাক্তি ছিলেন। বলবান ইউরোপের সহিত সংঘর্ষ ঘটনে বলক্ষ্ম ঘটিবে এই আশ্বায় ১৯১০ খুষ্টাব্দ পৰ্যান্ত ডিনি স্বপ্রকার রাজনীতি হইতে আপনাকে পুণক করিয়া রাখিয়াছিলেন। উক্ত সনে ইটালী ত্রিপোলী রাশ্ আক্রমণ করিলে বিশ্বজনীন মুসল্মান ধর্মের সাহ:ব্যক্রী হিসাবে তিনি তুরক্ষের সমাটকে সহায়তা করেন। ১৯১৪ नात्नत महायूष जूतकत अधीनजाम পরিচালিত रहेंग মিশর দেশ আক্রমণ করিয়া ইংরাজকে বিঐত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মহাসমরের অবসান ঘটলে আলমাবির উত্তরাধিকারী প্রাত্ত সেথ সিদি **जूतक यादेश विक्री कामाला महिन्छ वानमान क्रम**। ठाहात উखताधिकाती जिमि महत्त्रम धन देशकिन ध्यो ব্রাটেন ও ভারতের সহিত সন্ধি স্থাপন সকলা শ্রী সাহারার প্রাও সেধ হিসাবে এখন ও রাজার



(পূর্ব্বপ্রকাশিক্তের পর)

"প্রণ্য কই ? কার কাছে থাকে—"
বাজীব বলিল,—"প্রণবের জ্বন্ত ভাবছ কেন স্ব্যা ?
আমি তো এখনো মরে যাইনি।—

আরো কিছুদিন চলিয়া গেল, সম্বর্পণে ভয়ে ভয়ে—
ক্রমে সে পথ্য পাইতে লাগিল। তাহার ভাত পথ্য
পাইবার আরো সাতদিন পরে, বিপদ ুষ্মতিক্রাপ্ত হইয়া
গিয়াছে বলিয়া ভাক্তররা সকলে বিদায় গ্রাহণ করিল।—
ভুগু হইজন নাস বিহল।

কিন্তু হ্বনা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল রাজাবের সমস্ত হ্ব-তৃথির ভাব ভেল করিয়া, অস্তর হইতে একটা শরাক্ল বিমর্থ কাতরতা উকি মারিয়া উঠিয়া তাহার মজাতসারে, অনিচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করে—! দে এক লায়গায় ছির হইরা বসিতে পারে না। হ্বনমা ভাবিল—
চির অচঞ্চল রাজীবকে কোন অজাতপূর্ম চিন্তা এমন করিয়া আছের করিয়া ধরিয়াছে হাহাতে তাহার সমস্ত বছলতা কাড়িয়া লইরা তাহাকে অস্থির অধীর করিয়া ভূলিয়াছে? সে একদিন জিঞ্জাদা করিয়াছিল—

"আজকাল এতো অস্থির হ্রেছে কেন ?" রাজীব চুধ্ বলিল—"কাজ আছে কিনা তাই বার বার উঠে থেতে হয়—" তারপর হইতে রাজীব আত্মগোপনের চেষ্টা হরে। তব্ও স্বর্মা বৃধিতে পারে একটা কিছু পরিবর্জন কোথাও হইমা সিয়াছে—নিশ্চর।

ত্রমা তনিল সে বেড় মাস একেবারে বিছানার ছিল।
ভারপরে এখন আলো প্রায় একমাস চলিয়া সিরাছে।
নাসরা তাহাকে বড়ি ধরিরা চালাইর। অতিঠ করিরা
ছুলিয়াছে। তাহারা তাহাকে বেকী কথা বলিতে বের না।
বাজীবকেও কাছে বেকীকন থাকিতে বের রা—প্রাণবক্তে
ক্ষেবারে কাছে আলিতে বের না। সে বই প্রিক্ত চার

তাহার। বারণ করে—একটু এদিক ওদিক হাঁটিয়া বেড়াইডে
চাগ, তাহাতেও তাহার। চীংকার করিয়া উঠে। সে বিরক্ত হয়। ঐ এক বিছানায় রাতদিন থাকিতে হয়, শুইয়া
নয় বিনয়া ঐ একই দৃশু আজ সে তুই মাস ধরিয়া
দেখিতেছে। ঐ সামনে আমের গাছের পাতাবছ্দ্দ ভালগুলি দেখা যায়। ঠিক তাহার জানালা গুলিয় মাণ্
করিয়া কাটা প্রকৃতির সে একই ছবি দেগিতে পায়— রোজ,—প্রতিদিন—একই ভাবে। সেই আকাশ সেই
সব। সে বিরক্ত হয়। একটু সামান্ত কারণেই রাগ হয়।

নাস সর্বাণ তাইনর কাছে বিদিয়া গল করে। অভাত বাড়ীর কথা কয়। স্থানার তরু একটু ভাল লাগে— তাহার ইহাদের উপর মমতা হয়। সবার চাইতে কঠিন কর্তব্যের ভার, অপরের জীবন মরণের দায়িত্ব হাতে লইয়া ইহারা জীবন কাটায় এক অপূর্ব সেবারতে। সে সারাদিন তাহাদের সঙ্গে গল্প করে। একজন নাস সারারাতি তাহার কাছে বিদিয়া কাটায়—সেবলে—

"আপনি ঘুমোন গিয়ে"

দে বলে "না, বেশ আছি,—তাছাড়া কাজ ফেলে যাবো কি ক'ৱে ?"

স্বনা তবু বলে—"এই তো আমি বেশ আছি—" তবু সে যার না। দেখিরা দেখিরা তাহার অভ্যন্ত দ্যা হয়।

এত ক্ষিয়াও হ্রম। ভাবনার হাত এড়াইতে পারে না। হ্নীলের কথা ভাহার মনের অভ্যাল হয় নাই, হ্নীলের চিঠি ভাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়। যার নাই। হ্নীলের মৃথ ভাহার মানস ন্য়নের অভীত হইয়। যার নাই।

্নেদিন বাজীৰ জানিতে নে জিজানা কৰিব ফল "ক্নীলের চিঠি পেরেছ ক্ রাজীব বেশ প্রফুলভাবেই উত্তর দিল !—"পেয়েছি হুরুলা, সে বেশ ভাল আছে।"

"ভালো আছে সত্যি বলছ ?"

"সত্যি বলছি বই কি।"

"পুথা निय्यटह ?"

"লিখেছে—"

"তাহলে যাবার কথা কি হুল? আমি যে এখনো বিছানায়।—কি ষে হ'ল হঠাৎ—জানো আমি স্থনীলের চিঠি পেয়েছি, তাতে সে লিখেছিল তার অস্থের কথা—"

রাজীব প্রফুল ভাবটাকে বজায় রাথিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল—"নব জিনিষ হঠাৎই হয় স্থরমা তাতে কি হয়েছে এই তো সেরে উঠেছ— সার স্থনীল ভোমার সলে হয়তোঁ ঠাট্টা করেছে। এবারে আর যাওয়া হল না। এবারে পাক্ পরের বছর যাওয়া যাবে কি বল ?"

"ৰা: ধাক্ কেন এপ্ৰিলের কত দেরী এখনো -- তখন প্ৰস্তুক কি এমনি থাকৰো ?"

"ভা থাকবে কেন, তবে তুর্বল হয়েছ তে৷ <u>?</u>"

"পৃথা স্থনীল চলে যাবে ভাহলে—"

"পৃথা স্থনালও থাকবে এবারে আমি লিখে দিয়েছি।" "আমার খুব জর হয়েছিল না?"

\*হাা, ভোমার থুব জর হয়েছিল, আমি ভয় পেয়ে-ছিলুম।"

"জ্বরের ঘোরে আমি অনেক কিছু দেখেছিলুম। ষেন স্থনীল কোথায় চলে গেছে—সেইখান থেকে বার বার আমাকে ভাকছে।"

"ও সৰ বিকারের ঘোরে দেখেছে, ও কিছু না।"

স্থরমা একটু চূপ করিয়া মুছস্বরে বলিল—"কি জানি— "আমি ম'রে গেলে বেশ হ'ত না ?"

"রাজীব একটু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"বেশ হ'ত ? কিলে ?"

"তুমি রক্ষে পেতে "

"না রক্ষে পেতৃম না, স্থ্যমা। তাছাড়া তৃমি বেচে ধাকাতে আমান্ত এমন কোন অস্থ্যিথে হচ্ছে না, বাতে ভূমি ন'রে গেলে আমি রক্ষে পাই। স্বরমা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া বিলন্দ "আচ্চাসতিয় বলছ ওখানে কিছু হয়নি ?"

"হাঁ সতিয় বলছি স্থরমা, ওথানে কিছু হয়নি। স সব কিছু ভেবে। না তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো।"

স্বমা রাজীবের কথা বিশাস করিলেও—সে তাহা মন হইতে বিকারের ঘোরে দেখা ছবিশুলা কিছুটো মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। যে সব স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল—সবগুলা তাহার মনে হয়—না, তবু কিছু বিহা মনে পড়ে—তাহাতে সে শিহরিয়। উঠে কোন অনির্দিষ্ট অমলল আশ্রায়।

হস্থ ইইয়া ভাহার রাধানগরের নির্জ্জন, নিত্রতা আর ভাল লাগিতেছিল না। মাঝে মাঝে ভাহা বেন ভাহাকে বিষয়তার গুরুভারে চাপিয়া ধরে—সঙ্গে সঙ্গে ভাহার মনে হয় পৃথার কথা, হুনীলের কথা। ভাহার পাকিতে এই গ্রাম্য-জীবনই ভাহার অতুলনীয় বলিয়া মনে হুইয়াছে, আর ভাহাদের অভাবে ঠিক সেই স্থানই ভাহার কাছে নিরানক্ষময় নির্জীব হুইয়া গিয়াছে। মামুষ বৃথি নিজে বছরূপী। নিজের মন কথন কি বেশে গালিয়া নিজেকে ভুলাইয়া দেয়, ভাহা সে নিজেই বৃথিতে পারে না!

একদিন রাজীব বলিল—"চল হুরমা এইবার কলকাতায় যাই।' হুরমা অভ্যমনস্কভাবে উত্তর দিল— "একবার মায়ের কাছ থেকে ঘুরে এসে ভারপরে যাব।"

#### 78

অনেকদিন পরে বাপের বাড়ী হইতে খুরিয়া কলিকাতার
আদিয়া হ্রমার ভালই লাগিল। ঘরগুলি বেমনকার
ডেমনই আছে, রাখিয়া যাওয়া জিনিবগুলি তেমনই
সাজানো আছে। অল্লানিনই সে আবার গুছাইরা নিজেকে
সঞ্জল করিয়া কেলিল।

প্রথমে তাহার ইজা হইল একচোট টেলিফোন করিয়া বন্ধ্-বাদবদের তাহার আগমন সংবাদ আমাইয়া ধর্ম-কিন্ত ইচ্ছার সলে সলেই অনিজা বাধা বিয়া উটিক বি ভাবিল থাক্ অত ভাড়াভাড়ি মনকার কিন্তু এক একবার তাহার মনে হুইল বেয়া

তোটেলে অথবা কোথাও "ডাজে" যায়, কিন্তু পরক্ষণেই বিকট একটা অবসাদ-ভাহার সর্ব্ব উৎসুল্ল আনন্দকে চাপিয়া ধরিষা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অবশেষে এমন কি, বিকালে একটু বেড়াইবারও সাধটুকু কোথায় চলিয়া যায়. সে নিজেই বুঝিতে পারে না। বিনা কারণ এত বিষয়তা ভাষাকে ঘিরিয়া ধরে কেন ? সারা সন্ধ্যাটা একলা নিৰ্জ্জনে ৰসিয়াসে পিয়ানো বাজায়, বই পডিয়া কাটাইয়া দেয়—রাজীব তথন বাহিরে থাকে। বাজাইতে বাজাইতে কতবার মনে হয় পূথা ও স্থনীলের পুলকভরা চোথের আলো এই গৃহতল আলোকিত করিয়া রাখিয়াচে বঝি আজো,-মনে হয় এইখানে এখনো ঘুরিয়া ফিরিতেছে তাহাদেরই উছলিত তরল হাসির উৎদ। সে প্রতিধ্বনির মত স্বত্নে তাহা স্মৃতির কন্দরে লুকাইয়া রাথিয়া সঙ্গোপনে উপভোগ করে। বাছিয়া বাছিয়া দে অনেকগুলি 'ফক্স-উট্' 'ট্যাঙ্গে' বাজাইয়া মনে করে পূথা থাকিলে নিশ্চয় আনন্দে নাচিত। 'সোনেটা' বাজাইয়া মনে করে স্থনীল পাকিলে কত মন প্রাণ দিয়া শুনিত ছই কাণ ভবিষা এবং ফ্লুর চোথের দৃষ্টিতে তৃথি ভরিয়া তাহার দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিত-অন্তরের গভীর ভাষায় প্রশংসা জানাইয়া।

সেদিনও আকাশ ভরিয়া চাঁদের মাতামাতি। স্থরমা খাবেগ ভরে বিধোভেনের 'মুন লাইট' বাজাইয়া বাজাইয়া মান্ত হইয়া পড়িয়াছে তারপরে সেইখানে বদিয়া পাশের টেবিল হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া খুলিতেই—কি কতগুলা কথা, কভগুলা ছবি তাহার মনের ভিতর খেলিয়া গেল। দেদিনও ঠিক এমনি দিনে, এমনি সময়ে, এইখানে <sup>ঠিক</sup> এই বইথানি হাতে লইয়া দে পাতা উন্টাইতেছিল, श्नीन এই সময়েই আসিয়া, ঐ সোফায় শুইয়া বলিয়াছিল "একটা 'দোনেটা' বাজাও না বৌদি"—স্থরমা বাজাইয়া-ছিল সেদিন প্রাণ দিয়া, সমন্ত দেহ মনের উক্ত পরশ টালিয়া। বাজনা ধীরে ধীরে কুটাইয়া তুলিয়াছিল একই <sup>সাথে</sup> খোতার ও বাদিকার মানস চকে কি সে এক <sup>উৎসবম্মী</sup> चश्चकृत्भन्न इवि.। ः स्वतः नहत्त्व नहत्त्व वास्त्रवा <sup>ৰাজিয়া</sup> সেইখানে এক্সাথে মিশাইয়া দিয়াছিল, <sup>চিত্রকর</sup> সমা**ছের রহস্তবন্ত্রী** বন বীথিকার বুকের ভিতর (विनिहा पांच्या नीयकांता निव तिनीय क्रम क्रिक

কলধ্বনির সাথে ভাহাদের অস্তরের মিলিত পান। এই অপূর্বে স্ষ্টির জীবন-সঞ্চারিণী স্থন্দরী প্রিরার সাথে কি অমর হুরত্রতা কল্পনার মিলনবাদর রচিয়া বিশ-ব্যাপিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে ভাহাদের প্রাণের অফুপম মিলন হ্রষমা ? এ কি মিলনের তৃপ্তিভরা হুখোচ্ছাদ ? অথবা অনস্ত অত্থ্যির হতাশাবাহিনী বিরহ-সঙ্গীত ? কে জ্বানে ? ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার কতবার সে বাজাইয়াছিল সেদিন তাহার মনে নাই-আর স্নীলও কতকণ শুনিয়াছিল তাহাও সে জানে না--অনেককণ পরে সে কছবরে विनिधाहिन 'हमश्कात-! वर्ग आकारण नम, त्वोति, वर्ग এইখানে, এত মধুরতা, এত গৌন্দর্যা, এই পৃথিবীর বৃদ্ধে গ'ড়ে ওঠে। সৌন্দর্য্য জগতের প্রাণ, সৌন্দর্য্য স্কৃষ্টির আদি-আর সেই সৌন্দর্যা মুর্ত্ত হয়ে উঠেছে, প্রাণ পেয়েছে এই পথিবীতে, গৌল্ঘ্ট আনন্দ-সেই আনন্দ খড পার ভোগ করে নাও-হেলাঘ দিন হারিও না-পাথের নীচে জ্ঞতগতিতে সময় চলে যাজ্যে—এইখানেই সব, জাই এইথানেই বেঁচে থেকে এইথানের সব ছোগ করে নাও।\*

এমন সময়ে রাজীব বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল, এবং স্থরমার উদ্দেশে সেইধানে আসিয়া, তাহার পাশে একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। স্থরমা কোন কথা বলিল না। সেতথন অন্তমনত্ব ভাবে বইএর পাতা উন্টাইতে ছিল। রাজীব বলিল—"স্থরমা, কলকাতা ছেড়ে আমাকে একবার বেতে হচ্ছে।"

বই হইতে মুখ না সরাইয়া হুরমা বলিল—"কো**ধার ৷\*** "একটু দুরে—"

"কেন ?"

বাজীবকে ইতন্তত: করিতে দেখিয়া স্বরমা বলিল--
"জানি তুমি স্বামাকে বলবে না---"

খানিক ভাবিয়া রাজাৰ কোমলখনে বলিল—"বলিনি
—তৃমি তৃৰ্বল শনীবে এ আখাত সহু করতে পারবে না
ব'লেই—"

স্থানার বৃক্তে থানিকটা বক্ত ছলাৎ করিয়া থেলিরা গেল, সে চমকিয়া রাজীবের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি ?" তবুও রাজীবকে নিক্তর দেখিয়া স্থান্য। অসহিস্ভাবে বলিল—"কি বল্লুনা কেন ?" মৃত্ত্বরে রাজীব বলিল—"আর লুকিয়ে রেখে লাভ নেই হারমা—হানীল মারা গেছে"

স্বন্ধা যে ভাবে বিদ্যাছিল—আনেককণ দেইভাবেই বিদ্যা বহিল—তার হইয়া দ্বির দৃষ্টিতে রাজীবের মুখের দিকে চাহিয়া—এক চুলও নভিল না—একবারও চমকিল না। তাহার সমস্ত দেহ মন শক্তি তথন অচল হইয়া গিয়াছে, যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত পাইয়া সমস্ত জীবনের গতি থমকিয়া থামিয়া গিয়াছে। আনেককণ পরে সেভানিল রাজীব বলিতেছে—"পরশু দিন আমি বোম্বে যাবো স্বন্ধা—তোমার অন্থংর সময় এ থবর একদিন হঠাং এদে আমার কাছে পৌচেছিল। তুমি কয়েকদিন ভাল ভাবে থেকো—মন খারাপ করে সঙ্গে সম্বে হয় পৃথার জ্ঞা—পুথা এত বড় আঘাত সইবে কি করে।"

জমাট অশ্রু স্থরমার দারা বুক মথিত করিয়া খাদকক করিয়া দিতে চাহিতেছিল। দে জোর করিয়া কোনরকমে নিজেকে দংবরণ বরিয়া রহিল—কিন্তু একটু পরেই রাজীব যথন বাহিরে চলিয়া গেল, দে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—ধোলা পিয়ানোর উপর মাধা রাখিয়া গুমরিয়া কাদিয়া উঠিল—সজে দলে পিয়ানোটা অনৈক্য করুণ স্থরে আর্তনাদ করিয়া থামিয়া গেল।

ত্বমার সমত মন,— চিন্তার। শি আবার বাঁধন ছিড়িয়া কোথায় কোন দিকে বিক্লিপ্ত ইইয়া সরিয়া গেল সে কিছুতেই আর তাহা গুছাইয়া আনিতে পারে না। সার। দিন রাত তাহার কাটিয়া যায় কি এক মহাশৃন্ততার ভিতর তাহার সমত্ত অভিত্তকে পর্যন্ত উদাস করিয়া দিয়া। তুরু সব সময়ে চোথের সামনে উজ্জ্ঞল হইয়া ফুটিয়া উঠে ফুইটি মুখ—তাহা পৃথার ও জ্নীলের। মৃত্যুর সকে এর শুরুক্তি তাহার আর এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনো হয় নাই, তাই তাহার আর এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনো হয় নাই, তাই তাহার আর এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনো হয় নাই, তাই তাহার এ প্রথম সাকাং ভাহাকে অনেকখানি আঘাত দিয়া গেল। তাহার মনে হয় স্থনীলেরও হাজ্যাতির মুখ হির, নর্মহীন, কঠিন হইয়া সিয়াছে—চোধ ছটি নিম্পান, অচঞ্চল, সঞ্চল হাসির উৎস অকাইয়া প্রশান্ত গুটির ভিতর পুকাইয়াছে, উক্ল শুরুষ হোল চির্মনীতন, হিয় বিরুষি ভিতর পুকাইয়াছে। ক্রিক্টির ধেলা প্রকৃতির।

ভারপরে—ভারপরে, वर्षन ভাহার **क**ञ्चनात्र উচ্চল উঠে ধু ধু এক অগ্নিলিখা আকাশের সঙ্গে মিলিয়া মাইতে চাহিতেছে अभीलात्रहे अन्मत त्महरक चित्रिया नाहिका মাচিয়া—দে আর ভাবিতে পারে না, শিহরিয়া উঠে। (बन এমন হয় ? মাছুৰ আদে, যায়, কোপায় যায় ?—েৱে জানে ? স্থ, হংখ, মায়া, মমতা, ক্ষমতা ঐশুধাতত মৃহুর্তে সব ত্যাগ করিয়া বিরাগী, উদাসী হইয়া ভারাল কোন পথে কোথায় চলিয়া যায়। কে ইহার দিখাত করিতে পারিবে ? যুগ যুগ ধরিয়া কেই পারে নাই, কোন বেদ, পুরাণ ইহার সঠিক খবর নিতে পারে নাই-পৃথিবীতে হয় তো সব হইবে কিন্তু মৃত্যুর রহস্ত দুয়ার চিরকালই বুঝি অমুদ্ঘাটিত হইয়া রহিবে জগতের কাছে। মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন এত মধুর, ত্যাগ আছে বলিয়াই বুঝি ভোগ এত স্পৃহনীয়-প্রিয় ! আর পুগা! সে কি করিয়াছে, কি করিতেছে ? ভাহার বিলাসী প্রাণ মন লইয়া সে কি করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে ত্যাগের এ মহা আহ্বান।

ক্ষেক্দিন পরে দে রাজীবের চিঠি পাইল। দে লিথিয়াছে—"প্রমা, পৃথা বেশ শাস্ত ভাবে তার এ ছর্ভাগ্য বরণ করে নিয়েছে! এবং কঠোর ভাবে সমন্ত নিয়ম প্রতিপালন করছে। সে আমাকে দেখে কাঁদেনি।কোন রকম হা হতাশ বা কাতরতা জানার নি। উপরে সে অনেকটা বেমন ছিল তেমনি আছে, তবে মদে ২য় ভিতরটা তার তেকে পেছে।"

স্থ্যমা চোপের জল ফেলিয়া উত্তর লিবিল-"পৃথাকে এখানে নিয়ে এসো।"

রাজীব নিধিল—"পৃথা এখন আসাৰে না। সে ধনে এক বংসর অক্টের অরগ্রহণ করতে নেই। স্থাসার প্রাছ সে নিয়ম মত বিমুকে দিয়ে অরিয়েছে। পৃথা ধনন আসবে না—তখন আমি শিগ্রিরই ফিল্লে আসহি।"

হ্বমার দাসণ শোকের উল্পাদ করেক বিনে পিছ কমিছা গিলা বাহিরে দে অনেকটা শাস্ত হইকেও অভ্যান গভীয় শৃশুভাকে সে কিছুভেই কোন কিছু দিয়া জীবা ভূনিতে পারিভেছিন না। ভুকু দৈ আহিছে শিক্ষা পাভাবিক ভাব দিবাইবা ভালিক। ক্রিকার শোক করিবার তাহার অধিকার নাই—কিন্তু অন্তরে সে যদি তাহাকে বসাইয়৷ রাপে তাহার সর্কোচ্চ প্রীতির আসনে তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার নাই। মৃত্যু স্নীলকে বেন তাহার আবো নিকটে আনিয়া দিয়াছে।

সে একেবারে আপনতম হইয়া গিয়া হ্রমার নিজের অন্তিবের সহিত এক হইয়া মিশিয়া গেল। সব কাজে ভাহার সমস্ত হালয় মথিত করিয়া বাজিয়া উঠে রণিয়া রণিয়া শুধু হ্রমীলেরই কথা। তাহার বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহ, পৃথিবীর সর্কহ্থ উপভোগ করিবার প্রবল আকাজ্জা জনস্ত হইয়া বেন তাহাকেই পুড়াইয়া মারিতে চায়। শেষ পত্রে সে বে প্রাণের সমস্ত আবেগ চালিয়া লিখিয়াছিল "আমি বাঁচতে চাই হ্রমা, জীবন চাই—" কিছ সব আশার সাথে তাহার হ্রম্মা, জীবনও কেমন করিয়া নিয়তির কোন জন্ধকার গর্পে ড্বিয়া গেল কে বলিবে?

ক্ষেক দিন পরে রাজীব ফিরিয়া আসিল। স্থরমা জিজ্ঞাসা করিল সর্কাত্তো পূথার কথা—"পূথা কি করছে ?"

রাজীব বলিল—"তোমাকে যা নিখেছিলুম ঠিক তাই
—পৃথা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এ অপরিহার্য্য তৃঃথকে বেশ
বরণ করে নিয়েছে।"

"তুমি গিয়ে কি দেখলে ?"

"আমি দেখলুম সে তার বিলাসিতার সমস্ত উপকরণে সাজানা প্রকাণ্ড বাড়ীর চারিদিকে বুরে বেড়াচ্ছে, যদিও তার সমস্ত চলাফেরার ভিতর একটা দারণ অবচ্ছন্দতার ভাব। আমি যেতে বসতে বলে নিজে মাটীর উপর ব'নে পড়লো—তারপরে তোমার কথা, প্রণবের কথা বেশ শাস্ত ভাবেই জিজ্ঞেস করলো।

"आत किছू रनता ना ?"

"হা বললো অনেক সব অবান্তর বাবে কথা— সেগানে
ন্তন কি কি পরিবর্জন হয়েছে— রাধানগরের বিশু খুড়ো
কেমন আছে—এই সব, আমি দেখলুম—ভাকে সাখনা
নিতে যাওয়া আমারি ধুইভা হয়েছে—আমি আর কি
বলবো ভেবে পেলুম না—ভার কথা নিমেই আলোচনা
করলুম। কোন কিছু জিজেস করবার উপক্রম করতেই
দেখলুম সে সে কথাটাকে অন্ত অবাং নিমে চাপা দেবার
বল্প বাত্রা হ'লে বিশ্বের না

"কেন ?"

"অনেকে আছে— যার। অত্যধিক যন্ত্রণাটাকে চাপা দিয়েই রাখতে চায়। ক্ষতের সে যন্ত্রণা নিম্নেই ভোগ করে আর কাউকে তা জানাতে চায় না—আর কেউ বা তা প্রকাশ করে, তাকে জাগিয়ে রেখে শান্তি পায়। সেই জ্বা মনে হ'ল পৃথা যেন স্থনালের কোন কথাই আলোচনা করতে চায় না!"

"কি হয়েছিল ?"

"তা আমি জিজেদ করি নি, আর ইচ্ছেও হয়নি কারণ মনে হ'ল তার বুকের কালো জমাট বাধা প্রকাণ্ড সম্ভ একটু বাতাসেই ছলে উঠবে আক্ল হয়ে—ভাই আর তাকে ধাটাতে সাহদ করলুম না ৷"

ক্রমা ব্যধিত ইইয়া ভাবিল, এই হাসির উৎস কোথায় গিয়া লুকাইয়া, কোন বভায় ত্কুল ভাসাইবে কে জানে! ও বুকে লুকানো অঞাবিলুগুলি জমাট হইয়া কোন আগ্রেয়গিরির অয়ুম্পাত রচিয়া তুলিবে কে জানে! সেয়ুহ্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"সে কালেনি!"

"না, আমি তাকে কাঁদতে দেখিনি, মনে হ'ল সমত কানা জমে পাথর হয়ে চেপে বসেছে ভারি হ'য়ে তার বুকে
—তার চোথে জলের বদলে আগুন দেখেছি, দে আগুনে যেন তারই সমত দেহ মন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।"

হ্বমা আপন মনে বলিগ—"সেই পৃথা—যে সমস্ত জীবনটাকেই তুক্তভাবে নিয়ে চ'লে এসেছে, আজ তার সেই জীবনেই চিরবান্তব এত বছ কঠোর মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিবে কে ভেবেছিল ? কেন এমন হয় কে জানে!"

রাজীৰ বলিলু—"কিন্ত পৃথার এ ভাবটা আমায় জাল লাগলো না—এমন ক'রে যদি দে তার জীবনের সর চেয়ে বড় ক্ষতিটাকে সহ্য করে নেয়, তা'হলে সেও মনে ক্য শিগ্রিরই মুদরে ভেলে পড়বে।"

স্থ রম। একটু ভাবিষা বলিল—"কিন্ত আমার কি মনে হয় জানো ? পৃথা সব ভূলে যেতে চেটা করবে প্রাণপনে, আমি জানি সে কোন জিনিষ্ট গভীরভাবে নিজে পারে না।"

ं बाबीयः अक्टू हुन : कतियाः साविदाः वितन---"क्यि

হয়তো তোমার কথাই ঠিক স্থরমা—তাকে আমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করে হাসতে দেখেছি।"

"তা'হলে হাসির উৎস ত।র ভকিয়ে যায়নি? তবে যে বললে সে গভীর ভাবে সব সহা করে যাচেছ।"

"এক একবার তাই যেন মনে হয়েছে তাকে দেখে—যে তার বুকে থালি আগুন থেলে যাচ্ছে—কিন্তু এও ঠিক মাঝে মাঝে তাকে খুব হাসতেও দেখেছি। কি জানি—"

"আমার একণার থেতে ইচ্ছে করে—একলাই তো আছে ়°

"একলা আছে বটে—কিন্ত প্রায়ই সহামূভূতি জানাবার লক্ত অনেকে এসেছে আসছেও—সে সকলের সঙ্গে সমানে মিশছে তুমি গিয়ে আর কি করবে—সে বলেছে নিজেই আসবে—"

"তা'হলে নে ভূলতেই চেষ্টা করছে বোধ হয়—"

"কিন্তু এত বড় জিনিষ্টাকে সে গভীরভাবে নেবেনা
—এটা কি তাচ্ছিল্য বা ওদাসীত ?"

"কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না—বাবার মৃত্যুর পরেও সে ঠিক এই ভাবে একদিনও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়নি—সে : সকলের সজে সমানে মিশেছিল—কিন্তু এক একদিন দেখতুম—ভার সমন্ত দেহ মন দিয়ে সে যেন যুক করছে নিজের সজে, বাবাকে সেখুৰ ভালবাসভো—"

রাজীবের কথা শুনিয়া স্থরমা কি রক্ম একটা অভূতপূর্বজ্ঞাব অহজ্ঞব করিল। পূথা তাহা হইলে হাসিম্বেই
এ আখাত সহা করিয়াছে, হয়তো বেশ হাছা ভাবেই
নিয়াছে সে অদৃষ্টের এ দারুণ পরিহাসকে। রাজীব তাহার
ভাই তাহার চক্ষে ভগিনীর এ অবিচলিত সহনভাব একটা
বড় রূপ নিয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু সত্য নিরপেক দর্শীর
ক্ষাছে পূথার এ ভাব কি ভাবে দেখা দিবে কে জানে?
য়াজীব তাহার ভিতর বে সহের ভখাচ্ছর আগুন দেখিয়াছে
তাহা হয়তো শুধু কর্মনায় মাত্র। কিন্তু পূথা হয়তো তেমনি
ভাচ্ছিল্য ভরেই বলিয়াছে "O! dash it।" স্বরুষা
ব্যথিত হইয়া আবার ভাবিল না, না তাহা হইতে পারে
না, আর বাহাই হউক পূথা স্থনীলকে ভালবাসিত, সমস্ত
ভাগি, মন, দেহ সব দিয়া, অন্তঃ খামী বলিয়া না হইলেও

"ভালৰালিত" ভুষু এইটুকুর জন্ম কি একবারও তাহা অভাবটাকে চোথের জল দিয়া বরণ করে ন। ? তাহা। কি সে হাসি দিয়া অভ্যৰ্থনা করিয়ালয় ? পুথার প্রতি তাহার একটু অশ্রদ্ধা হইল। স্থনীলের প্রিয়তমা পুণা শে হাসি মুখেই হয়তো শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়াছে— স্বামীকে, তাহার মহাঘাত্রার দিনে—কি ভীষণ-মাছবে এভটা পারে কি ?. কিন্তু পরক্ষণেই স্থাবার মনে হয় সে মিছামিছি শুধু একটা কথার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহাকে এত বড় অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেচে কেন ? রাজীব তাহাকে শুধু হাগিতে দেখিয়াছে— হাসাটা পাপ নয়। পূথা সহাত্ত্তি চায় না, সমবেদনা চার না-কাহারও দয়া-মায়া চায় না, সেইজ্ঞুই হয়তো সে সকলের সম্মুখে মাথা উচু করিয়াই নিয়তির এ কঠোর ব্যক্তক হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, তাহারই কথায় "ভাগাকে তাক্সিল্য" করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্ব চকুর অন্তরালে দে কি স্নীলের পরিত্যক্ত গৃহতলে লুটাইয়া পড়ে ন। ? তাহারও অন্তরাত্মার মর্মাডেদী বিলাপধ্বনি শুক্ত প্রধারী স্থনীরের মৃক্ত আত্মাকে মর্ত্তোর গৃহ পানে ফিরাইয়া লইয়া আদে ना कि? (क जारन!

প্রবল একটা ঝঞ্চা একটা প্রলয় কাণ্ড সৃষ্টি করিয়া, কতগুলা কি উলট পালট করিয়া দিয়া চলিয়া গেনে, তাহার প্রভাবে অভিভূত থাকিয়া কিছুদিন কাটিয়া যায়, তারপরে ক্রমে পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে সকলের ভিতর আবার সভাতিক ভাব ফিরিয়া আলে। রাজীবও শাস্তভাবে আবার নিজের কাজে ভূবিয়া গেল, কিছু স্থরমা এড নীত্র অত বড় কঠিন আঘাতের বেদনা জুলিয়া বাইতে পারিল না।

তাহার শরীর আবার ধারাপ হইরা গেল। মুব পাংড হইরা উজ্জ্বল চোধ তুটা সমস্ত প্রভা ছারাইরা জ্বেলির। রাজীব একদিন বলিল—"হুরুমা, জোমার শরীর ধারাপ হয়ে যাছে একবার চেঞ্চ ক'রে আসি চল—"

"दकाथात्र ?"

"दिशास्त थुनी—"

হরমা একটু ভাবিল, কিন্তু এখন কোন আনু কৰিছ পাইল না, বেখানে গেলে সে সম্পূৰ্তাকে বিভাগ কি

হাইতে পারে—সবই তাহার কাছে সমান হতাশার, সম অন্ধকার ভরা, সবই তাহার কাছে শৃষ্ঠ। সে বলিল— "কোধার যাবো আর—অন্ত কোধাও ভাল লাগে না।"

রাজীব জোর করিয়া বলিল—"নির্জ্জন কোন জায়গা বোধ হয় তোমার ভাল লাগবে না, চল কিছুদিন আর কোন সহরে থেকে আদি—।"

"কোন সহর ?"

"আগ্ৰা দিলী?"

ন্থুরমা একটু বিরক্তিস্থরে বলিল—"আগ্রা দিল্লা এতে। প'চে গেছে যে আর ভাল লাগে না—"

রাজীব বলিল—"তা ঠিক, তার উপর অমণ কাহিনী
লিখে লিখে আরো লোকে বেনী পচিয়ে ফেলেছে—কিছ
তোমায় আমি তাজ বা সেই বিগত-শৌর্য্যের ধ্বংসন্ত্রপ বেখাতে নিয়ে যেতে চাই না, তবে কি জানো নির্কান
জায়গা ভাগ লাগবে না, অথচ একটু চেঞ্চও দরকার
সেই জন্মই বলছিলুম দিল্লীর কথা, সেখানে একটা ভাল
'টকি হাউস' আছে, বেড়াবারও ভাল জায়গা আছে,
আমার কয়েকজন বন্ধুও আছে—"

"আর অক্ত কোন সহর —"

"কলকাতার চেয়ে জমকালো সহর তো আর ভারতে দেখতে পাচ্ছি না একটাও, দিল্লীটা ধ্বংসের একটা মহাশুশান হ'লেও ইদানীং একটু ভাল হয়েছে,—তাছাড়া
একটা Society পাবে—এই শীতকালেই সেখানে ভাল
শুম্ম—" স্থর্মা অনেককণ পরে মৃত্রুরে বলিল—
"এইথানেই ভালো—"

"কিন্ত তুমি শুধু ভেবে ভেবে শরীর শারাপ করছ থে—" স্বস। একটু লজ্জিত হইল—"ভেবে ভেবে" সে কাহার জ্ঞ শরীর পারাপ করিতেছে তাহা কি রাজীব ব্ঝিয়াছে ? সে বলিল—"ও ঠিক হয়ে যাবে।"

রাজীব **উত্তর দিল—"আর অক্থটী ক'রে বসনা** তাহলে—"

কাজেই রাজীব আর অন্তত্ত ঘাইবার সঙ্কল ত্যাগ করিয়া রহিয়া গেল। আর স্থরমা নিজেকে কাজে ব্যাপ্ত বাধিয়া তাহার পুরাণো সভা সমিতির থাতাপত্ত নৃতন করিয়া থুলিয়া বলিক। কলিকাভার গারিগার্কি স্বস্থা যদিও তাহার পক্ষে প্রীতিকর নহে তর্ও সে ক্লিকাতা ছাড়িয়া বাইতে চাহিতেছিল না কারণ অবসদ বন্টার সহিত সমন্ত শরীরও যেন অবসাদগ্রন্ত হইরা পড়িয়াছে, এখন অন্ত কোথাও গিয়া নৃতন করিয়া আর ওছাইরা বিসিবার তাহার শক্তি নাই। কলিকাতা তাহার পক্ষেতিক কটু রসে ভরা—এখানে মিনতি আছে,কলিকা আছে, রাজীবের দীনদরিত্র বন্ধুরা আছে, শরত আছে—আর সক্ষেত্র তাহার নিন্দা, মানি, অপবাদ আছে—তর্প্ত এই মাটীর সক্ষেই তাহার কি কতগুলি স্বতিও বিক্তিত হইরা গিয়াছে বৃথি যাহা লইয়া পেল। করিয়া থাকিতে সে ভালবাসে শান্তি পায়।

ভূলিতে চাহিয়াও ভূলিতে পারে না সে—বিশ্বতির অতল সাগরে ডুব দিতে গিয়া দে বার বারই ভাসিরা উঠে শ্বতির উজ্জ্বল বেলাতটে। ভাবে থাকুক শ্বতি—তাহার জীবনের সাথী হইয়া, তারপরে শেষ দিনে তাহাই বেন মহামিলনের মঙ্গল শুডা বাজাইয়া পুশা আতরণ বিহাইরা দেয় তাহার শুড় বারা প্রে।

>2

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন বিজয় আসিয়া ভাহাকে সংবাদ দিস। স্থরমা আবার বহদিন পরে প্রণ্বের স্থে একটু হাজামনে কথা বলিতেছিল—বিজয়ের নাম ভানিয়া সে পরম আগ্রহভরে ভাহাকে ভাকাইয়া নিজের বসিবার ঘরে বসিল। বিজয় ভাহাকে দেখিয়াই বলিল—"কি হয়েছে ভোমার? এত ভকনো দেখাতে ধে?"

"স্থ্যমা মান হনিয়া বলিল—"অত্থ হয়েছিল, ভোষার ধবর অনেকদিন ধরে পাইনি—তুমি কোথায় ছিলে ?"

"কামি এথানে সেথানে বুরছিল্ম, হঠাৎ আনেক গুলো কাল এসে পড়েছে,—কাল ফিরে এসে জনল্ম ভূমি আমাকে ডেকেছিলে—তাই ভাবল্ম দেখি থোঁল ক'রে কেন—"

"না ডাকলে আসতে না—না !"

"তা বদতে পারি না হুরমা, তবে অনাহত ফোবাও বেতেও ভালবাসি না আমি কানো ডো?"

"ভা জানি, সেইজছই ভেকেছিল্ব—"

"তবে ২।১টা জারগা আছে বেখানে জনাছত ই'রেও জামি বাই--এখন কেমন আছ ?"

"ভালই আছি—"

"কিন্তু তবু ভোমাকে এত বিমর্য লাগছে কেন ? কি হরেছে ? তোমরা চিরকাল স্থথ আনন্দকেই কিনে রেখেছ— ত্ংবের সঙ্গে ভোমাদের পরিচর তো দেখতে পাই না।"

"কে বললো ভোমায়? বিজয়, ছঃখটাই চিরসাথী আমাদের, ভার ভিতর থেকে আনন্দকে আমরা জোর করে আসিয়ে ভূলি—তোমার আশ্রম কেমন চলছে ?"

"চলছে একরকম, কি জানো, আমি দেখেছি এ সব কাজ কথনো আটকার না, চ'লে যায় কোনরকম ক'রে। ডোমাদের কাছে মূর্থ বোকা হ'তে পারি, কিন্তু এগনো এখনো নিজে থেতে না পেলেও আমার চেয়েও হৃঃখী কালা ভাদের পাৰার একটু জোগাড় ক'রে দেবার শক্তি আছে।"

"কোথেকে মাথা গ্রম ক'রে এলে বলতো, শুধু বে ঝগড়াই করছ—? আমার কিন্তু ঝগড়া করবার মোটে ইচ্ছে নেই—"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"তাই নাকি ? পান টান জ্বাছে ? না সাহেবিয়ানার বাধা—!"

স্থরমা পানের বাটা হইতে পান তুনিয়া দিয়া বলিল—
"কি যে বল—আমার ঠোট হুটো তো কখনো সাহেবিয়ানার
মর্য্যাদা রাখতে সাদা থাকে না—সব ধবর বল বিজয় —
ভোমার, মীরার কণিকার আমি শোনবার জন্ম একেবারে
আকুণ হয়ে আহি।"

"ধবর -! ধবর আমি জানবো কি ক'রে ?"

"না! তুমি আজ ঝগড়াই করবে ওধু—ভাহলে ব'কে যাও, আমচিপ করে থাকি—"

"দক্তিয় বলছি—বিশেষ কোন খবর জানি না। "মীরার খবর জানো না?"

ে "কিছু জানি ! সে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে আরে। কর্ম্মের ভিতর। সে বেশ আছে,"

"(मर्था त्मरविषेत्र जीवन ने करत मिश्र मा विजय !"

"আমি নষ্ট করছি কি রক্ম ?<sup>খ</sup>

"নট করছো না? তোষার জভ বেচারা সন্তাসিনী সাজলো, আর তুমি তাকে একেবারে অবহেলা ক'রে দ্রে স্বিয়ে লিজ্ঞ"—

"কিন্তু স্থ্রমা,—এর ভিতর দুরে সরানো আর কাছে আনার কোন রকম কথা আছে তা আমি জানি না— আর আমি এর ভিতর এত বড় একজন বর্ত্তাকারক ব'লে স্থপ্নেও ভাবিনি—কি বলছো!"

"হা তাই—তোমাকে তো এই কথাই লিখেছিলুম—"
"আমাকে কি করতে বলছ তুমি? আর ধদি তাই
বল, যে সে আমার জন্মই সন্ধ্যাসিনী সেজেছে—তা'লে
আমি বরং তাকে সংপ্রথেই অগ্রসর হ'তে সাহায্য করছি
ব'লে মনে হয়—কিন্তু করছি—কি রক্ম?"

"ঐ সন্ন্যাসিনীর মত জীবন কাটিয়ে দেওয়াটাই ভাৰ হৰ ?"

আমার মনে হয় তাই ভাল-"

"কিন্তু স্বিত্য স্ব্যাসিনী কেউ হ'তে পারে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে বিজয়।"

"তুমি নিজে পার না ব'লে আর আন্ত কারো পারা না পারার উপর সন্দেহ ক'রে লাভ নেই ডো—বা নিজে কখনো করনি বা করবেও না—তাই নিয়ে আন্তকে সমা-লোচনা করাটা কি ভুল নয় ?"

"নিজে না পারলেও মাহুষের মন মাহুষ অনেকটা বুঝতে পারে না কি ?"

"তা হয়তো পারে৷—কিন্তু তুমি যা পার না তা অক্তেও করতে পারে এমন ভাবাটাও তো অন্তার! তুমি ছবি আঁকতে পার না বলে যে Raphael ছিল না,ভূমি বেহালা বাজাতে জানো না ব'লে যে Stadivarius বা Kubleik ছিল না বা নেই, তার তো কোন মানে নাই—"

"তা নেই না থাক্—কিন্ত তোমার একেতা ও প্র কোন যুক্তিই থাটে না বিজয়! মীরা অভরে সন্তাসিনী হয় নি, সে দায়ে প'ড়ে হয়েছে—আর ভূমিও অভনে স্ব ভাগি করতে পেরেছ কি ?"

"আমার কথা ভোমার জেনে দরকার নেই—জন কর হয় বে ভাবেই হোক্ মীরা বা করছে এতে নে ক্রিটি শবনত হবে না— "বাবে কথা! ও'ভি বে জোমরা এক ভাবের কথা দিখেছ—কাঙ্গ, দরিজনেবা, আজ্মান ও সবে কি আছে—। আজ্মান করে আমি মারা গেলুম, ষত ছঃখ, নৈক্ত, কট্ট সহ কঃলুম, আর ফলে হ'ল কিনা য'বের জক্ত করলুম ভারাই আমার পিছনে আরামে বলে বললো 'fool'— পৃথিবীর ধারা এমন নয়, যত পারে। নিজে ভোগ করে বাও, ফুর্ত্তি ক'রে যাও—তব্ লোকে একদিন বলবে—
'লোকটা ভোগী ছিল বটে—"

"জগতটাকে অত হেম্ব ক'রে নাই বা দেখলে স্থরমা, কেন আমাদের দেশে ত্যাগের আদের কি কেউ করে নি? বা করছে না ? না আজি সকলে ত্যাগী মহাপুরুষদের fool' ব'লে গালাগাল নিচ্ছে? তৌমার বড় অন্যায়—"

"গাছা বেশ আমার অস্তায় মেনে নিচ্ছি, নইলে—
আর কিছু বললে—একেই তুমি চটে মাছ—ভাছাড়া ও
পৃথিবীর কথা নিয়ে আলোচনা করে মাথা গ্রম করা ছাড়া
আর কোন লাভ দেখতে পাছিছ না—নিজেদের কথা
গুলোই আলোচনা করা যাক—তুমি মীথাকে স্থা কর—"

"আমি মীরাকে ছঃবী করিনি—ছবী করতে পারবো ব'লে মনে হয় না হারমা,—আর চিঠিতে তো তোমাকে লিবেছি—আমি তার যোগ্য নই—"

"যোগ্য নওই বা কেন ? ছি: বিজয়, ভোমাকে আমি

এর চেয়ে আরো শক্ত ব'লে জানতুম—পুরুষ মান্তবের অভ

হর্ষণতা সাজে না—"

"হৰ্কণভা আমার কোধার দেখলে ?"

হৰ্মলতা দেখেছি বই বি—কি কি কডগুলা দিখে-ছিল—সেই কথাই বলছি—"

" ও তা আমাকে ঠাটা করতে পার—কারণ তোমরা

এ সবের মর্ম্ম বোরা না ছরমা—আর আমি সর্বাঞ্জারে

গরীব, দীন, রিক্ত আমাদের জীবনের স্বল বে রম্মুকু তা

দামাধা হোক্ অথবা ধ্লো ভরা হোক্ আমার কাছে

তাই মহামূল্য সম্পদ্ধ—একে বলি ছর্মান্ডা বল ভবে ভাই—"

"ৰাক্ আগে ছিল ফুল—এখন হ'ল তা মহাসুলা সম্পদ শিলে আলো কড কি হবে—"

"तम रूप रूपरे तक वरेंग—करि भाषात वाक्— सन्दर्भित कर कटोबर्कात वसन वीविनकी कार्तिक विरुक्त हत्त, उपन के क्राइटि जामात नोतम आत् स्थानकी धाता वहेत्य त्वत्व वत्वह यि मामि यह क'त्त जा तत्व

"নকড়মিতে ফুল ছাড়া, জল থাবার এই সব জিনিবই দলকারী বেশী, তাই বলি বিজয়, বাচতে চেটা কর জ ভকনো ফুল ভাকে ম'রে গিরে লাভ নেই।"

"তোমার মামার মতে কখনো মিলবে না হুরমা— আমার কথায় কথা বাড়িয়ে লাভ নেই আবল উঠি।"

"না বোস আর একটু—"

"ব'লে শুধু তর্ক করা ছাড়া আর তো কথা নেই— কিন্তু, হুরমা কি জানি এটা হয়তো আমারই হুর্বলতা— যাকে আমি অন্তরে পূজা করি—লে আমার কাছে দেবী তার হুরূপ মুঠি তুমি—"

"পত্যি বিজ্ঞানতোমার ত্র্কণতা অথবা বোক।মি বটে—কেন বে তুমি অলীক যত কিছু মনে গ'ড়ে তাই নিয়ে বেঁচে পাকতে াও তা জানি না—মামি দেবী দুরের কথা মাহ্য বিনা তাই বলতে পারি না—"

"তা তৃমি কিছু না হও—তবু জানি না কেন তোষাকে আমি বেশ উঁচু করেই দেখি তোমার সমল্প দোষগুলো কেনেও,—তৃমি বা আছ তা দেংও,—অথবা এর চেবেও:
আরো বেশী দেখলেও আমার অস্তরে তৃমি বা তাই:
থাক্যে—

"তृषि अकास Sentimental विकश !"

"কানো ভো হিক্ষুরা থড়, মাটি, রাংভা দিরে ষ্টিগৈছেই তাকে প্ৰো করে—ভূমি থড় হও মাটি হও ভ্রক্ত —আমার সাধনার বলে ভোমাতেই প্রাণ স্কারিছে ক'রে: নেবো—বে প্ৰক বা ভক্ত ভার কাছেই মৃতির স্বাদর— অবিবাসীর কাছে ভা কাটি মাত্র—"

"আক্ষা থাক্ আমার এই প্রাণটুকু নিবে বেশ আছি বিজয়, আর অন্ত কোন প্রাণ চাই না—ভূষি নীরাকে বিধে কর এই আমার—মানে দেবীর অন্তরোধ অধবা আদেশ—

"छ। इत ना खुत्रमा,—दिवान कारक वत्रहे धार्थना कति

न्या रक्षा द्यामात्र रेज्यानक रक्षामात्र क्रावी क्रमका अर्थे

ৰুঝি ভোমার সাধনা—)" আচ্ছা বিজয় ! ভোমার এ কি অস্তায় নয় !"

"年?"

"এই সব বা বলছ—কাউকে বলি তোমার মনে মনে পুলো করেই থাক তবে কর—তাকে যথন অগ্রভাবে পাবার আশা নেই তথন যদি তাকে শুধু নীরবে পূজা ক'রে যাওয়াই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার এতে কি আপত্তি আছে ?"

"আপত্তি আছে স্থ্যমা, আর তোমরাই বা কেন ও মেয়েণীকে অত সহায়ভূতি, দয়া, দেখিয়ে অয়াচিত ভাবে তার "ভালো" করবার জন্ম অত উঠে প'ড়ে লেগেছ বল ত ? সে নিজে কোনদিন বলেছে ? অংমর মনে হয় ভোমরা তাকে যতটা রুপা প্রার্থিনী বলে মনে করছ সে ভঙ্টানয়। আমি আজ উঠি অনেক বকা গেল—"

"উঠবে ওঠো কিন্ত তুমি একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখো —বুঝলে ? মীরা আর কারো কুপাপ্রার্থিনী হ'লেও তোমার নয়—ভোমার অভই বলছিলুম—ভোমাকে স্থী দেখলৈ আমিও স্থী হতুম—ভবে যদি তুমি তা না চাও ভবে থাক্—ভোমাকে আমার আর বলবার কিছু নেই!"

বিজয় উঠিয়া বলিল—"রাগ করো না হ্ররমা। অভ
শীগ্গির আমি নিজেকে একেবারে বদলে ফেলভে পারি
না—বেশ ভো আছি—এই জীবনই সয়ে গেছে, ভাল
শাগে, আর কেন বল । একটু আগে তুমি যা বলেছ
কিন্তু আমি কাউকে কোন ভাবে পাবার কখনো আশা
করি না, করিও নি! সে ভাবের কোন রকম অভায়
চিতাও আমার মনকে কখনো কল্বিত করেনি—ভগ্
হোনে রেখে। আমি আর যাই হই—কিন্তু এটুকু মনের
লোর আছে—যাকে একবার প্জো করেছি—তাকে সে
সিংহাসন বেকে নাবিয়ে পথের ধ্লার উপর কেলে দিতে
পারি না—কাজে তো নয়ই—সামাতা চিন্তার আরাও নয়—"
বিজয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

20

কভিনি চলিয়া গেল। ভা**শোকে হউক হাংগ হউক**াছিল ছেলিয়া বায়। বুভিনে

তিলে मासूब अध्यत्र इहेशा याश्र अनिर्दिष्ठ अर वहिशा निर्दिष् অনুষ্টের কোলে। স্থরমারও দিন চলিয়া যাইতেছিল। त्माक. ए:थ खाना, यद्यना यनि **कितकाशी** ভাবে মনরাজে। বাসা বাধিত তাহা হটুলে আজ সারা জগত একটা নৈ মিলা রণ্যে পরিণত হইত বৃঝি। নানা ভাবের আবেগ মনেব উপর দিয়া চলিয়। যায় আদে, খাকেনা কিছুই-তথু গাকে মাত্র্য ভাষার জন্ম নির্দারিত তৃংথ হুখ ভোগ করিয়া শেষের দিনের হিদাব নিকাশ করিতে। স্থরমার মনে আক্রকাল এই চিন্তাই রাতদিন খেলে। ক্তবার তাহার मन देवताता जात्म,-कडवात हेका दम्न काछ नाहे সংসারে,—কোথাও গিয়া ির্জ্জনে একলা জীবনের অবশিষ্ঠ দিনগুলি কাটাইয়া নিবে, মনে হয় দিন বুঝি ভাহার ফুরাইয়া গিয়াছে, এবং আর এ জীবনে সে আগের মত হাসিতে পারিবে না, আর তেমন করিয়া মন ঢালিয়া আনন্দ করিতে পারিবে না। কিছু ক্রমে সে দেখিল-হাসি ভারাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই,--সংসার অসার বলিয়া সব সময়ে মনে হয় না-এমন কি নিৰ্জ্বন বাদের চিম্বাণ মনকে একট শক্ষিত করিয়া তুলে। কথনো কোন আনল তাহার মনকে উল্লসিত করিনা তুলে। আবার মাধে মাধে মনে হয়, জীবন যদি এতই ছোট, এত কণভদুর হয়, তাহা इहेरल मत ठाइँएक जान अहे अञ्चल्हायी निमक्षनारक मार्थकण দিয়া ভরিয়া দেওয়া। জীবনের যত মাধুর্যা আছে দব কিছুই একে একে ভোগ করিয় লইতে হইবে—নহিলে विन कुताहेश याय--- इनीटनत कथा मटन इस "এहेशारनहे नव আরম্ভ হর সব শেষ হয়"—সব সময়ে সে নিজেকে কইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসে—কিন্তু পারে না— শৃকলের সঙ্গে মিলিতে হয়—স্মাজের স্কল কাজে যোগদান করিতে হয়, হাসিতেও হয়— মাবার মীরাকে ও বিক্ষকেও উপদেশ मिया मध्मादात कर्छदा ও উপকারিক বুকাইর। দিতে হয়। সে ক্লান্ত হইয়া উঠে—বাড়ী কিরিয়া <del>প্রান্তিভরে</del> विद्यानाय न्दे। देश पूर्विया यात्र हिसात चलन नागदा।

পৃথার ত্র্ভাগ্য রাজীবের মনে কড়থানি ব্যথার বিব চালিয়া দিয়াছে ভাহা সে ব্বিতে পারে। ভারার মরে ইভিম্থ্যে হ'একটা রেখা গভীর হইনা ক্রিয়াছে, ব্যক্তীর্থা যুক্তা অনুক্রধানি হাছিয়া, নিয়াকে, নিয়াক

সহায়ভৃতি ও **অমুকম্পা অমুভ**ব করে স্বামীর প্রতি। রাজীব মধে কিছু বলে না কিন্তু অন্তর ভাহার ভগিনীর ফুর্ভাগ্য নায তাহা সে ব্ঝো। সেই জন্ম সুরুমা তাহাকে সভরে খানিকটা নিজের করিয়া লইল। দুরে সরিয়া ঘাইতে চাহিয়াছিল দে অনেকদিন আগে, এবং যাইতেও ছিল ক্রমে ক্রমে, কিন্তু প্রণবের আগমন যে বন্ধন দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল তাহাই বুঝি দৃঢ়ীভূত হইতেছিল শোকের তীত্র দাহনে। কিঃনিন এই ভাবেই কাটিয়াছে, কিন্তু দুঢ়ীভূত হইয়াও যেন কোথায় কোন বন্ধনী একট শিথিল হইয়া রহিল ফলে রাজীবের প্রতি ভাহার স্নেহ, মমতা, সংাহভৃতি, অহকপা দবই ক্রিত হইয়া উঠিল নারীতের দর্ক কোমণতা থিজডিত হইয়া কিন্তু সেই দক্ষে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার অন্তর্নিহিত রঙিন প্রেমের আচ্ছাদনীটি ধুনিয়া পড়িয়া কোথায় সরিয়া গেল ভাহা দে বুঝিতে পারিল না। মিনতি থাকুক বা না থাকুক ভাহার নামে বিষেপের জনত অকার আর তাহার স্কাকে ছড়াইয়া যায় না। রাজীব ভাহার সঙ্গে একট হাদিল বা হাসিল না ভাহা লইয়াও সে আর ভাবিয়া ভাবিয়া কলনার হাদে কাদেনা। ঘণ্টার পর ঘটা সে তাহার সহিত সপ্রতিভ ভাবে কথা বলে কিন্তু মিনভিব নামোলেখ-বা ভাহাকে শইয়া বিন্দুমাত্র অভিযোগ করে না। তাহার বে সাহচর্য্য সে আগে জোর করিয়া লইতেছে ভ বিয়া বুটিত হইয়া উঠিত তাহাই দে আজকাল অকুটিত ভাবে লয়। স্বমা রাজীবের সহিত কথা বলিয়া খানিকক্ষণ ভূলিয়া থাকে হুধ পায়—কিন্তু তাহার পরশ তাহার অন্তরে শিহরণ দাগাইয়া তুলে না—ভাগার মুখের একটা কথা ভাছাকে শাবেগে মৃশ্ব করিয়া দিয়া আর তন্ত্রাচ্ছর করিয়া দিতে পারে না !

মনীলের মৃত্য ভাষাকে সব বিবরে বিরাগী করিয়া দিয়াছিল। সেইজন্ত সে সকলের প্রতি নিরপেক হইয়া উঠিল। ভাষাজ্য আর ঝগজা করিয়া ফল নাই—এই ভাষিয়াও সে একেবারে নির্মিকার হইয়া গেল রাজীবের প্রতি। ভাষার ক্রিকার বিশ্বাভারই অন্তিপ্রেড এই ভাষিয়া সে বিধান সে বানিয়া ক্রিয়াও

ছিল অবনত মন্তবে, তবুও যাহা লে ভূলিতে পারে নাই, দে ক্তের বেদনা তাহার অজ্ঞাতদারে প্রতি ক্রে ভা**হাকে** ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল এতদিন, যাহার প্রতিকার করিবার স্থযোগ দে এতদিন পাইয়াও পাইতেছিল না-এতদিন যথনি সে ভাবিয়াছে একটা বোঝা পভা করিয়া সকল সমস্তার সমাধান করিয়া লইবে তথনই ভালা ঘটনা-চক্রে অপরিহার্য্য হইয়া তাহাকে উপহাদ করিয়াছে। ভাহার প্রথম জীবনের সে দৃপ্ত গর্কিত সরল যাহাতে সে স্কল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিয়াছিল স্বামীর সৃহিত, পরে **বাহা** নিজেজ বার্থ হইয়া, চিরসাধীরূপে ভাহার জীবনের আনন কোলাহলের মাঝধানে সক্তপ্ত করিয়া রাধিয়াছিল একটা বিষাদের করুণ স্থর, যাহা নিরস্তর বাজিয়া যাইত, হয়তো मार्थ मार्थ वक्षे कक्ष्म करत, किन्न अरकवारत विनीन হইয়া যাইত না. মিলিয়া যাইত না যাহা ভাছার অকর নিহিত স্বত্যাগী ভাবধারার সহিত,—কিন্তু আত্ম তাহা ক্ৰমে বিলীন হইয়া মিলিয়া না গেলেও ব্যাধিপ্ৰস্থৰ. मृ उत्र এक शास्त्र निष्या बहिल निष्या इहेबा, खाहाब मभछ कार्याकती भक्ति शाताहेश नित्छक शहेशा। दक चाहि. কে নাই. কে কি করিল না করিল এ ভারনা ভারাকে আর অভির করিয়া তুলে না! তাহার প্রেমের শতমুখী মন্দাকিনী ওছ হইয়া গিয়া রহিল শুধু ওাহার ক্ষীণ রেধাটুকু, উভাল তরল-রাশি ভ্রথাইয়া গিয়া রহিল নীর্দ বালুকারাশি মাত্র—।

এও এক রকম ভাল হইল। গভীর শোকের বেদনার ভিতর সে খুঁজিয়া পাইল একটা অভাবনীয় শান্তি—তবে কি তাহার চিত্তকে জয় করিবার উপায় খুঁজিয়া পাইরাছে ? জীবনে এমন জনেক সময় জালে বধন একদিনের জীবনমরণ সমজাটাকে অত্যক্ত হাসাম্পদ বিদিয়া মনে হয়—পরে। ঠিক ইহাই স্থরমা ভাবে কি করিয় এক একদিন মিনতির প্রসদ লইয়া, অধবা রাজীবের সামান্ত একটু হাসি বা কথার জন্ত তুমুল কলহের স্থাই করিয়া সে মান অভিমান করিয়াছে। রাজীব তাহার এ নৃতন ভাবে কিছু বিশেষত পাইরাছিল কিনা সে ব্রিভে পারে না, কিছু সে লক্ষ্য করে, রাজীব ভাহাকে বেন ভাল করিয়া পাইতে চাছু বে বিদ্যাক্ষয় করা স্থয়া আহাকে বিদ্যাক্ষয়া করিয়া পাইতে চাছু বে বিদ্যাক্ষয় করা স্থয়া আহাকে বেন ভাল করিয়া পাইতে চাছু বে বিদ্যাক্ষয়া স্থায়া আহাকে বান আহাকি ক্ষয়া স্থায়া স্থায়া আহাকি ক্ষয়া স্থায়া ক্ষয়া স্থায়া আহাকি ক্ষয়া স্থায়া আহাকি ক্ষয়া স্থায়া আহাকি ক্ষয়া স্থায়া স্থায়া ক্ষয়া স্থা

ট্রুডর পায় নাই হয়তো শ্বন্থ তিরস্বারই আসিয়াছে ভাহাই রাজীব মাঝে মাঝে আলোচনা করিতে চার কিছ স্থরমা ইহা অভি পুরাতন ও পচা বনিয়া সে কথা ডনে না, অথবা ইহাতে জার কোন রকম নৃতন্ত না শাইরা, সে কথা চাপা দিয়া অন্ত কথা বলে। সে নিজেই আক্রা হারা ভাবে এতট। পরিবর্তন ভাহার কিলে হইল। ছনীলের মুজ্যু, প্লাজীবের প্রতি নিরপেক্ষতা, বয়সের সহিত ক্রমি:ক্রফ্রির পরিপক্তা ও পেই লকে মনেরও শক্তি বৃদ্ধি, প্ৰথম এ পাংলচনা এখনো তাহার প্রাণে একটা অভানা त्वहमात्र रुष्टि क्रिया (१४,—ना **८**वमना नय। अत्रमा छाट्य ব্যাধার তীব্রভা কমিরা গিরাছে, কতের ম্পনিত বর্ষণার উপশন হটরাছে, ভাই বুঝি সে সর্কানস্ভাপহারী বিশ্বতির শ্রণ লইয়াছে ! কিছ ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেও এই ভাবহীনতার ভিতর কোণাও এতটুকু অভিমানের লেশ উ কি মারে কি ? কি জামি—তবু **ভাল—স্থ**শয়া কণ্টক্লিভ বলিয়া মমে হয় না,—এখন সে শোষ কেল निक्टिष्ठादि, यारेद्रत दर्ग अनिवाद क्या देशका द्रामा, রাজীব কথন আসিল তাহা ভাবিয়া বার বার ঘড় দেখিয়া চোথ ছুইটা আলাময় করিয়া ভূলে না। শাস্ত ভারে সে বিছানায় ওইরা অথচিত্তায় বিভোর হইরা কখন স্থিয় কোনে চুলিয়া পড়ে সে ব্ঝিতে পারে না। পূর্বে কোন কাৰ তাহাকে বেশীকণ বাধিয়া দাখিতে পারিত না. এখন কিন্তু সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজের ভিতর ভূবিয়া থদক-বাদ্দীবের উদ্দেশে অন্থির হইয়া আর ব্যবিরা বেড়ার না। বরং সাজীবই ভাহাকে খুঁলিয়া ফিরে। महनक्षिम काष्ट्रिया राज धारे कारव।

প্রেমিন রাজীব সকালে হুরমার করজার আসির।
ভাক্সিল—"হুরমা—"হুরমা ভিতর হুইতে উভর দিল
"আক্রিম" রাজীব "61 খাবে এনো" মলিরা নীচে নামিরা গোল। হুরুরা থানিকজন পারে থাবার বারে চুলিতে
রাজীর জিতহাতে বলিল—"বোল এত দেরী করলে বে!"
হুরুরা থাক্ত রাজ ক্রিক্ত টেবিকের লামনে ভেরার টানিরা
বজিরা বলিল "পুর বেশী কেরী করেছে কি ? কি না ভোগ

সাজীব বৃদ্ধ হাসিরা অবিদ্যাল-শিংক্তে ইবন্ধি ৷ কাল বিশ্বক্তে একটু আৰু হ'লে বিবাহিক, অভিনের লাগে মানে লমেককণ শাজা দিবে তার পারে নিনতির শেষ বন্দোক্ত অনো—"

শুরুমা মিথিট মনে সামনে প্রসারিভ ধবরের কাগছের দিকে চাহিরা বলিয়া উঠিল "নেথেছো—কি স্লকম ভূমিকুল হয়েছে কি ভীষণ—ইস্—"

স্থরমা ঠিক সেইভাবে মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিল—

রাজীব বলিল—"কাগঙ্গ পড়ো পরে—তোমার চা ঠাঞ্জা হ'ল যে—"

স্থরমা মৃথ তুলিয়া বলিল—"এই যে থাচ্ছি—তুমি চেলে রেখেছ ? ধঞ্চবাদ !" কাগদ্ধ একটু স্রাইয়া চারের পেয়ালা টানিয়া নিয়া স্থরমা বলিল—"কি রক্ষ কাও হচ্ছে দেশে,—এর পরে কি যে হবে তাও বলা ধায় না, সাজ্য আমরা যাই বলি না, যাই করি না কেন, কিন্তু ভাবতে গেলে গর্বব যে একটা না হয় তা নয়,—পুথিবীর ভিতর এত বড় একটা দেশ—"

"রাজাব বলিল—"গজে সঙ্গে অনেক কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে, কি রকম দেশ কুড়ে একটা নিরাশার ভাব আসছে। অরিন বলছিল—"

"তোমার বাজে ব্যাদের কথা রাখো<del>ত</del>"

"অরিন বাজে বুঝি!"

"ত। নয়তে। কি—! মাজকাল কাগজে প্রায় দেখি, দেখে বেশ আনন্দ হয় চারিদিকে বেশ একটা কিনের রেন সাড়া প'ড়ে গেছে—আমরা কোন কাজেই আসছি না— কিছ—"

আলোচনা করিয়া অনেকজন কাটিরা বেল একটু চুণ করিয়া রাজীব বলিল—"কুবনা থাকে মাজে বড় আভ বোৰ করি—চল কোথাও বুরে আনি,—দেখো ভোষার কৰা মত আমি বিস্তিকে—"

হরমা আবার পাশের কাপজটা নাডিয়া চাডিয়া নেখিডেছিল, নে বলিয়া উঠিল—শ্রুকী কানো বিশ্ব এসেহে দেখছি—বাবে নাকি আবার্

শ্ৰাৰ ভো মিনেল সেলের ধ্বারে শান্ত করিছে । বাজের না "शांदर्ग दिनेस स्व--"

"ভবে সিনেমা ?"

"ভাতে কি—ল্লাছে বেতে পারি—"

"কোন ফিল্ম"

"The Smiling Lieutenant-Maurice আর Claudet, Maurice এর গান খলো আমার খ্ব ভাল নাগে-"

"ওর একটা style আছে— তবে আমার খুব বেশী এগবের উপর ঝোঁক নেই—"

"আমারও ছিল না, পৃথাই আমার মাধায় এ সব চুকিয়ে দিয়ে গেছে, আচ্ছা পৃথা তো আসছে না, চিঠিও লিংছেনা—কি হ'ল ওর ?—"

রাজীব একটু ভাবিয়া বলিল—"সেই কথা আমিও ভাবছিলুম স্বরমা কাল একটা টেলিগ্রাফ করে দেবো—"

ত্বমা উঠিয়া একটা হাই তুলিয়া ক্লাম্ব ভাবে বলিল—
"নামি তো লিখে লিখে হয়রাণ হয়ে গেভি, লে উত্তর দের
না,—অনেক বেলা হয়ে গেল, হাই একটু কাল আছে—
প্রথব ও স্নান করবে—" স্থবমা চলিয়া গেল।

তথন শীত আদিয়া আবার নিদাৰ তাপিত দেশের বৃক্তে তৃত্তির শীতল হস্ত বৃলাইয়া দিয়াছে। মিসেস সেনের "গার্ডেন পার্টির" উৎসবে ঝোগদান করিয়াছে বছ সন্ত্রাম্ভ গণ্যমাত ব্যক্তি, স্থরমা উপস্থিত হইয়াই চারিদিকে চোধ বৃরাইয়া দেখিয়া লইল আগ্রহণের। দেখিল অনেকে আদিয়াছে, চেনা, আচেনা—। হঠাৎ পিছন হইতে কেবলিল "নমন্তার মিলেস বোস—"করমা পিছম কিরিয়া চমকিয়া উঠিল—দেখিল শরস্ত! দে একটু আবাক্ হইয়া বলিল—"আপনি পু কেমন আছেন পু"

"থাক্ তবু কথা বললেন—আপনাকে অনেক দিন খেকে খুঁকছি মিলেল বোল, কেশ থেকে কিনে এলেছেন, ভারপরে অনেকদিন কেখা করতে জেকেছি কিছ হয়ে ডঠেনি—"

"নোন কাল্প ছিল কি 🕍

"কারণ ছিল ও আরে, আর ভা আভানেই বলবো বাগনাকে—"সর্রভত্তর স্বত্তক এ ভাবে প্রভেচ পৃত্তিভ ব্যা বলিতে ক্রমান্ত প্রভেচ বোদ স্থতিভালিক বিদ্যালিক

—"বে দিন ছবিখে হবে বলবেন—ওনবো—"বে স্টিয়া যাইতেছিল কিন্তু শরত একটু অখাভাবিক বরে বদিল "সরে যাবেন না, শুসুন, আজকেই যখন আপনার দেখা শেয়েছি তখন আলকেই বদবো—"

হরমা বলিল—"আজ আমি আপনার কথা কিছুতেই ভনতে পারবো না মিঃ ঘোষ—"

ব্যক স্বরে শরত বিলল—"এখন শুনতে চাইবেন না আমি জানি, কিছ একদিন শুনতেন—"হরমা কোন উত্তর না দিয়া সরিয়া যাইতে দেখিল ওদিকে কয়েকজন এতক্ষণ তাহাকে ও শরতকে দেখিতেছিল,—একট্ট লজ্জিত হইয়া লে আরো অস্তুদিকে সরিয়া গেল। একট্ট দূরেই বীণার সঙ্গে দেখা ইইল, সে বিলল—"বাং এই বে, আমাদের একেবারেই ভূলে গেছ—না ?"

স্থামা বলিল—"না ভূলবে। কেন ? ভালো ভো !" "ভালো কই ? কডদিন অহুধ বিহুধে পেল—"

"আমারও তো, — আছো -বলতে পার কণিকা **এনেছে** কি ?"

বীণা হ্রমার দিকে চাহিরা একটু চুপ ছরিয়া রিংল; বোধ হয় এই কথা ভাবিয়া যাহার সঙ্গে সে এভ বঞ্জ অক্সায়াচরণ করিয়াছে, আজ দিব্য সঞ্জিভভাবে লে ভাহারই খোঁজ করিভেছে। হ্রমা আবার বলিক্তনা "কণা আসেনি বীণা ?"

ৰীণা এনিক ওনিক চাহিলা যদিন—আসবার জ্যে কথা ছিল আসবে নিশ্চয়,—তা আমাদের ওদিকটা বে মাড়াও না,—ব্যাপার কি १—"

"ব্যাপার কিছু না ডাই, সময় পাই না—"

একটু গামিয়া বীণা বলিল—"কণার শৌজ করছ জিল্প কথা ভোষার বৌজ করা হেছে নিমেছে লামে। ভো ?"

শ্লানি—আমি কিছ বেহায়ার মত <del>বৌৰ করি</del> তর্<del>ড</del>—"

হঠাৎ বীণা একটু বুনে চাহিনা বলিল—ক ডো কণা—"
"কই" বলিবা হুনুবা চাহিনা দেবিল কচাই কবিকা—
ভালাকে বেন মড় ওছ ও নান লেবাইডেছিল—লৈ বলিক—
"বীনা, কণাতক একটু ডেকে আনতে শান্তৰ দ্"
"বৰ্মাণ ভালাৰ ক্ষম ক্ষমতাই ও হালকে মান্তিন

দেদিন বিনীতা দেবীর ওধানে—" এমন সময় শীণাকে কে তাকিলে,—সে "আসছি" বলিয়া কথা অসমাপ্ত রাধিয়া ক্রতপদে চলিয়া গেল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল কণিকাকে নিজে তাকে, কিন্তু নানা কথা তাবিয়া সে সঙ্কর ছাড়িয়া একবার চারিদিকে শরতের সন্ধানে চাহিল, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল শরতের সঙ্গে কথা বলিয়া চেটা করিয়া দেখিবে—য়িদ সে কণিকার স্থাধের সংসার আবার পাতিয়া দিতে পারে। কিন্তু শরতকে সে দেখিতে না পাইয়া একথানি চেয়ার একটু দ্রে টানিয়া লইয়া গিয়া বিমা পাছল।

প্ৰকাণ বাগানে ভোট টেবিল সাজাইয়া দেওয়া হুইয়াছে-চারিদিকে শিজন ফুলের মেলা-মাঝে মাঝে পায গাছের ঝোপ, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সহরের সৌধীন নর नाबीन पुतिया (त्र्डाहर्टिहन-दक्ट वा उथरना टिविरनब কাছে বদিয়া চা পান করিতে করিতে গল্প জ্মাইয়া তুলিয়াছিল। একপাশে একদল "ব্লীংব্যাণ্ড" নানারকমের স্বমধুর স্থর বাজাইয়া সকলের ভিতর এক নৃতন উন্মাদনার স্ষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। শীতের বেলার অন্তগামী স্থা-রশ্মিটুকু সে:গালী আলোর ফোয়ারা ধারায় সে আনন্দ সভার চারিদিক ভরিয়া দিতেছিল। স্থরমা একটা নাস্টার সিয়ামের বেদীর কাছে বসিয়াছিল চুপ করিয়া। বাহুনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোধের সামনে নাচের মন্দ্রনিসের ছবি ফুটিয়া উঠিল, ও ভাহার ভিতর সে পৃথা ও স্থনীলকে দেখিতে পাইল। একটা আবেশ মাধা ক্তথ-ছত্তির আবেইনেও সে ব্যথিত হইরা উঠিল, চোথছটী আজাতসারে সজল হইবা গেল। তথন বাজিতেছিল প্রতি হরে আনন্দ ও বেদনা ঝছারিয়া স্থনীলেরই প্রিয় একটা স্থর "valentia"-মাথে মাথে পরিচিত পরিচিতা चार्त्सक चार्तक मछावन चानाहेशा, त्कर वा छ'अकी প্রাপ্ত করিয়া চলিয়া যাইতেছিল—তাহার তথন কাহারো সহিত্ত কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল না।

ক্তকণ অস্তমনক ভাবে বসিবার পর হঠাৎ কাহার কঠবরে দে চাহির৷ দেখিল বিজয় ! বিজয়কে দেখিরা লে একটু খুলী হইরাই বলিল—"ওঃ ভাহ'লে এখানে ভোষার যত ভিখিনীরাও খালে না বিজয় ?" "আনে বই কি স্থ রমা, ভিক্সের সর্বাত্ত গালে। তো, বিশেষত: এই বিশিষ্ট জনসমাগম—এই দিনে, এতে যদি আমার আসবার লোভ না হর, তবে কার হবে বল—তোমার ?"

"আমারও লোভ হয় বই কি !"

"তা'হলে অশ্য কারণে হ'তে পারে, কিছু আমি থে তোমাদের "কেক্" "আইস্ক্রিম" থেতে আসি, আর ছু' দশটা বড়লোক দেখে চোথ ছুটো সার্থক ক'রে নিতে আসি—"

"কেক্, আইস্ক্রিম ও বড়লোকদের সৌভাগ্য বলডে হবে—বোস না—"

বিজয় জার একটা চেয়ার আনিয়া বদিয়া বলিল— "তুমি যুথভাষ্ট কেন ?"

"মামার যুধও নেই কান্দেই আমি ল্লষ্টও নই—"

"যুধ না ধাকাটা একরকম ভালোই—দেদিনের কথায় রাগু করেছিলে না ? তাই এতদিন খোঁকা নাওনি—"

"রাগ একটু করেছিলুম বই কি! কিছ আর রাগ করবো না বিজয়, আর তোমাকে কোন অহরে।ধর্ব করবো না—"

"কেন হ্রমা? আমার দিকটাও ডেবে দেখে— হঠাং তুমি বদলে বিয়ে কর আর আমিও বদসুম ইয়া— এ কি সম্ভব?"

"সম্ভব নয়ই বাকেন ? মীরা তোমার আংকানা মেয়ে নয়—"

"বৃথলুম কিন্তু মীরার মা বাগা আছেন—তাঁরাই বা আমার মত একটা ভববুরের হাতে মেরে দেবেন কেন?"

"ও ৷ তাহ'লে মীরার বাবা মার মত হ'লে ভোষার আপত্তি নেই তো !—"

"তারও ঠিক নেই স্থরমা, ঘোট কথা এখনো ও স্ব ভাবিনি, আর ভাববার সময়ও নেই— টিনি কো সংগ্রহ

"ভবুও ঠিক নেই---?"

"না,—থাকু ও সব কথা—শরত এনেছে—"
"দেখেছি—চেহারা একেংারে বনলে নেছে—"
"কণিকার সংখ দেখা হতেছে ? কুলারা

ৰণছিল কি কডখলো কথা বলবে। কিন্তু আমার শোন-বার ত্রসা হ'লন!—"

"কেন নিম্মের ভয়ে না মনের অনিচ্ছায় ?"

"মনের ইচ্ছা ছিল—বলতে গেলে নিজ্পের ভয়েই—
বলিও ওটা একরকম গা সওয়া হ'বেই গেছে—"

"मानत है छहा छिल ?"

"ছিল বৈ কি ? কেন থাকাটায় কিছু দোষ আছে ?"

"কি জ্ঞানি ভোমার শ'ল্পে নেই তা জ'নি,— ধাক্
ভোমার স্থামীর দান সেই বিধবা আশ্রম শেষ হ'য়ে গেছে

— প্রঞ্দিন বোধ হয় ওপ্রম খোলা হবে।"

স্বনা একটু নিরপেকভাবে বলিল—"তা হবে হোক্ ভালই—আমার স্বামীর এ স্থমতির জ্বন্ত তাকে ধরুবাদ দেখো। কিন্তু তোমার ঐ জাশ্রমটি যে যত হত।শ প্রেমিকদের আড্ডাঘ্র হয়ে উঠলো বিজয়—"

"হয় হোক্—হতাশ প্রেমিকরা তবু ভালো—" "কেন •"

"হতাশ প্রেমিকরা একনির্চ হয়—"

"ছাই হয়—হতাশ হ'য়ে হ'য়ে যখন একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন বছনিষ্ঠ হয়ে ওঠে—"

"ভুল স্থরমা—সকলে তা নয়—"

"গাছা বেশ, তবে তাই—" একটু চুপ করিয়া হ্রমা বিলল—"বিজয় আজ ভোমাকে স্থামি তোমার আশ্রমে পৌচে দেৰো—''

"হঠাৎ এ অমুগ্রহ কেন ?"

"অত্গ্রহ নর, মীরার সঙ্গে দেখা করতে বাবো—"

"তা যাও কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাবে।কেন ?"

"গেলেই বা, ভাতে ভোষার অকলত নামে কলত কালিমা পড়বে না বিজয়—"

বিজয় হাসিয়া বলিল "বৃদি পড়ে,—ভাছাড়া আবার মত একটি রাপ্তার কোকের সলে ভূমি, সমাজের একজন বিশিষ্ট মহিলা—"

"না বিজয়, আমি সমাজেরও নই; বিশিষ্টাও নই। বাজার লোক ; তা আমিও তার চেয়ে বড় বেশী তাল নই…"

"এড বিনয় (चन् ।"

"বিনয় নয় সভ্যি কথাই বলছি—"

"জানো গাড়ী মোটর আমার সহা হর না,—ভাই আমি যতদূর পারি ওঞ্চোতে এড়িয়ে চলি"

"তা চল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আন্তকের দিন্টা নাই বা এড়ালে ?"

বিজয় উঠিগ বিলিল—"মাছে। তাহ'লে যাবার স্ময় আমাকে বলো—মানি একটু ওদিকটা পুরে আদি আর জ্যোতিবাবুকে তু একটা কথা ব'লে মাদি—"

"এक हे मामत्मे (परका-"

"মাক্তা" বলিয়া বিজয় ভিডের ভিতর মিশিয়া পেল। স্বনা দেশল ইইতে উঠিতে ঘাইবে এমন সময় দেখিল বেশ একটু প্রাকৃত্বভাবে বাজনার সংক্ল শিশ দিতে দিতে তাহার দিকে রাজীব আদিতেছে। তাহার পাশে আর একজন কে। মুখটি অনেকটা চেনা মনে ছইল, কিছ হঠাং সে ঠিক করিতে পারিল নাকে,—একটু কাছে আদিতে স্বনা ব্ঝিতে পারিল, কোথায় ঘেন ইহাকে দেখিয়াছিল আজ মুনে হইল লোকটী স্কর মোটেই নয়—তবে চোথ ছটি মক্ল নয়,—মনে পড়িল সেদিন রাত্রে পৃথা ও স্নালের সক্লে ফার্পিতে দেখিয়াছিল। কাছে আদিয়া রাজাব বলিল—"স্বমা—মনে আছে? মি: অরিন রয়—

হ্বমা হাত বাড়াইয়া দিল। লোকটা সৰংছ ভাহার প্রথম দিন হইতে থব ভাল ধারণা হয় নাই। আৰু বিতাহার ভাব দেখিয়া, তাহার সঙ্গে একটি কথাও বলিডেই ছা হইল না। মিঃ রয় হ্বমার সহিত করমর্দন করিবা প্রায় ভাহার ম্থের উপরই একমুখ দামী "হাভানা চুকটের" ধুঁয়া ছাড়িয়া, রাজীবের দিকে ফিরিয়া বিলল—"বোস——I've just explained to you. হটো Oil field এর Report আমি পেবেছি—ভার ভিতর আসামের fieldটাই নিশ্চর ব'লে মনে হর। ইংলগু গিরে দেখলুম—কোন ইংরেজ কোম্পানী এখন ভারতে কোন মুলধন ক্লেবে না. বা নৃতন কোন কারবারও আরম্ভ করবে না—নেইজ্রা আমি টিক করেছি যে বাবসটা নিকেই আরম্ভ কোরবো। একটা নিমিটেড কোম্পানী করতে চেটা করবো। বিশিবটিড কোম্পানী করতে চেটা করবো। বিশিবটিড কোম্পানী করতে চেটা করবো। বিশ্বিক্রম্বন

ফেলবো যত দরকার হয়—ভাহলে ভূমি আমার অংশীনার হও।"

রাজীব বর্নিল—"তা হ'তে পারি—এ ব্যবসাও খুব' লাভের—কিন্তু এই দিনে স্থবিধা হবে কি ?"

দিগাবের শেষ অংশ তাচ্ছিল্য ভরে মার্টাতৈ ফেলিরা দিয়া অরিণ বলিল—"ও—নিশ্চম! তাছাড়া depression এনেছে সভা, কিন্তু কভনিন দ Crisis বেশীদিন থাকবে না—শীগ্লিরই স্থাদিন আসবে। বেশ স্থরটা বাজছে ভো!" বলিরা সে স্থরমার মুখের দিকে একট চাহিয়া রাশীবকে বলিল—"ভা'হলে তুমি আরা আমি আরম্ম করি বোস দ না ভূমি স্থাদনের অপেক্ষায় থাকবে দু"

"নিশ্চয়ই নয়— খনি আরম্ভ করা যেতে পারে!'
"ভাছলে কখন আমার সঙ্গে দেখা কংবে বল!"

"ভার চেয়ে তুমি কাল এলে আমাদের সঙ্গে চা বাও লা—অবশু বলি ভোমার অবদর থাকে—কি বল ক্রমা ?" "কাল ?" না ধকুবাল—কাল আমার কাজ আছে। ৰাক্ আমি ভোমায় ফোনে ডাকৰো। আছে। আজ বিলায় বন্ধ।"

রাজীবের হাত ধরিয়া সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়া অরিণ চলিয়া গেল। রাজীব স্থরমার দিকে চাহিয়া বলিক — "মনে হয় কারবারটা লাভের হবে—না স্থরমা ?"

ক্রমা উবং মুথ ঘ্রাইয়া বলিল—"কি জানি তুমি ঠিক না জেনে ভনে হাত দিয়োনা, ও লোকটা শেষে ফেন তোষাকে না ঠকার;"

রাজীক হাসিয়া উঠিল—"ও:, অরিণ রয় আমাকে ঠকাকে—য়ার সমস্ত জগতের সকে কারবার, টাকা নিয়ে ধে বেলা কচ্ছে—ডাছাড়া আমাকে এত বোকা পেলে— ভূমি একেবারে খুকিটি!"

"কি জানি লোকটাকে দেখলে কিছু ঠগ—জোচ্চোর
বাংলাই মনে হয়—বড়লোক তো দ্রের কথা ভত্তলোক
বাংলাই সক্ষেত্ হয়—যাগ্গে—শোন—আজ আর সিনেমায়
কাকি মা—"

"কেন 🕍 "ওম্নি"

"ভাহ'লে দিগ্সির বাড়ী ফিরবে ভো ক্রমা ৪ "কেন ৪"

"ভোমাকৈ একটা কৰা বলকো, ভাছাড়া তৃমি না থাকলে বাড়ীতে একলা বলে থাকতে ভাল লাগে না,— আমি একটু পরেই কাড়া 'ফরে ব'বো—ভূমি পারতো শিল্পির এলো—"

স্থরমা নিবিব বার ভাবে বিশিল—"আছ্যা—দেখবো—" রাজীব চলিয়া গোল। স্থরমার মনে হইল অরিণ রয়— বিশেষ কোন স্পরাধ না করিলেও লোকটীর আগাগোড়া বেন সর্বপ্রকার দোষে ভরা।

ই তিমধ্যে ওদিকে কি কতপ্রলা অভিনন্ন ইতাদি হ ইতেছিল। সেইখান হইতে তাহার কালে একটু একটু গানের ও কথার রেশ ভাসিয়া আদিতেছিল। ক্ষেত্র আলোটুকু সরিয়া গেল। শীতের সন্ধ্যা রান ধ্সর হইয়। নামিয়া আদিতে না আদিতে, তাহাকে উপহাস করিয়া বাগানের বড় বড় গাছগুলি ভরিয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে হাজার বাতি অলিয়া উঠিল। শীত বোধ হইতেছিল বলিয়া স্থরমা উঠিয়া "ক্লোক্ ক্লমের" দিকে অগ্রদর হইল। পথে দেখা হইল আবার শরতের সহিত, শরত বলিল—"মিসেদ্ বোদ্ আমার কথাগুলো ভনতেই হবে—" স্বমার মনে হইল সে তখন ঠিক প্রাকৃতিক ছিল না—দেব বলিল—"এখন পারবো না মিই হোক—"

"क्न नित्मत्र छत्र ?"

''নিন্দের ভরে হয়তো হতে পারে—'"

শরত বেন অনিয়া উঠিল—"আজ নিম্মের তর হ'তে পারে আপনার, কিছ যখন আগে আপদি ইচ্ছে ক'রেই আনার সজে কথা বলতেন, তথন নিকের তর কোখার হিল ?' কিছু আছু আমি নিকের তর অভিনে সেহি—"

স্থরমা বিজ্যাত বিচলিত না হইয়া বলিক তাবো বিঃ বোক-কিছ লাল লালাকে কেতে হলে অইনি



( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

#### কাব্যে মণ্ডন-কলা

রুসপৃষ্টি করিতে হইলে,—সরস করিরা অরুভৃতি বা চিন্তাকে প্রকাশ করিতে হইলে,—কাব্যে রসময় চিত্র দিতে হইলে, কাব্যরচনায় মগুন-কলার প্রয়োজন আছে। আব-হাওয়া বা আবেইনী, চালচিত্র ও পটভূমি রচনা করিতে হয় —সলীতের মাধুর্যোর পৃষ্টি করিতে হয়, বিস্তাস-সোচবের হাই করিতে হয়। এ সমস্ত মগুনকলার অলীভাত।

কাব্যে সাধারণতঃ শব্দালকারের দারাই এই কলার প্রসাধন করিতে হয়—বিল, অন্তপ্রাস, বমক, ছন্দো হিলোল ইত্যাদি এই মণ্ডনকলার উপকরণ। ইহা ছাড়া, ছন্দের সোষ্ঠব, সৌষম্য, সামঞ্জক্ত ও বৈচিত্র্যপ্ত স্থাষ্ট করিতে হয়।

এই মণ্ডনকলা কাব্যের আত্মা নয়, প্রাণ নয়, দেহও

য়য় — দেহের লাবণাও নয়। কাব্যের কাস্তিবর্দ্ধনের জ্ঞান্ত

য়য়ণ-গৌরব,প্রসাধন-সৌষ্ঠব ও ভ্যা-পারিপাট্যের স্থান্ত ছাড়।

য়য় কিছুই নয়।

গাহার। উচ্চ শ্রেণীর কবি, তাঁহারা মগুনকলাকে উপেক্ষা নিরন না বটে—কিন্তু ইহাকে অতিরিক্ত মর্যাদাও দেন ।। তাঁহাদের বিশাস অতিরিক্ত মগুনে লাবণ্যের উপচয় । হইগা অপচয়ই হইয়া থাকে—খাতাবিক কান্তি পূর্তি ।র না। লাবণ্য-বর্ধনের বা বিশাশের জন্তুই মগুন। মগুন দি তাহার অন্তরার হয়, তবে বৃধা সেজত শ্রম কবিরা ফল ইণ আলছারিক কুন্তল বাহাকে বৈদ্যা-ভলীতশিতি । ইউরোপে বাহাতে Euphuism বলে, তাঁহার পূল্য ।বিকাল আর শীক্তত হর না।

रीशास्त्र असंदर्भ क्षेत्र-मन्त्रासम्बद्धाः अस्ति, सीशात्री

3

মণ্ডন-চাতুর্যোর আতিশ্যোর দারা তাহার ক্ষতিপুরণ করিতে চান। এ যেন অঙ্গে স্বাভাবিক লাবণ্যের অভাব থাকিলে কৃত্রিম বেশভ্ষার পরিপাট্যের দারা লাবণ্য-বিকাশের চেষ্টা।

এইশ্রেণীর রচনাও সকল দেশেই জনাদর লাভ করিয়াছে। যাহারা আদর করিয়াছে, তাহারা ঠিক রস-পিপান্থ নয়,কেবল ক্ষণকালের জন্ম 'বিলাস কলান্ত কুতৃহল' চরিতার্থ হুইলেই ভাহারা সম্ভষ্ট। এই শ্রেণীর কাব্য-পাঠকের সংখ্যা খুববেশী হুইলেও প্রকৃত রসজ্ঞ ব্যক্তি ভাহাকে মর্য্যাদা দেন না।

আর এক শ্রেণীর কবি আছেন—তাঁহাদিগকে ঠিক কবি না বলিয়া শক্ষ-শিল্পী বলিলেই ঠিক হয়। ভাঁছারা মণ্ডনকলাকেই কবিদ্ধ বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন। অবশ্র একথাও সত্য, কোন কবিই সমস্ত জীবন ধ্রিয়া তাহাই করেন নাই। তাঁহাদের কতকগুলি রচনা আচে यांश मञ्जकनात्रहे छेरकृष्टे निमर्नन,-कांदा अटक्वाद्यहे নয়। অথচ ছদে এখিত বলিয়া এবং বহিঃস্থীতের মাৰ্থ্য আছে বলিয়া কাব্য নামে চলিয়া গিয়াছে। মগুনকলা এক শ্রেণীর শিল্প সংক্ষাহ নাই-চতু:বটিকলার মধ্যে ভাতার অতি উচ্চত্বান-ভাহাতে বিশ্বা, সৌন্দর্যবোধ, পৃথকা, সামঞ্জ, মাত্রা ইত্যাদির জ্ঞানের যথেষ্ট প্ররোধনীয়তা चाटि- उर् हेरा कार्य नव । कार्य कर्नित माज नटर-কৰি কাব্যে রসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন-শিল্প কাব্যের क्की चन्याब,-मधनक्का धानहीन निव्नाब। कावा यनि इस तम्भाषास कृष्यम्,--मधनकनात निवर्णन इहेरव ट्यांट्यंत्र पूर्ण ।

#### কাব্যের অমুক্রম

রচনার ক্রম সাধারণতঃ তিন প্রকারের—যুক্তিমৃলক ক্রম (Logical Sequence), আবেগাত্মক ক্রম (Emotional Sequence) ও আলম্বারিক ক্রম (Rhetorical Sequence)। ইহা ছাড়া ঐতিহাসিক, কাহিনীমূলক ইড্যাদি ক্রমের উল্লেখ করা ঘাইতে পারে—কিন্তু তাহারা সুবই অনেকটা যুক্তিমূলক ক্রমেরই অযুক্তি।

গছ ও পছ উভয়বিধ সাহিত্যের ক্রমই ঐগুলির একটি—না—একটি হইতে পারে। মিশ্রক্রেম গছ, পছ ছুই-ই লেখা যাইতে পারে। প্রাধান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয়—গছের ক্রম যুক্তিমূলক এবং কাব্যের ক্রম আবেগাত্মক।

সম্পূর্ণ যুক্তিমূলক অফ্রেমে অনেক পছাই লিখিত হুইয়া থাকে। রসজ্ঞগণ তাহাকে ছন্দে গুদ্দিত প্রবন্ধ মাত্র বলিয়া থাকেন—কাব্য বলেন না। যুক্তি ও আবেগে মিপ্রিত অফ্রেমে রচিত কবিতা রসজ্ঞগণের নিকট কাব্য বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে—আবেগমূলক অহ্রেমে রচিত কাব্যকেই তাঁহারা অধিকতর মর্যাদা দেন। কিন্তু এই আবেগে যদি সংযম না থাকে—মর্থাৎ স্বস্কৃতি, সামঞ্জ্ঞ ও সৌবম্যের প্রতি লক্ষ্য না রাধিয়া মনোবেগ যদি অবরিত উচ্ছাদে পরিণত হয়—তাহা হইলে আবেগাত্মক ক্রমেরচিত হইলেও তাহার অভিব্যক্তিকে উাহারা কাব্য বলেন না।

স্কু সৌন্দর্যবোধের ছারা পরিচালিত আবেগাত্মক অন্তক্রমে রচিত পভাই শ্রেষ্ঠ কাব্য।

এই ছুইটি অন্তক্রমকে অনুসরণ না করিরা আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ আলহারিক অন্তক্রম অন্ত্র্যন্ত করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। আলহারিক ক্রমটি কি ?

সংশ্বত কৰি যখন গোকের পর গোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তখন একটি দিকে খর দৃষ্টি রাখিরা চলিরাছেন। তাহা এই, প্রত্যেক গোকটিকে অলহ্বত ভলিতে সরস করিয়া প্রকাশ করা চাই। তাহাতে যদি অনেক কথা বাদ পড়িরা বার, যাক—বাহাকে সরস ও অলহ্বত করিয়া

বলা যাইতেছে না—তাহা বলার প্রয়োজন নাই। মনোবেগের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে যদি অলম্কৃতির বাঘাড
হয় তবে সে ধারাকে অনুসরণ করারও প্রয়োজন নাই।
কোন বস্তু,ব্যক্তি বা ভাব সম্বন্ধে যে কথাগুলিকে অলম্কৃতরূপে
স্লোকবন্ধ করা যায়, সেই কথাগুলিই শুধু বলা হইবে।

একটি শ্লোকের পর পরবর্ত্তী শ্লোকটির কেন আবির্দ্ধার ছইল তাহার কোন যুক্তি নাই-মনোবেগের ধারার সহিত সে পরস্পরার সামঞ্চ নাই। সেই জন্ম অনেক সংস্কৃত কাব্যে—বিশেষতঃ বর্ণনামূলক কাব্যে অ'মরা একটি শ্লোকের পর যে ভাবের বা যে রসের শ্লোকের প্রত্যাশ করি—তাহা পাই না। যাহা পাই তাহাতে মনোমত শুখা शाहे ना-शाहे विश्वय। वना वाल्ना, এक है। एक धान-পুত্র অবশ্য তলে তলে আছেই। কিন্তু তাহাকে পরম্পরা वना यात्र ना-े एत्व स्नाकश्वन 'श्रुत्व मिन्ना हैव' ঝলমল করিয়া আমাদের আনন্দ দান করে। প্রত্যেক শ্লোকে আবেগ, ভাব ও মুক্তি আছে কিছ পরম্পরাট ঠিক তাহাদের দ্বারা পরিচালিত নয়। এ শ্রেণীর কাব্যও সং-কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কালিদাসের অজ-ৰিলাপ, রতিবিলাপ, হিমাজিবর্ণনা, সমুজবর্ণনা ইত্যাদির উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। বর্কমান যুগে সভোজনাধ কতকটা ঐ ভব্দিরই অমুসরণ করিয়াছেন।

আজকালকার বাংলা কাব্যে বেরণ ছন্দ, অহচ্ছেদ ও
মিলের পারিপাটোর দিকে প্রথম দৃষ্টি দেওয়া হয় ভাহাতে
উহা ভিনটি অফুক্রমেরই মর্যাদারক্ষা করিয়া চলে বিদয়া
মনে হয়। ভিনটি অফুক্রম পরক্ষারের মধ্যে সদ্ধি করিয়া
একটি মিশ্র ক্রমের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ মিশ্র ক্রমকেই করিয়া
অফ্সেরণ করিয়া থাকেন। কাব্যের উপাদান বত সৃদ্ধ
চিস্তাম্লক ও অবাত্তব হইয়া উঠিতেছে, তত্তই এই অয়্বক্রমের প্রাধান্য বাড়িতেছে।

আজকাল 'বগ্ন পাত্মক-ক্রম' নামে একটি ক্রম কাহারও কাহারও কাব্যে দেখা বাইডেক্রে। কবি বর্ বিহলে প্রজাপতির মত বগ্নগতির ক্রম অস্থলভার করিছা বেন স্টের এক একটি অক্কে স্পর্শ করিছা চরিয়ারেন। সেই স্পর্শ-মাধুরী এক একটি পংক্তিকে স্থানিয়ার ইহাকেও কেহু কেহু উচ্চেকেশীর কার্য করিয়া প্রকাশ

#### কাব্যে পৌরুষশক্তি

আজকাল কেহ কেহ তুঃথ করিয়া বলেন—কাব্যে
প্রেক্ষণ জির অভিব্যক্তি আর দেখা যায় না। পৌরুষ
পজির অভাবে বালালা কাব্য প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে।
ইহারা প্রেম, সহালয়ভা, মমতা, কারুণা, বাৎসল্য, আত্মেৎলর্ম, নিষ্ঠা ইত্যাদিকে পৌরুষ ধর্ম মনে করেন না,
নারীর ধর্ম বলিয়া মনে করেন এবং আফালন, ছঙ্কার,
অন্ববিক্ষেপ, চাঞ্চল্য, বিজ্ঞাহ, বাহ্বাক্ষোটন ইত্যাদিকেই
প্রাণের ধর্ম বলিয়া গণ্য করেন এবং ধীর শাস্ত চিত্তে হলয়র্বির অন্থশীলনকে প্রাণহীনভার লক্ষণ মনে করেন।
য়াক—ইহারা যাহা মনে করেন, করুন। পৌরুষভাব
কাব্যের অপরিহার্য্য অল নর—অর্থাৎ কোন কবিভার
মধ্যে থানিকটা পৌরুষভাব না থাকিলে সেটা কবিভাই
হইবে না—ইহাত হইতে পারে না। তবে পৌরুষভাবজ্যেতক কবিতা একটিও একেবারে না থাকিলে জাতীয়
সাহিত্যের অলহানি যে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দকলপ্রকার স্কুমান, শান্তসংঘত হৃদয়বৃত্তিকে
নারীবের অঙ্গীভূত বলিয়া বাদ দিলে যে কয়টি হৃদয় বৃত্তি
বাকী পাকে—গীতিকবিতার পক্ষে তাহারা যে উৎকৃষ্ট
রদবস্ত নয়—কবিরা ক্রমেই তাহা উপলব্ধি করিতেছেন।
মহাকাব্যে বছ রসের অভিব্যক্তি থাকিত—চরিত্র-স্থান্ত এবং
চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত থাকিত—একটা কথা বস্তা
ভাহার মেক্রমণ্ড অরমণ বর্ত্তমান থাকিত—ঘটনা-পরস্পরা
ধাকিত—রাজা-রাজ্যের উত্থান-পতন—মুদ্ধ-বিগ্রহ-অভিবানাদি থাকিত—ভাহাকে সম্পূর্ণান্ত করিবার জন্ত পৌরুষভাবভোতক রস্স্থান্তর প্রাধানের ক্রম্ন অভিব্যক্তি অগ্রান্ত
বিশ্বার, বীর, ভয়ানক ইত্যাদি রসের অভিব্যক্তি অগ্রান্ত
বহুমার রসের প্রধাননার ক্রম্ত সামঞ্জ্য লাভ করিত—
বশোভন হইত না।

গওকাব্যগুলিতেও মহাকাব্যের আনেক ধর্ম বর্তমান 
নাচে।কাজেই এইগুলিতেও অভিনিক্ত মর্যাদা লাভ না
নির্লেও পৌকবরসের ম্থাবোগ্য স্থান হইরাছে। পরে
নিন গণ্ড-কাব্যের কর্তব্যের বিভাগ হইরা পেল—অর্থাৎ
বিন নাটক, উপস্থান, ছোটগন্ধ, স্কীভ ও সীভিকবিতা

শশুকাব্যের কর্ত্তব্যকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল
—তথন নাটক এবং উপন্তাস কতকটা শশুকাব্যের
পৌরুষাংশটা পাইয়া গেল, বহু রসের একত্র স্মবায়ের
দায়িত্-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।

ধে কয়টি রস অবলম্বনে তথাকপিত পৌকষশক্তির
অভিব্যক্তি, রসশাল্পের রসপর্য্যায়ে তাহারা শুক্রশ্রেণীর বা
নিক্ত জাতীয়। সে জহা গীতিকবিতা সে গুলিকে বর্জন করিতে বাধ্য হইল। গীতি কবিতা একটি কোন বিশেষ রসকে অবলম্বন করিয়া রচিত। তাহাকে যথন একটিমাত্র রসকেই অবলম্বন করিতে হইবে, তথন সে নিক্তাশ্রেণীর রসকে গ্রহণ করিবে কেন । নাটকের পক্ষে সে অস্থ্রিধা নাই।

মাইকেল থণ্ডকাব্যের মধ্যে পৌরুষ রসের স্থান

দিয়াছেন—কিন্ত সেই রসই তাঁহার কাব্যে প্রবল হইরা

উঠিল না—কর্মণ রস বা নারীজের মাধুর্যকেই তিনিও প্রাধান্ত

দিতে বাধ্য হইলেন। তাহা না হইলে বেণীসংহারের দশা

হইত মেঘনাদবধের ৮ তথাকথিত পৌরুষরস যে গীতিকাব্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট রস নয় ফাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন—

বলিয়া তিনি ব্রজালানা কাব্যে এবং কবিভাবলীতে

ঐ রসকে প্রপ্রা দেন নাই।

ধেমচক্স কবিতাবলীতে ঐ রসকে পরিবেষণ করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেগুলির আব্দ কি ছুদ্দিশা! সেগুলিকে কেহু বক্তুতা ছাড়া আর কিছু কি মনে করে ?

বীহার। পৌক্ব-রদের অভাবে কাতীয় সাহিত্যের অকহানি ইইতেছে মনে করেন—তাঁহারা নাটকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন। আর যদি সাহস,বিক্রম, উৎসাহ, তেলবিতা, অংখ্যাৎসর্গ, মৃক্তি-তৃষ্ণা,উচ্চাকা ক্রা ইত্যাদিকে পৌক্ব-ধর্ম্মের অন্তর্গত মনে করেন—তবে জাঁহারা পৌক্ব রদের কাব্য যথেইই পাইবেন। আর যদি Majesty, Sublimity, Vigour, Grandeur ইত্যাদির অভিব্যক্তিকে পৌক্বরদের অভিব্যক্তি মনে করেন—তবে রবীক্রনাথের রচনায় অভাব কি ?

কিছ তাহা ত নয়। বাঁহারা পৌক্র-শক্তির কাব্যে অভিব্যক্তির পক্ষপাতী, তাঁহার। চাহেন কাব্যে বিজ্ঞোহ, পাশবিকতা, বর্জরভা ও কর্কশতা। কোন কবি বরি তাঁছার কাব্যে বিধাতার কান মলিয়া দিতে চাহেন অথবা ভগবানকে প্রাণপনে ভর্পনা করেন। ভক্তি ও প্রহ্লার পাত্রগণকে চাবুক মারেন, নিজের জননীকেই বেশ্রা বলিয়া অপূর্ব্ব সাহস দেখান, নিজের প্রণায়নীকে বলেন—'জোমার হাড়-মাস চিবাইয়া খাইব', শালগ্রাম শিলা লইয়া ভাঁটা থেলিতে চাহেন অথবা শত শত বংসরের সঞ্চাতার সহস্র চেষ্টায় যে আদিম বর্ব্বর মনোবৃত্তিগুলি শালিত হইয়া আছে, সেই মনোবৃত্তিগুলির উন্মত্ত উত্তেজিত অভিবাত্তিক করিয়া বসেন—তবে এই শ্রেণীর সমালোচকগণ প্রেক্তিকর বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিবেন।

এই রচ্ডা পৌরুষ নহে—ইহা পাশবিকতা। পৌরুষ ভাব হইলেই শুধু চলিবে না—আট হইয়া উঠা চাই। এই জেনীর রচ্ডা আর্টের পক্ষে গুণ নহে—দোষ। কর্কশকে মফা, চিকাণ ও স্থাঠিত করিয়া তোলাই আট। কার্কশা প্রকৃতির মধ্যে আছে সত্য—কিন্ধ প্রাকৃতির অন্তকরণই ত আট নয়। পাশবিকভাও পৌরুষ নয়। পাশবিকভার সংবমনের নামই পৌরুষ। মানবমনের সকল বৃত্তিই সাহিত্যের উপাদান হইছে পারে—সেসকল বৃত্তিই সাহিত্যের উপাদান হইছে পারে—সেসকল বৃত্তি মানবের যেমন আছে দানবেরও ভেমনি আছে। কবির সরস লেখনীর স্পর্দে মাহুযের বর্ষরতম বৃত্তিরও পাশবিকভার কর্ম্যাতা দ্ব হইয়া যায়। আন্টের সক্ষেত্রীদার অর্থাৎ প্রীর সক্ষেত্র হার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নির্গ্রেজতা কথনও শ্রীসম্পাদন করে না।

যাহা কিছু প্রাতন তাহাকে নিলা করায় বা তাহার বিক্লছে বিদ্রোহ করার মধ্যে পৌরুষ নাই। প্রাতন মান্তবের চিত্তরণ করিয়া আসিয়াছে— আল তাহাতে মান্তবের আর তৃতি হইতেছে না—তাহার বিক্লছে মান্তবের মানকে বিষাক্ত করিয়া তোলায় পৌরুষ নাই। প্রাতনের পালে নৃতনকে দাঁড় করাইয়া, বাছবলে নয়—ভাবশক্তির বলে, তাহাকে অধিকতর চিত্তহর করিয়া তোলাতেই পৌরুষ। জ্লোর গণায় একটা বিজ্লোহের কবা লক্ষ্ দিয়া হলার করিয়া বলিলেই পৌরুষভাবের কবি হওয়া যায় না। কোকিলের অর কিই বলিয়াই সকলের বিবাস, কোকিলের 'য়র মিই নয়, ফর্কণ' এই কথাটা বারনার গর্জন করিয়া বলিলেই লা কাক্ষের ছর ছবিই এই কথাটা

চীৎকার করিয়া বলিলেই কোকিলের প্রতি কাহারও বিতৃষ্ণা জন্মিবে না—নৃত্তন সত্যের বা পৌরুষের সন্ধান পাইলাম বলিয়া লোকে উল্লাসিত হইয়া উঠিবে না। এমন একটি কলকণ্ঠ পক্ষীকে আনিয়া হাজির করিতে হইবে, যাহার স্বর শুনিয়া আর চিরপুরাতন কোকিলকে ভাল লাগিবে না। যে কোন পক্ষীকে আনিয়াই কেবল চীৎকারের নারা এমন কি জোরালো যুক্তির স্বারাও তাহাকে স্বকণ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিলে চলিবে না।

আমাদের দেশের কাব্য-সাহিত্যে রবীক্সনাথের প্রভাবে শৃঞ্জান, গঠন-পারিপাট্য, সংযম ও শাস্ত-শ্রীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এগুলি কাব্য সাহিত্যের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য অক্ষন্ত্রপ হইয়া উঠিয়াছে যে অনেকের নিকট অতিপরিচয়ের জন্ম তাহার বৈচিত্র্য বা অপূর্বতা নাই, অনেকে তাহার মধ্যে একটা স্থলভতার মানি অম্ভব করেন।—তাঁহারা চাহেন,—একটা নৃতন কিছু ভনিতে, চাহেন একটা নৃতন বিপরীত ধরণের বাণী, দেখিতে চাহেন একটা বিচিত্র ভলী,—ভনিতে চাহেন একটা চমকপ্রদ নৃতন হয়ার। তাই সংযম ও শৃঞ্জার বিপরীত একটা কিছু দেখিলেই পৌক্ষয়ের আনন্দে লক্ষ্ক দান করেন—ভাবেন, বৃষ্ধি যুগপ্রবর্ত্তক আদিলেন।

তাহাদের কাছে উচ্চুন্থলতার নামই নৃতন্ত, পাশবিক্তার নাম বৈচিত্রা, কর্কশতার নাম পৌরব। কিছ
হায়, এ সকল ত নৃতন জিনিষ নয়—এইগুলিই চির
প্রাতন। বছদিনের চেষ্টাতেই সংষ্ম, শৃথলা, সৌকুমার্য
ও আধ্যাত্মিকভা ঐ গুলিকে জয় করিয়া উঠিয়াছে—মানব
জাতির সভ্যভারও ভাহাই প্রাধ্মপ্রপ।

সমাজের সর্বাত শিষ্ট আলাপ শুনিতে শুনিতে বিশ্বস্থ ইইয়া শোবে কুংসিত অয়স্ত কথা শুনিবার কর বে ব্যপ্রতা—নরনারীকে সর্বাত বেশক্ষামণ্ডিত দেখিছে দেখিতে বিরক্ত ইইয়া বীভংস বিবসনতা দেখিবার কর বে আগ্রহ—হণক হুখাদ্য ভোজনে বিরক্ত ইইয়া কীচা খাল খাইবার কর বে লোভ, তাহার সহিত্যকান্য করিছিলের সংখ্য, শুখলা, সৌকুষার্থ্যের হুলভঙ্গার বিশ্বস্থ পৌশ্বের নাবে উভাম উচ্ছু খাল্ডায় প্রক্রিক করিছা কোন পার্থব্য নাই।

#### খণ্ড-কাৰ্য ও গীতি কাৰ্য

আলও কেই কেই ছংখ করিয়া বলেন—এ যুগে একটা মহাকাব্য কলে না—একটা খণ্ডকাব্যও কেই লেখে না। কেন লেখে না ? খণ্ডকাব্যের যুগ অতীত হইরাছে। অদ্র দেশের কথা ছাড়িয়া আমাদের নিজের দেশের কথাই বলি।

যবন গ্ৰভাষা সাহিত্যের উপাদান হইয়া উঠে নাই. ত্ত্বন কাব্যকে একাধারে অনেকগুলি কাজ করিতে হইত। কাব্য তথন হইত একাধারে—কাব্য, সঙ্গীত নাটক, উপস্থাস, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও সমাক্তত্ব। মৃদ্রাযন্ত্র ছিল না-শকল কৰির ভাগ্যে রাজ্বসভাও ভুটে নাই--শেষত কাৰাকে পালাগানে পরিণত করিয়া গ্রামে গ্রামে তাহার গাওনার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে--- দেক্ত কাব্যকে সনীত হইয়া উঠিতে হইয়াছে। দেশে জ্ঞানপ্রচার বা লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না. সেজন্ত কাব্যকে ধর্মতত্ত্ব সমাজতব্বের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইতিহাস লেখার প্রধা ছিল না সেজ্ঞ ইতিহাসের বার্ডাও তাহাকে বহন বরিতে হইরাছে। একাধারে এতগুলি কাল বাহাকে করিতে হইয়াছে-বলা বাহুলা, ভাহার ধারা কোন কাৰটাই স্থচাক্ষরণে সাধিত হয় নাই। তাহা না হউক, 'मनन कावा'अनि त्रामंत्र त्नांक्टक मक्तावत नात्न छान छ আনন্দ দান করিরাছে।

তারপর ক্রমে যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও যুগসম্পনের অতিরিক্ত বৃদ্ধিতে ব্যক্তি স্বাভদ্রাবাদ ও কর্মবিভাগপ্রতি প্রচলিত হইল। খণ্ডকাব্যের দায়িত্ব ও কর্জব্যেরও
বিভাগ হইল। খণ্ডকাব্যের বদলে আসিল—উপদ্ধাস,
নাটক, পরা, ইতিহাস, ধর্মতন্ধ, সমাজতন্ধ ইত্যাদি গণে,
এবং পীতি কাব্য ও সন্ধীত আসিল পদ্যে। সকলেই স্বভ্রম
ভাবে আস্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কাব্য আর অভ্র কাহারও সন্থিত একত্র মিলিত হইতে লাহিল না—
কালেই ভাহার খণ্ডকাব্য হইবার ন্থবিধা চলিয়া গেল—
ভাহাকে গীতিকাব্যের ক্রপন্ধ বরিতে হইল।

কাৰোর নিজৰ একটা অভিযাম আছে—ৰে নিজের শক্তিতেই যখন জয়ী হইছে পারে—তথন বে কেন অপরের সহায়তা লইয়া বৌধ ব্যবহা করিয়া ক্রেম আনার করিতে মহিনে ? যুগধর্ম্মের পরিবর্দ্ধনের সঙ্গে সংক্ষ মানবসভ্যজার
প্রীর্দ্ধির ও মনোজগতের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের
নিজস্ম উপকরণ বেমন বাড়িয়া গেল—প্রেরণার পরিষাণ
ও সংখ্যাও তেমনি বৃদ্ধি পাইল। কাব্যের আর অক্টের
দিকে চাইবার প্রয়োজন বা অবসর নাই।

তাই বলিয়া এ যুগের কবি বে ইচ্ছা করিলে থওকান্ত্র লিখিতে পারেন না তাহা নহে—কিন্তু ভাহাতে ভাঁহার লেখনীর স্বাধীনতা নষ্ট হইবে, কবি ইহাই ভাবেন। আত্মীয় ভাববন্ধতে তাঁহার যে স্বাধীনতা, অনাজীর (Impersonal) বিষয়বন্ধতে সে স্বাধীনতা নাই—থওকাব্য লিখিতে হইলে কবিকে কাব্যের নিজস্ব ক্রম (Sequence) ত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক, মুক্তিমূলক বা কাহিনীমূলক ক্রম অবলম্বন করিতে হয় অবন্ধা নিজস্ব ক্রমকে এইরূপ ক্রমের অধীন করিয়া তুলিতে হয়। ফলে, আগাগোগা সরস হইয়াও উঠে না—চিন্তু স্বাধীন ক্রিভি লাভ করে না। এই সব ভাবিয়া কবিরা থওকাব্য রচনা করিতে চাহেন না। গত শতালীতে থওকাব্য রচনার Experiment হইয়া গেছে—তাহাতে দেখা গেল, সেগুলির মধ্যে যতটুকু লিরিক ততটুকুই ভাব্য হইয়া উঠিয়াহে, বাকীটুকু অন্যর।

#### Message বা বাণী

কেহ কেহ বলেন,—এতেয়ক শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে একটা বাণী বা Message থাকিবেই। দেশের লোকের পক্ষ হইতে বাহা বাণী বা Message—ক্রির পক্ষ হইতে ভাছাই কবি জীবনের মূল প্রেরণা। ইহাদের মতে প্রত্যেক কবির জীবনে একটি মূল প্রেরণা লাছে—একটি মত্যকে তিনি অবিকার করিয়াছেন—দেই সভ্যকেই নানা ছল্মে মামা ভলিতে ভিন্ন ভিন্ন কবিভায় অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন — অর্থাৎ ইহাদের মতে বড় কবিবাত্রই মবীও।

কৰি যদি একাৰারে দার্শনিক ও কৰি, অথবা নাধক ও শিল্পী হ'ন চৰেই একথা খাটে। কিছ এ জগতে কেবজন নাত্র অবিনিধা কৰিবই বা অভান কি ? এবস কৰি হাৰেইই আছেন—গাঁহাদের জীবনে কোন একটি বিভিন্ত কুল থেৱপা নাই। একটি বক্সবাকেই কানা হবে সানা কৰিছার বলেন নাই—কোন সত্যকে আবিদ্ধারও করেন নাই— বিশ্বমানবের চিরস্কন ভাব, অন্থভৃতি ও চিস্কাগুলিকেই রসরূপ দিয়াছেন, পরের আবিদ্ধ চ সত্যগুলিকেই সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারাও কি বড় কবি নহেন ? কালিদাস কি বড় কবি নহেন ? সেক্সপিয়রের বাদী বা Message কি ?

কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক—এই বিশ্বের অস্তরে বাহিরে
ধেখানে তিনি সৌন্দর্য্য পাইরাছেন—খণ্ড-খণ্ড ভাবে তিনি
উপভোগ করিয়াছেন—আমাদিগকে উপভোগের ভাগ
দিয়াছেন। বাহা কুৎসিত, উপেক্ষিত, রুঢ় তাহাকেও
তিনি মধুর, শোভন ও উপভোগ্য করিয়া তুলেন। তিনি
ধধন ধেভাবে আবিষ্ট হইরাছেন—সেই ভাবেরই সরস
অভিব্যক্তি আমরা তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাই। বিভিন্ন
সময়ে তিনি পরস্পরবিরোধী ভাবেও আবিষ্ট হইতে
পারেন। তাহার ফলোপভোগে আমাদের চিত্তে
কোন বিরোধের উদয় হয় না। কারণ কবির সাষ্টি ও
আমাদের উপভোগ তুই-ই বস্তজ্বগৎ ও মনোজগতের
সমগ্রতা ইইতে বিচ্ছির করিয়া শইরাই সম্ভব হয়।

কবির এই সাধনাকেই যদি Message বলিয়া ধর। হয়, তাহা হইলে সকল কবির Message এক।

অনেক কৰির রচনাগুলির মধ্যে কোন একটি বিশিষ্ট ভাবের যোগস্ত্র কিছুই ধরা যায় না। তবে সেগুলি যে কোন একটি বিশিষ্ট মানসদৃষ্টির ফল—তাহা বুঝা যায়। এই মানসদৃষ্টির অভিব্যাক্তিকে Message বলিলে সকলেরই এক একটা Message আছে।

ন্দার একটি ঐকিকতা দেখা যায়—রচনাভবিতে। প্রত্যেকের রচনা-ভবিতে বৈশিষ্ট্য আছে—ইহাকে নিশ্চয়ই কেছ Message বলিবেন না।

মহাকাব্যের কবির একটা যে Message আছে তাহা অবশ্ব ধরা বায়। বোধ হয় তাহা হইতেই অথবা সাধক কবিকের কাব্যাদর্শ হইতেই বোধ হয়, সকল কবির কাব্যেই Message অনুস্থানের প্রথা প্রবর্ষিত হইয়াছে এবং Message না থাকিলে বড় কবি হওয়া যায় না—এইরূপ একটা ধারণা অন্মিয়া গিয়া থাকিবে।

कवि मा इट्रेंलिश अकलात्त्र वास्का, कार्य, तहनाम श

রসনায় Message থাকিতে পারে। আবার কোন একটা বিশিষ্ট Message না থাকিলেও একজন বড় কবি হইতে পারে। যাহার কব্যে একটা বিশিষ্ট Massage আছে তিনি অঞ্চ কবিদের চেয়ে কবি হিসাবে বড় না-ও হইতে পারেন—কিন্তু মান্থ্যহিসাবে বে বড়, সে বিষয়ে সম্পেহ নাই —কারণ তিনি কবি এবং সত্য-প্রচারক হুইই একস্বে।

#### তথ্য ও সাহিত্য

যে কোন তথা, যে কোন' তথা বা যে কোন সমসাকে
সরস করিয়া বিষ্ত করিতে পারিলে—শোভন ভলিতে বে
কোন' বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিলে বে সাহিত্য
হইয়া উঠে, তাহা রবীক্রনাথের নানা ধরণের রচনা হইতে
ব্ঝিতে পারা যায়। তাহা হইতে মনে হয় সাহিত্যের
বিষয়ীভূত হইতে পারে না—এমন জিনিস থ্ব অরই
আছে বা আদৌ নাই।

বে কোন বিষয়কে সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করিবার জন্ম চাই রস-প্রতিভা ও কলাকুশলভা। যাঁহার এই প্রতিভা আছে—ক্লাকুশনতা আছে, তিনি ইচ্ছামত বিষয় ও উপকরণ নির্বাচন করিতে পারেন.—এমন কি সমসাময়িক সমাজও যদি তাঁহার হাতে তাহার নিজের প্রয়োজনমত কোন সমস্তা বা বিষয়বস্তর ভার সমর্পণ করে—তবে তিনি প্রতিভাবলে তাহাকে कतिया जुनिएक भारतन। निजय त्रीम्मर्वामृष्टि वा त्रम-স্টির মর্যাদা বিন্দুমাত কুল না করিয়াও স্থপাহিত্যিক সমাজের আকিঞ্চন ও আকাক্ষা মিটাইতে পারেন। याशास्त्र श्राविका नव नव উत्त्रवनानिनी नम्-बाशास्त्र লেখনী কলাকুশলতায় পরিপক্তা লাভ করে নাই-ভাহারাই কেবল স্থবিধামত বিষয় নির্বাচন করিয়া আপনাদের সন্ধীর্ণ ক্ষমতাটুকু প্রয়োগ করে,— আর বলে— কোন' উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য হয় না--সাহিত্যের দারা সৌন্দর্য-পিপাসা ছাড়া **অন্ত কোন পিপানার**িনর্ভি হইতে পারে না-কোন তম্ব, তথ্য, সমস্তা বা সিম্বান্তকে সাহিত্য করিয়া তুলিতে পারা ষায় না।

গীতি-কবিতা জিনিষটা জনেকটা Inspiration ৰ ভাষাবেগের কল—ডাহাতে কবির পক্ষে বিষয়-নির্কাচনের বাহু স্বাধীনতা নাই। কিন্তু খণ্ড-কবিতা বা মহাকাব্যে কবি ইচ্ছামত বিষয়নির্বাচন করিয়া লইতে পারেন। প্রবন্ধ-রচনাকে সম্পূর্ণ সাহিত্যের কোটায় আনা ঘাইতে পারে। প্রবন্ধ জিনিসটা কেবল সমালোচনামূলক হইবে ভাহারও কিছু মানেনাই। প্রবন্ধ একটা কলাকোণলময় স্পৃষ্টিও (Creation) হইতে পারে—সমালোচনাও নিজেই একটা 'স্বাটি' ইয়া উঠিতে পারে। রচনার পারম্পর্য্যের ক্রম যুক্তিন্ত্রক হইলেই তাহা সাহিত্য ছাড়া অত্য কিছু হইবে, এমনটা ভাবিবার সম্বত্ত কারণ দেখা ঘায় না। রস বা সোমর্ব্যের প্রধান পরিপোষক শৃঞ্জলা। এই শৃঞ্জলা যদি যুক্তিমূলক হয়, তাহাতে সৌন্দর্য্য-স্বাটির কোন ক্ষতি হইবে এমন কথা ভাবিবার হেতু কি? প্রবন্ধ যদি সংসাহিত্যের কোটায় স্থান পায়—তবে সাহিত্যস্ক্টির উপকরণ-নির্বাচনেও সাহিত্যিকের স্বাধীনতা আছে স্বীকার করিতে হয়।

নাট্য ও উপস্থাদ রচনা ক্ষণিক Inspiration এর ফল
নয়—দাহিত্যিকের লেখনীর বোঁটায় এ গুলি ফুলের
মতই স্বভাবত:ই ফুটে উঠে না। লেখককে অনেক বিচারবিবেচনা করিয়া বিষয়বস্তা ও উপকরণ নির্মাচন করিতে
হয়—বৃদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিকে যথেষ্ট সজ্ঞানেই খেলাইতে
হয়। এমন বিষয়বস্তা লইয়া নাট্য ও উপস্থাস রচনা করা
যাইতে পারে—যাহাতে রসম্প্রীর মর্যাদা বিশ্বুমাত্র ক্ষ্ম না
করিয়াও শিল্পী ধারবান, সারবান ও ভারবান এমন কিছু
দিতে পারেন,যাহা শুরু মনের স্বরা নয়—জ্ঞানের খোরাক ও
যোগাইতে পারে—শুরু পাঠকসমান্তকে বিমল আনন্দ
নয়, সেই দক্ষে ভাহার চিন্তের কল্যাণও কিছু সাধন করিতে
পারে। শিল্পীর রচনা 'শানে জলে' ভাবের মতই চমংকার
হইয়া উঠিতে পারে; ভাবের জলে প্রাণ ঠাণ্ডা হইতে
পারে—আবার তাহার শানে কিছু জীবনের পৃষ্টিও পাওয়া

বাইতে পারে। বাহাতে বিশ্বনাত জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না—বাত্তব কল্যাণ কিছু লাভ করা যায় না—কেবল আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা অলম সাহিত্যমাত্র একথা কেহই বলিবে না। কিছু একাধারে যদি কিছুতে সবই পাওয়া যায়—তবে তাহাকে অসাহিত্য মনে করিবার কারণ তে। নাই-ই—বরং কেহ তাহাকে উচ্চতর সাহিত্য মনে করিলে দোব দেওয়া যায় না।

লেথকের লেথনীকে একটি ফুলের ভালের সঙ্গে উপমিত করা যাইতে পারে। কিন্তু লেখনীর মূলে যে একটি দায়িত্বপূর্ণ মননশীল চিম্ভারত মন আছে ভাহাও সভ্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। লেখক ইচ্ছা **করিলে** আনন্দ দিতে পারেন, তাহার সঙ্গে এখন কিছু দিতে পারেন যাহা দে আনন্দকে চির অমান করিয়া রাখিতে পারে-যাহা নব নব আনন্দের উৎস-ম্বরূপ হইয়া থাকিতে পারে। শিল্পী দেই সঙ্গে আনন্দের উপভোক্তার মানস-প্রকৃতিতে এমন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন-মাহাতে উপভোক্তা আনন্দ শত গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ধ্বনির পক্ষে প্রতি ধ্বনির মত—আনন্দ শতভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে— আনন্দকে জ্ঞানের অক্ষয়বুত্তে চিরদিনের জ্ঞা ফুটাইয়া রাখিতে পারে। তাহাতে আনন্দের একটা বংশধার। চিরবছমান থাকিয়া ঘাইতে পারে। অর্থাৎ সাহিত্যশিল্পী লাবণ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও দিতে পারেন। মনে রাখিতে হ**ইবে, ভাজমহল** শুধু মর্মারস্বপ্লমাত্র নয়। উহা নবনীর মত শুশ্রচিত্রণ হইলেও, শিলা দিয়াই গঠিত এবং যমুনার কুলে অভি দৃঢ়-গভীর অটল ভিদ্তির উপরই স্থাপিত।

শুধু রবীক্সনাথের লেখনীতে নয়, ইউরোপে আঞ্জ্ঞান এমনি সারে, ভারে, ধারে সমৃদ্ধ নাট্য-সাহিত্য ও উপঞ্চান-সাহিত্য সম্ভব হইতেছে বলিয়াই এ সব কথা বলা হইল।

## জননী কোথায় ওরে ?

#### ঞ্জীপ্রতিভা ঘোষ

(5)

নবমী প্রভাতে নেমেছে বিজয়া

শ্বানার নরন-মাঝা!
বোলোনা বাঁধিতে কবরী, সঝি গো,
পরিতে নৃতন সাজ!
হারায়ে ফেলেছি জনকে আমার
এ নিধিলে খুঁজে পাবো না তো আর

"মা" বলে আদরে ভেকে কে আমারে
এনে দিবে নব সাজ ?
ভাই তুঁ অঁ।ধিতে বিযাদ-অঞ্

(২)
পৃজ্ঞা-মগুপে কোথা পাৰ্স্বতী
বরদাত্ত্রী সে রূপ 
শুশা", "মা" ব'লে ডাকি, নীরব, নিধর
নড়ে না মাটার স্তৃপ !
নম্মন ভরিয়া সলিলাঞ্জলি
এনেছি, কোথা মা দেনা ভোৱা বলি
মা কি আছে বেঁচে, বাহার পীঠে
হ'য়েছে মাটার স্ত প !

হ'য়েছে মাটার স্ত প ! পুজা-মণ্ডপে কোথা শঙ্করী

কোণা দে অভয়া রূপ ?

নবমী প্ৰভাতে আজ।

(0)

চারিদিকে শুধু জরা ও মৃত্যু ফটা লাগি কলরোল ! স্বার্থের লাগি ভায়ে ভায়ে জাজি বেংধছে দ্ব্দ গোল ! লজ্জা ঢাকিতে নাহিকো বসন কুধায় কাতর কে দেবে অশন তুর্গতি হরা কোথা মা তুর্গা মিছে সধি উত্তরোল মাকি আছে সধি, ব্যথা মূছে দেবে দানিয়া তনয়ে কোল የ

হের সধি, ওই ভিখারিনী বালা
পরিয়া ছিন্ন বেশ—
এসেছে ত্রারে ভিক্ষার লাগি

ক্ষ মলিন কেশ ! স্কাক বসনে ঢাকিব অঙ্গ এ কি সুধি তব নিঠুর রক দিয়ে আয় তোরা আমার যা আছে—

রিক্তাণ এই তোবেশ!

মা-হারা বৃঝিবা ভিপারিণী বালা কত না ভাহার ক্লেশ !

( t )

বুধা কেন সথি মা এনেছে ব'লে
ভুলাইতে চাহ মোরে ?

বাংলার মাঠে স্বুঞ্জের তেউ

Cमत्थेष् भावन-Cकारव ?

শেফালী—বালিকা স্বাগেনি তো তারা নহ নদী খালে কোথা জল-ধারা, পয়ংহীনা গাভি, হুধের বাছারা

ত্ধ বিনা বায় বরে। আঁতিড়ে মরিছে লাথে। লাথো শিশু জননী কোথায় ওবে ?

# সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে মহাত্মাজী

যারবেল জেল হইতে মহাক্ষাজা যে প্রচারকার্য্য চালাইবেন, তৎসম্পর্কে ভারতভূত্য সমিতি মহাক্ষা গাকীর বিবৃত্তি প্রচার করিরাছেন।

#### মহাত্মার বিরতি

"আমার উপবাদ ব্রত ভক্ষের পর আমি অস্পৃগতার প্রশ্নটির সম্বন্ধে যে ভাবে চর্চচা করিব বলিয়া মনে করিয়া-ছিলাম, কতকগুলি কারণ বশতঃ তত্তী। সম্পূর্ণরূপে ঐ দংলে আলোচনা করিতে আমি সমর্থ হই নাই। যে দ্ব কারণে আমি উহাতে অদ্মর্থ ছিলাম, দেওলির উপর মামার কোন হাত ছিল না। এই কাজের সম্পর্কে দাধারণ্যে প্রচারকার্যা চালাইবার জন্ত গ্রন্মেন্ট এখন আমাকে অমুমতি প্রদান করিয়াছেন। স্থতরাং যে সব অসংগ্য পত্র প্রেরক যারবেদা চুক্তির সমালোচনা হিসাবে মণ্বা অস্পৃত্যতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য সমুখুত বিভিন্ন প্রারে সহক্ষে আমার নিকট হইতে প্রামর্শ পাইবার ব্যক্ত কিংবা ঐ গুলির সম্বন্ধে আমার অভিমত জানিবার নিমিত্ত দামার নিকট চিটিপত্ত লিখিয়াছেন, আমি তাঁহাদের সংক্ষে বিবেচনা ক্রিতে সমর্থ হইব। আমরা এই প্রাথমিক বিবৃতিতে আমি শুধু প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলিরই আলোচনা করিতে চাহি।

## পুনরায় উপবাস ব্রত অবলম্বন অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ আবশ্যক

আমার উপবাসরত পুনরার আরম্ভ করিবার প্রশ্নটির সংক্ষেই আমি প্রথমে বিবেচনা করিব। কোন কোন পত্র-প্রেরক এই তর্ক তুলিরাছেন বে, উপবাদের ভিতর জ্লুমের গদ্ধ আছে, এবং ঐ পদ্ম অবল্যন করা আদে উচিত ছিল না, স্তরাং পুনরার উহার আত্রর প্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। অপর কেহ কেহ এই যুক্তি দেখাইরাছেন বে আমি বেরপ উপবাস করিয়াছি, সেইরপ উপবাস করিবার অহুক্লে কোন বিধান হিন্দুধর্মে অথবা শত্র কোন ধর্মে নাই। আমি ধর্মের দিক ভ্রতে ইহার

বিচার করিতে চাহি না। ইহা বলিলেই মথেট হইবে

যে, ভগবানের আহ্বানেই আমি গতবার উপবাদ ব্রত

অবলম্বন করি। এবং যদি কথনও উহা পুনরায় আরম্ভ
করিতে হয়, তাঁহার আহ্বানেই করিব। কিন্তু প্রথমবার

যথন উহা অবলম্বিত হয়, অস্ণুগতার ম্লোডেছদ করিবার
জন্মই যে অবলম্বিত হইয়াছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।
উহা যে আকার পরিপ্রাহ করে, তাহা আমার নিজের
ইক্তামত হয় নাই। মন্ত্রিপভার দিদ্ধান্ত আমার জীবন
যরণের সমস্তাকে অরাধিত করিয়া দেয়; কিন্তু আমি

আনিতাম যে, বৃটিশ মন্ত্রিপভার দিদ্ধান্তের পরিবর্তন তথু

এই পাণের ম্লোচ্ছেদের প্রারম্ভার হইয়াছে।"

"দম্ভবতঃ এ যুগে আমার মত কেহই ভারতের এক প্রান্ত হটতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত এত অধিক পরিভ্রমণ করে নাই, অথবা এত অধিক গ্রামে গ্রামে ঘুরে নাই, এবং আমি ষেরপ লক লক লোকের সংস্পর্শে গিয়াছি. এরপ কেহ যায় নাই। আমার জীবনের সব কথা ভাহাদের জানা আছে এবং তাহারা শুনিরাছে যে, স্পৃতা ও অস্পুতার মধ্যে এক জাতি এবং অপর জাতির মধ্যে আমি কোন ব্যবধান বৈষম্য মানি না, আমার মুগে তাহারা ভাহাদের মাতৃভাষায় অভ্যস্ত ভীত্রভাবে অস্পৃত্রভার নিন্দা করিতে ভনিষাতে; আমি উহাকে হিন্দুধর্মের অভিদুশাত এবং কলম্বরূপ বলিয়া অভিহিত করি, ইহা অনেকে অবগত আছে। ভারতের সকল প্রদেশে শত শত জনসভা এবং বরোয়া বৈঠক সমূহে আমি অস্গৃগুতার বিক্তমে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছি; কিছ ঘুই একটা কেতা ব্যক্তীত কোণাও তাহার প্রতিবাদ হয় নাই। জনমগুলী আশুগুতার निमाना कतिया मझ्त धार्ण कतियाद धार नित्मत्ति ভিতর হইতে ঐ পাপ দ্রীভৃত করিবার নিমিত্ত প্রতি-#ভিবন্ধ হইয়াছে। অসংখ্য ক্ষেত্রে তাহার। ভগবানকে সাকী করিয়া ঐ সৰ প্রতিশ্রতি প্রহণ করিয়াছে এবং

প্রতিশ্রতিরকায় তাহাদিগকে শক্তিদান করিবার জন্ম ভগবানের আশীর্কাদ প্রার্থনা করিয়াছে। এই স্ব नক লক লোকের বিরুদ্ধে আমি উপবাস ব্রভ অব হব করি। তাহাদের খত:কুর্ত্ত প্রেমধারাই পাঁচ দিনের ভিতর অঘটন ঘটায় এবং যারবেদার চুক্তিকে সম্ভব করিয়া তলে। के ठुकि पति जाहाता भूताभूति श्रीकिशानन ना करतः তাহা হইলে তাহাদের বিক্ষেই উপৰাদ বত প্ৰবায় প্ৰৰ্থেণ্ট এখন প্ৰফুডপক্ষে এই শারত করিতে হইবে ব্যাপারের বাহির হইয়া গিয়াছেন ৷ এই সম্পর্কে তাঁচাদের বে বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহারা ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা व्यंजिभागन कतिशाष्ट्रन । यात्रादमा इक्कित वहनारम क्रे স্ব ক্ৰ ক্ৰ লোক্দিগ্ৰে এবং যে স্ব তথাক্থিত বৰ্ণ হিন্দু শামার ঐ সব সভাসমিতিতে সমবেত হইত, তাহা-मिनरकरे প্রতিপালন করিতে হইবে। তাহাদিগকে ভাষাদের নির্বাতিত ভ্রাতা এবং ভগিনীদিগকে আপনার জ্ঞানে আলিক্ষন পাশে বন্ধ করিতে হইবে, নিজেদের দেব-मिला निरम्पत वा भी-चात अवः निरम्पत विश्वानयम्बर चानत कतिया छाकिया नहेटछ हहेटन। धामनानी चन्नुच-मिरा इंहा छेननिक कत्राहेरछ हहेरव एव, छाहारात्र मुख्यन-পাশ ছিন্ন হইয়াছে, তাহারা তাহাদের গ্রামবাসী অক্তান্ত मकरमत्र जारभका दकान चारम कीन नरह। खामवानी **প্রায়** সকলে যে ভগবানের উপাসক, ভাহারাও সেই একই ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকে; অক্সান্ত সকলে व नव खात्रात्र स्विश कवर अधिकांत्र (स्रात्र कवित्रा शांत्क. ভাহারাও সেই সব ভোগ করিবার অধিকারী।

#### "আমার জীবন প্রতিভূষরূপ" ঃ—

কিন্তু চুক্তির এই প্রধান সর্ভাট বলি বর্ণ হিন্দুদের বার।
ক্রেটিপালিত না হয়, তাহা হইলে লিন্তর এবং মানব
ইক্টানের সন্ত্রেপ আবার লীবন ধারণ করা কি ভাবে সম্ভব
হুইতে থারে? আমি ডাজার আবেলকর, রাও বাহাহর
রাকা এবং অন্তর্গত সম্প্রানায়ের অক্সান্ত বন্ধুনিগকে সাহস
করিয়া এমন কথা পর্যান্ত বলিয়াছি যে বর্ণ হিন্দুরা বাহাতে
চুক্তির কর্মন্তর্গিন বর্ণায়ক ভাবেন ক্রেডিপালন করে, ডক্তর্গতারা আবার ক্রিনা প্রশানা ক্রিনা ক্রিনা ক্রিনা ক্রিনা ক্রিনা ক্রিনা ক্রিনা ক্রিনা

উপবাস যদি কোনদিন অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে সংস্কারের যাহারা বিরোধী, তাহাদের উপর জুলুমের হিসাবে উহা অবলম্বিত হইবে না ; কিছু বাহারা আমার সহকর্মী অথবা বাহারা অক্ষুপ্ততা দুরীকরণের অস্তু প্রতিঞ্জতিতে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রেরোচিড করিবার উদ্দেশ্রেই উহা অবলম্বিত হইবে। তাহারা যদি তাহাদের প্রতিঞ্জতি ভঙ্গ করেন, অথবা উহা প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা আদে তাহাদের না থাকে, তবে তাহাদের হিন্দুয়ানী ধারাকী মাত্র; তেমন ক্ষেত্রে জীবন ধারণে আমার কোন লালসা থাকিবে না।

স্ত্রাং আমার উপবাস ব্রত সংস্কারের গ্রোরা विद्याधी, उंशास्त्र खेलन दकान अछाव विश्वात कृतित्व मा এমন কি যে সব লক্ষ লক্ষ লোক আমার মনে এই বিখাস স্ষ্ট করিয়াছেন যে অস্প্রভার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে তাঁহারা আমার সঙ্গে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন, তাঁহার। যদি পরে বিচার বিবেচনা ছার। এই সিছাত্তে পৌছেন যে, অস্পৃশ্বতা ভগবান এবং বিশ্বমানবের বিক্লছে পাণ নহে, তাঁহাদের উপরও ঐ উপবাস কোন প্রভাব ৰিন্তার করিবে না। নিজের এবং অপরের চিত্তগুদ্ধির জন্ত উপবাদ ত্ৰত অবলম্বন একটি মুগাগত প্ৰক্ৰিয়া বলিয়া মনে করিয়া পাকি। মাত্রুষ যতকাল ঈশ্বরে বিশাসী থাকিবে **७७** दिन भर्या स हेश विनुश्च हहेरव ना । हेश मर्खन किमारन व নিকট ব্যথাতুর অন্তরের প্রার্থনা স্বরূপ। কিছু আমার युक्ति वृक्षिमखामन्भाइट रुषेक, किया निर्व्वार्थत्र मण्डे रुषेक, दि भर्गास जामि छेशा जुन निष्य ना बुसिएछि, ले পর্যান্ত আমি উহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারি না। विद्युदक्त बाह्यात्न এवः यात्रदक्त कृष्टित नर्श्वनमूह श्रीष्ठ-भागरन वर्ग हिन्दूरमत अभवाधमूनक क्षेत्रामीश्चवनकः विव अ যুক্তি ফুম্পাইভাবে ব্যর্থ হয়, তবে শুধু দেই কেনেই উহা भूनवाद्य अवनयन कता इट्रेट्य । छाहारम्ब क्षेत्रण छेमानीच হিন্দুধর্মজোছিতারই সামিল হইবে। थाकिया छेश चहरक दार्थिए हाहि ना।

গুরুভায়ুর মন্দির সমস্তা:---

"কেরদের ওকজাত্ব মনিরে অপুরুক্তের বাবেশাবিশাব কপর্কে আরম অবিষয়ত আর এবটি উপর্যান অবনধনের সম্ভাবনা আছে। আমার সনির্কল্প অন্থরে থেই

লীযুত কেলাপ্পান তিনমানের জন্ম তাঁহার উপবাস ব্রত

স্থাতি রাখিয়াছেন। ঐ তিনমানের জন্ম তিনি মৃত্যুর
প্রায় ভারদেশে উপন্থিত হইয়াছিলেন। ১৯৩০ সালের
১লা জাত্মারী তারিখে কিংবা তৎপূর্বে যদি ঐ মন্দিরের
ভার অস্পৃত্যদের জন্ম উন্মৃক্ত না হয়,এবং শ্রীযুত কেলাপ্পানের
পক্ষে উপবাস ব্রত প্নরায় আরম্ভ করা আবশ্রক হয়,
তাহা হইলে আমিও তাঁহার সহিত উপবাস অবলহন
করিতে বাধ্য হইব।

ছুই তিনটি স্থান হইতে কড়া চিট্টি পাইয়াছি বলিয়া উপবাস প্রতের সম্ভাবনা সম্বন্ধ আমাকে এত কথা বলিতে হইল। বাহারা আমার সহকর্মী ঐ সম্ভাবনার জন্ত ভাহাদের চঞ্চল হওয়া উচিত নহে। যাহাতে উহা দ্বা অসম্ভব হইতে পালে, সেল্লন্ত সমস্ত শক্তি নিয়োগ করাই উহা এডাইবার সর্কোৎক্রাই উপায়।

#### মান্তৰ্জ্ঞাতিক ভোজ ও বিবাহ:—

আন্ধৰ্মাতিক ভোজ এবং অসবৰ্ণ বিবাহ অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের অভ কি না কোন কোন প্রপ্রেরক উহা জানিতে চাহিয়াছেন। আমার মতে ঐ গুলি তাহা নহে। ঐগুলি বৰ্ণ হিম্মু এবং অভয়তদিগকে সমভাবে শর্শ করে, মুডরাং আন্তর্জাতিক আহার অথবা আন্ত-ৰ্কাতিক বিবাহে আত্মনিয়োগ করা অস্পৃশ্যতা-বিরোধী বান্দোলনের কন্মীদের পক্ষে বাধ্যভামূলক নহে। ব্যক্তি-গভভাবে আমার এই মত যে, এই সংস্থার অপ্রভ্যাশিত-াশ দ্রুতভার সহিত্ই আসিতেছে। আন্তৰ্জাতিক मारांत थवः विवादः वाधा-नित्यध रिमुधःचत अम नतः, <sup>ট্রা</sup> একটি সামাজিক আচার মাত্র; সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মের भवनिष्य नमस छेहा नमाज-(बार द्यांतम कविशास. मिल्लित मश्रुक्ति वाष्ट्रांक विकित्त हेरेसा ना पात, कक्क विधिक नरम्मक बाक्का चन्नत्त्रके धी नव बाधा-मिरवध । विश्व हरेबाकिन मत्न इस । जे नव निर्देश विश्व <sup>নৰেই</sup> শিখিল হইয়া পঞ্চিতেছে, ঐগুলির উপর জাের ফিলে <sup>ীৰনের</sup> অভিহা<del>তির</del> পক্ষে একান্ত প্রবোধনীয় বিষয়**গু**লি रेएक्ट जनमाशावरमञ्जूषि ज्ञानिक निवा गक्रिय ।

শ্বুশ্য এবং অশ্বুশ্য হিন্দু এবং অহিন্দু বে সব ভো<del>ৰে</del> যোগদানের জন্ত আমন্ত্রিত হইয়া যে স্ব অনুষ্ঠানে লোকে বেচ্ছায় যোগদান করে আমি ভাছাতে ভলকণ ৰলিয়াই भानन्य त्वां कतिया थाकि। धारे मध्यात युक्त वास्नीय ছউক ন। কেন, আমি উহাকে নিখিল ভারতীয় সং**খা**র আন্দোলনের অঙ্গস্তরপ করিবার কথা কথনও করনা করি না। আমরাসকলেই জানি অস্পাতা ছ**ট কতের ভা**ই হিন্দু-দমালকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। আহার এবং বিৰাহ সম্পৰ্কিত বাধা নিষেধ হিন্দু-সমাজের উন্নতিতে বাধা দিতেছে এতছভ্যের মধ্যে পার্থকাকে আমি মৌলিক মনে করিয়া থাকি। আন্দোলনের একটা ঝড় তুলিয়া প্রধান ৰিষয়কে বিপন্ন কর। আমি অবিবেচনার কাজ হইবে বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অস্পৃশ্যভার দূরীকরণ স**দকে যের**প বিখাসে তাহাদিগকে বিখাসী হইতে শিক্ষা মেওয়া হইয়াছে. হঠাৎ তদপেকা ভিত্ৰ ভাবে জনসাধারণকে বিষয়টি দেখিতে বলিলে তেমন কার্যা তাহাদের প্রতি বিশাস-ঘাতকভার সমান মলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে। ক্তরাং জনসাধারণ যেখানে ইচ্ছক তথায় আন্তর্জাতিক আহার চলিতে থাকুক; কিন্তু উহাকে ভারতব্যাপী चात्मानत्तत्र चर्गीकुछ क्ता क्रिक हहेत्व ना ।

বাঁহারা নিজেদিগকে সনাতনী বলিয়া অভিছিত করিয়া পাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি কডগুলি চিটি ক্রজাবে লিখিড হইয়াছে। তাঁহাদের মতে অস্পাতা হিশ্ব-ধর্মের প্রাণ্ডরগে। তাঁহাদের মতে অস্পাতা হিশ্ব-ধর্মের প্রাণ্ডরগে। তাঁহাদের মতে অস্পাতা হিশ্ব-ধর্মের প্রাণ্ডরগে। তাঁহাদের কেই কেই আমাকে ধর্মজোহী মনে করিয়া থাকেন, কেই কেই মনে করেন ঘে, পুটান এবং ইয়ায়-ধর্মের মত অস্প্রতার বিরুদ্ধ ধারণার আমি অম্প্রাণিভ হইয়াছি। কেই কেই অস্প্রতার পক্ষে শাস্তবচন উদ্ভূত করিয়াছেন। এই বিবৃতির মারহুতে আমি তাঁহাদের উত্তর দিব এই প্রতিশ্রতি প্রধান করিয়াছি। আমি এই বল্পজারেহুকে এই কথা বলিডেছি য়ে, আমি নিজে একজন সনাতনী, আমি এই ধাবী করিয়া থাকি। সনাতনী বলিতে তাঁহারা বাহা বুবেন, সনাতনী স্বক্ষে আমার ধারণা অবশ্য ভাহা হইতে বিভিন্ন। আবার মডে স্নাডন বর্ম একটি প্রাণ্ডরঙ্ক হৈতে এইল

কি প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ঐ ধর্ম চলিয়া আসিতেছে, বেদ এবং তৎপরবর্ত্তী কালের ঋষিদের অফুশাসনের উপর উপর উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আমার মতে শ্রীভগবান যেমন অনির্দেশ্য, হিন্দুধর্ম যেমন অনির্দেশ্য বেদসমূহও তক্ষপ অনির্দিশ্য। ছাপার অক্ষরে যে চারধানা বেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই চারধানাই বেদ, একথা বলিলে তাহা আংশিকভাবে মাত্র সত্য হইবে। অজ্ঞাতনামা তত্ত্বদর্শীদের আত্মোপলন্ধির কিছু অংশ মাত্র ঐ চারধানা গ্রন্থে তাঁহারা রাথিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী মুগের তত্ত্বদর্শিণ সেই রত্ম মঞ্যায় ।নজের নিজের সম্পদ যোগ করিয়াছেন। তৎপর একজন মহাপ্রাণ পুরুষপ্রবরের অভ্যুত্থান ঘটে; ইনিই গীতাশাস্ত্রের প্রণেতা। তিনি সমগ্র শান্ত্র মন্তর্কা হিন্দু জাতিকে হিন্দুধর্মের সারসত্য প্রদান করেন, উহা যেমন একাধারে স্বগভীর দার্শনিকভাপ্রণ : তেমনই সকলের পক্ষেই সহজে বেধিগ্যা।

#### গীতা মাহাত্ম্য

অফুদদ্ধিংম্ব প্রত্যেক হিন্দুর নিকট এই একথানি মাত্র পুস্তক উন্মুক্ত আছে এবং অন্ত যত শান্ত আছে, সে यि छन्दी जुरू ट्रेशा छ यात्र, हिन्नू धर्म कि, कि जाद हिन्नू व আদর্শে জীবন্যাপন করিতে হয়, তাহা জানিবার পক্ষে সীতার এই সপ্তশতী শাখত এবং অবিধ্বংসি গাণাই যথেষ্ট। আমি নিজকে একজন সনাতনী বলিয়া দাবী করি: ভাহার কারণ এই যে, ৪০ বংসরকাল ধরিয়া আমি অকরে অক্ষরে গীড়ার শিক্ষার উপযোগী ভাবে জীবনযাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই গীতা শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়ের ষেগুলি विद्राधी, আমি পেগুলিকে অহিন্দুর আচরণ বলিয়া অগ্রাহ্ করিয়া থাকি। গীতা কোন ধর্মবিশাসকে বর্জন করিতে বলে না: কোন ধর্মোপদেষ্টাকে ভুচ্ছ করে না। আমি গীতার মতই ভক্তিসহকারে বাইবেল, কোরাণ জেন্দাবেস্তা এবং জগতের অন্তাক্ত ধর্মণাত্ত পাঠ করিয়াছি. একথা বলিতে আমার বিশেষ আনন্দ হয়। এই সপ্রস্ক শ্বাধ্যায় গীভাতে আমার বিশাসকে দুচুই করিয়াছে। উহা আমার দৃষ্টিকে এবং সেক্ত হিন্দুধর্ম সহকে আমার बात्रगारक छमात्र कतिबारक। यत्रशृहे, यीख धवर महत्रामत জীবনী, আমি ষেভাবে বৃথিয়াছি, তাহাতে গীতার বচ সত্য আমার নিকট সমুভাসিত হইয়াছে। স্বভরাং এট সব সনাতনী বন্ধাণ বিজ্ঞাপ স্বরূপে আমার উপর যে সং বাণ বৰ্ষণ করিয়াছেন, সেগুলি আমার পকে সাভনাবট উৎস স্বরূপ হইয়াছে। আমি নিজকে একজন হিন বলিতে গর্ববোধ করিয়া থাকি; কারণ আমি বৃঝিয়াছি. হিন্দু এই সংজ্ঞা শুধু অপরের ধর্মমতে সহিষ্ণু হইভেই বলে না, জগতের ষেধানে যত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের শিক্ষাই গ্রহণ করিতে বলে। জীবনম্বরূপিনী এই গীতাতে আমি অস্পৃগ্যতার পক্ষে কোন বিধান দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে গীতা তাহার মশ্বস্পর্নী ভাষায় আমাকে এই বিশাদে বিশাদী হইতেই বাধ্য করে যে. मकरमत्र कीरमहे अक, अदर सिर्ट कीरमधात्रा छन्नाम हहेरड আসিয়াছে এবং তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এই গীতা-জননী যে শিকা দিয়াছেন, তদতুসারে মাঞ্ষের জীবন আফুষ্ঠানিক আচার প্রভৃতিতে নিবদ্ধ নহে, স্বগঙীর আত্মশুদ্ধি এবং দেহ মন আত্মা সেই ভগবৎ সন্থায় নিমজ্জিত क्तांहे की बरानत উल्मिना। शीखांत अहे कान्निमन्नी वानी आमात्र की वनत्क श्रेमीश कतिशाह. आमि त्नहें वांगी नहेंश জনসাধারণের নিকট লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট উপস্থিত হইরাছি; তাহারা আমার কথাটা ওনিয়াছে। তাহার আমার রাজনীতিক বিজ্ঞতা অধবা বাগ্মিতার জয়ই যে আমার কথা শুনিয়াছে ইহা নহে; আমি তাহাদেরই একজন, তাহাদেরই ধর্মবিখাসে আমি বিখাসী, তাহার সহজ বৃদ্ধিতে ইহা বুঝিয়াছে বলিয়াই ভাহারা আমার কথা শুনিয়াছে! দিন যতই যাইতেছে, তত্তই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে বে, নিজে শামি একজন স্নাত্নী ধৰ্মী, আমার এই দাবী করা অসদত नटह, এবং ভগবানের यति देखा थात्क, आधात के नांबी আমার মৃত্যুর ছারা তিনি আমাকে দৃঢ় করিতে দিবেক।

"অনৈক পত্রলেখক উদার শিক্ষালাত সংস্থি প্রতাব করিয়াছেন যে, "হরিজন"দিগকে উচ্চশ্রেণীর দিশুদার সহিত সমপ্র্যায়ভূক্ত করিবার পূর্বে ভাহাদিগকে এবণ মর্ব্যাদা লাভ করিবার অন্ত উপযুক্ত হুইকে ক্রিকে ভাহাদের নোংরা অভ্যাসগম্হ ভাগে ক্রিকে ্<sub>প্রর</sub> মৃতদেহ ভোজন ভাগ করিতে হইবে। আবর এক ক্র এতদ্র পর্যান্ত বলিয়াছেন বে, নোংরা পেশায় নিযুক্ত "লাক্ষী" ও "চামার"দিগকে ভাহাদের পেশা ভাগে করিতে इहेर्द । এই नकन সমালোচক ভূলিয়া ঘাইতেছেন যে, "চরিজন"দের মধ্যে যে সক্ল মন্দ অভ্যাস দেখা যায়, উচ্চাঙ্গের হিন্দুগণই তাহার জন্ম দায়ী, অস্পৃত্তদিগকে মার্জিত ও স্থাংম্বত জীবনধাপনের জ্বা তথাক্থিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ কোনও প্রেরণা দেন না। তাহার। ঐ স্থােগ হইতেও বঞ্চিত। মেথরের কাজ ও চামড়া পাকা করার পেশা অন্ত কোন পেশা অপেকা অধিকতর নোংরা নহে, শুধু এই সকল কাজ আরও অগ্ অনেক কাজের স্থায় নোংর। প্রণালীতে সম্পন্ন করা হয়। তাহাও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অব্যায় উপেক্ষা ও গহিত অবহেলার ফল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি বে, মেথরের কাঞ্চ ও চামডা পাকা করার কাজ সম্পূর্ণ পরিষ্কার প্রবাদীতে করা ঘাইতে পারে। প্রত্যেক মাতাই তাহার ছেলের সম্পর্কে মেধর এবং আধু-নিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রই চামড়া কাটে, কারণ ভাহাকে শব বাবচ্ছেদ করিতে হয়। কিন্তু আমর। ভাহাদের পেশাকে পবিত্র ব লয়া বিবেচনা করিয়া মাতা ও চিকিৎদকের কাজ বেমন পবিত্র ও প্রয়োজনীয়, সাধারণ মেধর ও মুচির কাজ তাহ। অপেকা কম পবিত্র ও প্রয়ো-জনীয় নহে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ যদি আপনাদিগকে "হরিজনদের" প্রতি অমুগ্রহ বিতরণের জ্বন্স মৃক্রি বিবে-চন।" করেন, ভাহা হইলে আমরা অফার করিব। "হরিজন-দের" জন্ম উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ একণে ঘাহা করিবেন, তাহ। তাহাদের প্রতি বংশপরম্পরায় অমুষ্ঠিত অনাচারের ক্ষতি-পুরণ মাত্র হইবে। বর্ত্তমানের অবস্থাতেই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। অতীত অপরাধের ইহা উপযুক্ত শান্তি হইবে। কিন্তু উন্মুক্ত হানরে ভাহাদিগকে গ্রহণ করা হইলে তাহা পরিষার পরিচ্ছনতার জন্ত পর্ব্যাপ্ত প্রেরণা मान कतिरव धवर फेक्टरअंगीय हिन्मूग्न छ।शामत निक যাজ্ঞা ও হৃবিধার জন্ত "হরিজন"দিগকে পরিকার-পরিচ্ছর থাকিবার জন্ত স্থবিধা প্রদান করিবেন।

"হরিজন"দের প্রভানত বস্তকের উপর আমর। **অভা**রের

বোঝা কিরুপ স্থ পীক্ত করিয়াছি, ভাহা আমাদের শ্বরণ করা উচিত্ত। সামাজিক হিদাবে ভাহারা কুর্চরোগীর ন্তায় অম্পু শ্ৰ: অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাস অপেকাও শোচনীয়। ধর্মের দিক দিয়া-আমর। যে স্থানকে ভুগ করিয়া ভগবানের আলয় বলি, তথায় তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সাধা-রণ রাস্তা, সাধারণ বিদ্যালয়, সাধারণ হাসপাতাল, সাধারণ কুপ, সাধারণ জলের কল, সাধারণ পার্ক ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ভার তাহাদিগকে সমভাবে ব্যবহার করিতে দেই না। কোন কোন স্থানে নির্দিষ্ট **সীমার** মধ্যে তাহাদের উপস্থিতি সামাজিক অপরাধ এবং ভাচিৎ কোন স্থলে তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে আসাই অপরাধ। তাহাদের বাসের জন্ম সহরের বা গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ স্থান নিদিষ্ট করিয়া রাথা হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু উকীন বা ডাক্তারেরা তাহাদের কাল করেন না। ব্রাহ্মণ-গণ তাহাদের ধর্মামুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন না। আঞ্চ. র্বোর বিষয় এই যে, তাহারা অন্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ हरेबाट वा अथन खें जाहाता हिन्तुनमार कत मरधा चारक। তাহারা এতদুর দলিত যে, দলনকারীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোছ করিবার সামর্থ্য পর্যান্ত তাহাদের নাই। যারবেদ। চুক্তির অর্থকামীরা যাহাতে স্পষ্ট হৃদয়ক্ষম করিতে পারে, সেই জ্ঞত্ত আমি এই সকল শোচনীয় ও লজ্জাকর ঘটনার বর্ণনা করিলাম। শুধু অক্লান্ত পরিশ্রমের ছারা এই সকল নিপী-ড়িত ব্যক্তিগণকে উত্তোলিত করিতে পারা যায়। हिम्स-ধর্মকে নিজল্য করুন এবং সমগ্র হিন্দুসমাজ ও তৎসহ সমগ্র ভারতকে উন্নীত কর্মন। এই সকল অভায় ব্যব-হারের বর্ণনায় আমর। যেন বিমৃঢ় না হই। অনশন मश्राट्ट त्य माड़ा পड़ियाहिन, डाहा यनि डेक ट्यंगैव হিন্দের পকে অহপোচনাজাপক হয়, তাহা হইলে সমস্তই মুখল এবং সমস্ত "হরিজন" স্বাধীনতার আনন্দ অভুভব করিবে; কিছ এই ঈশিত ফগলাভের পূর্বে খাধীনভার वाणी श्राप्त श्राप्त वहन कतिया नहेशा वाहेत्छ हहेत्व।

প্রক্রতপক্ষে বড় সহর অপেকা গ্রামে কার করা অনেক কঠিন, কারণ সংরে অল্ল সময়ের মধ্যেই অনমত গঠন করা সম্ভব। একণে নিধিসভারত অপ্রতাবিরোধী সভা গঠিত হইয়াছে; উহার দহিত সহবোগিতার কর্দ্মীগণের কাম করা উচিত।

এম্বলে আমি, ডাক্তার আম্বেদকর আমাকে যাতা বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিতে চাই। বলিয়াছিলেন, "দলিতপণের যাহ। আবশুক, ভাহা ভাহাদের নিজেদের অপেকা তাহাদের সংস্থারকেরা বেশী জানেন ৰলিয়া পূৰ্বে দাবী করিতেন: সেই পুরাতন পদ্ধতির যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয়।" স্থতরাং তিনি বলেন, "হরিজনরা প্রথমে কি চাহে, তাহা তাহাদের প্রতিনিধিপণের নিকট হইতে আপনার কর্মীগণকে নির্বারণ করিতে বলন। আন্দোলনের দিক দিয়া একতা ভোজন ভাল, কিন্তু উহাতে বাডাবাডি হইতে পারে। উহার মধ্যে একটা মক্ষবিয়ানার ভাব আছে। আমি ত নিজে উহাতে যোগদান করিব না। অধিকত্বর শোভন প্রতি হইতেতে কোনরক্ম হৈ-চৈ না করিয়া সাধারণ সামাজিক অম্বানে আমাদিগকে আমন্ত্ৰণ করা-এমন কি. ৰব্দির প্রবেশও অপেকা করিয়া থাকিতে পারে। একান্ত প্রাঞ্জন হইতেছে আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা এবং প্রাতাহিক সংস্রবে ভাল: বাবহার করা।" তিনি তাঁহার ভিক্ত অভিক্রতা হইতে যে সকল মর্ম্মবিদারক বিবরণ দেন. আমি আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। আমি তাঁহার মন্তব্যের যৌক্তিকভা উপদ্বন্ধি করিয়াছি। আমি আশাকরি, পাঠকগণের প্রত্যেকেই ভাছা করিবেন।

সংস্থারকগণ কি কর্মণয়া অবসন্থন করিবেন, সে সব্ধে 
অনেকে অনেক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। তার্হার মধ্যে 
একটা স্বামী প্রধানক্ষণী প্রায়শঃই বলিতেন। তারা এই 
—প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতে একজন করিয়া "হরিজন" রাথা 
উচিত। সে প্রকৃত পক্ষে বাড়ীর লোকের মতনই 
ধার্কিবে। ভারতের কল্যাণকানী একজন অহিন্দু প্রস্তাব 
করিয়াছেন বে, প্রত্যেক সন্ধৃতিপন্ন হিন্দুর উচিত একজন 
হরিজন মুবক বা যুবতীর (যদি সক্তর হর) নিজের তন্ধাবধানে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার বায়ভার বহুন করা, ঘাহাতে 
সে শিক্ষা শেষ করিয়া ভারার সম্প্রাণয়ের উন্নতির জন্ত 
কাল্ল করিছে পারে। ফুইটি প্রস্তাবই বিষ্কারনার প্রশং 
গ্রহণের রোগা। বাঁহারা কোন্দ্রক্রণ প্রস্তাব করিছে

চান, তাঁহাদিগকে আমি অন্তরোধ করিভেছি যে, উহিছা ঐ সকল প্রস্তাব সজ্জের নিকট পাঁঠাইখা দিন, প্র-লেগক-প্রধ আমার উপর বিধি-নিষেধ ধেন অরণ রাখেন। আমি এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিপত করার কোন অংশ প্রহণ করিতে সক্ষম নহি। তাঁহারা এ কথাও যেন মনে রাখেন দে, আমার সমস্ত মতামত অ-পর্যাপ্ত তথ্য এবং অপ্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত সংবাদের উপর প্রভিষ্টিত, স্তরাং ন্তন ঘটনাবলী অনুসারে তাহার সংশোধন হইতে পারে। অতএব এই মতামতকে সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

একজন পত্ত লেখক যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং এমন কি সংবাদপত্তে চাপাভাবে যাহা লেখা হইয়াতে, এখন অতীত ইতিহাস হইলেও লে সম্বন্ধে আমি কিছ বলিব। যারবেদা চক্তির রাজনৈতিক অংশের উল্লেখ করিয়া তাঁহার। জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "উহার দারা আণ-প্রধানমন্ত্রী যাহা দিয়া-নারা কি লাভ করিয়াছেন ?" ছিলেন, "হরিজনের।" নিশ্চয়ই তাহ। অপেকা অনেক বেশী পাইরাছে। ঠিক উহাই লাভ। ঐ দিন্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার আপত্তি এই ছিল যে, উহাতে ক্রটির বদলে পাধর দেওয়া হট্যাছে। পুণাচ্জিতে কটির টুকরা কিছু দেওয়া ट्रेबाट्ट। ट्रिजनिमिशक यनि हिन्तूत्नत्र अध निनिहे সমত সদস্পদগুলি দেওয়া হইত, ভাহা হইলে ডা: ম্ৰের সহিত আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত হইতাম। হিন্দের भटक छ हिन्दूसर्पात भटक हेहाहे मसीविक नार**छ**त বিষয় হইত। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর্গণ এবং হরিজনরণ পর-ম্পারের মধ্যে সম্পূর্ণ মিশিয়া যাক্—ইহাই **স্থা**মি চাহিয়া-ছিলাৰ এবং এখনও চাহি। আমার স্থাচিন্তিত অভিনত-যাহা নুতন কোন ঘটনার বারাই পরিবর্ত্তিত হুইতে পারে ना-धरे त, प्रानकातीया प्रतिकाशक यक अधिक विष्त उठहे जाहारात गाण। जाहारात दा अन अक्तिम লমিরা উটিয়াছে, ভাহা হইতে সেই পরিমান ভাহারা বুজ इहेरव । यजनम ना फेक्क्यर्श्व विमुद्दा अक्रम विनीयः चक्रु शर्वनिष्ठं धवर डिक्कार्य करें बार्धव वयागान पक्षात रहेरवन, फ्यावन इक्षित स्वतिक्रेश का स्थाप হিন্দুদমাকে যে মনোভাবের আগরণ দেখ। গিয়াছিল, দেই মনোভাবের সহিত প্রতিপালিত হইবে না।

যে সকল দেশীয় নুপতি তাঁহাদের রাজান্থিত মন্দির-সমহ হরিজনদের জন্ত উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং কাহাদের রাজ্য হইতে অম্পৃগ্রতার নির্বাসন ঘোষণ। कतिशास्त्रन, छाँशामिशरक चागि चामात्र चिनन्तन बानाइ-তেতি। এই কাজ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের এবং কারাদের প্রজাগণের পক্ষ হইতে কিছু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া-চেন। আমি আশা করি যে, এই সব রাজ্যের অধিবাসী হিলরা এই সকল ঘোষণার বিষয় বস্তকে কার্য্যে পরিণত করিবেন এবং হরিজনদিগের সহিত ভাইয়ের মত এমন ব্যবহার করিবেন থে, হরিজনেরা অমুভব করিবে, তাহারা কোনদিনই যেন হিন্দু মহুষ্য-সংহতির মধ্যে দ্বণিত সমাজ বহিভৃতি লোক ছিল না। আমরা হংখময় ঘটনাস্থলের এত নিকটে স্থাসিয়া পড়িয়াছি যে, স্থামরা বুঝিতে পারি না, অম্পুণ্যতার হুষ্টক্ষত সীম৷ ছাড়াইয়া বহুদুরে গিয়াছে এবং সমগ্র জাতির ভিত্তিকে অন্তঃসারশৃক্ত করিয়। ফেলি-"আমাকে ছুঁইওনা"র মনোভাব সমস্ত আব-হাওয়া পরিবাধ্য করিয়াছে।

হতরাং এই পাপের মৃলে বদি আঘাত করা যায়, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, সামরা দীঘ্রই জাতি ও ধর্মসম্পর্কিত বিভেদ ভূলিয়া যাইব এবং একথা বিশাস করিতে আরম্ভ করিব বে, সমস্ত হিন্দুরা যেমন এক ও মবিভাজ্য, তেমনই সমস্ত হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, ইছদী এবং খুটান একই মহীন্ধত্বের শাখা মাত্র। বদিও ধর্ম বহু, তথাপি ধর্ম এক স্বশুশুতার বিন্ধত্বে সংগ্রাম ইইতে আমরা যেন এই শিক্ষাই লাভ করিতে পারি এবং আমরা যদি অপ্রতিহত্ত সম্বন্ধ লইয়া ধর্মনিষ্ঠভাবে এই ক্রি করি, তাহা হইলেই এই শিক্ষা লাভ করিব।"

"একজন পত্রপ্রেরক মনে করেন বে, তিনি সমত কর্মতালিকা গ্রহণ করিতে পারেন না।" তিনি হিন্দীতে একখানি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমি এই পত্র-প্রেরককে ভালরপ চিনি। তিনি সম্পৃত্রতা আন্দোলনে সহাম্ভূতিসম্পর। তিনি তাহার চিনিতে বাহা লিখিয়া- ছেন, আমি ভাহা হইতে নিয়লিখিত চুম্ক প্রদান ক্রিলাম।

তিনি লিখিয়াছেন :- "আমার এই আশহা হয় যে. দেশের সর্বতা আন্দোলন ঠিক গণ্ডীর ভিডরে পাকিয়া চলিতেছে না। আমি জানি. কোন কোন কেতে বাঁছার। निक्षित्रिक धेरे चान्त्रानात्त्र कथौ विषय नावी करत. তাঁহার। আপত্তিজনক উপায় সমূহ অবলম্বন করিতেছেন। তাহারা প্রাচীন পদ্বীদিগকে গালাগালি করিছেছেন এবং শ্রম্মের ব্যক্তিদিগের উপর বিজ্ঞাপবাণ বর্ষণ করিভেছেন। যে কেহ সাহস করিয়া আপনার উক্তি অথবা লেখার তীবভাবে সমালোচনা করেন, তাঁহারা বিজ্ঞপভাষন হইতেছেন এবং তাঁহাদিগকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া অভিহিত্ত করা হইতেছে, এমন কি তাঁহাদের কাার্যার ফল ভাল হইবে না বলিয়া তাঁহাদিগকে ভাতি প্রদর্শন পর্যান্ত করা হইতেছে। মনে হয়, তাঁহারা অস্প্রাদের আর্থিক উরতি. নৈতিক উন্নতির ধার ধারেন না। তাঁহারা মনে করেন त्य, विभुद्धन ध्रद्धलक्ष्म ध्रवः (प्रवमनिष्वश्रामण्ड श्रि-बनामत छिड़ गरेया हुकारेट भातितार छै। हात्मत कार्या স্মাধা इहेन। औ স্ব দেবমন্দ্রের টাষ্টিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও তাঁহার। উহা করিতে প্রান্তত। হরিজনদের কিছুমাত্র দেবা না করিয়া গোড়াদের মনে আঘাত প্রদান করিয়া ৩৫ লোক দেখান আড়ৰুরে এই আন্দোলন প্র্যাবসিত হউক, আপুনি ইহা নিশ্চয়ই চাহেন ন। ।"

গত মাসে আমি অস্পৃত্যতা সহদে প্রায় ১শত প্র পাইয়াছি, তর্মধ্যে এই চিটিখানাতেই কর্মানের আচরণের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ করা হইয়াছে। আমার সংবাদ দাতা কর্মাদের প্রতি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছেন, তাহার মর্যাদা রক্ষার জন্ম আমি উহা প্রচার করা আবশুক মনে করি। আমি জানি, তিনি খেছার অভি-রন্ধন করিবেন না। ধর্ম সহদ্ধে কাহারও উপর কোন বাধ্যতা চাপান উচিত হইতে পারে না, তথু ধর্ম সম্পর্কেই কেন, কোন বিষয়েই নহে। জাতি, বর্ণ অথবা ধর্ম বাহাই হউক না কেন কাহারও উপর কোনরূপ হিংসার আমি কিরপ্র প্রবৃদ্ধ বিরোধী, জনসাধারণ ভাগে অবগত

মুতরাং বাঁহাদের হাতে এই আন্দোলন আছেন। পরিচালনার ভার আছে, তাঁহারা এ বিষয়ে সাবধান থাকিবেন যে ভাবী উপবাদত্তত অবলম্বন হইতে আমাকে বক্ষা করিবার ব্যপ্রতাবশতঃ তাঁহারা যেন নিন্দ্রীয় কোন छे भाग व्यवस्य ना करतन। यनि छाँदात्रा छेदा करतन, ভ্ৰারা আমার মৃত্যুই নিকটে টানিরা আনা হইবে। এই আন্দোলনের পবিত্রতা নষ্ট হইতে দেখা আমার পক্ষে জীবনা ত্যুর সমান হইবে। গুণ্ডাদের নীতি অবলম্বন খ্রো হরিজনদের অথবা হিন্দুধর্মের কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না। জগতের মধ্যে না হইলেও ভারতের মধ্যে সম্ভবত: ইহাই বৃহত্তম ধর্ম সম্পর্কিত সংস্কারের আন্দোলন। ইহাতে প্রায় ৬ কোটি লোক স্বার্থসংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ইহারা ক্রীতদাসের জীবন্যাপন করিতেছে। भौजा मुख्यमात्र এहे जात्माननत्क जरूरमानन करवन ना, তাঁহারাও সর্ব্যপ্রকার সৌজ্ঞ এবং স্থবিবেচনা পাইবার অধিকারী। প্রেমের বারা, আত্মত্যাগের বারা, সম্পূর্ণ সংহমের ছারা তাঁহাদের অন্ত:করণে আমাদের জীবনের পৰিত্ৰভার নীরব প্রভাবের মারা তাঁহাদিগকে আমাদের ভায় করিতে হইবে। সত্য এবং প্রেমের ছারা আমরা चामारमत्र विरत्नाभीमिशरक चामारमत्र পत्क जानिरङ পারিব, এরপ বিশ্বাস থাকা চাই। ভর্ লোক দেখান আন্দোলনের যুগাগত নিম্পেষ্ণে নিম্পেষ্তি ৬ কোট

लारकत मुक्ति एव मछन हरेरन ना, अ निवस्त्र मस्मह नाहे আমাদের কার্য্যপদ্ধতি এরপ শক্ত ও গঠনমূলক হওয় চাই বে, আমরা সকল দিক হইতে আক্রমণ করিতে পারি। এই প্রচেষ্টায় সহত্র সহত্র পুরুষ, নারী, বালভ এবং বালিকার কেন্দ্রীভূত কর্মশক্তির প্রয়োজন। তাহা-দিগকে দর্বোচ্চ ধর্ম প্রবৃত্তিতে অহপ্রাণিত হইয়া কার করিতে হইবে। সেজ্ঞ মামি বিনীতভাবে এই অমুরোধ করিতেছি যে, যাঁহারা এই আন্দোলনের ধর্মের দিকটা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাঁহারা ইহতে দুরে দ্রিয়া याहेर्वन । याहारनत विश्वान चार्छ, उाहारनत मध्या (वनी ন। হউক, কিংবা কমই হউক, তাঁহারাই এদিকে কাদ্র করিতে থাকুন। অম্পৃত্তা দুরীকরণের ফল রাজনীতি-ক্ষেত্রে অনেক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, বস্তুত: করিবেও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা রা**ন্ধনৈতিক আ**ন্দোলন नरह। देश हिन्दूधरर्यंत मश्कादित ज्ञ जारनानन माता। হিন্দুধর্মের কলুষ দুর করিতে হইলে পন্থাও নিজ্লুষ হওয়া চাই। ভগবানকে ধরুবাদ যে, ভারতের সকল অঞ্লে সহস্ৰ সহস্ৰ না হইলেও শত শত ঐরপ শুদ্ধচরিত ব্যক্তি যাঁহারা অধীর এবং সংশহাপন্ন, তাঁহারা প্ৰতীক্ষা কফন এবং দেখুন কিন্তু অসহ্দেশ ৰারা প্রণোদিত হইলেও যেন অবিবেচিতভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া এই আন্দোলনকে নষ্ট না করে।"

# গোবিন্দলালের কটকীর্ত্তন

**बी**रमोरत्रभहस रहीधूती

('कृष्क्कारञ्जत উইन' श्टेरक गृशीष ।)

রোহিণি! এই কি তুমি সেই রোহিণী সর্বনাশী? বার রূপের হাটে বিকাইয়ে হ'লাম আমি বনবাদী। কৈ ? কে তোর বাবু ? কোথার দেখি ? হতভাগি! কালামুধি!

তোর শয়তানিতে এত তুথেও পাচ্ছে হাসি ;— আবার বলা হ'চ্ছে ঢং ক'রে, "পায় য'দিন রাথ ত'দিন দাসী।"

পারে ছেড়ে মাধায় ভূলে রেখেছিলাম মনের ভূলে; রাজৈখর্য্য, নিছলত্ব বশোরাশি, বিমল স্বভাব, অটুট ধর্ম, ভোর লাগি সব গেছে ভানি'। ( হব-'বম্নে এই কি তুমি'-ইত্যাদি।)

ভূমি কি রোহিণি! তোমার লাগি, হ'লাম তেমন
ভ্রমর ভাগী

চিস্তায় সূথ, ছংখে দিত কী আশাসই! তেমন সোনার ভ্রমরকে হায়! কে ভোলালে হা রাক্ষি! তোর ছিল নাত কোনই অভাব, বুবেছি ভোর এইই

রাজরাণীও পায়না আদর ইহার বেশী।
কেন তবে কর্লি এমন মুণিত কাজ অবিশানী।
বেখে দে কথার থাঁচা, তোর কিছুতেই হবে না বাঁচা।
এনেছি পিতল দ্যাথ, গুলি ঠালি',—
তুই থাক্লে বেঁচে প্রতারণার ম'ব্বে বেবাই সক্ষেত্র



## বিচিত্রা

"गानराकांत्र चक्रटमञ् (कांनल अक्शानि हेम्गि स्टब्स দিধিতেত্নে "ইন্সিও:রজা এলোসি:য়শন অফ ইভিয়ার ছবৈত্নিক সম্পাদকপদে ইনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিসাব रुवाहेश निट्छ व्यममर्थ इत्रशांत्र উच्छ ८८मानिटश्रमात्वद সভাগণ তাঁহাকে suspend করেন। এই সম্পাদক পুসবই মুখাৰ্জি এণ্ড কোম্পানী নামে বছবাজার ট্রীটছ কোন ৰীয়। কোম্পানির চীফু এছেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। कि अवस्था के आक्नी terminated इह—जाहा वीमा-সংলিট সকলেই অবপ্ত আছেন। এ:জ্লীশেষ হওয়ার দলে সঙ্গে উক্ত সম্পাদক প্রবর নিজ কাগজে প্রোক্ত বীমা কোম্পানীর বিক্লন্তে ভিত্তিহীন ও অম্পষ্ট নিন্দাবাদ অক্সাত নামা কোনও বাজির প্রচার আরম্ভ করেন। প্লিসি সংক্রাপ্ত দাবী মিটাইয়া দেওয়া হয় নাই—এই এই মৰ্শ্বে উক্ত পত্ৰিকাৰ একৰানি চিঠিও প্ৰকাশিত ইইয়াছিল। সেইজন্ত ও ব্যবসায়িক ভদ্ৰত। বিস্ক্ৰন म्हि। मन्नावक श्रवत डिक कान्नामीत विकः व वर्षा, খনীক ও অস্পাই মিধ্যাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কধিত कालानी इट्टंड डिकटनत हि है शाईटन मन्नानक भूनव क्या वार्थना कतिया निकृषि लाख करतन। दकानक वाचानी मध्यक विकासन कराय सम्बन्ध विवासाह वंशरदत्र चत्र ज्ञानाहरू सार्वः अववासि अवस्थानिन प्य निराक्तिका । व्यक्तिका म · of powers their some install করিবার প্রতিশ্রতি ও তিনি নিধাছিলেন—কিছ এই শ্রেণীর জীব বে প্রতিশ্রতি পাদন করিবে সে আশা করা অন্যায়! সম্পাদক প্রবর্গ প্রতিশ্রতি পালন করেন নাই—এই পত্রিকা এবং সম্পাদকের নাম উল্লেখ করিবা ইচাদিগকে undue preference প্রদান করিতে চাই না ।

প্রবলা ইন্সিওরেল কোম্পানী বালালী শিক্ষিত ভব্তমহোদয়গণ কর্ত্ব পরিচানিত। ইহা মন্ত্রনিরে প্রতিষ্ঠান
ছইলেও ক্রমণা উন্নতির পথে মাগ্রসর হইতেছে। এই
প্রেক্তার অভিভাবক উাহাদের পূর্ব কিছা ক্যার নারে
"বিবাহ-বীমা" করিলে উ:হারা বিবাহ দেওয়ার সময়
বহু মর্থ পাইবেন। পিতামাতার প্রান্ত্রা বিভাশিক্ষাক্রের
বীমারও বিশেষ বন্দোবন্ত আছে। কোম্পানীর এক
বংসর পূর্ণ না হইলেও ছংটি বিবাহ দাবী নেওয়া হইরাছে।
মান্রা প্রতিষ্ঠানটির সাফ্স্য কামনা করি।

বীমা প্রিকার সাহিত্যিকের সমানেশ বেশ উপভোগ্য বলিরা সমুভূত হুইতেছে এবং এ বিহার Insumnoo worldএর প্রচেটা প্রশংসনীর। রবীজনাথ উক্ত প্রিকার বীমার আশীর্কাচন করিয়াছিলেন এবং কবি প্রির্থক প্রবেশ্যা স্থানার বীমার উপব্যোগিতার ধর্নার বাত দৈখিব আমরা অভ্যোগ করিংছিলাম "গতিকার তথ্যাহী
সম্পালক অভিমানী শংশচন্তকে বাল বিলেন কেন" কিছ
আবালের এ আন্দেপ বুধার বার নাই দেখিরা আমরা
অভিপর প্রাত্ত । পূজা সংখ্যার কাগজে অরভীর মন্ত্রগ
ভিলক ললাটে অভিত করিয়া শরংচক্র বীমার বাণী
ঘর্ষণ করিয়াছেন। শরংচক্র বাংলার করনী কথা শিল্পী—
ছংখ-ক্লিষ্ট ব্যাধিত মানবের জল্প ভিনি যে অশ্রণাত
করিয়াছেন তাহার এক কণাও হারাইয়া য়ায় নাই, সববেদনায় ভাবপ্রবিণ বাজালী হুদরকে সজল করিয়া
ভূলিয়াছে। কিছ অটিল অভ্যাম্মের ক্সরং-প্রান্থণ এই
শিশুভাবয় য়্পোলিক্স হ'ন হ্যান্তি যেন অধিক অগ্রনর না
ছন ইতাই আমানের ক্ষেনা। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যরাজ্য
ছইতে নির্মানিত বীমার সম্পাদক মহাশয়কে আমরা
একটি কথা বলিতে চাহিতেছি— কণ্টকামীর্ণ বীমাক্ষেত্রে

সাহিত্যক্ষীর প্রিন্ন ছলাক্ষিপকে টানিয়া আনা ছাল্
নতে, বে মার থারীনলা ইহার প্রকোপ সন্থ করিতে না
পারিয়া নী সি ্র ভীরে শান্ত প্রিপ্ত জীবন মতিবাহিত
করিতেছেন—সাহিত্যক্ষীর কলপাকাজী সম্পাদক
মহাশর আর এক বাক্ষা করিতে পারেন। তাঁহার নীমাপত্রিকায় "সাহিত্য প্রসন্ধ" শীর্ষক একটি অধ্যায় ওনিয়া
দিলে সাহিত্যিকগণের নিকট ছইতে শুধু "message" টুক্
নিয়াই তাঁহার আক্ষেপ করিবার কা প্রাণিবে না।
"Insurance world" এর প্রবর্তী সংখ্যার জন্ত আম্রা
উদ্গীব চইয়া রহিলাম।

আগামা সংখ্যার পুপাশারে বীমা সম্বাদ্ধ কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা ও চিন্তাকর্ষক আলোচনা প্রকাশিত হইবে।

# বাঙ্গালী ও The Englishman

ঞ্জীমুধাংশুকুমার মিত্র বি-এস-সি

विष्ट्रित शूर्व वियुक्त नारतसक्यांत्र वस् मानवाशीक স্মরণ করাইয়া দিয়াভিলেন যে পুণ। স্থিতে যে রকম ভাবে বাংলাকে বাদ দিয়া কাৰ্য্য করা হইয়াছে ভবিশ্রতে ঘেন वाश्ताव नमना भौभारमा तमदक्य ভाবে ना इस् । वारमाटक ব্যেন ভাকা হয় এবং এই উপসক্ষে তিনি আরও বলিয়া-किलन (व चवानानोता (यन चत्रप त्राट्यन (व वानानोता পুত ১০০ বংসরে শিকা, সভাত। প্রস্তৃতির নিক দিয়া কি ভান করিয়াছে। আৰু অনেক অবাদালীর ২য়ত শারণই মাই যে প্রলোকগত মহামার গোধনে মহাশর বাংলার স্থাত্ম কি বলিয়া গিথাছেন। "What Bengal thinks to-day Inlia thinks to-morrow." একবা আৰ इस्र चात्रक च्यामानीत कार्ष्ट अधिकरे । योजान मतन হুইতে পারে কারণ ভাহারা আল অনেক বিবরে অপ্রসর इट्रेंट नक्ष्य इट्याइ किंड ध्यन कान्छ हिन यथन धहे के कि विद्या व अव्यक्ति वना बारेड शहा बारेड ना। क्षि चानकान बारमात क्षात्रा, जारे चान चरतवनान, विभिन्न हक्ष, तम्यवसुत्र यह वालानी भन्नत्माकगछ, अनिम थर्ष कात्राक्रव, क्षणाव ७ वजीना:बाहन कात्राक्रव त्रहेक्छहे বাংলাকে কোন গুলুতর সমস্ত। মীমাংলা বৈঠকে পালান कत्र। अशाकानीत्र। अकट्टे व'छना मदन करत्रन ; अहे तीछि (व यथार्थ हे छात्रमाख विकड क्वनमाख कहेकथा खुवन कवाहेबा निवात खन्न वथन और वस् मानवाकीक धर क्षा ব্যিয়াছিলেন উহা 'The Englishman'এর স্থ ত্য নাই। মাতুৰকে ৰখন ভতে পায় খাছুৰই হয় তথ্ন चामादरत मश्दातीत चरशंड তাহার পরম শক্র। इदेशा:इ जादे। 'दवक्र निर्देशिक विश्वाद The English man बाक वांग्नात ও वांक्रानीत जक्तनामहे चुनात हर् रमिश्टकाक्त । किंश वामानि ट्रिकेकि स बारमा कि अमे The Englishman fofesten-sitate view वर्टिहे भूछ २६ वरमात ७३६छ टिविस्टिक्टबर स्टूबि भनाजार रहेशास्त्र, ১०२वी पूत्र इदेशस्त्रा अलाखासम्बद्ध इरेट्ड ১৯৩১ नात्मरे ३०७मे समानात के विकास रहेशास्त्र । ३३७३ मारबार काविक पार्टि में

चाब ১०० वरनदात्र वाश्नात वे जिल्लान चः छिला टक्न मात वांश्नांत दिवतिहै दें जिहान है भदववना कतिया वाजित कवितान । वाश्ना कि (छेत्रतिहे भनाठात जिल्ल भार किछ लावन द्याना कादी अहे अकत्मा वरमत्त्रत मत्या कत्त्र नाहे ? লালা ও বালালীই আজ ভারতকে ভাবিতে শিগাইছাতে পদেশ কি। ভারতে জাতীয়তার মহুত্তি বাংলাও বালালীর দান এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কেবল মাত্র এই কথাই আমরা সহবোগীকে শ্বরণ করাইয়া দিতে চাই বে প্রোপাগাণ্ডার ভিতরও কিছু সত্য রাখা প্রয়োজন ভারণ আগাগোড। মিথাাকথার প্রোপাগাণ্ডা বড সহত্তেই ধুৱা প্ডিয়া ৰাষ্থ ১০০ বংস্বের মধ্যে বাকালীর দান ভারতে কি এর মাপ স্থামাদের সহযোগীকে করিতে কেচ ৰলে নাই: বোধ করি এ মাপ করিবার ক্ষমতাও বর্তমানে উাহালের নাই! বাংলা ও বাকালীর দান কেবলমাত্র जात उत्ताली नटह खेश विषयाणी अवर अहे कथा The Englishman খাকার না করিলেও পুথিবীর পণ্ডিত-কি বাছনৈতিক কি प्रथमो चोकात कतिशारहर । সামাজিক ও কি অর্থনৈতিক সর্ব্ব বিষয়ে বালাগীর দান খগাহা করিবার নছে। কিছুদিন পূর্বেটোকিওর ইরং ই (Young East ) পত্ৰিকায় জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিবিশ্বতেন-"In future they will speak of Tagore as of Homer and study Bengali as we study Greek to read him in the original."

বিশ্বসাহিত্যে বাংলা ও বানালার দান কি ১০০ বংগরের মধ্যেও কিছু নাই ? The Englishman কি নেবেল প্রাইক্ষকে—পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ উপহার বলিতে নারাজ ? ২৫ বংগরের মান্তে তারীক্রনাথ নোবেল প্রাইক লাভ ক রমাছেন। স্বামা বিবেকানন্দের মত ব্যক্তি সারা ভারতে কেন পৃথিবার মধ্যেই কটা ক্যাইবাছে ?

মনিবী পণ্ডিত জে, টি, সাপ্তারসাপ লিখিবছেন—
"Bengalis, intellectually and especially in
linguistic attainments and ability, are not
second to any Indian people, if to any people
in the world."

ৰহামান্ত গোধলে ৰনিয়াছেন---

The Bengalis are in many respects a most remarkable people. It is easy to speak of their faults; they lie on the surface. But they have great qualities which are sometimes lost sight of. In almost all the walks of life open to Indiaus the Bengalees are the most distinguished. Some of the greatest social and religious reformers of recent times have come from their ranks. Of orators, journalists, politicians. Bengal possesses some of the most brilliant...Take. science and literature where you will find another scientist in all India to place beside Dr. ( not sir ) J. C. Bose. or Dr. (now sir) P. C. Roy, or a jurist like Dr. Ghose ( late ) or a poet like Rabindranath These men are not the freaks of Togore ? nature. They are the highest products of which the race is regularly capable."

जब उत्तर The Englishman এর বলিবার कि

আছে ? বে লাভি এভঙলি রয় প্রণ করিবাছে উহার
১০০ বংস্বের লান কি কেবলবার টেরবিট অভ্যাচার ও

অনাচারেই পর্যবিদিভ হইল ? বাংলাভেও বালানীর
লানকে আগ্রুকরি গার কারণ কি ? ভার হেনবি কটনের
ক্থার—"The more intelligent, cultured or intelles
tual the Indians are the more they are dislized. • They are pleased with backward
Hindu than with his advanced compatriot
because the former has made no attempt to
attain equality with themselves."

ইং লগমা নের পরেষণার পাঠক অবস্ত অতি অর — তবু বংলার বুলিচা বাংলার ই তহাসের একণ অপব্যাখ্যা অতি বড় কজাহীন তারই পহিচার চ।



১৩১৯ সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রবাসী— প্রথমেই প্রী:বীজনাথ ঠাকুরের একটা রচনা ছাপিয়া রচনা-লম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। "দাধারণ নেয়ে" হইলেও ইছা জ্বনস্থাধারণ। কার্যামোদী পাঠক-পাঠিকাগণ এটি পাঠ করিয়া নিশ্চন্ন পর্য জ্বানোদ উপজ্ঞোগ করিয়াছেন। ক্রম-বিকাশের মত প্রতিভার ক্রম-নিকাশও হইয়া থাকে এবং কেমন করিয়া তাহা ঘটে কবির ইদানীস্তনকার ক্রবিতা-গত্ত পাঠ করিলেই দেখা যাইবে।

শ্রীসরল। দেবী "গতের পরীক্ষা" নামে বংজার একটা পালা রচন। করিব: আনন্দরানের বার্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাকে কোথাও গাওয়াইলেও পাল চাপা পঞ্চিবার স্কাবনাই অধিক।

বাহার বাজানীর প্রেবিভিহাস জানিতে উৎস্থক,

শ্রেমনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের "শতবর্ধ পুর্বেকার
বাজালীর জীবনের ছবি" পাঠ করিয়া কিছু জানিতে
পারিবেন। এখনকার এই বিংশ শতাজীর সভ্যতালোককাশ্রে বাজালী সেই কুসংস্কারাজ্ব বাজালী হইতে উন্নত
ভিল, মিলাইয়া দেখায় লাভ আছে।

মিল্ ভারাখি ম্যাকাই "নোহেন-জো-লাভোর" এক প্রিচ্ন বিরাছেন, অবস্থা বাংলা ভারাভেই সভবতঃ জনেকেই পাঠ করিলা থাকিবেন। ভারার কথা না বলাই ভাল। লেখিকার বাংলা ইহার চেন্তে উৎকট না হত্ত্বাই সভব। তবে একটা বিষয় বিশেষ করিলা টোবে পড়ে, ভাহা প্রবন্ধ প্রতি নক্ষা। বৈষয় বিশেষ করিলা টোবে নক্ষার বাছ্ন্য বেশন ছিল, ভেষ্টি ছিল ভাহার খননের বাহাছ্রী। আর, এই অমুং বিষয়টিকে পাঠকেল চোবেল সমূধে এত অধিকবার উপহাপিত করা ইইনাছে যে বিয়ক্তি আসে।

তিনটি ছোট গল্প এ সংখ্যায় পাঠ করা গেল।

প্রথমটি জীরামণদ মুখোণাব্যায়ের "বেষানান।" বেষকের রচনা ভঙ্গতৈত একটা পরিবর্তন দেখা ঘাইতেছে। বিদিবার ধরণ, ভাষা, ঘটনাক্ষি, প্রকাশ ভঙ্গী ইঙ্যাদি পূর্কাণেক। ক্ষর। আর একটা জিনিব দেখা ঘার, ঘাহা রচনার একটা শ্রেষ্ঠ সম্পাদ্-সংব্রধ।

গ্লটিতৈ ছটি চিত্র প্রধান। সক্ষণগুলি বিলিয়া **ছ**লর ছইয়াছে।

ছিত্তীয়টি শ্ৰীপ্ৰবেধবকুষার সাষ্ঠানের "অচস।" তথাপি প্ৰবাসাতে চলিবাছে।

তৃতীয়ট শ্রীবনোগ বহুর "শাস্তি।" খনেশ্যবারু কিছুকাল প্র লেখা বন্ধ রাখিলে লাভ আছে নতুবা য়চনা বিন বিন ইছা অশেকাও নিক্ট ইইখা পড়িবে।

এ সংখ্যার চারখানি রঙিন ছবি নেখিলাম।— মুখ্ লাগে নাই।

১০০১ সনের আধিন সংখ্যার বহুমতীপূজার বাজারে এক বোঝা ছোট গর দইবা বাছির হইবারে
বৈর্যারীকার ইহা এক পরম উপরো বাজালী পাঠিকো
কি উপকার হৈ বহুমতী করিলেন, জাহা বিভিন্ন কে
ইহালের ফালে কাকে, কোনে-বেগালে আবার্যার
ইহালের ফালে কাকে, কোনে-বেগালে আবার্যার
ক্ষিত্র স্থান্ত উপরাস্থালি ভ আহেই !

টেরা নয়—একেবারে রঙের টেকা স্বাসাচীর "লালিক-লোবার" সর "বাল্য-প্রেণয়।" যুদ্ধ বরসে কি ছুর্ভোগ! এহেন ধীর বাকিন্ডে "সং-সাহিত্যের মোগল সম্রাটে"র কি ভার, আর বার্ডালী পাঠকেরই বা কি ভাবনা? Everready dry cell battery! িছাৎ মঞ্ছং আছে। একট্ ঠেকিলেই আলো।

বাহা হউক, গোটা করেকটা গরের কথা বনি।

শ্রী অসমঞ্জ মুবোপাধার গঞ্জিকার গল ছাজির।
অধুনা জ্বাচোরের গল ধরিয়া একটা দিকে specialise
করিতেছেন। তবে তাঁহার "একবংসর" গলটি দরদ নিয়া
দেখা। এই গলটি সতাই পাঠোপবোগী—শাঠকের মনকে
কারণ্যে অভিসিঞ্জিত করে।

শ্রীরামেন্দু দক্তের "দেডীজ-রীট-ওয়াচ" বেী হুকাবহ হটনায় পরিপূর্ণ। ছে'ট কিন্ত বেশ।

কুমার শ্রীধীরেক্সনারায়ণ রায়ের "ম্পার্শর প্রভাব" প্রবলবেশে চলিতেছে। কিন্তু কয়টিকে স্বর্ণ ও রৌ গ্র প্রযুক্ত করিল, বোঝা শেল না। তবে আশা করা যায়, ভূম্বপুশ্পের ক্যায় দক্ষর অন্তরালে থাকিলেও প্রভাবের ক্ল ভূম্বের মতই কোধাও প্রমুস্তা হইয়া ফ্লিতেছে !

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি বেখা গেল অনে ছগুলি। ভল্পাংয়ে শ্রীচারতক্ত সেনগুরোর "মিলন পুশিমা" বেশ লাগিয়াছে। করদ বিয়া আছিত।

১০০৯ সালের কার্তি হ সংখ্যার ভারতবর্ষে— ছোট গর পাঠ করা গেল চারটি।

প্রথমেই জীনৌরেজনোহন মুখোপাধ্যারের "সংসার কঠিন বড়।" "স্থাতীর সমজা"—ইহাতে সকলেই ঠেকে, অধ্চ পুরণ করিতে পারে না।

ব্যাপারটা এই—থৌবনে সংগারপাকের ব হিঃসীমানায় নায়ক বিহারী বধন পরর আরামে (१) পরিপ্রবণ করিত তথন লৈ ছিল কবি। করেনে প্রেকারেই মানতীমানার সহিত ভালার উমার-জিলা অসপার বর। একে কবি, তাহার উপর কলেজের হেলে, স্মানিকি কলাই বিলা মানতী। কালেই নে বিভা বাদ বিষা প্রেব-চর্চা করিব।

কলে হইল পরীকার কেল। ইহার মধ্যেও সাস্থা হিল, প্রিয়ার প্রেমণ্ড ওকার নাই। কিছু ক্রমে প্রা-ক্রা ও সংসারের ভারে ভাহার বে অবস্থা হইল,—প্রিরা ভাইার প্রতি কিরণ ব্যবহার স্থক করিল ভাহা বিহারী স্ত্রীর নিকট একধানি পোঠ কার্ড চাওয়ায় অস্থািত হইবে।

"ৰাণতীয় পানে স্থায় দৃষ্টিতে চাহিয়া বিহারী কহিল —একটা পোট ক।ডি⋯

ক্ষিন দৃষ্টি খামীর মুখে নিবছ করিয়া মাল**ডী করিল:--**কোণায় রেণেচো ?

- -- ब्राविनि !
- **—₹(**₹ ?
- খঁ ৯ চি । ঘর-সংসারে মাছব ছ' একখানা খাব পোষ্টক উর্থে ভো! ইডা দি ।
- —ব**ে**় পোটগার্ডে আমার কি দরকার ? কাকে চিঠি লিখ্ডি ইত্যাদি।
  - —বাণের বাড়ীতেও চিঠ পত্র লেখ না ?
- —লিনি বই কু ! ভগু চিঠি লেখা কি ! প্রনা-ক্ডিও পাঠাই !"

ক্ষন সৰ নিৰাজণ বাকা সংখণ্ড মনে গলটির কোন ছাপ পড়েনা—শোষের ছকটি তে। নিতাভ আনোৰ আচন কেবল অনাৰ আচন নয় art ও ক্ষা ইইয়াছে। তথে আৰিক গ্ৰুগাতেও কলম বেচ লে চলে।

ইহার পরই শ্রীপ্রবোধকুমার স'লালের "আইবর্ব।" গল্লে ব'র্ড ঘটনাটি এমন ন্তন যে নিভাত আতৃ্থ ও অ্বাভাবিক ঠেকে।

ঐ ভারতবর্থই বাসীনবাবুর এমনি ধরণের আকটা
প্র কিছুকলে পূর্বে পাঠ করা গিয়াছিল। ভারাতেও
চিল কবৈণ প্রণয় ও পিয়েটারে একটি বিশুক্তে কেলিয়া
মান্তরে পলায়ন। মান্তাটি ছিল অপরূপ ক্ষমী ও অক্লী
—বেল ছবি। আম্বা মান্তিভি লা বে "অবৈশ"
ভারারই ছাপ লট্যা রচিভ-Great minds think
aliko. বন্ধ সাহিত্যের প্রে ভাস্য বে একসন্দে ওভালা
Great minds think করিয়া বৈধাবৈধে নিশুক।
প্রতিতে মাত্রেরের ধারা বহাইবার প্রাণ্ আছে বর্ষেট।
প্রাণ্ড বহিষাতে কিছু দিশ্বন আন্তম্প প্রের্গান না।

একটি কথা—"মু:ধর কাটুনি" কখনও শোনা বার নাই, পড়িও নাই। বরং শুনিরা আনি:ডিহি "হতা কাটুনি", "পাট কাটুনি", "থড় কাটুনি"! ইহার পর শোনা ঘাইবে "পারের গড়ন" এক কথায় "পাটুনি" হইর। দেখা নিয়াছে।

শীরভাত কিরণ বহু:বি-এ "কবি প্রিরার" বারা প্রাম্যজীবন স্বন্ধিত করিতে প্রায়দ পাইয়াছেন, প্রাম্য-জীবন বে
সভাই এমন ভয়াবহ নয়, ইহা প্রাযানী মাত্রেই জানে।
তব্ধ সেখক গল্পে নানা অহুধ হর ঘটনার সমাবেশ
করিয়া একটা মূল্যবান রচনার পরিপেষে যে অনকলাভ
হয়, ভাহা কল্পনায় উপভোগ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা
হইতে ইহা রচিত নয়। অবশ্য গল্পটির মধ্যে একটু যে

নুত্ৰনত্ত নেট, তাহাও নয়। ইহার তলে কামাধ্যা অমৰ ব্যাপারটাও নিধিত চ্টাচে—কিছ স্বটাই আছেই।

চতুর্থ গরের রচয়িত। শীবিজয়রত্ব মজুম্বার, নাম
"হ্লের্ল" স্থাই ছ্লের্ম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম
বুর শর্থচন্দ্র বুঝি এবার ভাকামীতে হারিয়া গেলেন।
কিন্তু মাঝ বরাবর আসিয়া বুজির নিঃখাস ফেলিয়া হাজা
হওয়া গেল। নাঃ! "হুজের্ম" গ্রিকা-ধ্য-মানে বহির্গত
হইলেও চলিতে চালতে একথানি পা ভাহার মাটিভে
ঠেকিয়া আছে।

পঞ্চম পর ঐমিচিছ্যকুমার সেন ওতের "বেনাছং প্রভৃতি—" করেক ছত্তের পরই ধৈবিচ্যুক্তি ঘটার অপ্রতি রহিয়া পেল।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে চারধানি।

## গ্রন্থ-পরিচয়

হোমিওপ্যাধি মতে কিরূপে ঔষধ বাছিতে মূহ---ভাজার স্থানের 'Regional Leaders' নামক বিখ্যাত ্রোমিওপ্যাধি এছের ড': জি, র'র অগ্নিত বঙ্গাতুবান। প্রচাশক ভারত পাৰলিশিং হাটদ, ২৭ কর্ণপ্রালিব ব্লীট, কলিকাতা। বুলা ছুই টাৰা। হোমিওপাাৰিতে কিছুমাত্ৰ দকত। ল'ভ করিতে গেকেই বে স্বপুত্তক পড়িতে হর ডা: ক্র'নের অমুগ্য গ্রন্থ বি তাহার অক্সংস। बहे बहेबानि निबिट्ड छ': छात्मत किन वश्मत कानिप्राहित-डेहा २०B विवत विकाल विकल-विधा मन, मछक, मूच, हजू, कर्न, माना, वन-भागी, शाक्ष्यतो, छेनत, मनदात, मृश्यतः, शूः सनदनिक्षतः, जो संबंदरिक्षत, पानवज, सः निक, गृठ रचनव. निजा, यम, मीत, यम, कृ, अष्टि, बाहुशकृति। और जब विजात यजिक् दान छ অলাভি লক্ষ্ণ আসিতে পারে তংগদতে ব্যাসভব নিজ ক্সপ্রদ উব্ব रम्ख्या रहेत रह । अहे अरह महोरतत विकित बारमंत्र सम्बंग श्री गांव क्षेत्र निर्मात्रस्य वित्यव स्विश स्ट्रेशाद्य । त्रात्रेश व मत्त्र नी प्र खाहात मम्ख कथारे अक अक्षे शिर्ट बशांत हरेट बाम बारेट । अयन अक्यानि यूनावान हानिक्याति शूक्षक वारमात अकान कविता

1 200

অসুণাৰক ও প্ৰকাশক বক্সবাসাৰ্থ হইলাছেন। এই এছ হোমিওপ্যাধি নিকাৰীও বে সাংগুণছ যথে হোমিওপানি বাল রাখেন উহোদের পাকে বিশে কংবাক্তনী কইবে। বইলের ছাপা, কাসাল, বীধা উত্তম।

'ফুলক লি'——ছোটনের কবিতার বই। শ্রীনিবারণতর চক্র:জাঁ প্রথিত। প্রকাশক ডা: শ্রীহেনচক্র চক্রবর্জী। কবোল কাচনা, নবাবদঞ্জ, র পূর। সুন্য চারি আনা। এই ছোট বইবানিতে ২৬ট কবিতা এবং সবন্ধনি কবিতাতেই শিশুনিজে ক্রম্মর করনা প্রমার করিনার প্রযান লাকিত হর। ভাবা সহার, ভাবও ভট্ট সাধানহে। কবিতা ওলি শিশুরা উপকোশ করিতে পারিবে বলিরাই মনে হয়।

'আনন্দ নাড়ু'——গা:নর বই। বীচারতরে ব্রেগাগাগার প্রেণীত। বুণা তিন লানা। এই প্রেণে পুত কুত্র প্রিকার মধ্যে বত রক্তর বহু ব্রের, বহু ভাবের গাব আছে। ভোলটার কর্ম বিশ আগচু বোলা বার—কোনটা অংশলা। নেবক বিক বেলান ইব র'চলাছেন ও বং সংবাস ভারিলাছেন—স্বালোকনার আলীক্



## গ্রব্মেট নিজের মর্যাদাকে লোকচক্ষে মসীলিপ্ত করিতেছেন

ভারতবন্ধ্ সমিতির সভাপতির অমুরোধে রবীস্ত্রনাথের বিবৃতি

भाषि निरम्हन, ३०३ बाह्रायह

ভারতের বর্ত্তরাৰ অবস্থার বিষয়ণ চাহিলা এবং শাস্তি ও গাগোৰের লক্ত কৰি রবীক্রশাশেও মতা-ত কি থাগা কিলাস। করিলা লগুনের ভারতবন্ধু সমিতিব সভাপতি মি: ফার্ল হিপ কবির নিকটে বে তার করিলাছিলেন তাহার উল্লয়ে রবীক্রনাথ মি: হিথের নিকট নিম্নালিভিত বিস্তি প্রেরণ করিলাজেন:—

"খির বন্ধু,

আগনার চার হইতে একথা জানিরা আনন্দিত হ'লাম বে ইংলও এবং আমানের মধ্যে বে সম্পর্ক আছে তাহার পনিবর্তন গমা এক মনোভার ইংলওের জন-সাধারণের সধ্যে জাসিরাতে। আমার মনে হর বে, টিক এই সমরে ভারত প্রবামেন্টের পক হ'তে নামানের পেন্যাসার সহিত্ত সভিজ্ঞা এবণানিক সহবেগিতা স্থাপনের চেটা নাংক করা উচিত। মহাস্থাজীর প্রতে চারিবিকের আবহাওয়। নিকসুব ইংরাছে। কেবল বিশেষ সম্মান্দের জন্ত মহাস্থাকী এই প্রত প্রথম করেন নাই; মান্বের ছঃধকাইর জন্ত ইংহার এই তপন্চর্যা।

শন্মবাদের আহ্বাদের সাঞ্চা বিবার চলোগ ভারতবর্ধে গত করেক বংসরের মধ্যে আগশিত বার প্রবর্ধিনটের নিভট আনিরাছে। এইকপ এক আহ্বান আসিবাছিল গ্রান বোলা টেবিল টেবট কইটেড অংবংশ ওতাবর্তন করিং। বহুগলাং) বড়লাটের সহিত্য প্রান্তন করিং। বহুগলাং) বড়লাটের সহিত্য প্রান্তন করিং। বহুগলাং) বড়লাটের সহিত্য প্রান্তন করিং। বহুগলাং। বহুগলাং বিবার ইক্ষা ওপোকিত হইল ওাগাকে শ্রামতি ভারাবারে আবদ্ধ করা হইল। সেই স্বরু হইতেই গ্রামতি বোলাব্নিভাবে গ্রামত্বীতি অবলক্ষ্ম করিয়াহেন। প্রথবেট ত হার টিক্টানভার উল্লেখ্য ভোটি ক্ষেট্র স্বনারীর হতে নিম্বের স্কার্থাকে

মনীলিপ্ত করিচাছেন। প্রবাদেশী এক ভূপ ছইতে অক্ত জুলে নিয়াছেন এবং অবংশবে ভারতবর্গকে এবন পরিমাণে এক আসের মুদ্ধ বিশ্রছের অবস্থার টানিশ আনিতে সক্সকাম হইরাছেন বে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক সমর্থতি ইয়ার মর্থাঞ্চল করিকে সমর্থ।

বতর বাজি বিশেষ কর্ক বিলা এচেটা কেন্ট্ সমর্থন করেন লা, তথাপি ইনাকে সবর্ণমেটের কার্য্যের এডাক কর বিলাই পাট বুবিজে ইংবে। একণে বাজার বিভিন্ন এনে বুটিশ সৈতা মকুত করা চ্ট্রেচে, উদ্বেশ্য মিনীরণকে উদ্দেশ করা এবং নামানের নানাবারণকে প্রবলের সাহাট্যে "একটা লভিক শিকা" (এইনা বরা হল) বেজা। চাকা, মেদিনাপুর, হিলালী এবং চট্ট্রামে স্বর্ণমেন্ট থানা করিবাছেন, সে সকলের সেরা এই নৃত্র ব্যবহার ব্যাপক "বিল্ল এচেটার অস্কুক্ত্র এক আভেজে ব্যবহার আব্দুক্তি করিবে।

সময় থাণিতে যদি বৃটিশ মন্ত্রি। চা এবং তারত প্রশ্রেক উচ্চাবের ভারতীয় লাতি পরি।বীন কাতি চাছে। করেন তাহা হহলে উচ্চাবেশকে শিক্তিরপে সুইট বিনিবের সন্মান হইতে হইবে।

"(১) কোন দেশ ভাষা- ইজ্যার বিরুদ্ধে আন্ত বেশ কন্ম্য শাসিত হইতে পারে না। ভাষতবর্ষকে থার বেয়ার করিয়া শাসন কয়। চলিত্রে না, গোলোর বভাই সমতাহীন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সক্ষতাপুরি ইউক বা কেনা ইংলাকের স্থিতি ভাষতবর্ষে। অর্থনৈতিক এবং কৃষ্টিশূলক বোপাবোস বজার হালাওট হইবে, কিন্তু গুলু বুলু বুলু এবং বিশাসের হারাই উহা সন্তব। এরূপ সহবোসিতার আন্ত আমানের বেশের বোজা একুল সংবাসিতার আন্ত আমানের বেশের বোজা প্রকৃত্তির পার্বির্দ্ধির কর্মানিকার করিছে বুলুর একং বিশাস্থিত ক্ষিত্র ক্ষিত্র প্রকৃত্তির ক্ষিত্র ক

"(२) जानात्म्य अयर देश्ताबद्यत्र मध्य जनिवान अनर विभूजनादकः

মহাজানীর নেডতে পরিচালিত কংগ্রেসের প্রতাংই একালে সভাসতা व्यक्तिरहोध करिएक शास्त्र । अथात, कश्सारमञ्जूष महत्त्व स्था बार्किक जारशांतन वानवांकीय स्वाय कांग्रांनारिय स्वायक कथा कठेरारक। कीकारमय একমাত্র অপথাধ মহাস্থাক্রীর প্রতি উচ্চাদের অনুবৃক্তি এবং বাহাঃরব चार्च छाहाता এ কাপ্রভাবে সমর্থন করির ছেন সেই জনসাধারণের প্রতি ভাঁচাদের একনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠান ছিদাবে কংগ্রেসকে বে আইনী ঘোৰণা कता बहेबाटक खाबात है। बांकिक बांकिवास कता बहेबाटक, खाबाब প্রতি সহামুভতি-সম্পন্ন সকলকে গুলাহাবে এংং নির্থমণশে সমন করা ছটয়াছে। অবশ্র কোকের মনের উপর কংগ্রেসের বে নৈতিক প্রভাব चारक छात्र विस्पृत्रात्म कृत इस नाते. अवर छहात कि छित्र के गवल इव नाहे किय गवर्गायक है छा गुर्सक निः बाक अवर जायापिशाक अहे কলাণকর প্রতিষ্ঠানের বেবা হইতে বঞ্চিত করিয়। আমাদের শ্রেষ্ট महमादिश्रंगंत कर्त-१ रहें एक कछतान भग कामग्र करिए वाधा ক্রিরাভেল। জব সাধারণের উপর প্রপ্নেটের এখনও বলি কোন আবসন্ত প্রহার থাকে তাহা হটলে এইরূপে পংগতি উ ভাহা হারাইতে শ্বসিধার গুরুতার দাহিত্ব লইবাছেল গুণু তাতাই নতে, নিরপরাধ মুমুবোর প্রাক্ত বে স্থল প্রতি ক্রিয়া মূলক কর্ম ৯তে টার ফল সর্বনাশকর সেই দৰল কর্মপ্রচেষ্টাকে এইরূপে উৎসাহিত করিবার শুরুতর দায়িত্বও संवर्गामके सास व्हेशाकन।

প্রবশ্থেকে । পাক্ষ স্বিচ্ছাবাল্লক ই জিত, পাতি গদ বাবছা এবং রাচলৈতিক চাতুবা ছ রা সার্ক্ষিত কৌশলপূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিক্ষেপ করার সমর্ল আব নাই, অনেক বিলছ হারা গিগাহে। গ্রণমেটকে উাগার দ্বন এবং তদ্ধ প্রদর্শনের ছ্র্মল নীতি উপ্টাইরা বিরা নির্দেষ্ট প্রশাবনহ সন্মুবে দাড়াইতে হইবে; ভাতত বঁকে বাধানতার সাব-জ্ঞ দিলা ঐ প্রভাব অবিলছে কার্যকরী করা বার। প্রকৃত শাসন-সংলার হারা এক বিবেচনাহীন প্রশামেটের পঞ্জ ভূত নির্দ্ধা আপসাতি করিবার পূর্বের মহান্ধা গাজা এবং কং প্রাসর সভাগণকে নিশ্চাই মুক্তি দিতে হুইবে এবং বিনাসর্শ্বে সমন্ত অভিনাল প্রভাগের করিং হুইবে। এই সক্ষম জ্ঞানাল হারাই প্রভাপত্তি বীকৃত হুইতেছে বে, গ্রণ্ডেই শাসন করিতে অপারগ।

শ্বানি আন্তরিক ভাষে আশা কি গে ভারতের বর্তমানের সভাকার বাদ্যাল বাহা ভাহার সহিত বুটিশ জনসাবাংশকে পরিচিং কাইবার বুটি ভারতবন্ধু সনিতি তাই দের যথাস ব্য চেটা করিবেন এবং বাধীনভার

1

আমাদের অন্তর্গত অধিকার এবং আমাদের ইক্ছাবত অভাত দেশের সহিত সংবোগ রাখিবার ব্যবহা বাছিলা সইবার অক্ষাত অধিকারকে খীকার করিবা করিবে একল :নির্দিষ্ট কার্যাক্রম এবং নীতি এই সমিতি অবসক্তন করিবেন। আধি জানি আপনাদের দেশবাসীর নিকট হইতে একণ আন্তার বীর্ব্যের উপর আমি বির্দ্ধর করিতে পারি।

"আবাদের মনুব্যক্ষের বুল দাবীকে ববি প্রথমেণ্ট নিভীকভাবে দ্বীকার করেন দবেই গুরু ভারতে প্রকৃত লাভি প্রতিটিত হইবে। মহালালী বিধের নিকট ভাষার উত্তরভাগ সতক্ষিমাণিত করিলাহেন; প্রথমেণ্ট কি সাড়া দিবেদ ?"

বিশ্ববিদ্ধালায়ে মহিলা সমত । বিহার ও উড়িয়ার মহিলা সহা হইংত ল প্রাত্মের শীবুকা শৈলবালা হাজরা অধিকসংখ্যক ছোটে ও হার প্রতিবাদী ও জন ভত্রলোককে পরাজিত করিয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্রন আইন অনুসারে এই নির্ব্বাচন হইয়াছেল। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্রন আইন অনুসারে এই নির্ব্বাচন হইয়াছে। উক্ত এটি পর্যায়ী শিহ্বারী ইতি করিছে বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্ত নির্ব্বাচিত করিছে পারিকের ইয়াছাড়া উক্ত মহিলা সভাকে একটা সাধারণের সম্প্রেন করিয়া গ্রেপ্টিটিয়া নহিলা সভা অবেক রহ্বার্থার সালিয়া লইয়াছেল। বিহার-উড়িয়া সহিলা সভা অবেক রহ্বার্থার সালিয়া লইয়াছেল। বিহার-উড়িয়া সহিলা সভা অবেক রহ্বার্থার সালিয়া লইয়াছেল। ইহাকের চিটার মহিলাপ্টের শিক্ষার প্রবাহ এবং নালীছ বিজ্ঞান্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাঁই,ভালিকার ব্যাহার ব্যবহার এবং নালীছ বিজ্ঞান্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাঁই,ভালিকার ব্যাহার ব্যবহার ছবিয়াহে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাঁই,ভালিকার ব্যাহার ব্যবহার ছবিয়াহে ব্যবহার হারাছে।

নিখিল ভারত মহিলা সন্মেলন ঃ— এই দৰেবৰ দিনী
সংঘতী কৰনে দেৱী সকীর সভানেত্রীছে নিখিল কারক অহিলা সন্দেলনের
বঠ বাবিক অধিবেশনে ১১টী এতাব গৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে শিশু
ত্রীলোকদিশের সম্পতিলাভের অধিকার বীকার করিলা এবং উইলা
শেষভিনের মন্ত আইন প্রশাসন সমর্থন ভবিষা, শারদা আইলকে কার্তি
পরিণত করিবার কন্ত গুলাও উত্তরনের নিবিত্ত ব্যবস্থাপক সভার নক্তসঞ্জেক অন্তরাধ করিলা এবং ইসলাবের অন্ত্রাপন অন্তর্গরে যুগলবার
ত্রীলোকদিশে। বিবাহ-বিভেনের অধিকার বৃটিশ আম্বাল্ডের খানার
ক। ইচিত বলিলা অভিনত জ্ঞাপন করিলা প্রভাব ক্ষেত্রত মুখীত হয়।



#### :গাল ভেবলের কথা:-

গোল টেব্ল বৈঠকের মরশুম আরম্ভ হইরাছে। চারতবর্ষ হ**ই**তে যোশী, সঞ্চ, গজনবী,পাত ইত্যাদি ধুরন্ধর-াণু যাত্রা করিয়াছেন। বিলাতী সরকারের পক্ষ হইতে ার্ড বিজিং, লও সাম্বি ও লও উইনটারটন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। এই বৈঠকের সাফল্য লইয়া বিলাভ হইতে মনেকেই গবেষণা করিতেছেন। মধাপক লাম্বি ও অক্সতম রাজনৈতিক লেথক ব্যার্ডীও াদেল সঞ্চ জয়াকরকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, াহাত্মাজী এই বৈঠকে ৰোগদান না করিলে, তাঁহারাও यन छेक देवर्रकटक बग्नक के कदत्रन। এই अब्दरत्राध्यत গাফাই গাহিবার জন্মই মিটার জ্বাকর বিলাত যাতা ক্রিবার সময় বলিয়াছেন বে গোল টেবল বৈঠকে বে रेत्यंय कांच हहेरव नां এ धात्रणा जाहात्र चाहि, जरव जिनि াইতেছেন এই জন্ত যে সরকার পক্ষ হইতে ভবিষ্যতে কোন প্রকার কথা উঠে না বে আমরা উহাতে ঘোগদান ক্রিলাম না। এই বৈঠককে সাফল্য প্রদান করিবার অন্ত ণকল প্রকার চেষ্টা করিবই,ক্লভকার্য্যের ভার ভবিতব্যের উপর। मात्र এ. পি. পাত্রও অনেকটা এই কথারই প্রতিধানি করিয়াছেন। ভিনি বলেন যে গোল টেবল বৈঠকে মহান্দ্ৰা পান্ধী ও কংগ্ৰোদ বোগদান না করিলে উহাতে কোন প্ৰকার বিশেষ ফল পাওয়া হাইবে ন।। বিখকবি রবীক্রনাধেরও সেই অভিনত। তেনি স্পষ্টই বলিয়াছেন; বে কোন স্থাতি আর একটা স্থাতিকে ভর প্রদর্শন করিয়া চিরকাল শাসন করিতে পারে না। ইংরাজ সরকার কংগ্রেস ও মহাত্মাজীকে বাদ দিয়া কোন প্রকার আপোষের কথা চালাইলে ভাহা কোন রকমেই সর্ব্বাদিসম্মতরূপে গ্রহণ করা ষাইতে পারিবে না। বিশাতী ছই-একথানি কাগজেরও নাকি এইরূপ ধারণা। স্থতরাং প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিব মহাশর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান ক্রিয়া মহাত্মাজীকে উহাতে যোগদান করিতে আহ্বান না করায় আমাদের মনে হয় অনেকটা শিবহীন যজেরই অফুষ্ঠান করা হইতেছে মাত্র। এবার গোল টেবল বৈঠকে বাংলার হিন্দুগণের পক হইতে বাংলার অন্তম মন্ত্রীযুত বিজয়প্রদাদ দিংহ রায়কে নাকি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুত সিংহ রায় পারিবারিক প্রতি-বন্ধকতায় এই আহ্বান গ্রহণ করিতে না পারায় বাংলার প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী জ্ঞান নৃপেন্দ্রনাথকে তৃতীয় গোল C विवन देवर्रेटक ट्यांगनान कतिवात अन्त अक्टरतांध क्या व्हेग्राट्ड।

এবারকার গোল টেবিল বৈঠকে নানা প্রকার ছটিল প্রশ্নের উত্থাপন হইবার সভাবনা আছে বলিয়া নাকি ভারতীয় দামন্ত রাজগণ স্বয়ং না গিয়া তাঁহালের প্রধান সচিবগণকে উক্ত বৈঠকে যোগাদান করিবার জন্ত প্রেরণ করিতেছেন। ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। সামন্ত রাজগণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে অনেক সময়েই চক্লজ্ঞার থাতিরে অনেকটা সামলাইয়া চলিতেন, তাঁহাদের অরজীবিগণ্ডে প্রেরণ করিয়া এই বিপদের হন্ত হইতে রকা পাইলেন।

বাঁহারা ভাবিতেছেন যে এই তৃতীয় গোল টেবল
বৈঠকে একটা মামাংসা হইয়া যাইবে, ওাঁহারা বিশেষ
ভূলই করিতেছেন। ইংরাজজাতি যতদিন ভারতবর্ষকে
কামধেছবং দোহন যন্ত্র বলিয়া ছনে করিবেন, ওজিন
মীমাংসার কি বন্দোবল্প হইতে পারে। ইংরাজের দেশে
ভীষণ অরাভাব। জ্বাল বেকার সমন্ত্রা ভীষণ মৃথি ধারণ
করিতেছে। কাজেই ইহাই আভাবিক যে ইংরাজ ভারতকে
তাহার এক বিস্তৃত কর্মস্থল করিয়া ব্যবহার করিতে
থাকিবে। ইংরাজ জাতি যদি আমাদিগকে তাহাদেরই
একজন বলিয়া গ্রহণ করিত,ভাহা হইলে সমন্তার সমাধানের
জন্ম এত দেবী হইবার কোনপ্রকার সন্তাবনা থাকিত না।

#### ক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্য:--

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীর অধিবাসীগণের বসবাস কর। ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। এই দক্ষিণ আফ্রিকা বখন জবল মাত্র ছিল, তখন ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ দলে দলে ভারতীয় প্রমজীবিগণকে লইয়া গিয়া তথায় নানাপ্রকার উপনিবেশ স্থাপন করেন। ভারতীয় প্রমঙ্গীবি-দের সহিত তুই চারজন ব্যবসায়ী ও শিল্পী দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করে। দক্ষিণ আফ্রিকা যেমন সম্পদশালী জনপদে পরিণত হইয়া উঠিতে থাকে তথাকার ব্যার অধিবাদীগণ ভারতীয়দের সহিত প্রতিবন্দিতায় দফলকাম হইতে না পারিয়া, ভুধু 'গায়ের জোরে' তথা হইতে ভাহাদিপকে নিছাবিত করিয়া দিবার জন্ম চেষ্টা করিতে থাকে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজনের সহিত ব্যার জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে ইংরাজগণ ভারতীয়দের সহামুভূতি मां कविवात अन्तरे वनिवाहित्नन त्य छाँहाता वृवातिमारक পরাজিত করিতে চাহেন যেহেতু তাহারা ভারতীরদের ন্যায় দাবী স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর ইংরাজ সরকার তাঁহাদের পূর্ব প্রতিশ্রতি রক্ষা করিবার কোন বিশেব চেষ্টাই করিলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় প্রাধায় ক্লুল করিবার फेंट्या ১৮৮१ चंडारम श्रीनम्छान नवकाव अक चारिन

প্রণয়ন করে। এই স্বাইনের সাহায়ে তাঁহারা ভারতীয় দিগকে কতকগুলি জনাকীৰ্ণ ও বাণিজ্য প্ৰধান নগৰীকে क्यां क्या कतियात निरंध पाछा धानान करतन। वह আৰু বলে ভাৰতীয়গণ বিশেষ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিলেও, আইনবৰিড স্থান সমূহে কোন প্ৰকার সম্পতি क्रम क्रिएक भावित्वन ना । देहाएक क्षांत्रकीयशत्वत सर्व নাপরিক ক্ষমতার ছাদ হয় তাহা নয় ভাগদিগের ব্যবসা-बालिट्यात व्यवाध श्रीवृद्धित शानि द्या। त्यात गुरक्त পর দক্ষিণ আফ্রিকার রাজ্যগুলি সংমিলিত হইয়া একটা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইলে, ১৯০৮ খুষ্টাব্দে আর একটা ন্তন আইন লারি করা হয়। এই আইনের নাম ট্রান্স ভালের 'গোও ল'। পূর্বেক কতকগুলি নির্দায়িত ছানে ভাষতীয়গণকে সম্পত্তি ক্লয় করিতে নিবেধ করা হইরাচিন এখন উক্ত স্থানগুলিতে বসবাস প্র্যান্ত করিছে বারণ করা হয়। এই আইন প্রবর্তিত হইলে ভারতীরগণকে মাত্র 'কুলী' রূপেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতে চউবে এবং ভাহাদিপকে সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাদিবাই ক্রমণ: তুলিয়া দিতে হইবে এইরূপ আশবা করিয়া মহান্তা शाको এই আইনের বিরুদ্ধে ভীৰণ আন্দোলন বুক कतिया (मन। "এই আন্দোলনের मलाই ১৯১৪ पुढ़ाल शाबि-चारे नर्खक्षिण धाविक ह्य! ১৯১৯ धुडोरस नर्बास উক্ত সৰ্ভ অনুযায়ী কাৰ্ব্য করা হয়। বোওল' আইনে প্ৰবৰ্ত্তিত চইলেও, উক্ত আইন অপুৰায়ী কোৰপ্ৰকাৰ দাৰ্ঘ্টি क्ता इव नारे। ১৯১৯ वृद्धात्म आत्र अक्षी नृज्य महिन জারী করিবা দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বকার তথাকার: ভারতীয় গণকে সর্বপ্রকার জমির বালিকানি সম্ব ক্রৱ করিছে বিবেধ कतिया त्राम अवर नृजन ट्रिंड नाहेत्स्य जात जात्रजीवनन्दर क्षानं कता हहेरद ना विलवा बाबना करवना ১३००) गालित य नुषम भारेन धार्विष इरेशास्त्र जाराहण ভারতীয় ব্যবদাদীপণের ব্যবদা ক্ষরিকার শ্রন্থ বে জোন মুহুৰ্তে কোন প্ৰকাৰ কাৰণ দৰ্শন সা কৰিবা কাৰিবা न छत्र। इटेरव यनित्रा स्वायन। कत्रा इटेशायन अपूर्णीक ব্যবহা ওলির উপর লক্ষ্য রামিজনই ক্রেছিজে ক্রির बाहेद्द दर जावजीवनमदक काकार दक्का अवित एका रंगा क्या र्रेट्डाक अधिक आक्रिकार The same

নামে ভারতবাসী। করেজ, সুরুষ বাররা ভারায়া নক্ষাকুলমে তথাৰ বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইংরাজ, ব্যার প্রভৃতি জাভিপণ তথায় গমন ক্রিয়া যেমন উপনিবেশ লাগন করিয়াছেল, ভারতীরগণও তথার করেক পুরুষ পর্কে গমন করিয়া ভাহাদের জন্ম-মৃত্যুর দেশ বলির। मिन जोकिकाटक बद्रश कतिमा नहेगाटह। बर्खमारन #কিণ আফ্রিকার যে বৈভব দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতীয়গণের শ্রমই উহার মুল উপাদান। এখন নানা অস্থাতে এই ভারতীরগণকে কেন্দ্রচাত করিয়া দক্ষিণ **আফ্রিকা হইতে অপ**দারিত করিয়া ভাহারা কৌথায় গিরা দাডাইবে। ভারতবর্ধে ভাহাদের দ্বান কোৰার। এখন কোন জাতি যদি আট্রেলিয়ায় গিয়া बात (वे देश्ताक्रमं कायात देशना क कितिया बाउक, छात्रा इंडेरन छैटा रायन जम्बद वनिया मत्न इटेरव. मकिन শফ্রিকার ভারতীয়গণকে দক্ষিণ আফ্রিকা চাডিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেও ফি অনেকটা নেইক্লপ হইৰে না ? ইহা ছাড়া ভারতেও অর সমস্তা দিন দিন ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। এতগুলি বেকার দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিলৈ আমাদের বেকার গমতা কি ভীষণ ভাৱে বৃদ্ধি পাইৰে না ? আমরা ভারত नत्रकांत्रक এই विश्वतः अवश्यि इन्दान अन् विध्यय অসুরোধ করিতেছি।

ভার আলি ইনাম দেহত্যাপ করিবাছেন। ইনি
১৮৬৯ প্রাকে পাইদার জন্ম প্রাহণ করেন। ইহার পিডামহ
প্রথম তামজীর জেলা ম্যানিস্কেট ছিলেন। ভার আলি
ইনাম ১৮১০ প্রাক্তে পাটনার আইন ব্যবসা আরম্ভ
করিবার অভি অল্পলিনের মধ্যাই বিশেব হণ ও অর্থ
উপার্জন করেন। তাহার জনাম চকুর্জিকে এও বিস্তৃত
ইইয়া পড়ে যে ১৯০৯ ক্রীটাকে বাংলা সরকার তাহাকে
টাতিং জাউপোল পদ প্রালান করেন। ১৯১০ প্রাইকে
পর্মীয় লার্ড সিংহ আইন-সচিব দার পরিস্থাপ করিলে তর
আলি ইমাম উক্ত পদে সরকার কর্ত্তিক থাকিরা ভিনি
বিশ্ব বন অর্জন মধ্যান। ভারণার্ক উন্নোক্ত হ'ন।
১৯১৫ প্রীয়াক পর্যাক্ত প্রাক্তির বাহিরা ভিনি
বিশ্ব বন অর্জন মধ্যান। ভারণার্ক উন্নোক্ত বিনা

একটা খড়ত্ত প্ৰলেশে পরিণত হয় এবং পাটনায় বর্তমান হাইকোট স্থাপিত হয়। ভিচ্চ রাজ কার্যা হ**ইতে অবস**র গ্রহণ করিয়া তিনি নব প্রতিষ্ঠিত পাটনা হাইকোটে किছतिस्मत्र अंखं आहेन रायमा ठांबाईबाईट्रिंगन । किंद धरे कार्या छाँशांक विमेतिन कतिए इस नाहे। ১৯১৭ এটাবে ভিমি পাটনা ছাইকোর্টের জজ হয়েন। ১৯২৮ ঞ্জীষ্টাব্দে পাট্টমা শাসন পরিবদের অফ্রডম স্ক্রাপদ প্রাপ্ত হম। উক্ত সমে নিকাম সরকার কোন বিশেষ श्राद्धां करन. कांशांक व्यक्ति महित्वत शह क्षणांन কবিয়া হায়ন্ত্রাবাদে লইয়া যান। লর্ড সিংহের স্থায় স্থার আলি ইমামও বিশেষ কৃতী ও ভাগ্যবান পুৰুষ ছিলেন। রাজনীতি কেজেও ইনি বিশেষ যশন্বী নেতা ছিলেন। নেহের রিপোর্টের অক্সভম স্থাক্ষরকারী ও জাতীয়ভাবালী মুসলমান নেতা হিলাবে চিরুম্মরণীয় ৰহিবেন। জাঁহার ক্ষণয় উধার ও **শর্কপ্রকা**র কুসংস্কার ব**র্ক্তি**ত **ছিল।** আমরা জাঁহার আত্মার মঞ্চল কামনা করিতেচি।

#### প্রলোকে রার স্কুলাথ মজুমদার :--

यटणाइटबर तांव वाहाछ्त वख्नांव बक्समात बद्धांनंत অর্গারোচণ করিয়াভেন। রার বাচাতর বিশ্ব-বিভালয়ের क्रुंगी का व हिरलन । जिनि किहतिन क्लिकांका शहरकारहें ওকালতি করিরাছিলেন। পাণুরিয়া ঘাটার মহারা**জা ভা**র ৰতীক্ৰমোহন ঠাকুর মহাশন রাম বাহাছরের অসাধারণ গুণে मुद्ध बंहेया डाँहात्क डाँहात हिट्टेंत महात्नकात शम ध्यमान করেন। রায় বাছাত্র বিশেষ দক্ষতা সহকারে এই কার্যা ক্ষবিধার পর লাভোৱে টি বিউন পজিকার সম্পাদক পদ এহব कविदा शाक्षार्य असम करवम । পাঞাবে অবস্থানকালে ক্লেপান সম্বন্ধানের সন্ধিত তিনি পরিচিত হয়েন। নেপালের স্থাতি মহাতাল প্ৰত্ন স্বাস্থ্য কল বাহাত্ব বাব বাহাত্বের विट्न एक हिल्म। अन्दर्शन आत्मानत दर्शनमान मा क्यान स्रोप बाहाबुद्धन शूर्य श्रीवर कूत्र हव। क्य জিমি চিত্ৰখালই বেশনেকা করিয়া পিয়াছেন। ডিনিই क्लारवार्षित क्षेथ्म दव-नवकांत्री रहवात्रमान । **डीहांत्र** পরিচালনার বংশাতর জেলাবোর্ডের বিশেব উর্ভি ইয়।

ভামরা রায় বাহাছরে**র শোকসম্বও প**রিবারকে আম্বরিক সহামুভৃতি **জাপন করি**তেছি।

#### এলাহাবাদ এক্য সন্মিলন:-

षां करायक पिन इटेन धनाशावास टेडेनिंगे कन-ফারেন্স বা মিলন-সভার অধিবেশন চলিয়াছে। রাষ্ট্র-নায়কগণ এলাহাবাদকে অধিবেশনের কেন্দ্রন্থল করিয়া ভালই কবিয়াছেন। ইতিহাসের দিক হইতে দেখিতে গেলে একথা সভ্য যে এইখানে হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের অপর্ক মিলন সংঘটিত হয়। হিন্দু প্রয়াগ মুদলমানদের হত্তে আদিয়া এলাহাবাদে পরিণত হইয়াছে। যুক্তবেণীর সহিত িপীরের ক্বরের মহা সন্মিলন এক্মাত্র এলাহাবাদেই দেখিতে পাওয়া যায়। সন্মেলনের অধিবেশন যথন এখনও চলিতেছে. তথন আমরা কোনপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ভুধু এইমাত্র বলিব যে,উক্ত অধিবেশনে একটী সমস্থার মীমাংসা হইয়াছে। সাইমন কমিশনে যেরূপ ব্যবস্থা করাই হউক না কেন বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্য-ক্ষেত্রে কোনপ্রকার বিশেষ দৃষণীয় বন্দোবস্ত করা হয় নাই। মিষ্টার ম্যাক্-ডোনাল্ডের ব্যবস্থায় বাংলার হিন্দুগণকে অনেকটা অস্পুগ कतिया जुलिवात वाबचार कता श्रेटिक । जनमःथा অমুযায়ী ভোটাধিকার প্রদান করিবার অজুহাতে মুসদমান গণকে কতকটা সেই অধিকার প্রদান করিলেও হিন্দুগণকে রসাতলে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইংরাজ ও আংলো-ইণ্ডিয়ানগণকে অজাতীয় হিসাবে অনেক ৰেশী ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। এলাহাবাদে মুসলমান ল্রাত্রুল ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তঃ হইয়াছি! জনসংখ্যা অহপাতে মুসলমানগণ যদি ১২৭ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার পান, তাহাতে আমাদের অমত করিবার কি আছে ? সত্যকণা বলিতে কি ভারতীয় শাসন-সংস্থারকে জাতিধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলেই ভাল হইত। আশাকরি সিকু সম্ভা ও কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিনিধিত সমস্তাও মিটিবে। এই সন্মেলনে বাঁহারা সাকল্যের অভ প্রাণপণ আম করিভেছেন তাহারা ধ্যুবাদের পাতা।

#### বিলাতে বেকার:-

বিলাতের বেকারগণ সেদিন দলবদ্ধভাবে লগুনের প্রধা রান্তাগুলিতে বাহির হইয়া আসিয়া ভীবণ দালা- হালায করিয়াছে। রাষ্ট্র সচিব বলেন যে বেকার সংখ্যা পর্বাপেক অনেকটা ছাস্ই পাইয়াছে। রক্ষণশীল দলের নেতা বলড়ই। সাহেৰ বলেন যে বেকার সংখ্যা কমাইবার জন্ত অচিরে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। রাজার বক্তভায় তাহা প্রকা পাইবে। শ্রমিক নেতা লাব্দবেরী বলেন, সরকার পং ঝণ করিয়া একটা বিপুল অর্থ সংগ্রন্থ করণ এবং ঐ অর্থ্য সাহায্যে সেতৃনিশ্বাণ, পথ ঘাট তৈয়ারী ইত্যাদি কার্যে অর্থ ব্যয় করিয়া ভাবৎ বেকার দলকে কার্যো লাগাইয় (म ख्या लाया **ब**न। देशन खाधीन (मन, जाहात मन्नार-জগতের গৌরব। তাহার ব্যাক্ষে পৃথিবীর তাবং ধনীরই গচ্চিত অর্থ আছে। তথায় যখন বেকার সমস্থ। চিম্বা ধ গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে তথন ভারতে যে এই বেকার সমস্তা অতি উৎকটভাবে দেখা দিবে তাহাতে আর আশ্রেয় কি ?

#### জামে ন সমস্তা:-

जार्यानीएक होत्नत्र कांग्र त्रांड्र-विश्वव नातिशहे चाहि। সম্প্রতি নাকি নাজীদল কমিউনিষ্টদের সহিত মিলিড হইয়া এক শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে। ইহাতে প্রায় ২০ ছাজার শ্রমিক রোগদান করিয়াছে। সরকার পক্ষ ইহাতে একটু বেশ ব্যতিব্যস্তই হইয়া পড়িয়াছে। ছার হিটলারের नाकीमन उरके काजीयजातानी । जाहाता वनिष्ठ bics বে জার্মাণী কতকগুলি ইছদীর মন্ত্রণায় ও বড়বল্লের ফ্লেই গত মহাযুদ্ধে বিলিভ শক্তিপুৰের নিকট পরাত হয়। कार्गभार्क अकलन हेरुपि। अहे हेरुपिहें क्यिछेनिहें भर्ष প্রচার করিয়া কাইজার শাসিত জার্দ্ধাণ সরকারকে চর্মন क्तिया (नय । े टेल्मिश्न वित्रकान्दे अहान वर्षात्वरी अवः খুটান ইউরোপের পরম শক্ত। ভুগুমা**র সঞ্চিত**ুলর্ছের भाशास्त्र टेडिनिशन देखेरतारनेत्र नानारन्द्रम**ेवहछि**्हार्गन করিয়া নানা প্রকার ব্যাক স্থাপন করে । ক্রেই ব্যাকে শেরার ইত্যাদি খরিদ বিক্রম করিবা বিপুল রিভ কর্মন করিয়া প্রভৃত ধনশালী হয়। শুইাম শক্তিকে ধর্ম স্থারীয়া

জনাই কাল'মার্ক প্রভৃতি ইত্দি নানাপ্রকার শিল্প-বাণিজ্যের বিক্লে জেহাদ ঘোষণা করে। জার্মানি যথন আভান্তরিক দোহলামান তথন ইছদি যভযন্তকারীগণ লার্মানিকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জল্প প্ররোচিত করে। গ্রহ্মলীন ভাহাদের ক্ষিউনিক্সম প্রচার ক্রিয়া জাতির শক্তি হাস করে। এই**জ**গ্ৰ হিটলায়ের ইত্দিগণকে দর্বপ্রকার রাজকার্যা হইতে দরে রাধিবার মতলব করিয়াছে। নাজীদল অর্থে সমন্বয় আনিবার জন কমিউনিষ্টদের সহিত একমত নহে। ইহারা বাাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ ও শেয়ার প্রভৃতিকে জাতির সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রস্তুত। কারখানার মূলধনকে ইহারা জাতীয় রুধির হিসাবে উহাকে রাখিবার জন কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতেই প্রস্তুত নহে। কাজেই বর্ত্তমানে নাজীদলের সহিত কমিউনিষ্টদের যে মিলন দেখা ষাইভেচে উহা অস্বাভাবিক, ক্ষণস্বায়ী মাতা। বর্ত্তমান সরকার ধ্বংস করা উভয়েরই উদ্দেশ, এইজ্য উহাদের মধ্যে ক্ষণিক মিলন হইয়াছে।

#### আভৌরা সম্মেলন ও ভারত :-

প্রায় সকল বিশেষজ্ঞগণই বলিতেছেন যে আটোয়া কনফারেকোর ফল ভারতের পক্ষে ভাল হইবে না। কেননা ভারতবর্ষ ঘাহা আমদানি করে তাহার অপেকা অনেক অধিক মৃল্যের মাল রপ্তানি করিয়া পাকে। রপ্তানী মালের অধিকাংশই আর্মাণী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমৃহে গৃহীত হইয়া থাকে। ইংলওকে স্থবিধা প্রদান করিবার অন্ত উক্ত প্রদেশের পণ্যের উপর বিশেষ বাণিজ্য ভব স্থাপিত হইলেই, তাহারাও ভারতকে জব্দ করিবার অন্ত ভার হীয় পণ্যগুলির উপর অতিরিক্ত ভব্দের ভার চাণাইয়া দিবে। তাহা হইলেই ভারতীয় পণ্যের বহিব পিজ্য অসম্ভবরপে কমিয়া ঘাইতে পারে। বিশেষজ্ঞাণ যাহা বলিভেছেন আমরা পূর্ব হইকেই তাহা বলিয়া রাধিয়াছি।

জার গুল্ব বে মগান্থালী আবার অনশন ব্রত অবলঘন করিবেন। জিনি বেরপভাবে অস্পৃত্রতা দ্ব হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করিয়াভিলেন তাহা হয় নাই বলিয়া তিনি বিশেষ কুঃবিভ। তিনি স্পাইই বলিয়াছেন

যে অস্পুখতা দুরীকরণ অথে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভোকন ও যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন নহে তাহা তিনি জানেন, কেননা উহা ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার উপর নির্ভর করে, জোর করিয়া ঐরূপ ভাবে ঐক্যতা স্থাপনে তিনি না**রাল।** তবে মহাআজী চাহেন মানবের যাহা প্রাপা, মাতৃষ বলিয়া যাহা পতিত জাতি উচ্চ সম্প্রদায়ের হিন্দগণের নিকট হইতে দাবী করিতে পারেন ভারা ভারাদিগকে দিতেই হইবে এবং আমরা তাহা তাহাদিগকে না প্রদান করিলে, কোন অজুহাতে তবে ইংরাজদিগের নিকট আমাদের জাতীয় অধিকার দাবী করিব। দেবতা সকলের উপাক্ত। কোন শ্রেণী বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি হইতেই পারে না। এইজন্ম ভাবং হিন্দু দেবালয় সকল অ'তির নিকটই উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। ম্পার্শ করিলে কখনই অশুচি আদিতে পারে না এইজন্ত সকল সম্প্রদায়কেই সকল স্থলেই গ্রমাগ্রমন করিবার জ্ঞত অধিকার প্রদান করিতে হইবে। মহাত্মাজীর সমত যুক্তিগুলিই বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। কোন এক সময়ে বিজেতা আর্য্যগণ বিজিত আর্য্যগণকে চিরকাল পদানত কবিয়া বাথিবার জন্ম অনার্যা সম্প্রদায়ের জন্ম কতক্তুলি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই আইনগুলি পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে উক্ত আইনগুলির সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কর্ত্ত প্রবর্ত্তিত আইনগুলির অনেকটা সৌদাদশ্য আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ভারতীয়গণকে কুলীশ্রেণীতে পরিণত করিবার জ্বল্ল তাহাদিগের জ্বল্ল বে আইন নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছেন, ভারভীয় আর্ঘ্যগণ ও অনার্ব্যগণকে শুদ্র বাদাস জাতিতে পরিগণিত করিবার জয় ধর্মের নামে নানাপ্রকার অধবের আশ্রম লইয়াছিলেন! এখন चार्या ও चनार्या निर्विद्यारा जागता नकत्नहें मान, चामना সকলেই পতিতঃ স্বভরাং মিলন সংঘটিত করিতে গেলে পুর্বকার প্রবর্তিত আইন বা প্রথাপ্তলি তালয়া দেওয়াই ব্ৰিমানের কাৰ্য্য ভাহাতে কি কোনবুপ সন্দেহ আছে ? মাক্রাজের মন্ত্রী মণ্ডল :-

মাজালের মন্ত্রী-মণ্ডলের পতন ও গঠন দেখিরা মনে হইতেছে রাজনৈতিক চালে মাজাক খনেকটা পাকিষাছে 1

# গড়রেজ লোহ সিন্ধুক

# সকলেই জানেন এই লোহ সিম্বুকগুলির আগাগোড়া খদেশী

অতি প্রচণ্ড অগ্নির আক্রমণ হইতে, অতি স্নচ্তুর লোহার-সিশ্লুক-ভাঙ্গা চোরের অধ্যবসায়শীল আক্রমণ হইতে, পঞ্চাশ ফিট উচ্চ হইতে কঠিন পার্থর বাঁধানো ফুটপাতের উপর পভন হইতে সিশ্লুকণ্ডলি জয়লাভ করিয়া বাহির হইয়াছে।

# আমাদের সিম্কুক গবর্ণমেন্টের কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইইয়াছে।

ফারত গবর্ণমেন্টের ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনীয়াররা স্বত্ম পরীক্ষার পর ভাঁছাদের মনোনয়নের চিহ্ন স্বরূপ পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট, রেলওয়ে এবং অন্য সকল ডিপার্টমেন্টে গডরেজ অগ্নিও চোর প্রতিরোধক সিম্বাক সরবরাহের চুক্তি করিয়াছেন।

## পতরেজ এও বহেস স্যান্তক্যাকচারিং কোং লিমিটেড

টাকশাল, পেপার কারেশা অফিস গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি প্রেস, নাসিক রোভ এবং সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কার্স দের লৌহ সিন্ধুক প্রস্তুতকারক।

১৫, ক্লাইভ ছীউ, কলিকাতা

ফোন-->৪•৭ কলিকাতা।

হেড অফিস ও কারখানা— লালবাগ, প্যারেল, বোমাই

भाषा—

पित्री, याळाल

विकाशमहाजानगढ वर्षात विदात कालीन वर्षाह करत शूलशास्त्रह मान छत्त्रथ कतिरस्य

প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান ৰাছাছর মুনিস্থামী নাইডু, তাঁহার as সহবোপী প্রীযুত রা**জান ও** দেওয়ান বাহাতুর কুমার ৰামী রেডিয়ারের শহিত মতের অমিল হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী ও অপর মন্ত্রীষয় ছইটী দল সংগঠিত করেন। ভোটের লালাব্যে ত্রীৰুত রাজান ও দেওয়ান বাহাত্র কুমার স্বামী জয়লাভ করাম দেওয়ান বাহাত্র নাইডুকে প্দত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখানে আমাদের এই জিজাত त्य हेश किक्रण वावचा हहेल? अधान मजीहे हे छ-রোপে তাঁহার মন্ত্রীমগুলের যে দল তাঁহার নেতা। মন্ত্রীমগুলের মন্ত্রীরা তাঁহার সহিত মনাস্তর করিলে कांहाताहे भएकान करतन, श्रधान मञ्जी कहें विश्वतन। এই वारकात करनारे मात चन रहात हेजापि भगजान করিলেও মিঃ ম্যাকডোনাক জাঁহার নিজের পদে বহাল থাকিয়া যান। মালাভে এই নৃতন Precodent হুইল কেন ? এই নৃতন ব্যবস্থা সমর্থন যোগ্য কি ? বাংলাক্স সৈত্য সমাবেশ :--

মেদিনীপুর ও চাকা জেলায় অভিবিক্ত দৈয় সমাবেশ कता रहेमारह। छक इरेंगे त्वना रहेराज्ये देनकात्त्र নানাপ্ৰকাৰ অত্যাচাৰেৰ কথা প্ৰাক্তাহ দৈনিকপত সমূহে वाहित इटेटफट्ड। यथन नुष्ठन देमछ चामनानी कता रव जर्भन स्मनमाथात्रभाष्म बना रय (य जारा। मन करतन কোনরপই কারণ নাই। ভধু মাত্র বিজ্ঞোহীদিগুকে দমন ক্রিবার জন্ম তাহাদিগকে উক্ত জ্বেলা গুইটাতে আনয়ন ৰুৱা হুৰীয়াছে। বৈজ্ঞপ্ৰেৰ সালিখ্যে বাস কৰিব। ৰুদি নিরীহ প্রজাও জনসাধারণ নিত্য নানাপ্রকার অভ্বিধ। ও অত্যাচার ভোগ করে. ভাহার কয় সরকার পক কি बाबका कतिराज्यका । विद्यादीत्वत प्रथम कतिवात क्रम ডাহাদিগকে আনম্বন করিতে কাহারই আপত্তি থাকিতে পারে না সভা, কিছ এই সৈছের দল যদি সাধারণের শাহত সভাসভাই অস্থাবহার করিছে আরম্ভ করিছা थारक महित्तरे बाहारक काहा वक कतिरक शांता यात्र धरेक्रभ वावका कता कि व्यक्ताकन नम् ?

#### ত্বৰ চালালের ভবিষ্যৎ !!

প্রারই বে-সরকারী সংবাদে শুনিতে পাওয়া বার বে প্রথা সংবাদ প্রকাশ করার জন্ত বাহারা দা
ভারত হইতে প্রচুর পর্ব বিবেশে রপ্তানী হইজ্যেই। এই নিশ্বই শাভি বিবার ব্যবহা করা উচিত।

রপ্তানী স্থাই নাকি বিলাভী লভেরীপের লাভর্জাতিক
মূল্য রক্ষা করিয়া ইংরাজ ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষা করিয়াছে।
এইরূপ সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিলেও
আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে স্থা ভারত হইতে চলিয়া
গোলে উহার স্থলে কারেন্সি নোটেরই প্রচলন বাড়িলে।
এই কারেন্সি নোট স্থানর অভাবে মূল্যহীন ইংয়া পড়িলে
ভারতীয় অর্থ-জগতে আর্মানির মার্কের ছায় ভীষণ বিশ্বর
দেখা দিবে। তথন ভগু ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য নর,
ইংলত্তের ব্যবসা বাণিজ্য ও বিশেষ বিপন্ন হইতে পারে।
অটোয়া কনফারেন্সের সর্ত্ত অন্থায়ী ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্য চলিলে উক্ত ক্তির মাত্রা বরং বৃদ্ধিই পাইবে,
বিশেষজ্ঞগণ সে বিশ্বরে চিন্তা ক্রিয়া দেখিতেন্থেন

#### অলক্ষ্য সিরিঙা

সামান্ত ঘটনাকে বাড়াইয়া উহাকে কিরণে ভীবণকার ধারণ করান ঘাইতে পারে, সম্প্রতি ভাষা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ওজৰ রটে বে কলিকাতায় কতকঞ্জি विष्यारी वात्रांनी इंडिताशीय छ अध्या-इंकियाम मुन्छी-গণের অংক কুঠ-রোগের বীজ কৌশল সহকারে প্রবেশ করাইয়া দিলা উক্ত জাতি ছইটাকে সমূলে নির্বাংশ ৰবিবাৰ চেটা কবিতেছে। ইউৰোপীয় ও এংলো ইণ্ডিয়ান युवकीयन कीवन कर भारेश व्यवज्ञा भूकित्वत व्यवनानतः প্ৰদিপ তদাৱক আৱম্ভ করিয়া একজন ইউরোপীয় ভক্ত-লোককে ধুক করেন। তিনি জাঁহার এয়ারগণের সাহাত্যে যুবতীগণের অংক ইটকানি নিক্ষেপ করিয়া কৌতুক করিছেন। এই ইউরোপীয় ভত্তলোকটা নাকি বিশেষ সম্বামিত একজন নাগরিক। নানা কারণে পুলিশ তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নারাজ। যাহা হউক খ্যাপার ক্রুব্দাই ভীবদাকার ধারণ করিতেছিল। অনর্থক কোনরণ প্রান্ধ বা পাইয়া এইকণ বিণ্যা জনরৰ প্রচার নিক্ষয়ই বিলেব পৃষ্টিত कार्ग। 'कंत्रश्वार्ष इतिकारमण तिर्लाहारवत' काहिनी প্রকাশ করিয়া দণ্ডিত হইরাছিল। তাহা অপেকাও এই व्यक्त गरवान अवान कतात वक्त वाहावा नावी छाहाविन्दक

#### ব্যবস্থাপক সভা:--

আগামী ২১শে নভেম্বর তারিথ হইতে বদীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনটীর প্রমায়ু বেশীদিন না হইলেও শুনা যাইতেছে এই অধিবেশনে অনেক স্রকারী ও বে-সরকারী বিল পেশ করা হইবে। বদীয় ব্যবস্থাপক সভা এখন স্বাধীন হইয়াছে। লেজিস্লেটিভের তত্বাবধান হইতে বাহির আসিয়া ব্যবস্থাপক সভা নৃতন পর্যায়ে আসিয়া বা্বস্থাপক সভা নৃতন পর্যায়ে আসিয়া বা্বস্থাপক সভা নৃতন পর্যায়ে আসিয়া বা্বস্থাপক সভা নৃতন পর্যায়ে আসিয়া কর্প চলে তাহাই দেখিবার বস্তু।

#### পরলোকে ইউনান্:--

কালকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাঃ
ইউনান্ পরলোক গনন করিয় ছেন। এডিনবরা বিখবিভাগয় হইতে এলোপ্যাথিক সর্বেজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
ইইয়াও ডাঃ ইউনান হোমিওপ্যাথী আরম্ভ করিয়াছিলেন
ও তাহাতে বিপুল মন্দোলাভ করিয়াছিলেন। ডাঃ ইউনানের
মৃত্যুর সঙ্গে কলিকাতায় তেমন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথের
একাস্কই অভাব হইল।

#### আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট :--

প্রেসিডেন্ট মি: হুভারের গৌরব স্থা অন্তমিত হইল
ও মি: ক্লন্তেপ্টের গৌরবস্থা উদিত হইল। ডেমোকাটিক
দলের পক হইতে মি: ক্লন্তেন্ট প্রেসিডেট নির্বাচিত
হুইলেন। মি: ক্লন্তেন্টের আমনে আমেরিকা তথা
সংশ্লিষ্ট অন্তান্ত দেশের অবস্থা কেমন দাঁড়ায় আগামী
ক্লা বংশরে তাহার বিচার হুইবে।

#### কেশের অবস্থা:-

ক্ষবিজ্ঞাত পণ্য বিশেষ করিয়া পাটের দর এবারও না উঠার দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীর। আ্বান্ডে ধান ভাল হইয়াছিল—কিছ কার্ত্তিক শ্রপ্রহায়ণের ধানের অবস্থা এই কার্ত্তিকের শ্রসামরিক বৃষ্টির দক্ষণ কেমন হইবে তাহা বলা যায় না। পাটের বাজার চড়িবে আশার ও থদের না থাকায় এথনও অনেক ক্র্যাণই পাট ধরিয়া রাখিয়াছে—কিন্তু কবে যে বাজার চড়িবে ভগবানই জ্ঞানেন।

#### ষ্টেইস্ম্যানের নুতন সম্পাদক:-

সার ওয়াটসন্ অস্থ হইয়। বিলাত যাত্রা করিয়াছেন
ও তাঁহার স্থানে মি: ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ স্টেম্বানের অস্থারী
সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। মি: ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রেসিডেনী
কলেজের প্রিন্সিপাল ও শিক্ষাবিভাগের ভিরেক্টর ছিলেন।
ইনি কভী ও বিচক্ষণ লোক—ইনি স্টেটস্ম্যানের সম্পাদক
নিযুক্ত হওয়াতে যোগ্য সমাদর হইয়াছে।

#### পর্লোকে নিখিলনাথ রায়:-

হ্প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিবিলনাথ রায় মহাশয় আর
ইহলোকে নাই। বাংলার ইতিহাসের অনেক মূল্যবান
তথ্য নিথিলবারু সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আজীবন
ঐকান্তিক ভাবে সাহিত্যচর্চা করিয়া গিয়াছেন। আমরা
তাঁহার শোক সম্ভপ্ত পরিজনবর্গের সহিত সহামুভ্তি
ভানাইতেছি।

### প্রলোকে মহারাণী সুনীতি দেবা:-

কোচবিহারের রাজমাতা মহারাণী স্থনীতি দেবী পার ইহলোকে নাই। ইনি ব্রন্ধানল কেশবচন্দ্রের কয়াও স্থনামধন্ম মহারাজ নৃপেক্স নারায়ণের সংধ্যাণী ছিলেন। মহারাণী সভ্য বিদ্বী ছিলেন ও এদেশে ও বিদেশে বশ্বিনী ছিলেন। শেষ জীবনে মহারাণী আনেক শোক পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার আআরি মদল কার্মনা করি।



তেলায়---

#### সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৬ষ্ঠ বর্ষ

# পৌষ-১৩৩৯

क्रम मःथा।

# বৰ্ত্তমান সম্বট

বাংলা সাহিত্যের মধে। অভাবের তীব্র রূপ সে ভাবে
দেশ না দিলেও বাংলার সর্ধসাধারণের মধ্যে তথা দেশব্যাপী ভীষণ অভাব বে তীব্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে
তাহাতে সন্দেহ নাই। জগংজোড়া অর্থাভাব, দেশের
শস্তাদির হল্ল মূল্য এগুলি সামন্ত্রিক ভাবে অভাবকে
ভীষণ রূপ দিলেও আমাদের অভাবের মূল কারণ যে ওগু
বর্তনানের এই কারণগুলিই তাহা নহে। আমাদের
অভাব বহুদিন হইতে ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং
ইংার শেষ—যাভাবিক ভাবে অনশন মৃত্যু কিনা কে
বলিবে ?

আগে আমরা হরে সৃষ্ট ছিলাম। ভূমিকর্বনে, পশুপালনে, দেশের মধ্যে ব্যবসাধ-বাণিছ্য করণে-এবং চাকরিবাকরিতে একরক্ম ভাল খাইরা পোবাইরা বাইভ। এখন
সে হলে বিংশ শভারার বিশ্বা ও স্মাতার নতন
আলোতে আরাহের আবা লালাকা আনক্ পরিবর্তিত
ইইন গিরাহে—এখন আরাহিন বিশ্বিত করি বিশ্বে

সন্ত ই নহে, ভাল সারবান জবোর দিক্ দিয়া না হইলেও

ম্ধরোচক থাবার ও মনোহর পরিবার জবাদির উপর
লোভ জমেই বেশী হইতেছে।

বিক্ষিতের আদর্শ ই দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে চলিত হয় তাই সমগ্র দেশই এই পথে পা ভাসাইরাছে। বর্তমান আত্মখ-পরাংগভার যুগে বিলাস বাসন বাহাদের করিবার সামর্থ্য আছে তাহাদের পক্ষে তাহা করা দোবের নহে—কিন্তু বাহাদের বিলাসিতার পেটের থাইবার অভাবই হইবে, তাহাদের বে পথে চলা বে কত সাংখাভিক তাহা আমাদের দেশের দিকে চাহিলেই বোঝা বার। আর নাই অধচ বিলাস বা জীবনের অগ্রাহ্মনীর বাসনে বারে আমরা উদার হইরাছি তাই আমাদের অভাব বিনের দিন বাড়িয়াই চলিতেতে।

এ ব্যাণারে মেলের চিভাপন মনীবীনের কাহারও কাহারও বৃষ্টি আক্ষিত হারাহে—কেহ বা এ বিবর দেশকে প্রবৃদ্ধ করিবার জক্ত পুন: পুন: সাবধান বাণীও উচ্চারণ করিভেছেন। বর্তমান শিক্ষাধারার আমাদের শিক্ষিত যুবকগণকে জারো বিভাস্ত করিয়া দিভেছে, তাহাদের জীবনরুকে জয়ী হইবার মত উত্তম হরণ করিয়া লইতেছে এ কথা শোনা যায়। যথন দেখা বার আমাদের এই শিক্ষার উদ্দেশ্ত শত করা নিরানক্ষই ভাগই চাকুরী করা এবং আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই শিক্ষাশ্রোতে গা ভাসাইরা দিয়া যতদিন থাকা যায় ততদিনই ভাল, এই মনোবৃত্তিতে চলিতেছে তথন এ অভিযোগ কিছু অসত্য বলিয়া মনে হয় না।

শিক্ষা যেথানে ব্যবহারিক জীবনের সহায়ক না হইয়া বিশ্বই জ্মায় সেথানে ফল আরো থারাপই দাঁড়ায়। জামাদের অবস্থাও হইয়াছে তেমনি। তাই আমরা জীবন-যুদ্ধে ক্রমাগত হটিয়াই যাইতেছি। শিক্ষা করিবার সময় মন আমাদের নানা বিলাসের চাকচিক্যে ভোলে, মুখরোচক অসার থাইবার ক্রচি বাড়ে—থিয়েটার সিনেমায় নয়ন তৃথি পাইতে চাহে, এসেন্দে নাসা রন্ধু তৃথি চাহে, অল নানা ধরণের বসন ভূবণ চাহে—তারপ্র কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া শত করা ১৫ জন শিক্ষিত বধন ইহার

প্রার কিছুই লাভ করিতে পারে না তখন তাহাদের জীবন অভাবতই অভিচ হইরা উঠিতে পারে।

হইয়াছেও তাই-এবং এই অবস্থার হতাশ ও অভি ভাব শিক্ষিতদের মধ্য হইতে সমাজের সর্বস্তরে ক্রমণ বিস্তার লাভ করিতে থাকিলেও ইহার মধ্য হইতেই আমাদের বাঁচিবার যোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যতদিন বিলাস বাসন ক্রয়ের ঘোগাতা না আসে তত্তিন তাহার উপযোগী অর্থের সংস্থানের উপায় দেখিতে হইে:— বিলাস বাসনও যাহাতে দেশেই পুরণ হইতে পারে তাহাও **८म्बिट**ङ इटेरत । निरक्तरत कहेनिह्यू ७ व्यर्थाभार्कत्त्र যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনমুদ্ধে জ্বনী হইবার যোগ্যতা অর্জন করা—ইহা ছাড়া শিকার অত উদ্দেশ নাই। দেশের যুবকদের ইহা বিশেষ করিয়াই ভাবিতে হইবে। জীবন-যুদ্ধে জ্বয়ী হইতে গেলে দৈহিক ও মানসিক বল প্রচুর পাকা চাই—তাহা যত বাড়ানো যায় জাতির পক্ষে তত্ত মঙ্গল। আমাদের নিশ্চেইতা, উত্তমহীনতাও বার্থ শিক্ষা আমাজ জীবনের বে হতাশা ও অকর্মণ্যতার সীমা রেখায় আমাদের আনিয়া ফেলিয়াছে—তাহার মোড় ফিরাইতেই হইবে—নতুবা শামনেই গভীর খাদ।

## সঙ্গীত-বিহঙ্গ

একালিদাস রায়

উড়ে যা আমার সদীত-বিহদ

দ্ব দিগন্ত পানে।

থক্ক করি শাখত প্রসদ

শ্ব মদল তানে।

হেখার কঠ পিঞ্জা নিবল্প

কেম রবি তুই কৃষ্টিত বিবল্প
প্রনে প্রনে অহর তর্দ

ভোর আজান আনে।

হেথা চারিধারে সংসার ঝঞ্জনা
চঞ্চল করে আবে

ঘূরিছে লুক হিংসার গঞ্জনা
তেজন সম আবে-পালে ।

যারে বথা তথু আনন্দ নীরকু
বেশম রবি তারা চন্দ্রমা অতত্ত্ব

শীতের সন্ধ্যায় আমরা ক্রয়েকজন ক্লাবে বসিয়া রাজ-নৈতিক আলোচনা করিতেছিলাম, যদিও ক্লাবে বসিয়া উক্তরূপ আলোচনা করা ক্লাবের আইন বিরুদ্ধ। বেহার প্রদেশেট্রাস করিয়া বাঙালীর ক্লাব করিতে হইলে ঐ রক্ম গুটিকয়েক আইন ধাডায় লিপিবজ্ব করিয়া রাখিতে হয়।

আলোচনা ক্রমশঃ ছইজন সভ্যের মধ্যে বাগ্যুদ্ধে 
গাড়াইয়াছিল। আমরা অবশিষ্ট সকলে মনোঘোগ দিয়া 
গুনিতেছিলাম।

পৃথা বলিল,— যাই বল, গান্ধীটুপী পরলেই দেশভক্ত হওয়া যায় না।

গান্ধীটুপী পরিহিত চুণী বলিল,—হওয়া যায়।
বাংলাদেশের সাতকোটি লোক যদি গান্ধীটুপী পরে
তাংলে অন্তঃ এককোটি গল থদ্দর বিক্রী হয়, তার দাম
নিদেন পক্ষে জিশ লক্ষ টাকা। ঐ টাকাটা দেশের
লোকের পেটে যায়।

পূথা বলিল,—হতে পারে। কিন্ত টুণী পরলে বাঙালীর বিশেষত্ব নষ্ট হয়, তা দে বে-টুণীই হোক। 'নালা শিৰ' হচেচ বাঙালীর বিশেষত্ব!

চুণী চটিয়া উঠিয়া বলিল,—কেবল ওই বিশেষদ্বের জোরে যদি বাঙালী বেঁচে পাকতে চায়, তাহলে তার গণায় দভি দিয়ে মরা উচিৎ।

দূরে টেবিলের এক কোণে বরদা কড়ি কাঠের দিকে চোপ ভূলিরা বসিরা ছিল, হঠাও প্রশ্ন করিল,—টিকটিকিকে হাসতে দেখেছ ?

ষ্পপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তার্কিক ছ'লনে কিছুক্ষণের কচ তম হইয়া পেল; ভারণর স্বাই একসলে হাসিয়া উঠিল।

शांनि शांतिरण तत्रशा विणिन, शांनित कवा नत्र। निर्त्या विर्त्याः श्रेत व्यक्तिः व्यक्तिः इत्रीम् भारकः रोत्रो विक निष्ट्रकृष्ट अशांकिः व्यक्तः शांकीहुनी পরলে দেশ উদ্ধার হয় কিনা বলতে পারি না কিছ গ্রায় পিণ্ডি দিলে যে বদ্ধ জীবাজার মৃক্তি হয় তার সভা সভ প্রমাণ যদি চাও ত জামি দিতে পারি।

সকলেই ব্ঝিল একটা গ্র আসন্ন হইমাছে। অমৃল্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—এইবার গাঁজার প্রাক্ত হবে, আমি বাড়ী চলল্ম—দরজা প্র্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—দেশ, ভোমরা ভাল চাও ত বরদাকে ক্লাব থেকে ভাড়াও বলছি; নইলে শুদ্ধ গাঁজার ধোঁয়ায় এ ক্লাব একদিন বেল্নের মত শ্তে উড়ে ঘাবে—বলিয়া অমূল্য হন্হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বরদা একটা নি:শাদ ফেলিয়া বলিল,—দত্তি। কথা যারা বলে তাদের এমনিই হয়, যীশুকে ত কুশে চড়তে হয়েছিল। যানু, হয়ী, একটা দিগার দাও ত।

ন্ধ্য বিলিল,—সিগার নেই। বিভি খাও ত দিতে পারি।

বরদা আর একটা দীর্ঘাদ মোচন করিয়া বলিল,— থাক, দরকার নেই। দেখি যদি আমার প্রেটে—

নিজের পকেট হইতে একটা দিগার বাহির করিয়া
স্বত্বে ধরাইয়া বরনা বলিতে আরম্ভ করিল,—ব্যাপারটা
এতই তৃচ্চ যে বলতে আমারই সংকাচ বোধ হচ্ছে।
কিন্তু ডোমরা বধন শুনবে বলে ঠিক করেছ তথন বলেই
ফেলি। দেখ, শুধু বে মাহ্য মরেই ভৃত হয় তা নয়,
পশুপক্ষী এমন কি কীটপতক প্রাপ্ত মৃত্যুর পর প্রেড-বোনি প্রাপ্ত হয়। তার প্রমাণ আমি একবার পেয়েছিলুম।

এই ড সেদিনের কথা—বড় জোর বছর-ছই হবে।
ছুটির সমর, কাজের ডাড়া নেই, ডাই নিশ্চিত্ত মনে
নী-ড মোণানার গরঙলো ভার একবার পড়ে নিজি।
ভামাবের দেশের অকালগক তকণ নাহিতিয়কেরা ছমোণানার বোকটি বোকো ভানা নিবেছেন কিও ভার

ওণের কড়াক্রান্তিও পান নি। যাকে বলে, বিষের সঙ্গে থোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর।

দে যাক্। সে-রাতে টেবিলে বসে একমনে পড়ছি, কেরাসিনের বাতিটা উজ্জ্বলভাবে জনছে। হঠংৎ এক সময় চোধ তুলে দেখি একটা প্রকাণ্ড টিক্টিকি কথন টেবিলের ওপর উঠে পোকা ধরে খাচেচ। টিক্টিকিটার ম্পর্কা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম।

জগতে যত রকম জানোয়ার আছে, আমার বিশ্বাস তার মধ্যে সব চেয়ে টিক্টিকি বীভৎস। মাকড়শা, আরশোলা, ভঁয়োপোকা, কচ্ছপ, এমন কি ব্যাং পর্যান্ত আমি সহু করতে পারি, কিন্ধু টিক্টিকি—! জানো, টিক্টিকির এক কাণের ভেতর দিয়ে আর এক কাণ পর্যান্ত শক্ষির দেখা যায়? ভার ল্যান্ধ কেটে দিলে ল্যান্ধটা বিচ্ছিন হয়ে আপনা-আপনি লাফাতে থাকে? মোট কথা, টিক্টিকি দর্শন মাত্রেই আমার প্রাণে একটা আহত্ক আত্তের সঞ্চার হয়, পেটের ভেতরটা কেমন যেন থালি হয়ে যায়, শিরদাড়া সিড্সিড় করতে থাকে। হাসির কথা মনে হচ্ছে কিন্তু ভা নয়; ভিউক্ অফ্ ওয়েলিংটনের বেরাল দেখলে এ রকম হ'ত।

যাহোক, টিক্টিকিটাকে আমার টেবিলের ওপর 
স্কলেদ বিচরণ করতে দেখেই আমি তড়াক করে চেয়ার 
হেড়ে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর দূর থেকে তাকে একটা 
তাড়া দিলুম। সে ঘাড় বেকিয়ে আমার দিকে কটমট 
করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সব দাঁতগুলো বার করে 
একবার হেসে নিলে।

তাই তোমাদের জিঞাদা করছিলুম যে টিক্টিকিকে হাসতে দেখেছ কিনা। কুকুরের হাসি, বেরালের হাসি, শিশ্পাঞ্জীর হাসি সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রেষণা পড়েছি কিন্তু টিকটিকি সম্বন্ধে এরকম একটা জনশ্রুতি পর্ব্যন্ত কোথাও ওনেছি বলে অরণ হয় না।

এই টিকটি। কটার মুখে বোধহর পঞ্চাশ হাজার দাঁত ছিল; তার হাসিটা নিরতিশয় অবজার হাসি। সে হাসির অর্থ দেখেই ত চেয়ার ছেড়ে পালালে, দূর থেকে বীরত ফলাতে লক্ষা করে না ?

বড় রাগ হল। একটা টিকটিকি-ছোক না সে ছব

ইঞ্চি লখা—আমারই টেবিলের ওপর উঠে আমাকেই কিনা কুচ্ছ-ভাচ্ছিল্য করে? ভারী দেখে একটা অভিধান—বোধহর সেটা ওয়েব্টারের—হাত বাড়িরে তুলে নিয়ে ভাই দিয়ে টেবিলের কোণার দমাস্ করে এক- বা বসিয়ে দিলুম। টিকটিকিটা বিত্যুতের মত ফিরে গোল গোল চোথ পাকিরে আমার পানে চেমে রইল—প্রায় ত্'মিনিট! তারপর আবার সেই পঞ্চাশ হাজার দাঁতে বার করে হাসি।

আমার গিন্নী পর্দা ফাঁক করে পাশের ঘর ৫৭কে আমাদের এই শব্দ ভেদী যুদ্ধ দেখ ছিলেন, চূড়ীর শব্দে চেয়ে দেখি তিনিও নিঃশব্দে হাসছেন। টিকটিকি সংদ্ধে আমার তুর্বলিতা তিনি আগে ধেকেই জানতেন।

রাগে সর্বাঙ্গ জলে গেল। অভিধানখানা হাডেই ছিল, ত্হাতে সেটা তুলে ধরে দিলুম টিকটিকি লক্ষ্য করে টেবিলের ওপর ফেলে।

হল সুল কাণ্ড। ল্যাম্পটা উন্টে গিয়ে ভোষ-চিম্নি ঝন্ঝন্ শব্দে ভেডে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। মা রান্না-ঘর থেকে শব্দ শুনে রানা ফেলে ছুটে এলেন; আমার ছোট ভাই পাঁচুর হিন্দুছানী মাষ্টার বাইরে ঘরে বলে পড়াচ্ছিল, 'ক্যাছ্যা ক্যাহ্যা' করে টেচাতে লাগল।

আমি চীৎকার করে ভাকস্ম,—রব্য়া, জল্দি একঠো
লঠন লে আও।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেবলি ভয় ছচ্ছিল পাছে টিকটিকিটা টেবিল থেকে নেমে এদে আমার পা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করে!

রখুয়া উর্দ্ধানে লগ্ঠন নিয়ে হাজির হল। তথন দেখা গেল, ভাঙা কাঁচের মাঝখানে, বিরাট অভিধানের তলা থেকে টিকটিকির মুগুটি কেবল বেরিরে আছে—ধড়টা পিবে ছাতু হয়ে গেছে। মুগুটা একেবারে অক্ত, বেন অভিধানের তলা থেকে গলা বাড়িরে আমাকে বৈশ্বে আর অসংখ্য কাঁত বার করে একটা অভ্যক্ত শৈশানিক হাসি হাসছে।

আমার পা থেকে মাধা পর্যন্ত ছ'চার বার পিউত্তে পিউরে উঠল। বীভংগ মৃত দেহটাকে কেনে নেবার হকুম দিয়ে বিছানায় গিরে ওবে পঞ্চপুর। কে বাই বার ভাত থাবার মতি হল না। প্রস্কুত্ব সুণত রাত্রি ঘূমের মধ্যে কতকগুলো হংবপ্ল ঘূরে ঘূরে
বিড়াতে লাগল, সেগুলোকে চেতনা দিয়ে ধরাও যায় না
অধ্চ কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেখাও চলে না। সকালে
ফ্রান বিভানা ছেড়ে উঠলুম তথন শরীর মনে প্রাফ্লকার
একান্ত অভাব।

বিরদ মনে বাইরের ঘরে বদে চা থাছিছ হঠাৎ চোথ পড়ল টেবিলের ওপর। দেখি, তুটি ছোট হোট ডিম্ পাশাপাশি রাখা রয়েছে। দেখতে ঠিক থড়ি-মাখানো করম্চার মত। ইতিপুর্বে টিকটিকির ডিম কথনো দেখিনি কিন্তু ব্রুতে বাকী রইল না যে এ তুটি দেই বস্ত। হাকাহাঁকি করে চাকরদের জেরা করল্ম—কে এখানে ডিম রেখেছে? কিন্তু কেউ কিছু বল্তে পারলে না, এমন কি প্রহারের ভর দেখিয়েও তাদের কাছ থেকে কোনো কথা বার করা গেল না। তথন পেঁচোর ওপর ঘোর সন্দেহ হল। পেঁচোকে নিয়ে পড়ল্ম—দে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেরে, কিন্তু অপরাধ খীকার করলে না। শান্তি-স্বরূপ তাকে ডিম তুটো বাইরে ফেনে দেবার হকুম দিলুম।

এ যে আমাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্তে কোনো লোকের বজাতি এই কথাই গোড়া থেকে আমার মনে বজমূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুমণ পরে চাবি-দেয়া দেরাজ্ব খুলেও যথন দেখলুম ভার মধ্যে শাদা শাদা কুজাকুতি ছটি ডিম বিরাজ করছে তথন কেমন বোঁকা লাগল। ভাইত। এখানে ডিম কেরাধে ?

ভারপর দেখতে দেখতে বাড়ীময় খেন টিকটিকির ভিমের হরির সূঠ পড়ে গেল। বেদিকে ভাকাই, বেধানে হাত দিই—সেইখানেই ছুটি করে ডিম। হঠাৎ খেন জগতের যত জ্বী-টিকটিকি স্বাই সম্প্র করে আম'র চারিপাণে ডিম পাততে ভ্রুক্ত করে দিয়েছে।

এম্নি ব্যাপার ছ'দিন খবে চলল। জ্বন এমন সত্তত্ত্ব বিজ্ঞান্ত হয়ে উঠল বে সহলা কোনো একটা ভাষপায় হাত দিতে পর্যান্ত ভয় করতে লাগল, পাছে সেখান থেকে টিকটিকির ডিম বেরিয়ে প্রেড।

কিছ সাধারণ পাচজনের কাছে এ ব্যাপার এতই প্রকিতিংকর যে মনের কথা কাউজে বোলনা করে বলাক যায় না। টিকটিকির ডিম দেখেছ ডার আর হয়েছে কি ?

এ প্রশ্ন করলে তার সহত্তর দেয়া কঠিন। আমিও নিজেক্
বোঝাবার যথেষ্ঠ চেটা করলুম, কিন্তু বিশেষ ফল হল না।
বরঞ্চ সর্বদা মনের মধ্যে এই কথাটাই আনাগোনা
করতে লাগল যে এ ঠিক নয়, খাভাষিক নয়, কোথাও এর
একটা গলদ আছে।

কিন্তু একটা টিকটিকিকে অপঘাত মেরে ফেলার ফলেই

এই সমন্ত ব্যাপার ঘটছে সহজ-বুজিতে একথাও মেনে
নেয়া যায় না। তবে কি এ ।— অনেক ভেবেচিতে ছির

করনুম, সন্তবত: যে টিকটিকিকে সেদিন অত্যন্ত অন্তায়
ভাবে বধ করেছিলুম তারই গর্ভবতী বিধবা বিরহ যুদ্রপায়
অন্থির হয়ে কেবলি ভিম পেড়ে বেড়াছে। এছাড়া আরু
যে কি হতে পারে তা ভেবে পেলুম না।

বাড়ীতে যথন মন অত্যন্ত বিভান্ত হয়ে উঠেছে তথন একদিন সন্ধ্যাবেলা ভাবলুম—যাই ক্লাবে। ছুটির সমর, ভোমরা কেউ এখানে ছিলে না, ক্লাব একরকম বন্ধ; তবু চাকরটাকে দিয়ে ঘর খুলিরে আলো আলিয়ে এই ঘরেই এসে বসলুম। টেবিলের ওপর পাংলা একপুরু ধূলো পড়েছে; অগ্যনমন্থ ভাবে একটা সিগারেট ধরিরে দেশালাইএর কাটিটা আলা-ব্রে:ত ফেলভে গিয়ে দেখি,—ছাই ও পোড়া সিগারেটের কুচির মধ্যে ছটি ভিম।

তৎক্ষণাৎ উঠে বাড়ী চলে এলুম !

মা আমার ম্থের দিকে তাকিয়ে বলগেন,—ইাা রে,
কদিন থেকে তোর ম্থথানা কেমন গুক্নো গুক্নো দেখছি—
শরীর কি ভাল নেই ?

স্বামি বললুম—ইয়া—ঐ একরকম—বলে বাইরের বরে গিয়ে বললুম।

ব্যাপার বে ক্রমে ঘনীভূত হরে আসছে তাতে আর সন্দেহ দেই। টাকটিকি-বধ্র অতি প্রস্বিতা বলে উভিনে দেরা আর অসম্ভব। এ আর কিছু নয়—ভূত, ভিমভূত। সেই প্রতিহিংসাপরারণ টকটিকিটা প্রেতবানি প্রাপ্ত হরে আমাকে ভর দেখাজে; এবং ঐ তিম হাড়া আর কিছুতেই বে আমি ভয় পাবার লোক ময়, তা গে ভার ভৌতিক বৃদ্ধি দিরে ঠিক ব্রেছে।

रेफन वाचित्र ७०१ दक्त (र जामाराव गांदव गरा-

দাক্ষিণ্য দেখাতে আদেশ করে গেছেন এবং কেন যে বৃদ্ধদেব সামান্ত ছাগলের প্রাণ বাঁচাবার অস্তে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন, আমার দৃষ্টান্ত দেখেও দে জ্ঞান যদি তোমাদের না হয়ে থাকে, ভাহলে ভোমাদের আদৃত্তে কুজীপাক নরক অনিবার্য। আসল কথা আমার মনে ঘার অমুতাপ উপস্থিত হয়েছিল; অমুতপ্ত হয়ে সেই দংট্রাবছল গভায় টিকটিকিকে উদ্দেশ করে কেবলি বলছিল্ম—হে প্রেত! হে নিরালম্ব বায়ুভ্ত! য়প্তেই ছয়েছে, এইবার তোমার ভিম্ব সম্বরণ কর।

**534** 

কিন্তু সম্বরণ করে কে ? রাত্রে থেতে বসে ভাত ভেঙেই দেখলুম ভাতের মধ্যে ছটি হৃসিদ্ধ ভিম্ব ! কম্পিত কলেবরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। মা বললেন— কি হল, উঠলি যে ?

শরীরের প্রবশ কম্পন দমন করে বললুম—ক্ষিদে নেই—

বিছানার ওয়ে শুনতে পেলুম মা বধুকে তিরস্থার করছেন—বোকা মেয়ে, করম্চা কথনো ভাতে ।দতে আছে! ওর যা শেলাটে অভাব, তাই দেখেই হয়ত না ধেয়ে উঠে গেল।

রাত্রে এক অপূর্ব্ধ স্বপ্ন দেখনুম। অপূর্ব্ধ এই হিসাবে বে ভার পূর্ব্বে কখনে। অমন স্বপ্ন দেখিনি, এবং পরেও আর দেখবার ইচ্ছে মেই।

শর্ম দেখলুম, যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হরে বিছানার শুরে
পড়েছি। শোবামাত্র বুঝতে পারলুম যে বিছানার চালর
পাতা নেই—তার বদলে আগাগোড়া টিকটিকির ডিম
দিয়ে ঢাকা। আমার শরীরের চাপে ডিমগুলো ভেঙে
বেতে লাগল আর তার ভেতর পেকে কালো কালো
কলালমার সরীস্পের মত লক্ষ লক্ষ টিকটিকির ছানা
বেরিয়ে আমার সর্বালে চলে বেড়াতে লাগল। প্রাণপণে
উঠে পালাবার চেষ্টা করলুম কিছ অপ্রে পালানে। বার না।
শেইখানে শড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলুম আর সেই থেড়ে
টিক্টিকিটা—বাকে আমি মেরে ফেলেছিলুম—আমার

খাড় বের্টের নাকের ওপর উঠে বলে একলৃত্তে আমার পানে চেরে রইল।

াগরির ঠেলার ঘুম ভেঙে দেখলুম সারা গা দিয়ে দার ঝরছে এবং তখনো যেন টিক্টিকির বীভংস ছানাগুলা গা-ময় কিল্বিল্ করে বেড়াচেছ।

ভাই, অনেক রকম ছঃম্বপ্ন আল পর্যান্ত দেখেছি এবং আরো অনেক রকম দেখব সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা, এমনটি যেন আর দেখতে না হয়।

ভয়ের যে বস্তুটা চোধ দিয়ে দেখ। যায় না, যার ভয়ানকত্ব যুক্তির ত্বারা ধণ্ডন করা যায় না এবং যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো জানিত উপায় নেই, দেই বস্তুই বোধ করি জগতে সব চেয়ে ভয়ত্বর ভর ঐ জাতীয়। তাই প্রাণের মধ্যে আমার বিভীষিকা যতই বেড়ে চল্ল তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পদ্বাটাও আমার কাছে তেমনি অজ্ঞাত রয়ে গেল। কি করব, কোধায় যাব—থেন কোনো দিকেই কিছু কিনারা পেলুম না।

এই রকম ৰথন মনের অবস্থা তথন একদিন ডাকে একখানা চিঠি এল। তভেলু গন্না থেকে লিখেছে; চিঠি এমন কিছু নম, 'তৃমি কেমন আছ, আমি ভাল আছি' গোছের, কিন্তু হঠাৎ যেন আমার দিবাদৃষ্টি খুলে গেল। মনে হল এ চিঠি নয়—দৈববাণী।

তৎক্ষণাৎ **ও**ভেন্দুকে 'তার' করে দিল্ম—আরই বাজিঃ।

ভারপর বথাকালে গয়ায় পৌছে টিকটিকির প্রেতাজার সদগতি সঙ্কর করে পিণ্ডি দিশুম। গয়াতে আৰু পর্যন্ত টিকটিকির পিণ্ডদান কেউ করেছে কি না জানি না কিছ সেই থেকে আমার ওপর জার কোনো উপত্রব হয়নি।

সেই মায়ামূক্ত জীবাত্ম। বোধ করি এখন বিশ্বনোকে বৈকুঠের দেয়ালে উঠে পোকা ধরে ধরে থাক্মেন

গ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

۲

"না বাবু আপনি আর অমত কর্কেন না—ছটিতে

টিক রাধার্কফের মত মানাবে। আর মাধার উপর

রাপনি রইলেন, এমন পাহাড়ের আড়ালে থাকলে বড়

বড় রাপটার ধাকা গায়ে একটুও লাগবে না—আপনি

পিদিমাকে ও ছোটমাকে বুঝিয়ে বল্লেই তাঁরা মত

কর্মেন। এমন ছেলে কিন্তু আজকালকার বাজারে মেলে

না। আপনারও ছেলে নেই—তারও ত' এক বুড়ো মা

চাড়া তিনকুলে আর কেউ নেই।"

"তা ত'—সবই বুঝলুম ভাজনার কিন্তু ওর বাপ বে ঘরামীর কাজ করেছে—এ পাড়ায় এসে অনেকরই চালে বড় গুঁজেছে সেও ত একটা মন্ত বড় কথা, পাড়ার নোকই বা বলবে কি। তাছাড়া, ছোটগিয়ির ঐ একটি মাত্র মেয়ে—ভাকে চিরকালই ভাল ঘরে দেব মনে করে থেখিছি—এ হতে পারে না।"

"আপনি কি বলছেন বাবু? ঘন-শামের বাপ ছিল ঘনমী—দে ত এখন আর কারও ঘর ছাইছে না। ঘনশাম এখন আপনার দ্যায় একটা একটা করে ভিনটা পাশ দিয়েছে—এখন আবার একসংক এম-এ ও ওকালতী পড়ছে—একি একটা যে সে কথা। পাশ করে বড় একটা উকীল ত' হবেই—হয়ত হাইকোর্টের অকও হতে পারে"—

"কে হাইকোটের জল হচ্ছে ডাক্টারের পো ?"

"এই যে পিসিবা আহ্বন আহ্বন—আমি এই খনখানের
কথা বাবুকে বল্ছিলাম। দে অনেকগুলি পাশ দিয়েছে
কিনা তাই বলছিলাম যে সে হয়ত গুকালতী পাশ করে
হাইকোটের অল হতে পারে।"

"তাই নাকি—না ছেলেটা বেশ ধারালো।"

"তাই তো ধাৰুকে বলছি পিসিমা—মার মাপনিও বিস্পত্ত্ত্ব ভালই হরেছে—এই মানি বলছিলার কি বে এই মনাজবের সংক্র মানাকির এই মনীজির কিরে দিলে হয় না – দিদিরও ত আমাদের বিষে দেবার সময় হয়েছে—আপনি কি বলেন ?"

"ত্মি কি বলছো ভাকারের পো—ননীর সংজ ঐ ঘনার বিয়ে—যার বাপ ছিল ঐ গিয়ে খ্রামী।"

"তাতে কি হয় পিসিমা—ঘনখামের বাপ ঘরামী ছিল—সে বেটাত' ম'রে ভূত হয়ে গিয়েছে—আগনাদের ঘনা আর এখন ঘনা নেই—সে এখন ঘনখামবারু হয়েছে। সেই কথক ঠাকুরের কথা আপনার মনে আছে ত'—সেই অন্ত পরীক্ষা সভায় কর্ণ যখন বল্লে 'দৈবায়ন্ত কুলে জন্ম—মমায়ন্তং হি পৌরমং' তখন অন্ত বড় রাজা ধুতরাই সে পর্যান্ত চুপ হয়ে গেল। হুগ্যোধন ত ছুটে এসে কর্ণকে জড়িয়ে ধলে—"সে কথা আপনি কি ভূলে গেছেন নাকি '"

"ভূগৰ কেন ডাজারের পো ভূগিনি—ও-সৰ কি আর ভোগ্বার কথা—আমরা বিধবা মাছ্য—শাল্সের ঐ সৰ কথাই ত আমাদের এহকাল আর পরকাল। কিছ ও-সব শাল্ডের কথা ত আর এখন চলবে না।"

"আপনি বলেন কি পিসিমা - শাল্কের কথা চলবে না ত চলবে কি ? জানেন ত আমি বাম্ন ? আমাদের বাম্নদের পেট থেকে পড়বার পরই শাল্কের কথায় উঠতে বস্তে হয়—মৃনি ঋষিদের লেখা শাল্ক কি কম জিনিস ? বে বাড়ীতে শাল্ক পাঠ হয় স্বয়ং দেবতারা এসে সেই বাড়ী পাহারা দেয়—এসব কথা ত আর আপনার জ্লানানর।"

"তাত—সবি জানি ডাক্তারের পো,—কিছ"—

"ও সব কিছ টিছ নয় পিসিমা—খনভামকে আপনারা চিছে পারেন নি—এখানে এনে ও চুপচাপ বলে থাকে বলে ওকে কম বনে কর্কেন না। আমি মাস্থানেক আগে নিজে ওব্দের অর্ডার দেবার কম্ম কলকাডায় সিজে-ছিলায—ওর বোর্ডিএ গিবে দেখা কর্দুদ। সে বোর্ডিং হচ্ছে চারতোলা বাড়ীতে, সর্কের উপরে চারতলাছ একধানা খরে সে থাকে। তার সন্দে কত লোকের তাব

—খনভামবাবু বলতে স্বাই অজ্ঞান। পাশ করে বড়
হাকিম হবে বলে এখন থেকেই লোকে ওর খোসামদ
কচ্ছে। কত বড় বড় সায়েবের সলে ওর ভাব—তাদের
সলে ও ফর্ ফর্ করে ইংরাজিতে কথা কয়—তাছাড়া
ওর নাম ত বড় বড় লোকেদের কারও অজ্ঞানা নয়—ও
এখন আর কেউ কেটা নয়। বি-এ যখন পাশ কলে
তখন সায়েবদের খবরের কাগজ—ইংরিজিতে লেখা—
তাতে ওর নাম ছাপা হয়ে বেক্লগ—সায়েবদের খবরের
কাগজ ইংরিজিতে লেখা হয়ং লাটসায়েব সেই কাগজ
পড়েন তিনি তম্ব দেখলেন ছাপা অক্ষরে বড় বড় করে
লেখা রয়েছে 'ঞীঘনশ্রাম বেরা'—এ কি যে সে কথা
পিসিমা প"

় "বলি হাঁ। ভাজ্ঞারের পো এসব কি সভি৷ কথা না সব বানিয়ে বল্হ—ভাহলে ভ আমাদের সার্কেল ভিপ্টি বার্ও ওর নাম ছাপার কাগজে পড়েছেন ?"

্ৰপাৱে পিসিমা আপনি বিশ্বাস কচ্ছেন না এসব কি আর যে সে কথা; সার্কেগ ডেপ্টি কেন বড় বড় রাজা-মহারাজা এমন কি আমাদের জেল। জল ও ম্যাজিট্রেট সাহেব পর্যান্ত ওর নাম জানেন।"

"ও সর্ব্ধ রক্ষে—ভাহলে আমাদের ঘনা ত বড় কম লোক নম্ন—বাছা এবার এলে রাত্রে ওকে আর ভাত দেওরা হবে না—পূজারী ঠাকুরকে বলতে হবে ঘনার অস্তু যেন এখন থেকে রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করা হয়।"

"তাইত বলছি পিসিমা—আপনি ত সবই জানেন, স্বই বোঝেন—বাবুকে ও ছোটমাকে বুঝিরে বলুন—এমন পাত্র বেন হাতছাড়া না হয়—এমন ছেলে পিসিম। বলে বিশ্বাস কর্কেন না, লাখের ভেতর একটা পাওয়া যায়।"

"তাকি আমি জানিনে ডাক্ডারের পো বে তৃমি আমার নতৃন করে বল্তে এলেছো, আমি সবই জানি। না, আমি বলছি ননীর সঙ্গে ঘনার বিষে দিতেই হবে। ধরে পীতৃ সব খনলি ত—ঠাকুর মশায়কে খবর দিয়ে আনিয়ে একটা দিন দেখা—যত শীল্ল হয় প্রদের চার হাত এক করে দিতে হবে।"

"তা হ'লে দিবি কোমার কি ছোটগিমির এ ক্রিয়েক

কোনও অমত নেই ত' ? থাকে ত এখন খুলে বল-

"এতে আবার মতামত কর্মার কি আছে? ননীয় আমাদের বরাৎ ভাল ভাই এমন পাত্তরের হাতে পড়বে— ছোটবড়কে আমি সব বলবো—ভার আবার অমত হবায় কথা কি—আমি বল্লেই তার খুব মত হবে।"

স্তরাং ইহার পর বাবু পীতাম্বর ভূঁইয়া মহাশারের ভূতীয়া পত্নীর গর্ভদাত একমাত্র কলা নিজাননীর সহিত ঘনলামের বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হইয়া গেল।

2

ভাক্তার স্থবেজনাথ মুখোপাধ্যায় মেভিক্যাল কলেছ হইতে ক্রভিত্তের সহিত এল-এম-এদ পরীকা পাশ করিয়া সরকারী চাকরী পাইলেও চাকরীর লোভে নিজ্ঞাম নিজ্ঞ গ্রামে ডাক্টোরখানা ত্যাগ করিয়া গেলেন না। খুলিয়াই ব্যবদাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অর্থের অভাব তাঁহার বিশেষ ছিল না-মধিক অথের কামনাও তিনি করিতেন না; ভাই ছোট বড় সকল প্রকারের লোকই বিনা দিধায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাইত। এইরূপে গ্রামের সম্ভ লোকের অ্থ-তঃখের অংশী হইয়া ভিনি নিরাভ্নর জীবন-ষাপন করিতেন। তথাপি মা লক্ষীর রূপানৃষ্টি হইতে তিনি কোনও দিনই বঞ্চিত হন নাই। द्वांशीटनव छेव्य পথাদির ভার : नहेशाहे সব সময়ে তিনি সম্ভাষ্ট থাকিতেন না-অনেক গৃহত্বের অল্ল-বস্তের ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হইত। তাই তাঁহার পোষ্যবর্গের সংখ্যা নিভাক অর हिन ना।

ক্দিরাম বেরা হঠাৎ যথন কলেরার আকার হইরা
মারা গেল তথন তার ছেলে ঘনগ্রাম ঘাঁটাল হাইমুলের
৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। ঘনগ্রাম ছেলেটি ছিল ভাল;
তাই যথন সে নীরণপুর মধ্য ইংরাজী বিভালর হইতে রুভি
পাইয়া এম-ই পরীক্ষা পাশ করিল তথন আক্লার মুলের
বাব্র পরামর্শেই ক্লিরাম ভাহাকে চাবের কালে রা
লাগাইয়া হাইমুলে উচ্চশিক্ষার অন্ত পাঠাইয়া বিয়াহিল।
বৃত্তির চারিটি টাকার উপর যাহা ধরত হুইড মুল্লেরাই
ভাহা দিন্দেন। ভারণর ক্লিরাম্বর ক্রেন্ত বৃত্তির ভারিটি তাকার উপর বাহা ধরত হুইড মুল্লেরাই
ভাহা দিন্দেন। ভারণর ক্লিরাম্বর ক্রেন্ত বৃত্তির ভারাই

পর এমনি করিয়াই ঘনখামের অধ্যয়ন কার্য চলিতে লাগিল। প্রবেশিকা পরীকায় ঘনখাম মাদিক ১৫১ টাকা বৃত্তি পাইল—ভাহার ভবিষ্যং ভাবিষা সময় হুদয় ভাক্তার বাব তাহাকে প্রেসিডেন্সি কলেন্সে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন— ্রবং তাহার সমস্ত ব্যয় ভার নিজে বহন করিতে লাগিলেন। গ্রীবের ছেলে ঘন্তাম চিরকালই পাডাগাঁযে মানুদ হইয়াছে, তাই হঠাৎ কলিকা তার মত দহরে আদিয়া সে নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিল না। ডাক্তার বাব প্রতিনাদেই নিয়মিতভাবে তাহাকে টাকা পাঠাইতেন— দেই টাকা ও নিজের বৃত্তির টাকায় দে খেয়ালমত থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিয়া থরচ করিত। লেগাপভায় মনো**যোগ** দিবার দে সময় করিয়া উঠিতে পারিত না। স্থতরাং যখন ভাহার আই-এ পরীকার ফল বাহির হইল ভেখন দেখা গেল যে যে কোনও প্রকারে প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে বটে কিন্তু বৃত্তি পায় নাই। তাহার এই অমনোঘোগিতার জন্ম ডাক্তার বাবু তাহাকে প্রচর তিরস্কার করিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্ম সাবধান হইতে বলিয়া প্রেসিডেন্সি কলেন্সেই ভাহার বি-এ পডার वावला क बिशा मिरना ।

এই প্রকারেই দিন চলিতেছিল-এমন সময়ে হঠাং ভাকার বাবুর জ্রী এক ভীষণ রোগে শ্যাশায়ী হইলেন। তিন মাদ কাল যমরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া যখন ভাক্তার বাৰু তাঁহাকে মরণের হাত হইতে ফিরাইয়া আনিলেন ত্থন তাঁহার জ্রীর শরীরের অবস্থামুঘারী বায়ু পরিবর্তনের আবশ্যক হইয়া উঠিশ। বাঙ্গালাদেশের ভোট একটি গ্রাম হইতে অ্দূর ওয়াল্টারে কথা জ্রাকে লইয়। বাহির <sup>হওরার</sup> যে কি ঝমাট তাহা ভুক্তভোগী ম তেই অবগত শাছেন। ভাক্তার বাবু জমি-জমার, পোবাবর্গের সমত ব্যবস্থা করিয়া দেখিলেন এমতাবস্থায় ঘনস্থামের কোনও ব্যবস্থা করা অদ্ভব। খনশ্রাম ছেলেটকে তিনি নিজের হেলের মতই ভাল বানিতেন স্বভরাং তাহার প্রস্থার <sup>ছধা সর্ব</sup> করিয়া ডিনি নিতা**ভ ব্যাকুল হুইয়া** পড়িলেন। उपन जनकाशात बरेबा किनि गार्वकी खारमत विश्वन निधिशकि विवाद बार् नी व्यव क्रेंदेश स्थानस्त तियानम् क्रियान ।

পীভাষর ভূইয়া একজন খুব সম্পত্তিশালী ও অর্থবান লোক। ডাক্তার বাবুর নিকট নিজ প্রাণের জন্ম ডিনি বিশেষ ভাবে শ্বী। তিন তিন বার ডাক্তার বাবু তাঁহাকে আদর মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অগতে বোধ হয় ভাক্তার বাবুকে অংশয় তাঁহার কিছুই লাই। তাই ব্ধন ডাক্তার বাবু খনখামের কথা পীতাম্বর বাবকে বলিলেন এবং নিজের অমুপশ্বিতি এবং বর্ত্তমানে অর্থ-সাহায্য করিবার অসামর্থত। জ্ঞাপন করিয়া তাহার সম্বত্ত একটা ব্যবস্থা করিবার অহুরোধ করিলেন তখন পীতাছর বাবু মাত্র বলিলেন, "ডাক্তার তুমি ত দেবতা—তোমাদের সব কাজই সাজে। আমরা ভিকা করি নিজের জভ্য কিছ তোমার এ ডিকা যখন তোমার জন্ম নহে-তোমার কোনও স্বজাতির জন্ম নহে—বরং আমারই স্বজাতি একটা ছেলের জন্ম তথন তোমার এ অহুরোধ আমার পক্ষে তোমার মধ্য দিয়া ভগবানের তুকুম। মানিক কভটাকা হইলে ছেলেটির চলিবে আমায় বল, আমি মাানেজার বাবুকে আমার শৌভাবাজারের গুদির সরকারের কাছে ভাহার সংক্ষে 65 পাঠাইয়া দিই।" তখন ঠিক ছটল ঘনতাম পীতামর বাবুর শোভাবাজারের গদি হইতে मानिक ७० हिनाद्य अवः श्रदाक्त इहेत्न ১०० होका প্র্যান্ত লইতে পারিবে। এই ব্যবস্থা করিয়া ভাক্তার বাব ওয়াতীয়ারে চলিয়া গেলেন। এই ব্যবস্থার পর ঘনশ্রাম্ভ ভাক্তার বাব্র দরায় ও পীতাম্ব বাবর অর্থে প্রেসিডেন্টি কলেজে বি-এ পড়িতে লাগিল।

প্রের অভিজ্ঞতা এবার ঘনখামকে স্কাগ রাখিয়া ছিল—তাই সে আর পাঠে অবহেলা করে নাই। হুতরাই বি-এ পরীক্ষা গণিতে "অনাস" লইয়া সে খুব ভাল করিয়াই পাশ করিল। তংশরে ভাজার বাব্র পরামর্শেই গণিতে এম-এ এবং ওকাল জা একসংলই পড়িতে লাগিল। এমন সময়েই একদিন ভাজার বাব্ ঘনখামের বিবাহের সম্মন্ত্রী পীতাম্বর বাব্র নিকট উপস্থিত হইলেন। ঘটকালী কার্যে তিনি কিরণ সাম্বা লাভ করিলেন আম্বা প্রেইটি ভাহার পরিচর পাইয়াছি। ছুমুর প্রীগ্রামের সরলপ্রাণ আর্শিক্তিক নর-নারীকে কোনও কার্য ক্লাইতে হইকো

ভাজনে বাবুর অহ্প্রহে ঘনখাম রাজার মত ধনবান
পীতাম্বর বাবুর—তৃতীয়া পত্নীর গভঁজ ত একমাত্র ক্ষরী
কন্তা নিভাননার পাণিপ্রংশ করিতে সক্ষম হইল। এ
বিবাহে অনেকেরই আবাজি থাকিলেও ডাকার বাবুর
প্রভাব বলিয়া কেহই কিছু আবিত্তি করিল না—কেননা
সকলেই জানে ডাকোরবাবু ভূলিয়াও কাহারও কিছু
অনিই করেন না।

٧

যথাক লে ঘন্দ্রাম এম-এ এবং বি-এল প্রীক্ষায় উত্তীর্ণ ইইল। প্রীক্ষার ফণ বাছির হইতে না হইতেই পীতাম্বর বাবু কল্লা জামা হার জন্য মেদিনীপুর স্থল বাজারে জমি ক্রয় করিয়া ইমারৎ প্রস্তুতের যোগাড় করিতে লাগিলেন। বাটি প্রস্তুত হইলেই কন্যাকে সংরে জামাতার নিকট পাঠাইয়া দিবেন—এই বিষয়ের সমস্ত বন্দাবন্তই ঠিক হইয়া গেল। নিভাননীর মাতাও কন্যার গৃহসজ্জার সমস্ত আসবাব পত্র এবং বাসন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—কেন না পীহাম্বর বাবুর জামাতা উকীল ইইয়া যথন সহরে বাস করিবে তথন তাহার আচার বাবহার এবং বাসগৃহ সম্পতিপন্ন লোকের মন্ত না হইলে চলিবে কেন । প্রত্যাং ঘন্দ্রামের মেদিনীপুরের বাটার জন্য সক্রেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল—এমন কি, পীতাম্বর বাবুও ঘন ঘন মেদিনীপুর ঘাইয়া গৃহ-প্রস্তুতের কর্মা ত্লারক করিতে লাগিলেন।

দ্নশ্রমের এক দ্র-দ্পর্কের আত্মীয় মেদিনীপুর কোটে মৃছরীর কার্য্য করিত। তাহার আয়ও নিহাত অল্ল ছিল না। অতরাং সহর হইতে বহুদ্রে অবস্থিত তাহার নিজের কৃত্র গ্রামটিতে তাহার অসাধারণ প্রতিপতি ছিল। সকলেই জানিত নিবারণ মামগা-মোকর্দ্মা তবির করিলে হরকে নয় করিতে পারে। মামগা মোকর্দ্মা তবির পালক আর না পালক—পরের অর্থকে নিজব করিবার তাহার অসাধারণ ক্ষমতা হিল। তাই ঘনশ্যামের অবস্থার পরিবর্তনের সময় হইতেই তাহার প্রতি সে দৃষ্টি রাধিয়া-ছিল। এখন যথন সে ভানতে পাইল ঘনশাম মেদিনীপুরে ভ্রাকতী করিবে ভ্রাক জাইাকে দোহন করিবার ইক্ষা

নিবারণের বিশেষ বলব তী হ'য়া উঠিল। এই উদ্দেশ্যে হঠাং অকারণ তাহার দূর-দব্দরের বিলি-ঘনশামের মাতার জনা তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠি**ল**৷ ঘনশাানের বাটী যাইয়া শুনিল খনপ্যাম তথায় খাকে না। যাগ হউক আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন িসিকে মেদিনীপুরে নিজ বাদায় কইয়৷ গেল এবং খনখামকে দেখিবার জন িশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া ভাহাকে এক পত্র লিখিল। ঘ-খাম তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে নিবারণ তাহাকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিল এবং ওকালতী কার্যো তাহাকে প্রণেশণে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিক্ষ इहेन। एकात्र माहाया शहेया (कान (कान एंकीन কত বড় কোক হইয়াডে ইহার নজীর সে থিকার উল্লেখ করিল এবং ভাহার সাংাঘ্য পাইলে ভাহার ভাতা ঘনভামও যে একদিন খুব বড় উকীল হুটবে এই কল কথা থব ভাল করিয়াই ভাহার মাথায় প্রবেশ করাইয়াদিল। পরিশেষে ঠিক হইয়া গেল যে ঘন্তাম নিবারণের বাটতে থাকিয়াই ওকালতী করিবে এবং আবশ্রক মত অর্থ ১৯ছ করিলেই সে নিজ অর্থে বাটি প্রস্তুত করিয়া বাস করিব। কেননা নিধারণ ভাহাকে ভাল করিয়াই বঝাইয়া দিয়াছিল 'পরভাতী বরং ভাল—কিন্তু পর দরা হওয়। শেষ স্প্ৰানজনক ' লেখাপ্ডা শিভিয়া একটা মানুষের মত মাত্রৰ হইয়া খনভাষের অপমানিত হওয়া উচিত নহে। মতরাং আপাততঃ ঘনভাম ভাগার স্ত্রীকে লইয়া এই বাটতেই থাকুক-পীভাষরবার শুরু অর্থ-সাহায় করিনেই চলিবে—তাঁহার নিার্শ্বত বাটীতে সে থাকিতে পারিবে ना-- हेशहें व्यवधातिक हहता ताल।

ইহার কিছুদিন পরে পীতাম্বরার্ ঘনস্তামের নিকট হইতে নিমে উদ্ধৃত প্রধানি পাইলেন:—

> মেদিনীপুর মদলবার

"বধাবিহিত সমানপূর্বক নিবেদন,—
আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আসনার
আশীর্বাদে বর্তমানে এ বাটার সমত বলন। স্থানি
আপনাবের কুশল আনাইয়া চিরবাধিত করিবেন।
আপনার দ্বার আজু আরি রশক্ষেক্ত

দক্ষন হইয়াছি—আপনার বছ অর্থই আমার জন্ত অপবায়িত হইয়াছে। আমি এখন হইতে আপনার পায়ে গাড়াইবার দেউটা করিব এবং স্বোপার্জিত অর্থে আপন পরিবার প্রতিপালন করিবাব চেষ্টা পাইব।

আমার পৃদ্ধনীয়া মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে তাঁছার বধুমাতাকে এ বাসায় লইয়া আসেন। বর্ত্তমানে আমার সময়ের অত্যন্ত অভাব—স্থতরাং অকুগ্রহ করিয়া কাহার ও সহিত তাঁহাকে এ বাটিতে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার ক্ষার স্থবিধার জন্ম আপনার নিকট অর্থ সাহায়্য লইতে আমার বিশ্বুমাত্রও আপত্তি নাই।

আপনি আমার শতসহত্র প্রণাম গ্রহণ করিবেন। মাত ঠাকুরাণীর ইচ্ছা যাহাতে শীঅ সফস হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে থাকা। হয়।

বর্তুমানে আমি আমার মামাত' ভাই ানবারণ বাবুর বাসাতেই থাকিব।

ইভি—

প্রণত: ঘনখাম।"

পীতাশ্বরবাব পত্রথানি পাইয়া অত্যন্ত কুক হইলেন এবং উত্তরে লিখিলেন—নিবারণের বাসায় তিনি উাহার ক্যাকে পাঠাইতে অপারগ। নুতন বাটীর নির্মাণকার্য্য শেষ হইলেই তিনি স্বয়ং "যাইয়া ক্যা ও জ্বামাতাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিবেন। স্বন্ধ্যান বেন এ বিষয়ে অন্ত কোন্ত মত্ত না করে।

কুগ্রহের কবলে পড়িয়া মাথ্য হিতাহিত জ্ঞানশৃত্য হইল পড়ে। ঘনতামেরও হইল তাহাই। তাহ পীতাম্বর বাবুব পজেত্তেরে দোলিখিল—দপ্তাহকাল মধ্যে পীতাম্বর বাবু যদি তাহার বাদায় তাহার কঞাকে না পোঁহাইয়া দেন ত দে শাবার বিবাহ কারবে—কেননা ইংাই ডাহার মাতার শাবেশ— এবং এই ব্যাপার স্থম্মে ইংাই তাহার শেষ ক্থা।

তাহার অর্থে প্রভিপাদিত একটা পথের ভিষারী
মান্ন তাহাকে এইরপ ভাবে অপমানিত করিতে উন্নত
ইংগ্রাছ দেখিরা পীতাশ্বরবাবু আতশ্য কুর ১ইবা
উঠিলেন এবং ঘন্তানের প্রের কোনও ভ্রা নিশেন
না।

এদিকে নিবারণ গোপনে সমন্ত সংবাদ পাইয়া

ঘনখামকে বিশেষ উত্তেজিত করিতে লাগিস এবং নিজের

দ্ব সম্পানীর এক শ্যালেকার সহিত ভাহার বিবাহের

তিক করিয়া আপনার অভাবলাত ক্ট থেকর ঘারা

ঘনখামকে বিবাহে মত করাইল। বিবাহের দিন প্রভাতি

ঠিক করিয়া পী গাম্বরবাবকে নিমন্ত্রণ পত্র পঠাইল এবং ভড়কর্ম নির্বি.ম সম্পাদন করাইবার জন্ত তাঁহার ভভাগমন প্রথিনা করিল। ভাক্তারবাব্র এ নিমন্ত্রণ इहेट विकि इहेटनम् मा। अब आहेबाह भी नायववात 😍 **ज्ञान्त्रतात् निज्ञाननोऽक लहेया (मिन्नोलूद्य (शाहाहेटनन** এবং ঘনখামের স'হত শাক্ষাৎ করিবার জন্ম নিবারণবাবুর বাদায় উপস্থিত হটলেন—কিন্তু ঘন্দাম বা নিবারণ তাঁংাদের সহিত সাক্ষাৎ পর্যান্ত করিল না। ভূত্য আসিয়া বাবুদের ব্যস্তভার সংবাদ দিয়া গৃহদার রুদ্ধ করিয়া দিল। বিবাহের কথা যে মিখ্যা নহে ভাগারও সঠিক সংবাদ পাওয়া গেল। পাতাম্ববৰু ও ডাক্তারবাৰু কাছারীতেও ঘন্তামের দন্ধান পাইলেন না। অবংশবে চতর্থ দিবদে ডাক্তারবাবুর সহিত ঘনখামের নদীত হৈ সাক্ষাৎ হইল। ড ক্তারব্যের অন্তন্ম-বিনয়েও ঘন্তানের মন গলিল না—সে তথন ছবিষাতের অনেকানেক ক্লিক স্বপ্নে মাতিয়া উঠিয়াছে — নিবারণের কলিত কাল্লনিক ভবিষাৎ জাবন সে তথন দচ বিশাস ক রচেচে--তাই मि अम्रान वहरन फाक्ताववावरक विश्वन---भौडाधववाव আমায় এবং আমার মা:ক অপমানিত করিয়াছেন। দেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জান্ত এবং মাতৃ আ আরা পালন করিবার জন্ম এ বিবাহ তাহাকে করিতেই হহবে। ইহার কোনও অভ্যা। হচবার নহে। ড.ফো:রবারু আধার কি করিবেন—সংস্থা বর্দ্ধি বিষর্জের শিষ্ময় ফলে জজজিরিত ২ইয়া উত্তরীয়াঞ্লে চকু মুহিতে মুছিতে নীর**ংৰ** খগুহে প্রত্যাবর্ত্তন কারলেন। ঘন্তামণ্ড ভাইার ভবিষাতের কথা ভাবিল না-ভাবিল না যে সে কি করিতে ঘাইতেছে.—ভাবিল না যে সরলা বালিকা নিভা-ননা তাহার নিকট কোন অপরাধে অপরাধী ! নিবার**ণের** চাটু शदका अलुक रहेया हम आवन समाउ जाहात सौबन बाजात পথ ভাবধাতে বৃধি দে তথু কুখমাকীৰ হইবে-নিবারণ চিরকালই ভাহাকে এংরপ আপ্যায়িত করিবে-এবং মতাবের তাড়নায় আরে তাতাকে জল্জারত ইহতে হইবে না। তাই সে ডাক্তারবাবুর মত সনয়-জ্বন্ধ বন্ধুর কথায় কৰ্ণাত কবিদ না-তাহ দে পাতাৰববাৰৰ মত মহৎ লোককেও গৃহ্যার হইতে বিভাড়িত করিতে বিধা-**द्याथ क्**रिन मा ।

কিছুদিন পরেই একদিন মধ্যাকে গভীর শথাবনি ভনিষা চঠ্ঃস্পার্থ সমস্ত লোক জানিতে পারিস ত্রপণের্থ কলকের কালিমায় যতি ভ হইবাও খনতাম তাহার মাতৃ-আজা পানন করিতে সমর্থ হুইয়াছে। (পুরাণ গল)

শ্ৰীউমাপদ ভট্টাচাৰ্য্য

শেণ ভীর নিস্তক বনভূমির বুকে শান্ত নির্ক্তন ঠাইটুকু।
 ক্যোৎস্থা রাজি। চাঁনের আলোয় বনের সবুজ-কালো

ছায়াঞ্চলে স্থপন মায়ার ঝিলিমিলি। তা'রি মাঝে ফুটিয়

আছে হেথায় সেথায় নানা বরণের শতেক ফুল—রূপ
লেথায় আর অরূপ গল্পে বনতলে এক মৌন-মাধুরীর জাল

বুনিয়া!

ভ্রোৎশ্বা মাধা ছায়া-বীথির তলে ত্'টি মানব-মানবী।

বন্দুকের ক্ষচির সজ্জায় অক তালের ঝলমল;—বেন বন
গহনের পূপা-পুরীর এই নিভ্ত কক্ষে কুলধন্ম আর

ফুলরাণীটিই কুল-শোভায় সাজিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া।
পুপোজ্জল ধর্মথানির উপর দেহের ভর রাথিয়া পুপাম্যী
প্রেয়নীরই পানে বনচারী সে পুপাক্মার মৃথ দৃষ্টিতে
চাহিয়া!

পুলধৰা পাণ্ডুর-ঞী এ পুক্ষৰ হন্তিনাপতি মহারাজ পাণ্ডু; সলিনী তাঁর · · বিতীয়া মহিষী · · অফুপম লাবণ্যময়ী রূপ-রাণী মাদ্রী।

মুধ্বের কঠই বনবিজনের তত্ততা ভালিয়া প্রথম জাকিল, মালি!

মুগ্ধা চকিতা তার উত্তর দিল, কেন ডাকলে রাজা ?

—কী ক্ষর তুমি সেজেছ সত্যি…! এত রণ…এত মাধুরী—, এ কি শুধুই দেথবার ় এ কি শুধুই—"

সরম কৃষ্টিতা অধীর কঠেই বাধা দিয়া বলিল,ছাই রূপ ! ঘাঁও তুমি ! অমন ক'রে বক্তে তো —

—কি কর্কে, ভনি···?

প্রগণ্ড কঠেই উত্তর আসিল, ফেলে' লোব ভোমারি দেওবা এই পূলা-সক্ষা; কেলে লোব এই কেছের আভরণ; মূছে ফেল্বো—

বাতাদের মাঝে শশনিয়া উঠিল একটা ব্যথার দীর্মখাস! তারপর জলিয়া উঠিল মুধ্বের ব্যথিত, আহত বুকের ছোট একটি করণ ছব, স্ভিয়, জীবদের এ কী অভিশাপ রাণে! ইচ্ছা হয়—! না ৰাক্•••!...কিঃ একটা কথা, মাজি!

- **—कौ** १
- —তোমার প্রার্থনা কুম্বীকে জানিয়েছিলাম !
- -की यनता १
- —বংলা, তুমি বজ্জ লোভিনী ! পুত্র লোভ তোমাকে এমনি অন্ধ করেছিল, যে, নারীদ্বের স্বাভাবিক গঙী ডিঙিয়ে...একই কালে তুমি ছটি দেবতার অন্ধণায়িতা ছিলে! প্রথমবারেই তোমা দ্বারা এমনি মন্ত্রপক্তির অপব্যবহার হ'য়েছে। আমার ভোমাকে বিশ্বাস করা যায় মাঁ!

মান্ত্রীর নিকট হইতে ইহার কোনোই প্রতিবাদ আসিল না। হয় তো ভাহার বুকের আঞ্চন বুকের ভিতরই গুমরিয়া উঠিল।

পাণ্ড্ বলিল, সভ্যি, তুমি অতি নিল'জ্জার মতোই
ব্যবহার ক'রেছ! হয় তো অপ্রমন্ত ছিলে। কিছ
জীবনের বাধীনতা তাতে সীমা ছাড়িয়েই ম্থাল।
হারিয়েছে। কুস্তী ভাই ভোমার প্রার্থনাকে মঞ্ব
করে নি'।

माजी नीवरव न उरमरक मां फांहेश।

খানিককণ উভয়েই নিৰ্মাক। শেষে বনস্থগীর ভৰতা ভালিয়া পাঞ্ট আবার আহন্ত করিল, হরতো ভানে ব্যথা পেলে! কিন্ত হাণী, নিকের ব্যথাটাকেই বড় করে লা দেখে—বাইরের পানে যদি একটু চাও,—হন্ব ভো শে ব্যথার থানিক্ লাখা হবে।

একথানি বঙ মেৰে আকানের টানটিকে জন্ম নাকিছা ফেনিডেছিল; ভাহার পাতন চাছিন্ন পাকু স্ব্যাপনিত্রা উঠিন, ইস্,—টার্লটা ডুবে গেল ৷ ছেটি সেবের টুব্লটিন সূব অন্কার ক'রে ফেল ৷

मूर्यत कथा कृतारेटक मा स्वारेटकरे व्यक्त अस्ति।

চানের আলো হারাইয়া গেল। খানিকবালে মাবার লোংমার শুলুমিয় হাসির ঝিকিমিকি সুটেডেই...পাঙ্র ব্যথিত কঠেও ভাষা স্টেল, জীবনেও এমনি আলো-ছায়ার থেলা চলছে, তৃঃখ-স্থেশ-হাসি-অঞ্চতে...পুলকে বিষাদে! কভ্হয় সেটা এমনি ক্লিকের; কভু হয় দীর্ঘয়ায়ী...ৼয় ভো বা জীবন-মৃত্যুর ব্যবধানকেও অভিক্রম ক'রে! কি,— কথা কছে না যে? শুন্ছো আমার কথা?

ছোট মতে।ই একটি উত্তর আদিল, ওন্ছি !

—এত সংক্ষিপ্ত উত্তর…! এর চাইতে কি বড় ক'রে

আর কিছু বল্তে পাতে না ? যাক্,—তোমার মৌন, বেদনা বুকের তলেই তুমি গোপন রাখো। সেই ভালো!

তবে অমন মলিন-মুখে না থেকে অভাগার পানে একটু প্রধান দৃষ্টিতে চাও।

কৃত্ৰিম কোপে একটা কটাক হানিয়া মাজী বলিল, ঘাও! কেন অমন বাজে বক্ছ ?

তাহার চোধে চোধ রাধিয়া পাণ্ডু জবাব দিল, বাজে
নয়, হলরি! এই জীবনের স্ত্যিক ধ্বনি! প্রানাপ
হলেও অন্তরের স্থপনে সে সম্জ্জল! যেমন দেখা যায়
ছটি একটি—পথ চল্ভে ছাসের ফুল!

মাজী এইবার একটু আত্মন্থ হইয়াই বলিয়া উঠিল, এ কি,—আজ অমন ধারা একটা অভ্ত ভলীতে কথা বলহু কেন তুমি, মহারাজ ?

পাণুর অন্তরটি যেন একটু হাল্ক। হইল। বলিল, যাক্—এতকলে তবে আমায় কতকট। ব্রেছ তুমি! ব্রেছ রে...আমি আজ একটু বদলে গেছি! সভ্যি রাণী, এতদিন গোপনে গোপনে 'অন্তরের অন্তরালে' ফেবঙ সঞ্চিত ছচ্ছিল, তা' আৰু মনে প্রাণে, চোথে-মুখে, আশার-ভাষায়—জীবনের প্রতিটি প্রপদ্ধবের মাঝথেকেই ফুটে উঠতে চাছে! আৰু আমি শুধু রূপ ভিধারী নই, দেবি,—আৰু আদি ভোষার রূপ-কুখারীও কঠে!

শচকিতে মান্ত্ৰীর প্রায়,—কী অল্ডো ? বি ডকঠে পাণ্ডুর স্থাভিত উদ্ধেন, বস্ত্রিক নরনে মরনে রাবি<sup>া</sup> নির্মেখিয়া নিশিবিন বা নিউম অক্তিকি রূপের-নিঝর নিভি নেহারিয়া নিরমল না ছুচল প্রাণের ভিয়াম )

তাই আদ চাচ্ছি তোমার ঐ রূপের লাবণ্য-সরসীর হিম-জলের শীতল-অতলে ডুবে গিয়ে অবগাহন-মানে একবার দেহমনের পিপাদা হরণ করতে!

সন্ত্ৰতা মাদ্ৰী ভীতিকম্পিত কঠে বলিল, এ কি,— 'পাগৰ হলে ?

—না রাণী,—পাগল হই নি ! জানি যে,—থাণের উদগ্র বাসনায় তোমার দেহলীন হ'তে গেলেই জীবন আমার ঐ হ্বস্ত হাওয়ার মাঝে নিমেরে মিশে গিয়ে, তোমার নয়ন-পল্লব থেকে ঝরিয়ে যাবে অঝোর-ধারায় অঞা শিশির ! ভূলিনি যে,—জীবন আমার এমনি অভিশাপময় ! তবু চাই, তবু আমি পেতে চাই ডোমার নিজ্-ম্পর্শ ; তবু আমি করতে চাই ডোমার দেহ থেকে জীবনের কুধা-হরণ ক্ষধাহরণ ; তবু আমি নিতে চাই তোমার রূপ-সম্জ মছন করে আমার বুকের কৌজত-মণির দীপ্ত-প্রভা। তবু আমি চাই—চাই ঐ রূপ-শিল্পর এই শেষ-মন্থনের গরল পিয়ে মৃত্যুঞ্জর হ'তে!!

ভীতি-শিহরিতা মান্ত্রী বলিয়া উঠিল, কেন অমন বল্ছো? কেন অমন কছ তুমি, মহারাজ? জানী তুমি, জিতেক্সিয় তুমি;—এ কি ভোমার মৃচ প্রকাপ? এ কি ভোমার ক্ষচ সম্ভাবণ? নিশ্চিত মরণের কোলে বাঁপিয়ে পড়বার জল্ভে কেন ভোমার এই মৃগ্ধ অভিনাৰ?

পাত্ জবাব দিল, তোমার ঐ ভীতি ও নীতির মাঝেই
জীবনের কান্তি নয়, রাণী! জীবনের প্রগতি পথেই তাদের
বিকাশ আর অভ্যাদয়! জীবনই তাদের আপান ধেরালে
গড়ে ভাঙে! তাদের নিয়ে বুধা বোমাতে প্রসো না!...
ছ-ছটি তরুণী রূপের ভালি নিয়ে যার চোথের সাম্নে অধ্
মাধুরী ক্টিয়েই পেল; বুকের ছমারে অধু আওনের রুবর
দিরেই পেল; অভরে অধু মধুর প্রলোজন জাগিয়েই
ত্ল্লো;—কি এমন প্রয়োজন ভার প্রই ক্ষা ও হুধার
মারের ইন্ডানো লুক, ক্ষজিলতা, ভোগাহীন জীবনে ? ক্লানো
লালী, লাভাগোর বেশনা ? আবৃত্তে পারের ভোগার
দ্বাদ্ধ প্রস্থানা ক্রিনি নির্দ্ধিক ক্ষার ক্রিনি রাজ

সচেতন ইক্রিয়গ্রাম নিমে সহজ শরীরে মাড়িয়ে;—জার ভিতরে তারি প্রণিয়ণী কার বাছ বেষ্টনে তথন প্রাথিনী হ'মে প্রীতি-পুগকে মুগ্ধ স্থানমনী!! কোন্ রক্ত তথন টগবগ করে ফুটে ওঠে ঐ জীবন্ত পুত্লের রক্তবহা পেশীর শিরায় শিরায়? সে কি প্রীতির,—না নীতির,—না, কোনো রুজীর ? কোন্ পুরুষে সবল দেহ নিমে এমনি পুরার্থিনী প্রিয়ার চিরন্তন লীলা দেখতে ?

মাদ্রী উত্তরহীনা।

পাণ্ড বলিয়া চলিল, হন্তিনার অধীখর হন্তা না মূর্,—
নেই জানে। সে-ই শুধু দেখেছে, বা মনে-মনে করনায়
আঁকেছে—এমনি মধুরোজ্জল করেকখানি ছবি! আরো
আঁকতে বলো, মাজি ?

মান্ত্রী বলিল, কমা কর নাথ, জ্ঞানহীনা মূঢ়ার সকল অপরাধ! আর আমি কিছু চাইবো না। তুমি শুধু প্রকৃতিত্ব হও, এই অভাগিনীর শেষ ভিক্ষা!

পাও উত্তর দিল, ভিকা বা ক্ষমার এতে কিছু নেই, রাণী! একজনের জীবন বার্থ বা অভিশপ্ত হয়েছে বলে আর একজনের জীবনও সেই সঙ্গে তা হবে কেন 🕈 ভাদের জীবনের কুধা বুকের তৃষ্ণা...ভাদের ইচ্ছামতই মিটিয়ে নিতে দেওয়া সর্বাণ কর্তব্য! তাই হত্তিনার সম্রাট নিজ থেকেই কুম্বীর হয়ারে পুত্রার্থী হয়েছিল। সে তার মন্ত্র শক্তি প্রভাবে ধর্মাঞ্জকে আকর্ষণ করে তাঁর কাছ থেকে পেলে। এক ধর্মশীল পুত্র। দেখলাম, ক্ষান্তিয়োচিত গুণের চাইতে তার ভিতর ধর্মজীবনের নিরীহ ভাবটিই বেশী পরিকুট। এই ছলনায় আবার চাইলাম তার কাছে আর এক পুজ! এবার ডাকলো সে মহাভীম প্রভঞ্জনকে-তার থেকে পেলো এক তুদান্ত ভীম কান্তি সন্তান! সেও ঠিক কলিয় ছলোনা। আবার করাম পূত্র-ভিকা। এবার দেবরাজ মছেক্লের কাছ থেকে পেলো সে এক সন্ত্যিকার বীৰ্য্যবান খণবান কব্রিয় কুমার! তবু তার অন্তর পরীকার অভে আবার ভাকে পুত্রবভী হতে অমুরোধ কলাম; সে পতি-লোভকে দমন করে-জীবনের স্বাধীনতাকে স্থানিরভি त्त्रत्थ चयीकांत्र (शाना। त्यानाम, এ नातीत चिकता चौंबरमंत्र कृका ७ स्वोबस्मत्र कृषात्र पञ्चतात्म मात्र धक्छ। ষহিযোজন জ্যোতির্নী নূর্বি আছে ; বার কাছে শাপনা

খেকেই শির নত হয়ে আনে! তোমার অস্করে-সন্তরে যে বাসনা এর মাঝে ধুমায়িত হয়ে উঠছিল, কোনোরপূপরীক্ষার ক্রযোগ না দিরেই তুমি একদিন আপনা থেকেই তা প্রকাশ করে বস্লে। তাই ভোমার অন্তে আবার ধর্লাম তাকে; দিল সে দেব-প্রভাবে তোমাকেও পুত্রবতী হবার ক্রযোগ। মুশ্বা অতি ল্রা তুমি…পারো নি, তোমার চিত্ত-চাপল্যে তার বথাবোগ্য মান রাখতে!

कृषकर्छ माजी विनन, वृक्षण्ड भाति नि-क्या कर।

পাতৃ বলিয়া চলিল, ক্ষমার এতে কিছু নেই, মাজি ।
জীবনের স্বাভাবিক ধর্মেই তুমি ক্রিয়াশীলা। তার উর্দ্ধে
তুমি উঠে যাও নি,—বা, যেতে চাও নি । যৌবনের
ক্ষায়—বাসনার বিলাস-প্রসাধনে আজও তোমার মন—
এ অভাগোরি মতন—সঙ্গীব সচেতন। তাই তোমার
এত ভালো লাগে । কুথীর জীবন আজ মাতৃত্ব আর
দেবীত্বের মহিমায় সম্জ্জল। সেধানে জীবনের তৃষ্ণা
নিয়ে দাঁড়াতে সক্ষোচে শির হুয়ে পড়ে। তোমার মাঝেই
খুঁলে পাই আমি আমার 'মানবীয়' মনের অন্থ-মন! তাই
তোমার জীবনতলেই নিতে এসেছি আমি আমার
বুকের অবুকা বাসনার—হয়তো বা এই শেষ বিশ্রাম!!

অন্তথ বরে মাত্রী শুনাইন, ভুল বুঝেছিলাম,—ভুল ভেঙেছে ! এবার ভোমারে৷ ভুল ভাঙো মহারাকা!

পাপু বলিল, হয়তো সতিটে এক কল্লিড-শঙ্কার শিহরণে জুল ভোমার ভেঙে থাক্বে! হয়তো জীবন ভোমার আজ কুন্তীর চাইতেও অধিক মহিমাগ্রিড হতেই পেরেছে! তার প্রশান্ত দিব্য-প্রভাব হয়তো এ থৌবন-পল্ল জীবনের ভূগও তুমি ভাঙতে সক্ষম হতে পার। কিন্তু ভেঙে লাভ কি ? কি চাও তুমি এ জীবনের-সত্যিকার দান ? বেঁচে থেকে কোন প্রয়োজন ?

মাজী উত্তর দিল, তোমার মাঝে কড শীবনের শালো লুকানো, তা কি তুমি জানো না মহারার দু

—বাদের মাত্রে বছ-জীবনের আলো-অছকার, বাদি অঞা, ত্থ-ছঃখ, প্লকবাথা লুকিরে ছিল বা লুকিরে থাক্বে,—ভারই কি লব অমর হবে এলেছিল বা আলবে ট বুছল কঠের অবাব হইল আলে নি, আই আলকার না, তা ঠিক। কিছ খেছার হয়তো কেউ তারা এমনি অকারণে মৃত্য-বরণ করে নি, বা করবে না।

পাপু বলিল, সে প্রশ্নের মীমাংস। অভীত ভবিষাতেই বিরুক। আর জীবনকেও যে তাদেরি সাথে এক করে গাঁথতে হবে, তারও কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না। মে টের উপর কেউ অমর হয়ে আসি নি। অমর যথন নই-ই, তখন মৃত্যুশীল জাবনে কেন এই হংসহন অভিশাপ দার্ঘকাল ব'য়ে যাওরা । মহতে যথন হ'বেই তখন——

ৰাধা দিয়া ব্যথিতা মাজী বলিয়া উঠিল, কেন অমদল বারবার মনে আন্ছো, নাথ ? কেন তুমি জীবনকে এত ছেট করে দেখছ ?

জীবনকে ছোট করে দেখি নি, রাণী! ছোট করেও ভাকে ফেলতে চাই না! ভাই ভো আব্দ এমনি প্রাণের সংজ প্রেরণ য় আমি প্রাণবস্ত;—মনের সরল কামনায় এমনি মৃত্যু ভিক্ষ্!

— এ কী তোমার অভুত প্রহেণিকা, আমি বে কিছুই বুঝতে পাচিছ না!

দৃঢ় হরে পাঞ্ প্রশ্ন করিল, মরুতে যথন হবেই, তথন কেমন মরণ আমার প্রার্থন। কর, রাণী ?

মাজী উত্তর দিল, সরল—হ্নদর—ক্তিছোচিত বীরের মরণ!

— কিন্তু তার যে পথ বন্ধ, মুগ্ধ অপনময়ী ! হ্রিণরাপী থাষি কুমারের অভিশাপ যে আমার জীবনের পিছনে-পিছনে ঘুবছে—তোমানের কারে। রূপের অনলে আমার পুড়িয়ে মার্বার পরিকল্পনায়। কেমন করে সে অভিশাপকে আমি একাব, রাণী ? এ যে আমার নিজ হাতেই গড়া মৃত্যবাণ ! হার,—কেন দেদিন মুগরার কৌহুকে হরিণীর প্রেমম্থ নিরপরাধ সেই হ্রিশর্মী ধবি কুমারকে মরণাহত করেছিলাম !!

বলিতেই কোন্ এক গভীর স্বতিতে পাপুর অন্তর-তল
মণিত হইলা উঠিল। বুক হইতে তার বড় রকমেরি
একটা দীর্ঘ নিখাস নামিয়া আদিল। বাজীর :বক্ষ তেল
করিয়াও সেই সংক্ষ এক, গজীর দীর্ঘাস বাহির হইলা
ডক্ষ বনানীর নিভন্ম স্থীরংগ আশিত হইলা উঠিল।

थानिक कुष्रतिहै निर्काक।

ভারশর পাঞ্জু আবার আরম্ভ করিল। রুপের জ্মালে
পতক হতেই আংমার পুড়ে মর্তে হবে, রাণী। এই
জামার অভিশপ্ত জীবনের পরিণতি। জ্যেষ্ঠতাত জীর্মানেবের
মতোই তাই এক রকম স্বেচ্ছা মর্ব আমার। ইচ্ছা করলে,
তারি মতো ভিতেক্সিয় হয়ে সাংনার বলে এ জীবনটাকে
যতন্র মন্তব দীর্ঘস্থাই করা যায়। কিন্তু করে লাভ?
বার্দ্ধক্যে—ভাতকেশ, গলিত দন্ত আর লুলিত চর্মা নিয়ে,
বার্দ্ধক্য-শীর্বা তোমাদেরি বা অন্ত কোন লাবণাময়ী তক্ষণীই
রূপভিক্ হয়ে ঘ্রণিতের মতো মর্ব-বর্ব,—সে কি তোমারি
অভীপ্সত, না, কার্দ্ধর সভিত্রার আকাজ্যার জিনির?
বলো,—সভিত্র বলো, রাণী,—ভাই কি স্বাভাবিক ? জার
ভাই কি তুমি চাও?

বিষাদ-মান অধ্ব-পুটে কণিকের একটু মৃত্হাসি ফুটাইয়া মাজী জবাব দিল, নিশ্চয় নয়!

- —তবে ?
- —ভোমারি মুগ্রপ্রলাপ—
- —একে তুমিপ্পলাপ বল্ছো, নিষ্ঠ্রা ?
- —না না,—প্রলাপ নয়,—ভোমারি জীবন-বিগাপ তুমি শোনাজঃ; শেষটুকুও তুমিই শোনাও!
  - -ভন্বে তো?
- —এতকণ্ট যখন অনুলাম, তথন তোমার শেষ প্রেমার স্মাধান অন্তে পার্কো বৈ কি । অবিভিন্ত আলো লাগে,—আর অনুবার যোগ্য হয়। বলো ভূমি।

পাণ্ডু বলিল, জীবনের আসন্ত বিহাদকে সুকোতে
গিয়ে চোবে-মুখে বার্থ হাসির আছাই ফুটাভে চাল্ড,
ছুট্ট ৷ তবু বলি, বাধার ছায়াকে এমনি দ্বিশ্ব-হাসিতে
মধুর করে নেওরাতেও যেন জীবনে জাগে এক বিচিত্র
পুলকে রোমাঞ্চন ৷ সেইখানেই জীবন জীবস্ত ; সেইখানেই
প্রাণে চিন্তু-বস্ত, সেইখানেই মন স্থনস্ত-যৌবনা চিন্তুতক্ষণী ৷ যাক্—

— ইয়া, ৰাক্ ! এখন বার চলো; আমার বজ্ঞ ভর কলেছ !

উচ্চহান্যে পাপু বলিয়া উঠিল, তব ! তব হ'লোঁ তোমার-শ্বামি এই সগত জীবত পুরুষটি তোমার দাস্বে দাঁড়িয়ে থাক্তে? কিন্তু যতটুকু তথ এখন পেয়েছ, তার চাইতেও ভীষণ তথ যে তোমাব অক্তে অপেকা কচ্ছে, মাজি;—তার অক্টেও প্রস্তত হও! যখন লালসার লেলিহান শিথায় পলিতকেশ বৃদ্ধের অক্ষয় পতক-বৃদ্ধিটি আমার কাছে তুমি প্রত্যাশা করো নি রাণী,—তথন—— মাজী বাধ। দিল, আবার ঐ কথা ?

পাণ্ডু ৰলিয়া চলিল, হাঁ—আবারো ঐ কথা! ৰখন
সেটা চাও না,—তথন আজ ৰদি জীবনের ৰাভাবিক ধর্মে
প্রাণের সরল কামনায় ভোমার ঐ নয়নতলে নয়ন ছটি
রেখে, দেহের সনে দেহখানি মিশিয়ে জীবন-মৃত্যুর দোলন
ছম্মে পুলে উঠে,—ভোমার বুকেও রেখে যাই ক্ষণিকের
এক বেদনানন্দের অপন দোলা;—বিখের সহাস্তৃতি তাতে
পাই-বা-না-পাই, জীবনের তাতে কোনো গ্লানি নেই!
জ্ঞান-বুজের দল তাতে বাধিকার প্রমন্ত যৌবনের চিত্তচাপল্যের অনিবার্য্য পরিণতি দেখে হয় তো একটু ক্লপার
হাসি হাসবেন! কিন্তু বার্দ্ধকের সে নির্লজ্জ জারাধে
স্পরাধী হবার চাইতে—সে-ও জীবনের জনব্যু সম্পান!
ভাই ভোমায় চাই—আজই চাই কোনো মানা শুন্বো
না;—কোনো অস্ক্রিয়ে আর কাণ পাতবো না,
রাণী!

কণ্ঠখন হঠাৎ নামিয়া আসিয়া কোন্ বেদনায় করণ
ছইয়া উঠিদ, শরতের এই জ্যোৎয়া-য়াত পুশায়য়য় রাজি;
কি শুন্দর রাণী, এর এই সৌন্দর্য ও আনন্দের সপাদ!
তবু কোন্ নির্চুর কোন্ নির্দয় কে জানে কোন্ নির্দয়
নিশীয়নে শুলে ফুলে পাডায়-পাডায় ঝরিয়ে দেছে এর
ক'কোঁটা মুজা ধবদ অঞ্চ তরল শিশির জল! আনন্দের
য়লোলাসে এ কি বেদনার সজল স্পর্শ সে বুলিয়ে চলেছে
আজ! ব্যথা লাগে, ধরণীর এই মায়া-মধুর ছায়া-আলা
এয় লাঝে জীবনের 'দেনা-পাওনা' মিটিয়ে ভোষার লেহড়টে আযাত হেনে হেনে' ঐ রূপ সিল্লয় অতল-তলে
অবগাহনে নেমে চির-তার ডুবে যাওয়ার পীয়ন বেদনার
ভোষার লোপেও ফুফোটা অঞ্চ ঝরিয়ে যেছে, আজ এ বুকে
সভিটেই ব্যথা লাগছে, রাণী! তবু আমি ভোষায় বাঁলাভেই
চাই! ছ্র্লল ভীকর কডো আর দ্বের দ্বের না থেকে
বীরের য়ডে, ক্রিকের ছেলের মুকোই—লীবনের বৃক্ত

ৰীৰ্ব্য, সকল পোৰ্ব্যে আৰু মধিত করব তোমার দেহের পোণিত। তারি মাঝ থেকে উঠুক ছধা, উঠুক হলাহল দে হলাহলের তীব্র লাহে চলে পড়ি তারপর তোমারি উল্পর্কের ক্ষণ্ণ ধৌত ক্ষেহ-শীতল ঐ মক্ষণ্ডানে। 'মরীচিকা' আমার ভূলার নি,—'মক্ষ-মায়ারও আমি ভূলি নি, রাণী; আমি এলেছি তোমার রূপের 'মক্ষ-শিখায়ই আজ জলে' পুড়ে' মর্তে!! আমি এলেছি আক্ষ জীবনের অভিশাপকেই বরণ করে নিরে তার মাঝ থেকে জাগিয়ে ভূলতে আমার অচল-যৌবনের নিরুদ্ধ প্রবাহের স্বাভাবিক গতিপথ! পালাতে চেয়ো না স্ক্রের, পারবে না! ৰুখা চেষ্টা সে তোমার। ধরা লাও,—ধরা লাও এই স্বল বাহ-তলে, এই ত্যিত অধ্ব-পাশে, এই ক্ষ্বিত—

কিন্ত ধরা সে সহজে দিল না। বনের সেই নিভ্ত
নিলয়ে গতির এক জভ-ম্পন্দন জাগাইয়া তুলিল—নিতরকে
থানিক ধ্বনি চঞ্চল করিয়া মুগ্ধ, দুর দ্বিভতেক দে থানিকক্ষণ তার পিছু-পিছু ছুটাইয়া দইল। তারপর কখন
অক্ষাৎ কেমন করিয়া যেন দে তার সবল স্ক্রিয় বাহ
ছুটির নিবিভ্-বন্ধনে বন্দিনী হইয়া, একান্ত অসহায়ার
মতোই তার বক্ষতলে অবশ শিধিল দেহে চলিয়া
প্তিল।

বিম্থ দৃষ্টিতে তার মৃথের পানে চাহিয়া সোহাগ-মিশ্রিত অন্মযোগের স্বরে পাতৃ বলিল, ধরা নাকি তবে দেবে না, ছষ্টা ?—এখন ?

অধর কোণে মৃত্হাদি মুটাইয়া বন্দিনী ব্লিল, কি এখন ?

- —এখন পালাবে কোথা?
- -- কোথাছো না।
- —ভবে বে বড় পালাতে বাচ্ছিলে ?
- --- CT TER!
- —অভুত প্রশ্ন! এতকণ তবে ছুটোছুটি করে কেন?
- —ক্ষম, করতে ভালো লাগলো, ভাই! দেখনুম;
  কতকণ এমনি মৃথ প্রচেরায় ভূমি আমার শিক্সন পাতাই
  ছুট্তে পারো! নৈলে—এভকণ ভোষার ককে না কেবে
  আমি বনি শুমুই ছুটে বেভান, বাবা কি কুরি কান্সন

—ভাহ**লে, ধরা দেবার ওড-ইচ্ছাটাও** ভোমার মাঝে ছিল ?

#### -हिन देव कि ।

— আপনার ত্রস্ত-গতির সনে এমনি থানিক আমায় ছুটিয়ে নেবার অস্তরালে কেন যে লুকিয়েছিল ভোমার সে ত্রস্ত নিশ্চল রূপ, তা আমার ধারণার বাইরে ! ধরা দেবার বাসনাই যদি ছিল মনের কোণে লুকিয়ে, তবে কেন এই অশাস্ত অভিযানের পগুশ্রম দেবি ?

মান্ত্রী উত্তর দিল, গভির মাঝেই জীবন গো,—গভির মাঝেই জীবনের আনন্দময় অভ্যুদয় আর বিচিত্র বিকাশ! অ-ধরাকে ধরবার বাসনায় জীবনের এই যে চিরস্তন অভিসার এর মাঝে কিছু যদি ধরা নাই পড়ে, জীবন হ'য়ে ওঠে তবে গভির অভি ক্লেশে আস্তি, অবসন্ধ, ক্ল্ল, হতাশ, নিস্তেজ, নিজ্জিয়! ভাবে ভাই সজীব সচেতন রাধতে মাঝে মাঝে জাগাতে হয় বৈ কি এমনি এক-আধটু ম্য় আশা!

ছোট একটি নিশাস ফেলিয়া পাণ্ড্ বলিল, হ'! এই জন্তেই শুধু ধুৱা দিলে,—না, আৱো কিছু কারণ ছিল ?

ধীর কঠের উত্তর আসিল, সে কারণ তে। তুমিই আগে ভেঙে দিয়েছ আমায়। তোমার নিরুক যৌবনের মৃত্তি-কলনায় তাকে অতি-ক্লেশের অবসাদ থেকে বাঁচিয়ে তুলতেই অবশেষে এই ধরা দেওয়া! আর—

বুতৃহণী কঠে পাওু এখ করিল, আর কি ?

রক্ত ভালে লাজ-নম্মশিরে মান্রী বলিল, আর শুধু তো তোমারে নয়,—আমারো মৃগ্ধ যৌবনের সকল অপন, সকল বাসনা, সকল সাধনা যে তোমার সক্ষে একই শৃত্মলে শৃত্মলিতা হয়ে পথ হারা গতি হারা হয়ে বুকের নিক্ষ বেদনায় অচলায়তনে বন্দিনীর বেশে পড়ে আছে! কত কাল—আর বইবো এ অভিশাপ ? কতকাল বইবো এমনি—? তাই ভোমায় এমনি আমার পিছু পিছু ছুটিয়ে নিয়ে জীবনের বেদনান্দের , অপন আলোকে দেখে নিলান, ভোমার পিছনেও এর পরে আমি স্ভাই ছুট্ডে পার্ম্ম কি না!

পাপুর রিম্মিড করে এই ক্রটিলু, সাঁট্ট বি করে চাও ত্মি? এ দেশের মেদ্রেরা প্রাণের ত্রস্ত পুলক বাসনায় যা কত্তে পারে।

— অন্থ মরণ ? হায় মৃগ্ধ অপনময়ি, কালের পাথারে তিমির প্রবাহে নিক্লেশের যাত্রী হয়ে কোথায় কে ভেসে যায়! সে জবৈ অন্ধকারে কোথায় আমার সন্ধান পাবে তুমি ?

—জীবনের আলো, বাদনার আলো, সাধ**নার আলো** দেখানে কি এতটুকু দীপ্তি ছড়াতেও অক্ষম ?

---মহাকালের কুটিল হাস্তে নটবাজের তাণ্ডব-নৃত্যে প্রলয় ঝগ্ধার দমকা হাওগ্ধায় সে ক্ষীণ প্রদীপ নিচ্ছে খেতে কতক্ষণ প

—কাচের আবরণীর মতোই অচছ নির্মণ আত্তরের অক্তরাল দিয়ে কি তাকে চেকে রাধা যায় না ?

—তোমার ও ক্ষণভঙ্গুর কাচের আবরণও যে সে
ক্ষ্-সিন্ধুর ক্ষেনাটে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার সম্ভাবনা।
তবু স্থান ভোমার শোভন স্থলর। তার মাথে সভ্যিকার
কিছু প্রাপ্তির আনন্দ থাক্-বা-না থাক্,—সে যেন চলচ্ছদ্দে
অচলের বৃক্তেও জুাগিয়ে যায় এক গতির চাঞ্চা।

— আর দেই গতির মাঝেই জীবন; প্রগতির মাঝেই জালোকের অভ্যাদয়! তাই মনে হয়, শতবার পথহারা হয়ে শতবার নিরালোক হয়ে পথ-বিপথে ঘুরে ঘুরেও— 'জীবনের লাগি জীবনের অভিসার' একেবারে বার্থ না ও হতে পারে! আর অজকারের অভ্যানে গাঁড়িয়ে জীবনের লাগি' জীবনের বে আকুল আহ্বান, তাও কি তথু চিরন্তন বার্থ প্রতিধবনি নিয়ে ফিরে আসে, সধা? তারও কি কোনো স্থদ্রের অপন মাধা 'সাড়া' একেবারেই ধাকতে নেই?

পাপু জবাব দিল, বলেছি তো স্থান তোমার স্থান হলেও শোভন স্থার! একজনের দ্র লক্ষ্যে জ্বাস্ত বাসনায় উধাও হয়ে ছুটে বাওয়া— আর একজনের পিছন হতে দেহ করুণ মুদ্ধ আহ্বান, ফিরে এসো, ফিরে এসো! ভাবতে সভিত্য বেশ লাগে! তবে এসো স্থানর;—এসো আমার জীবন-মরণ, এসো আমার মানস-হরণ, এস স্থান, এস ভয়াল, এস ক্রু, এস করুণ, এস বিব,—এসো আমার অবে অবে, এগো আমার সবে সবে, অনাদি অনস্তকাল, বেদনানন্দে হলে হলে, আশায় স্থপনে ভূলে ভূলে, বিশ-বিজনের সহযাত্রিণী বেশে!

উপায় হীনা মন্তরাজ কুমারী মুগ্ধ দয়িতের বাছ বেষ্টনে এমনি করিয়াই ধরা দিল। হইল তাহাদের দেহের সনে দেহ লীন, নয়নতলে নয়ন নীল! ভালিয়া গেল তারপর নিমেষেই ক্লিকের মোহ, ক্লিকের স্থপন! আকাশের চাঁবের চাঁবে আর বন তবের তরুণীর চাঁবে কে পরাইরা দিল থানিক ব্যথার কাজল। ঝরুবর্ করিয়া ঝরিয়া পাড়িল তারি স্পর্শে বনের বিজনে তাহাদের চোবের জল।

এক দম্কা ঠাণ্ডা বাতাস হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া অসহায়ের মতোই ঝাপাইয়া পড়িল অরণ্যের নিত্তর বক্ষে!!

## ব্যথিতা

**>15** 

সক্ষ গলির পাশে মাঝারি গোছের দোতলা একধানি বাড়ী। অমিয়া ক'দিন ধরে দেখছে বাড়ীটীতে প্রায়ই লোক আদা-যাওয়া করে; এক বছর হোল বাড়ীধানি ধালি পড়ে আছে। আজ এতদিন পরে তার ভাড়াটে আদছে বলে' বাড়ীওয়ালার তো আনন্দ হ'বার কথাই, কিন্তু সেই সঙ্গে অমিয়ারও খেন আনন্দে বুক্ধানা ভরে উঠেছিল।

তার কারণ,—অমিরার বাড়ীতে গল্প করবার কোন সমবয়ক্ষা সন্ধিনী ছিল না! বাড়ীতে, মাত্র তার স্বামী রমেন, বৃদ্ধা স্বান্ডড়ি এবং সে, এই তিনটা প্রাণীর বাস— অবশু দাস-দাসীর কথা আলাদা।

রমেন ডাক্তার, কয়েক বংদর ডাক্তারী 'পাস' করে প্র্যাকৃটিস করছে।

٥

অমিয়ার শোবার এবং বস্বার ঘর থেকে দোতলা বাডীর স্বধানিই বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

সে প্রত্যহ ত্পুরবেলা কালকর্মাদি সারা হয়ে গেলে,
জানালার ধারে সেলাই নিষে বদে এবং তার মানস-পটের
কলিত সলিনীকে ঐ ভাড়াটে বাড়ীর মধ্যে বান্তব সলিনীর
মৃত্তিরূপে দেখবার অন্ত উৎক্ষক নয়নে সেদিকে চেয়ে
পাকে; কিন্তু কোনদিনই তার সন্ধান মেলেনা। তথে,

## ঞ্জীরেণুকা সিংহ

প্রাক্তাহই সে দেখে যে, তারই সমবয়য়া একটি মেয়ে জানালার ধারে এসে কেবলি দাঁড়ায় এবং তার ঘরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। অমিয়া মেয়েটীর এই রকম অসভার মক্ত চেয়ে থাকাটাকে মোটেই পছন্দ করে না। একদিন সে মনে মনে দৃঢ়সকল কর্লে যে, আছ সে বেষন কোরেই ছোক মেয়েটীর সঙ্গে নিশ্চর আলাপ কর্বে।

সেইদিন ছপুরে মেয়েটী যখন জ্বানালার ধারে
দাঁড়িয়েছিল, তখন অমিয়াও জানালা থুলে তার সদে
আলাপ কর্বার জন্ত গিয়ে দাঁড়াল; কিন্তু মেয়েটী কথা
বলা দুরে থাক, আত্তে আত্তে জ্বানালার ধার থেকে সরে
গেলো। এই দেখে অমিয়ার মনটা ভীষণ বিরক্তিতে পূর্ণ
হ'য়ে উঠল। এই সব নানা কারণে তার সেই মেয়েটীর
সচ্চে আলাপের স্পৃহাও একেবারে চলে গেল।

ছপুরবেলা; রমেন ভাক্তারধানা থেকে কিরে লানাদি দেরে বিছানায় বিশ্রামহুধে মর ছিল; অমিরা তথন একটা কাজের কল্প ঘরে এসেছিল। হঠাৎ পাশের বাড়ীর দিকে চোধ পড়তে সে দেখলে বে, সেই থেয়েটা জানাবার কাছে দাড়িয়ে ভাদের দেখছে; ভার সারা মনটা বিশ্বক হ'ব উঠল। সে রমেনকে বলে, "বেখ, সেবেটা কি বিশ্বক অসভ্যর মত আমানের দিকে চেয়ে ররেছে, শ্বক স্কিন্তির ক্রতে সেলে জানালার বাই বেছক কলা বিভান রমেন অমিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বরে, "তা কি আর হবে বল? ও বলি আমাদের দেখে একটু আনন্দ পায় তো দেখুকই না, তাতে আমাদের আর কি এসে যায়?" রমেনকে অপরের পক্ষ সমর্থন কর্তে দেখে অমিয়া মনে মনে আরো চটে গেল; কিন্তু মুখে আর কিছু না বলে মুখটী ভারী করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রমেন সহাত্ত নয়নে অমিয়ার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

৩

গভীর রাজি, চারিদিক নিস্তর, কেবল মাথে মাথে এক একটা পথের কুকুর ভাদের বিকট ঘেউ ঘেউ রবে রজনীর শান্তিময়ী নীরবভাকে ভরন্ধর শব্দায়িত করে তুদ্হে।

ভদ্রলোকটা ব্যস্তভাবে উত্তর দিলেন "এই:পাশের বাড়ী থেকে—মামি অবনী বাবু; আপনি দয়া করে একটুশীগগির আদ্বেন বড় বিপদ।"

রমেন অমিয়াকে ভেকে দিয়ে এবং ুগায়ের ওপর একটি শাট চড়াতে চড়াতে, ভৌপিসকোপটি, নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাজায় বেতে বেতে সে অবনীবাব্র কাছে ওন্লো বে, তার মেয়ের কলেরার মত হয়েছে। তিনি আরে। অনেক কথা বল্তে বল্তে রমেনকে একেবারে রোগিণীর ঘরে এনে উপস্থিত কর্লেন। ঘরের মধ্যে একটি ক্ষীণ বৈছাতিক আলো কলছিল। একটি মেয়ে অভানের মত হয়ে তকার উপর ভবে আছে এবং একটি মহিলা তার মাধার বাচে বলে বাতাস কর্ছেম। রামেন আতে আতে রোগিণীর হাতের নাড়ী লারীকা কর্লে এবং তাকে ভাল করে পর্যাবেকণ করে পালের একটি ছোট ঘরে এসে বস্ল। একটা প্রেস্কিশ্লাম লিবে অবনীবার্কে দিরে বিল, "ভাড়াভাতি এই জ্বাটি আর্ভে বিল, আমি

এইখানেই আছি।" অবনীবাবু চাকরকে ওর্ধ আন্তে
দিয়ে, ডাক্তার বাবুর কাছে বসে কঞার সহছে অনেক কথা
জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, অবশেষে রমেনের হাত হু'টা
ধরে কাতরভাবে বল্লেন, "ডাক্তার বাবু আমার মেয়েকৈ
বাঁচিয়ে দিন।"

র মন তাঁকে শান্ত করে বল্লে, "দেখুন, আপুনি অমন অধীর হবেন না, আমার যতদুর সাধ্য তা' আমি কন্নছি এবং কন্ধাও-ভারপর ভগবানের হাত।" রমেন মধ্যে মধ্যে গিয়ে রোগিণীকে দেখে ওযুধ খাইয়ে আবার পাশের ঘরধানিতে এদে বস্ছিল। অবনী বাবু ক্ঞার সমুদ্ধে আরো অনেক কথাই বলে বেতে লাগলেন। তার ভাবার্থ এই যে, "ভিনি তাঁর ক্লার ৯ বংসর বয়সে এক অবস্থাপন্ন জমিলারের ঘরে বিবাহ দেন এবং জামাইটাও স্বভাব চরিত্র नव निक नित्य थूव **छा**न इयः, किन्न छौरानत छानारनाटन এবং অভাগিনী তার নিজের ভাগ্যদোষে এ সমস্ত অভি व्यकारन शांत्रिय एकरन; भाळ : । वरमत वयरम रम विश्वा হয়; সেই থেকে সে তার পিতামাতার কাছেই থাকে;---আৰু এই ৬ বংশর ধরে তাঁরা এই মেয়েটীকে নিরে বিধাতার কঠোর শান্তি ভোগ করছেন।"-কথাগুলি বলতে বলতে অবনীবাবুর গলার স্বর ভারি হয়ে এল, टंडाथ फिरम छात्र हेम् हेम् करत्र जन शिष्ट्रिय भएन, जिनि टकांहांत्र थूटि टहाथ गृहत्कन; त्रामातत्र अ मनेहा विक्र ব্যথিত হয়ে পড়ল। দে বুঝতে পারলে যে, এই মেরেটার কথাই অমিয়া প্রত্যাহ তাকে বল্ডো।

থানিকক্ষণ পরে আবার সে রোগিণীকে দেখতে গেল
এবং নানারকম চেটা কর্তে লাগল—ভার জ্ঞান হ'বার
জন্ত; কিন্তু সমন্ত চেটাই বৃথা হ'তে চল্ল; মেরেটার হাত
পায়ের ভলা ক্রমশ: বরফের মত ঠাতা হতে লাগল।
ওপার থেকে তথন ভার প্রভুর ভাক এসেছে, সে এপারের
শত চেটা, পিতামাভার সহজ্ঞ হত্ন উপেক্ষা করে ভার
কেবভার সক্ষে মিলিভ হ'বার জন্ত হুটে চলেছে। ক্রমে
বরে বরে রজনীর দীপ নেভার সক্ষে সক্ষে অভাগিনীর
জীবন-প্রেদীপত চিরনিনের জন্ত নির্কাপিত হ'রে গেল।
জুটুট মিলনের আনক্ষে অভাগিনীর মুখবানি ভবন উবার
জন্তপাদরের মতই দীপ্ত হ'রে উঠল। স্কর্মন বানিকক্ষণ

বসে ধীরে ধীরে সেই বাড়ী থেকে বেরিরে পড়স। তার সারা মনটা তথন বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে।

েস বাড়ীতে এসে তার ঘরের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

অমিরারও তথন পাশের বাড়ীর কারার শব্দে খুম ভেঙে

গিয়েছিল; সে ব্যস্তভাবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর্লে

"ও বাড়ীতে কার কি হয়েছে?"

রমেন ব্যথিত ধরে বল্পে "দেই মেন্দেটী মার। গেছে" এবং একে একে মেন্দেটীর সম্বন্ধ সব কথাই বল্তে লাগল। অমিয়ার বুকে কে খেন হুম্ করে এক ঘা হাতৃতি মার্ল। সে তথন বুঝতে পারলে যে, কেন মেন্টো ভাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত।

অভাগিনী তার এক্সমে কোনদিন স্বামীর প্রি ভালবাসার আস্থাদ পার্বনি, ভাই বুরি তাদের মিলনকে । অবাক হ'রে চেয়ে দেখতো। আগেকার সেই কথাগুলে মনে করে আময়া মনে মনে বড়ই ব্যথিতা হয়ে পড়ল যার বিষয় নিয়ে কতদিন সে উপহাসচ্ছলে কত কথ বলেছে, আল তারই আক্সিক মৃত্যুসংবাদে সে ফে নির্বাক হয়ে গেল; শুধু অজ্ঞাতে তার চোধ দিয়ে কয়ের ফোটা সমবেদনার অশ্রুজল নীরবে গাল ছ'টা ভিজিলে দিতে লাগল।

# পথিক্

#### মিসেস্ আবু রহমান

নোর্ হনং মর কর বারে
থুল্তে এলে আঘাত করে
কোন্ বিদেশী পথিক তৃমি 
পূপথের ধূলা হর্কা ঘাসে
বাকা পথ বনের পাশে
ধন্ত তোমার চরণ-চুমি !

আধ্ ফোটা ফুল পদ্ধ চেলে
ল্টিয়ে হানয় চরণ তলে
ডাক্ছে ঐ চোখ্-ইশারায়
কিশোর লতা সোহাগ ভরে
ফুটিয়ে ফুল থরে-থরে
ফুলছে ভোরে মুত্র-রায়



#### ভ্ৰমণ

## ঞ্জীপ্রতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

প্রার ছুটাতে এবার আমরা যথন দার্জ্জিলিং ছিলাম,
সেই সময় আমাদের এক মতলব হ'লো যে, তাগদাটা
একবার দেখে এলে ভাল হয়। যারা দার্জ্জিলিং গেছেন,
টারা অনেকেই হয়ত তাগদার নাম শুনে থাকতে পারেন।
তাগদা একটা ছোট পার্ব্বতীয় উপত্যকা। ঘুম টেশন
থেকে এই স্থানের দ্রুত ১০ মাইল মাত্র। ইহার উচ্চতা
প্রায় কার্শিয়ং এর সমান অর্থাৎ ৫০০০ হাজার ফুট। পূর্ব্বে
বঙ্গীয় সরকার এথানে একটি সৈঞ্চনিবাস স্থাপন

ভাগদার উপর থেকে কার্শিয়ং ও শিলিগুড়ি দেখতে পাওরা যায়। দূরে গাছের তলায়, পাহাড়ের নীচে ঘখন দাদ স্থ্য অন্ত যায়, তখন এক অভাবনীয় সৌন্ধায়ের স্টে হয়। তীতা নদী কালিদাসের তমালতালি বনরাজী নীলায় ভায় প্রতীয়মান হয়।

পরামর্শের পর আমি বিন'লাকে আমার ইচ্ছার কথা বললে, বিন'লা থুব আগ্রহ সহকারেই রাজী হন। তাঁর রাজী হবার বিশেষ কারণও ছিল। বিন'লার ভাষরাভাই



131

করেছিলেন। স্থানটি থুব নির্জ্জন হওয়ায়, এবং বায়েছোপ ইত্যাদি কোন প্রকার আনোদ-প্রমোদের স্থবিধা না থাকায় কয়েকজন সৈনিক নেহাৎ একমেয় জীবনের হত্ত হতে আত্মাকে রক্ষা কল্বার জন্ত আত্মণাতী হয়। এইজন্তই সরকার পক্ষ বাধ্য হয়ে সেনা-নিবাসটী তুলে দেন।

তাগদা নিজন হ'লেও, প্রাকৃতিক সৌদর্গ্যসম্পদে

গুবই গৌরবময়। ইহার একদিকে তিনটি প্রশন্ত উপভাকা

দ্মি, তিন্তা, রন্গাদ ও দ্যাপদাও ভ্যাদি বিলিত হয়ে
ভালীর ত্রিবেশী ক্ষি করেছে। আর একদিকে সিরিরাজ
হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ পৃত্ত ভারত্তা সমস্তিতে দ্রাহ্মান
ধ্বেক দুর্গককে শ্রেষ্টিভ ভ মন্ত্র্য ভাবে আকর্ষক করে।

মি: মিত্র তথন তাগদায় বাস কর্ছিলেন। মি: ডি, এন
মিত্র কলিকাতায় হাইকোটে ব্যারিষ্টারি করেন। মি:
ডি, এন, মিত্র আমার অগ্রজ বিনদা উভরে মি: কে, সি,
দের আমাতা। মি: দেও মি: মিত্র তাগদায় অমি সংগ্রহ
করে প্রাসাদ-সম বাসগৃহ নির্মাণ করেছেন। বিন'লা
পরামর্শ দিলেন বে পত্র নিথে যাওয়া ভাল, তাহ'লে সকাল
বেলা, দার্জিনিং থেকে রওনা হলে সেখানে গিয়ে আমরা
'লাঞ্চ' কর্তে পারবো।

ইচ্ছাল্লসারে অনেক সমরেই বাছিত প্রব্য পাওয়া বায়, ভারই প্রত্যক্ষ কল আমাদের কল্লো। বিঃ বিজ্ঞান্ত ক্রিচ প্রাভা লেইদিনেই আমাদের নিভামারীর বাঙ্গীজে এনে ভাগদান মাধার নিমান করে গেলেন। আমাদ্রা ভাই একটু মৃচকে হেলে তাঁর আমন্ত্রণ কর্লার। ঠিক হল, পরত দিন সকাল বেলা, আমি, মাষ্টার মলাই, বিন'দ। ও বিন'দার এক বন্ধু বিন'দার নৃতন Plymouthএ চ'ড়ে তাগদায় রওন। হব। বাবার কাছে অন্থাতি চাইতেই পাওয়া গেল।

সকাল বেলা উঠেই চা বেয়ে, পোষাক পরে বিন'লা আমাকে ডাকলেন। আমি ও মান্তার মশাই প্রস্তুতই ছিলাম। বিন'লার বন্ধুটীও আগে থেকে এসে অপেকা কর্ছিলেন। আমরা সকলে গিয়ে মোটরে উঠতেই, বিন'লা ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে স্বয়ং ছইলটা ঘুরিয়ে গাড়ী টাট করে দিলেন। গাড়ীখানা ম্যথাসময়ে ঘুম পরিত্যাগ করে ডাগলার আঁকা-বাঁকা পথ ধরলো। পথটা যেমন নির্জন

তিনটা বতী আছে। বতী তিনটি ছই মাইল অন্তর্ম অবস্থিত। প্রথম বতীটী মক্তুমি বিশেষ, মাত্র করেক খানা ঘর আছে, কোন দ্রব্যাদি পাওয়া য়ায় বলে বোধ হল না। দ্বিতীয় বতীটীর নামই চারি মাইল, 'গুম' হতে চারি মাইল দ্রে অবস্থিত। এ জায়গাটা অনেকটা প্রশত। এখানে কতকগুলি বাড়ীও আছে। এখান থেকে তাগদা বাবার রাজাটা একটা ক্রত বাকা পথ। এই বাকা পথে আনাদের গাড়ীখানা নাম্তে আরম্ভ কর্লে আমরা সকলেই ভয় পেলাম—কেননা,সমুখে কোন গাড়ী এলেই মুস্কিল, রাজাটা এত সহীর্ধ যে হখানা গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে এমন পরিসর নাই। বিন'লা কিন্তু কিছুমাত্র ভয় পানু নাই। খুব পাকা ড্রাইভারের



मिः मिट्यत्र वाणि

ডেমনি, খুবানো, spiral staircase এর মত খুরে ঘুরে নেবে চলেছে। তবে ঘুম ছাড়লেই বাঁ দিকে কাঞ্চনভবার বে দৃশ্র দেওলাম তার তুলনা হয় না। সেদিন আকাশ খুব পরিকার ছিল। আমরা ডান্দিকে দেওলাম খালি পাহাড়ের ডুগ ও বরফের গভীর সরলরেখা। রড়দ্র ছুরি চলে ডভদ্র ঐ সরল রেখা মেত্রপ্রে পড়ে, বেন ডার শেষ নাই। পথে একটা ডুগ দেওলাম, পৈর খর্মের নিদর্শন বলেই বোব হল। বিনদাকে গাড়ীখানা খামাড়ে বহুম, ডুগটার একটা কটো নেবো বলে, বিন'লা খাকের মুখে গাড়া খামাতে রাজী না হওলাহ ডুগটার কুরে মুখে গাড়া খামাতে রাজী না হওলাহ ডুগটার

মত ক্ইলটাকে ধরে ইলেক্ট্রক বেল বাজিয়ে ওয়াটালুঁ বিজয়ী বীরের মত গাড়ী হাঁকিয়ে চল্লেন ক্রমণঃ আমাদের ভয়ের মাত্রাটাও কমে এল। এই পথের স্বাডটারাধবার জন্ম গাড়ীখানা থামিয়ে পথের একটা ফটো তোলা হয়।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমরা ভারনার উপছিত হ'লাম। তাগনা শিলংএর মত করেকটা আছিল পর পর সমবয় স্থান্ত, উপরকার উপভারতার তারনা ক্লান্ত এবং করেকটা বদতবাটা আছে। এই ভারনিট ক্লেড্রান্ত ভারতার আমানার ক্লান্ত ক্লেড্রান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত

প্রবেশ করতে গেলেই প্রথমেই মিঃ কে, সি, দের বাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। এই বাড়ীখানি দেখাবার জন্ম বিন'লা



তাগদ।

আমাদের স্কল্ডে স্কে করে মি: দের গৃহ্মধ্যে প্রবেশ কর্লেন। মিষ্টার দে'র বাড়ীখানি বেশ জ্লার, সম্প্রেই ঢালু আরম্ভ হওয়ায় সমস্ত পথটাই ধোলা। দাজিলিং অপেকা তাগদা অনেক বেশী sunny। আমরা দাজিলিং থেকে গ্রম আমা কাপড় পরে বের হয়েছিলাম। ভাগনায় একে বেশ গ্রম বলে বোধ হডে লাগলো। গণার বোভাষ গুলো প্রে শিকেও গ্রমটা কিছ ক্ষ্রোনা।

মিঃ বিটারের ছোট ভাই এথানে আবাদের বভার্থনা
ক'রে নিয়ে থাবার রস্তু দৌড়ে এটেসন । ভাকে আবরা
প্রথমেই বিজ্ঞানা ক্রান্ত, এবানে কিংলারর দুং ভিনি
বলেন, "আজানিং অনুবাদানীক বলাই আব ।" বিনারক বাদ

প্রক্রেমার মি: দের বাড়ীতে ব'সেছিলেন। ডিনি জীর প্রিয় শিষ্তক উপস্থিত দেখে, তাকে আপন বাসস্থানে নিরে যাবার লোভ সামলাতে পারলেন না। বিন্দা আমাদের এগোতে বলে, তার সকে উপরের উপজ্ঞাকার চলে পেলেন, আমরা মি: মিত্রের ছোট ভাইরের সকে মি: মিত্রের আবাদস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

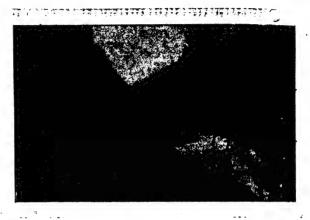
এখানে যে অভ্যর্থনা পেলাম তা অভাবনীয়। লাট সাহেবকে আহ্বান করতে লোকে যেমন ব্যস্ত হয় এবং খাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করে, সেইরূপ অভ্যর্থনা পেলাম এবং শুনলাম আমাদের 'লাঞ্চের' আয়োগন পূর্ব বর্ণনায়ু-যায়ী। পূর্ধরাত্তে মাষ্টার মণায়ের farewellএর অস্তু



প্ৰাকৃতিৰ উঞ্চপ্ৰবৰ

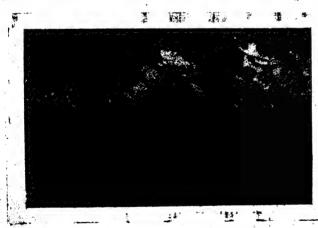
আনাবের নিকামারীর বাড়ীতে একটু তিনারের কলোকত ছিল। কালেই আমন্ত সকলেই অন্ন-বিভার অবন বিসাই। বিনেস মিল বিশেষ বাড হারে আবারকে বিড়াই মত ক্ষেত্ৰরে হারে তুল্লেন। তাঁর প্রথম অভিযোগই হ'লো, এত কাছে থেকে আমরা তাঁলের বাড়ী দেখতে আদি নাকেন। আমি একটু কুন্তিত হ'বে আমার দোষ স্বীকার কর্ত্তে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হ'মে উঠে তাঁলের বাড়ীধানা আমাকে দেখাতে লাগলেন।

মি: মিত্রের বাড়ীখানা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের লেকের বাড়ীরই অনেকটা অফ্ররপ। এই বাড়ীর একদিকে গো-মুণীর ফায় খরস্রোতা একটা ঝরণা অনবরত বারি-ধারা বমন করে চলেছে, সমুথে ভীষণ ঢালু সীমাহীন অনস্ত স্তজন করে এক :ন্তন দৃশ্রের স্তজন করেছে। অপর পার্থে কাঞ্চনজ্জার চির তুহিন শৃস্বাজী বরফের সীমাহীন খেত সরল রেখা আকাশ মার্গে অহন করে দিয়েছে। আমি কবি নই, নতুবা এই বাড়ীখানি নিয়ে একটা কবিতা শামরা যথন চারিদিক দেখে মুরে বেড়াচ্ছি তথন বিনদা ছাড় পেয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। বিসেদ মিত্র এসে আমাদিগকে পাকড়া করে থাওয়াতে নিয়ে গেলেন। এক প্রশস্ত গৃহে, প্রকাণ্ড টেবিলের চারিধারে আমরা বসে পড়লাম! মিদেস মিত্র স্বয়ং উপস্থিত থেকে



**সিংবালী** 

রচনা করতে পারতাম। শিল্পী হ'লে তুলির সাহায্যে আমাদের থাওয়াতে লাগলেন। তাঁর আদের ও অভার্থনা গৃহখানিকে অমরত প্রদান করতে পারতাম। আমি ক্থনই ভূলবো না। বিন্দার বন্ধুটী গতরাতের ওফ-



কাঞ্চন-জঙ্গা

একজন কৃত্ৰ মানব, পাশার শক্তি ততোধিক কৃত্ৰ হওয়ায় বাড়ীখানাচক ক্যামেরার মধ্যে আবদ করে পাঠকগণকে উপহার দিলাম। আর একখানি চিত্রে বে ফোর্মিট। রচহছে, উহাই আভাবিক বরণা। एडाकरनत कछ विरमय कथम थानाय ठाँरक जिनि मतिरह निरह निरह मिरह पिरह फिर फिर फिर फिर काथलन। जायता वतः वलिहिनाम एव जिनि जामारनत मरन है दिनिल वरम थाकून, मिरम मिल वरसन, रमें कि क्रिक्ट Prudent है रूप भारत ना। थानात मण्डा जामारन जानाकरत वरम थाकार जानाकर वरम थाकार कामारन जानाकरत वरम थाकार जानाकर वरम जाना वर्ष जाना वर्य जाना वर्ष जाना

পরামর্শ গ্রহণ কর্মে উাকে বলি। প্রিলামা কর্মিটা আর বোব না, কেননা অধন-কাহিনীর করে তেই বড় সক্ষত হবে না, তবু এটুছু প্রভাই সম্প্রাক্তি থাবার সক্ষত প্রকার উপাধানকৈ বিলাং ক্রিকা ৰাছ, মাংস খান না, তাঁকে নিরামিষ পোলোরা থেকে আরম্ভ করে সকল প্রকার নিরামিষ তরকারী দেওয়া হয়েছিল।

এবার আমাদের বিদায়ের পালা পড়লো। মিষ্টার মিত্র আমাদিপকে খুব ষত্ন করে তাঁর বাড়ীখানি দেখাতে



কাঞ্চন জন্মার তুষার দৃখ্য

লাগলেন। তাঁর শোবার ঘর ও আফিসটা বাত্তবিকই স্ফুচি পরিচায়ক। তাগলা স্থানটা তাঁর মূথে শুন্লাম জম্শঃ জনপ্রিয় হইরা উঠেছে। পূর্বের এই তুর্গম স্থানে

কেউ আগতে চাইতেন না। মিঃ কে,
গি দেই এখানে বসতি হাপন কর্মার
ছত্ত প্রথমে উত্যোগী হ'ন। তাঁর
কাচ থেকে প্রেরণা পেয়ে ক্রমে
ক্রমে অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তিই এখানে
বাস হাপন করছেন। ভ্তপুর্ব Excise
Commissioner মিঃ রাহা, হাপিভ্যালির
মালিক মিঃ বানাব্র্লী প্রভৃতি ৪০ জন
বালালী এখানে বাংলো নির্দ্রাণ করেছেন।
ভোজ্য জব্যের অধিকাংশই এখানে পাওয়া
বায়। সৌধীন ও প্রসাধন জব্যাদি
ভানতে হ'লে দার্জিলিং বেতে হয়।

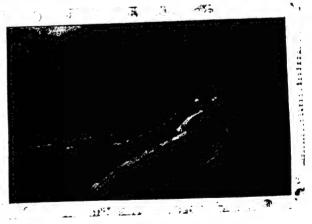
একথানি ছোট Baby Austin থাকলে আর কোন ভাবনাই থাকে না। ভাগদা হ'তে কালিন্পত্ ও কাৰ্শিয় যাওৱা বায়। কালিন্শত, বাবার পথটা ভীবণ

ঢালু। এধানে দাঁড়িয়ে সমন্ত প্লেনের স্থানর একটা Panorama দেখতে পাওয়া যায়, যা সাধারণতঃ আমাদের চকু-গোচরে পতিত হয় না।

দার্ক্জিলিং সক্ষিতা রমণী। হাবভাবে পরিপূর্ণা। বিলাসে তাহার সর্বাঙ্গ নিমক্ষমান। তাগলা শান্ত, রমণীয়

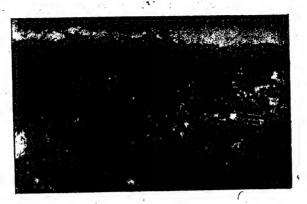
্র প্রকৃতি দেবীর নির্জন আবাস। দাজিলিংএ
ভন্ততা করতে করতে প্রাণ ওটাগত হরে
উঠে। তাগদার ও বালাই নাই। এখানে
আমরা যেমন ভাবে ইচ্ছা থাকতে পারি।
পোষাক-পরিবর্তন করবার কট মাদের
ব্যথিত করে, তাগদাই তাদের আদর্শ স্থান।
কলিকাতার কঠোর পরিপ্রমে যাদের শ্রীর
ও মন ভেলে পড়ে নগরের আচার ব্যবহার
যাদের নিক্ট অত্যন্ত কটকর হয়ে দাঁভার,
তারা তাগদায় গমন করলে নিশ্চরই শান্তি
পাবেন। এখানে দার্জিলিংএর ভার শীতের
প্রাত্তাব নাই, অথচ প্রেনের গরমণ্ড

এথানে নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তাগদা **খুবই** গৌরবময়। স্কমি এথানে সন্তার প্রচ্র পাওয়া যায়। তার উর্বরা শক্তিও খুব প্রবল। প্রকৃতির



ताम श्र

সৌন্দর্ব্যের মধ্যে প্রাকৃতির সহিত বাস করতে পারা বার বলেই ভাগরা আমার অভ্যন্ত ভাল লেগেছিল। আসিবার সময় বিনরা ও আমি মিল পরিবারের



দার্জিলিংএর দৃষ্ট

মিকট বিদায় গ্রহণ করে তাঁহাদের আমাদের আন্তরিক ধক্তবাদ জ্ঞাপন করি। বলা বাহুল্য যে মিদেস মিত্র আমার সহিত গল্প করতে করতে উপরে গাড়ী অবধি গৌহিয়ে দিলেন। বিদায় গ্রহণ কালে আবার এখানে এসোয়া লাঞ্চ থাবার নিমন্ত্রণ করে রাধলেন। তাঁহার ক্ষেহ বান্তবিক্ই অভুতভাবে আকর্ষক, তাঁর আতিপেয়তা আমার হৃদয়ে বিশেষভাবেই অক্কিত পাকবে।

## অসমাপ্ত

শ্রীঅমলা দেবী

কত বার ভেবেছিত্ব আপনার মনে
নিবেদন করি দেব তোমার চরণে
শেবের কথাটি মোর। তোমার মন্দিরে
সবার আরতি শেবে সন্ধার সদীরে
অন্তরের সেই মোর অপূর্ণ কাহিনী
ও তব চরণ তলে দিরে যাব আনি।
হে আমার জীবনের সাধনার ধন
তারি লাগি করেছিত্ব কত আরোজনঃ
তবু গাওয়া হয় নাই। নিশীধ অপনে
এঘন কাঁদিছে প্রাণ যুমে আগরণে।

## क़क्ष-(म्छेन

ঞ্জীঅমলা দেবী

ক্লন্ধ দেউলের মাঝে একা শুধু আমি
তোমার চরণ প্রান্তে কত দিন যামী
বসে আছি চির শুরু বিনিজ্র নয়নে।
স্থদ্রের যাজীদল যবে আনমনে
শিয়ারে আঘাত করি ডেকে ডেকে যায়
"প্রাঞ্জলি দিয়ে যাই তব দেবতার।"
তোমার মলিন করে জীত প্রাণে তাই
খুলিতে পারি না যার শাস্ত্রত স্বাই!

কাশী—বারাণসী—প্রাচ্যের বিচিত্র নগরী, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ, অসি, বরণা, গলা তিন নদীর সক্ষম স্থলে স্থাপিত অর্ক্চন্দ্রাকার কাশী মহাদেবের স্থাপিত বলিয়া বিখ্যাত। কোন মৃগে, কক্ত শতাকী পূর্কেই হা স্থাপিত হয় তাহা কেহ সঠিক বলিতে পারে না। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার ভ্বন বিখ্যাত মন্দির ছাড়াও এখানে নানা দেব দেবীর আরো প্রায় হই হাজার মন্দির আহে। কাশীর দন্দিনে অসি গলার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উত্তরে বরণা গলার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উত্তরে বরণা গলার সহিত মিলিত হইয়াছে। গলার তীরের নানা ঘটগুলি বিচিত্র সৌন্দর্য্যে পূর্ণ—ট্রেনে গলার পূল হইতে কাশীর সোন্ধ্র্য অবর্ণনীয়।

কাশীতে মৃত্যু হইলে প্নর্জন্ম হয় না—তার উপর বিখেশবর অন্নপূর্ণা দেখিবার জন্ত এখানে সর্কশ্রেণীর হিন্দুর স্মাগ্য হয়; অক্তান্ত ধর্মাবলনী ও বিদেশীয়েরাও কাশীর সৌনর্ধ্যে আরুষ্ট হইয়া আসেম।

নানা দেব-দেবী ও প্রাচীন মন্দিরাদি ছাড়াও কাশী বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্র বিশ্যাত। এখানে বহু সংস্কৃত টোল ইত্যাদি ছাড়া বিখ্যাত এয়ানি বেসান্তের হিন্দু কলেজ, কুইনস্ কলেজ—পণ্ডিত মালব্যের হিন্দু বিশ্বনিলাল্য প্রভৃতি আছে। বাংলার ও ভারতের নানা প্রদেশের রাজা জমিদাবেরা এখানে বহু দান করিয়া নানা সংপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছেন। কাশী সিক, বেণারসী শাড়ী, কাঠের ও পিতলের খেলনা প্রভৃতিও বিখ্যাত।

ই'পাশে বিভল, ত্রিভল ক্-উচ্চ বাটী—মাঝ দিয়া মতি সঙ্কীর্ণ গ্রিছুজি—একটা রহস্তাহ্ন ভাব মনে মানিয়া দেয়।

ধর্মের দিক দিয়া, প্রাচীনছের দিক্ দিয়া—কাশী
বিশেষ উল্লেখযোগা। কাশীর ধ্যাসভব পরিচয় সম্পিত
পৃতিকার অভার নাশী ক্রমণকামীরা অভ্তের করিয়া
গাকেন—নিক্তের ব্রেক্সভার বিশেষভাবে রেক্স করিয়াই

নিজে দেখিয়া শুনিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই কাশী-পরিচয় রচনা করিলাম। কাশী ভ্রমণকারীরা ইহার সাহাত্যে বিনা-গাইডে কাশীর উল্লেখ যোগ্য সব স্থানই দেখিতে পারিবেন।

কাশীর গঙ্গাতীর

দশাশ্বমেধ ঘাট

দশাখনেধ ঘাট কাশীর গলাতীরের প্রায় মধ্যহলে অবস্থিত। ঘাটের উত্তর দিকের অংশকে ঘোড়া ঘাট বলে। দশাখনেধ ও খোড়া ঘাট হইতে হুইটা প্রশন্ত রাজ্য বাহির হইয়া চিত্তরঞ্জন পার্কের কাছে মিনিত হইয়াছে। এই রাজ্য সহরের মধ্যে গোধুলিয়ার দিকে গিয়ছে। দশাখনেধ ঘাট পর্যন্ত জনপ্রিয়। এই সকল কারণে দশাখনেধ ঘাট অভ্যন্ত জনপ্রিয়।

সকালে স্থানের জায়া বছ নর-নারী এই ঘাটে আনসে এবং সন্ধার পরও এখানে থুব জান সমাগ্য হয়।

সন্ধ্যার পর যথন যনিবে ননিবে আলো জলে ও আরতির বাত বাজিতে থাকে, সেই সময় গলাতীরের শোভা অবর্ণনীয়। ঘাটে বসিয়া কেহ পূলারত, কেহবা ধর্ম সন্ধীত গান করিতেছেন। কোন স্থানে কৰকতা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা ইইতেছে।

কার্ত্তিক মাসে ঘাটের স্থানে ছানে টেচারির চুবজির মধ্যে প্রদীপ জালিয়া দেয়। তথন মাটের শোভা আরো বাড়িয়া উঠে। মহিলার। গলাললে প্রদীপ ভাসাইরা দেন।

বিজয়া দশমীর দিন দশাখনেধ ঘাটে প্রক্রিমা ভাসান
একটা দেখিবার জিনিষ। নৌকার উপর প্রাক্রিমা সইরা
বাইচ খেলা হয়। নৌকার উপর গান বাজনা হয়।
আলোক শোভিড নৌকাগুলি গলার শোচা আর্

बनाबरम् बार्वे बायकत्रायन अक्ती क्राहिनी बाह्य।

ব্রহ্মা কাশীরাজ দিবোদাদের সাহায্যে এথানে দশবার অখনেধ যক্ত করিয়াছিলেন। ঘোড়া ঘাটও দশাখনেধ ঘাটের অংশ।

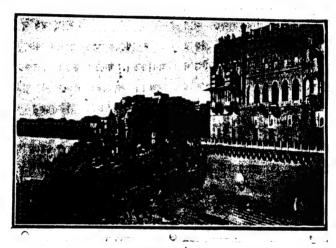
ৰোড়া ঘাট ও দশাখনেধ ঘাটের মধ্যে একটা কুন্ত ঘাটকে প্রবাগ ঘাট বলে। এখানে অনেক ঘাত্রী মন্তক মুখ্যন করিয়া থাকেন।

গৰাতীরে ভ্রমণ---

শরৎ কাল হইতে বর্ধার পূর্ব্ব পর্যন্ত দশার্খমেধ ঘাট ইইতে গলার ভীরবর্ত্তী ঘাট দিয়া বরাবর উত্তর ও দক্ষিণে গাড়ী যাতায়াতের উপ্যোগী প্রশন্ত রান্তা : আছে গাড়ী করিয়া এই ঘাটে যাওয়া যায়।

দশাখনেধ ঘাট হইতে নৌকা লইয়া একদি:
দক্ষিণ দিকে অসি সঙ্গম পর্যাস্ত ও আর একদি:
দশাখনেধ ঘাটের উত্তর দিকে ডাফরিণ সেতু পার
হইয়া বরুণা সঙ্গম পর্যাস্ত বেড়াইলে কাশীর শোভ
উপলব্ধি করা যায়।

দশাশ্বমেধ খাটের দক্ষিণে ঘোড়া ঘাট হইতে দক্ষিণ দিকে গেলে পর পর এই



দশাশ্বমেধ হাট

্বছদুর যাওয়া যায়। কাশীর গলার তীরে প্রায় সমস্ত স্থানেই ঘাট আছে—বেখানে নাই, সেখানেও চলিতে অস্কবিধাহয়না।

বর্ধাকালে গন্ধা জলে পরিপূর্ণ হয় এবং স্রোতও প্রবল হয়। এই সময় ঘাটগুলি ও ঘাটে যে সব মন্দির আছে, সেগুলি জলের মধ্যে ভূবিয়া যায়। তথন গন্ধার ধার ধরিয়া ঘাটগুলির উপর দিয়া বেড়ানো যায় না। বর্ধাকালে গন্ধা সানেও বিপদের ভয় আছে।

শরৎকালে গন্ধার জল যথন কমিয়া ধায়, ঘাট ও মন্দির-ভলি আবার জল হইতে বাহির হয়। গন্ধার মাটিতে জনেক সময় এগুলি চাপা পড়িয়া ধায় এবং মাটি কাটিয়া ঘাট ও মন্দিরগুলি বাহির করিতে হয়।

ৰ্জ রাভা হইতে দ্বাৰ্মের ঘাট, প্রাত্ত

चांठे পांख्या यांहरत— त्याष्ट्रं चांठे, नीडना चांठे, मनामत्यर घांठे, व्याना के चांठे, पूनी चांठे, दावा चांठे, ट्रायेडे स्वानिनीय चांठे, शिष्ट्रं चांठे, दाका चांठे, इस्त्रं चांठे, नावन चांठे, ट्रायेडे चांठे, ट्रायेडे चांठे, व्यानिना चांठे, ट्रायेडे चांठे, निवाना चांठे, ट्रायेडे चांठे, व्यानिना चांठे, ट्रायेडे चांठे, व्यानिना चांठे, ट्रायेडे चांठे अक्तान चांठे, व्यानिना चांठे, ट्रायेडे चांठे अक्तान चांठे, व्यानिना चांठे, च्रायेडे चांठे चांठे

#### শীতলা ঘাট---

দশাখনেধ বাটের দিকে একটা একতল কুত্র কালানের ভাষ মন্দির আছে—তাহার মধ্যভাগে শিব্দিভা । পার্ডারা বলে এথানে দশাখনেধ বজ্ঞ হইয়াছিল। কিউলা বৈশীর মৃতি ইহার একপালে; কিন্ত যে মৃতিটিকে কিউলা বলা বর্টি ভাহা হরপার্কতীর ভাষ। নিক্টবর্তী বাটিকে কিউলা বলা বর্টি

#### व्यवगारात्रे वार्षे--

দশাখনেধ থাটের কাছে এই ঘাটটা অভ্যস্ত ফুলর এবং এথানে স্থানের থ্ব স্থবিধা। স্ত্রীলোকদের স্থানের জন্ত গলার জলের উপর ঘাটের পাশে একটা করগেটের ঘর আছে।

ঘাটের উপরই ইন্দোরের রাজার প্রাসাদ, জন্মত্র, দণ্ডীর মঠ ও নহবৎখানা।

ইন্দোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মলহর রাও হোলকার ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র কুন্দজী রাওয়ের বিধবা পত্নী অহল্যাবাঈ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অনেক লোকহিতকর সৎকার্য্য ও দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাশীর অহল্যাবাঈ ঘাট ও বিখনাথের মন্দির তাঁহার কীর্ত্তি। হাওড়া হইতে কাশী পর্যান্ত একটা স্থপ্রশন্ত রাজপথও তিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা অহল্যাবাঈয়ের রাতা বলিয়া পরিচিত। ১৭৯৫ খুটাব্দে তিনি অগ্রেহণ করেন।

#### মৃশী ঘাট--

মৃশী শ্রীধরের তথাবধানে অহল্যাবাঈয়ের ঘাট নির্শিত হয়। অহল্যাবাঈয়ের ঘাটের দক্ষিণে তিনি নিজেও একটী ঘাট তৈয়ারী করেন—ইহাই মুশী ঘাট।

এই বাটের উপরে বারভাকার মহারাজার স্থান প্রানান। এই প্রানানটা দেখিতে কতকটা তুর্গের ভাষ।

মূলী ঘাটকে এখন ছারভালা ঘাটও বলে, কারণ এই ঘাট এখন ছারভালার মহারালার সম্পত্তি।

## রাণা ঘাট—

রাণা ঘাটের উপরে উনয়পুরের মহারাণার প্রকাণ্ড প্রাথাদ। ঘটেট তেখন ভাল নয়।

#### চৌষ্টি যোগিনীর ঘাট---

এই ঘাটের উপরে চৌষ্ট যোগিনীর মন্দির ৫০০ বংগর পূর্বে, বাঙ্গাদার শেব খাধীন হিন্দু রাজা প্রভাগানিত্য কর্তৃক প্রভিষ্ঠিত।

চৌষ্ট বোগিনী কানীয় ৩৪ অনু সনিনী। এই ঘটি তাহাদের অবিষ্ঠান স্থাম। । ঘাট হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে; সিঁড়ি খাড়া বলিয়া উঠিতে একটু কট হয়।

ঘাট হইয়া উঠিয়! একটা গলি। এই গলির ভানদিকে
চৌষট্ট ঘোগিনীর (ভদ্রকালীর) মন্দির (নম্বর ডি ২২।১৭)
মন্দির মধ্যে বামদিকে মহিবাস্থর মন্দিনী মূর্ত্তি এবং ভান
দিকে প্রভাপাদিত্য স্থাপিত ভন্তকালী মূর্তি।

#### পাড়ে ঘাট—

বর্ত্তমান ঘাটটা বর্দ্ধমান, বৈঅপুরের স্থামাচরণ নন্দীর বিধবা পত্নী কর্তৃক নির্মিত। পাড়ে ঘাটের উপর স্ত্রীলোক-দের কাপড় ছাড়িবার জন্ম একটা টিনের ঘর আছে।

#### রাজা ঘাট---

পাঁড়ে ঘাটের পর রাজা ঘাট।

#### ছত্তর ঘাট—

ছক্তর ঘাটের উপর পেশোয়া বংশীয় অমৃত রা**ওয়ের** বাজী।

#### নারদ ঘাট--

নারদ ঋষির নামে এই ঘাটের নাম নারদ ঘাট।

#### কেদারঘাট-

কেদারদাটের উপরেই কেদারেখরের মন্দির। **মন্দিরের** পূর্ব্ব প্রোচীর হইতে গদা পর্যস্ত প্রন্তর নির্দি**ত বৃহদার্যতন** ঘাট। ঘাট উচ্চ বলিয়া উঠিতে নামিতে ক**ট হয়**।

ঘাটের সমূথে একটি প্রস্তর মণ্ডিত চৌবাক্তা—তাহার
মধ্যে ত্র্যন্ধমন্ত্র প্রচা কল। ইহার নাম গৌরীকৃত। ইহার
মধ্যে অনেকে স্থান করেন! হিমালয়ের কেলারের
গৌরীকৃত্তের স্থান্ন ইহারও নাকি মহিমা।

কাশী কেলার মাহাত্ম্যের মতে কেলার খাটই আদি মণিকণিকা।

কেদারেশ্বরের মন্দির প্রাচীম এবং দাব্দিণান্ড্যের মন্দিরের অন্থকরণে প্রস্তুত।

মন্দিরের দেরালে লাল ও শাগ ডোরা; উপরে একটি সাধারণ ওবক (dome)। মন্দিরের ডিডরটী বেশ।

মন্দির মধ্যে কেলারেগরের শিবলিক। কেলারেগর হিমালরের কেলারনাগেরই অভিন্নপ—অনাধি লিক) এই মন্দিরে নেপালের মহারাজা প্রনত একটা প্রকাণ্ড ঘটা আছে। হরিশ্বস্ত্র ঘট—

্ হরিশ্চন্স ঘাট কাশীর সর্কাপেক্ষা প্রাচীন শ্বশান। সহরের দক্ষিণ দিকের নিকট হইলেও, এই অঞ্চলেরও অধিকাংশ শব মণিকর্ণিকা ঘাটে লইয়া যার।

এই ঘাটে একটী দালানে হরিশ্চক্র ও শৈব্যার মৃঠি আছে।

রাজা হরিশ্চক্র অত্যন্ত দাতা ছিলেন। মহর্ষি বিশামিত তাঁহার নিকট রাজ্য চাহিলে, তিনি অমান বদনে নিজের রাজ্য তাঁহাকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ঝ্যিকে দান করিলে দক্ষিণা দিতে হয়। বিশামিত রাজ্য গ্রহণ করিয়া দক্ষিণা চাহিলেন। হরিশ্চক্র তথন সমন্ত দান করিয়াছেন, আর তাঁহার কিছুই ছিল না। স্ক্তরাং তিনি কাশীতে গিয়া নিজেকে ও তাঁহার স্ত্রী শৈব্যাকে থিক্র করিয়া দেই অর্থ বিশামিত্রকে দক্ষিণা স্বরূপ দিলেন।

হরিশ্চল্পকে যে কিনিয়াছিল, সে চণ্ডাল। সে কাশীর এই শাশানের মালিক ছিল। হরিশ্চল্র তাহার অধীনে এই ঘাটে কাজ করিতেন এবং বাহারা শব দাহ করিতে আসিত, তাহাদের নিকট সংকারের জন্ত শুক্ক আদায় করিতেন।

শৈখাদে এক প্রাহ্মণ কিনিয়াছিলেন। তাহাদের
শিশুপুত্র রোহিডাখ যায়ের সংক এই প্রাহ্মণের বাড়ীতে
ছিল। একদিন সর্পদংশনে রোহিতাখের মৃত্যু হইল।
অভানিনী শৈখ্যা পুত্রের মৃতদেহ কবে এই ঘাটে
আনিলেন। তথন অক্ষকার রাজি ও ভয়ানক ছর্ব্যোগ।
ছরিশক্ত শৈখ্যাকে চিনিতে পারেন নাই; তিনি মথারীতি
সংকারের তথ চাহিলেন। কিন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই
শৈখ্যার কর্ত্বর ভনিয়া তাঁহার আর ব্রিতে বাকী রহিল
না, তথন পুত্রের চিতার উপর খামী স্বী তুইজ্নে
মরিতে উভাত হইলেন।

ইভিমুখ্যে বিশামিত হত্তিশক্তের দানের মাহাত্ম্য বৃথিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শাশানে আসিয়া হত্তিশক্তিক তাঁহার রাজ্য ফ্রিইয়া বিলেন। ধর্মরামের দ্যায় রোহিছাখও রাচিয়া উঠিন। मखीयाठे-

দণ্ডীঘাটের উপরে সাংখ্যদর্শন প্রশেতা কপিলম্নির মঠ আছে। এথানে সাংখ্যদর্শনের আলোচনা হয়।

শিবালা ঘাট---

কাশীরাজ চেতসিংহ গঙ্গাতীরে বাড়ী, শিবালয় ও ঘাট নির্ম্মাণ করেন। এই শিবালয় হইতে ঘাটের নাম শিবালয় বা শিবালা ঘাট হইয়াছে।

চেতি শিংহের সঙ্গে যথন ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিবাদ হয়, তথন রাজা কাশীর শিবালয় ঘাটের বাজীতে ছিলেন। হেষ্টিংসের আবেশমত ৫ লক্ষ টাকা না দেওয়ায় রাজাকে এই বাজীতে আটক রাথা হয়। রাজা জানালায় পাগড়ীর কাপড় বাঁধিয়া, শিবালয় প্রাসাদ হইতে পলায়ন করেন। ভারপর গলামধ্যে অবস্থিত নৌকায় আবোহণ করিয়া রামনগরে যান। চেতি শিংহের বিজ্ঞোহ ও রাজাৄ্যতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঘটনা।

#### হযুমান ঘাট---

এখানে হয়মানের একটা মৃত্তি আছে। হয়মান ঘাটের নিকটে বৈষ্ণবস্তুক বল্পভাচ'র্যের আশ্রম ছিল। প্রথম বি কি শিষ্যদের উপদেশ দিগার সময় গলাগর্গে পড়িয়া যান। সলে সলে সকলে দেখিল একটা জ্যোতি গলাগর্ভ হইতে আকাশে উঠিয়া গেল।

তুৰদী ঘাট--

তুলদী ঘাট অদি সন্ধনের নিকটেই অবস্থিত। তুলদী ঘাটের উপর একটা বিতল বাড়ীতে হিন্দী কবি ও সাধক তুলদীদাদ বাদ করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

তুলসীদাদের খড়ম ও দণ্ড এখনো সেপানে রক্ষিত আছে।

তুলসীদাদের রামায়ণ হিন্দুখানী জনসাধারণের আদরের জিনিষ। তুলসীদাদ বান্দা জিলার রামাধ্রে গ্রামের আন্ধারাম জিবেদীর পূজ। ইনি ১৫০১ ক্লান্দে জন্মগ্রহণ করেন। থৌবনে তুলসীদান সভ্যান্দ্র বিশ্বনি । একদিন খণ্ডবের অন্ধারেধে জীকে ব্যাহণের বান্দ্রীর ক্লোড্রান্দ্রীর বিশ্বনিক বিশ্

শ্বমনি টান ৰদি ভেগবানের প্রতি দেখাতে, ভাহলে প্রকালের কাজ হত।'' এই কথায় তুলসীদাসের মন প্রিষ্ঠিত হইয়া গেল। গৃহী তুলসীদাস সাধু হইলেন। অসি ঘাট ও অসি সক্ষ—

মে পাচটী ঘাটে বাজীদের স্নান করিতে হয় অসিসক্ষ ভাহার অক্সতম।

অসি একটা ক্ষুত্র নদী। ইহা বারাণদীর দক্ষিণ সীমা।
প্রবাদ যে শুস্ত ও নিস্কৃত্ত বধের পর ক্লান্ত হইয়া তুর্গা
এইখানে বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাত হইতে অসি
পড়িয়া মাটি কাটিয়া যায় এবং এই নদীর স্পষ্টি হয়। এজয়ৢ
এই নদীর নাম হইয়াছে অসি নদী।

অসি সক্ষমের কাছে জগন্ধাথের মন্দির আছে।
মন্দিরের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের পাশ দিয়া অসি নদী
প্রবাহিত হইতেছে। নানক পন্থীদের একটী আধড়াও
অসি-সক্ষমের কাছে।

#### দশাখমেধ ঘাটের উত্তরে

দশাব্যেষ ঘাট হইতে উত্তরদিকে গেলে প্রয়াগ ঘাট, ঘোড়া ঘাট, মান মন্দির ঘাট, ত্রিপুর ভৈরবীর ঘাট, মীর ঘাট, নেপালী ঘাট, লণিতা ঘাট, জল শয়ন ও মণিকর্ণিকা ঘাট, সিদ্ধিয়া ঘাট, বরোদার রাণী গহিনা বাঈ য়র ঘাট, নাগপুরের রাজার ঘাট, বালা ঘাট, পঞ্চ গলা ঘাট, জৈন মন্দির ঘাট, ত্রিলোচন ঘাট এবং শেষে রেলের সেতুর অপরপারে বফণা সক্ষা।

#### यान यन्त्रित्र घाउँ--

ঘোড়া ঘাটের একটু দক্ষিণে। এই ঘাটের উপরেই ব্প্রশিদ্ধ মান মন্দির। ঘাটের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মান মন্দির দেখা হাহ।

## ত্রিপুর ভৈর্থীর ঘাট—

এই ঘাটের উপরে যে গণি বাহির হইগাছে ভাহা হইতে ভানদিকে গেণে একটা অভি কৃত মন্দিরে ত্রিপুর ভৈন্নবীর মৃতি আছে, উহা হইডে খাটের নাম ইইয়াছে। মন্দির দেখিবার উপকৃত নাম। ত্রিপুর ভৈন্নবী পার্কভীর এক মৃতি।

मीत चार्ठ--

এই ঘাটের উপরে একটা প্রানাদ আছে—এথানে
সঙাদশ শতালীতে কালীর ইঞারাদার মীর ক্তম আলি
থা কিতেন। রামনগর রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মনসারাম
মীর ক্তম আলির কর্মচারী ছিলেন। কত্তম আলি অকর্মণা
ছিলেন। মনসারাম কালে প্রভুর ইজারাদারি লাভ করিয়া
কাশীর রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

মীর ক্তম আলির নামে এই ঘাটের নাম হ**ই**য়াছে মীর ঘাট।

খাটের উপর ডানদিকে একটা সক্ষ গলির ভিতর একটি ক্ষুদ্র মন্দির মাছে। প্রবাদ যে কাশীরাজ দিবোদাস একদিন এখানে পূজা করিতেছিলেন; এমন সময় দুর্গ হইতে রধ আদিয়া তাঁহাকে দুর্গে দুইয়া যায়।

নেপালী ঘাট ও প্রপতিনাথ-

নেপালী ঘাটের উপর নেপালের মহারাজা নির্ম্বিত পশুপতিনাথের মন্দির। মন্দিরটী প্যাগোডা ধরণের এবং ইইকনির্মিত ও উপরে হুই তার টালির ঢালু ছাদ। সর্কোপরি ঘন্টা ও অির্লি। কাঠের দরজাগুলির উপর ক্ষমর কাঞ্চার্যা।

মণিকৰিকা ঘাট--

কাশীর তীর্থসমূহের মধ্যে মণিকর্ণিকা শ্রেষ্ঠ। বাটের নিকটেই একটা ক্ষুত্র পুছরিণী রেলিং দিয়া বেরা আছে— উহা মণিকর্ণিকা কুত্ত বা চক্রতীর্থ। এই কুত্তের নামে বাটের নামও মণিকর্ণিকা ঘাট হইয়াছে।

প্রথাদ বিষ্ণু এই কুণ্ড খনন করিয়া এখানে তপ্রভা করিয়াছিলেন। তাঁথার তপ্রভার সম্ভাই হইরা মহাদেব বর দান করিতে আসেন। সেই সমর শিবের মণিময় কর্ণান্তার কুণ্ডমধ্যে পড়িরা যায়। এই জক্ত এই কুণ্ডের নাম হইয়াছে মণিকর্ণিকা কুণ্ড। বিষ্ণু স্থদর্শন চক্র দিরা এই ভীর্থের ক্ষেত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার জন্ম নাম চক্রতার্থ।

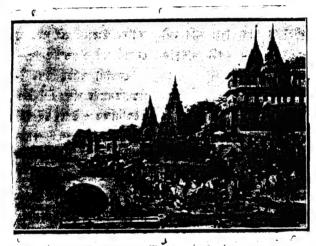
মণিকর্ণিকায় যে ক্প্রেশন্ত ঘাট ও তাহার হই পাশে গৌতমেখর ও ক্রহল্যোদারকেখর নাবে ছইটা বিশাল শিবমন্দির ক্যান্তে ভাহা ১৭৭০ বৃত্তীয়ে ক্রহ্যাবাই প্রতিষ্ঠা ক্রেন। মণিকণিকা ঘাটেই কাশীর প্রধান খাশান। শ্রাশানের ভানদিকে খাশানেশর শিবের কুজ মন্দির।

শাশানের উপর রাজা রাজবলভের একটা বৃহৎ শিব-মন্দির আছে।

প্রবাদ শহরাচার্য্য মণিকর্ণিকা ঘাটে বসিয়া গ্রন্থা ভোত্ত স্বচনা করিয়াছিলেন। জল শয়ন ঘাট—

মণিকার্ণকা থাটের একাংশে মরণোমুধ ব্যক্তিদের গলাযাতা করা হয়। গলাজলের কাছে দামাত ছাউনি করিয়া যেভাবে রাথা হয়, তাহাতে বর্যা ও শীতকালে পুব কট্ট হয় বলিয়া মনে হয়। পোষালিয়রের বিধবা মহারাণী বৈশীবাঈ এই ছাট নির্মাণ করাইভেছিলেন। ভিত্তি দৃঢ় না হওয়ায় উহা ধ্বসিয়া বাষ। ইহা সম্পূর্ণ হইলে একটী স্থানর জিনিব হইত।

এই সম্বন্ধে তুইটী অন্তৃত জন প্রবাদ আছে। এক
মতে—ঘাট নির্মাণকালে মিল্লিরা একটী গুহা দেবিতে
পায়। এই গুহার মধ্যে একজন ঋষি তপত্যা করিতে
ছিলেন। খননের ফলে তাঁহার তপোভল হয়। তাঁহার
তপত্যা আরভ্যের পর তুই হাজার বংসর চলিয়া গিয়াছলি।
তিনি ষ্থন জানিলেন যে কাশী বিধ্যীর হাতে গিয়াছে,



মণিকর্ণিকার ঘাট

় এই ঘাট হইতে উপরে উঠিতে বাঁ দিকে আমেণি রাজার স্থলর ছুগা মন্দির।

ইহার পর একটু উপরে সিঁ ড়ির ডানদিকে আলোয়ারের রাজার শিবমন্দির। এই তুইটী মন্দির চূড়ায় স্থব্-খচিত নিশান ঘাট হইতে স্থার দেখায়।

বিশালাকী দেবীর মন্দির মণিকর্ণিকা খাটের নিকটে একটা গলির মধ্যে। বিশ্বিয়া খাট—

মণিকৰিকা থাটের উত্তরে একটা ঘাট দেখিলে মনে হয় বেন ভূমিকম্পে বা কোন আক্ষিক ছুৰ্ঘটনায় খাটটা কাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তখন গৰাগৰ্ডে দেহত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সংক বাটটাও ধ্বসিয়া পড়িল।

অন্ত মতে—ধিনি এই ঘাট তৈয়ারী করাইরাছিলেন, ঘাট নির্মাণ শেষ হইলে তিনি বলেন—বে "মায়ের নামে এই ঘাট উৎসর্গ করিয়া, আৰু আমি সাত্ত্বল শোধ করিলাম।" তাহার পরই ঘাট ধ্বনিয়া সেল। সাত্ত্বল

বরোধার মহারাশী গহিলাগাল ১৮২০ ক্টাব্দে আই ইটি নির্মাণ করেন। মাটের উপর বাড়ীতে এইটিট ক্টেইটিটি নাম লিখিত আছে।

# स्थारिया **विभा**

"না, আর হয়তো আপনার দেখা পাবো না"—

"সতিয় বলছি—আমি নিজে দেখা করবো—বেতে

দিন"—

"ভাহলে শনিবার ৭টার সময় গ্রাপ্ত হোটেলে আমার সজে দেখা করবেন বলুন"—

স্বন্য থানিকক্ষণ উত্তর দিল না—তারপরে বলিল—
"আন্তা তাই—ক্ষাসবো"—

"আর যদি না আদেন—ভাহ'লে আমি কি করতে পারি—আপনি আদেবেন না"—

"নি: ঘোষ! আমার কথাই ৰপেষ্ট, ভাছাড়া আসবো
না কেন ? ভয়ই বা করবো কেন ? নিশ্চয় আসবো—
এখানেই আপনার কথা শুনভূম কিন্তু দেখেছেন ভো
ভাগে পাশে শুভাকাজ্ঞীরা সব—আর একুনি আমাকে
যেতেও হবে একখালে,—আজা আসি—নমন্ধার"—

রোকক্ষ হইতে কোটটা হাতে লইয়া বাহিয়ে আসিয়া
যেই পতিতে ঘাইবে—এমন সময়ে পিছন হইতে কে বিনা
বাক্রায়ে ভাষা সরাইয়া লইল। স্থরমা পিছন ফিরিয়া
দেখিল অরিণ রায়। হঠাং এভাবে ভাষার আবির্ভাবে ও
নেহাং অভন্তভাবে কোটটা সরাইয়া লওয়াতে স্থরমা
বিরক্ত ও বিশ্বিত হইয়া প্রথায়্চক দৃষ্টিতে চাহিল।
অরিণ বেশ সহজ্ঞ ও স্প্রাভিভ্রাহর "এইটু সাহায়্য করতে
পারি কি ?" বলিয়া একরক্ম জোর করিয়া কোটটা পরাইয়া
দিয়া আর ভিতীয় কথা না বলিয়া চলিয়া কোটটা পরাইয়া
বি একটা ভিজ্ঞালা করিতে পিয়া মুপের কথা মুপেই
বহিয়া গেল। আপেন মনেই সে কলিল—"লোকটা পালল
নাকি ?"

रवमात स्पृष्ट अस्तिक नामित्य निवा निवास स्थित-"रवमा, रठा९ अ नक हिल्ला श्रीकीहरू केंद्रिक ह्याटाइक पानटक, करन कि द्राव कोब्यक लोक हैं "কি হবে ? জানো বিজয়, আনাবস্তক, আলডা একজনার নামে সমানে যদি লোকে ব'লে বায়, ভার ফলে কি হয় ? ক্রেমে সে নিভীক হ'য়ে ওঠে—ভার পরে ভার আর কোন আবরণ থাকে না।"

"তোমার মতলবটা কি তনি।" স্থ্যম। ড্ৰাইভারকে আদেশ দিল—"ট্রাও" বিশ্বয় বণিল—"এই ঠাণ্ডায় ওদিকে কেন ?"

"মন্দ কি সব কাঁচ গুলো তোলা আছে, বেশ আরাম লাগছে বরং। জানো বিজয়! আমার স্বামী আমার জন্ম বাড়ীতে অপেকা। করছে"—

বিজয় একটু ক্ষমুধোগের হারে বলিল—"ছিঃ স্থরমা, তবে বাড়ী যাও।" ~

হ্বম। মৃহ হাসিল—"থাক্না—আমি এমন অনেক্লিন অপেক্ষা করেছি, তবে ঠিক তারি প্রতিশোধ অবশ্র নেবার জন্ত নম, কিন্তু বেশ ভাল লাগে—আমি লেথেছি আগের জীবনটায় হথ ছিল না মোটেই—নেহাৎ বাজে ছিল্ম—একট্ডেই মনে হত যেন সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধনার হয়ে গেছে,—এখন শান্তি আছে, সোয়'তি আছে, মনীকে কণে কণে একটা গুক ভার এনে পিবে ভঁড়ো ক'রে ফেলতে চাম না, কিন্তু তবু যেন কি একটা খুঁজে পাছিল না—মনে হয়,—বাগ্গে তবু বেশ আছি"—

"নিজেকে মিছিমিছি অহখী ক'রে কি করবে? ভাবনার অন্ত নেই—বলতে গৈলে সব প্রোণো কথাওলোই বলতে হয়। জন্ত আমি ভোমার অহথের কোন কারণ লেখতে পাই না হ্মান, হ্মার, হ্পাক্ত হামী ভোমার, ধনে বানে এককথার জ্বীলোকের পকে বা এখার্য ভাই ভো ভূমি পেরেছ —জবে?"

्र प्रदर्भ के द्वा जेशातके असर, चाकि पदनकः । रिन ज रिक्टी एक्टर स्टार्थि, कर् निव्हर्स स्टेनिस्ट्रेस করবার কোন সম্ভ কারণ খুঁজে পাই না। কি জানো, ঠিক সেই ভাৰটা জামার মনে কোনাদনই জাসেনি বা জাসেন না, যাতে ক'রে ঐ বাড়ীকে, অথবা স্বামীকে ঠিক জামার ব'লে ভাবতে পেরেছি কোনদিন। মনে হয় যেন জনেক কিছু নেই, জনেক কিছু থাকলে ভাল হ'ত।"

"ও ভোমার মনের দোব আর কিছু নয়—"

"না মনেরও দোষ নয়, নইলে মনটা যে অংনেক সময়
আমাকে বশে আনতে চেষ্টা না করেছে, ঠিক তাও নয়,
ভবে কি ? ভাগ্য মানি না, নইলে হয়তে। বলতুম
ভাগ্যেরই দোষ, কার দোষ বিজয় ?"

"কার দোষ বলবো ?" ভবে কি বলতে চাও ভোমার স্থামীরই দোষ ?"

"স্বামীর দোষ ঠিক কিনা তাও বলতে পারি না।
স্বানীর দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে ঠিক সেগুলোকে দোষ
ব'লে মনে হয় না। তবু কি রকম মাছবের জীখনে এক
একটা ঘটনাচক্র এলে পড়ে, ঠিক এমন ক্ষণে জীবনের
বিশেষ একটা মৃহুর্চে, ঠিক সেই সময়ে সেটা তার প্রভাব
বিভার না ক'রে যায় না। আমার মনে হয় আমার
স্বামী বলি সেনিন ঠিক ঐ সময়ে ঐ দিনে, আমার মনের
ঠিক ঐ অবস্থায় আমাকে না চাইতেন, তাহ'লে আজ
আমি তার স্ত্রী হতুম কিনা কে জানে। এমন অনেক
ঘটনাই হয়ে যায় জীবনে—যাক্ আজ বেন আমার কি
হয়েছে বিজয়,—এ নিয়পেক ভাবটাও হয়তো আসতো না
কিন্তু ঠিক আমার ঐ ছুর্ম্বল শরীর ও মনে আমি বদি ও
আঘাতটা না পেতুম"—

স্থ্রমা বিষয়কে নামাইয়া দিয়া বাড়ী শভিমুখে চলিয়া গেল।

#### Pe

পরদিন উঠিছাই সে বাজীবকে বিজ্ঞাসা করিল— "তুমি কাল আমাকে কি কথা বলবে ব'লেছিলে ?"

রাজীব একটু গভীরভাবে বলিল—"বলেছিলুম, বলবো স্থামা, কিছ—না থাক্ এখন বলবো না, আর সে কথা এখন ভূমি না ভনলেও বিশেব কিছু যাবে আস্বে না— আয় এক্দিন বলবো"— স্থরমা একটু হাসিরা বলিল---"কাল স্বামি দেরী ক'বে বাড়ী ফিরেছিলুম সেইলম্ভ কি ?"

রাজীব একটু জ্র-কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"না সেন্ত্র নয়, কোন কিছুর অস্তুও নয়"—

"কাল আমি বাড়ী এসে তোমাকে পেলুম না—শেং শুনলুম তুমি বেরিয়ে গেছ—"

"হাা, বেরিয়ে গিয়েছিলুম, মাধা ধরেছিল দেইজ্মই।" "তাহলে আজ বল—কি বলতে চেয়েছিলে।"

"না আৰু নয়, আর একদিন।"

স্থরম। এখন আর রাজীবকে কোন বিবয়ে পিড়াপিড়ি করে না—ভাই সে থানিককণ অক্ত কথা বলিম। কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

বিজরের সঙ্গ-নেশা হ্রেমাকে পাইয়া বসিয়াছিল, রোছ
সে ভাহাকে আশ্রম হইতে তুলিয়া লইয়া বেড়াইডে
বাহির হয়। বিজয় মাঝে মাঝে আপত্তি করে কিন্তু সে
আপত্তি টিকে না—বিজয় আপত্তি করিয়াও পরিশেষে
সম্মত হয়, এ আপত্তি যেন সম্মতিরই অপ্রদৃত। রোজ
ভাহারা বেড়ায় কোনদিন গলারধারে, কোনদিন বারাকপ্রের রাভায়, কোনদিন দম্দমে—আর কোনদিন বা
বালিগঞ্জ লেকে—একদিন বিজয় বেড়াইডে বেড়াইডে
বিলল—"হ্রেমা, আর ভোমার সঙ্গে বেড়াডে আসবো না—
আর মেশাও ছেড়ে দেবো।"

"নতুন কথা বলছ কেন বিজয়—ভোষার মন বধন স্ব্যাল্ডী তথন আর ভোমার উচিত অন্তচিত বাছ-বিচার ক্রবার কোন শ্রকার নেই"—

"স্ক্ৰয়ী ব'লে এডছিন গৰ্ক ছিল কিছ এখন দেখছি
মান্নবের কোন কিছু নিয়ে গৰ্কা করা চলে না"—

"শতা ?"

"হাা, হুরষা সন্ত্যি—"

"তাহলে ভোষার ষত লোকেরও পরাজর হয় ?"
"হয় বই কি, কেউ কথনো ফি চিরজারী হ'তে পারে ?
"হা আমি জীবনে কল্পনাও করিনি ভাও ক'রে কেলেছি
এবারে, সেজল প্রতিধিন নিজের বিশেকের কার্যে ভালা
থেকেও বেহারার যত চুপ করে আছি ।"

"कि अमन भाग केरत क्लाइ है

"উত্তরবদ্ধে বজা ইরেছে, আদি বেতে পারিনি এবারে, কতগুলো মিথো ওজর আপতি দিয়ে র'য়ে গেলুম—কেন পুরুষা কিসের জক্ত ?"

"কেন বিজয় ?"

"ে হামারএই সৃষ্টুকু পাব ব'লে সেইজন্ত।"

স্বনা হাসিয়া উঠিল—বলিল—"তাতে লাভ ? তুমি একনি আমাকে এই একই প্রশ্ন করেছিলে তাতে লাভ ?" "লাভ আমার তৃথি, কিছ সে তৃথিও আর এখন গঙী হুক্ত থাকতে চাইছে না।"

"তৃথির একটা সীমারেখা কখনো কেউ টানতে পেয়েছে বলেও তো আমার মনে হয় না। জানো বিজয়, আমি সেদিন মীরার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম।"

কৌত্হলভরে বিজয় জিজাসা করিল—"কেন ?" "তোমার জন্ম, তাদের মত আছে—এবাবে জন

"তোমার জান্ত, তাদের মত আছে—এবারে শুধু তোমার ইচ্ছে হলেই হয়।"

বিজয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়। বলিগ—"আমি বৃথতে পারছি না হ্রমা, কেন তুমি আমাকে বিষে দেবার জন্ম এত ক'রে লেগেছ।"

"আমি না লাপবোই বা কেন ? সভিয় বলছি বিজয় — ভূমি বল আমমি সৰ ঠিক করি।"

"আমার ইচ্ছে নেই, ভোষাকে অনেকবার বলেছি—
আর সব চেরে আমার হুঃধ হয় তুমি বধন আমাকে পর
ক'রে দেবার চেটা কর।"

"পর তোষ: কে করছি না তো—খদি আমি তোমার আপন হই ভবে তো চিরকালই আছি, বিরে ক'রে পর হবে কি করে ভাও ব্রতে পারছি না—ভাছাড়া আমি মীরাকে স্থানী লেখতে চাই।"

"মীরাকে শুধু কয়েকটা মন্ত্র পড়িয়ে আবার জীবনের দলে বেঁধে দিয়েই বদি সে আর ভোমরা হংখী হও, তবে আমি নাচার, বা নিমে লোকে হংখী হয় ভাই যদি সে না পেল, ভাহ'লে শুধু বিষে করে একটা ভাষাসা করায় লাভ আছে হরমা দু"

স্বসা কোন উত্তর দিশ না। ওবন ধীরে ধীরে গাড়ী চলিডেছিল গলার তীর বাহিরা। বিশ্বর বলিক— স্বস্থা, রাল করকে। "না, রাগ ঠিক নয়, তবে ভাবছি—কি অভ্ত মন
মাহবের, অভতঃ আমার। তৃমি বে আমারি জন্ত এতটা
করছ তা বুঝতে পেরে একটু আনন্দ হয়, আর কি জানি
একটু আয়প্রশাসও অভ্তব করি, কিছু কি বাজে কথা
বলছি—" হরমা হাসিল—তারপরে আবার বনিল—"তবে
তোমাকে বিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে কারণ ঠিছ একটা
ত্যাগ বা একটা বিশেষ রকম কিছু করবার জন্ত নয়, ৩ধু
একটা জেদের বশে করছি—বধন সভ্তর করেছি—তথন
করবোই, আর তাছাড়া মীরাকে আমি ভালবাসি—"

বিজয় হাসিয়া বলিল "বেশ, এত কাণ্ড করছ হুরমা শুধু একটা জেদের বশে — ? একটা কাজের উন্মাদনায় গ ভোমার এ কাজে প্রাণের কোন পরিচয় নেই ? এর চেয়ে যদি একটা কিছু উদ্দেশ্ত নিয়ে করতে তবুও ভৃপ্তি পেতৃম—"

"ওসব জানিনা বিজয়, ভোষাকে বিদ্যৈ করতেই হবে—"

বিধয় দৃঢ়স্বরে বলিল—"পারবো না স্থরমা—মামার্র উপর ভোমার এডটুকু ভাব নেই ? একেবারে নির্বিকার ? আমার জন্ম কিছু করছো না, করছ শুধু নিজের একটা ধেয়ালের বলে—?"

"না তা নয়, প্রথমটা আরম্ভ করেছিলুম একটা উদ্দেশ্থ
নিয়ে কিন্তু এখন ওপু কেন—" সরমা হাসিয়া বলিল—
"তোমার উপর একটা টান আছে বিজয়,—কি রক্ষ
আনি না, তোমার সলে সর্কানা থাকতে ইচ্ছা করে, কথা
বলতে ইচ্ছে হয়, এমন কি নির্জন অবসরেও ভোমার
কণা মনে হয়—এক কথায় ভোমাকে খ্ব ভাল লাগে—
যাক—আজ কি বার ?

"শনিবার !"

"পনিবার ? বিষয় একটু আও হোটেলে বাবে।— বলিয়া লে ফ্লাইভারকে চৌরলি অভিমূপে বাইডে বলিল।

বিজয় বলিল—"ওখানে কেন ? আমি বাবো ন'—"
"আমি বাবো, একটা 'এন্সেজবেন্ট' ছিল। ১ংমিনিটে
চলে আসৰে। বিজয়, সন্ধাটী সাড়ীতে একটু বসবে—ইস্
৮টা বেজে গেছে ছাইভার জন্দি বাও।"

' ह्याडिलवं नाबदन नाबिवा त्न फांक्रोफाफि क्रिकेटब

व्यदिन्त कृतिन । त्मनिन बार्डिक व्यक्त वह भव-माजीत সমাগ্ৰম হইয়াছে। তথনো নাচ আরম্ভ হয় নাই, সকলে খাইতেছিল। স্থায় এদিক ওদিক চাহিয়া ছেখিল-কিছ भत्रकटक दम्बिटंड शाहेन ना। हठीर अमृद्रत এकटकाटन दम्बिन পুথার বন্ধ মি: উইলিয়ামৃদ্ বসিয়া কফি পান করিতেছে। ভাহাকে দেখিয়াই তাহার মনে সমত্ত পূর্বা স্বৃতি ভাসিয়া উঠিল। স্ব্রমাকে দেখিয়া মি: উইলিয়াম্স উঠিয়া আসিয়া তাহাকে তাহার সঙ্গে কফি পান করিতে অমুরোধ করিল। ञ्जमा , जानि कि कतिन ना। कथा श्राम भिः छेटे नियापन বলিশ-সে বম্বে হইতে আসিতেছে। ভনিয়াই স্থবমা विकामा कतिम तम श्रुपात थरत कात्न कि ना! मिः উইলিরাম্ন বলিল পুথার সলে তাহার দেখা হইয়াছে-**নে সম্প্রতি করাচীতে পিয়া এরোপ্লেন চালানো শিক্ষা ক্রিভেছে, এবং নিজে একটা এরোগ্নেনও কিনিয়াছে---**স্থারমা একথা ভনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ধানিককণ চপ করিয়া বসিয়া রহিল। মুহুর্ত্তে কিসের একটা বিভূষণায় অক্লোচনায় ভাষার সমন্ত মন ভরিয়া উঠিল, ভাষা ক্রিসের জন্ম কাহার জন্ম সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। পুথা স্থনীবের শুভিকে এই ভাবেই উপেকা করিয়া স্থাবার মাতিয়া উঠিয়াছে তাহার উদ্ধাম উন্মন্ত শেশাম—এতো শিগগির!—বে চিঠির উত্তর দেয় না. व्यथवा चारमञ्जना, कान्तिन जाहात निर्मिष्ठ अक वरमत মতীত হইয়া গিয়াছে। সে চাহে না শান্তি, সে চাহে ना निवायिन कीवन, तम हात्र ना त्नादक, माञ्चना, तम स्थू সাহে ভাগার ছম্মনীয় প্রাক্তর ভোগ, ভাহার প্রাণের শসীম বুদুক্ষার খাত। মিঃ উইলিয়ামস্ ভারপরে বলিভেছিল 'किष पाटनन गिटमम द्याम, गिटमम तम द्रांधुत्रीत प्रमाधात्र গৃহ করবার ক্ষমতা, অত বড় আঘাত বেশ সামলে উঠতে পেরেছে। মনে হয় তার খামী অক্স কোথাও গেছে. वरेगाय नहेरन त्म त्य ज श्वितीर छहे ताहे अभन त्कान शब् मित्रम् त्राव क्षेत्र्वी काटम् वा कथाव काउँद्रकृत्कुरु श्र बा- क्षमात भाव व विशय भारताहना क्तिएड क्षा इट्रेड्डिन ना-एन, इ' अक्षा, जन्म, देखर निश्न, वेकामा कतिन-"बिरम्त केहेलियावम् द्वाधाः १

मि क्रेड्नियास्त्र अन् नान् स्तिय पनिय-"वायग

क्षक गारम काफार कि स्टब्सि अक रम मांक मानि हनान नष्ट्रन दारको ७ दानविनोद महारन माहि—"

স্থাম মনে ভাবিল পৃথার এনগেল্পমেন্ট আংটির জন্তু অর্থ দান একেবারে অসফল হইরা গিয়াছে।

ছইটা নাচের পর দে দেখিল শরত করেকটা ফিরিছ মেলৈ কইয়া এককোণে একটু মাত্ৰা ছাড়াইয়া আমোদ করিতেছে—ভাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া ভাহার আন আলাপ করিবার বা তাহার বক্তব্য শুনিবার ইচ্চা হটন না-এবং বিজয়কে গাড়ীতে বদাইয়া আদিয়াছে এট ভাবিয়াও সে তাহার সনীর কাছে বিদায় লইয়া ভাডাডাডি বাহিরে চলিয়া গেল। হোটেলের দরোয়ান গাড়ী ভাকিয়া আনিলে সে দেখিল গাড়ীতে বিজয় নাই—ডাইভার বলিল-বাবু তথনি নামিয়া হাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। হুরুষা ক্ষণিকের জন্ম একটু অপ্রস্তুত বোধ করিল। মছ্যাদ বুঝি সে হার।ইতে বসিয়াছে,—প্রাণের সব কোমলভা সততা ও পদমর্যাদার গৌরব সে কোথায় বিলাইরা मिट्टिहा এই कि कौवन ? त्महेशात अक्ट्रे मांफारेश ভাবিতে না ভাবিতে ওদিকে সার্চ্ছেণ্টের তার্গিদে গাড়ী দুরে সরিয়া গেল অন্ত আরো অনেকগুলি গাড়ীর পর পরিষার করিয়া দিবার জন্ত। স্থরমার জার গাড়ীতে फेंग व्हेन मा। काटकहे (म वांशा बहेशा अथवा हेका मापरे আবার কিরিয়া গেল ভিতরের দিকে।

শরত তথন বাহিরে আসিয়াছে। সে স্বমাকে কেবিয়াই বলিয়া উঠিল "এই কি ৭ টা ?"

"একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এগেও ডো আপনাকে দেখতে পাইনি।"

"हमून এक हूँ विश शिख-"

"ত্ইৰানে এককোণে তুইটা ভাষাৰ অধিকাৰ কৰিছ। বনিদ্ৰ । শৰত পানীবেৰ তুম দিয়া ব্ৰিদ্ৰ—"ৰাণনি এন্যেত্ৰ বেশে শ্ৰ আন্তিক হয়েছি—এই তো নাই ক

"কিছ আগনিই একদিন আগার, উল্লেক্টিক আইনি কংব্রেকেনে আগার জীবনুদ্ধে বছল বাজার ভিন্ত করেন্দ্র শব্দ হারিষা বনিগ—"বাং জেলে বির ক্রেক্টেকিটিক তথন একেবারে কবিকার হাতের প্রায়ত ক্রিকটিকটিক আছ বে এই জীবদ ক্ষেপ করছি জাপনারই হুল, সেবচ
আমি আপনার কাছে ছতজ্ঞ-

"আছা, স্থামি ব্যতে পারি না—কেন আপনি সমানে আমাকে ছবে যাচছেন, স্থামি স্বাপনার কি করেছি ?"

"অনেক কিছু করেছেন, এক হিসাবে ভাল করেছেন—
আর এক হিসাবে ধারাণ—আজ একটু ধোলাগুলি ভাবে
আলাপ করি—"

"আচ্ছা আলাপ কৃষ্ণন, কিন্তু তার আগে বদুম কণিকাকে বাড়ীতে নিয়ে আসৰেন ?"

"তা আনতে পারি কিন্তু একটা সর্তে যে ৰণা আমাকে আর চোথ রাজিয়ে শাসন করতে আসবে না। আপনাকে দেখেই আমার প্রথম মনে হয়েছিল যে কণার মত স্ত্রী সকলের নয়, নইলে আপনি আপনার আমীর এত বড় অন্তায় সয়েও কি ক'রে হাদভেন? আর কি ক'রে ভার সদে কোমৰ ব্যবহার করতেন ?"

"কিন্ত মি: ঘোষ, কে বলেছে আমি সরে।ছ? যা ক'রে আমি আমার অসকন ভাষটাকে প্রতিহত করতে চেটা করেছি ভার চেমে কণার মত ঝগড়া ক'রে চ'লে বাওয়া ঢের ভাক ছিল।"

"নিবের লোমগুলো ছোট ক'রে বসছেন কেন আঘার সামনে মিসের বোদ্ধ? আপনি নিশ্চিত থাকুন, অত উচ্চ করে কথাকে ধ্রলেও আমি কিছ, অভ বড় উঁচু ছান ডাকে দিভে পারবো না—"

"তা'হলে আপনার বুদ্ধি একটু পরিপক্ষা গাভ করেছে দেখতে পাছি—। কিছু আমার ও কথা কলার অন্ত কোন উদ্বেশ্ত ছিল্ল না—স্তিয় কথাই বলেছিলুম। কি বলবেন বন্ধন।"

"বলবার অনেক আছে—ক্তবে কোনটা আধে আর কোনটা পরে বলকো আ ভেবে পাছি না। এই বে একটু আধ্যে বলছিনুম আপনি আৰু কাল্পা ছটোই এনে দিয়েছেন আমার জীবনে—একনার কনে হক ভাকই ইয়েছে—আসভাহেছে আনকটা আধীনাতা পেরেছি আর একবার মনে হব এক কিছা কোল ভারেছে আর পাছিনা কেন্দ্র এক ছেনিনেকিক ছিলাক বালেক করার ইথিটা বেন্দ্র কেন্দ্র পাছিন্তা বিশ্বিক করার বালেক করার জীবনেও কোন সার্থক ভা খুঁজে পাছিছ না,—সমস্ত দিনটা একটা জালার ভিতর দিয়ে কেটে যায় ভারপরে জালে একটা অসাকল্যের অবসাদ—আর এর মূলে কে আহত্ত? আপনি!

"আমি! আমাকে কেন আপনি দোৰ দিক্তে বুঝতে পারছি না—"

"কেন দোব দি জানেন—আমি আগে দণার এক নিষ্ঠা জক্ত ছিলুম, আপনাকে দেখে সে নিষ্ঠা যে কোথায় গোল খুঁজে পেলুম না, তার উপর কণার কাড়া, ভার কথা, ভার মিথ্যা দোবারোপ আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে জুলেছিল—সেইজন্ত এই জীবন বেছে নিলুম,—বেশ আছি কুটি নিয়ে—ভবু ভাল লাগে দিন কেটে বায় বেশ—"

"তাহলে এর মূলে আমি একাই নই কণাও আছে। আছা এই যে বলছিলেন যদি সে আপনার সঙ্গে বগঞ্জা করবে না ব'লে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে ভাকে ভেকে আনবেন—"

"তাতো বলেছি—মানবো কিন্তু আপনি—মিনের বোস—"

"আমি কি? বলুন! আপনার নার্থকতা আধি এনে দেবো কি ক'রে?"

"আপনি পারেন—"

"কণাই আপনাকে সব কিছু এনে দিতে পারে।"

"তবে তার কথা আনাকে বগবেন না—কাবি ছেখন আছি তেমনি থাকি, আর পারি তো আমার সার্থকডাকঃ আমি আনার ক'রে নেবো ঝোর ক'রে।"

ভ্রমা একটু বিরক্তিভরে বলিল—"মিং ঘোষ আপনাক্ষ'
নীবন স্বৰ্ধে আমি কোন কথা ভনতে আদিনি, শুধু
এনেছিলুম আপনাকে কণার কথা বলতে—তা স্বৰ্ধা
আপনি শুনতে চান না তথন আর আপনাক কলে আকারক
কোন কথা নেই, যেলিক আনাক কথা ভনতে চাইবেন
সেরিন আপনারও কথা লোনাভে ভাকবেন,—আরিঃ
উঠালুম।"

একবার মনে হন এক কিন্তু কোণ করেওছনে তৃত্তি পরতের মূরণ চোকে শাই একটা নিগমণ আফোনেইছ গাহিত্বা কোনা এক ক্লেন্ত্রেক ক্লেন্ত্রেক ক্লিন্তান লাগ্রেক কলেওছন তার মূচিক উঠিল সকলেবিরা উঠিক শাধান করেওছন কলেওছন ইপ্রিটা ব্যুদ্ধ বাহিত্যাক বিশ্বাসকলেও করি উমান্ত্রেক নামনিক কলেক সাল্যার্থনিক ম্বাস্থ্যাক বিশ্বিসকল

হুরুষা তাচ্ছিলাভরে হাসিয়া বলিল—"আমার বিপদ আপনার কাছ থেকে আসতে পারে না অস্ততঃ এটুকু বানি।"

শরত সরোমে দাঁড়াইয়া বলিল—"আচ্ছা বেশ—ভানেন লোকে মরিয়া হ'য়ে গেলে সব কিছু করতে পারে।"

অবমা হাসিয়া বলিল-"এখানে একটা কাণ্ড করবেন না, আমি যাচ্ছি, আপনিও বাড়ী গিয়ে খুমিয়ে পড়ন।"

হ্রমা যাইতেছিল, শরতও তাহার পশাদমুসরণ করিয়া विनन-"बाक बामात कथा छत्न त्यर्ट्ड इत्त ।" अत्रम। কি একটা উত্তর দিবার জন্ত পিছনে চাহিয়া তুইপদ অগ্রদর हरें काहात मान नेवर थाक। नातिन,—तम "I'm Borry" वनिया मन्द्राय চাहिया (मिथन खतिन त्रय,--- अत्रम) অঞ্চাতসারে হঠাৎ একট বিত্রত হইয়া আরক্ত হইয়া दितिन ।

ष्पत्रिन विनन—"वाः विश ट्या एक। इत्य त्रान ! सिः ৰোগ কোথায় ?"

স্বমা একটু ইতন্তত: করিয়া বলিল—"না, তিনি— जंशादन चारंत्रन नि।"

"তার সঙ্গে আমার এখনি দেখা করা দরকার বাড়ীতে পাওয়া যাবে কি ?''

"বোধহয় পাওয়া বেতে পারে।"

শরিণ একটু ভাবিয়া বলিগ—"তাহলে তাই বেতে হবে"--

श्वमा र्कार रनिया উठिन-"आमात्र मदक भागात्र গাড়ীতে আহ্ব না, যদি মনে কিছু না করেন।"

অরিণ হুরমার দিক চাহিয়া ভাবিল, তারপরে বলিল-"না মনে করবার কি আছে !"

चित्रिंगत गर्च च्याया हिलामा रशन्सवाहेवात श्रम পিছুৰ ফিরিয়া দেখিল না। শরত তাহার এ তাচ্ছিল্য কি छार्च खर्ग कतिन।

হ্রমার গাড়ী চলিতেছিল-এবং অরিণের প্রকাণ্ড শৃত, গাড়ীথানি পিছনে আসিতেছিল। হরমার মনটা চুঠাৎ অভ্যন্ত সভুচিত হইয়া উঠিল। সে কাল করে লোবের এবং অভার জানিয়াও, কিন্তু পূথা অভায় না চাৰিৱা নি:সংখাতে করিৱা বার। এইথানেই ভাহার সহিত

বলিলেও অভ্যক্তি হয় না ব্যক্তিকে পাশে বসাইয়া সে बारेट उद्ध-रेश वाफ़ीत त्नाक्षन कि छात्व त्निथित-अथवा ब्राक्षीवर वा कि छावित्व। त्नांकि वा त्वधन এতরাত্রে অস্ত লোকের বাড়ী যাইতে চায়, কিছু সে ভো वरन नारे ভारात मरनरे याहेरव--- जरव रमहे वा रकन की। ধেয়ালের বশে তাহাকে ডাকিয়া আনিল-শরততে অগ্ৰাহ্য বা এড়াইয়া আদিবার কম্মই তাহাকে ভাকিয়াছে. ভবুও দোৰ নয় কি ? শরতের উপর রাগ হইল, বিজ্যের উপরেও রাগ হইল-কেন সে নামিয়া চলিয়া গেল। স্থরমা অত্যন্ত অসোদান্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু অরিণ বেশ সপ্রতিভ ভাবে অনেক কথা বলিয়া যাইতেছিল কতগুলা হরমা ভাল করিয়া শুনিতেছিল না, কতগুলা उनिष्ठिहन-एम अनिम अतिन वनिष्ठिष्ट - "এই स चाक ठाविनित्क अक्टा त्यावत्यान উঠেছে—ভাতে বোৰা याय-- এখনো ম'त्र यात्रनि-त्रैटि चाट्छ,-क्ष्ठा মান্ত্রকে এগিয়ে দেয় মৃত্যুর পথে, নিবৃত্তির পথে—ওগব मनामोत्मत नतकात, आमात्मत मक माझूरवत नय, आमता उप ठारे, ठारे अरे माज-अरे ठा छत्रात रेक्श क्षत्रन र'त ন্তন জীবন, নৃতন আলো সমন্ত জগতকে এনে দিয়েছে— "अम, कार्यानी, चारमविका," खुत्रमा मतन मतन बनिन-"लाको त्रभ कथा व्यन-" जाशांत जान नानिन-त्र বৰিল—"কিন্তু যা চাওয়া ৰায় তা লাভ করবার শক্তি ও ক্ষমতা থাকা চাই তো ?"

"নিশ্চয়ই তাতো চাই—কিছ সে শক্তি আপনা হ'তে এদে পড়ে, আর যত ভার প্রয়োজন হিসাবে অফুশীলন করা যায় ভতই তা বেড়ে বায়—ইতিহালে দেখুন ছোট ম্পার্টা কি ক'রে সমন্ত গ্রাস্ ও অক্সান্ত শক্তিকে পরাভূত ক'রে বিজেকে অনুধ রেখেছিল কডদিন--

"डार्'ल ७५ क्टाइ हुन क'ता वान बाका कृत-डा शानात कछ किहै। উछम मतकात ? अथवा वा आहि छाँदै জোর করে রাধা পরকার ?"

"জোর তথু সেধানেই থাকা উচিত, বেধানে তা ভার সৰত। জোরেরই পক্ষপাতী আমি, কিছ জা বীৰে भागनात विमिन भागि (बाद करन चंद्राद क्यूड ४**५१५** वृथात भार्थका । अञ्जतारव अकृति अस तकम सभितिष्ठ । निमृत्य-अ समाव्यक वर्तस्थातिक । किस सामाविक

লোর বাতে থাকবে ডা আহি পাব না কেন ? আয়ার অধিকার, "তা থেকে আমি বঞ্চিত থাকবো কেন ?"

"ৰদি কেউ বঞ্চিত করে রাখে ভাহলে ?" "তা'হলে জোর করে তা নেওরা উচিত—"

রাজীব স্থয়নার এই ভাবে আনাটাকে বেশ নির্ধিকার ভাবে গ্রছণ করিয়া—অরিণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল স্থয়নারও সন্থটিত ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। অনেকলণ ধরিয়া রাজীব ও স্থয়নার সহিত কথা বলিয়া অরিণ বখন উঠিল তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সেদিন রাজে স্থয়নার অনেকবার অরিণের কথা মনে ২ইল—সে ভাবিল অরিণ অভক্র নয়, মূর্থ নয় এবং ভাল করিয়া দেখি:ল অস্তল্পরও নয়—

কয়েকদিন আর সে বিজ্ঞাের সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না-অবশেষে একদিন টেলিফোন করিয়া জানিল বিজয় কোপায় চলিয়া গিয়াছে। এদিকে উপযুচপরি বতকগুলি মিটিং ও সভার কাজ লইয়া হুরমা একটু ব্যস্ত इरेश तरिन.--चात्रा तरिन चत्रिगरक नरेश। तम चात्म, মাথে মাথে ভাহার ৰাডীভেও রাজীব ও স্থরমাকে ভাকে —খিষেটার রোভে তাহার স্থদচ্ছিত বড় বাড়ী। এই ভাবে রোজ ভাহাদের দেখা হয়, রোজই স্থরমা ভবে মন দিয়া অরিণের কথা, ভাহার ঘটনা বছল জাবনের চিতা-কৰ্ষক কাহিনী। কিছুদিন কাটিয়া গেল, সেদিনও অরিণ गकानत्वना अत्नक कथा विनाउ हिन-"कोवत्न आमि ज्यानक कहे नरप्रहि, बाहारक नामाज काक करत्रहि, यारे ব্যেছ কিন্ত ভাতে আমার লকা হয় না। কারণ মাহুষ্কে জীবনভর খাটতে হবেই। গত যুদ্ধের সময় কত কট সহ করেছি, বন্দী হয়ে কত অপমানের ভিতর দিয়ে গেছি। षाक वि वामि এই बातास्त्र बदत व'तम बाहि-वा वथन व'रम शांक. (मांकेटब दिखांहे. अ मर रहन मार्स मार्स খামাকে কেমন ক'রে ভোগে।"

আবো কিছুক্প আলোচনার পর বলিল—"যুদ্ধের সময় দেওছি ভারতারেরা এখনো তাদের বোজার মনোবৃতি যার্ম্ব কেলেনি কারণ ভারা সেই সময় যুদ্ধ করেছিল আর সব আভিবের সংশ সমান সাহসের সঙ্গে। তাদের শুড় কিপ্রকারিতা অনেক সমর অনেক ম্বোগ এনে এক সময় কথায় কথায় বলিল—"মাছৰ কথনো কঠের ভিতর দিয়ে না গেলে কৃতকার্য্য হ'তে পারে না। এ কথা বেমন প্রতি মাহর সহছে সত্য তেমনি এক একটা আতি সহছেও সত্য। কগতে বড় বড় লোকেরাও বেমন সম্মেছেন বড় কাতিও তেমনি স্বেছে। কি ধর্ম কি রাজনীতি স্বেতেই তাদের যেতে হয়েছে—এক জলি পরীক্ষার মাঝ দিয়ে। ধর্মের ভিতর যেমন খৃষ্ট-ধর্ম সব চেয়ে বেশী নির্যাতন স্থেছিল ব'লেই খৃষ্ট-কগৎ জাক সব চেয়ে বড়া।"

থানিককণ অস্তাত কথার পর হুর্মা গ্রন্ন করিল— "আপনি কোন কোন দেশ ঘূরেছেন ?"

জরিণ বলিল—"সমন্ত পূথিবা প্রায় খুরেছি, কাজেও, অকাজেও। এ আমার খেয়াল বিশেষতঃ প্রাচীন সভ্য দেশগুলোই আমাকে বেশী আকর্ষণ করে।

"ইজিপ্টে গেছেন ?"

"হাা, সেইখানে ম**জা** হয়—সে সব পর একদিন বলবো—\*

"ইজিপ্টে আমারও বড় থেডে ইচ্ছে করে পৃথিবীর ভিতর প্রথম সভা দেশ—"

"ম্যাসপারো ও আরো ক্ষেক্ষন এ কথা বলসেও অনেকের মতে ইম্বিন্ট নয়—প্রথম সম্মাতি হচ্চে চ্যালিডোসিয়ান ও ব্যাবিলোনিয়ান তারপরে, ইম্বিন্ট।"

"তাহ'লে ভারত ?"

অরিণ হাসিয়া বলিল—"ঠিক জানিনা, অনেকে বলে ভারতের সভাতাই পুরাতন কিন্তু আমরা নিজের জিনিবকৈ বড় বললে তার ঠিক মুল্য নিরূপণ হয় না। কোন কোন ফ্রাসা লেথক ভারতীয় সভাতাকেই প্রথম স্থান দিয়েছেন।"

এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করিয়া বার ভাছারা, কোনদিন রাজাব উঠিয়া কার্যান্তরে চলিয়া বার। কভন্দণ চলিয়া বায় তবু ভাছাদের কথা ফুরায় না। ছই জনার জনেক যতের মিল, কচির মিল হইয়া বার, কথনো অরিণ উচ্চুদিত হইয়া বলিয়া উঠে আপনি ঠিক আমারি মন্ত।

স্থানার সারাদিন ভাষার কথা মনে হর। করনার সে দেখে মিশরের পিরামিড ও রহস্তবিজ্ঞিত নানা চিজ্ঞ। সেইখানে নীল নদের ভটে জীবনের সহিত সংগ্রামশীলা শ্রিণা কথনো সমূলের বেলভূবে ভরত বিজ্ঞিব বরসোক্ত আরিণ, কথনো কেশে মৃত্যু পথবানী ক্লিট, ক্লাড, অরিণ অবিবাদ পথ চলিয়াও কেছের ,ক্লাডি উপেকা করিয়া সংগ্রামে নাচিয়া উঠিয়াছে। কুজন্থানে উন্নত্ত বোদ্ধনীর অরিণ। সমস্ত ঘুণা সমস্ত বিরক্তি স্থরমার কোণার চলিয়া শিবা, ভাতার অন্তর ভবিয়া রহিল শুধু অরিণের অরিক্ষম নিক্ষপম রূপছবি।

ত্বৰা সভাার পর অনেককণ একলা ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিল। কিলের একটা শৃষ্ঠতা ডাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। কোথা হইতে ঘটনাচক্র কি করিয়া আসিহা তাহাকে কোথার লইয়া ষাইতেছে কে জানে। আজকাল রাজীবেব সঙ্গে সে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না, ক্ষম সে সক্ষ্য করিয়াছে রাজীবও পারে না। ডাহারা ঘ্রমনে বসিয়া থাকে—ছু একটা কথা মনে মনে শুঁজিয়া হহকণ ভাবিয়া বাহির করে, তার ভিতর ঋতু সহক্ষে ক্ষম দেশের অবহা সহক্ষে কথাই বেশী এবং মাঝে মাঝে প্রণবের কথাও থাকে, আর বিশেষ কিছু না। রাজীব কথনো ডাহার কাজের সহক্ষে আলাপ করে। সে অরিপের অংশীদার হইয়াছে। শীঅই ডাহাকে সেখানে মাইতে ছইতে এই পর্যন্ত—

ছরমা নিজের বিশ্বার ঘরে হাতের ভিতর বাধা ভাজিরা অনেককণ ভাকিল। প্রাণ ভাহার কিলের অক হা-হতাণে ভরিয়া উঠিল। সে ব্রিভে পারে না কি চায় দে: বিরাট শৃত্তভার ভিতর কোন আঞ্চরকে আঁকড়িয়া উঠিতে চায়। ছানী চার, সংসার চায়, না উদ্দান উক্তিক কার। ছানী চার, সংসার চায়, না উদ্দান উক্তিক কার। ছানী চার, সংসার চায়, না উদ্দান কেন হইব না, কেন সে পাইল না, কার দোবে? বহল্বে কে:সক্রিয়া বাইভেছে বজার প্রোভে ভালিয়া—বামী সংসার সক্রাক্ত কর কিছু অনেকদ্বে কেলিয়া আসিয়াছে—অস্পিট, ক্রেক্ত হইরা সিরাছে ভালা ভালার দৃষ্টির সম্মুকে, সে আর কিছু ভাল করিয়া কেপিভে পার না। তথু চোপের সামনে দেখো ক্রে উন্তাল অকুল সালরের বাধাহীন কল্বাণি।

নাল বাড়ী নিজন। উপলে প্ৰণৰ খুমাইয়া পড়িয়াছে। রাজীকনাই/নির্জনতা চাইয়িদিক হইতে ডাহাকে চাপিয়া বজিকে চাইতেহিক নে: উঠিক গিয়া ডুইংকনে প্রচাক পিছাজাইন পুলিলা কলিল । পিরাচনক উপায় ক্নীকেন্ত

ৰক একটা ক্ষেণে আঁটা ছবি, লেকিক চাৰিয়া ভাষাৰ সারা মন আরো বিবাদ কৰাৰ মণিয়া উঠিল, ক্ষম Chopin এর Foneral march আৰাইডে লাগিল |-नमाधि-नव नमाधि, कीबत्मत्र जानात्र नादश्त नव किन्त স্বাধি হইয়া গিয়াছে ভাহারও। অতি মধুর ক্রণ সূত্র ৰুকের পাধর গলাইয়া দিয়া নেধানে বহাইরা দের অঞ্চর নিব'রিণী, প্রত্যেকটা মৃদ্ধনা, বুকের প্রতি তথ্যীতে আখাত করিয়া নমিত করিছা আনে সালা দেহ মন্ ব্যথায়, অন্ত মন্ত্ৰণায়---দীৰ্ঘনিশাস বাধা পাইকা বুকের ভিতরেই তুমূন তুকান তুলে। ক্রের প্রথকে আছার আকুলভা তাহার কাতলোক্তি ব্যাকুল ৰাতনার বিলাপ ধ্বনি ব্যথার তরকে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে মুক্ত উৎসবে, তারপরে হুর ধীর-সব আলা ধরণা অবসিত করিয়া নামিয়া আসে। শান্তির অবসাদ, মৃত্যুর নীরবতা তাহাও ব্যথাভরা, শাস্ত বিষাদের রঙে রঙীন ধুদর ছায়াময়-"6मरकात, हमरकात!" क्य विनन-क्यान्य स्वामा ফিরিয়া দেখিল অরিণ---সে আশ্চর্য্য হইল না. ওর বলিল -- "কখন এসেছেন ?"

অরিণ চোথ তুইটা মৃছিয়া বনিল—"পৃথিবীতে আর কিছু আমাকে আকুল করতে পারে না—কিছ সংগত মিদেস্বোস্। আশ্বা আপনার হাত আমি জানতুম না আপনি এত স্থলর বাজাতে পারেন এবং স্থাত ভাল বাসেন। আমি কঠিন, কিছ স্থাত আমাকে একেবারে নরম করে দেয়; যুদ্ধে হাজার হাজার লোককে মরতে দেখেছি সে বাত্তবতা আমাকে চঞ্চল করেনি, কিছ তারই করনা দিয়ে গঠিত এই বে তৃঃখের অভিব্যক্তি এই বে তৃঃখতোগের সৌল্ব্য আমাকে একেবারে অভিত্ত ক'রে ফেলে। স্থাতি স্থলর—কিছ স্থাতিক তার চেরেও স্থলর—বাজান—আবার বাজান।

স্থরমা সমাবিক্টের মত জাবার কাজাবৈদ্ধ করেলগু কে জানে—হঠাৎ কে ভাকিল—"স্থরজা দি"—

হরমা এখনে কাহাকেও দেখিতে পাইক না ভারাক্তর ভাল করিয়া দেখিল অনুবে দওলাক সামনে নীয়াইক সামে নীয়া।

ত্বমার নেশা কাটিয়া গেল। বে জারাজার

ৰিলি—"শীরা কি হয়েছে? হঠাৎ কোন বিপদ হয়েছে কি ?"

মীরা বলিল—"না তেমন কোন বিপদ হয়নি স্থরম। দি—তবে বিপদও বটে।"

"6ল ভাই বসবে"—বলিয়া সে ভাহাকে ভাহার বসিবার ঘরে লইয়া গেল, ভারপরে জিজ্ঞাসা করি :—"মীরা বাাপার কি ?"

"ব্যাপার কি স্থরমা দি, আপেনিই বলুন না। আমাকে বেঁধে দেবার চেষ্ঠা করছেন কেন? কদিন থেকে বাবা মা আমাকে পিড়াপিড়ি ক'রে একেবারে অভিষ্ঠ করে তুলেছেন"—

"এতো শুভ সংবাদ মীরা, বিয়ে করবে না? বাপ মাতো ভালোই করছেন।"

"কিন্তু কাকে? আমি আপনাকে জিজ্ঞেদ করছি কাকে বিয়ে করবো?"

"কেন বিজয়কে ?"

মীরা গর্বিভভাবে বলিয়া উঠিল—"যিনি আমাকে উপেক্ষা করেছেন। যিনি আমাকে উপযুক্ত বলে মনে করেনি, কথনো। বিনি আমাকে উপথাচিকা ভেবে মনে মনে ঘুণা উপহাস করেই এসেছেন, তাঁকে আমি বিয়ে করবো কেন ? আমার জীবনে অল্প কোন কাজ নেই? কেন আমি এ দীনতা, এ নীচতা বরণ করে নেবো হুরমাদি—এ অপমানের বোঝা কেন আপনারা আমার উপর তুলে দিতে চাছেন? আমি জোর ক'রে কোন কিছুই নিতে চাই না, তাই আপনাকে বলতে এলুম।"

"কিন্তু মীরা, বিজয় তো তোমাকে উপেকা করেনি— তে:মাকে সে যথেষ্ট প্রদা করে।"

"মিছিমিছি আমাকে ভূলিরে লাভ নেই। আর আপনারা যাতে আমাকে এ বিবন্ধ নিম্নে উত্যক্ত করতে না পারেন, আমি তার ব্যবস্থাও করে এসেছি"—

"কি ব্যবহা করেছ মীরা—কি পাগলামী করেছ ?"
"পাগলামি নয় হুরুষ। দি, আমি বিবে ক'রে এসেছি।"
"কাকে ? হুরুষা অত্যন্ত আশ্চর্য হুইয়। জিল্লাসা
করিল।

"ক্যোতীশ কে।"

"দে কে মীরা?

"তিনি একজন আশ্রমেরই কল্মী—"

স্থরমা ভাবিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"কৈ আমি ভো দেখিনি, তবে নামটা নেহাৎ অচেনা নয়—"

"আপনি চেনেন না, কিন্তু মি: বোস তাঁকে চেনেন, লোকে বলে তিনি নাকি আগে থ্ব ধারাপ ছিলেন। কিন্তু যে থারাপ হ'য়েও আবার ভাল পথে ফিরে আসতে পারে, তার একটা কৃতিত্ব আছে, বাহাছরী আছে— হুরমাদি! তার সঙ্কল্লের জ্বোর আছে। তব্ও হোন্ তিনি থারাপ, তাতেও আমার আপত্তি নেই, কারণ তিনি আমাকে কথনো ফাঁকি দিতে পারবেন না—কোনদিন। যদি অদৃষ্টে থাকে তবে ঐ থারাপই আমার ভাল হ'য়ে উঠবে। ঐ ধ্লোই আমার সোনা হবে একদিন আশীর্কাদ কফল স্বরমাদি—"

স্থ্যমা শুন্তিভভাবে বসিয়াছিল, সেই ভাবেই জিজ্ঞানা করিল—"কিন্তু তোমার বাবা, মা—আশ্রম ?"

"বাবা মা হয়তো রাগ করবেন, কিন্তু আমি জানি বাপ-মা কথনো পর হ'তে পারেন না—আশ্রম পাকবে— আমি যতদিন আছি, আগে একলা ছিলুম—এখন আন ভয় কি প ছক্তনে মিলে জীবন আমাদের উৎসর্গ করে। দিয়েছি—দেশের পায়ে।"

মীরাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া স্থরমা ধলিল—"মীরা বলে যাও, ভোমার স্থামীকে তুমি ভালবেদেছ ?"

মীরা ফিরিয়া বলিল—"ভালবাসা না বাসা জানিনা— ভবে মনে হ'ল এই আশ্রহই আমার শ্রেষ্ঠ অটল—বড় বড় গাছ ঝড়ে ভেলে প'ড়ে যায়, কিন্তু ঘাস কথনো ভালে না—ও, আমার ছোট, নগণ্য, দীনই ভাল।"

মীরা আর একটা কথা বল—"আমি—আমি তোমাকে এ কাজে উত্তেজিত করেছি কি পরোক বা অপরোক কোন ভাবে?"

মীরা ধানিকক্ষণ চূপ করিয়া নতম্বে দাঁড়াইরা, পদতলে প্রামারিত কার্পেটের একটা নক্ষা মনোবোগ সহকারে দেখিতে লাগিল—ভার পরে ধীরে মুখ ভূলিরা ব্লিল—"দভ্যি বলবো?" শ্হাা, মীরা সভ্যি বল, যদি ভোষার রায় আমার বিপক্ষেও হয় তবুও আমি এভটুকুও ছঃখিত হব না।"

মীরা একটু থামিয়া বলিল—"হাঁা স্থরমাদিঃ আপনিই" বলিয়া সে ক্রতপদে চলিয়া গেল।

স্থান সেইভাবেই অনেকক্ষণ সেধানে বদিয়া রহিল।
রাজীব ততক্ষণে বাহির হইতে আদিয়া অরিণের সহিত
অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিতেছিল। কিন্তু স্থানার
দুই কাণ ভরিয়া শুধু বাজিতেছিল Funeral marchএর
বিষাদ-ক্ষণ বিলাপ রাগিণী।

#### 30

হঠাৎ কোনদিক দিয়া কি হইয়া গেল। মীরা কি কাও করিল। আর সে বিজ্ঞের সহিত সম্প্রতি মেলা-মেশার জন্ম কি ওজুহাতে দিবে ? ওদিকে মীরার সঙ্গে সংক্ষে তাহাকে লইয়া কত আলোচনাই হয়তো হইয়া ষাইতেছে। কে জানে।

অনেকগুলি নিমন্ত্ৰণের কার্ড, মিটিংএর নোটাশ জ্বমা হইয়া উঠিল। কতকগুলি সভায় সভানেত্রীরূপে সে দেখিল বিনীতা দেবীর নাম। সবগুলি কার্ড চিঠি এক-পাশে সরাইয়া রাখিয়া হ্ররমা একদিন দীর্ঘনি:খাস ফেলিয়া ভাবিল—বীণা ঠিকই বলিয়াছে তাহাকে দ্রে সরিয়া যাইতে হইবে তাহাকেই সকল সম্বন্ধ বিভিন্ন করিয়া সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। কি হইল তাহার জীবন—একটা বিরাট অসফলভার প্রতিম্র্তিম্বরূপ চিরকাল কাটাইয়া দিতে হইবে তাহাকে। টাকা, প্রসা, পদমর্ঘ্যাদা, সব্ কিছু আনিয়া দিতে পারে না—সজে সক্ষেব্যি আত্মর্য্যাদাটুক্ও চাই।

তাহার উপর আজ কতথানি কলকের বোঝা চাপিয়া
বিদিন, তাহা সে উপেকা করিলেও, তাচ্ছিল্য করিয়া
কেলিয়া দিলেও তাহারি অনিবার্য্য, একাস্ত হইয়া
উঠিয়াছে বে, সে জোর করিয়া তাহা নামাইয়া রাখিলেও
অবলেবে মাধায় তুলিয়া নিতেই হইবে—কারণ এ বোঝা
ভাহারই। বিজ্ঞাের দােব কি ? না তাহারই দােব ?
সেই কি সম্প্রতি তাহার সহিত অভিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করিয়া

তাহাকে বৃথা আশার আশাহিত করিরা মীরার প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল? অথবা বিজ্ঞয় তাহার প্রতি তাহার গভীর প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া মীরাকে উপেক্ষা করিল? অ্বরমা তাহাকে সে অবসর দিল কেন্

মীরা স্থী হইবে কি না কে জানে ! কে এ জ্যোতীৰ ? মীরা বলিয়াছে রাজীব তাহাকে জ্বানে এবং লোকে তাহাতে ধারাপও বলে—সে মীরার মূল্য বুরিয়া তাহাকে য্পায়োগা সমাদর করিতে পারিবে ? বেচারা মীরা দারুণ অভিমানে हों। धकरी अनिर्मिष्ठ अथ वाहिया नहेया निस्त की उन्हों। এ ভাবে নষ্ট করিয়া দিল কেন? সেও তাহাকে ত্রিয়াছে এ লজা, এ তিরস্বার তাহাকে আরো কঠিন আঘাতে জ্জারিত করিয়া তুলিতে চায়। কিন্তু সে শুনিল না, সে বুঝিল না যে তাহার অন্তর্নিহিত গোপনতম ভাব ধারাপ ছিল না, বিজ্ঞার সহিত ঘনিষ্ঠতা করার প্রকৃত উদ্বেশ্ত দোষনীয় ছিল না। মীরা ওনিল না, তাহাকে তাহার সারা জীবনের জন্ম দায়ী করিয়া কোপায় কোন অপরিচিত সহষাত্রীর হাত ধরিয়া কোন অনিশ্চিত পথে চলিয়া গেল। নিজের জীবনের উপর তাহার ধিকার জন্মিল-পৃথিবীতে সে কি শুধু আসিয়াছে অমঙ্গল স্চনাকারী একটা ধুমকেতুর মত ? এই কি তাহার জীবনের পরিণতি ?

কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। রাজীব ও অরিণ চলিয়া
গিয়াছে কার্যান্থানে,—কাছাড় অঞ্চলের পাহাড়ে তাহারা
তেলের খনি লিজ লইয়া ছুইজনে অংশীদার হুইয়া কাজ
আরম্ভ করিয়াছে। স্থরমা একলা থাকে। সে কোনখানে
যায় না, কাহারও সহিত দেখা করে না, ভুধু স্কার্য স্মর্থ
অনেকটা মোটরে ঘুরিয়া আলে। আর অক্ত সমর্থ
ভুধু তাহার কাটে চিন্তায় চিন্তায়। আরো স্থনীলের খুড়িকে
আবরিত করিয়া বিজয়কে অতল সাগরে ভুবাইরা দিয়া
তাহার অরিণের কথা মনে হয় সব সময়ে। সে ভাহার
কথা ভনিতে ভালবাসে—তাহার সে অপ্রক্-কাহিনী
ভনিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে ইচ্ছা হর, তাহাতে
সে শান্তি পার। যথন চিন্তার ভাব, অস্ত্ হুইরা উন্তর্গ সে বই পড়ে, বাজার।

किह्न् मिन भरत अतिन कितिया आणिन।

স্বন্ধা তাহাকে দেখিয়া খুনী হইয়া রাজীবের কথা ও তাহাদের কাজের কথা জিজ্ঞানা করিল। অরিণ বলিল রাজীব বেশ ভাল আছে এবং বেখানে কাজ হইতেছে সেইখানে তেল পাইবার খুব সম্ভাবনা আছে। রাজীব শীদ্রই আদিয়া আবার চলিয়া যাইবে।

অরিণ কিছুদিন কলিকাতায় রহিয়া গেল, এবং দেই
দিন গুলি হ্রমার এক নবীন আনন্দে কাটিয়া যাইতে
লাগিল। সে রোজ আমে, বহুক্রণ গল্প করিয়া
কাটাইয়া দেয়, হ্রমা ভাহাকে দেখে, হ্রন্দর, বীর, অসমসাহিদিক যোজা। কত কবিতা কত গান তাহার কথার
ভিতর লুকানো থাকে, কত অজানা প্রের্মীর হাদিকালা
ধেলিয়া যায়, কত ব্দের ব্যথা, কত অক্রর বল্লা, কত
লাতির রহক্র, কত দেশের সমস্যা—সে পুঁজিয়া পায়
তাহার কথার ভিতর। হ্রমার কাছে অরিণ একটি
রহক্ত ভাগোর, একটা কল্পনা,—সে সব ভূলিয়া গিয়া শুর্
তনে তাহার কথা, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে তাহার ম্থের
দিকে। তাহার কাছে জীবনের আর একটা আবরণ
সরিয়া গিয়াছে,—এ যেন আর একটি অক্রের প্রারম্ভ।

শীত চলিয়া গিয়া বসভি আদিয়াছে—সারা প্রকৃতি নবীন জাগরণে জাগিয়া উঠিয়াছে—স্থরমাও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়া আবার তক্তাচ্ছন হইয়া ভূবিয়া গিয়াছে এক অভিনৰ স্বপ্নবাজ্যে, ৰাহা তাহারি জন্ম রচিয়া দিয়াছে অরিণ। তাহার উতল মন শাস্ত হইয়া খুঁজিয়া পাইয়াছে কি এক নুজন স্বচ্ছন্দতা—বাহিরের সমস্ত সম্বন্ধ শতাই বহিত করিয়া দিয়া, সে ৩ধু রহিল তাহার নবাবিশ্বত যথের কল্পনা রাজ্যে। সে চিঠি লিখিয়া অনেক সমিতির में अन अथवा मित्कोती अन जान कविन-धवः यज কিছু কাজ কর্ম, কাগল পত্র ছিল সব অক্তকে ভারার্পণ ক্রিয়া মৃক্তির নিশাস ফেলিল। সংক সংক একটু অত্-শোচনাও বোধ करिन-नकरनत छिछत राहे वा र्कन कनक्षात्रधेष हरेशा मधानमील हरेए भनारेशा चानिन ? भात एं। त्रेंह करेंद्र ना, भात एं। कहिरता नार्रेंस व कालिमा तन्त्रन हैंव नार । क्लिबाकांत्र एक विनीका सरी विशेश श्रेष्ठ चानिया चार्क निर्माणीय हुन्म निर्माप छेरेवा एमन्यूना वहेवा **छोराज्यक** नाव त्म क्ष

অরিপের সন্ধ সকল হংথ ভার লঘু করিয়া ভাহার ভাশিও প্রাণে শাস্তির প্রবেশ লেগন করিয়া দেয়—এবং সেই ভাহার একমাত্র সাস্থনা স্বরূপ সমন্ত হংথকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে।

অবিণ ইতিমধ্যে আব একবার গিয়। ফিরিয়া আসিয়া জানাইয়াছে—কাজ ভাল চলিতেছে, তেলের সন্ধান মিলিয়াছে। রাজীবও স্থ্যমাকে উৎসাহিত করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, তারপরে পত্রের শেষাংশ একটু হাতাশা মিলিত আক্ষেপে ভরিয়া দিয়া ছই লাইন লিখিয়াছে—"এছ পরিশ্রম, এত সফলতা কার জন্ম স্থ্যমা? মনে হয় আমার সব শৃশ্ব হয়ে গেছে, শুধু একমাত্র সান্ধা প্রণব!

স্থরমা চিঠি পড়িয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, মনটা ক্ষণকালের জন্ম বাথিত হইয়া উঠিল। একটু আআগানি, একটু অমুভাপ, একটু সঙ্কোচ কিছুক্ষণের জন্ম ভাছার মনটাকে আন্দোলিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজীবের আজ এ হতাশার অংকেপ কেন? কেন তাহার স্ব শুনা হইয়াছে ! মিনতির পূর্ণ ভাতার আজ শুনা হইল কাহার অভিশাপে? সে তো মনের সর্বচিন্তা হইতে তাহাকে অপসারিত করিয়া দিয়াছে বছদিন আগে, মনের এতটুকু ভাবনা দিয়াও তো দে তাহার কোন অনি कामना करत नाहे, ज्राव ता भीरवत आब मव भूना टकन ? আর, তাহার হার ভাব গুলি জাগিয়া উঠিল কেন আজ বসন্তের অনন্ত আহ্বানে ? দে জাগিয়াছে,—ভাহাকে জাগাইয়াছে কে? অরিণ-অরিণ! উদামতার নয়. চঞ্লতায় নয়, উচ্ছুখলতায় নয়, উচ্ছুাদের প্রবলতায় নয়, **७५ म्द्रती**द मञ्के श्रद्रण, द्वननाद मृद्**श्वान, मनद्यद्र भास** हिल्लाल-। त्कांन पिरन, त्कांन मारम, त्कांन करन, ভাহার প্রাণে বসন্ত আবার ফুলে ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার অন্তরের কুঞ্চবিতানে সকল পর্ব মুঞ্চরিত করিয়া शकात्र त्कांकिन फाकिया छेठियाहि, छाहा तन हिनाव कतिया ब्राप्थ नाई--

"হরমা" তথু এই একটা নাম ভাকে সে পাইরাছিল সমত বিশেষ মাধুরী,—প্রথম মানবের প্রথম বাণী ক্রবের আনস্থাপ্ত বিশ্বর, ঐ একটা মাত্র ভাকে সে সম ভূলিয়া একেবারে আপন করিয়া লইরাছিল ভার্যাইক,—আর শরিণ ?— সেও লর নাই কি । তারণরে প্রতিদিনকার সাহচর্ব্যে নিবিড হইরা উঠিল তাহাদের শহুরের ভাবধারা, ছইজনে ছইজনকে আপন করিয়া লইয়া রচিয়া তুলিল নিভতে—তাহাদেরই একান্ত, নিজস্ব একটা রাজ্য,— লগতের বাহিরে সর্বলোকের অস্তরালে।

अंत्रिनं द्यांक आत्म-श्वत्रमा बाकाय, अदिन त्नातन, चौत्रिन चरुरत्तत्र चर्चा निर्दरमन करत्, खुत्रमा श्रष्टन करत्। কঠিনতার আবরণে আবৃত শুক্তির অন্তরশায়িনী মুক্তার মত তাহার মন নির্মান, পবিত্র, মহামূলা,—স্থরমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার কাছে সে পায় শান্তি, বিরাম, बानाशीन, উखानशीन, श्रिक बात्ना। प्रःश्व माखना, श्रुश्य উলাস আর কেহ তাহাকে দেয় নাই তো কোনদিন— **শ্বা**ধে সে তাহার কাছে সমস্ত কথা বলিয়া যায়, তাহার জীবনের হুখ, তৃ:খ, সমস্থার কথা-জ্যার সে শোনে সরদ দিয়া, তারপরে অতি যত্নে আদরে, তাহাকে বুঝাইয়া দেয় সমাধান করিয়া দেয় সমস্ত জটিলতা। সে চিরসাধী ক্ষপে ভাহার হাত ধরিয়াছে; জীবনের বন্ধর পথে বৃঝি **हिनाला भारेग्राट्ड इन्नम।—आ**त भेष जारात खंडे रहेरात নয়। সেদিন সন্ধার পর সে বসিয়াছিল, আর স্থরমা ৰাৰাইডেছিল-Beethoven এর Pathetique Sonata-প্রাণ দিয়া। স্থরের ব্যধা ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার প্রতি-ধানিত করিয়া তুলিভেছিল তাহাদের অন্তরের বেদনার বাণী-জনেককণ বাজাইয়া বাজনা পামাইয়া স্থামা বসিয়া র্ষ্টিল। অনেককণ ছইজনে সে নিঃশব্দ ধ্বনি উপভোগ ্ৰুবিশ—নিত্তৰ কক্ষতলে তখনো স্থবের রেশ ঘুরিয়া মরিতে-हिन-वाजान कांशाह्या, कुनत्क कें।नाह्या-अतिन विज्ञा-िहिन" (जामारक **भागवानि वनरवा ना, कात्रव भीवरन भरनक** वात्र ও কৰাটা বলেছি ও তার অমর্ব্যালা করেছি, কিন্তু তুমি ৰামাৰ সমত আত্ম। কুড়ে একটা পূৰ্বতা এনে দিৰেছ, ি আমার জীবনে এক অভিনব আনন্দ মূর্ত্তিতে এসে দেখা Picas I"

আর একদিন সে বলিয়াছিল—"ত্রীলোকের উপর আমার চিরকাল একটা ছণ। ছিল। পৃথিবীর সব আরগা ছুরেছি কিছ জীলাতির প্রতি ছুগে অনেকবার বল্লেও অভরে কথনো প্রভা বা ভালবাসা অভ্যুত্ত করিনি কি তুমি আমার সমন্ত জান বিবেক্কে উজ্জান কা কি আনন্দের দীপশিখা জালালে—কি চির রমনী মধুর ছবি দেখালে? তোমার চেয়ে ফুল্র দেখেছি, তোমার চেয়েও বৃদ্ধিমতী দেখেছি, তুর্নি আমার কি কারে তুল্বার জন্ত জগণে নেমে এসেছো। আমার কেউ মেই, এতদিন একা এব থেকে এক হর্দান্ত জীবন বাপন করে এসেছি। কিং আর ভাল লাগছে না। এখন ইচ্ছা হয় শান্তভাবে ভালুপ করে ভারে থাকি, আর তুমি আমাকে ভানিরে যাপ তারু অনন্ত ফুরের অনন্ত রাগিণী। জীবনের পথে যাদের সক্তে কেথা হয়েছিল। সর পরিচয়েই তাদের কাঞে চিরবিলায় চেয়ে নিয়েছি,—কিন্ত তোমার সক্তে প্রাণ্টার চির-বিশ্রাম, চির-অবিচ্ছিরতা।"

স্থরমাও তাহাই চায়—স্নিগ্ধ মধুর জ্যোৎদ্বা-ধারাঃ ভাহার নিবাম জালা শান্তি পাইয়াছে। সমস্ত ক্তের ষ্মণা নিরাময় হইয়া সে নিরোগ হইয়া উঠিয়াছে।

ভাহাদের কথার আড়ছর ছিল না। ব্যবহারের বাহল্যতা ছিল না, শুধু ছইজনার আত্মা মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, এবং অস্তরের ভাহারা বুঝিত পরশ্পরের অস্তরের ভাষা। একদিন অরিণ বলিয়াছিল—"হরমা, আমি নিচ্ছেকে বোঝাতে ভোমাকে একটা কথাও বলবো না। কারণ এর মাগে কথা আমি জারো জনেক বলেছি এবং এখনো বলতে পারি অক্স্তর, কিন্তু ভোমার কাছে আমি শুধু কথা ব'লে ভোমার অ্মর্য্যালা করবো না, বা নিজেকেও খেলো করবো না।"

স্থ্যমাও কিছু ওনিতে চায় না, বলিতে টার্ছ না, সেও ওধু অহন্তে বায় প্রাণে—মনে।

ভারপরে—একদিন অনেকদিন পরে ক্রমা চমবিরা দেখিল, অনেকদিন হইয়া গিয়াছে রাজীব আনে নাই। অরিণ ইভিষধ্যে আরো ভিন চারবার পিরা ক্রিরিয়া আনিয়াছে। রাজীব প্রভ্যেকবারই বলে আরিকে আদিবে কিন্তু দিন চলিয়া বার, মাস চলিয়া বার । একটা রাজীব আনে মা।

নেদিন স্বাচন অহিণ আনিহা অনিদ

# পুষ্পপাত্র ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতা–৯ নং



- -প্রথম প্রস্কার--- "আমি ভাঙ্গির পাধাণ কারা

আমি জগৎ জুড়িয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পাৰা\*—

শীঅমিতেন্স নাপঠাকুব

---কলিকাগ

"আঁটী আঁটী ধান চলে ভারে ভার"

২য় পুরস্কার---

শীক্ষীরোদকুমার চৌধুরী, কলিকাতা।

পু: ফঃ প্রতিযোগিতা নং ৮





**এতি অসীম চটোপাখার, বাঁকুড়া।** 

য়াছিছ। আমি পেলে রাজীৰ অবসর হবে, আসতে

ইব্যা জিজাসা করিল—"আর তুমি ?"

"আমি? আমিও শিগ্গিরই আসবো—কারণ তুমি জানো—তোমায় ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারি না। বিশ্বাস করছো না? যদিও আমি জীবনে সভ্যি কথা খ্ব কম বলেছি, কিছু ভোমার কাছে আমি কথনো মিধ্যা বলতে পারি না।"

কিন্ত তোমাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল তুমি ঠগ, জোচোর, প্রতারক।"

অরিণ হাসিয়া উঠিল—"অতটা ন। হলেও কাছাকাছি

ঠিক কল্পনাই করেছিলে। জীবনে তোমার জাতটাকে

ঠিকলেছি অনেকবার, আর ঠাকয়ে আনন্দও পেয়েছি—

কিন্তু তোমার সংক্ষ কথনো প্রতারণা করতে ইচ্ছা হয়নি,

একদিন কি ? এক মুহুর্তের জয়েও নয়।

আরণ বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে স্থরমা বড়ই নি:সক বোধ করিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার সে ফিরিয়া আসিতে, খুসি হইয়া সে রাজীবের কথা জিজ্ঞাসা করিল— "আমার স্থামী আসছে না কেন?"

অরিণ বলিল—"আমি ঠিক বলতে পারছি না,—একট।
জায়গায় যথেষ্ট তেল পাওয়া গেছে, ভাল কাজ চলছে।
আমি তাকে বলেছিলুম আগবার কথা, কিন্তু সে বললো
তার দেখানে থাকা বড্ড দরকার।"

স্বনা একটু ভাবিয়া বলিল—"কিন্তু অনেকদিন হয়ে গৈছে যে—আর কোন বিশেষ কারণ আছে বলে কি ভোমার মনে হয় ?"

অরিণ বলিল--"তা জানি না হুরমা--"

"নামার উপর কোন বিরক্তি বা **অসন্ত**টি কিছু টের পেয়েছ কি ?"

"না সে রকম কিছু ব্ৰতে পারিনি—"

"তবে এই বে তুমি আসছ—বা আমার সদে বেলা-মেশা—এ সব জানে কি ?"

"কি বানি তবে সে নিৰেই আমাকে বলেছে—আমার ত্রীকে দেখো।"

क्षाण छनिता सत्रमात पुरू काशिता छेडिल-जासीय

নিঃসংখাচে, অটন বিখাসে, ভাহাকে দেখিতে জলে অরিণকেই, আর সে সেই বিখাসেরই অপলাপ করিতেছে!
এ কি অভায়, এ কি অবিচার।

**ज्यरागर ज्ञानकामन भरत अकामन बाकीन कितिबा**े আদিল। স্থরমা তাহার আগমনে একটু খুদী হইলেও খানিকটা অসোয়ান্তি বোধ করিল। তাহার মনে হবল আর সে অত ঘনিষ্ঠভাবে হয়তো অরিণের সহিত মিশিকে शांतिरव ना। किन्त निर्द्धातकर चांवात रहाथ बाढारेबा শাসন করিয়া ভাবিল, রাজীব কোনদিন ব্যবহারে বা ক্লায়, তাহার কোন কাজে বা গতিবিধিতে ভো বাণা দেয় নাই—ভবে কেন ? গৃহস্বামী ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার নিজগুহে, ভাহাতে তাহার মনে এ বিধা বা আপত্তি কেন 🕈 স্থামা নিজেকে তিরস্কার করিয়া পরকণেই তাহাকে হাসিমূথে সম্বৰ্জনা করিল। সেদিন সে एफ করিয়া রাল্লাখরে পাকের ব্যবস্থা করিয়া দিল, রাশীব খাইবার সময়ে সামনে গিয়া বদিল—একটু বেশী ক্রিয়া যত্ন, আপ্যায়ন করিতে ইচ্ছা হইল। কিছ হঠাৎ আৰ এত আধিকাই বা লে দেখাইতে চার কেন ? নিজের পঞ্ তুৰ্বল হট্যা গেলে লোকে এমন করিয়াই বুঝি নিম্নেট্র সমর্থন করিতে চায়? স্থরমা ভাবিল এ कি ভাতার রাজীবের প্রতি প্রীতি, অমুরাগ ? অথবা অধু বিবেশ-প্রণোদিত কর্তব্য-বোধ ? না বামীর প্রতি অভারাচারিশী পত্নীর "শুক্ত-পাদ-পূরণ ?" কিন্ত হাসিতে গিরা ভাতার হাসি শুকাইয়া যায়, সে বেশীক্ষণ ৰসিয়া আলাপ করিছে পারে না-মন,প্রাণ আপনা হইতে সহুচিত হইয়া খাসে-জোর করিয়া হাসিতে গেলে মনে হয়, অভিনৱে আধিকা-দোৰ ঘটিতেছে বুঝি-। মনটা আন্দোলিত হইরা উঠে-এ কি হইল ভাহার ? খামী দুর হইতে দুরাশ্বরে কড पूरत চलिया शियारक,-क्फ शत, क्फ जरहना दरेका গিয়াছে সে,আর একজন অপরিচিত আসিরা আপন হইছে আপনতম হইয়া বসিল !—আর এ কি, বিভ্ৰনা! 🥵 অহুরাগ বে সাম্বনা সে সামীর নিকট হইচ্ছে পার নাই छाहा त्न भारेबारक अमन अक्बनांत कारक—बाहारक दकान किंद्र विनेशा शतिकत विवास नारे। छन् तम शास्त्र ना मन्दक दबात कतिया अतिरात विक स्टेरफ कितादेश

আনিতে, তাহা একেবারে এক হইয়া মিলিয়া সিরাচি তাহার সহিত, আর সাধ্য নাই তাহা দে চয়ন করিয়া পুধক্ করে।

এক এক সমরে সে নিজের পক্ষ-সমর্থন করিয়া ভাবে সে কিছুমাত্র অন্তান্ত্র করিতেছে না, তাহার প্রতি অন্তান্তর প্রতিশোধ লইতেছে মাত্র,—রাজীবের প্রায়ভিত্তর ব্যবস্থা করিতেছে মাত্র—কিন্তু পরকণেই মনে হয় রাজীবের সমস্ত অপরাধের তুলনার, এ প্রতিশোধের মাত্রা কত বেশী ইইয়া গিয়াছে, তাহার প্রায়ভিত্তের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সে নিজেকে কতথানি অপরাধী করিয়া ভুলিতেছে, এত কিন সে তাহার উপর অন্তান্ত্র অবিচার করিয়াছে বলিয়া অন্তরে বাহিরে অনবরত হৃষিয়াছে, তাহারই প্রতি আজ সে কত বড় অন্তান্ত, অবিচার করিতেছে। স্থরমা একট্র লিজ্কিত ইইল, রাজীবের প্রতি সমবেদনা অস্তব করিল—কিন্তু তাহার সমস্ত জন্মকে পরাভ্ত করিয়া, অটল অচঞ্চল ইইয়া রহিল—তাহার অন্তরে আমূল প্রোধিত অরিণের নামান্তিত রন্তিন বিজয় নিশান—!

রাজীব আসিরা বলিয়াছে ওধু তাহার কাজের কথা—
"এত শিগণীর যে তেল পাওয়া যাবে সে কথা আমরা
ভাবিনি—জনেক পরিপ্রম ক'রে ডবে সন্ধান মেলে—
কিন্তু আমান্টের এটা প্রথমেই রুতকার্য্য হয়েছে—"

र्रेडिमी विनित्रे—"अपार्टन नाकि धूर्व क्लेकार्डशांना प्रमार्टनी इर्रोडिंह ?"

শ্রী ওটা একটা সহর বিশেষ হয়ে উঠেছে। বর্ত লোক কত কুলী সমানে কাল করছে—আমার সেখানে ধার্কতৈ ভাল লাগে—"

चर्रेमा तिथिन ताकीरिय किंद्रिमिन शृंदर्स विथा जीविश अक्षेत्र केंगिया निर्माहरू निर्माण निर्माहरू निर्माण निर्माहरू निर्माण निर्माहरू निर्माण निर्माहरू निर्माण निर्माहरू निर्माण निर्माहरू निर्माहर

ইরমা লক্ষ্য করিল তাহার এই দিকে আসিবার প্রয়ো হয় প্রণবের জন্ম আর কার জন্ম কি জামি, তাহার জ্ব নিশ্চম নয়,—আর টাকার প্রয়োক্ষন হয় রাজীবের হ্রমাট জন্ম- হ্রমা টাকার কাঙাল, টাকারই সলে ভাহার সহিত্ সম্পর্ক বেশী। কিন্তু সে কিছু বলিল না, গুরু বলিল "আমারও বড় একলা লাগতো—"কিন্তু কথাটা ভাহার নিজের কাণে একটা উপহাসের মত ভনাইল।

অরিণ আগের মত আদে, রাজীব আগের মতই হানিয়া
সম্বর্জনা করিয়া অনেকক্ষণ কথা বলে,—তারপরে দে
সরিয়া যায়—নি:সংকাচে, বিধাবিহীন ভাবে,—তথন স্বর্জা
অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাজায় ও অরিণ শোনে—। রাজীব
একবার খোঁজ লয় না, বা দেখিতে আদে না অরিণ
রহিল কি গেল—। একদিন স্বর্জা অরিণকে বলিল—
"দেখো আমি অভায় করছি বলে মনে হয়—"অরিণ
বলিল—"তা হয়তো হয়, কিস্কু সত্যি করে ভারতে গেলে
অভায় করছ কি ? আমি তো ভোমাকে অভায়ের পথে
নিয়ে যাচ্ছি না স্বর্জা, আমি চাই তুমি মানে, সম্পানে,
তোমারই উপযুক্ত পদমর্ঘালায় থেকে জালতে শ্রেষ্ঠ
আসন লাভ কর,—তাতে সবচেয়ে আমারি আনিক বেশী
হবে—আমি এমন কিছু করছি না যাতে রাজীবকে অভায়
করা হচ্ছে গেইজভ্য আমার বিবেক পরিজার—

হরমা আর কিছু উত্তর প্রিয়া পাইল না—কিছ তব্ নিজেকে সে ভূলাইতে পারিল না—মন তাহার বার বারই বলিয়া উঠিল "অক্তায়—"

রাজীব ক্ষেক্দিন রহিল। সেই ভাবে কাজ কর্ম লইয়া, হ্রমার সজে খুব কম কথা বলিয়া, রোজ বাহিরে একটু বেড়াইয়া আসে এবং সঙ্গে লইয়া যায় প্রশ্বকে। প্রণব এপন অনেক কথা বলিতে পারে, রাজীবকে ভালও বানে খুব, মারের চাইতেও বেনী। হ্রমা প্রায় ভারীকিউনিক গর করিতে ভনে। প্রায় সমত কর্ণই রাজীব ভারকে কাছে রাখে, তাহারই সজে হাসে, বেলা করে, গর্ম করে। স্থায় পরে যথন ভাহারা বেড়াইয়া বার্ড়া কিরিয়া আনি প্রায় ব্যবহার কাছে ক্লিটিভ ইয়া ভাহার কাছে কেডিটিভি কিরিয়া আনি

एक्या त्रार्थ वाकारतक बार्सक नावबंदन के

গিয়াছে। গাড়ীর্গ অনেক বেশী বাজিয়া গিয়া তাহাকে আরো হির অচ্পুল করিয়া দিয়াছিল। রাজীবের সমস্ত মন প্রাণ বেন গভীর ভাবে কোন পাণরের সহিত এথিত হইয়া গিয়া, একেবারে বজ্ঞের মত কঠিন হইয়া, বিরাট পর্বতের মত অটল হইয়া গিয়াছে। আর বিশ্বপ্রাসী প্রবল ঝথায় ভালিবার নয়—প্রলয়ান্তকারী ভীষণ ভূমিকম্পেও টলিবার নয়। তাহার ছই পাশের চূল অনেকগুলি স'লা হইতে আরম্ভ ইইয়াছে—বয়সের অধিক রেখা মুখে সম্পেষ্ট ইইয়াছে। স্থরমা বৃঝিতে পারে ভাহার মনের সহিত কি কতগুলি কথাও বৃঝি সঙ্গে সঙ্গে পাথর হইয়া গিয়াছে— যাহা আব এ জীবনে ক্ষয় ইইবার নয়,—কিন্তু কি সে কথা ? কোন সে কাহিনী—? মিনতির না তাহার ?

এক দিন সন্ধার সময় স্বমা প্রণবকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া লাইবেরীতে প্রবেশ করিল, দেইদিন তাহার মানস-পরে ফটিয়া উঠিল ঠিক আর এक मिरनत . इति, — जात्र একদিন সে আসিয়াছিল-আর রাজীব গুনাইয়াছিল তাহাকে শেলীর কবিতা-সেদিন সে ছিল অমুরক্তা স্ত্রী, ---প্রথম-সন্তান-মেহসিকা মা। — কিন্তু আৰু সে কোথা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে-কাহার লোবে ও কিসের নেশায় ? সেই সব আছে, সেই ঘর আছে, বাড়ী আছে---তথু সে আর সে হুরমা নাই—রাজীব আর সে রাজীব नाहै। निःभरम त्म हाविमित्क हाहिया तमिन-छिक সেই রক্ম অর্দ্ধ আলোকিত বর, সে দেখিল ঠিক সেই দিনের মত একই স্থানে কে বসিয়া আছে, স্থরমা বুঝিতে পারিল, যে কে তাহার চোধ ছইটা আলা করিয়া উঠিল,— <sup>সে দেখিল</sup> রাজীব টেবিলের উপর ছুই হাতের ভিতর माथा खं जिया बनिया चाटक, चात टानव महीत द्वेश চিত্তিত ভাবে পিতাৰ ৰাধাৰ ছোট্ৰ ছোট বুলাইয়া निटिं । स्त्रमा कुरुनाद निःशास वत रहेर बाहित रहेश (शन, जारात काथ साहिता चन साहित्यकिन । क्ष प् इःथ ভाর **चान, बानोह्यद प्रेश्नद ना**शिता चानिवाहक-াহা তাহার উন্তর শিরবে, ছাজি, করে, মানি, ভরে, এ লাবে ল্ডিড কৰিবাহে ? পাছ কি কেব ভাষাক সামনা मेरात नारे-अक्टाब निष् वार्व होता.

তাহার একবার ইচ্ছা হইল সে যায়, কিন্তু পা ভাহার চলিতেছিল না, কলছিত হাতে আর লে পার্শ ক্রিছে সাহস করে না রাজীবের দেহকে—

ভারণর দিন্ট রাজীব হঠাৎ চাকরদের হকুম ছিল তাহার জিনিষপত্র ঠিক করিতে এবং বলিল নেট রাজে সে চলিয়া যাইবে ধনিতে। স্বরমার একবার ইচ্ছা হুইল বলে আর কয়েকদিন থাকিয়া যাউক, কিন্তু বলিত্তে পারিল না।

সে সারাদিন রাজীবের কাছে কাছে ঘ্রিয়া বেড়াইল, জার রাজীব সারাদিন প্রণবকে নিয়া রহিল, তারপরে পিতাপুত্রে হুইজনে বিকালে বাহির হইয়া প্রায় এক্গাড়ী ধেলনা কিনিয়া আনিল।

রাজীবের বিস্বার ঘরে প্রণব চারিদিকে খেলনা লইয়া উদ্ধানত ইইয়া থেলিতেছিল। স্বর্মা কিছু করিছে হইবে সেইজগুই অনিচ্চায় অক্সমনস্বভাবে প্রণবের উচ্ছুদিত কথার উত্তরে হু একটা কথা বলিয়া খেলনাগুরি, দেখিতেছিল, আর রাজীব হির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল—মুখে মারে মাঝে একটা ব্যথার ভাব স্থাপাই ইয়া উঠিতেছিল, এবং কি বলিতে গিয়া ওঠপ্রাছে দেক্

ক্রে যাজার সময় হইয়া আসিল। নীরবে রাশীর, বিদায় গ্রহণ ক্রিল, অ্রমা মৃত্যরে বিজ্ঞানা করিল— "ক্রে আসবে?"

রাজীব ওছ হাসি হাসিয়া বলিল—"বানিনা" ভুরু প্রণবকে একবার বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে ফাতপদে নীর্ক্ন নামিয়া গেল—

ম্থরা হ্রমা আজ পব ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছে—সে
চূপ ক্রিয়া সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া গাঁড়াইয়া রহিল।

কি এমন কি ছিলা, কি এত ভাবনা রাজীবকে আছের করিয়া ধরিয়াছে তাহার আনুতে ইছা ছব—কিছ ক্রিলাসা করিছে সাহস হয় নাই। মাথে মাবে মনে হব সে কি তাহার সক্ষে কিছু বুকিছে পারিয়াছে? কিছু আনিতে পারিয়াছে কিছু না বোধন্ত—তাহা হইলে সে কি অনিগতে বৃদ্ধু আনুত্র, স্কাবে, ক্রিডে গারিড। ব্যক্তিন আবে বাকীন আন্তানে কি বনিজে চাহিয়াছিল— কিন্ত সেদিন বিজয়কে লইয়া বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতে তাহার দেরী হইয়া গিয়াছিল, তারপর হইতে সে আর তাহাকে কোন কথা বলে নাই, তারও পূর্ব্বে সে কতদিন কি কথা বলিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, স্বরমাই তাহা উপেক্ষা ভরে ভনে নাই। তাহা হইলে সে কি ভাহার কাছে ফিরিয়া আদিতে চাহিরাছিল—এবং স্বরমাই কি আর্দ্ধণথ হইতে বিদার করিয়া দিয়াছে তাহাকে? আর এত শিগ্লির তাহার এত পরিবর্ত্তন হইল কিসে? কাহার জন্ম? তাহার কি? না মিনতির? অরিণের কাছে দে যাহা পাইয়াছে তাহা কি সে রাজীবের কাছে পায় নাই? অথবা পাইয়াও গ্রহণ করে নাই? কে বলিবে?

স্থান ব্যথা পাষ কিন্তু উপায়ও খুঁজিয়া পায় না।
স্থায় বুঝিয়াও দে নিজেকে বারণ করিতে পারে না,
শেষ জানিয়াও সংশোধন করিতে পারে না—আর অরিণ,
সে যে তাহারি হইয়া গিয়াছে—একান্ত ভাবে। তাহাকে
ভূলিয়া যাওয়া বা দ্রে সরাইয়া দেওয়া, এ প্রশ্ন তাহার
মনে একবারও উঠে না, ইহা বেন নিভান্ত অপ্রয়োজনীয়
ও অসম্ভব।

কিছ হারমার মনে কিসের একটা পীড়া, অশান্তি
সমানে তাহাকে সব কাঙ্গে চঞ্চল, অন্থির করিয়া তুলে।
মাঝে মাঝে সে ভাবে—বেশ তো নিশ্চিন্তভাবে নিজের
জীবনটাকে সে গুছাইয়া আনিয়াছিল—কিন্তু এ অশান্তি
কোপা হইতে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল ? সে তো
রাজীবের প্রতি, সংসারের প্রতি নির্বিকার নিরপেক

হইয়া স্থাপ ছিল এতদিন—কিন্তু আবার এ লিশারভাব তাহার মনে উদয় হইয়া তাহাকে অধীর করিয়া তৃলিভেছে কেন ? এ কি অরিণের জক্ত ?

তবুমন তাহার উদাদ হইয়া যায়—এই ভাবিয়া শ্ব সংসার তাহার ভাদিয়া গিয়াছে— তথ্ধ নীরবতা বুকে লইয়া আর কি রাজীব কথা বলিবে? সে অরিণকে সব কথা বলে—কিন্তু সে অনেক কথা বলিয়া ভাহাকে সাস্থনা দিতে চেটা করিয়া বলে—"কিন্তু স্বর্মা—একি আমার দোষ ?" স্থরমা গাঢ়ম্বরে বলে—"না, ভোমার দোষ নয়—তৃমি বরং আমাকে তবু বাঁচিয়ে রেখেছো অরিণ"—

ক্ষেকদিন পরে—অরিণও একদিন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বলিল—আরো ক্ষেক্টা জায়গা ঘূরিয়া দে রাজীবের সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিবে—অরিণ চলিয়া গেল, স্থরমা নিজেকে আরো বেশী নিঃসঙ্গ মনে করিল—একলা অনেকক্ষণ পিয়ানো বাজাইয়া—ভারপরে উঠিতে যাইবে, এমন সময়ে কার পদশব্দ, পরিচিত—মতি পরিচিত চলন ভঙ্গি ভাহার কাণে বাজিয়া উঠিল—ফ্রড অসহিষ্ণু বারান্দা অতিক্রম করিয়া সেইদিকে আসিতেছে, স্থরমা কম্পিত বুক একহাতে চাপিয়া রুদ্ধ নিঃখাসে দাঁড়াইয়া রহিল—ভারপরে আপাদমন্তক সাদা একটুক্রা হাবা মেঘের মত পৃথা প্রবেশ করিয়া ভাহার গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—"বৌদি—মামি উড়ে এমেছি—what a thrill!"

ক্ৰমণ:





ওয়াহিবী ধর্মের মূলমন্ত-হজরত কোরাণের খোকগুলির হাদিশ বা ব্যাখ্যা রচনা করিয়া জন সমাজে প্রচার করেন। কালকেনে মুদলমান ধর্ম জগতে ছড়াই**য়া** ণ্ডিলে উহাতে বিশ্বজ্ঞীন ভাবধারা সংযোজিত ক্রিয়া দিবার মানদেই ইমামগণ দেশকাল পাত্র অন্ন্যায়ী নৃতন কাজেই কয়েক शक्तिन वा व्याच्या व्यवस्य करत्न। শতালী গত হইলেই কোরাণ বর্ণিত মুসলমান ধর্ম ওয়াহিবী ধর্মের অনেকটা রূপান্তর গ্রহণ করে। প্রবর্ত্তক মার্টিন লুপারের স্থায় কোরাণের প্রত্যেক অক্ষরকে ভগবানের জ্ঞান্ত ও প্রত্যক্ষ আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার অফুচরগণকে উপদেশ দেন। মুসলমান সমাজে যথেষ্ট বিলাস-ব্যসন প্রবেশ করার উহার সৌভ্রাভূত্ব-ভাবের অনেকটা কুল হইয়াছিল। আরব কিছ পূর্ববং দ্রিন্ত দেশ থাকায় এবং কোন প্রকার বিশাস-বাসন তথায় প্রবেশ করিতে না পারার আরবের ওয়াহিবগণ मर्मश्रकात विनाम-वामामत विक्रांच युक्त स्वायना करता ত্ৰীর ফলতান বা পারখোর সাহ ওয়াহিবগণের এই ব্যবস্থায় সম্ভষ্ট হইতে পারিলেন না। বাদশাহাগিরি করিতে গেলেই জাক্তমক ও আড্ডরের প্রয়েজন। ওরাহিবগণের আওখহীন জীবন-বাজা তাঁহাদের পক্ষে প্রহণীয়ই রহিয়া বায়। ভাষায় পর মুসলমান ধর্ম ৰগতের নানা হলে প্রচারিত ও সেই হানের ব্যবহার ম্সসমান ধর্মে থ্ব স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। পারক্তের দর্শন ও কবিতা, ভারতের শিল্প ও কলা বিচ্ছা, তুরস্কের শোর্য্য মিলিত হইয়া এক ন্তন ম্সলমান সমাজ ও সভ্যতা স্ট হয় ঘাহাতে আরবের ম্সলমানগণ আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলেন। ওরাহিবী ধর্মে আরবের আরবের আরবরত্ত্ব পুনর্জীবিত করিবার চেটা করা হয়। এইজন্মই ওয়াহিবীগণ যথন হজরতের সমাধি আক্রমণ করিয়া উহার উপরকার সৌধ-ভবনটী ভালিয়া দেয়, তখন তাহারা আরব-জাতির মর্ম্ম-কথাই প্রচার করে। মঞ্জুমির দেশ বাসুকার উপর রাজজ্ব হাপিত হইলে সৌধ নির্মাণ করিবার অর্থ কোঝা হইতে আসিবে। কিন্তু তুর্লীর অধীন থাকায় এই জাতীয়তা উনবিংশ শতান্ধীতে থ্ব স্পটভাবে প্রকাশিত হইজে পারিল না।

ওয়াহিবী ধর্মের অফান্য শাখা প্রশাখা—
পূর্ব বণিত সাহারা মকত্মির সেরুসী মতবাদ ওয়াহিবী
মতবাদেরই শাখা মাত্র। সাহারার গভীর মক মধ্যে
অবস্থিত থাকিয়া ভাহারা অনেকটা স্বাধীন ভাবে আপনাদিগকে প্রকাশিত করিতে পারে। ভাহাদের শাসন
প্রণানীও অনেকটা প্রশংসনীর । বর্তমান শভাজীতে
মধ্য-আরবে ইবনে সাউদের নেতৃত্বে আহোভান নামক
মুস্সমাম বর্মের এক নৃতন শাখা দেখা দিয়াছে। মনিবের
আত্তির প্রকাশ করাই এই শাখার ক্রা উদ্দেত।

ইব্নে সাউদ একজন কর্মী বীর পুরুষ। গত মহাযুক্ষের পর তিনি মধ্য আরব দেশের বেছুলনগণকে সভ্যবন্ধ করিয়া এক ক্ষমতাশালী রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন।
হেজাজ তাঁহার ব্যশতা স্বীকার করিয়াছে। ইরাকের
রাজা তাঁহার সহিত সধ্যভাবে আবন্ধ হইয়াছেন। ইব্নে
সাউদ এখন সমস্ত আরবদেশে এক বিস্তৃত জাতীয় রাজ্য
স্থাপন করিবার স্বপ্ন দেখিতেচেন।

পারখ্য একটা বহু পুরাতন সাম্রাজ্য। তাহার ভাব-ধারা অনেকটা আমাদের ভাবধারারই মত। আরবের মুসলমানগণ এই রাজাটী জয় করিলে উহার সভাতার নিকট তাহাদিগকে অনেকটা শির নত করিতে হয়। আমাদের দেশের বেদান্তের ভায় এখানে সফি ধর্মের বিকাশ ঘটিয়াছিল। পরাজিত পার্শ্র আরবের ধর্ম গ্রহণ ক্রিলেও আপনার প্রয়োজনামুষায়ী উহাকে রূপান্তরিত করিয়া লয়। চন্ধবতের জামাত। আলিকে আরবের মুসলমানগণ থলিফার পদ প্রদান করিলেও তাঁহাকে একমাত্র থলিফা বলিয়া স্থীকার করেন নাই। পার্স্থ নিজের স্থাতন্ত্রা রক্ষা করিবার জন্ম আরবের অভিজাত-গণকে কোনরূপ প্রাধান্ত না দিবার মানসেই আলিকে একমাত্র খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। দামস্বদে ও বাগদাদে নিত্য নব থলিফার আবিভাব হইতে থাকিলে পারশ্র তাহার আন্তরিক স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ম আলি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী দাদশঙ্কনকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। উক্ত ইমামগণের শেষ ইমাম সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া বনবাসে চলিয়া গেলে. আপনাদের ভারধারা বজায় রাখিবার জন্ম পারশিকগণ ঘোষণা করেন বে তিনি দেহ ত্যাগ করেন নাই, তিনি অবতার রূপে আবার একদিন আসিয়া দেখা দিবেন। তাঁহার ভিরোধান ও আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে বাং বা বারের সাহায়ে তাঁচারা কালামুঘায়ী ধর্মভাব প্রচার করিবেন। প্রত্যেক श्वक धर्मा श्रकारणत बात वा वाः विषया कथिछ इटेड পাকে। এই গুরু মুধ হইতে গৃহীত ধর্ম ব্যাধ্যার নামই বাবীজম বা বাবধর্ম।

বাৰধৰ্ম জনেকটা dynamic বা পরিবর্তনশীল ধর্ম হওয়ায় আরবের হিডিঞ্জিল ধর্মের সহিত উহার জনেক পার্থক্য সংঘটিত হইতে থাকে। ধর্মের ধারক মৃত্বতাহিদ মোলাগণ ক্রমশঃ আপনাদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত বাবধর্মকে সন্ধীর্ণ ও আর্থময় করিয়া তুলে। এই সন্ধীর্ণতার উচ্চেদ সাধন করিবার জন্ত জাতির আগ্রহ দেখা দিলে ১৮৪৪ খুটান্দে মীর্জ্ঞা মহম্মদ আলী নামক একজন যুবক আপনাকে শেষ প্রচারক বা বাব বলিয় প্রকাশ করেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শিষ্য সংগ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাজশক্তি ও পুরোহিত শতির সহিত এই নৃতন ভাবধারার সংঘর্ষ হইলে বাব সনাতনী শক্তির নিকট পরান্ত হইয়া বন্দী অবস্থায় নিহত হন।

বাবের মৃত্যু হইলে তাঁহার ধর্ম-ভাবের জ্বলাভ ঘটে। দেশের জনবন্দ সকলেই সনাতনী শাসনের উপর বীতভাত চিল। বাবের শিষ্যগণ আপনাদের মতবাদ প্রচার করিবার জন্ম পাঞ্চাবের শিথদের আয় অমান বদনে প্রাণ-বিদর্জন করিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়ায় উচাব লোক প্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাবের মন্ত্র শিষ্পণ আপ্নাদের কর্মকেতকে অনেকটা নিরাপদ স্থানে সরাইয়া लहेबात উদ্দেশ্যেই প্রথমে বাগদাদে ও পরে আদিয়া-নোপলে স্থানাস্তরিত করে। ইউরোপে আদিয়া বাব ধর্ম বিশ্বজ্ঞনীন আকার ধারণ করে। বাহা উল্লানায়ক বাবের এক শিষ্য ইউরোপের অনেক রাজধানীতে এই ধর্মের কেন্দ্রখল স্থাপন করিয়া উহার প্রচার কার্যা স্থন্ করিয়া দেন ৷ সর্ব্ধপ্রকার সন্ধীর্ণতা অপসরণ করিয়া বিশাল মানবতাই এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়েন। এইজন্য সর্বপ্রকার কেহাদ ও ধর্ম-সংক্রাম্ব व्यक्तानादक व्यथम विनया त्यायमा कत्त्रन । मन्त्रभवित्र আধনিক যুগের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য বাহাউরা তাঁহার বাহিজিমে জ্রীজাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রধান कविशा, ववशा वहेरा है। निया वाविव कविशा आतन। স্ত্রীছাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জনা পুরুষদিপের नाष छोटां निगरक निका अमान कतिएक शास्त्रन। ইউরোপীর পোষাক পরিচ্ছদ বর্তমান জীবন-যাত্রার প্রেক্ট वित्नय महायक विनया विविष्ठि र ध्याय, छेरा बान्स्य 🖫 করিবার অভ্নতি প্রদান করা হয়। সর্বপ্রকার हात र्थशंत करतान कृतिया विद्या मानद-कालित व्यक्तिका বাধীনতা মৃক্তকঠে খোবপা করা হয়। অস্চরগণের মাধ্য বিশ্বজনীন সোভাত্ত ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বাহাউল্লা বেশ জোর গলায় বলেন, পৃথিবীতে বাস করিতে গিয়া যদি তোমার মৃত্যু ঘটে সেও ভাল কিন্তু তুমি ধেন কাহারও মৃত্যুর কারণ হইও না। নিজের দেশ ও ভাই-বোনকে সকলেই ভালবাসে, তাহাতে হৃদয়ের মহত্ত প্রকাশ পায় না, সমস্ত জগতের লোককে অবিক্লৃত্ত মনে ভাই-ভগ্নীভাবে প্রেম বিতরণ করাই প্রাকৃত ধর্ম। বাবের ও বাহাউল্লার শিষ্য ও প্রশিব্যের সংখ্যা ক্রমণঃ পারখ দেশ মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় পারখে জাতীয়তার ভাবের উদ্রেক হয়; সনাভনী ধর্মের উপর এই নৃতন মতবাদের বিশেষ আক্রেশ থাকার সনাভন ধর্মাবলম্বী রাজশক্তি এই আন্দোলনকে সন্দেহ চক্ষে বেধিতে থাকে।

আহমেদিয়া অ'ন্দোলন—মারবীয় ভাবধারায় ষ্ণান্তর হইয়া গেলে, ভারতেও উহার একটা ঢেউ আসিয়। বেমন ওয়াহিবী শাখার একটি বিশেষ দল স্ষ্ট করে, তদ্রপ এধানেও নৃতন ধর্মভাব দেখা দেয়। ভারতে আরবীয় ভাবধারার নৃতন আদর্শের নাম আহমেদিয়া আন্দোলন। এই নৃতন ভাবধারার প্রবর্ত্তক मीर्जा खनाम बाह्यम। ১৮৩৮ बुहारम नारहारत्रत निक्टेवर्डी कानियान नामक शास्त **डांश्रांत खन्न १**य। এই সময়ে হিল্পশ্রের যুগপ্রবর্ত্তকগণের সংস্পর্শে আসিয়া মুগলমানধর্মের এক নৃতন আদর্শ স্থাপন করিবার জন্ম তিনি আপনাকে 'প্রচারক' বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে প্রকৃত ইনলাম ধর্ম কোন ধর্মেরই অন্তরায় হইতে शाद्य ना । देशनाम धर्म, द्वीक्थर्म, श्रुहोन धर्म ७ देहिनिटमव ধর্ম, অর্থাৎ সমন্ত ধর্মের সার সঙ্কলন। অঙ্কলিনের মধ্যেই তাহার শিব্যসংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার হইয়া দীড়ায়। খুব कांत्र भनात्र धारे धर्म क्षांत्र कतियात्र क्षा देखेरतात्मत অনেক বাজধানীতে উহার শাখা কর্মকুল ভাপন কর। হয়। ১৯০৮ সালে আহমদের মৃত্যু হইলে তাঁহার মনোনীত ধলিফাগ্ৰ এই ধর্মের ভাববারা বহন করিয়া আছেন।

প্যান ইস্লামিজম্ খারবীর সঞ্জাও ভাষধার। খারবলাতির অভিয়ন্তাগত হিল্। খারবের স্বন্ধান

ধর্ম আরবজাতির নিকট ওধুই তাহার পারলৌকিক ধর্ম ছিল না, উহ। তাহার দামাজিক ও ব্যবহারিক ধর্মাও ছিল। খুষ্টান ধর্ম কি করিয়া ভগবানকে উপাদনা **করিতে** হয় তাহা শিক্ষা দিয়া নিবৃত্ত হয়। সমা**জ ধর্ম ও** ব্যবহারিক ধর্ম সুশুখলে রাধিবার জন্ম স্বত্তম আইন কাতুন রচিত হয়। মহমদীয় সমাজ মহমদীয় ধর্মকে বাদ দিয়া ড'হার স্বতন্ত্র অভিত কল্পনাও করিতে কোরাণ প্রভােক বিশাসীর জীবন-যালা প্রণালী স্বশৃত্বালিত করিবার মাননে তাবং বিধিই লিপিবন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আরবজাতি যথন অন্যান্ত দেশ জয় করিয়া দেই সব স্থানে ভাহাদের খদেশী ধর্ম প্রচার করে, তথন উক্ত দেশ সমূহে প্রচলিত সামাজিক ও ব্যবহারিক আইন কাম্বনের সহিত মংখ্রদীয় ধর্মামুমোদিত অফুশাসন গুলির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই মনো-মালিক দুরীকরণ মানদেই মৌলানাগণ নৃতন নৃতন হাদিশকেই ধর্মের প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হ'ন। কয়েক শতাকী গত হইলে আরবজাতি যথন আবার শতধা বিভক্ত ও অক্ততার মহাসমূদ্রে নিমগ্প হয়, তথন তাহাদের জাতীয়তা পুন: প্রতিষ্ঠা করিবার জন্মই ওয়াহিবী বা সেন্ত্ৰী ধৰ্মমত প্ৰচার করে। ওয়াহিবী ধর্মভাব প্রচার হইলেই উহার বিশেষত্ব পুর শীমই ধরা প্রভিয়া যায়। জাতীয়তার ধারক ও বাহক **হি**সাবে অ**ন্তান্ত** (मर्भ केक धर्म नामरत शहर कता हम। भात्रण **भा**भनात चाउछा बका कविवाब मानतम वावीकम् वा वाहीकम् अधाब করে। উন্নতিশীল অপতের সহিত সামঞ্জ রক্ষা করিতে গিয়া আধুনিক অনেক উল্লভ ভাৰধার৷ এই ধর্মভাবে প্রবেশ করে। ভারতেও এই আন্দোলনের তেওঁ আসিয়া লাগার, বিশ্বজনীন আহমেদিয়া শাখার আবির্ভাব হয়। স্তরাং অটাদশ শতাব্দীতে মৃসলমান ধর্ম এইরূপ বহ শাখার বিভক্ত হইয়া পড়ে।

গত শতান্ধীর শেষতাগে পৃথিবীর সর্বাত্তই মুসনমানগণ
থুৱীর শক্তিগণের নিষ্ট পরান্ত ও বিধবত হইন হটিরা
আসিতে থাকে। হলে প্রত্যেক বংসর মুসনমান নেজা
সংগ্রে মিলন সংঘটিত হইলে মুসনমান আর্থ রক্ষা করিবার
উদ্ধানে এক বিয়াট বিলনে সংমিত্রিক হইবার ক্ষা করেবার

আবাহ প্রকাশ করিতে থাকেন। মূলতঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নোনা প্রকার বৈষ্ম্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে সাদৃশুও অনেক আছে।

মকা প্রত্যেক মূদলমানেরই প্রধান তীর্থ ক্ষেত্র, এবং এই ভীর্থস্থল দর্শন করা প্রত্যেক মূদলমানের অবশ্ব কর্ত্তব্য কর্ম। আরবী তাহাদের ধর্ম্মের মূল ভাষা। কোরাণ বিভিন্ন ভাষায় ভাষাস্তরিত হইলেও মূল কোরাণ সরিফ পাঠ করাই প্রত্যেক বিখাসীর জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য। মূদলমান ধর্মের অফ্লাসন শুলিও খুব স্বাভাবিক ও অফ্লরণ ঘোগ্য। উহার মধ্যে কোনপ্রকার চত্ত্রভা না ধাকায় সাধারণের নিকট সহজেই প্রিয় হইরা দাড়ায়। পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলাম ধর্মেই মানবজাতির ভাত্ত ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। একমাত্র মূদলমান ধর্মেই কোন কূলগত প্রেরাহিত সম্প্রণার না পাকায় ঐ ধর্মে ধর্মণত অভিজাত শ্রেরাহিত সম্প্রণার না পাকায় ঐ ধর্মে ধর্মণত অভিজাত শ্রেণী স্ট হইতে পারে নাই।

কিছ এই সমন্ত সাদৃত কিছুতেই ফলপ্ৰাদ হইতে পারিত না, বদি না তুর্কীর সম্রাট আবহুল হামিদ Pan Islamismকে তাঁহার সামাল্যের ক্রীভ বা জ্ঞপমত্র রূপে গ্রহণ করিতেন। খ্রীষ্টান শক্তিগণের নিকট বারংবার অপদত্ত হইয়া তুকীর সমাট মুসলমান প্রধান দেশ সমূতে তাঁহার চর প্রেরণ করেন। তাহারা তুর্কীর স্থলতানের धनिकाच श्रीतात कतिएक धारक। नार्क्सक्रीन मूननमान ধর্ম্মের নিদর্শক হিসাবে জুকীর ফেল প্রত্যেক মুসলমানের व्यवश्चः वावद्यार्थः इटेबा नाकायः। श्रविवीत व्यथात्मदे व মুসল্মান থাকুক না কেন তাঁহার নামে মসজিলে প্রার্থনা করিতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলেই তুর্কী এটান শক্তিপ্ৰণকে দাৰ্দিনিলিকে পরান্ত করিতে সমর্থ হয়। ইটালী: ত্রিপোলী আক্রমণ করিলে আক্রিকার আরবগণকে फर्कीत ছত্রতলে সঙ্গভাবে আসিয়া দাঁড়োইতে দেখিয়া विचिष्ण हम। এই ভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্ত ১৯১٠ औद्घेटक मनिमात्र ७ ১৯১৫ थुंडे।एक एककवारमध्य हेमनाम विषविशासत्र शासन करा इस।

>३> गार्टन विश्ववासी वृद्धांत्रकः क्वांत्र धके Pan Islamiame सरवर्षाः क्षेत्र स्वितक सावक वृद्ध

তুৰীর সমাটের উন্ধান ও উৎসাহেই পান ইদলাম ভাব-ধার। অগতে প্রচারিত হইতেছিল। তুর্কীর সমাট আব্রুত্ত হামিদ তাঁহার খনেশে একেবারেই জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহার কল্পিত প্যান ইসলামের অন্তরালে সামাজিক্তা গোপনে লুকায়িত আছে সন্দেহ করিয়া দেশের নেতাগন তাঁহার আন্দোলনে ধোগদান না করিয়া ইউরোপীয আদর্শে জাতীয়তা প্রবর্তনের জন্মই আন্দোলন করিয়া যান, ফলে ১৯০৮ সালে তুর্কীতে নব-যুগের সূক্ত পাত হয়। আভীয় ভাবের পরিচালক হিসাবে তৃকীর নতন শাসকগণ আবত্তল হামিদের ক্ষমতা দ্রাস করিয়া শাসন ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা গত মহাদ্মরে জার্মানির সহিত মিলিয়া মিত্রশক্তি পুঞ্জের বিপক্ষে স্মরে ष्पवजीर्न इटेल. टेश्त्राम ७ कतानी माजि जांबाल অধীনস্থ মুদলমান জগতে ভাহাদের বিক্লকে অভিনত প্রকাশ করায় অনেক মুদলমান জাতিই ইংরাজদের সহিত त्यांगनांन कदतः। महानमदत्रत्र व्यवनांन चिंदल, हेःत्राङ्गं। আরবের আরবগণকে স্বাধীন বলিয়া স্থীকার করিয়া লইয়া তুরক্ষ হইতে বিভিন্ন করিয়া লয়েন। ইরাক ও মেলোপটামিয়া নামক রাজ্য ছুইটা ক্সলন করিয়া মুদলমান জগতের ঐক্যতা বন্ধনের আর একটা প্রধান হস্তারক স্জন করেন। মিশর স্বাধীনতা অর্জনে ব্যন্ত হইয় পড়ায়, তাহাকে Pan Islamism আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়।ইতে হয়। এই সমস্ত বাধা সংস্কৃত ভারতীর मुनलभानगर चलिक। अन वकाय वाथिवांत कछ धार्या চেষ্টা করিতে থাকেন। এবং তাঁহাদের আক্লাম্ব চেষ্টার ফলেই কামাল কর্ত্তক ইন্তাম্বল অধিকৃত হইলেও, নির্বাদিত সমাটের এক ভাতাকে থলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়া পওয়া হয়। তাহার পর বিজয়ী বীর কামাল বর্ত্তমান সভাের উপর তুর্কীকে প্রভিত্তিত করিবার মান্সে ঐ পদ্টা তুরিয়া रमन, তथन इटेर्ड Pan Islamism ভার ধারায় अदन्त्री। বঞ্চা পডিয়া গিয়াছে।

Pan Orientalsm বা সার্কনীন প্রাচ্চ। নাজ সিলিজ সন্ধি অহ্যারী এশিরা ও আরিক্তার-শতধা বিজ্ঞত করিয়া ঐ ব্যক্ত বিজ্ঞা করেছে ইয়ারেই করানী আফির প্রধান্য স্থাপ্ত করা করিছে

লাতিবন সম্বৰ্ধ ইউরোপের হস্ত হইতে আতারকা क्र<sub>तिवार</sub> जन्म विश्विकारिक यञ्जलकार्य हरेशा शरकता ১৯২২ श्रहात्म कांद्रेरना नगनीत् Oriental League वा লাচা সভা স্থাপিত হয়। এশিয়ার সর্ব্বেই একদল জাতিভাই উটুরোপীয় আচার ব্যবহারে অভাত্ত নবীন সম্প্রদায় স্ট ভটয়াছে। পত শতাব্দীতে তাহারা প্রাচ্যে বিশেষ কোন প্রকার সম্মানজনক পদ প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু মহাসমরের অবদানের পর প্রাচ্য বধন স্পষ্টই দেখিতে গাইল যে ইউরোপ আপনাকে বইয়। অতাধিকভাবে বাস্ত এবং সামাল মাত্র স্বার্থত্যালে ভাহার কোনপ্রকার আগ্রহট नांहे. उपन श्रष्टे कांजिलहे नवीन मच्छानाम विस्तिय ভाবে ভাগাদের স্বদেশে প্রিয় হুইয়া উঠিতে থাকে। এই দলের নেতাগণ সাধারণতঃ কোনপ্রকার ধর্মভাবই পোষণ করেন পাশ্চাতোর বিজ্ঞান ইহাঁদের আদর্শ হওয়ায় Materialism বা জড়বাদই ইহাদের জীবনযাতার মূল-জাণানের কর্মী কাকুজো ওকাকুরা স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে সমগ্র প্রাচা এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। 'দিভালরি', পারশ্রের কবিতা, চীনের সভাপরায়ণতা ও ভারতের ভাবধারা সংমিলিত হইরা এক বিরাট ও অধও প্রাচ্য স্থলন করিবে, যাহার আবহাওয়ায় এক নৃতন সভাতা গজাইয়া উঠিবে, যাহার তুলনায় পাশ্চাতা সভাতা খনেক পশ্চাতে পড়িয়া যাইবে। এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন নেশে ভাবগারার কিঞ্চিং বিশেষত্ব লক্ষিত হইলেও মুগতঃ উহা একই। 'Islam itself may be described as Confucianism on horse back', witacaa Snatu ধর্মকে মনে ভয় যেন চীনের ধর্মামত কনচিউলিয়ানিক্সম অখপৃঠে আবোহণ করিয়াছে মাতা।

মিশরের জাতীয়তা আন্দোলন—মিশর প্রাচা ও প্রতীচ্যের মধ্যস্থলে দুধায়মান থাজিরা বছ পুরাতন যুগ হইতে ছই মহাদেশের ভাবধারা বছন করিয়া ভাগিতেছে। भारत्रतिया, बाविननियांत्र छाववांत्राः मिन्दवत्र वदा विश्रा প্রাচীন গ্রীদে প্রভারিত হর। ঐতিহাদিক বুরে पारनक्षांबिया नश्त्री अहे हरे महारक्षांत ऋता छात्तर

প্রাচ্যে জাতীয়তা আন্দোলনের স্থ্যুগাত মিশরেই প্রথম হয়। নেপলিয়ন ভারতে আদিবার **জন্ত কিছকাল** এখানে ৰাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি মেছ ( Menu ) মিশরেই বিবাহ করিয়া পাশ্চাত্য স্ভাতার আদর্শে মিশরকে গড়িয়। তুলিবার চেষ্টা করেন। নেপোলিয়ন বা ফরাসীগণ মিশরে প্রবেশ করিবার পূর্বে তথায় মামেলক নামক এক প্রকার বৈদেশিক অভিযাত সম্প্রদায় রাজ্য করিতেন। তুর্কীর প্রধান ব্যক্তিগুল মিশরের বড় বড় রাজকর্মে নিয়ক্ত হইতেন। মিশরের জনসাধারণকে ফেলাহীন বা চাষা বলিয়া অভিচিত কলা হইত। ইহারা মাটী কর্ষণ করিয়া জীবিকার্জন করিছে। তাহারা সকল বিষয়েই অজ ছিল। নামে মধলমান হইলেও তাহাদের আচার-ব্যবহার আরবের বা অঞাত দেশের মুদলমানদের সহিত কোন প্রকার সাম#ক তাহারা তাহাদের গৌরবময় অভীক্ত একেবারেই বিশ্বত হইয়া গিয়াছিল। ফরাসী প্রাধান্ত মিশরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে ফরাসী-विट्यार्ट्स भूमभन्न अका-रेमजी ও चारीनजा वह राम भरता প্রচার হইতে থাকে। ইংরাজ ইহিহাস লেখক স্পাইট বলেন যে এই সময়ে মিশর একটি স্বাধীন রাজস্ব थाकित्म उ उहारक कथन है National State वना बाहरक পারিত না।

মহম্মদ আলী-নেপ্লিয়ন ও ডাঁছার কর্মচারীয়ন মিশর দেশ পরিত্যাগ করিখা চলিয়া গেলে সমত্ত দেশে ভীষণ অরাজকতা দেখা দেয়। व्यवितानी महत्रान व्यानी এहे ब्राष्ट्र विश्वदित नमध व्याप्त-প্রতিষ্ঠা করিবার স্থাবাগ প্রাপ্ত হন। তিনি লেশের শাসক মাঘেলুকগণকে পরাত্ত ক্রিয়া শাসন ভার এইব করেন। মহন্দ খালী শ্বয়ং নিরক্ষর হইলেও সর্বাঞ্চার भिकारकरे विरमध मन्त्रातित हरक प्रमित कविरकत। পাশ্চাড্য বিজ্ঞানে বিশেষভাবে শিক্ষিত করিয়া ভূলিয়ার wa wan nen nen untag pangue botaite क्षित्र कतिरु चात्रक करत्व। (मध्यत्र मध्या नामाक्ष्यासः कृत थ विविधालक शांशन करवम । शांकारश्य मिस्की TITIF CITATION CONTRACTOR OF THE THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE পাশ্চান্ত্যের অন্তর্গত শিষ্য করিয়া তুলিবার প্রয়াস করিতে থাকেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় অতি অন্ধানিনর মধ্যেই একদল জাতীয় নেতার আবির্ভাব হয়। তাহারা আপনাদিগকে 'মিশরী' এই আথ্যায় অভিহিত করিতে আর লজ্জা অন্তর্ভব করিল না। পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাজের অনেকে সংস্কার সাধিত হইতে থাকে। দেশের প্রাণ অন্ধাপ ক্ষাণগণের অবস্থারও বিশেষ উন্নতি সাধন করা হয়।

মহদদ আলী নেপোলিয়নের তায় দিয়ীজয়ী বীর ছিলেন। তাঁহার সৈতাগণ ওয়াহিবগণকে পরাত্ত করিয়া মকা, মদিনা পুনক্ষার করে। দিরিয়া দেশও অধিকৃত হইয়া য়ায়। ইউরোপের শভিপুল্ল মিশরের এই অভিয়ানের প্রধান অন্তরায় না হইলে কনন্তান্তিনোপল পর্যান্ত অধিকৃত হইয়া য়াইত। এই দিয়ীজয়ের মোহ ও গৌরব তাবং জাতিকে মৃদ্ধ ও গৌরবাহিত করিয়া তোলায় সাধারণ প্রজা তাঁহাকে বিশেষ সন্মানের চক্ষে দর্শন করিতে থাকে।

উত্তরাধীকারীগণ—ভাঁহার মহম্মদ আলীর উত্তরাধিকারী সৈমদের (said) আমলে মিশরের গৌরব পূর্ণমাত্রারই রক্ষিত হয়। टेमयटमत উত্তরাধিকারী ইসমেলের আমলে আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ইসমেল ও তাঁহার সভাসদগণ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া উহার বিলাস-বাসনে অত্যন্ত অভ্যন্ত হইয়া পড়ে। প্যারিসের এক পোষাক পরিচ্ছদের দোকানে ইস:মলের কোন আত্মীয়ের ভধু কাপড় ইত্যাদি বাবদ ছয়গক পাউও **ঋ**ণ हम् । चित्रिक्क विनाम वामरन मध धं। कांग्र टेमरमन আনেক সময়েই বিব্ৰত পাকিতেন। মিশরে জাতীয়তা ভাব প্রভিষ্ঠা হওয়ার সহিত উহার দৈনন্দিন যে উয়তি সংসাধিত হইতেছিল, এইখানে অর্থাভাবে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে স্থয়েরখাল খনন করিবার প্রস্তাব উঠিলে উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটি যৌধ मुख्येनांच भर्तन कता हत्। थे मुख्येनारव देमस्यरणत (व সমত্ত মংশ বা সেয়ার ছিল উহা তিনি ইংরাজনিগকে विकंत पतिया (तम। धरे तिवीत कर पता पक्षाटक

ইংরাজগণ মিশরদেশে প্রবেশ করিরা স্বাধিকার বিস্তার করিবার স্থযোগ অধেষণ করিতে থাকেন।

আরেবী পাশা—ইংরাজ জাতি মিশরে প্রবেশ করিলে আর একটি নৃতন অভিজাত জাতির স্জন হয়। ইংরাজ শাসক লও ক্রোমার মিশরীয় শাসন স্থলে ইংরাজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম নানা কৃট রাজনীতি জাল বিস্তার করিতে থাকেন। প্রত্যেক রাজকীয় পদে মিশরীয়দের সহিত ইংরাজ কর্ম্মানগণ মুসলমান ছিলেন। বহুদিন বসবাসহেতু তাঁহারা অনেকটা মিশরীয় ভাবাপন্নও হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পাশাত্য প্রভুত্ব মিশরীয়দের নিকট অসহ্ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আরেবী পাশানামক একজন মিশরীয় এই আন্দোলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা

আরবী পাশা মিশরীয় কোন ক্তষকের পুত্র। বিখ্যাত আলি আজহরে বিশ্ববিত্যালয় উদ্দিন আফগানির কালীন যুগ প্রবর্ত্তক জামাল সংস্পর্শে আসেন। স্থামাল তথন একলন উদীয়মান লোক শিক্ষক। সম্ভবতঃ আফগানিস্থান তাঁহার অব্যভ্মি। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া কন্তানতিনোপল ও কাইরো নগরীতে গমন করেন। কন্তানতিনোপলে অবস্থানকালে তিনি প্যান ইসলামিজমের পতাকা তলে দণ্ডায়মান হইয়া তথনকার প্রকার আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচলিত সকল व्यात्मानन कतिएक थारकन। (कांत्रांग ७ नक्न टांकांत्र হাদিসের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকার, তিনি থুবই দক্ষতার সহিত তাহাদের মুখ্যে মস্তব্য প্রকাশ-করিতে পারিতেন। তিনি খুব স্পষ্ট ভাবেই বলিতেন বে কোন ধর্মই সনাতনী হইতে পারে না, বিশেষতঃ মহস্মণীয় ইস্লাম ধর্ম কথনই স্নাতনী নয়। কোরাণ ও হাদিস গুলির মতবাদকে অনবরত পরিবর্ত্তন করিয়া वर्गाकात ज्यान कता कर्तना । अहेबन वृगासकाती मखनान প্রচার করিতে পিরাই তুর্কীর দেখ-উল-ইনলাবের লবিছ ठीहात मार्च छेनचिक हत अवर छाहात अपने पूर्वी পরিত্যাগ করিবা তাঁহাকে আইকো নগরীকে আনি

জাপ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আরেবী পাশ। এই যুগ প্রবর্ত্তকের নিকট ধর্মের নৃতন ব্যাখ্যা প্রবণ করিয়া মিশরে ঐ সমস্ত ব্যাখার অন্তরালে কাতীয়তার উদ্বোধন করিবার জ্ঞ বাগ্র হয়েন। মিশরের প্রধান মোলা বা গ্রাণ্ড মুফ্তি মহন্দ আবছ, বিজ্ঞোহী কবি আদিব ইশার যুগ-পরিবর্ত্তক লাগাল উদ্দিনের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। কাজেই আরেবী পাশাকে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিবার জন্য বিশেষ অস্ত্র-বিধা ভোগ করিতে হইল না। শীঘ্রই 'নবীন-মিশর' সম্প্রদায় গঠিত হয়। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মিশর দেশে नक्त भामन-मध्यात **आ**नयन कता। गिगदात वर्क्तगान শাসকগণ অধিকাংশ বিদেশী ছিলেন। তাঁহাদের শাসন নীভিতে বিদেশ প্রীতিই বেশী প্রকাশ পাইত। খেদিভ ত্তি:কর ( Tewfik) মন্ত্রী সেরিফ পাণা শাসন-প্রণালীকে জনমতের অহুকুল করিবার জন্মই থানিকটা সংস্কার দিবার প্রস্তাব আনয়ন করিলে, স্নাত্নীগণ তাঁহার বিজ্ঞে দণ্ডায়মান হইয়। বাধ। প্রদান করেন। মহল্মদ আলীর বংশধর হইয়াও থেদিভ বর্ত্তমানের বার্ত্তাকে ঠিক সন্মসম করিতে পারিলেন না। মিণরের আভাস্তরীণ গোলমাল লক্ষ্য করিয়া ১৮৮২ খুষ্টাব্দে ইংলও ও ফ্রান্স তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার্থ মিশর সরকারের নিকট জবাবদিহি চাহিলে দেশের মধ্যে ভীষণ অশান্তি অংশিয়া উপস্থিত হয়। ২রা ফেব্রুয়ারী সেরিফ পাশা পদত্যাগ পত্র দাখিল করিলেই, এক জাতীয় শাসন পরিষদ গঠিত হয়। পাশা দাণী এই জাতীয় পরিষদের প্রধান মন্ত্রী ও আরেবী পাশা সমর সচিব হ'ন।

নিশরের শাসক থেদিব তুরস্ক-সমাট আবছল হামিদের

যায় এই জাতীয় অভাথানকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতে

গারিলেন না। তিনি স্পাইট অছ্টব করিতে লাগিলেন

য় উহার পশ্চাতে তাঁহার ক্ষমতা অপহরণ করিয়। নইবার

ছিন্ম চলিতেছে। আত্মরক্ষার্থ এবং ক্ষুদ্র আর্থের হারা

গিরচালিত হইয়া তিনি ইংরাজ ও ফরাসী জাতির আপ্রম

ইংরাজ ও ফরাসী জাতি তাঁহাকে সালরে

গাপ্রমান করেন। ইংরাজ ও ফরাসী জাতি তাঁহাকে সালরে

গাপ্রমান করেন। ইংরাজ ও ফরাসী আতি তাঁহাকে সালরে

গাসীয় নৌবহর আসিয়া সামী পাশা ও তাঁহার সহচর

গাকে পদত্যাল ক্রিতে রাশ্য করেন। ক্রে আত্মীয়ভার

ধারক ও বাহক আরেবী পাশার সন্ধিবানে সমগ্র জনসাধারণ আসিয়া দণ্ডায়নান হইলে থেদিভ তাঁহাকে সমরসচিব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হন। আরবী
পাশা পণ্ডিত ও খুব বাগ্যী ছিলেন সত্য কিছু সৈন্তদশ
গঠন ও পরিচালনা করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল
না। এই জ্মাই উচ্চ পদস্থ কয়েকজন তুকী সেনাধ্যক্ষকে
অপসারিত করিয়া দিলেই সৈমাদলের বল ক্ষম্ন হয়। ইংরাজ
ও ফরাসীগণ আরবী পাশাকে একজন বিজ্ঞাহী, ধর্মাছ
স্থার্থণর জ্ঞানে অত্যক্ত ঘুণা করিতেন; তাঁহারা ইত্যাত্বল
হইতে তাহার পদ্ভাতির এক ফতোয়া সংগ্রহ করিয়া
আনিয়া ১৮১২ খুষ্টান্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে তেল-আলকবির নামক স্থানে আরবী পাশাকে পরাত্ত করিয়া বন্দীভাবে সিংহলে প্রেরণ করে। মিশরের জাতীয়তা
আলোলনের প্রথম ধ্বনিকা এইখনে পতিত হয়।

লর্ড কোমার ও মুস্তাফা কামাল-মারবি পাশা কর্ত্তক প্রবর্ত্তিত ফেলাছিন আন্দোলন নেতা বিশেষের আন্দোলন ছিল। উহার সার্ব্যক্রীন ভাব সম্বেও মধ্যবিদ্ধ (अपी काश्रमत्नावादकी छेडा श्रद्धन कवित्क भारत नाहै। ক্ষাণ সম্প্ৰদায় বহুদিন যাবৎ অভিজ্ঞাতগণ কত্তক উৎপীতিত হইয়া আসিতেছিল বলিয়াই কতকটা ফরাসী আদর্শে অফুপ্রাণিত হইয়া আরবী পাশা তাঁহার আন্দোলন চালাইতে সক্ষ হইয়াছিলেন। কর্মক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া ইংরাজগণ Benevolent despotism বা সাধারণের মৃদ্রকর স্বেচ্ছাচার রাজভন্ত মিশ্রে প্রবর্তন করেন। এই শাসন সংস্থারের ছারা দেখে দৌভাগ্যের উদয় হয়। ফেলাহিন বা কুষক সম্প্রদায়ের অর্থক্ততা দ্রাভূত হর। মধাবিত শ্রেণী রাজকর্পচারী-গণ কণ্ডক সমানিত ও পুরস্কৃত হওয়ায় ভাহারা মিশুরের অভিনাত শ্ৰেণীকে অনেকটা হটাইয়া দিয়া একদল নৃতন ধনী সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে থাকে। ইংরাজ-শাসনের व्यातशास्त्रात व्यानिया तम् व्यान-नाधात्रात्र मार्था निका ষতি ক্ষতভাবে বিকাশ পাইতে থাকে। মধাবিত শ্ৰেণী ওকালভি ও ব্যবসা করিবা ভাষাদের আর্থিক উন্নভি করিরা লয়। জনমভ প্রচারের জন্য খবরের কাগজ चानित्रा दक्षां दक्षा । अहे बूटनंत्र त्नका मूकाका कामान्।

हेनि आप्त निकाद्यास हत। ४५२७ ब्रहास्य जिनि वर्षन ম্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তথন দেখিতে পান যে মিশরীর সরকার ইংরাজ জাতির সাহায্যে স্থদান জয় করিবার **জনা ভোডগো**ড করিতেচে। তিনি স্বয়ং একটা দল সংগঠন করিয়া এই স্থদান-ছয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি বলেন যে স্থদান মিশরেরই একটা অধিকৃত প্রদেশ এবং স্থদানকে বাদ দিলে মিশর একটী নগণা রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্ধ ইংরাজ-জাতির সাহায়ে স্তদান জয় করিতে গেলে স্থদানবাদীগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিবে এবং উহারা কথনই মিশরের শাসক খেদিবের অধীন হইতে চাহিবে না। ভাহা হইলেই দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে এবং যুদ্ধের পর জয়লাভ ঘটিলেও একটা বীর্যাবান জাতিকে পদানত করিয়া রাখিতে বে অর্থের প্রয়োজন ভাহাও মিশরের রাজকোষ হইতে দিতে হইবে। স্বতরাং যাহা আপোষে বা অল্লব্যয়ে হইয়া ঘাইতে পারিত তাহার জন্ম বিপুল বিত্ত ব্যয় করিছে হইবে এবং এই বিত্ত বায় করাও মিশরের পক্ষে অসম্ভব। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ভক্ত তাঁহার প্তাকা তলে দ্ঞায়মান হইতে লাগিন। খুৱাকে কাইবো নগরে তিনি তুই হাজার শ্রোতার সম্মুখে দ্ভায়মান হইয়া বক্ততা প্রদান করেন।

জাতীয়তা ভাব উদ্মেষ করিবার জক্ত কামাল দেশের নানাছানে জাতীয় ক্ল স্থাপন করেন। জাতীয় কলেজ স্থাপন করিবার জক্ত সমস্ত ঠিক করিয়াছিলেন, সনাতনীপদের নিকট হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সকলকাম হইতে পারেন নাই। ১৯০৮ খুটাব্দে আলু লেওরা (El Lewa) নাম দিরা একথানি সংবাদ পত্র বাহির করেন। এই পত্র মারকং তিনি জনসাধারণের মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেন যে ইংরাজ জাতি বিশরে শিক্ত গাড়িয়া বিশ্বা থাকিলেই, তাহারা স্থবিধামত প্রাচীন মিশরীয়দের জার দিরিয়া ঘণল করিয়া, মকা, মেদিনা ও জেরজালেম প্রকৃত্তি মুসলনান তীর্থ কেজগুলি অধিকারভুক্ত করিয়া লইবে। ১৯০৮ খুটাব্দে কামালের মৃত্যু হইলে মিশরের আতীয়ভার ইতিহাসে বিভীত্ত ধ্বনিকা পত্তিত হয়।

স্থার এলভন্ গর্ষ্ট ও জগলুল পাশা —
১৯০৭ খুটালে জনগভ্য বা People's party গঠন ক্রিছ
জগলুল, কামালের পার্ধে আসিয়া দুওারমান হ'ন জগলুল
মিশরের ফেলাহিনদের একজন। কামাল এর মৃত্যুর পর
জগলুল সমন্ত মিশরের একজ্ঞ নেতা হ'ন।

ভার এলডন্ মিশরে পদার্পণ করিয়া কিছু শাসনসংস্কার প্রদান করিয়াই দেশে শাস্তি স্থাপনের আশা
করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাণ্ড আদেমরি সামান্ত সংস্কারে
সক্তই হইতে না পারিয়া উত্তরোক্তর তাহাদের দাবী বৃদ্ধি
করিয়া তৃলিলে, ইংরাজ্বশাসক থুব কঠোর হস্তে তাহা
দমন করিয়া সমন্ত দেশকে Martial Law বা সামরিক
আইন দারা শাসন করিতে চাহিলেন। অশাস্তির বহি
ভীষণ ভাবে প্রজ্ঞানিত হইয়া উঠিল। ১৯১১ খুটাকে লও
কিচনারকে ইংরাজ জ্ঞাতির প্রতিনিধি করিয়া মিশরে
প্রেরণ করা হয়।

লর্ড কিচনার মিশরে পদার্পণ করিয়াই মিশরের জাতীয়তার গুরুহ বিশেষভাবেই হান্যক্ষ করেন। আরবী शोंना **एक नाहिन एक वाहे**शा एवं चारिना वन গিয়াছিলেন, ভাহার সহিত কামালের আন্দোলনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কামাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখ পাতা হিসাবে আন্দোলন চালাইয়া উহা মিশরের বাহিরে জনপ্রিয় করিয়া তুলিঘাছিলেন। ইটালীর কর্মণীর গ্যারীবল্ডী একসময়ে কামালের সাহাধ্য করিতে মিশরে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রতি প্রদান করিয়াছিলেন। জগল্প স্বয়ং এক জন ফেলাহিন বা কৃষক ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত হুইয়া ভিনি মধাবিত শ্রেণীতে উন্নত হইয়া উক্ত সম্প্রদায়ের নেডা হইলে তাঁহার নেতৃত্বে মিশরের উচ্চ ও নিমু এই তুইটা শ্রেণী একত্ৰিত হইয়া যাওয়ায় জাতীয় আন্দোলন বিশালভাব ধারণ করে। মিশরে মিশরী ছাড়া আর একপ্রকার জাতি বাগ করে তাহাদিগকে ইংরাজীতে কণ্ট (Copt) বলে। ইহারা প্রাচীন মিশরীর জাতি সভুত এবং বর্ত্তরানে বুট धर्मावनशे। मिनात कान काजीव कात्मानाक छोटारी আগনাদের স্বার্থহানির আগভায় কথনট বোলদান স্থানি না। অগ্রনের নেতাতে পরিচালিত হইরা এই সং জাতিও প্ৰবৃদ্ধ হইবা তাহাৰ প্ৰাকৃতিকৈ পাৰিক কৰিব

হয়। সর্বাহাত ও শ্রেণী সমন্বরে এক বিশাল মিশরীয় জাতির বাহ্নিক অন্তিম্ব উপলব্ধি করিয়াই, ১৯১৩ প্রীপ্তান্তে ধানিকটা শাসন সংস্থার প্রদান করা হয়। জগলুল পাশা এই নৃতন বিধান মতে আনেশ্বলির অধ্যক্ষপদে জনসাধারণ কর্ত্বক বরিত হন। ১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী সমর অতি উৎকট ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিলে মিশরে এই নব-প্রার্তিত বিধিই বলবৎ থাকিয়া যায়।

যুদ্ধের সময় দেশ মধ্যে বাহতঃ শান্তি স্থাপিত থাকিলেও জনসাধারণ ক্রমশঃই মিশরের শাসনতক্তের উপর প্রাজীন যুক্তর অবসানে মিত্রণজি পড়িতেছিলেন। हेशक ७ स्टिमिटी शिया या योगीन मूनल्यान दाखा গঠন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াও মিশরে ইংরাজ আধিপত্য প্রকাশ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে দৃঢ় সঙ্গল र'न। ১৯১৮ সালে মিশরকে শাসন সংস্থার প্রদান করিবার জন্ম এক কমিশন গঠিত হইলে, মিশরের প্রধান মন্ত্রী জগলুলকে উক্ত কমিশনের একজন সদক্ত করিয়া नहेवात अन्य देश्ताकामिशदक व्यक्तद्वाध कता हता हैश्ताक জগল্লকে উৎকট জাতীয়তা বাদী জানিয়া তাঁহাকে কোন প্রকার সরকারি পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে অস্বীকৃত হ'ন। ইতিমধ্যে অনবধানতা বশতঃ কমিশনের গুড়তত্ব থানিকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে ১৩ই নডেম্বর ১৯১৮ সালে জগরন (wafd) ওয়াফং বা জাতীয়দল স্থাপন করিয়া তাহাদের ণক হইতে আপনাকে বিলাতে প্রেরণ করিবার অভ মানোলন আরম্ভ করেন। তাঁহার ঘাহা কিছু বক্তব্য খাছে তাহা লিখিয়া কমিশনের সম্বধে দাখিল করিতে বলিলে তিনি স্পষ্ট বলেন বে লিখিয়া দাখিল করিবার কিছুই নাই, বিলাভে পিয়া মন্ত্রীদের সহিত ভর্ক-বিতর্ক ক্রিয়া এই উৎকট সমস্তার বিধান ক্রিডে হইবে। এর। মার্চ ১৯১৯ সালে অগরুল তাঁহার প্রভাবিত জাভীয় ধাধীনতার প্রোগ্রাম বাহির করিলেই তাঁহাকে তাঁহার াহক্ষীদের সভিত দেশ হইতে নির্মাসন ব্যায়া <sup>ह्य</sup>। अश्रद्धांचत्र निर्दर्शनात्त्र नहिङ दम्भवरश भीवन मन्द्राय चाचाक्षणां कृद्र। स्त्रमाधात्रक धर्मवर्षे क ाणाश्यर व्यवस्त कतिरक शास्त्र। ध्रम् मभरत मिनन तरन माचि क्रक्तिक अविशास क्षेत्र वेरतीय व्यवसीत

লও মিলনারকে তদন্ত করিবার ও ভবিষ্যৎ শাসন প্রশালীর একটা থসড়া প্রস্তুত করিবার জন্ম প্রেরণ করেন। বিশর্ধনাসী দেখিলেন যে উক্ত মিলনার কমিশনে একজনও মিশরবাসী নাই। ওরাফং বা National Delegation এই মিলনার কমিশনকে ব্যব্ধট করিবার জনা জনসাধারণকে অন্থ্রোধ করিলে,এক বিরাট ধর্মণটের স্ক্রপাত হয়।

১৯২০ সালে মিলনার কমিশন জগদুলের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা শাসন সংখারের থসড়া তৈয়ালী করেন। এই থসড়া অহ্যায়ী ইংরাজ মিশরকে একটা আধীন দেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া ল'ন; কিন্তু ডথাকার বিদেশীগণের রক্ষাভার এবং রাজ্য ও বিচারভার ইংরাজদের উপর থাকিবে এইরূপ বন্দোবত হয়। এই বন্দোবত অহ্যায়ী মিশরে ইংরাজ প্রাধান্য যতাদিন পর্যান্ত না লোপ পায় ততাদিন মিশরীয় নেতাগণ কোম প্রকার দায়িত গ্রহণ করিবেন না বলিয়া অভিমত প্রচার করেন। এই জন্তই অক্টোবর মানে বিলনার কমিশন মিশরে আসিয়া সমন্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত মীলাংসা করিতে চেটা করেন কিন্তু তাঁহারা বার্গ মনোর্থ হইরা অদেশে ফিরিয়া বাইতে বাধ্য হ'ন।

১৮ই ক্ষেত্রহারী ১৯২১ সালে মিলনার কমিশনের বিশোর্ট বাহির হয়। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ গোড়া হইজেই এ রিপোর্ট অন্থবায়ী কাজ করিতে অত্বীকৃত থাকার বিশরের শাসনকর্তাকে স্থলতান উপাধি প্রধান করিবা তাহারা প্রধান মন্ত্রী আদ্বিকে মন্ত্রীসভা গঠন করিবার তার লইয়া অগ্রহাকে মিশরে প্রত্যাগমল করিবার ভার লইয়া অগ্রহাকে মিশরে প্রত্যাগমল করিবা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বার প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মিশরের ফিরিরা আনিরাই লগলুল রিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মিশরের ফিরিরা আনিরাই লগলুল রিম্বরে পারিলেন যে তাঁহার যশং প্রতাব অনেকটা ক্ষ্ম হইবাছে। অন্ধিলাভর্গন অগ্রহার বিক্ষে ক্ষাহ্বার ক্ষাহ্বার আহ্বার বাহির ক্ষরিবার স্থানির ক্ষাহ্বার বাহির ক্ষরিবার বাহির ক্ষরিবার বাহির ক্ষরিবার ক্ষাহ্বার বাহির ক্ষরিবার বাহির বাহার বাহির বাহির বাহার ব

কোনপ্রকার নিষেধ আজা মানিতে অস্বীকার করেন, তথন তাঁহাকে বন্দী করিয়া নির্বাসিত করেন।

দেশে আবার অরাজকতা ভীষণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিলে ইংরাজ প্রতিনিধি লওঁ এলেন বী অদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইংরাজ প্রতিনিধি লওঁ এলেন বী অদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইংরাজ কর্ত্বশক্ষগাকে মিশরীয় আন্দোলনের গুক্ত সম্বন্ধে বেশ ম্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দেন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিশরে ফিরিয়া আসিয়াই মিশরকে আধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। মিশরের থেদিব বা অলভান কিং বা রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ইংরাজ সরকার মিশরের ক্ষেজ খালের বাহিরে সৈন্য রাখিতে পারিবে এবং রাজম্ব ও বিচার বিভাগের তদন্তের ভার ভাহাদের হত্তে ন্যন্ত থাকিবে এই সর্ত্তে উক্ত সন্ধিপত্র আক্ষরিত হয়। ১৯২৩ সালে রাজনৈতিক বন্দীগণকে মৃক্তি প্রদান করিলে, জগলুল অদেশে প্রভ্যাগমন করেন।

১৯২৪ সালেই মিশরদেশে তাহার জাতীয় মহাসভার व्यथम अधिरियन रहा। এই সময় হইতে জগললের জন-প্রিয়তার হাস ঘটিতে থাকে। ১৯২৪ সালে কলকারখানা স্থাপন করিয়া মিশরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ অবস্থাপর इरेशा छिर्छन। अधिक नन जगद्या लात का जीय जात्नानरनत প্রোগ্রামে ভাহাদের কোন উল্লেখ নাই দেখিয়া হুস্নি আল ওরাবির অধীনভায় শ্রমিক নেতা আপনাদের অার্থিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য জোর আন্দোলন চালাইতে থাকে। জগলুল অনেকটা मुत्रानेनीत जामर्त्न जरूशाणिक श्हेश धहे जात्मानतत মর্শ্বকথা ব্রিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। ইহার करन मिगदत नानाथकात धर्मघष्ठ दिशा निरम खराहुन निर्मय ছত্তে তাহা দমন করিবার জন্য বাস্ত হইয়া পড়েন। এই সংঘর্ষে অভিজাত পরিচালিত দল ক্রমণ: প্রবল হইয়া শাসনদও অধিকার করিয়া বসে।

নবীন ত্রক্ষের ভাবধারা—বিংশ শতান্ধীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ত্রন্থের বিভিন্ন ধর্মমতগুলি এক একটি স্বত্তর রাজ্য বিশেষ ছিল। ত্রন্থের স্থলতান ভাহাদিগকে লইরা এক সাম্রাক্য স্থাপন করিয়া রাজ্য করিতেন মাত্র। ১৯১৩ ধুটালে বলকান স্কলে খুটান শক্তিগণের নিক্ট পরতে ও অপদত্ব হইয়া সমগ্র তুর্কীকাতি তাহার পুরাজ বাসন্থান ও ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিক্ষ করে। নবীন তুরক্ষের অক্সতম কর্ধার সিয়া বে সমগ্র তুর্কীকাতিকে একতা স্ত্রে আবদ্ধ করিবার ন্থপ্র নেধন তিনিই প্রথম তুরক্ষ ভাষার সংস্কার সাধন করেন। উহাতে যে সমস্ত আরবী ও অক্সাক্ত বৈদেশিক শব্দ ছিল, সাধ্যম্য তাহা বর্জ্জন করেন। আরবী সভ্যতাকে বাদ দিয়া, মাহ প্রাচীন তুর্কীর কিন্ধনন্তীগুলির উপর নির্ভ্রের করিয়া সাহিত্র রচনা করিতে থাকেন। বিভালয়ে বালকদিগকে পুরাতন আরব কাহিনীর ইতিহাস শিক্ষা না দিয়া তুর্কীর গল্প শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ তুর্কী শব্দই ব্যবহার করা মৃক্তিসক্ষত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই মনোভাব ১৯১৪ খুপ্টাব্দের পুর্বেই এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে তুর্কীর জননায়করণ তুর্কমান লীগ স্থাপন করেন।

বিজয়ী তুর্নীগণ ইউরোপ জয় করিয়। ব্যবসা বাণিছা কথনই হত্তপত করিতে প্রয়াস পায় নাই। কামালপাশা গ্রীকদিগকে এশিয়া মাইনরে মুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেশত্যাগ করিয়া ষাইতে বলিলে তুর্নী সমাজে কত্তবটা সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। তৎপরতার সহিত ব্যাহ্ব ও ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপন করিয়া কামাল ও তাঁহার সহচরগণ এই ক্ষণিক বিপ্লবের হত্ত হইতে দেশকে ক্রজা করেন।

সনাতন প্রথাগুলিই প্রাচ্য দেশ সমূহের গলা টিপিরা রাথিয়াছে এবং সনাতন প্রথার বন্ধনগুলি রক্ষা করিছে। ঘাইয়াই প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহু পশ্চাতে পড়িরা গিয়াছে। তুর্কীর প্রথান ভাবুকগণ এই ভাব-ধারণার বলীভূত হইরা মহাসমরের পূর্বেই দেশের মধ্যে নানাবিধ ভাবধারার পরিবর্তন করেন। ধর্ম মানবজীবনকে পারলৌকিক ক্থ সম্পদ প্রদান করিতে পারে কিছ ইহছালের ক্ষয় প্রহিক সম্পন্তিই মূল এই ধারণা জনসমাজের মধ্যে প্রচার করিবার জন্ম ভাহারা প্রাণপণ কেটা করিছে থাকেন। ধর্মের দোহাই দিয়া সকল প্রকার বার্মী রক্ষাকারী নিয়মগুলি ক্তবন করিবো ব্যুক্তি করিবার ধ্যের নোহাই দিয়া সকল প্রকার বার্মী

ক্রিলে দারিব্রাকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুরঞ্জের কবিগণ সম্পূর্ণ নৃতন ছম্মে তাহাদের ভাবধারা আধুনিক ক্রিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে থাকেন। পারলৌকিক ভরগুলি পরিত্যা**গ করিয়া তাঁহারা মাটী, জল, বাা**ছ, বেলপথ ইতাদি নিতা ব্যবহার্যা দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহাদের নবীন গাধা রচনা করিতে থাকেন। প্রাচীন হিক্র-ছাতি তাহার রমণীগণের জ্বন্ত পদা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুদূল্যান ধর্মে এই জ্ঞাই বহু প্রাচীনকাল হইতেই নাবীসম'জের মধ্যে পদ্দা প্রথা প্রচলিত ছিল। কামাল ও গ্রহ্যরগণ নারীকাতিকে এই বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্তি পদান করিবার জন্ম, সর্বপ্রকার পদার বিরুদ্ধে জেহাদ ছোষণা করেন। তুকীর রমণীগণ ক্রমশঃ বিনা অবগুঠনে প্রকাশ জন সমাজে আদিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। পুরাতনের সহিত সর্বাপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবার জন্ম পুরাতন ছুটার দিন গুলি তুলিয়া <sub>मिया</sub> উहात ऋल जुकीत याशीनजा त्यायगात मिन, क्तराञ्चित्नाथन अधिकात कतिवात मिन, माधात्राधात বিশ্রাম দিন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। শুক্রবারের খুলে রবিবারকেই সপ্তাহের বিশ্রাম দিবস বলিয়া নির্দেশ করা इव ।

এই সমন্ত সংস্থার দেশ মধ্যে অতি ক্র'ত প্রবর্ত্তিত বরিতে গিয়া কামাস খানিকটা বাধা প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। এই বাধাই তাঁহাকে আরও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলে। বাংলিগকে সরকার পক্ষ হইতে সনাতনী বলিয়া সন্দেহ হৈতে থাকে তাহাদিগকে অবরোধ করা আরম্ভ যে। যে সমন্ত খবরের কাগল স্থলতান বা সনাতন প্রেক আগ্রয় করিয়া বর্ত্তমান ব্যবস্থার নিন্দা প্রচার দরে তাহাদিগকে খ্ব কঠিন হত্তে দমন কর। হয়। ১৯২৪ গ্রান্থ পর্যন্ত People's Party বা কামালের দলই বৈ প্রবল ছিল। তাহার পর হইতে Progressive বিপ্রবল ছিল। তাহার পর হইতে Progressive বিশ্বনা করা করেয়া করেয়া করিয়া করিয়াকনৈতিক দল ত্রক্রের মাইন সভার প্রবেশ করে। ১৯২৫ সালে এই দল নাপা

তুলিয়া কুৰ্দিস্থানে বিজ্ঞোহ উপস্থিত করিলে অতি নিৰ্দিয় ভাবে উক্ত বিদ্রোহ অন্ধুরেই বিনাশ করা হয়। এই বিদ্রোহের পর কামাল সমস্ত রাজকীয় কর্মচারীপণকে ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদাদি পরিধান করিবার জয় আদেশ প্রদান করেন। রমপানের উপবাস বন্ধ করিয়া (मन। मनिकार क्रांश्विमा श्रीतम कत्रितात श्रांतमा । রহিত করেন। কতকগুলি বহু প্রাচীন ধর্মের প্রথাকে: অস্বাস্থ্যকর হিসাবে উঠাইয়া দেন। ১৯২৮ খুটালে তৃকী জাতীয় মহাদভা ইসলাম ধর্মকে রাজধর্ম হইতে পদচ্যত कतिया (नन, महत्रमीय आहेन-काकून वर्ष्ट्रन कतिया उन्न সম্পূর্ণরূপে Materialestic রাজত্বে পরিণত হয়। ভূরদ্বের বর্ত্তমান জাতীয়তা, মিশর ও ইটালীর জাতীয়তার ছায় অনেকট। ফ্যাসিষ্ট মতবাদ। তুরত্তে ক্যানিজ্ম কথনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বতরাং উহার দেই ভন্ন নাই। স্বাধীন তুরস্ক কামালের অধীনতায় তুকীজাতিগণকে এক বিরাট জাতীয়তার মধ্যে আনিয়ন করিবার অপুপ্র तिथि एक । जूब दुस्त वर्षिया न निकास कार्या कार् মধ্যবিত্ত খেণী কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছে, বর্ত্তমান তুরক্তের: রাষ্ট্রটী ইউরোপের মধ্যমুগের National State.

বর্ত্তমান যুগের আরব—আরবের পূর্ক ইতিহাল ইতিপূর্ণে কিঞিৎ প্রদান করিয়াছি। এথানে আমরা আরবের বর্ত্তমান ইতিহাস বলিব। আরব বলিতে আমরা সাধারণতঃ এক বিত্তত মকভূমি ব্রিয়া থাকি। এই দেশটা মোটাম্টা তিনভাগে বিভক্ত। উত্তর ও মধ্য আরব, উহার অধিকাংশই মকভূমি। পূর্ক ও দক্ষিণ আরব, বেখানে পারগু উপসাগরের উপকৃলে আলহিসা ও ওমান প্রদেশে অবস্থিত। পশ্চিম ও দক্ষিণ আরব, বেখানে লোহিত সাগরের উপকৃলে ইমেন ও হেলাকা প্রদেশে অবস্থিত। বর্ত্তমান আরব সিরিয়া, পালেটাইন, টাক্স জোরডান, মধ্য-আরব, মেনোপটামিয়া এই পাঁচটা প্রদেশে বিভক্ত।

ক্ষোদিম যখন মড়োতে ফিরিয়া আনে, তখন চাকরী খুঁজিয়া পাওয়া খুবই কটিন—জীইমানের অল্পলাল পূর্বেই, লোকে তখন সামাঞ্চ চাকরী হইলেও উপহারের লোভে টিকিয়া থাকে। এই ক্বকের ছেলেটি তিন সপ্তাহ ধরিয়া চারিদিকে একটা চাকরীর বুথা অবেষণ করিয়া ফিরিতেছিল।

লে ভাহার আত্মীয় ও প্রামের লোকের নিকট থাকিত।
এবং বদিও ভাহাকে বিশেষ কোন অভাবে পড়িতে হয়
নাই, ভথাপি ভাহার মত শক্ত ও সমর্থ যুবক যে বেকার
তুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাতেই সে অভ্যন্ত নৈরাশ্য বোধ

শেষাদি প্ৰভাৱত শৈশৰ হইতে বাদ করিতেছে।

যথন দে মিতান্ত শিশু তথন এক মদের ভাঁটিতে বোজলধোলমার কালে বহাল হয়; এবং পরে একটা বাড়ীতে

চাকর থাকে। গত ছই বংসর ধরিয়া দে এক সওলাগরের
কালে বহাল ছিল, এবং যদি না গ্রামে দৈনিকের কালের
কালে বহাল ছিল, এবং যদি না গ্রামে দৈনিকের কালের
কালে তাহার ভাক পড়িত তাহা হইলে সে ঐ কালেই

টিকিয়া থাকিত। যাহা হউক, তাহাকে সে কাজ নির্বাচিত
করা হয় নাই। সে গ্রাম্য-জীবনে অভ্যন্ত ছিল না; গ্রামে
সম্ব ক্ষেমন এক্থেমে লাগিত। সে কারণ, সে স্থির
করিয়াছিল, বরং মহোর পাধর গণিবে তবুও প্রামে থাকিবে
না।

পথে পথে বেকার অবস্থায় পুরিয়া বেড়াইতে প্রতি
মুহুর্জ ভাহার নিকট ছর্কাই ইইয়া উঠিতেছে। যে কোন
একটা কাজের কল্প সে কোন চেটাই বাকী রাখে নাই।
ভাইনের পরিচিতদের উভ্যক্ত করিয়াছে, এমন কি, পরে
প্রিকদেরও দীড়ে করাইয়া কাজের কথা জিঞ্জাদা করিয়াছে
কিন্তু স্বাই ব্থা।

পরিশেবে আত্মীরগণের ক্ষমে বোঝাবরপ হইরা থাকা জেরাসিমের অস্থ বোধ হইল। তাহালের মধ্যে কেহ ক্ষেত্র জেরাসিমের বাওয়া-আসার বিয়ক্ত হইল; কেহ কেছ আবার তাহার জন্ম মনিবের অসজোবের ভাগী হইল। সে কি করিবে বৃঝিয়া উঠিতে পারিল না। কখন কখন সে অনাহারে কাটাইয়া দিত।

₹

একনিন জেরাসিম তাহার গ্রানের এক বন্ধুর নিকট
গিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা মন্ধোর একেবারে বহিঃ
সীমানার সোকোল্নিকের নিকট থাকিত। সে শারভ্
নামে এক সওলাগরের কোচম্যান পদে বহু বৎসর ধরিয়া
বহাল ছিল। সে মনিবকে বেশ হাত করিয়া লইয়াছিল;
ফলে শারভ, তাহাকে খুব বিশ্বাস করিত ও নানামতে
অন্ত্রাহ দেখাইত। প্রধানতঃ লোকটার স্বক্ত্ল কথাবার্ত্তাই
তাহাকে মনিবের বিশ্বাসভাজন করিয়াছিল। সে শার
সকল ভ্ত্রের উপর প্রভ্ত্ করিতে পারিত এবং এই
কারণেই ভাহার মনিবের নিকট ভাহার আলর।

জেরাসিম উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রিয় সম্ভাবণ করিল।
কোচম্যানও তাহার অতিথির যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া
তাহাকে চা ও কিছু জল খাবার খাইতে দিয়া বিকাশা
করিল সে কেমন আছে।

জের। বিদ্ধ কহিল, "থুবই 'ধারাপ, ইপর হামিলিচ। অংনেকদিন আমি বেকার।"

"তোমার পুরাণো মনিবকে আবার ভোষাকে কারে বহাল করতে অন্তরোধ কর নি ?"

"করেছিলুম।"

"সে ভোষাকে আর রাখবে না ?"

"সে কাজে লোক নেওয়া হয়েছে।"

"ঠিকই হরেছে। ঐ ভাবেই তোমানের বত থেকিবার।
কাল কর। তোলরা অনুক-অনুক সনিত্রর কাছে করি
কর; আর বধন ছেড়ে বাও, তখন সচরাচর সব সাই বর্ষ
করে বাও। তোলাদের এনন ভাবে কাল করা জীতি
বৈ, তারা ডোলাদের কথা পুর ভাববে; সাই

আস্বে, তখন তারা ফিরিয়ে দেবে না। বরং ষে লোকটাকে রাধা হয়েছে তাকে ছাড়িয়ে তোমাদের রাধবে।"

"লোকে কেমন কোরে তা পারে ? আজকালকার মনিবরা ও-রকম হয় না। আর, আমরাও কিছু দেবদ্ত নই।"

"কথা কাটা-কাটিতে কি লাভ ? এই আমার কথাই বলি। যদি কোন কারণে আমাকে চাক্রী ছেড়ে বাড়ী যেতে হয়, আমি কিরে এলে কেবল যে মিঃ শারভ আমাকে আবার রাধবেন তাই নয়, তাতে পরম খুমীও হবেন।"

জেরাসিম নতনেতে বসিরা রহিল। সে বৃঝিল, তাহার বন্ধ অহকার করিতেছে; এবং তাহার মনে হইল, তাহাকে খুণী রাখা দরকার।

সে কহিল, "আমি জানি। কিন্তু দানিলিচ তোমার মত লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। তুমি কাজের লোক দাহলে, তোমার মনিব ভোমাকে বার বছর এক নাগাড়ে রাথতেন না।"

ইগর হাদিল। প্রশংস্টা তাহার ভাল লাগিল। নে কহিল, "ভা বটে। ভূমি যদি আমার মতে থাক ব কাল কর জাললে জোমার কালের জভার করে

খার কাজ কর ভাহতে তোমার কাজের খভাব হবে ন।"

জেরাসিম কোন উত্তর দিল না।
ইগরকে ভাহার মনিব ভাকিল।
দে কহিল, "একটু দাঁড়াও; আমি এখনই আাস্ছি।"
"বেশ।"

9

ইগর ফিরিয়া আসিয়া বণিল যে, আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘোড়া জুতিয়া তাহার মনিবকৈ শহরে লইয়া যাইবার করে পথতে হইতে হইকে। সে পাইণ ধরাইয়া বার করেক ঘরের মধ্যে পুরিয়া বেড়াইল। তারপর কেরানিবের সম্বধে হির হইয়া লাড্ডাইল।

क्रिन, "द्रशान गांच्या, विक भूति विका कर्न, द्रशासारक प्रशास कार्यन माध्यान व्यक्त सामि व्यक्तिक समुद्र ही "তাঁর কি লোকের দরকার ১

"একজন আছে, কিছ সে তেমন কাজের নয়। শে বৃড়িবে বাচেছ; আর, তার পক্ষে কাজভংলা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। খুব বরাত জোর, যে, এ দিকটা বেশ নির্ম। আর, পুলিশও তেমন ডাড়াছড়ো করে না। নাহলে, বুড়োটা ঠিক ওদের মতল্ব মত জায়গাটা পরিছাক্ষ পরিচ্ছল রাধ্তে পার্ত না।"

"যদি পার, দানিলিচ, আমার জন্তে ত্এক কথা বলো। ভোমার জন্তে আমি সারা জীবন ধরে প্রার্থনা করব। বেকার থাকা আমার অসহ হয়ে উঠেছে।"

"আছো, আমি তোমার জয়েত বল্ব। তুমি কাজ এন। আর, এই দশ কোপেক ধর। কাজে লাগতে পারে।"

"ধন্তবাদ, দানিলিচ। তাহলে তুৰি **আমার জড়ে** চেষ্টা করবেই ? আমাকে এই অমুগ্রহটা করো।"

"আহা! আমি তোমার ক**ে চেটা করব**।"

জেরাসিম চলিয়া গেল এবং দানিলিচ বোড়া **ছ্ডিল।**তারপর সে কোচম্যানের পোষাক পরিয়া পাড়ী **হাকাইলা**সদর দরজার সন্থবে গিয়া গাড়াইল। মিঃ শারভ ভিজ্ঞর
হইতে আসিয়া লেতে চাপিলেন, গোড়া হুইটি হুটিছে
লাগিল। তিনি শহরে গিয়া তাঁহার ব্যবসা বেথিলেন
এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ইগর মনিবের শোশ.
সেকাল দেখিয়া কহিল,

"ইগর ফিয়ণরিচ, আপনার কাছে আমার একটী প্রার্থনা আছে।"

"F# ?"

"আমাদের গাঁছের একটা ছোক্রা এখানে আছে, বেশ ভাল ছেলে। সে বেকার।"

"वर्षे ?"

"डांटक जागिन वांचरवन ना ?"

"কিসের অভে তাকে আমার দরকার ?"

"এই খন-কোনের স্ব কাজের কলে তাকে রাপুন s"

"भनिकांबनिट्डब कि क्टन ?"

"নে কোনু ভাৰের ? অধন ভাকে বাড়িয়ে লেজা উল্লিখ 1" "সেটা ভাগ হবে না। এতদিন সে আমার কাছে আছে। বিনা কারণে তাকে আমি ছাড়তে পারি না।"

শনা হয় দে আপনার কাছে বছকাল কাজ করেছে। বে তো মাঙ্না কাজ করে নি! তার কল্পে মাইনে পেয়েছে। বে নিশ্চয়ই তার বুড়ো বয়দের জল্পে কিছু টাকা অধিয়েছে।"

" শমিরেছে! কি করে ? কি থেকে ? দে এক্লা নয়। তার জীর খাওয়া-পরার কোগাড় তাকে করতে হয়।"

"তার স্ত্রীও বর-সংসারের ছুট্কো-ছাট্কা কাজে উপায় করে।"

ः : "অনেক টাকা সে বাঁচাতে পার্ভ।"

"পলিকারপিচ্ আর তার স্ত্রীর জল্ঞে আপনার এত ভাষনার দরকার কি? দতি। কথা বল্তে কি, ওটা নিতান্ত অকলা চাকর। সময়মত ও ত্যাররাশি সরাতে পারে না; কোন কাজই ঠিকমত করতে পারে না। রাতে বর্থন তার পাহারা দেবার পালা পড়ে, সে অস্ততঃ কশবার সরে পড়ে। ওর বড় শীত করে। দেখবেন, একদিন ওর জল্ঞে পুলিশের হালাম পোয়াতে হবে। ইন্সপেক্টার সাহেব একদিন আমাদের ঘাড়ে চাপ্বে, লার ওর জল্ঞে দায়ী হওয়াটা আপনার একটু ভাল লাগবে না।"

"তবুও এটা খারাণ। সে আমার কাছে পনেরো বছর আছে। আর তার বুড়ো বয়দে এমন ব্যবহার— এতে পাপ হবে।"

"পাপ! তার কি ক্ষতি আপনি কর্ছেন? সেন। থেতে পেয়ে মর্বে না। "আম্দ্ হাউদে" যাবে। তার ডুড়ো বয়দের পকে বেশ নির্মঞাট হওয়াতো ভালই।"

শারভ্চিম্ব করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে কহিলেন, "আছা, ভোষার বন্ধুকে এনো। দেখৰ কি কর্তে পারি।"

"তাকে রাথুন কর্দ্ধ। তার অস্তে আমার বড় জুংধ হয়। ছোক্রা ভাল অথচ অনেক্রিন বেকার বলে আছে। আমি আনি নে বেশ ভাল কোরে কান্ত করবে, আর লাপনার খুবই বিখালী হবে। দৈনিকের কান্তে নিবে ছিল বলেই লে তার স্থাগের চাক্রিটা হারিয়েছে। তা' না হলে, তার মনিব তাকে ছাড়তেনই না।"

. (8)

পরদিন সন্ধার জেরাসিম আসিরা জিজাসা করিল, "আমার কিছু করতে পারলে ?"

"মনে হয়, কিছু। আনগেচা থাওয়া যাক্। ভারপর আমার। কঠোর কাছে যাব।"

এমন কি চায়েও জেরাদিমের কোন আকর্ষণ ছিল না।
দে একটা হেন্তনেন্তর জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু
গৃহস্বামীর প্রতি বিনয়ে বাধ্য হইয়া দে ছই প্রাণ চাপান
করিয়া ফেলিল। তারপর ছইজনে শারভের নিকট উপস্থিত
ছইল।

শারভ জেরাসিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বে সে সে কোথায় থাকিত এবং কি কাজ সে করিতে পারে? তারপর কহিলেন, তাহাকে তিনি সকল রকম কাজের জন্ত রাথিতে প্রস্তুত্ত । প্রদিন সে থেন কাজে আবে!

ভাগ্যের এমন পরিবর্তনে জেরাগিম হতর্দ্ধি হইয়া গেল। তাহার এমনি আনন্দ হইল যে, পা ছইখানি যেন আর চলে না। সে কোচম্যানের ঘরে গেলে ইগর কহিল, "বাবা, দেখ, ভোমার কাঞ্চ-কর্ম ঠিকমত করো যাতে আমাকে না লজ্জায় পড়তে হয়। তুমি তো জান মনিবয়া কি চীজ্! যদি একবার অভায় কয়, তাহলে তারা বয়াবর ভোমার দোব দেখবে; কোনকালে স্থাইর হতে দেবে না।"

"वाष हरमा ना, नानिनिह.।"

"cam-cam !"

বেরাসিম্ আঙিনা পার হইয়া ফটক নিয়া যাইবার কর বিনায় লইল। পলিকারপিচের ঘরগুলি আঙিনারই এক-ধারে। একটা প্রশন্ত আলোকরশ্মি আনালাপথে আসিরা কেরাসিমের পথের উপর পড়িরাছিল। তাহার ভবিষ্ট বাস গৃহের মধ্যে এক কলক দেখিরা লইতে কেরাসিনের বর্ড ইচ্ছা হইল। কিছু আনালার শাসিগুলিতে ভূষার বাইনি ভিতরটা দেখা সন্তব হইল না। কিছু ভিতরের কেইন্টেইন বাহা বলাবলি করিতেছিল, ভাহা লে ভনিতে শাইক। একটা নারীকঠে ক্ষিত হইতেছিল "আমরা এখন কি
ক্রব ?"

"জানি না, জানি না।" নিংসলেহে পলিকারণিচ্ উত্তর ক্রিল। "ভিকা কর্তে হবে।"

"ঐ আমরা করতে পারি। তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।" নারীটি কহিল। "হায় আমরা গরীবরা কি তৃ:থের জীবন যাপন করি। আমরা কাজ করি। সেই সকাল থেকে নিশুতি রাত অবধি, দিনের পর দিন। তারপর যখন বুড়ো হয়ে পড়ি, তখন "দূর হও—"

"থামর। কি কর্তে পারি? আমাদের মনিব তো আমাদের একজন ন'ন। তাঁর কাছে এ সব বলেও কোন লাভ নেই। তিনি কেবল তাঁরই স্থবিধা চ:ন্।"

"মনিবগুলো কি নীচ। তারা নিজের কথা ছাড়া আর কারো বিষয় ভাবে না। তাদের মাথায় এটা আদে না, যে, আমরা তাদের জন্তে বিশ্বতা ও সততার সঙ্গে বংসর ধরে কাজ করি; আর তাদেরই কাজে আমাদের সকল শক্তি কয় করি। তারা আমাদের আর একটা বছরও রাথতে ভর পায়, এমন কি, তাদের কাজ করবার মত শক্তি আমাদের পাকতেও। আমাদের শরীবে সামর্থ্য না থাকলে আমরাই বেচছায় চলে বেতুম।"

"কোচম্যানটার যত দোষ আমাদের মনিবের দোষ ততনয়। দানিলিচ্ ভার এক বন্ধুর জঞ্জে একট। ভাল চাক্রী চায়।"

"হাঁ। ওটা একটা কালসাপ। কি করে যে, বশ করতে হয়, তা ও জানে। দাঁড়া, তুই বিষ-ম্থোপশু। তোকেও দেখাছিত। আমি সোজা মনিবের কাছে যাছিত। গিয়ে বল্ব, কি কোরে ওটা ঘোড়ার বিচুলী আর দানা চুরি করে। আমি লিখে দেব। তাহলে কর্তা জান্তে পারবেন কি করে হডজাগাটা আমাদের সকলের নামে মিথো লাগায়।"

"বলো না, গিন্ধী, পাপ কোরো না।"

"পাণ ? আমি বা বস্ছি সব সভ্যি নর ? আমি বা বস্ছি ভা আমি পুব ভাল কোরেই আনি। আমি সোজা গিয়ে কর্ত্তার কাছে নালিশ কর্ব। ভিনি নিজের চোবেই দেখবেন। কেনই বা নয় পূ এখন আমরা কি করি? কোথা যাই পূ সে আমাদের সর্কাশ করেছে!

বুদ্ধা ফুঁ পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জেরাসিম সমতা. তানিল। কথাগুলি ছুরিকার মত তাহাকে বিদ্ধ করিল। সে ব্রিল, এই বৃদ্ধ দশ্যতীর জীবনে সে কত বড় ছঃধ আনিয়া দিতেছে। এবং এই চিস্তা তাহাকে কাতর করিয়া ফেলিল। সে চিস্তামর্ম হইয়া বহুক্রণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ফিরিয়া দানিলিচের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

"তুমি কিছু ভূলে গিছেছিলে বুঝি ?"

জেরাদিম ধীরে কহিল,"না, দানিলিচ্ আমি এনেছি—
শোন—আমি তোমাকে আন্তরিক ধ্যুবাদ দিতে চাই—
ধ্যুবাক তুমি আমার অভ্যর্থনা করেছিলে আর—আমার
দ্যুগ্রে বৃষ্ট তুমি খীকার করেছ তার জ্যু কিছ—আমি
কাজটা নিতে পারি না।"

"কি! তার মানে ?"

"কিছুনা। আমি কাজটা চাই না। আমি **সার** একটা যুঁজে নেব<sup>্ল</sup>

ইগর কোধে উন্মত্ত হইল।

"তুমি আমাকে অপদন্থ করবার মতলব কোরেছিলে? লক্ষীছাড়া, বেলীক! একেবারে ভেড়ার মত নিরীত হলে আমার এখানে এসে বলে, "আমার জন্ত চেটা কর, দলা করে চেটা কর—"তারপর তুমি কাজটা নিজে অখীকার করছ? পাজি, আমাকে তুই অপদন্থ কর্লি?"

ব্যেরাসিম উত্তর দিবার মত কোন কথা খুঁ জিয়া পাইল না। সে রক্তিম মুখে চকু নত করিল। ইগর স্থায় তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং আর কিছু বলিল না।

তাপরপর জেরাসিম নীরবে টুপীটি কুড়াইরা লইর। কোচম্যানের ঘর ত্যাপ করিল। সে ক্রতগারে আভিনা পার হইরা গেট ছাড়াইরা রাজার উপর দিরা চলিতে লাগিল। তাহার চিত্তভার তথন লবু ও সারা অভ্যয় হুবে ভরপুর।

## সমাজ-সংস্কারে মহাত্মা

"সংবাদণতা সমূহে আমার এই পঞ্চ বিবৃতি প্রদান করিবার সময় সংবাদপত্রসমূহ আমার বিবৃতিগুলির এবং সাধারণভাবে এই শান্দোলনের যেভাবে আদায় কার্য্য করিতেছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গত স্থাতে শীবৃত রাজভোজ এবং তাঁহার বন্ধুগণ আবার মজে সাকাৎ করেন। তাহা হর সজে সমন্ত আন্দোলবের সম্পর্কে আমার আলোচনা হয়। ঐ সমর ভাহাদের নিকট আমি যাহা ৰণিয়াছিলাম এই বিবৃতিতে আমি ভাষার কতকাংশের কথা সংক্ষেপে विगरक हारे । डांशां अक्षे अध्यत्र चात्रा हतिक्रमापत्र अहे व्यात्मालमारक সাহায্য করিবার বস্তু কি করিতে পারে, আমার নিকট হইতে তাহা লানিতে চাহেন। তাহারা এদিকে অনেক কাজ করিতে পারে। হরি-জনদের সহিত সম্পূর্ণ সম্বিকারের সর্ত্তে নেলামেশা করিতে অস্বীকৃতির नक्ष कि प्रश्नादेवात अन्य कान कान वर्ग हिन्स जाहापात विकास वि सर অভিবোগ আনরন করিতে পারেন হরিজনেরা পূর্ব হইতে তাহা অমুমান করিয়া লইতে পারেন। হরিজনদের বিপুল জনসংখ্যার পোচনীয় इर्फगात मण वर्ग हिन्तुहारे मण्युर्गणात्व हार्यी, এवशा जामि देलिशूर्त्वरे দৃঢভার সহিত বলির।ছি। আমি ইহাও বলিয়াছি যে, অস্পুগুডা বঞ্জনের সক্ষে সলে তাহাদের অবহারও উন্নতি হটিবে। অম্পৃত্ততা দোব দুর ড়রিবার জভ আমি কোন সর্তু নির্দেশ কথনই করিব না। তথাপি, বর্তমান অবস্থার ভিতরও বতদুর সম্ভব নিজেদের আত্যস্তরীণ সংস্থারের জন্ত কাজ চালান হরিজনদের কর্ত্তব্য সুপত্ত। নির্মলিখিত কাজগুলিতে নিজেবের সমতা কর্মণজি প্ররোগ করা হরিজনসমাজের কর্মিদের কর্ম্ম ⊱ (১) হরিজনদের মধ্যে পরিকার পরিচ্ছরতা এবং আছাবিধির থসার। (२) বে সব কাজকে নোংরা কাজ বলা হয়,—যেমন, ময়লা পরিষ্ণার করা, চামড়া পাকা করা প্রভৃতি কার্যাগুলি উন্নত উপারে করা ; (৬) সম্পূর্ণরূপে সংকার মাংসাহার না করিকেও মৃত জন্তুর মাংস এবং সামাংস আহার বর্জন করা ; (৪) মন্তপান পরিত্যাগ করা ; (৫) যে দৰ স্থানে দিনের বেলায় বিজ্ঞালয় আছে, সেই সব বিজ্ঞালয়ে শিশু-দিগকে প্রেরণ করার জম্ম তাহাদের পিতামাতাকে প্ররোচিত করা এবং ক্ষ কৰে ছামে দৈখা বিভাগয় আছে, সে সৰ বিভাগৰে পিতাৰাতারা मेरामका वाक्षांटक बांच त्मलका क्वां कता ; (७) निरम्बद्धत मरथा मृष्युक्षका साम पूत्र कहा। ये विवशक्षणित केरमक कि ाहा तुलाहैदा हेबार अस सामि महाध्यातीकार अञ्चलत आलाहन। कतिरहृहि। নামানের দেশের আবহাওয়া বেরূপ ভাহাতে প্রভাহ সান করা এদেশে মাবশ্রক। কাপড়চোপড়ও পরিকার পরিছের রাখা সর্বদেশে সকল ानराबू (७३ चा रक्ष । अक लागि बन रहेलहे अकलाब ; छान जान ্ইতে পারে। একখানা পরিকার কোরালে ভাল রক্ষ করিরা জলে

ভিজাইয়া মাথা গা জোরে রগড়াইয়া ফোলিয়া তারপর একথানা ওকনা ডোরালে দিয়া মুছিরা কেলিলেই চলে। প্রত্যাহ বদি এইভাবে মান করা ক্র, তাহা হইলে ভিজা তোরালেখানা ভালকপে নিড়োইয়া লইলেই তথারা শরীর মুছিয়া কেলিবার কাজ চলিতে পারে।

वह रमरणत आवराखनारक छप् वकी नारकार भतिना शाकिना के কাপড় চোপড় তথন তথনই গুকাইয়া লওয়া ঘাইতে পারে। আমি জানি আমি নুতন কিছুই বলিডেছি না, তথাপি এই সৰ প্রাথমিত বিষরগুলিই শতশত কন্মীদিগকে আমাকে বাধ্য হইলা বুঝাইলা বলিতে হইতেছে। প্রাক্রেটরা পর্যান্ত স্থান্তা বিবরের এইদব প্রাথমিক নির্ম গুলি অনেকে জানেন না। তারপর, মরলা পরিকারের উন্নত এণালীর কথা। ৰাৰ্থপর অজ্ঞৰণ হিন্দুগণ ক্ষতিদশ্বতভাবে মানুবের মলমূত্র পরিফার করা একপ অসম্বর করিরা তুলিয়াছেন। পায়ধানাগুলি কেই স্পূৰ্ণ করে না ৰলিয়া ঐগুলি এত অপরিকার মে সে কথা ৰলিবার নছে। সেওলি অভ্যার, আলোবাতান বৰ্জিত এবং এরপভাবে প্রস্তুত বে সেওলির থানিকটা মাত্র কিছু পরিকার করা ঘাইতে পারে, তাহাও অত্যন্ত অপরিচহন ভাবেই সন্তব। এই সব পারধানা ব্যবহার করা প্রত্যহ নরকে যাওরারই সামিল। এদেশের আৰহাওরা যদি এরপ ভার না হইত, ভাহা হইলে পার্থানার ভিতরত্তলি অস্গুরিগকে পরিষার করিতে না দেওয়ার জন্ত অথবা নিজেরা ঐগুলি পরিভার না করার দরণ অনেকে বেভাবে অকাল মৃত্যুর কবলিত হইরা থাকে, তরপেকা আরও क्रातक दनी लाक मृजुामूर्य পश्चिष्ठ रहेठ। रक्षिक विशय मकन स्वम আবভাকীর সমাজ-দেবার কার্যাই করিতে হয়। বর্ত্তমান অবস্থার ভিতর তাহারা ঐঞ্জি পরিষ্যার করিবার অব্যবহিত কাল পরেই স্থান করিছে পারে এবং এগুলি পরিষার করিবার জক্ত দামাক্ত কিছু খড়ের পরিবর্ডে যথেষ্ট পরিমাণ গুকনা মাটি ব্যবহার করিতে পারে। আমি নিজেক रमधरदात्र कारक अकबन विरागतक विषया मानी कतिया थाकि, ये कांब মুলতে এবং দক্ষতার সহিত ও সম্পূর্ণ পরিচ্ছরভাবে সম্পন্ন করিবার পক্ষে व्यक्ति व्यक्तक छेभारतत कथा विन्ता पिछ भारत । आववानीतां ध नहबन् वांनी विषे और कार्या माराया करत, जारा रहेरत के कार्य काल कृतिए कियरे अविविध एव ना। এ विवरत याहाता जानिए हैं के का कार्नी यांत्राविधान नचरक विलयकारन आहा चांचा विश्वास स्वारक ज्ञानीय লেখাগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন। পরিফার পরিজ্ঞ ক্রিয়ার কাল চালাইবার সময় বেধরদের একটা বিশেব পোবাক পরিধান করা উচ্ছিত প্রত্যেক মনিব অথবা করেবজন মনিব একত্র হইরা ঐ পোবাঞ্জ সরকাই করিতে পারেন।

চানড়া পাকা করিবার কার অংশকাকৃত কটন। अध्यक्त

চাম্ডা পাকা করা কাল করে, তাহারা মৃত জন্তর ছাল ছাড়াইবার আধনিক রীতি কানে না। তথাক্থিত উচ্চ:শ্রণীরা তাহাদের স্বধন্ত্রী এবং খদেশবাদী এই প্রয়োজনীয় সম্প্রদায়কেই অপরাধ্যলক ভাবে মুপেকা করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে মৃত জন্তকে সরাইয়া লওয়া হটতে আরম্ভ করিয়া চামড়া পাকা করার কাজ পর্যান্ত অভান্ত আনাডী বৰুম হট্যা থাকে। নিকুষ্ট ধরণের চামড়া ভৈয়ার হয় বলিয়া উহাতে দেশের অগণিত অর্থের ক্ষতি ঘটিরা থাকে। মধুমুদন দান একজন প্রত্ত জনহি তথী পুরুষ । তিনি চামড়া পাকা করিবার আধুনিক পদ্ধতি নিজে **আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে অম্পুগুতার** কুসংস্কারের ছল্ম বংসারে বংসারে এদেশের কি পরিমাণ ক্ষতি ঘটিতেছে হিসাবপত্তে তিনি তাহা দেখাইরা দিয়াছিলেন। হরিজন কর্মিগণ চামডা তৈয়ারীর আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষা করিতে যুখাসম্ভব কার্য্যকরভাবে হরিজনদিগকে ট্যা শিপাইয়া লইতে পারেন। গৃহস্থদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে মেথরের। যাহাতে দঢ়ভাবে অধীকৃত হয়, ভাহাদিগকে দেই শিকা প্রদান করিতে হটবে। যতদুর সম্ভব নিষ্ঠ্র ভাবে গৃহত্বেরা মেধরদিগকে, তাহাদের ্রাত্রের ভুক্তাবশেব দিয়া থাকে। যুগাগত অভ্যাসবশতঃ এই বিষয়ে মেগরদের সৌন্দর্যানুভূতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারা অপরের পাতের উদ্ভিষ্ট আহার করার কোন দোব দেখিতে পার না। তাহাদের মনিবদের পাত্রের ভৃত্তাবশেষ, ভাহারা অত্যন্ত হুগান্ত মনে করিয়া থাকে এবং ভাষার জন্ম লালারিত হর। আমি জানি, ভাসীদের ছেলেপিলেদিপকে এট সব উচ্চিট্ট স্পর্শ করিতে না দিয়া তাহাদিগকে তাহাবের মরের বে কা অওয়ারী অথবা বাজবার সম্ভষ্ট থাকিতে শিকা দেওয়া ইইয়াছিল ৰলিয়া ভাৰাৰা ভাৰাদের সন্তান্দিপকে কতকণ্ডলি বিভালয় ছাড়াইয়া লট্রা গিয়াছিল।

যাহারা চামড়া পরিকারের কাজ করে, তাহাদিগকে মৃত জন্তর মাংস এবং গোমাংস বৰ্জন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। আমি নিজে একজন নিরামিধাসী, আমি তহ'দিগকে মাংস মাতেই বর্জন করিতে বলি। অনেকে তাহা করিতেছেও। কিন্ত র্মাণ তাহারা ঐ সংখ্যারের জন্ত প্রস্তুত না থাকে, তাহা হইলে অধায়কর মৃত জন্তর মাংস পরিত্যাগ করিবার জন্ত তাহাদিগকে শিকাদান করা কর্ত্তবা, গোমাংস হিন্দুদের আহার নিবিদ্ধ। আমি জানি মৃত জন্ত সরাইরা লইবার মূল্য অন্ধণেও তাহারা ঐ সব লক্তর মাংসকে এইণ করিয়া থাকে। ভাক্তার আমেদকর আমাদিগকে বলিরাছেল বে, মূত অন্তর মাংস আহার পরিভ্যাপ করার জক্ত কোথারও কোথারও धामवानीता छाहामिनदक अ कथा बिनहा आहात कतितारह व देश আহ'র করা ভাষাদের ধর্ম। ভাষারা এই ভর করিলাছিল বে, ঐ সব োকেরা যদি মৃত জন্তর মাংস আহার করা ত্যাপ করে, তাহা হইলে गुठ क्य महादेश नहेबाब क्य छाडाता भवना डाहिएर। वाहार रहेक মুত্ত পণ্ড ও লোমালে ভক্ষৰ ভ্যাৰ ভৱিতে হইবে, এটুকু আলুসংবদ रिविमनन्तरक अटक्यारत वर्ग विक्यारांत्र हरक कर्मकारी हेडू क्रिया

2

তুলিবে এবং অস্পৃত্তার বিক্লছে অভিযানকারী সংস্কারকামীগণের কার্ব্য व्यत्नको महत्र कतिया जुनित्व। हजुर्व धवः १म विवत्न मुल्लाहर्क টিকাটিগনী অনাবশ্রক-উহাদের ব্যাধ্যা স্বতঃ কুঠিই আছে, সর্বশেষ বিষয়টি হইতে:ছ অপ্রভাগণের মধ্যে অপ্রভা। এই সমস্তা সমাধানের विटमव अटराजन विश्वामन। यनि এक मरक अन्त्रशास्त्र भरशा अहे অম্পৃত্তা অৰ্থং ডবল অম্পৃত্তা বিদ্যাত না হয় **ভাছা হইলে** অম্প শুতার বিরুদ্ধে এই অভিযানকে জনমুক্ত করা বিশেষ কট্টসাধ্য হইবে। হরিজন সংখ্যার কামীগণের পক্ষে এটা এক কঠোর **কর্ত্ত**র বিশেষ কিন্তু উহারা যদি উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে এই আন্দোলন প্রধানতঃ ধর্মমূলক আন্দোলন এবং হিন্দু সমাজকে অপবিত্রতার কলভ মুক্ত করিবার একটে এই আন্দোলনের উদ্ভব হটয়াছে, তাহা হ**টলে** विवारि मःकात्र माधरनत :উপযোগী माहम ও আছুনিভারত। উহার। পাটবেন। এবছিধ আন্দোলনের কন্মীগণকে দে আয়ভাগী ও পৰিক্র সভাব সম্পন্ন হইতে হইবে এ বিষয়টির উপর জোর দেওরা আমি অনাবশুক বলিয়া মনে করি। আমি এ স্থলে যে গঠনমূলক কর্মপন্থ। বাত লাইলা দিলাম উহাতে হরিজননের মধ্যে অভিশয় উৎসাহসম্পন্ন সংস্কারকামীও সত্ত হইবেন এবং ঐ কর্মপন্থার অতুসরণে সমস্ত সময় সালক চিকে বায় করিবেন, কিন্তু উহার মধ্যে এমন ছুই একটা বিষয় আছে যাহা হরিজনগণ আমাদের হাতে অবশিষ্ট যে সমর আছে এ সমর মধ্যে করিরা উঠিতে পারিবেন না। যাহাই হউক কোন হরিজনেরই কাহারও বিরুদ্ধে অনশন আরম্ভ করার প্রশ্নোজন নাট, কাহারও সভাগ্রহ অবন্ধনেরও আবশ্যকভা নাই—বর্ণ হিন্দুদের এখন একটা মহাপরীকা চলিতেছে, উহাদের গতিবিধির উপর হরিজনগণ এখন লক্ষা রাথিয়াই সম্ভুষ্ট থাকুন। যে সকল বাধাবিল স্থানীর বর্ণ ইন্দুপ্রণ इंडेएक श्रीजनरक विश्विम कवित्रा वाश्रियां है, ये मकन मुत्री कवन करन वर्ग হিম্পূগণ কি করেন হরিজনগণ তাহাই লক্ষ্য করিতে থাকুন। স্থানীয় वर्गहिन्स्राप्त माल उहाता अथन रान स्थान संग्रहा विवास वाधारेता ना बरम् । इतिकनरम् कांग्रियं मद मभरत्रे विरूपयण्डः अथन मोक्रक्रभूनी ছওয়াই বাঞ্দীয়। গায়ের জারে অর্জন করিবার মত জনেক কিছ ধাকিলেও অত্যাচারীর নিকট হইতে বলপূর্বক কিছু আদায় করা যায় না, আত্মত্যাগ ও ছঃগ কটের মধ্য দিয়াই ধর্ম অর্জন করিতে इत्र। वर्षिक्नृभगतक ब्रांको कत्रारेश अधिकात अर्थकतनत्र मत्याह হরিজনদের কৃতিত রহিয়াছে। বর্তমানে অস্ততঃ ইহা মনে করিয়াও व्श्विमनाम्ब जायस्य वृद्धेवात यर्थहे कात्रण परिवारक (य महत्त महत्त वर्गिक्न चाम निरम्भाव द्यारी मचरम मर्टडन व्हेशासन अवर व्यासनामा ক্তিপুরবের জক্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। হরিজনগণ নিজেগের দাবীর বুক্তি-যুক্তভার উপর এবং এ দাবী পূর্ণ করাইরা লইবার জন্ত আন্মত্যাগের ক্ষতার পূর্ণ বিশাস সম্পন্ন হইতে হইবে।

আগানী বিষ্ঠিতে বৰ্ণ হিন্দুগৰ এই আবোৰনে কি কি ভাৰে। নাহাৰ্য করিছে পাঁচনদ, আমি ভাষান উল্লেখ গান কৰিব। পুণা, ১৭ই নবেম্বর—হরিজনদের মধ্যে এতাবৎ একমাত্র শ্রীমুক্ত রাজভোজই আমাদের কাছে জানিতে চাহিলাছেন বটে বে, এই আন্দোলনের অগ্রগতি সাধনকল্পে হরিজনগণ কতমুর কি করিতে পারেন। কিন্ত ছারতের বিভিন্ন স্থান হ'বতে শত বর্ণহিন্দু নর, নারী, ছাত্র নির্ক্তিশেবে আমার নিকট পত্র কিথিয়া জানিতে চাহিলাছেন, তাহাদের কাজ কারবারের হার্থ অব্যাহত রাখিরা তাঁহারা এই আন্দোলনকে কি কি উপারে সাহাব্য করিতে পারেন। অম্পুভাতা বর্জ্জন আন্দোলনটি জনসাধারণের পক্ষে মনোভাবের ও অমুন্নতদের প্রতি আচরবের পরিবর্জন ছাড়া আর কিছুই নহে। কাজেই এই আন্দোলনের সহাহতা করে সম্পেকে উহাবের দৈনন্দিন কাজ কারবারের স্থার্থ করা হইবার কোনই আশকা নাই।

ঐ জন্ম বিরাট বর্ণহিন্দুসমাজের দৈনন্দিন কাজ কারবারের উপর হস্তক্ষেপ অনাবখ্যক। হরিজনদের দেবা করিতে ইইলে প্রত্যেককে স্বর্ধান্তা নিজকে অম্প খাতার ব্যাধি ইইতে সর্বতোভাবে মৃক্ত করিতে हहेत, किन्न উशाहा यपि वरलन य जन्म शामन मन्मिन अत्वर्ण छांशामन 👿 কোন আপেত্তিনাই ই। বরং অস্পৃত্তগণ সাধারণ দেবমন্দির সমূহে প্রবেশাধিকার পার, বিভালর, সরাই, রাস্তা, হাসপাতাল, চিকিৎসালর প্রভৃতিতে উহাদের বর্ণহিন্দুদের তুল্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়--এক কথার ধর্মের দিক দিয়া, সমাজের দিক দিয়া, আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া রাজনীতির দিক দিয়া সর্ববিষয়ে উহাতা বর্ণহিন্দুদের তুল্যাধিকার লাভ করে ইছাই চাহেন; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি নিজে বাজিগত ভাবে যতদুৰ প্রয়োজন অগ্রদর হইমাছেন। কিন্তু প্রশাকর্তাগণ ওধু উহাতেই সন্তষ্ট হইতে নারাজ। অতদুর অগ্রসর হইরাও তাঁহারা জানিতে চান, এই আন্দোলনের সহায়তাকল্পে উাহারা আরও কিছু করিতে পারেন কিনা৷ এই সকল প্রশ্নকর্ত্তাগণ তাহাদের কার্যক্রের গতি যেন निरक्रापत भाषा প্রতিবেশীদের মধ্যেই সামাবদ্ধ রাখেন। উহাদিগকে দৈনন্দিন জীবনে যাহাদের সংশ্রাবে আসিতে হয় ত। হালের মধ্যে উহারা নিজেদের মত প্রচার করিতে থাকুন ও উহাদিগকে নিজেদের মতে অব্রপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিতে থাকুন। যদি উহারা (প্রতিবেশিগণ) অশ্যুতা বর্জনের আবশুক্তা উপদ্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে উহার৷ ( প্রশ্নকর্ত্তাগণ )-এই আন্দোলনের সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক আত থাকিলে, উহাদিগকে এই আন্দোলনের মৃক্তিযুক্ততা বুঝাইতে চেষ্টা ক্রিতে পারেন, আর যদি বুঝাইবার পক্ষে উহাদের ( এখাকর্ড দের) পৰ্য্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব থাকে তাহা হইনে তাহারা ঐ সকল প্রতিবেশি-श्नरक अरहाजनी ह পृथिপृष्ठकानि श्रानिहा निर्देश अ मक्त अठात्रकार्रात्र বোগাড়াসম্পন্ন সকল সমরের জন্ম নিযুক্ত প্রচার ক্মিগণের সহিত উছাদের পরিচর করাইরা দিবেন। যদি ঐ সকল প্রশ্নকর্ত্তাগণ দেখেন डाहासित अक्टल এই आस्मालसित श्रकांव किहूमां विकृष्ठ इत नांचे ভাষা হইলে এবং ঐ অঞ্লের জনসাধারণের উপর ভাষাদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি থাকিরা থাকিলে উহাত্তা জন সভা আহ্বান করিরা বভুন্তাবিরও

धरे जाम्मानत्तत्र महात्रजाकांत्री छेदमवाबित जात्ताजन कत्रिए भारता এবং ঐ সকল সভায় বক্তৃতা করিবার জন্ত অপরকে আহ্বান করিছে भारतन, वर्ग हिन्मूरमत्र मरशा अहे अव काब कत्रा शहरू भारत । किन्न इहे मक्न नवनातीभागव थाकुछ कार्यात्कव हहेत्व हतिखनत्वव मार्था। (स সকল বৰ্ণ-হিন্দুগণ আমার পঞ্চম বিবৃতি পাঠ করিয়াছেন তাঁছারা উচাকে पिथिया थाकित्वन त्व, त्वनी ममत्र अ**र्थ ७** में छि तात्र न। कतिया। হরিজনদের সেবাকল্পে নীয়বে অনেক কিছু ভাল কাল করা ঘাইতে शास्त्र। वर्ग हिन्मुगन शतिकात्र शतिकहन्नजात विधि व्यवर्धन ७ यस्त्रे পরিমাণ জল সংগ্রহের বস্তু অম্পুর্জগণের কৃপ বা জলাশয়াদিতে সহয প্রবেশাধিকার লাভকল্পে হরিজনকর্মীদের চেষ্টার সাহায্য করিতে পারেন। উহারা হরিজনদের আধাধাষিত অঞ্চলের নিকট অবস্থিত অঞ্চ বর্ণ ছিন্দুগণের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত সাধারণের ব্যবহারের জন্ম নির্মিত কুপ বা জলাশয়াদি পুজিয়া বাহির করিয়া বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এই মত क्षात्र कतितः शादान त्यः, इतिकानगरनत्र अ मकल मार्थात्रत्व वावहात्र হুল্ম নিশ্বিত কুপ বা জলাশয়াদি ব্যবহার স্করিবার আইনসক্ষত অধিকার রহিয়াছে এবং বর্ণ হিন্দুগণের ঐ বিষয়ে সম্মতি পাওয়া গেলে যাহাতে হরিজনগণ বর্ণহিন্দুদের আপতি না হয় এভাবে ঐগুলি বাবহার করেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন। ধাক্ষড় বা মেথরের কাল সম্পর্কে উহাবা হরিজনগণ যে সকল বাড়ীতে খাঙ্গড় বা মেধরের কাজ করে ঐ সকল বাড়ীর মালিকদের নিকট ঘাইরা হরিজনগণ যাংতে সংক্রে স্বাস্থ্যকরভাবে তাহাদের পরিষ্কার করার কান্ধ সম্পন্ন করিতে পারে ভাহার ব্যবস্থার আবশুকতা ভাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, এ विवरत शांत्रशाना निर्मारगत ও महलानि अभगातरगत देवळानिक शक्छि অবগত হওরা তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন হইবে। উহারা বাড়ীর মালিক-দের ঘারা মেথর বা ধাকজ্দের ব্যবহার জক্ত বিশেষ পোষাক ভৈরার করাইয়া লইতেও পারেন। ঐ সকে ধাক্ষড় বা মেধরগণের মনেও উাহ।দিগকে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, ঐ সফল কাল্পে হীনতা বা অমধ্যাদাক্তক কিছুই নাই।

ধাজড় বা মেখরগণকে বর্ণ হিন্দুগণের ভুকাবলের দানের বিক্লে ঐ
সকল ক্সিদের প্রচারকার্য্য চালাইতে হউবে এবং বে সকল ছাবে
উহার। উপযুক্তরূপ বেতনাদি পার না সে সকল ছাবে বাহাতে উহার।
ভালরকম বেতন পায় তক্ষ্যত মালিকগণকে প্রবৃদ্ধ করিতে হইবে।
চামড়া পাকা করা সম্পর্কে বেলী কিছু করা উহাদের পক্ষে করিতে হইবে।
চামড়া পাকা করা সম্পর্কে বেলী কিছু করা উহাদের পক্ষে করিত, ভবে ঐ
ধরণের কোন বেচ্ছোসেবকের কাহারও মধ্যে বদি বণেও সহায়ুভূতি ও
উৎসাহ অগ্রহ থাকে তাহা হইলে তিনি প্রাধির চামড়া ছাড়াইবার
আহ্যকর পদ্ধতি শিক্ষা করিল। চামড়া পাকা করার কাম্ম হাহার করে।
তাহাদিগকে উহা শিবাইতে পারেন। তবে উহার। আর একটা করি
অবস্থাই করিতে পারেন, উহার। মৃত প্রাদি অপসারণের সম্পর্কে বিক্লিয়া
বাহাক রিতে পারেন ও চামড়া পাকা করার কাম্ম বাহার ক্ষমে আহারিক
বাহাকে ব্যেই পারিম্পানিক পার ভাষার অবস্থা ক্ষমিত

sisting সময় এবং ক্ষমতা আছে তীহারা দিবা ও নৈশ বিজ্ঞানর স্কল প্রিচালনার ভার লইতে পারেন। ছটির দিনে হরিজন বালক-বালিকা-গণকে বনভোজনে বা বেড়াইতে লইয়া ঘাইতে পারেন এবং স্থবিধা চ্ট্রনেই হরিজনদের গৃহে যাইরা তাহাদিগের তত্তাবধান করিতে পারেন। আবশ্রক হইলে তাহাদের চিকিৎদাদির ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই ভাবে ধীরে ধারে উহাদের মনে এই ধারণা জ্বাটিয়া দিতে भारतन रय, जाशास्त्र जीवरनत नुजन व्यथाय क्ष शहेशास्त्र अ जाशास्त्र আর নিজদিগকে হিল্পুসমাজের অবহেলিত ও ঘুণিত অঙ্গ বিশেষ বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। আমি যে-সব পছা বাতলাইরা দিলাম অতি সহজে ও বেশ যোগ্যতার সহিত্ই ছাত্রসম্প্রদার ঐ পন্থার অফুসরণ করিতে পারেন। নীরবে অথচ উৎসাহ, আগ্রহ ও দৃঢ্তার সহিত বহু-সংখ্যক নরনারী যদি এই সকল কাজ করিয়া থান, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ থাকিবে না যে, আমরা লক্ষ্যে দিকে অনেকটা আগাইয়া পিয়াছি এবং তথন দেখিতে পাইব যে, আমি যে সব কাজের কথা বলিলাম উহা ছাড়াও করিবার মত আরও অনেক কিছু রহিয়াছে। করিবার মত বে-দকল বিষয় আমার চক্ষে পড়িয়াছে, উহার মধ্যে মাত্র ক্ষেক্টী আমি একলে বাছিয়া বলিলাম।

মহাস্থা গান্ধী তাঁহার নিম্নলিখিত সপ্তম বিবৃতি প্রচার করিরা-চেন:—"আমি বর্ত্তাকে বে-সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে চেটা কবি, যদিও সেগুলি পূর্ব্ববর্তী বিবৃতিগুলিতে দ্যুনাধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইরাছে, তথাপি একটা বিবৃতির ভিতর সেগুলির যতটা সম্ভব আলোচনা করা আমি সমীটান মনে করি।

"একটি প্রশ্ন এই রূপ---আপনি কি লোকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কোন কাজ করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিতেছেন না ? অস্তঃপকে না করাই আমার মতলব। আমি যে উপবাসএত অবলম্বন করিবার মতলব করিতেতি, দুর্ববিকে শক্তিরান করা, অলস্নিগ্রে কর্মতৎপর कता এवर मरमबोनिरगत मरन विश्वारमारशानन कता है जाता के एक छ। अ বিষয়ে ধিনি একট ভাৰিলা দেখিলাছেন, তিনি স্পষ্টই বুলিতে পারিবেন त, याहाता अहे मःश्वादतत विद्यांशी, উপयाम बक काहामिन्नदक न्यर्न করিবে না, এবং যদি ঐ উপবাদত্রভের কলে আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভাছারা আনন্দিতই ছইবেন। ভাছাদের সেক্স আনন্দিত ইইবাঃ সক্ষত কারণও বোধ হয় আছে। একজন কুছ পত্র প্রেরক ঠিক এডিলি কথার ভাঁছার ঐ মনোভাব ব্যক্ত করিতে বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু অপর একজন পত্ত-প্রেরক বলিতেছেন—"এই এই কাল कता जाननात हैक्हा नरह, अकथा वना जाननात नरक पूर्वहे नहत । অপিনার অভিনাত্তার আত্রহণরারণ অনুসামীদের হাতে ব্যক্তিগত লাংলার ভরে অনেক পোড়া লোকজন সাধায়ণের অসুসমন করিবে। व्यात्र मन त्करवाई अहे शहरनत बृष्टि व्यवर्गित हहेरक शारत । व्यापि পানার জাকনে অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াতি: সে সব কাজে <sup>59रा</sup>ग्यक **अवस्थित कहा आवश्यक रह गाँदे, किया व्यामि**रहारंगर

আমি আজ এবাৰ দিতে বাইতেছি, সে অভিযোগ এত অধিকবার আমার উপর আরোপিত হইরাছে যে, আমার সহল পরিত্যাগ করার পক্ষে আহা পিটাও। প্রতাবিত উপবাদ এতের অনিচহাকুত কল যাহাই হউক না কেন, আমার বাজিগত মান-মন্যাদার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও দরকার হইলে উহা অবল্যন করিবার অল্ল কারণ রহিরাছে; ভাহা এই যে, উহা আমার উপর বিশ্বস্পলার সহল সহল লোককে কর্মা প্রতেষ্টার প্রণোদিত করিবে। প্রত্যেক ধর্মমূলক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই এইরাপ ঘটিয়া থাকে।

বিতীয় প্রশ্ন এই:--আপনি কি এক শ্রেণীর হিন্দুদিগকে অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে লাগাইতেছেন না ? আমি দুঢ়তার সহিত উহা অধীকার করি। এত্যেক সংখ্যারেরই কিছু না কিছু বিঞ্গতা ঘটতে **দেখা** ষাইবে, ইহা অনিবার্যা। কিন্তু কভকটা মাত্রা প্যাপ্ত সমাজের ভিতর এই বিরুদ্ধতা এবং আন্দোলন সামাজিক প্রস্থতারই লক্ষণ, সনাতনা এবং সংস্কারীদের ভিতর স্থায়ী বিরোধ ঘটিবার কোনেরূপ ভয় আমি রাখি মা। সনাতনীদের বিরুদ্ধতা অথবা তাহাদের মনোভাবকে উণোকা করিবার ইচ্ছা আমার থাকিতেই পারে না। ভাঁহাদের মধ্যে কেছ কেছ সনাতন ধর্ম বিপল্ল হট্যাছে বলিয়া যে আত'ক্ষত হছ্যা পড়িয়াছেন এ বিষলে আমার সন্দেহ নাই। সনাতনাদের নিকট হইতে আমি যে-সব চিট্ট পাইয়াতি, তাঃ।র প্রত্যেকখানিতে এই কয়েকটি বিষয়ে সাকৃতি রহিলাছে —(১) আমরা শাকার করি বে, হরিঞ্চলদের বস্থার উল্লভি সাধনেয় জন্ত এখনও অনেক কিছু করা দরকার। (২) আমরা সাকার করি যে, অনেক বর্ণহিন্দু ছরিজনদের উপর গ্রহার করেন। ( ০) আমরা স্বীকার করি যে, তাহাদের দস্তান-সম্ভটেদের শিক্ষালাভ করা উচিত এবং তাহাদের থাকিবার জল্প অপেক্ষাকৃত ভাল বাড়ী-গরের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। (৪) আমরা ইহা থীকার করি যে, সানের জন্ত এবং ভাহাদের নিজের জল তুলিবার জন্ম যথোটিত ব্যবস্থা থাকা উঠিত, (e) आमत्र। देश श्रीकांत कति (प, পूमार्फनांत अग्र ठाहांतिनरक यर्थेष्ट अविशा ध्येतान कत्रा कर्खवा ; (७) आमत्रा हेश वीकांत्र कति य, जाशामिश्रदक भून ब्राजनी जिक अधिकांत्र अमान कता आवश्रक; (৭) আমরাইহাৰীকার করি যে, অস্তান্ত শ্রেণীরা যে সব পোরাধি-कां कां कां का का वादक छोड़ो दिश्तक अली अली अली कर्न कर्जा वर्जना ।

ক্ষিত্র এই সব সনাতনীয়া বলেন বে, তাহাদিগকে পর্ণ করিতে অথবা তাহাদের সংসর্গে বাস করিতে আমাদিগকে কিছুতেই বাধ্য করান উচিত নহে, তাহাদের বর্তমান অবস্থার তো নহেই। তাহাদিগকে আমি বলি, আগনারা বখন তাহাদিগকে নিজেদের সমান অধিকার দানের আব- শুক্তা বীভারই করেন, তাহা হইলে অঞ্চান্ত বর্ণ হিন্দুপন আরও একটু আগাইরা দিরা আগনারা বে সব লাজে বিধাস করেন, সেই সব লাজ- বুজির জোরে বদি এই বিধাস করেন বে, তাহাদিকে অপ্ শুক্তরণে গণ্য করা, কর্ত্তা, করে, তাহাতে আগনারা চক্স হইরা পঞ্চেন কেন ক্রিকে রাকী

আছেন, কিন্তু আপনারা ইহাই চাহেন যে, তাহারা আপনাদের হইতে তফাতে থাকিয়া ঐগুলি ভোগ করুক। নিশ্চয়ই আগনায়া অংগনাদের পক্ষে পথে চলিবার স্বাধীনতা কুন্ধ হইতে দিতে চাহেন না এবং এবৰ-দন্তির কথা গুনিলেই শ্রু হন, আপনাদেরই মত সংখারকামীরাও ভাগাদের নিজেদের পথে চলিবার স্বাধীনতা চাহিবে ইহা আপনাদের বুঝা উচিত। তাহাদিপকে জবরদন্তির ছারা আপনাদের মতে মত मध्यारेट निम्हबंरे जाननाता हाहिरवन ना। হরিজনদের অবস্থার উন্নতিসাধনের ইচ্ছার দিক হইতে সংস্কারকামীদের সহিত আপনারা একমত। এ পর্যান্ত কার্যাতঃ আপনার। হরিজনদের সম্পর্কে সংস্কার-কামীদের কার্যোর স্কন্ত ভাঙাদিগকে নির্যাতিত করেন নাই। আপনার। তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের পথে চলিতে দিয়াছেন। আপনারা जाशामिनक वर्धन करवन नाहे? आज ये आत्मानन पूर्वारणका অধিকতর প্রবল এবং অধিকতর ব্যাপক হইয়াছে, শুধু এই জন্ম আপনারা উহার বিরুদ্ধতা করিবেন, ইহার কোন অর্থ থাকিতে পারে না। পথে একটি অন্তরায় রছিয়াছে। বর্ত্তমানে যে-সব দেবমন্দির এবং व्यक्ताम क्रमश्रक्तिहोत्न इहिकारावत श्राद्यभाषिकात मार्के, म्थलि मनाउनी-দেরই হাতে থাকিবে, না. সংস্কারকামীর দল হরিজনদের সহিত ঐওণি ষ্যবহার করিবেন ? এই সমস্তা কটিটিবার সহজ পথ রহিয়াছে। উভয় পক্ষ যদি চিরকালের ভিতরকার ইবা-বিষেধ এবং অঞ্জার ভাব পরিহার ক্রেন, তাহা হইলে প্রত্যেক গ্রাম অথবা সমষ্ট্রগতভাবে কতকণ্ডলি প্রামের এবং প্রত্যেক সহরতলীর প্রত্যেক পাড়ার লোকদের মত কি, তাহ। এহণ করা যাইতে পারে। বেখানে যে দলের ভাগে ভোট বেশী ছইবে, তাঁছারাই দেবমন্দির প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন। স্নাতনীদের **शक्त यमि मःशाधिका घटि, जाहा इहेटल मःश्वातकामी अवः व्यान्धिमिश्यक** তাঁহারা যে সাহায্য করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহাদিপকে বিরত र बग्राहे जमीकीय रहेरव ।

এইরূপ ধারাবাহিক বৃক্তির অনুসরণ করিলে পর সনাতনীগণ কোথার অবিচার করা হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইবেন। তাঁহাদিগকে অমুরূপ পুঞ্জার্চনা প্রবর্ত্তন করার যাবতীয় বায়ভার বহন করিতে হইবে। বেহেতু উক্ত পত্র হইতে আমি যাহা বুঝিতে পারিয়াছি এবং উপরে যাহা বিবৃত **ক্রিয়াছি ভরারা ইহাই প্রত**ারমান হয় যে, সনাতনীগণ এ পর্যান্ত বে পুরার্চনার অধিকার পাইয়া আদিয়াছেন এবং হরিজনগণ যাহা হইতে বৃঞ্জ হইরাছেন, গেই পুজার্জনার হরিজনদিগেরও সমান অধিকার আছে—সমাতনীগণ এই বিষয়ে একমত। যে-সব বিষয়ের প্রকৃতপক্ষে কোন অভিত নাই সেই সব বিধরের অভিত কলনা করিয়া সনাতনীগণ रवन शकारशम ना इन । छाहामिशस्क न्यष्टेखारव देहाहै वृक्षिए इहेरव বে, বারবেলা-চুক্তি এবং অধুনা গঠিত নিধিলভারত অশ্পুখতা বিরোধী ग्राञ्चत्र त्यांग्या अनुयाती अन्यक्षका वर्ष्करमत्र मत्था आमि यांश विवृक्त করিলাতি ভাষার অধিক কিছুই নাই। ইয়ার কার্যপদ্ধতির মধ্যে প্রবৃত্তি এই-"এপানি বলেন বে, আলানি লালে বিবাদ করে। আত্ত্যাতিক ভোজ কিবা আন্তর্জাতিক বিবাহের কোন উলেম নাই।

বছ হিন্দু ( তথাধো আমিও আছি ) আরো অধিক দুর অঞ্চর হঠতে চাহেন দেখিয়া সনাতনীদের উদিগ্ন হওয়া উচিত নহে। ব্যক্তিগত কার্যান উপর প্রকাশিত বাজিগত মতামতকে তাঁহারা বাতিল করিয়া দিজে চাহিবেন না। তাঁহারা ঘাহা বিশাস করিয়া পাকেন তংগ্রতি वि ভাঁহাদের দঢ় আহা থাকে তবে ভবিব্যতে আর কি হইবে এই আলহাত্ত তাছাদের উল্লিয় হওয়া উচিত নহে। কোন বিশেব সংস্কারকার্য্যের হৃদি স্বাভাবিক শক্তি পাকিয়া থাকে এবং উহা যদি বুগধৰ্ণের অভাব প্রণের জন্ম আসিয়া খাকে ভাহা হইলে উহার অগ্রগতিতে পৃথিবীর কোন শক্তিই বাধা দিতে পারিবে না।

তৃতীয় পশ্ম এই:-- "দামাজিক ও ধর্মদংক্রান্ত দমস্তাদমূহ দল্পকে আপানার মতামতের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং ঐগুলি ভাহাদের দারা গ্রাহ্থ করাইবার জক্ত তুমুল আন্দোলনের বড় ভুলিয়া আপনি কি হাজনৈতিক মুক্তির পথে বাবা উপস্থিত করিতেছেন না ? অস্পুশতা বর্জনের প্রচারকার্য্য চালাইবার জক্ত বন্দী হিদাবে আমি দীমানির্দেশ এংণ করিয়াছি। তাহার গণ্ডী লব্দন না করিলে এই প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর প্রদান করিতে পারিব না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাঁহারা আমাকে জানেন তাঁহালের ইহা জানা উচিত গে, আমি রাজনৈতিক, দামাজিক, ধর্মদংক্রাস্ত এবং অক্তান্ত সমস্তার মধ্যে বিশেষ কোন প্ৰভেদ দেখি না। আমি সৰ্ব্বদা এই মত পোষণ করিয়া আদিতেহি, বে, ঐগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটা সমস্তার সমাধান করিতে পারিলে অফুগুলির সমাধান সহজ্যাধ্য ছইবে।

প্রপ্রেরকগণ যে সকল সমস্তা উত্থাপন করিয়াছেন, ইহাতেও উহার স্বগুলির সমাধান হয় না। আমি শ্বভাবতঃ যে ধরণের সহায়তা পাইয়া ণাকি, তাহাতে উহার স্বগুলি সমস্ত। সম্পর্কে দিন্ধান্ত করিয়া উঠা আমার পকে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক আমার আগামী বিবৃতিতে এগুলি সম্পর্কে আমি যথাদাধ্য আলোচনা করিব—লামি প্রপ্রেরকরণকে আমার প্রতি হুফুকম্পাশীল হইতে অমুরোধ করিতেছি। আমি প্রায় সবগুলি পতা সম্পর্কেই প্রাপ্তি স্বীকার করিরাছি। পত প্রেরক্রণকে এখন হইতে আমি বিবৃতিগুলির মার্কণ বে সকল উত্তর দিতে সমর্থ হইব, উহাতেই সম্ভষ্ট থাকিতে অমুরোধ করিতেছি—প্র গ্ৰেরকগণ যেন সংক্ষেপে তাহাদের বিষয়গুলি জানান এবং ওাহাদের বস্তব্যের মধ্যে মৌলিক কিছু যদি থাকে, গুণু ত'হা ছইলেই এবং এই আন্দোলন সম্পর্কিত যে সকল বিষরে নিজেরা বিচার বিবেচনা করিয়। একটা সিদ্ধান্তে পৌছাইবার পুর্বে আমার নিকট হইতে ইন্তরের প্রতীক্ষ করা তাহাদের পক্ষে অত্যাৰ্ভক হয়, তাহারা যদি কেবল সেই সকল বিষয় সম্পাৰ্কেই আমাৰ নিকট পত্ৰ লেখেন ডাহা হুইলে আয়াকে এবং তাহাদিগের নিজদিগকে সাহায্য করা হটবে।

कात अकृष्टि श्रव करनक श्रवेतश्रवक जामारक विकास केतिहासन। বারা আপনি কি বলিতে চাহেক, আনাবের যুক্তির অববার্গ কার্ক্ত ক্রি আপনি নিজের মর্জ্জনত শাস্ত্র-সমর্থিত অনেক বিষয়ই বাতিল করিয়া লিয়া থাকেন। আপনি অনেক সময়ই গীতার দোহাই দিয়া থাকেন, সেই গীতা পর্যান্ত শান্ত্র-বিধি মান্ত করিয়া চলিতে বলে।" ইহার উত্তরে আনি আমার পূর্ববিত্তী একটি বিবৃতিতে যে কথা বলিয়াভি তাহারই পুনরাবৃত্তি করা আবেশুক। আমি এই কথা বলিয়াভি যে গীতার প্রধান বহুবা বিষয়ের যাহা বিরোধী এমন কিছুই শান্ত বলিয়া আমি মনে করি না, যেথানেই ইহা মুক্তি থাকুক না কেন।

জামার গোঁড়া বন্ধুরা যদি শিহরিয়া না উঠেন, তাহা হইলে আমি
আমার কথার অর্থ আরও প্লাষ্ট করিয়া বলিতে পারি। যে সমস্ত বিষয়
বিষয়নীনভাবে নীতির প্রধান হত্র বিলিয়া গৃহীত নহে, এমন কিছুই আমি
শাস্ত্রে ছারা সমর্থিত মনে করি না। নীতির প্রধান হত্রগুলি কাজ্যন
করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত নহে, ঐগুলিকে সমর্থন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত।
গীতা শুধু বে বিশ্বস্থানীন নীতির প্রধান হত্রগুলি সমর্থন করে এরপ নহে,
ঐগুলি প্রতিপালনে সর্ব্রেটোভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ হইবার পক্ষে অকাট্য যুক্তির গীতাতে রহিয়াছে। কর্ত্রোলিন্দিশের এই পদ্ধা যদি আমি
ধরিতে না পারিতাদ, তাহা হইলে আমার ক্রায় সাধারণ লোককে
পরস্পরিরোধী মতের গছন অরণ্যের মধ্যে এবং ক্ষ্মুরভাবে মুদ্রিত ও
তের্নাই ক্ষ্মুর ক্ষমে বাবাই রাশি রাশি সংস্কৃত পৃথির ভিতর
গুরিয়া মরিতে হইত। সংস্কৃত পৃথির ঐ সমস্ত বাক্যুলইয়া পণ্ডিতে
প্রিয়ে মত্র বিধনির্দ্ধেশ বলিয়া দাবী করিয়া আদিতেছেন।

এমন অনেক শৃতি-শান্ত আছে, অনেকে দেগুলির থোজই রাথে না,
এবং সামাল্য কংরক শত মাত্র লোকই দেগুলিকে শ্রন্ধার চক্ষে দেগিরা
থাকে। সেগুলি কখন কোন সময় রচিত হইরাছিল কেই বলিতে
গারেন না। দাক্ষিণাত্যে আমি ঐরপ একথানা শৃতিশান্ত দেখিরাছিলাম। আমি দে থানির সম্বন্ধে আমার পণ্ডিত বন্ধুদিগকে প্রশ্ন
করিলে তাহারা আমাকে বংসন যে, উহার কথা কিছুই জানেন না।
অনংখ্য আগম আছে, পরীক্ষা করিলে থেখা যাইবে সেগুলি পরপারবিরোধী, সামাল্য কতকটা অঞ্জের বাহিরে ঐগুলির কোন শুভাব নাই।
বি এইসব পুত্তককেই হিন্দুর শান্তবিধান বলিরা খীকার করিয়। লইতে
যি, তাহা হইলে এমন কোন ঘুনাভিই বোধহর নাই বে, পাল্রের নলীর
ইলয়া তাহা সমর্থিত না হইতে পারে। সর্ব্যানমান্ত মমুশ্বতিতেও

মন অনেক বচন আছে যেগুলি মন্ত্র বিধান কি না, এ বিবরে বণেইই
ক্ষেহ আছে। মন্ত্র্যুতি হইতে যদি ঐ প্রক্রিপ্ত বচনগুলি বাদ না দেওরা
বার, তাহা হইলে যেখা যাইবে, উহার অনেকগুলির সহিত্তই মহতী
ক্ষিত্র উচ্চত্রম আধ্যান্ত্রিক অফুশাননের বিরোধ রহিলাছে।

ভগবদ্বীভার একটিমাত্র জোকে 'শাত্র' এই কথাট ব্যবহার করা ইয়াছে, সে হলে আমি ঐ কথাট বলিতে গীতাভিত্তিক পুত্তক বিশেষ <sup>২বং</sup> বিধান বিচয়কে বৃধি বাই; কিছু আমি জীবত সামবসমাজের সামু বিচয়প্তকই বৃধিয়াছি। আমি জানি আমাত্র স্বাধ্যাক্ষকণ উর্ভে সম্ভষ্ট হইবেন না; আমি একজন সাধাংগ লোক। আমার পক্ষে এ বিবরে কোন নির্দ্ধেশ প্রদান করা সম্ভব নহে। আমি শাগু বলিতে কি ব্ৰিয়া থাকি এই কথা বলিয়া আমার সমালোচকনের এই ঔংফ্কা নির্দন করিতে পারি।

বিশেষ জোরের সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আবাকে করা হইনা থাকে।
প্রশাটি এই—"ভগবানের নির্দেশ অথবা বিবেকবালী বলিতে আঁপনি কি
বৃত্তিয়া থাকেন 
প্রত্যাকেই যদি নিজের কার্য্যের অস্ত এরপ বিবেক বালার দোহাই থাকে এবং তাহার প্রতিবেশীদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আপনার অবস্থা এবং অপতের অবস্থাই বা কির্মাণ হইনা দাঁডাইবে প

প্রশ্ব সঙ্গত প্রশা ভগবান যদি আত্মরকার কোন ব্যবস্থা না ক্রিতেন তাহা ইইলে আমাদিগকে বিষম অবস্থার ভিতর পতিত হইতে হইত। যে ব্যক্তি মিখ্যাভাবে ভগবল্লিদেশের দাবী করে, কিখা বিবেকের বাণী না পাইয়া উহা পাইবার দাবা করে, ভাহার অবভা পাধিব লুণতির আদেশ অমুসারে কার্য করিছে বলিলা যাহারা মিথ্যারূপে নাবী করে, তাহার অপেকা অধিকতর <del>থারাপ ছটবে।</del> শেষোক্ত ব্যক্তি ধরা পড়িলে শারীরিক ক্ষতিতেই নিচুতি পাইবে, কিছ পূর্বেবাক্ত ব্যক্তির দেহ এবং আত্মা উভয়ই ধ্বংস ছইতে পাবে। উদার-চেতা সমালোচকগণ আমার উপর পঠতার অভিযোগ আনরন করেন না : কিন্তু তাঁহারা এইরূপ ক্থা বলেন যে, মতিবিজ্ঞান প্রতিত হওচা আলার পাক্ষ অসম্ভব নহে । ফুডরাং যাহারা মিগ্যাক্রপে ভগবানের নির্দেশের দাবী করে, তাহানের অপেক। আমার কার্য্যের ফল আমার পক্ষে ভিন্নরাপ হইবে। আমার স্থায় আফুজিজাম বাজির পক্ষে অভাস্ক সতৰ্কতা এবং মতিবৈৰ্ণোর সহিত কাৰ্য্য করা আবখ্যক। অহমিকাৰে একেবারে বিশুপ্ত করিয়। দিলে ভবে ভগবানের নির্দেশ পাওমা বায়। এ বিষয় লটনা আনার বিশেষ বিব্রত ইইবার কারণ নাই। আমি বে দাবী कति, তাহা किছू समाधान कावी नत्ह, कि:वा त्कवन आधि अका के দাবী করি নাই। দেহ-মন-প্রাণ সমন্ত দিরা বে ভগবানের নিকট আন্ধ-সমর্পণ করিতে পারে, ভগবান তাহাদের সকলের জীবনট নির্দ্তণ করিছা পাকেন। গীতার ভাষার যাহারা সর্পত্র অনভিসক্ত অর্থাৎ অহমিকাশুর ভগৰান তাহাদের ভিত্র দিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।

আমি একটি সহল বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ করিয়াহি, বাঁহার ইচ্ছা আছে, বৈগ্য এবং অভান্ত আবস্তক গুণাবলা আছে, উহারা সকলেই উহা পদ্মীক্ষা করিয়া বেখিতে পারেন। এই সত্য উপলন্ধি করা অভ্যন্ত সহল এবং সক্ষম থাকিলেই উহা লাভ করা বায়। পরিশেবে, আমার বক্তব্য এই বে, আমার বাবীর সক্ষম কাহারও মাধা বামাইবার আবস্তুক নাই। আমি কাহাকে কিছু করিতে বলিলেই বে, তাহা করিতে হইবে এমদ কোন কথা নাই, উাহারা নিজের নিজের বৃক্তির বারা ভাহার বিচার ক্রিয়া বেখিতে পারেন।

আৰি ইহ-জনত হইতে চৰিয়া খেলেও অস্প্ৰতার পান্তক বিচুৰিত

করিতে হইবে। আমার উপবাস রতের পশ্চাতে ভগবাদের অন্থ্রেরণা ছিল বা না ছিল, আমার নিতান্ত বাহারা অন্তর্ম জাহাদেরও তাহা লইরা বিব্রত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আমাকে যদি তাহারা ভালবাদেন, তবে গুরু দেই ভালবাদার দিক হইতেই বিশুণ উৎসাহ সহকারে ঐপাপ দ্রীকরণে ভাহারা ব্রতা হইতে পারেন। যদি ইহা প্রতিপন্নই হয় বে, ঐ উপবাস ব্রত তাহাদের একজন থামবেরালা বন্ধুর নির্ক্ষ ক্ষিতারই কল, তাহাতেও কোন রূপ বিপৎ-পাতের সভাবনা নাই। আমার প্রতি যাহাদের ভালবাদা কিবো বিশ্বাস নাই উহাতে তাহারা কোনরূপ চঞ্চল হইবেন না। আমার প্রতাধিত উপবাস-ব্রতের কথা কিবা তৎসম্পর্কে আমার দাবী দাওয়ার কথা অনবরত বিনাইয়া বিনাইয়া বলাতে জনসাধারণই মতিত্রমে পতিত হইতে পারে এবং জাতির দৃষ্টি প্রারম্ভে মহাব্রত হইতে অক্তাদকে সরিয়া পড়িতে পারে। হুতরাং আমার নিকট যে রাশি রাশি চিঠিপত্র জ্বাহে; তাহার করেকটি বিবরের প্রতি আমার প্রতিক্ষের দৃষ্টি আম্বর্গ করিয়াই আমি আমার বন্ধব্যর

বোষাইয়ের সহরতনী তিলে পালে ছইতে একজন ধনী হিন্দু একখানা চিটি লিখিরাছেন। এখানে ১৭ শত ভিনা বা বাড়ী আছে। ফিউনিসিপালিটির আর ৭০ হাজার টাকা, ইহার মধ্যে ৩০ হাজার টাকা আবর্জনার পরিফারের কাজে ব্যর হইরা থাকে। মেধরদিগকে যে মহলার থাকিতে দেওরা হইরাছে, দেখানে কোন রাজা নাই, জল সরবরাহের ব্যবহা; নাই বা বাহ্যরকার বন্দোবত্ত নাই। জমিটা নাচু, ঘরগুলি ঝুপড়ির মত, ভালা টান দিল্লা তৈরারী। এগুলি পুর্বে আবর্জনা পরিকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইরাছিল। জলের কোন ব্যবহা নাই। কাহেই সহরতলীর মরলা কেলিবার জারগা, তথা ইইতে অবিরত পুতিসক্ত নির্গত হইতে থাকে। আবর্জনা পরিকার বিভাগের মোটর লরীগুলি রাখিবার জক্ত এ স্থানে একটা বাড়া আছে। নোরো টানগুলি খোড করিবার জক্ত তাহার সঙ্গে একটি কলের নল বুকু করা ইইরাছে এবং ওভারসিরারের মেগজ বেদিন ভাল থাকে, দেলিন তিনি ঐ নল

হইতে মেথর বিগকে তাহাদের ব্যবহারের অবল লাইতে দেন। অন্তথারে গান্ধর গান্ধীর সারি রহিরাছে, ঐ সব গান্ধীতে করির। পারধানার মরল বোবাই ট্রিন লাইরা আসা হর। এইরূপ পারিপার্শিক অবস্থার ভিতর মেধর বিগকে জীবনঘণ্টান করিতে হর। মেধরদের এই মহলার চারিদিকে মরলান, তাহা অহিকাংশ সময়ই জলমগ্ন থাকে; তাহা মশা, মাছি, বিগ্ণ, সাপ এবং মেঠো ইন্দুরের লীলাভূমি। এই অবস্থার এক ত্রিশটা পরিবার জীবন যাপন করে। এই ৬১টা পরিবারে ৩৫ জন পুরুষ ২৫ জন ব্রীলোক ৩৪টি বালক, ১৫টা বালিকা আছে। এই ১০৯ জন লোকের মধ্যে ১৯ বালক মাত্র করেই স্তেটি লিখিতে পদ্ভিতে পারে। অক্ষান্ত সকলে একেবারে নিবক্ষর। এইরূপ সহরতলীতে কাল করিবার যথেও ক্ষেত্র রহিরাছে। সনাতনী ও সংরক্ষণকার্মী উভরেরই এক্ষেত্রে কাল বহিরাছে।

তিলাপালে মিউনিসিপালিটা তাহানের আর ৭০ হাজার টাকার মধ্যে ৩১ হাজার টাকা পরিচ্ছরতা রক্ষাকার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন, একথা বলিলে আমার অভিযোগের কোন জবাব দেওয়া ছইবে না। আমি জানি তিলাপালের ধনীরা এইসব সমাজদেবকদিগের উন্নতির জন্ম বিশেষ ট্যাক্স দিতে সক্ষম। নিধিল ভারত অস্থতা বিরোধী লীগের অক্লান্তকন্মী শীব্ত এ, ভি, ঠকর লীগের পক্ষ হইতে তাঁহার পরিজ্ঞমণ কালে করেকটি স্থানের মেপর মহলার শোচনীয় অবস্থার অফুলপ শোচনীয় চিত্রই প্রদর্শন ব রিয়াছেন। বিহারের দানাপুর এবং পাটনার নিকটবন্তা করেকটি স্থানের ঐ সব মহলার শোচনীয় বিষয়ণ তিনি প্রদান করিয়াছেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছা বে, অস্মতার সম্বাদ্ধ শালে কি আছে না আছে, এই অনর্থক বিতর্কে প্ৰবৃত্ত না হইরা প্রত্যেকেই এই তথাক্ষিত অস্পুঞ্চৰের শোচনীয় অবস্থার উন্নতি সাধনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। আমার পত্র প্রেরকেরা সকলেই আমাকে এই আখাদ প্রদান করিয়াছেন যে, अমুরত দের অর্থিক এবং নৈডিক উন্নতি সাধনের কার্ব্যে তাহাদের আকাব্যা काहात 8 कम नटह हैहारमत मकलात जलहे चर्लष्ट कार्या कतियात क्या রছিয়াছে।

মাঘে প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বড় গল্প বাহির হইতেছে।



( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর :

### কাৰ্যের বোঁটা ও ফুল

যে কবিভার প্রথমাংশ স্থরচিত নয় কিন্তু শেষাংশ স্থরচিত—দে কবিভার বিচারে যথন পাঠক বলেন শেষাংশটুকু ভাল হইয়াছে—তথন পাঠকের মনোভাব ব্রিতে পারি। প্রথমাংশ যে কবিভার স্থরচিত, শেষাংশ তেমন নয়—দে কবিভার বিচারে শেষাংশ সম্বন্ধে কোভ প্রকাশের হেতু পাওয়া ষায়। কিন্তু যে কবিভা সর্বাজ্ঞাল হয়য়াছে—তথন পাঠক ভাল করিয়া আট ব্রেন না বলিয়। সন্দেহ হয়। কবিভামাত্রেরই শেষাংশ কবি চরম কণাটি বলেন অথবা রমটিকে ঘনীভুক্ত করিয়া আনেন। ইয়য় অর্থ নয় যে কবি শেষাংশটুকুকে স্থরচিত করিয়া ভূলিয়াছেন এবং প্রথমাংশকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। এ যেন রজনীগন্ধার ছোট গাছটি দেখিয়া বলা—গাছের প্রশিত অ্যভাগটাই ভাল।

র্গভের চোথে গোট। কুল গাছটিই সমান ভাল।
পূলিত অগ্রভাগ চমৎকার সন্দেহ নাই—রজনীগন্ধা গাছের দণ্ড, পত্র, বৃস্তাদি যাহা তাহাকে চমৎকার
করিয়া তুলিয়াছে তাহাও সমানই চমৎকার। পুল্পের
সৌকুমাধ্য, ঐ ও সৌরভ কেহ গাছের অক্যান্ত অংশে
প্রত্যাশা করে না অন্ত অংশের সহিত তাহার কেহ তুলনা
করিয়া বলে না— অগ্রভাগের তুলনায় নিম্নভাগ অপক্রই।
রসজ্ঞ পাঠক কাব্যের শেষাংশকে মায়ের কোলে শিভটির
তিই দেখেন—মায়ের সন্দে সন্তানের তুলনা করেন না।
শিজ পাঠক একটি কবিভাকে সম্প্রভাবেই দেখেন—
শ্বিতার যে যে উপলান উপকর্ব রস্কে ঘনাইয়া তুলিবার
হায়তা করিয়াছে, তাহার কাছে ভাহাকের স্বই সমান
মংকার। প্রথমাংশ যদি রস অমাইবার সহারভানা করিয়া

থাকে—তবে শেষাংশও চমৎকার নম্নচমৎকার বিশিল্পা
মনে যাহা হইতেছে তাহা রদের পক্ষ হইতে নর—ভাবের
বা ভাষার পক্ষ হইতে। রদের পক্ষ হইতে বিচার করিলে
কোন অংশ চমৎকার কোন অংশ চমৎকার নয় এরপ
কথাই উঠে না—সমস্টটিই চমৎকার।

প্রথমাংশ এক কারণে চমংকার— বিতীয়াংশ অন্ত কারণে চমংকার এবং প্রতি অংশ চমংকার বিলিয়াই সমগ্রটাই চমংকার। সনেটের বিচারে এই ভূলটিই খুব বেশী হয়। সনেটের শেষ তুই ছত্তে কবি তাঁহার চরম কথাটি বলেন। আনেকের এই তুই পংক্তিকেই চমংকার বিলিয়া মনে হয়—আর মনে হয় এই তুটি পংক্তির অন্ত বাকী বাদশ পংক্তির বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না।

যাঁহারা আর্ট বুঝেন—বাঁহারা রদজ্ঞ, তাঁহারা জানেন—
ঐ ছটি পংক্তি একটি পরবিত সভেক্ত ভামল লভার
ফুলের মত ফুটিরাছে—সমন্তটুকুই তাঁহার নিকট চমৎকার—
পূপ্পিত লভাটিই চিন্ত হরণ করে। আর যাহারা
সারগ্রাহী হিসেবী লোক ভাহাদের কাছে লভাটার কোন
মূল্য নাই—পূপ্টিরই মূল্য আছে। ভাহারা অনায়াদে পূপ্প
ছটিকে ভুলিরা লইরা ছই কাণে গুঁজিয়া চলিয়া বায়
অর্থাৎ ভাহারা ভালবাদে স্থিক, স্থ-ভাষিত, Adage বা
Maxim,—কাব্যের রস ভাহাদের উপভোগ্য নর।

#### লালিকার (প্যারডির) কথা—

কাহারও কাহারও বিখাস কোন কবির কোন কবিতা বা গানের প্যার্থ লিখিলে সেই কবিতা বা গানের অবমাননা করা হয়। প্যার্থড-রচনা-পদ্ধতি বাংলা ভাষার ছিল না—পূর্ককালে চতুসাঠার পণ্ডিত ও ছাত্রপণ রসিকতা করিবার জন্ত কোন কোন মহাক্বি-রচিত সোক্ষের ভাষার ইকং পরিবর্জন করিয়া কৌতুকাকারে লোক রচনা করিতেন—সে সকল শ্লোক পণ্ডিতগণের মুখে মুখে প্রচারিত হইত—সেগুলি উত্ত শ্লোকের পর্যায়ে পড়ে। সেগুলিকে ঠিক প্যার্ডি বলা যায় না—তবে প্যার্ডির সংগাত বটে।

বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে টকরা টকরা পারিছির ছত্র পাওয়া যার—দেওলি কোন শ্রেণীর তাহা আভাদ দিয়াছেন। বৃদ্ধিমচক্ত তাঁহার "মুচিরাম ওড়ে"র মধ্যে একস্থলের একদিন যাত্রার দলের ছোকরা মুচিরাম গান গাহিতেহে-একজন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে —মৃতির'মের গংনের পদ মনে থাকে না। মৃতিরাম গাহিল,— "নীরদ কুন্তলা—থামিল, আবার পিছন হইতে বলিল— লোচনা চঞ্চা-মচিরাম ভাবিষা চিন্তিয়া গাহিল-লুচি চিনি ছোলা-পিছন হইতে বলিয়া দিল-দ্ধাতি স্থন্দর क्र १ - मू िताम ना वृश्यिम गाहिल - मिर्ट गत्म १ - क्र १ -লোচনচঞ্চল, দধ।তি হৃদ্দররূপং—ইহার প্যার্ডি দাঁড়াইল— "লচি. চিনি. ছোলা দধিতে সন্দেশ রূপং" এই ভাবে "পার্ব্বতীস্থত লখোদরে"র প্যার্থিড 'পাক দিয়া হতো লখা করো" ইত্যাদি। মোট কথা—আমরা পারিভি বলিতে আজকাল যাহা বুঝি—ঠিক সেই ধরণের সম্পুর্ণাক প্যার্ডি কবিতা আগে ছিল না।

ইহা বিলাত হইতে আমদানী। অতএব বিলাতের লোকেরা যে ভাবে প্যার্ডির বিচার করেন, সেই ভাবেই বাংলার প্যার্ডিরও বিচার করা উচিত।

বাংলা ভাষার প্রথম প্যারতি ছুছুন্দর বধ-কাব্য।
মেহনাদবধের ভাষা ছন্দ ও ভলিকে ব্যঙ্গ করিয়া এই
প্যারতি রচিত হয় পংক্তিতে পংক্তিতে কক্ষরে অক্ষরে
বুহুৎ কাব্যের প্যারতি হইতে পারে না—হ্বর ছন্দ
ও ভাষাভলিরই প্যারতি দস্তব। গীতিকাব্যের ছই শ্রেণীর
প্যারতিই হইতে পারে। সেই প্যারতিই দর্ব শ্রেষ্ঠ যাহা—
কেবল ভাষাভলির নয়—প্রত্যেক শব্দেরও প্যারত।
এইশ্রেণীর প্যারতিগুলি একটু কইসাধ্য এবং ক্ষসাধ্য
বলিয়াই অছন্দ ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠে না,—হ্বেল হ্বলে
ছ্শাঠ্যও হইয়া উঠে।

যে কবিতা বা যে গানের প্যার্ডি করিতে হইবে ভাহা পাঠকের সম্পূর্ণ পরিচিত, এমন কি, পাঠকের মুধস্থ না থাকিলে প্যার্থির রস্বোধ কিছুতেই সম্ভব নদ।
সেক্ষম মুখে মুখে যে গান বা কবিছা চলিতেছে তাহারই
প্যার্থি করিতে হয়। পাঠক-সাধারণ এই মূল কবিতা বা
গানে প্রত্যেক শন্ধটির সহিত তাহার প্যার্থির তদমুখলী
শন্ধটিকে মিলাইয়া দেখিতে পারেন কিরূপ আক্রিক
সংযোটনার কৃতিত্ব ঘটিয়াছে এবং এই কৃতিত্ব কতটা রসসম্পাতে সহায়তা করিতেছে।

প্যারতি উচ্চশ্রেণীর কাব্য নহে, উহা শন্ধশিল্পমাত্র— উহাসম্পূর্ণ শন্ধানত্বারের গতীর মধ্যেই আবদ্ধ। উহার অর্থে কোন অনির্বাচনীয়তা নাই, তবু উহা এক প্রকার রসের স্থাষ্টি করে—ইহা কাব্যের ঘনীভূত রস নহে, ইহা তরল হান্তারস।

উচ্চশ্রেণীর কাব্য না হইলেও উৎক্ট প্যার্ডি রচনা বড়ই কঠিন—ইহাতে যে কতিত্বের, যে কলাকৌশন্রে, রে সামক্ষম্যবোধের প্রয়োগ করিতে হয় তারও মূল্য সামায় নয়। প্যার্ডির হাম্মরস Wit প্রেণীর হাম্মরম। সেজল এই রস ফটি করিতে হইলে লেখককে একাধারে পণ্ডিত, রসিক ও রসজ্ঞ হইতে হয়—নিথিল শক্ষাণ্ডারের অধিকারী হইতে হয়—অক্যান্য উপকরণের জন্ম প্রথম প্রেণীর Versifierও হইতে হয়।

সাধারণতঃ দেশবিধ্যাত কবির সর্ব্ধজন-পরিচিত্ত সর্ব্ধপ্রেষ্ঠ সঙ্গাত বা কবিতারই প্যার্থি রচিত হইয় থাকে। যে সঙ্গীতের প্যার্থি করা হয়—সে সঙ্গীতটী সম্পূর্ণ অরণে না থাকিলে প্যার্থি উপভোগ করা য়য় না। সেজত যে সঙ্গীতটী সকলেই জানেন তায়ারি প্যার্থি ইয়য়া থাকে। সর্ব্ধজন-সমাদৃত সঙ্গীত, ভগবং-প্রেম, দেশপ্রেম বা নরনারীর পবিত্র প্রেমকে অবন্ধন করিয়াই সাধারণতঃ রচিত। ভাষার ঈরৎ পরিবর্তন করিয়াই লাধারণতঃ রচিত। ভাষার ঈরৎ পরিবর্তন করিয়াই লাধারণতঃ রচিত। ভাষার ঈরৎ পরিবর্তন করিয়াই লাধারণতঃ রিটিত। ভাষার ঈরৎ পরিবর্তন করিয়া ছলা কর ও ধ্বনিকে অক্ষুর রাখিয়া Sublime শব্দ সম্ভর্মকে কেমন করিয়া Ridiculous করিয়া ভোলা য়য়য়য়য়য়র সোণেত রচনাকে কিরুপ কৌতুক রচনার পরিবর্ত্তিক করা য়য়য়, দেই কলা-কৌশল দেখাইবার অন্ত প্যার্থি। কাজেই প্যার্থি রচনার ঘারা আলে প্রতিত হব না ব্রেপ্যার্থিকারের মূল সভীতের প্রতি ভব্দি বা আরা নাইক্রিমান সভীতের পবিত্র বিষয়বর্ধকে অব্যান্তা

ভাষার উদ্দেশ্য। বরং পক্ষান্তরে মহাক্বির প্রতি
গ্যার ডিকারের গভীর শ্রদ্ধাই স্টিত হয়। সেইজ্যুই
সাহিত্যপ্তরু বহিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক করি
সঙ্গনী কান্ত পর্যান্ত আনেকেই নিঃসংহ্রাচে যুগ-পাবন
খ্যাক বা সঙ্গীতের প্যার্ডি লিবিয়াছেন। বিষর্ক্রে
চণ্ডীর গ্লোকের প্য রভি পড়িয়া কে বলিবে চণ্ডীর প্রতি
বহিমচন্দ্রের ভক্তি ছিল না। কে না জ্ঞানে গীতা ও চণ্ডী
বহিমচন্দ্রের জীবনের প্রধান উপাশ্ত ছিল ? তাই সতীশ
চন্দ্র রচিত—"ঝামার জ্মভূমি" গানের প্যার্ডি "আমার
কর্মভূমি" ও 'সোনার তরী'র প্যার্ডি "সোনার ঘড়ি"
পড়িয়া হিজেক্রলাল ও রবীক্রনাধ কতই উল্লাস প্রকাশ
করিয়াছিলেন।

মোট কথা, প্যার্ডি এক শ্রেণীর শিশ্বকরা। উহাকে
শিল্প হিসাবেই বিচার করিতে হইবে — উহার ঈষদম রস
উপভোগ করিতে হইলে অন্ত কোন রসের পাত্রে অথবা
কোন বিশিষ্ট সংস্থারের পিতল-কাঁদার বাটিতে ঢালিয়া সেবন
করিলে চলিবে না।

#### অনুকরণ ও অনুসরণ

বে কোন ন্তন জিনিস আবিক্ত বা প্রবিভিত হইয়া
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেই চারিদিক্ ইইতে ভাহার অফুকরণ
হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে যে কোন ভাব, ভিল বা ছাঁদ নৃতন
বলিয়া সমাদর লাভ করিলেই ভাহার অফুকরণ অনিবার্যা।
যে সাহিত্য অতুলনীর, অনির্কাচনীর ও অনফুকরণীয়
ভাহারও অফুকরণ হয়—কিন্তু তাহার সহিত ম্লের এত
অধিক ব্যবধান থাকিয়া যায় যে, ভাহাকে অফুকরণ বলিয়া
ধরাই যায় না। আমাদের দেশের ভণাকথিত সমালোচকগণ ভাহাকে ব্যর্থ অফুকরণ বলেন—কেহ কেহ ইংরেজীর
Aping কথাটার অফুসরণে হন্করণ বলেন। এগুলি
আর যাহাই হউক অফুকডের কোন অনিষ্ট করে না—
নিজেরাই উপহাস্ত হয়। এই শ্রেণীর অফুকরণ বুলৈম্ব্যিবর্ষণ সাহিত্যের চারিপাশে ভিড় করিয়া বা কোলাইল
ভূলিয়া ভাহার স্থিভক করিডে পারে না।

বে সাহিত্য ঐ শ্রেণীর নয়—স্বৰ্ণচ ৰাহার ভাবতদি কতকটা নৃতন, ভাহাকে অস্ত্রকরণই জ্লেমে গ্রেণ্ডন করিয়া ফেলে—অনুকৃতি নিজেও মরে—অন্তক্তকে মারে। এই শ্রেণীর অনুক্রণকে অনুমরণও বলা যাইতে পারে।

কথাটাকে আর একটু পরিছার করিয়া বলা ধাক।
বন্ধ সাহিত্যে মাইকেলের মেখনাদ বধ, বন্ধিমের উপস্থাস,
রবীক্রনাথের কাব্য সম্পদ্ ও প্রবন্ধ, হিজেক্রলালের হাসির
গান ও শরংচক্রের কোন কোন উপস্থাস এতই উদ্ধ শ্রেণীর যে, ইহাদের ওথাকথিত অমুকৃতিগুলি ইহাদের
কোন ক্তিই করিতে পারে নাই।

উহাদের প্রতিভা-লোকের দীপ্তির সহিত ভাহার প্রতিফলিত বিশ্বগুণ্ডির এতই তফাৎ যে ঐগুলি কাহারও চোথেই পড়ে না। ঐ সকল স্প্রীর অম্ক্রতিগুলি নিজেরাই মরিয়াছে—মূল স্প্রীর কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।

যে সকল সাহিত্য-স্থির অমুকরণ চলে—মুক্ত যাহাদের সমকক হইরা উঠে অমুকরণের ছার। যাহারা অতিক্রান্ত হইরা যায়—তাহাদের মৃত্যু হয় অমুস্টির জনতাতেই। উদ্ভিল্ রাজ্যের দিকে চাহিলেই ইহার উপমান পাওয়া যাইবে।

যে অফ্করণ মূল স্টিকে অতিক্রম করিয়া উঠে তাহার বাঁচিবার কথা। কিন্তু তাহাও বাঁচে না—ঘাহাকে পে অতিক্রম করে তাহাকে সে গ্রাস করে। কিন্তু সে নিজেও কিছুক্ষণ সুসকায় দেখাইলেও, দীর্ণ-ক্রম হইয়া শেষে মারা যায়। অর্থাৎ মূল স্টেটী প্রতিষ্ঠা হারায়, অফুকৃতির ঘারা আক্রান্ত হইয়া, আর অফুকৃতি প্রতিষ্ঠা হারায় পরকীয় উপকরণে গঠিত বলিয়া। উপবৃক্ষক (পরগাছা) নিজেও বাড়ে না—মূল বৃক্ষকেও বাড়িতে দেয় না।

এই কথা বহু লেখকের নিজের রচনার বারাই প্রমাণিত
হয়। অফুকরণ বেমন পরের হইতে পারে,তেমনি নিজেরও
হইতে পারে। রবীজ্ঞনাথ যদি উর্কাশীর অফুকরণে উর্কাশীর
ভাব-ভদি ও ছলে রস্তা, তিলোস্তমা, মৃতাচী ইত্যাদি
আরও কডকগুলি কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে রসঅর্গের মন্দাকিনীর জলে রস্তা, তিলোস্তমা ইত্যাদি অর্গবনিভাগণ উর্কাশীকেও অভাইয়া ধরিয়া ভূবিয়া শরিত।
রবীজ্ঞনাথ এই সভাচীকে বেষন ব্রেন, তেমনটী আর
কেউনা। তাই ম্বীজ্ঞনাথ একই ভাবভদি ও হাঁকের

ছুইটা কবিতা লেখেন নাই। নব নব উলোহশালিনী বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাই রবীক্সনাথ।

অর্দ্ধ শতাকী ধরিয়া মৃত্যুক্ত নব নব ভাব-ভবি, চঙ্জ ও চাঁদের রস-কৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই এবং অফুকারকগণ দেইগুলির কাচাকাছি আসিতে পারে নাই বলিয়াই রবীক্রনাথ এত বড় কবি। আশ্চর্য্যের বিষয়, রবীক্রনাথের গল্প-উপস্থাসগুলির ছইখানিও এক প্রেণীর নয়। রবীক্রনাথের ছইখানি 'গোরা' বা ছইখানি 'চিরকুমার-সভা' লেখেন নাই। কেবলমাত্র সন্ধীত ও রপকনাট্যে রবীক্রনাথ নিজের অফুকরণ নিজেই করিয়াছেন। বন্ধসাহিত্যে রবি তাহার কোন আকাশেই হাজার তাবার কৃষ্টিই হইবে—

Like a star when only one Shining in the Sky.

কোন একটা বিশিষ্ট ভাব-ভদ্দির চারিদিকে অমুকরণ ইইলে দেশের যে কোন লাভ হয় না তাহা বলা যায় না। অমুকরণের বাহুলাকে অনেকটা Broadcasting বলা বাইতে পারে। Broadcastingএর যে সার্থকতা, পাঠক সমাজ তাহাই লাভ করে। কিন্তু কে যে সেই ভাব-ভদ্দির বা তত্ত্ব-তথ্যের প্রবর্তক, সাহিত্যের প্রতিহাদিক ছাড়া অম্ম কেহ খোঁজও করে না—মনেও রাখে না। কাহার দান আগে কাহার দান পরে—এ বিচার কেহ করে না এ বিষয়ে তাহাদ্দের স্প্রীর ক্রমটা পরক্ষারাইয়া এক সমতলে পাশাপাশি সমাসীন হইয়া পড়ে। অমুকরণের যোগ্যতা বা অমুবর্তনীয়তার অপরাধেই স্প্রী

তে যুগের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক চারিদিক হইতে ভাহার অন্থকরণের প্রয়াস খাভাবিক ও অনিবার্য। আর কিছু না হউক ইহাতে তাহার প্রষ্টের গুণোপলির (appreciation) স্টিত হয়। কতকগুলি লেখক তাহার অন্থকরণ করে—ভাহাদের ন্তন কিছু করিবার ক্ষতা নাই ললির। কিছু তাহারা রসজ্ঞ। আর কতকগুলি ক্ষম লেখক অন্থকরণ করিতে না পাদিরা বিরক্ত বা কুলিত হবা থী যুগ-প্রবর্ত্ত লেখকের ক্রিকে আনার প্রকার

করিবার চেষ্টা করে,—নৃতন কিছু হাই করিব বিশ্বা
শাসাইতে থাকে। তাহাদের কোলাহলে মৃগ-প্রবর্তন্তর
হাইর ধ্যান ভক্ত হয় না। কারণ, তাহাদের নৃতন কিছু
হাই করিবার সকলে তর্জন-গর্জনেই পর্যাবসিত হয়।
উপরস্ক প্রমাণিত হয় যে, তাহারা রসিক বা রসজ্ঞও নয়।
যাহা অহকরণের অতীত তাহাকে অহকরণ করিতে না
পারিলে যে বিরক্তি বা ক্রোধের কারণ নাই—এই
সহজ বুজিটুর্ও তাহাদের নাই। তাহাদের মধ্যে যাহারা
অহকরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করে, তাহারা বরং ভাল।
তাহাদের রচনা হাই হিসাবে বাঁচে না বটে, কিছ শ্রেই
সাহিত্যের গুণোপলক্ষি হিসাবে টিকিয়া বাইতে পারে।

কোন কোন অমুকারক কাঁকি দিয়া অমুকৃতিকে
বীচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাঠকের দৃষ্টি ও
বৃদ্ধিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জ্লন্ত প্রাণপণে
অমুকৃতকে ব্যক্ষ করিয়াছে—ধেন দে অমুকৃতের নিক্ট
বিন্দুমাত্র ঋণী নহে। পাঠকসমাজ এত নির্কোধ নয়
বে তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিবে না। রবীক্রনাধ
তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ধ্বনিটিরে প্রভিধ্বনি সদা ব্যক্ত করে, ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

### রসবোধের একটি সূত্র

সাহিত্যের রদবোধ করিতে হইলে আমাদের মনটীকে বে কতন্র শাসন-সংষত, নিয়জিত ও একাপ্র করিতে হয়। তাহা কবিদের উপমা-প্রয়োগের কথা ভাবিয়া দেখিনেই বুঝা যাইবে।

অর্জুন যথন একটা পাশীর চকু বিদ্ধ করিবার বর্ত্ত আদিই হন তথন তাঁহাকে জিজাসা করা হইয়াছিল—তুমি কি দেখিতেছ? অর্জুন বলিয়াছিলেন—একটা পাশীর চোথ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইডেছি না। সভাই সে-সময়ের অন্ধ তাঁহার দৃষ্টি হইডে বিশ্বরূপৎ অবসামিত হইয়াছে।

সাহিত্যের রসবোধ করিতে হুইলে মধ্যের বিক্রি কৃতিকে বিজেবণ করিয়া কেবকরার ররোক্ত করিব কৃতিকে উক্তম ১৪ একাঞ্জ করিয়া ক্লুকিডে কুইবেল ক্রি

কালের জক্ত অভাক্ত বৃত্তির সহিত সমন্ধ লোপ করিতে হইবে। বাঁহারা ইহা করিতে পারিবেন না—তাঁহারা নাটক পাঠকালে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হইল না—লালিকা (প্যারডি) পাঠকালে মহাক্ষির শ্রেষ্ঠ একটা রচনার অপ্যান হইল—উপন্থাস-পাঠকালে সামাজিক, পারিবারিক বা গাইছা নীতি ক্ষু হইল—কবিতা পাঠকালে সনাতন রাহ্মণ্য সমাজের, অমর্যাদা হইল—মনে করিয়া ক্ষু বা ক্ষু ইন; সেই ক্ষোভ বা রোবের জন্ম তাঁহাদের ভাগো সাহিত্য-রদ-বোধের আনন্দ ঘটিয়া উঠে না।

আবার সাহিত্যপাঠকালে সাহিত্যের উপাদানের মধ্যে আপনার মনোমত সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মগত আদর্শকে পাইয়া অথবা আপনার চিরপোষিত মতামত, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা ইত্যাদিকে পাইয়া চিত্তকে এই সকল অবান্তর ব্যাপারে উল্লাসিত করিয়াই সম্ভই হ'ন—এক্ষমান্ত গ্রেমার তাগোরে উল্লাসিত করিয়াই সম্ভই হ'ন—এক্ষমান্ত গ্রেমার তাগোর ঘটে না। রঙ্গীন কাচ পাইয়াই সম্ভই—কাঞ্চনকে হেলায় ঠেলিয়া রাজেন। রসবোধের জন্ম চিত্তকে কিরপ ভাবে—শাসন-সংযত ও নিয়্রিত করিতে হয়—কবিদের উপমা-প্রয়োগের প্রকৃতি হইতেই বুঝানো ঘাইতে পারে।

চন্দ্রবদন বলিলে চাঁলের এক কান্তি ছাড়া কিছু ভাবিতে ছইবে না—ইহা অতি নোলা ব্যাপার। কিন্তু 'সাপের মত অলরীর বেণী' বলিলে একমাত্র সাপের আকার, দোছল্যমানভাব ও চিকাণতাটুকু লইতে ছইবে—সাপের সমস্ত উপদ্রব, সমস্ত বিষ, সরীক্ষণের সমস্ত ক্ষয়তা ভূলিতে ছইবে। ইছার চেয়েও ভীবণ আছে—গৃধিনীর মত কান। গৃধিনীর সমস্তই শুকারজনক; কিন্তু সমস্ত ভূলিয়া তাহার আকারটুকুই লইতে ছইবে। করিভও ও সিংহক্টীর উপনাতে আবার সমগ্র ছইতে অংশ বাছিয়া লইতে ছইবে। সেই অংশের আবার কীণতা বা গীনতাটুকু আকারের সক্ষেই ভাবিতে ছইবে। সবচেয়ে বেনী স্তর্কতার প্রয়োজন 'গছেন্দ্র গমনে'। সব বাদ দিয়া তর্গতিটুকুকে লইতে ছইবে, একটু এধার-ওধার ছইলেই বীভংসতা। এই সক্র উপমার স্বস্বোধে বে স্তর্কতার প্রয়োজন—সক্ষ লাহিত্য-বিচারেই দেই স্তর্কতার প্রয়োজন আহে—

নতুবা রনের বদলে গুরুারজনক বীভৎপতাই লভা হইবে।

একজন অখ্যাতনামা কবি বলিয়াছেন—

শির: শার্কং স্বর্গাৎ পততি শিরসন্তং ক্ষিতিধরং মহীগ্রাত্বত্তু লাদবনিমবনেশ্চাপি জলধিং জধোগঙ্গা দেয়ং পদমুপগতা জ্যোকমধবা বিবেকত্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাত: শতমুধ:।

গঙ্গা যেমন হর্গ হইতে মহাদেবের শিরোদেশে পড়িছা তথা হইতে গিরিশিথরে, গিরিশিথর হইতে ধরাতলে, ধরাতল হইতে সমুজে এইরূপ ক্রমাগত নিম্নগামিনী, বিবেক এইদেরও দেইরূপ ক্রমে ক্রমে অধঃপতনও ঘটিয়া গঙ্গার মতই শতম্থী হইয়া শেব হয়।

কি সর্কনাশ! হরিপদোদ্ধবা গদার সাদে বিবেক-আইর আবংপাতের উপমা! গদা যে হরিপদ হইতে মোহমা পর্যান্ত আগাগোড়া পতিতপাবনী এই ভাবটী মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিলেই রসাভাসই ঘটবে। এখানে গদার পতনের ক্রমটাকে শুধু ভাবিতে হইবে, অন্ত কিছু না।

সাহিত্য রসবোধ করিতে হইলে আপনার ব্যক্তিগত বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দারা স্বচনাবিশেদকে পরীকা করিলে চণিবে না—ক্ষণকালের জন্ম মনকৈ সর্কাণ্ডারের উপরে তুলিয়া কবির মনের কামনাকে অস্পরণ করিতে হইবে। কবির নিজের উদ্দেশটীকে লক্ষ্য করিয়া কবির ইলিতে ও পরিচালনায় কবিরই ক্ষ্টে বা ক্লিভ পরে মনোরও চালাইতে হইবে।

#### দাহিত্যে মৎস্থা ন্যায়

ছোট মাছ ছোট ছোট পোকা ধরিষা ধান, ভাহাঞ্চেধরিরা থান বড় মাছ, ভাহাকে আবার ধরিয়া ধার ভাহার চেরে বড় মাছ। সেই বড় মাছকে গিলিয়া ফেলে ডিফিল্
মাছ। তিমির চেরেও বড়বড় জলচর জীব সাহে—
রামানণে ভাই উক্ত হইরাছে—

—"তিমিলন-গিলোহণ্যতি তলিগলোহণ্যতি রাখব।"

হে রাখব, তিমিকে গিলিয়া কেনে বে জীব তাহাকে
গিলিয়া ফেলিতে পারে এমন জীবও আছে। মংস্ত ভার
বলিতে আমরা এই 'প্রতিগ্রাসক-প্রস্পরা' বৃথি।

नाहिकारकत्व अवि त कान मुक्त क्षत्राम बहेरनहे

ভাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছ তাহা কভকণ?

একই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতর প্রশ্নান হইলেই তাহা পূর্ববর্ত্তী

শ্রেমানকে গ্রান করিয়া ফেলে। গ্রান করিয়া ফেলিলেও

সেই প্রয়ানও চিরদিন টিকিয়া থাকে না—তাহারও আয়্
শেষ হয়। সেও উৎকৃষ্টতর প্রয়াসের বারা গলাধঃকৃত

হর। এই ভাবে মাংস্থা স্থায় ধর্মে গ্রন্থগ্রাসক-পরপর।

চলিতে থাকে। তারপর এমন একটি অপূর্ব্ব স্থিই হয়—

যাহা অপেকা একই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতর স্থিটি আর সম্ভব হয়

না। তথন সে অমরতা লাভ করে।

পূর্ববর্তী স্থাইগুলি উৎক্টেতর পরবর্তী স্টিকে পরিপুটি দান করে—প্রেরণা যোগায়—আগাইয়া দেয় কিন্তু তাহারা পাঠক সাধারণের স্মৃতি পথ হইতে একেবারে বিল্পু হইয়া যায়—তাহাদের কথা আর কেছ ভাবিয়াও দেখে না। জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাদের নামোল্লেখ ও পরিচয় থাকে মাত্র। জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠক তাহাদের কিছু সন্ধান রাখে—রিসক সমাজের সহিত্ত তাহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না।

সাহিত্যক্ষেত্রে অহুকরণকে সকলে উপেক্ষা করে—
কিন্তু কত উৎকৃষ্ট সংসাহিত্য যে পূর্ববর্ত্তী স্বাচীর অহুকরণ
তাহা কেহ খোঁজ রাখে না। অহুকৃতি যদি মূলকে ভাবে
ও রসে অতিক্রম করিয়া যায়—মূল অপেক্ষা উংকৃষ্টতর
স্বাচী ইইয়া পড়ে—তবে মূলকে আর কে মনে রাখে?
তথন সে অহুকরণকে কে উপেক্ষা করিবে? মূলের কথাটা
ছইদিন লোকে মনে রাখিতে পারে - কিন্তু ক্রমে মূল
তাহার সকল গৌরব হারায়—অহুকৃতিই মৌলিক স্বাচী
বিদ্যা আদৃত হইতে থাকে। এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট রিসিক স্যাজে সমাদৃত হইলে তাহার অসংখ্য অহুকরণ
চলিতে থাকে—তাহার মধ্যে কোনটি যদি উৎকৃষ্টতর
ছইয়া পড়ে—তবে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পূর্ববর্ত্তী স্বাচীরও আদন
টলে—আর যদি সমকক হইয়া উঠে তবে সমকক্ষের দলে
আনেক স্ময় মূল স্বাচীট হারাইরা ঘাইতে পারে। সেজ্যা
সাহিত্যের শীহারা ইভিছান রচনা করেন—তাহারা পাঠক

সমান্তকে ভাল করিয়া বুঝাইরা দেন—কোনটি মৌলির এবং কোনগুলি অন্তকৃতির ফল। বাঁহার স্থাষ্ট মৌলির অথবা বাঁহার স্থাষ্ট অন্তক্রণ রণে বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে— জাঁহার ক্রতিত্ব—জাঁহার প্রতিভার মর্যাদা বাহাতে অনুপ্র থাকে—সেজন্ম তাঁহারা মথেইই চেষ্টা করেন।

আর অমুক্বতিগুলি যদি মৌলিক রচনা অপেক্ষা 
দুর্বলতর হয়—তাহা হইলে মৌলিক রচনাটি একে একে 
দেগুলিকে গ্রাস করিতে থাকে। পূর্ববর্তী হর্বলতর 
প্রয়াস গুলিকে গ্রাস করিতে করিতে একটা স্থাষ্ট বধন 
পরাক্রান্ত হইয়া উঠে—তথন সে পরবর্তী অমুক্বতিগুলিকেও গ্রাস করিতে থাকে।

মেন্ত রচনার আগে ঠিক ঐ শ্রেণীর কত প্রয়াদ
হইয়াছিল তাহা আমর। জানি না—দে মৃগের সাহিত্যের
ইতিহাদ পাওয়া যায় না। তবে মেন্ত্তের অফ্করণে
যে দক্ষ কাব্য রচিত হইয়া তাহার দমকক্ষ হইয়া উঠিতে
পারে নাই—তাহাদের দন্ধান আমরা কিছু কিছু রাধি।

মেঘদ্ত সে গুলিকে গ্রাসই করিয়াছে বলিতে হইবে।
প্রনদ্ত, হংসদ্ত, পদাস্কৃত—ইত্যাদির নাম লোকে
গুনিয়াই আসিতেছে—আজ মুদ্রাযন্ত্রের রূপায় সেওলি
অধিগ্রায় হওয়া সন্তেও যে ভাহাদের আদর নাই। তাহার
কারণ মেঘদ্তই তাহাদের সকল প্রতিষ্ঠা গ্রাস করিয়াছে।
একেবারে নিশ্চিক হইয়া কত দ্ত যে ভূত হইয়াছে—
ভাহার সন্ধানও আমরা জানি না।

পূর্ববর্তী কাব্যগুলিকে গ্রাস করিয়া মেঘনাদ-বধ বিদয়ী হইয়া উঠিয়াছে। এদেশে মেঘনাদ বধের অফুকরণে কত বধ কত 'সংহার' কত'পতনেই' না সৃষ্টি হইয়াছে—কিন্তু কেহই মেঘনাদ-বধকে বধ করিতে পারে নাই। মেঘনাদ বধই একে একে সকলগুলিকে গ্রাস করিয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাদের নামের তালিকা পাওয়া বাইবে। রবীক্রনাথের হুদান্ত সর্বপ্রাসী কাব্যও পূর্ববর্তী কবিতাবলীকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। এই সংহত ভারের বারাই চিরদিন চলিতেছে।



কুঞ্জ মাঝে কেন বাঁশী বাজে—

	· ·	
		,

মধুরা ষ্টেশনে ট্রেশ হইতে নামিতেই পাণ্ডারা সন্তোষের উপর ষেক্ষপভাবে ঝাপাইয়া পাড়ল, ছেলের দল পুড়ি ধবিবার সময়েও সেক্ষপ করে না।

সকলেই মোটা মোটা লখা খাতা হাতে তারবরে চীংকার জুজিয়া দিল,—"পাণ্ডা কে আছে বাবু? নামটা বলিতে কুছু হরজ্ত' নেহি।

সম্ভোষের সক্ষে কিছু কিছু মালপত্রও ছিল; একটা বড় স্থট্কেন, একটা অনতিবৃহৎ বেডিং, পুটলির মত বাধা একটা ষ্টোভ, আরও ছটা একটা।

সেইগুলা লইয়াই সে চিস্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার এই উৎপাত। সে বিরক্ত হইয়া বলিল,—পাঞাকা কুছ কাম নেহি হায় হাম্রা; হাম্ তথু ঘুম্নে আয়া বাবা; বুটম্ট দিক্ মাৎ করো।

একজন দীর্ঘাকার পাশু। তাহার স্মুথে আসিয়া 'জিড্
কাটিয়া' বলিল—ছিছি বার, এ কোথা কেনে। বোলেন,
দিক্ কেনো কোর্বে! তাহার পর একটু নীচু হইয়া
কাপের কাছে মুখ আনিয়া খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত চুপিচুপি
বলিল,—জনেন, হামি ভালো কোথা সাপনাকে বাংলাইয়ে
দেই; পোয়দা কোড়ির কোথা আপনি ভাববেন না;
উওত' বহুৎ ছোটা ক্থা, নোংরা কোথা আছে: উও বাং
ছোড়িয়ে দিন। হামার সাথে চোলেন, ভালা বাড়ী
দিবো, একদম্ ব্য্নামাইকে উপরে, বহুৎ ভালা বাড়ী;
বিস্বাম ঘাটকা একদম্ নগিজা। চান্ কোরভেন, ঠাকুরদর্শন তি কোরভেন, ভালা প্রসাদ ভি আহার হোবে—
আচ্ছা টাছা কর্কে সুমুনে মাতেন, স্বন্ধাবন চলিয়ে বাংন,
গোবিন্কীউকি মন্দিল, শেককীউকি, সোনেকা ভালগাছ…

পাণ্ডাবের কেই ক্ষমবর্তমান অনভার ঠেলাঠেলির মধ্যে
পড়িয়া সভোবের অনহা ক্ষমন সোহারের জাসমান পথার্থ
বিশেবের মড ক্ষমা বাজ্যাইকারে ক্রম্মীর বাজ্যাকুরের
ক্ষিত্তি ভানিবার মড বৈবা ভাষার সাইক ক্রে ক্ষমারকার

না দেখিয়া 'মরি কি বাঁচি' গোছের করিয়া 'মরিয়া' হইয়া বলিয়া ফেলিল,—মামি ধর্মশালায় যা'ব।

ভাহার কথাওলা বেন প্রধারা বালকের ক্র্প ক্রমনের মৃত্রই শুনাইল।

প্রেরের পাণ্ডাটি সহসা তাহাকে ভিড্রের মধ্য হইতে
টানিয়া যেদিকে টাঙ্গাগুলা দাঁড়াইয়াছিল, সেইদিকে লইয়া
গেল। বলা বাছল্য, অপর পাণ্ডাগুলা শান্তশিষ্ট বালকদের
মত সেইস্থানে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল না; কলয়ব
করিতে করিতে তাহারাও পশ্চাদ্ধানন করিল। তাহাদের
মধ্যে একজন স্থূলবপু বলিষ্ঠ পাণ্ডা প্রের্রের পাণ্ডার নিকট
হইতে সভ্যোষকে ছিনাইয়া আনিল। বলিল,—গুনেন
বাব্, ধরম্কা বাং ৮ চোলেন বাব্, ধরম্শালামে, কুছ্
হরজ নেহি; এই টাঙ্গাবালে—টাঙ্গা আদিয়া হজির
হইতেই পাণ্ডাঠাকুর পরম বন্ধুর মত তাহার হাত হইজে
মালপত্র কাড়িয়া লইয়া টাগায় য়াধিতে আরম্ভ করিল।

অপর পাণ্ডাগুলা তথনও একেবারে নিরাশ হইর।
রণে ভল দেয় নাই; ভাহারা কেহ সন্থোবের হাত চালিরা
ধরিয়াছে, কেহ তাহার কর্পে মন্ত্র দিতেছে, উহার সহিছে
সে যেন না যার, উহার সহিত যাইলে তাহাকে আনেক
অক্সবিধার পড়িতে হইবে, ইভ্যাদি। ইভিমধ্যে ভাহার
সমস্ত মাল টালার স্থান লাভ করিয়াছিল। পাঞ্ডালী
হাকিল,—আইলে বাব্দী, আরাম্নে বইটিরে বান।

সভোষ কোনপ্রকারে নেই মালপত্রের উপর পা রাখিয়া হাটু মৃডিয়া অডসড হইয়া 'আয়ায়্নে' বসিয়া পড়িল; পাণ্ডাও সাড়োয়ানের পার্বে বসিয়া বলিল,— চালাও।

পথের ধূলি উড়াইরা টাকা ছটিল; চারিদিক্ ধূলি কালে পাটন হইবা উঠিল। সেই গীডলোবিকের নীল-করেবরু উনুবালীক প্রবন্ধ অবন করিবা সংখাবের কর কিন্ত ভক্তি রসাপ্পত হইয়া উঠিল না; সে পকেট হইতে কমাল বাহির করিয়া নাক চাপিয়া ধরিল।

পাতা তথন বলিয়াই চলিয়াছে,—হামি ধরমশালামে লিয়ে যাব বাবু; আপ্কা পদিন্দ হয়ে ত' হঁয়াই রহিয়ে যান, কুছ্ হয়্জ নেই; পদিন্দ নেহি হয়ে ত' চলিয়ে হামার ডেরামে; কুছ্ তক্লিফ হোবে না, বহুং আরামনে রহিয়ে য়াবেন, একদম য়মনামাইকে উপ্পরে।

ধর্মশালার নিকট গাড়ী থামিলে পাণ্ডা নামিয়া পড়িল।
সংস্থাবন্ত নামিতে ঘাইতেছিল, পাণ্ডা নিষেধ করিল;
বলিল, তাহার এখন ভাড়াভাড়ি নামিবার আবশুক নাই; সে আগে গিয়া দেখিয়া আসিবে, ভিতরে যাত্রীর স্থান আছে কিনা। পাঁচ সাত মিনিট পরেই সে এক অভিনব অভিনয়! কিন্তু সম্ভোষ ব্যাপার্থটাকে মিথ্যা বলিয়া বৃঝিতে পারিল না।

পাণ্ডাঠাকুর নগ্নগাত্র, নগ্নপদ, মলিনব।স পরিছিত একটা লোকের সক্ষেক্তর করিতে করিতে বাহির হইগ্না আসিল। লোকটা নাকি সেই ধর্মশালার 'মানিজর'।

পাণ্ডা হাত-পা নাড়িয়া সম্ভোষ শুনিতে পায় এমনভাবে বলিল,—কাহে নেহি রহেনে দেগা বাবুজী কো ?

'মানিজর' বলিল,—তোম্কো আউর কেৎনা দফে বোলেগা ডাই; বোল্ দিয়া না তোম্কো হিঁয়া কোই বাজালীকো রহেনে দেনেকো মানা হায়; উলোক কাছন মান্তা নেহি, ধরমশালাকো অন্দর মছ্লি খাতা।

পাণ্ডা একৰার সম্ভোষের দিকে চাহিয়া লইল; পরে খদিল,—কুছ্ পরোধা নেহি! হাম্রা ডেরা ঘবতক হার, বারজীকো তক্দিক হোনে নেহি দেগা।

সম্ভোবের দিকে চাহিয়া বলিল;—চলিয়ে বার্জী;
শালা লোককো হোড়দিজিয়ে; চালাও হো টাঙ্গা।

এই দ্রলেশে বিদেশীর মুখে বাঙালীদের নামে এই অপরাদ শুনিয়া সম্ভোবের মন গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল; সে বিক্লক্তিনা করিয়া নির্কাক হট্যা বসিয়া রহিল।

তাহার আহত চিত্ত উদ্প্রান্তের মত চারিদিকে ঘ্রিতে লাগিল। সে দিলী হইরা, আগ্রা হইরা নানা দেশ দেখিতে দেখিতে আসিতেছে; অর্থ বাহা আনিয়াছিল,তাহা প্রায় নিঃশেব হইরা আসিয়াছে; দিন্দত্ত হইল অ্লভার একধানা চিঠি আসিয়াছিল; তাহাতে সে লিখিয়াছে, "আরু কেন? অনেক বেড়ানো ত' হইল; এইবার বাড়ী আসিয়া স্থির হইয়া বসিলে ভাল হয় না? আমার এখানে একলা আর ভাল লাগে না; তা'র ওপোর খোকার আবার জর। তুমি কবে আসিবে?" সভাই মথুয়া বুলাবন অমণের প্রলোভনটা সামলাইয়া লইতে পারিলেই ভাল হইত; ফিরিবার পথে শেষবেলায় আর এরপ হুর্গতি ভোগ করিতে হুইত না।

সে মনে মনে একবার উদ্ভ অর্থের হিদাবটা করিয়া
লইল। তারপর পাণ্ডাকে বলিল,—শুন্ছো পাণ্ডাঠাত্র
আমি কিছ যা' বলেচি; তোমার ওপানে নিয়ে যাচো,
কিছ পরসা-কড়ি বাপু আমি বিশেষ কিছু দিতে পা'রব
না; সমস্তদিন মথুরা-রুলাবন দেখে আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই
আবার চলে' যাব।

পাণ্ডা ঠাকুর আখাদ দিয়া বলিল,—হামি ত বলিয়ে
দিয়েদি, আপনি খুদী হইয়ে থো কুছ দিবেন, মাধা পর
তুলেলেবো; কুছ নেহি দেন, উদ্যে ভি কুছ্ হর্জ নেহি;
ভুধু হাম্রা ধাতামে নাম লিধিয়ে দিবেন।

কিছুক্ষণ থামিয়া সভোষের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল,—পোষদার কোথা ছোড়িয়ে দিন; হামাকে বিশোয়াস কোরেন; ঝুটা নেহি বোলেগা বাব্জী; 'জবান্ ঠিক্ ড' জনম ঠিক্'।

আত্মকণের মধ্যেই বমুনার ধারে রাস্তার উপর একটিছোট ঠাকুরবরের সমৃথে টাকা থামিতেই পাঞা নামিরা পড়িল দেখিরা সভোষও নামিক।

পাণ্ডান্দী বলিল--ইা, হামি উৎরাইনে দিচ্চি, বাবুনী। তাহার পর হাঁক দিল,--এ বোন্ওয়ারী-ই---

ভূত্য আদিয়া মোটগুলা নামাইরা লইরা গেল। বিতীয়বার অভিনয় আরম্ভ হইল।

পাণ্ডাৰী টাদাওয়ালাকে অঙ্গুলি নিৰ্দেশে ধেৰাইখা সভোষকে বলিল,—বাৰুৰী, টাদাকা ডাড়া—

সংস্থাব বিজ্ঞাস। করিল,—কত নিতে ইবে ।
পাণ্ডা বলিল,—ঠারা স্থানা নিবে নিন।
টালাওয়ালা চেটাইয়া উঠিল,—নৈকি স্থানী,
বাই , কে ক্ষপিয়ালা ক্ষিতি

স্ভোবের ভাড়া ভনিষা চন্দু তখন কপালে উঠিয়াছে; পনেরো মিনিটের রাভা আসিতে আঠারো আনা ভাড়া! সে ভয়ে ভয়ে পাঞাকে বলিল,—এক টাকা—

পাতা একটু হাসিয়া চূপি চূপি বলিল,—রাজী হোবে না বাবুজী; আছো, হামাকে একটা টাকা দিন, দেখি। সে টাকাটা লইয়া গাড়োয়ানের সঙ্গে একটু আড়ালে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ছ'জনে যখন ফিরিয়া আদিল, গাড়োয়ানটা তখনও গজরাইতেছে।

সংস্থায় বুঝিল না, একটাকার মধ্যে ছয় আনা তাহার আগ্রালাতার ট্যাকস্থ হইল।

ঠাকুরঘরের পাশেই একটি ছোট একতলা বাড়ী।
বম্নার উপরেই ছোট বরধানি; ভিতরে একধানি
তক্তাপোষ পাজা; দেওয়ালে নানা দেবদেবীর ছবি।
প্রতিকোণে দড়িতে বোধ করি পাণ্ডাঠাকুরদেরই মলিন বস্ত্র
শোভা পাইতেছে। মেঝের উপর সম্ভোষের মালপজা
বিশিপ্ত।

পাণ্ডা ঠাকুর সেই ঘরে সম্ভোষকে লইয়া চুকিলেন ;— ব্যস, বাবুজী, আভি আরামসে বিস্রাম্ করেন।

না। সে মনে করিয়াছিল, পৃথক একথানি ঘর সে
পাইবে। কিন্তু এ ঘরখানির মধ্য দিয়া আর একটি
ঘরে ঘাইবার একমাত্র পথ। যে সে ক্রমাগত ইহার
ইহার মধ্য দিয়া ঘাতাল্লাত করিতেছে। ঘরণানির প্রবেশপথের মূথে রোল্লাকে বসিলা অতি স্থুলকাল্প প্রায় একই
প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট পাঁচ ছন্নট লোক বসিলা কথনও
অবোধ্য হিন্দুলানী ভাষাল্প গল্ল করিতেছে, কথনও
বোন্-লারীকে হাঁকভাক দিল্লা নানারক হ্রুম
চালাইতেছে। ভাহারা মধ্বন হো হো করিলা হাসিতে
থাকে, ভাহাদের ভূড়ির নর্ত্তন, সে এক দেখিবার জিনিব।

সভোষ ভাষা ছাড়িয়া মালপত্ৰভান একটু গুছাইয়া রাধিয়া বাছিরে আসিয়া চাত্রিদিক প্রেথিতে লাগিল।

ছোট ঠাকুরবরটির মধ্যে অভকারে কি ঠাকুর আছেন বাহির হইতে ভাল বেখা হার বা.। গাঁহারা বুলনও নোটারকম কিছু মান ক্রিয়াকের ঠাকুরবর ক্রমন

তাঁহাদের নামান্ধিত প্রস্তরক্ষণক গাঁথা রহিয়াছে;
অধিকাংশই বাঙালীর নাম। ঠাকুরঘরের মাথায় বাহিবের
দেয়ালে, একটি কাঠের সাইনবোর্ডে আঁকা বাকা বাঙলা
অক্ষরে কেথা, "নাক-ফুঁড়ি সাড়ে পাচ ভাই। বাংগালী
মাত্রীর বহু পুরাণো পাণ্ডা।"

নামের মধ্যের বৈচিত্রাটুকু লক্ষ্য করিয়া সম্ভোষ ভাষার কোতৃহল দমন করিতে পারে নাই; সে পাণ্ডাঠাকুরকে এরপ নামের অর্থ জিজ্ঞাদা করায় সে পরে ব্যাথা করিয়া বিলয়া দিয়াছিল যে নাসিকা বিদ্ধ করা উহাদের বংশগত প্রথা; সেই হইতে "নাকফুঁড়ি" কথার উৎপত্তি; আর উহাদের ছয় সহোবরের মধ্যে পাচজনের অর্ধালিনী আছে, অর্থাৎ তাহারা বিবাহিত; সর্বাকনিটটার এখন প্রয়ন্ত্র আর্ধালিনী যোগাড় হয় নাই বলিয়া সে পূর্বাক্ল হইতে পারে নাই, এবং সেইজগুই ভাষারা "নাড়ে পাঁচ ভাই"।

পাণ্ডাঠাকুর বলিল সজোষ যদি 'বিস্রাম ঘাটে' মান করিতে যায় ত সে সাধে করিয়া লইয়া যাইবে বাহাতে সে 'আরামদে আম্লান', করিতে পারে সেই জন্ত। কিছ তাহার পূর্বে সভোষকে ঠাকুরের প্রসাদ বাবদ আট মানা প্রসা অগ্রিম দিতে হইবে, যাহাতে সে মান করিয়াই 'আরামদে' প্রসাদ আহার করিতে পারে।

কিন্ত খোর কলিকাল! প্রসাদের ম্ল্যের বহর শুনিরা সংস্থাধ বিশ্বিত হইল। তাহা বুঝিয়া পাণ্ডা লবৎ হাসিরা জিভ কাটিয়া বলিল,—বিশোয়াস করেন বাবু, ইস্ফে হামনোককা কুছু নামা নেহি; ঝুটবাৎ কাহে বোলেগা প

সভোষ ভাহাই বিখাস করিল। পাওাদীরও আর একদফা কিছু 'লভ্য' হইল। খাটে যাইতে পাণ্ডাঠাকুর বহু তৃ:থের কাহিনী অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল; ইংরাজী পড়িয়া আলকালকার 'বাংগালী' বাবুলের দেবছিলে ভক্তিগুছা কিছুই নাই; পূর্ব্ধ বংসর কড ধার্মিক 'রাংগালী' দেবদর্শন ও পূলা করিতে আসিতেন; পাণ্ডাদের খুনা করিতে কাভর হইতেন না। হার, তে ছি নো দিবসা গভা; ইভ্যাদি।

মান করিয়া আনিলে 'বোনওয়ারী' শালণাভাতে করিয়া প্রসাধ বিয়া পেল। পাঞা আলিয়া বলিল,—আভি আনুষ্ঠান ক্ষিত্র বিন্। ক্ষোবের ক্ষানামি একজও দার্থ দাউ করিয়া জনিতেছিল, কিন্তু প্রসাদের চেহারা দেখিরাই তাহা মৃহুর্ত্তে নির্বাণিত হইল। তাহাতে আছে শুধু, একমুঠা শুক্না ভাত, একটা বেগুণের কৃষ্ণবর্ণ ব্যব্ধন, আর কাড়ি' নামক এক না-টক না-ঝাল অপরূপ 'এটামালগাম'। একটা শালপাতার ঠোঙাতে করিয়া এক ফোটা দ্বিও আছে। তাহার উপর অসংখ্য মাহির অসহ উপদ্রব!

শেষ পর্যান্ত ক্ষুধার তাড়নে সন্তোমকে সেই প্রানান্ত 'আরাম্নে' গলাধ:করণ করিতে হইল।

তাহার পর সেই খরে বসিয়া বসিয়া সম্ভোষ বাড়ীর কথা ভাবিতে লাগিল। তিন চারিদিন হইল সে হলতাকে আগ্রা হইতে চিঠি দিয়াছে; তথন মধুরা আসিবার ঠিক ছিল না বলিয়া সে তথন দে কথা কিছু লেণেও নাই। হয়ত ইতিমধ্যে হলতা আগ্রার ঠিকানার চিঠি লিখিয়াছে; সে চিঠি পাইবার কোন আশা নাই। থোকাটার জর হইয়াছিল, কেমন আছে কে জানে। হলতাকে পয়সাকড়ি বাহা দিয়া আসিয়াছিল, হরাইয়া গিয়াছে লিথিয়াছিল। সংসারের এই অভাব-অনটনের মধ্যে ভাহার এভাবে বেড়াইতে বাহির না হইলেই হইত!

দে স্বলতাকে লিখিল, স্থার বেড়াইতে ভাল লাগিতেছে না! তাহালের জভ বড় মন কেমন করিতেছে। সে দেইদিনই সন্ধান বাড়ী রওয়ানা হইবে।

সারাদিন ধরিয়। বৃন্দাবনের অসংখ্য মন্দির, দেবালয়,
মঠ প্রভৃতি ঘুরিয়। ঘুরিয়া দেখিয়া সম্ভোষ অপরাছে যখন
বাসায় ফিরিল, ক্লান্থিতে শরীর তথন তাহার ভাঙিয়া
শঙ্তিছে। অবসয় শরীরটাকে একটু এলাইয়া না দিলে
আর চলে না। কিন্তু তক্তাপোষটার উপর, একটা লোক—
আকৃতি দেখিয়া পাণ্ডা বলিয়াই মনে হয়,—একটা ছোট
মেয়েকে লইয়া দিবা ঘুমাইতেছে; নাদিকাধ্বনিতে ঘরটা
মেন কাঁপিতেছে। অপচ, সজোষ তাহার নিজের বেভিংটা
আর খুলিতে চাহে না; কয় ঘণ্টা পরেই আবার টেলে
উঠিতে হইবে; তথন আবার বেভিং বাঁধা; সেও ত'
এক কাণ্ড।

অগভ্যা সে দেয়ালে ঠেশ দিয়া বেভিংটার উপরেই আছেলের মত বসিয়া রহিল।

ा नवृत्यं ठीकृत्रपत्रत्र शाकारम क्षांत्र शतनदत्री कृष्ण्यन

ধূব নিম্নন্তরের বাঙালী নরনারী সারি দিয়া অতি সম্ভল্লাবে বসিয়া আছে। তাহাদের সমূপে একজন গাণা থূব ধমক দিয়া দিয়া তাহাদের মন্ত্র পড়াইতেছে। বেশীক্ষণ নহে; মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মন্ত্রপাঠ শেষ হইয়া গেল। পাণ্ডা খূব ভ্ম্কি দিয়া দক্ষিণা চাহিল। লোকগুলো বলির পাঁঠার মত্ত কাঁপিতে কাঁপিতে বে বাহা পারিল দিয়া 'স্কুফল' লাভ হইল মনে ক্রিয়া পর্ম ভূপা ভইল।

সভোষ কথন তক্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; হঠাং কাহার কর্কশন্তবে তন্ত্রা ভাঙিয়া গেল। পাণ্ডাঠাক্র তথন হাসিতে হাসিতে বলিতেছে,—বাবুজী বছং ঘুন্তে আভি আরাম্নে—সভোষ মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়াছিল, তাহার উপর আবার এই 'আরাম্সে' ভাহার অসহ হইল। সে বিরক্ত হইয়া চক্ত্ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল,—এখন যা'তে আরাম্সে এই সন্ধার গাড়ীতে বিলায় হ'তে পারি ভাই করো দিকিন্। ইহার অধিক সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

পাণ্ডাঠাকুর তাহাকে সক্ষে করিয়া ঠাকুর্বরের সমূর্থে লইয়া গিয়া তাহার থাতা থুলিয়া তাহাকে দিয়া তাহার নাম ধাম সব লিথাইয়া লইল।

ইংার পর সংস্থোষ একথানা টাকা লইয়া আদিল। পাওাজীর হকুমে 'বোন্ওয়ায়ী' তাহার মালপত্ত টালায় তুলিয়া দিল।

বিদায়ের পূর্ব্বে সে বলিল,—পাণ্ডাঠাকুর ভোমাকে কি দেবো, বল দিকিন্?

পাও'ঠাকুর বিনীতভাবে বলিল,—বার্জীকো <sup>বেইসা</sup> মজি; হামার কাম হামি করেসি, আভি আপুকা—

সংস্থাৰ বলিল,—আমি ত' আগেই তোমার বলেছি
বাবু; এখন এই ছ' আনা নাও, তারপর যথন মাইজীর
আসংব—

পাণ্ডাঠ।কুর ডাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বিদিদ,— ও আপনি দিয়ে বান্ বাব্, হামাকে কুরু দিয়ে হোবেনা।

সভোব ব্যিল, পাণাঠাকুরের 'বাঁই' বড় সাম করে বলিল,— কত চাও তা হ'লে তুমি ? কিছুক্স চুপ করিষ থাকিয়া পাতা খেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িল,—হাম্লোক্ কাঙালী নৈহি আছে বে ছ' আনা প্রদা লোবো; এই মধ্বাকা দব্দে প্রাণা পাতা হাম্লোক্; লো রূপিয়াকা কোম্তি কভি লেতাই নেহি; বোন্ভয়ারীকোই দেনে পড়েগা ছ' আনা। উয়ো আপনার মোট উৎবাইয়েদে, ত্লিয়েদে, উদ্কো ভি ত' কছ নেভেন ? তবু?

ততক্ষণে সাড়ে পাঁচ ভাই সকলেই সংস্থাধকে খিরিয়া 
নিড়াইয়াছে। সন্তোবের চক্তের সম্প্রে বেন নিগন্ত-প্রারী 
ক্রে; তাহাতে শুরু সর্বপর্শের সমারোহ। সন্তোব 
এরপ বিপদে আর কবনও পড়ে নাই। সে ভিতরে 
ভিতরে সাধ্যমত সাহস সঞ্চার করিয়া মরিয়া হইয়া 
বলিন,—এই সব-শুধ্যু দশ আনা নিচিচ, নিতে হয় নাও; 
না নাও ত'—

#### সে টাকার উঠিরা বসিল।

সাড়ে পাঁচ ভাইরা ফিরিয়া ঘাইবার উপক্রম করিল, নিজেদের মধ্যে কলরৰ করিতে করিতে, "আরে বানে দেও ভাই, যানে দেও," "বাংগালী বাবু হায়, ওই ওয়াডে", "হফ্ড,সে ধরম হোগা।"

সন্তোষ বলিল,—চালাও টাম্বা, এই।

টালা চালক বধির কিনা ঠিক্ ব্ঝা গেল না; সভোষ যত বলে, 'চালাও', লে পাণ্ডাদের নিকে চাহিন্না নির্মিকার-ভাবে বদিলা থাকে।

পাণ্ডাঠাকুর আবার আদিরা হাজির;—গুনেন বাবু, কেরো ছিডে পারভেন আপনি ঠিকসে বলিয়ে দিন'।

পাপ্রাঠাকুরের পশ্চাতে তাঁহার স্বারও স্বাড়াই ভাই স্বাসিয়া দীড়াইল; বান্ধি হুই ভাই ওন্ধাতে দীড়াইয়া।

অপমানে; লজ্জার সভোবের চকু তথন অপ্রাসিক্ত হইরা উঠিয়াছে। সে ভরে ভয়ে জানাইল বে সে 'মেরে কেটে' একটা টাকা দিতে পারে। কিছু লেব পর্যন্ত তাহাকে দেড় টাকার রকা করিতেই হইল। তথন টাজাওয়ালা টালা চালাইল।

বাইবার স্বরে সভোবের অসহায় অবহা দেখিরা শাণ্ডাজীর বোধহর একটু করশার উত্তেক হইল; না ইইলেও চাকাটা বধন করজনগড় হইয়াছে, তথন ভবিষ্থ চাহিয়া তুইটা মিট্রমুদ্ধ বাক্যবার করিতে কুটিত হথর।
বাবদায়ের দিক হইতে ধুব বৃদ্ধিমানের কার্যা নহে
ভাবিয়াই কঠখন সাধ্যমত মোলামেম করিয়া পাতাৰী'
বিলল,—বাবুজী, গোঁলা মাথ করিছে। ঠাকুল বাহ্মন্কা
কুই নেহি দেনেদে তীরধ্করম্কা কুছ্ ফল হোর না।
আভি আপনি হামাকে ধন ধোড়ালে ভি খুলী করিয়েদেন,
গোবিন্দ্রী আপ্কা ভাল কোব্ডেন, আপ্কা কছৎ
অন্তথ্লাত হোবে, অফ লেড্কাকো ভি আছে। হোবে।
আপনি দেখিয়ে লেডেন, বাহমনকা বাথ বুটা হোর না।

টেণে উঠিবার পর সম্ভোষের কেবল পাতার সেই কথাটা মনে ছইতে লাগিল, "জবান্ ঠিক ত' জনম ঠিক।"

গাড়ীতে বেশী ভিড ছিল না। সম্ভোষ গাড়ীর একটি কোণ দথল করিয়া বসিয়াছিল। সমুথের থোলা আনালা দিয়া ভ ভ করির। বাতাদ আসিতেছে। **আধো-আলো** আধো-অন্ধকারে চলত গাড়ী হইতে বাহিবের আব্ছা देन गृत्य वाग्र सालित हितत मंख महन हम। मृत्तत औ वनत्याभश्चरमात्र मत्या त्यन प्रभितित्यम भाषि विनाष क्रिकार : रेन्स क्षकृष्टि स्वन धेर्यान वक्षक विद्यारेग সভোবের মনের সমত প্রামি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পুলকের উচ্ছাদে ভাদিয়া গেল। স্বভার কথা খোকার কথা মনে হইতে লাগিল; বিগত অভীতের কত পুরাণে। ঘটনার কথা, কত ভূলে-ৰাওয়া হৃণ-মৃতি মনের মধ্যে ভাসিতে লাগিল। হয়ত' স্থলতা এখন (थाकारक बुरकत मर्गा महेशा छात्रात्रहे कथा छाविरछर्छ; किया दर तकम 'धूमकाकूद्रत', हग्रख' चनाव निजाब यह হইয়া ভাৰায় খগ্ন দেখিভেছে। স্কালে বে চিঠিপানা त्म मिथिबाटक, लाँग तम लोकियात मृत्यं क्ष्मण भारतक किमा (क सारमः। ना शाहरमंधः विराधः मन्तं इत नाः সে সূৰ্য উঠিবার আগেই ড' সেধানে গিয়া হাজির হইবে; স্থলতা তথনও শ্যাত্যাগ করিয়া উঠিবেই না হয় ড'। ভাহাকে হঠাৎ দেখিয়া সে আকাশ হইতে পঢ়িবে; निक्कत क्रमूरक नहना विचानहे कतिएक शांतिस्य ना। ভাহার পর বর্ধন সে ভাহাকে দিলী হইতে কেনা উৎকট বাদ্লার শাড়ীথানা উপহার দিবে, খোকাকে বধন পাঞার পাধরের বেশ্নাঞ্চা বেলিডে বিবে, তথন ভাহার ক্র

সংসারটিতে কণেকের জন্ম আনন্দ লোভ উচ্চুল হইয়া উঠিবে। সম্ভোষ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে যেন সেই পরম ওভকণটির অভ অধীর হইরা উঠিতে লাগিল। নিত্য অভাব অনটনের সংসারে, কখনও তাহাদের ভাল একটা কিছু খাইতে অথবা পরিতে দেওয়া সম্ভব हम नाहे। (थननाखना हाएक शाहरन (थाका जानरन আত্মহারা হইয়া কুধা তৃষ্ণা ভূলিরা বাইবে। সহসা মনে পড़िन, (थाकां) हेनानीर वड़ द्वांगा इहेंग्रा नियारक, दक्वन চাৰুরী ও টিউশনীর মধ্যে চবিবশ ঘণ্টা ভুবিয়া থাকায়, সেদিকে নজর করিবার অবসর হয় নাই, থেয়ালও হয় নাই। এবার থেমন করিয়।ই হউক, কিছুদিন ভাহার শরীরটার দিকে দেখিতে হইবে; ছ্বধ বাড়াইয়া দিতে হইবে, কড্লিভার খাও য়াইবার বন্দোবন্ত করিতে हरेंदि। ना हम अफिन याहेवांत नमम ब्राटम ना निमा हाँगिया याहेरनहे हिन्दि। এहे श्वीकांत्र अग्रहे स्वाछ। कि কম পূজা মান ত করিয়াছিল।

সংস্থাৰ খুনাইয়া পড়িল; নিশা শেষে স্বপ্ন দেখিল, থোকা তাহার ঘুমস্ত মাতার কোলের মধ্য হইতে অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার বুকের উপর আসিয়া মাথাটি রাখিয়া খুমাইয়া পড়িয়াছে।

প্রত্যেষ তাহাদের গলির মোড়ে গাড়ী দাঁড়াইল, সম্বোষ গাড়োয়ানের সঙ্গে যে লোক ছিল, তালার মাথায় স্টেকেশটা চাপাইয়া দিল; বলিল,—গলিকা ভিতর খোড়া যানে হোগা, তোম্ আও হামরা পিছু।

যাইতে যাইতে পাণরের শেলনাগুলোর কথা মনে পড়িতে ব্লিল,—বভং ভূঁ সিয়ারদে লেও বাবা, উস্কা অন্দর ছোটা লেড,কাকা পাথল্কা চিজ্ হায়, দেখো টুটেমাং।

, সে নিজে বগলে করিয়া বেডিং ও হুইহাতে অনেক-

গুলা পুঁটুলি লইয়া আগে আগে চলিল; কডকণ ধরিয় দরজার কড়া নাড়িতে হইবে কে জানে।

পথে বোদেদের বাড়ীর 'নিডাই খুড়ো'র সহিত দেখা। তিনি সম্ভোষকে দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া বলিলেন,—এক্নি আস্ছ? বৌমার চিঠি পেয়ে ব্ঝি? আহা-হা, এক্টু আগে আস্তে যদি; ভোর হওয়ার সাথেই—

সজোষের বুক অজানা বিপদের আতত্তে গুরুত্ব করিতে লাগিল,—কেন, কেন? কি হয়েছে ? বাড়ী— —যাও ভায়া, বাড়ী যাও, ভারণর—

গলির মোড় ঘুরিভেই চোখে পড়িল, বাড়ীর সমুখে পাড়ার অনেকগুলা লোক कটলা করিতেছে। স্থলতার क्षमग्रद्धनी क्क्न व्यक्तिम अनियार वाशावि छाहात ানকট দিনের মত স্পষ্ট প্রতিভাত হইল ; তাহার এতকণের সমল্ভ স্থপপ্প মৃহুর্তে যেন আকাশে বিলীন হইয়া গেল। সভোষের মাথা ষেন ঘুরিতেছে—ছর্বল পদৰয় টলিতেছে। স্থলতার কাতর ক্রন্দনধ্বনি ক্রমে থেন কীণ হইতে কীণভর হইয়া তাহার অচেতন মনকে আছের করিয়া ফেলিভেছে। শত সহস্র ঝিলী থেম কাণের कार्ष्ट अविताम धक्षन कतिया विलिख्टि,—नाहे, नाहे, নাই। চকুর সন্মৃথ হইতে আলোকের ক্ষীণতম রশিট্রুও যেন অন্তহিত হইল; অন্কার ভধু অন্কার, গাঢ়, ঘন, কঠিন, অন্তহীন অন্ধকার! খোকার ক্র, নধর পেল্ব यूर्डिगे ध दवन तमहे अक्षकादत करम क्रम मिनाहेश याहेरज्य । त्कवन वहमूत हहेरज त्वन काहात अ्छि कीन অংচ কর্কশ কণ্ঠখর ভাসিয়া আসিতেছে,—গোবিন্ধী, আপ্কা ভালা কোরভেন; আপনি দেখিয়ে লেভেন, वाहमन्का वाद कि अूठी दशह ना।

তারপর ? অতল, অপরিমের, অসীম বিশ্বতি !



## সাধারণ কর্তৃক বোনাস পরীক্ষা

ত্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল

ভারতবর্ধে বীমার অমুশীলনের ফলে বছ জীবন-বীমা কোম্পানির সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারা নতন বীমা সংগ্রহের জন্ম বিবিধি চিত্তাকর্ষক পদ্ধতির সাহায্যে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। বীমাকারীর চিতাকর্ষণের জন্ম বিবল (double), ত্রিবল (trible) ও বহুবল উপকারযুক্ত বীমাচ্ক্তি, স্বত:সংরক্ষণ অক্ষতার হবিধাযুক্ত বীমা এবং বছ প্রকারের বর্ণনীয় বিবিধ यविधायुक वीमानावात क्षात्रन वहेरलाइ। किन नर्स छ হবিধ। প্রাণত দীদার অভিরিক্ত হইতে পারে না হতরাং গণিতশান্তের নির্দেশামুষায়ী পদ্ধতিগুলি প্রতিযোগীগণের হতে নিঃশেব হইয়া ৰাইতেছে এবং তাহার। বীমাকরণেচ্ছু ব্যক্তিগণের আকর্ষণের জন্ত অন্ত উপারের অনুসন্ধানে <sup>তংপর</sup> হইতেছে। জীবনবীমা কোম্পানির স্থাক্ষ পরি-চালকগণ শীমই বুঝিতে পারিশেন যে মাহুষের লাভের শ্ৰতি তীত্ৰ স্থাসন্তি স্থাতে এবং ৰোট যে টাকার ক্ষ वीमा रहेगाइ- जनलका यनि किंदू त्वनी त्राउदा यात्र ভাহা হইলে লাভলিজাপরায়ণ মহুয়াদিগকে আকর্ষণ कतिवात छरक्ट विकाशन श्रेट्ट। यह निकास यूवरे वार्गकती अधिनंत्र हरेबाह्य ध्वर नाधुनिक नीयनवीमात्र वावनात्र वाजिरशानिनात्वत्र मेर्या व्याकांक कान्यवनारन अधिकछत्र हेक्केन्डि द्यानीन द्यानेगांव नेवानिनेड रहेशांद्रका विकास करिया है। यह से स्वतान करिया है

আমি এক মৃহুর্তের জন্মও বলিতেছি না ভারতীয়
উৎক্ট জীবনবীমা কোম্পানিগুলি ভ্যালুয়েশান ভিত্তির
উপর যথোচিত লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু বিজ্ঞাপনের নিমিন্ত
বোনাস (লভ্যাংশ) প্রধান করিতেছেন। আমার বক্তব্য
এই যে অধিকাংশ স্থলেই এ লভ্যাংশ ঘোষণা কোম্পানী
কর্তৃক ধার্য্য টাদার হারের দারা সমর্থিত হয় না এবং
ব্যয়ের অন্থপাতের সহিত সামঞ্জ্ঞ বিহীন। বীমাকরণেচ্ছু
অন্তিজ্ঞ জনসাধারণ যাহাতে এ বিষয়ে একটা লোটাম্টি
ধারণা লইয়া কোন কোম্পানির লভ্যাংশকে ভাহান্ন
অবিকল বিজ্ঞাপিত মূল্যবন্ধপ গ্রহণ না করিয়া নিজ্যো
পরীকা করিয়া দেখিতে পারেন সেজ্জ্ঞ এ প্রবন্ধ লিখিত
হইল।

জীবনবীমা কোম্পানী চাঁদার যে হার নির্ণয় করে তাহাতে কোম্পানীর কার্যাপরিচালনের ও অপ্রত্যাশিত প্রয়োজনের নির্মিত্ত প্রকৃত চাঁদার (net primium) সহিত কিছু বেলী (loading) ধরা হয়। অহমোদিত তালিকা হইতে মৃত্যুহারের অব কবিয়া ও কোম্পানীর উবত্ত অর্থের উপর আদায়বোল্য স্ভাব্য হুদের হার ধরিয়া প্রফত চাঁদা হির হয়। বেহেতু ভারতীয় কোম্পানীওলি বে মৃত্যু তালিকা অহধানন করেন তাহা কার্য্যতা স্থান এবং চাঁদার হার প্রভতে হুদের হারের বিভিন্নতা প্রারশ্য বেশা বার হুভ্রাং কার্য্যতা আব্রার বিভিন্নতা প্রারশ্য বেশা বার হুভরাং কার্য্যতা আব্রার বিভিন্নতা প্রারশ্য বেশা বার হুভরাং কার্য্যতা আব্রার বিভিন্নতা প্রারশ্য বিশ্বা ক্রিয়া ক্রমান প্রার্থীয়া ক্রমান প্রার্থিক প্রার্থীয়া ক্রমান প্রার্থীয়া ক্রমান প্রার্থিক প্রার্থিক প্রার্থিক ক্রমান ক্রমান বিশ্বা ক্রমান ক্রমান

বে ভারতীয় বীনা কোম্পানীগুলির প্রকৃত চাঁদার হার প্রায় একই। ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর প্রচলিত চাঁদার হারে প্রায় একই। ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর প্রচলিত চাঁদার হারে প্রায়র বার্থাপরিচালনার জন্ত অভিবিক্তরূপে ধরা হয়। স্থভরাং কার্যাক্ষেত্রে বীমাকারীর মৃত্যুর কম বেশীর ক্ষা হে সামাক্ত লাভ হয় ভাহা বাদ দিলে কোম্পানীর লাভ প্রধানতঃ বায় সঙ্গোচতা এবং অস্থমিত ক্ষের অভিবিক্ত উপার্ক্তনের উপর নির্ভর করে। এই লভ্যাংশ বীমাকারিগণের মধ্যে চক্রবৃদ্ধি বোনাসরুপে বিভরিত হইয়া থাকে।

স্থানর হার ষেধানে যত বেশী, মুলধন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা তথায় ততোধিক। এই কথাটি সাধারণত: সতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। জীবনবীম। काम्भानीत नाशिष वा अन निर्मिष्ठ, अक निन ना अकिनन ভাহাদিগকে বীমাকারীর নিকট হইতে আদায়ী চাঁদার টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে—তাহা হয় বীমাকারীর ্ষুত্যু শেষে কিখা মেয়াদ শেষে অধ্বা বীমাকারীর অকাল মৃত্যুতে। অধুনা বীমার কার্য্যসংগ্রহের অন্ত কোম্পানী-ঋদিকে যেরূপ ব্যয় বহন করিতে হয় ভাহাতে কোন শীমাপত্ৰ বাজেয়াপ্ত হইলে বা সমর্পিত হইলে তাহার ক্ষ কোম্পানীর কোন লাভ হয় না। স্বভরাং কার্য্যতঃ স্থদ উপাৰ্ক্তন কোম্পানীর একমাত্র লাভের উপায়। এই ছদ উপাৰ্ক্ষনত নিশ্চিত হওয়। প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ অভিবিক্ अप्रत्य स्मार्ट मृण्यन नष्टे रुदेवात आणका ना थारक। স্থতরাং দেশের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে মূলধনের ক্ষতি না করিয়া শতকরা ৫ টাকার অধিক অব্দিত হুইতে পারে না এবং ভ্যালুমেশানকাণীন শতকরা ৪॥০ বা en. টাকা अधिक छात्रत होत कानकरमहे धना गहिए छ পারে না। আমি আনন্দিত যে আমাদের প্রায় সমস্ত श्रीवनदीया दकालानी श्रीवह हिमाद-निकाल এই मौमा अञ्चिम क्षिएक्टइन ना ।

ন্ত্ৰভ্ৰাং আমরা দেখিতেছি, বোনাস কাৰ্য্যক্ত ক্ষ্টটি নিময় বাবা ছিব ক্ষতেছে—

- (क) शार्वा है।लांब कांक्र।
- ( \* ) 网络新洲

অক্সভাবে বলা হাইতে পারে বে, সাধারণতঃ চাদার
হার বেশী এবং ব্যমের অহপাত বত কম হইবে বোনাদের
হার তত বেশী হইবে। এবং চাদার হার বত কম এবং
ব্যমের অহপাত বত বেশী হইবে বোনাসের হার তত হাস
হইবে। সাধারণ অবস্থার এইক্রপই ঘটিয়া থাকে। ইহার
ব্যতিক্রম দেখিলে লভ্যাংশ কোথা হইতে আসিল তাহার
বিচার করিতে হুইবে।

কতকগুলি প্রাচীন এবং স্থপ্রতিষ্ঠ কোম্পানার বে!নাসের হার বিনা বিচারে স্বাভাবিক ধরিয়া লইয় তুলনার জন্ম তাহা অপর কতকগুলি কোম্পানীর সহিত মিলাইয়া ভাহাদের চাঁলার হার, ব্যয়ের অমুপাত এবং বোনালের নিমে প্রদত্ত হইল—

বয়স ৩০-২০ বংসরের মেয়াদী বীমা ( লাভসহ ) এক সহস্র টাকার চাঁদার হার শতকরা ব্যয়ের হার বোনাগ কোম্পানীর নাম টাকা আনা টাকা টাকা প্রতিসহত্র পবিযেন্টাল --२० এম্পায়ার---¢5-8-25 নর উইচ ইউনিয়ন— ৫৫-১২— ₹• নৰ্থ বুটিশ-48-2 ₹. হিন্দুস্থান কোরাপেরেটিড ৫২-১ ٤0 हे जिया देखहे हिंदन- 48-25 হিন্দু মিউচাল- ৪৬-৮-

উপরের তালিকায় গট কোম্পানীর মধ্যে চারট কোম্পানী হাজার কর। ২০ টাকা হাজে, ছইট কোম্পানী ২২ টাকা হাবে বোনাস ঘোষণা করিয়াছেন এবং শেষাক্ষ কোম্পানীটি কোন বোনাসই ঘোষণা করেন নাই।

উক্তেম বোনাস ঘোষণাকারী চারট ক্রেম্পানীর মধ্যে তিনটি প্রায় ৫৫১ টাল। বিয়াবে টালা প্রহণ ক্রিডেনের। ক্রম্পানিট ৩১ টাকা ক্রম টালা ক্রমিডেনের। ক্রম্পানিত ক্রমের অহুণাত শতকরা ১৫১ ১৯৬ প্রকারী ক্রমের অহুণাত শতকরা ১৫১ ১৯৬ প্রকারী ক্রমের ক্রমের ক্রমের করে ক্রমের ক্রমে

বোনাসের হার সমান বৃহিয়াছে। কৃথিত কোম্পানীর এই অস্বাহাবিক বোনাস ঘোষণা করিবার জন্ম সুযুক্তি-পূর্ণ কৈফিয়ৎ নিংমন্দেহে থাকিতে পারে কিছ এই অস্তা-ভাবিক উচ্চহারের বোনাস এতই বিসদৃশ যে হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এই কোম্পানীর ভবিষ্যত বিষয়ে সম্ভষ্ট হইবার বা ষ্মচালিত যুগে অলৌকিক ঘটনায় বিখাস্থাপনের পূর্বে ঐ কোম্পানীর আয়ের উৎস কোথায় অফুদ্ভান করিবার ইচ্চা প্রকাশ করিলে তাহা সমর্থন করা যায়। অভাত তুইটি কোম্পানী হাজার করা ১২১ টাকা মাত্র বোনাস ঘোষণা করিয়াছে। ইহার মধ্যে এম্পায়ারের খব নিম টাদার হার এবং খুবই স্বল ব্যয়ের হার-প্রাক্ত পক্ষে ভারতীয় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বীমার কোম্পানীগুলির মধ্যে স্ক্ৰিম ব্যয় হার স্থুতরাং ভাহার পক্ষে ১২ টাকা বোনাস খোষণা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় কিন্তু ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলের ২৬০ চাঁদা বেশী সমেত ব্যয়ের হার এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ভাহার পক্ষে ১২ টাকা বোনাস্ দোখলৈ অবশ্ৰই তাহার কৈফিয়ৎ জানা স্বাভাবিক। শেষোক্ত हिन्सु मिष्डिहान मर्स्वार्थका कम है। ना नहेमा थारक এবং প্রথমোক্ত চারিটি কোম্পানী অপেকা তাহার ব্যয়ের হার অনেক বেশী স্থান্তরাং এ কোম্পানী যে কোন বোনাস ঘোষণা করিতে পারে নাই তাহাও স্বাভাবিক।

ভরিয়াণ্টাল, এল্পায়ার, নরউইচ ইউনিয়ন, এবং
নর্থ বৃটিশের সিকিউরিটি এবং হিসাব নিকাশ বিবাহ কেছ
কোন আপত্তি করে নাই সেজজ্ঞ বে সমস্ত সাধারণ
গোকেরা গণিতশাল্পের নির্দেশায়্বায়ী লভ্যাংশ বিভরণ
করিবার প্রণালীকে বিচার করিতে পারে না ভাহাদের
অন্ত সকল কোল্পানীর হারগুলিকে standard বলিয়া
গ্রহণ করা ইইয়াছে। কাজেই আমার মনে হয় কোন
কোল্পানী সাধারণের পূঠপোরকভা প্রামী হইলে তিনি
কতকগুলি প্রামীন এবং স্থুপ্রভিষ্ঠ কোল্পানীর সহিত
উহার চাল্লার হার, এবং ব্যুব্দির স্কুপ্রাক্ত কুলনা করিয়া
দেখিলে কি কোল্পানীর স্ক্রোংশ স্বাক্লারিক কিনা ভাহার
একটা মার্লার স্ক্রিমান সাবার।

क्रिक्रिक्क नाम्यक्त-सनीयक्रिकाको अस् क्रिक्रित त्स्तिस्य भारकत् के स्वानाय अवाणित्य अस्य स्वाक्रिक्रस्त्

মিথা৷ এই দিছাত কখনই না করিয়া এই অস্বাভাবিক বোনাসের একটি কৈ ফিছে গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত काम्लानीटक वीमा कतिवात शूट्स धे विषय निःमस्मइ হইবেন। তিনি আর একট কট্টমীকার করিলে তুলনা না করিয়াও কোন কোম্পানীর বোনাদ হারটি চাঁদার হার এবং বায়ের অমুপাতের সহিত সামঞ্চল আচে কিনা ভাষা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। তাহা হইলে তিনি সাধারণত:-প্রচলিত ও-এম নাম্ক মুত্যুতালিকার বয়দের সহিত ছয় বংগরের যোগ করিয়া শতকরা ৪, বা ৪া• স্থদ ধরিয়া ঐ কোম্পানীর প্রাক্ত টাদার হার স্থির করিতে পারিবেন। তিনি এই সকল বিষয় যে কোন একচ্যারীর নিকট হইতে অনায়াসে পাইতে পারেন। এই প্রণালীতে ৩০ বৎসর বয়সে ১০ বৎসরের মেয়াদী বীমার হাজার করা প্রকৃত টাদা মোটা-मृष्टि ৮৫ दोका इम्र धावः २० वरमद्वत्र तममानी वीमात ৪০ টাকা হয়। এই আছ হইতে কোম্পানীর অপিস প্রিমিয়ামের জন্ম অভিরিক্ত চাঁদা বাদ দিলে loading বা चारित के का अर्थ का वाहरत । यनि वारात चार अर অভিবিক্ত চাদার মধ্যে থাকে তবে কোল্পানীর পক্ষে रवानाम रचावना कतिवात मञ्जावना भारक।

এই সংল দেখা উচিত কোম্পানী কিন্তুপ হারে ছব মর্জন করিডেছে এবং জ্যাল্যেশনকালীন অছমিত হুবের হইতে ইহা কত বেশী। যদি বেশী হয়, তবে ইরা বোনাস বিভরণের একটি উৎস বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখন যদি ঐ হাব শতকরা ৫ টাকার ম্মনেক বেশী হব তবে দেখিতে হইবে কোম্পানীর বাদন-নীতি নিরাপদ কিনা। এই বিষয় এবং কোম্পানীর সম্পতিসমূহ প্রকাশিত উষর্ভ পত্তে পরীক্ষিত হইতে পারে। এইরূপ পরীক্ষায় যদি দেখা যায়, বে হাব মর্জনে এবং ম্যতিরিজ্ঞ ইারার বাড়তি (margin) ঐ হাবে বোনাস ঘোষণা করিবার পক্ষে ম্প্রান্ত্র মুখবা কোম্পানীর হাবেন-প্রধানী রক্ষোয়ন্ত্রনক নারে তবে কোম্পানীর হাবেন-প্রধানী রক্ষোয়ন্ত্রনক নারে তবে কোম্পানী ঐ বোনার ক্ষোবণার্গতেও ইরাকে পরিক্রাণ করিলে স্ববিব্রেক্ষার কার্যা করা ক্রীবে।

रेश मछा अक्ट्राबीन हिलाद निजात्त्व मेशन

বোনাস ঘোষিত হইয়া থাকে। হিসাব-নিকাশ হিসাবে
তাহা ঠিক হয় কিন্তু ইহাও শ্বরণ করা উচিত ধে
একচ্য়ারীগণকে কোম্পানী ভ্যালুয়েশনের সময় যে সকল
হিসাবপত্র (date) দেন তাহার সত্যাসত্য বিষয়ে
কোম্পানীর চিত্তের গুণাগুণ সম্বন্ধ বা অর্জ্জিত স্থদের
একচ্য়ারীগণ কোন নির্ভরতা দেন না।

বে সকল কোম্পানী তাহাদের সঞ্চিত অর্থ কোম্পানীর কাগতে কিছা বালারের বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিতে লগ্নীকরে তাহাদের সম্পত্তির মূল্য সহজ্ঞেই পরিমিত হইতে পারে। বিস্ত যে সকল কোম্পানী জমিতে বা অধিক লাভের প্রত্যাশাযুক্ত সিকিউরিটিতে (উঠা নামার জন্ম বাহাদের কোন বিশাস যোগ্য বালার দর পাওয়া যায় না) লগ্নীকরে তাহাদের কথা বলা শক্ত। আমি একথা বলিতেছি না যাহারা কোম্পানীর কাগজ বা বালার

বিক্রয়ংবাগ্য অক্স সিকিউরিটিতে ধননিয়োগ না করে তাহাদিগকে বিশাস করা বার না কিছ আমার বক্তব্য এই যে উছার্ড পত্র দৃষ্টে সাধারণের পক্ষে এই সক্র সম্পত্তির প্রাক্ত মৃদ্য পরিমাপ করা নিতান্ত শক্ত। স্তর্থাং সাধারণ ব্যক্তি তাহার পছন্দের জন্ম মোটাম্টি জ্ঞানের উপরই নির্ভর করিবে।

উপসংহারে বলিতে চাই বীমাকংশেচ্ছু ব্যক্তিগণ কোন কোম্পানীর চক্রবৃদ্ধিরূপ বোনাসের হার দেখিয়াই মৃথ না হন; তাঁহারা যেন কোম্পানীর চাঁদার হার এবং বিশেষতঃ ব্যয়ের অন্তুপাত এবং দাদননীতি বিশেষরূপে পরীকা করিয়া ভারপর নির্শাচন করেন।

লেখক কর্তৃক নিধিত ১৯৩০এর বার্ষিক সংখ্যা ইতিয়ান ইনসিওরেঙ্গ জর্ণাল এ হবিখ্যাত মূল প্রবন্ধ "Examination of Bonus declaration by laymenএর অনুবাদ।"

## বিচিত্ৰা

বীমাকরণেচ্ছু ব্যক্তিগণের আকর্ষণের জন্ম বিভিন্ন কোম্পানীর স্থাক্ষ অধাক্ষণণ যেমন উচ্চত্য বোনাস ও নানারপ চিভাকর্বক প্রণালী ঘোষণা করিভেচেন সেইরপ বীমাপ্রাণ বছদেশেও বীমাপত্রিকাগুলি আপনার বিজয়-निर्मान উড्ডीश्रमान कतिवात खन्न এकरवारंग वाहित हरेशा পড়িয়াছেন। ক্ষাত্রতেকের অংগত মূর্ত্তি, লোক অহুরাগ-ব্রির রামচন্ত্র ১০৮টি রক্তজবার ছারা ইষ্টদেবের মনস্কৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু বীমা-লন্ধীকে অন্থায়িনী করিতে চুইলে যে খোরতর সাধনার প্রয়োজন দেখিতেছি। বোমা বিষ্ণুল হইয়া গেল, বারীনদা অলীক বিছেবছাই সংবাদ-<u>রাতার লোহাই দিয়া আত্মরকা করিলেন—বাণীর বরপুত্র</u> ৪ কলাগণ বীমা-লন্দ্রীর নৈবেভ সালাইলেন-বীমার গীতা শ্ব্যন্ত বাহির হইল-আতা ভাতার ছেহপাশ হইতে विष्क्रित हरेन-भाषीत थलन, वक्-वाष्ट्रवत भर्दा नेवी 3 मत्नामानिष्ठ तिथा निन-कि**द नन्त्री** एका उथानि প্রসম্বিত হাতে দেখা বিধেন মা।

বাংশার তপঞ্ছ সাধনারত তক্ষণ আজ বিলোহী 
হইয়া উঠিয়াছে—পাষাণী লক্ষীর পূজা আর হইবে না—
যোড়শোপচারের অর্হ্য সাজাইবার প্রয়োজন নাই!

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কার্য্যের প্রসারহেত্
লক্ষী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বন্ধ দেশের শাখা অফিস
১৫নং চৌরদ্দি স্থোয়ার এাভনিউ হাউসে স্থানাস্থরিত
হইয়ছে। লক্ষীর অভ্যুখান ও কার্য্যবিস্তারের কাহিনী
ভারতের বীমাজগতের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। বস্ধানাস্থ শাখা বিভাবের অবিনায়ক প্রকৃত কে, বি,
মুখোপাব্যায় মহাশর কর্মক্ষম, সদাশর ও অমারিক বর্মিয়
পরিচিত—নবগৃহে প্রবেশ করিয়া আশা করি তিনি বর্ষ্যের
বাক্য শিষ্টায় বিভরেন্সনাত্র অমর্যালা করিবের্ম করিয়া
আসামী সংখ্যায় আমরা লক্ষী সক্ষে বিভারিত আইনিয়ার
করিয়ার ইক্ষা করি



মিলন বৈভক ও ভোট সমস্তা:-

ইউনিটি কনফারেন্স বা সার্ব্ধেলনীন মিলন পরিষদের वावकाय पारतरक महते बहेरक शास्त्रत नाहे। यांशायां ভারতে কোন প্রকার মিলনেরই পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা এই মিলনের প্রস্তাব হওরা অবধিই একটু বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া আসিতেছিলেন। কলিকাতার ইউরোপীয় সম্প্রদায় বা সামাজাবাদী দল কথনই কোন প্রকার মিলন প্রস্তাবে দ্বন্ত হইতে পারে না,স্বতরাং তাহারা যে সার্বজনীর মিলন পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইবে না তাহা পুর্ব হইতেই অনেকের জানা ছিল। একদল মুসলমান আছেন তাঁহারা কোনপ্রকার মিলনই আকাজ্জা করেন না, তাঁহারা ভুধ চাহেন ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে শাসন-পরিষদরূপ ব্যাহের অগ্রভাগে স্থাপন করুন। এই দলই ১৯০৬ খুটান্দ হইতে ষ্থনই কোন প্রকার শাসন-সংস্থার দিবার কথা উঠিয়াছে, তথনি আপনাদের তরফ হইতে নানা প্রকার ওক্তর দেখাইয়া সামর্থ্যের অভিবিক্ত স্থবিধা ভোগ করিবার অধিকার দাবী করিয়া আসিয়াছেন! কলিকাতায় হিন্দুমহাসভার যে শাখা আছে তাঁহারাও লওনে মি: জায়কারকে তার করিয়া জানাইয়াছেন ধে তাঁহারা পরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিলেও সর্বাধ হারাইয়া হিন্দু-মুসলমান সম্ভাব অর্জন করিতে প্রস্ত নহেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে সাইমন কমিশনের निकार वारलात मूगलमानगृत वारलात चाहेन शतिबरम যে কয়েকটা সদস্যপদ পাইতেছিলেন, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের প্ৰসাবে তাহা অপেকা অধিক সংখ্যক সভ্য প্ৰধান ক্রিবার প্রভাব হুইয়াছে। মুসলমানগ্র যেন সরকার <sup>পক্ষের</sup> নিকট হুইতে আরু অধিক স্থাবিধা অ**র্জনের** স্থাবিধা नारे प्रथिश विश्वशायक महिष्क नामाविष् महिष्यक नावष

হইয়া তাহাদের বছদিনের আকাজ্জিত ৫১টা সদস্যপদঃ চাহিতেছে। তাহাদের প্রস্তাব অনুষায়ী এই ১১টা সদস্যপদ প্রদান করিতে গেলে বাংলার হিন্দুদের সদস্য সংখ্যা ৭৫টা মাত্র হইবে। তাহার পর পুণা প্যাষ্ট্র অন্তথারী ७० है। महामुलन ज्ञलेख मल्लानारात अन्न निर्मिष्ठ कतिया निरम, উচ্চল্লেণী हिम्मू नम्मा मध्या वांश्नाय माज ८० है। इहेश দাঁডায়। হিন্দু সভা ঠিকই বলিয়াছেন যে ৰদি হিন্দুগণ সার্ব্জনীন পরিষদের সিদ্ধান্তাত্যায়ী শতকরা ৪৭টা সদক্ত-পদ পায় ভাহা হট্লে মুসলমানগণকে ৫১টা পদ ছাড়িয়া দিতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। একটু বিশেষ করিয়া ভাবিলেই উহার গলদ কোণায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা হায়। হিন্দু সদত্ত সংখ্যা শতকরা ৪৭টা এবং मुननमान नम्छ न्था ४० हरेल, मांज २ निम् प्रम অবশিষ্ট থাকে। এই চুইটা পদ এংলো ইভিয়ান ও ইউবোপীয়গণকে প্রদান করিলে তাঁহারা কি তাহাতে সন্তুষ্ট হটতে পারিবেন ? পণ্ডিত মালবাজী কলিকাডার আদিয়াছিলেন শুনিয়াছি। তিনি নাকি কয়েকটা ভোক সভায় অনেক ইউরোপীয় সদত্যগণের সহিত দেখা সাকাৎ ও করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্ত কতদুর সফল হইয়াছে এখনও ভাচা সর্বাসাধারণে প্রকাশিত হয় নাই ! ভবে উদ্দেশ্য সফল হইবার আশা অৱ তাহা বোঝা বাইতেছে।

#### সোল ভেন লের জের ৪–

বিলাতে তৃতীর গোলটেবল বৈঠক বসিরাছে। ঠিক হইরাছে বে উহা জাগানী বড়বিনের মধ্যে সমাপ্ত করিছে। হইবে। তাহার কারণক জাহে। ইংরাজ সারাজ্য এবম পুর বড় বড় কথা লইরা চিক্তিত। ১৫ই ডিসেররের মধ্যে ভারাদিরকে জাবেরিকার বণ পরিশোধ করিছে হুইকেন অটোয়া কনফারেন্স দইয়া তাহারা বিশেষ ব্যতিবাল্ড। চীন-জাপান সমস্তাও খুব সঙ্গীন। কাজেই ভারতবর্ধের ষ্যবস্থাটা যতদূর শীভ্র পার্বা যায় শেষ করাই যুক্তিসম্বত। ভারতবর্ষ হইতে সরকার পক্ষ কর্মক মনোনীত যে সমত সদস্য গিয়াছেন তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, গোলটেবলের কার্য্য বড়দিনের মধ্যে শেষে হইলেই ভাল। শীতটা বিলাতে ভীষন, স্বতরাং তাড়তাড়ি চলিয়া আসিতে পারিলে মল হয় না। এই সমস্ত কার্যা কারণ দেবিয়া মনে হয় গোল-টেৰল বৈঠক আহ্বান না করিয়া, বিলাভী সরকার একটা ধদভা প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্বে পাঠাইয়া উহা অনুমোদত করাইয়া লইলেই পারিতেন। সরকার পক इटें एक म्बेंडे वना इंडेग्राइड (व क्लीय मत्रकारत यार्थंडे ক্ষাতা রক্ষা করা হইবে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণকেও যথেষ্ট অভিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইবে। উত্তরে चामन्ना अर्द्धकात कथारे विमाछिह ; ভाরতবর্ধ एथन ইংরাজ সরকারের হন্তগত হয় তথন উহার শাসন প্রথা কেন্দ্র কর্ম্বক স্থিরীকৃত হইত। দিল্লী ভারতের শাসক ছিল, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ, দিল্লীর আজ্ঞাবাহক ছিলেন মাক্র. পিটের ইভিরা বিল ও রেগুলেটিং এ্যাক্টে ঐ প্রথায়ই নতনভাবে চালান হইয়াছিল। দিল্লীর পরিবর্ত্তে কলি-কাতাকে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের পিঠস্থান করা হয়। বাংলার শাদন কর্তাকেই সর্ক্ষয় প্রভু করিয়া প্রাদেশিক গছর্মার করিয়া দেওয়া হয়। এই अभाग मध्ये सम्मन भा छा। महित्तरे मात्रा जात्र छ-वर्ष हेरबात्वत्र मूठात मध्य जानिया भएए। जामः एन ममूत्थ ৰখন এত ৰড় একটা ঐতিহাসিক সভ্য বিভাষান রহিয়াছে ख्यम श्रामण्डनिक चल्ड कतिया निर्वात कि श्रीयांक्रम ? প্রভ্যেক প্রদেশকে পূর্বতন প্রথায় একজন শাসনকর্তা ও চিফ সেক্রেটারির খারা শাসন করিলেই ত চলিতে शादा। ভाরতীয়গণকে শাসন পরিবদের মধ্যে লইবার अर्पाणम हरेगाहि चीकांत्र कतिरत, छाहानिशरक क्लेंत्रेत्र मत्रकारको छ नश्का यहिष्ट शास्त्र। धहेन्न दनियात आमारतक बर्ध्य कांत्रण आहा। क्ट्यीय नवकारत कांना প্ৰভাৱ সংখ্যাৰ প্ৰদাস না ক্ৰিকৈ প্ৰানেশিক পাজভাৱি क्लान मूना बादन ना, जाबात छन् बास तासमीलिक छन्त . विनित्त शिक्त खेतान बिद्यात जीहादित वर्ष कि

নম্ম রাখিয়া প্রদেশগুলিকে নৃতন আকার প্রদান করিছে (शरन नाना श्रेकांत्र जगरस्वार्व स्थलन क्यों इस। त्योधा সামাজ্যের সময় হইতে বাংলা-বিহার-উড়িয়া একটা অবিভক্ত প্রদেশ বলিছা বিবেচিত হইয়। আসিয়াছিল। বর্তমান বেহারে বাদালী জাতির বহু কীর্ত্তি ও সম্পত্তি বিভ্যান। বেহারী ভাষাও বাংলার অফুরুপ। একটীর স্থলে তিনটী প্রদেশ গঠন করিয়া অনৈক্য প্রধান ভারতে कि नुष्म वांशांत्र रुखन इंटेप्ट्राइ ना। निक চিরকালই বোখারের অন্তত্ত্ব থাকিয়া উহার সভাতা গঠন করিয়া আসিয়াছে। মহম্মদ বিণ কাশিমের আমলেও সিকু বোখায়ের অধীন ছিল। উহাকে স্বভন্ত প্রদেশে পরিণত করিলে নৃতন অনৈক্যেরই কি হলন হইবে না ?

#### ইঙ্গ-ভারত বৈষ্য্যা সমস্তা :--

ভারতের সামস্ত রাজগণ বাহতঃ ফেডারল ভারতের পক্ষপাতী হইদেও কাৰ্য্যতঃ স্মিলিত ভারত তাঁহারা চাহেন না। সামন্ত রাজগণের অনেকেই বছদশী ও বিজ্ঞ নুপতি। তাঁহারা বৎসরের মধ্যে আনেক সময়ই ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিলক্ষণই অবগত আছেন যে, বর্তমান Democratic মুগে তাহারা পুরাতন পুঁথির কীট-দট্ট পৃষ্ঠা মাত্র। ভারতে প্রদাশক্তি বৃদ্ধি পাইলেই তাঁহাদিগকে বাণপ্রস্থ অবশ্বন করিতে হইবে। স্থতরাং তাঁহারা সাধারণতম্ব অপেকা রাজতন্ত্রেরই অধিক ভক্ত হইবেন श्राष्ट्राविक। वश्मग्रज दिविक्षेत्र स अर्थ डीहातिक कीमा स পুষা বন্ধ। তাঁহারা বিনা আপান্ততে ভাষা পরিতাগ क्तिर्यम (कम ? रेश्नाम माजि अ कृष्टित्रामनी जिनिरे। তাহারা দেখিতেছেন যে সভাতা বিশাসের সহিত পূর্ণবীর जावर वीकात अगिरे जाशास्त्र रुष्ठां ज रहेना वार्रिएटर । खेनित्वन्द्रित नाममोज चर्नेन वाक्रित्वर जाहाता व खर्गन हरेंचा उठिवारक। छात्रछर धनवाल क्यरिक्ता कार्य कावकवर्तक कीशासिव क्विकाशक वार्षिक हरूरवर्षे। माञ्चाकीवीशीमा धारे कथा व्यक्ति वर्षा উলার নৈতিকসংগর নাধ্যে বাহারা ভারতবর্ণের আইক

বাদেন, অধ্যাপক ন্যান্থিও এই দলেরই লোক। তাঁহারা ভাহাদের মস্তব্যটা বেশ ঢাকিয়া বলিতে পারেন বলিয়াই আমাদের কর্ণে আপতিমধুর হয়। তাঁহারা চাহেন ভারত মৃত্যু হউক, ভাষা হইলে ভারত শাস্ত শিষ্ট থাকিকে, অশাস্ত ভারত অপেকা শাস্ত ভারতই তাঁহাদের স্বার্থ-সাধনের পক্ষে উপযোগী। এই অক্টই তাঁহারা কতকগুলি মণ-রোচক কথা বলিয়া আমাদিগকে ভুলাইতে চাহেন। ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা স্পট্ট দেখিতে পাই বে. ভার'তের সকলেও ভারতের স্বাতস্ত্রা চাহেন না। ্রেখানকার অভিজাত সম্প্রদায় ও মুসলমানগণ ইংরাজশাসনই প্রার্থনা করেন। জন-সাধারণ এখনও শিকিত হইয়া উঠে নাই। ভাহারা ভাহাদের দাবী-দাওয়া কি, না বনাইয়া দিলে বৃথিতে পারে না। স্থতরাং জন কয়েক লার্থালেম্বী ব্যক্তির জক্ত শাসন-সংস্কার পরিবর্তন করা হাইতে পারে কি? প্রাদেশিক শাসন-সংস্থার প্রদান করার অর্থ কি তাহাই নয়? কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে হদি সমস্ত ক্ষমভাই অটুট থাকে, তবে নৃতন শাসন-সংস্থারের অর্থ কি ইহাই নয় যে মন্ত্রীপদ আর কয়েকটী বুদ্ধি করা মাতা। বৰ্ত্তমানকালে প্ৰভ্যেক প্রদেশকে স্বাভন্তা প্রদান করিবার কোন অর্থ আছে কি। বর্তমান বৈজ্ঞানিক ঘূরে লগুনে বসিয়াই বধন সমস্ত বিশাল ইংবাজ সামাজ্য নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে তপন দিলীতে ব্দিয়া ভারত্তবর্ষ শাসন করিতে পারা যাইবে না কেন প মোট কথা বলিতে কি ভারতের মধাবিত্ত সম্প্রদায়ও চাহেন ना (य ভারত হইটে ইংরাজ চলিয়া যাউক। ভাহার। চাহেন যে ইংরাজ ভাহাদের সহিত মিলিত হইয়া নৃতন নৃতন দীবিকা অর্জনের পদা বাহির করুক। ইহাই প্রকৃত শমসা। উৎকোচ প্রদান হিসাবে কতকগুলি অভিজাতকে হত্তগত করিবার সমন্ব চলিয়া গিরাছে। নীতিকগণ এই সার সভাটী কেন বুৰিভেছেন না।

অভীকা কন্ফারেলের লাভ-অলাভ--

অটোয়া কনফারেলের সিন্ধান্ত লইয়া বড়ই গোলমাল ইইতেছে। অটোরার ইংরাজ রাজনৈতিক্পণ কতক্তনি न्डन वर्धनिकि बाक्श क्रिशासन । देश्यक राजनाती

গণ ভাহাদের উৎপন্ন মাল পৃথিবীর অক্সাক্ত দেশে প্রেরণ করিয়া বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না। গভ মহাযুদ্ধের পর হইতে প্রায় প্রত্যেক দেশই বাণিকা ভরের উচ্চ প্রাচীর ভলিয়া দিয়া সকলেই আপন আপন দেশে সকল প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ৷ ইংরা**ল** অর্থবিৎগণ ইংরাজ সামাজ্যের মধ্যে তাহাদেরই অত্তকংগে বাণিজ্য .ভ্ৰের প্রাচীর তুলিয়া দিয়া বিদেশী ভ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন। তাঁছারা আর একঠি নুতন জগৎ রচনা করিয়া আপনাদের মধ্যে প্রবেগর আমদানী ও রপ্তানী করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্ঞার নুত্রন এ ফুটাইয়া তুলিতে বলিতেছেন। এই তথ্টী হুদয়শ্বম করিতে হইলে একটু পূর্বব ইতিহাদ জ্ঞানা প্রয়োজন। গত শতাব্দীতে নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ नमाश्व रहेया (शत्न हेश्लख कल-कांत्रश्वाम मरनानित्यम করে। তাহার ক্র্যিকেজ হইতে শ্রমিকগণকে টানিয়া ল্ইয়া কর্থানায় পুরিয়া দেওয়া হয়। তথন হইতে ইংল্ড ক্রমশঃ শিল্প প্রধান দেশ হইয়। উঠিতে পাকে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে ইংলতে উপযুপরি ছর্ভিক্ষ দেখা দিতে থাকে। আয়দত্তির প্রজাপুঞ্জ কয়েক বৎসর মাত্র আলু খাইয়া জীবন ধারণ করে। তপন বাণিজ্ঞা জগতে স্বাধীন আদান প্রদান ছিল না। প্রত্যেক দেশই তাহার তাবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য উংগল্ল করিত। মাত্র কিছু বিলাদের দ্রবাই আন্তর্জাতিক পণ্য হিসাবে জগতের বাজার সমূহে ভান পাইত। ইংলতের প্রধান মন্ত্রী ভার রবার্ট পীল স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে বিদেশ হইতে শ**ত** আমদানী করিতে না পারিলে ইংলভের সাধারণ প্রস্থা অনাহারে মারা হাইবে। ইংসত্তের অভিজাতগণ শস্ত উৎপন্ন করিয়া খুৰ উচ্চ হ'বে বিক্রেয় করায় উাহারা বিশেষ লাভবান হইতেছিলেন কাজেই বিদেশ হইতে কোন প্রকার শক্ত আমদানীর বিরুদ্ধে ভাহারা সর্বদাই বড়ংল ক্রিতেন। ইংরাজ পাদামেণ্টে তথন অভিজাতদের প্রাধান্য ছিল। শীল সাহেব বিশেষ চেটা করিয়াও কোনরণ কৃতকার্য্য হউতে পারেন নাই। শক্তের মূল্য কমিয়া না পোলে মজুরদের পারিশ্রমিক ছাল করিতে গারা वांत्र मां। अधिकांच्छात्र वक्षवत्त्र छाहां मध्यन्त्र हरेत्व्यह 

না বহিয়া কবডেন প্রভৃতি জন কয়েক মধ্যবিত্ত খেণীর জন নামক বিশেষ আ্লোলন ক্লুক্রিয়া দেন। চাটার বিদ্রোহ এই আন্দোলনের ফল। ভাষার পর পালামেণ্টে অভিজাতদের ক্ষমতা ভ্রাস করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবাডামিত্মিথ ও রিকাডো নামক তুই জন মধাবিত শ্রেণীর অব্নৈতিক এই মধাবিত শ্রেণীর আন্দোলনে যোগদান করিয়া নুতন অংশাল্প প্রণয়ণ করেন। তাঁহারা খুব জোরগলায় প্রকাশ করেন যে প্রত্যেক দেশের একটা বিশেষত্ব আছে, স্বতরাং তাহাকে সেই দ্রুব্য উৎপন্ন ক্রিতে দিলে তাহাতে জগতের সুথ স্বাচ্ছন্য বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ মক্ষভূমি প্রদেশে আকুর উৎপন্ন করিবার চেটানা করিয়া ফুটী, ভরমুজ ইত্যাদি বপন করাই যুক্তি-এই যুক্তির মূলের উপর দাঁড়াইয়া কবডেন প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ শতা শুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া উঠা বন্ধ করিয়া দেন। শশু তল্প বন্ধ হইয়া যাওয়ার সহিত মজ্বদের পারিশ্রমিক হ্রাস হইয়া যাওয়ায় ইংরাজ পণ্য সমস্ত জগতে ছডাইয়া পছে। অতি অৱ দিনের মধ্যেই ইংরাজজাতি প্রভৃত বিজ্ঞালী হইয়া উঠেন। ফ্রাম্স ও জার্মাণি চিরকালই রক্ষণশীল। ইংরাজ-দের সৌভাগ্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাঁহারাও তাঁহাদের মত বদলাইয়া ফেলেন, তাঁহারাও ক্রমশ: Free trader বা শুর-বিহীন ব্যবসাদার জাতিতে পরিণত হ'ন ৷ এই ব্যবস্থায় আনমেরিকার ক্ষতি হইতে ধাকে। আমেরিকায় ক্লমিকার্য্যের যথেষ্ট স্থবিধা ধাকিলেও শিল্লোৎপাদন করিবারও ষ্থেষ্ট স্থায়েগ বর্ত্তমান আছে। আমেরিকার অর্থবিদ পণ্ডিতগণ ইহ। বুঝিতে পারিয়াই আমেরিকাই প্রথম Free tradeএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গত মহাযুদ্ধে প্রত্যেক জাতিই বেশ ব্রিতে পারেন যে অশ্ব সময়ে যাহাই হউক অস্ততঃ জগংব্যাপী ক্তের সময় সর্কবিষয়ে আতাবশ না থাকিতে পারিলে এদ্ধপ সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা বায় না। এই জন্মই ভাহার। নানা অজুহাতে বাণিজ্ঞা ওকের প্রাচীর फुनिया निया चारनची रहेनात (ठहे। कतिरङ्ख् । हेश्त्राक আতি কিছ তথু যাত্র ক্লির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বর্তবানে ভথার বে ফসল উৎপর হয় नीरव न्या

ভাহাতে ভাহাদের বৎসরে মাত্র ভিন মাস চলিতে পারে শিল্পের বিনিময়ে কাঁচামাল ও খাছ দ্রব্য তাহাদিগ্রে विष्म श्हेरक जामनानी कताहरूकहे हन्। कारको ইংলগুকে প্রাণধারণ করিবার জন্ম আন্তর্জাতিক বাবসাং উপর নির্ভর করিতে হয়। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ অথ্বিদপণ্ডিতগণ নানা প্রকার ব্যবস্থা ক্রিয়া আদিতেছিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই সফলকাম হট্যা উঠিতে পারিতেছিলেন না। অটোয়া কনফারেন্দ এই চেষ্টার একটা নিদর্শন। ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে অর্থ-নৈতিক মন্ত্ৰ স্থাপিত হউক আমরা ভাহার পক্ষণাভী। আমাদের পত্তিকায় আমরা বছবারই বলিয়াছি যে সর্ব. প্রকার সম্মেলন হইতেছে, কিন্তু ইকনমিক স্থিলন हरेएउट ना **किन**? अर्दोश कनकारकारे (महे ইক্নমিক কনফারেন্স। কিছ এই কনফারেন্দের সর্ত: হুযায়ী যদি সমস্ত স্থবিধাগুলিই ইংলণ্ডের পক্ষে থাকে এবং অস্থবিধাগুলি আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় ভাষা হইলে আমরা আমাদের মত দিব কি প্রকারে। পশম हेरलए छर्भन इम्र ना। भगभी वस हेरलए खार्चागीत তুলনায় সন্তায় কথনই প্রদান করিতে পারিবে না। পাট ভারতের একচেটিয়া পণ্য হইলেও, উহা গ্রহণ করিছে অসম্ভব মূল্য প্রদান করিতে হইলেই রাসায়নিক গবেষণার ষার। উহার কোন synthetic product বাহির করিবার (ठिंडा इटेंदि । किमिक्राल मील वाहित इडेवात शर्बें. স্বাভাবিক নীল বাজার হইতে উঠিয়া গিয়াছে। নানা প্রকার লোহার জব্য মেসিনারী আমাদের এখন বিশেষ श्राज्य । উरात्र मूना वृक्षि रहेत्व आमात्मत्र अपनक শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, এখন যে শীভবস্থ দশ টাকা মূল্যে বিক্ৰীত হইতেছে অটোয়া সিদ্ধান্তের কলে मृना वृक्ति शारेबा छेराव नाम ১৫, क्राका स्वाम আমাদের মতন দরিত দেশের অনেকেরই ক্রকর ক্রিক তাহার পর পাট বাজারে বিক্রম না হইলে আনিল্লাক कीयन विभाव तम्या नित्व। **क्षेत्र ममण काम्यत्वे प्रक्री**की কনফারেকের সর্বভলি দেশবাসী কর্ত্তক প্রহীত ক্রি পাৰিতেছে না। সরকার পদ্ধনি কার

দেশাদী কর্ত্তক নির্মাচিত প্রতিনিধিগণকে তথায় প্রেরণ করিতেন, তাহা হইলে হয় ত অনেকট। যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব চন্ত্র প্রথমণ হইতে পারিত।

#### চারিদ্রা ও অর্থক্তহতা-

**डे**९क हे অর্থ-সমস্থা ও বেকার সমস্থা যেখানেই বিপুল করিতেছে। লাবে আত্মপ্রকাশ অর্থ সম্প্রদ বিশ্বমান দেইখানেই ভীষণ অনেকেই খলিতেছেন যে কলকার্থানাই ইহার কারণ। প্রােজনের অভিরিক্ত দ্রবা উৎপন্ন করিয়া কলকারখানা দম্ভ জগতের সম্মুধে এক ভীষণ আতক আন্যুন কবিয়াছে। কথাটা কতকটা সভা। পূৰ্বে চাহিদা অমুখায়ী দ্রবা উৎপন্ন করা হইত। কলকারখানা প্রবর্ত্তিত হইলে চাহিদার মুখাপেক্ষী না হইয়া মাল উৎপন্ন করা চ্টাত থাকে। তথন জগতের চাহিদাও ছিল ভীষণ. কাজেই উৎপন্ন দ্রব্য কথনই চাহিদার অতিরিক্ত উৎপন্ন হুট্তে পারিত না। কল-কার্থানার বৃদ্ধির সহিত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে সেই পরিমাণে চাহিদাও ব্রাদ পাইয়া ক্রমশঃ শুষ্ঠের নীচে পড়িতে থাকে। ত্রন উংপদ্ধকারীগৃণ বিভীষিকা দর্শন করিতে থাকেন। trust, bounty প্রস্তৃতি অন্তর্গুলি চাহিদাকে উৎপন্ন ক্রব্যের দ্যান রাখিবার জ্বন্স রচিত হয়। ক্রমণ: উক্ত ব্রহ্মাস্ত গুলিও বিফল হইতে থাকিলে বাণিজ্যকগতে বিপ্লব দেখা দেয়। এখন সাধারণতঃ দেখা যায় যে প্রকৃত দারিদ্রা বলিতে যাহা বুঝা যায়, লগতে তাহা আদে নাই, যাতা আদিয়াছে—উত্থাকে অর্থক্সছতা বলা ঘাইতে পারে। রবার এত উৎপন্ন করা হইয়াছে যে, যে মুল্যে উহা বিক্রীত হইবে, ভাহার পরিকার নাই। মোটর পাড়ী ও বাজারে যথেই কিন্তু ক্রেডা নাই।

উক্সক্তি ৪ -

বিজ্ঞান সাধারণের সম্পত্তি। বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে. माशातरणत उन्निष्ठ इश्वदात आवश्वक । किन्द विकानरक ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ক্রিয়া উহার সাহাব্যে প্রভূত-विष मध्यन वृद्धिक त्मार्थिक मार्थाक्ष्य महिला हत । परेवडरे वित्रक कार्टि दे शृचितीरक अपन विन

আসার প্রয়োজন যথন প্রত্যেক গৃহত্বেরই একথানি করিয়া মোটর গাড়ী ও একটা করিয়া টেলিফোন থাকিবে। উহা সম্ভবপর হইতেতে না কেন. ফোর্ড সাহেব তাহার To day and to-morrw নামক গ্ৰন্থে এক বিবৃতি প্ৰশান করিয়াছেন। তিনি ম্পষ্টই বলিয়াছেন যে ই**উ**রোপের ধনিকরণ শিল্ল-উৎপাদনকে জ্ঞাতীয় সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, উহা ভাহাদের নিজম্ব সম্পদ। এই জন্মই ইউরোপের ধনিকগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপুদ অর্থ উপাৰ্জ্জন কবিলেও তথায় দাবিদ্যা অতি উৎকটভাবে আত্ম-বিকাশ করিতেছে। কারখানার সমন্ত মূলধন যদি বাজিগত ভাবে গুছীত না হইয়া জাতীয় উন্নতি সম্পাদনে নিয়েজিত করা যায়, তাহা হইলে সাক্ষজনীন আর্থিক উন্নতি হ**ইবেই**। र्याश्रीता 'सरमनी' शहन कत विनया व्यामारमत त्मरम ट्राइना. তাঁচাদিগকে আমরা ফোর্ড সাহেবের উক্তিটী বিশেব করিয়া অবধান করিতে অন্সরোধ করিতে**তি**।

সমর্খাণ-ইউরোপ ও আমে বিকা:-

আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ইউরোপের আমেরিকার সমর-ঋণের হৃদ শোধ দিবার দিন; ইংরাক রাজনৈতিকগণ চিঠির উপর চিঠি দিয়া আমেরিকাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছেন না যে, ইউরোপ এবং ইংসণ্ড বর্তমানে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছেন না। প্রেসিডেণ্ট ছভার আমেরিকান হটলেও রক্তগত স্থকে খাঁটি ইংরাজ। ইংরাজ-জাতির আশ্রয়ে থাকিয়াই চীন, অট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে নানাপ্রকার কাষ্য করিয়া বিপুল বিত্ত অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ইংগণ্ডকে অনেকটা সেহ ও মমতার চকেই দর্শন করিভেন। নৃতন রাষ্ট্র-নায়ক কল-ভেলট বাঁটি আমে রকান। ইনিও জাতিতে ইংরাজ বিজ্ঞান-ব্যক্তিগত ও সাৰ্ব্বজনীন হইলেও কয়েক পুৰুষ ধরিয়া আমেরিকায় বসবাস করিজে-ছেন। কালেই মিটার কলতেল্টের ধ্যান ধারণা প্রকৃত আমেরিকানদেরই মত। ছভার সাহেব লোড়াতাড়া দিরা এক বৃক্ম চালাইভেছিলেন। ইংরাজগণ এই জোড়-ভাড়ার কভৰটা সভ্তর ছিলেন। ইংরাজগণ বলিভেছেন Ce Gigialo क अरमक छात्रा देखेरतानीय वाण्यासद निक्ते हरेएक गारेदबन, केंग्राव्यत बांगा क दस्त कार्य

পরিমাণ প্রায় সমান। ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ সেই টাকা এই আর্থিক বিপ্লবের সময় দিতে পারিতেছে না বলিয়াই তাঁহারা তাঁহাদিগকে উক্ত ঋণ হইতে অব্যাহতি দিহেছেন। স্বতরাং তাঁহারাও না কেন তাঁহাদের ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইবেন। ফ্রান্স স্পষ্ট বলিতেছে যে ভারসিক্সলিজ ও লোকানো প্যাক্ট অমুযায়ী প্রাপা টাকাটা জার্মানির নিকট হইতে পাইলেই, সে তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। জার্ম্মাণি ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম रहेल खाष्म ७ व्यक्तम इहेर्दा व्यात अकान वर्तान. আমেরিকা ভীষণ স্বার্থপর ! গত মহাসমরে যাহারা যুদ্ধ-क्षा व्यवजीर्व इहें प्राहित्नन जाशात्रा नकत्नहे विन्याहितन বে তাঁহারা এক মহা উদ্দেশ্য সন্মুখে স্থাপন করিয়া কর্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। স্বতরাং তথন যে যাহা পাইয়াছিল তাহাই দিয়া অপরকে সাহায্য করিয়াছিল। আমেরিকাই সকলের পর রণালনে অবতীর্ণ হয়, তাহার স্বার্থত্যাগ ও স্বভাভ জাতিগণের তুলনায় ধুবই সামান্ত, স্থতরাং এই ঋণ লইয়া গোলমাল করা তাহার পক্ষে যুক্তি-युक्त नत्ह। देशत উछत्त्र आध्यत्रिका वत्नन त्य, माधात्र প্রকাগণের নিকট সরকারের একটা দায়িত আছে। আমেরিকার জন সাধারণ সরকারকে যে অর্থ কর্জ দিয়াছিল, উহা ত্যাগ হিসাবে নয়,সরকারকে ঋণ হিসাবেই। ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ এই ঋণ পরিশোধ না করিলে সরকার পক্ষ যে জন-সাধারণের নিকট মিধ্যাবাদী বলিয়া প্রভীয়মান इहेश शहरत। त्यां कथा जात्मतिकां प्रमधन मर्वाय এক সম্প্রদায়ের আবিভাব হইয়াছে। তাহারা তাহাদের मृनधन थाणे। देशा जाभनारमञ्ज जीवन यांका निर्द्धाह करता। আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ হিসাবে গৃহীত অনেক টাকা এই শ্রেণীরই অর্থ। আমেরিকার কোন রাজ-নৈতিক দলই এই প্রবল দলটাকে অসম্ভান্ত করিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় তাই এই কথাই ভণাকার রাজনীতিকেত্রে ভীংণ আকার ধারণ করিয়াছে। ইংরাজের রাজনীতি বা ধর্মনীতি তাহারা কিছুতেই গ্রহণ করিবে ना। তবে দেখানে জোর প্রোপাগাতা চালাইয়া ইংরাজ জাতি যদি তথাকার শ্রমিক দলকে জাগাইরা তুলিতে शारतन, जरव रहरणा এই अन इहरक काहाता अवगारकि পাইছে পারেন।

বাংলা সরকার ও ব্যর সম্ভোদ বাংলার ব্যন্ন সংস্কাচ কমিটা তাঁহাদের সিম্বাস্ত কর-সমাজে প্রচার করিয়াছেন। আমরা **তাঁহাদের** মন্তবাঞ্জলি পাঠ করিয়া বিশেষ খুদীই হইয়াছি। সভ্যই জিন জন মন্ত্রী ও চারিজন মেম্বার লইয়া শাসন পরিষদ গঠন করিবার কি প্রয়োজন। তাহার পর আমাদের আব একটী কথা সর্বাদাই মনে হয় যে, এই democratic মূলে कोशीय मकन क्षकांत्र वाय मरकांठ मःमाधिक व्हेरव ना উহার পরিবর্ত্তে দিন দিন শাসন-কার্য্যের জন্ম বাছভার বৃদ্ধিই পাইতেছে। আমরা অনেক বারই বলিয়াছি যে ভারতীঃগণকে উচ্চ রাজকার্যা প্রদান করিলে ইউরোপীঃ-দের অফুপাতে ভাহাদিগকে উচ্চহারে বেতন দেওয়া হইবে কেন। ইউরোপীয়দের উচ্চহারে বেতন দেওয়া হয় ভাগর কারণ থাকিতে গারে কিন্তু ভারতীয়দিগকে উচ্চহারে বেতন দিবার কি কারণ আছে ? পূর্বে বাংলায় একমাত্র চিফ সেকেটারী যে কার্য্য করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে চিফ সেকেটারী বাতীত আরও সাত জনকে বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা দিয়া সেই কার্যা করিবার জভ্য বহাল করা হইয়াছে। কাউন্সিলের সাজ-সজ্জা দেখিলে বাদসাহী যুগ ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শাসন-সংস্থারের সহিত সরকার পক্ষের ব্যয় প্রায় বার্ষিক ২ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমরা শাসন-সংস্থারের পক্ষপাতী কিছ ব্যয় বৃদ্ধি কোনরপেই সমর্থন করিতে পারি না। বাংলার জেলা বোর্ডগুলি অবৈতনিক চেয়ারম্যান কর্ত্তক শাসিত হইতেছে, কিন্ধ এইরূপ কি শুনা গিয়াছে যে ম্যাজিটেটকে সরাইয়া দিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করায় কোনৰূপ মন্দ ফল হইয়াছে। বাংলার মন্ত্রিগণকে বিনা বেতনে কার্যা করিবার জন্ত আহবান না করিলেও তাঁহাদিপৰে भम्मर्यामा वसाय त्राथिवात छेभयुक अकृषा छाछा मिरनरे ত হইতে পারে। এ অবধি বাহাদিগকে মনী বা মেখান कत्रा इरेशाह, आमारमत मरन इय छाहामिश्ररक माहिना দেওয়া হইবে না বলিলেও মাত্র সন্মান লাভের ক্রাই তাঁহারা উক্ত পদ গ্রহণ করিতেন। হেশবাসীকে মাত্র-শাসনে অভাত করিয়া নইতে হইবে এই প্রস্থাতে त्कात केंबुक कतिवात कि व्यादायन है

করপোরেশন ও বার সজোচ :-कत्रां दिन्दान कार्रेक्ष वावशा । छेशातित कार्रेकिन हत (पश्चिम मान द्य जामत्र) (यन एप द्यांनी जारम আসিয়া পড়িলাম। বেখানে একজন ঝামু সিভিলিয়ান অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহাকে বে বেভন দেওয়া হইত দেখানে একজন ভারতবাসীকে বহাল রাথিয়া পূর্কোক বেতন দিবার কি অর্থ হইতে পারে। যোগ্যতা অর্থের উপর নির্ভর করিলে জাপানের মন্ত্রীগণ এত অল্ল বেতন পান কেন ? ইংল্ডের মন্ত্রীগণও আমাদের শাসনকর্তাদের অপেকা অল্ল বেতন পান কেন ? ১৯১০ দাল হইতে আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি যে যোগ্যতার নাম করিয়া অনর্থক বায় বৃদ্ধি করা হইতেছে। তাহার পর আমাদের আরও একটা কথা মনে হয়। এই যুগে ঘথন আফিসে আমরা প্রায় একই শ্রেণীর শিক্ষিত লোক দেখিতে পাই, তথন সামাশ্র বেতনভোগী কর্মচারী ও উচ্চ-বেতন ভোগী কর্মচারী থাকিবার প্রয়োজন কি ? যোগ্যতা অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রায়ই ত দেখা যায় উভয় কেত্রেই ব্যয় সক্ষোচ কমিটার সদস্যগণ এই বিষয়টা যদি একট ভলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন ভাষা হইলে অনেক ব্যয় সঙ্কোচ করিবার পছা উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিবেন।

#### জার্মানী ও ঠার ঠিটলার

श्वातक मान कविमाहित्यन (य शांत विवेतातरे धवांत চাজেলার পদ পাইবেন। রাষ্ট্রপতি হিখেনবার্গও তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে य हात विहेनात्रक छक्तभम द्यमान कता हटेन ना। हात हिष्मात कार्यानित नाकी मच्छानारात मनश्रक । नाजीमन উৎকট আভীয়তাবাদী। হার হিটলারের পিভা একজন (वाट्यिशान। किंदु अख्दा अख्दा कीवन aristocrat हिल्लन। ब्राह्मकार्या इट्रेंटिड अवनव श्राह्म कविया, दुक বয়সে বছ পুরাতন রাজ-পোধাকটা পরিয়া তিনি তাঁচার প্রামের বাসিদা দিগের মধ্যে বেড়াইতে ভাল বাদিতেন। হার হিট্টনার পিভার নিকট হইতে তাহার অভিজাত গৌরবলাভ করের ৷ পর বয়রেই গ্রিছ-মাতৃহীন

সামাত রাজ-মজুরী আরম্ভ করেন। কিন্তু রাজ-মজুর হইলেও হিটলার তাঁহার স্বাত্তা রক্ষা করিয়া চলিতেন। এইজন্ম তাঁহার সহক্ষীগণ তাঁহাকে 'মাভিজ্ঞাত' বলিয়া ঘুণা করিত। এই সময় ইউরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে হিটলার দামাল দৈনিক পদ গ্রহণ করিবার অভ ক্রপক্ষের নিকট গভায়াত স্থক করেন। ভাছার পর বছকটে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া একেবারে Front এ পিয়া উপস্থিত হন। তিনি দীর্ঘ চারি বংসর যদ্ধ-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইখানে ওাঁছার সামাল পদ বৃদ্ধি হয়-তিনি Lans corporal হইয়াছিলেন। যন্ত্রের শেষভাগে একটি ট্রেঞ্চে তিনি ভীষণভাবে আহত হট্যা হাসপাতালে প্রেরিত হন। চিকিৎসক্পণ বলেন বে ভাহার চক্ষু ছুইটা পুবই বিপদগ্রন্ত, হয়ত উহা উপাঞ্চিয়া ফেলিতে হইবে। প্রায় ছয়মাস শ্যাশায়ী থাকিবার পর হিটলার যখন হাসপাতাল হইতে মৃক্তিলাভ করেন, তথন শুনিতে পান যে মহাযুদ্ধের অবসান ষ্টিয়াছে। ভধন তাঁহার বয়স, মাত্র ৩২। হিটলার কর্মচ্যুত হইয়া অন্নহীন হট্যা পড়েন। ভাহার পর নানাছলে ভ্রমণ করিয়া জার্মানির একটা গুপ্ত রাজ-নৈতিক দলের সভ্য হন। হিটলার যুখন এই দলে প্রথম নাম লেখান তখন উহার সভ্য সংখ্য। ছিল মাত্র তিন। হার হিটলার দেখিতে পাইলেন যে এই দলের মডের সহিত তাঁহার মডের খনেকটা ঐক্য আছে। এই দলের সভাগণ ভাবিতেন যে জার্মানির উচ্চ कर्यातिशन श्वाननन कतिया युद्ध करत्रन नारे। त्तरमत हेक्षिश्व विद्धारी रहेश त्रभमत्य वर्ष-मत्कार व्यानवन করিরাছিল। হিটলার ক্রমশঃ এই দলের অধিনারক্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্তমান নাজীলল গঠন করিতে আর্থ Nordic superiorityই তাঁহার দলের वीक्या । नाकीशन वनिष्ठ हारहन रव देवितशन आर्वा-জাতির সর্বনাশ সাধন করিবার জন্ত সেই বাইবেলের যুগ হইতে প্রাণ্ণণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কার্স মাৰ্কণ একখন আশ্বাণ হইলেও রক্তগত সম্পর্কে তিনিও धक्षन देवपि। त्रिकाष्ठां धक्षन देवपि। त्राणिवात्र क्षिकिनिके चारमानदम्ब मूरमक देवविद्यत वक्ष्यक दिला। ररेता हात विवेशात द्यारहितात बाजवानीएक जानिया द्यानियान हरेरान्त, जनदत अक्यन प्रतास्वत

ইছদি। এই ইছদি ব্যহ ভেদ করিবার জন্ত নাজীগণ সর্বাধ্ব পণ করিয়াছে। স্বন্ধিকা চিহ্ন অলে ধারণ করিয়া নাজীগণ সর্বাক্তই আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলে। ১৯২৪ সালে নাজীদদ বিজ্ঞাহ করিলে, হিটলার ও তাঁহার সহকর্মীগণ কারাগারে প্রেরিভ হন। নাজীদল ভখন আশা করিয়াছিল যে জার্মানীর সেনাখ্যককণণ ভাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। কিন্তু কার্যাকালে নাজীদল ভাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্যই পায় নাই। ১৯৩০ পুঠান্দে কারাগার হইতে প্রভ্যাবর্ত্তন করিয়া নাজীদল জমশংই প্রবল হইয়া উঠিভেছে। ভাহাদের সক্ষরত্ব ছইবার ক্ষমভা অন্যাধারণ। রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া হিটলার এক নৃতন ব্যাপার স্থলন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে হিটলার যদিও ব্যর্থকাম হইলেন আমাদের মনে হয় হিটলার ভবিষ্যতে জার্মানীর চাজ্যেগার বা রাষ্ট্রপতি হইবেনই।

#### পরলোকে দানিবাব:-

বলীয় নাটণালার স্থনামধন্য বাব স্থারেন্দ্রনাথ ঘোষ---দর্বদাধারণো অতি স্থপরিচিত দানিবার ৬৪ বংসর वयरम পরপারের ঘাতী হইথাছেন। দানিবার বঙ্গীয রকালায়ের অক্তম জনক পাগরিশচক্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র এবং অপূর্ব্ব অভিনয় ক্ষমতা অনেকটা উত্তরাধিকার-প্রতেই লাভ করেন। দানিবারর সাধারণ শিক্ষ। বেশী ছিল না - কিন্তু নাট্য-চরিত্রকে রূপদানে জীবন্ত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। প্রায় অর্থণতান্দীকাল ইনি ৰাংলা রক্ষাঞ্চের শ্রেষ্ঠ নট হিসাবে সম্মান পাইয়া গিয়াছেন। বাংলাও বাংলার বাহিরে যেখানেই বাংলা নাটক অভিনীত হইয়াছে ভাল অভিনেতারা দানীবাবকেই আহর্শ ধরিয়া নিগ্নাছেন। ইহার চরিত্রাভিনয় মত আলোচিত চ্ছীয়াছে এমন বোধহয় কাহারও হয় নাই। সামাজিক, মতিহাসিক, নানারসের চারতাভিনয়েই ইনে সমান দক্ষ **ছলেন। সিরাক্ষ্যোলা, মিরকাসিম চত্রপতি প্রস্তৃতি জাতীয়** গরিতা অভিনয়ে ইহার যশ স্থাতিষ্ঠিত হইলেও বিজেক দালের রাণ্প্রভাপ, প্রবংকেব, চাণক্য প্রভৃতি স্কৃতিন ারিত্রে প্রাণ সঞ্চার করাতেই ইহার খ্যাতি আরো বর্ত্তিত हर । खासिक तक्नान, चार्णाक चार्णाक, कक्नामर, श्नानहान, अनहकूमात, (बार्शन है होते अंधि अधिमात्रहे

উলেখবোগ্য। দানীবাব্ বিবাহ করেন নাই। তাহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল বে আজাবন রলালয়ের সংসর্গে কাটাইলেও কেহ কোন দিন তাঁহাকে রলমঞ্চে বা বাহিরে উচ্চৃঙ্খল, বে-তাল, বে-হুঁস অবস্থায় দেখে নাই। আলাপে ইনি স্থ-রসিক মৃত্ভাষী ছিলেন। শেষ কাল পর্যান্তও ইনি রলালয়ের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই এবং পোষ্যপুত্রের ভামাকান্তের অভিনয় ইহার শেষ অভিনয়। বাংলা রলালয়ের ইতিহাসে দানিবাবুর নাম স্বর্গাক্রের লিখিত হইবে। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ

#### আচার্যা প্রফল্লচন্দ্র সম্বর্জনা :-

আচার্য্য প্রফুলচন্দ্র রায় বিসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পন করিয়াছেন। চিরকুমার আচার্য্য দেব জীবনভর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশের সেবায় কাটাইতেছেন। রদায়নে ও ধদর আন্দোলনে তাঁহার দান অসামান্ত—দেশের যুবক-দিগকে জীবনের সত্যপথ প্রদর্শনে তাঁহার একান্ত চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়মাত্রেই মাচার্য্যদেবের এই সম্বর্জনায় মনে প্রাণে যোগ দিয়াছে। প্রফুলচন্দ্র দীর্ঘজীবি হইয়া দেশের সেবা ও রদায়ন শাস্তের উন্নতি কক্ষন—বিশ্বদভায় ভারতের নাম উজ্জ্ব কক্ষন ইহাই কামনা।

অস্প শ্যতা ও মহাক্সার অনশন-গুরুভারুর মন্দির প্রবেশ সমস্তা লইয়া আগামী ২রা জাত্যারী হইতে মহাত্মাজীর আবার উপবাস আরজ্ঞের কথা। এ মন্দির যদি সাধারণের সম্পত্তি হর-এবং জনমত ঘদি ইহাতে প্রবেশাধিকার মহাত্মাজী সেই অধিকার পাইবার জক্ত উপবাস করিবেন। মান্দর অধিকারী জামোরিণ এখনও অস্প্রাদের মন্দিরে অধিকার না দিবার সহলে অটল আছেন। মহামালী বলিতেছেন-'হয় অম্পুঞ্তা ঘাইবে নতুবা আমি প্রাণ দিব। তুটরের এক সাথে থাকা অসম্ভব।' মহ:আজীর জীবন রক্ষা করিবার জন্মই যে সমগ্র ভারতের ba ' অংশ লোক একমত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সাগালী भववर्षत्र এहे नम्छ। कि छार्च स्माउँ उन्हान विरमव উদ্গ্রীৰ আছে।—মহাত্মালীর সৃত্ত कर्तीव वर णातरकत विसूत्रभावरक वाहिएक व्हेरन विशा तिलिक हाजित हैंश जनगत कतिराउँ देश्य । To the section of the section



প্রবাদী অগ্রহায়ণ ১০০৯—এ সংখ্যায় চারিটি গল্প
পাঠ করা গেল। প্রথম গল্প "পঞ্চায়তের বিচার"—লেখক
শ্রিক্ষানন্দ সেন। একটা ছাগল লইয়া "পঞ্চায়েতের বিচার
কার্য-" চলিয়াছে। তাহার মধ্যে কপকঠাকুরের প্রেম কার্তর
পর্যান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। ভাষা বেশ ঝরঝরে; কিন্তু
গল্লটির রস যে জ্বমাট, সে কথা বলা যায় না। ছাগলচ্রির মোকর্দমা—ইহা অপেকাও রসালো হওয়া উচিত
ছিল। আরও একটা কথা—আমরা এতকাল জ্বানিভাম
"পঞ্চাইত বা পঞ্চায়েত।" গ্রামে "পঞ্চাইতি বা পঞ্চায়েত"
করিতে দেখিয়াছি এবং "পঞ্চাইতের বা পঞ্চায়েত"র
বিচারে কাহার খোলা-নাপিত বন্ধ হইয়া গেল এ কথাও
শুনিয়াছি। তবে আজ্বলাল সাধুজন সংসর্গে কথাটি ইকার বা
একার বর্জ্জন করিয়া ঐক্রপ ভক্তবেশ ধারণ করিয়া থাকিবে।

বিতীয় গল্প প্রীনণীক্রনাল বহুর "ব্লিকা।" পাঠ করিয়া মনে হয়, মণীক্রবাব ব্ঝি অধুনা দাঁতাল হাতী প্রিভেছেন। বেরূপ গলদন্তের ছড়াছড়ি। কিন্তু এমন ম্ন্যবান নামগ্রী, ক্রাইল্লার মোটর, দেল-লঙ্, রেভিও, গ্রামোফন ও ক্রিদেনধেমাম প্রভৃতি থাকাভেও গল্পটি ভাল লাগিল না।

তৃতীয় গল্প শ্রীস্থলিভকুমার মুৰোপাধ্যাদ্বের "চোর।" প্রথম দিকটা বেশ হইয়াছে।

চতুর্থ গল এরামণন মুবোশাব্যাবের "অন্তার অন্ত।"

মন্দ লাগে নাই। বিশেষ করিবা প্রথম ভাগ বেল লাগে।

বিশোরনার করেনার্যাবের "পারভ অন্যন্তম" এই

কীন্তি তেমন উপ'দেয় হয় নাই—স্থানে স্থানে সাধু ও অসাধু ভাষার সংমিশ্রণ হেজু অভিমাত্রায় শ্রুতিকট সালে।

শ্রীধারে ক্রক্ষ বর্মণের "নটরাপ" ও শ্রী**র ঠীজনাধ** ঠাকুরের "পথে বিশ্রান" ছবি ত্থানি ম**ন্দ লাগে নাই।** 

শ্রীশোরীক্রনাথ ভটাচার্য্যের "শারদাঞ্চনা" কবিডাটি
সময়োপ্যোগী না হিইলেও মন্দ হয় নাই। কিছ "চক্র তপন ধুয়ে দেয় পথ ঢানি আলোকের চন্দন" নিধিতে ও পড়িতে বেশ লাগিলেও অর্থ করিলে একট্ খট্কা লাগে। "চন্দনে" কি প্রকালনের কাজ চলে ? অবশু এক কলনী অলে ক্ষেক কোঁটা "চন্দনের নির্যাদ" (বেলল কেমিক্যাল যদি প্রস্তুত করিয়া পাকেন) ছাড়িয়া দিলে এক্পা বলা যায়। কেননা ভাহা ইইলে ফল সমানই হইবে।

অভঃপর "নির্মাল শ্রাম কুঞ্জকানন পুশ্লভরা থোবন"—
"প্রাণ-কুলে কৃলে করে টলমল নিধিলের মধু থোবন"—এই
তৃই প্রকার "যোবনের" কোন্টি আসল ? মৌ-বন-বৌৰনে,
না, থোবন মৌ-বনে একাকার ?

শ্রীনগেজনাথ ওথের রহতপূর্ব উপভাস "বাসভার"
একটা চরিত্র দেখা গেল—কাষিনা । কামিনা কুলবধ্
নয়—কিন্তু ভাবে জানা বায় ভাহার ঘরে কুলভিলকগণের
গোপনে বাওয়া-আনা চলিত। প্রবাসীতে ভাহার
আবিভাব দেখিয়া রহত বেশ বোরালো লাগে ।
কেবল ভাহ ই নয়, ভাহার কার্যা-কলাপে বেশ একটু অনেট্র
পরিচর গাওয়া গেল, বাহাকে নির্মাণ বরা চলে না ।

សំព្រៃ ស្រីស្រែក ស្រែកំណុំ វី ។

বস্তমতী অগ্রহায়ণ ১৩৩৯---গল্প পাঠ করিতে ভাল লাগিল না, পাতা উন্টাইতেই চোখে পড়িল "বলীয় নাট্যশালার ইতিহাস" লিখিতেছেন শ্রীযুক্ত ব্রক্তেরনাথ স্বটুকু পড়িয়া স্বেমাত্র বিষয়ান্তরে গমনের উত্যোগ করিতেছি এমন সময় বাতগ্রস্ত ক্লাস্ত অখের মত ধীরে ধীরে আমাদের ভূতনাথ ঘরে প্রবেশ করিল। ত্রন্তে উঠিয়া ৰদিলাম। ভূতনাথ পিয়াছিল বিশেশর দর্শনে। কিন্তু এটি তাহার বেশ-ভ্যা ও मुश्रह्मवि ? माथाय शांगज़ी, गांद्य कश्रम, शांद्य देजनिक ভারী নাগ্রাই, মুখখানি অতীব মান। এরপ হইবার কারণটি অমুধাবন করিতে পারিলাম না। যতদূর জানি, সে অকুতদার। একবার ভাবিলাম, সাহসে ভর করিয়া জিজাসা করিয়া ফেলি, কি ব্যাপার ? কিন্তু সাহসে কুলাইল না। তাহার পূর্বেই হঠাৎ দে আমার পাশে এক দম শুইয়া পড়িয়। কেবলই বলিতে লাগিল"হায়। হায়। হার।" ইহাতে বড়ই ভীত হইয়া প্রিলাম। তাড়াভাড়ি চৌকী হইতে নামিয়া কুঁজা হইতে এক গেলাস শীতল জল গড়াইয়া তাহার মুখে, চোখে, মাথায় ও পেটে বর্ষণ করিবার উদ্যোগ করিভেই দে কম্বলের মধ্য হইতে একখানি হাত বাহির করিয়া আমার চোধের সামনে ভুলিয়া ধরিল। হাতখানেক দুরে সরিয়া গিয়া তাকাইগ্না দেখি "পঞ্চপুষ্প।" সে বলিতে লাগিল, "কিনেছি সেই গ্যায়। কিন্তু স্বটাপড়তে পারি নি। এক "লীলাবতী" नांगेंदकत्र चारलांहनांत्रहे चारत्रम इत्य ८१ छि। इत्य ! इत्य ! আমি পাঠক হয়ে মৃতপ্রায়। না জানি ব্রঞ্জেন বাঁড়ুয়্যের প্রাণটা এতকণ কি করছে। হয়ত বা নে-ই। কিন্তু ভাহনে ধবরের কাগতে নিশ্চয়ই জানা ষেত"—বলিয়াই দে একটা উলার ভূলিল। তাহার স্বন্ধির নি:খাস ফেলার রীতি এইদ্ধপ। আমি তাহার হাত হইতে প্রিকাধানি টানিল बहैबा পড়িতে বসিলাম। সবটুকু পড়িলাম -পাকা লেখা, छात्री मत्रम्, वित्मव कतिया (भरवत निक्छ।। किन्न (क्यन ষেন পট্কা লাগিয়া গেল। "প্রাণ প্রসম্ম", অমৃতলাল বস্তুর স্বৃতিকথা ত আমরাও পাঠ করিয়াছি। ভূতনাথও তড়াক क्तिया छेठिया विनन, विनन-"मानवार शर्ए हि। वात्र कन्न भूतांभंधमम्"—छाहात चाकावहन कतिवा दक्तांनिन कार्द्धत

সেশ্ফ হইতে পুত্তকথানি পাড়িয়া লইতেই সে জাৰার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া ফড়াং করিয়া বাহির করিল— "অর্থ্রেন্দু জামাকে জাের করিয়া বাগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন। তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আদিল (আালােচক লিথিয়াছেন—শেষ হইল) কানী হইতে লােকনাথবার্ কলিকাতাার আদিয়া আমাকে কানীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বন্ধুরা কাকুতি মিনতি করিলেন, তিনি কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না।"

এ পর্যান্ত মিলিল। কিন্ত ইহার পরই এ কি ? আলোচক উদ্ধৃত করিতেছেন "আমার আবার ষ্টেকে দাড়ান হইল না ইত্যাদি।"

ভূতনাথ আবার "হায়! হায়!" করিতে লাগিল। শেষের ও পূর্ব্বের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্যারাই যে "Mediocre" গ্রেষক "Original" গ্রেষক্কে হঠাইতে বাদ দিয়াছেন! টাইকোবাংগীর নাদিকা কি এমনই বেমালুম ভাবে যুক্ত হইয়াছিল?

আমাদের সহলয় পাঠক-পাঠিক। হয়ত "ঐতিহাদিক হায়েনার" লড়াইয়ের খবর একটু জানিতে ইচ্ছুক। ঐযুক্ত ব্রজ্ঞেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে দীনবন্ধু মিত্রের "লীলাবতী" নাটক কলিকাতায় দিরিশ ঘোষ, অর্দ্ধে মৃস্তফী, রাধামাধব কর কর্ত্ত্ক প্রথম অভিনীত হয় ১৮৭২ সালে মে মাসে। কিছু অনেক "ঐতিহাদিক হায়েনার" মতে বিশেষ করিয়া "পঞ্চপুপ্পের"র "লীলাবতী নাটকের অভিনয়ের Mediocre আলোচকের প্রেবণায় তাহা তাহার এক বংসর পূর্ব্বে ১৮৭১ সালের জুন মাসে। ব্রজ্ঞের বাবু তাঁহার প্রমাণগুলি "অগ্রহায়ণের" বস্থমতাতে লিখিত প্রবৃদ্ধে স্পষ্ট ভাবে খাড়া করিয়াছেন। কিছু গ্রেব্বক মহাশায় সেগুলি অন্থাবন ত করেনই নাই, উপর্ক্ত তাত্ত্বালারান্ত্র্যান্ত ভাহাতে এমনি চাপিয়া ধরিয়াছে বে quotation ও distorted

হার! হার! করিতে করিতে ভূতনাথ পঞ্জিতে লাগিল (উদ্ধৃত প্যারাটির ঠিক পরের প্যারাটি) সংক্র

"মামাদের রিহাসাঁল হইত পোৰিক **গাল্নীর** বাড়ীতে; গাল্নী হাইকোটের কর্মচারী ছিলেন বা কেন বং লোক্; কিছু তাঁহাকে নইয়া আবন্ধা বিদ্ধু **অভিনিত্তি** 

# গড়রেজ লৌহ সিন্ধুক

# সকলেই জানেন এই লোহ সিন্ধুকগুলির আগাগোড়া স্বদেশী

অতি প্রচণ্ড অগ্নির আক্রমণ হইতে, অতি সূচতুর লোহার-সিদ্ধ্ক-ভাঙ্গা চোরের অধ্যবসায়শীল আক্রমণ হইতে, পঞ্চাণ ফিট উচ্চ হইতে কঠিন পাথর বাঁধানো ফুটপাতের উপর পতন হইতে সিদ্ধ্কগুলি জয়কাভ করিয়া বাহির হইয়াছে।

## আমাদের সিম্কুক গবর্ণমেণ্টের কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেন্টের ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনীয়াররা স্বত্ম পরীক্ষার পর তাঁহাদের মনোনয়নের চিহ্ন স্বরূপ পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট, রেলওয়ে এবং অন্য সকল ডিপার্টমেন্টে গড়রেক অগ্নিও চোর প্রতিরোধক সিম্বুক সরবরাহের চুক্তি করিয়াছেন।

## গডরেজ এও বরেস স্যান্ত্রক্যাকচারিং কোং শিমিটেড

টাকশাল, পেপার কারেন্সা অফিস গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি প্রেস, নাসিক রোড এবং সমগ্র দেশের ব্যান্ধ ও ব্যান্ধার্স দের লৌহ সিন্ধুক প্রস্তুতকারক।

#### ্ৰান্ত ক্লাইভ ক্লাইভা কলিকাত। ক্লোলতঃ গুলিবার।

হেড অফিস ও কারখানা— লালবাস, প্যারেল, বোম্বাই भाषा— मिझी, माखान । করিতাম। একদিন আমাদের পূরা মন্ত্রিস্ বসিয়াছে; গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অত্যস্ত গন্তীরব্বরে আমাদিগকে বলিলেন—'দেণ, হাইকোর্টে ওনে এলাম, সভ্য-মিণ্যা বলতে পারি না নর্ভ মেরোকে না কি আগুমান দীপে পুন করেছে। সেদিন মন্তলিস্ বন্ধ হইয়া পেল, অনতিবিলন্থেই সহরময় কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সরস্বতী পূজার ধ্মধামের আয়োজন স্ক্রেই আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল।"

"লোকনাথ বাবুর সহিত কাশী চলিয়া গেলাম। ইভ্যাদি।"

( লর্ড মেয়ো ১৮৭২ সালে ফেব্রুয়ারী মালে আতভায়ীর ছাতে নিহত হন।)

অতঃপর ভূতনাথ পুশুকথানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া তুই রগ টিপিয়া বলিতে লাগিল, "ব্রজেনবাবৃই ঠিক—। যাক্! এতকাল সাহিত্যিক মোরগের লড়াই দেখেছি—এবার দেখ্ব "ঐতিহাসিক হায়েনার" লড়াই"। "মা, বলবাণী তোর বরাতে এতও ছিল?" বলিয়াই সে পঞ্চপুম্পথানি কুড়াইয়া লইয়া কলবখানি বেশ করিয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অগত্যা আমিও চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম "mediocre" ও "original" এতত্বভয়ের মধ্যে কোন্টি মুল্যবান? Original;—নতুবা আর কাহাকে original বলিয়া গালি দিয়া হুল ?

ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ—১৩৩৯

শীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ছোটগর "কনকাঞ্চলি" প্রন্দার
বইরাছে। কিন্তু theosophyর একটু গন্ধ ছাড়ে। তাহা
হৌক, বর্গতা মাডার ক্সাকে বিদার বেলার আশীর্কাদ
করিতে আবির্ভাবের বর্গনাটুকু অতি চমৎকার। ভাষা
এইবানে এমন সংযত ও এমন একটা রূপ ধরিয়াছে বে

ধীরে মনোজগতের পর্দাধানি সরাইয়া একটা আলোক রেধা চোধের সন্মুধে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিয়া ভেমনি ধীরে মিলাইয়া য়য়। কিন্তু ভাহার স্বভিধানি স্পষ্ট জাগিয়া ধাকে। মাণিকবাব্র হাত হইতে এমন গল বছদিন বাহির হয় নাই।

ঞীজ্যোতিশ্বয়ী দেবীর গ্র "দর ও দ্বর" চ্মংকার ইইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুধোপাধ্যারের গল "অপূর্ণ" আর বাহাই হৌক গল হইলা উঠে নাই।

শীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের গল্প "দাহ" আদিরসাত্মক। লাগিয়াছেও বেশ। পায়ের কাছে রূপদীর
দল লুটাইয়া ষায়, সে ভোগও করেও, কিছু নিজেকে
কাহারও প্রেমডোরে বাধিতে দের না, এমন যে কয়টি
পুক্ষ আছে তাহাদের লইয়া গাঁাড়াতলার একটা মাঠে এই
শীতের সময় রং-ভামাসার হিড়িকে একটা Carnival
খুলিলে কেমন হয় ? আশা করা য়য়, পুক্ষ দশক্ষের ভীড়
কম হইলেও তক্ষীরা আসিবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

কুমার শ্রীধীরেক্সনারায়ণ রায়ের গল্প "শেষ শ্বতি"
কুমারোচিত রচনা। রাজাগাহেব, কাকাসাহেব, দার্জিনিঙ্,
সোণার লাঠি, কুমার, কুমারী ( Miss ) প্রভৃতি ইহাতে
অনেক আছে। আর আছে (?) প্রশ্ন চিক্লের হড়াছড়ি।
পড়িতে পড়িতে মনে হয়, বহুমতীর কোন হোট গল্প
লেখকের ধারকরা কলমে বুঝি লেখা হইয়াছে। ভবিষাতে
কুমার বাহাত্ব শব্দের পরিবর্তে প্রতি পৃষ্ঠায় একটি করিয়া
প্রশ্ন চিক্ল ছাড়িয়া দিবেন, ভাহা হইলেই ভাহাতেই সরস
রচনার কাল চলিবে। পাঠক-পাঠিকাগণ পরস্পারের মুখ
চাওয়াচায়ি করিয়া এমন এক রসের ক্ষি করিবে বে, Tear

थ मरशाम हात्रशानि त्रहीन इदि स्मर्श श्रम

# প্রত্যেকটিই প্রয়োজনীয়

# ও প্রিয় প্রসাধন সামগ্রী!! কাসিনিয়া তৈল

ভারতীয় উপকরণে প্রস্তুত, বর্ণনাতীত গুণসম্পন্ন মহাস্থুগন্ধি কেশ তৈল। "কামিনিয়া" ব্যবহার করিলে রুক্ষ অনমনীয় কেশরাশিও কোমল কুঞ্চিত হইবে।

মূল্য প্ৰতি বোতল ১০ ০ বোতল ২॥ ১০



#### সাবানের বাজারে মুগান্তকারী সাবান।

কামিনিয়া হোয়াইট রোজ সাবান মূল্য-- দক্ত বাকা। দিলবাহার সাবান

মুল্য-দেও বাকা।

চন্দন সাবান ( Sandal Soap )

মূল্য- দেও । বাকা। ল্যাভেণ্ডার সাবান ম্ল্য-: বাকা। প্রত্যেকখানিই কোমল সিগ্ধ স্গন্ধ ও অতুলনীয়।



## অটো দিলবাহার (Regd.)

ভারতীয় ক্ষচি ও ছথির অমুকুল মনোরন গন্ধ **अटमम** १

সিকি আউন্স শিশি ১া০ ডুাম..... ১০

## কামিনিয়া স্নো

আদর্শ মুখে মাখিবার ক্রীম্

অহুপম প্রসাধন সাম্গ্রী ব্যবহারে ছকের কোমলতা মূল্য--- ৸৽

সর্ব্বক্রই পাওয়া যায় कांत्रण हेरा मकलात्रहे थिय ।

वर्षञ्जी ७ भोन्मर्या वर्षन करत्र।

ঞাংলো ইতিয়ান ড্রাগ এও কেমিকেল খ্যোঃ বন্ধ ২০৮২ বোৰাই ২ ও ৭২, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কণিকাতা।

# তাত্তকৃষ্ট

#### बीरगीरत्रभठख कोधूती

নেশাসুরী অভিথানের পাভায় কবি কালিদাস গেছেন খুলি,
মল খেলে লোকে 'ৰাতাল' বলিবে, 'গুলাল' বলিবে থাইলে
গুলি।

চতু থাইলে 'চগুলি' ক'বে, 'গেঁজেল' কহিবে থাইলে গাঁজা, ভাল কিবা ছাই বিজি থেয়ে ভাই ! 'মেউ মেউ কর। 'বিজেল' সাজা ?

শ্বরের অর্থ পিয়াসী পো বারা জরা ব্যাধি ভরা এ মর ভবে, ভাষক্টের রদাস্বাদনে উঠে প'ড়ে তারা লাগুন সবে।

হোক্ মিঠে কড়া, থোদবয় ভরা অখুরী, আলা, কিছা কড়া, কেইভাবে তাতে মঞে যার মন দেই ভাবে তাহা হোক্ না গড়া।

হোক্ না যন্ত্ৰ, পড় গড়া, ফরদী বাহার বেমন জুটে, ক্ষেত্র বিধার হন্ত, কাগভ, কিছা মাত্র পত্রপুটে। স্বরপের স্কর্ম পিয়াদী—ইত্যাদি। নিতা সভা সনাতন হেন সাম্বিক নেশা দিলে মা ভাই। দ্বায় হরিতে ত্রিভাপ দাতনা ধ্রায় এমন কিছুই নাই। টানে টানে মনে কি চেতনা মানে, প্রাণের কড়ভা পলায়

সত্তপ্তপে সে ভত্তজ্ঞান মগজের মাঝে গজিয়ে উঠে।
স্বরগের হুখ পিয়াদী—ইভ্যাদি।

ত্যাগের দেবত। আগুতোষ তাঁর প্রিয়ভোগ মহাভাদ্রক্ট, তন্ত্র খুলিয়া পারি দেখাইতে সত্ত্য এ কথা নহেক ঝুট। দেবত্ব তি তান্রক্টের মধুর কাহিনী শুনিলে কানে, কৈলাস হ'তে শিবদৃত ষত মৃক্তির রথ বহিন্না আনে।
স্বরগের স্বর্ধ শিরাসী—ইত্যাদি।

ভাত্রকুটের অনাবিল ধৃমে কণ্ঠনালীটি রাখিলে ঠালি', থুক খুকুনির অস্তে স-টান ভক্তিপছে মিলিবে কালি। কাশিতে এ দেহ পিঞ্চর ছাড়ি' প্রাণ-বিহন্দ ঘাইলে উড়ি', শিবস্থলাভ হবেই হবে, পুরাণে ভাহার প্রমাণ ভূরি। স্বরণের স্কুথ পিয়াসী--ইভ্যাদি।

#### वादनश

#### श्रीविकसमाधव मधन

তুর্গম পথে আজি যে তোমায় বেসেছি ভালো,
জালো মারামরী—জালো তব পথ-ভূলানো আলো!
পশ্চিমাকাশে সমূথে আমার,
তুবে গেছে রবি, সক্ষা আধার
নামিরা এসেছে বিছারে আঁচল নিক্য কালো,
জনল-ভালিনী—ললাটে আবার জনল আলো!
ভূবাইরা লও আঁধারে আমার চলার পথ,
চোখের উপরে চালাও ডোমার খেয়ালী রথ।
এই প্রান্তর, মই নহীভীর—

দ্ব বনজ্বি, শৃক্ত তিৰির
পারে পারে রথ হুট্ক তোমার তভিংবং
মর্ত্ত্য বিজলী—চালাও তোনার থেরালী রুল !
তোমারে পেরেছি নলী হারার বিজন রেনে,
তোমারে চিনেছি নরন-ভূলানো জাধার কেলে
হাত ধ'রে নোরে নিরে চলা নিরি,
বন্ধর পথ—বীরে হল—ভি
কোধার ন্নানে উভার্থীর হানিটি হেলে
ভলো মারানী—কোধার বিলাকে জাধারে কিলে



চমকিতা





৬ষ্ঠ বৰ্ষ

### সাঘ-১৩৩৯

১০ম সংখ্যা

## শিক্ষাধারা ও জীবনধারা

দেশের প্রত্যেক লোককে সাধারণ শিক্ষা পাইতে 
ইইবে—আধুনিক যুগে শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত থাকার 
অর্থ—অন্ধকারে বাস করা। আমাদের এই সভ্যাদেশে 
এখনও যত অশিক্ষিত আছে এমন বোধ হয় কোন সভ্যাদেশেই নাই। সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রদারের জক্ত জনসাধারণের ও দেশের গ্রন্থেটের যে উদ্যম থাকা দরকার 
এখনও এদেশে তাহা দেখা যায় না।

দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও অর্থবান সম্প্রণার উচ্চ
শিকার জন্ত লালারিত দেখা বার। অধিকাংশ কেজেই
এই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য চাক্রীলাভ ও অর্থোপার্জন।
উচ্চশিকার বােহে বালালী ভত্রসমাল বেমন মলিয়াছিল
তেমনি দেশের সরকারে ও অন্তান্তকেরে ভারাবের উচ্চ
কার্য্যও লুটিরাছিল। কিন্ত কোন দেশেই সকলেই চাক্রী
করিয়া থাইবে ইয়া সভবপর নর। তাই ক্রবলা শিকার
বিফলতা আম্ব এমন ভাবে দেশে আম্বর্জাশ করিয়াছে
যে উচ্চ শিক্ষিত মাজেই হার হার করিছেছে। শিকাশেবে ভারারা জীবনে ভাবে পথে ইলিবে, কি ভাবে
তীবনোশার উপার্জন করিবে ভাবা বুর্তিকে আ পারিরা
একাত হতাক হেইয়া পারিকারেই।

—একেবারে প্রকাষীনতা বেমন ধারাপ আবার
উচ্চ পিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরী মাত্র হওয়াও তেমনি ধারাপ।
বাংলার ক্রবাণ সম্প্রদায় শিক্ষার অভাবে ক্রবিকার্ব্যের কোন
উন্নত ব্যবস্থা অবলঘন বেমন করিতে পারে নাই—তেমনি,
শিক্ষিত হইরা ভত্রসন্তানেরাও চাকুরী ছাড়া অন্ত কোন
কার্য্য করার প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। বাংলার শিক্ষিত
অশিক্ষিত ত্যের অবস্থাই তাই সমান দাড়াইয়াছে।
কাহারও কোন দিক দিয়াই উন্নতি দেখা বাইডেছে না।

নেশের ব্যবসার বাণিক্য ও অক্তান্ত বৃত্তি বাহাজে
কেশের শ্রী-সম্পান বৃত্তির সহায়তা করে ক্রমণঃ ভাষা
অ-বালালীর হাতে চলিয়া গিরাছে। বাংলার বাসরাই
অ-বালালীরা ধনী হইডেছে—অকল ত্বর সম্পানের মধ্যে
বাস করিতেছে—আর বালালীরা ভাষানের কাছেই
চাকুরীর উবেদারী করিয়া খুরিরা মরিডেছে।

উচ্চ শিক্ষিতের আহর্ণে আরু শিক্ষিতেরাও তুল পরে চলিরাছে—নিজবৃতি ছাড়িয়া সাবাত বাহিরানার সাবাত লেখাণড়ার কিছু কাল করিয়া তর সালিবার চেইটি করিতেছে। কিছু বেই-ক্য লেখা পড়া শিবিয়া নিজিত সাবানা আহেই বারালী শিক্ষিতেরা এখন ভাষারে জীবন অবসান করিতে ক্রতসঙ্কর হইয়া চলিয়াছে এমনি মনে হয়।

ব্যবসা-বাণিল্য মুথে সব সময় বলিলেও কার্য্যে ভাহা
করা সহজ নহে—তার উপর বিস্তামন্দিরে জীবনের শ্রেষ্ঠ
সময় ও উৎপাহ উদ্ধম ব্যয় করিয়া ও-দিকের কট্ট স্ফ্
করা একরূপ অসম্ভবই হইয়া দাঁড়ায়়। ব্যবদা-বাণিজ্যে
মাহ্যকে আত্মনির্ভরশীল, ঘাত-প্রতিঘাত সহনক্ষম করে।
কিন্তু তাহাতে শারীরিক ও মানসিক শ্রম যথেট্টই
প্রয়োজন। গড়িয়া তুলিবার সময় প্রতিপদে ঘ্রভাবনারও
অন্তু থাকে না। কিন্তু ইহাতে মাহ্যকে স্তিয় মাহ্যক্রিয়া গড়িয়া তুলিবারও সহায়তা করে। আর চাকুরী
লাভার্থে শিক্ষা মাহ্যবের মহ্যাত্থ ক্রমশা:লোপ করিয়াই দেয়।

বাংলার উৎসাহ উত্থম ক্রমশঃ দ্রাস পাইতে দেখিয়া
— দেহ ও মনে একাস্ত মিগ্নমান বান্ধালী তরুণদের দেখিয়া
তাই আমাদের উত্থান সম্বন্ধে একাস্ত হতাশা আসিয়াই
শামাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে। জ্বাতির
শ্রেষ্ঠ মনীমীগণ ইহা ভাবিয়া বিচলিত হইয়াছেন।

সন্মধে সমন্তা সামাদের ভীবণ—একদিকে অশিকা সার একদিকে উচ্চশিকা রূপ কু-শিকার মোহ ছই-ই কোন জাতির পকে ঘোরতর অভিশাপ অরুপ।

আমাদের দেশের সর্বাসাধারণকে শিক্ষিত করিতে হইবে—শিক্ষা হিসাবে উচ্চ শিক্ষাকেও সার্থক করিতে হইবে। আর কিছু নাই বলিয়া ইউনির্ভাগিটি ভিগ্রির পেছনে ধাবমান হওয়ার মোহ ছাড়িতে হইবে। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সাধারণকে জীবন-পথে নানা রুত্তির অফুসরণ করিতে হইবে—ঝড় ঝঞ্জা মাথায় তুলিয়া লইবার জন্ম প্রস্তুত হইতে হইবে—ডজ্জ্ম্ম চাই বিপুল দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা—জীবনধারার পরিবর্ত্তন।

দেশের ভীষণ দারিস্তা, তরুণগণের নিরাশ ভারগ্রন্থ অবসম জীবন এদব কি এদব ব্যবস্থার পরিবর্তনে সহায়ভা করিবে না ? সমস্তা ক্রমশ: এত সঙ্গীন হইতেছে বে শীঘ্র জাগিয়া অবস্থা বুঝিয়া স্রোত পরিবর্তন না করিলে উদ্ধার নাই। জীবনযুদ্ধে বাঁচিতে হইলে বালালীকে শিক্ষাধারা ও জীবনধারার পরিবর্তন করিতেই হইবে।

## শীত-ঋতু

#### শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শীত-ঋতুর ঐ আহ্বান আসে
উত্তর-বায়ু সঙ্কে।
হৈমন্তিক ধান কাটা সারা,
ক্ষাণ-বন্ধ হ'লো শ্রমহারা,
নব-অন্নের মহা আরোজন—
শেষ হয়ে গেছে বজে।

কনক প্রভাত শীত সমাপনে আঁধার কুহেলি মগ্গ। আলস দিবসু-বামিনী এখন, শীতল নিশাস ফেলিছে পবন, বাহির আঁধার, হৃদয় আঁধার, আনন্দ-হারা, ভরা।

বারিয়া পড়িছে পত্ত-নিচয়,
পাদপেরে দিতে ছংখ।
তব আগমন, ওগো নিরদর।
ধরা হ'তে ত্থ করেছ বিলয়,
একি গো ধরম। একি গো করম।
ধরিতী কেন কক্ষ্ম।

ছোকরাটি আবার খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিদ।
ভাবার পর জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা ওই ষে বললেন
বশীকরণ কবচের কথা, আচ্ছা ধকন—কেউ যদি নেয় ভ'
ভার ফল ঠিক হবেই, কি বলেন গ'

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শহরের একটি বড় রান্তার পাশে ছোট একথানি বর 
ডাড়া করিয়া তথন আমি সবেমাত্র জ্যোতিষী ইইয়া 
বিস্মাছি। দশ দাকা খবচ করিয়া প্রকাণ্ড একটা সাইনবোর্ড টাঙানো হইয়াছে, ঘরের মধ্যে আদবাব পত্রেরও 
অভাব নাই, মোটা মোটা কেডাবের পিছনে সোনার জলে 
নাম লিথাইয়া ছোট একথানি কাঁচের আলমারি প্রায় ভর্তি 
করিয়া ফেলিয়াছি, কাপড়ের উপর বড় বড় পাঁচটা আঙু লওয়ালা হাতের ভালু, মান্ত্যের মুঞ্ ইভ্যাদি আঁকাইয়া 
দেওয়ালে বুলানো হইয়াছে, টেবিল, চেয়ার, ঘড়ি, তদ্বির 
—সবই আছে। নাই ওধু মজেল। প্রায় মাস-তিনেক 
হইতে চলিল, অস্ততঃ হাত দেখাইবার জন্ম একটা লোকও 
আদে না। দিন-দশেক আগে কোথাকার একটা ফাজিল 
ছোকরা একদিন আসিয়াছিল বটে। আসিয়াই জানিতে 
চাহিল আমি কোটা তৈরি করিবার জন্ম কত পারিশ্রমিক 
লইয়া থাকি। বলিলাম, 'দশ টাকা'।

विनाम, 'हरव वह-कि। निक्षहरें हरव।'

না বলতে চান ? হাা:, অসৎ 'পারপাশ' না দেঁচু!
কাজ ঠিক হয়ে যায়, আল্বাৎ হয়। কি বলেন ?'
এই বলিয়া সে আমার মুধের পানে ভাকাইয়া রহিল।
বলিলাম, 'চাই আপনার ?'

'আচহাধ্যুন, এই যে বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে, অসং

'পার্পানে' নেওয়া উচিত নয়। তা ধরুন—অসৎ উদ্দেশ্যেও

ত' অনেকে নিয়ে থাকে, তাদের কি আর কার্যাসিদ্ধি হয়

'কত নাম ?'

'পাঁচ সিকে।'

'পাঁখিকে ?' বলিঘা একৰার এ-পকেট ও পকেট হাতড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আৰু ড' অভ প্ৰসা নেই আমাৰ কাছে। আছে। কাল নিয়ে যাব। আসি। নম্ভার।'

তাহার পর হাত দেখিবার চার্জ্জ, প্রশ্ন গণনা করিবার ফি, বেবাহের ফ্যাফল, ব্যবসায় উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি হেনো-তেনো সাত-সতেরো অনেক কিছু জানিতে চাহিয়া আমাকে বকাইয়া বকাইয়া মারিয়া শেষে হঠাৎ এক সময়

'ছঁ।' বলিয়া থানিকক্ষণ কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'আমার ভাগুনের একটা দরকার। আছে। দীড়ান্ আমি

> এই বলিয়া সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে, আরু আরে নাই।

> ছোঁড়াটাকে ছাড়িয়া দেওয়া বোণ হয় আমার উচিত হয়

দেদিন অমনি একাকী **বসিয়া বসিয়া** ভাবিতেছি,

विनाम,—'द्या निरे।'

বলব তাকে ।

নাই। পকেটে ভাহার ত্ব' চার আনা যাহা ছিল ভাহাই লইয়া ছাই ভন্ম একটা পুটুলি বাঁধিয়া কবচ ভৈরি করিয়া দিলেই পারিভাম। এবার মদি কেহ আসে ড' ভাহাকে

'गव त्रकरमञ्ज करा ?' विकाम कविनाम, 'गव त्रकम मार्ग्न ?'

বলিয়া বসিল, 'আপনি কবচ-টবচ দেন ত ?'

আর এমন করিয়া হাত ছাড়া করিলে চলিবে না। শতক গৃহমাগতম্! কিছুই না পাওয়ার চেরে বাহা পাই ভাহাই লাভ।

'এই ধকন—ধনদা, জানদা আহা হা নামগুলো সব মনেও পজে নাবে ছাই। ধকন—বন্দরণ—'

এমন সময় পারের শব্দে অমূথে ডাকাইরা দেখি, মোটা-নোটা বেটে মড এক ভত্তনোক বরে চুক্তিছেন। নম্বা

क्वठ वृष्टि छथन्। भवाक कार्याद्य विहे नारे, छन् विन्तान, 'हिहें।' করিরা পাশের একটা চেরার দেখাইরা দিয়া বলিলাম, 'বহুন!'

কিছ তিনি বসিলেন না। সরাদর আমার টেবিলের কাছে আগাইয়া আসিয়া টেবিলের উপর ছুইটি হাত রাধিরা আমার মুখের পানে তীক্ষদৃষ্টিতে তাকাইয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, 'আপনি জ্যোতিরী ?'

সবিময়ে খাড় নাজিয়া জবাব দিলাম, 'আজে হা।'

'বেশ।' বলিয়া কেমন যেন একটা স্বন্থির নিশাস ফেলিয়া ভিনি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। দেখিলাম, গায়ে একখানি কালো রঙের অভ্যস্ত ময়লা কোট, কাণড় খানিও ভভোধিক অপরিকার, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া ভাতেল, মাথার চুল উল্লে:-পুলো, দেখিলে মনে হয়— লোকটা মাসাধিককাল দান করে নাই। চেয়ারে বসিয়াই ভিনি আবার আর-একবার আমার মুখের পানে ভাকাইয়া খলিলেন, 'জল আছে মশাই আপনার এখানে ? দিন ভ, এক গান, খাই।'

খরের কোণে কুঁজো ভর্তি জল ছিল, উঠিয়া তাঁহাকে দিতে যাইব, তিনি হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিলেন। বলিলেন, 'থাক্, আমি নিজেই নিচ্ছি। কাউকে বিশাস নেই মশাই, কাউকে আমি বিশাস করি না।'

সর্কনাশ! আবার আর-এক উন্মাদের পারার
পড়িলান হয়ত'। অতৃষ্ট যখন মল হয় তখন এম্নিই হয়।
কল ধাইয়া প্লাসটি তিনি টেবিলের উপর নামাইয়া
রাখিলেন। বলিলেন, 'ভয় নেই মণাই ধুয়ে দেবো, আমি
বামুনের ছেলে। এই দেখুন পৈতে।'

এই বলিয়া তৎকণাৎ জামার গলার নীতে ছটি আঙুল চালাইয়া অভ্যন্ত মলিন পৈতে গাছটি বাহির করিয়া জামায় দেখাইলেন। বলিলেন, 'ভাগ্যিদ্ এইটে এখনও রেখেছি গলায়। নইলে—বামুনের ছেলে বলি না হ'তাম মশাই, ভাহ'লে দিত এদিন সাবাড় করে'। শালী আজও জামার পেছন্ নিয়েছে।'

বলিয়াই একবার তিনি তাঁহার পিছনের দিকে একবার দরজার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'এখানে আসতে পারবে মা, কি বলেন ? আপনারা ড' জ্যোতিবী, মন্তর্ তম্বর্ ঝাড়ু কুকু জানা আছে নিশ্বই। 'এঁচা ?' পাগদকে বিখাস নাই। এখনই হয়ত একটা বিজ্ঞাট কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে ভাবিয়া ভাহাকে ভাড়াইয়া দিব কিনা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় তিনি আবার আমার টেবিলের কাছে উঠিয়া আসিলেন। আবার ভেমনি ঝুঁকিয়া. পড়িয়া নিতান্ত কাতরক্ঠে চুপিচুপি ৰলিলেন, 'গাটা আমার একবার বেঁধে দেবেন মশাই ?'

কখাটার অর্থ ঠিক ব্ঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'কি বলছেন ঠিক ব্ঝতে পারলাম না।'

তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, 'মন্তব্ পড়ে' আমার শরীরটে আপনি বেঁধে দিন। এবার বুঝলেন ত ? মাগী আমার পিছনে ধাওয়া করেছে আজ চার বছর—ইা, ঠিক চার বছর। তা করুক্। তা সে করবেই। কিছু আমার অনিষ্ট ঘেন কিছু না করতে পারে। বাস্, আর কিছু চাই না। এ উপকারটুকু আপনি আমার করুন দাদা, বামুনের ছেলে আমি আপনার হাতে ধর্ছি।'

হাত তুইটা ধরিবার জক্ত ভিনি হাত বাড়াইয়াছিলেন, বলিলাম, 'বহুন, দিহি ।'

লোকটা উন্মাদ হইলেও অভন্ত নয়। ঠকাইবার
মতলব মাধায় আসিতেছিল। যা পাই ত্'আনা চার
আনা লইয়া মত্রের মন্ত বিড় বিড় করিয়া যা মূধে আসে
তাই বলিয়া দিই উহার গা বাঁধিয়া। কিন্তু মুখ্যানি
ভাহার এমনি ককণ বে, উহাকে ঠকাইয়া প্যসা লইতে
আমার মত পাষতেরও আর প্রবৃত্তি হইল না।

ৰাই হোক্, ব্যাপারটা কি জানিবার কৌতুহল হইতেই একটা কাগজ কলম লইয়া জিজ্ঞাস। করিলাম, 'আপনার নাম ?'

নাম বলিতে ভিনি একটুখানি ইভন্তভঃ করিভেছেন দেখিলাম। বলিলাম, 'বহুন।'

তিনি আবার একবার তেমনি তীক্ষুষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকাইলেন। বলিলেন, 'পানল নামটাই বলি। না বললে চয়ত মন্তরটা ঠিক খাটবে না। হাাঃ, ভাতে আর কি হয়েছে। আপনি ত' আর পুলিলের লোক ন'ন্ মশাই, আপনি গণংকার। নিন্ লিখুন আৰার নাম, এইপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। পিভার নাম ছাই? পিতার নাম ?'

ঘাত নাড়িয়া বলিলাম, 'না'।

'কিন্তু দাদা, **আগেই** বলে রাখি, আজ আমি আপনাকে দিতে কিছুই পারব না। তবে একটা চাকরির জোগাড়ে আছি, হয়ে যদি যায় ত' তখন দেখবেন পাওনা আপনার কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে' দিয়ে যাব। আমি দেরকম লোক নই মশাই, আমি ভদর লোকের ছেল।'

এই বলিয়া আধার তিনি একবার তাঁহার পিছনের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া কি যেন তাকাইরা দেখিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন, 'পর্মা কড়ি এক সমর আমার অনেক ছিল দানা, কিন্তু সেই মাগীই আমায় একেবারে স্থলে হাভাত করে' দিয়ে গেছে। বুঝলেন? আজকে আমার এই দশা, এই ছেঁড়া কাপড়, এই ময়লা জামা, এই জুতো,—হবেলা পেট ভরে' থেতে পাই না মশাই, ছঃথের কথা আর কি বলব আপনাকে, এই দেখুন।

বলিয়া তিনি তাঁহার কোটের পকেটে হাত ডুবাইয়া তলার কাপড়টা পর্যন্ত টানিয়া তুলিয়া আনিবেন। দেখা গেল, পকেটে মাত্র একটি দিয়াশালাই ও একট্করা পোড়া বিড়ি ছাড়া আর কি ুই নাই। কিন্তু দেখিলাম, চোথ হুইটা তখন তাঁহার ছল্ ছল্ করিতেছে। ভল্ললোক কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন।

টেবিলের জ্বার টানেয়। একটি বিজি বাহির করিয়া উাহার হাতে দিলাম। বলিলাম, 'ধান।'

কোঁচার পুটে তাড়াতাড়ি চোধ মৃথিয়া বিড়িটি তাঁথার হাত পাতিয়া লইবার সে কি আগ্রহ! মুথে কিছুই বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু চোধ দেখিয়া বুঝিলাম তিনি মনে মনে আমায় অজ্ঞ ধঞ্চবাদ দিতেছেন। বিড়িটি ধরাইয়াটানিতে টানিতে বলিলেন, 'থাক্, ভগবান এদিন পরে ছটিয়ে দিলেন দাদা, আমি বাঁচলাম। নইলে এমন করে' মাস্থ আম কভদিন বাঁচে! বিন নেই রাভ নেই—চিকিব্
ঘটা আমার পিছনে লেগে আছে! কেনরে বাপু, য়া হয়েছে, হয়েছে, চুকে বুকে গেছে, তার জ্ঞে আবার মরে' ছত হয়েও ভূই আমার পিছনে লেগে কি কর্বি বল ত । সেরে ক্লেব্রি, এই ত' মডলব! ভা আমি বুরতে পেরেছি। তা—মার্ বাবা বার, মেরেই ক্যাল্। মরেই ভা আছি, এর চেরে বেশী আর কি কর্বি বল্।

বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার গা বাধিবার কথাটা মনে পড়িরা গেল। বলিলেন, 'কই দিন্ না দানা, গা'টা আগে আমার বেঁধেই দিন্ না!'

বিধাতার রাজ্যে মাস্থবের জীবনকে অবদখন করিছা কত রক্ষের কত বিচিত্র কাহিনীই না গড়িয়া ওঠে। প্রীপতি বলিয়া এই যে অর্প্প উন্নাদ জীবটি আজ জামার কাছে আসিয়া জ্টিয়াছেন তাঁহার কথাবার্ত্তা ভনিয়া মনে হইল, তাঁহারও জীবনে অমনি একটি রহক্ষময় কাহিনী হয়ত গড়িয়া উঠিয়াছে। জানিবার কোতৃহল বহক্ষণ হইতেই হইতেছিল, এইবার সরাসরি বলিয়া বসিলাম, 'কিছ কি হয়েছে আগাগোড়া সব খুলে আমার বলতে হবে প্রীপতিবার্। তা ধদি না বলেন ত' আমার মত্তে হবে

শ্রীপতি কিয়ংকণ মাধা হেঁট করিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে-ধীরে চোধ তুলিয়া বলিলেন, 'আগালোড়া সব বলতে হবে? তা—তা আমি পারি বলতে, কিন্তু কই আমার পৈতে ছুঁয়ে দিবিয় করে' বলুন দেখি, কাউকে আপনি বলবেন না।'

আমিও ব্রাহ্মণ। বৈতা আমারও ছিল। অতথামি কঠ স্বীকার করিয়া উঠিয় গিয়া তাঁহার দেই মদীবর্ণ মজোপবীত স্পর্শ করিয়া শুণথ করিতে হইল না। নিজেরটিই ব্যহির করিয়া বলিলাম, 'এই দেখুন, বৈতে ছুঁয়েই আমি শুণণ করছি—কাউকে কিছু বলব না।'

তথন তিনি তাঁহার চেয়ারটাকে টানিয়া টানিয়া একেবারে আমার গা ঘেঁদিয়া আদিয়া বসিলেন এবং চুপি চুপি বলিলেন, 'তবে শুহুন! স্পাপনার লোকস্বন কেউ এগে পড়বে না ত শ

কে-ই বা জাসিবে ? খাড় নাড়িয়া বলিলান, না, আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন।

নির্ভরে কি সভয়ে ঠিক বুঝিলাম না, তিনি তাঁহার
জীবনের গর আমার বলিলেন। আদ্যোপান্ত মন দিরা
তনিবার পর সভাই তাঁহার অন্ত বেগন। বোধ করিলাম।
মন্ত্রের মত বিভূ বিভূ করিরা বা গুনী ভাই আভড়াইরা গিরা
তাঁহার গা বাঁধিরা দিলাম। সাভনা দিরা বলিলাম, 'বাস্কুঃ
আর ভর নাই, আগনার কোনও অমহল অনিষ্ট করা বুরেঃ

বাক, সে প্রেডাছা ভয়ে আর দাপনার ছায়াও মাড়াবে না।

শ্রীপতি অত্যন্ত সম্ভাই হইয়া আমায় ধন্তবাদ দিয়া
নমকার করিয়া এদিক-ওদিক ঘন-ঘন তাকাইতে তাকাইতে
ধীরে ধীরে বাহির হইয়া মাইতেছিলেন, কি ভাবিয়া হঠাৎ
বিদিয়া বিদিগাম, 'আবার আসবেন ত' দয়া করে' ? কেমন
ধাকেন আমায় জানিয়ে যাবেন ধেন।'

ঘাড় নাড়িয়া গ্ৰীপতি বলিলেন, 'আসব।'

তাহার পর সেই যে সে অন্তত ব্যক্তিটি আমার চোথের স্বম্থ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, কেমন আছেন বলিবার জন্ম কোনদিনই তিনি আর ফিরিয়া चारमन मारे। किन्न चामात कनत्यत शरे जांहात सिर्ह বিষয় করুণ মূর্তিটি এমনভাবে অকিত হইয়া গেছে যে, **আজ ফুদীর্ঘ দশ বং**সর পরেও একাকী বসিয়া বসিয়া সেই তাঁহারই কথা ভাবিতেছি। ভাবিতেছি, মিখ্যা চাতুরী অবলম্বন করিয়া মন্ত্রের নামে ঘা-তা' বলিয়া তাঁহার গা বাঁধিয়া দেওয়া আমার উচিত হইয়াছিল কি না। উচিত না হোক্, গর্হিত কিছু হয় নাই। যে নারীকে আমরা দেবীর আসনে বসাইয়া চিরকাল পূজা করিয়া আসিতেছি, তাহাদেরই জাতের একজনের অমামুষিক নৃশংসতায় জীবন যাহার জলিয়া পুড়িয়া থাক্ হইয়া গেছে, তাহাকে যদি কশিকের সাস্থনা দিবার জগু আমি একটু-ধানি মিধ্যাচার অবলম্বন করিয়াই থাকি ড' বিধাতা হয় ত' আমার দে-অপরাধ মার্জনা করিবেন। আজ সে. ছুর্ভাগ্যদথ্য নিতান্ত অসহায় নিরবলম বিক্লত-মন্তিষ্ক সে আর্ছ উন্মাদ প্রীপতির কোনও সংবাদই আমি জানি না, তাহার সে দ্বর্মহ জীবনভার এখনও সে ঠিক তেমনি করিয়াই বহন করিতেছে কিনা কে জানে, কিখা স্থপীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া যে প্রেভিনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল শেষ পর্যান্ত হয় ড' তাহার্ট করুণায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।

যাহাই করুক্, আজ—আমি তাহারই জীবনের সেই বৈচিত্রাপূর্ণ রহক্তময় প্রবিঞ্চত জীবনের সকরুণ কাহিনী লিপিবল্প করিতে বসিয়াছি। জানি না প্রীপতির উপর কোনও অবিচার করিভেছি কিনা, বলি করিয়াই থাকি, বেশানেই থাকুন, আশা করি ডিনি আমার ক্যা করিবেন।

## শ্রীপতির কাহিনী

শ্রীপতিকে যখন আমরা দেখিলাম তখন তাহার জরাজীর্ণ শেষ অবস্থা। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন শ্রীপতিবার,—যৌবনমদগর্ব্বিত জানৈক ধনী সন্তান, কলিকাতা সহরের উপর নিজের বাড়ী, ব্যাহে প্রচুর অর্থ, অপচ থাওয়াইয়া পরাইয়া থরচ যোগাইবার মত আত্মীয় পোয় কেহ কোথাও নাই, নিজে আর তাহার পরমান্ত্রন্দরী যুবতী স্ত্রী বাসন্তী। স্ত্রীকে ভালবাসিয়া স্ত্রীর ভালবাসা পাইয়া পরমানন্দে তখন তাঁহার দিন কাটিতেছে।

একদা এক প্রভাতবেলায় কোনও এক বন্ধুর অহরোধে বন্দুক লইয়। তিনি দুরের একটা গ্রামে শীকার করিতে বাহির হইলেন। কথা রহিল সন্ধ্যায় আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আদিবেন।

বাসন্তী বলিল, 'দেখে।, আস্তে ভূলো না যেন। আমি একা ধাক্ব।'

শ্রীপতি তাহাকে কাছে টানিয়া আদর করিয়া শপথ করিল, সে নিশ্চয়ই ফিরিবে।

গ্রামের চারিদিকে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া গোটাকয়েক পাধী শীকার করিয়া গ্রামে যধন তাঁহার। ফিরিলেন তগন স্ধ্যাতঃ হইয়াছে।

শ্ৰীপতি বলিলেন, 'আমায় বাড়ী ফির্তে হবে।'

বন্ধু জেন ধরিয়া বসিল, তা হয় না। যে পাখী শীকার করিয়াছ এইথানেই সেগুলা রান্না করিয়া খাইয়া মাইতে হুইবে।

শেষ পর্যন্ত তাহাই স্থির হইন। কলিকাতা **ষাইবার** ট্রেণের অভাব নাই। রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত ট্রেণ। ষধন পুনী দে ঘাইতে পারে।

পাধীগুলা বাড়ীর ভিতর মেরেদের কাছে পাঠাইয়া পেওয়া হইল। রান্ন। করিতে আর কডক্ষণই বা নাগে! টোণের এখনও অনেক দেরী। উঠাউটি একটার পর একটা অনেকগুলা টোণ।

কিন্ত ততক্ষণ সময়ই বা ভাদের কাটে কেমন করিয়া।
গ্রামেও করেকজন সজী জ্টিয়া গেল।—'পার্ন,
ততক্ষণ ভাস থেলা বাড়।'

ছোট্ট একটি ধড়ো বৈঠকথানা ব্যের মধ্যে তাস্থেদ। চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দক্ষা হইল, আলো জলিল, ব্যের বাহিরে পলীগ্রামের নিস্তর অন্ধ্যম্ করিতে লাগিল।

ঘরের দক্ষিণদিকের একটা জানালা ছিল বন্ধ। প্রীপতি দোটা হাত দিয়া যেমনি খুলিতে ষাইবে, ঘরের অঞ্চান্ত ক্ষেকজন হাঁহা করিয়া নিষেধ করিয়া উঠিল—'খুলবেন নামণাই, ও জানালা খুলবেন না।'

ত্রীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন ?'

'কেন ?' তার অনেক ব্যাপার।—'এই বে আনালার স্মৃথে বড় দোতালা বাড়ীটা দেখছেন ওটা ভৃত্তে বাড়ী। বছরের পর বছর ধরে অমনি পড়েই আছে। মালিক যিনি তিনি কল্কাতায় বাদ কর্ছেন।'

'ডাতে কি ?'

'তাতে কী! একবার খুলেই দেখুন না! দিনে তুপুরে চাবকশ ঘণ্টা মশাই ওই বাড়ীতে ভূত ঘুরে বেড়ার, আমাদের নিজের চোথে দেখা। এই জানালাটা খুললে বাড়ীর ভেতর পর্যান্ত দেখা যায় বলে' এই জানালার ওপর ভূতগুলোর ভারি রাগ। ওই ড' খুলেছেন, বাস, বন্ধন ওই জানালার ধারে, দেখুন মজা।'

শ্রীপতি জোর করিয়াই জানাশার ধারে বসিয়া রহিলেন।

কিন্নংক্ষণ পরেই জানালার ওপর ঝড়াং করিয়া এক শব্দ ! প্রকাণ্ড একটা ভালা ইট জানালার গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে এবং লাগিবামাত্র ভালিয়া গুঁড়া হইয়া চারি-দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

'দেখলেন ড? এবার দিন বন্ধ করে।'

জানালাটা **শ্ৰীণতি বন্ধ ক**রিয়া দিয়াই দেধান হইতে উঠিয়া দীডাইলেন।

'উঠ लिन (व ?'

ঘরের কোণে ঠেদ্ দেওয়া দো-নলা বন্দ্রটা তুলিয়া
লইয়া ঞ্জিপতি বলিলেন, 'আপনারা বন্ধন এইখানে, অপেকা
করন। বন্দ্কেব গুলির আওয়াজ যদি তন্তে পান
তাহ'লে আপনারা সকলে বিলে একসকে ওই বাড়ীতে
গিয়ে চুক্বেন, আর বহি কোনও আওয়াজ না হয়
তাহ'লে যাবেন না, জানবেন আমি ক্রিমে আনহি।'

এই ৰলিয়া এক হাতে টাৰ্চ ও এক হাতে বন্দুৰ লইয়া সাহেবী পোষাকপরা শ্রীপতি তৎক্ষণাৎ ৰাজী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সমবেত ছ একজন শ্রীপতিকে নিষেধ করিল, কিছু শ্রীপতি তাহাদের কোনও কথাই শুনিলেন না।

প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটক পার হইয়া শ্রীপতি সেই বাড়ীর মধ্যে চুকিলেন। চারিদিক ঘোর অল্পার। কোথায় সিঁড়ি কোথায় পথ কিছুই ঠাহর করিবার উপায় নাই। হাতের টর্চ্চ জালিয়া শ্রীপতি আগাইয়া গেলেন। পিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিলেন। দেওয়ালের চুণ খদিরা পড়িয়াছে। পুরাতন বাড়ী, ঘরগুলি ধুলায় বালিতে ca:बाहे, ठातिमिक अभितिष्ट्य। cकाशां किहूहे नाहे। ভূত বলিয়া কোনও বস্তু পুথিবীতে পাকিতে পারে না ইহাই শ্রীপতির দৃঢ় বিশ্বাস। প্রত্যেকটি ঘর ভন্ন তন্ত্র করিয়া ধ জিয়া শ্রীপতি আবার নীচে নামিয়া আসিতে-ছিলেন, পাশেই একটা ঘরের দরজায় হঠাৎ পট করিয়া একটা আওয়াজ হইল। তাডাতাভি বন্দকটাকে ঠিক করিয়া ধরিয়া তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। দেখি-লেন, কে একটা লোক সিঁড়ির উপর লাফাইয়া পড়িয়া উদ্ধশাসে প্রায়ন করিল। ভূত নয়,—মাহুষ। শ্রীপতি তাহাকে গুলি করিতে পারিতেন কিন্তু মামুদ দেখিয়া গুলি ছ'ডিতে গিয়া তাঁহার হাত কাঁপিয়া গেল। গুলি আর ছুঁড়িলেন না। তেমনি দৃঢ় মৃষ্টিতে বন্দুকটাকে বগলে চাপা গিয়া একহাতে টৰ্চ জালিয়া তিনি সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকিরাই টর্চের আলোয় তাঁহার চোথের সমুথে যাহা দেখিলেন, তাহা (य (पशिरवन (म जाना ज्वरण जिनि करतन नाहै। एक थिएन अवि नाती पृष्टि एए अध्वराद कार्य हरेश शिया **८**म अद्यान ८व मिया हुल कतिया मां फाइया व्याटहा বন্দুক দেখাইয়া প্ৰীপতি তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া विनातन. 'शानावात कहा कारता ना, मरत वारव।'

রমণী পালাইবার চেটা করিল না বটে, কিছ ভয়-চকিত চকে টর্চেচর আলোর মূথ তুলিয়া সে একবার শ্রীপতির মূখের পানে তাকাইল। সর্বানাশ! এত রূপ! বেরেটির চোধ মূধ স্বাস্থ্য যৌবন এবং স্বর্থ দেখিয়া শীপতির চোথ ছইটা বেন বালসিয়া গেল। এত স্থেলরী নারী জীবনে বোধ হয় তিনি এই প্রথম দেখিলেন। মেয়েটি কিন্তু চুপ করিয়া রহিল না। হাত ছুইটি বাড়াইয়া শ্রীপতির একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আমায় বাঁচান। আমি—আমি—' আর কিছু সে বলিতে পারিল না, ধর ধর করিয়া ঠোঁট ছুইটি ভাহার কাঁপিতে লাগিল।

শ্রীপতি জিজ্ঞাস। করিলেন, 'যে চলে গেল ও কে ?'
মেগ্রেট নীরবে তাহার মাথা নত করিল। দিথিতে
শিহুর নাই। বাধু করি বিধ্বা।

শ্রীপতি বলিবার মত কোনও কথা খুঁ জিয়া পাইতে-ছিলেন না। বলিলেন, 'লোকটাকে তুমি ভালোবাসো, আমার ও ভোষায় এমনি একলা বিপদের মাঝে ফেনে দিয়ে পালালো ?'

মেয়েটি অমুচ্চকণ্ঠে কহিল, 'আনেক বললাম, কিছুতেই ওনলো না।'

'তোমার বাড়ী কোথায় ?'

নেয়েটি আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'ওই পালের বাড়ী।'

'বাড়ীতে কে কে আছে ?'

'भोन। আর থৌদি, আর কেউ নেই।'

'এর পর ভূমি কি করতে ? আমি যদি সব গোণমান করে' দিই।'

'মরব। মরা ছাড়া ভামার আর কি উপায় আছে ?'

'মরবে কেন ? যাকে ভূমি ভালোবাদো, ভাকে নিয়ে
কোনো দেশে চলে গেলেও ড' পারো।'

'তাই ড' চাই! কিন্তু ও বেতে কিছুতেই চায় না। এখানে আমার কিছু ভাল লাগে না।'

শ্রীপতির মাধার ভিতরটা হঠাৎ কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যাবে? আমি বলি ভোমায় এক্টন নিয়ে বেতে চাই, তুমি যাবে আমার সংক?'

মেরেটি ঠোঁটের ফাঁকে মান একট্থানি হাসিল। বলিল 'এক্নি চলুন। কিন্তু কেউ যদি জানতে পারে ?'

'কেউ জানবে না, চল। আমি ভোষায় কলকাতা নিয়ে যাব।' বলিয়াই ঞ্ৰীপতি ভাহার একথানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'এলো।' মেষেট বিনা বাৰ্যগায়ে তাঁহার সক্ষে সক্ষে চলিল।
সিঁড়ির কাছে আসিয়া শ্রীপতি লিক্ষানা করিলেন,
'তোমার নাম ? কি বলে ডাকব ?'

'আমার ডাক-নাম টুছ। ভাল নাম—কিশোরী।'
তাহার পর অতি সম্ভর্গণে হ'জনে সিঁড়ি দিয়া নীচে
নামিরা টর্চ নিবাইয়া অক্ষকার পথে গিয়া দাঁড়াইল। টুফ্
বলিল, 'ট্রেশনে যাবেন ত ?'

শ্ৰীপতি ৰলিল, 'হাঁ, এক্ষুনি একটা ট্ৰেণ আদৰে /'

টুমুবলিল, 'ভাহ'লে এই পথে আমুন। ও-পথে গেলে লোকজন দেখতে পাবে।'

ভাহার পর ছব্দনে একটা স্থাড় পথ দিয়া যথাসম্ভব ক্রতগতিতে প্রাদের বাহিরে চলিয়া গেল। ধানের মাঠের আলি রান্তা দিয়া সোজাপথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে ভাহাদের ষ্টেশনে পৌছিতে দেরী হইল ন।। ছোট ষ্টেশন। টিম্ টিম্ করিয়া গোটাকভক কেরোসিনের আলো অলিভেছে। লোকজন একরকম নাই বলিলেই হয়। প্লাটফর্মের একপাশে অন্ধকারে জড়োসড়ো হইয়া টুম্ব বসিয়া রহিল। শ্রীপভির আনাযাওয়ার টিকিট ছিল। টুম্ব জন্ম একধানিটিকিট ভিনি কাটিয়া আনিলেন।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। টুহুর হাতে ধরিয়া শ্রীপতি ট্রেণে চড়িলেন। কামরায় তুজনমাত্র লোক বদিয়া আছে।

বেঞ্চির একপাশে শ্রীপতির কাছ হইতে টুক্থ একট্থানি দ্রে বসিভেহিল, শ্রীপতি তাঁহার হাতের বন্দুক ও টর্চটি নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'সরে এসো।'

সগজ্ঞ সংখাচে একট্থানি অভোসভো হইরা টুম্ একেবারে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া আদিয়া বসিদ। বীপ্তি বলিলেন, 'তোমার কি ভয় করছে নাকি ?'

ঘাড় নাড়িয়া টুফু ঈবৎ হাসিয়া বলিল, 'না।'

শীপতিও হানিয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'ভোমার বদি কলকাতার ৰত শহরে নিবে গিবে আনি পৰে বদিরে দিই ?'

টুম তাঁহার হাতথানি হাতের মধ্যে দইয়া আঙু ক-ভলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, 'বেশ ড', আয়ার যা অদুষ্টে আছে ভাই হবে।' শ্রীপতি জিজানা করিলেন, 'আচ্ছা, দাদা তোমার পুলিশে যদি খবর দেয় ? আমি আর ভূমি একসকে একই দিনে তৃ'জনে গ্রাম ছেড়ে এলাম। পুলিশের ধরতে বিশেষ কষ্ট হবে না।'

টুস্থ ঠোঁট উল্টাইয়া মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া বলিল, 'দাদার বয়ে গেছে পুলিশে খবর দিতে। কিছু করবে না দেখবেন। আবার যদি ধরাই পড়ি ড' বলব আমি আপনার সঙ্গে ইচ্ছে করে' এসেছি।'

শ্রীপতি তাহার মুখের পানে একদৃত্তে তাকাইয়া ছিলেন। টুফ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখছেন অমন করে?'

'দেখছি তুমি সভিত্ত ভারি হৃন্দরী। আমার খ্ব আনন্দ হচ্ছে।'

টুছ মৃথ নামাইরা কিয়ৎক্রণ চুপ করিয়া রহিল। ভাহার পর হঠাৎ এক সময় মৃথ তুলিয়া জিঞ্জাসা করিল, 'আপনি বঝি অনিল্লালালের বাড়ী এসেছিলেন ?'

'হাা, অনিল এনেছিল শীকার করতে।'

টুর আবার হাসিল। বলিল, 'শীকার ত' করে' নিয়ে চললেন, এখন এ শীকার আপেনি রাধবেন কোধায়? আপনার বাড়ীতে ত' আমার স্থান হবে না!'

শ্রীপত্তি বলিলেন, 'ভাই ভাবছি। আজ রাত্রের মত কোনো হোটেলে কাটিয়ে কাল ভোমার জল্লে আলাদ। একটা বাড়ী ভাড়া করে' দিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে' দেবো।'

'বাড়ীতে আপনার স্ত্রী আছেন ত ? ছেলেমেয়ে ?' 'স্ত্রী আছেন কিন্ধ ছেলেমেয়ে হয় নি।'

টুছ আবার তাঁহার হাতথানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আমার অভ্যে কেন আপনি এত কট করলেন বলুন ত'? ভূত ধরতে এসেছিলেন, ফিরে গিয়ে বললেই হতো—
ভূতের দেখা পেলাম না।'

প্রীণতি হাসিলেন। বলিলেন, 'বুগে বুগে মাছব বার বজে বছ কট বীকার করে এনেছে আমিও করলাব তথ্ ভারই জন্যে কিলোরী! ভবে ভোমার মত জ্বারীকে পেতে হলে বে কট নাছবের সভিতি পাওলা উচিত, আমি ড' তার কিছুই পেলাম না, দেবন্যে নিবেকে ড' আৰি সৌভাগ্যবান ভাৰছি।'

কিশোরী আবার একট্থানি হাদিল।

কিশোরীকে শইয়া আসার জন্য যতথানা গোলমাল হইবে ভাবিয়াছিলেন, প্রীপতি দেখিলেন তাহার কিছুই হইল না। একটা হোটেলে গিয়া স্বামী-স্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া সে রাত্রি তাঁহারা ছজনে এক সঙ্গেই কাটাইলেন। কিশোরী বড় চমৎকার মেয়ে। প্রীপতি ভাবিলেন, বিবাহ যদি তিনি না করিতেন ত' কি স্থাধেরই না হইত! ছজনে স্বামী-স্রীর মত একসকে নিজের বাড়ীতে থাকিয়াই চিরজীবন কাটাইয়া দিতে পারিতেন।

যাই হোক্ প্রদিন প্রাতে কিশোরীকে হোটেলে রাখিয়াই তিনি বাড়ী গেলেন। তাহার পর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া কিশোরীর একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি আবার বাড়ী হইতে তৎক্ষণাং বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই ডাকঘরে গিয়া বন্ধু অনিলকে এই বিলয়া একখানি টেলিপ্রাম করিয়া দিলেন যে, শীজ আসিয়া তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর। যে বিশ্বয়কর ঘটনা কাল রাজিতে ঘটয়াছে দেরপ ঘটনা জীবনে কখনও ঘটবে বলিয়া আমি কোনদিনই ভাবিতে পারি নাই।

হাতে টাকা থাকিলে সবই সম্ভব। সেইদিনই একথানি আলাদা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাড়ীর যাবতীর আসবাবশত্র কিনিয়া বাড়ী সাঞ্চাইয়া কিশোরীকে তিনি হোটেল হইতে সেইখানে আনিয়া রাধিলেন।

বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া শুনিলেন, অনিধ্বাব্ একবার দেখা করিতে আদিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, আবার আসিবেন। কিয়ংকণ অপেকা করিতেই বন্ধু আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, 'কি ব্যাপার বল ত ?' আমরা ত' সারারাত ভেবেই অস্থির।'

কি বলিবেন শ্রীপতি আগেই ঠিক করিয়া রাধিয়া-ছিলেন। বলিলেন, 'কাল হয় ড' মরেই বেডাম ছাই। কোনোরকমে বে বেঁচে গেছি এই যথেই। ডোনামের সব বলে করে ড' পেলান সেধানে। টর্চের আলোর পথ দেখে বোডনার উঠনাম। বঠাৎ ভনি—বোডনার

একটা ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা খবা হাটে। সরকা ঠেলে ঘরে চুকভেই মনে হলো খেন একসত্তে অনেক লোক হো হো করে' হেদে উঠলো! ভোমরা সে হাসি ভনতে পেয়েছিলে কি না জানি না। বিকটকায় দৈতোর মত একটা মান্ত্য-মান্ত্য কি অন্য কিছু ঠাহর করতে পারলাম না.--আমার দিকে এগিয়ে এলো। বন্দুক আমার হাতেই ছিল, যেমনি গুলি ছুঁড়তে যাব, বাস চারিদিক থেকে কার। থেন একসকে আমায় অভিয়ে ধরলো। তারপর কি যে হয়েছে কিচ্ছ আমার মনে নেই। হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান যখন হ'লো তখন দেখি আমি একটা ট্রেনের কামরায় শুয়ে আছি। ট্রেণথানা চলছে। উঠে বসলাম। দেখি, বন্দুক আর টর্চচ ছটিই আমার গাড়ীর এককোণে এক ভদ্রলোক পাৰে নামানো। মৃডিক্ষড়ি দিয়ে বদেছিলেন। তাঁকে কিছু জিজেন করতে আমায় ভয় কর্ছিল। অনেক্কণ পরে ক্লিক্সেন কর্লাম টেণধানা কোথায় যাচ্ছে মশাই ? তিনি বললেন, শিয়ালদা। বাস, শিয়ালদায় নেমে ট্যাক্সি করে বাড়ী এলাম। সকালেই ভোমায় টেলিপ্রাম করেছি। ভারপর এই ড' দেখছ স্বয়ং ৰসে আছি।

অনিলবাবু অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন।
তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'কিন্তু আর একটা মজার
ব্যাপার ঘটে গেছে ওখানে। ওই বাড়ীটার পাশেই এক
ডজলোকের বাড়ী! কিশোরী বলে তার একটি বিধব।
বোন ছিল। ভারি স্থন্দরী মেয়ে। তাকেও কাল রাত্রি
থেকে পাওয়া যাছেনা।'

শ্রীপত্তি থেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, 'লব্বনাশ! পাওয়াই যাচ্ছে না। ভাথো স্বাবার ভূতে ভাকে মেরেটেরে ফেললে নাকি!'

জনিলবারু বলিলেন, 'ভূতের কাণ্ড ও হয়ত নাও হতে পারে। মেয়েটার অভাব চরিত্র তেমন ভাল ছিল না। পালিয়েও যেতে পারে।'

'ও।' বলিয়া নিতান্ত উদানীনের মত কথাটা প্রীপতি তাচ্ছিল্যভরে উড়াইয়া দিয়া ব্দন্য কথা পাড়িলেন।

ভাহার পর সচরাচর যাহা पंটিয়া থাকে ভাহাই पंটিল।

ক্ষিপোরীর শ্রেমে স্বদণ্ডল হইয়া শ্রীলভি ভাহাদ বীকে প্রবেশা করিতে ছক করিলেন গ

কিলোরীর রূপ একেবারে বলনাইয়া গেল। একে ফুলরী তায় আবার হিরায় জহরতে সোনার দানায় ভাহার সর্বোক্ত ভরিয়া উঠিল। ভাহার স্বনের এভ নিত্য ন্তন ন্তন নাজ-পোবাক আসিতে লাগিল। কিলোরীর বাজীতে স্কৃতির আনন্দের হাট বসিয়া গেল। কিলোরীকে শ্রীপতি একটু একটু করিয়া মন্তপান করাইতে শিধাইলেন।

এবং তাহার ফল হইল বে, একটি বংসর ঘ্রিতে না ঘ্রিতেই দেখা গেল, প্রীশতির দঞ্চিত অর্থ সবই শেষ হইয়া গিয়াছে, এইবার বাড়ীখানি তাঁহার বিক্রি করিবার জন্য ধরিদার খুঁ জিয়া বেড়াইতেছেন।

ন্ত্রী বাসস্কীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি শ্রীপতির স্থনেকদিন क्रेटिक क्रेटिक . এहेबात फाठा बफ कीयन कम शावन করিল। বাসস্থী নিতাম্ব নিরীহ মেয়ে, স্বামীকে কোনো-मिनरे गराक किছ बनाएक हांग्र ना, किस किছमिन हरेएक অত্যাচার তাহার উপর এত বেশি হইতেছিল যে, তাহারও এবার মুধ ফুটিয়াছে। মাদের মধ্যে প্রায় প্ররকৃতি দিন স্বামী তাহার বাড়ীতে বাত্রিবাস করে না, রাত্রিবাস বেদিন করে সেদিন ট্যাক্সি চড়িয়া মত্ত অবস্থায় বাড়ী যথন আনে, রাত্তি তথন প্রায় তুইটা বাজিয়া যায়। দেই অত রাত্রি পর্যান্ত বেচারা বাসন্তী নিজে না ধাইরা স্বামীর জন্ত থাবার চাপা দিয়া অধীর আগ্রহে আধ-জাগ্রত আধ-ঘুমস্ত অবস্থায় জানালার কাছটিতে চুপ করিয়া বৃদিয়া থাকে। বাড়ীতে ঠিকা-ঝি একজন কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া বায়। .চাকর একটা ছিল ভাছাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দরজার কভা নাভিলেই বাস**ভীকে নিজে** शिया पत्रका धूनिया मिटल हरेटन, काटक है लाहात काशिया থাকা ছাড়া উপার কি ।

বাসন্তী প্রায়ই আফকাল কহুবে ভোগে। শরীর তাহার অত্যন্ত দীর্ণ হইয়া গিরাছে। মনের ক্ষরতা ভাল নর। কাজেই শ্রীপভিকে বেছিম সে মনের ছুংগে ভোনো কথা বলিতে বায় নেদিন হয়ত তাহা একটুবানি অভিনিত্ত রক্ষেম রচুই হইরা বার, কিখা ইয়ত নিজেই কাঁটিছ ভাসায়। ইহার ভয় তাহাকে সোহ ক্ষেত্র কার্ প্রপতি বলৈন, 'ছুমি' ছোটলোক। বামীকে ভজিক করাই হিন্দুনারীর একমাত্র কর্তব্য, তা দে বে অবস্থাতেই হোক না। কিন্তু তোমার মধ্যে দে ভক্তিইকুও মেই।'

বাসন্তী হয়ত' রাগের মাধায় জবাব দিয়া বলে, 'তা নাথাক্। তোমার ওপর ভক্তি আমার কম ছিল না। গেটুকু আজিকাল তুমি নিজেই খুইরেছ।'

শ্ৰীপতি বলেন, 'তাইলে আজকাল তুমি আমায় ঘুণা কর ?'

বাসন্তী বলে, 'ভা করি বৈ কি।'

শ্রীপতির মাধার রক্ত তংক্ষণাৎ গরম হইয়া ওঠে। বলেন, 'তবে এই আবার আমি চললাম বাড়ী থেকে বেরিয়ে ি তুমি মর এইখানে পড়ে পড়ে।'

বাসন্তী নিক্ষণায়। ভয়ে তাহার ব্কের ভিতরটা হুর্
হুর্ করিতে থাকে। স্বামীকে বিখাস নাই। আবার
হয়ত চলিয়া বাইতেও পারেন। মান অভিমান সমন্তই
বিসক্তিন দিরা ছুটিয়া সে প্রবোধ করিয়া দাঁড়ায়। বলে,
'বেয়োনা, তোমার পারে পড়ি।'

এমনি করিয়াই দিন কাটে।

ছীর এই সব অনর্থক বগড়ার টির কথা কিশোরীর কাছে গিরা সবিভারে বর্ণনা করিয়াও তবু প্রীপতি ধানিকটা শান্তি পান। শুম্ হইয়া ধানিককণ চুপ করিয়া বসিয়া ধাকিয়া বলেন, 'আর পারি না বাপু, জীবনটা আমার গেল।'

কিশোরী ভাঁহার গলা অভাইরা ধরিয়া সেইখানেই শোয়াইয়া দিয়া মাধার চুলে ভাঁহার হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, 'ওগোঁ, 'অত ভেবো না। ভেবে ভেবে পরীরটা যে গেল! কি আর করবে। বলুক না সে যা বলে তাতে ছমি কাণ দিও না।

শ্রীপতি বলেন, 'পূর দূর, হারামজাণী এবার মরে ত বাঁচি। দিবিয় কেমন আমরা ছ'জনে---'

किटनात्री हैयर हानिश बंटन, 'दन बुक्स अहुडे कि भागात---'

कथा खाहायात प्रकाशको थाकिता गाना इ'नन इ'नरात प्रतिवस्ताह रहेना हुए कृतिना शनिना ज्ञानक । বাঞ্চীধানি কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রি করিয়া **এপডি** একদিন বাসস্তীকে লইয়া ছোট একধানি ভাড়াটে বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন।

বাড়ী যে তাহাদের বিক্রি হইয়া গেছে বাস্থী সেকথা জানিল না। বাস্তীকে শ্রীপতি যাহা বুঝাইয়া দিলেন সরল বিশ্বাসে সে তাহাই বুঝিল। সে জানিল, বাড়ীখান্ম বছদিন যাবং মেরামত হয় নাই, এবার একবার জাগা-গোড়া ভাল করিয়া মেরামত না করিলে চলিবে না, ভাই তাঁহারা কিছুদিনের জন্ম এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন মাত্র।

হাতে টাকা পাইয়। শ্রীপতির ক্তির মাত্র। আবার বাড়িয়া গেল। কিশোরী বলিল, 'না এরক্ম করলে ড চলবে না। এই টাকাতেই আমাদের জীবন কাটাতে হবে। টাকা তুমি নিজের হাতে রেখোনা, দাও জামার হাতে দাও।'

শ্রীপতি সেইদিনই সমস্ত টাকা ব্যাহ হইতে তুলিয়া আনিয়া কিলোরীর হাতে দিয়া বলিলেন, 'এইবার ভোমার নামে ছোট্ট একখানি বাড়ী কিনে ফেলি, আর বাকি টাকা দিয়ে তোমারই নামে ব্যাহে একটা একাউট খুলে দিই, কেমন ?'

কিলোরী বলিল, 'তাই কোরো, কিন্তু এখন না। হবে এরণর। তুমি দিনকতক একটুথানি হাত-টান করতে শেখো।'

কিন্ত এদিকে এক মজা হইয়া গেল। বাসন্তী কেমন করিয়া না জানি বুঝিতে পারিল, বাড়ীখানি তাহাদের বিক্রি করিয়া ফেলা হইয়াছে। ভনিয়া অবধি ভাষার দ্বংখের আর সীমা রহিল না। গ্রীপতিকে বলিল, 'ভার চেয়ে আমার পথে বের করে' দিলেই ত' হ'তো।'

শ্রীপতি মন্তপান করিয়াছিলেন। বলিলেন, 'তাই বেবো ভাবছি।'

বাসন্তী বলিল, 'বিতে আর বাকি রাধনে কোধার ? আমার বা নেই বাবা নেই, আত্মীয় খলন কেউ কোবাক নেই, কোধার বে গাড়াব তার ঠাই নেই, আর তুমি কি কা কুমি ক্যালার আছে বাড়ীবালিক নিকে বিকি করে ? শ্রীপতি বলিলেন, 'ও, আমি মরবার পর তুমি কি করবে সেই কথাই বোধ হয় তুমি ভাবো দিনরাত ? কেমন ?'

'তা আমায় ভাৰতে হয় বই-কি !'

'এই বুঝি তোমার ভালবাসা ?'

বাসন্তী রাগিয়া বলিল, 'তা যদি বোঝো ত' তাই। ভাল আমি তোমায় বাসি না। হ'লো ত ?'

এমনি করিয়া কথায় কথায় দেদিন আবার তাহাদের বেশ থানিকটা ঝগড়া হইয়া গেল। শ্রীপতি রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

যাইবেন আর কোথার? গেলেন কিশোরীর বাড়ী।
কিশোরী বলিল, 'আর পারি না বাপু! তার চেরে
এক কাল কর না, হয় ওকে নয় আমাকে, ছলনের মধ্যে
একজনকে তুমি মেরে ফ্যালো, জালাজ্ঞাল চুকে যাক।'

প্রীপতি বলিলেন, ভোমায় কেন মারবো কিশোরী, মারতে হয় ওকেই মারব। কিন্তু কি করে মারি বল ত ?'

কিলোরী হাসিল। বলিল, 'কেমন করে' মারবে ? কেন, মেরেদের মারতে দেরি হয় নাকি ? ধর না আমার গলাটা চেপে। ভাগো না, এক্লি মরে যাব।'

শ্রীপতি বলিয়া উঠিলেন, 'গলা টিপে মেরে ফেলব ? যদি না মরে ?'

'বেশ ত। গঙ্গায় নিয়ে যাও, ত্বনে সন্ধ্যেবেলা নৌকোন্ন চড়ে হাওয়া খেতে খেতে ধীরে ধীরে একটিবার ভগু—'

ৰলিয়া শ্ৰীপতিকে ছ্হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

শ্রীপতি সে হাসিতে থোগ দিলেন না। মনে-মনে ইহাই তিনি দ্বির সম্বল্প করিলেন, উহার হাত হইতে নিম্বৃতি পাইতে হইলে ইহাই সহজ্ব উপায়। কিশোরী বৃদ্ধিমতী। সেঠিক কথাই বলিয়াছে।

বাসন্তীর সৈদে প্রীপতি আর অগড়ার্কাটি করেন না। বাসন্তী বদি বা মাঝে মাঝে ছ একটা কটু কথা বলে ত' প্রীপতি ভাহা নীরবে সহু করেন।

ৰাসন্তীর খাখ্য সহকে জীপতি আলকাল বড়ই উৰিয়

হইরা পড়িরাছেন। ছদিন ছশিশি ঔবধ কিনিরা আনিয়া তাহাকে তিনি ধাইতে দিলেন।

বাসন্থী অবাক্।

বলে, 'কেন গো, তোমার সেই তিনি কি মরেছেন নাকি? আমার আঞ্চকাল এত যত্ন বে?'

শ্রীপতি বলেন, 'নাং, ভেবে দেখলাম, তোমার ওপর সভ্যিই আমি অবিচার করেছি, স্মার করব না।'

বাসন্তীর আনন্দের আর সীমা নাই। স্বামীর মৃতি
পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর তাহার কিছুই চাই না। বলে,
'ওযুধ না থেলেও শরীর স্থামার এবার দেখো এমনিই
সেরে যাবে।'

ত্রীপতি কিন্তু তাহা চান না। পরের দিন একটা ভাক্তার ডাকিয়া আনেন।

ডাক্তার নাকি বলিয়াছেন, গলার হাওয়ায় বাসস্তীর শরীর ভাল হইবে। স্থতরাং বাসস্তীর রোজ একটু করিয়া গলার হাওয়া খাওয়া প্রয়োজন।

বাসস্থী বলে, 'তা আর কেমন করে' হবে ? কে আমায় গঞ্চায় হাওয়া থাইয়ে আনবে ? তোমার সময় কোপায় ?

শ্রীপতি বলেন, 'তা সময় একটু করে' নিতে হবে বই-কি!'

বাসন্তী বলে, 'ভাহ'লে ত' পময় আমার ফিরেছে বলুতে হবে।'

ভাহার পর একদিন দেখা গেল, বাসন্তীকে সলে
লইয়া প্রীপতি সত্যই বাহির হইরাছেন। পায়ে হাঁটিয়া
হাঁটিয়া কুলনে তাঁহারা গলার তীরে গিয়া দাঁড়াইলেন।
কুর্যান্তের পর চারিদিকে তখন ধীরে-ধীরে আক্কার
নামিতেছে। গলার ওপারে কি আছে কিছুই ভাল
দেখা যার না। কিন্তু ঘাটে একটিও খেয়া নৌকা নাই,
কোখায় গেলে নৌকা পাওয়া যায়, কি বলিয়াই বা
তাহাদের ভাকিতে হয় কিছুই ভিনি আনেন না। এই
চিন্তার ক্রে ধরিয়া পথ চলিতে চলিতে সহসা ভাহার
চোখের ক্র্যুথে একটা ভয়াবহ কাল্লনিক দৃশ্য ভালিরা
ভিত্তিল। নীল নিত্তরক অভলন্দর্শ গলার অল, ভাইার
উপর দিয়া একখানি বালে নৌকা ভালিরা চলিরাক্রি

হঠাৎ বাপ্ করিয়া একটা শক্ষ, ভীষণ একটা আর্দ্তনাদ এবং সলে সকে সব শেষ। গ্রীপতি শিহরিয়া উঠিলেন। তা হোক্, কভক্ষণই বা লাগে! তাঁহাকে শক্ত হইতে হইবে। তাহা না হইলে এই দোটানা জীবন তাঁহার পক্ষে অসহ। আছো, আন্ধ থাক্, আর-একদিন আসিলেই চলিবে।

রান্তার উপর এক বৃদ্ধকে দেখিয়া শ্রীপতি থমকিয়া দাড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'নৌকো কোধায় পাক্ষা দায় বদতে পারেন মশাই ?'

वृक आकृत वां ज़िंदेश मृत्यत এक हो चां हि तमथा देश मित्रा वित्तिनन, 'छट दि छथा हन चान, श्रीतिक स्मिथ्य विद्यत स्मोरका।'

কাল কিছা পর্ভ আ।সিলেই চলিবে। আব তাঁহার মনের অবস্থা ভাল নয়। গ্রীপতি বলিলেন, 'চল আব বাড়ী ফেরা যাক্। কিন্তু নৌকোয় না চড়লে গলার হাওয়া ঠিক পাওয়া যায় না।'

বাসস্তী বলিল, 'নোকোয় চড়তে আমার কিন্ত ভয় করে।'

অগ্রমনস্কের মত শ্রীপতি কহিলেন, 'তা কঞ্কৃ।'

আবার আর-একদিন। শ্রীপতি ডাকিলেন, 'কিশোরী, শোনো।' কিশোরী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'সন্ধ্যে হ'তে আর দেরি নেই। এই ঠিক সময়। আমি চল্সাম।"

কিশোরী সাবধান করিয়া দিল, 'কিন্ত দেখো বেন কেউ ভানতে না পারে।'

'জানবে আবার কে ? নোকো যথন প্লার মাথখানে গিয়ে পৌছোবে, তথন ঝণ্ ক্ষে' এক সময় দেবো ঠেলে। বাস, চুকে যাবে। ভারপর হৈ—হৈ টেচিয়ে উঠব। বৃদ্ধ—শড়ে পেল।'

কিশোরী বলিল, 'নাঝিরা কেই বেন দেখতে মা পায়।'

विगण्डि विज्ञासन्, 'टक्कें द्रवर्षद्य ना । ज्यात द्रवर्षण्यः एता वतीय बोक्स्य वृश्वासनिका रेगस्मद्रे सब कुण व्हास वार्ट्स ।'

কিশোরী বলিল, 'পুলিলে যদি টের পায় ড' টানাটানি কর্তে ছাড়বে না। বেফাল কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরিয়ে পড়লেই সর্কানাশ, আমাকেও তখন বাদ দেবে না।'

শ্রীণতি তাহাকে যথেষ্ট সাহস দিয়া নিশ্চিম্ভে বসিরা থাকিতে বলিয়া সেধান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রচুর মছণান করিয়া তথন তিনি নেশায় একেবারে চুর হইয়া আছেন।

পায়ে হাঁটিয়া নয়, ট্যাক্সি করিয়া বাসন্তীকে লইরা
তিনি গন্ধার ধারে গিয়া হান্সির হইলেন। অন্ধনারে
কোনাকীর মত চারিদিকে তখন আলো অনিয়াছে।
ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া দেইদিনের দেই বুদ্ধের নির্দেশমন্ত
বছ দ্রের যে-ঘাটে নৌকা পাওয়া যায় সেইখানে গিয়া
একজন মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'চলো, আমাদের
একট্যানি ওপার থেকে বেড়িয়ে আন্বে চল।'

ছ'তিন জন মাঝি একসকে রাজি হইল। তাহাদের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া শ্রীপতি বাসন্তীকে লইয়া নৌকার পাটাতনের উপর গিয়া বসিলেন। নৌকা ছাডিয়া দিল।

শ্রীপতি একটিবারের জন্মও বাসস্তীয় মুধের পানে আব আর আকাইতে পারেন নাই! নিভান্ত উলাসীন অক্সমনস্কের মত বাসস্তীর হ'একটা কথার তিনি অবাব নিতেছিলেন।

নৌকা যথন মাঝ-দরিয়ায়, শ্রীপতির বুকের ভিডরটা তথন গুর্গুর্ করিতেছে, হাত ছইটা থর্থর করিয়া কাঁপিতেছে। তা কাঁপুক্। শ্রীপতি বলিলেন, 'এইখানে উঠে বোসো, এসো—এই আমার পালে। ওথানে বসলে হাওয়া আর পাবে কোথায় ?'

্বাসন্তী ধীরে-ধীরে অভি সাবধানে স্বামীর পাশে একেবারে নৌকার কিনারে গিয়া বসিল। বলিল, 'হাাগা, এখানে ৰসভে ৰে ভয় কর্ছে।'

'ভর কিনের ? এই ড তোমার মানি মড়িরে ধরে' মাছি।'

বাসভী বলিল, 'আজ তুমি আবার মদ থেয়েছ ? ছিা' 'বেল করেছি। এথানেও তই-সব কথা ! চুণ কর।' 'ইয়া, ভালকথা বল্ডে গেলে ভোমার রাগ হয়।'
'ইয়া হয়। তোমার আলায় আমি গেলাম দেখছি।'
বাসতী বলিল, 'ভা আমার জালা আর ভোমায়
বেশিদিন সইতে হবে না গো, যে-রোগে আমায় ধরেছে
জা-রোগ আর ভোমার গলার হাওরায় সার্থে না।'

'শুবে এই গদার জলে সাক্ষ্।' বলিয়াই এপিঙি শুহাকে অধ্যে দিকে ক্লোকে ঠেলিয়া দিলেন।

কিন্ত আশ্রুষ্য, বাসন্তী কোন্ সময় প্রাণপণে নৌকাটা হ'হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। সে একটুখানি টাল্ কাইবা সাম্লাইয়া লইল, নৌকাটাও একটুখানি নড়িল। এবং তাহার কল হইল এই যে, প্রীপতির মনের ইচ্ছা বাসভীর ব্বিলা ফেলিতে আর দেরি হইল না। অক্ষকার কলীর উপর বাসন্তী তাহার খামীর মুখের পানে সকর্ষণ ভূটিতে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'ও, এতদিন ত' ভোমার বা মনোভাব আমি মুঝতে পারিনি। এই জন্তেই আমায় গলাম ভূমি নিয়ে আসবার জন্তে এও ব্যপ্ত হ'দেছিলে ?'

শ্রীপতি বলিলেন, 'এসব তুমি কি বল্ছ বাসন্তী ?' বাসন্তী বলিল, 'ঠিকই বল্ছি। তা তুমি আগেই বল্লে পার্তে!'

বলিতে বলিতে বাসন্তীর গলার আওয়ান্ধ দারুণ অভিমানে কর হইরা আসিল, চোথ দিয়া দব্দব্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'বাচা আমার আর উচিত নম্ন তা জানি। কিন্তু তোমারই জ্বন্তে মর্তে পারিনি। ভালই হলো, মরবার পথ দেখিয়ে দিলে।'

এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া বাসন্তী তাহার স্বাদীর পান্তের ধূলা মাথায় লইয়া ওাঁহাকে একটি প্রণাম করিল একং দেখিতে দেখিতে সেই অভনস্পর্ম গদার কলে ঝুণ্ করিকা লাফাইরা পড়িরা প্রবল শ্রোতের ভলায় কেন্দ্রিক দিরা বে তলাইয়া গেল কিছুই ঠিক ঠাহর ছইল না।

'গেল-কোল' বলিয়া জীপাতি হাত বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাঝি ছুইজন হাঁ হাঁ করিয়া উটিয়া দাড়াইল, শিতকা নেই কলকনে প্রতা কবেয়া উপর একজন মাঝি বাল্যাইয়া পড়িল, বিক্তা শ্লাই বিশ্ববন্ধ পাতার কাটমা এনিক-ওনিক বুঁজিয়া পেৰে লৌকাছ উট্টা বলিল, না বাবু লাল ডেলিয়ে গেছে।

শীপতির মূবে কথা নাই, চোবে কল নাই। নিশ্ল পাধাপমূর্তির ৰত তথন তিনি এফেবারে শক্ত কাঠ চ্ইন্ন গিনা একদৃষ্টে নদীর জনের দিকে তাকাইরা আছেন।

নৌকার মোড় ফিরাইয়া মাঝিরা তীরে আদিরা পৌছিল। ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঞ্জিপতি নৌকা হইতে অকতরণ করিলেন। মাঝিরের পদ্ধানা দিয়াই তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি ভাজিল কিরিয়া দাঁড়াইলেন। পকেটে হাত দিয়া চার-পাচটা টাকা একগবে জ্বলিয়া আনিয়া মা শুণিয়াই তিনি এক অন মাঝির হাতে তুলিয়া দিয়া ফাাল্ ফাাল্ করিয়া দেই অককার ক্রম্বর্ণ ফোত্রতীর দিকে কিয়থকা ভাকাইয়া য়হিলেন, তাহার পর সহসা কিলোরীর কথা ক্রন পড়িতেই ভাড়াতাড়ি কোথার কোন্দিক দিয়া বে আদৃক্ত ইইয়া গেলেন কেইই দেখিতে পাইল না।

মাঝির। বলাবলি করিতে লাগিল—লোকটা পাগন হইয়া গেছে।

শহরের পথে ন্সাসিয়া শ্রীপতির ইচ্ছা করিডেছিল, পায়ে হাঁটিয়া নয়, প্রাফী চড়িয়াও নয়, উড়িয়া বদি ভিনি কিশোরীর কাছে গিয়া পৌছিতে পারেন ত' ভাক হয়।

যাক্, বাসন্তীর কথা ভাবিয়া আর লাভ নাই। এইবার কিশোরীকে লইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিশ্চিত্তে নির্ভাবনার পর্যানন্দে তাঁহার দিন কাটিকে।

কিন্ত অবাক্ কাণ্ড, শ্ৰীপতি গাড়ী হইতে নাৰিল উকালের বত ছুটিয়া গিয়া কিশোরীর বত্তে চুক্তিছা বেকিলেন বর ক্ষকার, কিশোরী নাই।

. क्रांकिटनन, 'क्रियांत्री! किटनांत्री !'

আছকার বরের মধ্যে কাহারত কোনক সাজাবিদ্ধ পাওয়া সেকুনা।

আলো আলিয়া বেধিলেন, ঘরের আসবাবপত্র বেধিক কেলটি টিক ভেষনিই আছে আ তে এক কালোকীয়ার বাফী বিভিন্ন সভা টকা ভিলি সম্ভিত্তভানিকীয়াক সেই গহনা ও টাক্লার বাবাট নাই, আলমারির কাপভ ভাষার মধ্যে ভাল ভাল বাহা ভাহাই লইয়া গিয়াছে।

খুনে আসামীকে আলায় দেওয়ার ভয়েই বুঝি কিশোরী প্ৰায়ন করিলাছে। কিমা আর কিছু মতলৰ আচে কি না তাই বা কে জানে।

নি:সম্বল এপতি পথে-পথে কিশোরীর অফুসন্ধান क्तिया (फर्जन।

কিন্ত কোপায় কিশোরী ? স্বেচ্ছায় যে নারী নিরুদ্দেশ হইয়াছে ভাহাকে খুঁজিয়া ৰাহির করা কঠিন। তব গ্রীপতির খুঁজিবার বিরাম নাই। তাঁহার জীবনের যা-কিছু সমল সবই ত' তাহার কাছে !

দেদিন সমনি এক গভীর দ্বাত্তে কলিকাভার একটা জনহীন নোংরা পথে এপিতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, महमा छाँहात मत्न हहेन, कात्नत कारह रक रवन विनन, 'श्टला चन्छ १'

শ্রীপতির সর্বান্ধ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ম্প্রই বাসন্তীর বর্গমর ! পিছন ফিরিয়া ছেখিল, কেহ নাই।

সেই দিন হুইতে শ্ৰীপতির আধার এক নৃতন উপদর্গ क्ियारह। मित्न इश्रुत यथन उथन त्करमहे मत्न इय, ৰাসন্তী তাঁহার পিছু ধরিয়াছে। স্থাপে কিশোরী, পশ্চাতে বাসভী! শ্রীপতি কি যে করিবেন কিছুই বুঝিতে পারেন না।

অমাত অভুক্ত কুধার্ত শ্রীপতির তবু সন্ধানের বিরাম নাই। কিন্তু দিবারাত্রি কোনও অশরীরী প্রেতাত্মা যদি এমনি করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে ড' তিনি চলেনই বা কেমন করিয়া।

## রাধা

—কবিডা—

ঞ্জিদিলীপকুমার রায়

মন্দিরে কেছ আজো শুক্ত এ দেহ-গাহে নি তো সেই বন্দন। আশা-বীপিকায় এলো না তো হায় মোর সে-অতিথি ফুলনন্দন !… রহে প্ৰতি তমু-অণু বন্ধ্যা... নিভি অৰেলায় নামে সন্ধ্যা… কোন मृत निश्वज

নূপুর নিভূত वाट्य ला डेमानी-त्रधन...

ভাহে পঞ্চর তলে की छवा छेशत

व्यक्त-भाषांत्र व्यक्त

ইড়ি উতি চাই… জ্ঞারে তো না পাই শ্বসি ৰাহাত বিলন-বঞ্চিত

निर्मात करन মোর মৰ্শ্ব-স্বতলে व्यार्थन-मीन मिष्ठा !...

ইণিতছাতি ভাবি' বাব তারি क्त्रि वत्रन...नगरक चाविनात्र---

হ যু গোনামুঠি হায় ্ধলামুঠি প্রায় বিনা মোর চিন্নবাছিত !...

थुं जि কোণা সে-কলিকা कारम त्थ्रमभिशाः

যে-পরাগে ত্রন্থ গদিত ?

(चाथत्र)

আমি ইতি উতি চাই পাই না…

স্থি পাই না…

चाट करा मि भारे ना...

त्कन हाहिल अमिन भारे ना १···

वैनि चाला वास ভার

> শত্তর-মাবে ধরিতে ধাইলে পাইনা

धनिएक ठाइँक शाहे ना ?

কেন वाद्य रानि नरे नाना अने मूनि अरे वित्रह बाहान वजना

মোর বিথারে পরাণে জাগরে ধেয়ানে	च्छन्न-हत्र्व-विमनी ;
দেয় ও কী কাণে মন্ত্ৰণা ?	প্ৰভূ লুঠে এপদে বন্দিনী;
ও কী ঘর ছাড়া রাগে ঝছল ?…	প্রেয় ধক্ত চরণ-অর্চিনী;
কোন্ ছাগ্রা-মঞ্জীর শিক্তিল ?…	ওই রাতৃল চরণ স্বণিত গোপন
रमात्र वन्नी चनन	<b>मृब्धाल-वै</b> षि विस्ति ;
কাটে বন্ধন•••	আৰু সফল স্থপন রাধিকা-জীবন!
কাঁপে অভিসার উন্মনা !…	মৃজিং লভিল বনিদনী;
ষবে— "কুল ভেয়াগিয়া	হ'ল किसती नीना-मिस्सी
আয় আয় প্রিয়া"—	তব কৰুণায় সে অশব্ধিনী।
গায় মুরলিয়া মৃচ্ছনা !…	যত চিস্তা-দাধন হৃদয়-রাধন
( আঁপের )	চেতনে কাঁপন স্পন্দে…
কত মৃচ্ছন।…	যত উছাস উছল চলচঞ্চল
স্থ্র- আল্পনা	দীপ্ত তোমারি ছন্দে…
আঁকি' দেয় অভিসার-মন্ত্রণা !…	প্রতি দেহকণা…লছ বিস্কৃ
যায় ধীরে ধীরে আঁধা কেটে—এ কী ! বাধা	<b>ভ</b> ধু তোমারি—হে দানসিকু !
শৃশ্বলও হয় কি কিণী।	তুমি হরষ বেদন
কোন্ অচিন পুলকে নিধিল ঝলকে…	জীবন মরণ
পर्य भाष्र बाजनिक्ती !	ৰাহা দিবে—সে আন <b>ন্দে</b>
বাশি আরো কাছে উঠে বাঞ্চিয়া!	মোর লুক্তিত.ভূমি
भन्ना नीत्न नीत्न यात्र शावित्रा !…	চিত্ত কুহুমি'
ওকে শ্রামল মোহন !…	উঠিবে অমৃত গদ্ধে।
थमत्क हत्रग !…	( জাঁধর )
ভাকে:"আয় লীলাস্ত্ৰিনী !"	মোর চেতনা-রক্ষেরক্ষেূ
আবি লভিল কি কৃল	গুণি! তোমারি ছল মস্ত্রে,
বরিয়া বিপুল	मम नम्मत्न तैथू च्यत्र ८ थममधू
মৃক্তিরে চিরবন্দিনী ?	ভোমারি মলম্ব-চক্রে !
( জাঁধর )	প্রভূ দিবে যায়…
প্রভূ, এ কী লীলা ডব হেরি অভিনব	প্রিয় যাহা দিতে তব প্রাণ চায়…
মোরে ডাকো—"রাধে সন্ধিনী !"	তুমি দিও ভায়…
নাথ কমল-চরণ বন্দি' শরণ	আমি নাহি করি কোনো প্রশ্ন—বরণ
মাগিছে হে চির-বন্দিনী।	ক্রিব নামিয়া তব পায়
মোর বাহা আছে হায়, লহ' লহ'—পায়	গীতি ছব্দে…
রেবে <b>গ ভগু শরণা</b> র্থিণী।	ভব শরণ-বরণানন্দে।*
আমি ধন্ত কেবল আজিকে ভামন	<ul> <li>"चनामी" हरेएछ</li> </ul>

## আসামের প্রাচীন নৃত্যভঙ্গী

শ্ৰীধৰ্মনাথ ডেকা বি-এ

প্রাচীনকালে আসালে নৃত্যকলার বিশেষ আদর ছিব। খুটার নবম শতালীর ভাস্কর্য্যে এই দেশের স্বাশিবের মূর্ত্তিতে ভারতীয় নৃত্যের বিশিষ্টতঃ ক্রছণ পাইতেছে।



শিবসাগরের জয়দোলের গাজে নানা ছীব্যক্তা
মৃর্ত্তি ও অক্সান্ত বিবিধ চিত্তের সহিত বিহনাটের ক্রিক্
অভিত আছে। এই প্রকার নানা ছাপতা ও ক্রিক্
শিল্পের বিবরণে প্রবছের কলেবর বৃদ্ধি না ক্রিকা
নিমে তেজপুরে আবিভূত মৃত্যুছকীবৃক্ত ভার্ম্বা প্রকাশিক
হইল। ইহা নৃড্যের অতি আছি অবছার নিংশ্

আসাম দেশের প্রাচীন মৃত্যভন্তীসকল এখন ।
সমাজে বিভ্যান। এতংসকে কামরপের প্রচলিত
দেবধনী-নাচের করেকখানা প্রতিকৃতি মৃত্রিত হইল।
এই প্রতিকৃতিগুলি প্রাচীন নৃত্যের ভাষভদী প্রকাশ
করিবে। কিন্ত অধুনা দেবধনী নাচের অনেক অবস্তি
ঘটিরাছে। "হুর পরিচয়" প্রবের ১৪৪ পৃঠার উলিমিঞ্জ

প্রাচীন নৃত্যভদীর নিদর্শন আছে। মন্দিরের গাত্তে এবং বিক্লিপ্ত শিলাধতে এই নৃত্যভদী অভাপি দেখিতে পাওয়া যায়। হাজো, ভূবি ও দেবগ্রামের দেবালহের নর্ডকীর নাচে এবং কামাখ্যার দেবধা ও দেবগনীর নাচে আসামের প্রাচীন নৃত্য এখনও বিভ্যমান। অহগ্রথিত "ভাওনা" অভিনয়ে এবং স্ত্রেধারীর নাচে
গ্রের বিবিধ ভদীর এখনও অন্থালন হইতে পারে।
কান কোন প্রাচীন প্রকেও নৃত্যপরায়ণা লী বা
নর্তনীর চিত্র অভিত আছে। কামরূপের মদন
নামদেবের মন্দিরের একটা ভর্ম প্রস্তার মৃতিতে শৃলার
পেসর নৃত্য-পরায়ণা নর্তনীর নিদর্শন আছে। শিগুরীর
নাপেশর মন্দিরের কিলাতে এবং তেজপ্রের হর্জর
বার শিবমন্দিরের কতিপর শিলাতে নৃত্যভদীর নিদর্শন
হৈছে। নীলাকে প্রত্যের বাবে একটা রহৎ শিলাবতে
ারত ইক ক্রেরের মুর্বিভ আছে। নটরার



শাল ক্ষনাছবাহী অভগোঠন, দেহনোদৰ্শ্য এবং বুড়োছ বিবিধ ভদীসকল এই প্ৰতিকৃতিক্তিক কৃত্যুৰ প্ৰকাশ গাইবাকে জাহা বুড়াবিলুগুণের বিচার্থ। দেবধনীনৃত্য "ওঝাপাণি" গানের আছ্বলিক। এই ওঝাপাণি প্রধাণতঃ তৃই প্রকার,—(১) "বিরাহ" গাওয়া



৫ বং (২) "শুকনান্দী" গাওয়া। প্রথম বিধে মহিধ-মান্দ্নী তুর্গাদেবীর পদ গীত হয়। বিতীয় বিধে পদ্মাদেবী বা মুনসাদেবীর পদের সহিত স্ক্কবি নারায়ণদেব রচিত



त्वहना-निषम्पत्वत भन शिक हय। इहे श्रकांत भएनहे एनवंबनी नां हिनाएक शांद्र, एत्व "क्कनानी" भन भाहेरक इहेरन दिवबनी नी इहेरन हम ना। दिवबनीत भवितर्क दिवबाक नोहिं। मेक्कर दिवबा के नक्कीरक

দেবধনী বলা হয়। দেবধনী সচরাচর চিরকুরী ইইয়া থাকে। ওবাপদ গীত আরম্ভ করে, সদীদল ান ধরে আর দেবধনী সেই পদের লালিতা অহ্যায়ী সহ বা তাল-মান রক্ষা করিয়া বিবিধ ভঙ্গীতে নৃত্যু বরে। সদীরা সর্বাদা মন্দিরা বাজায় এবং দেবধনী নাচর সময়ে কথন কথন ছোট ঢোল বাজান হয়। তথা পদ গাহিতে গাহিতে নানা প্রকারের মূজা ঘারা রেরক্ষ ভাবে জ্যোতার মন-আকর্ষণ করে দেবধনীকেও সেই রক্ষে নাচের আহ্যুক্তিক শরীরের ভঙ্গী এবং



হাতের মুদ্রা বারা নৃত্য করিতে হয়। দেবধনী আদামে প্রচলিত রূপসকলা পরিচালন করে। বৃক হইতে জায় প্রাপ্ত প্রশন্ত একথানা রক্তবর্গ কাপড় মেধলার উপরে জড়াইয়া পরে। বৃকের উন্নত পয়োধর একথানা ফুলতোলা গামছা বারা পৃষ্ঠদেশে খুব শক্ত করিয়া বীধিয়া রাখে। ওঝা গেক্ষয়া কাপড় ও জামা পরে, মাধার দীর্ঘ পাগড়ী: বাঁধে, কাণে-কুগুল ও কপালে কোঁটা বা রেখা দেয়।

দেবধনী নৃত্য প্ৰধানতঃ এই কৰ প্ৰকাশ-(১) "ব্লনি নৃত্য" (২) "ভিট্ডি" বৃত্য (৩) "বাজ বৃত্য (৪) দেবনৃত্য (৫) বৰ্ষবৃত্য (৬) জিলি বৃত্য (১) কিলি নৃষ্ (৮) সুৰ্ণী নৃত্য (১) "চালি" নৃত্য (১০) চণ্ডীনৃত্য (১) ভবানী নৃত্য (১২) ব্ৰহ্মানৃত্য (১৩) সদাশিব নৃত্য।



দেবধনী ও ওঝা কর্তৃক চণ্ডী ও সদাশিব নৃত্য দর্শন কালে বহু প্রকারের অভ্ত ভঙ্গী দৃষ্ট হয় এবং নটরাজের নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গীর সহিত এই হুই নাচের নৃত্যুভঙ্গীর অমবিত্তর সাদৃশ্য পরিনক্ষিত হয়। এতৎ সম্পর্কে দেবধনী নৃংত্যের কয় প্রকার প্রতিষ্কৃতি প্রকাশিত হইল। সঙ্গে নটরাজের নৃত্য ভবিষায় উৎক্লষ্ট নিদর্শনও প্রকাশিত হইল। আশাক্রি প্রাচীন



কামরূপের তথা ড়ারতের নৃত্যকলার বিশিষ্ট্র প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত এইগুলি নৃত্য ও পুরাত্ত্ববিদ্গণের প্রনিধানবোগ্য হইবে।

## "অঞ্জল"

গ্রীমতী মাহমুদা বায়

ওবে ও অঞ্জন !
তুই কোথা হতে এলি বল ?
তুই কোথা হতে এলি বল ?
তুবে তুই, নিভূতে থাকিস্ ভূড়ে,
হন্দ্ৰের, কেন্ সে গোপন প্রে ?
কলে কলে হায় কেনরে আসিস্
আমার নয়ন গাতে—
ক্রে উপাধান করিস সিক্ত
নীর্ধ নির্ধ রাতে।
তুরে বাধন হারা অঞ্জন !
অব্বারধারা সম তুইরে চক্ত্

না মেনে শাসন-ঐ উষ্ণ জল তোর—

সহিতে পারেনা মোর—

কোমল নয়ন।

ও মোর অঞ্জল !
তুই কেনরে এমন চপল,
কি হবে মিছে কাঁদিয়ে বল ?
সে অকলণ—গ'লবে না রে —
গলাবি ভায় কেমন করে ?
ভগুই চরণ কয়বি সিক্ত

## স্বামীঙ্গীর জন্মতিথি

## क्यांत्री हाशातिवी

- बंबान बारा बाबी विदिकानत्मत्र बन्न- छिथि भूजा। মুক্ত পুর্বে এই ভিথিতে খামী বিবেকানন্দ বাংলায় আৰকীৰ্থ হন। রাজা রামধোহন রার হইতে ভারতবর্ধের म्ब-बानदालद यून। जाका जामरमाहन बाब निर्क भाक इक्का देवितक धर्म श्राठात कतिवात (ठहा कतिवाहित्तन । এই মুলে এক্ষাত্ত রাজা রামমোহন রাবের ভিতর প্রথর 📲 ও বছ-চিভাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা শ্লীৰবোচন রায় সমত্ত হিন্দুকাতির সর্কবিধয়ে উন্নতির ভভাক। জী ছিলেন। সেই জ্বন্ত তিনি সমন্ত বিবয় লইয়া লালোচনা করিয়াছিলেন। রাজনীতি তাঁহার নিকট 🖦 🕶 🗲 না। তিনি নব্য-ভারতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন! কেশবচন্ত্র দেন বৈফাব ধর্মের সহিত প্রসীয় धल्क्ष्य शिनन कतिबात आशांत भारेशाहित्तन: कांत्रन अहे ছটি বিষয়ের প্রভাব তাঁহার ভিতর যথেষ্ট ছিল। ধর্ম. সমাজ ও রাজনীতি যে পরস্পর অকালী এ জ্ঞান বাজা রামমোহন রায় ব্যতীত আক্ষণমাঞ্জের ভিতর ছৎকালে আর কাহারও ছিল না। সে সময় তাঁহার মতো পরাধীন স্বাভির ব্যথা কেহ তত্টা অহতব করিতে পারেন নাই।

বামী বিবেকানন্দ কিন্ত বর্ত্তমান ভারতের প্রথম জাগ্রত প্রতীক্। বামী বিবেকানন্দই প্রথম জাতির জন্ম-বাত্রা জারত করিলেন। তাঁহার ত্যাগ, লোগ্য, বীর্যা ও তেলোলাপ্ত বাণী জাতিকে সজাগ করিয়া দিল। খুমন্ত জাতিকে একেবারে দাঁড় করাইয়া দিলেন, অন্তন্ম বিনয় করিয়া নয়, গালিগালাজ করিয়া নয়, ভঙু ধান্ডা দিয়া বলিলেন, "অনেক ব্লিমেছিল এবন মান্তবের মত মান্ত্র হয়ে একবার দাঁড়াঃ আহাজক। তোর সমাল, তোর ধর্ম কর্ম, তোর নেশ জালামে চলে বাচ্ছে আর তুই এবন খুম্জিল্? নিজের মন্ত্র নাম নির্ম্ হক্ত ভোর মন্ত ক্রুবে নাম্ব

বাল্যকালে বদিও সামীলী আদ্দমালে ধর্মের জন্ত্র
মিশিরাছিলেন কিন্তু আদ্দ সমালের প্রভাব উাহার উপর
বিশেষরূপে বিভার করিতে পারে নাই। সামীজীর সময়
কেশবচন্দ্র সেন বজীর যুবকদের একমালে নেণ্ডা ছিলেন।
কেশবচন্দ্র সেনের বাক্য যুবকদের নিকট বেদবাক্য ছিল।
অর্থচ আশ্চর্ম্বের বিষর স্বামী বিবেকানন্দের উপর কেশবচন্দ্র
সেনের কোন প্রভাবই পড়িল না। স্বামীলীর-জীবনে
বাল্যকালে তু'টি ব্যক্তির প্রভাব বিভার লাভ করিয়াছিল—
বুদ্ধদেব ও হার্কাটি স্পেন্সর। চিন্তা-ভগতে তু'জনাই
বির্মবী ছিলেন। সেই জন্তু স্থামী বিবেকানন্দ পরবর্ত্তী
জীবনে চিন্তাজগতে একজন প্রেট বির্মবী হইয়াছিলেন।
একথা সত্য অবশ্র পরবর্ত্তী জীবনে প্রীরামক্ষের প্রভাব
ভাহার জীবনীতে মধেন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামক্তক্ষেবের মন্ত্র শিষ্য হইণেও তাঁহার নিজস্ব একটি চিস্তাধারা জগতে দিবার ছিল যাংগ তিনি নিজীক স্থাব্য বোষণা করিয়া গিয়াছেন।

সাধারণত: সামীজীর জীবনী অধ্যয়ন করিলে আমরা প্রথমে দেখিতে পাই—উহার আআনির্জরশীলতা। পরস্থা-পেকিতাকে তিনি ঘুণা করিতেন। তিনি মুজাতিকে আআনির্জরশীল হইবার জন্ত বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আনিতেন আজনির্জরশীলতা ব্যতিরেকে জীবের মলল হইতে পারে না। ফুর্কলতাকে তিনি আনরের সহিত ঘুণা করিতেন। তিনি জানিতেন, মাবীনতা ক্যতিরেকে মানবের আআমর্য্যালা হব না; আজক্র্যালা ব্যতিরেকে জীব কোন শুভক্র করিছে পারে না। কেইজভ তিনি আলাহিকে বলিয়াছিলেন, "হউন স্বিভিন্ন বা বানচক্র বা ধর্ম্মালোক বা আকবর পরে বাহার মূথে কর্মাল আছ ক্রিয়া দেয়, তাহার আম উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয়। স্ক্রিবিয়ে অপরে বাহাকে রক্ষা করে, ভার্মার বার্মানিক স্থানির বা বাহাকে স্থানী করে। আকর্মান ক্রেয়ার বাইবার শক্তি লোপ হয়। স্ক্রিবিয়ে অপরে বাহাকে রক্ষা করে, ভার্মার বার্মানিক স্থানির স্থানির স্থানির বার্মানিক স্থানির স

को जिल्ल विनिष्ठ मुनाल नीच नाम लिल हरेमा बात। দে: চন্য রাজা খারা পালিড প্রজাও কখনও খারভুশাসন भित्र ना, शत्रमूथा**रशकी इरे**शा करम निवीर्ग ७ निःमक्ति চুটা যায়।" ভিনি **জানিডে**ন নিজের উপর বিশাস না চ্টাল কোন কাজই সভবপর নয়। তিনি দেখিয়াছিলেন. ক্রণকের প্রক্রোক ক্রাতি নিজের উপর বিশাস র।ধিয়া মাত্র ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেচে। উন্নতির মধ্-महात **आणा**निर्दत्नीमछा । आणानिर्दत्नीम ना हहेत्म তোনত্ৰপ উন্নতিই সম্বৰপৰ নতে। জগতের কোন নর-নাবীকে ভিনি পরাধীনভায় জীবন-যাপন করিতে প্রদ कविराजन ना। जामीकी विनाजन, "हेश्वांक नव-नावी অপেকা আমরা কম বিশাসী: সহস্রগুণ কম বিশাসী। প্রভেদ এই, ইংরাজ নিজের উপর বিশাসী ভোমরা নহ। দে বিশ্বাস করে, সে ধর্মন ইংরাজ, তথন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে. এই নিখাদ বলে তাহার অন্তর্নিহিত ব্ৰু জাগিয়া উঠেন, সে তথন যাহা ইচ্ছা তাহাই ক্রিতে পাৰে। অভএৰ আপনাতে বিশাদী হও।"

ছ্র্মনভাকে ভিনি স্থা করিভেন। নিজে বলির্চ ছিলেন, সেই জন্ম সমস্ত নর-নারীকে ভিনি স্বলভার উপদেশ দিভেন।

"আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমরা হর্মক, আমরা অতি ছ্র্মক। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্মকা। এই শারীরিক দৌর্মকা আমাদের অন্ততঃ এক হতীয়াংশ ছংখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কার্যা করিতে পারি না; আমরা পরস্পারকে ভালবাসি না; মামরা খোর খার্থকর, আমরা ভিনজর একসঙ্গে মিলিকেই পরস্পারকে খুণা করিয়া থাকি, প্রস্পারের প্রতি উর্ব। করিয়া ধাকি।

ইহার কারণ কি ? শারীরিক মুর্বাগতাই ইহার কারণ।
হর্মন যতিক কিছুই করিতে পারে না। আমাদিগকে
ইহা বদলাইলা স্বল মতিক হইতে হইবে। আমাদের
্বকগণকে প্রথমতঃ স্বল ছইতে হইবে; ধর্ম পরে
াসিবে। ভোমাদের আহুকে সভেক কর। আমাদের
ধার্ভক—লোহ ও বল্ল মূদ্র পেশী ও আহু সম্পন্ন হওরা।
বামরা অনুক্রিন ব্রিয়া কারিবাহি। এপন আর

কাঁদিবার প্রবোজন নাই, এখন নিজের পারে ভয় কিরা
দাঁড়াইরা মান্থব হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই
বাহাতে আমাদিগকে মান্থব করিতে পারে। আনাদের
এখন এমন সকল মতবাদের আবস্তুক বাহাতে আমাদিগকে
মান্থব করে। যাহাতে মান্থব প্রস্তুত্ত হয় এমন সর্বাজন
সম্পার শিকার প্রবোজন। যাহাতে তোমার শারীরিক,
মানদিক বা আধ্যাত্মিক তুর্বাগতা আনম্ম করিবে ভাষা
বিষ্বৎ পরিহার কর।"

স্থামীজীর বেদান্ত প্রচারের মূল কারণ ংইল আছিছে ৰীৰ্যাবান করা। তিনি জানিতেন এক্যাত বেদা**হখাতা** कां ज्या मन्त्र करा शहेर्य । वर्त्तमात्म जिक्कारास्य शासा u (मर्म (कान छेलकात इहेरव ना ) (वमारखत बाहा है জাতি আঅনিত্রশীলতা শিকা পাইবে। তিনি বলিয়া-किटनन. "आमारतत रहरण अथन आद कांत्रितात ममय नाह-এখন কিছ বীর্ষ্যের আবশ্রক হইয়া পড়িয়াছে। তমি আপনাকে তুর্কলভাব, তবে তুমি তুর্কল হইবে, তেজখী ভাবিলে তেজখী হইবে। তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব,তবে তুমি অপৰিত্ৰ; আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। সেইজন্ম বাহাতে জাতি তেজন্বী হয়, বীৰ্যাবান ও মেধাবান হয়' ডাহার চেষ্টা তিনি আমরণ করিয়া পিয়াচেন। জাতিকে এরপ আশাপ্রদ বাণী বর্তমান যুগে স্বামীনীর পূর্বে কেছ अनाय नाहै। ष्रदेव उर्वात श्रवादित युन खेल्ल इरेन वां किरक, बनाराज्य क्षराज्य नज्ञ-नाजीरक नवन, नराज्य करा। তাঁচার জীবনের একমাত্র বাসনা ছিল যাহাতে প্রত্যেক ভাতি স্বদ, বীৰ্য্যান ও প্রস্পারের প্রতি স্হাত্ত্ত্তস্পত্র इस् व्यवक्रवान निका तम्-विक रेननवावका व्हेरक्ट ভোষাদের স্থানগণ তেজ্বী হউক: নিজের পারে मित्यता नैाफ़ाहरू निथ्क ; नाहनी, नर्कवती ७ नर्कश-সহ হউক। হাহাতে মানবৰ নষ্ট হয় খানীলী ভাহার (बाज विद्यारी किरनन। तन्यक श्राहत कतारे जीहान कोरमा उठ हिन।

খামীজী নিজের জাতিকে কথনও গালি দেন নাই। ডিনি জানিডেন গালিগালাজ বা নিজা করিবা, কোন সংখার করা বার না। ডিনি বলিডেন,—"Denunciation is not the way to uplift &

यादाबाद निम्हाबादाब nation" কথাটা অভিসভা। ষারা সংস্থার করিবার চেটা করিয়াছেন, তাঁহারাই অকুতকার্য্য হইয়াছেন। এগিয়ে যাওয়াই তাঁহার স্বভাব চিল। তিনি নিজে আগাইয়া যাইতে আনন্দ বোধ করিতেন ও জাতিকে আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্ম প্রাণপন চেষ্টা করিয়াছেন। অভীতের মোহে তিনি আক্লয় ছিলেন না: সমাধে আগাইয়া যাওয়াই ছিল তাঁর বাণী। "পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল দেখিতে ঘাইও না-এগিয়ে যাও, সম্মুথে, সম্মুথে একজন পড়িতে আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে। আমি আমার জাতিকে বলি.— যাহা করিয়াছ, বেশ করিয়াছ: আরও ভাল করিবার চেটা কর। আমরা একছানে চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিনা। যদি একস্থানেই বসিয়া থাকি. তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। হয় আমাদিগকে সম্বাধে নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে। হয় আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে নতুবা আমাদের অবনতি হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়া—ইহা কিরুপে হইতে পারে ? ভাহা হইতে পারে না; ভাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে না। পশ্চাতে হাটিলে জাতির অধঃপত্তন ও মৃত্যু হইবে। অতএব অগ্রসর হও এবং মহত্তর কর্মদমূহের অফুষ্ঠান কর। ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তবা।"

স্বামীকী ছিলেন, বিরাট প্রতিভাসপার শ্লামী তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয়ই আজকাল সকলে চর্চা করিতেছেন। আজ যে অস্পৃত্যতার সহজে দেশময় আন্দোলন হইতেছে—সেই দরিদ্র নারায়ণনের জাগ্রত করিবার জন্ম স্বামীজী প্রাণণন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের দরিজনারায়ণদের স্বাগ্রত করিবার চেটা সামীলীর পুত্রকারলীতে ওতঃপ্রোভভাবে আবে। তিনিই প্রথমে বর্তমান ভারতবর্ষে এই আন্দোলন আনমন করেন। দরিজনারায়ণদিগকে লাগরিত করিবার উদ্দেশ্যেই স্থানে স্থানে মঠপ্রতিষ্ঠা। একবার জনিক অন্তথ্যমী স্থামিজীর হাত হইতে প্রশাদ লইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "স্থামীজী জাত যাবে না তো ?" তর্তরে স্থামীজী বলিয়াছিলেন, "জাত যাবে কিরে শ্রানা, জাত হবে। ভোদের কি কথনও জাত ছিল ? এবার লাভ হবে।

সংক্ষেপে স্বামীজীর বিষয় আলোচনা করা বিড্হনা মাত্র। কেবল আজকের দিনে শ্রন্ধাঞ্চাপনের জন্ত যংসামান্ত আলোচনা করিলাম। স্বামীজী ছিলেন বর্ত্তমান ভারতের সবিভা। শ্রন্ধেয় রবীক্রনাথ ঠাকুর মংগার একবার হংগ করিয়া বিলিয়াছিলেন,—"বর্ত্তমান ভারতের কুসংস্কার একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই তাড়িয়ে দিতে পার্ত্তেন; কিন্তু আমাদের হুর্ভাগ্য যে আমরা তাঁকে অল বয়সেই হারিখেছি।"

বর্ত্তমান ভারতকে জাগরিত করিবার ত্টিমাত্র পছা
স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন—ত্যাগ ও সেবা। স্বামীজী
বৃঝিয়াছিলেন যে,—ত্যাগ ও সেবার দ্বারা ভারত
যতশীঘ্র উন্নতির পথে অগ্রনর ইইবে অক্ত কোন উপায়
দ্বারা তত শীঘ্র সম্ভবপর নয়। এই মহা ক্ষবির জন্মদিনে
সমগ্র ভারতবাসী মুরণ করুক দেই স্বিতাকে বিনি
আজিও অজ্ঞাতে নবজাতির ধীশক্তি প্রিচালিত
ক্রিভেছেন।

ফাস্কুনে—স্থাসিদ্ধ লেখক শ্রীসোরীক্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের একটি স্থলর গল্প প্রকাশিত হইতেছে

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

ন**াপুর (ভোঁস্লে ছাট—** নাগপুরের রাজার নির্শ্বিত।

বলা ঘাট-

বালাঘাট গোয়ালিয়বের সিদ্ধিয়া মহারাজা কর্তৃক নির্মিত। ঘাটটী স্থানর এবং পঞ্চাঙ্গা ঘাটের দক্ষিণে ত্রাস্থিত। বাঙ্গা ঘাটের উপরে একটা স্থানর মন্দির মধ্যে গ্রিবালাজীর মন্দির।

পঞ্গকা ঘাট--

প্রবাদ যে এই স্থানে পাঁচটা নদীর জল মিশিয়াছে।
গদা, যমুনা ও সরস্বতী এলাহাবাদে মিশিয়াছে এবং সেই
জল গদা এখানে বহিয়া আনিতেছে। ইহা ছাড়া ভূতপণা
ও কিণা নামে ছটা ক্ষুক্তকায়া তটিনী বোধ হয় এককালে
এগানে গদার সহিত মিশিত। সে নদী নাই—শুধ্
তাহাদের স্বতি ও নাম্মাত্র রহিয়াছে।

পঞ্চাক ঘাটের উপর ইলেক্ ডিক আলোর দক্ষিণে একটা দিড়ি পাড়াভাবে উপরে উঠিয়ছে। এই দিড়ির ডানদিকে একটা ক্ষুত্র ঘরে বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারক রামানন্দের আদন ও পদচ্ছি আছে। রামানন্দ চতুর্দণ শতাকার একজন প্রাদিদ্ধ মহাপুরুষ। তিনি এই হানে বিদয়া ধ্যান করিতেন। যে বেদীর উপর পদচ্ছি রহিয়াছে, ভাহার গায়ে হিন্দীতে রামানন্দের নাম লেখা আছে। ইলেক্ ডিক ল্যাম্প পোটের পাশেই এই ঘর সংলগ্ন একটা মন্দির চূড়া আছে—ভাহার গায়ে ক্ষুত্র ক্ষুত্র কলসাকার গুটির ভায় থাকায় একটু নৃতন রক্মের দেখায়া। রামানন্দের আদনের ক্ষিণে দিকে যে সিঁড়ি আছে তাহা দিয়া বেণীমাধ্বের প্রজায় য়াওয়া যায়; কিছ এই সিঁড়ি অত্যন্ত পাড়া, এজত্ব তিতে কটা হয়।

त्वी माध्यक चार्ठ-

পঞ্চপদা ঘাটের উত্তরে বেশীমাধবের ঘাট। এই ঘাট ন্যা উঠিলে, ভানদিকে বেণীমাধবের মন্দির ও ের মসজিদের উপর বেশীমাধবের ধ্বজা। উপরে বিবার পদ্দে এই ঘাটটাই ভলি। বেণীমাধবের ধ্বজার উপর হইতে কাশীর দৃশ্য একটা দেশিবার জিনিষ।

ত্রিলোচন ঘাট-

প্রবাদ এইপানে বিকৃ শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। একদিন পূজার জন্ত সংশ্র নীলপদাের মধ্যে একটা প্ল



বেণী মাধবের ধ্বজা

পাওয়া গৈল না। তথন বিফুনিজের একটা চক্ষ্ উৎপাটন করিয়া শিবের অর্ঘ্য দেন। এইরূপে শিবের একটা চক্ষ্ বেশা হইল। সেই অবণি শিব তিলোচন।

রাজঘাট—

কাশী ষ্টেশনের কাছে ভাফরিণ দেতুর পাণেই এই ঘাট।

वक्रणा तक्रम ७ पारे---

বেশের ভাফরিণ বিন্ধু পার হইয়া উহার উত্তরে বন্ধুপা নদী বেখানে গুলায় মিশিরাছে সেই স্থান পাওয়া বাইবে। বন্ধুণা ঘাট নাটোরের রাণী ভবানী কর্তৃক প্রভিষ্ঠিত। এই ঘাটের উপরে আদি কেশবের মন্দির আছে। পঞ্চতীর্থ ও কাশী পরিক্রমা---

जिति. प्रभाषात्रमः, मिक्निका, शक्षत्रका । अ वक्ष्या-वह পাঁচটা ঘাটকে পঞ্জীর্থ বলে। কাশীতে বাঁহারা তীর্থ করিতে যান, তাঁহারা এই পাঁচটা ঘাটে স্থান করেন।

কাশীর সীমা বেষ্টন করিয়া একটা পথ আছে তাহাকে পঞ্জোশী পথ বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পথ প্রায় পঁচিশ কোশ হইবে। কাশী পরিক্রমা করিতে হইলে মণিকর্ণিকা ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া অসিঘাট হইয়া এই পথে ভ্রমণ করিয়া আবার মাণকর্ণিকা ঘাটে ফিরিতে হয়। পথে ষাত্রীরা কর্দমেশ্বর, ভীমচণ্ডী, রামেশ্বর, শিবপুর ও কপিলধারা চটীতে থাকিতে পারেন। এই পরিক্রমায় नाहित नाता।

বিশ্বনাথের গলি---

দশাশ্বনেধ ঘাট হইতে (গোধুলিয়ার দিকে) ঘাইবার সময় ভানদিকে বিশ্বনাথের মন্দিরের গলি পড়ে। এই গুলির তুই পাশে খেলনা প্রভাকির লোকান আছে। এই



বিশ্বনাথের মন্দির চুড়া

প্ৰিৰ ভিতৰ সোজা ঘাইতে হইবে। এই পথে বাঁ দিকের একটা বাড়ীতে সাক্ষী বিনায়কের সন্দির। ইহার পর अक्ट्रे मृत्त्र वे। मिर्कः द्वेक्टिक क्यः , कावशत >०१६६ नृश्य বাজীর কাছে ভানদিকে গেলেই চুকি গণেশ, অনুপূত্রিও विश्वनार्थत्र मन्दित्र रम्भा यात्र।

প্রথমেই বাঁ দিকে ঢুকি গণেশ; ভারপর বাম িকে সত্যনারারণের মন্দির; ভানদিকে অরপূর্ণার মন্দির। ইহার পর জানদিকে শনির মন্দির ও ভাহার প্রায় সংক্রে विश्वनात्थत मिना । विश्वनात्थत मिना प्रतिहा शिल कानवाशी (प्रथा शहरव।

চকের রাস্তা ( লাজপভ রায় রোড ) দিয়াও জ্ঞানতালী ও বিশ্বনাথের মন্দিরে যাওরা যায়। চকের রাস্তায় কার-মাইকেল লাইত্রেরী যে বাডীতে তাহার পরেই ভানদিকে (কোতোয়ালির দিকে ষাইতে) যে সরুগলি আছে, ভাহা দিয়া গেলেই জ্ঞানবাপী পাওয়া যাইবে।

দশাখ্মেধ বাটে স্নান করিয়া বেশীভাগ লোক ঘাটের मञ्जूरथत बाखा इटेशा विधनारथत भनि निया मन्तिरत याहा।

এই গলি এবং অরপূর্ণা ও বিশ্বনাথের মন্দিরের ভিতরে স্থান অভ্যস্ত সন্ধীৰ্ণ বলিয়া অৱেই ভীড় বলিয়া মনে হয়। এই ভীড়ে স্ত্রীলোক বিশেষতঃ বুদ্ধাদের খুব কট ও লাঞ্না ভোগ করিতে হয়। এইরূপ অসহায়। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ও মাতজাভিকে পদদলিত করিয়া বাহার। জগক্ষননী ও বিশ্বনাধকে দেখিতে যান, তাঁহারা কি পুণ্য অর্জন করেন ভাগ বলিতে পারি না।

মন্দির দেখিবার জন্ম পাণ্ডা লইবার প্রহোজন নাই। কাশীতে যদি কেই পরিচিত লোক থাকেন তাঁহাকে সংব नहेर्ड भातित स्विधा हग्न, डाहा ना हरेल वह वर्गना Cप्रशिश मकन स्थान (पथा साहेरव। পাঙারা কেবল पर्य-শোষণের চেষ্টা করে: মন্দির মধ্যে লইয়া পিয়া বল "নমঃ" বলিয়া মন্ত্ৰপড়াইতে আরম্ভ করে এবং প্রভাকশানেই प्रक्रिया जामाराज जन डिप्शीफन करता जानक नमह गाँ जा' (मशाहेबा (मब्र।

कानीत मिलत्स्तित अकृति विस्थय अहे द कानीवाह প্রভৃতি মন্দিরের স্থায় পয়সা আলায়ের বস্তু চেটা নাই। याजी किছू ना मिरा किए किए ना । क्या मार्ज मत्य वाकित्वरे या शामरवाम । THE CO.

पृण्डि नर्यमः--

চুক্তি গণেশ কাশীৰ রাজা হিবোলাসকে কাশী ঘুইকে ভাড়াইরা এখানে বিশ্বনাগকে **শানের**। চুতি গণেশের উপবিষ্ট মূর্ত্তি বিশ্বনাথের মন্দিরের গলি পথের ছারদেশে বামদিকে অবস্থিত।

অরপূর্ণার মন্দির:--

অন্নপূর্ণার মন্দির উত্তর মুধ। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলে সামনেই নাটমন্দির; ইহার মধ্যে অন্নপূর্ণা মৃত্তি রহিয়াছে।

অন্নপূর্ণা :---

অন্নপূর্ণার শুধু স্বর্ণনির্মিত মৃথধানি দেখা যায়। দেবীর স্মৃথে একটী শিবলিক। সন্ধ্যারতির সময় দেবীর সাথায় একটী স্বর্ণমূক্ট পরাইয়া দেওয়া হয়।

[ আংক্টের সময় সোনার অন্নপূর্ণা দেওয়া হয়; তাঁহার এক হাতে আন ও অন্য হাতে হাতা থাকে। সামনে শিব গাড়াইয়া ভিক্ষা করিতেছেন। এই মূর্ত্তি কেবল আন্নক্টের সময় বাহির করা হয়।

ষিতলের সোনার অরপূর্ণা—কার্ত্তিক মাসের রুষণা
চতুর্দনী, অমাবজ্ঞা ও শুক্ত প্রতিপদ তিথিতে মন্দিরের
বিতলে যে আর একটা অরপূর্ণার সোণার মূর্ত্তি আছে
তাহা সাধারণকে দেখিতে দেওয়া হয়; অক্যদিন ঘিতলের
এই মূর্ত্তি কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হয় না।

দ্বিতদের সোনার অন্নপূর্ণার মৃতি হৃদ্দর। তাঁহার বাম হাতে অন্নভাগু অন্ন হাতে হাতা। বাম পাশে বৌপ্যনির্মিত শিব অন্ন ভিক্ষা করিতেছেন। শিবের গলদেশে মুখ্যালা। অন্নপূর্ণার ডানদিকে সোনার লন্দ্রী ও বামদিকে শ্রিভূমিজী (ধরিত্রী দেবী)]

বাড়ীর ভিতর উঠানের মাঝধানে আরপূর্ণার মন্দির। এই মন্দিরের চারিলিক প্রদক্ষিণ করিলে এক এক কো<del>ণে</del> এক একটা দেবমূর্স্তি দেখা ঘাইবে।

অন্নপূর্ণা মৃর্ত্তির পশ্চান্তাগ বেদিকে মন্দিরের সেই অংশে অঙ্গনের তুইকোণে কুবেরেশর শিবলিক ও কুর্ব্যমৃত্তি আছে। গলি হইতে অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বামদিকে গেলে যে কোন ভাহাতে কুবেরেশর শিবলিক।

স্থাম্থি বেশ স্কার। স্থাববাহিত রথ সারথ চালাইতেছেন, রণোপরি স্থাদেব। স্থ রশি সাভট বঙে তৈরারী, একচ স্থোর সাভটা বোড়া করনা করা ইইরাছে। আরপূর্ণার মৃত্তির সমুখভাগ যেদিকে আকনের সেই
আংশের এক কোনে গণেশ ও সদর দরকার ভানদিকে
হুমুমান মৃত্তি।

অন্নপূর্ণার মৃর্তির সমুখভাগ বেদিকে অখনের সেই অংশের এককোণে গণেশ ও সদর দরজার ভানদিকের কোণে হন্তুমার্তি।

অন্নপূর্ণ। মূর্ত্তির মূব ঘেদিকে, সেই দিকে (পশ্চিমে)
বাটীর ভিতর আর একটা অঞ্চন আছে। এই অঞ্চনে
প্রবেশ করিলে বামদিকে খিতলের সিঁড়ির কাছে কালী
খাটের কালীমূর্ত্তি। তাহার পর একটা ক্ষুদ্র গণেশ ও পরে
লক্ষ্মীমৃত্তি।

এই অঙ্গনের সমুখেই (পন্চিমে) পাশাপাশি করে কটী ফুলর দেবমূর্ত্তি আছে; বামদিক ংইতে পর পর তাহাদের নাম দেওয়া হইল—ভগীরথ ও গঙ্গাবতরণ, লন্ধী নারায়ণ, রাম রাজা ও গণেশ জননী। এই মৃতিগুলির বর্ণনা নিমে প্রদত্ত হইল—

কালীঘ:টের কালী---

কালী প্ৰতিম। ঠিক কালীঘাটের মতন। নীচে বেদীর সন্মুধে শয়ান শিবমৃতি ধোণিত রহিয়াছে।

গলাবতরণ---

মহাদেবের মন্তকোপরি গলাদেবী দ্বর্গ হইতে অবতরণ করিতেছেন। মহাদেবের উপরের ছই হাতে জিশ্ল; নীচের জান হাতে কুঠার ও বাম হাতে সাপ। মাংসপেশী-গুলি স্থলর দেখানো যাইতেছে। উপরে জলত্যোতের মধ্যে গ্লামূর্ত্তি। মহাদেবের জানদিকে পার্ম্বভী ও বাম দিকে জগীবধা দুখামান।

কল্মীনারায়ণ—কল্মী ও নারায়ণের মৃষ্টি ছুইটাও ক্ষর।
রামরাজা—রাম ও সীতা বসিয়া আছেন; পিছনে
কক্ষণ, ভরত ও শক্রম দণ্ডায়মান। ভানদিকে ছল্মান।
রাধাক্ষয়—ক্ষের মৃষ্টি শেতবর্ণ।

গণেশজননী—শিব ও ছুর্গা উপবিষ্ট; ছুর্গার কোলে গণেশ।

নৃসিংহ অবভার—নৃসিংহ ও তাঁহার ভানবিকে প্রজ্ঞান। বলিরে করেকটা গল ও বহুর আছে। অন্নপূৰ্ণা মন্দির বিষ্ণু মহাদেও নামক একজন মহারাষ্ট্র দেশীয় ধনী কর্ম্বক নির্মিত।

শনি---

শনি মৃর্ভি বিধেশর মন্দিরের এশায় সমূখে পথের ধারে এডিক্টিভ।

রৌপ্যময় মুখমগুলে গোঁফ রহিয়াছে।

মন্দিরের কাছে গেলে পুরোহিত কপালে ভল্মের ফোঁটা দেন।

#### বিশ্বনাথের মন্দির --

বিশ্বনাথের মন্দির কুদ্রে হইলেও স্থন্দর। মন্দিরটী লাল বালি পাথরে গঠিত। মন্দিরের ছাদের উপর একটী ভূম (dome) আছে; ভাহার পশ্চিম দিকে লাল পাথরের চূড়া এবং পৃর্বাদিকে স্থানিতিত চূড়া; এই জন্ম এই মন্দিরকে সাহেবরা সোনার মন্দির বলে। মন্দিরটী ৩৪ হাত উচ্চ। মন্দিরের ঘার দক্ষিণ দিকে।

বিখনাথের প্রাতন মন্দির ভালিয়া আওরক্ষেব মসজিল তৈয়ারী করেন। বর্তমান বিখনাথের মন্দিরের কাছে যে মসজিদ দৃষ্ট হয়, পূর্বে সেইখানেই বিখনাথের মন্দির ছিল। এখন যে মন্দির দেখা যায়, তাহা অষ্টাদশ শতান্দীতে ইন্দোরের মহারাণী অহলাবাই তৈয়ারী করিয়া দেন। পরে পঞ্জাবের স্প্রাসিদ্ধ শিথ রাজা রপজিৎ সিংহ মন্দিরের উপরিভাগ সোনা দিয়া মৃড্য়া দেন।

মন্দির মধ্যে নাট-মন্দিরের মাঝধানে সমুখেই হে
শিবলিক আছে, তাগার নাম বৈকুঠেশর শিব। নাটমন্দিরের বাঁদিকে নেপালের মহারাজা প্রাদ্ত একটা
বড় ঘণ্টা আছে—যাত্রীরা সকলেই একবার ঘণ্টাধ্বনি
করেন। একটা ডমকও রহিয়াছে।

মাট্রমন্দিরের একদিকে বিশ্বনাধের হর ও অপর-দিকে পঞ্চামন শিবের হর ঠিক সামনা সামনি।

রৌপ্য নির্মিত বার দিয়া বিখনাথের নাট-মন্দিরের পূর্বেছিকে মৃদ্ধ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। নিজমূত্তি কুলাকার।

জাতিনির্বিশেষে সকলেই শিবের মাধার গলাকর ও বিষপত দিয়া শিব্লিকের উপ্লব্ধ হাতে বুকাইয়া থাকেন। রাজবেশ যথন হয়, এই লিক্ষের উপর একটা সোণার সাপ বসাইয়া দেওয়া হয়।

আরক্টের সময় শৃকারবেশ হয়। এই সময় শিবমূর্তি
কাপন করা হয়। এই মূর্তিটার (bust) মূধ একদিকে
আর বাঁকানো, মাধায় গলার মূধ; হাতে ডমক ও
সাপ। শিবের পাশে পার্বতীর মূর্তি দেওয়া হয়। এই
সোণার মূর্তিগুলি তুলিয়া রাধা হয় এং কেবলমাত শৃলার
বেশের সময় বাহির করা হয়।

নাট-মন্দিরের পশ্চিম অন্থশ একটা ঘরের মেঝের দওপানি শিবলিক। বেদীর উপর পঞ্চানন মহাদেবের অংশর মৃর্টি। এই ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণ ও ছুর্গা মৃর্টিও আন্তে।

নাট-মন্দিরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিলে মন্দিরের চারি কোণে দেবমূর্ত্তি দেখা যাইবে। চুন্টিগণেশের গলি হুইতে প্রধান দার দিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলে দারের ডানদিকের কোণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে (বিশ্বনাথের মূর্ত্তির ডানদিকে) অবিমৃক্তেশর (বা মৃক্তি-নাথ) শিবলিক ও বামদিকের কোণে (অর্থাৎ নৈশ্বভ কোণে) লক্ষীনারারণ।

বিখনাধের বামদিকে যে কোণ অর্থাৎ ঈশান কোণে (অবিমৃত্তেশ্বরের সামনা সামনি) একটী ঘরে অন্তপূর্ণা। মন্দিরের ঐ পাশের বাকি কোণে অর্থাৎ বারুকোণে (জন্মীনারায়ণের সন্মুখে) পার্কতী মূর্ম্বি।

এই তুই দেবমৃতির মাঝগানে পশ্চিমদিকে মন্দিরের একটী পথ আছে। তাহা দিয়া গেলে বাদিকে প্রথমেই জানন্দ-ভৈরবের মৃত্তি। তারপর মৃত্তি মণ্ডপ-এবানে বছসংখ্যক শিবলিক সারি সারি প্রতিষ্ঠিত রহিরাছে; উহাদের বাম পাশে কপিল মৃনির মৃত্তি। মৃত্তিমঞ্পের সন্মুধে ভানদিকে সাবিজ্ঞীর মৃত্তি।

## বিশ্বনাথের আরডি---

বিখনাথের সভ্যারতি একটা দেখিবার শিনিব।
আটজন পুরোহিত মঙ্গির মধ্যে স্থানীয় মন্ত্রপতি ক্ষিত্র থাকেন। একজন বড় ভনত এক হাতে কইনা একটা
কাঠি দিয়া ভাষ দেন। পুরোহিতের স্থানের মালাভিনি
গোলাকার করিয়া শিবলিন্দের চারিদিকে একটিক

আর একটা দিতে থাকেন এবং শেষে শিবলিক ফুলে চাকিয়া যায়।

একটা রূপার বাঁকের মত জিনিষের উপর পাচটা সাপের ফণা আছে। সেইটা শিবলিঙ্গের উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর যে কুণ্ডের মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে তাহার চারিপাশে বেড় বসাইয়া উহার উপরে কতকগুলি প্রদীপ জালিয়া দেওয়া হয়।

পঞ্চপ্রনীপ জালিয়া আটজন পুরোহিত বাম হাতে ঘটা ও ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ লইয়া ডমকর ভালে তালে গানের আয় হার করিয়া মন্ত্রণাঠ করিতে থাকেন।

আরতি শেষ হইবার সময় একজন ডমরটী নাড়িয়া বাজাইতে থাকে। সঙ্গে সংজ ঘণ্টাধ্বনি হয়। বিখনাথের আরতির সময় চারিদিকে একটা পবিত্র গস্তীর ভাবের ফাষ্ট হয়।

জ্ঞানবাপী---

বিশ্বনাথের মন্দির মধ্য দিয়া জ্ঞানবাপীতে যাইতে হয়। কিন্তু চক দিয়া আসিলে প্রথমে জ্ঞানবাপী ও তাহার পরে বিশ্বনাথের মন্দির পড়িবে।

জ্ঞানবাপী একটা কুপ। চারিদিকে একটা উচ্চ বেড় আছে। কুপের মুখে একথানি কাপড় চাকা থাকে। লোকে উহার উপর ফুল প্রভৃতি ফেলে।

ক্পের নিকট একজন পাণ্ডা একটা হাতা হাতে বসিয়া থাকেন। যাজীদের ঐ হাতা করিয়া ক্পের জন দেন ও তাহারা উহা ভজিজনে পান করে।

জ্ঞানবাপীর উপরে একটা স্থন্দর ছাদ আছে। উহা ৪০টা পাধরের থামের উপর স্থিত। ১৮৩৮ এটাক্রে গোন্নালিয়ারের মহারাজা দৌলত রান্ন দিন্ধিনার বিধবা পত্নী বৈজ্ঞবাই ইছা নির্দ্ধাণ করাইনা দেন।

আওর গলেব বধন বিখনাথের মন্দির ভর করেন, তবন পাণ্ডারা বিখনাথের লিক এই কৃপমধ্যে স্কাইরা রাখেন। অবশেবে নারায়ণ ভট্ট নামক একজন লক্ষিণাভ্য আমাণ এই লিক পুনরায় ত্লিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই কয়ই হিন্দুর নিকট ইহা এত পৰিত্র। কানীখণ্ডে ইহার জানতীর্ব, বিশ্বতীর্ব ও ক্ষাক্ষরীর্ব প্রস্তৃতি নাম কেপ্রয়া ইইরাছে।

निमारकभव---

দালানের পূর্কদিকে একটা বুহদাকার স্থ-সৃষ্টি আছে; ইহার নাম নলিকেশব। এইটা নেপালের মহারাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গৌরীশঙ্কর শিব---

জ্ঞানবাপীর উত্তরে গৌরীশহর শিবের কুজ মন্দির। শিব বসিয়া আছেন, পাশে পার্ব্বতী।

নিমে যে ক্স শিবলিক আছে, তাহার নাম তারকেশর শিব। পাশে পদচিক। কাশী করোলাট—

ক্ষানবাপীর সামনে একটা পথ উত্তর দিকে আধরক্ষ-ক্রেবের মসজিদের পাশ দিয়া গিয়াছে; এই পথ দিয়া গিয়া মসজিদের ফঠকের কাছে ডানদিকের গলিডে বাঁকিবে। তারপর যে তেমাধা পাওয়া ঘাইবে ফেখানে বাঁয়ে একট গেলেই পথের বামপাশে কাশী করোয়াট।

কাশী কর্মট বা কাশী করোয়াট একটা চতুলোগ কুপ।
এই কুপের মধ্যে আদি বিখনাথ আছেন ইছা এখানকার
পাণ্ডারা বলেন।

কাশী করোট ক্পের মধ্যে পড়িয়া মরিলে পুনর্জন্ম হার না এই প্রাক্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া পূর্কে জনেক লোক ইহার মধ্যে আত্মহত্যা করিত। এজন্ত এখন এই কৃপের ম্থের কাছে লোহার শিক শেওয়া হইয়াছে। একখন্ত কাগজে একটু কর্পুর লইয়া, আন্তন আলিয়া কৃপের মধ্যে ফোলিয়া দিতে হয়। সেই আলোকে কৃপ নিয়ে যে শিব-লিম্ম আছে তাহা দেখা যায়।

भाको विनायक-

দশাখবাট রোড হইতে বিশ্বনাধের গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বনাধের মন্দিরের দিকে যাইতে পুতৃত প্রভৃতি লোকানের মধ্যে একটা বাড়ীতে খুব বড় গণেশ মূর্তি আছে । ইনি সাক্ষা বিনায়ক। সাক্ষা বিনায়কের নাম অন্ধ্যারে বিশ্বনাধের গলির আর একটা নাম সংক্ষা বিনায়ক গলি, সাক্ষা বিনায়ক না দেখিলে কান্দ্র আসা নাকি বার্থ হয়। কে কান্দ্র আসিয়াছে সে স্থকে ইনি সাক্ষ্য দেন। আগুলেবের স্বভিত্ত

ক্লানবালীর উত্তর-বিজে পালেই পারবাদকেবের নস্থিত।

আওরদক্ষেব বিশ্বনাথের মন্দির বিধবস্ত করিরা সেই স্থানে সেই প্রস্তরে এই মদজিদ নির্মাণ করিরাছিলেন।

মসজিদের পিছন দিকে এখনো প্রাচীন বিশ্বনাথের মন্দিরের একাংশ ও দার দেখিতে পাওয়া যায়।

শুক্রবার দিন ছাড়া এই মসন্ধিদে কেছ যায় না। শাওরক্ষেব বে মোল্লার উপর মসন্ধিদের ভার দিয়াছিল, এখনকার মোল্লা তাহার বংশধর।

#### দশুপাণি---

বিশ্বনাথের মন্দির হইতে চুক্তি গণেশের কাছে আসিয়া ডানদিকে বেঁকিয়া গেলেই পথের বাঁদিকে দণ্ডপাণির মূর্ব্তি দেখা যায়। মন্দিরের উপর দণ্ডপাণি লেখা আছে। ক্রম্মবর্ণ মূর্ত্তি প্রায় ও হাত উচ্চ। নীচে ছই পাশে স্থমতি ও কুমতির মূর্থ।

কাশীথণ্ডের মতে দণ্ডপাণি পূর্ণভদ্র নামক ফকের পুত্র; ইহার নাম ছিল হরিকেশ। শিবের আরাধনা করিয়া ইনি বিশ্বনাথের নিত্য পার্শনের লাভ করেন।

প্রতি মঙ্গল ও রবিবারে যাত্রীগণ দণ্ডপাণির প্রকা করেন।

#### সঙ্কটা---

সর্বসঙ্কটিহারিণী দশভূজ। ছর্গ। মূর্ত্তি এই মন্দিরে বিরা**লিত**।

#### বীরেশ্বর---

সঙ্কটার দক্ষিণদিকে বীরেশব শিবের মন্দির। প্রবাদ যে সঙ্কটা ও বীরেশব শিবের পূজা করিলে বন্ধ্যার সন্তান-লাভ হয়।

## অন্নকৃট উৎসব—

কার্ত্তিক মাসে কালী পুজার পরের দিন প্রতিপদ তিথিতে অন্নপূর্ণার মন্দিরে অন্নকৃত এবং বিখনাথের শৃক্ষারবেশ হয়। এই উপলক্ষে নানাদেশ হইতে বহু যাত্রী কালীতে আসেন।

আরক্টের দিন জ্ঞানবাপীর দিকে বিখনাথের মন্দিরের পিছনে যে পথ আছে, সেইদিক দিয়া যাত্রীদের প্রবেশ করাইয়া সমুধ্যার দিয়া অরপূর্ণার মন্দিরের দিকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

कानवानीत अविषय बीरमांक के अधिराक भूकर कड़

হয়। বিশ্বনাথের মন্দিরের পথে পুলিশ ও স্বেচ্ছ:সেবকগণ থাকেন। মধ্যে মধ্যে একদল করিয়া লোককে ভিতরে ঘাইতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে ভিতরে ধাকাধাক্তি হয় না এবং সকলেই দেথিতে পান।

#### বিশ্বনাথ---

বিশ্বনাথের মন্দিরের পিছনের পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া মন্দিরের এক পাশ প্রদক্ষিণ করিয়া নাটমন্দিরে বাইতে হয়। নাটমন্দিরের মধ্যস্থানে যেথানে বৈকুঠেশ্বর শিবণিক্ষ আহেন, সেথানে মন্দিরের মত করিয়া থাবার সাজান হয়।

বিখনাথের লিক্ষম্র্তি দেখা যায় না। তাহার স্থানে একটা সোনার শিবম্র্তির উপরার্দ্ধ ( bust ) স্থাপিত হয়। শিবের মন্তকোপরি আর একটা মৃত্ত-গলার মৃতি। শিবের মুধ একপাশে সামান্ত বাকানো। পাশে পার্বেতীর মৃতি।

বিশ্বনাথের মন্দিরের সামনের দ্বার দিয়া বাহির ইইয়া জনতা ডানদিকে চলে। পথে বামদিকে শনি ও ডানদিকে হত্যানের মন্দির।

ভারপর বামদিকে অন্নপূর্ণার মন্দির। অন্নপূর্ণা-—

অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের উপর অলক্ষারভূষিত অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ও তাহার সন্মুথে একপাশে শিবমৃত্তি দেখা যায়।

নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকে জন্নপূর্ণামূর্ত্তির সামনে খাবারের পাহাড় তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর সাধারণতঃ বৃন্দাবন লীলা দেখান হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাশী বাজাইতেছেন। একজন গোয়ালা বাঁক কাঁধে ঘাইতেছে। রাধালরা গরু চরাইতেছে। এগুলি ছোট ছোট মাটার পুজুল।

স্থার এক পাশে খাবারের স্তুপের উপর শ্রীকৃষ্ণ গক চরাইতেছেন এইরূপ একটা পুতুল ধাকে।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের প্রবেশ বাবের ভানদিকে মন্দিরের বিতলে যাইবার সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি দিয়া লোককে উপরে উঠিতে দেওয়া হয়। তারপর বিতলের বারাকা প্রদক্ষিণ করির। কালীঘাটের কালীমূর্ত্তির কাছে বে সিঁড়ি আছে ভাগা দিয়া সকলে নামেন।

'মন্দিরের বিতলের উত্তর পূর্ণ বিকের বরে সোমার'

মনপুর্বার জ্মর বুর্তি ভাগিত আছে। জনপুর্বা বেনীর

বাম হাতে অন্নভাশু; ভান হাতে হাতা করিয়া শিবদে অনু দিতেছেন। শিব অন্নভিক্ষা করিতেছেন। শিবের গ্রদেশে মুগুমালা। শিবমূর্তি রোপ্যনির্দ্ধিত।

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির বাম দিকে লক্ষীমূর্ত্তি ও অক্সপাশে প্রভিমিজী (পৃথিবী)। এই হইটী মৃত্তিও ফ্রনির্দ্ধিত।

অন্নপূর্ণার ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা ঘুরিয়া মন্দির বাটার পশ্চিমাংশে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে হয়। এই সিঁড়ির নীচে নামিতেই কালীঘাটের কালী প্রতিমা দেখা ঘাইবে।

মনিবের পশ্চিম দিকের অঙ্গনে-

মন্দিরের পশ্চিম দিকের অক্তনে গোলাকার কাঠের উচ্চ প্লাটফর্ম করিয়া তাহার উপর অন্নব্যক্তনাদি সাজান হয়। ইহাই অন্নকৃট।

এই অঞ্চনের চারিদিকে যে সব দেবম্র্তিগুলি আছে, তাহাদেরও সাজান হয় এবং প্রত্যেকের সামনেই অনেক গুলি বড় বড় থালা ভরিয়া থাবার দেওয়া হয়। মানমন্দির—

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে ঘাট দিয়া একটু উত্তরে গেলেই মানমন্দির ঘাট। সিঁজিগুলি পুব পাড়া ভাবে উপরে উঠায়, উঠিতে একটু কট্ট হয়। ঘাটের উপরেই মানমন্দির।

দশাখনেধের রাজা হইতে যাইতে হইলে, টাকি
নিবাদের সাম্নে, ঘাট হইতে যাইবার সময় ভানদিকে
যে একটী গলি আছে তাহা দিয়া গেলে হ্বিধা হয়।
একটু গিয়া প্রথমে ভানদিকে ও ভারপর বাঁদিকে বাঁকিলেই
মানমন্দির পাওয়া ঘাইবে। মানমন্দিরের বাড়ীর নধর D/16/12.

মানমন্দিরের ছিতলে জ্যোতিবের প্রাচীন যন্ত্রগুলি মাছে।

### জ্যোতিষের যন্ত্রগুলির বর্ণনা—

(১) দিগংশ ষদ্ধ—এই হন্ত দারা গ্রহ-নক্তাদির

দৈগংশ (azimuth) দেখা হইত। মধ্যে একটা দৌহদণ্ড

তাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমে একটা বৃত্তাকার প্রাচীর

তাহার বহির্দেশে আরু একটা উচ্চতর প্রাচীর

মাছে। এই প্রাচীরখনির উপরিভাগ ক্রভাগে বিভক্ষ।

ইহা ৰাজা এক বংসর পূর্বেল স্থা ও চক্রগ্রহণ গণনা করাষায়।

(২) সমাট বন্ধ-

মানমন্দিরে ছুইটা সম্রাট যন্ত্র আছে।

সমাট ৰয়ে নক্ষতের ক্রান্তি ( declination and angle of heavenly bodies), বিষবাংশ এবং সময় জানা যায়।

একটা ঢালু মতন প্রাচীর আছে; উংার নিম্প্রাস্থ হইতে রাত্রে আকাশের দিকে চাহিলে গ্রুবনক্ষত্র দেখা যায়।

সমাট যমের নীচেই ঘড়ি-যন্ত্র।

ঢালু প্রাচীরটীর ছায়া ইহার উপর কোন স্থানে পড়ে ভাহা দেখিয়া সময় ঠিক করা যায়।

(৩) নাড়ীযন্ত্র (Sun dial )---

ইহা দারা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বুঝা নায় ( to find whether heavenly bodies are in the northeorn or southern hemisphere )। ইহাদারা সময়ও জানা নায়।

(৪) চক্র-বন্ত্র-

এই ষন্ত্ৰী পিততের একটা চাকার মতন। ইহা দারা ক্ষ্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগুলির ক্ষান্তি (decilination of the sun, moon and stars) এবং তাহাদের দ্রত্ব (distance in time from the meridian) জানা যায়।

#### (৫) দক্ষিণোতরভিতি যন্ত্র-

মধ্যাহ্নকালে গ্ৰহ-নক্ষন্তাদির উচ্চতা(altitude of heavenly bodies when on the meridian ) কানা যায়।

মানমন্দির ১৬০০ খুটান্দে আকবরের সেনাপতি অধররাজ মানসিংহ কর্ত্ক প্রতিষ্ঠিত। পরে মানসিংহর বংশধর জয়পুর সহরের প্রতিষ্ঠাতা সপ্তরাই গয়া সিংহ এই মানমন্দির ব্যবহার করেন। গয়া সিংহ ওাঁছার সময়ের প্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ হিলেন এবং হিন্দু, আরব দেশীর ও ইউরোপীয় জ্যোতিবে ওাঁহার বিশেষ অধিনকার ছিল। তিনি জয়পুর, উজ্জারনী, মধুরা এবং দিলীর বিধ্যাত বিজ্ঞার মন্তর্গ নামক মানবন্ধির স্থাপম

করিয়াছিলেন। কাশীর মান-মন্দিরত্ব যন্ত্রপালি কয়সিংকের প্রতিভার নিদর্শন।

## মণিকর্ণিকা ঘাটের নিকট

#### বিশালাকী--

মণিকর্ণিকার ঘাটের অনভিদ্রে বিশালাক্ষীর ক্ষুদ্র মন্দির। মণিকর্ণিকা ঘাটের খাণানের একটু দক্ষিণে একটা গলি ঘাট হইতে বাহির হইয়াছে। এই গলিটা কভকটা চালুভাবে উচ্চে উঠিয়াছে। একটা মন্দিরের কাছে বাঁয়ে ও তাহার পর D3/৪৫ নম্বরের বাড়ীর কাছে ভানদিকে বেঁকিলে বিশালাক্ষীর মন্দির পাওয়া যাইবে।

বিখনাথের মন্দির হইতে যাইবার পথও নিমে বর্ণিত হইল। বিখনাথের মন্দিরের প্রধান দ্বার দিরা বাহির হইয়া বাঁহাতে বেঁকিবে। তারপর তেমাথার কাছে ডানদিকে ঘাইবে। রাজস্থান সংস্কৃত কলেজের কাছে বাঁদিকের গলিতে বেঁকিবে। তারপর ৩৮১ নম্বর বাড়ীর কাছে বাঁমে বেকিবে। ইহার পরই এই গলি ডানদিকে গিয়াছে। পথের ডানদিকে বিশালাক্ষীর মন্দির। মন্দিরের নম্বর D3185।

বিশালাক্ষীর মন্দির কুশ্বিশাকম্ নামক এক ভদ্র-লোক ১৯০৮ খুটাকে নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরটী ছোট, কিন্তু দেখিতে মন্দনয়। বিশালাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি কুন্ত; কেবল মুখধানি দেখা যায়, বাকি সব মালা দিয়া ঢাকা।

মূল দেবীমূর্ত্তির চারিদিকে অনেকগুলি শিবলিক ও অক্সান্ত দেব মূর্ত্তি আছে।

বিশালান্দ্রী দেবীর মন্দির ভারতের ৫১ পীঠস্থানের অক্সন্তম। পিতা দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাল করেন। সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া শোক বিহনে শিব যখন ভারতের চারিদিকে ভ্রমণ করেন, তথন বিষ্ণু স্থাপনি চক্র দিয়া ঐ দেহ খণ্ড খণ্ড করিতে থাকেন। ৫২ খন্ডে বিভক্ত হইয়া সতীদেহ যে ৫২ স্থানে নিপণ্ডিত হয়, সেই ৫২ স্থানই ৫২ পীঠস্থান হইয়াছে। দেবীর কুঞা কাশীতে পড়িয়াছিল। একস্থ কালীখাটের মন্দিরের ক্ষার এই মন্দিরত পবিত্য।

# পঞ্চপঙ্গা ঘাটের নিকট বেণীমাধবের ধ্বজা-

বেণীমাধবের ধ্বন্ধা গলাতীরের অতি নিকটে অবস্থিত। পঞ্চগলা ঘাট হইতে উঠিয়া ধ্বন্ধায় গাওয়া বায়।

বিন্দু মাধবের আমাচীন মন্দির ভালিয়া সেইস্থানে আমাওরলজেব এই মস্জিদটী করেন। মস্জিদের উপর বে শুক্ত হুইটী আমাছে তাহাদের বেণী মাধবের ধরজা বা মাধো রায়ের ধরারা বলে। এই ক্তক্ত হুইটী অবসান গজের মাধব রায়ের ধারা নির্মিত।

মস্জিদের খারের মধ্যে সামনেই একটি বিভৃত বাঁধানো উঠান। তাহার পর মস্জিদের বাড়ী। বাড়ীর সামনে জুতা খুলিতে হয়।

মস্জিনের ছাদের সিঁড়ির কাছে একজ্বন লোক দাঁড়াইয়া থাকে। ধ্বজায় উঠিতে হইকে প্রত্যেক লোককে এখানে ছই পয়সা হিসাবে দিতে হয়।

মন্জিদের ছাদে উঠিবার সিঁড়ি থাড়াভাবে উঠিয়াছে। সিঁড়ির ছই দিকে মোটা দড়ি আছে; উহা ধৰিয়া উঠিতে হয়।

মসজিদের ছাদের উপর হইতে বেণীমাধবের ধ্বজার
সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। ছই পাশে ছুইটা ধ্বজা
আছে; বাম দিকেরটাতে উঠিলে চারিপাশের দৃষ্ঠ
আবো ভাল দেখা যায় বলিয়া অধিকাংশ লোক এইটাতে
উঠেন।

বেণীমাধবের ধ্বজার সিঁড়ি কলিকাতার মহুমেণ্টের মতন পুরিয়া পুরিয়া উঠিয়াছে। ভিতরে বেশ আলো আছে। ধ্বজা ১১৫ হাত উচ্চ এবং ৯০ হাতের পর বসিবার স্থান। এই ঘোরানো সিঁড়িতে সর্বাক্তর ৮২ ধাপ আছে।

विन्यूगाध्यत्र मन्त्रि-

মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিত্তে উঠিলে বিন্দুং
মাধ্বের মুর্তি দেখা যাইবে।

এই ঘবের মধ্যেই ডানদিকে একছানে রাম্নক্ষণ ও জানকীর সুন্দর বৃত্তি ও তাহারের পিছনে একাদনী দেবীর মৃতি। তারপর পঞ্চাহেশ্ব লামে একাদী শিবনিক। (ক্ষম্ভাই)

## ग्रनात्य वाकानी

শ্রীস্কুধাংশুকুমার মিত্র বি, এস্, সি,

বাবসা অগতে বাজালীর স্থান এখনও স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় নি. কিন্তু **ঐকন্ত বালালী**র যে ব্যবসায় করিবার ক্ষমতা কথনও ছিল না বা নাই একথা স্বীকার কবি না। কেন স্বীকার করি না উহার কারণ বলিতেছি। ইংরাজ রাজতের পূর্ব্ব-মৃহূর্ত্ত পর্যায় এবং ইংরাজ রাজতের কিছুকাল বাংলার ব্যবসা বালালীর ব্যবসা সমগ্র জগতে বাাপ্ত ছিল। ঢাকার মদলিন, মূর্শিনাবাদের সিল্প প্রভৃতি ব্যবস। ও উহার ধ্বংসের কারণ অনেকেই জানেন। বাংলা কৃষি-প্রধান দেশ এবং বাংলার তিনটী প্রধান क्तलहे-- ठा, धान এवर পांठे मात्र खत्रांड़ी ७ हेरता करान त করতলে। বাংলার গ্রামে গ্রামে এখন পাগড়ী পড়া লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ধান পাট জন্মাইবার পর্বে ক্রয়কদিগকে দাদন দিয়ে আসা এবং ফদল इहेटनहे अर्कमुटना धैनव त्कना मात्रश्वातीरनत अक्टक्टि ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তারপর ঐপকল দ্রব্য আরংদার বা সাহেব ব্যবসায়ীদের নিকট লাভ মূল্যে বিক্রম করিয়া মারওয়াড়ীরা লক্ষপতি হইয়া কলিকাভার উপর বড় বড়ী করিতেছে এবং সাহেবেরাও অপর পক্ষে ঐসকল জব্য রপ্তানী দিয়া উহার বিনিময়ে বিলাভী কাপড়, চিনি, প্ৰসাধন জব্য ও ৰাবুয়ানা করিবার সামগ্রী কুটাইভেছে। ভাতের বদলে আমরা কাপড়, সাবান, এসেন্স কিনিতেছি। 🔄 ব্যবসা চক্রের मत्था वाकालीत एकिवांत त्यन त्कान व्यक्तित नारे। অন্তউপায় বালালী বুৰক সাম্ভ মাহিনার চাকুরীর **क्रमें ऐरमपाती कतिया कितिएन्छ।** 

ইংরাজ স্কল বলে বলীয়ান ইইয়া ভারতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, ভাহাদের বল ও কৌশলের নিকট বালালীর তথনকার বল ও কৌশল নগণ্য পরিগণিত ইইল ফলে ইংরাজ বাংলার স্কল ব্যবসা ক্রডলগত করিল। কিন্ত ইংরাজ ব্যবসায়ীবা ব্যবসা-জগতে বাদালীর সাহায় একান্ত অফুলব করিল এ। ধেদিন বাঙালী মধ্যবিত্ত লোকেরা ইংরাজদের বড় বড় চাকরীর মোহে আছের ইইয়া তাহাদের এথাবংকাল পরিচালিত ব্যবসাও বাণিজ্য পরিভাগে করিয়া চাকরীর মোহে মন্দিল দেইদিন হইতে বাঙালীর ব্যবসা করিবার ক্ষমতা লুও হইল। তথন হইতে চাকরীই বাঙালীর ধর্ম ও কর্ম হইয়া আসিতেছে; প্রায় বাঙালী ছেলেই এখনও ভাবিতে শিথে নাই যে চাকরী ব্যতীত টাকা উপার্জন ভাহাদের পূর্ব্ব-পূক্ষদদের দ্বারা কথনও সম্ভব হইয়াছিল এবং বেশী পরিমাণ্টেই। বাঙালীর শিশুকে মা আদের করিতে করিতে শুনান "যে ছেলে তাঁর বড় হয়ে চাকরী করে বড়লোক হবে।

ফলে সাবালক হইয়াই তাহার। চাকরীর আশায় আফিনে আফিনে ধনা দেয়। এখন মান্তাজী কেরাণীর আমদানিতে বাঙালী কেরাণীদের ছর্দিশা আরম্ভ হইয়াছে। মান্তাজীরা এখন কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ ব্যবসায়ীর মতে "Better Servanta" রূপে পরিগণিত হওয়ার বাঙালী কেরাণীর স্থানাভাব ঘটিতেছে। উহা ব্যতীত আবার সরকার কর্তৃক মুসলমান ও ফিরিজীদের অধিক পরিমাণে চাকরী দান বাঙালী কেরাণীর বাজার মন্দ হইতে মন্দতর করিয়া দিতেছে। যদিও এবাবংকালের মসীজিবী বাঙালীকে প্রাসাক্ষাদনের জন্ত বিছু কই সীকার করিতে হইতেছে কিন্তু উহার অবক্তরারী ফল বাংলা ও বাঙালীর পক্ষে অভাক্ত আনাপ্রদান

এখন বাঙালীকে ব্যবসা করিতে অনেক ক্ষতি ও

অস্থ্রিধা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে কারণ এদিকে

তাহাদের জ্ঞানের ও শিক্ষার অভাব আছে। ছুশো

বংসরের চাকুরীর কলে বাঙালীকে আত ভাহার সক্ষ

ব্যবসাবৃদ্ধি হারাইতে হইয়াছে এবং অপর পক্ষে অন্ত ব্যবসাবীরা ঐ সময়ের জন্ত ব্যবসা করার দক্ষণ ক্রমাগত সক্ষে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছে ফলে ডাছাদের ব্যবসাবৃদ্ধি যথেষ্ট প্রথবতা লাভ করিয়াছে। অভএব বাঙালীকে এখন ব্যবসা-জগতে প্রবেশ করিতে হইলে যথেষ্ট বাধা অভিক্রম করিতে হইবে। ভয়ে পিছাইলে চলিবে না। একদিকে চাকরী গ্রহণ করিয়া সমগ্র আতির সর্বনাশ ও অপর পক্ষে ব্যবসা করিয়া জাতির উল্লভির চিত্র বাঙালীর মনে সকল সময়ের জন্ম জাতির উল্লভির চিত্র বাঙালীর মনে সকল সময়ের জন্ম জাতির পুনঃ প্রভিষ্ঠার মনোরম চিত্র আঁকিয়া ভাহাদের মনকে এদিকে প্রশ্রুৰ করিতে হইবে। কারণ এই হইবে ভাহার হুর্গন পথের একমাত্র পাথেয়। বাঙালীকে আজ ব্যবসা-অগতের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বি
"প্রিমিরাম" দিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে, কিন্তু তাই
বিদিরা অনুষ্ঠ-অভিনরের পাট হইতে ভাহারা বা
পড়িবে কেন ? কেবলমাত্র রঙ্গালায়ের দারী হইয়াই
জীবন কাটাইবে না বলিয়া বাঙালীকে আজ জীবনমরণ পণ করিতে হইবে।

যাহারা এষাবৎকাল বাংলায় ব্যবদা করিয়া আদিয়াছে বাংলার সোণার ফল ভাহারা বিনা বাধায় কুড়াইয়া লইয়াছে ফলে বাংলা মায়ের সন্থানই আজ অনাহারী। এপথে বাঙালী ব ঙালীকে সাহায্য করিতে বাধ্য এবং করিতে হইবেও। আগে বাংলা পরে ভারত,—এই হইবে আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। বাঙালীকে বাঁচিবার পথেই চলিতে হইবে।

## গান

## ঞীকালিদাস রায়

মিলন সঙ্গীত

এ কেমন হলো, আহা মরি মরি
আজিকে—তোমার সাথে আমার মিলন
ছড়িয়ে গেল ভূবন ভরি'।
এ মিলন—দেখছি সবার মনে মনে
গগনে—মাঠে ঘাটে বনে বনে
রাজিছে—দিশি-দিশি দেশে দেশে
আলিজনের রূপটি ধরি'।
আজিকে—বাণীর সাথে স্থেরর মিলন কানে বাজে
স্থ্যার—রূপের সাথে মধুর মিলন চোধে রাজে

মাধুরীর—মিলন হলো রদের সনে
আদরের—মিলন হলো থশের সনে
ভকতির, মিলন হলো পূজার সাথে
দেউল বেদীর সোপান পরি।
আজিকে—টেউরের সাথে টেউরের মিলন গলাগলি
পাধীরা—ছারায় মিলে ভাছাই করে বলাবলি
সমীরণ-গদ্ধ সনে আজকে মিলে
এ মিলন—রটিয়ে বেড়ায় এই নিশিলে
ভৃতীয়ার—চাঁদ বেন আজ নীল বমুনায়
ছালোক ভূলোক মিলন-ভরী।

# स्मारियां दिन्तीं रामिरियां दिन्ती

( পূর্ব্যপ্রাশিতের পর)

#### 25

স্বরমা জীবনে কখনো এত বিশ্বিত হয় নাই। সে কিছু ভাবিতে পারিল না, উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহার সমন্ত ধারণা শক্তিকে এক মুহুর্তে শিথিল অবশ করিয়া দিল পুথা—

কিন্ত একটু পরেই সমস্ত বিশ্বয়কে ছাপাইয়া উঠিল তাহার আনন্দ। এতদিন পরে দেখা—কভদিন। যেন একটা যুগ চলিয়া গিলাছে। একটা জীবন কাটিয়া গিয়াছে, কত কথা বলিবার আছে, জিজাদা করিবার আছে। সে আগ্রহে আনন্দে একটু অন্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু পূথা, সে যেন সেইদিন মাত্র চলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আদিয়াছে। এইটুকু সময়ের ভিতর কোন পরিবর্ত্তন रय नारे, त्कान किছू घणिया यात्र नारे। পृथा निर्क्तिकांत्र ভাবে বসিলা যত কথা বলিল—তার ভিতর তাহার এরোপ্লেন চালানো শিক্ষার কথাই বেশী। স্থরমা অনেক প্রশ্ন করিল-নে কেমন আছে, বিমৃ, মোনা কেমন খাছে, তাহারা কোণায়, সে এতদিন কি করিতেছিল, কোপায়, কোপায় ঘুরিল—কিন্ত পূথা সবগুলার উত্তর না निया **७५ वनिन**— चामि ভानरे चाहि। चानकथात ঘুরল্ম, বিমৃ, মোনা তাদের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আসছে আছই। তুমি खানো না বৌদ-এওদুর ওড়ার কি षानम । একদিন ভোমাকে স্বামার 'মথ'এ উঠতে হবে।"

"আচ্ছা, সে দেখা বাবে—আপাতভঃ কোখেকে শাসহ ?"

"এখন আসছি—করাচী থেকে—"
"ডোমার হঠাৎ এ ধেয়াল হ'ল কেন ?"
"খেয়াল ? অনেক আলৈ থেকেই তো ছিল—ভাছাড়া"

—বলিয়া পূধা একটু গন্ধীর হইয়া কি ভাবিল—ভারপরে বলিল,—"কিন্তু জানো এরোপ্লেন চালানোটা মোটেই কঠিন নয়, মোটরের চেয়েও সহজ—ভবে তালটা খুব ঠিক রাধতে হয়—নয়তো একেবারে—ওলট-পালট।

"ভয়ের নয় कि ?"

"ভ্ৰম হলেই বা কি 🔭

"তুমি চালাতে শিখেছ তো ভাল করে 🕫

"এ' কাইদেশ নিয়েছি—'বি' ভো এখানে পাওয়া বাবে না তার জন্ম আমায় ইউরোপে ধেতে হবে।"

শুরুমা, এই পৃথার জগুই ভাবিয়া ভাবিয়া কত বিনিম্ন রাত্রি কাটাইয়াছে মনে করিয়া একটু হাসিল—সে বখন তাহার জন্য কাঁদিয়াছে, সে যে তখন এমন করিয়া হাসিয়াছিল তা যদি তখন জানিতে পারিত। আজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিখাদ ফেলিয়া সে বলিল—"এত দেরী ক'রে এলে পৃথা—তোমার তো আরো আগে আসবার কথা ছিল ভাই!"

"ছিল তো বৌদি—কিন্তু আমি আদি আদি করেও— তারপরে ওদের স্থল ছিল—"বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া জিল্লাসা করিল—"গাড়ী আছে তো? আমি একটু ঘূরে আদি—"

"কোথার আর এখন খুরতে যাবে ? স্নান করে থাওঁ তারপরে বরং যেয়ো—"

"ना-- वाहेदब्रहे थात्वा। मामा त्काबांध ?"

স্থরমা রাজীবের তেলের খনির কথা বলিল—পৃথা খানিককণ শুনিয়া আবার বলিল—"এবারে বাই—"

হুরমা বলিল—"এতদিন পরে এলে একটু বসই না—"
পৃথা হাদিল—"ভাতে কি হয়েছে—মার এই ডো
দেদিন পেছি—"

সে বসিল না ছই একটা কথা বলিয়া গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া গেল!

সর্ব্বাথে স্থ্যমার মনে হইল অত্যধিক শোকে পৃথার
মাথা থারাপ হয় নাই তো! নানা কথা ভাবিয়া সে
উঠিয়া তুইটী ঘর তাহার জন্য ঠিক করাইয়া দিল, তারপরে
বিকালে ছেলেদের ষ্টেশন হইতে আনিতে গেল। তাহাদের
লইয়া ফিরিয়া আদিয়াও সে দেখিল পৃথা তথনও ৰাড়ী
আসে নাই—

সন্ধার পরে সে ফিরিয়া আসিলে স্থরমা বলিল—
"সারাদিন কোণায় যে ঘূরলে আর বেরিও না কিন্ত ছেলেরাও এসেছে ভূমি একটু ঠাঙা হ'রে বসো—"

পৃথা বলিদ—"না আজ আর বেরোবোনা বোধ হয়—"
চা থাইতে থাইতে সে বলিন—"আমার অনেকগুলো
মতলব আছে—ভোমাকে বলবো একদিন, আমার ইচ্ছা
হয়—একটা অভুত কিছু করবার। কেন পারবো না?
অন্য দেশের মেয়েরা পারে আর আমরা পারবো না?"

"চেষ্টা করলে পারবে না কেন—নিশ্চয় পারবে—"
স্থারা আনিত ইহার বিক্ষে কোন কথা বলিলে সে হাদিয়া
উড়াইয়া দিবে—! পৃথা বলিল—"এখন তোমাকে সে
সব বলবো না, তবে একদিন জানতে পারবে নিশ্চর,
জীখনটাকে বাঁচবার মত ক'রে ভোলা উচিত—তুমি
আঞ্জনাল কোথাও বেড়াও না ?"

"না ভাল লাগে না—"

"কেন ? এখনো ভধু ভাবছই নাকি ?"

"না পৃথা—ভাবি না স্বার, তবে রোজ বেড়াতে ভাল স্বালে না—"

"তোমার বন্ধুরা ?"

"আমার বন্ধু কে আর আছে, কেউ নেই—আর আমি কারও সলে বড় সম্পর্কও রাখি না—"

"বন্ধু মন্দ লাগে না, কথনো ওরা ধুব ডাল হয়—তুমি বাবে ভাষনা করা ছেড়ে দিয়েছ—"

"হ্যা--"

"ভালোই করেছ—কিন্ত আমি ?" বলিয়া সে একটু নড়িয়া বসিল—ভারপরে "কাপড় ছাড়ি পিরে" বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। স্থরমা দেখিল পৃথা বেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে—
অথবা তাহার খাম-ধেয়ালীর মাত্রা একটু বাড়িয়াই
গিয়াছে। সে পৃর্বের মতনই অথবা একটু বেশী হাদে
গল্ল করে, বেড়ায় এবং বন্ধু-বাছবদিগের সঙ্গে মিশে!
এবং সঙ্গে সভ্গে তাহার জগতের উপর তাচ্ছিল্যের ও
বিজ্ঞাপের ভাবটাও বাড়িয়া গিয়াছে। শোকের অগ্নিশিধা
ভাহাকে দগ্ধ করিয়া দেম নাই—তাহা ভাহাকে উজ্জ্বল ও
দীপ্ত করিয়াছে মাত্র, বিনিধৃতি সাগরের মত পৃথা, জীবনের
ব্যাভে আরো চঞ্চলা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে মাত্র।

সে সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকে না—সকালে উঠিয়া সে বাহিরে হায়, আর ফিরিয়া আসে হয় বিকালে, নর সন্ধার; বাড়ীতেও বিশেষত: সন্ধার পর, অভ্যাগত বন্ধু-বাদ্ধবদের ভিড় হয়—সেইটুকু সময় পূথার তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াই কাটে, তার উপর তার পরেও তাহাকে বাড়ীতে কচিৎ পাওয়া যায়—কাজেই স্থরমার সহিত তাহার কথা বলিবার অবসর হয় না। সকল অপেক্ষা বেশী সময় সে কাটায় দম্ দম্ এরোড্রোমে, উড়ার নেশা তাহাকে চাপিয়া বিদিয়াছিল—নিজে ও বন্ধদের লইয়া তাহার অধিকাংশ সময় আকাশেই অতিবাহিত হয়। একদিন দে স্বর্মাকেও লইয়া গিয়াছিল।

সে ভাঙ্গে, ভিনারেও ষায়, শুধু তাহার অবস্থার মর্যাণা রাখিয়া সে সাদা বং পরে। কিন্তু তাহা সে হয়তো পরে শুধু নিজের ব্যক্তিত্বক স্থাপাই করিয়া তুলিবার জন্য—এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সাদাতে তাহাকে অভি স্থান দেখায়—স্থান্য একদিন কাহাকে ভাহার সহিত ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডি ক্লোরো স্থালের তুলনা করিতে শুনিয়াছে। কিন্তু সে সাদার উপর যে সৌধীন বস্ত্র ব্যবহার ক্রে—তাহা অন্য যে কোন রঙীন অপেক্ষা—শ্রেষ্ঠ বিশিষ্যা তাহার মনে হয়।

ত্বমা ভাবে রাজীব থাকিলে বিধবা ভগিনীর এ বেচ্ছাচার কি ভাবে গ্রহণ করিত—ভাহারই চোধে বাহা দৃষ্টিকটু মনে হয়। পৃথা বংশ মর্ব্যাদাকে ভূচ্ছ করিয়া, সাংসারিক রীতি নীতি অগ্রাফ্ করিয়া জাতিধর্ম বিমর্জন দিয়া কি করিতেছে। যদিও ভাহার নিজেরও এ বিবরে সমালোচনা করিবার কোন অধিকার নাই ভবুও সুধ্ ইহার চাইতে বিশাহ করাও ভাল। স্থনীলের কথা কি নে একেবারে স্থানিরা পিয়াছে, দে একদিন স্থানিয়াও ছো ভাহার কথার উল্লেখ করে না।

কিন্ধ তার ভিতরেও সে সব কিছু অবছেলা করিয়া চলে—বছমূল্য শাড়ী পহনা কোখার ছি ড়িল কি পড়িল সে বিষয়ে তাহার কোন ধেয়াল নাই। একদিন তাহার আয়া এই মর্শ্বে নালিশ করিয়া স্থরমাকে অনেকগুলি চিন্ন माडी, कानफ, दमशाहेबा आन्नातमाय कविवा वनिवाहिन, व्ययमारहरवत रकान विनियत छेपत्र माधा नाहे. धवर বোঘাইতে সাহেৰ ৰাৱা যাইবাৰ পর অনেকগুলা কাপড. জিনিষ সে বাকে তাকে বিলাইয়া দিয়াছে। স্থায়া সেদিন একলা বসিয়াছিল, আয়া হঠাৎ কাপডের কথা বলিতে विना विना-नाट्य मात्रा वाहेवात विक्रूपिन शूर्स इटेट নাকি কি অম্বধ হইয়াছিল-সাহেব বাহিরে কোথাও ঘাইত না, কাহাকেও কিছু বলিত না-কিন্তু মেমগাহেবকে বলিয়া জোর করিয়া বাহিরে বেডাইতে, খানা খাইতে, নাচে পাঠাইয়া দিত। দে মেমসাহেবকে পর্যান্ত ব্ঝিতে प्रम नाइ. त्नर अकमिन कंग्रेश नदीत दानी भातान कहन. সেদিন যেমসাহেৰ জানিতে পারিয়া অভির হইয়া ১০/১২ জন ডাক্তার ভাকাইয়া আনিল, কিন্তু তথন আর ডাক্তার কি করিবে—ভার পরের দিন রাজে লাহেব মারা পেল। স্থুরমা চপু করিয়া শুনিভেছিল, আয়া বলিভেছিল,--্যেম-मारहर ज्यन अथारनहे बित्रश्राहिन,-जाकात मारहबता চলিয়া গেল,—মেমলাহেব কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল— মৃত সাহেবের পাশে। ভাষারা, গভরনের মেম, নোকর, চাকর, সকলে সভয়ে উ कि মারিয়া দেখিল, মেৰবাহেব ঠিক দেইভাবে বসিয়া **আছে.—কেহ** তাহাকে ডাকিতে **শাহ**দ कतिन ना, ममख दाखि काहात्र पुत्र नाहे, थाल्या नाहे,-আর ঘেমসাত্ত্ব একদৃত্তে চাহিয়া বসিয়া রহিল-সাহেবের मृत्थत नित्क-नारहरवत्र हां धतिका। शतिन नकारन অনেক বন্ধলোক আসিয়া ভাছাকে কভ কি বুৰাইল, কিছ व्याहेवात कान मत्रकात किन न|-- म निष्के बनिन-হিয়া কাহাকে কুল আনিজে পাঠাইক---ভারণৱে গ্রহ জলে प्रनारे हासिहा बिरक्त होट्ड श्रांव क्यारेडा जानगानि

খুলিয়া হুন্দর ধোজি, কুর্তা চাদর বাহির করিবা পরাইছ,
মাধার চূল আঁচর।ইয়া দিয়া, হুল দিয়া লাজাইবা দিল,
ভারপরে বুকের উপর মাথা রাথিয়া অনেকক্ষণ পজিরা
রহিল—অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া খীরে কপালে, বাধার,
চোপে চুমা দিয়া, কোথায় চূল সরিয়া গিয়াছে, কোথায়
কাপড় পড়িয়া গিয়াছে ভাহা বত্বে ঠিক করিয়া দিয়া সকলকে
ভাকিল। অনেকে সলে গেল অনেকে না। যাহারা
রহিল ভাহারা মেমদাহেবকে হাত মুথ ধুমাইবার জন্য
অনেক সাধাসাধি করিয়াছিল, কিন্তু সে সকলকে শান্ত ভাবে বলিল যে একটু পরে নিজেই ধুইবে। ভারপরে
আর বরিষভর সে কোথাও ঘার নাই, মাঝে পুর অহপও
হইয়াছিল। কিন্তু সেই বরিষপর কি হইয়াছে, লে একদিনও
বাড়ীতে থাকে না, সারাদিন উড়া জাহাজে ঘুরে, আর
এদেশ, ওদেশ বেড়ার আর এক জায়পায়ও বেনীদিম
থাকে না।

চাবী টাবী কোণায় পড়িয়া থাকে ভাষার কোন বিক ঠিকানা নাই, গমনা, কাপড় অভ টাকা পয়সা কোন কিছুর চাবী মেমপাহেব রাথে না, ভবে দ্যানেজার সাছেব পড় ভাল, সে ও ভাষার ত্রা গভরনেস মেম সমন্ত জিনিম্ব সামলাইয়া রাথে, সে নিজে ইচ্ছা করিলে কভ কাপঞ্চ সরাইতে পারে, কারণ মেমসাহেবের ভো কোন বিবয়ে কোন খেলাল নাই,—যথন যা দরকার হয় গভরনেস মেমের কাছে চার, নয়তো ম্যানেজার সাহেবের কাছে চার। অনেকদিন থাটিয়া ভাষার ইচ্ছা হয় এখন কিছুদিন ঘরে বসিয়া থাকে, কিছু মেমসাহেবের এ হাল দেখিয়া ভাষাকে ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা করে না, কি জানি কে আসিয়া ঠকাইয়া ভাষার সর্কানাশ করিবে।

আয়ার কথা গুনিতে গুনিতে স্থ্যমার মন উদাস উবাও
ছইরা কোথার চলিয়া পেল, মনে হইল পূথা কি ?—ভাবলেশহীন,পারাণবয় কি তাছার অন্তর ?—অথবা আর কি,জে
আনে? তবে তে এইটুকু বৃথিতে পারে—পূথা লব কিছু তুজ্জ্জ্বরিয়া চলে, ভাছার কোন বিবরে থেবাল নাই, সে পরিভে
ছর বাল্রা গরে, থাকিতে হর বলিয়া থাকে—ভাহার মন
লর্জনা কোন কয়না রাজ্যে স্থারিয়া বেড়ায়, ভাষা স্থরবা
বৃথিতে পারে না—বিগও কোন কোন সমর সে কথা বছল,

পূখা অসংলগ্ন ভাবে হ্'এক কথায় উত্তর দিয়া হয় উঠিয়া রায়, নয় অন্ত অবাস্তর কথা বলে। তবে হয়তো তাহাই ঠিক—তাহার ভিতর সে অনস্ত প্রাণের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—সে আছে শুধু জোর করিয়া, একটা কলের পুতুলের মত, যেদিন তাহার চাবী কুরাইয়া যাইবে সেদিন ভাহারও প্রাণহীন দেহ লুটাইয়া পড়িবে। রাজীব হয়তো ঠিকই বলিয়াছিল—যে অস্তর তাহার জলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সভাই কি তাহাই? অথবা ইহা পৃথার স্থনীলের প্রতি হাদয়হীন ভাজিল্যের পরিণতি মাত্র ?

সেদিন পূথা সন্ধার সময় আসিয়া খুব দামী শাড়ী ও গুহনায় সাজিয়া আবার বাহিরে যাইতেছিল, হুরুমা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

"ৰাচ্ছি বৌদি ডাম্পে—"সহজ ও সপ্ৰতিভভাবে ব্লিয়া নে একগুচ্ছ রজনী গঞ্জার মত সৌরভ বিলাইয়া নামিয়া গেল। স্থরমা চুপ করিয়া বারান্দায় বড় কৌচটাতে অলস ভাবে শুইয়া রাহল। চারিদিকের অস্বাভাবিক আবহাওয়া ভাহাকে পীড়া দিতেছিল, চিস্তাধারা উদাস হইয়া দিগতে মিশিয়া গিয়া বিরাট শুক্তে নিংম্ব হইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল-জ্নীলের কথা মনে হইল, যদি আত্মা থাকে ভাছা হইলে পূথাকে আৰু এ ভাবে দেখিয়া সে কি করিতেছে ? অধবা সে এখনো সর্বত্যাগী প্রেমিকের মত অনক্ষ্যে থাকিয়া প্রিয়ার সমস্ত আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে 🕈 পুণা এ ভাবে কডদিন থাকিবে ? কি হইবে ? তাহারি বা কি হইবে ? রাজীবের কথা মনে হইল, সে একা নিঃদৃদ্ দিনগুলি কি করিয়া কাটাইতেছে ? সে গিয়াছে কডদিন হইয়া গেল, কিন্তু গিয়া সে একটা মাত্র চিঠি লিখিয়াছে— নেহাৎ মামুলি চিঠি, পৌছিয়াছে, ভাল আছে, প্রণব কেমন **स्मारह** ? अहे भाव, जात त्कान कथा नाहे, किছू नाहे! अक्टिंग भारत वे वि श आमान-अमारनत मन्नक बा অধিকার তো চুকিয়া গিয়াছে অনেক আগে—ভবে আর কি ? তাহার কিছু না পাইলেও চলে, হয়তো রাজীবেরও চলে—। অরিণের চিঠি সে পাইরাছে—ছোট চিঠি—বেশী কিছু না থাকিলেও তাহারি ভিতর অনেক আছে-কিছ সে বিধিয়াছে হঠাৎ তাহাকে কোন জকরী কার্য্যোপনকে न्मात्रित्य वाहेत्क इटेरक्ट्-हब्रुका वाहेवात चात्र तथा

করিতে পারিবে না—কিন্ধ মাস ছ্রেকের মধ্যেই সে ফিরিবে নিশ্চয়—আর তাহাকে দেখিবার আশা তাহার সব কাজে তাহাকে উৎসাহিত করিবে—বাত্রাপথে তাহারই ম্থখানি চির উজ্জ্বল হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইবে। অরিণ চলিরা ঘাইবে ভাবিয়া সে হতাশ হইয়া উঠিল—মনটা অনেক্থানি শৃষ্ণ বোধ হইল—সারা জগতটা ফালা মনে হইল—ধরিয়া থাকিবার যেন কিছুই নাই—ভাবিতে ভাবিতে ক্থন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল জানিতে পারে নাই অনেক রাত্রে পুথা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়াছিল।

নেদিন সারাদিন পরে খুরিয়া আসিয়া পূধা বলিল—
"বৌদি, দাদা কবে আসবে ?"

"জানি না কবে আসবে !"

"তুমি চিঠি লিখে দাও—স্থামি বাবার স্থাগে দেখা ক'রে বাবো—"

"কোপায় যাবে ?"

"অনেকখানে খ্রবো —এখনো ঠিক বলতে পারছি না—ইউরোপে খ্রবো কি জানি আর কবে ফিরবো সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই—"তারপরে একটু হাসিয়া বলিল "লোকে বলে কাজের ভিতর ভূবে থাকলে সব ভূলে যাওলা যায় না,—তবে ঐ কাজের ভিতরে তার ফাঁকে ফাঁকে যথন খাতি জেগে ওঠে, তখন তা তেমনি সজ্য—তেমনি স্থলর বলে মনে হয়—আর কিছু না করে চুপ ক'রে ভাবলে খতি ও প্রোণো এক বেয়েহ'য়ে মিথো হয়ে যায়—তথন সে খৃতির আর মাধুর্ঘ থাকে না—মনটা তখন আরো কিছু চায়—তৃমি আক্ষকাল এমন হরে গেছ কেন, বৌদি? "আক ভালে যাবে? ভোমারও ভোকার্ড আছে—"

শ্রমার প্রথম "না" বলিবার ইচ্ছাই প্রবন হইয়াছিল,
পৃথা আবার বলিল—"বেতে হবে বৌদি—চল।" প্রমা
আর আপত্তি করিল না। সে একটু ইচ্ছা ও একটু
অনিচ্ছা লইয়া পৃথার সহিত প্রিকা লিওভানীর অন্তটিত
"বলে" গেল।

পৃথা সেদিন জন্মর সালে সাজিয়াছে। বিজের সাময়িক প্রকাপ বাসগৃহের নৃত্য সভা আলোডে আনন্দ অসিয়া উঠিয়াছে, ভার ভিতর শত ক্ষর, ক্ষরীর স্থানী

চইয়াছে। সে**ধানে ফুলের ছড়াছড়ি গদ্ধে**র মাতামাতি— তার উপর আনন্দের কলহাসি সব মিলিয়া এক মনোরম মায়ারাজ্য রচনা করিয়া তুলিয়াছে, স্থ্যমার মনে হইল, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, হাহাকার এ পুলক কোলাহল হইতে ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া পাকে,—জীবন অনস্ত আনন্দে উচ্চুসিত হয়। তাহার বহুদিনের পৃঞ্জীভূত জড়ভাব কোণায় উধাও হইয়া চঞ্চ তরলতায় তরলায়িত হইয়া উঠিল,—সে আবার হাসিল। নাচের পর নাচ চলিয়াছে, বাজনার পর বাজনার মোহমন্ত্রী রাগিণী শিহরিয়া উঠিয়া, প্রতি শিরায় কম্পন তুলিয়াছে—স্বরমা সেদিন বছ পুরাতন ও নব পরিচিতের সঙ্গে হাস্থালাপ করিল, নাচিল-। মনের বাঁধন একবার ধদিয়া পড়িলে, আর কোন কিছু দিয়াই তাহাকে রোধ করা যায় না বুঝি। কিন্তু দে লক্ষ্য করিল-পুথা এক পার্ম্বে বিদিয়া অনেকের সঙ্গে আলাপ করিতেছে— এবং সে একবারও নাচিল না। একটু পরে স্থরমার দৃষ্টি হইতে পৃথাও কোথায় সরিয়া গেল। অনেককণ পরে কে একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বলতে পারেন পুথা কোথায় ?

সে একটু আশ্চর্যা হইয়া বলিল—"কেন ? তিনি কি এখানে নেই ?"

"না" বলিয়া লোকটা চলিয়া গেল।

স্থ রমা একটু ভাবিল—তারপরে, হয়তো আছে কোধাও বিলয়া লঘুভাবে পৃথাকে মন হইতে সরাইয়া আমোদে যোগ দিল।

অনেকক্ষণ পরে সে সতাই খুঁজিতে গিয়া পৃথাকে কোনখানে পাইল না, অনেককে জিজ্ঞাসা করিল—কিছ কেহ বলিল অনেককণ তাহাকে দেখে নাই, কেহ বলিল কিছুক্ষণ আগে দেখিয়াছে, কেহই সঠিক খবর দিতে পারিল না। সে একটু চিত্তিত হইয়া পড়িয়াছিল—এমন সময় খবর পাইল কে তাহাকে টেলিফোনে ডাকিতেছে—স্বমাটেলিফোন ধরিয়াই ভনিল পৃথার গলা—দে বলিতেছিল—"বৌলি, আমি বাড়ীতে, আমার অন্ত অপেক্ষা করো না, চলে এসো—"তারপরেই সে সংবোগ বিচ্যুত করিয়া দিল! নানা কথা ভাবিয়া স্বয়মা তৎক্ষণ বাড়াতে আসিয়া দেখিল পৃথা ঐ পোবাকক স্থানা আছে। বলিল—"বেশ,

জোর ক'রে নিরে গিয়ে বৃঝি এমনি করে কেলে জাসা
হ'ল, কি হয়েছে ভোমার ?" পৃথা একটু অসহিক্তাবে
বলিয়া উঠিল—"ভালো লাগে না বৌদি—কি সব তৃচ্ছ ব'লে মনে হয়। বেশাক্ষণ বরদান্ত করতে পারি না ভাই চ'লে এসেছি। ও সবে কি আছে গুনেহাৎ বাজে—"

"তুমি ডাঙ্গ করনি 🕫

"না, করতে পারি না—পা ফেলতে ভুল হয়—" "তুমি তো অনেকক্ষণ জাগে চলে এসেছো।"

"হা—একটু ওড়া গেল। রাত্রে আকাশে উড়তে বড় ভাল লাগে—মনে হয় কোণায় কোন অসীমে ভেলে চলেছি—সেই অনস্ত শৃত্তে আর রাত্রে—ত্তরু অন্ধ্বভারে—নীচে সব আলো, সব হাসি সব উৎসব ফেলে যেন চলে যাচ্ছি কোন সে বিরাট গান্তীর্যার কোলে—"

স্থরমা একটু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।
পৃথা বলিল—"ভূমি বেশ উপভোগ করেছে। না ?"
"হাা,অনেকদিন পরে বেশ লাগলো,—বাড়ীর কর্তাকেও
ব'লে আসোনি ?"

'না খুঁলে পাইনি—কেন বলতে পার বৌদি—হঠাৎ
এক মূহুর্তে সমস্ত আলোগুলো ঝাপনা হয়ে যায়, সব
বাজনাগুলো যেন বেহুরো বাজে—ইছে হয়—পায়ের
আঘাতে সারা জগতটা চুর্ণ করে ভেলে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে
দিয়ে আমিও সেই সঙ্গে সেই ধূলোয় মিশে বাই—"

স্থারমা একটু হাসিয়া বলিল—"ভূমি অন্তুত পুথা।" পূথা কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। স্থারমারও মনের সমস্ত উলাস একটু মান হইয়া আদিল। একটা আবেগময় অধীরতা তাহাকে বিরিয়া ধরিল,—তাহারও কিছু ভাল লাগিল না—এতথানি আনন্দ এতটা উন্মাননা—অত্থা, অসম্পূর্ণ হইয়া অক্হীনা স্ব্যারীয় মত বিষাদ ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিল—

স্থান দেখে পৃথা নাচে যার কিন্ত নাচে না, ভোজে যার থার না—তবু সে যায়, হয়তো একটা অভ্যাস বশতঃই যায়, কিন্তু অন্তরের শৃগুতা তাহার সমন্ত অন্তভূতি শক্তিকে নিম্পান্ধ ও অচেতন করিয়া তাহাকে নির্মানতার টানিরা লইরা বার। সে মূথে বা কালে কিছু না দেখাইরা ভাবকে চাপিরা রাখিতে চার, কিন্তু ব্রহরের ভাব ব্যক্ত হইরা সকল

বাধা ঠেলিরা আপনা হইতে ফুকারিরা উঠে, তাহা আর কেহু না বুঝিলেও স্থরমা বুঝিতে পারে।

আর একদিন আর এক নাচের মজলিদে গিরা দে 
থানিক পরে পৃথাকে দেখিতে পাইল না—দে বুরিতে 
পারিল পুরা হরতো হঠাৎ বিরক্ত, বিভ্ন্ন হইরা কোথার 
গিয়া আপন চিস্তায় ভূবিয়া গিয়াছে—সতাই সে গিয়া 
দেখিল—সুম্পলতাশোভিত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারান্দার 
এক কোণে বাহিরের দিকে চাহিরা একটা খেতমর্থন মূর্তির 
বত্ত শীড়াইরা আছে পৃথা। ক্সরমা দেখিয়া ধীরে সরিয়া 
আসিরাছিল—তার একটু পরেই দে আসিয়া বলিয়াছিল—
"বৌদি বাড়ী চল—"

একদিন স্বমা তাহাকে বলিয়াছিল—"যদি ভাল লাগে না, তবে যাও কেন ?"

পৃথা তুচ্ছভাবে হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল—"কে বললো ভাল লাগে না ? বেশ লাগে ভো—"

"তবে ষে চুপ করে স'রে যাও?"

ি সে এক একদিন ভাল লাগে না বলে—কিন্ত স্থ্যমা বুঝিতে পারে ভাল লাগে না তাহার একদিনও—।

রাজীবকে আদিবার জন্ম চিঠি লেখা হ**ই**রাছিল— কিন্তু নে এ পর্যান্ত একটারও কোন উত্তর দেয় নাই, সেদিন পূলা রাগ করিয়া ৪ পাতা টেলিগ্রাম দিতে, পরদিন উত্তর আদিল "শীল্ল আদিতেছি—" আবে৷ কিছুদিন চলিয়া গেল।—

সেদিন পৃথা কোণায় গিয়াছে বোধ হয় কোন নাচে—
হ্রমা অভ্যাসমত শিগগীর ঘুমাইতে না পারিয়া, তথনো
জালিয়া বই পড়িতেছিল—তথন রাত্রি ১২টা—পৃথা আসিয়া
এমন সময় একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। হ্রমা বই
হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—"নাচ হয়ে গেলো?"

"না এবনো হয় নি—আমি চলে এগেছি—" স্থরমা সহায়ভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল—"কেন পূলা ?"

পুথা একটু হানিয়া বলিল—"কি কানি. বৌদি, ভাল লাগলো না,—ভূমি একটা কিছু বাজাও তনি—"

"ওৰানকার অভ ৰাজনা কেলে একে বুৰি আনার প্রাৰাজনা ভনতে ?"

"शां, कारे रेटक र'न, निरम्त्रकारे जान नारम— सार्देशन Oh dash it :—का बा र'रन कन धक्के राणित

আসি-পুরোবেপে, আর তা যদি না যাও, তবে আয়ি চললুম আমার আকাশ লমণে--"

অ্রমা হাদিয়া উঠিন—"এত রাজে ? রক্ষেকর পৃথা, আমি গালাই শোন—"

"না বৌদি বেড়াতে যাবো---"

"তবে চল অগত্যা—" বলিয়া স্থরমা উঠিল।—ছই ছও।
লক্ষ্যহীন ভাবে অবিরাম ব্রিয়া বধন তাহারা বাড়ী দিরিল
তথন ২টা বাজিয়া গিয়াছে।

বাড়ী আসিয়াই পৃথা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। স্বর্মা বলিল—"হাসছ কেন? পাগল হলে?"

"না, হাসছিলুম এই সব লোকগুলোর কথা ভেবে—" "কোন লোক ?

"নব লোক বৌদি" একটু থামিয়া দে আবার বলিল— "আমি তো কিছু চাই না, তবু কেন তার। আদে আমাকে দিতে ? এদের একটা অহুভূতি নেই, আমার কোন অভাব নেই—আমি রাণী কিছু আমার অভাব নেই, তবু কেন? সেইজন্মই ওখান থেকে চলে এসেছি—অতিষ্ঠ লাগে—" স্থ্যমা কোন উত্তর দিল না, পৃথা বলিডেছিল—"ভালবাদায় আমি ডুবে আছি—আমি অন্যের কাছ থেকে কিছু চাই না-অথবা আমার ভালবাসার ঘরের দরজায় একেবারে তালা প'ড়ে গেছে, আমার কিছু নেবারও নেই দেবারও নেই—" একটু হাসিয়া বলিল—"প্রিন্স, আত্ত আমাকে চেয়েছিলেন—বিয়ে—তথুনি এমন বিশ্রী লাগলো।" থানিক পামিয়া সে আবার বলিল—"আমার এত হঠাৎ চলে আস্বার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু এমন একটা বির্তি এদে আমাকে জেঁকে ধরলো কিছুতেই থাকতে পারনুম না—কেনো এরা বোঝে না! ওদের সঙ্গে আমার মিশতে ভাল লাগে—ওদের বন্ধুত্ব হারাতে চাই না আমি কিছ উপযাচক হ'রে কেউ কিছু দিতে এলেই আমার সমত শরীর ও মন সঙ্কৃচিত হয়ে আসে—ভারপরে হাসি পায়। কেন এরা নিজেদের বোকা বানিয়ে তোলে ? অপ্ররোজন ও অহেতৃক সৰ কিছুই হাস্তকর হয়ে ওঠে প্রয়োজন हिनादन दर जिनित्यद मद, जा कि अन्ना दनादन मां ?"

"কি ৰলে এলে ?"

"ৰামি তেৱা করে বেশ খাতাবিক হির কাবে বলে এক্সেই—বে এখনো ভাষার তেমন কোন ইয়াহ ব্যক্তি তবে वि कथाना इम्र ज्ञान जात कथावे चानात मर्जाछा মনে হবে-লে বললো সেই বিনের বস্তু সে অপেকা করবে—" একটু থাবিয়া পূথা বলিপ যেন আপন মনে "কিন্তু আমার মনে হয়—ওকে অপেকা কংতে হবে চিরকাল-কারণ বেদিন আমার সে ইচ্চা হবে তার আগে আমি বেঁচে থাকবো কি না তাও ঠিক বগতে পারি না। মনীলকে ভালে যাবাদ আগে ভার অভাব বোধ করবার আগে সে ইছাও হৰে না—আৰু পৃথিবীতেও আমি থাকবো না—সে আছে, আমারি চারিদিকে ঘিরে আছে, আমি কাদলে সে ছ:খিত হয়, হাসলে হাসে, তাই হাসি। আমার অন্তিত্ব স্থনীলময়—তাই আমার ভিতর দিয়ে দেও পুথিবীর আনন ভোগ করে—বেদিন তাকে আমার কাছে আর দেখতে পাব না-সেদিন, সেদিন আর আমাকেও কেউ দেখতে পাবে না—তাই ভাল লাগে হাওয়ার ভিতর ভেলে বেডাতে। সময় ভোচলে যাচে তীত্র বেগে-দিন আর करे-जाम अधु नामरन रहस जाह-"

পৃথার কঠখন কাপিয়া উঠিতেছিল অদম্য আবেগে— সে তাহার কথা শেষ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল হঠাৎ ভাহার ঘরে।

হুরমা ভাহার সমন্ত পূর্ব-সিদ্ধান্ত গুলিকে মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিল-পুথার জন্য কট হইল, মনশ্চকে ভাহার ভাসিয়া উঠিল কঠোর বতধারী দৈনিক, দহর, আম नगत्न. श्रवं छ हा व्यन कृतिया हिनया यात्र, किन्छ दकान पिटक তাহার ফিরিয়া চাহিবার অবদর নাই--সে জানে ৩ধু 'সমুখ চলিতে'। তাহার মনে হইল সাগরের উত্তাল তর্জ নিজে চঞ্চলা, অধীরা, কত উপকূলে কত ভটে লাফাইরা পড়ে মনের আবেগে, কত কিছু ঘুই হাতে গ্রহণ করে, তারণরে উদাসভাবে ভুচ্ছ করিয়া সমস্ত ফেলিয়া দিয়া याय-त्नहे दाना फारहे.-याय,-त्रिक, निःच हरेबा जनक शर्छ विनीन हरेएछ। छाहा हरेल पून हरेबाह कि ভাহারি 📍 পুৰা কি সভাই চরম ভোগের ভিতর থাকিয়াও ष्यदा देशविकशांतिक नहारिनी १-- व्यवसा त्न निस्कत কাৰ্যকলাপকে সমৰ্থন করিয়া ভাহান্ত সভভা প্ৰমাণ করিবার খন্য কভৰুলা কাৰা কথা ভাষাকে বলিল ? বিভ ভাষাতে ভাহার লাভ ঃ লেভো কারাকেও জা করিয়া হলে না। তবে পৃধা সত্য কি 

শব্দার কে 

শব্দার কি 

শব্দার কি

ছইদিন পরে পূথা বলিগ—"বৌদি আজ আৰি চলে বাবো—বিমু আর মোনা তোমার এখানে থাকৃ—এখন কোথায় ঘুরবো ঠিক নেই, ওরা কোথায় যাবে—এক জায়গায় ঠিক হলে তথন ওদের পাঠিবে দিও।"

"বেশ তো ওরা থাক্—কিন্ত ভূমি কোথায় ব্রবে ?"
"কানি না, এখানে থাকতে ভাল লাগছে না— দালা
তো এলো না, কিন্তু কি করবো—থাকতে পারছি না আমি
—কি কানি কোথায় চ'লে বেতে ইচ্ছে হয়। এখানকার
সব বাজে—হাসি পায়। স্পান্তর নিছক সত্যের বিল্লাজে এ
সংসারটা একটা হাস্তকর 'কমেডি' আর সেইজন্য টাজেডিও
বটে। প্রবাধে নেই—সান্ধনা নেই, এগুলো সভ্যটাকে
হাত্তের কাছে এনে দেয় না—ভগু ঘূরিয়ে মিথ্যে ফার্কিবাজি দেখিয়ে কোথায় নিয়ে ফেলে বোঝা যায় না—"
এক্ট্ হাসিয়া সে বলিল—"আমি বেশ থাকি উড়ে—
ভারপরে একলা মাঝে মাঝে থাকতে ভাল লাগে—"

"কিছ তুমি তো গন্ধীর হ'তে চাও না পৃথা—"

"না এই, "কমেডি" দেবে গঞ্জীর হতে চাই না—ভাতে কোন লাভ নেই। কি রকম মনে হয়—এও বেমে যাবে—বাজনাও থেমে যাবে—নাচও থেমে যাবে—কিছু নেই যা অনাহত অব্যাহত। এমন কোন উল্লাস আছে যা অনবছ, অনাঘাত হ'য়ে অস্তরে বরে যাবে? সেই সভ্যা—সব থেমে যায়, সব কোথায় মিশিবে যায়, ইছে হয় কি জানো বৌদি? কোথায় ছুটে চলে যাই, কোথায় কোন শুন্তে উকার মড, তীর সভিতে ছুটে গিয়ে আখনের মড বা'রে পড়ি—"

স্বরমা চুপ করিয়া ওনিল,সে বাধা দিল না বা তাহাকে রহিতেও বলিল না, কিছ পুথা রহিয়া গেল বাধা হইয়া কারণ সেইদিন সে টেলিগ্রাম পাইল রাজীব প্রদিন আমিতেছে।

রাজীব সানিকেছে। স্বন্য ভাষাকে বেধিকে হার,

কিছ আবার শহাকুল মন তাহার পিছাইয়া যায়, সংহাচে, ভরে, মনে হয় যদি সে কিছু বৃঝিতে পারে—
জিজ্ঞাসা করে, যদি চোখে মুখে তাহার হদয়ের ছবি
প্রেভিফলিত হইয়া উঠে? কি বলিবে সে কি কৈফিয়ত
দিবে? তাই সে চার রাজীব আহ্নক কিছু জিজ্ঞাসা
করিবার অধিকারী না হইয়া।

কিছ সে দেখিল, রাজীব আসিল, তাহার সহিত আনাগ্রহ ভাবে কথা বলিল, শুধু কাজের কথা। সে সেই রকমই আছে গন্তীর, অটল।—চোথ থাকিয়াও আজ, কান থাকিয়াও বধির, নির্বিকার, নিরপেক। স্থরমা মানসিক একটু আখন্ত হইলেও, একটু ক্রও হইল, কিসের একটা আক্রেপ, অন্তলোচনা, তাহার সারা প্রাণ মথিত করিতেছিল, অশুর বলা বার বার ঠেলিয়া উঠিতে চাহিতেছিল ক্রম আবেগে।—

পূথা রাজীবের কথায় আরো একদিন রহিল—কিন্তু
পরদিনই সে ঘাইবার জ্ঞা প্রস্তুত হইল। স্থরমার
চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। পূথার এ যাত্রা
ভাহাকে কেন কি জানি ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল।
আর কবে দেখা হইবে—অথবা হইবে কিনা ভাও বা
কে জানে ?—কোন অনিৰ্দিষ্ট পথে চলিয়া যাইবে সে
ভাহার সমস্ত ভেজ উল্পম লইয়া কোথায় জ্ঞালিয়া উঠিয়া
কি দক্ষ করিবে, অথবা একেবারে নিংশেষে পুড়িয়া
নিজে ছাই হইয়া যাইবে।—

পৃথা হাদিল কথা বলিল—ছেলেমেয়েদের আদর করিল—তারপরে সে জ্রমাকে প্রণাম করিয়া যথন উঠিয়া দাঁড়াইল তথন স্থরমার চোথ ভরিয়া আদিয়াছে—দে হাসিয়া বলিল "বৌদি, চলুম। ভোমার কথা মনে হবে। তাতে কি? যদি বেঁচে থাকি তবে দেখা হবে নিশ্চম—আর যদি মরে যাই তাহলে—তাহলেও দেখা হবে,—কারণ আমি জানি এ জীবনের ওপারেও আর একটা জীবন আছিছে।"

পৃথা অন্তদিকে সরিয়া যাইতে হ্রমার চোথের জন ঝরিয়া পড়িল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে মুখে চোধে জনের বাপ্টা থানিবটা নিয়া সিভিন্ন নিকে যাইবার সময় দেখিল রাজীবের বলিবার ঘরে—পৃথা তথনো যায় নাই, সে দাদার বুকে মাথা গুলিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে, আর রাজীব ছই হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিঃশব্দে ছির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে তাহার দিকে — আর মুখ তাহার বেদনাহত হইয়া সাদা। হইয়া গিয়াছে। পৃথা চলিয়া গেল।

ভার পরদিন রাজীবও চলিয়া গেল। স্থরমা বলিয়াছিল, "এভদিন পরে এলে, আর চিঠিও লেখোনা, আবার ক্বে আদবে ?"

রাজীব উত্তর দিল—"কি করব হরমা, অত বড় কাজের বোঝা যখন মাথায় নিয়েছি, তখন তা না দেখলে কি চলে? পূর্ব্বের মত হইলে হ্রমা হয়তো অনেক তর্ক করিত, কিন্ধ এখন সে চুপ করিয়া রহিয়া শুরু ভাবিল অত বড় কাজটা কি চিঠি লেখা অথবা আসার উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহার? আর কি নিয়াই বা তর্ক করিবে সে। রাজীবের কঠে অহ্নথোগ নাই, শ্লেষ নাই, উন্মা নাই, সরল স্বাভাবিক স্বরে সে কথা বলিল, ইহার উত্তরে কি বলিবে হ্রেরমা, উত্তর ওঠে আসে না, কেবল কঠে আসিয়া থামিয়া যায়!

যাইবার সময়ে রাজীব ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তথা-বধান সম্বন্ধে স্থবমাকে কিছু না বলিয়া উপদেশ দিল বাড়ীর লোকজন, আয়া, গভরনেসকে ডাকিয়া। ইতিমধ্যেই তাহা হইলে রাজীব স্থরমার অভিত লোপ করিয়া দিতে চাহিভেছে। স্থ্রমা দেখিল সে থাকিল বা গেল ভাহাতে কাহারো কিছু যায় আসে না। প্রণৰ ভাহার চাইতে পিভাকে ভালবাদে বেশী, ভারপরেই সে ভালবাদে ভাহার আয়া ও পুরণো চাকর মোহনকে। । আর রাজীব সে তো তাহার উপস্থিতিকে সর্ব্ধপ্রকারে অস্বীকার করিয়া চলিরা গেল। তালা চইলে এখানে তালার আবশ্রক কি? এ বাড়ীতে বাস করিবার তাহার অধিকার কোথায়? সে মনে করিল তাহার বাপের ৰাড়ীতে গিরা কিছুদিন থাকিয়া चामित्व, जाहात नाना विनाज हहेट क्रितिय चामित्व শীঘ্ৰই, ইতিপূৰ্ব্বে বহু আগে ভাহার ফিরিয়া আদিবার কথা हिन, नानाकात्रत चानित्छ शास्त्र नाहे, छाहांत्र मत्न हरेन বেশ নিশ্চিত্তে, নির্ভাবনায় শান্তিতে কিছুদিন কাটিবে।

उर्व छाहात मत्न रम त्राबीन कि व्यावित ना ? अन

একবার ভাবে সে আসিলে এবারে সব কিছু বলিয়া একটা মিটনাট করিয়া লইবে—কিন্তু আত্মাভিমান বাধা দেয়, মনে হয় সে তো ভাহার কথা কিছুই বলিল না, তাহা হইলে সেই বা অনর্থক নিজে খাটো হয় কেন? আর সে ধদি ভাহাকে ক্ষমার চক্ষে না দেখে?

মাঝে মাঝে নিজের চিন্তায় জর্জারিত হইয়া ভাবে,
পূধার মত উদাম হইয়া সেও সব কিছু ভূলিয়া যায় না
কেন ? কিছু পূথা সেও ভূলিতে পারিয়াছে কি ? তাহার
মন অন্থির হইয়া উঠে—তাই সে নাচ, ভোজগুলি বাদ
না দিয়া প্রত্যেকটীতে ঘাইতে লাগিল। আর অরিণ
হর্ত্ব পুনর্জাগরিত বসস্ত স্থলে স্থলে ভরিয়া উঠিয়া ভাহাকে
চঞ্চলভ করিয়া ভূলিয়াছিল অনেকধানি তাই সে নৃতন
করিয়া আবার বাহিরের জানন্দে মাতিয়া উঠিয়া দেখিল
রাজাবের চিস্তা অপেকাকৃত কম ভাহার মনকে পীড়া দেয়,
অরিগের বিরহ বিশেষ কাতর করিয়া গুলে না, তবে সে
জানে ভাহার সকল বিরহ শান্তই হাসিয়া উঠিবে আবার
মিননের বসস্ত উৎসবে! জারণের চিঠি সে পায় মাঝে
শাঝে কিছু ছোট—কিছু দিন কাটিয়া গেল!

অরিণের • অপেক্ষায় স্থরমা ছয় মাস কাটাইল, এক বছরও কাটিয়া বায় বৃঝি, তবুও অরিণ আসিল না।

সেদিন সারাদিন সকাল হইতে বর্ধার আবদারভর।
কালা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সহিত হ্রমার অন্তরের
কালা কিছুতেই থামিতে চাহিতেছিল না। সারাদিন
একলা বসিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত মন মেঘাছেল হইয়া
কালো হইলা গিয়াছে, সেখানে বিহাতের ক্ষীণ আলোক
রেখাও যেন উ কি মারিলা দেখিতে ভয় পায়। অনেক
কথা মনে হইতেছিল, পৃথার কথা, রাজীবের কথা,
আরিণের কথা। মনে হইল, সভা সমিতির কাজ লইয়া
থাকিলে হয় তো সে তরু নিজেকে তুলিয়া থাকিতে
পারিত। কিন্তু এ কি উদ্দেশ্ভীন—আলাহীন জীবন
ভাহার ? রাজীব কি আলিবে না ? অরিণও আসিবে
না কি ? পৃথার তরু লক্ষ্য আছে। সকলেরই চাহিয়া
দেখিবার কিছু মাছে—কিন্তু তাহার চাহিবার মত কিছু
নাই—না শাম্নে,—না পিছনে। বিজ্ঞার খবরও সে
মনেক্টিল পাল্ব নাই,—অনস্থিতিত মন তাহার বেগথার

কোন মেঘের বুকে ভর দিয়া ভাসিয়া চলিল, পৃথার মন্তন তাহার ইচ্ছা হর উড়িয়া বেড়াইতে। পৃথা কিছুদিন আগে জার্মানী হইতে একটা ছোট্ট চিঠি লিখিয়াছিল তথু ভাল আছে তার পরে যাইবে হইট্জাংল্যাওে এই প্রয়ন্ত—ভার অরিণ!

এমন সময় আয়। আসিয়া একটা চিঠি র থিয়া গেল—হন্তাক্ষর অরিণের দেখিয়া হুরমা ভাড়াভাড়ি চিঠিখানি থুলিয়া পড়িল, তঃহাতে লেখ। ছিল—

"হ্রমা, তুমি আমাকে উন্নত করে তুলেছ—ভোমার অতুল প্রেমের জ্যোতি দেখিয়ে,—ভাই দেশে আমি নিজেকে আজ অনেকথানি তুলে ধর্তে শিখেছি,—ভাই দেশেছি অশান্ত জীবন বহন করে হথ পাওয়া যায় না। কাল আমি বিয়েকরেছি একটা মেয়েকে—সে গরীব। এ ধর্ম এ জীবন আলাদা, কিন্তু তুমি আমার কাছে চিরকাল যা ছিলে ভাই থাক্বে। জীবনে কথনো ভোমাকে ভূলবো না, আর তুমিও ভূলোনা—ভূমি আমার একান্ত আপনার—প্রিয়।

তুমি জগতে বিখ্যাত হও,—তোমার স্থনামে দেশ
স্থাৱিত হোক্—তাতে আমারি গর্ক হবে বেশী।
মর্য্যাদা, সম্মান, যণ, গৌরব এইগুলো উপার্জন করা
জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি কখনো আমাকে
এতটুক্ও প্রীতির চক্ষে দেপে থাকো, তবে জেনো
ভোমাকে বড় হ'তে দেখলে আমি স্থণী হব, সম্বান্ত হব।
ভারতে শীগ্রির ফির্তে পার্বোনা—এখানে অনেক কাজ
আমার। আমার তেলের অংশ তোমার ছেলেকে আশীর্বাদী দিল্ম—তবে আমি আসবো নিশ্চম—অস্তঃ
ভোমাকে দেখতেও। মাথে মাথে তিঠি দিও ইতি—"

স্বরমার অবশ হাত হইতে চিঠিখানি খসিয়া পড়িল।

অরিণ অবশেষে কি এই করিল ? সে কি তাহাকে প্রতারণা

করিয়া গেল ? কিন্তু প্রতারণাই বা কি করিয়া

বলিবে সে ? অরিণ তাহাকে বিবাহ করিতে পারে

না বা লোকসমাজে তাহাকে তাহার প্রাণের বিন্দুমাজ

অংশ দিয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে পারে না—এ সবই

তো সে আনে—তবে প্রতারণা সে করিল কি করিয়া ?

সে বরুং তাহাকে উরত করিতে চেটা করিয়াছে তাহার

সমন্ত প্রেরণা দিয়া। প্রথম পরিচন, তারপরে ঘনিষ্ঠতা কিন্ত তার বেশী আর কিছু লোকতঃ ধর্মতঃ হইতে পারে কি ? সে অবিবাহিতা মেয়েও নয় যে অবিপক্তে কোন রকম প্রতিজ্ঞাভকের দোষে দোষী করিবে,—অথবা তাহার চিরকুমার জীবনযাপন, ইহাই বা সে কিক্রো দাবী করিতে পারে ? তবে ? ভাবিয়া দেখিলে দোষ অরিপের নয়, দোষ তো তাহারই। পুথা ঠিকই বলে—অগতের 'কমেডি'গুলাকে গন্তীর করিয়া নিলেই ছংখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়—কিন্তু স্বার সব হইল ভার্মু সেই এক। সব হারাইয়া আজ্ঞ পথের ভিথারীরও অধম হইয়া উঠিয়াছে।

অরিণ বলিয়াছে যশ, গৌরব, অ্থ্যাতি, কিন্তু ভাহারা ছাছাকে বছদিন আগে ত্যাগ করিয়। চালয়া গিয়াছে যে, ছাছার সমস্ত অর্থের বিনিময়েও তো ভাহা ফিরিয়া আসিবার লয়। সমস্ত ব্যর্থতার ক্ষোভ ভাহাকে বাঁধিয়া নিপ্পেষিত করিয়া তুলিল, কাহার উপর রাগ হইল, ছঃথ হইল—কিসের একটা দারুণ শোকে ভাহার সমস্ত বুক ভালিয়া ঘাইছে চাছিল। ব্যর্থ—ব্যর্থ—ভাহার বাঁচিয়া থাকা একেবারে ব্যুর্থ হইয়া গিয়াছে।

#### 20

স্থ্যমার সমস্ত মন কিছুদিন একেবারে দমিয়া রহিল।
অবিধের কোন অপরাধ নাই, তবুও তাহার মনে হ্র
অবিধের যেন আরো কি করা উচিত ছিল, আরো মেন
কি সে না করিলেও পারিত, তরু সে অপরাধী। ই্যা
অপরাধী বৈ কি! আজ সে বিবাহ করিয়া আবার উচ্চৈঃম্বরে
বলিতেছে স্থামা তাহারই প্রিয়া হইয়া রহিবে চিরকাল,
তাহা হইলে আর একজনকে জীবনের সাধী করিয়া সে
অক্ত আর কি করিতে পারিত অরিণ? স্থামা ভাবিয়া স্থির করিতে
পারে না, সে কি করিতে পারিল না অথবা আরো সে কি
করিতে পারিত। অভিমান করিয়া সে অরিণের স্থাতি
মন হইতে সরাইয়া ফেলিতে চেটা করিল।

রাজীবকে ছুইখানা চিটি লিখিয়াও কোন উত্তর পাইত রাজ্যপ্রশেষ কয়েক দিন পরে সে ক্রত ভাবরা ফুলইবা

मिश्रो अक्षी निकास कविश्रो ट्रिकेन्स-हासीय फाटाट ভাগ করিয়াছে-- আর অবিণও সকল সম্পর্ক ভালিল क्लियारक, कारनारे क्टेन,-- अवादत जाहात कारक बाद कारात्र मावी-माध्या नारे। छारादक अन्न कदिवात आह কাহারও কিছু নাই। তাহা হইলে তাহার পরিতাক্ত উপেক্ষিত জীবনটা লইয়া সে যা খুসী ভাছাই করে না কেন ? উচ্ছ অল মন তাহার ৰার বার চীৎকার করিয়া बिना फेर्फ-बिन वार्थ हे बहेन मन फाटा बहेरन वाकि জীবনটুৰু সে ভোগ কৰিয়া লয় না কেন ? ভোগ উৎসবের भिष भारत कि चाह्ह तिथिया नहें लहे रहा शादत । य**न** স্থাতি বধন মূধ ফিরাইয়াছে তথন অয়শ, অধ্যাতিকেই সে বরণ করিয়া আছক। তাহার মনে হয় রাজীব তাহাকে দিয়াছে ব্যথা আর অরিণ তাহাকে দিয়াছে শাস্তির অবসাদ এবং সব কি হু ভুলাইয়া তাহার সমস্ত প্রাণ নিজীব করিয়া তৃলিয়াছে,—শান্তি সে চায় না, ক্লিঞ্চ, তরল, কৌমুদীর রজভধারায় সে অবগাহন করিতে চায় না, সে চায় আবেগ, সে চায় রবির তীত্র উত্তাপ, আলোর উত্তপ্ত ওঁজ্জনা। অরিণ তাহাকে শাস্ত সমাহিত করিয়া ফেলিয়াচে. অরিণ ভাহাকে গণ্ডীর ভিতর টানিয়া আনিয়াছে, কিন্তু স্থরমা তাহা চাহে না, সে চায় জাগিয়া থাকিতে, স্বপ্নময় খুমে আর ভাহার দরকার নাই।

তারপরে স্থরমা নিজের মনের ও গতির বল্ধ। অবাধে ছাড়িয়া দিল। নির্মাল, বাধাহীন কাবে দে ছুটিতে ছুটিতে জগৎ-সংসার একেবারে মন হইতে মৃছিয়া ফোলয়া দিল। কি এক নজুন নেশা, উল্লাদনা ভাহাকে পাইয়া বদিল ?

পিষেটার, বারোকোপ, নাচ জোক তাহার নিজ্য সহচর হইরা উঠিল—। বহুরও অভাব হয় না—সারা বাড়ী মুখরিত থাকে সারাদিন, তাহার আর ভাবিবার সরসর হয় না, রাজি ২টা ৬ টার সময় ধধন সে লাভভাবে বিহানায় ভইরা পড়ে, ডখন তাহার মাধার ভিতর ভবু গাঁদ বাকনার ভূম্ল কোলাহল বিমুর্ণিভ হইতে থাকে।

কেহ তাহাকে তির্থার করে না কারণ বাপা বা কর্মা কাহারো সহিত বেথা হব না, কেহ ভাহাকে বিজ্ঞাপত করে কা,কারণ বিজয় নাই—তাই ভাষার বিনপ্তত্তি বেশ কাটিকে-ছিল এক ভারতই। সাজীকের করু সে একট্ট শক্ষা সাকাদ ভর তাহাকে পাড়া দিত মাঝে মাঝে তাহাও তাহার উদামতাকে পথ করিয়া দিয়া সরিয়া গেল। আর কি এইবারে সে একেবারে মৃক্ত।

স্থরমার কানের কাছে কত জনে কত গুল্পন করে—
ক্রুতি মধুর কথা গুলা গুলিতে তাহার কখনো ভাল লাগে,
কখনো বিরক্ত ইইয়া উঠে,—কাহারও কথা দে হাসিয়া
উড়াইয়া দেয়, কখনো কাহারও কথার উন্তরও নেয়। কত
জন তাহার মনোরঞ্জন করিতে চায়, কতজ্ঞন তাহার মন
জোগাইয়া চলে—নিজের রূপ-গুণের কথায় দে আনন্দিত
হয়, আআপ্রসাদ লাভ করে, কখনো সব কিছুব উপর দারুণ
বিত্ঞা হয়— সে সেই সময়ে কয়েকদিন কাহারো সহিত
দেখা করে না চুণ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে।

সকলের ভিতর একজনকে তাহার ভাল লাগিত—ঠিক একটা সথের কুকুর বা বিভালকে যেমন লোকের ভাল লাগে ঠিক দেই রকম। তাহাকে সকলে ইংরাজীতে "Pet" বলিয়া ভাকিত। লোকটীর স্ত্রীলোকের মত কমনীয় হুনর মুখ দৈখিয়া সকলে তাহাকে ভাল বাদিত। সে অনর্গর ভাষায় হুরমার স্তুতি গায়, সারাদিন,—দাসাহ-দাদের মত চক্ষের ইকিতে তাহার আদেশ পালনে অগ্রসর হয়। স্থরমা ভাহাকে লইয়া কৌতুক করে, হাসে, তিরস্কার करत, आवात आनत कतिया कारह छ छाकिया आति। तम ধনীর পুত্র এবং নিজেও খুব সৌধীন, কিন্তু সকলে বলে তাহার পিতা "বওয়াটে" বলিয়া তাহাকে "তাজাপুত্র" করিয়াছে—তবুও তাহাতে তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই কারণ তাহার মাতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে তাহার সৌধীনত। বাব্সিরি বেশ চলিয়া ঘার। হ্রমাও ব্রিতে পারে বে মত্তিক বা বৃদ্ধি বলিয়া কোন বালাই তাহার হড়েল মাধাটার ভিতর ছিল না,—কিন্ত ঐ বোকামির ভিতরও তাহার একটা ধূর্জামি, চালাকি ছিল যাহা দেখিরা অনেকে मात्य मात्य छाविछ, त्नाकृष्ठी मछाहे त्वाका, ना हेव्हा করিয়া বোকা সাজে-। আসল নামটী ভাহার সকলে जारन निनी, मिनिमोकांड अवस दाहन वा नांव छात्रा (क्र जामिछ मा, नक्रम **छ।** निक्ते सनिवाल णाविख!

সে ক্রমাকে অনেকভাবে তাহার শ্রেম নিবেদন করে, ভাকাতে সে কান বের না, ভগু হাসে মাত্র ! কিড একদিন তাহার কতকগুলি কথা খ্রমার বেশ বনৈ লাগিল, এবং সেদিন সে বিরক্ত ইইরা ভাড়াতাড়ি বাঁজী আসিয়া অনেকক্ষণ ঐ কথাগুলি লইরা ভাবিয়াছিল। সে সেদিন অনেক কথার পর বলিয়াছিল—"আমি অনেক সময় ভাবি যেখানে আপনার কোন প্রয়োজন নেই, সেখানে আপনি থাকেন কি করে? তার চেয়ে আর কোনথানে গিয়ে হয়তো আর অন্ত কোন শ্রীবন সার্থক করে তুলতে পারেন।"

স্থরমা এ কথায় অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিল—এ স্ব উপদেশের কথা তোমার কাছে তো আমি ওনতে চাই নি কথনো, কেন বলছ ?" দিব্য সপ্রতিভভাবে সে বলিল— "রাগ করছেন, কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার এখানে কি সন্মান, কি মর্য্যাদা আছে ? আমার উপর রাগ করলেন, কিন্তু সকলে জানে আপনার স্থামী আপনাকে ও্যাদ করেছেন—" "কোন অধিকারে এ সব কথা বলছ নলিনী। চূপ করে থাক, আমার স্থামী সহচ্চে আমি ভাল বৃহ্মি—" "ভাতো ব্যাদেন কিন্তু তিনি যে আপনার কাছ থেকে স'রে থাকবার জন্তু এখানে আনেন না ভা সকলে আনে"— "তিনি বদি কোন কাজে বান্তু থাকেন"—"তা থাকলেও এমন কোন কাজ কারো থাকতে পারে না, যে তিনি বাড়ীতে আসতে পারেন না একবারও—"

"ও সব জোমাদের বাবেল কথা রাখো—" "আপনাকে যে এমন ভাবে উপেকা। ক'রে কেলে যায় তাঁর বাড়ীতে বসে আপনি কি করে হাসতে পারেন। আমি বুরান্তে পারি না,—আপনাকে তিনি অপমান করেছেন, একটাবার বোঁজ নেন্না, এমন করে সামান্ত একটা জীলোকের মত প'ড়ে আছেন। আপনাকে দেশের লোকের সমালোচনার উপাদান ক'রে দাঁড়ে করিষেছেন তিনি! কি বলবো—আমার আপনাকে দেখে কট হয়, আপনার অভায়কারীর উপর রাগ হয়, তাই বলি। আপনার একেবারে অভার বানে চলে যাওয়া উচিত !"

স্থরমা তাহার কথার অত্যক্ত রাগ করিয়া তাহার সংখ কেবা করিল না করেকনি। কিন্ত কথাওলা ঠিক মনের ভিতর প্রথিত হইয়া রহিল। সতাই তাহার মনে ইইল, বিছাবিছিলে ভারবত্ত্বপ এখানে থাকে কেন? রাজীব

তাহাকে চায় না, সংসার তাহাকে চায় না। সে যদি আৰু সরিয়। যায়, ভাহা হইলে রাজীব হয়তো নৃতন করিয়া ষ্মাবার সংসার পাতিতে পারে। সে খাবার বিবাহ कक्रक, यथवा मिनजिटक नहेशा आञ्चक,-जाल जाला। গৃহ্ধামী কেন তাহার জন্ম গৃংহীন হইয়া প্রবাদে দিন কাটায়, সে বেশ ব্ঝিতে পারে রাজীব তাহার জন্মই আজ মর ছাড়িয়। বাহিরে ঘুরিতেছে। কি অধিকার আছে ভাহার, যে ভাহাকে উপেকা করে ভাহারই গৃহে গৃহক্রী স্বন্ধপ একটা মিথ্যার অভিনয় করিবার ? উপেক্ষাভরে ফেলিয়া দেওয়া রাজীবের প্রদত্ত অর গ্রহণ করে সে কোন লক্ষায়, কোন দাবীতে ৪ তাহার অপরাধের মাতা হিদাব ক্ষরিয়া ধরিতে গেলেও এ বাড়ীর উপর দে সমগু অধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছে—এথানের প্রতিটী মুহুর্ত তাহার জোর করিয়া, চুরী করিয়া, প্রতারণা করিয়া লওয়া। ভাছাড়া বিবাহের পর হইতে ভাহাদের ভিতর পবিত্র দাম্পত্য ভাব, কখনই ছিল না, ছিল শুধু একটা লিপা, লালসা,-কর্ত্তব্য বলিয়া বা হৃদয়ের সন্মিলিত ভাবের আদান-প্রদান ভাহাদের ভিতর কখনো হয় নাই, এই যদি এত বংসর ধরিয়া তাহার পত্নীত্ব ও রাজ বের স্বামীত্ব হয় তাহা ছইলে ভাহাদের এ ফাঁকির বন্ধন একেবারে টুটিয়া या ७ या है जान ।

একমাত্র বন্ধন প্রণব!

প্রণবের কথা মনে হইতে তাহার মনটা ছলিয়া উঠিল।
ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার উপযুক্ত পিতার হাতে
সে যদি তাহাকে ছাড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহার
কর্তব্যের কি ক্রটি হইবে ? বরং সে কোন হাদ্র দেশে
গিয়া প্রচার করিয়া দিবে যে দে মরিয়া গিয়াছে, তাহা
হইলে মুতের প্রতি সমান অথবা সহাছভূতি করিয়াও
অক্তান ক্রমার চক্ষে দেখিতে পারিবে কিন্তু এই ভাবে
বাহিয়া থাকিলে কেহ তাহাকে ক্রমা করিবে কিন্তু এই ভাবে
বাহিয়া থাকিলে কেহ তাহাকে ক্রমা করিবে কিন্তু এই ভাবে
বাহার ধাকিলে কেই তাহাকে ক্রমা করিবে কি ? বিশেষতঃ
পুত্রের চক্ষে মায়ের কলছ অমার্জ্জনীয় অপরাধ বে। এ
ভাবনার মাত্রা সে কিছুতেই ক্রাইতে পারিল না এবং
প্রত্যেকটী দিন ভাহার কাটিতে লাগিল এক অস্কু ব্রহণার

ভিতর দিয়া। খাইতে শুইতে প্রত্যেক কান্ধে তাহার বিবেক তাহাকে বিধিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

কয়েকদিন সে নলিনীর সহিত দেখা করিল না, আদিলে বাড়ী নাই বলিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ এক বন্ধুর বাড়ীতে তাহার সহিত দেখা হইতে সে অনেক অফুনয়-বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তারপরে কয়েকদিন পর সে একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া হাজির হইল। স্থরমা তাহাকে দেখিয়া বলিল,—"তুমি এসেছ বোস কিন্তু বাজে কথা বলে আমার মাথা গ্রম ক'রে দিওনা— ব্রলে ?"

কৈ বলিল—"না আপনার মাথা গরম কর্বো না, কিন্তু আমি যে আমার প্রাণের দায়ে বলি দেক্থা বুঝতে পারেন না?—"

"না আমি ব্রতে পারি না, ব্রতেও চাইনা—"

"রাগ কর্বেন না মিসেস বোস আপনার ভালোর জন্ম বলচিল্ম,—দেখুন আমি আপনাকে ঘেদিন থেকে দেখেছি—সেই দিন থেকেই—'

"ভালেবেদেছ १—"

"হাা। যদি তা বৃথতেই পেরেছেন, তবে আর আমি কি বলবো? তবে এটুকু বল্তে পারি যে, আমার এ সামান্ত জীবনটা একেগারে ধন্ত হ'য়ে যেতো যদি আপনাকে আমার জীবনের সন্ধিন রূপে পেতৃম—"

স্থরমা কচ্থতে বলিল— "তুমি বড় বাড়াবাড়ি আংগু করেছ— Pet! যা তা কথা বলোনা ভজভাবে কথা বল!"

ন্ধবং হাসিয়া Pet বলিল—"কিন্ত আপনি এখনে কোন অধিকারে থাক্তে চাচ্ছেন, ভাও ভো বৃশ্বতে পারছিনা। আপনার স্থামীর নামে কি বেনো একটা শুলব শুনেছিল্ম—বহু আগে, আর আপনাকে ভো ভিনি ভাগেই করেছেন, ভার উপর দেখানে ভিনি কি কর্ছেন ভাই বা কি ক'রে জানেন? এই জীবন বাপন ক'রে কি লাভ? ভার চেয়ে চ'লে আহ্ব, মিনেল্ বোল আমার ক্তু কৃটিরে আপনার পা সাধ্বার আনেক জারলা হবে—"

1.3

রান্তার পারেই বরধানা, বড়। সমস্ত মেঝে জুড়িয়া একথানা কার্পেট। তার উপর গোটা তিনচার ইজেল; তাতে তদসংখ্যক সমাপ্ত অসমাপ্ত কয়েকগানি ছবি। আরও নানা ছবি দেয়ালে হেলানো, কার্পেটির ধারে ধারে। কিন্তু ঘরের দেয়ালে একথানি চবিও টাঙ্গানো নাই। একটি মিগ্ধ সবুজ রজে তাহা অফুলেপিত। একদিককার দেয়ালে মাত্র একধানা দেয়াল পঞ্চী। ইশান কোণে জানালার ধারে ছে'ট একটি টিপয়, ভাতে ঢাকনি নাই। কাঠের আচ্চাদনটি চিত্রাফিত। পিতলের একটি ফুলদানীতে ওছ একতোড়া সুল। একটা কাঠের চোলায় উর্দ্ধে হয়ে সক্ষমোট। নানা রক্ষ তুলি। ঘরে আরও ঢের জিনিষ আছে; কিন্তু ঘরের অধিকারী গৌতম দেউলিয়া হইয়া যায় নাই এবং আমরা তার বেবাক্ অস্থাবর সম্পত্তির লিষ্টি করিয়া নীলামে চড়াইতেও याहेटकि ना । ७ उथन मत्रकात्र উल्टिनिटकत रमग्रात्मत काछ विश्वा निविष्ठेमान अक्षाना ছवि आकिराजिका। हिंग र प्रांतन अवि छात्रा পिक्त, हिं विविध नवना ভেজানোর একটা শব্দ হইল। রংদানীটা নামাইয়া রাখিয়া পিছন ফিরিয়া গৌত্ব চাহিল। ঠিক কলের পুতুলের মত ও উঠিয়া দাঁড়ার। চোধকে ওর বিশাস इहेट जिल्ला मा।

ভাল করিয়া চশলাটা মুছিয়া চোথে লাগাইয়া বলিল ~ "একি, তুমি ?...একলা…এখানে…রাভিরে ?"

"চিন্তে পাৰ্ছ ড ?" "সেকি কথা অসি ? ঠাট্ট। কৰ্ড ?"

"কেন্দ্ৰ তুমি কি আমাকে ঠিক তা-ই করোনি?" "কেমন করে অদিতা?"

"এই দেড় মাসের ভিতর একটি দিনও আমাদের বাড়ী যাওনি কেন ? এতদিন প্রত্যহ্ সকাল-সন্ধান আমেদের বাড়ী অন্থগ্রহ করে পদার্পণ কর্লে, তারপর হঠাৎ না বলে-করে একেবারে দেড় মাসের ক্ষম্থ অতথান, একি পরিহাদ নয় ?"

"কাজ ছিল অসিতা ১"

"কাজ ? কাজ কার নেই ? আমার কাজ ছিল
না ? তবুও কেন রোজ সন্ধায় তোমার পথ চেয়ে
আমি বদে পাকতাম ? প্রতিটি সেকেও মিনিটের মত,
প্রতিটি মিনিট ঘণ্টার মত ভারী হয়ে কেন আমার
বুকে চেপে বদে থাক্ত ? কাজ কোন পুক্ষবের নেই ?
আমি পাকতাম তোমার পথ চেয়ে আর ত্মি—!"

হাতের তুলিটা বাঁ হাতের চেটোয় বুলাইতে বুলাইতে নতমূথে গৌতম দাঁড়াইয়া রহিল। অসিতার মুখের পানে তাকাইতে ওর সাহধ হইতেছিল না। হঠাৎ কেন অসিতার এত উন্মা প্রকাশ গৌতম ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না।

যেন ভয়ে ভয়ে বলিল—'তোমারি জল্লে—"

"আমার ভাজুমহল তৈরী করে রাখোনি, ঠিক! আর রাথলেও আমি ভোমাকে মাণ কর্তাম না। তোমার এই দেড় মাদের অবংহলা আমাদের দেড়ের দিওণ তিন বছরের ঘনিষ্ঠতার পথে ব্যাষ্টাইল ফুর্লের দেয়াল তুলে দিয়েছে—।"

গৌতম মাথা তুলিয়া অদিতার মুখের পানে চাহিল।
কিন্ত সে দীপ্ত মুখের ভাবরাশির কোন কুলকিনারা
পাইল না। মধ্যাঞ্ছ সুর্য্যের পরকিরণোদ্তাদিত মহাসমূদ্রের উজ্জ্বল অসীমতা অদিতার মুখে।

গৌতম বলিল—'এত রাগ কর্ছ কেন অসিতা? আমার কোন কথা না ভনেই—! এমন ত তোমার কথনো দেখিনি অসি? কেউ ডোমাকে রাগালে খাড় বাকিষে নিজের বেণীটার উপরেই ত নির্দিয় হতে, দেখেছি। তাই বলে এমনি ভাড়া করে আসা! আশ্ত---;

"আশ্চর্য তুমি আমায় করোনি ?"

"সে যাক্ । এখন বে-লল্ল বেতে পারিনি ভা-ই শোন।"

"না আমি ভন্তে চাইনে"—বলিয়া যাড় কিয়াইয়া একথানি ছবির পানে অসিতা চাহিয়া রহিল। 'বেয়ারিং' চিঠি করে ভোমার কাছে লিখে পাঠাব'ধন। তখন যেন 'রিফিউজ' করোনা-।"

এইবার অসিতার মূথে একটি হাসির বিত্যুৎ খেলিয়া পেল। কিন্তু তা দে ক্ষণপ্রভার মতই ক্ষণিক। পরকংণই মূধ অভকার করিয়া ছবিটার উপর অধিকতর ष्किनिद्दम मृष्टि প্রেরণ করিল ও।

একটু হাদিয়া গৌতৰ কলে—আমার চেয়ে ছবির এ মুখটি-ই ভোষার চোৰে বেশী স্থলর লাগছে ব্ঝি? তা হলে ত দেখন্তি-।"

দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া অসিতা বলিল—"কি বল্বে বলৈছিলে, বল ?"

"কিন্তু তার আগে একটি কথা তোমার জিজেন কর্মছি অসি, রাগ করোনা। আমি এদিন কেন ষাইনি তা-ই জানতেই কি তুমি এদেছ? লিখেই ভ **জানতে** পা**রতে** †"

"যে আমায় এমন অবহেলা করেছে তার কাছে আমি চিঠি লিখৰ কেন ?"

হাসিয়া গৌতম বলিল—"কিন্তু তার কাছেইড এপেছ দেখছি ? একা রান্তির করে ?"

"কেন তাতে হয়েছে কি ?"

তেমনি ভাবে হাসিয়া গৌতম কহিল—"তোমার একাকীন্দের মুযোগ গ্রহণ করে ভার কোন অপব্যবহার यनि चामि कनि।"

অদিতা গৌতসের মূখের পানে চাহিয়া কেমন এক तकम हानिन। त्म हानिट्ड व्यवस्ता, আত্মনির্ভরতা, দৃঢ়-চিত্তভা সকলই একসলে ফুটিয়া উঠিল।

শ্লোডৰ মনে মনে তিন পা পিছাইয়া যায়। সে ভাৰটা কাতাদের মূখে সমর্পণ করিয়া কছিল---খা वनहिबाम (नाम । तारे महात्राकात काज़ी (पदक এकी। অর্ডার অনেক করে যোগাড় করেছি। চারধানা অয়েল ८०किर इ'हाकात काका-"

"তা দে অন্তে কী ? আমাদের বাড়ী ষেতে পারোনি ? শাসাক কাতে পারোনি পিয়ে। আমাদের ভোমরা পেরেছ কী? আমরা কি ছুর্গোপুরোর প্রতিমা বে,

"এখানে যদি না অন্তে চাও তা হলে একটা তিনদিন ঘটা করে পূজে। দিয়ে চার দিনের দিন নদীর জ্বলে ভাসিয়ে দিয়ে আসবে। হু'দিন একট আদর कत्र ভानवांना (प्रथांत, जातभत्र यथन हत्न यांत मत একটুও দাগ থাকে মা। সব ধুরে মুছে ফেলে মাজ ক্লেটটির মত পরিকার হয়ে বলে থাক।'

> "না, না, ওসৰ কি? ছবি এঁকেটেকে একেবাৰে টাকা আদায় করে ভোমায় শুনিয়ে 'সার প্রাইজ' করে (एव ভেবেছিকাম, অসি।"

> "cecबा के 'नात शाहेक' जिनियां। जामारहत (मरह-त्मत्र थाएक मग्रना । आमत्रा निरकता व 'मात्र शाहक' महे. কাউকে 'সারপ্রাইজ' কর্তেও চাইনা। সৌদামিনীর ল্লীনিকটা ভুল। তরজিনীতে ল্লীনিক হতে পারে: কারণ স্বোতের চঞ্চলতার সঙ্গে মেয়েদের শ্বিরন্ত্র সেধানে আছে। কিছ-।"

"ব্যাকারণের আলোচনা—?" অদিতার মুখে লক্ষার গোধলি।

**শেটা ঢাকিবার জ্**ন্তই বেন ডাড়াতাড়ি বলিল**⊸** "তা তোমার টাকার দরকার হল যে হঠাং ? রাজদিন বোধ হয় পাট্ছ। চেহারাটা দম্বরমত খারাপ করে ভুলেছ, দেখছি।"

—বলিয়া গৌতমের সমস্ত দেহময় একটি দৃষ্টিও বুলাইয়া নিল। প্র**াদ প্রত্যাগত অত্তর পুতের প্র**ভিমা ষে–রকম করিয়া চাহেন।

গোত্ম আশ্চৰ্যা। এই অভূত চরিত্রা মেমেটীর জন্ম ওর মনের টান দ্বিঞা হইয়া যায়। একহাতে ও গৌত্যকে বৰ্ণাবিদ্ধ করিয়া অনুহাতে বেন শান্তির खास्त्र नाताहेश मिट्डिट ।

ওর স্বাস্থ্যের জন্ম তরুণী প্রিয়ার এই শঙ্কা প্রকাশে গৌতম মনে মনে পুলকিতও হইয়া ওঠে।

' আজ সকালে ছবির একটি তরুণীর ঠোঁটের কোণে, একটি রেখার টানে অভিগ্রিত ভারটিকে প্রকাশ করিতে পারিয়া যে আত্মপ্রসাদ ও লাভ করিয়াছিল এ আনন্দ ভার চেয়ে এক ভিল কম নয়।

আনন্দের ভাবটা কাটিয়া গিরা মাধার ঘনচুলে সোটা **চার দাস কাটিয়া বলে—"আমার অবস্থা ও জানি!** কিছু টাকা সংগ্ৰহ না করে কেম্বল কম্পে ভেলিকিক

"কিন্ত তোৰার টাকা নেই জেনেও আমি তোমায় ভালবেদেছিলাম। টাকার কথা ত আমার কোনদিন মনে হয় নি। আস মনে হ'ল তোমার কথায়—"

"অকারণে আমার কথায় বঁগে লাভ কি অসি ! কিছু টাকা সংগ্রহ না করে কেমন করে আমার ঘরের লক্ষীকে ঘরে এনে জুলি ?"

"কিন্তু তোমার গৃহে আমায় চরণণাতে যিনি সোনার কমল ফুটে না-ই ওঠে, তবে আমার লক্ষা বলে, লক্ষা নামের আর অপমান করো না। টাকা হাতে করে কেকবে লক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছে। তপ্স্থার মত তপত্তা করলেই—

"সেই তপস্থাই ত করছিলাম অসি ! স্বর্ণক্ষী, রৌপ্য দক্ষী হুই-ই একবারে ঘরে তুলভাম।"

"কিন্ত রৌপ্যলক্ষার তপস্থা করতে গিয়ে স্বর্ণলক্ষার দিকে অমনোযোগী হলে তিনি যদি পরের ঘরে গিয়ে ওঠেন ? তথন কি করবে ? ত্'নৌকোয় একস্লেপা দিতে শাস্ত্রের যে নিষেধ আছে তা কি জান না ?"

একটু হাসিয়া আত্মগতভাবে গৌতম বলে—"কিছ আমার স্বৰ্ণশন্ধীকে যে আমি ভাল করে চিনি। দেড় বছরের প্রতিটি দিনের ঘনিষ্ঠতা।"

"বিস্তু কে ভোমাকে টাকার তপস্থা করতে বলেছিল? ক্যোছনা রাতের বিরঝিরে হাওয়ায়,বোটানিকাল গার্ডেনের বকুল তলায়, ভবিষ্য সংসারের যে প্লান আমরা করেছিলাম সে কি এই? টাকা পয়লার ত কোন কথা কোনদিন হয়নি! ভূমি ছবি আঁকবে, আমি কাছে বলে ভোমার 'ক্যানভালের' ছবিতে প্রাণস্কার করছ। পায়ের নথ থেকে মাধার চূল পর্বান্ত আমার দেহের অফুরস্ত ঐশর্য্য রলে রেখায় ফুটিয়ে ভূমি অমর করে রাখবে। টাকা পরসার কোন কথা ত ভয় লি ?"

"আর দারিন্তা ? তাকে তর কি ? তুমি বেধানে আমায় জালবাস, আমি বেধানে তোমার ভালবাসি দারিন্তা দেখানে এমে করকে কি ? আমার আসন বলি তোমার সমস্ত মন ক্জেনা থাকে, টাকার চিন্তা বলি সেধানে এসে বান বের করে ভোষার মনোরাজ্যে ঐ অর্থচিন্তার সতীন হয়ে আমি থাক্ষত ভাইনে। আমি আন্তাস আটিকা টাকার কাঙাল নয়, তাইত ভোষাকে।" "কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি অসিতা, আক্রান্সকার মতো টাকা না হলে চলে না, তুমি আমি যে অপ্রকাল রচনা করতাম দে আমার ভেলে থেছে অনি ! হতে পারে থৌবনে যখন প্রাণে অফুরস্ত আনন্দ থাকে ভখন এই পৃথিবীর ভালমন্দ সবতাতেই আনন্দ থুজে পাওরা যায়। ছঃখ-দৈক্তের আঘাত বার বার এসে নিম্পুল হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু যৌবনের সলে সলে আনন্দরসের উৎসও ফ্রিয়ে যায়, প্রাণে। তখন ভিল পরিমাণ ছঃখ ভাল পরিমাণ বলে মনে হবে — অসহা বলে মনে হবে।"

"কিন্তু এ কি তোমার নৃতন আবিন্ধার! এ 'ফিলজ্ফি' তোমার আগে কোথায় ছিল ?"

"হা নৃতন আবিষ্কার। তোমার কাছে যখন যেতাম অসিতা, শুধু সন্ধ্যা আর সকাল নিয়ে যখন আমার দিবারাত্র গঠিত ছিল, যখন সকালে তোমার সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় থাকতাম, সন্ধ্যায় থাক্তাম প্রভাতের প্রতীক্ষায় থাকতাম, সন্ধ্যায় থাক্তাম প্রভাতের প্রতীক্ষায় ত্মি ছিলে, তোমার চিন্তা ছিল আমার সমন্ত মনোরাজ্যে অধিকার করে। রাহিবের জগতের এতটুকু চাঞ্চল্য কোন উল্লেগ, আশহা সেখানে প্রবেশাধিকার পায়নি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে একটু দ্বে সরে আসতেই বিশেষতঃ একটি ঘটনায়"—

"তোমার কাছে জাজ্জলামান হয়েছে যে অথই সংসারের সর্ব্বস-।"

"ত। নয়, একটি দর্কান্বের জন্ম অর্থ অবশ্র—।" অসিতা ঘাড় ফিরাইল, অকারণে নয় বোধ হয়।

চোধ বুজিয়া অদিতামিনিট ত্ই কি চিস্তাকরিল। তারপরে মৃথে একটা বে-পরোয়া তাব আনিরাকহিল— "আর আমার বিয়ে।"

গোতনের পায়ের সম্থের মেঝেটা ফ।টিয়া চৌচির
হইয়া ধ্বসিয়। পড়িল কি ?—একণি বৃথিও সে অভলতলে
তলাইয়া যাইবে।

অণিত। আঁচনের নীচ হইতে একটি কালললতা বাহির করিয়া গৌতমের বিশিত্ত বিক্তারিত নেজের সম্মুখে নাচাইয়া নিল। ঘাতকের উর্চোথাক্ষপ্ত শালিত থকা-বিজ্মিত ক্রান্র্যা, অপ্রাধীর চোধের সাম্মন দেমন ক্রিয়া নাচিয়া বায়। অসিতার মূথে কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাব।
নির্দিয় ভাবে ও বলিতে লাগিল—ভবানীপ্রের সতীশবাবুর
বাড়ী থেকে আন্ধ আমার গায়ে হলুদের তত্ত্ব
এসেছিল। ও: সে কত ভিনিষ! তারপর
আমায় সবাই মিলে হলুদ মাথিয়ে চান করিয়ে দিল,
হাতে দিল একটা কাঞ্জল লতা। সতীশবাবুর ছেলের
স্লেই—।"

ছ'পা পিছু হঠিয়া দেয়ালে ভর রাধিয়া গৌতম কহিল—'অসিতা এত নিষ্ঠ্র তুমি? আমার কাছে তুমি বল্তে এদেছ, তুমি নিজে। আমার—।"

—মুখ-মুখ্-ছঙ্গজনিত একটা প্রবল বাপ্পোচ্ছানে কণ্ঠ ওর রুদ্ধ হইয়া যায়। নিজহাতে কাটা পাঠার প্রতি লোকে বেমন করিয়া চায়, আর্ত্ত গৌতমের পানে অদিতাও তেমনি করিলা চাহিল। কিন্তু সহিতে না পারিয়া দৃষ্টি নীচু করিল; কিন্তু বলিয়া চলিল—"ডোমার चामारात्र अवार्य त्याय यातात करमक मन १ वहे, छाका থেকে পিসীমা সভীশবাবুর ঐ হেলের দক্ষে আমার বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠালেন। ছেলে বি এ পাশ করে বালের কারবার দেখছে, মন্ত কারবার। পণের গয়নার দাবী-দাওয়া কিছু নেই। বাবা ত লাফিয়ে केंद्रजन, (थांकथाक करत मन ठिक करत करला। ভোষার আমার চেনা-পরিচয় একদম ভূলে গেলেন। <u>পে-রক্ম টাকা প্রদা নাই দেখে বাবা কোন দিনই</u> তোমার প্রতি খুব প্রদল ছিলেন না। কিন্তু এসব আমার আহার-নিদ্রায় কোন ব্যাঘাত কর্ত্তে পারেনি; নিয়মিত স্কুলেও বেতে লাগলাম। আমি ভাৰতাম তুমি একদিন এলেই, ভোম।র কাছে সব খুলে বল্লে এসব স্থন্ধ-টম্বন্ধ উড়ে যাবে। কিন্তু তুমি বখন বিয়ের তারিধের হপ্তা থানেক আগে পর্যান্তও এলেনা, তখন আমারও রাগ হলো। যে আমাকে এমন করে ভূলে থাকৃতে পারে, তারই ঘর আমার কর্তে হবে, আমারই বা এমন কি দায়! বাবা-মা বেখানে বিলে দিচ্ছেন সে-খানেই িয়ে কর্ব।"

গৌতম ওর শক্তির সর্বাশেষ বিন্টি পর্বাস্ত সংগ্রহ করে বল্ডে পার্লে—"কিন্ত এসব কথা কি আমাকে

কোন রক্ষেই জানাতে পারলে না অসি! তবে কেন এসেছ আজ, আমার মনের চন্দন বনে আগুন ধরাতে—।

"কেন এসেছি ভাই শোন। কাল রাত্তির চারটার সমর যুখন আমার ঘুম এলো তখনও আমার এসংল ঠিক ভল। কিন্তু আৰু ভোরের আলোর সংখ সংগ আমার মনে হতে লাগল এ যেন হতে পারে না। অনুস্তুব। তাই আজু সুমুগুদিন মনের সংক হুদ্ধ করে ক্ত-িক্ত হয়েছি। তোমার অবহেলা আমার হনত্ত বড বেজেছে, তাই অসম্ভব সম্ভব বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু সারাজীবন তিল তিল করে স্মৃতির দংশন কেমন করে সহ্য করব। যাকে কোনদিন দেখিনি, জানিনি, हर्रार अकतात्व त्कमन करत जात्क आमात्र ममछ (मह মনের অধিকারী বলে বরণ করে নেব। বিয়েগা चामि नहानी बरन मत्न किना। मत्नाम व सामी रत স্থাে জীবন কাটাৰ, আর নয়ত জাবনটাকে একটা গাধার বোঝার মত সারা জীবন বয়ে বেড়াব, অসহ। ষাকে প্রিয়ত্ম বলে সংখাধন করব সমস্ত একমে সে প্রিয় কিনা তাই আগে দেখে নেব। তাই সম্ভ অভিমান পদদলিত করে তোমার কাছে এসোছ। আমে জানি তুমি আমার পরাজ্যের স্মস্ত গানি, चामाव शहन करत धूरव मूरह त्मरत। एःथ छर् धरे विधाजातक অভিশাপ मिटल हेक्हा करत, नात्री कन তার মান অভিমানের রাগ বিরাগের শেষ রক্ষা कद्राट भारत ना।"

গৌতমের মূধ উন্মাদ আনন্দে ভরিয়া উঠিন। কিন্তু তারপর অধিতা যাহা করিল তাহা বেমন অচিন্তিত তেমনি অভ্তপূর্ক।

রাউজের ফাঁক হইতে অসিতা ছোট একটি মানা বাহির করিল। ধীরে ধীরে মানাটি গৌতদের গলায় পরাইয়া নিয়া কহিল—"এতক্ষণে বিষের লগ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে শুভলরে আমি ভোমার গলাম মালা দিলাম।"

নতমূপে গৌতম দীড়াইয়া রহিল। অসিভার দেওরা মালা পরিয়া, প্রিয়ভমার উষ্ণ কোষল অনুস্টু মালা বুকে করিয়া গৌতম বিহলে হইয়া দীড়াইয়া যহিল।



শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ

সিরিয়া-বহু পুরাতন দেশ। প্রাচীন মূগে এই-খানেই ফিনিসিয়ার নগরগুলি ছিল। প্রকৃতি দেবী এই দেশকে ধন-ধান্তে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যো স্থাভিত করিয়া রাখিলেও বহু পুরাতন অতীত হইতেই এই হতভাগা দেশটা কোন না কোন শক্তির অধীন থাকিতে বাধ্য হয়। মিশরের ফারোয়াগণ, আসেরিয়ার নুপতিগণ এই দেশ অধিকার করিয়া শাসন করিয়াছিলেন। দারিয়নের আমলে পারশ্র এই দেশটী জয় করিয়া শাসন করেন। গ্রীক প্রাধান্ত এশিয়া মাইনরে প্রবল পাকিতে সিরিয়ার অধিকাংশ স্থল গ্রীকরণ কর্ত্তক শাসিত হইত। রোমীয় যুগের সিরিয়া রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। উমবিংশ শতাকীতে নেপলিয়ন ভারত আক্রমণ করিবার জারু মিশর দেশে আসিলে এই প্রাতন দেশটার উপর আবার আতিরুদ্দের দৃষ্টি আক্ষিত <sup>१प्र।</sup> निश्रानि श्वित कतिशाहित्तन (प्र मिनत क्य ক্রিয়া তথা হইতে সিরিয়া জ্বয় ক্রিবেন। ভাহার পর আরব, পারস্ত ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর আলেকজাগুরেরপে ভারতবর্বে প্রবেশ করিবেন। कैशित अरे कन्नना देश्ताकित्तिन मृष्टि अरे तामरचत्र निरक বিশেষভাবে আকর্ষণ করে কিন্তু কোন স্থবিধা না হওয়ায় তাঁহাদিগকে স্বযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়।

গত মহাসমরের পূর্বে সিরিয়া তুরবের একটি প্রনেশ <sup>যাত্র</sup> ছিল। এক শত বংসর পূর্বে এই প্রাচীন দেশটির কোন প্রকার জীবিভ থাকার চিক্ত ছিল না। মিশরের মহম্মদ আলী ওয়াহিবীগণকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে সিরিয়া দথল করিতে বাধ্য হন। তথন সিরিয়ায় জাতীয়ভার থানিকটা উল্লেখ ঘটে। ১৮৭৮ পৃষ্টাম্পে কর্পেলিয়স্ ভান ভাইক (Cornelius Van Dyke) নামক একজন আমেরিকান পাদরী একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদান না করিয়া আরবী ভাষার সাহায়ে প্রদান করিতে আরম্ভ করা হয়। ১৮৭৫ সালে ফরাসী পাদরীগণ বেরুৎনগরে সেন্ট জোদেফ নামক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৫ পৃষ্টাম্বে আল আজহার কলেজের একজন ছাত্র সেথ আহম্মদ আকাশ একটি ওসমানিয়া কলেজ স্থাপন করেন। এই সমস্ত শিক্ষা কেন্ত্র গুলিতে ফরাসী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষা প্রদান করা হইত।

এইরপে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আদিয়া দিরিয়ার জাতীয়তা ভারতীয় জাতীয় ভাবের ফ্রায় সাহিত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। আল রুসটানি নামক একজন মারোটাইনই এই বিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শন করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নাফির স্থরিয়া বা Syrian Trumpet নাম দিয়া একথানি সংবাদপত্র বাহির করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বুসটানি সমন্ত বিজ্ঞানের সার সংগ্রহ করিয়া সিরিয়ান ভাবায় একথানি এনসাইক্রোপিভিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহারই প্রামর্শে ভূকীর শাসনক্রী সর্বশ্বনর পাশ্চান্ত্য ধ্যান-ধারণা সিরিয়া প্রবেশে বাহাডে প্রচার হয় সরকায়ী হিসাবে ভাহার ব্যক্ষা করেন।

ৰুস্টানির পরই বিখ্যাত পণ্ডিত নাসিফ আল জাসিজীর নাম উল্লেখযোগ্য। মারোনাইটিদিগের প্রধান পাদরী ইত্বফ জাল দেব ছয় খণ্ডে সিরিয়ার ইতিহাস সঙ্কলন করেন।

দিরিয়ান ভাবধারার পরিচয় দিবার জন্ম আমরা তইটা উদাহরণ প্রদান করিতেছি। জি, মালুফ একজন বিখ্যাত সিরিয়ান সাহিত্যিক। তিনি বলেন, 'সমাজের তাবৎ অংশ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিলে ঐ সমান্ত ন্থিতিশীল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রাচ্যের সমস্ত ছর্ঘট-নাই তাহার ধর্মসংক্রাস্ত বিশ্বাস হইতে সংঘটিত হইয়াছে এবং ধর্ম-প্রচারকগণ মহামারী বিশেষ।" ফরাচ আনটম নামক আর একজন লেথক বলিয়াছেন যে, 'ভবিষ্যতের मिटक मृष्टिभाक कत्रितन म्लाइंडे प्रतिश्व भारता गारेदा रा বিজ্ঞানই পৃথিবীর ভাবৎ পণ্য এরোপ্লেনের সাহায্যে দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাইবে। আমি স্পট্ট দেখিতে পাইতেছি মানব পক্ষীজাতির ভায় ফ্রতবেগে বিভিন্ন দেশের পণ্য লইয়া যাতায়াত করিতেছে। আমি ইহাও দেখিতেছি এক মহাদেশের লোক অন্ত মহাদেশের লোকের সহিত এমন ভাবে কথাবার্তা কহিতেছে যেন বোধ হয় একঘরের লোক পার্ঘবর্ত্তী ঘরের লোকের সহিত আলাপ করিতেছে। আমি ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে সাম্য ও মৈত্রীর দিন অতি শীঘ্র নিকটবর্ত্তী হইতেছে, শ্রমিকগণ বিজ্ঞের ভায় বিস্তৃত সাম্রাজ্য-শাসন-ভার গ্রহণ করিবে।' খালিল স্কুরান নামক একজন ঠপন্যাসিক তাঁধার এক উপন্যাসে তাহার নায়িকা যখন ভাহার বিবাহিত স্বামীর গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে দিয়া বলাইয়াছেন যে. 'স্বার্থপর মানব আপনার কুত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্মই সমাজের শতপ্রকার বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। আৰু আমি স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া আমার সাধারণ মনোবৃত্তির যে আধীনতা রক্ষা করিলাম, নীচমনা সামাজিক জীবগণ তাহাতে তাহাদের স্বার্থের हानि हहेन दिश्या जामादक शाशीयनी जाशा दानान कतिशा कनद-कानिमा आमात नर्सात्म तनिशा पित ।" আর একজন নেতা এমিন রিখানি তাঁহার বক্ততায় বিংশ শতাব্দির সভাপ্রিয়তাই বেশ স্পট্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি একস্থলে বক্তুতা দিতে বলেন বে, 'যদি ধর্মের গুঢ়

তত্ব নির্দ্ধারণ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা নইল্ল তোমার মাধা বামাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই কেন না জগতের অনেক সাধু সন্মাদী এই বিষয় লইলা সারাজীবন মন্তিক-চালনা করিয়াও কোন ছির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।' অভিজাতদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, "তুমি যদি অভিজাত হও, তোমার গৌরব করিবার কিছুই নাই, কেন না ভোমারও আমার বংশধর-গণ একই প্রকারে কোন প্রবার জানোয়ার হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।" এই সমন্ত ভাবধারা ১৯০৭ এটানের মধ্যেই এত স্পষ্টভাবে সিরিয়ায় প্রকাশ পায় যে,'লো নে'র উৎসব করিবার জনা অনেকেই বাতা হয়।

ভাহার পর ১৯০৮ এটিকে নবীন রাষ্ট্র নায়কগণ সমগ্র ভুরস্ক-সাম্রাজ্যে এক বিরাট বিদ্রোহ সংঘটত করিয়া বিনারক্তপাতে তুকী রাষ্ট্রের কর্ণধার আবহুল নিকট হইতে শাসন-সংস্থার করিয়া ল'ন। জাতীয়তাবাদী নবীন তুরস্কদল সমগ্র সামাজ্যকে এক বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য, আর্বী ভাষাকে সরকারী দপ্তর হইতে নির্বাসন করেন। সাম্রান্ড্যের মধ্যে অবস্থিত তাবৎ জাতিকেই তুর্কীয় আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। এই নির্ব্বন্ধিতার ফলে তুরস্কের অধীনস্থ দেশে ভীষণ অশান্তি আসিয়া দেখা দেয়। সিরিয়ার জন নায়কগণ তুরস্কের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার উভ্তম থুব প্রধার মহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতে-ছিলেন। নবীন তুরস্কের নেতাগণের কার্য্যকলাপে তাঁহাদের ষথেষ্ট সহাত্মভৃতি ছিল। কিন্তু নবীন তুরুত্বের পরিচালকগণ সফলতা লাভ করিয়াই ঘখন উৎকট জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতে বন্ধ পরিকর হন, তথনই তাহাদের সহিত সিরিয়ার জনসমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সিরিয়ার অধিনায়কগণ বলেন বে, তাঁহারা তুরজের অধীন থাকিতে প্ৰস্তুত আছেন কিন্তু তাহাদিগকে প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসন প্রদান করিতে হইবে। সিরিয়ার चाववी छावारे मत्रकाती छावा विनदा ग्रहीख हरेदि, किंद তুকীর সহিত আদান-প্রদানে তুকী ভাষা ব্যবহার कता रहेरव । ताकवर्षातिश्वापक आववीकावाः निका

করিতে হইবেই। সিরিয়ানরা কিন্ধপ স্বায়ন্ত শাসন চাহেন তাহা নির্গয় করিবার জন্য বেকং নগরে একটা রিফর্ম ক্লাব স্থাপন করা হয়। সরকার পক্ষ হইতে এই ক্লাবটা বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইলে, পরবর্তী দিনে তাবং সংবাদপত্রই এই খবরটা বড় বড় জক্ষরে ছাপিয়া, জন্যান্য স্থল সাদা রাধিয়া মৃক্তিত হয়। তুইদিন ধরিয়া এক বিরাট ধর্মঘট করিয়া সমগ্র দেশ গভীর মর্ম-বেদনা প্রকাশ করে।

মহাসমরের অবসান ঘটিলে, পরাজিত জাতিবৃদ্দ দকলেই আশা করিয়াছিল যে, ভারদিলিজ দিদ্ধান্ত অহ্বায়ী মিত্রশক্তিগণ সকলকেই স্বাধীনতা প্রদান করিবে। মক্কার দেরিক হোদেন ইব্নে আলি যুক্ত আরবের নৃতন নৃপতি হইবেন বলিয়া আশা করিতে থাকেন। আরব প্রধানগণ বহদিন হইতেই যুক্ত-আরব রাজত্বের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ১৯০৫ পৃষ্টাব্দে আরবজাতির জাতীয় কংগ্রেদে এই প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছিল। আরব জাতির জাতীয়তার প্রোগ্রাম মহাযুদ্ধের পূর্বেই দ্বিরীকৃত হইয়াছিল। আরবের পাঁচটী রাজ্য একত্র মিলিত করিয়া একটা ফেডারল টেট স্থাপন করা হইবে এই ব্যবস্থা পত্রের এই বিধানই ছিল।

মিত্রশক্তিগণ আরবজ্ঞাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন বলিয়া ছোষণা করেন। এরোপ্নেন হইতে ইস্তাহার ফেলিয়া এই বিষয়ে সাধারণকে উৎসাহিত করা হয়। ম্কার সেরিফ কোরেশ বংশকাত। ১৯১৬ সালে যুক্ত भावत्वव बाका कवा इहेर्र्य आधाम श्रामन कविषाह তাঁহাকে সমুরে যোগদান করান হইয়াছিল। হোসেনও এই আশা অনেকটা হৃদয়ে পোষণ করিতেন বলিয়াই মুসলমানগণকে তৃকীর বিক্লমে অল্তধারণ জন্ত ফতোয়া প্রদান করেন। ইংরাজগণও হোসেনকে তাঁহাদের বিশেষ অন্তুগত বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার পুত্রগণ কর্মান্ত্রীনোপল ও ফ্রান্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত চইয়াছিলেন। মধ্য-মারবের উদীয়মান নেতা বীর ইবানে সাউদ হোগনকে भग्ध भावत्वत्र त्राका विनिधा चौकात्र कता मृत्त्र शाक्क, र्णशंक बाननात श्राविष्यो विन्ता मत्न कतिए नानितन। श्रादमन छोड़ांत्र अक भूत्रदक देवहन माज्यात निक्षे गार्शिक्षा अवशे नामक क्षिए हो। क्षिम विक्न

মনোরথ হ'ন। হোসেন রাজা উপাধি গ্রহণ করিলে উাহাকে অনেকটা অগ্রাহ্ন করিয়াই ইব্নে সাউদ আরবের স্লভান উপাধি গ্রহণ করেন।

এই সময়ে হেজাজের রাজার পুত্র ফৈদল তাঁহার বাহিনী লইয়া দামস্ত্রসন্তরে উপস্থিত হন। স্বাভাবিক চত্রতার সহিত উচ্চবংশজাত তাবং সন্বাস্ত অভিজ্ঞাত- গণকেই হস্তগত করিয়া আপনাকে জন-সাধারণের মধ্যে অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলেন। এক বিরাট সন্মিলনে আরবের বিভিন্ন নেতা সন্মিলিত হইয়া ফৈদলকে আরবের রাজা বলিয়া ভোষণা করেন। League of Nations বা জাতিসভ্যও ফৈদলকে আরবের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে, ৮ই মার্চি ১৯২০ সালে ফৈদল, ফৈদল প্রথম উপাধি গ্রহণ করিয়া দামস্থ্যন নগরে যুক্ত আরবের বিংহাসনে আরোহণ করেন।

মিত্রশক্তিগণ এপ্রিলমাসে দান রোমোর মন্ত্রণালয়ে এই সিদ্ধান্তের বিকদ্ধে তাঁহাদের আদেশ প্রদান করেন।
মিত্রশক্তিগণ সমগ্র দিরিয়া ফরাসীগণকে Mandated রাজ্য হিদাবে প্রদান করেন। কৈশলকে এই দিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার জন্ম আদেশ করা হইলে কৈশল প্রস্তুত আছেন বলিয়া দমতি প্রদান করিবার প্রেক্ট জাতীয় মহাসভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার বিক্লম্বে মন্তব্য প্রকাশ করেন। ২০শে জুলাই ফরাসী সৈক্ম আসিয়া দামস্কস নগর দথল করিবেল কৈশল সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

তাহার পর ক্ষেক বংসর ফ্রাসীগণ কঠিন হতে
সিরিয়া শাসন করিবার প্রয়াস পান। ফ্রাসী শাসকগণ
সিরিয়ায় সকলপ্রকার আতীয় ভাবকে পদদলিত
করিয়া সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশেষে
১৯২৫ সালে এক বিরাট জাতীয় বিজ্ঞোহ দেখা
দেষ। ছর মাস রক্তপাতের পর লেজনোন প্রদেশটী
ব্যতীত সমত্ত সিরিয়া বিজ্ঞোহীদের হত্তগত হয়। এই
বৃদ্ধের পর সিরিয়া প্রদেশকে সম্পূর্ণ বাধীনতা প্রদান
করা হয়।

भागालक्षेत्रिक ---भागालक्षेत्रेत देवनित्यत्र अञ्च-कृषि। भागालक्षेत्रितस्य अधान नशती आक्रकारमध्येष वृत्येतः

জন্মস্থান। কয়েক শতাকী ধরিয়া ইউরোপীয় শক্তিপঞ জারুজালেম জয় করিবার জন্ম প্রাণপাত করিরাছিল। তুৰীগণ কৰ্তৃক প্যালেষ্টাইন অধিক্বত হুইবার পর হুইতে এই খানে মুদলমান অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জেরু-जारनम नगत्री कमनः देखनि, शृहीन ও मूननमानत्त्र একটা ভীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। মহাযুদ্ধের পূর্বের, ইউ-রোপে জিয়োনিষ্ট (Zionist) আন্দোলন নামক একটা নুতন সমস্থ। উদয় হয়। ইত্দিগণ পৃথিবীর তাবং অংশে ছড়াইয়া পড়িয়া বসবাস করিতেছিল। তাহাদের হঠাৎ প্যালেষ্টাইনে ফিরিয়া গিয়া স্বাধীন ইছদি রাজ্য স্থাপন করিবার জন্ম আগ্রহ উপস্থিত হয়। ১৮৯৭ খুষ্টাব্দে স্থাপিত থিয়োডর হারজলের নেতৃত্বে জিয়োনিষ্ট সূত্র হয়। তুই হাজার বৎদর পরে সমগ্র ইছদি জাতি এক বিরাট সজ্বের অধীনে আসিয়া একতিত ছয়। ইউরোপের রাজ্ঞবর্গ ইত্দিগণকে লইয়া অনেক সময়েই বাতিব্যম্ভ হইয়া পড়িতেন। যে সমস্ত ইছদি তাহাদের জাতীয়তা বিসর্জন দিয়া যে যে দেশে বাস করিতেছিল দেই সেই দেশের জাতীয়তা অবলম্বন করে, তাহাদিগকে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ একরকম অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিশ্চিম্ভ হ'ন ৷ কিন্তু যাহার৷ বহু শতাব্দি ধরিয়া কোন দেশে বাদ করিয়াও আপনাদিগের বিশেষত্ব ক্লো করিয়া আদিতে-ছিল, তাহারাই মহা সম্ভার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্মই গত শতাব্দির শেষভাগে জিয়োনিষ্ট ( Zionist ) चात्मानन गाथा जुनितन नकत्नहे এই चात्मानत नहां प्र-ড়তি প্রকাশ করিতে থাকে। ধনী ইছদিগণ জিয়োনিট প্রতিষ্ঠানের জন্ম একটা স্বতম স্বর্থ-ভাগ্রার স্থাপন করিয়া त्य मम्ख रेक्षि भारलक्षेत्रित यारेश वाम कतित्व ठाहित्नन, ভাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া তথায় প্রেরণ করিতে व्यातक करतन । टबक्कारनम नगती मूननमान श्रेशन इ उन्नाव তথাম বাস করিবার স্থানাভাব ঘটে। এইজন্ম উহার চজুম্পার্থে ইত্রদিগণ বসবাস স্থাপন করিতে থাকেন। কুড়ি वरमञ्ज भन्न, ১৯১१माटम वृष्टिम मनकात्र मनकात्री ভाব जित्रानिहे चाल्नाननत्क चौकात्र कतिया न'न अवर अह আলোপনে ভাঁহাদের সহাত্ত্তি আছে ভাষাও প্রকাশ करमन । अहे श्वायनाव भारतहीहरून भाववर्गन भगवह

হওয়ায় উহার প্রতি-আন্দোলন স্ক করিয়া দেয়। জাতিসক্তের ২২ ধারা অছ্যায়ী ইহাই দ্বিরীক্ষত হয় দে প্যাদেষ্টাইনে শক্তিপুঞ্জ শুধুই বে তথাকার অধিবাসী আরবগণকে
স্থাধিকারতন্ত্রে প্রবৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন তাহাই নহে, পরয়্
পৃথিবীর সর্বাত্র যে সমস্ত ইছদিগণ বিক্ষিপ্তভাবে আছেন
উহাদিগকে একত্রিত করিয়া, এইখানে বসবাস করিবার
জক্ষ সাহায়্য করিবেন। জাতিসত্র্য ইহাও বলেন য়ে
ইছদিরাজ্য স্থাপন করিয়া আরবগণকে উদ্বান্ত করা তাহা
দের উদ্দেশ্য নয়, তবে ইছদি-আরবজাতি সন্মেলনে
এক ন্তন স্থাধীন রাজ্য স্থাপন করাই তাহাদের অভিপ্রায়।
এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে আরব ও ইছদিগণ জাতিনির্কিশেষে সমান অধিকার ভোগ করিবে।

केलिशन माधारनकः वावमाधी। भारतक्षेक्टिन वमवाम করিতে যাইয়া দেখিল যে মাটীর সহিত সংস্পর্শ না বাথিতে পারিলে সেধানে শিক্ত গাড়িয়া বাস করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্ম ইছদি পরিবার বেচ্ছার ক্লয়ববুত্তি অবলম্বন করিয়া মাটীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্ম স্থাপন করিতে থাকেন। ইছদিগণের খাগমনের সহিত ক্রমশঃ দেশের আথিক উন্নতি ঘটিতে থাকে। ব্যাহ, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোদাইটা সমূহ স্থাপিত হইতে থাকে। আরব দেশের অন্তান্ত প্রদেশে বেমন অর্থ-ক্লক্তা দেখা দেয়, এখানে দেইরূপ আর্থিক স্বন্ধ্রতা উপস্থিত হয়। বাসিন্দ। আরবগণ সাধারণতঃ দরিক্রই ছিল। ত্কীর মধীনে তাহারা সামান্ত উপায়ে জীবন যাত্রা নির্মাষ করিত। দেশ মধ্যে অর্থের ব্যা বহিয়া যাওয়ায়, ভাহা-দেরও আর্থিক উন্নতি ঘটতে থাকে। স্বভরাং :১১ ৭ দালের ব্যালফোর প্রস্তাবে থেমন জোর প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাহার তীব্রতা ক্রমশ: ব্রাস হইতে থাকে। ১৯২৫ খুটাম্মে बिয়োনিট কংগ্রেদে আরব জাতির অধিকার স্বীক্তত হয়। हेड्कि टाबानगर म्याडेरे यहान त्य चात्रवित्रभव मन्याख হরণ বা ভাহাদের ক্ষমতা নাশ করা ভাহাদের উল্পেট নয়, তাহারা ওধু আরবদের পার্যে থাকিয়া একটা পাধীন ताका शर्रेन कतिएक हारह, याहारक जात्रव क हैक्निमन সমান অধিকার ভোগ করিতে পারিবে।

भारमहोहेदन वृत्तिम भारत्यके द्वम नचन वृद्यक्ति

১৯২৮ অবে আরবজাতির জাতীর কংগ্রেস হইতে
প্যালেষ্টাইনে সাধারণতজ্ঞের জন্ম দাবী করা হইলে, বৃটীশ
শাসনকর্তা প্তর হার্বাট স্থামুয়েল উক্ত প্রস্তাবটী গ্রাছ
করিয়া লইয়া, আরব-ইছদীগণের মনোমালিম্ম দ্র করিবার
জন্ম নানা সক্ষোধজনক পদ্ম উদ্ভাবন করেন।

Trans Jordan (ট্রান্স-জোরডান)। নেজ প্রদেশের উত্তরে, বোগদাদ ও হেজাজের মধ্যে অবস্থিত ভূভাগের নাম ট্রান্স-জ্যোড়ভান বা জ্যোড়ভান নদীর অপর তীর্ত্ত ভভাগ। জেনেভার জাতীয়সভ্য এই বিস্তুত ভভাগকে একটা স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, ঐ দেশকে স্থ্যভা ও আধুনিক শাসম্ভব্তে স্থানিপুণ করিয়া তুলিবার জন্ম ইংরাজগণকে Mandate প্রদান করেন। মহা সমরের অবসান খটিলে ফৈসল এথানকার রাজা হন। তাঁহার পতন ঘটিলে ইংরাজগণ এই দেশটী তাহাদের Mandated রাজত্ব বলিয়া দখল করেন। দেশটির লোক मःथा। धूरहे पान्न, माज घृहे लक्क द्यमुक्रेन এथान वाम करत ! भारल**होहरनत्र हेश्त्राक्षमामक ১**२२२ मारल अहे लार्स्मरक একটী স্বত্তর প্রদেশ বলিয়া ছোরণা করেন। আমার আবহুলাকে এই প্রদেশের শাসনকর্তা পদে প্রতিষ্ঠিত করা ১৯২৪ সালে ফৈদলের প্রধান মন্ত্রী আলি রিধা পাশা রিকাবীকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করা হয়। এই স্থানটী ইংরাজের নিকট অত্যন্ত স্বাধান। কেননা ইহার রাজধানী আত্মান, প্যালেষ্টাইনকে বেদুর্জনদের হন্ত হইতে রক্ষা করিবার একটা বিশেষ কেন্দ্র। বাগদাদ-হাইফা রেলওয়ে এই রাজ্যের মধ্য দিরা, স্থলপথে ভারতবর্বে আসিবার একটি নৃতন পথ প্রস্তুত করিয়াছে। শৃত্য ভারতবর্ষে **ভাসিতে গেলে এখানে একবার** থামিতে হয়। ১৯২৮ সালে ইংরাজজাতির সহিত ট্রাকাজোরভান সরকারের এক সন্ধি হইয়া গিয়াছে, এই সন্ধি অস্থায়ী এখানেও নির্বাচনমূলক খাসনভন্ন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

মেসোপটামিয়া।—টাইগ্রীস ও ইউফেটাজ নণীর
মধ্যে অবস্থিত জুতাগের সাধারণ নাম বেংগাপটামিয়া।
এই বিস্থত জুতাগ চিন্নকালই উর্জয়। আরবন্ধেশের সহিত
উহার কোন দৌসাধৃত লাই। প্রাকৃতিক নির্ম অস্থারী

ইহাকে একটি স্বতন্ত্ৰ দেশৰ বলিতে পাৰা যায়। প্ৰাচীন কালের ব্যাবিলে। নিয়া বর্জমান মেসোপটামিয়ার ছক্ষিৰ অংশ, আদেরিয়া উহার উত্তর ভাগ। পরাতন মিশর দেশের স্থায় আদেরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া পুথিবীকে অনেক নতন ত**ৰ শিকা প্ৰদান ক**রিয়াছে। জেনেভার **ভাতিসভ্য** এই ভভাগ আরবদেশের সান্নিধ্যে অবস্থিত এবং উহার অধিবাসীরা অধিকাংশই আরবজাতি বলিয়া, ভাহাদের ব্যবস্থাপত্তে এই দেশটাকেও আরবদেশের অভত্ত বিশিয়া ধরা হয়। বহুকাল তৃকী জাতির অধীন থাকিয়া মেলো-পটামিয়া তাহার বিশেষত হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কট-আল-আমরার যুদ্ধের পর ইংরাজ বাহিনী এই দিক দিয়া অগ্রসর হইলে সমস্ত প্রদেশটা ইংরাজজাতির কর্ত্রসাত হয়। যুদ্ধের অবসান ঘটলে জাতি সভ্য ইংরাজ জাতিকে এই দেশটী শাসন করিয়া স্থসভা করিয়া তুলিবার Mandate বা বিধি প্রদান করেন। তদবধি এই প্রদেশটী ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিয়া শাসিত হইতেছে।

১৯২০ খুটাক পুৰ্যান্ত মেদোপটামিয়া সামরিক শাসনাধীনে থাকে। রাজা ফৈসল দামস্কলে স্বাধীন আরব বাজা ভাপন করিবার প্রস্তাব খোষণা করিলে মেলো-পটামিয়ার অধিবাসীগণের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্ভেক হয়। সিরিয়ায় খতল খাধীন রাজা ছাপিত হইলে. আপনাদিগকে প্রাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য এপানেও জোর আন্দোলন চলিতে চলিতে বিদ্রোহানশ প্রজ্ঞানিত হইয়া উঠে। সিয়া ও স্থলিগণ আপনাদের মধ্যে ধর্মগত পার্থকা ভূলিয়া ছয়মাদ ধরিয়া স্বাধীনতা मगत हालाईग्राहित्तन। ১৯২० माल चालीवत मात्म ইংরাজ প্রতিনিধি শুর পার্দি ক্স মেসোপটামিয়ায় भगार्थन कदिया (तर्भ भाष्ठि शाभन कदत्रन। वांश्रमात्नद मुख्या वरणकां ज वृक्ष नाकिवत्क ध्यथान मधी शाम निवृक्ष ক্রিয়া একটা শাসন-বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ক্রিতে অস্থরোধ করেন। নাকিবরাই বহু পুরাতন কাল হইতে দেশের দেনাধ্যক ছিলেন। তুর্কীর শাসনকালেও ভারাদের সন্ধান अनक भवनीत कान हामि हम मारे।

এই নৰ-বিধান মেলোপটামিরার শতীরভাবাদী বলের নেতাগণের মনোপ্ত হইগ মা। ভারারা শট

করিয়াই বলেন যে ভাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভা চাহেন। ইংলণ্ডের অমুকরণে একটা Constitutional রাজত স্থাপন করিয়া. জনপ্রিয় নেতা তালিব পাশাকে রাজতক্ত দিতে চাহেন, ইহাই ভাহাদের অভিপ্রায় তালিব পাশা আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ ইংলভে বিভা অর্জন করিতেছিলেন। ইংরাজ জাতির ঔপনিবেশিক তত্ত্রধার চার্চহিল জনসাধারণের প্রস্তাবে কর্ণণাত না করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র ফৈদলকে বাগদাদের রাজা করিয়া মেসোপটামিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন সঙ্কল্ল করেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য শুর পারদীকে গোপনে জ্ঞাপন করিলে. শুর পারদী তালিবকে একটা চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়া, বন্দী করেন। এই বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে সিংহলে প্রেরণ করা ছয়। ২৩শে আগই ১৯২১ সালে প্রকাশ দরবারে ফৈলসকে মেদোপটামিহার রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই বাবস্থায় জনসাধারণ ভীষণ অসম্ভূ হুইয়া উঠে। সিয়া ও স্থারি উভয় সম্প্রদায় একযোগে সমিলিত হইয়া বৃটিশ माना जुनिया निवात ज्ञा नावी कतिरा थारक। ইংরাজগণ কঠিন হত্তে শাসনদত্ত ধারণ করিয়া থাকিলেও. জনসাধারণের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া চলা অসম্ভব कानिया. ১०३ षाक्वावत, ১৯২২ थुष्टात्म स्मानियात्क খাধীনতা প্রদান করা হইবে ও জেনেভার জাতিসজ্ঞে এই দেশকে ঢুকাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া আশা প্রদান করিয়া এই অসম্ভোষ বহিল নিবারণ করা হয়। এই সর্জ অফুগায়ী মেসোপটামিয়া ফ্রন্ত উন্নতি করিতেছে, ১৯৩২ শালে ভাহার Mandate এর মেয়াদ ফরাইবে।

মধ্য-আরব ও ইব্নে সাউদ—মধ্য-আরবে বেদ্লীন আরবদিগের ছুইটা রাজত ছিল, রিজাল ও জেবেল
লামার। ওয়াহিবী নেতা ইব্নে সাউদ নিজ বাছ ও
তুজি বলে আরবের বিভিন্ন জাতিগুলিকে এক ত্রিত
করিয়া তাঁহার পতাক। তলে দ্ঞায়মান করান। জেবেল
লামারকে নষ্ট করিতে না পারিলে তাঁহার ভবিষ্যৎ
সম্পূর্ণ অজ্বলারীমর জানিয়া বিপুল বিজ্ঞেন এই রাজ্যটী
আক্রেমণ করিয়া ধ্বংস করেন। এই রাজ্যের রাজপরিবারকে রক্ষা করিয়া বিবাহ স্থ্যে ভাবত হ'ন।

স্বতরাং বংশগত শত্রুকে মিত্র ও আত্মীয়ে পরিণত করিয়া মধ্য-আরবে একটা প্রবল আরব রাজত ত্বাপন করেন।

মহাযুদ্ধের অবসানের পর তাঁহার রাজ্যের উত্তর ভাগে হেজাজের দেরিফের পুত্র আবদালাকে ট্রান্স জোরডান প্রদেশে প্রদান করা হয় ও তাহারই আর এক ভাতাকে তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণে মেসোপটামিয়ায় রাজা করিয়া তত্তে বসান হয়, ইবনে সাউদ খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে ভাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। হোদেন তাঁহার চিরশক্ত। হোদেনের পত্রগণ তাঁহার রাজ্যের সীমানায় রাজ্য পাইয়া রাজ-তক্ত স্থাপন করিলে তিনি থানিকটা বিব্রত হইয়া পড়েন। ইংরাজ রাজনৈতিকগণ ইব নে সাউদকে বিশেষ ভয়ই করিতেন। তাঁহাকে দমন করা অনেক সময় সম্ভব নয় এবং উহা কাৰ্যে প্রিণত গেলে বিশেষ বলক্ষ করিতে হইবে জানিয়া, বাৎসরিক ৬০,০০০ পাউণ্ড করিয়া তন্থা প্রদান করিতে স্বীকৃত হ'ন। এই বাৎদ্রিক চৌথ ব্যাতীত বৃটিশ সরকার ইব্নে সাউদকে ৩৫,০০০ वाहेक्न ७ अनान करवन। हेव्यन माउन हेरवारक व धरे দান গ্রহণ করেন সভা, কিন্তু তাঁহার উচ্চাশা ইহাতে নিবুত্তি হয় না। প্যালেষ্টাইন ও ট্রান্স জোরডান হইতে মেসোপটামিয়ায় যাইতে হইলে, তাঁলার রাজ্যের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। তাঁহার রাজত গশ্চিমে **লোহি**ত সাগর ও পুর্বের পারশ্র উপসাগর পর্যান্ত বিস্তৃত। চতু। দিকে শক্রগণ কত্তক পরিবেষ্টিত হুইয়া ইবনে সাউদ স্থির করেন হেজাজ দখল করিয়া সমস্ত নেজ প্রদেশের রাজা বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিতে পারিলেই সমগ্র আরবদেশ তাঁহার করতলগত হইতে পারিবে। হোসেন জাঁহার চিরশক্ত। ইতিপুর্বে ১৯১৯ সালে ছোমেনের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপাস্থত হইলে তিনি হোসেনকে বিশেষ ভাবেই পরান্ত করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাদে, ওয়াহিবীগণ হেজাজ-সীমানা অভিজ্ঞা করিয়া উক্ত রাজত্ব আক্রমণ করে। ১ই নভেম্বর ভাইফ नगत्र नथन करता क्रमनः मका, मनिनां जांशांत्रत्र কর্তলগত হয়। ১৯২৬ সালে ইবনে সাউদ আপনাকে **टिकाटकत त्राका विनिधा (बायना कट्यन। ১३२१ मार्टि** नित्यत ताका धरे देशाविक धर्व करत्रन । ले महत् বুটিশ সরকার ইবনে সাউদকে নেজ ও হেজাজের যাধীন ভূপতি বলিয়া শীকার করবেন।

গত শতাব্দীতে ইবনে সাউদের পূর্বপুরুষ মকা মদিনা জয় করিয়া নগর ত্ইটির উপর অকথিত অত্যাচার করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে ওয়াহিবীগণ ধর্মত সম্বন্ধে একটু উদার হওয়ায়, ইবনে সাউদ মকা ও মদিনায় কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। স্বয়ং একজন ভক্ত এই হিসাবে কাবা মসজিদে প্রবেশ করিয়া নামাজ করেন। হোরেশ বংশধরদিগের সহিত স্ব্যাভাব স্থাপন করিয়া বিবাহস্ত্রে আবদ্ধ হ'ন। স্তরাং পুরাতন মনোমালিঞ্জ একেবারেই দুরীভৃত হইয়া বায়।

আরবদেশে জাতীয়তা আন্দোলন অক্তান্ত দেশের তুলনায় অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে ইহা সভা। সম্প্র তুর্ত্ত যেমন কামালপাশার নেতৃত্বে বা সম্প্র মিশর যেমন জগন্ন পাশার সাধনায় এক একটা বিরাট জাতিতে পরিণত হইয়াছে, আরবদেশে এক মধ্য আরবে ইবনে সাউদের অধীনভায় খানিকটা সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। উহার অন্তান্ত প্রদেশে স্বাধীনতা অর্জন করিবার দারুণ স্পৃহা বেশ তীব্রভাবেই বিভ্যমান রহিয়াছে। স্থার ভবিষ্যতে এই আরবদেশে একটি ফেডারণ গভর্ণ-মেণ্ট স্থাপিত হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। ইবনে মাউদ বাজিগত হিমাবে খুব প্রবল হইয়া উঠিলেও, তাঁহার দারা সমগ্র আরব দেশটী জয় করা কথনই সম্ভবপর হইবে না। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে মধ্য-আরব যদি বেশ অশিক্ষিত ও স্পভ্য হইয়া না উঠে তবে আবার পুর্বেকার অসভ্য অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে। তবে এইটকু আশা করা যায় যে বিংশ শতাকীর বৈজ্ঞানিক যুগের আবহাওয়ায় যে জাতি একবার জাগিয়াছে, অজ্ঞভার স্চিভেদ্য অন্ধকার সেই জাতিকে আর কথনই গ্রাস করিতে পারিবে না।

পারশ্য দেশ। — প্রথম তার—পারখ্যের প্রাতন
নাম ইরাণ। ইহা একটা প্রাচীন দেশ। ইহার
সভ্যতাও বহু প্রাতন। আরবের ম্সলমানগণ
প্রবল হইরা ইরাণ দখল করিলে, ইরাণের সভ্যতার
নিকট তাহাদিগকে শির নত করিতে হয়। ইরাণ
আরবীয় ভাষধারার শিক্তিত হইরা ম্সল্মান ধর্ম প্রহণ

করিলে, কায়মনোবাক্যে আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করে।
পারগুভাষা আরবীভাষার প্রভিদ্দা রহিয়। বায়। সিয়া
মতকে হস্তমন করিয়া পারগু আরব হইতে ধর্মমতে অনেকটা
পূথক হইয়া পড়ে। তাহার পর তাহার কবিতা ও
হাফিজম্ অনেকটা বেদান্ত দর্শন রচনা করে। পশ্চিমের
ম্গান্তর আন্যানকারী হাওয়া উনবিংশ শতান্ধীতে প্রবল
ভাবে বহিতে থাকিলে উহার একটা ঘূর্ণবির্দ্ত পারশ্র পেশেও
প্রবেশ করে।

আববাস মীর্জা তাব্রিজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ফরাসী ও ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ম্বদেশবাসীকে বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য ভাবধার। শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি কয়েকজন যুবককেও ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্ম প্রেরণ করেন। তিনিই পারশ্রেদশে প্রথম মুদ্রায়ন্ত হাপন করেন, এবং নেপলিয়ন, পিটার দি গ্রেট, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট প্রভৃতি ইউরোপীয় বীর পুক্ষগণের জীবনী পারগ্ম ভাষায় অম্বাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। পারশ্ম স্থাট নাসির উদ্দিনের প্রধান সচিব মীর্জা তাগী থান, ১৮৫০ থুষ্টাক্ষে ইরাণ নামক প্রথম সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময়ে বাবী জম পারি গাদেশে স্বাধীন চিস্তার পথ অনেকটা উন্মৃক্ত করিয়া দেয়। স্মাট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্ম আন্দোলনকারী গণকে দেশ হইতে নির্বাসিত করেন। তাহার পর যথেচ্চচার শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। স্মাট ও ধর্ম-পুরোহিত্যপ আপনাদের থেয়াল ও স্থ-স্থবিধার দিকে দৃষ্টি রাগিয়া দেশটাকে শাসন করিতে থাকেন। এই প্রকার শাসন প্রণালীতে অভিআত-গণই বিশেষ স্থ-স্থবিধার অধিকাতী হ'ন। দরিজ্ঞ প্রজাগণের ক্ষদ্ধে তাবৎ বায় ভার অর্পিত হওয়ার তাহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। স্মাট ইউরোপ শ্রমণ করিতে বহির্গত হইলে, রালকোবে অর্থাভাব ঘটে। এই অর্থাভাব দ্র করিবার জন্ম বৈদেশিকগণের নিকট অণগ্রহণ করিয়া নানা প্রকার অধিকার তাহাদিগকে প্রদান করা হয়।

প্রাচীন পারভে বর্তমান যুগের আবহাওয়া আনমন করিবার জন্ত ছুইজন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, জামালউদ্দিন ও মালকোম খান। ১৮৮২ খুটাকে সমাট নাসিরউদ্দিন জামাল উদ্দিনকে রাজধানী তেহরাণে জাহবান করিয়া আনেন। জামাল ছই বংসর পারখ্যে বাস করিতে পাইয়াছিলেন। এই অল্লসময়ের মধ্যেই তিনি পারখ্যে নৃতন ভাব ধারার বন্ধা বহাইয়া দিলে সম্রাট সনাতনী প্রধার ধ্বংস সাধন হইলে তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমভার ছাস ভাবি এই আশ্রহায় তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসন করেন।

মাংকোম খান ইস্পাহান বাদী একজন আর্মেনিয়ান। প্রথম জীবনে তিনি ভেহারণে শিক্ষকতা করিতেন, তাহার পর লওনে পারখের রাজদৃত হ'ন। ইংলওে অবস্থান কালীন পাশ্চাত্য সভাতার মধ্যে বাস করিয়া পারশ্রেক স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে একটা উন্নত্নির জাতিতে পরিণত করিবার জ্বল্ল সাহকে কতকগুলি শাসন সংস্থার সম্পাদন করিবার জ্বন্ত প্রস্তাব করেন। সাহ জাঁহার সত্বপদেশ গ্রহণ করিতে অস্থীকার করিলে তিনি পদত্যাগ করিয়া লণ্ডন ইইতে 'কামুন' নাম দিয়া পার্ভা ভাষায় একখানি সংবাদপত বাহির করেন ও সংবাদপত্রধানি পারশ্র দেশে গুপ্তভাবে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করেন। এই পত্রিকায় তিনি পারশ্যদেশের রাজভন্তকে আক্রমণ कतिशा निर्फयकार उदांश नमारनाहना कतिराज थारकन। উক্ত পত্রিকার একটি বিশিষ্ট সংখ্যায় তিনি বলেন যে, "হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের সহিত ধর্মপ্রচারকগণের আবিভূতি হওয়া শেৰ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের বাণী প্রভ্যেক জাতির অন্তরে স্বাধীন হইবার আকাজ্জায় পরিণত হইয়াছে। ধর্মের বেষ্ট্রী মানবকে ক্ষুদ্র ও হীনমনা করে। ধর্ম প্রচারকগণের উত্তেজক বাণী প্রত্যেক মানবকে উন্নত হইয়া স্বাধীনভা.ব পৃথিবীতে চলা ফেরা ৰবিতে শিক্ষা দিতেছে। যে লোক টেলিগ্ৰাফ, েলিফোন প্রস্তুত করিয়াছে. সনাতনী ধর্মে তাহাদের কোন উচ্চ আসন না ধাকিলেও, অৰ্ধ নগ্ৰ ফকির বা দরবেশ অপেকা ভাহারা কোন অংশে হীন ?" কাত্মন পত্রিকার সাহায্যে মালকোম খাঁ বর্ত্তমান যুগের অনেক বাণী তাঁহার দেশ-ৰাগীকে প্ৰবণ কৱান।

় ক্রমশঃ ধর্মজীবি পুরোহিতগণের মধ্যে আত্ম-চেডনা উপস্থিত হয়। হাজি-সেধ হাদি নাজিম আবাদি নামক একজন মুক্তাহিদ বা পুরোহিত, প্রচার করেন বে
সকল ধর্মেই সার সত্য আছে। কোন ধর্মই সকল সত্যর
একচেটিয়া ভাবে অধিকারী নহেন। তিনি প্রভাহ
সন্ধ্যাবেলা তাঁহার গৃহের বহির্জাগে বিদয়া থাকিতেন।
তথায় নানা ধর্মাবলম্বী লোকের সমাবেশ হইত। সকলেই
তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতেন। তিনি দিধাহীন
ভাবে তাঁহাদের সকলের প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান
করিতেন। তাঁহার নিকট ধনী বা দরিত্র বলিয়া কোন
পার্থক্য ছিল না। তিনি তাঁহার পুত্র ও আত্মীয় সক্ষনকে
কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জন করিবার জন্ত্র
উপদেশ প্রদান করিতেন। এইরপে নবীন পারশ্য
সম্প্রদার সংগঠিত হইয়া উঠিলে, স্বেচ্ছাচারী স্থাট নাদিরউদ্দিন তাহাদেরই একজন কর্ত্তক একদিন নিহত হ'ন।

নাসীর উদ্দিনের মৃত্যুর পর মৃজাফর উদ্দিন রাজ্ব তক্তে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ত্র্বল প্রকৃতি ছিলেন, তাঁহার কোন ব্যক্তিজ ছিল না। তাঁহার আমলে রাজ্যের বিশেষ অধিকারগুলি বিদ্ধোনী বণিকগণকে বিক্রে করা পুর প্রবলভাবেই চলিতে থাকে। এই সময়ে মাত্র ৬৫০,০০০ পাউও মৃলা গ্রহণ করিয়া পারহ্ম সরকার দেশ-মধ্যে তামাক বিক্রেয় করিবার তাবৎ অধিকার একটা বিদেশী বণিক সম্প্রদায়কে প্রদান করেন। ইহাতে তামাকের মৃল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইলে, জনসাধারণ ধর্ম্মঘটি করা হন্দে করিয়া দেয়। মজ্যুকর উদ্দীন অবশেষে বিশেষ বিব্রত ইইয়া অন্তন্ত হইতে উক্ত অর্থ কর্জ্জ লইয়া কোম্পানীকে ফেরৎ দিয়া উহাদের একচেটিয়া অধিকার রহিত করিয়া দিতে বাধ্য হ'ন। এই আন্দোলনে সফলকাম হয়া পারপ্রের জ্বনসাধারণ আত্মশক্তিতে বিশাসী হইয়া উঠে।

পারশ্যে আত্ম-শাসন—পারশ্রের ত্র্বল্ডা লক্ষ্য করিয়া উত্তরে রুশগাতি এবং দক্ষিণে ইংরাজ-জাতি ক্রমশঃ আত্মাধিকার বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উত্তর ও পশ্চিম পারক্তে রেলপথ নির্মাণ করিবার অধিকার রুশ-জাতি একচেটিয়াভাবে লাভ করেন। ইংরাজগণ পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে আপনাবের লাধিপত্য বিতার করিতে বাত্ম হইলা উঠেন। কর্ কার্জন ইংরাজ প্রাধান্ত স্থাপন করিবার জন্য প্রোণপণ
চেন্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। তাহার
কারণ ক্ষয-জাতি পারশ্রের সনাতনীদের সহিত মিশিয়া
ভাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেন্টাই করিতেন।
পারশ্রের অভিজাতগণ রাশিয়ার নিকট অনবরত কর্জ্ব
করিয়া একেবারে রাশিয়ার অধীন হইয়া পড়ে। রাশিয়ার
ব্যাহ্ব রাষ্ট্রের তাবৎ থরচের অর্থ পূর্ব্বাহেন দিয়া উহার
রাজ্ব হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইত। ইংরাজগণ
উন্নতিশীল পারশ্র নেভাগণের সহিত মিত্রতা স্থাণন
করিয়াছিলেন। এই সমস্ত নেতাগণের অনেকেই ইংলওে
শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের সকলেরই বৃটাশ প্রীতি প্রবল
ছিল। নৃতন দল সংখ্যায় অল হইলেও ক্রম্শাং প্রবল হইয়া
উন্নতে থাকে।

১৯০৬ দালে রাশিয়ায় বিদ্রোহ সংঘটিত হইলে, উহার আংশিক ফল পারশ্রেও প্রকাশ পায়। নবীন নেতাগণ পারখের পুরাতন প্রথামুযায়ী তেহরাণের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানে একতিত হইয়া তাহাদের ক্তকগুলি দাবী পুরণ না করিলে ভাহারা আরু রাজধানীতে ফিরিয়া ঘাইবে না বলিয়া সরকার পক্ষকে জানান। এই স্থানান্তর গমন করার নাম 'ব্যন্ত'। এইখানে নেভাগণ বাস করিলে সরকার পক্ষ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার বা কোনরূপ দও প্রদান করিতে পারিতেন না। সরকার পক্ষ প্রথমে ফ্রমুর্ত্তি ধারণ করিলেও অবশেষে জনসাধারণের দাবী मानिया नटेट इय। ১৯८न चांशहे मचनिन-हे-मिनि (Megliss-i-milli) বা জাতীয় মহাসভা স্থাপন করা हहेरव विनिष्ठा **रचाव**णा कत्रा हत्र । **अहे मस्तरित** ১७० कन প্রতিনিধি থাকিবেন। ১৯০৬ পুরাকে ৭ই অক্টোবর পারখ্যে প্রথম জাতীয় মহাসভা বা পার্লামেন্টের প্রথম अधिरतभन वरम। अत्रकात शक्त धार्ट महामुखाद अत्रकाती খণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, প্রতিনিধিগণ এই খণ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। এই মহাস্তা সম্রাটের শ্নিচ্ছা সম্বেও তাঁহাকে স্বীকার করাইয়া লয় বে ডিনি **पश्न हहेटक अहे मक्कारितत श्रामर्थ क्षमानी ताल भागम** করিবেন, কোন প্রজাকে বিনা কারণে ওগু তাঁহার ইচ্ছাহ্যায়ী কাৰাকৰ কৰিতে পাৰিবেন না, আৰু লাতীয়

মহাসভা সরকারী বজেট প্রস্তুত করিবেন। সমাটের পারিবারিক ধরচার সহিত সরকারী বজেটের কোন সংস্পর্শ থাকিবে না স্থিরীকৃত হয়।

সমাট ও তাঁহার অফুচরগণ পারখ্যে জাতীরভার জাগরিত হইলে আপনাদের ক্ষমতার হাস ঘটিবে বলিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। এই সময়ে সমূটি মুজাফর হোসেনের মৃত্যু হইলে, মহম্মদ আলি পারশ্রের সাহ বা সমাট উপাধি ধারণ করিয়া উহার ভক্তে উত্তেশন করেন। দৌলত বা কোট পার্টি নৃতন সমাটকে হল্তগত্ত করিয়া রাশিয়ার সাহায্যে পাল্টা-বিজ্ঞোত জাতীয় মহাসভাকে ধ্বংস করিবার স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। পারখ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনক্ঠাগণকে ইস্ভিব-ভাডিদ (Istibdadis) বলিয়া অভিহিত করা হইত। তেহারণের বেক্সীয় শাসনতল্পে জনসাধারণের কর্ত্তর স্থাপিত হইলে তাহাদের সমূহ স্বার্থহানি বলিয়া অভিশব ভীত হইয়া উঠে এই ইসভিবডাডিদগণ তাঁহাদের আত্মীয় অজনকে আপনাদের ধেয়াল অহ্যায়ী পেন্দন ৰা মাদিক অর্থ সাহায্য করিতেন। এই সমস্ত মাদ্হারা গ্রহণকারীগণ রাষ্ট্রকে কোনরূপ কার্য্য দারাই সাহায় করিতেন না। পারসিক অভিজ্ঞাতগণ কোনরূপ কর প্রদান করিতেন না। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সংগৃহীত রাজ্য হইতে আপনাদের বিলাদ-বাদনের জভা যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইত। রাশিয়াও পারখ্রের এই জাডীয় অভ্যুত্থান ঘটিলে তাহাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ হানি হইবে বলিয়া শিহরিয়া উঠে। রাশিয়ার আভিজ্ঞান্তপণ পারক্ষের মতে সাহায় করিবেন বলিয়া উত্তেজিত করিছে থাকেন।

পারভের প্রথম জাতীর মহাসভায় তিনটা রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়। উত্তর-পশ্চিম পারশ্রের প্রতিনিধি-গণ সকলেই ইউরোপীয় আচার-ব্যবহারে অভান্ত ও ইউরোপীয় ভাবাপর হইয়াছিলেন। জাহারা পারশ্রকে ইউরোপের আদর্শে নৃতন করিয়া গঠন করিতে চাহিজেন। জাতীর দল, পারশ্রের জাতীয় ধর্ম ও আচার-ব্যবহার রক্ষা করিয়া দেশের উরতি করিতে চাহিজেন। দৌলত লল বা কোট পাটি কোনরণে আর একটী পান্টা

বিজ্ঞোহের ছারা সকল প্রকার শাসন-সংস্কার দেশমধ্যে প্রচার হওয়া রহিত করিতে চাহিতেন। এই তিনটী দলের পশ্চাতে জনমত গঠন করিবার জ্বন্ত প্রত্যেক দলের নিজ্স্ব সংবাদ পত্র ছিল। সংবাদপত্তের সম্পাদকগণ আপনাদের দলগুলির পুষ্টি সাধনতা করিবার জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তথন পারখ্যের জনসাধারণ মুর্থ ছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। সাধারণ ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র তাহারা বঝিতে পারিবে না ৰলিয়া থব সাধারণ ভাষায় সংবাদ গুলি লিপিবদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইতে থাকে। কাফি-খানাগুলি এক একটা দলের রাজনৈতিক আড্ডা চিল। এই সমস্ত কাফিখানায় পেশাদার রীডার বা পাঠকগণ অজ্ঞ জন-সাধারণকে সংবাদগুলি পাঠ করিয়া ও প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইত। অনেকে একত্রিত হইয়া ভাটমুধে সাহনামার গল শুনা পারশুজাতির অন্থিমজ্জাগত ছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত এই ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করিয়া পারখ্যের নেতাগণ জনমত আপনাদের অমুকুলে শিক্ষিত করিবার উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করেন। সংবাদ পত্র, উহার পাঠক ও নানাপ্রকার প্রচারক পাঠাইয়া মফ:-ম্বলেও একটা বিশেষ রাজনৈতিকদল গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পারশ্রের ইন্ডিবডাডিদ বা প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাগণ দৌলংদল বা কোর্ট-পাটিকে সাহায্য করিবার জ্বন্য এই সম্প্র কাফি-আডাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা कतिरम विद्यारहत विरू क्यमः त्रामधानी शहेरे अतिम সমূহেও ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

জন সাধারণের এইরূপ উত্তেজিত অবস্থার, ইংরাজ রাশিয়ার ভাগ-বাটোয়ারার কথা দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ১৯০৭ সালে ইংরাজ সরকার রাশিয়ার জারের সহিত একমত হইয়া পারশ্রের উত্তর ভাগ রাশিয়া সরকারের অধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া ল'ন। রাশিয়াও পারশ্রের প্রথান্ত ইংরাজ সরকারের Sphere of influence বা আয়ন্তাধীন বলিয়া স্বীকার করেন। মাত্র পশ্চিম পারশ্রে নিরপেক্ষ প্রদেশ থাকিবে বলিয়া রাশিয়া ও ইংরাজ আপনাদের মধ্যে ঠিক করিয়া ল'ন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে পারশ্রের মৃজ্লিস-এ-মিলি বা জাতীর মহাসভা

এই ব্যবস্থার ঘোরতর প্রতিবাদ করিবার জক্ত সমাচিকে জহরোধ করেন। সমাট বাহাত: কোন প্রকার চেটা না দেখাইলে, জাতীয় মহাসভার সহিত সমাটের কলহভাব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, উহা বিস্তোহের আকার ধারণ করে। সমাট অনেকটা ভীত হইয়া মহাসভার নায়ক ও প্রধান মন্ত্রী নাসির-উল-মূলককে গ্রেপ্তার করেন। নাসির-উল-মলক্ কোনরূপে মৃক্তি লাভ করিয়া প্লায়ন করিলেই চতুর্দ্ধিকে বিদ্যোহ-বহ্নি জ্ঞানিয়া উঠে।

সমাট রাশিয়ার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেই, রাশিয়া হইতে দৈক্তদৰ আদিয়া উপস্থিত হয়। তেহারাণ ও তাহার নিকটবর্তী স্থান সম্রাটের অধীন থাকিলেও পারশ্রের প্রদেশ গুলিতে জাতীয়দলের আধিপতাই স্থাপিত হইয়া যায়। সমাট কঠোর হল্ডে সমস্ত সংবাদপত্র ও আঞ্মান নামক গুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে দমন করিতে লাগিলেন। মোলাগণকে হন্তগত করিয়া রাজধানীর অজ্ঞ জনসাধারণকে জাতীয় মহাসভার বিরুদ্ধে কিপ্ত করিয়া তুলেন। এই ক্ষিপ্ত জনতাই একদিন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া পারশ্রের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন গৃহটী পুড়াইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। এই সময়ে তুরস্ক-বিদ্রোহের কথা আসিয়া পড়িলে পারশ্রের আঞ্মান দলগুলি আরও জ্বোর আন্দোলন চালাইয়া সমগ্র জনসাধারণকেই জাতীয় মহাসভার দলভুক্ত করিয়া তুলিলে সমাট হতাশ হইয়া পড়েন। ১৩ই জুলাই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় দল তেহরাণ অবরোধ করিয়া উহা পুনক্ষার করেন। তাহার পর জাতীয় দল সমাট মহম্ম আলিকে নির্বাসন করিয়া তাঁহার স্থলে আহমদ নামক এগার বংসর বয়স্ক বালককে রাজতক্তে বসাইয়া দেন। পরাজিত ও লাঞ্ডি সমট দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, জাভীয় মহাসভা তাঁহার **ভরণপোষণের জক্ত একটা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।** জাতীয়দল স্বাধীনতাসমরে অসাধারণ সফলতা লাভ করিয়া थून देश्या महकादब्रे भामनम् धार्व कद्वन । मश्वामभजे-সমূহ স্বাধীনতা লাভ করিয়া বেশ থৈর্ব্যের সহিতই তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে থাকে। এইখানে জাতীয়তার উদ্মেবের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

পারভের উন্নতিশীল (progressive Party) কবের

নেতা নাদীর-উল-মূলুককে রিজেণ্ট (Regent) পদ প্রদান করা হয়। নাদীর ইংরাজী শিক্ষা দীকায় স্থানিকিক চইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন অক্সফোর্ড বিভালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় আদর্শ ও ভাবধাবার পর্ণ প্রতীক ছিলেন ইনি। রাজ্যের সর্বময় কঠা হইয়া নাসীর জাতীয় মহাসভার অধিবেশন গৃহটী নৃতন করিয়া নির্মাণ করান। সভাদের বসিবার স্থানগুলি ইউরোপীয় কায়দায় অৰ্দ্ধ বুস্তাকারে সাজান হয়। পারগ্রে আর একটা রাজনৈতিক দল তথন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ইহারা আপনাদিগকে সাধারণ তন্ত্র বাদী বলিতেন। জাঁহার পারশ্রের সনাতনী ধর্ম ও আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া ফডটা উন্নতি সম্ভব ভাহার জন্মই যত্নশীল ছিল। উন্নতিশীল দলের নেতাগণের সহিত তাহাদের মতভেদ ও মনান্তর প্রায় ঘটিত। নাদীর-উল-মূলুকের ব্যবস্থাফলে উভয়দলের মধ্যে সম্পর্ণরূপে বিচ্ছেদ ঘটিবার কোন স্বযোগ উপস্থিত হইতে পারিত না। নাসীর অন্তদিকে খুব হর্মল ছিলেন। পারশ্রের ভাষ বিরাট রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণার হইয়া তিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ম একদল জাতীয় দৈল গঠন করিতে অক্ষম হ'ন। এই তর্মলতা খানিকটা অমুভব করিয়াই রাশিয়া তাহার বাহিনী পারভে আনয়ন করিয়া খুব দৃঢ়তার সহিত উত্তরাঞ্চল করায়ত্ত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রাজকোষে অর্থাভাব পারশ্য-সামাজ্যের পতনের আরে একটা কারণ। এই অর্থ কৃচ্ছতা দুরীকরণ মানদেই পারশ্যের বর্ত্তমান কর্ণধারগণ মরগান স্থষ্টার (Morgan Shuster) নামক একজন আমেরিকানকে আনয়ন করিয়া ভাহাকে পারশ্যের রাজস্ব সচিব পদে নিযুক্ত করেন। এই ব্যবস্থার ফলে পারশ্যের অর্থ ক্লছতা দূর হইতে পারে এই আশকায় রাশিয়া যে সমস্ত অভিজাতগণ কোনত্রণ করই প্রদান করিতেন না ভাছাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেশমধ্যে এক মহা অশান্তি ক্ষন করেন। গোলমাল ক্রমশং বৃদ্ধি পাইলে রাশিয়া সরকার স্থারকে ভাড়াইয়া দিবার জন্ত

পারশ্য সরকারকে অহুরোধ করেন। এই অহুরোধ রক্ষা করা না হইলে, রাশিয়া হইতে একদল সৈত্ত আসিয়া জাতীয় মহাসভার অধিবেশন ভালিয়া দেয়। তাহার পর ১৯১২ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্যান্ত পারশ্য একরূপ রাশিয়ারই করতলগত থাকে।

কুচিক থাঁন ও পারশ্যে ইংরাজ প্রাধানা-১৯১৪ সালে পারখে জাতীয় মহাসভার ততীয় অধিবেশন বসে। ১৯১৫ সাল প্র্যান্ত এই অধিবেশন স্থায়ী হইয়াছিল। এই তৃতীয় মহাসভার অধিবেশনে সাধারণভদ্ধীগণ্ট সংখ্যায় প্রবল হইয়া মজলিলে প্রবেশ করেন। ভাহারা সকলে সনাতন ধর্মাবলমী ছিলেন। এইজয় তুরস্কও জার্মাণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ চালাইতে মনস্থ করেন। রাশিয়ার বাহিনী উত্তর দিক হইতে আসিয়া সমস্ত উত্তর পূর্ব্ব অংশ করায়ত্ত করিয়া **উত্তর-পশ্চিম** অংশে জার্মাণ-তুরস্ক দৈত্তের সহিত মুদ্ধে নিমুক্ত হয়। বদরায় পেট্রোল ইত্যাদি লইয়া ঘাইবার জ্ঞা ইংরাজগণ দক্ষিণ অংশে দৈতা সলিবেশ করিয়া আনম্শঃ ১১ হাজার রাইফেল ধারী দৈল উত্তর দিকে রাশিয়ার সঙ্গে একযোগে কার্য্যের জন্ম পাঠান। রাশিয়া মুদ্ধে নির্ত্ত হইলে, ইংরাজগণ পারশ্র রক্ষার তাবৎ ভার আপনাদের হতে গ্রহণ করেন। কুচিক খাঁন নামক একজন পারসিক একদল দ্বা সংগ্রহ করিয়া পার্শ্য পার্শ্যজাতির এই কথা ঘোষণা করেন। ক্রমশঃ এই দলের সহিত ইংরাজদের সংঘৰ্ষ উপস্থিত হইলে, ইংবাজ প্ৰতিনিধি অৱ পাৰ্দী কৰা ১৯১৯ সালে তেতারণে আদিয়া পারশ্র সরকারকে স্বীকার করাইয়া ল'ন ইংরাজ জাতিই পারশ্র দেশের রক্করণে পারখ্রের শত্রু পক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং পারখ্রের দৈল ও শাদন ভার ইংরাজ হত্তে অর্পিত হইবে। পার্ভ সরকারের সহিত ইংরাজ জাতির এই ব্যবস্থা হইয়া গেলেও পারশ্রের মন্ত্রীসভা এই সন্ধিপত্তে স্বাক্ষর করিতে সাহসী হ'ন নাই।

## গ্রন্থাগারের কথা

### ডাঃ এীগুরুদাস রায়

ধে কোন একটা অন্ত্র্ভানের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করা ধে শুক্রদায়িত ভাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই—সেই দায়িত্ব পালনের শক্তি বা অধিকার আমার আছে বলিয়াই যে আমি সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি ভাহা নহে; গ্রহণ করিয়াছি, কারণ গ্রহণ করার যে গৌরব ভাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। আপনাদের সভ্সের যে উদ্দেশ্য এবং ভাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম যে অন্যাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত আপনারা এই প্রতিষ্ঠানকে এত শীন্ত্রই গৌরবান্বিত করিতে পারিয়াছেন ভক্ষণ্য মাপনাদের ধ্যুবাদ দিলে পাছে আপনাদের নিবিড় নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকভাকে ছোট করিয়া ফেলা হয় এই আশক্ষায় ভাহা হইতে বিরত রহিলাম।

গ্রন্থাবের ইতিহাস ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনারা আমার নিকট হইতে যাহা জানিতে চাহিয়াছেন তাহা দেশের এই বর্তমান অবস্থায় একেবারেই কার্যকরী করা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না এবং আমাদের দেশও ইহাকে অস্কর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

মিশরের প্রান্থাগার—প্রন্থাগারের ইতিহাস বহু
প্রাচীন—অনেকে মনে করেন থে ইংরাজ শাসনের ফলেই
বুঝি আমাদের দেশে প্রন্থালয়ের স্পষ্ট হইরাছে। বর্ণমালা
আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্বে মান্ত্র যথন তাহার অন্তরের
ভাবকণা কোনরূপে আঁকিয়া দেখাইতে শিথিয়াছে তথন
হইতেই প্রন্থাগারের উৎপত্তি। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা
ও শিল্পকলার জীবন্ত বিগ্রহ যে পিরামিড তাহা তৈয়ারী
হওয়ারও পূর্বে যীওর জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর
আগে ঐ মিশরেই পাধরের টালির পাঠাগার এখনও মাটী
খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে—আর সেই সব টালিতে
গুণু আছে কতকগুলি ছবি আঁকা। আমেরিকার অধ্যাপক
মি: হিলব্রেড্ ব্যাবিলনের নিপুর সহরে মাটীর নীতে পাঁচিশ
হাজার যুত্তিকা ফলক স্বেড একটা বড় প্রশ্বাগারের

ধ্বংসাবশেষ বাহির করেন এবং প্রমাণ করেন যে সেটি
অন্ততঃ খৃষ্টের জন্মের চার হাজার বছর আসের। ১৮৫০
খৃষ্টাব্দে মি: লেয়ার্ড নিনেভা সহরে ৩০।৪০ ফুট খনন করার
পর একটী বড় বারান্দায় ত্রিকোণ অক্ষর সমন্বিত কডকগুলি পাণরের টালি পান, এবং পশুতরা আবিকার করেন
বে ইহা এসিরিয়ার রাজা সার্ডানোপলসের পাঠাগার।
আর সেই পাঠাগার হইতেই ইন্ডার ও ইস্ফ্রাল নামে
একথানি মহাকাব্য ও স্থ্যের ও আকাদ্ নামে হুইটী
জাতির অতি প্রাচীন ইতিহাস এবং আরও ক্ত কি
আবিক্বত হয়।

গ্রীদের গ্রন্থাগার—ভারপর পৃথিবীর ইভিহাসে যবনের দেশ গ্রীসও একদিন শিক্ষা ও সভ্যতার দীও আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের বুকের উপর জ্ঞানের মৃত সঞ্জীবনী স্থা ছিটাইয়া দিয়া সমত জাতিকে শক্তিমান করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিছ টহারও ভিত্তি ছিল পাঠাগার। সেই মৌলিক সাহিত্য স্টির যুগেও ইউক্লিড পিজিদ্টেটাদ্, প্লেটো, আরিইটন প্রভৃতি সকলেরই নিজম্ব পাঠাগার ছিল-এরং পেই-খানেই তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের দাধনা পরিসমাথি করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়েই গ্রীসে স্মালোচনার প্রসার এতদূর বৃদ্ধি পায় যে লুসিয়ানের সময় নানা প্রকারের নৃতন নৃতন পুত্তকাদি সংগৃহীত হইতে থাকে—এবং শেষে উহা একপ্রকার পর্যায়ভূক্ত হইয়া পড়ে। এবল্পকারে পুষ্তক সংগ্রাহের ফলে আলেকজাক্রিয়ার পাঠাগার সমন্ত পাঠাগারকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল। মহাবীর **আলেক্সালারের** সেনাপতি প্রথম টলেমী এখানে হুইটা গ্রন্থানর স্থাপন করেন-একটা জ্বিদ্বামে এবং আর একটা সেরাপিরামে ৰিতীয় টলেমী আবার এই পাঠাগার ছইটাতে নৰ্বনৰেছ সাত আট লক পুত্তক সংগ্রহ করিরাছিলেন। क्रिकी



		-

টলেমীর সময় উৎপীড়ন করিয়া পুত্তক সংগ্রহের চেষ্টা হয় এবং সেইজ্ঞ আংশকজাব্রিয়ার বন্দরে কোন্ও জাহাত্র ্ পত্তক লইয়া **আসিলেই সেই** জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট হুইতে বল প্রায়োগের **দারা সেই সমন্ত পুত্তক হস্ত**গত করা হইত। **ভধু এই ভাবেই পুত্তক সংগ্রহ** করিয়া তাহারা নিশ্চিত্ত ছিল না-নানা দেশ দেশান্তর হইতে পণ্ডিত কবি সাহিত্যিক ও লেখক আনিয়া স্ক্লীপটোরিয়মে (নকলথানা) ভাহাদের দারা হাজারে হাজারে নানা দেশের বই নকল করা হইত-টীকা টিপ্লনি লেখান হইত-এবং কত নৃতন নৃতন পুত্তকও রচিত হইত। এতথানি আফ্রাস্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আলেক-জাল্লিয়ার পাঠাগার যথন স্কাজনবিদিত হইরা উঠিয়াছিল দেই সময় জুলিয়াস দিজার উদগ্র জয় লালসায় অধীর হইয়া একদিন আবেকজাক্রিয়ার সমন্ত নৌবহরে আগুন লাগাইয়া দেন — আর দেই আগুনের লেলিছান শিখার মুখে সমুদ্রের নিকট ঐ বড় পাঠাগারটা ভন্মীভূত হইয়া যায়। সিজরের বন্ধু এণ্টনি ক্ষতি পুরণ স্বরূপ পার্গামাসের একটী প্রকাণ্ড পাঠাগার ত্রুকিয়াম পাঠাগারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন-কিন্তু খুষ্টায় তৃতীয় শতাকীতে অরেলিয়দের আক্রমণের সময় এই পাঠাগারটাও অগ্নিদাহ হইতে আব্ম-রক্ষা করিতে পারে নাই।

রোমের গ্রন্থানার :— এইবার রোমের গ্রন্থানার। রোমীয়েরা ছিল স্বাধীনতার অগ্নিমমে দীক্ষিত, সমরকৃশলী ফুদক বীরের জাত যাহারা রক্তের নেশায় নাচিয়া উঠিয়া তথু রণ দেবতাকেই জাতির যুগ-গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল—মিন করে রণ প্রাক্তেন রক্তের আঁখরে তাহারা জাতির ইতিহাস লেখার প্রথম স্চনা দেবাইয়াছিল—এমন কি কার্থেক ধ্বংসের সময় পর্যন্ত পাশবিকতার প্রবল স্পৃহা তাহাদের প্রাবের পরতে পরতে বিহাতের শিহরণ আনিয়া দিয়া সকলকে রণোয়াদনার মাতাইয়া তুলিয়াছিল - তাই এখনও লোক বলে "Greece conquered Rome by spiritual force while Rome তাব্যেলর মধ্যেও তাহাদের সেশেও বছ গ্রন্থানার প্রতিষ্ঠিত ইইয়াছিল। পুরের অয়াইবার প্রার্থ ক্ষাণ

বংশর পূর্ব্বে ইনিরিয়ান যুদ্ধের পর এনিনিয়াপ্রালিও এভেনটাইন পাহাড়ের উপরে প্রথম পাঠাগার প্রভিষ্ঠা করেন তথন হইতে প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই রোমে বহু পাঠাগার স্থাপিত হয়। তবে এলপিয়াস ট্রাব্দান্তর প্রস্থাগারই সর্ব্ধাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কনস্টানটাইন য়খন বাইজানটীয়াস্ বা কনস্টান্টিনোপলে তাঁহার রাজধানী পরিবর্ষ্তিত করেন তথন সেখানেও অনেক স্বরহৎ পাঠাগার প্রভিত্তিত হয়। তর্মধ্যে একটি গ্রন্থাগারে ছই লক্ষাধিক পুত্তক ছিল। কিন্তু পূন: প্রান্ধানার ছই লক্ষাধিক পুত্তক ছিল। কিন্তু পূন: প্রান্ধাগারে ছই লক্ষাধিক পুত্তক ছিল। কিন্তু পূন: প্রান্ধাগারে ছই লক্ষাধিক পুত্তক ছিল। গ্রন্থালয় ক্ষতিপ্রস্তিত্ব হয়। তারপর রোম রাজ্য য়খন নই হইয়া গেল তথন পোপেরাও অনেক পাঠাগার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সাধারণের পাঠের স্থ্বিধা ও স্ববন্দোবত্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

আরবের প্রস্থাগারঃ— আরবীয়েরাও প্রীকদের
মত পুস্তক সংরকণে ও সংগ্রহে সচেট ছিল—হাকণ-অল্রশিদও তাঁহার ছেলেদের রাজত্ব সময়ে বাগদাদ, বসোরা,
কার্ডাভা প্রভৃতি নানা স্থানে গ্রন্থায় স্থাপিত হইয়াছিল—
কাইরো সহর বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং
সেখানকার ফতিমিল্ বংশীয়দের পাঠাগারে প্রায় দেড়
লক্ষ আন্দাল পুস্তক ও পুঁথি পত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছিল।
শেষে তুর্কদের বারা বিতাড়িত হওয়ার পরও তাঁহারা
আবার নৃতন নৃতন গ্রন্থালয় পুন: প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
খুষ্টার দশম শতাকীতে আরবদের অধিকারভুক্ত স্পোন রাল্য
ইউরোপের মধ্যে অন্তম শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণ্ড হইয়া
উঠিয়াছিল—সেখানে অল্ হাকিম নামে একলন আরবীর
পণ্ডিতের চেটায় ও যত্রে কার্ডাভার গ্রন্থালয়ে প্রায় ছয় সাত
লক্ষ পুন্তক সংগৃহীত হইয়াছিল।

ওয়া শিংটনের গ্রান্থালয় : — বর্তমানে আমেরিকার রাজধানী ওয়া শিংটন নগরে একটা ন্তন পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইরাছে সেধানে এক কোটারও অধিক প্রতক রাধার ব্যবহা হইরাছে এবং প্ররোজন হইলে আরও অধিক সংখ্যক প্রক রাধিবার ব্যবহা করা বাইতে পারে। সেধানকার প্রহার্যকরের প্রক সাজার ও ভালিকাভুক করার কর কঠিন পরীকা দিতে হয় এবং তাহাদের স্থবিধার জন্ত বহুসংখ্যক মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

ভারতের প্রস্থালয়:— খনেককণ বিদেশের কথা আলোচনার করার পর এইবার আমাদের ভারতবর্ধর কথা আলোচনা করা যাক্। আমাদের ভারতবর্ধ সেই দেশ যেথান হইতে অফাল্য জাতি শিক্ষা ও সভ্যতার নবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধল্য হইত— স্থান্র চীন, জাপান কোরিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে পরিব্রাজকেরা আসিয়া এই ভারতের করুণাকণার ভিথারী হইত। যদিও সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের দেশে লিপির প্রচলন হয় নাই তথাপি এই ভারতের এক একটী পণ্ডিতের শ্বভিভাণ্ডারে যেটুকু স্বত্বে সংরক্ষিত হইত তাহাই এক একটি গ্রন্থানের ফল উৎপাদন করিত—এবং সেই জল্গই সাক্ষ চতুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থানির প্রতিলিপি প্রচলনের পৃর্ববর্তী কালেও ধ্বংদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

তক্ষশিলা ও নালনা আজও ভারতের শ্বতিতে প্রোজ্জল হইয়া আছে। লিপি প্রচলনের যুগে বৌদ্ধদের চেষ্টার ফলেই ইহারা ভারতের সর্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

এই নালন্দাতেই ফা হিয়ান, ইংসিং, ইয়ানসাং প্রভৃতি চৈনিক পরিপ্রাজকেরা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্থদেশে ফিরিবার সময় কুড়ি ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়া এখানকার বহুসংখ্যক পূঁথিপত্র লইয়া যান এবং সেইগুলি এখননানা পণ্ডিতের দারা অনুদিত হইয়া ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী প্রচার করিতেছে। নালন্দায় রজ্মোদধি নামে একটা নয়তলবিশিষ্ট প্রাসাদে এত পূঁথি ছিল য়ে ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে অক্ষয়কীর্তি ধাকিয়া যাইত। কিন্ত বিশেষ ত্থের বিষয় য়ে কতকগুলি বৌদ্ধেরী সয়্যাসী অত বড় গ্রম্থাগারটীকেও অয়িসংযোগে নাই করিয়া দেয়।

সিংহলের একটা কাহিনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে খুটের জন্মাইবার অষ্ট-আশী বংসর পূর্বের বৌদ্ধ এবং কৈন ভিকুরা দেবিলেন যে তাঁহাদের শুকুর উপদেশাবলী হয়ত বা উত্তরকালে লোকে বিশ্বত হইবে সেইজয় তাঁহাদের মধ্যেও পুশ্বক প্রচারের আকাজনা

উদ্দীপিত হয় এবং তদম্বায়ী ভারতের বহু সমৃদ্ধিশানী লোক বিভোৎসাহের জন্ম পুঁথি লিথাইতে আরম্ভ করেন।

বারানসী, विक्रमाना, क्राक्नविद्यात উদস্তপুরী প্রভৃতি পাঠাগারও বিশ্ববিশ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—দেখানে হিন্দু বৌদ্ধ উভয় ধর্মসম্বন্ধেই পুঁলি রাথা হইত। উদন্তপুরী পাঠাগার এত বড় ছিল যে বক্তিয়ার খিলিজী বাংলার রাজধানী মনে করিয়া প্রথমে এই পাঠাগারই আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং শেষে ষধন দেখিলেন যে ইহা একটা শিক্ষাকেন্দ্র তথন তাঁহার অতৃপ্র লুঠন লালদা পরিতৃপ্ত হইল না বলিয়া ক্রোধে অগ্নি সংযোগে পাঠাগার্টী নষ্ট করিয়া দিলেন। বিক্রমশিলার পাঠাগারও এই প্রকারে নষ্ট হয়। বল্লাল সেনের একটা প্রকাণ্ড পাঠাগার ছিল কিন্তু তাহাও মুসলমান আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যথন এই পাঠাগারকে মুসলমানের নির্মম কবল হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইল না; তথন কতকগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গোপনে কয়েকথানি মাত গ্রন্থ লইয়া নেপালে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

তিববতের প্রস্থাগার:—তিব্বতেও বছ বৌদ্ধভিক্ষ ধর্ম প্রচারের জ্বন্স গিয়াছিল এবং সেই নালন্দার অতীত গরিমার যুগে অনেক সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। পৌন্ধর সংহিতার আমরা একটা গ্রন্থাগারের বিবরণী পাই। এক প্রকাণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদে এই গ্রন্থালয়টা অবস্থিত ছিল। বিজ্ঞান ও ধর্ম সংক্রান্ত সহস্র পুঁথি, কাপড় এবং স্থভা দিয়া পুথক পুথক বাঁধা ছিল-এবং পুঁথিগুলি লোহের আলমারীতে রক্ষিত ছিল। স্থাবিখ্যাত গ্রন্থাধ্যক্ষ সার এনথনি পাঁইজীর এইরপ একটা লোহের আল্মারা আবিষ্কার করিয়াছেন। হায়ন্ত্রাবাদের প্রস্তুত্ত্ববিভাগ শুপ্রতি একটা প্রাচীন পাঠাগার আবিষ্কার করিয়াছেন। নাগাইরের অন্তর্গত ওয়ানী গ্রামে এগার শত শতান্ধীতে জনৈক চালুক্যরান্তের দেনাপতি ও মন্ত্রী মধুস্কন এই গ্রন্থাগারটী স্থাপন করেন। সেধানে প্রায় তিন শত শিক্ষার্থী ও বার **জন গ্রহাধ্যকের** थाकियात यत्यायच हिन।

च्यू त्व त्वोक ७ देवनस्वत विश्वादत विश्वादत अवर

উপাশ্রমে উপাশ্রমে পাঠাগার থাকিত তাহাই নহে—
রাজাদের নিজের নিজের পাঠাগারও তথন অনেক ছিল।
ধার রাজ্যের ভোজরাজার পাঠাগার ভারতের অক্সতম
পাঠাগারে পরিণত হইমাছিল। মালবপ্রদেশ জয় করার
পর চালুকারাজ বিজাপুরের যে প্রস্তরনির্দ্ধিত প্রকাণ্ড ত্রিতল
বিভামন্দির স্থাপন করেন সেই বিভামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
আজও তাহার জার্ণ-শ্বতি বুকে করিয়া অতীত গৌরবের
সাক্ষ্য দিতেছে। এতখ্যতীত ভারতী ভাওার জয়পুর,
যোধপুর, ঝান্দী, তান্জোর, বরোদা, মহীশ্র প্রভৃতি
রাজ্যের গ্রম্ভালয়গুলিও সেই স্প্রাচীন যুগেও একদিন সম্প্র
বিশ্বের বুকের উপর জ্ঞানের আলো জালিয়া দিয়াছিল।

নেপালের গ্রন্থালয়:--নেপালে অনেক দিন পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণ হয় নাই বলিয়া সেধানকার নিবার রাজারা প্রায় তুই সহত্র বংসরের পুরান পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরে নিবার রাজাদের হাত হইতে গুৰ্থ৷ রাজাদের হাতে রাজ্য আসিবার সঙ্গে সকে সেই পাঠাগারটিও লুপ্তিত হয়। তবে স্থাথের বিষয় এই যে প্রায় সত্তর বৎসর হইল জল বাহাছরের সময় হইতে এই পাঠাগারটীর সঙ্গে একটা বিস্তীর্ণ হল (Hall) ও ঘণ্টা ঘর তৈয়ারী হইয়াছে এবং ইহাতে তিন হান্ধার তাল পাতার পুঁলি, কুড়ি হাজার সংস্কৃত পুঁলি, দশ হাজার ভোট দেশের পুঁথি, পাঁচ হাজার চীন দেশের ত্রিপতক পুঁথি এবং এভদ্যভীত অনেক পুরাতন ও নব্যভঞ্জের ইংরাজী বই ও ছবি আছে। রাজপুতনার প্রায় সকল রাজার কেল্লাভেই পুলিখানা ছিল-এখনও আট দশ হাজার পুঁথি অনেক কেলাতেই আছে। রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুস্থান অনেক বই সংগ্রহ क्तियाहित्वन-अञ्चतारहेत रेक्टनता व्याना छेकीतनत नमय বত্সংখ্যক পুঁথি প্রাদি লইয়া ষশলীরে প্লায়ন করেন। বৰুণার ধারে প্রায় পাচশত বৎসর পূর্বে সর্কবিভানিধান ক্বিজ্ঞাচার্য্য সরস্বতী নামে এক সন্ন্যাসী একটি প্রকাণ্ড পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মূসলমান শাসনকালের প্রস্থাগার : মুগলমান শাসনকালেও প্রস্থাগার আন্দোলন বিশেষ দ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। অবঞ্চ প্রথম প্রথম ভাষ্টারা সমর শিক্ষা

চরিতার্থ করিবার অস্ত যদিও নৃশংসভাবে হিন্দুও বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাক্ষীর প্রথম ভাগেই তাহাদের মধ্যেও প্রবল সাহিত্যাহরাগের সৃষ্টি হয়। তাই প্রায় সমস্ত মুসলমান দ্রাটদেরই এক একটি নিজস্ব গ্রন্থালয় ছিল এবং ইহাতে যে শুধু আরবী ও পাশী গ্রন্থই থাকিত তাহা নহে। হিন্দুখানের অফাত অনেক পুত্তকই দেখানে স্থান পাইত; এবং শিক্ষামূরাগী বাদ্দাহের। অত্যান্ত ভাষার পুত্তকগুলি আরবী ও পাশীতে অনুদিত করার জন্ম লক্ষ টাকা বায় করিতেন। বিলিজী রাজবংশের স্থাপথিত। মুম্রাট জালালউদ্দীনের নিজের জগু একজন গ্রন্থাক ছিলেন এবং তিনি ওমরাহের মত সম্মান পাইতেন। সম্রাট ফিরোজ তুদলথের সময়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিশেষ বৃদ্ধি পায়—সমাট স্বয়ং একজন বিস্তোৎসাহী ও স্থপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভগু যে হিন্দুকেই যোগ্যতা অহুসারে চাকরী দিতেন তাহাই নহে, মুসলমানেরাও যাহাতে হিন্দের পুতকাদি পাঠ করে তাহার জন্ম তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন্ডেন। নগরকোটে একটি প্রকাপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থাগার তিনি পারস্থ ভাষায় অনুদিত করিবার 🗪 বহু লক মুদ্র। বায় করিয়াছিলেন। বাহামণী রাজারও একটি এখাগার ছিল। ফার্ঞ্সন বলেন যে তিনি যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিভার করিয়াছেন ভাহাতে অমুনিত হয় যে বিলাপুর প্রভৃতি স্থানেও প্রাচীনকালে অনেক বড বড পাঠাগারই ছিল। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ (বাংলার রাজা) মহাভারতের व्यक्तताल कतिवाल क्या वह व्यर्थ वास कतियाहित्सन। বাবর ও ছমায়নের সময়ে অনেকগুলি গ্রন্থাগার ছিল এবং ভ্যায়ন যথন বেপানে যাইতেন এমন কি বাজাভিযানে याहेवांत्र नमस्य हनननीन श्रष्टांनय (Travelling Library ) সংশ লইয়া ঘাইতেন। আকবর একখন विकोड अक्तांने बाकाब এवर छाहात निरमत मधी रेक्बित श्रष्टानम छोहात्र निक श्रष्टाशास्त्रत व्यक्त करतन এবং সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, বিজ্ঞান, সন্ধীত, ভাষাত্র, ধর্ম প্রভৃতির বিভিন্ন বিষয়ের নিয়মিত ভাবে স্চীপত্র श्राप्त करवन । छीरात नगरव वहन नश्यांव महिला

পুত্তক প্রকাশিত হয়। অবোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, আলোয়ার প্রভৃতি স্থানের রাজাদেরও নিজ নিজ গ্রন্থাগার ছিল।

বর্ত্তমান শিক্ষার ফলঃ—আজ আমরা প্রায় তুই শত বংসর ইংরাজ শাসনাধীনে আসিয়া তাঁহাদের ওদার্ঘ্য এবং অক্লাক্ত পরিশ্রম ও অক্তম অর্থ বায়ের ফলে শতকরা ছয় জন মাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছি— অথচ সোভিয়েট শাসনভল্লের অধীনে মধ্য-এশিয়ার উদ্বেশীস্থানের অধিবাদীরা (যাহাদের আমর। মুণাভরে বর্ষর মুর্থ প্রভৃতি জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্রে "উজবুক" বলিয়া থাকি ) শতকরা ৭২ জন পুরুষ ও ৬৫ জন স্ত্রীলোক মাত্র সাত আট বংগরের মধ্যেই লেখা পড়া শিখিতে সক্ষম হইয়াছে; স্বতরাং ইহার উপর টীকা নিম্প্রোজন। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই এমন দিন ছিল য়খন অধিবাসীরা প্রায় সকলেই স্থশিক্ষিত ছিল বলিয়া ष्मशांध शांखिका थाका मरबंध खधु आंमाक्कांमरनत बचारे বর্ত্তমানের আমেরিকার মত বারবানের কার্য্যও করিত:-এবং এই জন্মই পর্বোলিখিত নালনা বিক্রমশীলা প্ৰভতি শিক্ষা কেন্দ্ৰগুলিতে যে সমস্ত মারবান থাকিত বিদেশী পর্যাটকেরা সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের তর্কে পরাভত কবিতে পারিলে তবে যোগ্যতা অমুসারে শিক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশের অহমতি পাইত। কিন্তু হুংখের বিষয় আৰু আমরা এদৰ কথা ভুলিয়া গিয়াছি-মামাদের দেশের ষভীত কীর্ত্তিকাহিনী ক্রমশঃ আমাদের স্বতির পাতা হইতে মুছিয়া ফেলিতেছি। আমরা বিদেশের कथा जानि, किन्न जानि ना (करन जामारनत अहे रमानात ভারতের কথা-এই নদীহার মেধলা শক্তণ্যামলা স্বর্প্রস্ দেশের কথা। সেইজন্ম এখন আনাদের গ্রন্থালয়গুলিতে এরণ পুত্তক সংগ্রহ করা উচিত ঘাহাতে আমাদের এই গোপন বেদনা-কাতর প্রাণ-সম্পূর্টে আবার দেশের कथा कृषिया উঠে--गाशांट काजित धारे कीवन-तहनात গোপন সাধনার সাফল্যের কথা ভারতের ইভিছাসে সোনার অক্রে ভারর হইয়া থাকে।

শিক্ষালয় ও প্রস্থাগার:—স্বাতির জীবনে গ্রন্থা-পারের প্রয়োজনীতা স্ক্রান্ত দেশের গোকেরাও বেষন

বীকার করেন আমাদের দেশের লোকও ঠিক তেমনিট খ কার করেন। স্থল কলেজগুলি থেরপ শিক্ষা-বিস্তানের সহায়তা করে গ্রন্থালয়গুলিও অমুরূপ ভাবেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাই করিয়া থাকে, একথা আমাদের দেশে সকলেই স্বীকার করেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি যে উদ্দেশ্য রচনা করা হয়, এছালয়গুলিও ঐ একট উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপন করা হয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ম থেমন প্রথমে ঘর বাড়ী টেবিল চেয়ার, আলমারী, বই এবং আফুসঙ্গিক সরঞ্জাম প্রভৃতি সংগ্ঠীত হয়, প্রস্থাগারের জন্মও व्यामारम्य (पर्णय त्नांक चत्र बाड़ी, टिविन (ह्यांत.व्यानगांती এবং বই সংগ্রহ করার বন্দোবস্ত করেন। ঐগুলি সংগ্রহীত হওয়ার পর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্ম হেমন ছাত্র সংগ্রহ হয় গ্রন্থার জন্ম তেমনি পাঠক বা সদস্য সংগ্রহ করা হয়। এতদুর পর্যন্ত শিক্ষালয় ও গ্রন্থাকার স্থাপনে আমাদের দেশের লোক একই উদ্দেশ্য দারা নিয়ন্তিত হইয়া একই প্রকার উপকরণ সংগ্রহে সচেষ্ট চুইয়া থাকেন: কিন্তু ইহার পর হইতেই তাঁহাদের চেষ্টার মধ্যে পার্থকা পরিব ক্ষিত হয়। ঐ সমস্ত উপকরণ এবং ছাত্র সংগ্রহের পরও শিক্ষালয়গুলির কর্ত্তপক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্ম শিক্ষকের প্রয়োজনীয়ভা অমুভব করেন এবং এত্তদ্দেশ্যে শিক্ষকদের বেতনের জ্বতা তর্থসংগ্রহেরও বনেশাবস্ত করেন, ও যতদিন পর্যান্ত তাঁহাদের অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী অর্থ সংগৃহীত না হয় ততদিন প্র্যান্ত স্থল কলেজ চলিতে পারে না ইহা তাঁহারা জানেন এবং সেইজন্য অস্ততঃ চালাইবার মত অর্থাগমের বন্দোবন্ত করিয়া তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার জন্য व्यामारमञ रमस्यत लारकता भिका-शिक्शितात निकरकत মত গ্রন্থাকেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন;--**তবে গ্রন্থাধ্যকের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোন অর্থাংগ্রন্থের** চেইটি করেন না এবং তাঁচারা মনে করেন যে প্রছাধাক্ষক বেতন দিয়া যে অৰ্থ ব্যয়িত হইৰে ভাহার দারা গ্রহালয়ে আরো বহু সংখ্যক পুত্তকই সংগৃহীত হইতে शांतित्त,-- अर्था । उांशांत्रत्र शांत्रभात्र । अशांत्र अर्थान इकिंग भूष्ठदेकत्र माकान अवश स्व अष्टाकातः माकारता

<sub>যতবেশী</sub> পুস্তকই **আহরণ** করিতে পারিবে সেই গ্রন্থালয়ই সর্বাপেকা সমৃদ্ধিদম্পর বলিয়া জনসাধারণের আতর্ষণ করিবে। স্বতরাং গ্রন্থাকের গ্রাসাচ্চাদনের ক্লা বেতন দান নিতাম্ভ নিম্প্রোজন এই নীতিই আমাদের দেশের লোকেরা পালন করিয়া থাকেন, ইহাই আমার বন্ধমূল ধারণা। নিধিল ভারত গ্রন্থালয় দমিতির সহযোগী-সম্পাদক হিসাবে এবং বন্ধীয় গ্রন্থালয় পরিষদের কার্যানির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্তরপে গ্রন্থালয় প্রিদর্শনের জন্য ভারতবর্ষের প্রায় সর্বতে পরিভ্রমণ করিয়া এবং প্রস্থালয়গুলির কর্ত্তপক্ষের সহিত আলোচনার ফলে নিতান্ত ত্বংপের সহিতই আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে শতকরা প্রায় ৯০টী গ্রন্থালয়ের কর্ত্রপক্ষ উপরোক্ত ধারণাই সমতে পোষণ করিয়া থাকেন। এই ধারণা যতদিন পর্যান্ত আমাদের দেশবাদীর অন্তর হইতে নিশ্চিক হইয়া না যায় ততদিন পর্যান্ত আমাদের দেখে গ্রন্থালয়গুলির উদ্দেশ্য সফল হওয়া স্থানুর পরাহত। এক মাত্র বরদা রাজাই ভারতবর্ষের মধ্যে এই ধারণা হইতে বিম্কু, এবং সেইজনাই সেখানে গ্রন্থার আন্দোলন বিশেষ ব্যাপকভাবেই বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে ইহা আশা করি অনেকেরই অজ্ঞাত নহে।

আমাদের দেশের প্রস্থাধ্যক্ষ ঃ—আমার বিশ্বার কথা হইতেছে যে পাঠাগার ও প্তকের দোকান একই প্র্যায়ভূক্ত নয়; আমাদের দেশবাদীরাও মৌথিক অবশ্য একথা স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ যাহা করেন তাহাতে প্তকের দোকানেই প্র্যাবসিত হয়। একজন অর্দ্ধাক্ষিত বিক্রেতা বেমন নাম ও দাম দেখিয়া ক্রেতাকে প্রক বিক্রেয় করিয়া থাকেন তদমূরূপ বেতন দেওয়া যে অপব্যয় এবং প্রকের বৃদ্ধির পথে অস্তরায় এই নীতির সমর্থক এবং পরিপোষক গ্রন্থান্তাক কর্ত্পক্ষেরাও ভাল লোক খুঁজিয়া না পাইয়া যে অর্দ্ধাক্ষিত গ্রন্থান্তাকে নিযুক্ত করেন তিনিও বিক্রেতার মত কোন প্রকারে নাম দেখিয়া পাঠককে বিক্রয়ের পরিবর্ধে বই পড়িতে দেন— এবং এইখানেই তাহার যত কিছু কর্ত্ব্য ও অক্সায়িকের অব্যান হয়।

গ্রন্থালয় ও গ্রন্থাকের কর্ত্তবা:--গ্রন্থানরে যত কম সংখ্যক পুস্তকই থাকুক না কেন সেইগুলি প্রত্যেক পঠিককে পড়াইতে পারিলেই গ্রন্থাগার স্থাপনের উল্লেখ্য পরিপূর্ণরূপে সফল হয়। আমার মতে দশ হাজার পুত্তক-সম্বলিত একটি বিরাট গ্রন্থালয় বনাম পুস্তকের দোকাম জনসাধারণের বিশেষ কোন উপকারই করে না-কিছ মাত্র এক শ' খানি সংগৃহীত পুস্তকের একটি অভি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র পাঠাগার যদি ভাহার পাঠকদের ঐ কয়ধানি প্রক্রই স্মত্ত্বে ও সাগ্রহে পড়াইতে সক্ষম হয় ভাহা হইলে সেই পাঠাগারও ঐ দশ হাজারের অপেকা বছল পরিমাণেই শ্রেষ্ঠ এবং জাতীয়-জীবন রচনার পক্ষে একান্ত উপযোগী। আমি এমন পাঠাগারও দেখিয়াছি যেখানে ভাকের পর তাক-সজ্জিত করিয়া পুস্তকের সৌধ রচনা করা হইয়াছে কিন্তু পড়ান এবং পড়ার অভাবে সেই মৃশ্যবান ও প্রয়োজনীর গ্রন্থলির ভিতরের সমস্ত পাতা কীট-দই ও চিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে---এরপ গ্রন্থালয় বাঙলাতেও আছে এবং বাঙলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশেও দেখিয়াছি। সেইজন্য গ্রন্থালয়গুলির কর্তৃপক্ষের সর্বাগ্রে এই লক্ষ্যই থাকা উচিৎ যে গ্ৰন্থালয় ৰত ক্ষুদ্ৰই হউক না কেন তাহার পুত্তকগুলি পড়াইবার জন্য একজন উপযুক্ত গ্রন্থাধাকের আবশাক। শিক্ষক বাতিরেকে যেমন কোনো শিকা-প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে না এবং সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠনে চালাইবার জন্য থেমন করিয়াই হউক অর্থসংগ্রহ করিয়া শিক্ষক রাখিতেই হয় ঠিক তেমনি ষেমন করিয়াই হউক অর্থসংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাঞ্জপ্ত রাখিতে হইবে-নত্বা উপযুক্ত লোকাভাবে এছালয় পরিচালনা ও ভাহার উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করা অসম্ভব। অনেকে কৈফিয়ৎ দিতে পারেন যে পাঠকের প্রদন্ত চাদা হইতে গ্রন্থাধ্যকের বেতন সম্পান অসম্ভব--আমিও সেইরূপ উত্তর দিই যে প্রথমে শিকালয়গুলিও চাত্রদের প্রদত্ত বেতন হইতে শিক্ষকগণের বেতন দেওয়া ঠিক ওই একই প্রকারের অসম্ভব হওয়া সম্বেও বেমন বেতন पिवात सक अर्थमध्यह कहा हब-कादण, छाहा मा क्तिए**ण** भिका विचादात উष्पन्न नकन हहेत्व ना :-- (महेब्रेश अहे क्षकडे निकासगारवत फरकरक सहाशास्त्रत क्षेत्र वर्ष गर्थार

না করিয়া পাঠাগার স্থাপনের গৌরৰ লইয়াই আত্ম-প্রসাদ <del>অহতব</del> করিলেও প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের মূল লক্ষ্য ব্যর্থ स्टेर्प । पश्चकः किष्ट्रिक्टिनत खन्न श्रेष्ट्रांश्रादकत त्वल्यात्र बस्मावण्ड कतिरम धहे निमांक्रग व्यर्थ-कुछ छ। ও চाकुरी সমস্ভার মূগে এছাগার পরিচালনার নিয়মাবলী শিক্ষা করিবার জন্তও বহুসংখ্যক পাঠক ছাত্ররূপে গ্রন্থাগারের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবে। শিক্ষালয় গুলিতে ছাত্রহিসাবে ৰাহারা বেতন দের তাহাদের অনেকেরই ধেমন ভবিয়তের चन धरे चाकाळाटे त्थाच्चन थारक एव शर्फ स्मारव अव ভাৰারা অস্ততঃ যে কোনো একটা চাকুরী পাইবে, ঠিক সেইরূপ গ্রন্থালয়ে ভবিগ্রতে চাকুরী লইবার আশায়ও **অনেকেই** গ্রন্থাৰ চাঁদা দিয়া সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।—তথন গ্রন্থাধ্যক্ষের বেতনের জন্ত বাহির হইতে খুব বেশী অর্থ সংগ্রহের আর প্রয়োজন হইবে না; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও যেরপ আত্মনির্ভরশীল হইয়া চলিয়া থাকে গ্রন্থালয়গুলিও সেই ভাবেই নিজ বায় ভার বহন করিতে সক্ষম হইবে। ভারতবর্ষে যুক্তগুল গ্রাহালয় আছে সেগুলি যদি উপযুক্ত গ্রাহাধ্যকের দারা পরিচালিত হয় এবং আমাদের বন্ধীয় গ্রন্থালয় পরিষদ অথবা নিখিল ভারত গ্রন্থালয় সমিতির অস্কর্তুক্ত থাকে. তাহা হইলে আমার আবিদ্বত পদ্ধতি অনুষায়ী ভারভের বিভিন্ন প্রদেশ, জেলা কিংবা গ্রাম যেখানে একটা ক্ষুদ্রতম গ্রাম্বালয় আছে দেখানকার পর্যান্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামান্ত্ৰিক প্ৰভৃতি যে কোনো প্ৰকার সংবাদ কিংবা বৰ্ত্তমান **শব্দার বি**ষয় যে কেই নি**লে**র বাড়ীতে বসিয়াই ছতি जहरू वानिए शाहिरवन। अ जहरू यहि काहात्र কিছু জ্ঞাতব্য থাকে তাহা হইলে দাময়িক পত্তিকার মারফং কিছা ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে জানাইলে আমি বিষদ विकारी कनमगरक थाकान कत्रिय-कारनक कि श्रामाराज কর্ত্তপক্ষের নিকট পরিদর্শন কালে এই পদ্ধতির কথা विवाहि किंख विस्थित छः स्थेत विवय आमारमत स्मरण গ্রহালয় আন্দোলনকে সেভাবে গ্রহণ না করায় এবং উপযুক্ত গ্ৰছাঞ্চক না থাকার সে পদ্ধতি এ পর্যান্ত বিশেষ किइ मनमायक रहेश छेठि नार्वे।

श्रीशास्त्र नर्स थान कर्ना वरेरणह सम्मानास्त्र

মধ্যে পুত্তৰ পাঠের আকাজ্ঞা উদ্দীপিত করা। এইজ প্রতি সপ্তাহে সম্ভাদমিতি করিয়া পার্শ্ববর্তী স্থানের ধুরু এবং তক্ষণসম্প্রদায়কে তাহাতে আহ্বান করিয়া প্রয়াল ব্যবহারের ও পুস্তকপাঠের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি শিল্প দিতে হইবে। দৃষ্টাস্ত শ্বরূপ কোন একটি পাডাগাঁ। হয়ত একটি ধাঝার আথড়া আছে—তাহারা তথু বটডলা যাত্রার বই ছাড়া অক্ত কিছুই পড়ে না। ভাহাদের বই-পডাইতে হইলে ক্রমশঃ বিজেক্সলালের উত্তেজনালা প্তকাবলী বধা-মেবার প্তন, রাণা প্রভাপ, ফুর্গালা প্রভৃতি পড়াইয়া তারপর রবীক্সনাথের রাজারাণী, বিস্ক্র প্রভৃতি পড়াইয়া ক্রমশঃ ভাহাদের মনোবৃত্তিকে উর্ভ করিয়া ভুলিতে হইবে। কেহ হয়ত পাঁচকড়ি দের ডিটেক্টিভ উপস্থাস পড়িভেই ভালবাসে ভাহাকে ক্রমণ: দিনেন্দ্রকুমারের পুস্তকাবলী তারপর বৃদ্ধিমচন্দ্রের রোমাঞ্চ কর উপস্থাসপ্তলি যথা, তুর্গেশনিন্দিনী, সীভারাম, রাজ্সিংহ, চন্দ্রশেশর প্রভৃতি পড়াইয়া শেষে বিষক্তক এবং তৎপরে রবীন্দ্রনাথেরও উপস্থাস পাঠের দারা তাহার চিস্তাশক্তিও বুদ্ধিবৃত্তির যাহাতে কুরণ হয় সেজ্জ গ্রন্থাক্তকে সাহায় করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন বইয়ের পর কোন বইখানি কি প্রকার পাঠকের পক্ষে পাঠযোগ্য এসম্বন্ধে গ্রন্থাধ্যক্ষকে সমাক অভিজ্ঞ থাকিতে হইবে ও তাঁহার সাধারণ মনস্তত্ব জ্ঞানও থাকিবে। নতুবা পাঠকের ইচ্ছামত পুন্তক আদান প্রদানের মধ্য দিয়া গ্রন্থাধ্যক্ষের কোনো কর্ত্তব্যই পালন করা হয় না।

প্রাম্যমান পাঠাগার :— দ্রাম্যমান পাঠাগার প্রত্যেক পরীতে পরীতে স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেক পাঠাগারের গ্রন্থাক্ষকে দ্রাম্যমান পাঠাগারের উপবাসীতা সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। যে দেশের রাজকরের সর্ব্যাপেকা বৃহৎ অংশ শাস্তি রক্ষার নামে পুলিশ ও সেনাদলের অস্ত ব্যয়িত হয়, সে হুর্ভাগা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষালান্তের স্বতঃশুর্ক আকাজ্ঞা বে থাকিতে পারেই না একথা প্রত্যেক মনস্বন্ধবিদ্ধই বীকার করিবেন। স্কৃত্যাং সেখানে গৃহে গৃহে দ্রাম্যমান পাঠাগারের সাহাব্যে পুরুক কিত্রশ করিয়া সক্ষর্থব শিক্ষালান্তের আহ্বার্থক শিক্ষালান্তের সাহাব্যে পুরুক কিত্রশ করিয়া সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের স্থান্তির সাহাব্যে পুরুক কিত্রশ করিয়া সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের সাহাব্যে পুরুক কিত্রশ করিয়া সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের সম্বন্ধ সাহাব্যে পুরুক কিত্রশ করিয়া সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের সম্বন্ধ সাহাব্যে প্রক্রিক বিবাহন সাহাব্য সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের সম্বন্ধ সাহাব্য সক্ষর্থক বিবাহন করিয়া সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের সম্বন্ধ সাহাব্য সক্ষর্থক বিবাহন করিয়া সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের সাহাব্য স্থান্ত করিয়া সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের প্রক্রিক সাহাব্য স্থান্ত বিবাহন করিয়া সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের স্থান্ত বিবাহন করিয়া সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের বিবাহন করিয়া সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের বিবাহন করিয়ালান্ত্র স্থানিক সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের বিবাহন করিয়ালান্ত্র স্থানিক সক্ষর্থক শিক্ষালান্তের সক্ষর্থক শিক্ষালান্ত্র সাহাব্য স্থান্তির স্থানিক সক্ষর্থক শিক্ষালান্ত বিবাহন সাহাব্য স্থানিক স্থানিক সক্ষর্থক শিক্ষালান্ত বিবাহন স্থানিক সক্ষর্থক শিক্ষালান্ত বিবাহন স্থানিক সক্ষর্থক শিক্ষালান্ত বিবাহন স্থানিক সক্ষর্থক সিক্ষালান্ত বিবাহন স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক শিক্ষালান্ত বিবাহন স্থানিক সক্ষর্থক শিক্ষালান্ত বিবাহন স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক সক্ষর্থক শিক্ষালান্ত স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক সক্ষর্থক সক্ষর্থক স্থানিক সক্ষর্থক স

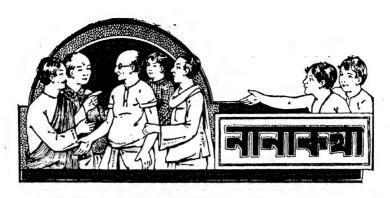
তুলিতে হইবে—প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত প্রত্যেকধানি
উপগোগী পৃস্তকই ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিয়া জাতির অন্তরে
দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করিতে হইবে—এবং লাম্যমান
পাঠাগারের সাহায্য ব্যতিরেকে জাতিকে ব্যাপকভাবে
শিক্ষার আদর্শে অন্থপ্রাণিত করা ছাড়া এই নির্জিত
জাতির পক্ষে আর কোন উপায়ান্তরই নাই। বরদায় এই
লাম্যমান পাঠাগার দেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যে
ভাবে জ্ঞানের আলো ছড়াইয়া দিয়াছে তাহা আমাদের
প্রত্যেক গ্রন্থানরেই অন্থকরণীয়। দক্ষিণ কলিকাতাত্ম
দীপক সভ্তের এই লাম্যমান পাঠাগারের পরিকল্পনা এবং
প্রচেটা আমাদের কলিকাতার অনেক্তলি গ্রন্থালয়কেই
আশা করি এ বিষয়ে উৎসাহিত ও সচেষ্ট করিয়া ত্লিবে—
এখানকার কর্তৃপক্ষের ক্ষুত্রশক্তির অন্থণাতে যে পরিমাণে
কার্য্য হইয়াছে ভাষা প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে
বিশ্বাই বিশ্বাস করি।

উপসংহার ঃ—বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের দারা পরিচানিত শিকাপ্রতিষ্ঠানগুলি যে কারাগারের আদর্শেই গঠিত
এবং দিনের পর দিন ধরিয়া ছাত্রনের অন্তরে ক্রমান্তরে
দাসমনোবাজ প্রচার করিতেই সচেট এবিবয় ধারাবাহিক
ভাবে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ লিখিয়া আজ কয়েক বৎসর হইল
আমি ভারতের অধিকাংশ ইংরাজী ও বাংলা সাময়িক
পত্রিকার মারকং জ্ঞাপন করিয়া আসিভেছি—বর্ত্তমানের
এই শিকার ফলেই আজ আমরা এমন করিয়া নির্কল্ভাবে

राक्षि चारुक्षारात्र शृकाती स्टेबा छेठियाहि-माञ्चर स्टेबा মান্থবের সলে ছব্যবহার করিতেছি-তাহাকে দাস করিয়াছি এবং তাহাদেরই শ্রমের ফল লুঠন করিয়া স্বাস্থা-প্রসাদ অন্নভব করিতেছি—তাই মানবাত্মা আজু মানুৰ-পশুর কাছে পীড়িত, লাঞ্চিত ও উপক্ষত। সেইজয় এই সৰ সহস্ৰ সহস্ৰ পীড়িতের কণ্ঠ দিয়া মানবাত্মার মৃক্তির বাণী ফুটাইতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইতেছে এই সম্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আমৃল সংস্থার করা; কিন্তু বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে আপাততঃ সেশ্বণ কোনো ক্লভ পরিবর্ত্তন এবং সংস্থার সম্ভব নয় বলিয়াই গ্রন্থাবের মধা দিয়া জাতির অন্তরে শিক্ষা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে হইবে। সম্ভ প্রপীড়িত ও পরাধীন জাতিই সর্বাপ্রধান এই ভাবে গ্রন্থগারের সাহায্যে ভ্রামামান পাঠাগার হইতে গ্রামে গ্রামে পুস্তক বিভরণ করিয়া জনসাধারণকে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাজকায় উদুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। আবাতীয় শিক্ষা এবং জাতীয় ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচার করা চাডো খাধীনতা আন্দোলনের এক অল যথন একেবারেই পছ इहेशाहे शास्त्र ज्थन व्यार्थना कति भागात्मत वहे श्रवानाव प्यात्मानदात मनन क्षात्रहा (यन मार्थक क्ष क्षेत्र क्रिके ইহার প্রত্যেকটি অমুষ্ঠান যেন ভভ ও কলাপের অমোঘ ম্পর্শে জাতিকে সঞ্জীবিত করে।

 দীপকসঙ্গ, ত্রামামান পাঠাগারের উদ্যোগে কলিকাতার পাঠাগার সম্মেলনীতে সভাপতির প্রদৃত অভিভাবণ।





# শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর অভিভাষণ

į

গত ১৮ই ডিনেম্বর পাটনা কলেজের ব্যায়ামাগারে পাটনা কলেজ বঙ্গদাহিতা সমিতির সভার সভানেত্রী শীমতী অনুরূপ দেবী নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন:-পুত্রগণ ৷ তোমাদের এই বঙ্গদাহিতাসন্মেলন সভায় এসে তোমাদের আমার ঐকাস্তিক স্নেছ আশীর্কাদ জানিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে পেলেই আমার পক্ষে খুৰ ভাল হ'তো; কিন্তু তোমরা কি খাভাবিকক্রমে তোমাদের ষেটকু নিজম্ব :পাওনা, ঠিক সেইটুকুই পেলেই খুদী হবে? বঙ্গদাহিত্য বিষয়ক ছ'চারটে কথা আমার কাছ থেকে তোমরা শুনতে क्रायकः। विश्वन त्व व्यामात्र त्मदेशान्तरे चर्हेरकः। क्रालामत्र कारन ঠাকু'মা শোনাতেন রূপকথা। শুনে তারা লাভ হ'রতো পরম থীতি এবং লোভ ৰ'রতো ফিরে শোনবার ; মায়ের ভাগে কিন্ত রাজকন্তা আর অ্পপুরীর আখ্যান-ব্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে অত্যন্তই অমুপাদের এবং হয়ত সময় সময় একান্তই অতৃধ্যিকর উপদেশের থণ্ড-লড্ডুক বেঁটে দেবার ভার চেপে রইলো। ড'জনেই সমান হিতাকাজিকনী; অথচ ছজনাকার কর্ম্বরা এবং দেয় ঠিক এক নর। একজন জোগান দেন আমানের षास्टरतत रथात्राक, डाँएमत मान स्थामारमत कजनारक धामातिङ करत. কৌতৃহলকে উদ্দীপিত ক'রে তোলে, এবং বিশায়-চকিত চিততকে প্রমাশ্চর্য্যের ভিতর দিয়ে স্বর্গ থেকে পাতালে, উন্নত গিরিশিখর হ'তে সাত সমূলের এপারে ওপারে ছটিয়ে নিয়ে বেডার। আর একজন দান करतन या, छात्र (बर्क मरनत मर्सा विचात्र आरंग ना, को छुरुनात खिछ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হর না: তা আমাদের নিত্যকার জীবন্যাত্রার প্রতি-নিয়ত ব্যবহৃত অতি সাধারণ কর্তব্যের নির্দেশ মাত্র, যে কর্তব্য সম্পাদনে भूगामां भर्गाच परि ना, भक्क अभागतन अञाबात परि ; स्थ तारे সাধারণ ধর্মের নির্দেশযাত্র। রসমাধুর্ব্য ভার মধ্যে যদিই বা ছিটেকোটা থজে মেলে, তো দে রস আমাদের জয়কণে পাওয়া বর্ণমর্দ্দিত বাঁটী মধুর মতই অতি-পরিচয়ের অভ্যাসে অভ্যন্ত। ভোজের সভার বা কর্মতিবি-উৎসবের বিশিষ্টভাবে পরিবেশিত পাল্পপিষ্টকের মিটার প্রান্তের স্বাদ মাধুৰ্ব্য এতে নাই। তা ছাড়াও মধুর সঙ্গে আবার তুলদীপাতা আদার রুলও বারের হাত হ'তে আমাদের ব্ধন তথন পেতে হর। আছোর

খাতির তার ভেতর থাকতে পারে, মুধরোচক হর না। এ ক্লেত্তেও সে ভাবনা রয়েছে।

তার ওপর আর একটা কথা। আধুনিককার বাঙ্গালাগাহিত্যে সম্বন্ধে আলোচনা (যোড়শোস্তার্গতার মিতাবং আচরণে আদিই হলেও) ছেলেদের দক্ষে মারের চলে কি নাঠিক বুঝতে পারিনে। ( অবঙ্গ আমি শুধু হান্ধ। সাহিত্য সম্বন্ধেই একথা বলছি।) আমাদের কালে রায়গুণাকর প্রভৃতির রচনা বা বটতলার ছাপা উপস্থাসগুলি, বিদেশী রেণল্ড, জোলা প্রভৃতির লেখা নিরে তো গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনার কথা ভাবাই চলতো না, তবে আজকালকার দিনে নাকি লজাকর বনে আর কোন কিছই থাকতে না. জাই এদিনের বঙ্গাহিতোর মহা মহারগী-দের এবং তাঁদের সার্থিদের সগর্কের প্রচারিত ফ্রাডেয়ান মতবাদহক রচনাবলীসংবৃত্ত মাসিকগুলিকে স্যতে বাঁধিয়েই রাখি: কিন্তু অভ্যাস-वंगेण: (कालामदाप्य नित्र खक्षानित शिक्त खोरलामना करार प्रम अधनक ঠিক যেন সায় দেৱ না। বোধ করি আমাদের উত্তরপ্রকৃষে এই বাধ-বাধ ভাবটুকু কেটে বেতে পারবে। আমাদের সাহিতাজগতের ক্রমোরতি अवर हिन्दुमभारकत मरकात राजान उपक नित्रक्रमात्र इटि हालाइ, छा'रह करत इत्रे वा मिनिन बात ए मकल करील हित्यात नवनावी देशसामा পাতার মধ্যে আটকে না থেকে—এখনকার মতন ক্চিৎদৃষ্ট নন—ভত্ত-সমাজের ঘরে ঘরেই আবিভুতি হয়ে ধরণীকে ধ্রু করবেন। তা'বা' হ'বার হ'বে। যিনি ভাঙবার গড়বার মালিক তার প্রবৃত্তি মতনই তিনি প্রেরণা দান করেন; তিনি যদি এই আধুনিক সাহিত্যের মডেল দিয়ে এদেশের নিয়মভাত্তিক সমাজকে গভাতে চান, তা'হলে বারণ করবে কে ? করলেই বা গুনছে কারা ? আর যদি ভারও আমাণের মত এতংকালের হানির্মিত ত্যাগসংখ্যের দীব্দার দীব্দিত বছদিনের थाहीन ममांखोर 'शहा शका शहाधाता हति:' कार शिक खहान कार एवं টেলে সাজার মতলৰ মা থাকে, এই সৰ ভোষাদেৱই তরণ আবে জার वानीकीरमत्र कित्रगत्नथा विकीर् करत्र मिरत त्मेह व्योत्मारक वानगानिक व्यावर्थाना मात्रात कतिया त्वरबन । अत्र पृष्ठ किविदक भावन मात्रात च त्याक वीकारवन । निव अवर क्ष्म्ब व'रम वाब प्रवासिक शतिकत, किन कथनरे कांत्र महानकुना मानवरक ज-निरंदत जकनावित्र ऋगित वित छेगामना कदाउ पिटा गादबन ना : वथार्थ या द्रश्वत, या म छा, वा महरू ভাতেই স্তঃসূর্ত প্রীতি ও আনন্দ এক্ষিন না এক্ষিন এনে মেনেন !

সাহিত্যকে বলা হর সমাজের দর্পণ, অর্থাৎ সাহিত্যিকেরাও তো সামাজিক জীব ৰাতীত আর কিছুই নন, নিজ নিজ সমাজগত জীবন-হাত্রার মধ্যে এবং পারিপার্ষিকতার ভিতর দিয়ে যা' পাওয়া হার. প্রধানত: সাহিত্যিক তার সাহিত্যিক স্থলনের মধ্যে তাকেই রং ছড়িয়ে ফটিরে তোলেন। সাহিত্যস্**টি**তে যদিচ কল্পনার স্থান থবই উচ্চে তথাপি সাহিত্যদেবার জক্ত ভার চাইতেও বেশী করে দরকারী সর্বা-বিষয়িনী সাংসাথিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ্মর সুলা দৃষ্টি। কল্লনার আমরা ততটুকু পর্যান্তই অর্থানর হ'তে পারি যতটকু পর্যান্ত আমাদের জ্ঞানের সীমানা। তার বাইরে আমাদের কল্পার রথ আমা দিগকে বছন করতে পারে না; সেই জন্মই সাহিত্যপ্রপ্তাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞাতা সঞ্চল করতে হ'বে; সাহিত্যপ্রস্থার শিক্ষার ও জ্ঞানে যতই ক্রটী থেকে থাবে, তাঁর স্থলনশক্তি ততই সীমানিষিদ্ধ হয়ে পদ্ধবে এবং তার স্থান্ধিত বিষয়বস্তুত ততই ক্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হবে। তবে সাহিত্যজগতে সর্ববিদ্ধাবিশারদ হরেও বদি অন্তর্গ্তির অভাব থেকে যার, সেই ক্রটিই সর্বার চাইতে বড় ক্রটী। এই জন্মই প্রাচীন ভারতের স্টেক্রারা সকলেই এক্ষা ছিলেন-স্টেকরার দাহিত এতই গভীর !

সাহিত্যস্তির অনেকগুলি উদ্দেশ্য আছে। সাহিত্য মানব জীবনের একটি আশ্চণ্যকর ও মহন্তর শিল্পস্থ সাহিত্যের কাছে আমাদের যে দাবী, সে বড় সহজ ও সোজা দাবা নয়, কারণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা অনেক কিছুই পেতে চাই। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতজর্জারিত, নিয়ততাপদক্ষ জীবনের একটখানি শীতল প্রলেপ, আর্ত্রন্তাের অশেষ माखना बानी, त्मोन्मध्विमामीत कानन्मविभाम এवः मकलकात जग्रह অনাবিদ আনন্দ এবং শাস্তি দাহিত্যরচনার মধ্য দিয়ে আমরা পাবার ष्माण। त्राथि। ष्मांख्य मानत्वत्र ष्यद्यत्रक्षक्क त्रोम्पर्यात्वाधत्क विहः-বিকাশ করে সহস্র চিত্তের আনন্দ বেদনাকে আকর্ষণ ক'রে নেওয়া—এ ভার সাহিত্যের উপরেই। সাহিত্যের সোনার চাৰি এতি ম.মুবের প্রত্যেক মনের অব্যক্ত ভাবনিচয়কে নিজের থেকে ভাষা দিয়ে হথকাশিত করে তুলে তাদের যুম ভাঙিয়ে দেবে, সহামুভূতির গভার রসে মনকে সর্গ করে নেবে। সাধারণের জ্ঞানের অভীত, শিকার অতাত, কলনার অভীত-অবচ তাদেরই সরস সহজ জীবনযাত্রার প্ভিাবে পরিচিত কিয়া অপরিচিত তা কোথাও থাকলেও সহজেই পরিচিত করে নিলে প্রচরতর ভাবে তার থেকে লাভ করতে পারা বাবে ; भष्ठ इ: लांड (वनी ना कत्राक भावरमध्य लाक्यान त्यारिहे विष्ठ हर्द ना ; एर् এक ट्रे जानम रामना, कन्ननात अक्ट्रेशनि मनव्यकारना छड़ि -ম্র্তিতে একলহমার একটুথানি আলোকরেখা; কিন্তু গেই আলোক-মাতির মধ্যেও ফুটে উঠৰে ফুল্বের মুখের সেই কল্যাণ্লিক ইবং হানিটুকু। সাহিত্যের আর একটি মত্ত বড় বিরাট দিক আবে,—এই ণিকটাই ভার ব্যাপক্তর এবং সার্থক্তার হিক। সাহিত্য ওধু স্বাব্যের रर्गं नह, गाहिका महारबंद विश्वचन निक्क। जानहमानकान बरह,

সেই ক্ষক্রচনার সময় থেকে অন্তাবধি ধর্মতত্ব, ইতিহাস, পুরাণ, ভূবোল, থগোল, স্বোতিষ, দর্শন, বিজ্ঞান থেকে কাব্য, মহাকাব্য এবং পদ্ধ, উপক্তাস, ध्रदक्त, नौजिकथा, खोरनकथा এতংসমুদর মিলেই মানস্মাজের শিক্ষকতার কার্য্যকরে এদেছে। যথন সে লঘুদাহিত্যের **রূপ ধরে** শান্ত সন্ধায় আন্তংদহে এলিয়ে পড়েছে, তখনও সে তার কর্তব্যে শৈথিলা প্রদর্শন করেনি। ঘুমের ঘোরে ঘুমপাড়ানিলা গানে সে আমাদের খোকাথুকুদের মনের মধ্যে তাদের ভাবী শিক্ষার বীজ বণন করেছে। দোজা কথায়, দাহিত্যের কাছ থেকে এমন কিছু জাম্বরা পেতে চাই, যার থেকে মনের মধু তার মাধুষ্য হারিয়ে ফেলে মদের মতৰ গাঁজিয়ে উঠে অৰভাত্ত কাঁচা মনকে মাতাল কৰে তুলতে পালে। মাদকতার মধ্যেই মন্তারও স্থান। সাহিত্যিক সমাজ শিক্ষার শিল্পকল তার দায়িত্বড় সহজ নয়। যিনি এই সাহিত্যিক শিল্পকলার বত বড় কুশলা হ'বেন, তার অন্ত দৃষ্টিকে ততাই দুরপ্রসারী করতে হবে, নিৰের দায়িত সম্বাধা ডতই চিত্ত'শীল হ'তে হ'বে। তাঁর দেই সুন্দ্র বিলেষণায়ক চারুশিল্প অতি সহজেট সামাঞ্জিক তরুণচিত্তকে আকর্ষণ कत्रदर, এবং এটা একান্তই স্বাভাবিক যে যে বিবর আমাদের মনো-গ্রাহী, আমাদের চরিতা গঠনের সহায়তা সব চেয়ে বেশী সেই করে। ব্যক্তিগত মনের ক্রিয়া আর সমাঞ্গত মনের ক্রিরার নিয়ম একই। অসংসাহিত্য সমাজগঠনের পক্ষে অমুকৃত হতেই পারে না। শিক্ষাধি-দের মধ্যে সহজ পথের যাত্রীই বেশী, সমাজগঠনে তার ক্রিলা পভীর। নেইজন্য সমাজের আদর্শ যাতে পবিত্র পাকে, সমাজশিককরণী माहिङारनवकरमत्र स्मित्क नका थाका अकासहे कर्तरा। **एकममान्यक** পরিণত করার কোন সাৰ্থক ভা নেই. व्यञ्जनमाटक ম্থ্যালাও নেই। এলেশে অভ্রসমাজ ভ্রসমাজের হিদাবে কম নর, बब्र: व्यत्नक (वनीहे: जात्मत्र ज्ञा कतात्रहे यहा माहिए बब्र बाकी পতে রছেছে। তাৰের আদর্শ দিতে হবে, তাদের আদর্শ আব নেবার দিন নয়। ইঞ্জির বিলাস, অংগডের বিলেবণ, ভাগে, সংবয়, श्रुविकात विक्राम विद्यादिक पूर्व अखियान। अ नमस विष সমাজের পক্ষে প্রকৃতপকেই মঙ্গলের নিদান হ'তো. তাহ'লে আলকের मित्न कुछ्क्रनाथरनत महरच महीवान नदनातीत नाक्नार जामता स्टब ছাতড়েও হয়ত পেতৃম না। আপাতরমণীর এবং পরিণামে বিবোপম **উপদেশ এবং जावर्ग मानवनमारक एडा जाकरक छ**र् जामनानि स्टब चारमि ; अत्र यष्टे स्रत्राह तम् चानिकात्मत त्काम अक हासीक मुनित यूत्र (थरक । जरद जाजरकत पिरन नाकि पिन शरफ्रक, अधनकात চাৰ্কাক মুনিরা ওধু ডাঁদের নিজ সমাজকেই ডাঁদের সহজ পছার निका पित्र नक्षित्रा देखती कृत काछ हम ना छा। अत्यादाम, রেভিওর বুপে পৃথিবীর বে এক বৈছাতিক হত্তে স্বার সজে গাঁখা भएक स्माहन। काहे कामरकम बाहेरमम कामा कवित बरमधरमम स्म সমত সমাজ-বিধাংগাঁ সভবাদ দিলে তালের সমাজ ভাওছেব, সেই বিধাত সমানসোধের ছেটকানো টুক্রো এসে পড়েছে অবধার এই গরীব সমাঞ্জর উপর তার অন্ততঃ আপাতঃ কোনই বরকার ছিল না। হাতে কাল এবং মাধার তার বা আছে তাই তার পকে তুরাহ।

সাহিত্যপ্তদল নিতাকালের অবিশবর রূপের রূপে ও গল্পে শুরপুর হরে থেকে প্রতিগদ তার অকর গন্ধকোর থেকে বুগন্ধ বিলাবে—এই তার কান্ধ। সংসারের চারিদিকে যেমন দেখতে পাই, সবাই একবার প্রোণো হরে বার, আবার তারাই দেখা দেয় নৃত্নের রূপ নিরে। যদন্ত আনে শীতশেবের কারাপাতার কারগার নৃত্ন নৃতন পত্রে মুক্লে বনম্বলীকে প্রকাভারাকৃল করে দিয়ে চাত্যমুক্লকে কুটিরে তুলে, রুক্কেট কোকিলের কঠে কুহুগুনির বন্ধনা জাগিরে, ঘুমিরে পড়া অলিক্লকে কালিরে আনে। শীত কুহেলিকার আবেইন থেকে মুর্তি দিয়ে অমান, দিত জ্যোৎসার অমল ধারার ধরাতল সাম করার। সে বে এর আগেও একেছিল, অত্রেব আর আমার তাকে চাইনে—এমন কথা কেও কোনদিন বলতে পারেমি। সে যথনই আনে, তথনই নৃত্ন হয়ে আসে; কিন্তু প্রত্যেকবারই তো সে তার দেই আদিম বনত প্রভাতের মতই তার দেই আদিম কর্ত্বান্তলি থেকে অভ্নুত, নৃত্ন কিছুই করে না।

বিষয়পতে যেমন সাহিত্যজনতেও নেই একই ধারা। এখানেও দেই চির শাখত সত্যের এবং শিব ক্ষম্বরের কল্যাণানর রূপকেই নব নব বেশে ভ্যার ভ্বিত করে, দৃতন রসে রসিয়ে নিরে জাতনব করানার তুলিকাসম্পাতে রাভিরে দিরে সাহিত্যামোদিদের মনকে চমকে দিতে হবে; অথচ তার যেটা প্রধান লক্ষ্যা, তার থেকে তার একট্থানিও সরে দাঁড়াবার উপার নেই। দৃতন স্বষ্টির কোন থাতিরে নর। বিধের প্রত্যেক জন্-পরমাণ্র সকে বেমন বিখায়া ওতঃপ্রোভভাবে মিশে রবেছেন, তার স্বাস্টর মধ্য থেকে তাকে বেমন কোন কাক্ষ্ দিরেই বাব দেওরা চলে দা, তেমনি এই সাহিত্যজগৎস্টির মধ্যেও নেই সত্যাশিবহন্দরের জক্ষ্যাণ বিধ্বংসী মহিমরক্ষ্পকে ওতঃপ্রোভভাবে মিলিরে রেখে তবেই প্রষ্টা তাকে সংযোজিত করে তুলতে গারবেন; নতুবা তার কর্ত্রেরের বিচ্যুতি ছটিবে।

## বন্ধীয় মুসলমান সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতি কৰি কারকোরাবাদ সাহেবের অভিভাবণের সারমর্ম:—
আদি রানি, আমি অবোগ্য—বোগ্যজনের প্রতি এই ওরু কর্তব্যভার অপিন্ত হইনেই হলোভদ হইত। তথাপি আমার অভিকিৎকর
সাহিত্য-সাধনার কথা প্ররণ করিরা বাঁহারা আমাকে এই বহাগোরবের
আদন প্রদান করিরাহেক, আমি ভাঁহাবিগকে সর্কান্তঃকরণে ধ্রুবার্য
প্রহান করিতেহি:

এই অধীননপরিবৃত সম্মেলনের অবোগ্য স্বাপতিজ্ঞাপে আমি বৃদ্ধি বৃদ্ধাবা ও সাহিত্য স্বদ্ধে ছু'চারিটা কবা বৃদ্ধি, ভাহা বোধ হয় বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসন্থিক ও আনোতন ইইবে না। বাজাগার মুসলমানের বর্ম-ভারা আরবী, ফারনী এবং উর্দৃ ও প্রায় দেই পর্যায়ভূত। ভারতের অভ্যান্ত প্রাংশনের মুসলমানদের সহিত ভাবের আহান প্রদান করিতে উর্দৃ ভাবা শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। মুখ্য প্রয়োজন ইইল, মাতৃ-ভাবার ভিতর নিজেদের জাতীয় জীবন গড়িয়া ভোলা।

বঙ্গভাষা যে বঙ্গীর মুসলমানদের মাতৃভাষা এ সন্থলে বেখি হর এখন আর বিমত নাই। অন্তত: অধিকাংশ বঙ্গার মুসলমানই একথা একবাকের বীকার করেন। অন্ত সংখ্যক বাঁহারা করেন না. উছিলা এখনও উর্দ্দুর স্থেই বিভোর হইলা আছেন। দীর্ঘ নিজার পর তাঁহারা মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিলা উঠেন, এবারও সেইরূপ ভিছু আরোজন দেখা যার। কিন্ত তাহাতে ভর বা আশক্ষার কোন কারণ নাই। প্রকৃতির নিরমকে উন্টাইরা দিলা উর্দ্দু কোনরূপেই বাজনার মুসলিম কনসাধারণের ভাষা হইতে পারিবে না। উহা করেকজন ভাব-বিলাদীর ভাষা হইতে পারে বেশী কিছু নয়।

আমাদের পারণ রাখিতে হইবে, বাঙ্গালা ভাষা কেবল আমাদের মাতৃভাষা নয়, জয়াভূমির ভাষা। ইহা হিন্দুরও ভাষা, মুসলমানেরও ভাষা, ইহার উপর হিন্দু-মুসলমান সকলের তুল্য অধিকার। আজ হয়ত কাহারও নিকট মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার—বাঙ্গলা নাইত্য-সাধনার কোন মূল্য নাই,—কিন্তু এমন একদিন আসিবে, বেনিন ইহার দেহে মুসলমানের দেওরা অলকার দেখিয়া কেহ আর শিহরিয়া উঠিবেন না; হয়ত সেদিন মুসলমানের পরিচ্বার ফলে বাঙ্গালা ভাষা নবজীবন লাভ করিবে, উহার সঙ্গে সংক্ আমাদের আন্দেশির ছাপ, আমাদের ভাবের ছাপ, আমাদের সাধনার ছাপ দাপাসাম হইমা উঠিবে। আমি সেই আশার বর্ম দেখি।

আমার মাতৃভাষার পরিবর্তনপ্রয়াদী মৃষ্টিমেরকে আমি বলিতে চাই, আমার মারের বে ভাষা, যে ভাষার আমি প্রথম কথা বলিতে শিধরার্ছি, যে ভাষা আমি সকল প্রাণমন দিরা শিক্ষা করিয়া, যে ভাষার আমি গর্ম করিয়াছি, করা দেখিয়াছি—বছুবাজবের সহিত মন খুলিয়া নানা বিবরে আলাপ ও আনোচনা করিয়াছি—গীত গাহিয়াছি, কবিতা লিখিয়াছি, সেই অসুতোপম ভাষা আমার মাতৃভাষা না হইয়া বাঙ্গালার বাহিরের একটি ভাষা যে কেমন করিয়া আমার মাতৃভাষা হইতে পারে, ভাষা আমি সুবিতে পারি না।

একখা অবিসংবাদিত সত্য যে, মাতৃভাষার অসুশীলন যাতীত আমাদের জাতীর জীখন সমাকরণে গঠিত ও প্রফু চিত হইতে পারে না। বাঁহারা বাঙ্গালী সুসলমাদের অক্ত এক প্রকারের বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন বেখিতে চান, আমি তাহাদের কেন্দ্র নিটিও ভাষা চাই। সুসলমাদের আত্ত রক্ষার কেন্দ্র প্রাক্তির প্রাক্তির প্রকার আত্তর ক্ষার বিশ্ব কর্মানিকের আত্তর ক্ষার ক্ষানিক ভাষা চাই। সুসলমাদের আত্তর ক্ষার ক্ষানিক প্রাক্তির ক্ষার প্রকার প্রকার আত্তর ক্ষার বা

जानात परुषा और त्य, बाजना जाबात मि क अवृधित अधि गर्मा

রাধিরাই সাহিত্যের 'দিক দিয়া সকল প্রকার সাধনা করিতে হইবে।
আমার নিবেশন এই বে, আমরা বেন বাসলা ভাবাকে অবাভাবিক না
করিরা তুলি। বাসলা সাহিত্যের বৃকে ইসলামী ছাপ ফুটাইমা তুলিতে
হইলে ভাবের দিক দিয়াই উহার বিকাশ করিতে হইবে, প্রচুর আরবীফারসী শব্দের প্রচলন বারা ভাহা সন্তব হইবে না। আমরা বাহা রচনা
করিব তাছা বেন আমাদের প্রতিবেশীরাও অনারাসে বৃথিতে পারেন সে
বিবরে আমাদের লক্ষ্য রাশিতে হইবে। নতুবা আমাদের রচিত ভাবা বা
সাহিত্য সর্বসাধারণের বোধপম্য ভাবা বা সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত
ছইবে না।

বাঙ্গালা দেশ বে আমাদের মাতৃভূমি এ বিষয়ে বােধ করি, এখন আর কোন শিক্ষিত মুসলমানের সংশর নাই। এই মাতৃভূমির ভাষা হইবে এক ও অর্থপ্ডিত। ইহাকে খাঁহারা খণ্ডিত করিতে চান; আমি ভাষাদের ক্রচির এবং ক্লেক্সেমের প্রান্ধান্দ করিতে পারি না । জামার ভর্মা আছে, মাতৃভাবাকে বিধাবিভক্ত না ক্রিরাও আমরা আমাদের কৃতি, সভাতা এবং বৈশিষ্ট্য বজার রাখিতে পারিব। উহা বজার রাখাই জামাদের কাল,—ভাবাকে বিখণ্ডিত করা নয়।

মুসলমানগণ আবে ছর্দিনের বারী, আমি নিজেও সেই থালীদলের একজন। আমি জানি, আমাজের সমূপে কত বাধা ও কত অন্তরার। বাধা ও অভরারকে পদদলিত করাই পুরুরের কাজ। বুগে বুগে অগণিত মানবমগুলী কত বাধা ও কত অন্তরারকে অতিক্রম করিয়া নিজেদের গান্তবাহানে গিয়া পৌছিরাকে, কাম্যালান্ডে সমর্থ হইরাছে। আমাদের সাহিত্যকে সজীব ও উন্নত করিয়া বাঞ্চিত ছানে গিয়া পৌছিতে পারিব—এ বিবরে আমি বিধাহীন। হয়ত আপনাদের সম্বন্ধেও আমি বিপাহীন।

আমার বজব্য শেব ছইরাছে। এখন আমি সর্বলক্তিমান সর্ব্বদর্শী পরম করণামর খোদাতালার নিকটে আপনাদের মঙ্গল আর্থনা করিয়া আপনাদিপকে আমার বিনীত সালাম জানাইতেছি।

জন্মগত অন্পৃত্যক্ত। আদাৰ্য্য থাকুলচন্ত্ৰ বাব জীব্ৰু বালগোপাল জাচারীয়াকে বলেন 'হিন্দুধর্ম ব্যক্তীত লগতের কুলালি এইরপ বর্ণদত কর্ম-নির্দ্ধেন বা জন্মগুলতা নাই। চানদেশে গ্রভালিশ কোট লোকের বাস, দেখানে এ পাপ নাই; ইংলতে নাই, জাকেরিকার নাই। ইংরেজ ও জাবেরিকান নেশকেরা বলেন, বিগত তিন হালার বংসরের ইতিহাসে এর কোন কৃষ্টাত ভালারা বুলিরা পাল নাই। সর্ক্তা এই দেখি, সকল বর্ণের লোকেই ল ব ইত্যা বা হবোন জন্মবারী সকল কর্মই অবলবন করিতে পারে। ভোষাত ক্ষেত্রা, প্রক্রম কা পালভালার চালার, বেবর কা বালভালের জ্ঞানারতানের কর বিহ্নাছে। ভাষার, তেবাল কারত বাব বেনে করা প্রা

করেই না বরং নগরীর উপকঠে বে সকল কুমক আ**তে,** তাহাল্ল সাররূপে ব্যবহারার্থ বিষ্ঠা প্রভৃতি নাগরিক দিগের নিকট যাজা করিয়া থাকে। আর ভারতে যে চামার, মৃতি জ্ঞালিল দে চিরাল্নই চামারট রছিলা গেল। চামার থেকে রাজ্যে দর্বোচ্চ পদ অধিকার করিলাছে, এक्रभ पृष्ठील वह कार्टा नास्त्र कार्यक्त वाभ यथन मात्रा यान, उपन ভার বরস সবে মাত্র ভিন। তাকে প্রতিপালনের ভার **গ্রহণ করেন** তার মামা এই মামাই একজন চর্মকার। গোভিরেটভয়ের কর্মা ষ্টালিনের পিডা একজন মুচি-চামারও নর বাল্যকালে টালিন কুডা দেলাই করিয়া আন সংগ্রহ করিতেন। কোটপতি মিঃ বাটাও জকুত্রাহণ করেছিলেন মুচি-গৃহে:ইনি, অন্ধাদিন মারা গিয়াছেন। আলাক এর ছেলে দশ ধানি এরোপ্লেনের মালিক। তাই চাপিলা ভিনি সাল পুৰিবী ঘুরিয়া বেড়ান ৷ ভারপর জীবাণু বিজ্ঞানের যিনি পদ্ধন করেন, দেই পৃষ্ট পান্তর জন্মেছিলেন এক দরিত চর্ম পরিকারকের কুটারে। রবার্ট, ডিউক অব নরম্যাতি বিবাহ করিয়া ছিলেন এক চর্মকারের কন্যাকে আর ভাষারই গর্ভে জনেছিলেন—উইলিরম দি কলার। भिननांत्री উटेलियाम कात्री मारहर यात्र वाक्रला गण्ड-माहिएकात्र অবর্ত্তক বলা যায়, বাল্যকালে মুচির কাজ করিতেন। कि ইংলও কি कारमजिका--- नर्वा व बहेन्न निमालिन नर्वा उत्तर लोक हेन्हा कुन्न व कि এইণ করিয়া কালে ভত্তংব্যবসালে সর্ব্বোচ্চ ছান অধিকার করিয়াছে। একমাত্র ব্যক্তিক্রম এই ভারতে। চামার চিরকালই চামার। বৃহ-नक्दत তारांत चात्रामण निथिक त्ररिवाएक-"गाहाता अ चात्रभार প্রবেশ করিবে, তাহাদিগকে চিত্রতরে সকল উচ্ছাদ বিদর্জন দিতে হইবে"। এই পাপ দুর করিতে আমাদিগকে স্কল শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

 ৰাই, সেইখানেই আমার এই প্রতিভাদীত ছাত্রদের বর্ণন করিছা হাদরে অপার আনন্দ লাভ করি। আমি ইহাদের প্রতিভার মধ্য দিরাই বাঁচিরা থাকিতে চাই।

এখানে আজ বে সকল ছাত্র-ছাত্রী আগমন করিরাছেন, উাছারা হয়ত মনে এই কথা ভাবিয়া অভিযোগ করিতে পারেন বে, আমি কেবল আমার রদারনবিদ্ ছাত্রদের কথাই বলিতেছি। তাঁহাদের অভিযোগের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, আমি ভ্রমক্রমে রাসার-নিক হইরা পড়িরাছি। আমার সাহিত্য ভাল লাগে বেশী এবং এখনও গলস্ওরাদি, টমান হার্ডি প্রভৃতি ইংরেলী সাহিত্যরশীদের ক্রম্ম আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। কাজেই আমার সাহিত্য-বিভাগের ছাত্রদের প্রতি আস্তরিক মনম্ব আছে।

"আজকাল দেখা যাইতেছে যে, আই-সি-এদ, একাউণ্টেন্সী পভৃতি প্রতিযোগিতামূলক পরীকার বাকালী দিনের পর দিন হাটিগে যাইতেছে। পাশ যদি করে ত বড় জোর একজন। আমার মনে হম আর কতিপর বংদর পরে আর একটা বাকালীও ঐ সকল বিভাগে দেখিতে পাইব না। যদি বৃত্মিতাম, বাকালী ছেলেরা চাকুরী চাহে না,—ব্যবদায়ের দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছে, তবু শান্তি পাইতাম, কিজ সত্য ব্যাপার তাহা নয়। বাকালী ব্যবদারে অন্থানর। তাহাদের যে অন্নচিন্তা চমৎকারা। বাঁহারা মধ্যবিত্ত বাকালী বৃত্মিনান, তাহারা অধিকাংশই দারিজ্ঞাপীড়িত। তাহাদের যথন দেখি, তথন আমার মুখ শুকাইরা যার। দৈক্য ইংলাদের সমগ্র শুণরালি প্রাস্ক্রির্যাহে।

"মহাত্মা গানী যে তাবের সংবাদ প্রেরণ করিরাছেন, তাহাতে তিনি অমুবোগ করিরাছেন বে, তিনি কার্যাহতী প্রাপ্ত হন নাই ও উহাতে অপ্রভাদের কেশ মোচনের উপযোগী কোন কার্য্যুক্তম আছে কিনা। দ্বংপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সমাজ সংস্কারে বালালী ছাত্রেরা বড়ই উদাসীন। তাহাদের এই উদাসানতা আমার অস্তরে ব্যথা দের। আজ কারারুদ্ধ মহাপ্রাণ মহাত্মার আবেদন বেন তামাদের কাছে ব্যর্থ না হয়। মনে রাখিবে, এই অপ্রভাতা পরিছার ভিন্ন মাতৃভূমির স্বরাজ স্বন্ধ্বগরহত।

"বাললা দেশের বিশেষত্ব এখনও নিঃশেব হইয়া যায় নাই, এখনও তোমরা আছে। দেশের মৃতপ্রায় শিল্প, পরকরতলগত বাণিজ্য, অনুনত কুবি তোমাদেরই তারুণাদাও মুখলীর পানে তাকাইয় আছে। তোমাদের অরুভ উন্তরের উপর সকল নির্ভর করে। তোমরা দেশের তরুণ-তরুণী—অনাগত মুগের গৌরবপূর্ণ পণ রচনার লায়িছ তোমাদেরই। আমি বৃদ্ধ জীব মামুষ, এই মাতৃভূমিকে তোমাদের ব্বকদের কর্ম-দীপ্তিতে দীপ্ত দেখিতে চাই। আল যে অপূর্ব্ব মানপত্র তোমরা আমার শিলাছ, তাহা আমার জীবনের শেবক্ষণ পর্বাক্ত দারবা আমার শিলাছ, তাহা আমার জীবনের শেবক্ষণ পর্বাক্ত দারবা মান্ব মান্

বাসলা দেশের আমার প্রিয়তম তরণ-তর্নী সম্প্রদার, তোমাদের শিরে বর্ষিত হর, ডোমাদের সকল শুভবৃদ্ধি, ভভ চেটা বেন সফল হর, এই প্রার্থনা।"

শ্বিনিকেতনে মালব্যজী ঃ— গত ২রা ডিদেশ্ব মালবাজী শান্তিনিকেতনে জালেন। রবীন্দ্রনাথ মালবাজীকে অভিনন্ধন করিয়া বলেন।

"বন্ধু, সর্বজনবন্ধু, ভারতবর্ধ যে দেবতাকে বলেচেন, এবা দেবে বিষকর্মা মহাম্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সামিবিষ্টঃ সেই স্বর্জনের হৃদয়বাসী পরম দেবতার উপাসনার তুমি আজ পৌরহিত্য পদ এহণ করেচ, আমি তোমাকে অভিবাদন করি।

তুমি ত্রাহ্মণ, দর্ববর্ণকে দক্ষানিত করবার উদার অধিকার তোমার, দেই অধিকারকে তুমি অদস্থটিত অধ্যবসায়ে শীকার করেচ, ভারতে ত্রাহ্মণকে ধক্ষ করেচ, ত্রাহ্মণান্তক সত্য করেচ, তোমাকে অভিবাদন করি।

আমাদের ধর্মণাল্রে আছে.

স্থং হ্বসতঃ শেতে সমুঞ্চ প্ৰতিবৃদ্ধতে, স্থং চরতিলোকে হল্মিন হুবসস্তা

বিদশ্চান্তি।

ভারতে আমরা দীর্ঘকাল মানুষকে অবমানিত করেছি, তাকে

হীন করে রেথেচি, সেই পাপে আমরা বিনাশের পথে চলেছিলুম,
সেই পাপ মোচন করে' বিনাশের থেকে দেশকে রক্ষা করবার
চেষ্টার তুমি প্রবৃত্ত তোমাকে আমি অভিবাদন করি।

সংসারে পাণ্ডিতা ছল'ভ নয় যে পাণ্ডিতা আক্ষরিক। তুমি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকে আন্ধার এইণ করেচ, দেই বিদ্যার প্রভাবে দেশকে মোহমুক্ত করবার জল্প ভোমার উন্ধান, সেই বিদ্যাকে তুমি মানব ইতিহাসে ফলশস্ত্রশানী করে তুলবে, তোমাকে অভিবাদন করি।

দেশে একদা শিক্ষার ক্ষেত্র তুমি প্রসারিত করেছ আন্ত তুমি ভারতের পরাষ্ট্রের পথকে প্রশন্ত করবার আন্ত ভোমার অসামান্ত শন্তিকে নির্ক্ত করেচ। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা ভোমার চেষ্টার সমর্থন না করাতেও পারে, কিন্তু ঘে সাধনা মহতী বার্শ হলেন্ত তা দেশের লোকের পক্ষে চির সম্পাদ, সেই সম্পাদ খেকে কোন প্রতিকূলতা দেশকে বর্ণিত করতে পারবে না। ভোমাকে অভিবাদন বরি।

সমন্ত ভারতবর্ষের নামে এখানে আমহা তপতা ক্ষেত্র ক্রানা করেছি। দেশের চিন্তকে বন্ধত ও পরকৃত সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করব, এই আমাদের সংকর। আমাদের বন্ধ শভিকে এই সংকর সমন্ত বিক্ষাতা অভিক্রম করে সম্পূর্ণ নিছিলাত করবে কিমা আমি না। কিন্তু ছংসাধাতার তরে চেটামান্ত না করবে আমাদাব বৃট্চ, তার থেকে ট্রান পাবার ক্যান্ট্রিক্টার কর্মন

প্রকার আঘাত-বাাবাত, বিদ্রুপ ও বিমুখতার সক্ষে সংগ্রাম করে এসেছি। হে কৃটী যশবী আবল আমাদের দেই সাধনার ক্ষেত্র তোমার প্রসন্ন আগমনের হারা সার্থক হোলা, তোমাকে আমি অভিবাদন করি।"

অতঃপর মালব্যজী পদীবাদী বিপুল অন্যত্তকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নিভিতিত বক্ত তা দেন।

াান্তিনিকেতনে আসিবার জন্ম আমার বছদিন হইতে ইচ্ছা ছিল। মহর্ষির ইহা দাধনার হল। তাঁহার কুঠীপুত্র জগদিখাত ad লনাথ ঠাকুর মহর্ষির সেই সাধনাকে আরও ব্যাপক করিয়া লাবতের পক্ষে একটি বিরাট কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তলিয়াছেন। এই শীনিকেতনও তাঁহারই গড়া। পল্লী-কল্যাণের জন্ম এখানে যে বিরাট আরোজন হইরাছে, তাহার বিভিন্ন বিভাগগুলি ক্ষিয়া আমি অতান্ত মন্ধ হইয়াছি। আপনারা চারিদিকের গ্রাম ট্টতে এখানে আসিয়াছেন। জীনিকেতনের সহযোগিতার আপনারা গ্রামগুলিকে স্বর্গে পরিণত করুন। শাল্রে আছে 'জননী জন্মভ মিশ্চ ংগাদিপি গরীয়সা।" আপনারা আপনাদের প্রত্যেকের গ্রামকে স্বর্গের াত স্বৰ্থকৰ ও ব্ৰমণীয় ক্বিতে পাবেন। এই সংগঠন কাৰ্য্যে সকলকে ামিলিত হওয়ার **জন্ত আমি অসুরোধ করি।** গ্রামের ভিতরে াহারা অবনত সম্প্রধার রহিরাছে, তাহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হউন গাহাদিগকে মাত্র করিয়া তুসুন। মনে রাখিবেন, আমাদের যে ্টি হাত আছে, তার একটা বদি অবশ হয়, তবে কাজ দ্রিবার শক্তি ক্সিয়া ঘাইবে। অতএব ঘাহার। অবনত তাহারা মাতুর া হইলে আমরা **চিরকাল দুর্ববল থাকিরা** যা**ইব। হাতের পাচ** নাঙ্গল তার সবগুলি হছ থাকিলে যে জোর পাই, চারিট মাসুলে দে জোর পাই না। হিন্দু-মুসলমান, খুষ্টান সকলকে নিয়াই াতি। মুসলমানের থোদা, খ্রীষ্টানেণ God ও হিন্দুর প্রমান্তা বিভিন্ন ছে। আমরা সকলেই সেই একের সম্ভান এবং এই একই দেশে াস করিতেছি। অভএব এ সকল ভেদ বিভেদ ভূলিয়া গিরা আমাদিগকে মলনের সাধনার প্রবৃদ্ধ হইতে হইবে, ভাহা হইলেই আমরা সিদ্ধিলাভ <sup>ট্</sup>রিতে পারিব।"

তিন্দুস্থান আমাদের স্বদেশ ঃ—পাঞ্লাব বিশ্ববিদ্যালরের পাথি বিতরপোৎসব উপলক্ষে লেপ্টেনেন্ট কর্পেল ভার হাসান হরবর্দ্ধী ক্রেনিক বলেনঃ—তোমাদের দেশের সমুশে ভবিষ্যৎ অতি ওকত্বপূর্ণ, সনর তোমরা সংসারে প্রবেশ করিতেছ। শাসনভন্তের বিরাট বিশ্বন হইতেছে, দেশের সন্তানদের হত্তে অধিকতর রাষ্ট্রীর ক্ষমতা দিও হইতেছে। বচনুদের আচার ও সামাজিক প্রধার পরিবর্তন ইতেছে। আর্থিক ও শির্মালগতে ভাষণ বিশ্বর আসিতেছে। এ নর মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ প্রঠনে ভোষাদের অনেক কর্মীর থাকিবে। গামাদের সমুশে বে কার্য্য আসিতেছে, তাহাতে বাহাতে ভোমরা পাপরুক সংশ্ব প্রব্ধ করিরা দেশের প্রক্রি কর্ম্যির ক্ষিত্তে পার,

তজ্জ তোমাদিগকে জাতীর সমুম্নতির পথগুলি পরিকারতাবে জানিয়া রাখিতে হইবে।

সামাজিক পরিবর্ত্তন ঃ— অল্পৃশ্রতা, পর্দাপ্রধা, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি বিষয় ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপন্ধী—হান্থা
মান্থ্যে মান্থ্যে হেদ স্পষ্ট করে তাহা গণতদ্বের সহায়ক হইতে পারে না।
তরণ তরণীগণ, আমি তোমাদিগকে অন্ধরেংধ করি যে, এই সম্বন্ধ
শুল বিষয়ে ভোমানিবেশ করিবে। একটা বিষয়ে ভোমানিগকে
সাবধান করিয়া থাবিতেছি। যে আনশ পাশ্চাত্যের জীবনধারাকে
নিম্মন্ত্রিত করে, যে আনশ যদি না এইণ করিতে পার, তবে পাশ্চাত্যের
বাহ্য অন্করণ করিতে বাইও না। পাশ্চাত্যের অনেক জিনির আছে
যাহা এইণ করিতে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু ভোমাদের
প্রাচীন ভাবধারা এবং সভ্যতাকেও সম্মান ও শুদ্ধার চক্ষে দেখিতে
ছইবে। যদি তাহা কর, তাহা হইলেই হোম্বা নিজেপের বৈশিষ্টা ও
সন্তা বন্ধার রাখিতে পারিবে। আমাদের প্রাচীন বনিমাদের উপর প্রাচ্য
ও পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্টতন উপকরণ মিলাইয়া হন্দর স্বৃদ্যু স্বৌধ গঠন
করা মাত্রই কঠিন নহে।

রাজনৈতিক অশান্তিঃ—শিক্ষিত লোকদের মধ্যে রাজনৈতিক অশান্তির কথা আলোচনা করিয়া বজাবলেন যে, বেকার সমস্তা এই অশান্তির একটা করিছা। তবে কিনা বজার অস্তৃত অভিমত এই যে, পুষ্টকর থাত্যের অভাবে বিভাগীদের দেহ মন সমাক পুষ্টলাভ করিতে পারে না বিশিল্পাই এই অশান্তির সৃষ্টি ইইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ঃ—গত করেক বংসর এদেশে বে ভাষণ সাম্প্রদায়িক কলছ চলিতেছে তাহাতে আহার মনে হর যে, শিক্ষার উদ্দেশ্যই বার্থ হইরাছে। উদার এবং আক্রবিষাসে আহারান নাগরিক স্বষ্টি করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। অজ্ঞতার অক্ষকার দূর করিছা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি হইতে মুক্ত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, স্বতরাং আহাবিগকে অভ্যতা, সকার্বতা এবং আর্থপরতা পরিহার ক্রিতে হইবে। তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুতবিন্ত হাত্রগণ, হিন্দু, মুসলমান, শিশ সকলেই এক উৎস হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াহ। একসলে বেলাধ্যা করিয়াহ, ভোমাদের মধ্যে বক্ষ্প্রাৰ স্বষ্টি হইবাছে, ভোমা কি তোমাদের আর্থল লাভের জন্ম হাত ধরাধরি করিয়া কার্যাক্ষেত্র আবতীর্ণ হইতে পার না ?

আমরা সকলেই সমান, এই বোধ বদি না থাকে. তবে প্রকৃত বন্ধুত্ব হাইতে পারে না। আভিতেবের অত্যাচার দূর না করিতে পারিলে প্রকৃত বন্ধুত্ব অন্তব। বাহারা শিক্ষিত এবং বাহাদের আর্থিক অবহা ভাল, ভাহারা বদি অশিক্ষিত অসুরতদের শিক্ষার ব্যবহা করিবা বের, ভাহা হইলে মামবলাতির মহা কল্যাণ হইবে।

প্রত্যেক সন্প্রকারের কর্মব্য জনার সন্প্রকারকে নিজ বৈশিষ্ট্য বজার রাখিতে কেওরা। এক সন্প্রকারের উচিত মতে জনার সন্প্রকারকে দশিত করিয়া রাখা, বরং যাহাতে সে তাহার নিজৰ কৃষ্টি অনুবাসী গড়িয়া উঠিতে পারে, সে চেটা করাই কর্ম্মতা। বিভিন্ন বর্ণ ও গছের ফুলরাজি বেমন উদ্ভানের শোভা করিয়া থাকে, সেরূপ বিভিন্ন জাতি ও সন্প্রদারের ছাত্রগণ্ও ভারতোদ্যানের শোভাবর্জন করক।

ৰুবির ভাষার আমি বলি—যাত্রা ফুরু হইরাছে; গস্তব্যস্থল এখনও বছদুর। পথের বিল্ল অনেক, কট জনেক।

मकोर्ग्डा ও वेदांत ममग्र हेश नहर ।

এখন আমাদের মিলিত হইয়া সমবেত কঠে বলা উচিত—"আমরা হিন্দী, হিন্দুহান আমাদের মাতৃভূমি।"

এস আমরা বিভেদ ভূলিয়া এক ছই, আমাদের মধ্য হইতে যাহারা বিচিছ্নে হইয়াছে, তাহাদিগকে একতা করি, 'তুমি'ও 'আমি'র ভেদ ভূলিয়া এক হই। মাদ্রের মন্দিরে সকলকে ডাক, সে ডাকে মন্দিরের বাহ্মণের গীতুতর সহিত মুহাজ্জিনের কঠ মিশ্রিত হউক।

প্রেমের আন্তন বিভেদের সমস্ত উপকরণ দক্ষ করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে এক করুক।

ধর্ম অপরকে অবিখাদ করিতে বা হিংদাকরিতে শিকাদের না, আমরা দকলেই ভারত মাতার দস্তান, হিন্দুখান আমাদের দকলেরই মাতৃভূমি।

আমাদের হর ও বর পৃথক হইতে পারে, কিন্তু সকলেই যেন মাতৃভূমির প্রেম অনুপ্রাণিত হইরা গান করি।

নিখিল ভারত নারী সম্মেলন ঃ—নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে কুত্রিম উপারে জয়নিরে!ধ, ব্যবহাপক সভাসমূহে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও প্রমিকগণের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে প্রতাব গৃহীত হয়। কুত্রিম উপারে জয়নিরোধ সম্পর্কে সভায় তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হইকে করেকজন প্রতিনিধি উহা পাপের কার্য্য বলিয়া ঘণা প্রকাশ করেন। জনসাধারণের দারিজ্যের পক্ষে বহু সস্থান ভয়াবহ বলিয়া ডা: মাণুনন্মী উক্ত প্রতাব গ্রহণ করিবার জন্ম সম্পর্কে অমুরোধ করেন। অতংপর বহুসংখ্যক ভোটে প্রতাবটী গৃহীত হয়। সম্পত্তি, চাকুরী ও বেতন সম্পর্কে প্রক্রের সহিত সম অধিকার দাবী করিয়া এবং জয়নিরোধ, বিবাহবিছেছেদ ও মাতৃত্বের জন্ম লারীর বিশেষ ব্যবহার দাবী করিয়া সভায় প্রথাধীন হা সভ্য কর্ত্তক একথানি ইত্যাহার বিতরণ করা হয়।

বোলাইরে মহিলাদের এক বিরাট সভার লেডি শীতলাবদি সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন, হরিজনদিগকে দেবমন্দিরে প্রবেশ অধিকার দান করিবার জম্ম ডাকার হ্বরারারান মান্তাজ ব্যবহাপক সভার যে বিল উপস্থিত করিবার জম্ম ভাবের করিছেল, তাহা উপস্থিত করিবার জম্ম ভাবিলে জম্মডি দানের নিমিন্ত বড়লাটকে জম্মরাধ করিরা সভার একটি প্রভাব পৃহীত হর। প্রভাবে বলা হর, উক্ত বিলে বে সংখ্যারের প্রচেষ্টা করা ইইরাছে, সে সংখ্যার বহুপূর্বেই করা উচিত হিল, হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই গ্রহণ আইন স্বর্ধন করেন। এই সম্বাহ্

নারী সমাজের মত জানাইবার জল্প বড়গাটের নিকট মহিলাদের একট্ট ডেপ্টেশন প্রেরণ করা হইবে এরূপ খির হইরাছে।

মহাত্মার উপবাস:—-গুরুব মুরের ভোট এইব প্রধানী বিভারিত বর্ণনা করিরা মহাত্মা গালী বলেন, যেদিক দিয়াই ও ভোটাভূটি বিচার করা যায় না কেন, অধিকাংশ বর্ণ-হিন্দুই যে হরিজন্দিগকে
দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবার পক্ষে, তাহা পাই বুঝা যায়।
ইহাতেই প্রমাণ হুইবে, গুরুবায়ুর মন্দিরে প্রবেশবিকারীদের অধিকাংশই
হবিজন্দিগকে সেই অধিকার দানের পত্রপাতী—মিঃ কেলাপ্লানের এই
কথা সত্য। গ্রথমেন্ট বলিরাছেন, ডাঃ হ্বরারায়ণের বিলে বড়ুলাটের
সম্মতিলাভ করিতে ১৫ই জামুম্বারী পর্যন্ত সময় লাগিবে, হতরাং হর
জামুম্বারী তারিখে যে প্রারোপ্রেশন অবলম্বনের কথা ছিল, তাহা
অনির্দিষ্টকালের জন্ম ছুগিত রহিল অন্ততঃ বড়ুলাটের ঘোষণার পূর্ম
পর্যন্ত প্ররোপ্রেশন আরম্ভ হইবে না। মিঃ কেলাপ্লানও ইহাতে মত্ত
দিয়াছেন।

## শাস্ত্রাত্মারে অস্পৃষ্ঠ কাহারা!

অপ্স শুভা শারামুনোনিত কি শার বিরোধী তদ্ধিবরে মহান্ধানীর সহিত শারীর তর্ক করিতে যে সকল শারী ও পণ্ডিত এছানে আদিয়াছেন মহারাজী তাঁহাদের উপর একটি কালের ভার চাপাইরা দিয়াছেন। হরিজনদিগকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার দানের পক্ষপাতী ও তাহার বিরোধী উভয় পক্ষীর শারীদিগকেই তিনি নিম্লিখিত দশটি প্রশ্নের উত্তর দানের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন:—

- (১) শাস্ত্রাম্পারে অম্পু শুতার সংজ্ঞা কি ?
- (২) শান্ত্ৰোক্ত সংজ্ঞানুসাৱে আধুনিক তথাক্থিত অস্ম্ভিদিগকে 'অস্.ছা' আধায় অভিহিত করা যায় কি না ?
- (০) অবন্ধ শুগণের প্রতি শারে কি কি বিধি-নিবেধ বিহিত আনহে?
  - (৪) কোনও অব্দুখ কি ইহলীবনে অব্দুখতা-মুক্ত হইতে পারে?
- (৫) অম্পৃখ্যগণের সহিত ম্পৃখ্যগণের আচরণ সম্পর্কে শাল্লোক বিধান কি ?
- (৬) কোন কোন ক্লেত্রে জন্মুগুরণের দেবসন্সিরে প্রবেশ শারাসুমোদিত ?
  - (१) भाग्र काशांक वरल ?
  - (৮) শাল্পসমূহের আধাণ্যতা নিরূপণের উপায় কি ?
- ( > ) শাল্লাস্পাসনের পরস্পর বিরোধী সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যার সামঞ্জক্ত বিধানের উপার কি ?
- (১০) আপনার ব্যক্তিগত সিছাত কি ?
  শালীবের মুখপাত্র তর্কতীর্থ লক্ষ্মণ শালী অন্পূভরণের মবির ক্রেন্দ সুমুর্থন করিয়া বলের, বর্তমান ভাগতে, বাহাবিগকে অন্পূঞ্জ কর্মা হয়,

্ত্রার প্রকৃত শালোক অম্পৃত্ত নহে, স্থতিতে ছই শ্রেণী অম্পৃত্ত আছে, শক্তি ধ্বংস হইলা যাইবে। আমাদিগকে এখন জীবিকা উপার্জনের "মহাপাতকী" অৰ্থাৎ নিকৃষ্ট শ্ৰেণীর পাপী, বিতীয় জন্মগত অস্প ভ অর্থাৎ চনাল ভেনা, ভিগভেনা; যাবন ও অপর সকল "অস্তাজ"রণ। এই চট খেনীর লোককে অবপুশ্ বলিয়াবর্ণনাকর। ছইরাছে। কেন না উহারা আচার ব্যবহারে অপরিকার, অপরিচছর, নৈতিকতার দিক **চটতে তৰ্মাণ ও অসাধ উপান্ধে জীবন্যাত্রা নির্মাহে অভান্থ, জাতির** অপর স্কল অংশকে নিরাপের রাখিবার উদ্দেশ্যে উহাদিগকে শুভ্রম করিয়া রাধার বাবতা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে অপরাধ্পরণ জাতিদের নদকে বেরাপ ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে উক্ত 'অক্তাজ' ও 'মছাপাতকীদের সম্বোও অতীতকালে শাস্ত্রকারগণ তদ্ধণ বাবস্থা করিয়াছিলেন। অপরাধপ্রবণ জাতিরগণকে শিক্ষা দান করিয়া যেমন সংস্কৃত করা সম্ভবপর উক্ত অস্প শাগণকেও তজ্রপ উহাদের অপরিকার অপরিচ্ছন্নতার ও व्यमापू উপায়ে जीवनगाज। निकार्टाइत भथ इहेट किताहेबा व्यानिया শুখ করা বাইতে পারে। অম্পুখের যে সংজ্ঞা শাল্লে প্রবন্ধ হইরাছে বর্তমানকালের অস্পুভাগণের সম্বন্ধে উহা প্রযুক্ত হইতে পারে না। মতএব অম্পৃত্যগণের সম্পর্কে শান্তে বে সকল বাধা নিবেধ প্রযুক্ত রহিয়াছে উহা বর্ত্তমানকালীন তথা কখিত অস্প শুগণের সম্বন্ধে প্রবস্ত हरें। अर्दा ना—कार्जरे **উ**हानिशतक मन्निद्र श्रादम क्रिएं दिख्या ঘাইতে পারে। মহাস্মার নবম প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত লক্ষণশাস্ত্রী বলেন, যে ব্যাখ্যা সভ্য ও নৈতিকতার মূল ভিত্তির বিরোধী; ছিল্লাক্স উহা কথনও অনুমোদন করে না।

(माकानमाती आंखांत्र कत:--गंड रूपनांत "कमा-র্শিগলৈ হস্পিটাল ফর অন্এপ্রমেণ্টের" প্রথম বাৎসরিক সভায় শীযুত জে, এন, বহু এম, এল, দি সভাপতি বলেন যে, ভারতে ব্রিটিশের রাজনৈতিক ও ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ক স্বার্থের স্টির প্রারক্ষেট এদেশে কতকঞ্জলি আফিস খোলা হর এবং এই সমত্ত আফিসের কাজ চালাইবার জক্ত অতি সামাক্ত লেখাপড়া লানিলেই চলিত। এই হেড় ৫০/৬০ বৎসর পূর্বে বে ব্যক্তি যামাক ইংরেক্স লেখাপড়া জানিতেন, তিনিই বেণ ভাল বেতনের চাকুরী পাইতেন। কিন্তু কালক্রমে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইর। গিগাছে। চাকুরীর কেত্র সীমাবদ্ধ: কিন্তু চাকুরীপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওরার অবহা ক্রমেই গুরুতর হইতেছে। তাই আজ এই দারুণ বেকার সমস্তার সমত দেশবাসী সভত। আমাদের इडीशा दा व्यायक दारन बीविका व्यक्तानत बच्च व्यक्ति वजन ने नुउन গ্যা দেখা বার। পুরাতন পছা, বেখন, আইন, চিকিৎসা ও শিকা বিভাগ ইতাদিতে ইভিপুৰ্বেই ব্ৰসংখ্য লোক হইরাছে। এই ন্দত কারণেই আজকালকার একজন নিক্ষিত বুবকের পক্ষে বিজের জ বিকা নিৰ্বাহের অভ কোন ভাজ পাওলা ছখন হইলাছে। শাসাদের সমূধে আরু এব ওরভর অরসমভা উপন্থিত, ভারার সমাধান করিভেই হইবে, সচেও আমাদের সামাজিক ও কাতীর नुरुव शथ आविकांत्र कतित्व हरेत्व। अहे कार्त्वात सम्भ आमामिश्रक ৰেশের বাৰতীয় সম্ভাপর বিষয় ও উপায়ের প্রতি মনোবোগ ছিতে स्टेरेंव। कृष्णित-शिरक्षत्र शूनकृष्कीयत्मत्र मान्त्र कि कृतिवा উহাদের উন্নতি করা যায় এবং লাভজনক ব্যবসায় ছিদাৰে এই অভিযোগিভার ৰাজাবে উহাদের প্রচার বৃদ্ধি করা যায় ভাছার পর ৰাহির করিতে হইবে। অভীব ছঃখের বিষয় এই বে, বাজলায় বাৰসায় ও শিলের বাজারে উভানশীল বাহিরের লোক আদিয়া বাঙ্গলাকে শোষণ করিয়া নিতেছে। এই ধ্বংদের হাত হইছে দেশকে রক্ষা করিবার জন্ম আমাদিগকে এখনে পাকা দোকানদার इटेंटेंठ इटेंटें। यहांबेटेंहें बाजातीय बावनाय बुक्कि कंत्र। আমাদের নির্বিকার ভাব দূর করিতে হইবে এবং ব্যবসায় ও দোকানদারীকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি দেই বিভিন্নতা দুর করিতে हरेटर এर: कोरिका निर्सीटरत अन a देखिल विभूल **उ**रमाह গ্রহণ করিতে হইবে।

## ভারত ও জাপানের যোগসূত্র

বিখ্যাত জাপানী চিত্ৰকর শীযুক্ত কোনেংম্ নম্ব সাধনাথের মুলগদ্ধকৃটি বিহারের প্রাচীরগাত্তে বৌদ্ধচিত্র অক্টিড করিবার জক্ম নিবুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতাত্ব আপানের অধান রাজত্বত मि: शांत्रा निर्माण क्रांट्य अरे विथा इ हिज्जकत्र क अर शिक्षितत्वानात আপ্যায়িত করেন। এতহুপলকে কবি-সমাট শীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকর বলেৰ--"তিনি যখন জাপানে ছিলেন, তখন বে আতিখা তথাৰ लाम कत्रिपाहित्लम, जाशांत উत्तर कत्रिया जिनि ब्रालन त्व, পুথিবীর বুহুৎ সভাতাগুলি বুহুৎ নদীর মত। এই সমত নদী पृत्रपृतात्स्वत्र तम्मञ्जलित्र मत्या चिनेष्ठे সংহ্বাগ সাধन कतित्रा मण्यार्कस्क নিবিডতর করিয়া তোলে এমন এক সময় ছিল, যথন ভারতের শ্ৰেষ্ঠ মণীৰিগণ সমগ্ৰ এশিকা ভূপতে অসশ করিয়া প্ৰেম ও সভ্যের बाठी व्यक्तात कतिबाहित्यन। त्मरे मभरवरे कालान कननी छातछ-বর্ষের আধান্ত্রিক সংস্পর্লের নিকটবর্ত্তী হর। ইতিহাসের সেই গৌরব্মর বুগ শতাকীর অক্ষকারের মধ্যে ডিমিত হইরা আসিয়াছে, किंदु ध्यापत दर निका अब्दिनिक इहेशादिन, छाहा अथन निर्मा-शिक इत्र नाहै। कविषद वर्षन जागान हिलान, छवन छिनि উপলব্ধি করিলেন যে, জাপান ও ভারতবর্ষের সেই মানবভার colरिक अपने मुख इत नाहै। পृथिशीत সমত धार्मत किछत्रहें अपन जीवक जानव कुनत्त्रत लड़ि हरेगा बाटन, बांबा मध्यात ध আচারের প্রাণহান গভীর ভিতর চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তিনি জাপানে অবহানের সমর লক্ষ্য করিয়াছেন বে, সেই
আতৃত্ব-বন্ধন বদিও বাহ্যিকভাবে জাপানের একথা বিশেবরূপ এইণ
করিয়াছে, তথাপি তাহা বর্ত্তমান সমবেও জীবস্ত ধর্মের মত বাঁটিয়া
রহিয়াছে। জাপান ভারতবর্ব হইতে যাহা পাইয়াছিল, তাহা সে
কোনমতে অক্ষের মত অমুক্রণ করে নাই, পরস্ত সে এই ধর্মকে
শ্বকীয় রূপের মধ্যে ধর্মান্তরিক করিয়া লইয়াছিল।

জাপানীরা তাঁহাকে প্রথমতঃ একজন নোবেলপুরস্বারপ্রাপ্ত
ব্যক্তিরূপেই জানিতেন, কিন্ত তাহাতে তিনি সন্ত
ই হইতে পারিলেন
না। একদিন সকাল বেলা তিনি কোবে সহরে অবস্থানের সময়
দেখিলেন, প্রভাতের আলো তাঁহার গৃহ বাতায়নে প্রবেশ করিয়াছে
এবং সেই আলোকে তিনি চাহিলা দেখিলেন, কয়েকজন সাধারণ
শ্রেণীর জাপানী নারা তাঁহার সমকে নতলামু হইয়া তাঁহাকে সম্মান
দেখাইতেছে। তিনি এই সমস্ত সাধারণ রমণীর মধ্যে প্রাচীন মুগের
দেই বিশ্বত স্মৃতিকে অমুভব করিলেন। যে দেশে তাহাদের শ্রভু
বৃদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই নারীগণ, অর্থাৎ জাপানের ধীবরগণ
সেই দেশের ভাবধারাকে উপলব্ধি করিয়াছে এবং এই জক্সই তাঁহার
ব্যক্তিকের প্রতি তাহারা শ্রন্ধা দেখাইতেছিল। তাহাদের এই
সহামুভুতির পশ্চাতে ভারতের পুর্বিপুর্বদের স্বষ্ট ইতিহাদের ভাবধারা

রহিরাতে এবং সেই ভাববারা হইতেতে সত্য ও প্রেমের অন্তর্ব বার্তা। ভারতবর্ব ও আপানের মধ্যে বে সম্পর্ক ছাপিত হইরাছিন, তাহা ভৌগলিক সম্বন্ধ নহে, তদপেকা গভীরতর এবং বৃহত্তর এই সম্পর্ক। ইহা বৃহত্তর ভারতের আধ্যান্মিক ইভিহাসের সম্পন, কিন্ত কালক্রমে নানা বিপর্বারের মধ্যে ভারতবর্ব ইহা বিশ্বত হইরাছে। বেদিন সমগ্র পূর্বর এশিরা ভারতের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের মধ্যে আদিবে, সেদিনও ইতিহাসের এই স্মরণীয় ঘটনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবজনক ঘটনারূপে প্রতিভাত হইবে।

কিন্ত আবার কি সেই যুগ ফিরিয়া আসিবে ? সম্ভবতঃ নর।
আজিকার সমর তাহার অমুক্ল নহে, আজিকার জীবনধারা জটিল
হইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত সেই প্রাচীন বুগে মানুষ সহজভন্তির দ্বারা
অমুপ্রমাণিত হইত এবং সত্যাকে তাহারা শ্রন্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত
গ্রহণ করিত। তবে বর্ত্তমান বুগে বিজ্ঞান তাহাদিগকে পরশারের
সায়িধ্যে আনেয়ন করিয়াছে। মানবতার দেই সহামুভূতি সম্পর্ক
অমুশীসনের স্বোগ তাহারা পাইয়াছেন। একদিন তাহারা হয়ভো
পরম্পারের সম্মুৰে দাঁড়াইয়া জিল্ঞানা করিবেন,—"বন্ধু চিনিতে পার
কি," তবন তাহারা হয়তো উপলব্ধি করিবেন যে, তাহারা জ্মিবার
প্রেক্ষিই তাহাদের পরম্পারক চিনিতেন।

#### প্রিয়া

#### ত্রীকর্ম্মযোগী রায়

বসত্তের অর্থ বৃথি প্রিয়তমে হেরি রূপ তব যে রূপে নীলিমা ভোলে অরুণের বর্ণে অভিনব !! তারি সম বৃথি আমি ঐ তব মুগ্ধ দৃষ্টিপানি সব অঞা হাসি হয়, সব ব্যথা হ'য়ে ওঠে বাণী তোমারে নেহারি যবে, আজ বৃথি অতক্ত আকাশে কেন ওঠে লক্ষ তারা. হেমস্তের হিমেল বাতাসে।

কেন ওঠে দীর্ঘাদ, মিলন ও বিচ্ছেদের দাই
তোমারে হেরিয়া বৃথি আনে কোন রহক্ত প্রবাহ!
মান্ন্র বাঁচিতে চাহে কেন, তাহা আজ ঘেন বৃথি
মান্ন্র মরিতে চাহে কেন কারে লোকান্তরে খুঁজি
সকল স্ক্রাই হয়, মনে হয় কিছু নাই চাই
প্রথম প্রেমের মত সত্য নাই কোন সত্য নাই!





(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

#### বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রমায়

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বের বা পরের বাদালা সাহিত্য টিকিবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যে হিসাবে টিকিবে, হয়তো সেই হিসাবে কোনটাই টিকিবে না, কিন্তু উদ্ধত কঠে কেহ যদি বলেন, কোনটাই বেশীদিন টিকিবে না—তাহা হইলে হুই একটা কথা বলিতে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি,—যদিই বা রবীন্দ্রেতর সাহিত্য নিজ্ঞ গুণে নাই টেকে, ক্রমোয়তিশীল জাতির স্বাভাবিক সংরক্ষণী প্রস্তুত্তি কি তাহাকে টিকাইয়া রাথিবে না ?

এ প্রবৃত্তি আগের চেয়ে আজকাল যে তের বেশী বাড়িয়া গিয়াছে এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। এ প্রবৃত্তি আমাদের একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়—এটা ইউরোপীয় শিক্ষা হইতেই পাওয়া, এ প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়াই এদেশের ইতিহাস নাই—অনেক উৎকৃষ্ঠ জিনিসও ক্রমে ধ্বংস পাইয়াছে। এখন জ্ঞানভাঙারের ছফ জিনিমও ক্রমে ধ্বংস পাইয়াছে। এখন জ্ঞানভাঙারের ছফ জিনিমও ক্রমে ধ্বংস পাইয়াছে। এখন জ্ঞানভাঙারের ছফ জিনিমতী পর্যান্ত রক্ষা করিবার যে একটা প্রবৃত্তি জাগিয়াছে—তাহা ক্রমে বাড়িয়াই চলিবে বলিয়া মনে হয়।

শুণী, জ্ঞানী ও শিল্পিগণ শিক্ষা, দীকা, শিল্প ও শাহিত্যের ক্লেত্রে যাহা কিছু স্বান্ত করিয়াছেন তাহা উৎস্কৃত্র হউক অপকৃত্র হউক, সমস্তকেই নির্মিচারে রক্ষা করিবার চেক্টা ও বাসনা বর্ত্তমান সভ্যতার একটা অল। এ প্রস্থৃতিটা অনেকটা ঐতিহাসিক প্রেরণার নামান্তর। যাহা কিছু প্রাচীন তাহার প্রতি একটা প্রশ্বা—এই প্রস্থৃতিরই অলীক্ত।

ইতিহাস-রচনার উপকরণ হিসাবে—জ্ঞানণিপা হণিগের কোতৃহল চরিভার্থ করিবার উদ্ধেক্ত সকল স্কটকেই ভাই বকা করা হয়। বর্ত্তধান সভাভা একদিকে সর্বাধাংসী

মহাকালের সঙ্গে যেমন যুদ্ধ করিতেছে—অক্সদিকে তেমনি রসায়ন প্রয়োগে অপ্লায়ুর আয়ু বৃদ্ধি করিতেছে।

দেশাত্মবোধের চক্ষে দেশের তুচ্ছতম স্প্রিটী পর্বাস্থ আদরের জিনিস, দেশাত্মবোধ যত বাড়িবে—দেশের সাহিত্যিকদের রচনার আদরও তত বাড়িবে। জীবিত সাহিত্যিককে কতকটা উপেক্ষা করিলেও মৃত সাহিত্যিকের রচনাকে দেশের লোক ক্রমে আরও প্রস্থাই করিবে—কতকটা উদারতার সহিতই বহু সাহিত্যিকের রচনাকে গ্রহণ করিবে এবং দোষ ক্রটী ক্ষমা করিবে। সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি বলিয়া ত্রীকার করিয়া লইয়া সাহিত্যের অপরুট্তা বা আদর্শের হীনতার জন্ম জাতীয় জীবনকেই দায়ী করিবে—সাহিত্যিকের সারত্বত সাধনার অব্যাননা করিবে না।

ষতদিন বিদেশীয় সাহিত্য দেশে সমাদৃত হইবে—
ততদিন দেশী সাহিত্যেরও সমাদর ধাকিতে বাধ্য। অপকৃষ্ট
হইবেও আমাদের যে জাতীয় সাহিত্য বিদয়া কিছু আছে
তাহার গৌরব করা দেশান্মবোধেরই অঞ্।

একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবন-চরিত লিখিতে হইলে তাঁহার পিতা-পিতামহের, পূত্র-পৌল্রাদিরও পরিচয় দিতে হয়। কোন্ আবহাওয়াতে কাহাদের সংস্পর্শে তিনি প্রতিপালিত হইয়াহেন তাহাও বলিবার প্ররোজন হয়। দেশে যদি একজনও অলৌকিক প্রক্রিভানসম্পর মৃত্যুক্তর সাহিত্যিক জনিয়া থাকেন—তবে তাঁহার অভ্যুদ্ধের মৃণে যে সকল শক্তি কিয়ালীল ছিল—ভাহাদেরও সন্ধানের প্রয়োজন। দেশের যে যে লেখক বিবিধ যে প্রেশীর রচনার হারা দেশের সাহিত্যধারাকে পরিপুট্ট করিয়া মহাক্ষির হাতে সমর্শন করিরাহেন, তাঁহাদের জীবনবারা এবং তাঁহাদের রচনা চির্দিনই আলোচনার বস্তু ইয়া থাকিবে। চর্ম সার্থকভার পূর্কবর্তী তরগুলি ক্যাই উপেক্ষীর মহেত্ব

সাহিত্যের যাহারা ইতিহাস অমুসন্ধান করিবে, তাহাদের কাছে সে সকল ভারের মূল্য ঢের বেশী। জাতীয় সাহিত্যের বিচারে অমুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণ, সকল মহাক্বিরই রস্-স্টির উপাদান,মূলস্ত্র, অঙ্কুর—এমন কি প্রেরণা পর্যান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের মধ্যেই অফুসন্ধান করিয়া থাকেন। অক্সান্ত মহা-পুরুষের জ্ঞার মত কোন মহাক্বির জ্নাই আক্সিক नरह। वाद्योकित मे छ दक्ष छुँ हैरका छ ( खरा छ ) नरहन। মহাকবির অভাদয়ের আগে বছদিন ধরিয়া সাহিত্যরাজ্যে যে বিরাট আয়োজন চলে তাহা কে অধীকার করিবে? সাহিত্য ছাড়া অস্তান্ত কেত্রেও হয় তো তাঁহার অভ্যুদ্ধ্যের সমান আয়োজনই চলে-কিন্তু অমুসন্ধিৎস্থ মনীষীরা দে ধারা দর্কাণ্ডে সাহিত্য-রাজ্যেই অমুদ্রান করিয়া থাকেন-এমন কি তাঁহারা পর্ববর্ত্তী কবিগণকে মহাকবির শিক্ষা-গুরুই মনে করিয়া থাকেন। এরপ ক্ষেত্রে মহাক্বির পুর্ববর্তী কবিরা যে শ্রেণীরই হউন মহাকবির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মর্যাদা টিকিয়া বাইবেই।

ভার পর মহাক্বির সম্নাম্মিক ও অব্যবহিত প্রের শহিত্যিকদিগেরও যথাযোগ্য মর্যাদা স্বীকার করিতে হয়, মহাকবির প্রসাদে তাঁহারাও বাঁচিয়া যান। জাতীয় সাহি-ত্যের একই শক্তি যাহা একজনে চরম সার্থকতা লাভ করে — **ম্বান্ত অনেকের মধ্যে তাহার আংশিক অভিবাজি** ঘটে. সম-সাময়িক অন্তান্ত সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কি ভাবে তাহা ঘটে তাহাও আলোচনা করিবার ও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যদি আত্মহাতন্ত্র্য রাখিতে পারিয়া থাকেন-মহাকবির বিশ্বগ্রাসী প্রভাবে যদি অভিভূত না हरेशा थाक्न-जद जाहात्त्र मर्गाना ७ (जा अज्ञ नहर । আর যদি তাঁহাদের শক্তি পরিপুরক (Supplementary) হিদাবে মহাক্বির শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সমগ্র জাতীয় चौবনের পুর্ণাভিব্যক্তি ঘটাইয়। থাকে, তাহাতেও সমসাময়িক শাহিত্যিকদের কিছু ক্বতিত্ব ও মর্যাদা অবশ্রই আছে। আর সম্পাম্রিক সাহিত্যিক্দিগের মধ্যে যদি দেশের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি ঘটে, আর মহাকবি যদি জাতীয় জীবনকে অভিবর্ত্তন করিয়া উঠেন-অর্থাৎ সমগ্র মহাদেশ বা মহামানবের কবি হইয়া উঠেন-সম্ভ জ্গংই यनि छाँशांक महाकवि वनिमा चौकान्नः कतिमा नन्न,—एटव

নীমাবদ জাতীয় জীবনের পক্ষ হইতে—কেবলমাত্র দেশ-বাদীর পক্ষ হইতে মহাকবি বাদশার মধ্যাদা পাইলে ঐ দমসাময়িক সাহিত্যিকগণ অস্ততঃ স্থাদারের মধ্যাদা ভো পাইবেনই।

আর সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ যদি মহাকবির প্রভাবের দারাই সম্পূর্ণ অমুপ্রাণিত হন, তবে তাঁহারা এবং মহাক্বির পরবর্ত্তী শিষাস্থানীয় সাহিত্যিকগণও যে কোন মর্ব্যালাই পাইবেন না এমনটাও হইতে পারে না। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের রচনারও স্থান আছে। মহাকবির তুর্জ্বয় প্রভাব ও অলৌকিক শক্তি জ্বাতীয় সাহিত্যে কি ভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার জিনিস, মহাক্বির ভাব-সম্পদ ও রসসম্পদ কি ভাবে তাঁহার সহচর ও শিষাগণের দারা দেশময় বিকীর্ণ হইয়াছে তাহাও আলোচনার বিষয়। একটা বিরাট শক্তি একটা বিরাট ব্যক্তিম্বকে আশ্রয় করিয়া কিরূপে বিষে প্রতিবিষে বিচ্ছুরিত হইয়াছে—তাহার সন্ধান লইতে গেলেই মহাক্বির প্রবর্ত্তিত যুগের স্কল সাহিত্যেকের রচনাই আলোচ্য হইয়া পড়ে। একটা কেন্দ্রে বছ শক্তির সংশ্লেষণও যেমন গবেষণার বস্তু। একটা মহা-শক্তির বছচ্ছটায় বিশ্লেষণও তেমনি গ্রেষণার বস্তু, সাধারণ কোক কেবল সূর্যাকেই দেখে — কিন্তু জ্ঞান-পিপাস্থ সূর্যাকে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে মিলাইয়া সৌর-জগতের কেক্স স্বরূপ দেখে-তাহার কাছে প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহেরও মূল্য মর্যাদা আচে।

এক শতাকীর মধ্যে মাত্র একজন মহাকবি জন্মগ্রহণ করিতে পারে—কিন্ত তাই বলিয়া দেশ কথনও একজনের গৌরব করিয়াই তুই থাকে না। এক শতাকীর মধ্যে আর কোন কবি জন্মে নাই—একথা কোন দেশ শীকার করিবে? যিনি মহাকবি তাঁহাকে মহাকবির মর্যাদা দিবে—আর যাহারা শুধু কবিমাত্র—সাহিত্যিকমাত্র তাহাদের কথাও বিশ্বত হইবে না। এ দেশের লোক বিশ্বাপতি চণ্ডীদাসকে মহাকবি মনে করে,—তাই বলিরা গোবিন্দাস কাদানন্দ জানদাসকেও ভূলিরা রার নাই! ভারতচন্দ্রকে মহাকবি বলিয়া পূজা করিলেও রামপ্রসাদকে কে ভূলিয়াছে? তার পর কাব্য ছাড়া সাহিত্যের অভান্ত অলও আছে—বে সকল অলে বাহার ক্রিক্র

নেখাইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যাদা মহাক্বির অত্যক্ষ্মল আলোকেও ক্থনও মান হ**ইবে** না। চৈত্ত চরিতামুতকার কুফারাদকে কে ভূলিতে পারে? ৫০০ বৎসর পরেই বা কে তাহাকে ভূলিবে?

বিশ্ববাপী খ্যাতি শতান্দীতে কৃতিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। দেশব্যাপী খ্যাতিও অতি অল্প সাহিত্যিকার ভাগ্যে ঘটে, দেশের অংশ বিশেষে বা জাতির অংশ বিশেষে অনেকের খ্যাতি থাকিয়া যায়, যাহারা দেশের অংশ-বিশেষকে দেশ বলিয়া মনে করে তাহারা নিজেদের অঞ্লের কবির খ্যাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেন্তা করে। আবার যাহারা নিজেদের সম্প্রদায়কেই জাতি বলিয়া করনা করে, তাহারা নিজেদের সম্প্রদায়ের কবির খ্যাতি নই হইতে দেয় না। সংকীর্ণ প্রকৃতির হইলেও ইহাও এক প্রকারের দেশাত্মবোধ বা জাতি-প্রেম।

এক শতাক্ষী পরে রবীক্রনাথ ছাড়া কাহারও নাম থাকিবে না-একথা যাহারা বলে, ভাহারা ঠিক করিয়াছে একশত বৎসর পরে সমস্ত বালালী জাতির কৃচি ও আদর্শ হইবে আজকালকার আন্ধা প্রভাব-পুষ্ট সাহিত্যিকদের মত আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না-বাঙ্গালী বিন্যা, জ্ঞানে ও রস্প্রতায় যুত্ই উন্নতি করুক—একশত বংসর পরেও বাজালীর খুব কম ধরিয়াও শতকরা ১০ জন লোক ববীন্দ্রনাথের সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ ধরিতেই পারিবে না বা ববীন্দ-সাহিত্যের রুদ উপক্ষি করিতে পারিবে না। এখনকার মত তথনও অধিকাংশ লোকই আরও নিম-গ্রামের বা বিভিন্নভরের সাহিত্যেই আনন্দ পাইবে। চিত্ত-বিনোদনের জন্ম ভাহারা সাহিত্য চাহিবেই। অবশ্য সম শামন্ত্রিক শাহিত্যিকদের নিকট হইতে কতকটা পাইবে। কিছু সৰ যুগের লোকের মতই তাহারাও বর্তমান অপেকা অভীত দাহিত্যকেই বেশী মর্যাদা দিবে। বর্ত্তমানের প্রতি উপেক্ষা এবং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা মাস্থবের ঘাভাবিক ধর্ম। কালেই তাহারা বর্ত্তমান শতাকী ও গত শতাব্দীর সাহিত্যকেই বেশী বেশী পুঁজিবে। রবীক্র-সাহিত্য ষভটা পারিবে বুঝিবে—অধিকাংশ কেত্রে এখনকার মতই না বৃষিয়াই রবীক্ষনাথের গৌরব করিবে। রবীব্রেডর সাহিত্যকে ভাল করিয়া বুরিতে পারিবে বলিয়া थ्व शीवव ना पिक्-चारत कतित्व।

সে হিসাবে—আঞ্জিকে জীৰিত থাকার **অপরাধে** বাহারা কতকটা অনাদৃত ভাছাদের আদর বাড়িবে বৈ কমিবেনা।

তাহা চাডা, বাঙ্গালী জাতি যদি আত্মস্বাতন্ত্ৰা না-হারার —তাহার মূল ধাতু যদি বদলাইয়া না যায়—তবে ভাছার বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ফচি ভাহার জাতীর জাবনের বৈশিষ্ট্য-এমন কি ছৰ্পলভাগুলি পৰ্যান্ত কতক কতক থাকিয়াই ঘাইবে। দেশশুদ্ধ লোকই কিছু বিদগ্ধজন হইয়া উঠিবে না। বর্ত্তমান যুগে বাপুর্ববতী যু:গ যে সকল কবি উচ্চশ্রেণীর রসের সাধনা ন। করিয়া কেবল বাঙ্গালী জাতির ক্রচিপ্রবৃত্তিকে অমুসরণ করিয়া অপেক্ষাক্রত সংস্কীর্ণ পরিস্থের রস্কৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তিকেই ভাষায় ঝন্তত ও রূপায়িত ক্রিয়াছেন,—ভাহাদের ক্ষুদ্র ক্ত তথ তংগের কথা লিখিয়া গিয়াছেন-ভাহাদের হর্বলতার ও দীনতার জ্বতা স্থায়ভূতি দেখাইয়াছেন-তাঁহাদের আদর তথনও থাকিবে। সোকে তথনও তাঁহাদের রচনায় অস্তরের সাড়া পাইবে। সাহিত্যকে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের বস্তু মনে করিলেও বছ ত্রুটী সংস্কৃত রবীক্ষেত্র সাহিত্যকে ভাগারা ভাল না বাসিয়া পারিবে ন:--নিজেদের আশা আকাজ্যা ভাহাদের ভাষাতেই প্রকাশ করিতে চাহিবে।

তাং। ছাড়া দেশের সাহিত্যকে টিকাইয়া রাধিবার জগু—আরও অনেক শক্তি আছে।

- (১) বিশ্ববিদ্যালয়। ভবিদ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূৰ্ণ বান্ধালা ভাষারই বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। একা রবীক্স-সাহিত্য তাহার উপজীব্য হইবে না।
- (২) পাঠ্য পুন্তক।—একা রবীন্দ্রনাথের রচনা লইয়াই পাঠ্য পুন্তক গঠিত হইবে না।
- (৩) সঙ্কলন পুত্তক্। নানাজনের রচনা লইরা এ শ্রেণীর পুত্তক ক্রমেই বাড়িয়া বাইবে।
- (৪) শোভন সংস্করণ। প্রকাশকরণ শোভনতর সংস্করণ করিয়া পুরাতন সাহিত্য প্রচার করিবে।
- (৫) পাঠাগার।—এামে আমে পাঠাগার হইবে। পাঠাগারে কি ভধু রবীক্র-সাহিত্য থাকিবে?
  - (৩) সাহিত্য-সভা, সাহিত্য-পরিবদ, সাহিত্য-

সম্মিলনী ইত্যাদি সাহিত্যিক অষ্ঠান দেশে ক্রমেই বাড়িবে। তাহাদের আলোচ্য কি হইবে ?

- (१) সংবাদ পত্রাদি। ভাহারা কি দেশের অস্তান্ত কৃতী লোকদিগের সঙ্গে সাহিত্যিকগণের স্বভিকে নানা ভাবে সঞ্জীবিত রাথিবে না ?
- (৮) মাদিক পত্ত। মাদিক পত্তের সংখ্যা আরও বাড়িবে, দেশের সর্কবিধ পুরাতন সাহিত্য লইয়াই ভাহাদের আলোচনা করিতে হইবে।
- (৯) কৃতী ছাত্রেরা ধে অবজ্ঞাত বিশ্বতপ্রায় সাহিত্যিকের সাহিত্য আলোচনা করিয়াও ডিগ্রী লইবে এ বিষয়ে সংশয় নাই।
- (১০) যুগধর্মের পরিবর্ত্তনে লোকের রুচি প্রার্ত্তির ছক্ষ্যংঘর্ষে কথন যে কোন্ সাহিত্যিকের রচনায় টান পাড়িবে তাহাও বলা কঠিন।

তাহা ছাড়া আর একটা মন্ত জ্বিনিব আছে। আজ বে সাহিত্য অনাদৃত—বাচ্যার্থসর্কাম্ব বলিয়া বাহা মর্যাদা পাইতেছে না, তাহা পুরাতন হইলেই ব্যক্ষার্থে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। উৎসাহী পাঠকগণ তাহাতে নৃতন নৃতন অর্থ আরোপ করিবে—আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া এ সাহিত্যকে নৃতন করিয়া গড়িয়া লইবে। আপনাদিগের সাধনার্জ্জিত বা যুগধর্মের গুণে প্রাপ্ত অনেক সম্পদেরই পূর্ব্বভিল্য বা পূর্ব্ব বিদ্ধ তাহারা এ সাহিত্যের মংধ্য দেখিতে পাইবে।

আজ বে মধুতে নেশা হয় না, পুরাতন হইলে সে মধু
"মাধবী" হইয়া উঠিবে, তাহাতে নেশাও ধরিবে। তবভৃতি
বলিয়া গিয়াছেন "কালোহহুয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথুী"
—সমান ধর্মার অভাব কোন যুগেই হয় না। দার্শনিকেরা
ধর্মগুল্পদেব গোটাকতক উপদেশকেও একটি ধর্মগুল্পে পরিণত
করিতে পারেন, ভাষ্যকারগণ 'হিং টিং ছট 'বা ওঁ তট তট
তোটয়ে'র ব্যাধ্যা করিয়াও একটা শাস্ত্র গড়িতে পারেন।
আর নবীনচন্ত্র, গিরীশচন্ত্র, দিক্তেলাল, শরৎচক্তের
সাহিত্যের অস্ত্র হারি জন Boswellও জুটিবে না?
দেশের লোকের বৈদ্যা যত বাড়িবে, প্রাচীন সাহিত্যের
গৌরব ততই বাড়িবে বৈ কমিবে না। এ যুগে ভারতচক্তর
মদি প্রমধানাধকে পান, বিহারীলাল মদি মোহিতলালকে

পান—তবে শরংচন্দ্র বা সভোজনাথ কি কোন শক্তিমান্ ভক্তিমান্ পূজারী পাইবেন না ?

#### বাস্তব সত্য ও সাহিত্যের সত্য

ফোটোগ্রাফী প্রকৃত আর্ট নয়—বিজ্ঞানের কৃতিত্বের নিদর্শন যাত্র ! শিল্পীর মনের রঙে রসের তুলিকায় অভিত না হইলে আট হইয়া উঠে না। বাহিরের কোন **एए छात्र या पर्छनात यथायथ वर्गना अथवा अञ्चलत मरना-**বুত্তির দীলার বিবৃতি মাত্র—কেবল সভ্যের দোহাই দিয়া সাহিত্য হইয়া উঠে না। কবির মনের রসাবেশ তাহাকে অভিনব স্পষ্টতে রূপান্তরিত না করিলে সাহিত্য হয় না। কবি ত একজন নকলনবিশ Imitator বা Reporter বা Recorder মাত্র নহেন-তিনি স্রষ্টা। যথায়থ বিবৃতিই স্ষ্টি নয়, কবির মনের রসাবেশ যাহা বাস্তব ভাহাকে আপনার রসনীতির স্থবিধামুসারে পরিবর্তিত করিয়া লয় —তবে অভিনব সৃষ্টি সম্ভব হয়। সেজ্লু প্রাকৃত সত্য নগ্ন-সাহিত্যের সত্য রসামুরঞ্জিত। বান্তব সত্য কবি-ভ্রষ্টার রসকল্পনার মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করিলে সাহিত্যের বাহিরে তাহার যেমন রূপটি ছিল--সাহিত্যে তাহার ঠিক সেইরূপটি থাকে না-ক্রপান্তর লাভ করে। তৃতীয়ত:-- অনেক সময় বান্তব সত্য--- গাহিত্য-স্টের উপাধান মাত্র--- সাহিত্যের সত্য ঐ সত্যের সাহায্যে গঠিত। উপাদান ও সৃষ্টি ষেমন এক নহে, বাস্তব সত্য ও সাহিত্যের সত্য তেমনি এক নহে। বান্তব সভ্য বাহিরে অপরজন্ধ—কিন্তু সাহিত্যে তাহা একটি রসাদর্শের বশীভূত, অহুগামী বা অহুচর মাত্র।

বান্তব জগতে যাহা অসত্য রস-জগতে ভাহা সন্ত্য হইতে পারে। আবার বান্তব জগতে যাহা সভ্য-রসজগতে তাহা অসভ্য হইতে পারে। সাহিত্যের সভ্য বিচারের আদর্শ রস। রসোত্তীর্ণ হইলেই সকল ভাব বা বৃদ্ধই সাহিত্যের সভ্য হইয়া উঠে।

সাহিত্য-ৰগতে এমন সত্য অনেক আছে বাতৰ লগতে তাহার অভিত্যত নাই। আবার বাত্তব-ৰগতে এমর অনেক সভাই আছে বাহার সাহিত্যে প্রবেশাধিকারই নাই অর্থাৎ সত্য হইলেই সাহিত্যে স্থান পাইছে প্রা না। বিজ্ঞান-জগতে বতামাত্রেরই প্রবেশাধিকার আছে। বিজ্ঞান-জগৎ আর সাহিত্যের জগৎ এক ত নহেই—এক প্রকৃতিরও নয়। বিজ্ঞানের জগতে বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা দেবিয়াও আমাদের আনন্দ জন্ম—কিন্তু সে আনন্দ বোধানীকা। আর সাহিত্যের সত্য আমাদিগকে যে আনন্দ দেয়—তাহা রসানন্দ। সাহিত্যের সত্য ফুলর বলিয়াই সত্য। বাস্তব সত্য বখন সাহিত্যের সত্য ফুলর বলিয়াই সত্য। বাস্তব সত্য বখন সাহিত্যের সত্য হইয়া উঠে। বাস্তব সত্য যাহাতে ফুলর হইয়া রসানন্দ দান না করে—তাহা সাহিত্য নয়, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাদিক বির্তি মাত্র । বাস্তব কগতে এমন বহু সত্যই আছে বাহাকে কিছুতেই মাধুর্ঘ্যের আবের্গ্রনীর মধ্যে ফুলর করিয়া তোলা যায় না—সেকল্য বলা হয়, আনেক সত্যেরই সাহিত্যে প্রবেশাধিকার নাই।

এক**টি** বাস্তৰ সভ্যকে সাহিভ্যের সভ্য করিয়া তুলিতে হইলে কভ আরোজনই না করিতে হয়।

বাস্তব সত্য অনেক সময় কল্পাল ছাড়া কিছুই নয়— সেই কলালে রক্ত, মাংস, চর্ম ও লাকায় বোগ করিতে হয় সাহিজ্যিককে, তবে ত'হা সাহিজ্যের সত্যস্কল্বরূপ ধারণ করে। উদাহরণ শ্বরপ—রবীক্তনাথের চিত্র'ক্ষণা পতিভা ইজ্যাদির নাম করা বাইতে পারে। যে সক্স বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করিয়া এইগুলি কাব্য হইয়া দীড়াইলাছে—সেগুলি কোশায় বে এক্তনিহিত আছে ভাহা শুলিয়াই পাশুহা যায় না।

নর-নারীর বেন-জীবনের অনেক তথাই সত্য হইলেও
সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না অর্থাৎ কিছুতেই তাহাদের
কুত্রীতা ও জঘ্মতাকে মাজিত, আর্ত বা আফাদিত কর।
যার না। অনেক তথ্য সাহিত্যের সত্য হইরা উঠিয়াছে—
কিন্তু ক্ষেত্র কবিনিগকে বথেই সতর্কতা অকলবন করিতে
ইইরাছে। পরিত্র প্রেক্তর আবেইনীর বধ্যে মার্জিত ও
সংবত ভাষার ভব্যগুলিকে উপস্থাপন করিতে হইরাছে—
অনেক সমর শাস্ত-লাক্ত প্রেক্তির সকারী ভাবের সাহাব্য
লইতে হইরাছে—অনেক সমর ধর্মতার ব্রহিত সংবাগ
সাধন করিতে হইরাছে।

गैहाता त्योन जीवत्नत्र बाख्य छ्याक्रनित्क स्थाप्त छादय

বর্ধনা করিয়া সাহিত্যের সভ্য হইল মনে করেন জীত্যা আন্ত । বৌনজীবনের:বগামধ বর্ণনায় বে একটা ক্রেল্যাম হয়—তাহা লাঘবিক পুলক্ষাত্র—তাহা লগানন্দ নয়। ঐ লাঘবিক পুলক্ষেত্র—তাহা লগানন্দ নয়। ঐ লাঘবিক পুলক্ষেই লগানন্দ বলিয়া কবি ও জাঁহারা পাঠকগণ ভ্রম করেন। সেই ভ্রমের ফলেই কাম মাহিত্যের স্প্রে। কাম সাহিত্যের লেখকগণ মনে করেন জাঁহারা সত্য প্রচারই করিতেছেন—অসত্য কথা ও কিছু বলিতেছেন না। কিন্তু ভাঁহারা ভূলিয়া যান—ভাঁহাদের প্রচারিত সভ্য সাহিত্যের সত্য নয়—কারণ উহা রসোজীপ নয়—বাত্তব সভ্যকেই ভাঁহারা আরও লোভনীয় করিয়া বর্ণনা কবিতেছেন মাত্র। লোভনীয় করা আর শোভনীয় করা এক কথা নহে।

বান্তব সত্যের মধ্যে আমর। জীবন-সংগ্রাম করিয়া কোনরপ টিকিয়া আছি। বান্তব সত্য অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পীড়াদায়ক—বিরক্তিকর ও নীরস। বান্তব সন্ত্যের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের অক্সই—বিক্ষক চিত্তকে সান্তনা ও শাস্তি দেওমার জন্মই আমরা সাহিত্যে শরণাপর হই। সেই সাহিত্যের মধ্যেও আমরা বা বান্তব সত্যকেই দেখিতে পাই—তবে আমরা ছদও বিশ্লাম করি কোণায়—জ্ডাই কোণায় ? সাহিত্যের সন্ত্যই আমাদিগকে বান্তব সত্যের উৎপীড়ন হইতে শান্তি ও সান্তনা দান করে।

#### বৰ্তমান সাহিত্য

বর্ত্তমান সাহিত্যে কিছুকাল হইতেই একটা বিজ্ঞাহ ভাব আক্তরন করিয়া উঠিয়াছে। এ সক্তরে পাঠক-লেখক ও সমালোচক মওলীর বধ্যে অন্তর্ভত বালাক্তরাল চলিয়া আসিতেছে। একটা বিজ্ঞাহ জাগিলেই ভাহার লমনের বে স্পৃহা শাক্তিপ্রির সামাজিকগণের মনে ক্ষেই প্রবৃদ্ধ হয় সে স্পৃহা সর্ব্জনিই উৎকঠ।

আধুনিক সাহিত্যে ও বিজ্ঞাৰ ত ভণু নরনারীর যৌন সম্পর্ক লইয়া নছে—আফাদের রাষ্ট্রার, নাবাবিক, সাহিত্যিক, সাংসারিক, পারিবারিক, নৈভিক, রাশাত্য ও ধর্মকীকরে মারা কিছু গভারণতিক, সম্বাদ্ধক্ষর, বাহা কিছু স্বস্তা, বাহা কিছু বীকি বীক্ষনারীক ও নিজেজ—বাহা কিছু হীন স্বার্থের খেলা—বাহা কিছু ফাঁকি, ভেজাল, চালাকি, ভূয়ো, ভঙামি তাহার বিরুদ্ধে নবসাহিত্যের এই বিজ্ঞোহ—ইহার মূল উৎস শুঁজিতে গেলে রামমোহনে পৌছিতে হয়।

প্রতাক্ষভাবে এই বিজ্ঞোহের গুরুও জ্মাদাতা এষ্গে দ্ববীক্ষনাথ ও শরৎচক্ষ।

সাহিত্যে নরনারীর যৌন-সম্পর্ক লইয়া যে স্বেচ্ছাচার
ও বিজ্ঞাহিতা, তাহা ঐ জাতীয় মহাবিজ্ঞাহেরই
একটি বিকৃত অক্ষমাত্র। অর্দ্ধ-শহাকীর বক্ষ-সাহিত্য
অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশ ঐ
জাতীয় মহাবিজ্ঞাহের অভ্যাত্ত প্রায় সক্ষত অক্সপ্রত্যক্তকে
ক্রমে মকলদায়ক ও "পরিণাম-রমণীয়" বলিয়া ত্বীকার
ক্রিয়ালইয়াছে—অন্ততঃ সেগুলির সম্বন্ধে স্থতীত্র অভিযোগ
বড় কিছু শোনা যায় না। কেবল দাম্পত্য জীবন-চিত্র
সম্বন্ধে ও নরনারীর যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে সাহিত্যে
উচ্চ আলতা বক্ষসাহিত্যসেবীরা আজ্ঞও বরদান্ত করিতে
পারিভেছেন না। আর যাহাই ইউক,—এই আন্দোলন
হইতে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান সাহিত্য প্রাণরদে ভরপূর,
উন্মাদনার প্রাচুর্য্যে চঞ্চল। বর্ত্তমান সাহিত্য আর যাহাই
হউক,—নিন্তেজ, ক্লীব, গতাহগতিক ও জড়ভাবাপয়
নহে।

এ সাহিত্যকে পালন করিবেন করুন, শাসন করিবেন করুন, কিন্তু ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। রোগকেও আমরা উপেক্ষা করি না—শত্রুকেও আমরা উপেক্ষা করি না—শত্রুকেও আমরা উপেক্ষা করি না—আমি সে উপেক্ষার কথা বলিভেছি না। সত্যুমিধ্যার সংগ্রামে প্রভিদ্ধতা করিবার যোগ্যতা এ সাহিত্যের আছে বলিয়াপ্রকারান্তরে আমরা খীকার করিয়া লইয়াছি। এ সাহিত্যের সমর্থন করিবার জন্ম বাহারা আগ্রসর, তাঁহারাও সাহিত্যের একজন রথী মহারথী। চোধা চোধা ব্যক্ত ও প্লেষের শরাঘাত করিলেই তাঁহাদিগকে ধরাশারী করা ঘাইবে না।

উচ্চেদ-সাধনই বে বিজ্ঞোহ দমন নর, তাহা সকল দেশের সাহিত্যই স্বীকার, করিয়া সইয়াছে।—আমানের দেশের সাহিত্যও ভাতীর বিজ্ঞোহের সম্ভান্ত অদ সমুদ্ধে তাহা শীকার করিয়াছে। রুগে যুগে জামাদের সাহিত্য বিদ্রোহীদলের সহিত সন্ধি করিয়া, জাপোস নিম্পত্তি ও রফা করিয়া নব নব ভাবে সামঞ্জ্য বিধানে তাহানিগকে আপনার জীবস্ত সংসার বা গোষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। যুগধর্মের শাসনে এ বিধি মানিতে জামরা বাধ্য। উদাহরণহন্ধপ রচনাভঙ্গিও ভাষাবিবয়ে সবুজপত্তের বিদ্রোহের পরিণাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় চিত্রকলা-পন্ধতির নামও করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সাহিত্যের ত্বংসহ বিদ্রোহ ও উচ্ছু ঋণতার পরিণাম সম্বন্ধেও তিরস্তন বিধির ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিজ্ঞোহীর সংখ্যা এত বেশী এবং তাহারা এত শক্তিমান্ যে, তাহাদের সঙ্গে একটা সন্ধি অদ্র ভবিষ্যতেই ঘটয়া যাইবে এইরূপ অনুমান করা যায়।

"ত্যাজ্যো ছষ্টঃ প্রিয়োহপ্যাসীদঙ্গুলিউরগক্ষত" এবিধি এক্ষেত্রে চলিবে না, কারণ তাহাতে জীবন বাঁচিয়া গেলেও অক্থানি থাকিয়া যায়। অমরী বন্ধাণীর কোন অক হানি'ত চলিতে পারে না।

সর্কাণেকা আশার কথা বলসাহিত্যে নব 'জীবন সঞ্চার, তাহার তুলনায় তরুণ সাহিত্যের উচ্চৃত্যুল্ডা থ্ব বেশী নৈরাশ্যের কথা নহে।

মৃতদেহে পচন আরম্ভ হইলেই—সাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে বিপদ। ক্রমোপচীয়মাণ শক্তির ভাণ্ডার যে 'দীবম্ব দেহ' তাহাতে সকল ক্ষতই, সকল ক্ষতিই বিনা চিকিৎসাতে ও নিরাময় হইয়া য়য়। বিনা চিকিৎসা—ফ্রন্টিকিংসা, বা হাতুড়ের চিকিৎসা হইতে তের ভালো,—ম্ব-চিকিৎসা দক্রে অধীরতাও ক্ষত বাড়াইয়া দিতে পারে। কেবল ধীর সহিষ্ণু বিচক্ষণ চিকিৎসক ভার লইলে আর আপন্তির কারণ থাকে না।

তরণ সাহিত্যিকগণের উদ্দেশে এই প্রসংশ প্রবীণ সাহিত্যিকরা ও স্থনীতি-স্কৃচির পক্ষপাতিগণ বেসকর উপদেশ ও অস্পাসন-বাক্য প্ররোগ করিতেছেন, সে-গুলি তরুণ সাহিত্যিকরা ও বে আনেন না আহা নয়। ইহারাও আনেন, তবে সকলে মানেন না, সাহিত্য-স্থা ও রস-বিচারের মূল আন্দর্শির বৈব্যাের অন্ধ ভ্রমকটা। জানাদি ধর্মং নচ মে প্রবৃত্তি:
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি:
—

ধরণের ভাবপোষণের জ্বন্ত অফুশাসন ও উপদেশের মুশ্রতি কার্য্যে পরিণত হয় না।

"থাহা কিছু সত্য—যাহা কিছু সংসারে নিতাই ঘটে— যাহা কিছু মনে উদিত হয়—তাহারই অবিকল বর্ণনার নাম সাহিত্য নহে।"

"Criminology অথবা আর কোন Logyর বির্তিই সাহিত্য নহে।"

"সাম্যবাদ কি আমার কোন "বাদ"-প্রচারই অথবা সাম্রাজ্যবাদ কি আমার কোন "বাদের" সঙ্গে বিবাদ বা বাদাস্থবাদই সাহিত্য নহে।"

নরনারীর আকর্ষণ মাত্রই প্রেম নহে। কামায়ন কথনো রামায়ণের মর্যাদা পাইতে পারে না।

"কুলী মুটে, মজুর পতিতাদের জীবন-ক।হিনীমাত্রই সাহিত্য নহে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসকল কথা আধুনিক সাহিত্যিকরাও জানেন—তাঁহারাও বুঝেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। এদকল কথা জানিয়াও কেহ কেহ ভুল যে কেন করেন ইহার উত্তর কে দেবে ? বোধ হয় বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যিক-দের অফুকরণের লোভ তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারেন না। সেই অফুচিকার্বার্ত্তির প্রাবল্যের জন্মই, যে সকল সমস্তা আজিও আমাদের জাতীয় জাবনে সম্পন্থিত হয় নাই—কথনো হইবে কিনা সন্দেহ—সেই সকল সমস্তা লইয়া গল্প

বা উপস্থাস রচনা করেন। সরস ও কলা-কৌশলমর করিয়া বলিতে পারিলেই সকল সভ্যা, সকল তথ্য, সকল তত্ত্ব সাহিত্য হইয়া উঠিবে এই ধারণায় বিষয় বা আখ্যের বস্তু নির্নয়ে তাঁহারা কতক্টা অসত্তর্ক হইয়া পড়েন। বাহা সরস ও কলাকৌশলময় হর না—তাহা অঘ্য অসাহিত্য হইয়া উঠে,—যাহা সরস ও কলাস্থ্যর হয় ভাহা লইয়াও পাঠকসমাজে মত্ত্রিধ ও ছন্দ্র ঘটে।

ইউরোপে আজকাল বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণ ও লোকগুরু শ্রেণীর মনীধিগণ আপনাদের মতামত, জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদীকা, সিদ্ধান্ত, সম্প্রা এমন কি জীবনের গ্রুব বাণীটি পর্যান্ত কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছেন,—তাহাতে সরস সংসাহিত্যের পরিমাণ বেমন বাড়িতেছে—পাঠক সংখ্যাও তেমনি বাড়িতেছে।

আমাদের নবীন সাহিত্যিকগণ কি ঐসকল পণ্ডিত গণের পদাস অফ্সরণ করিতেছেন ? তাহা যদি হয় তবে জ্ঞানে ও বয়সে তাহাদের মত প্রবীণ না হইলে চলিবে না। সেইজ্লুই কি তরণ সাহিত্যিকদের অনেক রচনা তত্ত্ব হয় না, সাহিত্যও হয় না ?

নবীন প্রবীন উভয় খেণীর মধ্যে আর একদল সাহিত্যিক কুংসিতক্ষতির পুত্তক কিংবা অভুত ঘটনাবছল উন্নাদক উপস্থাস থ্ব বেশী বিক্রীত হয় বলিয়া, বছল পরিমাণে লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা স্বতর, সাহিত্য-সরস্বতীর শাসনের মধ্যে তাঁহারা পড়েন না, তাঁহারা বাণিজ্য-লশ্মীর অধিকারভুক্ত।

352 M

"শ্ব"

মিদেস্ আবু রহমান

দীপ-শিখা আজি নিভে গেছে, রয়েছে পিদিম্ পরি। রিক্ত শাখা আছে পড়িয়া, ফুল্-শাভা গেছে ঝরি।

ক্ষণ হরব। চলে গেছে,
রয়েছে বেদনা থালি।
কে, দিবে গো খুল পিদিনে,
আবার আঞ্চ আলি?

## আধুনিক সাহিত্য

(বেদে ও বিবাহের চেয়ে বড়ো)

শ্ৰীযতীন্ত্ৰনাথ মিত্ৰ এম-এ

বাংলার বড়ই তুর্ভাগ্য যে বাংলায় এখন অবধি কেহ ডিকেন্স বা গরকী হইয়া জন্মাইলেন না। বাংলার উর্বর সাহিত্যক্ষেত্রে বল্কিমবাব্ হইতে রবীক্রনাথ শরৎচক্র পর্যন্ত যত সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একটা গতির মধ্যে বসিয়া থাকিয়া জগৎ পরিদর্শন করিয়াছেন, সে গণ্ডির যে সীমানা তাহা সন্ধীন না হইলেও অনেক সময়েই কল্লিড। বল্কিমচক্রকে মুণ।লিনী লিখিবার সময় কল্লনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। রাজসিংহ লিখিছে বসিয়া বল্কিমবাব্ ক্লাইই বলিরাছেন তিনি ইতিহাস লিখিছে-ছেন না, উপ্তাস বা রূপকথা লিখিতেছেন। দেবী-চৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ তাঁহার মানস ক্লা, বান্তব জগতের সহিত উহাদের কডটুকু সক্ষ সে বিষয়ে যথেইই সন্দেহ আছে। এখানে বিদ্যবার্র ধারাবাহিক সমালোচনা করিতে বসি নাই, বর্ত্তমান প্রবন্ধের জল্ল যতটুকু বলা প্রয়োজন ভডটুকুই বলিব।

বৃদ্ধিমী যুগে বাস্তবের কোন পুসার ছিল না। বন্ধনা ও আদর্শ লইয়া তথন সাহিত্য-রচনা হইত, এইজ্ঞাই আমরা হেমচজা, মধুস্দন, নবীনচজা প্রভৃতি রস-বেক্তা উদ্ধান কবিগণের কল্পনা গ্রাথিত সামাজা দেখিতে পাই। আশা-কাননে বা পদ্মের মুণালে কবি হেমচক্র করনারই चाल्य महेशार्डन, वीत्रामना कारवा मधुरुपन महाভातरखत মৃতন Inter pretation দিবার অজুহাতে বিভূত কল্লনা-জাল বিকার করিয়াছেন মাত্র। নবীনচক্রের কুরুক্তেত্র, হৈবতক ও প্রভাগ করনার কুহকেই মহিমাধিত। त्रसीख-নাথ তাঁহার অসীম কবিদশক্তির ছারা এই কলনাকে একটা মৃতন রূপ প্রদান ক্ষিতে চাহিরাছেন, তাহা এতই স্থন্দর যে সময়ে সময়ে উহা বাক্তৰ বলিয়া ধারণা হয়। তাঁহার রাজবি বা বিদর্জন নাটকে এই সভাটা বেশ জাত্মগ্রামান। বৌঠাকুরাণীর হাটে কবি বদ্ধিনী-প্রথাই অসুসর্গ করিয়া। एकन, ब्राह्मनिश्टब कांच्र क्रथकथारे निश्चिक कविवाद्यम, छत्व बाष्मिश्ह धावर त्वीठीकूबनीब हाँछित मस्या किहू

পার্থক্য লক্ষিত হয়। বৌঠাকুরাণির হাটে কল্পনার এমন একটা মোহিনী শক্তি দেখিতে পাই, যাহাকে বান্তব বলিয়া ফণকালের জন্ম প্রান্তি হয়। পরবর্তীবৃধ্যে কবিবর চোণের বালি ও নৌকাড়বি লিখিয়া বান্তব-জগতে ফিরিয়া আদিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাহার লেখনীকে পরান্ত মানিতে হইয়াছে। বাহার প্রেরণা স্বপ্ন-রাজ্যেই বিচরণ করে, শেলীর Skylarkএর মতন বে শ্রে শ্রেই বিহার করে, তাহাকে বান্তবজগতে আনিতে গিয়া, ওয়ার্ডদ্ওয়ার্থের Skylarkএর অপেকা অধিকতর হীনদশা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে।

কল্পিত আদর্শ সাহিত্য ভাল কি বান্তব সাহিত্য ভাল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহা বিচার করিবার উদ্দেশ্য নাই। এখানে বাংলা সাহিত্যে যেরপ ক্রম-বিকাশ হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতেছে কিনা দেখাইব মনে করিতেছি।

ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সভ্যতার বিস্তারের সহিত মানবস্থাতির অভিজ্ঞতাও জ্ঞান বুদ্ধি পাইয়া থাকে। নিউটন তাঁহার যুগে একজন মন্তব্ড পণ্ডিত হইলেও বৰ্তমান সমূহে বে সমস্ত ছাত্ৰ উচ্চ-গণিত বিছা অধ্যয়ন করেন জাঁহার৷ সকলেই নিউটন অপেকা অনেক অধিক জ্ঞান অর্জন করিবার অধিকার পাইয়া থাকেন। বিশ্ব-বিজয়ী নাবিক ডেক, কুক পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও डांकारकत शृथियी मध्यक त्य खान ७ शांत्रना किन, अधन যে কোন ছাত্র উচ্চ ভুগোল শাত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের অপেকা তের বেশী জান গৃহে বসিয়াই অর্জন করিতে পারেন। ভুয়োদর্শনজনিত জ্ঞানের ব্যাপকভাই বৃর্ত্যান युर्गत विरम्बद । हेरवाकी, कवानी, कार्यान, नवश्रद ७ বাশিয়ায় সাহিত্যে এই সার সভাটীই ধীরে বীরে প্রকাশ পাইতেছে, সেম্মপীয়ার বিশ্বপঞ্জ হইলেও ইবসেনের প্রভাষ পড়িরা তাঁহার সমীর্ণতা ধরা পড়িডেছে। ওরালটার 👣

প্রাসিদ উপভাসিক হইলেও, ডিকেলের সার্বজনীনভা জাতার মশোপ্রভা মলিদ করিয়া দিভেতে। ভলিবার বর্ণেই কারণ আছে। বাহারা সভাভার ক্রম-বিকাশের ইভিহানের সহিত পরিচিত তাঁহারা সকলেই ভানের বে. মানব-সমাজের বিশিইতা মুগের সহিত কেমন পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। গোটি-সমাজ বুগে সোঠ-পতিই একমাত Proper noun ছিলেন। পোঠ কৃত্ত অন্তান্ত लारकता नकरनहे Common noun किलन। জন্মই এয়ুগে গোষ্টিপভির ক্রব ফুখে, তাঁহার স্বাচার-ব্যবভার দইয়া দাহিত্য রচিত হইত। এই বুগ সামাদের ভারত-बर्त त्रामायन-बहाजात्रसञ्ज शृक्तवर्तीयुग, औरम रहामारत्रज পরবর্ত্তী সময়। তাহার পর সংক্রবন্ধ হইয়া যানৰ যথন Clan state এ বাস করিতে আরম্ভ করে তথমট Heroic যুগের স্ত্রপাত হয়। এই যুগে Hero একমাত্র Proper noun হইলেও তাঁহার সালোপালগুৰের অনেক স্বাধীনতা থাকিত। এই স্বাধীনতা যদিও অধিকাংশ সময়েই Heros মুখাপেকী হইয়াই বৰ্দ্ধিত হইত ভজাচ ব্যক্তিগত বৈৰম্য উ কি মারিতে আরম্ভ করে। বিভীষণ রাধণের সহিত এক मे करेट जे शारत नाहे। अधीय वानीत आकायह हरेट क षयोगां करत । शीरम् जात्रक्रे चाकीलिएम् निकर्ष আত্ম-বিক্ৰন্ন করিতে অসম্বর্ধ হয়। যাহা হউক, এই पूर्ण Epic निश्चिक इत्र । नर्सरकरणत Epic सामना দেখিতে পাই বে Heros কৰা কৰিবা বৰ্জনের ভঙ্ক কতকভালি নীতি, প্রাথা, আচার, বাবহার প্রচলিত হয়। এই সমন্ত নীতি, ভাটার, ব্যবহারই ক্রমশঃ সমাজের ভিডি ও মূল হিসাবে গুহীত হইয়াছে। Hero এক কম বড় ভ্ৰামী। ভাষার অধীনত সকল সামত্তপূৰ্ব ভোট ভোট ভবামী। এইজন্ত ভমিকেই মালিকানি লভ্য বলিয়া গ্ৰহণ কৰা হয়। যাতাৰ কমি আতে ভাহাকে 'তত্ৰ' দাখ্যা দেওৱা হয়। জৰি বা বৃত্তি নিৰ্দায়িত থাকাৰ তাহারা নালাবিধ অভিক্রতা অর্জন করিতে থাকে। ग्कनरेलरमञ "अभिक"अनिरंख कीरेलाज अनिरत्वत्र अन्गरितन াহিত অভিনাত্রণ কর্ত্ত অঞ্চিত্রতা নিশিক্ত eal etaics

चाराच नक्षरकीवृद्धः नामाध्यमः सामाध्यम् रखनक

কৰিলে Heroic যুগের অব্যান ঘটে। এই অস্ত এই ক্লা ম্পেলারকে 'কেয়ারী কুইন' বা চলারকে 'কান্টরবেক্টী টেল্স' লিখিতে হয়। আরবের আরব্যোপভালও 🐗 যুগের রূপ-কাহিনী। কালিবাস, মাঘ, ভবভৃতি এই যুগের কৰি। থণ্ড কবিতা এই যুগের সাহিত্য। মৃথ্য-বিশ্ব শ্রেণী ভারতবর্ষে কোনকালেই প্রবল হইরা উঠিতে পারে নাই। কলকারখানার আবির্ভাবের সৃত্তি এই মধাবিত त्थांगी रेफेदबार अवन रहेश भित्र **फे**एकानन कविल्ल. তথার এই শ্রেণীর লোক রাজ-ক্ষমতা হত্তগভ করে। ৰুজোয়া দাহিত্য এই যুগেই অৱপ্ৰহণ করে। ক্লান্তের ভিক্টর, ছগো, क्रांत्र, बेढीमीत পেটার্ক, দালে, ইংলভের ওয়ার্ডস ওয়াস, শেলী, ছট এই যুগের লাহিছা রখী। ইংরাজাধিকারের সহিত ভারতবর্ষেত্র এই ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবধারা আসিরা উপন্থিত হয়, আমাদের সাহিত্যে তথনও Heroic বুৰেবই প্ৰভাব বিভ্যান। ভারতচন্ত্রের বিভাক্তমর বা কবিক্সণের চভীতে Heroic যুগের ছবি দেখিতে পাই। ভবে যুগধর্মের মহিমায় এই ছবিতে মলিনতা পডিয়াছে। সাহিত্যিকগণ প্ৰাৰণণ চেষ্টা করিয়াও মহাকবি হইতে পারিতেছিলেন না! हरवाकी निका विचारतम गश्चि मुक्त नाहिकातथी ने दर्भ क्रिल कांठावा हेरवाकी जात्वव नांडाद्या अधादन दय नांडिका कहता कवियाद श्रमात्र भाडेशकित्तन फाटा क्रिक Heroics मन, वा वर्ष्णानां जन। स्वयानवर कार्या मन्त्रपंदक बारव-महाराज जिक्के दीमश्रक कतिया (मध्यांव परमहरूवे ষাটকেলকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকেন। ভাছার बाना अकान जाना अनाम कता स्टेग्नाट । मत्म स्ट बांहेरकन बुर्व्यायाँ टाकांव चिक्कम दक्षिक नाटमब मार्टे ৰলিয়াই 'এপিক' কিবিতে ৰসিয়া Hereic মূপেন ভৰ্তীকে অপমানিত করিয়াছেন, Heroic বুগের কুলবাই होत्सव चरनाशांव कहा। होत्ता गर्वा अकार अवसर्थन উপর। কিছ ভাছা হুইলে দুর্জোর্বাঞ্চায় অভিকৃত क्रेन निवाकितम् धरेककरे नक्षन्त किनि वैक्रक्तिका जिक्छ कीमश्रक कविशा किविक कशिशासन । अरे अकार **टामाट्टाक कर्यो गळियात विकास पास्त । समित** करे Horsio युक्त यान-शान्ताम शाकारेना जिल्ला

চেষ্টা করিয়াছেন পত্য, কিন্তু বুর্জ্জোরাঁ। সাহিত্যপ্ত রচনা করিতে পারেন নাই। কবি রবীক্সনাথ প্রথম বয়সে বৃহ্ছিনীযুগেই বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার ব্যর্থ প্রয়াস বেশই স্পান্ত। পরিণত বয়সে বুর্জ্জোরাঁ। সাহিত্য রচনা করিবার আবার চেষ্টা করিয়া কতকটা ক্যুক্তগার্য হ'ন, কিন্তু ঐ ক্যুক্তগার্যভার পরিমাণ এত অল্প যে উহা জাতির মনে কোন ছাপ ফেলিতে পারে নাই, চোখের বালী, নৌকাড়বি এই যুগের। খরে-বাহিরে ও গোরায় কবি বুর্জ্জোরাঁর মনোভাব আঁকিতে বসিয়া আদর্শ সম্পুথে স্থাপন করার বাস্তকে ক্র করিয়াছেন। তাঁহার পরিণত বয়সের শেষের কবিতা ও বোগাযোগ উৎক্রই Lyric বা খণ্ড কাব্য, উহাকে ক্রপ-কথা বলা যাইতেই পারে না।

কবীক্ত রবীক্তের পর আদিলেন শরংচক্ত। বুর্জ্জোরা শাহিত্য তাঁহার হতে পড়িয়া মুর্তিমন্ত হইয়া উঠে. এ কথা শ্বই সত্য। এতদিন আমাদের সাহিত্যের দৃষ্টি রাজ-রাজ্জা বা তাছার সামস্কগণের উপরেই ছিল। শরংবাবু নৃতন শাহিত্য-রচনা করিয়া এই দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করিয়া দেন। আমাদের ধ্যান-ধারণা এতদিন একটি কুপ মধ্যে আবদ্ধ থাকায় সাহিত্য-জগতে শুধু পুনৱাবৃত্তিই ঘটিতেছিল, শরৎচন্দ্র সেথানে নৃতন মৌলিকতা আনয়ন करत्रन। देशहे भंतरवावृत्र कीर्छि, वाकानीमार्व्वाहे त्रव्य তাঁহার নিকট কুডজ। কিন্তু এই বিশালভায়ও সমীবভা আসিয়। দেখা দিতে লাগিল। অভিজাতদের সংস্কারগুলি বুর্জ্জোর বানিক পরিসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। উদাহরণ ম্বরণ বলি যে Heroic যুগে রাজার জন্ত প্রাণ পরিত্যাগ করাই ছিল পরম ধর্মের কথা। সত্যবাদী জিতে ক্রিয় ভীম্ম কৌরবগণকে অত্যাচারী ও মহাপাপী জানিয়াও, থেহেত তাঁহার। রাজ-ভক্ত গ্রহণ করিয়। বসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ক্ষত্রিগ বৃত্তিধারী-গণেরও সেই দশা। भूज অরে পুষ্ট মহাবীর কর্ণও অভি-ভাতগণের সংস্পর্শে ভাসিয়া এই সভাটীকেই জীবনের সুলমত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। মহা অভায় করিলেও লক্ষণ বাৰচন্ত্ৰকে দেবতাই ভাবিরা আসিয়াছেন। ৰছিমী-যগে Heroic যুগের এই সমত তত্তেরই বাছলা দেখা দের। रैगवनिनौ क्षेषांभरक षानवानिष, क्मना इरेबरन करत

প্রতিপানিত। বৌবনে উভয়ে বিবাহের বিধানে স্থানাস্কৃতিত হইলেও, বাল্যের মোহ অতিক্রম করিতে পারিলেন না ইহাও বান্তবতা। ভাছার পর বৃদ্ধিমবাবু যাহা করিয়াচেন তাহা Heroic বুগের মোহে অভিভূত ছিলেন বলিয়াই। বিন্দুর ছেলে বা রামের স্থমতিতে আমরা শ্রংচক্ততে বৰ্জ্জোয়া রূপেই দেখি। তাঁহার কোন আভিজাতা নাই. তাঁহার সন্ধীর্ণ মনোভাবের কোন পরিচয় পাওয়া ধায় না। বিরাজ বৌতে শিল্পী শরৎচন্দ্র Heroic যুগের সভ্যের নিকট মাথা নত করেন। স্বামী দেবতার নিকট মাথা নত করাটা Heroic যুগের সত্য এই জন্মই সীতা রাম কন্ত ক নির্ম্বাসন আজ্ঞাশির নত করিয়া লইয়াছিলেন। স্বয়ং রামচন্দ্র যে নভশিৱে পিতার আজা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাহাও এই সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্ত। শর্ৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনে' বুর্জ্জোয়া অন্ধ্রপ ধারণ করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু Heroic যুগের ছুই একটা তম্ব তখনও উকি-ঝুঁকি মারিয়াছে। কিরণময়ী দিবাকরের সহিত সর্বপ্রকার সারিধ্য জনিত স্থপ উপভোগ করিলেও, 'নারী-ধর্মের শ্রেষ্ঠ রত্নীকে রক্ষা করিবার জন্ম শয়ন-কালীন উভয়ের মধ্যে একটা উপাধান রাখিতেন। কোটেসনটা আমাদের—উহার দারা তাঁহার মনোভাব বাক্ত করিলাম। শরংবাব শ্রীকান্তে এই ভাব অনেকটা काहे। हेश छेद्रिएक शादिशाहन वनिशाई श्रीकांस काहात একটা মহা কাব্য। অত্যত্ত সৰ্ব্বত্তে তাঁহার অভতা উণলব্ধি হয়। Communist কমল শেব প্রাল্ল শ্রৎবাবুকে অনেকটা আগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু এইখানেই শরৎ সাহিত্যে ষ্বনিকা পতিত হইয়াছে।

Proletariat আন্দোলনের সহিত ইউরোপীর সাহিত্য ক্ষেত্রে এখন Proletariat সাহিত্যই দেখিতে পাওরা বাইতেছে। এই মূগের নেতা গর্কী, স্টহামসেন। ছই জনেই সকল প্রকার সংহীর্ণতা বা গ্রিত বানের জলে ভাসাইরা দিয়াছেন। শ্রীকান্তের দানা ভ্রানোর চোর। শ্রীকান্তের প্রথম পর্কে শর্ৎচন্ত্র মংশুচুরির বে আলেক্য দিয়াছেন, আমি বলি উহা প্রাণহীশ। কেননা উহা বেন অনেকটা Hero মূগের হীরোলের মুগরা করা। মুগরা করিছে গেকেও সেকানে ক্রাণা

রাজড়াদের বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইত। বাত্তব আকারে গৃহীত হইলেও উহাতে কল্পনাবই আশ্রম লাইতে হয়, কল্পনার মোহ ধারা মুগয়া-বাহিনী চালিত না করিলে উহা কথনও স্ব-পাঠ্য হয় না। কিন্তু গর্কার 'চেলকাস' নামক গলে যে চৌর্যু-ফাহিনী অন্ধিত করা হইরাছে উহা একেবারে আধুনিক, নিত্য নৈমিত্তিক স্যাপার। সমাজের নানা শ্রেণীর চাপে পড়িয়া যে সমস্ত অস্থি-মজ্জাহীন জীব বাস করে তাহাদিগকে আপনাদের প্রাণ রক্ষা করিবার জল্প এইরূপ কার্য্যের অস্থ্রচান নিত্য অস্থৃষ্ঠিত করিতে হইতেছে। গ্রকী বাহা বলিয়াছেন উহা একেবারে বাস্তব—কল্পনার লেশও সেখানে নাই, এই জল্পই উহা অত স্পর্ই, অতটা প্রাণবান।

বাংলায় এইরপ সাহিত্য রচনা করিবার প্রয়াস চুই একজন করিতেছেন। অচিন্তা দেনগুথ তাঁহাদেরই একজন করিতেছেন। অচিন্তা দেনগুথ তাঁহাদেরই একজন অন্যতম শিল্পী। এই শ্রেণীর লেধকগণ যে সমস্ত উপাদান বাংলায় দিতেছেন, তাহা বাংলায় নৃতন। কিছুদিন পূর্বের বাংলা ভাষায় ভীষণ ভাবে সাহিত্য ঘল চলিয়াছিল। একদল স্থনীতি অজ্হাতে এই শ্রেণীর সাহিত্যের গলা টিপিয়া স্তিকাগারেই উহার বিনাশ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, আর একদল বাত্বের দোহাই দিয়া এই প্রকার সাহিত্যের গলদেশে বর-মাল্য প্রদান করিতে ব্যগ্র হন। এখনও এই কলহের অবসান হর নাই একথা সত্যা। সত্য বলিয়াই বর্তমান প্রবন্ধর অবতারণা করিতেছি।

প্রেই বলিয়াছি বান্তব সাহিত্য বড় কি করিত আদর্শ সাহিত্য বড় সে বিষয়ের এখন কোন উপাপন করিব না, বিষয়টা এত বড় যে বর্তমান প্রবাদ্ধ উহার মীমাংসা করা সম্ভবপর নহে। সময়ান্তরে এই বিষয়টা লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন এই কথা মাত্র বলিতে চাছি বে বান্তব সাহিত্য আসিয়া যখন আত্ম-প্রকাশ করিভেছে তখন তাহা কিছুই নহে বলিয়া উড়াইয়া দিতে যাওয়া বাত্সলতা যাত্র। ভবে একথাও সভ্য বে বান্তবের লোহাই দিয়া অস্তীনভাকে প্রশ্রর দেওয়া সাহিত্য নহে। ভাহাই যদি বইত

তাহা হইলে বটন্তলার বাজে চমকপ্রান বইও সাহিত্য নাম অর্জন করিতে পারিত।

বান্তব সাহিত্য কি? বর্তমান যুগে অভিজ্ঞাত, পুরোহিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাজীত আর একটা শ্রেৰী শির উলোলন করিতেছে. ইহারাই প্রোলেটারিয়েট। সমাজে চিরকালই বিভামান ছিল, কিছ ভাহিরা ছিল মুক। তাহাদের চকু থাকিলেও অহ্ব ছিল, মুখ থাকিলেও, কোন ভাষা ফুটিত না। এই অস্তই এই শ্রেণীর জনসাধারণকে Heroic মূগে ও বৃক্ষোয়াঁ মুগে Common noun এই আখ্যা প্রদান করিয়াছি। ইহারা ত্র্বা উদয়ের সহিত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হুক করিত এবং সূর্যান্তে-উহাদের কার্য্যের শেষ হইত। कीयन धाराणाथां भी विकामां श्री इहेगाई हैशा । সম্ভন্ত থাকিত। উহা না প্রাপ্ত হইলে অনুষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কুড্র-কীট পতকের স্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিত। গ্রীদের Herlot এবং ভারতের শুক্ত এই শ্রেণীর জীব। নবর্তমানকালের শ্রমজীবিরা পূর্বকার আখ্যায় অভিহিত হইলেও, তাহারা এপন প্রত্যেকেই Proper nouna পরিণত হইয়াছে। এখন ভাষাদের মধ্যে কেয়ার হার্ডি হইতে আরম্ভ করিয়া, মাকভোম্ভাত পুর্যান্ত বাহির হইডেছেন। বান্তব জগতের এই আলেখ্য পিকউইক পেপারে লিপিবছ করা হইয়াছে। পরকীর প্রত্যেক নভেলে এই বান্তবকে প্রাণবান করিয়া খাড়া कता इहेबाए । वाश्नाय पाशांत्र अहे वाखवटक नहेबा কথা-সাহিত্য গঠন করিতেছেন তাঁহারা বাস্তব-ঘটিত সারসভাটীকে বৃথিবার যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ভাহা বলিয়া মনে হয় না। অনেক সময়েই বাতবের নাম করিয়া যে কথা-সাহিত্য প্রকাশিত করিবার চেটা দেখা যায়, উহাতে শুধু কাম-পিপাসা মাত্র चारह। वाद्यत्व दाशान अवह Materialism, अवीर উদর ও 'সেরু'। উদর ও 'সেরু'কে অভিক্রম করিয়া গঠিত হইতে পারে না। কোন সভাই Sexua ক্ষপরিবর্ত্তন দেখাইবার আপনার বার্থ কাম-বুডি চরিতার্থের ইভিহানই व्यक्तिक गर्मधाकात्र मारेत-বাক্তৰ-সাহিত্য: নয়।

কাছনকে পদদলিত করাই সাহিত্য নর। এই ছণ্ডই এ প্রচেষ্টার বাংলায় বিভার আগাছা জ্বাইরাছে। শনির চিটির মারক্ষ এইরপ কর্মন্ত সাহিত্যের পরিচয় পাঠকগণ শনেকে পাইয়াছেন, উহার পুনক্লেধ করিবার এবানে কোন প্রয়োজন নাই।

**অচিস্তা দেন গুপ্তের নাম এখন সাধাবণ বাংলা সাহিত্যে** ৰিশেব অপরিচিত। প্রবন্ধ লেখক তাঁহার সহিত একে-ষারেই পরিচিত নহেন। স্বভরাং এখানে যাহা বলিভেচি छारा यक्क प्रताहिक मिडेबाका नटर। त्वरम विश्वान শামি সম্রতি পাঠ করিবাছি। শুনিয়াছি কবীল ববীল भवाक माकि উহার स्थाि कित्रबार्छन । Proletariat সাহিত্য হিসাবে এই উপস্থাস্থানি একথানি উচ্চালের পুত্ৰ। বেদের নায়ক সহংশকাত হইলেও পিতৃহীন, ব্দান্মীয়-মজন কৰ্ম্মৰ পৰিত্যক্ত। এক কদৰ্য্য জনাথ-শাশ্রমে তাহার বাল্য-জীবন অতিবাহিত হয়। এবানে ভাৰাৰ নাম কাঁচা। এই নাম রাখিৰার পুঢ় অভিপ্রায় আছে। বেদের নায়ক 'কাঁচা' ভাবে অসহায় অবস্থায় শীৰন-বাত্ৰা স্থক্ন কৰিয়া কেমন পাকিবেন, ভাৰাই গ্ৰন্থকার দেখাইবেন। মানব-দ্বীবনের তুই কুধা পাছে, তাহা शूटकर विवशक, छन्द्रशंख क्यां स त्योनगढ क्यां। अडे काँठात छुटेंगे क्यांतरे dormans वरणा वर वनाथ-वाटार বাৰপালীন দেখাৰ হইয়াছে। পেটের কুধার ভাতনা সে ভেমন ভোগ করে না, কেন না সময় মত খাইতে পার, কিছ মৌন কুৰার অমুভুতি ভাহার হইয়াছে। এইজন্ম সে ৰা ভাৰার সহচরপণ কোন প্রকার Conventional নীতি बारन ना वा बारन ना । छाहांत्रा इति करत्, शास्त्र ब्यु । काशास्त्र मत्न चान शांत्र ना: कथा निवासन कराहे **ভার্বদের রক্ত মাংদে**র শরীরের মুখ্য উদ্দেশু। কাঁচার কোন প্রকার সংকার নাই, আভিজাতা গৌরৰ নাই। কোন Proletariat धार्के छोटा शाकिएक शादा। अनाथ शाधन एमन कतिक्ष कांडा मुननमान नकति निक्रे पासस প্রহণ করে। প্রধানেও বৌনকুধাই তাহাতে উৎপীতিত ক্রিতে থাকে। পেটের কুধার কোনরূপে নিবৃদ্ধি হয়। আৰ গন্ধ 'কাঁচা' 'কাঞ্চনে' পরিগত হইরা এক অভিযাত্ত-গুচৰ পাল্লের কারাঃ একানে হে ভাল গুটতে পাইক কাল

পরিতে পাইত; কিছ Protectarias দের ইকাই এক হঃধ বে নারীজাতি তাহার নিকট আসিতে চাহে না। রমণী নীর ভোগ্যা। None but the brave deserves the fair ইন্ডাদি Heroic যুগের মোহ এখনও চলিতেছে। স্বয় রমণীগণও বে এখনও বীর কান্তই প্রশুক করেন। চঞ্চল কুমারী ব্রহ্ম রাজনিংহকে বিবাহ করিয়া সপত্নীর সহিত গাহ হা বর্জা পালন করিকেন সেও ভাল তথাপি বীরপতি তাহার চাই। এই ভ্রতা রমণীগণের অন্ধি মজ্জাগত হইমা থাকার উদীমমান 'কাচা'গণ স্কিন্থীন হইয়া অশেষ করি প্রাঞ্জিন, ভূতীয় তবে গ্রন্থকার অতি নিপুণ হতে তাহা দেখাইয়াছেন।

'বাৰৰ ভগ্নী' বা বেলগুয়ে ট্ৰেল যোগে 'কাঁচা' ষে ভদ্রলোক্টীর অফুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী, 'कांठा'त्क निकर्णेटे व्यानिएक पिन ना, कांठा कुछैत्नाचुर হইয়াও বন্ধাইয়া পড়িল, এইখানেই গ্রন্থকার তাঁহার ক্তিব দেখাইয়াছেন। কাঁচা বাহিবেও কাঞ্চন চুইবার জন্ম প্রাণ-প্ৰ ক্রিল, সে আবার ফিরিল, স্ত্রী-সহবাস তাহার লাভ इंडेन बट्टे किन्छ Proletariat त्रमगीरमत मरभा, दिशास কাঁচা একজন Hero। বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া M.A. পভিতে লাগিল, ভাহার 'কাঞ্চনত' দেখিয়া কর্জায়'৷ নারী **धानवां त्रिन.** এই त्र १ धानवां नाहे त्र हा हि साहित. अहे রমণীর প্রেম লাভ করিলে কাঁচা হয়তো বা বর্জোয়াঁ জীবন सालन कविक, किस कान बुद्धामाँ है बुद्धामां नम, मनि काशांत वर्ष मा थारक। वर्ष्काशं। नाती वर्षक्षे ध्यापत উপর স্থান প্রদান করে, এই জ্বন্তই কাঞ্চনের অভিনাৰ পূর্ণ হুইল না, ভাহাকে আবার উদ্দেশ্রহীন জীবন কইয়া বাহির ক্ট্রা পড়িতে হটল। প্রকৃত Proletariat বেল। ভারার बीवत देविक गःषठि रहेल ता स्थ्य वृद्धाः। इत ख्यमके काकात (ब्राय महे करेश शहर काका करण লাভ করিলেও ভাহার বেলের ঘুটিল না, কেন না ভাহাকে ভক্ত করিয়া তুলিতে পারে এমন মূর্জার নারী ভারার शन(राय यांना निष्क क्रांदिन यां। এ कथा यका नास वि কাঞ্চন দেখিতে কুংবিং ছিল, ভাৰার কেন্দে কাশ্র অভাব ভিগ: ভাতার এক বন্ধ আচ জোব-ছিম-লা वर्षरीन त्यान prolatorist

বুর্ক্জোরা রমণী ভালবাসিতে পারে না, কেন না তাহাতে যৌন কুধার নিবৃত্তি ঘটিলেও পেটের কুধা যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অশেষ প্রকার বিভীষিকারচনা করে।

'বিবাহের চেয়ে বড়ো' গ্রন্থকারের আর একধানি
পুল্ক। বাংলার সাধারণ পাঠকণণ বলেন 'বেদে' অপেকাও
'বিবাহের চেয়ে বড়ো' বইখানি ভাল। এইরূপ বলিবার
কারণ আছে। বেদের ভাষা প্রাণবান। প্রথম পর্কে
উহা ভাকা িচুর্, অস্পষ্ট, ভাব-গৌরবে হীন, কেন না
proletariatএর উপযুক্ত ভাষা করিতে গেলে ঐরূপ করাই
যুক্তিযুক্ত। মুর্থ, অজ্ঞ proletariat কথনই Logic ঠিক
করিয়া সাধু ভাষায় কথা বলিতে বা চিন্তা করিতে পারে
না। এইরূপ ভাষায় প্রথম পর্কে রচনা করায় অচিষ্টা
বাবুর মথেষ্ট কেরামতী প্রকাশ পাইয়াছে। কাঁচা যেমন
ক্রমণ: পাকিয়াছে, ভাষাও সেইরূপ পাকিয়া, পরিশেষে
সাধুত্ব লাভ করিয়াছে। এই অস্পষ্ট ভাষ', ভাব ধারণা
সাধারণ পাঠককে প্রথমেই ব্যতিবান্ত করিয়া তুলে
বলিয়া ভাঁহারা ধৈর্যা সহকারে 'বেদে' বইখানি পড়িতে
পারেন না।

"বিবাহের চেয়ে বড়" বই খানিতে ভাষার দালিত্য আছে, আধকাংশ স্থলেই সাধু ভাষারই ব্যবহার করা হইয়াছে, এই জন্মই উহা স্থ-পাঠ্য। নায়ক প্রভাত ও নায়িক। অঞা তুই জনই স্থাকিত, এইজন্ম তুই জনেই বেশ সংযক্তভাবে চিম্বা করেন, তাঁহাদের সমন্ত গবেষণাই স্থ-মৃত্তিতে পরিপূর্ণ।

এই পুত্তকথানি গ্রন্থকারের 'অধিবাস' নামক একটা ছোট গল্পের প্রেসার মাত্র। এই পুত্তকে লেখক নামক-নামিকার মধ্য দিয়া উহাদের হৃদয়ের থোন-ক্ষ্ণার উল্লেষ দেখাইয়াছেন। বেদেতে আমরা যাহা দেখিয়াছি, এখানে সেই ভাব-ধারণা একটা নির্দিষ্ট গত্তির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফুটাইয়া জুলিবার চেটা করা হইয়ছে। প্রভাত ও অঞ্চ বুর্জ্জার্মা নর নারী। উভয়েই উভয়কে ভালবাসে। তবে উভয়েরই একটু সভয়তা আছে। সাধারণতঃ দেখা বায় বে বুর্জ্জার্ম নারী অর্থকেই মোক্ষ ধরিয়া লয় বলিয়া প্রেমকে জুল্ফ করিয়া অর্থকেই প্রাধার প্রদান করে। বেদের শেব নায়িকাটী ভারাই

করিয়াছিল। কিছু অঞা ভাহা করিল না। লে **ভানিত** যে প্রভাত দরিত্র, ভাহাকে ভাল বাসিতে পেলে आकौरन मातिसारक यत्र कतिशा लहेटक हहेटन, खळाठ নে শির নত করিয়া প্রেমকেট প্রাধান্য প্রধান করে। এটা কিন্তু ৰান্তৰ নহে, এটা একটা আদৰ্শ ৰাজ। বান্তব ও আদর্শের সন্মিলনে সে সাহিত্য রচনা হয়, 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' ভাছাই। প্রভাত অঞ্র সানিধা চাट्ट. अक्ष निकटि आटम. । कन्छ--- आण्य-मधर्मं कटत्रना । ইহার কারণ প্রাভাত জিজ্ঞাসা করিলে সে ভাচাকে বলিয়াছিল, আমাদের দৈহিক মিলনে আমাদের নৈতিক প্তন ঘটকে, কেন্না অৰ্থাভাৱ। অৰ্থাভাৱের **ভত্ই** সে প্রভাতকে দেহ দান করিতে রাজী হয় নাই এবং এই জভুই সামাজিক নিয়মগুলির গণ্ডির মধ্যে পা দেয় নাই। কেহ কৈহ অংখই একথা বলিতে পারেন (ए. क्लान नाती क्लान युवकरक विवाह ना कतिया ভাহার সহিত একতা রাত্রিবাস করিলে, উহাদের কি নীতিচাত হইতে হয় না ? একথার অর্থ পর্কেই প্রদান করিঘাছি। Heroic মুগের নীভি, বুর্জ্জার্যা মুগে চলে না, বজ্জোয়া যুগের নীভিত্ত সেইরূপ-Proletariat যুগে চলিবে কেন ? যে মুগে সহস্র নর-নারী একত আট দশ ঘণ্টা কাজ করিতেছে সে যুগে তুইজন নর-নারী একতা এই চারি রাত্রি বাস করিলেই নীতিচ্যত হইবে কেন ? স্নাত্নীগণ বলিতে পারেন বিব হের মন্ত্রী নর-নারীর থৌন-সহজের প্রাণ। ইহাও কি ঠিক সভা ? বছকাল হইতেই ত ইউরোপে Intelletual marriage চলিয়া আদিতেছে। দার্শনিক মিল ত তাঁহার পত্নীকে কোন প্রকার মঞ্জের দোহাই না দিয়াই গ্রহণ করিয়া ছিলেন। বৰ্ত্তমান সময়েও ত Companion marriage ইত্যাদির প্রচলন হইতেছে। স্বতরাং গ্রন্থকার তাঁহার নায়ক-নায়িকাকে কোন প্রকার মন্ত্রের বিনা সাহায়েই যদি **এकविक क्रिया एमन एटन ठाहा मुख हहेटन दक्त**? चम वाजाज्य हारह. यत्न व्यात जातन धार्म ভালৰাসা সভ্য কিনা পৰীকা করিবার জন্ম সে সাৰও हरे-अक्बन्दक छानवानिशाह-कि তাহাকে আরও গুঢ়প্রতিক করিয়া ভূরিয়াছে। শেক

সে যথন প্রভাতকে ত্যাগ করিয়া নিজের কর্মস্থলে চলিয়া যায়, তথনও তাহার ভগ্ন-হদয়ে একটা ভগ্ন-সন্ধীত উথিত হইয়াছিল।

তবে একথা সত্য যে বেদের ন্থায় 'বিবাংগর চেয়ে বড়' একথানি সর্কাঙ্গ স্থানর পুশুক নছে। এই পুশুকে লেখক বাশ্থবের সহিত আদর্শের সন্মিলন করিবার প্রশ্নাস পাইয়াছেন যাহা কোন বাশ্থব-কাহিনী লেখকের কর্ত্তব্য নহে। এই গল্পে গ্রন্থকার বুর্জ্জার্যা মনো-ভাবের মোহে আচ্ছয় বলিয়াই বই খানির এই অন্তুত ভাবে নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহার নামকরণেই মনে হয় তিনি বিবাহ জিনিয়টাকে সনাতন সত্য বলিয়া মানিয়া সইয়া উহার উপর আর একটা সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন, ইহা তাঁহার ছুর্বলতা। তাঁহার আরন রাখা উচিত ছিল শ্রীরাধার সহিত বিবাহ হওয়াত দ্রের কথা, শ্রীরাধা পরকীয়া, বিবাহিতা পত্মী, ত্রাচ তিনি শ্রীক্ষের অহ্বাগিনী। বৈষ্ণব-গাথা এখানে একটা বাত্তব-চিত্র দিয়াছেন বলিয়াই, চৈত্তমদেবকে শ্রীকার করিতে হইয়াছিল—'সবার উপর মানব।' চণ্ডিদাস রামীকে বিবাহ করেন নাই, রামী বিধবা। ইহাও একটা বাত্তব চিত্র। নাম-করণে গ্রহকারের যথেষ্ট ভুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

## জীবন বীমা প্রসঙ্গ

বীনা পত্রিকায় কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব শ্রশন—

ভারতবর্ষে জীবনবীমা কোম্পানীগুলি প্রতিষ্ঠানের সংক সংক বীমা সংক্রান্ত কাগজ যে জন্মায় নি এটা অনেকেই জানেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে বীমা-কোম্পানীর প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতে গেলে এবং সাধারণকে প্রবৃদ্ধ রাখিতে গেলে এইরূপ সংবাদ সাহিত্যের নিভান্ত প্ৰয়োজন কাজে কাজেই ক্ৰমাত্মগতিকে এই বীমা পত্রিকাগুলির আবির্ভাব হইয়াছে এবং হইতেছে। বীমা পত্রিকা বলিতে আমরা বুঝিব যে তাহাতে মৌলিক যাহা লেখা থাকিবে সেগুলি ভাবপ্রবন্ধকারক ও শিক্ষাপ্রদ এবং অক্সাম্ভ থবরের মধ্যে যে সকল বীমা কোম্পানী আমাদেব দেশে কাজ করিতেছে তাহাদের স্বন্ধে নুতন খবরাদি व्यामादम्य दम्दान्य क्रम्माधायद्वय त्राह्मदार्थ अकाम क्या ৰণা উত্তপত্র প্রকাশ করা এবং যদি পত্রিকার সম্পাদকীয় ক্ষতার কুলায় ভাগার সঠিক ও নিরপেক স্মালোচনা করিয়া দেওয়া। এই সকল মূল খবর ব্যতীত বীমা অফিস শুলিতে ভিতরে কোন কোন পরিবর্ত্তন হইল ভাহার ধ্বর প্রকাশ করা এবং কেবলমাত্র বীমা ব্যবসায় সংখ্রি সংবাদ সাহিত্য প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকা। মোটামুটি আমরা বীমা-বিষয়ক পাতিকা বলিতে এই বুঝি এবং ঐ সলে

জারও বুঝি যে এরপে কাগজে বীমা-কোম্পানীগুলির বিজ্ঞাপন থাকিলে তাঁহাদের নিজেদের ব্যবসায়ের— স্থবিধাই হয়—পরস্তু কাগজওয়ালারও বেশ তুই পর্দা অমিদানী হইতে থাকে।

দেখা যায় কালক্রমে আমাদের দেশে ভারতবাসী ছারা চালিত ইংরাজী পত্রিকা যাহাতে কেবল বীম। দয়ক্রে প্রবদ্ধান্থিই প্রকাশিত হয় সেইরপ কাগজ প্রায় গাদ খানি আছে, বাংলায় মাদ্রাজী বা গুজরাটী ভাষায় প্রকাশিত বীমা পত্রিকা ভার খানি এবং মিশ্রিক পত্রিকা যাহাতে অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে ভুই এক ছত্র বা পৃষ্ঠা জীবন-বীমা হয় ক্র জালেতি না করিয়া বা দার্মায়ক প্রসক্রের অবভারণা করিয়া যাহাতে বীমাকোম্পানীগুলির দৃষ্টি আরুট্ট হর সেইরপে বাহবা লইবার চেটাও মাদিক দেশীয় ভাষার কাগজের মধ্যে ৬।৭ খানি আছে। ইংরাজীতে দৈনিক কাগজের মধ্যেও এই কার্য্যের জন্ত সপ্তাহে একনিন বা ঘটনিন বীমা বিষয়ক প্রবন্ধানি বাহির হয়।

একণে আমর। সহজে অনুমান করিতে পারি বে এই সকল পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করিবার বত ছবৌগা লোকের অভাব আবাদের দেশে নাই। বিভ

বিষয় কয়েকটি এমন অবোগ্য লোকের হাতে তুই একথানা ত্রাগজের স্থাধিকারিত্ব বা তল্লামীয় সম্পাদনের ভার লাডয়াছে যাহা দেখিলে মনে হয় যে ঐগুলির অভিত কেবল **ত্র্বল বীমাকোম্পানী গুলিকে** চোথ রাশাইয়া তুই পয়দা উপায় করিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তি করা ছাড়া অল কোন উদ্দেশ্য নাই। সম্পাদক হিসাবে যিনি ভার লটবেন **তাঁহার জ্ঞ**ান বা প্ৰিচালনা বৃদ্ধি সাধারণ লোক অপেকা অনেক উচ্চত্তরের হওয়াই স্বাভাবিক। কয়ে টি মর্থ জুয়াচোর এই কার্য্যের ভার লইয়া শুধু হুমকীর উপর বিজ্ঞাপন আদায় করিয়া স্মাজে বেশ চলিয়া ঘাইতেছে। কাজে কাজেই সকল কাগজের সকল সম্পাদকী মন্তব্য বা স্মালোচন। যে কোনপ্রকারে হিতকারী হইতে পারে ইছা কোনমতেই ধারণা সাপেক নয়। এমন কি কয়েকথানি কাগজের কেথার ধারা দেখিলেই ব্ঝি:ত পারা যায় যে উদেশ সাধু নয় বরং হুমকী দিয়া বিজ্ঞাপন আদায় করিবার প্যা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। যদি বা এই উদ্দেশ্য লইয়াই ক্ষেক্টি কাগজ বেশ সচ্চন্দে নিজেদের ভর্গপোষ্ণ চালাইতে সক্ষম হইতেছে তথাপি সাধারণ পাঠকের কর্ত্তব্য হিদাবে ভাহাদের দেই কাগজের পরিচালকদের চিনিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হওয়া উচিৎ নয় এবং যাহাতে তাহার। খবাধে এইরূপ জঘকুরত্তি চালাইতে না পারে দেই বিষয়েও সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। এক হিসাবে যেমন নিৰ্ভীক পত্রিকার অন্থিত্ব থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও বাঞ্নীয়। খার এক হিসাবে যাহাতে এই স্বাধীন সমালোচনা হ্মকীতে গিয়া পরিশত না হয় তাহাও আমাদের সমষ্টি श्मिदि (पथा छेहिए। छोड़ा इहेटन (पथा याग्र (य শাধারণের পক্ষ হিসাবে বীমা পত্রিকার অন্তিত্বের সার্থকভাও থেমন আছে আবার ভাহার অসম্যবহারের গভিরোধ করায়ও পুণা আছে। এক সময়ে বিলাতে 'জন বুল' কাগজের প্রভাবে কভকগুলি বীমা ও অঞ্চান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ভয়ে কম্পমান ছিল কিছ পরে প্রমাণ পাওরা বায় সেই कांगरकत कर्वशत ७ शतिष्ठानक ट्राद्विति वर्षेत्रित धक महा खुशांकात लाक वाहात जीवतर हहेन त्या छे भयूक रामकान । जामादमन देश्यन अस्त्रिम अस्तिमानद्वन ज्ञान नांरे वारावा राजीव वीवारकान्यानीकवित धातारवरे रवन

কায়েমীভাবে দিনপাত করিতেছে। বীমা প্রিকার মৌলিক লেখা থাকা নিভাস্ত প্রয়োজন ভদ্যভীত সাময়িক থাকা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া গোচরার্থ যে সকল থবর পড়িলে বীমাকারীদের বীমা-সম্বন্ধে একটা আগ্রহ জন্মায় সেইরূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়াও নিতাম প্রয়োজন। বীমা পত্ৰিকা নামে যে সকল কাগৰ আমাদের দেশে প্রকাশিত হয় তাহারা সকলেই প্রায় জীবন বীমা সহজে আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্ত বীমা ব্যবসায় যে কেবল জীবন বীমার কার্যোই আবদ্ধ নয় তাহা কাহাকেও বলা নিপ্তয়োজন। বীমা পতিকায় লেখক হিসাবে বীমা স্থক্ষে আলোচনা করা হৃক্ঠিন নিশ্চয় কিন্তু আৰোৱ বটম্ীর মত স্থালোচনা হিসাবে ব্যক্তিগত স্মালো-চনা বা চুট্কী মুগরোচক খবর ছাপিয়া বাছবা লইতে যাইয়া কাগজের দায়িজকে বা গুরুহকে লয়ু করার ভাহাকে আর বীমা পতিকো বলিয়া ধরা যায় না। যে কয়খানা পত্রিকা আমাদের দেশে ছাপা হট্যা প্রচলিত হইতেছে ত্রাধ্যে ক্ষেক্ধানির জ্নাের স্ঞ্ সংক্ষে মৃত্যু হইলে দেশেরও দশের কোন ক্ষতি হইত না আবার কয়েকথানা কাগজ এখন দাঁড়াইভেছে যাহাদের गांधु छेटक्ष मद्दर दकान मत्मह थाकिए भारत ना। নিরপেকভাবে সমালোচনা করিবার ক্ষমতা এবং মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া বরং ভাহারা দেশের ও দশের উপকারই করিতেছেন। কিন্তু মনে হয় ভাহাদের গঞী ওও জীবন-বীমাতে আবদ্ধ না রাথিয়া বীমা ব্যবসায়ের সর্প্রকার শাথাকেই অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ ও রচনালি প্রকাশ করিলে সাধারণের বীমা বিষয়ক কৌত্রল নিবারিত হইতে পারে। যদি সাধারণকে নহজভাবে ৰীমা সহকে শিখাইয়া লইতে এবং উন্মার্গ্যামী কোম্পানি-शुनितक माधु डाटव मत्रमभरथ चानिएड भारत छटवहें পত্রিকার দার্থক্তা বুঝিতে পার। বাইবে। নতুবা 'वर्षम्त्री' वर्षमत्रीहे बाकित्त्रन अवः त्राम त्कवन विव इफारेट वाकित्नन। फेनकात ना रहेश जनकात्रहे रहेटल बाटका

শাৰার বেখা বার শাৰাদের বেশে বিশ্বর সাহিত্যসেবী

कांशक व मार्था गार्था वीमा विवयक टावकानित जालाहना করিয় থাকেন। উদ্দেগ্য সাধু নিশ্চয়ই কিন্তু স্বরে সমরে ৰেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সাধু উদ্দেশ্যের অন্তরালে **বেব. হিংদা ও জিখাংদা বর্ত্তমান কেননা অধিকাংশট** স্থালোচনাই ৰাজিগত। কোথায় কোন বাজি বিভাজিত হুইল অমনি তিনি শোধ লইবার জন্ম ক্রম ধরিয়া निक्क विव উल्लोदन कदिरमन। এমনি ভাবে পালটা জবাব চলিতে থাকে ক্রমে একপ্রেণীর পাঠকের এইরূপ व्यवकामि त्यम मुथत्ताहक रहेशा উঠে এवः छारापत নিজেদের হিংশাবৃত্তিও ইহাতে বেশ চরিতার্থ হয়। ছুংখের বিষয় এইরূপ নিম্বর্দা পরছেধী লোকের অভাব স্থামাদের দেশে নাই। করেকথানি মাসিক ও সাপ্তাহিক कांशक निकामन शक्कारवाद्य वादक अवन महेश कांश्रक्त শাভা পরণ করিতে চান না আবার এমন কয়েকথানি কাপজ আছে যাহাতে সত্য সংবাদ প্রকাশে সাধারণ পাঠকের বীমা জগতের অনেক নিভত থবর লোক চক্ষু সমক্ষে ধরা পড়িয়া যায়। এই সকল কাগজের বীমা বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করায় বরং ফুফল আছে। কেননা নিছক বীমা সম্বন্ধে পত্রিকা পাঠ করিতে অনেক পাঠকের ধৈৰ্যা থাকে না পরস্ক প্রবন্ধ হিসাবে গড়িলে অপরাপর व्यवस्थात वीमा व्यवस्थ नमग्र नमग्र दिन महाराजी है। মোট কৰা এই বে খাঁটি বীমা বিষয়ক পত্ৰিকাগুলির উপকারিতা মানিতেই হইবে আবার মিশ্রিত প্রবদাদি এচারক সাহিতা ও সাময়িক পত্রিকাঞ্জির অভিতও

শানিতে হয়। এই প্রকারের পত্রিকাঞ্চলির অভ্যিতে প্রধান সহায়ক হইল বীমা কোম্পানিগুলিরা নিজেরাই। ভাহাদের বিজ্ঞাপন চাপিয়া এবং স্থানে স্থানে আৰুল্ল মত সম্মাৰ্জনী ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞাপনের মৃণ্য হিসাবে কাগজগুলির পরিচালকদের যে অর্থোপার্জন হয় ভাষায়ে একাখারে কাপজ পোষণ হয় এবং কোম্পানিগুলির নিজেদের বাবসারও প্রসার বেশ হয়। আমাদের দেখে আত্মকাল কাগজগুলিতে যে ভাবে প্ৰবিদ্যাদি প্ৰকাশিত হয় তাহাতে মনে হয় কয়েকখানি পত্রিকার জালিছ (करन এই विज्ञानित्रहे चाकर्यन वर्धार विज्ञानित नद्व অর্থের ছারা নিজেদের গ্রাসাক্ষাদন চালান। কান্তেই যথন কয়েক ছত্ত্ৰ চুট্কী থবর ছাপিলেই বা কোন বীমা কোম্পানীকে শুপ্রঘাতী আক্রমণ করিয়। পরের নাম দিয়া কয়েকখানি ছাপিলেই আক্রান্ত তর্মল কোম্পানীগুলির কর্ত্তপক্ষণৰ পত্তিকার পরিচানকের পদপ্রাত্তে আদিয়া আশ্রম ভিক্ষা করেন এবং অ্যাচিত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া ভাহার উদর-জিঁ করিতে দাস্থত লিখিয়া দিয়া যান তখন আর নিছক দাহিত্য পত্রিকাগুলিতেও বীমা-বিষয়ক এবং বাজিগত প্রবন্ধাদি চাপা হইবে ইহার আর আশুর্ঘা কি? **এই फू'र्फान अर्थाशार्कन कतिवात हेश हैटिंड क्षक** উপায় আর কি আছে সামাত্ত ছাপার কালী স্থার করেক ফ্র্মা কাগজ থরচ করিলেই যথন উদর প্রতির বেশ শহর উপায় ভয়।





#### গতবর্ষ:-

১৯৩২ সালকে বিদায় দিবার সময় আমানের অনেক প্রাতন কাহিনীই মনে পড়িতেছে। সারা ভারতবর্ষে এই বংসর বে অসাড় ভাব আসিয়াছিল এখনও তাহার অবসান ঘটে নাই। মনের শাস্তি,কার্যে উৎসাহ হারাইরা ভারতবাসী এক বিরাট হাহাকারের সমূথে উপস্থিত হয়। শশুক্তেজে পর্যাপ্ত পরিমানে শশু জন্মাইলেও বিক্রেয় হইতেছে না, স্থতরাং ক্ষিজীব হাহাকার করিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির আতে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অনেককেই কর্মচ্যত হইবার জ্লু সজ্জিত থাকিলেও—তাহার জ্লুতার অভাব।

এই অভাবের করুণ মূর্ত্তি সারা বিশেও প্রতিফলিত হইয়াছে। সামবিক ব্যয় হ্রাস করিবার জক্ত পৃথিবীর অনেকঞ্চল শক্তিমান স্থাতি বার বার মিলিত হইমাও নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা করিলেও কোনপ্রকার সিদ্ধান্তেই পৌছাইতে পারিতেছেন না। লাতি-সভ্য পৃথিবীতে गास्त्रि द्वापन कतिवात मानरम नाना अकात विधि-वाबद्धा প্রণয়ন করিলেও, উহা ভুষুই লিপিবল অবস্থার রহিয়া (भन, काद्यां उ: त्व वित्मव फरनामायक इटेरव छ।टा मत्न रहेर्डिक ना। कांचि-मक्त्यत अञ्चलम উদ्দেশ हरेरिडिक (व कान क्षवन क भक्तिभानी काण्टिक कान হৰ্মণ আজির উপর অভ্যান্তার করিতে দেওয়া হইবে না। मानकृतिया अवधी कृत्रन ताहे, जानान अहे तमहीदक वन-পূৰ্মক দশল ক্রিভে চাহিতেছে। কিন্তু মাঞ্বির। মাদ্ধান্তা যুগ হইতে পুরাতন চীমের সহিত পাট-ছড়া বাবা অবস্থায় भविष्ठ। जीन कर्ष्य । जानिष्ठ रहेशा मानकृतिश किमन वार्गामदक बरमक्किन बिक्सन क्षिका विटा बनिया-किरमन। जानान वीकारमें जाना अकारवान कविका বলিগাছেন, বিনা মুদ্ধে স্চাগ্র মেদিনী প্রদান করা হইবে না। স্বতরাং দীগের শিদ্ধান্ত শিকায় তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত বংশরে আমরা কতকগুলি ভারত-বিধ্যাত কর্মীকে হারাইয়াছি । তার মহম্মদ স্ফি, তার আদি ইমাম ম্পূল্মান হইলেও তাঁহারা ভারতেরই কল্যাণ কামনা করিতেন। উদারপত্মী মৃস্লমানদের মধ্যে তার মহম্মদ স্ফি ও তার আদি ইমামের নাম স্থংগ-মক্ষরে ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত থাকিবে। বিধ্যাত কংগ্রোদ কর্মী ও উচ্চ রাজকর্মানারী তার কি, এন্, শর্মার মৃত্যুতেও দেশ অনেক্টা ফ্রান্স হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাও রাজা গোপেনার ফ্রান্ড বিধ্যুত অনেক্টা ক্রান্ত বাবু গোলাপ লালের মৃত্যুতে অনেক্টা ক্রান্ত হার্মিছে।

#### গোলটেব্ল :--

গোল টেবল বৈঠক ভানিয়া গিয়াছে। শুর তেঞ্চ বাহাত্ব ও শ্রীযুভ করাকর বদেশ অভিমূবে যাত্রা করিয়াছেন বিদিয়া শুনিভেছি। শুরজ-সচিব শুর সাম্যেল হোর উলোর লয় বিবৃতিতে অনেক কথারই আলোচনা করিরাছেন। উহা পাঠ করিরা আমাদের এই ধারণা জলিরাছে যে ভারত-শাসন সংস্কারে আমাদের অই ধারণা জলিরাছে যে ভারত-শাসন সংস্কারে আমাদের অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্তনই হইবে না, আমরা বে ভিমিরে সেই ভিমিরেই আকিব। শুর সাম্যেল বলিরাছেন বে সৈশু-বিভাগ ও কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে বে অবস্থার আছে, ঐরপ অবস্থারই থাকিবে। প্রাদেশিক স্থাত্রাতার সহিত্ত আদেশিক স্থায়ন্ত্রার বর্তমানে ক্রেক্টির করা ছেবে। আমরা ক্রিরা আনিভেছি যে ভারতে আমাদের মিলনের পাক্ষ বৃত্তম মাধাই স্থিত হইবে। প্রাজ্যেক প্রাদেশকে স্থানীয় করিয়া বিশ্ব শ্রাহানিক আশেন আনিভালের স্থানীয় ব্যারীয় ব্যাহারী বার্থী

করিতে দিলে federal সরকারের সমস্ত লোবগুলি মানিয়া লওরা হইবে, অথচ federal সরকারের একটী মন্তবড় হবিধা, কেন্দ্রীয় সরকারের পরাধীনতা। কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি কেন্দ্র সংক্রান্ত ব্যাপার ব্যতীত প্রত্যেক বিষয়েই প্রাদেশিক সরকারের মুখাপেক্ষী থাকে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতের ভাগ্য-বিধাতা থাকিলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে। হত্রাং federal সরকারের দোবগুলি ভারত-শাসনের মধ্যে সংরক্ষিত থাকা সন্ধেও ভারত সরকার উহার গুণাবলী প্রাপ্ত হইবে না।

ভারত-শাসন সংস্থার প্রবর্ত্তিত করিবার একটা বিশেষ দিন লইয়া সাপ্ত-জয়াকারের সহিত অনেক কথা কাটা-কাটি হইয়া যাইবার পর গুজব উঠিল যে ভারত-সরকার শীঘাই ভারতবিল পালামেণ্টে পেশ ক্রাইয়া পাশ ক্রাইয়া লইবেন। পরের খবরে প্রকাশ যে উহা গুজব মাতা। বিল কবে পার্লামেণ্ট মহাসভায় হাজির করা হইবে এখন ভাহার কোন ভিরতা নাই। জাহুযারী মাসে দিলেক কমিটী যদি গঠিত না হয় ভাহা হইলে আগামী এপ্রিল মালে ভারত-শাসন-সংস্থার আইন বিলটী কথনই পার্লামেন্টে উপস্থিত করা যাইতে পারে না। এবং তাহা না করিতে পারিলে, আগামী নভেম্বর হইতে উক্ত আইন প্রচলন করিবার কোন প্রতাব করাই ঘাইতে পারে না। দেশীয় রাজভাবর্গের সহিত এখনও সমত কথাবাৰী শেষ হয় নাই। Reserve ব্যাহ স্থাপন ना कवित्न भागन-मःकात श्रीमान कत्रा इटेर्ट ना। এইরাপ চিস্তাও জনয়ে স্থান দিতে পারা যায় না।

মহাত্মাল মুক্তির জোর গুজর প্রায়ই গুনা যায়।
মহাত্মালীরে মৃক্তির জোর গুজর প্রায়ই গুনা যায়।
মহাত্মালীকে নাকি ১লা জাহুয়ারী মৃক্তি প্রদান করার
কথা ছিল। ভাবিলাম হয়ত বা হইতে পারে। কিছু পরে
গুনা গেল ও দেখিলাম একেবারেই চিত্তি হীন।
মহাত্মালীকৈ ও তাঁহার সহক্রীগণকে মৃত্তি-প্রদান
করিলে, তাঁহাদের স্বাধীন মতবাদ অনেকটা গুনা যাইতে
পারিত। একথা সত্য যে একদল Die Hardস র্বনাই
ভাবিয়া থাকেন যে মহাত্মালীকে কর্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া
দিতে পারিলে ভাল হয় না, কেননা কংগ্রেস গুরালারা

পুর্কেকার স্থায় শাসন-দণ্ড অচল করিয়া দিবার সহলে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিলে নৃতন আইন-পরিষদ গুলিতে তাহারা যথেষ্ট ক্ষতি করিতে পারিবে। আর একদল ভাবেন যে ভারতবর্ষকে কোনরপে শাস্ত রাখিতেই হইবে, স্বতরাং নৃতন ব্যবস্থা প্রণয়নকালীন কংগ্রেসকে মত প্রকাশ করিতে অস্মতি দেওয়া খুবই যুক্তিসক্ত। এই উভয় মতের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। দেখা যাক্ভারত-সরকার কি কংকন ?

#### ইকৃনমিক কন্ফারেস:-

ক্রমশঃ দেখিতেছি ইকন্মিক কন্ফারেন্সের যুগ শাসিয়া পড়িল। অটোয়ার পর ভারতবর্ষেও একটা ইকন্মিক কন্ফারেন্স আহ্বান করিবার ভোডভোড চলিতেছে শুনা ষাইতেছে। কলিকাভায় খেঁাক বণিকগণ বেশ্বল চেম্বারের পক্ষ হইতে একটী ইকনমিক ক্রিটি গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্র হইতেছে বে কোন কোন শিল্পের এখানে উন্নতি কর। ঘাইতে পারে এবং কোন কোন পর্ণো লইয়া এখন ব্যবদা-বাণিজ্ঞা করিয়া লাভবান হওয়া ঘাইতে পারা যায়। কর্মহীন বা কর্মচাত যুবকের সংখ্যা ষেত্রপ দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে, ভাহাতে এইরূপ একটা কমিটার প্রয়োজন আছে আমরা বছবারই তাহা উল্লেখ করিয়া আলিয়াছি। চতুর্দিকেই ব্যয়ভার ষেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে ভাহাতে জন-সাধারণের আয় বৃদ্ধি না গাইলে মহা মৃদ্ধিল ভাহাতে আর সন্দেহ কি ?

#### বড় দিলের বৈউক :--

বড় দিনের সময় প্রায়ই নানা প্রকার স্ভা-সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। এ বংসরেও যতগুলি সভা-সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল, তাহার মধ্যে কলিকাতার ম্পলমান-সমিতির সাক্রাজে ডাব্ডার সক্র ও এলাহাবাদে কায়স্থ মজলিস-ই প্রধান। ম্পলমান-সমিতির ভরক হইতে স্পট্ট বলিয়া দেওয়া হইয়াছে বে ম্পলমানগণ বাংলায় শভকরা ১১ জন সদত্ত সংখ্যা লাভ করিবাদ জন্ম ইউরোপীয়গণের সহিত বিবাদ করিতে প্রভাত নহেন। পান্টা জ্বাবে হিন্দুগণও বলিয়াছেন বে তাঁহারা এলাহাবাদে ধুহীত প্রধাবঙলি ভাহা হবলে আনিক্র

লটতে বাধ্য থাকিবেন না। আমরা বলি, মিলন বধন চন্তবপর নয়, তখন এই বুধা মিলন সংঘটন করিবার জন্ম শক্তি হ্রাস করিবার প্রয়োজন কি 📍 মুসলমানগণ সিদ্ধকে এতটা স্বতম্ভ প্রেদেশ করিতে চাহিয়াছিলেন কেননা ভাষা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁহাদের প্রদেশ চিসাবে শক্তি গঠন করিতে গেলে বলবৃদ্ধি হইবে। উড়িয়াকে একটা নৃতন প্রদেশে পরিণ্ড করা হইবে শুনিয়া তাঁহারা অতি সহজ ভাবেই চমকাইয়া উঠিবেন. ইহাতে আর আশুর্ষ্য কি? অন্যদি আর একটী প্রদেশ হয় তাহা হইলে আরও ভাবিবার কণা। কিন্ত ভারতীয় রাজ নৈতিকগণ একথা কেন ব্যাতেছেন না যে প্রদেশ সংখ্যা এইরূপে বুদ্ধি করিয়া গেলে, মিল্ন পথের নৃতন নৃত্তন ব্যবধানই স্বৃষ্টি হইবে মাতা। হিন্দু মুসলমান বিবাদ ভারতে গুনাতন প্রথা। প্রদেশে প্রদেশ বৈরীভাব প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে নুতন অন্তরায় উপিছিত করা হইবে। তাহার পর জাতিগত, অর্থগত, সমাজগত বৈষম্য ত আছেই।

#### স্পু ব্যক্ষ শ্য :-

মহাত্মা গান্ধি ১লা জালুয়ারী হইতে উপবাস করিবার সম্ম পারিত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমাদের বর্ণগত বৈষম্য যে কি ভীষণ সেই বষয়ে আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমান হিন্দু-সমাজ মহু প্রণীত অফুশাসনগুলি দারা শাসিত হইতেছে। মহুসংহিতা নামক যে ধর্ম-সংহিতা এখন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, উহা অবিকৃত মহুসংহিতানহে. কেননা উক্ত সংহিতায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, সংহিতায় স্ত্রেগুলি মহু প্রোক্তম, অর্থাৎ ম্য কর্ম্বক প্রণীত বটে কিন্তু তাঁহার শিষ্য-বিশেষ কর্ম্বক সংগঠিত। স্থতরাং মহু সংহিতার স্ত্রেঞ্চল যে যুগে প্রণয়ন করা হইয়াছিল, তাহার পরবর্তীযুগে উহাকে যুগ ধর্মের অভ্যায়ী করিবার জন্ম শিষা প্রবরকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হটমাছে। মমুসংহিতার চতুর্বরে কথা উলিখিত হইলেও নানা **প্রকার বর্ণশহর জাতির কথাও বলা** হইয়াছে। সমাজ কোন প্রকারে জাতিকে চালাইতে দিতে श्रिक काहारक की वनशायान के कर विकेश रामा निर्देश कतिशा पिएछ दर, अहे जब्रहे महर्ग्यहेखात नकन क्षकात

বর্ণ শহর জাতিরই কোন-না-কোন প্রকার পেশার কথা উলেধ করা হইয়াছে। চতাল, কিরাত ইত্যাদি বশিষ্ক জাতি। নানাপ্রকার যৌন-মিলনের ফলে ভাষাদ্বের উদ্ভব হয়। যৌন-মিলনের নানা একার প্রাঠিক করা থাবিলেও, মুফু বর্ত্তক নির্দিষ্ট বিবাহ বিধিত্তির প্রতি লকা রাখিলে ইহাই মনে হয় যে তখন মর-মারীর আবর্গত বেমাতা বিধি ছিল। এই আবর্গতে সামাজিক ভাবে অবল্মন করিবার হয়ট মছ বিবাচ বিধির লানা প্রকার আইন রচনা করিয়াছেন। এখন যে সমন্ত ভাতি আপনাদিগকে উচ্চ বংশ সম্ভূত বলিয়া অংকার করেন. তাঁহারা অনেকেই এই মফু প্রবৃত্তিত আইন বলেই অভি-জাতা গোরৰ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চঞাল যদি শুদ্র ভর্তা কর্ত্তক আহ্মণ পত্নীর গর্ভজাত সন্তান হয়, তবে চঙাল সমাজে এত হেয় হইবে কেন ? ইহা ষেন অনেকটা বর্ত্তমান ইউরে।পীয়দের অবলম্বিত প্রথা। শ্বেতাশ-গ্রণ যাতাতে এশিয়া ও ইউরোপের অধিবাসিগ্র মিলিজ না হটতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর্থ্যগণ প্রাবর্ত্তিত উক্ত বিধিও কি ঠিক ভাহার অফুরপ নয়, এ্যাংকো ইভিয়ানগণকে ইউবোপীয়গণ ঘুণা করেন। ইউরোপীয় মহিলা ভারতীয় স্বামী গ্রহণ করিলে জাতিচাতা হন। চণ্ডালকে হীনজাত বলিয়া ঘোষণা করায় আর্য্য-জাতির সেই মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে নানা প্রকার বৈষ্মার তেউ উঠিয়াছে। हिम्मु मिर्श्वत এই বর্ণগত বৈষম্য দুর করিবার সময় আশিয়া পড়িয়াছে। হিল্লাতিবুল যদি শান্ত্রীয় চতুর্বর্ণে ফিরিয়া ঘাইতে পারে ভাহারই ব্যবস্থা করা একাস্ক প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতেছে। ভাক্তারা কনফারেস:-

ভাক্তারী কন্দারেলে ভাক্তারণ ৰণিয়াছেন যে পারা ভারতে প্রায় চুই লক্ষ চিকিৎসকের প্রয়োজন, বর্তমান যে সমন্ত শিক্ষাকের আছে সেইগুলির সাহাব্যে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যক চিকিৎসক সংগ্রহ করিতে বহু বৎসর সাপেক। প্রাদেশিক সরকারগুলি অর্থাভাবে বিশেষ পঙ্গু, স্থতরাং তাঁহারা স্বায়াণ বিভাগের উরতি করে বে অর্থায় করিতেছেন, তাহার অধিক অর্থ হৈ ব্যয় করিতে পারিবেন ভাহাও বোধ হর না। স্লাকেই তাহারা ব্যেন বে আমানিগ্রেক স্ক্রপ্রেক্ত

হইয়া নানা প্রকার দল গঠন করিয়া লোক শিক্ষায় নিযুক্ত हरेए हरे दि । कथाणीत मास्य शास्त्र छेनात्रका आहि তাহা আমরা অবশ্রই মুক্তকঠে স্বীকার করিব। কিন্ত কার্যাতঃ তাঁহারা যে কিছুই করিবেন না ইহাও গ্রুব সভা। আমরা তাঁহাদিগকে উচ্চ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া একট নীচু সম্বল্পক জাপটাইয়া ধরিতে বলি। অনেক সময়েই দেখা ৰায় বে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অভাস্থ নিৰ্দ্যভাবে তাঁহাদের ফী বাড়াইয়া চলেন। প্সার বৃদ্ধির সহিত ফী ডাক্তার মহলে নিভা-নৈমিত্তিক বাডান এখনকার ব্যাপার। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা দেখিয়াছি যে ছইটাকা, চারিটাকা এবং আট টাকা ভিভিটই খুব বেশী। সাধারণতঃ একটাকা, ছই টাকা ও চারিটাকা ভিজিটেরই চলন ছিল। দয়াল দোম, ডাক্তার জগবন্ধু প্রভৃতির ভিজিট শেষকালে আট টাকা হুইলেও চারিটাকাই তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। এখন সেই ফলে বোল টাকা ও বত্রিশ টাকা এবং স্থলবিশেষে ৬৪ টাকা ফী লোমহর্বণ ব্যাপার নয় ? মহাসমরের অবসান ষ্টিলে স্কলেরই অর্থ অচ্চলভা উপস্থিত হয়। সেই সময় নাপিত ধোবা হইতে আরক্ষ ক্রিয়া সকলেই ভাহাদের পারিশ্রমিকের হার বুদ্ধি ক্রিয়া লয়। এই সময়েই ডাক্টারগণের ফী বোল টাকা হইতে ৰত্তিশ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। এই অর্থ-কুচ্ছতার যুগে ষধন সকলেরই আয় কমিয়া গিয়াছে, তথন ডাক্তারগুণ পূর্বকার বন্ধিত হারে ফী কেমন করিয়া এহণ করিতেছেন 🕈 একটা রিজ্পলাশান করিয়৷ তাঁহারা এই ফী-এর হারটা কি ক্ষাইতে পারেন না ?

#### কারত সম্মেলন:-

এলাহাবাদে কারত কন্ফারেজে কারত-জাতির উরতি করিবার জন্ম জনক কথা আলোচিত হইরাছে। সমগ্র ভারতে
কারত জাতি পদ মর্য্যানার আজপের নীচেই আসন গ্রহণ
করিয়া আছে। অভরাং জাতি হিসাবে কারত্বগা বে
পূব বড় ভাহার ঘোষণা করিবার কোন প্রয়োজনই নাই।
ভবে এই প্রকার অধিবেশন কাভির পকে মন্দল্যনক
বিলর্গাই মনে হয়। প্রভাবে জাতি গুলি বলি ভাহাদের
ভিন্ন ভিন্ন শাপাঙলির ভিতর বে ব্যবধান আছে ভাহা

ভগ্ন করিয়া দিরা একটি অবিভক্ত লাভিতে পরিণত করিছে পারেন—ভাঙা হইলে জাতীয়তা হিসাবে আমাদের নিশ্চ্যই লাভ হইবে।

#### মহিলা সম্মেল্ম ৪-

এবার ভারতীয় রমণীগণও গোয়ালিয়রের রাণী লক্ষী ৰাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটা সম্মেলনে মিলিভ হইয়াছিলেন। শিক্ষিতা ও উচ্চ বংশকাত রম্ণীগণ এক্তিত হুইয়া অভি পুরাতন তত্ত্তিলির অর্থাৎ বালিকা-বিবাহ, বিধ্বা-বিবাহ, পণ-প্রথার নিরোধ ইত্যাদি বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াই সভাভক করিয়াছেন। এইরূপ সংখ্যানে কোন উদেশই সাধিত হয় না। আমরা রমণীগণের নিকট হইতে মনেক প্রকার উৎসাহের জন্ম মুখাপেকী হটলা থাকি। রমণীগণই মাতা ও স্ত্রী ভাবে আমাদিগকে পালন ও শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি পদ। ফেলিয়া দিয়া, সকল প্রকার সন্ধীর্ণতা পায়ে ঠেলিয়া পুরুষের পার্দে আফিয়া দাঁড়াইতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি করিতে কত দেৱী হয়। জী-সাধীনতা ৰলিয়াযে গগনভেদী চীংকার শুনা যায়. উহার অর্থ এই যে রম্ণীগণ সর্বাপ্তর ৰাধার মধ্যে একটু শিকিত। হইতে চাহেন। ইহাই যদি ইছার সার অর্থ না হয় তাহ। হইলে Co-education এখনও কেন প্রাবর্ত্তিত হইল না। সমব্যুক্ত যুবকের পার্শে আসিয়া সমব্যকা যুবতীর একত দণ্ডায়মান হইতে এখনও কেন সংখাচ হয়। যুবক-যুবতীর মধ্যে বে ক্লুতিম ব্যবধান আছে, তাহার সামানা এখনও কেন বতু পূর্ব্বক বক্ষিত हरेंटिट । विश्वादक विवाह करिटव (क ? शूक्रव कार्छ ! त्मरे शुक्रवकां जिल्ला मा विकास कारा विकास क সংস্পর্শে না আনে তবে তাহাকে পত্নীভাবে শে প্রহণ করিবে কেন ? নারীকে শ্রদা করিতে শিক্ষা না করিলে পণ-প্রথা উঠিয়া ঘাইবে কেন? নর-ও নারী শিক্ষিত हरेला एवं मध्यात्रहीन ७ **উ**लात्रिहास हरेत बहेन्न थाना করা বাতৃশতা মাত্র। পরস্পর যদি পরস্পরের সাহচর্য্যে না আসে ভবে পরস্পার প্রস্পারের সভিত যিলিত হাইবার क्र अक्टबर ठाम अक्टबर क्रियन दक्त है

# গড্রেজ লৌহ সিন্ধুক

## সকলেই জানেন এই লেহি সিন্ধুকগুলির আগাগেড়া স্বদেশী

অতি প্রচণ্ড অগ্নির আক্রমণ হইতে, অতি স্বচ্চুর লোহার-সিন্ধুক-ভাঙ্গা চোরের অধ্যবসায়শীঙ্গ আক্রমণ হইতে, পঞ্চাশ ফিট উচ্চ হইতে কঠিন পাথর বাঁধানে। ফুটপাতের উপর পতন হইতে সিন্ধুকণ্ডালি জয়লাভ করিয়া বাহির হইয়াছে।

## আম:দের সিন্ধুক গবর্গনেন্টের কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেন্টের ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনীয়াররা সমত্র পরীক্ষার পর তাঁহাদের মনোনয়নের চিহ্ন স্বরূপ পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট, রেলওয়ে এবং অন্য সকল ডিপার্টমেন্টে গডরেজ অগ্নিও চোর প্রতিরোধক সিন্ধুক সরবরাহের চুক্তি করিয়াছেন।

### গডরেজ এণ্ড বয়েস স্যান্ত্রফ্যাকচারিং কোং শিমিটেড

টাকশাল, পেপার কারেন্সা অফিস গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি প্রেস, নাসিক রোড এবং সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কার্স দের লৌহ সিন্ধুক প্রস্তুতকারক।

## ্ৰেন—১৪·৭ ধনিকাগ।

হেড অফিস ও কারথানা—
লালবাগ, প্যারেল, বোমাই

भाषा— मिझी, माजान।

#### সমাতন কি ৪

সনাতন কথাটার একটা স্বাকর্ষণ স্বাছে। সাধারণত: আমাদিগকে বুঝান হয় যে যাহা সনাতন তাহাই সতা। ষাহা চিরকাল সত্য তাহাই সনাতন। এই জন্মই আমরা আমাদের ধর্মকে স্নাত্ন ধর্ম আখা। প্রদান কবিয়া গর্ক অত্নত্ত করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে স্নাতন বা চির সত্য বলিয়া কোন কিছুই থাকিতে পারে না। পরিবর্ত্তনশীল জগতে এক যুগের সত্য অন্ত যুগে রূপান্তর আকার ধারণ করিভেছে। এইজল্ল স্নাত্নী জাতিবৃন্দ সনাতন মতাবলম্বী হইলে তাহাদের পতন অনিবার্য্য হইয়া থাকে। হিন্দুগণ যথন উন্নতির উচ্চতম সোপানে আবোহণ করিয়া নানা সংহিতার শ্লোকের রচনা করিয়া তাহাদের বুহদায়তন সমাজকে চলিবার শক্তিহীন সনাতন সমাজে পরিবর্ত্তিত করেন তথন হইতে তাঁহাদের প্রুন স্ত্রপাত হয়। প্রথম পাণিপথ মুদ্ধে বাবর কামান লইখা আসিলে, অসিধারী ইবাহীম বছ সৈনিকের প্রভ হইরাও বাবরের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। সেই কারণেই কয়েক শতান্দীর পর ক্লাইভ ও ডপ্লেভারতে ইউরোপের নতন অল্ল আনয়ন করিয়া চির স্থবির ভারতকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

#### আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী ৪

১৯৩০ সালে আমেরিকার চিকাগো নগরে এক আন্তর্জীয় পিল সংগ্রহ করিবার জন্ম ও ভারতের পক্ষ হইতে তথায় একটা বিভাগ থুলিবার জন্ম আমেরিক। হইতে ভাকোর ভারনন্ ও মিষ্টার জে, জে, সিং আদিয়াছেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্মে ভারতের বিভিন্নস্থানে পুরিয়া বেড়াইতেছেন।

#### ব্রহ্ম ও ভারত:-

বর্মা বেশ স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছে যে, তাহারা ভারতবর্ধের সহিত সম্বন্ধ বিভিন্ন করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। ব্রহ্মদেশকে পৃথক করিয়া দিবার জক্ষু যে সমস্ত রাজনৈতিকগণ বিশেষ গবেষণায় বাস্ত, তাহাদের স্মরণ রাধা উচিত ধে বাংলা দেশের সহিত ব্রহ্মদেশের বছদিন হইতেই ক্ষি নিকট সম্বন্ধ। ইংরাজরাজ যে ব্রহ্মদেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন ভাহার প্রধান কারণই ছিল বঙ্গদেশকে ব্রহ্মরাজের হস্ত হইতে রক্ষা।—
বছ প্রাচীনকালে সমগ্র ব্রহ্মানশ ভারতবর্ষ হইতেই তাহার নৈতিক ও সামাজিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। জলপথে বঙ্গদেশ ব্রহ্মদেশের সহিত বাবসা বাণিজ্য চালাইত। এই অবিচ্ছেগ্য বন্ধন ইংরাজ অধিকারের সহিত দৃঢ় হয় মাত্র। কয়েকজন স্বার্থাদেয়ী ব্যবসায়ীর স্থবিধার জন্ম ব্রহ্মানশ স্বত্ত্ম প্রদেশে পরিণ্ড করিতে চাহিলে তথাকার জনস্বাধারণ যে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিবে না ইহাত স্বাভাবিক।

#### ফ্যাসিসিজম:-

জাপানে ফ্যাসিসিজাম চলিতে পারে কিনা সেই সম্ব:দ্ধ অনেক গবেষণা চলিতেছে। ১৮৬৪ খুষ্টান্দে জাপান যথন ইউরোপকে আদর্শ করিয়া বর্মমান-জীবন বরণ করিয়া লইতে দৃঢ় সহল করে তথনকার অভিজাত সাম্রিয়াপণ জাপানকে উন্নতির পথে আগাইয়া দিবার জন্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আমেরিকান একখানি গণ্বোট (Gun boat) জাপানের সমুদ্রের মধ্যে চ্কিয়া কামান দাগিয়া ঘুমস্ত জাপানকে যথন জানাইয়া দেয় যে সে বছ শতাকীর পিছনে পড়িয়া আছে তথন স্ত হুপ্তোখিত জাপান চকু মুছিতে মুছিতে পাশ্চাতা ভাবাপর হইতে চাহে। সামুরিয়াগণ জাপানের নেতা হইয়া অতি অল সময়ের মধ্যেই জাপানকে শক্তিশালী পরিণত করেন। <u> শামাজ্যে</u> তাহার পর কলকারধানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার সহিত জাপানে একদল ধনিক সম্প্রদার আসিয়া দেখা দেয়। এই ধনিক সম্প্রনায় সামুরিয়াগণের সাহায্যে বিশাল শিল্প-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া প্রভূত বিত্ত অর্জন করিয়া মহাবলশালী इहेटल সামুরিয়াগণকে কর্মকেত হইতে হটাইয়া দিতে থাকেন। জাপানের জনসাধারণ সামু-রিয়াগণ ও ধনিক কর্ত্তক পরিচালিত হইয়া আত্মেৎসর্গের জন্ম সর্বাদাই প্রস্তুত থাকিত। জাপানের অভিকাত ও ধনিক সম্প্রদায়ও যাহাতে দেশের মধ্য অন্ন-সমস্তা না घटि ভाशात कछ खानेशन (bg: क्तिएडम। गंड महा-युरक्षत शत इहेर्फ नम्ख दनरम मन-नमधा मिक कीमन

# প্রত্যেকটিই প্রয়োজনীয়

ও প্রিয় প্রসাধন সামগ্রী!!

#### কামিনিয়া তৈল Regd.

ভারতীয় উপকরণে প্রস্তুত, বর্ণনাতীত গুণসম্পন্ন মহাস্থ্যন্ধি কেশ তৈল। "কামিনিয়া" ব্যবহার করিলে রুক্ষ অনমনীয় কেশরাশিও কোমল কুঞ্চিত হইবে। মূল্য প্রতি বোতল ১ . . . ৩ বোতল ২॥৫/১



#### সাবানের বাজারে যুগান্তকারী সাবান।

কামিনিয়া হোয়াইট রোজ সাবান মূল্য—৬৵৽ বাক্স।

দিলবাহার সাবান মুলা—পঠ বাকা। চন্দন সাবান

#### ( Sandal Soap )

ম্না—দেও বাজ।
ল্যাতেণ্ডার সাবান
ম্লা—>্ বাজ্ঞ প্রত্যেকধানিই কোমন স্নিগ্ধ স্বান্ধ্য ৪ অতুলনীয়।



#### অটো দিলবাহার (Regd.)

ভারতীয় রুচি ও তৃথির অহুকুল মনোরন গন্ধ

ভ্ৰেসেস 1

দিকি আউন্স শিশি ১৷০ ১ ড্ৰাম.........

#### কামিনিয়া স্লো

আদর্শ মুখে মাথিবার ক্রীম্

অহুপম প্রসাধন সামগ্রী বাবহারে তকের কোমলতা বর্ণশ্রী ও থৌন্দধ্য বর্জন করে। মূল্য----------

সর্ব্বক্রই পাওয়া যায় কারণ ইহা সকলেরই প্রিয়। Address press, where includentary is an experience of the control of the control

গ্রাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাগ এণ্ড কেমিকেল কোং পোঃ বন্ধ ২০৮২ বোম্বাই ২ ত ৭২, ক্যানিং ক্লীট, কলিকাতা। ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিরাছে। কারেই শ্রমিক সম্প্রদায়
তাহাদের শির উত্তোলন করিতেছে। তাহারাও অঞাল
দেশের শ্রমিকগণের লায় রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক
হইয়া আপনাদের আর্থিক উর্গতে করিতে চাহে। এই
শ্রমিক দলের সংখ্যা সম্প্রতি জাপনে খুবই ক্ষ।
ত্রাচ এই দল যে ছবিল্লতে না প্রকা হইবে এমন
সভাবনা কোথায়? এই জল্লই তথাকার রজনৈতিকগণ
ভাবিতেহেন যে, এমন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি
তথাকার রাজনৈতিক জগতে আহিত্তি হইয়া শ্রমিক
ও ধনিক সম্প্রদারের মধ্যে স্থ্য স্থাপন করিয়া ন্তন
একটা দল স্বলন করিতে পারেন তাহা ইইলেই জাপানে
ক্যাসিসিজ্য স্থাই ইইতে পারে। জাপানের রাজনৈতিকগণ
এই ব্যবহা করিবার জল্লই সম্প্রতি ব্যেগ।

শিমর' সম্পাদক জ্ঞানেক্রমোহন গাস মহাশার পরিণত বাবেল পরলোকের যাত্রী হইগাছেন। ইনি হাইকোটের প্রাকিষ উকিল ৮ শ্রীনাথ দাস মহাশারের পুত্র ছিলেন এবং নিজেও বিশ্ব-বিজ্ঞালতের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পিতার বিস্ত ও শিক্ষা যথেষ্ট পাইলেও আজীবন ইহাকে জীবন-সংগ্রামেই কাটাইতে হইয়াছে। 'সময়' সাপ্তাহিকের জন্ত ইনি যথেষ্ট শ্রম করিতেন—ইনি অতি অমায়িক মাহার ছিলেন। আখরা ভগবানের কাছে ইহার আগ্রার কল্যাণ কামনা করি।

শাল্য কোকে কাল্যিক কোনা কাল্য কাল্

উচ্চাচের। অতি অমায়িক লোক ছিলেন। ভগবান ইংার আত্মার মঙ্গল করুন।

#### চিত্র নাট্যে বামন:-

টালিগঞ্জে নিউ পিংছটারস্ কোম্পানীর যে ছুডিও
আছে সেখানে একটা মারহটি বামন আসিয়ছে। এই
বামনটা নাকি এক হাতের অধিক উচ্চ নহে। তাহার
সমগ্র শরীরের অল প্রভালগুলি এই উচ্চতার অফ্পাতে
সংগঠিত। এই মারহাটী বামনের বয়স বর্তমানে ২৮
বংশর। ইনি ছয়্টী ভাষায় বিশেষ বৃংশয়। ইংরাজী
ভাষায় বক্তা পয়য় দিতে পারেন। নিউ খিয়েটার
কোম্পানী এই বামনকে লইয়। একটা হাস্ককর নাটক
রচনা করিবেন বলিয়া সঙ্কয় কহিয়ছেন।

#### সত্র ভের আদেশ:-

মহামাঞ্চ সম্রাট সম্প্রতি অমুক্তা প্রদান করিয়াছেন যে তাঁহার দেহরকা দৈনিকগণকে গোঁফ র পিতে হইবে। এই সংবাদে নাকি ফ্রান্স বিশেষ উৎফুল হইরাছেন। তাঁহারা বলিতেছেন তাহা হইলে যুবরাজকেও এই আদেশ মাঞ্চ কিতিত বাধ্য করা উচিত। কিন্তু ত্বংপের বিষয় এই যে যুবরাজ দেহরকা দৈশুদশ ভ্বক নহেন।

#### নারীর পোষাক ৪-

ইউরোপের আয় চীন দেশেও নারী মহলে Short skirtএর ভীষণ প্রচলন হওয়ায় তথাক র কতৃপিক বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রতি এক আইন পাশ করিতেছেন তাহাতে মহিলাদের পোষাক কতটা পর্যান্ত অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবে তাহা নির্দেশ করিয়া দিবে।

Radio ক্রমশঃই দেখিতেছি বিশ্ববাদী হইয়া চলিল। স্প্রান্ত Empire Radio খোলা ইইয়াছে। গ্রানটইট নগরী ইইতে এই Radio মারফং ইংলপ্তের অনেক কথা জানিতে পারা বাংবে।

#### দ্ৰেব্য বিনিময় যুগ:-

দেখিতে দেখিতে ক্রমশং দক্ষিণ আফ্রিকাও স্বর্ণমান তাাগ করিতে বাধা হটল। স্বর্ণ যুগের আসাম বটিলে আন্নেকেই সন্দেহ করিতেছেন বে পৃথিবীর জাতিবৃদ্ধ আবার দ্রবা-বিনিময় যুগে ফিরিয়া বাইতে পারে। আমরা বলি পেই ভাল, তাহা হইলে আওজাতিক বাবসায়ে জাতিতে, আতিতে বে মন্দের অভিনয় তাহা বছ হইয়া বাইবে।



আশাপথ

লক্ষীবিলাস ছেস, লিঃ কলিকাভা।



#### সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৬ষ্ঠ বর্ষ

का**खन**-১৩৩৯

১১শ সংখ্যা

#### শিক্ষার হাহাকার

বাংলায় শিকার স্রোত খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ছই তিন. ধুগ পূর্বে শিকার প্রসার খুব আনন্দের কথা পাকিলেও এখন আর ভাহা নাই—কারণ শিকার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের দারিদ্রা বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় এমন সময় ছিল যখন স্বন্ধ সংখ্যক শিক্ষিত দেশের লোকের দর্শনীয় বস্তু ছিল। শিক্ষিত হইলেই তখন লোকে বেশী মাহিনার উচ্চ কাজ কর্ম্ম নানা বিভাগে পাইত। এখন শিক্ষিত হইয়াও লোকে কাজ কর্ম না পাইয়া কর্ম সন্ধানে যতা—তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। ভাহাদের কেহ আরহত্যা করিতেছে—কহ অবাধ্বনীয় নানা কার্যে প্ররোচিত হইতেছে। তাহাদের জীবন আশা আনক্ষহীন অবসাদপক্ষ ইইয়া যাইতেছে।

সাধারণ প্রচলিত শিক্ষা পছতির উপর লোকের আর তেমন আছা নাই—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্ট এবং দেশের মনন্দীরাও অনেকেই বলিভেছেন সাধারণ শিক্ষার মোহ হইতে যুবক্দের মুক্ত হইতে হইবে, নতুবা দেশের মঙ্গল নাই---ক্রমশই অলাভাব আর হাহাকার বাড়িয়াই চলিবে।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ফলে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় লোকের ফাঞ্চ হইলেও সাধারণভাবে এ শিক্ষা কেরাণীকুলেরই ফাঞ্চ করিয়াছে। নানাবিভাগে কেরাণী যতটা লওয়া চলিতে পারে তাহা লওয়াও হইতেছে—কিন্তু কেরাণী লওয়ার একটা সীমা আছে—অথচ শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে—ক্ষতরাং শিক্ষিতদের পোষণ চলিবে কোপা হইতে।

সাধারণ শিক্ষা বগন ব্যবহারিক জীবনে একান্ত নিক্ষণ হইয়া চলিয়াছে তথন 'টে সনিক্যান এডুকেশন' বা কার্য্যকরী শিক্ষা বেণীভাবে চালাইবার কথা উঠিয়াছে। যদি তাহা কোন দিন সম্ভব হয় তাহা হইলেই বে দেশব্যাপী শিক্ষিতের অন্ধ-সমস্তা মিটিয়া বাইবে তাহাশ তো মনে হয় না। কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাহারা সকলেই যদি সেইদিকেই চাকুরী খোঁজেন তবে তাহাই বা পাওয়া সম্ভব হইবে কোথা হইতে?

আমাদের যুবকদের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইতে চ্টুলে

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে তাহাদের ব্যবসায়ীর মনোরুন্তি আসিয়াছে কিনা। মূলে ব্যবসায়ীর মনোরুন্তি না জাসিলে :ব্যবসায় শিক্ষা পাইয়াও চাকুরীর আরাম পাইবার জন্তই তাহারা লালায়িত হইবে। ব্যবসায়ের শিক্ষার প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু তাহার জন্ত সকলকেই যে কার্যকরী স্থল কলেছে যাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। মাড়বাড়ী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা এবং ভারতেরই জন্তান্ত ব্যবসায়ী জাতিদের ছেলে-পিলে কয় জন কোন কার্যকরী কলেজেই বা লেখাপড়া শিধিয়াছে ? প্রথম এবং প্রধান কথা—তাহাদের ব্যবসায়ী মনোরুন্তি আছে এবং ছেলেবেলা হইতে হাতে কলমে তাহারা সেইভাবেই শিক্ষা পাইতেছে।

সামান্ত সাধারণ শিক্ষা ভাল—কিন্তু অনুন্তুগতি হইয়।
সেই পথেই জীবন-যৌবন ঢালিয়া দিলে তাহাতে শুধু পদে
পদে ব্যর্থতা ও হাহাকারই আসিবে—এ শিক্ষা বার বার
তীব্রভাবে পাইয়াও এখনো আর কিছু করিবার নাই
বলিয়াই দেশের ছেলেপিলেরা দলে দলে শিক্ষা-মন্দিরে
উদ্দেশ্যহীন ভাবে প্রেরিত হইতেছে। এ মনোবৃত্তি
ছাড়িয়া দিয়া অভিভাবকদের ও ছেলেদের এখন স্থনিদিষ্ট
উদ্দেশ্য লইয়া চলিতে হইবে। শিক্ষা-পথে ছেলেদের

চালাইয়া দেওয়া মাত্রই অভিভাবকের একমাত্র কর্ত্তব্য বে নহে ইহা তাহাদের ব্ঝিতে হইবে।

ছেলেদেরও উচিত যে এখন তাহারা যতশীন্ত্র সন্তব বিশ্ববিত্যালয়ের মোহপাশ এড়াইয়া জীবনে অর্থকরী ও কার্য্যকরী কোন ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করুন। এ পথে প্রথমে ব্যর্থতা, নৈরাগু আসিতে পারে। সতর্ক ভাবে চলিয়াও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনৃষ্টে থাকিতে পারে—কিন্তু এ পথ পরিণামে মঙ্গলজনকই হইবে। মনে রাখিতে হইবে ব্যবসায়ী জাতিরাই আজ জগতে উথান পথে চলিয়াছে—তাহারাই স্থ্য শান্তি, সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার আরাম উপভোগ করিয়া বিখের অভাগ্র

বাংলারই নানা ব্যবসা বাণিজ্যে অকাঙ্গালীরা প্রচুর
অর্থ অর্জন করিতেছে অথচ বাঙ্গালীরাই চাকুরীর জন্ত
তাহাদের ঘারে ঘারে ঘূরিতেছে ও অরাভাবে নিজের ও
পরিবারবর্গের ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া হাহাকার করিয়া
বেড়াইতেছে, ইহা শিকার অপমান, শিক্ষিতের অপমান—
শিক্ষার মর্মন্তদ হাহাকার।—বাঙ্গালীর অবিলম্বে তাহা
বুঝিয়া কর্মে প্রন্তত্ত হইতে হইবে।



শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আধুনিক কয়েকটা গল্প পড়িয়া অল্লার চিত্তে যে-কন্নটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটির উল্লেখ বিশেষ-ভাবে করিতে চাই। কারণ, সে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের আজিকার কাহিনীর সম্পর্ক কিছু ঘনিষ্ঠ।

নে-পরিবর্ত্তন,—বন্ডীর উপর তার তীব্র বিদ্বেয় !

এ কয়টি গল্প পিড়বার পূর্ব্বে বন্তীর সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল,—বন্তীর লোক বড় গরীব, তারা খাটিতে মঙ্গবৃত, এই দারিক্তা-অভাবের মধ্যে সারাদিনের পরিশ্রমের পর তাদের যা-কিছু আরাম, তা ঐ জীর্ণ গৃহে, পত্নীর প্রেমে, দাতে, পরিচর্ব্যায় ছেলেমেয়েদের হাদি-থেলায়! বেচারী বন্তীর অধিবাদী! তারা আমাদের দরদের পাত্র, স্লেহের কাঙাল। কিন্তু এই সব গল্প পড়িয়া...

সেই কথাই বলি।

বন্তীর নামে অনেকে শিহরিয়া ওঠেন – তাঁরা শুচিবায়ু-এন্ত! বন্তী নোংরা, বন্তীতে আবর্জনা, বন্তীর লোক-জন পরিচ্ছন্নতার ধার ধারে না, নানা রোগের ব্যাদিলিতে বন্তীর আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ— এমনি তাঁদের বিখাদ।

অরদা দেরপ শুচিবায়ু এন্ত নয়—দে হইরাছে ক্রচিবায়ু-এন্ত। তার ধারণা, বন্তীগুলা যত ত্র্নীতির ধনি! বন্তীর পুরুষ মদ ধায়, বেলেরাগিরি করিয়া বেড়ায়; বন্তীর নারী প্রেমের নিপাদায় সারাক্ষণ অধীর—এবং দে-পিপাদা মিটাইতে চায় আশ-পাশের মেশের তরুণ চিন্ত-পেরালার প্রীতি পান করিয়া! তাই দে যথাসম্ভব বন্তীর ধ্যাচ, বাঁচাইয়া চলিতে ক্লক্ষ করিয়াছে!

তার এ ধারণ। ভূল-পাচজন বন্ধ বহু তর্কে, বিবিধ যুক্তিতে এ-ভূল ভালিবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু অন্নদা কোনো যুক্তি মানিবে না, পণ করিয়াছে!

সেদিন সে খিরেটার দেখিতে গিরাছিল। বড়দিনের বাজার। জাইগাটিক থিরেটারে নৃত্য নাটকের অভিনয়।
ব্যাহাড়িবে না,—একা কাহাকেও স্কী পাইবে না!
অগত্যা হলে পড়িয়া তাকৈ খিরেটারে ভিড়িতে হুইল।

ন্তন নাটকের নাম, "বুকের মণি"। নাম ওনিয়া বুঝিবার উপায় নাই, কার বুকে কি মণি দীপ্তরাকে ফুটিয়া দেখা দিবে! অভিনয় দেখিয়া রাগে অনদার আপাদ-মন্তক জলিয়া উঠিল। পিয়েটাবেও বস্তীর ছোঁয়াচ লাগিয়াছে! যেখানে রাম, সীতা, সতী সাবিত্রী, জীঠৈতক্স, বিৰম্পল, জয়দেব, রামপ্রসাদের ভাক্তম্যেত বার-ঝর ধারে প্রবাহিত হইত, সেধানেও আজ বস্তীর আবর্জনা! পুরুষের সেই মন্ততা, নারীর সেই অবৈধ প্রণয-লীলা! এক মাতাল ঘরামির তক্ষণী পত্নী লাজনা-পীড়নের তলে নিম্পেষিতা হইয়াও প্রেমের 'লাগি পাগলিনী'! পড়িয়া পড়িয়া স্থামীর লাথি ধায়, আর পাড়ার এম-এ পাশ তক্ষণ প্রয়মির লাথি ধায়, আর পাড়ার এম-এ পাশ তক্ষণ প্রয়মির লাথি বায়, আর পাড়ার এম-এ পাশ তক্ষণ প্রয়মির লাথি বায়, আর পাণে গোপনে আসিয়া দাড়ায়, বুকে তার মণির জৌলুস!

থিষেটার ভাঙ্গিলে বন্ধুরা পাণ-বিছি-সিগারেট উড়াইয়া গৃহে ফিরিভেছিল। অভিনয়ের নানা কথায় সকলে মশ্ওল! নায়িকা মৃঙ্লীর ভূমিকায় মিদ্ পারণবালার অভিনয়—ওঃ, তার তুলনা নাই! মার হিমাংত ? Simply superb! মাতাল গোবরা...আঃ, গণেশ চাট্যোর এমন টাইপ-চরিত্র-স্টির কুশলত।—এমন make-up —বাঙলা রক্মঞ্চের গোরব! এ-গোরব-রশ্মি অচিরে পশ্চিম গগন স্পাশি করিবে, ভূল নাই! এমনি কলরব! অল্লা একলরবে থোগ দেয় নাই—গুমু ইইয়া পণে চলিয়াছিল;

বন্ধুরা একে-একে বিদায় লইল। অরদা একা! পাকে সে বাছড় বাগানের ও-দিক। ঝামাপুক্রের মধ্য দিয়া গেলে 'সট-কাট্' হয়। কিস্কে পথের ত্থারে বস্তী—মন্ত ৰস্তী! অরদা বারেক ধমকিয়া দাড়াইল। তার পর মনে হইল, নিশুভি রাত—বস্তী এখন নীরব। ক্ষভি কি!

বন্তীর সক গলি ধরিয়া ধীরে ধীরে সে অগ্রাসর হইল।

ত্টা মোড়ের পর তুপাশে শুধু ধোলার ঘর। একটা

মৃচির লোকানে ল্যাম্প কালিয়া এক মৃচি বসিয়া চামড়া
কাটিতেছে। স্কুডার লোকানটা সম্বলা পার হইয়াছে,

এমন সময় কোথা হইতে এক নারী-মূর্ত্তি আদিয়া তার সামনে দাঁড়াইল, ডাকিল,—বাবু…

করুণ কণ্ঠ ! অন্নদার মনে হইল, স্বপ্ন ! ঘুংস্বপ্ন ! সন্থ যে নাটকের অভিনয় দেখিয়া আদিয়াছে, দে নাটকে হুবহু এই দৃষ্ঠ ! স্বামীর লাখি থাইয়া মঙলী ঠিক এমনিভাবে প্রফেদার হিমাংশুর দামনে আদিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—এমনি স্বরেই ডাকিয়া ছিল, বাবু!

পাশে গাদের বাতি জলিতেছে! ওদিককার বড় রাস্তা দিয়া একথানা ট্যাল্লি তীরবেগে ছুটিয়া গেল, তার শব্দে স্তব্ধ আকাশ কঁপিয়া উঠিল! অনুদা বুঝিল, না, স্বপ্ন নয়…মঙলীর ভূমিকায় মিদ্ পাক্ষনবালা এ নয়… জীবস্ত নারী, এক তর্কণী তার পথ আগুলিয়া দাড়াইয়াছে!

খ্ণায় অল্লার মন রী-রী করিয়া উঠিল। তার পাশ কাটাইয়া অল্লা অগ্রসর হইবে, নারী পায়ে হাত দিল, ড।কিল—বাবু…

অশ্বর বাপে আর্দ্র বর! তরুণী পা ছাড়িতে চায় না!
দায়ে পড়িয়া অরুদাকে তার পানে তাকাইতে ইইল। নারীর
চোথের দৃষ্টি তার দৃষ্টির সহিত মিলিল। আধুনিক গরের
সকল সংস্কার ঠেলিয়া এ বয়সের যত আবেগ অরুদার চিত্তে
অমনি উপলিয়া উঠিল। তরুণীর সে দৃষ্টি নিমেধের জন্য
ভাকে টলাইল। সে কহিল—কি বলচো 
প্

मात्री कहिन-वड़ विशव। आश्रीन वैकान।

অরণার বুক কাঁপিল! এ যে অবিকল সেই গল্পের মত! তবুকোতুহলও অল্লনয়!

অন্নদা কহিল-কি বিপদ?

नात्री कहिल,—आगात सामी...

আংশ্র বাজে নারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুথে আর কথা বাহির হইল না।

अन्नमा कहिन,-श्रामी कि करवरह ?

নারী উঠিয়া দাঁড়াইল—একটা নিশাস ফেলিয়া চুপ করিয়ারহিল।

অরদার মনে যত রাজ্যের গল্পের প্লট উকি দিতে
লাগিল ! এমনি ভাবেই স্বামীর বিপদের কথা পাড়িয়া
বন্ধীর ভরুণীগুলা বেচারা ভক্র বাজিদিগের দরদ জাগাইয়া
তুর্দশাগ্রস্ত করে…! সেই কে মাঠের ধারে বসিয়া

ছিল—এক তরুণী আসিয়া স্বামীর হাতে লাঞ্চনার করুন কাহিনী বর্ণনা করিয়া আশ্রয় চায়, এবং সরল বিখাদে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া দরদী ভদ্রলোক দেখে, কি গভীর ষড়-যন্ত্র! বহু অর্থ সেলামি দিয়া ভবে বেচারা পরিত্রাণ পায়! এ'ও তেমনি…?

অন্নলা তরুণীর পানে চাহিল,—তরুণার চোথে অঞ্র পদ্দা! মূথে কাতরতার পাথার বহিয়া চলিয়াছে! অন্নলার বুক আবার কাঁপিল?

अन्नमा कहिल-कि विशम, वरला ?

তরুণী কহিল,—আমার স্বামী—তার ভারী নরম মন।
পাঁচজনের সঙ্গে মিশে জুয়ার নেশায় মজে চাকরি খুইয়েছিল।
অনেক কণ্ঠে সে নেশা ছাড়িয়েছিল্ম। আবার নতুন চাকরি
হয়েচে। কিন্তু সেই বদ সঙ্গীগুলো আবার এদে জুটেচে।
আজ বাড়ী থেকে দেরিয়ে আর ফেরেনি। সভ
মাহিনা পেয়েচে। খপর পেয়েচি, কোথায় আছে।

সেথানে যায়, সিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনে, এমন কেউ
নেই। আমি মেয়েমায়্ষ—য়েতে বুক কাঁপে।

অল্লদা কহিল—তা আমায় কি করতে হবে ?

ত্রুণী কা ছর-নয়নে অল্লার পানে চাহিল, কহিল—
দয়া করে তাকে যদি ধরে আনেন। নাহনে সব প্রদা
জলে দিয়ে আসবে!

অন্নদা কহিল—কোধায় দে বাড়ী ? তা ছাড়া আমি তাকে চিন্বো কি করে ?

নারী ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল, তারপর একটা নিখাদ ফেলিয়া কহিল,—দে-বাড়ী আমি চিনি।

অল্লা কহিল—বাড়ী ঘেন চিন্লুম্—তোমার স্বামীকে
চিন্বো কি করে? তার নাম জানি না, চেহারা চিনি
না।

তরুণী কি ভাবিতেছিল। যেন সে অক্ল সমূত্রে পড়িয়াছে। ক্ল দেখা যায়—কিন্তু চেউগুলা পাহাড়ের মত উচ।

একটা নিখাদ ফেলিয়া তক্ষণী কহিল—নাম হীরেলাল। নাম বল্তে নেই, জানি। কিন্তু না বলে উপায় কি!

অন্নর মমতা হইল—তরুণীর কথায়, ভলীতে সতাই সারল্য আছে! রচা গল্পের নাহিকাদের মত প্রগল্ভতা এর কোথাও নাই—বেশ শাস্ত, সলক্ষ শ্রী! অরণা ভাবিল, এাডভেঞ্গর! জীবনে এমন ঘটনা ঘটিবে, সে কথনো কল্পনা করে নাই! একাস্তে সহসা ঘদি এমন স্থাগ—মন্দ কি!

অন্নৰ্গা কহিল—বেশ, বাড়ী দেখিয়ে দাও।
তক্ষণী কহিল—আহ্বন। বলিয়া সে অগ্ৰসর হইল।
তার গতিতে উৎসাহের চাঞ্চল্য—কঠে আশার হুর!
অন্নদা তক্ষণীর পিছনে চলিল।

গলির পর গলি—আরো দক, আরো বাঁকা! ত্তর রাত্রি। তথু পথের ঝাঁজরিগুলায় জল পড়ার অবিরাম শব্দ। অয়দা ভাবিল, এত গলিও এই কুদ্র জায়গাটুকুর মধ্যে ছিল! ধেন সার্ভে ম্যাপ!

একটা বাঁকের মাথায় বালি-ধণা ভালা দেওয়াল— এক-খানা কোঠা বাড়ী। তক্ষণী দেই বাড়ী দেধাইয়া একটু মৃহ স্বরে কহিল—এই বাড়ী।

অন্নদা তার পানে চাহিয়া ছারের কড়ায় হাত দিল। তরণী ইলিতে নিষেধ জানাইল, কহিল—না, না, ওভাবে নয...

বিশ্বয়ে অন্নদা তরুগীর পানে চাহিল—ইহাতে আবার ভাব কি ! তার সন্দেহ হইল—পা কাঁপিল। তরুণী তবে •• । প আবার সেই গল্পের প্লট্ মাধার মধ্যে ধোঁয়ার কুওলী পাকাইয়া জাগিয়া উঠিল।

তরুণী কহিল—দলের লোক ছাড়া কাকেও ওরা ভিতরে চুক্তে দেয় না! · · যদি পুলিশ হয় · · ·

আমদার বিশ্বয় বাড়িল। এত কথা তরুণী কি করিয়া চানিল ? তবে কি তার মনে কোনো অভিসন্ধি আছে ? কোনো চক্রান্ত ?···

ভক্ষী কহিল,—আপনি বল্বেন, থেলতে এসেচেন— তবেই আপনাকে চুক্তে দেবে। তারপর আমার স্বামীর স্কান নেবেন। তাকে দেখুতে…

বর্ণনায় ভরুণী চেহারার একটু আভাস দিল, দিয়া
কহিল—ভাতে হবে না। আমিও আপনার সঙ্গে বাবো।
কি বলেন ? এরা ভারী বদ্ লোক—একা বেতে ভয়
ব্যা মেয়ে মাহুব, বদি অপুমান করে।

ष्पन्नात नश्मारत्र व्यक्त हिन ना। निरम्दात्र स्मार !

মোহ বৈ কি ! তরুলী না হইয়া এ যদি আরু চোখের দৃষ্টিতে ঐ আলোর আভাস যদি অমদা কথনো এ-রাত্রে এমন জায়গায় আসিত না ! নিমেধের মোহে এ কোন্পথে আসিয়া পড়িল ? কে জানে, তরুলীর মনে কি অভিসন্ধি আছে । শীকার ভাবিয়া তাকে ...

কিন্তু শীকারের মত তার বেশ নয়, ভূষ। নয়। চেহারা ? চেহারা লইয়া কি ইহারা ধুইয়া থাইবে !

একবার ভাবিল, চলিয়া যায় ! আবার মনে হইল, এতথানি পথ আসিয়া শেষ অবধি না দেখিয়া ফেরা—না, ঠিক ইইবে না ! মনে কৌত্হল অল্ল নয় ! আইন-প্লিশের দিন—কি আর এরা কবিবে ? বড় জোর, সদ্দে ত্'চার টাকা যা আছে, কাড়িয়া লইতে পাবে ! ক্যানিবলের দেশ নম্ব ষে তাকে কাটিয়া তার মাংস রাধিয়া থাইবে ! প্রশম্ম অভিনয় ? তার জন্ম দেশে মাহুষের এমন অভাব আজও ঘটে নাই…

তৃষ্ণী কহিল—বাড়ীওলার নাম রহিম। ডাকুন… অল্লদা কড়া নাড়িল—বহুবার।

একটা টিনের ডিপা হাতে লুঙ্গি-পরা এক জ্যান ম্সল-মান আসিয়া বার খুলিয়া দিল, কহিল—কি চাই 🕈

অন্নদা কহিল—থেলবো।

মুসলমানটা অন্নদার পানে ক্ষণেক চাহিয়া তাকে
নিরীক্ষণ করিল, পরে কহিল—হঁ, নতুন মুখ।…তা হঠাৎ
আভানা খুঁজে বার করলে কি করে বাবা ?

বস্তীর গল্প ভাগ্যে পড়া ছিল, অল্লদা কহিল—কাজের কাজী—থোঁজ রাধ্তে হয় বৈ কি ভাই।

মুদলমান কহিল—আর কথনো এদেছিলে 

—এদেচি বৈ কি ! কতবার।

—এসো।

অঞ্চা ভিতরে আসিন,—তরুণী সংক আসিতেছিল—

মুসলমান কহিল—ঔরং সংক !

মুসলমানটার ম্থে মৃত্ হাসি ! অরদা কহিল—ইা।
মুসলমান কহিল,—নাচতে গাইতে আনে ?
অঞ্চা তফণীর পানে চাহিল,—তফণীর ম্থের ভাব...!
জরদার মনে পড়িল, কোন্ মাসিক পত্তে সম্প্রতি ভয়চ্কিডা'র এক ছবি দেখিয়াছিল। হবহু ভেয়নি!

एकণী মৃহতে দে-ভাব সাম্লাইয়া লইল, কহিল,—জানি।
মুসলমান কহিল,—বহুৎ খুব ! এসো…

ছু'ভিনটা ছোট ঘর পার ইইয়া মন্ত দালান। একধানা ভালা টেবিলের ধারে পাঁচ-সাতজন লোক বসিয়া। তাদের আসর। বাজির থেলা—তবু এতটুকু কলরব নাই। কয়জনে বসিয়া যেন রাজ্যের কি সব গুঢ়-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছে। যে-মুসলমান সঙ্গে ছিল, সে কহিল,—বদে বাও বাব—বলিয়া সে ভাকিল,—ইদরিশ…

ইদ্রিশ আদিল—দেই আরব-রজনীর কাহিনীতে মেঝেয় পদাঘাত করিবামাত্র পদ্দা ঠেলিয়া ঝাজা প্রহরী যেমন চকিতে আদিয়া উদয় হইয়াছিল—এও ঠিক তেমনি!

প্রথম ম্দলমান কহিল,—বাবুকে লে'থা করিমের কামরায়। থেলবে।

ইদ্রিশ ইঙ্গিত করিল। হৃৎকম্প হইলেও অন্নদাকে ইদ্রিশের অফসরণ করিতে হইল।

একটা নিখাস ফেলিয়া অন্নলা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সেই তরুণী ? নাই! মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল,— ভাইতো, কোথায় গেল ? তবে কি ষড়? কিন্তু কিসের ষষ্ট্য

रेमित्रम कश्ति—चारमन वार्...

এ কথার পর দাঁড়োনো চলে না। বুকে ভারী পাথর বহিয়া অরদা ইদরিশের সঙ্গে চলিল।

তাস হাঞ্জির—কিন্ত খেলিবে কি? তাসের গ্রাব্ থেলা সে জানে—কিন্ত কদিনই বা খেলিয়াছে! তব্ বসিতে হইল।

বাজী চলিল। পাচ মিনিট পরে ইদরিশ হাঁকিল,— দোর্মপেয়া•••

ফুটা টাকা তথনি বাহির করিয়া দিতে হইল। সংক্ষেপ্রীরে রোমাঞ্ছ টাকাগুলা জলে ঘাইবে, সংলহ নাই! ভারপরে । হয়তো প্রহার অধু গুরু এ ফুগ্রহি কেন বে ভাকিয়া আনিল। নারীর রূপ! কিন্তু সে কামনা ভার মনের কোণেও ঠাই পার নাই!

विंछीय वांबि हिनन ।- हार्द्वत निर्क्ट (बेना हिनेबार्ट !

সহসা ওদিক হইতে নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ—বুক কাপিয়া উঠিল। থমকিয়া অন্নদা ইদরিশের পানে চাহিল। ইদরিশ লাফাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্ধর্ণাও বিদিয়া থাকিতে পারিল না। সেই নারীই…? কে জানে, ইহার মধ্যে কি রহস্ত !—সেই দালান। ধেলার আসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একজন নারী—চীৎকার করি-তেছে, আর তাকে ঘিরিয়া একরাশ লোক…

শেই নারী! হাঁ, ভূল নাই! একটা জ্বান পুরুষ নারীর কেশের রাশি টানিয়া তাকে প্রহার করিতেছে—কিল, চড়, লাথি—পুরুষগুলা অবিচল দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে! নারী-কণ্ঠে স্বর—মারো, আমায় মেরে ফেলো—কিন্তু ওটার সর্বনাশ করো না· আমি তা করতে দেবো না।

পুরুষটাও সমানে গর্জন তুলিয়াছে,—দরন একেবারে উত্থনে উঠেচে ৷ ও—ও তো পুরুষমান্থ্য···

অন্নদার চোধের সামনে থিয়েটারের ষ্টেজ্ধানা যেন কে ধরিয়া দিল—সেথানে এমনি পীড়ন সন্ত দেখিয়া আদি-যাছে—কিন্তু দে পীড়ন অভিনয়। আর…!

পুরুষের শক্তি লইয়া অন্ননা সেই ভিড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।—বে লোকটা নারীকে প্রহার করিতেছিল, তার খাড় ধরিয়া টানিয়া নারীকে তার গ্রাস হইতে মুক্ত করিল,— পুরুষটা বিশ্বয়ে হতভম ! বে-লোকগুলা তামাসা দেখিতে-ছিল, তাদের অবস্থাও তাই! অন্ননারীর হাত ধরিয়া ভাকে কহিল—চলে এসো…

নারী কহিল—আমার গেলে চল্বে না। আমার ভাই,
বিধু—ছেলেমায়্য—কিছু জানেনা। নিজে গোলায় গেছে—
বললে ভন্বে না—ভাকে নিয়ে এলেচে এই নরকে!
ভাকে—ভাকে ঐ ঘরে আটুকে রেপেচে—ছাড়চে না।

ভগ্ন খলিত খনে কোনোমতে কথাগুলা বলিয়া ভক্লী একটা ঘরের দিকে অগ্রাসর হইল। সে পুরুষটা কহিল— ধর্মদার!

নারী কহিল—মামায় মেরে কেল্লেও আমি ওকে এখানে রেখে যাবো না···

অন্নদা কহিল—কোন্ ঘরে আছে তোমার ভাই ? —ঐ—ঐ—ঐ ঘরে…

তরণীর নির্দেশমত অন্নদা অগ্রসর হইন। প্রবর্তী কহিল-এটি আবার কে ? সেই মৃসলমান—রহিম ! হাসিয়া রহিম কহিল— তোমার জরুর মাজ্য•••

লোকটা হা-হা করিয়া হাদিল। কহিল,—বটে!
আমার ওস্মান অবলিয়াই অমদার পানে চাহিয়া কহিল—
ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো চাঁদ অনাহলে মাধাটি বেখে
থেতে হবে!

যে-চেহারায় যে ভক্নী করিয়া লোকটা এ-কথা বলিল । দেখিয়া অয়দার বুক কাঁপিল। অয়দা কহিল—এসো, যা করতে পারো, করো! সে বুঝিল, এই লোকটাই নারীর খামী—হীরালাল!

হীরালাল খুষি বাগাইয়া আগাইয়া আদিল। অন্নদা তথন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে,—দে-আক্রমণ-বোধের জন্ম প্রতা সহসা হীরালাল আর্দ্রনাদ তুলিয়া পড়িয়া গেল— পিছন হইতে একধানা কাঠ বায়ুবেগে আসিয়া ভার মাধায় লাগিল। অন্নদা চাহিয়া দেখে, সেই নারী-ক্রিন্ত চকিতে এ কি বেশ। যেন উন্মাদিনী। চেয়ারের আর এক-ধানা ভালা পায়া ভার হাতে,—বিস্রপ্ত বসন, তুই চোধে আগুন জ্বলিভেছে। নারী কহিল—যে বাধা দেবে,— ভাকেই খুন ক্রবো—খুন।…

লোকগুলা চুপ্চাপ্সরিয়া পড়িল। হীরালাল তথনো পড়িয়া আছে,—হাঁটুভে চোট্লাগিয়াছে…

নারী ছুটিয়া আসিয়া ঘরের দার ঠেলিয়া ডাকিল—
বিধু বেরিয়ে আয়—শীগ্রির…

ষোল-সাভেরো বংসর বয়সের একটি ছোকরা—শীর্ণ দেহ, ভয়ে পাংশু মূর্স্তি—বাহিরে আদিল। ভার হাত ধরিয়া টানিয়া ভাকে আনিয়া অয়দার সাম্নে দাঁড় করাইয়া দিয়া নারী কহিল—একে নিন—সঙ্গে নিন্। নিয়ে চলে যান আপনি।

অল্লা অবাক্! কহিল-তুমি?

নারী কহিল—জামার জন্ম ভাববেন না বারু। পাপের ভোগ ভূগতে হবে তে। ইটিতে খুবই চোট লেগেচে। বেমন কর্ম্ম আমার কি অপরাধ। দেখি, ওকে বেমন করে হোক, নিয়ে যেতে হবে…

श्रवता वै। इंग्रिंग । कि कतिया এই नाती कि देशालय अशास्त्र वास्त्र क्लिया वाय ? नाती कहिन,—वान्, व्यती कत्रवन ना... ষ্মরণ আবার কহিল—তুমি এসো।

নারী কহিল—আমার থাবার উপায় নেই। দেখচেন না···

নারী হীরালালের পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল— হীরালাল হাঁটু ধরিয়া কাতরাইতেছে !

নারী হাতের কাঠ না ফেলিয়া হারালা:লর কাছে আসিয়া বসিল। হারালাল ঝাজালো হরে কুৎসিত গালি দিল।

নারী অরদার পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল—এখনো দাঁড়িয়ে রইলেন ! যান্, যান্—দয়া করে যান বাবু। আমার জন্ম ভাববেন না। আমার স্বামী কাছে আছে। বড়-জোর মেরে ফেলবে, অপমান করতে পারবে না ভো!...

তার স্বরে মিনভি,চোধের দৃষ্টিতে দেই কাকুতি। যে দৃষ্টির কাকুতিতে ভূলিয়া অন্নদা এথানে আসিতে বিধা করে নাই। অগত্যা বিধুকে লইয়া চলিয়া যাইতে ২য়।

নারী কহিল—পারেন, একজন পাহারওয়ালা ডেকে দেবেন। যাক, ধরেই নিয়ে যাক্—এর চেয়ে জেলও ভালো...

অন্নদ। দাঁড়।ইল না—বিধুকে লইয়া সে-স্থান ত্যাগ ক্রিল।

পথে বিধুর কাছে নানাপ্রশ্ন করিয়া বৃত্তান্ত কতক জানিল।

হীরালাল ভালো ইলেক ত্রিক মিস্ত্রা। এক সাহেবের দোকানে পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাক্রি করিত; জ্বার নেশার সে চাক্রী ঝোরার। তারপর সম্প্রতি আর এক অফিসে চাক্রি ভূটিয়াছে। এখানে মাহিনা পয়তালিশ, তা'ছাড়া উপরি-পাওনা আছে। পয়দার সলে সলে আবার সেই ভ্রার নেশা ভূতের মত তাকে পাইয়া বিসিয়াছে। এই নারী হীরালালের জ্বী, নাম কুমুদ—বিধুর ছোটদি। ছোটদির ছংখের সীমা নাই। পয়দার অভাবে মাস্থানেক পূর্ব্বে চার বছর বয়সের ছেলেটি রোগে ভূপিয়াবিনা চিকিৎসার মারা সিয়াছে। বিধু আসিয়াছিল দেশা হুইতে কলিকাতায়—খুড়ার মেয়ের বিবাহ—সেই বিবাহের অভ্য বাজার করিতে। নগদ ছুশো টাকা সলে ছিল। বাজার করিয়া দিবে বলিয়া বিধুক সলে লইয়া হীরালাল এই

আজ্ঞান্ন আনিয়া ক্ষোর করিয়া তাকে বেলান্ন বসাইয়াছে

শকাশ টাকা হারিয়াছে বলিয়া লোপাট করিয়াছে

—বাকী টাকা হীরালালের কাছে এখনো আছে!

কাহিনী শুনিয়া অল্লা দিধায় পড়িল—পাহারাওয়ালা লইয়া ঘাইবে ? না…?

বিধু কহিল—পাহারওল। ডাকুন। না'হলে টাকা-গুলো পাঁচ ভূতে লুঠে নেবে। দিদি হাজার হোক মেয়েমান্থ্য...

তাহাই হইল।—পাহ।রওয়ালা সঙ্গে অমদা ফিরিয়া দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই। কোথা হইতে আগুন জড়ো করিয়া কুমুদ বসিয়া সেই হতভাগ। স্বামীর পায়ে সেঁক দিতেছে!

পুলিশ কহিল—রহিম কোথা গেল ?

কুম্ন কহিল—কেউ নেই। পালিয়েচে।
পুলিশ কহিল—একে মেরেচে কে ? থানায় যাবে ?

কুম্ন কহিল—আমি মেরেচি। আমার স্থামী।
হীরালাল কহিল—না, না, কেউ মারেনি। পড়ে
গিয়ে পা ভেল্পে গেচে।

কুমুদ কহিল—টাকাকড়ি সঙ্গে ছিল। তারা নিয়ে সরেচে—ঐ রহিম, আর…

পুলিশ চুপ করিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল, ভারপর কহিল—দিল্লাগী পুলিশকা সাধ…আঁ।

বলিয়া রক্ত দৃষ্টিতে সকলের পানে চাহিল, চাহিয়া ভারী জুতায় খট্খট্ শব্দ তুলিয়া বিদায় লইল।

विधु छाकिल-मिनि...

কুমুদ কহিল-কি ভাই ?

—রিক্শ গাড়ী আছে—ছ'বানা। ওঁকে নিয়ে বাড়ী চলো। ডাক্তার দেখাবে।

কুম্দ করুণ চোথে বিধুর পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—
টাকাগুলো গেল ভাই !...এমন স্বামীর মুধদর্শন কর্তে
আছে ! কুম্দ নির্মাণ ফেলিল। তারপর অন্নদার পানে
চাহিল, কহিল—আপনি ভগবান !

আন্নদা কহিল—টাকাগুলো উদ্ধার হলো না তো! কুমুদ কহিল,—না!

পরের দিন অন্ধনা হীরালালকে দেখিতে আদিন।
পায়ে ব্যাত্তেক বাঁধা হীরালাল বিছানায় পড়িয়া আছে,
কুম্দ তার সেবা করিতেছে।—পা ভাকে নাই, মচকাইয়া
ব্যথা হইয়াছে। বিধুর টাকা ? তুম্দ কহিল—দে কি
সার ফেরে ?

আরে। চার-পাঁচ দিন অরদা আদিল। তার ভারী ভালো লাগিতেছিল—এই কুম্দ—বন্তীর নারী। চমৎকার। আর গল্পে উপতাদে বন্তীর এই লাঞ্ছি । নারীকে কি মূর্ত্তিতেই না ইহারা গল্পে গড়িয়া পাঁচজনকে দেখাইতে চায় !

হীরালালকে সেবছ হিত-কথা বলিল। হীরালাল নিঃশব্দে শুনিল, শুনিয়া কহিল,—আর নয় বাবু—এই কাণ মলচি!···

তারপর নানা কাজ। অন্নদার মন ছুটিয়া আদিতে চায় এই বতীর জীর্ণ গৃহে—কিন্তু অবদর আর মিলে না !…

প্রায় মাসথানেক পরে কি কাজে এদিকে আসিয়াছিল— হঠাৎ মনে পড়িল, কুমুদ! হীরালাল!

তথন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—পথে গ্যাস জ্বলিতেছে। অন্নদা আদিয়া ভাকিল,—হীরালাল আছো ?

দার পুলিয়া কুমূদ আসিয়া দেখা দিল,কহিল—আপনি! ভালো আছেন ?

--আছি।---তোমরা ?---হারালাল ?

একটা নিখাস ফেলিয়া কুম্ব কহিল —কাল মাহিনা পেয়েচে—সেই আড্ডায় গিয়ে জুটেচে। আমার বরাত, বাব্ · · এর আর নড়চড় হবে না! আপনি কি-বা করবেন!

#### শরৎচন্দ্রের সমাজ ও ধর্ম্মের আদর্শ

#### ---প্রব**ন্ধ--**-

"শাস্ত্রের বচন সত্য—কিংবা সত্য
মর্দ্রের কাহিনী
হলবের ধর্ম-ছাড়া
অন্ত ধর্ম মানিব না প্রতু!
শুক্ষ শাস্ত্রের বচন
লোকাচার সমাজ নিরম
যার চাপে নির্দোষীর বুক ভেক্ষে যায়
ভারে সত্য বলি মানিব না—"

পাষাণ প্রাচীরের মত গুরুভারে অন্তর যথন ভাঙ্গিয়া পড়ে অসীম অতলম্পর্শ হাহাকার ঘথন বুকে চাপিয়া বুদে ত্যন বিপ্লবী মনে শাল্পের বচন সভ্য কিংবা মর্ম্মের কাহিনীই সভা এ প্রশ্ন আসিয়াই দেখা দেয়। শোকার্ত লদ্যের বেদনাবিদ্ধ হাহাকারের সহিত যোগ-সম্বন্ধ স্থাপিত ংইয়াছে বলিয়াই শরংচন্দ্র সর্বত্র হদয়ের ধর্মকেই শ্রনার স্বর্ণপীঠে স্কপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐর্থ্যময়ী প্রকৃতির অনস্ত বৈচিত্ত্যের মাঝে "সমস্ত বিধিনিষেধই সকলকে এক দভিতে বাধিতে পারে না" (শ্রীকান্ত ২য়) যে রোগের বীজ্ব এক জনের পক্ষে মারাত্মক তাহাই হয়ত আর একজনকে স্পর্শ করে না, সে জন্যই বেদে বালিকার প্রণয়-মুগ্ধ মিত্র বংশীয় মৃত্যুঞ্জয়কেও তিনি শাস্ত্র বচনের দোহাই দিয়া 'ছি ছি' করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তিনি বলেন---"তত বড় ভালবাসকে অপমান করিতে পারি নীতি শান্তের পুঁথি আমি অত বেশী পড়ি নাই।" (শ্রীকান্ত २३) काटक दिनामीत भरन भरन जाजानात्नत्र माधूर्यारक अ তিনি অপমানিত করিবেন কিরুপে ? "বিশাসীকে থাঁহারা গরিহাদ করিয়াছিলেন ভাহারা সকলেই সাধ্বি গৃহিণী— অক্ষম সভীলোক তাঁর। স্বাই পাইবেন তাও আমি জানি, কিছু সেই সাপুড়ের মেয়েট যখন একটি পীড়িড শ্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল তাহার তথনকার সে বাৈরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও

শীহেমন্তকুমার চক্রবর্তী এম-এ

ইহাদের কেহ চোথে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্চম হয়ত নিতান্তই
একটা তুচ্ছ মান্ত্র্য ছিল, কিন্তু তাহার হৃদ্য জ্বয় করিয়া
দথল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয় সে সম্পদ ও একিঞিৎকর
নয়—" (বিলাসী)

অবনত মন্তকে কিংবা চকু মৃদ্রিত করিয়া আদেশ মানিয়া নেওয়ার মাঝেই চরম তুপ্তি থাকিতে পারে কিন্তু চরম সার্থকতা বা গৌরব আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না! সে জন্মই বলেন—"যা সত্য তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। ভাতে বেদই মিপ্যা হোক খার শাস্ত্রই মিপ্যা হয়ে যাক। সভ্যের চেয়ে এরা বড় নয়, সভ্যের তুলনায় এদের কোন মল্য ति । जित्तत वर्ष्य दशक, ममलाग्न दशक, स्रेनीर्च पितन সংস্থারে হোক চোথ বুজে অসভাকে সভা বলে বিশ্বাস করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নেই।" (চরিত্রহীন) স্মৃতি বা তল্পের বচন যদি মাজ্যের সভাপ্রয়োজনে প্র হইয়া থাকে তবে মাম্ববেরই সত্য প্রয়োজনে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না এ কথাকে স্বাকার করা তাঁহার পক্ষেশক্ত। তাহা ছাড়া তাঁহার মতে চরম সত্য বা পুরুষ সূত্য বুলিয়া কোন জিনিষ নাই। সূত্য শাখত সনাতন বা অপৌক্ষেয়ও নহে। মিথ্যার মতই তাহাকে गानवकां जि जरतर रुष्टि कविया চলে—ভাरात्र अन जारह, মৃত্যু আছে, তিনি বলেন—

"এই পরিবর্তনশাল জগতে সত্যোপনি বলিয়া কোন
নিত্য বস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, যুগে
বুগে কালে কালে তাহাকে মানবের প্রয়োজনে নৃতন
হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সভ্যকে বর্তমানে
স্বীকার করিতেই হইবে এ বিখাদ আস, এ ধারণা
কুসংস্কার—"

ষাহাদের মতে বাঁচিয়া থাকাই চরম সার্থকতা, কিছা থিন্দু সমাজের অবিজের প্রমাণই ভাহার শ্রেষ্ঠতা নির্দে- শক, অথবা যাহারা মনে করেন, হিন্দু-সমাজ তাহার নিতৃতি বিধি ব্যবহার জোরেই অত শতানীর অত বিপ্লবের মধ্যেও বাঁচিয়া আছে, তাহাদের তিনি ইহাই বলিতে চাহেন—"কোনমতে টিকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিইত টিকিয়া আছে। কুকিরা আছে, কোল, ভীল, সাঁওতাণরা আছে, প্রশাস্ত মহাসাগরের অনেক ছোটথাট খীপের অনেক ছোটথাট জাতিরা মাহ্য সৃষ্টির হার ইইতেই বাঁচিয়া আছে। আফরিকায় আছে, আমেরিকায় আছে তাহাদেরও এমন সকল কড়া সামাজিক আইন-কাহ্ন আছে যে শুনিলে গাঁয়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়নের হিসাবে তাহারা ইউরোপের অনেক জাতির অতিবৃদ্ধ প্রশিত্য হৈয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও প্রাতন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে ইহারা আমাদের চেয়েও সামাজিক আচার ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ এমন অভূত সংশ্য বোধ করি কাহারও মনে উঠেন।"

হিন্দুর-পৃথিবীর সেরা সনাতন, বশিষ্ট, অতি পরা-শরের বিধি নিষেধে ঘেরা-প্রাচীন সমাজ-অস্তরের সম্পদ এবং সহজ স্থনীতি স্থক্তি হারাইয়া মহুষাত্বের কোন নিম্ন-শুরে গিয়া পৌছিয়াছে তাহা তিনি খনেক স্থলে আলোচনা করিলেও বিশেষভাবে ফুপরিক্ট করিয়াছেন "পলী সমাজে" ও "বামুনের মেয়ে"তে। ইহা সমাজের ব্যক চিত্র নয়। শান্ত নির্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থার সার্কাসী করসং কিংবা আচার ব্যবহারের চুলচেরা হিসাব ধর্মের মাপকাঠি হইতে পারে না। মামুষ ষেখানে বার্থ দেখানে তার কর্ম অসন্ত্য ধর্ম প্রাণহীন, জীবন একটা নিরেট ব্যক্ত, অচলায়তন মানব মনের চিরদিনের মরণ সমাধি। বুকফাটা ক্রন্সনের হুবে পঞ্চকের যে গান সে গান ভার একার নয়। 'বসস্ত সমাগ্রে রুদ্ধকণ্ঠ কোকিলের আকুলতার মত, ছায়ায় ঘেরা কুত্বমলভার আলোক পানে দৃষ্টির মন্ত'-- ঐ গান সমস্ত বিশ্বের। স্বরপ্রকার তুর্নীতি এবং অসত্যকে আশ্রয় করিয়াও অতি পরাশরের বিধি ব্যবস্থার জোরে এবং যথাবথ নিয়ম मानिया हलाय (यथारन ममास्क्रत नीर्स जारताहन कता यात्र. মানবভার মাপকাঠিতে ভাহাকে আদর্শ মনে করা ধায় কিরূপে ? শরৎচন্দ্র বলেন—"এই আচার বিচার বা বিবর্ণ বিক্লুত শ্বদেহটাকে হতভাগ্য গ্রাম্য শ্মাৰ যে বৰাৰ্থ ধৰ্ম

মনে করিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া ভাহারই বিষাক পৃতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহার্ণশি অধঃপথেই নামিছা চলিয়াছে" (श्रमी-मभाक) चाहारत विहारत मध्यरभत श्राहाः জনীয়তা আছে দে কথা ঠিক। কিন্তু কেবল মাত্র খাওয় চোঁওয়া বাঁচাইয়াই পাপের সমস্ত অক্সায় হইতে পরিতাণ পাওয়ার মত হাস্তকর ব্যাপার আর নাই। আচারের নামে চিরাগত সংস্কার হয়ত কাহারও মনে কিচুমান চিহ্নও আঁকিয়া দেয় না, কিন্তু যাধার ছাদয় আছে, মামুষের নিকট হইতে মাত্র্যের লাগুনা ভাহাকে বেদনায় বিদ্ধ করে। অসহায়া নিরাশ্রয় তলে বিধবার, ধর্মবৃদ্ধি সম্পন্ন হিন্দু সমাজে কোথাও আশ্রয় মিলিল না; সমুদ্রজন স্পর্শ করার অপরাধে জাতিচাত, বিদেশ-প্রত্যাগত অঞ্গ তাহাকেই কোলে তুলিয়া লইল। কারণ শরংচন্দ্র বলেন-"তার জাত ভগ্বানের বরে অমর হয়ে গেছে।" (বামুনের মেয়ে) ঘরে বাইরে আগুন জলিয়া উঠিয়া অচলার জীবন যথন শ্রশান হইয়া গেল তথন তার দঞ্জ অদৃষ্টে বিন্দুমাত্র অমৃতথারি সিঞ্চনের চেষ্টা না করিয়া যে ভট্টাচার্য্য গলার পুণ্যোত্তকে দেহের পবিত্রত। সম্পাদনের জন্ম অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন তাহার ধর্মনিষ্ঠা ও ওচিতার আদর্শকে সত্য বলিয়া মানিয়া নেওয়া যায় কিরুপে ? সেজগুই সত্যা-শ্রমী বিপ্লবী মন এ প্রশ্নই করিয়া বলে "ব্রাহ্মণের এই ধর্ম কোন সভ্যকার ধন্ম হাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রভার-ণায় এক নিমিষে ধুলিসাৎ হইয়া গেল। যে ধর্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারেনা, বরঞ্ ভাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ: উভত রাথিতে হয়, সে কিসের ধর্ম ও মানব জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কোনখানে? যে ধর্ম জেহের মর্যাদা রাধিতে দিল না, নিঃসহায় আর্ত नातीरक मृज्युत मृत्थ रफनिया शहरक धकरूकू विधारनाथ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম এত বড় মেছশীল বুদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া निन त्म किरमद धर्म ? हेशांक त्य चौकांत कतिशां**र त्म** কোন সভাবন্ধ বহন করিয়াছে ? যাহা ধর্ম সে ত বর্ণের মত আঘাত সহিবার **জন্ম**ই। সেইত ভাহার শেব পরী**কা**" ( भृहमार )

বিশ্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিথিল সভ্যের সাক্ষাৎ পাইয়া যে মন সে সভ্যের অভুসরণ করে, প্রাণহীন জড শাস্ত্রীয় যক্তির বিচারে ভাহা যত বড়ই অপরাধী হউক, অচিষ্কা ব্রমাণ্ডের লোক লোকান্তরে যাঁহার অনস্ত শাসন, ভিনি তাহাতে ক্ষুত্ৰ হইবেন না ইহা স্থনিশ্চিত। যাহারা নিরাশ্রমকে আশ্রয় দেওয়া দরে থাকুক, আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে অন্তকে জাতিচ্যত এবং নির্য্যাতিত করে, অন্তরের কোমলতার দণ্ড স্বরূপ যাহারা আশ্রুদাতার মৃতদেহ সংকারকে "শাস্ত্র বিরুদ্ধ অপকর্মা" বলিয়া মনে করে এবং "জীবিত থাকিতে অশাস্ত্রীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই হইতে দিতে পারিবে না" বলিয়া অহন্ধার করে, শরৎচন্দ্র ভাহাদের অন্তরের দৈভকে কোনদিনই সম্মানের আসন দিতে পারেন নাই। তাঁহার ইক্রনাথ অপুর্ব মমতায় অপরিচিত মুতদেহের শিরশ্চ,ম্বন করে কারণ তাহার মতে "৩৯ আমগাচ জামগাচের কাঠে তৈরী ডিকিটার মত মড়ারও জাত থাকে না" (শ্রীকান্ত) এ যুক্তি হয় ত নিতান্তই সামাত্র কিন্তু ইহার মধ্যেও যে তীক্ষ সত্য অন্তনিহিত নাই তাহাজোর করিয়াবলাশকে। শরংচন্দ্র বলেন—"ইন্দ্র ঐ বয়ুদে নিজের অস্তরের মধ্যে যে সভাটির শাক্ষাৎ পাইয়াছিল অত বড় সমাজ-পতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্যান্ত ভাহার কোন ভত্তই পান নাই--"( শ্রীকান্ত ) মহাপ্রাণভার পদতলেই শরৎচক্র তাঁহার সমগ্র নাহিত্যে পূজার বেদী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার মতে মানুষের সর্ববি ঘুণের চিরস্কন আদর্শ। ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গেই তিনি বলিতেছেন-"ভগবান, টাকাকড়ি, ধনদৌলত. বিভাবুদ্ধি, ঢের ত ভোমার অফুরস্ক ভাঙার হইতে দিতেছে দেখিতেছি, কিছু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আৰু পর্যন্ত पृशिर वा कग्रण निर्ण शाहितन ? "( अकास ) जीवत বিধিব্যবন্ধার হয়ত প্ররোজনীয়তা আছে ক্তি সে বিধি-

ব্যবস্থাই যদি বড় হইয়া অস্তরের সহজ্ঞ ধর্মের গলা চাপিয়া বলে তথন উভয় দিকেই আঘাত ও অমঙ্গলের দিন আদে। স্রোত্তের জল অবরুদ্ধ হইলেই পচিয়া ওঠে, অচল সমাজের প্রাচীন সংস্কার মিথ্যাকেই মর্যাদা দিয় যত বাড়িয়া উঠে ততই তাহাতে গ্রানি, পদ্ধ ও অনাচার জ্মা হট্যা উঠিতে থাকে। এ মিথ্যা এবং সমাজের দান্তিক অনুশাসনকেই শরৎচক্র তীব্র নিদ্ধক্রণ তীম্বা আঘাতে ক্ষত-বিক্তিত

দয়া, মায়া শ্বেহ প্রীতি প্রভৃতি অন্তরের স্কুকুমার বৃদ্ধিকে শরংচন্দ্র যত শ্রন্ধা করেন, জ্ঞানিবচাতি কিংবা ক্ষণিক তুর্কলতায় মাহুষ যথন 'আত্মহত্যা' ক্রিয়া বদে তথনও ভাহাকে তিনি তত ক্ষম। করিতে পারেন। সে জ্লুই সমাজে বাঞ্জি অবমানিতা পতিতাদের প্রতিও জাঁচার সমবেদন। অপরিদীম। ফণিক তুর্বলতার অপরাদে কাহাকেও সমাজ হইতে বহিষ্ঠ করিয়া দিলেট যে হিন্দুদমাজ অধিক পবিত্র হইয়া উঠিবে না শ্রীকাস্তের 'অভ্যা'র মুখেই ভাহা তিনি স্থপরিক্ট করিয়াছেন। কল্যিত বাপে এবং কদাচারে অস্তর ব্ধন ভরিয়া উঠে তখনই বাহিরের শুচিতা অ-শুচিতা বাঁচাইয়া আতারকার চেটা করা হয়। এ প্রসঙ্গে রবীঞ্চনাথ বলেন—"আচারের ছার। মান্তবের মনকে বিশুদ্ধ করা যায় না বরঞ্চ ভার ৰাডাৰাড়িতে চরিত্রের মূলে ছুর্বলতা ও নিজের প্রতি অ শ্রদ্ধা আনে। ভিতরের মান্তবের উপরেই দাবী রাখতে হবে, দারোয়ানের 'পরে নয়।"

ত্রীলোকের অবগুঠন যে আন্তরিক পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয় কিংবা অবাধ মেলামেশাই যে অশুচিডার কিংবা অসংযমের প্রমাণ নয় এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেন— "এই যে ইহারা চতৃদ্দিকে আনন্দ স্বাষ্ট করিয়া চলিয়াছে— সে কি অবহেলার জিনিষ; রমণীদের এতগানি স্বাধীনতা দিয়া এ দেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে এবং আমরাই বা তাহাদের অভে-পৃষ্ঠে বাধিয়া রাবিয়া জীবনটা পল্প করিয়া দিয়া কি এমন জিভিয়াছি;" (জীকান্ত ২য়) আর রবীক্রনাথ বলেন—"শুচিতা ও শোভনতার আদর্শ মেয়েদের অভ্যরের জিনিষ; চিরদিন আমি এই সংকারকেই মনে রেখেছি এইজন্মই বাইরের শাসন অতি কঠোর করে

আমি তাদের অসম্মান করতে বেদনা পাই; কিন্তু ওরা
নিজের স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও নির্মালতার নিয়ম সংয্য
নিজেই অস্থালিত তপস্থার দারা রক্ষা করবে এইটে যেন
হয় আনন্দময় হধর্মাঁ তিনি আরও বলেন—"ধোলা
বাতাসে কোন কোন অতি হর্মলকে রোগে ধরে, তাই
বলেই নিথিলের পক্ষেই বদ্ধ বাতাসই নিরাময় ও নিরাপদ
বলে গণ্য করতে পারিনে, খোলা-বাতাসেই ব্যাধির বিরুদ্ধে
শরীর স্বৃদ্দ হয়। মেয়েদের আন্তরিক আত্ম-গৌরব
আমরা যেন কিছুতেই হ্র্মল না করি।"

কঠোর ব্রহ্মচর্য্যরূপ বালবিধবার যে মৃক্তির সংক্ষ ও সরল উপায়, মানবতার আদর্শে তাহাকেই চরম এবং পরম শ্রেয়: বলিয়া মনে করা যায় কিরুপে ? বার্থতার গুরুভারে নিরানন্দ জীবনে যথন প্রের পর প্র হাসি মিশাইয়া যায়, তথন হল্যের যে দেবতা হাসিয়া থেলিয়া মানব মনে ফুলশর বর্ষণ করেন, তিনি তাহাতে উংফুল হইয়া উঠেন কিনা জানি না, কিন্তু চিরাচরিত প্রথা মানিয়া চলাকেই যাহারা মক্তির উপায় কিংবা শ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলিয়া মনে না করে. বেদনার রুদ্ধ উৎসে তাহাদের কর্চে হাহাকার এবং নয়নে অশ্রু ছাপাইয়া উঠে, শরৎচক্র গুরুদাহে ইহার এক মর্মান্তিক চিত্র অন্ধিত করিয়াছেন, তিনি বলেন-"আমি বিধবা বিবাহের ভালমন্দের তর্ক তুল্ছিনে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত হিন্দুসমাজ চীৎকার করে মলেও আমি মানব না, এই ব্যবস্থাই ওই ছুধের মেয়েটার পক্ষে চরম শ্রেয় ..... সমন্ত জীবনট। কি তোমরা থেলার জিনিষ পেয়েছ যে, ত্রন্ধার্য্য ক্রন্ধ্য ক'রে চেঁচালেই সারা তুনিয়াটা ওর জ্ঞেই রাতরাতি বদলে ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে" আবার শ্রীকান্ত (২য়) বলেন—"বিধবার আচরণ—তার সঙ্গে ত্রন্ধের বিন্দু-বিদর্গ সম্বন্ধ নাই, বিধবার চাল-চলন টাই ষে বন্ধ লাভেম উপায় আমি তাহা মানি না। কুমারী সধবা বিধবা যে কেহ ভাহার নিজের নিজের পথে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে: বিধবার চাল্চগনটাই সে জন্ম একচেটিয়া করিয়া রাখা হয় নাই।"

বিবাহ সম্পর্কে অর্থ, রূপ, কুলমর্য্যানা প্রভৃতি নানা বিষয়েই সমাজে সমস্তা আসিয়া দেখা দিয়াছে; বিভিন্ন দিক হইতেই শরৎচক্ত তাহাদিগকে যথায়থ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিবাহিত জীবনে মাধুষ্য থাকিতে পারে, কিংবা প্রাকৃতির ছুজ্ম শক্তির ছুল্জ্ম নাগপাশকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা স্থকঠিন হইতে পারে, কিন্তু তাহাই কখনও মাছমের চরম কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না, দে জফ্টই সন্ধার (বাম্নের মেয়ে) মুখ দিয়া তিনি একথাই বাহির করিয়াছেন—"মেয়ে মাছমের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কিনা, আমি সেইটে জান্তেই বাবার সঙ্গে মাছিল, যে ভিত্তির উপর হিন্দু সমাজের বিবাহ ব্যবস্থা স্থ-প্রতিষ্ঠিত শরৎচক্ত তাহাকে প্রদার আসন দিতে পারেন নাই। অক্সত্র আছে—

"যে সমাজে কেবল পুতার্থে-ই ভার্য্যা গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকেও আমি শ্রদার চক্ষে দেখতে পারিনে; আপনি সতীত্ত্বের চরম উৎকর্মের বড়াই কর্ছিলেন, কিন্তু এই যে দেশে বিবাহের ব্যবস্থা সে দেশে ও বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়,……। এই বার্থ বিবাহিত জীবনের মোহ নারীকে কাটাতেই হবে, এতে তার লজ্জাই আছে, গৌরব নেই।" পঞ্জিকায় অপরাপর নিষিদ্ধ বস্তুর সাথে নারীত্বের অবমাননা ব্যঞ্জক যে উক্তি জড়িত আছে, তাহা নিভূল স্কৃতি বিচারের মীমাংসা ফল হইতে পারে; কিন্তু মানবান্থার তত বড় লাঞ্ছনায় গৌরবান্থিত ও উৎদ্ল হইয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই।

বিবাহের বাহ্নিক নিয়ম প্রণালী জাঁহার মতে সভিদ্রার জিনিষ নয়, বিংবা কোনও এক বিশিষ্ট দিনে কতগুলি ব্যবস্থা মানিয়া চলিলেই অস্তরের সভ্য মিলন সাধিত হইতে পারেনা, কারণ সভ্যের স্থান ব্কের মধ্যে, ম্থের মধ্যে নয়, তিনি বলেন—"মনের মিলনই সভি্যাকার বিবাহ। নইলে বিয়ের মন্ত্র বাংলা হবে কি সংস্কৃত হবে, ভট্চায্যি মশাই পড়াবেন, কিংবা আচার্য্য মশাই পড়াবেন, তাতে কি মানে য়য় ব ( দ্যা )

"বিষের মন্ত্র কর্ত্তব্য বৃদ্ধি দিতে পারে, ভজি দিতে পারে, সহমরণে প্রবৃদ্ধি দিতেও পারে, কিছু মাধুর্য দেবার শক্তি ড ভার নেই" (চন্নিজহীদ) "বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক Contractতা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই, মৃত্যুঞ্জয়ের অয় পাপের কারণ বুঝে" (বিলাদী)

"কেন মান্ন্য গায়ে পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে
এমন করিয়া অপমানিত করে! সে মন্ত্রপড়া স্ত্রী না-ই
বা হইল, কিন্তু সে ত নারী!...ভাহারই আশ্রয়ে সে ত এ
ফুনীর্ঘকাল স্বামীর সমস্ত অধিকার লইয়া বাদ করিয়াছে,
ভাহার বিশ্বন্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্যা, সমস্ত অমৃত দে ত
সমস্ত কায়মনে ভাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল।"

( শ্রীকান্ত ২য় )

বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ ভাল কি মন্দ; সে প্রশ্নের উত্তর তিনি কোপাও দিতে চেষ্টা করেন নাই; কিস্তু একই জাতিতে "কেবল মাত্র আলাদা ধর্ম মতের জন্তই" তাহার মতে বিবাহ অসম্ভব নয়।

স্বামী যদি শ্রহ্মার স্থায় আসন হইতে বিচ্যুত হয় এবং তাহাতে যদি অব্যক্ত বিত্ঞায় অপর পক্ষে অন্তর ভরিয়া উঠে, তাহা হইলেও শুদ্ধ মাত্র বৈদিক মন্ত্রের অর্থহীন আর্ত্তির জোরে বিবাহের সমস্ত বন্ধন এবং সমস্ত দায়িত্বই স্থাকে যাবজ্জীবন মানিয়া চলিতে হইবে এবং তাহাই তাহার নারী-জীবনের চরম সার্থকতা ইহা তিনি স্থীকার করিতে পারেন নাই। নির্থক প্রলাপের মত বিবাহের মন্ত্র যদি পুরুষের প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে না পারে, তবে তাহাই বা নারীকে তাল বাসার তাযা গৌরব ও মাধুর্যোর মর্গ হইতে বঞ্চিত করিবে কেন? এখানেই নিজের বিবেক ও প্রচলিত সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জানে সংঘর্ষ বাধে। মৃক্তিকামীShelleyর বিজ্ঞাহী মানবাত্রাও ইহাকে স্থীকার করিতে পারে নাই,—

"Woman for no other crime than having followed the dictates of a natural appetite, are driven with fury from the comforts and sympathies of society. It is less venial than murder. Has a woman obeyed the impulse of unerring nature,—society declares war against her, pitiless and eternal war: she must be the

tame slave, she must make no reprisals. Theirs is the right of persecution, hers the duty of endurance' Notes by Shelley on Queen Mab.

"সয়াগী ষধন নিদারণ শীতে আকর্প জলমগ্ন ছইয়া, এবং ভীষণ গ্রীমের দিনে রৌজের মধ্যে অগ্নিক্ও করিয়া, মাটীতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া পাকে' তথন ভাহার ছংথ ভোগের কঠোরতা দেখিয়া প্রান্ত করিয়া, ক্ল হইয়া উঠিতে পারে, কিংবা জীবনের মানদত্তে একদিকে যত বেশী ছংগের বোঝা চাপান যায়, আর একদিকে মৃক্তির স্বর্গ তত বেশী নিকটবতী হইতে পারে, কিন্ত নিধিল বিশ্ব যদি বৃদ্ধ বা গুলির সহনশীলতার আদর্শে গড়িয়া না উঠে, তাহাতেই বা দোষ দেওয়া যায় কিন্ধপে শবংচন্দ্র এ প্রশ্নই করেন—"স্বামী যথন শুদ্ধ একগাছা বেতের জারে স্ত্রীর সমস্ত অদিকার কেড়ে নিয়ে তারে প্রস্তর বাবের বাব কোরে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের সোর কারের কার থাকে কিনা আমি দেই কথাই ত আপনার কাছে জান্তে চাহিছি।"

তিনি এখানেই নির্ভ হন্ নাই, সমাজের নির্মা বিধি ব্যবস্থার উণর উলঙ্গ আঘাতে তিনি একদিকে তুঃসাহসিক এবং অপর দিকে অটুট আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি আরও বলেন—

"একদিন আমাকে দিয়ে বিয়েব মন্ত বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই বলিয়ে নেওয়াটাট কি আমার জীবনে একথাত্র সভ্যা, আর সমন্তই একেবারে মিথ্যা । এত বড় অভ্যার, এত বড় নিষ্ঠুর অভ্যারার কিছুই একেবারে কিছু না! আর আমার পত্নীয়ের অধিকার নেই, মা হবার অধিকার নেই, সমাজ, সংসার, আনল কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই। একজন নির্দিষ্ণ মিথ্যাবাদী কদারারী স্বামী বিনাদোবে তার ল্লীকে তাড়িয়ে দিশ বলেই কি তার সমন্ত নারীত্ব ব্যর্থ পঙ্গুহওয়া চাই। এই জন্মেই কি ভগবান মেয়ে মান্ত্রণ গড়েতে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। সব জাতে সব ধর্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে,—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার সকল দিক্ বছ হয়ে গেছে।" ( একাছ ২ম )

আর একস্থানে বলেন—"তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়, তব্ও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে ফুলে ভরে উঠে সার্থক হত ?...আর সেই নিফ্লতার হঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেড়ানই কি আমার নারী জল্মের সব চেয়ে বড় সাধনা ?"…"একটা রাাত্রর বিবাহ অফ্টান য়া—স্বামী-স্বীউভয়ের কাছেই স্বপ্লের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকেই জাের ক'বে সারাজীবন সভ্য বলে খাড়া রাখবার জ্ঞেএই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব। ষে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন তিনি কি তাতেই খুসী হবেন ?"

এ সমস্থাকে ইউরোপ কিংবা তৎপ্রভাবান্বিত দেশ যে ভাবে মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ, এ প্রবন্ধ তাহার বিচার স্থল নহে তবে ষেধানে হায্য অধিকার এবং মধ্যাদায় আঘাত লাগে সেথানে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক এবং কোনও মতে অত্রি-পরাশরের বিধি ব্যবস্থার জোরে তাহাকে উড়াইয়া দিলেও চলিবে না। যথা-সময়ে অর্থাৎ দাদশ বর্ষের মধ্যে কন্থার বিবাহ দিতে না পারিলে প্রাচীন হিন্দু সমাজে জাতিচ্যুত এবং নির্য্যাতিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, অথচ কুলে, রূপে, অর্থে কতাই না বিশ্ন! সমাজের নানাবিধ ছ্নীতির প্রতিই তিনি অন্থূলী-সক্ষেত করিয়াছেন, তাঁহার তীক্ষ ও ব্যাপক দৃষ্টি কোনও অক্ষায় অধর্ম বা অসত্যকেই প্রশ্রেষ দিতে চাহে নাই।

"ষে সমাজ ছংখীর ছংখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না ভধু চোথ রাঙায় আর গলা চেপে ধরে, সে সমাজ আমার নয়।…আজ আমার বিয়ে দিয়ে কাল যদি বিধ্বা হয়ে ঘরে ফিরে আসি, তা হলে ত জাত যাবে না।"

(পরিণীতা)

"ওরে পোড়া সমাজ, তুই কুলশীল স্বভাব চরিত্র কিছুই

মদি দেখবিনে, মেয়ে শুধু কালো বলেই ঘরে ঠাই দিবিনে,

ভবে সে মেয়ের বিয়ে না হলেই বা বাপ মাকে দণ্ড দিবি কেন ?" ( অরক্ষণীয়া )

"এই যে কুলের মর্যাদা এ যে কত বড় পাপ, কত বড় ফাঁকির বোঝা; এ যদি টের পেতে ত নিজের মেয়েটাকে এমন করে বলি দিতে পারতে না" (বাম্নের মেয়ে ] বিবাহের কঠোর বিধি ব্যবস্থায় কোনও পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কত বালিকাকে যে সামাজিক যুপকাঠে বলি দিতে হয় তাহার স্থপরিক্ট চিত্র আক্ষাছেন তিনি শ্রীকান্তে ( ১ম পর্ব্ব ) "দিদি রাজপুরে যাবার জন্ম দিন রাড কাঁদত ও খেত না, ভতনা, তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারাদিন রাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ভাই দিবি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"....."তোমাকে কি মারধর করে?" "এই দেখনা", বলিয়া মেয়েটী বাছতে পিঠের উপর, গালের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছুসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"আমি দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব।" শরংচক্র বলেন—-"বে সমাজ এই চুটি নিরুপায় কুল বালিকার জ্বত্ত স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাথেনা, সেই পঙ্গু আড়াষ্ট সমাজের জন্ম মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অমুভব করিতে পারিলাম না—"

কখন বা এই বিরাট স্পান্তর অদৃষ্ট নিরস্তার অন্তিথে তিনি আস্থাশীল—"এত বড় ছনিয়াটা চোধের উপর রেখেও অনেকে ঈখরের প্রমাণ পুঁজে পায়না—(চরিত্রহীন) কিন্তু নৃশংসতা বা অন্তরের দৈয়াকে কোন দিনই তিনি হিন্দুরই হউক বা আর কোনও জাতিরই হউক 'ধর্ম' আথ্যা দিতে পারেন নাই, ইহাকে কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

"দেখিবে কর্ত্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে সেই ধর্ম সেই পথ চল সেই পথে (রৈবডক)

# আধুনিক সাহিত্য

#### শ্রীয়তীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

( Abrass hut in no man's land e Mata Hari )

A brass hut in no man's land পত মহাযুদ্ধের বিবিধ তত্বপূর্ণ একথানি গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা একজন ইংবাজ সেনানায়ক। খাঁহারা All quiet on the western front পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই পুত্তকথানি গভিবার জন্ত অমুরোধ করিতেছি। All quietএর লেখক একজন জার্মান। তিনি দেখাইয়াছেন যে. জ্মান সৈল্যগণ কেন রণস্তলে মিত্রশক্তিগণের নিকট বিধ্বত্ম হট্য। গেল। ভাহাদের দর্প. কৌশল ও বীর্ষা শত্রুগণের অপেকা বচ অংশেই শ্রেষ্ঠ ছিল, ততাচ তাহারা নতজাম হইয়া শিব নত কবিতে বাধা হয়, তাহার প্রধান কারণই এই যে জর্মান সেনানায়কগণ জাঁহাদের অধীনন্ত দৈলুগণকে অনেকটা মেসিন রূপেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। সাধারণ দৈলগণকে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রগণের নিকট হইতে ছিল क्तिया नहेबा. मुख्यकात विभएनत मूर्य जाशानिगरक ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ইউরোপের সভ্যাদশ সমূহের জন-স্ধারণ শৈশ্বকাল হইতেই নানা প্রকার বিলাস বিভবে খভান্ত। এই বিলাস বাসন চাত হইলে ভাহারা তাহাদের কর্ম-প্রবণতা হারাইয়া ফেলে। জার্মান দৈল-গণের খাছ্য ভূষি মিশ্রিত আটার পাউরুটীতে পরিণত হয়। যে জাতি রমণী সাহচর্যা লাভ করিতে সর্বাদাই অভ্যন্ত তাহাদিগকে সকল প্রকার রমণী সহবাদ হইতে বঞ্চিত করা হয়। জার্মান দৈঞ্চগণ তিনটী ফরাদী রুমণীর সন্ধান গাইয়া কিন্দপ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে. All Quiet লেপক তাঁহার নিপুণ-লেখনী সাহায্যে বিশেষ ভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়া-ছেন। ট্রেণচের ছঃসহ জীবন বৎসরের পর বৎসর অতীত হইলে ভাহাদের ভীষণ বিভিষিকা স্থৰন করিতে থাকে।

A bras hut লেখক তাহার পুতকে ঠিক বিপরীত নিকটা, দেখাইয়াছেন। একজন ইংরাজ বুবক সাধারণ সৈনিক হইয়া সৈক্তদলে প্রবেশ করিলেই, তাহার আজীয় বজন, পরিচিত বা অপ্রিচিত সকলেই ভাহাকে সহল

ধন্যবাদে উৎফুল্লিত করিয়া তুলিত। তাহাকে যেখানে দৈনাদলে ভর্ত্তি করা হইত সেইখান হইতে সমুদ্রতীরস্থিত বন্দর অবধি, তাহার গমন কালে পুরবাসাগণ ভাহার মন্তকে পুষ্প বর্ষণ করিত। দেখের ভাবং অনুঢ়া কন্যাই তাহার নিকট সহজলভা ছিল। ফান্সে আসিলে স্কল প্রকার বিলাস বস্তুই তাহার নিকট স্প্রপাণ্য হয়। যদ্ধে গমন করিবার পূর্বেষ তাবৎ ফরাসী দেশীয়া বালিকাই এই যবকগণকে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে ভাহাদের চিত্ত বিনোদন করিত। সমর ক্ষেত্রের মধ্যেও তাহারা তাহাদের প্রণায়নীয়দের পত্র ও উপহার প্রাপ্ত হইত। একটা নিাৰ্দ্ধি সময় অতিবাহিত ২ইলে কিছকাল বিশ্রামের জন্য তাহাদিগকে বিপুল বিলাস-সম্ভারে স্থ-সজ্জিত নগরী সমূহতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। মোট কথা হে সমন্ত বিলাস-ব্যদন ভোগ করিবার কথা বিশেষ বিত্তশালী না হইলে কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না. टम इ अमल क्रेंचिंग्रा, माधावन देशनिक ग्रांक व्यानन करा হইত। এই জনাই মিত্রশক্তিগণের দৈনাগণ জাবন-পণ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিল।

Mati Hari, a courtesan and a spy বাহারা দিনেমা দেবেন তাহারা সকলেই মাতা হারির নাম শুবল করিয়াছেন। এই পুত্তকথানি একজন আমেরিকান গোয়েকা কর্তৃক লিখিত। পর্দায় নাতাহারির যে জীবন-দৃশ্য দেখান হয় উহাতে বাত্তবের সহিত করানার সমাবেশ করা হইরাছে। বর্তুমান পুত্তকথানি করানা-বর্জিত সত্য তত্তে পূর্ব। ইংলতে যেমন Scotland yard বা ভিটেক্টিতদের প্রধান আজ্ঞা আছে, করাসী দেশে এইরপ একটা প্রতিক্ষান আছে উহার নাম Second Bureau। নেধক এই উভয়স্থল হইতে মাতাহরির জীবনের অনেক জটিল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া পুত্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। মাতাহরি একজন হলাগুবাসী। ভগবান তাহাকে প্রভূত

রূপ ও লাবণা প্রদান করিয়াছিলেন। এই অপূর্ব স্থানরী রমণী যৌবনে পদার্পণ করিলে একজন অফিসারের নেত্রপথে পতিত হন। এই অফিসারটীর বয়স তথন প্রায় চল্লিশ বৎসর। মাতাহরি' ভগুমাত্র দৈনিকের বীর-বেশ দেখিয়া মৃগ্ধ হ'ন। কিন্তু বিবাহ হইবার পরই সৈনিক্টীর উচ্ছুখল জীবনের সংবাদ পাইয়া বিশেষ বাথিত হ'ন। এই সৈনিক্টীর সহিত মাতাহরি জাভা ও ভাহার সালিখ্যে আসিয়া বাস করেন। খুব সম্ভব এইখান হইতেই মাতাহরি ভারতীয় শিব-নৃত্য শিক্ষা করেন। দেশে প্রত্যাগমন করিবার পর স্বামীর সহিত ক্রমশ:ই তাঁহার মনো-বিবাদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে স্বামী তাঁহাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় তাঁহার শিশু কন্যার সহিত পরিভাগে করিয়া চলিয়া গেলে মাতাহরি পারিসে যাইয়া নর্ত্তকী-জীবন গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইতে থাকেন। এই সংবাদে তাঁহার স্বামী তাঁহার আভিজাত্য গৌরবে কলম্ব পড়িবার ভয়ে, নর্ত্তকী জীবন ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলে, মাতাহরি ছু:খিতা হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক একটা মঠে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসিনী জীবন যাপন করিতে দুচ্মঙ্কল্ল হ'ন। এখানে কয়েক বৎদর কাটিয়া গেলে মাতাহরি আবার পারিসে ফিরিয়া গিয়া স্বামীর নাম না লইয়া মাতা-হরি নাম গ্রহণ পর্বক পারিস রন্ধমঞ্ঞলিতে ভারতীয় নতাকলা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। অতাল্ল সময়ের মধ্যে তাঁহার স্থযশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মাতাহরি বিপুল ঐশর্যোর সহিত প্রচুর সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। তাঁহার নাম ক্রমশ: পশ্চিম ইউরোপের প্রত্যেক রাজধানীতেই স্থপরিচিত হইয়া যায়। তাহার পর জার্মান যুদ্ধকালে মাতাহরি জার্মাণদের Spy হইয়া ইংরাজ ও ফরাদী দৈনিকগণের সর্বানাশ সাধন করিতে থাকে ।

এই বিশ্ব-বিধ্যাত নর্ত্তকী বড় বড় সেনানায়কগণকে জাহার হাব-ভাবে মুগ্ধ করিয়া অনেক গুপ্ত সমর কৌশল সংগ্রহ করিয়া জার্মান শিবিরে প্রদান করিতেন। ইংলত্তের 'ফটলাগু ইয়ার্ডই' প্রথম এই রমণীর কুট অভিপ্রায় অবগত হইয়া ফ্রান্সের গোয়েন্দা বিভাগে ধবর

প্রশান করে। কিন্তু ফ্রান্সের Second Bureau প্রাণপাত পরিপ্রাম করিয়াও মাতাহরির ছল ধরিতে সমর্থ হয় না। মাতাহরি ফ্রান্সের বড় বড় সেনানায়কগণকে তাহার মায়াময়ে মুগ্ধ করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে চলা-ফেরা করিতেন। গত মহাযুদ্ধের ইতিহাস মাহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জ্ঞানেন যে মহা সমরে বিজয় লাভ করিবার জ্ঞা সামরিক অন্ত-শন্ত্র বাতীত, প্রচার-বিভাগ এক মহা ব্রহ্মান্ত ছিল। মাতা হরির জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায় যে Spy system খুব কৌশলময় না হইলে মুদ্ধে বিজয়ী হওয়াও অসম্ভব হইত।

প্রভাক সেনাপতিই তাঁহার গুপ্তচরের নিকট হইতে শক্রপক্ষের তাবৎ থবর সংগ্রহ করিয়া সৈত্র পরিচালনা করিতেন। মাতাহার ফ্রান্সের একটা ভীষণ যুদ্ধে, মিত্র শক্তির তাবৎ তব্ব জার্শানগণের নিকট প্রেরণ করিলে, এই একমাত্র যুদ্ধে মিত্রশক্তিগণের ৫০,০০০ হাজার সৈনিককে প্রাণ হারাইতে হয়। যুদ্ধের শেষ ভাগে টাঙ্কের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, জ্বানিগণ ঐ Tank এর স্কলপ জানিবার জন্য মাতাহরিকে নিয়োগ করেন। মাতাহরি বহু চেষ্টা করিয়া উহার প্রকৃত তত্ব জানিতে পারেন নাই কেননা তথন তাঁহার রচ্য বলিয়া ভীষণ অথ্যাতি রটিয়া গিয়াছে।

নর-নারী উভয়েই গুপ্ত র দলে প্রবেশ করিতে পারিত।
নারীগণকে এরোপ্লেন যোগে শ্না হইতে কোন গুপ্ত
প্রদেশে নামাইয়া দিয়া এরোপ্লেন উড়িয়া য়াইত। তাহার
পর শক্র পক্ষের গুপ্ত ও সংগ্রহ করিয়া নারীগণ সঙ্কেত
অহয়য়য়ী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে এরোপ্রেন যোগে উদ্ধার করিয়া লইয়া য়াওয়া হইত।
বিখ্যাত নর্ত্তকী বা সম্লান্ত বংশীয়া মহিলাগণ বিশেষ গুপ্তচর
হিসাবে কার্য্য করিতেন, কেননা তাঁহাদের চলা-দেয়া
সাধারণত: কোন প্রকার সন্দেহের কারণ হইত না।
গুপ্তচরগণ কর্ত্তপক্ষের বিশাস হারাইলে তাহাদিগকে শক্র
গণের হত্তে ধরাইয়া দেওয়া হইত। কথনও বা কোন
গুপ্তচর বিশাস-অর্জ্জন করিবার জন্য শক্রপক্ষের একটা
গুপ্তত্বের কথা প্রাকাশ করিয়া দিত। তথ্ন সন্দেহ
ভাজন গুপ্তচরকে নির্দিষ্ট স্বানে একাভ শক্র
কিত ভাবে প্রেরণ করিলে, শক্রপক্ষ কর্ত্ত নিহত হইতঃ

মানাহরি যথন Tankএর গুপ্ততন্ত জানিবার জন্য বিশেষ বান, French বুরোঁর বিশাস অর্জন করিবার জন্য নাতাহরি আলজিরিটায় কোথায় জার্মান সাব-েরণ তথাকার বিজ্ঞোহীদিগকে বন্দুক ও কামান যোগান েই তাহা বলিয়া দেন। সংবাদটী সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য কতকগুলি অবিখাস ভাজন জার্মান গুপ্তচরকে এক-বানি স্ব-মেরিণে চড়াইয়া নির্দিষ্ট স্থলে প্রেরণ করিলে, ফরাসী গোলায় তাহারা প্রাণত্যাগ করে।

এই সমস্ত গুপ্তচরগণকে যাহা মাহিনা দেওয়া হইত. ভাহা পুবই সামাতা। জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া াহারা বিপদকে বরণ করিয়া লইত অর্থের জন্ম নহে, কতকটা স্বদেশ প্রীতির জন্ম। এবং কতকটা শুধুনাম করিবার অভিনাষে। মাতাহরি হলাওবাদী হইয়া গার্মানীর গুপ্ত র হইয়াছিলেন, তাহা শুরু অর্থের জ্ঞা নতে. কেননা মাতাহরির যথেট্ট অর্থ ভিল। শুনা যায় যে অনেক সময় মাতাহরি রাজপথের উপরস্থিত কোন জানালায় বদিয়া,মঠা ভরিয়া টাকা রাস্তায় ছড়াইয়। দিতেন। ঐশ্ব্য তাঁহার বিপুল ছিল। ভালবাদা ভাঁহার পাছের ভূত্য ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি কর। হয়না কেননা ফাল্সের তাবৎ সম্ভান্ত ব্যক্তি, জার্মান সেনানায়≉গণ এমনকি জার্মান যুবরাজ পর্যান্ত তাঁহার প্রেমাক জা ছিলেন। মাতাহরি কেন যে গুপুচর বুত্তি অবল্যন করিলেন এই বিষয় লইয়। গ্রন্থকার অনেক গবেষণা ক্রিয়াছেন। তাঁহার মতে একপ্রকার দেখা যায় ভাহারা ভধু নিতা নৃতন বিশায়কর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে ভালবাদেন। মাতাহরি এই শ্রেণী-রই একজন। ধনীর কলা হইলেও মাতাহরি পিতা-মাতার ত্মেত বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন নাই। থৌবনে পিতভানীয় পতি লাভ করিয়া তাহার নিকট বিশেষ গুর্বাহারই লাভ করেন। থেবনের অত্তে অগণ্য প্রেম-প্রাথী লাভ কবিয়া মাতারবি মানবল্লয় লইয়া ছিনি-্যিনি খেলিতে আরম্ভ করেন। সেনানায়কগণই তাঁহার প্রণয় পাত্র হিল। মাতাহরিই স্পষ্টই বলিতেন যে

সেনানায়কগণই তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে বিশেষভাবে আকংল করিয়া আদিয়াছে। মাতাহরি সেনানীগণকে বিশেষভাবেই চিনিয়া লইয়াছিলেন। ইচ্চা করিলে মাতাহরি কোন বিখ্যাত নেনানীকে বিবাহ করিয়া খুব ভদ্রভাবেই জীবন নির্বাহ করিতে পারিতেন কিন্তু মাতাহরির উচ্চুজ্ঞল জীবন ইহা সহু করিতে পারে নাই।

মাতাহরির শি -নৃত্য প্যারিসের জন-মন্ত্রলীকে বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। মাতাহতি আপনাতে মালা-বার বাসী একজন বান্ধণ করা বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি তাঁহার মন্ত্রমুগ্ধ নায়কগণকে বলিতেন যে অভি শৈশবে মালাবারের কোন একটা শিব-মন্দিরে জাঁছার তথাক্থিত পিতামাতাগণ তাঁহাকে দেব দাসী কলে নিযুক্ত করিয়া দেন। মাভাহরিকে এথানে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় ধ্বংসেব অবতার শিবের নিকট ন্য করিতে স্ইত। এখান হইতেই কোন ইংরাজ দেনানী তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহার একটী প্র-সম্থান জন্মগ্রহণ করে। কিন্ত হিংদাপরায়ণ মান্ত্রজী আয়া বিধ দানে তাহার শিশু-স্থানের প্রাণ নাশ করে। পুর্কোজ সমস্ত তথ্টাই মাতাহরির কল্পনা প্রস্ত। এইরূপ মোহ ও বিশা**রজাল** বিস্তার ক্রিয়া, ক্লিড জীবনের রহস্ঞাল বারা মাতাহরি তাঁথার অতীত জীবনকে হ্রন্ম ও কুহেলিকা-ময় করিয়া তুলিয়া একাস্ত অত্তর্কিতভাবে প্রায় অর্থ্ন নগ্নভাবে শিংনুতা প্রক করিয়া নিতেন। শিৰ মাতাহরির নিকট ছিলেন ধ্বংসের প্রতীক, স্প্রী ধ্বংস করিবার জ্লুষ্ত প্রকার পাপের বিকাশ করা প্রয়োজন, নু:তার লাদ্যের মধ্য দিয়া তাহা ফুটাইয়া তুলিয়া মাতাহরি একাস্ত ত্রয় ভাবে নাট্য-পিঠের মধ্যে চুলি া পড়িতেন।

সৌনধ্য থ্যী রমণা ভাগের থোবন মত্তে থে মেহিকাল বিভার করিয়াছিলেন, বিখ্যাত ফুলরাগণের ঐতহাদিক ভত্তও ভাগের নিকট হানপ্রভ হয়। নত্তকীর বিলাস-ইকিতে সম্ভান্ত রাজ কর্মচারাগণ্ড কিরুপ কাম বিচলিত হইতেন মাভাগেরির বর্তমান জীবনাতে গ্রন্থকার ভাহ। বেশ দেখাইয়াছেন।

# রায়চৌধুরী শ্রীরবীন্দ্রনাথের শিপ্প-প্রতিভা পরিচিতি

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায় এম্-এ

আলোকচিত্র-শিল্প যাহবিছার সম্বন্ধ করে। কিন্তু, শিল্পীর শক্তি যথন স্কলনলীশায় মেতে ওঠে, তার প্রকাশ তথন যাহকরের প্রভাবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রক্রত-

পক্ষে, হাতের কৌশল বা কলের কারসাজি ছোতেই শিল্পের স্টি। তার সঙ্গে হদি মন্তিক্ষের যোগ থাকে, তাহলে অসম্ভবে সম্ভবত এনে ওঠে, অক্সিত এনে শোভা ধরে বান্তবের অস্তরে।

আলোক চিত্র-শিল্পকে এতকাল আমর। এই বোলে জানতাম:—আরে, এও আবার একটা বিভা নাকি!—ম্থের সমন্ন হরণের উপায় বোলে এই অবিভাকে বাঙ্গালী হেলায় দ্রে ঠেলে রেখেছিলো। পরের দেশে যখন অবিভার বিভার গরীমায় গরীয়দী হোয়ে লক্ষ্মীর কোলে স্থান পেলো, তখন আমাদের দৃষ্টি উঠালা জেগে এবং ফলে, আলোক-চিত্র শিল্পকে বিভার বিষয়ীভূত কোরে ভার অফ্শীলনে বাঁরা ব্যাপ্ত হোলেন, রায়চৌধুরী শ্রীরনাশ তাঁদের অভতম অগ্রী।

চিত্রে ছায়ার ছাপকে এই তরুণ শিল্পী কত কৌশলেই না বিকশিত কোরেছেন এবং তাঁর শিল্পপ্রতিভা যে কত বিচিত্র মৌলিক উপায় স্মবলম্বন কোরে চিত্রের স্থলন কোরেছে, শিল্পী ও সাধারণের কাছে তা বিশ্বয়ের বস্তু, প্রকৃতই উপভোগের উপকরন।

আক্ষারক লিপি যন্তের (Typewriting Machine)
সাহায্যে, অর্থাৎ, তুলির বা অঞ্চ কোনও বাহ্যিক সাহায্য
ব্যাতিরেকে কেবল যন্তের অক্ষর সমূহের নিপুণ ব্যবহারে
তিনি দিল্লীর স্থবিখ্যাত কুতুবমিনারের চিত্রকে অন্ধিত
কোরেছেন, এবং এই অন্ধনের অন্তরে এমন একটি সহজ
স্থান্য বিরাজ্যান, যা সকল দৃষ্টিকেই অনায়ানে আকর্ষণ

করে, মৃশ্ধ করে। এই ছৰিটি পূর্ব্বে কলিকাতার "Statesman" ও বোম্বাইর "Weekly of India" পত্রিকার প্রকাশিত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। এই উপ্পায়ে চিত্রিক



আর একটি ছবি আমেরিকার Remington magazine প্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কেশবিজ্ঞানের সাধারণ ব্যবহার্য বুরুশের চুলের কুচি-গুলি (Hairbrush Bristles) একথন্ত সমতল কাঠের উপর সংস্পৃষ্ট কোরে শিল্পী কল্লিত বুদ্ধের যে চিত্র অভিত কোরেছেন, ভার ভিতরে তাঁর প্রভিভা ও মৌলিক্তা

ন্য প্রতীয়মান। এই চিত্র রচনায় তাঁর অভুত বৈধ্য ও ির বুদ্ধির পরিচয় পাই। একদিকে, সহজ ও সাধারণ ্রন তাঁর অন্তরে প্রেরণার স্বৃষ্টি করে, অক্রদিকে তাহারাই েমনি চিত্রাঙ্কনের ব্যবহার্য্য বস্তুরূপে তাঁর শক্তির নিকট ব : দেয়। এই অভুত চিত্রটি বোমাইএর বিখ্যাত স্প্রাহিক—"The Illustrated Weekly of India" তে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মহাশয় এই চি**এটি** সম্বন্ধে र्टां मन्टरवा वरनन ;—"An unique portraiture.....

ever Indian Artist's Medium ..... From the 1:cwns of the old man down to every scratch in the sketch are all out bristles which we must say have been very skillfuly placed and the picture possesses a real artistic softness and finish...."



ক্যামেরার (camera) সন্মুখন বুভাকার কাচখণ্ড (Lens) ভেদ করে যন্তের হুড়কপথে যে আলোছারা প্রবেশ লাভ করে চিত্র রচনায় হুযোগ দেয়, ভাকে আয়ত্ত করে তিনি আলোক চিত্রান্ধনে যে মায়ার স্বাষ্ট করতে मक्तम इरवरहन, वह श्रमश्मिक "अमात्र रेथवाम अमाकी"त **क्रिकी** कांत्र श्राकृष्ठे निमर्भन । "नाव्यत्त्रत्र" स्टाशा मन्नामक भश्यम वर्तम ;--".....हेश्त्राष्ट्रीटल वर्तम द्वारमत्रा क्वरना मिर्द्या कथा वरण ना। किंद्र क्यार्मता रव कछ वछ মিথ্যাবাদী হোতে পারে এবং তার মিথ্যাবাদীভার माशाया कि समात अक नृष्ठन चाउँ स्टेडि कता यात्र

সন্তোষের দিতীয় কুমার শ্রীযুক্ত রবীনের চিত্রে তার প্রমাণ পেলাম । এই ছবিগুলি ভারতের ও বিলাতের নানান বিখ্যাত পত্ৰ পত্ৰিকায় প্ৰকাশিত হোয়েছে এবং

মুর্ত্ত কোরেছেন, তাকে আমরা লাভ কোরেছি কল্পলোক:-ধিপ ষড়ভুজ কোন বিগ্রহের চিত্রে। সাধারণ হোয়েত এ চিত্রে অসাধারণ, রূপ এখানে ধীর প্রশান্তির ক্রার্ বিশেষজ্ঞানের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ হোয়েছে অপরূপ। ফটি, সঙ্গতি এবং কৌশলের একএ



চিত্রকরম্বপে রবীক্রনাথ তাঁর প্রতিভার অস্তরে যে স্বপ্ত- তাই দিয়ে একজন আলোকচিত্রকর ও শিল্পীরূপে তাঁর শিল্পীকে গুপ্ত রেখেছেন তাকে আমরা অভিনেতারণেও প্রতিষ্ঠা চিরস্থায়ী হবে সন্দেহ নাই। এই ছবিধানি त्मथटक भाहे।

করেছে।" এই চিত্রে "ওমার থৈয়াম, গাকী"ও আলোক- ' মিলনে যে অভিনব মৌলিকতা বিকাশ লাভ কোরেছে यरन ८कि Trick-Photographs Competitions आत्माहाशांत्र माशांत्र (बलाय नित्नी त्य अधिनवयत्क श्रांथम शृतसांत्र (First prize ) नाम करव "weekly of

li dla'' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বিশের বরেণা কবিগুক ্রিক রবী**ন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশিত চিত্রটি** দেথে শিল্পীকে বাদের অবকাশেই কবিগু*ছর সং*ক্ল ভরুণ শিল্পী রবী<del>ন্ত্র</del> ্ৰাদ্ত পত্ৰটি লেখেন :--

শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসবের পর দার্জিলং শৈল্প-নাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। উভয়ের আলাপকালীন



শান্তিনিকেতন।

कना। नीरम्भू,

টাইম্দ অফ ইণ্ডিয়াতে ভোমার কোটোগ্রাফিনৈপুণাের পরিচয় পেয়ে বিশ্বিত হোয়েছি। কোনো এক অবকাশে ভোমার সক্তে আমার পরিচয় হবে আশা রইলো। भागात भागीकाम शहन करता।

> इंভि-- ভাৰাজী স্বাক্ষর-জীরবীজনাথ ঠাকুর

কথাপ্রসংক আলোক চিত্র ও ছায়াচিত্রাদি শিল্প বিষয়ে কবিশুকু যে আলোচনা করেন শিল্পী রবীক্সনাথ তা তাঁর রোজনানচায় লিখে রেখেছেন।

রায়চৌধুরী রবীজ্ঞনাথ নিজ আবাদের নির্জন পরি-বেটনীর মাঝখানে স্বাধীনভাবে একা শিল্পাধনায় এতকাল निवा ए (थरक बाक कविश्वकृत आभी स्वान क्या कारतरहन। সেই আশীকাদ হোতে প্রেরণার শত কণা পুষ্পবৃষ্টির মন্ত শিল্প র শিরে বর্গিড হয়ে তাঁকে অভিনয় স্থাইর রাজ্যে চির জাগরুক রাধুক।

#### একে—চন্দ্র

রেখা অনেক মেয়ের সক্ষে মিশিয়াছে, কিন্তু স্থন্তাকে তাহার যেমন ভাল লাগে, এমন আর কাহাকেও নয়। বাঙালী ঘরের চির-নির্যাতিত, দলিত-পিষ্ট স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে একটা জাগরণের সাড়া আসিয়াছে, তাহাতে হুমূতা যতটা জাগিয়াছে, এমন আর কোন মেয়ে নয়—
স্বতঃ রেখার জানে। মুখে অমন অনেকেই সাম্য স্বাধীনতার কথা বলে, কিন্তু আসলে তাহারা সেঁতসেঁতে স্তঃপুরের যে মিন্মিনে বাঙালী-মেয়ে, সেই বাঙালী-মেয়ে !

এই যে বিশ্ববিভালয়ের নব-নির্দ্ধারিত ম্যাট্রক্
সিলেবাস—এই যে মেয়ে-পুরুষের মধ্যে শিক্ষা-বৈষম্য,
এটা স্ত্রীলোকদের উপর কত বড় একটা অবিচার—
অপমান! স্থাতা ইহার বিরুদ্ধে যতটা অগ্নি-মুখী হইয়া
তর্ক-বিতর্ক করে, এমন করিতে পারে কোন মেয়ে ?

গানে, কবিতা রচনায়, আর্জিতে, মাসিকে গল্পলেখায় স্মৃতা সিদ্ধহন্ত। গলাটা তাহার তেমন মিট্ট
না হইলেও গান জিনিষটা সে ব্ঝে। কবিতায় এখনও
তেমন হাত পাকিয়া না উঠিলেও, অত্যের কবিতার
রস-বোধ তাহার আছে। রেখার গানের উৎস—কবিভার প্রেরণা, এই স্মৃতা!

ত্ই স্থীতে মিলিয়া কাব্য রচনা করে—অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের মধ্যে এখনও কোথায় পুরাতনী' চঙ. বজায় আছে, তাহার বিচার করে—'সাহিত্যে তুনীতি বলিয়া যে একটা নৃতন কথা উঠিয়াছে, তাহা লইয়া হাস্তপরিহাল করিয়া বলে, এমন অ-সাহিত্যিক কথা ভাহারা জনমেও আর ভনে নাই—ভাবের স্বাভাবিক, আবিষ্ত অভিব্যক্তিই হইল সাহিত্য—সাহিত্যের আবার গাই গোল্ল কি, ধর্মনীতি কি—স্নীম সংসার ও স্মাকে সাহিত্য, সদীত বা স্থাপত্য অসীমের বারতা লইমাই ভূমগুলে নামিগাছে—ভাহাদের স্থায়-নীতি – লোকাচারের গণ্ডীর মধ্যে শৃঙ্খলিত করিতে গিয়া মাত্র্য কেবল আপনা-দেরই কুদ্রুত্বের পরিচয় দেয়।

আজকালকার পুরুষমাহ্যগুলার আচরণে তাহার।
অবাক ! তাহারা লক্ষ্য করে, ইদানিং উহাদের মধ্যে
রস-মাধুর্ঘ্যর সাধনাটা যেন দিনই কমিয়া যাইতেছে এবং
তৎপরিবর্ত্তে কোণা হইতে একটা প্রবল অর্থনৈতিক
উপসর্গ আসিয়া জ্টিতেছে ! বিভাচর্চার আর তেমন
আদর নাই—ঝোঁক কেবল অর্থ-রোজগারে দিকে।
টাকা, আর টাকা ! টাকা রোজগার করিতে না পারিলে
জীবন ব্যর্থ হইল ভাবে—উপার্জনক্ষম হোক, ক্ষতি
নাই,—কিন্ত 'টাকা' 'টাকা' করিয়া প্রাণটাকে মাড়োয়ারী
করিয়া তুলিলে, এই বাংলার জল, বায়ু ও মাটিতে
তাহারা টিকিবে কয়িন ? নিছক অর্থ-নৈতিক আদর্শ
লইয়া মাহ্ম বাঁচিতে পারে কিরণে ? এ আর কিছু
নয়—এটা পুরুষগুলার মধ্যে গভীর ভাব-দারিক্তা, রস-সৌন্দর্য্য-বোধের একান্ত শক্তিহীনতা!

কথায়-কথায় নিজেদের কবি জীবনের শেষ বাত্তব পরিণতির কথাটাও যে না উঠিয়া পড়ে এমন নয়! তাহাদের ভাব-লোকের কোন্ রাজাধিরাজ কবে আসিয়া তাহদের জীবনের কাব্যোংসকে পূর্ণাক করিয়া তুলিবে, একথা তাহাদের মনের কোণে দরজার ফাক দিয়া কুল-বধ্র মত মাঝে মাঝে উকি ত দেয়ই—নানাবিধ রস-সাহিত্য আলোচনার মধ্যেও কথাটা না আসিয়া পড়িয়া পারে না। রেখা বলে, "হুন্তা, মনের মাহ্য কোনদিন পাই তবেই বিবাহ, নইলে"—হুন্তা, বলে "নইলে, তোর আর আমার সমানই অবহা"।

#### ছ'য়ে—পক্ষ

্'ল ফু'টিল—ফু'ই সখীরই বিবাহ হইয়া গেল।
োরে অপেকা অন্তাদের অবস্থা চের ভাল—ভাই

াার ঘরে পড়িল। রেখার মা-বাপ গরীব বলিয়া রেখাকে
ব্রানিজ সংসারে পড়িতে হইল।

হোক্ দরিজ—রেধার স্বামী স্থন্তার স্বামী অপেক।
ভাষক লেখাপড়া জানে; সমর বি, এ, অবধি পড়িয়াছে
—অবিনাশ এম, এ, পাশ।

বিবাহের পর প্রথম স্থামীগৃহ করিতে আদিয়া রেখা তথার পরিপার্থিক আব-হাওয়া দেখিয়। স্বভাবতঃই বড় চঞ্ল হইয়া উঠিল। দরিত্রের ঘর ছয়ার—দরিত্রের সংদার! কিয়, উৎসাহে বুক বাঁধিয়া সে এই দরিত্র কুটীরকেই আপনার কাব্য-ভূবন করিয়া তুলিলে, এইরূপ সহল্প করিল। এইখানেই সে তাহার আবাল্যের কাব্যসাধনাকে ছাবনের রন্ধে রন্ধে জাগাইয়া তুলিয়। জীবনে সার্থকতা আন্যন করিবে।

প্রথমেই রেখা তাহার নিজের ঘরখানিকে শৃঙালা ও কলা-কৌশলের সহিত সাজাইল গুছাইল—ঘাহা দেখিয়া অবিনাশ একদিন মুগ্ধ হইয়া গিয়া বলিল, চমৎকার! কিন্তু পরদিন সকালে অফিসে বাহির হইবার সময় যখন ভাহার হাতে কয়েকখানি আসবাব ও ছবি ক্রয়ের ফদ্দ মিয়া পড়িল তখন তাহার মুখ গুকাইয়া গেল। রেখা জিল করিয়া ধরিল, "এগুলো না হ'লে আমার কিছুতেই চলবে না—ঘরে আমার মন বসবে না!" অবিনাশ ভাইত' করিয়া অবশেষে রাজী হইয়া গেল—পত্নীর এই প্রথম অফ্রোধ সে আর এড়াইতে পারিল না। অফিস হইতে টাকা ধার করিয়া অবিনাশ আসবাব পত্রাদি এয় করিয়া আনিয়া রেখার মুখে হাসি ফুটাইল।

সন্ধ্যার সময় ফু'ল না হইলে এবং সেই ফু'লের ালা গাঁথিয়া স্বামীর গলায় না পরাইয়া দিলে রেখার ক্যাটা বৃধায় যায়—স্ববিনাশ একটা গলিপথের ফু'ল- ° ্যালাকে নিযুক্ত করিল, সে প্রভাহ ফু'ল দিয়া যাইত।

বদন-ভূষণ ও অনুসোঠবের সাধ রেধার আজিকার
——বিবাহের পূর্ব হইতেই। কালেই ইহার অন্ত অবিনাশকে আর আলাহিদা অনুরোধ করিতে হইল না।

অবিনাশ ভাবিল, প্রথম বিবাহিত জীবনে পত্নীর আদর আবদার একটু সহিতেই হয়—এ নেশা আমার ক্যদিন ?

স্থ্যক্তিত কক্ষে স্থ্যক্তিত-ব্যুক্ত জানালার পাথে ইজি-চেয়ারধানায় শিথিল দেহ এলাইয়া দিয়া রেখা গলির ফাঁক দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দিন রাভ কি ভাবে, আর মাঝে মাঝে একটা বাংগান খাড়োয় পেন্সিল দিয়া কি লেখে। দুরে বিছানার উপর পড়িয়া অবিনাশ ভাকে, "বেগা উঠে এস-কাছে এম, ছ'টো কথা কও, কি যে দিন রাত লেগ"় রেখা জারুঞ্চিত করিয়া অবিনাশের গায়ের উপর খাতাগানা ছুড়িয়া দিয়া বলে, "পড়েই দেখনা--কি লিখড়ি"। অবিনাশ কবিতার ছত্র কয়টির উপর চক্ষু বুলাইয়া, তাভিল্যের সহিত হঠাৎ থাতাথানা মুড়িয়া ফেলিয়া কলে, মাধা আর মুও! অক্ষরে অক্ষার মিল ২লেই যদি কবিতা হ'ত তাহ'লে ছাত্রজীবনে আমিও একজন মন্ত কবি ছিলাম একথা স্বীকার করতে হবে"। ইচ্ছা করিয়া অবিনাশ কথাটা রু করিয়া বলে-কারণ রেখার ব্যাপারে সে যেন অতিষ্ঠ। স্বামীর নিক্ট হইতে এইরূপ নির্মান স্মালোচনা শুনিয়া রেখার স্থাদ জালা করিয়া উঠে। হইত স্থনুতা — এ লেখার কার ব্যিত। সদ্মহীন দারিদ্রা-ক্লিষ্ট পুরুষের সাধ্য কি যে এ কবিভার মর্মা বুরো। কিন্তু এখানেই রেখার চিন্তা নিংশেষিত হয়না। গুমুরাইতে গুমরাইতে সে এমন এক স্থানে গিয়া পড়ে যেখানে গিয়া ति निष्कत ভাগাকে विकात विधा मतन मतन वल-हांध. এমনও অর্গিক স্বামীর হাতেও দে পড়িয়াছিল। এ হেন পাষাণ মূর্ত্তিকে লইয়া ভাহার কাব্যোৎসব! দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া রেখা চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে **চ**लिया याय ।

অনিনাশ দরিজের ছেলে। অল্প ব্যসে তাহার বাপ মারা ধায়। মাথার মোট করিয়। সে সংসার করিতে শিথিয়াছে। কোনদিন তাহার বেশের পরিপাট্য নাই। ফুতার অবস্থা দেখিয়া ছাতা কাঁদে, ছাতার অবস্থা দেখিয়া ছাতা কাঁদে, ছাতার অবস্থা দেখিয়া ছাতা কাঁদে, ছাতার অবস্থা দেখিয়া ফুতা কাঁদে! সপ্তাহে ছুই দিনের অধিক কোঁর কার্য্য করে না। টেরি কাটে বিস্তৃতভাবে—কিছ

মাথার চুলগুলাকে কোনবারেই ভক্ত করিয়া ছ'টে না। কথাবার্ত্তা বড়ই অগোছালো। হাসে উৎকট আন্তরিকতার সহিত।

রেখা ব্রিয়া দেখিল, এমন শুক্ষ কাঠকে লইয়া তাহার দিন চলিবেনা। প্রথমটা দেখামীকে আপনার মন-মত করিয়া তুলিবার বহু প্রয়াস পাইল। কিন্তু দেখিল, স্থামা তাহার বনিয়াদি চাল গুলার একটিকেও ছাড়িতে প্রস্তুত নন। দে তথন স্থামার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া দিয়া আপনার কবিতা ও ভাব-জগত লইয়াই পড়িল!

#### তিনে— নেত্ৰ

কবিতা-রচনার মধ্য দিয়া বেখা পৃধিরাগ, মিলন ও বিরহের হুগ ও ছুথে উভয়ই উপভোগ করে। কবিতা রচনার মধ্য দিয়া আপেনার সংসার হুই করে। কবিতা রচনার মধ্য দিয়া সাংগারিক স্কলতা-বিফলভার জ্ঞা কখন হাদে, কখন কালে। কবিতার কল্প-লোকে তাহার মানদ স্থামী ও মানদ পুত্রকঞাগুলিকে লইয়া বড় আনন্দেই তাহার দিন কাটে।

এই সময়ে একবার স্থন্তা তাহ:কে যে একখানি
পত্র বেষ তাহার উত্তরে দে একস্থানে লেখে—"স্থ্ন ল ভোর বিবাহিত জাবন স্থ'ল হওয়ায় তৃই আবানাকে ঘেমন স্থী ব'লে মনে কভিন্, জানিস্ আমার বিবাহিত জাবন বার্থ হওয়ায় আমি তেমনই স্থা—কি তার বাইরেও! আমার আজাবনের কাব্য-সাধনা আজ মধার্থই অর্থ-পূর্ব হয়েত— আমার তপত্যা সার্থক হ'য়েছে!"

কিছ্ক নাভার পৃথিবী! এগানে কল্প লাক রচনা করিয়া মাজু বের আর কয়াদন চলে । বিবাহের প্রথম একটা বংসর এক রকমে কাটিয়া গেল—কিন্তু রেখাকে লইয়া অবিনাশ ক্রমই বড় বিপ্রত হইয়া পড়িল। অবিনাশ একদিন রেখার মেজাজ ব্রিয়া ভাহার নিকটে আাসয়া ধীরভাবে কহিল, —"রেখা, সংসারের দিকে আর ত ভোমার উদাসন্ থাক্লে চল্বে না—এবার লেখাপড়া একটু কমাও।" রেখা নয়ন কৃচ্কিয়া বলিল, —"সংসার যেমন চল্চে ভেমনই চলুক না—আমি ত আর ভার' পথে বাধা হ'রে দাঁড়াই নি। আমি আমার কবিভার

নক্ষত্ৰ-লোকে বাস কর্চি--সংসারের সক্ষে আমার বি শ**ম্ম !**" কণ্ঠমর আর একট স্পষ্ট করিয়া অবিনাশ বুলি: -"দেখ, ওসৰ ভাৰকতা ছাড়—আমি কি তোমায় পড়াশেল क्रबुख वात्रण क्रवितृ (क्वन वन्ति, प्रतिक्ष घरत छन्त শোভা পায় না-মা বড়োমাত্রয়, কদিন আর সংস্থে থ ট্বেন ? আমারও চাকরি বাকরির স্থিরত! কিছুট নেই। কবিতা-ফবিতা ওপৰ বড় মাত্র্যদের—তোমা আমার জন্ম নয়।" নত বেত্রকে হঠাৎ ছাডিয়া দিলে ভার যেমন শুরো থাড়া হইয়া উঠে, রেখা ঠিক তেমনি ভাষে চেয়ার হইতে ক্ষিপ্তভাবে উঠিয়। দাঁড়াইয়া বলিল, "দংসা বের হীন, কুচ্ছ কাজ আমার দ্বারা হবে না। তোমার সংসারের দাসীরুত্তি করবার ভত্ত তোমায় আমি বিবাহ করিনি—আমার কাব্য সাধনার উপানান রূপেই ভোমাং বিবাহ করেছিলাম। — কিন্তু গরে বুঝেছি, তুমি আমার কাব্যের অতি অযোগ্য উপাদান ! োনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আর নেই, কোনো।" বলিয়া রেখা চুম ছুম্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আবনাশ দেইখানে নীরবে দাড়াইর। কন্ত কি ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ একবার শিহরিয়া উঠিল—রেখা বিক্লন্ত মতিষ্কানয় ত্

# চতুঃ—্বৰ্বদ

জীবনে যথন আর শান্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট রহিল
না, তথন অবিনাণ হঠাং একদিন গৃহত্যাগ করিয়া
কোথায় চলিয়া গেল। তুই সপ্তাহ ভাহার আর গোন
থোজ পাওয়া গেল না। পক্ষকাল পরে মাকে পর
লিবিয়া জানাইল—দে মুক্লেরে আদিয়া স্থলমান্তারি করিবিটেছ—বড় শাস্ততে আছে—এখন আর বাড়ী ফি'রবে
না—পূর্বের ব্যবস্থামত সংসারের যাবতীয় খরচই সে
মাসে মাসে পৌছাইয়া দিবে—কাহারও স্থেমছেকে
এডটুকু ঘা দিবে না।

মুখেরে গিয়াছে—যাক! শাস্তিতে আছে—আছা, থাকুক! আর মুকেরে যাক বা না যাক, শাস্তিতে থাকুক বা নাই থাকুক, ভাহাতে রেখার কি বায় আবে! রেখার অস্তর যাহাকে আপনার বলিয়া খীকার করে না, ভাহার সহিত আর কি সম্ব। ছই সপ্তাহের পর রেখা আবির

তাহার কবিতার খাতাধানা হাতে লইয়া ইজিচেয়াতে দ্দিয়া পড়িল এবং আপনার ভাব-জগতে প্রবেশ করিল।

বেথা কবিতা লেখে—আজকাল তাহার কবিতা থেন প্রবণের মত আপনিই উৎসারিত হইয়া আদে। রেখা নিজেই আশ্চর্যা হায়! স্থনভাকে মাঝে মাঝে আপনার রচিত কবিতা পাঠাইয়া দেয়—স্নৃতা উত্তরে পূর্বের মত আর কোন কবিতা লেখে না, কেবল লেখে -- "আমার কবিতার উৎস-ধারা কোথায় থেন নিজেকে হারায়ে ফেলেছে—তাই আর আমার কবিতা বের হয় না: কিন্তু তোমার কবিতা আজকাল বড় স্থলর হচ্চে —ওগুলোকে তমি মাসিকে পাঠিও—দপাদক মশায় আদর ক'বেই ছাপাবেন।"

রেখা মাসিকে কবিতা লিখিতে স্থক্ন করিল। অল্ল-দিনেই ভাহার স্থনাম হইল। এই স্থনামের নেশা রেখাকে পাইয়া বসিল।

কিন্তু, হঠাৎ কবিতা লেখায় রেথার কেমন অকচি জিলিল। কবিতা লিখিতে বা পড়িতে তাহার যেন আর ভাল লাগে না। শত চেষ্টাতেও দে একছত্ত ক্বিতাও লিখিতে পারে না। দিন আর কাটে না। কেবল ভাবনা---আর ভাবনা । কিদের ভাবনা ? ক্বিতার ভাবনা নয়। এলোমেলে নানা ভাবনা। গ্রন্থ বা মাসিকে, অত্যের কবিতা পড়িতে গেলে ংঠাৎ ভাহার মন হ হ করিয়া ক্রিডার অক্রর ছাডিয়া <sup>ট্ধাও</sup> হইয়া ৰায়। কবিভাটা থেন ভাহাকেই লক্য ক্রিয়া **লেখা—যেন ভাছারই মনে**র কোন গোপন অজ্ঞাত ম্থাকে সে বাহিরে প্রকাশ করিতে চায়। অন্তের চবিতা সে যেন আর পড়িতেই সাহস করে না।

বাদলের ধারা আকাশ হইতে ভূতলে ঝরে, শীতল-াাত্রের নগ্ন শৈত্য অঙ্গ শিহ্রিয়া তুলে, নব-বসন্তের কাকিল কুজন করে, পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে হাসে, মাসিয়া পড়ে—রেখার মনে এ সকল আর কবিতা গগায় না, জাগায় কি বেন, কিসের বেন একটা অভাব !

मिन दार्थात नारम अक्याना किंठे शिवन मित्रा গল। রেধার বুকের ভিতরটা হঠাৎ টিগু টিগু করিয়া

উঠিল! কম্পিড হতে বেখা চিঠি খুলিয়া দেখিল— স্মৃতার চিঠি। রেখা অখন্ত হইল ৮ স্মৃতার একটি <del>পুতা</del> সম্ভান হইয়াছে! স্থন্তা রেখাকে অফুরোধ করিয়াছে, রেখ। ঐ সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া মেন ভা**হাকে** উপহার দেয়।

রেখা তৎক্ষণাৎ দেই বাধান খাতা ও পেন্সিল লইয়া বদিল। কিন্তু একবর্ণও কবিতা লিখিতে গারিল না। ক্ৰিতাৰ প্লট ভাবিতে ব্দিয়া দে যাহা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ আপনার জ্ঞানে ফিরিয়া আফিল, তাহাতে তাহার মুপথানা রাঙা হইয়া উঠিল।

সময় আর কাটে না। রেথা তাই আজকাল একট্ একটু সংসাবের কাজে হাত দেয়। শাশুড়ীকে কোন দিন বা বলে, "আপনি মা, বুড়োমাছুষ, সকুন, আমি আজ বাঁধি।"

ঘরের অনর্থক আসবাব গুলাকে রেখা একদিন তাহার এক প্রতিবেশিনী বন্ধকে বিজয় করিয়া দিল— ছোট্রহর, এও ঘিঞ্জি করিলে টেকা দায় !

প্রজার সময় অবিনাশের মা অবিনাশকে বাডী আসিবার জন্ম পত্র লিখিলেন। কিন্তু অবিনাশ এই ছটিতে তাজহল দেখিতে যাইবে বলিয়া পতেই মাকে বিজয়ার প্রণাম জানাইল — বাড়ী ফিরিল না।

কলিকাতা হইতে অবিনাশের নামে একথানি অভি কৃদ্ৰ পত্ৰ গেল—ভাহাতে বিজয়ার প্ৰণাম ছাড়া আৰু কোন কথা নাই।

এবার রেখাকে দিয়া লিখাইয়া জননী অবিনাশকে বাড়ী ফিরিবার জন্ম পত্র দিলেন। অবিনাশ কলেজ-দিনের বিলম্বের পর দে পত্তের যে জ্বাব দিল, ভালাতে লিখিল-"মা, তুমি আর আমায় বাড়ী ফে'রবার কথা ব'ল না। দেখ মা, আমি কারও জীবনের পথে বাধা इरम উচ্চাভিলাৰ ও আদর্শকে কুগ্ন কর্তে চাই না! এই স্বর্ব্যের কিরণ বাতায়ন দিয়া বিছানায় বিদেশে আমি বেশ আছি। তুমি ড জানুমা, বাবার মৃত্যুর পর হ'তে আমি জীবনে এ পর্যান্ত কত কট পেরেছি। আশা ক'রেছিলেম, বিবাহ করে জীবনের হু:ধের ভাগ অম্বকে নিয়ে কতকটা শান্তি পাব। ডাই चात्रि निक्किक स्मारत रमरबंदे विवाद करत्रिमाम, कात्रव

জানতেম, শিক্ষাপ্রাপ্ত মার্জ্জিত-বৃদ্ধি ত্রী অতি সহক্ষে স্থামীর মনে প্রবেশ কর্তে পারে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'রেই সে স্থামীর ছংথকে আপনার ছংথ ক'রে নেয়। কিন্তু ভাগ্য আমার এমনি, ঠিক তার বিপরীত ঘট্লো! যাই হোক, কারও বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই—আমার কর্ত্বয় আমি পালন ক'রে যাছিছ, এই টুকুই আমার সাস্থনা।"

মাধার যাজনায় রেখা দেদিন আর রান্নাঘরে গেল না—শাশুড়ীর হাতে রান্না দিয়া সদ্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। সারারাত্তি সে আর কিছু খাইল না, বা ঘরের বাহির হইল না। সকালে তাহার মুখচোখের অবস্থা দেখিয়া শাশুড়ী বলিলেন "হাঁ মা, অন্নথ করল নাকি! রেখা মৃত্কঠে বলিল, "নামা"। বলিয়া অন্তত্ত গেল। দিন তুই পরে, মুক্লেরে অবিনাশের নামে একথানা রেজেন্তারি করা প্যাকেট গিয়া পৌছিল। প্যাকেট দেখিয়া অবিনাশ একটু বিশ্বিত হইল। কি এটা? প্যাকেট একটু ছিঁড়িভেই, হঠাৎ কতকগুলো পোড়া কাগজ ও ছাই বাহির হইয়া তাহার কোলের উপর পায়ের উপর পড়িল! প্যাকেট খুলিয়া অবিনাশ দেখিল রেথার সেই কবিতার বাধান ধাতাখানা অর্জ-দগ্ধ অব-হায়, এবং তাহার সহিত একটুক্রা কাগজ তাহাতে লেখা আছে—"ফিরে এস—অপরাধ ক্ষমা কর।—রেখা।

সেই দিন রাজের ট্রেনেই অবিনাশ মূক্তের ত্যগ করিয়া কলিকাতা রওনা হইল।

# কাশীর কথা

= 필지어 —

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কালভৈরব :---

বিশেশরের মন্দির হইতে কালতৈরবের মন্দির একটু
দূরে অবস্থিত। যাহারা গলি দিয়া যাইতে না চান
জ্ঞানবাপী হইতে নিকটেই চকের রাজায় (লাম্পত রায়
রোড) পড়িবেন। চকের রাডা ধরিয়া উত্তরমূথে কোতোয়ালির দিকে যাইবেন এবং কোতয়ালি ছাড়িয়া নীচিবাগে আসিবেন। নীচিবাগের আগেই (দক্ষিণ দিকে) উহার
পাশে বে রাজা গিয়াছে, ঐ পথে গেলে কালতৈরবের
মন্দির পাওয়া বাইবে। এই পথে একটু গিয়া প্রথমে
ডানদিকে, তারপর রাজা সত্যানন্দ সিংহের বাড়ীর কাছে
বায়ে যাইতে হয়। ইহার পর একটা চৌমাণা আছে,
সেপানে ডানদিকের গলিতে গেলেই কালতৈরবের মন্দির
পাওয়া যাইবে।

মহাদেব অন্ধার গর্কা থকা করিবার জঞ্চ ভৈদ্বব-মাধকে স্বান্ত করেন। কালভৈত্তর কাশীর বিচারকর্তা। কাশীর মধ্যে কোন পাপকার্য্য করিলে কালভৈত্তরবের কার্ট্ছ ভোহার বিচার হইবে। কালভিত্তর কাশীর পুরীতন শিব। কালভৈরবের মুখ রৌপ্য নিম্মিত, গোফ আছে। তাঁহার দেহ কাপড় ও ফুলের মালায় ঢাকা। কাছেই তাহার বাহন কুকুরের মুক্তি রহিয়াছে।

মন্দিরের সন্মুখে কালো দড়ি বিক্রন্ন হয়। এই কালো দড়ি গলাম পরিলে কালভৈরব কাশীতে টানেন।

কালভিরবের মন্দিরের পাওা যাত্রীদের ময়য়পুঞ্জের ঝাঁটা দিয়া প্রহার করেন; তাহাতে পাপ নত্ত হয়।

অগ্রহায়ন মাসের ক্লফাইনীতে উপবাদ করিয়া রাত্রি জাগরণ ও পূজা করিকো পাপ দূর হয়।

ক।লটভরবের মন্দির পেলোয়া বান্ধীয়াও কর্তৃক নিমিত।

এই মন্দিরের সন্মূপে একটা মন্দিরে রাম সীভার মূর্তি আছে। কালভৈরবের দণ্ড:—

কাল ভৈরবের মন্দির হইতে বাঁহির হইর। একটু বাঁহের গিয়া, প্রথমে ভাগদিকে ও পরে বাঁহে গলিকৈ বৈকিলে পঞ্জের বামজিকে একটা মন্দির পাওয়া স্বায়। মন্দিরের নম্বর কে ৩১।৪৯,

কানভৈরৰ যে দণ্ডের ছারা শান্তি দেন, তাহা এই মন্দিরে আছে।

তৈলক স্বামীর মন্দির :--

চকের রান্তার তানদিকে ঠাটেরি বাজার। এই বাজারের রান্তা দিয়া সোজা গিয়া, যেখানে ইহা শেষ হইয়াতে, সেই জায়গার সামনে একটী ফটক আছে; ভাহার মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

পথে তৃধবিনায়কের মন্দির পড়িবে। এই স্থানকে তুধ বিনায়ক মহলা বলে।

প্রথের **ভানদিকে তৈলক্ষ স্বামীর মঠ। একটী** সাধারণ **বাভী বলিয়া মনে হয়। নম্ব কে ২**৩।৯৫

মঠের মধ্যে প্রবেশ করিলে ভানদিকের ঘরেই ত্রেলস স্থামীর উপবিষ্ট মূর্ত্তি দেখা যাইবে। গলদেশে তাঁহার ব্যবহৃত মালা। সমুধে তাঁহার থড়ম ত্ইটা রক্ষিত হইয়াছে। ভিতরে উঠানে প্রকাণ্ড শিবলিক। ইহার নাম তৈলিকেখর শিব।

বাড়ীর ভিতরদিকে রাধাক্তফের ও কালীর মূর্বি আছে।

বৈজ্ঞ ক্ষামী দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি কাশীতে পঞ্চনদ তীর্থের উপর বাস করিতেন ও
অধিকাংশ সময় জলের মধ্যে থাকিতেন। প্রবাদ তিনি
মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিতেন এবং নিজে ২৮০
বংসর জীবিত ছিলেন।

## জঙ্গম বাড়ী রোডের দিকে

তিলভাঞেশর:--

গোধ্লিরা হইতে অক্ষমবাড়ী রোড ধরির। গেলে 
ডানদিকে বালালীটোলা হাই কুল পড়ে। এই কুল বাড়ীর 
আগে ডানদিকে বে গলি ভাহার মধ্যে প্রায় ২০খানি ।
বাড়ীর পর ও পথের ডান পাবে একটা কুল বন্দির 
আহে। বাহির হইতে দেখিলে একটা সাধারণ বাড়ী বিদিয়া মনে হয়।

मिन संस्था सामविद्यम्ब स्टब फिन्क्क्रोरक्श्वत निहत्त्व

প্রকাণ্ড মৃত্তি। প্রবাদ যে এই মৃত্তি প্রতিদিন একডিক করিয়া বড় হয়। সামনেব দালানে একটা কৃপের স্থায় গহবরের মধ্যে পাতালেখর শিবলিছ।

তিলভাতেখনের বামদিকের দেওয়ালে বিফ্পাদ ও সভ্যনারায়ণের মৃতি। তিলভাতেখনের সম্মুখের উঠানে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে বীরভদ্রের মৃতি।

পরেশনাথের জন্মস্থান:-

জৈনদের দিতীয় তীর্থক্কর পাধনাপ কাশীতে জ্বম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কাশীরাক্স অধ্বেদের পুরা। ৭৭৭খৃষ্টপূর্কাক্সে পাধনাথ যৌবনে সংসার ত্যাগ ক্রিয়া জৈনমত প্রচার করেন।

ভেলুপুরায় ইজয়নগরের (ভিনিয়ানাগ্রাম) মহারাজের প্রাসাদের পশ্চিমাংশ সংলগ্ন বাড়ীতে গাখনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্ম এইস্থান জৈনদের একটী তীর্থ।

দশাখনেধ ঘাট হইতে গোধুলয়ার মোড় পার হইয়া গোধুলিয়া গিজ্জার পরেই বাঁয়ে যে রাজা গিয়াছে, ভাহা দিয়া গেলে ইজয়নগর রাজবাড়ী পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর পাশেই প্রগ্সেন উদয়রাজের শোরীপুর লৈন যদ্দির, ভাহার প্রেই প্রেশনাথের যদ্দিরের ফটক।

অথবা গোধুলিয়া হইতে জন্মবাড়ী রোড দিয়া দক্ষিণ
দিকে গিয়া সোনারপুরার মোড়ে ডানদিকে বেঁকিলে একটী
চৌমাথার পরই ইজয়নগর রাজবাড়ী ও পার্যনাথের
মন্দির পাওয়া যায়। মন্দিরের সদর ফটক পার হইয়া
একটী ছোট অভ্যন্ত নীচু দরজা দিয়া ভিতরের অকনে
প্রবেশ করিতে হয়।

সামনে খেতাখর জৈনদের মন্দির। একটা মঞ্চের উপর মাঝধানে পার্খনাথের মৃত্তি; তাঁহার একপাশে শান্তিনাথ, অক্সপাশে মহাবীরের মৃত্তি। সমুথে একটু নীচে রেধাবজী ও নেমিনাথের মৃত্তি।

এই মন্দিরের ভানদিকে দিগম্বর জৈনদের একটি কুন্ত মন্দির। ছোট ছোট পাহাড়ের স্থায় লাল সিক্ষুর মাধানো মৃঠি।

বামদিকে সামান্য দ্বে দাগালীর পদচিত্র। এই মন্দিকের পাপ্তকের জালিকার একটা বেধিবার দিনির। ছুর্গা-মন্দির:---

ইজয়নগর রাজবাড়ীর পাশ দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে।
এই পথের যেদিকে ভেল্পুরার থানা সেদিকে না গিয়া,
প্রাসাদের পাশ দিয়া এই রাস্তা ধরিয়া বরাবর দক্ষিণ
দিকে গেলে বাঁয়ে তুর্গাকুগু ও মন্দির পড়ে।

গোধ্লিয়া হইতে জ্জ্মবাড়ী রোড দিয়াও যাওয়া যায়। বাজালী টোলা স্থল ছাড়িয়া একটু গেলেই সোনারপুরার মোড়। এথানে বায়ে গিয়া বায়ে বেঁকিলে ভিজ্মিনাগ্রাম বা ইজ্মনগর রাজবাড়ী ও পার্খনাথের মন্দির এবং ছুর্গাবাড়ীর রাস্তা পাওয়া যায়।

দেবী ভাগবতের মতে ইক্ষাকুবংশীয় ঞবদদ্ধির পুত্র স্থদর্শন ছুর্গাম্র্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান মন্দির রাণী ভবানী কর্ত্তক নিশিত।

রাণী ভবানী নাটোরের রাজা রামকান্ত রায়ের পতী।

শারদীয়া তুর্গা ও বাদস্তী পূজার সময় কাশীবাসী-গণ তুর্গা দর্শন করিয়া থাকেন। আবেণ মাদের প্রতি মঞ্চলবার এথানে মেলা হয়।

রান্তার ট্রপরে বাঁয়ে পাধর বাঁধানো প্রকাণ্ড পুকুর— তুর্গাকুণ্ড। প্রবাদ যে ভগবতী যুদ্ধ জয় করিয়া এই কুণ্ডের ভীরে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। পুকুরটীর পাশেই উহার দক্ষিণ দিকে তুর্গা-মন্দির। তুর্গাকুণ্ডের দিক হইতে মন্দিরটী স্থান্দর দেখায়।

ত্র্গা মন্দিরের প্রবেশ বারের নিকটে বলিদানের স্থান। ভিতরের অঙ্গনের মাঝখানে একটা মন্দিরের ভিতরে ত্র্গাম্তি। ত্র্গার কেবল স্থবর্গ-প্রতিম মুখখানি দেখা গেল।

ভিতরে অন্ধনে প্রবেশ করিলে ডানাদকে ভদ্রকালী মূর্ত্তি এবং তাহার পরে লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

ভান্ধরানন্দ স্বামী:--

ত্র্গাক্ণের পাশ দিয়া একটা পথ বাছির হইরা পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে; এই পথে কুও বেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পর আমেধির রাজার আনন্দবাগ নামক বাগান। ইহার মধ্যেই ভাত্তরানন্দ স্বামীর সমাধি মন্দির। এই বাগানটা তুর্গা মন্দিরের পূর্ব্বে অবস্থিত। ভাস্করানন্দ স্বামীর পিতৃদন্ত নাম মতিরাম। কাণপুর জেলার মৈথিলীপুর গ্রামে ১৮৩৩ গ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাতাশ বংসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ভাস্করানন্দ নাম গ্রহণ করেন এবং পরে কাণীতে আসিয়া হুর্গাবাড়ীর কাছে অবস্থান করেন।

ভাস্করানন্দ স্বামী থুব পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ধ্যাতি শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদেশীয় পণ্ডিত ও নরপতিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধ্যা মনে করিতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষ সম্রাট এবং তাহার পর স্থানিদ্ধ লেখক মার্ক টোয়েন্ তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ ২৬ বৎসর কাল তিনি উভানে সমাধি-মন্দিরের পিছনের বাড়ীতে ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জ্লাই মাসে ৬৬ বৎসর বয়সে ভাস্করানন্দ দেহত্যাগ করেন।

বাগানের ভিতরে প্রবেশ করিলে বাঁয়ে একটা কুল ঘরে খেত মর্মার প্রক্তরে নিার্মাত স্থানর মূর্ত্তি। প্রতিভা-মণ্ডিত মূধ ও তীক্ষ চক্ষ্ মূর্ত্তিতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুধধানি দেখিতে অনেকটা দান্তের মতন।

ফটকের সাম্নে বাগানের মাঝখানে একটা মর্ম্মর গঠিত স্থানর মন্দির মধ্যে ভাঙ্করানন্দের সমাধি। দেহত্যাগের পর তাঁহার নশ্বর দেহ এইখানে প্রোধিত হইয়াছিল। সমাধির উপর একটা মার্কেল পাণরের বেদী ও ভাহার উপর শিবলিক আছে। ভাঙ্করানন্দের একজন শিশ্য এই সমাধি মন্দির তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন।

সমাধি মন্দিরের পিছনে যে একটা ক্ষুদ্র বাড়ী আছে, সেধানে ভাস্করানন্দ থাকিতেন। এই বাড়ীর ভিতর বাদিকে একটা দির্গ নীচে একটা ঘরে যাওরা যায়; এই ঘরটা প্রায় মৃত্তিকা নিয়ে। ইহার ভিতর ভাস্করানন্দ তপ্তা করিতেন।

শৃষ্ট মোচন :--

তুর্গামন্দিরের দক্ষিণে একটু দুরে শঙ্কট মোচন। কাশীর মঠ

কাশীতে গাধুদের অনেকগুলি মঠ আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটা জান ও ধর্ম আলোচেনার বস্ত বিখ্যাত। প্রাচীন মঠগুলির মধ্যে শহরাচার্য্যের মঠ, কবীর, তুলদীদাদ, নানক প্রভৃতি দম্প্রদায়ের মঠ, কপিল মুণির মঠ প্রভৃতি প্রাসিদ্ধ। শহরাচার্য্যের আশ্রমে শহরুচার্য্যের ফ্লর মুর্জি আছে। এই আশ্রম থিয়োজফিক্যাল দোসাইটীর একটু পশ্চিমে। আধুনিক মঠগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত ধর্ম মহামণ্ডল উল্লেখযোগ্য।

# পবিত্র কৃপ ও কুণ্ড

लेको कुछ छ नक्की एन गीत मनितः --

দশাখনেধ ঘাট হইতে যে বড় রাস্তা বাহির হইরাছে তাহার নাম লক্ষীকুগু রোড। গোধূলিয়া পার হইয়া গির্জার পাশ দিয়া এই রাস্তা ধরিয়া দোজা ঘাইতে হয়। মিস্রিপুথরার রোড্রের মোড় পার হইয়া ডানদিকে যে গলি আছে, ভাহার মধ্যে লক্ষীকুগু।

কক্ষী কুও একটী বড় পু্করিণী—চারিপাশ পাধর দিয়। বাঁধানো। জল সেরপ পরিষ্কার নয় এবং ঘাটগুলিও অপবিচ্চৱ।

কুণ্ডের নিকটে গলির ভিতর লক্ষীদেবীর কুদ্র মন্দির। মন্দিরের নম্বর ডি ৫২।৪০।

নক্ষী মূর্ত্তির একপাশে সরম্বতী ও অত্যপাশে কালী মূর্ত্তি।

পিশাচমোচন পুন্ধরিনী---

পিশাচমোচন পুন্ধরিণী বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট টেশনের নিকটে চিতগঞ্জে অবস্থিত।

গৈবী কৃপ ও বৃদ্ধকালেশ্বর কুপের জল উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এতছাতীত পিতৃকুণ্ড, মাতৃকুণ্ড, ললারক কুণ্ড প্রভৃতি আছে :

# অস্থান্য ড্ৰন্থব্য স্থান

কাশীতে মন্দির ব্যতীত আরও অনেক দেখিবার কিনিব আছে তন্মধ্যে মতি খিল একটী। মতিবিল—

পোধুলিয়া হইভে গল্পীকুও রোড ধরিয়া সোলা হাইতে

হয়। রামকৃষ্ণমিশন হাস্পাভালের কাছ হইতে এই রাভার নাম রাম্কালী চেচাধুরী রোড হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন হাস্পাতাল এইখানে।

আজ্বমতগড় প্যালেস পোষ্ট অফিস ছাড়িয়া একটু গেলেই রান্তার বামদিকে রাজা মতিচান্দের ফুলর বাগান বাড়ী।

প্রাসাদের সন্মূপে স্থলর ফুলের বাগান। নানাজ্ঞাতীয় ফুল ফুটিয়া বাগানটীকে ছবির মতন ক্রিয়াছে।

প্রাসাদের পিছন দিক দিয়া গেলে মতি ঝিল দেখা যাইবে।

কলিকাভার ইডেন গার্ডেনের মহন স্থন্দর ঝিল। ঝিলের উপরে একটি সেতু দিয়া গেলে অপর পারে বাগানে যাওয়া যাইবে।

বাগানের মাঝথানে একটা ক্রন্মি ঝরণা। ঝরণার জন মাহাতে পড়ে, সেখানটার রচনা অতঃস্ত ফুলর।

কাশীর গোধূলিয়া হইতে মতি:ঝল **যাতায়াতের একা** ভাড়া দশ আনা এতং টোঞা সাধারণত: ১ টাকা শইয়া থাকে।

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

কাশী বিছাপীঠ—

কানী বিভাপীঠ ক্যাণ্টনমেন্ট ষ্টেশনের নিকট বিভাপীঠ বোডে অবস্থিত। এটা একটা জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শ্রীভগবান দাস ও শ্রীশিবপ্রসাদ গুণ্ডের যত্ত্বে এই বিভাপীঠ গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত কলেজ (Queen's College)—

কাশী চিরদিন সংস্কৃত শিক্ষার জন্ম বিখ্যাত। কাশীর সংস্কৃত কলেজ বিখবিখ্যাত। ইহার 'সরস্বতী ভবন' নামক গ্রন্থাগারে অনেক মূল্যবান পুঁথি আছে।

# হিন্দু ইউনিভার্সিটি

কাশীর হিন্দু বিশ্বিভাগন্ব একটা দেখিবার জিনিব।
দশাখনেধ খাটের নিকট বাস পাওরা বার—বাতারাতে
ছয় জানা পড়ে। বিশ্বিভাগর সহরের উপকঠে নাপোরা
অঞ্চল অবস্থিত।

বিশ্বিভালরের বাড়ীগুলি একটা বিত্তীর্ণ ভূমির উপর লক্ষ্যকান্যারে সন্দিত। ইহাদের পশ্চাডে ছেলেদের বোর্ডিং, অধ্যাপকদের বাসন্থান প্রভৃতি রহিয়াছে। এই বিশ্ববিভালয়ের জন্ত প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। জন্তান্ত বিশ্ববিভালয়ের ভায় এখানেও বি-এ, এম্-এ, ওকালতি প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

বিশ্ববিষ্ঠানয়ের অন্তর্গত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিখ্যাত। ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতৃবিস্থা (মেটালার্জি) গ্রেছাভির বিশেষ শিক্ষা ও উপাধি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

বিশ্বিভালরের অধীনে একটা আযুর্বেদীয় বিভাগও আছে; কিন্তু ইহার ব্যবস্থা থুব ভাল নয়।

সম্প্রতি একটা কৃষি কলেজ খোলা হইয়াছে। হিন্দু বিশ্ববিভালয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কীর্ত্তি।

#### কাশী সহর

কাশী একটি প্রকাণ্ড সহর । এই সহরের এক
অংশকে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট বা সিক্রোল এবং অপর
আংশকে বেনারস সিটি বলে।
টেশন—

কাশীতে চ্ইটা টেশন আছে—কাশী ও বেনারস ক্যাল্টনমেণ্ট। বাহারা চকের দিকে থাকে, কাশী টেশন ভাহাদের পক্ষে স্থবিধা; কিন্তু এখানে গাড়ী অল্পকণ থামে বলিয়া সাধারণ বাত্রীদের পক্ষে ক্যাল্টনমেণ্ট টেশনই স্থবিধান্তন। বেনারস এক্সপ্রেস্ ক্যাল্টনমেণ্ট টেশনে শেষ হইয়া যায়; অন্তান্ত গাড়ীও এখানে অনেকৃক্ষণ থামে।

ক্যাণ্টনমেন্ট টেশমের কাছে বাস্, গাড়ী, ট্যাক্সি, একা ও টোলা প্রভৃতি পাওয়া বায়। বাসের ভাড়া প্রতি লোকে ১০ হিসাবে। গোধ্লিয়া পর্ব্যস্ত একা। আনা এবং টোলা

। আনায় পাওয়া বায়।

কাশীতে গলিগুলির ভিতর গাড়ী যায় না এবং অনেকস্থলে বাড়ী হয়ত রাডা হইতে অনেক দূরে।
এরপস্থলে রাডার উপর মালপত্র নামাইয়া বাড়ী থুঁজিয়া
গইতে অনেককে বিত্রত হইতে হয়; একস্ত বাহারা
বাড়ী ঠিক করিয়া যাইবেন, তাহারা কাহাকেও উেশনে
বাজিতে বলিলে স্ববিধা হইবে।

द्य नकन यांची २।० मित्नक क्य यान कांश्रात

হোটেলে উঠিতে পারেন; হোটেলগুলি রান্ডার উপরে। দশাখনেধ দাটের কাছে অনেকগুলি হোটেল আছে।

দশাৰমেধ বাট হইতে প্ৰায় অসিঘাট পৰ্য্যস্ত অংশে বালানীর বসতি বেশী।

#### সহরের পথ:---

ক্যাণ্টন্মেণ্ট ষ্টেশন হইতে বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে যাইতে হইলে ভারতবর্ম্ম মহামগুলের বাডীর পরে ডান দিকের রাস্তায় বেঁকিতে হয়। বাঁদিকে মিউনি-দিপ্যাল অফিস্ও ভিক্টোরিয়া পার্ক পড়ে।

তারপর গোধুলিয়ার গির্জ্জার নিকট একটা চৌমাথা। বাঁ দিকে (পুর্কাদিকে) দশাখনেধ ঘাটের পথ (লক্ষীকুণ্ড রোড); ডানদিকে ও (পশ্চিমদিকে) লক্ষীকুণ্ড রোড রামাপুরা, লক্ষীকুণ্ড, লান্ধি, রামকৃষ্ণ মিশন ও মতিঝিলের দিকে গিয়াছে।

এখান হইতে সোজা গিজ্জার পশ্চিমে যে একটা সক্ষ পথ গিয়াছে তাহা দিয়া দক্ষিণ দিকে গেলে বেওড়ি পুকুর, ভেলুপুরা, পরেশনাথের মন্দির, হুর্গা-বাড়ী ও ভাস্করানন্দ স্থামীর সমাধি যাওয়া যায়।

পোধৃলিয়ার মোড়ে যে চৌমাধা, সোজ। পূর্বাদিকে লক্ষী কুণ্ড রোড ধরিয়া গেলে দশাপ্রমেধ ঘাট; এই রাতা হইতেই বাঁদিকে একটা গলি দিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতে হয়।

গোধুলিয়ার মোড় হইতে বাঁঘে (উপ্তর্গনিক)
চকের রাস্তা (লাজপত রায় রোড়—এদিকে দোজা গেলে
মনন থিয়েটার, চিত্রা, রেলওয়ে দিটি বৃকিং আফিন,
থানা (কোতয়ালি), ঠটেরি বাজার, নীচিবান, টাউনহল কাল ভৈরবের মন্দির প্রভৃতি পড়ে; বিশ্বনাথের
মন্দির এইপথ হইতে কারমাইকেল লাইত্রেরীর পাশের
গলি দিয়া যাওয়া যায়।

গোধ্নিরার মোড় হইতে ভানহাতের দিকে (কমিণে) জলমবাড়ী রোড়; এইপথে গেলে মননপুরা, ফরিবপুরা, বালানীটোনা হাই মূল, তিনভাতেখর, নোলারপুরা, শীভাষরপুরা, বিবাদর শন্তী, ক্লেম কল অভৃতি মন্তির্থ বাড়ীর নম্বর-

কাশী সহরটীকে অনেকগুলি মহলায় ভাগ করা হইয়াছে; প্রভাকে মহলার একটা বিশেষ সংখ্যা দেওয়া আছে, বেমন মিসরিপুধ্রা মহলার ৪৮ সংখ্যা।

মহলার নম্বর উপরে দিয়া বাড়ীর নম্বর উহার
নীচে দেওয়া হয় । মধা মিসরিপুথরায় ১নং বাড়ী লিখিতে

ইইলে ডি ৪৮।১ লিখিতে হয় । প্রথমে যে ডি লেখা

ইইল উহা কাশীর দশাখনে ধ পলীর আভক্ষর । যে

মহলায় ধাইতে হইবে, দেখানে গিয়া বাড়ীর নম্বর

দেখিলে বাড়ী সহজে শুঁজিয়া বাহির করা যায় ।

ব্যবসায় বাণিজা:--

কাশা পৰিত্ৰস্থান বলিয়া ধেমন বিখ্যাত, সেই রক্ম ব্যবসায়ের একটা কেন্দ্রস্থান।

কাশীর চকে কলিকাতার বড়বাজারের গ্রায় নানারূপ জিনিষের দোকান আছে।

কাশীর কাঁসার ও জার্মান সিলভারের ও মিনাকরা বাসন বিখ্যাত।

চকের রান্তার ভানদিকে একটা গলির ভিতর ঠটেরি বাজার; ইহার মধ্যে কাঁসার ও জার্মান দিলভারের মনেক থেলনা ও বাসনের দোকান আছে। কাঁসার বড় বক, ইলেক্ট্রিক আলোর বাতিদান (Lamp stand) প্রভৃতি থেশর। মিনা করা কাঁসার ফুলদানির উপর কারুকার্য্য থ্শর। পিতলের নানারূপ দেবম্ভি, সিংহাসন, ফ্লের সাজি প্রভৃতি আছে।

জার্দান সিলভারের বড় ময়্র—উহার পিঠে একটা 
ঢাকনি মাছে; ভিতরে পান প্রভৃতি রাখা ষায়। বড় ময়্র 
৪।৫ টাকায় হয়; ছোট ময়্রগুলির ॥০ এইরকম দাম । 
দিন্দুর কোটা, পানের ভিবা, দিগারেট কেস, রেকাব, 
গেলাদ প্রভৃতি পাওয়া ষায়। ইহাদের উপর নাম লিখাইতে 
প্রত্যেক অক্ষরে বাজারের ভিতর ১০ হিসাবে ও 
বাহিরে একপয়সা হিসাবে লইয়া থাকে। অর্দান সিলভারের বাসন ভরি হিসাবে বিক্রয় করে; পুতৃল প্রভৃতি 
থাওকা দরে বিক্রম হয়।

কাঠের ধেলানা ঃ---

কাঠের উপর রং ও পালিশ করা ক্লফ, রাধা, শিব প্রভৃতি দেবমূর্বি, জীবজভ, সিন্দুর কৌটা প্রভৃতি পাওয়া যায়। ছোট ছোট কেবমুর্ত্তির পুতৃল ও সিন্দুর কৌটাগুলি স্থানর। কাঠের সিন্দুর কৌটার উপর নাম লিখানো যায়। তাহার জন্ত পৃথক স্থাম লাগে না। বিশ্বনাথের গলিহত অনেক ধেলনার লোকান আচে।

কাশী দিক:---

কাশী সিকের কাপড় ও ব্লাউজ পিস্ দর **যাচাই** করিয়া কেনা ভাল, নহিলে ঠকিবার স**ভাবনা।** সাধারণত: ইটালী দেশীয় সিঙ্কের স্তায় এই কাপড় তৈহারী হয়।

বেনারদী সাডীগুলিতে রেশমী কাপড়ের উপর
জরীর কাল স্থান । আঙ্কাল বেশীগুলি নকল
বিদেশীয় রেশম ও জরী দিয়া এই কাপড় তৈয়ায়ী
করা হয়। কাশীতে জরীর পতা তৈয়ায়ীর কয়েকটী
কারখানা আছে। তাঁতিরা বেশীভাগ মুসলমান।
মাটির খেলানা:—

কাশীর মাটীর ধেলনাও হৃনর ও খুব সন্তা। কাশী হইতে মাটির জিনিষ আনিলে সোনা চুরি করা হয়, এই প্রাবাদের ফলে কেহ মাটির ধেলানা জ্বন্ধ করেন না।

পাথবের বাসন :--

চ্ণার ও মির্জাপুর হ**ইতে পাধরের বাসন ও** ধেলানা আসে।

কাশীর জন্দা ও সৃর্ত্তি :—

কাশীর জন্ধা ও ফুর্তি বিখ্যাত। পানের মস্লাও ভাল।

জলহাওয়া--

কাশীর জনহাওয়া পূজা হইতে ফান্তন মাস প্রায় ভাল। শীতকালে বেশ শীত পড়ে; এজন্ত এ লবর জাসিলে কংল. ও গ্রম জামা ও মোজা লইয়া আসা উচিত। এ সময় গ্লার জল অপেকাক্ত পরিকার। শীতকালে কাশী সাহাকর।

ব্রীয়কালে অভ্যন্ত গরন। বেশীভাগ বাড়ী পাখরের এক্স গরম খুব বেশী বোধ হয়। একভলার ছাড়া উপরের তলার খরে থাকা কইকর হইরা উঠে। কিছ এসময় গলা স্থান খুব ভৃথিকর এবং অক্স কম হয়। কাশী সহর ক্ষরময় উচ্চ ভূমির উপর নির্শ্বিত বলিয়া এখানে শীত ও গ্রীন্মের এত আধিক্য। সাধারণ স্বাস্থ্যঃ---

কিরপ স্থানে থাকা উচিত---

কাশীর বিশেষতঃ বাকালীটোলার গলিগুলি অত্যস্ত অপরিচ্ছয়। গলিগুলি এত সরু যে ২।০ জনের বেশীলোক পাশাপাশি ঘাইতে পারেনা। তুইপাশে উচ্চ বাড়ী থাকায় গলির মধ্যে কথনো রৌক্র আসেনা। প্রায়ই লোকে পথের উপর মলমূত্র ত্যাগ করে। বায়ুপরিবর্ত্তনে যাহারা যান,এরপ গলির মধ্যে থাকা কথনো উচিত নয়। কিছু আক্রের্থার বিষয় এই যে এরপ স্থানে বাস করিয়াও অনেক বৃদ্ধকে অধিক ব্য়সেও ম্বকের ভায় চলাকেরা করিতে দেখা যায়, মিসরি পুখরা, রামাপুরা, লাক্সি, ভেল্পুরা প্রভৃতি স্থান এখনো খারাপ হয় নাই। বড় রাস্তাগুলির একমাত্র অস্থবিধা যে পথে বড় ধূলা। বায়ুসেবন—

কাশীর গদার ঘাটগুলি অত্যস্ত স্থান এইখানে
সকালে ও সন্ধ্যায় মৃক্তবায় সেবন করিলে উপকার হয়।
এত ঘ্যতীত অনেকগুলি দেবমন্দির আছে; এক সঙ্গে
মন্দিরগুলি দর্শন ও ভ্রমণ হয়। গদাবক্ষে নৌকাবিহারও
স্থাস্থ্যকর। গলিগুলির ভিতর না বেড়ানো ভাল। হুর্গন্ধ,
ক্ষনতা ও বাড়ের উৎপাত গলিতে বেশী।

পানীয় জল-

কাশীতে কলের জল আছে। কুপও আছে, কিন্তু রান্তার ধারে যে সব কুয়। আছে তাহার জল ভাল নয়।
বড় গৈবী ও বৃদ্ধ কালেশ্বর এই ছইটা কুয়ার জল প্রসিদ্ধ।
উদরাময় রোগীর পক্ষে বড় গৈবীর জল এবং কোঠকাঠিক্তে
বৃদ্ধ কালেশ্বের জল উপকারী।
পারধানা ও আতাকুড়—

সহরের মধ্যে ডেল পার্থানা আছে। মলভাগের

পর পায়খানার মধ্যে ঘটি করিয়া জল চালিয়া দিতে হ্যু; তাহা না হইলে ডেল বন্ধ হইয়া যায়।

বাড়ীর মধ্যে আঁতাকুড় যাহাতে না থাকে তাহা দেখা উচিত। কালীতে মাছির উপদ্রব অত্যক্ত অধিক। থাবার জিনিস ঢাকা দিয়া রাখিলে মাছি বসিতে পারিবে না। মনে রাখিবে, মাছি কলেরা, টাইফ্যেড ও রক্ত আমাশ্য রোগের বীজাণু থাবারে মিশাইয়া দেয়। ভাক্তার—

ডাক্তার অনেক আছেন। অনেকে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একসঙ্গে কাশীবাস ও চিকিৎসা দ্বারা অর্থো-গার্জ্জন করিতেছেন।

লক্ষীকুণ্ড রোডের নাম যেথানে রামকালী চৌধুরী রোড হইয়াছে, সেইথানে রামক্লফ মিশনের একটী হাস-পাতাল আছে। বাড়ীগুলি ও বাগান ছবির মত।

গোধ্লিয়ার মোড়ে মাড়ওয়ারিদের একটী হাসপাতাল আছে। এতথ্যতীত ভেলুপুরায় একটী কুদ্র হাসপাতাল আছে।

বাড়ীভাড়া—

কাশীতে বাড়ীভাড়া খুব সন্তা। অপেক্ষাক্বত ফাঁকা জায়গায় দ্বিতল বাড়ী—উপরে তিনখানি ও নীচে তিনখানি ঘর; এরপ বাড়ী ১৫।১৬ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যায়।

বান্দালীটোনা গলির ভিতর ১০।১২ টাকায় বাড়ী মিলে।

পূজা হইতে কালীপূজা পর্যান্ত এবং তাহার পর বড় দিনের সময় কাণীতে খুব ভিড় হয় এবং এই সময় বাড়ী ভাড়াও বাড়ে।

বাড়ীর গায়ে To Let লাগান না থাকার অধিকাংশ বাড়ী থালি থাকা খাজেও অনেক সময় লোকে বাড়ীর জন্ম অন্ধবিধায় পড়েন।

(क्रमभः)



স্বরমা হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া আবার নিজেকে সংঘত করিয়া বলিল—"তোমাকে বারবার বারণ করেছি নলিনী এদব কথা বল্বে না,—আমার পা রাথবার জালগা পৃথিবীতে অনেক আছে—" একটু থামিয়া বলিল—"আমি তোমার ওগানে হাই—আর আমার স্বামী মামলা আনলে তুমি যে জেলে যাবে সেটুকু ব্ঝবার বৃদ্ধি আছে?—"

নলিনী হাসিয়া বলিল—"তা আর নেই? তারও উপায় ভেবে রেখেছি,—অন্ত ধর্ম নিমে বিয়ে কর্তে পারি—"

স্থরমা ক্রুদ্ধ-বিশ্বয়ে থানিককণ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি ভয়ানক লোক। যাও এথান থেকে, এইমাত্র চ'লে যাও আর বেহায়ার মত এথানে এসোনা।"

স্থরম। সেদিনও মনে মনে অনেকক্ষণ ভাবিল—সতাই তাহার এ-বাড়ীতে জাের করিয়া পড়িয়া থাকিবার কোন মিবিকার নাই। বাপের বাড়ীও যাওয়া যায় না,—তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, সন্দেহ করিবে, নানা কথা বলিবে তার পরে তাহার জন্ম তুঃব করিবে। সব চাইতে ভাল সে চলিয়া যাইবে পূথারই মত বছদ্রে। স্থরমা তাহার টাকা প্রসার হিসাব করিতে লাগিল।

ক্ষেক্দিন আর সে কাহারও সলে মিশিল না—এবং তাহার হিনাব লইয়া অত্যন্ত ব্যন্ত রহিল। রাজীবের আর সে এক পর্যাও লইবে না স্থির করিল। তাহার পিতা প্রদন্ত যৌত্ক কৃতি হাজার টাকা ব্যাহে জমা ছিল এবং অলহার, এই সহল ভাহার, রাজীবের প্রাণ্ড কেনা অলহারও সে নিবে না। মাত্র এইটুকু দিয়া ভাহার কি হইবে ? অভ বড় জীবনটা ভাহার কি করিয়া চলিবে ? তবু যাহা হয় হউক, হুঃধ, কই, দারিত্র্য বাহা বরণ করিতে হয় সে করিবে, ভবু ডাহাই হুইবে ভাহার এক নবজীবনের

প্রারম্ভ। সে কোন এক নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইবে—
এবং যেমন সকলে তাহাকে দ্বে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে,
তেমনি সে সকলের স্থাতি হইতে নিজের অন্তিম্ব একেবারে
মৃছিয়া ফেলিবে। ক্রির প্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াও
তো দেখিল যে তাহাতে প্রথ নাই, শান্তি নাই! সকলের
সকলে মিশিতে গেলে একটা অস্বাভাবিক কিছু করিয়া
সকলকে "অবজ্ঞা" করিয়া চলা যায় না জগতে। পৃথা
পারে, তাহার সে শক্তি আছে, স্থুমা ত্র্বল—তাই দে
পূথা কর্ত্বক প্রভাগায়িত হইয়াও তাহার মত হইতে পারিল
না—জীবনে শুধু কতগুলা অসকলতাই কুড়াইয়া পাইল।

বন্ধনিন পরে একদিন দে হঠাৎ বিজ্ঞারে এক চিঠি পাইল বিজয় লিখিয়াছে—

" স্থরমা, উপরে ঠিকানা দেপে ব্ঝতে পারছ আমি এখন কতদ্বে! তোমাকে আছ কাছে না পেয়ে অনেক কিছু বলতে পারল্ম না, সেইজভা একটু আপশোষ হচ্ছে মাত্র, কারণ তুমি আমার প্রাণে এই তেজ, এই সাহস প্রবৃদ্ধ করে তুলেছ, তুমি নিজে ধাই হও, কিন্তু তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছ।

প্রথমে তোমাকে দেখেছিলুম অন্তরপে। তুমি ছিলে তথন ওল, পবিত্র, স্থাকর্ত ফুলের মত,—তারপরে দেখলুম তোমাতে অনেক রঙের সমাবেশ, লাল, হলদে, সবুজ,—চোথ তৃপ্ত হর—মন হয় না,—তারপরে গন্ধ ও শোভা ছইই হারালে, তবু তুমি আমার অন্তরে বা ছিলে তাই আছ, সে ফুলই আছ। এতে কতি আমার কিছু হয় নি, হয়েছে তোমার, ভেবে দেখো।

সেদিন আমাকে গাড়ীতে বসিরে রেণে নেমে গেলে, কেমন ইচ্ছে হ'ল গিয়ে দেখি কি কর; না গেলেই ভাল হ'ত হয়ডো, কারণ ভোষার পক্ষে খুব বিশেষ কিছু না হ'লেও, এই ভারতের কেহরসে প্রই, হিন্দুর ছেলের পক্ষে সেটা বড়ই দৃষ্টিকটু মনে হ'ল, কে খেন চাবুক মেরে আমাকে সেখান থেকে বের ক'রে দিল।

কিদের জন্ম আজ আমি কঠব্যে অবহেলা ক'রে এখানে আছি—এই প্রশ্নই মনে হ'ল প্রথমে—তারপরে তা সে তোমারি জন্ম—মনে করে দারুণ আত্ময়ানি এলো, পরদিনই বর্তমান ভবিষ্যং না ভেবে, বেড়িয়ে পড়শুম—।

এ উন্মাদনা,—এ আনন্দ আলাদা। আশ্রমের শান্তি কুঞ্জের আনন্দ নয় এ, স্থ্রমা এ কি ? ভাষায় বোঝাতে পারি না, হয়তো কাছে থাকলে দেখতে পেতে আমার সর্বান্ধ দিয়ে থবে পড়ছে দে আনন্দের ঔজ্জ্লা,—দে পুলকের বিহাচ্ছটা—।

তোমার জন্ম হার, তোমরা এ খাদ পেলে না। আলম্বার আর সাজ-পোষাকের অন্তরালে কি রক্ম মন নিয়ে তোমরা হাস, বেড়াও – দেখলে ভয় হয়, তুঃখ হয়, কষ্ট হয়, তোমাদের ভিয় জীব বলে মনে হয়, ঠিক যেন ভাবলেশহীন,—প্রাণহীন—কভগুলো কি—!

জীবন ক' দিনের ? তাকে সার্থক ক'রে তোল—
আর, এ সার্থকতার চেয়ে জগতে আর কোন সার্থকতা
বড় আছে ব'লে আমি জানি না—ব্রাহ্মণ, বয়সেও বড়,
ভাই আশীর্কাদ করি—তোমার হুমতি হোক।

পু:—মীরার সব্দে দেখা হয়েছে—দে তার স্থামীকে
নিয়ে পুব স্থে আছে। তার কল্যাণ-স্পান্দ অনেকর
অনেক অকল্যাণ দূরে স'রে গেছে। অনাথ আশ্রম তার
এখন অনেকগুলো। দেখে বড় তৃপ্ত হয়েছি, আরো তৃপ্ত
হয়েছি স্থরমা,—তার একটী স্কর ছোট মেয়ে আমাকে
মুখ ভ'রে ডাকে 'মামা' বলে—

চিঠি পড়িয়া হ্রমা মৃত্ হাসিল। সার্থকতা, মহন্ত এ সব জিনিষের কোন মাপকাঠি আছে কি? যে যাহার ধেয়াল লইয়া, মতামত লইয়া নিজেকে নিজে বড় মনে করিয়া ঘ্রিতেছে, এবং একজন আর একজনকে দেখিয়া হাসিতেছে। পুথা ঠিকই বলে "সংসারটা একটা প্রহসন আর তাই দেখে হাসতে পারাতেই হব। মাহ্বগুলো কি অন্ত—" তবু আছে। আছে বৈ কি। এমন কত-গুলা কি আছে, যাহা জগতবাাপী, সর্কবাদীসম্ভভাবে সত্য—গ্রুব এবং মহৎ। বিজয় সেইপথ বাছিয়া লইয়াছে—

মীরাও তাহাই ধরিয়া আজ স্থী, সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।
ভালোই ইইয়াছে, বিজয় স্থী হইয়াছে, মীরা স্থী
হইয়াছে! মারার স্পর্শে অকল্যাণ দূরে সরিয়া যায়, আর
তাহার স্পর্শে অকল্যাণ ঘনীভূত হইয়া আনে—। তবে
সকলের সব অকল্যাণ সে নিজে মাথায় করিয়া লইয়া গদায়
ভূবিয়া তাহার প্রায়শিস্ত করুক—ইহাই বৃঝি এখন তাহার
জীবনের শেষ স্থকাজ—?"

ক্ষেক্দিন পরে সে এক্দিন, গভরনেদের কাছে থবর পাইল রাজীব আসিতেছে—এবং সে তৃই দিন পরেই ছেলে-দের লইয়া কোথায় চলিয়া যাইবে—ভার জ্বন্থ ভাহার। যেন প্রস্তুত থাকে—।

স্বরমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া পোল, এবারে সতাই তাহা হইলে রাজীব তাহাকে ত্যাগ ক রল। তাহারই জন্ম দে এইবারে ছেলেদের লইয়া তাহার বিষাক্ত সংস্পর্শ হটতে দ্রে সরিয়া ঘাইতেছে ? তাহারই কর্মফলে, তাহারই পাপে। তার চাইতে, কাজ নাই। তাহারা এখানে থাকুক্—তাহারা এখান হইতে সরিবার প্রের্থ সেই দ্রে চলিয়া ঘাইবে। মন শ্বির করিয়া স্বরমা রহিল রাজীবের আসার অপেকায়।

রাজীব আসিল, আসিয়া সকলকে বলিল, গোছ গাছ করিবার জন্ম। এবং একটু বেনী রকম গোঃগাছের আয়োজন চলিতে লাগিল। শুধু সুরমাকে সে বলিল—"ছেলেদের কোন এক স্বাস্থ্যকর স্থানে রেখে, ওদের লেখা-প্ডার ব্যবস্থা করে দিয়ে—আমি একটু স্বুরবো—তেলের খনি তো এক কোম্পানীকে 'লিছ' দিয়ে দিলুম, তাই—এখন চাই একটু বিশ্রাম—আর ভোমার মাসহরা এইখানে আসবে—" স্বুরমা স্থির স্বরে শুধু বলিল—" আছি।" কিছু বুকু তাহার জ্লিয়া যাইতেছিল। এই রাজীবই একনিব বিন্যাছিল—"চল সুরমা, একবার স্থুরে আসি—" যাক্—সেকথা—

ত্ই দিন পরে সকলে যাইবে। বড় বড় কাঠের বান্ধ বন্ধ হইতে লাগিল; ছোট বড় কাপড়ের বান্ধ ভরিব। উঠিতে লাগিল, কতগুলা কি আসবার পত্তও কাঠের আৰু রণে বন্দী হইতে লাগিল এবং সমন্ত বাড়ী বিশ্বশা হইব। উঠিল। ছেলেরা যাইবার উৎসাহে উৎসাহিত হুইবা ভ্লাদে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইডেছিল—এক সময়ে সকলকে লুকাইয়া প্রণব আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

"মা, তোমার বাকা ?--"

স্থরমার কঠকর হইয়া আদিল, দে গলাট। পরিষ্কার করিয়া ক্ষোর করিয়া হাদিয়া বলিল—"আমি তো ধাব না বাবা! তোমার বাবার সঙ্গে দানা দিদির সঙ্গে তৃমি থাকবে কেমন ?" প্রণব বড় বড় চোথে থানিকক্ষণ মাধের মুখের দিকে চাহিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিল—"আছো"

স্বরমা লক্ষ্যইন ভাবে এ-ঘর ও-ঘর সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইল, একথানে ছোট ছোট কতগুলি বাল্লে ছেলেরা ছেড়া কাপড়, থেলনা, পুতুল ভরিতেছিল, হঠাং প্রণব বনিয়া উঠিল, "আমাকে এটা বাবা দিয়েছে—" বিম্ হাদিয়া মৃথ ফিরাইয়া বলিল — "আমাকেও মামা দিয়েছে— আরো থেলনা বাবা আনতে গেছে—"

স্রমার চোপ তৃইটা জালা করিয়া উঠিল, সে অথনিকে মুখ ঘুরাইয়া সরিয়া গোল।

রাত্রি তথন ৮টা বাজিয়া গিয়াছে! স্থরমা চিঠি
লিথিতেছিল—"আমার কাছ থেকে দ্রে স'রে যাবার
কোন দরকার নেই,—আমিই আজ নিজেকে সরিয়ে
নিলুম। ভোমার সব জিনিষ পত্র গয়না ইত্যাদি, আমাকে
বা দিয়েছিলে সব রইল, আরে আমার উপর ক্রস্ত ভোমার
ষ্টেটের উপর যত কিছু ক্ষমতা ছিল, সে সব আমি ছেড়ে
দিয়ে গেলুম, আর ভোমার বা ভোমার সম্পত্তির উপর
আমার কোন অধিকার বা দাবী রইল না। ইতি—"

চিঠিখানিতে পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করিয়া সে রাজীবের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিল।

তব্ও ঘুমস্ত ছেলেদের ঘরে গিয়া ভাহার চোধ জলে ভরিয়া আদিল, সকলের কপালে এক একটিবার হাত বুলাইয়া ভাবিল, আর মাহাই হউক, দে মা—ভাহার আশির্কাদ করিবার অধিকারটুকু আছে! তারপরে দি ড়িং দিয়া শেষ নামিবার সময়, ভাহার পা বার বার কাপিয়া উঠিল। এই বাড়ী! রাজীব একদিন বলিয়াছিল বড়করিতে হইবে—দেই স্থা কি এই ভাবে আল সত্য হইয়া উঠিল ?

স্থরমা মোটরে উঠিল,—নিজের মোটরে,—হাতে একটি ছোট চামড়ার ব্যাগে তাহার নিজের ব্যাঙ্কের বই, আর কতগুলি কি কাগজ ও চিঠি পত্র লইয়া, ভারপরে ডাইভারকে আদেশ করিল—"হাওড়া ষ্টেশন—"

পুরী এক্সপ্রেস দাড়াইয়া আছে—ছাড়িবার বেশী
দেৱী নাই। মোটর বিদায় দিয়া হ্বরমা ভাড়াভাড়ি ফাষ্ট
ক্লাস টিকিট একগানি কিনিয়া উঠিয়া বিসল। মনের
ভিতর তথন এলোমেলো হাজার চিপ্তা থেলিয়া ঘাইভেছিল
ছ' এক মিনিট পরেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, গাড়ী চাড়ে—
এমন সময়ে হঠাং নলিনী—"আরে, আপনি কোথায়—"
বলিয়া দরজা ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িল,—হ্বরমা "নলিনী
এসোনা বলছি—নেমে যাও—" বলিতে বলিতে সভয়ে
দেখিল—গাড়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—ভারপরে সে
ভয়ে বিশ্বরে অভিতৃত হইয়া দেগিল—গাড়া প্লাটফরম্
ছাড়াইতেছে ঘারে ঘারে, এবং সেংখানে শর্ম দাড়াইয়া
বিশ্বর, বিজন কোতুহল ভরে ভাহার দিকে চাহিয়া আছে,
—আর তথ্য স্ব্রমারই পাশে বসিয়া নলিনী—।

অনেক গুলা অজানা ভাব একত্র হইয়া স্থরমার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। তাহার সহজ সরল যাওয়াটা যে এইভাবে জটিল ও বক্র হইয়া উঠিবে তাহা কি সে একবারও ভাবিয়াছিল? আর,—মার কেই নয়— তাহাকে দেখিয়াছে স্বয়ং শরং—

25

গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছিল, স্থরমা স্থির দৃষ্টিতে চাহিল নলিনীর দিকে। নলিনী সে দৃষ্টির সামনে একটু সঙ্কৃতিত হুইয়া বাঙ্কের গলিটার দিকে চাহিয়া আবার মুধ তুলিল। স্থামা বলিল—"এমন ক'রে তুমি কেন উঠলে?"

ভাতে কোন দোৰ হ'তে পারে আমি বুঝতে পারিনি। সভিয় বগছি, আপনি কোথায় যাডেছন, কেন বাছেন, আমি কিছু জানিনা। হঠাৎ দেখেই কথা বলবার জন্ত উঠেছি। আয় অমনি ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে।"

"আছো, বেশ করেছ, এখন পরের টেশনে নেবে বেও ব্যলে ?" নলিনী সম্মতি কিয়া অসমতি কিছুই প্রকাশ করিল না। স্থ্যুমা বলিল—"ইয়া তুমি নামবে—আয় ভडकन পर्यास्त यिन ज्लामार ना थाकरण टाइ। कत, जा'श्टल टामारक सानाना निरत चामि এरकवारत नीरह रफरन टनरवा, व'ल निन्म किছ! चामि टहन होनरवा ना, दकरनकानी कत्रवाना—सामा नीरह—"

নলিনী অবিশাস ভরে হাসিয়া বলিল—"এত জোর আপনার আছে বুঝি ?"

"আছে কি নেই, সে আমি জানি, তুমি যাচছ কোখায় ?"

"আমি ৰাচ্ছি ভূবনেশ্বরে সেধানে আমার মাদী থাকেন —আপনি ?"

"আমি চেঞ্জে যাচ্ছি—"

"5েজে কি রকম একলা, সঙ্গে লোকজন নেই, বিছানা ৰাজ—"

"অভ প্রশ্ন করোনা--"

"কোপায় যাচেছন ?"

"যাচ্ছি পুরী---আছা pet, ঐ শরৎ ঘোষ লোকটাকে তুমি চেনো ?"

"হাা তিনি বৈ কি! সে তো আমাকেই উঠিয়ে
নিতে এসেছিল—'' তারপরে একটা অর্থ পূর্ণ হাসি
হাসিয়া সে মাধা নত করিল—স্থরমা বলিল—
"হাসলে যে ?"

সলজ্জ ভাবে নলিনী বলিল—"সে আপনার কথা অনেক কিছু বলেছে আমাকে, তা আমি তো সে সব প্রকাশ করি না—আমায় আপনি যতটা ঘুণা করেন, দ্র দ্র করেন, তবুও আপনাকে কত ভালবাসি, কাছে আলি—"

বিরক্তি ভরে স্থরে স্বরমা বলিল—"বাজে কথা রাখো, দেকি বলেছে p"

অপালে কটাক করিয়া নলিনী হাসিয়া বলিল—"সে সুধু বলা যায় না—"

স্থরমা আবার বিরক্ত হইল--

"আ:, ফাজলেমি রাখো ঠিক ক'রে বলো---"

"সে সৰ বাচেছতাই কথা, হাজার থারাপ হই—আমার কিন্তু অভটা ভাল লাগে মা। সে বধন সেবারে ভেলের বনিতে গেল আপনার সামীর সংল দেখা করভে—" হ্বমার বুকে খানিকটা রক্ত হঠাৎ চেউ খেলিয়া গেল—সে বলিল—"কি বললে? সে কোণায়—করে গিয়েছিল শরং? ঠিক ক'রে গুছিয়ে বল না—"

"এই তো বলছি। আমাকে সজে নেবার জন্ত—"
"আঃ চুলোয় যাও তুমি —কবে শরৎ গিয়েছিল ?"
"দে তখন আমি আপনাকে চিনি না—দে জনেকদিন
হবে—"

স্থারমা ভাবিতেছিল এ দিকে নলিনী স্থান্সল কি কি বিকিয়া গেল, কিছুই তথন সে ভানিতেছিল না। এমন সময়ে ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, নলিনী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া স্থান্য দিকে চাহিতে—স্থানা বলিল "আছে।—এর পারেরটার বেও।"

সে পরম আপ্যায়িত হইয়া আবার বসিল!

হরমা বলিল—"দে কেন গিয়েছিল বলতে পারো?"

"থ্ব পারি, সে আপনার কথাই বলতে গিয়েছিল—"

"আর কারো নাম আমার নামের সঙ্গে জড়িত

করেছিল কি ?"

নলিনী একটু ভাবিয়া বলিল— হাঁা, কে একজন অরিন রয়, কিন্তু নিজের নামটাই বেশী বলে দে। তাঁর জীটি আরো সরেস।"

"কে কণিকা ?" স্থানমা আগ্রহভারে বলিল—

"হাা তিনি। তিনিও অনেক কিছু বলেন।"

"সে এখন কোধায় বলতে পার ?"

"তিনি তো মাঝে ঝগড়া ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গিয়েছিলেন, আপাততঃ ফিরে এসেছেন আবার।" হুরমা আবার অগ্রমনক হুইয়া চুপ করিয়া রহিল। নলিনী বলিতেছিল "দেখুন, ও শরৎ ঘোষকে আমারও ভাল লাগে না, দে আপনার নামে যত কিছু বলেছে,—আমি একটুও কিছু বিশাল করিনি, আর সেই জক্তই আমার রাগ হুয়েছিল আপনার স্থামীর উপর, কেন ভিনি আপনার স্থামী হ'য়ে আপনাকে চিনলেন না, বেন্দ্রে একটা কথা ব'লে গেল, আর ভাই ভনে ভিনিও বিশাল করলেন। আপনি মিছিমিছি আখার উপর রার করেন, কিছু আমি আপনার জন্য বিভা করি ব'লেই আপনাকে কা ভা বিলি, দেবে কিছু বুঝি বলাটি অন্যায় হুরে যার।"

হ্বরমা ইবং হাসিয়া বলিল—"বোঝা তো ভালই কর
pet! তুমি আলালা! কিন্তু স্বামী—তার অধিকার
আছে, যার তার কথা তনে স্ত্রীকে শান্তি দেবার, আর
আমি যদি তাদের বলতে না দিতুম, তা'হলে তারা কথনো
বলতে সাহসও করতো না। কই হাজার থারাণ লোক
হ'লেও তো মিসেস সিংহের নামে—মিসেস ঘোষের নামে
কিছু বলে না! আমার নামেই বা বলে কেন।"

"তা যাই বলুন—আমার কিন্তু আপনার উপর অটল ভক্তি!"

স্থরমা তাহার কথা ওনিয়া হাদিল, বলিল—"দেখো, আজ শরৎ তোমাকে আমাকে একলা এই ট্রেণে উঠে চলে আমতে দেখেছে। ফলে কি হবে বলতে পারো ?"

চমকিয়া নলিনী বলিল—"কি হবে ?"

"সে যা তা একটা রটাবে, বুঝতে পারছ ?" মাথা নাড়িয়া নলিনী বিলিল—"বুঝতে পারছি। তাই আপনি এত রাগ করেছিলেন ? তাহলে এখন কি করা ধায় ?" নলিনী হতাশ ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল— "আপনি তথন বলেছিলেন আমাকে ফেলে দেবেন, কিন্তু আমার নিজেরই লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে—"

স্থরমা একটু হাসিয়া বলিল—"তুমি লাফ নিলে লাভ ? তুমি আমাকে সেদিন বিমে করবে বলে তোমার বাড়ীতে ডাকছিলে না ?"

নলিনী অপ্রতিত ডাবে "সে আলানা কথা—কিন্তু তা'হলে যে আগে convert হ'তে হয়—"

হুরমা হাদিয়া বলিল—"pet সব সময়ে হাদিও না, ভাল লাগে না, খাগও খায় না, যাক্ তুমি এক কাজ কর। ভূবনেখরে গিয়ে আর কাজ নেই।"

আশ্চর্য্য হইয়া নলিনী বলিল—"কেন ?"

"শোন ৰলছি, পরের ষ্টেশনে নেবে পরের ট্রেণে তুমি কলকাতার ফিরে যাও, এবং আমাকে দেখেছ কি ট্রেণে উঠেছ সে কথা খুণাক্ষরেও প্রকাশ করোনা। সকলের সঙ্গে বেশ আভাবিক ভাবে দেখা সাক্ষাৎ কর; তারপরে ইচ্ছে হয় আর একনিন ভূবনেশরে চলে বেও—"

"কিন্তু শরৎ যথন বলবে আমাকে গাড়ীতে ভূলে দিয়েছে টেশনে পৌয়েছ বিশ্বেছে ?" "ও: তুমি বলে দিও হঠাৎ কোন কাজে আবার বাড়ী ফিরে গেছে অথবা যা পুনী হয় বলো। বুঝলে pet? আমার কথা রাধবে ?"

নলিনী ইতন্তত: করিয়া বলিল—"আচ্চা, তা না রেখে আর কি করি বলুন, আপনি যখন বলছেন। আপনি তাহলে কাউকে না জানিয়ে যাচ্চেন না ?"

"গা তাই—। আর দেখে।, এর পর আর আমাকে দেখবার চেষ্টা করোনা, আমি কিছুদিন নিজ্জনে থাকতে চাই—,'

क्शवरत निनी दिनन-"(प्रयाख कत्रत्वन ना ?"

স্থার চুপ করিয়া থাকিয়া বলিন—"না, কর্বো হয়তো পরে—কিন্তু এখন নয়। তোমাকে আমি খুব স্নেহ করি— জেনো, অস্ততঃ তোমার থোঁজ নিয়ে আমি তোমাকে এক দিন ভেকে পাঠাবো তথন এসো। এখন নেমে যাও টেশন এলো।"

নলিনী বাধ্য শিশুর মত সঙ্গল চোথে নামিয়া গেল। স্থ্যমা তুই দরজার চাবী বন্ধ করিয়া দিয়া বাঙ্কের উপর ক্লান্ত ভাবে শুইয়া পড়িয়া ভাবনার অন্ধকারে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল।

শরং তাহার কথা অনেক কিছুই বলিয়া রাজীবের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। নলিনী বলিয়াছে যার তার কথা শুনিয়া সে বিশাস করিল কেন ? কিছু শুধু তাই কি ? স্থরমাও তাহাকে শরতের কথার বিশাসবাগ্য উপযুক্ত অসংখ্য প্রমাণ নিজে যোগাইয়া দেয় নাই কি ? মিখ্যার মো হ পড়িয়া অনর্থক সে নিজের জীবন অজিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া আন্ধ শ্বামী,পুত্র, গৃহ ছাড়িয়া কোন অনির্দিষ্ট সাগরে ঝাপ দিতে চলিয়াছে! ওদিকে আর একজনারও জীবন ব্যর্থ করিয়া দিয়া! আর কি হয় না ? আর কি করিয়া যান্ত না ?— রাজীব তাহার চিঠি পাইয়া কি করিয়াছে? প্রণব কাল কি করিবে? কাল প্রভাতের সক্ষেত্র কথা শত তীক্ত শরের মন্ত কাহার বুকে বিধিবে ? হয়তো বিধিবে না—রাজীব হয়তো স্থীই হইবে—কে জানে ?

হুরমার হুতন নিঃসদ জীবনের দিনগুলা কাটিয়া খাইডেছিল। ক্ডদিন কাটিয়া পেল, জনেক দিন বুঝি ? ছয় মাস না এক বছর চোধের সমুধ দিয়া দেখিতে না দেখিতে, ব্ঝিতে না ব্ঝিতে, ধরিতে না ধরিতে বিহৃত্থ গতিতে একটা মূহুর্তের মত চলিয়া গেল—স্থ্রমা অবাক বিশ্বয়ে একদিন তাহাই ভাবিল।

প্রথম দিকে তাহার দিন কাটিত শঙ্কায় উদ্বেগে-ভয়ে ভয়ে, এই বুঝি কে আদিল, কে ধরিয়া ফেলিল, এই ভয়ে দে নিজেকে লুকাইয়া বহু স্থান पুরিল। পুরীতে চুইদিন মাত্র থাকিয়া দেখান হইতে মাদ্রাজ, ভারপরে দক্ষিণের অনেকগুলি স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুদিন কাটাইল—ঠিক বালকদের মত লুকোচুরী খেলার নেশায় মাতিয়া, একটা পলাইয়া বাঁচিবার, লুকাইয়া शांकियात উত্তেজনা ভাষাকে এদেশ इইতে ওদেশ पुत्राहेग्रा লইয়া ফিরিডেছিল পাগলের মত। তারপরে একদিন দে ষথন ক্লান্ত হইয়া ভাবিল তাহাকে কেহ ধরিতে চাহিতেছেনা, দে সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া লুকাক্, অথবা পর্বতে কলরে নিজেকে স্মাধিস্থ করিয়া রাযুক, কেহ ভাহার জন্ম ব্যাকুল নয়, কেহ ভাহাকে খুঁজিতে চায় দা-তখন তাহার মনে নিজেকে ধরা দিবার ইচ্চা প্রবল হইয়া উঠিশ। সে সমস্ত সম্ভল হারাইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল আবার কলিকাতায় ফিরিয়া ঘাইবে। প্রণবের জন্ম প্রাণ তাহার হাহাকার করিয়া काँ निया উঠে। আর রাজীব— ? তাহারও জগ্য নহে কি ? ভাহার। সকলে ভাহাকে ভুলিয়াছে। ভাহার বাপ মা সকলেই ভূলিয়াছে। আর প্রণবকে হয়তো তাহারা ভাহাকে উদ্দেশ করিয়া তাহার স্থান নির্দেশ করিয়। দিয়াছে. উদ্ধদিকে। যে সঙ্কল কার্যো পরিণত করিবার জন্ম সে এতদুর ছুটিয়া আসিয়াছে, ঠিক সেই আশকায় ভাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল কেন ? মনে হইল না গো না এত শীঘ্র সে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে চাহিয়াছে কেন ? বাঁচা তো তাহার হয় নাই—জীবনে তাহার किहूरे इम्र नारे, जारता नाम तम जीवन,-रशोवन,-স্বামী, মাতৃত্ব,, স্ব চায় ! এত শীঘ্ৰ স্ব শেঘ হইয়া शहिरव त्कन ? तम वारह नाहे, वारह नाहे- चनीर्थ कीव-নের বংসরগুলি ভাছার একেবারে মিখ্যা হইয়া গিয়া--একটা ছঃৰান্ত্ৰর ভিতর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে --!

কলিকাতা—শত স্বৃতি-বেরা তাহার হথের রাজ্য—
ছঃবের সিংহাসন,—তবু সেধানে গেলে আড়াল হইতে,
যদি কধনো দে তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পায়—
একবার চোথের দেখা শুধু—াকন্ত ভয় হয়,—লজ্জা হয়—
তাহাতেই বা লাভ কি ? দরকার কি ? তাহারা তাহাকে
তো চায় না।

' তাহার চক্ষের সম্থ হইতে আলো হাসির ঔজ্জ্লা, তাহার উচ্চূত্রেল জীবনের সমস্ত উন্নাদনা—জ্ঞলিয়া উঠিয়া চির-নির্কাণ লাভ করিয়াছে—পৃথার মত তাহারও মনে হয় সব ফাঁকি!—

কেন সে আসিল—একটা মিথ্যা খেয়ালের বংশ, অনাবশ্রক প্ররোচনার বংশবর্ত্তী হইয়া—। মীরাকে সে একদিন নিজেই উপদেশ দিয়াছিল—ছ্থেকষ্ট বরণ করিয় নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়াই সংসারে নারীর উপযুক্ত কাজ—সেইখানেই নারীর মহত্ব—মনে করিয়া সে হাসে মারুষ কি ? নিজে মুখে অনেক কিছু বলে কিছু কার্য্য কালে ভাহার কিছুই মনে হয় না। মারুষ এত অব্যবস্থিত মন লইয়া কেন থাকে —?

জীবনের সমন্ত দিনগুলির হিসাব নিক। শ করিয় দেখিয়া সে একদিন চমকিয়া উঠিল। আর বাকি কতদিন। জীবন ফুরাইয়া আসিল প্রায়, কিন্তু পিছনে চাহিয় দেখিলে সে দেখে সব অন্ধকার, কুল্লাটকার প্রারছে মসীখন মেঘের মত তমোময়। কি করিয়াছে সে? জীবনের স্থনর, শুভ্র সোণার বাধাই পাতা গুলিতে সে শুং কালি ছিটাংয়া কদর্য্য করিয়া রাখিয়াছে মাত্র—মাকিছু করে নাই—!

সে ভূল বুঝিয়াছিল। অরিন তাহাকে শান্তির অবসা আনিয়া দেয় নাই, সে তাহাকে দিয়াছে—তাহার ভিত জাগাইয়া তুলিয়াছে—শান্তির তৃতি,—তৃপ্তির আকাজ্জ গৃহ স্থের প্রবল ইচ্ছা —। কতগুলা কি আপশো ধ্য়। মনে হয় কেন সে একদিন রাজীবকে সমন্ত কং বলিল না! আবার কোথা হইতে কে যেন বলিয়া উ কই সেও তো তাহাকে কোনদিন ডাকিয়া লইভে চা নাই—তবে?

সেতৃবন্ধ রামেশুর ৷ ঠিক সাগর-সৈকতে বালুই কেটি

ন্থরমা একটা বাড়ী ভাড়। করিয়া সেইগানেই কিছুদিন বাস করিতেছিল। মন প্রাণ তাহার আকুল হইয়া লুটাইয়া পড়িয়া মিশিয়া যাইতে চায় ঐ সম্জের বেলা-ভূমির বালুকণাগুলির সহিত,—উহাতেই বুঝি স্থ আছে, নির্তি আছে।

স্থানটী তাহার ভাল লাগে নির্জন বলিয়া, এবং প্রিচিত কাহাকেও দেখিবার আশ্রহা নাই বলিয়া। রোজ সকাল বিকাল সে নীল সাগবের ধ্সর বাল্তটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে—। তাহার ভাল লাগে। ধীর স্থির ঐ সাগর চঞ্চল নয়, অস্থির নয়, অধীর নয়, সমস্ত বাসনা কামনার নির্ত্তি হইয়া তাহা যেন একেবারে সৌমা, প্রশাস্ত হইয়া গিয়াছে! তবু— তবু মাঝে মাঝে কি চায় সে? উলাস হাওয়া হুত করিয়া চলিয়া যায়, কি চাহিয়া প প্রাণের কি গোপন বার্তা জানাইয়া প্রস্কা আসিয়া চলিয়া যায়, রাত্তি আসে—সে তবু বসিয়া থাকে—। একটী স্থানীয় স্রীলোক তাহার কাছে থাকিয়া থাকে— একটী স্থানীয় স্রীলোক তাহার কাছে থাকিয়া কাজ করে, সে আসিয়া বোজ তাগিদ দিয়া তাহাকে লইয়া যায়—বলে "এ সাগর ঠাওা, জলগস্ত্ররা রাত্তে সবপারে ওঠে"

দেদিনও সে বসিয়াছিল, সন্ধ্যা ইইয়া গিয়াছে।
সাগরের জল গাঢ় নীল উত্তরীয় উড়াইয়া দিয়া আপন
হরষে আপনি ত্লিতেছিল। সন্ধ্যার ধুসর ছায়ায় প্রায়
নিলিয়া গিয়া একটা মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাহার দিকে
অগ্রসর ইইয়া আদিতেছিল,—আরো কাছে, কাছে।
হুরমা প্রণমে অক্তমনস্কভাবে দেখিল, তারপরে মনোযোগ
দিয়া দেখিল, তারপরে সভরে দেখিল কে এ মূর্ত্তি দ্বীলোক—একে ? স্ববমা বিহারেগে উঠিয়া সরিয়া ঘাইবার
উপক্রম করিতে সে ব্লিল—"দিদি সরে ষেও না, আমি—"

হ্রমা ভ্রহরে বলিল—"তুমি কে ? আমি তো তোমাকে জানিনা—"

উত্তর হইল—"আমি মিনতি—"

নিষেষে ভাছার অবশ শরীর ধেন বালুর ভিতর প্রোথিত হইয়া গেল। সমস্ত দেহ ঘামিয়া উঠিল, সে বজাহত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না। মিনতি বলিল—"ঐ কি তোমার বাড়ী—চল দিনি কথা আছে।"

বিহবলতা কাটিয়া গেলে স্থর্মার অত্যন্ত রাগ হইল, আয়াভিমান গর্জন করিয়া উঠিল, দেই মিনতি আজ আদিয়াছে তাহাকে দেখিয়া বিজ্ঞাপ করিতে—মা তাহার স্থের বারতা তাহাকে জানাইয়া বাঙ্গ করিছে? মিনতি, যে তাহার সমস্ত জীবন আজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে! যে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে এইখানে—মিনতি বিশল—"আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে। দিদি।—তারপরে আমার কথা শোন—"

কঠে জাল৷ মিশাইয়া স্থরমা বলিল— "তুমি এখানে কেন এসেছ ?"

"मर बन्छि घरत ठल।"

বাড়ীর ভিতর গিয়া স্থরমা নিজের চোগকে বিশাস করিতে পারিলনা। সে দীপের আলোকে দেখিল, এতো মিনতি নয়! এমে বিনীতা দেবী! সে মৃত্ব হাসিয়া বলিল—"আমিই বিনীতা—সেই কথাই বলতে এসেছি।" বিনীতা বাহার ছবি সে সেদিনও কাগজে দেখিয়াছে! বিনীতা—নারী-মওলীর আদর্শস্ক্রশিনী বিনীতা দেবী,—মিনতি! স্থরমা কি পাগল হইয়াছ • অথবা ঐ স্তালোকটাই পাগল ?

বিতৃত পোলা বারালায় কতগুলি বেতের চেয়ার সাজানে। ছিল, স্থর্ম। নিয়্পরে "বোদ" বলিয়া নিজে বিদ্যা পড়িল। মিনতি বিদ্যা বলিল—"দিদি আমার দব কথা আজ তোমায় বলবো। বলবার বেশী নাই, বলবার মত বিশেষ কিছু আমার জীবনে ঘটেও বায় নি—সেই জন্ম ছএক কথায় দব বলে যাব। ভগবানের আশীর্কাদে আমার যশ মান অনেক কিছুই হয়েছে—কিন্তু দে দবই আমার কাছে অদার ব'লে মনে হয়েছে এতদিন, মনে হয়েছে এ দবের জন্ম জাী আমি তোমার কাছে, আর যতদিন ভোমাকে দব ব'লে ভোমার ক্ষমা না নিয়েছি—ততদিন আমার এদৰ কিছই প্রাপ্য নয়!

কোনদিন কার সজে বিয়ে হয়েছিল, মনে নেই, সেই ছয় বৎসর বয়সে, তারপরে ক'মাস পরে তিনি মারা যান। বৈশব কৈশোর ছঃও লারিজ্যের ভিতর

বাপের সঙ্গে কাটিয়েছি সেই এক পাড়াগাঁয়ের ভিতর —সেই সময় বাবা আমার জীবন গ'ড়ে তৃশ্বার **এন্না** সংস্কৃতে নানা রকম শিক্ষা দিতে লাগলেন।— ভারপরে একদিন ব।ড়ী আর জমিটুকু নিলাম হ'যে গেল। বাবা আমার হাত ধ'রে গিয়ে উঠলেন—তোমার বাড়ীতে। তথনো তুমি আদোনি, এরপর আর আমার किছ ना वन्ति छ हत्न, कांत्रन-- (वाध इश्व (कांभात मव জানা আছে। তোমার স্বামীকে আমি দেবভার মত ভক্তি করেছি, ভালোবেদেছি—দেকণা বলতে আজ আমার লজ্জানেই—কারণ স্বামী বলে আর আমি অক্ত কাউকে চিনিনা, জানিনা। বাবা মারা যাবার পর কোথায় গিয়ে পড়তুম, কি হ'ত কে জানে। কিন্তু আজ আমার জীবন এ ভাবে সার্থক ও ধঞ্চ ক'রে দিয়েছেন ঋধু তিনি! তোমার বিয়ের পর থেকে আমার মনে একটা দিধা ভাব . এবে চুকেছিল। তবে ভাৰতুম কি জানো? আমি একটী নামান্ত জীলোক-তুমি রাজরাজেশরী, ভোমার কুপা-প্ৰাৰ্থিনী হ'বে পড়ে থাকায় আমার লক্ষা কি ? তাই যা পেছুম তা তোমারই দান ভেবে মাধা পেতে নিতৃম ! তোমাকে একদিন এসে প্রণাম করবারও ইচ্ছে ছিল-কিছ সাহস হয়নি, তাই ইতন্ততঃ ক'রে দিন কেটে গেল। তোমার থোকা হ'ল, দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল খুব-কিছ আসিনি-সেই কারণেই। তারপরে বিধা ভাবটা আমার মনের উপর থুব বেশী ক'রে চেপে বদলো। আমি দেখলুম মিথ্যে আমি-একটা ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে রেখেছি তোমার ও তোমার স্বামীর ভিতরে। তোমার স্বামী. ভোমার ছেলে, তাদের বংশের উজ্জ্বল নামে কড়ঞলো हारे हाफ़ित्य पित्यहि जामि- এই क्थारे ভावहिनुम-। তখন তোমার খুব অন্বথ-তারপর একদিন তাঁর অনুমতি निष्म (वम मास ভাবে भागात १५ व्हि निन्म-जिनि। **ट्रिमिन वनारमन—"**(ज्ञाद द्वारिक स्वाधित ज्ञास क्या श्टाइ--!"

ভারপর থেকে তাঁর সক্তে আমার আর একটা দিনের কল্প দেখা হয়নি। জীবনে আর দেখা কর্বোও না এই প্রতিকাই করেছি—আমরা ছলনে!—আমার ভাই ছোট বেলা থেকে নির্দদেশ হয়ে ধেদিন ফ্রিরে এলো সর্বাজে কলুবের কাদা মাটি লাগিয়ে তাকেও ধুবে মৃছে মাছ্য করে দিয়েছেন তিনি, আৰু সে বিয়ে করে স্থী হয়ে সভা সমাজে যুরে বেড়াছে ওধু তাঁরই দলায় !"—

স্থরমা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"কাকে বিয়ে করেছে ?"

"ৰীরা ব'লে একটা মেয়েকে—তিনি আমাকে কিচ টাক। पित्रहरून-ठाँत मान आमि निरम्हि-uat का পরের কাজে ব্যন্ন করতে চেষ্টা করছি -। নিজের খাওয়া পরা চ'লে যায় যা নিজে থেটে উপার্জ্জন করি ত'ই দিয়ে—। তাঁর বিধবাশ্রমে আমি কাজ ক'রে বেতন স্বরূপ কিচ পাই।-এই যে বল্লুম সংহাচ-ভয়ে আমি তোমার কাছে আসতে পারিনি-কিন্তু সেদিন পণ ক'রে বেরোলুম ভোমার সঙ্গে দেখা কর্বো ব'লে—কিন্তু ভোমার বাড়ীতে গিয়ে অনলুম তুমি, চেঞে এসেছ! এক বছর ধাের কি সন্দেহ হ'ল. তারপরে থোঁজ নিতে রক্ম চেঞা লাগলাম--: ভারতের প্রায় সব বড় বড় তীর্থগুলোতে আমার দেবা-সমিতি আছে. সেইগুলো দেখবার জ্ঞা আর তোমারও খোঁজ নেবার জন্ম আমিও একদিন বেডিয়ে পড়লুম-প্রথম পুরী থেকে তোমার সন্ধান পাই !--প্রায় চার পাঁচ মাদ ধ'রে আমিও ঘুরছি—ঘুরে খুরে অনেক करहे चाक टलामादक त्रान्म मिति—यित मदन दकान इःश নিমে চ'লে এদে থাকো-তবে আমাকে ক্ষমা ক'রে তোমার স্বর্ণ-পুরীতে ফিরে যাও। দেখানকার পাপ পৰিগতা অনেকদিন আগে থেকেই তো বিদের হয়েছে— আর তোমার স্বামী—এক কথায় দেবতা,—শুদেছি তাঁর শরীরও ভালো নয়—আমার প্রার্থনা তুমি ফিরে যাও—"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হ্রেমা বলিল—
"মিনতি, তোমার উপর আর আমার কোন কোভ নেই—
আমি চল্লুম—তাঁরই কাছে—"

স্থরমার মনের সক্ষে গাঁড়ীও ছুটিরা চলিতে পারিতে-ছিল না—সব চিস্তা দে ভূলিয়া গিয়াছে—সব ভাৰনা শ্বমিয়া গিয়াছে—তথু মনে হইতেছিল হেলায় কি হারাইরা বিলি স্থরমা—!—আর কি সে ভাহা ফিরিয়া পাইবে? আর ভিক্ষাপাত্র লইয়া দে যখন ভাহার সমূপে ধীড়াইবে তথন কি বলিবে সে!—

কলিকাভার কাছাকাছি একটা ষ্টেশন--নে বেখিল

ফাঁকিব নেশা

নলিনী তাহার গাড়ীর সমূধ দিয়া যাইতে হাইতে হঠাং তাহাকে দেখিয়া থামিয়া পড়িল,—আনন্দে বিহবল হইয়া সে বলিল—"আপনি কেমন আছেন—কোথেকে ? কডদিন পরে—কোথায় যাচ্ছেন ?"—

স্থরমা কোন কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"এইপানে উঠে এদো নলিনী।"

নলিনী পরম আনন্দিত হইয়া উঠিয়া বলিল—"কভদিন পরে দেখা, আমি কয়েকদিন পরেই ফিরে এসে পুরী গিয়ে আসনার পোঁজ করলুম কিন্তু পেলুম না—কোথায় ছিলেন ?"

"সে সব পরে বলছি pet, আগে বল কলকাতার গবর কি "

একম্**ধ হাদিয়া নলিনী বলিল "কলকাতার ধবর সব** ভাল।"

"তুমি আমার কথামত ফিরে গিয়েছিলে?"

"ফিরে ষাইনি ? বলেন কি ? আপনাকে কথা দিয়ে গেল্ম! কয়েকদিন ছিল্মও! চারিদিকে খোঁজ নিতে বেরোত্ম প্রায়—আমি কিন্তু এ বিষয়ে খুব expert—
ভানেন একবার আমি আগে একবার —

"খোঁজ ক'রে কি জানলে শোনবার জন্ম আমি বড় ব্যাকুল হয়েছি pet!"

"ও শরং ঘোষ থ্ব জব্দ হয়েছে—"

"কিসে ?"

"সে এমন ধারাপ লোক—সেই রাত্রেই আপনার ব্যেমিকে গিয়ে সব বলেছে যে আপনাকে আমার সঙ্গে এক গাড়ীতে চ'লে থেতে দেখেছে—"

ক্ত্রখাসে স্থরমা বলিল—"ভার পর !"

"তারপর" নলিনী খুব হাসিতে লাগিল—"তারপর আব কি! তিনি নাকি বললেন—ই্যা তিনি changeএ গেছেন—"

সুরমা কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না, সে ক্ষোডে হংশে বিশ্বরে অভিভূত হইরা বাহিরের দিকে চাহিয়া বহিল! জগতের সমক্ষে তাহার মান সন্মান রক্ষা করিয়াও রাজীব তাহার সম্ভে কোন ধারণা পোষণ করিয়া আছে? এ কথা যে মিখ্যা সে ভাহাকে যখন বলিবে তথন সে বিশাস করিবে কি?

নলিনী বলিদ—"আগে মিঃ বোদের উপর আমার খুব রাগ হ'ত, কিছু ক্রমেই লোকটার উপর আমার ভক্তি বেড়ে গেছে—শরৎ ঘোষ আর তার স্ত্রীট আপনার সঙ্গেশক্তা করতে কম করেনি—শুনেছি মিদেদ ঘোষও অনেক কথা বলেছে—তা আমি এই কথা শুনে ভাবলুম—মিঃ বোদ মুথে যাই বলুন না কিছু নিজের মনে তোজেনে রাখলেন—তাই ভাবলুম যা থাকে বরাতে একদিন গিয়ে দব বলে আদি, কিছু সাহদ হলোনা—ব্যক্তভাবে নলিনীর একটি হাত চাপিয়া ধরিয়া হ্রমা বলিল—"কেন গেলে না pot! কেন বলে এলে না আমি একাই গেছি—তুমি আমার দক্ষে হাওনি—"

"ঐ যে বললুম ভ্যানক ভয় হ'ল, তা আপাততঃ যাচ্ছেন কোপায় ?"

"কলকাতায়—"

"কার কাছে ?"

"আমার স্বামীর কাছে-"

"কিন্তু তিনি ত্যো দেখানে নেই—"

"নেই—" কণ্ঠন্বরে হতাশ ভরিয়া স্থরমা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"নেই ? তবে কোপায় ?"

"তিনি সকলকে নিয়ে বোষাই চ'লে গেছেন—" "কেন ?"

বিদেশ ভ্রমণের জন্ম মালোজা জাহাজে—ভবে কোন দিন sail করছে তা জানিনা—ভনেছি, উইল টুইল ক'রে, সমস্ত দম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা ক'রে তিনি চলেছেন—"

স্থ্যম। বিক্ষাবিত চোপে নলিনীর দিকে চাহিয়া বলিল

—"নলিনী তুমি আর শরৎ ঘোষ মিলে শেষে এই
করলে ?—কেন করলে ?"

নলিনী একটু বিশ্বিত হইয়া সভৰে বলিল—"কিছ আমার দোষ কি আমি তে৷ কিছু করিনি—"

ঠোঠে ঠোঁট চাপিয়া ক্রমা দ্বির হইয়া বসিয়া রহিল—
সব কিছুর সমাথ্যি কি এই ভাবে হইয়া যাইবে—কীবনে
দেখা কি হইবে না?

সেইখিন কলিকাতা পৌছিয়াই খ্রনা বোৰাই উদ্দেশে মুটিল। ভধু একটিবার সে ভাহাকে দেখিতে চায়, দেখিয়া সব কথা বলিতে চায় তাহাকে—এত বড়
ভূল মাছবে করে ? কেন সে চিনিল না—কেন ব্রিল না—
দারুল অন্তাপের যন্ত্রণায় সে অন্থির হইয়া উঠিতেছিল—
আর আকুল হইয়া টাইমটেবল ও ঘড়ির দিকে দেখিতেছিল
বার বার—আর কড্দুর—

বোম্বে—। কোণায় রাজীব কোণায় কে! স্থরমা সাধ্য মত থোঁজ করিয়া জানিল—পূর্বাদিন মালোজা ক্ষাহাজ বন্দর ত্যাগ করিয়াছে, যাত্রীদিগের ভিতর ছিল রাজীব বোস, তিনটি বালক বালিকা, গভরনেস, আয়া ও বেয়ারা।

সুরমা ভাজমহল হোটেলের স্থাজ্জিত কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল, ইচ্ছা হইতেছিল ঐ চঞ্চল সমুদ্রে সেঝাপ দিয়া পড়িয়া সকল যন্ত্রণার অবদান করে। কত কি বলা হইল না, শুনা হইল না, জীবনে আর কি দেখা হইবে ? আর কি দে অবদর মিলিবে ? ফাঁকিতে পড়িয়া, ভাহাকে না চিনিয়াবে ভুল করিয়া বিদিয়াছে—আর সেই ভুল সংশোধন করিবার কোন উপায় কি রহিল না? ভাহার সারা প্রাণ মন ভালিয়া গুড়া হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল ব্যুথার যন্ত্রণার অন্থতাপের তীব্র জালায়।

সারাদিন কাটিয়া গেল—সে ঠিক করিল সেও তাহার পিছনে ছুটবে—তাহাকে বাহির ক্রিবে—দেখা করিবে— করিয়া সব বলিয়া, ক্ষমা চাহিবে—তারপরে সে যদি আবার তাহাকে গ্রহণ করে তাহা হইলে? সব তো শেষ হইয়া যায় নাই এখানে—এখনো—আশা থাকিতে পারে না কি ?

সন্ধ্যার সময়ে সে মুখ ধুইয়া নিজেকে একটু সংবৃত করিয়া লইল—একবার বাহির হইয়া তাহার নিজের যাত্রাপথ ঠিক করিয়া লইবে—মন তাহার কাঁদিয়া উঠিতে-চিল বার বার—

ওগো কত গভীর মর্ম্মব্যথা বুকে নিয়ে দেশত্যাগী হ'লে কে জানে ?

ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি বাহিয়া নীচের বিকে নামিডেছিল, এমন সময় দেখিল একজন উপরে উঠিয়া আসিতেছে—হ্রমা তাহাকে বেথিয়া চমকিয়া উঠিয়— ইচ্ছা হইল পিছন ফিরিয়া পলায়ন করে কিছ সে ব্যক্তি ড্বন ভাহার নিকটে আসিয়াছে—এবংজুই চকের্বিশ্ব ভরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে! তাহার মুখে জো ও বিহক্তি ফুস্পষ্ট। স্থরমা তাহার সে দৃষ্টির সাম্চ নতমতকে দাঁড়াইয়া বহিদ—সে বলিদ—

"তুমি ?—আশ্চর্যা! কোখেকে এলে ? এ মুখ আ দেখাতে এলে কেন ? গলার জলে তুবে ম'রতে পারনি এদিকে চ'লে এসো আমার ঘরে, তোমার সং কথা আছে—।" বিচারকের সমুখে অপরাধীর মত লজা ভয়ে অভিজ্ত ক্রমা মন্ত্রচালিত হইয়া ভাহার পশ্চাঃ ফুসরণ করিল।—

একটা স্থানর সঞ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভি বিলিল—"তুমি আমার বোন—কিন্ত তোমাকে আদ চিতায় তুলে দিতে পারলেও অত হৃঃধ হ'তনা। স্থরমা বাবা এখনো তোমার নামে পৃথিবীর সমস্ত প্রশংসার অলকার পরিয়ে দেন—। এই দেখতেই দেখে ফিয়ে এলুম।—এখানে তুমি কি করছ ?"

"আমি এসেছিলুম দেখা করতে—" "তা'হলে রাজীব চ'লে গেছে তা তুমি জানো ?''

"জেনেছি পরে কিন্তু দেখা হয়নি—আজ এনেছি—"
"আমি তাকে পৌচাতে এনেছি—মালোজা কাল
চলে গেছে, কিন্তু তুমি দেখা করতে এসেছ...কোন
লজ্জাম, কোন সাহদে ?—তোমায় ভাই বলে লজ্জাম
ধিকারে আমারই মাধা—রাজীবের কাছে একেবারে
মাটাতে লুটিয়ে পড়েছে—বংশ মর্যাদাকে এই ভাবে
অপমান করলে।—তুমি কার মেয়ে কার বৌ সেকধা
ভূলে গেছ ?—"

স্বনা নতমন্তকে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

অন্তিত বলিল—"রাজীব আমাকে কিছু বলেনি—।
বখন দেদিন এলুম তোমাদের দেখতে, এসে দেখলুম
তোমাদের বাড়ীটী বিবাদে ওছ হরে আছে—রাজীবকে
কিজ্ঞানা করলুম তোমার কথা—নে একটু চুপ করে
থেকে উত্তর দিল, তুমি changeu, কোথার বিজ্ঞান
করতে বললো, প্রী—কিছ এ কোনকেই change
হরমা ? প্রীর ঠিকানা চাইলুব লে দিছে পারবোনা—
তুমি কি এতো change নিচ্ছিলে বে আমী ভোষার
গভীর ব্যথা বুকে চেপে অনির্ধিট স্থবের হুক্ত কোরালী

হ'ল, তোমার ছেলে ছোট ছোট চোধছটা দিয়ে নীরবে গোমাকে ভেকে ভেকে—নিক্ষল আগ্রহে তীরের দিকে চেয়ে তোমাকে খুঁজে খুঁজে ভেলে চলে গেল, ভখন তুমি কি করছিলে, কোধায় ছিলে হুরমা ? তুমি কি ?—" অফুটস্বরে হুরমা বলিল—"আর বেলোনা—দাদা—"

শনা আর বলবোনা—আর না ব'লেও তো পারি
না—কিন্ত লোব যদি কারো থাকে তবে সে দোব
ভোমার—আমি জানি রাজীবের নয়—তুমি তাকে কত
বড় ব্যথায় ব্যথিত করে তুলেছ—কি ক'রে তার
সমস্ত গৃহস্থককে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছ কে জানে! সে
কিছু না বললেও তার অভরের ভাষা ম্থে যথন ফ্লাষ্ট
হয়ে ফুটে উঠভো তখন আমারি বুকে তা এসে বাজতো
থ্ব বেশী করে, তা শুধু তোমারি স্পষ্ট ব'লে—আর
বেশী ব'লে তোমাকে লাভ নেই—হারালে যা তা আর
ফিরে পাবে কি ?—এখন কি করবে ?"

"আমিও যাবো দাদা—দেই ব্যবস্থা ক'রে দাও—"

"ত্মি বাবে—গিয়ে কোণায় খুঁজবে? সে ঠিকানা
দিয়ে বায়নি আর দেবেও না বোৰহয়—আর সে ছেলেদের
দওনে রেখে নিজে যে কোণায় ঘূরবে তাও জানিনা—
গ্রাল্পদ্ পাহাড়ের উপর অথবা নর্থ পোল বা সাউথ
পোলে আজ যদি ভাকে চলে যেতে ভনি ভাহলেও
নামি আশ্বর্য হবনা হুরমা—"

স্থ্যমা **গৃইহাতে মূখ ঢাকিল—থানিক**পরে বলিল— 'ফিরবার কথা কিছু বলেছেন !"

"হাা বলেছে—ফিরবে নিশ্চয়—কিছ কবে তা সে নিজেই জানে না—"

ক্ষরমা মনে মনে বলিল—তাহলে তোমার জগুই

দপেলা করি—লোকালয় ছেড়ে দ্রে, প্রকৃতির নিভ্ত

গায়র। বলি কোনদিন মনে পড়ে তবে ফিরে এসো,—

গীবনের শেবক্ষণে—এডদিনের সমন্ত ব্যর্থহা সার্থক ক'রে

হলতে পারবে না ? বডদিন পর্যন্ত না ফেরো তভদিন

মামার কাটবে অপেকাল অপ্রবারে, তারপরে ভূমি এনে

দবে পূর্ব আগরব,—আল বদি না কেরো তাহ'লে সেই

গ্রেয়েরেই প্রাণ আমার জীবনের পর্যারে সিরে বাক্রে

গ্রুমপেকার অপ্রকার্যন

অঞ্জিত বলিল—"তার চেয়ে বাড়ী চল – বড়লিন থাকো দেইথানেই থাকবে, বাপ মায়ের কোল সম্ভানের জন্ম সংবলা পাতা থাকে হারম।—"

"ন! দেখানে আমি যাব না দাদা—"

"ভবে আর কোণায় ঘাবে গ"

"রপনগরে সাগর বিলে—"

জিজ্ঞাস্বদৃষ্টিতে অজিত চাহিল-স্থামা বলিল-ডুবে
মরবো না-সেথানেই থকবো-"

একট্ ভাবিয়া অজিত বলিল—"তাই বেও—তবে ভার আগে বাপ মার সদে দেখা ক'র একবার, বাবার পরীর ভাল নয় তাঁরাও তোমাকে দেখতে চান—ভাদেরকে যদি এই বয়সে এসব জানিয়ে কট দিতে না চাও তবে সেখানে তাদের কাছে কিছুদিন থেকে ভোমার সাগর বিলে যেও—আমি ভোমাকে বাধা দেব না—নিশ্চিতে বসে নিজেকে একট্ ভাল ক'রে ভেবে দেখে ভারে নিভে চেষ্টা ক'র হুরমা—যাতে সেদিন ভোমার আসে—ভারকে তাকে যেন সার্থক, প্রিত্র ক'রে ভূনতে পার—সেই সাধনাই কর—রাজীব ভোমার জন্ম একটা চিটি রেখে গেছে এই নাও—! আর আমি চললুম গাড়ী রিজার্জ করতে—" অজিত নিংশকে দরজা বন্ধ করিয়া চলিন্ধা গেল—হুরমা কম্পিত হাতে চিটি খুলিয়া পড়িল—

"হুরমা,

তৃমি এখন কোথায়, কিভাবে আছি তা জানিনা তবু আমার মন বলছে, তোমাকে কিছু বলে যাওয়া উচিত!

কি জানি এ চিঠি তুমি কবে কোনদিন, কোথার
ব'লে পাবে গে ছবি আমার মানসচকে ফুটে উঠছেনা
—ভবে চিঠি তুমি পাবে তা জানি—এবং এও জানি
একদিন বুঝবে—একদিন জানবে—আমি ভোমার উপর
অস্তায় করিনি,—এবং ভোমাবে কানেনা উপেকাও
করিনি—।

কেন যাচ্ছি তা জানিনা তবে দেশের লোককে প্রণবের বাপ মারের কথা একেবারে ভূলিরে দেবার জন্তই বোধ হয়—আমি দেশ ছেড়ে চল্লুব। ভোমার জন্ত অংশকা করেছিলুব এডবিদ—তেবে দেশ কডবিদ—কিড ভূমি একে না! ছেলেকের সেধানে রেখে আমি কোধায় যাবো
ঠিক নেই—। একবার ইচ্ছে হয়েছিল ভোমাকে দেখে যাই—
কিন্তু মনে হ'ল ভোমার পথে এদে কখনো দাঁড়াবো না—
সেইজন্ম দেখা কর্তে আর ইচ্ছে হলনা—ভা'হাড়া তুমি
এখন কোথায় তাও জানিনা—অথবা আমার আর দেখা
করবার অধিকার আছে কিনা তাই বা কে জানে—।

ষাবার সময়, তুমি না চাইতেই ক্ষম। করে গেলুম !
অন্তর আমার তোমাকে ক্ষমা ছাড়া আর কিছু করেনি।
তুমি আমাকে যেদিন ছেড়ে গেলে,—দেদিন মনে প্রাণে
সর্কাগ্রে তোমার ক্ষমা করেছি,—যেদিন তোমার বরু
কণিকা এসে আমার কাছে তোমার নাথে কত কি কথা
ব'লে গেল—দেদিন বাথা পেয়েও ক্ষমা করেছি—
আর আজকেও করছি। আমি বড়, তুমি ছোট—ভোমার
জীবনের সমন্ত স্থপ হংথ যে আমার কাছে গচ্ছিত ছিল
স্করমা! আমার কাছে তুমি শত অপরাধী হ'লেও যে
ক্ষমার্হ তাও কি বোঝনা ?—

প্রথম অক্লায় ছিল আমারি তা আমিব্রি-কিন্ত সৰ অভায় সব দোষ ভাধরে নিয়ে যেদিন তোমার কাছে फिर अ वन्य- ८१ पिन (मथन्य आयात्र (पती इ'रप्र (शह ভোমাকে বাধা দিতে ইচ্ছে হ'লনা, তোমার পথ ছেড়ে দিয়ে আমি নিজে স'রে গেলুম অন্তরালে। তবে-তোমার কাছ থেকে দুরে স'রে না গিয়ে আরো কাছে গিছে ভোমাকে চিনে নিলেও গারতুম, কিন্তু তা করিনি। তোমার অস্থধের পর থেকে যে মিনতির সক্ষে আর আমার কোন সম্পর্ক ছিলন।—। দেদিন মনে পড়ে— ভোমাকে এই কথা শোনাবার জন্মই ডেকেছিলুম, কিন্তু দেই সময়ে ঠিক ভোমার অমুপস্থিতিতে তোমার বন্ধু এনে কি বিষ-বাণ যে আমার কানে নিকেপ করে গেল ঘাতে चामात्र ममछ हेव्हा छटना विशंख हत्य चामात्र वनात्र मव শক্তি লোপ করে দিল—তারপরে আর তুমিও ভন্লে না। হয়তো তাদের কথা শুনে অতটা অভিভূতও হতুম না, किष-निरक्त (राथरक अवियान कतरक भातिनि, এवर উপেকাও করতে পারিনি, কারণ আমি তোমার আমী এবং ভার উপরেও ভোমাকে ভাল বাসি।

आमातम्ब कादवत्र श्राप्त अश्वादवत्र आत्माहन। आत

করবোনা—যদি আমারও কিছু অন্তায় বুঝে থাক ভবে কমা করো—শাল্রমতে মনোক্ষোভ রাথতে পারিনা, তাতে তোমার অমকল হবে—সেইজন্ত সর্বাস্তকরণে তোমাকে কমা করে গেলুম !—সমন্ত মুক্তি-তর্ক আন্ধ এখানে হার-মেনে সমাপ্ত হুগেয় যাক্—। এইথানে সব কিছুর মীমাংলা হুগের যাক্ - ওগুলো আর বাধা-স্বরূপ হয়ে আমাদের মনের ভিতর এদে —আমাদের শেষ জীবনকে আর যেন ধূলিধুসরিভ ক'রে না দেয় !—

জানিনা, তুমি কোণায়! তোমাকে এ চিঠি নিখবার অধিকার আছে কিনা তাও আজ জানিনা—! – যদি আমাকে ছেড়ে গিয়ে তুমি অ্থী হ'য়ে থাকো— যদি স্থের সন্ধান, আনন্দ তৃপ্তি পেয়ে থাক— তবে আমিও অ্থী হব,— আর যদি— ক্থী না হও তা'হলে চিরজীবনের জন্য আমারও অনেকগুলি আক্ষেপ থেকে যাবে—!

একটা শেষ কথা বলবো—প্রণবের মৃথ পৃথিবীর কাছে একেবারে ইেঠ ক'রে দিওনা হ্রমা। আমার কথা ভূলে গিয়ে ভগু ভেবো প্রণবের কথা—বে এথনো ভোমায় ভোলে নি!

একথানি দানপত্ত রেখে গেলুম। সম্পত্তি আমার যা আছে তাতে প্রণবের জীবনে অভাব হবে না। আর তেলের খনি ভোমার। অরিনের অংশ দান প্রণব নিতে পারেনি, সে তা আবার তাকেই ফিরিয়ে নিয়েছে। ক্সাতার বাড়ীও ভোমার। — কারণ প্রণব আর ও বাড়ীতে গিয়ে কখনো বাদ করবে না।

একদিন ফিরে আসবে!—প্রাণ আমার দেশের কোনেই ছুটে আসবে—কর্মশেষে বিশ্রামের অবসরে— আর যদি তার আনে জীবন শেষ হ'য়ে যায়—ভবে এই চিঠির ভাষায়, তোমার কাছে বিদায় চেরে নিল্ম—

পুণার ছেলে মেমে আমার কাছে—কারণ তাদের আর কেউ রইল না,—পুণার চঞ্চল জীবন এটিলাণ্টিক মহাসাগ-রের অদীমতায় সমাধি লাভ করেছে—ভার এরোপ্লেনে আমেরিকার প্রে—"

— হরম। আর্ত্তনাদ করিরা উঠিল—ব্বের ভিতর
তুম্ব তুফান বহিন্না তাহাকে অন্থির করিয়া ভূলিল—
পুণাও অবশেষে,—একে একে বকলে চলিনা বেল—হাই
হাতে বুক চালিনা বে বিদিন্না বহিল—ওপাশের মতে কে
বালাইতেছিল Funeral march—ছরমার অভবের আনি
অশ্রণারে গলিয়া পড়িতে লাগিল— হার্মারে—।

দেশতে দেশতে দিনের শেষ আলোটুকুও কোথায় মিলিয়ে গেল। মনেই ছিল না বেলা আজ ডেকে পাঠিয়েছে। ছুপুরে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে ভার একথানি কুল চিঠি অনিলা আমার হাতে এনে দিল আমার মনে হোল যেন কোন অপ্রলোক থেকে এক নিমন্ত্রণের চিঠি এসেছে। ভুলেই গিয়েছিলুম বেলার কথা। এই চলার পথে কে ক'জনকে অরণ রাখতে পারে ? ইা—বেতে হবে বই কি, বিশ্বসংসার ধ্বংস হয়ে গেলেও কি বেলার ডাকে সাড়া না দিয়ে শাস্ত হয়ে লক্ষীছেলের মত বাড়ীর এককোণে বইগুলো নিয়ে ছুপ করে বসে থাকতে পারি ? আমাকে যেতেই হবে কি জানি হয়ত বেলার আহ্বানের ভেতর কোন বাছ বা মায়া মাখানো রয়েছে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধনারে বেড়িয়ে পড়লুম বেবী অষ্টিনথানা নিয়ে। কি জানি প্রাণের ভেতর আজ কি এক অপরিদীম আনন্দের রাগিণী বড় করুণ হারে বাজতে স্কুক্ষ করেছে। এত আনন্দ কি পারব সাইতে? এই আনন্দের টেউ যেন আমায় আজ একেবারে আত্মহারা করে দিছে। রাস্তার আলো। জল্ছে। রাস্তার ছধারের বাড়ীর আলোও জ্বলে উঠেছে। আজ চারিদিকে শুধু আনন্দের ক্র । দ্রের আলোটী দেথে মনের কোণে ভেসে উঠল বছদিনের একথানি প্রানো হথের স্মৃতির ছবি। এমনি এক আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বেলা আমার হাত্তের উপর হাত রেথে বলেছিল, "আমি ডোমায় ছাড়া কাকেও জ্বানিনে তুমিই আমার ইছ্-জীবনের এক্মাত্র প্রব তারা।"

সে অনেক দিনের কথা। আমি বেন এখনও দেখতে পাছিছ বেলার ছাচাৰে প্রথম বৌবনের প্রেমের অঞ মুক্তার ভাষ অলুছে। তথন বিখসংসার ভূলে গিয়ে বেলাকে বুকের কাছে টেনে একে সাখনার বরে বলেছিলুম, "এই ত মাত্র চারটা বংসর দেখতে দেখতে চলে যাবে। কোন চিষ্টা নাই। বিলেত ত কাছেই। কত লোক যাছে। ছি:। কেলোনা দল্লীটা," বেলা আরও কাদতে কাদতে আমার বুকে তার মুখধানি লুকিয়ে বলেছিল, "আমি জীবনে মরণে তোমারই আশায় ঐ পথের পানে চেয়ে থাকব। বল তুমি আসবে—বল তুমি এসে আমায় ভোমারই করে নেবে ?"

আমি বেলার মাথায় হাত রেথে তিন সভ্য করে वननाम, "इ।--(वना, ज्यामि हिन्निन তোমারই।" তারপর আজ চারবংসর কেটে গিয়ে পাচটী বংসর চলে যেতে বলেছে। স্মামি ফিরে এলুম-কন্ত স্মামি যেমন করে সেই স্থার দেশে গিয়েও বিদায় বেলার অঞ্জরা একজ্বোড়া ভুবনভুগানো আঁথি দিনের পর দিন নানাডাবে, নানারতে মনের কোণে শতরতে বাঁধতে বাগলুম জীবন-মরণের সেই চিরস্তনা স্থরের সাথে-এসে দেখলুম সেই বেলা আর নেই। বেলার বিয়ে হয়ে গেছে। বৌদি লিখে জানিয়েছিল। কিন্তু আমার কিছুতেই বিখান হয়ন। কথনও বেলার বিয়ে হতে পারে না। যভবার দেই নিঝুমরাভের বেশার কালার স্থ**নটা মনে বেলে উঠে** ততবার ভাবি—না—না—মিথ্যা কথা। বেলা স্থামারই একাস্ত আমারই। বৌদি ঠাট্টা করে লিখেছে মাজ। লশুনের প্রত্যেক নারীর চাহনীর ভেতরও বেন দেখতে পাই বেলার দেই চিরপরিচিভ--চাহনীটা। কিন্ত এ**দে** দেধলুম সভাই বেলার বিয়ে হরে গেছে—স্থামি আসবার এकটা বৎসর আগে। খুণায়, ছংখে, আর এক-বারটাও তার মৃথধানি দেখতে সাধ হয় নি। তার চেরে মনে হয়—আমি আঘাত অনেক ক্ষ পেতৃৰ বনি দেবতুৰ त्म मृज्य-भारत मांबी स्टाइस्स । तम आयात विकासक-थर्चरक क्रेकिस्तरक-विचानहरू क्रेक्स्सरक-भवता मात्री- জাতির অপমান করেছে। এর চেয়ে মরণ তার শতগুণে
প্রের ছিল,—শতগুণে পৌরবের ছিল। যাক্ সে বখন নিজেই আন আর আলবে না।"
বিষে করে স্থী হরেছে তখন আমার আর কোন হঃখ আমি একটু হেসেকরবার কারণ থাকতে পারে না। সে স্থী হোলেই হোল—কি জানি হয়ত সোমি স্থী। আমার সমস্ত জীবনের একমাত্র ধারণা যাত্ ল্কানো রয়েছে।"
ছিল তাকে স্থী করা। কিন্তু বেলা নিজেই তার পথ বেলাও হেসে বল্পেবেছে নিয়েছে আমার ধাংসের উপর। তব্ও আশীর্কাদ পারে, তবে এইটুকু সত্য করি সে স্থী ইউক।

এমনি ভাবনা-রাজ্যের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। কি জানি কেমন করে গাড়ীখানা অবাধে ড্রাইভ করে নিমেছিল্ম। যখন গাড়ী হ্যারিসন রোডের ৩৩ নম্বর বাড়ীর ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল আমার আবার চৈতক্ত ফিরে এল। ফটক বন্ধ। মনে হোল ফিরে যাই। গিয়ে কাজ নেই। আবার ভাবল্ম না দেখা করে বেতেই হবে। কাপুরুষের মত ফিরে যাব না। সমস্ত বন্ধনকে আমার অভিক্রম করতে হবে। আর একবার হর্ব দিতেই ফটকের মার খুলে গেল। আমি গাড়ী নিয়ে ভেতরে চুকে পড়ল্ম। এ বাড়ীতে আর কথনও আসিনি। আমার অচেনা।

আমাকে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলনা, একজন 'বহু' এসে দেলাম করে "আমার সঙ্গে আহন" বলে আমার আগে আগে সিঁড়ি বেরে পর্থ দেখিয়ে চলল। আমি তাকে অছসরণ করলুম। সিঁড়ি বেরে বেগতালার ডুইং রুম পার হয়ে তারপর পর পর পর আরও তিনটী ঘর পার হয়ে 'বহু' আকুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে, "মেম সাহেব ঐ ঘরে আছেন—আপনাকে থেতে বলেছেন" আমি তার উপদেশ মত ধীরে ধীরে রিলন পর্দাধানা ছ'ছাতে সরিয়ে জেতরে চুকতেই দেখলুম বেলা বিছানায় ভয়ে ভরে কি একটা বই পড়ছে। আমায় দেখে বিল্ফুমাত্র আবাক্ না হরে বেলা বেশ সহত্ত হুরেই দেশুনাত্র আবাক্ পর নিজে উঠে আত্যে আছুল দিয়ে ালছের দিকে দেখিয়ে বল্লে, "উনি আত্র বাড়ী নই।"

चानि छात्र क्षांमछ मशात्र अक्टाद्धि रमन्म। चरनक्कन प्रकट रानुम मा स्कान क्षा। প্রথমেই বেলা বল্লে, "লামি ভেবেছিলুম তুমি বৃথি আরু আর আলবে না।"

আমি একটু হেনে বল্নুম, "আমাকে আসডেই হোল—কি জানি হয়ত তোমার আহ্বানের ভেতর কোন যাতু লুকানো রয়েছে।"

বেলাও হেদে বল্লে, "কি জানি হয়ত থাকতেও পাবে, তবে এইটুকু সত্য আমি যাহ বিচ্ছে কোন কালেই জানতুম না এবং এখনও তেমন বিশেষ কিছু জানিনে।"

"তা কি করে বলি, কবিরা ত বলেন নারী যাত্ত্করী।" হজনে আবার ন্তর্ক হয়ে গেলাম। আমার আবার মনে পড়ছিল বছ বংসরের একথানি পুরানো ছবি। তথনছিল বেলা একটা স্থলের মত স্থলর। আজ বেলার সে রূপ নেই—সে শ্রী নেই। আজকের বেলা যেন সেই বেলাই নয়।

বেলা ধীরে ধীরে বল্লে, "কেমন ছিলে বিলেতে।"
"বেশ ছিল্ম—আশা করি তুমিও ভাল ছিলে ?"
"তোমার কি মনে হয় আমি ধুব ভালই ছিল্ম ?"

"না ছিলে কি করেই বা বলি।"
অনেককণ তৃত্তনের ভেতর বিলেতের নানান গল্প চল্ল।
কেমন ছিল্ম—কেমন লাগত। বাড়ীর জন্য মন কেমন
করত। তার কথা মনে ছিল কিনা। এই সব।

এমনি নান। কথার ভেতর দেখতে দেখতে রাত ১০টা বেজে গেল।

আমি বৰ্লাম,—"এবার তবে আদি—কেমন ?"
বেলা বল্লে,—"আজ ত আর বলা হোলনা—ভবে
কাল একবারটা কি সময় হবে ?"

আৰি বল্গাম,—"তা জানিনে—বিকেলে অনেক কাজ থাকে। অবসর খুবই কম।" একটু খেনে বল্গাম,—"আমার মনে হয় আর এসেও কোন কাজ নেই। আমি এতদিনে নিশ্চিম্ভ হোলুম তুমি বেশ হথে আহ জেনে।"

বেলা এবার মিনতিমাথানো হারে বল্লে,— কিছ

শামি বে নিশ্চিত হতে পাছিনে ? শামি ভোষার সাহে
বে সন্যায় করেছি ভারজন্য বে ক্যা ভিকারও খবোগা।

বেলা একটু থামলে। গলার ভ্রচী ভারত সভারত

বল্তে লাগলে,—"মামি বড়ই স্থবী হব—বদি তোমায় আমার মত একজনের হাতে সঁপে দিয়ে একেবারে নিশিস্ত হয়ে সরতে পারি। তুমি আর কতদিন এমনি করে কাটাবে ?"

বুকের ভেতর গিয়ে বাঞ্চল বেলার এই কথাগুলো।—
অনেককণ কবাব দিতেই পারপুর না। বে বেলা
চেয়েছিল সংসার, সমাজ, শত বাধাকে উপেকা করে
আমার সাথে অগতের এককোণে গিয়ে ত্জনে একখানি
ফুপের নীড় রচনা করব বলে; আজ সে বেলা আমায়
এমনি করে অফুরোধ করছে। আমার মনে হোল এই
নারী মেন কুমারী বেলার প্রাণহীন প্রতিমূর্ত্তি মাত্র
সে প্রাণ নেই—সে শক্তি নেই—সে আত্মাও নেই।
সেই বেলা মরে গিয়ে যেন আজ একখানি প্রাণহীনা, নির্মম, পাষাণী নারীর রুপ, নিয়ে এসেছে।
আমি চুপ করে রইলুম। অনেকক্ষণ পরে বেলার মুথের
পানে চেয়ে দেখলুম সে আমার বাঁহাতখানা ভার
ছ'হাতের ভেতর নিয়ে চেপে ধরে করণ স্থরে বল্ছে,—
"বল তুমি আমার অফুরোধ উপেকা করবেনা—বল তুমি
বিয়ে করে স্থী হবে ?"

আমি ধীরে ধীরে আমার হাতথানা মৃক্ত করে নিয়ে উঠতে উঠতে বল্লাম "এই ত তোমার কথা? যাক বাঁচা লেল। আমি ভেবেছিল্ম অন্ত কিছু হবে। আমি আরু দেরী করতে পারিনে—বৌদি আমার অপেকায় বলে থাকবে। তবে আসি" বলতে বলতে বেরিয়ে পড়ল্ম মর ছেড়ে। গাড়ীতে এলে বলে আমার পিঠের উপর কার একথানা কোমল হাতের মৃহ স্পর্শ অন্তত্তব করল্ম। চেয়ে দেখি বেলা তক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে—তার উজন কালো চোধের মনদীর্ঘ পাতার তারার ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হয়ে আনিয়ে বিলে লেক দিছে।

আমি নিজেকে হারিয়ে ফেসলুম বেলার ঐ চোধছটীর ভেতর। ঐ চোধছটী যে স্ক্রা ভারার চেয়েও—ঐ চোবের কারা যে প্রবণরাভের বর্ষবের চেয়েও করুণ—ঐ মুখধানি বে আমার অন্তরের প্রভাত পরতে পরতে আঁকা রয়েছে। আমি কেমন করে জুলবো ঐ জুবন জুলানো মৃতিধানা! কড দিন কভ ব্লাড় প্রেশ পরে কটিরেছি অমনি এক- ধানি নরীর রূপ দেধব বলে। ইচ্ছে হলো আর একবারটী সেই বহু দিনের মত বেলাকে বুকের কাছে টেনে এনে শেষবারের জন্ম প্রাণভরে বৃত্তু অস্তরের শিপাদা মিটিয়ে বাই।

ষাক সমস্ত জগত লুগু হয়ে ঐ নারীর রূপে। বিশানদার তলিয়ে যাক নারীর ঐ কালার ভেতর,—যাক ধর্ম লুগু হয়ে—শুরু জেগে থাক সমস্ত প্রাণের আকুল পিপালা। না, সে হয় না। অতি কটে নিজেকে দমন করে নিলুম।

বেলার মাধায় একথানি হাত রেখে স্থেছজরা কঠে বল্লাম, "বেলা তুমি আমায় আর পারাল করে দিও না। আমার সমস্ত সন্ধর চুর্গ করে দিও না। আমার সমস্ত সন্ধর চুর্গ করে দিও না। আমি তোমার কারা দেখতে পারিনে। যাও তুমি এবার ভেডরে। ক্ষমা কর বেলা তুমি আজ যা বলছ তা হয় না। আমি স্থে আছি বড়ই স্থথে আছি—এর বেশী কি মান্ত্র কথনও স্থা হতে পারে? না, আমি চাইনে আমার এই ছন্নছাড়া বে-স্থা জীবনের সল্প আর একথানি স্থলর, ভরুণ জীবনকে এনে বাধতে বাকে আমি প্রাণ দিতে পারব না—স্থা করতে পারব না। তাতে সেও মরবে—আমিও মরব। আমার ইহকাল পরকাল ছইই যা ব। যাও বেশা তুমি ভেতরে যাও—আমি স্থলী হোলুম তুমি স্থে আছ জেনে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি ধেন আরও স্থলর হয়ে।"

বেলা কান্নার স্থার বললে, "কিন্তু আমার বে নরকেও স্থান হবে না ?"

"ও কিছুই নয়। জগতে কে ক'জনকে স্থী করতে পারে! এই মিথ্যা সংসারে নিজের স্থ—নিজের আনন্দ বজায় রেথে তবেই পরের দিকে দেখতে হয়। বাও আমি আশীর্কাদ করছি তুমি স্থী হবে।"

ধীরে ধীরে ফটকের বাইরে এসে পড়লুম। কোনদিকে চাইবার সাহস হোল না। তবুও একবারটা পেছন ফিরে চাইলুম। দেখলুম বেলার দেহখানি ধীরে ধীরে চলুতে চলুতে মাটার উপর লুটিরে পড়ছে। ইছে হোল ফিরে বাই, হয়ত এবার নিজের সংঘম রাধতে পারব না—ভার লেহের কোমল কর্মেণা আর কোদদিকে জ্রুক্তেপ না করে গাড়ী চালিরে বড় রাভার এলে পড়লুল। পথে গাড়ীর ভিন্দ কমে বিরেছে। নেই বল্লেই হয়। ইনিমও কথন বছ হরে পেছে। রাভার লোহের চলাচল নেই। নাচর

মাঝে কুষাদার ঝাপসা হাওয়া চোথে মুখে এসে আঘাত করছে। প্রাণের ভেতর আজ কিদের এক উন্মাদনা—এক নিষ্ঠুর প্রাণমের সঙ্গীত। জানিনে কেমন করে বাড়ী ফিরে ধাব। সমন্ত পৃথিবী যেন সম্মুধ থেকে ধীরে ধীরে দরের বাচ্ছে—এ বৃহৎ দালানগুলোও যেন একটার পর একটা মাটীর উপর—ভেজে পড়ছে। গাড়ীর চাকার তল থেকেও যেন পৃথিবী সরে যাচ্ছে। আকাশে বাতাদে কি এক ধ্বংদের রাগিনী। আমি বেন আজ পাগল হয়ে যাব।কেন আমি এমনি এক ছয়ছাড়া অভিশপ্ত জীবন নিয়ে এদেছিশুম ?

আমি কী হতে পারতুম,—আর আজ আমি কী? জানিনে কি কুক্লণে বেলার-আমার প্রণয়কুষ্ম প্রকৃতিত হয়ে ছিল। তুজনে ঝরে পড়ছি পলে পলে পলে এক অনৃষ্ট ঝয়া হাওয়ায়।—তোমারও অ্ব সেই—আমারও শান্তি নেই। কেন বেলা।—এমনি ভুলটী করে বসলে? আমার প্রতিক্রাত আমি অক্ষরে অক্ষরে রেখেছি। কিন্তু তুমি কেন এমন করলে? আজ তোমার সেই মিথ্যা প্রভিজ্ঞার শান্তি হ'জনকেই ভোগ করতে হবে। তুমিও মরবে আমিও মরব। ভেবেছিলুন বেলা বিয়ে করে স্থী হয়েছে। কিন্তু সেই মিথ্যা ধরবা আজ আমার একেবারে টুটে গেল। বেলার প্রত্যেক কথায় ফুটে উঠছিল তার অশান্তি বেদনা।

বাড়ী এসে মাতালের মত টল্তে টল্তে ক্লাস্ত বৌদি তথনও আমায় অপেকায় টেবিলের ধারে বদে গালে একখানি হাত রেখে মন দিয়ে কি একটা বই পড়ছেন। জানি আমার উপর আজ অত্যন্ত অণস্তঃ হয়েছেন। কিন্তু পারিনে আর সকলের মন রেখে চলতে। নিজের জীবনের ভারে নিজেই হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি ধীরে ধীরে বল্লুম,—"আমি থেয়ে এসেছি হোটেলে— তুমি ঘুমোতে যাও বেলি, আমি আজ আব ধাবনা।" হয়ত বেলা এখনও ধুলায় মৃচ্ছিত হয়ে লুটিয়ে আছে— একটা স্থলর, শুভ্র, সভা বৃপ্তচ্যত নির্মাণ শেফালির মত। ছয়ত চোথের কোণে শিশিরের কণার মত বচ্ছ ছ'ফোটা অঞ্কীণ তারার অংলোয় মৃক্তার মত এখনও শোভা शास्त्रः। चाक कृ'ि कौरन এमनि करत जकाल सरत পড়ুছে। আমাদের মিলনে আজ বিখ-বিধাতার মনিংর কত মললের ধানি বেজে উঠ্ত। কেন এমন ভুল করলে বেলা ? এ ভূলের যে আর কোন উপায় সেই। সত্যই নারী তুমি কুহেলিকা। নিজেও অ্ধী হোলেনা পরকেও क्रशी क्ट पिरनना। ध्वः महे की नात्रोत नीना-ध्वः महे की नातीत (थला-ध्वर्रमहे की नातीत अक्याब आनम। আজ অনেক্দিন পরে হুচোধ ফেটে কারা জাসছে।

অনেকদিন কাদিনি! অমাট মেঘের মত ব্কের মাঝখানে প্রিকৃত হয়ে ছিল। কিছুতেই আর চেপে রাখতে পাচ্ছিনে—ভগু একটা ছোট শিশু তার—একখানি প্রিয় খেলার সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেলে বা কেউ ভেকে দিলে ধেমনি প্রাণভরে কাঁদতে থাকে আজ আমারও তেমনি কাঁদতে সাধ হচ্ছে প্রাণ খুলে।

উষ্ণ কপালের উপর একখানি কোমল হাতের স্পর্শ অহভেব করলাম—বৌদি হাত বুলিয়ে দিছেন।

বৌদি কাতর হয়ে বল্লেন,—"শমল তোমার কি কোন অস্থ্য করেছে ?"

আমি বল্লাম,—"না, কিছুই হয়নি। তুমি ওতে যাও। আমায় আজ একলা থাকতে দাও, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও আমার আলো দহু হয়না।"

বৌদি গেলনা। কিছুমাত্র বিচলিত হোলনা আমার রুচ কথায়,—বঃং আরও যত্ন করে কপালে ওডিকোলন চেলে দিতে দিতে বল্লে,—"তুমি চুপ করে ঘুমোও আমি বাতাস কর্ছি। ভোমার মাথা ধরেছে—আমি ব্যতে পাছিছ।"

তর্ক করবার মত শক্তি আমার নেই। চুপ করে রইলুম। বৌদি তেমনি বাতাস করে থাচ্ছেন। শুধু বারবার মনে পড়ছে বেলার সেই বাধিত মুখখানি। যতথার তাকে ভাবতে ঘাই আমার সমস্ত চিস্তার শ্রোত কোথার হারিয়ে ফেলি;—আমার বুকের ম্পন্দাটী পর্যান্ত গেমে : বেতে চার। কপালে কার ছফোটা অঞ্পারে পড়ল। চোথ খুলে চেয়ে দেখি ৌদি কাদছোঁ আমি শুধু এক দৃষ্টে তার ঐ মেহেভরা মুখখানির পানে চেয়ে রইলুম অনেককণ। ঐ চোথ ফুটী করুণায় ভরপুর—মেহে উথলে যাচ্ছে—সমবেদনায় আরও করণ হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে তার একথানি হাত বুকের উপর টেনে নিলুম। কী করে বুঝাব তাকে আমার কী হয়েছে— কী করে বুঝাব তাকে আমার কিছু হয়নি? নারীর কালা আমি দেখতে পারিনে—আমার সমস্ত অস্তর ব্যবিষে তোলে—আমার কেমন করে দিয়ে যায়।

<sup>4</sup> আদি ধীরে ধীরে তার ম্থের পানে চেয়ে বল্লাম,— "আমার কি≨ই হয়নি বৌল—বিলেতে এমনি অহপ আমার প্রায়ই হোত—আজ আবার সেই অহপ-আরুছ হয়েছে।"

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি দ্ব-দিগত্তে তথনও ভিন্নী তারা উজন হয়ে আকাশের গায়ে শোভা পাতে।



( পুর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীয তীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

রিজা থাঁন (Riza Khan)—তুরদ্বের কামাল পাশা, কিয়া মিশরের জগল্ল পাশার আয়, বর্তমান পারখ্যের প্রধান ভাগ্য বিধাতার নাম রিজা থান। নাসীর-উল-মূলুক ইউরোপীয় সভ্যতায় স্থশিক্ষিত হইলেও তিনি দৈনিক হইতে পারেন নাই। সমস্ত পারখ্যের ভাগ্য-বিধাতা হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াও, শুধু দৈল্লদ সংগঠন করিতে পারিলেন না বলিয়াই তাঁহার পতন হয়। রিজা থান একজন ভাগ্যবান পুরুষ। তিনি একজন কশাক। ফুদ্ধ তাঁহার জাতীয় ব্যবসা। রাষ্ট্র বিপ্লবের গোল্যোগে পারখ্যে আগ্যন করিয়া নাদির শাহের আয় ইহার শাসক হইয়া বসিয়াছেন।

প্রথম জীবনে বিজ্ঞা থা পারশিক কদাক দৈলদালর একজন সামাল্য দৈনিক মাত্র ছিলেন। ১৯২৯ সালের একদল দৈল্য সংগ্রহ করিয়া সন্ধার-ই-সিপাহ বা সেনা নায়ক উপাধি প্রহণ পূর্ব্ধক সমর-সচিবের পদ গ্রহণ করেন। তিনিই তাঁহার দৈল্য দলের সাহায়ে জাতীয় দলকে স্বল করিয়া তুলিয়া, সিয়া এন্ধিন নামক এক ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করেন। ১৯২০ খুরান্তের অক্টোবর মাল হইতে সোভিষেট রাশিয়ার দৈলুপাও উত্তর পারশ্রের দিকে বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিবার জ্বা অভিযান আরম্ভ করে। ১৯২১ সালে পারশ্র কর্বারের পক্ষ হইতে একজন রাজ্যুত রাশিরার প্রমন করিবেই সেয়ক্ষিত্র বৃধীক্ষকে (Rothstein)

তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে পারখে প্রেরণ করেন। এই সময়ে ইংরাজগণ তাঁহাদের দৈলদল সরাইয়া লইলে. রাশিয়ার বাহিনীও পারখ্যে প্রবেশ না করিয়া বাকুডে ফিরিয়া যায়। ১৯২১ সালের ২২শে জুন পারখ্যে আভীয় মহাসভার চতুর্থ ক্লধিবেশন বসে। দৌলং পার্টি ১৯২৩ খুষ্টাবেদ রিবল। গাঁর বিরাদ্ধে এক যড়যন্ত্র করিলে, विकारों। मिश्रां किनारक मदाहेश। मिश्रा खबर अधान मजीब পদ গ্রহণ করেন। তাহার পর কামালের আদর্শে অমুপ্রাণিত হইয়া শীরজার্থ। সাহকে নির্বাধিত করেন। পারভা সামাজোঁ সাধারণতন্ত্র স্থাপন করাই উাহার মুখা উদ্দেশ ছিল। এই উদ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিবার তাঁহার যথেষ্ট স্থবিধাও ছিল। পারশ্রের ভাবৎ সামরিক কর্মচারীগণ তাঁছার সহায়ক ছিলেন। পার্শ্র সমাট বাশিয়ার জারের সহিত একবোগে বচদিন প্রশ্না দ্বন করিয়াছিলেন ব্লিয়া জন্মাধারণও তাঁহার উপর বীত প্ৰস্ক ভটয়া পডিয়াচিল। কিন্ধ দেশ সম্পূৰ্ণ সাধারণ-তন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত দেখিতে প্ৰস্তুত ছিলনা। ধৰ্মাৰ মোলা ও অভিনাতগণ বছদিন হ'টডে রাজতত্ত্বের সারিধ্যে প্রতিপালিত হইয়া নানা প্রকার স্থথ স্থবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছিল। বর্ত্তমানে সাধারণতর প্রভিতিত হইয়া গেলে, পণ-প্রধান রাজভন্ন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভাহার সভিত ভাঁহাদের সমত ক্থ-অবিধার ভিরোধান ঘটিবে এই আশহার, তাহারা রিজা থাঁকে নাদিলের

ম্বায় সমাটপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে বরং ইচ্ছুক আছেন এই অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯২৪ সালে স্বাধীন পারশ্রের প্রথম জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হইলে জাতীয় এই মনোভাব থব প্রাষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। চতুর রিজাথাঁ সাধারণের এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কমের ( Qum ) মুজতাহিদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া, পারশ্রে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না বলিয়া খোহণা করেন। পারখ্যের নারী জাতি ও জনসাধারণকে শিক্ষিত না করিয়া তুলিতে পারিলে পাশ্চাত্য-শাসন প্রণালী পারশ্রে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইবে এই ধারণা ক্রমশঃ রিজাখাঁর মনে স্বদৃঢ় হওয়ায়, স্ববিপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলির তিনি আমূল পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। স্ত্রীজাতিকে স্থাশিকা দিবার ব্যবস্থা করেন। রাজ্যের স্তব্যবস্থা করিবার জন্ম একজন অর্থশাস্ত্রবিৎ আমেরিকানকে আনমুন করিয়া রাজস্ব সচিব পদ প্রদান করেন। সোভিয়েট রাশিয়া জার শাসিত রুশ সরকারের যে সমন্ত দাবী দাওয়া ছিল সে সমুদায় হইতে নৃতন পারশ্র সরকারকে অব্যাহতি দেওয়ায়, পারশ্র সরকারের আার্থিক অবস্থা স্বর্জন হইয়া উঠে। পারশ্যের নেতাগণ প্ৰায়মান অভিজাতগণকে ধৃত ক্ষিয়া তাহাদের বহু-পুরুষ ধরিয়া সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ কর্দ্রমান সরকারকে প্রদান করিতে বাধা করেন।

রিজা থাঁ ও বর্ত্তমান পারশ্যঃ—১৯০১ দালের ৩১শে অক্টোবর মজলিস-এ-মিলি বা জাতীয় মহাসভা পারশ্যের রাজবংশকে সিংহাসন হইতে অপস্ত করিয়া রিজার্থাকে পারশ্যের সাহ বা সমাট উপাধি প্রদান করিয়া রাজমকুট তাঁহার শিরে স্থাপন করে। রিজার্থা এই ন্তন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পারশ্রের প্রক-গোরব প্রভিন্তিত করিবার জন্ম প্রাণপণ চেটা করিতেছেন। বিজ্ঞান ও আধুনিক মন্ত্রপাতি রাজ্যে আমদানী করিয়া পারশ্রকে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় প্রথায় গড়িয়া তুলিবার চেটায় আছেন। ধর্শের প্রভাবকে অনেকটা সংযত করিয়া জাতীয়তাকে প্রশ্র দিতেছেন। বে সমন্ত প্রাচীন সামাজিক আচার-

ব্যবহার এ**কান্ত অর্থহীন ও প্রাণহীন হই**য়াছে তাহাদের সংস্কার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আফগানিস্থান :--পার্খ ও ভারতবর্বের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া আফগানিস্থান ভারতের প্রবেশপথ রূপেই ৰ্যবন্ত হইয়া আসিয়াছে। আলেক্জাণ্ডার হইতে মার্ড করিয়া যে সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণকারীগণ স্থপপথে ভারতবর্গ আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আফগানি-স্থান দিয়াই ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন। পাঠান ও মোগন যুগে আফগানিস্থান বলিয়া কোন স্বতন্ত্ৰ রাজ্য না থাকিলেও কাবুল ও কান্দাহার অনেক সময়ই দিল্লীর সমাটের অধিকারভুক্ত থাকিত। আমেদদা আবদালীই পারভ হইতে এইখানে আসিয়া সৰ্বপ্ৰথম আফগানিস্থান রাজ্য স্থাপন করেন। আমেদসা আবদালী ও তাঁহার উত্তরা-ধিকারীগণ কাবুলের আমীর হিদাবে আর কতকগুলি আমীরের উপর তাঁহাদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা পরিচালন ক্রিতেন মাত্র। জাতীয় স্বাধীনতাবাদী আফগানিস্থান তথ্ন স্বপ্লেরও অতীত। ১৮৮০ খুটাকে আবদার রহমান কাবুলের আমীরত্ব লাভ করিয়া, কান্দাহার, গজনী প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের উপর তাঁহার প্রভুত্ব চিরস্থায়ীভাবে স্থাপন করিয়া উক্ত প্রদেশগুলির অধিনায়কদিগকে শাসন<sup>্</sup> ক্রার পদে পরিণত করেন। তাঁহারই শাসনকালে আফগানিস্থান একটা মিলিত রাজ্যে পরিণত হয়। এই দেশকে শাসন করিবার জন্ম আবদার রহমান নৃতন আইন প্রণয়ন করেন। সর্ব্ধপ্রকারে স্বাধীন ভাবে শাসন দণ্ড প্রিচালনা ক্রিলেও আবদার রহ্মানকে ভারতের বুটিশ সরকারকে সার্বভৌম রাজশক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্র-রাজ্যের সহিত কোন রাজনৈতিক আদান-প্রদান করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

১৯০১ খুৱাবে আবদার রহমানের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র হাবিবউলা কাবুলের তক্তে আরোহণ করেন। ১৯০৫ খুৱাবে ইংরাজের সহিত হাবিবউলার এক নৃতন সর্জে সন্ধি হইলে, ভারত-সরকার তাঁহাকে স্বাধীন নৃণতি হিসাবে 'হিজ্মাজেটি' উপাধি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেও পররাট্রসকোভ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন না। হাবিবউলা তাঁহার মৃত্যু প্রভ ইংরাজদের সহিত দিক্তা

বদ্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। : ৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পারশ্র ও তুরস্ক চর পাঠাইয়। তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেও তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন নাই। হয়ত এই কারণেই ১৯১৯ খুটান্দে ফেব্রুয়ারী মাদে এক গুপ্ত ঘাতকের হন্তে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

হাবিবউলার সময়ে আফগানী স্থানে কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। পার্কভীয় রান্তা তাঁহার সমায় রচিত হয়। শিক্ষাদানের জন্ম কয়েকটি স্থূল খোলা হয়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন প্রস্তত হয়। তুরস্ক সেনানীদের ধারা দৈল্য সংস্কারও করা হইয়াছিল।

১৯১৯ দালে এপ্রিল মাদে, হাবিবউলার বিগীয় পুত্র, আমাসুউল্লানাম গ্রহণ করিয়া পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আমীর আমায়লা আফগানিস্থানের সর্ব্ধপ্রকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইংলগুও আফগানিস্থানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া ল'ন। ভাহার পর আফগানিস্থান তুরস্ক, দোভিয়েট রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি **দে**শে রাজদুত প্রেরণ করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার সলিধানে বাদ কবার এবং ভারতে ইংরাজ সরকারের সহিত সর্ব প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করায় আমামুউলা খাঁকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই রাশিয়ার ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। রাশিয়ার আদর্শে কাবুলে নৃতন বিশ্ব-বিভালয় স্থাপিত হইয়াছিল। আমামুউলা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে মধ্য এশিয়ার মুদলমান রাজ্যগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার সংস্পর্শে আদিয়া কেমন উত্তরোত্তর সভ্য হইয়া উঠিতেছিল। আপনার খণেশকে ভাহাদেরই ফ্লায় উন্নত করিয়া তুলিবার জন্ম পিটার-দি গ্রেটের স্থায় তিনি নিত্য নৃতন ব্যবস্থ। করিতে লাগিলেন। পিডার আমলে দেশমধ্যে বিছাশিকা প্রচলন इहेल ७ छेरा बाफ़ारेया जुलियात अन व्यमःश्व अन श्राभन করিতে থাকেন। স্ত্রী-জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান ক্রিবার জন্ম মুসলমান প্রধাকে আগ্রাছ করিয়া প্রকাশ্র রাজপথে বর্থা পরিধান করিবার প্রথা ভূলিয়া দেন। ১৯২১ সালে মকো নগরীতে ভুরত্বের সহিত আফগান त्रात्मात्र अकृति मिक्क हम, अहे मिक्क चल्लाही हेटारे चिही-কত হয় যে কোন সামান্যবাধী আতি উহাবের কাহাকেও

আক্রমণ করিলে অপর রাজ্য তাহাকে শক্রজ্ঞানে তাহার বিক্লমে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। এই সন্ধিপত্রেই আপনাকে অনেকটা বলবান মনে করিয়া আমামূল্লা তাঁহার সংস্কার-গুলি ফ্রন্তভাবে দেশের মধ্যে প্রচার করিতে সাহদী হ'ন।

সর্বপ্রকার সনাতনী প্রধার শিরোপরি প্রদাত করিয়া আফসানরাজ তাঁহার পত্নীকে সম্পূর্বরপে ইউ-রোপীয় পোষাকে সজ্জিত করিয়া ইউরোপ জ্রমন করিয়া আদিলেই দেশে ধ্যায়মান অশান্তি বহি প্রজ্জানিত ইইয়া উঠে। আমাহজাকে এই বহির মূথে আত্মাহতি প্রদান করিতে হইলেও, আফসানিস্থানের পরিবন্তন পূর্ববংই চলিতেছে। আমাহউলার পতনের পর কিছুদিন রাজ্যে অশান্তি বিরাজ করে। তাহার পর বন্তমান আমীর নাদীর উহার শাসন্তন্ধ পুরহি কঠিনহত্তে ধারণ করিয়াছেন।

নাদীর থা ইউরোপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নির্মানিতভাবে তিনি অনেকদিন ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। আমাগুলার আরক্ষ অনেক সংস্কার আপাততঃ স্থানিত রাধিলেও নাদীর থার সমস্ত অস্তঃকরণই ইউরোপের দিকে। রাশিয়া হইতে বিশেষজ্ঞগণকে আনমন করিয়া নাদীর থাঁ দেশমধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সরকারী বাজেটের ব্যবস্থা করিয়া আমীরের প্যরিবারিক খরচ পৃথক করিয়া দিয়াছেন।

ন্তন আফগানিস্থানে এখন জাতীয়তার বস্তা বহিয়া যাইতেছে। এই আফগানগণ আপনাদিগকে সংখ্যায় অল জানিয়াই, মধ্য এশিয়ায় সোভিয়ে রাশিয়ার অধীনে বে সমস্ত মুস্লমান রাজত্ব আছে তাহাদের সহিত জাতীয়তা স্থাপন করিয়া বহির্জগতের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছে।

#### ভারতীয় ভাবধারা

আরবীয় ভাবধারার বিশেষত :—সমগ্র এশিয়ার গৃইটা ভাবধারা বহু প্রাচীনকাল হইতে বিভ্যমান আছে। আমরা যাহাকে মুসলমান ভাবধারা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আনিলাম, উহা প্রাচীন সেমিটিক লাভির ভবক্ষা। ভুডাইজম (Judaism) বা ইছদিদিপের ধর্ম বহু প্রাচীন। খুই পূর্ম এক হাজার বৎসর পূর্কেট এ ধর্মের বিকাশ হয়। ইছদিপ্র শতধা বিভক্ত হইরা আরবের বিভিন্ন

খলে বাদ করিত। মেদোপটামিয়ার প্রাচীন রাজ্য ছুইটা ব্যাবীলোনিয়া ও আদেরিয়া প্রবল হইরা ইছদিগণকে তাহাদের বাদস্থানগুলি হইতে নির্বাগিত করিয়া দিলে তাহার। মিসরাধিপতি ফ্যারোয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে দাদত্ব-শৃঞ্জল ক্রমশ: কঠিনভাবে তাহাদের পদ্দেশে বিজ্ঞতি হইতে আরম্ভ হইলে, মিশরবাসী ইছদিগণ মিসর পরিত্যাগ করিয়া আবার স্থদেশে প্রভ্যাগমন করে। ভেভিডের সময়ে তাহার। প্যালেটাইনে তাহাদের জাতীয় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে।

এই কুদ্র জাতি অতি শশব অবস্থা হইতেই এক দিবরে বিধান স্থাপন করে। এই ঈথর তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া স্থজন করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ম সতত যত্নপরায়ণ আছেন এইরূপ প্রবাদ তাহাদের প্রচারকর্গণ এই জাতির মধ্যে প্রচার করিয়া ভাহাদিগকে সভ্যবদ্ধ করিবার চেট্টা করে। অবশেষে অনবরত চেটার ফলে একটী জাতীয় রাজত প্যালেটাইনে স্থাপিত হয়। পরাক্রান্ত জাতিসমূহের সান্নিধ্যে এই রাজ্যেটী স্থাপিত হওয়ায় এই রাজ্যের স্থাধীনতা বছদিন রক্ষিত হয় নাই। জেরিমিয়ায় প্যালেটাইনের পতনের কথা জনস্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে। এই জেরিমিয়া গুলিতে জাতির পতনের ইতিহাস জলস্ত অকরে লিপিবদ্ধ করিয়া ভাহাদিগকে আবার সভ্যবদ্ধ করিয়া প্রবৃদ্ধ করিবার জন্ম প্রাণপণ চেটা করা হইয়াছে।

ইছদি ধর্ম্বের বিশেষতঃ এই যে, এই ধর্ম এক জাতীয় স্থাবের অভিত্ব স্থাকার করিয়া, অপর জাতি ও তাহাদের ধর্মগুলিকে বিজ্ঞাতীয় খুণা করিতে শিক্ষা প্রদান করে। পৃথিবীর ইতিহাদে ইছদি ধর্ম বছদিন হইতেই বিল্পু হইয়া যাইত, যদি না এই ধর্মাবেলছীগণ দাকণ বিজাতীয় খুণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আপনাদিগের অভিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিত। রাজ্য নষ্ট হইয়া গেলে, দেশ হইতে বিভাড়িত হইয়া, শতধা বিভক্ত ইছদিগণের মূলধনই ছিল অপর সমন্ত জাতিকে খুণা করা। এই জ্ঞাই ইউ-রোপের তাবৎ জাতিরুক্ট ইছদিগণের উপর ভীষণ অন্যাচার করিয়া আদিরাছে।

थ्होन धर्म, अवः स्मनमान धर्म ७ अरे त्रिभिष्ण जानित

ধর্ম। উভয় ধর্মেরই পুরাতন কাহিনী ও ইভিহাস Old testament এ লিখিত আছে। উভয় ধর্মেই সাম্যবাদ প্রচারিত হইলেও, আরবীয় আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হওয়ায় জাতীয় ধর্মেই পরিণত হয়। ইউরোপ এসিয়ার নিকট হইতে আরবীয় খুষ্টান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া উহাকে আপনাদের উপরোগী করিয়া লইবার জাত জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া লয়। স্থতরাং স্পাইই প্রতীয়্মান হইতেছে যে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের মূলে জ্বভাইজম আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে।

আর্থীয় সভাতার মূল মন্ত্রই জাতীয়তাবাদ। ইহুদী ধর্মে এই জাতীয়তার মূলমন্ত্র প্রথম প্রচারিত হয়। দেমিটিক জাতির অন্যান্ত শাখাগুলিকে একত্রিত করিয়া মুজ্যবন্ধ করিতে না পারিলে প্রেরল রোমসামাজ্যের আর-হাওয়ায় আদিয়া প্রাচীন জ্ডাইজম বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, এই আশহায় জুডাইজমকে প্রচারিত করিয়া এটি ধর্মে পরিণত করা হয়। রোমানগণ এই ধর্মকে প্রথমে অনেকটা জড়াইজমই জ্ঞান করিয়া ঘূণা করিতেন। রোমের বিশ্বব্যাপী সামাজ্যে যথন বিদ্যোহ দেখা দেয় তখন ঐ সামাজ্যকে একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে এটান ধর্ম গৃহীত হয়। বিশ্বন্ধনীনত ভাব আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় জুডাইজমের মূল স্ত্রাগুলি নষ্ট হইয়া যায় দেহিতে পাইয়া, প্রাদেশিক স্বতম্ভা ও ব্যক্তি গত প্রাধান্ত স্থাপন করিবার জন্মই 'প্রোটেষ্টান্ট' ধর্ম প্রচার করা হয়। পশ্চিম ইউরোপ এই প্রটে**টাণ্ট ধর্ম** গ্রহণ করে তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় জনপদগুলি স্থাপন করিয়া শীঘ্রই অল সংগ্রহের জন্ম বাতিবান্ত ছইরা উঠে। বাবদা বাণিজা ও নগর স্থাপন করাও আরবীয় ভাবধারার একটা প্রধান অভ। বছ প্রাচীনকাল হইতেই আরবজাতিরই একটা শাখা ফিনিসিয়ার গমন করিয়া বিশ্ব-याशी वाबमा-वागिका शामन कतिशाहिन। कनिमित्रान्दरेन নগরগুলি আধুনিক যুগের বাণিজ্যকেন্দ্র গুলির অন্তক্রী माज हिल। इंशाम्बर्ड अक्ते माथा कार्यात विकृष ব্যবসা-কেন্দ্র স্থাপন করে। পশ্চিম আরবীয় ভাবধারার মৃল মন্ত কাতীয়ভাবাদ প্রহণ করিয়া ক্ষয়তাশালী কুত্ৰ কুত্ৰ কাতীয় ক্ষমণৰ ক্ষম ক্ষিমায়

পর আরবী সভাতার বিতীয় তথ্টীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তথন তাহারা দেখিতে পায় যে আরব ব্যবসাদার-গণ তথনকার সমুদ্র পথ গুলি দখল করিয়। বসিয়া আছে। বিখ্যাত ভিনিদের ব্যবসায়ীগণ আর্বগণের সহায়তার তাঁহাদের ব্যবসা চালাইতেন: বাবসা-জগতে তাঁহাদের স্বতম্ভ কোন অন্তিও ছিল না। আরব দেশটা বিশাল হইলেও প্রচুর লোক সংখ্যাকে অন্ন যোগান দিবার क्रम जा छेशा मा थाकाय, वावन। वृक्षित छत्मव धहेशातहे প্রথম হইমাছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরবীয় বণিকগণ ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ সমূহ হইতে পণা লইয়া গিয়া ইউরোপের দেশ সমূহে বিক্রয় করিত। রোম প্রবল হট্যা কার্থেজকে নির্দ্ধিভাবে ধ্বংস করে। কেন না তথন বোমীয় ভাবধারার সহিত আরবীয় ভাবধারার খোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত চুইয়াছিল। রোম কার্থেজ নগর ধ্বংস করিতে না পারিলে আরবীয় সভ্যতা দেই প্রাচীনযুগেই ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িত।

বাবসা-ধর্মের সহায়ক বিভাগুলিও ইউরোপের অধীত বিষয় হইয়া পড়ে। পশ্চিম ইউরোপ খুব আগ্রহের সহিত আরবের পাটীগণিত, বীজগণিত, দর্শন ও বিজ্ঞান পাঠ করিতে আরম্ভ করে। যৌবনের প্রবল তাডনায় তাহারা বিজ্ঞানকে আপনাদিপের প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়া উহাকেই উন্নতির মূলমন্ত্র জ্ঞানে জাপটাইয়া ধরে। এই সাধনার ফলেই আন্ত হইরোপে বিজ্ঞান ও জাতীয়তা-वानी बारहेब खावना प्रथा निम्नाह । खाउन बाहेक विश्निष कविशा भवीका कविशा (मिथिटनरे, भिथिए भाष्या याहेरव रय উहात जनरातरा उरके क्रुडाहेबम विमामान আছে। আপনার ধর্ম ও সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা, অপর ভাবধারা বর্করতা মাত্র; এইরূপ ধারণার বনীভূত रहेबांहे कर्मानम् वाभगातम् Kultureत्क टाजिंडिक করিতে গিয়া জগতে দাক্রণ সমন্তানল প্রচ্ছালিত করিয়া-ছিল। বিজ্ঞানই ভাহাদের পৃক্ষিত দেবতা, বাইবেলের ভগৰান মাজ সুৰিবার দিন এক ঘণ্টা উপাসনা পাইয়া পাকেন। ভারসা-কাশিকা ভারাদের প্রথমি মেহ। কাছিক एवं **धोवर्ग फा**काटकड ह्यूक नका।

ভারতীয় ভাবধারার বিশেষত্ব :--ভারতীয় ভাবধারা এই আরবীয় ভাবধারা হইতে পুথক থাকিয়া অনেকটা আপনার স্বাভন্তা রক্ষা করিয়া আদিয়াছে। ভারতবর্গ বিশাল ও উর্বর দেশ। এখানকার প্রাক্তিক শোভা জগতে অতলনীয়। এখানকার বিশালতা মানবকে উদার ও মহান করিয়া গড়িয়া তুলে। **আর্থ্যগণ য**ধন ভারতবর্গে প্রবেশ করেন তথন তাঁহারা সকলেই গোষ্টামগে বাদ করিতেন। গোর্চপতিগণ আপনাদের গোষ্ঠার গভির মধ্যে সকল প্রকার সামাই রক্ষা করিতেন। অনার্যাপণ এই এই গোষ্ঠীরাজগণকে পদে পদে বাধা প্রদান করিলে **আর্থ্য**-গণ তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করেন। আমেরিকার ইউরোপীয়গণ তথাকার আদিম অধিবাদীগণকে যেমন স্ববংশে ধ্বংস করিবার জন্ম বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে আর্ঘ্য-বাসস্থান স্থাপন করিবার জন্ম আর্ঘ্যগণ সেইরপ কঠোর হন্তেই অনার্যা দলন করিয়া অনেক স্থলেই ভাহাদিগকে নির্বংশ করেন। অনার্যাদিগের মধ্যে বাহারা অধীনতা স্বীকার- করে, আর্য্যগণ তাহাদিগকে দাস \* জাতিতে পরিণত করেন। স্মার্থ্যাবর্ত্ত ক্ষম করিয়া শইবার পর ভারতীয় ভাবধারায় কতকটা বিশালতা আসিয়া দেখা দেয়। প্রাকৃতিক দৃশুগুলিকে এক একটা নাম দিয়া উट्टामिश्रक (मयरमयी विषया माधात्रपत्र निक्रे धारास করা হয়। এই নব-প্রচারিত আর্থ্যধর্মের মূলে কোন श्वकात्र द्वेश वा विकाखीय देवत्रीकाव हिन मा। যে কেহ এই সমস্ত দেবদেবীকে পূজা করিয়া ভারতীর হইয়া ঘাইতে পারিত। পরবর্তীমূপে হুন, শক হত্যাদি ধে সমন্ত জাতি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছে ভাহারা স্কলেই আগ্য-আতির শাণাভুক্ত হইরা ভারতবর্ষে স্থান পাইয়াছে। এধানকার শিক্ষিতগণ আপনাদের अ विभाग देवलांखिक धर्म आविष्ठांत्र करवन। এই धर्मात মুন্তত্ত্বে ঈশবের ঐক্যতার সহিত তাঁহার বিশালভা ও সার্মজনীমভাব শীক্ষত হয়। বিরাট ভগকান কথনও কোন জাভি বা ধৰ্ম-বিশেষের পূজিত খেবতা হইজে পারেন না। সম্ভ আকাশ তাহার শিরদেশ, শুভ काहात क्यू ध्वर नृष्यी नामगीरे। পরিবাচন জালিরা ভারতীয় আবাসংশ্য মধ্যে সাক্ষলীক

উদার ভাব আসিয়া দেখা দেয়। পণ্ডিত মহলে এই ধর্ম প্রচারিত হওয়ায় একদল সর্ববিত্তাাগী সন্নাসী স্বাষ্ট হয়। এই ধর্মের ব্যাথা করিতে গিয়াই নানাবিধ দর্শন লিখিত হয়। তথনকার রাষ্ট্র-স্থাপনকারী পণ্ডিতগণ এই বিশাল ধর্মের আবির্ভাবে যেন খানিকটা বিচলিত হইয়াই কতকগুলি লোকাচারকে ধর্ম বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। এই লোকাচার বা লৌকিক ধর্মের নামই মানবধর্ম। যে শাস্ত্রে এই ধর্মের মূলতন্ত্র লিখিত হইয়াছে তাহার নাম মানব ধর্মশান্ত। উক্ত ধর্ম-শান্তের মুশতবগুলি ক্রমশঃ বিক্লভ আকার ধারণ করিয়া নিক্লষ্ট चार्श्त প্রশ্রমদায়ক জড়োপাসনায় পরিণত হইলে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। পুরাতন বৈদান্তিক ধর্ম সাধারণের वृक्तिगमा इटेर ना विनिष्ठांट वृक्तरनव প্রাদেশিক ভাষা শুলির সাহায্যে মানবধর্মশাস্ত্রকে নৃত্য মৃত্তি প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিশালতা ও সার্বজনীনভাব সাধারণের বোধগম্য হইবে ন। জানিয়া বুদ্ধদেব অন্তিম স্পষ্টভাবে অস্বীকার না করিলেও. ষ্ট্রধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কতকগুলি লোক শাসক হিসাবে ইহার রাজদং পরিচালনা করিয়া থাকেন আর কতকগুলি লোক ঐ রাজ-দত্তকে নতশিরে স্বীকার করিয়া লয়। নৃতন রাষ্ট্র স্থাপন করিবার জন্মই বুদ্ধদেব সকলপ্রকার বাধাবিহীন সাধারণের বোধগম্য তাঁহার সরল ধর্ম প্রচার করেন। রাছে বাস করিতে গেলে যে সমস্ত লোকাচার ও সংযম শিক্ষা করিতে হইবে তাঁহার অফুশাদনে ভাহাই প্রচার করা হয়। এথানেই ভারতের বিশেষত্ব। ভারতীয় ভাবধারা আরবীয় ভাবধারার সহিত মিলিত হইয়া এসিয়ায় একটা অখণ্ড মতবাদ স্থজন করিতে পারে নাই।

ভারতে মৃসলমান রাট্র স্থাপিত হইলে, হিন্দুগণ এক প্রকার বিনা যুক্তেই মুসলমান নৃপতিগণকে স্বীকার করিয়া ল'ন। মুসলমান ভাবধারার প্রভাবে মধ্য এশিয়ার কৃত্র কৃত্র জাতিগুলি দলবদ্ধভাবে প্রবল হইরা উঠে। ভাহার পর ভোগস্থধের মোহ ভাহাদিগকে ভীবণভাবে আফ্রমন করিলে, ভাহারা জনপদের পর জনপদ দখল করিতে থাকে। অবশেবে ভারতবর্ধে আসিয়া ভোগের

চরম উপাদানগুলি এইখানে প্রাপ্ত হওয়ায় ভাহাদের বিশ্বজয় করিবার ক্ষমতা অনেকটা আপনা হইতেই নিজেড रहेशा পড়ে। ভারতীয় হিন্দুগণ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কখনই সজ্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করে নাই। কালক্রমে এই মুস্বমান ধর্মকে ভারতীয় আবহাওয়ায় আনিয়া ফেলিবার জন্ম পাঞ্চাবে নানকপন্থী, বাংলায় হৈতন্তপন্থী ও দাক্ষিণাতো कवित्रभरी मध्यमाम्खनित रूकन रहा। विभाग ভারতীয আবহাওয়ায় আসিয়া আকবরের ইলাহি ধর্ম জাতীয় ধর্মে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বৈদেশিক মৌলানা-গণ আরম্বজ্বের রাজ-সভায় উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ধর্মে বাধা প্রদান না করিলে, ভারতবর্ষে ভারতীয় ভারধারা ও আরবীয় ভাবধারার সংমিশ্রনে নৃতন একটা সভ্যতা স্থলন করিতে পারিত। মুদলমান লেথকগণ একথা স্বীকার করিয়। পাকেন যে ভারতীয় মুদলমান ধর্ম একটী স্বতন্ত্র বস্তুই ছিল। কাশ্মীরের মুসলমানগণ কিছুদিন পূর্বেও মকাকে তাহাদের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিত না। অসংখ্য হিন্দু দেব দেবীর উপাসনা পদ্ধতি মুদলমান ধর্মে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিশ্বন্ধনীন ধর্মে পরিণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল। পাঞ্চাবের আহমেদিয়া মতবাদ এই বিখ-জনীন মতবাদের আধুনিক সংস্থার মাত্র।

ভারতে নৃতন মুসলমান ধর্মঃ—ভারতীয় ভাবধারার আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হইয় বধন ভারতীয়
মুসলমান ধর্ম নৃতন আকার ধারণ করিতেছিল, তথন
কতকগুলি উচ্চশিক্ষিত মুসলমান আরবীয় সভ্যতা ও
উহার ভাবধারা ভারতে প্রবর্ত্তিকরিতে পারিলে ঐহিক
হথ-ঐথর্য্য লাভ করিতে পারা বাইবে এই আশায়
প্রান্ধ হইয়া ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্মের সংস্কার আরপ্ত
করেন। সার আহমেদ খান্ এই আন্দোলনের প্রথম
প্রবর্ত্তক। তিনিই মোল্লাগণকে বিভিন্ন প্রদেশে ও জেলার
প্রেরণ করিয়া জড়োপাসক মুসলমানগণকে একেবরবাদী
করিয়া তুলিবার জন্ম প্রাণণণ চেলা করিছে থাকেন।
মান্তবর আগা খার উপাসকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভাহাবের
প্রধান অবলম্বন বলিয়া আক্ডাইয়া ধরে। প্রেক ভারতীয়
মুসলমানগণ তুরভ্রের তুর্নীগণের ভার এধানকার অভিত্তাভ
ও ক্রমক ছিলেন। এই নৃতন আন্দোলনের ফলেই খোজা

ও দিল্লীবাদী অভিজ্ঞাতগ্ৰ, মুস্লমান ব্যবসায়ী দলে পরিণত <sub>হয়।</sub> **উৎকট জাতীয় ভা**বের প্রধান ধারক স্বৃত্থলিত লাতীয় ভাষা। দাস্তে বর্ত্তমান ইতালিকে জাজীয়তা গ্রহণ করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। গেটে বর্জমান জার্মান রাজ্যটী সংগঠিত করেন। তুরস্কের উদীয়মান কবি ও লেথকগণই "নবীন-তুরায়ের" জনক বলিলে কিছ-মাত্র অ**ত্যাক্তি করা হইবে** না। দিরীয়ায়ও জ্বাতীয়তা-বাদের আবির্ভাব হইবার পূর্বে তথাকার জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল আমরা তাহা দেখিয়াছি। ভারতবর্গও উংকট আরবীয় ভাব-ধারার প্রচারের সহিত সমগ্র মুদলমান জাতির ব্যবহার্যোগ্য উৰ্ভাষাকে পুনৰ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতে ধাকে। উর্দ্ধুভাষা পূর্বের রাজদরনারে ব্যবহৃত হইলেও উহা ভারতের Lingua Franca মাত্র ছিল। স্থার আহমেদের সাহায্যে ও আন্তরিক সাধনায় উহা ভারতীয় মুসলমানগণের জাতীয় ভাষায় পরিণত হয়।

ঠিক এই সময়ে দৈয়দ আলতাফ হোদেনের আবির্ভাব হয়। সৈয়দ আলতাফ একজন কণ্জনা মহাকবি। স্থার আহমেদের প্ররোচনায় ও উৎসাহে সৈয়দ আল্তাফ ভারতীয় মুসলমানগণের জাতীয় মহাক্বি হইবার জ্ঞ চেষ্টা করিতে থাকেন। ভারতীয় ভাবধারার ঘাহা বিশেষত্ব তাহা পরিত্যাগ করিয়া দৈয়দ আশতাফ্ দমীর্ জাতীয়তার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। তাঁহার লিখিত 'ইসলামে জোয়ার ভাঁটা' নামক বিশ্ব-বিখ্যাত কবিতা সমগ্র ভারতীয় মুসং,মানগণের জাতীয় সন্ধিতে পরিণত হয়। কবিভার সহিত গল্পের ও আবিভাব হয়। ১৮৭২ খুঠাকে ভার সংগ্র আহমেদ 'তাজিব আল আলাক' নাম দিয়া একখানি সংবাদপত্ত প্রতিষ্ঠা করেন। আরবীয় ভাবধারাকে সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে প্রচার করিবার জন্ম नाना প্रकात व्याक्षमान प्रमुखन गठिल हरेएल थाटक। শুর ইকবল Pan Islamism বা আরবীয় ভাবধারার মহাকবি।

ভারতীয় মৃসলমান সম্প্রালায় শিক্ষা-বিন্তারের সহিত ভারতীয় ভারধারাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিত্র করিয়া দিয়া আরবীয় ভারধারার সাহায্যে অভয় রাষ্ট্র-সঠনের অভ বাত হইরা

উঠিলেই ভারতে উৎকট 'কম্যনালিশ্বম্' বা ধ**শাদ্বতা** দেখা দেয়। ভারতীয় রাজনৈতিকগণকে কতকটা সন্ত্রী कतिवात खन ১৯०৯ मारल भामत-मःश्वात श्रामा कतिवात ৰথা উঠিলেই মাক্তবর আগাথার নেতৃত্বে মুসলমানগৰ ইংরাজ সরকারের নিকট চিরকাল বখাতা স্বীকার করিবেন বলিয়া অভিমত প্রচার করেন। এইজলট মিন্টো-মলি শংস্কারে মুদলমানগণকে অধিকতর ত্থ-ত্বিধা প্রদান করা হয়। ভাষার পর ১৯১২ খ্রীষ্টান্দ হইতে তুর**ন্ধের** ভাগ্য-বিপর্যায় আরেও হয়। বলকানের মুদ্ধে তুরক্কের সমাট খুষ্টান শক্তিগণের নিকট বিপ্যান্ত হইয়া উঠেন। গত মহাসমরের সমগ্র ফরার সেরিফ হোসেন তুরজের সমাটকে ধর্মজোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেও ইংরাজ তাঁহাকেই থলিফাপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা ক্রিয়া বসিলেই ভারতীয় মুসলমানগণ বিলা মহম্মদ আলী কর্তৃক পরিচালিত হইয়া হিন্দু প্রতিষ্ঠান বংগ্রেসের নিকট সাহাষ্য প্রার্থনা করেন। ১৯১৪ খটাব্দের পুর্ব পর্যান্ত মুদলমানগণ আপনাদের অন্ত একটা স্বভন্ত লীগ ম্বাপন করিয়া নিজেদের স্বভন্ততা রক্ষাকরিয়া আসিতে-ছিলেন। ইংরাজ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া মিজাশক্তিগণ তুরস্ককে অন্তিম দশায় আনয়ন করিলে মুসলমানগণ হিন্দুর আভায়থালী হইয়া উঠে। এই আক্সিক विभाग ३०२० माल हिन्दु-भूमनभात्नत भाषा केका शामन করিয়াছিল এবং ঐক্য সংসাধিত হইতে দেখিয়া সমস্ত বিশ্ব চমকিত হইয়া গিয়াছিল।

ভারতীয় ভাবধারার ক্রম পরিবর্তন (১৭৫৭-১৮৫৭)।—ভারতীয় ভাবধারার প্রধান মূলমন্ত্র শান্তি। গেটে ক্ষা থাকিলেও মূথে তাহা প্রকাশ না করিয়া ঈশরে মাত্মস্মর্পন করিয়া শান্ত চিত্তে বাস করার নামই ভারতীয় ভাবধারা অনুষারী শান্তি শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা। কতকগুলি অভিলাত যাবতীয় হুখ সাক্ষেম্য আপনাদের অস্ত নির্দিষ্ট রাখিয়া অনুসাধারণকে দেহরকা উপবােগী ভরণপােষণের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। যে বংসর স্ক্রজনা হইত সে বংসর প্রজাগণের কোন কর থাকিত না। কিন্ত ছতিক হইলে তাহারা নিঃশক্ষে

প্রাণত্যাগ করিত। জল ও ঝড়ের স্থায় তুভিক্ষ ও একটা आकृष्ठिक वर्षांना। देशा कि वाकी निर्मिष्ठ ममरवहे আসিয়া থাকে। সমাজের ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকায় **চর্ক্তিক্ষকে তথনকার বিজ্ঞেরা** ভগবানের ক্রোধ বা মভিসম্পাৎ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞ জনসাধারণ ও তাই যথনই এই অভিসম্পাতের সন্মুখীন হইত, তথনি মৃত্যুর জন্ম অমান বদনে প্রস্তুত হইত। महामात्री এकति देननियन वार्शात इहेटम छ, छेहाटक दमव বা দেবী বিশেষের ক্রোধ বলিয়া বর্ণনা করা হইত। গ্রামে अनार्डिशांत व्याद्वर्जाय इटेरन अनारमयीत উপामना कतारे যুক্তি-সম্বত বলিয়া বিবেচিত হইত। বসন্ত রোগের निवाद्रापद खन्न कान अकाद साम्रा मध्यीय निरम्धक প্রচলিত না থাকায় অনার্য্য দেবতা শীতলা দেবীর শরণ:-পদ হওয়া ব্যতীত অক্ত কোন উপায় ছিল না। একেবারে নিংম্ব ও আত্ম-শক্তিতে বিশাস্থীন জনসাধারণ গ্রামে সর্পের উপদ্রব ঘটলে মন্সা দেবীর উপাদ্না করিয়াই নিশ্চিম্ব থাকিত।

মুসলমান বিজ্ঞারে সহিত সমাজের উচ্চতারগুলি তাহাদের পেশা হারাইয়া ফেলে। হিন্দুগণ আরবজাতির স্থায় ব্যবসা বাণিজ্যও করিত। রাষ্ট্র মুসলমানদের হস্তগত হইলে, উহার সহিত উচ্চত্তরের জনসাধারণের তাবং পেশাই মুসলমান অভিজাতগণের করতলগত হইয়া যায়। হিন্দুপণকে তাহাদের চাষের জমি মাত্র নইয়া সম্ভষ্ট থাকিতে তথাকথিত ভদ্ৰলোকগণ তাৰ্থ 'চাণী জমি' মালিকানী সত্তে অধিকারভুক্ত করিয়া শইয়া আপনারা জমিদার, জোৎদার ইত্যাদি হ'ন এবং জমির প্রকৃত মালিকগণকে জমির মজুরে পরিণত করিয়া ফেলেন। এই ব্যবস্থাকে সনাতনী প্রথায় প্রবর্ত্তিত করিবার জন্মই त्रमुम्भित প্রয়োজন হয়। রঘু-নন্দনের স্থতির বিধানগুলি একট্ট মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পানা যায় যে মাছযের কৌতৃহল ও অভিনৰ খ্যান-ধারণার গদাযাতা কিরপ করা হইয়াছে। সমাজকে চিরকান খারী বন্ধনে না বাঁধিতে পারিলে উচ্চন্তবের ক্ষমতা কোপ প্রাপ্ত হটবে এট জন্ম নানা প্রকার স্নোক রচনা করিয়া ইছাই নির্দেশ করা হয় যে, ত্রাদ্ধ্র প্রভৃতি উচ্চ লাভিগুলির

নেবা করিলেই নিমন্তরের জন সাধারণের পারলৌকিক মৃক্তি স্থানিভিক্ত। বহির্গমন করিলে নূজন ভাব-ধারণার অধীন হইতে পারিবে এই ভয়ে সর্বপ্রকার বিদেশ-ধাত্রা শাস্ত্রকারণ কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। এমন কি নীতিকারগণও জন্মণী, জপ্রবাসী ইত্যাদি স্তরে, 'এই গাঁরেতে জন্ম যেন এ গাঁরেতে মরি' এই প্রকার প্রবাদ বচন রচনা করেন।

১৭ং৭ খুরানে, ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ অসাড় সমাজ-শরীর লইয়া নানা প্রকার রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। দিল্লীর সিংহান লইয়া ভীষণ কলহ চলিলেও কেইই তাহার জন্ম ব্যস্ত হইতেন না। > 965 প্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ হয়; মহারাষ্ট্রগণ পরাজিত হ'ন। ভারতের দৌভাগ্যরবি অন্তমিত হয়, কিন্তু হিন্দুদমাঙ্গের অঙ্গে উক্ত রাষ্ট্রিপ্লবের কোন ঝাঁজ লাগে নাই। শুনা যায় যে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী ক্ষেত্রে সিরাজ পরাজিত ভট্টা পলায়ন করিলেন এই বার্তা ছগলী জেলার গ্রাম সমূহে পৌছাইতে দশ বৎসর লাগিয়াছিল। মহারাষ্ট্রেও ততীয় পানিপথ বিশেষ কিছু চাঞ্ল্য আনিতে পারে নাই। এই সংঘর্ষের ফলে পেশওয়ার হস্ত হইতে কর্তৃত্ব চলিয়া যায় এবং মহাবাষ্ট্রীয় সামন্তরাজগণ রাজনীতিকেত্রে প্রাধান্ত লাভ করেন। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের সহিত জন-সাধারণের কোন সম্বন্ধ চিল না।

বাংলায় ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হইলে, ঐ রাজ্যকে রক্ষা ও উহার পৃষ্টি সাধন করিবার জন্ত একদল অভিজাতের আবশুক হয়। ইংরাজগণ জানিতেন ধে প্রাচীন অভিজাতগণ ইংরাজ শাসন সম্ভন্ত চিত্তে মানিয়া লইবে না। কেন না ইংরাজগণ মুসলমানদের ক্যায় শাসনদও ভাহাদের হতে রাঝিতে রাজী হন নাই। ভারতে বে সকল Foudal Lords ছিল ভাহারা আপনাদের ক্ষমভা হ্রাস ঘটিতেছে দেখিয়া ক্রমশংই ক্ষ্ম হইতে থাকে। ভাহার পর অমিদারগণও দিংম্ম হইয়া পড়িতে থাকে। ইংরাজরাজকে কায়ননোবাক্যে সমর্থন করিতে পারে এইরূপ একদল অভিজাতক্রেশী ফ্লন করিবার জন্তই লও ক্লাইভ ও ছেটিংশ গুলাওন অমিদারগণের সম্পত্তি কোনরূপে বাজেয়াপ্ত করিমা লইকা ক্রমদারগণের সম্পত্তি কোনরূপে বাজেয়াপ্ত করিমা লইকা

করেন। এই নৃতন দলের অভ্যাদয়ে পুরাতন দল
ভীত হইয়া ইংরাজ রাজের শরণাপয় হইলেই ১৭৯১
খুটালে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত ভারতে প্রবৃত্তিত করিয়া
ইংরাজ-অভিজাভদিগের অফুকরণে বাংলায় নৃতন ও
পুরাতনের সংমিশ্রনে একদল স্থায়ী অভিজাত শ্রেণী স্বৃষ্টি
করা হয়। জমিদারগণ চিরকালই রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া
নবাব দরবারে পৌছাইয়া দিতেন, জমিতে তাঁহাদের
কোন প্রকার অধিকারই স্বীকৃত হইত না। টোডর মল্লের
নিরিশ্ব অফুয়ায়ী হাল খাজনা তাঁহাদিগকে দিতে হইত
এবং মধ্যে মধ্যে জমি জরিপ করিয়া ঐ হাল খাজনার
পরিমাণ রুদ্ধি করা হইত। বায়বহীন ইংরাজ বাংলায়
জমিদারগণকে জমির মালিকানি প্রদান করিয়া ভুণুই যে
কুয় অভিজাতগণকে তুই করিয়াছিলেন ভালাই নয়, উহার
সহিত আপনাদিগকে সমর্থন করিবার জন্ত ক্ষমভাশালী
ব্যক্তক অভিজাত শ্রেণীও রচন। করেন।

এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়েজন যে, তংকালে গ্রামের জমির অধিকাংশই সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। গোচারণ ও গ্রামা-দেবতার দেবোত্তর বাতীত, নানা প্রকার জোৎ গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের নৃত্তন বিধ নে জমিলারগণ তাবৎ জমির মালিক বলিয়া ঘোষিত হইলে, সর্ব্ধপ্রকার জমি সাধারণ প্রজার মধ্যে বিলি হইয়া য়য়য়। যে সমস্ত সাধারণ জোং ছিল তাহা অনেকস্থলেই জমিলারগণের হন্তগত হয়। সাধারণ প্রজা তাহার নিজের জমিতে রুষক বা মজুর মাত্র হয়য় সামাত্ত পারশ্রমিক মাত্র গ্রহণ করিয়া পরিশ্রম করিতে ধাকে। এই ব্যবস্থা বাংলায় য়ুলাস্তর আনমন করে।

ক্রমশ: সম্পতিহীন একদল নিংস্বের সংখ্যা বাংলায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উচ্চন্তরের অভিজ্ঞাতগণ ব্যতীত, যে সমন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরাজ ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের মজুনী ইত্যাদি হইতে থাকে, তাহারাও কালক্রমে বিপুলবিত্ত অর্জ্জন করিয়া জমিদার শ্রেণীতে পরিণ হয়। দিপাহী বিজ্ঞোভের কিছু পূর্বে, ইংরাজশাসিত ভারতবর্বে এইরূপ তৃইটী শ্রেণী হাই হয়। ধনিক জমিদার-গণ ইংরাজ অন্ত্রাহে প্রতিপালিত হইতেছিলেন বলিয়া তাহারা পরম রাজভক্তা ও ইংরাজের জ্ঞায়পরায়ণতায়

অগাধ বিশ্বাসভাজন হ'ন। দরিদ্র ক্রষকগণ কোনপ্রকার শিক্ষাপ্রাথ না হইয়া জড়ের জায় অজ, নিশ্চল ও নির্বাক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। যে সমস্ত সামস্তরাজগণ ইংরাজ সরকার কর্ত্তক আপনাদিগের রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া-ছিলেন তাঁহারাই ইংরাজকে ভারত হইতে অপসারিত করিবার জন্ত সময় ও স্থবিধা অধেষণ করিতেছিলেন। ক্রিমিয়ায় ও আফগানিস্থানে ইংরাজগণকে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া ইংরাজগণকেও যুদ্ধকেত্রে হটাইতে পারা ঘাষ তাঁহার। এই জ্ঞানলাভ করেন। তাহার পর ইংরাজকে বিধবস্ত করিবার জন্ম আপনাদের অফ্রচরগণকে সঙ্গে লইয়া विद्यारक व्यवकीर्ग क्रेन। याहाता ১৮११ औहारमत বিজোহকে সামরিক বিজোহ মাত্র বলিয়া সম্ভষ্ট থাকেন জাহাদের জানা উচিত যে উহা সামরিক বিজ্ঞোহ নহে। ভারতীয় দৈনিক্রণ ভারতীয় সামস্থগণের অর্থে অনেক-দিনই পুষ্ট হইয়া আদিতেছিল। তাঁহাদের পুরাতন মনিবগণ যখন তাহাদের নিকট আসিয়া ন্তন স্থধ-স্থবিধা দিবে বলিয়া আখান প্রদাস করে, তখন তাহারা বিচলিত হইমা উঠে। এইপ্রকার বিচলিত হইবা**র আ**র একটা কাবণ ছিল। ভারতীয় দৈনিকগণের অধিকাংশ কুষক শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হইত। ১৭৯১ গ্রীষ্টাব্দের নুত্র বিধানবলৈ ভাহার৷ জমিতে স্বস্ত হারাইয়া বসিয়া-ছিল। পুরাতন অভিজাতগণ তাহাদিগকে নৃতন হুখ-স্থবিধা দিবে বলিয়া আহ্বান করিলেই তাহারা উত্তেজিত হুইয়া বিজোহে যোগবান করে। এই বিজোহও সর্বতই একই সময়ে স্ষ্টহয় নাই। অভিজ্ঞাতগণ চরপাঠাইয়া ও নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া এক একটা প্রদেশের দৈলদলকে বহু আয়াদে হন্তগত করিতে পারিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে বাংলার নৃতন অভিজাতগণ ইংরাজকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। এই অভ্যুদয়ে তাঁহারা আপুনাদিগকে বিপন্ন করিয়াও ইংরাজকে রক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'ন। সামস্তরাজগণ বাংলার জনমিদার বা পাঞ্জাবের শিখ সর্দ্দ রগণকে হন্তগত করিতে পারেন নাই ভাহার প্রধান কারণ এই যে, বাংলার জমিদারগণ **ইংরাজ** অমুগ্রহে জমির মালিক হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রভূত বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিজ্ঞোহের ফলে নৃত্তন রাজ হিন্দুখানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদের সম্পত্তি ও অর্থহানি ঘটবেই এই আশক্ষায় তাহারা অনেকটা অস্থির হইয়া পড়েন। নব-বিজিত পাঞ্জাবে ইংরাজগণ রণজিং দিংএর সন্দারগণকে দিতীয় শিথ যুদ্ধের পূর্বেই বেশ হত্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ঘিতীয় শিথ যুদ্ধের পর সমস্ত পাঞ্জাব ইংরাজ কর্ত্ক অধিকারভুক্ত হইলেও ইংরাজ সরকার সন্দারগণকে পদ্চুত করেন নাই। বিজোহের ফলে, মুসলমান রাজ্য পুন্র্কার প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদের সমূহ স্থার্থহানি হইবে এই আশক্ষায়ই শিথসন্দারগণ বিজোহের সময় প্রাণপণ করিয়া ইংরাজের সাহায্য করিয়াহিল।

বৃদ্ধিমান ইংরাজ বিজ্ঞোহের প্রকৃত কারণ হান্যঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ১৮৫৯ এটান হইতে প্রজাগণের অন্ত রক্ষা করিবার জ্বা ব্যাকুল হইয়া উঠেন। যে সমস্ত সামস্তরাজগণ পূর্বের সরকারের চক্ষুশূল ছিলেন ও ষাহাদিগকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়া একদল নুতন অভিজাত শ্রেণী তৈয়ারী করিবার ম্বপ্প ইংরাজ জাতি দেখিতেছিলেন ১৮৫৭ খুগ্রান্দের ঘোষণায় তাঁহাদের রাজ্ত্যে তাঁহাদের অধিকার ও দ্বত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহারা নব-গঠিত অভিজাত শ্রেণীদের ক্রায় রাজভক্ত শ্রেণীতে পরিণত হ'ন। কৃষক ও পুরাতন অভিজাতগণই এই ১৮৫৭ খুষ্টান্দের বিজ্ঞোহের জনক ও পরিচালক ছিলেন বলিয়া ১৮৫৭ খুটাক হইতে তাহাদের উন্নতির জ্বন্ত ইংরাজ সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এই জন্মই ১৮৮৫ খুটান্দে প্রজামত্ব আইন লিপিবদ্ধ হয়। সামন্ত রাজ্পগণকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্ম পুথক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

ভারতীয় ভাবধারার ক্রম-পরিবর্ত্তন। (১৮৫৭ ১৯০৯)—ইংরাজ রাজত ক্রমণঃ দেশে বজম্ল হইয়া গেলে, ইংরাজী ভাবধারা কতকটা দেশের উচ্চন্তরে প্রবেশ করে। বে সমস্ত দেশীয় কর্মচারীগণ ইংরাজদের সহিত অনবরত মেলামেশা করিতেন, ইংরাজদের সহিত ঘাঁহা-দিগকে অনেক সময়েই কার্য্যোপলক্ষে একদক্ষে বাদ করিতে হইত, তাঁহারা স্বভাষতই কতকটা উদার মতাবদ্ধী হ'ন। সনাজনী সমাজের যে সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরাজ-সহবাদ রূপ সৌভাগালাভ ঘটিল না ভথন ভাহারা আপনাদিগকে ক্তু বিষয়ে বড় করিয়া রাখিবার জন্ম নানা ছল ও স্বিধা অবেষণ করিতে থাকেন। শাস্তের তথা রচিত স্বেগুলির দোহাই দিয়া অচলায়তন সমাজকে আরও পঙ্গু করিয়া দিবার মতলব করিতে থাকেন। তাঁহাদেরই যে সমস্ত আত্মীয় কলিকাতা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে ইংরাজসরকারের সান্নিধ্যে থাকিয়া প্রচুর বিত্ত অর্জ্জন করিয়া জীবনের শেষ ভাগে প্রামে প্রভাবর্ত্তন করিত ভাহাদিগকে 'একঘরে' করা ইত্যাদি নানাপ্রকার সা'মাজিক ব্রদাস্ত ছারা ব্যতিব্যক্ত করিতে আরক্ত করে। এই জন্যই এখন হইতে ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে তুইটী অভিজাতশ্রেণী হৃষ্টি হয়। সনাতনী অভিজাতগণ সনাতনীকে প্রশ্রম দিতে থাকেন, নৃতন অভিজাতগণ পরিবর্ত্তনকে বরণ করিয়া লইবার জন্ম বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এই দক্ষের ফলেই স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের আ্মাবির্ভাব হয়।

রাজা রামনোহন রায় বাংলার একজন জমিদার পুত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ইংরাজ রাজের আহকুলো প্রতিপালিত হইয়া ঐহিক বিভব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামমোহন এই জন্যই সনাতনী প্রধায় আবদ্ধ থাকিলে আপনাদের অনেক অম্ববিধা ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই নৃতন-বিধান আনয়ন করিবার চেটা করেন। কি হিন্দু রাজতে, কিম্বা মুদলমান শাদনকালে জন সাধারণকে শিক্ষা প্রদান করা রাজধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত না, কেন না তথনকার অভিজাতগণ জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখিতে পারিলেই আপনাদের আধিপতা অক্ষ থাকিবে, এই ধারণার বশীভৃত হওয়ায়, সরকারকৈও এই निम्नत्थ्रिक উচ্চ कतिवान अना উপদেশ मिट्डन ना। ইংরাজ দিপাহী বিজোহের ফলে বেশ বুঝিতে পারেন যে ভারতে রাজ্ম করিতে গেলে উহার জন-সাধারণের সহিত বিশেষ করিয়া আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া না দিতে পারিলে তাহাদিগকে চিরকালই কতকগুলি উচ্চাকাক্ষী 'অভিযাতের হতে ক্রিড়নক মাত্র হইয়া থাকিতে হ্ইবে এবং এই অভিজাতগণ যথনি ইচ্ছা করিকে তথনি ভাই দিগকে রাজাচাত করিতে পারিবে। পাঠান **ও মোগ**ল লাতির ইতিহাদের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই সভাই জন্ম অক্ষরে লিখিত আছে। সেই জন্মই ছেশে লাভি স্থাপ্তরের সহিতই, দেশবাসী জনসাধারণকে কতকটা শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য ইংরাজ্ঞ সরকার বিশেষ ব্যস্ত হ'ন। ঠিক এই সময়ে রামমোহন রায় কর্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এই শিক্ষার ধারা কিরপ হইবে তাহা নির্দেশ করিয়া দেন। তিনি যথনি শ্রবণ করেন যে, সরকার কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিবার সম্বল্প করিয়াছেন তথনি তিনি বড়লাট মহোদয়কে এক থোলা চিঠি লিখিয়া স্পষ্টই বিজ্ঞাপিত করেন যে, এই দেশে আরবী, পার্শী শিক্ষা প্রদান না করিয়া ইংরাজী ভাষা, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করাই বিশেষ প্রয়োজন। রামনোহন রায়ই সকল প্রকার সম্বোচ অবলীলাক্রমে পদদলিত করিয়া বাংলা ভাষায় নানা প্রকার প্রতিকা প্রথমন করিতে আরম্ভ করেন। সত্য কথা বলিতে কি বর্ত্তমান বাংলার গত্যের জনক তিনিই।

ধর্ম বা সামাজিক আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া বাদাই করাই ভারতীয় ভাবধারার বিশেষর। মুদলমানী যুগে অভিজাতগণ মুদলমানী ভাষা, পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দার সহিত উক্ত ধর্মের অনেক আচার ব্যবহারও বিরাট হিন্দু প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া ল'ন। চোগা ও চাপকান যেমন প্রত্যেক অভিজাতের অক ভূষণ হয়, মুদলমানী বর্ধা ও তেমনি পদিয়ে পরিণ্ড হইয়া আমাদের মেয়েদের আবক রক্ষা করিতে থাকে। মুসল-মানী উপাধি থাঁ, রায়দাহেব ইত্যাদি বেমন আমাদের দামাজিক দম্মান বৃদ্ধি করে, উচ্চ-প্রাচীর তুলিয়া দিয়া আমরা প্রভ্যেক পরিবারেই তেমনি 'হেরেম' ৈয়ারী করিয়া हिलाम। পरलाया, कालिया आधारतत उपारनय उडारका পরিণত হয়। আতর আমাদের অঙ্গে সুগন্ধ বিস্তার করিত। মোট কথা বলিতে গেলে আরবী ভাব-ধারা আমাদের একাস্ত অজানিত ভাবেই সমাজে প্রবেশ করে। জাতীয় বন্ধনকৈ ক'তকটা শিথিল করিবার জন্মই বাংলায় চৈতক্ত ধর্ম ও পাঞ্চাবে নানক ধর্ম প্রচারিত হয়। উভয়ী ধর্মেই আরবীয় ভাবধারায় মূলমন্ত ঐক্যতা গ্রহণ করা हरेगारह। हेश्ता**ल** तालरखत जीतरख এर कथारे छेर्छ द ইংরাজদের সহিত পা ফেলিয়া চলিতে গেলেই আমানিগকে অনেকটা খুৱান ভাবাপর হইতে হইবেই। জাতীর কঠিন গণ্ডী ভালিয়া থানিকটা বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করিতে

হইবেই। পল্লী গ্রামে ছোঁয়াচে রোগ বজায় রাখিয়া বাস করা সম্ভব, কিন্তু সহরে উহা একেবারেই অসম্ভব। রাজাকে ফ্রেছ্ড বা অস্পৃগু বলিরা দ্বে রাখিলে সম্পদ ও গৌরব লাভ কবিতে পারা যায় না; কাজেই রাজার সানিধ্যে আসিলেই যাহাতে শুচিব হানি না হয় এরূপ ব্যবস্থা করি বার বিশেষ প্রয়োজন হয়। তথনকার উন্নতিশীল অভিজাতগণ এই জন্মই একটা নৃতন ধর্ম মন্ত প্রচার করেন তাহারই নাম ব্রাজাধর্ম। ১৮২৮ খুটাবেশ সর্ক্ষেপ্রথম ব্রাজাধর্ম ভারতে প্রচারিত হয়। বাংলায় এই নৃতন ধর্ম প্রচারিত হইবেট, ইংরাজ অধিকত অস্থান্ম প্রদেশে তাহার নকল চলিতে থাকে। মহাত্মা বান্তে বোশায়ে প্রার্থনা সমাজ নাম দিয়া উন্নতিশীল হিন্দুর্ম্ম প্রবর্তন করেন। পাঞ্চাবে দ্যানন্দ স্বামী আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

রামমোছন রায় ভার্ই নৃতন গ্রমত প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জনসাধারণকে উন্নত করিবার জনা Social serviceএর অবতারণা করেন। এতদিন পর্যান্ত অসাড় হিন্দুসমার্জের কোন প্রকার চৈত্নায় ছিল না। তাহার বিরাট দেহ যেন পশাঘাতগ্রস্ত হইয়া নিশ্চল অবস্থায় পাকিত। Social service ৰূপ খুব কঠিন 'ইন্জেক্শনে'র ব্যবস্থা করিয়া মহাত্মা রামমোহন **হিন্দু** জাতির সামাজিক শরীরে **চৈ**তন্য ফিরিয়া আনি**বার** वादकः श्रवर्त्तन करतन। ७२काल य मध्य मामाजिक সামাজিক ব্যবস্থা ক্রমশংই অথহান হইয়া উঠিতেছিল দেওলি আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জ্বতা বদ্ধপরিকর হ'ন। বিজ্ঞান প্রচার হওয়ার সহিত যথন সকল প্রকার সভা তব্ওলি প্রচার হইতে থাকে তখন পুরাতনী প্রথাগুলির উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য তিনিও জোর আ্লোলন চাল।ইতে থাকেন। সতীদাহ বা গলাগাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথাবর্বর মুগেরই নিদর্শন, মানব প্রকৃতিদেবীর শক্তির মূল তত্ত্বে কোন সন্ধানই করিতে পারিত না। ওলাউঠার বীজ কিরণে সংক্রামক ভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে যুধন সকলে অবগত হইলেন, তথন ওলাদেবীর পূজা বুং। এইরূপ অংজতা জনিত যত প্রকার জড়বাদ ও কুদংস্কার ছিল, লোক-শিক্ষা প্রচারের সহিত তিনি সেওলির মূলে কুঠারাখাত করিতে থাকেন। ক্রমণঃ

### প্রাচীন ভারতে যন্ত্রপাতি ও আগ্নেয়াস্ত্র

প্রবন্ধ

গ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র

আজ াল অনেকেট প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াক্ত ছিল কি না তাহার সম্বন্ধে সন্দিহান। অনেক মহাপণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোকের কৃটার্থ করিয়া প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ আয়াদ পাইয়াছেন যে ভারতে কোনকালে বারুদ বা দৈস্টরূপ কোন পদার্থের ব্যবহার ছিল না। আমি আলোচা প্রবন্ধে আমার সামান্ত বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়াছি, ভাহাতে দেখাইবার চেষ্টা করিব যে ভারতে আগ্রামান্ত ছিল ও ভাহা নিক্ষেপ করিবার জন্ত যে বারুদের আবশ্রুক তাহাও তথন "আ্রাচ্রণ" বিদ্যা প্রচলিত ছিল।

যাহারা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সভ্যতার শিথরে আর্
ইইয় জ্ঞান গরিমায় ২ওঁমান জগতকে বিমোহিত করিয়াছে
তাহারা যে সামাল বারুদ বা আগ্নেয়াস্তের বাবহার
জানিত না ইহা যেন আমার মনে কেমন কেমন ঠেকে।
এই বিষয়ের ম্থাসাধ্য আলোচনা করিবার জল্লই এই
প্রবন্ধের অবভারণা। প্রবন্ধানিকে সম্পূর্ণ করিবার জল্ল
থে সব পুতকের প্রয়োজন হুর্ভাগ্যক্রমে অনেক চেগ্রা
করিয়াও আম তাহা এখানে সংগ্রহ করিতে পারি নাই—
কাজেই আমার অনেক বক্তবা পরিকার ক্রিয়া বৃথাইতে
পারি নাই।

প্রাণীন প্রাণাদি ও অক্তান্য গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈশম্পায়ন বিরচিত "নীতি প্রকাশিকা" ও ভক্রাচার্য্য প্রণীত"ভক্রনীতিতে" আয়েয়ায়ের বর্ণনা আছে। মহাভারতের পূর্ব্য হইতে ভক্রচার্য্যের ভক্রনীতি প্রচলিত ছিল তাহ। বাঁহারা ভাল করিয়া মহাভারতে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। কাজেই মহাভারতের মহামুদ্ধের পূর্ব্য হইতেই যে আয়েয়ায় ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা আমি রামায়ণ ও মহাভারত হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিব তাহাতে পাঠক সহজেই আমায় প্রবছের মর্ম্ম-ক্যা বুবিতে পারিবেন।

রামায়ণে আছে যে বিখামিতা মুনি রামচন্দ্রকে আর্থেয়

ও শিথর অন্ত্র দিয়াছিদেন—(Carey & Marshman) শিথর শব্দের মানে যাহার শিথা আছে অর্থাৎ অগ্নি শিথা আছে এইরূপ মানে করিয়াছেন। (Hindu Superiority P803)

আগ্রেযান্ত প্রদাপ্ত ও ভয়ক্র শব্দারী ছিল ( কর্ণ-৮৯; ১৭-১৮) কুরুক্তেরে ইহার ব্যবহার ইইয়াছিল—মহাভারতে অন্তান্য পর্ব্বেও তাহার উল্লেখ ( কর্ণপর্ব্ব, ২৪৪-৭; বিরাট ৫২-৫৮; উদ্যোগ ১৮২-১২) আছে। হরিবংশ ও বায়ুপুরাণে পরশুরাম কর্তৃক মহারাজ সাগরকে আগ্রেয়ান্ত্র দানের কথা আছে ( বায়ু ৮৮-১৩৫ )।

वम् (कत कथा क्रथ शकु (व रे ए त ) । १। ७। १ ; अक् (व रे पत টিকাকার সায়নাচার্যোর টিকায় এইরূপ আছে লৌহ নির্দ্দিত অস্ত্র, অভ্যন্তরে ছিন্ত মধ্যে প্রজ্ঞলিত অগ্নি, যাহা বাহির হইয়া আদে ভাহাও জলস্ত। বৈশম্পায়নের 'নীতি প্রকাশিকায়' বন্দুকের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—নালিকার আকার সোজা, সরু ছিদ্র বিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র লৌহগুলি আসিয়া মর্মচ্ছেদ করিয়া থাকে। এই বর্ণনা ও শুক্রনীতিতে নালিকার যে বর্ণনা আছে তাহাতে বর্ত্তমানের বন্দুকের সহিত মিলে।কুরুক্তের মহাযুদ্ধে উভয়পকে নালিকাস্ত্র বাবহাত হইয়াছে তাহা আমরা মহাভারতে উদযোগ, কর্ণ, দৌপ্তিক, স্ত্রী, ভীম্ম. দ্রোণ পর্বে পাই। মহাভারতে আরো আছে দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে ব্রহ্মশির অস্ত্র দিয়াছিলেন ( আদি-১৩৩-১৮,১৯২০ ১৩৯- ০,১১ । মহাভারতে অয়কণকের উল্লেখ আছে ( अयु-क्ना अर्थाए याहा लाहांत छलि छेनत्र करत अर আগ্নেয় উপায়ের ছারা দূরে নিকেপ করে।

রামায়ণে শতন্ত্রী অন্তের কথা পাঠ করি ইহা ইম্পাতনির্মিত পরিদার ও ভীষণ (রামা-লঙ্কা ৩-১৩) বৃহৎ বৃষের ন্যায় আকার ও মেদের ন্যায় গর্জনকারী (Hindu Superiority P. 315) মহাভারতে ইহার এইরূপ বর্ণনা আছে যে ৪টা চাকা বিশিষ্ট ও কক্ষ লৌই নির্দ্ধিত ও স্থা ও শতদ্বকে এক সঙ্গে নষ্ট করিতে পাবে ( तित्रान- १००१ ) भरका भूदारन कर्रात ল্পর শত্মী সাজাইয়া রাথার কথা আছে। রামায়ণে আচে অযোধাায় শত শত শত হা ছিল ও লক্ষায় রাক্ষদের। মত শত শতলী **হর্গদাবে সাজাই**য়া রাণিয়াছিল (রামা আদি ৫-১১, লক্ষা ৩-১৭) মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া হার যে পাওবেরা ইক্তপ্রস্থে শত্মী ও লৌহচক্রের দারায় শোভিত করিয়াছিলেন—নগর দ্বারেও শত্মী থাকিত (মহা আদি ২০৭,৩৫, বন ১৫-৭, শান্তি ৯-৪৫) কুরুকেত্রে টে ভ্যপকে শত্মী ব্যবহাত হইয়াছিল—(উদ ১৯৫-১৪ ৪৯-৭৯ ভীশ্ম ৯৬-৫৮, ১:৯-২ ; দ্রোণ ১০০-২৯, ১৩৬-২০,১৫৪-১৪১, ১৭৩-৪০, কর্ণ ১১-৮,২৭ ৩০,৫৮-১৫ )। তুলাগুড় বলিয়া চক্রযুক্ত কামানের বর্ণনাও দেখিতে পাই। মহাভারতে প্রজ্ঞাত মুখ বুহদাকার নাগ নামক যন্ত্রের উল্লেখ আছে (বন-৪২-৫)। রামায়ণে এক্ষান্তের এইরূপ বর্ণনা আছে— বিজ্তুল্য অতি কঠিন, ভয়স্কর শূন্যুময় শরীর অথচ অত।স্ত ভারী, সধুম অগ্নিবং দীপ্ত বায়ুর ন্যায় বেগশালী, মহাশস্ক-কারী রথ, অশ্ব ও গিরিভেদকারী (লম্বা-১১০-৬) মহা-ভারতেও ইহার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে যে ব্রন্ধান্ত প্রজলিত হইত ও ধুম নির্গত হইত এবং পর্ভরাম দ্যোণাচার্য্যকে প্রয়োগ উপসংহার রহস্তের সহিত দান क्तिशाहित्नन ( छेन-१४७-१८,१७,१९,१) जानि १७७-১৩,১৩০-৬৩,৬৫)। কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষে ব্রাহ্মান্ত্র ধ্যবস্থত ७৯,৪১,১৮१-८৮, ১৯১-२৫, ১৯৮ ७८,२००-७७, दर्ग ८৯-७७ বর্তমান কালের ন্যায় explosive ব্যবহার হইয়াছিল দেখা যায় অৰ্জ্জুন যে 'এক্স' অস্ত্ৰ ব্যবহার করেন তাহা হইতে শত শত দিবাকৈ সকল বাহির হইয়া শক্ত-সংহার করিত। অব্রথমার নারায়ণ অক্তের কথা সকলের নিকট শ্ববিদিত-উক্ত অস্ত্র হইতে অগ্নিতুলা বহু অস্ত্ উৎপন্ন হইয়৷ পাণ্ডবালগকে অন্থির করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহারা অল্প পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে নামিয়া পড়ায় তবে রক্ষা পাইয়াছিলেন ( দ্রোণ—১৯৮)।

মহাভারতে বে সন্মোহন অল্পের উল্লেখ আছে তাহা পাঠ করিলে মনে হয় বে উহা কোন বিবাক্ত গ্যাসপূর্ব।

গত জার্মাণযুদ্ধ আমরা এইরূপ সন্মোহন গ্যাসের কথা পাঠ করি। ভারতবাসীরা পূর্বকালে যুদ্ধে দাফ্ পদার্থ ও বিষের ব্যবহার করিতে জানিত তাহাও মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় (সভা ৫-১২২, বন ১৫-৬, উদ ১৫৪-৫,৭,৯; রামা লক্ষা—৪-১১; মফু ৭-১৯৫,১৯৬)। অজ্জ্ন গন্ধর্ক চিত্ররথের রথ দক্ষ করিয়াছিলেন তাহাও জানাবায়।

মহাভারত, রামায়ণ পুরাণাদিতে আমরা মোটামুটি
নিম্নলিথিত অস্ত্রের বর্ণনা পাঠ করি। আমরা পাঠকদিগের সহজে বুঝিবার জন্য ইহার ইংরাজা প্রতিশব্দ
দিলাম—ইংা হইতে প্রাচানকালে অস্ত্রবিজ্ঞান কন্তটা
উরত হইয়াছিল বুঝা ধাইবে।

ধুমুক—Bow-ইহ। সকলেই দেখিয়াছেন ও ইহার ব্যবহার সকলোর জানা আছে।

ভিন্দিপাল—Crooked club; শক্তি—Spear: তাম (Hatchet); তোমর—Tamahawk—wooden body and metal head, formed like a bunch of flowers; নালিক—Musket; লণ্ড—Club; পাশ— (Lisso); চক্র—Discus circular disk; ভ্রতী— Octogonal Club—has broad knots and broad body and good handle for fist; পরত—axe, গো-শর্য—Cow horn spear; অনিধেয়—Stiletts useful for fighting in near quarters: লাভিত্র— Scythe—Crooked shaped instrument; অস্ত্র— Bumarang has knots at the foot; পিণাক— Trident; গ্রা—Club—Sharp iron has100 spikes at its broad head and is covered on the sides with spikes.

ম্লার — Hammer; শীরা — Plow-share; মৃষ্ণ — Pestle; পাৰ্চন্ — Battle axe; মনন্তিলা — Dagger; প্রিড্ — Battering ram; ম্যুথ — Pole; শত্মী — Hundred killer — Camon made of iron very hard.

পাঠক প্রাচীন অস্ত্র-শত্ত্বের বিবরণ হইতে সহজেই বৃথিতে পারিতেছেন বে বর্তমান সময়ে শত্তু পরাক্তরে বে সব আধুনিক অন্ত্রশন্ত ব্যবহৃত হয় তাহা অপেকা প্রাচীন ভারত কোন আংশে হীন ছিল না এই অন্তথ্যলির ব্যবহার শিক্ষা করিতে বহু সময় লাগিত এবং সাধারণের নিকট পরীকা দিয়া তবে পরীকা উত্তীর্ণ ইইতে ইইত। সেই সময়ে সমাট স্বয়ং ও অক্তান্ত রাজারা ও রাজমহিষীরা এই পরীকা দেখিতে আদিতেন। মহাভারতে কর্ণ ও অর্জ্নের অন্ত্র পরীকা আদিপর্কে বিশেষভাবে বর্ণিত ইইয়াছে।

ভক্রাচার্য্য ছই প্রকার নালিকার বর্ণনা করিয়াছেন—
বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নালিকা লৌং ও সিসাগুলি "অগ্নিচ্ন" বারা
দ্রে নিক্ষিপ্ত হইত। এই অগ্নিচ্নের যে বর্ণনা ভক্রাচার্য্য দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বোধ হয় যে ইহা বর্ত্তমান
কালের পারদ ছাড়া আর কিছুই নহে। সংস্কৃত শ্লোকের
অফ্রাদ করিলে এইরূপ হয়—"সোয়ারা ৫ পল, গন্ধক
> পল, মুহী অংগার পূথক পূথক চূর্ণ করিবে। তারণর এক
করিয়া মিশাইবে, তৎপরে সিন্ধার ও রগুনের রসের আটা
দিয়া পেষণ করিবে—অনন্তর তাহাকে রৌদ্রে শুল করিয়া
পুনর্ব্বার পেষণ করিবে—এইবার পেষণ করিলেই বালুকার
ভায় "অগ্নিচ্ন" প্রস্তত হইবে।" ইহা ইইতে স্পাঠই প্রতীয়মান হইবে যে মহাভারতীয় মহাযুদ্ধে ও তৎপূর্ব্বে কি
প্রকারে আগ্রেয়ান্ত্র ব্যবহৃত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

পৌরাণিক বা মহাভারতীয় সময়ের কথা ছাড়িয়া
দিলেও আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির বর্ণনা হইতে স্পান্ত
বৃষ্ণিতে পারি যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনেক পূর্বে ভারত
আগ্নোয়োস্ত্রের ব্যবহার জানিত। মহাবীর অলেকজনার
ভারত জয় করিতে আসিয়া তাঁহার গুরু পণ্ডিত-প্রবর
আরিষ্টানকে লিখিয়াছিলেন যে "ভারতীয়রা আমার সৈয়
সকলের উপর ভীষণ আগুন প্রক্রিপ্ত করিয়াছিল।"
পৌনে Halhad in his preface to A code of
Gentoo Law Said "The word and arms is
literally Sanskrit Agne-Aster a weapon of fire,
the first species of it have been a kind of
dart-arrow tipt with fire and discharged upon
the enemy."

হাল্কু খাঁ পশ্চিম এসিয়ার ম্বল সমাজ্যের স্থাপনকরি। তাঁহার দৃত যথন দিল্লাতে উপস্থিত হন দেই সময় তাঁহার সংবর্জনার্থ আট শত Firecars উপস্থিত ছিল তাহা ফেরিস্তা পাঠে অবগত হই। যথন টাইম্র ডাট্নীরের ছর্গ আক্রমণ করেন দেই সময়ে তাঁহার সৈক্মগণের উপর আগ্রেয়ান্ত বর্ষণ হইয়াছিল (Elliot-Vol. V. P 423.24) মহামতি কর্ণেল টড্ তাঁহার রাজস্থানে "নলগোলার" বর্ণনা করিয়াছেন (Rajasthan V. I. P. 310) কাশ্মিরের রাজ্য হাল নামক নরপতির বিক্লমে যুদ্ধ যাত্রা করেন—কিন্তু হাল্ কতগুলি মাটির হাতি গড়িয়া রাখিয়াছিলেন—দেইগুলির পেট হইতে হঠাৎ বক্ত শক্ষে আগুল বাহির হইয়া কাশ্মির নরপতির সৈক্ত মধ্যে বিষম আত্তেম্ব সঞ্চার করায় তাঁহার পরাজ্য হয়—এই প্রান্তে পত্তিত্বর Sir H. Elliot বলেন—

"The testimony is valuable for this was translated a century previous from a Sanskrit original even then acknowledged to be very old; we have other eastern stories all hearing the same characters and all composed long before the invention of gunpowder was made and therefore the writers had no opprtunity applying modern knowledge to the bistory of a more remote era." (Elliot vol. vi, P. 475);

তারিখ-ই-ফেরিস্তা-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৩৬৮
খুঃ অব্দে প্রথম মহমদ সা বাহামণি বিজয়নগরের রাজা
ক্বন্ধরায়কে পরাজিত করিয়া উংহার ৩০০ শত কামান
অন্তান্ত প্রবার সহিত দথল করিয়াছিলেন।

রাইপরের যুদ্ধে বিজয়নগরের রাজার ৪০০ শত হুহৎ ভারী কামানের ও ৯০০ শত কামন গাড়ীর কথা Sewell's Forgotten Empire নামক পুস্তকের ৩৩২ পৃষ্ঠায় পাঠ করি। যথন ভাসকোডিগাম। প্রথমে কালিকটে জানিয়া উপনীত হন তথন তাঁহার সন্মানের জন্ম নায়ারেয়া আর্মেন্মারা ছাড়িয়াছিল।

(Elliot vi. P. 467) Mr. W. Sinchair had written in the Indian Antiquary Sep. 1878

404

Europeans did not apply flints or fire-locks to guns before the 17th century but the Indians Hindu did. তুজাহি বাবরি (বাবরের আয়জাবনীতে) বৰ্ণনা আছে—The Bengalees are famous for the skill in artillery on the occasion we had a good opportunity of observing them."

রামনাদের আদি জগন্নাথ দেবের মন্দির বছ পুরাতন বলিয়া পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত—ইহাতে কতকগুলি স্লোদিত দৈনিক মৃর্ত্তিতে তাহারা আগ্রেগাস্ত্র লইয়া ঘাইতেছে এইরূপ আছে।

কুন্তকোনামে বিষ্ণুমন্দিরের বহু বহু বংসরের নির্মিত বলিয়া খ্যাতি আছে—এই বিষ্ণু-মন্দিরের গাতে ইট ও পাথরের ছারা কোদিত সিপাহির হত্তে পিওলের ছায় বন্দক আছে দেখা যায়। কাঞ্জিভিরামের শত তন্ত মওপে একটি সৈনিক ছোড়ায় চাপিয়া শক্রকে বন্দকের ছারা হত্যা করিবার জন্ম উহা উত্তোলন করিতেছে এইরূপ মৃতি আছে।

টানজোরের স্বর্গ একাদশির গেটের পাথরের উপর ক্লোদিত কারবাইনের ন্থায় বন্দুক হতে দিপাহির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কোইমবেটুরের নিকট একটি শিব মন্দিরে দৈনিক-দিগের হত্তে হত্তে বন্দুক রহিয়াছে—এইরূপ চিত্র দশক দেখানে গেলে দেখিতে পাইবেন।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে বর্ত্তমান কালের ভার অতি আধুনিক কডকগুলি যদ্ধের কথা আলোচনা করা অভার হইবে না। ইহার কডকগুলির বর্ণনা 'কথাসরিং সাগরে' আছে—এই পুশুকখানি যে অভি প্রাচীন ভাহা ইতিহাসজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে বলিয়া দিতে হইবে না—। ইহাতে নিয়লিখিত কয়েকটী ষষ্টের কথা পড়ি;

তেজাময় যন্ত্র—তেজো-ময়ন্ত যদ্ যন্ত্রং তদ্ জালা পরিমৃঞ্জি--তেজোময় যে যন্ত্র তাহা অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করে—
বোধ হয় বর্ত্তমান কালের Electricity সংক্রান্ত কোন যন্ত্র
হুইতে গাবে।

বাত যন্ত্ৰ —বাত যন্ত্ৰংতে চেইগেতাা গ্ৰাদিকাং— চেইা, গতি, আগম ইত্যাদি কাৰ্য্য বাত্যন্ত্ৰে গঠিত হয়। এই বাত্যন্ত্ৰ বায়ুচালিত যান বিশেষ হওয়া সম্ভব।

আকাশ সম্ভব যন্ত্ৰ—ব্যক্তিকরোতি চালাপম যন্ত্ৰ মাকাশ সম্ভবম—এই যন্ত্ৰ বাক্যকে প্ৰকাশ করে—ভাহা হ**ইলে** অনেকটা বৰ্ত্তমানকালের ফনোগ্রাফি যন্ত্রের ক্রায় কোন যন্ত্র হুইতে পারে।

বিমান যন্ত্র—বর্ত্তমানকালের উড়ে। জাহাজের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। তবেই দেখা যাইতেতে যে বর্ত্তমানের উড়ো জাহাজের ব্যবহার প্রাচান ভারতীয়রাও জানিত।

ময়দানৰ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের সভা—ইংার কণা মহাভারত পাঠজ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন —িক্স ইহা উঠাইয়া
অক্সভানে লইয়া ঘাইতে পারা ঘাইত তাহা অনেকেই
জানেন না। এই বাটা উঠান বিভাগ বর্তমানকলে আনেরিকান্বা অগ্রণী। এই কঠিন কাজ ময়দানব কেমন করিয়া
ভানিল—ভাহা বস্তবিক ভাবিবার বিষয় নয় কি ?

বক্ষমাণ প্রবন্ধে ও প্রের অনেক প্রবন্ধে ( যাহা-অঞ্চা-বিধি পুশপাত্তে প্রকাশিত হইয়াছে ) তাহাতে প্রাচীন ভারতে আমাদের জ্ঞান কতদূর পর্যান্ত বিন্তার করিয়াছিল ভাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আমার এই অক্ষম প্রচেষ্টায় যদি কাহারো ভারতীয় প্রাচীন সভাতার ইতিহাস গবেষণা করিবার ইচ্চাকে প্রবৃদ্ধ করে ভাহা হ:লে আমি আমার এই কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টাকে ফলবতী মনে করিয়া ধন্ত ইইব।



## স্বদেশীর মাঝেই অর্থ নৈতিক মুক্তি

গত ১২ জামুরারী ইলোর-বলেশী প্রদর্শনীর উলোধন উপলক্ষে
আাচার্ব্য প্রকৃত্র রায় বলেন "জাতীরতা ও বলেশী আলোলন
তথু ব্রিটীশ ভারতেই সীমাবদ্ধ হইরা রহে নাই, উহা এই বিরাট লেশের এক তৃতীরাংশ স্থান পরিবৃত্ত এক তৃতীরাংশ লোকের আবস
ভূমি দেশীর রাজ্য-গুলিতেও ছড়াইরা পড়িয়াছে। সেই জন্মই
আামাকে যথন ইলোর বলেশী প্রদর্শনীর উল্লোধন করিবার জন্ম
আামাকে করা হয়, তথন- আমার শত বাধা সত্ত্বেও আমি সেই
আামারণ উপাক্ষা করিতে পারি নাই।

স্বদেশীর বহল প্রচারের জন্ম মাঝে মাঝে এই প্রকার প্রদর্শনী থোলার বিশেষ প্রয়োজন অমুভূত হয়। বহু শতান্ধী হইতেই ভারতবর্ষ চিত্রকলা ও গৃহলিলের সমাদর করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন রোমের বিলাসিনী মহিলাগণ মণিমুজায় পরিশোভিত হইয়া ঢাকা মদলিন পরিধান করিয়া গর্মামুভ্রম করিতেন। সপ্তদেশ ও অষ্টাদশ শতান্ধা পর্যন্ত ভারতের সম্পদ বিদেশীদের ঈর্ধা সৃষ্টি করিত। কিন্তু যাজিক সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে শানিরের আদের কমিয়া গিয়াছে। আজ আমাদিগকে ঐ সকল কথা আলোচনা করিলে চলিবে না, বর্ত্তমান সমল আমাদিগকে পুগুলিলের পুনরুদ্ধার করিয়া নব নব প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে ছইবে। আমি জানিয়া মুখী হইয়াছি যে, অধুনা আমাদের দেশের বহু কাথোনার কলম, নিব, শীসার পোলান, কার্মনিপ্রপার, রিবন, রবারের জুতা, আয়েলক্লপ, সাবান ও বহুবিধ জিনিয় প্রস্তুত হউতেছে।

মেকলে বলিয়াছেল যে, "আমাদিগকে ভাবতে একপ্রেণীর লোক তৈরী করিতে হইবে, যাহার। রক্তে মংগেদ ভারতীর, কিন্তু কৃচিতে ইংরেল"। আমাদের দেশে একসমর ঠিক সেই ভাব প্রবল ইইরা উরিয়াছিল এবং আমাদের দেশের কৃষকগণ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের বিলাসের পিছনে ছুটিয়াছিল, একবার লর্ডকার্জন দেশীর রাজাগণকে লক্ষ্য করিয়া তিরকার ক্রিয়াছিলেন খে, তাহারা হম্মর ও উৎকৃষ্ট প্রণালীর প্রস্তুত দেশীয় কার্পেটি ক্রয় না করি। বিদেশী কার্পেট ক্রয় করেন। আমাদের দেশের রাজগণের দেশ প্রস্তুত স্তব্যের প্রতি উদাসীতা বাত্তবিকই ছঃথের বিষয় বলি: হয়।

কম দরে বিদেশী দ্রব্যের বহল প্রচলনের ফলে আমানে দেশের লক্ষ্ণ লক্ষ্য কাট্নী, জাঁতি, কামার ও অস্তাস্থ্য ব্যবসারের ব্যবদান নত্ত হইরা বেকার হইয়া পড়িয়াছে। বংসরের কতকটা অং ব্যক্ষণ কৃষিকার্য্য করে আর অস্তু সময় বাড়ীতে অলসভাবে সমকটার। বোঘাইয়ের কটন মিলগুলির ৩ ৪ লক্ষ্য লোক এর হলগীর ও করনপুরের পাটকল-শুলি আরও হয়ত হাত লক্ষ্য লোক রে আমাজভাদনের ব্যবহা করিয়াছে, কিন্তু ভারতের অবশিষ্ট লোকরে ভক্ত কি ব্যবহা করা হইবে? আপনারা কি এখনও ম্যাকেটার লিভারপুল, মানগো ও ভাতির অমুকরণ করিবেন? আপনারা বিদ্যানীয়-শিল্পের উৎসাহ প্রদান করিবেন না? আপনারা বিদ্যানীয় শিল্পা প্রতিষ্ঠান গড়িবার ব্যবহা না করেন তবে বড়কথা বিল্যু

ভারতবর্ধ ক্ষিপ্রধান দেশ এবং উহার উৎপাদির। শক্তি বৃদ্ধি করি বার চেষ্টা করাই প্রধান কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রামবাসীদের ছুইট পরনা আহের ব্যবহা করাও প্রধান কর্ত্তবা। আমার মনে হয়, চরকা ৩ উতি বদি ভারতের সর্বব্য প্রচলন হয় তবে থ্র ভাল হয়, কারণ, হিসা করিয়। দেখা গিয়াছে যদি ভারতের এক জন্তমাংশ লোক দৈনিক ছৢয় পরনা করিয়। রোজগার করে, তবে সমগ্র ভারতে দৈনিক ১২০০০০০ টাকা আবে বংসরে ৪০০২০০০০০ টাকা আবে বাড়ে।

আমি একজন রাসায়নিক এবং এই বয়সে এখনও বলি আমা: ছাত্রণের সংক্ষ ঐ সম্বন্ধে পরীক্ষাগারে গিয়া দৈনিক ৪।৫ মণ্টা গবেষণ না করি, তবে আমি আনন্দ পাই না। ইহা সংস্বেও আমাকে অনেবে বহু শিল-এতিটানের প্রতিষ্ঠাতা বলিঃ। অভিহিত করিয়া থাকেন। আটি চরকা প্রচলনের সমর্থক এবং এই বিষয়ে মহায়া গানীর একজন অবোধ শিষা বলিয়া গব্যা গ্রা গব্যা গব্যা গব্যা গব্যা গব্যা গব্যা গব্যা গব্যা গ্রাম্য স্থাম গ্রাম্য স্বাম্য গ্রাম্য স্বাম্য গ্রাম্য গ্রাম্য স্বাম্য স্বাম্য

জামি বদেশীকে আমরা ধর্মের অপরিহার্য্য অস বলিরা বিবেচনা করি। বদেশী এবা মোটা বা দেখিতে বিশ্রী হইলেও যদি উহা ব্যবহার করিবার জন্ম প্রতিক্তা গ্রহণ না করা হয়, তবে খদেশী প্রদর্শনী খোলার কোনও সার্থকতা থাকে না। চিম্নি এবং হারিকেন বর্জনান সময় আমাদের দেশে অতি উৎকৃষ্ট ধরণের প্রস্তুত ইইতেছে। যদি কোন ভারতীয় আমাদের দেশের প্রস্তুত জ্বাকে উপেক্ষার চোখে দেশে জামি ভারতে "দেশজাহী" বলিয়া মনে করি।

আল দেশের বড় শুভদিন আসিরাছে, সমগ্র ভারতে প্রদর্শনী পুলিবার উংনাহ লোকের বাড়িরা সিরাছে। লোকজন তামানা বা দর্গদিরি বা জুয়াথেলা খেলিবার জক্ত প্রদর্শনীতে ভীড় করে না; তাহারা জিনিব দেলিবার জক্ত প্রদর্শনীতে ভীড় করে না; তাহারা জিনিব দেলিবার জক্ত প্রদেশভাবে তাহাদের খনেশী প্রতিই প্রদর্শনীতে বাইতে তাহাদিগকে প্রেরণা দিতেছে; প্রদর্শনীর দারা প্রচারের খুব স্থবিধা হয়, যা-ারা প্রদর্শনীতে বাতায়াত করে, তাহারা সাধারণতঃ প্রব্যাসাম্যী খরিদ করে না, কিন্ত ইছা সত্য যে, প্রদর্শনীর বছ জিনিষ তাহাদের মনের মধ্যে ভাগায়ক খাকে এবং ভবিষ্যতে ক্রয় করিবার জ্য আগ্রহাধিত খাকে।

প্রদর্শনী থালি বে আলকাল আমাদের দেশে প্রবর্তিত ইইয়াছে তা নয়, বহ পূর্বে ইইতে উহা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণমেলায় বে ওপু সাধু সমাসম হয় তা নয়, বহু ক্রেতা-বিক্রেতাও তথায় উপস্থিত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রেষ্ঠ মেলা হরিহরছতার মেলায়ও বহু ব্যবসায়ীয় সমাবেশ হয়।

বদেশীমেলা ক্**ন্ত ধরণের প্রদর্শনী, এখানে বাজারের সাধা**বণ জিনিখ-প্র আনসে না, কারণ আমাদের দেশে বাজার বা দোকানের অভাব নাই !

আনাদের অদেশবাসীদের এক্ত জব্য দেখির। অতঃই আনাদের প্রাণ নাচিরা উঠে, আনাদের দেশবাসিগণ যতই এই সকল জব্য কর করিবেন ততই এই সকল প্রব্যের প্রচলন বাড়িরা বাইবে, অদেশী প্রদর্শনীর আরা আনাদের দেশীর জব্যের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ উক্তরে।ওরই বর্জিত ইইতে থাকে, এই আগ্রহ বাড়িলেই ভবিষ্যতে বিদেশী প্রব্যের চাকচিক্য ও ফ্লভ্র্না সম্বেও তাহারা আরু বিদেশী ক্রয় কর করিবার অভ্যুক্ত কিবে না। আইন বারা ঐ প্রকার আগ্রহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

নিরোগ করে এবং তাহা: বাহা প্রচার করে, তাহা বেন কাকেও করে।
হে জামার ব্যদশশোদিক তরূপ বন্ধুগণ, ভোমরা এই ক্ষেত্রে প্রচারক্ষের
ত্রত প্রহণ করিলা ব্যদশ ও ব্যলাভির কল্যাণ্দশ্বন কর। স্মরণ রাখিও,
ব্যদেশীর ভিতরে জাতির অর্থ-নৈতিক মুক্তি অন্তানিহিত রহিয়া গিলাছে।

দাম্পত্য কলাহের কারণ :---ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রে-সেব মনস্তত্ব বিভাগের প্রেসিডেন্ট এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিজ্ঞালয়ের স্বার্থ-হারিক মনস্তত্ত বিভাগের প্রধান বক্তা ডাঃ গিরীক্রশেশর বন্ধ ডি. এস-সি এম, বি, গত ৬ই জাতুহারী অপরাতে পাটনার বি, এন কলেমে "দাম্পাড্র-কলহ" সম্বন্ধে এক বস্তুতা দেন। তিনি বলেন, ঈশর আদমকে সৃষ্টি করার পরও ইডেন উভাবে পূর্ণ শান্তিই বিরাক করিত ৷ আদমের সাধীর ৰক্ত অতঃপর সৃষ্টি কর্ত্রার ভাবনা হইল। তিনি আদমের একবানি পাঁজরার হাত হইতে প্রথম নারী স্জন করিলেন। স্টিকর্তা এই ছানেই এক মহা অবিবেচনার কার্যা কবিয়া কেলিলেন। কারণ প্রত্যেকটী মালুবট তথন হইতে তাহার স্ত্রীর উপর কারেমী শ্ব দাবী করিয়া আসিতেছে এবং প্রত্যেকটা নারীই ডাহার স্বাধীনতা কারেন করার জন্ত চেটিত ইইরাও পুরুবের দেহাংশ বিশেষ হইতে হাই বলিয়াই তাথাদের স্বভাবগত মনো-বৃত্তিগুলে পুরুবের বশু হইবার জন্তই ওঁংহারা প্রেরণা অনুভব করিয়া আদিতেছেন। দাম্পত্য জীবনের এরূপ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অন্তত সংমিশ্রণের কলেই মতানুক্রেপ বীজের উর্বের ভূমি বাই হইরা থাকে। माम्लाठा कलरहत कथा आवश्यान काल इहेर्डिं सना गाँडेर्डिं । अयन कि (भोबानिक एवर-एवरोन्एवर मएवा कामण्डा कलरहत्र कथा जना ধার ।

মানবের (আদিম) পূর্ব-পুরুংবর্গাও ঠিক এরপ মবোর্ ও সম্পর্ক ভিলেন। উছোরা নারীর সহিত নিলন কালে উছোদের সহিত বল্মুক্ত করিতেন। নারীর ও নোধ হয় পুরুংবর যুক্ত-শব্দেক্ট ভাছাদের গ্রহণের মাপকাঠি ধরিয়া লাইতেন। যাহারা শক্তিশালী কোন্ধা উছোদিগকে নারীরা গ্রহণ করিতেন। এমন কি বর্তমান মুগেও বিশিষ্ট সভ্যান্ধাকে যৌন-নির্বাচনে শ্রন্তপ বৈশিষ্টাই পরিসন্ধিত হইয়া থাকে। সামাজিক বিবিধ বিপদ হইতে আল্লব্রন্থা নারী ভাছার সংগ্রাবশীল আমীকেই অন্তর্জনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু নারীরা জাবে মাবে, যে অন্তর্জনের করেন ভাছা ছুইদিক বিরাই কাটে এবং হর্গত ঐ অন্তর্জই কথন ভাছাদেরই উপর আলিয়া পড়িতে পারে।

আপনাদের মধ্যে কতজনই বা বিবাহিত এবং কতজনই বা ভাষী বিবাহের গোলাপী নেশার বিচেটর আমি নেই কথা ভাষিরাই আক্ষয় ছই। "বিল্লীকা লাভতু যো থারা ওতি পতারা, বো নেহি থারা ওতি পভারা"—এইরামেট বিবাহিত জীবনের তুলনা করা হইরাছে। কৈন্তু বিবাহিত বিবাহিত লাবনের তুলনা করা হইরাছে। আজীন বিবাহিত বিবাহিত

সংস্কৃত কবি দাপাত্য কলহের উপায় কালে প্রভাতী মেথের কথা তুলিরাছেল। প্রভাতী মেথ প্রথমে পুবই আত ক্ষনক বলিরা মনে হইলেও স্ব্যাদ্যের সক্ষে সক্ষেই ঐ মেঘ অপসারিত হয়। দেইরূপ দাপাত্য কলহও অপহায়ী। বিশেষরূপে মিলনকামা শ্রী, পুরুষের নিকট অধিকতর প্রতি ও আকর্ষণ হল বলিরাই প্রতীত হয়। অতএব, পুর্ব্বকালের রাজা মহারাজাদের কথা ছাড়িরা দিলেও, প্রাচীন ক্সবিরা বে, সময়ে সময়ে শতাধিক প্রী গ্রহণ করিতেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আসলে তাহারাই প্রত্বৃত সাহসী ছিলেন। তবে এইটুকুই আশ্চর্যের বিষয় বে, তখন নারীরা বেরূপ স্থবী বা ছংখী ইলেন বর্তমানে অধিকতর সভ্য তাহাদের ভগিনীরাও ঠিক সেইরূপ হথী বা ছংখীই আল্কেন।

মুসলমান আইনাত্মারে ৪টি ব্লী গ্রহণ করা যায়। ইহা হইতে নুঝা যায় যে, ইসলাম আইনাকারীরা দাম্পাত্য মনোমালিক্স সম্বন্ধে অন্ত চিস্তিত ছিলেন না! আজকালই দাম্পাত্য কলহ একটা সম্বান্ধ বিলয়াই সমাজে চিস্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে:।

দাম্পত্য কলহরূপ সমস্থার সমাধান করিতে বসিয়া এখনত আর আদিমকালের কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতির পুন:প্রবর্ত্তন করিতে পারা যার না. অর্থাৎ পদা প্রথার পুন:প্রবর্ত্তন, নারী শিক্ষা বা তাঁহাদের ভোটাধিকার রদ কঃ। যার না। ইহারা এখন জ্ঞান্যকের অধিকাংশ ফলই খাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই এত সহজে তাঁহার ব্যক্তি-फरक हाशिश बांचांत्र आत छेशांश नारे । आतम वर्डमारन निरक्षत्र हेक्ट-অ্যায়ী কার্য্য আর করিতে পারেন না। আমি দোষের কথা কিছুই বলিতেছি না, আধুনিক নারীরা নিজেদের অফুল্লত সম্প্রদায়ের সভা বলিরাই মনে করেন, এমন কি তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীর সদ-পর্বামে থাকিরা আর সম্ভষ্ট নহেন; তাঁহারা বিশিষ্ট স্থবিধা দাবী করিতেছেন। দাম্পত্য সমস্তা আজ জটিল হইয়া পড়িছাছে। সমাজ সংস্থারকগণ একত্রিত হইয়া পরম্পার হাদয়ের আদান প্রদান, ঐক্য मिषि. शांतिभी. मामशिक ও माहरुषा मूलक विवाह, महस्र विवाह-ৰিচ্ছেদ, টেট কর্ত্ক শিশুদিগের ভরণপোষণ প্রভৃতি কত রক্ষ পর-মর্শ ই না দিলেন, কিন্তু দাম্পতা মিলনের কোন হদিশই এতাবং পাওয়া গেল না।

কি করিলে দাম্পতা জীবন হুংধের হইবে বা কিজন্ত দাম্পতা জীবন হুংধের আকর হন, তাহার এত বিবিধ কারণাই রহিনা গিলাছে বে, তাহার কলাকল সম্বন্ধে ভবিবাবাণী করা অসম্ভব। বিবাহকে 'টিকা'র সলেই তুপনা করা হইরাছে; এই টিকা কখনও বা কার্ব্যকরী এবং কখনো বিফল হন। আসি বেশ পরিভার রূপেই জানাইডেছি বে, বিবাহিত জীবনে কিরুপে হুখী হওরা যার তাহার কোন বিশেষ পথই আমার জানা নাই! আমার শ্রোভ্বর্পের মধ্যে ঐরুপ হুংখী বাহারা তাহাদিগকে আসি কোন উৎকুষ্ট পদ্ধা বলিরা দিতে অকন। কোনও কার্যকরী পরামর্শ দিবার প্রেক্ষি আহাছের অবহা প্রকৃত্ত ভাবে বিচার করিছে হইবে। শান্তিছাপক ও মনত্তত্বিদে বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দাম্পতা কলহ থাকিয়াই যাইবে।

এই সমক্তাটী যাত্মণতের তাড়নার সমাধান করার উপায় নাই ইহার ভিত্তি কৈবিক। তবে প্ররোজন হইলে স্বামী বা লী যে কেঃ একটু কোঁদ না করিলে অশান্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। ক্রোধের ভাগ দেখান উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া সত্য সত্যই রাগ করিলে চলিবে না। তাহা হইলে বিরুদ্ধ পক্ষ নাগালের বাহিরে গিরা পড়িবে।

মহাত্ম। গান্ধী ও অসবর্ণ বিবাহঃ—সম্প্রতি কতিণঃ
ভদ্রবোক বারবেদা কারাগারে মহাত্মা গান্ধীর সহিত নানা সামাজিক
প্রসক্ষের আলোচনা করেন। অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে মহাত্মার সহিত মি:
শিকারে নামক জনৈক ভদ্রবোকের ক্ণোপক্ষন হইরাছে—নিয়ে
তাহা উদ্ধৃত হইল:—

মি: শিকারে—মহান্তাঝী, অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনে আগনি অবশাই অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেন না, কিন্তু আপনি অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী নহেন। অসবর্ণ বিবাহে বর্ণসাক্ষর্য যট্টা বলিরা আপনার মনে হয় না ?

মহাস্থা—না; বর্ণসভর সম্পর্কে আমার ধারণা এই বে, অসমীচীন এবং অনভিপ্রেড বৌন মিলনেই বর্ণসভ্করের স্টে হর । বলি
কোনও পুরুষ কেবল কাম-তাদুনায় কোনও নারীতে উপগত হয়,
তাহা হইলে বর্ণসভ্করের উদ্ভব হয়। কিন্তু যদি কোনও পুরুষ ও
কোনও নারীর মধ্যে চিরকাল প্রেম বন্ধন অলুগ্ন থাকে এবং যদি
তাহারা প্রজ্ঞাস্টির উদ্দেশ্তে অথবা সেবাধর্মের মহান আদেশে,
অথবা ভগবৎ-সাধনার নিমিন্ত বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হয়, ঐ পুরুষ
এবং ঐ নারী সবর্ণ না হইলেও তাহাদের সন্ততিবর্গ বর্ণসভ্কর নহে।
কিন্তু বে বিবাহে ঐরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব এবং যে বিবাহের
উদ্দেশ্ত ভার্থিগরতা অথবা অপর কোনও ঘূর্ণিত ও কুৎ্নিত বৃত্তির
চরিতার্থিতা, সেই বিবাহ সবর্ণ বিবাহ হইলেও তাহাতে নিশ্রুই
বর্ণসভ্করের স্টে হয়। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পবিত্র এবং মধকর বিবাহের বছ মুট্টান্ত আমি বেদ ও পুরাণ হইতে দেখাইতে পারি।

'প্ৰমাজের বৃত্তিগত বৰ্ণ বিভাগ জত্যাবশুক । তাহাতে কর্মশন্তি ঘনীভূত হয় এবং ভাগাৎকর্ম প্রকাম্ক্রমে সঞ্গলিত হয়। বিভাগ জত্যার অধিকার ও অবিধা স্টের উদ্দেশ্ত প্রাণোদিত বর্ণবিভাগ সমর্থনবাগা নহে, সমাজের প্রতি মন্থবার দায়িত্ব পালনই বর্ণ বিভাগ গের উদ্দেশ্ত হওয়া উচিৎ। ধর্মই পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক নিরামক স্থতরাং বে কোন বর্ণের মহামন। পুরুষ ও মহতী মারীর বিবাহ নিশ্চরই মন্ত্রপঞ্জ।

মিঃ শিকারে—জাবিড় ও আর্ব্যলাতির সংমিশ্রবের কলে উভর জাতির অবদতি হইবে না কি?

বাহারা তাহাদিগকে আমি কোন উৎকৃষ্ট পছা বলিরা দিতে অকম। মহালালী—না,—ইতিহাসে তাহার কোনও প্রমাণ রাই। কৃষ্টিত কোনও কার্য্যকরী প্রামণ দিবার পূর্বে তাহারের অবহা পূর্বক পাই, কোরণহ ত্রান্ত্রণ সম্প্রমান মূল্ডঃ নিদর বেশীর প্রা সম্প্রদায় মূলত: ইটালিরান। বর্জনান হিন্দু জাতীর ধমনীতে বছ বিভিন্ন জাতির লোণিত প্রবাহিত। প্রাচীন হিন্দুরা কোনও বৈদেশিক জাতির শ্রেষ্ঠাংশ আত্মন্থ করিয়া লাইতে কৃষ্ঠিত হইতেন না। অবখ্যই তাহার ফলেই বৈদেশিকদের কোনও কোনও দোব হিন্দু সমাজে সংক্রামিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু মোটাম্টি বিবেচনা করিতে গেলে এই মিশ্রণের ফলে হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে খাকার করিতে হইবে।

প্রেমের উপাদান কি ?—"রেড্রা দ্য লা ফান" নামক
একথানা ফরানী সংবাদপত্র প্রশ্ন উপাপন করিরাছিলেন, 'পেনপাত্রা

ইইতে ইইনে নারীর পক্ষে কি ফুল্মরী হওরা আবশ্রক?" সেনেটার
পালিয়ামেন্টের নেম্বর, কমেদি-ফ্রানেজের সদক্ষ, ষারিষ্টার, ঔপস্থাদিক
নিত্রী, পোষাক-নির্মাতা এবং আরও শত শত লোক ঐ প্রশ্নের

উত্তর দিয়াছেন। দোজাহুজি "না" ইইতে আরম্ভ করিয়া ফুল্সট 'ইা
এবং এই ছই ধরণের মাঝামাঝি বছ রক্ষের উত্তর পাওয়া সিয়াছে
এই সমস্ত উত্তরগুলি পরীকা করিয়া উক্ত সংবাদণত্র এই নিশ্বাস্ত
ক্রিয়াছেন,—প্রেমের উপাদান পাঁচটি। যথা দৌল্ম্যা, দৈহিক
ইমক, মানদিক ঠমক, বুল্কিবৃত্তি এং উদার্য্য। অধিকস্ত, বয়ন যত
ক্রম হয়, প্রেমপাত্রীর পক্ষে দৌল্ম্যাের আবগুকতা তত অধিক;
কিন্ত বছোর্ছ্রের সহিত দৌল্ম্যাের আবগুকতা তত অধিক;
ক্রেম্ব ব্যাহ্রির সহিত দৌল্মগ্রের আবগুকতা ক্রমণ: লোপ পায়।
কোল্ ব্যানে গ্রীলোকের পক্ষে কোন্ উপাদান কি পরিমাণে

১৬ বৎসরে—সৌলার্য্য শতকর। ৮০, মানদিক ঠমক ২০।

২• বংশরে—সৌন্দর্য্য শতকরা ৭•, দৈহিক ঠনক ১•, মানসিক ঠমক ২•।

২৫ বংসরে—দৌলব্য শতকরা ৬০, দৈহিক ঠমক ১০ মানসিক ১৭ক ১৫, বুদ্ধি বৃত্তি ১৫।

৩০ বৎসরের—সৌন্দর্য শতকর। ৫০, দৈহিক ঠমক ১০, মানসিক ঠমক ১৫, বুদ্ধিবৃত্তি ১৫, উদার্ঘ্য ১০।

৪০ বংশরে—দৌব্দর্যা শতকরা ৩০, দৈছিক ঠমক ১০, মানসিক ঠমক ১০, বুদ্ধিরুদ্ধি ২৫, ওদার্য্য ১৫।

e. বৎসরে—সৌক্ষর্য শতকরা ১০, দৈহিক ঠনক ১০, বৃদ্ধিরুত্তি ৪০, উদার্থা ১০।

# তুইজন বিশিষ্ট মাড়োয়ারী

( আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় )

গত ও বাদের মধ্যে শিল্প প্রবর্ণনার বার উপধাটন করিবার ক্ষম্প্র নিমন্ত্রিত হইরা আবাকে করাচা ও ইলোকে বাইতে হইরাছিল। এথমে করাচীর কথা বিরি। বেখানকার ধনী ব্যবদারী, শিক্ষিত সম্মান্ত্র এবং অনুনাধারণ আবাহি বেডাবে আব্যু অভার্থনা ক্রেন,

ভাষা আমি কথনত ভূনিতে পারিব না। করাটার ২ জন মহাস্থেই ব্যক্তি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তত্ত্ব কর্ণোরেশনের সভাপতি প্রীযুত জামনেদ্রলী মেহতা এবং পেঠ শিউরতন মোহতা। জন্মনেদ্রলী সহক্ষে অধিক বলা নিতালোলন। ২ বংসর পূর্বেই করাটাতে যুখন বংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন তিনি, এত গোক সমাগ্রী সম্বেই যাহাতে আব্যের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, ভাষার জন্ত হলার ব্যবহা করিয়াভিলেন। মহারাজী বন্ধ ভাষাকে অশেষ হত্তাদেব।

শেঠ শিউরতন একজন ধনী মাডোগারী বাবসায়ী তাহা হাডা একজন বড় কন্ট্রান্টার। কিন্ত বেজপ্ত ইহার কথা আমি বলিচেছি তাথা এই যে, তিনি অপ্পৃত্যতা বর্জন ও হরিজনদের উন্নয়নের জক্ত বন্ধপরিকর ছইলাছেন। সহবের একাংশের নাম নারায়ণপুর। এীযুত নারায়ণ দান এক জন ত্যাগীপুরুষ, দর্ববন্ধ বিলাইয়া হবিজনদের দেবার জাবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই অঞ্লের নাম হইয়াছে নারামণপুর। কর্পোরেশন ক্ষমেক বিধা জমি মেধর ও ধান্সভদের বাস-স্থানের জন্ম ধান ব রিয়াছেন। নারায়ণ দাগ ইহাদের সলে সর্বাক্ষণ থাকেন এবং এগানে একটা 'আদর্শ-বন্তী' নির্মাণ করিয়াছেন। যাছাতে এইদৰ ছবিজনেরা পরিস্থার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং কোনরূপ বাসনাসক্ত. না হয়, তাহার জন্ম কতিপন্ন যুবকের সহিত মুখ্যবদ্ধ হইনা তিনি বন্তাতে विशुक्त आदमान अदमादनत वावष्टा कतिशादम्न अवर देमण विद्यालक খুলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা কো-অপাগেরটিভ ষ্টোরও খোলা হইবাছে। বস্তীর লোকেরা পাইকারী দরে চাল, ডাল ও আটা ইত্যাদি খাল দ্রব্য পার। এই শ্রেণীর মধো ঘাহারা উচ্চবিদ্যালয়, বা কলেজ পর্যাত অধায়ন করিতেছে, তাঁহাদের জম্ম শেঠ শিউরতন ফুল্পর ছাজাবাস নির্দ্ধাৰ করিয়া দিয়াছেল। ইহার বিশেষত ইনি সমানভাবে হরিজনদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। এমন কি, দেখিলাম, সভা-সমিতিতে তাহালের ভিতরে আসন গ্রহণ করেন। কথনও বঙ্গাভাবে উপবেশন করিতে চাহেন না। শেঠজী কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী খনভাস দাস বিভলা মহাশ্রের বৈবাহিক। স্বতরাং সংকারপন্থী উন্নতিশীল মাড়োরারী দের মধ্যে অপ্রাণী। তিনি অসম্প্রদায়ের জন্ত নয়, অসুরত সম্প্রদায়ের জক্তও নিজবারে একটি বিভালর পরিচালনা করেন। তাঁহার সঙ্গে আমার পুর মেলামেশা হইয়াছিল; কথা প্রসক্ষে আমার নবপ্রকাশিত এ:এর (আস্ক্ররিড) কথা উঠে। আমি বলিলাম, কলিকাতার সাডোধারীদের প্রতি আসাকে একটু ভারভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তিনি পঞ্জীরভাবে বলিনেন যে, আমি বাহা লিখিয়াছি, তাছা ভাছার সম্পূর্ণ অনুমোদিত। অর্থাৎ ক্লিকাতার বাদিশা হইরা, বঙ্গদেশে প্রভুত অর্থ উপার্ক্তন ও সঞ্চল করিলা, ভাছারা বাঙ্গলার জন্ত কুল, হাদপাতাৰ প্ৰভৃতি করেৰ না, সমত টাকা বীয় প্ৰদেশে পাঠাইরা বেন। ইহা সক্ষত নর।

এখন ইন্দোর সহতে ছই একটি কথা বলিব। তর শরণটাব হকুসটাবের সংক্ আমার পূর্বে পরিচর হিল মা। তবে আমার আর্থ চরিতে তাঁহার কথা ছই এক ছলে দুইাক্তবরপ উরেখ করিরাছি। কারণ, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ইখাক্সীমালিই। গলার উপরে বে ৮০টি পাটের কল আছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেকা বৃহৎ হকুমটাদ জুই মিল। এতভির বালিগঞে হকুমটাদ জীল ওরার্কন নামে যে বিরাট বাপার, তাহাত ইহারই কীর্তি। ইহার ধনশালিতার বিবরে এই বলিলেই ব্রেষ্টে হইবে যে, গত ইউরোপীয় যুক্কের পরই যথন গ্রথমিট সমর ঋণ খুলিলেন, তথন হকুমচাদ সর্বপ্রথম এক কোটা টাকার বভ করে করেন।

আমি বাছ্যের জন্ম এখনত: ইন্দেরে বাইবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করিতে বাধ্য হই। কিন্তু শেঠ ছকুমচাৰ প্রমুখ ইন্দোরবাদিগণ ভাষাকে পুনঃপুনঃ সনির্বেক অফুরোধ করিয়া এমনভাবে তার করিতে লাগিলেন থে. আমি নিমন্ত্রণ অধীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি ইন্দোরে ষাইয়া বাহা দেখিলাম, তাহাতে ধক্ত হইলাম। ইন্দোরবাসিগণ আমাকে মে প্রকার অভার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করা নিপ্রয়োজন। কিছ শেঠনী সম্বাহা দেখিলাম, তাহা প্ৰতোক বালালীৰ প্ৰণিধান ভরা কর্ত্তবা। ইনি আদৌ ইংরাজী জানেন না। কেবলমাত্র ইন্দোরেই জিনি চারিটি কাপডের কংশর মালিক এবং মানেজিং এজেণ্ট। ইনি ৰে ইন্দ্ৰপরীতে বাস করেন, দেখানে কয়েকজন বন্ধর সঙ্গে আমি নিমন্ত্রিত হই। ঐ প্রাদাদ দেখিয়া আমার তাক লাগিয়া গেল। আমার ধারণা क्लि (व, সাধারণ বাঙ্গালী বা মাড়োয়ারী যে প্রকার জবর জং বাড়ী তৈরী করে, সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ কেবল রাশীকৃত ঘর, বাতাস আকোর সলে কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই প্রাসাদটা খেন একটা কুনার ছবির মত। আমি হিন্দীতে জিজাগা করিলান, শেঠজী আপনি তো াকা দিয়া খালাস, এই বাড়ীর নক্সা কে করিয়া দিন এবং কণ্টাই।ই ৰা কে গ শেঠজী সন্মিতভাবে বলিলেন,—"নক্লাও আনার এবং নিছে থাকিয়া দেশী রাজমিন্তীর ঘারা তৈরী করাইয়াছি।" দ্বিতলে অন্ত:পুরে এবেশ করিয়া আমি আরও অবাক হইলাম। বাড়ীর ভিতর প্রাপত্ত অক্সন এবং প্রত্যেক খরে সমান আলো বাতাস প্রবেশের ৰ্যৰস্থা। একদিন সন্ধ্যার পর. তাঁহার নিজ ব্যয়ে এবং নিজের পরিকল্পনায় নির্শ্বিত দেবমন্দির দেখিয়া আমি আরও বিশায়াভিড্ত ছইলান। তাহার ভিতরকার কারকার্য্য দেখিলা মুগ্ধ হইলাম। ক্সর অরপটাদ ত্তুমটাদ দিগঘর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন। লোকের নিকট শুনিলাম, তাঁহার এই বাসভবনে ১৫ লক টাকা এবং দেবমন্দিরে ১२ लक देश बाग्न रहेगारह । देशंत किছ कमरवनी व रहेरछ शास्त्र । श्वामवा निध्न वाञ्चालो, श्वामारमत्र काष्ट्र लाच छा का "प्रकृष्टि मन छा का।" এছলে বলা প্রয়োজন যে, শেঠজী সাবেককালের মত পোষণ করেন। এইজন্ত ধর্মশালা, হাদপাতাল এবং নানাবিধ হিতকর কাজে অজন্ত शान करतन । शानीय लाक छाहारक "मानशीय" विनया शारकन । वस्टे चानत्मत्र कथा, हेहात्र अक शूख करमांक शरएन अवः नवाचावांशत्र ।

পেঠনীর লামাত্রা উজ্জায়িনীর একজন প্রধান ব্যবসারী এবং কাপড়ের কলের মালিক। ইক্ষোর হইতে উজ্জায়িনী ৪০ মাইল দুরে। তার হকুমচীদের আমাতা আমাকে মোটরবোগে তথার সইরা বান এবং সেখানে একটি বিরাট সভার আমাকে অভিনন্দন করেন ও অন্পৃত্য বর্জন তথা হরিমনদের জন্ম মন্দিরবার উল্পাচন সবজে বস্তুতা করিতে অমুরোধ করেন। বড়ই আনন্দের বিষয়, সেখানে যে করেক সহত্র লোক উপস্থিত ছিলেন, সকলেই এই স্মাল সংকারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

উপদংহারে বলিতে চাই যে, একজন ইংরাজী ভাষা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কিয়পে এতগুলি ব্যবদা স্থলন্তহাবে পরিচালনা করেন এবং ভারতের একজন প্রধান ইংরাজীরালিষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত বাকালীর ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য । বাকালীর কেতাবী বিভারে মূল্য কর্তৃত্ব ? দেদিন বার্ণার্ড দা প্রথমেই একজন "ইন্টারভিউমারকে" বলিস্নে,—বাপু, আমাকে আর ডাঙ্গার যাইতে বল কেন, আমি ভোমাদের ধবব রাধি। Touch a Hindu and he will vomit 12 volumes of Herberts Spencer! আমাদের শিক্ষাহীনতা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের একটা অভুত ব্যবধান—পরে এক সময়ে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

হিন্দু-ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্ম মহাত্মার আবৈদন :--- "১৯১৫ সাল হইতে আমি আপনাদের সমকে বজুতা দিয়া আদিতেছি, অম্পুগুতা সম্পর্কে আমি আপনাদিগকে অনেক কিছ বলিরাছি, আপনারাও অনেক সময় অস্পুতার তীত্র নিন্দাবাদ করিয়া-ছেন।" 'গুলবাটের তথাকথিত উচ্চবর্ণের প্রাতা ভগ্নিগণকে সংখাধন করিয়া মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। মহাত্মা লিখিয়াছেন-"আমি 'তথাকখিত' আখাটি ইচ্ছা করিয়াই জুড়িয়া দিয়াছি। কেন না আমি জাতিগতভাবে উচ্চ নীচের মধ্যে কোন পাৰ্থকা দেখিতে পাই না। ধৰ্ম আমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, নিছকে উচ্চ বলিয়া মৰে করা পাণ। ভগবান বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছেন সভা, কিন্তু উচ্চনীট বলিয়া কোন শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেন নাই।" ঐ পত্তে সহাত্মা লিখিরাছেন—"আমার বিক্লছে ইস্তাহার সকল প্রচার করা হইতেছে আমাকে গালিগালাল করা হইতেছে। আমার লেখাগুলিকে বিকৃত ভাবে প্রকাশ করিয়া আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইতেছে। আমি উহাতে মোটেই কুদ্ধ হই না, যাহারা জনসাবারণের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, তাছারা এই ধরণেই ব্যবহার পাইয়া थारक । अन्दारकान अ ममस्य मूक्त कविया हिलालके लाख्यान हम । আমি বছদিন হয় ঐ সক্ষ সহা করিতে অভান্ত হইগাছি।"

গুলারটের ছয়িজনকৈ সংখাধন করিবা অপর একখানা পত্রে মহারা লিথিয়াছেল,—"দু'দিন আগেছ হউক, পত্রেই হউক, মন্দির প্রবেশে অপরাপর হিন্দুদের তুল্যাধিকার ভোমরা পাইবেই, কিন্তু ভগবানের পুলার্চনার আন্ধনিরোম করি:ত হইলে অস্তরে বাহিরে ব্যা স্তব্ অই হওরা বাছনীয় । অস্তু হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে অপরিক্ষার অগ্নিক্ষার



পু**ঙ্গপা**ত্ত—

আছে, ওলর বেধাইও বা বাহার। ভূল করিয়াকে, তাহাদের গৃহাত্ত ক্রমণ্ড অমুসরণ করিও না।

"গুজরাটের তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি লিখিত খোলা চিটিথানার মহাক্সা লিখিরাছেন—"অধুনা এবেশে যে ধরণের অম্পৃঞ্জতা বিচামান এবং যাহার উচ্ছেল সাধনে আমি অনশন অবলন্ধনেও প্রস্তুত, উগ হিন্দুধর্ম কেন, জগতের কোন ধর্মই অনুমোদন করে না। উহা কেবলমাত্র দেশাচারদক্ষত। বেশাচারকে যদি ধর্মের অনুশাসন বলিয়া এংগ করা যার, তাহ। হইলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্যা।"

वर्खभारन हिन्मुमभारकत भर्पा वह कू-अथा विश्वभान-किन्न हैहात কোনটাই ধর্মামুমোদিত নহে। কিছু আমার কথা হইতেছে এই যে এই দকল বাাধা। বিচারের দমর কি এই ? আমি ১৯১৫ দাল হইতে আগনাদের নিকট বক্ত,ত! দিয়া আসিতেছি, অপ্রশুত। সম্বন্ধে আপনাদের निकडे आमि अत्नक किছ विविध ह, आश्रनात्रां छेरात छेराक प्राथत्नत প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন-একণে হয় ঐ প্রতিশ্রুতি পালন করুন, নতুবা-এখানে মহাস্থা ইক্ষিতপূর্ণভাবেই বাক্টি অসমাপ্ত রাখিয়াছেন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকেই বাকাটী সম্পূর্ণ করিতে অমুরোধ জানাইয়াছেন (ইহার অর্থ এই বে, এ এতিঞ্জি যদি বর্ণহিন্দুগ্র পুরণ করিতে ন। গাবেন, তাহা হইলে মহাস্থা মরণ বরণ করিবেন)। মহাস্থা লিপিয়া-হেন--আমার অক্ষুভাতা বৰ্জন কাৰ্য্তালিকার মধ্যে অন্তর্বিহ ব। একতা পান ভোজন অন্তভ্জি নহে, অম্পুষ্ঠতা হর্জনের অর্থ-ক্ষলে, বাড়ীতে, দেবমন্দিরে, হোটেলে ও অপরাপর স্থানে বর্ণহিন্দুদের প্রতি আমরা যেরূপ আচরণ করিয়। থাকি, হরিজনদের প্রতিও টিক তদ্রুপ আচরণ করা। আপনাদের মন হইতে এবং আচার ব্যবহার হইতে স্পাম্প্রাম্মের এই পার্থকা বিদ্বিত করা আপনাদের হম্পষ্ট কর্তব্য। হরিজনগণ যদি অপরিকার অপরিজন্ম হইয়া খাকে, দেজভা তোমরাই দায়ী। আমার কথা বিশাদ করুন, অস্থাদের প্রতি আমাদের এই যে আচরণ ইছা ধর্ম নছে। হিংসা যদি কথনও ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে তথনই অম্পুশুদের প্রতি আমাদের আচরণকে ধর্ম বলিয়া মনে করা যাইতে পারিবে। অপ্রশুতার কলম্ব বিদ্রিত হইলে ক বনই বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম বিলুপ্ত ছইৰে না।

মহাস্থা গুল্পরাটের বর্ণ হিন্দুগণকে অপ্যুক্ততা বর্জন করিয়া এবং হরিজনগণকে উন্নত করিয়া হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিয়ার অঞ্রেধ জানা-ইয়াছেন। গুল্পরাটের হরিজনগণকে সম্বোধন করিয়া মহাস্থা সিধিয়াছেন যে, একণে তাহাদের মহাস্থার কথা অনুযায়ী চলিতে হইবে, উাহাদের মধ্যে যে সকল কুপ্রথা আছে। উহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। মৃত পত্তর মাংস ভক্ষণ ও পানলোহ বর্জন করিতে হইবে ও পরিকার পাঠিচছন থাকিতে অভ্যুক্ত হইতে হইবে। মহাস্থা এই নির্দেশের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন যে, ছরিজনগণকে আস্থান্তজ্ঞির এই ব্যবস্থা অফ্ট ইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই পত্র ছইখানা গুল্পরাই অস্পৃত্যতা বর্জন সজ্যের হাতে পড়িয়াছে, এবং উহার ৫০ সহত্র করা ইইবে। ইইবারে, গুল্পরাটের প্রত্যেক সহরে ও প্রামে উহা বিভরণ করা ইইবে।

পার্লোকগত জন গলস্ওয়াদি ঃ—এগিছ ইংরেজ উণভাসিক ও নাট্যকার জন প্রকৃত্তরাদি ৩১শে ভাতুরারী পরলোক গনন করিরাছেন। তাঁহার সময়ের এখান সাহিত্যবাধিকে ভিনি অক্ততম। গত বংসর তিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করিরাছিলেন। গলস্ওরাদি ১৮৯৭ খ্রীষ্টান্দে ক্ষমগ্রহণ করেন এবং হেরো ও অঙ্গার্ডের নিউ কলেন্তে নিকাগত করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টান্দে অক্সাতিতে বোধরান করেন কিন্তু ওকাল্ডি না করিরা আনেরিকার ব্যারী কানাতা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্দিণ আফ্রিকা, ইনিক ও করিরার তিনি বিভূত্ত

ভাবে জমণ করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি সংবাদপ্রসেবার আলুনিরোর क्रिंतन अवर ३৮३३ बृंहोस्स উপशांत लिबिए ब्यावस करवन। किस অধ্য অধ্য তাহার উপস্থাদ বিশেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ১৯৬৬ बिहारक छोट्डे मार्कारकृष्ठ উপস্থাन "कि करमाई है मानात" शब्म शक्क "দি ম্যান অব্প্রপাটিদ" প্রকাশিত হয়। এই উপ্রভাসে তিনি করেক-পুরুষ ধরিয়া এক ধনী পরিবারের ত্যাগের ইতিহাস লিপিবন্ধ করিয়া-ছেন। পুস্তকটি ছয়টি বড় ও চারিটি ছোট উপক্তাদে বিভক্ত এবং বাইৰ বৎসর ধরিয়া ইহা লিখা হইয়াছিল। শেব উপস্থাসটির বেশীর ভাগই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ দক্ষিণ আফি কার অবস্থানকালে লিখিত হুইম্বাছিল। ইত্যবদরে গলদ ওয়াদি আরও বহু উপস্থাদ, নাটক ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সব লেখার প্রধান হার, নির্যাতিত মাত্র ও পরের আছ করণা, সেব, স্তা বিচার এবং জাবন সম্বন্ধে নৈরাভাবাদ। "আইস" নামক নাটক লিখিয়া তাঁহার খ্যাতি অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এই नांडिएकत करण है:बा'खन (जल मरकान हन। शामवार्ट्स 'कांडिएनड" অভিনয় সালে কয়েৰজন প্রীলোক মৃচিত্ত হইলা পড়েন। ইহা হইছেই বুঝা যাইবে তাঁহার নাটক সমূহ কতদুর বাস্তব এবং উহারা মানৰ মনে কি গভীর রেখাপাত করে। অনেকের মতে "ইাইফ" তাছার স**র্ব্যাথান** नांद्रेक । अलम् उग्रानित हिर्द्धितम् इ माधात्रायत कार्या त्यानाम कत्त এবং পাঠন ভাহাদের চকু দ্বারা সম্পান্যিক ইতিহান পাঠ করিতে ও তাহাসের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া কি তাহা বুঝিতে পারেম। ভিমি উ৷হার লেখা বরাবর পাঠ করিতেন এ গং নির্দয়ভাবে পরিবর্ত্তন করিতেন। তাঁহার শেখা বেশীর ভাগই টাইপ করিতেন তাঁহার স্ত্রী এবং ডিনিই ছিলেন ভাষার লেখার তীব্রতম সমালোচক। গল্পওয়ার্দ্দি ভাষার জীয় তীক্ষ সমালোচনা ক্ষমতার মূল্য ব্বিতেন। তাহারই উপথেশে ২৮ বংসঃ বছদে তিনি মাহিত্যিকেঃ কাজ অবলধন করেন। ভাছার সামাজ কিছ স্বাধীন আর ছিল ফুডরাং সাধারণত: যে কারণে লোকে লিখিয়া খাকে তাঁহার দে প্রয়োজন ছিল না। তিনি বে সব সংখ্যা চার্ছেন তারা মির্দ্দেশ করিয়া বলেন, শিশুদিগকে পশু-পশ্চীর প্রতি সমন্ত্র হইতে শিকা দেওয়া আবশুক। পশুপকী হত্যা করিয়া শিকারের আমোদের তিনি প্রবল বিরোধী হিলেন। তুদর্শকারী পতিভাদের অভি তিনি যথে প্রযুক্ত ব্যবহারের দাবী করেন। তাঁহার মতে হয় মজিছে হত্যা সাধন ও সাময়িক উল্ভেখনা বলে হত্যার মধ্যে পার্থকা করিয়া দভের তারতমা করা উচিত। ভাস্থবের ধ্বংস্কারীদের লক্ষা ক্ষামিলা তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতি রবিবারে গির্জার এইরূপ প্রার্থনা করা উচিত-" ह अञ् आभाषित मगरवर लोकरात स्कृति मां ।" अक्रतहरू গোলবোলের নিপাত করার জল্প তিনি অমিক ও মালিকদের একটা মিলিত স্থায়ী সমিতি গঠনের উপদেশ দিয়াছেৰ। তিনি স্বা**লনৈতি** प्रमापनि इरेट औ विवय वाप पिटा वनियादिन,—छाहा इरेटिह-मार्गि, बखी ও विरम्नागंड। यनि निक्निन्तरक वश्वर्रात ( छाउरबन्त ) दक्षायक केळात्रन निक्तकां का हरे छिट निवान इस छटन किनि मान करतन ट्य. क्वांडिश्ड देवमा चानकें। पुत्र क्ट्रेट्य। अक ममद्र भगम्बद्राची নাইট উপাধি প্রত্যাধ্যান করিয়াছিলেন কিন্তু ১৯২৯ সলে তাঁহাকে অৰ্টার অব ষেরিট উপাধিতে ভৃষিত করা হয়। ভাষার অস্থানুত ৰিভিন্ন ভাষার অমুদিত হটগাছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উাহার बाठक मन्द्र माध्रद अधिनील इहेरल्टर धरः वर्डमानवृत्भन्न मार्स्वनीन है: दिवस त्मबक बनिया किनि कथाय आसा गाहेरकट्टम। ১৯৩० महि জ্ঞান্ত "এগজেপ" নামক মাটকথানিকে স্বাক কিলে রূপান্তরিত কর্মা मबद्ध छिनि दाथा श्रमा कविवाहितन ।

### দেশের ছঃখের মূর্ত্তি

### শ্রীরবীজ্রনাথ ঠাকুর

चारतकित चार्यात कथा, यथन वाश्वारतस्य चरत्य সম্বন্ধে প্রথম মনের উদ্বোধন হোলো তথন আমার বরেদ অল্ল। তথনকার দিনে আমার দাদা, রাজনারায়ণ বাবু, নবগোপাল বাবু এবং শিক্ষিত সমাজে যাঁৱা नक श्री कि हिलन जैं। त्र वाहे भिला श्री विम्रु (भना অহুষ্ঠান করলেন। সে ছিল বার্ষিক মেলা; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে মনকে সঞ্চারিত করা, উদোধিত করা। তথনকার দিনের সাহিত্যেও এই দেশাত্মবোধের প্রকাশ ছিল; মুক্তির জত্ত স্বাধী-নতার জন্ম কামনার আভাস দেদিন ফুটে উঠেছিল। জ্বার ক্রমে এইভাবে ভত্রসমাঙ্গের মধ্যে এই রাষ্ট্রবোধ জাগরিত হতে লাগল। তারপর যথন আমার বয়েদ অধিক হোলো, তথন দেখলেম কংগ্রেসের স্চনা रुखार ; अनक्षक रेश्त्र । आभारत तनीग्रतत মধ্যে স্থরেনবাবু, ডিরিউ, দি, ব্যানার্জি প্রভৃতি যোগ मित्र এই कश्रधान अञ्चल्लानत मध्य नित्र त्राहेरवाध জাগ্রত কর্বার চেষ্টা কর্লেন। সেদিনের এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে ছটি ভাববার কথা আছে। প্রথম. হিন্দুমেলার আরম্ভে সমগ্র ভারতের রূপ ছিল না: ভা'না থাকবার প্রধান কারণ বাঁরা এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত हिल्लन छात्रा नगत्रवामी,--भन्नीत मर्क छात्रत मद সম্বন্ধ বিচিছন ছিল; সামাজিক ও প্রাণের চুইই। তথনকার দিনে নগরে যাঁরা প্রাধায়লাভ করেছিলেন छाँएसत्र अधिकाश्मेह हिन्तू। भूगनभानएमत्र मश्या हिन স্বল্প: নগরের আকর্ষণ তাদের ছিল না ভারা ছিল खार्य।

কংগ্রেসের আরক্তে জনসমাজের সাড়া পাওয়া যাগনি; তার৷ ছিল অন্ধকারে আছের, শিক্ষিত সমাজের মত নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শক্তি তাদের ছিল না; কারণ তারা অবোধ, তারা অঞ্চান তাদের শিকা নেই। তথনকার দিনে ভদ্রদমান্তকে নিয়েই দেশ, জনসাধারণ ছিল অবজ্ঞার পাত্র। যে কোনো উন্নতির চেষ্টা তথন হচেছিল তা' এই অবনত জনসাধারণকে বাদ দিয়ে।

দেনিন রাজভাষা ছিল আমাদের শিক্ষিত সমাজের মাতৃভাষা,—রাষ্ট্র-সভাষ সেই ভাষারই প্রচলন ছিল। মায়ের মৃথের যে ভাষা সেই বাংলা ভাষার দিকে তারা ফিরেও তাকাননি এবং সেই সলে দেশের গ্রামবাসীদেরও অবজ্ঞা করা হোলো। যদিও তথন সমগ্র ভারতবর্ষকে ইংরেজী ভাষা ছাড়া সম্মিলিতভাবে দেখবার কোনও উপায়ই ছিল না, তবুও বাংলা ভাষাকে আমরা সব দিক দিয়ে উপেক্ষা করে এনেছি; তারি সল্পে বাংলার পল্লী-মায়ের ছেলেমেয়েদের হুথ হুংপের কথা বুঝতে চেষ্টা করিনি, তারা মনের ভিতর থেকে হুদ্রে পড়েছিল।

আমার সেই অব বয়সের দিনে পরম সোভাগ্য ঘটেছিল—এই গ্রামবাদীদের কাছে আদ্বার। তথন আমাদের জমিদারীর ভার ছিল আমার উপর, সেই পত্রে গ্রামের লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তার ঘনিষ্ট সম্বদ্ধ হাপন করবার হুযোগ আমার হয়েছিল। সে আমার জীবনে আব্দ পর্যন্ত একটা অমূল্য সম্পদরণে প্রতিষ্টিত। তথন সেই নিরক্ষর নিরন্ন গ্রামবাসীদের অব্যক্ত হুংখ কেলন আমার হৃদ্য গভীর ভাবে স্পর্ল করেছিল; আমি তাদের আমার সমন্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভাল বেসেছিলাম, তারাও তাদের সমন্ত অস্তরের সঙ্গে আমায় ভালবেসেছিল। তথন আমার চোথে পত্তল ঘে, কনসাধারণের মধ্যে প্রাণের স্পন্তন ক্ষীড়ন, অবজ্ঞা ও অপমানের চোথের ক্ষ্প আমাদের কাছে অক্ষাত ছিল। আমাদের সাহিত্যেই

ভাদের হংশের কথা প্রকাশিত হয়নি। ভাদের হৃদরের কাছে এসে দেখলেম ভাদের ভ্রুমার জ্বল নেই, কুধার জ্বল নিংশেষ, পীড়িত হ'লে রক্ষার জ্বল দৃষ্টি নেই। রাষ্ট্রনেভারা ছিলেন এদের প্রতি উপাদীন। বারা সমাজপতি, যারা শিক্ষিত ভারা সবাই নিক্টেই হয়ে ভুরু নিজ্বের স্বার্থ নিয়ে বসেছিলেন। ভার কারণ এরা নিজেদের প্রকাশ কর্তে পারেনি; এরা চীৎকার করে বল্তে পারেনি এদের হুংখ দৈল নির্যাতন, এদের লাঞ্চনার কথা।

তথন পল্লীগ্রাম ছিল নানা জাতির শিক্ষিত অশিক্ষিতের উচ্চনীচের ঐক্য স্থল। সেধানে সামাজিক অষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে সকলের সমান অধিকার; সেধানে শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু-মুসংমান সকলে একসলে মিলেমিশে জীবন বাপন কর্তে বাধ্য। কিন্তু ইংরিজি শিক্ষিত বাব্র দল গ্রাম ছেড়ে চলে এল এবং পরে যখন তাদের উপকার কর্তে গেল তথন সে উপকারের মধ্যে অন্তরের অন্তর্ভতি ছিল না—দে ছিল ঐখর্ষ্যের অন্তর্ভতি ছিল না—দে ছিল ঐখর্ষ্যের অন্তর্ভার ।

তাই তারা বাবুদের উপকারকে ভয় করত। প্রতি পদে পদে তারা উপকার পেরে অপমানিত হয়ে ংসেছে 'ঠকে' এসেছে: তাই যারা উপকার করতে আদে তাদের প্রতি ওদের বিখাস নেই। দেই বিখাস জয় করবার চেষ্টা আমাকে সব দিয়ে কর্তে হয়েছিল এবং আমি তা' পেয়েও ছিলেম। আমি দেখেছিলেম বে, দেশের ধারা গৃহস্থ তাদের শিক্ষা ছর্বল, সে শিক্ষা দেশের ক্ষমিতে শিক্ড বিস্তার করতে পারেনি। চোধ বুলে আমরা বিদেশী শিক্ষার নকল করে এসেছি, প্রাণবান শিক্ষা আমরা পাইনি। আজে দেই শিক্ষার প্রয়োজন। ভাই আমার বছদিনের চেষ্টা ছিল বে **८**हे कनमाधात्र शाता, शाता कत मिरा त्रक मिरा प्तरभंत ल्यांनरक दांहिरत स्त्रत्यह, यात्रा स्म्यत्क मानात উপর ধারণ ক'রে রেখেছে—বেমন বাস্থকী ধরিত্রীকে ধারণ করে আহে-ভারা কি করে শক্তি লাভ করবে। এক সময় কেশের ভিত্তি ছিল পরীতে। (मरनंत्र भक्ति इक्ट्रिंस हिन व्यक्ति आरम व्यक्ति प्रस्त ।

আৰু সে শক্তিকে আমরা টেনে এনেছি নগরীতে श्रामवात्रीत्मत्र वृद्धन, कौन, जनमानिष्ठ करत्र। उपन-কার দিনে সামাজিক ঘোগস্তত্তে ত্রাহ্মণ নমঃশুত্তের मर्था जामान श्रमान हिन, जाजीयकांत मध्य हिन। জমীদার তার কর্ত্তব্য করেছে, পুরোহিত তার অহুষ্ঠানে স্বাইকে ভেকেছে। এই আত্মীয়তার সম্বন্ধ সেদিন ছিল বলে গ্রামবাসীদের পীড়ন করেনি। **ছঃথের ছক্ষ** হোলো তথনই যথন ভদ্রণমাজ বিলাদের লাল্সায় সহরের আকর্ষণে দলে দলে গ্রাম চেডে চলে এল। (अमिरनत (महे क्यानत मामाक्षिक वावशा (अरक गफ्ना। যারা পতে রইল তারা উপেক্ষিত অবজ্ঞাত। যেমন নদীর স্রোভ মরে গেলে তলার পাক ও পাধর কঠিন. পীডাজনক হয় এ তেমনি। দেশের আন্ধরিক তুর্গতির স্থক হোলো সেদিন থেকে, এবং শিক্ষিত সমালই তার জন্ম সম্পূর্ণ দায়ী। তথন দেশের নেতারা মেতে ছিলেন নিধেদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থার ভয়। উপরের শ্রেণীর স্থপ-স্থবিধা আলোচনা করাই ছিল তথনকার Political agitation এর মূলকথা। আমরা তথন গাছের ফুল ও ফলের প্রক্রণ ও পরিস্টির কথা ভেবেছি – কিন্তু যে মাটি থেকে রস আহরণ क्दत शाह कृत काठीरव, कन शाकारव तिहे माहित्छ থাতা যোগাতে আমরা পারিনি। পল্লী-সমাতের কাচ থেকে আমরা ওগু ভবে নিয়েছি, তাকে ফিরিয়ে দিইনি কিছুই। তাই তারা অঞ্জান। যেখানে দৈ। অবজ্ঞা দেখানে বাঁচবার আশা করা মিধ্যে—সেধানে আমরা মরতে বাধা।

যেদিন প্রথম ক্ষীণ শক্তি শৃক্ত ভরদা নিয়ে এই
কালে নামলেম তথন অদেশবাদীর। আমাকে সাহায্য
কর্তে এলেন না! তাঁদের কাছে শুধু নিন্দার তীত্র
বাক্য পেরেছিলাম। সমস্ত নিন্দাকে মাথা পেতে নিজে
একলাই দিনের পর দিন আমার সব কিছু দিয়ে, এই
অম্প্রানটির মধ্য দিয়ে গ্রামবাদীদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার
করবার চেষ্টা করেছিলাম। তথন কাউকে আমার
পালে পাইনি, কেবল কালীমোহন তার কর পরীর নিয়ে,
স্কুরে পতীর প্রেরণা ও সেবার উভাগে নিয়ে আহার পালে

जार में फिराइकिन। या' मीन निःमहात्र कारन, तन्मात्र निम्मा व्यप्रशंन निक्क कात्र प्रशं निरम्न, कीन प्रस्तन हार व्याप्त कात्र करतिक करतिकाम का नाहरतित निक निरम नाहरति व्याप्त करति कर निष्य नाहरति व्याप्त करति व्याप्त व्याप्त करति व्याप्त व

লোকে আমাকে জিজ্ঞানা করে এনেছে আদ এই রাষ্ট্রনৈতিক নোলোবোনের দিনে তৃমি কি দিলে, কি করলে। এর উত্তর মুখে দেবে! না, উত্তর একদিন আপনা খেকেই ফুল ফলে প্রকাশিত হবে। আমি বখন নিন্দিত হয়েছিশাম তখনও উত্তর দিইনি, জানি কথার উত্তর প্রকৃত্ত উত্তর নয়, তাতে শুধু কথা কাটাকাটিই বাড়ে। আমার কাজ আমার উত্তর দেবে।

আমার এই অমুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি চেমেছিলাম প্রামবাদীর শিক্ষাদানের ছারা বুঝিয়া দিতে—কোথায় তাদের কি প্রয়োজন, কি দাবী। বেদিন ওরা বুঝতে পার্বে নিজেদের দায়িত্ব দেই দিনই স্থক হবে দেশের প্রেক্ত কাজ। আজকের দিন সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে হিক্সুম্নলমান নমঃশুদ্র আলগের মিলন-গ্রন্থিকে দৃঢ় করা, সত্য করে তোলা। আজ বাঁরা বাইরে থেকে এই অমুষ্ঠানের উৎসবে ঘোগ দিয়াছেন তাঁরা দেশ্ন বড় ছংশের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এই অমুষ্ঠান জাগ্রত হয়ে উঠিছে।

কোন মঞ্জ কাজ বিভিন্ন হয়ে করণে বেদনা থেকে বায়। আমাদের এই দক্ত কাজের মধ্যে যে গভীর বেদনা নিহিত সে কাউকে সাহায্যের জ্ঞানা পাবার বেদনা। সক্লকেই পাবার আশা করেছিলাম, কারণ ভার্থের জন্ত ভাকিনি। নিজের ভার্থকে এর ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিসৰ্জন দিয়ে খণেশবাসীকে ডেকেছিলেম এই কল্যাণ এত সাধন করতে

আমাদের দেশের জনকয়েক সাহিত্যিক লিখে জানিয়ে ছिলেন যে, आমি দেশের এই চুর্ফিনে ভাববিলাসে মধ কেবল কবিছাই করি। অনেকেই বলেছেন রবীক্রনাধ ঠাকুর কবিত্ব নিয়েই মেতে আছেন। একথা ভাগু বাংলা-দেশ আমায় বলেছে, সমুদ্র পারের লোকেরা নয়। আমার দেশবাসীরা মনে করেন-কর্ম করেন তাঁরাই, যারা ভোটযুদ্ধ ও ভোট গণনায় বাস্ত। এই অভিযোগের প্রতিবাদ রয়েছে আমার এই কর্মকেতে। ত:খের সদে জানাতে হোলো যে আমি শিকিত সমাজের কাছ থেকে किছूरे (भनाम ना, किन्ह आमात्र माचना अध এই এवः এই বিশাদ নিয়েই আন্ধ আমি আমার কান্ধে এতদুর অগ্রসর হতে পেরেছি যে. গ্রামবাসীরা আমাকে প্রমান্তীয় করে নিয়েছে। তাদের অস্তরের ভালবাসা ও উপকার আমি পেয়ে এসেছি। আজ আমি বিনা দিধায় বলতে পারব যে, এই অফুষ্ঠানের বিনাশ নেই, এ প্রতিদিন শাখা প্রশাধায় ফলে পল্লবে বিস্তার লাভ করবে। আমার এই স্ষ্টিকার্য্যের প্রধান সম্পদ আমার চারিপা শের গ্রামবাসীদের শ্রদা। আমার বিখাস বে, আমি আমার মৃত্যুর পর্কো দেখে যেতে পারব যে আমার কাজ আপনাতে আপনিই বিকশিত হয়ে উঠেছে। ৩৩ কোটীর জ্বন্ত ভাৰতে পারিনি, ভাববার মত শক্তি সামর্থ্য ছিলনা। এই প্রান্তরের প্রাক্তরে দহীর্ণ দীমায় বে আলো জবেছে, আমার দুচু বিশ্বাস এই ষে, সে একদিন না একদিন সমগ্র দেশকে আলো দান করবে।

যে প্রাণীপ এখানে জলেছে তা ক উৎসর্গ করলেম দেশের জন্ত। আমি শুধু চাই আমার অন্তরের বন্ধু গ্রামবাসীদের প্রছা, সহযোগিতা, যাদের মুখে বাণী নেই যাদের ভিতরে আলো জলেনি। তারা নিঃসঙ্গোচ নির্বিদ্ধে তাণের যা কিছু আহতি দেবার জন্ত নিমে আহক এই ষক্তকেত্রে এবং তাই নির্বাণহীন নির্মণ আলো হরে চিরকাল জনবে।

( শ্রীনিকেডনে রবীন্ত্রনাথের বক্তৃতা—শান্তিনিকেডনের শ্রীনাগরনর বোব কর্তৃক অস্থানিকি ) ১



অধিকাংশ বর্তমান সাহিত্যিক আরু যতই জামুন. সংযম যে সর্বাপেকাবড় সাহিত্যধর্ম, তাহা তাঁহারা জানেন না। সংযমই সাহিত্য রচনার ও রস-স্টের মূলমন্ত্র একথা তাঁহারা স্বীকার করেন না বলিয়াই তাঁহাদের বিক্দ্ধে অভিযোগ নানা আকার ধারণ করিয়া মুধর হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত এই সংযমের সীমানা কোথায় কেহ জিজাদা করিবেন। সংযমের সীমানা সভ্য-শিক্ষিত ক্বত-বিঅ ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া দিতে হয় না. তাঁহারা জীবনের সর্বকেতেই সংবম রকা করিয়া সভ্যসমান্তে সম্মানে চলিভেছেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রই কি সংঘ্যের সীমানা ধরিতে পারিবেন না? এবিষয়ে রবীক্সনাথের রচনাকে जानर्न ধরিলেই গোল চুকিয়া যায়।

नत-नात्रीत देवस श्रान्य रुप्तक जात कदेवस श्रान्य হউক উদাসীনভাবে তাহার প্রাসন্ধিক বর্ণনায় কোন দোষ নাই। কিন্তু ষ্থনই, আন্যোপান্ত মূলস্টির সহিত সামঞ্জ না রাখিয়া, সমগ্রের সহিত কলাশৃথ্যলার সমন্ধ ভূলিয়া গিয়া, লেখকের মন ঐ বর্ণনাতেই কামাবেশ-সঞ্চারে অতিরিক্ত রসিয়া উঠে, মোহাবিষ্ট লেখনী সহক্তে বিষয়াম্বরে যাইতে চাহে না,—তথনই সংঘদের ( অন্তত: ভাষায়) वित्मव श्रास्त्राचन इहेश छेट्छे।

लिथक्त आबू-मञ्जू मश्यामत कथा यात्र कतिया দিতে পারে। মূলের সহিত সামঞ্জ-রক্ষা না কবিয়া মস্প্ৰল হইবা কামকেলি বৰ্ণা করিলে সে বৰ্ণিত অংশ -গমগ্র ব্রচনার অংক অর্থ দের (Tumour) এর মন্ত বিকট रहेशा छेडिरन । वछहे चुन्हें, ठिकन ७ चुन्ने इछक चर्क्रम কখনো <del>অন্ত</del>-সৌঠব বাড়ে না।

একলা নাগরগণের 'বিলাসকলাত্ত কুত্তন' পরিভৃতির

জ্ঞ কামলীলার বর্ণনা সাহিত্যে তলিতা পরে ধর্মের নামে. সহজ্ঞিয়া রস-সাধনার নামে আমাদের দেশে দৈহিক লালসা ও বিরংসা সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। এই সকল সাহিত্যের অস্তারাও বদ-শিল্পী ছিলেন। এমুগে ঐশ্বপ রস সাহিত্য শ্রেষ্ঠ শিল্পী দারা রচিত হইলেও কেহ সহ कत्रिय ना।

আত্তকাল আবার বৈজ্ঞানিক সত্যের দোহাই দিয়া রিরাংসাবৃত্তির বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। গাঁহারা একার্য্যে बड़ी, डाहात्रा त्कररे ध्यष्ठ मिद्री नरहन, कमाधीत ভব্যতাটুকুও না থাকায় তাঁহাদের রচনা ব্দয় হইয়া উঠিতেছে। ইহারা কামকে বিষয়বস্ত-হরূপ অবলম্বন করিয়া স্থলভ সাহিত্যও রচনা করিতে পারেন না, কামকেলির মোহমন্ত্ৰী বৰ্ণনাকেই সাহিত্য মনে করেন। উপাদান উপকরণ যভই হেয় বা অবস্থ হউক ভাহ। যথন কোন গঠন-সৌষ্ঠবের বা শিল্পশীর অকীভূত হল তথন তাহার আদিম নিজস্ব ক্ষয়তা আর থাকে না। কিছ ঐ উপাদান উপকরণ এর পুঞ্জকেই কোন গঠনও বলা বার ना, दकान मधाना । निष्ठ भावा यात्र ना ।

माहिजा-त्मवात्र नात्य बाहात्वत्र कांयनायत्र आकांनन, ৰবির কথায় বলিতে গেলে.-

দেহ ভরি' কর' পান কবোঞ্চ এ প্রাণের মদিরা, ধুলা মাথি খুঁড়ি লও কামনার কাচমণি হীরা। অনু পুটি লব মোরা কালালের মত धत्रशौद अनवूश कति विव कछ নিংশেষ শোষণে, কুগাতুর দশন আঘাতে করিব কর্ম্বর

-छाहांद्रा धत्रशीत कि नन्तम बाफाइरव ? 'नम्बीरशद'

বৃত্তিপ্রবৃত্তি লইয়া কোন' কল্যাণের কৃষ্টি সম্ভব নয়— সাহিত্যই বা জন্মিবে কিরুপে ? এই কামনাময়ী বৃত্তির সহিত পণ্ডিভার যোগ থাকিলে আরো বেশী অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে—

মণিনা ভৃষিতঃ দর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্কর 🕍

কলা-সৌন্দর্যোর দিক হইতে কামকেলি বর্ণনা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা, অন্তান্থ সমস্ত মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি সম্বন্ধেও তাহাই।

খভাব বর্ণনাতেও অবিকল পুঞায়পুঞা নিংশেষ করিয়া বলিবার প্রয়াসও অসংঘমের লক্ষণ! এ বিষয়ে সংঘম অবলম্বন করিলে রচনা ব্যঞ্জনাময়ী হইতে পারে—বর্ণনা ফোটোগ্রাফীর অবৈচিত্র্য হইতেও রক্ষা পাইবে। ফটো গ্রাফী ত উচ্চ শ্রেণীর আর্ট নহে।

সঞ্জিনা ফুলও স্থলবিশেষে প্রয়োগগুণে সাহিত্যে চলিতে পারে—কিন্তু জোর করিয়া ঐ শ্রেণীর ফুলের তালিকা দিলে অথবা চাঁপো বেলা চামেলী গোলাপ জুইকে অপমান করিয়া কিংবা তাহাদিগের হীনতা প্রমাণের জন্ত সঞ্জিনা ফুলকে অথবা মধ্যাদা দিলে যে অসংয্য বা উদ্বত অধীরতার ভূল ফুটিয়া উঠে, তাহা সাহিত্যে রস্কৃষ্টির অস্তরায়।

সাহিত্য যে কেবল অভিজাতসম্প্রদায়ের সেবা করিবে ইহা কখনো বাঞ্নীয় নহে। তাহাকে দীনত্বখা অধংপতিত পতিতা অহুয়ত জনশ্রেণীর ব্যধার ব্যধীও হইতে হইবে। কিন্তু তাহাদের অধংপতনের সীমানা দেখানো-ইত সাহিত্য নহে। তাহাদের অশ্র বর্ষণের অফুপাতা মুসারেও সাহিত্যের মর্যাদা নির্দিষ্ট হইবে না। দেখানেও সংযমের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহাদের অকারঞ্চক চিত্রত তাহাদের পল্লীতে বেডাইয়া অসিলেই দেখা যায়। সাহিত্যিককে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া দেখানেও সৌন্দর্য্যস্ট করিতে হইবে। Municipal Inspector নহেন,—সমন্ত গলি ঘুঁজি গুহা কোটর ভন্নভন্ন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে বা দেখাইতে इटेर ना। मध्यक (मधनीय बाधनाय हेक्कि घाटा দেখাইতে পারে ও ভাবাইতে পারে অবিকল বর্ণনা তাহা পারে না। সাহিত্যিকের মনে রাখিতে হইবে পতিত

অধমের জীবন চিত্র দেখানোই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—
তাহাদের জীবন লইয়া সাহিত্য স্থাইই উদ্দেশ্য। সেজ্য
এইলে সহায়ভূতির উচ্ছাদের মধ্যেও সংযম চাই।

উপত্যাসের মধ্যে স্থাশিক্ষত পাত্রপাত্রীদের কথোপকধন বিভাবত্তা প্রকাশ বা বক্তৃতা বিলাসে পরিণত না হয় সে বিষয়ে নতর্কতার প্রয়োজন আছে। তাহার ভাষাও মাহাতে বাংলা হরপে ইংরাজী (Anglicised) অপবা অতিরিক্ত পোঁচালো না হয় সে বিষয়ে সংষত হওয়া উচিত। আবার নিম্প্রেণীর ইতর পাত্রপাত্রীদের মুখে,—অক্কৃত্রিমতা স্থান্তর লোভে যেমনটি তাহারা বলিয়া থাকে, ঠিক তেমনি অভব্য কথাবার্তা বসানোই উৎক্রপ্ত সাহিত্য নয়। এ বিষয়েও সংযুগ্যেজন আছে।

তাহাদের ম্থের সকল কথাই সাহিত্যের মধ্যাদা পাইতে পারে কি? ছইজন নিম্নশ্রেণীর লোকের কলহের কথা অবিকল যদি গ্রামোফোনে ধরা যায় অথবা পুস্তকে লেখা যায়—তবে কি সাহিত্য হইবে? উপন্যাদের মধ্যে পাত্র পাত্রীর ম্থের কথাই থাকে তাহার অধিকাংশ জুড়িয়া। কোন' উপন্যাদের ঘটনাসংস্থান যদি কোন জেলার পল্লীবিশেষ হয় এবং তাহার পাত্রপাত্রী যদি তাহাদের নিজের ভাষায় নিজের উচ্চারণে সমস্ত কথা বলিতে থাকে—তবে উপন্যাদখানির আগাগোড়া সাহিত্যের ভাষায় অস্থবাদ করিয়া লইতে হয় না কি? স্বাভাবিকতা স্প্টি বিষয়েও সেজন্য সংখ্যের প্রয়োজন আছে।

চল্তি ভাষা, সাহিত্যের ভাষা বলিয়া ইনানীং
চলিয়াছে। বর্তুমান সাহিত্যিকগণের অনেকেই এই চল্তি
ভাষার পক্ষপাতী। কিন্তু চল্তি ভাষার অর্থ ইতর
ভাষা নহে,—যে ভাষা ভদ্রলোকের মুধে মুথে চলে
তাহাই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গণ্য। গ্রাম্য ইতর
লোক বা অশিক্ষিত লোক শোভনতর মার্ক্তিতর
ভাষার অভাবে যে ভাষায় কোন' প্রকারে ভাব প্রকাশ
করে ভাহাকে সাহিত্যের ভাষা করিয়া ভোলা অসংযম
ও উচ্চুঅলতারই লক্ষণ। উপন্যাস-নাট্যাদিতে পাত্র
পাত্রীর মুথের কথা হিসাবে ভাহা অনেকক্তের কিছু
বৈচিত্র্যে সম্পাদন করে স্বীকার করি,—কিন্তু আগাগোড়া
সেই ভাষাতেই গোটা বই লিখিলে বক্তব্যের মন্থালা

রুক্তি হইবে না। বাংলা ইভিয়ম ব্যবহার করার ভাষা বেশ জোরালো হয় সভ্য, কিন্তু 'টেনে বুনে' জোর করিয়া ইভিয়ম ব্যবহার অথব। খে সকল ইভিয়ম স্থাবিচিত নয়, সহজ্ব সরল সাহিত্যের চিরপরিচিত ভাষার বৃদ্যে সেগুলিকে জোর করিয়া চুকাইলে ভাষার প্রসাদ-

বাক্যে শব্দ বাছলা, শব্দে বাছলা অক্ষর বাছলা, ক্রিয়া e किया-विरमयरणत व्यवणा मार्चडा, ভावश्वकारण ভाষात অতিপল্লবিত বিস্তার এবং কর্ত্তা কর্মা ক্রিয়া বিশেষণ ও ক্রিয়ার যথাক্রমে চিরস্তন প্রথাগত সংস্থিতি আঙ্গকালকার লেথকের। পছনদ করেন না। পছনদ না করার যথেষ্ঠ হেত্ৰ আছে। অথথা ভারাক্রাস্ত ভাষা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে না। বর্ত্তমান লেখকগণ ঐ গুলি পরিহার করিয়া চলিতে চাহেন—ভাই তাঁহাদের বাকাগুলি অধিকাংশস্থলে বেশ ছোট ছোট। বাক্যবিন্যাদে, অমুচ্ছেদ-বিন্যাদে ও ছেন-সংস্থানেও ইহারা প্রাচীন পদ্ধতি মানিয়া চলেন না। এবিষয়েও কিন্তু কেহ কেহ অত্যন্ত অসংঘ্যের পরিচয় দিতেছেন। ফলে ই হাদের অনেকের ভাষা ক্রত্রিমতায় পূর্ণ, বা ন্যাকামিতে ভরা, অনেক সময় আগাগোড়া ঠাকুরমার রণকথার গল্প বলিয়া যান, অথচ পরীর গল্পও নয়---হুয়ো-রাণী ছুয়ো রাণীর গ্রন্থ নয়-রীতিমত জীবন ম্ব্রপ্র সমস্তার কথা ।

কথা-সাহিত্যের মত অনেক বর্ত্তমান কবিদের রচনাতেও অদংধ্যের উদ্ধামতা স্পষ্ট। কি বিষয়-নির্ব্বাচন, কি অলঙ্কার, মিল, অন্ধ্রাদ নির্ব্বাচন, কি কল্পনার লীলা— সমন্ত বিষয়েই বল্গা-ছেদনই ইহাদের ধর্ম হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাব সকল সময়ই উপর হইতে নীচেই

শংকামিত হয় না—প্রভার মত প্রভাবও নীচে হইতে
উপরের দিকে উঠিতে পারে। অপেকারত প্রবীণ

শাহিত্যিকগণ কোন কোন বিষয়ে তরুণ সাহিত্যিক

গণের মনোভাবে অল্লবিস্তর আবিই হইয়া পড়িরাছেন।

এখন অনেক সাহিত্যিকের নাম করা বাইতে পারে

গাহারা বৌবনে সংব্যাভ্যা—মানিয়া আসিয়াছেন

কিন্তু প্রোচ্ন ব্যাস্থা শানিভ্রেছন না ই ইালের

অন্তরে উচ্চুঞ্চতা কি এতদিন স্থ অথবা ওপ্ত ছিল।
আজিকে দলে সহযোগী পাইয়৷ সসাহসে আগিয়া
উঠিল। অথবা যুগধর্মের তাড়নাম বা প্রেরণাম তাঁহারাও
চঞ্চল হইয়৷ উঠিলেন। 'মুগ'-ধর্মের শাসনের গণ্ডীর
মধ্যে বাহারা অভিভূত, তাহারা প্রবীণই হউন আর
নবীনই হউন একই ধর্মইত পালন করিবেন—ইহাতে
বৈচিত্রা কি আছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "তারুণার বিরুদ্ধে অসংধ্যের অভিযোগ কেন ? অসংধ্য ত তারুণার পক্ষে সাভাবিক।" এ কথার উত্তরে আমি বলিতে চাই—সংঘ্যই বরং তারুণার পৌরুষভোতক ধর্মা।—জরা আপনা হইতে বিধি-বিধানে সংযত হইতে বাধ্য—প্রকোভনও তাহাকে রূপা করিয়া ত্যাগ করিয়া যায়। যৌবনেরই সংগ্রাম করিবার, জয় করিবার শক্তি আছে, সংঘ্য তাহার নিকটই প্রত্যাশা করিব। যেথানে জীবনের প্রাচ্য্য, সেথানেই সংধ্যের ক্রিয়াশীলতা—জড়তায় বা জরায় সংধ্যের প্রস্কই নাই।

যৌবনকেই জানিয়া রাখিতে হইবে শৃশ্বলের বাধনের মধ্যে শৃশ্বলা—বিধি-বিধানের গণ্ডীর মধ্যেই স্বাধীনতা ছাড়া কোন আটের ফ্টি হইডে পারে না। Unchartered freedom অথবা অবাধ অবরিত মৃক্তির মধ্যে বৃদ্ধির অপচয়ই ঘটে—শক্তির হরিলুট হইয়া য়য়—কলান ধ্লোট উৎসবে মাতিয়া উঠে। সংযমই সকল শ্রীসৌঠব ও মাধ্র্যের বৃত্তস্বরূপ—শিধিনতা তাহাকে জীর্ণ করে। বিশ্ব-প্রকৃতিতেই হউক আর মানব প্রকৃতিতেই হউক—রূপেই হউক, —সফলের মৃলে ঐ সংযম। সলীতাদি অক্তান্ত শিল্পকলার পদ্ধতি বা প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এ সতা সহজেই ধরা বাইবে। অন্যান্ত শিল্প-কলারও যে ধর্মা সাহিত্যেরও সেই ধর্ম। সাহিত্য কোন দিনই ধর্মান্তর গ্রহণ করে মাই।

সাহিত্যে নৈতিক আদর্শ

সাহিত্য সৌন্দ্র্যায়ভূতির স্ট্—একথা বধন আমর।
বলি তবন সৌন্দর্যোর প্রাধাজের কথাই মনে করি—তাহার
মধ্যে জ্ঞান বা নীতির কোন খান্ট নাই একথা কথনও

মনে করি না। শিব ও সত্যকে বাদ দিয়া স্থানরের অন্তিম বৈজ্ঞানিক বিল্লেয়ণ পদ্ধতিতেই দেখানো যায়— কোন স্বান্টিতে বা জীবনে দেখানো যায় না। সাহিত্য জীবনের অভিব্যক্তি এবং রসস্কৃষ্টি। ইহার মধ্যে বাত্তবন্ধীবনের আদর্শ বা নীতিরও স্থান আছে—অবশ্র সেম্থান গৌণ।

নৈতিক আদর্শকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া সং সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নম্ব একথা এমুগের বহু মনীমীই স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা যৌবনে স্বীকার করেন নাই---তাঁহারা শেষ বয়দেও স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্র কোন (प्रभ. नमाक वा मल्लाय-वित्भाषत देनिक जापम है সাহিত্যিকের অবশ্র অবশ্রমীয় নয়। সাধারণ পাঠক আপন আপন সমাপ্তের নৈতিক আদর্শকেই সাহিত্যিকের সাহিত্য-श्रष्टिक सावि करत्र-न। भारेल अक्षेत्रज्ञ ७ वित्रक्ट रहा। অপ্রসম ও বিরক্ত চিত্তে রসোপভোগ সম্ভব হয় না। নৈতিক আদর্শের অনৈক্যের জক্ত সৎসাহিত্যও সাহিত্যিকের, আপন সমাজে সমাদত হয় না। সেজন্ত অনেক সাহিত্যিক আন্ত বলিয়া জানিয়াও, আপন সমাজের নৈতিক আদর্শের শশুর্ণ মতুবন্তী হইয়া চলিয়াছেন—আত্মবঞ্চনা করিয়াছেন হয়ত বা রস্ফষ্টিরও হানি করিয়াছেন। অনেকে আবার আপন সমাজের নৈতিক আদর্শকে ভাস্ত বলিয়া ব্রিয়া আপনার পরিকল্পিড নৈতিক আদর্শকেই রসফ্টির সহায়ক ভালিয়াছেন-পাঠকদাধারণের তিনি পান নাই-কিছ ভর্মা রাথেন দেশের মধ্যে তাঁহার ভাবের ভাবুকও আছেন—ভরস। রাথেন, দেশের নৈতিক আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘাইবে-এমনও ভবুসা করেন—তাঁহার সাহিত্যের পরিক্রিত আদর্শই अकरिन (मटनंत्र लोक श्रष्ट्ण कतित्व। भाठकमाधात्रव বলে—"তোমার রচনা ছুনীডিমূলকও কল্যাণকর। ইহা সাহিত্যই নয়। আমানের সামাজিক জীবনের সহিত ইহার **অন্ত**রের হোগ নাই।"

সাহিত্যিক বলেন—আমার সাহিত্য নীতিপ্রট বা ফুর্নীতিমূলক নর—তোমাদের' নৈতিক আম্বর্ণই লাস্ত, ভোমরা গভাস্থাভিক এবং তোমাদের আদর্শ বার্থনার। প্রণোদিত। ভোমরা মনে মনেও অনেকে আনো ভোমা— দের সংস্কারগুলি অস্ত্য, তবু কেবল স্বার্থহানি ও অশান্তির ভরে সভ্যকে অস্বীকার করিভেছ ? বে আদর্শ সভ্য আবি ভাহাকেই অস্থান্য করিয়াছি আমার রচনার।" পঠিক-সাধারণ বলেন— "আমাদের আদর্শ আজিকার আদর্শ নয়। ইহা বছনিকার শিক্ষাদীকা সভ্যতা সাধনা ও অভিক্রতার ফল—ইহা বছবার পরীক্ষিত হইয়া বিপ্লবোত্তীর্থ হইয়া আছে। আর বদি এ আদর্শ আছেই হয়—তোমার আদর্শই যে সত্য তাহা কে বলিল ? তোমার আদর্শ মৃগ্যুগাস্ত ধরিয়া পরীক্ষিত হইয়া সগৌরবে ত উত্তীর্থ হয় নাই। তোমার আদর্শ সত্য হোক, মিথ্যা হোক — আমাদের সমাজের পক্ষে প্রতিক্রণ। অত এব তোমার সাহিত্যও বর্জনীয়।"

সাহিত্যিক বলিবেন—"আমিত কেবল বর্ত্তমান মুগ ও বর্ত্তমান সমাজের জন্তই লিখি নাই—আমার সাহিত্যের জীবনক্ষেত্র তের বড়—নিরবধিকাল ও বিপুল পৃথী। ভৌমরা ইহার মধ্যাদা না বোঝ—উত্তর কাল বৃথিবে।"

এইরূপ ভাবে সাহিত্যিক ও পাঠক-সাধারণের মধ্যে বন্দ চলিতে থাকে। সাহিত্যের মধ্যে বন্দি কোন একটা বিশিষ্ট নৈতিক আদর্শ পাকে তাহা হইদেই ধ্পেষ্ট। তবে তাহা বর্ত্তমান সমাজের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে না মিশিলেও কোন ক্ষতি নাই।

সাহিত্যিক একজন সহসা আবিভূতি একটি অঙ্ত জীব নহেন। ধখন তিনি আবিভূতি হন—তথন তাঁহার সলে সঙ্গে তাঁহার অনেক সমানধর্মাই আবিভূতি হয় অর্থাৎ তিনিও একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠারই প্রতিনিধি। অতএব তাঁহার নবকরিত নৈতিক আদর্শের সহিত অনেকেরই আদর্শ মিলে। মাহাদের সঙ্গে মিলে তাহারা তাহাদের প্রজিনিধির রচনার আদর্শ্বই করে। সাহিত্যিকের প্রবর্ধিত বা প্রচারিত আদর্শ অনেকের নৈতিক আদর্শকৈ পরিবর্ধিত করিয়া দেয়। আর সাহিত্যিকের সমানধর্মারাও নিশ্চেষ্ট থাকে না—তাহারাও তাহাদের আদর্শ প্রচার করে। সাহিত্যিক নিজেও কেবল রসসাহিত্যে নয়—অভ্যাবেও তাঁহার আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার রচনার রস বস্তার পরিমাণ প্রাভৃত হইলে পাঠকের আদর্শনিষ্ঠতাকে অভিক্রম করিয়াও হালম আয়ুক করে।

অনেকে সাপন নৈতিক আগৰ্শকে অপ্ৰান্ত জানিয়াও নবীন আগৰ্শকে শীকার করে—অন্ততঃ সভ্ করে। জাবার অনেকে বাত্তব: জীবনে শুকীর স্বাক্তের আগর্শ সভ্সরণ করে বটে—কিন্তু ভাষজীবনে নবীন আদর্শকে স্বীকার করিয়া কয়। স্বার্থহানি বা জ্বশাস্তির ভরে বাহারা স্থনমান্তের আদর্শ ত্যাগ করে না—ভাহারা সাহিত্যের নবাদর্শকে উপভোগ করিতে পারে। ফলে অভিনব নৈতিক জাদর্শ অন্থসরণ করিয়াও বহু সাহিত্যিকই, দীর্ঘায়্ লাভ করিলে, আপনাদের সাহিত্যের যথেষ্ট সমাদর দেখিয়া যাইতে পারেন।

মোটের উপর কোন সমাজবিশেষের আদর্শের সকে মিপুক আর নাই মিলুক—কোন একটা নৈতিক আদর্শ সাহিত্যের জীবনস্ত্রন্থরূপ সাহিত্যিককে অবলয়ন কবিতেই হইবে। যে সাহিত্যে কোনপ্রকার নৈতিক মেক্রুক্ত নাই—তাহার দৃঢ়তাও নাই। অর্থাৎ স্থন্দরের সহিত শিবের মিলন চাই-ই। শিবের যে রূপই হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সৌন্র্রেই প্রাধান্ত থাকিবে—কিন্তু একটা কল্যাণময় আদর্শ ভাহার সঙ্গে যুক্ত থাকা চাই। নতুবা শুধু Art for art's sako এই আছ্লায় কোন সংসাহিত্য রচিত হয় না।

#### কথা সাহিত্য

ছোট গল কথা সাহিত্যের লিরিক। যিনি মানব-জীবনধারাকে নিবিষ্টিচিত্তে অধায়ন করেন নাই---कौरानत अर्थ्स देविष्ठिकारक आधर करतन नाई-मानव मनत्क छत्र कत्र कत्रिया विश्वयन कत्रम नाहे-छे क्षेट्र हार्ष গন্ধ ভিনিও লিখিতে পারেন। কারণ, যে কোন একটা অমুকৃতি, যে কোন একটা দৃশ্ত ৰা ঘটনা অবলহনেই ছোট গল বচিত হইতে পারে। উপস্থাস-রচনায সাফলালাভ করিতে হইলে ব্যাপকভাবে মানবলীবনের अमृत्रेनद्वत श्रायाचन । यांश्या विकित मानवजीवनदक তথু ভাসাভাসা চোৰে দেবিয়াছে,—ভাহারা উপস্থাদে (४ नकन ठित्रेख चडन क्रंत्र—ति नकन ठित्रेख नन्पूर्वीक कौवस मारूप नव। छाहावा नाना कौबतनव नाना चर्म गरेशा এक এकंটि চরিত্র शंष्टि करत। मानवजीवन সংকে বাঁহার গভার অভিজ্ঞতা আছে—জীবনের বৈচিত্র্য বিনি গভীর অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন, ভিনিই উপভাবে রক্তমাংসের জীবত চরিত্তের

ক্ষি করিতে পারেন। জীবস্ত মান্থবের তুলনার দে চরিত্র কম প্রাণবান্ নয়। তাঁহার ক্ষি চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্রাও থাকে যথেষ্ট। একাধিক চরিত্র একই ভাবের বা একটি চত্তের হইয়া পড়ে না—অর্থাৎ একটি মান্থবই বিভিন্ন ছল্মে বিভিন্ন নামে দেখা দেয় না। জীবস্ত মান্থব বিশুদ্ধ মানবই হয়, দানবও হয় না—দেবতাও হয় না। দোষগুণের ছায়ালোক-সম্পাতেই তাহার ক্ষি। তাঁহার উপস্থানের চরিত্রও সেজ্প দেব-দানৰ না হইয়া থাঁটি মান্থবই হয়।

যাঁহার। বিশিষ্ট কোন কোন নরনারীর জীবনকে
চিত্রিত না করিয়া General Typecক চরিত্র-শ্বরূপ
গ্রহণ করেন—মর্থাৎ এমন চরিত্র অন্ধন করেন—থে
চরিত্র সমগ্র একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-শ্বরূপ,
তাঁহাদেরও ব্যাপকভাবে বিচিত্র মানবজীবনকে পর্যাবেশ্বণ
করিতে হয়। কারণ, বছকে না জানিলে তাহার
প্রতিনিধিকে জানা হয় না।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর গুণক্তাসিক ব্যক্তির সহিত বাক্তির জীবনের, বিতীয়শ্রেণীর গুণক্তাসিক শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর সংঘাত-সংঘর্ষ সংশ্লেষ-বিশ্লেষ দেখান। উপক্তাস অগ্রসর হয় ঘটনা-পরস্পরায় ও চরিত্রগুলির মূথের স্বভাবসঙ্গত বক্তব্যের অভিব্যক্তিতে।

আর একপ্রেণীর ঔপস্থাসিক আছেন—তাঁহারা মানবজীবনের বৈচিত্র্যের দিকে আদৌ অবহিত হম না, মানবজীবনের রূপ-বৈচিত্র্যুকে ফু াইয়া তোলাও তাঁথাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহারা আপনার মনকেই অতি গভীরভাবে বিকলন ও বিশ্লেষণ করেন এবং আপন মনেরই নানাভাব ও অফুভৃতির মধ্যে দল-সংঘর্ব সংশ্লেষ-বিশ্লেষকে লক্ষ্য করেন। ঐ ভাব ও অফুভৃতিগুলিকেই রূপায়িত করেন এক একটি চরিত্রে—মূর্তিদান করেন এক একটি করিত জীবনে। রক্তমাংলের জীবস্ত মাস্থ্যের সঙ্গে সেই চরিত্রগুলি র অবিকল মিল হয় না। উপকাস ঘটনাপারস্পারার ঘারা অগ্রাসর হয় না—অগ্রসর হয় ভাবের সহিত ভাবের সংঘর্বে চিন্তাহ্যে ধরিয়া, পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে—কর্থনও বৃক্তিধারায়—কর্থনও উচ্ছাসে—কর্থনও বৃক্তিধারায়—কর্থনও ভক্ত্বার, কর্থনও উচ্ছাসে—কর্থনও বৃক্তিধারায়—কর্থনও ভক্ত্বার, কর্থনও উচ্ছাসে—কর্থনও বৃক্তিধারায়—কর্থনও ভক্ত্বার, কর্থনও উচ্ছাসে—কর্থনও বৃক্তিধারায়—কর্থনও ভক্ত্বার, কর্থনও উচ্ছাসে—কর্থনও বৃক্তিধারায়—কর্থনও

—কেবল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রপাত্রীর চরিত্র ও প্রস্কৃতির অনুগ্রত করিয়া তাহাদেরই মুথে বসানো মাত্র। প্রথম প্রেণীর ঔপন্যাসিক এবং কতকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের স্থাই চরিত্রগুলির নিজন্ম জীবনধারা প্রকৃতির নিম্নান্থসরণ করিয়া যে পথে চলে—ঔপন্যাসিকের সেখনীকে সেই পথেই চলিতে হয়। জীবনপথের ঐ যাত্রীগুলির কোণাও থামিবার কথা নহে—চিরকাল ধরিয়াই চলিবার কথা। ঔপন্যাসিক একস্থলে Thus far and no further বলিয়া থামাইয়া দিতে বাধ্য হন। তাই গ্রন্থে তাহাদের যাত্রা থামিয়া যায় বটে, কিন্তু পাঠকের মনের পথ ধরিয়া তাহারা সমান তালেই চলিতে থাকে।

তৃ তীয় শ্রেণীর ঔপত্যাদিকের চরিত্রগুলি অগ্রাসর হয়—
ম্রান্তর চিন্তা-স্ত্র ধরিয়া, তাহার ভাব-পরস্পরার ক্রমাভিব্যক্তি অন্থসরণ করিয়া। ইহার একটা স্বাভাবিক অবসান
আছে—একটা সমস্তা বা দিধার সমাধান বা অবসাণের
মধ্যে আসিয়া তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এই শ্রেণীর
উপত্যাসে অনেক সময় মনে হয়—ভাবুক সাহিত্যিক
উাহার বিছা, চিন্তা, অভিজ্ঞতা, সমস্তা, তত্ত্ব সনোবিকলনের ফলকে অভ্যভাবে প্রকাশ না করিয়া উপত্যাদের
ভঙ্গীতে সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সেজ্ঞা
রসজ্ঞ স্থীগণ এই শ্রেণীর উপত্যাদকে উচ্চশ্রেণীর ক্থাসাহিত্যের আথ্যা দেন না।

ত্তীপন্তা িক তার বিভিন্ন প্রকৃতি ব্ঝিবার ও ব্ঝাইবার জন্ম এইরপ ভাগ করিয়া দেখা ইইল মাত্র। প্রকৃত পক্ষে একই উপন্তাসের মধ্যে কোন চরিত্র বিশিষ্টব্যক্তি-ভোতক, কোন চরিত্র শ্রেণী বা সম্প্রদায়ব্যঞ্জক, আবার কোন চরিত্র পরিকল্পিতমূর্ত্তি ভাব বা অমুভূতিমাত্র হুইতে পারে। অনেক উৎকৃষ্ট উপন্তাসই সঙ্কর বা মিশ্র প্রকৃতির। শক্তিমান শিল্পী সকল শ্রেণীর চরিত্র লইয়াই একটি মুশ্ভাল ও ম্বসমঞ্জন সৌযম্য স্থাই করিতে পারেন। মকল উপন্তাসেই মনোবিশ্লেষণের অল্লাধিক প্রয়োজন যে আছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র মনোবিকলনের ফলই উৎকৃষ্ট উপন্তাস ইইলে পারে না। াানব-জীবনের বৈচিত্র্য সহজে নিবিত্ব অভিক্রতা ছাড়া কোন চিপ্রাসই সাফল্য বা সার্থকতা লাভ্য করিতে পারে না।

মানবের জীবনধারাকে সমগ্রভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়।
কেবল ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখার ফলে অথবা কতকঞ্জলি
থণ্ড সভ্য বা থণ্ড দৃশু একত্র আহরণের ফলে জোড়া তালি
দিয়া যে চরিত্র-স্থাই—তাহার দারা কোন উপক্যাসই
জমিতে পারে না। ছোট গল্লকে তরলায়িত করিয়া
অথবা প্রচণ্ড চেষ্টায় টানিয়া বাড়াইয়া অথবা একাধিক
গল্ল বা চিত্রকে কোন প্রকারে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া উপক্যাস
হয় না।

একটা স্বাভাবিক ক্রম (Sequence) না থাকিলে কথাসাহিত্য উপস্থাসে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না— সে ক্রম জীবস্ত চরিত্রের জীবনধারার ঘটনা পরম্পরার ক্রমই হউক—আর লেখকের মনের ভাবপুঞ্জের সংশ্লেষ-বিশ্লেধের প্রাগতির ক্রমই হউক।

এই কথাগুলি মনে না রাখিয়া মানবজীবনের গভীর
অভিজ্ঞতা না লইয়া অনেক কথাসাহিত্যক বাহিরের তাগিদে
উপক্রাস লিখিতে বদেন বলিয়া তাঁহাদের রচনা উপক্যাসের মধ্যাদা লাভ করিতে পারে না। তাই শুনি
—অমুক ছোট গল্লগুলি বেশ লেখেন,—কিন্তু একখানা
উপক্যাস্থ জ্মাইতে পারেন নাই।

#### তালিকা ও মালিকা

চাণক্য মাণিক্য গণ্য বাণিজ্য লাবণ্য পণ্য বেলু বীণা কংণ কফোণি

ফণাদ কল্প মণি স্থাণু পুণ্য বেণী ফণী স্থানু বাণ আপণ বিপণি

কণিকা-লাবণ্য বাণী গণিক। নিপুণ পাণি গোণ কোণ ভাগ শণ শাণ

চিক্কণ নিক্কণ তুণ মংকুণ বণিক্ঞণ শোণিত গণনা শোণ কাণ।

ইহাকে নিশ্চয়ই কেহ কবিতা বলিবেন না—কিন্তু বে কোন প্রাচীন থগুকারা খুলিলেই দেখা যান এই প্রেণীর তালিকাকে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লগুয়া হইয়াছে। প্রাচীন কবিগণ কেন যে নিঃলেবে অন্তর্ভুক্ত তালিকা দিয়া তাঁহাদের কাব্যের প্রাচীন ক্রিকেন—তাহা বলা ক্রিনা তেছে

চাড়া কোন কর্দ্ধই হয় না। বস্তুজগতের জ্ঞানের পরিচয় দিয়া তাঁহারা বোধ হয় আনন্দই পাইতেন। অবশ্র এই প্রথা ইহারা সংস্কৃত কাব্য হইতেই পাইয়া-থাকিবেন। কিন্তু সংক্তে শ্লেষ্থমকাদির তালিকা আছে—নায়িকার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিয়া রূপবর্ণনার জন্ম অলকারের তালিকা আছে, মালোপমার তালিকা আছে—থেমন, রামায়ণের সীতার মূথে 'ঘদস্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে ইত্যাদি।' কিন্তু নিছক নামের তালিকা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ সংস্কৃত ক্রির তালিকাগুলি প্রায়ই সব আলিকাক্রা।

প্রাচীন বাংলা কাব্যে আমরা কোথাও ব্যঞ্জন বা ভোজ্য দ্রব্যের, কোথাও ফল, ফুল, পশুপক্ষীর কোথাও আমাত্য, সহচর, সহচরীদের নামের ভালিকা দেখিতে পাই। চোথাও দেখি, কবি স্থানের তালিকা দিয়া ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কোথাও ব্যাণিজ্য দ্রব্যের তালিকা দিয়া ব্যবদায়-বিস্থার, কোথাও ফলফসলের তালিকা দিয়া ক্ষবিত্যার—কোথাও প্রোপচারের তালিকা দিয়া পৌরোহিত্য-বিত্যার জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। আবার নানা পশুর মাংসের ভালিকা দিয়া ব্যাধ-ক্যায়ের বৃত্তির সংবাদ দিয়াছেন। এগুলি কাব্যের কোন সহায়ভা করে নাই।—এগুলি কাজে লাগিভেছে ঘাহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য লইয়া Thesis লিখিভেছেন কেবল তাঁহাদের।

এখানে একটি তালিকার উৎকলন করিয়া দেখাই। পাঠকের মনোযোগকে ক্লান্ত করা উদ্দেশ্য নয়, তালিকার দীর্ঘতা দেখিয়া পাঠক একটা ধারণা করিয়া লউন।

চারিভিতে ভক্রলতা পশু-পার্থীগণ।
সমাকুল শতদলে বঞ্জনী বঞ্জন॥
চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
চিত্তটোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥
রাজহংস সহিতে নাচিছে শারী শুক।
চক্রণ বক্ষীবক বিহুরে উসুক।
কাক কর্ম কোঞ্জিল করিছে কলরব।
সবে শক্ষ না শুনি সাকাৎ চিত্র সব॥

ঘোরনাদে খুঘু ধেন খন খন ভানে। গদগদ গৰুড গোবিন্দ গুণগানে । হাটি যায় গৰুড গমন গুড়িগুড়ি। পায় পোদা ভাকই পগন মার্গে উডি॥ (विवेश दिवा किया है विका करें की । ধানসাধি ধানফুলি ধাতক ধাতকী ॥ ডাত্তক ডাত্তকী নাচে ডিমে দিয়ে তা। তপম্বী বাহুড় ঝোলে উচু করি পা॥ মীনমুধে মাছরাঙা মানাগ্র মহত। প্রিয়ামুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত॥ বাবই বদস্ত বউ র'ঙা রাঃমণি। হবিগুণ গানেতে ময়ন। মহামুনি॥ চঞ্চল চেতন চিত্র চায় চর্মাচল। কুর্মকোলে কাঁককম্ব করে কিল্কিল। জলপিপি ফিঙ্গা ফামি চাঁস বাঁশপাতা। প্রবল ক্বল পক চকু যার রতা **॥** ভাতারা তিতির তোতা তাতেলে বিহগ। বামস্ব শালিকী শালিকী চিত্ৰপুগ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি (ধর্মদল)

তালিকা দেওয়াই যথন তাঁহাদের প্রধার মধ্যেই দাঁড়াইয়া-ছিল—তথন কেহ কেহ তালিকাকে মালিকায় পরিণত করিবার চেষ্টাও যে তাঁহারা করেন নাই—তাহা নহে। উদাহরণম্বরূপ—(১) নামিকার রূপ বর্ণনায় প্রত্যেক অক্সপ্রত্যকের সহিত কবিপ্রাদিদ্ধি অহ্নযায়ী নানা করেয়ের উপমার তালিকা অনেকক্ষেত্রে মালিকার মাধুর্য্য লাভ করিয়াছে।

- (২) কোন কোন বৈষ্ণব কবির পদে অন্ধ্রাসের তালিকা দেখা বায়। গোবিন্দদাস এই প্রকার অন্ধ্র-প্রাসের মালিকা গাঁথিয়াছেন। জগদানন্দ আবার একাক্ষরের অন্ধ্রাসে একএকটি সমগ্র পদ লিখিয়াছেন—স্কেলেকেও মালিকার মধ্যে গণ্য করা মাইতে পারে।
- (৩) নানাবিধ কাব্যালক।বের দৃষ্টান্তের তালিকা ধে মালিকার গৌরব লাভ করিবে সে বিষয়ে সম্পেছ কি? ভারতচন্দ্রকৃত মহারাল ক্লুচন্দ্রের সভা ও অভাবের বর্ণনার নাম করা বাইভে পারে।

- (৪) স্থনাগর-দর্শনে নারীগণের পতিনিন্দা একটা কবিপ্রসিদ্ধির মধ্যে গণ্য হইড,—সংস্কৃত হইতেই পাওয়া। ইহাও তালিকা ছাড়া কিছুই নয়। তবে কবি সেকালের কচিসম্মত রসিকতা কিছু কিছু উহাতে যোগ দিয়া তালিকাকে কডকটা মালিকায় পরিণত করিয়াছেন।
- (৫) 'অকদ রায়বার'-ছাতীয় রচনাও তালিকা—
  কিন্তু উহাতে একটু কোতৃকরস থাকায় মালিকায়
  পরিণত হইয়াছে। কুন্তকর্ণের নিজাভকের চেটা সম্বন্ধও
  এই কথা।
- (৬) রাজ হয় সভাবর্ণনা ও অর্ণলক্ষার বর্ণনায় তালিকা দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু তাহার সার্থকতা আছে। অখ-মেধের অখের দেশ প্র্যাটন সম্বন্ধে ঐ ক্থা।
- (१) কতকগুলি গুণপরিচায়ক নামবাচক বিশেষ্য বিশেষণের তালিকা দিয়া অব-রচনার পদ্ধতি ছিল। এই গুলিকেও মালিকার মধ্যে গণ্য করা যায়। প্রথমতঃ— এইগুলিতে ব্যবস্থত পরিচায়ক শব্দুওলির কিছু-কিছু সার্থকতা আছে, দিতীয়তঃ—ভক্তিরস এই স্তবের প্রেরণা। পাঠকালে পাঠকের মনে ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়। তৃতীয়তঃ— শব্দ-প্রয়োগের স্বাধীনতা ধাকায় এইগুলির ছন্দোবদ্ধে একটু বৈচিত্র্য স্থি সম্ভব হইয়াছিল—ধ্যমন—

জয়—শিবেশ শহর ব্যধ্বজেশর
মুগান্ধ-শেশর দিগম্ব।
জয়—শাশান-নাটক বিষাণ-বাদক
হুতাশ-ভালক মহেশর ॥
জয়—পুরারিনাশন বুবেশবাহন
ভূজকভূষণ জটাধর।
জয়—বিলোকধারক, বিলোকপালক.
ধলান্ধবারক হুতস্মর।
(ভারত চক্স)

(৮) আর একপ্রকার তালিকা প্রাচীন বাংলার প্রায়
সকল কাব্যেই দেখা যায়—তাহার নাম বারমাখা।
বিরহী বা বিরহিণীর জীবনে মানে বানে প্রকৃতির
প্রভাবে যে পরিবর্ত্তন হয়—তাহারই বর্ণনা। এই

তালিকাটি কেবল মালিকা নয়—জনেক সময় কাব্যের কাহাকাছি হইয়া পড়িয়াছে।

(৯) শুক-সারীর দক্ষজনে তাজাদের মুখ দিয়া রাধা শ্রামের গুণবর্ণনার যে তালিকা—তালা যে চমৎকার মালিকায় পরিণত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইৰূপ তালিকা দেওয়ার প্রথা কাব্য সাহিজ্য হইডে একেবারে তিরোহিত হয় নাই। দাওরায়ের পাঁচালিকে মোটাম্টি তালিকা-সাহিত্য বলিলে দোষ হয় না। দাওরায় তালিকাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকায় পরিণত করিণত করিয়াচেন—অবশু তথ্যকার গ্রামা ক্ষৃত্রি বিচারে।

দাশুরায়কে বাদ দিলে ঈশ্বরগুপ্ত ইইতেই নবযুগ ধর।
যাইতে পারে। গুপ্তকবি কেবল প্লেষ মনক ক্ষমপ্রপ্রানেরই
তালিকা দেননাই—বন্ধ-তালিকার দিকেও তাঁহার ঝোঁক
ছিল অত্যন্ত বেনী। তাঁহার ঋতুবর্ণনামূলক কবিভাগুলি
গাছপালা ফলফসলের সপরিচয় তালিকা ছাড়া আর
কিছই নয়।

রজ্লাল তালিকায় কাজ্যের সৌঠব বৃদ্ধি হয় মনে করিতেন— মরকত পল্পরাগ বিজ্ঞম বৈত্বগ্য

রত্বরাজ হীরা যথা গ্রহণতি স্থ্য,
মণিময় মৃক্তাময় প্রকারে প্রকার
গোন্তন নক্ত মালা, আদি নানাহার,
অক্সুরীয় কণিকার কেয়ুর কটক,
কিক্তিণী করণ কাঞ্চী মঞ্জীর হংসক
চূড়ামণি, চক্রস্থ্য, কিরীট তরল
ললাটিকা সীমন্তিকা রত্ম ঝল্মল।
বিষয়াছে সাজাইয়া তন্তবায়ণণ
কৌষের বারব ক্ষোম কার্পাসবসন,
তুরুল নিবীত চেলি চেলামি কাঁচুলি
অড়িত জরির কান্দে অলিছে বিজ্লি ॥
ইত্যাদি (কাঞ্চীকাবেরী)

দীনবন্ধর স্বধ্নী কাব্য প্রসিদ্ধ স্থান ও ব্যক্তিগণের পরিচরের তালিকা। স্বধ্নী কাব্য ছন্দে লেখা উত্তর ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের ভূগোল—সভএব ইহাতে সর্বাজীন ভালিকা থাকিবারই কথা



#### বাংলা কাউন্সিল সংকার:-

সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে শাসন-সংস্থার প্রবর্ত্তিত ছাতে এখনও যথেষ্ট বিশ্ব আছে। এই বংসরের মার্চ্চ মালের মধ্যে উহার একটা খদডা প্রস্তুত হইলেও, পাল বিমেণ্টে উক্ত খদড়া পেশ করাইয়া পাশ করাইয়া লইতে গেলে অন্ততঃ পক্ষে আট বাদশ মাস লাগিতে পারে। স্থতরাং ১৯৩৪ সালের পূর্বে কোনপ্রকারে শাসন-সংস্কার আইন বিধিবিদ্ধ হইতে পারেনা। তা যদি না হয় তাহা হইলে নব বিধানে ইলেক্সন করিতে গেলে ১৯৩৪ माला मार्क वा अश्रिम मारमहे कतिएक हहेरत। এখন কথা হইতেতে যে এইরূপ করিতে গেলে বর্তমান আইন পরিষদ গুলির প্রমায়ু বৃদ্ধি করিয়া দিতে হয়। অনেক প্রদেশেরই আইন পরিষদ গুলির পরমায়ু কাল প্রায় ফুরাইয়া আসিল। সাধারণ নিয়মে বড়লাট বাহাত্তর ইচ্ছ। করিলে আইন পরিষদগুলির পরমায়ু ক'ল এক বংসর পর্যান্ত বাড়াইয়া দিতে পারেন। নব প্রবর্ত্তিত শাসন সংস্থার যদি ১৯৩৪ সালের পূর্বেকে কোন মতেই প্রচলিত করিতে পারা না যায় তাহা হইলে খুব সম্ভব বভুলাট বাহাতর আইন পরিবদ গুলির পর্যায় কাল বাড়াইয়া দিবেন। এই ব্যবস্থামুগায়ী বিধান করিতে গেলে বাংলার আইন-পরিষদ সহক্ষে একটু পোলধোগ উপস্থিত হয়। গত বংসর **জ্**নমাসে বাংলার আইন পবিবদের সংক্ষাত্তর ভাত্ত ভাতাত আসতেনতা ক্র**া**— প্রমায়ু কুরাইয়া গিরাছিল। সরকার বাহাছর অভিরিক্ত ক্ষতা ব্যবহারে উহার প্রমার্ কাল এক বংসর বৃদ্ধি করিয়া স্বদ্ধে বাহা দ্বীকৃত হইয়াছে ভাহার একটি ছোট দিয়াছেন। এইরণ অভিরিক্ত ক্ষডার পরিচালনা সরকার বাহাছর কোন ব্যবহা পরিবরের পক্ষে একবার মাজই

করিতে পারেন। াজেই বাংলার আইন পরিষদের পরমায়ু ফুরাইয়া গেলে, উহার প্রমায়কাল বৃদ্ধি করিতে গেলে সাধারণ আইনের ছারা ভালা আর প্রভবপর হইবে না। এই জন্মই অনেকে অভ্নমান করিতেছেন যে ভারত-সরকারকে এই প্রমায় বৃদ্ধি कताहेश महेवात ज्ञा वृष्टिम পानीरमण्डेत माहाश्राश्री হইতে হইবে। বুটিশ পালামেণ্ট ভারতের হঠ।কঠা ভাহার দিল্ধান্তের উপর কাহারই কোন কথা খাটেনা। সরকারী কর্মাচারী ও ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্থাণ অনেকেট এইজন্ম একটু বাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপ বাস্ত হইয়া পড়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বাহাতুর ও এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ভালই হয়। ভবিষাৎকে যত ভাল করিয়াই বুঝিবার চেষ্টা করা হউক না কেন উহা অনিশ্চিতই থাকে। শাসন-সংস্কার হৃফল প্রস্ব করিবে কি কৃষল প্রসব করিবে উহা একরূপ এখন অনিশ্চিত। বর্ত্তমানে কিন্ধ আমারা বেশ দেখিতে পাইতেছি যে শাসন পরিষদ গুলি নির্বিবাদে তাহা-त्मत्र कोख कतिया চलियाहि। अ-महत्यात्भत्र यूर्ण भामन পরিষদ গুলিকে লইয়া সরকার পক্ষকে অনেকটা ব্যক্তিবান্ত इहेशा छेठिएक इहेशाहिल। त्म छाव प्रथम नाहे. স্তরাং বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্ম নাই হউক, কিছুদিনের জন্ত বজায় রাখিলে ক্ষতি কি ?

छछीत शानादियम देविटक छनियार भागम-मश्चात देखाहात मध्यकि बाहित हदेशात्छ। अहे देखाहात्त्र कानिएक भावि द आरमिक मानन-भविषयकति मही

গণেরই কবলিত হইবে। তাঁহারা প্রায় স্বাধীনভাবেই তাঁহাদের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবেন। তবে গভর্ণরের কতকটা দায়িত্ব থাকিবেই কেননা ভিনি বিলাভী भान (प्रतन्तेत त्नाक वनिया विविधिक इटेरवन। कर्थार षिধা-শাসন উঠাইয়া দিলেও ছিধা-ভাব ঘূচিবে না। মন্ত্রীগ্র ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হওয়ায় এবং সাধারণ কর্ম্ভক নির্মাচিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে ব্যবস্থা-পরিষদের অধীন थांकिट उर्देश अर्ज्य वा श्रामिक भागन कर्त्वात्रन সমাট কর্ত্তক নির্কাচিত হইয়া বিলাতী পালামেণ্টের অধীন থাকিবেন। এইরপ হইবার কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ভারতকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইলেও ভারতকে খাধীন করিয়া দেওয়া হইতেছে না, স্বতরাং স্কাক্ স্বায়ত্ত শাসিত উপনিবেশগুলির মত ভারতকেও ইংরাজ সমাটের অধীন থাকিতে হইবে। এইজন্ম অনেকগুলি বিষয়ে বিলাভী পালামেণ্ট ভারতের শেষ বিচারক পাকিবেন। বিষয়টী সামান্ত হইলেও উহার গুরুত অনেক। কানাডা, অষ্টেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, ও নিউজিল্যাও ইংরেজগণের স্বায়ন্তশাসিত উপনিবেশ। উক্ত দেশগুলির শাসন প্রণালী বিভিন্ন হইলেও ১৯২৭ উপনিবেশ সমুহের সন্মিলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়া-ছিল, তাহার দারা ইহাই শ্বিরীক্বত হইয়াছে বে উহারা আর পার্লামেণ্টের অধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না, তবে উহারা সকলেই বুটিশ সম্রাটকে ভাহাদের সার্ব্বভৌম অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিবে। এই সিদ্ধান্ত অমুযায়ী এখন বিলাতী পার্লামেণ্ট আর তাহাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন নহে, স্বয়ং মহামান্ত সমাটই একমাত্র বন্ধন। আমাদের বক্তব্য এই যে আমরাও বুটিশ সরকার হইতে মুক্ত হইতে চাহিনা। হয়ত হুই একজন সম্পূর্ণ মুক্তি কামনা করেন, किन्न याहाता भून मुक्ति ठाटर ना जाहात्मत्रहे मःथाधिका আছে। আমরা চাহিনা যে ভারত এই তুর্যোগের সময় महाब्रहीन दहेबा माँ फार्क। কিন্তু পালামেণ্টের সহিত গাঁট-ছড়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিলে ভারতকে তাহার পূর্ণ विकारभव स्विधा ए अबा बहेरव कि ना महिंहाई दिएका। ১৮৫৭ খুৱান্দে কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী ভিক্টোবিহা गामनणात वथन चवर बाह्य करत्रन, जुबन बाह क्यांह दला

হইয়াছিল যে কোম্পানী ভারত-শাবন ব্যাপারে তাহাদের ব্যবসা জনিত আয়-ব্যয়ই লক্ষ্য করিত, রাজ্য-শাসন সু বা কু হইবে তাহা বড় লক্ষ্য করিত না। সেই যুগে যদি এই কথা যুক্তি-সঙ্গত হয় তবে বর্তমান যুগে সেই যুক্তি চলিতে না কেন ? পালীমেণ্ট কথার অর্থ রটিশ জাতির মধাবিত্র শ্রেণীর আধিপতা। ভারতকে পাল মেণ্টের অধীন করিতে গেলে ভারতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই কি অধীন করিয়া দেভয়া হয় না ? এই জন্মই কি "ফেডারল ইঙ্মি" তৈয়ারী হইলেও ভারতীয় সামস্তগ্রণকে কতকগুলি সন্ধির দোহাই দিয়া উহাদিগকে মহামাত স্থাটের অধীন রাধার প্রস্তাব হইয়াছে। মহারাণীর ঘোষণাপত্তে সামস্ত রাজগণকে অনেক পুথক ব্যবস্থার কথা বলা হয় সভ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাদের সহিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সমস্ত স্থি হয় তাহাতেও তাহাদিগের অনেক প্রকার দাবী-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সত্য, কিন্ত্র—তাহারা স্ব সময়েই ভারতের রাজ-প্রতিনিধির অধীন থাকিবেন, ইচাই স্থিনী কত হইয়াছিল। ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি মহামাল সমাটের পক্ষ হইয়া ভারত শাসন করিবেন, এই ব্যবস্থা यिन मानिया नक्या यात्र जाहा इटेटन "एक जातन-इं छित्रात" ভিতর সমস্ত রাজন্মগণ ত আসিয়া পডেনই এবং ভারতকেও বিলাভি পার্লামেণ্টের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়। আমাদের এইরূপ বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে ম্যানচেষ্টারের ব্যবসায়ীগণ তাহাদের বয়ন শিল্পকে পুন:জ্জীবিত করিবার জন্ম যদি পালামেণ্টকে অমুরোধ করেন যে ভারতে যাহাতে ভাহাদের পণ্য বিক্রীত হইতে পারে ভাহার ব্যবস্থা করা হউক পার্লামেণ্ট তাঁহাদের অন্সরোধ রক্ষা করিতে রাধ্য, কেননা অধিকাংশ সভ্য ইংলভের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্ত্তক নির্বাচিত হইয়া আসেন। এই শ্রেণীর স্থ তঃখ পরিদর্শন করা যে তাঁহাদের পক্ষে খাভাবিক হইবে ভাহাতে আনু সন্দেহ কি আছে। পাৰ্গমেন্ট Commercial discrimination এর মধ্যে ইহাদের অন্থরোধকে চুকাইয়া नरेगात अप यक्षनांचे महाप्रयुक्त बिलाल यक्षनांचे মহোগর তাঁহার জন্ম যে সম্ভ নুতন ক্ষমতা সংব্যক্তি इरेक्ट्र जारावरे गाहात्य कानक्ष अकी अपना

মাংস্থা করিবার চেষ্টা করিবেন। তথন ভারতীয় ব্যবস্থা প্রিষদের সহিত খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনান্তর ঘটতে পারে। একটা উদাহরণ দিলাম। এইরপ মনাস্তর ঘটিবার অনেক কারণই তথন ঘটিতে পারে। তবে একথা সভা যে আমরাও যদি কোনরপ স্বার্থত্যাগ স্থীকার না করি তবে ইংরাজ জাতিই বা কেন তাঁহাদের সমূহ স্বার্থ-ত্যাগ করিবেন। স্বার্থত্যাগ ও পরস্পরের আদান প্রদা-নেরই উপর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জন্মই আমরা বহুবারই বলিয়াছি যে ভারতকে স্বার্থতাাগ ক্রিতেই হইবে এবং এই ত্যাগের মাত্রাটা ইংরাজ জাতির ত্যাগের অমুপাতে সমান হওয়া চাই। তবে ইংরাজ कालिक म्लेष्टेर सौकांत कतिए इटेरव आमता उँ। टारमत সহযোগী, অধীনন্থ প্রজামাত্র নহি। অধীনন্থ প্রজার তাঁহার! যদি স্হিত সহযোগিত করা যায় না। আমাদিগকে অধীনম্ব প্রজা করিয়া রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আমাদের সহিত সহযোগিছের কথা তুলিতে যাওয়াই অক্সায়। এবং সেরূপ সহযোগিতে মনের নিভূত ককে দাসতের বেড়ী পরাইয়া রাধি-বার বাদনা লুকাইয়া রাখা হয়। ইংরাজ রাজনীতি জগতের আদর্শ বস্তু। অনেক ঝঞ্চার মধ্য দিয়া সাম্রাজ্য নীতি প্রকৃটিত হইয়া উঠিতেছে। একা ভারহান বা িদি**ল রোভ্স্ র্টিণ দান্রাজ্য স্থাপন করি**তে পারেন নাই। একা ডিজরেলী বা কিপলিংই কিছু সাম্রাজ্য-ভত্ত রচনা ক্রিতে পারেন নাই। সামাজ্যবাদ ইংরাজ জাতির অস্থি-মঞ্জাগত, উহাদের হৃদয়ের শোণিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেখা ধার য বৃহ্দিনের অভিক্রতার ফলে ১৯২৭ খুষ্টাব্দে ইংবাল বাল-নৈতিকগৰ স্পষ্টই ৰুঝিতে পারেন যে উপনি-বেশগুলিকে বন্ধভূত বাধিতে গেলে তাহাদিগকে ভ্রাভূত্ব-শৃখলে আবদ্ধ করিতে হইবে। ঠিক এই জন্যই ত পাৰ্শ-মেণ্টের শাসন ভাহাদিগের উপর হইতে তুলিরা সওর হয়। বড় বড় সামাজ্যবাদীগণ ত আরও: একটু অগ্রসর **२**हेबा **छेन्निट्यम् अनिटक नार्नाटयट्डे आनन निट्छ** পৰ্যান্ত অগ্ৰসন্ত হইনাছিলেন। ভাহানই:ফলে বাৎস্ত্ৰিক প্ৰধিবেশন বসিয়া আনিক্ষেত্ৰ । ইহাই বহি অভিক্ৰডায়

আধুনিকতম সিদ্ধান্ত তবে ভারতকে নৃতন শাসন সংকার প্রদান করিতে গিয়া ইংরাজ-জাতি সেই কথা বিশ্বত হইতেছেন কেন?

সংস্কারে স্পষ্ট ভাবের আকা**ন** প্রদান :–

নতন শাসন-সংস্থারে কতকগুলি রক্ষা-কবচ স্থান হইতেছে। প্রাদেশিক শাসন করিবার ব্যবস্থা কর্ত্তারা সংখ্যায় নান জাতিদের স্বার্থ রক্ষার জনা বা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থ রক্ষার জন্য আপনাদের দায়িতে কার্যা করিতে পারিবেন। বড়লাট বাহাত্র সৈন্য-বিভাগ. সরকারী কর্মচারী বিভাগ, দেশীয় রাজ্ণা বিভাগ, প্ররাষ্ট্র-নীতি বিভাগ ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা পরিষদের মুখাপেকী হইবেন না, কেননা এইগুলির জন্য সাক্ষাৎ ভাবে বিসাতী সরকারের বা পার্শমেণ্টের অধীন থাকিবেন। ইহা অবশ্ৰই হৈত-শাসন। এই জ্ঞুই অনেক প্ৰকার কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ করিবার কারণ কি ইহাই নয় যে ভারতকে এখনও বৃটিশ পাৰ্লামেণ্টের অধীন রাখা হইবে যেহেতু ভারত এখনও ইংরাজ-জাতির মধাবিত্ত শ্রেণীর কর্মক্ষেত্র। ইহাই যদি সত্য হয, ভাহা হইলে উহ। স্পষ্ট বলাই ত ভাল। আমাদিগকে কতগুলি ইংরাজ কর্মচারীকে বহন করিতে হইবে, কোন কোন পণাক্রবা বাবহার করিতে হইবে তাহার একটা ভালিকা করিয়া দেওয়া হউক না কেন, আমরা যদি উহা করিতে ইচ্ছুক বলিয়া সন্ধি পতে স্বাক্ষর প্রদান করিতে রাজী হই. ভবে কোন উপযুক্ত রক্ষা-কবচ হৈ হ্যারী করিয়া ভাহাকেই আমাদের প্রতিশ্রুতির একমাত্র যত্ত্ব করিয়া, আমাদিপকে পূর্ণ সংযোগিতা প্রদান করিলে ক্ষতি কি ? আমরা আরও একবার বলিয়াছিলাম, শাসকগণকে ভারতবর্ধ বরাবরই পর্যাপ্ত পরিমাণে জরণ-পোষণ দিয়া আসিরাছে। हिन्सू শাসনকালে ত্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের তাবৎ ভার আমরা স্কর্ বহুম করিয়া আশিয়াছি, মুশলমান যুগে বালসাহ ও ওমরাহু-গণকে মাধাম করিয়া রাধিয়াছি। বর্জমান কালেই व नियान निया किन ? म्लिट येना जान, दक्षमा जन्महे जाजारत जरमक मत्नामानिरमात स्वत हरेबारक বৃদ্ধি প্রিকার ভাষেই শাসন-সংকার প্রবৃত্তিত করিছে হয়

তবে স্পষ্ট ভাবেই কথা কহিবার সময় কি আসে নাই ? আমাণের এইরূপ বলিবার কারণও আছে ! বিশাতি মৰ্ণিংপাষ্ট প্ৰভৃতি কতকগুলি সংবাদ পত্ৰ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া কোনকপ প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে শাসন-সংস্থা ঃ a1 1 গলদ এই স্থানেই। শাসন-সংস্কার ভারতবাদী মানিয়া লউক সকলেই চাহেন। ভারত সরকারও চাহেন বে শাসন-সংস্থার কার্য্যকরী হউক। এই জ্ঞুই তাঁহারা রাজ-বন্দীগণকে মুক্তিপ্রদান করিতে চাহিতেছেন না। ভারতের রাজ-বন্ধীগণ নৃত্ন গোলংগাগ স্ঞ্লন করিয়া শ'সন-সংস্কার অচল করিয়া দিতে পারে এই ধারণা তাঁহাদের প্রকার অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু এই সমন্ত আশাল রখা হইয়া যায়, য়দি ভারতের জনসাধারণকে ইংলভের জনসাধারণের সহিত এক সমতলকে তে দাঁড় कत्रीन यारेटि भारत। हालाकीत बाता क्रांगिक कार्या-**ণিদ্ধি হইলেও, আন্ত**রিকতাই প্রকৃত মৈত্রী স্থাপনের এক থাত্ৰ পস্থা, একথা বুটিশ জাতি বিশ্বত হইতেছেন কেন ? কংগ্রেসকে ভয় করিবার কোন কারণই থাকে না, ষদি ভারতের জনমত তাঁহানের জনমতের অফুকুলে হয়।

#### সনাতনী ও অসনাতনী:-

এবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সনাতনী ও অসনাতনীদের হন্দ হইয়া গিয়াছে। অসনাতনাগণ চাহেন
যে অপ্পৃত্যতা দ্বীভূত হউক, তাঁহালেরই মধ্যে যাঁরা
আর একটু অগ্রসর ইইয়াছেন তাঁহারা চাহিয়াছেন
বিবাহে 'ভিভোগ' প্রথা প্রচলিত হউক। এইখানে বলিয়া
রাখা প্রয়োজন যে অসনাতনীদের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন
শ্রোথা আছে। সনাতনীগণের মধ্যে তেমন বিশেষ শ্রেণী
বিভাগ নাই। তাঁহারা প্রাতনকে ভাল বাসেন কেননা
স্বাতনেরই উপর তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা। কোন জমিদারই
সসনাতনী হইতে পারেন না, কেননা প্রপ্রস্থ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত জমিদারীই তাঁহার একমাত্র স্থপ। সেইরূপ সমস্ত
নিকই সনাতনী, কেননা ধন বা ঐথর্য একপ্রস্থের
ভালেই। উল্লিক্তিত ইইয়া বংশ পরশারার ভোগ
খল করা হয়। স্পনাতনীগণ কিন্তু সনাতনীদের মঙ্কদ

পুরাতনের ভক্ত না হইলেও বেধানেই তাঁহারা আপ্-নাদের স্বার্থ হানির আশকা অফুভব করেন দেইখানেই সরিয়া দাঁড়ান। তাঁহারা পরিবর্ত্তন চাহেন, বর্ত্তমানকে সাহায় করিবার জ্ঞ বা উহাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্ম, নৃতনকে বরণ করিয়া লইবার মতন বুকের জোর उँ। हाराम्य नाहे। म्रान्मत ध्यादानत व्यक्षिकात नहेत्र। অনেক বিজ্ঞা আইনজ্ঞা বলিয়াছেন বটে সময় পরিবর্জন-শীল, স্মাঞ্চেও এইজ্ঞ পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে। কোন দাতা উইল করিয়া কোন একটি প্রতিষ্ঠানে কিছু অর্থ দান করিয়া যাইবার সময় সময়োপযোগী কভকগুলি সর্ত্ত করিয়া যান. কিছু সর্ত্ত চিরকালই অবিকৃত থাকিবে ভাহা তাঁহার। কখনই চাহেন না। নীচজাতির আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই হয়ত প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কোথাও কোথাও কোন কোন নীচ জাতিকে মন্দির প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু মানবতাকে অপমান করা তাঁহাদের উদ্দেশ ছিল না৷ বাঁহারা এই মহাসত্যটীকে উপলব্ধি করিয়া জোর গলায় উহা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাঁহারা বর্ত্তমানে যে পিতৃসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন উহ। তাঁহাদের পূর্বপুরুষণণ কর্ত্তক অঞ্জিত रहें लिख वर्खमारन यथन कीयन कर्बक्रक्का रम्था नियारह তথন কি তাঁহালের উচিত নম্ন যে তাঁহারা তাঁহালের উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ সাধারণের ছঃথ উপশম করিবার জন্ত ব্যয় করা? এ কথাও কি ঠিক নয় যে সেই সমস্ত মহাপ্রাণ পুরুষগণ জীবিত থাকিলে তাঁছানের আৰ্ক্সত বিভের অনেক অংশই এইরূপে বায় করিতেন ? এই কথার উত্তরে আইনবিং পতিত্তগণ Private property অম্পৃত্ত ও সমত্ত আইনের বাইরে বলিয়া वांगरवन । अमना उनौरमत्र देशहे त्योमिक्छा । छाहारमत्र निक्षापत यांश नाहे, जाश शत्र के विवाद स्त जाशाना भर्तनारे छन त सन्द्र धानर्नन कतिया थाटकन, किस শাপনাদের স্বার্থে আঘাত লাগিলেই শামুকের ভার তাঁহা-त्मत छेमात्रका श्रुवेहिया यात्र । **এই समूहे त्याव ह**त्र सामा-रमत क्षराम वाका भारताभारता श्रीक कथाती क्षडमन इस् मनाजनोशन अक्या हिन वनिरक्ष्यन डाहान अवनि वर्ष

মুবিধা স্নাতনীদের পূর্ব-পুরুষ কর্ত্তক অর্জিত সম্পত্তির নায় ভোগ দথল করিয়া আসিতেছে। দাকিণাত্যে যে সমস্ত মঠ আছে. সেঞ্জিত এক একটা বিবাট জমিদাবী বলিয়াই শুনিতে পাই। সাধারণ আইনে পিতার বিত্তে পত্রের অধিকার জন্মায়। মঠের মেহান্তগণ বিবাহ করিতে পারেন না। এইজন্য পুত্রের অভাবে তাঁহাদের সম্পত্তি শিঘোর করতলগত হয়। আমরা যদি আমাদের পৈতক বিস্তু ত্যাগ করিতে না পারি মঠাধিকারীগণই বা কেন ভাহাদের মঠের ভাবৎ সম্পত্তি ও অধিকার ভাাগ করিবেন। কথা হইতে পারে যে এখানে ত সম্পত্তির কথা হইতেছে না, এখানে একটু অধিকার প্রদানের কথা इटेट्डिश मिलित माधात्रण मुल्लेख नट्ट डेंडा प्रकाधिकाती-গণের নিজম্ব সম্পত্তি স্থতরাং মন্দিরে প্রবেশাধিকার সে কাহাকে দিবে এবং কাহাকে দিবে না, সাধারণ আইন অনুযায়ী কি ভালাই একমাত্র বিবেচনাধীন লওয়া উচিত নয় ? একভোণীর অসনাতনী বাঁহারা মন্দিরেঅ স্পৃত্যগণকে প্রবেশাধিকার দিতে বাগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা একথা বুঝিতে পারিতেছেন না কেন যে সন।তনীগণ ভাবিতেছেন যে এইরূপ একবার কোন স্বার্থত্যাগ করিলে শেষে কথা উঠিতে পারে যে মন্দির সাধারণের সম্পত্তি. দেবতা সাধা-রণের স্বতরাং মন্দির সাধারণ কর্ত্তক চালিত হটবে এবং দেবতাও সাধারণ কর্ত্তক পুঞ্জিত হইবেন। এই আশহা ভগু কল্পনা-মূলক নহে, উহা সভ্য। অনেক স্থলেই ভ অগনাতনীগণ এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। থে থানে স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত আছে সেখানে কোনরূপ Logic খাটে কি ? আমাদের মনে হয় এইজন্যই সনাতনী-গণের আন্দোলন ফলপ্রদ হইতেছে না। সভ্যকে দেখিবার অভিনায় থাকিলে সমগ্র সভাকেই দেখিবার চেষ্টা করিতে हत्र, छेठाव शानिकते। चार्य हाकिया त्राथिया छेटाटक धाः निक्चाद (मधियात (हहा क्रिक्ट ग्राइ)त व्यवमानमा क्या हम्।

বিবাহ-বিজ্ঞেদ—আইন ও সমাজ:--

ভাক্তার পৌরএর বিবাহ-বিচ্ছের আইন স্বর্ছেও গেই কথা বলা চলে। ভাক্তার গৌর প্রভৃতি বিলাভ ক্ষেরতাদল বাহিরের আবহাওয়ার শিক্ষিত হইয়া ভাসিয়া নিজের দেশে সেই আবহাওয়া স্বন্ধন করিতে চাহিতেছেন। ওঝ। প্রভৃতি যাঁহার। ভারতেই শিক্ষিত ও দীক্ষিত তাঁহার। এই প্রস্তাবেই চমকাইয়া উঠিয়াছেন। সভা কোনটা ? সভীত যদি আমাদের আদর্শ হয় এবং সমস্ত হিন্দ্দমাজের সার নীতিই যদি নারীর সতীত ধর্মরক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত थारक, তবে विधव:-विवाह आहेन विधिवक इटेशांख रयमन একেবারেই অকেজো ভাবে পড়িয়া আছে, এই নুজন আইনও তাহাই থাকিবে। ক্ষণিক উত্তেজনার মধ্যে কোন কোন দম্পতি হয় ত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করাইয়া লইতে পারেন, কিন্ত তাহার পরই যথন দেখিনেন তাঁহাদের এই বাবয়া সমাজ প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেছে না তথন ভবিষ্যতে কোন দম্পতি কি ঐরপ করিতে আর অগ্রসা হইবেন ? বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইলেও উহা সমাজে চলিল না। আমরা জোরগলায় প্রত্যেক সমাজ-সংস্কার সভায় উহার উপকারিতা ঘোষণা করিলেও উহা কার্যাকরী না। তাহার আমাদের পদা-প্রথা। কারণ নর-নারী যদি প্রস্পার প্রস্পারের সহিত অবাধ ভাবে মেলা-মেশা করিতে না পারে ভাহা হইলে বিধবাগণ বিবাহিতা হইবেন কেমন করিয়া? বর্ত্তমান সমাজে বিধবাকে বিবাহ করিলে কতকগুলি অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। কাজেই স্বেচ্ছায় কেহ বিধবাকে বিবাহ করিতে রাজী হইতে পারে না। কিও অবাধ মিলনের ফলে কেহ কেহ বিধবাকে ভাল বাদিলে তাথাকে নে বিবার করিবেই, শত বন্ধনও তাহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে इटेरव। (महेक्रण विवाद-विराह्म पाइँन **भा**ण हहेरल छेश चाहेन भूछरकत मर्याहे थाकिया यहिरा, কেননা কোন পুরুষই বিবাহচ্যতা কোন নারীর স্পর্শে আসিয়া আক্ষিত না হইলে শুধুমাত্র একটা আদর্শের জন্য বিবাহ করিবে ন।। পাশ্চাড্যে যাহা স্বতঃ সিদ্ধ বলিয়া মনে হয় তাহা তথাকার আবহাওয়ার দকণ। এই জনাই আমরা বলিতেছিলাম যে আইন করিয়া সমাজ-সংস্থার ক্রিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। দ্বা-আইন কি অনেকটা शकू हरेया नाहे। कारनव करक चावर्षिक हरेया नमान যধন ধেরপ ধারণ করিবে তাহার আদর্শও তথন দেইরূপই ধারণ করিতে বাধ্য, স্ক্তরাং এখানে দলাদলি করিয়া নৃতন মনাস্তর স্থলন করিয়ার প্রয়োজন কি ? আগামী যুগে নারীগণ শিক্ষিতা হইয়া পদ্দার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেই বিধবা বিবাহ চলিবে ও বিবাহ-বিচ্ছেদও হইতে থাকিবে, আইন তখনই প্রয়োজন হইবে। অস্পৃগুতা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা ঘাইতে পারে। অস্পৃগু জাতি যথনই বুঝিতে পারিবে স্থান বিশেষে ভগবান আবদ্ধ নাই, স্থান বিশেষ সাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে, কিন্তু ভগবান স্থলই আছেন, তখন নৃতন মঠ, নৃতন মৃর্ত্তি। প্রতিষ্ঠিত হইবে। মঠাধিকারীগণ লাভ লোকসান খতাইয়া আপনা হইতেই তখন মন্দিরের ছার উন্মৃক্ত করিয়া নিবেন, তাহার জন্য দলাদলি বা নৃতন বদ্ধন স্থলন করিতে হইবে না।

ডিপ্রেসড ক্লাস ও নুতন দলা-দলি:–

কথা প্রদক্ষে আমরা এখানে আমাদের বাংলার কথা বলিতেছি। সত্য কথা বলিতে গেলে বাংলায় অস্পুত্ততা কোথায় ? কোন জলাশয়ে বা কোন মনিরে জাতি বিশেষের প্রবেশ নিষিদ্ধ বাংলা প্রদেশে নাই। অথচ কতকগুলি ধাপ্পাবাজ রাজ-নৈতিক মান্তাজের অফু করণে এখানে এক Depressed Class সমস্তা হজন করিয়া বসিয়াছেন। সম্প্রতি বাংলা সরকারও এই আন্দোলনের ফলে Depressed Class এর একটা লিষ্ট সাধারণের অব-গতির জন্য প্রকাশিত করিয়াছেন। বেথানে হিন্দু-মুস -মান সমস্তার কোন মীমাংসাই হইল না. সেধানে মনগডা Depressed Class রচনা করিয়া রাজনৈতিক ঐক্য সম্পাদনের পথে আর একটা অন্তরায় স্থান করা হইল মাত্র। বাংলায় বাস্তবিকই কি কিছু Depressed Class আছে গ যদি বাংলায় Depressed Classএর কল্পনাই ক্ষিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় এখানে সকলেই Depressed Class বা এখানে Depressed Class কেহই নাট। ত্রাহ্মণ বর্ণ শ্রেষ্ঠ। বাংলায় কায়স্থগণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ত্রাহ্মণগণের পরই। কিন্তু ত্রাহ্মণদের মধ্যে বাঁহারা শুদ্রের দান গ্রহণ করেন, বাহারা নবশাক ব্যতীভ অন্যান্য कालित यक्षमानशिति करतन जाहाता कि अत्नक्षे। পডिড

জ।তি নহেন ? কামস্থদের মধ্যে কয় ঘর কুলীন ও মৌলিছ ছাড়িয়া দিলে, অপরঘর কায়শ্রুলি পূর্ব্বোক্তগুলির তুল-নায় Depressed নহেন ? স্তরাং এখানে অস্প্রতাও বেমন নাই, সেইক্স Depressed Class আছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। অথচ মহাত্মা গান্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক অর্কাচীন রাজ-নৈতিক পর্যান্ত এই Depressed Class কণাটা লইয়া বিশেষ মাপা ঘামাইতে-ट्टन। द्राय ७ जामादम्त এই शादनहें, नृजन मनामनि স্থানে। গত সহস্র বংদর ধরিয়া আমাদের অধীনস্থ— মানবজাতিকে আমরা অজ্ঞ ও মৃথ করিয়া রাখিয়াছি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার যদি প্রায়েজন অন্তত্ত করিয়া থাক ত এই বিরাট অজ্ঞত। দূর করিয়া দাও। বিরাট মানব জাতিকে শিকিত করিয়া তোল। তাহা হইলেই এখন ঘাহার জন্য তোমরা বাস্ত হইয়াছ, সময়ের পাকা ফলের মত তাহ। তোমাদের হন্তগত হইবে এবং উক্ত প্রথাগুলি সময়ের ফলের ন্যায় স্থ-স্বাহও হইবে। নতুবা কটু ও ক্ষায়ই থাকিয়া ঘাইবে। নৃতন আইন তৈয়ারী করিতে গিয়া দলাদলি, মন ক্যাক্ষি কি ভীষণ অপ্রিয় ও অশান্তিকর নছে ?

ডি-ভ্যালেরা ও ঠার ঠিউলার :-হার হিটলার ও ডি-ভ্যালেরা ছই জনেই ক্বতী পুরুষ। উভরেই সময়োপযোগী মন্ত্র দিয়া তাঁহাদের স্বদেশকে চৈত্ত দান করিবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ডি-ভালেরা দেখিয়াছেন আয়লাও রাজী এলিজাবেথের সময় इटे. छ देश्म ७ अभीत भाकिया विस्मय माख्यान इटेंट পারে নাই। এই সময়েই অলষ্টারের সঞ্জন হয়। এই অল্পার্ট এখন ভাহার বক্ষের মহাক্ষত। আয়ুল ভের প্রতিনিধিগণকে ইংলণ্ডের পালামেণ্ট মহা-সভার বসিতে দেওয়া হইত। তাহাতে তাহারা দেখিরাছিল যে কোন একটা বড় দলের লেজুর হইয়া থাকিলে বড় দলের त्थयां व्यवस्था नामाना अप-अविधा कथन**७ कथन**७ পাইয়াছে মাত্র। কদগ্রেভ শাসিত আয়ল থিও জন-সাধার-ণের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয় নাই। এখন ছুই অবস্থানের प्रविव। मध्यक् कतियात युगं हिनता शिवारकः। स्वक्ष्यविवा जाधातपटक बन्धेन कविशा पिरक ना भावित्म त्काम बाह्रिके

শ্বায়ী হইতে পারে না। ডি-ভ্যালেরা সাধারণ আকাজ্জাকে সৃদ্ধি দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই আজ জনপ্রিয়। বংশগত মধ্যাদা বা বিপুল অর্থ তাঁহাকে বড় করিয়া তুলে নাই, সাধারণ তাঁহাতে আপনাকে দেখিতে পাইতেছে বলিয়াই আজ তিনি আয়লত্তির পূজ্য।

হার হিট্লার সম্বেষ্ট্রা আরও অধিক ভাবে প্রযোজ্য। আমরা এক দংখ্যায় হার হিটলারের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিতে গিয়া ম্পট্ট বলিয়াছিলাম যে. হার হিটলার ভবিশ্বতে চান্সেলার হইবেনই, হয় ত প্রেসিডেন্ট পর্যান্ত হইতে পারেন। আমাদের ভবিয়াং বাণীর এক অংশ সত্য হইয়াছে। আজ হার হিটলার জার্মান চাম্পেলার। এইরূপ কেন হয়, ভাহার কারণ অবেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই হিট্লার নিঃম, তাহার কোন বংশ মধ্যাদাই নাই। গত মহাযুদ্ধে হিট্লার সামান্য সৈনিক হইয়াই কাইজারের বিরাট বাহিনীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যদ্ধাবসানে জার্মানির মধাবিত্ত খ্রেণী ভীষণ ছরবন্ধায় পতিত হয়। পুত্রহীন, বিত্তহীন সাধারণ গৃহস্থ সামান্য অল সংগ্রাহের জন্য পাগল **হই**য়া উঠে। श्वना यात्र (य সামানা একখানি कृष्टीत खना अपनक শ্লাম্ভ মহিলাকে বেখাবুত্তি পর্যান্ত করিতে হইয়াছে। হার হিট্লার এই নৈরাশ্রকে আপনার মানদ-পথে স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিমা রচনা করিয়াছেন। তিনি ইহার প্রধান হোতা হিসাবে সাধারণকে আসিয়া অঞ্চলি দিতে বলিতে-एक. डेडार्ड काँडात विस्थायक । टेड्डिनिशन प्रतम्ब मर्सनाभ সাধন করিয়াছে বলিবার অর্থ এই যে যাহারা সঞ্চিত অর্থের ক্রদ লইয়া জীবন ধারণ করে তাহারা সমাজের কলুষিত অংশ, হিট্লার তাহাদিগকে সমাজ হইতে দ্র করিয়া দিতে চাতেন। কার্যোর উপর আত্ম-প্রতিষ্ঠা তাঁহার লক্ষা। এই জন্মই কর্মপ্রবণ জাম্মান তাঁথার মন্ত্র শিষ্য হইয়াছে।

#### মাঞ্-সমস্তা :--

মানচুরিয়া সমস্তার আৰু অবধি কোন নীমাংসাই হইল না, অদ্ব ভবিয়তে যে হইবে এরপ আশা করা বায় না। লীগ বলিতেছেন বটে বে তাঁহারা আপানকে বাধ্য করিবেন্। কিছু উহা বোধ হয় মৌথিক, লীগের নির্দেশ জাপানত আরও ছই একবার শুনে নাই।
উহাই ত লীগের তুর্বলতা। লীগ আন্তর্জাতিক পরামর্শ
সভা হইলেও উহার সিদ্ধান্তকে কার্যাকরী করিয়া লইবার
জন্ম বেরূপ অল্পের প্রয়োজন তাহা উহার নাই। তাই
মানচুরিয়া সমস্তার মামাংসার সম্ভাবনা খুবই আয়।
শুনা হাইতেছে চীন খুমাইয়া নাই, চীন ভীষণ ভোড়জ্যোড় করিতেছে। চীন যদি তাহা করিতে পারে অর্থাৎ
শক্তিমান জাপানের :সহিত শক্তিতে বড় না হউক
সমান হইতে পারে তথনই মানচুরিয়া সমস্তার সমাধান
হইয়া যাইবে।

#### সরকারী ঋণ--সুসময় ও দুঃসময়:—

সরকারী ঝণ শতকরা ৪ টাকা হলে সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন অর্থ-সঙ্কটের যুগ গড প্রায়। আমাদের মনে হয় এখনও কাটিয়া যায় নাই তবে দীঘ্ৰই কাটিতে পাবে। ইনসিওৱেন্স কোম্পানী-দেব অনেক টাকা সরকারী ঋণে থাটান হয়। কিছ বাবদা-বাণিজা জেরি চলিলে উহাদের সঞ্চিত অর্থের একটা চাহিদা বাজারে দেখা দিলে উহারা বার্দ্ধত হারে হৃদ পাইবার আশায় উক্ত মূলধন অন্তত্ত থাটাইবার চেষ্টা করেন। এখন দেখা ষাইভেছে যে উক্ত চাহিদা একেবারেই নাই। ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলি ও ব্যাহ্ব-জুলিকে টাকা স্থান খাটাইতে হইবেই, কাজেই ভাহার। সরকারী ঋণ কিনিতে বাধ্য হইতেছে এই জন্ম স্থানের হার কমিয়া ঘাইতেছে। তবে এইরূপ কম হার খুব বেশী क्रिन शाकित्व विकशं मदन इस ना । दक्तना वादमा-वानिकात মন্দারও একটা পরিমাণ আছে। এই মন্দা শেষ সীমানায় পৌচাইলেই আবার উন্নতির দিকে উঠিতে থাকে। आमारतत मत्न इत्र मन्तात त्यय जीमाना आतिवादह। এইবার উন্নতি-যুগ স্বাসিবে। স্বতরাং টাকার চাহিদা তখন বাড়িয়া যাইবে এবং সেই দক্ষে ফদেরও হার বাডিয়া যাইবে।

#### 거지국·배어:-

গত মাসে ইয়োরোপের কতক্তলি রাল্য আমেরিকার

বল পরিলোধ করিতে পারে নাই। বাহারা বলের প্রাণ্য

অংশ এবং স্থদ দিয়াছেন তাঁহারা স্পষ্টই বলিভেছেন যে নৃতন ব্যবস্থা না করিলে তবিষ্যতে আর কোনরূপ জর্থ প্রদান করিবেন না। আমেরিকার নবনিযুক্ত যুক্ত রাষ্ট্রপতি এই জন্ম বিশেষজ্ঞদের লইয়া নৃতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার জন্ম মাধা দামাইতেছেন। এই ঝণ লইয়া অনেক কথা কাটাকাটি হইয়াছে। দেখা যাউক মি: ক্ষত্তেন্ট কি করেন ?

#### ঠিমগিরি অভিযান:-

কাঞ্চনজ্জ্বাও গৌরীশহরে আবোহণ করিবার জ্ঞ্ বিদেশ-আগত অভিযানকারীগণ প্রাণপণ করিতেছেন। কিন্তু আজ অবধি কেহই ক্লভকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই গ আগামী নতন বর্ষে আবার একবার চেষ্টা করা হইবে এই জন্ম তোড জোড চলিতেছে। হিমালয়ের উচ্চাংশে কি কি প্রাণী বা উদ্ভিদ চকু গোচর হয় ভাহা প্রদর্শন করাইবার জন্ম একটি মিউজিয়ম খোলা হইয়াছে। এবার এরোপ্লেন যোগে শুক্ষম্ম আবোহণ করিবার চেষ্টা করা হইবে। এমন এরোপ্লেন পাওয়া যাইবে যাহাতে উচ্চে ৩৩.০০০ হাজার ফিট প্রাস্ত উঠিতে পারা যাইবে। উচ্চতাই যে একমাত্র অন্তরায় তাহা নহে। ভ্রমণকারীগণ অনেক সময়েই বলিয়াছেন যে কাঞ্চনজজ্বা বা গৌরীশন্ধরে তাঁহারা আবোহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু সফল-কাম হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ তুষার-বাত্যা। বিশহাজার ফুট অভিক্রেম করিলে এই ডুবার ঝড় এত প্রবল হর যে মারুষের শরীরের রক্তমাংস তাহার নিকট পরা<del>ত্</del>ত

খীকার করে। আমুগুনেন দক্ষিণ বেক আবিদ্ধার করিতে গিয়া এইরূপ অনেক ঝড়ের কথা বলিরাছেন কিছ তিনি সফল-কাম হইতে পারিরাছেন বলিয়াই আমানের দক্ষিণ মেক সম্বন্ধে ধারণা এত পরিদ্ধার। আশা করা যায় বে হিমালয় শৃক্ষে আব্যাহণ করিয়া দেইরূপে কেহ নৃতন তত্ত প্রচার করিবেন।

ফোর্ডের কার্থানার প্রশ্যবট :--শুনা গেল যে আমেরিকার বিখ্যাত ধনী ও কর্মী ফোর্ড সাহেব বিশেষ বিপদগ্রন্ত। এই ফোর্ড সাহেব তুইখানি জগৎ বিখ্যাত পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ভাহার নাম, To day and to morw এবং My life and work. উভয় গ্রন্থেই তিনি ইউরোপীয় ধনিকগণকে স্বার্থপর বলিয়া গালি দিয়াছেন। তাঁহার মতে ধনীর অর্থ সাধারণের সম্পত্তি না হইলেও সাধা-রণের উন্নতির জন্ম নিয়েজিত হওয়া চাই। কোন কারথানা হইতে যে মুনাফা হয় উহার সমগ্র অংশটাই ধনীর স্বথের জন্য বায়িত হইলে ধনিক প্রমিক সমস্যা উৎকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয়। এইজন্ম তিনি তাঁহার মনাফার একটা অংশ তাঁহার কর্মচাবাগণের স্থথ স্থবিধার জন্য বাষ করিতেন। তাঁহার কার্থানায় প্রায় একল্ফ লোক আল সংগ্রহ করিত, এখন শুনা ষাইতেছে যে মন্দাৰ জাবে কারখানার কর্মচারীদের শ্রমিক হার কমাইয়া দিলে, তাহারা ধর্মঘট করে। মিঃ ফোর্ড ভাহাতে কারখানাটী বন্ধ করিয়া দিয়া পুলিশের হেপাজাতে কারখানা গৃহটি রখিয়াছেন।

## অপরাজিত

শ্রীবিহারীলাল বড়ুয়া

হে বিধাতা, বহু ছ:ধ দিয়েছ আমার,—
তব-স্টে-লালাভার করিতে বহন
আনিয়াছি অশ্রুধারে প্রাবণ বর্ষণ
সহিয়াছি বজ্ঞাবাত শত ব্যর্থতায়;
কোটি কোটি জনমের বেদন-মালায়
শোভিয়াছি কণ্ঠ মোর, এসেছে মরণ
বার বার হরিবারে জীবন-রতন
ভাবরি' চেতনা মোর তম্পা-শায়ার।

কহি আজ তুলি' মোর জ্যোতি দৃগু শির
মিখ্যা সেই বন্ধনের ক্রন্সন উচ্ছাস।
সত্য শুধু অন্তহীন স্থানন্দ অন্ধির
বঙ্কত করোল-বীণা, মৃত্যুর নিশাস
নন্দন-স্থরভি-সম স্ক্রন্ধ কচির,—
স্কুটিত সৌন্দর্ধ্যের স্কৃচির প্রকাশ।



## ত্রেট-ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স লিঃ

[ পুষ্পপাত্র বীমা-সম্পাদক কর্তৃক ]

গ্রেট-ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স ১৯৩১ সালের রিপোট, উব্ত পত্র ও হিসাব আমরা সমালোচনার জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৯৩১ সালের হিসাব ১৯৩৩ সালের জান্ম্যারী মাসে সাধারণ্যে প্রকাশ করায় উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আমরা আশা করি কোম্পানীর পরিচালকবর্গ হিসাব-নিকাশ প্রকাশ সম্বন্ধে একটু তৎপর হইবেন।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ১৭,১৮,২৫৫ টাকার পরিসি প্রদান করিয়াছেন—ইহা প্রথম বর্ষ অপেক্ষা প্রায় ৭০০০, ০০ টাকা অধিক। দ্বিতীয় বর্ষেই এ পরিমাণ নৃতন কার্য্য সংগ্রহ করায় কোম্পানীর পরিচালকবর্গ যথার্থ গৌরব অফুভব করিতে পারেন। কোম্পানীর মৃত্যুর হারও বিশেষ সম্বোষজনক।

আমরা কিন্তু কোম্পানীর উষ্ত পত্ত দেখিয়া বিশেষ হতাশ হইয়াছি।

	3,92,3664d3		
মানেজিং এজেন্টগণ কর্ত্তৃক দেওরা অক্তান্ত দেনা	२१,०३२/১•		
	₹•882~		
মূলধন	>,>60.00/		
বীমা ভহবিদ	>>,৫৩৫,৮٩		

এই ১৭২১৮৭৮৫/১ পাই এর হিসাব কোম্পানী কি ভাবে দিভেছেন ভাহা দেখিতেই সাধারণে স্বামাদের হতাশ হইবার কারণ বৃদ্ধিতে পারিবেন।

	١,٩२,১ <del>৮</del> ٢
নগদ ৩ ব্যাহ	Pople
১৪। ব্রাঞ্ভ আফিস ইত্যাদি স্থাপন খ	35 0e>>81/e
১৩। ছাপা কাগন্ধ ইত্যাদিতে	200 Dhe
১২। এক্ষেণ্ট	२०१६811√€
১১। পাওনা	285€1~€
১০। সাস্পেন্স	>><@¢%
a। অर्गाना <b>टेटअमन</b> १४४	<b>७</b> ७०२७,
৮। সেয়ার কিক্রয়ের ক্মিশন	684¢
৭। প্রাথমিক বায়	₽8 <b>9</b> ₹< <b>₡</b>
৬। হুদ পাওনা	३११८६
<ul><li>शांखना क्षिमियाम</li></ul>	8700%
৪। পুন্তক	250/20
৩। আসবাব	P667570
২। প্লিসি বন্ধকে দাদ্ধ	A50/
১। কোম্পানীর কাগজ	२०,२०० €

উপরোক্ত হিলাবের ৭ দফা হইতে ১৪ দফা পর্যন্ত হৈ আৰু রহিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই ধরচের আৰু আবচ তাহাকে ছিতি asset কোম্পানীর মূলধন ও দেনার . বিক্লকে দেখান হইয়াছে। এসমস্ত আৰু প্রায় ১২৫০০০১ টাকাকে কোনরপেই ছিতি বা asset বলিয়া ধরা যায় না। কোম্পানীর প্রথম বংসরে কতক টাকা মূলধন ধরচ করিয়া কার্য্যের প্রসারের চেটা করা ঘাইতে পারে

কিন্ত দিতীয় বংসর হইতে অর্থাৎ renewal premium পড়িতে থাকিলেই ব্যয় সংঘত করিয়া সেই সমস্ত অঙ্ককে ক্রমে কমাইয়া আনিতে হয়। আমরা বিশেষ ছঃথের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে Great Indiaর পরিচালকবর্গ এই সাধারণ নিয়মটিও পালন করা আবশ্রক বোধ করেন নাই। এই সমস্ত অঙ্ক প্রথম বংসরের উদ্ভ পত্রে যাহা ছিল দিতীয় বর্ষে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া গিয়াছে।

এই ১২৫০০০ টাকা বাদ দিয়া ধরিলে কোম্পানীর বীমা তহবিল :২৫০০ টাকা না হইয়া শৃন্ত (০) অপেক্ষাও ১১২৫০০ টাকা কমে দাঁড়ায়। অর্থাৎ কোম্পানী এ পর্যান্ত যে ১০৪০০০ টাকা প্রিমিয়াম আদায় করিয়াছেন ভাহার উপরও ১১২৫০০ টাকা থরচ করিয়াছেন।

কোম্পানীর পরিচালকবর্গের জানা উচিত যে প্রথম বর্ধের প্রিমিয়ামের সমস্ত ও দ্বিতীয় বর্ধের প্রিমিয়ামের শতকরা ১০ হইতে ১৫ টাকার উপর
বায় করিয়া কোন কোম্পানীই ভবিয়তে টিকিয়া থাকিবার
আশা করিতে পারে না। মূলধন বায় করিয়া কোন
কোম্পানীই বীমার বাবসায় চালাইতে পারে না। পরিচালকবর্গ থেমন বীমাকারিদের স্বার্থও দেখিবেন
অংশীদারদের অর্থেরও যাহাতে: অপবায় না হয় ভাহা
ভাহাদের দেখা বিশেষ কর্ত্বা।

গ্রেট-ইণ্ডিয়া অতি অন্ধ দিন কার্যাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে—এখনও সমন্ন আছে। ব্যন্থ-সংযত করিয়া স্থিরভাবে ব্যবদা চালাইলে সমস্তই সমন্নে ঠিক হইয়া যাইতে পারে।

আমরা এই নবীন কোম্পানীর ১৯৩২ সালের হিসাব দেখিয়া স্থী হইতে পারিব আশা করি এবং নৃতন কার্য্য সংগ্রহের সফলতার সহিত অগ্রান্ত বিষয়েও সফলতার আশা করি।

## বিচিত্ৰা

"ইন্সিওরেন্স ওয়ারলড" পত্রিকার অক্সতম পরিচালক
শ্রীমান অতুলচক্স ভট্টাচার্য্য আর ইহজপতে নাই—
ত্রারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ
করিয়াছেন। অতুলচক্স অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহার
পত্রিকার অনেক উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং
প্রাণ্ডোলা অমায়িক ব্যবহারের জন্ত অভি অল্লকালের
মধ্যে বীমা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট আদৃত হইয়াছিলেন।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীশনি" নিধিত "বীমা পত্রিকার দায়িত তে কর্ত্তব্য"—প্রবন্ধতি আমরা বীমা-সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিগণকে পাঠ করিতে অহুরোধ করি। "শ্রীশনি" বীমা-জগতে রছদিন কার্য্য করিয়া প্রভুত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন—জাঁহার যুক্তিগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। বীমাক্ষেত্রে অপ্রিয় সভ্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

"লালবাজারের" কোনও প্রিকায় বীমা-প্রসদ্দ শীর্ষক 'গবেষণার' বাংলাদেশের বীমাজগতের গৌরব স্থাশানাল বীমা প্রতিষ্ঠানের কৃতি সম্পাদক শীষ্ক সভ্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে "হেরিডিটারী" বীমাবিদ্ বলিয়া উপহাস করিয়াছে! সভ্যেন্দ্রনাথ বাংলাদেশ হইডে বীমা বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন—বীমার Principle ও Practice সম্বন্ধ তাঁহাপেকা অভিক্ষ ব্যক্তি বাংলায় খুব বেশী আছেন বলিয়া মনে করি না ত্রুতঃ আক্রমণকারী ঠাহার পদতলে বদিয়া আজীবন বীমা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ শাখা বিভাগের স্থবোগ্য ম্যানেজার মি: টি, এন, গুগুকে উক্ত লেখক "স্থল মাষ্টার" ইত্যাদি সংঘাধনে আপ্যায়িত করিয়া লোকচক্ষে হেয় করিতে চাহিয়াছিল। কিন্ত তাহার ফলস্বরূপ ভারতের বাংশাদেশে কার্য্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতেছে। কর্মজীবনের প্রারত্তে গৌরবময় স্থলমাষ্টারের কার্য্যও করিতে হয় আবার কাহাকেও **ছুলমান্টার** না হইয়া আবার পাওনাদারের দাবী মিটাইতে না পারিয়া ঘরবাড়ী বন্ধক রাঝিয়া সদাশয় জ্ঞসাহেবের ক্রমণায় আত্মসমর্শন করিয়া কালাভিপাত করিতে হয়—জীবনের বৈচিত্র্যই ইহাই ?

কিন্তু বাংলাদেশের বুকে বসিয়া বিদেশীর অর্থে পুষ্ট হইয়া বাংলার আদেবের ধন, গৌরবস্তম্ভালিকে বিজ্ঞাপ, অপমান এবং হেয় করিবার প্রচেষ্টা ফলবজী হইবেনা।

## 'বিসর্জ্জন'

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

রূপে অমুপমা দোণার প্রতিমা ছিল সে ভরিষা হৃদয়-পুর, খন বনছায়ে এসেছি ফেলিয়। গৃহ হ'তে তারে অনেক দ্র; সরল উদার হাস্ত-তরল অমিয় মাথান শিশুর ম্থ, ুজার না জাগাবে অভাগা হদয়ে অমরা-পুরীর গোপন স্ব ! শ্যা ভাহার রহিবে বিছান প্রাসাদে তাহার থাটের পর, শিশু যে আমার অঘোরে খুমায়, अनशैन भार्य, चारमत्र भव,-কে জাগাৰে তারে, কে ভাঙাৰে ঘুম, কে দিবে আনিয়া আমার কোলে ? শয়া ভাছার রহিবে শ্না আমারে ভাসাতে নয়ন জলে;

অভিমানী মুেয়ে কেন সে আসিবে দিয়াছি যে আমি বিসজ্জন গৃহ হ'তে যারে করেছি বিদায়, দে কেন তুষিবে আমার মন ? এই ত' আমার যোগ্য শান্তি এই ভ' আমার পাপের ফল, এমনি করিয়া সারাটা জীবন यदित्व यागात नम्न कन। দেবীরে যে জন তনয়ার রূপে স্বপনেও কছু পাইতে চায়, শোকের দহনে পুড়ে অন্তর হাহাকারে তার, গগন ছায়! এভটা গৰ্বা বুকেতে যার চুৰ্ণ ভাহা হ'তেই হবে, আনন্দ তার অঞ হ'য়ে-অনস্কাল ঝন্তে রবে!

# গড়রেজ লৌহ সিন্ধুক

## সকলেই জানেন এই লোহ সিন্ধুকগুলির আগাগোড়া স্বদেশী

অতি প্রচণ্ড অগ্নির আক্রমণ হইতে, অতি স্থচতুর লোহার-সিদ্ধ্ক-ভাঙ্গা চোরের অধ্যবসায়শীল আক্রমণ হইতে, পঞ্চাশ ফিট উচ্চ হইতে কঠিন পাথর বাঁধানো ফুটপাতের উপর পতন হইতে সিদ্ধ্কগুলি জয়লাভ করিয়া বাহির হইয়াছে।

## আমাদের সিন্ধুক গবর্ণমেন্টের কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেন্টের ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনীয়াররা সমত্ব পরীক্ষার পর তাঁহাদের মনোনয়নের চিহ্ন স্বরূপ পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট, রেলওয়ে এবং অন্য সকল ডিপার্টমেন্টে গডরেজ অগ্নি ও চোর প্রতিরোধক সিন্ধুক সরবরাহের চুক্তি করিয়াছেন।

## গডবেজ এণ্ড ব্যেস স্যান্ত্ৰু সাক্তারিং কোং লিমিটেড

টাকশাল, পেপার কারেন্সা অফিস গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি প্রেস, নাসিক রোড এবং সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কার্স দের লৌহ সিন্ধুক প্রস্তুতকারক।

#### **৯৫, ক্লাইভ দ্বীউ, কলিকাতা** ফোন—১৪•৭ ছলিকাতা।

হেড অফিস ও কারথানা— লালবাগ, প্যারেল, বোম্বাই

শাথা— দিল্লী, মাদ্রাজ।

## উত্তিষ্ঠত জাগ্ৰত

জে, কে, শীল,

সেদিন এক জার্মান ভদ্রলোকের সকে আলাপ হল। 'বীর-পদভবে কাঁপারে মেদিনীর' কথা আপনারা গরে পডেছেন আর আমি সেদিন চাক্ষ্য দেখলাম। যেমন শরীর তেমনই আবার চলন ও কথা বলার ধরণ। হাজার লোকের মধ্যে মিশে গেলেও এই লোকটীর প্রতি সকলের নজর পড়বেই পড়বে। সমস্ত পৃথিবী ঘরে ঘরে ইনি কভকগুলা ঔষধ ও রাসায়নিক জবা বিক্রয় করে থাকেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞানা করলাম এত ঘোরাঘুরির মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য থাকে কি করে? তিনি (इटम दल**लन, '८**क्थ चाचा तका कता कठिन नम्। जग-বানের রাজ্যে জল বাতাদ ও আলোর অভাব আছে কি ? আর অন্ত-বল্লের কথা যদি ধর-ত আমি বলি যার শক্তি আছে, যে পরিশ্রমকাতর নম তার ওহটোর অভাব কোনদিন হয় না। আমি যথনই যা চাই জোর ক'রে চাই—সবটা না পেলেও তার কত পাইই। কিন্তু চাইবার মত করেই চাইতে হয়। পলার খবে যদি শরীরের ৩২০ টা পেশীর রেশ এক সাথে ধ্বনিত না হয় ত চাওয়াই হল না। আপনাদের দেশের ছোট-বড অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাঁদের পণাবিনিময়ের প্রস্তাব ভিক্ষাধীর মত শোনায়—তাঁরা বলেন কুর্নিশ করার মত করে। আর শক্তির অপ্রভন্ন বৃদ্ধির অপ্রভন্ন আপ্রনারা যভটা করেন এন্ডটা আমি আর কোন দেশে দেখিন। শক্তি অর্জনের চেয়ে অপচয় বাঁচানর প্রবোদনীয়তা বে কত বেশী সে শিক্ষা যেন আমাদের নাই। আমি তে> पिथि जाशनास्त्रत नहीरत्रत शर्मन श्रीय जामास्त्रते मछन। অভাব ৩ধু ব্রক্তমাংসের। আমি কানি আপনি দারিদ্রোর त्नाहार त्मरवन किन्न **भागमात्मक्षर त्मरण**त मूटि मन्द्र यात्रा मात्राप्तिन शादि, यांख अक्टरणांत कामश्चान

করে তাদের স্বাস্থ্যও আপনাদের চেয়ে ভাল। আপনা-(मत कून-कलास्क आक्रकान (थनाध्नात नावका इरहाइ)। কিন্ত ব্যায়াম অফুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত স্বাস্থ্য-विधि भानन ও সংযম অভ্যাস না করলে ত ফলই পাওয়া যাবে না। একদিন আপনাদের ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা এক জনকেও মাথা উচ্ করে বুক ফুলিয়ে চলতে দেখলাম না। বেলোয়াড়রাও দেখলাম শক্তির অভাব পুরণ করছে গতি ও দক্ষতা দিয়ে। থেলার পরে যুবকদের কথাবার্তাম দেখি Injured innocence ও একটা নিশ্চেইতার ভাব মুর্ত্ত कृद्य উट्टिट्ड । Referce जाय विषात कृद्यनि । जान ও কালায় মাঠ ছিল থেলবার অনুপযুক্ত। আমি বলি দেশত আপনাদেরই—প্রতিযোগিতামূলক খেলাগুলিতে স্থানীয় দলগুলির মধ্যে সংখ্যায় আপনারাই বেশী। অথচ আপনাদের অভিযোগের প্রতিকার হয় না কেন? এক দিন আপনাদের একটা বড় স্থল দেখতে গিয়েছিলাম। ছেলেদের স্বাস্থ্যহীনতার কথা শুনলাম কিছ প্রতিকার করবার উল্ভোগ নাই। ছেলেদের নাকি তাড়াতাভি থেয়ে আদতে হয়। ভাদের বাায়াম করার পোবাক নাই। স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে তারা এবং তাদের অভিভাবকরা একেবারেট অজ্ঞ। আমার ত মনে হয় এ সবশুলিরট সমাধান স্থলের কর্ত্তপক্ষরা ইচ্ছা কর্তেই কর্তে পাল্পেন। ছেলেনের ছাতে স্বাস্থ্যবিধির পুত্র পুস্তকের তালিকায় ঐ দক্ষে বা উহার পরিবর্তে একটা ছোট ইজেরের ব্যবস্থা থাকলে ছেলেনের স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে লাভের সম্ভাবনাই বেশী। ছেলেদের স্বাস্থ্য-পরীকাও ভ প্রতি বংসর হয় ওনেছি-কিন্ত যারা Undesirably Weak তাদের সুস্থ স্বল করে তোল্-ৰায় ভার নেবে কে? চরিত্রগঠনের ভম্ন বেষন

## প্রত্যেকটিই প্রয়োজনীয়

## ও প্রিয় প্রসাধন সামগ্রী!!

### কামিনিয়া তৈল Regd.

ভারতীয় উপকরণে প্রস্তুত, বর্ণনাতীত গুণসম্পন্ন মহাস্থৃগন্ধি কেশ তৈলা "কামিনিয়া" ব্যবহার করিলে রুক্ষা অনমনীয় কেশরাশিও কোমল কুঞ্চিত হইবে।

মৃগ্য প্রতি বোতল ১০ ০০ বোতল ২॥৴০



#### সাবানের বাজারে মুগান্তকারী সাবান ।

কামিনিয়া হোয়াইট রোজ সাবান মূল্য—৮% বাক্স।

দিলবাহার সাবান

মৃশ্য—৸৶৹ বাক্স।

চন্দন সাবান

#### ( Sandal Soap )

মৃশ্য—৸৶৽ বাজ।
ল্যাতেণ্ডার সাবান
ম্ল্য—>্ বাক্স
প্রত্যেকথানিই কোমল স্লিগ্ধ
স্থাক্ষ ও অতুলনীয়।



### অটো দিলবাহার (Regd.)

ভারতীয় রুচি ও তৃপ্তির অমুকৃণ মনোরন গন্ধ

#### এসেস 1

সিকি আউন্স শিশি ১। ১ ড্রাম......৬০

## কামিনিয়া স্লো

আদর্শ মুখে মাখিবার ক্রীম্

অহপম প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা বর্ণশ্রী ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে। মূল্য—১০

সর্ব্বক্রই পাওয়া যায় কারণ ইহা সকলেরই প্রিয়। SOON OF SOON O

এাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাগ এণ্ড কেমিকেল কোং পোঃ বন্ধ ২০৮২ বোষাই ২ ও ৭২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। খাস্থারক্ষার জন্তও তেমনই ছেলেদের চাই একটা আদর্শ। স্থল কলেছে যেমন একটা Intellectual atmosphere আপনাদের দেশে আছে তেমনি একটা Physical atmosphereএর স্থান্ত করতে হবে। খাস্থান্তা, ছার্ফালভা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই লজার বিষয় করে তুল্তে হবে। ছেলেদের বৃদ্ধিয়ে দিতে হবে যে "Weakness is a crime"—ছর্মনের পৃথিবীর কোন সম্পদেই অধিকার নাই। আপনাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর এই যে আমি প্রতিকৃল সমালোচনা করছি এর কারণ আপনাদের কল্পনা শক্তি, আপনাদের ভারপ্রথণতায়, আমি মৃদ্ধ হয়েছি—এই গুণগুলির দক্ষে শুধু যদি শক্তি ও নিয়মাম্বর্জিতার সম্বয় হ'ত।

এখন আমার কথা বলি। আমি প্রতাহ অন্ততঃ
দশ মিনিটকালও ব্যায়াম অন্থূলীলন করে থাকি। কুধা
নাপেলে আমি কোন দিনই আহার করিনা ও লাভের
অথবা আমানদের সম্ভাবনা থাকলেও স্বাস্থ্য বিরোধী

কোন চিন্তা বা কার্যের প্রশ্রেষ আমি কোন দিনই
দিইনা। ভাটতা রাধ্তে আমি বিশেষ করে মনের
ও দেহের আভান্তরিক পরিচ্ছরতার কথা বুঝে থাকি।
যারা কুটিস্তা করে বা দেহের ভিতর মল জমা হতে
দেয় বহু মূল্য পরিচ্ছল, সাবান, পাউডার প্রভৃতি
প্রসাদন বস্তর দারা বিভৃষিত হলেও তারা অস্পৃত্য।
আমার টাকা কভ়িও ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশের সক্ষে
প্রতিদিন আমি প্রাণশক্তি সঞ্চয় ও অপচয়ের ধবর
রাখি আর এ দেহটাকে আমার পৃজনীয় পিতামাভার
স্নেহের দান মনে ক'রে যথাসাধ্য স্বস্থ ও পবিত্র রাশতে
চেষ্টা করি।"

এই জার্মান অন্থ্রটীর কথাগুলি অপ্রিয় হ'লেও দত্য ও তার মধ্যে আমাদের শিথবার অনেক কিছু আছে মনে ক'রেই লিপিবদ্ধ ক'রে রেথেছিলাম। শুধু যদি তাঁর মত শক্তি, গলার জাের আমার থাক্ত তা'হলে সমস্ত বাংলার ছাত্রদের দেপে আৰু বলতাম "উভিষ্ঠত। জাগ্রত।"

#### কোমলতা \*

#### औि निनी পक् मात ताय

জননি ! করণা ভোর দেখেও দেখেনি আঁথি অভিমান আঁধিয়ার আজিলনি' নিভি, কামনা-কুহেলি-লোল লক্ষ দাবী-দাওয়া বরি' ছিল প্রাণ নিক্ৎসার—ভাই ভোর গীতি

প্ররোহে ঝরিয়া যেত হিয়ার কদম্পাথে,—বাসনা-মাবিল আঁথি রাখিত ঢাকিয়া,

বিকচ ভকতি প্রেম-নবাঙ্ক্র,—কিশলয় উন্মৃথি' উঠেনি ভাই,—রহিয়া রহিয়া

নিক্তন্ধ আতপ্ত অঞ্চ উৰেণিত সিন্ধুসম,—
নিক্ত্বজনকত্ৰকান্তি পারেনি বিশিতে

লক শান্তিমণিহারা ভ্রান্তিজালা বীচিফণী,—ধ্সরিত দত্তে তারা কাহার ইন্দিতে ?

কাহার ইঙ্গিতে বল্ ভোর মন্দাকিনী ডাকে পাতিতে চাহিনি কান জীবন মেলায় !

ভৰ্জনীহেলনে কার ক্রুরৎ-আ**সক রজ-**মরীচিকা পানে এইপথের চলায়

ধাইতাম নিরস্তর ৷ কত না অপূর্ণ আশা দিকে দিকে লিপালিহ ফুলিল আলিয়া

ধাঁধিত বিষ্ণু দিটি কামনা-বাসনা পারে অচঞ্চল
উদ্দিশা নিত্য আবরিয়া ৷

ষধনি করুণ। ভরা অন্তর্গৃতি রেশ তোর প্লাবিতে চেয়েছে শুক্ষ হৃদয় বেলায়,

কার মিখ্যা নিরুৎদাহ বিবর্ণ শৃক্ততা শাপে বুলায়েছে অবিখাদ মোহিনী মায়ায় ?

দিন পিছু দিন মোর গেছে কেটে…'নিক্কণা' কছেছি মা তোরে—যাব ও-পদহায়ায

মিলেনি আশ্রয়নীড়, পঞ্চিল প্রুষ রুড় বর্ত্তমান তুচ্ছতার ধর দাহনায়

গগনবন্ধভ যত মেতৃর মঞ্জরী মোর · · · স্থপেশব মিড় যত...
বন্ধরীর বাণী

নির্মম অনন্ত তাপে অঙ্গারে হয়েছে হীরা--সার্থকতা চাহি নাই তাই আত্মদানি';

সন্ধ্যাত্র-তিয়াসী মোর নিরম্ আকৃতি যত করেছে প্রণতি রুফ রসাত্র-পায়,

ষে-নির্মান্য তোর-দেওয়া, তোরে অঞ্চলিতে হবে—সঁপেছি
বাসনাবেদীমূলে বঞ্চনায় !

অন্তরে মা থাকি' থাকি' মঞ্জীর-শিক্সিনী তোর ফন্কতালে কিন্ধিত কী অনীন্দ্য অন্তপ

স্থপন-স্থন্দর গল্পে অনখর আলিম্পনা—মৃত্তিকা-মন্দিরে রচি নতি নম্র ধুণ !

কাগ্নার কঠিন কারা তোর স্পর্শে আচম্বিতে ব্রত্তী-বিতান সম হ'ত স্থকোমল…

জীবনের কুঞ্জহারা বন্ধুর প্রান্তর হ'ত মোহন মুর্গীধারে পল্ল:-পুস্পল ্…

কেনলতা !...কোমলতা !...গাহিত অন্তরতমা, পৌরুষ জাঙাল তবু ক্ধিত তাহারে

পাষাণে পরশ ভোর ফাটিত নলিনীনত্যে—বরিতাম ভবু দিশা হারা বারতারে !

নৃপুর-নন্দিতা নদী—নীলামুদ্য়িত।—নীল গানে যার অভিসার-উদান্ত লহরী

ঠমকে ঠমকে জুরে বিম্থা বিলাগ বোলে—মঞ্চ চুছিল সে-ই আপনা পাসরি'! প্ৰক ডপ্নতালে ভাল দিয়া নাহি ফুটি' বিস্ক্ৰিল বৰ্ণবাণী প্ৰে প্ৰাৰ্গ দি

মলয়-মূৰ্জ্ছন। যার তদ্ধে কাঁপে সে-রবাৰ দারুদেহ আপনার রহিল মাঞ্চপি'?

বেণুর পবন—যাহে ভামলের রাধাডাক চিরকজোলিত— সেও কতে: "আমি গুণু

বাপত হ · · · বস্তু দার ?— আকাশ-কু স্থমান্ত্র কেন ধরে বুকে অস্তুহীন মরু ধু ধু!"

নেবত্ব-স্বরূপ-নিজ চলাচল কেন তুলে! বারিহীন উষরতা বরিয়া কেমনে

বন্ধ্যা অভিমানে ফুল বলে: "মেলিব না দল!"— স্থাম্থী আধমুখী কার প্ররোচনে!

অন্তরে বাহিরে **যার ছ**ন্দিত নীলিমা নীলা–নিরালোক পরিথা দে রচি' মাগো হায়,

ছৰ্কিনীতি হুৰ্গমাঝে রহে কোন্ আআদরে ! ইক্সধন্থ তমদায় কেমনে মিলায় ?

আজি মা কোমলতমে ! কোমলতারসে তোর প্রতি তম্-অণু মম উঠিল উৎসবি'

ৰান্তব-মেধলা ধরা উদ্ভাসিল অ-ধরার ছন্দে-শুক শৈল হল নিঝর বৈভবী!

বেগুহ'তে বেহু সম মনে হয় আপনারে …নিযুত কছর হয় ছায়া পরিমল!

তহুগ্লানি অতমুব ব্যাপ্তি লভে লহ্মায়···ধ্লিবুকে ছায়াপথ মল্লে সমুচ্ছল!

শিশুর জীবন হর্ষে বালুকণে স্বর্ণসৌধ রচি : শুধু নহে তাহা
তাদের প্রাসাদ :-

রাজরাজ বিশ্বরূপ-শিধে শিধিবই ! লাজে যুষ্ৎস্থ ভম্বর নত...মৌন সিংহনার !

বিন্দু পরিমাণ তোর অমিয়া হিলোলে মাগো, বিষ মেঘও বারে প্রেম বাঙ্গত ঝঝরি

্বেন্মণতা !···বেন্মণতা !···গদ্ধিত মন্ত্ৰে মঞ্ল বাশনীবালা গাহে সংখ্যে !

## *শহিত্যে অনাধকার*

- 1655, 54

কাদের নওয়াজ

চায়ের মজলিসে সেদিন আলোচনা হচ্ছিল একটা
বিষয় নিয়ে। বিষয়টা বিশেষ কিছু নয়, নেহাতই
মামূলী। এক সাহিত্যিক বন্ধু বলে উঠলেন সব পয়লা,
এ বাংলা সাহিত্য বে-ওয়ারিস মাল হয়ে গেছে আজকাল।
অন্ধিকার চর্চচা বলে তাতে আর নেই কিছু, স্বাই
মিলে সায় দিল্ম তাতে। এক তয়ণ বন্ধু বললেন—
সত্যি কথা নিছক সভিয় কথা সন্দেহ নাই একটুও তাতে।"

 $= \{ z_i : j \in \mathcal{U}_i \mid z_i = 1 \}$ 

এমনি ধারা গল্প চল্চে বেশ, দিনটা বড় ছাল্লা ছাল্লা
মেঘলা দিন। এমনি সমন্ন বলে উঠলেন এক বন্ধু বেশ
সাগ্রহে "আর দেখেচ বন্ধু ডাং মোহাম্মদ সহিত্না সাহেবের
"গল্প কবিতা" (মাসিক মোহাম্মদী পৌষ ১৩৩৯)
একেবারে পণ্ডিত থেকে গল্পকরি বথা—তার লেখার
চোটে বিজ্ঞলী ছোটে হার মেনে যায় হাফের কবি।
বিশেষ কিছু ব্রা গেল না প্রথমে। পরে দেখল্ম একটী
কবিতা অবশ্র গল্প কবিতার অহ্বাদ। কবিবর হাফেরের
সাথে শহিত্না সাহেবের দেখা হলে ভারি খুসী হতেন
শহিত্না সাহেব ভ বটেই কিছু হায় পরাণ যায় সে দিন
আসার নেই বে উপার। হাফেক্স লিখচেন সবা ব-লুভফ
বেলো আঁ৷ গ' যালে রা' নারা ইত্যাদি ডাং সাহেব

ভোরের হাওয়া চুপি চুপি ক'য়ো হরিণ ছানারে
"পাগল পারা ঘুরাও ডুমি পাহাড় বনে আমারে।"
চিনিওরালী ( বাড়ুক ভাহার পরমায়) কেন বে •
অন্তগ্রহ করে নাক চিনি থেকো তোভারে
বন্ধু সাথে ব'লে ব'লে শরাব ধবন ওড়াবে
একটুখানি শরণ ক'রো বত লন্ধী ছাড়ারে।
ইত্যাদি (পোব স্ংখ্যা মাদিক মোহাশ্বনী) ১৩৩

হাফেজ সম্বন্ধে যা কিছু আমরা জানি আৰু পর্যান্ত তা থেকে কেউ খুঁজে বের করতে পারি নি কোন রক্ষেই যে হাফেজ ছিলেন এক তীরলাজ কিরাত, অথবা এক বন্দুকধারী হরিণ শিকারী। কথাটা এই—হাফেজ বেচারা হিরিণের মাংস ভালবাসতেন খুব বেশী, কিছ কি করেন হরিণ ত মিলেনা কাজেই হরিণ ছানার পিছুই পাহাড়-বনে খুরে ঘুরে "জান্-হয়রাণ"। তাই শাহিছ্লা সাহেব অন্থবাদ করেছেন —

ভোরের হাওয়া চুপি চুপি ক'রো হরিণ ছানারে, ''পাগল-পারা ঘুরাও তুমি পাহাড় বনে মামারে।''

আমরা কিন্তু অন্তবাদক সাহেবকে আর একটা কথা
দিছি অরণ করিছে। "গাজাল" মানে তুর্ হরিণছানা নয়
ছাগল ছানাও বটে, তবে হাফেজ ছাগ শিকারীও ছিলেন
সেটা লেখা উচিত ছিল ভাক্তার সাহেবের কবিতা
অন্তবাদে, অন্ততঃ "স্থা" টার উল্লেখ করাভ দরকার
থ্বই ছিল।

সভিচ কিছ, অহবাদক হওয়া চাই ঠিক এম্নি ধারাই।
বেমন বাঁধাঘাটের ইংরাজি অহবাদ tied ghat ভেমনি
"গালালের" অহবাদও এছতে "হরিণছানা" (হরিণীনয়না নর কিছ) ভক্তর সাহেব লিপচেন——"মূলে
কাফিয়া: "আরা" আছে আমার অহ্বাদে "আরে" মিল্
আহে। এক বন্ধু করেছিলেন অহ্বাদ ইংরাজি "Barbar"
কথালীর কবা "নাথেরে" (আর এর ছলে আরে)
"কবিতা বদি এমনি হয় ভবে আর ভয় কি বন্ধু" এই ব্দে

একবরু চারের মন্ধলিলেই রচনা করেছিলেন একটা কবিতা বথা—

চলো চলো সই ভোর হল ওই
দোর খুলে জোরে হাঁচি, কাশি
চিলে ও মোরনে লড়াই লেগেছে
দেখি আর দোঁহে কাঁদি হাসি
"কুড়ল্" "কোদাল" "কামার" "চামার"

#### কেউ কারো নাহি বাদ সাধে আফ,সোস্ হায় হাফেজী 'গজল্' "গজাল্" হইল অমুবাদে।

ছ:ধ আর রাধি কোথা, এক বন্ধু ৰল্পেন ''ভেন নাই কিন্তু পাণ্ডিছে ও কবিছে''। অর্থাৎ কবি হ'লে পণ্ডিড না হয় নাই হ'ক পণ্ডিত হ'লে কবি হ'তে হয় তাকে। সেটা না হলেই সাহিত্যে অনধিকার চর্চ্চা বুঝলে কিনা ? সব চুপ্রচাপ লেখকের ত কথাই নাই।

#### 'ফাল্ভন এল"

শ্ৰীক্ষণপ্ৰভা দেবী

🦈 ফাগুন এল ধরার বুকে, পুষ্প রুথে, স্বৃজ তারি ওড়না খানি, কুঞ্ল পথে, नृतिया निया। श्रृष्णकिन छेर्रेन ब्लार्श, দখিন হাওয়ার **ওই, পরশ লেগে**। মন মাতান সৌরতে তার পেয়ে সাড়া, মত্ত মধুপ গুঞ্জরণে আপন হারা রঙ্গীন নেশায় বিভোর মধু সন্ধানে हुऐएह वत--- आकि अ नवीन कांक्रता। বাগিচায় পাপিয়া ওই গাইছে গীতি সন্ধীতে তার আকুল হল, ছায়া বীথি। অঝোরে তার ঝর্ছে স্থা, গানের স্থরে, रुट्स हिम्रा वन-त्रागीत छेठेल भूटत । কিশলয়ের কচি বুকের যত কথা সহসা আৰু জেনে নিল কানন লতা। দ্বিন হাওয়া ফুলের সাথে আন্সনে কইছে কথা—স্বাজি এ নবীন ফাৰ্মনে। ফ**াগুন** এল চির নব মোহন সাজে। চরণে তার রিণিঝিনি নুপুর বাজে। লহর মালা বুকে গেঁপে ছুটছে নদী, আকুল প্রাণে গানের টানে—বাধা যদি, আসে তবু থাম্বে না ওর চলার গতি পরাণ তারি এত টানে সাগর প্রতি। শিহর লেগে কাঁপছে পুলক স্পন্দনে, गाता जूरन-जा**जि** ध नवीन का**ज**रन ।

#### সখি

শ্ৰীমতী পূৰ্ণশৰী দেবী

ভূমি—সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে চাঁদনী রাতে
ভনেছিলাম কাণটা পেতে
আক্রোভ্রাভ্রাভ্রাভ্রাভর হয়ে—পুলক ভরে,
সে বাঁশী আর বাজ্বে নাকি ?

তাই—অমা-নিশায় গুজ-নিঝুম্
সব-হারানো অজকারে,
আহি
স্বরটুকু তার শুন্তে চাই
ব্যথার-ম্বপ্ন মোরে।
ত্বি
স্বি—বে গানধানি গেয়েছিলে শরত প্রাতে
ফ্ল-ফোটানো মধুর রাতে
শিক্তি
স্থি প্রানে শুনেছিলাম হেসে,—
সে গান আর গাইবে নাকি পূ

শ্ৰেই—বাদল বেলায় ব্যাকুল সাঁথে
ফুল-ঝরানো উতল খাসে
আমি—নে গান ভোমার শুন্তে চাই
নয়ন জলে ভেলে।



আন্মনা

		-
	·	

#### সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত



৬ষ্ঠ বৰ্ষ

でののと一面可

১২শ সংখ্যা

## মেয়েদের শিক্ষা

কিছু দিনের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার একট বাডিয়া গিয়াছে মনে হয়—ক্রমশঃ আরে বাড়িতেছেই। गकः वरत. अली शांत्र व्यानक कायभाव त्याराहत देव्न ম্বাপিত হইতেছে, তাহাতে সর্বশ্রেণীর মেয়ের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। আর কলিকাতারও প্রায় সকল পল্লীতেই মেয়েদের তু'চার পাঁচটি ইক্সল চলিয়াছে— আরো করিবার উত্তোগ চলিয়াছে। কোন ইস্থলই নেহাৎ ছাত্রীর অভাবে বদিয়া নাই-কোন কোন ইকুলে বেশ বেশী ছাত্রীই হইয়াছে। বেগুন, ভায়ো-সেদান বা সিটিকলেজের ছ'চারিট ছাত্রীর **ম**ধ্যেই এখন মেয়েদের কলেজ-শিক্ষা সীমাবদ্ধ নাই—কলিকাতার খনেক কলেজেই এখন মেয়েরা পড়িতেছে—তাহাদের भिश्या कम नहा अहमव करमा प्राप्त अधा . मकारन क्रांम इय-छ्शुरत ६६रनामत क्रांम इय ! धरेनव স্থাবা কলেজের মেরেদের মধ্যে সনাতনী অসনাতনী. রক্ণশীল সংস্থারকামী, নানান্ধাতি ও বর্ণের মেরেই আছে। ছেলেমেদ্রের সহ-শিক্ষায় এখন অনেকের আপত্তি धार्किरम् कानक्राम छाहा बाक्रिय किना मामह।

বাংলায়ই কিছুদিন পূর্ব্বে এমন এক কাল ছিল
যখন মেয়েদের ইন্ধুল কলেজে দিতে অভিভাৰকদের
রাজি করানো এক মহা ত্র্ঘট ব্যাপার ছিল। এখন
কালচক্রে দে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মেয়েদের
শিক্ষার আদৌ প্রয়োজন নাই—একথা লইয়া এখন
আর তর্ক ওঠে না। এখন কথা হয় মেয়েদের শিক্ষা
ধারা কি ভাবে পরিচালিত হইবে—তাহাদের রায়া
কতটুকু শিখিতে হইবে, সঙ্গীত, শেলাই কতটুকু
শিখিতে হইবে, ঘর-গেরন্তালীর কি কি দে শিক্ষার
অস্কর্ভুক্ত হইবে তাহা লইয়া। প্রাথমিক শিক্ষার এশব
লইয়া কথা হইতে পারে—তাহার পর সাধারণ শিক্ষার
মেয়েয়াও ষতই উচ্চন্তরে যাইতে থাকে তথন তাহার
ও পুরুবের শিক্ষা এক পর্যায়েই আসিয়া পড়িতে বাধ্য
হয়।

মেয়েদের অষ্টম বা নবম বর্ষে বিবাহ দিয়া গৌরীদান ফল লাভ করিতে হইবে — রজোদর্শনের পর
বিবাহ দিলে সাত পুরুষ নরকে যাইবে—ইহা গর্জাফলে
কেহ এখন বলিলেও—এসব কণা এখন অতীতের মুপ্প

হইয়াছে। মেয়েদের বিবাহের বয়স—সমাজের উচ্চন্তরে অন্তড:—সর্দা আইনে বাড়াইয়া দের নাই, কালের প্রভাবেই তাহা আদানা হইতে বাড়িয়া যাইজেছে। নারী-জীবনেও শিক্ষার একান্ত আবশ্রুক আছে একথা মনে করিয়াই যে সকল অভিভাবক তাহাদের ক্যাদের ক্ল কলেজে পাঠাইতেছেন তাহাও সভ্যানহে। মেয়েদের বিবাহ ইচ্ছা হইলেও সকালে দিবার উপায় নাই, এরূপ অবস্থায় তাহাদের সময় কাটাইবার কিছু অবক্ষন দরকার তাই মেয়েদের মধ্যেও এই শিক্ষাশ্রোত ক্রমশঃ বিস্তৃতিশাভ করিতেছে মনে হয়।

মেরেদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কেই
চাকুরী করিতেছেন, ত্'চার জন সামান্ত কোন ব্যবসায়েও
লিপ্ত ইইয়াছেন। অধিকাংশেরই এখনো কিছুদ্র শিক্ষার
পর বিবাহ ইইতেছে। 'মেয়েরা বেনী লেখাপড়া শিখিয়া
তো আর চাকুরী করিয়া সংসার চালাইবে না—ভাহাদের
কাজ ঘর-সংসার করা—ইত্যাদি' একথা এখনো শোনা যায়
বটে—কিন্ত হিন্দু-সমাজের উচ্চপ্রেণীর মধ্যে কন্তাদায়
যেরপ ভীষণ হইয়াছে তাহাতে উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা
আর এক যুগ সময় মধ্যে এভাবে দায়য়রূপ সমাজ ও
সংসারের গলগ্রহ ইইয়া বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম
পালনে স্বছন্দ চিত্তে রাজি হইবে কিনা সে সম্বন্ধে
ভীষণ সংশয়্ম যে আসিয়া পড়িবে তাহা নিঃসন্দেহ।

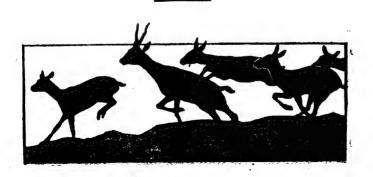
মেয়েদের অবস্থা সমাজে এখন কিরূপ— মেয়ে হইবার সংবাদেই পিতা-মাতার মুধ কিছু ভার একটা সমূহ দায় ঘাড়ে পড়িল বলিয়া—তারপর কিছুকাল লালন-পালন, সামায়া কিছু শিক্ষা, তারপর বাল্য

অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পা দিতে না দিতেই বিবাহের ভাবনা—বরপক্ষের অর্থ-চাপ, সেই অর্থ জোগাইতে অনেক কপ্তার পিতা-মাতার সর্বস্বাস্ত হওরা—তারপর মেয়ের ভাগ্যে শশুর ঘরের স্থ্য-ছঃথ—ভবিতব্য। এই যে মেয়েকে দায়শ্বরূপ মনে করা ইহা সমাজের কত বড় নিম্পেষণের অভিশাপ সমাজপতিগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না—কিন্তু চারিদিকের এত হা-ছতাশে, অনেক মেয়ের আত্ম-বিদানেও এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আসে নাই।—কিন্তু মনে হয় এ অবস্থার পরিবর্ত্তন মাসে কেই শিক্ষা-বিস্তৃতির মাস দিয়াই আসিবে।

শিক্ষায় মেয়েদের আত্মবোধ জাগিবে, নিজেরা গুণু
মাত্র একটা ভার নহে—ইচ্ছা করিলে তাহারাও কিছু
উপার্জন করিয়া স্বাধীন থাকিতে পারিবে এটুকু জ্ঞান
জন্মিলেই সমাজের আঘাত—বরপণের দাবী এ সমস্ত
কিছুতেই আর তাহারা স্বস্থচিত্তে মানিয়া নিতে পারিবে
না। যথন মেয়েরা তাহা পারিবে না তথন সমাজবিজ্ঞাহ কোন-না-কোন ভাবে দেখা দিবে।

—সেদিন এক বন্ধু বলিতেছিলেন 'যে মেয়েটর বন্ধস ১৪।১৫ হইয়াছে সে ইন্ধুলে পড়িতে থাকিলেও তাহার বিবাহ না দিয়া উপায় নাই। কিন্তু থার বন্ধস ৫:৬ বংসর সে শেষ পর্যাস্ত পড়িবেই—এবং তাহার বিবাহের ভাবনা আমাকে ভাবিতে হইবে না—নিজে যোগ্য হইয়া যাহা ভাল মনে করে করিবে।'

শিক্ষায় এটুকু আত্মনির্ভর যদি মেয়েদের ত্মাসে তবে তাহাকে সনাতনী তথা সমাজ-ধ্বংসী বলিব, না—
মেয়েদেরও মহুযাত জাগিয়াছে তাহাই বলিব?



বসস্তের এক স্নিশ্ধ অপরাহে শিউলী তার বৃহৎ অট্টালিকার ছাদের উপরে একাকী দাঁডিয়ে উত্তরের দিকে চেয়ে কত কি দেখছিল।

বন্ধদ তার এমন বেশী কিছু নম—এর্শ কি বাইশ ধবে—কিন্তু রূপে বুঝি উর্বাধিও হার মানে—এমনি ভার দীর্ঘ ঋতু দেহের আী—এমনি মনোরম তার মুধ, যেন একটা বস্রার গোলাপ। অথচ আজ তাতে একট চিন্তার ছাপ।

সে তথন দেখ ছিল, তাদেরই স্ববৃহৎ পুকুরের উত্তর
পাড়ে যে বটগাছটা কত যুগ-নুগাস্ত থেকে মাথা
গাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে, আজ তার নীচে কত
যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা এসে জড় হয়েছে ঐ দীয়
কাপার আশ্রমে।

ভাবে, মাহ্যগুলো কি অশিক্ষিত—এখনও সাধু শ্ল্যাসীর উপর কী অপাধ শ্রদ্ধা তাদের—যেন তারা এক একটা কাঁচা খেকো দেবতা—

কথাটা শিউলী অম্নি অনেক দিনই ভাবে। কিন্তু
তব্ও ধেন মনের ভেতর কেমন একটা থট্কা বাধে—
ব্কটা ছক্ষ ছক্ষ করে কেঁপে উঠে—সমন্ত দেহ অবসর
হয়ে আসে। সেদিনও তাই হ'ল—শিউলী কোনদ্ধপে
টলে টলে এদে শ্যাার উপর লুটিয়ে পড়লো।

কিন্ত তাতেও শান্তি পেল না—কোণা থেকে কত কি এলোপাধাড়ী ভাবনা এসে তাকে বিব্ৰত করে তুল্লে। তথন কেবলই ভার মনে হতে লাগলো, কেন সে আর সব মূর্থ সেকেলে পেঁয়োদের কথা তনে এ কান্ত করে বস্লো—কী দরকার ছিল ভার ঐ বড়ো ক্যাপাটাকে ভেকে এনে হাত দেখাবার ? কবে নাপিত বৌদের হাত দেখে লে বলেছিল এক বংসরের মধ্যে ছেলে হবে—কবে ওপাড়ার কাছু মানীর হাত দেখে বলেছিল থে তিন মাদের মধ্যে তাঁর বড় ছেলের চাকরী হবে—তা নাকি আবার অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে।

এরা যেন সব কী—ঐ ক্যাপাটার মাইনে করা ক্যানভাসার—চৌপর রাত খ্যানর খ্যানর—তাই না সে নিজেও এই কিছুদিন পূর্বে...

কিন্তু এ কি সর্বানাশ! দীহক্যাপা তার জীবনের বাজ্ন্যকে এমন নিশ্বম পিশাচের মত হুমুছে দিলে—তার নিরবিজ্ঞিল স্থা, নিশ্বল শান্তি এক নিমিষে মাত্র একটা কথায় পুড়ে ভন্ম করে দিলে! কি আশ্চর্যা! দে অদূর ভবিগতে অসতী হবে! একি অদৃষ্টের লিগন—একি মর্মান্ত্রণ বিধিলিপি! কেন সে অসতী হবে । তার স্থামীর মত এমন রূপ-গুণ-সম্পন্ন স্থামী ক'জনের ভাগে। মেলে ।

না—না—তা হতে পারে না—অসম্ভব—অসম্ভব—

এ ঐ দীগু ক্যাপার বুজ্ফকি—আর ঘাই হোক—

শিউলী আর যত দোযেই দোষী হোক্, নিমিষের
ভরেও সে পথভ্রষ্টা হতে পারে না—

মনকে সে এমনি প্রতাহ প্রতিনিয়তই প্রবেধি দেয়

—কিন্তু তথাপি মনের কোণের দেই তৃচ্ছ কাঁটাটা
উঠতে বদতে বেঁধে। তাই পাঁজি খুলে ষতগুলো
ব্রত-পার্কাণ পান্ন সবগুলোই সে একের পর এককরে
কোরে যায়—শুধু ভাইই নম, স্বামীর চরণ ছটো সব
সময়েই থেন সে প্জো করতে পান্তল বাঁচে। বিফুপদ
হেসে বলে,—দিনে দিনে তুমি হলে কী শিউলী?
স্বামি থেন তোমার এক দেবতা—

শিউলী বলে—নয় ? বল কি—ত্তীর আবার স্বামীর চেয়ে বড় দেবত। আছে নাকি ?

विकूण पूर्ति। हां वाफित जांक वृत्कत कांद्र

টেনে এনে চোখের ওপর চোখ রেখে বলে, তাই
নাকি গো ঠাক্ফণ ১

চোথে তার ভালবাসার নেশা।

এমনি ভাবে দিন যায় দিন আদে—শিউলীর পূজো পার্ব্বণের ঘটা বাড়ে—স্থামী-ভক্তি বাড়ে—কিন্তু তব্ধ অন্তরের ব্যথাটা সারে না—এক একবার মাথা তুলে দাঁড়ায়।

সেদিন অপরাক্তে এই ব্যথাটা একটু বেণী টন্ টন্ করে উঠেছিল। কারণ বিশেষ কিছু নয় বটে— কিন্তু খুব সামাগ্রও তাকে বলা চলে না।

হঠাৎ পুরাণো একটা গান গাইবার সথ হওয়ায়,
সে সেদিন বাক্স হাত্ডিয়ে গানের থাতাটা বার
করতে গিয়েছিল—কিন্তু খুঁজে পেতে থাতাটা এনে
হাবমোনিয়ম্বর কাছে বসে মেই তা খুলেছে, অমনি
দেখলে ঠিক সেই গানটা অফণের নিজের হাতে লেখা।
গান তার গাওয়া হ'ল না—উপয়ন্ত মাথার ভেতরকার
শিরাগুলো যেন কেমন ঝিম ঝিম করে উঠ্লো।

তাই যথন সে দীমুক্ষ্যাপার ভবিষ্যধাণীকে বুজ্জকী বলেই অক্স দিনের মত সেদিনও বিছানায় শুয়ে শুয়ে গায়ের জোরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিল—ঠিক দেই মুহুর্ক্তে তার মনে পড়লো আবার ঐ অঙ্গণের কথা।

অরুণ—তার প্রথম থোবনের অনাদ্রাত অর্থ পাবার জন্ম যার আগ্রহের অন্ত ছিল না—চেষ্টা যত্ত্বের ক্রটী ছিল না—এ সেই অরুণ—প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী, স্থশিক্ষিত অরুক্রিম প্রেমিক অরুণ।

কিন্তু দে কি তার মর্য্যানা রেথেছে? দেকি তার চোথের ভেজা কাতর কাকুতিতে সাড়া দিয়েছে?

হা— দে দিয়েছিল বটে—বৈশাথের এক মধুর প্রভাতে তার হাতথানি শিউলীনি জের হাতের উপর রাথতে দিয়ে-ছিল—কিন্তু দেত মাত্র এক মুহুর্ত্তের জন্য—তারপর ?

ভারপর শিউলি ভার সহস্র অমুনয়কে নিষ্ঠুরের মত পায়ে দলে একদিন এক অচিন পথিকের সারাজীবনের সহ্যাত্রী সাজ লে—আর সেই ব্যর্থ প্রেমিক ?

না—না—আর সে কিছু ভাববে না—অরুণের কাতর অপ্নয়কে তুচ্ছ করে এসেছে সে—চিরদিদ চিরস্পীবন

এমনি তুচ্ছ করেই শিউলি চলে যাবে তার অন্তঃ
দিয়ে স্বামীকে স্থী করবে—এতে যদি অরুণ তার
নিজের দেহটাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে ফেলে
শিউলীর চোখ হতে একটা ফোটা জলও সেই হতভাগ্যের
জন্ম কথনও ঝরবে না।

একাস্ত বিপর্য্যন্ত মনের ভেতর এই ভাবে সে শান্তি আনতে চেষ্টা করলো—কিন্তু কোথায় শান্তি? শিউলীর অন্তরের ভেতর তথন কুরুক্ষেত্রের দাপাদাপি—

মনে পড়লো— অফণের শেষ বিদায়ের ক্ষণটী— তার সজল আয়ত চোধ হটোর ভেতর কি দে ভালবাদার মৌনবাণী— থেন হুরুহ প্রশ্নে ভরা—

শিউলীর তথন সত্যিই সাধ হয়েছিল, একবার ছুটে গিয়ে তার পায়ের উপর মাথা রেথে বলে, ওগো তোমার প্রশ্নের কী উত্তর আমি আর দেব—আমি তো স্বাধীন নই ?

কিন্তু একরাশ কুঠা এসে পা ছটোকে শ্লথ করে দিয়েছিল—বিয়োগ বেদনা এসে অন্তরের ভেতর দাহের সৃষ্টি করেছিল—তাই তথন লগ্ন সরে গেল।

শিউলীর জীবনে সেই লগ্ন সরে গেল—আর তা এলো না—তার পর থেকেই অভিভাবক তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং আ্বাহাচের এক শুভদিনে তাঁর৷ তাঁদের কর্ত্তবা শেষ করলেন—উৎসবের কোলাহলের ভিতর দিয়ে—

বাঙ্গালীর মেয়ে সে—লজ্জা তার দেহের আভরণ,
কুঠা তার পথের কাঁটা—কিন্তু অরুণ ? বোল বছরের
একটা নির্মাণ তরুণীর চিত্তকেই সে শুধু জয় করতে
শিথেছিল—চোধের ভাষায়, কথার ছটায়,—আর কি
কিছু সে শেথে নি ? সে কি শেখে নি কী তার কর্ত্ব্য।

পেদিনের সেই সন্ধ্যায় শিউলীর ব্যথাতুর চোধ 
হটো তার প্রতীক্ষায় পথের পানে চেয়ে চেয়ে অবশেষে 
ক্লান্ত হয়ে পড়লো।—তাই ক্লোভে, হুংথে ও রাগে সে 
তার মনটাকে একেবারে ঘ্রিয়ে দিলে বর্ত্তমান বাস্তবের 
সক্ষে থাপ খাওয়াতে। ভাব্লে, মৃহুর্ত্তের ভূলটা ভূলই 
—তার কের টানবার অন্ত সে আর বিফ্রোহী হয়ে 
লক্ষার মাথা থেতে পারে না।

এ হচ্ছে পাঁচ বছরের পূর্ব্বের কথা—কিন্তু আজ আবার সেই জাতীতের স্থৃতি তার চোথের সমূথে স্থুপার হয়ে ফুটে উঠলো—বায়স্কোপের ছবির মত একটার পর একটা কোরে। মন ও অস্তর কারা জুড়ে দিল। বিবেক যেন চেঁচিয়ে বল্লে, ওরে ছরছাড়া, সেদিন ভোর নিজেরও কি কোন কর্ত্তব্য ছিল না—লজ্জাই কি তোর সব ?

বৃক্টা তথন সত্যি সত্যিই তেকে যাচ্ছিল। কিন্তু
শিউলী বৃদ্ধিমতী—তাই চট্ করে সে শামলিয়ে নিল—
ভাবলে, এ কী পাগলামী—তার সংঘমের বাঁধ আজ
এমন শিথিল কেন ? দেবতুল্য স্বামীর সহধর্মিণী হয়েও
আজ সে চিন্তা কর্ছে কিনা একটা প্রপুরুষের ! ছিঃ
ছিঃ. তার প্রেক্ অত্যন্ত অন্তার, অসক্ত ।

কাণের কাছে অনবরত এসে বাজতে লাগলো দীয় ক্যাপার ভবিষ্যদাণী—তার কেমন ভয় হ'ল—অজ্ঞাত আশঙ্কায় সমস্ত দেহ থর ধর করে কাঁপছিল—তন্মুহর্তেই সে শ্যা হতে উঠে দেওয়ালে টাঙ্কানো নারায়ণের ছবির নিকট বার বার মাথা ঠেকিয়ে বঙ্গতে লাগল, 'ঠাকুর, আমায় রক্ষে কর—রক্ষে কর—জীবনে একটী মৃহুর্তের তরেও আমার নারী-ধর্ম যেন এক চুলও নই না হয়'—

হঠাৎ পিঁড়ির উপর কা'র পায়ের পক্ব শোনা গেল
—শিউলীর চিত্তের ভেতর তথন আনন্দের বন্যা—দে
তাড়াতাড়ি চোথ হ'টো আঁচল দিয়ে ম্ছে ছুটে গেল
দরজার দিকে। সন্মুখে বিফুপদকে পেয়েই তার পায়ের
উপর মাধা রেখে গদ্গদ্ কঠে বল্লে, আমি ব্রহ্মা বৃথি
নে, বিষ্ণু বৃথি নে, তৃমিই আমার প্রাণের ঠাকুর—আমার
সকল দেবতার বড় দেবতা—

বিষ্ণুণদ অবাক হ'ল—তাকে ত্'হাত দিয়ে তুলে ধরে হেনে ব'ল্লে, তুমি হ'লে কি শিউলী ? ক্যাপার বাণীকে বার্থ ক'রবার জন্য দিনে দিনে যে অক্ষয় কবচ তুমি বাধছো—তাতে কিন্তু আমার পায়ে ফোঙ্কা পড়্বার বো হ'ল—কিন্তু তুমি ওনে অবাক্ হবে, ঐ ক্যাপার কথাটার উপর মূল্য দিয়ে মনের ভেতর তোমার মত অশান্তি আন্বার জন্য এক নিমিষ্ও আমার বৃদ্ধিন মহন্ব দিনে বা ক্থন হবেও না—

শিউনী তাড়াভাড়ি বশ্লে, না না—তার জন্য নয়
—তবে কিনা পতিকে ভক্তি করা স্ত্রীর অবশ্র বর্ত্তব্য—
কারণ-----

মাপ কর রাণী, অত কারণ-টারণ আমি বুঝিনে
— আমি এই বুঝি যে এ ভাবে বেশী দিন থাক্লে
হয়তো আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এই
শিউলী মণিকে শেষকালটায় হারিয়ে বস্বো—

একটু মৌন থেকে তাকে গুটো বাছ দিয়ে বুকের আরও কাছে টেনে এনে কোমল গালে মৃত্ মৃত্ আঘাত করতে করতে পুনরায় স্নেহসিক্ত কঠে বল্লে, "তুমি জান না শিউলী, আমার কতথানি হৃদয় অব্দে তুমি বাস করতো—যেদিন তোমাকে পেয়েছি, সেদিন থেকেই আমার বাইরে ফ্টেউঠেছে কমনীয় লিয় এ—আর ভেতরে অনবজ প্রেমপদের অপ্র মাধুর্য। আকাশে বাতাসে আমার এই চোধ ছ'টো ভুধু দেখতে পায় তোমার সৌনর্য্য। অব্বর্—সন্ধ্যাতারার মত উজ্জল—প্রভাতী তারার মত অক্সম—কিন্তু সেই তুমি যদি আত্ব একটা তুদ্দ ক্যাপার কথায়……

শিউলীর ছিপ্ছিপে দীর্ঘ দেহ তথন বেতস লভার মত থব থব করে কাপছিল—আনন্দে ? হয় ভো ভাই হবে, কিন্তু দে বিযাদ কঠে বল্লে, বল ভবে ক্লাপার কথা মিধ্যা, কথনও সতিয় হবে না—

নি\*চয় না—নি\*চয় সত্য হবে না—তা ছাড়া তোমাকে কি আর আমি চিনি নে রাণী !

একটু থেমে আবার বশুলে, তা যাক্, আমি স্থির করেছি দিন সাতেকের মধ্যে একবার প্রীতে বেড়াতে যাব—না হলে তুমি ঠিক কেপে উঠবে এ আমি বেশ দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—

এখানকার বর্ত্তমান আব্হাওয়ায় শিউলীর মনটা বাস্তবিকই বড় বিবাক্ত হয়ে উঠেছিল—কাজেই সে বিদেশে যাবার কথায় আনন্দিত হয়ে বল্লে, তাই চল—তাই চল—

(٤)

করেক দিন পরের কথা—বিষ্ণুপদ শিউলীকে নিরে পুরী এনেছে। দিবিয় কুটুকুটে ঝক্ঝকে স্থান বাড়ী— সহবের কোলাহলের ভেতর নয়—চক্রতীর্থের দিল্লি পাড়ার ভেতর নয়—স্বর্গদারের এক প্রান্তে—সমৃদ্রের উপর। পশ্চিমে থোলা বিস্তীর্ণ মাঠ—আর দক্ষিণে বিরাট সমৃদ্র, সেথানে নীলাভ পর্বতপ্রমাণ চেউগুলো একটীর পর একটী উঠে নৃত্য করছে—এ ভাদের চিরস্তনের নৃত্য—কবে কোন্ স্প্রভাতে তাদের প্রাণের ভেতর আন-দের বান ভেকেছিল, তাই এই আত্মভোলা উদ্ধাম নৃত্য—আগোভার নিকৃত্তি নেই—ভবিষ্যতেও হয়ত হবে না।

শিউলী প্রত্যহই এই অপূর্ক্ত দৃশ্য দেখে—মনে তার অনস্ত তৃপ্তি, অফ্রন্ত আনন্দ। দ্রাগত অতীত ফিরে ফিরে আসে—তার চিত্তে আবার প্রথম যৌবনের হরস্ত উন্মাদনা দেখা দেয়—দে আত্মহারা নববধুর মত স্বামীকে তার হাদি দিয়ে তৃপ্তি দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পতে।

প্রতিদিন ছ'বেলা সে বিষ্ণুপদর সহিত বেলাভূমিতে বেড়াতে যায় - ঢেউটা ৰথন সরে যায় সে তাড়াতাড়ি যায় কড়ি কুড়াতে—পরক্ষণেই আবার আর একটা ঢেউ যথন রাক্ষসের মত হাঁ। করে তাকে গিল্তে আসে সে বেয় দৌড়---হয়ত কথন বালির ভেতর হুম্ড়ি থেয়ে পড়ে যায়—কিন্তু ম্থে তথনও হাসি। বিষ্ণুপদ হেসে বলে, তোমার বয়স পাঁচ কি পনর বোঝা শক্ত—

শিউলী তথন ছুটে এসে স্বামীর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয়।

এমনি প্রাণটালা স্থা ও আনন্দের ভেতর দিয়ে দিনগুলো তাদের বেশ কাট্তে লাগলো। কিন্তু তথাপি তার পুজা-পার্ব্ধণের একটু এদিক্ ওদিক্ হ'বার যো নেই — দেই ভোর থেকে উঠেই স্নান আহ্নিক, তারপর স্বামীর পা ধুয়ে এনে সেই জল মাথায় দেওয়া—জিভে দেওয়া।

এম্নি রোজই ঘটে। বিষ্ণুপদ মনে মনে হাসে—কিন্তু
চিন্ত তার উল্লাসে ভরা। হ'বার কথাও বটে—এমন
পতিপ্রাণা স্ত্রী ক'জনের আছে ?

দিন কয়েক পরে একদিন শিউলী পাশের বাড়ীর প্রফেসারগিন্নী রমাদেবীর সক্ষে সমুদ্রে লান করতে গিন্নেছিল। এঁদের সক্ষে আসার পর থেকেই শিউলীর ধুৰ ভাব হয়েছে। বাজার থেকে বিষ্ণুপদ ক্লাস্ত হয়ে বাসায় ফিরে যুগন জানালার ধারে প্রতিদিনের মত সেদিন আর তাকে দেখতে পেলে না—তথন তার মনটা কেমন হাপিয়ে উঠলো। সে ঝিকে জিজেল করে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সমুদ্রের ধারে।

শিউলী তথন আত্মভোলা হয়ে ঢেউ নিচ্ছিল—কথনে।
পাহাড়ের উপর, আবার কথনো বা পাতালে—তারপর
ধ্লোয় জলে একেবারে লুটোপুটী—বসন এদিকে-সেদিকে
বিক্ষিপ্ত। কিন্তু এইরূপই নাকি তার স্বত্যিকার রূপ—
ঠিক খেন একটা তরুলী জলনারী—অপূর্ব সৌন্দর্য্য তার
সার। মুধ্যে—অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রী তার সারা দেহে।

বিষ্ণুপদ বিশ্বিত নয়নে তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল, এখানে আদার পর নিউলীর দেহটা একট্ ফিরেছে—কিন্তু আরও থানিকটা ফিরাতে হবে। তার মনের তেতর দীম্ম ক্ষ্যাপা যে বিষ ধরিয়ে দিয়েছে. তা সম্পূর্ণরূপে দ্র কর্তে হবে তাকে আনন্দের তেতর রেখে—তাকে স্বাধীনতা দিয়ে। প্রতি কাজে এবং হাব-ভাবে সে তাকে বুঝিয়ে দিবে যে, একটা দীম্ম ক্যাপা কেন, এক লক্ষ দীম্ম ক্যাপাও যদি ঐ একটা কথাই বার বার বলে তবুও তা'তে সে পদাঘাত করে। স্ত্রীর উপর—বিশেষতঃ শিউলীর মত ত্রীর উপর তার এতবড় বিশ্বাস চিরদিনই খাছে এবং থাক্বেও।

সেই দিনই অপরাহে সে শিউলীকে ভেকে বল্লে, দেখ, এখানে আসার পর থেকে তোমার শরীরটা একটু সেরে উঠেছে—মনের ভেতর ক্রি আন—আর রাত-দিন বেড়াও, তা হ'লে আরও সারবে'খন্—

একটুমৌন থেকে পুনরায় বল্লে, কিন্তু যে কুঁড়ে আমি—ভাব্ছিল্ম কি, এখানে আমার ছু'ভিনটা বদ্ধু এদেছে—বড় ভাল লোক তারা, আর তাদের সক্ষে একটা মলার লোকের সাথেও আলাপ হ'ল—নাম ভার অকণ, তোমার বাপের বাড়ীর দেশে ওকালভি কর্তো—কিন্তু এখন নাকি এক অভ্তু মান্ত্ৰ—চুলগুলো উলোখ্যো, চোথ গাঁথেপড়া—সর্বান্ধ দিয়ে কেমন বেন উদাধীনের ভাব—হাঁয়, যা ক্ল্ছিমুম, ভারা স্বাই খুক্

বেড়ায়—বেশী দ্বে নয়, ঐ ভিক্টোরিয়া ক্লাবেই থাকে— ভাদের সঙ্গে ভোমার পরিচয় করে দিলে বেশ হবে —খুব বেড়াভে পারবে তাদের সাথে, কি বল ?

এ ভাবে কথাটা পাড়বার একটু উদ্দেশ্যও ছিল অর্থাৎ বিষ্ণুপদ শিউলীকে বুঝিয়ে দিতে চায়, সে তাকে কত বেশী বিশাস করে—তা'তে হয়তো তার মনের হট্কাটা মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু শিউলী কথাটা শুনে একটু কেমন যেন চান্তত হয়ে পড়লো। অরুণ এদেছে—এ সেই অরুণ, তার অতীত জীবনের বরু—মৌবন প্রভাতের প্রথম অতিথি—যে একদিন এদেছিল যৌবনের বার্তা তার বাণের কাছে পৌছে দিতে, স্নিম্ন চোথের মৌন ভাষায়—অন্থপম রূপ মাধুর্য্যে। এ যেন ঠিক তারই কায়ার ছায়া—পাশে পাশেই ঘুরে বেড়ায়—হয় তোবা বেলা ১২টার স্থ্যোগ থোঁজে কায়ার ভেতর ছায়াকে পরিপূর্ণরূপে মিলিয়ে দিতে!

একটু নীরব থেকে পরে আবার দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কাম্ডে ধরে মনে মনে বল্লে, কি ম্পদ্ধা তার! কবে কি দেওয়া নেওয়া হয়েছিল, আজ ব্ঝি সে তার হিসেব নিকেশ কর্তে চায়—আরও পেতে চায়!

শিউলীর সমন্ত প্রাণ, মন ও অন্তর অরুণের বিরুদ্ধে বাড়া হয়ে উঠল—রাগে ও ঘুণায় তার শরীর ঈষৎ কাপ্ছিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করে সে বল্লে,—না—আমি তা পারবো না—তাদের সলে আমি বেড়াতে পারবো না। আচ্ছা, তুমি কেন আমাকে এত কাছ ছাড়া করতে চাও বল তো?

চোধে ভার আভঙ্ক ও আশঙ্কা—মূধে কালিমা।

বিফুপদ ভাড়াতাড়ি তাকে কাছে টেনে এনে সিত হাজের সহিত বল্লে, ভর নেই গো ভয় নেই—
আমি তোমাকে এক মুহুর্ত্তও কাছ ছাড়া করবো
না—কিন্ত দীয় ক্যাপা দেখছি ভোমার বিভীষিকা হয়ে
দাঁড়াল! বলি রাণী, ঈশর না কর্ল—ক্যাপার ক্যাপামীই
যদি কোনদিন সভ্যি হয়ে দাঁড়ায়, তা'তে ক্ষতি কার
বেশী—ভোমার না আমার? অবচ সেই আমিই এক
নিমিবের ভরেও তো ঐ ক্থার এভটুকু বিশ্বাস করিনে—

শিউলীর বুকের ভেতর তথন অজ্ঞাত আশকার
পাহাড়। কিন্তু জোর করে পাতলা ঠোঁট হুটোতে
মৃদ্ হাসি ফুটিয়ে স্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে
বুকের উপর মাথা রেখে উত্তর কর্লে, আমারও
তাই মশাই—আমারও তাই—তোমার পায়ের ধ্লোর
জোরে আমি একটা ক্যাপা কেন এক লক্ষ ক্যাপার
কথাও বিনে বাধায় ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবো এ সাহস
আমার আছে।

এক মাসের জন্ম তা'বা পুরী এসেছিল—কিন্ত হ'মাস কাট্বার পরও তা'দের দেশে ফিরবার হ'স্ হ'ল না। সম্দ্রের হাওয়ায় তা'দের দেহও বেমন সারলো, মনও তেমনি হাজা হ'ল।

আজকাল আর শিউলীর নিজের উপর অনাস্থা নেই—ক্ষ্যাপার ভবিষ্যথাণী মনকে আর তেমন তিজ্ঞ করে ভোলে না। স্থামীর প্রাণ্টালা ভালবাসায় সে এখন ভরপুর—ভাবে, এই তো আমার অক্ষয় কবচ— ভবে আর ভয় কি—পা ফ্রাবার কোন কারণ নেই—

কিন্ত একদিন কারণ এল সম্পূর্ণ অকারণের ভেতর দিয়েই। শরতের আকাশ যথন ছিল নির্মাল, মেঘমুক্ত— বাতাস যথন ছিল মৃত্ মগুর,—ঠিক সেই সময়েই কাল বোশেথের রুজ্র দেবতা মাথ। নেড়ে উঠলো—চোথে তার আগুন, হাতে শাণিত অস্ত্র।

রমার সংশ শিউলীর এখন বড় ভাব—ছ'বেলাই প্রায় তার সংশ বেড়াতে যায়। বেশীর ভাগ পশ্চিমের কাঁকা যায়গায়—সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে মাঠের দিকে। সংশ পুরুষের মধ্যে থাকে মাত্র পুশকুমার—রমার ঠাকুরপো। বয়স তার বেশী নয়, বোল কি সতর। শিউলী তা'কে থ্ব স্নেছ করে—কারণ তার একটী মাত্র ছোট ভাই আজ যদি বেঁচে থাক্তো তোঠিক এত বড়টী হ'ত।

ব্ৰক জনিদার বিফুপদ'র হঠাৎ ধেয়াল হ'ল, বেষন
করেই হোক প্রীতে একথানা বাড়ী করতে হবে—
অন্তঃ শিউলীর মনস্তান্তর জন্তও এর প্রয়োজন।
বাড়ীটা হবে সমুদ্রের ঠিক ধারেই—সন্মুধের তু'পাশে
হবে নাতিদীর্ঘ ক্লের বাগান—আগাগোড়া তৈরী হবে

ইটে নয়—কাঠে—চীন থেকে না হোক্ অস্ততঃ রেকুন থেকে আনা হবে পাকা চীনে মিগ্রী।

তাই রাত দিন বিষ্ণুপদ ইঞ্জিনিয়ার ডেকে ৰাষ্ণা খুঁজে বেড়ায়—কথনো বা ফিতে দিয়ে মাপ জোক্ করে—প্লান করে—এ বেলার প্লান ও বেলায় ভালে— আবার ও বেলার প্লান ভালে পরদিন সকালে। নবীন প্রেমিকের স্থুখ হুগু ই'টের উপর ই'ট দিয়ে ইমারত গড়ে যায়—স্পদ্ধা তার দিনের আলোকেও গ্রাহ্ম করে না—ভবিষ্যুৎকেও ভয় করে না।

এমনি ভাবেই আজকাল সে অত্যস্ত বিব্রত—তাই ছ'বেলাই শিউলীকে বেড়াতে হয় রমা ও পুষ্পর সঙ্গে।

একদিন অপরাক্তে পূজা এসে খবর দিল, বৌদি, আজ এক নতুন খবর নিয়ে এলেম জেলেদের কাছ থেকে—ঐ যে মাঠ দেখুছো না—ঠিক ঐ মাঠটার উচু যায়গায় দাঁড়ালে নাকি দেখা যায় এক পাল বুনো হরিণ এসে ওর কাছেই জলা যায়গায় ঘাস খায়। আশ্রুষ্ কিন্তু—দেখুতে যাবে কাল?

শিউলী কৌতুহল ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্লে, সভ্যি নাকি ঠাকুর পো—কই এতদিন তো কিছু বলনি ?

কি করে বল্বো, বৌদিটা কী ক্যাপা দেখ—
কান্দেম তো এই মাত্র। ভাগ্যিদ জেলেদের কাছে
গিঘেছিলেম—নইলে—তা যাকগে—কিন্তু ঠিক দেখতে
যাবে তো বৌদি ? খুব ভোৱে কিন্তু—তা না হলে
রোদ উঠেছে কি ব্যদ্—অমান নাকি টেনে লম্বা—

অত্যন্ত ঔৎস্কা সহকারে শিউলী বল্লে, তাই
নাকি ঠাকুরপো? আচ্ছা, তবে তুমি খুব ভোরেই
এস—রমাদিতে আর আমাতে সেই বুনো হরিণগুলোর
পেছনে দৌড়ে দৌড়ে ঠিক একটা স্থলর বাচ্চা নিয়ে
আস্ব'ধন—তা হলে বেশ মজা হবে—কেমন?

সেদিন সারাটা রাত্রিই প্রায় শিউলী জেগে জেগে কাটালো। মনে তার আকাশকুস্থমের কেয়ারী চল্ছে—ফুল সেথানকার লাল, নীল, হলুদ। ভাবছে বিষ্ণুপদকে আগেভাগে কিছু সে বল্বে না—খুব ভোরে হয় তো বা তার মুম না ভালুতেই সে ছটে

যাবে ঐ মাঠের দিকে—তারপর রমাদি'কে ঠিক পেছনে ফেলে সে দৌড়ে একটা হরিণের বাচ্চা নিয়ে আস্বে—এনেই বিষ্ণুপদ'র কোলের উপর ছেড়ে দেবে—আর বেই সে চম্কে উঠ্বে, শিউনী হাতে ভালি দিতে দিতে হেসে গড়িয়ে পড়বে।

শিউলীর আনন্দের অস্ত নেই কল্পনার শেষ নেই। ভাবলে, এই বেশ হবে, আহা, তার ছেলে নেই— মেয়ে নেই—স্থামীর এমন ভালবাদার বিনিময়ে দে তাকে কোন পুরস্কার দিতে পারে নি—তার বৃভূক্ষিত মাতৃহদয় অতৃপ্ত আকাজ্জা নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছে—নারীত্বের এতবড় নিক্ষলতা প্রতিনিয়ত তা'কে বাঙ্গ করে, ব্যথা দেয়—স্থামীর কাছে, বিখের লোকের কাছে তা'কে নিতান্ত অকিঞ্ছিৎকর তোলে।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোথ হ'টো মুছে সে আবার কল্পনার স্বপ্ন সৌধে চ্ণকাম করতে লাগলো। ভাবলে, যা নেই তা নেই—তার জন্ম হংথ করে লাভ কি? বরং এই হরিণের বাচ্চাটাকে হ'জনে মিলে বড় করে তুল্বো—কথনো স্বামী তার মুথে চুম্ দেবে—কখনো সে নিজে দেবে।

হঠাৎ স্বামীর দিকে নজর পড়তেই দেখলে জ্বানালা দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে তার ঘুমস্ত মুখকে আরো কমনীয় করে তুলেছে। মুগ্ধ শিউলি—বিমোহিত শিউলীর কেমন লোভ হ'ল—ওঠ প্রাস্ত ভিজে উঠলে।
—তারপর সে আন্তে আন্তে নিজের পাতলা ওঠ হুটো বিফুপদ'র ওঠের উপর একবার আল্গোছে স্থাপন করেই, পরমূহর্তে তাকে বাছদিয়ে জড়িয়ে ধরে পাশেই ভয়ে পড়লো।

শেষ রাত্রেই পূষ্প এসে জানালার ধারে হাজির— ভোর হতে তথনও প্রায় ঘণ্টা থানেক দেরী। পূষ্প ডাক্লে, বৌদি বৌদি—

অমনি ধড়্ফড় করে শিউলি উঠে পড়লো—তারপর কোনরকমে চোপে মৃথে জল দিয়ে, স্থাণ্ডাল জোড়া পায়ে পড়ে, পাতলা পুলওভারটা গায়ে জড়াতে জড়াতে মৃত্ব পাদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসেই গলাটা একটু খাটো করে জিজেন করলে, কই ঠাকুরপো, রমা দি এলো না ?

কি করে আস্বে ছুম নয়তো ধেন কুন্তকর্পের নিদ্রা—আমি তো বাপু ডেকে ডেকে হয়রাণ—

শিউলী একটু থম্কে দাঁড়াল। আঁধার এখনও কাটেনি—তা ছাড়া, মাঠের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, সেধানে বিরাট নিন্তরতা থম্ থম্ করছে। এই অসাড় তার প্রান্তরের দিকে একটী যুবককে সঞ্চে নিয়েসে কি করে যায়।

কিন্ধ এর জন্ম যে ভাবনা তার মনে উপস্থিত হ'ল, তা থেমন এসেছিল, তেমনি আবার পর মৃহুর্ত্তেই মিলিয়ে গেল। সভ্যিই তো, পুশ্পকে ভয় করবার কি আছে— সে যে তার ছোট ভাইটীর মতই সরল, কচি।

তারপর তা'রা ক্রতপদে ছুট্লো মাঠের দিকে—
সম্দ্রের ধার দিয়ে দিয়ে—মনে তা'দের অদম্য উপ্থম—
অন্তরে উল্লাস। প্রায় মাইল থানেক পথ গিয়ে তা'রা
উঠলো একটা উচ্ টিপের উপর—স্থ্য তথন সবে মাত্র
পূর্ব আকাশে তা'র সপ্তাখ ছেড়ে দিয়েছে। সম্থ্য
অদ্রে জলাভূমি—জল তা'তে বেশী নেই বটে—কিন্তু
জলা ঘাস আছে খুব। হরিণরা নাকি এই ঘাস খেতে
থ্য ভালবাসে।

শিউলী ও পূজা দেখতে পেল, দেখানে কতকগুলো
নানা রঙের ও নানা সাইজের হরিণ এসে ঘাদ খেতে
ফ্রুক করেছে। আনন্দ ত'াদের ক্ল ছেপে উথলে
উঠলো—হবার কথাও বটে, এমন স্বাভাবিক প্রাকৃতিক
দৃশ্য কোথায় মেলে? প্রকৃতি মায়ের আদরের ত্লাল
কি ফুলর স্বর্জন ভাবে ঘুরে বেড়াছে—মনে তা'দের
কি ফুর্ন্টি, কি আত্মভোলা ভাব। কিন্তু বাচচা তারা
ধরবে কি প্রকারে?

পাশ দিয়ে একটা জেলে যাচ্ছিল, শিউলীর প্রশ্নের উত্তরো বল্লে, বাচ্চা এখান থেকে ধরা বাবে না মা —ও ধরতে আনেক কারদাজি করতে হয়—আগে থেকেই ঐথানটায় গিয়ে মড়ার মত ভয়ে থাক্তে হয়।

তবে কাল শেষু রাত্তে গিয়ে ওশানে মড়ার মত পড়ে থাক্বো—কি বল ভাই ঠাকুরগো ? রলেই নে পুলরু ভরা চোধে তারদিকে চাইলে। পুষ্প উদ্ভর করলে, আচ্ছা, তাই হবে'খন—এখন চল ফিরি বৌদ। তারপর তা'রা ফিরতে লাগলো।

#### (8)

দিন কয়েক হয় অরুণ পুরী এসেছে—সথ করে নর — চোথের তৃথির জন্ম। শিউলী তা'র জীবন-র জুবতারা—কবিতার উৎদ, করনার অলকা—তা'র জীবন-মধ্যাহের সর্বভারে মানদী। °কিছ তারই কাছ থেকে সে পেয়েছে আঘাত—নিজেকে রিক্ত করে সে তাকে ভাল বেদেছিল, বিনিময়ে পেয়েছে ব্যথার বেদন—তারপর থেকে সে পেরেছে ঘর ছাড়া পাগল।

এমনি করেই সে এই কয়েকটা বছর কাটিয়ে এসেছে

—বাকী জীবনটাও এই ভাবে কাটাবে এ ভার সহল্প।
বিশ্বভিকে আন্বার জন্ম দিনরাত চেটা করেছে বটে

—কিন্তু শত কাজের ভেতর সহল্র ব্যস্তভার ভেতর
আধার রাতের উজ্জল সন্ধাভারার মত একটি জিনিষ
ভার চোথের সন্মূধে ফুটে উঠতো—মনে পড়ভো সেই
সেদিনকার চারিটা হত্তের মিলন, শিউলীর হাত
ভারই হাতে এলিয়ে দেওয়ার মাঝে—প্রশাস্ত মনে এবং
পরিপূর্ণ রূপে।

অরুণের চোধের কোণ ঝাপদা হ'য়ে উঠজো—
ভাব্তো, দেই শিউলীর আজ এমন কেন হ'ল—কি
দোষ ছিল তার? কেন দে তার জীবনে এত বড়
বার্থতা এনে দিল? এই বাধা—বার্থতার এই বেদনা
নিম্নে সে বাচবে কি করে?

কিন্তু তবুও তাকে বাঁচ্তে হ'ল। এই বাঁচায় হুখ নেই তার এডটুকু—মাছে কেবল অম্বত্তি—মতৃপ্তি।

এই ভাবেই সে স্থার্থ দিন গুলো কাটিয়ে এসেছে।
কিন্তু এক একদিন মনের দোর গোড়ায় চাপা দেওয়া
পাধরটা কিছু সরে যেত—সেদিন আর তার শিউলীকে
একটু চোপের দেখা দেখবার অন্ত ব্যাক্লভার অন্ত থাকতো
না। পুরীতে আস্বার কারণও তার তাই। লিউলীর
রপ্রে প্রারী সে—সে চায় ভার মান্স প্রতিমাকে
চোপের প্রদায় ফুটিয়ে তুলে নিভ্তে ভার প্রেয়
— তাই দে পৌল ধবর বিয়ে একদিন চেপে মল্লো

পুরী এক্সপ্রেসে। পুরীতে এসে ভিক্টোরিয়া ক্লাবে সে বাস করতে করতে একদিন অকমাৎ বিষ্ণুগদর সঙ্গে আলাপ করবার স্থোগ পেল, কাজেই সে জান্লে শিউলীরা কর্গদ্বাবে থাকে।

গত করেকটা দিনই সে এদিকে সেদিকে তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে কিন্তু পায়নি—ভাই অবশেষে সেদিন সে অর্গন্ধারের দিকে সকাল বেলায় বেরিয়ে পড়লো।

যেতে ষেতে অরুণ ভাব ছিল, আজ নিশ্চরই শিউলীর সাজে তার দেখা হবে—অত্যন্ত অকলাৎ সাক্ষাৎ—দে হয়তো তথন কমলা রঙের কি আস্মানী রঙের শাড়ীখানা ডেন্দ্র করে পরে একবার এই দিকে লক্ষ্য করেই মুখ খানি রাজা করে অম্নি দেখানে বসে পড়বে—জাপানী খোঁপার উপর তথন হয়তো একটু নড়ে উঠ্বে সন্থ আঁটা দোলনচাপা ফুলটা। কিন্তু অম্নি বসেই সে খাক্বে না নিশ্চয়—আবার অন্তরের উল্লাস চাপ্তে না পেরে সেই মৃহুর্ত্তেই মৃহু হেসে ওখান থেকেই ভায় প্রীতি সম্ভাবণ জ্বানাবে—হয়তো বা একটু চোথের জলও……

এম্নি ভেবে ভেবেই সে একটীর পর একটী করে 
অনেক গুলো ছোট বড় বাড়ী পার হয়ে গেল—কিন্তু
কই শিউলী;—তার হদয় লক্ষ্যী,—অগ্রপুরীর মানসী ?

এই ভাবনার জের টেনে সে অর্গবার পেরিয়ে একেবারে পশ্চিমের থোলা মাঠের পাশে সমুদ্রের ধার দিয়ে বাচ্ছিল—হঠাৎ কার কণ্ঠমরে তার চিস্তার রশ্মি আচম্কা ছিঁড়ে গেল। অরুণ চোথ তুলে দেখ্লো কে এক মুবতী একটী কিশোরকে নিয়ে তারই পাশ দিয়ে যাচেচ।

আরুণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। বোধ ছয় এই মুথের সঙ্গেই সে আর একখানা মুথ মিলিয়ে দেখ্ছিল—ঠিক সেই মুহুর্ত্তে, সহসা স্মিত হাস্ত করে য়ুবতী বলে উঠলো, এ কি—অরুণদা যে—

অক্লণের বিশ্বয়ের ভাবটা কাট্তে যুবতী তার পায়ের উপর মাথা নোয়াইয়া বল্লো, আজ আমাকে চিন্তে পারবে না—বটে কিছ একদিন তো আমি অচেনা ছিলুম না অক্লণা।

পদ্ধ চোথ ছু'টো বিস্থারিত করে সেই নারীকে

ভাল করে দেখে পরক্ষণেই আনন্দে চেচিয়ে বল্লো, ও চিনেছি চিনেছি—শিউলী—সেই শিউলী ভূমি—
ই্যা—মামি সেইই বটে—কিছু এ কি হয়েছে, সোনার দেহ এমন করলে কি করে ?

হঠাৎ পূপর দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে আবার সংবিৎ ফিরে পেল। ভাবলো, এ মোটেই ভাল হচ্ছে না— ছি, ছি, পূপা কি মনে করছে।

তাই সে তাড়াতাড়ি বল্লে, ঠাকুরণো ইনি আমার দাদা—আমার পিনীমার গাঁয়ে বাড়া—বিশেষ ঘনিষ্ঠতা…

মৃহুর্ত্তকাল নীরব থেকে পুনরায় বল্লে, হাঁ৷ ভাই
ঠাকুরণাে, একটা কাজ করবে ? আমার থেলার কড়ি
কম পড়ে গেছে—আট ন'টা হলেই বেশ হয়—ভা তুমি
ঐ ওথান থেকে, ঢেউ বধন সরে যায় তথন—দেখাে,
সেদিনকার মত ভিলে থেয়ে৷ না যেন—চট্ করে—

পুষ্প বল্লে, আচ্ছা, যাচ্ছি বৌদি, ঠিক নিয়ে
শাস্ৰো'খন —

পূষ্প কড়ি আন্তে গেল। এডদিন পরে অকণের সঙ্গে দেখা—তার স্থ-তৃঃথের অনেক কিছু জানার আত্র প্রয়োজন, তাই সে ফাঁকি দিয়ে পূষ্পকে পাঠিয়ে দিয়ে অকণকে নিয়ে পাশাপাশি বসে পড়লো।

শিউলী গুদ্ধবিশ্বরে তার দিকে ফ্যাল ফারে করে চেন্তের রইলো। অরুণ অকশাং তার কোমল হাতথানি নিজের মৃষ্টির ভেতর নিয়ে বল্লো, হিন্দু আইনে না হোক, অন্ত আইনে বিবাহ-বিজেন আছে—তা বিশি তুমি অন্ত ধর্ম—মাজ কিছুদিনের কল্প—তারপরই আবার আমরা বিরের পর ভূমি করে …

শিউলীর সমন্ত দেহের শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে উফ রক্ত ছুটাছুটি আরম্ভ করলে।—দে এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ধর ধর করে কাঁপ্ছিল—চোধের কোণে কিছ ভ্যানক অগ্নিশিখা। এ কি ? অফণ,—তার চির-ভ্তামুধাারী অফণ আজ এ কি বলে ?

কাণের ভেতর আঙ্কুল দিয়ে কয়েক পা সরে গিয়ে কুদ্ধা ফণিণীর মত মাথা তুলে দে ফদ্ধকণ্ঠে বল্লে, এতনীচ, এত ম্বণ্য তুমি—ছি, ছি,—ধিক্ তোমতক—

ঠিক্ সেই মূহুর্ত্তে দুরে একটা ছাদের উপর বিষ্ণুপদ গাঁড়িয়ে-হাতে তার ছরবান।

( c )

রোজই সকালে শিউলী বিষ্ণুপদকে জাগিয়ে কথনো বা একটা চুমু দিয়ে এবং পায়ের ধ্লো মাথায় নিয়ে বেড়াতে যায়—কিন্তু সেদিন আর সেসব কিছু হয় নি। গুম ভালবোর পর থেকেই শিউলীকে ঘরের ভেতর না পেরে তার মনটা কেমন ফাকা বোধ হতে লাগ্লো।

কাজের ভেতর মন বসাতে গেল—কিন্তু পার্লে না। রাত্রিতে তার সহছে যে হংবপ্লটা দেখেছিল, তাই কেবল পুরেফিরে বিফুপদ'র মনের ভেতর উকিব্রুকি ম বৃছিল। সে তাকে দেখ্বার জন্ম অভিমাত্রায় ছট্ফট্ করে বেড়াতে লাগ্লো। শিউলী তার হানয়লক্ষী মনবর্গের ইক্ষাণী—ভারই সহকে সে দেখেছে হংবপ্ল— অধচ আজ এখন সে কাছে নেই। তার একান্ত ব্যাকুল চিন্তকে কোনমতেই সে ছির রাধতে পার্ছিল দা—কেবল ভাব্ছিল, কেমন আছে সে, কোধায় গেল, না বলেই বা গেল কেন—কই, এখনও যে ফির্ছেনা!

কিছুকাল পরে সে ত্মবীণটা হাতে নিয়ে ছাদের উপর গেল—ভারপর তা চোখে লাগিয়ে চারদিকে লক্ষ্য কর্তে ক্রতে হঠাৎ পশ্চিমের দিকে দেখনে, শিউলী বেলাভূমিতে বলে—পাশে একটা মুবক!

বিষ্ণুগদ'র চোধ হ'টা কেমন আলা করে উঠ্লো। সে চোধকে আরও একটু বিক্ষারিত করে দেখলে, সেই ব্যক্টার মৃষ্টির ভেতর শিউলীর হাত!

विक नर्सनान । जाब खानात्मा खिब निष्ठेनी बहा ।

দেহের ভেতরকার রক্ত যেন ঝিম্ঝিম্ করে উঠলো—
হাতের শিরাগুলো টন্টন্ কর্তে লাগলো। মনে পড়লো
দীফ্ল্যাপার ভবিজ্ঞবাণী—সন্দেহের স্থান নিশ্চিত বিশাস
এসে অধিকার কর্লো। তার চোপের সম্মুধে জগতের
সবটুক্ আলো খেন ধপ করে এক নিমিষেই নিজে
গেল—তারপর সব অজ্কার। বিষ্ণুপদ'র ক্ষ্য অস্তর
টেচিয়ে বল্লে, একনিষ্ঠ সাধকের বাণী কি কধনো মিধ্যে
হয় প

সে তা বেশ করে কাণ পেতে ওন্লে—তারপর
আপন মনেই বলে উঠলো, দীহক্ষ্যাপা, তৃমি মাছ্য
নও—দেবতা, দেবতা—

দপ দপ করে দে নীচে নেমে এসে বাছে রিভলবর খুঁজলে—কিন্ত হায়, ভূলে যে একটা অল্পত দে সঙ্গে আনতে পারে নি।

মনটা তার ভয়ক্ষররূপে জলে মাচ্ছিল—কী দে জালা, কী দে যদ্রণা। বিষ্ণুপদ মুহূর্তকাল কি ভাবলে, ভারপর একখানা দিশ টাকার নোট নিয়ে বাজারের দিকে গেল অস্ত্র কিনতে।

দে তো চক্রশেখরের মত ধৈষ্য ধারণ কর্তে শেথেনি—দে শিথেছে ওপেলো'র মত প্রতিশোধ নিতে—প্রাণাপেকা প্রিয় ডেস্ডেমনা'র রক্তপান কর্তে—নিভান্ত পরিচিত রান্তার ভেতর পা দিয়েই সে চম্কে উঠলো— এ কি? ধৃলি ও ধোয়ার পাণে অসংখ্য কাক্ডা— ফু'পাশের বাড়ী, ঘর, গাছের দিকে চেয়ে দেখলো দেখানেও ভাই। পথ চল্তে চল্তে তার গা শিউরে উঠতে লাগলো।

কিন্ত তবুও চলতে হবে—শল্প যে না কিন্লেই
নয়—শল্পতঃ একটা ভোশালী—তারণর—তারপর
শিউলীর...…

বুকটা কেমন হাাৎ করে উঠলো—কিন্ত তা মৃহুর্প্তের ভরে, পরক্ষণেই সমুদ্রের ধারের সেই দুখ্য মনে পঞ্চলা।

সে প্রভারিত হয়েছে—শিউলীর মিথা ভালবাসার
অভিনয়ের সে হয়েছে মূর্য রাজ্যের—বিপুল অসভাই
তার একমাত্র পুঁজিপাটা। কিন্তু আৰু তার নেশা
ছুটেছে—রক্ষঞ্চের বাইরের রূপ এখন প্রকট—সেধানে
সে নিঃব, রিক, খান, কাশাল। আর শিউলী ?

মাধাটা কেমন ঝিম্ঝিম্ করে উঠলো—বুকের ভেতর ছঃসহ দাহ। বাজারে চুকেই ভান দিকে সে দেখলে একটা মদের দোকান। মদে নাকি ব্যথা ভোলায়—তাই সে চট্ করে সেই দোকানে চুকে পড়লো।

সম্পূর্ণ অনভ্যাস—ভাই বোতলের স্বট। একবারে শেষ কর্তে পার্লে না—খানিকট। ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলেই বোতলটা বগলে নিয়ে সে বেরিয়ে গড়লো।

কোণারকের রান্ধা ধবে ধেতে থেতে একটা গাছের তলাম বসে পড়লো—

চোথের সমূথে ফুটে উঠলো,—দীফুক্সাপা, শিউলী, ভার প্রণমী—

সারাটা দিন নেশার খোরে অজ্ঞানের মত গাছতলায় পড়ে থেকে রাত্রি ৯টায় সে যখন বাসায়
ফির্লো, তখনও তার তেমন জ্ঞান হয় নি! বাড়ী
চুকেই সে সমুখে নেখতে পেল শিউলীকে—চুল তার
এলেমেলো—চোধ ছ'টা চিন্তা-ব্যাকুল—কিন্তু ওঠপ্রান্তে
অপুর্বাহাদি।

সারাট। দিন সে অনাহারে থেকে, স্বামীর থোঁজে চারদিকে মাস্থর পাঠিয়ে—দেবতার কাছে মানত করে, মার্থা খুঁড়ে, চোথের জল ফেলে এদিকে-সেদিকে ছুটাছুটি করে, অবশেষে ভাকে যথম দ্র থেকে দেখতে পেল, তথন তার চিত্তের ভেতর আনকের প্রবল তরকের উদ্ধাম-মৃত্য আরম্ভ হয়েছে।

শিউলী উন্মাদিনীর মত ছুটে গিয়েছিল স্বামীকে বরণ করে আন্তে—কিন্ত প্রতিদানে যে পুরস্কার সে লাভ কর্লো বোধকরি ভার বিধাতাপুরুষও তা কখনও ভাবতে পারে নি।

হিংল্র বাঘ যেমন করে তার শিকারকে আক্রমণ করে ঠিক তেম্নি করে বিষ্ণুপদ অক্রমাৎ শিউলীর চুলের মুঠা ধরে টেচিয়ে বিকৃতস্বরে বলে উঠলো, কুলটা, ভাই এত ভোরে তুই বেরিয়েছিলি তোর জারের সঙ্গে নিশ্তে—ছরবীণ দিয়ে আমি সব দেখেছি—ছি: ছি: এমন চয়িজহীন তুই—কুলটার এ বাড়ীতে স্থান মেই—বা—এই মৃহুতে এখান ধেকে বেরিয়ে যা—

এই বলেই সে এমন ভাবে তাকে টান্তে টান্তে ফটকের বাইরে ধাকা দিয়ে ফেলে দিলে যে একটা ইটের উপর ছম্ডি খেয়ে পড়ে গিয়ে তার কপাল অনেকটা চিরে রক্ত পড়তে লাগলো।

শিউলী—অভাগিনী শিউলী অত্যন্ত তুংখে, ভয়ে ও আঘাতে দেখানে সেই ভাবে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে রইলে—যখন মূর্চ্চা ভাঙ্গলো তখন রাত্রি বোধ হয় ২টা হবে।

সৈ তার কাতরতাপূর্ব মান চোথ হু'টো দিয়ে চেয়ে দেখলে, এ বাড়ীর ফটক তার বিরুদ্ধে রুদ্ধ। একদিন নয়—হ'দিন নয়—চিরদিনতরে এ ফটক তার বিরুদ্ধে রুদ্ধ হ'য়ে গেছে—তার চোথের জলের ব্যাতেও এর এডটুকু কজা শিথিল হবে না।

হায় বে, কী অপরাধ আজ তার স্থধ-শাস্তিকে এম্নি করে হুম্ড়ে দিলে? তার এতবড় ঐশব্যের ভাণ্ডারে হু'মুঠো ভন্ম ভিন্ন এখন আর কি আছে?

নিকপায় অসহায় শিশুর মত চারদিকে সে ফ্যাল
ফ্যাল করে চাইতে লাগলো—হঠাৎ মনে পড়লো
শ্চামবাজারের মাদার বাড়ীর কথা—মনে পড়লো অকণের
কথা—সে হয় তো তাকে দেখানে রেথে আসতে
পারে। অম্নি চিত্তের অবক্তম ক্লোভ ও ব্যথাকে
কোনকপে বুকে চেপে টলে টলে ভিক্টোরিয়া ক্লাবের
দিকে থেতে লাগলো।

…... বিষ্ণুপদ মাস ছই নানাদেশ ঘুরে একদিদ দেশে ফিরেই দী হক্ষ্যাপার পারের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বললে,—ঠাকুর, তোমাকে চিন্তে পারিনি, ভাই চেমেছিলুম ডোমার এই ঘর ভালতে—কিছ আন্ধ শামার নিজেব ঘর ভালায় বুঝেছি তুমি কত বড়। সেইদিন থেকেই বিষ্ণুপদ ক্যাপার শিশু—আর শিউদী?

অরুণের অবৈধ ভালবাসার একমাত্র অধিকারিশী হয়েও আরু ধনি সে অভীতের জয় ছু'ফোটা চোধের জল ফেলে, ভার জয় দায়ী কে ? সে, ক্যাশা, না ভার বিধাতা ?

## রাষ্ট্র বনাম ধর্ম

#### শ্রীরপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম, এ

সম্প্রতি সোভিয়েট্ রাশিয়া এই মর্ম্মে একটী পঞ্চ-বাধিক-কার্যাস্ট্রী প্রাণয়ন করিয়াছে যে ভাহার ফলে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে ধর্মের একে-বারে উচ্ছেদ সাধন হইয়া ঘাইবে। অত্যুগ্র সংস্কারপন্থী রাশিয়ার এই অঙ্কৃত সকল সমগ্র জগতের "ধান্মিক-গণের" চিত্তে এক দারুণ বিক্ষোভের স্থান্ট করিয়াছে। অনেকেই বলিতেছেন, "এইবার রাশিয়া একেবারে চির দিনের মত অতল তলে ডুবিয়া গেল। সর্বনাশ! ধর্মই যদি না থাকিল, তবে জাতি থাকিবে কি করিয়া? ধর্মহীন হইলেই ত মাহুষের চরম অধংপতন! ধর্মহীন রাষ্ট্রের কল্পনা যে একেবারেই অসম্ভব! এ পর্য্যন্ত জগতে যত বড় বড় রাষ্ট্রের পতন ঘটিয়াছে, সকলেরই म्राल हिल धर्माञ्चेरे छ। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম ভারতবর্ষ, সকলেরই অধংপতনের প্রধান কারণ ধর্ম হইতে বিচ্যতি। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের নিতান্তই মরণদশা ঘটিয়াছে, তাই ধর্ম-প্রচারের প্রচেষ্টা না করিয়া রাষ্ট্র হইতে ধর্মের উচ্ছেদশাধনের জন্ম তাহারা এই সর্ব্বনাশকর প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিতেছে।"

বস্ততঃই ধর্মহীন রাষ্ট্রের করনা জগতের পক্ষে একটা অভিনব বস্তু। সমন্ত সভা দেশেই State Reilgion বা "রাষ্ট্র-ধর্মা" বলিয়া এক একটা ধর্ম প্রচলিত আছে — যেমন ইংলণ্ডের রাষ্ট্রধর্ম, খুইধর্ম, জাপানের বৌদ্ধর্ম; আফ্ গানিস্থানের ইসলাম্ ইত্যাদি। এই সকল রাষ্ট্র-ধর্ম, আছে বলিয়াই যে তত্তৎ দেশের সমন্ত লোকই "ধার্মিক" একথা অবস্তু বলা বার মা; কারণ কেছ কাহাকেও লোর করিয়া "ধার্মিক" করিয়া দিতে পারে না। কিছ রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া স্বীকৃত যে ধর্ম উহা রাজকোর ইউতে মধ্যের পর্ব সাহাব্য পাইরা থাকে এবং এই সকল ধর্মের বাহারা "বাহন" বা প্রচারক উল্লোর ও রাজকোর করেয়া "বাহন" বা প্রচারক উল্লোর জাক্ষাক্ষাক্ষাক্র ইউতে বিশ্বিত ইমানা। এই সাম্বার্মিক করিয়া প্রার্মিক করিয়া সাম্বার্মিক করিয়া প্রার্মিক করিয়া বাহার প্রার্মিক করিয়া বাহার সংক্রমান্ত্র করিয়া বাহার করিয়া বাহার বাহারক উল্লোর করেয়া করিয়া বাহার করিয়ার ক

ও বিভারের জন্ম রাজ্যের একটী বিশেষ অংশ বায় করা হইয়া থাকে। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্গণ মনে করেন যে রাষ্ট্রধর্মের প্রসার যত অধিক হয় রাষ্ট্রের পক্ষে তত্ই ম<del>ল</del>ল। কারণ সমধ্যাবলম্বী হইলে প্রভাশক্তি রাজশক্তিকে অন্ততঃ বি-ধর্মী বলিয়া তৎপ্রতি বিষেষপোষণ করিতে পারে না। এই হিসাবে রাজশক্তির সহিত রাষ্ট্ ধর্মের একটা অঙ্গাঞ্চী সম্বন্ধ আছে। স্থতরাং রাষ্ট্র যদি ধর্ম-বিবর্জিত হয়, তবে এই অন্ততম প্রধান যোগসংজ্বের অন্তিত্ব আর থাকে কোথায় ? ধর্মের বিলোপ দাধন-দ্মপ ছষ্ট প্রচেষ্টা বারা রাশিয়া আজ "নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারিতে" উর্তত হইয়াছে। ইছার পরিণাম যে অতি ভয়াবহ ভাহাতে অহুমাত্রও সম্পেহ নাই। একটা উদাহরণের মারা এই বিষয়টীকে আরও পরিকুট করা যাক্। মনে করণন আজ রাশিয়া যদি আফুগানিস্থান আক্রমণ করে, আফ্গানগণ-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ও যুদ্ধ ত করিবেই, উপরস্ক ইদলামের গৌরব রক্ষার জনাও প্রাণ পর্যান্ত উৎপর্গ করিতে কুটিত হইবে না। দেশরকার সহিত ধর্মরকার গোঃব সংযুক্ত হইর। ভাহা-मिगरक विश्वन **উৎ**माहिष्ठ कतिया कृतिय। **प्यात य**मि नमा त्रानिमात्र मृहोत्छ आफगानिमान स्ट्रें आब हेननाम ধর্ম বিতাড়িত হইয়া ভারু "যুক্তি"র (Reasoning) উপর জাতীয়তা প্রাত্তিত হয়, তাহা হইলে ধর্মবুদ্ধের रंग डेकीशना छाहात कि व्यवनान विटिय ना ? व्यवधा জাতীয়ভাব যদি প্রত্যেক নর নারীর অভারে সর্কাদ। জাগ-ব্লক থাকে-জাতীয়তা বদি ধর্মের অপেকা না রাখে, ভবে এ কথা আর খাটিতে পারে না। এখন সম্ভার বিশ্ব হইতেহে এই, কোনটা বড় ? জাতীয়তা না ধর্মণ एक काहारक श्रका करत ? तारहेत तकक धर्म, मा धर्मात त्रक्य बाह्रे ?

এবানে বলা আৰভক, যে ধর্ম কথাটার বারা আমরা

কেবলমাত্র আফুষ্ঠানিক ধর্ম বা আচারগত ধর্মবিধিকে বুঝাইতে চাহিতেছি। ধর্মে "বিশাদ" থাকা আর ধর্ম-বিধির অন্তর্গ করা এই তুইটীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ধর্মের বাহায়প্রান না করিয়াও লোকে প্রাকৃত ধান্মিক হইতে পারে, আবার "বার মাদে ডের পার্বাণ" পালন করিয়াও লোকে খোরতর অধ্যশ্মিক হইতে পারে। বিশাস অন্তরের বস্তু, বাহামুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধি-নিষেধের "বোল আনা" অমুবর্ত্তন অনেকট। বাহিরেরই জিনিষ। সোভিয়েট শাসনভন্তই হউক আর যে কোন শক্তিশাণী ताहेहे इडेक-शाहेन-कांक्रन वा कवत्रमण्डि बाता अश्टरत्र বিশ্বাদকে টলাইবার শক্তি কাহারও নাই। সমস্ত রাশিয়ার গিজ্ঞাঘর আজ নিরীশ্বরবাদী সোভিয়েটের নির্দেশে শ্রমিক ও ক্বাকের ক্লাবগৃহ বা প্রমোদাগারে পরিণত হইতে পারে-কিন্তু রাশিয়ায় যদি একজনও "বিশাসী" ব্যক্তি ধাকেন তাঁহারই অন্তরের অন্তঃন্তলে যীত্তর পবিত্র ভক্ষনা-গার চিরদিন স্বপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

অভিনব গণ-আন্দোলনের প্রবর্তন দারা যাহারা সমগ্র গভ্য জগতের চিন্তাধারায় এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে—ভাহারা কি এই সামাগ্য বস্তুটী ভাবিয়া দেখে নাই? ঈশবের সহিত মামুষর সম্মাবিছিন্ন করা কোন মামুষী শক্তির সাধ্যায়ন্ত নহে। মামুষের সাধ্য নাই যে ঈশরকে অধীকার করে। "নান্তিক" শুধু একটা কথারই কথা—এ পর্যান্ত জগতে একজনও নান্তিকের আবির্ভাব হয় নাই, হয়ত, হইতে পারিবেও না। "নান্তিক" বলিতে বুঝায় ভাহাকে যে কোন প্রচলিত ধর্ম্মত মানে না—মতুবা "নান্তিক" আখ্যাধারী ব্যক্তিরাও ভগবানের চিন্তা করে,—এক স্বতম্ম, বিশিষ্টভাবে, সাধারণের অম্বর্ত্তন ভাহারা করে না এইটুকু মাত্র পার্থক্য।

নয়া রাশিথা বুঝিয়াছে, আতীয়তার পরিপন্থী বদি কোন বন্ধ থাকে তবে তাহা আহঠানিক ধর্মমত। এই ধর্মা-কুঠান লইয়া এ পর্ব্যন্ত পূর্ থবীতে যত বাদ বিসম্বাদ হই— য়াছে, এত আর কোন বন্ধকে উপলক্ষ করিয়া নহে। ধর্মসম্বন্ধে মাহ্যের যত দৃঢ়তা, এরপ দৃঢ়তাও যেমন অঞ্চ কোন বিষয়ে নাই, আবার ধর্মসম্বন্ধে মাহ্যের যত চ্কা-লতা তত চ্কাশতাও অপর কোন বন্ধতে বেধা যায় না। ধর্মের থাতিরে মাহ্য দেশ ত্যাগ করিয়াছে, স্বাধীনতাকে বিস্কান দিয়াছে—ইহার ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়; কিন্তু দেশের জন্ম যে কেহ্
"ধর্ম" ত্যাগ করিয়াছে ইহার উদাহরণ আজিও একাছ
বিরল। "ধর্ম" মান্তবের মধ্যে মিলন-সেতৃ রচনা করুক
আর নাই করুক, বিজেদ সিদ্ধু যে অনেক ক্ষেত্রেই স্টে
করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতের এক
একটা জাতির ইতিহাস ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া পরস্পারের
মধ্যে রক্তারক্তির রোমহর্ষণ বৃত্তান্ত। একজন আর এক
ভনের ধর্মমত মানেনা বলিয়া মান্ত্র মান্তব্যক্ত পরীবন্ত দয়
করিতেও কুঠা বোধ করে নাই। ধর্মের নামে মান্তবের
প্রতি মান্ত্রের এই পাশব অত্যাচার,—মন্তব্যক্তর
অপমান, ইতিহাদের পৃষ্ঠাকে চিরদিনের জন্ম কলবিত
করিয়া রাঝিয়াছে। উদাহরণের আবশ্যক নাই—রে
কোন দেশের বে কোন জাতির ইতির্ত্ত ইহার যাথাগ্য
প্রতিপন্ন করিবে।

যে সকল বন্ধ মাতুষের স্বাধীন চিস্তাকে পদে পদে বাধা প্রদান করিয়া ভাহাকে স্কীর্ণভার পণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনে, আফুষ্ঠানিক ধর্মমত ভাহাদিগের অগতম। এই জন্ম কোন কোন দার্শনিক বলেন যে ধর্ম মানিয়া চলা একটা তুর্বলভা মাত্র। চিন্তা করিয়া দেখিলে कथां जैदक वाद्य हा निया छेड़ा हेया दल्ख्या हत्त না। সাধারণত: ধর্ম বলিতে আমরা যে জিনিষ্টী বুঝি তাহা কতকগুলি লোকাচার ও সংস্কারের স্ম্<sup>8</sup> মাত্র। ধর্ম্মের অন্তুশাসন অনেক সময়ে মন্ত্র্যাত্ব প্রকাশের পরিপছী হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান ভারতের অস্থাতা चारमाननरक हेहात अकी खेळा मृष्टीच वनिया गर्मा করা যায়। মাহুষ হিদাবে মাহুষকে দ্বণা করার মত পাপ আর কি আছে? ৰতই যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করা ২উক না কেন, জাতি বা শ্রেণী হিসাবে মাছবকে यूगयूगास धतिहा "अन्मृश्व" वनिता मान्न (यत छावा नावी হইতে বঞ্চিত করিয়া রাধার মূলে যে বস্কুটা আছে, मिटिक "इवा" ७ "क्ष्मचार्थ" हाड़ा चात्र किहूहे वना ৰাইতে পারে না। ধে দেবভার নামমাজ এইণে माध्य नवा (शाव "७िह" इरेबा थाटक, छाहाबरे वृर्व প্ৰতীক বিগ্ৰহ দৰ্শন ও স্পৰ্ণনে মাছৰ স্বয়ং স্থায়ও পৰিত্ৰ না হইয়া দেই দেৰভাকে পৰ্যন্ত অপৰিত্ৰ ক্ৰিয়া

्क निरंत,-- এই मरना ভাবের রহস্ত কে উদ্বাটন করিবে? ত্র মাতুষ শাল্তের (দাহাই দিয়া, ধর্মের নামে, মাতুষকে (प्रय मिस्तित श्रीक्ष इहेट मुंगाल-कुकूत्तत साम प्रत দর করিয়া ভাড়াইয়া দিতেছে। এই যদি ধর্ম হয়, ভবে কি করিয়া বলা যায় যে এই ধর্ম মাত্রবকে বড क्तिरएटह, माश्रवरक स्वतर्वत अरथ लहेशा शहरएटह ? হয়ত কে**হ বুঝিতেছে, ইহা উচিত নংহ, ভগ**গানের অর্চ্চনায় সকল মামুষেরই সমান অধিকার আছে. দেবতা কাহারও নিজম্ব সম্পত্তি নহেন,—দেবতা বিশ্ব-জনের: তথাপি সকলের নিকট সে মন্দির ছার উম্মক্ত করিতে পারিতেছে না—তাহার সংস্কারে বা'ধতেছে—সে হয়ত ভাবিতেছে, বুঝি বা এই কার্য্যের ছারা আমি ধর্মের অনুসাসন লভ্যন করিলাম-হয়ত প্রত্যবায় ভাগী হইলাম। ধর্মের শাসন ভাহার উদার মনকে স্কুচিত করিয়া ফেলিতেছে। দেবতার সহিত মিলন ত দুরের কথা, মামুষের সঙ্গেই ধর্ম তাহার विका घटे। देश मिटिक ।

রাষ্ট্রের মধ্যে আধুনিক যুগোপযোগী সংস্কার প্রবর্তনে ধর্ম যে ২ত বড় অস্তরায় হইতে পারে, তাহার উচ্ছল দৃষ্ঠান্ত তুরন্ধ ও আফ্গানিস্থান। গাজী মুন্তাফা কামালের প্রবদ শাসনে তুরুদ্ধে যাহা সম্ভব হইয়াছে,—মহামুভব আমীর আমামলাহ্ সীয় রাজ্যে তাহারই প্রবর্তন করিতে গিয়া কুটচক্রী ধর্মধ্বজাগণের চক্রান্তে রাজাভ্রষ্ট হইয়া আজ সাধারণ ক্লয়-কর স্থায় ইতালীতে নির্বাসিতের দীবন যাপন করিতেছেন। স্কল দেশের নব নব শংস্কারে, চিন্তাধারার নৃতন্তম বিকাশে, সর্ব্বাপেকা প্রবল वाक्षा (मध्य "क्षरचांत्र च्य श्रमु छ श्रन्"। विकि निरु विकास निर्मा कर्म নিগড়ে মাহুদের মনকে চিরদিনের জয় বার্ধবার দত্ত ইহারা একান্ত উৎস্থক। কালের গতিতে সকল একান্ত স্বাভাবিক, তাহা ইহারা কিছতেই ব্ঝিটে গহে না এবং খন্য কেছ বুঝাইতে চাহিলেও ভাহা ওনে য। কিছু কাল ভাহাদের অপেকা রাখে না, সে খাভা-विक नियान व्यालनात कार्या कतिया गाय-। ্য দাস-মানাভাব মাছকে রাহীর জীবনে প্রাধীনভার

শৃত্যালে দীর্ঘদিন আবদ্ধ করিয়া রাখে-ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মামুষ্ঠান হইতেই ভাহার প্রথম স্থচনা হয়। নির্মিচারে শাৰত সভা বলিয়া কোন বন্ধকে মানা এবং বাহিক িশেষকে "ভবপারের কাণ্ডারী" বলিয়া স্বীকার করত: তাহারই নির্দেশে চলার মুক্ত পথে বিধি নিষেধের গণ্ডী রচনা করা—মামুষের স্বাভাবিক বিবৃদ্ধিকে সন্ধৃচিত ক্রিয়া क्ला : यांधीन **5िखा**क थर्क छ १ क किया (मध: "পরামুকরণ" ও "প্রামুদ্রণের" জন্ম মামুষ তথন আপ্ন স্বাধীন সন্তার কথা একেবারে ভুলিয়া যায়। দাস মনো-বুত্তির উদ্ভব হয় এই ভাবে এবং ক্রমে ক্রমে তাহার প্রভাব জাবনের অপর সকল ক্ষেত্রে বিস্তারিত হইয়া পডে। "গুরু বাদ" ও "অবতার বাদ" এদেশের যত অধিক ক্ষতি করিয়াছে, তত আর কোন কিছুতেই নতে। মাতৃষ "পাপী" মাতৃষ "অস্হায়"--পাদ্রি মোলা বা গুৰু ছাড়া তাহাকে মুক্তির সন্ধান বলিয়া দিবার আর কেহ নাই—এই কথা শুনিতে শুনিতে মাহুষ স্তাই যেন অস্থায় হট্যা পডিয়াছে-মাফুষের মধ্যে জাতির মধ্যে দেশের মধ্যে একটা জাড্যের ভাব আসিয়া গিয়াছে। যে দেশ গোড়ামিও ধর্মান্ধতা হইতে যত মৃক্ত, দেই দেশ সভ্যতার ক্ষেত্রে তত উন্নত।

পরাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংগঠন ব্যাপারে ধর্মের মত এত বড় বিদ্ন আর নাই,—বিশেষতঃ সেই দেশে যদি একাধিক ধন্মত প্রচলিত থাকে। কোন কিছু ঘটিবার আগেই ধর্মধ্বজীগণ "কালনেমীর লকা ভাগ" কার্য্য ক্রফ করিরা দেন,—ভবিষ্য শাসনভালে কোন্ धन्यायमधीत कता कछि। शान निमिष्ठे धाकित्व छाहात নির্থের জন্য। রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের এ ভাগাভাগি বাস্তবিকই বড় অন্তত। রাষ্ট্রে স্থান লাভ ইওয়া উচিড; -"नागतिक हिमाद्य," दम्यात व्यविवामी हिमाद्य-ব্যয়েরই যে পরিবর্ত্তন ঘটে এবং এই পরিবর্ত্তনই যে তাহা না হইয়া কে কোন্ধর্মে বিশাস করেন বা কে কোন্ধর্মের অন্তান করেন ইতাই চ্টল রাল্লীয় জীবনের माल काठि। करन क्रेका कात्र कथन इस ना,-काश-वाटि। बातात शक्राम नहेबाहे मिन कारिया शाय। প্রাধীনভার শৃথ্য দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইরা পড়ে!

ধর্মবাটী ব্যক্তিগত হওয়াই উচিত। বাহার বেমন

প্রবৃদ্ধি, তিনি সেই ধর্ম্মেরই অমুসরণ করুন। একই পরিবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যদি বিভিন্ন ধর্মের অফুষ্ঠান করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি। বক্তিগত বিখাসকে পারিবারিক জীবনে বা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে টানিয়া আনিবার আবশুক কি ? সম ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যের যদি মিলন হয় হউক, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার ধর্ম অন্যে মানে না বলিয়াই যে আমার জন্য রাষ্ট্রেও একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহা রাষ্ট্রের উন্নতির একান্ত পরিপন্থী। বিভিন্ন मारीमात्रगरनत मरथा। य**उटे व्यक्षिक इटेर**व ताहेशक्तिख তত বিচিছন ও ছকাল হইয়া পড়িবে; পরিণামে হয়ত রাষ্ট্রের অবংপতন ঘটিবে। স্থুলতঃ যাহাই হউক সৃষ্ণত: বিচার করিলে বুঝা যায় রাষ্ট্রের সহিত ধর্ম্বের विश्व कान व्यविष्कृष्ठ मयक नारे। बार्ड्ड मुशालकी না হইয়াও যথন লোকে ধর্মাচরণ করিতে পারে, তথন ধর্মের বোঝা রাষ্ট্রের ঘাড়ে না চাপানোই ভাল।

ধর্ম রাষ্ট্রের কল্যাণ করিতে যতটা পাক্ষক আবার নাই

পারুক রাষ্ট্রীয় নাগরিকগণের মধ্যে ধর্মগত অধিকা লইয়া অকল্যাণ বহুন করিয়া আনিবার শক্তি তাহা যথেষ্টই আছে।

সোভিয়েট রাশিয়া যে আজ জবরদন্ত আইন-কার্নে বারা দেশ হইতে ধর্মের উচ্ছেদসাধনের প্রচেষ্টা ন করিয়া, ধীরে ধীরে "যুক্তি ও বিচার মূলক" কার্য্যে বারা ধর্মবিধির বিলোপসাধন করিতে চাহিতেছে—ইহাকে একরপ মন্দের ভাল (?) বলিতে হইবে তাহাদের এই প্রয়াস সফল হইবে কি না—তাহার বিচার করিবার দিন আসিবে পাঁচ বৎসর পরে বর্তমানে এই কথাটী শুধু নিঃসঙ্কোচে বলা যায়—ে তাহাদের এই অভিনব সঙ্করের বারা তাহারা আর জগতের সমস্ত রাজ্বনৈতিক মহলে একটী নৃতন সমস্তার করিয়াছে—ধর্মকে বাদ দিয়া রাষ্ট্র টিকিতে পারে কিনা। এ পরীকা বড় কঠোর! তাই সমগ্র সভ্ত জগৎ আজ বিশ্বয় বিক্ষারিত নেত্রে নয়া রাশিয়ার দিকে চাহিয়া আছে—এই বিপ্লবী তক্ষণের দল কোন্পথে চলিয়াছে—স্বর্বনাশের না কল্যাণের ?

## আকাজ্যা

## শ্ৰীঅর্পিতা দেবী

এসেছে জীবন-সন্ধ্যা আজি,
বৌবনের অভিনয়ে নামে ধীরে ধবনিকা
সমাপনী শশু উঠে বাজি।
আজি শুধু বলো একবার
মোরে বেসেছিলে ভালো বন্ধু হে আমার!
এসেছে মলিন হয়ে প্রভাতের রবি ভাতি,
বন্ধু! এই মহা ফুলগন;
প্রেমের দীপালী আলি জাগো মোর শুক্তারা,
উল্লেম্য আঁধার গগন।

যৌবনের ধর-স্থা করে

বে আলো লুকানো ছিলো আজি তা উঠুক ফুটে
সায়াছের শুমল অহরে।

দিবসের কোলাহলে বে রাগিণী ছিলো মিশে,
এ নীরব নিভ্ত সন্ধ্যায়
তোমার বাশবি-রন্ধু পরিপূর্ণ করি আজ
সেই হুর শুনাও আমায়।
বলো, শুধু বলো একবার,—
হাসি, ক্ষশ্রু, প্রথে, ছথে, মোর তরে ঐ বুকে
ভরা ছিলো প্রণয় তোমার।

দেয়ালের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিয়া গেল। ঘণ্টার শব্দে অনিলার ঘুম ভাঙ্গিয়া ধর-ফর করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। তুইহাতে চক্ষু রগড়াইতে বগড়াইতে জোর করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিবে আসিয়া ভাল করিয়া একবার চাহিয়া লইল, কিন্তু চোথের ঘুম কিছুতেই ছুটিতে চাহে না। থানিকটা জল চোপে ছিটাইয়। দিয়া নিজার জড়তা দ্ব করিতে চেষ্টা করিল। তারপর গোবর গুলিয়া উঠানময় ছড়া দিল। হাত ধুইয়া অহু যথন রালাবরের দরজা খুলিল, তথনও তাহার চোথে মুমের জড়তা রহিয়াছে। প্রতিদিনই তাহার কাছে স্কাল বেলাটা একটা ক্রক্ষ মমতাহীন মুর্তি লইয়া দাঁড়ায়। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন স্কালে যথন রবির কিরণে সোনালী আভা বিস্তার করে, তার বছ প্রেই অফুর স্কল কাজ শেষ হইয়া মাওয়া চায়। তাই সকালে উঠিয়াই একবার ইচ্ছা হয় কাঁদিয়া লয়, কিন্তু তারও যেন সময় নাই। র'রাঘর নিকানো হইলে সকাল বেলার বাসি ঠাণ্ডাব্দলে অন্তর আঙ্গুল গুলি মুগন বাঁকিয়া ওঠে, একহাত দিয়া অপর হাতের আঙ্গুলগুলি টানিয়া লয়।

তারপর সকাল বেলার খাওয়ার পর্বা। এর ওটা
চাই, তার এটা চাই করিতে করিতে ঘণ্টার কাটা
প্রায় আট্টার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। অন্ত অন্থির হইয়া
রারার জোগাড়ে লাগিরা যায়। রারাবারার কাজ শেষ
করিয়া ছেলেদের ইন্ধুলে পাঠাইয়া—অন্ত বাতে অচল
শান্ডণীকে স্নান করাইয়া রখন ভাত খাওয়াইয়া দেয়,
তখন এগারটা বাজিয়া যায়। নিজের স্নান খাওয়া কোন
প্রকারে সারিয়া, রারা ঘরের খুটি নাটি কাজগুলি শেষ
করিয়া, দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া, নিজের ঘরটীতে
আসিয়া শুইয়া একটু গড়াইয়া লয়। উদয়াতের মধ্যে
অন্তর পুণ্রের এই কয়েকঘণ্টা মাত্র ছুটা। সারাদিনের
মধ্যে তার যেন নিবাস লইবার সময় নাই। দিবা-নিজা
অন্তর স্বভাব-বিক্ল, তাই ছুপ্রটাকে মধ্যম করিবার

জ্ঞা সে তাহার স্মত্ব স্থিত চিঠির প্যাড্খানা লইয়া আছও অমুর বিছানা ভাল লাগিল না. উঠিয়া সে চিঠির প্যাত্থানা আনিয়া ছোট বড মাঝারী অনেকগুলি থাম বাহির করিল, এবং ভিতর হইতে চিঠি গুলি টানিয়া বাহির কবিয়া পড়িতে লাগিল। এই কাজটা যেন তাহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গণা হইয়াছিল। ইহা যে তাহার স্বামীর চিঠি, অফর বড় আদরের। নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাতে একখান। করিয়া চিঠি স্বামী তাহাকে লিখে, কদাচ ইহার বাতিক্রম হয় না. কিন্তু ছয়শাস যাবত ক্রমে ক্রমে ছাস হইয়া আসিতেছে, অন্থ চিস্তা করিয়া ঠিক করিতে পারে নাকেন এমন হয়। লিখিলে জবাব দেয়, "বড্ড কাজের তাড়া, সময় হয় না,, তুমি চিন্তা করো না।" অমু ভাবে--তঃথের দিন বুঝি অবদান হইবার পথে আসিয়াছে। অনুর বুক আনন্দে হর হর করিয়া উঠে. হয়তঃ কাজ এত বেশী যে তিনি সময় মত চিঠি-লিখিতেও পারেন না। এতদিনে যদি চিরক্লা মাতা ও ছোট ভাই-বোন গুলিকে স্বর্থী করিতে পারেন। দ্বিদ্রের সংসার, অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই অভান্ত. সচ্চলতা কাহাকে বলে স্বামী কিছা মাতা কেইই জানেন না। এই দকল ছঃগ কট ঝড় ঝাপ্টা মাথায় লইয়া ञ्चमृत विरमरम त्राभीरक याहरक हहेबारह—अर्थीश-র্জনের জন্ম। ভবিষাতের স্থাধের কল্পনা মনে আমিকিয়া অনু, চিঠি না পাওয়ার বেদনা ভূলিতে চেষ্টা করে। ভাই গত সপ্তাহে ও যখন চিঠি আসিল না, অহ, পুরানা চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। সংসারের কাজের মধ্যে অন্ত, নিজুকে ডুবাইয়া রাখে, কিছ প্রাণে শান্তি পায় না।

এক আধাৰণে ওক্ল পঞ্মী তিৰিতে অহ একরাশ ক্লপ ও ছই হাজার টাকা লইয়া যথন যামী জয়ক্ষেয় পাশে দাঁড়াইল, শাশুড়ী সেদিন আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিয়া ছিলেন, অন্থ্য—জগদ্ধান্তীর মত রূপ আর একসঙ্গে এতগুলি টাকা, যাহা তিনি কোনদিন কর্মনাও করিতে পারেন না, একসঙ্গে তৃই অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়া আনন্দের আভিশ্যে—-শাশুড়ীর চোধে জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

অয়ম্ভ তথন সবে মাত্র বি-এ পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে, অহুর স্থান একহাতে তুলিয়া ধরিয়া জয়স্ত বলিয়াছিল, "অফু আমরা বড় গ্রীব, ভোমাকে আনেক হঃখ কট্ট সইতে হবে। আমার ছোট ভাই বোনদের—ভার, আজ হ'তে তোমার উপর। মাকে তো দেখুতেই পাচ্ছ চিররোগা, কোনদিন ছবেলা সমানে রেঁধে আমাদের' গুটী থেতে—দিতে পারেনি, কিন্তু সবই তাঁকে করতে হতো অদৃষ্টের দোষে। বাবা যত-দিন বেঁচে ছিলেন, তবুও খাওয়া পরার জন্ম বিশেষ ভাবতে হয়নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সংক্র সকল দায়িত্ব আমাকে ভর কর'ল। বাবার মৃত্যুর পর আমরা একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ি, সেই ছঃপের কাহিনী তোমাকে বল্লে. বড ব্যথা পাবে। জানি না ভগবানের কোন মহৎ উদ্দেশ্য আমা ছারা সাধন হবে, তাই এই ত্বংথ দারিদ্রোর মধ্যে তোমাকে আজ সাধী পেলাম। অফু বড় বিখাদ, তোমাকে দিয়ে আমার সকল সাধনা সফল হবে।" সেদিন অফু মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিল সে যেন এ বাড়ীতে স্থথের প্রদীপ জালাতে পারে। অমুর আন্তরিক প্রার্থনা কিছুটা সফল हरेश हिन ।

নিয়তির নিষ্ঠ্র পরিহাসে ধনীর ত্লালী অয়—এ-বাড়ীতে আসিয়াছিল। বিবাহের পর অফ্র পিতা জয়য়কে এম-এ পড়িতে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, কিছ সে উপদেশ জয়য় রক্ষা করিতে পারিল না। সে অফুকে বিবাহ করিয়া, নিজেকে সর্বাদাই অয়য় নিকট অপরাধী মনে করিত, বে অয়য়—একটা মুধের কধার অপেক্রায় কত দাস দাসী থাকিত, সেই অয়কে আনিয়ালে কোঝার ফেলিয়াছে। তাই সে পড়া ছাড়িয়া টাকা রোজ্গারের চিস্তা করিতে লাগিল। গ্রায় বছর

খানেক নানাদিকে চেষ্টা করিয়া যথন কোন স্থ্রিধাই হইল না, তথন জয়ন্ত ব্যবসা করিতে সকল করিল।
খন্তরের দেওয়া টাকা হইতে, এবং আরো কিছু টাকা
সংগ্রহ করিয়া, জয়ন্ত রেজুন যাত্রার উদ্বোগ করিতে
লাগিল। অফু কিন্তু কিছুতে রাজী হইল না, অফুর
ঝাঝাও সংবাদ পাইয়া অনেক ব্রাইয়া চিঠি লিখিলেন।
কিন্তু জয়ন্ত কোন বাধাই মানিল না সে অদুষ্টের
সক্ষে যুঝিয়া দেখিবে, দিন ফিরে কিনা। ধনী খন্তরের
টাকায় বিদয়া বিদয়া মুঢ়ের ভায় বিলাসে দিন কাটাইবে
ইহা তাহার আত্মসন্মানে ঘা লাগে। মা কাঁদিয়া
অস্থির হইয়া বলিলেন,—"এদেশে কি চাক্রী মেলেনা
বাবা, তোকে ঐ সাত সমুক্ত তের নদীর পারে
বনবাসী করে, অংমি কোন প্রাণে ঘরে থাকবো। ?"

জয়ন্ত মাকে ও অনুকে বুঝাইয়াছিল, প্রথম ছু'এক বছর, তারপর যদি কপাল লেগে যায়, তবে তোমাদের স্বাইকে আমার কাছে নিয়ে যাব—'মা'। জয়ন্তের যাত্রার দিন খুব ভোরে উঠিয়া অত, গৃহদেবতা নারায়ণের ঘরে পিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতে বলিল, "হে ঠাকুর ওঁকে সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করো।" যাত্রার সময় মঞ্চলচণ্ডীর ছকা কুমালের এক কোণে বাঁধিয়া দিয়া, শাড়ীর আঁচলে একবার চোধ মৃছিয়া লইল। তারপর যথন জয়স্ত মাকে প্রণাম করিয়া বোনদের আদর করিয়া, অমুর ঘরে আসিয়া বসিল, জয়স্কের চোথ দিয়াও ছ'ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। অমু নিজেকে খুব শক্ত করিয়া প্রস্তুত হইয়াই আসিয়া-ছিল, ভাই শাড়ীর আঁচলে জয়স্তের ডিজা চোধ ছুটা মুছাইয়া দিয়া বলিল, "প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখতে ভূলো না।" জয়স্ত অহুর ভান হাতথানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বদি পারি এক ২ছরের মধ্যেই ভোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাবো অমু।" চিরদিন ভোমাকে চোখের সামনে রাখতে পারি সেই আশার, আৰ ভোমার প্রাণে যে ব্যথা দিলুম, ভার চতুপ্তর্ণ ব্যথা আমি নিজে পেরে এই দূর দেশে বাচিছ। ভারণর অনেক আলাপ আলোচনার পর, চোখের কলের क्षिज्य निया विनाय मुक्त नमाई ब्रेन।

জয়স্ত রেঙ্গুন গিয়াছে, ঠিক ভিন বছর, ইহার মধ্যে সে ফুইবার দেশে খাসিয়াছে। কিন্তু অফু ও মাকে নিজের কাছে নিয়া যাইতে পারে নাই। কারণ দেখানে পিয়া জয়ন্ত ব্যবসার কোন স্থাবিধাই করিতে পারিল না। প্রথম বছর হ'তের সর্বাহ্য ব্যয় করিয়া কোন কারবারই খাড়া করিতে পারিল না। বছদিন পর অনেক চেষ্টার পর এক ভদ্রলোকের সহায়তার জয়স্তের একটা ভাল কাব্দ জুটিয়া গেল। নিজের জন্ম যংসামান্ত টাকা রাধিয়া, জয়স্ত সমস্ত টাকা বাডী পার্মাইয়া দিত। এবং লিখিয়া দিল একটা চাকর থেন বাথা হয়। অত্ন যে কত কছে সংসারের কাজ করে. তাহা মাতার চেয়ে জয়ন্ত বেশী জানে। অমু কিছ চাকর রাখিল না, সেই টাকায় ছোট ছটা ননদকে करन छठि कताहेशा मिल। मश्मारतत कांक निर्कर কবিয়া ঘাইতে লাগিল। কৈন্ত স্বামীর চিঠি রীতিমত আদে না বলিয়া মাঝে মাঝে বড় মুদ্ডাইয়া পড়িতে লাগিল। এইভাবে আরো কিছুদিন কাটিয়া গেল। ভয়তের চিঠি ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়া একেবারেই বন্ধ ত্রয়া গেল। শাশুড়ী কাঁদিয়া শ্যাগত হইলেন। অফু প্রথম কাঁদিল, তারপর মন ঠিক করিয়া পিতাকে জানাইল, व्यवः सामीत निक्र, वह विनया (विन भार्ताहमा मिन य, অফুর বড় অস্থর, সত্তর চলিয়া আস। কিন্তু তার না আসিল জবাব না আসিল জয়ন্ত নিজে। অতু একেবারে ভাঙ্কিয়া পড়িক। উপায়াস্তর না দেখিয়া, তাহাকে লইয়া ঘাইবার জন্ম পিতাকে চিটি লিখিল। অমু ধনীর মেরে হইলেও কোনদিন খণ্ডর বাড়ী ছাড়িয়া, বাপের বাড়ী যাইতে চাহিত না। নিজে গরীব বলিয়া প্রতিবেশী किया वाजीत मान मानीता जाहात्क कुलात हत्क (मर्शिद, তাহা সে সহিতে পারিত না। তাই প্রথম কমেকগার গিয়াছিল। স্বামী বিদেশে যাওয়ার পর অন্ত আর পিআলয়ে যায় নাই। বৃদ্ধ পিতা এই জন্ত সর্মাদা মন্দাভিক বাধা শইয়া থাকিতেন ভাই বেদিন অহর চিঠি পাইলেন, त्म मिन्ही छोडांत वछ चानत्मत मिन। यथा मद्दा लाक পাঠাইয়া অন্তকে আনাইলেন।

অমুর চেহার। দেখিয়া পিডা বড়ই আডছিত হইলেন।

তাহার এত আদরের অমুর একি চেহারা হইয়াছে, অমু বছদিন পরে পিতাকে পাইয়া বড়ই কাদিল, হেদিন সে এ বাড়ী ছাড়িয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া যায়, সেদিন তাহার এই বুদ্ধ ছেলেটীকে কত অসহায় করিয়া ফেলিয়া গিয়াছিল। চাবির গোছাটী পর্যান্ত যাওয়ার সময় বাবার হাতে দিয়া বলিয়াছিল, 'বাবা নীচের দেরাজে ভোমার গরম পোষাক, মাঝেরটাতে ধৃতি, চাদর, পাঞ্চাবী-ক্ষাল। ক্যাস বাজের অমুক খোপে অত টাকা' ইত্যাদি বার বার বলিয়। গিয়াছিল। তারপর যে ছইবার সে আসিয়াছে, তথন জয়ত সঙ্গে ছিল।--এইসব দেখিবার যেন তাতার সময়ই হয় নাই। আজ বছ-দিন পরে আছ ভার মেহের নীড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, পূর্বের সকল কথা মনে হইয়া তঃথে সকল হালয় হাহাকার করিয়া উঠিল। সে জয়ত্তের জ্বতা সকল স্থ-বিস্জ্ঞান দিয়াছে. অগ**হা**য় বুদ্ধ পিতার বুকে ছঃথের শেল হানিয়াছে। আর আৰু—ক্ষয়ন্ত অনায়াদে তাহাকে ভূলিয়া গিয়াছে। দেই বা পারিবে না কেন ? তাই জগতের স্বতি ঝাড়িয়া ফেলিয়া অছু নৃতন করিয়া পিতার দেবায় মন দিল। আরু না, এবার দে মন স্থির করিয়াছে। রাত্রে আহারের সময় অনুস্থ পিতার পাতের কাছে বসিয়া রহিল। কিন্ত একটা কথাও বলিতে পারিল না। কি যেন একটা বাখার काँही जाहात भनात मत्था विधिया शियाटक। व्यत्नक-ক্ল-চুপ চাপ থাকার পর পিতা অহুকে বলিলেন-"অন্ত জয়স্ত বাড়ীতে টাকা পাঠায় না, তবে তোমাদের কি ভাবে চলে 📍 " অছুর বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, জয়স্ত যে টাকা পাঠায় না, এ খবরও বাব। তা হলে রাধেন। লক্ষায় রাখা হইয়া অফু পিতাকে জানাইল, যে সম্প্রতি তাহার বড়—দেওরটা বি-এ পাশ क्तिवाद्य, तम पूरे काराव पूरेण विज्ञानी स्वाराष्ट्र कति-মাছে। এবং দিন-রাত হাড় ভাকা খাটনী খাটিয়া সংসার চালাইতেছে। ইহার অধিক কথা অতু আর সেদিন ৰলিতে পারিল না। তাংার সমস্ত অভর विट्यांकी इहेबा जानिया छेठिन जयरखत विकटक। ক্তি জয়ত্ত কি জন্ত—কেন—টাকা পাঠায় না—বা काहारवत त्वाम (बीक ध्वत नत्र मा, त्न क्था चन्न একবারও ভাবিয়া দেথে নাই। তাহার মনে হইয়াছে, জয়স্তের এটা থাম থেয়ালী ছাড়া কিছুই নয়।
আহারের পর অন্থ, পিতার মশারী ফেলিয়া দিতে
গিয়া দেখিল, পূর্বেই চাকর দারা এই কাজ সম্পন্ন
হইয়া গিয়াছে অন্থর যাওয়ায় এই সকল ছোট খাট
কাজও চাকদের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। কোনও
কথা না বলিয়া দর হইতে চলিয়া গেল, এবং পাশের
ঘরে গিয়া অন্থ তাহার প্রান্ত-দেহ বিছানায় এলাইয়া
দিয়া অচিরে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন অভ্যাসমত থ্ব
ভোরে উঠিয়া অন্থর প্রথম শাশুড়ীকে মনে পড়িল।
দে চলিয়া আসিয়াছে, আজ—তাঁহার না জানি কত
কষ্ট হইতেছে। কিন্তু তাকে বাধ্য হইয়া এই কট্ট দিতে
হইয়াছে।

সকাল বেলাকার থাওয়া কোনপ্রকারে শেষ করিয়া, অমু পিতার টেবিলের নিকটে গিয়া দাঁডাইয়া ভাবিতেছিল, বহুদিন পুর্বে-নিজের হাতে; এই লিখিবার টেবিলথানা না গুছাইলে সে তৃপ্তি পাইত না, যে ভাবে দে আগে টেবিল সাজাইয়া রাখিত, লিখিবার সর্ভাম, কাগজ পত্র আজও দেইভাবে সাজানে রহিয়াছে তব্ৰ অহর ইচ্ছা হইল, সে ঝাড়িয়া মৃছিয়া টেবিল-ধানা নতন করিয়া গুছাইয়া দেয়। আন্তে আন্তে স্ব গুলি কাগজ পত্র বই মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া, মনের মত করিয়া গুছাইল। ভুয়ার খুলিয়া সব চিঠি পত ঢালিয়া--্সে গুছাইতে গুছাইতে-খান কয়েক চিঠি--পড়িয়া একেবারে শুন্তিত হইয়া গেল। তারপর তাডা-তাড়ি কোন প্রকারে—চিঠিগুলি পুনরায় ডুয়ারে গুঁজিয়া সশব্দে বন্ধ করিয়া, বিভানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার মুথ পাথরের মত কঠিন, সকল রহস্তের সমাধান হইয়া গেল। পিতার বৃকের ভিতরটা খচ্ছ জলের মত ভাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল। সারাদিন অফু কিছু খাইল না, সকলকে জানাইল তাহার অমুখ হইয়াছে। সূর্যা যথন প্রায় ডুবু-ডুবু-- অন্ন হঠাৎ এক লাফ দিয়া উঠিল, সুধাদেবকে জোডহাতে প্রণাম করিয়া মনে-মনে প্রার্থনা করিল, তোমার মত শক্তি ধেন শেষ মুহর্ত্ত পর্যান্ত থাকে।

গভীর রাত্তে অহু জাগিয়া সমস্ত বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিল, বাবাকে সে সকল কথা বণিয়া নিজের বৃকের ভার কিছু লাঘণ করিবে, এবং বাবাকে রেহাই দিবে। যে জালা লইয়া অহ-রহ—পিতা তাহাকে এড়ইয়া চলেন, অফু আসার পর হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়াছে। কিস্কু কারণ বুঝিতে পারে নাই। এই প্রকার মরণ ষশ্ধনায় অফুর আরো একস্থাহ কাটিয়া গেল। এবং পিতার ডুমার খুলিয়া, একে—একে নানা লোকের চিঠি পড়িয়া জয়ন্ত সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইল।

সেদিন সারা-দিনই টিপ-টিপ করিয়া রৃষ্টি পড়িতে ছিল থুব জরুরি কাজ না হইলে, লোক ঘরের বাহির হইতে চাহে না, এমনি কদর্য্য দিন। জয়স্কের অধঃ-পতনের সীমা চরম সীমায় ঠেকিয়াছে,—সে ব্রহ্মমহিলা লইয়া স্থ্যে সংসার পাতিয়াছে।—অফু তাহার পূর্ব্ব পরিচিত—একজন বান্ধবী মাত্র।

রাত্রি তথন সাড়ে বারোটা।—অহু আর চিস্তা করিতে পারিল না, মাথার শিরাগুলি দপ্দপ্ করিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, পিতাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেন এই সকল কথা এতদিন গোপন রাখিলেন, আগে জানিলে অহু কি করিতে পারিত, সেটুকু সে ভাবিল না। শাশুড়ীর জলভরা চোথছটা মনে কবিয়া অহু কাঁদিয়া ফেলিল। সবই যদি গেল সেই বা—কিসের মোহে জগতে বাঁচিয়া ছংথের আগুনে জলিয়া মরিবে। মরণ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। আর ইতঃস্তত নয়—এই সময়। অহু কাগজ কলম লইয়া, পিতাকে লিখিল। "বাবা" ছোট বেলায় মাকে হারাইয়া তোমার বুকে—বাড়িয়াছিলাম, তারপর আজ যাকে হারাইয়াছি, এরপর আর বাঁচিতে সাহস হয় না, য়ি বা তোমাকেও হারাইয়া ফেলি, সেই ভয়ে আগেই পালাই।

তোমার অংযাগ্য সন্তান—'অহু'—

বিছানার উপর 6 ঠিটা মেলিয়া রাথিয়া, অফু সন্তর্পণে

খরের দরজা খুলিয়া বাহির হইল। বাবাকে দেখিবার

একটু সাধ হইল না। মায়ের মৃধ মনে জালিল না,

বিনা আড়ম্বরে অফু শরের বাহির হইরা,—এক দৌজে
রান্তার আসিয়া দাঁড়াইল। তথনও ছিট বৃষ্টি হইতেছিল।

অফু কোন সমর যে নদীর পারে আসিয়া দাঁড়াইল,

সে মোটেই টের পাইল না। ভারপরই ধুণ করিয়।

একটা শক্ষ হইয়া—নদীর স্রোভের জলে অফুর ফুক্সর

দেহ তলাইরা গেল।

# আধুনিক সাহিত্য

#### শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

'Saint's Progress' by John Galsworthy.

বাহারা বাংলা সাহিত্যে তুর্নীতির গব্দে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই পুস্তকথানি পাঠ করিতে অমুরোধ করি। সাহিত্য কি এবং সাহিত্যের গতি কোথায় শেষ হয় তাই লইয়া ঘাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা কি জানেন না সাহিত্যের ব্যাপকতাই তাহারা প্রাণ। কুদ্ৰ জলাশয় যতই বুহৎ হউক না কেন উহ। কৃদ্ৰ, হইতে পারে উহার জল মিষ্ট, কিন্তু সমুদ্র চিরকালই বিশাল এবং কোনকালেই উহার লবণাক্ততা ঘুচিবে না। সাহিত্যের গতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা এই সভাটী বেশ প্রের করিয়াই জনমুক্তম করিতে পারি। অসভা জাতিদের সাহিত্য কভ ক্ষান্ত, ভাহার পর জাতি যেমন সভা হইতে ধাকে তাহার সাহিত্যেও সেইরূপ বিশালতা আসিয়া দেখা দেয়। মধ্যমুগে ইউরোপের প্রত্যেক দেশগুলির দৃষ্টি Chivalry প্রভৃতি কয়েকটা তবের মধ্যেই আবদ থাকিত। এইজন্ম এই যুগে Canterbury tales ব্যতীত সেক্ষপীলাবের কোন নাটক রচিত হইতে পারে নাই। বাংলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেওএই সত্যই ছানয়ক্ষম করিতে পারা যায়। বালালী জাতি এককালে ব্যবসা-বাণিজ্ঞা করিত। সপ্তথাম ভাহার প্রধান বন্দর ছিল। বাংলার ব্যবসামী জাতির প্রচুর অর্থ ও ঐশ্বর্য ছিল। কবিক্সণের চণ্ডি, মনসার ভাসান, বেহুলা প্রভৃতি কাব্যে ভাহার স্থম্পট্ট আলেখ্য প্রস্কৃতিত হইয়। আছে। ভাহার পর বাংলার দৃষ্টি ঘথন সীমাবদ হট্যা আদে, ভাহার ব্যবসা-বাশিকা न्ध इदेश याम, फबनकात मूट्य भामता भन्न-भनन, विष्यस्यतः द्वान-श्रमाशी श्रामहे मिषिए शहि।

শাহিত্য কি এ কথার উজন নিডে গেলে বলিডে

হয়, সাহিত্য জাতির ধ্যান-ধারণার একথানি জীবস্ত আলেখ্য। সত্য কথা অনেক সময়েই শ্রেণী বিশেষের তৃথিকর না হইতে পারে, কিন্তু জগত তাহাতে সাড়া দিয়া থাকে। এইজন্ম থখন আলেখ্য থব স্থাপষ্ট হয়। সংসারে দেশে সারা পড়িয়া ষায়, আন্দোলন উপস্থিত হয়। সংসারে সনাতন বলিয়া কিছুই নাই, সবই যুগধর্ম। যুগে যুগে ধর্ম ভিনাকার ধারণ করিয়া থাকে। গীতার ভাষায় বলতে গেলে বলিতে হয় যে যুগে যুগে যুগাবতারের প্রয়োজন হয় নৃতন যুগধর্ম প্রচার করিবার জন্ম, নৃতন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম। বেলোক ধর্মের সহিত পৌরাণিক যুগের অনেক পার্থকা লক্ষিত হয় নাকি দু আবার পৌরাণিক যুগের সহিত প্রাথমিক ঐতিহাসিক যুগের অনেক পার্থকা নাই কি দু স্থতরাং যাহা ছিল—তাহার জন্ম দার্থ-শাসনা কেলিয়া, যাহা আসিতেছে তাহাকে যুগের উপযুক্ত সংগ্রহণে বরণ করিয়া লওয়াই কি যুক্তিযুক্ত নয়।

থাহারা ভাবেন সাহিত্য শুধু মাত্র 'রস'ই কাষ্ট করে, আমাদের মনে হয়, তাঁহারা সাহিত্যকে খুবই অস্পষ্ট ও সভার্ণতার গণ্ডির মধ্যে বাধিতে চাহেন। স্থকঠে সভাত গাত হইলে রস ক্ষি করে, নর্তকার পদ-হিলোলে রস ক্ষি হয়, কিছ উহার স্থিতি ক্ষণস্থারী, কেন না সাম্মিক আনন্দ রচনা করিয়া উহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সাহিত্য স্থারী রস ক্ষি করে, ভাষার আবরণ দিয়া তাহাকে অমর করিয়া রাবে। কবিতার হন্দে ধ্বনিত হইয়া বংশ পরস্পরাম্ম উরা আমাদের আরাম ভোগ্য হয়, বাহারা শুরু এই ক্ষাই ভাবেন, আমারিগকে অতি হুম্পের সহিত খীকার করিছে হইতেহের, সাহিত্য সক্ষে উাহাকের বে ভান আহে

ভাহাতে কোনরপ ব্যাপকত। নাই। বাহার গৌন্দ্র্য্য যতই মনোরম হউক না কেন কালের আবর্ত্তনচ্চে পেষিত হইয়া মানব-মন ভিল্লাকার ধারণ করিলে, দেই समात वस्त (कान (त्रीमार्ग) नहें ना इहेला छ, উहात हिखा-কর্ষণ করিবার ক্ষমতা ক্ষিয়া যায়। ভারতচল্লের ক্বিত। পাঠ कतिया आमारनत भृद्धवकी युरातत तुक्कान रव आनन्म অমুভব করিতেন, দেই যুগের নব্যগণ মাইকেল পাঠ করিয়া তাহা পাইতেন। আবার আমাদের যুগে রবীক্রনাথ পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক যে আনুনন্দ লাভ करत्न, भारेटकन, ८१माज्य ७ नवीन हस लाहेटबतीटक থাকিলেও, তাঁহাদের তত আদর আর আছে কি? ইহার কারণই সৌন্দর্য্যের ধারণা ও গতি কালের সহিত পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া এক যুগের সাহিত্য অন্যযুগে Classic এ পরিণত হয়। সাহিত্যকে জীবিত রাখিতে গেলে উহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। মানব-শিশু যেমন নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া তাহার জীবন-পথে অগ্রদর হয়, সাহিত্যকেও সেইরূপ সর্বা-ক্ষেত্রের আলেখ্য রচনা করিয়া জাতি বিশেষকে জাগাইয়া বাহিতে হয়। এই জন্মই আমাদের মনে হয়, কতকগুলি নীতি অপ্রচারের নাম সাহিত্য নয়। তাহা যদি হইত ভাহা হইলে কবি কালিদাস প্রমুধ কবিগণের কোনরূপ প্রয়োজন থাকিত না।

আরও ম্পাই করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় সাাহত্য জাতির আত্ম-জীবনী। প্রকৃত আত্মতীবনীতে সকল গুঞ্-তত্বই লিপিবন্ধ করিতে হয়, প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যেও দেইরূপ সমন্তই তত্বই আসিয়া প্রতিফলিত হয়। উহাকে আইনের নাগপাশে বাঁধিতে গেলে যেমন জাতিকে পদ্ধ্ করা হয়, দেইরূপ একপ্রেণীর লোকমত তারা নিয়ন্তিত করিতে গেলে উহার কর্মক্রমতার হাস করা হয়। এই জন্তই মনে হয় সাহিত্য শুধু কোনরূপ রস-স্পৃত্তী বা নীতি প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না উহা জাতির অদৃইও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। জগতের বিখ্যাত সাহিত্যশুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, সে সমন্ত লাহিত্যই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাধিয়া রচিত এবং এই জ্লাই তাহাদের অধিকাংশই Propaganda work.

হোমারের ওডেদী ও ইলিয়াড রচিত হইয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিক মৃগে গ্রীকৃগণ এসিয়া মাইনরে অবস্থিত গ্রীক নগরগুলি ও পারশুজায় করিবার জন্ম অধীর হইয়া উঠে: এনিডই রোমসমাজ্যের প্রধান শুস্ত। ভোলটেয়ার ও ক্রে। ফরাসী বিজ্ঞোত্রে জুনক। সেক্সপিয়ার ইংলত্তের ममस (भोतरदात व्यथान कात्रण। मास्य व्यथक हेतानीरक এক মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিশত করেন। গেটেই জার্মানীর স্বপ্লকে রঙ্গিন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিপ্-লিংই বর্ত্তমান সাম্রাজ্যিক নেতাদের মন্ত্রদাতা গুরু। বর্তমান তুরস্কের স্রষ্টা তথাকার নবীন কবি ও লেখকগণ। ইগাই যদি সভা হয়, তবে সাহিত্যে Propaganda থাকিবে না কেন? যে সমন্ত লেখক উপন্যাস লিখিয়া নোবেল প্রাইজ পাংয়াছেন তাঁহাদের প্রায় দক্ল উপ্তাস গুলিতেই কি Propaganda চালান হয় নাট ? স্থার বাহারা সাহিত্যকে এক সনাতন গণ্ডির মধ্যে ধরিয়া রাখিতে চাহেন তাঁহারা ঘেমন ভুল করেন দেইরূপ **গাঁহারা ভাবেন সাহিত্যের রসস্থাট্ট করা বা**ভীত আর কোন কর্ত্তব্য নাই তাঁহারাও ঠিক সেইরূপ অন্যায় করিয়া থাকেন।

'দেণ্টদ প্রোগেদ' বিখ্যাত লেখক গলদোয়দির এক-খানি উপভাষ। গত মহাযুদ্ধের সময় নীতির বন্ধন পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অনেকটা ব্রাস করিয়া দিতে হইয়াছিল। গত মানে Brigadier General কোঞ্চি-য়ারের পুস্তকে উহার যে বিবৃতি আছে ভাহারই একটা সংক্রিপ্রসার আমরা দিয়াছিলাম। 'সেন্ট্র প্রোরেসের **लिथक উरा**त এकी कौरक बालिश श्रामन कतिहार्टन। কোন ধর্ম প্রবণ পাদরীর একটী কন্তা, যুদ্ধকেত্তে গমন-কামী একটা যুবকের সহিত প্রেমস্ত্রে আবদ হইয়া পড়ার, তাহার গর্ড-সঞ্চার হয়। মুবক-মুবতী উভয়েই তাহাদের এই नमक्करक পাকা করিয়া লইবার অস্ত বিবাহ-श्रुत्व व्यावक रहेवात क्या वार्क्त रहेश हैर्छ। युवक-টীর কোনরূপ প্রিচয় ছিলনা। যে সমস্ত হাজার হাজার দৈনিক যুদ্ধকেত্রে গমন করিতেছে সে ভাছাদেরই একলন ছিল। ক্সার পিতা অভিনাত্যাতিমানে একটু गर्सिण रक्षात्र अरे विवाद नचि श्रान क्रिए

পারিলেন না। যুবক মথা সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল।

মৃদ্ধিনান ধ্বংসের নিকট আত্ম বলিদান দিতে তাহাকে

বেশী প্রয়াস করিতে হইল না। যথাসময়ে এই দ্বদয়বিনারক বার্তা অবিবাহিতা কুমারীর নিকট পৌছাইলে

ভয়ে ও শোকে যুবতী খুব অভিভূত হইয়া পড়ে।
পরে যথন তাহার গর্জের কথা প্রকাশ পায়, অভিজাত
পিতা সমন্ত ব্যাপারটা গোপন রাধিবার জন্ম কোন
পল্লীর নিভূত আবাস স্থানে তাহার খুলভাতের তত্মাবদানে

তাহাকে প্রেরণ করে। এইখানে তাহার একটা সন্তান
ভূমিষ্ট হয়। সন্তানের মূখে তাহার কান্তের বদন মঙল

ফ্লির্ড হয়। সন্তানের মূখে তাহার কান্তের বদন মঙল

ফলরভাবে খোদিত দেখিয়া, সে তাহাকে বক্ষে ত্লিয়া
লয়। সন্তানটীকে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া লইবার

চেটা করিলেও, কুমারী তাহার সন্তানকে বক্ষ-চূত করিতে

চাহিল না।

ষ্পা সময়ে কুমারী-জননী সন্তানসহ সহরে তাহার পিতার নিকট ফার্য়া আসিল, সমাজে প্রথম কাণাখুনা ও পরে নানাপ্রকার কলক্ষের কথা প্রচার হইতে থাকে। অভিজ্ঞান্ত পিতা কল্তাকে ত্যাগ করিতে না পারায় তাহাকেও ক্রমশং নানাপ্রকার অপমান স্পর্ণ করিতে আরম্ভ করে। কল্তাবৎসল পিতা কল্তাকে কোনরূপ অপমানের কথা না বলিয়া সমাজের তাবৎ অপমানই অমানবদনে সহু করিতে থাকেন। এই সময়ে আর একজন ক্রেরেমী যোদ্ধা এই কুমারীর সৌন্ধ্যা আকর্ষিত হইয়া তাহাকে ভালবাসে। প্রথম সেজানিত না নে নীতি জন্তা। তাহার প্রেম য্থন গাঢ় হইয়া

আদিয়াছে তথন সে হঠাৎ একদিন এই কথা শুনিতে পায়। তথনি ভাহার মনে আঘাত লাগো। সে কঞাটীকে ভাল না বাসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু নানা ঘটনা সমন্বয়ে সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিল না। পিতাও চাহিতেছিলেন না যে ক্যা আবার বিবাহ করে। পুরাতন সনাতনী-মোহে মুগ্র পিতা ক্যাকে রক্ষা করিবার জ্বন্ধ ষড়ে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এই অনুঢ়া ক্যার সহিত এই আর্ক্রন্থেদী খোদার বিবাহ-বন্ধন পিতার বিনা অহ্মতিতেই সংঘটিত হইমাগেল।

এই পুত্তকথানি কি একথানি Propaganda পুত্তক নয় ? গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক war baby জয়য়হণ করিয়াছিল। দেগুলিকে সমাজে চালাইতে গেলে, ভাহাদের কুমারী-জননীদের বিবাহ হওয়া উচিত। অপচ এইরূপ কুমারী-জননীকে কোন কুমার বিবাহ করিবেনা। তাহাদিগকে অর্জ-বয়েমী অপবা সম্পতিশালী ব্যক্তিগণ বিবাহ করিবে সমাজ রক্ষা হইতে পারে। এইরূপ নৃত্তন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাথিয়াই কি পুত্তকথানি রচিত হয় নাই। অতরাং 'রস' স্পটিই সাহিত্যের প্রধান বস্তু, প্রোপাগাতা থাকিলে উহা তৃতীয় শ্রেণী হইয়া য়য়, ইত্যাদি প্রকার মাজমত ভ্রমস্তুত। Saint's Progress—গ্রন্থকার প্রধান স্বর্থকের শিপিচাতুর্বোর অভাব নাই। রস্প্রতি করিবার প্রয়াস সর্ব্যক্তেই আছে। রস্প্রতি করিবার প্রয়াস সর্ব্যক্তেই আছে। রস্প্রতি করিবার প্রয়াস সর্ব্যক্তেই বিলাহ ইয়া য়াইত, বংগরে তৃইবার করিয়া উহার সংস্কার হইবে কেন?



## রাতের পথিক

#### うち

জনবিরশ ছোট ষ্টেশনে ক্ষণেকের জন্ম একটা চাঞ্চল্য জাগিয়ে রাত বারেটায় এক্সপ্রেন্স্থানা বেরিয়ে গেল গম্গম্করে। প্রতিধ্বনি তথনও ছুটাছুটি করছে দিকে দিকে—দিশে হারা হয়ে। দ্রে—নৈশ আঁখারে অদৃশ্যমান ট্রেণর আলো গুলো নক্ষত্রের মালার মত জল্ জল্ করছিল—বীধি আন্মনে তাই দেখছিল,—খোলা জানালায় মাধাটী রেখে অলসভরে, ঘুমে জড়িয়ে আসা চোথের পাতা ছখানে জোর করে মেলে।

স্থামী এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্ট্যর নিজের 'ডিউটী'তে গেছেন এখনই ফিরবেন, বীথি এতরাতে জেগে বসেছিল তারই প্রতীক্ষায় হয়তো, কিন্তু রেল দেখাও তার ভারি একটা বাতিক। রেলের ঘণ্টা ও এঞ্জিনের ছইসেলের শব্দ কানে গেলেই সে শত কাজের ব্যস্তভার মধ্যেও ছুটে আসে এই জ্ঞানালায়, রেল দেখতে, দিনে রাতে সোদক্ থেকে যতগুলি গাড়ী যাওয়া আসা করে কোনটাই বোধ হয় বাদ যায় না।

মালগাড়ী হলেও,—প্যাদেশ্বার হলে তো কথাই নাই,
অবাক্ অনিমেব হয়ে, সে কতক্ষণ চেয়ে থাকে, কেন—
কিসের মোহে কে জানে। কোনো পরিচিতের আসার
আশা নেই, একথানি চেনা মুখ চোথে পরবারও
সম্ভাবনা নেই তবু—সেই দ্র দ্রাস্তর—দেশ-দেশান্তর
হ'তে ছুটে আসা বাজ্যান প্রবাসিনী মেয়েটীর প্রাণেকি এক অপরপ ভাব,—পুলক-ব্যথা বিমিশ্র কিসের
একটা বিচিত্র অমুভূতি জাগিয়ে তোলে, তা সে যেন
নিজেই বুঝতে পারে না তবুও দেখে। সে যেন এক
নেশা! দ্রের আলো গুলো অদ্খ্র হয়ে গেল দেখতে
দেখতে, প্রভিন্ধনি মিলিয়ে গেল নিশীধ রাতের গাঢ়
নীরবতার। প্রেশনের হৈ চৈ থেমে গেছে। ক্লান্ত দৃষ্টি
ফিরিয়ে নিয়ে বীধি উঠছিল—এমন সময় কাণে

## শ্ৰীপূৰ্ণশৰী দেবী

গেল বড় মিষ্টি একটা বাঁশীর স্থর—স্থরটা থেন চেনা।
শুধু আজই নয় বীথি ক'দিন ধরেই এই বাঁশীর গান
শুন্ছে গভীর রাতে, তন্ত্রালোরে স্থপ্নের মত অলদ
মধুর কিন্তু বাদক অ-দৃষ্ট। তাকে দেখবার জন্ম মনে
একটু কৌতৃহল আসাই স্বাভাবিক, তাই দে বেশ
উৎস্ক হয়ে—জানালায় বাইরে চেয়ে রইল।

তাদের বাড়ীর পেছন দিক পানে দাসও আগাছার মাঝগান থেকে যে পায়ে হাঁটা সরু পথটুকু জানালার ধার দিয়ে চলে গিয়েছে সেই পথেই সে যাচ্ছিল, মৃত্ মন্থর গতিতে, বাঁলীও মৃত্ মৃত্ বাজ্ছে, ভীক হিয়ায় চাপা উচ্ছাদের মত—কিন্তু কি মিষ্ট করুণ হার!

জনহীন অন্ধকার পথে তাকে একখানা ছায়ার মড দেখাচ্ছিল কিন্তু জানালার কাছাকাছি আদৃত্তেই ঘর থেকে বাইরে ছিট্কে পড়া আলায় বীথি দেখতে পেলে—আশ্র্যা! এতদিন ঘূমের ঘোরে শোনা বাশীর হুর থেকে অ-দেখা বংশী বাদকের যে রুপটী সে কল্পনা করেছিল, এ যেন ঠিক তাই! লোকটা একছারা গৌরবর্ণ স্বিৎ দীর্ঘ আক্রতি, মুখখানা ভাল নজ্বে পড়ে না, তবু তার ভাবটুকু যেন তেমনি হুন্দার তেমনি উদাস মনে হল। একখানা সাদা ধূতি আর কুর্তা পরা, মাধায় এলো মেলো লম্বা চুল গুলো কপালে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বয়স আর কতই ?—মার চেহারায় অমন তারুণ্য —আপন এমনে বাশী বাজাতে বাজাতে সে চলে গেল কি জানি কোধায়—তার গন্ধবাস্থান কভদ্বে!

ভার দেখা যায় না। বাঁশীর প্রর আরো, মৃত্ মৃত্তর, রেশটুকুও তার মিলিয়ে গেল—মুগ্ধা ভোজীর বিশ্বত প্রার শ্বতির কোন্ গোপন গহনতলে চকিতে একধানা ছায়া কেলে।—তার বাঁশীতেও বুঝি এমনি প্রাণ উদাস করা ব্যধার প্রর বাজত, সে প্রর যেন ভারও মধুর ক্রপতর। একটা স্থণীর্থ নিংখাদ ফেলে দেদিক্ থেকে ফিরতেই বীথি দেখে সামী আলনার কাছে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ছেন। তার সচকিত মুখের পানে তাকিয়ে মহিম সহাস্যে জিজ্ঞাদা করলে—রেল দেখছিলে ? বাং বাং! আছা বাতিক যাহোক্,—অর্দ্ধেক রাত্তিতে ঘুম থেকে উঠে—বীথি লজ্জিত হয়ে বল্লে—আমিতো তথুনি উঠেছিলুম তুমি যথন গেলে—

- —কেন উঠ্বেল ? দরকার তো ছিল না, তোমার বুম ভেকে মাবে বলেই আমি ভজুয়াকে ডেকে—
- —তা হলেও ঘুম যে আপনি ভেলে যায়, এই নির্জ্জন অজগর বিজন বনে থাকা।—

মহিম বিছানায় গা চেলে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বল্লে

—তোমার একলাটী থাক্তে ভয় করে না ? কিন্তু এখানে
ভয়ের কারণ কছু নেই। এই তো এদিন রয়েছি,
সে এখানে যখন প্রথম আাদে, ভোমার চেয়ে বয়সে ছোটই
চিল বোধ হয় কিন্তু তার জন্মে তো কই·····

এরপর ষে কথা আসবে বীধির তা জানাই ছিল—

পর্নীয়া সপত্মীর গৃহিণীপণার তারিফ, তার অসামান্ত বৃদ্ধিন

নতা, পতিভক্তি ও নির্তীকতার কাহিনী, সে সব কথা

পানীর মনে প্রীতি বা পীড়াদায়ক ঘাই হোক্ না, বীধির

পক্ষে কোনো মতেই শুভিস্থেকর হতে পারে না, স্বতরাং

প্রসন্ধানেই চাপা দেবার অভিপ্রায়ে সে তাড়াতাড়ি

বলে উঠল—নাঃ, ভয় কিসের ? আমিতো এম্নি…..

বুমটা চটে গিছল কিনা তাই…...একটা ছেলে কি স্থলর

বানী বাজাচ্ছিল—বড় জোর একুশ কি বাইশ বছর হবে,

কিন্তু বানী যা বাজাচ্ছিল তুন্ম মণি শুন্তে—

— ও: ! তুমি আজ ওন্লে ? আমি তো রোজই ভনি ওর বালী টেশন থেকে আসতে ঠিক এই সময়টাভে, ভবে সে ছেলে কি বুড়ো ভা জানি না—কারণ আমি— 'ভারে চোথে দেখেনি ভধু বালী ওনেছি !—'

খানীর মুখপানে উৎফুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বীথি হাস্তে হাস্তে বলে—সবচাই বলো না ধামলে কেন ?

— ঐ পর্যন্তই, মেডুয়ার দেশে বারোনাস বাস করা—বাংলা গান কি আর মনে থাকে ছাই! সব ভূলেই যাচিছ। মহিন বীধির দিকে পাশ ফিরে ভয়ে বলে— ইয়া, তাররর বংশীওয়ালার স**ঙ্গে তোমার আলাপ** হল।

- —যাও! কি যে বলো! আমি কি ওকে চিনি না কণনো দেখেছি। বাঁশীর স্থরটা বেশ লাগল তাই জানলা থেকে শুনছিলুম, কি গান বাজাচ্ছিল কে জানে? বাংলা তো নয়ই—
- —না, বাংলা এখানে কে জানে ? ও উদ্বুগান— গজল।
- -- গজল ? ও! তাই এত মিষ্টি স্থর, বাশীতে এমন চমৎকার শোনাচ্ছিল—
- —এতই কি ভাল,—অমন তো পথে ঘাটে আক্**চার** শোনা যায়।
- কি জানি, বাণী আমার বড্ড ভাল লাগে, সেই জন্তেই তো জ্যোতিষদা আমাকে—
  - —জ্যোতিষদা ? সে আবার কে ?
- ও: । তুমি তাকে দেখনি না ? দেখলে কিছ
  থুসী হতে, বড্ড ভাল ছেলে... এমন চমৎকার বাঁশী
  বাজাতেন কি বল্ব ? আমি তার কাছে শিখতে
  চেয়েছিলুম কিন্তু মা বারণ করলেন। মেয়ে মান্যে বাঁশী
  বাজাতে নেই নাকি ? এ সব অঙ্ভ বিধান যে কেন—
  মহিম পোড়া চুকটটা ফেলে দিয়ে মুচকি হেসে বললে
  —কেন আর ? ঐ সর্বনেশে বাশীর স্থ্যে একদিন গোক্লে
  কি বিতিকিচ্ছি কাণ্ড ঘটেছিল—জান তো ? দেইজ্ছাই
  তো বলছিলুম সাবধান! ওসব বংশীওয়ালাদের—
  - —আবার! যাও, তোমার সকল তাতেই ঠাটা।

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বীথি যেন মাত্মগত ভাবেই বলে উঠল—আশ্চর্যা! অত রাত্তিরে একলাটা বন্বাদার ভেকে যায়, এক জাধ দিন নয় রোজ—ফেরে যে কথন্— দিনে তো দেশতে পাই না—

- —-রাতারাতি যায় রাতারাতি ফেরে, এতে আর আশ্চর্যা হবার কি আছে?
  - —কিন্ত কোপায় বায় কে জানে ?
  - —ভাও বল্ভে হবে ?

মহিমের তথন চোধ বুজে আস্চিল, বীথিকে বাছ পাশে টেনে নিমে তার কাণের কাছে মুধ এনে সে চুপি চুপি বলে—ও যায় অভিসারে বুঝলে ভো? এখন
মুমিয়ে পড়ো দেখি, সকাল করে না উঠলে আবার…

মহিম অচিরে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু বাধির চোথে

মুম এলো না অনেকক্ষণ, তার ভাব প্রবণ তরুণ চিত্তে

মুরে ফিরে কেবলই আসছিল সেই অজানা রাতের পথিকের
কথা, ৬কে ? কোথায় যায় ? বাস্তবিক—অভিসারে কি }

তা হলে অমন উদাস কেন ? ওর সে ব্যথার হ্রের শেষ
রেশটুকু যেন এখনো তার বৃকের মধ্যে বাজ্তে !

ভাবতে ভাবতে বীথির সহসা মনে হল—ভথু
আজই নয় তার অন্তরের অন্তরতম দেশে—এ-স্বরের
মুর্চনা বুঝি অহরহই গুঞ্জরিত হচ্ছে—দে ভন্তে পায় না
—অথবা ভন্তেই চায় না হয়তো—

#### তুই

গরীবের নেয়ে, পিতৃ মাতৃহীন, মামার বাড়ী মাছুষ, রূপেও এমন কিছু বিশেষত নেই যাতে স্থলরী বলা যায়, কাজেই বিপত্মীক মহিম যথন বীথিকে তার শৃষ্ঠ গৃহের গৃহলক্ষী করে স্থল্য পশ্চিমে নিয়ে গেল তথন পাড়াপ্রতিবাদী—বীথির বিষের ভাৰনায় যাদের নিজা ছুল্ল হুয়ে উঠেছিল, তাদেরও একবাক্যে স্থীকার করতে হল আর যাই হোক—মেষেটার বরাতে জোর আছে।

মামা সন্তায় মেয়ে পার করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।
মামী ক্রন্দনরতা মেয়ের মাকে সান্থনা দিয়ে বোঝালেন
আর কি চাই—; এ যে আশার অধিক হয়েছে।
রোজগেরে জামাই, দেখতে শুন্তেও মন্দ না। বাাটাছেলের ছাত্রশ সাইত্রিশ কি আর বয়স ?—ও পক্ষের
ছেলে পিলেও নেই যে তার হালামা পোছাতে হবে,
—তোমার বীধির ভাগ্য ভাল হে এমন বর জুটে
গেছে—। এক যা অস্থবিধে, বড্ড দ্র। কিন্তু তাতেই
কি আসে যায়—জামাই রেলে কাল্ল করেন—মধন খুদী—
আস্তে পারে। আর মেয়ে যদি স্থপে থাকে—ভাহলেে……

বান্তবিক—বীধি এ বিয়েতে স্থী হয়নি, বা স্বামীকে তার পছল হয় নি এমন নয়, যে দেশের মেয়েরা পতিক: নিগুণাধরেঃ ব্রহ্মরূপ…বলে সাকার দেবতা—পতির আরাধনা করতে পারে সেই দেশের মেয়ে সে স্তরাং—

মহিম য়খন ভার মৃতা পত্নীর পরিত্যক্ত বন্তালকার. অগোছান গৃহস্থালী এবং নিজেকে শুদ্ধ নবপরিণীতাকে অকুণ্ঠ নির্ভরতার সহিত সমর্পণ করে ফেলে, তথন মনে একটু 'কিস্কু' ভাব এলেও সে ভাব বীপি প্রসরচিত্তেই গ্রহণ करतिक्ति। त्रहे नवलक अधिकादतत प्रमुख नाशिष निशुं छ-ভাবে পালন করতে দে সততই তৎপর থাকে তার সভেরো বছবের অভিজ্ঞতা দিয়ে, তাতে তার ক্লান্তি ছিলনা— কিন্তু তৃপ্তিও ছিল না। কেমন একটা দ্বিধা জড়িত সংখাতের ভাব মন থেকে কিছুতেই যায় না, কেবল মনে হয় এ যেন কার কাজ কে করছে, কার আগ্র আকাজ্ঞার জিনিস কে এসে ভোগ করছে ৷ তাই স্বামীর মেহাদরও বীথি অকুষ্ঠিত চিত্তে নিতে পারে না। তার ওপর আবার তরুণী ভাষ্যাকে নীতিশিক্ষাদান-চ্চলে মহিম কথায় কথায় স্বর্গাতা পত্নীর গুণ কীর্ন্তন করে—বীখির সেই ব্যথা-বিমিশ্র সঙ্কোচের ভাব যেন স্থারো পরিক্ট করে দেয়। নিজের অপারগতায় লজ্জিত কুৰ হয়ে বীথি ভাবে তেমনটি হতে পারবে সে কি করে ? তৃজন লোক ঠিক একই ধাতের হওয়া কি সম্ভবপর ?

বন বাদাড়ের মারখানে এই কুল্র কোরাটারের অপরিসর অবেষ্টনীর মধ্যেই ভাগাবতী সপত্নী তার বছরের পর বছর কাটিয়ে গেছে সচ্ছদেন, বন্দীত্বের বেদনা তাকে এমন করে একদিনের তবেও ব্যথিত করে নি হয়তো, কিন্তু বীধি—সেই যে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধুলো পায়ে বিরাগমনের পাঠ নেরে সে এখানে এসেছে—কাশী-বাসিনী শান্তড়ী মাসধানেক তার কাছে এসে ছিলেন মাত্র। বধুকে তার কর্তব্য ব্রিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিম্ভ হয়ে ফিরে গিয়েছেন বিশ্বনাথের চরণাপ্রারে।

যাবেন না কেন ? এতো সভ্যি সভ্যি কমে ৰউটী নয় যে আগ্লে থাক্তে হবে ?

ভারণর নৃত্য পৃথিণিশনার উৎসাহে উল্লাসে বীছি প্রথম প্রথম কোনো অভাব অস্তব ক্রতে পারেনি,

কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে, স্বামীগৃহের নিঃসঙ্গতা ততই তার ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে যেন। স্বামীতো সকল সময় কাছে থাক্তে পারেন না। দংসারের কাজ ভাই বা কভটুকু ?--ছটা ভো মাত্মব ! একলাটা সময় কাটে যে কি করে !—তবু জোতিশদা co ছা করে একটু লেখা পড়া শিথিয়েছিলেন ভাগ্যে তাই-ক্রন্ত পড়বার বই-ই বা আদে কোথেকে ?—বিয়ের সময় যে ক'থানা বই উপহার পেয়েছিল তা কবে শেষ হয়ে গেছে,—এখানে 'কুম্বমে কণ্টক' 'ছিন্ন মূত্ত' 'রক্তনদী' এইরকম কোন মান্ধাতার আমলের পোকায় থাওয়া থানকতক ডিটে িক্টভ উপন্যাস একটা কুলুঞ্চীর মধ্যে গোজ ড়ানো ছিল। দে গুলোও জোড়াভাড়া দিয়ে পড়ে ফেলেছে,—এখন আর কিছু নেই, দিন কাটানো ভার! নিজিয় ভাবে ५१ करत वरम थाकरलहे खान्छ। উनाम हरत्र यात्र, ७४ মনে পড়ে মায়ের অশ্রসজল মুথখানি,—আদরের ভাইটির বাথা ছল ছল মান আঁথি হটী আর দেখানকার সকলকেই যে মামীমার কাছে বিয়ের ছ দিন আগে পয়্যস্ত রুঢ় তিরস্কার ভিন্ন একটা মিষ্টি কথা দে ভনতে পায়নি এই দর প্রবাদে ভার জন্মও মন কেমন করে।

আর—আর ধে একজন—নিপ্পর নিরাত্মীয় হলেও ধাকে একান্ত আপন জন বলে মনে হয়,—যার নিঃধার্থ ক্ষেহ, অকপট কল্যাণ-কামনা সেই অনাদৃতার অসার জীবনকে সার্থকিতায় মণ্ডিত করতে সভত সচেষ্ঠ,—রাতের পথিকের বাঁশীর স্থরে যার হাপ—নাঃ এমন করে কি পারা যায়।

মর্শান্থল বিষ্ণিত করে অতর্কিতে বেরিয়ে আগে একটা গাঢ় দীর্ঘাস। বুকধানা যেন ভারি হয়ে ওঠে অভিমানের বেদনায়। এ অভিমান কার উপর ? যা'রা তাকে স্বদ্র নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিত্ত হয়ে আছে তাদের উপর কি ?—তাই হবে।

#### তিন

মুপুর বেলা। বীথি তার নির্ক্তন ঘরটীতে বসে চিঠি পড়ছিল। কাঁচা হাডের বড় বড় হরফে লেখা ছোট একট্থানি চিঠি, তাই দখাল বেকে বোধ হয় বার দশেক পড়া হয়ে গেছে,—তবু পড়ে যেন আশা মেটে না,
চিঠিখানা তার ছোট ভাই মন্টুর, দে লিখেছে—দিদি
ভাই! তুমি কবে আসবে 
 তোমার জন্ম ভারি মন
কেমন করে, সত্যি। মা বলেন আসবে রে আসবে—
তাড়াতাড়ি কি 

লেশানো কথা! ছ'মাস বুঝি তাড়াতাড়ি
হল 
লেশানা কথা! ছ'মাস বুঝি তাড়াতাড়ি
হল 
লেশানি বড় একটা আসেন না—তার নাকি
অনেক কাজ। আন্তা দিদি,—জামাইবাবু যে বলেছিলেন
পুজোর সময় তোমাকে আনবেন—তা কই 
লেপ্জোব

পূজো এসে পড়ল !— যা, ভাইতো। এ পোছা দেশে ভো, কিছু বোঝবার জো নেই। আজকাল গাড়ীগুলোয় ব্ঝি সেই জন্তেই এত ভিড় ? রোজ ট্রেশ ভর্তি হয়ে কত দেশ-বিদেশের যাত্রী যাওয়া আসা করে, ভার মধ্যে বাঙ্গালী দেখনেই যেন তেনা তেনা মনে হয়।

মাধ্যের মকলেচ্ছা হৃদয়ক্ষম করবার মত অবস্থা ভার যে তথনো হয়নি,—স্থামীর সাথে ঘনিষ্ঠভাও এমন গাঢ় হয় নি, যাতে সে আর সব ভূলে বচ্ছকে থাক্তে পারে, এতো কেউ বোঝে না।

—এখন এ চিঠির উত্তর কি দেবে ?—চিঠি পরে স্বামী তো হাঁ, না, কিছুই বঙ্গেন না—মুখখান। কেম্বদ ভার ভার···না:,—যাওয়া আর হয়েছে ! এই নির্কাসনেই তার জীবন···তাই হোক—তাই ভালো !—

উদ্বেশিত অঞ্জল আঁচলে মুছে ফেলে, চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে জানালায় এদে দাঁড়ালো। মন যথন বড় ব্যাকুল হয়,—নিঃসঙ্গতায় প্রাণ যথন হাঁপিয়ে ওঠে, বীথি তথন—এই জানালাতেই চুটে আসে—এদে সান্ধনা পায়,
—ক্ষুদ্র বাতায়ন—এই বুক্চাপা কঠিন অবরোধের মধ্যেও ভা'কে—মুক্তির আনন্দ এনে দেয় বুঝি।

যতদ্র দেখা যায় শুদু মাঠ আর গাছপালা, ঝোপ ঝাপ, তার সীমানা যে কোপায় কে জানে !— ওই যে ওধারে পুশিত শুল্র শর বনের মাঝখান থেকে রেলের লাইনটা এঁকে বেঁকে চলে গোছে— ওরই বা শেষ কোথায় ? উপরে অনন্ত নীলিমা, তারও শেষ নেই, সীমা নেই। বীথির ভাব-মৃগ্ধ কুধিত চিত্ত যেন দেই অশেষ অসীমতার মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে— বন্দীতের বাধন ছিঁছে ফেলে উধাও হয়ে যায়—কোন্ স্কদ্র স্বপনের দেশে—

বীথির একঘেয়ে জীবন-যাত্রায় এইটুকুই বৈবিত্য।

আক দেখানে এদে গাঁড়াতেই বীথির প্রথমেই দৃষ্টি পড়ল সাম্নের সক্ষ রাস্তাটায়, এই পথেই সে যায়—নিরুম নিশুতি রাতে,—বাশীর গানে প্রাণের আবেগ তেলে, কোণায় যায়? তার নিম্কল। প্রিয়ার কাছে মর্মব্যথা নিবেদন করতে কি?—তাই হবে,— চোথে না দেখালেও বাশীর স্থর থেকে বীথি অমুভ্ব ক্ষুতে পারে। এমন একদিন নয়,—নিত্য।

ওর দে ব্যথা-ব্যাকুলতা দেই পাষাণীর পাষাণ প্রাণে বাজে না হয় তো,—তরু যায়—প্রাণের টাণে—আহা বেচারা!—এসব নিছক কল্পনা হলেও বীথির হুকোমল নারীচিত্ত সমবেদনায়, ভরে উঠ্ল। যথার্থ আন্তরিকতার সহিত দে মনে মনে বলে আহা! ওর এ সাধনা ভগবান সফল করেন থেন।

চার

রাত্রে বীথি স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর্লে—মন্ট্র চিঠির কি জবাব দেব ?—সে যে যাবার জন্যে লিখেছে— —হঁ, লিখেছে তো,—কিন্তু…মহিম ইতঃভঙঃ করে বল্লে,—যাওয়া তো মুখের কথাটা নয়,—দেখি যদি স্থবি হয়ে ওঠে—তাহলে অবিশ্রি নিয়ে যাব—এই কথা লিখে দাও।

বীথি চূপ করে রইল। স্বামীর কাছে এই রকঃ উত্তরের প্রত্যাশাই সে করেছিল—তবু মনে একট আঘাত লাগ্ল।

তার মৌন ক্ষুর মুখের পানে তাকিয়ে—মহিঃ
বল্লে—কি করি বলো? যাব মনে করলেই তো যাওয়
ঘটে না, পরের চাকর ছুটা না পেলে—

—কিন্তু—অন্ততঃ ত্'দিনের জন্তেও নিয়ে আমাবে সেধানে রেথে আস্তে পার তো ?—

—তা যেন গেলুম, -কিন্তু এথানে—আমি যে একেবারে একলাটা ..... ফুব্ধ নিঃশাদ ফেলে মহিম বলে, — তুমি এথনা ছেলে মান্ত্র্য বীথি, —বুঝতে পারো না, দংদারে জীলোকের স্থামীর চেয়ে বড়, স্থামীর চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। সে আমাকে ছেড়ে বাপের বাড়ীও থেতে চাইত না, গেলেও ছিদন স্থায়ির হয়ে থাক্তে পার্ত না, পাছে—আমার কট্ট হয়।—এত মায়া ছিল তার চলে যাবে বলেই কি…আঃ!—

মহিমের গলার স্বর যেন ভিজে—উঠল।

একটা উদ্বেলিত দীর্ঘশাস চেপে নিয়ে বীথি আব্তে আন্তে বল্লে—থাক্, তোমার যদি কষ্ট হয়—তবে…

—এই তো লক্ষীটার মত !—বলছি একটু স্থবিংধ হলেই তোমাকে নিয়ে যাব যত শীগগির পারি।

মহিম এবার পুলকিত হয়ে জীকে আদর করে
বল্লে—মার দিনকতক সবুর করে থাকো,—আমি ব্যতে
পারছি তোমার মা'র জত্তে বড় মন কেমন কেমন কর্ছে—

বীপি মাথা নেড়ে—ধীরে ধীরে বল্লে,—মা'র চেমেও মনটার জভ্যে বেন আরো বেশী—

আর ?—আর কাকর জন্তে নয় ? সেই বে তোমার জ্যোতিশদা...ওিক ?—রাগ হয়ে গেল ?—এইটুকুতেই ? —বারে ! আমি তো তামাদা কর্ছিলুম—সত্তি কি আর্থ-

— খাক্! তামাসা আমার ভাল লাগে না—
বীথি আরক্ত মুখে আমীর বাহপাশ থেকে নিজেকে
মুক্ত করে নিয়ে পাশ কিরে ভলো।

মহিমের পরিহাসোজির মধ্যে একটা প্রছন্ন খোঁচা ছিল, যাতে বীধির নিভ্ততম অন্তরের গোপন ক্ষতটা টন্টন্করে উঠ্ল। হায়! একি মর্থান্তিক উপহাস! যেখানটার মান্ত্য একটুখানি দরদের প্রত্যাশা করে, কি সেইখানটীতেই এমন অকক্ষণ ভাবে আঘাতের পর আঘাত করা, এ নিশ্বিতা নয় কি ?

তথন কত রাত কে জানে ? এক্সপ্রেমধানা বেরিয়ে গৈছে আনেকক্ষণ। তারপর একটা মালগাড়ীও গেছে। মহিম অংঘারে নিজিত। নিজা নেই শুধু বাধির চোধে। খুম না এলে ঘুমের ভাগ করে পড়ে থাকা বড় কইকর। তাই কতক্ষণ এপাশ ওপাশ করে, কতক্ষণ চোধ বুলে আড়েষ্ট হয়ে পড়ে থেকে শেঘে বিরক্ত হয়ে সেউঠে পড়ল।

শরতের জোৎসা রাত, বাইরে চাঁদের আলোর চেউ থেল্ছে। জানালার ফাঁকে শুলু যুইফুলের একগাছি গোড়ে মালার মন্ত একফালি জোৎসা এসে পড়েছে। বীথি আন্তে আন্তে জানালাটা থুলে দিলে। কি নির্মাল ফুলর রাত্রি!

আবার সেই মধুর চাঁদিনী রাতকে মদির মোহস্থপ্নে আছন্ন করে ওকে গান গান গান না,—এ যে
সেই গান—এবার আর বাঁশীর স্থরে নয়— মুখের
ভাষান্ন, কিন্তু তেমনি বুক কাঁপানো প্রাণ গলানো স্থর
ওর—বীধি ক্ষদ্ধান হয়ে কাণ পেতে রইল, ধীরে গাইলেও
রাতের গভীর নীরবভার মধ্যে বেশ শোনা বায়, সে
গাইছে—

"হায় ৷ কিসি কি ইয়াদনে

कवारतां (में मिन हिना मिया"-

গানের শব্ধগুলো স্পষ্ট হওয়ার সংক্ষ সক্ষে চন্দ্রালোকিত-পথে দেখা গেল গায়ককে, এবে সেই রাতের পথিক! ব্যদিকে যায় সেই দিক্ খেকেই বোধ হয় ফিরছিল। আজ বাঁলী তার নেই,—বুঝিবা হারিয়ে গেছে!

অভাগার আবেদন নিবেদন সব বুঝি নিজ্প হয়েছে। যার কাছে ব্যথা জানাতে যায় সে তুথু ব্যথা দিলাই ফিরিয়ে দিয়েছে।

তাই গভীর মর্শ্ববেদনার যেন গুম্বে গুম্বে দে গাইছিল 'কিন্ নে ইয় মারে ফুল ইয়ে তুরবৎ পে মেরে জোর দে ? জগমি পা ইয়ে দিল্ মেরা কিস্নে উসে কলা দিয়া ?'\*

পে গানের অর্থ বীপির অবোধ্য হলেও বেটুকু বোঝা গেল তাই ষথেষ্ট। এ যেন বুকের দরদ দিয়ে গাঁং!! কি জানি কত বাথা পেয়ে · · · · · ·

কাছাক।ছি এ:স গায়ক একবার চকিতে চাইল জানালার দিকে, ফুট্ফুটে জ্যোৎসায় বাধি দেখতে পেলে, তার চোথ হুটী যেন অশ্রু ভরে টল্মল করছে।

একটা নিবিড় দীর্ঘখাস শীথির বৃক কাপিয়ে বেরিয়ে গেল। হায়! এমনি ছটা সন্ধল চোপের ছায়া বৃাঝ বীথির প্রাণে এখনো:·····

পলকে দৃষ্টি ফিবিয়ে নিয়ে সে চলে গেল—
তেমনি করে গাইতে গাইতে, মৃগ্ধা শ্রোত্রীর দরদী চিত্তে
একটা বিহ্বপতা জাগিয়ে। বীথির দ্র-প্রসারিত দৃষ্টি
ঝাপ্রা হয়ে এলো। কি জানি কতদিনকার বিন্দু বিন্দু
সঞ্চিত ব্যথা ভাবে আজ সহসা উদ্বেশ হয়ে ত্রোথ
ছাপিয়ে ঝরে পড়ল ঝর্ ঝর্ করে। কিছু এ ব্যথা
ব্যাকুলতা তার কেন্দু এয়ে অন্তায়—অস্তিত, তব্—
জ্বোধ্যন ব্রেণ্ড বোঝে না—কেন্দু

সেই শেষ। ভারপর সে আর আর আদে না। রাতের পর রাত চলে যায়—অনুমের পদরা বয়ে, ঋণ মন্তর চরণে নীরবে—

কিন্তু নিভূতকে স্থলর করে, করনাকে মনোরম করে, ব্যথাকে মধুময় করে, বীথির অন্তরের নিরালা কোন্টীতে ঝিমিয়ে পড়া শ্বতি-ম্বপ্লকে চকিত করে সেই উদাসী রাতের পথিকের বাঁশী আর বাজে না।

ভধু তার হারিয়ে যাওয়া অরটুকু কথন এসে চুপি চুপি দোল দিয়ে যায় বীথির হার-ভোলা মার্মবীণায় কোন অলস অসত্তর্ক কণে—চকিতে মনে গড়ে যায়—সেই কণ দৃষ্ট আকুল আর্ত্ত আঁথি ছটী—নে আঁথি থেন অসহায় বেদনায় কেঁদে বলে—

হার ! জধমী পা ইয়ে দিলু মেরা
কিল্নে উলে রুলা দিয়া,—

মরণাহত প্রাণে স্বতিটী কা'র
 ভাজি ধর ধর কীপিছে হার!
 কে ছড়ালো কুল এমন করে
 কীর্ণ জানার নমাধি পরে?
 লীর্ণ হিলা হিলা বাধা জর জর
 কে পো। নে নিঠুর কীলালে তার?

## বান্তব ও কম্পনা

#### タタ

ষ্ঠ শিল্প বিরক্তিতে মেন্টের মুখবানি বিকৃত হ'য়ে উঠেছিল, হাতের মাদিক পত্রখানা স্থান্দে পাশে ফেলে দিয়ে-সে বাইরের দিকে চাইল।

ট্রেনে তার এক কামরার সহযাত্রীটি ব'লে উঠ্ল, "ভারি বিঞ্জী, না?"

তাকে একটা কড়। কথায় তিরস্কার করবার ইচ্ছায় মেয়েট সামনের বেঞ্চের দিকে মুথ ফিরাল, কিন্তু ছেলেটাকে শিক্ষিত ভন্তলোক ব'লে বুঝাতে পেরে নিজেকে দমন ক'রল। সে দেখল যে ছেলেটিও তারই মতে। একথানা মাসিক-পত্র মেঝের উপর ফেলে দিয়েছে।

সে মৃত্ হেসে ব'ল্ল, "কথার বোঝানো যায় না, এত বিজী।"

"কোন্ গল্লটা জান্তে পারি ?" "বিতীয়টা—'মিলন-তীর্থ'।"

"বা! আমারও তাই। একদ্ম বাজে!" ছেলেটি উৎসাহের সজে ব'লে উঠ্ল, "লোকে যে এমন লেগা কেন লেখে আর ছাপায় তাই ভাবি।"

"না, লেখাটা মন্দ নয়, কিন্তু ব্যাপারটা এমন অসম্ভব !" "আমারও ঐ মত। যেন বাল্ডব জীবনে এমন ঘটনা হামেদাই ঘট্চে!"

"সম্পূর্ণ অপেরিচিত ছটি তরুণ তরুণী একট। ট্রেনের কামরায় ব'সে আছে,"...মেয়েটি ব'ল্ল।

"আর তরুণটি সবেমাত্র যে বইখানা পড়েচে তরুণীটি সেই বইই একখানা ফেলে দিয়ে,"…ছেলেটী বিজ্ঞপ ক'রে ব'লল।

"তারপরই ছ্'টি স্থা তরুণ মন সেইটাকে কেন্দ্র ক'রে স্থার্থ আলোচনা,"—মেয়েট হাস্তে লাগল।

ছেলেলেটিও হেসে ব'লল, "ভাইডো। যথন দ্লেগে
খাকে তথন এসব লেথকগুলো করে কি? এমন সব
ব্যাপার যে গল্পের বাইরে কোথাও ঘট্তে পারে না
ভা' কি কেউ ভালেরকে বুঝিয়ে দিতে নেই ?"

## শ্রীবিজয়কুমার বড়াল

মিষ্ট তিরস্কারের স্থারে মেয়েটি ব'লল, "আহা:
গলের বাইরে যে কি ঘট্টে তা' তারা জানেই না।
বাস্তব জীবন সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তাদের নেই।…
গল্পের নায়িকাকেই দেখুন—একজন পেন্সনভোগী ভল্তলাকের মেয়ে, সম্বান্ত সমাজের সলে যেওঁ সম্পর্ক
আছে, স্থাশক্ষিতা, স্থানরী, এবং আরো কত কি।
এমনি একটি মেয়ের যে-কোনো অপরিচিত লোকের
সলে অতটা ভাব জমিয়ে ফেলা—সে কি হয় ৪ আর
ভার প্রেমে পড়া—একেবারে 'ইভিয়টিক'।"

"বিশেষ ক'রে" ছেলেটি আবরো থানিকটা পরিকার করে আন্গ, "এই রকমের একটা ছেলের সঙ্গে। মানে, —সে একজন একাউণ্ট্যান্টের কেরাণী; ধ'রে নেওয়া গেল যে তা'র আবস্থা ভালো, কিন্তু এমন একটি সন্ত্রাস্ত, অভিজাত শ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করবার মতে।—
ভূঁ, 'হি উড ফিলু রাইট্ অভূ হিজ এলিমেন্ট।'

নেয়েটি বিজ্ঞাপের ভন্নীতে ব'লে উঠ্ল, "মাবার এটাও মনে রাধবেন ধে, এই পৃথিবীব্যাণী প্রসিদ্ধ তঃসময়ের দিনে মেয়েটির বাবার দশাও কাছিল হ'য়ে প'ডেচে, তাই সে, যা'কে বলে, 'নিউ পুওরদের একজন হ'য়ে দাড়িয়েচে!"

"আর, এসব গলে যা' দেখা ষায়, ছেলেটিরও উন্নতির আশা নিশ্চিত ব'লে জানানো হয়েচে ! তা' হলেও বাস্তব জীবনে কি এসব বিশেষ পার্থক্যের স্ষ্টি ক'রতে পারে" ?

"নিশ্চয় না," মেয়েটি অবজ্ঞাভরে স্বীকার ক'রল,
"এমন কি লেখকটিও এ ব্যাপার লক্ষ্য ক'রেচে দেখচি;
এই জন্মই দে পরম্পারকে ভা'দের পরিষয় জানতে দিল
না—মতক্ষণ না তাদের প্রেমের পথ পরিষ্কার হ'য়ে গেল,
—কিন্তু তখন তো আবার ভয় নেই!"

"এ-কি হাক্তকর নয় ? বাত্তব ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষাৎ হ'লে যেন ছ'মিনিটেই পরম্পারের পরিচয় জান্তে পেতো না!—কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই, গল লেখবার জন্যে 
এরকম অবস্থার সৃষ্টি করা চাই-ই।"

মাধাটি একদিকে একটু কাং করে মেনেটি ব'লল, "আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু বাড়াবাড়িটা না কবলেই ভালো। বেমন এই লেখাটিই দেখুন, এমন অবাভাবিক পথে ছু'জনের সাক্ষাং ঘটিলে দিল, তাতেও কুলোয় না, কি করা যায় ? একই দেশে তাদের ছুটী কাটাবার জন্যে ছুজনকেই নামিয়ে দাও।"

মুখের মধ্যে একটা শব্দ ক'রে ছেলেটি ব'লল, "হাঁ; তার পরও আবরো গভীরতায় টেনে আনা হয়েচে। তারা এও জান্তে পারল যে একই হোটেলে তা'দের কামরা ঠিক হ'য়ে আছে! দেখুন একবার।"

"এটা কিন্তু আমার কাচে ততটা খটোমটো লাগে না। ও রকমের একটা জংলীদেশে অস্থায়ীভাবে থাকার জায়গা বেশী না পাকাটাই সন্তব। আর যে রকম দিন-কাল পেন্সনভোগী ভদলোকের মেয়ে যে বায়-বছল-ভাবে ছুটি উপভোগ করতে পারবে না তা আর বিচিত্র কি শুমানে একই দেশে যথন যাচে, অথবিচিত্ত জায়গা, একই হোটেলে হান পাওয়া—কিন্তু মাত্রাটা অভিবিক্ত রকমের হয়ে উঠেছে ভাদের উদ্দেশটায়— প্রজাপতির স্থ! গ্রহনকে একসঙ্গে করবার কি হাল্সকর ছল দেখুন! এক-জন মেয়ের পক্ষে প্রজাপতি ধরার উৎসাহ কিছু নৃত্ন নয়, কিন্তু একজন সন্তবে বালালী কেরাণীর! কোয়াইট্ এব-স্তা। আর ঘাই হোক, কোনো ত্লভি প্রজাপতির থোজে হুজনায় ঠিক একই সময়ে, একই জায়গায় জ্টেচে—না, এ সত্যই শত্তা।"

একট্থানি লাল হ'য়ে উঠে ছেলেটা ব'লেলে, "হা
ই'য়ে, তবে, আমার কাছে এটা একট্ও বেয়াড়া বলে
মনে হয়নি। অনেক—মানে—কেরানীরই এমন ছ'একটা
ক্ষা রকষের স্থ আছে। সংসারের ঝুঁকি ঝামেলার
হাত থেকে খানিক কলের জভে পরিজাণ, একট্ খোলাও
হাওয়া, তা'রই সঙ্গে মনের একটা সৌন্দর্যা পিপাসার
তৃষ্টি—এ সকলেই চার। আর ছজনার যদি কোনো
একটা বিশেষ সথ থাকে—ধরণ ঐ প্রজাপতির কথাই,
ওটার জন্ত একই জারগার, একই সময়ে উপস্থিত না
হলে চলে না, কারণ স্ব জিনিবেরই একটা বর্ম্ম্

আছে তো! 

আমার নিজেরই এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, কারণ আমার স্থ—পাধী, মানে, তা'দের ফটো নেওয়া। কোনো একটা তুলভি জাতের পাধীর ফটো নিতে হলে, আপনাকে একটা বিশেষ স্ময়ে একটা বিশেষ স্থানে উপস্থিত হতে হবে। 

...

হঠাৎ সে দেখতে পেল যে মেয়েট কামরার গামে হেলে পড়ে মুখ চোখ লাল ক'বে চাপা হাসি হাস্চে, অপ্রভিত হ'য়ে ছেলেটি চপ ক'রে গেল।

মেয়েটি উচ্ছসিত স্বরে ব'লগ, "স্তাই **অসাধারণ** ব্যাপার !"

ছেলেটি দৃষ্টি সন্ধৃচিত ক'রে ব'লল, "কি ১"

"এই অংশের জন্ম গল্পের লেথককে **আম**রা বেশ ভালো 'মার্ক'**ই** দিতে পাবি।"

"আঁগ!" ছেকেটি একরকম রুদ্ধ নি:খাদেই জিজ্ঞাসা ক'ংল, "আপনিও ডা' হলে—ই'ে—,"

মেখেটি যে কেবল স্থীকার-স্থৃচক মাথা নাড়ল তা' নয়, 'রাাক্' থেকে একটা বাল্ল পেড়ে নিয়ে, সেটা তা'র সামনে খুলে ধ'রলো চ

"বা:।" ছেলেটি সহর্ষে ঝুকে প'ড়ল, "এ ষে 'টেলি-স্কোপিক্' ক্যামেরা দেগচি! কি স্থানর! বার ক'রছে পারি ?"

ক্যামেবাটা বা'ব ক'বে তা'বা আদ ঘণ্টা ধবে সেই টা নিয়ে নানা প্রকাবের পরীকা ও আলোচনা করল। ত'বপর ছেলেটি নিজের ক্যামেরাটাও নামিয়ে নিল এবং আবো আলোচনার মধ্যে আধ্যক্টা স্থথে কেটে গোল। শোষে বাইবে ঘৃণ্যমান প্রান্তরের দিকে চেয়ে ব'লল, "আপনিও কন্ত্রা-কন্তুরি পাথাব সন্ধানে চলেছেন

ক'ষেক মৃত্র বিশ্বিত দৃষ্টিতে ডা'র দিকে চিয়ে মেন্টেট ব'লল, "ঠিক প'রেচেন দেশ্টি! ন্দামার পাথীর পোষা সথ, আসামের দিকটার অনেক রক্ষের পাথীর সংবাদ সংগ্রহ ক্রেচি, বিশেষ ক'রে ঐ পাথারই এক-ক্রোড়া জোগাড় করবার ইচ্ছে অনেক দিন ধরেই আছে, কিন্তু সময় আর সামর্থ্যের অভাবে এতদিন হ'য়ে ওঠেনি।"

"আমারও তা'ই। আফিনের যা'-কিছু কাজ সব এই সময়েই তেড়ে ধরে,—এবার বা' হোক একুটু স্থবিধে পাওয়া সেছে।" মেরেটি চম্কে জিজ্ঞাসা ক'রল, "আপনি সহর থেকেই আস্চেন ?"

"অবশুই। জন্সন্ জ্যাক্সন্ কোম্পানীর 'একাউ-শ্ট্যান্ট বিভাগের 'হেড্বুক-কিপার'। চা আর কাঠের 'লাইনে' চাট্গাঁরে ওরাই সব চেয়ে বড়ো, নাম শুনেচেন, বোধ হয় ?" "তা'র দৃষ্টি মেরেটির ফুলর মুখের উপর স্থির হ'রে রইল, "তাদের কর্মচারীদের ভবিষ্যতের আশা পুব উজ্জ্বন"

মেয়েট মৃত্ হেলে ব'ললে, "নামট। শুনেচি বোধ হয়।" পরে একটু ইতঃশুত করে ব'লল, "আমার কিন্তু এমন কোনোই আশা নেই…অবস্থা উপস্থিত খারাপ যাচেচ, তাই পুচরো কাজকর্ম ক'রেই…টাচারী, গ্রন্ম —এই সব। আমার বাবার যদি মেয়েদেরকে কাজের লোক ব'লে কিছু পেয়াল থাকতো !—লেখা-পড়া তো বিশেষ শিথতে পেলুম না!"

ছেলেটি একটু আগ্রহের সলেই জিজ্ঞাস। ক'রল, "কিছু মনে ক'রবেন না, আপনার পিতা কি—মানে জীবিত ?"

"তা অবখ্যই, বুড়ো মানুষ, উপস্থিত —েপেসন নিয়ে বিশ্রাম ক'রচেন।"

"বা. এমন তো মনেই হয়নি!" ছেলেটি ব'লে ফেল্ল।

থেন আমোদ পেয়েছে এমন ভাবে হেসে মেয়েটি ব'লদ, "আমার গস্তব্য স্থান 'বোকাঞ্চান'।"

ছেলেটি সোৎসাহে ব'লে উঠ্ল, "কি আশ্চর্য্য আমারও! আর আপনি নিশ্চঃ—হোটেল এই জায়গা ঠিক করেননি ?"

"নিশ্চয় ক'রেচি !" মেয়েটি লিগ্গভাবে হাস্তে লাগল, "ও ছাড়া ওখানকার আর কোনো হোটেলের নাম জানা নেই, জার আমার বাবাই ওসব ঠিক ক'রে দিয়েচেন।"

ছেলেটি এবার প্রার চীৎকার করে ফেল্ল, "বাই' জোড'! আমরা একসলেই শীকার ক'রতে পারবো?"

সপ্রতিভ হাসি হেসে মেয়েটি ব'শল, "তা' পারবো।" তা'র চোথের ঔজল্য দেখে মনে হ'ল যে ব্যাপারটা তা'র ভালোই লাগ্চে।…

পরস্পারের সঙ্গ লাভ করায় তা'রা পরিপূর্ণ ভাবে মুথ্য হ'মে সিলে নিজেদের সর জিনিব-পতা সব এক জায়গায় ক'রে বেঁধে ফেল্ল।…

গাড়ী ষ্টেমনে দাঁড়াল। উৎসাহে মেতে উঠে ছেলেডী দেখতেই পেল না যে মেয়েটির দেহে যথেষ্ট ক্ষমভার লক্ষণ প্রকাশ পাচে, সে কেবল তা'র উষ্ণ, স্পৃষ্ট হাতের স্পর্শে প্রক-শিহরণ লাভের একট। অদম্য আকাক্রেনায় চালিত হ'য়ে তা'কে টেন থেকে নামতে সাহায্য ক'বল। মেয়েটিও পুরুষ ও কেরাণী ক্লের উপর অবজ্ঞার কথা ভূলে গিয়ে তাধু সাহায্য গ্রহণের জন্য যেটুক্ সময়ের দরকার তা'র চেয়েও বেশীক্ষণ নিজের হাতের আক্স্ল গুলি ছেলেটির মুঠোর মধ্যে ছেড়ে দিল।

কুলির মাধার জিনিষ পত্র চাপিয়ে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ছেলেটি ব্যস্তভাবে ব'ল্ল, "ওহো, আমা-দের মাদিক পত্র-ছ্থানা ফেলে এলুম যে!"

"মাক্ গে!" পেন্সন-ভোগী ভদ্রলোকের মেয়েটি কেরাণীটির মুখের দিকে চেয়ে একটু হাদল, ব'ল্ল, "ও সব বেয়াড়া কাল্লনিক জিনিম্ব আমি আদপেই পছন্দ করি না।"

কেরাণীটিও পেন্সন-ভোগী ভদ্রগোকের মেরেটির মুখের দিকে চেরে মৃত্ হাস্ল, ব'ল্ল, "ভয় নেই, আমিও বাস্তব জিনিষই ভালোবাদি!"···



শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ ( পুর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

মহর্ষি দেবেক্সনাথও একজন জমিদার কিন্তু ইনিও প্রাচীন জমিদার বংশজাত নহেন। ইহাদেরও বংশ ইংরাজী আমলেই বিত্ত অর্জন করিয়া উন্নতি লাভ করেন। ইহারা ব্রাহ্মণ হইলেও কোন এক অমূলক অপবাদে স্মাঞ্জে প্রায় অচল অবস্থায়ই থাকিতেন। অর্থাগমের সহিত সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার দারণ ইচ্ছা আপনা হুইতে আগায় মহুধির পিতা দারকানাথ ঠাকুর স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। আন্ধাহন। বিত্ত ও বিভার সাহায্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশব-চলের সহিত একমত হট্যা রান্ধ সমাজকে প্রসারিত করিয়া সার্বজ্ঞনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে অসমত হল। উদীয়মান কেশবচন্দ্র জাতিতে বৈদ্য ছিলেন. তাঁহার বংশ মর্যাদা বিশেষ ছিল না। জ্ঞান ও বিদ্যাই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। প্রথম কয়েক বৎসর কেশব-চন্দ্র মহর্ষির সন্ধিধানে অবস্থান করিয়া একথোগে কাজ করিবার পরে স্পষ্টই বঝিতে পারেন যে এই ধর্মকে সঙ্চিত অবস্থায় রাখিলে এই ধর্ম প্রচারকের উদ্দেশ্ত সফল হইবে না। ব্ৰহ্মধৰ্ম প্ৰথম হইতেই উঃতিশীল ও অর্থবান অভিজ্ঞাতদের ধর্মমত বলিয়া দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সমস্ত অভিজ্ঞাতগণকেই জ্ঞাতিখর্ম নিবিশেষে এই ধর্মের আন্ত আতায় প্রদান করিতে না পারিলে শীঘট এই ধর্মের অব্যাহত গতি সংষত করিয়া দেওয়া হইবে, এই অভুহাতে কেশবচন্ত্ৰ মহৰ্ষির সহিত মনাম্বর ক্রিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। মহর্বি কর্ত্ব পরিচাণিত আদি রাহ্মদমাজ অনেকটা হিন্দুধর্মেরই অংশ বিশেষ হইয়া রহিয়া যায় কেননা উহার
প্রবর্ত্তকগণের মুখ্য উদ্দেশু ছিল সমাজে খানিকটা
প্রতিষ্ঠা লাভ করা। এই ধর্মপ্রচারের সহিত উক্ত
উদ্দেশু সফল হইয়া গেলে তাঁহারা আর অপ্রাণর হইতে
হইতে চাহিলেন না। সাধারণ রাহ্ম সমাজও যে উদ্দেশু
স্থাণিত হয় কেশবচন্দ্র নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত
করিতে পারিলেন না। এই সমাজটী তথনকার উদীয়ন্মান বংলার একমাত্র অবলম্বন হইলেও উহার সার্ধজনীন
ভাব ইহাতে প্রকাশ পাইল না। সেইজন্ম এই হুইটী
সমাজ ব্যাণক ভাবে দেশে প্রচার লাভ করে নাই।

ক্ষেক বৎসর ধরিয়া ইংরাজ জাতির সন্নিধানে বাস
করিয়া বাংলা ইংরাজ জাতির ভাবধারা তাহার অন্থি মজ্জাগত করিয়া লইতে সমর্থ হয়। কিন্তু সদ্য বিশিত পাঞার
বাংলার আদর্শে অন্প্রাণিত হইয়াও প্রাচীনকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বাংলা তাহার সনাতন
ধর্ম, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া এক
ন্তন ভাবধারা স্থলন করে বলিয়াই, ব্রাহ্ম ধর্মকে এই
ন্তন ভাবধারার ধারকগণের আশ্রম্থলরপে স্কান করিতে
হয়। পাঞার তাহার প্রাতনীকে অট্ট রাথিয়া ন্তনের
আদর্শে উহাকে ব্যাথ্যা করিতে আরম্ভ করে। খামী
দরানন্দের সহিত মহাত্মা রাম্মোহনের এইখানেই পার্থক্য!
মহাত্মা রাম্মোহন পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বরণ করিয়া লইয়া
ভারতবর্বে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন,

স্বামী দ্যানন্দ পুরাতনীকে ইংরাজী হাট কোট দিয়া नुष्ठनष क्षाना कतिए प्रकृत करतन। प्रशानन यात्री প্রচার করেন যে বেদই সকল জ্ঞানের মূল, বেদে যাহা নাই এমন কোন পার্থিব জ্ঞান থাকিতে পারে না। এই জন্ম সকল প্রকার অজ্ঞতা দুরকরণ হিন্দু জাতির সমস্ত সম্প্রদায়েরই বেদে সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলিয়া ঘোষণা করেন। পুরাতন বেদের আধুনিক ব্যাখা দিয়া উহার এক অভিনবত্ব সম্পাদন করেন। তিনিও মহাত্মা রামমোহন রায়ের ক্রায় একটা নৃতন অভিজাতদের ধর্ম স্বাষ্ট করিবার মানসে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম মত হইতে সকল প্রকার জাতিভেদ উঠাইয়া দেন। রাজার ভায় তিনিও সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার গুলির আমূল পরিবর্তন করিবার জন্ম বদ্ধপরিকর হ'ন। জ্ঞানই মানবকে উন্নত করিয়া নৃতন অভিজাতত্ব প্রদান করিতে পারে এই ধারণার বণীভূত হইয়াই তিনি বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিবার জন্ত বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করেন। মহারাষ্ট্রেও এই আন্দোলনের চেউ আদিয়া প্রার্থনা-সমাজের মধ্য দিয়া নৃতন ধর্ম প্রচারিত হয়। এই নৃত্ন ধর্মের প্রচারকগণ সকল প্রকার সমাজ সংস্কার করিবার জন্ম বদ্ধ পরিকর হ'ন। লোকমান্স তিলক এই व्यात्मालत्त्र त्यष्ठे मान ।

যখন এইরপ আন্দোলন চলিতেছিল, তখন ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া নৃতন অভিজাতশ্রেণী সরকারের নিকট হইতে কতকটা সম্মান ও উচ্চ পদবা লাভ করিবার জন্ম ব্যগ্র হইয়া উঠেন। ইংরাজ জাতি এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াই উহা শাসন করিবার জন্য একদল শাসকশ্রেণী স্বাষ্ট করেন, এই শাসকশ্রেণীরই নাম সিভিলিয়ান। এই সিভিলিয়ানগণ তখন সকলেই ইংরাজ হইতেন এবং দেশীয় অভিকাতগণকে বিশেষ সম্মানজনক চক্ষে দর্শন করিতেন না। রাজ্যশাসন করিতে গেলে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব দোষ স্পর্শ না করে এইজন্ম তাঁহারা ধনিক ও শ্রমিককে কঠোর হত্তে একই প্রকার আইন ছারা শাসনকরিতেন। জমিদারগণ এই বিধি আদপেই পছন্দ করিতেন না। সেইজন্ম ১৮৩০ খ্রীষ্টান্ধ হইতে দেশের গণ্যান্থ ব্যক্তিগণ লাট-সকাশে গভায়াতের সহিত নৃতন

রাজশক্তি পাইবার জন্ম ব্যগ্র হইয়া পড়েন। ম্যাজি-ষ্ট্রেট তথনকার সমাজে সমাট বিশেষ ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল। এই সরকারী পদ লাভ করিতে পারিলে আত্মর্যাদা লাভ করিতে পারা যায় ভাবিয়া দেশীয় অভিজাতগণ আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁহারা প্রথমে অনারারী ম্যাজিট্রেটের পদ ও পরে ডেপুনীগিরি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া খোদ ম্যাঞ্জিষ্টেট হইবার জন্ম আন্দোলন করিতে থাকেন। দেশে विमानम शांतिक रहेटन प्रहेगित्रक्त हेश्त्राकी जागाम জ্ঞান লাভ করিয়া ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির করেন। অভিজাতশ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবেই খুষ্টাব্দে কলিকাতার ঠাকুর বংশের উদ্যোগে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোদিয়েদন স্থাপিত হয়। স্বগায় শারকানাথ ঠাকুরই ইহার অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার পুত্র মহর্ষি **एमरवक्षनाथ** এই এमোनिएम्रमस्नत अथम मण्लानक। कलि-কাতার অগুতম অভিদাতবংশ, শোভাবাজারে বংশধর-গণও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। স্থার রাজ। রাধাকাস্ত দেব বাহাত্র এই সভার প্রথম সভাপতি। স্থার যতীক্রমোহন ঠাকুর প্রায় বিশ বংসর কাল এই সভার সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের স্ত্রপাত এইরূপে সংঘটিত হয়।

১৮৭৫ খুটাব্দে ভার হুরেন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ভারতীয় রাজনৈতিকদলের পাণ্ডা হ'ন। স্থার হবেজনাথ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্ত হিসাবে রাজ-নীতিকে অভিজাতগণের নিকট হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া সর্বপ্রকার আন্দোলনকে শ্রেণীর করায়ত্ব করেন। ১৮৫২ খুষ্টাব্দে কলিকাতা. বোষাই এবং মাজাজে বিশ্ব বিভালয় স্থাপিত हरेल, **উচ্চ**त्यंगीत मधाविख **अम्र**ामकर्गण उथा हरेड শিক্ষালাভ করিয়া ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাব্ডার প্রভৃতি धरेट थारकन। এই ममछ পেশায় छाहारमत विश्वन অর্থাগম হইতে থাকিলেই তাঁহারা অভিলাত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া যান। তথনকার অভিজাতগণত উদীয়মান শ্ৰেণীকে বিবাহাদি बात्रा आश्वीत्रजा-ऋत्व वावब क्तिश व्यत्नक्ठी अकटे मच्चनारम शतिग्छ ह'न। ३৮७६

দালে কংগ্রেদ স্থাপিত হইলে, কংগ্রেদ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হত্তে আদিয়া উহাদের আত্ম-উন্নতির একটা পদ্বায় পরিণত হয়।

সিপাহী বিজ্ঞাহের পর ভারতীয় অভিজ্ঞাতগণকে আপনাদের চক্ষের সম্মুখে রাখিবার জন্য এবং তাহাদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে অনেকটা নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্রই ১৮৬১ খুষ্টান্দে আইন পরিষদগুলিতে
সরকার কর্ত্বক মনোনীত সদস্ত গ্রহণ করিবার বিধি
প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিধান অহ্নযারী ভারতীয় অভিজ্ঞাতগণই আইন পরিষদে প্রবেশ করিতে পারিতেন। উদীয়মান
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতাগণ এই ব্যবস্থায় অনেকটা অসম্ভই
হইয়াই আপনাদের প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য
আন্দোলন স্থক করেন। এই আন্দোলনের ফলেই লর্ড
ডাফরিণের শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রচুর ভাবে সরকারী চাকুরি লাভ করা ও সিভিলিয়ান হইবার জন্ম ভারতবাদীকে দর্বপ্রকার স্বযোগ ও হুবিধা প্রদান করা, এই চুইটী মূলমন্ত্রই ছিল স্যার স্থরেক্ত-নাথের প্রথম রাজনৈতিক জীবনের সম্বন। বোধায়ের নেতাগণ কংগ্রেসে যোগদান করিলে. কাপডের উপর যে আবলারী ভ্রম ছিল উহা উঠাইয়া দেওয়া আর একটা উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। বডদিনের উৎসবে কংগ্রেসের অধিবেশন বসিত, দেশের তাবং উচ্চশ্রেণী এই কংগ্রেদে যোগদান করিয়া নাম ও স্বার্থসিদ্ধি কংগ্রেসের সভা হইতে পারিলে কাগজে নাম বাহির হয় ও দেশ-বিদেশে পরিচিত হইতে পারা যায় বলিয়াই তথনকাৰ জাৰৎ বাাবিষ্টাৰ ও উকিলগৰ কংগ্ৰেদ ফংগ্ৰ সামান্ত চাঁদা দিয়া উহার সভা তালিকায় নাম লিথাইতেন। মহর্ষি দেবেক্সনাথের জামাতা ৺জানকীনাথ ঘোষাল বছ বংসর ধরিয়া কংগ্রেসের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইদেও উহার সহিত জনসাধারণের অভরের যোগ ছিল না। তথনকার কংগ্রেস পভিস্তাত ও উচ্চ-মধ্যবিদ্যঞ্জেণীর স্থধ-স্থবিধার জনাই আন্দোলন করিতেন, শ্ৰমিক বা ক্লয়ক্দিপের জন্য জাঁহারা বিশেষ চিন্তা করিবার যুক্ত খু জিলা পাইতেন না।

এই সময়ে রামক্ষ দেবের আবির্ভাব হয়। সাধারণ মানব দেব-অমুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে সকলেরই বড হইতে পারে, তাঁহার জীবনে ইহাই প্রমাণিত হয়। মুর্থ ও সর্বাপ্রকার বিভা বিবার্জ্যত প্রমৃহংস-দেবকে, বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্র সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবাদক প্রতাপ মন্ত্র্মদার প্রয়ন্ত ভক্তি চক্তে দর্শন করেন দেখিয়া, দলে দলে জনসাধারণ জাঁচার স্মরণাপর হয়। মহাতা রামমোহন রায় একজন তিনি পাশ্চাতা সভাতাকে অভিজাত ছিলেন। গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে যে ভাবধারা স্বাষ্ট কবিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাতে অভিজাতগণেরই স্থবিধ জনসাধারণ এই আন্দোলনে প্রাণ যোগদান করিতে পারে নাই। রামক্লফদেব যে ধর্ম ব্যাখ্যা করেন ভাহাতে জনসাধারণের আকাজ্জা তৃপ্তি লাভ করে। এই জ্লুই অতি অল্ল সময়ের মধ্যেই এই নতন ধশ্ম জনসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠে। कर्मी निव्यक्तनाथ विविकासन साम शहन ক্রিয়া এই ধর্মকে কতকটা রাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। বিজ্ঞানের সহিত ভারতের দর্শনকে সংযোজিত করিয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার মধ্য উদ্দেশ্য। সে সময়ে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইলেও চরম উন্নতি সংঘটিত হয় নাই। সেই জ্ঞাই পাশ্চাত্য মর-নারীগণ তাহাদের বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় দর্শনকে মিশ্রিত হইতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া প্রাত্ত এবং ভাবৎ বিখে একটা জোর আন্দোলন চলিতে থাকে। যাহার ফলে ভারতবর্ষ বিশের দরবারে পরিচিত হয়। একথা সত্য, বিবেকানদ্দই ভারতবর্ষকে বিশ্বের মুববারে উপস্থিত করাইয়া উহার গলে গৌরব-भागा श्रामान करतन।

Consent বিল জাতীয়-আন্দোলনকে নৃতন আকার প্রদান করে। সরকারী পক্ষ এই বিলটা আইনে পরিপত করিবার জন্ত দেশবাসীর নিকট অভিমত্ত চাহিলে, সমগ্র দেশে একটা জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। সনাতনীগণ এতদিন অনেকটা নির্বাক থাকিয়াই উন্তিশীলদের স্বপ্রকার আন্দোলন সহ করিয়া আসিজে-

সরকারী আইন পরিষদের সদস্ত পদ ত্যাগ করায় ৰাল গলাধর তিলকের রাজমাতা ( Honourable ) এই পদবটী থদিয়া পড়িলে. জনদাধারণে তাঁহাকে "লোকমান্ত" উপাধি প্রদান করে। তিল্কই কংগ্রেস আন্দোলনকে সাধারণের আন্দোলনে পরিণত করিবার बग्र ১৯ • ६ थृष्टीत्म छहा मथन कतिवात (छष्टी कत्त्रन। অশিক্ষিত জনসাধারণ ইউরোপের যক্তি ও ভায়ের কোন ধারা বঝিতে না পারিয়া উন্নতিশীল দলের নিকট এতদিন নতশির হইয়াছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিলকের অভাদয় হইলে এই দল শক্তি-সংগ্রহ করিয়া প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। তিলক পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় বিশেষ স্থশিক্ষিত হইলেও ভারতীয় ভাবধারার সহিত তাঁহার নাডীর টান ছিল। সমগ্র বেদ অধায়ন করিয়া ডিনি আর্যাক্তাতির বহু প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেন। Consent বিল সম্বন্ধে তিনি এই অভিযত প্রচার করেন যে, বিলটার উদ্দেশ সাধু হইলেও সামাজিক আচার-ব্যবহার মান্ব-জাতির স্বাধীন মত দারা পরিবর্তিত ছওয়াই উচিত, উহাতে সরকার পক হন্তক্ষেপ করি**লে** বড়ই অক্সার করা হইবে। সনাতনীগণ তিলকের পশ্চাতে থাকিয়া পুরাতনীকে আগ্লাইয়া ধরিয়া থাকিবার জন্য ব্যস্ত হন।

ক্রমশ: উচ্চ মধ্যবিত্ত দলের সহিত নিয়শ্রেণী মধ্যবিত্ত দলের সংমিশ্রণ হওরায়, কংগ্রেস শাসন-সংস্কার
পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। ১৯০৫ সালের বক্দ-ভক্ষ
আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া সারা ভারতবর্ধে ভীষণ
অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিলে ইংরাজ ১৯০৯ সালে
বিক্টো-মর্লি শাসন-সংস্কার প্রেদান করেন। তাহার পর
বলিয়া দেওয়া হয় যে ভারতকে ভবিষ্যতে আর কোন
প্রকার অধিকার প্রদান করা হইবে না, কেননা
ভারতবর্ষকে কোন কালেই ইংরাজ-অধ্যুষিত উপনিবেশভলির সহিত এক আসনে বিসতে দেওয়া যাইতে
পারে না। অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে ভারতে
রাজনৈতিক আন্দোলনে যবনিকা পতন হইল।

১৯০৯—১৯২৮।—ভাহার পর ১৯১৪ সালে ইউরোপ আব্যক্ষমকর মহাধজে প্রবৃত্ত হইলে, ভারতের সাহাধ্য

প্রার্থী হয়। ভারতও সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া ইউরোপকে সাহায্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। যক্ষের অবসানে আমেরিকার যুক্তরাজ্যগুলির সভাপতি অধ্যাপক উইল্সন্ সাহেব খুব বড় গলায় পরাধীন জাতিগুলিকে অদুর ভবিয়তে স্বাধীনতা প্রদান कत्रा इटेरव विनिधा व्याचान श्रामान करत्रन। এইজনা ভারত স্বভারত:ই একট অধীর হইয়া উঠে। খলিফা-मःवारिक উৎक्षिक मूम्यमान म्या**क** हिन्दुशानंत्र शास्त्र আদিয়া দণ্ডায়মান হইলে এখানকার কংগ্রেদ আন্দোলন ভীষণাকার ধারণ করে। অশাস্ত ভারতকে করিবার জন্যই মণ্টাগু সাহেব ভারতকে অনেকটা স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিয়া, ভবিষ্যতে উহা পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হইবে বলিয়া রাজ-ঘোষণা প্রচার করেন।

এই মহেক্রক্ষণে তিলকের মৃত্যু হয়। ১৯২০ সালে তিলকের মৃত্যু হইলে মহাত্মা গান্ধী আসিয়া কংগ্রেগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মহাত্মান্ধী ষথন রাজনৈতিক বল্লা ধারণ করেন তথন ভারতের জনসাধারণ অনেকটা প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রমিকগণ দলবদ্ধ ভাবে পাশ্চাত্যের আনশে ইউনিয়ন সংগঠন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমকগণও দলবদ্ধ ভাবে আন্দোলন চালাইতে শিক্ষা করে। সকল শ্রেণীর মধ্যবিদ্ধ সম্প্রদায় জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন প্রকার উপায়ের পন্থা না দেখিয়া হতাশ হইয়াই অনেকটা মরিয়া হইয়া উঠে। মহাত্মা গান্ধীদ্ধী এই সকল আন্দোলনের মৃলক্ষেত্র কংগ্রেসের প্রধান পাণ্ডা হইয়া আন্দোলনের মৃলক্ষেত্র কংগ্রেসের প্রধান পাণ্ডা হইয়া আন্দোলনের শেষ পরিশ্রিভ। মহাত্মাজী তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে না পারায় জনসাধারণ হতাশ হইয়া পড়ে।

তাহার পর দেশবদ্ধ, পণ্ডিত মতিলাল ও হাকিম আলমল ইহাঁর। তিনজনে মিলিয়া কংগ্রেদ আন্দোলনকে প্রকৃত রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করিবার চেটা করেন। কংগ্রেদ যতদিন মধ্যপন্থীদের হতে ছিল ততদিন উহা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকিলেও ধর্ম সম্বন্ধীয় তাবং স্বেষণা এখানে ছান পাইত। মহাস্থানী কর্ত্ব পরিচালিত হইয়া কংগ্রেদ জনেকটা নৈতিক



থোকার প্রার্থনা



সভায় পরিণত হয়। দেশবদ্ধ দাশ কংগ্রেসকে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মৃক্তি প্রদান করিয়া উহাকে প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে থাকেন। দেশবদ্ধ দাশ জানিতেন যে কংগ্রেসকে প্রকৃত জাতীয় মহাসভায় পরিণত করিতে গোলে উহাকে জনসাধারণের মিলনস্থল করিয়া তৃলিতে হইবে। এই জনাই তিনি ইংার সভ্যের বার্ধিক দেয় টাদার হার মাত্র চারি আনা বলিয়া নির্দেশ করিয়া দেন। পল্লীগঠন ও সংস্থার করা তাঁহার জীবনের আর একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জীবিত থাকিলে তিনি হয় ত উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন এবং তাহা ইইলেই কংগ্রেসও প্রকৃত জনসাধারণের মিলন স্থল ইইতে পারিত। তাঁহার অকাল মৃত্যু দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর ইইতে বাধা প্রদান করে।

नानांविध चाल्लालात वास बहेशा छेत्रिया देश्ताक শাসন সংস্থারের আমূল পরিবর্তন করিতে স্বীক্বত হইয়া লওনে গোলটেবিল বৈঠক বসান। বৈঠকের সভা সংখ্যা এমন ভাবে নিয়ন্তিত হইয়াছিল যে উহাতে শুধু ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর गर्धा रव मरनामालिना এখনও विनामान आहि এই গোল টেবিলের অধিবেশন সময়ে শুধুই তাহার ঘাত-প্রতিঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের মঙ্গলকর কোন পরামর্শ তথায় গুহীত হইতে পারে নাই। ভারতকে উন্নতির পথে আগাইয়া দিবার জন্য খাহারা ব্যস্ত ছিলেন সেই স্মস্ত লোকের প্রাম্প গ্রহণ করিতে সরকার বিধা বোধ করায় ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এখন স্থার একটা নৃতন যুগের আবির্ভাব श्हेशास्त्र i

ভারতীয় বিপ্লববাদ।—প্রক্তত্পকে বলিতে গেলে

১৯০৫ সালে বল-ভল আন্দোলনের সহিতই ভারতে বিপ্লববাদ প্রথম দেখা দেয়। তখনকার বিপ্লবপদীগণ অতি অর্

সময়ের মধ্যে ধরা-পড়ায় বিছুকালের জন্য এই বিপ্লববাদ
ক্ষিয়া যায়। অবাধ উচ্চশিকা প্রচলনের সহিত মধ্যবিস্ক
প্রেণীরও আশা উক্ল হইয়া উঠে। তাহায়া নানাপ্রকার
ক্রেশ সভ করিয়া ও বাজ্ঞার ক্রেন করিয়া বিশ্ব-

विमालिका फेक्ट छेलाधि लाफ कविशास वर्धन कान প্রকার অর্থকরী চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারিল না তথনই আৰার বিপ্লববাদ বেশ উৎকট ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। ভারতীয় বিপ্লববাদের মূলে কোন প্রকার **क्रियानिक वा ভাবধারা নাই। ज्यानक ममायह एय** সমস্ত লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টার ফল। একট ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে এই বিপ্লৱ পত্নীগণের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। কৃষক বা ধনিক সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের কোন সম্মই নাই। জার্মানীর হার হিটলারের বা ইটালীর মুদলিনীর স্থা-দায়ের অফকরণে ইছার৷ রাজণক্তি কর্তলগত করিয়া আপনাদের আধিক উন্নতি করিতে চাতে। নিমশ্রেণী মধাবিত্ত সম্প্রদায়ের যদি কোন প্রকারে আনিক উন্নতি করিয়া দিতে পারা যায় তাতা ত্তলে নিশ্চয়ই বিপ্লব্যাদী-দিগকে শান্তিবাদী দলে পরিণত করা যাইতে পারে।

ধর্ম-বনাম রাজনীতি।—গাঁচারা ভাবেন রাজনীতি হইতে ধর্মকে বর্জন করা যাইতে পারে না জাঁহারা নিশ্চয়ই অনেকটা ভল ধারণা করিয়া করিয়া বসিয়া আছেন। ধর্ম আমা দর প্রাচীন রাজনীতির অঙ্গ চিল এ কথা সভা। রাজার রাজাশাসন প্রণালীর নাম ছিল রাজধর্ম, এবং যে শাল্কের সাহায়ে সামাজিক আইন-কামন নির্ণয় করা হইত তাহাকে মানব ধর্মণান্ত বলিয়া অভিহিত করা হইত। তথনকার সমাজে এইরূপ বাবস্থার প্রচলন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর্থা জাতির মৃষ্টিমেয় জনকয়েক অভিজাত রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। সাধারণকে তাঁহাদের বশীক্ত রাখিবার জন্য রাজাকে ভগবানের অংশ এবং প্রত্যেক রাজ-বিধিকেই ভগবানের আদেশ বলিয়া প্রচার করিতে হয়। সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলন করিতে অসমর্থ হওয়ায় প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য কতকগুলি নীতি রচনা করিয়া ভাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই সমন্ত নীতিকে অপরিবর্তনীয়, নিত্য সত্য. विषय (यावना कत्रा हय। धरे चनारे क्लान ध्वकान Strike वा कार्या वस कविश चारकानम क्यांत्र भार

ধর্ম্মরট। ধর্মকে হিন্দু জাতির অন্থি মজ্জাগত করিয়া দিয়া এই জাতির গলাযাতা করা হইয়াছিল।

এই দাস মনোবৃত্তি খণ্ডন করিবার জন্য রামমোহন রায় যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া সাধারণ বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার ধর্মাত গঠন করেন। এই ধর্মমতের সাহায়েই হিন্দুধর্মের অনেক বাহ্যিক পরিবর্ত্তন হয়। তথনকার সরকার যদি রামমোহন রাধ্বে বিশেষভাবে সাহায্য প্রদান করিতেন তাহা হইলে আজ ভারতবর্ষ এক নৃতন দেশে পরিণত হইতে পারিত। ইংরাজ রাজকর্মচারীগণ কতকটা ভীতচিত্তে ও কতকটা আপনাদের ক্ষমতার হাস ঘটিবে আশগার মহাত্মা রামমোহন রায়কে প্রাণ খুলিয়া সাহায্য করেন নাই। সার স্থরেজনাথ ধর্ম-বিবর্জিত রজেনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ कतिया यर्थहे कम ध्याश इ'न। খদেশীযুগে থানিকটা অন্ধবিশ্বাস বশত:ই সার শুরেন্দ্র-নাথ আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া ধর্মের সহিত রাজনীতি মিশাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজনীতিতে ধর্মের উৎকট গন্ধ প্রকাশ পাইত না। মহাত্মাজী একজন ত্যাগী মহাপুরুষ। আদর্শে ও ত্যাগ সমস্ত পৃথিবী চমৎকৃত হইয়াছে। এই মহাপুরুষ রাজনীতি আন্দোলনে আকর্ষিত হইয়া আসিয়া ধর্মের সহিত উহার যোগ সংসাধন করেন। কংগ্রেস-থিলাফং-আন্দোলন তাঁহার চেষ্টারই ফল মাত্র। আদর্শ হিসাবে অনেক নীতি মানব-জাতির দম্মধে খাড়া করিয়া রাখিবার যোগ্য হইলেও, রাজনীতি-ক্ষেত্রে উহার কোন যোগ্যতা নাই, পুথিবীর ইতিহাসে তাহা বছবার প্রমাণিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাকীতে ইংলণ্ডের রাজনীতির পরিচালক গ্লাড্টোন রাজনীতির मरधा थानिको। धर्माञ्चार मश्रयां कतिया पियाहिरमन शिवारे **खिवार वर्म्पत्रश्य ठाँशिक स्मिरी मा**बाछ চরেন। তাহার পর বর্তমান যুগে ধর্মের কোন প্রকার দস্তিমই যথন সম্ভবপর হইতেছে না, তথন রাজনীতি ক্ষেত্রে সন্দেহ-মূলক জাতির কুট প্রান্ন গুলিকে আনয়ন **দরিয়া উহাকে পত্নু করিয়া দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত** গ शत्रज्यार्थ हिन्सू-भूगनभान काजिबस्त्रत मत्था त्य चाचा-

বিরোধ দিন দিন ভীষণভাবে প্রকাশ পাইতেছে তাহার মূলে ছইটা ভাবধারার নৈভিক নীতিগুলির বৈষমাই প্রধান কারণ। আরবীয় ভাবধারা জাতীয়তা বিকাশের প্রধান কারণ। আরবীয় ভাবধারা জাতীয়তা বিকাশের প্রধান সহায়ক, এইজনা সক্তবদ্ধ ভাবে বাস করিবার উপদেশ এই ভাবধারার যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতীয় ভাবধারা অনেকটা উদার, ব্যক্তিগত প্রাধানা অপেক্ষা গোষ্টাগত প্রতিষ্ঠা এখানে অধিকভাবে সমর্থিত হয়। মুসলমান জাতি চাহে সাংসারিক উন্নতি, অর্থ, মান ও যশ। হিন্দুগণ চাহেন সমাজের স্থিতিশীলভাব, ধে বেধানে যে অবস্থায় আছে তথায় তাহার অবস্থিতি, অর্থাৎ সকল প্রকার স্থিতিশীলতা! মূলত: ছন্দ্র এই খানেই। এই জন্য মনে হয় জাতীয় ভাব-ধারার মধ্যে ধর্মের সকল প্রকার প্রভাব বর্জন করাই প্রয়োজন।

চীন। ভারতের সহিত আত্মীয়তা।—চীন জাতিহিসাবে পৃথক হইলেও ভাবধারা হিসাবে ভারতের অতি নিকট জ্ঞাতি। চীন ভারতের ন্যায়ই বিশাল। ভারতের ন্যায় চীনও বছবার নানা বৈদেশিকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের ন্যায় চীনও সেই সমস্ত বৈদেশিকগণকে জ্ঞাতিত্ব স্বতে আবদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফোত্মসাও বিরাট এবং ভারতের মত চীনের জনসংখ্যাও বিরাট এবং ভাহাদের আর্থিক অবস্থা আমাদের মতই চিরকালই তুঃখ ও দরিদ্রভায় পরিপূর্ণ।

পূর্ব্বেজি সাদৃখণ্ডলি হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে কিন্তু উভয় দেশের ভাবধারায় যে ঐক্য দৃষ্ট হয় উহা অনেকটা উভয় জাতির চেষ্টার ফল ইহা স্থনিশ্চিত। মহাচীন ভারতের ন্যায় একটা মহাদেশ বলিদেও অত্যুক্তি করা হয় না। কাজেই এই বিশ্বত ভূভাগে নানা প্রকার জাতি ও ভাষার প্রচলন খুব স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছিল। চীনের বিভিন্ন জাতিগুলি প্রস্পার পরম্পারের নিকট হইতে পূথক হইলেও উহারা সকলেই মন্ধলীয় জাতি। চীনে এক দেশের ভাষার সহিত অন্য প্রদেশের ভাষার বংগাই পার্থক্য লক্ষিত হয়। চীন বিশেষজ্ঞারা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে সমগ্র চীনে ছইটা ভাষা প্রচলিত আছে, উত্তর চীনের পিকিনী ভাষা এবং দক্ষিণ চীনের কাল্টনী ভাষা। সকর্ম্ব

চীন ভাষাকে মাত্র হুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে চীনের ভাষাগত পার্থকা ঠিক স্পষ্ট করিয়া বাজুক করা হয় না। প্রত্যেক প্রাদশের ভাষা অন্য প্রদেশ হইতে শ্বতন্ত্র। আবার একই প্রদেশের একটা জেলার ভাষা ঐ প্রদেশেরই অন্য একটা জেলার ভাষা হইতে এইরূপ হইবার মূল কারণ এই যে চীনে ক্লাসিক বা পুরাতন সাহিত্যের মথেষ্ট সন্মান থাকিলেও বাল্যিকী বা হোমারের ন্যায় কোন আবির্ভাব ঘটে নাই। এইরূপ কোন মহাকাব্য কোন প্রদেশ-বিশেষের ভাষায় লিখিত হইলে, কালক্রমে উক্ত প্রদেশের ভাষাই সমগ্র দেশের ভাষায় পরিণত হইতে পারিত। ছিতীয় কারণটা চীনের বহু প্রাচীন অক্ষর-মালা। মানবজাতি যথন লিখিতে শিক্ষা করে তথনই তাহারা নানাপ্রকার ছবির সাহায়ে আত্মভাব প্রকাশ ক্যিত। সভাতা বিকাশের সহিত তাহার। ক্রমশঃ সরল ও বোধগম্য লিপি প্রণালীর সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। অনেকটা এই ধারণার বশীভূত হইয়াই, তুরস্কের বর্ত্তমান ভাগানিয়ন্তা কামাল কইদায়ক আর্বী ভাষার লিপিমালা পরিত্যাগ করিয়া সহজ ও অল্ল আয়াসে বোধগম্য গ্রীক লিখন প্রণালীকে তুরস্ক জাতির বর্ণমালা করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান চীন এখনও তাহার প্রাচীন লিপি প্রণালী বন্ধায় রাখিতে পারিয়াছে বলিয়াই ভাষাগত শত পার্থক্য থাকিলেও এক প্রদেশের সহিত অগ্র প্রদেশের ভাবের আদান-প্রদান করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়না। চীনা ভাষাকে আধুনিক ভাষা হিসাবে ভাষা বলিয়া অভিহিত করিলে অনেকটা সভ্যের অপ-লাপ করা হয় মাত্র। এই ভাষার কোন প্রকার ব্যাকরণ নাই। কাজেই পদ, কারক সমাস, ভদ্ধিত প্রত্যয় ইত্যাদি কিছুই নাই। এই ভাষায় থালি কভকগুলি অক্ষর আছে। অক্ষর গুলির একতো সমাবেশে একটা পদ বা Sentence বৃচিত হয়। সমগ্র ভাষায় এইরূপ শব্বের পরিমাণ প্রায় ৫৪০০। কাব্দেই কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে এই ভাষাটীকে একাম্ব আপনার করিয়া আয়ত্ত করা একেবারেই ক্ষমতার স্বতীত। वक्त वक्षी हिव दिस्पर। উरात फेकाबन धरमन

বিশেষে বিভিন্ন। পাটীগণিতের সংখ্যা চি**হুওলি যেম**ণ পৃথিবীর সর্ব্বেত্তই ব্যবস্থাত হয় কিন্তু দেশ-বিশেষে **উহার** উচ্চারণ বিভিন্ন, সেইরূপ চৈনিক প্রভাবে শঙ্কটীর **অর্থ** একই, প্রদেশ-বিশেষে উহার উচ্চারণ একটু পৃথক মাত্র। এই জ্যাই এই বিরাট জাভির ভাষা বিভিন্ন হই**লেও** উহা মূলতঃ একই।

চীনের দিতীয় বিশেষত্ব: উহার সকল প্রকার ধর্ম-জ্ঞান-হীন উদার মত বাদ। প্রাচীন যুগে চীনেই বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রথম ।বকাশ ঘটে। এই শাস্ত্রের উন্নতি এখানে কতটা সংসাধিত হইয়াছিল তাতার প্র্যাপ্ত প্রমাণ এখন না পাওয়া গেলেও জগতের জ্ঞান ভাগোরে চীন যে অমূল্য রত্ব দান করিয়াছে একথা সর্ববাদিসম্মত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। থাদা দ্রুব্য রন্ধন করিয়া খাইতে হয়, চীনই জগতের জাতিবুলকে ইহা প্রথম শিক্ষা প্রদান করে। ছাতার উদ্ভাবন চীনেই হইয়াছিল। চীনই যুদ্ধের বর্তমান খোরাক বাক্লদ ও কামানের প্রথম আবিদারক, চীনই অক্ষর ফলক নির্মাণ করিয়। মুদ্রা যদ্ভের প্রবর্তন করে। ঘটনাই আক্ষিক ভাবে হয়না, ঘটনাগুলির মাধ্য কার্যা-কারণ হিসাবে যোগ থাকে এই তত্তকে স্বীকার করিয়া লইতে গেলে, একথ। সভাবত:ই মনে হয় চীনেই হয়ত বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রথম জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে এখানে উহার বিকাশ না ঘটায়, উক্ত শান্ত ইউরোপে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াচে।

পুরাতন চৈনিক ধর্ম।—তাওয়িক্স (Taoism)
চীনের একটা পুরাতন ধর্মমত। লাওতাজির Lao-Tze
নামক একজন চীনবাদীই এই ধর্ম মতের প্রতিষ্ঠাতা।
এই ধর্মমত বলে বে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতম্ন দতা আছে।
রাজার বেমন একটা বিশেষত্ব আছে, ভিধারীরও দেইরূপ
একটা স্বকীয় বিশেষত্ব আছে। ভিধারী রাজা হইতে গেলে
বেমন স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা হর, রাজাকে
ভিধারী করিলেও ভারাই করা হইয়া থাকে। লাও
ভাজির শিব্য চুয়াং ভাজির (Chuang Tzeর)
হত্তে এই ধর্মডটার বিশেষ উয়তি হয়। চুয়াং

তাঞ্জি বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিলেই
বৃথিতে পারা যায় যে সে কোন কার্য্য করিবার জন্ত
সংসারে আদিল। সেই ব্যক্তি এই তত্তী হাদয়ক্ষম করিয়া
যদি আপন অবস্থায় সন্তই পাকিয়া হাদিমুথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক
অশান্তি দ্রীভূত হইয়া যাইতে পারে। মানব-ল্লয়ের
উচ্চাকাজ্র্যা মানবকে ভিন্ন পথগামী করিয়া সংঘর্ষ হজন
করে, তাহার ফলেই জগতে যতপ্রকার অনর্থ হয়।
চুমান-তাজ্বি আরও বলেন যে ভক্তভাবে শান্ত-শিষ্ট
জীবন যাপন করাই প্রক্বত দেবীর উদ্দেশ্য। ঘোড়ায়
চড়িয়া দৌড়াদৌড়ি করা, তাড়াতাড়ি গমন করা বা
আহার করা প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়, এই জন্তই এই
প্রেকার কার্য্য অত্যধিক পরিমাণে করিলে মানব-শরীরে
পীড়া দেথা দেয়।

বৈজ্ঞানিক ধর্ম তাও-জিম অজ্ঞব্যক্তিগণের হত্তে পড়িয়া ক্রমশং সকলপ্রকার কুসংস্কারের আকর হইয়া উঠে। গ্রামের বৃদ্ধগণ তাওজিমের মৃলতত্ব হলয়য়ম করিতে না পারিয়া, এই ধর্মকে ম্যাজিকের জন্মলাতা করিয়া উহার গাতে মিথ্যার প্রলেপ লেপিয়া দেয়। জনসাধারণ তাও জিমের গুরুগণের নিকট শারীরিক ব্যাধির জন্ম প্রথম ভিক্ষা করিলে তাহারা তাহাদিগের মনোংগা আহর্ষণ করিবার জন্ম ম্যাজিকের আগ্রেম লয়। এইরূপে কালক্রমে এই বৈজ্ঞানিক ধর্মের পতন ঘটে।

পরবর্তীযুগে কন্ফিউজিম ধর্ম প্রচারিত হয়। ইহাকে
ঠিক কোন ধর্মমত বলা যাইতে পারে না। এই ধর্মমতে শুধু কতকগুলি নীজি আছে। কোন রাষ্ট্রে বাস
করিতে গেলে প্রজার কর্ত্ব্য কি ? রাজার কর্ত্ব্য
কি ? ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের গবেষণামূলক সারনীতি
এই ধর্ম মারকং প্রচার করা হইয়াছে। এই ধর্মই
চীনের শাসক সম্প্রদার গ্রহণ করিলে উহা বিশ্বজনীন
ভাবে তাবং চীন সাম্রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ
হইতে বৌদ্ধার্ম চীনে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলেও
কন্ফিউজিম চীন দেশে শাসকগণের ধর্মমত রহিয়া
যার। এইরূপ হইবার প্রধান কারণ এই বে আমলাভক্ষ চীনকে শাসন করিত। অভিজাত বলিতে আমরা

সাধারণত: যাহা বুঝি প্রাচীন চীনে তাহা কিছুই ছিল
না। অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রতিদ্বলীতামূলক
সিভিল সার্ভিস চীনে প্রচলিত থাকার দরুণ চীনের
শাসক সম্প্রদায় চীনদেশের মধাবিত শ্রেণীর মধা
হইতেই নির্বাচিত হইত। এই সমস্ত আমলাগণ দেশকে
নিরুপদ্রবে শাসন করিবার জন্ম কোন প্রকার যুযুধমান
মতবাদের প্রশ্রেদ্ধ দিতেন না, এই জন্মই চীনে বৌদ্ধর্ম্ব
বিশেষভাবে প্রচারিত হইলেও এবং জনসাধারণ কর্তৃক
নিতান্ত আগ্রহ সহকারে উহা গৃহীত হইলেও উহার
শাসক সম্প্রদায় কন্ফিউজিম অবলম্বন করিয়াই পাকেন।

চৈনিক রাজনীতি।—ভারতবর্ষের ম্যায় চীনেও সর্বসাধারণের সহিত তথাকার রাজনীতির কোন সময় ছিল না। বিজ্ঞোতের পর বিজ্ঞোহ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে. চীনের সাধারণ প্রজার কোন পরিবর্তন হয় ন'ই। চীনের সাধারণ প্রজা সরকার পক্ষকে রাজস্ব প্রদান করিয়া নিশ্চিত্ত হইত। অত্যাচারী নুণতির আমলে তাহাদের ভূমির কর যথন অত্যধিক মাত্রায় পরিবৃদ্ধিত হইত তথন ভাহারা একট বিপদগ্রস্ত হইত মাত্র, প্রতিকার করিবার জন্ম কোন প্রকার প্রারই অমুদ্রমান করিত না। वृक्तिक जानितन शामिप्राथ कीवन विशक्तिन मिछ, किन्न এই তুর্ঘটনার জন্ম রাজা বা কোন রাজপুরুষকে দোষী সাবান্ত করিত না। কোন প্রকার মডক অতি ভীষণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিলে, চীনাগণ মশা মাছির সায় জীবন আছতি প্রদান করিত তত্তাচ কোনরূপ বিচলিত ভাব দেখাইত না। রাষ্ট্র-বিপ্লব চীনে কখনই ঘটে নাই, একথা স্ত্যু নহে। রাষ্ট্র-বিপ্লব অনেক সময়েই শাসকগণ কর্তৃক অফুষ্ঠিত হইত, চীনের সাধারণ প্রকা অত্যন্ত অনিচ্ছার বা একাস্ত বাধ্য হইয়া কপনও কখনও যোগদান করিত মাত্র। কিন্তু এই রাষ্ট্র-বিজোহেরও বিশেষত ছিল। এই বিপ্লব সংঘটিত করিবার অস্ত ষ্টুকু রক্তপাত প্রয়োজন, তভটুকু রক্তপাত করিয়াই এই বিজ্ঞোহ বহিং নির্বাপিত হইয়া ঘাইত। পাশ্চাভ্যের তুলনায় চীনের এই রাষ্ট্রবিপ্লব শতি নগণা ব্যাপার বলিলেও অত্যক্তি করা হয় না।

অইবিংশ শতাব্দি হইতে চীনে ইউরোপীয়গণের আবিকাব হইতে থাকে। চীনের সরকার এই বৈদেশিক অভিযানের গতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া অনেকটা বাজশক্তি তাহাদিগের হত্তে ছাডিয়া দিতে বাধ্য হয়। रेतामिक्त्रेन मनाजनी हीरन हाजारम्य वावमा-वानिरकाव কেল গঠন করিয়া উহার অর্থ আত্মসাৎ করিতে থাকে। ইনার ফলে চীনে ভীষণ অর্থ সন্ধট উপস্থিত হয়। চীনের শাসক সম্প্রদায় ক্রমশ: আপনাদের হন্ত হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষুত্র হইয়া পড়িতে থাকে। চীনের রাজ সরকার বৈদেশিকগণের হত্তে ক্রীড়নক মাত্রে পরিণত হইয়া যাওয়ায়, চীনের আদিম শাসকগণের সাংসারিক অর্থ কট্ট উপস্থিত হয়। এট সম্প্রদায়ই বিশেষ ঘত্ন ও চেষ্টা করিয়া উনবিংশ শতান্দীর প্রারম্ভেই চীনে বক্সার আন্দোলনকে প্রবল করিয়া তোলেন। এই আন্দোলনের ফলেই চীনে অনেকটা জাতীয় ভাবের বক্সা আসিয়া দেখা দেয়।

চীন চিরকালই শিক্ষার পক্ষপাতী। পুরাতন চীনে দকল প্রকার ক্লাসিকই অধীত বিষয় ছিল। পাশ্চাত্যের দংম্পর্শে আসিয়া চীনা ছাত্রগণ পাশ্চাত্য ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে আগ্নন্ত করিয়া দেয়। বৈদেশিক বণিকগণ এই শিক্ষাদান কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। আমেরিকা চীনে কয়েকটা শিক্ষাকেক্স এবং একটা বিখ-বিভালয় স্থাপন করে। বক্সার যুদ্ধের পর, ধেসারৎ হিসাবে পাশ্চান্ত্য জাতিবৃন্দ চীনের নিকট অনেক টাকা দাবী করেন। বাৎসরিক কিন্তি হিসাবে চীনকে এই অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয়। বৈদেশিকগণ এই অর্থের সাহায়ে চীন দেশেই পাশ্চান্ত্য শিক্ষা প্রবর্তন করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবন্ত করেন। শিক্ষিত চীনা ছাত্রগণ নগর হইতে গ্রামে ফিরিয়া, নৈশ-বিভালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়া জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিভার করিবার জন্ম চেটা করিবাত থাকেন।

১৯১২সালা ।— শান-ইয়েট-সান ও তাঁহার কয়েক জন সহকর্মী বহুদিন ইউরোপে অবস্থান করিয়া ইউরোপীয় ভাব-ধারার সহিত বিশেষ পরিচিত হন। সমগ্র চীন জাতিকে সভ্যবদ্ধ করিয়া, বিশাল চীন মহাদেশে একটা সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিবার জন্য ইহারা স্থপ্র দেখিতে আরম্ভ করেন। বিশুর প্রয়াসের পর ১৯১২ সালের বিজ্ঞাহ হয়। বহু পুরাতন প্রাচীন রাজবংশকে অপেক্ষাক্ত অল্লায়াসেই সিংহাসনচ্যত করা হয়। সাংহাসনচ্যত রাজাকে প্রাণে বিনাশ না করিয়া, একটা পেন্সনদ্যত রাজাকে প্রাণে বিনাশ না করিয়া, একটা পেন্সনদ্যা ও রাজা উপাধি ব্যবহার করিতে পারিবেন এই আদেশ দিয়া পিকিন হইতে তাঁহাকে স্থানাস্থরিত করিয়া দেন। এই খানেই চীনের বিশেষত্ব বেশ ব্যক্তিগত ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে।



কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিডের পর)

থাছদ্ৰবা---

কাশীতে থাবার জিনিষ কলিকাতা অপেক্ষা সন্তা। পূজা ও বড়দিনের সময় লোকের ভীড় থুব বেশী হয় বলিয়া সে সময় জিনিষপত্তের দাম একট বাড়ে।

পুজার সময় ছধ টাকায় / ৫॥ ০ সের; ছি ১॥ ০ টাকা সের;
সর্বপ তৈল । ৮ ০ সের, চাল ৪ মন। কুইমাছ
। ৮ ৩ ইলিশ। ৮ সের। ইলিশ মাছগুলি কলিকাতার
ভাষ ক্ষাত্র নয়। যথন ভীড় থাকে না, ইলিশ মাছ ৮ ০
আমা সের দরেও পাওয়া যায়।

কাশীতে ছই পয়দায় যে রকম সন্দেশ, রসগোল্পা, লেডিকেনি, কালাকান্দ, ছানার জিলাপি প্রভৃতি পাওয়া যায়, কলিকাতায় ভাষার দাম এক আনা : ছানার পোলাও ভাল দোকান হইতে চাকিয়া লইতে হয়; বাসি জিনিষ টক। এখানে রাবড়ি থুব ভাল পাওয়া যায়।

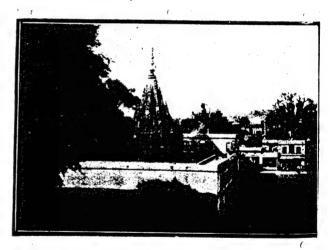
কাশীর পেয়ারা ও ল্যাংড়া আম অত্যন্ত স্থাত্। বিশ্বনাথের গলি ও কচুরি গলিতে কচুরি, ডালপুরী গজা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

রামনগর

রামনগর গলার দক্ষিণ ভীরে অবস্থিত।
দশাখনেধ ঘাট হইতে নৌকা লইয়া দক্ষিণ দিকে
গেলে গলার অপর পারে রামনগরে যাওয়া যায়।

আহারাদির পর তুপুরবেলা তুইটার সময় নৌক। লওয়াই স্থবিধাজনক। রৌজ থাকিলে নৌকায় ছাউনি করিয়া দিবে, ফিরিবার সময় থুলিয়া দিলেই হইবে।

দশাশ্ব:মধ ঘাট হইতে রামনগর নৌকাভাড়া যাতা-যাতে ১॥ পড়ে। একটা নৌকায় ১৪। ১৫ জন লোক ধরে। রামনগরে লোক পিছু যাইবার সময় তুই পয়সা ও ফিরিবার সময় তুই পয়সা হিসাবে কর (টোল) আদায় করা হয়। লোক প্রতি এই এক আনা হিসাবে বেশী খরচ পড়ে।



কাশীর ছুর্গাবাড়া

রামনগরে থাবারের ভাল দোকান নাই, এজন্ত থাবার স্বাহ্ণ লইয়া যাওয়া ভাল। রামনগর ঘাইবার সময় নোকা ভোতের বিপরীতে বায় বলিয়া প্রায় দেড় বন্টা সময় লাগে। যাইবার সময় নোকা রামনগরের তীর ধরিয়া যায়। এইদিকে গলা অভ্যন্ত অগভীর এবং তীর হইতে অনেক দুরেও মাত্র কোমর পর্যন্ত জল।

त्नीका करम अहमानाई चाँह, दक्षात चाँह, हतिकत

ষাট, **জলের কল ও** অসিমক্ষম পার হইন্না যায়। এই-খানে বামদিকে বেঁকিতে হয়।

যাইবার সময় পথে নৌকার মাঝি নৌক। থামাইয়া লোক প্রতি ছই প্রসাহিসাবে টোল দেয়।

তারপর রামনগরের প্রাসাদের আবে একটা ঘাটে নৌকা থামে। গঙ্গাম ঘাটের কাছে রামনগরের রাজার ময়ুরপজ্জী ও জ্যোড়া ঘোড়াওয়ালা নৌকা থাকে।

রামনগরের রাজপ্রাসাদ গলার উপর হইতে তুর্গের ভায় দেখায়।

রামনগর হুর্গ :--

রামনগরের তুর্গ রাজা বলবস্ত সিংহের ধারা অন্তাদশ শতাব্দীতে নির্শিত।

প্রাসাদের ফটক পূর্বাদিকে। গন্ধার ঘটি হইতে উঠিয়া দোজা গিয়া ডানদিকে বেঁকিলে প্রাসাদের ফটক দেথা ঘাইবে। ফটকের ভিতর কয়েকটা বন্দুক সাজানো এবং দিপাহী পাহারা থাকে। এই ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেই ছার্গর বহিরাক্তন, তারশর ভিতরদিকের অক্তন। প্রাসাদ:—

রামনগরের মহারাজা অধিকাংশ সময়

এই প্রাসাদে থাকেন। মহারাক। না থাকিলে সাধারণকে প্রাসাদের ভিতর কয়ে¢টী ঘর দেখিতে দেওয়া হয়। এই প্রাসাদ তুর্গমধ্যে অবস্থিত।

প্রাসাদের মধ্যে ছিতলে রাজার বৈঠক ধানা। ছরের মেঝের বাছের ছাল পাতা। দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি আছে।

একটা হন্তীদক্তের গাছ আছে, তাহার কারুকার্য্য খত্যস্ত স্থন্দর।

একটা ঘরের দেওয়ালে কদম গাছ প্রভৃতির চিত্র আহিত আহে।

প্রাসাদের গ্রহার দিকে বারান্দার একটা পাথরের বসিবার আন্নগা আছে। সেধান হইতে গ্রহার দৃখ্য মনোরম।

गामरमरदद मन्दि :--

ছর্পের ভিতর প্রাণাদ ছাড়িয়া গছার দিকে ।পয়া

ভানদিকে গন্ধার সমাস্তরাল একটী পথ আছে। তুর্গের এই অংশে মকরবাহিনী গদার স্থলার মৃত্তি আছে।

হর্ণের পশ্চিমোত্তর কোণে বাাদেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দিরের ভিতর ব্যাসদেবের একথানি প্রাচীন তৈলচিত্র রহিয়াছে। প্রবাদ, ব্যাসদেব কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

হরপার্বতীরও একটা মন্দির আছে।

হুর্গের এই স্থান ২ইতে গঞ্চা ও অপর পারে কাশীর দৃশ্য অত্যন্ত স্থানর।

পশুশালা :--

ত্ব হইতে বাহির হইয়া ফটকের ঠিক সন্থাপ যে পথ তাহা দিয়া একটু সোজা গেলেই পথের জান-দিকে রাজার পশুশালা। এখানে চারিটা সিংহ আছে। একটা সিংহকে জাহান্দীর শাহ বলিয়া ভাকিলেই উঠিয়া আদে। পশুশালায় অহা কোন পশুনাই।

রামনগর হুর্গানাড়ী 📜

রামনগরের তুর্গাবাড়ী প্রাসাদের উত্তরপুর্বাদিকে অব-



রা নগর হুর্গাবাড়ী

স্থিত। হুৰ্গ বাড়ী ধাইতে হুইলে হুৰ্গের ফটকের সামনে রাজায় শেয়ারে বাস বা একা পাওয়া যায়। প্রাসাদ হুইতে হুর্গ বাড়ী হাটিয়া গেলে প্রায় ৪০ মিনিট লাগে।

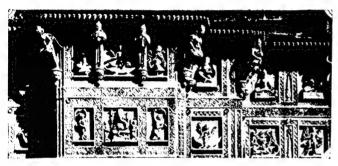
ত্র্ণির ফটকের সামনে বিজ্ত পথ ধরিয়া যাইতে হয়। পথে ইলেকটিুক আলো এবং মধ্যে মধ্যে জলের কল আছে।

একটা তোরণের কাছে বাঁরে বেঁকিতে হয়। এই পথের পাশে একটা স্থুগ আছে; স্থানের বাড়াটা স্থায়। এই পথ ধরিয়া একটা তেষাধা পাওয়া যায়; দেখানে ভানদিকে বেঁকিয়া কিছুদ্র গেলে রামনগরের রাজার উন্থান।

রাজার উত্থান:---

শাব্দার বাগানটা স্থব্দর। বাগানের মধ্যে একটা মার্কেল পাথরের pavilion আছে। উহাকে ইচ্ছামত যথেচ্ছা খুলিয়া লইয়া বাওয়া যায়।

প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে এখানে খুব ঘটা করিয়া



তুর্গবিভার প্রচীরগাতে কারুকার্য্য

রামলীলা অভিনয় হয়। রামলীলার অবদানে প্রবোধ-চল্লোদয় নাটকের হিন্দী অমুবাদের অভিনয় হয়। কাশী-রাজের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণমিত্র প্রবোধচল্রোদয় নাটকের প্রণেতা। স্ত্রী ও পুরুষ সকল অংশই বালকদের দারা অভিনীত হয়।

রামনগরের ছ্র্গাকুত্ত:---

রাজার বাগানের বামদিকে একটা প্রকাণ্ড স্থন্দর
দীঘি আছে। এই দীঘির পাড়গুলি পাথরে বাঁধানো এবং স্থন্দর সিঁড়ি আছে।

কাশীর রাজা চেতসিংহ এই দীঘি খনন করান।

দীবির পাড় দিয়া ত্র্গামন্দিরে যাওয়াযায়। শীবির পূর্বতীরে ত্র্গামন্দির।

রামনগর ছুর্গা মন্দির:-

তুর্গ। মন্দির চুনারের বালি পাধরে প্রস্তুত। মন্দিরের গায়ে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি কাঞ্চকার্য কোদিত রহিয়াছে।

মন্দিরের পিছনদিকে পাথরের বার, তাহাতে স্থন্দর কাফকার্য্য।

दुर्गा मिन्द ১०० किंटे छेक्ट। कानीत बांटे इटेटड

এই মন্দির দেখা যায়। মন্দিরচ্ডায় স্বর্ণমণ্ডিত নিশান নীল আকাশে স্থানর দেখার।

মন্দির মধ্যে পার্রতীর মৃত্তি। তাহার একপাশে হংসোপরি সরস্বতী ও অক্সদিকে রাধাক্ষণ্ণ মৃত্তি।

মন্দিরের বাহিরে বাম পাশের ছারের সম্মুখে গরুড়-মূর্ত্তি এবং অক্ত পাশে বৃষমূর্তি রহিয়াছে। নিকটে একটা পক্ষযুক্ত সিংহ মূর্ত্তি রহিয়াছে।

> রামনগরের হুর্গামন্দির রাজা চেতসিংহের কীর্ত্তি।

হুর্গামন্দির দেখিয়া পুনরায় ছুর্গের পাশে গঙ্গার ঘাটে নৌকা লইতে হয়! ফিরিবার সময় আবার ছুই পয়সা হিসাবে টোল আদায় করে।

রামনগর হইতে কাশী ফিরিবার সময় স্রোতের অফুকুলে যায় বলিয়া নৌকা মাত্র আধহণটায় কাশী দশাখমেধ ঘাটে পৌছায়।

#### সারনাথ

সারনাথ বারানসীর ৪ মাইল উত্তরে। সারনাথের প্রায় আধ মাইল পুর্বদিকে সারনাথ মহাদেবের মন্দির আছে। সারজনাথ (বা মুগপতি) শিবের নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে সারনাথ। কিন্তু এই নাম খ্ব আধুনিক। ইহার প্রাচীন নাম ঋষিপতন বা মৃগদাব (হরিশ বন)।

শারনাথ বৌদ্ধদের তীর্থস্থান।

কপিলবান্তর রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ। রাজ্য, স্থন্দরী
নী এবং শিশুপুত্রকে ছাড়িয়া তিনি একদিন রাত্রে
পলাইয়া সন্মাসী হন। তারপর যুদ্ধগন্ন তপঞ্জা করিয়া
বৃদ্ধজ্ব লাভ করেন। তথন তাহার নাম হইল বৃদ্ধ বা জ্ঞানী।
তাঁহার নৃতন ধর্ম প্রথমে এই সারনাথে প্রচার করেন
এবং তাঁহার পাঁচজন শিষ্য এখানে হইয়াছিল। । সেই
ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্ত ঐথানে চেখিগুী জুপ নির্মিত
হইয়াছিল। সারনাথকে কেক্স করিয়া সমগ্র প্রাচ্য ভূথপ্রে
বৌদ্ধস্থ প্রচারিত হইয়াছিল।

पृष्टे जत्त्रत २८० वरतत शृद्ध त्रमार्छ जानाव

এগানে জ্বাসেন এবং সেই ঘটনার স্থৃতিচিহ্নস্বরূপ অশোক গুল্প স্থাপিত হয়। সে আব্দ প্রায় ২২০০ বংসর পূর্বের কথা।

চীন দেশ হইতে ফাহিয়ান সপ্তম শতান্ধীতে এবং হিউয়েন্ সাং সপ্তম শতান্ধীতে সারনাথে আসেন। তাংগাদের লিখিত ভ্রমণকাহিনীতে সারনাথের বর্ণনা আছে। হিউয়েন সাংয়ের সময় (সপ্তম শতান্ধীতে) এখানে ত্রিশটী বিহার (বৌদ্ধমঠ) ছিল এবং ১৫০০ ভিক্ত্ (বৌদ্ধ সন্থানী) এখানে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

সারনাথের ধ্বংশাবশেষ দেখিলে মনে হয় হেন কোন আকস্মিক জ্বটনায় এরূপ ইইয়াছে। কুতবদ্দীনের নেতৃত্বে বর্ষর পাঠান মুসলমান সৈত্যগণ ১১৯৪ খুটান্দে সারনাথ লুঠন ও ধ্বংশ করে এবং বহু মূল্যবান প্রাচীন পুথি পুড়াইয়া দেয়।

সারনাপের পথেঃ---

সারনাথ ষাইতে হইলে দশাখনেধ ঘাটের রাপ্তায়
শোয়ারে বাস পাওয়া যায়—যাতায়াতে প্রত্যেকের ॥
আনা হিসাবে বাস্ ভাড়া পড়ে। একা ১০ পাঁচ
সিকিতে হইতে পারে। বাসে যাইতে প্রায় আধঘণ্টা
লাগে। তিনটায় কাশী হইতে বাসে গেলে সারনাথ
দেখিয়া ৬টায় ফিরিয়া আসা যায়।

বেনারস ক্যাণ্টনমেন্ট ষ্টেশনের দিকে গোধুলিয়া গিজ্ঞার সন্মুথ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। ষ্টেশন যাইতে হইলে ষ্টেশনের কাছে এই পথ হইতে বাঁয়ে বেঁকিতে হয়। কিন্তু সারনাথে যাইতে হইলে ডানদিকে যাইতে হয়।

পথে বরণা নদীর দেতু পড়ে। কোর্টের সামনে জানদিকে বেঁকিতে হয়। তারপর আজমগড় রোডের চৌমাথ'র আদিরা বরাবর সোজা যাইবে। বি, এন, ডব্লিউ রেল ধেখানে এই পথটী কাটিয়া গিয়ছে তাহার একটু আগে বাঁয়ে বেঁকিতে হয়। সারনাথ রেল প্রেশন ইহার খুব কাছে। এখান হইতে একটু দ্রেই বাঁয়ে চৌথগুটী অপ পছে। তার একটু দ্রে

চৌখণ্ডী স্তপ-

সারনাথের প্রায় অন্ধ মাইল আগে পথের বাম দিকে চৌথণ্ডী স্তপ।

এই স্থানে প্রথম পাঁচজন লোক বুদ্দেবের শিশুছ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থুপ সেই স্থৃতির নিদর্শন। হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে যথন ইহা দেখিয়াছিলেন, তথন স্থপটা ৩০০ ফিট উচ্চ ছিল।

চৌগণ্ডী অংশের ইটক নিম্মিত ভ্রমানশেষের **উপর**একটা অন্তকোণ মনিবের মতন আছে। সমাট চমামুন
একদিন এই স্তাপের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন।
ভাহার স্মৃতি চিন্ন স্বরূপ আকবর ১৫৮৮ খুটাম্বে এই
অন্তকোণ মন্দির (tower) নির্মাণ করেন। পারসী ভাষায়
মাবের উপর এ কথা লেখা আছে।

সারনাথের ধার্ঘর---

বড় রাখার ডানদিকে শাত্মর। যাত্মরের বাড়ী পাশ্চাত্য শিল্প পদ্ধতিতে প্রস্তুত। যাত্মরটি ক্ষুত্ত হইলেও সারনাথে প্রাপ্ত সর্কল মৃত্তি প্রভৃতি এথানে রক্ষিত হওয়ায় ইহা প্রত্যেকেরই দেখা উচিত।

যাত্বর নিম্নলিথিত সময়ে থোলা থাকে; ১৬ই মার্চ হইতে ১৫ট সেপ্টেম্বর—স্কালে ৭টা হইতে ১১টা এবং বৈকালে ৩টা হইতে ৬টা; ১৬ই সেপ্টেম্বর ইইতে ১৪ই মার্চ্চ প্র্যান্ত স্কাল ৮টা হইতে বৈকাল ৫টা প্র্যান্ত থোলা থাকে।

যাত্বরে প্রত্যেককে ১/০ হিসাবে প্রবেশ ম্লা দিতে হয়। ১২ বংসরের অনধিক শিশুদের জ্ঞা / • আপায় করা হয়।

সম্প্রের বড় ঘরে প্রসিদ্ধ অণোক হুছের চুড়া ( সিংছ্
ত্তন্ত ) রহিয়াছে। প্রত্যের উপর এরপ স্থলর কারুকার্য্য দেখা যায় না। খুটপূর্ব ২৫০ শতান্ধীতে অর্থাৎ স্থই হাজার বৎসরের অধিক পূর্বেইহা নির্মিত হইয়াছিল। সারনাথের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে যে অশোক অভের জর্ম নিয়াংশ দেখা যায়, সেধানে যে প্রকাণ্ড তত্ত ছিল ভাছার উপর এই চুড়াটী বসান ছিল।

অশোকস্তভের চূড়া । ফিট উচ্চ। ইহার উপরে চারিটা সিংহ-প্রত্যেকের শিহমদিক কেব্রের অভিমূপে।

हेशांतित नीटि अक्षी त्यांनाकात अश्त्मत शास्त्र मिश्ह, হন্তী, অশ্ব ও যত্ত কোদিত আছে। সর্ব্বোপরি একটী ধর্মাচকে ছিল; তাহার ভয়াংশমাক পাওয়। গিয়াছে। অশোকতন্তের নিমাংশ এগনো তাহার প্রস্থানে মাঠের মধ্যে আছে, কেবল উপরিভাগ যাত্র্বরে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

একপাশে একটা প্রকাণ্ড পাধরের ছাতা আছে। উহা যে বোধিসত্ব মৃর্ত্তির উপরে স্থাপিত ছিল, তাহাও উহার একটু দূরে রহিয়াছে। বোধিসত্ব বৃদ্ধদেবের পূর্ব জ্ঞার অবস্থা। এই মৃত্তি বিতীয় শতাদীর এবং মধুরার পাথরে প্রস্তুত।

বুদ্ধদেবের নানা মূদ্রায় অবস্থিত অনেকগুলি মুর্ত্তি वाटि ।

যাত্রঘরের ভানদিকের ঘরে একদিকে গিরি গোরদ্ধন-ধারী শ্রীকৃষ্ণ এবং অক্তাদিকে প্রকাণ্ড শিবমৃত্তি রহিয়াছে।

যাত্র্যর হইতে বাহির হইয়া প্রথমে পথের বাঁ। দিকে যাহমবের সামনে মাঠের উপর যে সব ভ্রাবশেষ আছে দেইগুলি দেখিবে। তারপর ধামেক খুপ, জৈন মন্দির ও নৃতন বৌদ্ধ মন্দির দেখিয়া ঐ মন্দিরের সন্মুখন্থ রাস্তা দিয়া বামে ফিরিয়া আসিবে।

## ঋষিপতন মৃগদাবের ধ্বংশাবশেষ—

গাড়ী হইতে নামিয়। বাঁদিকে মাঠের উপর দিয়া যে পথ গিয়াছে তাহা দিয়া গেলে প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির क्षित्र ध्वश्मावत्यव तम्था याहेत्व ।

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলির স্থানে কাঠের সাইনবোর্ড দিয়া কোথায় কোনটা ছিল তাহা নিৰ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ মন্দির ও সন্ন্যাসীদের আশ্রমকে বিহার ও চৈড্য (Monastery) বলিত।

धर्मत्राक्षिक टेठएकात्र ध्वःभावत्मय मर्सात्वका वृहर। প্রাচীন যুগে জল নিকাশের জন্ম ভূমধ্যস্থ যে স্থলর ভেনের वावचा विन, जाहा मिथित आकर्षाविक इहेरछ इस।

শ্ৰাক স্কম (Asoka Column)-

ধর্মরাজিক চৈত্যের পশ্চিমে অশোক অস্ত। তালের বে ভবাংশগুলি পাওয়া গিয়াছে, ভাহার মাপ কৈনমন্দির-इटेरफ मत्न इम्र दिस अहे खक्क **€० किं** छेक हिन।

অশোক হুল্ডের সিংহ মণ্ডিত চূড়া যাত্মরে উঠাইয়া রাখা হইগাছে। শুশ্তের নিমাংশের ব্যাস মাত্র আডাই ফিট। অশোক ভজ বালি পাথরের তৈয়ারী: কিন্তু ইহার পালিশ এমন স্থলর যে মনে হয় ষেন গ্রাণনাইট কিছা गार्खन।

#### ধামেক ভূপ---

ষড় রাস্তার বাঁদিকে এবং কৈন-মন্দিরের একটু উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটা প্রকাণ্ড স্কূপ আছে—উহাই ধামেক শুপ।



बाद्यक खुष

ধামেক গুপ ১৪৩ ফিট উচ্চ। গুপের নিম্নের ৪৬ ফিট প্রস্তরনির্দ্মিত; পরস্পরের সঙ্গে লৌহ দারা সংযুক্ত। নিমাংশে নানারূপ জ্যামিতিক ডিজাইন এবং তাহার পরই ফুল ক্ষোদিত আছে।

ন্তুপের উপরদিকের ১০০ ফিট ইষ্টক নির্দ্দিত। - এই স্তুপের মধ্যে যে সকল বৃহদাকার ইট পা**ওয়া** গিয়াছে, সেই ধরণের ইট খুইপূর্ব্ব বিভীয় ও ভূতীর শতাব্দীর ভারতীয় স্থাপত্তার নিদর্শন।

বড় রাভার বাঁদিকে জৈন মন্দির।

শ্রীসয়োৎসনাথের মূর্ত্তি আছে। অয়োৎসনাথ জৈনদের একাদশ তীর্থ র ।

মন্দির মধ্যে একটা উঠান; সম্মুখে অয়োংসনাথের মুর্ত্তি।

এই জৈন মন্দির ১৮২৪ খুগান্দে নির্দ্মিত।

রাস্থার ডানদিকে মতিচাদ ফুলটাদের জৈন ধর্মশাশা আছে।

#### মূল গন্ধকৃটি বিহার-

রান্তার বামদিকে নৃতন বৌদ্ধ মন্দির। প্রন্থর নির্দ্ধিত ফলর বাড়ী—প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্দ্ধিত। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্দ্ধাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং মাত্র ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হুইয়াছে। মন্দির মধ্যে বৃদ্ধদেবের একটা ফলের মৃত্তি আছে।

প্রতি বংসর বড়দিনের সময় এখানে একটা উৎসব হয়।

গভর্নেণ্টের প্রস্তুতত্ববিভাগ দাক্ষিণাত্যের নাগার্জ্নি কুণ্ড স্তৃপ মধ্যে বৃদ্ধের চিতাভক্ষ স্থাবিদ্ধার করিয়া-ছিলেন। ভারত গভর্নেণ্ট সম্প্রতি সেই প্রিত্ত চিতাভক্ষ এই বিহারে দান করিয়াছেন।

রান্ডার ডানদিকে বিহারের লাইত্রেরী ও বামদিকে বৌদ্ধ যাত্রী নিবাস আছে।

## কাশীর ইতিহাস

বরণা ও অসি এই ছইটা নদীর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কাশীর অপের নাম বারাণসী। হরিবংশের মতে কাশ রাজার নাম হইতে কাশী নাম হইয়াছে। কাশীর প্রাচীনত্ব—

কাশী ষে অভ্যস্ত প্রাচীন সহর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাশী রহস্তের মতে ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান অপেক্ষা কাশী প্রাচীন; অক্সান্ত স্থানের স্থাই হইয়াছে পরে। এইজন্ত কাশীকে লোকে পৃথিবীর বাহিরে বলে। কাশী রহস্ত গ্রন্থ মহান্তারত রচয়িতা বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া লোকের বিশাস। কাশীর ইতিহাস—হিন্দু রাজস্বে—

দিবোদাস ইক্ষের আদেশে কানী নগরী প্রতিষ্ঠিত কারয়া এইখানে থাকেন। তিনি চিকিৎসা বিভায

অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধর্মন্তরী বলিত। কথিত আছে যে স্ক্রান্ড কাশীতে আসিয়া দিবোদাসের নিকট চিকিৎসা বিছায় শিক্ষালাড করেন। মীর ঘাটের নিকটে দিবোদাসেশ্বরের মনিবের দেবমূর্ত্তি দিবোদাসের প্রভিত্তিত। বিশ্বনাথের আদেশে গণেশ দিবোদাসের নিকট কাশী চাহিয়া লন এবং তথন হইতে কাশীতে বিশ্বনাথের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্বনাথের মন্দির পথের স্থারদেশে চুন্তি গণেশের মৃত্তি রহিয়াছে।

কাশী ভারতের প্রাচীনতম নগরী। আর্ধ্যেরা ভারতে আসিয়া আর্ধাবর্ত্তে যে সকল রাজ্য ছাপন করিয়াছিলেন কাশী তাহার মধ্যে একটা। বর্তমান কাশী এই রাজ্যের রাজ্যানী ছিল। ইহা বহু সহস্ত্র বংসর পূর্কের কথা। প্রাচীন কালে আর্থারা আধুনিক প্রভিতে ভারিথ দিয়া ইতিহাস লিখিতেন না, এজ্যা প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

মহাভারতে দেখা যায়, কাশীরাজ তাঁহার কলাদের বিবাহের জগু ব্যহর সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। কাশীরাজের কল্পাদের মধ্যে অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে হন্তিনাপুরের রাজা বিচিত্রকীর্য্যের বিবাহ হয়। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ড্ জন্মগ্রহণ করেন।

#### বৌদ্ধযুগে—

বৌদ্ধবুগ হইতে কাশীর ঘণার্থ ইতিহাস পাওয়া
যায়। বৃদ্ধদেব বর্তমান নেপালের অন্তর্গত কপিলবান্তর
রাজার ছেলে। তিনি সন্ত্যাসী হইয়া বৃদ্ধগয়ায় তপক্ত
করিয়া সিদ্ধিলাত করেন। তথন তাঁহার নাম হইল
বৃদ্ধ বা কানী। কানলাত করিয়া তিনি নিশ্চিম্ব
হইয়া বসিয়া রহিলেন না। যে সত্যের সদ্ধান পাইয়াছেন
তাহা সকলকে দিবার অক্ত তিনি কাশীতে আসিলেন।
কাশীর নিকট সায়নাপে প্রথম পাচজন লোক বৃদ্ধের
শিষ্য হন। কাশীরাজ যশোরপ এই প্রথম পাঁচজন
শিষ্যের মধ্যে অক্ততম। এই ঘটনা চিরক্ষরণীয় করিবার
ক্ত পরে ঐ হানে চৌধতী তৃপ নিশ্বিত হইয়াছিল।
কাশী বেষন হিল্পদের তীর্থমান, বৌদ্ধেরও তেমনি।

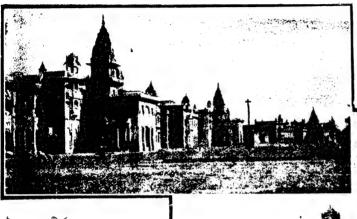
চীন, জাপান, শ্রাম প্রভৃতি স্থদ্র দেশ হইতে বহ তীর্থমাক্রী সারনাথে জাসেন।

বৃদ্ধদেব যিশুখুটের জন্মের ৪৮৭ বংসর পূর্ব্বে নির্বাণলাভ করেন। বৃদ্ধদেবের সময়ে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বংসর পুর্বেশ্ব কাণী একটা বড় সহর ছিল। হইয়া তাঁহার শিষ্য হন এবং আবার কাশীতে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের অভ্যথান হয়।

মুসলমান যুগ---

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আর একটা ধর্মমত কাশীর উপর তাহার আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে—

উহা ম্সলমান ধর্ম। বুদ্ধ ও
শঙ্করাচার্য্যের স্থায় যুক্তি তাহাদের
অন্ত ছিল না; তাহাদের ধর্মপ্রচারের উপায় তরবায়ি—হয়
মৃত্যু, নয় মৃসলমান ধর্ম। শত



জৈনদের ভীর্থ—

কৈনদের অক্তম মহাপুক্ষ
পার্যনাথ বৃদ্ধদেবের প্রায় ছই
শত বংসর পূর্বে এই কাশীতে
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাশীরাজ অখনেনের পুত্র এবং বৃদ্ধের
মত ত্রিশ বংসর বয়সে সংসার
ভ্যাগ করেন। কাশীর ভেল্পুরায় পার্যনাথের জন্মস্থানে

এক**টা জৈ**ন মন্দির আছে। পার্শ্বনাথ হাজারিবাগের নিকটে প্রেশনাথ পাহাজে দেহত্যাগ করেন। কাশী জৈনদেরও একটী প্রিজ্ঞান।

## শঙ্করাচার্য্যের যুগ-

বৌদ্বযুগের অবসানে অইম শতাক তৈ শকরাচার্য্য কাশীতে বেদাস্ত মত প্রচার করেন। কাশীর থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর জমির একট পশ্চিমে শকরাচার্য্যের একটী মঠ আছে। উহার মধ্যে শকরাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শঙ্করাচার্যোর যুক্তিতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পরাঞ্জিত



হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

শত ক্ষমর নগরী অসভা পাঠান ও মোগ**ল সৈতাদে**র হাতে বিধ্বস্ত ও লুঠিত হইল।

কুতবউদ্দীনের সময়ে সারনাথ ধ্বংস করা হইশ।
মুসলমান সৈলুগণ বৌদ্ধ সন্মাসীদিগকে মারিয়া তাঁহাদের
বছমূল্য পুঁথিগুলি পোড়াইয়া দিয়াছিল। এই সকল
বর্ষর ধনলোভী জাতি জগতের সভ্যভার কভদূর ক্ষতি
করিয়াছিল ভাহা বুঝিবার শক্তি ভাহাদের ছিলনা।
হিন্দু সভ্যভার সংস্পর্শে আসিয়া অসভ্য মোগল ও পাঠানগণ সভ্য হইয়াছিল।

আক্বরের রাজ্ত্কালে হিন্দুধর্ম্বের উপর অভ্যাচার

ধামিয়া গেল। কিন্তু আওরক্তের আবার পূর্ণোত্যম অভ্যাচার আরম্ভ করে। আওরক্তেরের আদেশে কাশীর বিশ্বনাথ ও বেনীমাধ্বের মন্দির ভালিয়া ছইটা মদ্জিদ নির্মিত হয়।

পরে মহারাষ্ট্র শক্তির আবির্ভাবে বধন মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রায় হইল, তথন ভগ্গ মন্দিরগুলির স্থানে আবার শত শত নৃতন মন্দির প্রভিত্তিত হইল। শন্ধ্য ঘণ্টার শব্দে আবার গলাতীর মুখরিত হইতে লাগিল। মুসলমান ধর্ম কাশীর উপর কয়েকটা নির্ক্ষন মসজিদ ব্যতীত অভা কোন চিষ্ক রাধিয়া ঘাইতে পারে নাই।

মহারাষ্ট্র গৌরব ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাই কাশীর বিশ্বনাথের নৃতন মন্দির তৈয়ারী করাইয়া দেন। পঞ্চাবের শিথ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরচুড়া অর্থ-মণ্ডিত করিয়া দেন।

কাশী রাজ বংশ---

নিল্লীর বাদশাহের প্তনের পর কাশী অঘোধ্যার নবাবের হাতে হায়। তিনি মীর রুত্তম আলিকে কাশী ইজারা দেন। রুত্তম গ্লাপুরের জমিদার মনদা রামের উপর রাজ্যভার দেন। কালে মনসারাম বৃদ্ধিবলে কাশীরাজ্য নিজের করিয়া লন।

মনসারামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বলবন্ত সিংহ ১৭৩৯ পুরাকো রাজা হন। ডিনি রামনগরে তুর্গ নির্মাণ করেন।

বলবন্তের মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র কন্তা তাঁহার আখিন
শিশুপুত্র মহীশনারায়ণের কন্ত নিংহাসন দাবী করেন।
বলবন্তের পালা নামে এক রাজপুত দানীর গর্ভে চেত
বিজয়া
নিংহ নামে এক পুত্র হয়। চেত নিংহ নিংহাসন অধিকার প্রতিমা ভাস
করেন। ১৭৭৫ খুটান্সে বারানসী রাজ্য কোম্পানীর বিজয়া
করন রাজ্যে পরিণত হয়। ১৭৭৮ খুটান্সে ক্রাসীনের শোভাষাত্রা
সক্ষে বুদ্ধে অর্থের অনটন হওয়াতে হেটিংশ চেতসিংহের কার্ত্তিকম
নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর চাহিলেন। চেতনিংহ উহা দিতে বিলম্ব করায় হেটিংশ ক্র্ম হইলেন।
চেতসিংহের অপরাধের শান্তি বিশার কন্ত হেটিংশ কাশীতে
উপন্তিত হইলেন এবং রাজার বহু অন্থনর সক্ষেত্র তাঁহাকে
ক্রাজী করিলেন। রাজা কোন বাধা বিলেন না। ক্রিক উৎসব হয়।

কাশীর প্রকারা জুক হইয়া রেসিডেন্সির সৈম্প ও ইংরাজ সেনাপভিদের হত্যা করিল। বেনারস ক্যাণ্টনমেন্ট্ টেশন হইতে কাশী ঘাইবার পথে থানার কাছে একটী স্বতিফলকে এই ঘটনার স্থান চিহ্নিত করা আছে।

চেত সিংহ শিবালা প্রাসাদ হইতে জানালায় পাগড়ির কাপড় বাঁধিয়া গলাতীয়ে অবস্থিত নৌকা করিয়া রাম-নগরে পলায়ন করেন। চেত সিংহ প্রথমে জয়লাভ করিলেও পরে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

ইংরাজেরা চেত সিংহের ভাগিনের মহীপনারায়ণকে কাশীর রাজা করেন। বর্তুমান রামনগরের রাজা এই মহীপনারায়ণের বংশধর।

#### াশীর মেলা

কাশীতে প্ৰায় বার মাসই একটা না একটা মেলা ৰা উৎসব লাগিয়া থাকে।

বৈশাধমানে—বাসন্তী পূজার সময় ছুর্গাবাড়ীতে মেলা হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসে—শুক্লাদশনী তিথিতে গলাপুলা উপলক্ষে গলাতীরে উৎসব হয়। এইদিন গলার উপর সাঁভার একটী দেখিবার জিনিব।

ভাত্রমানে—শুক্লাবন্ধীর দিন লোলার্ক কুতে উৎসব হর।
ভাত্রমানের শুক্লাইমী হইতে আধিনমানের কৃষ্ণাইমী
প্রস্তুত্ব প্নের দিন ধরিয়া শক্ষাকুতে একটা মেশা বনে।

আদিন ও কাত্তিকমানে—ত্বৰ্গাপুদা উপলক্ষে ত্ব্যা– ৰাডীতে মেলা বলে।

বিজয়া দশমীর দিন দশাখনেধ বার্টে অনেকগুলি প্রতিষা ভাসান হয়, এবং এজন্ত ধুব ভীড় হয়।

বিজয়া দশমীর পরদিন রামলীলা। ভরতমিলাপের শোভাষাত্রা একটা দেখিবার জিনিষ।

কার্ত্তিক মানে পঞ্চলকার বেশা ও স্থান হয়। কালীপূজার রাজে ঠাঠারি বাজারে 'ধনতেরস মেলা' বলে।

কালীপুজার পরনিন অর্থাৎ কার্ত্তিক মানের শুক্লা প্রতিপদ ভিথিতে বিশ্বনাথের ও অরপূর্ণীর মন্দ্রিরে অরক্ট। উৎসব হয়। অগ্রহারণ মাসে—ক্ষণ অইমীতে কালভৈরবের মেলা এবং শুক্লা চতুর্দ্দীতে পিশাচ মোচনের মেলা হয়। মান্ধ মাসে—রামনগরে বেদব্যাসের মেলা বসে। ফাল্কন মাসে—ফাল্কন পূর্ণিমা দোল যাত্রার দিন কাশীতে হোলির থুব ভটা হয়।

দোল যাত্রার পর বুড়ুয়া মকলের মেলা বলে। লাতদিন ধরিয়া গলায় নৌকার উপর নৃত্যগীত হয়।

ফাস্কন মাসে রুফাচতুর্দদীতে শিবরাত্তি এবং শুক্লা একাদশীর (রং-ভরী একাদশী) দিন বিখনাথের মন্দিরে পুব ঘটা হয়। विश्वनार्थंत्र मन्त्रितत्र निश्चमावनी--

বিশ্বনাথের মন্দির কোন সময় থোকা থাকে এবং পূজা ও আরতির সময় জানা থাকিলে যাত্রীদের স্থৃবিধ। হইতে পারে; এজ্ঞ নিমে উহা দেওয়া হইল।

বিশ্বনাথের মন্দিয়ের শার মক্স আরভির পর ভোর চারিটার সময় খোলা হয় এবং স্কাল ১১টা পর্যান্ত শাত্রীরা মন্দির মধ্যে গিয়া পূজা করিতে পারেন। ১১টা হইতে ১২টা পর্যান্ত ভোগ হয়। ১২টা হইতে ৭টা পর্যান্ত আবার স্কলকে ভিতরে যাইতে দেওয়া হয়। সন্ধ্যা ৭টায় ছোট আরভি এবং রাজি ১টায় ভোগ ও বড় আরভি হইয়া থাকে। ভারপর রাজে শয়ন আরভি হইয়া, ১১টার সময় মন্দির বন্ধ হইয়া বায়।

# গ্রন্থ-পরিচয়

'লক্ষাহারা'—উপভাস। **শ্রীক্ষেত্রমোহন** বন্দ্যোগাখায় প্ৰণীত। প্ৰকাশক গোলাপ পাৰ্লিশিং হাউদ। ১২, হ্রিড্ৰী ৰাগান লেন, কলিকাত। মূল্য দেও টাকা। উপভানের প্রারম্ভে এক জন নারকের 'বলপেভিজমের ইতিহানের পাতার মন তথন কেপা বোড়ার মত ছুটে চলেছে, তবু থামতে হর।' এই থামার মধ্যেই বোধ হর লক্ষ্যহারার আরম্ভ ও সমাপ্তি ঘটিরাছে। অক্ততম নারক অশান্তর ব্যাপার পড়িয়া সহামুভৃতি জাগে-সাকিনার সহিত তাহার প্রেম-ব্যাপার অসম্ভব মনে হইলেও কৌতুহল জাগার। অমিক ও হা-মরে পুরুষ ও নারীদের লইরা অংশভের মনুষ্য জাগরণের করেবার, সাকিনার উপর ভাহার দরদ-অথচ বড় আদর্শের জল্প ভার চেরেও (वनी पत्रम, छेवांत्र वांगाकीयन । विश्वां-कीयन । (भाव कांग्लंड व्यथः गठने এ শ্বলিও মনকে সাড়া দের। গেখকের ভাষা ভাল-কল্পনাও উচ্ছ সিত - কিন্তু বইখানা সমগ্ৰভাবে দেখিতে গেলে সতাই কেমন বেন লক্ষ্যারা —বে-তাল হইরা গিরাছে মনে হর। বলপেভিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতার মন ক্যাপা বোড়ার মত ছুটিনেও ৰাত্তবভাই দে ইতিহালের প্রাণ, তাই এ-ধরণের উপস্থাস রচনার লেখক যভটা অ-বাস্তব না হইরা পারেন তাহাই সঞ্চ নহে কি ?

কালা বৈশাৰী?—নাটক। খ্রীমনীপ্রনাথ সিছে বি, এস্-সি প্রণীত। মূল্য আটি আনা। নাটকথানি রঙমহলে অভিনীত হইরাছিল। এছের কথোপকখনের ভলি ইত্যাদি ভাল কিন্তু মূল গল্পটি যাহার উপর নাটক গড়িবার আবোজন ও ববনিকা পতন হইরাছে ভাষা একটি অভুত হেঁরালী। কেন বে বাধা আর বৌদি গেলেদ—কেন্ট্ বা তাহাদের অভার্থনার রাত্রে আবার ক্ষার অম্রোধ সংব্রু পিত।
বলিতেছেন—'নারার ভূলিদ্ নি ক্ষল—ছ্যার খুলিদ নি।' তাহ।
বোঝা ছুবটি। তার পরেই বৌধির মুবে বাধার মুভ্যু সংবাদ। ভার
পর পিত। ভূবনের অট্টাক্তে—'বোলেছিলাম। মারার ভূলিদনি —
হা: হা: হা:—'ইত্যাকার অসম্ভ প্রলাপের সহিত ব্যনিকা পতন—।
লেপকের আগামা কোন পুত্তক সর্ক্সাধারণের বোধা হুইবে ইহাই
আশা করি।

'মুসাফির'—কবিভার বই। গ্রীদিলীপকুমার দাপ ওপ্ত প্রকৃত—
দাম আট আনা। ভূমিকাভাবে লেখা হইরাছে—'ছাত্র-ছাত্রী মহলে
গ্রীমান দিলীপ দাশ ওপ্ত বহু নিশিত ও বহু প্রশংসিত। ইহার
বৈশিষ্ট্য বে লিখনভন্নী সাবলীল—হংশাবদ্ধ ও নিতীকভার পরিলারক।
ছানে হানে কর্যহান রূপেও একটা সহল গতির প্রবর্জক ভাই ইছার
এই স্টির সাথে ভাগী সাহিত্যিক ও কবির আসন অকুর জনান ও
বৈচিত্র্যান্ধ ইইবে আনিরাই 'লেখা বাসর' ইছার লেখাই স্বশাবে প্রকাশিত করিয়াছে।' ভাল বোধসম্য ইইল না। মুসাফ্রির লেখক শ্রীমান দিলীপকুমার ছাত্র—বোধ হর বরসও অল—এখন ইইভেই বিদ্ থোষগুলিকে ওপ রূপে চালানোর প্রবৃত্তি ভাহার মনে লাগে ওবে ভাহা স্থ-কলপ্রস্থ ইইবে কিনা সন্দেহ আছে। ভরিষ্যতে ভাহার কবিষ্পতির স্থাকাশ গেখিতে গাইব আশা কবি।

'স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম'— শীৰ্ণুদুৰণ জাৰা প্ৰকৃত। বৃদ্ধা ১৮০ এই পুতকে পাছা ও ব্যায়াদের কতকণ্ডলি নীতি ও কাৰ্যকারিক। এবং কলেকলন ব্যায়াগবীরের পরিচয় ও প্রতিভৃতির সহিত প্রস্কারিক প্রতিভৃতি আছে। বাঁহারে ক্ষত সকল থাকিকে চাহেন এবং কান্ত কলার প্রধান উপাদান ব্যায়ামে বাঁহারের অভিকৃতি আছে তাঁহার। এই পুত্রক পাঠে উপায়ত ইইবেন জানা করা বাছ।



#### সামঞ্জস্তা-বোধ

উৎকৃষ্ট সাহিত্য-স্পৃষ্টির মূলে কবিচিন্তের সামগুল্যবোধ।
আলম্বন্যক্ত বা ভাব, বিভাব, অন্তভাব, সঞ্চারীভাব,
অর্থগৌরব, অলম্বার, ছন্দ, পদবিল্যাস ইত্যদির শোভন,
সন্ধত ও সংঘত সামগ্ধশ্রেই রসের সৃষ্টি। ইহাদের কোননা-কোনটির অতিরিক্ত প্রতিপত্তি বা প্রাবল্য ঘটিলেই,
সমন্ত থাকা সংস্কৃত, উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি হইবে না।
যে সকল কবিভণিতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি হইবে না।
যে সকল কবিভণিতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পদবীতে ছান
পার্ম নাই,—অন্তস্থান করিলেই দেখা ঘাইবে তাহাদের
উক্ত উপকরণ ও অক্তগুলির মধ্যে সৌষম্য বা সামগ্রন্থ
নাই,—কোনটি বা অতিরিক্ত নিন্তেজ, কোনটি বা অতিরিক্ত প্রবল। বিরোধী ভাব ও রসের সন্ধরে যে সাহিত্য
নাই হইরা বায়, তাহা সকলেই জানেন। হন্দ, অলম্বার,
ভাষা ইত্যানিও ভাবোপ্যোগী না হইলেও একপে
সাহিত্য শ্রী নাই হইরা বায়।

কোন কৰির গৌরব-কীউনের জন্ম বধন অর্থগৌরব বা পদলালিত্যের বিশেষ করিয়া নাম করিতে হয়—
তথন বুঝিতে হইবে এর্থগৌরব বা পদলালিত্য ঐ কবির কাব্যে অভিরিক্ত প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছে, অস্থান্য অভের সহিত সামক্ষ্ম নাই। অভএব ইহা প্রশংসার কথা নর। কালিদাসকে উপমার জন্য বাহাত্রী দিয়া বে মাঘ-ভক্ত পাঠক মাছে তিনগুণের শোভন স্মাবেশ দেখিয়াছিলেন, তিনি মাঘকে স্ক্রেন্ড কবি বলিয়া প্রভিক্ত করিতে পারেন নাই। সংকাব্যে ঐ ভিনটি ছাড়া মারও অনেক অভ আছে—সে গুলির স্থতে ঐ পাঠক নীরব। ঐ ভিনটি গুণের সহিত সে গুলিরও সামক্ষ্ম স্ক্রেন্ডের কবি হইতে পারিতেন।

বিনি ঐকথা বলিমাছিলেন—ভিনি বৰি কাব্যের অন্যান্য অভ্যের সন্ধান রাখিছেন—ভতবে কালিখাবকে উপুমার ক্রি বলিধাই বিহার বিশেষন না। কাব্যের সমস্ত অক্সের শোভন সামঞ্জস্য যদি কোন সংস্কৃত কবির মধ্যে ঘটিয়া থাকে—তবে তাহা কালিদাসে,—ভবভূতি জীহর্ষ, বাণভট্টেও নয়।

কালিদাসের মেবদৃতই কাব্যের সর্ব্ব অক্ষের শৌভন সামঞ্জন্যের সর্কোৎকৃত্ত উদাহরণ। :সামঞ্চন্যের প্রধান धर्म मध्यम । मध्यम छोड़ा मामश्रमा वा Harmony त न्ह হইতে পারে না। মেঘদ্ত করণ-বিপ্রলম্ভ রসের কাবা। কাঞ্চণ্য আছে,—তাহাতে অসংঘ্য নাই, চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলে না। অহরাগ স্থায়িভাব, কিন্তু রাগদভোগে অনংখন নাই। সঙ্গতি আছে,--কিছ দে সঞ্চীত কারুণ্যের বার্দ্তাবাহী মেখেরই উপযু<del>ক্ত</del> মন্দাক্রান্তছন্দে, স্থারের ধারা অর্থকে অপাষ্ট করির৷ ভূলিবার श्रीम मोहै। हिक चाहि, चार्तरात द्वत हिकाधिका জুলিতে দেয় নাই। গুভাষ্মক অংশ কিছু কিছু আছে, কিন্তু নির্বাচিত ছন্দের গুণে, রসে পরিপাক লাভ করি-য়াছে। পদলালিত্য আছে, বক্ষেব অমুবাগময় জীবনের জনা ভাগার প্রয়োজনীয়তাও আছে,—তাই বলিয়া এড অধিক নাই যে মেঘের গাঞ্চীর্যা তাহাতে নষ্ট হইলা যাম বা মেদ হংসে পরিণত হয়। তাহা ছাছা, কোমলে কঠোৱে গঠিত यनाव्याचा इन्हरे भागागित्छात्र श्रीधाना घटाहरू तम् नाहे, व्यर्शात्रस्त महिल भागानित्लात नामकमा ঘটাইয়াছে। বেমন খগুলোক অলকা, বেমন খগুর্বিক নায়ক যক,--যেমন কললন্ধী তাহার নামিকা, যেমন তাহার বাধিকার-প্রমাদ,--বেমন ভাহার অভিশাপ,--তেমনি বাৰ্দ্ধাৰত নৰীন আযাঢ়ের মেঘ। কোপাও অসামঞ্জ নাই।

কাবোর যতগুলি প্রভাগ আছে, সবগুলিই একটি কোম বিশেষ কাৰো থাকিবেই এমন কিছু কথা নাই। বেগুলিকে কাব্যে স্থাম দেওয়া হইডেছে, বেইগুলির মধ্যে শোভন নামক্ষ্যা সাধ্য ক্ষিডে গারিনেই অকুপস্থিতের অভাব

অহভত হইবে না। কাব্যে আমরা ৰে বা যে প্রত্যন্তের প্রত্যাশা করি, তাহাকে না পাওয়ার কোভ অনায়াদেই মিটিয়া যায় বাকীগুলির শোভন সামগ্রে। মহাকবি মাইকেল ক্রোধ উৎসাহ ও কারুণা ভাবের সমন্বয়ের উপযোগী ছন্দ পু জিয়া বাহির করিলেন। মহাশিল্লিস্থলভ দাম্প্রদা-বোধই তাঁহাকে ঐ ছন্দ আবি-ষ্ঠারে প্রেরণা দিয়াছিল। ঐ ছন্দে মিল থাকিল না--মিত্রাক্ষর কাবাপাঠে অভান্ত কর্ণের পক্ষে একটা মন্তবড অভাব অহুভূত হইল। মাইকেল একটা সামশ্লস্য সাধন করিলেন এমনি যে, মিলের জন্ম আর কোভ থাকিল না। তিনি মিত্রকর হরণ করিলেন, কিন্তু দিলেন ছন্দঃস্পান্দ বা Rhythm.—দিলেন ঘনঘন অফুপ্রাস.—দিলেন একটা (भोक्य मरनठा, जात नित्नन छक इटेर्ड छकास्ट्रा ভাবের অবাধ প্রবাহ। তাঁহার অফুকারকগণের ঐ সামঞ্জন্য বোধ ছিল না। তাঁহারা মিঞাক্ষর ত্যাগ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,—মনে করিলেন দায়িত্ব কমিয়া গেল.— वत्तरण क्षि किছुই मिरणन न।। यरण, चकारा क्कारात्र शृष्टि इटेट नाशिन।

রবীক্রনাথের সামঞ্জন্য-বোধ অপূর্বন। কোন্ রস বা কোন ভাবের পক্ষে কোন ছন্দে কি প্রকারের ভাষা ও কি ভোণীর অলহারের প্রয়োজন আছে, তাঁহার মত আর কেহই ব্রেন না। উদহরণ-শ্বরূপ,—তাঁহার যৌবন-শ্বপ্থ-সভোগের কবিতাগুলির কথা ধরা যাক। ঐ কবিতাগুলির ভাব রিরংসার উদ্দীপনা করিলে হব লায়বিক রাজ্যেই থাকিয়া যায়—অনির্বাচনীয় রসেপৌছাইতে পারে না। তাই যাহাতে লায়বিক রাজ্যে চাঞ্চল্য না ঘটাইয়া একেবারে রস-লোকে উঠিতে পারে, সেল্ল্ ভাবের রসাহকুল সামঞ্জন্য ঘটাইয়াছেন। কবিতাগুলি যদি,—

'এল তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে---'

এইরপ ছন্দে ও ভাষার লিখিত হইত, তাহা হইলে স্নায়বিক রাজ্যেই উহার পরিসমাথি হইত, রসলোকে উঠিতে পারিত না। সে জম্ম কবি ঐগুলিকে সনেটের ক্লক্ঠোর পিঞ্জরে বন্ধ করিয়াছেন—গাঢ়বন্ধ গৌড়ীয় রীভিতে মাজ্কিত বিদন্ধ-জন-পরিবেবিত ভাষাতেই ঐগুলিকে রচনা করিয়াছেন। শৃক্ষার রসকে শৃক্ষার বেশে না সাজাইলে রসলোকে পূজা পায় না—কবি তাহা জানেন। বিজ্ঞানী বা চিত্রাক্ষার মত কবিতার স্থায়িভাব আদিরসাভিম্বী অফুরাগ—অথচ কোন পাঠকের ঐ হুইটি কবিতা পড়িয়াকোন দিন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-গত উল্লাস জ্লিয়াছে এমনত শুনি নাই। কেন? ভাষা ও ছন্দের সহিত এবং স্কারী ভাবের সহিত স্থায়িভাবের রসাম্পুল সামঞ্জ্ঞ আছে। কামোক্ষত ভক্ষণ কবিরা কি এ কথা ব্রিবেন?

আবার অধ্যাত্মভাবের কবিতাগুলির কথা ভাবিয়া দেখা যাক। কবি দেখিলেন—অধ্যাত্মভাব সহজে পাঠকের চিন্তপর্শ করে না—উহাকে যদি সনেট বা ঐরপ কোন স্লক্ষকঠোর ভলিতে প্রকাশ করা হইত, তাহা হইলে পাঠক-চিন্তে কিছুতেই রসসঞ্চার করিতে পারিত না—নৈবেতে আগেই একটা Experiment হইরা গিয়াছিল। তাই কবি আধ্যাত্মভাবকে সন্ধীতে ঢালিয়া দিলেন—ভাব ধাহা পারিবে না—স্থর তাহা নিশ্চরই পারিকে:—তাই গীতালি, গীতিমাল্য, গীতাঞ্জিল ইত্যাদির স্ষ্টি।

একটি তন্ত্ব বা তথ্যকে কন্ধাল-স্বরূপ স্পর্বাহন করিয়া কাব্য রচনা করিতে ইইলে যে কন্ড আয়োজন করিতে হয়—তাহা রবীজ্ঞনাথ জানেন। আজ বাহারা সভ্য-প্রচারের নামে কেবল তথ্য-তন্ত্বের বিবৃত্তি ও নোবণা করিয়া কাব্যরচনা করিতেছি, মনে করেন— তাঁহারা কাব্যের কিছুই বোঝেন না। দেহের অক্সাক্ত উপকরণ, পৃষ্টি, কান্তি, গঠনগোঁঠৰ কন্ড কি যে স্বাহ্রণ করিয়া এবং কি ভাবে তাহাদের সামঞ্জ্য-সাধন করিয়া কন্ধানক তুবাইতে ও ভূলাইতে হয়—তাহা রবীজ্ঞনাথ দেখাইয়া-ছেন—চিত্রাক্ষদা, বিদায়-অভিশাপ, পতিতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কবিতায়।

এই সকল ক্ষেত্রে একটি উপাধ্যান বা পৌরাণিক কাহিনী খুঁজিরা বাহির করিতে হইরাছে। কিছু সকল তত্ত্ব-তথ্যের উপযোগী উপাধ্যান-ত খুঁজিরা পাওরা বার না। অথচ এজগতের অসংখ্য তত্ত্বতথ্য ভাব তাহার কাছে "রপের মাঝারে অছ" খুঁজিতেছে। কবি সেগুলিকে অস্কৃতির মাধ্রা দিরা কাব্যে পরিণ্ট করিয়াছেন—কোধাও বা Symbola বাত্ত্ব দিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রেই একটা আবেদের স্থরের সাহায্য
দাইতে হইয়াছে—প্রচলিত কোন ছদ্দে এই আবেদের
স্থর অবাধ বা স্বাধীনভাবে খেলিতে পায় না বলিয়া
অসমমাত্রিক ছন্দের স্পষ্ট করিতে হইয়াছে। কতটা
সামস্ক্রয়া-বোধ থাকিলে ভবে গভিতত্ব বা জীবন-ভত্বকে
এবং জ্ঞানদৃষ্টিতে আছিত সত্যগুলিকে কাব্যে পরিণত
করা চলে একবার ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন। আমি
বলাকা ও প্রবীর কোন কোন কবিতার কথা বলিতেছি।

কাঙ্গণ্যে অসংযম ঘটিলে তাহা যে আমাদের ছ্লয়কে ব্যক্তিই করে,—রসলোকে উঠিতে পারে না—রবীক্সনাথ তাহা বুঝেন। তাই তিনি কাঙ্গণ্যের আলম্বন নির্বাচনের সমর এমন কোন আখ্যানবস্ত গ্রহণ করেন নাই যাহাতে আমাদের অন্তর আর্তিনাদ করিয়া উঠে। যে তুঃধ রস-বিলাসে পরিণত হয়—সেই তুঃধ লইয়াই তিনি কাব্য রচনা করেন এবং ভাহার মধ্যেও এমন সব সঞ্চারী ভাবের যোগ থাকে, যাহাতে লোকিক বেদনা উপশাস্ত হয়। প্রাজন হইলে বিয়োধিভাবের আর্ল্যে লইয়াও কাঞ্জ-ণ্যকে রসে উত্তার্গ করিয়াছেন—'পুরাতন ভ্ত্য' কবিতাটির নাম করা ঘাইতে পারে।

রবীজ্ঞনাথ যেথানে কাব্যে অন্তর্গ স্থাত দিতে পারেন নাই—সেথানে বহিরকের স্থাত হৃষ্টি করিয়া ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। যেথানে প্রসাদগুণের হৃষ্টি করিছে পারেন নাই,—সেথানে রচনাকে অলকার প্রয়োগে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। গণ্যে যেথানে মুক্তি ছুর্ব্বল,সেথানে উপমান বা Analogyর সাহায্য লইয়াছেন। যেথানে উপমান বা মুক্তি ছুইই অচল, সেথানে মনোবেগের পরক্ষারার (Emotional Sequence) আশ্রয় লইয়াছেন। যেথানে রসাত্মক করার কিছুই নাই—সেথানে মিলের চাতুরী ও রসিকভার বারাই কাব্যক্ষি করিয়াছেন—উাহার শিলভের তিঠির কথা ক্ষেত্রা।

মোটকথা,—কোখাও তিনি একেবারে বঞ্চিত করেন নাই। ধেথানে কাব্যের খনেক অলকে বাদ দিয়াছেন— সেধানে বাকীওলির শোভন সামন্তেই সংকাব্যের স্টি করিয়াছেন। তাই তাহার হাতে 'বেগছ্ত' বা 'দেকাল' নামক কবিতা তালিকা হইবা উঠে নাই। একটা অপূর্ব্ব শোভন সামঞ্জ্য ও সংঘ্যের গুণে তাঁছার অধিকাংশ রচনাই সং সাহিত্য-গোঞ্চীতে ছান পাইয়াছে।

#### माहित्य कोलीना

সংস্কৃত সাহিত্যের দে কোন পুত্তক পুলিলেই দেশা
দেখা খায়—তাহাতে যাহাদের কথা আছে তাহারা হয়
দেবদেবী,—নয় ধনেমানে কুলেণীলে সন্ধান্ত নরনারী।
ইহার কভকগুলি কারণ আছে। পূর্ব্বে সাহিত্য রসন্ধানন
ও জ্ঞান-জীবনের বিলাগ বলিয়াই গণ্য হইত—'বিলাস
কলাত্ব কুত্হলং' চরিতার্থ করিবার জ্ঞাই সাহিত্য স্টি
হইত। জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার কৃষ্টি বা
বৈদ্ধ্যের বিতান বা শিক্ষাপ্রচার ছিল না। জনসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক ছিল না—
তাহাদের জীবনও সেজ্ঞ সাহিত্যের আলম্বন বা
উপজাবা হইয়া উঠে নাই।

পুর-জনপনই তথন সাহিত্যের পটভূমি ছিল না—
রাজ্বসভা, রাজ অন্তঃপুর, তপোবন, অর্গলোক, করলোক
ইত্যাদি ছিল পটভূমি। এইরূপ পটভূমি নির্বাচন না
করিলে সাহিত্যের গৌরব, আ ও আভিজ্ঞাত্য নই
হইবে, এইরূপ ধারণাই ছিল প্রাচীন সাহিত্যিকদের।
এইরূপ পটভূমিতে জনসাধারণের কোন ঠাই নাই।

উচ্চ সাহিত্যকে চতুংষ্টিকলার মধ্যে ধরা হুইছ
না—ইহাকে অপরাবিভার মধ্যেও ধরা হুইছ না।
ইহাকে ধর্মতন্ত্ব ও পরাবিভার শ্রেণীতেই অনেকটা গণ্য
করা হুইত। সেজগু চতুংষ্টিকলার মত অথবা অপরা
বিভার মত ইহা জনসাধারণের অধিগম্য হয় নাই।
যাহাদের অধিগম্য বা অধিকারভূক্ত নয়—তাহাদের
কথা সাহিত্যে স্থান পাইবার কথাও নয়। কলাবিভাগুলিকে
সাহিত্যের ভূলনায় অমেক নিয়্তরের বত্ত মনে করা
হুইত,—সেজগু যাহারা কলাবিভাগুলির চর্চা করিত
তাহাদিগকে আত্যথেশ হীন বলিয়া গণ্য করা হুইত।

কীবনের বে বিশ্বয়োঘোধক বৈচিত্র্য ও নানাপ্রকারের রসস্মাবেশের ঘারা সাহিত্য বচিত্ত হর, আপেক্রে সাহিত্যিকদের বিখাস ছিল—তাহা ক্ষমসাধারণের কীক্রে ন্দাৰে মানাৰ না—নিৰ্ভেশীর নরনারীর পক্ষে তাহা শোজন সমলস হয় না,—রসাভাস ঘটিবার সম্ভাবনা।

ইহা ছাড়া,—সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তথনকার দিনে রাজরাজন্ত বা ধনাচ্য ব্যক্তিগণ—আজকালকার মত জনসাধারণ ডাছার পৃষ্ঠপোষক ছিল না। সেজপ্ত সাহিত্যেও পৃষ্ঠপোষকশ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রাই ছইয়াছিল প্রধান উপজীব্য।

জনসাধারণের জ্ঞানজীবন না থাকিতে পারে-ক্ষ यमणीयन कि छिल ना? तमझीयरनत कृतिपृष्टित सञ्च ভাহার৷ কি করিত ৷ ভাহারাও নিশ্চরই নিজেদের ভাষায় নিজেদের জীবন-যাতা অবলম্বনে একপ্রকার সাহিত্য রচনা করিত এবং উপভোগ করিত। কিন্ত ভাষা বকা পায় নাই--বিশ্বংসমাজ নিশ্চয়ই ভাগাকে वक्कीय विद्या मत्न करवन नारे।-- अन्नर्भाव कृत-পরস্বার যতদিন পারিয়াছে বাঁচাইয়া গিয়াছে। কিন্ত এদেশের জাতীয়-জীবনে যে মৃত্যু ছঃ দশাবিপর্যায় ঘটিয়াছে ও যে দৈবত্র বিপাকের ঝ্রা বহিয়া গিয়াছে, ভাহাতে লব বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহাদের সাহিত্য যে বিলোপ পাইয়াছে—তাহার প্রমাণ হয়, বর্ত্তমান যুগের প্রচণ্ড চেষ্টার ভাষার কোন কোন অংশের আবিকারের षারা। দৃষ্টাস্করত্বরূপ,--- মৈমনসিং ব্যালাডের উল্লেখ করা ৰাইতে পারে। জনদাধারণের সাহিত্যকে বিৰৎসমাজ উৎক্ট সাহিতা ও রক্ষণীয় সাহিতা মনে করেন নাই বলিয়া তাহা নিক্লপ্রশ্রেণীর বস্তু নয় –রসবৈভবে দরিন্ত मध। देशमनिश्ह बालाखर खाहात मान्हा पिटव।

ঐহিক স্থবিধার জন্ত বর্ণাপ্রমের অভিভাবকগণকে ও
অভিলাত-সম্প্রদায়কে কোন কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের
প্রচার করিতে হইয়াছে। তাহার কলে জনসাধারণের
কন্ত সাহিত্য রচনা করিতে হইয়াছে। তাহালের
কন্ত সাহিত্য রচনা করিতে হইয়াছে বনিয়াই সাহিত্যে
ভাহাদের জীবন বাজা বিশিষ্ট স্থান পায় নাই। দেবদেবী,
রাজা, রাজপুত্র, শ্রেজী সভদাগরগণের জীবন-বাজা সে
লাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য হইয়াছে। তকে জনসাধারণের
জীবনকে ভাহারা একেবারে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই—
কোষাও কোষাও তাহাদের জীবন-কথা মূল আখ্যারিকার
পরিপোরণের ক্রম্ভ আদিয়া পভিরাছে।

আভিজাতাগর্কী বর্ণাশ্রমের বিক্লমে এবেশে প্রধানতঃ বৌদ্ধ, সহজিয়া, বৈক্লব ও মুসলমান ধর্মের প্রতিপত্তি ঘটিরাছে—এইগুলি সমস্তই গণতন্ত্রীয় ধর্ম। এইগুলির প্রচার-করে বে সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণকে একেবারে উপেক্ষা করা হয় নাই। বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যে সাধারণ গৃহস্ব ও শ্রমণ শ্রমণীদের জীবন কথা পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র মৃদ্ধকটিকে অসম্ভান্ত ব্যক্তিদের জীবনের কিছু বিদ্ধিত পাওয়া যায়। বসস্তসেনার কথা ধরি না—কারণ সে গণিকা হইলেও রাজরাণী অপেক্ষা প্রভাব প্রতিপত্তিতে দান নম্ব—সে বিছ্বী ও ধনবতী,—সংস্কৃতে কথা বলে। পালি-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম তথাগতের কণায় পতিতা ও নটীদের স্থান হইয়াছে।

পালি-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠা ও উচ্চপ্রেণীর শ্রমণ ভিক্ল্নের কথা বাদ দেওয়া যাইতে পারে—কিন্ত ক্ষপণকগণ জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। বাদালা নেশে বৌদ সাহিত্যে যোগী, হাড়ি, ডোমী ইত্যাদির জীবন-কথার উল্লেখ আছে বটে—কিন্ত তাহা সংসাহিত্যের গোঞ্জীতে স্থান পাইতে পারে নাই।

সহজিয়াগণ এদেশে যে সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন তাহাকে, যে বজ্ঞায় শান্তিপুর দুগুরু নদে জেসে বায়, সেই বজ্ঞাই ডুবাইয়। দিয়াছে। এক রক্ষকিনী রামীর জীবন-তরীটে নীলশাড়ীর বিতান তুলিয়া তাহাতে ভাসিতেছে। বৈক্ষব-সাহিত্য প্রধানতঃ রাধাঞ্চামের প্রেমলীলা অবল্যনে রচিত —কিন্তু ঐ সাহিত্যের ব্রক্ত্মিটি অনেক্স্থলেই আমাদের বালালারই পরীভূমি,—গোকুলগোঠ আমাদের রায় দেশেরই গোঠ-বাধান—যমুনা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অজয়-ভাগীরখী। বৈক্ষব-সাহিত্য বালালার পলীক্ষীবনকেই প্রকাশ্বরের রস-বগন্ধিত করিয়াছে। বৈক্ষব-সাহিত্যের বে অংশ প্রতিতক্তের জীবন কইয়া রচিত—তাহার মধ্যেও বালালীর জনসাধারণের জীবন-কথা উপেক্ষিত হয় নাই।

মূলন্যানগৰ্ম-প্ৰচাৱের উদেক্তে বলি কিছু সাহিত্য রচিত হইবা থাকে—তবে ভাষা নুধ্য। হুফীপাৰ্ক্ত সহিত কিলুগর্মের মিলনে এনেলে বে ক্স্কুল ধর্ম-সঞ্জ দাবের উত্তৰ হুইয়াকে, ভাষারা একজেনীক মারিক্ট রচনা করিয়াছে; কিন্তু তাহা আধ্যান্মিক সাহিত্য, আধ্যায়িকা-মৃশক নহে। কাজেই তাহাতে জাতীয়জীবনের বহিরজের কোনস্থানই হয় নাই। বালালাদেশে মৃদলমানগণের পূঁঠণোষকতায় যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে—তাহা অন্থবাদ সাহিত্য। তাহা জনসাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহাদের জীবন-কথা তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। মৃদলমান ও হিন্দুজনসাধারণ মিলিয়া পূর্কবিলে যে গীতিকাসাহিত্যের স্থি করিয়াছে, তাহারই উপজীব্য হইয়াছে জনসাধারণেরই জীবন-বাত্রা।

শাঁচালী ছড়া, আগমনী-বিজয়ার গান ইত্যাদি লোক-দাহিত্য সাধারণতঃ দেবদেবী লইয়া রচিত হইলেও দেবদেবীদের লীলাজীবনের অন্তরালে বাদালার পদ্ধী-বাদীদের জীবন-কথাই বিষ্ত হইয়াছে। কিন্তু এইগুলিকে দং সাহিত্যের গোঞ্চাতে স্থান দেওয়া হয় নাই।

ইংরাজীযুগে ভারতে ইজিহাসের উদ্ধার হওয়ার পর ইতিহাসের চরিত্রগুলি বালালা সাহিত্যের পাত্রপাত্রী হইয়া পড়িল। বে ইজিহাস অবলম্বনে এদেশে সাহিত্য-রচনার স্ত্রপাত হইল, তাহা প্রধানতঃ বালালার বাহিরের ইতিহাস। কালেই বালালীর জনসাধারণের জীবন-চিত্র ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিতে পাওয়া গেল না। ঐ চরিত্রগুলি সাহিত্যে একটা অভিনব আভিজাত্যেরই স্পৃষ্টি করিল। কাব্যে দেবদেবী ও মহাভারত-রামায়ণের চরিত্রেরই প্রাধান্ত থাকিয়া গেল।

বন্ধিচন্ত্ৰ লিখিলেন উপন্তাস,—কিন্তু তাঁহার উপন্তাসে কনসাধারণের বড় একটা সাক্ষাৎ পাওরা গেল না—
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিনি ইতিহাস ও দেশের ধনিকসন্তানার
২ইতে চরিত্র নির্ম্বাচন করিলেন। তবে তিনি একেবারে
জন-সাধারণকেও বাদ দিতে পারিলেন না—অস্ততঃ তাঁহার
উপন্তাসে শিক্ষিত বালালীর গাহস্থা-জীবনের চিত্রও
পাওরা গেল।

এ বিষয়ে আগাইয়াছিলেন দীনবন্ধ। তাঁহার নাটকে
আমরা সকল শ্রেণীর বাগানীকীবনের সাক্ষাৎ পাইলাম।
শাহিত্যের আভিজাত্য-এতভক প্রকৃতপক্ষে দীনবন্ধ্
ইইতে স্ত্রপাত। রবীশ্রনাথ উপন্যানে, বিদ্ধ-

চন্দ্রের প্রথাই অস্থসরণ করিরাছেন। কাব্যে ডিনি পন্ধী-নিদর্গকে প্রাথান্য দিয়াছেন। গল্প-সাহিত্যে ডিনি গণ্ডরীয় পথে অনেকটা আগাইয়া গিয়াছেন।

অধন দেশে ষথেষ্ট শিক্ষাবিতার হইয়াছে—রস্কীবনের সঙ্গে সংক্ষ দেশবাসীর একটা জ্ঞান-জীবন ও গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন কোন রাজরাজন্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক নয়—তাহারাই এখন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উপভোক্তা। তাহারা এখন ওরু সাহিত্যের ব্রন্থ উপভোক্তা। তাহারা এখন ওরু সাহিত্যের ব্রন্থ উপভোক্তা। তাহারা এখন ওরু সাহিত্যের ব্রন্থ উপভোল করিতে চায় না—সাহিত্যের মধ্যে তাহাদেরই জীবন-কথা ওনিতে চায়। তাহাদের মধ্যে ছইতেই শক্তিমান্ সাহিত্যিকের জন্ম হইতেছে, তাহারা অনবরভ দেব-দেবী, রাজ রাজন্য, বীর-বীরাজনা, ও ধনীর ছ্লাজ-দের লীলাবৈচিত্রের উপাধ্যান ওনিয়া ওনিয়া বিরক্ত। তাহারাও মাল্ল্য, তাহাদের জীবন-কথাও অভিবিচিত্র তাহারের জীবনবাত্রায় বৈচিত্রের সহিত বৈশিষ্ঠ্য ও অপ্র্কতা আছে, তাহাদের জীবন-কথা অন্য দেশেও বেমন সাহিত্যের স্ক্রিপ্রধান উপজীব্য হইয়াছে, তাহারা চায়—এলেশের সাহিত্যেও তাহাই হউক।

এদেশে শরৎচন্দ্র তাহাদের জীবনকথাতেই
সাহিত্যের সর্বপ্রধান উপাদান করিয়া তুলিয়া তাহাদের
আকাজ্জা পূরণ করিয়াছেন। তাই বালালী শরৎচন্দ্রক
এত ভালবাসিয়াছে এবং আপনাদের অন্তরন্ধ শন বলিয়া
মনে করিয়া লইতে পারিয়াছে।

শরৎচন্দ্র দেখিলেন, সাহিত্যের অন্যান্ত শাখা জনসাধারণকে বাদ দিয়াও সাক্ষ্য লাভ করিতে পারে—
কিন্তু উপক্রাস তাহা পারে না। অভিজাত-সম্মান্ত্রের কথাই
নানা ভাবে সাহিত্যের নানা শাখার এতদিন উপজীব্য
হইরা আসিয়াছে—তাইাতে জার না আছে অভিনবভা,
না আছে বৈচিত্র্যা,—না আছে অপ্রতা। জনসাধারণের
জীবন ছাড়া উপক্রাসের গত্যকর নাই,—উপন্যানের
পাঠক ও অভিভাবকও ভাহারাই। বলা বাহল্য, শর্থচক্র এ দীকা কভকটা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতেই
পাইরাছেন। আবাদের দেশে অনসাধারণের গণভারীর
জাগরণের জনেক আগেই ইউরোপে আগরণ হইরাছে
এবং সাহিত্যও সেইভাবে রপাভর লাভ করিরাছে।

1 1 1

Ç. . . .

রবীদ্রোত্তর কাণ্য-সাহিত্যের আর কোন গুণ না থাক, উহাতে বাকালার জনসাধারণের জীবনের একটা বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে। কেবল পল্লীনিস্থা নয়—পল্লী-বা্দীর জীবন-ধাত্রাকে রবীক্র-শিষ্যগণ কাব্যের একটি প্রধান উপজীব্য করিয়া তুলিয়াছেন।

শরৎচক্রের পর কথা সাহিত্যে দেশের দীন্তম ঘুণ্যতম, বন্যতম, জঘন্যতম জীবনটিও স্থান পাইতেছে, তাহাদের স্থ ত্থের অপূর্ব বৈচিত্য নব নব রসস্টির সহায়তা করিতেছে। তরুণ কথা-সাহিত্যিকগণের কেহ কেহ দেশের যে শ্রেণীর লোক সাহিত্যের পাঠকই নয়, যাহার।
আজিও নিজেনের জীবনকে সাহিত্যে প্রতিফ্লিড
দেখিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিতে শিথে নাই, তাহানের জীবন-কথাকেও বিশিপ্ত স্থান দিতেছেন। কাল্যসাহিত্যেও ঠিক সমান্তরাল পদ্ধতিই অন্তর্মন উপন্যাদে
যতদ্র আগাইয়াছেন, নাট্যসাহিত্য ততদ্র পর্যন্ত আদিয়াই থামিয়াছে। বোধহয়, তাহার পক্ষে আর আগানো
সক্ত-ও নয়।

# আচার্য্য প্রফুলচন্দ্র ও শিক্ষাধারা

"আমি যদি একদিনের জন্তও দেশের 'ডিক্টেটর' হইতাম, তাহা হইলে বিভিন্ন আইন কলেজ ভূমিসাৎ করিতাম এবং তাহার বারা ভারতের অগণিত পূশাসদৃশ যুবককে অকালে শুকাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিতাম।" হিন্দু কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক সভার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই কথা বলেন। তিনি ছাত্রদিগকে বিভালয়ের ডিত্রীলাভের জন্য—বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ ঘাহার কোন মূল্যই নাই—চেষ্টা করিয়া প্রকৃতির দান—ভাহাদের মূল্যবান মতিক ক্ষয় করিতে নিষেধ করেন। তিনি ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান ও ভারতীয় শিল্পের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে উপদেশ দেন।

আচার্য্য রায় বলেন বে—বাঙ্গালী শিক্ষাটিকে ভুল-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সর্বা-সাধারণের অনুপ্যোগী। যে সব ছাত্র প্রকৃতই প্রতিভাবান এবং য'লের লক্ষাই হবে শিক্ষাবিভাগে কাটানো, কেবল তালেরই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া উচিত; অন্যদের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই নিয়োগ করা উচিত। অর্থোপার্জনের জক্ত উচ্চ শিক্ষার যে একাস্তই প্রয়োজন আছে, তা নয়—এই বিষয়টি তিনি নানা দৃষ্টাস্ত বারা ব্যাইয়া দেন। বালালীরা প্রায়ই অভিযোগ করেন যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্থবিধা ও স্থোগ কোণায়? এসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ভারতবর্ধের অ্যান্থ বে সব জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা লাভ করেছে, বালালীরা তানের মত ক্টসহিষ্ণু নয়, অধ্যব্যায়ী নয়,—সেই জন্মই তারা ব্যবসায়ে কিছু করতে পারে না। তাদের সেই সকল গুণ নিতে হবে — শিশতে হবে। তাহলে আমাদের স্থবিধা ও স্থোগ আল্যুরে। অভ্যান ত্যাগ করিয়া কট্ট সহিষ্ণু হয়, তবেই তারা অভ্যান ত্যাগ করিয়া কট্ট সহিষ্ণু হয়, তবেই তারা ভারতের অন্যান্থ জাতির মত জীবন সংগ্রামে তিকিরা বাকিবে।

# ত্রপত্যাদিক বঙ্কিমচন্দ্রে অতিলোকিক ঘটনা

#### **এীহেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ**

ব্দ্পের ঐশ্বাম্ভিত কল্ললোকে মানুষ নিত্য বিহার করে; মাহুষের জগতে বুঝি তত স্থপ নাই। স্থপ যদি ব্যত্তবে পরিণত হয় তবে তাহা স্বথের হয় সন্দেহ নাই: কিন্ত্র ভাগা স্বাভাবিক বলিতে পারিনা। কুন্দ-ননিনী স্বপ্ন দেখিতেছে—বেলাবিহীন অনম্ভ সাগ্র পাবস্থবৎ অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোকে চন্দ্রমণ্ডল মধ্যবর্তিনী তাহার মাতা অস্থাী সংক্ষতে গগনোপাত্তে তাহাকে চুট্টী মনুষ্যমুক্তি প্রদর্শন করিতেছে এবং বলিতেছে,— "এই তুই মুমুষ্ট ইহলোকে তোমার ভভাতভের কারণ इट्टेंट. धनि भात उद्ध देशामिश्रक मिथल विषयत्रवर প্রত্যাখ্যান করিও."। কুল তাহানিগকে আর কথনও দেবে নাই: স্বতরাং তাহাদিগকে কল্পনা করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। বৃদ্ধিচন্দ্র এই স্বপ্ন বৃত্তাম্বকে সাফল্য-প্রদান করিয়াছেন, এবং এই পরিচ্ছদকে "ভায়া পূর্ব-শাধিনী" নামে আখাতে করিয়াছেন। বিপদ যদি বিপদের বেশেই মামুষকে সভর্ক করিয়া দেয় ভবে পুথিবীর অনেক তঃখকেই স্থাপর আকারে পরিণত হইতে হইত।

যাহাকে হারাইয়াছি, যাহাকে হারাইয়া পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যা সান হইয়া গিয়াছে, বাহা প্রমোদ হর্ব, বিবাদে শান্তি, চিয়ায় বৃদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ—দর্শন আলোক, প্রবণে সঙ্গীত. নিঃশ্ব সে বায়ু, স্পার্শ কগৎ, নিজায় মানস নয়নে হবি ভাহাই প্রভাক্ষ করা যায়, আর জাগিয়া বিদ্যা চক্ উন্মীলন করিয়া, কয়নায় নহে বায়েব চক্তেও যদি ভাহাই দৃষ্টিগোচর হয়, তঃহাতে হদয় উৎফুল হইয়৷ উঠে সন্দেহ নাই এবং মায়্বরের ভাষায় ভাহার রূপ দেওয়াও কখনও সছবপর নহে, কিছ এবছিধ ঘটনাকে কোনও মতেই স্বাভাবিক বলা চলিবে না। হেয়চক্র কর্ত্বক উপেন্দিভা সোপানোপরি নিজিতা মুনালিনী স্বপ্ন দেখিতেছে—সমর বিজ্ঞী বীর হেমচক্র। স্ব্রো পশ্চাতে কড হয়ী স্ব্রা পদাতিঃ

মুণা দিনীকে পদদলিত করিয়া ঘাইতেছে, মুণা দিনী বলিতেছে— অনেক হন্ত্রণা পাইয়াছি দাসীকে আর ত্যাগ করিও না; হেমচন্দ্রও ঘেন বলিতেছে আর কথনও তোমায় ত্যাগ করিব না। জাগিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়াও মুণালিনী তাহাই দেখিতেছে, হেমচন্দ্র বলিতেছে আর একবার কমা কর, আর কথনও তোমায় ত্যাগ করিব না! ম মুংবর জগতে কি এত স্থপ আছে? জানিনা, থাকিলে পৃথিবীও স্থপে পরিণত হইত।

ব্যৱস্থিত প্ৰচান সমাজে প্ৰচলিত অবংগতিক ক্ৰিয়াৰ আস্থাবান ছিলেন বলিয়া মনে হয়।(১) তাঁহার মতে দে সকল ক্রিয়া কলাপও বর্তমনে বিজ্ঞান-সভাতার স্থায় সুন্ধ অমুসন্ধানের উপর নির্ভর করে। দক্ষিণ চক্ষু কিংমা বাম চক্ষু স্পন্দিত হইয়া যদি মঙ্গলামঙ্গলের সূচনা করে, ভবে ভাগতে বিশ্বিত হইবার কি কারণ আছে। বিজ্ঞানের অনেক গোড়ার প্রশ্নেরই উত্তর মাহুষ জানেনা, হর্ত বা জানিবেও না: কিছু যে নিৰ্দিষ্ট পথে প্ৰকৃতি আপন রথ পরিচালনা করে মাফুদ আপন বৃদ্ধিবভার তাহা জানিয়া নেয় এবং সে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হটয়া প্রকৃতিদত্ত সাম্প্রীর সাহায়েই আপন হুথের সংসার স্থাপন করে। অনেক প্রাচীন বিধি যাহাদিগকে আমরা वर्त्तमान इठार चारनारक कूमरकात विनएड निविधाहि, ভালার ভিতৰ যে প্রকৃতির সভা নিছিত নাই এংহ ভাষাও যে ভ্যোদর্শনের ফল নছে, ভাষা মনে করার यत्थष्ठ ८ इकु नाहे। विकार अपने हे हाहे वत्मन ; त्रमनी एक সন্নাদীর মূথে তিনি এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন-"ভোমরা লৌহের ভারে পৃথিবী-ময় লিপি চানাইভে পার, আমরা কি নদটী চালাইতে পারি না ? তোমা-দের একটা শ্রম আছে, ভোষরা মনে কর যে, <sup>(</sup>বাহা

<sup>(</sup>১) "মন্ত্ৰপজ্জিতে বভিষ্য বুধ বি শ্ব আহা ছিল বলিয়া মনে হয়" বভিষ্তাবনী হারাৰ বজ্জিত পুং ১৮৬

हरताष्ट्र श जात्न छाहाह मछा, याहा हरत्र जात्ना छाहाह पमछा, छाहा महराख्यात्न पछोछ, छाहा पमाथा। वखाड छाहा नहा। क्यान पन छात्न किहू छूपि जान, किहू पाय जात्न, किहू पाय जात्न, किहू प्राचित्र, किहू पाय जात्न, किहू पाय जात्न, किहू रहेर विल्ड शांद्र ना त्य, पाय मिन जान, प्राव तकह स्वामात खात्नत पछितिक किहूहे जात्न ना। किहू हरद्व स्वामात खात्नत पछितिक किहूहे जात्न ना। किहू हरद्व स्वामात खात्नत पछितिक किहूहे जात्न ना। किहू हरद्व स्वामात खात्नत पछित किहू हर्व प्राच ना। किहू हरद्व स्वामात खात्न, किहू प्राच पछित का ना स्वामात खात्न का स्वामात खात्न का स्वामात खात्न हरता छाहा छानि एक मिन पाद स्वामात का तकह तकह छहे अकी विष्या जानि यद ता शांवत स्वामात का तकह तकह छहे अकी विष्या जानि यद ता शांवत स्वामात स्वामात का तकह तकह कि स्वामात स्वामात

দৈববল এবং নানা প্রকার তাত্ত্বিক অষ্ট্রানে এদেশে রোগ আরোগ্য করার প্রথা বর্ত্তমান সময়ও প্রাচীন ব্যমাজে প্রচলিত আছে, নব্য সমাজ যে সকল প্রথাকে ক্ষাংকার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, বহিষ্দ্রজ্প ভারতে বিখাস করিছেন। রজনীতে শচীক্ষের নিতান্ত ছেল্চিকিংস্য বায়ুরোগ আরোগ্য প্রসাজ্বে সন্মাসীঠাকুর কলিতেছেন—"আমি ডাজারী শাল্তের কিছুই জানিনা। জাজারদিগের ঘারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কিনা তাহা বিশেষ বলিতে পারিনা; কিছু ডাজারেরা ক্ষান্ত এসকল রোগের প্রতিকার করিয়াছে আমি এমন ক্ষান্ত এসকল রোগের প্রতিকার করিয়াছে আমি এমন

চক্রশেধরেও রামান্দ স্থামা প্রাথত ঔষধে হতচেতন ক্রৈক্লিনী চেতনা ক্ষিরিয়া পাইতেছে,—"ঔষধ জার কিছুই নহে কমগুলুস্থিত জল মাত্র" ক্লিন্ত এ ঔষধ প্রয়োগের স্ক্লের অধিকার নাই—ইহার জন্ম বিশ্লেষক্রপে আত্ম-ভূদ্ধি প্রয়োজন। চক্রশেধর "সহজে জিড়েক্সিন, ক্ষুম্পিণা-সাদি পারীরিক স্থৃতি সকল জ্ঞাণেক্ষা তিনি জ্ঞান্ধি ক্লীভূত করিয়াছিলেন। ক্লিন্ত এক্ষণে তাহার উপরে ক্রেরি জ্বন্দন ত্রত জ্যাচরণ করিয়া জাসিয়াছিলেন। মনকে কয়দিন হইতে ঈশবের ধাানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। পরমার্থিক চিস্তা ভিন্ন অন্ত কোন চিস্তা মনে স্থান পার নাই"। বৃদ্ধিমচন্দ্র বলেন—ইহা কি "যোগবল না সাইকিক ফোরস্ ?"

আনন্দমঠে বাহার প্রভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াও
ক্রীবানন্দ পুনর্বার ক্রীবন লাভ করিলেন ভাহাও কি
যোগরল ? বঙ্কিমচক্র এই যোগবলে বিশেষ স্বাস্থাবান
ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। তিনি এ প্রসংক আয়ও
একটু অভিলোকিকভার স্বাত্তার লইয়াছেন—"শান্তি
বলিল, ভোমারই ক্রম, এই মহাস্থাকে প্রণাম কর।—
তথন উভয়ে দেয়িল কেহ কোথাও নাই কাহাকে প্রণাম
করিবে ?"

মনে হর বহুমচক্র নিজে ফলিত জ্যেতিষশাজেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন (৩) এবং হস্তরেখা প্রভৃতি দর্শনে যে মাছ্যের ভবিষ্যৎ নিরূপণ করা যায়. তাহা রিখাস করিতেন। ইহাও তিনি ভ্রোদর্শনের ফল বলিয়া স্থীকার করেন। হস্তরেখা মাছ্যের ভাগ্য নির্দ্ধিষ্ট করে না, কিন্তু হস্তরেখা দ্র্দ্ধনে ভাগ্য নিরূপণ করা মায় ইহাই তিনি বলিতে চাহেন। প্রকৃতিও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অহসরণ করিয়া চলে; বিশেষ পর্যাবেক্ষণে সেচলার নিয়ম বা সক্ষেত্তী আবিষ্কৃত হইলেই মাছ্য তাহা দ্বারা নিজ অভীপ্ত বা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লয়। রজনীতে তিনি ইহাই বলিতেছেন—

"আমরাত তথাস্থদদান জন্ম এ সকল করিয়া থাকি।

ক্রিয়াছি বিলাতী পতিতের মধ্যে অনেকে ব্রেন,
লোকের মাঞ্লার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা
বলা থায়। মদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা য়ায়, তুবে
হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেননা বলা ঘাইবে । ইহা
মানি য়ে হাতের বেখা দেখিয়া কেই এ পর্যায় টিক বলিতে
পারে নাই কারণ এই হাইতে পারে মে, ইহার প্রক্তর
স্কেত জ্ঞাপি পাওয়া যায় নাই, কিও ক্রেমে ক্রেরে
হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত স্কেত পারেমা যাইজে
পারে।" রাজসিংহে দ্রিয়া ক্যোতিষীকে ম্বারুত্র

<sup>(</sup>২) আমার কথা প্রেব ইইরামান বিভিন্নবার্ রনিরা উট্টলেন বে ক্রিট্রি টিক ঐ স্ফুট্র অন্তের, ঐ স্ফুট্র ক্রের বিগ্রীত কল ক্রিবার আপন্নার তিনি সকলকে মজের প্রস্তোপ নিশ্লাইডের না—ক্রিটি-চরণ গল—বিভ্নচল—প্রথাণ তাল ১৩০৭

<sup>(</sup>৩) জ্যোড়িলাল্লেণ্ড ৰজিমবাবুর বিলেব্ আছা ছিল। স্বরং ক্রেট্র করিলা জ্যোতিব কিছু কিছু লিখিলাছিলেন—বৃদ্ধি জাবনী খুঃ ও বারাৰ রক্ষিত।

হাত দেখিতে এবং অদৃষ্ট গণনা করিতে বলিভেছে। "জ্যোতিষী বলিল শাপনি কোন রাজপুত্রীকে বিঘাই कक्रन।" মবারক বলিল "তাহা হইলে कि इहैरव ?" জ্যোতিষী উত্তর করিল, তালা চইলে খব পদবৃদ্ধি চটবে।" (রাজসিংহ) বলা বাছলা মবারক শাহজাদী (क्षवजिन्नादक विवाह करतन अवः चर्छनाठक अमृहेरक যে ভাবেই গঠন কঞ্ক না তিনি যে হই হাজারী মনসবলার হইয়াছিলেন সে কথা সতা। শীতারামে জয়ন্ত্রী সমভিব্যাহারে স্ত্রী বিরূপাতীরে হন্তীওয়ায় গলাধর ন্তামীকে আপন হন্ত পরীক্ষা করিতে বলিভেছেন,— "গলাধর স্বামী শ্রীকে বাহিরে আনিয়া তাহার বাম হত্তের রেখা সকল নিরীক্ষণ করিলেন। থডি পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল সকল নিরূপণ কবিলেন। পরে জন্মকুগুলী অন্ধিত করিয়া গুহান্থিত তালপত্ৰ লিখিত প্ৰাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া দাদশ ভাগে গ্রহগণের ষধাবধা সমাবেশ করিলেন..."ইত্যাদি।

( দীতারাম )

ব্দিমচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক উপস্থাসেই জ্যোতি-র্গণনার উল্লেখ আছে: বলা নিষ্প্রয়োজন সর্ব্বত্রই ভবিষ্যাদগণনা সাক্ষ্যা লাভ করিয়াছে; ইহাতে মনে হয় বৃদ্ধিষ্ঠ বিশেষরূপেই ইহাতে আন্থাবান ছিলেন। मुगानिनीटक माधवाठाया मगेथ बास्रभूके ट्रमहत्वदक व्यापन नहे भिज्यां हा उद्यादित क्या भूगनभानरम्य विकास অন্ত্রধারণ করিতে উৎসাহিত করিতেছেন এবং বলিতেছেন "ক্ষমাস প্রায় আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি ;— গণিয়া দেখিলাম ঘৰন সাম্ৰাজী ধৰংস বৰুৱাজা হইতে वात्रक इटेटर ।" (मुनानिनी) धर्माधिकाद्यत्र विचान-ঘাতকতার বর্ণভিয়ার কর্ত্তক নব্দীপ অধিকৃত হইলে হেমচক্র মাধবাচার্টোর উপলেশে দক্তিণে সমূত্রতীরে এক-হিন্দ্রাজ্য সংস্থাপন করেম। তথন মাধবাচার্ঘ্য বলিতেছেন —"ख्यां जियं गर्भना मिथा। इंडेवीय नाइ: अव**अ** नक्ष **इरे**रव, छत्व आमात्र अक स्वव इरेश शाकिःव । श्रृंक ঘৰন জন্ন করার প্রত্যাশা করিনা ছিলাম, কিছ গৌড়

রাজ্য ত প্রকৃত পূর্ব্ব নহে কামরূপই পূর্ব্ব—বোধ হাঁ
তথায়ই আমাদের আশা ফলবতী হইবে।"—(মৃণালিনী)
ত্বেশিনন্দিনীতে অভিরামন্বামী গড়মান্দারণ হর্বের্গ্র
অধিপতি বীরেক্স সিংহকে মোগল-পাঠান মুদ্ধে মোগল
পক্ষ অবশ্বন শ্রেম্বর্জর বলিয়া পরামর্শ দিডেছেন।
তিনি বলিতেছেন—"ক্ষেকদিন পর্যন্ত জ্যোভিষী গণনার্ম
নিম্কু আছি...দেবিলাম যে মোগল সেনাপতি হইতে
তিলোভ্রমার মহৎ অমঙ্গল—মোগলের বিপক্ষ হইরের্গ্র
তৎকর্ত্তক তিলোভ্রমার অমঙ্গল সম্ভবে। ন্থপক্ষ হইরের্গ্র
সম্ভাবনা নাই, এজ্যুই আমি ভোমাকে মোগল পর্যন্তি
প্রবৃত্তি লওয়াইতে ছিলাম।" (ত্র্গেশনন্দিনী) বীরেক্স
সিংহ মুদ্ধে মোগলপক্ষ অবল্বন করেন সভা; কিছ
বিধিলিপি কিংবা গণনা বার্থ হইবার নহে। গড়ক
মান্দারণের মুদ্ধেও মোগল সেনাপতি নামে পাঠান
সৈনিক্ষ সর্ব্বপ্রথম গুপ্তস্থানে তিলোভ্রমার সন্ধান পায়।

যুগলাস্থ্যীয়ে হ্রিগায়ীর বিবাহোপলকো আনন্দ্রামী ধনন্দাস নামা শ্রেষ্টাকে যে পত্র প্রেরণ করিতেখেন ভাহার প্রভিনিপি এইরপ "ক্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ তাহা কর্ত্তব্য নতে। হিরশ্মী তুলা দোণার পুতলীকে কথন চির বৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা বাইতে পারে না। ভারার विवाह इटेल छग्नानक विश्वन, जाहान हिन्न देवसंबा ঘটিবে গণনা খারা জানিয়াছি-তবে পঞ্চ বৎসর পর্যান্ত পরস্পারে যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে তবে এই গ্রহ इहेट गाहोट निकृषि इहेट পाরে ভারার বিধান আমি করিতে পারি।"—( যুগলাস্থীয় ) উক্ত ব্যবস্থি পঞ্চ বংশর অতীতে গ্রহ বৈগুণা হইতে নিছতি শীভ ক্রিয়া দুপতি হ'বে বাদ ক্রিয়াছিলেন—ইহাই বৃদ্ধির্ **চट्यत উপসংহার। চক্রশেধরে মুক্কালে এবং বুরপরি** क्रमी दिनम दिनेशा बीकिटर छोडा बानिरार । मिक भीतकानिय हळारमध्यारक छाकिया नीठीन, "हळारमध्या ভবিষ্যুৎ গণিয়া দেখিলেন এবং রাজকর্মচারীকে বণিলেন,--चार्निम नवाबदेक वनिर्दिन, चाबि गर्निरेड मात्रिनीय नाः अक्न कथा अन्यात्र चित्र रुप ना । वित्यव त्याा छित्य আমি অপারদর্শী। রাজপুরুষ বলিলেন, অথবা রাজার

অপ্রিয় সংবাদ বুদ্ধিমান লোক প্রকাশ করে না।"
বাস্তবিক পক্ষে ইহাই সত্য। দলনীর ভীষণ শোচনীয়
পরিণামের কথা চন্দ্রশেশর রাজসমীপে ব্যক্ত করা
যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই; কারণ তিনি জানিতেন
বিধিলিশি কিংবা গণণা অভ্যান্ত। কলিকান্তার পথে
ফঠর পরিত্যক্ত দলনী নবাবের নিকট গমনের অভিলাষ
প্রকাশ করিলে চন্দ্রশেশর বলিতেছেন, "তুমি নবাবের
নিকট যাইবার বাসনা পরিত্যাপ কর—অমণল ঘটিৰে।"
পরে বলিতেছেন, "তোমার কপালে মুদ্ধের দর্শন নাই।"
মহম্মদ তকী মুর্শিনাবাদে দলনীকে বিষপানে হত্যা
করে।

রাজসিংহে নির্মাল জ্যোতিষীকে চঞ্চলকুমারীর অদৃষ্ট এবং কবে বিবাহ হইবে, ভাহাই জিজ্ঞাদা করিতেছে. -- "জ্যোতিষী আবার লিখিল, পরে খড়ি পাতিতে नातिन, नश्चमाद्रनी प्रतिन-यनि नमानता श्रवितेशिकत মহিণী আসিয়া কথনও তোমার স্থীর পরিচর্য্যা করে তবে বিবাহ হইবে. নহিলে হইবে না।" (রাজসিংহ) য়াজসিংহ বর্ত্তক ওঃক্ষজেবের দহনারস্তের পর উদীপুরী কর্ত্তক চঞ্চলের পরিচর্য্যার কথা বলার বিশেষ আবশ্রকতা नाहे। जीजादारम "औ প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী হইবে" এই দৈবজ্ঞা প্রণনার উপর আন্ধা স্থাপন করিয়াই সীতারামের পিতা শ্রীকে পরিত্যাগ করেন, কেননা ব্রেমচন্দ্র বলিতে-ছেন, "পাধারণত: স্ত্রী ভাতির পতিই প্রিয়, কিন্ধ যে পতি জ্ঞীর অপ্রিয় হয় সেধানে এই ফল পতির প্রতি না ঘটিয়া অফ্ত প্রিয়ঙ্গনের প্রতি ঘটিবে।" ( সীতারাম ) পরিণামে শ্রীষে পরোক্ষভাবে "প্রিম" গ্রানামের হত্যার কারণ হইয়াছিল, তাহা ৰাজ্যচন্দ্র দেখাইয়াছেন: দৈরজ্ঞ গণনাকে সভাের অভিপ্রেড।

বিষমচন্দ্র যে নিজে জ্যোতির শাস্ত্রে অভিক্র ছিলেন তাহা পূর্বের বলিয়।ছি, বর্ত্তমানে ভাহার বিছু পরিচয় দিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

্হতীওয়ার গদাধর স্বামী জীর মুখপানে নিরীক্ষণ

করিয়া ভাহার রাশি নক্ষত্র (কর্কট, পুষা) বলিয়া দিভেচেন। এ প্রসাক্ষ বাছিমচক্র পাদটিকার কোঞ্জি প্রদীণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিভেছেন:—

> "পরকণক শরীরো দেবনম্র প্রকাঞ্চো। ভবতি বিপুলবক্ষাঃ কর্কটো যক্স রাশিঃ॥

স্থামী আরও বলিতেছেন—"তোমার লগ্নে সক্ষেত্র পূর্ণচন্দ্র ও সপ্তমে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র তিনটী শুশুগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন? তুমি যে রাজমহিষী— "জায়াছে চ শুভত্তরে প্রণয়িত্রী রাজী ভবেৎ ভূপতে:। তারপর আরও বলিতেছেন,—"এই সপ্তমন্থ বৃংশতি নীচন্দ্র এবং শুভগ্রহত্তর পাপগ্রহের ক্লেত্রে (মকরে) পাপদৃষ্ট হইয়াছেন। তোমার আদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।" এই সকল উজি যে জ্যোতিষশান্তের অভিজ্ঞতার ফল তাহা বলা বোধ হন্ধ নিপ্রয়োজন।

বিবাহের পর দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া দেখিল যে

শী প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী হইবে; সীভারাম শ্রীর নিকট তাহারই
কারণ বিশ্লেষিত করিতেছেন, "তোমার কোষ্টিতে বলবান্
চন্দ্র, স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির
বিংশাংশগত হইয়াছিল" বৃদ্ধিমচন্দ্র তাঁহার এ উজির
প্রমাণ স্বরূপ জাত্রাভ্যন হইতে শ্লোক উদ্ভূত
করিতেছেন।

"চন্দ্রগারে যাগ্রিভাবে কুম্বস্থ মেজাবৃত্তিজ্ঞ সিল্লে প্রবীণা রাদ্রা পড়া: সদ্ওণা ভার্গবস্থ সাধ্যা মলক্ষ প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী—"

ৰ্শ্বিষ্ট ক্ষা কৰিয়া বিজ্ঞান, দৰ্শন, আসন দেওয়াই তাঁহাৰ ধৰ্মত জ সমস্তকে আগ্ৰয় কৰিয়াই বৃদ্ধিচন্তের অতুল প্রতিভা প্রকটিত ও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাংলার, তিব শাস্তে অভিজ্ঞ ছিলেন বালানীর শুভ পুণ্য দিনে বৃদ্ধিচন্তের জন্ম। জাতীয়তার নে তাহার বিছু পরিচ্য় প্রস্ক বন্দেমাতঃম—মন্ত্র ছান্ত্রে জন্মনীবীকে বালানী বিদ্ধান্ত্র ছান্ত্রে জন্মনিক্ত ভক্তি অর্থ্য নিবেদন ব্রিষ্ট্রিক ক্রিয়াধ্য হইতেছে।

医环点 法人的激励的

.....

কি একটা প্রব। গোষালদের বাড়ী উৎসব। গাঁরের জী-পুরুষ স্বাই আসিয়া জড় হয়। মেয়ের দল গালে হাত দিয়া গান ফ্রুফ করিয়া দেয়। রমলা আসিয়া সেখানে দাঁড়ায়।

द्यायान तिश्वी बटन, "वटना द्यो।" त्रमना वटन।

চোট্ট একটি ছেলে হামাগুড়ি দিয়া চলে। রমসাকে দেখিয়া শিশুস্বভ হাসি হাসে, হাত তু'ধানি আগাইয়া দেয়। রমসা হাত বাড়াইয়া কোলে লয়, আদর করে। আবার হাত ধরিয়া মাটিতে নামাইয়া বলে, "থিব, থিব, থির।" শিশু ধল্-ধল্ করিয়া হাসে। তারপর রমসা কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিঃখাস ফেলে।

ছেলের মা রমলার দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠে। তাড়াতাড়ি রমলার কোল হইতে ছেলেকে ছিনাইয়া লয়।

ছেলের মা অপরার নিকট ফিস্ ফিস করিয়া বলে, আঁট্কুড়ে মাগীর কি শোষাগ বাবা। পরের ছেলে পিলে দেখে যেন একেবারে জ্বনে পুড়ে মরে। এই জ্ঞান তামন বিরপ।"

রমলা ত্বণিত মস্তব্য কান পাতিয়া শুনে। ভারপর লক্ষায় ব্যথায় মেয়ের দল ছাড়িয়া বাহির হইয়া আলো।

বাড়ী আসিরা বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়ে; আর ভাবে, সে ভগবানের নিকট এমন কি অপরাধ করিরছে, যাহার অস্ত অপরের নিকট ভাহাকে অপমানিত হইতে হয় ? জ্ঞানে ভ সে কোন অপরাধ করে নাই 4 কেন ভাহার উপর বিধাভার এই নিষ্ঠুব পরিহাস!

সন্ধা হয়। অদ্রে কোণাও শঝ কাঁনি বাজিয়া উঠে। একবার চোণ মেনিয়া রমনা বাহিরের দিকে চায়, আবার চোণ বুজিয়া বিছানায় মরার মত পঞ্জিয়া থাকে। রাত্রি হয়। স্থা অফিস হইতে আসে, কিছুক্ষণ বিছানার উপরে বসিয়া থাকে; তারপর ভাকে, "কি গো, কিছু থেতে টেতে দেবে নাকি" ? রমসা **উবং** লক্ষিত হইয়া বিছানা হ**ই**তে উঠে।

স্থামাধ্য কলিকাভায় কোনও একটা সদাসড়ি অফিসে
চাকরী করে। ডেইলি প্যাসেঞ্জার সে; কেরাণীসিরি
করিয়া একরকম দিন চালায়। ভোর ৮টার সময়
বাড়ী হইতে যায়, আর অফিস করিয়া আনে রাজি
১টায়। বাড়ী আসিয়া পরিশ্রমের লাম্ব হয়। তথু
প্রাণ্থোলা একটু অনাবিল হাসি, তথু মনোমুগ্ধকর ছুইটি
স্ফচারু চক্ত্র চাহনি, তথু একটু আবেগ-কম্পিত প্রাগায়
চুছনের রেশ জীবনে বিচিত্র হ্থ—মাদকতা স্থাই করে।

ছুটির দিনে আহার করির। স্থা বিছানায় গড়াগড়ি দেয়। আর রমদা আব্দ দিয়া মাধার চুলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া স্বরস্থরি লাগায়। স্থার চক্তটি যথন মুমালনে বুজিয়া আনে—তথন রমলা কম্বণবনি সংযোগে পিঠে একটু মৃত্ করাধাত করিয়া দোহাগ—উজ্লিত করে বলে, "এগো মুম্লে নাকি ?

মুধা অন্ধৃনিজিত স্বব্যায় সাড়া দেয়," হ'।"
"কেবল ঘুম, একটু কথাই বলো না; না হয় একট।
গল্লই কলো"।
মুধা স্বায় কিছুই বলে না। তাহার নাকের নিংশাল

সংখ্যে ৰহিতে থাকে।

রমলা দীর্ঘ নিংখাল ফেলে। নিজন বিরল বাধাকে বিছানায় ভইষা জানালার বাহিরে ভাকাইয়া ভাবে। ভগবান ভাহার জন্মই ওধু নির্জনতা ক্ষট্ট করিয়াছেন। মানের পর কত বাল, বছরের পর কত বছর চলিয়া গিয়াছে, ভাহাতে কাহারও কিছুই আলে বার মাই, কাহারও কোন ক্ষতিযুদ্ধি হর নাই। কিছু জীবনের পথে বিগত এট বংসর বেন ভাহার বুকে একটা ক্ষিত্ পাবাণের মন্ত দাগ কাটিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এই ছয়টা বংসর যেন ভাহার কাছে একটা বিপুল রহজ্ঞের শাদি ও অস্তঃ।

ভাবিতে ভাবিতে রমলার চোথের কোণে জল আসিয়া পড়ে। নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্ম আপনা আপনিই বলিয়া উঠে, "কেন আমার মত কি কেহ নাই এ জগতে?—আছে চের লোক আছে।"

বাতাদে অদ্রের ঝাউগাছটা সন্সন্ করিয়া উঠে।

দিনের পর দিন চলিয়া বায়। রমলার কত কি
মনে হয়, জাগিয়া থাকিবার আকাজকা লইয়া কত বিনিদ্র
য়শ্বনী স্থাবেশে কাটাইয়া দিয়াছে, চাঁদের অমান
ক্যোৎনার যথন সমস্ত জগৎ শুল্র রছতের মত হাসিয়া
উঠিয়াছে, যথন আকাশের সহস্র সহস্র তারকা মেঘমৃক্ষ্ণ নীল আকাশের তলে জলিয়া উঠিয়াছে তথন
তাহারা ছইটি প্রাণী হাত ধরাধরি করিয়া বিরাট আকাশের
তলে নামিয়া আসিয়াছে। সেই স্বলর জীবনের সরল
রেখা বেন একেবারে জটিল হইয়া গিয়ছে। সেই দিনকার
সেই আনক্ষ-সমৃত্র আর উবেল হইয়া উঠেনা। অনন্ত
সমৃত্র বেন বিশুক্ব সাহারায় পরিণত হইয়াছে।

जातक कुर्कावनारे तमना छात्व, किन्त कुन भावना।

কথা অফিস হইতে আসিলে রমলা জ্তা মোজ। হাজাইয়া লয়, গায়ের জামাটা খুলিতে অর্দ্ধেক সাহায্য করে; আলনার রাখিয়া দেয়। কিন্ত তাহার সেবার বিনিশয়ে সুধার মুখে আর হাসি ফুটিতে চায়না। এশনি ক্রিলাই দিন চলে।

পাড়ার খোষাল গিন্ধী রমলার কাছে আসিন্ধা গর্ম কারে<sup>1</sup>় তাহাকে সামনে টানিয়া আদর করে, সাধার চুল বাঁধিয়া দেয়, কপালে সিঁছরের টিপ পরাইয়া বলে; "জোমাটে বেশ ফানিয়েছে বে<sup>1</sup>়া"

তারপর। বোষাল লিট্রী ছংখ প্রকাশ করিয়া বলে, "ওনছ বৌ, ঐ' পাজার বিদ্দীর। ছেলেটি যেন একেবারে কার্তিক, একেই বলে বৌ গোষরে পদ্মস্য ।'

- त्रमना मृदत्रत्र मिटक छाहिया साटक ।

শোধাল গালী বলিয়া বার, কোণাখার কোন সাধু কোন কবিল কাহাকে কর্মা মাছলী নির্মাহন্য কাহার ভূতের দৃষ্টি সারাইয়া দিয়াছিল, কোন বন্ধার কয়টি সস্তান হইয়াছিল।

তারপর আবার বলে, "আচ্ছা বৌ, একবার জগা সাধুর কাছ খেকে এলে হয় না,—বদি একটা মাত্লী দেয় তবে হয়ত"—

উংসাহে রমশার চকু ছটি একটু উজ্জ্বস হইয়াউঠে, জাকুস সমূজে যেন কুল পায়।

"চল বৌ, ওর কাছ থেকে নাহয় একবার আসা যাক"।

রমলা কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলে, "চলুন"।

ঘোষাল গিন্ধীর চেটায় রমলার বাম হাতে মাছুলীর স্থান হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। দেখিতে দেখিতে বাম হাতের কমুইটি অসংখ্য মাছুলীতে ভরিয়া গেল, জায়গার সমুলন হইল না, গলাম্বও কয়েকটা মাছুলী উঠিল।

বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। অবশেষে কি জানি কোন্ এক দৈবদন্ত মাছলের বৈত্যুতিক সংস্পর্শের মলার রমণীয় দেহ মাছজের নবভাবে সঞ্জীবীত হইয়া উঠিল। তাহার নারী-জীবনের আয়াস লক্ষ মাছজের বিকাশ-সম্ভাবনায় স্থার এক ঘেয়ে চলমান কেরাণী-জীবনের মধ্যেও একটা অনাবিল আনন্দ ও উৎসাহের রেখাপাত করিল। এই আনন্দ ও উৎসাহের ভিতর দিয়া সংসারের নৃতন দিনগুলি কাটিয়া ধাইতে স্ক্রকরিয়াছে।

রমলা কল্পনায় নৃতন সংসার গড়িতে বসিয়াছে। ছোট একটি শিশু তুল্তুলে নরম দেহ লইয়া আলিমায় খেলিয়া বেড়াইবে, নিত্তক বাড়ীখানি হাসিয়া কাঁদিয়া মুখর করিয়া তুলিবে, আরও কতকি। শিশুর আবির্ভাবে যে অশান্তির কালো ছায়াটার তিরোভাব হইবে একখা ভাবিতেও রমলা কথঞিত আনন্দ পায়।

বোষাল গিন্নী আসিয়া বলে, "বেধ বৌ শকীকটার প্রতি একটু বন্ধ নিজ্ঞ, সাবধানে চলাফেরা করোণা— আরু ছামাস বুঝি বাকি" ?

রবলা যাথা নত করে।

क्षात कारक रवायांग तित्री वरम, "रमस्था मामा

ক্লামানের কিছ ভূলে থেয়ে। না, সন্দেশ ধাইয়ে দিতে হবে,—এখানকার ভোলা ময়রার সন্দেশ চলবে নাগো, সেই রুল্কাভার ভীমনাগের সন্দেশ।

ক্ষ্মা প্রাণ্ডরা তৃথি দইয়া হাসিয়া বলে, "আছে৷ গিনী ঠাক্কণ তার জন্মে কি, আশীর্কাদ করে৷ যাতে,"—

"কি নলো ৰাবা, জামরা কি জার জাণীর্কান করিনে।"
এই কথা বলিয়া রমলার মুখের দিকে একবার তাকায়,
তারপর রুলে, "বো'র যে ছেলে হবে"।

"দেখা বাবে গিন্নী ঠাক্কণ, কেমন সভ্যি কথা তোমার।"

গিন্নী ঠাক্কণ তাহার কথার সত্যতার প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দেয়। এমনি ভাবেই দিনগুলি আনন্দ ও আশক্কার ভিতর দিয়া চলিয়াছে।

কিছুদিন পর! ছোট্ট একটি শিশু রমলার কোল জুড়িয়া ৰদিল। মায়ের বুক আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু ভুদ্ধ হয়, তাদের অদ্টে এমন ছেলে,—না ভগবান তক্ত নিছুর নন, কালালের ধন হাতের সুড়িটিকে তিনি ছিনাইয়া লইবেন না।

মা ছেলের মূথে শত শত চুখন করে। সে মূথের দিক্তে তাকাইয়া নিজেকে গৌরবাদিত অহভব করে।

ছেলে ইাটু দিয়া গড়াইয়া হাঁটে, ফিক্ করিয়।
হাসে, আছে। করিয়া কাঁদে; ধ্লাবালি নাহাই পায়
সবই মুধে পুরিয়া দেয়। আর রমলা আসিয়া বাজের
মত ছোঁ মারিয়া ছেলেকে কোলে লইয়া বুকের ছুণটা
মুথে পুরিয়া দেয়। খোকা টো—টো করিয়া ছুণ
খায়; বজোপ্পিত ছাঁত দিয়া কট্ করিয়া কামড় দেয়।
মা বলে, "উ:"। পরে স্থার কাছে আগাইয়া
বলে, "থোকার আগায় আরু পার্ছিনে, ছুটা কট্
ক'রে কামড়ে দেয়,—বড্ড লাগে, শীগণীরই ওর মুধে

হুধা রমলার গালে চিম্টি কাটিয়া দেয়, হাসিয়া
বলে, "কেন, ওইটুকু কট আর সভ কর্তে পারো
না? ছেলের মাত হয়েছ; একটু কট না কর্লে
চল্বে কেন ?"

রমলা হালরভরা তৃথি লইরা মুখটা একটু গঞ্জীর করিয়া বলে, "যাও! তোমার ওলব আমার ভাল লাগেনা। তুমি কি আর ছেলের বাপ নও, তুমিই বা এমন কি কট্ট করেছ বা করছ ?"

"কি গো, রাণীর আবার রাগ হ'লো নাকি ?" "বাৰ, অমন রাণী রাণী করোনা, ভারি ড।"

হৃধা প্রসন্ধটা বদলাইয়া খোকার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে; ভারণর বলে, "খোকার চেহারাটি ঠিক রাজপুত্রের মত, নাগো?"

"তুমি অমন কথা বলোনা,—থোকার অমদল হ'বে।"
স্থা অফিস হইতে ফিরিয়া আসে, আদর করিয়া
ক্লেকে কোলে লয়। ছেলে পিতার কোলে বসিয়া
ধল্ থল্ করিয়া হাসে।

রমলা আসিয়া বলে, "হুটর চোধে বেন ছুম নেই।
যাও, ওকে ফেলে রাথো; থাওয়া দাওয়া নেই রুমি 
অমনি আর বধন তখন কোলে করো না—ওকে;
কেমনতরো বদ্—অভ্যেদ হয়ে গেছে, মাটিতে আর ঝা
পড়েনা। বছর পেরিয়ে পেল, হাঁট্তেই শিখলো নাঃ
ওই বাড়ীর পুটির ছেলে কেমন জুলর হেঁটে বেড়ায়।
পুটির ছেলে আর ও-ত একদিনেই হয়েছে; কিছ
ও-ছেলে থেন ওকে চিপে মারতে পারে।"

স্থা খোকাকে কোলে লইয়া থাইতে বনে। রমলা ভাতের থালা আগাইয়া দেয়।

অনেক দিন পরের কথা। মা-ষ্টা যে কুপণ নয়,
একথার অপ্রমাণ বহিল না। তাহার অকুপণতায় আর
একটি মেরে ও তুইটি ছেলের আবিভাব হইয়াছে।
কালিয়া, হাসিয়া নাচিয়া ৰাজীখনে একরক্ষ মাধায়
করিয়া তোলে। নির্ক্তনতার রেখা কোধাও নাই,
ৰাজীখনির আনাচে কানাচে স্বীৰ্ভার ক্রা।

একটা লাউ গাছ রারাখনের চালটাকে অভাইর।
ধরিয়াছে। ইহার ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, করেজদিন পরেই হয়ত লাউ ধরিবে। কে বা কাছারা
ভাহার গোড়াটা কাটিয়া দের।

রমলা আসিরা খ্কীকে মার দের। খুকী কাঁদিয়া বলে, "আমি না,—আমি না না।" "বল ভবে কে করেছে ?"

"151 1"

রমলা লাঠি কইয়া পঁচার দিকে ছুটিয়া যায়; পঁচা দৌড়াইয়া প্রায়, আবুর বলে,—"আমি নাকি ? ছোল্দা কলেছে।"

খুকী কঁ: দিয়া কাদিয়া বলিতে থাকে, "সবই বুঝি আমার দোষ।"

ঘোষাল গিল্পী উঠানে পা ফেলিয়াই রমলাকে বলে, "ভোমার বজ্জ রাগ বৌ, অমন করে ছেলেপিলেকে মংশতে আছে ?"

খুকীর কাছে গিয়া বলে,—"আহা, পাঁচটা অস্কুল বেন বাছার গালে একেবারে বদে গেছে। অভটুকুন মেয়ে কি অক্সায়ই বা করেছে।"

রমণা বলে, "ওদের নিম্নে আর পেরে উঠছিনা গিন্তী ঠাক্কণ। ওই দেখুন না কত বড় লাউ গাছটা ছুই একটা লাউ হ'ত; তার দফা একেবারে নিকেব ক'রে দিয়েছে।"

"ওরা বে ছেলেমানুষ, অত কি আর বোঝে ?"

"বুঝিয়ে বল্লেও-ত ওন্বে না। ওই ডালিম গাছটার ফুলওলো সব ফেলে দিয়েছে কাল্কে;— অতবড় ধারি মেয়ে ওকি আর বোঝেন। ওসব ? বড় ধোকাকে নিয়ে কিন্তু এত হস্ত্রণায় পড়িনি সিমী ঠাকুক্ল।"

"তা হোক বউ, অভ মেরোনা ওদের।"

"নাং, আর পারিনে গিন্ধী ঠাক্রণ; থেতে, বস্তে উঠ্তে, চল্তে ওদের পিছনে মৃধ থিটিয়ে চল্তে হয়।—মরার ভগবান ওদের চোথেও দেখে না।"

"অমন কথা বলোনা বৌ। চোধ রাজিয়ে শাসন

কল্পনেই চলে।" এই কথা বলিতে বলিতে হিতাকাজ্জিণী বোষাল গিন্ধী বাড়ী হইতে চলিয়া ৰায়।

ক্ষধা রাত্রে বিছানায় শুইয়া রমলাকে বলে,—
"এবার বৃঝি চাকরী যায় গো; আমাদের আনিদেদশ
জনের চাকরী গিরেছে।"

অমলা চক্ষু বিক্লারিত করিয়া বলে, "কেন ?—কোন দোষ টোষ বৃঝি করেছিল ?

"দোষের চাক্তী যাওয়া নয়গো এ, এ হচ্ছে সময়ের ফের। ব্যবসা–বাণিজ্য ত একেবারেই মন্দা, আবার তার উপর পথে ঘাটে হৈ হৈ, স্বদেশী স্বদেশী চীৎকার।"

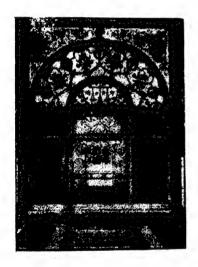
রমনা বলে, "তাই ত।"

হুধা আর কিছুই বলে না। তাহার কর্মকাস্ত নেহ অবসর হইয়া পড়ে। নিজ। আসিয়া মাতার মতন সর্ব লেহে শান্তির শীতল স্পর্শ বুলাইয়া দেয়।

রমলা চোধ বুজিয়া পড়িয়া থাকে। তুর্দিনের কত কথাই না তাহার মনে পড়ে। কি জানি কেমন করিয়াই বা তাহারের দিন চলিবে, যদি,—আবার মনটা বিদ্রোহে ভরপুর হইয়া উঠে। বুল্চক-দংশনের মত একটা ভীর জালা অন্তরে অমৃভূত হইতে থাকে। মনে হয়, দেবতার অভিশাপের মতন রাশিক্ত মাহুদি-শুলি ছিড়িয়া জানালা দিয়া গড়াইয়া স্পুলির অবিচ্ছির স্ব ছিড়িয়া কেলিতে য়য়; কিছু আঁতেকিয়া উঠে। মাতুলি ছিড়িয়া ফেলিয়া দিবার নিষেধ তাহার সমূধে জলস্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে এবং কি একটা অমলনের ভয়ে মাতুলি ইউতে হাতটা টানিয়া আনে।

রমলার চক্ষে ঘুম আসিতে চায় না। আশকা ও উবেগ লইয়া সারা রাত্রি চাহিয়া থাকে; কাণ পাতিয়া কি ভনে,—একটা দমকা বাতাস বহিয়া যায়। পূজার ছুটীর মাদ থানেক পূর্ব্বেই কে কোণায় যাবে এই
নিরে বন্ধুদের মধ্যে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেল। আমি যে
কোপায় যাব তথনও কিছুই ঠিক ছিল না। তবে বাল্যকাল
হ'তে ভ্রমণের নামে প্রাণ আমার নেচে উঠে। আর এত
বছ একটা ছুটী ব'দে কাটানও এক ছরহ ব্যাপার। বহু

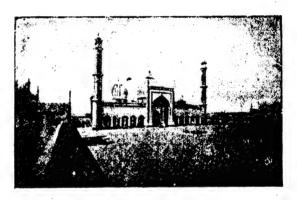
বের ক'রে থেতে আরেও কর্লাম। মাড্যারীরা পৌরাজের গদ্ধে ব্যতিবস্ত হ'য়ে অনবরত জানালা দিয়ে থুথু ফেল্তে লাগণো। মনে মনেও বোধ হয় আমার চৌদ্ধ পুরুষকে উদ্ধার কর্চিছল। ট্রেনের ভিতর জলবোগ করাও যেন মহাপাপ। আবার সম্মুগে চেয়ে দেখি এক চেকার বারু



विठात (वनी मिल्ली।

গবেষণার পর স্থির কর্লাম বে পশ্চিমের দিকেই যাব এবং প্রথমেই বৃন্দাবন। একজন সঙ্গী বৃন্দাবন হ'তে হাতরাদ এনে আমার জ্বন্ত অপেকা কর্কে এইরপে বন্দোবস্ত করে ২৮শে সেপ্টেম্বর তুকান মেলে রওনা হলাম।

গাড়ীতে বেশী ভীড় ছিল না। ছোট একটা কামরার আমরা পাঁচজন বাজী ছিলাম তিনজন বাজালী এবং ছইজন মাড়বারী। সবাই চুপ চাপ ব'লে ছিলাম। বাইরে ঝির ঝির ক'রে বুটি পড়ছিল। গাড়ী বর্জমান ছেড়ে যথন আসানসোলে এমে গাড়াল, তথন বেশ বাজি হ'বে পেছে। টিফিনকেরিরার থেকে কিছু খারার

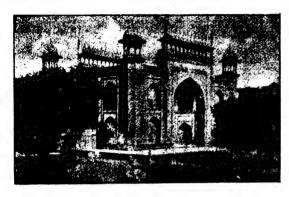


জুকানসজিদ্দিলী

লোলুপ দৃষ্টিতে থাবারের দিকে চেয়ে আছে। কি বিপদ!

এহেন দৃষ্টির মাঝে খাওয়া মোটেই সুবিধাজনক নয়।
পাশে মদ্যবয়য় একটা বাঙ্গানী ভদ্রলোক ছিলেন। জিজাসা
করে জান্গাম তিনি দিল্লী যাছেন। তার সঙ্গে এক
কথায় ছ কথায় বেশ গল্ল জমে উঠ্লো। তারপর
কলিকাতার রাজনীতি, সমাজনীতি ও অস্পৃত্যতা থেকে
আরম্ভ করে ছগ্রসমন্তায় এনে সমাধান হ'ল। ট্রেন কিল্ত
ছহু শব্দে চলে যাছিল। মনে হ'ল এ যেন চিরকাল
এমনি ভাবে চল্বে—এর যেন বিরাম নাই। কিল্ত
কিছুক্রণ পরেই গাড়ীধানা এনে ঘেখানে থামলো—
সেটা ধানবাদ ষ্টেশন। মাড়য়ারীবয় এথানে কোগাহল
কর্ত্তে কর্ত্তে নেমে গেল। আমিও ইপে ছেড়ে বাঁচগাম।
বিহানটো বিহিরে একেবারে সটান শুরে পড়লাম। পাশের

গাড়ী থেকে একদল ফিরিপির বিকট অট্টহাস্ত মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। মনে হ'ল তারা ত্বরা পানে উন্মন্ত। দার্জিলিং থেকে দিল্লী ভ্রমণে যাচ্ছে, তাই তাদের এত



তাজ তোরণ—আগ্রা।

আনন্দ— এত উল্লাস। আমাদের গাড়ীর ভদ্রনোকটীও ফিরিক্সি গুলোর ভবিষ্যৎ যে গাঢ় অন্ধকারময় এই নিয়ে গবেষণা কর্তে কর্তে বুমিয়ে পড়লেন। আমিও সবেমাত্র নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মর্ম হ'মেছি, হঠাৎ "গোন।" "গোমা" চিৎকারে তন্ত্রা ভেক্সে গেল। উঠে দেখি এক প্রোচ্ ভদ্রলোক একটী ঘটা হাতে ক'রে দরজার সাম্নে। "আরে মশাই! গোমার জল সোডাওয়াটারকেও হার

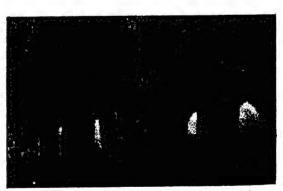
মানিমে দেয়। এ জল আমাকে নিতেই হবে।"
তারও গাড়ী থেকে নামা আর গাড়ী দিল ছেড়ে।
ভদ্রলোক তো হাঁপাতে হাঁপাতে এদে উঠ্লেন।
কিন্তু গাড়ীর ভিতর তথন হাসির রোল গড়ে
গেছে। তথন তিনি বুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ কর্তে লাগলেন যে গোমার জলে সতাই নাকি
ironএর ভাগ বেশী। বেচারার এ হেন অবস্থা
দেখে আমাদের ও তাকে সমর্থন করা ছাড়া
উপার ছিল না। কিন্তু বড়ই ছঃথের বিষয় যে
বছ চেষ্টা সত্যেও তিনি এই সোডাওয়াটার
ত্লা জল নিতে পার্লেন না। সতাই বেচারীর
জন্ত এখনও মাঝে মাঝে ছঃখ হয়

তারপর শোবার পালা। নীচের তিনথানা বেঞ্ট আমরা অধিকার ক'রে ছিলাম। তিনি নিরাশ ভাবে একবার আমানের দিকে চেয়ে সভয়ে বাঙ্কের পানে চাইলেন। কিন্তু এইরূপ সুল বপু নিয়ে ওপরে উঠ। ছঃদান্য মনে ক'রে, গাড়ীর মেজেতেই অগত্যা বিছানা কর্ত্তে লাগলেন। গাড়ী শুদ্ধ সকলের সমবেত দৃষ্টি তাঁকে অবন্

করিয়ে দিলে যে এটা আরও বিদদৃশ। তথন
তিনি নিরূপায় হ'য়ে অগতির গতি দেই বাছেই
কোন প্রকারে আশ্রম নিশেন। তারপর কথন
যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নাই। ফেরী
ওয়ালাদের অসন্তব চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল।
চেয়ে দেখি গাড়ীখানা খুব বড় একটা ছেঁশনে
দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জান্লাম
"এলাহাবাদ"। কত ষাত্রী নেমে গেল, কত এল
—তার ইয়ভা নাই। কত ছোট ছোট ছেঁশন
অবজ্ঞা ক'রে, বড় ছেঁশনগুলিতে দাঁড়িয়ে ট্রেন

যথন হাতরাশ এসে পৌঁছল—তথন বেলা দেড়টা। গাড়ী থেকে নামতেই সঙ্গীকে দেথে প্রাণ আনদেদ নেচে উঠলো। 'উদ্বেগ, হুর্ভাবনা, ভ্রমণজনক ক্লান্তি সব যেন দ্র হ'য়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমরা মধুরার ট্রেনে চেপে বস্লাম।
তার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা—তাই নানা প্রকারের
আলোচনাদি হ'তে লাগলো। উভয়েরই প্রাণ যে আনন্দে



দেওয়ানী খাদ দিল্লী।

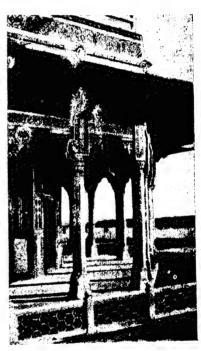
ভরপুর হ'রে উঠিছিল—তাতে বিলুমাত্রও সন্দেহ নাই।
মাঝে মাঝে আমার দৃষ্টি জানালার ভিতর দিরে বকুর বিভ্ত মাঠের ওপর গিরে পড়ছিল। ত্রী প্রুবে একর্মের কোমর বেঁধে কাল, ছ একটা ছরিগ ও মর্বের ইত্যুক্ত ভ্রনণ, কোথাও অমুর্বার ক্ষেত্র ধৃ ধু কছে— আবার কোণাও বা সবুজ বিত্তীর্ণ ক্ষেত্র। সঙ্গীটী আমার একরকম এ.দশ বাদী। তার এ দৃশু কেমন লেগছিল জানি না—আমি কিন্তু মুগ্ধ হ'মেছিলাম। সমুধে চেমে বেথি ট্রেণ্যানা একটা সেতুর ওপর। সঙ্গী বল্লা "যম্না নদী। ওপারে মথুরা দেখা যাছে।" বস্তায় তথন বমুনার জল তক্ল ছাপিয়ে উঠেছিল। পরিশ্রান্ত হুর্যাদেব পশ্চিম গগনে চলে পড়েছেন। তাঁর শেষ রক্তিমাভা থরশ্রোতা মম্নার জলের ওপর। যম্না যেন লাল হ'মে তাঁর সেই হারান বর্ষার জন্ত মাথা খুঁড়ে মরছিল। তাই বোধ হয় তায় এত আক্ষালন—এত উন্মন্তা। ওপারে অতীত গৌরব মহিমা-মণ্ডিত মথুরা নগরী যম্নার জলে দেন ভাস্মনে। ট্রেণ থেকেই দেখ্তে পেলাম—হিন্দ্র চির্আরাধ্য মথুরার বক্ষপরে একটা প্রকাণ্ড মস্জিদ।

সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্লাম হিন্দু বিদেবী ওরংজের ক্লক্ষের জন্মস্থান কংসকারাগারকে দলিত মণিত ক'রে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তারপর টেল এদে মথুরা ষ্টেশনে দাঁড়াল। আমরা ্রকথানা টাঙ্গ। ভাড়। ক'রে বুন্দাবন অভিমুথে রওনা গ্লাম। সহরের ভিতর দিয়েই যেতে হয়। সহরে চুক্তেই হাডিঞ্জগেট। আমাদের টাঙ্গা চলতে লাগলো। ছইধারে অপরিচ্ছন রাস্তা। লোক চলাচল খুবই বেশী। প্রতি মুহুর্তেই তাদের গাড়ী চাপা পড়ার সম্ভাবনা। মাহুষ, গরু, মহিষ সকলেই একসঙ্গে মাল টান্ছে। ছইধারে কুদ্র কুদ্র দোকানের সারি। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। থরে ঘরে বিজ্ঞলী বাতি জলে উঠলোঃ আমরা আর একটী বিশাল মস্ঞিদ অতিক্রম ক'রে, সহরের বাহিরে এসে পড়শাম। উন্মুক্ত মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তা। তার ছইধারে কুল্ল বনের মত ঝোপ। গ্রু মহিষাদি সন্ধার পরেও নির্ভয়ে সেধানে বিচরণ করে। তাদের গলার ঘণ্টা ঠুং ুং ক'রে বাজছিল। দলে দলে গোপিনীরা তথ্য সংগ্রহ দরে সহরের দিকে কলরব কর্তে কর্তে ফিরে বাচ্ছিল। ্দদিন শুক্ল পক্ষের দিতীয়া। কীণ চক্রালোকে টাঙ্গাধানি ধীরে ধীরে অগ্রসর ল'তে লাগণো। রাভ সাড়ে সাতটার সমর বুলাবনে দলীর দলে নৃসিংছ বাবুর বাড়ীতে পৌছ-

লাম: পরিশ্রমে শরীরটা বড়ই রুজি হ'য়েছিল। কিছুক্ষণ বিশানের পর স্থানাহার ক'রে একেবারে ঘূমিয়ে পড়িলাম।

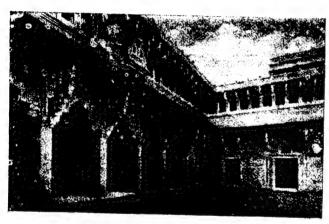
পরদিন প্রভাষে মন্ত্রের ডাকে ঘুন ভেক্ষে গেল। 
ভারপর প্রাভক্ত তাদি শেষ করে বেরিয়ে পড় নাম মন্দির 
দেখতে। শুন্লাম যে বৃদ্দাবনে পাঁচ হাজারের ওপরে মন্দির 
আছে। কাজেই সব ওলো দেশবার মত সময় ও সোভাগ্য 
আমার হয় নাই। ভবে মোগল সমাট উরংজ্বেব কর্তৃক 
বিধ্বস্ত গোবিন্দ জীউর মন্দিরের গান্তীশ্য, শাহজী ও



সামনবুক্জ।

শেঠজীর মন্দিরের ঐশ্বর্য এবং বিপুল্ভা গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনের মন্দিরের পবিত্রতা দেখে, সতাই মুগ্ধ হ'রেছিলাম। তারপর দেখলাম লক্ষীবাঈরের মন্দির। শক্ষীবাঈ প্রথম জীবনে বেখা ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিগ্রহের সেবা নৈপুণ্য এবং একনিষ্ঠ ভক্তি দেখে মনে হয় তিনি তার ক্কতকর্মের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তই করেছেন। এমন ক'রে যে মামুষ প্রস্তর মৃত্তিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে—তা আমার ধারণার অতীত ছিল। ঐ বিশ্লহেই তাঁর খান, বিগ্রহেই তাঁর জ্ঞান, এর সেবাই আজ

তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যা। এই মন্দিরটী আমার সব চেয়ে ভাল দেগেছিল। যাহোক প্রতি মন্দিরেই শিল্প-কারুকার্য্য এবং দেবার ব্যবস্থা চমৎকার। এখানকার পাণ্ডাদের পূর্ব্বে খুবই ছন্মি শোনা যেত কিন্তু আধুনিক সভ্যতার আবহা ওয়ায় তারাও যেন সভ্য হ'তে আরম্ভ ক'রেছে। তাই আজ্বকাল আর তাদের উৎপাত সেরকম নাই। তীর্থ হিসাবে কুদাবন অন্ত কোন তীর্থের চেয়ে হীন নয়। আমাদের প্রায় চারদিনই মন্দির দেখতে কেটে গেল। তারপর ঘাট ও বন দেখতে আরম্ভ কর্লাম। কেশী ঘাট, কালীয় দমনঘাট, নিগুবন ও নিকুঞ্জবন— আরপ্ত অনেক আছে। কিন্তু সবগুলির নাম মনে রাখা



জাহাজীর মহল

সম্ভবপর নয়। তবে স্থানগুলি থ্বই স্থলর এবং চমংকার। প্রাণে বেশ শাস্তি পাওয়া যায়।

তরা অক্টোবর ঠিক হ'লে বে আমরা বলদেউজীতে যাব। লোকে এখন ইহাকে দেউজী বলে। বুলাবন থেকে প্রায় চৌদ মাইল দ্বে অবস্থিত একটা জ্র্মতীর্থ। বাঙ্গালী যাজীরা সাধারণতঃ ওধানে যায় না। ৪ঠা অক্টোবর খ্ব ভোরে আমরা একখানা টাঙ্গায় ক'রে দেউজী অভিমুখে রওনা হলাম। দেউজীর মন্দির ভার আবার বেলা বারটার সময় বন্ধ হ'য়ে যায়। কাজেই টঙ্গালকের সঙ্গে কন্টাক্ত হ'ল যে আমাদের বারটার পুর্ব্বে পৌছে দিতে না পার্লে, সে ভাড়া পাবে না। সেও তার চুক্তি রক্ষার্থে প্রাপেণে চেষ্টা করতে লাগ্লো।

অশ্বটী কশাঘাতের পর কশাঘাতে তার প্রভুর অভিপ্রায় বৃশ্তে পেরেই বোধ হয় পূর্ণোগুমে ছুট্তে আরম্ভ করনে। তীর্থ থেকে বহু যাত্রী বোঝাই গাড়ী ফেরং আসছিল। চালকটী পর পর তাদের প্রত্যেককেই জ্বিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগলো সে নির্দিষ্ট সময়মত মন্দিরে প্রবেশ কর্ত্তে পার্দের কিনা ? কারও কাছে আশা, কেউ বা তাকে নিরাশ ক'রে পাশ কার্টিয়ে বিহাহবেগে ছুটে চলে গেল। কখনও বা ভয় উদ্বেগ ও নিরাশার বেচারীর ম্থানা শুকিয়ে এউটুকু হচ্ছিল—আবার কখনও আনন্দে আশায় উৎকৃল্ল হ'য়ে সে প্রাণপণে গাড়ী চালাচ্ছিল। উদ্বেগ যে আমাদেরও না হ'য়েছিল তা নয়।

আর চৌদ মাইণ রাস্তা এভাবে মতিক্রম করাও বড় বিরক্তিকর।
তবে মাঝে মাঝে অসংখ্য ময়ৢর, ছরিণ
ও উষ্ট্রবাহী গাড়ী দেখতে পেয়ে য়থেই
আনন্দও পাচিছলাম। নির্দিষ্ট সময়ের
পনর মিনিট পৃর্বেই আমরা দেখানে

চারিদিক হ'তে পাণ্ডারা তাদের
বিজ বড় থাতাপত্র নিয়ে রবাছতের
নত এদে হাজির হ'ল। কিয় আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দ পুক্ষ কারও নাম তাতে দেখা গেল না।

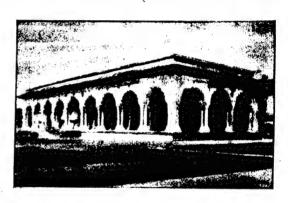
অবশেষে ছ আনা দিয়ে একজনকে ঠিক ক'রে তারই সহায়তায় ঠাকুরের পূজা ও ভোগ দেখে, বেলা দেড় টার সময় ব্রহ্মাণ্ড ঘাট দেখতে পেলাম। ইহা যমুনার একটা অতি প্রাচীন বড় ঘাট। এখানে ৪।৫টা মন্দির আছে। ছ একজন সাধু সন্ন্যাসীও এখানে বাস ক'রেন। মন্দিরের দেয়ালে করেকখানি প্রাচীন চিত্র ঝুলান আছে। ছানটা বড়ই মনেরম এবং শান্তিপূর্ণ। প্রবাদ আছে যে প্রীকৃষ্ণ নাকি বাল্যকালে একদিন এই হানে মাটা ধেরেক্ছিলেন। যশোদা তাঁর মুখে মাটা দেখ্তে গিয়ে একেবারে বিশ ব্রহ্মাণ্ড দেখে স্কৃতিতা এবং ভীতা ছ'রেছিলেন। শেই থেকে এ স্থানের নাম হ'য়েছে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। তারপর প্রাহ্

এলাম। এথানে নন্দরাজার প্রাসাদ ছিল। ধ্বংদাবশেষ দেখে এখনও সহজেই অফুমান করা বায় যে এক কালে এটা খুবই বিশাল এবং স্থন্দর ছিল। বড় একটা মাটার টিলার ওপরে এই প্রাসাদটা অবস্থিত। ইহার ভিতরে মশোদা গোপালের জন্ম ছানা-ননী প্রস্তুত করতেন। প্রায় ৪০৪টো থাম আছে কোনটার সঙ্গে কোনটারই মিল নাই। প্রত্যেকটাতেই ভিন্ন ভিন্ন কার্ফকার্য্য। প্রবাদ যে বিখক্ষা স্বয়ং নাকি এই থামগুলি গড়ে মর্ন্তে পাঠিয়ে

দিয়েছিলেন। এ স্থানেও বহু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে কয়েকটা মন্দিরে স্থানোক সেবাইত আছে। এখান পেকে গোকুল সহর খুবই নিকটে। কিছুক্ষণ পর আমরা সহরে এসে জনবোগ কর্লাম। সহরটা খুবই পুরাতন এবং অপরিচ্ছন্ন। অধিবাদীগণ ততোধিক অপরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলো খুবই পুরাতন। থাখা- দ্বোর ভিতরে ছানা, মাখন রাবড়ী প্রভৃতি ছগ্নের জিনিষ খুবই স্থলত। এখানে মুসলমানের সংখ্যা কম নহে। এখান পেকে নতুন গোকুল দেখতে যাত্রা কর্লাম।

বেলা তথন প্রায় শেব হ'য়ে এসেছিল। সায়াদিনের প্রথমান্তিতে প্রান্ত আন্ত অর্থটা ধীর মহর গতিতে চলতে লাগলো! বহুদ্র পেকে আসছিল রাথাল বালকের করণ বংশীপ্রনি।প্রায় পাঁচটার সময় আমরা নতুন গোকুলে পোঁছলাম। এ সহরটা নেহাৎ মল্ম নয়। তবে অভাবদোষ যাবে কোগায় ? লোকের রান্তায় ব'সে মল মূত্র ত্যাগ করা একেবারে যেন মজ্জাগত হয়ে গেছে। এথানে ওজরাটা মহিলাদেরই প্রাহুজার যুব বেশী। এথানেও অনেকগুলি মন্দির আছে। ইহার মধ্যে গোকুল নাথ জীউর মন্দিরই বিশেষ উল্লেখ্যোগ্য। বিগ্রহটীর বাৎসন্য ভাবে সেবা হয়,। শুন্লাম এখানে মুস্লমানদিগকে বাস কর্ত্তে দেওয়া হয়

ছটার সমন্ন বুন্দাবনের দিকে রওনা হলাম। মধুরার ভিতর দিরেই কিরতে হর। ঠিক সন্ধ্যার সমন্ন আমরা মধুরায় এসে পৌছলাম। মন্দিরে মন্দিরে তথন সন্ধ্যা আরতি হজিল। অসংখ্য দীগমালার ব্যুমার কালকবে শেন দেওয়ালী সুক হয়েছে। আমরা য়মুনার আরতি
দেপবাে ব'লে তাড়াতাড়ি বিশ্রাম ঘাটে এনে উপস্থিত
হলাম। শ্রীক্রণ্ড নাকি কংসবধ ক'রে এই স্থানে এসে
বিশ্রাম ক'রেছিলেন। এই জন্ত ঘাটকে বিশ্রামঘাট বলা
হয়। য়মুনার মাঝঝান পেকেই আরতি ভাল দেথায়।
কাজেই আমরা একথানি নৌকায় ক'রে আরতি
দেপলাম। এই ঘাটে অসংখ্য কছলে দেথ্তে পাওয়া
বােল। আরতির সময় খুবই কােক সমাগ্য হয় এবং ভজ্জন



দেওয়ানী আন আগ্রা।

সঞ্চীত গুলি বড়ই ঞতি মধুর। আরতি দেগা শেষ করে আমরা দারকনাথ জীউর মন্দির দেখতে গেলাম। এ মন্দিরটি খোলার কোনই স্থিরতা নাই। ঘণ্টাগানেক অপেক্ষা করার পর বিগ্রহাদি দর্শন ক'রে রাজি প্রায় সাড়ে নটার সময় বৃন্দাবনে কিরে এলাম। সমস্ত দিন পথশ্রমে শরীর পুরই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি কোন রকমে পাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। পরদিন পুম ভেলেছিল প্রায় বেলা আটটায়। পুর্কেই ঠিক ছিল এখান হ'তে আগ্রা যাব।

তাই ৬ই অক্টোবর বেলা চারটার সময় আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করা গেল। মথুরা ষ্টেশন থেকে আগ্রা যেতে 
এ.৫ ঘণ্টা সময় লাগে। রাত্রি প্রায় সাজ্যে আটটায় আমরা 
আগ্রা ক্যান্টন্মেণ্ট ষ্টেশনে পৌছলাম। ষ্টেশনের পিছনেই 
একটা ছোটেলে থাকার বন্দোবস্ত হ'ল।

পরদিন ৩ই অক্টোবর পাশের ঘরের গোলমাল ও অটু-হাসিতে খুব ভোরেই ঘুম ভেকে গেল। ব্যাপার কি দেখতে গিয়ে শুন্লাম যে এক প্রোচ্ ভদ্রলোক এসে পাশের ঘরের ভদ্রলোকদের জিজ্ঞানা করেন, এখানে জালানী কাঠ পাওয়া যায় কিনা ? স্থপাক খাবেন কিনা জিজ্ঞানা করায় তিনি নাকি উত্তর দেন, কেন মশাই ? আমি তো এখনও বিপাকে পড়ি নাই যে স্থপাক খাব ? গৃহিণীতো আমার সঙ্গে রয়েছেন।' ভদ্রলোকদের মধ্যে অধিকাংশই কেরাণী। আগ্রা ভ্রমণ শেষ ক'রে সেই দিনই কোথায় চলে যাবেন। তাই বিছানা-পত্র বাধতে বাঁধতে এই নিয়ে অলোচনা চলিল কে কার স্ত্রীকে কি ভাবে ফাঁকি দিয়া ভ্রমণে এসেছেন এবং কার বুদ্ধি কত প্রথম। এর ভিতরে আবার ঐ ভদ্রলোকের প্রশ্লোত্তর। আর যায় কোথায় ?—অটুহানি। কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণে যে হোটেলটী তোলপাড় হয়ে উঠেছিল—তা তাঁদের পেরালই ছিল না। আমরা নতুন যাত্রী। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করাই সমীচিন বোধ হ'ল। কোনটা আগে দেখলে স্থান্ধা



দেওয়ানী খাস—অদ্বে তাজ।

হয় জিজ্ঞাসা করায় এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন—

মশাই, আগে ফতে করে আহ্রন।'' তাঁর পরামর্শ মত

ফতেপুর্সিক্রীতেই আগে যাওয়া স্থির হ'ল। তাড়াতাড়ি

আহারাদি শেষ করে আগ্রা থেকে ট্রেনে চেপে বেলা আটটা
দশ মিনিটে ফতেপুর পৌছলাম।

ফতেপুরশিক্রী আকবর নির্মাণ করেছিলেন। কিছু
দিন তিনি এখানে বাসও করেন। ফতেপুর শিক্রীর স্থাপত্য
শিল্প এবং কারুকার্য্য—থুবই উচ্চ অঙ্গের। আমরা প্রেশন
থেকে কিছুদ্র অগ্রাসর হ'য়েই সাম্নে এক বিশাল গেট।
দেখতে পেলাম। টেন থেকে নামবার পরই একজন গাইড

জুটেছিল। সে তার বিভা জাহির কর্ত্তে হ্রক্ করল। তার কোনটা ঠিক— মাবার কোনটা হয়তো তারই মন্তিক প্রস্ত । মোগলসমাজ্যের আগাগোড়া ইতিহাস অনর্গল ব'কে যাচ্ছিল। আরও কিছুদ্র অগ্রসর হওয়ার পর গেটের নিমদেশে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই অলভেদী তোরণ স্বার দেখে বিশ্বয়ে নির্মাক হয়ে গেলাম। কি অপূর্ব্ব তার কারুকার্যা! চোথে না দেখলে অনুমান করা একেবারেই হঃসাধ্য। এইটাই ভারতের মধ্যে সচ্চোচ্চ গেট। ইহাকে বুলও দরওজা বা Gate of victory বলে তোরণবার পার হয়ে আমরা মুপ্রশন্ত চন্বরে এলাম। চত্বরটার ঠিক মাঝখানে সেক্ সেলিম চেন্ডির ছোট একটি খেত পাথরের সমাধি মন্দির——নির্জ্জন, স্থানর এবং পবিত্র এই স্থানটী। ধুপগুগগুলের স্থান্ধে সর্ব্বদাই আমোদিত। ভিতরের শিল্প কারুকার্য্য দর্শকের চিত্তাকর্ষণ। চারিদিকে স্থাচ্চ প্রাচীর দ্বারা এই চন্বরটা

বেষ্টিত। হিন্দ্-পারস্ত স্থাপত্য রীতিতে আকবর ইহা নির্মাণ করেছিলেন। এখান হ'তে গাইডের নির্দেশ অসুযায়ী দেওয়ান-ই-খাদ্ দেখতে গোলাম। ইহা যেমন অছুত তেমনই কোতৃছলোদীপক। বাহির হ'তে দেখলে দোতলা বলে মনে হয়—কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেই সে ভ্রম কেটে যায়। এখানে আকবর সপার্যদ জ্বরুরী দরবারে বস্তেন। তারপর আমরা একেএকে বীরবল প্রসাদ, হাওয়া মহল, টাকশাল, হাতীশালা, ঘোড়া শালা, হারিন্মিনার, পাঁচমহল, আবুলফজ্লের সৃহ, তুর্কী

মূলতানের বাসস্থান, বেগমদের স্থানাগার, নহবৎথানা, দেওয়ান-ই-আম ইত্যাদি দেখে, আকবরের প্রথমা ছিন্দু মহিনী যোধাবাঈয়ের প্রামাদ দেখলাম। ইহার গঠন নৈপ্ণ্য ও কারুকার্যা মন্দ নয়। আকবরের আদেশ অম্থারী যোধাবাঈ এখানে হিন্দুধর্ম মতে পূজা-পার্ম্বণ কর্মেন। হিন্দু-বিদ্বেরী, ধৃর্ত ঔরংক্তেবের দৃষ্টিকে ফাঁকী দিরে আজও একটা প্রস্তর খোদিত প্রীক্রফ মূর্ত্তি এই প্রামাদের এককোণে দেমানগাত্রে বিরাজমান। গুণী আকবরের ফতেপুর শিলী এক অমুত স্কৃষ্টি—আর এই স্থানেই তার শিলাছরাগের, প্রথম বৃদ্ধিদ্বার এবং রাজনৈতিকভার ভাজ্বানান ক্ষিম্বা

প্রথম যায়। এথানে দেখ্বার আরও অনেক কিছু আছে

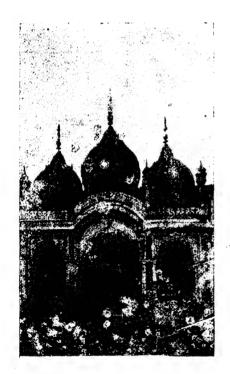
০.৪ ঘণ্টায় পৃথান্থপৃথারপে দেখা অসম্ভব। বেলা এগারটা
বেজে গেল। থালি পেটে আর কতক্ষণ বেজান যায় ?

যতই বেলা বেশী হ'তে লাগল ক্ষুণা ভ্ষাও প্রবল হতে
প্রবলতর হয়ে উঠলো। লোকচলাচল ক্রমশংই কমে

যাছিল। ছর্দান্ত অপরাজ্যে মোগলের সাধের

হয়ম্য হয়্ম শ্রেণী, স্ইচ্চ তোৰণ্যার, স্থবিশাল
চত্বর পুমন্ত প্রীর ভাষে খাঁ খাঁ ক্ছিল। মোগল স্মাটদের
ভিটাতে অবিশ্রান্ত ঘুবুর ডাক শোনা যাছিল।

হায়রে নিয়তি!



মোতি মদজিদ্।

এই সব দেখে আমরা সদর দরজা দিয়ে বাছির হলাম।
সাম্নেই বাজার। কিছু ফল ও মিপ্তার কিনে নির্দ্ধন
একটা ইপারার পার্ফে বনে থেতে আরম্ভ করলাম।
আহারাদির পর কিছুক্রণ বিশ্রাম ক'রে বেরিয়ে পড়লাম্
আআহর্গ দেখতে। লালপ্রস্তর নির্দ্ধিত কতকটা
মর্কিচন্দ্রাকৃতি, মমুনার পশ্চিম পারে, ঠিক ষ্টেশনের সমুধেই

এই হুর্গটী অবস্থিত। আকবরের রাজত্ব-কালেই ইং। নিস্মিত হয়। পর পর ছইটা স্কদত প্রস্তর নিস্মিত প্রাচীর দারা এই ছর্গটী বেষ্টিত। ভিতরের প্রাচীর ৭০ফিট উচ্চ। চারিদিকে একটা পরিখা ধারা সম্পূর্ণ হুর্গটা ঘোরা ! পরিথাটা প্রস্থে ৩০ ফিট এবং ৩৫ ফীট গভীর । চারিধারে চারটা গেট আছে। অমর্সিংহ গেট দিয়েই সর্বসাধারণকে যাতায়াত কর্ত্তে দেওয়া হয় ৷ এখন এই চর্গের এক অংশে একটা বুটাণ দেনানিবাদ আছে। আমরা দর্বপ্রথমেই জগদ্বিখ্যাত মতিমদজিদ দেখলাম---ধেত পাথরের ওপরে সাধারণ কারুকার্য্য থচিত হ'লেও—ইহা তুলনাহীন। দৌন্দর্যাপ্রায় সাজাহানের মতিমস্জিদ্ **আর একটা অপুর্বা** কীর্ত্তি। মদজিদটাতে স্ত্রীলোকদিগের উপাদনার জন্ম স্বতন্ত্র জারগা ছিল। একদিন যেদিন স্থদিন চিল, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আমীর ওমরাহণণ এই মদজিদে নমাজ পড়তে পারণে নিজেদের ধন্ম জ্ঞান করতো-আর আজ দেখানে এক অশীতিপর বৃদ্ধ মোল্লী ব্যতীত নমাজ দিবার ভক্ত জোটেনা। তার পর দেওয়ানী ই-থাস ও দেওয়ান-ই-আম দেখুলাম।

করে পর দেওরানা হংবান ও দেওরান হংবান দেব্বানা করেপরের চেয়ে এখানে ইহা অনেক উচ্চস্তরের। গাইড খাসমহল ও আঙ্গুরাবাগ দেখান। এখন আঙ্গুরবাগানের কোন চিহ্নই নাই। তারপর নিগনা মদ্জিদ, মীনাবাজার সীসমহল, জাহাঙ্গীরের মহল, সাজাহান মহল এবং যোধানাই মহলের ভাইর্গ্য দর্মান্ধ ওরংজেব সমূলে ধ্বংস করেছেন। তারপর সামন বুরজ। ইহারই একটী নিভ্ত ককে বুদ্ধ সমাট সাজাহান বন্দী অবস্থায় ধীরে ধীরে শেষ নিশাস ত্যাগ করেন। গাইডের অনর্গল বক্তৃতায় আমাদেরও হুদ্ম জ্বীভূত হ'ল। আমরা ভারাক্রন্ত মন নিয়ে ফিরবো এমন সময়ে গাইড বললো—নওরোজের বাজার দেধ্তে যাবেন না ?

সঙ্গী বলে উঠলে, নিশ্চই যাব আকবরের সাধের নওরাব্দের বাদার—আর এথানেই সাদাহান ও মমতাব্দে প্রথম দেখা। এটা দেখুতেই হবে।" সন্ধ্যার আর বেশী দেরী ছিলনা। ব্যবিত চিত্তে নওরোব্দের বাদার দেখে আমরা ছর্ম হ'তে বাহির হ'রে জুশ্মস্জিদ দেখুতে গেলাম। সাদাহান ছুহিতা জাহানারা এই মস্লিদটি নিশ্বাণ করেন।

তথন নমাজের সময় ছিল। আমরা তাই ভিতরে প্রবেশ কর্ত্তে পালেমি না। বাহির হ'তে দেখা শেষ ক'রেই ক্লান্ত শ্রান্ত হ'য়ে হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন বালাের স্বপ্র, সপ্রাশ্চর্যাের একটি, স্মাটি সাজাহানের অপূর্ব্ব কীতি তাজ দেখবার পালা।

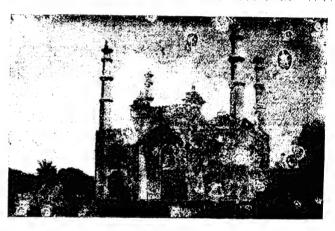
অতি প্রত্যুবেই বুন ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি একথানা টাঙ্গায় করে তাজমহল দেখ্তে হুর্গ অতিক্রম করে ইজেন্-গার্ডেন্ সদৃশ একটা উত্থানের ভিতর দিয়ে টাঙ্গাথানি একে-বারে তাজমহলের গেটের নিকটে এদে দাঁড়াল। গেট পার

হ'য়ে ভিতরে প্রবেশ করেই স্থাপে দেখলান—অভূত, অপূর্ব, অতুলনীয়, স্বর্গনীয় শারদ প্রভাতের শিশিরসিক্ত তাজ তরণ তপনের কিরণ্ডটায় ঝলমল করছে। যুতই অগ্রসর হ'তে পাগলেম, ততই যেন বিশ্বয় স্তভিত হ'য়ে গেলাম। ভিতরে প্রবেশ করেই কর্ণকুহরে প্রবেশ কলে বৃদ্ধ মোলার শ্রালাহোআকবর" ধানি। হাহাকার কর্তে কর্তে যেন তার প্রতিধানি মিলিয়ে গেল দিগস্তের কোলে। পাশা-পাশি সাজাহান ও ম্মতাজের স্মাধি

বিচিত্র বর্ণের পূজামালায় বিভ্ষিতা। চারিধারে ধূপধুনার গন্ধে আমেদিত।

আমরা বাহিরে এসে তাজকে প্রদক্ষিণ ক'রে বন্নার অপূর্ক শোভা নিরীক্ষণ কর্লাম। অনেকক্ষণ আমাদের মধ্যে কোন কথা বার্তা হয় নাই। উভয়েই যন্ত্র-চালিতের মত কেবল দেথেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু সঙ্গীর আমার বড়ই সথ হ'ল তাজের টাওয়ারের ওপরে উঠবার। স্বতরাং পিছনের একটা টাওয়ারের ওপর আমরা উঠলাম। তারপর আমরা এখান হ'তে ইতমাদ উদৌলার সমাধি মন্দির দেখে সেকেন্দ্রা দেখ্তে গেলাম। মোগল সম্রাটগণ ভারতে হিন্দু-পারস্থ স্থাপত্য রীতি প্রচলন করেছিলেন। আকবর ও জ্বাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ঐ প্রকার অনেক স্থনর স্থনর অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে নির্মিত নুর্জাহানের পিতা ইত্যাদ

উদৌলার এই সমাধি মন্দির শিল্প হিসাবে চমৎকার কিন্তু তাজই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন। আমরা যথন এখান থেকে সেকেন্দ্রার গেটের নিকটে এসে পৌছলাম—বেলা তথন দশটা। গেটের ওপরে চারদিকে চারটা তুষার ধবল মিনারেট আছে। আগ্রা হতে সেকেন্দ্রা ছয় মাইল দ্রে। আকবর নিজের এই সমাধি সৌধ নিজেই নির্মাণ করান। তারপরে জাহাঞ্চীর ইহার বিশেষ উন্নতি করিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড প্রান্তর, দেয়াল দিয়ে ঘেরা, চারিদিকে চারিটা ফটক—একটা আসল তিন্টা নকল।



সিকান্দা ৷

প্রায় মার্যথানে বিরাট সমাধি সৌধ। প্রধান ফটকটার গায় আরবি ও পার্নিতে আকবরের কীর্ত্তি গাথা লেখা আছে। ফটক হতে সমাধিমন্দির পর্যন্ত ভাস্কর্য্যের চরম নিদর্শন পাওয়া যায়। আফল নমাধি স্থানে আলো নিয়ে যেতে হয়। এই সমাধি আচ্ছাদনের জন্ম বর্জমানের মহারাজা একখানি বহুমূল্য কার্ক্কার্য্য খচিত কার্পেট দিয়েছেন। লর্ড কার্জ্জন একটা কক্ষের হাতথানেক স্থান সংস্থার কর্ত্তে গিয়ে অসন্তব খরচা দেখে পিছিয়ে পঙ্গেন। আগ্রাহর্গ তাজমহল, ইতমাদ্ উলোলা ও সেকেক্সার বহু মূল্যবান প্রন্তর সকল অপন্তত হয়েছে। হন্দান্ত আর্থ বরং রোহিলাগণ প্রতিহিংদা চরিতার্থ কর্ত্তে মোগলের অমূল্য কীর্তি বিনাশ করেছে। যে মোগলের বীর্মাণ্ডরে একদিন ধরণী কম্পিত হ'য়েছিল—তালেরই সাম্বের অতি গোরবের পবিত্র মদ্জিদ এবং মহার্ঘ কার্ক্তরের পবিত্র মদ্জিদ এবং মহার্ঘ কার্ক্তরের পবিত্র মদ্জিদ এবং মহার্ঘ কার্ক্তরের

। গুত প্রাসাদের কক্ষপ্তলি বিজিত সৈতাগণ রন্ধনাগারে প্রিণ্ড ক'রেছিল। তারপর নাদীরশা যা ক'রেছেন, সূত স্থবিদিত।

সেকেন্দ্রা দেখতে দেখুতেই প্রায় বারটা বেজে গ্রা। আমরা বাজারের ভিতর দিয়ে হোটেলে ফিরে গ্রাম। আহারাদির পরই জয়পুর যাব ঠিক হ'য়ে গেল। প্রায় সাড়ে চারটার সময় আগ্রা ভ্রমণ শেষ ক'রে পাঁচটা-গ্রােরর টেনে জয়পুর অভিমুখে রওনা হলাম।

গাড়ীতে ভয়ন্ধর ভীড় ছিল। সাম্নের বেঞে ঐ
দুনীয় একজন সাধুবাবাজী আধ্যাত্মিক আলোচনা
দরছিলেন। তিনি নাকি রেল কোম্পানীকে ফাঁকী দিয়ে
বহু তীর্থ ঘুরে যথেষ্ঠ পূণ্য সঞ্চয় করেছেন। যাহোক
মানাদের বদে বদে ঝিমুতে ঝিমুতেই রাতটা প্রায় কেটে
গেল। শেষরাত্রে ট্রেন এসে জয়পুর ষ্টেশনে থাম্লে সঙ্গীর
গায়ের চাদরখানা খুঁজে পাওয়া গেল না। একমাত্র
বাবাজীই তখন আমাদের কামরা থেকে নেমে গেছেন।
গাড়ী থেকে নেমে কুলি সর্জারকে সঙ্গে করে একটী
ধর্মণালায় গিয়ে উঠলাম। কিন্তু সেখানে সিট পাওয়া
গোল না। অগত্যা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে এউওয়ার্ড মেমোরিয়াল
হোটেলের দিকে—রওনা হলাম। তখন রাত প্রায় শেষ
হারে এসেছিল। বেশ শীত অন্তত্ব হওয়ায় ফ্যানালের
জামা গায় দিলাম। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সদৃশ রাজপথের
উপর দিয়ে টাঙ্গাধানা বিদ্যাৎবেগে চলতে গাগলো

কাইন্দ্হাউদে মাল-পত্র দেখিয়ে, আমার ক্যানেরার
তি ছ টাকা জমা দিয়ে আমরা যথন হোটেলে পৌছলাম,
তথন ফরসা হ'মে গেছে। হোটেলটা বেল ভাল।
তাড়াতাড়ি আন ও কিছু জনযোগ ক'রে বাছির হলাম—
সহর দেখুতে। জয়পুরের রাস্তাগুলির বিশেষত্ব আছে।
এক একটা রাস্তা যেন এক একটা সরল রেখা। একপ্রান্তে।
বাজাই বেল অপ্রশস্ত। রাস্তাগুলির ধারে মাবে মাবে
বাস্তাই বেল অপ্রশস্ত। রাস্তাগুলির ধারে মাবে মাবে
মাবিকাংশ অট্টালিকা ওলিই লাক পাথরের মারা নির্মিত
এবং দেখতে প্রান্ত এক ইম্মেরই। গোধিনে ক্ষির,
সমর প্রানাদ্য, নায়নর, ভিত্তিবালা, বিজ্ঞানীক প্রশ্ন

ठ<del>ल</del> महलहे উल्लिथ (यांगा। গোবिन मनित्रे हे हक्क महल्तत्र পিছনে অবস্থিত। এই চন্দ্র মহলেই বর্তমান মহারাজা বাস করেন। প্রবাদ আছে ওরংজের যথন বুন্দাবন আক্রমণ ক'রেন, গোবিন্দজীর এই বিগ্রহটী তথন এথানে আনাহয়। এই মন্দিরের পুরোহিতগণ বাঙ্গাণী। অম্বর প্রাদাদ জয়পুর হতে অনেক দুরে। মহারাজা গানসিংছ কর্ত্তক নির্ম্মিত হয়। স্থাট্টচে পর্মতের উপর এই বিশাব প্রাদাদ অবস্থিত। ইহার ভাস্কর্যা এবং গঠননৈপুণা মোগলদের চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়। ভিতরে একটা মর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মৃত্তিটা নাকি রাজা মানসিংহ কর্ত্তক যশোহর হ'তে আনীত হয়েছিল। এথানে বাঙ্গালী যাত্রীদের খুবই সমাগম হয়। চিড়িখাথানার উভানের মধ্যস্থলে অধ্বপুরের মিউলিয়াম অবস্থিত। মিউজিয়ামটা খুবই স্থলর। চিড়িয়াথানা তেমন উল্লেখ-যোগ্য নয়। এই সব দেখা শেষ কর্তেই ছটা বেজে গেল। হোটেলে ফিরে খাওয়া দাওয়া ক'রে একটু ঘূমিয়ে-বিকালে বাজার দেথ্তে গেলাম। এথানে খেতপাথরের এবং মিনার কাজ করা পিতলের দ্রব্যাদি বেশ ভাগ পাওয়া যায়। বাজার থেকে কিছুদুর অগ্রদর হ'ডেই বছ দুরে পাহাড়ের ওপরে একটা ছর্গ দেখে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম -ভীলদের তুর্গ। ওথানে নাকি কাছাকেও প্রবেশ কর্ত্তে দেওয়া হয় না। তারাও কথন বাহিরে আদে না। শোনা যায় যে ঐ ছর্গের ভিতরে প্রচুর ধনরত্ব আছে। কথাটা কতদুর সত্য ঠিক জানি না। আগের मित्नत तां वि कां गत्र ७ मातामित्नत शति **अत्म कां भारतत** শরীর ও মন ক্লান্ত হ'মে পড়েছিল। কাবেই সন্ধ্যা হওয়ার দক্ষে দক্ষেই হোটেলে ফিরে প্রচুর পরিমাণে আহার করে ঘূমিয়ে পড়েছিলাম।

পর্দিন ৯ই অক্টোবর ভোর ছটার সময় আমরা গ্রন্থা পাহাড় দেখতে গেলাম। কিছুদ্র অগ্রসর হওরার প্রই সমূথে দেখলাম এক উন্নত অব তীর্বেগে ছুটে আস্ছে। তার গলার সঙ্গে বেশ বড় একথও কাঠ লখমান রক্ষু দিয়ে বাধা ছিল। রাতার জনতা সমস্বরে চীৎকার ক'রে বল্ছে—"হট্যাও—হট্ছাও।" অঘটা বিদ্যুৎবেগে আমানের টাকারানাকে অভিন্নেম ক'রে চলে গেল। আমা- দের ছথের হাসি মিলাতে না মিলাতেই ঘোড়ার গলার কাঠ আর আমাণের গাড়ীর চাকায় হ'ল সংঘর্ষ। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পপাত ধরণীতলে। ধূলিবৃসরিত অঙ্গে উঠে দাঁড়াতেই সামনে দেখি সঙ্গিটী আমার সহাস্থ বদনে দণ্ডায়নান। ভগ্গচক্র টাঙ্গাথানার চারিদিকে লোকে লোকারণ্য আর টাঙ্গা-চালক ও অখ-মালিকে হাতাহাতির উপক্রম। যা হহার তা হ'য়ে গেল। ভগবানের চরণে অজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে অস্থ একথানি টাঙ্গায় পুনরায় গল্তার দিকে রওনা হওয়া গেল।

প্রায় দশটার গণতা থেকে ফিরে এশান। সেদিন আর কোন খানে যাওয়া হ'লনা। হোটেলওয়ালার কাছে শুনলাম যে বিকালে সৈভদের প্যারেড হ'বে। চারটার সময় আমরা প্যারেড দেখ্তে গেলাম। বিকালে গিয়ে সয়য়া হ'ল তবুও প্যারেডের থোঁজ নাই। বহুক্ষণ এধার ওধার ঘুরে হয়রান হ'য়ে পরলাম। আনক লোক সমাগমও হয়েছিল। প্রায় সাতটার সময় হঠাৎ প্যারেড আরম্ভ হল ময়দান ও, পর্বতোপরি জয়পুর রাজ্যের হর্গ বিছ্যুৎ আলোকে উন্তাসিত হ'য়ে উঠলো। প্রতিবৎসরই দশমীর দিনে নাকি এখানে প্যারেড হয়। আধ্যন্টা পর হোটেলে ফিরে এলাম।

বাড়ীর কথা আত্মীয় অজন বন্ধবান্ধবদের কথা আজ এই বিজ্ঞার দিনে বিশেষ ক'রে মনে হ'তে লাগলো, শুফ মরুমর প্রাপ্তর ছেড়ে প্রাণটা যেন ছুটে চলে গেল—বছদ্রে সেই চিরপরিচিত বাংলার পানে। এতক্ষণ হয়তো বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে মায়ের শৃত্য মণ্ডব থাঁথাঁ। কচ্ছে। মনটা যেন কেমন হ'য়ে গেল। সে রাত্রে আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন কথাবর্ত্তা হয় নাই।

পরদিন ছির হ'ল যে আমরা আজমীর হ'রে পুদ্ধর যাব।
সেইদিন বেলা দশটার সময়ে রওনা হ'রে প্রায় তিনটার
সময় আজমীরে পৌ ছলাম। তথনই একথানি টাঙ্গা ভাড়া
করে সহরটা ঘুরে নিলাম। সহরটা মল নয়। মুসলমান
অধীবাসীলের সংখ্যাই বেশী। ঘণ্টা ছই পর মোটরে পুদ্ধরের দিকে যাত্রা করলাম। আজমীর ও পুদ্ধের মাঝখানে
বিশাল প্রাচীর সদৃশ আরাবল্পী পর্কাত শ্রেণীর উপর দিরে
আমানের মোটর থানি ক্রতবেগে চল্তে লাগলো কখনও
উচু, কথনও নীচু কথনও সমত্যা বিশ্বিত আত্তের আমরা

एट्स हिनाम। এक ट्रेडिय (य ना इ'स्महिन जा नग्र। श्वन চ্যুত হ'লে একেবারে গভীর গছারে নিমগ্ন হ'তে হবে। তবে পড়ে যাবার কোন সন্তাবনাই ছিল না। রাভাটীর নির্মাণ কৌশল সত্যই প্রশংসার। এই ভাবে ভয়ে 🥺 বিশ্বয়ে, পর্বতশ্রেণীর অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে পুষ্বর পৌছলাম। সুর্য্য দেব তখন পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছেন। সম্মুথেই প্রকাণ্ড একটা পুষ্করিণী দেখতে পেলাম। তার স্বচ্ছ সলিলে অস্তাচল গমনোনুথ দিবাকরের ক্ষীণ আলোক রশ্বি এদে পড়েছিল। সঙ্গী বল্লো—"এটা পুষর জ্ব। মহাতীর্থ। এখানে স্বান কর্লে নাকি পুনর্জন হয় না।" পুনর্জন্ম পরের কথা এমন পরিকার জলে সান করার ইচ্ছা মামুষ মাত্রেই হয়। অস্ততঃ আমার তো খুবই ইচ্ছা হ'য়েছিল। কিন্তু নিকটে গিয়েই স্নান তো দুরের কথা--পালাতে পার্লে বাঁচি। উঃ কী অছত কাও! অসংখ্য নরপাদক কুন্ডীর সেই স্বচ্ছ সলিলে ভাসমান। মনের বাসনা মনে রেখেই ওঝান থেকে ফির্লাম। পূর্কে পাণ্ডা ঠিক ছিল। তার সাহায্যেই ভরতপুর রাজ্যের ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম।

পরদিন ভোরে পুকর থেকে মাইল খানেক দ্রে পাহাড়ের উপর অবস্থিত দাবিত্রী মন্দির দেখতে গেলান। এই পাহাড়ে উঠা এক হন্ধহ ব্যাপার। অতি কণ্টে যথন আমরা পর্বতোপরি মন্দির দারে পৌছলাম—দিগস্তব্যাপি মকভূমির বুক চিরে তথন সুর্য্যোদয় হ'রেছে। সমুদ্রের বুকে বছবারই সুর্য্যোদয় দেখেছি-এবার দেখলাম মকর বুকে সুর্য্যোদয়। কী স্থলর—কী প্রশান্ত সে দৃশ্য। ওপরে উদার উন্কুল নীলাকাশ—নিমে ধৃধ্ মরুময় প্রাস্তর। সেই সীমাহীন বালুকা রাশির ওপর দিয়ে পিপীলিকা শ্রেণীর স্থায় অগণিত উদ্ভ্র শ্রেণী ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। কোণায় তাদের গস্তব্য স্থান কে জানে ? পল্টাতে কুয়াসা বৃত পর্বতশ্রেণীর মাঝে চারি ধারে ধর্মশালা বেষ্টিত পুষর ছনের অহত বারি রাশি দেখে মরুভূমির মাঝে মরুভানের কথা মনে হ'ল। অর্থ্যোত্তাপ ক্রমেই প্রথর হ'রে উঠছিল। भात विनम् ना क'रत मन्तित पर्नन करत किरत वा अवि नगी हिन त्वां प र'न । अ मन्मित्त्रत अविशेषी जिही नाहि नजीकून नितामनि नाविजी स्वरो नम-हिन गांवजी दिन

নাবিথী। মন্দিরটা ছোট হ'লেও স্থন্দর। বাঙ্গালী যাত্রীদেবই বেশী সমাগম হয়। এ স্থানের পাণ্ডাদের ব্যবহার
বাত্তবিকই নিন্দনীয়। সেদিন ধর্মশালায় ফিরে আহারাদির
পর আরও কয়েকটা মন্দির দেখেছিলাম। ক্রমাগত রাজি
ছাগারণে ও ভ্রমণ জ্বনিত ক্লান্তিতে উভয়েই পরিশ্রাম্ভ হ'য়ে
পড়েছিলাম। বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। পরদিন ১২ই
অক্টোবর সমস্ত দিন বিশ্রাম নিয়ে রাজি এগারটার ট্রেণে
হাজমীর হ'তে চিতোরাভিমুথে যাতা করলাম।

রাজপুতনার মরভূমির উপর দিয়ে গাড়ীথানা উদ্ধাসে ছুটতে লাগলো। আমাদের কামরায় একেবারেই ভীড় ছিলনা। আমার ভোর সময় চিতোর পৌছব জেনে আমরা নিশ্চিত্ত মনে ঘূমিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক পাঁচটার সময় চিতোরগড ষ্টেশনে পৌছলাম। টেণ থেকে নেমে অনুসন্ধান ক'রে জানলাম যে এথানে কোন হোটেল নাই। এক কুলি আখাদ দিয়ে একটা মুদাফির থানায় নিয়ে গেল। বতক্তে একথানি ছোট ঘর আমাদের ভাগ্যে মিলল। ভাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ ক'রে চিতোয় গড় বাওয়ার জন্ম প্রস্ত হলাম। দঙ্গী একথানা টাঙ্গা ডেকে নিয়ে এল। জীর্ণ শীর্ণ ঘোড়াটা দেখেই তে। একেবারে চক্ষু স্থির। ইতিহাসে পড়া প্রভুভক্ত চৈতকের বংশধরের কি আজ এই প্রিণাম ? যাহোক বেলা সভটার সময় যাত্রা করা গেল। বেল লাইন পার হ'য়ে, স্থবিজীর্ণ প্রাক্তরের ওপর দিয়ে টাঙ্গাথানা ধীরে ধীরে চল্তে আরম্ভ কর্লো। কোথাও শস্তক্ত্রে—কোথাও বা অমুর্ব্বর ভূমি আর ছোট ছোট পাথরের স্তৃপ। জনমানবশৃত্ত এই বিরাট প্রান্তর দেখে মনে হ'ল যে এখনও হয়তো এ স্থানের মাটী খুঁড়লে রাজ-প্তের তপ্ত রক্ত দেখতে পাওয়া যাবে। আরও কিছুদ্র মগ্রাসর হ'বে দেখনাম রাণা প্রতাপের জন্মভূমি, শৌর্য্য বীগ্য শালী রাজপুতের অপূর্ব কীতি চিতোর হর্গ পর্বত-শিরে কীরিটের স্থায় শোভা পাচ্ছে। কি অসীম সাহ-গিকতা, কি অনম্য উৎসাহ ছিল এই রাজপুত জাতির। এরাবে ভধুবীর ছিল তা নরা চিতোর হুর্গ দেখে এদের প্রথর বৃদ্ধিমন্তরও যথেষ্ট পরিচয় পাওরা যার। ক্রমে আমরা পাহাড়ের পাদদেশে অইছিত গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। ইহাকে সহরও বলা বেতে পারে। সহর অভিক্রম

ক'রে সৈঞ্চদের ঘাঁটাগুলি পিছনে রেখে—স্বাধীনতার লীলাভূমি চিতোর তর্গের প্রথম তোরণহারে এসে আমরা উপস্থিত হলাম। দরজার অসংখ্য লোহ শলাকা দেখে চন্দাবং শক্তাবতের অসীম ত্বংসাহসিকতার কথা মনে প্রভিল।

জয়মল্লর শ্বৃতি ভস্ত অতিক্রম ক'রে ক্রমে ক্রমে চারটা গেট পার হ'য়ে, পর্বতের উপর সমতল স্থানে এসে পৌছলাম। চারিদিকে কেবল ধ্বংসন্ত্রপ—কোথাও বিরাম নাই। রাণা প্রতাপের সাধের চিতোর— যা হারিয়ে তিনি নিজের স্থপ স্বাচ্ছল ত্যাগ ক'রে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে পর্বতে পর্বতে অনাহারে অদ্ধাহারে কাল যাপন ক'রেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত যার পানে তিনি সত্য় সয়নে চেয়ে থাকতেন—মোগলের অত্যাচাঙ্কে, তাঁর সেই সাধের চিতোর আজ এক মহামাশানে পরিণত হ'য়ছে। আরও কিছুদ্র অগ্রসর হ'য়ে গাইও একটা যামগা দেখাল। এখানে আক্রর তিশ হাজার নিরীহ রাজপ্তকে বিনা অপরাধে হত্যা ক'রেছিলেন। মনে হ'ল—একি সেই

কিছুদ্র অগ্রসর হ'ষে গাইডের সঙ্গে আমরা মহারাণা কুন্তের অয়স্তন্তের নিকট এসে পৌহলাম। ইহার উচ্চতা মন্দ নহে। আপাদমস্তক দেবদেবীর মূর্ত্তি হারা অলম্কত। মেচ্ছ বিজেতাগণ কর্ত্বক প্রতিটী মূর্ত্তি অন্সহীন। ইহার ভিতরের পণ দিয়ে আমরা শীর্ষে উপনীত হলাম। ওপর পেকে সম্পূর্ণ চিতোর দেশতে পাওয়া যায়। এখান পেকে আমরা উদয়পুরের মহারাণার নব নির্দ্ধিত প্রাসাদ দেশতে পেলাম। বহু লক্ষ মুদ্রা বাহে আধুনিক ক্রচিদম্মত ভাবে এই প্রাসাদটী নির্মিত হ'য়েছে।

তারপর পদ্মিনীর জহর এতের স্থান রাজ সর্যাসিনী
মীরাবাসিয়ের মন্দির এবং একটা কালী মন্দির
দেখলাম। এই মন্দিরটীতে নাকি পূর্ব্বে স্থোঁাপাসনা হইত। এখান থেকে গাইড আমাদিগকে পদ্মিনীর
মহল দেখতে নিয়ে গেল। এই দিতল অট্টালিকাটী একটী
শুদ্ধ প্রায় ব্রনের মাঝে অবস্থিত। যদিও ইহাতে স্থাপত্য
বিস্তার তেমন কিছু নিদর্শন পাওয়া যার না—তথাপি
মনোহর। মিনারেটের ওপরের ফ্টিকগুলি স্থা কিরপে

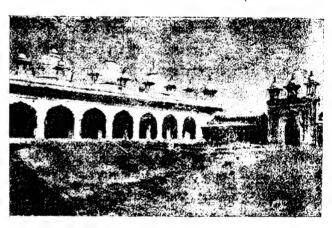
ঝক্ ঝক্ করছিল। তারপর রাজপুতের প্রাচীন জন্ধাগার দেখতে গেলাম। তৎকালের তরবারি, বর্ধা, বন্দুক, কতকগুলি ছোট ছোট এবং ছইটী বিশাল কামান উল্লেখ-যোগ্য। বড় একটী কমানের নাম জন্গাম—"হুষমন্ দমন"। চিতোরের মহা শাশান পুছাামপুছারূপে দেখতে গেলে—এখনও অনেক কিছু দেখ্বার আছে। কিন্তু মন খুবই উদ্বেলিত হয়ে উঠে—এই সব ধ্বংলীলা দেখে। যাহোক অস্তাগার দেখা শেষ ক'রে আমরা বিশ্রামের জন্ত

একটা গাছের তলায় এসে বস্লাম। সামনেই প্রকৃতি থেকে পাথর দিয়ে ঘেরা একটা পুরাতন জলাশয় দেখা যাছিল। সেওলাতে তার তার জল বিবর্ণ হয়ে গেছে। অসংখ্য লাল মাছ তার মধ্যে নির্ভিয়ে ঘুরে বেড়াছিল। বিপ্রহর তথন অতীত প্রায়। জঠরাগ্নি প্রজ্ঞালিত। কাজেই অক্সদিকে মন না দিয়ে আমরা অবিশ্বেষ স্রাইখানায় ফিরে এলাম।

বেলা তিনটার সময় উদয়পুরের দিকে যাত্রা করলাম। প্রাস্তরের

ভিতর দিয়ে ট্রেণ ধুমোদগীরণ কর্ত্তে কর্তে চল্তে লাগলো। আমরা অনিমেষ নয়নে কালজ্ঞাী চিতোর হুর্নের পানে চেয়ে ছিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল হুর্নটীও অম্পষ্ট হ'তে অম্পষ্টতর হ'রে ধীরে ধীরে আকাশের কোলে মিলিয়ে গেল।

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় আমরা উদয়পুরে
পৌছলাম। অপরিচ্ছর একটা ধর্মশালায় গিয়ে উঠা গেল।
সঙ্গীর চাইতে আমিই বেশী ক্লান্ত হ'রে পড়েছিলাম।
এখানে এসেই জর জর বোধ হ'তে লাগলো। রাত্রে কিছু
আহার না করেই ঘূমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন অহুত্থ
শরীরেই সহর দেখুতে বেরিয়ে পড়ামা। চারিধারে পর্বত-বেষ্টিত এই সহরতী মল নর। জলাশয়ের ভিতরে মহারাণার
প্রাসাদ রাজহংদের ভার শোভা পাচ্ছে। অনেক ভাল
ভাল জিনিষও অহুত্তার জন্ম ঝারাপ বোধ হচ্ছিল। ধর্ম্মশালায় ফিরে, সামান্ত কিছু আহার করে বেলা চারটার সময় সঙ্গীর সথ মিটাতে রাজপুতনার অক্সতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ
নাথ ছয়ারায় শ্রীনাথজী দেখতে চল্লাম । সন্ধ্যা সাত্টায়
যথন নাথ ছয়ারায় পৌছলাম—আমার শরীর
তথন খুবই খারাপ বোধ হ'তে লাগলো । সঙ্গীকে অস্তম্বতার কথা বলি নাই । তাহ'লে সে খুবই উনিগ্র হ'য়ে
উঠতো । শ্রীনাথজীর মন্দির নাথ ছয়ারা প্রেশন গেকে
সাত মাইল দুরে অবস্থিত । একথানি মাত্র মোটর বা
ছিল কোন রকমে সঙ্গীর সাহায্য একটু স্থান সংগ্রহ করা



গেল। টেশনকে পিছনে ক্ষেলে বাসখানা ক্রতবেগে চল্তে লাগলো। জ্যোৎসাময়ীরাতি। বহুদ্রে অস্পষ্ট হায়ার স্থায় পর্কাতশ্রেণী দেখা যাছিল। কিন্তু শরীর যেন আমার ক্রমশই অবসর হ'য়ে পড়হিল। খুব শীত অফ্জেব কর্লাম। ধর্ম্মণালায় যথন এসে পৌছলাম —তথন আমার বেশ জর হ'য়েছে। সঙ্গীকে তথন কিছু না ব'লে তাড়াভাড়ি বিছালা পেতে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে বাড়ীর কথা মনে হচ্ছিল। চিন্তাও যে না হ'য়ে হিল—তা নয়। আমীয় অজনবিহীন এই বিদেশে যদি বেশী কাতর হ'য়ে পড়ি তবে কি উপায় হবে ? এইসব হাশিচন্তা কর্তে কর্পেন যে ঘুমের ঘোরে অচেতন হ'পেড়েছিলাম ঠিক স্মর্থ হয় না। পরদিন জ্ঞান হওয়ায় সঙ্গে সংক্রেই সক্রিক মাধার কছে উবিটাচিত্তে ব'সে দেখলাম। প্রবাল জয় একং ক্রেম্বের সমস্ত শরীরে অসহনীয় বেলনা। সঙ্গী বৌত্ত ক্রেম্বের ভারে বাজ্যর বাছ লা

আর পান্থা থেলেই নাকি ওদেশের জ্বর সেরে যায়।
বাঙ্গালীর ছেলে জ্বানিধি অন্তথ হ'লে উষধই থেয়ে আস্ছি।
এই অন্ত চিকিৎসা প্রণালী শুনে আমারতো হার্টফেল
হবার উপক্রম। সমস্তদিন একভাবেই জ্বের ঘোরে কেটে
গেল। এখানে থাকলে মৃত্যু অনিবার্যা জ্বেনে সঙ্গীর পরামর্শে
দিল্লীতে এক আত্মীয় বাড়ী আছে—দেখানে যাওয়াই ঠিক
হ'ল কারণ দিল্লীতে এইভাবে বিনাচিকিৎসায় মারা যাবনা।
তাড়াতাড়ি তথনই পাঁচটার গাড়ীতে রওনা হলাম। মোটবের
এবং তারপর গাড়ীতে যে কী ভ্রমানক অবস্থা হয়েছিল তা
বর্ণনাতীত। তবে নিজের মনের বলে এবং সঙ্গীর
অক্লান্ত সেবা শুশুর্ষায় অনেকটা শান্তি পেয়েছিলান।
বাস্তবিকই দেশ ভ্রমণের পক্ষে এইরূপ প্রোণবান সঙ্গীরই
প্রয়োজন।

পর্দিন ১৬ অক্টোবর দিল্লী জংসন টেশনে পৌছলাম। ষ্টেশনটা যেন ছোটখাটো একটা হাওডা ষ্টেশন। এখানেও টাঙ্গার প্রচলন কম নয়। আমরা একথানা টাঙ্গাভাডা ক'রে নতুন দিল্লীতে যতীনবাবুর কোয়াটারের দিকে রওনা হলাম। যদিও জার ছিল—তবুও শারীর অত্যন্ত ছর্মল হ'মে পড়েছিল। টাঙ্গাথানা সহরের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। ঠিক যেন চিৎপুরের রাস্তা। যান-বাহনাদির চলাচল খুবই বেশী। রাস্তার একধারে টামের Single line টামগুলি দেখতে টিনের বাকার মত। আমরা সহরের কোলহল চেডে, একটা নির্জ্জন প্রান্তর অতিক্রম করে ক্রমে ইংরেজের নতুন দিল্লীতে উপস্থিত হলাম। সব কোয়াটারগুলিই দেখতে অনেকটা একরকম ' কিছু খেঁজা খুঁজি ক'রে আমাদের গস্তর্য স্থান এডোয়ার্ড স্কোয়ারে যতীন বাবুর কোয়া-টাবে পৌচলাম। একে বিদেশে স্বজন-তার উপর আত্মীর। কাজে কাজেই তারা আমাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন। তবে আমার অস্থতার অভ্য তাঁদের পুবই হশ্চিম্বা এবং ফুর্ডাবনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এথানে এদেও প্রবল জর। তবে ভগবানের কুপার ।। দিন পর্ই জর একদম ছেড়ে পেল। দিনছই বিশাম ক'রে २०(न व्यक्तिवत नकानार्यमा सामना कृत्व मिनात (१५ एठ চলবাম। বাবে বৃদ্ধাকার সদৃশ বিশাল Assembly House अवर देखन्त्रीकृता वक्षनार्केत आनाम मन्दिर

রেখে ক্রমে এগিয়ে গেলাম। পথের মাঝে শব্দার জঙ একটা দেখবার জিনিষ।

এরোজুমকে পিছনে ফেলে ক্রমে কুত্রমিনারের নিকটে পৌর্লাম। ছবিতে দেখে ইহার উচ্চতা ও গঠননৈপুণা কল্পনাই করা যায় না। ইহার কিছুপুরেই প্রথম ভারত সমাজী রিজিয়ার সমাধি মন্দির ভগ্নাবস্থায় দেখতে পেলাম। এখান পেকে গেলাম নিজামুদ্দিনের সমাধি মন্দির দেখতে। স্থানটা শান্তিপূর্ণ। এখানে নিজামুদ্দিনের সমাধি মন্দির কথতে। স্থানটা শান্তিপূর্ণ। এখানে নিজামুদ্দিনের সমাধিমন্দির এবং একটা পবিত্ব পুকরিণী আছে। তার পর ভাগ্য প্রণীত্তিত বিতীয় মোগল সমাট হুমায়ুনের সমাধি মন্দির দেখে - আমরা দিল্লীর পুরাতন কেলা দেখলাম এখানে নাকি পাগুরদের হস্তিনাপুর ছিল। কেহ কেছ এখনও ইহাকে যুদিস্তির কেলা বলে। হুমায়ুন এই হুর্গটা নির্মাণ করেছিলেন এবং দেরশাহ ইহার অনেক উল্লিড সাধন করান। ইহা এখন প্রায় মন্দির এবং দেরশাহের

এখানে কুস্তীদেবীর একটা ছোট মন্দির এবং সেরশাহের একটা মদ্জিদ আছে। যে ইমারতের সোপানচ্যুত ছ'মে হুমাধুন মৃত্যুমুধে পতিত হন—এখনও তা তাঁর মৃত্যুর সাক্ষী স্বরূপ দুওায়মান। বেলা বারটায় ইংরাজের কীতিস্তম্ভ ওয়ার মেনোরিয়াল গেটের ভিতর দিয়ে কোলাটারে ফিরে এলাম। বিকাল তিনটার সময় বাহির হলাম দিল্লীর মোগশহর্গ দেখতে। স্থাক্ত সদুশ পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ कत्वाम - (१८७ मश्रीनधाती है:तरक रमना পाहाता निष्क्र। আগ্রার মত এ ফোর্টেরও এক পার্ম্বে ব্রিটিশ সেনানিবাস। दशात (पुरुषान्-रे-आप (पुरुषानि-रे-शाप Scale of justice, রংমহল, সমান বুরুজ, পুরাতন এবং ওয়ার মেমো-রিলাল মিউজিলম উল্লেখযোগ্য। প্রাতন মিউজিলামটাতে বাদশাহী আমলেৰ নানা প্রকার জবাসস্থার এবং ওয়ার মেমোরিরালে গত মহাসমরের ইংরাজ ও জার্মণীর জ্ঞা শত্র, পোৰাক-পরিচ্ছদ এবং চিত্রাদি রক্ষিত আছে। পুরাতন মিউজিয়ামে ঔরংজেবের বন্দুকটা বিশেষ উল্লেখ-যোগা। দিলীর এই দেওবানী আমেই সাকাহানের অগ্রিখ্যাত ময়ুরসিংহাসন স্থাপিত ছিল। আমার কিন্তু স্বচেয়ে क्षान (नाराक्षित खेत्रराज्यत्व मिक्रमानिम्ही। अथान र एउ বাহির হ'বে সহরের ভিতর কিছুক্রণ বেড়িরে কোরাটারে किरत जनाम। २७८म जात कालाव यांच्या ए'न ना।

২৭শে তারিখ সকালবেলা কয়েকজন নবপরিচিত
ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম পুরান দিল্লীর দিকে।
পথে পথে ঘুরে ঘুরে দীপালির মেলা দেথে জ্মামস্জিদ
দেপতে গেলাম। এই মসজিদটী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বর্হং।
ইহার একদিকের একটি টাওয়ারে উঠে আগাগোড়া
দিল্লীসহর দেখে নিলাম। এই মসজিদ প্রবেশে অমুসলমানদের জন্ম জনেক কিছু বিধি নিষেধ আছে। এই সব
দেখা শেষ ক'রে কেয়াটারের দিকে রওনা হলাম।
কেমন একটা অবসাদ জন্মভব করছিলাম। মন
যেন ভেকে ডেকে বলেছিল—ফিরেচল' আপন ঘরে,
বাস্তবিকই প্রাণটা যেন আকুল হ'য়ে উঠলো ছুটে

যেতে—সোণার বাংলার শীতল ছায়ায়। না থাকুক তার বুকে বিরাট প্রাচীন সোধশ্রেণী না থাকুক কারুকার্য্য থচিত স্থাপত্য কলার চরমনিদর্শন—তবুও — তবুও স্কুজলা স্থাপলা শৃষ্ঠ প্রামলা বাংলার সঙ্গে কোন দেশেরই তুলনা হয় না।

কোলাটারে ফিরে তথনই ঠিক হ'ল "আরনা"—কালই ফিরতে হবে।

কাজেই ২৮শে অক্টোবর দিল্লী হ'তে সেই তুফান মেলেই কলিকাতা রওনা হলেম। হাতড়াস এসে সঙ্গী ছেড়ে গেল। কতদিনে আবার দেখা ছ'বে কে জানে ?

## বিশ্বজগৎ

#### = চক্রপাণি=

মোটর সাইকেলে "ফুটবল" থেলা আমরা ছেলে বেলা থেকেই শুনে আসছি যে ফুটবল খেলা পা দিয়েই হয় ও সেজগুই থেলার নামও ফুটবল থেলা হয়েছে—ফুটবল অর্থে যে বল পায় করে থেলা হয়! কি স্ক



মোটর সাইকেলে ফুটবল থেলা।

এ গেলত আমাদের কথা। যেখানে আমরা পার উপর ভর দিয়ে হাঁটি। এখন যে দেশে পার কদর নেই অর্থাৎ

ভগবানের দান যারা সব দিক দিয়ে উপেকা করে নিজেদের বল প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তাদের বেলাত সবই আলাদা। সে জন্ত ওসৰ জায়গায় অৰ্থাৎ পাশ্চাত্য দেশ সমূহে 'ফুটবল' খেলাও কল দিয়ে হোতে দোষ কি! এখনই জাহাজে লোক না নিয়ে দুর থেকে 'রেড়িওর' সাহাযো চালান হচ্ছে, আমরা কি কাজ করি সেটা যথন ইচ্ছে করলে আমেরিকা থেকে 'টেলিভিসানের' সাহায্যে দেখা যাওয়াও খুব বড় কথা নয় তখন কোন দিন হয়ত দেধব যে 'ফুটবল'ও লোকের বিনা সাহাযোও 'ওয়ারলেলে' এ (शाल (थरक ७ (शारल यास्छ। (य मरनत (मर्छ वनवान रम দল্ই তথন জয়লাভ করবে। এ জিনিষ্টার ষ্থন চলন কলকাতার মাঠেও দেখা যাবে তখন অনেককে আর বেলা ১২টা থেকে মোহন বাগানের মাচ দেখার জ্ঞ বসে থাকতে হবে না। টেলিভিদাণ ও ওয়ারলেদের সাহাব্যে দব बिनियरे जाता वाजीत रेवर्रकथानात वरम म्हार्थ नार्व चात्र (थल अर्रात्रापत्र मना उथन कि हत्व त्नीं ना स्नाह ভাল। সম্প্ৰতি বে ছবিটা দেখা বাচেছ তাতে 'কুটবৰ'

থেলা মটর সাইকেলের সাহায্যে হচ্ছে। এটা কম মজার কথানর।

#### অদুত মোধের দিঙ

বোষাই দেশের কোন একটা প্রদর্শনিতে নিচে যে ছবিটা দেখান যাইতেছে ঐ অমূত শিতুওলা মোষটা একটা বিশেষ আকর্ষণের বস্ত ছিল। বেশ সহজেই বুঝা যায় যে



অদ্বত মহিষের সিঙ।

ঐরপ শিঙ সাধারণ মহিষের মধ্যে নাই। আমরাত এতদিন ওসব দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বিচ্ছিরি ধারণ। পোষণ করে আসছি। আচ্ছা, তাদের কি কোন জিনিষ্ট স্বন্ধর হতে নেই!

#### জাপানে খড়ম পূজা—৩

রামায়ণের কালে আমারা শুনিছি যে ভরত রামচক্রের খড়ম জোড়া সিংহাদনে বদিয়ে রাজপ্রতিনিধি হিদাবে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু কথার বলে সে রামও নেই সে অবোধ্যাও নেই, তার মানে তথনকার কালে যা সন্তব ছিল এখন তা হরেছে অসন্তব, বিশেষত সে সব দেশেই যারা শোর্যা, বীর্যো সভ্যতার অগ্রণী। এদের মধ্যে জাপানের মত্ত আছে তাই যথন আমরা শুনি যে জাপানের মত্ত আধুনিক রাজ্যে খড়ম পূজার মত কুসংস্কার বর্তমান তথন আমাদের একটু আশ্চর্যা হতে হয় বই কি। জাপানের লোকেরা এখনও বিধাস করে যে কতকগুলি অস্থ বিস্থ খড়ম পূজা করলে সেরে যায়। এখানে কতকগুলি জাপানী বালিকাকে খড়ম পূজা করতে দেখা যাছে।

#### বিশ্বজাতি সজ্যোর সভাপতি ডি ভেলেরা—8

সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশের একটী নামন্ধাদা কাগন্ধ এখন পৃথিবীর মধ্যে কারা বড় লোক এই প্রদক্ষে মহাত্মা গান্ধী, ডি ভেলেরা প্রমুখ করেকটা ব্যক্তির নাম করেছে। এই কয়মাস ডি ভেলেরা যেরূপ ভাবে আবার আায়ারল্যাগুকে পরিচালিত করেছেন তাতে তার নাম এখন বিশ্ববাণিয়া পরিচিতি লাভ করেছে। এই স্থানে যে চিত্রটা দেখান হয়েছে তাতে ডি ভেলেরা বিশ্বন্ধাতি সত্য কাউন্সিলের ৬৮ম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন। আশ্মানী ইটাণী আদি সকল বলবান জাতির প্রতিনিধিই তাতে উপস্থিত ছিলেন। একটা অর্ধ্ব স্থাধীন দেশের নেতা হিসাবে এটা ডি ভেলেরার কম ক্ষতিশ্বের কথা নয়।



- काशास्त्र थक्षम शृका ।



লগুন পৃথিবীর মধ্যে বিতীর সহর হিসাবে গণ্য হর সে জন্ত সেথানে যানবাহনাদির গমনাগমন নির্দ্ধারণ করা একটা মন্ত বড়ু সমস্যা। বতই পৃথিবী স্ভ্যতার দিকে জ্ঞাসর হচ্ছে মানুষের ঐ সব প্রাদাধিক বিণাদ ও বুদ্ধিলাভ করছে ফলে মানুষকে বাঁচতে হলে নিতাই নুজন ব্যবস্থারও প্রচলন করতে হচ্ছে। সম্প্রতি লগুনে ঘোড়া থেকে যানবাহনাদির গমনাগমন নির্দ্ধারণ করার নতুন নিয়ম



লগুনে নৃতন ব্যবস্থা

প্রবর্ত্তন করা হয়েছে, এবং এই স্থানে যে স্থবিধা দেখান হচ্ছে তাতে লণ্ডনের একটা ঘোড় সোয়ার এক্সপ কার্য্য করিতেছে।

্মৃত স্বামীর মাথা বিধবাদের অলঙ্কার ? আফ্রিকা অসভ্যদের কেন্দ্র স্থা। নিউগিনি নামে ঐ



কিন্তু তাদের যা কাজ অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য করা সেকাছ ছাড়া তারা ঐদেশের বিশেষ কোন উন্নতি করেনি তাই আফ্রিকার অবস্থা শোচনীয়। ভারতে যে রকম আগে একটা সতীদাহ প্রথা ছিল সেই রকম ঐ দেশের নিউগিনি রাজ্যের বিধবারা মৃত স্বামীর মাথা অলঙ্কার করে ব্যবহার করতে সৌরব লাভ করে থাকে। এথানে যে ছবিটী দেখান যাচ্ছে তাতে তিনটী বিধবা স্ত্রীলোক মৃত স্বামীর মাথা কেমন ভাবে যত্ত করে পরে আছে দেখা যাবে।

#### জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মিলনীর অধিবেশন

পাশ্চাত্য জাতি সমূহের নিরস্ত্রীকরণ সভা (Disarmament conference) যেন কংগ্রেসের মিটিং হইয়াছে-কথার কথার বসছে আর কথার কথার ভেঙ্গে যাছে। এথানে যে ছবিটা দেখান হচ্ছে সেটা জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সভাও তার সভাপতি ছিলেন মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন। এ সভার একটা বিশেষত্ব ছিল যে কোন জার্মান প্রতিনিধি তাতে যোগদান করেনি। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে জার্মানকে পাশ্চাত্য দেশ সমূহ যেন কোন পাওয়ার'হিসাবেই গণ্য করতে চান না ফলে সকল রকম সভা থেকে তাদের বাদ দিয়ে কান্ধ করা যেন একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যত বারই না কেন নিরস্ত্রীকরণ সভার অধিবেশন হোক যতদিন পাওয়ার' রা তাদের 'ইম্পিরিয়ালিস্টিক'



क्तिन्छात्र नित्रवीकत्रम मिननीत व्यक्तित्मन

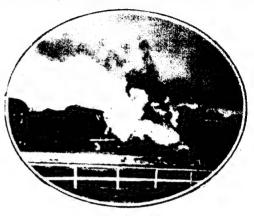
মহাদেশে এক রাজ্য আছে। রাজ্যটা অবগ্র পাশ্চাত্য শক্তির (imperialistic) প্রিসি ভাগের করছে তভদিস

ান আসান নেই। প্রভুত্ব করবার জন্ম জন্ম হইতে যে াসনা, সে ইচ্ছার ত্যাগ যতক্ষণ না পাশ্চাতাজাতির মধ্যে াপ পাবে ততক্ষণ সভার পর সভা হয়ে যাবে কিন্তু न किडूरे हरत ना। धे भवधन हत्रन व्यव्छित झान থনই সম্ভব হবে না যতক্ষণ পাশ্চাতা জাতিরা তাদের থ্যা বস্তুতান্ত্রিক জীবনধারা পরিত্যাগ করছেন (materilism and false standard of living.)

#### লোকহিতার্থে রেলের সংঘর্ষ

আমেরিকার সব ব্যাপারই কি আলাদা। আমরাত ানি যে গত তিন বংদর ধরে পৃথিবীর উপর দিয়ে যে র্থকুচ্ছতার (depression) স্রোত বয়ে যাচ্ছে তা সার্বভৌ-ক সেজন্য আজ অল্প বিস্তর সকল দেশই আক্রান্ত হয়েছে াল গাড়ীর ভীষণ সংঘর্ষ দেখান হয়েছে। এই ব্যাপারটা সমাগম হয়েছিল।

আক্মিক নছে উহা ইজ্ঞাকতই অর্থাৎ শত শত বেকার লোকের সংস্থানের জন্ম আমেরিকায় এরূপ সকল বন্দোবস্ত



দৃদ্ধ মার্কিণ দেশের সবই অন্তত। এই ছবিটতে ছটো কর। হয়েছিল। ঐ মজা দেখতে ৫¢, •০০ মালুবের

# শ্রীমুনীল কুমার বম্ব

স্নেহের "পুতৃন" ঘুমায়ে পড়েছে, ভাঙ্গায়ে দিওনা তাহার খুম। কতনা যাতনা সহিয়া মাণিক, আঁথিতে মেথেচে খুমের চুম।

দেব শিশু হায় গেল দেবধামে জানিনে কেমনে আমারে ভলে ! কি সাধ্য আমার রাখিব ভাহারে. মহাকাল যদি ল'ন কোলে ভুলে॥ আধ আধ খবে করিত আহবান---ভাবিলেও তাহা কেঁদে উঠে প্রাণ : কোন মহাদোষে ছেন অভিশাপ সহিতে হইবে ওগো ভগবান।

कान नित्रमत्र लहेन हिनारत्र, স্নেহের বাছারে বুক হতে মোর। विष्टान (ष्टरित मधुमांथा मुब मृक्ष क्षत्र-- व्यांथि खदा लात ॥

ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পনি পূর্বেই তাহার জন্মণাতার অকমাৎ মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সেজত সংসারের লোকে তাহাকেই অপরাধী স্থির করিয়াছিল। যিনি জন্ম-মৃত্যুর অ্লুপ্ত নিয়স্তা ভাহার অপরাধের কল্পনা করাও যে মহাপাপ, কৈহ তাহা করিতেও সাহস করে নাই।

েবৈ শিশু মৃত ভূমিষ্ঠ হইলেও সংসারের লোকে এতটুকু ছ:বিত হইত না, বিধাতার ইচ্ছায় সে শিশুও বাঁচিয়া রহিল, অহ্ন সকল শিশুর মত মাতার বত্নে ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল। লোক দেবিলে কিন্তু যথন হাসিয়া হাত বাড়াইত, কেহ তথন সেই অপয়া ছেলেকে কোলে লইবার আবশুকতা বোধ করিতনা। বরং মুথ ফিরাইয়া লইত। শিশুরও হাসি থামিয়া যাইত, সে ধীরে ধীরে নিজের মায়ের কোলে যাইয়া বসিত। মাতা হতভাগ্য শিশুকে আঁকড়াইয়া ধরিতেন।

মাতা ছাড়া সংসারে আর কাহাকেও সে আপনার বোধ করিতে পারিতনা, সেজন্ম সকল সময় মায়ের কাছেই থাকিতে ভালবাসিত। বৃহৎ সংসারে ছেলেমেয়ের অভাব ছিল না। অতি শৈশবেই সে বুঝিয়া লইয়াছিল যে, অপর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাহার কোণায় যেন কিছু তফাৎ আছে। পিতামহী অন্থ নাতি নাতনীদের আদর করিতেন, কিন্তু সে কাছে যাইলেই তাঁহার মূখ গন্তীর হইয়া যাইত। সেজন্ম পারত পক্ষে সে তাঁহার দিকে বেঁসিত না। সংসারের অন্থ গুরুজনরাও যে সকলে তাহার প্রতি সদম ছিলেন, এমন বোধ হইত না।

যথন আরও একটু বড় হইল, বুঝিল তাহার অপরাধ কি। লোকে তাহার সমুখেই বলিত বে, দে তাহার পিতাকে গ্রাদ করিয়া তবে জগতে আদিয়াছে। কিছ কিরপে দে গ্রাদ করিল, তাহা তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিত না। বয়স্বদের মুখে অন-বরত ঐ কথাটা শুনিয়া দে বিশেষ সন্কৃতিত হইত। ছোট-দের মুথে যথন শুনিত, তথন মনে বড় ব্যথা অমুভব করিত। মা অম্বা সম্ভানদের ভার নিজের উপর রাখেন নাই, তিনি কোলের ছেলেকেই যগাসাধ্য আগিলাইয়া থাকিতেন এই একমাত্র সাস্ত্রনা ছিল যে, সে মাগ্রের মুথে কথনও কথাটা উচ্চারিত হইতে শুনে নাই।

অনাদর বাধা বিল্ল ঠেলিয়া সে বড় হইয়া উঠিল।
মাতাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইনেন। যাহার আগমন
সময়ে সংসারের লোকে মোটেই আনন্দিত হয় নাই, মনে
হইতে লাগিল, যেন এখন তাহার স্থিতি লোকের কাছে
অপ্রীতিকর নয়। পূর্বের ইতিহাস যেন সকলেই ভূলিয়া
গিয়াছিল, এমন কি তাহার নিজেরই শৈশবের মন কঠের
কথা সকল সময়ে শ্বরণেও আসিত না।

হতভাগ্য কোলের সানন এখন পূর্ণ যুবার পরিণত, সংসারের দশজনের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য। ভাষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আবেগুকতা আর নাই, মাতা নিশ্চিস্ত হইয়াছেন। তিনি এখন নাতি-নাতনী পরিবৃত বৃহৎ সংসারের কর্তী।

সংসারের নানা গগুণোলের মধ্যে সকল সময়ে কাছারও মস্তিক স্থির থাকিতে পারেনা। ছঠাৎ রাগের মাগায় একদিন মাতার মুথ দিয়াই উচ্চারিত ছইল যে, "সে তাছার পিতাকে গ্রাস করিয়া তবে জ্বগতে আসিয়াছে।"

বক্ষে বেন কেহ প্রচণ্ড মুগুরের আঘাত করিল। তবে
কি মায়ের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল। যে অমার্জ্জনীয়
গুরু অপরাধের কথা অপরাধী এতদিন ভূলিয়াছিল, তাহা
আবার নৃতন করিয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। মায়ের
মনের কথা, কি শুধু মুখের কথা, তাহা বিবেচনা করিয়া
দেখিবার ধৈর্যাও দে হারাইয়া বদিল।

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহ কর্মনিরতা জীকে উদেশ করিয়া বলিগ, "আমার ছেলে ভূমিচ হবার আগেই যদি আমি হঠাৎ মারা বাই, নেজ্ঞ কথনও যেন তাকে অপরাধী কোরো না,"

স্বামীর মুখের দিকে কণ মান্ত্র-নির্কাক ভাবে চার্টির। থাকিয়া, সন্তান সন্তবা তরুণী মুক্তর নেত্রে মুখ নত করিলু ।



# SERI-SER

## বিচিত্রা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, কলিকাতা হিন্দুখান বিল্ডিংসে ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিদ এদোসিয়নের বার্ধিক সভা হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন কোম্পানীর ম্যানেজারগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীষ্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের ফ্রলিখিত বক্তৃতার সারাংশ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইলেন বর্জনান বৎসরের জন্ম সভাপতি নির্কাচিত হইলেন নিঃ কে, সি দেশাই (ইনডাষ্টিয়াল ও প্রত্নেসিয়াল)।

সভাপতির অভিভাষণঃ—সভাপতি নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার বক্তভায় বলেন সমিতির সভা-্রেণীভক্ত বীম। কোম্পানী সমূহের নিকট আমাদের দেশের ছয়লক্ষ লোকের সঞ্চিত ঘোট প্রায় ২২ কোট টাকা গচ্ছিত আছে এবং তাহাদের প্রিসিসমূহের মোট মূল্য প্রায় ১০০কোট টাকা। জনদেবা ও সামাজিক উপযোগিতার **এই भूगा अश्रतिसम्र । अन्तर्भवा ७ वित्नम्डात्व अत्नीम्राम**न দেবা জীবনবীমার কার্যা হইলেও এই সমিতির তিনটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ ভারতীয় বীমা কোম্পানী-শম্ভের জন্ত এদেশে তাহাদের ভাষ্য স্থান লাভ কর।; বিতীয়ত ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ যে বিশেষ অবস্থার কাজ করিতেছে তাহাতে তাহাদের স্থবিধার জন্ম মৃত্যু, শংগঠনের সারপ্য ও দাবীপুরুণ প্রভৃতি বিষরে তথ্য সংগ্রহ, এবং ভৃতীয়তঃ বাহিরের কর্মচারিবর্গ, ডাক্তারী পরীকাকারিগণ ও পণিসি হোল্ডারদের সবদ্ধে কারবারের निवर्ष क उक्ते सामाजा विधान। स्नामदा धनवविवरद रव

াব সফলকাম হইয়াছি ভাষা বলিতে পারিনা। কিজ ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের সমিতি এখনও থব তরুণ। তব এই অল কয় দিনেই আমাদের সমিতি এসব বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। আমাৰ মনে হয়, আমাদের এই সাফলোর কারণ এই যেলোকে ভীবন বীমার সামাজিক মূলা এবং জাতির অর্থনৈতিক পুনরভাদয়ে इंटात প্রয়েজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে। বিশ্ববাপী ব্যবসায় মন্দা ভারতবর্ষকে রেহাই দেই নাই। কিছু এই গুদ্দিনেও ভারতের জীবন বীমা ক্ষেত্রে কতকটা আশার আলোক দেখা গাইতেছে। ভারতীয় জীবন বীমার উন্নতির একটি প্রধান অন্তরায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতা। বাবসায়ের অহাত্য ক্ষেত্রের হার এক্ষেত্রেও বিদেশী কোম্পানী দমূহ বহু পূর্বে কাজ আরম্ভ করিয়া স্থপ্রতিষ্ঠ হইয়া বদিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, দেশী ও বিদেশী কোম্পানী সমূহের মধ্যে সরকার বহু বিষয়ে অভায় পার্থকা করিয়া থাকেন।

বাংলাদেশ গৃহবিবাদের জন্ত বিখ্যাত। ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই গৃহবিবাদ কির্পে আত্মহাতী হইগা উঠিয়াছে বীমা জগতের সংবাদ যাহারা জানেন তাঁহারাই ইহা ভালরপে বৃদ্ধিতে পারিবেন। বাংলার এক কোম্পানীর সহিত অন্ত কোম্পানীর সন্তাব বিরল—বংলাদেশের পরিচালিত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলার প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কোম্পানীর ছিম্মায়-সন্ধানে তৎপর। ইহার স্থযোগ ও স্থবিধা লইয়াছে বোম্বাইবাদীরা। গৃহবিবাদে উন্প্র বংলাদেশ তাহাদের কার্য্যের প্রসার ঘটাইয়াছে। বাঙ্গালী চরিত্রের ইহা এক লক্ষাঞ্চনক ব্যাপার।

वीभाविका छनि यपि निवद्यक्षेत्रत्य दकाल्यानीव द्यार-

র্জণ পাঠকের সন্থাবে উপস্থিত করে তবে উক্ত পত্রিকাগুলির অন্তিছের সার্থকতা ব্রিতে পারা যায়। বীমাকরণেচছু জনসাধারণের প্রতি মমতাবোধ কি ইহাদের আছে ? চতুর
দালালগণ উচ্চ কমিশনের মোহে পড়িয়া হর্বল কোম্পানীর
প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশবাসীগণকে সর্বানশের জালে জড়াইতেছে। বাংলাদেশে নিত্তান্তন
কোম্পানীর অভ্যাদর হইতেছে—অক্ষম এবং অক্তী
ব্যক্তিগণ পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশবাসীর
সর্বাংশে পরিত্যাজ্য।

বীমাজগতে বোনাস ঘোষণা করিবার কলরোল পড়িয়া গিয়াছে। ব্যয়ের হার, লভ্যাংশ এবং চাঁদার হারের সহিত সামঞ্জ্ঞ বিহীন হইল ক্ষতি কি—বোনাস ঘোষণা করিতে কে বাধা দিবে ? কেননা বোনাস তো এখন বিতরণ করা হইতেছে না—ভবিষ্যতে দিবার প্রতি-শ্রুতি রহিল মাত্র। শতাশীব্যাপী ন্যুনতম গৌরবের সহিত কার্য্য চালাইয়া আন্ধ্র যে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলি যে বোনাস্থোষণা করিতে পারিল না অপেক্ষাকৃত ছুর্ব্বন কোম্পানী-গুলি তাহা অনাথানে ঘোষণা করিয়া ঢাকঢোলে চারিদিক আছের করিয়া ফেলিন। কোন স্থবিখ্যাত বীমাবিদ লিখিয়াছিলেন—

" It is one thing to declare a bonus and it is another thing to pay the same"

স্মাগামী সংখ্যার এবিষয় আলোচন। করিবার ইচ্ছা রহিল।

পঞ্চনদে শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রবর্ত্তক, স্বজনবংসল স্বদেশ-প্রেমিক শ্রীযুত লালা হরকিষণ লাল কলিকাতার বাংলা-দেশের কেন্দ্র অপিস পরিদর্শন করিতে আসিরাছেন। চিত্তরঞ্জন এতিনিউর উপর প্রসাদোপম মনোরম অট্টালিকা ভারতের বিস্তৃত কার্যাবলীর নিদর্শন দিতেছে। আমরা আশাকরি ভারত আত্মকলহ হইতে মৃক্তি লাভ করিয়া উত্তরোত্তর দেশসেবার গৌরব অর্জ্জন করিবে।

# ভারতের শিশেপান্নতি #

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বং শিল্প ও অর্থনৈতিক চুক্তির বিষয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। অধুনা সাম্রাজ্যের পণাকে স্থাবিধা প্রদান এবং ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে প্যাক্ট ও চুক্তি করার কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে আমি প্রস্তাব করি যে, ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যেও অর্থনৈতিক ব্যাপারে একটা চুক্তি হইতে পারে। এক প্রদেশে যে জিনিব প্রস্তুত হয় অথবা যে কাঁচা মাল উৎপল্ল হয়, অস্ত প্রদেশে তাহা হয় না। স্থতরাং ভারতের সেই প্রদেশ কেন ভারতের অপর প্রদেশের উৎপল্প দ্রব্য ও কাঁচা মালকে স্থবিধা দিবে না । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীর রাজ্যগুলির মধ্যে একটি "অর্থনৈতিক চক্ত্র" গৃঠিত হউক। অধুনা ভারতবর্ধের রাজনৈতিক বৃক্তরাই

গঠনের কাজ চলিতেছে। একটি অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করাও অসঙ্গত হইবে না। আপাততঃ এরপ অর্থ-নৈতিক যুক্তরাষ্ট্র হয়ত প্রবর্ণমেণ্টের অন্থমোদন পাইবে না। তাহা না হইলেও কংগ্রেসের স্থার এই প্রতিষ্ঠানের দারা অনেক উপকার হইতে পারে এবং আমি আশা করি যে, ভবিদ্যতে একদিন প্রক্রত অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রই গঠিত হইতে পারিবে। বলিতে গেলে ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ। শীম্রই ইহার প্রদেশগুলিতে সায়ন্তশাসন প্রবর্গ্তিত হইবে। এ সময়ে বেসরকারীভাবে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলে সমগ্র ভারতের শিলোন্নতি এবং আধিক উন্নতির সাহান্য হইবে। আমি এমন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি যে, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। আমি অবশ্র রাজনীতিক অথবা অর্থনীতিক নহি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমার মনে এই প্রস্তাব উদিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এম্বলে আমি আর একটি কথা বলিতে চাই।
প্রাদেশিক স্বায়ন্ত শাসন সম্পর্কে আমার কতকগুলি সংশয়
আছে। এতদারা প্রদেশগুলির মধ্যে ঈর্ষার ভাব প্রবল
হইতে পারে। কার্য্যতঃ তাহা লইলে ভারতের জাতীয়
জীবনের অপূর্ণীয় ক্ষতি হইবে এবং বিদেশী বণিকদের
ম্বিধা হইবে। প্রত্যেক প্রদেশই নিজের স্বার্থরকার চেষ্টা
করিবে, ইহাতে অবশ্র অস্তায় কিছুই নাই। তবে কোন
কোন সময়ে নিজের কোন ক্ষতি না করিয়া প্রতিবেশী
অপর প্রদেশের উপকার করাও তাহার কর্ত্ব্য। তাই
আমি আন্তঃ প্রাদেশিক অর্থনৈতিক চুক্তি ও স্বদেশী প্রদর্শনীর প্রস্তাব সমর্থন করি।

জাতীয় প্রদর্শনীর প্রস্তাব ?—— আজকাল নানা হানেই প্রদর্শনী হইতেছে। এই সম্পর্কে আমার একটু বক্তব্য আছে। স্বদেশী প্রদর্শনী করা সম্পর্কে একটি স্থানিয়জিত পরিকল্পনা করা আবশ্যক। আমি দেখিতেছি, আজকাল একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একাধিক প্রদর্শনী হইতেছে। বিশিষ্ঠ ফার্মাগুলির ইহাতে অস্থবিধা হয়। কারণ তাহারা একই সময়ে ৬৭টি প্রদর্শনীতে জিনিষপ্রাদি পাঠাইতে বাধ্য হয় শিল্পীগণের পক্ষে ইহা বড়ই অস্থবিধার কথা। ইহাতে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যও সমাকর্মণে সফল হয় না। আমি প্রস্তাব করি, কংগ্রেসের ভার পালাক্রেমে এক একবার এক এক প্রদেশে নিখিল ভারত স্থানেশী প্রদর্শনী করা হউক। সকল প্রদেশ গিলিয়া এই প্রদর্শনীর সাহায্য করিবে। কংগ্রেসের ভার ইহা একটী জাতীয় অষ্ঠান হওয়া চাই।

তারপর ইচ্ছ। করিলে প্রাদেশিক ও কেলা সমেশনের ন্তার প্রাদেশিক ও কেলা প্রদর্শনীও করা বাইতে পারে। তবে নিধিল ভারত প্রদর্শনী একটিই হইবে। প্রত্যেক বংসর ইহার অনুষ্ঠান করিবার দরকার নাই। কংগ্রেসের এক সঙ্গে ইহা করাও সৃষ্ঠ নহে। কারণ কংগ্রেসের সময়

রাজনীতি লইয়া সকলেই বিশেষ ব্যক্তিবাক্ত থাকেন। তথন আননেকেই প্রদর্শনীর প্রতি তেমন মনোযোগ দেননা।

বাঙ্গলার প্রচীন শিল্প ?—এককালে ভারতবর্ষ শিল্পোন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। কিন্তু আৰু আমরা অহান্ত দেশের পশ্চাতে রহিয়াছি।

লড ক্লাইভ পালামেন্টের এক কমিটির নিকট সাক্ষাদান কালে বলেন---"মূর্ণিদাবাদ নগরী লওনের মতই স্থবিস্থত, জনসঙ্গল ও সম্পান । পার্থক্যমাত্র ইহাই যে লওন অপেক্ষা মূর্ণিদাবাদের লোক অধিকত্তর ধনী।" আজ মূর্ণিদাবাদের সেই সম্পাদের চিহ্নমাত্র নাই। প্রায় দেড়শত বংসর পূর্ব্বে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল হুইলক্ষ। ১৭৮৭ গৃষ্টাব্বে ৩০ লক্ষ্ টাকার ঢাকাই মস্লিন বিলাভে ঢালান যায়, আর ১৮১৭ গৃষ্টাব্বে সমস্তই লুপ্ত। যাহারা ধনী ছিল তাহারা দারিজ্বের ক্ষাঘাত সহ্থ ক্রিডে লাগিল।

সপ্তদশ শতান্দীর পরিত্রাজক বার্ণিয়ার বাঙ্গালার রেশম
শিল্প সম্বন্ধে বলে,—"বাঙ্গালায় এত তৃগা ও রেশম যে, মনে
হয় মাত্র হিন্দুস্থানের নহে, মাত্র মোগল সামাজ্যের নহে,
বঙ্গালেশ, প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ এমন কি ইউরোপেরও
ভাগোরী।" টাভের্নিয়র বলেন—"বাঙ্গালা রাজ্যের এক
পল্লী কাশিমবাজার, প্রতি বৎসর ছই হাজার গাঁইট রেশম
রপ্তানি করে। ইহার এক এক গাঁইটের ওজন প্রায় ৫০
সের।" আজ মালদহ ও মূর্শিদাবাদের রেশম বাণিজ্যা
একেবারে নই হইয়া গিয়াছে।

টেলর ঢাকার পূর্ব সমৃদ্ধির কথা বলিতে গিরা বলিরাছেন—"নেবেরা অবসর সমরে হুডা কাটিত। ইহাতে
জেলার সর্বস্তিরের লোক কাল পাইত। ১৮২৪ খুটাকে
যথন জেলার সর্বপ্রথম বিলাতী হুডার আমদানী হইল
তথন হইতেই এই শিল্প আহত হয়। ১৮২৮ খুটাক হইতে
এই শিল্প অবনতির মুধে যাইতে থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে প্রদর্শনীর প্রয়োজ-নীয়তা আছে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অনেক সমর ইহার মূল্য অতি রঞ্জিত করিয়া বলা হইরা থাকে। গত দশ বংশরের অভিজ্ঞতা হইতে আমার মনে হয় প্রদর্শনী যে
শিল্প বাণিজ্যের সহায়ক সে কথাটা ভ্লিয়া যাইয়া আমরা
ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া তুলিয়াছি। প্রদর্শিত দ্রব্যাদি
দেখিয়া একথাই মনে হইয়াছে যে, আমাদের গন্তব্য স্থান
এখনও বহু দ্র্। এক বন্ধ শিল্প ভিন্ন অন্যান্ত দমস্ত ব্যাপারে
আমরা বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি।

কুটীর শিল্পের উপযোগিতা ঃ—িক্ত একটা শিলবাণিজ্য ভাল কিন্তু কারখানাজাত দ্ৰোৱ বছল উৎপত্তির ফলে আজ যে ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় কি দারুণ দারিদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও বিশ্বত হইতে পারি না। উৎপাদন ব্যাপারে বৈজাতিক শক্তির সাহায়া গ্রহণ করায় সেখানে যন্ত্র শ্রমজীবীর ভান পরিগ্রহ করিয়াছে। আমেরিকার শ্রমিক কমিশনার তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, যন্ত্র আমদানীর পূর্বে যে কাজ সম্পন্ন করিতে ছই কোটি দশ লক্ষ লোক লাগিত আজকান লাগে মাত্ৰ ৪০ লক্ষ লোক। প্রোফেগর এফ সড়ী আধুনিক বাণিজ্ঞা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলেন যে, আজ আর ভূমিজাত শস্তাদির অভাবে इंडिक हम्र ना, প্রাচুর্ণ্যের মাঝধানে বসিয়া লোক অনাহারে মারা যাইতেছে। আমেরিকার যে কি মর্মান্তিক দারিদ্রা বিরাজ করিতেছে তাহার সম্বন্ধে হ' একজন প্রশিদ্ধ বাজির বর্ণনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেথাইতেছি, মি: ফেনার ব্রক্তয়ে লিখিয়াছেন: বাক্তিগত ধনতম্ববাদের পরিণতি যে কত শোটনীয় হইতে পারে, ভাহার পরিচয় এক আমেরিকার গেলে মিলিতে পারে। দেখানে একদিকে দেখা যায় গগনস্পূৰ্ণী সুরুম্য হর্মরাঙ্কি আবার হয়তো দেখা যায় তারই ছায়াতলে চাকুরীহীন নিরন্ন লোকেরা কোন-ক্রমে একটু চালা তুলিয়া মাগা গুঁজিয়া আছে। মনোরম মোটর গাড়ী চাপিয়া বিলাদী নরনারীর দণ হোটেবে যাইয়া একদিনকার খানায় শত শত পাউও উড়াইয়া দিতেছে আবার তারই কিয়দ্রে যুবক, বুদ্ধ, প্রোঢ় সর্বা-বয়দের নরনারী এক টুকরা রুটির ক্সন্ত মিনতি করিয়া (वज़ाहेटलट्ड । शानद्वा मिलिश वाम क्रिट्रिल द्हारिटेटन ताकात व्यातारम शाका याहेर्रा, विनाम व चाक्क्रानात गर्क-প্রকার সালসর্গ্রামই মিলিবে কিছ এই সহরেই দরিত্র পল্লীতে নরনারী ঠাসাঠাসি হইয়া প্রত্যেক ঘরে বসবাস করে। জর্জ্জ ওয়াসিংটন বিঙ্গ তৈরী করিতে কত টাকা বায়িত হইয়াছে আর তার গঠনে কত নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু মহুরের পর সহরে দরিদ্রগণ কি কুংসিং কুটিরেই না বাস করে। এইরূপ বৈসাদৃশু সর্বর আমেন্ ক্রিকার শস্ত্র এত প্রচুর পরিমাণে জন্মার যে ক্রেভার অভাবে তাহা মাঠে পচিয়া যায় অপচ প্রভাহ সংবাদপত্রে দেখা যাইবে যে বছ গোক দারিদ্রা-যন্ত্রণা সহু করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলিতে বস্তা বস্তা তুলা অবিক্রীত পড়িয়া থাকে আর ছেটুয়েট সহরে পাঁচ হাজার বাণক বালিকা বস্ত্রাভাবে বিভালয়ে যাইতে পারে না।

কিছুদিন আগে 'ঠেট্স্ম্যান' কাগজেও অনুরূপ সংবাদ বাহির হইরাছিল যে নিউইরর্ক সহরের এক তৃতীরাংশ লোক আজকাল বেকার ইউরোপ এবং আমেরিকায় মোট বেকারের সংখ্যা ন্নাধিক তিন কোটে। আমাদের বাঙ্গলাদেশেও দেখিতে পাই যে দারিদ্র ও প্রাচুর্য্য যেন হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। পল্লীগ্রামে চালের মণ একটাকা চারি আনা। যারা থাটিয়া থায় তাহারা এত অল্ল দাম সবেও চাউল কিনিবার পয়সা স্ক্টাইতে পারে না। আমাদের দেশের পক্ষে গৃহশিল্লের অবনতি যে কতদ্র অনিষ্ঠকর ইহা হইতেই প্রতীতি হইবে। আধুনিক বাবস্থার আমদানীর ফলে পল্লীবাসীগণ দারণ বিপদগ্রস্ত। কেবল মাত্র পাশ্চাত্যের অন্ধরণে বৈত্যতিক শক্ষি প্রস্তুতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা করিলেই দেশবাসিগণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে না।

আপনার। মহাত্ম। গান্ধী প্রবর্ত্তিত থদর আন্দোলনের কথা নিশ্চরই শুনিরাছেন। তাঁহার উদ্দেশ্ত, ধ্বংসপ্রার গৃহশিরের পুনরভূাখান করাইয়া পরীবাসী জনগণের শোচনীর ক্ষবস্থার উন্নতি সাধন করা। আনাকে হঃথের সহিত্ত বলিতে হইতেছে যে এই আন্দোলন আশাহুরূপ সাক্ষ্যালাভ করে নাই।

অনাবশ্যক বিলাস :—এই উপনক্ষে আৰি আৰু একটি কথা বলিতে চাই। বৰ্ত্তমানে বিলাপের নীম্মী উপর অবনাধারণের খুবই আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। আমি ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করি।

জগতের নিতা ব্যবহার্যা দ্রব্যাদির সম্বন্ধে সাধারণের রুচির ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জীবন ধারণের জন্ত খাত্ত বস্তাদি যাহা প্রাথমিক প্রয়োজন তৎসম্লায়ের উপর মানুষের লক্ষ্য কমিয়া গিয়াছে আরু তৎস্থলে স্থ মিটাইবার জন্মই সাধারণের আগ্রহ বাড়িয়াছে বেণী। যাহা আসল প্রয়োজন তাহা পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া মানুষ চিত্তবিনোদনের অবসর খুঁজিতেই আজ বাস্ত। বিলাসের সামগ্রী তাহা আবার খাঁটীও নহে—সকলের উপরই আগ্রহ বেশী এবং তালা চাইট। জগতের উৎপন্ন দবোর মধ্যে মোটরকার. গ্রামোফোন, রেডিও, বৈছাতিক সাজসর্ঞ্জাম, টেলিফোন, ক্যামেরা গুড়তি দ্রব্যের উপর চাহিদাই খুব বেশী দেখা যায়। আমেরিকার সাধারণ পরিচ্ছদ কেছ ব্যবহার করে না তুলার বস্ত্র ত নহেই। তাহারা দিল্প বাবহার করিতে চায়, কিন্তু খাঁটো দিকের স্থানে তাহারা নকলটাই চার বেশী, আর এই কারণেই তুলার বাজারের পড়তি এত বেশী। বস্তুত: অনুমাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবের প্রসারের ফলেই ক্রেপ পরিণতি ঘটে। জনসাধারণ বিধিনিষেধের ভারে ক্লান্ত হইয়া জীবনের স্বাচ্ছন্দা খুঁ জিয়া বেড়ায়।

জীবন যাপনের সাধারণ দায়িত্বজ্ঞান হাস, মিতব্যয়িতার অভাব এবং আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী হঠাৎ এইটি আবিক্ষার করার ফলে মানবসমাজের মধ্যে চিত্তর্ত্তি চরিতার্থের জন্ম এরূপ ঘোরতর আন্দোলন জ্রুগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এই বিষর্টীতে আমেরিকা ও ইউরোপের জাগরণ খুব বেশী করিয়া অস্থারণ করিতেছে এদিয়াও আফ্রিকা।

আমেরিকার রপ্তানি মালের মধ্যে মোটরকার, সিনেমা ফিলা, রেডিও, টাইপরাইটার, সেলাইয়ের কল প্রভৃতির চাহিদা খুবই বেশী। ঐগুলির ফ্যাসান মাফিক তৈরী করা হয় বটে কিন্তু দীর্ঘকাণ টিকে না।

হুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দহিত্র দেশেও ঠিক ঐরপ মনোভাবের ক্রত প্রসার ঘটিতেছে।

স্বদেশী দ্রব্যের উপর জগন্বাণী আকর্ষণ থ্বই বাড়ি-তেছে। এ বিষয়ে প্রেটব্রিটেনের উদাহরণ বিশেষরূপে উল্লেখযোগা। "বাই বিটিশ" একথাটা রাজকুমার হইতে একটা চাষার মুখেও ভনা যায়। প্রভাকটি দেশের অধিবাদিরাই আজ স্থ স্থ দেশজাত দ্রব্যাদি বাবহারের স্বস্থ উন্মধ কেবল ভারতবাগীকি এই বিষয়ে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে ? আমি আমার দেশবাসী সকলকে বিশেষরূপে অমুরোধ করিতে ডি তাহারা যেন স্থ আলস্থ ভ্যাগ করিয়া স্বদেশী ব্যবহারে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। স্বর্গৎ ক্তর্গতিতে অগ্রসর হইতেছে—আজ অলস হইয়া বিদিয়া সেই দৃশ্র দেখিলে আমাদের চনিবে না। আজ যে উৎসাহ লইয়া আপনার এই প্রদর্শনীটি খুলিয়াছেন ঐ উৎসাহ হিগুণত্বর হইয়া যেন দেশের সম্পদ বহু গুণে বৃদ্ধি করিতে পারে ইহাই আমার আশা।

\* ১গা মার্ক তারিবে দিল্লীতে নিধিণ ভারত ক্ষেপী শিল্প প্রদর্শনীর উঘোধন উপলক্ষে আচার্য্য প্রফুলচক্স রায়ের বক্ত তা।





#### পরলোকে কিশোরীলাল ঘোষ

उमीयमान मःवानभवामवी ও अभिक मःगर्छनकांदी किएमात्रीनान त्याय आत हेश्टलाटक नाहे। नीर्घकान মীরাট মামগার রাজবন্দী থাকিয়া সদমানে সর্ব্ব অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করার অব্যবহিত পরেই মহাকালের আহ্বানে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সেই তিনি প্রকালের যাত্রী হইলেন। কিশোরীলাল ইংরাজীতে অনারদ দহ বি-এ পাশ করেন-ইকনমিকদে এম-এ পাশ করেন। বাল্য-जीवन इट्रेंटिंड किस्मातीनान हमरकात है स्तां जीए कर्यान-কথন করিতে পারিতেন। ওকালতী পাশ করিয়া কোটেও তিনি যাইতেন বটে কিন্তু কর্মজীবনে সংবাদপত্র সেবাকেই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে সার্ভান্ট, তার পরে অমৃতবাজার, পরে ফরওয়ার্ড এবং স্কাশেষে আবার অমৃতবাজারে যোগদান করেন। সকল পত্রেই ইনি সহযোগী সম্পাদকরূপে কাজ করিয়াছেন। --এবং অসংখ্য সম্পাদকীয় লীডার ও প্যার। লিখিয়াছেন। তাঁহার ইংরেদ্ধী লেখার ভঙ্গি অতি স্থলার ও সুযুক্তিপূর্ণ हिन। এই সময়েই তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন, শ্রমিকদের অবস্থা নিজে বিশেষ ভাবে দেখিয়া তিনি তাহাদের উন্নতির চেষ্টা করিতেছিলেন ইহাই জানিতাম। কিন্ত কোনরূপ বৈপ্লবিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন ধারণা হয় নাই। এই সময়ে মীরাট মামলার আসামীরূপে তিনি গত হন। পরে ভনিলাম মিঃ প্রাটের বৈদেশিক ভিটি-প্র তাঁহার ঠিকানায় আসিত বলিয়াই পুলিস তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিল। কিশোরীলাল শ্রমিক ও ক্য়ানিষ্ট আন্দো-লন সহদ্ধে যথেষ্ট পুঁথিপত্র পাঠ করিরাছিলেন এবং এ नश्रक जिनि এक अन विरम्बद्ध हिरम्न विनश भीता है मामनात तथी-महातथीराव जाहात प्रथािक कविवादिन

শুনিয়াছি। এই মামলার পর বাঁচিয়া থাকিলে কিশোরী লাল সমধিক বিখ্যাত হইবার স্কুযোগ পাইতেন। কিশোরী লাল আমাদের বাল্যবন্ধ - ১৯১০ সাল হইতে আমাদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। তাহার পর মাঝে মাঝে কোন সময় মত বিরোধ হই**লে**ও বন্ধুত্ব কুণ্ণ হয় নাই। ক**র্ম্ব**ক্ষেত্রে আমরা বিপরীত পথে কোন সময়ে চলিলেও কাহারো পথ কাহারো অজ্ঞাত ছিল না। কর্ম জীবনে প্রবেশ করিয়া ও প্রবেশের পুর্বের আমরা বছদিন ও রাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাইয়াছি-নানা বিষয়ে কয় বন্ধতে মিলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করিয়াছি। কখনো বা হয়তো খেয়ালের বশে। রাত্রিযোগে হাওড়া ষ্টেশনে টেণে চাপিয়া সমস্ত রাত্রি বর্দ্ধমানের রাস্তায় রাস্তায় ধুরিয়া সকাল ৬টায় কলিকাতা ফিরিয়াছি: আজে আমরা একজন বড় অস্তরঙ্গ বন্ধু ও तिभवाती अकस्र विश्व क्यी श्रांत्रिश्व। किलातीमान আমাদের বন্ধু স্থ-সাহিত্যিক শ্রীযুত ফণীক্র নাথ পালের কল্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার হু'টি শিশু সঞ্জান আছে। আজ কিশোরীলালের মৃত্যুতে আমরা বিশেষ বেদনা অমুভব করিতেছি—তাঁহার আত্মীয়-শ্বন্ধনের সহিত সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গণ কক্সন |

## পরলোকে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

স্থ-সাহিত্যিক রবীক্ষনাথ নৈত্রও আর ইহলোকে নাই।
বিত্রে ৩৬,৩৭ ইউন্ট্রে বয়সে তিনি পরলোকের বাজী
হইলেন। ৭৮ বংসর মাত্র পূর্বে রবীক্ষনাথ বাংলা
সাহিত্যের সেবার আত্মনিবোগ করেন। হিন্দু সংগ্রেরী
ইনি বিশেব ইংসাহী ছিলেন। তাঁহার অনেক গরে বেরা
যার সাপ্রায়িকতার মূল কোথার। শেব হিন্দু ইনি
ব্যক্ত ও রস রচনার বিশেব থাজি লাভ কর্মন বিশেব

বারের চিঠিতে দিবাকর শর্মা নামের রচনা ও আনন্দবাজারে লিখিত দধিকর্দম বিশেষ আদৃত হয়। মানময়ী
গার্লদ্ স্থল নামে তাঁছার একথানি স্থলর নাটিকাও প্রারে
অভিনীত হইতেছে। কলিকাতা হইতে রবীক্রনাথ রুগা
মাতাকে দেখিবার জন্ম রংপুর মাহিগঞ্জে গিয়াছিলেন। সেই
খানেই একদিনের অন্থথে তাঁছার মৃত্যু হয়। আজকাল
রবীক্রনাথ অনেকটা সাহিত্যের উপর নির্ভর করিয়াই
কলিকাতা বাস করিতেভিলেন। তাহাতে অনেক সময়ই
তাহাকে অর্থাভাবে গাকিতে হইত মনে হয়। প্রার থিয়েটার একটা বেনিফিট নাইটের আয়োজন করিয়া
তাহাতে প্রাপ্ত অর্থ রবীক্রনাথের পরিয়ারবর্গকে দিলে
ভাল হয়। আমরা রবীক্রনাথের আয়ীয়য়জনকে তাঁহাদের
গভীর শোকে সমবেদনা জানাইতেছি ও ভগবানের কাছে
তাঁহার আয়ার কল্যাণ কামনা করি।

#### কর্পোরেশনের বাজেট

বর্ত্তমান মাসে নানা প্রকার সাধারণ প্রতিষ্ঠানের আয়-বায়ের খদডা জনসাধারণের অবগতির জন্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। এই থসড়াগুলির প্রতি দৃষ্টি রাথিলে স্পষ্টই বঝিতে পারা যায় যে অক্যান্স বংসরের ক্যায় এই বংসরেও অর্থকছতার কিছুমাত হ্রাস হয় নাই। সর্ব্বপ্রথমই কলিকাতা করপোরেশন বাজেট আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েক বৎসর হইতে করপোরেশনের কর্তৃপক্ষণণ পুর বাজেট পে<del>শ</del> করিয়া আসিতেছেন উহাতে আয়-বায়ের সমতা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ফলে করপোরেশনের যে রিজার্ভ ফণ্ড ছিল উহা হইতে অর্থ শইয়া কোনরূপে উহার ব্যয় সন্ধূলান করিয়া আসা হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে হিসাবে দেখান হইয়াছে, ব্যয় ২ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা আয় ২ কোটী ৬০ লক পাঁচ হাজার টাকা, অর্থাৎ প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। করপোরেশনের আয় কিরূপ কমিয়া যাইতেছে নিয়ে একটী তুলনামূলক তালিকা দেওয়া গেল।

তুলনামূলক তালিকা দেওয়া গেল।

করের সংজ্ঞা ১৯০০-০৪ ১৯০২-০০

সাধারণ বাজীর ট্যাক্স ১,৯৪,৯৬,••• ১,৮৬,••,•••

দোকানদার ও ব্যবসাদারদের উপর

নির্দ্ধাবিত কর ১২.৯৮.•• ১০.১•.••

ম <b>ট</b> র গাড়ীর ট্যাকা	8,00,000	8,00,000
ৰাজার ওন্ত	५०,२७,०००	>৫,२०,०००
ট্রাম, টেলিফোন ও ই	লৈকটাুক কোম্পানী	
প্রদত্ত কর	৯৭,৯০•	৯৭,•••
জমি বিক্রয় হেতু অং	₹ ₹,৫১,৩٠٠٠	२,৫२,७••
সরকার কর্তৃক প্রদত্ত	অর্থ ৮,৬০০	\$80, <b>₹</b> •••
শ্রশান ও কবরস্থান :	হইতে	
সংগৃ <b>হীত অ</b> র্থ	23,000	२७,৫००
গরু গাড়ীর লাইদেশ	٩৫,२٠٥	۰۰۵,۵۰۰
যোড়া গাড়ীর লাইফে	শ 8,•••	>, • • •
জল বিক্রয় অর্থ	<b>4,92,000</b>	۵,২۰,۰۰۰
মৃত শব ইত্যাদি	@\$,oo•	७∙,०∙•
ফাইন ইত্যাদি	59, <b>•</b> ••	٥,•२,•••
সঞ্চিত অর্থের স্কদ	٥,٥٥,٥٥٥	8,00,000
কর্ম্মচারীগণের যোগ	দানের	
জনা অৰ্থ	৩,•••	۰,۰۰۰
খেদারৎ	b o • o	€•••
পুরাতন জিনিষ		
বিক্ৰয় শব্দ অৰ্থ	80,000	84,•••
মুর স্কিমের জমা অর্থ	5,00,000	
নানাবিধ জ্যা	>>,55,56,66	>0,00,200
ລັ	٥٠٥٠ (١٥٥٠)	२,६५,२५,७००

পুর্ব্বাক্ত তালিকাটার প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা দেখিতে পাই বাড়ীর ট্যাক্স অধিক পরিমাণে হ্লাস পাইরাছে। গত মহাবুদ্ধের সময় বাড়ীর টাক্স অতি অসন্তব রূপে বৃদ্ধি পায়। বিতলের একথানি গৃহের ভাড়া সাধারণতঃ মাসিক ২২ টাকা ও একতলায় উহার ভাড়া ৮ টাকা হইতে ১০ টাকা ধার্য্য করা হইত। ইহাতে সাধারণের যে কতদূর কই হইয়াছিল তাহাকে বলাই নিপ্রোয়জন। বালালী জাতির মাসিক আম গড় পড়তা ১০০ টাকা ধরিয়া শইলেও বসবাসের জন্ম চারিটা ঘর ভাড়া করিলে তাহাকে ৩০ টাকার উপর বাড়ী ভাড়া দিতে হয়, স্মৃতরাং ভাহার ছরবন্থা হইবে না কেন। এখন বাড়ীর ট্যাক্স কমিয়া যাওয়ার সহিত বাড়ী ভাড়ারও হাস হওয়া উচিত। কিন্তু সেরপ হইতেছে বলিয়া

মনে হয় না! বড় বড় বাড়ীর ভাড়া কিছু রাস পাইয়াছে
সভ্য, কিন্তু ছোট বাড়ীর ভাড়া পূর্ব্বৎ না থাকিলেও
ট্যান্সের অমুপাতে কমে নাই ইহা পূবই সভ্য! আমরা
করপোরেশনকে অমুরোধ করিতেছি যে তাহারা যে
সমস্ত ভাড়াটিয়া বাঙ্কীর ট্যায় কমাইয়া দিভেছেন, সেই
সব বাড়ীর ভাড়া ঠিক ঐ ট্যান্সের অমুপাতে কমান
হইতেছে কিনা যেন সন্ধান শন। ইহাতে তাহাদের মাহা
ব্যয় হইবে আয়ের অমুপাতে তাহা বিশেষ অধিক হইবে
বিশেষ আমাদের মনে হয় না, অথচ সাধারণ গৃহত্তের বিশেষ
উপকার হইতে পারে।

#### বাংলা সরকারের বাজেট

বাংলা সরকার তাঁহার বজেট পেশ করিয়াছেন। এই বংসরে বাংলার বাজেটের নৃতন বিশেষত্ব কিছুই নাই, সেই পুরাতন ছঃথের কথাই আছে ! ১৯২১ সালে যথন শাসন সংস্থার প্রদান করা হয় তথন মেইনী ব্যবস্থার ফলে বাংলাকে যে সমস্ত রাজস্ব প্রদান করা হয় তাহার পরিমাণ ছিল মাত্র ১০ কোটা টাকা। নানা প্রকার ব্যয় সংস্কাচ করিয়াও বাংলার সরকারী ব্যয় ১১ কোটী টাকার কম করিতে পারা নায় নাই। স্বতরাং প্রথম হইতেই বাংলার সরকারী বাজেটে ঘাট্তি ছিল। তাহার পর আর্থিক ক্লুছতা উপস্থিত হওয়ায় বাংলা সরকারের আয় ক্মিয়া যাইয়া ৯ কোটী টাকায় উপস্থিত হয় অণ্চ ব্যয় নানা কারণে বৃদ্ধি পাইয়া ১২ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। আনোদ-কর ইত্যাদি স্থাপন ও কোর্ট ফি বৃদ্ধি করিয়াও বাংলা তাহার আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে পারিল না, ত্বতরাং পূর্ব দঞ্চিত অর্থ হইতে তাহার অতিরিক্ত ব্যয়ের ভার বছন করিয়া আসা হইতেছে। বর্ত্তমান বংসরে বাংলার বাজেটে প্রায় ছই কোটা টাকা ঘাট্তি দেখান इरेग्राष्ट्र। এथन कथा इरेख्याह्र (य এरे वार्षे कि पूत्र করিবার জ্বন্থ বাংলা সরকার কি চেষ্টা করিতে পারেন ? বাংলার সরকারের প্রধান আয়ের পহা, ভূমির রাজস্ব, কোর্ট-ফা ও আবগারী বিভাগ। ভূমির রাজস্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অমুযায়ী চিরস্থিরীকৃত হইয়া আছে, উহার পরি-মাণ প্রায় বার্ষিক তিন কোটী টাকা। উহা কোনরূপেই বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে না। আবগারী বিভাগের আয়

নন-করপোরেশনের যুগ হইতে কমিয়াই আসিতেছে। আর্থিক ক্লছতো উৎকট ভাবে আত্ম প্রকাশ করায় উহা আরও কমিয়া যাইবে। বাংলার জমিদার ও প্রেজারাই কোর্ট-ফি দিয়া থাকে: তাহাদের আয়ই যথন ক্রিয়া বাইতেছে তথ্য তাহাদের মামলা করিবার প্রয়োজন ও প্রবৃত্তিও যে <u>হাস পাইবে তাহাও স্বাভাবিক।</u> কাজেই দেখা যাইতেছে বাংলার রাজস্ব শুধুই স্থিতিশীল তাহা নয় উহার পরিমাণ দিন দিন হ্রাসই পাইবে, উহার বৃদ্ধি সংসাধন কোন দিন করা যাইতে পারিবে না। অগচ অতাত প্রদেশগুলির তুলনায় বাংলা প্রদেশ জনসংখ্যায় ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক অগ্রবর্ত্তী। দেই সব প্রদেশ মেষ্টনী ব্যবস্থা ফলে অনেক অধিক টাকা রাজস্বের অধি-কারী হইয়াছে ৷ মাদ্রাজের বার্ষিক আয় প্রায় ১৭ কোটা টাকা, বোম্বায়ের ১২ কোটী, যুক্ত-প্রদেশের ১১ কোটি টাকা। এই জন্মই নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও নৃতন শাসন সংস্কার বাংলায় বিশেষ কার্য্যকরী করা ঘাইতে পারে নাই। অবশ্য এ কথা নি চয়ই স্বীকার্য্য, যে শাসন ব্যয় কমান যাইতে পারে। ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটীর প্রস্তাব অফু-যায়ী দেড় কোটা টাকা শাসন ব্যয় ক্যাইলেও আয়-বায়ের সমতা রক্ষা হয় নাই, স্থতরাং অন্ত উপায়ের ব্যবস্থা করা থুবই প্রয়োজন হইতেছে।

ত্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার গত গোল টেবিল বৈঠকে বাংলার তরফ ইইতে এই বিষয়টা বিলাতী সরকারের নিকট জলস্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে যে নৃতন শাসন সংস্কার প্রদান করিবার সময় বাংলাকে নাকি ০ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকা জুট ডিউটা বা পাট হইতে গৃহীত শুল্ক দেওয়া হইবে। সাধারণের অবগতির জন্ম এইখানে একটু পুর্ব ইতিহাস দিয়া দিতেছি। আ্যাকরের সমস্ত অংশই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য অংশে দেওয়া হয়। তাহার কারণ এইরূপ নির্দেশ করা হয়। তাহার কারণ এইরূপ নির্দেশ করা হয়। মেইন সাহেব বলেন যে কলিকাতা একমাত্র বাংলার বন্দর নহে। কলিকাতা বন্দর হইতে সমস্ত ভারতেরই ব্যবদা-বাণিক্ষ্য হয়, স্থতরাং উক্ত বন্দর হইতে যে সমস্ত এব্য প্রেরিত হইয়া অক্সত্র বিক্রীত হয়, তাহা ভারত সরকারেরই প্রাপ্য। এই ক্সেই ও কুট-ডিউটা

ভরত সরকারকে প্রদান করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলেই আজ বাংলার এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। আয়ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও পাট হইতে প্রাপ্ত ০ কোটী,
৭৫ লক্ষ টাকা বাংলা ফিরিয়া পাইনে, বাংলার সরকার
তথুই যে আয়-বায়ের সমতা রক্ষা করিতে পারিবেন তাহা
নয়, কিছু অংশ উব্তেও হইতে পারে

#### ভারতদরকারের বাজেট

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সচিব স্থার জর্জ স্থার এই-বার একট্ট স্থনাম করিবার চেষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার কার্যাকাল মাত্র আর একবংসর আছে। গত কয়েক বংসর কেন্দ্রীয় সরকারের আয় অপেকা ব্যয়ই অধিক হইয়। আসিতেছিল। বর্ত্তমান বৎসরে তথায় বাকী টাকার উপরে উন্নত দেখানো হইয়াছে। সাধারণে অবশা এই ব্যবস্থার বলে তাহাকে যথেষ্টই প্রশংদা করিবে, আমরাও তাঁহার এই কুতকার্য্যতার জ্বন্ত স্থগাতি করিতেছি। কিন্তু একথা কি সভাবে আর্থিক কুছতার অবসান ঘটিয়াছে? আমাদের তাহা মনে হইতেছে না। সরকারী ঋণে স্লদ হাস ক্রিয়া দিতে পারায় অনেক ব্যয় লাঘ্ব হইয়াছে। তাহার পর প্রেয় এককোটী টাকা ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা কতকটা আশা জনক। কিন্তু রেলওয়ে বাজেটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। উচার ঘাট্ডির পরিমাণ প্রায়দশ কোটি টাকা। উভয় বাজেট এক ক্রিত করিলে ছয় কোটি টাকা ঘাটতিই হয়। এইরপ বলিবার আমাদের আরও একটা কারণ আছে। আমাদের রপ্তানি দ্রবোর পরিমাণ হ্রাসই পাইতেছে, স্থার জর্জ স্কুষ্টার নিজেই বলিয়াছেন যে ১৯১৩--১৪দালের তলনায় রপ্তানি দ্রবে।র হ্রাদের পরিমাণ প্রায় শতকরা ২৩ ভাগ হাদ পাইয়াছে ।গত দশ মাদে আমরা ১১০ 🛊 কোটা টাকার দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে এবং উহার পরিবর্তে ১৯২১ काठी ठेकात ज्वा आयमानी कतिशाष्ट्रि अर्थाए आमारमत আমদানী জবোর পরিমাণ রপ্তানী জব্যের পরিমাণ অপেকা > ३ (कां हि अधिक। मांख এই अः महेकू इटेरनरे आमत्रा ছঃখিত হইতাম না। সাধারণ নিরমে ভারতবর্ষর রপ্তানি खरवात পরিমাণ आমদানী জবোর পরিমাণ অপেকা প্রায়

২২হইতে ২৫ কোটী টাকার অধিক হওয়া উচিত। কেননা আমরা ইংল্ডকে টাকার স্থদ, ব্যবসার লাভ, সিভিল সার্ভেণ্টদের পেনসন বাবদ ২২ হইতে ২৫ কোটি টাকা হোম চার্জ্জ দিয়া থাকি। এই টাকার পরিবর্ত্তে আমরা কোন পণ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইনা। বর্ত্তমান ছিসাবে দেখা যাইতেছে যে রপ্রানি দ্রব্যের পরিমাণ আমদানী দ্রেরে পরিমাণ অপেক্ষা এককোটী টাকার উপর। পূর্ব্বোক্ত হোদ চার্জ্ঞেদ্ উহাতে যোগ দিলে উহার পরিমাণ ২৫,২৬ কোটি টাকায় গিয়া দাঁডাইবে দার জর্জ স্কুঠার বলিতেছেন এই টাকাটা ভারত তাহার সঞ্চিত স্থবর্ণ ভাণ্ডার হইতে প্রদান করিতেছে, স্বতরাং ভয়ের কোন কার। নাই। কিন্তু আমরা তাহা ঠিক মনে করিনা। এখন অর্থ কাহারই সঞ্চিত নাই এবং লোক ক্রমশ: নিংস্থ হট্যা ঘাটতেছে ট্রাট আমাদের এক বিশ্বাস ৷ বাংলা ও বোম্বাই সরকারের অফুরোধে ব্যাঙ্কের চেকের উপর আবার স্থাম্প ফিঃ বসিতেছে। ইছাও আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। লোকের ব্যাঙ্কের মারফত টাকা পয়সার কারবার করিবার বেটুকু ইচ্ছা হইতেছিল ভাঙা ও ইহাতে হাস পাইবে।

## আসন্ন কর্পোরেশনের নির্বাচন

করপোরেশনের নির্মাচন আগত প্রায়। আমাদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক সহযোগিগণ এ সম্বন্ধে নানা প্রকার তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন: আমরা আমাদের মস্তব্য সাধারণ ভাবেই বলিতেছি। দেশবন্ধর মৃত্যুর পর তাঁহার শিশ্বমন্তলী ছইটা দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। স্থভাদ বাবু ও তাঁহার লাতা শরং বাবু অধিকাংশ শিশ্বের নেতা হইয়া বড় দলের নেতা হন। প্রীযুত দেনগুপুকে অবশিষ্ঠাংশ শিশ্বগণের নেতৃত্ব লইয়া সম্ভই পাকিতে হর। গত ক্ষেক্ বংসর এই ছই দলের কলহ ও স্বার্থপিরতাই আমাদের নাগরিক জীবনের পুরা ইতিহাস। একবংসর পূর্ব্বেউভয় দলই উভয় দলের নানা প্রকার দোবের ও স্বার্থপিরতার তালিকা নানা প্রকার সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার করদাতাগণ এই সমন্ত সংবাদ সম্পূর্ণই অবগত আছেন। এখন সময় আসিয়াছে ভাবিহার ক্ষয়। নাগরিক জীবনকে শৃঞ্চলিত করিতে

গেলে নগরের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্ম আমাদের সকল প্রকার দলাদলি ও হিংদা পরিত্যাগ করা উচিত। ঘাঁচারা কাউনসিলার হইতে ইচ্ছক তাহাদের স্মরণ রাথা উচিত বে তাঁহার। এক মন্তবভ দায়িত্ব ত্বেচ্ছায় ক্ষত্রে লইতেছেন। নগরের মালিক হইবার ইচ্ছাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য नम्. देश पात्रण ताथा कर्छत्। ১৯২৪ সালে यथन (मणतक् নগরবাদীগণকে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিগণকে কাউন্সিলার পদে বর্ণ করিয়া লইবার জক্ত আহ্বান করিয়াছিলেন তথন তাবৎ নগরবাদী তাঁহার আবেদন শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে দেশবন্ধ কর্ত্তক পরিচালিত করপোরেশনে তাহারা নানা প্রকার ত্বথ স্থবিধা পাইবে। তাহার পর আরও তুইবার নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। সাধারণ ভোট দাতাগণ কংগ্রেদ কর্ত্তক মনোনীত ব্যক্তিগণকেই ভোট দিয়াছিলেন কিন্ত এই নয় বংসরে তাহারা কি লাভ করিয়াছেন দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে তাহারা বিশ্বাদের বিনিময়ে সহরের বর্তমান হরবন্থা বরণ করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা বর্তমান রাস্তাশ্তলির উপর লক্ষ্য করিয়াছেন তাছারা দেখিয়া থাকিবেন যে ঐ গুলির অবস্থাকতটা শোচনীয় হইয়াছে। টার্মাকাডাম যাহা অন্ততঃ বিশ বৎসর থাকিবার কথা, হুই বৎসর না যাইতেই উঠিয়া যায়। আবর্জনা রাশি রাস্তার পার্শে পডিয়া পচিতেছে, সময় মত উহা সরাইয়া লইবার বাবস্থা এই জন্মই আমরা ভোটদাতাগণেকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যাহাদিগকে ভোট দিবেন তাহারা ত তাহাদেরই ওয়ার্ডের লোক একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া যাহাকে ভোট দিবেন স্থির করিতে ক্ষতি ক্যানভাসারদের কথায় কর্ণপাত করিবার কোন প্রয়োজন আছে কি ?

## চীন জাপান যুদ্ধ

বর্ত্তমান চীন-জাপানের যুদ্ধ শইয়া অনেকেই মাথা ঘামাইতেছেন। চীন জাপানের বর্ত্তমান যুদ্ধ অনেকটা যুদ্ধের অভিনয়—উহা প্রকৃত যুদ্ধ নয়। এইকথা আমরা অনেক-বারই বলিয়াছি। জাপানে এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শাস্ন-

কাল চলিতেছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহাদের আধিপতা অকুগ রাথিবার জন্ম কলকারখানার মালিক থাকিতে চাহেন। কাজেই তাঁহাদের কাঁচামাণের যেমন প্রয়োজন, ঠ কাঁচামালকে পাকামাল করিয়া বিক্রয় করিবার জ্বতা বাজারেরও দেইরূপ দরকার। মাঞ্চরিয়ার বিস্তর খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। জ্ঞাপানে কোন প্রকার থনিজ পদার্থ নাই। এই জন্মই জনহীন মান্চুরিয়া তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন। চীন একট জাগ্রত হইলেও, উহা এখনও অপ্রভাবেই আছে। উহার বিরাট প্রকাসজ্য এখনও মুর্থ এবং নিরক্ষর। জাপান এইজ্লুই চীনকে তাহার পণ্য দ্রবোর বিপণী করিতে চাহে। চীনে এখন যে রা**জ**তন্ত্র চলিতেছে সে জনকতক স্বার্থান্বেষীর নিজন্ম বিধান মাতে। সাধারণ প্রকা এখন অব্ধি অসাড় অবস্থাই আছে। তথকার ছাত্রসভ্য জাগিয়া উঠিয়াছে। গণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারাই গোলমাল করিতেছে। এই শিক্ষিত ও জাতীয়ভাবে উত্তেজিত ছাত্র সম্প্রদায়কে দমন করাই জাপানের প্রধান উদ্দেশ্য: ইংলণ্ডের সরকার মুথে যাহা বলুন না কেন তাহার ক্য়ানিষ্ট জাপানেরই পক্ষে থাকিতে বাধ্য। কেননা বলশেভিক চায়না তাঁহাদের প্রম শক্র হইয়া উঠিতে পারে। ফরাসী রাষ্ট্র স্বদেশে সাধারণতন্ত্র-বাদী হইলেও পূর্ব উপদ্বীপে উক্ত রাষ্ট্র সামাজ্যতন্ত্রই ममर्थन करतन। कतामी ताहेख जारनन य जाशास्त्रत সরকারই তহাদের মিত থাকিবেন, বলশেভিক চায়না তাহাদের পর্ম শক্র হইবে এই জ্ঞাই জেনেভা লীগ মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া মাঝে মাঝে ভ্যকি প্রদান করিলেও উহা তাহাদের মনের কথা নয়। ফাসিষ্ট জাপানও জানে যে কয়েক সহস্র ছাত্রব্যতীত চীনের অভিজাত-গণ ও জনসাধারণ তাহাদের শত্রু নহেন। অভিকাত-গণ তাহাদের আধিপতা প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাহেন স্নতরাং তাহার। জাপানের সহিত মিতালি করিতে বাধ্য। চীনের সাধারণ প্রকা এখনও নির্ক্র ও অঞ্চ। স্থতরাং তাহাদিগকে কোনরূপে ভলাইয়া রাখিবার দিন এখনও तिवा यात्र नाहे। এ जगह तीन काशात्मत्र निक्र शक्तिकां যাইতেছে এবং শেষ পর্যান্ত তাহারা হারিরাই বাইবে 1 জাপান বর্ত্তমানে তাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে 🎎

#### ডি ভ্যালেরা

ি ভিলেরার বিজ্ঞান দর্শন করিয়া যাহারা বিশ্বিত ইয়াচ্ছন তাঁহাদের শ্বরণ রাখা উচিত এখন সারা জগতে রাদি সিক্সমেরই যুগ চলিতেছে। তবে একথা সতা যে এই গু স্থায়ী হইতে পারে না। শীঘ্রই হয় ধনিকগণ আবার গ্রাহাদের পূর্ণ ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবে, নতুবা শ্রমিকগণ তাবৎ গ্রেই কর্ণধার হইবেন। আয়র্লণ্ডে রাজ্ঞী এলিজাবেথের ামু হইতে অভিজাতগণেরই রাজত চলিতেছিল। রাজ্ঞী ভাকোরিয়ার সময় মধাবিত শ্রেণী শিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। রাজক্ষমতা লাভ করিবার জন্ম তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ও-কোনেল ও পারনেল এই যুগের নেতা। হোমফল ্ছিল তাহাদের সাধনার বস্তু। গত মহাযুদ্ধের পর সেই ्रगक्रल आंश्रर्लं छक छाना कता रहा किन्छ नगरवत পরিবর্তনের ফলে নিমন্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীগণও শিক্ষায় উন্নত হুইয়া উঠেন। তাঁহারাও তাহাদের উর্দ্ধস্তরের দহিত ্যাজক্ষমতা পরিচালনা করিবার জন্ম বাতা হন। এই জন্মই একই মধ্যবিত্তশ্রণীর ছটি দল হয়। বড়দলের ায়ক কস্থোভ এবং ছোট বা নিয়ন্তরের নেতা হন ডি-ভালেরা। অভিজাতগণের হস্ত হইতে রাজক্ষতা হস্তাস্তর করিবার সময় এই ক্ষমতা ইংরাজগণ বড়দলের চ,স্ত অর্পণ করেন। কিন্তু নৃতন সংস্থারের আইনে নিয়-ুরের ভোটার সংখ্যা অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পায়। ডি-ভ্যালের। প্রাণপাত করিয়া নিমন্তরকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন। সভ্যবদ্ধ নিমন্তর যে উপরের দল অপেকা ক্ষমতা শালী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্যা কি ? ইহা ব্যতীত ডি-ভ্যালেরার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিও যে খুব তীক্ষ একপা অবশুই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি জানেন যে তাহার ফাসিসিজম সাময়িক মাতা। সর্বসাধারণের রাজ ক্ষমতা লাভ অনিবার্যা: এই জ্বস্তুই তিনি তাহার দলকে শ্রমিক দলের সৃহিত সংযুক্ত করিয়া রাধিয়াছেন। শ্রমিক-াণের অনেক প্রস্তাবই তিনি সমর্থন না করিলেও, তিনি তাহাদিগকে শত্রু সম্প্রদারে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। ইহাই ডি-ভালেরার স্বতকার্য্যতার পরিচর।

#### কংগ্ৰেস

কংগ্রেস ভাছার বারিক স্বধিবেশন করিতে চাছে সাধারণ

ভাবে। উদ্দেশ্য বোধহয় নতন শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তাহার মনোভাব প্রকাশ করা। সরকার পক্ষ কংগ্রেসকে স্পষ্ট ভাবে বে আইনী সভা বলিয়া ঘোষণা না করিলেও কোন রূপ অধিবেশন করিতে দিতে প্রস্তুত নহেন। সরকারপক চাহেন কংগ্রেদ স্পষ্টভাবে বৈরী ভাব ত্যাগ করিলে, তাহার যে সমস্ত স্বাভাবিক দাবী আছে তাহা গ্রাহ করা হইবে। উভয় দলের এই সম্বন্ধে কথা কাটাকাটি হুইতেছে এখন অব্ধি কোন মীমাংসাই হয় নাই। আমরা বলি সরকার ভল করিতেছেন। একথা কি সতা নম যে কংগ্রেস্ই দেশের জনমতের প্রকৃত আলেখ্য বিদ তাহা হয় আমাদের মনে হয় কংগ্রেদকে প্রাণ থলিয়া কথা বলিবার অবদর দেওয়া থুবই প্রয়োজন। বিরাট জনমতকে প্রদালত করিয়া রাষ্ট্রশাসন ইতিহাসে অসম্ভব ঘটনা নয় সতা-কিন্তু উহার পরিণাম অতি ভীষণ। ভবিশ্যতের দিকে দৃষ্টি রাথিয়া শাসন দণ্ডপরিচালনা করাই প্রকৃত বাজনীতি।

#### (স্পেন

প্রেনর গোলমাল এখনও চলিতেছে। তারের ধবর হইতে নতনুর জানা যায় তাহা হইতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে তথায় করেকজন রাষ্ট্রতন্ত্র পুণরার প্রতিষ্ঠিত করিবার চেপ্তা করিয়া বার্থ মনোরণ ক্রয়ছেন। অভিনাত-তন্ত্র লগতে মরিয়া গিয়াছে এ কথা সত্য। বর্ত্তমান লগত যেরূপ ভাবে জাগরিত হইয়াছে তাহাতে কোনরূপ পুরাতন সত্য টিকিবে না। অভিলাতগণের একমাত্র সম্পত্তি সনাতন-প্রথা। কালেই যথন সকল প্রকার সনাতন প্রথাই উচ্ছেন হইতে চলিয়াছে তথন অভিনাত-তন্ত্র আর কি রূপে রক্ষা গাইতে পারে ?

## উচ্চশিক্ষা

সার পি সি রার দিল্লী বিশ্ববিভালয়ে একটা বিশেষ ফ্রন্যগ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি ঠিকট বলিয়াছেন বিশ্ববিভালয়ের উচ্চশিক্ষাই আমাদের দেশে উৎকট বেকার সমস্তা ক্ষন করিয়াছে। যাহারা স্থাভ্লার কমিশনের রিপোর্ট পড়িয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে উচ্চশিক্ষার হার আমাদের দেশে অস্তান্ত দেশের তুলনায় কত অধিক। উচ্চশিক্ষিত যুবক দীর্ঘকাল অধ্যয়নের পর তাহার অধ্যয়নের কাল শেষ হইলে চাকুরি চাহিবে ইহাই স্বাভাবিক। তাহাকে ব্যবসা কর বলিলে তাহাকে বিজ্ঞাপ করা হয় মাতা। উচ্চশিক্ষার পরিমাণ কমাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণ রুদ্ধি করিছে পারিলে অনেক উপকার হইত। নেতাগণ একমত হইয়া একটা ধস্ডা প্রস্তুত করিয়া আইন পরিষ্থে উহা পাশ করিতে পারেন না কি ?

# প্রাচীন ভারতে সাধারণতম্ব

#### শ্রীপ্রমথ নাথ ঘোষ

ক্ষেত্ৰক কথায় প্ৰাচ্য সভ্যতাকে অন্তৰ্ম্ম খী তথা পাশ্চাত্য স্মার্ছাকে বহিন্দ্র থী বালয়। নির্দেশ করা হইয়া থাকে। আটার ভারত ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা, চিস্তা-শীলতা, কলাবিদ্যা প্রভৃতি মুমুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের षर्छ প্রয়োজনীয় স্কল বিষয়েই যে উন্নতির অত্যুচ্চ শিথরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা ত্বীক্ষত হইয়াছে। তবে অনেকেই বলেন যে মানসিক ও অধ্যাত্মিক বিষয়গুলিতে ভারতের অসাধারণ ক্বতিত্ব থাকিলেও পাথিব জীবনকে মুরোপ যেমন শক্ত সমর্থ ও উন্নতিশীলভাবে সজ্ঞবদ্ধ ও স্থাঠিত করিতে পারিয়াছে. ভারত তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই। স্থায় ভারত রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বা অর্থনীতিকে প্রধান স্থান দিতে পারে নাই। উন্নতি বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় না যে শুধু অধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ দাধন कतिए इट्रेंटिन, तां हु, ममासनी जि, व्ययी जिटक व धमन শক্ত সমর্থ করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে একটা জাতি জীবন সংগ্রামে টিকিয়া রহিতে পারে; কেবল ব্যক্তিগত ভাবে নহে, জাতিগত ভাবে পূর্ণতার দিকে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হইতে পারে, এবং জাতির মুস্থ দেহে আত্মা ও মনের ক্রীডা স্বচ্ছদে প্রকাশিত হইতে পারে। ইহাকেই পূৰ্ণাক্ষ সভ্যতা বলে ।

কিন্ত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বক্ষপ্র কালো
পর্দা যতই উঠিয়া যাইতেছে ততই আমরা নব নব
কিনিষ আবিদ্ধার করিতেছি। রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে যে
ভারত একেবারে অক্ষম ছিল এতদিন আমাদের এই
অসম্পূর্ণ ধারণা ছিল। আজ নব নব আবিক্রিয়ার ফলে
জানিতে পারিতেছি যে প্রাচীন ভারত তাহার সর্বাঙ্গীন
উরতির দিনে রাষ্ট্রনীতিক উরতি সাধন করিতেও
পশ্চাৎপদ ছিল না। রাজ্যাশাসন ও রাজ্য-রক্ষণ কার্যা
যথেষ্ট সজ্মবদ্ধ ও স্থগঠিত উপায়েই নিয়মিত হইত।
রাজ্যতন্ত্রের পাশাপাশি ভারতে সাধারণতন্ত্রও বিরাজমান
ছিল। প্রাচীন ভারতের এই সাধারণ তন্ত্র অনেকটা
রাটাশ পার্লামেন্টারি অমুর্চানের মতই ছিল।

আমাদের এতদিন ধারণা ছিল যে ভারত বৈদিক
ব্ণের স্বাধীন ব্যবস্থা হইতে একেবারে ব্রাহ্মণদিগের
প্রভুত্ব ও অত্যাচার পীড়িত সমান্ধ-ব্যবস্থায় এবং স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অধীন যথেচ্ছাচারে উপনীত হইয়াছিল।
এবং ভারত তদানীস্তন কাল হইতে ক্রেমাগত স্বেচ্ছাচারী
রাজা ও অত্যাচারী ব্রাহ্মণদিগের হত্তে লাম্বিত হইয়া
কটে দিন যাপন করিডেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক

গবেষণা থারা ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইরাছে। ব্লিং ডেভিড্স এবং জয়স্বালই প্রথমে আমাদের দেখান ( ভারত কেবল রাজ-তন্ত্রের বশবর্তী ছিল না, ঐ রাজ্তন্ত্রের পাশাপাশি সাধারণতন্ত্রও বেশ গ্রাইয়া উঠিয়াছিল।

একণে কথা হইতেছে যে কি করিয়া প্রাচীন ভারতে সাধারণতত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল? মহু লিখিয়া গিয়াছেন:—

আরাজকেহি লোকোমিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ। রকার্থমন্ত সর্বত্ত রাজানস্ত্রত্বং প্রভুঃ॥
.....সুরেন্দ্রানাং শত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ।
তত্মাদভিভত্যের সর্ববৃত্তানি তেজ্ঞগা॥

তত্মাদভিভত্যেষ সর্বাহৃতানি তেজ্সা॥ মহুর কথা থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি যে তিনি divine theory of Kingship এর প্রচার করিয়া-ছিলেন। আরও গুই একথানি প্রাচীন গ্রন্থপাঠে বোঝা যায় যে তদানীস্তন কালে divine origin of Kingship theoryই সর্বসাধারণের ধারণার মধ্যে ছিল। শতপণ ব্ৰাহ্মণে দেখা যায় যে divine origin theory সকলের মধ্যে বিদিত ছিল। তবে প্রাচীন শাক্সাদি আরও একটু গবেষণা করিলে দেখা যায় যে Social contract theory টাও লোকের নিকট বিশেষ জ্ঞাত ছিল। কৌটিশ্য প্রাচীন ভারতীয় সাধারণতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু আভাষ দিয়াছেন। তাঁহার অর্থশাঙ্গে আমরা তাঁহার divine origin of kingship theoryতেই যে বেশী আস্থা দেখি তাহা নহে। উক্ত theory ৮ Social contract theory এই ত্রুরের ভিনি সমর্থক কৌটিল্যের ভায় বৌধায়ণকেও আমরা অনেকটা 🎄 🚁 মতেরই পরিপোষক বলিতে পারি। ভাল করিয়া বিবেচ ু করিলে কিন্তু মনে হয় যে কৌটিল্য ও বৌধায়ণ স social contract theoryরই সমর্থক। মহাভার শান্তিপর্বে উক্ত ছই মতেরই যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

যাহা হউক social contract theory বে ভারতে বিদিত ছিল তাহা সকলেই মানিয়া লইতে বাধ্য। এফেন্টে দেখা যাক, সংঘবদ্ধতা বলিয়া বে একটী জিনিয়া নাইকে নাধারণতল্পের একটি প্রধান পরিপোষক বলিয়া কাইছে তাহা প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে ছিল কিনা। কাইবিদ্ধানি বিদ্যান্ত ক্ষের পূর্চপোষক এবং ইহা ব্যতিক্ষেত্র পূর্চপোষক এবং ইহা ব্যতিক্ষেত্র প্রভাবে সন্তব্দর হয় না তাহা ঠিক। ঐতিহালিক ভারতার বিদ্যান্ত ক্ষেত্র ক্ষেত্র ক্ষিত্র বিদ্যান্ত ক্ষেত্র ক্ষিত্র ক্ষেত্র ক্ষিত্র ক্ষেত্র ক্ষেত্র ক্ষিত্র ক্ষেত্র ক্ষিত্র ক্ষেত্র ক্ষেত্র ক্ষেত্র ক্ষেত্র ক্ষিত্র ক্ষেত্র ক্ষে

ভাষাৰিপ্তৰ শ্ৰেণী বা বুগ বলা হইত অথবা কুল বলা ইত। তাহাদের মধ্যে হণ্ডি বা letters of creditua শেষ স্থান ছিল। তাহাদের নামাঙ্কিত মুদারও ন্ত্রম ছিব। বৌদ্ধ ভিক্ষুসভব ধর্মকেত্রে বিশেষ আদর ক। পাইমা থাকিতেন। \*

🗡 ঐসকল সংঘের প্রত্যেকের মাথায় বাঁহারা থাকিতেন তাহাদের বন্ধা হইত 'জ্যেষ্ঠক'। আবার এই জ্যেষ্ঠকদের **টপরে বাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের আথ্যা দেও**য়া হইত ্হাশ্রেষ্ঠা'। ব্যেষ্ঠকরা তাঁহাদের নিজেদের দলের শাসন ়। নেতৃত্ব করিতেন। রিদ্ ডেভিডস্ বলেন, এই শং**ৰবদ্ধতামূলক** ভাব ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষভাবে র্ত্তমান ছিল। রাজা এই সংবগুলির বিশেষ ভক্ত ছিলেন অবং এই সংঘের মণ্য দিয়াই যুদ্ধার্থে তিনি প্রস্থাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন।

অভঃপর আমরা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় দলের কথা বলিব। প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে আমরা বিশেষভাবে অবগত হই যে প্রাচীন ভারতেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলের উদ্ভৱ সম্ভৱ হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয়দল ভিন্ন যে সাধারণতন্ত্র উত্তমন্ত্রপে গঠিত হইতে পারে না তিৰ্ষয়ে মতান্তর নাই। রাষ্ট্রীয়দল বলিতে আমর। কি বুঝি দে বিষয়ে আমর। একথানি আধুনিক রাজনীতিক পুস্তক হইতে বিশদ চরিয়া বলিতেছি।

"People holding similiar opinions on political questions from a party. A political arty is an organised group of citizenes who rofess to the same political views and who y acting as a political unit, try to control e Govt. The chief aim of a party is to the its own opinions and policy prevail. do so it is necessary to control the islation in the State ..... Party division is atural outcome of Govt. by disunion."

কৌটিলোর অর্থশাল হইতে আমরা অবগত হই বে াচীনভারতে জনমত বলিয়া একটা জিনিব ছিল এবং গুনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলও ছিল। প্রজাদের হাতে কোনো কটু না হয় তদ্বিষয়ে নীতিবিদ দশ-নতাদের কথামত রাজাদের চলিতে হইত। ক্ষমতাশালী ক বিয়া স্থান मरनद त्मकामिनदेक दावा বাধ্য হইতেম। ব্রাক্ষাজি ভাষাদের হাতে সীমাবস প্ৰিত। রাশ্ব জ্ঞাচারী বইলে ভাষারা জনেক সময় আতে পরিতাশ করিয়া বিষেষ্ট প্রকাতে বরণ করিয়া छ । दर्गातम् ध्रकारमः चनकारमः द्वन नवन है दिन লিতেন। জনস্থান্তবেদ কথা মানীৰ আম ও ছবিজ্ঞতা ब्यादे अविवादनहें द्विम । वाद्रीय वादीनकी सन्दर्भ के देखा

করিবার ক্ষমতাও তাছাদের মধেট সর্বতোভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। তজ্জ্ঞ অনেকন্ত ঘোষণা করিতে বাধ্য হইতেন যে তিনি কেবল বেতন

কমচারী মাত্র।

একণে আমরা প্রাচীন ভারতে স্বায়ত্বশাসন সহজে কিছু বলিব। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূপে আছে স্বায়ত্ব-শাসন ক্ষতা। কোনো দেশের স্বায়ত্ব-শাসনে জ্ঞান-স্পৃহা ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে সে দেশের পকে যে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব একথা অনিবার্য্য। এখন দেখা যাক প্রাচীন ভারতে স্বায়ত্ব শাসন যুক্ত কার্য্য পরিচালন পদ্ধতি কেমন ছিল।

প্রাচীন ভারতে পল্লীসমিতি বা জনপদগু**লিতে স্বায়ত্ব** শাসন কার্যা উত্তমরূপে পরিদৃষ্ট হইত। ব্যাডেন পাও-রেল, ডা: আর, সি, মজুমদার, ডা: আর কে মুপাজ্জী প্রভৃতি অনেকে পল্লীদমিতিওলির স্বায়ত্ত-শাসন কার্য্য প্রণানী কি প্রকার ছিল তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক যুগ হইতে এই বিংশ শতাকী পর্যাস্ত আমরা এই আঅতুষ্ট স্বাম্ধ্যায়ী পল্লীগুলিং সমাবস্থা দেখিয়া অবাক হই। এই আত্মনির্ভরপ্রিং স্বাবলম্বী পল্লী গুলির শাসন প্রণালী দেখিলে সত্যই বলিতে ইচ্ছা করে:—"The village Communities are little republics, having nearly everything they can want within themselves, and almost independent of foriegn relation They seem to last where nothing else lasts Dynasty after dynasty tumbles down, revol lution succeeds to revoluton, Hindu, Patha Mogal, Sikh, English, are masters in town but the village community remains the same

পদ্মী গুলির Elphinstione এই স্ব লিখিয়াছেন—These communities contain i miniature all the materials of a state withi themselves and are almost sufficient t protect their members if all their Govt were withdrawn ( Elphinstone, Report on the Terretories acquired from Peshwar 1879.

আমরা এই সকল আলোচনা হইতে কুতনিশ্চর ইইং পারি যে সাধারণতন্ত্র গঠন-মূলক কোন প্রিনিবেং স্কুতাব প্রাচীন ভারতে ছিল না। অস্তান্ত দেশের স্ত ভারতেও রাজাই প্রথমে শাসনতত্ত্বের অধিপতির প্রাপ্ত ব্রবাছিরোন, কিছ ভারতের ইতিহাসে স্ক্র মেৰিতে পাওৱা বাহ বে এক বিপরীত প্রচেষ্টা এ ब्रामाञ्चाक विकास्तव मूर्थ मर्कानाहे वाशायवाल नथाहर बाकिक धेना धारे ट्याटहोत कन बनातक नक्ष ্ৰাচন্ত্ৰিক বা সাগৰিক বা সংগ্ৰহ সাগাসণ **প**  ইয়ছিক। রাজতন্তাবলম্বী দেশগুলিতে
নি a limited or constitutional monarch
একাইন অধীনস্থ দীমাবদ্ধ অধিপতি। অরাজতন্ত্রী
দলাগুলিতে রাজা দাধারণতন্ত্রের নিকাচিত বংশামুক্রেমিক ত্রেমিডেন্টের কাজ করিতেন। কোনো কোনো
স্থানে আবার রাজার অন্তিত্বই একেবারে উঠাইয়া দেওয়া
হইয়াছিল। জনসাধারণের মেলামেশার স্বাভাবিক
ক্রেমবিকাশের ফলেই স্থানে স্থানে এই সব সাধারণতন্ত্রের
আছিলাব হইয়াছিল কোন কোনও স্থানে আবার প্রজাগণ
রাজার,বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া দাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল। এই সাধারণ তন্ত্র কোনো কোনো জাতির মধ্যে
দেশ্ব প্রস্তুক্ত হইয়াছিল এবং বিশেষ দক্ষতার মধ্য
দিয়া প্রিচালিত হইয়া শতাধিক বর্ষ অক্ট্রাছিল।

রিস ডেভিডস ও জয়স্বাল প্রথমে আমাদের দেশাইয়া দেন হে প্রাচীন ভারত কেবল অধাত্মিক ভাবে বিভার ছিল না, রাজনীতির ক্ষেত্রেও সে বহু প্রাচীনকাল হইতে যথেষ্ঠ উন্নতি সাধন করিয়াছিল কেবল রাজতন্ত্রের বশবত্তী ছিল না, ঐ রাজতন্ত্রের পাশাপাশি সাধারণতন্ত্রেও ভারত-বর্ষে স্থানাধিকার করিয়াছিল। তবে রিস ডেভিস ও জয়স্বাল বৌদ্ধ ও জৈন্য পুথি হইতেই

ভিন্দেও স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন যে স্যালইক্যথই বলিয়া পাঞ্জাবে আক্রোকজান্দারের আক্রমনের পূর্ব্বে যে রাজ্য ছিল ভংলাদ্রের মধ্যে সাধারণতত্ত্বের নিদর্শন পাত্তরা যায়।.....
নাধারণতত্ত্বের অভিছ প্রমাণ করেন। আক্রণ ও গ্রীক সাহিত্য; অথবা প্রাচীন শিলালিপিতেও আমরা সাধারণতত্ত্বের উল্লেখ দেখি। বরাহমিহিরে 'গণরাজ্যের' উল্লেখ দেখি। কোটিল্য 'রাম শন্দোপজীবনং' রাজ্যের বিষয় জানিতেন। কাত্যায়নের পানিনি হইতে জানা যায় যে সেই সময় সাধারণতত্ত্বের প্রচলন ছিল। ঐত্যের আক্রমণ উক্ত আছে যে যামতত্ত্ব হইতে ভিন্ন শাসন পদ্ধতি মুক্ত রাজ্য ছিল ষাহাকে 'জনপদ' বলা হইত।

শীক্ষাহিত্য অ্যারিয়ণ, টলেমি, ডায়োডারাস, মেগা বিষ অভিত সকলে সাধারণতত্ত্বর অন্তিজের কথা উলেই বিষ্ণাছেন। নারণসংহিতা, শুক্রনীতি বা কোটি-ল্যেও উহার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। মহাভারতে গণ-রাজ্যের কথা আছে। অয়রঙ্গস্ততে গণরাজ্য ঘোরাজ্য, অরাজ্য, যুবরাজ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অবদানশত-ক্যার বাজাধিনা, ও গণাধিনা রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

্পৃষ্টপূর্ক ষঠশতাপীতে ভারতে কোন সামাজ্যের যে কোন অন্তিত ছিলনা তাহা অবধারিত: সেই সময় কেওঁর ভারতে যে সকল কুজ কুজ রাজ্য ছিল **তাহাদের মুধ্যে** কিতৃক গুলি বাহ্নতগ্রাবলী ও কতক গুলি অরাহ্নতন্ত্রাবলধী ছিল। রিস্ ডেভিড্স বলেন, সেই সময় কোকু এই বংস ও মগধ এই চারিটি সমুদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য বক্ত নি ছি তিন্তির অগণিত সাধারণতপ্র দেশ ভর্তি ছিল। গোরাজী হইতে নিমলিবিত অরাজ তপ্তাবলম্বী সম্প্রদানে জানিতে পার বায়:—

- ১। কপিলাবস্তর শাকাগণ
- ২। রামগ্রামের কলিয়গণ
- ৩। বৈশালীর লি**ছ**বিগ**ণ** 
  - ৪। মিথিলার বিদেহগণ
  - কশীনগর ও পাভার মলগণ
- পেগ্কলিবনের মেরিয়গণ
- ৭। অলপক্যের বুলিগণ।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের শাসনাবলী সম্বন্ধে মাত্র শ্রি রাজ্য ছাড়া অন্ত কোন রাজ্যের বিষয় আমরা ভাগে 🏶 ি জানিতে পারিনা। যতদুর সম্ভব অন্তাক্ত সাধারণত েই শাস বলী শাক্য রাজ্যের অমুরূপই ছিল। কোন রাজ্যে কুলা পত্য, যাহাকে ইংরাজীতে Tribal republica ব অথবা কোন রাজ্যে প্রজাতন্ত বাdemocracy ক্লিড্রাই কোনো কোনো রাজ্যে oligarchy বা মুখাতর, কি গণাধিপত্য বা federation প্রচলিত ছিল। ুক্রেই বংশপরম্পরায় রাজ্য শাসন করিয়া যাইতেন। असीस স্বেচ্ছাচারী হইবার স্থযোগ মোটেই পাইতেন না 🖹 🜋 সমস্ত কার্যাই সাধারণ সভায় আবালবুদ্ধবনিজ্ঞা সম্পন্ন হইত। সংঘবদ্ধ হইয়া সাধারণের শাসন সংক্রাম কার্যাবলী পরিচালনা করিতে হইত। বহর কোপানিষদে এবং পাণিণিতে গণাধিপত্য বা feder এর কথা আছে। আারিয়ণ, টলেমি প্রাকৃতি ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতের প্রজাতম্বের (democra states) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রফেমর 🔊 ছই প্রকারের প্রজাতন্ত্রের কথা লিখিয়াছেন, 🐌 বিস্তীৰ্ণ প্ৰদেশবাপী প্ৰজাতম্বকে 'জনপদ' বলা

ভারতের সাধারণতন্ত্রগুলি বহু প্রাচীনকারে প্রাহিত্য বিবাহ বিব

R. C. Majumbar's Corporate life vol





